প্রকাশকের নিবেদন।

আমাদের "চরক-সংহিতা"র দ্বিতীয় সংস্করণ ফুরাইয়াছে। এবার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
কলিকাতা;
৮ই ভাদ্র, ১৩৩০ সাল।

প্রকাশক।

বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদের চরক ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সর্ব্বশাস্ত্রে ও সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি লাভের পর পরিণত বয়সে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন; অতএব, বহুজ্ঞান লাভের পর আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষণীয়, সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আয়ুর্ব্বেদের চরকপ্রণীত সংস্করণ এরূপ সুললিত ও প্রাঞ্জল হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্যে সামান্য জ্ঞান থাকিলেই ইহার ভাষা বুঝিতে পারা যায়; সামান্য টীকা টিপ্পনীর বোধ থাকিলেই দর্শনঘটিত জটিল স্থান সকল এক প্রকার আয়ত্ত করিতে পারা যায় এবং অধুনাপ্রচলিত ইংরেজী শারীর-বিদ্যায় সামান্য দর্শন থাকিলেই বায়ু-পিত্ত-কফ ও রোগতত্ত্বের সাধারণ সূত্র সকল একপ্রকার অধিকার করা যায়।

কোন কোন দূরদর্শী বৈদ্যের অভিপ্রায় এই যে, আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিতে হইলে অগ্রে ডাক্তারীশাস্ত্র সামান্যতঃ পাঠ করা উচিত। উদ্ভিদ বিদ্যা ইংরেজীতেই আছে, সুতরাং উদ্ভিজ্জ ঔষধের স্বরূপ জানিতে হইলে রকসবরা ডাইমক প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। একই উদ্ভিদের লাটিন, আরবী, মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দী, বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রাদেশিক নাম ইংরেজী-গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্য সুবিধা হইয়া থাকে। আবার রোগনির্ণয়-স্থলেও ইংরেজী-গ্রন্থের সাহায্য লওয়া উচিত; কারণ, রোগের বৈশেষিক লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদে উৎকৃষ্ট থাকিলেও রোগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইংরেজী-গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞান ডাক্তারী-জ্ঞানের সাপেক্ষ হইলেও আয়ুর্ব্বেদে সর্ব্বস্থলে, ডাক্তারীর সাহায্য পাওয়া যায় না। অথবা, হাঁচির বেগ ধারণ করিলে অমুক অমুক রোগ হয়, বমির বেগ ধারণ করিলে অমুক অমুক রোগ হয়, নিশ্বাসের বেগ ধারণ করিলে অমুক অমুক রোগ হয়, শ্লেষ্মবহ স্রোত সকল আবৃত হইলে অমুক অমুক রোগ হয় ইত্যাদি বহুপ্রকার ব্যাখ্যাই শারীর-তত্ত্বের জ্ঞান অপেক্ষা করে বটে, কিন্তু ডাক্তারী শারীরতত্ত্ব অন্য দিকে অগ্রসর হইলেও এ সকল কথার ব্যাখ্যার অভিমুখে ততদূর অগ্রসর হয় নাই। হাঁচি কিরূপে হয়, বমি কিরূপে হয়, নিশ্বাসক্রিয়া কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, শ্লেষ্মবহ স্রোত সকলের ক্রিয়া কি, ইত্যাদি সংবাদ সকল ডাক্তারী শারীর-তত্ত্বে সুন্দররূপে লিখিত আছে। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যার সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার সমাধান হইতে পারে না। চরকে লিখিত আছে যে, ব্রণের ষোড়শ প্রকার উপদ্রব; কিন্তু কেন যে ঐ সকল উপদ্রব হয়, তাহার ব্যাখ্যা নাই। ইংরেজী শারীর-তত্ত্বে সাহায্যে ঐ স্থানের ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। চরকের আর এক স্থানে আছে যে, শুক্ররোগ, প্রদর, রক্তপিত্ত, ক্লৈব্য প্রভৃতির চিকিৎসা এক। যদি এ স্থলের অর্থ এরূপ হয় যে, শুক্ররোগ, প্রদর, রক্তপিত্ত ও ক্লৈব্য প্রভৃতি রোগে মানবের শারীরিক অবস্থা একই প্রকার হয়; তবে বোধ হয়, সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে,

ডাক্তারী শারীর-তত্ত্ব অদ্যাপি এতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই যে, এ স্থলের ব্যাখ্যায় আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে।

ডক্তার ওয়াইজ স্বীকার করিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদের সূত্র সকল অদ্ভুত (Wonderful generalization.)। একজন বিখ্যাত আমেরিকা-বাসী ইংরেজ সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, চরকীয় চিকিৎসা প্রচলিত থাকিলে পৃথিবীতে এত অকালমৃত্যু ঘটিত না।

চরক-সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায়েই তিনশ্রেণীর লোকের জন্য লিখিত হইয়াছে, উৎকৃষ্ট-বুদ্ধি, মধ্যমবুদ্ধি ও অধমবুদ্ধি। অমুক রোগের স্বভাব উক্ত, উহার চিকিৎসা সুতরাং তদনুরূপ হওয়া উচিত, উৎকৃষ্ট-বুদ্ধিদিগের জন্য এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। পরে মধ্যম-বুদ্ধিদিগের জন্য বলা হইয়াছে যে, ঐ রোগের চিকিৎসায় তিক্তকগণ অবষ্টক, কাণ তিক্তকগণ শীতল। অনন্তর অধম-বুদ্ধিদিগের জন্য প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ঐ রোগের চিকিৎসায় নিম্বছাল, বাসক ও গোলঞ্চ প্রভৃতির পাচন প্রয়োগ করিতে হয়। এ স্থলে তিন প্রকার কথাই বোঝা যায়। কিন্তু কোন কোন স্থলে উৎকৃষ্টবুদ্ধিদিগের জন্য কোন কোন সংবাদ অধিকতর সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত হইয়াছে; যেমন অষ্টাদশ প্রকার ক্ষয়রোগের বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, পিত্তের ক্ষয় হইলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্লেষ্মা যৎকালে প্রকৃতিস্থ বায়ুকে রোধ করে, তৎকালে শীতক, গৌরব ও জ্বর হয়। এরূপ স্থান সকল শারীর-তত্ত্বের সহিত মিলাইয়া বোধগম্য করা সহজ হয় না। ডাক্তারি বা হোমিওপ্যাথি বা হাকীমী শাস্ত্রের জ্ঞান এ স্থলে আমাদিগকে সামান্যই সাহায্য করিতে পারে। আবার কথাগুলি পরিবর্ত্ত সহ করে না। ক্ষয়রোগ অষ্টাদশ প্রকার; এই কথাই আয়ুর্ব্বেদে পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছেন। এ স্থলে কেহই আমাদিগকে সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে, ক্ষয়রোগ সপ্তদশ প্রকার বা ঊনবিংশ প্রকার। আবার ঋষিবাক্যের সর্ব্বত্রই পরিসমাপ্তি আছে, অমুক রোগের অমুক লক্ষণ হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে, এরূপ অনিশ্চিত ভাষা নাই। ঋষি বলিতেছেন, যদি তোমার রাজযক্ষ্মা হইয়া থাকে, তবে এই তিনটী লক্ষণ অবশ্যই আছে যথা—স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশে কখন কখন বেদনা হয়, হস্ত ও পদে দাহ থাকে এবং জ্বর অষ্টপ্রহর থাকে। যদি এই তিনটী লক্ষণের একটী লক্ষণ না থাকে, তবে তোমার মুখ দিয়া রাশীকৃত কফ ও রক্ত পূয উঠিলেও তোমার রাজযক্ষ্মা হয় নাই। যদি তোমার যকৃতে বিদ্রধি (Abcess) হইয়া থাকে, তবে তোমার শ্বাস হইতে থাকিবে; যদি তুমি মেদস্বী পুরুষ না হও, তবে তোমার প্রস্রাবে রাশীকৃত চিনি থাকিলেও তোমার মেহ মধুমেহ নহে; যদি তোমার জলোদর হইবার উপক্রম হইয়া থাকে, তবে জলপান পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে ঐ রোগ জলোদররূপে পরিণত হইবে না, ইত্যাদি গূঢ় রহস্য ও নিশ্চয় সকল আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন কোথাও দেখিতে পাই না। এরূপ জ্ঞান ও যোগ বর্ত্তমানকালে সম্ভবে না। দেখিলে শুনিলে আমাদের সভ্যতা-সুলভ অহঙ্কার তিরোহিত হয় এবং ঋষিপদে সবিনয়ে পরাজয় স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে

চরকের টীকাকারদের মধ্যে চক্রপাণি প্রামাণ্য ; কিন্তু চক্রপাণির টীকা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গঙ্গাধর কবিরত্নের টীকা সম্পূর্ণ বলিতে পারা যায়। গঙ্গাধরের সমস্ত টীকার মধ্যে চিকিৎসা স্থানের টীকা অতিশয় প্রাঞ্জল এমন কি সরলতা বিষয়ে আধুনিক শিক্ষার্থীদিগের আদর্শস্থলীয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু অনেকেরই মত এই যে, গঙ্গাধর জিগীষাপরবশ বলিয়া অসাবধান ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভাষা ও জ্ঞান উৎকৃষ্ট হইলেও মতামত তাঁহার সর্ব্বস্থলে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করা যায় না। আবার তদীয় পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনপ্রমাদ এত অধিক যে, পাঠকালে অতিশয় দুর্ব্বোধ হয়। এই জন্য তাঁহার মতামত সর্ব্বস্থলেই " " এইরূপ চিহ্নিত করিয়াছি অথবা আনুষঙ্গিক তাঁহার নাম দিয়াছি। আমরা চিকিৎসাস্থানে ঘৃত তৈল প্রভৃতির পাক-প্রকরণ গঙ্গাধর হইতেই প্রায় সঙ্কলন করিয়াছি এবং স্থানে স্থানে এরূপ সাহায্যও পাইয়াছি, যাহা না পাইলে আমরা সেই সেই স্থানে এত সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না।

চরকের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে ; এ স্থলে কেবল এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই সংহিতার চিকিৎসাস্থানের ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত চরক কর্ত্তৃক সংস্কৃত : অবশিষ্ট অংশ কপিলবল মুনির পুত্র দৃঢবল কর্ত্তৃক সংস্কৃত। চরকের চমৎকারিত্ব এই যে, তিনি সমস্ত রোগকেই বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। তিনি দুই এক স্থলে লিখিয়াছেন বটে যে, আমি অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না, কারণ এ বিষয়ে ধন্বন্তরিসম্প্রদায়ই প্রামাণ্য। অথচ তিনি অস্ত্রচিকিৎসা-সাপেক্ষ রোগদিগকেও বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া অতি সহজেই তাহাদের চিকিৎসা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চরকে গদ্য ও পদ্য উভয়ই আছে। সিদ্ধিস্থানের উপসংহারে এইরূপ একটী সঙ্কেত আছে যে, যদি গদ্যভাগকে আর্য্যাচ্ছন্দে বিভাগ করা যায়, তবে সর্ব্বশুদ্ধ বার হাজার শ্লোক হইতে পারে। চরকের প্রাদুর্ভাবকাল নির্ণয় করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে, তাঁহার পুস্তকে সত্য ও ত্রেতাযুগের উল্লেখ আছে। আজিকালি মানুষ সচরাচর ৫০।৬০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। চরকের সময়ে মানুষ সচরাচর ১০০ বৎসর বাঁচিত। চরক কহেন যে, প্রতি ১০০ বৎসর পরে মানুষের জীবন এক বৎসর করিয়া কমে। এখন পাঠক ত্রৈরাশিকের নিয়মে স্থির করিতে পারেন যে ১০০ বৎসর পরমায়ু ৫০।৬০ বৎসর কমিয়া আসিতে কত বৎসর লাগে ? কিন্তু এরূপ গণনা আনুমানিক মাত্র ; উহাতে নির্ভর করা উচিত হয় না। তবে সংহিতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কতক কতক না বুঝা যায়, এমন নহে। চরক লিখিয়াছেন যে, বিরেচনে এরণ্ড তৈলের পরিমাণ আধ সের হওয়া উচিত। আমাদের সময়ে আধ ছটাক বা বড় জোর এক ছটাক সহ্য হইতে পারে। ইহাতে অনুমান করা

যাইতে পারে যে, চরকের সময়ে মানুষের পরমায়ু আমাদের অপেক্ষা অনেক দৃঢ় ছি
মহাভারতের মোক্ষপর্ব্বাদি স্থানে আত্রেয় প্রভৃতির উল্লেখ আছে, ভরদ্বাজের উল্লেখ ন
অংপরিবর্ত্তে শুক্রাচার্য্যকে আয়ুর্ব্বেদের প্রথম প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে, অতএব শুক্রাচার্য
ভরদ্বাজ কিনা, তাহাও বলা যায় না। যাহা হউক, এ সকল গবেষণায় আমোদ থাকিলে
ফল নাই। কারণ নিশ্চয় করা অসাধ্য।

চরকোক্ত চিকিৎসা লুপ্তপ্রায়, কারণ ইহার গুরু নাই। দ্বিতীয় কারণ এই যে, উহা
চিকিৎসাধিকারে মদ, মাংস, বস্তি ও বমন প্রভৃতির প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ই
বর্ত্তমান প্রথার বিরুদ্ধ। চরকের বস্তি প্রভৃতি উপকরণ দেশে চলিত হইলে, রোগীর এ
শীঘ্র উপকার দর্শিতে থাকিবে যে, বিদেশীয় চিকিৎসা প্রণালী সমাদর পাইবে না। ইতি

কবিরাজ শ্রীযশোদানন্দন সরকার।
৩নং উমেশ দত্তের গলি, কলিকাতা।

সূচিপত্র।

সূত্রস্থান।

নিদানস্থান।

বিমানস্থান।

শারীরস্থান।

ইন্দ্রিয়স্থান।

চিকিৎসিতস্থান।

কল্পস্থান।

সিদ্ধিস্থান।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

চরক-সংহিতা।

সূত্রস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দীর্ঘঞ্জীবিতীয়ঃ।

অথাতো দীর্ঘঞ্জীবিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

দীর্ঘজীবিতমন্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগমৎ।
ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরম্॥
ব্রহ্মণা হি যথা প্রোক্তমায়ুর্ব্বেদং প্রজাপতিঃ।
জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌ তু পুনস্ততঃ॥
অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদে হ কেবলম্।
ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজস্তস্মাচ্ছক্রমুপাগমৎ॥ ২
বিঘ্নভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাম্।
তপোপবাসাধ্যয়নব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাম্॥
তদা ভূতেষ্বনুক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ।
সমেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে॥
অঙ্গিরা জমদগ্নিশ্চ বশিষ্ঠঃ কাশ্যপো ভৃগুঃ।

প্রথম অধ্যায়।

[সূত্রস্থানের ১, ২, ৩, ৬, ৭, ১৬, ১৭, ২১, ২৬ ও ৩০ অধ্যায়ের নাম সেই সেই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের প্রথম পদ বা পদদ্বয় লইয়া গঠিত। অধ্যায়ের অবতরণায় সর্ব্বত্রই আত্রেয় ঋষির নাম আছে।

২-চিহ্নিত শ্লোক অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক।

এই সংহিতার বক্তা ভগবান্ মহর্ষি-অত্রিনন্দন পুনর্ব্বসু এবং শ্রোতা অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ। অবতারণায় 'আমি' স্থলে 'আমরা' পদ ব্যবহার করা হইয়াছে।]

অনন্তর আমরা দীর্ঘঞ্জীবিতীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [কেহ কেহ বলেন, 'অথ' শব্দ মঙ্গলার্থ। চক্রদত্ত বলেন যে, ইহা 'আনন্তর্য্য'-বোধকও হইতে পারে।' প্রচলিত মতে ইহা 'বাক্যারম্ভ-বোধক,' যেমন "অথ শ্রীরামের বনবাস"। যাহা হউক, এস্থলে চক্রদত্তের মত রক্ষা করিয়া "অথাতঃ" শব্দের অর্থ 'অনন্তর' লিখিত হইল। অনন্তর অর্থাৎ 'শিষ্য প্রশ্ন করিলে পর' এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে]। ১। কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারা যায়, তাহা জানিবার জন্য মহাতপা ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মা প্রজাপতি দক্ষকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন; পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় দক্ষের নিকট এবং ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ ঋষিদিগের অনুরোধে ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ২। রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হওয়াতে মানবদিগের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রত ও আয়ুর বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তখন জীবদিগের প্রতি দয়াবশতঃ পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ হিমালয় পার্শ্বে সমবেত হইলেন। ৩। এই সভায় অঙ্গিরা, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু,

আত্রেয়ো গোতমঃ সাঙ্খ্যঃ পুলস্ত্যো নারদোঽসিতঃ ॥
অগস্ত্যো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়াশ্বলায়নৌ।
পারিক্ষির্ভিক্ষুরাত্রেয়ো ভরদ্বাজঃ কপিঞ্জলঃ ॥
বিশ্বামিত্রাশ্বরথ্যৌ চ ভার্গবশ্চ্যবনোঽভিজিৎ।
গার্গ্যঃ শাণ্ডিল্যকৌণ্ডিল্যৌ বার্ক্ষির্দেবলগালবৌ
সাঙ্কৃত্যো বৈজবাপিশ্চ কুশিকো বাদরায়ণঃ।
বড়িশঃ শরলোমা চ কাপ্যকাত্যায়নাবুভৌ ॥
কাঙ্কায়নঃ কৈকশেয়ো ধৌম্যো মারীচিকশ্যপৌ
শর্করাক্ষো হিরণ্যাক্ষো লোকাক্ষঃ পৈঙ্গিরেব চ
শৌনকঃ শাকুনেয়শ্চ মৈত্রেয়ো মৈমতায়নিঃ।
বৈখানসা বালখিল্যাস্তথা চান্যে মহর্ষয়ঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়ো দমস্য নিয়মস্য চ।
তপসস্তেজসা দীপ্তা হূয়মানা ইবাগ্নয়ঃ ॥ ৪

সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র পুণ্যাং চক্রুঃ কথামিমাম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্ ॥
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।
প্রাদুর্ভূতো মনুষ্যাণামন্তরায়ো মহানয়ম্।
কঃ স্যাৎ তেষাং শমোপায় ইত্যুক্ত্বা ধ্যানমাস্থিতাঃ ॥ ৫
অথ তে শরণং শক্রং দদৃশুর্ধ্যানচক্ষুষা।
স বক্ষ্যতি শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভুঃ ॥ ৬
কঃ সহস্রাক্ষভবনং গচ্ছেৎ প্রষ্টুং শচীপতিম্।
অহমর্থে নিযুজ্যেয়মত্রেতি প্রথমং বচঃ।
ভরদ্বাজোঽব্রবীৎ তস্মাদৃষিভিঃ স নিয়োজিতঃ
স শক্রভবনং গত্বা সুরর্ষিগণমধ্যগম্।
দদর্শ বলহন্তারং দীপ্যমানমিবানলম্ ॥ ৭
সোঽভিগম্য জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য সুরেশ্বরম্।
প্রোবাচ ভগবান্ ধীমান্ ঋষীণাং বাক্যমুত্তমম্

আত্রেয়, গোতম, সাংখ্য, পুলস্ত্য, নারদ, অসিত, অগস্ত্য, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, আশ্বলায়ন, পারিক্ষি, ভিক্ষু আত্রেয়, ভরদ্বাজ, কপিঞ্জল, বিশ্বামিত্র, আশ্বরথ্য, ভার্গব, চ্যবন, অভিজিৎ, গার্গ্য, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, বার্ক্ষি, দেবল, গালব, সাঙ্কৃত্য, বৈজবাপি, কুশিক, বাদরায়ণ, বড়িশ, শরলোমা, কাপ্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন, কৈকশেয়, ধৌম্য, মরীচি, কশ্যপ, শর্করাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষ, পৈঙ্গি, শৌনক, শাকুনেয়, মৈত্রেয়, মৈমতায়নি, বৈখানস মুনিগণ, বালখিল্য মুনিগণ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান, শান্তি ও নিয়মের নিধিস্বরূপ ও তপস্যার তেজে হূয়মান অগ্নিসমূহের ন্যায় প্রদীপ্ত। [তবেই আত্রেয় নামে দুইজন মহর্ষি ছিলেন, তন্মধ্যে একজনের নাম ভিক্ষু আত্রেয়, আর এই সংহিতার উপদেষ্টার নাম কৃষ্ণাত্রেয়। এইরূপ কাল ও সুন্দর দুই জন অগস্ত্য ছিলেন। এইরূপ ১২শ অধ্যায়ে 'কৃশ' সাঙ্কৃত্যায়ন, 'বড়িশ' ধামার্গব প্রভৃতি নাম সকল বিশেষণযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে যে ভরদ্বাজের উল্লেখ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন কৃষ্ণাত্রেয়ের শিষ্যদিগের মধ্যে একজন ভরদ্বাজ ছিলেন, তাঁহার নাম কুমারশিরা ভরদ্বাজ]। ৪। তাঁহারা সেই স্থানে সুখোপবিষ্ট হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, অরোগিতাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের প্রধান উপায়, আর রোগ সকল ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ, জীবন ও শ্রেয়ঃ নাশ করিয়া থাকে। অথচ মানবদিগের সেই মহান্ অন্তরায় উপস্থিত। কিরূপে সেই অন্তরায়ের শান্তি করা যায়, উপস্থিত ঋষিগণ সকলেই তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫। অনন্তর তাঁহারা ধ্যানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ইন্দ্রই এ বিপদের উদ্ধারকর্ত্তা এবং সেই অমরনাথই রোগশান্তির উপায় স্থির করিয়া দিবেন। ৬। ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ কে তাঁহার ভবনে গমন করিবেন, এই কথা উপস্থিত হইবামাত্র, ভরদ্বাজ প্রথমেই কহিলেন যে, আপনারা এজন্য আমাকেই নিযুক্ত করুন। তখন ঋষিরাও তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। ৭। ভরদ্বাজ ইন্দ্রভবনে উপস্থিত হইয়া সুরর্ষিগণ—মধ্যস্থ বলহন্তাকে দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় দর্শন করিলেন। তখন তিনি জয়াশীর্বাদ উচ্চারণপূর্ব্বক সুরেশ্বরকে অভিনন্দন করিয়া ঋষি-

ব্যাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ।
তদ্‌ব্রূহি মে শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভো॥ ৮
তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ।
পদৈরল্পৈর্মতিং বুদ্ধা বিপুলাং পরমর্ষয়ে॥
হেতুলিঙ্গৌষধজ্ঞানং স্বস্থাতুরপরায়ণম্।
ত্রিসূত্রং শাশ্বতং পুণ্যং বুবুধে যং পিতামহঃ॥
সোঽনন্তপারং ত্রিস্কন্ধমায়ুর্ব্বেদং মহামতিঃ।
যথাবদচিরাৎ সর্ব্বং বুবুধে তন্মনা মুনিঃ॥
তেনায়ুরমিতং লেভে ভরদ্বাজঃ সুখান্বিতঃ।
ঋষিভ্যোঽনধিকং তত্তু শশংসানবশেষয়ন্॥ ৯
ঋষয়শ্চ ভরদ্বাজাজ্জগৃহুস্তং প্রজাহিতম্।
দীর্ঘমায়ুশ্চিকীর্ষন্তো বেদং বর্দ্ধনমায়ুষঃ॥
মহর্ষয়স্তে দদৃশুর্যথাবজ্‌জ্ঞানচক্ষুষা।
সামান্যঞ্চ বিশেষঞ্চ গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম্ম চ॥
সমবায়ঞ্চ তজ্‌জ্ঞাত্বা তন্ত্রোক্তং বিধিমাস্থিতাঃ।
লেভিরে পরমং শর্ম্ম জীবিতঞ্চাপ্যনিত্বরম্॥ ১০
অথ মৈত্রীপরঃ পুণ্যমায়ুর্ব্বেদং পুনর্ব্বসুঃ।
শিষ্যেভ্যো দত্তবান্ ষড্‌ভ্যঃ সর্ব্বভূতানুকম্পয়া॥
অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতুকর্ণঃ পরাশরঃ।
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্ব্বচঃ॥ ১১
বুদ্ধের্বিশেষস্তত্রাসীন্নোপদেশান্তরং মুনেঃ।
তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমমগ্নিবেশো যতোঽভবৎ॥
অথ ভেলাদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বং তন্ত্রং কৃতানি চ।
শ্রাবয়ামাসুরাত্রেয়ং সর্ষিসঙ্ঘং সুমেধসঃ॥ ১২
শ্রুত্বা সূত্রণমর্থানামৃষয়ঃ পুণ্যকর্ম্মণাম্।
যথাবৎ সূত্রিতমিতি প্রহৃষ্টাস্তেঽনুমেনিরে॥
সর্ব্ব এবাস্তুবংস্তাংশ্চ সর্ব্বভূতহিতৈষিণঃ।
সর্ব্বভূতেষ্বনুক্রোশ ইত্যুচ্চৈরব্রুবন্ সমম্॥
তং পুণ্যং শুশ্রুবুঃ শব্দং দিবি দেবর্ষয়ঃ স্থিতাঃ।
সামরাঃ পরমর্ষীণাং শ্রুত্বা মুমুদিরে পরম্॥

দিগের সাধু প্রস্তাব অবগত করিলেন এবং কহিলেন, হে দেবেশ! ধরাতলে সর্ব্ব-প্রাণিভয়ঙ্কর রোগ সকল উপস্থিত হইয়াছে, উহাদের শান্তির উপায় নির্দ্দেশ করুন। ৮। ভগবান্ ইন্দ্র ভরদ্বাজের প্রশস্ত অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সংক্ষেপে সমস্ত আয়ু-র্ব্বেদ শিক্ষা দিলেন। যে শাস্ত্র পাঠ করিলে রোগের হেতু, লক্ষণ ও ঔষধের জ্ঞান হয়; যে শাস্ত্র সুস্থ ও রোগী উভয়েরই উপযোগী; যাহার প্রধান সূত্র বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন; যাহা সনাতন পবিত্র; যাহা কেবল পিতামহ ব্রহ্মা সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন; সেই অপার ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্ব্বেদ মহামতি ভরদ্বাজ তন্মনা হইয়া অচিরাৎ অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রভাবে সুখ ও দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া ঋষিদিগকে যথাজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। ৯। ঋষিরাও প্রজাদিগের দীর্ঘায়ু সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভরদ্বাজের নিকট হইতে সেই সর্ব্বলোকহিতকর আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানবলে উপদিষ্ট বিষ-য়ের সামান্য ও বিশেষ, দ্রব্য-সমূহের গুণ, দ্রব্যসমূহের স্বরূপ, বস্তি প্রভৃতি কর্ম্ম এবং উঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অবগত হইয়া পরম মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। [বস্তি শব্দের অর্থ পিচকারী]। ১০। অনন্তর মিত্রত্ব-পরায়ণ পুনর্ব্বসু সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ ছয়জন শিষ্যকে পবিত্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষার-পাণি। ১১। শিষ্যভেদে পুনর্ব্বসুর উপদেশের প্রভেদ ছিল না। তবে যে অগ্নিবেশ প্রথ-মেই তন্ত্রকার হইয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রতিভার ফল। ক্রমে ভেল প্রভৃতি শিষ্যেরাও স্ব স্ব নামে তন্ত্র রচনা করিয়া ঋষিগণসমবেত আত্রেয়কে শ্রবণ করাইয়া ছিলেন। ১২। সেই পুণ্যকর্ম্মা ঋষিদিগের সংগ্রহ সকল শ্রবণ করিয়া ঋষিরা আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, "সূত্র সকল যেরূপ হওয়া উচিত, আপনারা সেইরূপই করিয়াছেন।" তখন সকলেই ধন্যবাদ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যে, সর্ব্বভূতের প্রতি আপনাদের দয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। নরলোকস্থ মহর্ষিগণের সেই জয়ধ্বনি স্বর্গস্থ দেব ও দেবর্ষিরাও শ্রবণ করিয়াছিলেন। তখন

অহো সাধ্বিতি নির্ঘোষো লোকান্ত্রীনম্ববাদয়ৎ
নভসি স্নিগ্ধগম্ভীরো হর্ষাদ্ভূতৈকদীরিতঃ ॥
শিবো বায়ুর্ববৌ সর্ব্বা ভাবিরুন্মীলিতা দিশঃ।
নিপেতুঃ সজলাশ্চৈব দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥
অগ্নিবেশপ্রমুখান্ বিবিশুর্জ্ঞানদেবতাঃ।
বুদ্ধিঃ সিদ্ধিঃ স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ কীর্ত্তিঃ ক্ষমা দয়া
তানি চায়ুর্বেদতন্ত্রাণি তেষাং তন্ত্রাণি পরমর্ষিভিঃ।
ভবায় ভূতসঙ্ঘানাং প্রতিষ্ঠাং ভুবি লেভিরে ॥ ১৪
হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্।
মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে ॥ ১৫
শরীরেন্দ্রিয়সত্ত্বাত্মসংযোগো ধারি জীবিতম্।
নিত্যগশ্চানুবন্ধশ্চ পর্য্যায়ৈরায়ুরুচ্যতে ॥ ১৬
তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ।
বক্ষ্যতে যন্মনুষ্যাণাং লোকয়োরুভয়োর্হিতঃ ॥
সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণম্।
হ্রাসহেতুর্বিশেষশ্চ প্রবৃত্তিরুভয়স্য তু ॥ ১৮
সামান্যমেকত্বকরং বিশেষস্তু পৃথক্‌ত্বকৃৎ।
তুল্যার্থতা হি সামান্যং বিশেষস্তু বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৯
সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতৎ ত্রিদণ্ডবৎ।
লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাৎ তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্
স পুমাংশ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং স্মৃতম্।
বেদস্যাস্য তদর্থং হি বেদোঽয়ং সম্প্রকাশিতঃ ॥
খাদীন্যাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চ দ্রব্যসংগ্রহঃ।

তাঁহারা আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "অহো সাধু!" দেবতা ও দেবর্ষিদিগের সেই স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ আকাশে ভূতগণ কর্তৃক অনুধ্বনিত হইয়া ত্রিলোককে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। তখন সুগন্ধ সমীরণ বহিতে লাগিল, দিক্ সকল আলোকিত হইল এবং স্বর্গ হইতে জলসিক্ত কুসুমধারা পতিত হইতে লাগিল। তখন দেবতারা অধিষ্ঠাতৃ-রূপে অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের বুদ্ধি, সিদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, কীর্ত্তি এবং ক্ষমা প্রভৃতি গুণ ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। ১৩। অগ্নিবেশ প্রভৃতির সংগ্রহ সকল যাবতীয় মহর্ষির অনুমোদিত হইয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা-লাভপূর্ব্বক ভূতগণের মঙ্গলসাধন করিয়াছে। ১৪। আয়ুই হিত, এবং আয়ুই অহিত, আয়ুই সুখ এবং আয়ুই দুঃখ। অতএব হিতাহিতই আয়ুর মান। আয়ু যে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ। ১৫। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগকে আয়ু কহে। আয়ুর অন্যান্য নাম ধারি, জীবিত, নিত্যগ ও অনুবন্ধ। ১৭। বেদবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে আয়ুর জ্ঞান অতি পবিত্র সামগ্রী এবং মানবগণের পক্ষে ইহপরলোকে হিতকর। তাহাই এই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ১৭। দ্রব্যাদিগের সমানতাই তাহাদের বৃদ্ধির কারণ। [এই নিয়ম শারীরিক, মানসিক এবং বাহ্য এই ত্রিবিধের পক্ষেই উপযোগী। যথা, স্নিগ্ধবস্তু সেবন করিলে মেদ বৃদ্ধি হয়, ইহা একটী শারীরিক নিয়ম, এস্থলে স্নেহ ও মেদের সমানতা আছে। শোকসংবাদ শ্রবণ করিলে চিন্তা বৃদ্ধি হয়, এস্থলে শোক ও চিন্তার তুল্যতা আছে। বায়ু শীতল এবং শীতকালও শীতল, এজন্য শীতকালে বায়ুবৃদ্ধি হয়। [১২শ অধ্যায় ৩য় প্রকরণ দেখ। বিস্তৃত ব্যাখ্যা শারীরস্থান ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দেখ।] এইরূপে বস্তুদিগের অসমানতা তাহাদের হ্রাসের কারণ হয়। [যথা, মেদ স্নিগ্ধ, অতএব রুক্ষ সেবন করিলে মেদ নষ্ট হয়]। জগতে বৃদ্ধিহ্রাস উভয়ই ঘটিয়া থাকে। ১৮। সামান্য শব্দের অর্থ সমানতা এবং বিশেষ শব্দের অর্থ বিভিন্নতা। ১৯। মন, আত্মা ও শরীর যেন তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন যষ্টি। এই তিনের সংযোগ হইলেই পুরুষ উৎপন্ন হয়। পুরুষেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। পুরুষই পুমান্, পুরুষই চেতন এবং পুরুষই এই আয়ুর্ব্বেদের অধিকরণ এবং পুরুষের জন্যই এই আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশিত হইতেছে। শারীরস্থান ৫ম অধ্যায় দেখ।] ২০। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ,

সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্ ॥ ২১
সার্থা গুর্ব্বাদয়ো বুদ্ধিঃ প্রযত্নান্তাঃ পরাদয়ঃ।
গুণাঃ প্রোক্তাঃ প্রযত্নাদি কর্ম্ম চেষ্টিতমুচ্যতে ॥
সমবায়োঽপৃথগ্‌ভাবো ভূম্যাদীনাং গুণৈর্মতঃ।
স নিত্যো যত্র হি দ্রব্যং ন তত্রানিয়তা
গুণাঃ ॥ ২৩
যত্রাশ্রিতাঃ কর্ম্মগুণাঃ কারণং সমবায়ি যৎ।
তদ্দ্রব্যং সমবায়ী তু নিশ্চেষ্টঃ কারণং গুণঃ।
সংযোগে চ বিভাগে চ কারণং দ্রব্যমাশ্রিতম্ ।
কর্ত্তব্যস্ত ক্রিয়া কর্ম্ম কর্ম্ম নান্তদপেক্ষতে ॥ ২৫
ইত্যুক্তং কারণং কার্য্যং ধাতুসাম্যমিহোচ্যতে।
ধাতুসাম্যক্রিয়া চোক্তা তন্ত্রস্তাস্ত প্রয়োজনম্ ॥

মরুৎ, ব্যোম, আত্মা, মন, কাল ও দিক্‌সমূহ এই সমস্তকে দ্রব্য বলা যায়। ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দ্রব্যকে চেতন এবং নিরিন্দ্রিয় দ্রব্যকে অচেতন বলা যায়। ২১। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে অর্থ বা বিষয় কহে অর্থাৎ ইহারাই ইন্দ্রিয়ার্থ বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়। গুরু লঘু প্রভৃতিকে দ্রব্যের গুণ কহে। উহাদের সংখ্যা বিংশতি। অর্থ, গুণ, বুদ্ধি, পরাদি [২৬ অধ্যায়ে ৩৫ প্রকরণে পরাদির ব্যাখ্যা আছে] অর্থাৎ পরত্ব, অপরত্ব, যুক্তি, সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, পৃথক্ত্ব, পরিমাণ, সংস্কার ও অভাব ইহাদিগের সকলকেই গুণপদার্থ কহে। আর প্রযত্ন প্রভৃতি চেষ্টাকে কর্ম্ম কহে। ২২। দ্রব্য ও গুণ পরস্পর পৃথক্ থাকিতে পারে না। এই অপৃথক্ ভাবকে তাহাদের সমবায় বা নিত্যসম্বন্ধ কহে। এই সম্বন্ধ নিত্য। কারণ, যেখানেই দ্রব্য, সেইখানেই গুণ সকল প্রতিনিয়ত আছে। ২৩। যাহাতে কর্ম্ম ও গুণ সমবেত এবং যাহা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সমবায়িকারণ, তাহাকে দ্রব্য বলা যায়। যাহা সমবায়াধেয় অথচ নিষ্ক্রিয়, এইরূপ কারণকেই গুণ বলে। [২৬ অধ্যায় ৩৮ প্রকরণ দেখ। দ্রব্য না থাকিলে উহার গুণ ও কর্ম্ম সম্ভবে না এবং দ্রব্য না থাকিলে কেবল গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। অতএব দ্রব্য দ্রব্যরূপ কার্য্যের অন্ততম কারণ। যেমন কুণ্ডলের অন্ততম কারণ স্বর্ণ। সমবায়িকারণ শব্দের অর্থ এই; যাহা "স্বসমবেত কার্য্য উৎপাদন করে।" ২৩ প্রকরণে দ্রব্য ও গুণের নিত্যসম্বন্ধকে সমবায় বলা হইয়াছে। সেই সমবায়ের আধার অবশ্য দ্রব্যই এবং গুণ আধেয়]। ২৪। যাহা দ্রব্যের সংযোগ ও বিভাগ বিষয়ে কারণস্বরূপ অথচ যাহা দ্রব্যের আশ্রিত, তাহাকে কর্ম্ম বলে। কর্ত্তব্যের যে ক্রিয়া, তাহাই কর্ম্ম। এস্থলে কর্ম্মশব্দে অন্য কিছু (অর্থাৎ বমনাদি পঞ্চকর্ম্ম) বুঝাইবে না। [১১শ অধ্যায়—৮ প্রকরণ দেখ। এই সংহিতার অনেক স্থানেই বমনাদি পঞ্চকর্ম্মকে কর্ম্মশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্মশব্দের অর্থ বমনাদি পঞ্চকর্ম্ম। পাছে সেই অর্থ বুঝায়, এই জন্ত সাবধান করা হইয়াছে। চক্রপাণি এই স্থানটী পরিষ্কার করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। তবে সাধারণতঃ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বোধ হয় যথা,—দ্রব্যের সংযোগ বা বিভাগ করাই দ্রব্যের কর্ম্ম। যথা,—ছাগমাংস ভক্ষণ করিলে মানবশরীরের মাংসবৃদ্ধি হয়। এস্থলে ছাগমাংস মানবশরীরে সংযোগ দ্বারা ক্রিয়া করে। হরীতকী মলতা হরণ করে। অতএব হরীতকীর ক্রিয়া বিয়োগকরণ। এইজন্য চিকিৎসাও দুই প্রকার; যথা,—সংযোগ ও বিয়োগ অথবা বৃংহণ ও কর্ষণ। নৈয়ায়িকেরা কহেন যে, সংসারে দুইটী ভিন্ন আর কর্ম্ম নাই। রামের কর্ম্ম শ্যামের কাছে যাওয়া, না হয়, শ্যামের কাছ হইতে আসা অর্থাৎ হয় শ্যামের সহিত সংযুক্ত হওয়া, নয় শ্যাম হইতে বিযুক্ত হওয়া। হয় শ্যামকে দান করা না হয় শ্যামের নিকট গ্রহণ করা ইত্যাদি]। ২৫। এইরূপে, কারণ ও কার্য্যের সামান্যতঃ পরিভাষা নির্দ্দিষ্ট হইলেও, এই শাস্ত্রে কেবল ধাতুসাম্য বা

কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা ন চাতি চ।
দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ ॥
শরীরং সত্ত্বসংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়ো মতঃ।
তথা সুখানাং যোগস্তু সুখানাং কারণং সমঃ ॥
নির্ব্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সত্ত্বভূতগুণেন্দ্রিয়ৈঃ।
চৈতন্যে কারণং নিত্যো দ্রষ্টা পশ্যতি হি ক্রিয়াঃ
বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ
মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ ॥ ৩০
প্রশাম্যত্যৌষধৈঃ পূর্ব্বো দৈবযুক্তিব্যপাশ্রয়ৈঃ।
মানসো জ্ঞানবিজ্ঞানধৈর্য্যস্মৃতিসমাধিভিঃ ॥ ৩১
রুক্ষঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোঽথ বিশদঃ খরঃ।
বিপরীতগুণৈর্দ্রব্যৈর্মারুতঃ সম্প্রশাম্যতি ॥ ৩২
সস্নেহমুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ দ্রবমম্লং সরং কটু।
বিপরীতগুণৈঃ পিত্তং দ্রব্যৈরাশু প্রশাম্যতি ॥
গুরুশীতমৃদুস্নিগ্ধ-মধুরস্থিরপিচ্ছিলাঃ।
শ্লেষ্মণঃ প্রশমং যান্তি বিপরীতগুণৈর্গুণাঃ ॥ ৩৪
বিপরীতগুণৈর্দেশমাত্রাকালোপপাদিতৈঃ।

অরোগিতাই বিচার্য্য। অন্যান্য কার্য্যকারণ-বিচার এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। ২৬। কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বিষয় ইহাদের মিথ্যাযোগ অযোগ ও অতিযোগ এই তিনটী ব্যাপার শারীর ও মানসিক উভয়প্রকার ব্যাধিরই হেতু। অযোগ শব্দের অর্থ হীনযোগ; কালের হীনযোগ যথা,—শীতকালে সম্যক্ শীত না হওয়া। কালের অতিযোগ যথা,—শীতকালে অত্যন্ত শীত হওয়া। কালের মিথ্যাযোগ যথা,—শীতকালে একেবারে শীত না হওয়া। [১১শ অধ্যায় দেখ]। ২৭। শরীর ও মন ব্যাধিগণের আধার, আর কাল বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থের যথাযোগ অরোগিতার কারণ। ২৮। পরমাত্মা নির্ব্বিকার। ইঁহার চৈতন্য সম্বন্ধে মন, ভূতগণ ও ইন্দ্রিয় সকল কারণস্বরূপ। ইনি নিত্য, ইনি দ্রষ্টা, ইনি সমুদয় ক্রিয়ার সাক্ষিস্বরূপ। ২৯। বায়ু, পিত্ত ও কফকে শারীরিক দোষ কহে। মনের দোষ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। যাহা বিকৃত হইলে রোগ হয়, তাহাকে দোষ কহে। ৩০। শারীরিক দোষ দৈব ও যুক্তির আশ্রয় দ্বারা শান্ত হয় আর মনের দোষ জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি দ্বারা শান্ত হয়। [দৈব শব্দের অর্থ স্বস্ত্যয়নাদি। যুক্তি শব্দের অর্থ ঔষধযোগ]। ৩১। শারীরিক বায়ু রুক্ষ, শীতল, লঘু, অতীন্দ্রিয়, দ্রুত, পিচ্ছিলতা-বিহীন এবং পুরুষ। যে সকল দ্রব্য বায়ুর বিপরীতগুণ অর্থাৎ স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরু, স্থূল, মন্দ, পিচ্ছিল ও মসৃণ, তদ্দ্বারা বায়ুর শান্তি হয়। [যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ও শারীরিক যন্ত্রসমূহের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকে বায়ু বলে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা বলেন যে, ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া ও শারীরিক যন্ত্রসমূহের ক্রিয়া "নর্ভ" নামক শিরাদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। বৈদ্যেরা অনেকেই "নর্ভ" দিগের স্বতন্ত্র ক্রিয়া স্বীকার করেন না। আবার "নর্ভ" সকল যে কিরূপে ক্রিয়া করে, তাহা পাশ্চাত্য শাস্ত্রে মীমাংসিত হয় নাই। অতএব যদি স্বীকার করা যায় যে, "নর্ভ" সকল বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া ক্রিয়া করে, তবে উভয় মতের সামঞ্জস্য হয়]। ৩২। পিত্ত অল্প স্নেহযুক্ত, উষ্ণ, দাহকত্বপ্রভৃতি তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, দ্রব, অম্ল, সারকস্বভাব এবং কটু। যে সকল দ্রব্য ইহার বিপরীতগুণ অর্থাৎ রুক্ষ, শীতল, অতীক্ষ্ণ, অদ্রব, অনম্ল, অসারক ও মধুরাদি-গুণবিশিষ্ট, তদ্দ্বারা পিত্তের শান্তি হয়। [পিত্ত শব্দে পিত্ত নামক দ্রব্যবিশেষ ও জীবশরীরের উষ্মা বুঝায়। পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা সেই উষ্মাকে "এনিমল হীট" কহেন]। ৩৩। শ্লেষ্মা গুরু, শীতল মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির ও পিচ্ছিল। যে সকল দ্রব্য শ্লেষ্মার বিপরীতগুণ, তদ্দ্বারা শ্লেষ্মার শান্তি হয়। [সাধারণতঃ শরীরের জল-ভাগকে শ্লেষ্মা বলে। ২০ অধ্যায় ৮ প্রকরণ দেখ]। ৩৪। সাধ্য রোগ সকল বিপরীত-গুণ ঔষধ দ্বারা শান্ত হয়। যেমন অল্প

ভেষজৈর্বিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ সাধ্যসম্মতাঃ।
সাধনং ন ত্বসাধ্যানাং ব্যাধীনামুপদিশ্যতে ॥৩৫
ভূয়শ্চাতো যথাদ্রব্যং গুণকর্ম্ম প্রবক্ষ্যতে ॥ ৩৬
রসনার্থো রসস্তস্য দ্রব্যমাপঃ ক্ষিতিস্তথা।
নির্ব্বৃত্তৌ চ বিশেষে চ প্রত্যয়াঃ খাদয়স্ত্রয়ঃ ॥
স্বাদুরম্লোঽথ লবণঃ কটুকস্তিক্ত এব চ।
কষায়শ্চেতি ষট্কোঽয়ং রসানাং সংগ্রহঃ স্মৃতঃ
স্বাদ্বম্ললবণা বায়ুং কষায়স্বাদুতিক্তকাঃ।
জয়ন্তি পিত্তং শ্লেষ্মাণং কষায়কটুতিক্তকাঃ ॥ ৩৯
কিঞ্চিদ্দোষপ্রশমনং কিঞ্চিদ্ধাতুপ্রদূষণম্।
স্বস্থবৃত্তৌ মতং কিঞ্চিৎ ত্রিবিধং দ্রব্যমুচ্যতে ॥ ৪০
তৎপুনস্ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং জাঙ্গমৌদ্ভিদপার্থিবম্।
মধূনি গোরসাঃ পিত্তং বসামজ্জাসৃগামিষম্ ॥
বিণ্মূত্রচর্ম্মরেতোঽস্থিস্নায়ুশৃঙ্গনখাঃ খুরাঃ।
জঙ্গমেভ্যঃ প্রযুজ্যন্তে কেশলোমানি রোচনাঃ।
সুবর্ণং সমলাঃ পঞ্চলোহাঃ সসিকতাঃ সুধা।
মনঃশিলালে মণয়ো লবণং গৈরকাঞ্জনে ॥
ভৌমমৌষধমুদ্দিষ্টমৌদ্ভিদন্তু চতুর্ব্বিধম্ ॥
বনস্পতির্বীরুধশ্চ বানস্পত্যস্তথৌষধিঃ ॥
ফলৈর্বনস্পতিঃ পুষ্পৈর্বানস্পত্যঃ ফলৈরপি ॥
ওষধ্যঃফলপাকান্তাঃ প্রতানৈর্বীরুধঃ স্মৃতাঃ ॥৪১
মূলত্বক্সারনির্যাসনাড়স্বরসপল্লবাঃ।
ক্ষারাঃ ক্ষীরং ফলং পুষ্পং ভস্ম তৈলানি কণ্টকাঃ ॥
পত্রাণি শুঙ্গাঃ কন্দাশ্চ প্ররোহশ্চৌদ্ভিদো গণঃ।
মূলিন্যঃ ষোড়শৈকোনাঃ ফলিন্যো বিংশতিঃস্মৃতাঃ
মহাস্নেহাশ্চ চত্বারঃ পঞ্চৈব লবণানি চ।

জ্বরনাশক ঔষধ দ্বারা শান্ত হয়। এই সকল ঔষধ দেশ কাল ও মাত্রা বুঝিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। অসাধ্য রোগের প্রতিকার হয় না। [অসাধ্য ব্যাধি যথা— বার্দ্ধক্যজনিত ক্ষয়।] ৩৫। অনন্তর দ্রব্য-ভেদে গুণ ও কর্ম্মের ব্যাখ্যা করা হইবে। ৩৬। জিহ্বা দ্বারা রসের আস্বাদ হয়। রস পদার্থের প্রধান উপাদান জল ও ক্ষিতি। কিন্তু মধুরাদিবিশেষে রসের পরিস্ফুটতার পক্ষে আকাশ, বায়ু ও অগ্নি এই তিনটীও কারণ। ৩৭। রস ছয়টী, যথা;—স্বাদু, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, ও কষায়। ৩৮। স্বাদু, অম্ল ও লবণ রস বায়ু শান্তি করে। কষায়, স্বাদু ও তিক্ত রস পিত্ত শান্তি করে এবং কষায়, কটু ও তিক্ত রস শ্লেষ্মা শান্তি করে। ৩৯। দ্রব্য তিন প্রকার; কতকগুলি দ্রব্য দোষ শান্তি করে, কতকগুলি দ্রব্য শরীরের ধাতু সকল দূষিত করে যথা (বিষ) এবং অপরগুলি (যথা দুগ্ধাদি) সুস্থ শরীরে সেবন করা যায়। ৪০। ঐ সকল দ্রব্য আবার পুনর্ব্বার তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা;—জাঙ্গম ঔদ্ভিদ ও পার্থিব। তন্মধ্যে মধু, দুগ্ধ, পিত্ত, বসা, মজ্জা, রক্ত, আমিষ, বিষ্ঠা মূত্র, চর্ম্ম, শুক্র, অস্থি, স্নায়ু, শৃঙ্গ, নখ, খুর, কেশ, লোম ও রোচনা এই সকল জাঙ্গম অর্থাৎ প্রাণিজ দ্রব্য। স্বর্ণ এবং অপর পাঁচ ধাতু যথা—রৌপ্য, তাম্র, সীস, বঙ্গ ও লৌহ—এবং তাহাদের মল আর বালি, চূণ, মনছাল, হরিতাল, মণি, লবণ, গৈরিক (স্বর্ণমাক্ষিক ও গেরিমাটী প্রভৃতি) ও অঞ্জন (রসাঞ্জন প্রভৃতি) এই সকল দ্রব্য পার্থিব। ঔদ্ভিদ ঔষধ চারি প্রকার, যথা,—বনস্পতি, বানস্পত্য, বীরুধ ও ওষধি। বনস্পতির কেবল ফল হয়, বানস্পত্যের পুষ্প ও ফল উভয়ই হয়, ওষধি সকল ফল-পাকান্তে শুষ্ক হইয়া যায় এবং লতা সকল প্রতান-বিশিষ্ট (জড়ানে) হয়; এই এই উহাদের লক্ষণ। ৪১। মূল, ছাল, সার, আটা, ডাটা, রস, পল্লব, ক্ষার, ক্ষীর, ফল, পুষ্প, ভস্ম, তৈল, কণ্টক, পত্র, শুঙ্গ, কন্দ ও অঙ্কুর ইহারা ঔদ্ভিদ দ্রব্য। ষোল প্রকার ঔষধ মূলপ্রধান, অর্থাৎ তাহাদের কেবল মূলই ঔষধে ব্যবহার করা হয়। আর উনিশ প্রকার ফলপ্রধান ঔষধ। অন্যান্য ঔষধের ফল মূল প্রভৃতি সমস্ত অংশই ব্যবহার করা যায়। ৪২। মহাস্নেহ

অষ্টৌ মূত্রাণি সংখ্যাতান্যষ্টাবেব পয়াংসি চ ॥
শোধনার্থাশ্চ ষড়্বৃক্ষাঃ পুনর্ব্বসুনিদর্শিতাঃ।
য এতান্ বেত্তি সংযোক্তুং বিকারেষু স বেদবিৎ ॥ ৪৩
হস্তিদন্তী হৈমবতী শ্যামা ত্রিবৃদধোগুড়া।
সপ্তলা শ্বেতনামা চ প্রত্যক্শ্রেণী গবাক্ষ্যপি ॥
জ্যোতিষ্মতী চ বিম্বী চ শণপুষ্পী বিষাণিকা।
অজগন্ধা দ্রবন্তী চ ক্ষীরিণী চাত্র ষোড়শী ॥
শণপুষ্পী চ বিম্বী চ ছর্দ্দনে হৈমবত্যপি।
শ্বেতা জ্যোতিষ্মতী চৈব যোজ্যা শীর্ষবিরেচনে
একাদশাবশিষ্টা যাঃ প্রযোজ্যাস্তা বিরেচনে।
ইত্যুক্তা নামকর্ম্মভ্যাং মূলিন্যঃ ফলিনীঃ শৃণু ॥
শঙ্খিন্যথ বিড়ঙ্গানি ত্রপুষং মদনানি চ।
আনূপং স্থলজঞ্চৈব ক্লীতকং দ্বিবিধং স্মৃতম্ ॥
ধামার্গবমথেক্ষ্বাকু জীমূতং কৃতবেধনম্।
প্রকীর্য্যা চোদকীর্য্যা চ প্রত্যক্পুষ্পী তথাভয়া
অন্তঃকোটরপুষ্পী চ হস্তিপর্ণ্যাশ্চ শারদম্।
কম্পিল্লকারগ্বধয়োঃ ফলং যৎ কুটজস্য চ ॥
ধামার্গবমথেক্ষ্বাকু জীমূতং কৃতবেধনম্।
মদনং কুটজঞ্চৈব ত্রপুষং হস্তিপর্ণিনী ॥

চারি প্রকার, লবণ পাঁচ প্রকার, মূত্র আট প্রকার এবং দুগ্ধ আট প্রকার। আরও বমন বিরেচন প্রভৃতি সংশোধন কার্য্যের জন্য ছয় প্রকার বৃক্ষ পুনর্ব্বসু কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যিনি এই সকল ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন রোগে প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনিই আয়ুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ। ৪৩। হস্তিদন্তী (কল্পস্থান ১২অ ২প্র), হৈমবতী (বচ), শ্যাম ও রক্ত তেউড়ী, অধোগুড়া (বৃদ্ধদারক), সপ্তলা (সাতলা নামক মনসা জাতি), শ্বেতা (শ্বেতবচ ইতি ভানুমতী), প্রত্যক্শ্রেণী (দন্তী), গবাক্ষী (শ্বেতপুষ্প রাখালশসা), লতাকটকী, তেলাকুচা, শণপুষ্পী (শণবৎপুষ্পী ঘণ্টারবা—"ঝনঝনে"), বিষাণিকা (আবর্ত্তনী), অজগন্ধা (কোকান্দী যোয়ান), দ্রবন্তী (ক্ষুদ্রদন্তী) ও ক্ষীরিণী (দুগ্ধিকা) এই ষোলটী মূলপ্রধান। তন্মধ্যে ঘণ্টারবা তেলাকুচা ও বচ বমনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। শ্বেতা (চক্রদত্ত-মতে শ্বেত অপরাজিতা) ও লতাকটকী শিরোবিরেচনে ব্যবহার্য্য। অবশিষ্ট এগারটী বিরেচনে প্রয়োগ করা যায়। এইরূপে মূলপ্রধান উদ্ভিদ্দিগের নাম ও ক্রিয়া বর্ণনা করা হইল। সম্প্রতি ফলপ্রধান উদ্ভিদ্দিগের বিবরণ করা হইতেছে। [কয়েকজাতি দন্তীই জয়পালজাতীয়। আবর্ত্তনীকে কেহ কেহ হিন্দীতে মরাফালি ও বাঙ্গালাতে আতমোরা বলেন। কোন কোন মতে ইহাই Helectores Isora। কেহ বলেন, আবর্ত্তনী ও আবর্ত্তকী এক। এই মতে আবর্ত্তকী, আহুল্য ও ভূম্যাহুল্য সোণামুখীর তিনটী প্রভেদ। ভাবপ্রকাশ ভূম্যাহুল্যকে মার্কণ্ডিকা বলেন; "মার্কণ্ডী মৃদুরেচনী ঊর্দ্ধাধঃকায়শোধনী" ইতি। মহারাষ্ট্রীয় নিঘণ্ট রত্নাকর কহেন যে, সোণামুখীর নাম ভুঁইতড়বড়, কিন্তু তড়বৃড় শব্দ আহুল্যের নামান্তর। অতএব ভুঁইতড়বড় ভূম্যাহুল্যের পর্য্যায় ভিন্ন আর কি হইতে পারে? চক্রদত্ত-মতে আবর্ত্তনী—অজশৃঙ্গী। কল্পস্থানের ১২অ—৯ প্রকরণে, অজশৃঙ্গীরই উল্লেখ আছে। যাহা হউক, সোণামুখী অর্থ করিলেও দোষ হইতে পারে না, কারণ উহাও বিরেচক। তবে সোণামুখীর মূলের ব্যবহার নাই। কেহ কেহ বলেন যে, ক্ষীরিণী 'ক্ষীরাই' বা 'দুধেলতা' Oxyatelma Esculentum। ইহার পর্য্যায় অমৃতজীবী ও "দুগ্ধী" দুগ্ধিকা 'দুধী বা দুধ্যাক্ষীর' ইতি রাধাকান্ত]। ৪৪। শঙ্খিনী (শ্বেতবৃহা মহারাষ্ট্রে শিবদোড়টী), বিড়ঙ্গ, ত্রপুষ (শসা; ত্রপুট পাঠই সঙ্গত। ত্রপুট এলাচ। ২য়-৩প্র)। মদনফল, আনূপ ও স্থলজ দুই প্রকার যষ্টিমধুফল, ধামার্গব (ঘোষাতেদ), ইক্ষাকু (তিতলাউ), জীমূত (ঘোষাতেদ) কৃতবেধন (ঘোষাতেদ), নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ,

এতানি বমনে চৈব যোজ্যান্যাস্থাপনেষু চ।
নস্তপ্রচ্ছর্দ্দনে চৈব প্রত্যকপুষ্পী বিধীয়তে॥
দশ যান্তবশিষ্টানি তান্যুক্তানি বিরেচনে।
নামকর্ম্মভিরুক্তানি ফলান্যেকোনবিংশতিঃ॥৪৫
সর্পিস্তৈলং বসা মজ্জা স্নেহো দৃষ্টশ্চতুর্ব্বিধঃ।
পানাভ্যঞ্জনবস্ত্যর্থং নস্তার্থঞ্চৈব যোগতঃ॥
স্নেহনা জীবনা বর্ণ্যা বলোপচয়বর্দ্ধনাঃ।

অপামার্গ, হরীতকী, নীলিনী, হস্তিপর্ণীর শরৎকালীন ফল (চক্রদত্ত-মতে ইহা মোরট; রক্তৈরণ্ড ইতি নিবন্ধ,) কমলাগুড়ি, সেঁদাল ও ইন্দ্রযব ইহারা ফলপ্রধান। তন্মধ্যে ধামার্গব, তিতলাউ, জীমূত, কৃতবেধন, ময়নাফল, ইন্দ্রযব, ত্রপুষ ও হস্তিপর্ণী বমন ও আস্থাপনে প্রয়োগ করা যায়। অপামার্গ নস্ত ও বমনে প্রয়োগ করা হয়। অপর দশটী ফলপ্রধান উদ্ভিদ্ বিরেচনে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইরূপে উনিশ প্রকার ফলপ্রধান উদ্ভিদের নাম ও ক্রিয়া বিবৃত হইল। [গঙ্গাধর কল্পস্থানে বলেন, জীমূত—ক্ষুদ্রঘোষা। ধামার্গব—পীতঘোষা এবং কৃতবেধন—শ্বেতঘোষা। এস্থলে বলেন, "কৃতবেধন—লতাকণ্টকী।" কৃতবেধন ঘোষাভেদই বটে। লতাকণ্টকী নহে। শসা বমননাশক, কিন্তু বমনকারক দ্রব্যের সহিত মিলিত হইলে বমনের উগ্রতা নিবারণ করিতে পারে। "কোন দ্রব্য স্বয়ং বমন করায়, কোন দ্রব্য বমনকারক দ্রব্যের সহিত মিলিয়া বমন করায়" ইতি নিবন্ধসংগ্রহ। সুশ্রুত-মতে শঙ্খিনী কোবিদারের মূল, নীলিনীর ফল, সোঁদাল ও নাটার পাতা ব্যবহার্য্য। শঙ্খিনী যবতিক্তা ইতি অরুণদত্ত ও উদ্ধণাচার্য্য। যবতিক্তা কালমেঘ ইতি প্রসিদ্ধ]। ৪৫। সর্পিঃ, তৈল, বসা ও মজ্জা এই চারি প্রকার স্নেহই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা ঔষধের সহিত পান, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও নস্তে ব্যবহৃত হয়। ইহারা স্নেহন,

স্নেহা হ্যেতে চ বিহিতা বাতপিত্তকফাপহাঃ॥৪৬
সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ।
সামুদ্রেণ সহৈতানি পঞ্চ স্যুর্লবণানি চ॥
স্নিগ্ধান্যুষ্ণানি তীক্ষ্ণাণি দীপনীয়তমানি চ।
আলেপনার্থে যুজ্যন্তে স্নেহস্বেদবিধৌ তথা।
অধোভাগোর্দ্ধভাগেষু নিরূহেষ্বনুবাসনে।
অভ্যঞ্জনে ভোজনার্থে শিরসশ্চ বিরেচনে॥
শস্ত্রকর্ম্মণি বর্ত্ত্যর্থমঞ্জনোৎসাদনেষু চ।
অজীর্ণানাহয়োর্বাতে গুল্মে শূলে তথোদরে॥৪৭
উক্তানি লবণান্যূর্দ্ধং মূত্রাণ্যষ্টৌ নিবোধ মে।
মুখ্যানি যানি চেষ্টানি সর্ব্বাণ্যাত্রেয়শাসনে॥
অবিমূত্রমজামূত্রং গোমূত্রং মাহিষঞ্চ যৎ।
হস্তিমূত্রমথোষ্ট্রস্য হয়স্য চ খরস্য চ॥
উষ্ণং তীক্ষ্ণমথো রুক্ষং কটুকং লবণান্বিতম্।

(স্নিগ্ধকারক), জীবন, (প্রাণের পক্ষে হিতকর); বর্ণকারক ও বলবর্দ্ধক। আর ইহারা বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশ করিয়া থাকে। ৪৬। লবণ পাঁচটী, যথা;—সৌবর্চ্চল (সচল), সৈন্ধব, বিট্, ঔদ্ভিদ, (পাংশুলবণ) ও সামুদ্রলবণ (করকচ)। ইহারা স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও অতিশয় দীপনীয় (ক্ষুধাকারক)। ইহারা প্রলেপ, স্নেহ ও স্বেদ-কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়। শরীরের অধ-ঊর্দ্ধ উভয় ভাগেই প্রয়োগ করা যায়, অর্থাৎ নিরূহ, অনুবাসন, অভ্যঙ্গ, শিরোবিরেচন, বর্ত্তি, অঞ্জন ও উৎসাদনে (মালিসে) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ভোজন ও শস্ত্রকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আর অজীর্ণ, আনাহ, বায়ু, গুল্ম, শূল ও উদর (উদরী) রোগে ইহাদের উপযোগিতা আছে। ৪৭। উপরে লবণ সকল বর্ণিত হইল। আত্রেয় সংহিতায় আট প্রকার প্রধান প্রধান মূত্রের বিষয় কথিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই সকল মূত্র বিবৃত হইতেছে। মেষমূত্র, অজামূত্র, গোমূত্র, মহিষমূত্র, হস্তিমূত্র, উষ্ট্রমূত্র, ঘোটকমূত্র ও গর্দ্দভমূত্র এই আট প্রকার মূত্র প্রধান। [illegible]

মূত্রমুৎসাদনে যুক্তং যুক্তমালেপনেষু চ ॥
যুক্তমাস্থাপনে মূত্রং যুক্তঞ্চাপি বিরেচনে।
স্বেদেষ্বপি চ তদ্যুক্তমানাহেষু গদেষু চ ॥
উদরেষ্বথ চার্শঃসু গুল্মকুষ্ঠকিলাসিষু।
তদ্যুক্তমুপনাহেষু পরিষেকে তথৈব চ।
দীপনীয়ং বিষঘ্নঞ্চ ক্রিমিঘ্নঞ্চোপদিশ্যতে ॥
পাণ্ডুরোগোপসৃষ্টানামুত্তমং সর্ব্বথোচ্যতে।
শ্লেষ্মাণং শময়েৎ পীতং মারুতঞ্চানুলোময়েৎ ॥
কর্ষেৎ পিত্তমধোভাগমিত্যস্মিন্ গুণসংগ্রহঃ।
সামান্যেন ময়োক্তাস্তু পৃথক্ত্বেন বিবক্ষ্যতে ॥ ৪৮
অবিমূত্রং সতিক্তং স্যাৎ স্নিগ্ধং পিত্তাবিরোধি চ
আজং কষায়মধুরং পথ্যং দোষান্ নিহন্তি চ ॥
গব্যং সমধুরং কিঞ্চিদ্দোষঘ্নং ক্রিমিকুষ্ঠনুৎ।
কণ্ডুঘ্নং শময়েৎ পীতং সম্যগ্দোষোদরে হিতম্
অর্শঃশোফোদরঘ্নন্তু সক্ষারং মাহিষং সরম্।
হাস্তিকং লবণং মূত্রং হিতন্তু ক্রিমিকুষ্ঠিনাম্।
প্রশস্তং বদ্ধবিণ্মূত্রবিষশ্লেষ্মাময়ার্শসাম্ ॥
সতিক্তং শ্বাসকাসঘ্নমর্শোঘ্নঞ্চৌষ্ট্রমুচ্যতে।
বাজিনাং তিক্তকটুকং কুষ্ঠব্রণবিষাপহম্ ॥
খরমূত্রমপস্মারোন্মাদগ্রহবিনাশনম্ ॥ ৪৯
ইতীহোক্তানি মূত্রাণি যথাসামর্থ্যযোগতঃ।
অথ ক্ষীরাণিবক্ষ্যন্তে কর্ম্ম চৈষাং গুণাশ্চযে ॥৫০
অবিক্ষীরমজাক্ষীরং গোক্ষীরং মাহিষঞ্চ যৎ।
উষ্ট্রীণামথ নাগীনাং বড়বায়াঃ স্ত্রিয়াস্তথা ॥
প্রায়শো মধুরং স্নিগ্ধং শীতং স্তন্যং পয়ো মতম্
প্রীণনং বৃংহণং বৃষ্যং মেধ্যং বল্যং মনস্করম্।
জীবনীয়ং শ্রমহরং শ্বাসকাসনিবর্হণম্।
হন্তি শোণিতপিত্তঞ্চ সন্ধানং বিহতস্য চ ॥
সর্ব্বপ্রাণভৃতাং সাত্ম্যং শমনং শোধনং তথা।
তৃষ্ণাঘ্নং দীপনীয়ঞ্চ শ্রেষ্ঠং ক্ষীণক্ষতেষু চ ॥
পাণ্ডুরোগেঽম্লপিত্তে চ শোষে গুল্মে তথোদরে
অতীসারে জ্বরে দাহে শ্বয়থৌ চ বিধীয়তে ॥
যোনিশুক্রপ্রদোষে চ মূত্রেষু প্রদরেষু চ।

লবণান্বিত; উৎসাদন, প্রলেপ, আস্থাপন, বিরেচন, স্বেদকর্ম্ম, আনাহ, উদররোগ, অর্শঃসমূহ, গুল্মরোগ, কুষ্ঠরোগ, কিলাসরোগ এবং উপনাহ (পুলটিস্) ও পরিষেকে উপযোগী। ইহারা দীপনীয়, বিষঘ্ন ও ক্রিমিঘ্ন। ইহারা সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডুরোগে উপযোগী। পান করিলে শ্লেষ্মা নষ্ট করে এবং বায়ুর অনুলোমন (সরলতা) ও পিত্তের অধোগমন হয়। এইরূপে আমি সাধারণতঃ মূত্রসমূহের গুণ কহিলাম। সম্প্রতি পৃথক্ পৃথক্ বলিতেছি। ৪৮। মেষমূত্র ঈষৎ তিক্ত ও স্নিগ্ধ অথচ পিত্তের অবিরোধী। অজামূত্র কষায়, মধুর, পথ্য ও ত্রিদোষনাশক। গব্য মূত্র ঈষৎ মধুর এবং কিঞ্চিৎপরিমাণে ত্রিদোষঘ্ন। আর ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কণ্ডু নাশ করে। পান করিলে ত্রিদোষজন্য উদররোগ শান্ত করে। মহিষমূত্র অর্শ, শোথ ও উদর নষ্ট করে, ইহা ক্ষারযুক্ত ও সারক। হস্তিমূত্র লবণাস্বাদ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ নাশ করে; বিষ্ঠা ও মূত্র বদ্ধ হইলে উপকার করে; তদ্ভিন্ন বিষ শ্লেষ্মা ও অর্শোরোগে প্রশস্ত। উষ্ট্রমূত্র ঈষৎ তিক্ত, শ্বাসকাস-নাশক ও অর্শোনাশক। ঘোটকমূত্র তিক্ত, কটু এবং কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিষ নাশ করে। গর্দ্দভমূত্র অপস্মার, উন্মাদ ও গ্রহদোষ নাশ করে। ৪৯। এইরূপে মূত্রসমূহের গুণ কথিত হইল। অনন্তর দুগ্ধ, দুগ্ধের ক্রিয়া ও গুণ বর্ণনা করা হইতেছে। ৫০। মেষদুগ্ধ, অজাদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, হস্তিদুগ্ধ, ঘোটকদুগ্ধ ও নারীদুগ্ধ প্রায়ই মধুরাস্বাদ, স্নিগ্ধ, শীতল, স্তন্যবর্দ্ধক, প্রীণন (প্রীতিকর), বৃংহণ (স্থৌল্যকারক বা পুষ্টিকারক), বৃষ্য, মেধাবর্দ্ধক, বলকারক, মনের উৎকর্ষ-সম্পাদক, জীবনীয় (জীবন-হিতকর), শ্রমহর, শ্বাসকাসনাশক, রক্তপিত্ত-নাশক, ভগ্ন অঙ্গের যোজক, সকল প্রাণীর সাত্ম্য (অভ্যস্ত ও সহ্য), সংশমন ও সংশোধন, তৃষ্ণানাশক, দীপনীয় এবং ক্ষীণ ও ক্ষতরোগে উৎকৃষ্ট পথ্য। অম্লপিত্ত, পাণ্ডুরোগ, শোষ, গুল্ম, উদর, অতিসার, জ্বর, দাহ ও শোথেও প্রয়োগ করা যায়। যোনিদোষ,

পুরীষে গ্রথিতে পথ্যং বাতপিত্তবিকারিণাম্ ॥
নস্যালেপাবগাহেষু বমনাস্থাপনেষু চ।
বিরেচনে স্নেহনেষু চ পয়ঃ সর্ব্বত্র যুজ্যতে ॥
যথাক্রমং ক্ষীরগুণানেকৈকস্য পৃথক্ পৃথক্।
অন্নপানাদিকেঽধ্যায়ে ভূয়ো বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥
অথাপরে ত্রয়ো বৃক্ষাঃ পৃথগ্ যে ফলমূলিভিঃ।
স্নুহ্যর্কাশ্মন্তকাস্তেষামিদং কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ॥
বমনেঽশ্মন্তকং বিদ্যাৎ স্নুহীক্ষীরং বিরেচনে।

শুক্রদোষ, মূত্ররোগ, পুরীষগ্রন্থি, (গুটলে মল) ও বাতপিত্ত রোগে পথ্য। নস্য, প্রলেপ, অবগাহন, বমন, আস্থাপন, বিরেচন ও স্নেহন-কর্ম্মে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যায়। অন্নপানাদি অধ্যায়ে দুগ্ধের গুণ যথাক্রমে একে একে ও পৃথক্ পৃথক্ রূপে পুনর্ব্বার বিস্তারিত কহিব। ৫১। অনন্তর ফলপ্রধান ও মূলপ্রধান বৃক্ষদিগের হইতে স্বতন্ত্র অপর তিনটী বৃক্ষ বর্ণিত হইতেছে; যথা;—মনসা, আকন্দ ও অশ্মন্তক (কোবিদার)। তন্মধ্যে অশ্মান্তক বমনকার্য্যে, মনসার ক্ষীর বিরেচন কার্য্যে এবং আকন্দ-ক্ষীর বিরেচনযুক্ত বমনে উপযোগী জানিবে। [গঙ্গাধর মতে অশ্মন্তক 'পাষাণভেদী'। কিন্তু পাষাণভেদী বিরেচক। আর অশ্মভেদী পাষাণভেদী বটে; কিন্তু অশ্মন্তক ও অশ্মভেদী স্বতন্ত্র। "এই গাছকে ভাষায় অম্লকুচাই বলে। ইহা এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ, ইহার পাতা তেঁতুলের ন্যায়, ইহা জ্বরনাশক" ইতি ডাইমক ৭১৭ পৃষ্ঠা। অম্ললোণিকা অশ্মন্তক বটে, কিন্তু এস্থলে অম্ললোণিকা নয়। রক্সবরা কহেন, "ইহার নাম যুগপত্র। হিন্দীনাম, কাণরাজ। রক্সবরা ৩৩৪ পৃষ্ঠা। রক্সবরা ইহাকে Bauhinia candida বলেন। আর কোবিদার বা রক্তকাঞ্চনকে" Bauhinia variegata বলেন। কিন্তু যুগপত্র কোবিদারের নাম— ইতি ভাবপ্রকাশ। সুশ্রুতের বমনবর্গে

ক্ষীরমর্কস্য বিজ্ঞেয়ং বমনে সবিরেচনে ॥ ৫২
ইমাংস্ত্রীনপরান বৃক্ষানাহুর্যেষাং হিতাস্ত্বচঃ।
পূতিকঃ কৃষ্ণগন্ধা চ তিল্বকশ্চ তথা তরুঃ ॥
বিরেচনে প্রয়োক্তব্যঃ পূতিকস্তিল্বকস্তথা।
কৃষ্ণগন্ধা পরীসর্পে শোথেষ্বর্শঃসু চোচ্যতে।
দদ্রুবিদ্রধিগণ্ডেষু কুষ্ঠেষ্বপ্যলজীষু চ।
ষড়্বৃক্ষান্ শোধনানেতানপি বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥৫৩
ইত্যুক্তাঃ ফলমূলিন্যঃ স্নেহাশ্চ লবণানি চ।
মূত্রং ক্ষীরাণি বৃক্ষাশ্চ ষড়্ যে দৃষ্টপয়স্ত্বচঃ।
ওষধীর্নামরূপাভ্যাং জানতে হ্যজপা বনে।
অবপাশ্চৈব গোপাশ্চ যে চান্যে বনবাসিনঃ ॥
ন নামজ্ঞানমাত্রেণ রূপজ্ঞানেন বা পুনঃ।
ওষধীনাং পরাং প্রাপ্তিং কশ্চিদ্বেদিতুমর্হতি ॥৫৫
যোগবিন্নামরূপজ্ঞস্তাসাং তত্ত্ববিদুচ্যতে।
কিং পুনর্যো বিজানীয়াদোষধীঃ সর্ব্বথা ভিষক্ ॥

অশ্মন্তক কোবিদার ইতি ভাবপ্রকাশ। "তিল্বক শব্দে পাটকা-লোধ বা শাবর-লোধ নামক প্রকাণ্ড বৃক্ষ বুঝাইতে পারে, ইতি চক্রপাণি।] ৫২। এই তিনটী বৃক্ষের ত্বক্ হিতকর, যথা;—নাটাকরঞ্জ, সজিনা ও তিলক (লোধ) নাটকরঞ্জ ও লোধ বিরেচনে প্রয়োগ করা যায়। সজিনা বীসর্প, শোথ ও অর্শে উপকারী। বিচক্ষণ বৈদ্য মনসা, আকন্দ, অশ্মন্তক, নাটাকরঞ্জ, সজিনা ও তিল্বক এই ছয়টী বৃক্ষকে দদ্রু, বিদ্রধি, গলগণ্ড, কুষ্ঠ ও অলজী রোগে ও সংশোধক কর্ম্মে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ৫৩। এইরূপে ফলপ্রধান, মূলপ্রধান ও অপর ছয়টী বৃক্ষ ও তাহাদের ক্ষীর ও ত্বক্ এবং স্নেহসমূহ, লবণসমূহ, মূত্রসমূহ ও দুগ্ধসমূহ বিবৃত হইল। ৫৪। ছাগপাল, মেষপাল, গোপাল, ও অন্যান্য বনবাসীরা বনজাত ওষধিদিগের নাম ও রূপ জানিতে পারে। কিন্তু কেবল নাম ও রূপ জানিলেই ওষধিগণের প্রয়োগ জানা যায় না। ৫৫। যিনি ওষধিদিগের প্রয়োগ, নাম ও রূপ অবগত আছেন, তাঁহাকেই

যোগমাসান্তু যো বিদ্যাদ্দেশকালোপপাদিতম্।
পুরুষং পুরুষং বীক্ষ্য স বিজ্ঞেয়ো ভিষক্তমঃ॥
যথা বিষং যথা শস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
তথৌষধমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা॥
ঔষধং হ্যনভিজ্ঞাতং নামরূপগুণৈস্ত্রিভিঃ।
বিজ্ঞাতমপি দুর্যুক্তমনর্থায়োপপদ্যতে॥
যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণমুত্তমং ভেষজং ভবেৎ।
ভেষজং বাপি দুর্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষম্।
তস্মান্ন ভিষজা যুক্তং যুক্তিহীনেন ভেষজম্।
ধীমতা কিঞ্চিদাদেয়ং জীবিতারোগ্যকাঙ্ক্ষিণা॥
কুর্য্যান্নিপতিতো মূর্দ্ধ্নি সশেষং বাসবাশনিঃ।
সশেষমাতুরং কুর্য্যান্নত্বজ্ঞমতমৌষধম্॥ ৫৮
দুঃখিতায় শয়ানায় শ্রদ্দধানায় রোগিণে।
যো ভেষজমবিজ্ঞায় প্রাজ্ঞমানী প্রযচ্ছতি॥
ত্যক্তধর্ম্মস্য পাপস্য মৃত্যুভূতস্য দুর্ম্মতেঃ।
নরো নরকপাতী স্যাৎ তস্য সম্ভাষণাদপি॥ ৫৯
বরমাশীবিষবিষং ক্বথিতং তাম্রমেব বা।
পীতমত্যগ্নিসন্তপ্তা ভক্ষিতা বাপ্যয়োগুড়াঃ।
ন তু শ্রুতবতাং বেশং বিভ্রতা শরণাগতাৎ।
গৃহীতমন্নং পানং বা বিত্তং বা রোগপীড়িতাৎ॥
ভিষগ্‌বুভূষুর্মতিমানতঃ স্বগুণসম্পদি।
পরং প্রযত্নমাতিষ্ঠেৎপ্রাণদঃ স্যাদ্ যথানৃণাম্॥ ৬১
তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ॥ ৬২
সম্যক্‌প্রয়োগং সর্ব্বেষাং সিদ্ধিরাখ্যাতি কর্ম্মণাম্
সিদ্ধিরাখ্যাতি সর্ব্বৈশ্চ গুণৈর্যুক্তং ভিষক্তমম্॥ ৬৩

তত্র শ্লোকাঃ।

আয়ুর্ব্বেদাগমো হেতুরাগমস্য প্রবর্ত্তনম্।
সূত্রণস্যাভ্যনুজ্ঞানমায়ুর্ব্বেদস্য নির্ণয়ঃ॥

হের অপর তত্ত্ব সকল জানেন, তিনি ভিষক্। উদ্ভিদ্-বিদ্যা-বিশারদ হইয়া দেশ কাল ও ব্যক্তি ভেদে ওষধি প্রয়োগ করিতে পারিলে তাঁহাকে ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ বলা যায়। ৫৬। অজ্ঞাত ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহা বিষ, শস্ত্র, অগ্নি ও অশনির ন্যায় অনর্থ উৎপাদন করে। বিজ্ঞাত ঔষধ অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। যদি ঔষধের নাম, রূপ ও গুণ তিনই অজ্ঞাত থাকে অথবা যদি বিজ্ঞাত থাকিলেও তাহা অন্যায়রূপে প্রয়োগ করা যায়, তবে অনর্থকর হইয়া থাকে। সুপ্রয়োগ দ্বারা তীক্ষ্ণ বিষও উত্তম ঔষধ হয়। আবার প্রয়োগদোষে প্রকৃত ঔষধও তীক্ষ্ণ বিষ হইয়া পড়ে। অতএব জীবনাকাঙ্ক্ষী ও আরোগ্যার্থী ধীমান্ ব্যক্তি যুক্তিহীন বৈদ্যের প্রদত্ত ঔষধ কিছুমাত্র গ্রহণ করিবেন না। ৫৭। ইন্দ্রের অশনি মস্তকে পতিত হইলেও বরং রোগী জীবিত থাকিতে পারে, তথাপি অজ্ঞের প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিলে রোগী জীবিত থাকিতে পারে না। ৫৮। যে বিজ্ঞাভিমানী বৈদ্য না জানিয়া, না শুনিয়া ঔষধ প্রয়োগ করে, সেই অধার্ম্মিক মহাপাতকী মৃত্যুরূপী দুর্ম্মতির সহিত সম্ভাষণ করিলেও লোকে নরকগ্রস্ত হয়। ৫৯। বরং আশীবিষ-বিষ, বরং তাম্রের ক্বাথ বা অগ্নিতপ্ত লৌহগুড়িকা ভক্ষণ করা হউক, তথাপি শাস্ত্রজ্ঞের বেশ ধরিয়া শরণাগত রোগীর নিকট হইতে অন্নপান বা বিত্ত গ্রহণ করিবে না। ৬০। অতএব যে মতিমান্ ব্যক্তি ভিষক্ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গুণসম্পৎসম্পন্ন হইয়া মানবগণের প্রাণরক্ষার্থ যত্নবান্ হইবেন। ৬১। তাহাই উপযুক্ত ঔষধ, যাহাতে আরোগ্যলাভ হয়। তিনিই উৎকৃষ্ট চিকিৎসক, যিনি রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। ৬২। ঔষধ যে সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা চিকিৎসার সফলতা দেখিলেই বলা যায়। চিকিৎসক কৃতকার্য্য হইলেই লোকে তাঁহাকে সর্ব্বগুণযুক্ত বলিয়া বোধ করে। ৬৩। এই অধ্যায়ের সূচী, যথা,—মর্ত্ত্যলোকে আয়ুর্ব্বেদের আগমন; আগমনের হেতু; প্রচার; আয়ুর্ব্বেদের সূত্রকার অগ্নিবেশ

সম্পূর্ণং কারণং কার্য্যমায়ুর্ব্বেদপ্রয়োজনম্।
হেতবশ্চৈব দোষাশ্চ ভেষজং সংগ্রহেণ চ॥
রসাঃ সপ্রত্যয়া দ্রব্যাস্ত্রিবিধো দ্রব্যসংগ্রহঃ।
মূলিন্যশ্চ ফলিন্যশ্চ স্নেহাশ্চ লবণানি চ॥
মূত্রং ক্ষীরাণি বৃক্ষাশ্চ ষড়্ যে ক্ষীরত্বগাশ্রয়াঃ।
কর্ম্মাণি চৈষাং সর্ব্বেষাং যোগাযোগগুণাগুণাঃ॥
বৈদ্যাপবাদো যত্রস্থাঃ সর্ব্বে চ ভিষজাং গুণাঃ।
সর্ব্বমেতৎ সমাখ্যাতং পূর্ব্বাধ্যায়ে মহর্ষিণা॥ ৬৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে দীর্ঘঞ্জীবিতীয়ো নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অপামার্গতণ্ডুলীয়ঃ।

অথাতোঽপামার্গতণ্ডুলীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
অপামার্গস্য বীজানি পিপ্পলীর্মরিচানি চ।
বিড়ঙ্গান্যথশিগ্রূণি সর্ষপাংস্তুম্বুরূণি চ॥
অজাজীঞ্চাজগন্ধাঞ্চ পীলূন্যেলাং হরেণুকাম্।
পৃথ্বীকাং সুরসাং শ্বেতাং কুঠেরকফণিজ্ঝকৌ
শিরীষবীজং লশুনং হরিদ্রে লবণদ্বয়ম্।
জ্যোতিষ্মতীং নাগরঞ্চ দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনে॥
গৌরবে শিরসঃ শূলে পীনসেঽর্দ্ধাবভেদকে।
ক্রিমিব্যাধাবপস্মারে ঘ্রাণনাশে প্রমোহকে॥
মদনং মধুকং নিম্বং জীমূতং কৃতবেধনম্।
পিপ্পলীকুটজেক্ষ্বাকূণ্যেলাং ধামার্গবাণি চ॥
উপস্থিতে শ্লেষ্মপিত্তে ব্যাধাবামাশয়াশ্রয়ে।
বমনার্থং প্রযুঞ্জীত ভিষগ্দেহমদূষয়ন্॥ ৩
ত্রিবৃতাং ত্রিফলাং দন্তীং নীলিনীং সপ্তলাং
বচাম্।
কম্পিল্লকং গবাক্ষীঞ্চ ক্ষীরিণীমুদকীর্য্যকাম্।
পীলূন্যারগ্বধং দ্রাক্ষাং দ্রবন্তীং নিচুলানি চ।
পক্বাশয়গতে দোষে বিরেকার্থং প্রযোজয়েৎ॥

সম্পূর্ণ কারণ ও কার্য্য; আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন; হেতু, দোষ ও ঔষধের সংক্ষিপ্ত সমালোচন; রস ও রসের অধিকরণভূত দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচন; ত্রিবিধ দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; মূলপ্রধান ও ফলপ্রধান ঔষধ; স্নেহসমূহ ও লবণসমূহ; মূত্র ও দুগ্ধ এবং ক্ষীরপ্রধান ত্বক্‌প্রধান অপর ছয়টী বৃক্ষ; আর সেই সেই দ্রব্যসমূহের কর্ম্ম, যোগ, অযোগ, গুণাগুণ; বৈদ্যের দোষ; এবং যেরূপ বৈদ্যের গুণ প্রকাশ হয়, এই সমস্ত এই প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ৬৪।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অপামার্গ-তণ্ডুলীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্

পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, সজিনা-বীজ, সর্ষপ, তুম্বুরু (নেপালীধনে), কৃষ্ণজীরা, কোকাল্দী যোয়ান, পীলুফল, ছোট এলাচ, রেণুকা, বড় এলাচ, তুলসী-বীজ, শ্বেত অপরাজিতার বীজ, বাবুই-তুলসীর বীজ, ক্ষুদ্রপত্র-তুলসীর বীজ, শিরীষ-বীজ, রসুন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব ও সচল লবণ, লতাকটকীর বীজ এবং শুঁট শিরো-বিরেচনে দিবে। মস্তকের ভার ও বেদনা, পীনস (পুরাতন সর্দ্দি), অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে), ক্রিমি, অপস্মার, ঘ্রাণশক্তির নাশ ও অচৈতন্যে ইহাদের নস্য দিবে। ২। ময়না ফল, যষ্টিমধু-ফল, নিম, জীমূত, কৃতবেধন, পিপুল, ইন্দ্রযব, তিতলাউ, বড় এলাচ ও ধামার্গব এই সকল দ্রব্য চিকিৎসক আমাশয়গত পিত্তশ্লেষ্মরোগে, দেহ দূষিত না হয় এরূপ পরিমাণে, রোগীকে বমনার্থ প্রয়োগ করিবেন। ৩। তেউড়ী, ত্রিফলা, দন্তী, নীলিনী ("নীলগাছ"), সপ্তলা নামক মনসা, বচ, কমলাগুঁড়ি, রাখালশশা, ক্ষীরিকা,

পাটলাকাশ্মর্য্যকং বিল্বং শ্যোনাকমেথ চ।
কাশ্মর্য্যং শালপর্ণীঞ্চ পৃশ্নিপর্ণীং নিদিগ্ধিকম্।
বলাশ্বদংষ্ট্রাং বৃহতীমেরণ্ডং সপুনর্নবাম্।
যবান্ কুলত্থান্ কোলানি গুডুচীং মদনানি চ।
পলাশং কর্তৃণঞ্চৈব স্নেহাংশ্চ লবণানি চ।
উদাবর্ত্তে বিবন্ধেষু যুঞ্জ্যাদাস্থাপনেষু চ॥
অতএবৌষধগণাৎ সঙ্কল্প্যমনুবাসনম্।
মারুতঘ্নমিতি প্রোক্তঃ সংগ্রহঃ পাঞ্চকর্ম্মিকঃ॥
তান্যুপস্থিতদোষাণাং স্নেহস্বেদোপপাদনৈঃ।
পঞ্চকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত মাত্রাকালৌ বিচারয়ন॥
মাত্রাকালাশ্রয়া যুক্তিঃ সিদ্ধির্যুক্তৌ প্রতিষ্ঠিতা।
তিষ্ঠত্যুপরি যুক্তিজ্ঞো দ্রব্যজ্ঞানবতাং সদা॥ ৫
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি যবাগূর্বিবিধৌষধাঃ।
বিবিধানাং বিকারাণাং তৎসাধ্যানাং নিবৃত্তয়ে
পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
যবাগূর্দীপনীয়া স্যাচ্ছূলঘ্নী চোপসাধিতা॥ ৭
দধিত্থবিল্বচাঙ্গেরী তক্রদাড়িমসাধিতা।
পাচনী গ্রাহিণী পেয়া সবাতে পাঞ্চমূলিকা॥ ৮
শালপর্ণীবলাবিল্বৈঃ পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা।
দাড়িমাম্লা হিতা পেয়া পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্॥

(হিজ্জল) এই সকল দ্রব্য মলাশয়গত রোগে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। ৪। পারুল, গণিয়ারী, বেলছাল, সোণাছাল গাম্ভারী, শালপর্ণী, চাকুলে, কণ্টকারি বেলেড়া, গোক্ষুর, বৃহতী, এরণ্ড, পুনর্নব (লিয়াপুন্নে), যব, কুলত্থ-কলায়, কুল গোলঞ্চ, ময়নাফল, পলাশ, গন্ধতৃণ, স্নেহ সমূহ ও লবণসমূহ উদাবর্ত্ত, মলমূত্র-বিব ও আস্থাপনে প্রয়োগ করিবে। আর এ সকল দ্রব্য অনুবাসনের প্রধান উপকরণ এই গণ বায়ুনাশক বলিয়া বস্তি প্রভৃতি প কর্ম্মেই উপযোগী। দোষ উপস্থিত হই রোগীকে যথাসম্ভব প্রথমতঃ স্নেহ-স্বে যোগে উপপন্ন করিয়া পরে মাত্রা-কা বিরেচনাপূর্ব্বক সেই সমস্ত পঞ্চকর্ম্ম (বম বিরেচন, নস্য, নিরূহ ও অনুবাসন) সম্ধান করিবে। যুক্তি—মাত্রা ও কালের উপ নির্ভর করে এবং কৃতকার্য্যতা—যুক্তির উপর নির্ভর করে। যুক্তিজ্ঞ বৈদ্য, ঔষধজ্ঞ বৈদ দিগের শিরোভাগে স্থান পাইয়া থাকে। [চিকিৎসক কেবল দ্রব্যগুণ ও রোগের লক্ষণাদি জানিলেই যথেষ্ট হয় না। এক পাচন একেবারে না খাওয়াইয়া চারি বারে খাওয়াইলে হয় ত ফলদায়ক হইতে পারে। মঙ্গলকর, যেন কোন রোগীর প্রবল বেগে এক ছটাক পাচন খাওয়ান যায়, হয় ত সমস্ত পাচন মলের সহিত নিঃসৃত হইয়া যাইতে পারে; যদি ঘণ্টান্তর সিকি ছটাক পরিমাণে খাওয়ান যায়, তবে হয় ত তাহা জীর্ণ হইয়া মলভেদ নিবৃত্ত করিতে পারে। পক্ষান্তরে ঔষধের মাত্রা অল্প হইলে হয় ত রোগ উত্তেজিত হইতে পারে; যেমন অম্লপিত্ত রোগে ক্ষার খাওয়াইলে কখন কখন বিরক্তি-জনক অম্লোদ্গার উঠিতে থাকে অথবা উদর স্তব্ধ হয়। এস্থলে ক্ষারের মাত্রা অল্প হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান করিয়া চিকিৎসা করা উচিত। চিকিৎসাগারে প্রবেশ করিলে রোগের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ ভিন্ন নূতন নূতন উপদ্রব সকলও দৃষ্ট হইয়া থাকে, এরূপ স্থলে চিকিৎসক যুক্তিজ্ঞ বা প্রয়োগ-কুশল না হইলে তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে হয়।] ৫। ঔষধের সহিত যবাগূ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে নানা প্রকার রোগ শান্ত হইয়া থাকে। নিম্নে ঐ সকল যবাগূর উল্লেখ করা হইল। ৬ পিপুল, পিপুল-মূল, চই, চিতা ও শুঁঠ ইহাদের সহিত সিদ্ধ যবাগূ দীপনীয় ও শূলঘ্ন। ৭ পাকা কয়েদ বেল, বেলশুঁঠ, আমরুল, তক্র ও দাড়িম্বের সহিত সিদ্ধ যবাগূ পাচক ও সংগ্রাহী। বায়ু-প্রবল অতিসারে স্বল্প-পঞ্চমূল-সিদ্ধ যবাগূ হিতকর। ৮। শালপাণি, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও চাকুলের সহিত সিদ্ধ পেয়া অম্ল-দাড়িম-রসের সহিত অম্লীকৃত করিয়া সেবন

পয়স্যর্দ্ধোদকে ছাগে হ্রীবেরোৎপলনাগরৈঃ।
পেয়া রক্তাতিসারঘ্নী পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা ॥ ১০
দদ্যাৎ সাতিবিষাং পেয়াং সামে সাম্লাং
সনাগরাম্ ॥ ১১
শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারিভ্যাং মূত্রকৃচ্ছ্রে সফাণিতাম্ ॥ ১২
বিড়ঙ্গপিপ্পলীমূলশিগ্রুভির্মরিচেন চ।
তক্রসিদ্ধা যবাগূঃ স্যাৎ ক্রিমিঘ্নী সসুবর্চ্চিকা ॥
মৃদ্বীকাশারিবালাজাপিপ্পলী মধুনাগরৈঃ।
পিপাসাঘ্নী বিষঘ্নী চ সোমরাজী বিপাচিতা ॥ ১৪
সিদ্ধা বরাহনির্য্যূহে যবাগূর্বৃংহণী মতা ॥ ১৫
গবেধুকানাং ভৃষ্টানাং কর্ষণীয়া সমাক্ষিকা ॥ ১৬
সর্পিষ্মতী বহুতিলা স্নেহনী লবণান্বিতা ॥ ১৭
কুশামলকনির্য্যূহে শ্যামাকানাং বিরুক্ষণী ॥ ১৮
দশমূলীশৃতা কাসহিক্কাশ্বাসকফাপহা ॥ ১৯
যমকে মদিরাসিদ্ধা পক্বাশয়রুজাপহা ॥ ২০

শাকৈর্মাংসৈস্তিলৈর্মাষৈঃ সিদ্ধা বর্চ্চো নিরস্যতি
জম্বাম্রাস্থিদধিত্থাম্লবিল্বৈঃ সাংগ্রাহিকী মতা ॥ ২২
ক্ষারচিত্রকহিঙ্গ্বম্লবেতসৈর্ভেদিনী মতা ॥ ২৩
অভয়াপিপ্পলীমূলবিশ্বৈর্বাতানুলোমনী ॥ ২৪
তক্রসিদ্ধা যবাগূঃ স্যাদ্‌ঘৃতব্যাপত্তিনাশিনী।
তৈলব্যাপদি শস্তা তু তক্রপিণ্যাকসাধিতা ॥ ২৫
গব্যমাংসরসৈঃ সাম্লা বিষমজ্বরনাশিনী ॥ ২৬
কণ্ঠ্যা যবানাং যমকে পিপ্পল্যামলকৈঃ শৃতাঃ ॥ ২৭
তাম্রচূড়রসে সিদ্ধা রেতোমার্গরুজাপহা ॥ ২৮
সমাষবিদলা বৃষ্যা ঘৃতক্ষীরোপসাধিতা ॥ ২৯
উপোদিকাদধিভ্যান্তু সিদ্ধা মদবিনাশিনী ॥ ৩০

হয়। ৯। ছাগ-দুগ্ধ যত, তাহার অর্দ্ধেক জল এবং বালা, নীলোৎপল, শুঁঠ ও চাকুলের সহিত সিদ্ধ পেয়া রক্তাতিসার নাশ করে। ১০। আমযুক্ত অতিসারে আতইচ ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ পেয়া দাড়িম-রসে অম্ল করিয়া দিবে। ১১। মূত্রকৃচ্ছ্রে গোক্ষুর ও কণ্টিকারির সহিত সিদ্ধ পেয়া মাত-গুড়ের সহিত সেবন করিবে। ১২। বিড়ঙ্গ, পিপুলের মূল, সজিনা-ছাল, মরিচ ও তক্রের সহিত সিদ্ধ যবাগূ সচল লবণের সহিত খাওয়াইলে ক্রিমিনাশক হয়। ১৩। কিসমিস্, অনন্তমূল, খৈ, পিপুল ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ পেয়া শীতল হইলে মধুযোগে পিপাসা-নাশক হয়। আর সোম-রাজীর সহিত সিদ্ধ পেয়া বিষনাশক হয়। ১৪। বরাহমাংস-যূষের সহিত সিদ্ধ যবাগূ বৃংহণ হইয়া থাকে। ১৫। ভাজা দেধানের সহিত সিদ্ধ যবাগূ শীতল হইলে মধুযোগে স্থৌল্য-নাশক হইয়া থাকে। ১৬। ঘৃত, তিল ও লবণের সহিত সিদ্ধ পেয়া স্নিগ্ধকারক। ১৭। কুশ ও আমলকীর কাথের সহিত সিদ্ধ শ্যামাতণ্ডুলের যবাগূ রুক্ষতাজনক। ১৮। দশমূলীর সহিত সিদ্ধ যবাগূ কাস, হিক্কা, শ্বাস ও কফ নাশ করে। ১৯। ঘৃত, তৈল ও মদিরাযুক্ত যবাগূ পক্বাশয়ের রোগ সকল হরণ করে। ২০। শাক, মাংস, তিল ও মাষ-কলায়ের সহিত সিদ্ধ যবাগূ মল নিঃসরণ করে। ২১। জাম ও আমের আঁঠী, পাকা কয়েদ-বেল, কাঁজী ও বেলশুঁঠের সহিত সিদ্ধ যবাগূ ধারক হয়। ২২। যবক্ষার, চিতা, হিঙ্গু ও অম্লবেতসের সহিত সিদ্ধ যবাগূ ভেদক হয়। ২৩। হরীতকী, পিপুলমূল ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ যবাগূ বায়ুর অনুলোমন হয়। ২৪। তক্রের সহিত সিদ্ধ যবাগূ ঘৃত-সেবন-জাত (যে সকল রোগ অধিক ঘৃতসেবন জন্য উৎপন্ন হয়) রোগ সকল নাশ করে। আর তৈল-সেবন-জাত রোগসমূহে তক্র ও তিল-কল্কের সহিত সিদ্ধ যবাগূ প্রশস্ত। ২৫। গোমাংস-রসের সহিত সিদ্ধ যবাগূ দাড়িম-রসের সহযোগে অম্লীকৃত হইলে বিষমজ্বর নাশ করে। ২৬। ঘৃত, তৈল, পিপুল ও আমলকীর সহিত সিদ্ধ যবের যবাগূ কণ্ঠের হিতকর অর্থাৎ স্বরপ্রসাদ কারক। ২৭। কুক্কুটমাংসরসে সিদ্ধ যবাগূ শুক্রমার্গের রোগ সকল হরণ করে। ২৮। মাষকলায়, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ যবাগূ অত্যন্ত শুক্র-কারক। ২৯। পুঁইশাক ও দধির সহিত সিদ্ধ যবাগূ মত্ততানাশক। (মত্ততা শব্দে বিষ-জন্য মত্ততা উন্মাদ ও মদাত্যয় এই তিনই

সুখং হন্ত্যাদপামার্গক্ষীরগোধারসে শৃতা ॥ ৩১

তত্র শ্লোকাঃ।

অষ্টাবিংশতিরিত্যেতা যবাগ্বঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পঞ্চ কর্ম্মাণি চাশ্রিত্য প্রোক্তো ভৈষজ্যসংগ্রহঃ
পূর্ব্বং মূলফলজ্ঞানহেতোরুক্তং যদৌষধম্।
পঞ্চকর্ম্মাশ্রয়জ্ঞানহেতোস্তৎ কীর্ত্তিতং পুনঃ ॥
স্মৃতিমান্ হেতুযুক্তিজ্ঞো জিতাত্মা প্রতিপত্তিমান্
ভিষগৌষধসংযোগৈশ্চিকিৎসাং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৩২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে অপামার্গতণ্ডুলীয়ো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আরগ্বধীয়ঃ।

অথাত আরগ্বধীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

আরগ্বধঃ সৈড়গজঃ করঞ্জো
বাসা গুড়ূচী মদনং হরিদ্রে।
শ্র্যাহ্বঃ সুরাহ্বঃ খদিরো ধনশ্চ
নিম্বো বিড়ঙ্গং করবীরকত্বক্ ॥
গ্রন্থিশ্চ ভৌর্জ্জো লশুনঃ শিরীষঃ
সলোমশো গুগ্গুলুকৃষ্ণগন্ধে।
ফণিজ্ঝকো বৎসকসপ্তপর্ণে।
পীলূনি কুষ্ঠং সুমনঃ প্রবালাঃ ॥
বচা হরেণুস্ত্রিবৃতা নিকুম্ভো
ভল্লাতকং গৈরিকমঞ্জনঞ্চ।
মনঃশিলালে গৃহধূম এলা
কাশীশলোধ্রার্জ্জুনমুস্তসর্জ্জাঃ ॥
ইত্যর্দ্ধরূপৈাবহিতাঃ ষড়েতে
গোপিত্তপীতঃ পুনরেব পিষ্টাঃ।
সিক্তাঃ পরং সর্ষপতৈলযুক্তা-
শ্চূর্ণপ্রদেহা ভিষজা প্রযোজ্যাঃ ॥
কুষ্ঠানি কৃচ্ছ্রাণি নবং কিলাসং
সুরেন্দ্রলুপ্তং কিটিমং সদক্রু।

বুঝায়)। ৩০। অপামার্গবীজ, দুগ্ধ ও গোধা-মাংস-রসের সহিত সিদ্ধ যবাগূ ক্ষুধানাশক (বহুমূত্র ও ভস্মক রোগের ক্ষুধায় ব্যবহার্য্য)। ৩১। এই অধ্যায়ের সূচী যথা;— এই অধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি প্রকার যবাগূ ও পঞ্চকর্ম্মের উপকরণভূত ঔষধ সকল বর্ণিত হইল। প্রথম অধ্যায়ে যে সকল ফলমূল উল্লিখিত আছে, তাহারা পঞ্চকর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া এ অধ্যায়েও উল্লিখিত হইয়াছে। স্মৃতিমান্, জিতাত্মা ও প্রতিপত্তিশালী চিকিৎসক হেতুযুক্তি-সহকারে ঔষধদিগের সংযোগ-বিয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবেন। ৩২।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা আরগ্বধীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব; এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। সোঁদালগাছ, চাকুন্দেগাছ, ডহরকরঞ্জের গাছ, বাসকগাছ, গোলঞ্চ, ময়নাফল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা (১); সরলকাষ্ঠ (মতান্তরে নবনীতখোটী), দেবদারুকাষ্ঠ, খদিরকাষ্ঠ, মুথা, নিমগাছ, বিড়ঙ্গ ও করবীরত্বক (২); ভূর্জ্জগ্রন্থি, রশুন, শিরীষগাছ, জটামাংসী, গুগ্গুল ও সজিনাগাছ (৩); ফণিজ্ঝক (তীক্ষ্ণগন্ধ তুলসী) কুড়চীগাছ, ছাতিমগাছ, পীলুফল (পার্ব্বতীয় আখরোট), কুড় ও জাতিপল্লব (৪); বচ, হরেণু, তেউড়ী, দন্তী, ভেলা, গৈরিক ও রসাঞ্জন (৫); মনঃশিলা, হরিতাল, ঝুল, এলাচ, হিরাকস, লোধ, অর্জ্জুন, মুথা ও ধুনা (৬); এই অর্দ্ধশ্লোকোক্ত ছয় প্রকার গণের এক একটী গণ চূর্ণ করিয়া গোপিত্তে ভাবনা দিয়া, পরে পেষণ করিয়া সর্ষপতৈলযুক্ত করিলে উৎকৃষ্ট প্রলেপ হয়। এই সকল চূর্ণের প্রলেপ বৈদ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়। তদ্দ্বারা কষ্টসাধ্য কুষ্ঠ, নূতন কিলাস, টাক,

ভগন্দরার্শাংস্যপচীং সপামাং
হন্যুঃ প্রযুক্তান্যচিরান্নরাণাম্ ॥ ২
কুষ্ঠং হরিদ্রে সুরসং পটোলং
নিম্বাশ্বগন্ধে সুরদারুশিগ্রু।
সসর্ষপং তুম্বুরুধান্যবন্যং
চণ্ডাঞ্চ চূর্ণানি সমানি কুর্য্যাৎ ॥
তৈস্তক্রপিষ্টৈঃ প্রথমং শরীরং
তৈলাক্তমুদ্বর্ত্তয়িতুং যতেত।
তেনাস্য কণ্ডুঃ পিড়কাঃ সকোঠাঃ
কুষ্ঠানি শোফাশ্চ শমং ব্রজন্তি ॥ ৩
কুষ্ঠামৃতাসঙ্গকটঙ্কটেরী
কাশীশকম্পিল্লকমুস্তলোধ্রম্।
সৌগন্ধিকং সর্জ্জরসো বিড়ঙ্গং
মনঃশিলালে করবীরকত্বক্ ॥
তৈলাক্তগাত্রস্য কৃতানি চূর্ণা-
ন্যেতানি দদ্যাদবচূর্ণনার্থম্।
দদ্রুঃ সকণ্ডুঃ কিটিমানি পামা
বিচর্চ্চিকা চৈব তথৈতি শান্তিম্ ॥ ৪

মনঃশিলালে মরিচানি তৈল-
মার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রদেহঃ।
তুল্যং বিড়ঙ্গং মরিচানি কুষ্ঠং
লোধ্রঞ্চ তদ্বৎ সমনঃশিলং স্যাৎ
রসাঞ্জনং সপ্রপুনাড়বীজং
যুক্তং কপিত্থস্য রসেন লেপঃ।
করঞ্জবীজৈড়গজং সকুষ্ঠং
গোমূত্রপিষ্টঞ্চ পরঃ প্রদেহঃ ॥ ৬
উভে হরিদ্রে কুটজস্য বীজং
করঞ্জবীজং সুমনঃপ্রবালান্।
ত্বচং সমধ্যং হয়মারকস্য
লেপং তিলক্ষারযুতং বিদধ্যাৎ ॥ ৭
মনঃশিলা ত্বক্ কুটন্নটাৎ সকুষ্ঠঃ
সলোমশঃ সৈড়গজঃ করঞ্জঃ।

চূর্ণানি সাধ্যানি তুষোদকেন ॥

কিটিম, দদ্রু, ভগন্দর, অর্শ, অপচী ও পামা অচিরাৎ নষ্ট হয়। [যে যে স্থলে গাছ শব্দের উল্লেখ আছে, সে সে স্থলে গাছের মুল, পাতা ও ছাল সমস্তই বুঝিতে হয় তবে বড় বড় গাছের মূলের ছালই সচরাচর গ্রাহ্য হয়]। ২। কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তুলসীবীজ, পলতা, নিম, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, সজিনা, সর্ষপ, তুম্বুরু (নেপালী-ধনে), ধনে, বন্য (কৈবর্ত্তমুস্তক) এবং চণ্ডা (ইহা একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ চোরক। চোরক একপ্রকার গেঁঠেলা) সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিবে। ঐ সকল চূর্ণ সার্ষপ তৈল ও তক্রের সহিত পেষণ করিয়া তৈলাক্ত শরীরে মর্দ্দন করিলে রোগীর কণ্ডু, পীড়কা, কোঠ, কুষ্ঠ ও শোথসমূহ নষ্ট হয়। ৩। কুড়, ভুঁতে (অমৃতাসঙ্গ), দারুহরিদ্রা বা হরিদ্রা, হিরাকস, কমলাগুড়ি, মুথা, লোধ, সৌগন্ধিক (গন্ধক), ধুনা, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা, হরিতাল ও করবীর-ত্বক্ চূর্ণ করিয়া সর্ষপ-তৈলাক্ত ব্যক্তি মর্দ্দন করিলে তাহার দদ্রু, কণ্ডু, কিটিম, পামা ও বিচর্চ্চিকা নষ্ট হয়। [গঙ্গাধর-মতে সৌগন্ধিক শব্দের অর্থ কহ্লারপুষ্প। সৌগন্ধিকের অর্থান্তর কহ্লার বটে, কিন্তু এ স্থলে গন্ধকই ভাল]। ৪। মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, তৈল, আকন্দের দুগ্ধ একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠনাশক হয়। সেইরূপ সমান সমান বিড়ঙ্গ, মরিচ, কুড়, লোধ ও মনঃশিলা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠনাশক হয়। ৫। রসাঞ্জন, চাকুন্দে-বীজ ও কয়েদ বেলের পাতার রস মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠনাশক হয়। করঞ্জবীজ, চাকুন্দে-বীজ ও কুড় গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উত্তম কুষ্ঠনাশক হয়। ৬। হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ জাতিফুলের নবপল্লব, করবীর-ছাল ও করবীর ত্বকের অন্তর্গত সার তিলনাল ক্ষারের সহিত যুক্ত করিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে। ৭। মনছাল, কুড়চীছাল, কুড়, লোমশা (জটামাংসী), চাকুন্দে-বীজ, করঞ্জবীজ, ভূর্জ্জগ্রন্থি ও করবীরমূল এই সকল যথাসাধ্য চূর্ণ করিয়া প্রত্যেক চূর্ণ দুই

পলাশনির্দাহরসেন চাপি
কর্ষোদ্ধৃতাঢ্যাঢকসম্মিতেন।
দর্বীপ্রলেপং প্রবদন্তি লেপ-
মেতৎ পরং কুষ্ঠনিষূদনায় ॥ ৮
পর্ণানি পিষ্ট্বা চতুরঙ্গুলস্য
তক্রেণ পর্ণান্যথ কাকমাচ্যাঃ।
তৈলাক্তগাত্রস্য নরস্য কুষ্ঠা-
ন্যুদ্বর্ত্তয়েদশ্বহনস্য চৈশ্চ ॥ ৯
কোলং কুলত্থাঃ সুরদারুরাস্না-
মাষাতসীতৈলফলানি কুষ্ঠম্।
বচা শতাহ্বা যবচূর্ণমম্ল-
মুষ্ণানি বাতামযিনাং প্রদেহঃ ॥ ১০

আনূপমৎস্যামিষবেশবারৈ-
রুষ্ণৈঃ প্রদেহঃ পবনাপহঃ স্যাৎ।
স্নেহৈশ্চতুর্ভির্দশমূলমিশ্রৈ-
র্গন্ধৌষধৈর্বানিলজিৎ প্রদেহঃ ॥ ১১
তক্রেণ যুক্তং যবচূর্ণমুষ্ণং
সক্ষারমর্ত্তিং জঠরে নিহন্যাৎ ॥ ১২
কুষ্ঠং শতাহ্বাং সবচাং যবানাং
চূর্ণং সতৈলাম্লমুশন্তি বাতে ॥ ১৩
উভে শতাহ্বে মধুকং মধূকং
বলাং প্রিয়ালঞ্চ কশেরুকঞ্চ।
ঘৃতং বিদারীঞ্চ সিতোপলাঞ্চ
কুর্য্যাৎ প্রদেহং পবনে সরক্তে ॥ ১৪
রাস্নাং গুড়ূচীং মধুকং বলে দ্বে
সজীবকং সর্ষভকং পয়শ্চ।

তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিবে। ঐ সকল চূর্ণ এক আঢক (আট সের) ষোল সের তুষোদক ও ষোল সেরের পলাশরসের সহিত পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন ঔষধের গাদ হাতার গায়ে প্রলেপের মত লাগিয়া যাইবে, তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। কুষ্ঠনাশের পক্ষে এই প্রলেপ অতিশয় উৎকৃষ্ট। [পলাশবৃক্ষের মূল-শিকড় ছেদ করিয়া তাহার নীচে কলসী রাখিতে হয়, পরে বৃক্ষের চারিধারে অগ্নি জ্বালিয়া দিলে কলসীতে যে রস পড়িয়া থাকে, তাহাকেই এস্থলে পলাশরস বলা হইয়াছে। তদভাবে পলাশ ছালের কাথ গ্রহণ করাই সুবিধা। গঙ্গাধর-মতে লোমশা—মৌরী, কিন্তু তাহা সঙ্গত হয় না। তুষ সমেত যব কুটিয়া যে আমানী প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে তুষোদক কহে] ৮। সোঁদাল বা কাকমাচীর পাতা তক্রের সহিত পেষণ করিয়া রোগীর তৈলাক্ত গাত্রে মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়। অথবা করবীর ছাল তক্রের সহিত পেষণ করিয়া ঐরূপে মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ নাশ হয়। ৯। কুল, কুলত্থকলায়, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, তিসি, তৈলফল সমূহ (যথা তিল, সর্ষপ ইত্যাদি), কুড়, বচ, শুলফা, যবচূর্ণ ও কাঁজী একত্র বাটিয়া বাত-রোগে প্রলেপ দিবে। ১০। আনূপদেশ-জাত পশুর মাংস এবং বেশবার (হিঙ্গু, আদা, মরিচ, জীরে, হলুদ ও ধনে এই সকল দ্রব্য উত্তরোত্তর দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধ করিলে যে ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহাকে বেশবার কহে) উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা বাতে প্রলেপ দিবে। ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জার সহিত দশমূল-চূর্ণ বা গন্ধদ্রব্য-গণকে উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতনাশক হয়। [এস্থলে বাত বা বায়ু শব্দে বায়ুজনিত বেদনা ও আমবাত উভয়ই বুঝিলে চলে। গঙ্গাধর বলেন, নিরস্থি মাংস ও মৎস্য সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত গুড়, ঘৃত, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সংযুক্ত করিলে তাহাকে বেশবার কহে।] ১১। তক্র যবচূর্ণ উষ্ণ করিয়া যবক্ষারের সহিত প্রলেপ দিলে জঠরের অর্ত্তি (কামড়ানি ফাঁপা বা বেদনা) নিবৃত্ত হয়। ১২। কুড়, শুলফা, বচ, যবচূর্ণ, তৈল ও কাঁজী তপ্ত করিয়া বাতে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। উভয় প্রকার শতাহ্বা (মৌরী ও শুলফা), যষ্টিমধু, মৌলফুল, বেড়েলা, পিয়াল, কেশুর, ঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও মিছরী একত্র করিয়া বাতরক্তে প্রলেপ

ঘৃতক্ষ সিদ্ধং মধুশর্করাযুক্তং
রক্তানিলার্ত্তিং প্রণুদেৎ প্রদেহঃ ॥
বাতে সরক্তে সঘৃতপ্রদেহো
গোধূমচূর্ণং ছগলীপয়শ্চ ॥ ১৫
নতোৎপলং চন্দনকুষ্ঠযুক্তং
শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহঃ ॥ ১৬
প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারুকুষ্ঠং
যষ্ট্যাহ্বমেলা কমলোৎপলে চ।
শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহো
লোহৈরকা পদ্মকচোরকৈশ্চ ॥ ১৭
রাস্না হরিদ্রে নলদং শতাহ্বে
দ্বে দেবদারূণি সিতোপলাঞ্চ।
জীবন্তিমূলং সঘৃতং সতৈল-
মালেপনং পার্শ্বরুজাসু কোষ্ণম্ ॥ ১৮
শৈবালপদ্মোৎপলবেত্রতুঙ্গং
প্রপৌণ্ডরীকাণি মৃণাললোধ্রম্।
প্রিয়ঙ্গুকালীয়কচন্দনানি
নির্ব্বাপণঃ স্যাৎ সঘৃতঃ প্রদেহঃ ॥ ১৯
সিতা লতা বেতস পদ্মকানি
যষ্ট্যাহ্বমৈন্দ্রী নলিনানি দূর্ব্বা।
যবাসমূলং কুশকাশয়োশ্চ
নির্ব্বাপণঃ স্যাজ্জলমেরকা চ ॥ ২০
শৈলেয়মেলাগুরু চাথ কুষ্ঠং
চণ্ডা নতং ত্বক্ সুরদারু রাস্না ॥ ২১
শীতং নিহন্যাদচিরাৎ প্রদেহো
বিষং শিরীষস্তু সসিন্ধুবারঃ ॥ ২২
শিরীষলামজ্জকহেমলোধ্রৈ-
স্ত্বগ্দোষসংস্বেদহরঃ প্রঘর্ষঃ ॥ ২৩
পত্রাম্বুলোধ্রাভয়চন্দনানি
শরীরদৌর্গন্ধ্যহরঃ প্রদেহঃ ॥ ২৪

দিবে। ১৪। রাস্না, গোলঞ্চ, যষ্টিমধু দুই প্রকার বেড়েলা (বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে), জীবক ও ঋষভক এই সমুদায়ের চূর্ণ একসের, দুগ্ধ যোলসের ও ঘৃত চারিসের একত্র পাক করিয়া শীতল হইলে মধুসহযোগে প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপে বাতরক্তের বেদনা দূর করে। বাতরক্তে ঘৃতযুক্ত গোধূমচূর্ণ ও ছাগদুগ্ধের প্রলেপও ভাল। ১৫। তগর-পাদুকা, উৎপল, চন্দন ও কুড় চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে শিরোরোগ ভাল হয়। ১৬। পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, দেবদারু, কুড়, যষ্টিমধু, এলাচ, কমল ও নীলোৎপল বাটিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে শিরোরোগ ভাল হয়। অগুরু, হোগলার মূল, পদ্মকাষ্ঠ ও চোরক (গেঁঠেলাবিশেষ) জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরোরোগে উপকার হয়। ১৭। রাস্না, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, মৌরী, শুলুফা, দেবদারু, মিছুরি ও জীবন্তীমূল ঘৃত ও তৈলের সহিত বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল (পঞ্জরাস্থির মধ্যে যে বেদনা হয়) নিবৃত্ত হয়। ১৮। শেওলা বা গাঁজ, পদ্ম, নীলোৎপল, বেত্র, তুঙ্গ (পুন্নাগ), পুণ্ডরিয়া, মৃণাল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, কালীয়ক ও চন্দন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে দাহ নিবারণ হয়। [দাহ শব্দে অগ্নিদগ্ধ জ্বালাও বুঝিতে হইবে]। ১৯। সিতালতা (শ্বেতদূর্ব্বা), বেতস (গঙ্গাধর মতে অম্ল-বেতস, কিন্তু তাহা দাহকারক), পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, রাখালশসা, পদ্ম, দূর্ব্বা, দুরালভামূল, কুশ ও কাশের মূল, জল ও এরকা (হোগলামূল) এই সকল দ্রব্য দাহনিবারক। ২০। শৈলজ, এলাচ, অগুরু, কুড়, চোরক, তগরপাদুকা, দারুচিনি, দেবদারু ও রাস্না এই সকলের প্রলেপ আশু দাহ নিবারণ করে। ২১। শিরীষ ও নিসিন্দা জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিষ নাশ করে। ২২। শিরীষ, লামজ্জক (বেণা), হেম (নাগকেশর) ও লোধ চূর্ণ করিয়া ঘর্ষণ করিলে ত্বক্-দোষ ও ঘর্ম্ম নষ্ট হয়। ২৩। তেজপাতা, বালা, লোধ, অভয় (বেণার মূল) ও চন্দনের

তত্র শ্লোকঃ।

ইহাত্রিজঃ সিদ্ধতমানুবাচ
দ্বাত্রিংশতং সিদ্ধমহর্ষিপূজ্যঃ।
চূর্ণপ্রদেহান্ বিবিধাময়ঘ্না-
নারগ্বধীয়ে জগতো হিতার্থম্॥ ২৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে গ্রন্থে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সূত্রস্থানে আরগ্বধীয়ো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ষড়্বিরেচনশতাশ্রিতীয়ঃ।

অথাতঃ ষড়্বিরেচনশতাশ্রিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

ইহ খলু ষড়্বিরেচনশতানি ভবন্তি। ষড়্বিরেচনাশ্রয়াঃ। পঞ্চ কষায়শতানি। পঞ্চ কষায়যোনয়ঃ। পঞ্চবিধং কষায়কল্পনম্। পঞ্চাশন্মহাকষায়া ইতি সংগ্রহঃ॥ ২

ষড়্বিরেচনশতানীতি যদুক্তং, তদিহ সংগ্রহেণোদাহৃত্য বিস্তরেণ কল্পোপনিষদ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্রাস্ত্রিংশদ্যোগশতং প্রণীতং ফলেষ্বেকোনচত্বারিংশজ্জীমূতকেষু যোগাঃ। পঞ্চচত্বারিংশদিক্ষ্বাকুষু, ধামার্গবঃ ষষ্টিধা ভবতি যোগযুক্তঃ। কুটজস্ত্বষ্টাদশধা যোগমেতি, কৃতবেধনং ষষ্টিধা ভবতি যোগযুক্তম্। শ্যামাত্রিবৃদ্যোগশতং প্রণীতং দশাপরে চাত্র ভবন্তি যোগাঃ। চতুরঙ্গুলো দ্বাদশধা যোগমেতি, লোধ্রং বিধৌ ষোড়শযোগযুক্তম্। মহাবৃক্ষো ভবতি বিংশতিযোগযুক্ত একোনচত্বারিংশৎ সপ্তলাশঙ্খিন্যোর্যোগাঃ। অষ্টচত্বারিংশদ্দন্তীদ্রবন্ত্যোরিতি ষড়্বিরেচনশতানি॥ ৩

ষড়্বিরেচনাশ্রয়াঃ ক্ষীরমূলত্বক্পত্রপুষ্পফলানীতি॥ ৪

পঞ্চ কষায়যোনয় ইতি। মধুরকষায়োঽম্লকষায়ঃ কটুকষায়স্তিক্তকষায়ঃ কষায়কষায়শ্চেতি তন্ত্রে সংজ্ঞা॥ ৫

এই অধ্যায়ের সূচী, যথা ;—এই আরগ্বধীয় অধ্যায়ে সিদ্ধ ও মহর্ষিদিগের পূজনীয় আত্রেয় ঋষি ৩২ প্রকার বিবিধরোগঘ্ন চূর্ণের প্রলেপ জগতের হিতার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২৫।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ষড়্বিরেচন-শতাশ্রিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। বিরেচন ছয় শত। উহাদের আশ্রয় স্থান ছয়। কষায় পাঁচ শত। কষায়যোনি পাঁচ। কষায় কল্পনা পাঁচ। পঞ্চাশটী মহাকষায়। ইতি অধ্যায়সূচী। নিম্নে ইহাদের বিবরণ করা হইতেছে। ২। এই অধ্যায়ে ছয় শত বিরেচন সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া পরে বিস্তারপূর্ব্বক কল্পাধ্যায়ে বর্ণনা প্রকরণ।] তন্মধ্যে মদনফলযোগে ১৩৩ প্রকার বিরেচন যোগ হয়। জীমূতযোগে ৩৯ প্রকার, তিতলাউ-যোগে ৪৫ প্রকার, ধামার্গব যোগে ৬০ প্রকার, কুড়চীযোগে ১৮ প্রকার এবং কৃতবেধন-যোগে ৬০ প্রকার যোগ হয়। শ্যামাত্রিবৃৎ-যোগে ১১০ প্রকার হয়, সোঁদালের যোগে ১২টী, লোধ-যোগে ১৬টী, মনসা-যোগে ২০টী, সপ্তলা ও শঙ্খিনীর যোগে ৩৯টী এবং দন্তী ও দ্রবন্তীর যোগে ৪৮ প্রকার যোগ হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০ যোগ হয়। এই সকল যোগের মধ্যে কতকগুলি বমনে, কতকগুলি বস্তি প্রভৃতিতে ও অপরগুলি বিরেচনে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। তথাপি উহাদের সাধারণ নাম বিরেচন দেওয়া হইল। ৩। বিরেচনের আশ্রয়-স্থান ছয়টী, যথা ; ক্ষীর, মূল, ত্বক্, পত্র, পুষ্প ও ফল। ৪। যে সকল দ্রব্যে কাথ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে কষায়যোনি কহে। কষায়-যোনি ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ;—মধুর কষায়, অম্ল কষায়, কটু কষায়, তিক্ত কষায় এবং কষায় কষায়।

পঞ্চবিধং কষায়কল্পনমিতি। তদ্যথা—
স্বরসঃ কল্কঃ শৃতঃ ফাণ্টঃ কষায় ইতি॥ ৬
যন্ত্রপ্রপীড়নাদ্দ্রব্যাদ্ রসঃ স্বরস উচ্যতে।
যৎ পিণ্ডং রসপিষ্টানাং তৎ কল্কং পরিকীর্ত্তিতম্
বহ্নৌ তু ক্বথিতং দ্রব্যং শৃতমাহুশ্চিকিৎসকাঃ।
দ্রব্যাদাপোত্থিতাৎ তোয়ে তৎ পুনর্নিশি
সংস্থিতাৎ।
কষায়ো যোঽভিনির্যাতি স শীতঃ সমুদাহৃতঃ॥
ক্ষিপ্তোষ্ণতোয়ে মৃদিতং তৎ ফাণ্টং
পরিকীর্ত্তিতম্॥

তেষাং যথাপূর্ব্বং বলাধিক্যম্। অতঃ কষায়কল্পনা ব্যাধ্যাতুরবলাপেক্ষিণী। নত্বেবং খলু সর্ব্বাণি সর্ব্বত্রোপযোগীনি ভবন্তি। পঞ্চাশন্মহাকষায়া ইতি যদুক্তং তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

তদ্যথা—

(ক) জীবনীয়ো বৃংহণীয়ো লেখনীয়ো ভেদনীয়ঃ সন্ধানীয়ো দীপনীয় ইতি ষট্কঃ কষায়বর্গঃ।

(খ) বল্যো বর্ণ্যঃ কণ্ঠ্যো হৃদ্য ইতি চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ।

(গ) তৃপ্তিঘ্নোঽর্শোঘ্নঃ কুষ্ঠঘ্নঃ কণ্ডুঘ্নঃ ক্রিমিঘ্নো বিষঘ্ন ইতি ষট্কঃ কষায়বর্গঃ।

(ঘ) স্তন্যজননঃ স্তন্যশোধনঃ শুক্রজননঃ শুক্রশোধন ইতি চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ।

(ঙ) স্নেহোপগঃ স্বেদোপগো বমনোপগো বিরেচনোপগ আস্থাপনোপগোঽনুবাসনোপগঃ শিরোবিরেচনোপগ ইতি সপ্তকঃ কষায়বর্গঃ।

(চ) ছর্দ্দিনিগ্রহণস্তৃষ্ণানিগ্রহণো হিক্কানিগ্রহণ ইতি ত্রিকঃ কষায়বর্গঃ।

(ছ) পুরীষসংগ্রহণীয়ঃ পুরীষবিরজনীয়ো মূত্রসংগ্রহণীয়ো মূত্রবিরজনীয়ো মূত্রবিরেচনীয় ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

৫। কষায়কল্পনা পাঁচ অর্থাৎ কষায় পাঁচ প্রকার। যথা;—স্বরস, কল্ক, শৃত, শীত ও ফাণ্ট। যন্ত্র-নিষ্পীড়িত দ্রব্যের রসকে স্বরস বলে। দ্রব্যকে উহার রসের সহিত শিলায় পেষণ করিয়া যে পিণ্ড প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে কল্ক কহে। দ্রব্যকে জলের সহিত অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া যে ক্বাথ প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে শৃত কহে। ভাষায় ইহাকেই পাচন কহে। দ্রব্যকে থেতো করিয়া রাত্রিতে শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিলে প্রাতঃকালে যে কষায় নির্গত হয়, তাহাকে শীত কষায় বলে। দ্রব্যে চূর্ণ উষ্ণ জলে মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইলে তাহাকে ফাণ্ট কহে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কষায় উত্তরোত্তর কষায় অপেক্ষা বলাধিক। ব্যাধি ও ধাতুর বল অপেক্ষা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কষায় ব্যবহার করা হয়। সকল কষায় সকল রোগের উপযোগী হয় না। নিম্নে পঞ্চাশ প্রকার মহাকষায়

বর্দ্ধক), বৃংহণীয় (পুষ্টি বা স্থূলতাকারক), লেখনীয় (কৃশতাকারক), ভেদনীয় (মলভেদকারক) ও দীপনীয় (ক্ষুধাকারক)। ইতি ছয় প্রকার কষায়। (খ) পুনশ্চ বল্য (বলকারক), বর্ণ্য, (বর্ণকারক), কণ্ঠ্য (স্বরের উৎকর্ষকারক) এবং হৃদ্য (হৃদয়ের হিতকর)। ইতি চারি প্রকার কষায়। (গ) পুনশ্চ তৃপ্তিনাশক (তৃপ্তি—না খাইয়াও খাওয়ার ন্যায় বোধ;—অক্ষুধা), অর্শোনাশক, কুষ্ঠনাশক, কণ্ডুনাশক, ক্রিমিনাশক ও বিষনাশক। ইতি ছয় প্রকার কষায়। (ঘ) পুনশ্চ স্তন্যবর্দ্ধন, স্তন্যশোধন, শুক্রজনন ও শুক্রশোধন। ইতি চারি প্রকার কষায়। (ঙ) পুনশ্চ স্নেহোপগ (স্নেহনকর্ম্মের উপযোগী) স্বেদোপগ, বমনোপগ, বিরেচনোপগ, আস্থাপনোপগ, অনুবাসনোপগ ও শিরোবিরেচনোপগ। ইতি সাত প্রকার কষায়। [উপগ শব্দে উপযোগী।] (চ) পুনশ্চ ছর্দ্দিনিগ্রহণ (বমিনাশক), তৃষ্ণানিগ্রহণ, হিক্কানিগ্রহণ। ইতি তিন প্রকার কষায়। (ছ) পুনশ্চ পুরীষসংগ্রহণীয় (মলের

(জ) কাসহরঃ শ্বাসহরঃ শোথহরো জ্বরহরঃ শ্রমহর ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

(ঝ) দাহপ্রশমনঃ শীতপ্রশমন উদর্দ্দপ্রশমনোঽঙ্গমর্দ্দপ্রশমনঃ শূলপ্রশমন ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

(ঞ) শোণিতাস্থাপনো বেদনাস্থাপনঃ সংজ্ঞাস্থাপনঃ প্রজাস্থাপনো বয়ঃস্থাপন ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

ইতি পঞ্চাশন্মহাকষায়াঃ॥

মহতাঞ্চ কষায়াণাং লক্ষণোদাহরণার্থং ব্যাখ্যাতা ভবন্তি। তেষামেকৈকস্মিন্ মহাকষায়ে দশদশাবয়বিকান্ কষায়াননুব্যাখ্যাস্যামঃ। তান্যেব পঞ্চ কষায়শতানি ভবন্তি।

তদ্‌যথা—

(ক) জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদ্গমাষপর্ণ্যৌ জীবন্তী মধুকমিতি দশেমানি জীবনীয়ানি ভবন্তি

(খ) ক্ষীরিণী রাজক্ষবকং বলা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী বাট্যায়নী ভদ্রৌদনী ভারদ্বাজী পয়স্যর্ষ্যগন্ধেতি দশেমানি বৃংহণীয়ানি ভবন্তি।

(গ) মুস্তকুষ্ঠহরিদ্রাদারুহরিদ্রাবচাতিবিষাকটুরোহিণীচিত্রকচিরবিল্বহৈমবত্য ইতি দশেমানি লেখনীয়ানি ভবন্তি।

(ঘ) সুবহার্কোরুবুকাগ্নিমুখীচিত্রাচিত্রকচিরবিল্বশঙ্খিনীসকুলাদনীস্বর্ণক্ষীরিণ্য ইতি দশেমানি ভেদনীয়ানি ভবন্তি।

দুর্গন্ধাদি দোষ দূর করে), মূত্রসংগ্রহণীয়, মূত্রবিরজনীয়, মূত্রবিরেচনীয় (মূত্রকারক)। ইতি পাঁচ প্রকার কষায়। (জ) পুনশ্চ কাসহর, শ্বাসহর, শোথহর, জ্বরহর, শ্রমহর। ইতি পাঁচ প্রকার কষায়। (ঝ) পুনশ্চ দাহপ্রশমন, শীতপ্রশমন, উদর্দ্দরোগপ্রশমন, অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন (অঙ্গমর্দ্দ—গাভাঙ্গা). শূলপ্রশমন এই পাঁচটী কষায়বর্গ। (ঞ) পুনশ্চ শোণিতস্থাপন (রক্তস্রাব-বাধক), বেদনাস্থাপন (বেদনানিবারক), সংজ্ঞাস্থাপন (সংজ্ঞাকারক), প্রজাস্থাপন (বন্ধ্যাদিদোষনিবারক), বয়ঃস্থাপন (জরানিবারক)। এই পাঁচ প্রকার কষায়। ইতি পঞ্চাশ প্রকার মহাকষায়। ৭। আবার এক একটী মহাকষায়ের দশদশটী অঙ্গ, অতএব সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চশত মহাকষায় হইতেছে। নিম্নে ঐ সকল অঙ্গের বিবরণ করা হইতেছে। ৮। (ক) জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মাষাণী, মুগানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু এই দশটী জীবনীয় [জীবক প্রভৃতি সমস্তই গাছ কিন্তু যষ্টিমধুর ফল। মাষাণী বুনো মাষকলাইয়ের গাছ। মুগানী বুনো-মুগের গাছ। ক্ষীরকাকোলী ও কাকোলী গাছ পাওয়া যায় না, তদভাবে অশ্বগন্ধা ব্যবহৃত হয়। মহামেদ ও মেদের অভাবে শতমূলী, জীবকের অভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড এবং ঋষভকের অভাবে কেহ কেহ কুড় ব্যবহার করেন।] (খ) ক্ষীরিণী (কৃষ্ণভূমিকুষ্মাণ্ড), রাজক্ষবক (দুধিয়াহাঁচিয়া), বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বাট্যায়নী (শ্বেতবেড়েলা), ভদ্রৌদনী (পীতবেড়েলা), ভারদ্বাজী (বনকার্পাস), পয়স্যা (ভূমিকুষ্মাণ্ড), ঋষ্যগন্ধা (বৃদ্ধদারক) এই দশটী বৃংহণীয়। (গ) মুথা, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, আতইচ, কটকী, চিতা, করঞ্জ, এই দশটী লেখনীয় ["লেখন শব্দের অর্থ ঘর্ষণ দ্বারা চর্ম্মকে অল্প বিদারণ করা; এবং সেই কর্ম্মের উপযোগী দ্রব্যকে লেখনীয় কহে" ইতি গঙ্গাধর। ভাবমিশ্র প্রভৃতির মতে লেখনীয় শব্দের অর্থ কৃশতাকারক। এস্থলে কৃশতাকারকই বুটে। বৃংহণীয়ের বিপরীত লেখনীয়।] (ঘ) তেউড়ী, আকন্দ, এরণ্ড, ভেলা, চিত্রা (দন্তী), চিতা, করঞ্জ, শঙ্খিনী, শকুলাদনী (কটকী), স্বর্ণক্ষিরিণী (কঙ্কুষ্ঠপ্রভা,—চক্রপাণি। কোন কোন মতে সোণামুখী। ইহার পাতা আনন্ত-

(ঙ) মধুক-মধুপর্ণী-পৃশ্নিপর্ণ্যম্বষ্ঠকীসমঙ্গা-মোচরস--ধাতকী--লোধ্র--প্রিয়ঙ্গু-কট্‌ফলানীতি দশেমানি সন্ধানীয়ানি ভবন্তি।

(চ) পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরাম্লবেতস-মরিচাজমোদাভল্লাতকাস্থি--হিঙ্গু--নির্যাসা ইতি দশেমানি দীপনীয়ানি ভবন্তি।

ইতি ষট্‌কঃ কষায়বর্গঃ।

(ক) ঐন্দ্র্যর্ষভ্যতিরসর্ষপ্রোক্তাপয়স্যাশ্বগন্ধাস্থিরারোহিণীবলা ইতি দশেমানি বল্যানি ভবন্তি।

(খ) চন্দনতুঙ্গপদ্মকোশীরমধুকমঞ্জিষ্ঠা-সারিবাপয়স্যাসিতালতা ইতি দশেমানি বর্ণ্যানি ভবন্তি।

(গ) সারিবেক্ষুমূলমধুকপিপ্পলীদ্রাক্ষা-বিদারী-কৈটর্য্য--হংসপাদী-বৃহতী--কণ্টকারিকা ইতি দশেমানি কণ্ঠ্যানি ভবন্তি।

(ঘ) আম্রাম্রাতকনিকুচকরমর্দ্দবৃক্ষাম্লাম্ল-বেতসকুবলবদরদাড়িমমাতুলুঙ্গানীতি দশেমানি হৃদ্যানি ভবন্তি।

ইতি চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ।

(ক) নাগরচিত্রক[illegible]মূর্ব্বাগুডূচী-বচামুস্তপিপ্পলীপটোলানীতি দশেমানি তৃপ্তিঘ্নানি ভবন্তি।

(খ) কুটজবিল্বচিত্রকনাগরাতিবিষাভয়া-ধন্বযাসকদারুহরিদ্রাবচাচব্যানীতি দশেমানি অর্শোঘ্নানি ভবন্তি।

(গ) খদিরাভয়ামলকহরিদ্রারুষ্করসপ্ত-পর্ণারগ্বধকরবীরবিড়ঙ্গজাতিপ্রবালা ইতি দশেমানি কুষ্ঠঘ্নানি ভবন্তি।

(ঘ) চন্দননলদকৃতমাল-নক্তমালনিম্ব-কুটজসর্ষপমধুকদারুহরিদ্রামুস্তানীতি দশেমানি কণ্ডুঘ্নানি ভবন্তি।

(ঙ) অক্ষীবমরিচগণ্ডীর-কেবুকবিড়ঙ্গ-নির্গুণ্ডীকিণিহীশ্বদংষ্ট্রাবৃষপর্ণিকাখুপর্ণিকা ইতি দশেমানি ক্রিমিঘ্নানি ভবন্তি।

স্বর্ণক্ষীরী (Cleome feline)। এই দশটী ভেদনীয়। (ঙ) যষ্টিমধু, গোলঞ্চ, চাকুলে, আকনাদি, সমঙ্গা (বরাক্রান্তা), মোচরস, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, কায়ফল এই দশটী সন্ধারণীয় (ভিন্ন মূলের সংগ্রাহক)। (চ) পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, থৈকল, মরিচ, যমানী, ভেলার আটী ও হিঙ্গুনির্য্যাস (হিঙ্গু, চক্রপাণি) এই দশটী দীপনীয়।

ইতি ষট্‌কষায়বর্গ।

(ক) রাখালশসা, ঋষভী (আলকুশী), অতিরসা (শতমূলী), ঋষ্যপ্রোক্তা (বৃদ্ধদারক), শালপাণি, কটুকী, বলা, অতিবলা (পীতবলা) এই দশটী বল্য। (খ) রক্তচন্দন, পুন্নাগ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণা, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, সিতা, [শ্বেতদূর্ব্বা], লতা (শ্যামদূর্ব্বা) এই দশটী বর্ণ্য। (গ) অনন্তমূল, ইক্ষুমূল ["মোরট নামক বৃক্ষ"], যষ্টিমধু, পিপুল, কিসমিস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কায়ফল, হংসপাদী ["খুলকুড়ী"] ব্যাকুড়, কণ্টিকারি এই দশটী কণ্ঠ্য। (ঘ) আম, আমড়া, নিকুচ [ডেহু বা মাদার], করমর্দ্দক [করমচা], বৃক্ষাম্ল [তেঁতুল], থৈকল, কুবল [বড়কুল], বদর [ছোট কুল], দাড়িম, গোঁড়ানেবু, এই দশটী হৃদ্য।

ইতি [দ্বিতীয়] চতুষ্কষায়বর্গ।

(ক) শুঁঠ, চৈ, চিতা, বিড়ঙ্গ, মুগরো, গোলঞ্চ, বচ, মুথা, পিপুল, পলতা এই দশটী পিপাসানাশক। (খ) কুড়চী, বেল, চিতা, শুঁঠ, এলাইচ, হরীতকী, দুরালভা, দারুহরিদ্রা, বচ ও চৈ, এই দশটী অর্শোঘ্ন। (গ) খদির, হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, ভেলা, ছাতিমছাল, সোঁদাল, করবীর, বিড়ঙ্গ, জাতিপল্লব এই দশটী কুষ্ঠঘ্ন। (ঘ) রক্তচন্দন, বেণারমূল, সোঁদাল, করঞ্জ, নিম্ব, কুড়চী, সর্ষপ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা ও মুথা এই দশটী কৃমিঘ্ন। (ঙ) সজিনা, মরিচ, গণ্ডীর (শমঠশাক ইতি চক্রদত্ত। "শমট শালিঞ্চ"), কেঁউ, নিসিন্দা, কিণিহী (কটভী নামক গাছ), বিড়ঙ্গ,

(চ) হরিদ্রা-মঞ্জিষ্ঠা—সুবহা—সূক্ষ্মৈলা-পালিন্দীচন্দন-কতকশিরীষ—সিন্ধুবারশ্লেষ্মাতকা ইতি দশেমানি বিষঘ্নানি ভবন্তি।

ইতি ষট্‌কঃ কষায়বর্গঃ।

(ক) বীরণশালিষষ্টিকেক্ষুবালিকাদর্ভকুশ-কাশগুন্দ্রেৎকটকর্ত্তৃণমূলানীতি দশেমানি স্তন্য-জননানি ভবন্তি।

(খ) পাঠা-মহৌষধ-সুরদারু—মুস্তমূর্ব্বা-গুড়ূচী—বৎসকফল—কিরাততিক্ত—কটুরোহিণী-সারিবা ইতি দশেমানি স্তন্যশোধনানি ভবন্তি।

(গ) জীবকর্ষভককাকোলীক্ষীরকাকোলী-মুদ্গপর্ণীমাষপর্ণীমেদাবৃদ্ধরুহাজটিলাকুলীঙ্গা ইতি দশেমানি শুক্রজননানি ভবন্তি।

(ঘ) কুষ্ঠৈলবালুককট্‌ফলসমুদ্রফেনকদম্ব-নির্য্যাসেক্ষুকাণ্ডেক্ষ্বিক্ষুরকবসুকোশীরাণীতি দশেমানি শুক্রশোধনানি ভবন্তি।

ইতি চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ।

(ক) মৃদ্বীকামধুকমধুপর্ণীমেদাবিদারী-কাকোলী—ক্ষীরকাকোলীজীবক—জীবন্তীশাল-পর্ণ্য ইতি দশেমানি স্নেহোপগানি ভবন্তি।

(খ) শোভাঞ্জনকৈরণ্ডার্কবৃশ্চীরপুনর্নবা-যবতিলকুলথমাষবদরাণীতি দশেমানি স্বেদো-পগানি ভবন্তি।

(গ) মধুমধুক-কোবিদারকর্ব্বুদারনীপ-বিদুল-বিম্বী—শণপুষ্পী-সদাপুষ্পী—প্রত্যক্‌পুষ্প্য ইতি দশেমানি বমনোপগানি ভবন্তি।

(ঘ) দ্রাক্ষা-কাশ্মর্য্য-পরুষকাভয়ামলক-বিভীতককুবলবদরকর্কন্ধুপীলূনীতি দশেমানি বিরেচনোপগানি ভবন্তি।

(ঙ) ত্রিবিদ্বিল্ব-পিপ্পলী-কুষ্ঠ-সর্ষপ-বচা-বৎসকফলশতপুষ্পামধুকমদনফলানীতি দশে-মান্যাস্থাপনোপগানি ভবন্তি।

(চ) রাস্নাসুরদারু-বিল্ব-মদনশতপুষ্পী-বৃশ্চীরপুনর্নবাশ্বদংষ্ট্রাগ্নিমন্থশ্যোণাকা ইতি দশেমান্যনুবাসনোপগানি ভবন্তি।

গোক্ষুর, বৃষপর্ণী (আখুপর্ণীভেদ) ও আখু-পর্ণী (দন্তীভেদ) এই দশটী কৃমিঘ্ন। (চ) হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, সুবহা, (রাস্না), ছোটএলাচ, অপালিন্দী (বা অপালিন্দী শ্যামালতা), রক্ত-চন্দন, নির্ম্মলফল, শিরীষ, নিসিন্দা ও বহঁবার-এই দশটী বিষঘ্ন।

ইতি (তৃতীয়) ষট্‌কষায়বর্গ।

(ক) বেণার মূল, শালি, ষষ্টিকধান্য, ইক্ষুবালিকা (খাগড়া), দর্ভ (উলু), কুশ, কাশ, গুন্দ্র (গোলক—শিবদাস), ইৎকট (ইকড়), কর্ত্তৃণ (গন্ধতৃণ, তদভাবে বেণার মূল) এই দশটী স্তন্যজনক। (খ) আক-নাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুথা, মুগরো বা মূর্ব্বা, গোলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরেতা, কটুকী, অনন্তমূল এই দশটী স্তন্যশোধক। (গ) জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, মেদা, পরগাছা, জটামাংসী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই দশটী শুক্রজনক। (ঘ) কুড়, এল-বালুক (ভেজবল), কায়ফল, সমুদ্রফেন, কদম্বনির্য্যাস, ইক্ষু, কাণ্ডেক্ষু (কাশ), ইক্ষুরক (কুলেখাড়া), বসুক (বকফুল) ও বেণার মূল এই দশটী শুক্রশোধক।

ইতি (চতুর্থ) চতুষ্কষায়বর্গ।

(ক) কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু, গোলঞ্চ, মেদা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, জীবন্তী, শালপানি এই দশটী স্নেহোপগ। (খ) সজিনা, এরণ্ড, আকন্দ, বৃশ্চীর (শ্বেত-পুনর্নবা), পুনর্নবা, যব, তিল, কুলথ কলায়, মাষকলায় ও কুল এই দশটী স্বেদোপগ। (গ) মধু, যষ্টিমধু, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, নীপ (কদম্ব), বিদুল (জলবেতস), তেলা-কুচা, ঘণ্টারবা, আকন্দ ও আপাং এই দশটি বমনোপগ। (ঘ) দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, ফলসা, হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, বড়কুল, ছোটকুল, শিয়াকুল ও পীলুফল এই দশটী বিরেচনোপগ। (ঙ) তেউড়ী, বেল, পিপুল, কুড়, সর্ষপ, বচ, ইন্দ্রযব, শুলফা, যষ্টিমধু ও ময়নাফল এই দশটী আস্থাপনোপগ। (চ) রাস্না, দেব-দারু, বেল, ময়নাফল, শুলফা, শ্বেতপুনর্নবা,

(ছ) জ্যোতিষ্মতী-ক্ষবক-মরিচপিপ্পলী-বিড়ঙ্গ-শিগ্রুসর্ষপাপামার্গতণ্ডুলশ্বেতা-মহাশ্বেতা ইতি দশেমানি শিরোবিরেচনোপগানি ভবন্তি।

ইতি সপ্তকঃ কষায়বর্গঃ।

(ক) জম্বাম্রপল্লব-মাতুলুঙ্গাম্লবদরদাড়িম-যবযষ্টিকোশীরমৃল্লাজা ইতি দশেমানি ছর্দ্দি-নিগ্রহণানি ভবন্তি।

(খ) নাগরধন্বয়াশক-মুস্তপর্পটিকচন্দন-কিরাততিক্তক-গুডূচীহ্রীবের-ধান্যক-পটোলানীতি দশেমানি তৃষ্ণানিগ্রহণানি ভবন্তি।

(গ) শটীপুষ্করমূল-বদরবীজকণ্টকারিকা-বৃহতী-বৃক্ষরুহাভয়াপিপ্পলী-দুরালভাকুলীর-শৃঙ্গ্য ইতি দশেমানি হিক্কানিগ্রহণানি ভবন্তি।

ইতি ত্রিকঃ কষায়বর্গঃ।

(ক) প্রিয়ঙ্গ্বনন্তাম্রাস্থিকট্বঙ্গলোধ্রমোচরস-সমঙ্গাধাতকীপুষ্পপদ্মাপদ্মকেশরাণীতি দশেমানি পুরীষসংগ্রহণানি ভবন্তি।

(খ) জম্বুশল্লকীত্বক্কচ্ছুরামধূকশাল্মলী-শ্রীবেষ্টক-ভৃষ্টমৃৎ-পয়স্যোৎপলতিলকণা ইতি দশেমানি পুরীষবিরজনীয়ানি ভবন্তি।

(গ) জম্বাম্রপ্লক্ষবটকপীতনোডুম্বরাশ্বত্থ-ভল্লাতকাশ্মন্তকসোমবল্কা ইতি দশেমানি মূত্র-সংগ্রহণানি ভবন্তি।

(ঘ) বৃক্ষাদনীশ্বদংষ্ট্রাবসুকবশিরপাষাণ-ভেদ-দর্ভকুশকাশগুন্দ্রেৎকটমূলানীতি দশেমানি মূত্রবিরেচনীয়ানি ভবন্তি।

(ঙ) পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিক-পুণ্ডরীকশতপত্রমধুক-প্রিয়ঙ্গু-ধাতকীপুষ্পাণীতি দশেমানি মূত্রবিরজনীয়ানি ভবন্তি।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

(ক) দ্রাক্ষাভয়ামলকপিপ্পলীদুরালভা-শৃঙ্গীকণ্টকারিকাবৃশ্চীরপুনর্নবাতামলক্য ইতি দশেমানি কাসহরাণি ভবন্তি।

রক্তপুনর্নবা, গোক্ষুর, গণিয়ারী ও শোণা, এই দশটী অনুবাসনোপগ। (ছ) লতা-ফট্কী, ক্ষবক (হাচুতীফল), মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সজিনা, সর্ষপ, আপাংবীজ, শ্বেত অপরাজিতা ও নীল অপরাজিতা এই দশটী শিরোবিরেচনোপগ।

ইতি (পঞ্চম) সপ্তকষায়বর্গ।

(ক) জামপাতা, আমপাতা, গোড়া-নেবু, অম্ল কুল, দাড়িম, যব, যষ্টিমধু, বেণার মূল, সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা ও খই এই দশটী ছর্দ্দিনিগ্রহণ। (খ) শুঁঠ, দুরালভা, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, চিরেতা, গোলঞ্চ, বালা, ধনে ও পল্তা এই দশটী তৃষ্ণানিগ্রহণ। (গ) শটী, পুষ্করমূল, কুলের আঁটী, কণ্টি-কারি, বৃহতী, বৃক্ষরুহা (আলোক লতা), হরীতকী, পিপুল, দুরালভা, কাঁকড়া শৃঙ্গী এই দশটী হিক্কানিগ্রহণ।

ইতি (ষষ্ঠ) ত্রিকষায়বর্গ।

(ক) প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আমের আঁটী, শোণা, লোধ, মোচরস, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মা (বামনহাটি), পদ্মকেশর এই দশটী পুরীষসংগ্রহণ। (খ) জাম, শল্লকীত্বক (সিহ্লক-ছাল), কচ্ছুরা (আলকুশী), যষ্টিমধু, শিমুল আঠা, নবনীত-খোটী, দগ্ধমৃত্তিকা, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, উৎপল, তিলতণ্ডুল এই দশটী পুরীষ-বিরজনীয় (পুরীষদোষহারক)। (গ) জাম, আম, পাকুড়, বট, কপীতন (আমড়া), যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, ভেলা, অশ্মন্তক (কোবি-দার) ও খদির এই দশটী মূত্রসংগ্রহণ। (ঘ) পরগাছা, গোক্ষুর, বসুক (বক), বশির (সূর্য্যাবর্ত্ত), পাষাণ-ভেদ ("পাথরচূর্ণ") উলু, কুশ, কেশে, গোলঞ্চ, ইৎকটমূল (ইকড়) এই দশটী মূত্র-বিরেচনীয়। (ঙ) পদ্ম, নীলোৎপল, নলিন, কুমুদ, সৌগন্ধিক (কহ্লার), পুণ্ডরীক (শুক্লপদ্ম) শতপত্র, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল এই দশটী মূত্র-বিরজনীয়।

ইতি (সপ্তম) পঞ্চকষায়বর্গ।

(ক) কিসমিস্, হরীতকী, আমলকী, পিপুল, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টিকারী,

(খ) শটীপুষ্করমূলাম্লবেতসৈলাহিঙ্গ্বগুরু-সুরসাতামলকীজীবন্তীচণ্ডা ইতি দশেমানি শ্বাসহরাণি ভবন্তি।

(গ) পাটলাগ্নিমন্থবিল্বশ্যোণাককাশ্মর্য্য-কণ্টকারিকা-বৃহতীশালপর্ণী--পৃশ্নিপর্ণীগোক্ষুরকা ইতি দশেমানি শোথহরাণি ভবন্তি।

(ঘ) শারিবা-শর্করাপাঠামঞ্জিষ্ঠাদ্রাক্ষা-পীলুপরূষকাভয়ামলকবিভীতকানীতি দশেমানি জ্বরহরাণি ভবন্তি।

(ঙ) দ্রাক্ষাখর্জ্জুরপ্রিয়ালবদরদাড়িমফল্গু-পরূষকেক্ষুযবষষ্টিকা ইতি দশেমানি শ্রমহরাণি ভবন্তি।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

(ক) লাজাচন্দনকাশ্মর্য্যফলমধুকশর্করা-নীলোৎপলোশীর--শারিবা--গুড়ূচীহ্রীবেরাণীতি দশেমানি দাহপ্রশমনানি ভবন্তি।

(খ) তগরাগুরুধন্যাকশৃঙ্গবেরভূতীক-বচাকণ্টকারিকাগ্নিমন্থশ্যোণাকপিপ্পল্য ইতি দশেমানি শীতপ্রশমনানি ভবন্তি।

(গ) তিন্দুকপিয়ালবদরখদিরকদরসপ্ত-পর্ণাশ্বকর্ণার্জ্জুনাসনারিমেদা ইতি দশেমান্যুদর্দ্দ-প্রশমনানি ভবন্তি।

(ঘ) বিদারীগন্ধাপৃশ্নিপর্ণীবৃহতীকণ্টকা-রিকৈরণ্ড--কাকোলী--চন্দনোশীরৈলামধুকানীতি দশেমান্যঙ্গমর্দ্দপ্রশমনানি ভবন্তি।

(ঙ) পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবের-মরিচাজমোদাজগন্ধাজাজীগণ্ডীরাণীতি দশেমানি শূলপ্রশমনানি ভবন্তি।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

(ক) মধু-মধুকরুধিরমোচরসমৃৎকপাল-লোধ্রগৈরিকপ্রিয়ঙ্গুশর্করালাজা ইতি দশেমানি শোণিতাস্থাপনানি ভবন্তি।

(খ) শালকট্‌ফলকদম্বপদ্মকতুঙ্গমোচরস-শিরীষবঞ্জুলৈলবালুকাশোকা ইতি দশেমানি বেদনাস্থাপনানি ভবন্তি।

(গ) হিঙ্গু-কৈটর্য্যারিমেদা-বচা-চোরক

বৃশ্চীর (শ্বেতপুনর্নবা), তামলকী (ভুঁই আমলা) এই দশটী কাসহর। (খ) শটী, পুষ্করমূল, অম্লবেতস, ছোট এলাচ, হিং, অগুরু সুরসা (তুলসী), তালসী), তামলকী (ভুঁই আমলা), জীবন্তী, চোরক (গেঁটেলাতেদ) এই দশটি শ্বাসহর। (গ) পারুল, গণি-য়ারী, বেলছাল, শোণা, গাম্ভারী, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, শালপাণি, চাকুলে, গোক্ষুর এই দশটী শোথহর। (ঘ) অনন্তমূল, শর্করা, আকনাদি, মঞ্জিষ্ঠা, দ্রাক্ষা, পীলু, ফলসা, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী এই দশটী জ্বরহর। (ঙ) কিসমিস, খেজুর, পিয়াল-ফল, কুল, দাড়িম, যজ্ঞডুমুর, ফলসাফল, ইক্ষু, যব, ষেটেধান এই দশটী শ্রমহর।

ইতি (অষ্টম) পঞ্চকষায়বর্গ।

(ক) খই, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, যষ্টি-মধু, শর্করা, নীলোৎপল, উশীর, অনন্তমূল, গোলঞ্চ, বালা এই দশটী দাহপ্রশমন। (খ) তগর, অগুরু, ধনে, শুঁঠ, যমানী, বচ, কণ্ট-কারী, গণিয়ারী, শোণা, পিপুল এই দশটী শীতপ্রশমন। (গ) তিন্দুক (কেঁউদ), পিয়াল, কুল, খদির, কদর (শ্বেতখদির), ছাতিম, অশ্বকর্ণ (সাল), অর্জ্জুন, অসন (পীতশাল), অরিমেদ (বিট্‌ খদির) এই দশটী উদর্দ্দপ্রশমন। (ঘ) শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, এরণ্ডমূল, কাকোলী, রক্তচন্দন, বেণার মূল, এলাচ ও যষ্টিমধু এই দশটি অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন। (ঙ) পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, যমানী, বনযমানী, জীরা ও গণ্ডীর (শালিঞ্চ-শাক) এই দশটী শূলপ্রশমন।

ইতি (নবম) পঞ্চকষায়বর্গ।

(ক) মধু, যষ্টিমধু, রুধির (জাফরান), মোচরস, পোড়ামাটী, লোধ, গৈরিক, প্রিয়ঙ্গু, শর্করা ও খই এই দশটি শোণিতাস্থাপন। (খ) শাল, কায়ফল, কদম্ব, পদ্মকাষ্ঠ, পুন্নাগ, মোচ-রস, শিরীষ, বেত, এলবালুকা ও অশোক এই দশটী বেদনাস্থাপন। (গ) হিঙ্গু, কৈটর্য্য

বয়ঃস্থাগোলোমী-জটিলা-পলঙ্কষাশোকরোহিণ্য
ইতি দশেমানি সংজ্ঞাস্থাপনানি ভবন্তি।
(ঘ) ঐন্দ্রীব্রাহ্মীশতবীর্য্যা-সহস্রবীর্য্যা-
মোঘাব্যথাশিবারিষ্টাবাট্যপুষ্পীবিশ্বক্সেন-কান্তা
ইতি দশেমানি প্রজাস্থাপনানি ভবন্তি।
(ঙ) অমৃতাভয়াধাত্রীমুক্তাশ্বেতাজীবন্ত্য-
তিরসামণ্ডূকপর্ণীস্থিরাপুনর্নবা ইতি দশেমানি
বয়ঃস্থাপনানি ভবন্তি।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ। ৮।

ইতি পঞ্চকষায়শতান্যভিসমস্য পঞ্চাশন্মহা-
কষায়া মহতাঞ্চ কষায়াণাং লক্ষণোদাহরণার্থং
ব্যাখ্যাতা ভবন্তি। নহি বিস্তরস্য প্রমাণমস্তি,
নচাপ্যতিসংক্ষেপোঽল্পবুদ্ধীনাং সামর্থ্যায়োপ-
কল্প্যতে। তস্মাদনতিসংক্ষেপেণানতিবিস্তরেণ
চোদ্দিষ্টাঃ। এতাবন্তো হ্যল্পবুদ্ধীনাং ব্যবহারায়
বুদ্ধিমতাঞ্চ স্বালক্ষণ্যানুমানযুক্তিকুশলানামনু-
ক্তার্থজ্ঞানায়েতি। ৯।

এবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ।
নৈতানি ভগবন্ পঞ্চকষায়শতানি পূর্য্যন্তে
তানি তানি হেবাঙ্গানি সংপ্লবন্তে তেষু তেষু
মহাকষায়েম্বিতি। ১০

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।

নৈতদেবং বুদ্ধিমতা দ্রষ্টব্যমগ্নিবেশ।
একোঽপি হ্যনেকাং সংজ্ঞাং লভতে কার্য্যান্ত-
রাণি কুর্ব্বন্ তদ্‌যথা—পুরুষো বহূনাং কর্ম্মণাং
করণে সমর্থো ভবতি। স যদ্ যৎ কর্ম্ম
করোতি তস্য তস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃকরণকার্য্য-
সম্প্রযুক্তং তত্তদ্গৌণং নামবিশেষং প্রাপ্নোতি।
তদ্বদৌষধদ্রব্যমপি দ্রষ্টব্যম্। যদি চৈকমেব
কিঞ্চিদ্দ্রব্যমাসাদয়ামস্তথা গুণযুক্তং যৎ সর্ব্ব-
কর্ম্মণাং করণে সমর্থং স্যাৎ কস্ততোঽন্যদিচ্ছে-
দুপধারয়িতুমুপদেষ্টুং বা শিষ্যেভ্য ইতি॥ ১১

(পর্ব্বতনিম্ব), অরিমেদ (বিট্‌খদির), বচ,
চোরক, বয়ঃস্থা (ব্রাহ্মী), ভূতকেশী (জটা-
ভেদ), জটামাংসী, পলঙ্কষা (গুগ্‌গুল),
অশোক ও কট্‌কী এই দশটী সংজ্ঞাস্থাপন।
(ঘ) রাখালশসা, ব্রাহ্মী, শতবীর্য্যা (দূর্ব্বা),
শ্বেতদূর্ব্বা, পারুল, আমলকী, হরীতকী, কট্‌কী,
বেড়েলা ও প্রিয়ঙ্গু এই দশটী প্রজাস্থাপন।
(ঙ) গোলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, মুক্তা, (রাস্না),
শ্বেত অপরাজিতা, জীবন্তী, শতমূলী, মঞ্জিষ্ঠা,
শালপাণি, পুনর্নবা এই দশটী বয়ঃস্থাপন।

ইতি (দশম) পঞ্চকষায়বর্গ। ৮।

এইরূপে পঞ্চশত কষায় ও পঞ্চাশৎ
মহাকষায়, মহাকষায়দিগের লক্ষণ ও উদাহরণ
ব্যাখ্যা করা হইল। বিস্তার করিয়া লিখিলে
বাহুল্য হইয়া পড়ে। আবার অতি সংক্ষেপে
লিখিলে অল্পবুদ্ধিরা বুঝিতে পারে না। এই
জন্য ন্যাতিসংক্ষেপ ও ন্যাতিবিস্তারে লিখিত
হইল। এই পর্য্যন্তই অল্পবুদ্ধিদিগের পক্ষে
যথেষ্ট হইবে। আর সকল কথা উক্ত না
হইলেও বুদ্ধিমান্‌দিগের পক্ষেও যথেষ্ট হইবে,
কারণ, তাঁহারা অনুমান ও যুক্তিবলে লক্ষণ
নির্ণয় করিয়া অনুক্ত বিষয়েও দর্শন বিস্তার
করিতে সমর্থ হইবেন। ৯। ভগবান্
আত্রেয় এইরূপ কহিলে, অগ্নিবেশ কহিলেন,
ভগবন্! এই পঞ্চশত কষায় পূর্ণ হইল না;
কারণ, একই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন বর্গে দৃষ্ট হই-
তেছে (সুতরাং ঔষধসংখ্যা প্রকৃতপক্ষে
পঞ্চশত হইতেছে না)। ১০। ভগবান্
আত্রেয় উত্তর করিলেন, হে অগ্নিবেশ!
বুদ্ধিমানেরা এইরূপ ভাবিয়া থাকেন যে, একটী
বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রদর্শন করিলে ভিন্ন
ভিন্ন সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। দেখ, একই
পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতে পারেন এবং
যখন যে কর্ম্ম করেন, তখন সেই কর্ম্মের কর্তৃত্ব
হেতু সেই সেই গৌণনাম প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ
যখন পাচকের কাজ করেন, তখন পাচক ও
যখন যাজকের কাজ করেন, তখন যাজক
নাম হয় ইত্যাদি)। সেইরূপ ঔষধদ্রব্যও ভিন্ন
ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি এমন
একটী দ্রব্য পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা সমস্ত কর্ম্মই
চলিতে পারে, তবে কে আর শিষ্যদিগকে
অন্য দ্রব্যের উপদেশ দিতে ইচ্ছা করে?

তত্র শ্লোকাঃ।

যতো যাবন্তি যৈর্দ্রব্যৈর্বিরেচনশতানি ষট্।
উক্তানি সংগ্রহেণেহ তথৈবৈষাং রসাশ্রয়াঃ ॥
রসা লবণবর্জ্জ্যাশ্চ কষায়া ইতি সংজ্ঞিতাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চবিধা যোনিঃ কষায়াণামুদাহৃতা ॥
তথা কল্পনমপ্যেষামুক্তং পঞ্চবিধং পুনঃ।
মহতাঞ্চ কষায়াণাং পঞ্চাশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
পঞ্চ চাপি কষায়াণাং শতান্যুক্তানি ভাগশঃ।
লক্ষণার্থং প্রমাণং হি বিস্তরস্য ন বিদ্যতে ॥
ন চালমতিসংক্ষেপঃ সামর্থ্যায়োপকল্পতে।
অল্পবুদ্ধেরয়ং তস্মান্নাতিসংক্ষেপবিস্তরঃ ॥
মন্দানাং ব্যবহারায় বুধানাং বুদ্ধিবৃদ্ধয়ে।
পঞ্চাশৎকো হ্যয়ং বর্গঃ কষায়াণামুদাহৃতঃ ॥
তেষাং কর্ম্মসু বাহ্যেষু যোগমাভ্যন্তরেষু চ।
সংযোগঞ্চ প্রয়োগঞ্চ যো বেদ স ভিষগ্বরঃ ॥ ১২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে ষড়্বিরেচনশতাশ্রিতীয়ো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

মাত্রাশিতীয়ঃ।

অথাতো মাত্রাশিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

মাত্রাশী স্যাৎ। আহারমাত্রা পুনরগ্নিবলাপেক্ষিণী যাবদ্ধ্যস্যাশনমশিতমনুপহত্য প্রকৃতিং যথাকালং জরাং গচ্ছতি তাবদস্য মাত্রাপ্রমাণং বেদিতব্যং ভবতি। তত্র শালি-ষষ্টিক-মুদ্গ-লাব-কপিঞ্জলৈণ-শশশরভসম্বরাদীন্যাহারদ্রব্যাণি প্রকৃতিলঘূন্যপি মাত্রাপেক্ষীণি ভবন্তি। তথা পিষ্টেক্ষু-ক্ষীর-বিকৃতিমাষানূপৌদকপিশিতাদীন্যাহারদ্রব্যাণি প্রকৃতি-

[জগতে অনন্ত ঔষধ থাকিতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে যদি দুইশত ঔষধেই সমস্ত কাজ চলিয়া যায়, তবে সেই দুইশত ঔষধের নাম গুণাদি আয়ত্ত করাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম]। ১১। উপসংহার ও সূচী—সংক্ষেপে ছয় শত বিরেচন দ্রব্য অর্থাৎ শোধন ঔষধ বিবৃত হইল। তাহাদের আশ্রয় স্থান ছয়। ছয় রসের মধ্যে লবণ ভিন্ন পাঁচ রসকে কষায় বলে? অতএব কষায়দিগের পাঁচ প্রকার যোনি। সেইরূপ কষায়দিগের কল্পনা (ভেদ) পাঁচ প্রকার। মহাকষায়দিগের পঞ্চাশ প্রকার কল্পনা। আর এক এক মহাকষায়কে এক-শত ভাগে বিভাগ করিলে সমুদায়ে পাঁচশত মহাকষায় হয়। বুদ্ধিমান্‌দিগকে বিস্তর বলা আবশ্যক হয় না। আবার অল্পবুদ্ধিদিগকে অতি সংক্ষেপে বলিলেও তাহারা বুঝিতে পারে না। অতএব নাতিসংক্ষেপে ও নাতি-বিস্তারে বলা হইল। মন্দবুদ্ধিদিগের বুঝিবার সুবিধার জন্য ও বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধিবিস্তারের জন্য কষায়দিগকে পাঁচশত বর্গে বিভাগ করা হইল। যিনি এই সকল কষায়ের বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগ এবং সংযোগ ও বিয়োগ বোধগম্য করিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তিনিই ভিষগ্বর। ১২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা মাত্রাশিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [মাত্রা অশিত—পরিমিতভোজন]। ১। পরি-মিতভোজী হওয়া আবশ্যক। আর আহারের মাত্রা অগ্নির বল অপেক্ষা করে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভোজন করিলে তাহা তাহার প্রকৃতির ব্যাঘাত না করিয়া যথাকালে জীর্ণ হয়, তাহার সেই পরিমাণ ভোজনকে তাহার মাত্রানুযায়ী ভোজন কহে। শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুল, মুগ, লাবপক্ষী, গৌরতিত্তির, কৃষ্ণসার, শশক, শরভ (মহাশৃঙ্গ হরিণ) ও সম্বর (মহা-শৃঙ্গ হরিণভেদ) প্রভৃতির মাংস স্বভাবতঃ লঘু হইলেও মাত্রানুযায়ী ভোজন করা উচিত। আর পিষ্টক, ইক্ষু, ক্ষীরবিকৃতি-সমূহ, মাষকলায় এবং আনূপ ও ঔদকমাংস স্বভাবতঃ গুরু

গুরুণ্যাপ মাত্রামেবাপেক্ষন্তে। ন চৈষমুক্তে দ্রব্যে [illegible]ণং মন্যেত। লঘূনি হি দ্রব্যাণি বায়্বগ্নিগুণবহুলানি ভবন্তি। পৃথিবী-সোমগুণবহুলানীতরাণি। তস্মাৎ স্বগুণাদপি লঘূন্যগ্নিসন্ধুক্ষণস্বভাবান্যল্পদোষাণি চোচ্যন্তে অপি সৌহিত্যোপযুক্তানি। গুরূণি পুনর্নাগ্নি-সন্ধুক্ষণস্বভাবান্যসামান্যাদতশ্চাতিমাত্রং দোষ-বন্তি সৌহিত্যোপযুক্তানি অন্যত্র ব্যায়ামাগ্নি-বলাৎ। সৈষা ভবত্যগ্নিবলাপেক্ষিণী মাত্রা নচ নাপেক্ষতে দ্রব্যম্। দ্রব্যাপেক্ষয়া চ ত্রিভাগসৌহিত্যমর্দ্ধসৌহিত্যং বা গুরূণামুপ-দিশ্যতে। লঘূনামপি চ নাতিসৌহিত্যমগ্নে-র্যুক্ত্যর্থম্। মাত্রাবদ্ধ্যশনমশিতমনুপহত্য প্রকৃতিং বলবর্ণসুখায়ুষা যোজয়ত্যুপযোক্তারমবশ্যমিতি॥

ভবন্তি চাত্র।

গুরুপিষ্টময়ং তস্মাৎ তণ্ডুলান্ পৃথুকানপি।
ন জাতু ভুক্তবান্ খাদেন্মাত্রাং খাদেদ্ বুভুক্ষিতঃ॥
বল্লূরং শুষ্কশাকানি শালূকানি বিসানি চ।
নাভ্যস্তেদ্গৌরবান্মাংসং কৃশং নৈবোপ-যোজয়েৎ॥
কূর্চ্চিকাংশ্চ কিলাটাংশ্চ শৌকরং গব্যমাহিষম্।
মৎস্যান্ দধি চ মাষাংশ্চ যবকাংশ্চ ন শীলয়েৎ॥
ষষ্টিকান্ শালিমুদ্গাংশ্চ সৈন্ধবামলকে যবান্।
আন্তরীক্ষং পয়ঃ সর্পির্জাঙ্গলং মধু চাভ্যসেৎ॥
তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত স্বাস্থ্যং যেনানুবর্ত্ততে।
অজাতানাং বিকারাণামনুৎপত্তিকরঞ্চ যৎ॥ ৩
অত ঊর্দ্ধং শরীরস্য কার্য্যমপাঞ্জনাদিকম্।
স্বস্থবৃত্তমভিপ্রেত্য গুণতঃ সম্প্রবক্ষ্যতে॥ ৪
সৌবীরমঞ্জনং নিত্যং হিতমক্ষ্ণোঃ প্রযোজয়েৎ।
পঞ্চরাত্রেঽষ্টরাত্রে বা স্রাবণার্থে রসাঞ্জনম্॥
চক্ষুস্তেজোময়ং তস্য বিশেষাৎ শ্লেষ্মতো ভয়ম্।

হইলেও মাত্রানুযায়ী আহার করা উচিত। এই সকল দ্রব্যের যে গুরুত্ব ও লঘুত্ব নির্দ্দেশ করা হইল; তাহা অকারণ নহে। লঘু দ্রব্য সকল বায়ুগুণবহুল ও অগ্নিগুণবহুল হইয়া থাকে। আর গুরুদ্রব্য পৃথ্বীগুণ ও সোমগুণ-বহুল হয়। এইজন্য দ্রব্য নিজগুণেই অগ্নি-দীপন, অল্পদোষ ও তৃপ্তিকর হইয়া থাকে। আর গুরুদ্রব্য বিপরীত গুণবশতঃ অগ্নিদীপন হয় না। এইজন্য গুরুদ্রব্য অতিমাত্রায় ভোজন করিলে দোষাবহ হয় এবং ব্যায়ামচর্চ্চা ও অগ্নিবল না থাকিলে উদর পুরিয়া খাওয়া উচিত নহে। কিন্তু মাত্রা অগ্নিবল অপেক্ষা করে, দ্রব্যের গুরু-লঘুত্ব অপেক্ষা করে না। সচরাচর গুরুদ্রব্য এরূপ পরিমাণে ভক্ষণ করা উচিত, যেন উদরের তৃতীয়ভাগ বা অর্দ্ধ-ভাগের অধিক পূর্ণ না হয়, আর লঘুদ্রব্য সম্পূর্ণ উদরপূর্ত্তি করিয়া না খাওয়াই ভাল, কারণ, তাহাতে অগ্নির ব্যাঘাত হইতে পারে। মাত্রানুযায়ী আহার করিলে প্রকৃতির ব্যাঘাত হয় না এবং ভোক্তা অবশ্যই বল, বর্ণ, সুখ ও পরমায়ু লাভ করে। ২। সংক্ষেপে বলিতে গেলে,—পূর্ব্ব আহার জীর্ণ না হইলে গুরুদ্রব্য, পিষ্টকবহুল দ্রব্য, তণ্ডুলবহুল দ্রব্য ও চিপিটক খাইবে না। ক্ষুধা হইলে মাত্রানুযায়ী ভোজন করিবে। শুষ্কমাংস, শুষ্কশাক, শালুক ও মৃণাল নিত্য ভোজন করিবে না। আর আনূপাদি মাংস গুরু বলিয়া সর্ব্বদা ভক্ষণে অভ্যাস করিবে না। কূর্চ্চিকা, কিলাট, শূকরমাংস, গোমাংস, মৎস্য, দধি ও মাষকলায় সর্ব্বদা ভক্ষণ করিবে না। ষষ্টিক ও শালিতণ্ডুল, মুগ, সৈন্ধব, আমলকী, আন্তরীক্ষ জল, দুগ্ধ, ঘৃত, জাঙ্গলমাংস ও মধু প্রত্যহ সেবন করিবে। যে দ্রব্য স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নহে এবং অজাত পীড়ার অনুৎপত্তিকর (অর্থাৎ রোগকে ডাকিয়া না আনে), তাহাই নিত্য ভোজন করিবে। [কূর্চ্চিকা—দধি, দুগ্ধ ও তক্র একত্র করিয়া যে আহার প্রস্তুত করা যায়। কিলাট—নষ্ট ক্ষীরের ঘনভাগ]। ৩। অনন্তর স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অঞ্জন প্রভৃতিও আবশ্যক বলিয়া এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। ৪। সৌবীর অঞ্জন অক্ষিদ্বয়ের হিতকর বলিয়া নিত্য প্রয়োগ করিবে। প্রতি পঞ্চম বা অষ্টম রাত্রে জলস্রাবার্থ চক্ষুতে রসাঞ্জন প্রয়োগ

দিবা তন্ন প্রযোক্তব্যং নেত্রয়োস্তীক্ষ্ণমঞ্জনম্ ॥
বিরেকদুর্ব্বলা দৃষ্টিরাদিত্যং প্রাপ্য সীদতি।
তস্মাৎ স্রাব্যং নিশায়ান্তু ধ্রুবমঞ্জনমিষ্যতে ॥
ততঃ শ্লেষ্মহরং কর্ম্ম হিতং দৃষ্টেঃ প্রসাদনম্ ॥
যথা হি কনকাদীনাং মলিনাং বিবিধাত্মনাম্।
ধৌতানাং নির্ম্মলা শুদ্ধিস্তৈলচেলকচাদিভিঃ।
এবং নেত্রেষু মর্ত্ত্যানামঞ্জনাশ্চ্যোতনাদিভিঃ।
দৃষ্টির্নিরাকুলাভাতি নির্ম্মলে নভসীন্দুবৎ ॥ ৫
হরেণুকাং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ পৃথ্বীকাং কেশরং নখম্।
হ্রীবেরং চন্দনং পত্রং ত্বগেলোশীরপদ্মকম্।
ধ্যামকং মধুকং মাংসীগুগ্গুল্বগুরুশর্করম্।
ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষলোধ্রত্বচঃ শুভাঃ।
বন্যং সর্জ্জরসং মুস্তং শৈলেয়ং কমলোৎপলে।
শ্রীবেষ্টকং শল্লকীঞ্চ শুকবর্হমথাপি চ। ৫

পিষ্ট্বা লিম্পেচ্ছরেষীকাং তাং বর্ত্তিং যবসন্নিভাম্
অঙ্গুষ্ঠসম্মিতাং কুর্য্যাদষ্টাঙ্গুলসমাং ভিষক্।
শুষ্কাং নিগর্ভাং তাং বর্ত্তিং ধূমনেত্রার্পিতাং নরঃ
স্নেহাক্তামগ্নিসংপ্লুষ্টাং পিবেৎ প্রায়োগিকীং
সুখাম্ ॥
বসাঘৃতমধূচ্ছিষ্টৈর্যুক্তিযুক্তৈর্বরৌষধৈঃ।
বর্ত্তিং মধুরকৈঃ কৃত্বা স্নৈহিকীং ধূমমাচরেৎ ॥ ৭
শ্বেতা জ্যোতিষ্মতী চৈব হরিতালং মনঃশিলা।
গন্ধাশ্চাগুরুপত্রাদ্যা ধূমমূর্দ্ধবিরেচনম্ ॥ ৮
গৌরবং শিরসঃশূলং পীনসার্দ্ধাবভেদকৌ।
কর্ণাক্ষিশূলং কাসশ্চ হিক্কাশ্বাসৌ গলগ্রহঃ।
দন্তদৌর্ব্বল্যমাস্রাবঃ স্রোতোঘ্রাণাক্ষিদোষজঃ।

করিবে। চক্ষু তেজোময় পদার্থ, এইজন্য শ্লেষ্মা হইতে ইহার বিশেষ ভয়। অতএব দিবসে তীক্ষ্ণ অঞ্জন গ্রহণ করিবে না। অঞ্জন-যোগে জলস্রাব বশতঃ দুর্ব্বল হয় বলিয়া দৃষ্টি সূর্য্যতাপ সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য চক্ষুঃস্রাব নিশাকালেই কর্ত্তব্য এবং নিশা-কালেই অঞ্জন ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। তখন দৃষ্টিপ্রসাদন শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়া হিতকর হয়। যেমন স্বর্ণাদি ধাতু মলিন হইলে তৈল, বস্ত্র-খণ্ড, কেশ প্রভৃতি সহকারে ধৌত হইবার পর নির্ম্মল বিশুদ্ধি লাভ করে, সেইরূপ মানবের দৃষ্টি অঞ্জন ও আশ্চ্যোতনযোগে নির্ম্মল হইয়া থাকে। যেরূপ নির্ম্মল গগনে চন্দ্রের শোভা হয়, সেইরূপ মানবের নির্ম্মল নয়নে দৃষ্টির শোভা হইয়া থাকে। ৫। রেণুকা (একপ্রকার বীজ), প্রিয়ঙ্গু, কৃষ্ণজীরা, নাগকেশর, নখী, বালা, চন্দন, তেজপাতা, দারুচিনি, বড় এলাচ, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধ্যামক (রোহিষতৃণ), যষ্টিমধু, জটামাংসী, গুগ্গুলু, অগুরু, শর্করা এবং বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও লোধ বৃক্ষের বিশুদ্ধ ত্বক্ আর কৈবর্ত্তমুথা, ধুনা, মুথা, শৈলজ, কমল, উৎপল, শ্রীবেষ্টক (নবনীত-খোটী), শল্লকী (সরলনির্য্যাস বা শিলারস) এই সকল অথবা তাহাদের সহিত শুকবর্হ (গেঁঠেলা) পেষণ করিয়া পেষিত দ্রব্য এক-খণ্ড অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ শরের গাত্রে যব পরিমাণে স্থূল করিয়া লেপন করিবে, ঐ বর্ত্তির পরিণাহ (স্থূলতা) অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হওয়া উচিত। বর্ত্তি শুষ্ক হইলে শর হইতে উন্মুক্ত করিয়া ঘৃতাক্ত করিবে। অনন্তর উহা একটী নলের মুখে পরাইয়া অপরমুখ অগ্নিসংযুক্ত করিলে ধূম-পানের উপকরণ প্রস্তুত হইবে এবং নলের দিকে মুখ দিয়া সুখে ধূমপান করিতে থাকিবে। ইহাকেই প্রায়োগিকী (নিত্যপেয়) ধূমবর্ত্তি কহিয়া থাকে। • [ভাবপ্রকাশ কহেন যে, মধ্য ও প্রায়োগিক এই দুই শব্দ শমনধূমের পর্য্যায়]। ৬। বসা, ঘৃত, মোম ও যুক্তি-পূর্ব্বক জীবনীয়াদিগণোক্ত ঔষধসমূহ মিলিত করিয়া ধূমপানের বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহাকে স্নৈহিক ধূম কহে। ৭। শ্বেত অপরা-জিতা, লতাফটকী, হরিতাল, মনঃশিলা এবং অগুরু, তেজপাতা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সহকারে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিলে তাহাকে ঊর্দ্ধবিরেচন ধূমপান কহে। [বাগ্‌ভট ইহা-কেই 'তীক্ষ্ণধূম' কহেন]। ৮। ধূমপান করিলে শরীরের গুরুতা, শিরঃশূল, পীনস, অর্দ্ধাব-ভেদক, কর্ণশূল, অক্ষিশূল, কাস, হিক্কা, শ্বাস, গলগ্রহ, দন্তদৌর্ব্বল্য, স্রোতঃসমূহের দোষ,

পূতিঘ্রাণাস্যগন্ধশ্চ দন্তশূলমরোচকঃ।
হনুমন্যাগ্রহঃ কণ্ডূঃ ক্রিময়ঃ পাণ্ডুতা মুখে।
শ্লেষ্মপ্রসেকো বৈস্বর্য্যং গলশুণ্ড্যুপজিহ্বিকা।
খালিত্যং পিঞ্জরত্বঞ্চ কেশানাং পতনং তথা।
ক্ষবথুশ্চাতিতন্দ্রা চ বুদ্ধের্মোহোঽতিনিদ্রতা।
ধূমপানাৎ প্রশাম্যন্তি বলং ভবতি চাধিকম্।
শিরোরুহকপালানামিন্দ্রিয়াণাং স্বরস্য চ॥ ৯
ন চ বাতকফাত্মানো বলিনোঽপ্যূর্দ্ধজত্রুজাঃ।
ধূমবক্ত্রকপানস্য ব্যাধয়ঃ স্যুঃ শিরোগতাঃ॥ ১০
প্রয়োগপানে তস্যাষ্টৌ কালাঃ সম্পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বাতশ্লেষ্মসমুৎক্লেশঃ কালেষ্বেষু হি লক্ষ্যতে॥
স্নাত্বা ভুক্ত্বা সমুল্লিখ্য ক্ষুত্বা দন্তান্ বিঘৃষ্য চ।
নাবনাঞ্জননিদ্রান্তে চাত্মবান্ ধূমপো ভবেৎ।
তথা বাতকফাত্মানো ন ভবন্ত্যূর্দ্ধজত্রুজাঃ।
রোগাস্তস্য তু পেয়াঃ স্যুরাপানাস্ত্রিস্ত্রয়স্ত্রয়ঃ॥ ১১
পরং দ্বিকালপায়ী স্যাদহ্নঃ কালেষু বুদ্ধিমান্।

নাসাস্রাব, অক্ষিস্রাব, পূতিনাসা, মুখের দুর্গন্ধ, দন্তশূল, অরুচি, হনুগ্রহ, মন্যাগ্রহ, কণ্ডু, ক্রিমি, পাণ্ডুতা, মুখে শ্লেষ্মপ্রসেক, স্বরবিকার, গলশুণ্ডী, উপজিহ্বিকা, খালিত্য, কেশের পিঙ্গলত্ব, কেশপাত, ক্ষবথু, অতিতন্দ্রা, বুদ্ধির মোহ ও অতিনিদ্রা নিবারিত হয়। এবং কেশকলাপ ইন্দ্রিয়গণ ও স্বরের বল অধিক হয়।৯। যাহারা মুখ দিয়া ধূমপান করে, তাহাদের ঊর্দ্ধজত্রুজ রোগ ও বাতকফাত্মক বলবান্ শিরোরোগ সকল হয় না। ১০। ধূমপ্রয়োগ ও ধূমপানের আটটী কাল কথিত আছে। এই সকল কালেই বাত-শ্লেষ্মঘটিত রোগসমূহের প্রাবল্য হইয়া থাকে। স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে, হাঁচীর পর, দন্তধাবনের পর, নস্যান্তে, অঞ্জনান্তে, নিদ্রান্তে, মতিমান্ ব্যক্তি ধূমপান করিবেন। এইরূপে ধূমপান করিলে বাতকফাত্মক ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ সকল জন্মিতে পারে না। ধূমপানেও আটটী কাল নির্দ্দিষ্ট হইল; প্রত্যেক কালে তিন তিন বার করিয়া ধূমপান করিতে হয়। ইহাই ধূমের আপান অর্থাৎ "পানকালসীমা"। ১১। যদিও ধূম-

প্রয়োগে স্নৈহিকে ত্বেকং বৈরেচ্যং ত্রিচতুঃ পিবেৎ॥ ১২
হৃৎকণ্ঠেন্দ্রিয়সংশুদ্ধির্লঘুত্বং শিরসঃ শমঃ।
যথেরিতানাং দোষাণাং সম্যক্‌পীতস্য লক্ষণম্।
বাধির্য্যমান্ধ্যং মূকত্বং রক্তপিত্তং শিরোভ্রমম্।
অকালে চাতিপীতশ্চ ধূমঃ কুর্য্যাদুপদ্রবান্॥ ১৩
তত্রেষ্টং সর্পিষঃ পানং নাবনাঞ্জনতর্পণম্।
স্নৈহিকং ধূমজে দোষে বায়ুঃ পিত্তানুগো যদি
শীতন্তু রক্তপিত্তে স্যাৎ শ্লেষ্মপিত্তে বিরূক্ষণম্।
পরন্তুতঃ প্রবক্ষ্যামি ধূমো যেষাং বিগর্হিতঃ॥১৪
ন বিরিক্তঃ পিবেদ্ধূমং ন কৃতে বস্তিকর্ম্মণি।
ন রক্তী ন বিষেণার্ত্তো ন শোচী ন চ গর্ভিণী।
ন শ্রমে ন মদে নামে ন পিত্তে ন প্রজাগরে।

পানের আটটী কাল নির্ণীত হইল, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দিবসে কেবল দুইকালে প্রায়োগিক ধূমপান করিবে; স্নৈহিক ধূম এককালে কেবল একবার মাত্র পান করিবে; আর বিরোচন ধূম এককালে তিন চারিবার পান করিবে।১২। ধূম সম্যক্ পান করিলে হৃদয়, কণ্ঠ ও ইন্দ্রিয়দিগের সংশুদ্ধি হয়, মস্তকের লঘুতা হয় এবং দোষ সকল যথাস্থানে চালিত হইয়া শান্ত হয়। ধূম অকালে পান ও অতি পান করিলে বধিরতা, জড়তা, মূকতা, রক্তপিত্ত ও শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়। ১৩। এই সকল উপদ্রব ঘটিলে ঘৃতপান, নস্য, অঞ্জন ও তর্পণ আবশ্যক হয়। ধূমপান-জনিত দোষে রক্তপিত্ত কুপিত হইলে স্নৈহিক বিধি আচরণ করিবে অর্থাৎ স্নেহাভ্যঙ্গাদি করিবে; রক্তপিত্ত কুপিত হইলে শীতক্রিয়া এবং শ্লেষ্মপিত্ত কুপিত হইলে রূক্ষক্রিয়া আবশ্যক। অনন্তর ধূম যাহাদের পক্ষে বিহিত নহে, তাহাদের বিবরণ করা হইতেছে। ১৪। বিরিক্ত ব্যক্তি ধূমপান করিবে না (কারণ অধোগত মলকে ধূমপান দ্বারা আর অধোগত করিবার আবশ্যকতা হয় না)। আর বস্তিকর্ম্মের পর ধূমপান করিবে না। রক্তরোগী, বিষার্ত্ত, শোকগ্রস্ত ও গর্ভিণীগণ ধূমপান করিবে না। অতি

ন মূর্চ্ছাভ্রমতৃষ্ণাসু ন ক্ষীণে নাপি চ ক্ষতে।
ন মদ্যদুগ্ধে পীত্বা চ ন স্নেহং ন চ মাক্ষিকম্।
ধূমং ন ভুক্ত্বা দধ্না চ ন রুক্ষঃ ক্রুদ্ধ এব চ।
ন তালুশোষে তিমিরে শিরস্যভিহতে ন চ।
ন শঙ্খকে ন রোহিণ্যাং ন মেহে ন মদাত্যয়ে।
এষু ধূমমকালেষু মোহাৎ পিবতি যো নরঃ।
রোগাস্তস্য প্রবর্দ্ধন্তে দারুণা ধূমবিভ্রমাৎ॥ ১৫
ধূমযোগ্যঃ পিবেদ্দোষে শিরোঘ্রাণাক্ষিসংশ্রয়ে।
ঘ্রাণেনাস্যেন কণ্ঠস্থে মুখেন ঘ্রাণগো বমেৎ।
আস্যেন ধূমকবলান্ পিবন্ ঘ্রাণেন নোদ্বমেৎ।
প্রতিলোমং গতো হ্যাশু ধূমো হিংস্যাদ্ধি চক্ষুষী
ঋজ্বঙ্গচক্ষুস্তচ্চেতাঃ সূপবিষ্টস্ত্রিপর্য্যয়ম্।
পিবেচ্ছিদ্রং পিধায়ৈকং নাসয়া ধূমমাত্মবান্॥
চতুর্ব্বিংশতিকং নেত্রং স্বাঙ্গুলীভির্বিরেচনে।
দ্বাত্রিংশদঙ্গুলং স্নেহে প্রয়োগে চাধ্যর্দ্ধমিষ্যতে॥
ঋজু ত্রিকোষাফলিতং কোলাস্থ্যগ্রপ্রমাণিতম্।
বস্তিনেত্রসমদ্রব্যং ধূমনেত্রং প্রশস্যতে॥ ১৬
দূরাদ্বিনির্গতঃ পর্ব্বচ্ছিদ্রো নাড়ীতনূকৃতঃ।
নেন্দ্রিয়ং বাধতে ধূমো মাত্রাকালনিষেবিতঃ॥
যদা চোরশ্চ কণ্ঠশ্চ শিরশ্চ লঘুতাং ব্রজেৎ।
কফশ্চ তনুতাং প্রাপ্তঃ সুপীতং ধূমমাদিশেৎ
অবিশুদ্ধঃ স্বরো যস্য কণ্ঠশ্চ সকফো ভবেৎ।
স্তিমিতো মস্তকশ্চৈব ন পীতং ধূমমাদিশেৎ॥
তালু মূর্দ্ধা চ কণ্ঠশ্চ শুষ্যতে পরিতপ্যতে।
তৃষ্যতে মুহ্যতে জন্তূ রক্তঞ্চ স্রবতেঽধিকম্।
শিরশ্চ ভ্রমতেঽত্যর্থং মূর্চ্ছা চাস্যোপজায়তে।
ইন্দ্রিয়াণ্যুপতপ্যন্তে ধূমেঽত্যর্থং নিষেবিতে॥

শ্রমের পর, মত্ততার পর, পিত্তকোপ হইবার পর কিংবা রাত্রিজাগরণের পর ধূমপান করিবে না। মূর্চ্ছা, ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্ষত ও ক্ষীণরোগে, কিংবা মদ্য ও দুগ্ধপানের পর, কিংবা স্নেহ ও মধুপানের পর, কিংবা দধির সহিত ভোজন করিয়া ধূমপান করিবে না। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি ধূমপান করিবে না। তালুশোষ, তিমিররোগ, মস্তকে আঘাত, শঙ্খকরোগ, রোহিণীরোগ, মেহ ও মদাত্যয় রোগে ধূমপান করিবে না। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ অকালে বা এই সকল রোগে ধূমপান করে, তাহার রোগ সকল দারুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ১৫। দোষ মস্তক, নাসা ও অক্ষি আক্রমণ করিলে ধূমযোগ্য ব্যক্তি নাসা দ্বারা ধূমপান করিবে। দোষ কণ্ঠস্থ হইলে মুখ দ্বারা ধূমপান করিবে। কিন্তু মুখ দ্বারা ধূমপান করিয়া নাসা দ্বারা উদ্গিরণ করিবে না। ওরূপ করিলে ধূম শীঘ্র প্রতি-লোমগামী হইয়া চক্ষুর অপকার করে। অঙ্গ সকল ঋজুভাবে বিন্যস্ত করিয়া, তন্মনা হইয়া, সুখোপবিষ্ট হইয়া, নাসার একটী ছিদ্ররোধ করিয়া অপর ছিদ্র দ্বারা বুদ্ধি-মান্ ব্যক্তি তিনবার ধূমপান করিবেন। বিরেচন ধূমে আপনার অঙ্গুলির চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি দীর্ঘ নল প্রয়োগ করিবে। স্নৈহিক ধূমে বত্রিশ অঙ্গুলি এবং প্রায়োগিক ধূমে ষোল অঙ্গুলি নল ব্যবহার করিবে। নলটী সোজা না হইয়া ত্রিকোষ (৮ এইরূপ আকার) হওয়া আবশ্যক। নলের অগ্রভাগের ছিদ্র কুলের আঁটীর পরিমাণ হওয়া আবশ্যক। বস্তির নল যে সকল উপকরণে নির্ম্মিত হয়, ধূমনেত্রও সেই সকল উপকরণে নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। ১৬। নলটী মুখের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া আসিবে। উহার পর্ব্বসমূহের ভিতর দিয়া আবশ্যই ছিদ্র থাকিবে। ধূম দূর হইতে আগত হওয়া আবশ্যক। এই-রূপে ধূম মাত্রানুযায়ী ব্যবহার করিলে ইন্দ্রিয়দিগের বাধা হয় না। ধূমপান করিতে করিতে যখন বক্ষঃ কণ্ঠ ও মস্তক লঘু (হালকা) বোধ হইবে এবং কফ পাতলা হইয়া আসিবে, তখনই ধূম উপযুক্ত মাত্রায় পান করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে। স্বর অবিশুদ্ধ থাকিলে, কণ্ঠ কফ থাকিলে এবং মস্তকে ভারবোধ থাকিলে ধূম যথেষ্ট পরিমাণে পান করা হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। ধূম অতিমাত্রায় পান করিলে তালু, মূর্দ্ধা ও কণ্ঠ শুষ্ক ও পরিতাপিত হয়, জীব তৃষ্ণাতুর ও মোহগ্রস্ত হয়, অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয়, মাথা অত্যন্ত ঘুরিতে

বর্ষ বর্ষেঽণুতৈলঞ্চ কালেষু ত্রিষু নাচরেৎ।
প্রাবৃট্‌শরদ্বসন্তেষু গতমেঘে নভস্তলে॥ ১৮
নস্যকর্ম্ম যথাকালং যো যথোক্তং নিষেবতে।
ন তস্য চক্ষুর্ন ঘ্রাণং ন শ্রোত্রমুপহন্যতে।
ন স্যুঃ শ্বেতা ন কপিলাঃ কেশাঃ শ্মশ্রূণি বা পুনঃ।
ন চ কেশাঃ প্রলুট্যন্তে বর্দ্ধন্তে চ বিশেষতঃ॥
মন্যাস্তম্ভঃ শিরঃশূলমর্দ্দিতং হনুসংগ্রহঃ।
পীনসার্দ্ধাবভেদৌ চ শিরঃকম্পশ্চ শাম্যতি॥
শিরাঃ শিরঃকপালানাং সন্ধয়ঃ স্নায়ুকণ্ডরাঃ।
নাবনপ্রীণিতাশ্চাস্য লভন্তেঽভ্যধিকং বলম্॥
মুখং প্রসন্নোপচিতং স্বরঃ স্নিগ্ধঃ স্থিরো মহান্
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বৈমল্যং বলং ভবতি চাধিকম্॥
নচাস্য রোগাঃ সহসা প্রভবন্ত্যূর্দ্ধজক্রজাঃ
জীর্য্যতশ্চোত্তমাঙ্গে চ জরা ন লভতে বলম্॥

থাকে, মূর্চ্ছা উপস্থিত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল তাপিত হয়। ১৭। ধূমপান বশতঃ স্রোতঃসমূহ হইতে রক্তবর্ষণ হইলে অণুতৈল ব্যবহার করিবে। কিন্তু অণুতৈল বর্ষা, শরৎ ও বসন্তে ব্যবহার করিবে না। আকাশে মেঘ থাকিতে অণুতৈল ব্যবহার করিবে না। [অণুতৈল এই অধ্যায়ের ২০ প্রকরণে আছে]। ১৮। যে ব্যক্তি যথাকালে শাস্ত্রানুযায়ী নস্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার চক্ষু, ঘ্রাণ ও শ্রোত্র কখন বাহিত হয় না। তাহার কেশ বা শ্মশ্রু সকল শ্বেত বা কপিল বর্ণ হয় না। আর কেশ সকল পতিত হয় না, পরন্তু বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়। তাহার মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দ্দিত, হনুগ্রহ, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক ও শিরঃকম্প নিবারিত হয়। আর তাহার মস্তক ও কপালের শিরা, সন্ধি, স্নায়ু ও কণ্ডরা সকল নস্য দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া বল লাভ করে। মুখ প্রসন্ন ও পরিপুষ্ট হয়। স্বর স্নিগ্ধ, স্থির ও মহান্ হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিমলতা ও বলাধিক্য হয়। আর তাহার ঊর্দ্ধজক্রস্থ রোগ সকল সহসা প্রভাব করিতে পারে না এবং বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলেও জরা তাহার

চন্দনাগুরুণী পত্রং দার্ব্বী ত্বঙ্মধুকং বলাম্।
প্রপৌণ্ডরীকং সূক্ষ্মৈলাং বিড়ঙ্গং বিল্বমুৎপলম্
হ্রীবেরমভয়ং বন্যং ত্বঙ্মুস্তং শারিবাং স্থিরাম্।
সুরাহ্বং পৃশ্নিপর্ণীঞ্চ জীবন্তীঞ্চ শতাবরীম্
হরেণুং বৃহতীং ব্যাঘ্রীং সুরভীং পদ্মকেশরম্॥
বিপাচয়েচ্ছতগুণে মাহেন্দ্রে বিমলেঽম্ভসি॥
তৈলাদ্দশগুণং শেষং কষায়মবতারয়েৎ।
তেন তৈলং কষায়েণ দশকৃত্বো বিপাচয়েৎ॥
অথাস্য দশমে পাকে সমাংশং ছাগলং পয়ঃ।
দদ্যাদেষোঽণুতৈলস্য নাবনীয়স্য সংবিধিঃ॥
তস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত তৈলস্যার্দ্ধপলোন্মিতাম্
স্নিগ্ধস্বিন্নোত্তমাঙ্গস্য পিচুনা নাবনৈস্ত্রিভিঃ॥
ত্র্যহাৎ ত্র্যহাচ্চ সপ্তাহমেতৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ

উত্তমাঙ্গে বল করিতে পারে না। ১৯। আকাশ নির্ম্মল হইলে রক্তচন্দন, অগুরু, তেজপাতা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, যষ্টিমধু, বেড়েলা, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, ছোটএলাচ, বিড়ঙ্গ, বেলশুঁঠ, উৎপল, বালা, অভয় (বেণার মূল), বৈন্য (কৈবর্ত্তমুস্তক), ত্বক্, (পুনর্নবা), মুস্তক, অনন্তমূল, শালপাণী, দেবদারু, চাকুলে, জীবন্তী, শতমূলী, রেণুকা, বৃহতী, কণ্টকারী, সুরভী (শল্লকী), পদ্মকেশর এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শতগুণ আন্তরীক্ষ-জলে সিদ্ধ করিবে। তদ্দ্বারা তৈলপাক করিতে হইবে। তৈলের দশগুণ জল থাকিতে উক্ত ক্বাথ নামাইয়া ফেলিবে। প্রথমতঃ দশভাগের একভাগ ক্বাথ দ্বারা তৈলপাক করিবে। পাকশেষ হইলে পুনর্ব্বার আর এক ভাগ ক্বাথ তৈলে দিবে। এইরূপে তৈলকে দশবার পাক করিবে। দশম পাকের পর পক্কতৈলের সমানাংশ ছাগদুগ্ধ দিয়া পাক করিবে। পরে তৈল নামাইয়া ফেলিবে। এই তৈলকে অণুতৈল কহে। ইহার নস্যের বিধি যথা; —তৈলের অর্দ্ধ পল (৪ তোলা) পরিমাণে মাত্রার পরিমাণ হইবে [বর্ত্তমানকালে এ মাত্রা অধিক বোধ হয়], পরে মস্তক স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া তিন তিন দিন অন্তর বস্ত্রখণ্ড

নিবাতোষ্ণসমাচারো হিতাশী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥
তৈলমেতৎ ত্রিদোষঘ্নমিন্দ্রিয়াণাং বলপ্রদম্।
প্রযুঞ্জানো যথাকালং যথোক্তমশ্নুতে গুণান্ ॥
আপোথিতাগ্রৌ দ্বৌ কালৌ কষায়ং
কটুতিক্তকম্
ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্ ॥
নিহন্তি গন্ধবৈরস্যং জিহ্বাদন্তাস্যজং মলম্।
নিষ্কৃষ্য রুচিমাধত্তে সদ্যো দন্তবিশোধনম্ ॥ ২১
করঞ্জকরবীরার্কমালতীককুভাসনাঃ।
শস্যন্তে দন্তপবনে যে চাপ্যেবংবিধা দ্রুমাঃ ॥ ২২
সুবর্ণরূপ্যতাম্রাণি ত্রপুরীতিময়ানি চ।
জিহ্বানির্লেখনানি স্যুরতীক্ষ্ণান্যনৃজূনি চ ॥
জিহ্বামূলগতং যচ্চ মলমুচ্ছ্বাসরোধি চ।
সৌগন্ধ্যং ভজতে তেন তস্মাজ্জিহ্বাং
বিনির্লিখেৎ ॥ ২৩
ধার্য্যোণ্যাস্যেন বৈশদ্যরুচিসৌগন্ধ্যমিচ্ছতা।
জাতীকটুকপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ।
কক্কোলকফলং পত্রং তাম্বূলস্য শুভং তথা।
তথা কর্পূরনির্য্যাসঃ সূক্ষ্মৈলায়া ফলানি চ ॥ ২৪
হন্বোর্বলং স্বরবলং বদনোপচয়ঃ পরঃ।
স্যাৎ পরঞ্চ রসজ্ঞানমন্নে চ রুচিরুত্তমা ॥
ন চাস্যকণ্ঠশোষঃ স্যান্নোষ্ঠয়োঃ স্ফুটনাদ্ভয়ম্।
ন চ দন্তাঃ ক্ষয়ং যান্তি দৃঢ়মূলা ভবন্তি চ।
ন শূল্যন্তে ন চাম্লেন হৃষ্যন্তে ভক্ষয়ন্তি চ।
পরানপি খরান্ ভক্ষ্যান্ তৈলগণ্ডূষধারণাৎ ॥
নিত্যং স্নেহার্দ্রশিরসঃ শিরঃশূলং ন জায়তে।
ন খালিত্যং ন পালিত্যং ন কেশাঃ প্রপতন্তি চ
বলং শিরঃকপালানাং বিশেষেণাভিবর্দ্ধতে।
দৃঢ়মূলাশ্চ দীর্ঘাশ্চ কৃষ্ণাঃ কেশা ভবন্তি চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি প্রসীদন্তি সুত্বগ্ভবতি চাননম্।

সুহকাবে ঐ তৈলের নস্য লইতে থাকিবে। ক্রমাগত সপ্তাহ এইরূপ নস্য লইবে। নস্য গ্রহণের পর নির্বাতে থাকিবে, উষ্ণজল প্রভৃতি ব্যবহার করিবে এবং হিতাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইবে। এই তৈল ত্রিদোষ-নাশক এবং ইন্দ্রিয়দিগের বলপ্রদ। ইহা যথাকালে সেবন করিলে যথোক্ত বল পাওয়া যায়। ২০। প্রতিদিন দুইবার করিয়া দন্ত-ধাবন করিবে। দাঁতনকাঠীর অগ্রভাগ চিবাইয়া ক্রুসের মত সরু করা আবশ্যক। দাঁতন-কাঠী কষায়, কটু বা তিক্তরস হওয়া আবশ্যক। ইহা দ্বারা দন্তশোধন হয়। এরূপ করিয়া দন্তমার্জ্জন করিবে, যেন দন্তমাংসে না লাগে। দন্তমার্জ্জন করিলে মুখের দুর্গন্ধ, বিরসতা এবং জিহ্বা, দন্ত ও মুখের মল বহির্গত হইয়া রুচি হয়। দন্তমার্জ্জন সদ্য সদ্য দন্তদিগকে বিশুদ্ধ করে। ২১। করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, মালতী, অর্জ্জুন ও পিয়াসাল এবং তদ্রূপ অন্যান্য বৃক্ষ দন্ত-ধাবনের পক্ষে প্রশস্ত। ২২। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা ও পিত্তল নির্ম্মিত জিহ্বানির্লেখন সমস্তই প্রশস্ত [জিহ্বানির্লেখন—জিব-ছোলা]। জিবছোলা পাতলা ও বাঁকা হওয়া আবশ্যক। তদ্দ্বারা জিহ্বামূলের মল ও উচ্ছ্বাসের অবরোধক মল দূর হইয়া মুখ সুগন্ধ হয়। এই জন্যই প্রত্যহ জিব-ছোলা আবশ্যক। ২৩। যিনি মুখের বিশদতা (অপিচ্ছিলতা), রুচি ও সৌগন্ধ্য ইচ্ছা করেন, তিনি জায়ফল, লতাকস্তুরী, সুপারি, লবঙ্গ, কাঁকলা, বিশুদ্ধ তাম্বূলপত্র, কর্পূর ও ছোট এলাচ মুখে ধারণ করিবেন। ২৪। মুখে তৈলগণ্ডূষ ধারণ করিলে হনুর বল, স্বরের বল, বদনের পুষ্টি, উত্তম রসজ্ঞান, অন্নে সুরুচি হয়, মুখ ও কণ্ঠে শোষ হয় না এবং ঠোঁট-ফাটার ভয় থাকে না। দন্ত সকল ক্ষয়গ্রস্ত হয় না এবং দৃঢ়মূল হয়। 'দাঁত শুলায় না' এবং অম্ল লাগিলেও 'সিড় সিড়' করে না। আর অত্যন্ত কঠিন দ্রব্যও চর্ব্বণ করা যায়। ২৫। মস্তক প্রত্যহ স্নেহার্দ্র থাকিলে শিরঃশূল হয় না, খালিত্য (টাক) ও পালিত্য (চুলের পাক) দোষ ঘটে না এবং কেশ সকল পতিত হয় না। আর মস্তক স্নেহার্দ্র থাকিলে মস্তক ও কপালের বল বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়। কেশ সকল

নিদ্রালাভঃ সুখঞ্চ স্যাত্মার্দ্ধ্নি তৈলনিষেবণাৎ ॥ ২৬
ন কর্ণরোগা বাতোত্থা ন মন্যাহনুসংগ্রহঃ।
নোচ্চৈঃশ্রুতির্ন বাধির্য্যং স্যান্নিত্যং কর্ণ-
তর্পণাৎ ॥ ২৭
স্নেহাভ্যঙ্গাদ্যথা কুম্ভশ্চর্ম্ম স্নেহবিমর্দ্দনাৎ।
ভবত্যুপাঙ্গো দক্ষশ্চ দৃঢ়ঃ ক্লেশসহো যথা।
তথা শরীরমভ্যঙ্গাদ্দৃঢ়ং সুত্বক্ প্রজায়তে।
প্রশান্তমারুতাবাধং ক্লেশব্যায়ামসংগ্রহম্ ॥
স্পর্শনে চাধিকো বায়ুঃ স্পর্শনঞ্চ ত্বগাশ্রিতম্।
ত্বচাশ্চ পরমোহভ্যঙ্গস্তস্মাৎ তং শীলয়েন্নরঃ ॥
ন চাভিঘাতাভিহতং গাত্রমভ্যঙ্গসেবিনঃ।
বিকারং ভজতেহত্যর্থং বলকর্ম্মণি বা ক্বচিৎ ॥
সুস্পর্শোপচিতাঙ্গশ্চ বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
ভবত্যভ্যঙ্গনিত্যত্বান্নরোহল্পজর এব চ ॥
খরত্বং শুষ্কতাং রৌক্ষ্যং শ্রমঃ সুপ্তিশ্চ
পাদয়োঃ।
সদ্য এবোপশাম্যন্তি পাদাভ্যঙ্গনিষেবণাৎ।
জায়তে সৌকুমার্য্যঞ্চ বলং স্থৈর্য্যঞ্চ পাদয়োঃ
দৃষ্টিঃ প্রসাদং লভতে মারুতশ্চোপশাম্যতি ॥
ন চ স্যাদ্গৃধ্রসীবাতঃ পাদয়োঃ স্ফুটনং ন চ
ন শিরাস্নায়ুসঙ্কোচঃ পাদাভ্যঙ্গেন
পাদয়োঃ ॥ ২৮
দৌর্গন্ধ্যং গৌরবং তন্দ্রাং কণ্ডুমলমরোচকম্।
স্বেদং বীভৎসতাং হন্তি শরীরপরিমার্জ্জনম্ ॥ ২৯
পবিত্রং বৃষ্যমায়ুষ্যং শ্রমস্বেদমলাপহম্।
শরীরবলসন্ধানং স্নানমোজস্করং পরম্ ॥ ৩০
কাম্যং যশস্যমায়ুষ্যমলক্ষ্মীঘ্নং প্রহর্ষণম্।
শ্রীমৎ পারিষদং শস্তং নির্ম্মলাম্বরধারণম্ ॥ ৩১
বৃষ্যং সৌগন্ধ্যমায়ুষ্যং কাম্যং পুষ্টিবলপ্রদম্।
সৌমনস্যমলক্ষ্মীঘ্নং গন্ধমাল্যনিষেবণম্ ॥ ৩২

দৃঢ়মূল দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। তৈল অভ্যঙ্গ করিলে ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয়, ত্বক্ সুকোমল ও নির্ম্মল হয় এবং নিদ্রালাভ ও সুখ হইয়া থাকে। ২৬। নিত্য কর্ণতর্পণ করিলে বায়ুজনিত কর্ণরোগ হয় না এবং মন্যাগ্রহ ও হনুগ্রহ হয় না। আর উচ্চৈঃশ্রবণ বা বধিরতা ঘটে না। [অল্পশব্দ উচ্চ বলিয়া বোধ হইলে তাহাকে উচ্চৈঃশ্রবণ কহে]। ২৭। স্নেহ সংযোগে যেরূপ চক্রের উৎকর্ষ হয়, অভ্যঙ্গ দ্বারা চর্ম্মেরও সেইরূপ উৎকর্ষ হইয়া থাকে। আর চক্র যেরূপ স্নেহ-সংযোগে চলনশীল, দৃঢ় ও ভারসহ হয়, শরীরও সেইরূপ অভ্যঙ্গ দ্বারা দৃঢ়তা ও ত্বক্-সৌন্দর্য্য লাভ করে। অভ্যঙ্গ দ্বারা বায়ু প্রশান্ত হওয়ায় শরীর অবাধে ক্লেশ ও পরিশ্রম সহ্য করে। স্পর্শেন্দ্রিয়ে বায়ুর আধিক্য আছে, কিন্তু স্পর্শ ত্বকের আশ্রিত, আবার অভ্যঙ্গ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্বকের উপর, অনুকূল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে; অতএব অভ্যঙ্গ নিত্য অভ্যাস করা আবশ্যক। অভ্যঙ্গ নিত্য সেবন করিলে শরীর আঘাত সহ্য করিতে পারে এবং কার্য্যকালে বলপ্রয়োগ করিলেও রোগগ্রস্ত হয় না। অঙ্গ সকল সুস্পর্শ ও পরিপুষ্ট হয় এবং সবল ও প্রিয়দর্শন হয়। অভ্যঙ্গ নিত্য অভ্যাস করিলে মনুষ্যের জরা প্রবল হইতে পায় না। দেহের পরুষতা, শুষ্কতা, রুক্ষতা, শ্রমবোধ ও পাদদ্বয়ের সুপ্তি (অসাড়তা) অভ্যঙ্গ দ্বারা নিবারিত হয়। অভ্যঙ্গ দ্বারা পাদদ্বয়ের দৃঢ়তা, বল ও সৌকুমার্য্য হইয়া থাকে, দৃষ্টি প্রসন্ন হইয়া থাকে এবং বায়ু শান্ত হয়। শরীরে গৃধ্রসী নামক বাত হইতে পারে না, পা ফাটে না এবং পাদদ্বয়ে অভ্যঙ্গ করিলে পাদদ্বয়ের শিরা ও স্নায়ুদিগের সঙ্কোচ হইতে পারে না। ২৮। শরীর মার্জ্জনা করিলে শরীরের দৌর্গন্ধ্য, গুরুতা, তন্দ্রা, কণ্ডু, মল, অরুচি, স্বেদ ও বীভৎসতা (কুৎসিত ভাব) দূর হয়। ২৯। স্নান পবিত্র, বৃষ্য, আয়ুর্বর্দ্ধক, শ্রমনাশক, স্বেদনাশক, মলনাশক, বলকারক ও পরম ওজস্কর। ৩০। নির্ম্মল বসন পরিধান করিলে শ্রী, যশ, আয়ু, অলক্ষ্মীনাশ, হর্ষ, সভ্যতা ও প্রশংসনীয়তা হয়। ৩১। গন্ধ ও মাল্য-ধারণ করিলে বৃষতা, সুগন্ধিতা, আয়ু,

ধন্যং মঙ্গল্যমায়ুষ্যং শ্রীমদ্ব্যসনসূদনম্।
হর্ষণং কাম্যমোজস্যং রত্নাভরণধারণম্ ॥ ৩৩
মেধ্যং পবিত্রমায়ুষ্যমলক্ষ্মীকলিনাশনম্।
পাদয়োর্মলমার্গাণাং শৌচাধানমভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৩৪
পৌষ্টিকং বৃষ্যমায়ুষ্যং শুচিরূপবিরাজনম্।
কেশশ্মশ্রুনখাদীনাং কল্পনং সম্প্রসাধনম্ ॥ ৩৫
চাক্ষুষ্যং স্পর্শনহিতং পাদয়োর্ব্যসনাপহম্।
বল্যং পরাক্রমসুখং বৃষ্যং পাদত্রধারণম্ ॥ ৩৬
ঈতের্বিধমনং বল্যং গুপ্ত্যাবরণসঙ্করম্
ঘর্ম্মানিলরজোহম্বুঘ্নং ছত্রধারণমুচ্যতে ॥ ৩৭
স্খলতঃ সম্প্রতিষ্ঠানং শত্রূণাঞ্চ নিসূদনম্।
অবষ্টম্ভনমায়ুষ্যং ভয়ঘ্নং দণ্ডধারণম্ ॥ ৩৮
নগরী নগরস্যেব রথস্যেব রথী সদা।
স্বশরীরস্য মেধাবী কৃত্যেষ্ববহিতো ভবেৎ ॥৩৯

ভবতি চাত্র।
বৃত্ত্যুপায়ান্ নিষেবেত যে স্যুর্ধর্ম্মাবিরোধিনঃ।
শমমধ্যয়নঞ্চৈব সুখমেবং সমশ্নুতে ॥ ৪
অত্র শ্লোকাঃ।
মাত্রা দ্রব্যাণি মাত্রাঞ্চ সংশ্রিত্য গুরুলাঘবম্।
দ্রব্যাণাং গর্হিতোহভ্যাসো যেষাং যেষাঞ্চ শস্যতে
অঞ্জনং ধূমবর্ত্তিশ্চ ত্রিবিধা বর্ত্তিকল্পনা।
ধূমপানগুণাঃ কালাঃ পানমানঞ্চ যস্য যৎ ॥
ব্যাপত্তিচিহ্নং ভৈষজ্যং ধূমো যেষাং বিগর্হিতঃ
পেয়ো যথা যন্ময়ঞ্চ নেত্রং যস্য চ যদ্বিধম্ ॥
নস্যকর্ম্মগুণা নস্তঃ কার্য্যং যচ্চ যথা যদা।
ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং যথা যদ্‌যদ্‌গুণঞ্চ যৎ ॥
যদর্থং যানি চাস্যেন ধার্য্যাণি কবড়গ্রহে।

কমনীয়তা, পুষ্টি ও প্রফুল্লতা লাভ করা যায় এবং অলক্ষ্মী নাশ হয়। ৩২। রত্ন আভরণ ধারণ করিলে সম্পদ্, মঙ্গল, আয়ু, শোভা, কমনীয়তা ও ওজঃ লাভ করা যায়, এবং বিপদ্ দূর হয়। ৩৩। পাদদ্বয় ও মলমার্গসমূহের সর্ব্বদা শৌচ সম্পাদন করিলে শরীর মেধ্য ও পবিত্র হইয়া থাকে, দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় এবং অলক্ষ্মী ও কলি দূর হয়। ৩৪। কেশ শ্মশ্রু ও নখরাদির ছেদন ও প্রসাধন করিলে পুষ্টি, বৃষতা, আয়ু, শৌচ্য ও রূপ লাভ হয়। ৩৫। পাদুকা পরিধান চক্ষুর হিতকর, স্পর্শেন্দ্রিয়ের হিতকর, পাদদ্বয়ের বিঘ্ননাশক বলকারক, উৎসাহকারক, সুখকারক ও বৃষ্য। ছত্র ধারণ করিলে ঈতি সকল দূর হইয়া থাকে, বলবৃদ্ধি হয়, শরীরের গুপ্তি ও আবরণ উভয়ই হয় এবং রৌদ্র, বায়ু, ধূলি ও জল হইতে রক্ষা হইয়া থাকে। ৩৭। দণ্ডধারণ করিলে পদস্খলন নিবারিত হইতে পারে। দণ্ড শত্রুনিসূদন, দেহের অবষ্টম্ভন (স্তম্ভস্বরূপ), আয়ুষ্য ও বলকারক। ৩৮। যেমন নগরের কার্য্যে নগরাধ্যক্ষ, যেমন রথের কার্য্যে রথী, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বদেহের কার্য্যে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবেন। ৩৯। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যাহারা ধর্ম্মের অবিরোধী হইয়া বৃত্তি, শান্তি ও অধ্যয়নের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই সুখভোগের অধিকারী হন। ৪০।

এই অধ্যায়ের সূচী যথা ;—

মাত্রা ও দ্রব্যসমূহ এবং আহারের গুরুত্ব ও লঘুত্ব যেরূপ মাত্রাকে অপেক্ষা করে, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ের প্রথম স্থানে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্থলে দ্রব্যসমূহের গর্হিত অভ্যাস ও যাহাদের সেই গর্হিত অভ্যাস সহ্য হইয়া থাকে, তাহাদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। অনন্তর যথাক্রমে অঞ্জন, ধূমবর্ত্তি, ত্রিবিধ বর্ত্তিকল্পনা, ধূমপানের গুণ, ধূমপানের কাল, ব্যক্তিভেদে পান ও মানের তারতম্য, অকালে বা অতিশয় ধূমপান করিলে তাহার ফল ও তাহার ঔষধ, যাহাদের পক্ষে ধূম নিষিদ্ধ, যেরূপে ধূমপান করিতে হয়, ধূম যে সকল দ্রব্যে কল্পিত হয়, ধূমের নল এবং যে ধূমের নল যেরূপ হওয়া উচিত; নস্যকর্ম্মের গুণ এবং যে নস্য যখন যেরূপে ব্যবহার করা যায়, দন্তধাবন এবং যেরূপে দন্তধাবন করিলে যে যে গুণ জন্মে, যে জন্য যে

তৈলস্য যে গুণা দৃষ্টা শিরস্তৈলগুণাশ্চ যে ॥
কর্ণতৈলে তথাভ্যঙ্গে পাদাভ্যঙ্গে চ মার্জ্জনে।
স্নানে বাসসি শুদ্ধে চ সৌগন্ধ্যে রত্নধারণে ॥
শৌচে সংহরণে লোম্নাং পাদত্রচ্ছত্রধারণে।
গুণা মাত্রাশিতীয়েঽস্মিন্ যথোক্তা দণ্ড-
ধারণে ॥ ৪১

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে মাত্রাশিতীয়ো নাম পঞ্চমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

তস্যাশিতীয়ঃ।

তথাতস্তস্যাশিতীয়াধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১ ॥
তস্যাশিতাদ্যাদাহারাদ্বলং বর্ণশ্চ বর্দ্ধতে।
তস্যর্ত্তুসাত্ম্যং বিদিতং চেষ্টাহারব্যপাশ্রয়ম্ ॥ ২

সকল দ্রব্য মুখে ধারণ করা উচিত; কবল ও তাহার গুণ, শিরস্তৈলের যে সকল গুণ, কর্ণ-তৈল তৈলাভ্যঙ্গ, পাদাভ্যঙ্গ, গাত্র-মার্জ্জন, স্নান, নির্ম্মলবসন, সুগন্ধ-ধারণ, রত্নধারণ, শৌচ, লোমহরণ, পাদুকা ও ছত্রধারণ এবং দণ্ডধারণ, এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে। ৪১।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এক্ষণে আমরা তস্যাশিতীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [তস্য অর্থাৎ উল্লিখিত মাত্রাশী ব্যক্তির। অশিতীয় অর্থাৎ ভোজন-সম্বন্ধীয়]। ১। কেবল মিতভোজী হইলেই হইবে না, যে ঋতুতে যেরূপ আহার-বিহার সহ্য হয়, তাহাও অবগত থাকা উচিত। এইরূপ অবগত থাকিলে মিতভোজী ব্যক্তি পরিমিত ভোজন ও পান দ্বারা বল ও অগ্নি-বৃদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ২। ঋতু অনুসারে বিভাগ করিলে সংবৎসর ছয়ভাগে বিভক্ত হয়। শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতু সূর্য্যের উত্তরায়ণকাল। ইহাকে শাস্ত্রে আদানকাল বলে। বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত এই তিন ঋতুকে দক্ষিণায়ন ও বিসর্গকাল বলে। ৩। বিসর্গকালের বায়ু সকল নাতিরূক্ষ হয়। কিন্তু আদানকালের বায়ু সকল অতি-রূক্ষ হইয়া থাকে। বিসর্গকালে চন্দ্রমা পরি-স্ফুট সুশীতল করজালে জগৎকে আপ্যা-য়িত করিয়া থাকেন। এইজন্য বিসর্গকাল সৌম্য অর্থাৎ নাতি-উষ্ণ ও নাতিশীতল হয়। ৪। আদানকাল আগ্নেয় বা সাতিশয় রূক্ষ। ৫। সেই আদান ও বিসর্গকাল এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু স্ব স্ব কাল, স্বভাব ও মার্গে নিয়ত থাকিয়া কাল, ঋতু, রস, দোষ ও দেহ-বল উৎপন্ন করিয়া থাকে। ৬। আদান কালে রবি স্বকীয় করজাল দ্বারা জগতের রস গ্রহণ করে। বায়ু সকল তীব্র ও রূক্ষ হইয়া শোষণ করে। এইরূপে রবি ও বায়ু শীত, বসন্ত ও

ইহ খলু সংবৎসরং ষড়ঙ্গমৃতুবিভাগেন বিদ্যাৎ। তত্রাদিত্যস্যোদগয়নমাদানঞ্চ ত্রীনৃতূন্ শিশিরাদীন্ গ্রীষ্মান্তান্ ব্যবস্যেৎ, বর্ষাদীন্ পুনর্হেমন্তান্তান্ দক্ষিণায়নং বিসর্গঞ্চ ॥ ৩ ॥ বিসর্গে পুনর্বায়বো নাতিরূক্ষাঃ প্রবান্তীতরে পুনরাদানে সোমশ্চাব্যাহতবলঃ শিশিরাভির্ভাভিরাপূরয়ন্ জগদাপ্যায়য়তি শশ্বদতো বিসর্গঃ সৌম্যঃ ॥ ৪ ॥ আদানং পুনরাগ্নেয়ম্ ॥ ৫ ॥ তাবেতাবর্কবায়ুসোমাশ্চ কালস্বভাবমার্গপরিগৃহীতাঃ কালর্ত্তুরসদোষদেহবলনির্ব্বৃত্তিপ্রত্যয়ভূতাঃ সমুপদিশ্যন্তে ॥ ৬ ॥ তত্র রবির্ভাভিরাদদানো জগতঃ স্নেহং বায়বস্তীব্ররূক্ষাশ্চোপশোষয়ন্তঃ শিশিরবসন্তগ্রীষ্মেষু যথাক্রমং রৌক্ষ্যমুৎপাদয়ন্তো রূক্ষান্ রসান্ তিক্তকষায়কটুকাংশ্চাভিবর্দ্ধয়ন্তো নৃণাং

দৌর্ব্বল্যমাবহন্তি ॥ ৭ ॥ বর্ষাশরদ্ধেমন্তেষু তু দক্ষিণাভিমুখেঽর্কে কালমার্গমেঘবাতবর্ষাভিহতপ্রতাপে শশিনি চাব্যাহতবলে মাহেন্দ্রসলিলপ্রশান্তসন্তাপে জগত্যরুক্ষা রসাঃ প্রবর্দ্ধন্তেঽম্ললবণমধুরা যথাক্রমং তত্র বলমুপচীয়তে নৃণাম্ ॥ ৮ ॥

ভবন্তি চাত্র।

আদাবন্তে চ দৌর্ব্বল্যং বিসর্গাদানয়োর্নৃণাম্।
মধ্যে মধ্যং বলন্ত্বন্তে শ্রেষ্ঠমগ্রে চ নির্দ্দিশেৎ ॥৯
শীতে শীতানিলস্পর্শসংরুদ্ধো বলিনাং বলী।
পক্তা ভবতি হেমন্তে মাত্রাদ্রব্যগুরুক্ষমঃ ॥ ১০
স যদা নেন্ধনং যুক্তং লভতে দেহজং তদা।
রসং হিনস্ত্যতো বায়ুঃ শীতঃ শীতে প্রকুপ্যতি ॥
তস্মাৎ তুষারসময়ে স্নিগ্ধাম্ললবনান্ রসান্।
ঔদকানূপমাংসানাং মেধ্যানামুপযোজয়েৎ ॥
বিলেশয়ানাং মাংসানি প্রসহানাং ভৃতানি চ।
ভক্ষয়েন্মদিরাং সীধুং মধু চানু পিবেন্নরঃ ॥ ১১
গোরসানিক্ষুবিকৃতীর্বসাং তৈলং নবোদনম্।
হেমন্তেঽভ্যস্যতস্তোয়মুষ্ণঞ্চায়ুর্ন হীয়তে ॥
অভ্যঙ্গোৎসাদনং মূর্দ্ধ্নি তৈলং জেন্তাকমাতপম্।
ভজেদ্ভূমিগৃহঞ্চোষ্ণমুষ্ণগর্ভগৃহং তথা ॥
শীতে সুসংবৃতং সেব্যং যানং শয়নমাসনম্।
প্রাবারাজিনকৌষেয়ং প্রবেণীকুথকাস্তৃতম্।
গুরূষ্ণবাসা দিগ্ধাঙ্গো গুরুণাগুরুণা সদা ॥ ১২
শয়নে প্রমদাং পীনাং বিশালোপচিতস্তনীম্।
আলিঙ্গ্যাগুরুদিগ্ধাঙ্গীং সুপ্যাৎ সমদমন্মথাম্ ॥
প্রকামঞ্চ নিষেবেত মৈথুনং শিশিরাগমে।
বর্জ্জয়েদন্নপানানি লঘূনি বাতলানি চ।

গ্রীষ্মকালে রুক্ষতা উৎপাদন করিয়া যথাক্রমে তিক্ত, কষায় ও কটুরসপ্রধান সামগ্রী সকল উৎপাদন করে। সুতরাং রুক্ষতাবশতঃ তৎকালে মানবদিগের দৌর্ব্বল্য হইয়া থাকে। ৭। বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তকালে সূর্য্য দক্ষিণমুখে গমন করিলে তদীয় প্রতাপ কাল, মার্গ, মেঘ, বাত ও বর্ষা দ্বারা অভিভূত হয়; চন্দ্রের বল অব্যাহত থাকে; আন্তরীক্ষজলে সন্তাপ শান্ত হয়; তাহাতে জগতে স্নিগ্ধরস সকল প্রবর্দ্ধিত হয় এবং অম্ল লবণ ও মধুররস যথাক্রমে বর্দ্ধিত হওয়াতে মানবদিগের বলোপচয় হইয়া থাকে। ৮। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বিসর্গকালের প্রথমে ও আদান কালের শেষে অর্থাৎ বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে মানবদিগের দুর্ব্বলতা হয়; ঐ দুই কালের মধ্যে অর্থাৎ শরৎ ও বসন্তে মানবদেহ মধ্যবল হয়; আর ঐ দুই কালের অন্তে অর্থাৎ হেমন্ত ও শিশিরে অধিক বল হইয়া থাকে। ৯। শীতকালে শীতলবায়ু-সংস্পর্শে শরীরের অভ্যন্তরে সংরুদ্ধ হওয়াতে বলবান্দিগের অগ্নি বলবান্ হয়। এই কারণে শীতকালে মানুষের অগ্নি গুরুমাত্রা ও গুরুদ্রব্য সহ্য করিয়া থাকে। ১০। সেই দেহস্থ অগ্নি উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে, দেহস্থ রসকে শুষ্ক করে। রস শুষ্ক হওয়াতে শরীর রুক্ষ হয়। এইজন্য শীতল ও রুক্ষগুণ-বিশিষ্ট শারীরবায়ু শীতকালে কুপিত হয়; অতএব শীতকালে স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণরস এবং উৎকৃষ্ট জলজ ও আনূপ জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিবে লোকে বিলেশয় ও প্রসহাদিগের পুষ্টমাংস ভক্ষণ করিবে এবং মদিরা, সীধু ও মধু অনুপান করিবে। ১১। শীতে দুগ্ধ, গুড়, নবান্ন, বসা, তৈল ও উষ্ণজল সেবন করিলে আয়ুঃক্ষয় হয় না। শীতে অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, মস্তকে তৈল, জেন্তাক স্বেদ, আতপ, উষ্ণ ভূমি, উষ্ণগৃহ, উষ্ণ গৃহকোষ্ঠ, সুসংবৃত যান, শয্যা, আসন, প্রাবার (কম্বলাদি), অজিন (ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম) কৌশেয় (রেশমী-কাপড়), প্রবেণী (বেণী) ও কুথক (চিত্রিত কম্বল) ব্যবহার করিবে। সর্ব্বদা গুরু ও উষ্ণ বস্ত্রে শরীর আবৃত রাখিবে আর অঙ্গে গুরু করিয়া অগুরু ও চন্দনের প্রলেপ দিবে। [চক্রদত্তমতে প্রবেণী—চিত্রিত কম্বল] ১২। শয়নে পীনা, পীনোন্নত-পয়োধরা, অগুরুদিগ্ধাঙ্গী, সমদমন্মথা প্রমদাকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইবে। আর শিশিরাগমে যথেষ্ট মৈথুন

প্রবাতপ্রমিতাহারমুদমন্থং হিমাগমে ॥ ১৩
হেমন্তশিশিরে তুল্যে শিশিরেঽল্পং বিশেষণম্
রৌক্ষ্যমাদানজং শীতং মেঘমারুতবর্ষজম্ ॥ ১৪
তস্মাদ্ধৈমন্তিকঃ সর্ব্বঃ শিশিরে বিধিরিষ্যতে।
নিবাতমুষ্ণস্ত্বধিকং শিশিরে গৃহমাশ্রয়েৎ ॥
কটুতিক্তকষায়াণি বাতলানি লঘূনি চ।
বর্জ্জয়েদন্নপানানি শিশিরে শীতলানি চ ॥ ১৫
হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মা দিনকৃদ্ভাভিরীরিতঃ।
কায়াগ্নিং বাধতে রোগাংস্ততঃ প্রকুরুতে বহূন্ ॥
তস্মাদ্বসন্তে কর্ম্মাণি বমনাদীনি কারয়েৎ।
গুর্ব্বম্লস্নিগ্ধমধুরং দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
ব্যায়ামোদ্বর্ত্তনং ধূমং কবড়গ্রহমঞ্জনম্।
সুখাম্বুনা শৌচবিধিং শীলয়েৎ কুসুমাগমে ॥
চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গো যবগোধূমভোজনঃ।
শারভং শাশমৈণেয়ং মাংসং লাবকপিঞ্জলম্।
ভক্ষয়েন্নিগদং সীধুং পিবেন্মাধ্বীকমেব বা ॥
বসন্তেঽনুভবেৎ স্ত্রীণাং কাননানাঞ্চ যৌবনম্ ॥
ময়ূখৈর্জ্জগতঃ সারং গ্রীষ্মে পেপীয়তে রবিঃ।
স্বাদু শীতং দ্রবং স্নিগ্ধমন্নপানং তদা হিতম্ ॥
শীতং সশর্করং মন্থং জাঙ্গলান্ মৃগপক্ষিণঃ।
ঘৃতং পয়ঃ সশাল্যন্নং ভজন্ গ্রীষ্মে ন সীদতি ॥
মদ্যমল্পং ন বা পেয়মথবা সুবহূদকম্।
লবণাম্লকটূষ্ণানি ব্যায়ামঞ্চাত্র বর্জ্জয়েৎ ॥
দিবা শীতগৃহে নিদ্রাং নিশি চন্দ্রাংশুশীতলম্।
ভজেচ্চন্দনদিগ্ধাঙ্গঃ প্রবাতে হর্ম্ম্যমস্তকে ॥
ব্যজনৈঃ পাণিসংস্পর্শৈশ্চন্দনোদকশীতলৈঃ।
সেব্যমানো ভজেদাস্যং মুক্তামণিবিভূষিতঃ ॥
কাননানি চ শীতানি জলানি কুসুমানি চ।
গ্রীষ্মকালে নিষেবেত মৈথুনাদ্বিরতো নরঃ ॥ ১৭

নিষেবণ করিতে পারিবে। হিমাগমে লঘু ও বায়ুকারক অন্নপানসমূহ, বায়ুপ্রবাহ-অল্পাহার ও উদমন্থ (জলে গোলা ছাতু) পরিহার করিবে। ১৩। হেমন্ত ও শিশির তুল্য হইলেও শিশিরে অল্প বিশেষ আছে। শিশিরকালে আদানকাল-সুলভ রুক্ষতা অধিক হয় এবং মেঘ, বায়ু ও বৃষ্টি হইলে শীতবৃদ্ধি হয়। ১৪। তজ্জন্য শিশিরে হৈমন্তিক বিধি সকল বিশেষরূপে পালনীয়। অধিকতর নির্ব্বাত স্থান ও অধিকতর উষ্ণ গৃহ আশ্রয়ণীয়। এই কালে কটু, তিক্ত, কষায় রস এবং বায়ুকারক লঘু ও শীতল অন্নপান পরিহার করিবে। ১৫। হেমন্ত ও শীতের সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্তকালের সূর্য্যতাপে শরীরের মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া শরীরস্থ অগ্নির ব্যাঘাত করে। তাহাতে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য বসন্তে বমনাদি ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিবে এবং গুরু, অম্ল, স্নিগ্ধ, ও মধুর দ্রব্য এবং দিবানিদ্রা পরিহার করিবে। ব্যায়াম, অভ্যঙ্গ, ধূমপান, কবলগ্রহণ, অঞ্জনপ্রয়োগ এবং সুখোষ্ণ জলযোগে শৌচক্রিয়া করিবে। চন্দন ও অগুরুযোগে অঙ্গলেপন করিবে; যব ও গোধূম ভোজন করিবে। শরভ (মহাশৃঙ্গ হরিণ) শশক, হরিণ, লাব ও শ্বেত তিত্তিরের মাংস ভোজন করিবে। অগদ বা সীধু বা কেবল মাধ্বী পান করিবে। বসন্তকালে স্ত্রীদিগের ও কানন সমূহের যৌবন অনুভব করা যায়। ১৬। গ্রীষ্মকালে রবি-কর দ্বারা জগতের সার পান করিয়া থাকেন। সেই কালে মধুর ও শীতল দ্রব্য এবং স্নিগ্ধ অন্নপান হিতকর। গ্রীষ্মে শীতল শর্করাযুক্ত মন্থ (জলে গোলা ছাতু), জাঙ্গল মৃগপক্ষি-সমূহ ও ঘৃত-দুগ্ধযুক্ত শাল্যন্ন ভোজন করিলে মানুষ অবসন্ন হয় না। গ্রীষ্মে মদ্যপান না করাই ভাল অথবা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইলে অধিক পরিমাণে জলমিশ্রিত করিয়া অল্পপরিমাণে পান করিবে। এই কালে লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য সকল ও ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে। দিবাভাগে শীতল গৃহে ও নিশাকালে চন্দ্রাংশুশীতল প্রাসাদশিখরে, প্রবাতস্থানে, চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গে নিদ্রা যাইবে। সুশীতল চন্দনজল-সিক্ত-পাণিসংযোগ-সঞ্চালিত ব্যজন সমূহে সেব্যমান হইয়া মুক্তামণি-বিভূষিত-কলেবরে অবস্থিত করিবে; আর

আদানদুর্ব্বলে দেহে পক্তা ভবতি দুর্ব্বলঃ।
স বর্ষাস্বনিলাদীনাং দূষণৈর্বাধ্যতে পুনঃ॥
ভূবাষ্পান্মেঘনিস্যন্দাৎ পাকাদম্লাজ্জলস্য চ।
বর্ষাস্বগ্নিবলে ক্ষীণে কুপ্যন্তি পবনাদয়ঃ॥
তস্মাৎ সাধারণঃ সর্ব্বো বিধির্বর্ষাসু চেষ্যতে।
উদমন্থং দিবাস্বপ্নমবশ্যায়ং নদীজলম্।
ব্যায়মমাতপঞ্চৈব ব্যবায়ঞ্চাত্র বর্জ্জয়েৎ॥
পানভোজনসংস্কারান্ প্রায়ঃ ক্ষৌদ্রান্বিতান্ ভজেৎ
ব্যক্তাম্ললবণস্নেহং বাতবর্ষাকুলেঽহনি।
বিশেষশীতে ভোক্তব্যং বর্ষাস্বনিলশান্তয়ে॥
অগ্নিসংরক্ষণবতা যবগোধূমশালয়ঃ।
পুরাণা জাঙ্গলৈর্মাংসৈর্ভোজ্যা যূষৈশ্চ সংস্কৃতৈঃ
পিবেৎ ক্ষৌদ্রান্বিতঞ্চাল্পং মাধ্বীকারিষ্টমম্বু বা।
মাহেন্দ্রং তপ্তশীতং বা কৌপং সারসমেব বা॥
প্রঘর্ষোদ্বর্ত্তনস্নানগন্ধমাল্যপরো ভবেৎ।
লঘুশুদ্ধাম্বরঃ স্থানং ভজেদক্লেদবার্ষিকম্॥ ১৮
বর্ষাশীতোচিতাঙ্গানাং সহসৈবার্করশ্মিভিঃ।
তপ্তানামাচিতং পিত্তং প্রায়ঃ শরদি কুপ্যতি॥
তত্রান্নপানং মধুরং লঘু শীতং সতিক্তকম্।
পিত্তপ্রশমনং সেব্যং মাত্রয়া সুপ্রকাঙ্ক্ষিতৈঃ॥
লাবান্ কপিঞ্জলানেণানুরভ্রান্ শরভান্ শশান্
শালীন্ সযবগোধূমান্ সেব্যানাহুর্ঘনাত্যয়ে॥
তিক্তস্য সর্পিষঃ পানং বিরেকো রক্তমোক্ষণম্
ধারাধরাত্যয়ে কার্য্যমাতপস্য চ বর্জ্জনম্॥
বসাং তৈলমবশ্যায়মৌদকানূপমামিষম্।
ক্ষারং দধি দিবাস্বপ্নং প্রাগ্বাতঞ্চাত্র বর্জ্জয়েৎ॥১৯
দিবা সূর্য্যাংশুসন্তপ্তং নিশি চন্দ্রাংশুশীতলম্
কালেন পক্বং নির্দ্দোষমগস্ত্যেনাবিষীকৃতম্।

গ্রীষ্মকালে লোকে সুশীতল কানন, সুশীতল জল ও কুসুম সকল ব্যবহার করিবে এবং মৈথুনে বিরত থাকিবে। ১৭। আদান-কালের কঠোরতা বশতঃ দেহ দুর্ব্বল হওয়াতে অগ্নি ইতিপূর্ব্বেই দুর্ব্বল হয়। বর্ষাকালে আবার সেই অগ্নি বর্ষাকালের দূষণদ্রব্যসমূহ দ্বারা আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বর্ষাকালে ভূবাষ্প ও বৃষ্টি হইতে থাকে এবং জল অম্ল-পাক হয়, এইজন্য অগ্নিবল ক্ষীণ হওয়াতে ত্রিদোষ কুপিত হয়; অতএব বর্ষাকালে ত্রিদোষনাশক বিধি সকল অনুষ্ঠান করিবে। এই কালে উদমন্থ, দিবাস্বপ্ন, হিম, নদীর জল, ব্যায়াম, রৌদ্র ও মৈথুন পরিহার করিবে। পানভোজন ও অন্যান্য সংস্কার সকল (পক্ক-দ্রব্য সকল) সাধারণতঃ মধুসহকারে সেবন করিবে। শীতপ্রধান বাতবর্ষার দিন প্রচুর অম্ল, লবণ ও স্নেহ সেবন করিবে। এইরূপ সেবন করিলে বর্ষাকালে বায়ুশান্তি হয়। অগ্নির ব্যাঘাত না হয়, এইরূপে যব, গোধুম ও পুরাতন শাল্যন্ন সেবন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনপ্রদ সুসংস্কৃত জাঙ্গল মাংস ভক্ষণ করিতে থাকিবে। আর মধুসংযুক্ত ভোজ্য অল্প অল্প মাধ্বীক ও অরিষ্ট পান করিবে। বৃষ্টির জল ও তপ্ত শীতল জল, কূপের জল বা সরোবরের জল পান করিবে। গাত্রঘর্ষণ, উদ্বর্ত্তন, স্নান ও গন্ধমাল্য ব্যবহার করিবে। লঘু ও শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিবে। কর্দ্দমাক্ত বা সজল স্থানে বাস করিবে না। ১৮। বর্ষার শৈত্য অভ্যস্ত হইবার পর শরীর শরদাগমে সহসাই সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত হওয়াতে সঞ্চিত পিত্ত প্রায়ই কুপিত হয়। এই জন্য শরৎকালে মধুর ও লঘু শীতল এবং ঈষৎ তিক্ত পিত্তনাশক খাদ্য ক্ষুধাকালে যথামাত্রায় ভোজন করিবে। শরৎ-কালে লাব, কপিঞ্জল, হরিণ, মেষ, শরভ ও শশকের মাংস, এবং শালি, যব ও গোধুম সেবনীয়। শরৎকালে তিক্ত ঘৃতপান, বিরে-চন, রক্তমোক্ষণ ও আতপবর্জ্জন কর্ত্তব্য। আর এই কালে বসা, তৈল, হিম, জলচর-মাংস, আনূপ মাংস ক্ষার, দধি, দিবাস্বপ্ন ও পূর্ব্ববায়ু বা বায়ুপ্রবাহ বর্জ্জন করিবে। ১৯। শরতের জল নির্ম্মল ও পবিত্র। ইহা দিবাভাগে সূর্য্যাংশুযোগে তপ্ত ও রাত্রিতে চন্দ্রাংশুযোগে শীতল হয়। ইহা অগ্নি বিলাও

হংসোদকমিতি খ্যাতং শারদং বিমলং শুচি ॥
স্নানপানাবগাহেষু শস্যতে তদ্যথামৃতম্ ॥
শারদানি চ মাল্যানি বাসাংসি বিমলানি চ।
শরৎকালে প্রশস্যন্তে প্রদোষে চেন্দুরশ্ময়ঃ ॥২০
ইত্যুক্তমৃতুসাত্ম্যং যচ্চেষ্টাহারব্যপাশ্রয়ম্।
উপশেতে যদৌচিত্যাদোকসাত্ম্যং তদুচ্যতে ॥
দোষাণামাময়ানাঞ্চ বিপরীতগুণং গুণৈঃ।
সাত্ম্যমিচ্ছন্তি সাত্ম্যজ্ঞাশ্চেষ্টিতঞ্চাদ্যমেব চ ॥২১
তত্র শ্লোকঃ।
ঋতাবৃতৌ নৃভিঃ সেব্যমসেব্যং যচ্চ কিঞ্চন।
তস্যাশিতীয়ে নির্দ্দিষ্টং হেতুমৎ সাত্ম্যমেব চ ॥২২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে তস্যাশিতীয়ো নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

কালপ্রভাবে স্বয়ং পক্ক হয় এবং অগস্ত্য ইহাকে নির্ব্বিষ করিয়া থাকেন। এই জলকে হংসোদক কহে। ইহা স্নান, পান ও অবগাহন পক্ষে অমৃতের ন্যায় প্রশস্ত। শরতের প্রদোষকালীন চন্দ্ররশ্মি প্রশস্ত। ২০। এইরূপে যে ঋতুতে যেরূপ চেষ্টা ও আহার করা উচিত। তাহা বর্ণিত হইল। যে আহার বিহার অভ্যস্ত বলিয়া সুখকর, তাহাকে ওকসাত্ম্য কহে। দোষ ও রোগের বিপরীতগুণ আহার-বিহারকে সাত্ম্যজ্ঞেরা 'সাত্ম্য' কহেন আর 'ওকসাত্ম্য'কে'ও 'সাত্ম্য' বলিতে পারা যায়। ২১। এই তস্যাশিতীয় অধ্যায়ে প্রতি ঋতুতে যাহা কিছু সেব্য বা অসেব্য, তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাই যুক্তিযুক্ত ও সাত্ম্য। ২২।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়

ন বেগান্ ধারণীয়ঃ।

অথাতো ন বেগান্ ধারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
বেগান্ ধারয়েদ্ধীমান্ জাতান্ মূত্রপুরীষয়োঃ
ন রেতসো ন বাতস্য ন বম্যাঃ ক্ষবথোর্ন চ।
নোদ্গারস্য ন জৃম্ভায়া ন বেগান্ক্ষুৎপিপাসয়োঃ
ন বাষ্পস্য ন নিদ্রায়া নিশ্বাসস্য শ্রমেণ চ ॥ ২
এতান্ ধারয়তো জাতান্ বেগান্ রোগা
ভবন্তি যে।
পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসার্থং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥
বস্তিমেহনয়োঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা।
বিনামো বঙ্ক্ষণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে ॥ ৩
স্বেদাবগাহনাভ্যঙ্গান্ সর্পিষশ্চাবপীড়কম্।
মূত্রে প্রতিহতে কুর্য্যাৎ ত্রিবিধং বস্তিকর্ম্ম চ ॥৪
পক্বাশয়শিরঃশূলং বাতবর্চ্চোনিরোধনম্।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টমাধ্মানং পুরীষে স্যাদ্বিধারিতে ॥৫

সপ্তম অধ্যায়

অনন্তর আমরা 'ন বেগান্ ধারণীয়' অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। ধীমান্ ব্যক্তি মূত্র, পুরীষ, শুক্র, অধোবাত, বমি, ক্ষবথু, উদ্গার, জৃম্ভা, ক্ষুধা, পিপাসা, অশ্রু, নিদ্রা কিংবা শ্রমজন্য নিশ্বাসের বেগ ধারণ করিবেন না। ইহাদের বেগ ধারণ করিলে যে সমস্ত রোগ হয়, তাহাদিগকে ও তাহাদের চিকিৎসা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ২। মূত্রবেগ ধারণ করিলে বস্তি ও শিশ্নে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃশূল, বিনতি (নুয়ে পড়া), কুচকীতে বেদনা এবং আনাহ হয়। ৩। মূত্রাঘাতে স্বেদ, অবগাহন, অভ্যঙ্গ, আহারের পূর্ব্বে ও পরে ঘৃতসেবন এবং ত্রিবিধ বস্তিকার্য্য (নিরূহ, অনুবাসন ও উত্তরবস্তি) প্রশস্ত। ৪। পুরীষবেগ ধারণ করিলে পক্বাশয় ও শিরোদেশে শূল, অধোবায়ু ও বিষ্ঠার

স্বেদাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ বর্ত্তয়ো বস্তিকর্ম্ম চ।
হিতং প্রতিহতে বর্চ্চস্যন্নপানং প্রমাথি চ।
মেঢ্রে বৃষণয়োঃ শূলমঙ্গমর্দ্দো হৃদি ব্যথা।
ভবেৎ প্রতিহতে শুক্রে বিবদ্ধং মূত্রমেব চ॥ ৭
তত্রাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ মদিরা চরণায়ুধাঃ।
শালিঃ পয়োনিরূহাশ্চ শস্তং মৈথুনমেব চ॥ ৮
বাতমূত্রপুরীষাণাং সঙ্গাধ্মানং ক্লমো রুজাঃ।
জঠরে বাতজাশ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্বাত-
নিগ্রহাঃ॥ ৯
স্নেহস্বেদবিধিস্তত্র বর্ত্তয়ো ভোজনানি চ।
পানানি বস্তয়শ্চৈব শস্তং বাতানুলোমনম্॥১০
কণ্ডূকোঠারুচিব্যঙ্গশোথপাণ্ড্বাময়জ্বরাঃ।
কুষ্ঠহৃল্লাসবীসর্পাশ্ছর্দ্দিনিগ্রহজা গদাঃ॥ ১১
ভুক্ত্বা প্রচ্ছর্দ্দনং ধূমো লঙ্ঘনং রক্তমোক্ষণম্।
রূক্ষান্নপানং ব্যায়ামো বিরেকশ্চাত্র শস্যতে॥ ১২

মন্যাস্তম্ভঃ শিরঃশূলমর্দ্দিতার্দ্ধাবভেদকৌ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্ব্বল্যং ক্ষবথোঃ স্যাদ্বিধারণাৎ॥
তত্রোর্দ্ধজত্রুকেঽভ্যঙ্গঃ স্বেদো ধূমঃ সনাবনঃ।
হিতং বাতঘ্নমাদ্যঞ্চ ঘৃতঞ্চোত্তরভক্তিকম্॥ ১৪
হিক্কা কাসোঽরুচিঃ কম্পো বিবন্ধো হৃদয়ো-
রসোঃ।
উদ্গারনিগ্রহাৎ তত্র হিক্কায়াস্তুল্যমৌষধম্॥ ১৫
বিনামাক্ষেপসঙ্কোচাঃ সুপ্তিঃ কম্পঃ প্রবেপনম্
জৃম্ভায়া নিগ্রহাৎ তত্র সর্ব্বং বাতঘ্নমৌষধম্॥১৬
কার্শ্যদৌর্ব্বল্যবৈবর্ণ্যমঙ্গমর্দ্দোঽরুচির্ভ্রমঃ।
ক্ষুদ্বেগনিগ্রহাৎ তত্র স্নিগ্ধোষ্ণং লঘুভোজনম্॥১৭
কণ্ঠাস্যশোষো বাধির্য্যং শ্রমঃ শ্বাসো হৃদি ব্যথা
পিপাসানিগ্রহাৎ তত্র শীতং তর্পণমিষ্যতে॥ ১৮
প্রতিশ্যায়োঽক্ষিরোগশ্চ হৃদ্রোগশ্চারুচির্ভ্রমঃ।
বাষ্পনিগ্রহণাৎ তত্র স্বপ্নো মদ্যং প্রিয়াঃ কথাঃ
জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দস্তন্দ্রা চ শিরোরোগাক্ষিগৌরবম্।

নিরোধে পিণ্ডিকার উদ্বেষ্টন (পায়ের ডিমে খালধরা) ও আধ্মান উপস্থিত হয়। ৫। পুরীষ প্রতিহত হইলে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, ত্রিবিধ বর্ত্তি ও বস্তিকর্ম্ম এবং বায়ুর অনুলোমকর অন্নপান প্রশস্ত। ৬। শুক্রবেগ ধারণ করিলে মেঢ্র ও বৃষণদ্বয়ে শূল, অঙ্গমর্দ্দ, হৃদয়ে ব্যথা ও বিবদ্ধভাবে মূত্র হইতে থাকে। ৭। শুক্রাঘাতে অভ্যঙ্গ, অবগাহন, মদিরা, কুক্কুটমাংস, শাল্যন্ন দুগ্ধ, নিরূহ ও মৈথুন প্রশস্ত। ৮। অধোবায়ুর বেগধারণ করিলে বাতমূত্র ও পুরীষের বন্ধ, আধ্মান, ক্লান্তি, শূল এবং উদরে অন্যান্য বাতরোগ জন্মিয়া থাকে। ৯। অধোবায়ু প্রতিহত হইলে স্নেহ, স্বেদ এবং বায়ুর অনুলোমন, ভোজন ও পান এবং বস্তি প্রশস্ত। ১০। বমিবেগ ধারণ করিলে কণ্ডু, কোঠ, অরুচি, ব্যঙ্গ, শোথ, পাণ্ডুরোগ ও জ্বর হইয়া থাকে এবং কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও বীসর্প হইতে পারে। ১১। বমিবেগ ধারণজন্য রোগে ভোজনানন্তর বমি করিবে। পরে ধূমপান, লঙ্ঘন ও রক্তমোক্ষণ করিবে। আর এরূপ স্থলে রূক্ষ অন্নপান, ব্যায়াম ও বিরেচন প্রশস্ত। ১২। হাঁচী রোধ করিলে মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দ্দিত, অর্দ্ধাবভেদক ও ইন্দ্রিয়দিগের দৌর্ব্বল্য হয়। ১৩। এরূপ স্থলে ঊর্দ্ধজত্রু প্রদেশে অভ্যঙ্গ, স্বেদ, ধূমপান, নস্য, বাতঘ্ন ক্রিয়া এবং আহারের আদিতে ও অন্তে ঘৃতপান প্রশস্ত। ১৪। উদ্গার রোধ করিলে হিক্কা কাস, অরুচি, কম্প এবং হৃদয় ও বক্ষের বিবদ্ধভাব হইয়া থাকে। ৫। জৃম্ভা রোধ করিলে অঙ্গের বিনাম (নুয়ে পড়া), আক্ষেপ, সঙ্কোচ, সুপ্তি (অসাড়) ও কম্প হইয়া থাকে। ৬। ক্ষুধাবেগ ধারণ করিলে কৃশতা, দুর্ব্বলতা, বিবর্ণতা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি ভ্রম ও হইয়া থাকে। সেস্থলে স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও লঘুভোজন হিতকর। ১৭। পিপাসা রোধ করিলে কণ্ঠ ও মুখের শোষ, বধিরতা, শ্রম, শ্বাস ও হৃদয়ে ব্যথা হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে শীতক্রিয়া ও সন্তর্পণ হিতকর। ১৮। অশ্রুবেগ ধারণ করিলে প্রতিশ্যায়, অক্ষিরোগ, হৃদ্রোগ, অরুচি ও ভ্রম হয়। এরূপ স্থলে নিদ্রা, মদ্য ও প্রিয় আলাপ হিতকর। ১৯।

নিদ্রাবিধারণাৎ তত্র স্বপ্নঃ সংবাহনানি চ॥ ২০
গুল্মহৃদ্রোগসম্মোহাঃ শ্রমনিশ্বাসধারণাৎ।
জায়ন্তে তত্র বিশ্রামো বাতঘ্নাশ্চ ক্রিয়া হিতাঃ॥
বেগনিগ্রহজা রোগা য এতে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ইচ্ছংস্তেষামনুৎপত্তিং বেগানেতান ন
ধারয়েৎ॥ ২২
ইমাংস্তু ধারয়েদ্বেগান্ হিতৈষী প্রেত্য চেহ চ।
সাহসানামশস্তানাং মনোবাক্কায়কর্ম্মণাম্।
লোভশোকভয়ক্রোধমানবেগান্ নিধারয়েৎ।
নৈর্লজ্জের্ষ্যাতিরাগাণামভিধ্যায়াংশ্চ বুদ্ধিমান্॥
পরুষস্যাতিমাত্রস্য সূচকস্যানৃতস্য চ।
বাক্যস্যাকালযুক্তস্য ধারয়েদ্বেগমুত্থিতম্॥
দেহপ্রবৃত্তির্যা কাচিদ্ বর্ত্ততে পরপীড়য়া।
স্ত্রীভোগস্তেয়হিংসাদ্যা তস্যা বেগান্
বিধারয়েৎ॥ ২৩

পুণ্যশব্দো বিপাপত্বান্মনোবাক্কায়কর্ম্মণাম্।
ধর্ম্মার্থকামান্ পুরুষঃ সুখী ভুঙ্‌ক্তে চিনোতি চ
শরীরচেষ্টা যা চেষ্টা স্থৈর্য্যার্থা বলবর্দ্ধিনী।
দেহব্যায়ামসংখ্যাতা মাত্রয়া তাং সমাচরেৎ॥২৫
লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥ ২৬
শ্রমঃ ক্লমঃ ক্ষয়স্তৃষ্ণা রক্তপিত্তং প্রতামকঃ।
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে॥
ব্যায়ামহাস্যভাষাধ্বগ্রাম্যধর্ম্মপ্রজাগরান্।
নোচিতানপি সেবেত বুদ্ধিমানতিমাত্রয়া॥ ২৮
এতানেবংবিধাংশ্চান্যান্যোঽতিমাত্রং নিষেবতে
গজঃ সিংহমিবাকর্ষন্ সহসা স বিনশ্যতি॥ ২৯
উচিতাদহিতাদ্ধীমান্ ক্রমশো বিরমেন্নরঃ।
হিতং ক্রমেণ সেবেত ক্রমশ্চাত্রোপদিশ্যতে॥

নিদ্রাবেগ ধারণ করিলে জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, তন্দ্রা, শিরোরোগ ও অক্ষিগৌরব হয়। এরূপ স্থলে নিদ্রা ও সংবাহন (গা-টেপান) হিতকর। ২০। নিশ্বাসের বেগধারণ করিলে গুল্ম, হৃদ্রোগ ও মোহ হয়। এরূপ স্থলে বিশ্রাম ও বাতঘ্ন ক্রিয়া আবশ্যক। ২১। বেগধারণ জন্য যে সকল রোগ বর্ণিত হইল, সে সকল রোগ উৎপন্ন না হউক, যিনি এরূপ ইচ্ছা করেন, তিনি বেগধারণ করিবেন না। ২২। যিনি ইহপরলোকে মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি এই সকল বেগধারণ করিবেন; যথা,—অনুচিত সাহসের বেগ, মনোবেগ, বাক্যবেগ, কায়বেগ, কর্ম্মবেগ, আর লোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ ও অভিমানের বেগ ধারণ করিবেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নির্লজ্জতা, ঈর্ষ্যা, অনুরাগ ও পরশ্রীকাতরতার বেগ সংবরণ করিবেন। পরুষ, অতিমাত্র গ্লানিসূচক, মিথ্যা, অকালযুক্ত বাক্যের বেগ উত্থিত হইবামাত্র ধারণ করিবেন। পরের পীড়া জন্মিতে পারে, দেহে এরূপ কোনও প্রবৃত্তি জন্মিলে, তাহার বেগ অবশ্যই ধারণ করিবে। স্ত্রীসংসর্গ, চৌর্য্য ও হিংসাদির বেগ ধারণ করিতে হইবে। ২৩।

যে পুরুষ মন, বাক্য, কায় ও কর্ম্মসম্বন্ধে নিষ্পাপ থাকেন, তিনি পুণ্যশ্লোক শব্দে অভিহিত ও সুখী হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কামভোগ এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন। ২৪। যে শরীরচেষ্টা দ্বারা দেহের দৃঢ়তা ও বলবর্দ্ধন হয়, তাহাকে ব্যায়াম কহে। ব্যায়াম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেবা করিবে। ২৫। ব্যায়াম হইতে দেহের লঘুতা, কর্ম্মসামর্থ্য, দৃঢ়তা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, ত্রিদোষের ক্ষয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ২৬। অতি ব্যায়াম বশতঃ শ্রান্তি, ক্লান্তি, ক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, প্রতামক, কাস, জ্বর ও বমি হয়। ২৭। ব্যায়াম, হাস্য, ভাষণ, পথভ্রমণ, স্ত্রীসংসর্গ ও জাগরণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, আবশ্যকস্থলেও, অতিমাত্রায় সেবা করিবেন না। ২৮। যিনি এই সকল ও এইরূপ অন্যান্য বিষয় অতিমাত্রায় সেবা করেন, গজ যেরূপ সিংহকে আকর্ষণ করিলে সহসা বিনষ্ট হয়, তিনিও সেইরূপ সহসা বিনষ্ট হইয়া থাকেন। ২৯। [অহিফেন প্রভৃতি] অহিত বিষয় অভ্যস্ত হইলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ক্রমশঃ তাহা হইতে বিরত হইবেন এবং [দুগ্ধাদি] হিতকর পথ্য অসাত্ম্য হইলেও ক্রমশঃ তাহা অভ্যাস

প্রক্ষেপাপচয়ে তাভ্যাং ক্রমঃ পাদাংশিকো ভবেৎ।
একান্তরং ততশ্চোর্দ্ধং দ্ব্যন্তরং ত্র্যন্তরং তথা॥
ক্রমেণাপচিতা দোষাঃ ক্রমেণোপচিতা গুণাঃ॥
সন্তো যান্ত্যপুনর্ভাবমপ্রকাম্যা ভবন্তি চ॥ ৩০
সমপিত্তানিলকফাঃ কেচিদ্গর্ভাদিতো নরাঃ।
দৃশ্যন্তে বাতলাঃ কেচিৎ পিত্তলাঃ শ্লেষ্মলাস্তথা

করিবেন। এস্থলে ক্রম কি, তাহা বলা হইতেছে। ত্যাগ বা অভ্যাসের ক্রম পাদাংশিক অর্থাৎ অভ্যস্ত ও অনভ্যস্ত দ্রব্য একেবারে ত্যাগ বা গ্রহণ না করিয়া চতুর্থ ভাগ ক্রমে ত্যাগ বা, গ্রহণ করিবে। আর একদিন অন্তর বা দুইদিন অন্তর বা তিন দিন অন্তর বা তাহারও ঊর্দ্ধ অর্থাৎ চারি পাচ দিন অন্তর একদিন করিয়া ক্রমশঃ ত্যাগ বা গ্রহণ করিবে। দোষ সকল ক্রমে পরিত্যক্ত ও গুণ সকল ক্রমে গৃহীত হইলে পুনর্ব্বার উৎপন্ন বা বিদূরিত হয় না। [এ স্থলে এইরূপ ব্যাখ্যাও প্রচলিত আছে, যথা:—"প্রথম দুই দিন অভ্যস্ত অহিত দ্রব্যের তিন ভাগ ব্যবহার করিবে। আর অনভ্যস্ত হিতদ্রব্যের একভাগ ব্যবহার করিবে। তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম দিন অভ্যস্ত অহিত দ্রব্যের অর্দ্ধেক পরিত্যাগ এবং অনভ্যস্ত হিত দ্রব্যের অর্দ্ধেক ভাগ গ্রহণ করিবে। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবমদিনে অভ্যস্ত অহিত দ্রব্যের একপাদ এবং অনভ্যস্ত হিতদ্রব্যের তিনপাদ ব্যবহার করিবে। দশম দিনে অভ্যস্ত অহিতদ্রব্য একবারে পরিত্যাগ এবং অনভ্যস্ত হিতদ্রব্য পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিবে। এই ব্যাখ্যা প্রচলিত থাকিলেও এরূপ নিয়মে সকল অভ্যাস পরিহার করা চলে না; অথবা অহিফেন সেবন অভ্যাস থাকিলে সে অভ্যাস দশদিনে পরিত্যাগ করা যায় না] ৩০। কতকগুলি ভাগ্যবান্ লোকের, গর্ভাবস্থা হইতেই, বায়ুপিত্তকফের সমতা থাকে। অন্যেরা কেহ বা বাতপ্রধান,

তেষামনাতুরাঃ পূর্ব্বে বাতুলাদ্যাঃ সদাতুরাঃ।
দোষানুশয়িতা হ্যেষাং দেহপ্রকৃতিরুচ্যতে॥
বিপরীতগুণস্তেষাং স্বস্থবৃত্তেবিধির্হিতঃ।
সমসর্ব্বরসং সাত্ম্যং সমধাতোঃ প্রশস্যতে॥৩১
দ্বে অধঃ সপ্ত শিরসি খানি স্বেদমুখানি চ
মলায়নানি বাধ্যন্তে দুষ্টৈর্মাত্রাধিকৈর্ম্মলৈঃ।
মলবৃদ্ধিং গুরুত্বেন লাঘবান্মলসংক্ষয়ম্॥ ৩২
মলায়নানাং বুধ্যেত সঙ্গোৎসর্গাদতীব চ।
তান দোষলিঙ্গৈরাদিশ্য ব্যাধীন্ সাধ্যানুপাচরেৎ।
ব্যাধিহেতুপ্রতিদ্বন্দ্বৈর্মাত্রাকালৌ বিচারয়ন॥ ৩৩
বিষমস্বস্থবৃত্তানামেতে রোগাস্তথাপরে।

কেহ বা পিত্তপ্রধান এবং কেহ বা শ্লেষ্মপ্রধান হয়। প্রথমোক্তেরা নীরোগ এবং শেষোক্তেরা রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। দোষানুসারে ইহাদের দেহ-প্রকৃতির নাম হয়। ... পক্ষে সকল রসই সাত্ম্য হয়। অন্যদিগের পক্ষে তত্তৎ দোষের বিপরীতগুণ বিধি সকল আচরণীয় হইয়া থাকে। [যথা,—বাতপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে বায়ুনাশক লবণতৈলাদি সেবনীয়। শারীরস্থান—৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখ।] ৩১। শরীরের অধোদেশে দুইটী দ্বার, মস্তকে সাতটী দ্বার ও তদ্ভিন্ন স্বেদনিঃসরণ-দ্বার সমস্ত (লোমকূপ) আছে। এই সকল দ্বারকে মলায়ন অর্থাৎ মলমার্গ কহে। উহাদের মল দুষ্ট বা মাত্রাধিক হইলে উহারাও দূষিত হয়। মলমার্গের গুরুতা হইলে উহার মলবৃদ্ধি ও লঘুতা হইলে মলক্ষয় আশঙ্কা করিতে হইবে। আর মলবন্ধ ও মলস্রাব দ্বারাও যথাক্রমে গুরুতা ও লঘুতা অনুমান করা যায়। ৩২। বাতাদি দোষ ও মলদিগকে দোষ ও লক্ষণ দ্বারা বিচার করিয়া সাধ্য বোধ হইলে ব্যাধি-বিপরীত ও হেতু-বিপরীত ঔষধ দ্বারা মাত্রা-কাল বিবেচনাপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। ব্যাধি বিপরীত ঔষধ যথা,—জ্বর হইলে জ্বরনাশক গুড়ুচ্যাদি ঔষধ দিবে। হেতু-বিপরীত ঔষধ যথা,—উষ্ণ হেতু মলস্রাব হইলে শীত-

জায়ন্তে নাতুরস্তস্মাৎ স্বস্থবৃত্তপরো ভবেৎ ॥ ৩৪
মাধবপ্রথমে মাসি নভস্যপ্রথমে পুনঃ।
সহস্যপ্রথমে চৈব হারয়েদ্দোষসঞ্চয়ম্ ॥
স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরাণামূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ বুদ্ধিমান্।
বস্তিকর্ম্ম ততঃ কুর্য্যান্নস্তঃকর্ম্ম চ বুদ্ধিমান্ ॥
যথাক্রমং যথাযোগমত ঊর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ।
রসায়নানি সিদ্ধানি বৃষ্যযোগাংশ্চ কালবিৎ ॥৩৫
রোগাস্তথা ন জায়ন্তে প্রকৃতিস্থেষু ধাতুষু।
ধাতবশ্চাভিবর্দ্ধন্তে জরা চান্ত্যমুপৈতি চ ॥ ৩৬
বিধিরেষ বিকারাণামনুৎপত্তৌ নিদর্শিতঃ।
নিজানামিতরেষান্তু পৃথগেবোপদিশ্যতে ॥ ৩৭
যে ভূতবিষবায়্বগ্নিসম্প্রহারাদিসম্ভবাঃ।
নৃণামাগন্তবো রোগাঃ প্রজ্ঞা ত্বেষপরাধ্যতি ॥
ঈর্ষ্যাশোকভয়ক্রোধমানদ্বেষাদয়শ্চ যে।
মনোবিকারাস্তেঽপ্যুক্তাঃ সর্ব্বে প্রজ্ঞাপরাধজাঃ।
ত্যাগঃ প্রজ্ঞাপরাধানামিন্দ্রিয়োপশমঃ স্মৃতিঃ
দেশকালাত্মবিজ্ঞানং সদ্বৃত্তস্যানুবর্ত্তনম্ ॥
আগন্তুনামনুৎপত্তাবেষ মার্গো নিদর্শিতঃ।
প্রাজ্ঞঃ প্রাগেব তৎ কুর্য্যাদ্ধিতং বিদ্যাৎ তদাত্মনঃ ॥
আপ্তোপদেশঃ প্রাজ্ঞানাং প্রতিপত্তিশ্চ কারণম্
বিকারাণামনুৎপত্তাবুৎপন্নানাঞ্চ শান্তয়ে ॥ ৩৯
পাপবৃত্তবচঃসত্ত্বাঃ সূচকাঃ কলহপ্রিয়াঃ
মর্ম্মোপহাসিনো লুব্ধাঃ পরবৃদ্ধিদ্বিষঃ শঠাঃ।
পরাপবাদরতয়ঃ পরনারীপ্রবেশিনঃ।
নিষ্ঠুরাস্ত্যক্তধর্ম্মাণঃ পরিবর্জ্জ্যা নরাধমাঃ ॥ ৪০
বুদ্ধিবিদ্যাবয়ঃশীলধৈর্য্যস্মৃতিসমাধিভিঃ।
বৃদ্ধোপসেবিনো বৃদ্ধাঃ স্বভাবজ্ঞা গতব্যথাঃ ॥
সুমুখাঃ সর্ব্বভূতানাং প্রশান্তাঃ শংসিতব্রতাঃ।
সেব্যাঃ সন্মার্গবক্তারঃ পুণ্যশ্রবণদর্শনাঃ ॥ ৪১

ক্রিয়া করিবে। ৩৩। লোকে স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্ন না করিলে এই সকল ও অপরাপর রোগ জন্মিয়া থাকে। অতএব লোকে যেন স্বাস্থ্য-রক্ষায় যত্নবান্ হয়। ৩৪। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একবার চৈত্রমাসে, একবার শ্রাবণ মাসে ও একবার অগ্রহায়ণ মাসে শরীরকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া বমন, বিরেচন, বস্তি, নস্য ও অঞ্জনযোগে দোষদিগকে হরণ করিবে। বস্তি-কর্ম্মের পর নস্যকর্ম্ম করিবে। অনন্তর কাল-বিৎ বৈদ্য যথাক্রমে ও যথাযোগে প্রত্যক্ষ-ফল রসায়ন ও বৃষ্য যোগ সকল প্রয়োগ করিবেন। ৩৫। এই সকল উপায় প্রয়োগ করিলে শরীরস্থ ধাতুগণ রোগগ্রস্ত হয় না। তখন ধাতু সকল উপচীয়মান হয় এবং জরা উপস্থিত হয় না। ৩৬। যে সকল বিধি প্রয়োগ করিলে রোগ সকল উৎপন্ন হইতে পারে না, উপরে তাহাই প্রদর্শিত হইল। সম্প্রতি নিজ ও আগন্তু রোগদিগের সম্বন্ধে পৃথক্ উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। ৩৭। ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি, প্রহার প্রভৃতি হইতে মনুষ্যদিগের যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারা আগন্তুজ নামে কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ সকল রোগ লোকের নিজের বুদ্ধির দোষে ঘটিয়া থাকে। আর ঈর্ষ্যা, শোক, ভয়, ক্রোধ, অভিমান ও দ্বেষ প্রভৃতি মনোবিকার বুদ্ধির দোষে জন্মে, বলিয়া কথিত আছে। কুবুদ্ধির পরিহার, ইন্দ্রিয়-শাসন, স্মৃতি, দেশ-কালের জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান এবং সচ্চরিত্রতার অনুসরণ আগন্তু রোগ সকল উৎপন্ন না হইবার পক্ষে উপায় স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাজ্ঞব্যক্তি পূর্ব্ব হই-তেই ঐ সকল উপায়ের অনুসরণ করিবেন। তাহা হইলে আত্মার হিত হইবে জানিবে। ৩৮। আপ্তদিগের উপদেশ এবং প্রাজ্ঞ-দিগের সিদ্ধান্ত সমস্ত অনুসরণ করিলে রোগ সকল উৎপন্ন হইতে পারে না এবং উৎপন্ন রোগদিগের শান্তি হইয়া থাকে। ৩৯। পাপাচারী, পাপালাপী, পাপমনাঃ, মিথ্যাবাদী, কলহপ্রিয়, নিষ্ঠুরোপহাসী, লুব্ধ, পরশ্রীকাতর, শঠ, পরনিন্দাপরায়ণ, পরদারগামী, নির্দ্দয় ও ত্যক্তধর্ম্মা নরগণ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ৪০। যাঁহারা বুদ্ধি, বিদ্যা, বয়স, শীল, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধিগুণে প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা বৃদ্ধদিগের সেবা করিয়া থাকেন, যাঁহারা লোকচরিত অবগত আছেন, যাঁহারা

আহারাচারচেষ্টাসু সুখার্থী প্রেত্য চেহ চ।
পরং প্রযত্নমাতিষ্ঠেদ্বুদ্ধিমান্ হিতসেবনে ॥ ৪২
ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত ন চাপ্যঘৃতশর্করম্
নামুদ্গযূষং নাক্ষৌদ্রং নোষ্ণং নামলকৈর্বিনা।
অলক্ষ্মীদোষযুক্তত্বান্নক্তন্তু দধি বর্জ্জিতম্।
শ্লেষ্মলং স্যাৎ সসর্পিষ্কং দধি মারুতসূদনম্ ॥
ন চ সন্ধুক্ষয়েৎ পিত্তমাহারঞ্চ বিপাচয়েৎ।
শর্করাসংযুতং দদ্যাৎ তৃষ্ণাদাহনিবারণম্ ॥
মুদ্গযূষেণ সংযুক্তং দদ্যাদ্রক্তানিলাপহম্।
সুরসক্ষাল্পদোষঞ্চ ক্ষৌদ্রযুক্তং ভবেদ্দধি
উষ্ণং পিত্তাস্রকৃদ্দোষান্ ধাত্রীযুক্তন্তু নিহরেৎ।
জ্বরাসৃক্‌পিত্তবীসর্পকুষ্ঠপাণ্ডুাময়ভ্রমান্।
প্রাপ্নুয়াৎ কামলাঞ্চোগ্রাং বিধিং হিত্বা দধিপ্রিয়ঃ

অত্র শ্লোকাঃ।
বেগা বেগসমুত্থাশ্চ রোগাস্তেষাঞ্চ ভেষজম্।
যেষাং বেগা বিধার্য্যাশ্চ যদর্থং যদ্ধিতাহিতম্ ॥
উচিতে চাহিতে বর্জ্জ্যে সেব্যে চানুচিতে ক্রম
যথাপ্রকৃতি চাহারো মলায়নগদৌষধম্ ॥
ভবিষ্যতামনুৎপত্তৌ রোগাণামৌষধঞ্চ যৎ।
বর্জ্জ্যাঃ সেব্যাশ্চ পুরুষা ধীমতাত্মসুখার্থিনা ॥
বিধিনা দধি সেব্যঞ্চ যেন যস্মাৎ তদত্রিজঃ।
ন বেগান্ ধারণেঽধ্যায়ে সর্ব্বমেবাবদন্মুনিঃ ॥৪৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে ন বেগান্-ধারণীয়ো নাম

সুস্থমনাঃ, মিষ্টমুখ ও সর্ব্বভূতের প্রীত প্রশান্ত এবং যাঁহারা প্রশস্তাচার, সন্মার্গ-প্রদর্শক, পুণ্য-শ্রবণ ও পুণ্যদর্শন, তাঁহাদের সহবাস করিবে। ৪১। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহপরলোক হিতার্থী হইয়া আহার, আচার ও চেষ্টাসমূহের মধ্যে যাহা হিতকর, কেবল তৎসেবনেই যত্নবান্ হইবেন। ৪২। রাত্রিকালে দধিপান করিবে না। ঘৃত ও শর্করা সংযোগ না করিয়া, কিংবা মুদ্গযূষ বা আমলকী যূষ না মিশ্রিত করিয়া, কিংবা মধুযোগ না করিয়া দধিপান করিবে না। দধি উষ্ণ করিয়া পান করিবে না। অলক্ষ্মীদোষ হয় বলিয়া রাত্রিতে দধিপান নিষিদ্ধ। ঘৃতযুক্ত দধি শ্লেষ্মকারক বটে, কিন্তু বায়ুনাশক, অথচ ইহা পিত্তকে কুপিত করে না এবং আহারকে জীর্ণ করিয়া থাকে। আর তৃষ্ণাদাহ নিবারণার্থে দধিসহিত শর্করা যোগ করা হয় মুদ্গযূষের সহিত সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে দধি বাত-রক্তনাশক হইয়া থাকে। মধুর সহিত সংযোগে দধি সুরস হয় এবং দধির শ্লেষ্মকারিতা দোষ অল্পই থাকিয়া যায়। উষ্ণ দধি পিত্তরক্তকারক। আমলকীরসের সহিত যোগে দধি ত্রিদোষ-নাশক হয়। এই সকল সংযোগ ও বিধি পরিহার করিয়া দধি সেবন করিলে দধিপ্রিয় ব্যক্তি জ্বর, রক্তপিত্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, পাণ্ডু রোগ, ভ্রম ও কামলাগ্রস্ত হয়। ৪৩। এই অধ্যায়ের সূচী, যথা,—বেগ; বেগধারণ জন্য রোগসমূহ, ঐ সকল রোগের ঔষধ; যাহাদের বেগধারণ করা উচিত; যে জন্য যাহা হিত-কর বা অহিতকর; অভ্যস্ত বস্তু অহিতকর হইলে তাহা ক্রমে বর্জ্জনীয়; অনভ্যস্ত বস্তু হিতকর হইলে তাহা ক্রমে অভ্যাস করা উচিত; প্রকৃতির অনুযায়ী আহার; মলায়ন সমূহ, রোগের ঔষধ, রোগ না হইতে পারে তাহার উপায়; রোগ হইলে তাহার ঔষধ; ধীমান্ ও সুখার্থী পুরুষেরা যে সকল লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ বা সেবা করিবেন; যে কারণে ও যেহেতু দধি বিধিপূর্ব্বক সেবনীয়; এই সকল বিবরণ পুনর্ব্বসু মুনি 'ন বেগান্-ধার-ণীয়' অধ্যায়ে কহিয়াছেন। ৪৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়ঃ।

অথাত ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হস্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ। ১

ইহ খলু পঞ্চেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চেন্দ্রিয়দ্রব্যাণি, পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানি পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাঃ, পঞ্চেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ো ভবন্তীত্যুক্তমিন্দ্রিয়াধিকারে; অতীন্দ্রিয়ং পুনর্মনঃ সত্ত্বসংজ্ঞকঞ্চেত্যাহুরেকে; তদর্থাত্মসম্পদায়ত্তচেষ্টম্ চেষ্টাপ্রত্যয়ভূতমিন্দ্রিয়াণাম্॥ ২

স্বার্থেন্দ্রিয়ার্থ-সঙ্কল্প-ব্যভিচরণাচ্চানেকমেকস্মিন্ পুরুষে সত্ত্বরজস্তমঃ সত্ত্বগুণযোগাচ্চ, ন চানেকত্বং নানেকং হ্যেককালমনেকেষু প্রবর্ত্ততে। তস্মান্নৈককালা সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিঃ যদ্গুণঞ্চাতীক্ষ্ণং পুরুষমনুবর্ত্ততে সত্ত্বং তৎ সত্ত্বমেবোপদিশন্তি ঋষয়ো বাহুল্যানুশয়াৎ। মনঃপুরঃসরাণীন্দ্রিয়াণ্যর্থগ্রহণসমর্থানি ভবন্তি॥ ৩

তত্র চক্ষুঃ শ্রোত্রং ঘ্রাণং রসনং স্পর্শনমিতি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি। পঞ্চেন্দ্রিয়দ্রব্যাণি খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূরিতি। পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানি অক্ষিণী কর্ণৌ নাসিকে জিহ্বা ত্বক্ চেতি। পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ। পঞ্চেন্দ্রিয়বুদ্ধয়শ্চক্ষুর্বুদ্ধ্যাদিকাঃ। পুনরিন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থসত্ত্বাত্মসন্নিকর্ষজাঃ। ক্ষণিকা নিশ্চয়াত্মিকাশ্চেত্যেতৎপঞ্চপঞ্চকম্॥ ৪

মনো মনোঽর্থো বুদ্ধিরাত্মা চেত্যধ্যাত্মদ্রব্যগুণসংগ্রহঃ শুভাশুভপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুশ্চ॥৫ দ্রব্যাশ্রিতং কর্ম্ম যদুচ্যতে ক্রিয়েতি॥ ৬

তত্রানুমানগম্যানাং পঞ্চমহাভূতবিকারসমুদায়াত্মকানামপি সতামিন্দ্রিয়াণাং তেজ-

---

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় (ইন্দ্রিয়-চিকিৎসা বিষয়ক) অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন। ১। ইন্দ্রিয় পাঁচ, ইন্দ্রিয়দ্রব্য (ইন্দ্রিয়দিগের উপকরণ) পাঁচ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান পাঁচ, ইন্দ্রিয়দিগের অর্থ বা বিষয় পাঁচ এবং ইন্দ্রিয়বুদ্ধি পাঁচ। ইহাই এই ইন্দ্রিয়াধিকারে বিবৃত হইয়াছে। মন অতীন্দ্রিয়, ইহাকে কেহ কেহ সত্ত্ব ও কহেন। মনের বিষয় ও আত্মার সন্নিকর্ষ হইলে মনের চেষ্টা নির্ব্বাহিত হয়। মন ইন্দ্রিয়-চেষ্টার কারণভূত। ২। স্বার্থ, ইন্দ্রিয়ার্থ ও সঙ্কল্পের বিভিন্নতা বশতঃ একই পুরুষে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় হইয়া থাকে। একই পুরুষের সত্ত্ব রজঃ, তমঃ এই তিন বিভিন্ন গুণের পরিচয় আছে। কিন্তু একই পুরুষে এককালে একই প্রকার পরিচয় হয়। সকল প্রকার পরিচয় এককালে হয় না, অতএব মন এক অর্থাৎ এক পুরুষের অনেক মন নাই। যে গুণ সর্ব্বদাই পুরুষের অনুবর্ত্তী হয়, তাহাকেই মন বলে। ইন্দ্রিয় সকল মনের অনুবর্ত্তী হইয়াই বিষয়গ্রহণে সমর্থ হয়। ৩। দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শন এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপকরণ-দ্রব্য যথাক্রমে জ্যোতিঃ, আকাশ, ক্ষিতি, জল ও বায়ু। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্থান যথাক্রমে অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, জিহ্বা ও ত্বক্। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় যথাক্রমে রূপ, শব্দ গন্ধ রস ও স্পর্শ। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বুদ্ধি বা বোধ যথাক্রমে দর্শনবোধ, শ্রবণবোধ, ঘ্রাণবোধ, স্বাদবোধ ও স্পর্শবোধ। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও আত্মা একযোগ হইলেই তত্তৎ বোধের উদয় হয়। সেই বুদ্ধি ক্ষণিকা ও নিশ্চয়াত্মিকা ভেদে দ্বিবিধ; এইরূপে ইন্দ্রিয়-পঞ্চপঞ্চক কথিত হইল। ৪। মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মা এই কয়েকটী আধ্যাত্মিক দ্রব্যগণ। এই গণই শুভাশুভ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির হেতু ৫। পুরুষের ক্রিয়া দ্রব্যাশ্রিত (অর্থাৎ দ্রব্য না থাকিলে ক্রিয়া হয় না)। ৬। অনুমান দ্বারা ইহাই স্থির হয় যে, ইন্দ্রিয় সকল পঞ্চ মহাভূতের বিকার।

শ্চক্ষুষি খং শ্রোত্রে' ঘ্রাণে ক্ষিতিরাপো রসনে স্পর্শনেঽনিলো বিশেষেণোপপদ্যতে ॥ ৭

তত্র যদ্যদাত্মকমিন্দ্রিয়ং বিশেষাৎ তৎ তদাত্মকমেবার্থমনুধাবতি। তৎস্বভাবাদ্বিভুত্বাচ্চ। তদর্থাতিযোগাযোগমিথ্যাযোগাৎ সমনস্কমিন্দ্রিয়ং বিকৃতিমাপদ্যমানং যথাস্বং বুদ্ধ্যুপঘাতায় সম্পদ্যতে। সামর্থ্যযোগাৎ পুনঃ প্রকৃতিমাপদ্যমানং যথাস্বং বুদ্ধিমাপ্যায়য়তি ॥৮

মনসস্তু চিন্ত্যমর্থঃ। তত্র মনসো বুদ্ধেশ্চ তএব সমানাতিহীনমিথ্যাযোগাঃ প্রকৃতিবিকৃতিহেতবো ভবন্তি। তত্রেন্দ্রিয়াণাং সমনস্কানামনুপতপ্তানামনুপতাপায় প্রকৃতিভাবে প্রযতিতব্যমেভির্হেতুভিঃ।

তদ্যথা—

সাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগে বুদ্ধ্যা সম্যগবেক্ষ্যাবেক্ষ্য কর্ম্মণাং সম্যক্ প্রতিপাদনেন দেশকালাত্মগুণাবিপরীতোপসেবনেন চেতি। তস্মাদাত্মহিতং চিকীর্ষতা সর্ব্বেণ সর্ব্বঃ সর্ব্বদা স্মৃতিমাস্থায় সদ্বৃত্তমনুষ্ঠেয়ম্। তদ্ধ্যনুষ্ঠানং যুগপৎ সম্পাদয়ত্যর্থদ্বয়মারোগ্যমিন্দ্রিয়বিজয়ঞ্চেতি। ৯

তৎ সদ্বৃত্তমখিলেনোপদেক্ষ্যামোঽগ্নিবেশ।

তদ্যথা—

দেবগোব্রাহ্মণগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যানর্চ্চয়েৎ। অগ্নিমুপাচরেৎ। ওষধীঃ প্রশস্তা ধারয়েৎ। দ্বৌ কালাবুপস্পৃশেৎ। মলায়নেষ্বভীক্ষ্ণং পাদয়োশ্চ বৈমল্যমাদধ্যাৎ। ত্রিঃ পক্ষস্য কেশশ্মশ্রুলোমনখান্ সংহারয়েৎ। নিত্যমনুপহতবাসাঃ সুমনাঃ সুগন্ধিঃ স্যাৎ। ১০

সাধুবেশঃ প্রসাধিতকেশো মূর্দ্ধশ্রোত্রঘ্রাণপাদতৈলনিত্যো ধূমপঃ পূর্ব্বাভিভাষী সুমুখো দুর্গেষ্বভ্যুপপত্তা হোতা যষ্টা দাতা চতুষ্পথানাং নমস্কর্ত্তা বলীনামুপহর্ত্তা অতিথীনাং পূজকঃ পিতৃভ্যঃ পিণ্ডদঃ কালে হিত-

তন্মধ্যে তেজ চক্ষুতে, আকাশ কর্ণে, ক্ষিতি ঘ্রাণে, জল রসনে ও বায়ু স্পর্শনে বিশেষরূপে আছে। ৭। যে ইন্দ্রিয় যে মহাভূতে নির্ম্মিত সেই ইন্দ্রিয় তৎস্বভাব বলিয়া সেই মহাভুতোপকরণ বিষয়েরই অনুসরণ করে। সেই বিষয়ের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ হইলে মন ও ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়। তখন বুদ্ধিনাশ হইয়া থাকে। আর সেই বিষয়ের যথা যোগ হইলে মন ও ইন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ থাকে এবং বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। ৮। মনের বিষয় চিন্তা। এস্থলেও আবার মন ও বুদ্ধির যথাযোগ, অতিযোগ, হীনযোগ ও মিথ্যাযোগ প্রকৃতি ও বিকৃতির কারণ হইয়া থাকে। যাহাতে ইন্দ্রিয় ও মন অনুপহত থাকিয়া প্রকৃতিস্থ থাকে, তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত। এস্থলে তাহার উপায় নির্দ্দিষ্ট হইল, যথা ;—অসাত্ম্য বিষয় পরিহারপূর্ব্বক সাত্ম্য বিষয়ের অনুসরণ করিতে হইবে, এবং সমীক্ষ্যকারিতা সহকারে দেশ, কাল ও আত্মার অবিরুদ্ধ ব্যবহার করিবে। আত্মহিতৈষী ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে মন স্থির রাখিয়া সৎকার্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা যুগপৎ আরোগ্যলাভ ও ইন্দ্রিয় জয় হইয়া থাকে। ৯। হে অগ্নিবেশ। এক্ষণে আমি সেই সদ্বৃত্তসমূহের উপদেশ দিতেছি যথা ;—দেব, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্যদিগকে অর্চ্চনা করিবে। অগ্নিকে পূজা করিবে। প্রশস্ত ওষধি সকল ধারণ করিবে। পূর্ব্বাহ্ণ ও সায়াহ্ন দুইকালে জল দ্বারা আচমন করিবে। মলায়ন ও পাদদ্বয়ের সর্ব্বদা নির্ম্মলতা রক্ষা করিবে। একপক্ষের মধ্যে তিনবার কেশ শ্মশ্রু, লোম ও নখ ছেদন করিবে। সর্ব্বদা অচ্ছিন্ন বস্ত্রধারী, প্রসন্নমনাঃ ও সুগন্ধধারী হইবে। ১০। সাধুবেশ ও শোভিতকেশ হইবে। মূর্দ্ধা, কর্ণ, নাসা ও পাদ নিত্য তৈলদ্বারা ম্রক্ষণ করিবে। শাস্ত্রোক্ত ধূমপান করিবে। আগন্তুক ব্যক্তিকে 'তুমিই অগ্রে' সম্ভাষণ করিবে, মিষ্টমুখ হইবে। বিপন্নকে আশ্বাস দিবে। হোম, যজ্ঞ, দান ও নমস্কারসহকারে চতুষ্পথে বলিদান করিবে। অতিথিদিগের পূজা করিবে।

মিতমধুরার্থবাদী বশ্যাত্মধর্ম্মাত্মা হেতাবীর্ষুঃ ফলেহনীর্ষু র্নিশ্চিন্তো নির্ভীকো হ্রীমান্ ধীমান্ মহোৎসাহো দক্ষঃ ক্ষমাবান্ ধার্ম্মিক আস্তিকো বিনয়বুদ্ধিবিদ্যাভিজনবয়োবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যাণামুপাসিতা ছত্রী দণ্ডী মৌলী সোপানৎকো যুগমাত্রদৃগনুচরেৎ ॥ ১১

মঙ্গলাচারশীলঃ কুচেলাস্থিকণ্টকামেধ্য-কেশ-তুষোৎকর-ভস্ম-কপালস্নান-বলি-ভূমীনাং পরিহর্ত্তা প্রাক্ শ্রমাদ্ব্যায়াসবর্জ্জী স্যাৎ। সর্ব্ব-প্রাণিষু বন্ধুভূতঃ স্যাৎ। ক্রুদ্ধানামনুনেতা ভীতানামাশ্বাসয়িতা দীনানামভ্যুপপত্তা সত্য-

পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে। সময় বুঝিয়া হিতকর অথচ পরিমিত ও মধুরার্থযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিবে। সংযতাত্মা ও ধর্ম্মাত্মা হইবে। যে কারণে কাহারও উন্নতি হইয়াছে, সেই কারণের প্রতি ঈর্ষা করিবে, কিন্তু সেই কারণের ফলের প্রতি ঈর্ষা করিবে না (অর্থাৎ যত্ন, উদ্যোগ ও পরিশ্রম গুণেই লোকের উন্নতি হয়; অতএব কাহারও উন্নতির ঈর্ষা না করিয়া তাহার যত্ন উদ্যোগ ও পরিশ্রমের অনুকরণ করিবে)। নিশ্চিন্ত, নির্ভীক, লজ্জাশীল, বিমৃষ্যকারী, উৎসাহী, দক্ষ, ক্ষমাবান, ধার্ম্মিক ও আস্তিক হইবে। বিনয়, বুদ্ধি ও বিদ্যা সম্বন্ধে যাঁহাদের উৎকর্ষ আছে, যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্য, তাঁহাদের উপাসনা করিবে। ছত্র, দণ্ড, উষ্ণীষ ও উপানহ ধারণ করিবে। চলিবার সময়ে সম্মুখে অন্ততঃ চতুর্হস্ত স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ১১। সর্ব্বদা মঙ্গলাচরণ করিবে। কুৎসিত বস্ত্র, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র কেশ, তুষ, জঞ্জাল, ভস্ম ও কপালসমূহের নিকট দিয়া যাইবে না। বলিস্থান সকল পরিহার করিবে। শ্রান্তি বোধ না হইবার পূর্ব্বেই শ্রম পরিত্যাগ করিবে (অর্থাৎ এত পরিশ্রম করিবে না যে, ক্লান্ত হইতে হয়)। সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি বন্ধুভাব প্রদর্শন করিবে। ক্রুদ্ধদিগকে অনুনয় ও

সন্ধঃ সামপ্রধানঃ পরপরুষবচনসহিষ্ণুঃ অমর্ষঘ্নঃ প্রশমগুণদর্শী রাগদ্বেষহেতূনাং হন্তা। নানৃতং ব্রূয়াৎ নান্যস্বমাদদ্যাৎ নান্যস্ত্রিয়মভিলষেৎ। নান্যশ্রিয়ং ন বৈরং রোচয়েৎ। ন কুর্য্যাৎ পাপং ন পাপেঽপি পাপী স্যাৎ। নান্যদোষান্ ব্রূয়াৎ। নান্যরহস্যমাগময়েৎ। ১২

নাধার্ম্মিকৈর্ন নরেন্দ্রদ্বিষ্টৈঃ সহাসীত। নোন্মত্তৈর্ন পতিতৈর্ন ভ্রূণহন্তৃভির্ন ক্ষুদ্রৈর্ন দুষ্টৈঃ। ন দুষ্টযানমারোহেত। ন জানুসমং কঠিনমাসনমধ্যাসীত। ১৩

নানাস্তীর্ণমনুপহিতমবিশালমসমং বা শয়নং প্রপদ্যেত। ন গিরিবিষমমস্তকেষ্বনুচরেৎ। ন দ্রুমমারোহেৎ। ন জলোগ্রবেগমবগাহেত।

ভীতদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবে। দরিদ্রদিগকে অনুগ্রহ করিবে, সত্যসন্ধ হইবে এবং চতুর্ব্বর্গের মধ্যে সামগুণ প্রধানরূপে অবলম্বন করিবে। পরের পরুষবাক্যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবে, কিন্তু নিজে পরুষ হইবে না। প্রশস্ত গুণসমূহের উৎসাহদাতা হইবে। অথবা (দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণ করিবে)। রাগদ্বেষের কারণতা পরিহার করিবে। অসত্য কহিবে না। পরস্ব গ্রহণ করিবে না। অন্যস্ত্রী অভিলাষ করিবে না। পরশ্রীকাতর হইবে না। বৈর ইচ্ছা করিবে না। পাপ করিবে না; অপকারীরও অপকার করিবে না। পরদোষ কহিবে না। পরের রহস্য প্রকাশ করিবে না। ১২। অধার্ম্মিক বা রাজবিদ্বিষ্টদিগের সহিত বাস করিবে না। উন্মত্ত, পতিত, ভ্রূণহন্তা, ক্ষুদ্র ও দুষ্ট লোকদিগের সহিত বাস করিবে না। দুষ্টযানে আরোহণ করিবে না। জানুর উপর বা তদ্বৎ কষ্টকর আসনে বসিবে না। ১৩। অনাস্তীর্ণ (গুটান), উপাধানহীন, অপ্রশস্ত বা অসমশয়নে শয়ন করিবে না। গিরিগহনে বা গিরিশিরে বিচরণ করিবে না। বৃক্ষে আরোহণ করিবে না। উগ্রস্রোতঃ জলে

কুলচ্ছায়াং নোপাসীত। নাগ্ন্যুৎপাতমভিতশ্চরেৎ। নোচ্চৈর্হসেৎ। ন শব্দবন্তং মারুতং মুঞ্চেৎ। নাসংবৃতমুখো জৃম্ভাং ক্ষবথুং হাস্যং বা প্রবর্ত্তয়েৎ। ন নাসিকাং কুষ্ণীয়াৎ। ন দন্তান্ বিঘট্টয়েৎ। ন নখান্ বাদয়েৎ। নাস্থীন্যভিহন্যাৎ। ন ভূমিং বিলিখেৎ। ন ছিন্দ্যাৎ তৃণম্। ন লোষ্ট্রং মৃদ্নীয়াৎ॥ ১৪

ন বিগুণমঙ্গৈশ্চেষ্টেত। জ্যোতীংষ্যনিষ্টামেধ্যমশস্তঞ্চ নাভিবীক্ষেত। ন হুং কুর্য্যাচ্ছবম্। ন চৈত্যধ্বজগুরুপূজ্যাশস্তচ্ছায়ামাক্রামেৎ। ন ক্ষপাস্বমরসদনচৈত্যচত্বর-চতুষ্পথোপবন-শ্মশানায়তনান্যাসেবেত। নৈকঃ শূন্যগৃহং ন চাটবীমনুপ্রবিশেৎ। ন পাপবৃত্তান্ স্ত্রীমিত্রভৃত্যান্ ভজেত। নোত্তমৈর্বিরুধ্যেত। নাবরানুপাসীত। ন জিহ্মং রোচয়েৎ। নানার্য্যমাশ্রয়েৎ। ন ভয়মুৎপাদয়েৎ। ন সাহসাতিস্বপ্নপ্রজাগরস্নানপানাশনান্যাসেবেত। নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেৎ। ন ব্যালানুপসর্পেৎ ন দংষ্ট্রিনঃ ন বিষাণিনঃ। পুরোবাতাতপাবশ্যায়াতিপ্রবাতান্ জহ্যাৎ। কলিং নারভেত। নানিভৃতোঽগ্নিমুপাসীত। নোচ্ছিষ্টঃ। নাধঃ কৃত্বা প্রতাপয়েত। নাবিগতক্লমো নাপ্লুতবদনো ন নগ্ন উপস্পৃশেৎ। ন স্নানশাট্যা স্পৃশেদুত্তমাঙ্গম্। ন কেশাগ্রাণ্যভিহন্যাৎ। নোপস্পৃশ্য তে এব বাসসী বিভৃয়াৎ। নাস্পৃষ্ট্বা রত্নাজ্যপূজ্যমঙ্গলসুমনসোঽভিনিষ্ক্রামেৎ। ন পূজ্যমঙ্গলান্যপসব্যং গচ্ছেৎ। নেতরাণ্যনুদক্ষিণম্॥ ১৫

অবগাহন করিবে না। কুলগাছের ছায়া সেবন করিবে না। অগ্ন্যুৎপাতের সন্নিধানে বিচরণ করিবে না। উচ্চহাস্য করিবে না। লোকের সম্মুখে সশব্দ বায়ু নিঃসারণ করিবে না। মুখ না ঢাকিয়া জৃম্ভা, ক্ষবথু, কিংবা হাস্য করিবে না। নাক খুঁটিবে না। দন্ত বিঘট্টিত করিবে না। নখ বাজাইবে না। অস্থিতে অভিঘাত করিবে না (কেহ বলেন, অস্থি মটকাইবে না)। ভূমিতে বিলিখন করিবে না। বৃক্ষ বা তৃণ ছিঁড়িবে না। অলসভাবে লোষ্ট্র (মৃত্তিকাদি) চূর্ণ করিবে না। ১৪। অঙ্গ দ্বারা বিগুণ চেষ্টা করিবে না (অর্থাৎ অঙ্গাদিগকে কুৎসিতভাবে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিয়া কোন কার্য্য করিবে না)। উজ্জ্বল জ্যোতিঃপদার্থের প্রতি বা অপবিত্র অপ্রশস্ত অগ্নির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। শব দেখিয়া হুঙ্কার করিবে না। চৈত্যস্থান (বৌদ্ধভূমি), ধ্বজ, গুরু ও পূজ্যদিগের ছায়া বা প্রশস্ত ছায়া মাড়াইবে না। রাত্রিতে দেবালয়, চৈত্য, চত্বর, চতুষ্পথ, উপবন, শ্মশান ও বধ্যভূমি সেবা করিবে না। শূন্যগৃহে বা বা অটবীতে একাকী প্রবেশ করিবে না। পাপচার স্ত্রী মিত্র ও ভৃত্যদিগকে ভজনা করিবে না। উত্তমদিগের সহিত বিরোধ করিবে না। নিকৃষ্টদিগের উপাসনা করিবে না। বক্রাচার অনুসরণ করিবে না। অনার্য্যের আশ্রয় লইবে না। ভয় উৎপাদন করিবে না। অতিসাহস, অতিনিদ্রা, অতিজাগরণ, অতিস্নান, অতিপান ও অতিভোজন করিবে না। ঊর্দ্ধজানু হইয়া অধিকক্ষণ বসিবে না। সর্প, দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গী জন্তুর নিকটে যাইবে না। পূর্ব্ববায়ু, সম্মুখরৌদ্র, হিম ও অতি বায়ু পরিহার করিবে। কলহ করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া কিম্বা গোপনে অগ্নির উপাসনা করিবে না। অগ্নির নিম্নে রাখিয়া আহার-সামগ্রী উত্তপ্ত করিবে না। শ্রান্তি ও ঘর্ম্ম দূর না হইলে স্নান করিবে না, উলঙ্গ হইয়া স্নান করিবে না। অকাচা-কাপড়ে মাথা মুছিবে না। কেশের অগ্রভাগ ধরিয়া টানিবে না। স্নান করিয়া অকাচা-কাপড় পরিধান করিবে না। রত্ন, ঘৃত, পূজা দ্রব্য, মাঙ্গল্যদ্রব্য ও পুষ্প স্পর্শ না করিয়া বাহির হইবে না। পূজ্য ও মঙ্গল-দ্রব্যের দক্ষিণদিক্ দিয়া গমন করিবে না। অপূজ্য ও অমঙ্গল দ্রব্য বামে রাখিয়া

নারত্নপাণির্নাস্নাতো নোপহতবাসা না-জপিত্বা নাহুত্বা দেবতাভ্যো ানিরূপ্য পিতৃভ্যো নাদত্ত্বা গুরুভ্যো নাতিথিভ্যো নোপাসিতেভ্যো নাপুণ্যগন্ধো নামালী না-প্রক্ষালিতপাণিপাদবদনো নাশুদ্ধমুখো নোদঙ্মুখো ন বিমনা ভক্তাশিষ্টাশুচিক্ষুধিতপরিচরো। ন পাত্রীষ্বমেধ্যাসু নাদেশে নাকালে নাকীর্ণে নাদত্ত্বাগ্রামগ্নয়ে নাপ্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈর্ন মন্ত্রৈরনভিমন্ত্রিতং ন কুৎসয়ন ন কুৎসিতং ন প্রতিকূলোপহিতমন্নমাদদীত। ন পর্য্যুষিতমন্যত্র মাংসহরিতকশুষ্কশাকফলভক্ষেভ্যঃ॥ ১৬ নাশেষভুক্ স্যাদন্যত্র দধিমধুলবণশক্তুসর্পির্ভ্যঃ ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত। ন শক্তূনেকান-শ্নীয়াৎ। ন নিশি ন ভুক্ত্বা ন বহূন্ ন দ্বির্নোদকান্তরিতান্॥ ১৮

নাচ্ছিত্বা দ্বিজৈর্ভক্ষয়েৎ। নানৃজুঃ ক্ষুয়ান্নাদ্যান্ন শয়ীত। ন বেগিতোঽন্যকার্য্যঃ স্যাৎ। ন বায়্বগ্নিসলিল-সোমার্কদ্বিজ-গুরু-প্রতিমুখং নিষ্ঠীবিকাবর্চোমূত্রাণ্যুৎসৃজেৎ। ন পন্থানমবমূত্রয়েৎ। ন জনবতি নান্নকালে ন জপহোমাধ্যয়ন-বলিমঙ্গল-ক্রিয়াসু শ্লেষ্ম-শিঙ্ঘাণকে মুঞ্চেৎ। ন স্ত্রিয়মবজানীত, নাতিবিশ্রম্ভয়েৎ, ন গুহ্যমনুশ্রাবয়েৎ, নাধিকুর্য্যাৎ। ন রজস্বলাং নাতুরাং নামেধ্যাং নাশস্তাং নানিষ্টরূপাচারোপচারাং নাদক্ষাং নাকামাং নান্যকামাং নান্যস্ত্রিয়ং নান্যযোনিং নাযানৌ ন চৈত্য-চত্বর-চতুষ্পথোপবনশ্মশানাঘ-

---

গমন করিবে। ১৫। হস্তে রত্ন ধারণ না করিয়া, অস্নাত হইয়া, বস্ত্রত্যাগ না করিয়া, জপ না করিয়া, হোম না করিয়া, দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া, পিতৃ গুরু অতিথি ও উপাসিতদিগকে দান না করিয়া, পবিত্র গন্ধদ্রব্য ও মাল্য পরিধান না করিয়া, পাণি পাদ ও বদন প্রক্ষালন না করিয়া, শুদ্ধমুখ ও উত্তরমুখ না হইয়া ভক্ষণ করিবে, না। অপমানিত, অভক্ত, অশিষ্ট, অশুচি ও ক্ষুধিত পরিচরের সমীপস্থ হইয়া, অমেধ্য ভোজনপাত্রে, অকালে, অস্থানে, আপণ প্রভৃতি জনপূর্ণ স্থানে ভোজন করিবে না। অগ্নিকে ভোজনাগ্রভাগ না দিয়া, অন্নকে প্রোক্ষণজল দ্বারা প্রোক্ষিত ও মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত না করিয়া ভোজন করিবে না। উপস্থিত অন্নকে কুৎসা করিবে না, (মন্দ হইয়াছে বলিয়াছে বলিবে না), পরন্তু অকুৎসিত অন্ন ভোজন করিবে। শত্রুর আনীত অন্ন ভোজন করিবে না। শুষ্ক বা বাসী অন্ন সেবন করিবে না। তবে বাসী মাংস, বাসী হরীতক (২৭ অঃ দেখ), শুষ্কশাক (কখন কখন) ভক্ষণ করা যাইতে পারে। ১৬। দধি, মধু, লবণ, শক্তু ও ঘৃত ভিন্ন অন্য বস্তুর কিঞ্চিৎ শেষ রাখিয়া ভোজন করিবে। ১৭। রাত্রে দধি ভোজন করিবে না। দিবসে কেবল ছাতু খাইয়া থাকিবে না। রাত্রে ছাতু খাইবে না। ভোজনের পর ছাতু খাইবে না। অনেক ছাতু খাইবে না। দুইবার ছাতু খাইবে না। জল না দিয়া ছাতু খাইবে না। ১৮। দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ না করিয়া ভোজন করিবে না। শরীর বক্রভাবে রাখিয়া হাঁচিবে না বা ভোজন করিবে না বা শয়ন করিবে না। মলাদির বেগ হইলে মলাদি পরিত্যাগ না করিয়া অন্য কার্য্য করিবে না। বায়ু, অগ্নি, সলিল, চন্দ্র, সূর্য্য, দ্বিজ ও গুরুর প্রতি সম্মুখ হইয়া থুৎকার, বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবে না। পথে প্রস্রাব করিবে না। জনস্থানে, ভোজনকালে এবং জপ হোম-অধ্যয়ন-বলি ও মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান কালে কফ ও শিঙ্নী পরিত্যাগ করিবে না। স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিবে না, অতি বিশ্বাসও করিবে না, গোপনীয় পরামর্শও শুনাইবে না। স্ত্রীকে অধিকারিণী করিবে না। রজস্বলা, আতুরা, অপবিত্রা, অপ্রশস্তা, অনভিলষিতরূপা, অনভিলষিতাচারা, অনভিলষিতসেবা, অদক্ষা, অকামা ও অন্যকামা স্ত্রীতে গমন করিবে না। পরস্ত্রীতে গমন করিবে না; অন্যযোনিতে

তন-সলিলৌষধিদ্বিজগুরু-সুরালয়েষু ন সন্ধ্যয়োর্নাহিথিষু নাশুচির্ন জগ্ধভেষজো নাপ্রণীতসঙ্কল্পো নানুপস্থিতপ্রহর্ষো নাভুক্তবান্ নাত্যশিতো ন বিষমস্থো ন মূত্রোচ্চারপীড়িতো ন শ্রমব্যায়ামোপবাসক্লমাভিহতো নারহসি ব্যবায়ং গচ্ছেৎ ॥ ১৯ ॥

ন সতো ন গুরূন্ পরিবদেৎ। নাশুচিরভিচার-কর্ম্মচৈত্য-পূজ্য-পূজাধ্যয়নমভিনির্ব্বর্ত্তয়েৎ। ন বিদ্যুৎস্বনার্ত্তবীষু নাভ্যুদিতাসু দিক্ষু নাগ্নিসংপ্লবে ন ভূমিকম্পে ন মহোৎসবে নোল্কাপাতে ন মহাগ্রহোপগমনে ন নষ্টচন্দ্রায়াং তিথৌ ন সন্ধ্যয়োর্নামুখাদ্‌গুরোর্নাবপতিতমতিমাত্রং নাত্যন্তস্বরং ন বিস্বরং নানবস্থিতপদং নাতিদ্রুতং ন বিলম্বিতং নাতিক্লৈবং নাত্যুচ্চৈর্নাতিনীচৈঃ স্বরৈরধ্যয়ন-মভ্যসেৎ। নাতিসময়ং জহ্যাৎ। ন নিয়মং ভিন্দ্যাৎ ॥ ২০ ॥

ন নক্তং নাদেশে চরেৎ। ন সন্ধ্যাস্বভ্যবহারাধ্যয়ন-স্ত্রীস্বপ্নসেবী স্যাৎ। ন বালবৃদ্ধলুব্ধমূর্খক্লিষ্টক্লীবৈঃ সহ সখ্যং কুর্য্যাৎ। ন মদ্যদ্যূতবেশ্যাপ্রসঙ্গরুচিঃ স্যাৎ। ন গুহ্যং বিবৃণুয়াৎ। ন কঞ্চিদবজানীয়াৎ। নাহম্মানী স্যাৎ। নাদক্ষো নাদক্ষিণো নাসূয়কো ন ব্রাহ্মণান্ পরিবদেৎ। ন গবাং দণ্ডমুদ্যচ্ছেৎ। ন বৃদ্ধান্ ন গুরূন্ ন গণান্ ন নৃপান্ বাধিক্ষিপেন্ন চাতিক্রয়াৎ। ন বান্ধবানুরক্তকৃচ্ছ্রদ্বিতীয়গুহ্যজ্ঞান্ বহিষ্কুর্য্যাৎ ॥ ২১ ॥

নাধীরো নাত্যুচ্ছ্রিতসত্ত্বঃ স্যাৎ। নাভৃতভৃত্যো নাবিশ্রব্ধস্বজনো নৈকঃ সুখী ন দুঃখশীলাচারোপচারো ন সর্ব্ববিশ্রম্ভী ন সর্ব্বা-

(পশুযোনিতে) গমন করিবে না। যোনিভিন্ন স্থানে গমন করিবে না। চৈত্যস্থানে, চত্বরে, চতুষ্পথে, উপবনে, শ্মশানে, বধ্যস্থানে, সলিলে ও ওষধিস্থানে এবং দ্বিজ-গুরু-সুরালয়ে, প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে স্ত্রীগমন করিবে না। নিষিদ্ধ তিথিতে, অশুচি অবস্থায়, ঔষধসেবনান্তে, উৎকণ্ঠিত অবস্থায়, অপ্রহৃষ্ট অবস্থায়, অভুক্ত অবস্থায়, অতিভুক্ত অবস্থায় স্ত্রীগমন করিবে না। বিষমভাবে স্থিত হইয়া, মূত্র ও মলবেগে পীড়িত হইয়া এবং শ্রমব্যায়াম উপবাস ও ক্লান্তি দ্বারা অবসন্ন হইয়া কিংবা প্রকাশ্য স্থানে স্ত্রীসংসর্গ করিবে না। ১৯। সাধু ও গুরুদিগের নিন্দা করিবে না। অশুচি হইয়া অভিচারকর্ম্ম, চৈত্যপূজা, পূজ্যপূজা ও অধ্যয়ন করিবে না। অকালে বিদ্যুৎ হইলে, অভ্যুদিত-দিগ্বিভাগে, অগ্নিবিপ্লবসংসৃষ্ট স্থানে, ভূমিকম্পকালে, মহোৎসবকালে, উল্কাপাতকালে, সূর্য্যগ্রহণকালে, নষ্টচন্দ্রতিথিতে, প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে এবং গুরু ভিন্ন অন্যের মুখে পাঠ লইয়া অধ্যয়ন করিবে না। অতিমাত্র দ্রুতবেগে, অত্যন্তস্বরে, বিস্বরে, অনবস্থিতপদে, অতিদ্রুত, বিলম্বিত, অতি দুর্ব্বল, অতি উচ্চৈঃস্বরে ও অতি নীচস্বরে অধ্যয়ন করিবে না। অধিক সময় পরিহার করিবে না (অর্থাৎ 'গয়ংগচ্ছ' করিবে না)। নিয়ম ভঙ্গ করিবে না। ২০। রাত্রিকালে অপরিচিত স্থানে বিচরণ করিবে না। সন্ধ্যাকালে আহার, অধ্যয়ন, স্ত্রী ও নিদ্রাসেবন করিবে না। বালক, বৃদ্ধ, লুব্ধ, মূর্খ, ক্লিষ্ট ও ক্লীবদিগের সহিত সখ্য করিবে না। মদ্য, দ্যূত বা বেশ্যার সঙ্গ বা রুচি করিবে না। গুহ্যকথা প্রকাশ করিবে না। কাহাকেও অবমাননা করিবে না। অহংমানী হইবে না। অদক্ষ, অদাতা ও অসূয়াবান্ হইবে না। ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিবে না। গোদিগের প্রতি দণ্ডোত্তোলন করিবে না। বৃদ্ধ, গুরু, দলস্থ ও নৃপদিগকে ভর্ৎসনা করিবে না বা তাঁহাদের সম্মুখে অধিক কথা বলিবে না। বান্ধবদিগকে, অনুরক্তদিগকে, কষ্টের সময় সাহায্যকারীদিগকে ও রহস্যজ্ঞদিগকে বহিষ্কৃত করিবে না। ২১। অধীর কিংবা উদ্ধত হইবে না। ভৃত্যদিগকে বেতন দিবে। অবিশ্বস্ত হইবে না। স্বজনের সহিত বাস করিবে। একাকী সুখভোগ করিবে না (অর্থাৎ অপরকে

ভিশঙ্কী ন সর্ব্বকালবিচারী ন কার্য্যকালমতি-পাতয়েৎ। নাপরীক্ষিত-মভিনিবিশেৎ। নেন্দ্রিয়বশগঃ স্যাৎ॥ ২২

ন চঞ্চলং মনোঽনুভ্রাময়েৎ। ন বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামতিভারমাদধ্যাৎ ন চাতিদীর্ঘসূত্রী স্যাৎ। ন ক্রোধহর্ষাবনুবিদধীত। ন শোকমনুবশেৎ। ন সিদ্ধাবৌৎসুক্যং গচ্ছেৎ। নাসিদ্ধৌ দৈন্যম্। প্রকৃতিমভীক্ষ্ণং স্মরেৎ। হেতুপ্রভাবনিশ্চিতঃ স্যাৎ। হেত্বারম্ভনিত্যশ্চ। ন কৃতমিত্যাশ্বসেৎ। ন বীর্য্যং জহ্যাৎ। নাপবাদমনুস্মরেৎ॥ ২৩

নাশুচিরুত্তমাজ্যাক্ষততিল-কুশসর্ষপৈরগ্নিং জুহুয়াৎ। নাত্মন আশীর্ভিরশাসনঃ। অগ্নির্মে নাপগচ্ছেচ্ছরীরাদ্বায়ুর্মে প্রাণানাদধাতু। বিষ্ণুর্মে বলমাদধাতু। ইন্দ্রো মে বীর্য্যম্। শিবা মাং প্রবিশন্ত্বাপম্। আপো হিষ্ঠেত্যপঃ স্পৃশেৎ। দ্বিঃ পরিমৃজ্যোষ্ঠৌ পাদৌ চাভ্যুক্ষ্য মূর্দ্ধনি খানি চোপস্পৃশেদদ্ভিরাত্মানং হৃদয়ং শিরশ্চ ব্রহ্মচর্য্যজ্ঞানদানমৈত্রী কারুণ্যহর্ষকৃত্যা প্রশমপরঃ স্যাদিতি। ২৪

অত্র শ্লোকাঃ।

পঞ্চপঞ্চকমুদ্দিষ্টং মনো হেতুচতুষ্টয়ম্।
ইন্দ্রিয়োপক্রমেঽধ্যায়ে সদ্বৃত্তমখিলেন চ।
স্বস্থবৃত্তং যথোদ্দিষ্টং যঃ সম্যগনুতিষ্ঠতি।
স সমাঃ শতমব্যাধিরায়ুষা ন বিযুচ্যতে॥
নৃলোকমাপূরয়তে যশসা সাধুসম্মতঃ।
ধর্ম্মাত্মা চৈতি ভূতানাং বন্ধুতামুপগচ্ছতি॥

সুখ ও ভোগের ভাগ দিবে)। দুঃখজনক আচরণ বা শুশ্রূষা করিবে না। যাহাকে-তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। যাহাকে-তাহাকে আশঙ্কা করিবে না। পদে পদে বিচার করিয়া চলিবে না। কার্য্যকাল অতিবাহিত করিবে না। অপরীক্ষিত ব্যক্তির প্রতি নির্ভর করিবে না। ইন্দ্রিয়ের বশ হইবে না। ২২। চঞ্চল মনকে আর অধিক চঞ্চল করিবে না। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়দিগকে অধিক ভারগ্রস্ত করিবে না। অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী হইবে না। ক্রোধ ও হর্ষ হইলেই তদনুসারে কার্য্য করিবে না। শোকের বশীভূত হইবে না। কার্য্য সফল হইলে অত্যুৎসাহ প্রাপ্ত হইবে না। আর কার্য্য সফল না হইলে দীনতা প্রাপ্ত হইবে না। সর্ব্বদা প্রকৃতির অনুসরণ করিবে। কারণের যে কার্য্যকারিতা আছেই, তাহা নিশ্চয় জানিবে। কারণ ও উদ্যোগ সর্ব্বদাই ঘটাইবে (অর্থাৎ উন্নতির কারণ আপনা হইতে আসে না, আর উদ্যোগের বিষয় না থাকিলে উদ্যোগের অবসর হয় না, অতএব নিজের উন্নতির কারণ ও উদ্যোগ নিজেই ঘটাইতে হয়)। যাহা করিবার ছিল, তাহা করা হইয়াছে, আর কিছুই করিবার নাই, এরূপ ভাবিয়া নিশ্চন্ত হইবে না। ক্ষমতা পরিত্যাগ করিবে না। গালি স্মরণ করিবে না। ২৩। শুচি হইয়া উৎকৃষ্ট ঘৃত, অক্ষত, তিল, কুশ ও সর্ষপ দ্বারা অগ্নিকে হোম করিবে। হোমের পর আত্মাকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিবে ;—"অগ্নি আমার শরীর হইতে অপগত না হউন। বায়ু আমার প্রাণাধান করুন। বিষ্ণু আমার বলাধান করুন, ইন্দ্র আমার বীর্য্যাধান করুন। মাঙ্গল্য জল আমার শরীরে আবির্ভূত হউক।" "আপো হিষ্ঠ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জল স্পর্শ করিবে। দুইবার, ওষ্ঠদ্বয়, পাদদ্বয় ও মূর্দ্ধস্থ দ্বার সকল পরিমার্জ্জন করিয়া জল দ্বারা শরীর, হৃদয় ও মস্তক স্নাত করিবে। ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞানদান, মৈত্রী, কারুণ্য ও হর্ষোৎপাদন দ্বারা শান্তি-পরায়ণ হইবে। ২৪। এই অধ্যায়ের সূচী, যথা ;—এই ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়-পঞ্চপঞ্চক, মন, হেতু-চতুষ্টয় এবং সম্পূর্ণরূপে সদ্বৃত্ত সমুদয় বর্ণনা করা হইল। স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সকল যেরূপ যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল, যিনি সেই সকল উপায় সম্যক্ অনুসরণ করিবেন, তিনি অব্যাধি হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিবেন। তিনি সাধুদিগের সম্মত হইয়া যশ

পরান্ সুকৃতিনো লোকান্ পুণ্যকর্ম্মা প্রপদ্যতে
তস্মাদ্‌বৃত্তমনুষ্ঠেয়মিদং সর্ব্বেণ সর্ব্বদা ॥
যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্যাদনুক্তমিহ পূজিতম্।
বৃত্তং তদপি চাত্রেয়ঃ সদৈবাভ্যনুমন্যতে ॥ ২৫
ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়ো
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

দ্বারা নরলোক পূর্ণ করিবেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা হইবেন এবং সর্ব্বভূতের বন্ধুতা লাভ করিবেন। সেই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি উৎকৃষ্ট পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবেন। অতএব এইরূপ সদ্‌বৃত্ত সকলেই সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করুন। আরও যাহা কিছু সদনুষ্ঠান এই অধ্যায়ে না বর্ণিত হইয়া থাকিবে, আত্রেয় ঋষি তাহারও অনুমোদন করেন। ২৫।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

খুড্ডাকচতুষ্পাদঃ।

অথাতঃ খুড্ডাকচতুষ্পাদমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
ভিষগ্‌দ্রব্যাণ্যুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্।
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশান্তয়ে ॥ ২
বিকারো ধাতুবৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে।
সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেব চ ॥ ৩
চতুর্ণাং ভিষগাদীনাং শস্তানাং ধাতুবৈকৃতে।
প্রবৃত্তির্ধাতুসাম্যার্থা চিকিৎসেত্যভিধীয়তে ॥ ৪
শ্রুতে পর্য্যবদাতত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা।
দাক্ষ্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্ ॥
বহুতা তত্র যোগ্যত্বমনেকবিধকল্পনা।
সম্পচ্চেতি চতুর্থোঽয়ং দ্রব্যাণাং গুণ উচ্যতে
উপচারজ্ঞতা দাক্ষ্যমনুরাগশ্চ ভর্ত্তরি।
শৌচঞ্চেতি চতুর্থোঽয়ং গুণঃ পরিচরে জনে ॥ ৭
স্মৃতির্নিদেশকারিত্বমভীরুত্বমথাপি চ।
জ্ঞাপকত্বঞ্চ রোগাণামাতুরস্য গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮
কারণং ষোড়শগুণং সিদ্ধৌ পাদচতুষ্টয়ম্।
বিজ্ঞাতা শাসিতা যোক্তা প্রধানং ভিষগত্র তু ॥৯
পক্তৌ হি কারণং পক্তুর্যথা পাত্রেন্ধনানলাঃ।
বিজেতুর্বিজয়ে ভূমিশ্চমুঃ প্রহরণানি চ ॥

নবম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা খুড্ডাক-চতুষ্পাদ নামক অধ্যায় বর্ণনা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন [খুড্ডাক শব্দের অর্থ স্বল্প]। ১। বৈদ্য, ঔষধ, পরিচারক ও রোগী; চিকিৎসার এই চারিটী পাদ। এই চতুষ্পাদ যথোপযুক্ত গুণসম্পন্ন হইলে রোগশান্তির পক্ষে কারণ হইয়া থাকে। ২। বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্যকে রোগ এবং সমতাকে স্বাস্থ্য কহে। আরোগ্যের নাম সুখ এবং রোগের নাম দুঃখ। ৩। ভিষক্ প্রভৃতি চতুষ্পাদ প্রশস্ত হইলে বিকৃত দোষদিগের সমতাসম্পাদন করিবার জন্য তাহাদের যে প্রবর্ত্তন বা গতি হয়, সেই প্রবর্ত্তনের নাম চিকিৎসা। ৪। শাস্ত্রপারগতা, বহুদর্শিতা, দক্ষতা ও শুচিতা; বৈদ্যের এই চারিটী গুণ। ৫। বহুতা, যোগ্যতা, বহুবিধরূপে যোগবিয়োগপূর্ব্বক কল্পনা এবং কীটাদিহীনতা; ঔষধের এই চারিটী গুণ। ৬। শুশ্রূষা-কার্য্যে অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য, প্রভুভক্তি ও শৌচ; এই চারিটী পরিচারকের গুণ হয়। ৭। কথা সকল মনে করিয়া রাখা, আজ্ঞা প্রতিপালন করা, ভয় না পাওয়া এবং রোগের স্বরূপ জ্ঞাপন করা, রোগীর এই চারিটী গুণ। ৮। ভিষক্‌প্রভৃতি পদেচতুষ্টয় এই ষোলটী গুণসম্পন্ন হইলে রোগারোগ্যের পক্ষে কারণস্বরূপ হয়। এস্থলে বিজ্ঞাতা, উপদেশক ও নেতা বলিয়া বৈদ্যকেই প্রধান বলা যায়। ৯ পাচক, রন্ধনপাত্র, কাষ্ঠ ও অগ্নি পাককার্য্যের কারণস্বরূপ হইলেও সে স্থলে পাচকেরই প্রাধান্য এবং জেতা, ভূমি, সৈন্য ও অস্ত্র

আতুরাদ্যাস্তথা সিদ্ধৌ পাদাঃ কারণসংজ্ঞিতাঃ
বৈদ্যস্তাত্রশ্চিকিৎসায়াং প্রধানং কারণং ভিষক্
মৃদ্দণ্ডচক্রসূত্রাদ্যাঃ কুম্ভকারাদৃতে যথা।
নাবহন্তি গুণং বৈদ্যাদৃতে পাদত্রয়ং তথা॥ ১১
গন্ধর্ব্বপুরবন্নাশং যদ্বিকারাঃ সুদারুণাঃ।
যান্তি যচ্চেতরে বৃদ্ধিমাশূপায়প্রতীক্ষিণঃ।
সতি পাদত্রয়ে জ্ঞে হজ্ঞো ভিষগেবাত্র কারণম্
বরমাত্মা হতোঽজ্ঞেন ন চিকিৎসা প্রবর্ত্তিতা॥১৩
পাণিচারাদ্ যথাচক্ষুরজ্ঞানাদ্ভীতভীতবৎ।
নৌর্ম্মারুতবশেবাজ্ঞো ভিষক্ চরতি কর্ম্মসু। ১৪
যদৃচ্ছয়া সমাপন্নমুত্তার্য্য নিয়তায়ুষম্।
ভিষঙ্মানী নিহন্ত্যাশু শতান্যনিয়তায়ুষাম্॥ ১৫
তস্মাচ্ছাস্ত্রেঽর্থবিজ্ঞানে প্রবৃত্তৌ কর্ম্মদর্শনে।
ভিষক্চতুষ্টয়ে যুক্তঃ প্রাণাভিসর উচ্যতে॥ ১৬
হেতৌ লিঙ্গে প্রশমনে রোগাণামপুনর্ভবে।
জ্ঞানং চতুর্ব্বিধং যস্য স রাজার্হো ভিষক্তমঃ॥১৭
শস্ত্রং শাস্ত্রাণি সলিলং গুণদোষপ্রবৃত্তয়ে।
পাত্রাপেক্ষীণ্যতঃ প্রজ্ঞাং চিকিৎসার্থং
বিশোধয়েৎ॥১৮
বিদ্যা বিতর্কো বিজ্ঞানং স্মৃতিস্তৎপরতা ক্রিয়া।
যস্যৈতে ষড়্‌গুণাস্তস্য ন সাধ্যমতিবর্ত্ততে॥ ১৯
বিদ্যা মতিঃ কর্ম্মদৃষ্টিরভ্যাসঃ সিদ্ধিরাশ্রয়ঃ।
বৈদ্যশব্দাভিনিষ্পত্তাবলমেকৈকমপ্যতঃ ২০
যস্য ত্বেতে গুণাঃ সর্ব্বে সন্তি বিদ্যাদয়ঃ শুভাঃ
স বৈদ্যশব্দং সদ্ভূতমর্হন্ প্রাণসুখপ্রদঃ॥ ২১
শাস্ত্রং জ্যোতিঃপ্রকাশার্থং দর্শনং বুদ্ধিরাত্মনঃ
তাভ্যাং ভিষক্ সুযুক্তাভ্যাং চিকিৎসন্
নাপরাধ্যতি॥ ২২

বিজয়কার্য্যের কারণস্বরূপ হইলেও সে স্থলে জেতারই প্রাধান্য। সেইরূপ আরোগ্য সম্বন্ধে রোগী, পরিচারক, ঔষধ ও বৈদ্য কারণস্বরূপ হইলেও সে স্থলে বৈদ্যই প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য। ১০। কুম্ভকার ব্যতিরেকে যেরূপ মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র ও সূত্রাদি ঘটনির্ম্মাণপক্ষে কার্য্যকর হয় না, বৈদ্য ব্যতিরেকে সেইরূপ অন্য পাদত্রয় চিকিৎসাপক্ষে উপযোগী হয় না। ১১। চিকিৎসার অন্য পাদত্রয় বর্ত্তমানেও যে রোগ সকল ইন্দ্রজালের ন্যায় সহসা নিবৃত্ত অথবা উপায়াভাবে সহসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তৎপক্ষে অভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ বৈদ্যই কারণ। ১২। বরং আত্মা হত হওয়া ভাল, তথাপি অজ্ঞের হাতে চিকিৎসা করাইবে না। ১৩। যেমন অচক্ষুঃ ব্যক্তি অতি ভীতের ন্যায় হস্তসঞ্চালনপূর্ব্বক বিচরণ করে, যেমন বায়ুবশা নৌকা বিভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করে, কার্য্যকালে অজ্ঞ ভিষক্ও সেইরূপ ব্যাকুলভাবে আচরণ করিয়া থাকে। ১৪। অনভিজ্ঞ বৈদ্য হয় ত কোন আয়ুষ্মান্ ব্যক্তিকে দৈবাৎ রোগমুক্ত করিয়া, "আমি বৈদ্য হইয়াছি" এইরূপ অভিমানে শত শত ক্ষীণায়ু ব্যক্তির প্রাণনাশ করিতে পারে। ১৫ যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রের মর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং ঔষধদিগের প্রবৃত্তি উপলব্ধি ও বৈদ্যদিগের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়াছেন, সেই ভিষক্ প্রাণদাতা বলিয়া অভিহিত হন। ১৬। রোগের কারণ, লক্ষণ ও শান্তির উপায় এবং রোগের অনুৎপত্তি পক্ষে যে সকল উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, যিনি সেই চারি বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনিই রাজযোগ্য চিকিৎসক। ১৭। শস্ত্র, শাস্ত্র ও সলিল গুণদোষসম্বন্ধে আধার অপেক্ষা করে। তন্মধ্যে শাস্ত্রের আধার বুদ্ধি। সেই বুদ্ধির মার্জ্জনা করা চিকিৎসকের নিতান্ত আবশ্যক। ১৮। যাঁহার বিদ্যা, যুক্তি, বিজ্ঞান, স্মৃতি, তৎপরতা এবং ক্রিয়া এই ছয়টী গুণ আছে, তাঁহার সাধ্য অতিক্রান্ত হয় না (অর্থাৎ তাঁহার অসাধ্য নাই)। ১৯। বিদ্যা, বুদ্ধি, বহুদর্শন, অভ্যাস, সিদ্ধি ও আশ্রয়; ইহাদের প্রত্যেকটীই বৈদ্যশব্দের ব্যুৎপাদনে কার্য্যকর, (অর্থাৎ যাঁহার ঐ কয়েকটী গুণের একটীরও অভাব নাই, তাঁহার নাম বৈদ্য)। ২০। যাঁহার এই সমস্ত বিদ্যাদি গুণ আছে, তিনিই বৈদ্যনামের উপযুক্ত এবং প্রাণসুখদ। ২১। শাস্ত্র জ্যোতিঃস্বরূপ। ইহা দ্বারা সর্ব্ববস্তুর প্রয়োগ

চিকিৎসিতে ত্রয়ঃ পাদা যস্মাদ্বৈদ্যব্যপাশ্রয়াঃ।
তস্মাৎ প্রযত্নমাতিষ্ঠেদ্ভিষক্ স্বগুণসম্পদি॥ ২৩
মৈত্রী কারুণ্যমার্ত্তেষু শক্যে প্রীতিরুপেক্ষণম্
প্রকৃতিস্থেষু ভূতেষু বৈদ্যবৃত্তিশ্চতুর্ব্বিধা॥ ২৪
তত্র শ্লোকৌ
ভিষগ্জিতং চতুষ্পাদং পাদঃ পাদশ্চতুর্গুণঃ
ভিষক্প্রধানং পাদেভ্যো যস্মাদ্বৈদ্যশ্চতুর্গুণঃ॥
জ্ঞানানি বুদ্ধির্ব্রাহ্মী চ ভিষজাং যা চতুর্ব্বিধা।
সর্ব্বমেতচ্চতুষ্পাদে খুড্ডাকে সম্প্রকাশিতম্

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে খুড্ডাকচতুষ্পাদো নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

হয়। আর আপনার বুদ্ধি দর্পণস্বরূপ অতএব যিনি শাস্ত্র ও বুদ্ধি মিলাইয়া চিকিৎসা করেন, তাঁহাকে দোষী হইতে হয় না। ২২। যেহেতু চিকিৎসার পাদত্রয় (রোগী, পরিচারক ও ঔষধ) বৈদ্যের অধীন, অতএব বৈদ্য আত্মগুণসমূহের উৎকর্ষসাধনে প্রযত্ন করিবেন। ২৩। রোগীদিগের প্রতি মৈত্রী ও কারুণ্য, উৎসাহসহকারে সাধ্যরোগীদিগের চিকিৎসা এবং সুস্থশরীরী জীবদিগের প্রতি ঔষধ প্রয়োগ উপেক্ষা করা; বৈদ্যের এই চারি প্রকার বৃত্তি (কর্ত্তব্য)। ২৪। এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—চিকিৎসার চতুষ্পাদ, প্রত্যেক পাদ চারিগুণ বিশিষ্ট, চতুষ্পাদের মধ্যে ভিষক্ চারিগুণ বিশিষ্ট বলিয়া প্রধান, ভিষক্দিগের জ্ঞান ও চারি প্রকার ব্রাহ্মী বুদ্ধি—এই সমস্ত এই খুড্ডাকচতুষ্পাদে বর্ণিত হইল। ২৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

মহাচতুষ্পাদঃ।

অথাতো মহাচতুষ্পাদমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

চতুষ্পাদং ষোড়শকলং ভেষজমিতি ভিষজো ভাষন্তে। যদুক্তং পূর্ব্বাধ্যায়ে ষোড়শগুণমিতি তদ্ভেষজম্। যুক্তিযুক্তমলমারোগ্যায়েতি ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ॥ ২

নেতি মৈত্রেয়ঃ। কিং কারণং দৃশ্যন্তে হ্যাতুরাঃ কেচিদুপকরণবন্তশ্চ পরিচারক-সম্পন্নাশ্চাত্মবন্তশ্চ কুশলৈশ্চ ভিষগ্ভিরনুষ্ঠিতাঃ সমুত্তিষ্ঠমানাস্তথা যুক্তাশ্চাপরে ম্রিয়মাণাস্তস্মাদ্ভেষজমকিঞ্চিৎকরং ভবতি॥ ৩

তদ্ যথা—

শ্বভ্রে সরসি চ প্রসিক্তমল্পমুদকম্। নদ্যাং স্যন্দমানায়াং পাংশুধানে পাংশুমুষ্টিপ্রকীর্ণ

দশম অধ্যায়

অনন্তর আমরা মহাচতুষ্পাদ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। বৈদ্যেরা কহেন যে, ষোড়শগুণযুক্ত চতুষ্পাদই ভেষজ। এই ষোড়শ গুণ পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। উহা যুক্তিযুক্ত হইলে আরোগ্যের পক্ষে যথেষ্ট হয়, ইহাই ভগবান্ পুনর্ব্বসু কহিলেন। ২। মৈত্রেয় কহিলেন যে, তাহা হইতে পারে না। যদি এইরূপই হয়, তবে কি কারণে দেখা যায় যে, কতকগুলি রোগী বিশিষ্ট উপকরণ-সম্পন্ন, বিশিষ্ট-পরিচারক-সম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ ও কুশল বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিতেছে, আবার অপরেরা সেইরূপ সম্পন্ন হইয়াও মরিতেছে। ৩। যেমন প্রকাণ্ড গহ্বরে বা সরোবরে অল্পপরিমাণে জল নিক্ষিপ্ত হইলে বা স্রোতস্বতী নদীতে বা পাংশুরাশিতে অল্প পরিমাণে পাংশুমুষ্টি

ইতি। তথাপরে দৃশ্যন্তে অনুপকরণাশ্চাপরিচারকাশ্চানাত্মবন্তশ্চাকুশলৈশ্চ ভিষগ্‌ভিরনুষ্ঠিতাঃ সমুত্তিষ্ঠমানাঃ। তথা যুক্তা ম্রিয়মাণাশ্চাপরে যতশ্চ প্রতিকুর্ব্বন্ সিধ্যতি প্রতিকুর্ব্বন্ ম্রিয়তে অপ্রতিকুর্ব্বন্ সিধ্যতি অপ্রতিকুর্ব্বন ম্রিয়তে,ততশ্চিন্ত্যতে ভেষজমভেষজেনাবিশিষ্টমিতি। ৪

মৈত্রেয় মিথ্যা চিন্ত্যত ইত্যাত্রেয়ঃ। কিংকারণং যে হ্যাতুরাঃ ষোড়শগুণসমুদিতেনানেন ভেষজেনোপপদ্যমানা ইত্যুক্তং তদনুপপন্নম্। ন হি ভেষজসাধ্যানাং ব্যাধীনাং ভেষজমকরণং ভবতি। যে পুনরাতুরাঃ কেবলাদ্ভেষজাদৃতে সমুত্তিষ্ঠন্তে, ন তেষাং সম্পূর্ণভেষজোপপাদনায় সমুত্থানবিশেষোঽস্তি যথা হি পতিতং পুরুষং সমর্থমুত্থানায়োত্থাপয়ন্ পুরুষো বলমাপ্যাপাদধ্যাৎ। স চ ক্ষিপ্রতরমপরিক্লিষ্ট এবোত্তিষ্ঠেৎ। তদ্বৎ সম্পূর্ণভেষজোপলম্ভাদাতুরাঃ। যে চাতুরাঃ কেবলাদ্ভেষজাদপি ম্রিয়ন্তে, ন চ সর্ব্ব এব তে ভেষজোপপন্নাঃ সমুত্তিষ্ঠেরন্, ন হি সর্ব্বে ব্যাধয়ো ভবন্ত্যুপায়সাধ্যাঃ॥ ৫

ন চোপায়সাধ্যানাং ব্যাধীনামনুপায়েন সিদ্ধিরস্তি, ন চাসাধ্যানাং ব্যাধীনাং ভেষজসমুদায়োঽস্তি, ন হ্যলং জ্ঞানবান্ ভিষঙ্মুমূর্ষুমাতুরমুত্থাপয়িতুম্। পরীক্ষ্যকারিণো হি কুশলা ভবন্তি। যথা হি যোগজ্ঞোঽভ্যাসনিত্য ইষ্বাসো ধনুরাদায়েষুমপাস্যন্ নাতিবিপ্রকৃষ্টে নাতিকাযেনাপরাধো ভবতি, সম্পাদয়তি চেষ্টকার্য্যম্; তথা ভিষক্ স্বগুণসম্পন্ন উপকরণবান্ বীক্ষ্য কর্ম্ম রভমাণঃ সাধ্য-

প্রকীর্ণ হইলে তাহা ধর্ত্তব্য হয় না, সেইরূপ এই অসংখ্য মরণের মধ্যে দুই চারিটা আরোগ্য ধর্ত্তব্য হয় না। আরও দেখা যায় যে, অনেকে উপকরণসম্পন্ন, পরিচারক-সম্পন্ন, নির্ব্বোধ হইয়াও এবং অকুশল ভিষক্‌দিগের কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়াও আরোগ্য লাভ করিতেছে। আবার সেইরূপ হইয়াও অন্যেরা মরিয়া যাইতেছে। যেহেতু কেহ বা প্রতীকার করিয়াও সফলও হইতেছে, কেহ বা প্রতীকার করিয়াও মরিতেছে, কেহ বা প্রতীকার না করিয়াও সফল হইতেছে, কেহ বা প্রতীকার না করিয়াও মরিতেছে, অতএব ভেষজও অভেষজ তুল্য হইতেছে (অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগ করা না করা সমান)। ৪। আত্রেয় কহিলেন, মৈত্রেয়! তুমি বৃথা চিন্তা করিতেছ! যদিও আতুরেরা "কখন কখন ষোড়শ গুণবিশিষ্ট ভেষজযোগে সম্পন্ন হইয়াও" ইত্যাদি বলিতেছে, কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। ভেষজসাধ্য ব্যাধিগণের পক্ষে ভেষজ নিষ্ফল হয় না। আর রোগীরা কখন কখন ভেষজ ব্যতিরেকেও আরোগ্যলাভ করে বলিয়াই তাহাদের আরোগ্যলাভ সাধারণতঃ ভেষজযোজনার পক্ষে বিশেষ বাধক হইতেছে না। পতিত পুরুষ স্বয়ং উত্থানে সমর্থ হইলেও তাহাকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার সামর্থ্যবৃদ্ধিই করা হয়। তাহাতে সেই পতিত পুরুষ আক্লিষ্টভাবে শীঘ্রই উত্থান করিতে পারে। সেইরূপ রোগীর ও সাধারণতঃ ভেষজযোগে উত্থানসামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে। আর যে সকল রোগী কেবল ভৈষজাভাবে মরিতেছে, তাহারা সকলেই কিছু ভেষজযোগে চিকিৎসিত হইলে বাঁচিত না; কারণ সকল ব্যাধি চিকিৎসাসাধ্য নহে। চিকিৎসাসাধ্য ব্যাধি সকল চিকিৎসা বিনা শান্ত হয় না। আবার অসাধ্য ব্যাধিদিগের পক্ষে জগতের সমস্ত ভেষজও পর্য্যাপ্ত নহে। জ্ঞানবান্ বৈদ্যও মুমূর্ষু রোগীকে আরোগ্য করিতে পারেন না। আবার বহুদর্শী চিকিৎসকেরাই আরোগ্যকার্য্যে পারগ হইয়া থাকেন। যেমন শরপ্রয়োগকুশল ও অভ্যাসনিরত ধনুর্দ্ধর ধনু গ্রহণপূর্ব্বক শর পরিত্যাগ করিয়া অনতিদূরস্থ বৃহৎ শরীর দ্বারাও বাধা প্রাপ্ত হন না, প্রত্যুত অনায়াসে অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ চিকিৎসক স্বগুণ-সম্পন্ন ও উপকরণ সম্পন্ন হইলেও

রোগমনপবাধঃ সম্পাদয়ত্যেবাতুরমারোগ্যেণ ; ন তস্মান্ন ভেষজমভেষজেনাবিশিষ্টং ভবতি ॥৬

ইদঞ্চেদঞ্চ নঃ প্রত্যক্ষম্। তদনাতুরেণ ভেষজেনাতুরং চিকিৎসামঃ। ক্ষামমক্ষামেণ। কৃশঞ্চ দুর্ব্বলমাপ্যায়য়ামঃ। স্থূলং মেদস্বিনমপতর্পয়ামঃ। শীতেনোষ্ণাভিভূতমুপচরামঃ। শীতাভিভূতমুষ্ণেন। ন্যূনান্ ধাতূন্ পূরয়ামঃ। ব্যতিরিক্তান্ হ্রাসয়ামঃ। ব্যাধীন্ মূলবিপর্য্যয়েণোপচরন্তঃ সম্যক্ প্রকৃতৌ স্থাপয়ামঃ। তেষাং নস্তথা কুর্ব্বতাময়ং ভেষজসমুদায়ঃ কান্ততমো ভবতি ॥ ৭

ভবতি চাত্র—

সাধ্যাসাধ্যবিভাগজ্ঞো জ্ঞানপূর্ব্বং চিকিৎসকঃ।
কালে চারভতে কর্ম্ম যত্তৎ সাধয়তি ধ্রুবম্ ॥ ৮

স্বার্থবিদ্যাযশোহানিমুপক্রোশমসংগ্রহম্।
প্রাপ্নুয়ান্নিয়তং বৈদ্যো যোহসাধ্যং সমুপাচরেৎ॥
সুখসাধ্যং মতং সাধ্যং কৃচ্ছ্রসাধ্যমথাপি চ।
দ্বিবিধঞ্চাপ্যসাধ্যং স্যাদ্‌যাপ্যং যদনুপক্রমম্ ॥
সাধ্যানাং ত্রিবিধশ্চাল্পমধ্যমোৎকৃষ্টতাং প্রতি।
বিকল্পো ন ত্বসাধ্যানাং নিয়তানাং বিকল্পনা ॥১০
হেতবঃ পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যল্পানি যস্য চ।
ন চ তুল্যগুণো দূষ্যো ন দোষঃ প্রকৃতির্ভবেৎ
ন চ কালগুণস্তুল্যো ন দেশো দুরুপক্রমঃ।
গতিরেকা নবত্বঞ্চ রোগস্যোপদ্রবো ন চ ॥
দোষশ্চৈকঃ সমুৎপত্তৌ দেহঃ সর্ব্বৌষধক্ষমঃ।
চতুষ্পাদোপপত্তিশ্চ সুখসাধ্যস্য লক্ষণম্ ॥ ১১
নিমিত্তপূর্ব্বরূপাণাং রূপাণাং মধ্যমে বলে।

বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিলে সাধ্য রোগকে অবাধে আরাম করিতে পারেন। অতএব ঔষধ প্রয়োগ করা ও না করা কখনই তুল্য হইতেছে না। ৬। আর আরোগ্য সকল আমাদের পুনঃপুনঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়াই আমরা রোগীদিগকে স্বাস্থ্যকর ঔষধ দ্বারা এবং দুর্ব্বলকে বলকারক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকি। আমরা এইজন্যই কৃশ ও দুর্ব্বলকে তর্পিত করিয়া থাকি এবং স্থূল ও মেদস্বীদিগকে অপতর্পিত করি। আমরা এইজন্যই উষ্ণাভিভূত রোগীকে শীতল দ্বারা ও শীতাভিভূত ব্যক্তিকে উষ্ণ দ্বারা চিকিৎসা করি, ন্যূনধাতুদিগকে পূর্ণ করিয়া থাকি ও বিপরীত ধাতুকে হ্রাস করিয়া থাকি। এই জন্যই ব্যাধিদিগকে হেতু-বিপরীত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া প্রকৃতির সমতা স্থাপন করি। সেই সেই রোগীদিগের সম্বন্ধে আমরা সেই সেইরূপ চিকিৎসা করাতে আমাদের প্রদত্ত ভেষজসমুদায় কার্য্যকরই হইয়া থাকে। ৭। সংক্ষেপে বলিতে গেলে—রোগদিগকে সাধ্য ও অসাধ্য এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া যে চিকিৎসক জ্ঞানপূর্ব্বক যথাকালে কর্ম্ম আরম্ভ করেন, তিনি নিশ্চয় রোগ আরাম করিয়া থাকেন। ৮। যে বৈদ্য অসাধ্য রোগের চিকিৎসা করিতে যান, তিনি স্বার্থহানি, বিদ্যাহানি, যশোহানি, নিন্দা ও ব্যবসায়ের অযোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। [কারণ, লোকে বলে যে, "ইনি ব্যাধির অসাধ্যতা না বুঝিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন"।] ৯। সাধ্য রোগ দ্বিবিধ ; সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য। অসাধ্য রোগও দ্বিবিধ ; যাপ্য ও অচিকিৎস্য। সাধ্য রোগের আরও ত্রিবিধ রূপ আছে ; যথা,—অল্প, মধ্যম ও অধিক। কিন্তু অসাধ্য ব্যাধির এরূপ ত্রিবিধ কল্পনা নাই ; উহা প্রাণনাশক, সুতরাং একই প্রকার। চিকিৎসাযোগ্য রোগদিগেরই বিকল্পনা অর্থাৎ প্রকারভেদ হয়। ১০। যে রোগের হেতু, পূর্ব্বরূপ ও রূপ অল্প ; যে রোগের দূষ্য, দেশ, প্রকৃতি ও কালের সহিত সেই রোগের তুল্যতা না থাকে ; যে রোগ দুশ্চিকিৎস্য নহে, যে রোগের গতি এক (অর্থাৎ যে রোগ কেবল নিম্নগ বা উর্দ্ধগ), যে রোগ নূতন ; যাহার উপদ্রব নাই ; যাহা একদোষজ ; অথচ যদি রোগীর দেহ সর্ব্বপ্রকার ঔষধ সহ্য করিতে পারে ও চিকিৎসার চতুষ্পাদ উপস্থিত থাকে, তবে সেই রোগ সুখসাধ্য। [দূষ্যতুল্যতা

কালপ্রকৃতিদূষ্যাণাং সামান্যেহন্যতমস্য চ ॥
গর্ভিণীবৃদ্ধবালানাং নাত্যুপদ্রবপীড়িতম্।
শস্ত্রক্ষারাগ্নিকৃত্যানামনবং কৃচ্ছ্রদোষজম্ ॥
বিদ্যাদেকপথং রোগং নাতিপূর্ণচতুষ্পদম্।
দ্বিপথং নাতিকালং বা কৃচ্ছ্রসাধ্যং দ্বিদোষজম্।
শেষত্বাদায়ুষো যাপ্যমসাধ্যং পথ্যসেবয়া ॥
লব্ধাল্পসুখমল্পেন হেতুনাশুপ্রবর্ত্তকম্ ॥ ১২

গম্ভীরং বহুধাতুস্থং মর্ম্মসন্ধিসমাশ্রিতম্।
নিত্যানুশায়িনং রোগং দীর্ঘকালমবস্থিতম্ ॥
বিদ্যাদ্ দ্বিদোষজং তদ্বৎ প্রত্যাখ্যেয়ং

ক্রিয়াপথমতিক্রান্তং সর্ব্বমার্গানুসারিণম্ ॥
ঔৎসুক্যারতিসম্মোহকরমিন্দ্রিয়নাশনম্।
দুর্ব্বলস্য সুসংবৃদ্ধং ব্যাধিং সারিষ্টমেব চ ॥ ১৩
ভিষজা প্রাক্ পরীক্ষ্যৈবং বিকারাণাং স্বলক্ষণম্।
পশ্চাৎ কার্য্যসমারম্ভঃ কার্য্যঃ সাধ্যেষু ধীমতা।
সাধ্যাসাধ্যবিভাগজ্ঞো যঃ সম্যক্ প্রতিপত্তিমান্
ন স মৈত্রেয় তুল্যানাংমিথ্যাবুদ্ধিংপ্রকল্পয়েৎ ॥১৪

তত্র শ্লোকৌ।

ইহৌষধং পাদগুণাঃ প্রভাবো ভেষজাশ্রয়ঃ।

যথা—পিত্তের দ্বারা রক্ত দূষিত হওয়া; পিত্ত ও রক্ত উভয়ই উষ্ণ, অতএব এস্থলে দূষ্য-তুল্যতা হইল; কিন্তু শ্লেষ্মা শীতল, অতএব শ্লেষ্মার দ্বারা রক্ত দূষিত হইলে দূষ্যতুল্যতা হইল না। এইরূপ অনূপ দেশে বাতশ্লেষ্ম-ব্যাধি না হইয়া পিত্তসম্ভব ব্যাধি হইলে দেশ-তুল্যতা হইল না। শরৎকাল পিত্তের কাল, সে সময় কফোদ্ভব ব্যাধি হইলে ঋতু-তুল্যতা হইল না। এইরূপ পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তির শ্লেষ্মঘটিত উপদ্রব হইলে প্রকৃতি তুল্যতা হইল না। এইরূপ দূষ্যতুল্যতা, দেশতুল্যতা, কালতুল্যতা ও প্রকৃতিতুল্যতা না হইলেও রোগ সুখসাধ্য হয়।] ১১। রোগের নিদান, পূর্ব্বরূপ ও রূপদিগের বল মধ্যম প্রকারের হইলে; কিংবা কাল, প্রকৃতি ও দূষ্যের সহিত রোগের তুল্যতা হইলে, গর্ভিণী, বালক ও বৃদ্ধদিগের রোগ হইলে অথচ সেই রোগ অত্যন্ত উপসর্গযুক্ত না হইলে; রোগে শস্ত্রক্রিয়া, ক্ষারক্রিয়া বা অগ্নি-ক্রিয়া আবশ্যক হইলে; বা রোগ পুরাতন হইলে তাহাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য বা কষ্টসাধ্য রোগ কহে। গর্ভিণী বালক ও বৃদ্ধের রোগ অত্যন্ত উপসর্গযুক্ত হইলে অসাধ্য হয়। রোগ একমার্গগ হইলেও যদি তাহার বল মধ্যম প্রকারের হয় অথচ চিকিৎসার চতুষ্পাদ সম্পূর্ণ উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলেও তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। রোগ দ্বিমার্গগ অথচ নচিরোৎপন্ন হইলেও কৃচ্ছ্রসাধ্য কহে দ্বিদোষজ রোগকেও কৃচ্ছ্রসাধ্য বলে। রোগ সাধ্য হইলেও যদি আয়ুর বল থাকে, তবে পথ্য সেবা প্রভৃতি গুণে কাল কাটিয়া যাইতে পারে, এইরূপ রোগকে যাপ্য কহে। যাপ্য রোগে কখন কখন অল্প শান্তি লাভ হইলেও তাহা অল্প কারণেই শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। ১২ রোগ গম্ভীর (তৃষ্ণাশ্বাসকাসাদিযুক্ত), বহু-ধাতুস্থ, মর্ম্মগত, সন্ধিগত, অনবরত উপদ্রব-বিশিষ্ট ও দীর্ঘকাল অবস্থিত হইলে তাহাকে দ্বিদোষজ বলিয়া জানিবে। এইরূপ ত্রিদোষজ রোগ চিকিৎসার পথ অতিক্রম করিলে এবং উৎকণ্ঠা-জনক, অস্থিরতাজনক, মোহজনক ও ইন্দ্রিয়বিনাশক হইলে প্রত্যাখ্যেয় (জবাব দেওয়ার যোগ্য) বলিয়া জানিবে। আর দুর্ব্বলের প্রবৃদ্ধ ব্যাধি ও অরিষ্ট লক্ষণযুক্ত হইলে প্রত্যাখ্যেয় জানিবে। ১৩। ধীমান্ বৈদ্য এইরূপে রোগদিগের লক্ষণ সকল সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া সাধ্যস্থলে পশ্চাৎ কার্য্য করিবেন। যিনি সাধ্য ও অসাধ্য রোগ-দিগের প্রভেদ অবগত আছেন এবং যাহার সিদ্ধান্ত স্থির আছে, হে মৈত্রেয়! তিনি ভেষজ ও অভেষজ তুল্য বলিয়া বোধ করিবেন না। ১৪। এই অধ্যায়ের সূচী যথা—এই মহাচতুষ্পাদ অধ্যায়ে ঔষধ, পাদ,

আত্রেয়-মৈত্রেয়-মতী মতিদ্বৈবিধ্যনিশ্চয়ঃ॥
চতুর্ব্বিধবিকল্পাশ্চ ব্যাধয়ঃ স্বস্বলক্ষণাঃ।
উক্তা মহাচতুষ্পাদে যেষ্বায়ত্তং ভিষগ্-
জিতম্॥১৫

ইত্যি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতি-
সংস্কৃতে সূত্রস্থানে মহাচতুষ্পাদো নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

তিস্রৈষণীয়ঃ।

অথাতস্তিস্রৈষণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ। ১

ইহ খলু পুরুষেণানুপহতসত্ত্ববুদ্ধিপৌরুষ-পরাক্রমেণ হিতমিহ চামুষ্মিংশ্চ লোকে সমনু-পশ্যতা তিস্র এষণাঃ পর্য্যেষ্টব্যা ভবন্তি।

তদ্যথা—

প্রাণৈষণা ধনৈষণা পরলোকৈষণেতি। আসান্তু খল্বেষণানাং প্রাণৈষণাং তাবৎ পূর্ব্ব-তরমাপদ্যেত। কস্মাৎ, প্রাণত্যাগে হি সর্ব্ব-ত্যাগঃ। তস্যানুপালনং স্বস্থস্য স্বস্থবৃত্তি-রাতুরস্য বিকারপ্রশমনেঽপ্রমদাস্তদুভয়মেত-দুক্তং বক্ষ্যতে চ। তদ্যথোক্তমনুবর্ত্তমানঃ প্রাণানুপালনাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতীতি প্রথমৈষণা ব্যাখ্যাতা ভবতি। ২

অথ দ্বিতীয়াং ধনৈষণামাপদ্যেত। প্রাণেভ্যো হ্যনন্তরং ধনমেব পর্য্যেষ্টব্যং ভবতি। ন হ্যতঃ পাপাৎ পাপীয়োঽস্তি যদনুপকরণস্য দীর্ঘমায়ুঃ। তস্মাদুপকরণানি পর্য্যেষ্টুং যতেত। তত্রোপ-করণোপায়াননুব্যাখ্যাস্যামঃ।

তদ্যথা—

কৃষিপাশুপাল্যবাণিজ্যরাজ্যোপসেবাদীনি যানি চান্যান্যপি সতামবিগর্হিতানি কর্ম্মাণি বৃত্তিপুষ্টিকরাণি বিদ্যাৎ তান্যারভেত কর্ত্তুম্।

গুণ, ঔষধের প্রভাব, আত্রেয় ও মৈত্রেয় ঋষির তর্ক-বিতর্ক, মতভেদ ও সিদ্ধান্ত, চতু-র্ব্বিধ বিকল্প এবং ব্যাধি ও তাহাদের স্ব স্ব লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে জ্ঞান থাকিলে ঔষধের সফলতা লাভ করা যায়। ১৫।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা তিস্রৈষণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [তিস্রৈষণা—তিস্র এষণা— তিনটী চেষ্টা বা অন্বেষণ]। ১। পুরুষের উচিত যে, মন, বুদ্ধি, পৌরুষ ও পরাক্রম অব্যাহত রাখেন এবং ইহপরলোকে মঙ্গলার্থী হইয়া তিনটী এষণার অনুসরণ করেন, যথা;—প্রাণৈষণা, ধনৈষণা ও পরলোকৈষণা; এই তিনটী এষণা বা চেষ্টা। তন্মধ্যে প্রাণৈষণা বা প্রাণরক্ষার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে অনুসরণীয়। যেহেতু প্রাণত্যাগ হইলে সর্ব্বত্যাগ হয়। সুস্থ ব্যক্তির উচিত যে স্বাস্থ্যের অনুপালন করেন। পীড়িতের উচিত যে, পীড়ার শান্তি করেন। ইতিপূর্ব্বে স্বাস্থ্য ও পীড়াশান্তির উপায় সকল বর্ণিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করা যাইবে। যেরূপ যেরূপ বলা হইয়াছে ও হইবে, সেইরূপ সেইরূপ উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাণের অনুপালন করিলে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়। এইরূপে প্রথম এষণা বর্ণনা করা হইল॥ ২॥ অনন্তর দ্বিতীয় এষণা অর্থাৎ ধনৈষণার অনু-সরণ করা উচিত। প্রাণের পরই ধনচেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু ধন না থাকিলে পাপী হইতে হয় ও দীর্ঘায়ু হয় না। অতএব এই সকল উপকরণ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে। এক্ষণে ধনোপার্জ্জনের উপায় সকল ব্যাখ্যা করা হইতেছে। ধনোপার্জ্জন জন্য কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, রাজসেবা প্রভৃতি অবলম্বন করা উচিত। তদ্ভিন্ন সাধু-দিগের অনিন্দিত অন্যান্য কর্ম্মও নির্দ্দিষ্ট

তথা কুর্ব্বন্ দীর্ঘজীবিতমনবমতঃ পুরুষো ভবতীতি। দ্বিতীয়া ধনৈষণা ব্যাখ্যাতা ভবতি ॥ ৩

অথ তৃতীয়াং পরলোকৈষণামাপদ্যেত। সংশয়শ্চাত্র কথং ভবিষ্যাম ইতশ্চ্যুতা ন বেতি। কুতঃ পুনঃ সংশয় ইতি উচ্যতে; সন্তি হ্যেকে প্রত্যক্ষপরাঃ পরোক্ষত্বাৎ পুনর্ভবস্য নাস্তিক্যমাশ্রিতাঃ। সন্তি চাপরে যে ত্বাগমপ্রত্যয়াদেব পুনর্ভবমিচ্ছন্তি শ্রুতিভেদাচ্চ। "মাতরং পিতরঞ্চৈকে মন্যন্তে জন্মকারণম্। স্বভাবং পরনির্ম্মাণং যদৃচ্ছাঞ্চাপরে জনাঃ" ইত্যতঃ সংশয়ঃ। কিং নু খল্বস্তি পুনর্ভবো ন বেতি। তত্র বুদ্ধিমান্ নাস্তিক্যবুদ্ধিং জহ্যাদ্বিচিকিৎসাঞ্চ। কস্মাৎ প্রত্যক্ষং হ্যল্পমনল্পমপ্রত্যক্ষমস্তি যদাগমানুমানযুক্তিভিরুপলভ্যতে। যৈরেব তাবদিন্দ্রিয়ৈঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে তান্যেব সন্তি চাপ্রত্যক্ষাণি। সতাঞ্চ রূপাণামতিসন্নিকর্ষাদতিবিপ্রকর্ষাদাবরণাৎ করণদৌর্ব্বল্যান্মনোঽনবস্থানাৎ সমানাভিহারাদভিভবাদতিসৌক্ষ্ম্যাচ্চ প্রত্যক্ষানুপলব্ধিঃ। তস্মাদপরীক্ষিতমেতদুচ্যতে প্রত্যক্ষমেবাস্তি নান্যদস্তীতি। শ্রুতয়শ্চৈতা ন কারণং যুক্তিবিরোধাৎ ॥ ৪

আত্মা মাতুঃ পিতুর্বা যঃ সোঽপত্যং যদি সঞ্চরেৎ ॥
দ্বিবিধং সঞ্চরেদাত্মা সর্ব্বো বাবয়বেন বা ॥
সর্ব্বশ্চেৎ সঞ্চরেন্মাতুঃ পিতুর্বা মরণং ভবেৎ

আছে। তদ্দ্বারা বৃত্তি ও পুষ্টি লাভ হইয়া থাকে। এই সকল কর্ম্ম করিলে পুরুষ যাবজ্জীবন সম্মানের সহিত কালযাপন করিতে পারেন। এইরূপে দ্বিতীয় এষণা অর্থাৎ ধনৈষণা ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ৩ ॥ অনন্তর তৃতীয় এষণা অর্থাৎ পরলোকৈষণার অনুসরণ করিবে। ইহলোক হইতে চ্যুত হইলে পুনর্ব্বার কিরূপে উৎপন্ন হইব কিংবা উৎপন্ন হইব কি না এ সম্বন্ধে কাহার কাহারও সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ এই যে, পুনর্জ্জন্ম অপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষবাদীরা এইজন্য নাস্তিক্য মত অবলম্বন করেন। পক্ষান্তরে অন্য সম্প্রদায় আপ্তবাক্য ও শ্রুতি অনুসারে মৃত্যুর পর জন্ম স্বীকার করিয়া থাকেন। আবার এক সম্প্রদায় পিতামাতাকেই জন্মের কারণ বলিয়া মনে করেন; অন্যেরা বলেন যে, স্বভাবই জন্মের কারণ (অর্থাৎ জীব আপনিই জন্মিয়া থাকে); অন্যেরা বলেন যে, জীবের জন্ম যদৃচ্ছাক্রমে হইয়া থাকে। এই সকল কারণে সংশয় উপস্থিত হয়। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, পুনর্জ্জন্ম আছে কি না? কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এস্থলে নাস্তিকতা ও সংশয় পরিত্যাগ করিয়া বিচার করিবেন। কারণ, এ সংসারে প্রত্যক্ষ অল্প ও অপ্রত্যক্ষই অধিক। শাস্ত্র অনুমান ও যুক্তি দ্বারাই অপ্রত্যক্ষের উপলব্ধি হয়। আর যে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের উপলব্ধি হয়, তাহারাই আমাদের অপ্রত্যক্ষ। আর ইহাও দেখা যাইতেছে যে, রূপসমূহের অতি নৈকট্য বা অতি দূরত্ব বশতঃ বা ইন্দ্রিয়দিগের দৌর্ব্বল্য বশতঃ বা মনের অনবস্থিততা (চাঞ্চল্য) বশতঃ বা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সমানতা বশতঃ বা এক পদার্থ দ্বারা অন্য পদার্থের অভিভব বশতঃ বা অতি সূক্ষ্মতা বশতঃ প্রত্যক্ষ বস্তুরও উপলব্ধি হয় না। অতএব যদি এরূপ বলা যায় যে, যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি, কেবল তাহাদেরই অস্তিত্ব আছে এবং যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ নহে, তাহারা আদৌ নাই; তাহা হইলে কখনও যুক্তিসঙ্গত হয় না। আবার শ্রুতি সকল অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পুনর্জ্জন্ম অস্বীকার করিবার কারণ নাই। আর অস্তিত্বের লোপ যুক্তির বিরুদ্ধ (অর্থাৎ যাহা বর্ত্তমানে আছে, তাহা থাকিবে না, এরূপ অনুমান করিবার অবসর নাই)। ৪। যদি বল যে, মাতা বা পিতার আত্মাই অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করে অথবা উভয়ের আত্মাই অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করে, তাহা

নিরন্তরং নাবয়বঃ কশ্চিৎ সূক্ষ্মস্য চাত্মনঃ।
বুদ্ধিরিন্দ্রিয়মনসৌ নির্ণীতে যথৈবাত্মা তথৈব তে॥ ৬
যেষাঞ্চৈষা মতিস্তেষাং যোনির্নাস্তি চতুর্বিধা॥৭
বিদ্যাৎ স্বাভাবিকং ষন্নাং ধাতূনাং যৎস্বলক্ষণম্
সংযোগে চ বিভাগে চ তেষাং কর্ম্মৈব
কারণম্॥ ৮

অনাদেশ্চেতনাধাতোর্নেষ্যতে পরিনির্ম্মিতিঃ।
পর আত্মা স চেদ্ধেতুরিষ্টা তৎ পরনির্ম্মিতিঃ॥৯
ন পরীক্ষা পরীক্ষ্যং ন ন কর্ত্তা কারণং ন চ।
ন দেবা নর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ কর্ম্ম কর্ম্মফলং ন চ॥
নাস্তিকস্যাস্তি নৈবাত্মা যদৃচ্ছোপহতাত্মনঃ।

হইলেও বিবাদ হয়। কেননা, হয় বল যে, মাতা-পিতার আত্মা সম্পূর্ণভাবেই অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করে; নয় বল যে, উহাঁদের আত্মার অংশ অপত্যরূপে অবতীর্ণ হয়। যদি বল যে, সম্পূর্ণ আত্মাই অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে অপত্য জন্মিবার পরই পিতামাতার ধ্বংস অনুমান করিতে হয়। আবার যদি বল যে, উহাঁদের আত্মার অংশ অপত্যরূপে অবতীর্ণ হয়, তবে তাহাও অসম্ভব; কেননা, আত্মা অতীন্দ্রিয় বলিয়া উহার অংশ থাকিতে পারে না। ৫। যদি বল যে, পিতামাতার বুদ্ধি ও মন অপত্যরূপে অবতীর্ণ হয়; তবে তাহাও অসম্ভব। কারণ, সে পক্ষেও সিদ্ধান্ত স্থির আছে অর্থাৎ বুদ্ধি ও মনের স্বরূপও আত্মার ন্যায় অতীন্দ্রিয় ও অবিভাজ্য। ৬। যাঁহারা পিতামাতার অপত্যরূপে সঞ্চরণ স্বীকার করেন, তাঁহাদের আবার স্বেদজ, অণ্ডজ উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারিপ্রকার যোনি স্বীকার করা হয় না; কারণ, স্বেদজ ও অণ্ডজদিগের উৎপত্তি মাতাপিতা হইতে হয় না। ৭। "ইহাও জানা আবশ্যক যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা; ইহাদের নিজ নিজ লক্ষণ সকল ইহাদের সংযোগ ও বিয়োগেও লক্ষিত হয় অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, ইহারা জড়। ইহাদের সংযোগ বা মিশ্রণে জড়েরই উৎপত্তি হয়; আবার ইহাদিগকে বিয়োগ বা ভিন্ন ভিন্ন কর, তখনও কেবল জড়ত্বই প্রত্যক্ষ হইবে। ইহাদের বিয়োগ বা মিশ্রণে কখনই চৈতন্যের উৎপত্তি দেখা যায় না। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মার মিশ্রণে জীবের উৎপত্তি হয় এদিকে দেখ, জীব-শরীরে জড়ত্ব ও চৈতন্য উভয়ই আছে।" (৮ম শ্লোকের এই ব্যাখ্যাটী ইংরাজী মতের অনুগত।) কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যাও করেন যথা,—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা এই ছয় দ্রব্যের স্ব স্ব স্বাভাবিক লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন। ইহারা সকলেই সংযোগ ও বিভাগ দ্বারা কার্য্য করে। রক্তে লোহের ভাগ কম হইলে লোহঘটিত ঔষধ সেবন করিতে হয়। অর্থাৎ রক্তে লৌহ সংযোগ করিতে হয়। এস্থলে লৌহ সংযোগদ্বারা ক্রিয়া করে। পারদের ধূম গ্রহণ করিলে রক্তের পারাদোষ নষ্ট হয়। এস্থলে পারদ বিয়োগ-দ্বারা ক্রিয়া করে। আত্মা সংযুক্ত হইয়া জীবন উৎপন্ন করে, আবার বিযুক্ত হইয়া মরণ উৎপন্ন করে ইত্যাদি। চক্রদত্ত মতে ইহার ব্যাখ্যা যথা,—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা ইহাদের যাহার যে লক্ষণ, তাহা জানা যাইতে পারে। জীবের কর্ম্মই উহাদের সংযোগ (জন্ম) ও বিয়োগের (মৃত্যুর) প্রতি কারণ। শারীর স্থান দেখ।" [এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত]। ৮। আত্মার আদি নাই। যাহার আদি নাই, তাহার জন্ম হইতে পারে না। কারণ, যাহা হইতে জন্ম হইবে, তাহাই তাহার আদি বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে। অতএব অনাদি চৈতন্যের পর দ্বারা নির্ম্মাণ সম্ভবে না। যদি বল যে, শরীরের নির্ম্মাণ পক্ষে পরমাত্মা হেতু, তবে আপত্তি নাই; কারণ তাহাতে আস্তিকতার ব্যাঘাত হইতেছে না। ৯। যাহার মতে পরীক্ষা নাই, পরীক্ষণীয় বিষয় নাই, কর্ত্তা নাই, কারণ নাই, দেবতা নাই, ঋষি নাই, সিদ্ধ নাই,

পাতকেভ্যঃ পরঞ্চৈতৎ পাতকং নাস্তিকগ্রহঃ ॥
তস্মান্মতিং বিমুচ্যৈতামমার্গপ্রসৃতাং বুধঃ।
সতাং বুদ্ধিপ্রদীপেন পশ্যেৎ সর্ব্বং
যথাতথম্ ॥ ১০

দ্বিবিধমেব খলু সর্ব্বং সচ্চাসচ্চ। তস্য চতুর্ব্বিধা পরীক্ষা। আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষমনুমানং যুক্তিশ্চেতি ॥ ১১

আপ্তাস্তাবৎ।

রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তাস্তপোজ্ঞানবলেন যে।
যেষাং ত্রৈকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা ॥
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ম্
সত্যং বক্ষ্যন্তি তে কস্মাদসত্যং
নীরজস্তমঃ ॥ ১২

আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ত্ততে।
ব্যক্তা তদাত্বে যা বুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষং সা নিরুচ্যতে
প্রত্যক্ষপূর্ব্বং ত্রিবিধং ত্রিকালঞ্চানুমীয়তে ॥ ১৩
বহ্নির্নিগূঢ়ো ধূমেন মৈথুনং গর্ভদর্শনাৎ।
এবং ব্যবস্যন্ত্যতীতং বীজাৎ ফলমনাগতম্
দৃষ্ট্বা বীজাৎ ফলং জাতমিহৈব সদৃশং বুধাঃ ॥
জলকর্ষণবীজর্ত্তুসংযোগাচ্ছস্যসম্ভবঃ।
যুক্তিঃ ষড়্ধাতুসংযোগাদ্গর্ভাণাং সম্ভবস্তথা ॥
মথ্যমন্থনমন্থানসংযোগাদগ্নিসম্ভবঃ।
যুক্তিযুক্তা চতুষ্পাদসম্পদ্ব্যাধিনিবর্হণী ॥ ১৫
বুদ্ধিঃ পশ্যতি যা ভাবান্ বহুকারণযোগজান্।
যুক্তিস্ত্রিকালা সা জ্ঞেয়া ত্রিবর্গঃ সাধ্যতে যথা ॥
এষা পরীক্ষা নাস্ত্যন্যা যয়া সর্ব্বং পরীক্ষ্যতে
পরীক্ষ্যং সদসচ্চৈব তয়া চাস্তি পুনর্ভবঃ ॥ ১৭

তত্রাপ্তাগমস্তাবদ্বেদঃ, যশ্চান্যোঽপি কশ্চিদ্বেদার্থাদবিপরীতঃ পরীক্ষকৈঃ প্রণীত

কর্ম্ম নাই বা কর্ম্মফল নাই এবং আত্মা, নাই, আর আপনার ধ্বংস যদৃচ্ছাক্রমে হয়; সে নাস্তিক। নাস্তিক হওয়া অপেক্ষা আর পাপ নাই। অতএব এরূপ কুপথগামিনী মতি পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি সাধুপ্রদর্শিত বুদ্ধিপ্রদীপ সহকারে সমস্ত ব্যাপার যথাযথ পরীক্ষা করিবেন। ১০। পদার্থ সকল সৎ ও অসৎ ভেদে দুই প্রকার। তাহাদের পরীক্ষা বা জ্ঞান চারি প্রকার। আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি। ১১। আপ্তের লক্ষণ যথা;—যাঁহারা জ্ঞান ও তপোবলে রজঃ ও তমঃ গুণ হইতে নির্ম্মুক্ত, যাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ, যাঁহাদের নির্ম্মল জ্ঞান সর্ব্বদা অব্যাহত, তাঁহাদিগকেই আপ্ত, শিষ্ট ও জ্ঞানী বলিয়া থাকে। তাঁহাদের বাক্যে কোন সংশয় নাই, তাঁহারা সত্যই কহিবেন। তাঁহারা রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে মুক্ত, সুতরাং কেনই বা মিথ্যা কহিবেন? ১২। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়বিষয় একযোগ হইলেই ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্পন্ন হয়। ঐ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ-বোধ কহে। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান তিন প্রকার। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। ১৩। অনুমান তিন প্রকার; কার্য্যলিঙ্গানুমান, কারণলিঙ্গানুমান এবং কার্য্যকারণলিঙ্গানুমান। যথা,—পণ্ডিতেরা ধুম দ্বারা বহ্নির অনুমান, গর্ভ দর্শনে অতীত মৈথুনের অনুমান এবং বীজ দর্শনে তৎকারণভূত ফলের প্রত্যক্ষীকরণ দ্বারা, তৎকার্য্য ভাবিফলের অনুমান করিয়া থাকেন। ১৪। জল, কৃষি, বীজ ও ঋতুর যোগে শস্য হয়; সেইরূপ ছয়টী উপকরণের যোগে গর্ভের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ মথ্যকাষ্ঠ, মন্থনকাষ্ঠ এবং মন্থনকর্ত্তার সংযোগে অগ্নির উৎপত্তি হয়। সেইরূপ চতুষ্পাদযোগে ব্যাধিশান্তি হয়। ১৫। যুক্তির লক্ষণ যথা; —যে বুদ্ধি বহুবিধ কারণ হইতে বহুবিধ ফল দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে যুক্তি কহে। যুক্তি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান; এই তিন কালেরই জ্ঞান অপেক্ষা করে। ইহাই ত্রিবর্গসাধনী অর্থাৎ উপযুক্তরূপে যুক্তি চালনা করিতে পারিলে ত্রিবর্গসাধন হয়। ১৬। উক্ত চারি প্রকারকেই পরীক্ষা কহে। ইহা ভিন্ন অন্য পরীক্ষা নাই। ইহা দ্বারাই সমস্ত পরীক্ষিত হইয়া থাকে এবং ইহাতেই সদসৎ ও পুনর্জ্জন্মের অস্তিত্বজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ১৭। বেদ এবং বেদার্থের বিপরীত নহে এরূপ

শিষ্টানুমতো লোকানুগ্রহপ্রবৃত্তঃ শাস্ত্রবাদঃ স চাপ্তাগমঃ। আপ্তাগমাদুপলভ্যতে দানং তপো যজ্ঞঃ সত্যমহিংসা ব্রহ্মচর্য্যমিত্যভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সকরাণি। ন চানতিবৃত্তসত্ত্বদোষাণামদোষৈরপুনর্ভবো ধর্ম্মদ্বারেষূপদিশ্যতে॥ ১৮

ধর্ম্মদ্বারাবহিতৈশ্চ ব্যপগতভয়রাগদ্বেষ-লোভমোহমানৈর্ব্রহ্মপরৈরাপ্তৈঃ কর্ম্মবিদ্ভিরনুপহতসত্ত্ববুদ্ধিপ্রচারৈঃ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরৈশ্চ মহর্ষিভির্দিব্যচক্ষুর্ভির্দৃষ্টোপদিষ্টঃ পুনর্ভব ইতি ব্যবস্যেদেবং পুনর্ভবং প্রত্যক্ষমপি চোপলভ্যতে॥ ১৯

মাতাপিত্রোর্বিসদৃশান্যপত্যানি, তুল্যসম্ভবানাঞ্চ বর্ণ-স্বরাকৃতি-সত্ত্ববুদ্ধি-ভাগ্য-বিশেষাঃ প্রবরাবরকুলজন্মদাস্যৈশ্বর্য্যং সুখা-সুখমায়ুঃ আয়ুষো বৈষম্যমিহাকৃতস্যাবাপ্তিরশিক্ষিতানাঞ্চ রুদিত-স্তনপান-হাসোত্ত্রাসাদীনাঞ্চ প্রবৃত্তি-লক্ষণোৎপত্তিঃ কর্ম্মসামান্যে ফলবিশেষো মেধা ক্বচিৎ ক্বচিৎ কর্ম্মণ্যমেধা জাতিস্মরণমিহাগমনমিতশ্চ্যুতানাঞ্চ ভূতানাঞ্চ সমদর্শনে প্রিয়াপ্রিয়ত্বম্। অতএবানুমীয়তে যত্তৎ স্বকৃতমপরিহার্য্যমবিনাশি পৌর্ব্বদেহিকং দৈবসংজ্ঞকমানুবন্ধিকং কর্ম্ম তস্যৈতৎ ফলমিতশ্চান্যত্তবিষ্যতীতি ফলাদ্বীজমনুমীয়তে ফলঞ্চ বীজাৎ॥ ২০

যুক্তিশ্চৈষা ষড্ধাতুসমুদয়াদ্গর্ভজন্ম আত্মা চ পরলোকসম্বন্ধ এব ইতি কর্তৃকরণসংযোগাৎ ক্রিয়া। কৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং নাকৃতস্য, নাঙ্কুরোৎপত্তিরবীজাৎ। কর্ম্মসদৃশং ফলং নান্যস্মাদ্বীজাদন্যস্যোৎপত্তিরিতি যুক্তিঃ॥ ২১

বাক্য এবং ঋষি প্রভৃতি পরীক্ষকদিগের প্রণীত ও শিষ্টানুমোদিত লোকপরম্পরাগত শাস্ত্রবাক্যের নাম আপ্তাগম। এই আপ্তাগম হইতে দান, তপঃ, যজ্ঞ, সত্য, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্য হয় বলিয়া জীবের ইহলোকে অভ্যুদয় ও পরলোকে মঙ্গল হইয়া থাকে। আপ্তেরা কহেন যে, সত্ত্বগুণের উৎপত্তি ও মনঃশুদ্ধি না হইলে পুনর্জ্জন্ম হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয় না। ১৮। ধর্ম্মনিরত, ভয়-রাগ-দ্বেষ-লোভ-মোহাভিমান বর্জ্জিত, ব্রহ্মনিরত, আপ্ত, কর্ম্মবিৎ, অব্যাহতসত্ত্ব, অনাকুলবুদ্ধি এবং প্রাচীন ও প্রাচীনতম ঋষিরা দিব্যচক্ষু দ্বারা পুনর্জ্জন্ম দর্শন করিয়া ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করাই উচিত, আর ইহা প্রত্যক্ষ বলিয়াই স্থির হইতেছে। ১৯। আরও দেখা যাইতেছে, যে, অপত্যেরা পিতামাতার সদৃশাবয়ব হয় না। আর সদৃশাবয়ব হইলেও বর্ণ, স্বর, আকৃতি, মন, বুদ্ধি ও ভাগ্যের প্রভেদ হয়। এইরূপে কুল, জন্ম, দাস্য, ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধেও উৎকর্ষ নিকৃষ্টতা ঘটিয়া থাকে এবং কেহ সুখায়ু ও কেহ বা দুঃখায়ু হয়। এইরূপ আয়ুর বৈষম্য, ইহজন্মকৃত কর্ম্মফলের অপ্রাপ্তি, অশিক্ষিত সদ্যোজাত শিশুর রোদন, স্তনপান ও হাস্য ত্রাসাদির প্রবৃত্তি, শুভাশুভ জাতলক্ষণ, কর্ম্মের তুল্যতা সত্ত্বেও ফলের প্রভেদ, কর্ম্মে মেধা ও অমেধা এবং একই বস্তুতে একের প্রীতি ও অপরের অপ্রীতি হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ইহলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ইহলোকে আসিয়াছে, ব্যক্তিগণের কখন কখন এরূপ জাতিস্মরত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব অনুমান হইতেছে যে, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম অপরিহার্য্য ও অবিনাশী। ইহাকেই লোকে দৈব কহে। ইহাই আনুবন্ধিক কর্ম্ম। তাহারই এই ফল হইতেছে এবং এ জন্মের কৃত কর্ম্মের ফল ভবিষ্যতে হইবে। এইরূপেই ফল হইতে বীজ ও বীজ হইতে ফলের অনুমান হইয়া থাকে। ২০। আর যুক্তি দ্বারা ইহাই স্থির হইতেছে যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এবং আত্মার সমবায় হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয় আত্মার সহিত পরলোকের সম্বন্ধ আছে। কর্ত্তা ও কারণ এই উভয়ের যোগেই ক্রিয়া হয়। কৃতকর্ম্মেরই ফল আছে, অকৃত কর্ম্মের ফল নাই। বীজ না থাকিলে অঙ্কুরের

এবং প্রমাণৈশ্চতুর্ভিরুপদিষ্টৈঃ পুনর্ভবে ধর্ম্মদ্বারেষবধীয়েত ॥ ২২

তদ্‌যথা—

গুরুশুশ্রূষায়ামধ্যয়নে ব্রতচর্য্যায়াং দারক্রিয়ায়ামপত্যোৎপাদনে ভৃত্যভরণেঽতিথিপূজায়াং দানেঽনভিধ্যায়াং তপস্যনসূয়ায়াং দেহবাঙ্মনসে কর্ম্মণ্যক্লিষ্টে দেহেন্দ্রিয়মনোঽর্থবুদ্ধ্যাত্মপরীক্ষায়াং মনঃসমাধাবিতি। যানি চান্যান্যপ্যেবংবিধানি স্বর্গ্যাণি কর্ম্মাণি সতামবিগর্হিতানি বৃত্তিপুষ্টিকরাণি বিদ্যাৎ তান্যারভেত কর্ত্তুম্। তথাহি কুর্ব্বন্নিহ চৈব যশো লভতে প্রেত্য চ স্বর্গমিতি তৃতীয়া পরলোকৈষণা ব্যাখ্যাতা ভবতি ॥ ২৩

অথ খলু ত্রয় উপস্তম্ভাঃ। ত্রিবিধং বলম্ ত্রীণ্যায়তনানি। ত্রয়ো রোগাঃ। ত্রয়ো রোগমার্গাঃ, ত্রিবিধা ভিষজঃ। ত্রিবিধমৌষধমিতি ॥২৪

ত্রয় উপস্তম্ভা ইত্যাহারঃ স্বপ্নো ব্রহ্মচর্য্যমিতি। এভিস্ত্রিভির্যুক্তিযুক্তৈরুপস্তব্ধমুপস্তম্ভৈঃ শরীরং বলবর্ণোপচয়োপচিতমনুবর্ত্ততে যাবদায়ুষঃ সংস্কারাৎ সংস্কারমহিতমনুপক্রমমানস্য, য ইহৈবোপদেক্ষ্যতে ॥ ২৫

ত্রিবিধং বলমিতি সহজং কালজং যুক্তিকৃতঞ্চ। তত্র সহজং যচ্ছরীরসত্ত্বয়োঃ প্রাকৃতম্। কালকৃতমৃতুবিভাগজং বয়স্কৃতঞ্চ। যুক্তিকৃতং পুনস্তদাহারচেষ্টাযোগজম্ ॥ ২৬

ত্রীণ্যায়তনানীতি অর্থানাং কর্ম্মণঃ কালস্য চাতিযোগাযোগমিথ্যাযোগাঃ। তত্রাতিপ্রভাবতাং দৃশ্যানামতিমাত্রং দর্শনমতিযোগঃ সর্ব্বশোঽদর্শনমযোগঃ। অতিসূক্ষ্মাতিশ্লিষ্টাতিবিপ্রকৃষ্টরৌদ্রভৈরবাদ্‌ভুতদ্বিষ্টবীভৎসবিকৃতাদিরূপদর্শনং মিথ্যাযোগঃ ॥ ২৭

উৎপত্তি হয় না। যেমন কর্ম্ম, সেইরূপই ফল হইয়া থাকে। এক বীজ হইতে অন্য অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। ইহাই যুক্তি। ২১। এইরূপে যে চারিটী প্রমাণ উপদিষ্ট হইল, তদ্দ্বারাই লোকে ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ হইয়া পুনর্জ্জন্মে আস্থাবান্ হইতে পারিবেন। ২২। গুরুশুশ্রূষা, অধ্যয়ন, ব্রতপালন, অতিথিসৎকার, দান, পরস্বে নির্লোভ, তপস্যা, অনসূয়া, দৈহিক বাচনিক ও মানসিক সৎকার্য্যে অনালস্য এবং দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয় অর্থাৎ রূপরসাদি এবং বুদ্ধি ও আত্মা এই সকলের পরীক্ষায় এবং মনঃসমাধিতে অবস্থিত হইবে। তদ্ভিন্ন সাধুজনানুমোদিত, স্বর্গপথপ্রদর্শক এবং বৃত্তিপুষ্টিকর অন্যান্য কার্য্যেও যত্নশীল হইবে। এইরূপ করিলে ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গলাভ হয়। ইতি তৃতীয় পরলোকৈষণা বিবৃত হইল। ২৩। শরীরের তিনটী উপস্তম্ভ। ত্রিবিধ বল। তিনটী আয়তন। তিনটী রোগ। তিনটী রোগমার্গ। ভিষক্ তিন প্রকার। ঔষধ তিন প্রকার। ২৪। আহার, সুনিদ্রা ও ইন্দ্রিয়দমন; এই তিনটী শরীরের উপস্তম্ভ বা ধারক। এই তিনটি উপস্তম্ভ যুক্তিপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে আয়ুঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে বলবর্ণের উপচয় হয়। এই কারণ অহিতরূপে ব্যবহার করিলে রোগাদি হয়। এই অধ্যায়ে সেই কারণ বিবৃত হইবে। ২৫। বল তিন প্রকার; স্বাভাবিক কালজ ও যুক্তিকৃত। তন্মধ্যে স্বাভাবিক বল, শরীর ও মনের প্রকৃতিসিদ্ধ। কালকৃত বল ঋতুবিশেষ ও বয়োবিশেষে ঘটিয়া থাকে। আহার ও পরিশ্রম প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা যে বল হয়, তাহাকে যুক্তিকৃত বা যৌগিক বল বলা যায়। ২৬। আয়তন অর্থাৎ রোগের কারণ তিনটী। যথা—ইন্দ্রিয়ার্থ, কর্ম্ম ও কাল এই তিনের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ। যেমন অতিউজ্জ্বল রূপসমূহের অধিক দর্শনকে অতিযোগ বলে। দর্শনীয় বস্তু একবারেই দর্শন না করার নাম অযোগ। অতি সূক্ষ্ম, অতি নিকট, অতি দূরস্থ অথবা উগ্র, ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, বিদ্বিষ্ট, বীভৎস, বিকৃতাদি রূপ দর্শন করাকে মিথ্যাযোগ কহে। [এস্থলে রূপের

তথাতিমাত্রস্তনিতপটহোৎক্রুষ্টাদীনাং শব্দানামতিমাত্রং শ্রবণমতিযোগঃ। সর্ব্বশোঽশ্রবণমযোগঃ। পরুষেষ্টবিনাশোপঘাতপ্রধর্ষণভীষণাদিশব্দশ্রবণং মিথ্যাযোগঃ॥ ২৮

তথাতিতীক্ষ্ণোগ্রাভিষ্যন্দিনাং গন্ধানামতিমাত্রং ঘ্রাণমতিযোগঃ। সর্ব্বশোঽঘ্রাণমযোগঃ। পূতিদ্বিষ্টামেধ্যক্লিন্নবিষপবনকুণপগন্ধাদিঘ্রাণং মিথ্যাযোগঃ॥ ২৯

তথা রসানামত্যাদানমতিযোগঃ। অনাদানমযোগঃ। মিথ্যাযোগো রাশিবর্জ্জেষ্বাহারবিধিবিশেষায়তনেষূপদেক্ষ্যতে॥ ৩০

তথাতিমাত্রশীতোষ্ণাদীনাং স্পৃশ্যানাং স্নানাভ্যঙ্গোৎসাদনাদীনাঞ্চাত্যুপ-সেবন-মতিযোগঃ। সর্ব্বশোঽনুপসেবনমযোগঃ। বিষমস্থানাভিঘাতাশুচিভূতসংস্পর্শাদয়শ্চেতি মিথ্যাযোগঃ॥ ৩১

তত্রৈকং স্পর্শনেন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয়ব্যাপকং চেতঃ, সমবায়িস্পর্শনেন্দ্রিয়ব্যাপ্তের্ব্যাপকমপি চেতস্তস্মাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপকস্পর্শকৃতো যো ভাববিশেষঃ সোঽয়মনুপশয়াৎ পঞ্চবিধস্ত্রিবিধবিকল্পো ভবত্যসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ সাত্ম্যার্থো হ্যুপশয়ার্থঃ॥ ৩২

কর্ম্ম বাঙ্মনঃশরীরপ্রবৃত্তিঃ। তত্র বাঙ্মনঃশরীরাতিপ্রবৃত্তিরতিযোগঃ। সর্ব্বশোঽপ্রবৃত্তিরযোগঃ॥ ৩৩

বেগধারণোদীরণবিষমস্খলনগমনপতনাঙ্গ-

অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ বর্ণনা করা হইল]। ২৭। শব্দের অতিযোগাদি যথা ;—অতিশয় স্তনিত (বজ্রঘোষাদি), ঢক্কাশব্দ ও চীৎকার প্রভৃতি শব্দ অতিমাত্র শ্রবণ করাকে অতিযোগ কহে। শ্রবণীয় শব্দ (সঙ্গীতাদি) একেবারেই শ্রবণ না করাকে অযোগ কহে। পরুষবাক্য, জন-মরণ-সংবাদ, বজ্রাঘাত, লোমহর্ষণ ভীষণ প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করাকে মিথ্যাযোগ কহে। ২৮। গন্ধের অতিযোগাদি যথা ;—অতি তীক্ষ্ণ, অত্যুগ্র ও অভিষ্যন্দী গন্ধসমূহের অতিঘ্রাণকে অতিযোগ কহে। সুগন্ধি দ্রব্য একবারেই আঘ্রাণ না করাকে অযোগ কহে। পূতি, বিদ্বিষ্ট, অপবিত্র বা ক্লিন্ন পদার্থের ঘ্রাণ কিংবা বিষবায়ু শব প্রভৃতির গন্ধ ঘ্রাণ করাকে মিথ্যাযোগ কহে। ২৯। রসের অতিযোগাদি যথা,—রসের অধিক আহারকে অতিযোগ কহে। আহার একবারেই না করাকে অযোগ কহে। আহারের মিথ্যাযোগ নিদানস্থানে অপরিমিত আহারের বিবরণ কালে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। ৩০। স্পর্শের অতিযোগাদি যথা ;—অত্যন্ত শীতল বা উষ্ণাদিযোগে স্নান, অভ্যঙ্গ ও উৎসাদন প্রভৃতির অতি সেবনকে স্পর্শের অতিযোগ কহে। আবার একবারে সেবন না করাকে অযোগ কহে। বিষমস্থানে ভ্রমণ, আসন বা শয়ন এবং আঘাত গ্রহণ ও অশুচি সংস্পর্শ প্রভৃতিকে স্পর্শের মিথ্যাযোগ কহে। ৩১। ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ব্যাপক ; কারণ স্পর্শেন্দ্রিয় সর্ব্বেন্দ্রিয়েই বিদ্যমান আছে এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ই দ্রব্যদিগের সহিত সংযোগ বা স্পর্শ দ্বারাই ক্রিয়া করিয়া থাকে। অথবা আলোকের সহিত চক্ষুর সংস্পর্শ না ঘটিলে দর্শনক্রিয়া সম্ভবে না আর স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তি-সম্বন্ধে মনই ব্যাপক। আর পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, স্পর্শেন্দ্রিয় বায়ুপ্রধান, অতএব বায়ু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ব্যাপক। আবার স্পর্শেন্দ্রিয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের ব্যাপক বলিয়া স্পর্শজ্ঞান সুতরাং পাঁচ প্রকার হইতেছে ; অতএব এ পাঁচ প্রকারেরই অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ ঘটিতে পারে। ৩২। বাক্য, মন ও শরীরের চেষ্টার নাম কর্ম্ম। তত্তৎ-কর্ম্মের অতিপ্রবৃত্তির নাম অতিযোগ এবং এককালে অপ্রবৃত্তির নাম অযোগ। ৩৩। মলাদির বেগরোধ বা অতিরিক্ত বেগদান ; বিষমভাবে স্খলন, গমন, পতন বা শয়ন ;

প্রণিধানাঙ্গ-প্রদূষণপ্রহারমর্দ্দন-প্রাণোপরোধ-সংক্লেশনাদিঃ শারীরো মি াযোগঃ ॥ ৩৪

সূচকানৃতাকালকলহাবপ্রিয়াবদ্ধানুপচার-পরুষবচনাদির্বাঙ্মিথ্যাযোগঃ॥ ৩৫

ভয়শোকক্রোধলোভমোহমানের্ষ্যামিথ্যা-দর্শনাদিমানসো মিথ্যাযোগঃ ॥ ৩৬

সংগ্রহেণ চাতিযোগবর্জ্জং কর্ম্ম বাঙ্মনঃ-তমনুপদিষ্টং যৎ তচ্চ মিথ্যা-যোগং বিদ্যাদিতি। ত্রিবিধং বিকল্পং ত্রিবিধ-মেব কর্ম্ম প্রজ্ঞাপরাধ ইতি ব্যবস্যেৎ ॥ ৩৭

শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণঃ পুনর্হেমন্তগ্রীষ্মবর্ষাঃ সংবৎসরঃ স কালস্তত্রাতিমাত্রস্বলক্ষণঃ কালঃ কালাতিযোগঃ। হীনস্বলক্ষণঃ কালাযোগঃ। যথাস্বলক্ষণবিপরীতলক্ষণস্তু কালমিথ্যাযোগঃ। কালঃ পুনঃ পরিণাম উচ্যতে ॥ ৩৮

ইত্যসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি ॥ ৩৯

ত্রয়স্ত্রিবিধবিকল্পাঃ কারণং বিকারাণাম্। ত্রমযোগযুক্তাস্তু প্রকৃতিহেতবো ভবন্তি। সর্ব্বেষামেব ভাবানাং ভাবাভাবৌ নান্তরেণ যোগাতিযোগমিথ্যাযোগান্ সমুপলভ্যেতে। যথাস্বং যুক্ত্যপেক্ষিণৌ হি ভাবাভাবৌ। ৪০

ত্রয়ো রোগা ইতি নিজাগন্তুমানসাঃ। তত্র নিজঃ শরীরদোষসমুত্থঃ। আগন্তুর্ভূতবিষ-বায্বগ্নিসম্প্রহারাদিসমুত্থঃ। মানসঃ পুনরিষ্ট-স্যালাভাল্লাভাচ্চানিষ্টস্যোপজায়তে ॥ ৪১

তত্র বুদ্ধিমতা মানসব্যাধিবিপরীতেনাপি

অঙ্গকে দূষিত করা, প্রহার করা বা অতি-মর্দ্দন করা এবং নিশ্বাসাদির অবরোধ ও শরীরকে যন্ত্রণা দেওয়াকে শারীরিক মিথ্যা-যোগ কহে। ৩৪। নিন্দা, মিথ্যা, অকালে বাক্‌প্রয়োগ, কলহ, অপ্রিয় কথা, অসম্বদ্ধ কথা, অশ্রদ্ধাসূচক কথা ও পরুষবাক্যাদি প্রয়োগকে বাচনিক মিথ্যাযোগ কহে। ৩৫। ভয়, শোক, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান, ঈর্ষ্যা ও মিথ্যাদর্শনাদিকে মানসিক মিথ্যা-যোগ কহে। ৩৬। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, অতিযোগ ভিন্ন বাক্, মন ও শরীরের কৃত অন্য যে সকল অহিতকর কর্ম্ম এস্থলে বলা হইল না, তাহাদিগকেও মিথ্যাযোগ বলিয়া জানিবে। এই তিন প্রকার বিকল্প বলা হইল এবং এই তিন প্রকার কর্ম্মই নিজের বুদ্ধির অপরাধ বলিয়া জানিবে। ৩৭। কালের অতিযোগাদি যথা ;—শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এই তিনের লক্ষণ যথাক্রমে শীত উষ্ণ ও বৃষ্টি। এই তিনের সমষ্টিকে সংবৎসর কহে। ইহারই নাম কাল। শীতোষ্ণবর্ষার আতিশ-য্যের নাম অতিযোগ। হীনতার নাম অযোগ। আর শীতোষ্ণ-বর্ষার অনুরূপ লক্ষণ না হইয়া বিপরীত লক্ষণ হইলে তাহাকে মিথ্যাযোগ কহে। যথা,—শীতে গ্রীষ্মোদয়, বর্ষায় অনাবৃষ্টি ইত্যাদি। কালের অন্য নাম পরিণাম। ৩৮। এইরূপে অসাত্ম্য বিষয়-সম্ভোগ, বুদ্ধির দোষ ও পরিণাম বিবৃত হইল। ৩৯। বিষয় সম্ভোগ, বুদ্ধি ও কাল এই তিনের তিন প্রকার বিকল্প (অর্থাৎ অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ) রোগের কারণ। আর ইহাদিগকে সমভাবে প্রয়োগ করিলে স্বাস্থ্যের কারণ হয়। বস্তুদিগের অভাব ও সদ্ভাব উভয়েই জীব-শরীরে ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং সেই ক্রিয়া সম্যক্‌যোগ, অযোগ বা মিথ্যাযোগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়। নতুবা সেই ক্রিয়ার ভিন্নতাপক্ষে অন্য কোন কারণ নাই। আর বস্তুদিগের অভাব বা সদ্ভাব শরীরের সহিত যোগ ভিন্ন ক্রিয়া করিতে পারে না। ৪০। নিজ, আগন্তু ও মানসভেদে রোগ তিন প্রকার। তন্মধ্যে যে সকল রোগ শরীরস্থ বায়ু-পিত্ত-কফ বশতঃ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নিজরোগ বলে। আর ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাদি হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আগন্তু-রোগ কহে। আর প্রিয় বস্তুর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তুর সমাগম হইতে মানস-রোগ উৎপন্ন হয়। ৪১। বুদ্ধি-

সত্তা বুদ্ধ্যা হিতাহিতমবেক্ষ্যাবেক্ষ্য ধর্ম্মার্থকামানামহিতানামনুপসেবনে হিতানাঞ্চোপসেবনে প্রযতিতব্যম্॥ ৪২

ন হ্যন্তরেণ লোকে ত্রয়মেতন্মানসং কিঞ্চিন্নিষ্পদ্যতে সুখং বা দুঃখং বা, তস্মাদেতচ্চানুষ্ঠেয়ম্। তদ্বিদ্যবৃদ্ধানাঞ্চোপসেবনে প্রযতিতব্যম্। আত্মদেশকুলকালবলশক্তিজ্ঞানে যথাবচ্চেতি॥ ৪৩

ভবতি চাত্র।

মানসং প্রতি ভৈষজ্যং ত্রিবর্গস্যান্ববেক্ষণম্।
তদ্বিদ্যসেবা বিজ্ঞানমাত্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বশ ইতি॥ ৪৪

ত্রয়ো রোগমার্গা ইতি। শাখামর্ম্মাস্থিসন্ধয়ঃ কোষ্ঠশ্চ। তত্র শাখা রক্তাদয়ো ধাতবস্ত্বক্ চ বাহ্যো রোগমার্গঃ। মর্ম্মাণি পুনর্বস্তিহৃদয়-মূর্দ্ধাদীন্যস্থি-সন্ধয়োঽস্থি-সংযোগাস্তত্রোপনিবদ্ধাশ্চ স্নায়ুকণ্ডরা মধ্যমো রোগমার্গঃ। কোষ্ঠঃ পুনরুচ্যতে মহাস্রোতঃ শরীরমধ্যং মহানিম্নমামপক্বাশয়শ্চেতি পর্য্যায়শব্দৈস্তন্ত্রে স রোগমার্গ আভ্যন্তরঃ॥ ৪৫

তত্র গণ্ডপীড়কালজ্যপচীচর্ম্মকীলার্ব্বুদাধিমাংসালসককুষ্ঠব্যঙ্গাদয়ো বিকারা বহির্ম্মার্গজাঃ বীসর্পশ্বয়থুগুল্মার্শোবিদ্রধ্যাদয়ঃ শাখানুসারিণো ভবন্তি রোগাঃ॥ ৪৭

পক্ষবধগ্রহাপতানকার্দ্দিতশোষযক্ষ্মাস্থিসন্ধিশূলগুদভ্রংশাদয়ঃ শিরোহৃদ্বস্তিরোগাদয়শ্চ মধ্যমমার্গানুসারিণো ভবন্তি রোগাঃ॥ ৪৮

জ্বরাতীসারচ্ছর্দ্দ্যলসকবিসূচিকাকাসশ্বাসহিক্কানাহোদরপ্লীহাদয়োঽন্তর্ম্মার্গজাশ্চ বীসর্পশ্বয়থুগুল্মার্শোবিদ্রধ্যাদয়ঃ কোষ্ঠমার্গানুসারিণো ভবন্তি রোগাঃ॥ ৪৯

ত্রিবিধা ভিষজ ইতি।

ভিষকৃছদ্মচরাঃ সন্তি সন্ত্যেকে সিদ্ধসাধিতাঃ।
সন্তি বৈদ্যগুণৈর্যুক্তাস্ত্রিবিধা ভিষজো ভুবি॥

মান্ ব্যক্তি মানস-রোগগ্রস্ত হইলে বুদ্ধির চালনা করিয়া হিতাহিত বিচার, অহিত ধর্ম্মার্থকামসমূহের পরিহার ও হিতকর ধর্ম্মার্থকামের অনুসরণে যত্নবান হইবেন। ৪২। ইহলোকে, ধর্ম্মার্থকাম ব্যতিরেকে কোন প্রকার মানসিক সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হয় না। অতএব ধর্ম্মার্থকাম অনুষ্ঠান করিবে। তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ বা বৃদ্ধদিগের সহবাস করিবে। আর আপনার দেশ, কাল, কুল, বল ও শক্তির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবে না। ৪৩। ধর্ম্মার্থকামের অনুসরণ মানস-রোগের ঔষধ। যাঁহারা তত্তৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বৃদ্ধ, তাঁহাদের অনুসরণ করিবে এবং আত্মবিজ্ঞান সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবে। ৪৪। রোগস্থান বা রোগমার্গ তিন প্রকার যথা—শাখা, মর্ম্মাস্থিসন্ধি ও কোষ্ঠ। শাখা শব্দের অর্থ রক্তাদি সপ্ত ধাতু ও ত্বক্। ইহারাই রোগের বাহ্যমার্গ। বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি মর্ম্মস্থান সকল এবং অস্থিসন্ধি, অস্থিসংযোগসমূহ ও তত্তৎ প্রদেশস্থ স্নায়ু ও কণ্ডরাসমূহ মধ্যম রোগমার্গ। কোষ্ঠের অন্যান্য নাম মহাস্রোতঃ, শরীরমধ্য, মহানিম্ন ও আম-পক্বাশয়, ইহাই আভ্যন্তরিক রোগমার্গ। মহাস্রোতঃ—The great al; meu tary Canal" ইতি পাশ্চাত্য শাস্ত্র। ৪৫। তন্মধ্যে গলগণ্ড, পীড়কা, অলজী, অপচী, চর্ম্মকীল (আঁচীল), অর্ব্বুদ (আব), অধিমাংস (বর্দ্ধিত মাংস), অলসক, কুষ্ঠরোগ ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি বাহ্যরোগ বাহ্যমার্গজাত। ৪৬। বীসর্প, শোথ, গুল্ম, অর্শ, বিদ্রধি প্রভৃতি রোগ শাখানুসারী। [৪৯ প্রকরণ দেখ।]৪৭। পক্ষাঘাত, অঙ্গগ্রহ, অপতানক, অর্দ্দিত, শোথ, রাজযক্ষ্মা, অস্থিশূল, সন্ধিশূল ও গুদভ্রংশাদি রোগ এবং শিরোগত, হৃদগত ও বস্তিগত রোগাদি মধ্যম মার্গানুসারী। ৪৮। জ্বরাতিসার, বমি, অলসক, বিসূচিকা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, আনাহ, উদর ও প্লীহাদি রোগ এবং অন্তর্মার্গজাত বীসর্প, শোথ, গুল্ম, অর্শ ও বিদ্রধি প্রভৃতিকেও কোষ্ঠমার্গানুসারী রোগ বলা যায়। ৪৯। পৃথিবীতে তিন প্রকার বৈদ্য আছে, যথা—ছদ্মচর বৈদ্য, সিদ্ধসাধিত

বৈদ্যভাণ্ডৌষধৈঃ পুস্তৈঃ পল্লবৈরবলোকনৈঃ।
লভন্তে যে ভিষক্‌শব্দমজ্ঞাস্তে প্রতিরূপকাঃ॥
শ্রীযশোজ্ঞানসিদ্ধানাং ব্যপদেশাদতদ্বিধাঃ।
বৈদ্যশব্দং লভন্তে যে জ্ঞেয়াস্তে সিদ্ধসাধিতাঃ॥
প্রয়োগজ্ঞানবিজ্ঞানসিদ্ধিসিদ্ধাঃ সুখপ্রদাঃ।
জীবিতাভিসরা যে স্যুর্বৈদ্যত্বং তেষবস্থিতম্॥

ত্রিবিধমৌষধমিতি। দৈবব্যপাশ্রয়ং যুক্তিব্যপাশ্রয়ং সত্ত্বাবজয়শ্চ। তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং মন্ত্রৌষধি-মণি-মঙ্গলবল্যুপহারহোম-নিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাস-স্বস্ত্যয়ন-প্রণিপাত-তীর্থগমনাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয়ং পুনরাহারৌষধদ্রব্যাণাং যোজনা। সত্ত্বাবজয়ঃ পুনরহিতেভ্যোঽর্থেভ্যো মনোবিনিগ্রহঃ॥ ৫১

শারীরদোষপ্রকোপে তু খলু শরীরমেবাশ্রিত্য প্রায়শস্ত্রিবিধমৌষধমিচ্ছন্তি। অন্তঃপরিমার্জ্জনং বহিঃপরিমার্জ্জনং শস্ত্রপ্রণিধানঞ্চেতি। তত্রান্তঃপরিমার্জ্জনং যদন্তঃশরীরমনুপ্রবিশ্যৌষধমাহারজাতং ব্যাধিং প্রমার্ষ্টি। যৎ পুনর্বহিঃস্পর্শমাশ্রিত্যাভ্যঙ্গস্বেদ-প্রদেহ-পরিষেকোন্মর্দ্দনাদ্যৈরাময়ান্ প্রমার্ষ্টি তদ্বহিঃপরিমার্জ্জনম্। শস্ত্রপ্রণিধানং পুনশ্ছেদনভেদনব্যধনদারণলেখনোৎপাটনপৃচ্ছনসীবনৈষণক্ষারজলৌকাশ্চেতি॥ ৫২

ভবন্তি চাত্র।

প্রাজ্ঞো রোগে সমুৎপন্নে বাহ্যেনাভ্যন্তরেণ বা
কর্ম্মণা লভতে শর্ম্ম শস্ত্রোপক্রমণেন বা॥ ৫৩
বালস্তু খলু মোহাদ্বা প্রমাদাদ্বা ন বুধ্যতে।
উৎপদ্যমানং প্রথমং রোগং শত্রুমিবাবুধঃ॥
অণুর্হি প্রথমং ভূত্বা রোগঃ পশ্চাদ্বিবর্দ্ধতে।
স জাতমূলো মুষ্ণাতি বলমায়ুশ্চ দুর্ম্মতেঃ॥ ৫৪
ন মূঢ়ো লভতে সংজ্ঞাং তাবদ্‌যাবন্ন পীড্যতে।

বৈদ্য এবং বৈদ্য-গুণযুক্ত বৈদ্য। তন্মধ্যে যাহারা বৈদ্যের ভাণ্ড, ঔষধ, পুস্তক, অনুকরণ ও পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বৈদ্যনাম লাভ করে, সেই অজ্ঞদিগকে ছদ্মচর বা প্রতিরূপ বৈদ্য কহে। যাহারা শ্রীসম্পন্ন, লব্ধনামা, লব্ধজ্ঞান বৈদ্যদিগের পরিচয় বলে চলিয়া থাকে, অথচ তাহাদের নিজের কোন গুণই নাই, তাহাদিগকে সিদ্ধসাধিত বৈদ্য কহে। আর প্রয়োগকুশল, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞানসম্পন্ন, সিদ্ধিসম্পন্ন, আরোগ্যদাতা ও প্রাণরক্ষক বৈদ্যকেই বৈদ্যগুণযুক্ত অর্থাৎ সদ্বৈদ্য কহে। ৫০। ঔষধ তিনপ্রকার যথা,—দৈবব্যপাশ্রয়, যুক্তিব্যপাশ্রয় ও সত্ত্বাবজয়। তন্মধ্যে, মন্ত্র, ওষধিধারণ, রত্নধারণ, মঙ্গলাচরণ এবং বলি-পূজা-হোম-নিয়ম-প্রায়শ্চিত্ত-উপবাস—স্বস্ত্যয়ন-প্রণিপাত-তীর্থযাত্রাদিকে দৈবব্যপাশ্রয় কহে। যুক্তিপূর্ব্বক পথ্য ও ঔষধ যোজনার নাম যুক্তিব্যপাশ্রয়। আর অহিত বিষয় হইতে মনকে সংযত করার নাম বা শান্তির নাম সত্ত্বাবজয়। ৫১। বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইলে শরীরে যে সকল রোগ হয়, তাহাদের প্রতিকারার্থ সচরাচর ত্রিবিধ ঔষধের প্রয়োজন হয়। যথা;—অন্তর্ম্মার্জ্জন বহির্ম্মার্জ্জন ও শস্ত্রপ্রণিধান। তন্মধ্যে যে সকল ঔষধ শরীরমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক আহার-জাত ব্যাধি সকল নষ্ট করে, তাহাদের নাম অন্তঃপরিমার্জ্জন। যে সকল ঔষধ স্পর্শেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া অভ্যঙ্গ, স্বেদ, প্রলেপ পরিষেক ও উদ্বর্ত্তন প্রভৃতি সহকারে রোগ নষ্ট করে, তাহাদের নাম বহিঃপরিমার্জ্জন। আর শস্ত্র দ্বারা ছেদন, ভেদন, ব্যধন, বিদারণ, লেখন, উৎপাটন, পৃচ্ছন (পোঁচনো), সীবন (সেলাই), এষণ এবং ক্ষার ও জলৌকাদিগকে শস্ত্রপ্রণিধান কহে। ৫২। সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির রোগ উপস্থিত হইলে তিনি বাহ্যমার্জ্জন, আভ্যন্তর মার্জ্জন ও শস্ত্রকর্ম্ম তিনই স্বীকার করিয়া থাকেন ও শান্তি লাভ করেন। ৫৩। নির্ব্বোধ বালকেরাই শত্রুর ন্যায় উৎপদ্যমান ব্যাধিকে মোহ বা প্রমাদ বশতঃ প্রথম প্রথম অগ্রাহ্য করে। রোগ প্রথমে অণুর ন্যায় উৎপন্ন হইয়া পরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরে বদ্ধমূল হইয়া নির্ব্বোধদিগের বল ও আয়ু হরণ করে। ৫৪। পীড়া

পীড়িতস্তু মৃতিং পশ্চাৎ কুরুতে ব্যাধিনিগ্রহে॥
অথ পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ জ্ঞাতীংশ্চাহূয় ভাষতে।
সর্ব্বস্বেনাপি মে কশ্চিদ্ভিষগানীয়তামিতি॥
তথাবিধঞ্চ কঃ শক্তো দুর্ব্বলং ব্যাধিপীড়িতম্।
কৃশং ক্ষীণেন্দ্রিয়ং দীনং পরিত্রাতুং গতায়ুষম্॥
স ত্রাতারমনাসাদ্য বালস্ত্যজতি জীবিতম্।
গোধা লাঙ্গুলবদ্ধেবাকৃষ্যমাণা বলীয়সা॥ ৫৫
তস্মাৎ প্রাগেব রোগেভ্যো রোগেষু
তরুণেষু বা।
ভেষজৈঃ প্রতিকুর্ব্বীত য ইচ্ছেৎ সুখ-
মাত্মনঃ॥ ৫৬

তত্র শ্লোকৌ

এষণাশ্চাপ্যুপস্তম্ভা বলং কারণমাময়াঃ।
তিস্রৈষণীয়ে মার্গাশ্চ ভিষজো ভেষজানি চ॥
ত্রিত্বেনাষ্টৌ সমুদ্দিষ্টাঃ কৃষ্ণাত্রেয়েণ ধীমতা।
ভাবাভাবেষসক্তেন যেষু সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৫৭

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে তিস্রৈষণীয়ো নামৈকা-
দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

রোগমার্গ, বৈদ্য, এবং ঔষধ এই আটটীকে তিন তিন ভাগে বিভাগ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল অবলম্বনের উপরেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। ৫৭।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

বাতকলাকলীয়ঃ

অথাতো বাতকলাকলীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

বাতকলাজ্ঞানমধিকৃত্য পরস্পরমেতানি জিজ্ঞাসমানাঃ সমুপবিশ্য মহর্ষয়ঃ পপ্রচ্ছুরন্যোন্যং কিংগুণো বায়ুঃ কিমস্য প্রকোপনমুপশমনানি বাস্য কানি। কথঞ্চৈনমসঙ্ঘাতবন্তমনবস্থিতমনাসাদ্য প্রকোপনপ্রশমনানি প্রকোপয়ন্তি প্রশময়ন্তি বা। কানি চাস্য কুপিতাকুপিতস্য শরীরাশরীরচরস্য শরীরেষু বা চরতঃ কর্ম্মাণি বহিঃ শরীরেভ্যো বেতি॥ ২

কঠিন হইয়া না পড়িলে মূঢ় ব্যক্তির চৈতন্য হয় না। সে পীড়িত হইবার পর রোগশান্তির চেষ্টা করে। তখন স্ত্রী, পুত্র ও জ্ঞাতিদিগকে আহ্বান করিয়া কহে যে, আমার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কোন চিকিৎসককে আনাও। কিন্তু কে তখন সেই কঠিন রোগযুক্ত, দুর্ব্বল, ব্যাধিক্ষীণ, কৃশ, ক্ষীণেন্দ্রিয় দীন ও গতায়ু ব্যক্তিকে আরোগ্য করিতে পারে? তখন তাহাকে পরিত্রাণ করিবার লোক পাওয়া যায় না; সুতরাং সে জীবন পরিত্যাগ করে। যেমন গোসাপ স্বীয় লাঙ্গুলে আবদ্ধ হইলে বলবান্ কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ৫৫। অতএব আত্ম-হিতৈষী ব্যক্তি রোগ জন্মিবার পূর্ব্বেই অথবা রোগ তরুণ থাকিতেই ঔষধ দ্বারা প্রতিকার করিবে। ৫৬। এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—ধীমান্ বৈরাগ্যপরায়ণ কৃষ্ণাত্রেয় এই তিস্রৈষণীয় অধ্যায়ে এষণা, উপস্তম্ভ, বল, কারণ, রোগ,

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বাতকলাকলীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি কহিলেন। ১। মহর্ষিগণ বায়ুর কলা-কলীয় অর্থাৎ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবরণ জানিবার উদ্দেশ্যে উপবেশনপূর্ব্বক পরস্পরকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—বায়ুর গুণ কি, ইহার প্রকোপের কারণ কি; আর ইহার শান্তি-রই বা উপায় কি? এই অসংহত (যাহা জমাট নহে) অনবস্থিত (চঞ্চল) বায়ুকে প্রকোপকারক বা শান্তিকারক দ্রব্যগুণ কিরূপে প্রকুপিত বা শান্ত করে। যখন ইহা কুপিত হয় বা অকুপিত থাকে, যখন ইহা শরীরের মধ্যে বা বাহিরে বিচরণ করে, তখন ইহার কিরূপ ক্রিয়া হয়? ইহা কি শরীরের মধ্যে বিচরণ করিয়া কার্য্য করে, না শরীরের বাহিরে থাকিয়াই শরীরের ভিতর কার্য্য করিয়া থাকে?

তত্রোবাচ কুশঃ সাঙ্কৃত্যায়নঃ। রূক্ষলঘুশীতদারুণখরবিষদাঃ ষড়িমে বাতগুণা ইতি। তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং কুমারশিরা ভরদ্বাজ উবাচ। এবমেতদ্যথা ভগবানাহ; এতএব বাতগুণা ভবন্তি। স ত্বেবংগুণৈর্দ্রব্যৈরেবংপ্রভাবৈশ্চ কর্ম্মভিরভ্যস্যমানৈর্বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে সমানগুণাভ্যাসো হি ধাতুনাংবৃদ্ধিকারণমিতি॥৩

তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং বড়িশো ধামার্গব উবাচ। এবমেতদ্যথা ভগবানাহ; এতান্যেব বাতপ্রকোপনপ্রশমনানি ভবন্তি। যথা হ্যেনমসজ্ঘাতবন্তমনবস্থিতমনসাদ্য প্রকোপনপ্রশমনানি প্রকোপয়ন্তি প্রশময়ন্তি বা তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। বাতপ্রকোপনানি খলু রূক্ষলঘুশীতদারুণখরবিষদশুষিরকরাণি শরীরাণাং তথাবিধেষু হি শরীরেষু বায়ুরাশ্রয়ং লব্ধা আপ্যায্যমানঃ প্রকোপমাপদ্যতে। বাতপ্রশমনানি পুনঃ স্নিগ্ধগুরূষ্ণশ্লক্ষ্ণমৃদুপিচ্ছিলঘনকরাণি শরীরাণাং, তথাবিধেষু শরীরেষু বায়ুরাসজ্জ্যমানশ্চরন্ প্রশান্তিমাপদ্যতে॥৪

তচ্ছ্রুত্বা বড়িশবচনমবিতথমৃষিগণবহুমতমুবাচ বার্য্যোবিদো রাজর্ষিরেবমেতৎ, সর্ব্বমনপবাদং যথা ভগবানাহ। যানি তু খলু বায়োঃ কুপিতাকুপিতস্য শরীরাশরীরচরস্য চ শরীরেষু চরতঃ কর্ম্মাণি বহিঃ শরীরেভ্যো বা ভবন্তি তেষামবয়বান্ প্রত্যক্ষানুমানোপদেশৈঃ সাধয়িত্বা নমস্কৃত্য বায়বে যথাশক্তি প্রবক্ষ্যামঃ॥৫

বায়ুস্তন্ত্রযন্ত্রধরঃ, প্রাণোদানসমানব্যানাপানাত্মা, প্রবর্ত্তকশ্চেষ্টানামুচ্চাবচানাং নিয়ন্তা প্রণেতা চ মনসঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামুদ্যোগকরঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থানামভিবোঢ়া, সর্ব্বশরীরধাতুব্যূহকরঃ, সন্ধানকরঃ শরীরস্য, প্রবর্ত্তকো বাচঃ,

---

২। এই স্থলে কুশ সাঙ্কৃত্যায়ন ঋষি কহিলেন যে, রূক্ষ, লঘু, শীত, দারুণ খর ও বিশদ এই ছয়টী বায়ুর গুণ। তাহা শুনিয়া কুমারশিরা ভরদ্বাজ কহিলেন যে, আপনি যথার্থ কহিয়াছেন, বাস্তবিক বায়ুর এই সকল গুণই বটে। সেই বায়ু, সেইরূপ গুণযুক্ত দ্রব্য ও সেইরূপ প্রভাব-বিশিষ্ট কর্ম্ম (অতিভ্রমণাদি) অনুশীলন করিলেই কুপিত হয়। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমানগুণ দ্রব্য বা কর্ম্মে অভ্যাসই দ্রব্যদিগের বৃদ্ধির কারণ। [১ম অধ্যায়—১৮ প্রকরণ দেখ] ৩ এই কথা শুনিয়া বড়িশ-ধামার্গব ঋষি কহিলেন যে, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই বটে। এই সকলই বায়ুর শান্তি ও প্রকোপের কারণ। আর যে প্রকারে ইহারা সূক্ষ্ম বা গত্বর বায়ুকে কুপিত বা শান্ত করিয়া থাকে, তাহাও বর্ণনা করিতেছি। বায়ুপ্রকোপক দ্রব্য সকল শরীর সম্বন্ধে রূক্ষ, লঘু, শীতল, দারুণ, খর, অপিচ্ছিল ও ছিদ্রকারক হইয়া থাকে। এই প্রকার গুণাপন্ন শরীরের মধ্যে বায়ু স্থান প্রাপ্ত হইলে উপচীয়মান হইতে থাকে এবং পরে কুপিত হয়। আর বাতপ্রশমন দ্রব্য সকল শরীর সম্বন্ধে স্নিগ্ধ, গুরু, উষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ), মৃদু, পিচ্ছিল ও ঘনকারক হয়। ঐ প্রকার গুণাপন্ন শরীরের মধ্যে বায়ু আশ্রয় লাভ করিয়া বিচরণ করিতে করিতে শান্তি প্রাপ্ত হয়। ৪। রাজর্ষি বার্য্যোবিদ এইরূপ যুক্তি-যুক্ত ও মুনিগণানুমোদিত বড়িশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আপনি যাহা কহিলেন, তাহা অখণ্ডনীয়। শরীর ও শরীরের বাহিরে বিচরণ কালে কুপিত ও অকুপিত বায়ুর যে সকল কার্য্য হয়, তৎসমুদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য দ্বারা সিদ্ধান্তিত করিয়া বায়ুকে নমস্কার পূর্ব্বক যথাশক্তি ব্যাখ্যা করিব। ৫। অকুপিত বায়ু শারীর-তন্ত্র ও শারীর-যন্ত্রসমূহের ধারক, উহা প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান; এই পাঁচ প্রকার। উহা গমনাদি শরীর-চেষ্টা-সমূহের প্রবর্ত্তক। শরীরে উচ্চাবচ স্থানসমূহের নিয়ন্তা, মনের প্রণেতা, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উদ্যোগকারক, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অভিবাহক, সর্ব্বশরীরস্থ ধাতুদিগের বাহক, শরীরের সন্ধানকারক,

প্রকৃতিঃ স্পর্শশব্দয়োঃ, শ্রোত্রস্পর্শনয়োর্মূলং হর্ষোৎসাহয়োর্যোনিঃ। সমীরণোঽগ্নের্দোষসংশোষণঃ ক্ষেপ্তা, বহির্মলানাং স্থূলাণুস্রোতসাং ভেত্তা কর্ত্তা গর্ভাকৃতীনামায়ুষোঽনুবৃত্তিপ্রত্যয়ভূতো ভবত্যকুপিতঃ॥ ৬

প্রকুপিতস্তু খলু শরীরে শরীরং নানাবিধৈর্বিকারৈরুপতপতি। বলবর্ণসুখায়ুষামুপঘাতায় মনো ব্যাবর্ত্তয়তি, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যুপহন্তি, বিনিহন্তি গর্ভান্ বিকৃতিমাপাদয়ত্যতিকালং ধারয়তি, ভয়শোকমোহদৈন্যাতিপ্রলাপান্ জনয়তি প্রাণাংশ্চোপরুণদ্ধি॥ ৭

প্রকৃতিভূতস্য খল্বস্য লোকেষু চরতঃ কর্ম্মাণীমানি ভবন্তি।

তদ্‌যথা—

ধরণীধারণং জ্বলনোজ্জ্বালনম্, আদিত্যচন্দ্রনক্ষত্রগ্রহগণানাং সন্তানগতিবিধানং, সৃষ্টিশ্চ মেঘানাম্, অপাঞ্চ বিসর্গঃ, প্রবর্ত্তনং স্রোতসাং, পুষ্প-ফলানাঞ্চাভি-নির্ব্বর্ত্তনমুদ্ভিদনঞ্চৌদ্ভি-দানামৃতূনাং প্রবিভাগঃ, প্রবিভাগো ধাতূনাং ধাতুমানসংস্থানব্যক্তিঃ, বীজাভিসংস্কারঃ, শস্যাভিবর্দ্ধনম্, অবিক্লেদোপশোষণমবৈকারিকবিকারশ্চেতি॥ ৮

প্রকুপিতস্য খল্বস্য লোকেষু চরতঃ কর্ম্মাণীমানি ভবন্তি।

তদ্‌যথা—

শিখরিশিখরাবমন্থনমুন্মথনমনোকহানামুৎপীড়নং সাগরাণামুদ্বর্ত্তনং সরসাং প্রতিসরণমাপগানামাকম্পনঞ্চ ভূমেরবধূননমম্বুদানাং নীহার-নির্হ্রাদপাংশুসিকতা—মৎস্যভেকোরগক্ষাররুধিরাশ্মবজ্রাশনিবিসর্গো ব্যাপাদনঞ্চ ষণ্ণামৃতূনাং শস্যানামসঙ্ঘাতো ভূতানাঞ্চোপসর্গো ভাবানাঞ্চাভাবকরণং চতুর্যুগান্তকরাণাং মেঘসূর্য্যানলানিলানাং বিসর্গঃ। স হি ভগবান্

ধান্যের প্রবর্ত্তক কর্ণের শব্দবোধ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্পর্শবোধের মূল, হর্ষ ও উৎসাহের যোনি, অন্তরাগ্নির দোষনাশক, মলসমূহের নিষ্কাশক, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ মার্গের ভেদকারী, গর্ভাকৃতির কর্ত্তা এবং আয়ুর আধারভূত। ৬। বায়ু শরীরে কুপিত হইলে শরীরকে নানাবিধ রোগ দ্বারা ক্লেশিত করে। বল বর্ণ, সুখ ও আয়ুর বিঘ্ন করে, মনকে অস্থির করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উপহত করে, গর্ভসমূহকে নিধন করে বা বিকৃত করে বা প্রসবের বিলম্ব করাইয়া থাকে কিংবা কখনই প্রসব হইতে দেয় না। আর ভয়, শোক, মোহ, দৈন্য ও অতিপ্রলাপ জন্মাইয়া থাকে এবং প্রাণকে উপরুদ্ধ করে। ৭। বাহ্য বায়ু প্রকৃতিস্থ থাকিলে তাহার এই সকল কর্ম্ম হয়। যথা ;—ধরণীধারণ, অগ্নিজ্বলন চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-গ্রহাদিগের কক্ষভ্রমণ-সম্পাদন, মেঘদিগের সৃষ্টি, জলসমূহের বসর্জ্জন, স্রোতঃসমূহের প্র র্ত্তন, পুষ্পফলাদিগের যথাসময়ে উৎপাদন, উদ্ভিদদিগের উদ্ভেদন ঋতুদিগের বিভাগ, স্বর্ণাদি-ধাতু-সমূহের প্রভেদকরণ, ঐ সকল ধাতুর ঘনত্ব ও আকৃতি সম্পাদন, বীজাভিসংস্কার (বীজের অঙ্কুরোৎপাদন সম্বন্ধে উপযোগিতা), শস্যদিগের বর্দ্ধন, ক্লেদহরণ, শোষণ ও বিকৃতের অবিকৃতিসাধন (যেমন কোন বস্তু পচিয়া দুর্গন্ধ হইলে বায়ু ক্রমে ক্রমে তাহার দুর্গন্ধাদি হরণ করে)। ৮। বাহ্য বায়ু কুপিত হইলে তাহার এই সকল কর্ম্ম হয়; যথা :—গিরিচূড়াদলন, বৃক্ষসমূহের উন্মথন, সমুদ্রদিগের উৎপীড়ন, সরসীদিগের আলোড়ন, নদীদিগকে প্রতিমুখে আনয়ন, ভূমির কম্পন, মেঘগণের ইতস্ততঃ সঞ্চালন এবং নীহার, ধ্বনি, পাংশু, বালুকা, মৎস্য, ভেক, সর্প, ক্ষার, রক্ত, প্রস্তর ও বজ্রসমূহের নিক্ষেপ, ষড়ৃতুর বিকৃতিসম্পাদন, শস্যাদির বাধা, ভূতগণের উপসর্গ, বস্তুদিগের ধ্বংস এবং চতুর্যুগান্তকর মেঘ, সূর্য্য, বায়ু ও বহ্নির আনয়ন। ভগবান্ বায়ু উৎপত্তিকারণ, অব্যয়

ভাবাভাবকরঃ সুখাসুখয়োর্বিধাতা মৃত্যুর্যমো নিয়ন্তা প্রজাপতিরদিতির্বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপ সর্ব্বগঃ সর্ব্বতন্ত্রাণাং বিধাতা ভাবানামণুর্বিভু-র্বিষ্ণুঃ ক্রান্তা লোকানা‌ং বায়ুরেব ভগবানিতি॥ ৯

তচ্ছ্রুত্বা বার্য্যোবিদবচো মারীচিরুবাচ যদ্যপ্যেবমেতৎ কিমর্থস্যাস্য বচনে বিজ্ঞানে বা সামর্থ্যমস্তি ভিষগ্‌বিদ্যায়াং, ভিষগ্‌বিদ্যা বাধিকৃত্যেয়ং কথা প্রবৃত্তেতি। বার্য্যোবিদ উবাচ। ভিষক্ পবনমতিবলমতিপরুষমতি-শীঘ্রকারিণমাত্যয়িকঞ্চানুনিশম্য সহসা প্রকুপিতমতিপ্রযতঃ কথমগ্রেঽভিসংরক্ষিতুমভি-ধাস্যতি প্রাগেবৈনমত্যয়ভয়াদিতি। বায়োর্যথার্থা স্তুতিরপি ভবত্যারোগ্যায় বলবর্ণ-বিবৃদ্ধয়ে বর্চ্চস্বিত্বায়োপচয়ায় চ। জ্ঞানোপ-পত্তয়ে পরমায়ুষঃ প্রকর্ষায় চেতি॥ ১০

ও ভূতগণের সৃষ্টিসংহারকারক। তিনি সুখাসুখের বিধাতা। তিনিই মৃত্যু, যম, নিয়ন্তা প্রজাপতি, অদিতি, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্ব-রূপ, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বতন্ত্রের বিধাতা। বায়ুই অণু, বিভু, বিষ্ণু, ত্রিভুবনব্যাপী ও ভগবান্। ৯। বার্য্যোবিদের সেই সকল কথা শুনিয়া মারীচি কহিলেন যে, যদি এইরূপ হইল, তবে বায়ুর স্বরূপকথনে বা মহিমা নির্ণয় করিতে আয়ুর্ব্বেদে ক্ষমতা কি? আয়ুর্ব্বেদে এ সকল কথার উল্লেখই বা কেন? বার্য্যোবিদ্ কহিলেন, এ কথার উল্লেখের কারণ এই যে, ভিষকেরা বায়ুকে অতি বলগামী, অতি পরুষ, অতি শীঘ্রকারী, অতি বিকারকারী জানিয়া, সহসা কুপিত হইলে পাছে ইহা অনিষ্টকারী হয়, এইজন্য প্রথমেই অতি যত্নপূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন। অনিষ্টভয়ে প্রথমেই ইহাকে রক্ষা করিয়া চলিবে। বায়ুর যথার্থ স্তুতি করিলে আরোগ্য লাভ হয়। বলবর্ণ হয়। তেজস্বিতা ও পুষ্টি হয়। জ্ঞান-বৃদ্ধি হয়। পরমায়ুর উৎকর্ষ হয়। ১০।

মারীচিরুবাচ

অগ্নিরেব শরীরে পিত্তান্তর্গতঃ কুপিতা-কুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি।

তদ্‌যথা—

পক্তিমপক্তিং দর্শনমদর্শনং মাত্রামাত্রত্ব-মুষ্মণঃ প্রকৃতি-বিকৃতিবর্ণৌ-শৌর্য্যং ভয়ং ক্রোধং হর্ষং মোহং প্রসাদমিত্যেবমাদীনি চাপরাণি দ্বন্দ্বাদীনীতি॥ ১১

তচ্ছ্রুত্বা মারীচিবচঃ কাশ্যপ উবাচ। সোম এব শরীরে শ্লেষ্মান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভা-শুভানি করোতি।

তদ্‌যথা—

দার্ঢ্যং শৈথিল্যমুপচয়ং কার্শ্যমুৎসাহমালস্যং বৃষতাং ক্লীবতাং জ্ঞানমজ্ঞানং বুদ্ধিং মোহমেব-মাদীনি চাপরাণি দ্বন্দ্বাদীনীতি॥ ১২

তচ্ছ্রুত্বা কাশ্যপবচো ভগবান্ পুনর্ব্বসু-রাত্রেয় উবাচ। সর্ব্ব এব ভগবন্তঃ সম্যগাহু-

মারীচি কহিলেন, অগ্নিই শরীরস্থ পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কুপিত বা অকুপিতাবস্থায় অশুভ বা শুভ করিয়া থাকে। সেই সকল শুভাশুভ যথা;—বিপাক ও অবিপাক, দর্শন ও অদর্শন, শারীরিক তাপের মাত্রা ও অমাত্রা, প্রকৃতি ও বিকৃতি, বর্ণ ও অবর্ণ, শৌর্য্য ও অশৌর্য্য, ভয় ও অভয়, ক্রোধ ও অক্রোধ, হর্ষ ও অহর্ষ, মোহ ও অমোহ, প্রসাদ ও অপ্রসাদ ইত্যাদি ও অপরাপর আছে। ১১। মারীচির সেই কথা শুনিয়া কাশ্যপ কহিলেন যে, সোমই শরীরস্থ শ্লেষ্মায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া কুপিত ও অকুপিত অবস্থায় অশুভ ও শুভ করিয়া থাকে। সেই সকল শুভ ও অশুভ যথা;—দার্ঢ্য ও শৈথিল্য, উপচয় ও কৃশতা, উৎসাহ ও আলস্য, বৃষতা ও ক্লীবতা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বুদ্ধি ও মোহ ইত্যাদি এবং তদ্রূপ অপরাপর আছে। ১২। কাশ্যপের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ পুনর্ব্বসু কহিলেন, আপনারা সকলেই সম্যক্ প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে সাকল্যে এই কথা

রস্তত্রৈকান্তিকবচনাৎ সর্ব্ব এব খলু বাতপিত্ত-শ্লেষ্মাণঃ প্রকৃতিভূতাঃ পুরুষমব্যাপন্নেন্দ্রিয়ং বলবর্ণসুখোপপন্নমায়ুষা মহতোপপাদয়ন্তি সম্যগেবাচরিতা ধর্ম্মার্থকামা নিঃশ্রেয়সেন মহতোপপাদয়ন্তি পুরুষমিহ চামুষ্মিংশ্চ লোকে বিকৃতাস্ত্বেনং মহতা বিপর্য্যয়েণোপপাদয়ন্তি ঋতবস্ত্রয় ইব বিকৃতিমাপন্না লোকমশুভে-নোপঘাতকাল ইত্যেতদৃষয়ঃ সর্ব্বমেবানু-মেনিরে বচনমাত্রেয়স্য ভগবতোঽভিননন্দু-শ্চেতি॥ ১৩

ভবতি চাত্র।

তদাত্রেয়বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্ব এবানুমেনিরে।
ঋষয়োঽভিননন্দুশ্চ যথেন্দ্রবচঃ সুরাঃ॥ ১৪

অত্র শ্লোকৌ

ষড়ুগুণা দ্বিবিধো হেতুর্বিবিধং কর্ম্ম যৎ পুনঃ।
বায়োশ্চতুর্বিধং কর্ম্ম পৃথক্ চ কফপিত্তয়োঃ॥
মহর্ষীণাং মতির্যা চ পুনর্ব্বসুমতিশ্চ যা।
কলাকলীয়ে বাতস্য তৎ সর্ব্বং সম্প্রকাশিতম্॥
ইতি নৈর্দ্দেশচতুষ্কঃ॥ ১৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে বাতকলাকলীয়ো নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়॥ ১২॥

বলা আবশ্যক ছিল যে, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা অব্যাহত থাকিলে পুরুষকে সবলেন্দ্রিয়, বল-বর্ণসুখোপপন্ন এবং দীর্ঘজীবন সম্পন্ন করে। তাহা হইলেই ধর্ম্মার্থকাম সম্পূর্ণরূপে আচরিত হয় এবং পুরুষ পরলোকে পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। বাত-পিত্ত-কফ বিকৃত হইলে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। ঋতুত্রয় (শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা) বিকৃতভাবাপন্ন হইলেও বিপ্লবকালে এইরূপ অশুভ সাধন করিয়া থাকে। ঋষিগণ ভগবান্ আত্রেয় ঋষির এই কথা শুনিয়া সকলেই অনুমোদন ও অভিনন্দন করিলেন। ১৩। উপসংহার। যেমন ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া দেবতারা সকলেই অনুমোদন ও অভিনন্দন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আত্রেয় ঋষির কথা শুনিয়া সমবেত ঋষিগণ অনুমোদন ও অভি-নন্দন করিলেন। ১৪

এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—

এই বাতকলাকলীয় অধ্যায়ে বায়ুর ছয়-গুণ; দ্বিবিধ হেতু, বিবিধ কর্ম্ম, পিত্ত ও কফের পৃথক্ পৃথক্ দুই দুই প্রকার কার্য্য, তৎসম্বন্ধে মহর্ষিদিগের অভিপ্রায় ও পুনর্ব্বসু ঋষির অভিপ্রায় সম্প্রকাশিত হইয়াছে। ইতি চতুর্ব্বিধ নির্দ্দেশ। ১৫

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

স্নেহাধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্নেহাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

সাংখ্যৈঃ সংখ্যাতসংখ্যেয়ৈঃ সহাসীনং পুনর্ব্বসুম্॥
জগদ্ধিতার্থং পপ্রচ্ছুর্বহ্নিবেশঃ স্বসংশয়ম্॥
কিং যোনয়ঃ কতি স্নেহাঃ কে চ স্নেহগুণাঃ পৃথক্।
কালানুপানে কে কস্য কতি কাশ্চ বিচারণাঃ॥
কতি মাত্রাঃ কথং মানা কা চ কেষূপদিশ্যতে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

'অনন্তর আমরা স্নেহাধ্যায় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব' এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। একদা সুপ্রসিদ্ধ সাংখ্য-সম্প্রদায়স্থ কতকগুলি ঋষির সহিত পুনর্ব্বসু ঋষি উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অগ্নিবেশ তাঁহাকে জগতের হিতার্থ আপনার সংশয়িত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে প্রভো! স্নেহের আকারভূত দ্রব্য সমস্ত কি? স্নেহ কত প্রকার? স্নেহদিগের পৃথক্ পৃথক্ গুণ কি? কোন্ স্নেহ কোন্ সময়ে পান করিতে হয় এবং তাহার অনুপানই বা কি? স্নেহের বিচারণা কত প্রকার? উহার মাত্রা কত?

কশ্চ কেভ্যো হিতঃ স্নেহঃ প্রকর্ষঃ স্নেহনে চ কঃ
স্নেহ্যাঃ কে কে চ ন স্নেহ্যাঃ স্নিগ্ধাতিস্নিগ্ধলক্ষণম্
কিং পানাৎ প্রথমং পীতে জীর্ণে কিঞ্চ হিতাহিতম্ ॥
কে মৃদুক্রূরকোষ্ঠাঃ কা ব্যাপদঃ সিদ্ধয়শ্চ কাঃ।
অচ্ছসংশোধনে চৈব স্নেহে কা বৃত্তিরিষ্যতে ॥
বিচারণা কেষু যোজ্যা বিধিনা কেন তৎ প্রভো।
স্নেহনস্যামিতজ্ঞানশাস্ত্রমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ২
অথ তৎসংশয়চ্ছেত্তা প্রত্যুবাচ পুনর্ব্বসুঃ।
স্নেহানাং দ্বিবিধা সৌম্য যোনিঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ
তিলঃ পিয়ালাভিষুকৌ বিভীতকা-
শ্চিত্রাভয়ৈরণ্ডমধূকসর্ষপাঃ।
কুসুম্ভবিল্বারুকমূলকাতসী-
নিকোঠকাক্ষোড়করঞ্জশিগ্রুজাঃ।
স্নেহাশয়াঃ স্থাবরসংজ্ঞিতাস্তথা
স্যুর্জঙ্গমা মৎস্য-মৃগাঃ সপক্ষিণঃ।
তেষাং দধিক্ষীরঘৃতামিষং বসা
স্নেহেষু মজ্জা চ তথোপদিশ্যতে ॥ ৩
সর্ব্বেষাং তৈলজাতানাং তিলতৈলং বিশিষ্যতে
বলার্থে স্নেহনে চাগ্র্যমৈরণ্ডন্তু বিরেচনে ॥
সর্পিস্তৈলং বসা মজ্জা সর্ব্বস্নেহোত্তমা মতাঃ।
এভ্যশ্চোত্তমং সর্পিঃ সংস্কারস্যানুবর্ত্তনাৎ ॥
ঘৃতং পিত্তানিলহরং রসশুক্রৌজসাং হিতম্।

কিরূপে উহা নানা প্রকার হয়? কোন্ প্রকার কাহার জন্য উপদিষ্ট আছে? কাহার পক্ষে কোন্ স্নেহ হিতকর? স্নেহন সম্বন্ধে প্রকর্ষ কাহাকে কহে? কাহারা স্নেহনীয়? কাহারা স্নেহযোগ্য নহে? স্নিগ্ধ ও অতি স্নিগ্ধের লক্ষণ কি? স্নেহপানের প্রথমে, স্নেহপান করিবার পর এবং স্নেহ জীর্ণ হইবার পর কি কি প্রক্রিয়া বা আহারাদি হিতকর বা অহিত? মৃদুকোষ্ঠ ও ক্রূরকোষ্ঠ কিরূপ? স্নেহব্যাপৎ ও তাহার প্রতিকারই বা কি? অচ্ছ ও সংশোধন স্নেহ কি? ঐ দুইস্থানে কিরূপ বৃত্তিই বা অবলম্বন করা উচিত? বিচারণা স্নেহ কাহাদের প্রতি প্রয়োগ করা উচিত এবং কিরূপ নিয়মেই বা প্রয়োগ করা উচিত? হে অমিতজ্ঞান! স্নেহব্যাপার সম্বন্ধীয় শাস্ত্র অবগত হইবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে। ২। অগ্নিবেশের সংশয় ছেদন করিবার জন্য পুনর্ব্বসু উত্তর করিলেন, হে সৌম্য! স্থাবর ও জঙ্গম-ভেদে স্নেহ-দিগের দুই প্রকার যোনি আছে। তিল, পিয়াল, অভিষুক (হিমালয়-দেশজ ফল), বিভীতক (বহেড়া), চিত্রা ("জয়পালবীজ"), হরীতকী, এরণ্ডবীজ, মধুক (মৌলবীজ), সর্ষপ, কুসুম্ভ (কুসুমবীজ), বিল্বফল, অরুক ("ভল্লাতক ফল"), মূলক (মূলোবীজ), অতসী (তিসী), নিকোঠক ("পার্ব্বত্য আখরোট"), আক্ষোট (আখরোট), করঞ্জ-ফল ও সজিনাবীজ ইহারা স্নেহের আকর এবং ইহারা স্থাবর-জাতীয় স্নেহযোনি। এইরূপ মৎস্য, পশু এবং পক্ষীদিগকে জঙ্গম স্নেহের আকর কহে। ঐ সকল জন্তুর দধি, ক্ষীর, ঘৃত, মাংস, বসা ও মজ্জা স্নেহসমূহের মধ্যে উল্লিখিত আছে। ["মৌলবীজের তৈল ঘন, প্রদীপে ব্যবহার করা যায়, দুঃখীরা পাককার্য্যেও ব্যবহার করে। ইহাকে সংস্কৃতভাষায় মধুকসার কহে" ইতি উদয়চাঁদ। যে ফলের তৈল আপনি বাহির না হয়, তাহার সহিত তিল বা সর্ষপ মিশাইয়া পেষণ করিতে হয়]। ৩। সমস্ত তৈলের মধ্যে বলাধান ও স্নেহন পক্ষে তিলতৈল উৎকৃষ্ট। বিরেচন পক্ষে এরণ্ড-তৈল শ্রেষ্ঠ। ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা সমস্ত স্নেহের মধ্যে উৎকৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে আবার ঘৃত সংস্কারের অনুবর্ত্তী বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট। [দ্রব্যান্তরের সহিত সংযুক্ত হইলে ঘৃত সেই দ্রব্যের গুণ গ্রহণ করে, অথচ নিজগুণ পরিহার করে না, এইজন্য ঘৃতকে সংস্কারের অনুবর্ত্তী কহে]। ৪। ঘৃত —রক্তপিত্ত-নাশক, ইহা রস, শুক্র ও বল

নির্ব্বাপণং মৃদুকরং স্বরবর্ণপ্রসাদনম্ ॥ ৫
ত্বচ্যমুষ্ণং স্থিরকরং তৈলং যোনিবিশোধনম্ ॥ ৬
বিদ্ধভগ্নাহতং ভ্রষ্টযোনিকর্ণশিরোরুজি।
পৌরুষোপচয়ে স্নেহে ব্যায়ামে চেষ্যতে বসা ॥
বলশুক্ররসশ্লেষ্মমেদোমজ্জাভিবর্দ্ধনঃ।
মজ্জা বিশেষতোহস্থ্নাঞ্চ বলকৃৎ স্নেহনে মতঃ
সর্পিঃ শরদি পাতব্যং বসা মজ্জা চ মাধবে।
তৈলং প্রাবৃষি নাত্যুষ্ণশীতে স্নেহং পিবেন্নরঃ
বাতপিত্তাধিকো রাত্রাবুষ্ণে চাপি পিবেন্নরঃ।
শ্লেষ্মাধিকো দিবাশীতে পিবেচ্চামলভাস্করে ॥
অত্যুষ্ণে বা দিবা পীতো বাতপিত্তাধিকেন বা
মূর্চ্ছাং পিপাসামুন্মাদং কামলাং বা সমীরয়েৎ ॥
শীতে রাত্রৌ পিবন্ স্নেহং নরঃ শ্লেষ্মাধিকো-
হপি বা।
আনাহমরুচিং শূলং পাণ্ডুতাং বা সমৃচ্ছতি ॥ ৯
জলমুষ্ণং ঘৃতে পেয়ং যূষস্তৈলেহনুশস্যতে।
বসামজ্জ্নোস্তু মণ্ডঃ স্যাৎ সর্ব্বেষুষ্ণমথাম্বু বা
ওদনশ্চ বিলেপী চ রসো মাংসং পয়ো দধি
যবাগূঃ সূপশাকৌ চ যূষঃ কাম্বলিকঃ খড়ঃ।
শক্তবস্তিলপিষ্টঞ্চ মদ্যং লেহাস্তথৈব চ।
ভক্ষ্যমভ্যঞ্জনং বস্তিস্তথা চোত্তরবস্তয়ঃ।
গণ্ডূষঃ কর্ণ-তৈলঞ্চ নস্তকর্ণাক্ষিতর্পণম্।
চতুর্ব্বিংশতিরিত্যেতাঃ স্নেহস্য প্রবিচারণাঃ ॥ ১১
অচ্ছপেয়স্তু যঃ স্নেহো ন তামাহুর্বিচারণাম্।
স্নেহস্য স ভিষগ্‌দৃষ্টঃ কল্পঃ প্রাথমকল্পিকঃ ॥ ১২
রসৈশ্চোপহিতঃ স্নেহঃ সমাসব্যাসযোগিভিঃ।
ষড়্‌ভিস্ত্রিষষ্টিধা সঙ্খ্যাং প্রাপ্নোত্যেকশ্চ কেবলঃ

রুদ্ধি করে; ইহা রস, শুক্র ও বল বৃদ্ধি করে. ইহা নির্ব্বাণ (জ্বালা নিবৃত্তিকারক), মৃদুকারক, স্বর ও বর্ণের প্রসন্নতা-সম্পাদক। ৫। তৈল—ত্বকের হিতকারক, উষ্ণ, দার্ঢ্যকারক ও যোনিশোধক। ৬। বসা—বিদ্ধস্থান ও ভগ্নস্থানের হিতকারক; যোনিভ্রংশ, কর্ণশূল ও শিরঃশূলে এবং বলাধান, স্নেহন ও পরিশ্রমীদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ৭। মজ্জা—বল, শুক্র, রস শ্লেষ্মা, মেদ ও মজ্জা বর্দ্ধন করে। বিশেষতঃ ইহা অস্থিসমূহের বলম্বারক ও স্নেহনকার্য্যের উপযোগী। ৮। ঘৃত শরৎকালে, বসা ও মজ্জা বসন্তে এবং তৈল বর্ষাকালে, উপযোগী। অতিশয় উষ্ণ নয় অথচ, অতিশয় শীতল নয় এরূপ কালেই লোক এরণ্ড তৈল প্রভৃতি সংশোধন স্নেহ পান করিবেন। বাতপিত্তাধিক ধাতুতে এবং উষ্ণকালে রাত্রিতে স্নেহপান করিবে। শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তি দিবাভাগে এবং শীতকালে নির্ম্মল সূর্য্যালোকযুক্ত দিবসে স্নেহপান করিবেন। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তি অত্যুষ্ণকালে বা দিবাভাগে স্নেহপান করিলে মূর্চ্ছা, পিপাসা, উন্মাদ ও কামলা রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তি শীতের সময়ে বা রাত্রিকালে স্নেহপান করিলে আনাহ, অরুচি, শূল বা পাণ্ডুতা রোগে আক্রান্ত হয়। ৯। ঘৃত পান করিয়া উষ্ণজল অনুপান করিবে। তৈল পান করিয়া মাংসযূষ অনুপান করিবে। বসা ও মজ্জা পান করিয়া মণ্ড অনুপান করিবে। অথবা সর্ব্বপ্রকার স্নেহপানের পরই উষ্ণ জল অনুপান করিবে। ১০। স্নেহের চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বিচারণা আছে। যথা; অন্ন, বিলেপী, মাসযূষ, মাংস, দুগ্ধ, দধি, যবাগূ, সূপ, শাক, কাম্বলিকযূষ ও খড়যূষ, শক্তুসমূহ, তিল, পিষ্টক মদ্য, লেহ, সর্ব্ব প্রকার ভক্ষ্য, অভ্যঞ্জন দ্রব্য, বস্তি ও উত্তর বস্তি, গণ্ডূষ, কর্ণৌষধ, নস্তকর্ম্ম, কর্ণতর্পণ ও অক্ষিতর্পণ ॥ [দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগ করিয়া যে স্নেহ পান করা যায়, সেই স্নেহ নিজগুণ পরিহার করিয়া পরগুণ গ্রহণ করে, এইজন্য তাহার বিচারণা সংজ্ঞা হয়] ১১। অচ্ছ স্নেহ অর্থাৎ দ্রব্যান্তরের সহিত অসংযুক্ত স্নেহের বিচারণা-সংজ্ঞা হয় না। এই অচ্ছ স্নেহকে বৈদ্যেরা স্নেহের প্রথম কল্প করিয়া থাকে। ১২। কটুতিক্তাদি ছয় প্রকার রসকে ব্যস্ত ও সমস্তভাবে সমষ্টি করিলে তেষট্টি প্রকার রস হয়। অন্নাদি দ্রব্যে সেই তেষট্টি প্রকার রস আছে এবং স্নেহ সেই তেষট্টি প্রকার রসের

এবমেষা চতুঃষষ্টিঃ স্নেহানাং প্রবিচারণা।
সাত্ম্যর্ত্তুব্যাধিপুরুষান্ প্রযোজ্যা জানতাভবেৎ
অহোরাত্রমহঃ কৃৎস্নমর্দ্ধাহঞ্চ প্রতীক্ষতে।
প্রধানা মধ্যমা হ্রস্বা স্নেহমাত্রাং জরাং প্রতি।
ইতি তিস্রঃ সমুদ্দিষ্টা মাত্রাঃ স্নেহস্য মানতঃ ॥১৪
তাসাং প্রয়োগং বক্ষ্যামি পুরুষংপুরুষং প্রতি
প্রভূতস্নেহনিত্যা যে ক্ষুৎপিপাসাসহা নরাঃ।
পাবকশ্চোত্তমবলো যেষাং যে চোত্তমা বলে।
গুল্মিনঃ সর্পদষ্টাশ্চ বীসর্পোপহতাশ্চ যে।
উন্মত্তাঃ কৃচ্ছ্রমূত্রাশ্চ গাঢ়বর্চ্চস এব চ।
পিবেয়ুরুত্তমাং মাত্রাং তস্যাঃ পানে গুণান্ শৃণু
বিকারাঞ্ছময়ত্যেষা শীঘ্রং সম্যক্ প্রযোজিতা।
দোষানুকর্ষিণী মাত্রা সর্ব্বমার্গানুসারিণী।
বল্যা পুনর্নবকরী শরীরেন্দ্রিয়চেতসাম্ ॥ ১৫

পীড়কাস্ফোটকারুষ্ককণ্ডুপামাভিরর্দ্দিতাঃ।
কুষ্ঠিনশ্চ প্রমীঢ়াশ্চ বাতশোণিতিকাশ্চ যে।
নাতিবহ্বাশিনশ্চৈব মৃদুকোষ্ঠাস্তথৈব চ।
পিবেয়ুর্মধ্যমাং মাত্রাং মধ্যমশ্চাপি যে বলে ॥
মাত্রৈষা মন্দবিভ্রংশা ন চাতিবলহারিণী।
সুখেন চ স্নেহয়তি শোধনার্থে চ যুজ্যতে ॥ ১৬
যে তু বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ সুকুমারাঃ সুখোচিতাঃ।
রিক্তকোষ্ঠত্বমহিতং যেষাং মন্দাগ্নয়শ্চ যে ॥
জ্বরাতীসারকাসাশ্চ যেষাং চিরসমুত্থিতাঃ।
স্নেহমাত্রাং পিবেয়ুস্তে হ্রস্বাং যে চাবরা বলে ॥
পরিহারে সুখা চৈষা মাত্রা স্নেহনবৃংহণী।
বৃষ্যা বল্যা নিরাবাধা চিরঞ্চাপ্যনুবর্ত্ততে ॥ ১৭
বাতপিত্তপ্রকৃতয়ো বাতপিত্তবিকারিণঃ
চক্ষুষ্কামাঃ ক্ষতাঃ ক্ষীণা বৃদ্ধা বালাস্তথাবলাঃ
আয়ুঃপ্রকর্ষকামাশ্চ বলবর্ণস্বরার্থিনঃ।

সহিত মিলিত হয়; অতএব স্নেহের তেষট্টি প্রকার বিচারণা হইতেছে। আর মস্তক প্রভৃতির তর্পণে যে অচ্ছস্নেহ ব্যবহৃত হয়, তাহারও বিচারণাসংজ্ঞা হয়। অতএব স্নেহের চৌষট্টি প্রকার বিচারণাসংজ্ঞা হইতেছে। সাত্ম্য ঋতু, ব্যাধি ও পুরুষ ভেদে এই সকল বিচারণা প্রয়োগ করিবে। ১৩। প্রধান, মধ্যম ও হ্রস্ব ভেদে স্নেহমাত্রা তিন প্রকার। যে মাত্রা অহোরাত্রে জীর্ণ হয়, তাহাকে প্রধান-মাত্রা; যাহা জীর্ণ হইতে সমস্ত দিবাভাগ আবশ্যক হয়, তাহাকে মধ্যম-মাত্রা এবং যাহা তদর্দ্ধসময়ে জীর্ণ হয়, তাহাকে হ্রস্ব-মাত্রা কহে। ১৪। পুরুষভেদে তাহাদের প্রয়োগ বলিতেছি। স্নেহপানে যাহাদের বিলক্ষণ অভ্যাস আছে, যাহারা ক্ষুধা ও পিপাসার বেগ সহ্য করিতে পারে; যাহাদের অগ্নি তীক্ষ্ণ; যাহারা অতিশয় বলবান্ ও যাহারা গুল্ম-রোগী, সর্পদষ্ট, বিসর্পরোগী, উন্মত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগী, এবং যাহাদের মল কঠিন; তাহাদের পক্ষে স্নেহের উত্তম মাত্রা প্রশস্ত। এইরূপ উত্তমমাত্রা পানের গুণ শ্রবণ কর। ইহা সম্যক্‌রূপে প্রযোজিত হইলে বিকার সকল শীঘ্র নষ্ট করে, দোষদিগকে আকর্ষণ করে এবং শরীরের সমস্ত স্রোতঃ অনুসরণ করে। ইহা বলকারী এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের নবীনতা-সম্পাদন করে। ১৫। পীড়কা, বিস্ফোটক, অরুষ্ক (অরুংষিকা), কণ্ডূ, পামা, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও বাতরক্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, অল্পাহারী, মৃদুকোষ্ঠ, ও মধ্যবলবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে মধ্যম-মাত্রা প্রশস্ত। এই মধ্যম-মাত্রা নাতিবিরেচক ও নাতিবল-হারিণী। ইহা বিনা-ক্লেশে স্নেহক্রিয়া সম্পাদন করে এবং ইহাই শোধনার্থ প্রয়োগ করা যায়। ১৬। যাহারা বৃদ্ধ, বালক, সুকুমার ও সুখোচিত; যাহাদের কোষ্ঠ অহিত-কর বিরেচন দ্বারা বিবিক্ত হইয়াছে; যাহারা মন্দাগ্নি; যাহাদের পুরাতন জ্বর, কাস ও অতিসার আছে এবং যাহারা অল্পবলবিশিষ্ট, তাহারা স্নেহের অল্পমাত্রা পান করিবে। এই অল্পমাত্রা অভ্যাস করিয়া পরিহার করিতে কষ্ট হয় না, ইহা শরীরকে স্নিগ্ধ করিয়া থাকে, ইহা বৃষ্য ও বলকারক এবং দীর্ঘকাল সেবনেও পীড়া জন্মায় না। ১৭। যাহারা বাত-পিত্তপ্রকৃতি, বাতপিত্তরোগী, দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধনে-চ্ছুক, ক্ষতরোগী, ক্ষীণ-রোগী, বৃদ্ধ, বালক,

পুষ্টিকামাঃ প্রজাকামাঃ সৌকুমার্য্যার্থিনশ্চ যে ॥
দীপ্ত্যোজঃস্মৃতিমেধাগ্নিবুদ্ধীন্দ্রিয়বলার্থিনঃ।
পিবেয়ুঃ সর্পিরার্ত্তাশ্চ দাহশস্ত্রবিষাগ্নিভিঃ ॥ ১৮
প্রবৃদ্ধশ্লেষ্মমেদস্কাশ্চলস্থূলগলোদরাঃ।
বাতব্যাধিভিরাবিষ্টা বাতপ্রকৃতয়শ্চ যে ॥
বলং তনুত্বং লঘুতাং দৃঢ়তাং স্থিরগাত্রতাম্।
স্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণতনুত্বক্তাং যে চ কাঙ্ক্ষন্তি দেহিনঃ ॥
ক্রিমিকোষ্ঠাঃ ক্রূরকোষ্ঠাস্তথা নাড়ীভিরর্দ্দিতাঃ।
পিবেয়ুঃ শীতলে কালে তৈলং তৈলোচিতাশ্চ যে ॥ ১৯
বাতাতপসহা যে চ রুক্ষভারাধ্বকর্শিতাঃ।
সংশুষ্করেতোরুধিরা নিষ্পীতকফমেদসঃ ॥
অস্থিসন্ধিশিরাস্নায়ুমর্ম্মকোষ্ঠমহারুজঃ।
বলবান্ মারুতো যেষাং খানি চাবৃত্য তিষ্ঠতি
মহচ্চাগ্নিবলং যেষাং বসাসাত্ম্যাশ্চ যে নরাঃ
তেষাং স্নেহয়িতব্যানাং বসাপানং বিধীয়তে ॥ ২০
দীপ্তাগ্নয়ঃ ক্লেশসহা ঘস্মরাঃ স্নেহসেবিনঃ।
বাতার্ত্তাঃ ক্রূরকোষ্ঠাশ্চ স্নেহ্যা মজ্জানমাপ্নুয়ুঃ ॥ ২১
যেভ্যো যেভ্যো হিতো যো যঃ স্নেহঃ সঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
স্নেহনস্য প্রকর্ষৌ তু সপ্তরাত্রত্রিরাত্রকৌ ॥
স্বেদ্যাঃ শোধয়িতব্যাশ্চ রুক্ষবাতবিকারিণঃ।
ব্যায়ামমদ্যস্ত্রীনিত্যাঃ স্নেহ্যাঃ স্যুর্যে চ চিন্তকাঃ
সংশোধনাদৃতে যেষাং রূক্ষণং সম্প্রবক্ষ্যতে।
ন তেষাং স্নেহনং শস্তমুৎসন্নকফমেদসাম্ ॥
অভিষ্যন্দাননগুদা নিত্যং মন্দাগ্নয়শ্চ যে।
তৃষ্ণামূর্চ্ছাপরীতাশ্চ গর্ভিণ্যস্তালুশোষিণঃ ॥
অন্নদ্বিষশ্ছর্দ্দয়ন্তো জঠরামগরার্দ্দিতাঃ।
দুর্ব্বলাশ্চ প্রতান্তাশ্চ স্নেহমানা মদাতুরাঃ।

দুর্ব্বল, দীর্ঘজীবনপ্রার্থী, বল-বর্ণ-স্বরপ্রার্থী, পুষ্টিপ্রার্থী, সন্তানপ্রার্থী, সৌকুমার্য্য-প্রার্থী; যাহারা দীপ্তি, ওজঃ, স্মৃতি, মেধা, অগ্নি, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বলপ্রার্থী এবং যাঁহারা দাহ, শস্ত্র, বিষ ও অগ্নি দ্বারা পীড়িত; তাঁহারা যেন ঘৃত পান করেন। ১৮। যাঁহাদের শ্লেষ্মা ও মেদ অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে; যাঁহাদের গলা ও উদর স্থূল ও চল; যাঁহারা বাতব্যাধিগ্রস্ত বা বাতপ্রকৃতি; যাঁহারা বল, তনুত্ব, লঘুতা, দৃঢ়তা, দৃঢ়গাত্রতা এবং স্নিগ্ধ ও মসৃণ দেহ ও ত্বক্ ইচ্ছা করেন; যাঁহারা ক্রিমি-কোষ্ঠ ক্রূরকোষ্ঠ এবং নালীক্ষত রোগে পীড়িত এবং যাঁহারা তৈলাভ্যস্ত; তাঁহারা শীত-কালে তৈল পান করিবেন। ১৯। যাঁহারা বাতাতপসহিষ্ণু, রুক্ষ, ভারবহন ও পথভ্রমণ দ্বারা কৃশীভূত; যাঁহাদের শুক্র ও রুধির ক্ষীণ হইয়াছে, যাঁহাদের কফ ও মেদ নিঃশেষ হইয়াছে; যাঁহাদের অস্থি, সন্ধি, শিরা, স্নায়ু, মর্ম্মস্থান ও কোষ্ঠ বেদনাগ্রস্ত; যাঁহাদের বলবান্ বায়ু স্রোতঃসমূহকে আবৃত করিয়া আছে, যাঁহাদের অগ্নিবল অধিক এবং বসাপানে যাহাদের অভ্যাস আছে; তাঁহারা স্নেহকর্ম্মের অযোগ্য না হইলে তাঁহাদের পক্ষে বসাপানের বিধি আছে। দীপ্তাগ্নি, ক্লেশসহিষ্ণু, ভক্ষণশীল, স্নেহাভ্যস্ত, বাতপীড়িত ও ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিগণ স্নেহ-কর্ম্মের যোগ্য হইলে মজ্জা সেবন করিবেন। ২১। যাঁহায়ের যাঁহাদের পক্ষে যে যে স্নেহ উপকারী, তাহা বর্ণিত হইল। স্নেহন-কর্ম্মের প্রকর্ষ বা প্রকৃষ্ট মাত্রা সপ্তরাত্র বা ত্রিরাত্র উপর্য্যুপরি স্নেহগ্রহণ। যাঁহারা স্বেদ-কর্ম্মের যোগ্য বা যাঁহাদিগকে স্বেদ দেওয়া হইবে; যাঁহারা শোধনের যোগ্য বা যাঁহা-দিগকে শোধন দেওয়া হইবে; যাঁহারা রুক্ষ ও বায়ুরোগী; যাঁহারা পরিশ্রমরত, মদ্যপানা-সক্ত ও স্ত্রী-পরায়ণ এবং যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারাই সাধারণতঃ স্নেহকর্ম্মের যোগ্য। ২২। যাঁহাদের পক্ষে বমন বিরেচন ভিন্ন অন্যান্য রুক্ষক্রিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে, তাঁহাদের পক্ষে স্নেহনক্রিয়া প্রশস্ত নহে। যাঁহাদের কফ ও মেদ উদীর্ণ হইয়াছে, মুখ ও গুহ্যদেশের স্রাব হইয়া থাকে; যাঁহারা মন্দাগ্নি, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা-গ্রস্ত, গর্ভিণী বা তালুশোষগ্রস্ত, অরুচিগ্রস্ত, বমিগ্রস্ত, উদর রোগ, আম ও গরদোষে পীড়িত, দুর্ব্বল, গ্লানিযুক্ত, স্নেহপানে ভীত

ন স্নেহ্যা বর্ত্তমানেষু ন নস্তো বস্তিকর্ম্মসু।
স্নেহপানাৎ প্রজায়ন্তে তেষাং রোগাঃ
সুদারুণাঃ॥ ২৩
পুরীষং গ্রথিতং রূক্ষং বায়ুরপ্রগুণো মৃদুঃ।
পক্তা খরত্বং রৌক্ষঞ্চ গাত্রস্যাস্নিগ্ধলক্ষণম্॥ ২৪
বাতানুলোম্যং দীপ্তোঽগ্নির্বর্চ্চঃ স্নিগ্ধমসংগ্রথিতম্।
মার্দ্দবং স্নিগ্ধতা চাঙ্গে স্নিগ্ধানামুপজায়তে॥ ২৫
পাণ্ডুত্বং গৌরবং জাড্যং পুরীষস্যাবিপক্কতা।
তন্দ্রিররুচিরুৎক্লেশঃ স্যাদতিস্নিগ্ধলক্ষণম্॥ ২৬
দ্রবোষ্ণমনভিষ্যন্দি ভোজ্যমন্নং প্রমাণতঃ।
নাতিস্নিগ্ধমসঙ্কীর্ণং শ্বঃ স্নেহং পাতুমিচ্ছতা॥
পিবেৎ সংশমনং স্নেহমন্নকালে প্রকাঙ্ক্ষিতঃ।
শুদ্ধ্যর্থং পুনরাহারে নৈশে জীর্ণে পিবেন্নরঃ॥
উষ্ণোদকোপচারী স্যাদ্‌ব্রহ্মচারী ক্ষপাশয়ঃ।
শকৃন্মূত্রানিলোদ্গারানুদীর্ণাংশ্চ ন ধারয়েৎ॥২৭
ব্যায়ামমুচ্চৈর্বচনং ক্রোধশোকৌ হিমাতপৌ।
বর্জ্জয়েদপ্রবাতঞ্চ সেবেত শয়নাসনম্॥ ২৮
স্নেহং পীত্বা নরঃ স্নেহং প্রতিভুঞ্জান এব চ।
স্নেহমিথ্যোপচারাদ্ধি জায়ন্তে দারুণা গদাঃ॥ ২৯
মৃদুকোষ্ঠস্ত্রিরাত্রেণ স্নিহ্যত্যচ্ছোপসেবয়া।
স্নিহ্যতি ক্রূরকোষ্ঠস্তু সপ্তরাত্রেণ মানবঃ॥ ৩০
গুড়মিক্ষুরসং মস্তু ক্ষীরমুল্লোড়িতং দধি।
পায়সং কৃশরং সর্পিঃ কাশ্মর্য্যং ত্রিফলারসম্॥
দ্রাক্ষারসং পীলুরসং জলমুষ্ণমথাপি বা।
মদ্যং বা তরুণং পীত্বা মৃদুকোষ্ঠো বিরিচ্যতে॥
বিরেচয়ন্তি নৈতানি ক্রূরকোষ্ঠং কদাচন।
ভবতি ক্রূরকোষ্ঠস্য গ্রহণী তূল্বণানিলা॥ ৩১
উদীর্ণপিত্তাল্পকফা গ্রহণী মন্দমারুতা।
মৃদুকোষ্ঠস্য তস্মাৎ স সুবিরেচ্যো নরঃ স্মৃতঃ॥৩২

এবং যাঁহারা মদরোগী; তাঁহারা স্নেহপানের অযোগ্য। আর নস্য ও বস্তিকর্ম্ম বিদ্যমান থাকিতে স্নেহপান প্রশস্ত নহে। স্নেহপান করিলে ইহাঁদের নিদারুণ রোগসমস্ত হয়। ২৩ স্নেহ পান করিয়া সম্যক্‌রূপে স্নিগ্ধ না হইলে এই সকল লক্ষণ হয়; যথা;—পুরীষ গ্রথিত (গুট্‌লে) ও রূক্ষ হয়, বায়ু অগুণ হয়, অগ্নি, মৃদু হয়, গাত্র কর্কশ ও রূক্ষ হয়। ২৪। মানুষ সম্যক্‌ স্নিগ্ধ হইলে বায়ুর অনুলোমন হয়। অগ্নি দীপ্ত, বিষ্ঠা স্নিগ্ধ ও অগ্রথিত, শরীরের মার্দ্দব ও স্নিগ্ধতা হয়।২৫। অতি স্নিগ্ধ হইলে পাণ্ডুতা, গুরুতা, জাড্য, পুরীষের অপাক, তন্দ্রা, অরুচি ও উৎক্লেশ (বমনেচ্ছা) হইয়া থাকে। ২৬। যিনি কল্য স্নেহপান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অদ্য তরল উষ্ণ, অনভিষ্যন্দী, নাতিস্নিগ্ধ ও অসঙ্কীর্ণ (অমিশ্রিত) অন্ন পরিমিতরূপে ভোজন করিবেন। সংশোধন স্নেহ, আবশ্যকস্থলে, অন্নকালে (আহারের সময়) পান করিবেন। নিশাভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইলে পুনরাহারকালে সংশোধন স্নেহ সেবন করিবেন। ২৭। পীতস্নেহ ব্যক্তি উষ্ণজল সেবন করিবেন এবং ইন্দ্রিয়-সংযম-পরায়ণ হইবেন। দিবসে নিদ্রা যাইবেন না। বিষ্ঠা, মূত্র, অধোবাত ও উদ্গারের বেগ ধারণ করিবেন না। ব্যায়াম, উচ্চবাক, ক্রোধ, শোক, হিম ও আতপ পরিহার করিবেন এবং নির্ব্বাত স্থানে শয়ন ও আসন গ্রহণ করিবেন। ২৮। স্নেহ পান করিয়া সেই স্নেহ জীর্ণ না হইলে পুনরায় স্নেহ পান করিলে স্নেহের অপব্যবহার বশতঃ নানাপ্রকার উৎকট রোগ হইয়া থাকে। ২৯। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তি অচ্ছ স্নেহ ত্রিরাত্র সেবন করিলেই স্নিগ্ধ হয়। ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি সপ্তরাত্রে স্নিগ্ধ হইয়া থাকেন। ৩০। গুড়, ইক্ষুরস, মস্তু, ক্ষীর, সরযুক্ত দধি, পায়স, কৃষরা, ঘৃত গাম্ভারী ফল, ত্রিফলার ক্কাথ, দ্রাক্ষার ক্কাথ, পীলুফলের ক্কাথ ও কখনও বা উষ্ণজল সেবন করিলেও মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন হইয়া থাকে। অথবা নূতন মদ্য সেবন করিলেও তাঁহার বিরেচন হইতে পারে। কিন্তু এ সকল দ্বারা ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন হয় না, বরং বাতোল্বণ গ্রহণী রোগ হইতে পারে। ৩১। যাহার গ্রহণীতে পিত্ত অধিক, কফ অল্প, বায়ু মন্দ, সেই ব্যক্তিকে মৃদুকোষ্ঠ কহে। সেরূপ ব্যক্তির

উদীর্ণপিত্তা গ্রহণী যস্য চাগ্নিবলং মহৎ।
ভবতি তস্যাশু স্নেহঃ পীতোঽগ্নিতেজসা।
স জগ্ধা স্নেহমাত্রাং তামোজঃ প্রক্ষারয়ন্ বলী
স্নেহাগ্নিরুক্তমাং তৃষ্ণাং সোপসর্গামুদীরয়েৎ।
নালং স্নেহসমৃদ্ধস্য শমায়ান্নং সুগুর্ব্বপি।
স চেৎ সুশীতং সলিলং নাসাদয়তি দহ্যতে॥
যথৈবাশীবিষঃ কক্ষমধ্যগঃ স্ববিষাগ্নিনা॥ ৩৩
অজীর্ণে যদি তু স্নেহে তৃষ্ণা স্যাচ্ছর্দ্দয়েদ্ধি সঃ
শীতোদকং পুনঃ পীত্বা ভুক্ত্বা রুক্ষান্নমুল্লিখেৎ॥
ন সর্পিঃ কেবলে পিত্তে পেয়ং সামে বিশেষতঃ
সর্ব্বং হ্যনুচরেদ্দেহং হত্বা সংজ্ঞাঞ্চ মারয়েৎ॥ ৩৫
তন্দ্রিরুৎক্লেশ আনাহো জ্বরঃ স্তম্ভো বিসংজ্ঞতা
কুষ্ঠানি কণ্ডুঃ পাণ্ডুত্বং শোথোঽর্শাংস্যরুচিস্তৃষা
জঠরং গ্রহণীদোষঃ স্তৈমিত্যং বাক্যনিগ্রহঃ।
শূলমামপ্রদোষাশ্চ জায়ন্তে স্নেহবিভ্রমাৎ॥
তত্রাপ্যুল্লেখনং শস্তং স্বেদঃ কালপ্রতীক্ষণাৎ
প্রতি প্রতি ব্যাধিবলং বুদ্ধা স্রংসনমেব চ॥
তক্রারিষ্টপ্রয়োগাশ্চ রুক্ষপানান্নসেবনম্।
মূত্রাণাং ত্রিফলায়াশ্চ স্নেহব্যাপদি ভেষজম্॥ ৩৬
অকালে চাহিতশ্চৈব মাত্রয়া ন চ যোজিতঃ।
স্নেহমিথ্যোপচারাদ্ধি ব্যাপদ্যেতাতিসেবিতঃ॥ ৩৭
স্নেহাৎ প্রস্কন্দনো জন্তুস্ত্রিরাত্রোপরতঃ পিবেৎ।
স্নেহবদ্দ্রবমুষ্ণঞ্চ ত্র্যহং ভুক্ত্বা রসোদনম্॥ ৩৮
একাহোপরতস্তদ্বদ্ভুক্ত্বা প্রচ্ছর্দ্দনং পিবেৎ।
স্যাত্ত্বসংশোধনার্থীয়ে বৃত্তিঃ স্নেহে বিরিক্তবৎ॥
স্নেহদ্বিষঃ স্নেহনিত্যা মৃদুকোষ্ঠাশ্চ যে নরাঃ।
ক্লেশাসহা মদ্যনিত্যাস্তেষামিষ্টা বিচারণা॥ ৪০

সহজেই বিরেচন হয়। ৩২। যাহার গ্রহণীতে পিত্তের উল্বণতা এবং অগ্নির বল অত্যধিক, তিনি স্নেহপান করিলে সেই স্নেহ অগ্নিতেজে ভস্মীভূত হয়। তখন অগ্নি স্নেহযোগে প্রজ্বলিত হইয়া শরীরস্থ ওজোধাতুকে দগ্ধ করিয়া থাকে এবং উপসর্গ যুক্ত তৃষ্ণা উৎপাদন করে। শীতস্নেহ ব্যক্তির পক্ষে উষ্ণোদক ব্যবস্থা হইলেও সে স্থলে শীতল জলাভাবে, রোগী কক্ষমধ্যস্থ সবিষদগ্ধ আশীবিষের ন্যায়, আপনার অগ্নির তেজে দগ্ধ হইয়া থাকে। তখন সুশীতল জল ব্যতীত কেবলমাত্র গুরুতর ভোজন দ্বারাও তাহার সেই অনিষ্ট নিবারিত হয় না। ৩৩। স্নেহ জীর্ণ না হইলে যদি তৃষ্ণা প্রভৃতি হয়, তবে বমি করিয়া শীতল জল পান করিবে। অনন্তর রুক্ষান্ন ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার বমি করিবে। ৩৪। পিত্তে বিশেষতঃ আমসংযুক্ত পিত্তে কেবল ঘৃত পান করিবে না। কারণ তাহাতে ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয় এবং সংজ্ঞা নাশ করিয়া জীবন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিতে পারে। [এতএব ঘৃত পিত্তনাশক বলিয়াই পিত্তাধিক ব্যক্তি দ্রব্যান্তরের সহিত সংযুক্ত না করিয়া ঘৃতপান করিবেন না] ৩৫। অতিরিক্ত স্নেহপান জন্য রোগসমূহ যথা; তন্দ্রা, উৎক্লেশ, আনাহ, জ্বর, স্তম্ভ, বিসংজ্ঞতা, কুষ্ঠ, কণ্ডু, পাণ্ডু, শোথ, অর্শঃ, অরুচি, তৃষ্ণা, উদর, গ্রহণীদোষ, স্তৈমিত্য, বাক্স্তম্ভ, শূল ও আমদোষ। এইস্থলে বমন স্বেদ, স্নেহের জীর্ণকাল প্রতীক্ষা এবং ব্যাধির বলাবল বুঝিয়া স্রংসন (আম ও পক্বদোষের বিরেচন), অরিষ্ট প্রয়োগ, রুক্ষপানান্ন সেবন, মূত্রসেবন ও ত্রিফলাসেবন হিতকর। ৩৬। অকালে স্নেহ পান করিলে, অহিতকর স্নেহ পান করিলে, অতিমাত্রায় স্নেহ পান করিলে বা স্নেহের মিথ্যাযোগ হইলে স্নেহবিপত্তি ঘটিয়া থাকে। ৩৭। অন্যায়রূপে স্নেহপান করিয়া অসুখ বোধ হইলে স্নেহপান পরিত্যাগ করিয়া তিনি দিন বিরাম করিবে এবং সেই তিন দিবস মাংসরস ও অন্ন সেবন করিয়া পুনর্ব্বার প্রচুর স্নেহের সহিত দ্রব ও উষ্ণসামগ্রী পান করিবে। ৩৮। অথবা এরূপ স্থলে বমন করিয়া একদিন বিশ্রামের পর পুনর্ব্বার স্নেহপান করিবে। সংশোধনস্নেহ পান করিলে বিরিক্তের ন্যায় উষ্ণোদকপান প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিবে। ৩৯। যাঁহারা স্নেহদ্বেষী বা সর্ব্বদা স্নেহ পান করেন, যাঁহারা মৃদুকোষ্ঠ বা ক্লেশসহিষ্ণু কিংবা মদ্যরত; তাঁহা-

লাবতৈত্তিরিমায়ূরহাংসবারাহকৌক্কুটাঃ।
গব্যাজৌরভ্রমাৎস্যাশ্চ রসাঃ স্যুঃ স্নেহনে
হিতাঃ॥ ৪১
যবকোলকুলত্থাশ্চ স্নেহাঃ সগুড়শর্করাঃ।
দাড়িমং দধি সব্যোষং রসসংযোগসংগ্রহঃ॥ ৪২
স্নেহয়ন্তি তিলাঃ পূর্ব্বং জগ্ধাঃ সস্নেহফাণিতাঃ।
কৃশরাশ্চ বহুস্নেহাস্তিলকাম্বলিকাস্তথা॥ ৪৩
ফাণিতং শৃঙ্গবেরঞ্চ তৈলঞ্চ সুরয়া সহ।
পিবেদ্রূক্ষো ঘৃতৈর্মাংসৈর্জীর্ণেঽশ্নীয়াচ্চ
ভোজনম্॥ ৪৪
তৈলং মণ্ডেন বারুণ্যা বসাং মজ্জানমেব বা।
পিবেৎ সফাণিতং ক্ষীরং নরঃ স্নিহ্যতি
বাতিকঃ॥ ৪৫
ধারোষ্ণং স্নেহসংযুক্তং পীত্বা সশর্করং পয়ঃ
নরঃ স্নিহ্যতি পীত্বা বা সরং দধ্নঃ সফাণিতম্॥ ৪৬

পাঞ্চপ্রসৃতিকী পেয়া পায়সো মাষমিশ্রকঃ।
ক্ষীরসিদ্ধো বহুস্নেহঃ স্নেহয়েদচিরান্নরম্॥ ৪৭
সর্পিস্তৈলং বসা মজ্জা তণ্ডুলপ্রসৃতৈঃ শৃতা
পাঞ্চপ্রসৃতিকী পেয়া পেয়া স্নেহনমিচ্ছতা॥ ৪৮
গ্রাম্যানূপৌদকং মাংসং গুড়ং দধি পয়স্তিলান্
কুষ্ঠী শোথী প্রমেহী চ স্নেহনে ন প্রযোজয়েৎ
স্নেহৈর্যথাস্বং তান্ সিদ্ধৈঃ স্নেহয়েদবিকা-
রিভিঃ॥ ৪৯
পিপ্পলীভির্হরীতক্যাঃ সিদ্ধৈস্ত্রিফলয়া সহ।
দ্রাক্ষামলকযূষাভ্যাং দধ্না চাম্লেন সাধয়েৎ।
ব্যোষগর্ভং ভিষক্‌স্নেহং পীত্বা স্নিহ্যতি তন্নরঃ॥৫
যবকোলকুলত্থানাং রসাঃ ক্ষীরং সুরা দধি।
ক্ষীরসর্পিশ্চ তৎসিদ্ধং স্নেহনীয়ং ঘৃতোত্তমম্॥
তৈলমজ্জব ।সার্পর্বিদরত্রিফলারসৈঃ।
যোনিশুক্রপ্রদোষেষু সাধয়িত্বা প্রযোজয়েৎ॥ ৫২

দের পক্ষে বিচারণাস্নেহ প্রশস্ত। ৪০। ঐরূপ-স্থলে লাব, তিত্তির, ময়ূর, হংস, বরাহ, কুক্কুট, গো, ছাগ, মেষ ও মৎস্য-যূষের সহিত স্নেহ-পান করিবে। ৪১। অথবা যবমণ্ড, কুলের-যূষ, কুলত্থযূষ, গুড়, চিনি, দাড়িমরস, দধি ও ত্রিকটুযোগে স্নেহপান করিবে। এইরূপে সংক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন রসের সহিত স্নেহ-সংযোগে নির্দ্দিষ্ট হইল। ৪২। তিল, স্নেহ ও ফাণিত একত্র করিয়া আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে শরীরকে স্নিগ্ধ করিয়া থাকে। কৃশরা, তিল ও কাম্বলিক বহুপরিমাণে স্নেহের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। ৪৩। রুক্ষ ব্যক্তি স্নিগ্ধ হইবার জন্ম ফাণিত, শুণ্ঠী-চূর্ণ, তৈল ও সুরা মিশ্রিত করিয়া খাইবে এবং তাহা জীর্ণ হইলে ঘৃত মাংস যোগে আহার করিবে। ৪৪। বাতাধিক ব্যক্তি বারুণীমণ্ডের সহিত তৈল অথবা কেবলবসা ও মজ্জা পান করিবে। আর বাতাধিক ব্যক্তি ফাণিতের সহিত দুগ্ধ পান করিলেও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। ৪৫। ধারোষ্ণ দুগ্ধ, ঘৃত ও চিনির সহিত পান করিলে বা দধির সর ফাণিতের সহিত পান করিলে মানুষ স্নিগ্ধ হয়।

৪৬। পাঞ্চপ্রসৃতিকী পেয়া (৪৮ প্রকরণ দেখ) ও দুগ্ধসিদ্ধ মাষকলাইয়ের পায়স অত্যন্ত স্নেহসমন্বিত হওয়াতে আশু স্নিগ্ধ করে। ৪৭। ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা ও তণ্ডুল; প্রত্যেকে দুই পল লইয়া একত্র সিদ্ধ করিলে, তাহাকে পাঞ্চপ্রসৃতিকী পেয়া কহে। স্নেহনেচ্ছুক ব্যক্তি তাহা পান করিবে। ৪৮। কুষ্ঠরোগী, শোথরোগী, প্রমেহরোগী গ্রাম্য, আনূপমাংস ও জলজমাংস এবং গুড়, দধি, দুগ্ধ ও তিল স্নেহকার্য্যে ব্যবহার করিবেন না। তাঁহারা স্বস্বোপযোগী দ্রব্যের সহিত স্নেহ সিদ্ধ করিয়া পান করিবেন। ৪৯। তাঁহারা যথাক্রমে পিপ্পলী, হরীতকী বা ত্রিফলার সহিত সিদ্ধ ও দ্রাক্ষা বা আমলকীযূষের সহিত সিদ্ধ এবং অম্লের সহিত (কাঞ্জিকের সহিত) সিদ্ধ ত্রিকটুচূর্ণ সংযুক্ত স্নেহ পান করিয়া স্নিগ্ধ হই-বেন। ৫০। যবযূষ কুলের যূষ, কুলত্থযূষ, দুগ্ধ, সুরা ও দধি এবং দুগ্ধোত্থ ঘৃত ইহাদিগকে সিদ্ধ করিলে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহা উৎ-কৃষ্ট স্নেহন। ৫১। কলের ক্বাথ ও ত্রিফ-লার ক্বাথের সহিত তৈল, মজ্জা, বসা ও ঘৃত পাক করিয়া যোনিগত ও শুক্রগত রোগে

গৃহ্নাত্যম্বু যথা বস্ত্রং প্রস্রবত্যধিকং যথা।
তথাগ্নির্জীর্য্যতি স্নেহং তথা স্রবতি চাধিকম্ ॥
যথা বাঽক্লেদ্য মৃৎপিণ্ডমাসিক্তং ত্বরয়া জলম্।
স্রবতি স্রংসতে স্নেহস্তথা ত্বরিতসেবিতঃ ॥ ৫৩
লবণোপহিতাঃ স্নেহাঃ স্নেহয়ন্ত্যচিরান্নরম্।
তদ্ধ্যভিষ্যন্দ্যরূক্ষঞ্চ সূক্ষ্মমুষ্ণং ব্যবায়ি চ ॥ ৫৪
স্নেহমগ্রে প্রযুঞ্জীত ততঃ স্বেদমনন্তরম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নস্য সংশোধনমথেতরদিতি ॥ ৫৫
তত্র শ্লোকঃ
স্নেহং স্নেহবিধিং কৃৎস্নো ব্যাপৎসিদ্ধিঃ সভেষজা
যথাপ্রশ্নং ভগবতা ব্যাহৃতং চান্দ্রভাগিণা ॥৫৬

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে স্নেহাধ্যায়ো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়

স্বেদাধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্বেদাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
অতঃ স্বেদান্ প্রবক্ষ্যামি যৈর্যথাবৎপ্রযোজিতৈঃ
স্বেদসাধ্যাঃ প্রশাম্যন্তি গদা বাতকফাত্মকাঃ ॥ ২
স্নেহপূর্ব্বং প্রযুক্তেন স্বেদেনাবজিতেঽনিলে।
পুরীষমূত্ররেতাংসি ন সজ্জন্তি কথঞ্চন ॥
শুষ্কাণ্যপি হি কাষ্ঠানি স্নেহস্বেদোপপাদনৈঃ।
নময়ন্তি যথান্যায়ং কিং পুনর্জীবতো নরান্ ॥ ৩
রোগর্ত্তুব্যাধিতাপেক্ষী নাত্যুষ্ণোঽতিমৃদুর্ন চ।
দ্রব্যবান্ কল্পিতো দেশে স্বেদঃ কার্য্যকরো মতঃ ॥ ৪
ব্যাধৌ শীতে শরীরে চ মহান্ স্বেদো মহাবলে

প্রয়োগ করিবে। ৫২। যেমন বস্ত্র পরিমিত জলগ্রহণ করে এবং জল অধিক হইলে তাহা স্রাব করিয়া থাকে, সেইরূপ মানুষের অগ্নি পরিমিত স্নেহ জীর্ণ করে এবং অত্যধিক স্নেহ স্রাব করিয়া থাকে। অথবা যেমন মৃতপিণ্ডে সহসা অধিক জল নিক্ষেপ করিলে তাহা গলিত হইয়া জলকে নির্গত করিয়া থাকে, সেইরূপ শরীরে সহসা অধিক স্নেহ প্রয়োগ করিলে তাহা জীর্ণ না হইয়া নিঃসৃত হইয়া থাকে।৫৩। লবণসংযুক্ত স্নেহ শীঘ্রই শরীরকে স্নিগ্ধ করে। [অতএব সর্ব্বপ্রকার স্নেহই লবণসংযুক্ত করা উচিত] লবণসংযোগে স্নেহ অভিষ্যন্দী (কফাদিস্রাবক), অরূক্ষতা-সম্পাদক, সূক্ষ্ম-(সূক্ষ্মস্রোতোব্যাপক); উষ্ণ ও সর্ব্বস্রোতোব্যাপক। ৫৪। বায়ুরোগে অগ্রে স্নেহ ও স্বেদ গ্রহণ করিবে [কিন্তু সান্নিপাতিক জ্বরাদিতে রুক্ষ স্বেদই ব্যবস্থা]। স্নেহ ও স্বেদের পর বমন, পরে বিরেচন ও সর্ব্বশেষে উর্দ্ধ-শোধন (অঞ্জন শিরোবিরেচন) ব্যবস্থা। ৫৫। এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—এই স্নেহাধ্যায়ে ভগবান্ আত্রেয় স্নেহের প্রকারভেদ, স্নেহ-বিধি, স্নেহের অপব্যবহার জনিত রোগসমূহ ও তাহাদের ঔষধ যথাপ্রশ্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৫৬।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা স্বেদাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। যে সকল স্বেদ যেরূপে প্রয়োগ করিলে স্বেদসাধ্য বাতকফাত্মক রোগ সকল নষ্ট হয়, সেই সকল স্বেদ বর্ণনা করিতেছি। ২। প্রথমে স্নেহ প্রয়োগ করিয়া পরে স্বেদ প্রয়োগপূর্ব্বক বায়ু শান্ত করিলে পুরীষ, মূত্র ও শুক্র কখন সংসক্ত (জমাট) হয় না। স্নেহস্বেদযোগে শুষ্ককাষ্ঠও নমিত হইয়া থাকে; অতএব তদ্দ্বারা জীবিত শরীর যে নমিত হইবে, তাহাতে আর কথা কি? ৩। রোগ, ঋতু ও রোগিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন স্বেদ আবশ্যক করে। উহা নাত্যুষ্ণ ও নাতিমৃদু হওয়া উচিত। যথাদেশে যথা-দ্রব্যযোগে কল্পিত হইলে স্বেদ কার্য্যকর হইয়া থাকে। ৪। রোগে শরীর শীতল হইলে স্বেদ আবশ্যক করে। উৎকট রোগে উৎকট

দুর্ব্বলে দুর্ব্বলঃ স্বেদো মধ্যমে মধ্যমো মতঃ ॥ ৫
বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা কফে বা স্বেদ ইষ্যতে।
স্নিগ্ধরূক্ষস্তথা স্নিগ্ধো রূক্ষশ্চাপ্যুপকল্পিতঃ।
আমাশয়গতে বাতে কফে পক্বাশয়াশ্রয়ে।
রূক্ষপূর্ব্বো হিতঃ স্বেদঃ স্নেহপূর্ব্বস্তথৈব চ॥ ৬
বৃষণৌ হৃদয়ং দৃষ্টী স্বেদয়েন্মৃদু বা ন বা।
মধ্যমং বঙ্ক্ষণৌ শেষমঙ্গাবয়বমিষ্টতঃ ॥ ৭
সুশুদ্ধৈর্নক্তকৈঃ পিণ্ড্যা গোধূমানামথাপি বা।
পদ্মোৎপলপলাশৈর্বা স্বেদ্যং সংবৃত্য চক্ষুষী ॥ ৮
মুক্তাবলীভিঃ শীতাভিঃ শীতলৈর্ভাজনৈরপি।
জলার্দ্রৈর্জলজৈর্হস্তৈঃ স্বিদ্যতে হৃদয়ং স্পৃশেৎ

স্বেদ, দুর্ব্বলে দুর্ব্বল স্বেদ ও মধ্যমে মধ্যম স্বেদ আবশ্যক। ৫। বাতশ্লেষ্মরোগে কিংবা বাতরোগে কিংবা কফরোগে যথাক্রমে স্নিগ্ধরূক্ষ, কেবল স্নিগ্ধ ও কেবল রূক্ষ স্বেদ আবশ্যক হয়। বায়ু আমাশয় গত হইলে (চিকিৎসা-স্থান ২৮ অঃ-১৯ প্রঃ দেখ) প্রথমতঃ রূক্ষ-স্বেদ ও পরে স্নিগ্ধস্বেদ দিবে। কারণ আমাশয় কফের স্থান ও বায়ু উহাতে আগন্তু মাত্র। এইরূপে কফ পক্বাশয়স্থ হইলে প্রথমে স্নিগ্ধ স্বেদ ও পরে রূক্ষস্বেদ দিবে। কারণ, পক্বাশয় বায়ুর স্থান এবং কফ উহাতে আগন্তু মাত্র। "বায়ু পিত্তস্থানে গত হইলে পিত্তবৎ প্রতীকার হইবে অর্থাৎ শীতল চিকিৎসা হইবে। পিত্ত কফস্থানে গত হইলে কফের ন্যায় চিকিৎসা হইবে অর্থাৎ রূক্ষ ও উষ্ণ চিকিৎসা হইবে। এবং কফ বায়ুস্থানে গত হইলে বায়ুর ন্যায় চিকিৎসা হইবে অর্থাৎ স্নিগ্ধ ও উষ্ণ চিকিৎসা হইবে।" ইতি সুশ্রুত। ৬। অণ্ডকোষে, হৃদয়ে ও চক্ষুতে স্বেদ দিবে না; নিতান্ত আবশ্যক হইলে মৃদুস্বেদ দিবে। বঙ্ক্ষণ দেশে মধ্যমস্বেদ দিবে। অন্যান্য অঙ্গে যথা-প্রয়োজন স্বেদ দিবে। ৭। বিশুদ্ধ বস্ত্রখণ্ড বা গোধূমপিণ্ড দ্বারা বা পদ্মপত্র বা উৎপলপত্র দ্বারা নেত্রদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া কপাল প্রভৃতি স্থানে স্বেদ দিবে। ৮। শীতল মুক্তাহার, শীতল পাত্র এবং জলসিক্ত পদ্মপুষ্প বা

শীতশূলব্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে।
সঞ্জাতে মার্দ্দবে স্বেদে স্বেদনাদ্বিরতির্ম্মতা ॥ ১
পিত্তপ্রকোপো মূর্চ্ছা চ শরীরসদনং তৃষা।
দাহঃ স্বেদাঙ্গদৌর্ব্বল্যমতিস্বিন্নস্য লক্ষণম্ ॥ ১১
উক্তস্তস্যাশিতীয়ে যো গ্রৈষ্মিকঃ সর্ব্বশো বিধিঃ
সোঽতিস্বিন্নস্য কর্ত্তব্যো মধুরঃ স্নিগ্ধশীতলঃ ॥১২
কষায়মদ্যনিত্যানাং গর্ভিণ্যা রক্তপিত্তিনাম্।
পিত্তিনাং সাতিসারাণাং রূক্ষিণাং মধুমেহিনাম্
বিদগ্ধভ্রষ্টব্রধ্নানাং বিষমদ্যবিকারিণাম্।
তান্তানাং নষ্টসংজ্ঞানাং স্থূলানাং পিত্তমেহিনাম্
তৃষ্যতাং ক্ষুধিতানাঞ্চ ক্রুদ্ধানাং শোচতামপি।
কামল্যুদরিণাঞ্চৈব ক্ষতানামাঢ্যরোগিণাম্ ॥
দুর্ব্বলাতিবিশুষ্কাণামুপক্ষীণৌজসাং তথা।
ভিষক্ তিমিরিকাণাঞ্চ ন স্বেদমবতারয়েৎ ॥১৩
প্রতিশ্যায়ে চ কাসে চ হিক্কাশ্বাসেষ্বলাঘবে।
কর্ণমন্যাশিরঃশূলে স্বরভেদে গলগ্রহে ॥
অর্দ্দিতৈকাঙ্গসর্ব্বাঙ্গপক্ষাঘাতে বিনামকে।

শীতল হস্ত দ্বারা স্বেদযুক্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয় স্পর্শ করিবে। ৯। শীত ও শূল নিবৃত্ত হইলে, স্তম্ভ ও গুরুতা শান্ত হইলে, দেহের মৃদুতা হইলে স্বেদ দেওয়া বন্ধ করিবে। ১০। পিত্তপ্রকোপ, মূর্চ্ছা, শরীরের অবসাদ, তৃষ্ণা, দাহ, ঘর্ম্ম ও অঙ্গদৌর্ব্বল্য; এই কয়েকটী অতি স্বিন্নতার লক্ষণ। ১১। তস্যাশিতীয় অধ্যায়ে যে গ্রৈষ্মিক বিধি উক্ত হইয়াছে, সেই মধুর-স্নিগ্ধশীতল বিধি অতিস্বিন্নের পক্ষে আবশ্যক। ১২। যাঁহারা নিত্য কষায় বা মদ্য পান করেন, তাঁহারা এবং গর্ভিণী, রক্তপিত্ত-রোগী, পিত্তপ্রধানধাতু, পিত্তাতিসারগ্রস্ত ব্যক্তি, রূক্ষ, মধুমেহগ্রস্ত, দগ্ধ, ভ্রষ্টাঙ্গ, ব্রধ্নরোগী, বিষরোগী, মদ্যরোগী, ক্লান্ত, মূর্চ্ছিত, স্থূল, পিত্তমেহী, তৃষ্ণাতুর, ক্ষুধাতুর, ক্রুদ্ধ, শোক-গ্রস্ত, কামলারোগী, উদররোগী, ক্ষতরোগী, উরুস্তম্ভরোগী দুর্ব্বল, অতিশীর্ণ, ওজঃক্ষীণ ও তিমিররোগীদিগকে স্বেদ দিবে না। ১৩। প্রতিশ্যায়, (নূতন সর্দ্দি), কাস, হিক্কা, শ্বাস, গৌরব, কর্ণশূল, মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, স্বরভঙ্গ,

কোষ্ঠানাহবিবন্ধেষু শুক্রাঘাতে বিজৃম্ভকে ॥
পার্শ্বপৃষ্ঠকটীকুক্ষিসংগ্রহে গৃধ্রসীষু চ।
মূত্রকৃচ্ছ্রে মুষ্কবৃদ্ধে চ মুষ্কয়োরঙ্গমর্দ্দকে ॥
পাদোরুজানুজঙ্ঘার্ত্তিসংগ্রহে শ্বয়থাবপি।
খল্লীষামে চ শীতে চ বেপথৌ বাতকণ্টকে ॥
সঙ্কোচায়ামশূলেষু স্তম্ভগৌরবসুপ্তিষু।
সর্ব্বেষেষু বিকারেষু স্বেদনং হিতমুচ্যতে ॥ ১৪
তিলমাষকুলত্থাম্লঘৃততৈলামিষৌদনৈঃ।
পায়সৈঃ কৃশরৈর্মাংসৈঃ পিণ্ডস্বেদং প্রযোজয়েৎ ॥ ১৫
গোখরোষ্ট্রবরাহাশ্বশকৃদ্ভিঃ সতুষৈর্যবৈঃ।
সিকতাপাংশুপাষাণকরীষায়সপুটকৈঃ।
শ্লৈষ্মিকান্ স্বেদয়েৎ পূর্ব্বৈর্বাতিকান্ সমুপাচরেৎ
দ্রব্যাণ্যেতানি শস্যন্তে যথাস্বং প্রস্তরেষু চ ॥ ১৬
ভূগৃহেষু চ জেন্তাকেষূষ্ণগর্ভগৃহেষু চ।
বিধূমাঙ্গারতপ্তেষ্বভ্যক্তঃ স্বিদ্যতি নাসুখম্ ॥ ১৭
গ্রাম্যানূপৌদকং মাংসং পয়ো বস্তশিরস্তথা।
বরাহমধ্যং পিত্তাসৃক্ স্নেহবৎ তিলতণ্ডুলাঃ।
ইত্যেতানি সমুৎক্বাথ্য নাড়ীস্বেদং প্রযোজয়েৎ ॥ ১৮
দেশকালবিকারজ্ঞো যুক্ত্যপেক্ষো ভিষক্তমঃ।
বরুণামৃতকৈরণ্ডশিগ্রুমূলকসর্ষপৈঃ ॥
বাসাবংশকরঞ্জার্কপত্রৈরশ্মন্তকস্য চ।
শোভাঞ্জনকশৈরীষমালতীসুরসার্জ্জকৈঃ।
পত্রৈরুৎক্বাথ্য সলিলং নাড়ীস্বেদং প্রযোজয়েৎ ॥ ১৯
ভূতীকপঞ্চমূলাভ্যাং সুরয়া দধিমস্তুনা।

গলব্যথা, অর্দ্দিত, একাঙ্গ ও সর্ব্বাঙ্গে পক্ষাঘাত, বিনাম (কুব্জত্ব প্রভৃতি অবনতি, পার্শ্বনতি ও পৃষ্ঠনতি) কোষ্ঠের আনাহ ও বিবন্ধ, শুক্রাঘাত, জৃম্ভা, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, কটি ও কুক্ষির শূল, গৃধ্রসী, মূত্রকৃচ্ছ্র, কোষবৃদ্ধি, অঙ্গমর্দ্দ, পদ, উরু, জানু ও জঙ্ঘার বেদনা, বিস্ফোট প্রভৃতি শোথ, খল্লী, আম, শীত, বেপথু, বাতকণ্টক, সঙ্কোচ, আয়াম, সর্ব্বপ্রকার শূল, স্তম্ভ, সর্ব্বপ্রকার গুরুতা ও স্পর্শলোপ, এই সকল রোগে স্বেদ আবশ্যক। ১৪। তিল, মাষকলায় ও কুলত্থকলায়ের সহিত সিদ্ধ অন্ন অথবা ঘৃত ও তৈল ও মাংসের সহিত সিদ্ধ অন্ন অথবা পায়স, তিলকল্ক ও মাংস পিণ্ডিত করিয়া স্বেদ দিবে। ইহাকে পিণ্ডস্বেদ কহে। ১৫। গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বরাহ ও অশ্বের বিষ্ঠা তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা তুষ ও যব একত্র করিয়া সিদ্ধ করত তদ্দ্বারা এবং বালুকা, পাংশু, পাষাণচূর্ণ, শুষ্কগোময় চূর্ণ এবং লৌহচূর্ণ তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা শ্লেষ্মরোগীকে স্বেদ দিবে। বাতপ্রধান রোগীদিগকে পূর্ব্বোক্ত পিণ্ডস্বেদ দিবে (কেননা বালুকাদির স্বেদ রুক্ষ)। প্রস্তরস্বেদেও এই সমস্ত দ্রব্য দোষানুসারে ব্যবস্থা করা উচিত। [অর্থাৎ শ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকিলে বালুকাদি তপ্ত করিয়া প্রস্তরস্বেদ বিধান করিবে। আর বায়ুর প্রাধান্যে তপ্ত তিলমাষাদি প্রস্তুত করিয়া স্বেদ দিবে। ২৮ প্রকরণ দেখ] ১৬। ভূমিমধ্যস্থ গৃহে জেন্তাকে এবং উষ্ণ গৃহে ধূমরহিত অঙ্গার দ্বারাই তৈলাভ্যক্ত রোগীর অনায়াসে স্বেদ হয়। [অর্থাৎ এই সকল স্থলে কেবল তপ্ত অঙ্গার রাখিলেই শ্লেষ্মরোগীর স্বেদক্রিয়া হইতে পারে এবং বাতরোগীকে তৈলাভ্যক্ত করিয়া এইরূপ তপ্তাঙ্গারযুক্ত গৃহে রাখিলে তাহার স্বেদক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়]। ১৭। গ্রাম্য, আনূপ ও জলমাংস, দুগ্ধ, ছাগমস্তক, বরাহের অন্ত্র, পিত্ত, ও রক্ত, স্নেহযুক্ত তিল ও তণ্ডুল এই সকলের ক্বাথ করিয়া নাড়ীস্বেদ দিবে। ১৮। দেশ-কাল-রোগজ্ঞ সমীক্ষ্যকারী চিকিৎসক বরুণ, গোলক, এরণ্ড, রক্তসজিনা, মূলক, সর্ষপ, বাসক, বাঁশ, করঞ্জ, আকন্দপত্র, কোবিদারপত্র, সজিনা, শিরীষপত্র, মালতী, সুরস নামক তুলসী ও অর্জ্জক নামক তুলসী; ইহাদের পত্রের ক্বাথ দ্বারা নাড়ীস্বেদ দিবে। [গণ-দৃষ্টে এই সকল যোগের গুণ স্থির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দোষে স্বেদ দিবে] ১৯। যোয়ান,

মূত্রৈরম্লৈশ্চ সস্নেহৈর্নাড়ীস্বেদং প্রযোজয়েৎ ॥ ২০
এত এব চ নির্যূহাঃ প্রযোজ্যা জলকোষ্ঠকে
স্বেদনার্থং ঘৃতক্ষীরতৈলকোষ্ঠাংশ্চ কারয়েৎ ॥
গোধূমশকলৈশ্চূর্ণৈর্যবানামম্লসংযুতৈঃ।
সস্নেহকিণ্বলবণৈরুপনাহঃ প্রশস্যতে ॥ ২২
গন্ধৈঃ সুরায়াঃ কিণ্বেন জীবন্ত্যা শতপুষ্পয়া।
উময়া কুষ্ঠতৈলাভ্যাং যুক্তয়া চোপনাহয়েৎ ॥ ২৩
চর্ম্মভিশ্চোপনদ্ধব্যঃ সুলোমভিরপূতিভিঃ।
উষ্ণবীর্য্যৈরলাভে তু কৌশেয়াবিকশাটকৈঃ ॥২৪
রাত্রৌ বদ্ধং দিবা মুঞ্চেন্মুঞ্চেদ্রাত্রৌ দিবাকৃতম্
বিদাহপরিহারার্থং স্যাৎ প্রকর্ষস্তু শীতলে ॥ ২৫

বৃহৎপঞ্চমূল, সুরা, দধিমস্তু, মূত্র ও কাঞ্জিক স্নেহযুক্ত করিয়া নাড়ীস্বেদ দিবে। ২০। এই সকল ক্বাথ পাত্রে করিয়া তন্মধ্যে রোগীকে স্থাপন করিলে স্বেদক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। এইরূপে ঘৃত, ক্ষীর ও তৈল দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদক্রিয়া নির্ব্বাহ করা যায়। ২১। কাঁজী, স্নেহ, মদ্যকিট্ট ও সৈন্ধব লবণের সহিত গোধূমচূর্ণ ও যবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে স্বেদক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। ২২। গন্ধ দ্রব্য, কিণ্ব (মদ্যকিট্ট), জীবন্তী, শতপুষ্পা (শুল্‌ফা), মসিনা, কুড় ও তৈল একত্র করিয়া স্বেদনার্থ প্রলেপ দেওয়া যায়। অর্থাৎ এই সকলের প্রলেপ দিলে স্বেদক্রিয়া হয়। ২৩। প্রলেপ দিয়া তাহার উপর সুলোম ও দুর্গন্ধরহিত উষ্ণবীর্য্য চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। তদভাবে কৌষেয় মেষলোমজ আচ্ছাদন বা বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিবে। ২৪। রাত্রির প্রলেপ দিবসে ও দিবসের প্রলেপ রাত্রিতে মুক্ত করিবে। [যে সকল প্রলেপ শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হয়, তাহা শীঘ্র শীঘ্র মুক্ত করিয়া পুনঃপুনঃ নূতন প্রলেপ দিবে। আর ক্ষত বা আহত স্থানের প্রলেপ পুনঃপুনঃ মুক্ত করিলে ঘাঁটান হয়, তাহা বিলম্বে বিলম্বে মুক্ত করিবে। প্রলেপ সময়ে সময়ে মুক্ত না করিলে রোগস্থানে বিদাহ ও কণ্ডু হইতে পারে] শীতে বা শীতজন্য রোগে অধিক-ক্ষণ প্রলেপ রাখিলে দোষ হয় না। ২৫। স্বেদ ত্রয়োদশ প্রকার। যথা,—সঙ্করস্বেদ, প্রস্তরস্বেদ, নাড়ীস্বেদ, পরিষেকস্বেদ, অবগাহন স্বেদ, জেন্তাকস্বেদ, অশ্মঘনস্বেদ, স্বেদ, কুটীস্বেদ, ভূস্বেদ, কুম্ভীস্বেদ, কূপস্বেদ, ও হোলাকস্বেদ। ২৬। উষ্ণীকৃত ঔষধ বস্ত্রখণ্ড মধ্যে পুটলী করিয়া বা পিণ্ডীকৃত করিয়া স্বেদ দেওয়াকে সঙ্করস্বেদ কহে। ২৭। [স্বেদনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি বস্ত্র পাতিয়া রোগীকে শোয়াইয়া স্বেদ দিলে, তাহাকে প্রস্তরস্বেদ কহে] প্রথমতঃ রোগীকে উত্তমরূপে স্নেহাক্ত করিবে। পরে শূকধান্য, শমীধান্য, পুলকধান্য সিদ্ধ করিয়া, কিংবা বেশবার, পায়স, কৃশরা ও উৎকারিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রোগীর শরীরপ্রমাণে প্রস্তুত করিবে। পরে তদুপরি পট্টবস্ত্র, মেষলোমজাত বস্ত্র বা পঞ্চাঙ্গুলপত্র বা এরণ্ডপত্র বা আকন্দপত্র বিছাইয়া তদুপরি রোগীকে শোয়াইলে স্বেদক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইবে। ২৮। হাঁড়ীর মধ্যে স্বেদনীয় দ্রব্যসমূহের মূল, ফল, পত্র, শুঙ্গা প্রভৃতি এবং উষ্ণগুণযুক্ত পশুপক্ষীদিগের মাংস মস্তক ও পাদসমূহ যথা-

সঙ্করঃ প্রস্তরো নাড়ী পরিষেকোঽবগাহনম্
জেন্তাকোঽশ্মঘনঃ কর্ষূঃ কুটী ভূঃ কুম্ভিরেব চ ॥
কূপো হোলাক ইত্যেতে স্বেদয়ন্তি ত্রয়োদশ।
তান্ যথাবৎ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বানেবানুপূর্ব্বশঃ ॥ ইতি ॥ ২৬
তত্র বস্ত্রান্তরিতৈর্বা পিণ্ডৈর্বধৌতৈরূপস্বেদনং তৎ সঙ্করস্বেদমিতি বিদ্যাৎ ॥ ২৭
শূকশমীধান্যপুলকানাং বেশবারপায়সকৃশরোৎকারিকাদীনাং বা প্রস্তরে কৌশেয়াবিকোত্তরপ্রচ্ছদে পঞ্চাঙ্গুলোরুবুকার্কপত্রপ্রচ্ছদে বা স্বভ্যক্তসর্ব্বগাত্রস্য শয়ানস্যোপরিস্বেদনং প্রস্তরস্বেদ ইতি বিদ্যাৎ ॥ ২৮
স্বেদনদ্রব্যাণাং পুনর্মূলফলপত্রশুঙ্গাদীনাং মৃগ-শকুনি-পিশিত-শিরঃ-পাদানামুষ্ণ-স্বভাবানাং

যথার্হমম্ললবণস্নেহোপসংহিতানাং মূত্রক্ষীরাদীনাং বা কুম্ভ্যাং বাষ্পমহুদ্বমস্ত্যামুৎকথিতানাং নাড্যা শরেষীকাবংশদলকরঞ্জার্কপত্রান্যতম-কৃতয়া গজাগ্রহস্তসংস্থানয়া ব্যামদীর্ঘয়া বা ব্যামচতুর্ভাগাষ্টভাগ-মূলাগ্র-পরিণাহ-স্রোতসা সর্ব্বতো বাতহরপত্রসংবৃতচ্ছিদ্রয়া দ্বিস্ত্রির্বা বিনমিতয়া বাতহরসিদ্ধস্নেহাভ্যক্তগাত্রস্য বাষ্পমুপহরেৎ। বাষ্পো হ্যনৃজুগামী বিহিত-চণ্ডবেগস্ত্বচমবিদহন্ সুখং স্বেদয়তীতি নাড়ীস্বেদঃ॥ ২৯

বাতিকোত্তরবাতিকানাং পুনর্মূলফল-শুঙ্গাদীনামুৎক্কাথৈঃ সুখোষ্ণৈঃ কুম্ভীর্বর্দ্ধনিকাঃ প্রনাড়ীর্বা পূরয়িত্বা যথার্হসিদ্ধস্নেহাভ্যক্তগাত্রং বস্ত্রাবচ্ছন্নং পরিষেচয়েদিতি পরিষেকঃ॥ ৩০

বাতহরোৎক্কাথ-ক্ষীরতৈলঘৃতপিশিতরস-সলিলোষ্ণসলিল-কোষ্ঠকাবগাহস্তু যথোক্ত এবাবগাহো জ্ঞেয়ঃ॥ ৩১

অথ জেন্তাকং চিকীর্ষুর্ভূমিং পরীক্ষেত। পূর্ব্বস্যাং দিশ্যুত্তরস্যাং বা গুণবতি প্রশস্তে ভূমিভাগে দেশে কৃষ্ণে মধুরমৃত্তিকে সুবর্ণ-বর্ণমৃত্তিকে বা নদীপরীবাপপুষ্করিণ্যাদীনাং জলাশয়ানামন্যতমস্য কূলে দক্ষিণে পশ্চিমে বা সুপতীর্থে সমসুবিভক্তভূমিভাগে সপ্তাষ্টৌ বা অরত্নীরপক্রম্যোদকাৎ প্রাঙ্মুখমুদঙ্মুখং বাভিমুখতীর্থং কূটাগারং কারয়েৎ। উৎ-সেধবিস্তারতঃ পরমরত্নীঃ ষোড়শ সমন্তাৎ সংবৃতং মৃৎকর্ম্মসম্পন্নমনেকবাতায়নমস্য। অস্য

যোগ্য অম্ল, লবণ ও স্নেহ সহযোগে পাক করিয়া অথবা মূত্র-ক্ষীরাদি তপ্ত করিয়া হাঁড়ীর মুখ রুদ্ধ করিবে। অনন্তর হাঁড়ীর মুখে নল বসাইয়া তন্মধ্যস্থ উষ্ণ বাষ্প দ্বারা রোগীকে স্বেদ দিবে। সেই নল শরপত্র, বংশপত্র, করঞ্জপত্র এবং আকন্দপত্রের মধ্যে যে কোন পত্র দ্বারা রচিত হওয়া উচিত। উহা হস্তিশুণ্ডের অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল হওয়া উচিত। উহা একব্যাম দীর্ঘ হওয়া উচিত। উহার মূলপরিধি ও অগ্রপরিধির অভ্যন্তর ভাগ যথাক্রমে এক ব্যামের চতুর্ভাগ ও অষ্ট-ভাগ দীর্ঘ হওয়া উচিত। ঐ নলের ছিদ্র-সমূহ বায়ুনাশক পত্রাদি দ্বারা রুদ্ধ হওয়া উচিত। নলকে বিনমিত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দেওয়া উচিত। রোগীকে ইতিপূর্ব্বেই বাতঘ্ন দ্রব্যসংস্কৃত তৈল দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া রাখা উচিত। বাষ্প রোগীর শরীরে সরলভাবে না পড়িয়া বক্রভাবে পড়িলে উহার বেগ প্রচণ্ড হইতে পারে না এবং শরীরে দাহজনক হইতে পারে না অথচ স্বেদ সুখকর হয়। ইহাকেই নাড়ীস্বেদ কহে। ২৯। বায়ুনাশক দ্রব্যসমূহের মূল, ফল, শুঙ্গা প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া তাহার সুখোষ্ণ ক্কাথ হাঁড়ী, ঘটী বা নল দ্বারা রোগীর শরীরে পরিষেচন করিবে। রোগীকে ইতিপূর্ব্বে বাতঘ্ন দ্রব্যসিদ্ধ তৈল মাখাইয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। ইহাকে পরিষেকস্বেদ কহে। ৩০। বাতঘ্ন দ্রব্যের ক্কাথ এবং ক্ষীর, তৈল, ঘৃত ও মাংস-রস মিলিত করিয়া পাত্রে নিক্ষেপ করিবে। সেই পাত্রে অবগাহন করিয়া স্বেদ লইলে তাহাকে অবগাহস্বেদ বলে। উষ্ণ সলিলে অবগাহন করিলেও তাহাকে অবগাহ-স্বেদ বলা যায়। ৩১। জেন্তাক স্বেদ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ ভূমি পরীক্ষা করিবে। রোগী গৃহের পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে উৎকৃষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ মধুর মৃত্তিকা-বিশিষ্ট কিংবা স্বর্ণবর্ণ-মৃত্তিকাবিশিষ্ট প্রশস্ত ভূমিভাগে স্বেদস্থান নির্দ্দেশ করিবে। সেই ভূমিভাগ নদী দীর্ঘিকা বা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের দক্ষিণ বা পশ্চিমকূলে পবিত্রস্থানে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। যেন সেই ভূমি-ভাগ সমতল ও সুবিভক্ত হয়। জলাশয় হইতে সাত বা আট হাত অন্তরে পূর্ব্বদ্বারী বা উত্তরদ্বারী বা তীর্থাভিমুখ একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। সেই গৃহের উচ্চতা ও বিস্তার ষোল হাত হইবে। এই গৃহ পরিষ্কৃত মৃত্তিকা-

চ কূটাগারস্যান্তঃ সমন্ততো ভিত্তিমরত্নিবিস্তারোৎসেধসম্পন্নাং পিণ্ডিকাং কারয়েৎ আ কপাটাম্মধ্যে চাস্য কূটাগারস্য চতুষ্কিষ্কুমাত্রং দ্বিপুরুষপ্রমাণং মৃন্ময়ং কন্দুসংস্থানং বহুসূক্ষ্মচ্ছিদ্রমঙ্গারকোষ্ঠকাস্তং সপিধানং কারয়েৎ। তঞ্চ খাদিরাণামাশ্বকর্ণকানাঞ্চ মেধ্যানাং কাষ্ঠানাং পূরয়িত্বা প্রদীপয়েৎ স যদা জানীয়াৎ সাধুদগ্ধানি কাষ্ঠানি বিগতধূমানি অবতপ্তং কেবলমগ্নিনা তদগ্নিগৃহং স্বেদযোগ্যেন চোষ্মণা যুক্তমিতি। তত্রৈনং পুরুষং বাতহরাভ্যঙ্গগাত্রং বস্ত্রাবচ্ছন্নং প্রবেশয়েৎ প্রবেশয়ংশ্চৈনমনুশিষ্যাৎ "সৌম্য! প্রবিশ কল্যাণায়ারোগ্যায় চেতি। প্রবিশ্য চৈনাং পিণ্ডিকামধিরুহ্য পার্শ্বাপরপার্শ্বাভ্যাং যথাসুখং শয়ীথাঃ। ন চ ত্বয়া স্বেদমূর্চ্ছাপরীতেনাপি সতা পিণ্ডিকৈষা বিমোক্তব্যা আ প্রাণোচ্ছ্বাসাৎ। ভ্রশ্যমানো হ্যতঃ পিণ্ডিকাবকাশাদ্দ্বারমধিগচ্ছন্ স্বেদমূর্চ্ছাপরীততয়া সদ্যঃ প্রাণান্ জহ্যাঃ। তস্মাৎ পিণ্ডিকাং ন কথঞ্চন মুঞ্চেথাঃ। স যদা জানীয়াদ্‌বিগতাভিষ্যন্দমাত্মানং সম্যক্ প্রস্রুতস্বেদপিচ্ছং সর্বস্রোতোবিমুক্তং লঘুভূতমপগতবিবন্ধস্তম্ভসুপ্তিবেদনাগৌরবমিতি। ততস্তাং পিণ্ডিকামনুসরন্ দ্বারং প্রপদ্যেত। নিষ্ক্রম্য চ ন সহসা চক্ষুষোঃ পরিপালনার্থং শীতোদকমনুপ্রবিশেদপগতসন্তাপক্লমস্তু মুহূর্ত্তং সুকোষ্ণেন বারিণা যথান্যায়ং পরিষিক্তোঽশ্নীয়াদিতি জেন্তাকঃ স্বেদঃ॥ ৩২

শয়নস্য প্রমাণেন ঘনামশ্মময়ীং শিলাম্।
তাপয়িত্বা মারুতঘ্নৈর্দারুভিঃ সম্প্রদীপিতৈঃ॥

ময় ও অনেক বাতায়নসম্পন্ন হওয়া উচিত। সেই গৃহের অভ্যন্তরে ভিত্তির চারিদিকে একহস্ত পরিসর ও উচ্চতাসম্পন্ন একটী পিণ্ডিকা (আলি) নির্ম্মাণ করিবে। কেবল কপাটের কাছটা খালি থাকিবে। মধ্যস্থলে চারি হাত প্রশস্ত এবং সাত হাত উচ্চ কন্দুর (তেওয়ার) ন্যায় আকৃতিবিশি একটী উনান্ আবরণযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিবে। ঐ আবরণ বহুচ্ছিদ্র হওয়া আবশ্যক। ঐ উনানে অঙ্গার রাখিবার পাত্র থাকা আবশ্যক। ঐ উনানের মধ্যে পবিত্র খদিরকাষ্ঠ বা অশ্বকর্ণকাষ্ঠ জ্বালাইয়া উত্তমরূপে অঙ্গার প্রস্তুত করিবে। অঙ্গারগুলি উত্তমদগ্ধ ও ধূমশূন্য হইয়াছে বুঝিলে এবং গৃহের অভ্যন্তরভাগ অগ্নিতপ্ত ও স্বেদযোগ্য উত্তাপপূর্ণ হইলে রোগীকে বাতঘ্ন তৈলে অভ্যক্ত ও বস্ত্রাচ্ছন্ন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করাইবে এবং এইরূপ উপদেশ দিবে;—"হে সৌম্য! কল্যাণ ও আরোগ্যলাভার্থ এই গৃহে প্রবেশ কর এবং প্রবেশপূর্ব্বক ঐ পিণ্ডিকায় আরোহণ করিয়া যে পার্শ্বে সুখবোধ হয়, সেই পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিবে। মূর্চ্ছাই হউক, আর মূর্চ্ছাই হউক, প্রাণোচ্ছ্বাস না হওয়া পর্য্যন্ত এই পিণ্ডিকা পরিত্যাগ করিবে না। যদি ভয় বশতঃ সহসা এই পিণ্ডিকাস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারদেশে গমন কর, তবে ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছা হইয়া সদ্যই প্রাণ হারাইবে; অতএব কোন মতে পিণ্ডিকা পরিত্যাগ করিও না। যখন আত্মাকে সম্পূর্ণরূপ বিগতকফ মনে করিবে, যখন দেখিবে যে ঘর্ম্মস্রাব সম্পূর্ণ হইয়াছে ও স্রোতঃ সকল বিমুক্ত হইয়াছে এবং শরীর লঘু হইয়াছে আর যখন দেখিবে যে, বিবন্ধ, স্তম্ভ, সুপ্তি, বেদনা ও গৌরব অপগত হইয়াছে, তখন সেই পিণ্ডিকার অনুসরণক্রমে দ্বারাভিমুখে গমন করিবে। পরে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই নেত্রদ্বয়ের স্বাস্থ্য সম্পাদনার্থ, সহসা শীতল জল সেচন করিবে না। অনন্তর সন্তাপ ও ক্লান্তি অপগত হইলে মুহূর্ত্তকাল সুখোষ্ণ-বারিসহযোগে পরিসিক্ত হইয়া পরে আহার করিবে।" ইহাকেই জেন্তাকস্বেদ কহে। ৩২। রোগীর শয্যায় প্রমাণানুরূপ একখানি ঘনপ্রস্তরময়ী শিলা বাতঘ্ন কাষ্ঠসমূহ দ্বারা সন্তপ্ত করিয়া

ব্যপোহ্য সর্ব্বানঙ্গারান্ প্রোক্ষ্য চৈবোষ্ণ-
বারিণা।
তাং শিলামথ কুর্ব্বীত কৌষেয়াবিকসংস্তরাম্
তস্যাং স্বভ্যক্তসর্ব্বাঙ্গঃ স্বপন্ স্বিদ্যতি নাসুখম্
রৌরবাজিনকৌষেয়প্রাবারাদ্যৈঃ সুসংবৃতঃ।
ইত্যুক্তোঽশ্মঘনস্বেদঃ কর্ষূঃ স্বেদঃ প্রবক্ষ্যতে ॥৩৩
খানয়েচ্ছয়নস্যাধঃ কর্ষূং স্থানবিভাগবিৎ।
দীপ্তৈরধূমৈরঙ্গারৈস্তাং কর্ষূং পূরয়েৎ ততঃ।
তস্যামুপরি শয্যায়াং স্বপন্ স্বিদ্যতি নাসুখম্ ॥৩৪
অনত্যুৎসেধবিস্তারাং বৃত্তাকারামলোচনাম্।
ঘনভিত্তিং কুটীং কৃত্বা কুষ্ঠাদ্যৈঃ সম্প্রলেপয়েৎ
কুটীমধ্যে ভিষক্ শয্যাং স্বাস্তীর্ণাঞ্চোপকল্পয়েৎ
প্রাবারাজিনকৌষেয়কুথকম্বলগোণকৈঃ ॥
সহিণ্ডিকাভিরঙ্গারপূর্ণাভিস্তাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
পরিবার্য্যাভ্যক্ত আরোহেৎ তস্যাং স্বিদ্যতি
নাসুখম্ ॥ ৩৫
য এবাশ্মঘনস্বেদবিধির্ভূমৌ স এব তু।
প্রশস্তায়াং নিবাতায়াং সমায়ামুপদিশ্যতে ॥ ৩৬
কুম্ভীং বাতহরোৎকাথপূর্ণাং ভূমৌ নিখানয়েৎ
অর্দ্ধমাত্রং ত্রিভাগং বা শয়নং তত্র চোপরি ॥
স্থাপয়েদাসনং বাপি নাতিসান্দ্রপরিচ্ছদম্।
অথ কুম্ভ্যাং সুসন্তপ্তান্ প্রক্ষিপেদয়সো গুড়ান্
পাষাণাংশ্চোষ্মণা তেন তৎস্থঃ স্বিদ্যতি
নাসুখম্।
সুসংবৃতাঙ্গং স্বভ্যক্তঃ স্নেহৈরনিলনাশনৈঃ ॥ ৩৭
কূপং শয়নবিস্তারং দ্বিগুণঞ্চাপি বেধতঃ।
দেশে নিবাতে শস্তে চ কুর্য্যাদন্তঃ সুমার্জ্জিতম্

পূর্ব্বক ঐ প্রস্তর উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিবে। অনন্তর কৌষের বা মেষলোমজ বস্ত্র দ্বারা সেই প্রস্তর আচ্ছাদিত করিবে। রোগী উত্তমরূপে সর্ব্বাঙ্গ অভ্যক্ত করিয়া তদুপরি শয়ন করিবে এবং মৃগচর্ম্ম, কৌষের বা অন্য প্রকার ঘন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সুখে স্বেদ গ্রহণ করিবে। ইহাকেই অশ্মঘনস্বেদ কহে। ৩৩। অনন্তর কর্ষূস্বেদ ব্যাখ্যা করা হইতেছে। [অভ্যন্তর বিস্তীর্ণ অথচ মুখ সঙ্কীর্ণ এরূপ গর্ত্তকে কর্ষূ কহে।] বৈদ্য স্থানের পরিমাণ বুঝিয়া রোগীর শয্যার নিম্নে গর্ত্ত খনন করাইবেন। অনন্তর প্রদীপ্ত নির্ধূম অঙ্গার যোগে গর্ত্ত পূর্ণ করিবেন। তদুপরি শয্যায় শয়ন করিয়া রোগী স্বেদ গ্রহণ করিবে। এই স্বেদকে কর্ষূস্বেদ কহে। ৩৪। অনতি-উচ্চ ও অনতি-বিস্তার গবাক্ষবিহীন একটী গোলাকার ঘনভিত্তি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহা কুড় প্রভৃতি যোগে লেপন করিবেন। বৈদ্য সেই কুটীর মধ্যে প্রাবার, অজিন, কৌষেয়, কুথ (চিত্রিত কম্বল) বা গোণক-বস্ত্রযোগে সুখাস্তীর্ণ শয্যা রচনা করিবেন। কুটীরের চারিদিকে অঙ্গার পূর্ণ হাঁড়ী সকল স্থাপন করিবেন। রোগী অভ্যক্ত-কলেবরে তন্মধ্যে সুখে স্বেদ গ্রহণ করিতে থাকিবেন। এই স্বেদকে কুটীরস্বেদ কহে। ৩৫। অশ্মঘনস্বেদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভূমিস্বেদও সেই প্রকার। প্রস্তরের পরিবর্ত্তে প্রশস্ত নির্ব্বাত সমতল উত্তপ্ত করিয়া তদুপরি রোগীকে অশ্মস্বেদের ন্যায় স্বেদ দিবে। ইহাকেই ভূস্বেদ কহে। ৩৬। বাতঘ্ন দ্রব্যের কাথ দ্বারা কুম্ভী পূর্ণ করিবে। এই কুম্ভীর অর্দ্ধভাগ বা ত্রিভাগ ভূমিতে পুঁতিয়া তদুপরি শয়ন বা আসন স্থাপন করিবে। সেই শয্যা বা আসনে রোগী পাতলা কাপড় পরিয়া শায়িত বা উপবিষ্ট হইলে সেই কুম্ভীর মধ্যে তপ্ত লৌহ বা পাষাণ নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে বাষ্পোদ্গম হইবে। রোগী অভ্যক্ত হইয়া কম্বল প্রভৃতি ঘন আবরণের অভ্যন্তরে সেই বাষ্পের স্বেদ গ্রহণ করিবেন। ইহাকে কুম্ভীস্বেদ কহে। [পাশ্চাত্য ভাষায় ইহাকে ষ্টিমবাথ কহে। [কুক্কুরবিষে উন্মত্তব্যক্তি কুম্ভীস্বেদ গ্রহণ করিলে সদ্যঃসদ্যঃ আরোগ্য লাভ করে, ইতি হোমিওপ্যাথ রডক্। পাশ্চাত্যেরা এইস্থলে উষ্ণজলের বাষ্প দ্বারা স্বেদ-গ্রহণ করিতে বলেন]। ৩৭। নির্ব্বাতস্থানে শয্যাপ্রমাণে বিস্তৃত ও তাহার দ্বিগুণ

হস্ত্যশ্বগোখরোষ্ট্রাণাং পুরীষৈর্দ্দগ্ধপূরিতে।
অবচ্ছন্ন-সুসংস্তীর্ণে স্বপন্ স্বিদ্যতি নাসুখম্ ॥৩৮
ধীতিকান্ত করীষাণাং যথোক্তানাং প্রদীপয়েৎ
শয়নান্তঃপ্রমাণেনু শয্যামুপরি তত্র চ।
সুদগ্ধায়াং বিধূমায়াং যথোক্তামুপকল্পয়েৎ।
অবচ্ছন্নঃ সুখং তত্রাভ্যক্তঃ স্বিদ্যতি নাসুখম্ ॥
হোলাকস্বেদ ইত্যেষ সুখঃ প্রোক্তো মহর্ষিণা।
ইতি ত্রয়োদশবিধঃ স্বেদোঽগ্নিগুণসংশ্রয়ঃ ॥ ৩৯
ব্যায়াম উষ্ণসদনং গুরুপ্রাবরণং ক্ষুধা।
বহুপানং ভয়ক্রোধাবুপনাহাহবাতপাঃ।
স্বেদয়ন্তি দশৈতানি নরমগ্নিগুণাদৃতে ॥ ৪০
ইত্যুক্তো দ্বিবিধঃ স্বেদঃ সংযুক্তোঽগ্নিগুণৈর্ন চ।

গভীর একটী কূপ খনন করিয়া তাহা হস্তী, অশ্ব, গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের শুষ্ক বিষ্ঠা দ্বারা পূরণ করিবে। ঐ সমস্ত বিষ্ঠা দগ্ধ হইলে কূপ সন্তপ্ত হইবে। রোগী অভ্যক্ত ও আবৃত গাত্রে তদুপরি শয্যা গ্রহণ করিলে সুখে. স্বেদ হইতে থাকিবে। ইহাকেই কূপস্বেদ কহে। [পশুপালকদিগের পক্ষে এই স্বেদ সুখ-লভ্য]। ৩৮। রোগীর শয্যানুরূপ দৈর্ঘ্যাদি-বিশিষ্ট একখানি পিত্তলপাত্রে হস্তী প্রভৃতির শুষ্ক বিষ্ঠা দগ্ধ করিবে। অনন্তর পাত্র উত্তপ্ত ও বিগতধুম হইবার পর তদুপরি শয্যা রচনা করিয়া রোগী অভ্যক্ত ও আবৃতগাত্রে শয়ন করিলে অক্লেশে স্বেদ হইতে থাকিবে। এইরূপ স্বেদকে হোলাক স্বেদ কহে। এই-রূপে অগ্নিসংশ্রিত ত্রয়োদশ প্রকার স্বেদ উক্ত হইল। ৩৯। পরিশ্রম, উষ্ণগৃহে বাস, গুরু-বস্ত্র দ্বারা আবরণ, ক্ষুধা, অতিরিক্ত মদ্যপান, ভয় বা ক্রোধের, উপচয়, উপনাহ (পুল্টিস) ও আতপ; এই দশটী দ্বারা অগ্নি সম্বন্ধ ব্যতি-রেকে স্বেদ হয়। [মদ্য অল্পপরিমাণে খাইলে ঘর্ম্ম নাশ করিয়া থাকে, অধিক পরিমাণে ঘর্ম্মকারক হয়, এই জন্য সান্নি-পাত প্রভৃতি স্থলে অধিক মদ্য প্রয়োগ করিবে না]। ৪০। এইরূপে

একাঙ্গসর্ব্বাঙ্গগতঃ স্নিগ্ধো রূক্ষস্তথৈব চ।
ইত্যেতদ্দ্বিবিধং দ্বন্দ্বং স্বেদমুদ্দিশ্য কীর্ত্তিতম্ ॥
স্নিগ্ধস্বেদৈরুপক্রম্য স্বিন্নঃ পথ্যাশনো ভবেৎ।
তদহঃ স্বিন্নগাত্রস্তু ব্যাপারং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪১

তত্র শ্লোকাঃ।

যথা কার্য্যকরস্বেদো হিতো যেভ্যশ্চ যদ্বিধঃ।
যত্র দেশে যথাযোগ্যদেশে রক্ষ্যশ্চ যো যথা ॥
স্বিন্নাতিস্বিন্নরূপাণি তথাঽস্বিন্নভেষজম্।
অস্বেদ্যাঃ স্বেদযোগ্যাশ্চ স্বেদদ্রব্যাণি কল্পনা ॥ ৪৩
ত্রয়োদশবিধঃ স্বেদো বিনা দশবিধোঽগ্নিনা।
সংগ্রহেণ চ ষট্ স্বেদাঃ স্বেদাধ্যায়ে নিদর্শিতাঃ ॥
স্বেদাধিকারে যদ্বাচ্যমুক্তমেতন্মহর্ষিণা।
শিষ্যৈস্তু প্রতিপত্তব্যমুপদেষ্টা পুনর্ব্বসুরিতি ॥ ৪৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতি-
সংস্কৃতে সূত্রস্থানে স্বেদবিধির্নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

দ্বিবিধ স্বেদ উক্ত হইল। একপ্রকার অগ্নি-সম্বন্ধযুক্ত ও অন্যপ্রকার অগ্নি সম্বন্ধহীন। আর একাঙ্গগত ও সর্ব্বাঙ্গগত স্বেদ এবং স্নিগ্ধ ও রুক্ষ স্বেদও বিবৃত হইল। স্বিন্নব্যক্তি পথ্য পালন করিবেন এবং সেই দিন স্বেচ্ছানুরূপ ব্যাপারসমূহ পরিহার করিবেন। ৪১। এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—স্বেদের উপকারিতা, ব্যক্তিভেদে স্বেদের হিতাহিতত্ব, দেশবিশেষে স্বিন্নের নিয়ম, সম্যক্ স্বিন্নের লক্ষণ, অতি স্বেদের লক্ষণ ও ঔষধ, ব্যক্তিভেদে স্বেদের অযোগ্যতা ও যোগ্যতা, স্বেদদ্রব্য সমূহের ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা, অগ্নির দ্বারা ত্রয়োদশ প্রকার স্বেদ এবং অগ্নি ভিন্ন দশ প্রকার স্বেদ, এই স্বেদাধ্যায়ে কথিত হইল। স্বেদাধিকারে যাহা কিছু বক্তব্য, মহর্ষি কর্ত্তৃক তৎসমস্তই উক্ত হইয়াছে। শিষ্যগণ সেই সকল উপ-দেশ পালন করিবেন। পুনর্ব্বসু এইরূপ উপ-দেশ দিয়াছেন। ৪২।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

উপকল্পনীয়ঃ।

অথাত উপকল্পনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

ইহ খলু রাজানং রাজমাত্রমন্যং বা বিপুল-দ্রব্যং সম্ভৃতসম্ভারং বমনং বিরেচনং পায়য়িতু-কামেন ভিষজা প্রাগেবৌষধপানাৎ সম্ভারা উপকল্পনীয়া ভবন্তি। সম্যক্ চৈব হি গচ্ছত্যৌ-ষধে প্রতিভোগার্থাঃ। ব্যাপন্নে চৌষধে প্রতী-কারার্থাঃ। ন হি সন্নিকৃষ্টে কালে প্রাদুর্ভূতয়া-মাপদি সত্যপি ক্রয়ালয়ে সুকরমাশু সম্ভরণ-মৌষধানাং যথাবদিতি॥ ২

এবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। ননু ভগবন্নাদাবেব জ্ঞানবতা তথা প্রতিবিধাতব্যং যথা প্রতিবিহিতে সিধ্যত্যে-বৌষধমেকান্তেন। সম্যক্প্রয়োজন-নিমিত্তা হি সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধিরিষ্টা ব্যাপচ্চাসম্যক্-প্রয়োগনিমিত্তা। অথ সম্যগসম্যক্ চ সমা-রব্ধং কর্ম্ম সিধ্যতি ব্যাপদ্যতে বা নিয়মেন। তুল্যং ভবতি জ্ঞানমজ্ঞানেনেতি॥ ৩

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।

শক্যং তথা প্রতিবিধাতুমস্মাভিরস্মদ্বিধৈ-র্বাপ্যগ্নিবেশ যথাপ্রতিবিহিতে সিধ্যেদেবৌ-ষধমেকান্তেন। তচ্চ প্রয়োগসৌষ্ঠবমুপদেষ্টুং শক্যং যথাবৎ, ন তু কশ্চিদস্তি য এতদেব-মুপদিষ্টমুপধারয়িতুমুৎসহেৎ॥ ৪

উপধার্য্য বা তথা প্রতিপত্তুং প্রযোক্তুং বা সূক্ষ্মাণি হি দোষভেষজদেশকালবলশরীরা-হারসাত্ম্যসত্ত্বপ্রকৃতিবয়সামবস্থান্তরাণি যান্যনু-চিন্ত্যমানানি বিমলবিপুলবুদ্ধেরপি বুদ্ধিমাকুলী-কুর্য্যুঃ কিং পুনরল্পবুদ্ধেঃ॥ ৫

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা উপকল্পনীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [উপকল্পন শব্দের অর্থ—আয়ো-জন বা যোগাড়]। ১। প্রচুর সম্ভারসম্পন্ন রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তিকে বমন বা বিরেচন ঔষধ সেবন করাইতে ইচ্ছা করিলে বৈদ্য ঔষধপ্রয়োগের পূর্ব্বে নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার আয়োজন করিয়া রাখিবেন। কারণ, বমন বা বিরেচন সম্যক্ হইলে রোগীর শুশ্রূষার্থ উপকরণ সকল আবশ্যক হয়, আবার বমন বিরেচন ঔষধে রোগীর বিপদ্ উপস্থিত হইলে শীঘ্র শীঘ্র প্রতিকার করা আবশ্যক হয়। আপদ্ উপস্থিত হইলেই ক্রয়স্থান (বাজার প্রভৃতি) নিকটে থাকিলেও তখনি তখনি ঔষধ সংগ্রহ করা কঠিন হয়। ২। ভগবান্ আত্রেয় এই রূপ কহিলে অগ্নিবেশ কহিলেন, ভগবন্! জ্ঞানবান্ ব্যক্তির প্রথমেই এইরূপ প্রতিবিধান করিয়া রাখা উচিত, যেরূপ প্রতিবিধান করিলে ঔষধে একেবারেই বিপত্তি না হইতে পারে। সম্যক্রূপে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বকর্ম্মেরই সিদ্ধি হয়। আর অসম্যক্-প্রয়োগ বশতই বিপত্তি উপস্থিত হয়। [অতএব যাহাতে বমন বিরেচন সফল হইতে পারে, প্রথম হইতেই তাহার চেষ্টা করিলে পরে আর বিপত্তি ঘটিতে পারে না] যদি চিকিৎসকের এইরূপ প্রয়োগ জ্ঞান না থাকে, তবে চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা বা না-থাকা সমান হইতেছে। ৩। ইহাতে ভগবান্ আত্রেয় উত্তর করিলেন, হে অগ্নিবেশ! তুমি যেরূপ প্রতিবিধানের কথা বলিলে তাহা সাধন করিতে আমাদের বা আমাদের মত লোকেরই ক্ষমতা আছে। আর এইরূপ প্রয়োগ-নৈপুণ্য উপদেশ দিতে পারা যায় বটে, কিন্তু কেহ এরূপ নাই, যিনি এরূপ উপদেশ ধারণা করিতে অগ্রসর হই-বেন। ৪। অথবা ধারণা করিতে সমর্থ হইলেও প্রতিপাদন বা প্রয়োগ করা কঠিন। দোষ, ঔষধ, দেশ, কাল, বল, শরীর, আহার, সাত্ম্য, সত্ত্ব, প্রকৃতি ও বয়সের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এত সূক্ষ্ম যে, তাহা চিন্তা করিয়া কার্য্য করা বিমল-বিপুল-বুদ্ধি লোকেরও সাধ্য হয়

তস্মাদুভয়মেতদ্‌যথাবদুপদেক্ষ্যামঃ সম্যক্‌প্রয়োগঞ্চৌষধানাং ব্যাপন্নানাঞ্চ ব্যাপৎসাধনানি সিদ্ধিষূত্তরকালম্। ইদানীং তাবৎ সম্ভারান্ বিবিধানপি সমাসেনোপদেক্ষ্যামঃ ॥ ৬

তদ্‌যথা—

দৃঢ়ং নিবাতং প্রবাতৈকদেশং সুখপ্রবিচারমনুপত্যকং ধূমাতপরজসামনভিগমনীয়মনিষ্টানাঞ্চ শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধানাং সোপানোদূখলমুষলবর্চ্চঃস্থান-স্নান-ভূমি-মহানসোপেতং বাস্তুবিদ্যাকুশলঃ প্রশস্তং গৃহমেব তাবৎ পূর্ব্বমুপকল্পয়েৎ। ততঃ শীলশৌচানুরাগদাক্ষ্যপ্রাদক্ষিণ্যোপপন্নানুপচার-কুশলান্ সর্ব্বকর্ম্মসু পর্য্যবদাতান্ সূপোদনপাচকস্নাপকসংবাহকোত্থাপক-সংবেশকৌষধপেষকাংশ্চ পরিচারকান্ সর্ব্বকর্ম্মস্বপ্রতিকূলান্। তথা গীত-বাদিত্রোল্লাপকশ্লোকগাথাখ্যায়িকেতিহাস-পুরাণ কুশলানভিপ্রায়-জ্ঞানঞ্চ তথৈব দেশ-কালবিদঃ পরিষদ্যাংশ্চ। তথা লাবক-পিঞ্জল-শশহরিণৈন-কাল-পুচ্ছক-মৃগমাতৃকোরভ্রান্। গাঞ্চ দোগ্‌ধ্রীং শীলবতীমনাতুরাং জীবদ্বৎসাং সুপ্রতিবিহিততৃণশরণপানীয়াম্। জলপাত্রাচমনোদকোষ্ঠ-মণিক-পিঠর-ঘটকুম্ভী-কুম্ভকুণ্ডশরাব-দর্ব্বীকপরীপচন-মন্থানচেলসূত্র-কার্পাসোর্ণাদীনি চ শয়নাসনাদীনি চোপন্যস্ত-ভৃঙ্গারপ্রতিগ্রহাণি সুপ্রযুক্তাস্তরণোত্তরপ্রচ্ছদোপধানানি স্বাপাশ্রয়াণি সংবেশনোপবেশন-স্নেহস্বেদাভ্যঙ্গপ্রদেহ-পরিষেকানুলেপন-বমন-বিরেচনাস্থাপনানুবাসন-শিরোবিরেচন-মূত্রো-

---

না; অল্প বুদ্ধির ত কথাই নাই। ৫। অতএব ঔষধের সম্যক্ প্রয়োগ ও ঔষধ সেবন জন্য বিপত্তি হইলে যেরূপ তাহার প্রতিবিধান করিতে হয়, উত্তরকালে সিদ্ধিস্থানে এই উভয় বিষয়ের উপদেশ দিব। সম্ভার সকল নানাবিধ হওয়া আবশ্যক হইলেও বর্ত্তমানে কেবল তৎসম্বন্ধেই সংক্ষেপে উপদেশ দিতেছি। ৬। যথা;—এমন একটী স্থান নির্দ্দেশ করিবে, যেন তাহা দৃঢ় হয় এবং একাংশে বায়ুরহিত ও অন্যাংশে বায়ুপ্রবাহবিশিষ্ট হয়, যেন সে স্থানে বিচরণ করিতে কষ্ট না হয়; যেন তাহা উচ্চ গৃহাদির অন্তরালে না থাকে; যেন ধূম, আতপ ও ধূলির অগম্য হয়, যেন অনিষ্টকর, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধসমূহের অগম্য হয়; যেন সেখানে সোপান, উদূখল, মুষল, মলত্যাগস্থান, স্নানভূমি ও পাকস্থানের সমাবেশ থাকে। ঐ স্থানে বাস্তুবিদ্যাকুশল ব্যক্তি প্রথমতঃ একটী প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। পরে সেই গৃহে সুশীল, শুচি, অনুরাগী ও দাক্ষিণ্য-বিশিষ্ট, সেবাকুশল, সর্ব্বকর্ম্মে পটু, অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধনে নিপুণ, স্নাপক, গাত্রমর্দ্দনকারক, উত্থাপক, সংবেশক, ঔষধপেষক এবং কোন কার্য্যেই বিরক্তি প্রকাশ না করে, এরূপ পরিচারকদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তৎপর গায়ক, বাদ্যকর, কথক, শ্লোকগাথা-কুশল, আখ্যায়িকা-কুশল, ইতিহাস-কুশল, পুরাণ-কুশল, ইঙ্গিতজ্ঞ, অভিমত, দেশকালবিৎ পারিষদদিগকে নিযুক্ত রাখিবেন এবং লাব, কপিঞ্জল, শশ, হরিণ, এণজাতীয় হরিণ, কালপুচ্ছ হরিণ, মৃগমাতৃকা হরিণসমূহ ও মেষ সকল স্থাপন করিবেন। আর দুগ্ধবতী, সুস্বভাবা, রোগহীনা, জীবিতবৎসা এবং উপপন্নতৃণগৃহপানীয়া (অর্থাৎ যাহাদের জন্য তৃণ, গৃহ ও পানীয়ের যথেষ্ট আয়োজন আছে) গাভী স্থাপন করিবে। আর জলপাত্র, আচমনপাত্র, জলকোষ্ঠ (টব) হাঁড়ী, কলসী, ঘট, কুম্ভী, কুম্ভ, কুণ্ড, শরাব, দর্ব্বী, পাকপাত্র, মন্থদণ্ড, বস্ত্র, সূত্র, কার্পাস, ঊর্ণাদি, শয্যা ও আসনাদি স্থাপন করিবেন। তৎসমীপে ভৃঙ্গার (ঝারি), প্রতিগ্রহ (থুথু ফেলিবার পাত্র), সুপ্রযুক্ত আস্তরণ, প্রচ্ছদ (বিছানার চাদর), উপাধান (বালিশ), শয্যাশ্রয় (খট্টা প্রভৃতি), সংবেশন, উপবেশন, স্নেহ, স্বেদ, অভ্যঙ্গ, প্রলেপন, পরিষেক, অনুলেপন, বমন, বিরেচন, শিরো-

চ্চারকর্ম্মণামুপচারসুখানি সুপ্রক্ষালিতোপধানাশ্চ শ্লক্ষখরমধ্যমা দৃশদশস্ত্রাণি চোপকরণার্থানি। ধূমনেত্রং বস্তিনেত্রঞ্চোত্তরবস্তিকঞ্চ। কুশহস্তঞ্চ তুলাঞ্চ মানভাণ্ডঞ্চ ঘৃততৈলবসামজ্জক্ষৌদ্রফাণিত-লবণেন্ধনোদকমধুসুরাসৌবীরকতুষোদকমৈরেয়মেদকদধিমণ্ডোদশ্বিদ্ধান্যাম্লমূত্রাণি চ। যথা শালিষষ্টিকমুদ্গমাষযবতিলকুলথবদরমৃদ্বীকাপরুষকাভয়ামলকবিভীতকানি নানাবিধানি চ স্নেহস্বেদোপকরণানি দ্রব্যাণি তথৈবোর্দ্ধহরণানুলোমিকোভয়ভাঞ্জি সংগ্রহণীয়দীপনীয়-পাচনীয়োপশমনীয়বাতহরাণি সমাখ্যাতানি চৌষধানি যচ্চান্যদপি কিঞ্চিদ্ব্যাপদঃ পরিসংখ্যায়োপকরণং বিদ্যাত্তে যচ্চ প্রতিভোগার্থং তত্তদুপকল্পয়েৎ॥ ৭

ততস্তং পুরুষং যথোক্তাভ্যাং স্নেহস্বেদাভ্যাং যথার্হমুপপাদয়েৎ। তঞ্চাস্মিন্নন্তরে মানসঃ শরীরো বা ব্যাধিঃ কশ্চিৎ তীব্রঃ সহসাভ্যাগচ্ছেৎ তমেব তাবদস্যোপাবর্ত্তয়িতুং যতেত। ততস্তমুপবর্ত্ত্য তাবন্তমেবৈনং কালং তথাবিধেনৈব কর্ম্মণোপাচরেৎ। ততস্তং পুরুষং স্নেহস্বেদোপপন্নমনুপহতমনসমভিসমীক্ষ্য সুখোষিতং সুপ্রজীর্ণভুক্তং শিরঃস্নাতমনুলিপ্তগাত্রং স্রগ্বিণমনুপহতবস্ত্রসংবীতং দেবতাগ্নিদ্বিজগুরুবৃদ্ধবৈদ্যানর্চ্চিতবন্তম্ ইষ্টে নক্ষত্রতিথিকরণমুহূর্ত্তে কারয়িত্বা ব্রাহ্মণ-প্রযুক্তাভিরাশীর্ভিরভিমন্ত্রিতাং মধুমধুকসৈন্ধবফাণিতোপহিতাং মদনফলকষায়মাত্রাং পায়য়েৎ॥ ৮

মদনফলকষায়মাত্রাপ্রমাণন্তু খলু সর্ব্বসংশোধনমাত্রাপ্রমাণানি চ প্রতিপুরুষমপেক্ষিতব্যানি ভবন্তি। যাবদ্ধি যস্য সংশোধনং পীতং বৈকারিকদোষহরণায়োপপদ্যতে, ন

বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন এবং মলমূত্র ত্যাগের উৎকৃষ্ট পাত্র সকল, সুপ্রক্ষালিমত উপাধান সকল, মসৃণ, কর্কশ ও মধ্যম প্রকারের শিল সকল, শস্ত্র সকল ও উপকরণ সকল স্থাপন করিবেন। ধূমপানের নল, বস্তির নল ও উত্তরবস্তির আয়োজন থাকা উচিত। কুশহস্ত, তুলাদণ্ড, মানভাণ্ড (পাল্লা), ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, মধু, ফাণিত, লবণ, কাষ্ঠ, জল, মধুজাত সীধু, সৌবীর, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, দধি, মণ্ড, ঘোল, ধান্যাম্ল (আউশ ধানের কাঁজী) ও মূত্রসমূহের আয়োজন থাকা আবশ্যক। এইরূপ শালি, ষষ্টিক, মুদ্গ, মাষ, যব, তিল, কুলথ, কুল, দ্রাক্ষা, ফলসাফল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নানাবিধ স্নেহ ও স্বেদের উপকরণ, তথা, ঊর্দ্ধশোধন, অনুলোমন, ঊর্দ্ধাধঃশোধন, সংগ্রহণীয়, দীপনীয়, পাচনীয়, উপশমনীয়, বাতঘ্ন ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। তদ্ভিন্ন ঔষধ সেবনজনিত বিপত্তি সকলের প্রতিকার করিতে সমর্থ হয় এবং যাহাতে রোগীর সুখস্বচ্ছন্দ হয়, এরূপ সকল ঔষধও সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। ৭। অনন্তর সেই পুরুষকে যথোক্ত স্নেহস্বেদ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। স্বেদের পর মানসিক বা শারীরিক কোন প্রকার তীব্র বিকার সহসা উপস্থিত হইলে, তৎপ্রতিকারে যত্নবান্ হইবে। উপস্থিত বিকার সকল প্রতিকৃত হইলে রোগীকে কিয়ৎকাল পূর্ব্ববৎ স্বেদাদি দ্বারাই চিকিৎসা করিবে। অনন্তর রোগী প্রকৃতরূপে স্নেহস্বেদসম্পন্ন হইয়া সুস্থমনাঃ সুখোষিত, জীর্ণান্ন, শিরঃস্নাত (মাথায় জল দিয়া এবং শরীরে জল না দিয়া স্নান করিলে তাহাকে শিরঃস্নান কহে) এবং স্নানের পর উপযুক্ত দ্রব্য দ্বারা লিপ্তাঙ্গ, মাল্যধারী ও পরিষ্কৃত-বস্ত্রযুগ্মধারী হইয়া অগ্নি, দ্বিজ, গুরু, বৃদ্ধ ও বৈদ্যদিগের পূজা সমাপন করিলে তাঁহাকে শুভ নক্ষত্রে, শুভ তিথিতে, শুভ করণ ও শুভমুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদসহকারে অভিমন্ত্রিত করাইয়া মধু, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও ফাণিত সংযুক্ত উপযুক্ত-পরিমাণ মদনফলের ক্বাথ পান করাইবেন। ৮। মদনফল-কষায়ের পরিমাণ ও অন্যান্য সংশোধন ঔষধের পরিমাণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন প্রকার হয়। যে পরিমাণে পান

চাতিযোগাযোগায় তাবদস্য মাত্রাপ্রমাণং বেদিতব্যং ভবতি॥ ৯

পীতবন্তন্ত খল্বেনং মুহূর্ত্তমনুকাঙ্ক্ষেৎ। তস্য যদা জানীয়াৎ স্বেদপ্রাদুর্ভাবেণ দোষং প্রবিলয়মাপদ্যমানং লোমহর্ষেণ চ স্থানেভ্যঃ প্রচলিতং কুক্ষিসমাধ্মাপনেন চ কুক্ষিমনুগতং হৃল্লাসাস্যস্রবণাভ্যামপি চোর্দ্ধমুখীভূতমথাস্মৈ জানুসমমসম্বাধং সুপ্রযুক্তাস্তরণোত্তরপ্রচ্ছদোপধানং স্বাপাশ্রয়মাসনমুপবেষ্টুং প্রযচ্ছেৎ। প্রতিগ্রহাংশ্চোপচারয়েৎ। ললাটপ্রতিগ্রহে পার্শ্বোপগ্রহণে নাভিপ্রপীড়নে পৃষ্ঠোন্মর্দ্দনে চ অনপত্রপনীয়াঃ সুহৃদোঽনুমতাঃ প্রযতেরন্॥ অথৈনমনুশিষ্যাৎ। বিবৃতোষ্ঠতালুকণ্ঠো নাতিমহতা ব্যায়ামেন বেগানুদীর্ণানুদীরয়ন্ কিঞ্চিদবনম্য গ্রীবামূর্দ্ধশরীরমুপবেগমপ্রবৃত্তান্ প্রবর্ত্তয়ন্ সুপলিখিতনখাভ্যামঙ্গুলীভ্যামুৎপল-কুমুদ-সৌগন্ধি-কনালৈর্বা কণ্ঠমনভিস্পৃশন্ সুখং প্রবর্ত্তয়স্বেতি॥ ১০

স তথাবিধং কুর্য্যাৎ। ততোঽস্য বেগান্ প্রতিগ্রহগতানবেক্ষেতাবহিতঃ। বেগবিশেষদর্শনাদ্ধি কুশলো যোগাযোগাতিযোগবিশেষানুপলভেত। বেগবিশেষদর্শী পুনঃ কৃত্যং যথার্হমববুধ্যেত লক্ষণেন। তস্মাদ্বেগানবেক্ষেতাবহিতঃ॥ ১১

তত্রামুস্যযোগ--যোগাতি-যোগ-বিশেষজ্ঞানানি ভবন্তি। তদ্‌যথা;—অপ্রবৃত্তিঃ কুতশ্চিৎ কেবলস্য বাপ্যৌষধস্য বিভ্রংশো বিবন্ধো বেগানামযোগলক্ষণানি ভবন্তি। কালে প্রবৃত্তিরনতিমহতী ব্যথা যথাস্বং দোষহরণং স্বয়ঞ্চাবস্থানমিতি যোগলক্ষণানি ভবন্তি।

করিলে যাহার সংশোধন ও বৈকারিক দোষের শান্তি হয়, তাহাকেই তাহার পরিমাণ বলা যায়। অতিযোগ বা অযোগ না হইলেই তাহাকে পরিমিত মাত্রা বলা যায়। ৯। রোগী ঔষধ পান করিবার পর কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবে। পরে তাহার স্বেদ হইলে, বুঝিবে যে, দোষ বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে; লোমহর্ষণ হইলে বুঝিবে যে, দোষ স্থান হইতে বিচলিত হইয়াছে; কুক্ষির আধ্মান হইলে বুঝিবে যে, দোষ কুক্ষি পর্য্যন্ত অনুসৃত হইয়াছে, বমনেচ্ছা ও মুখস্রাব হইলে বুঝিবে যে, দোষ ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছে। অনন্তর রোগীকে জানুসমান অবাধ (যাহাতে বসিবার কোন অসুবিধা না হয়) আসনে আস্তরণ ও প্রচ্ছদ বিন্যস্ত করিয়া তদুপরি উপবেশন করাইবে। আর তাহার সম্মুখে থূৎকারপাত্র ধারণ করিবে। আর রোগীর ললাট ও পার্শ্বদ্বয় ধারণ, নাভিপীড়ন ও পৃষ্ঠস্থান মর্দ্দন জন্য প্রিয়সুহৃজ্জনেরা প্রযত্ন করিবেন। অনন্তর ইহাকে এইরূপ উপদেশ দিবে, যথা;—ওষ্ঠ তালু ও কণ্ঠ ব্যাদান করিয়া অনতি আয়াসের সহিত আগত বমিকে উদ্গীর্ণ করিতে থাক এবং গ্রীবা, মস্তক ও শরীর কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া অনাগত বেগকে আগত করিবার জন্য ছিন্ননখ, অঙ্গুলিদ্বয় ও উৎপলনাল, কুমুদনাল বা কহ্লারনাল দ্বারা আস্তে আস্তে কণ্ঠ স্পর্শ কর। ১০। তখন রোগীও সেইরূপ করিবে। অনন্তর বৈদ্য অবহিত হইয়া রোগীর বমনবেগ যথেষ্ট হইল কি না অর্থাৎ বমনের অতিযোগ, অযোগ বা সম্যক্‌যোগ হইল কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। বেগের কোনরূপ ইতর-বিশেষ দেখিলে তৎকালোচিত অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মও বুঝিতে পারিবেন। অতএব অবহিত হইয়া যোগ সকল পরীক্ষা করিবেন। ১১। অনন্তর বমনের অযোগ, সম্যক্‌যোগ ও অতিযোগের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। পীত ঔষধ মুখ দিয়া উঠিয়া পড়িলে বা বমি না হইলে, অযোগ-লক্ষণ বুঝিতে হইবে। যথাসময়ে বমন হইলে, অত্যধিক বমন না হইলে, রোগীর বিশেষ ক্লেশ না হইলে, দোষের উদ্গিরণ হইলে এবং তৎপশ্চাৎ পীত ঔষধ বমিত হইলে, তাহাকে বমনের সম্যক্‌যোগ

যোগেন তু দোষপ্রমাণবিশেষেণ তীক্ষ্ণমৃদুমধ্যবিভাগো জ্ঞেয়ঃ। যোগাধিক্যেন তু ফেনিল-রক্তচন্দ্রিকোপগমনমিত্যতিযোগলক্ষণানি ভবন্তি তত্রাতিযোগাযোগনিমিত্তানিমানুপদ্রবান্ বিদ্যাৎ আধ্মানং পরিকর্ত্তিকা পরিস্রাবো হৃদয়োপরোধনমঙ্গগ্রহো জীবাদানং বিভ্রংশঃ স্তম্ভঃ ক্লম উপদ্রব ইতি॥ ১২

যোগেন তু খল্বেনং ছর্দ্দিতবন্তমভিসমীক্ষ্য সুপ্রক্ষালিতপাণিপাদস্যং মুহূর্ত্তমাশ্বাস্য স্নৈহিক-বৈরেচনিকোপশমনীয়ানাং ধূমানামন্যতমং সামর্থ্যতঃ পায়য়িত্বা পুনরেবোদক-মুপস্পর্শয়েৎ উপস্পৃষ্টোদকঞ্চৈনং নিবাতমাগারমনুপ্রবেশ্য সংবেশ্য চানুশিষ্যাৎ। উচ্চৈর্ভাষ্য-মত্যাসন-মতিস্থান-মতিচঙ্ক্রমণং, ক্রোধশোকহিমাতপাবশ্যায়াতিপ্রবাতান্, যানযানং, গ্রাম্যধর্ম্ম-মস্বপনং নিশি, দিবা স্বপ্নং বিরুদ্ধ-জীর্ণাসাত্ম্যা-কালাপ্রমিতাতিহীন-গুরুবিষমভোজনবেগসন্ধা-রণোদীরণমিতি ভাবানেতান্ মনসাপ্যসেবমানঃ সর্ব্বমাহারমদ্যাদিতি॥ ১৩

স তথা কুর্য্যাৎ। অথৈনং সায়াহ্নে পরে বাহ্নি সুখোদকপরিষিক্তং পুরাণানাং লোহিত-শালিতণ্ডুলানাং স্ববকিন্নানাং মণ্ডপূর্ব্বাং সুখোষ্ণাং যবাগূং পায়য়েদগ্নিবলমভিসমীক্ষ্য: এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চান্নকালে। চতুর্থে ত্বন্নকালে তথাবিধানামেব শালিতণ্ডুলানামুৎসিন্নাং বিলেপীমুষ্ণোদকদ্বিতীয়ায়ামস্নেহলবণাং বা ভোজয়েৎ। এবং পঞ্চমে ষষ্ঠে চান্নকালে। সপ্তমে ত্বন্নকালে তথাবিধানামেব শালীনাং দ্বিপ্রস্থং সুস্বিন্নমোদনমুষ্ণোদকানুপানং তনুনা তনুস্নেহলবণোপপন্নেন মুদ্গযুষেণ ভোজয়েৎ। এবমষ্টমে নবমে চান্নকালে। দশমে ত্বন্নকালে লাবকপিঞ্জলাদীনামন্যতমস্য

কহে। দোষের পরিমাণ অনুসারে সম্যক্‌যোগেও বমনের তীক্ষ্ণ, মৃদু ও মধ্য এই তিন প্রকার বিভাগ হইতে পারে। যোগের আধিক্য বা অতিযোগ হইলে বমিত দ্রব্য ফেনিল, রক্ত ও চন্দ্রিকাযুক্ত (চাকৃচিক্যশীল) হইয়া থাকে। অতিযোগের এই সকল লক্ষণ জানিবে, যথা ;—আধ্মান, পরিকর্ত্তিকা (পেট-কামড়ানী), রক্তাদির পরিস্রাব, হৃদয়ের উপরোধ (বদ্ধবদ্ভাব), অঙ্গগ্রহ, জীবনক্ষয় বা জীবশোণিত নির্গম, জিহ্বাদি বহির্গম, স্তম্ভ ও ক্লান্তি। ১২। রোগী সম্যক্‌রূপে বমি করিয়াছে দেখিলে, তাহার পাণি, পাদ ও মুখ সুপ্রক্ষালিত করাইবেন। পরে তাহাকে কিয়ৎক্ষণ আশ্বস্ত করিয়া স্নৈহিক, বৈরেচনিক, কিংবা শমনধূম যথাসাধ্য পান করাইয়া পুনর্ব্বার হস্তপদাদি ধৌত করাইবেন। পরে রোগীকে নিবাত গৃহে প্রবেশ করাইয়া এইরূপ উপদেশ দিবেন যেন উচ্চ কথা বা অধিকক্ষণ উপবেশন বা অতিশয় বিশ্রাম বা অতিশয় ভ্রমণ এবং ক্রোধ, শোক, হিম, রৌদ্র, শিশির, অতিবায়ু, যানারোহণ, স্ত্রীসংসর্গ, জাগরণ, দিবা স্বপ্ন, বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণ, অসাত্ম্য ভোজন, অকাল ভোজন, অল্প ভোজন, অতিভোজন, হীন ভোজন, গুরু ভোজন, বিষম ভোজন, বেগধারণ ও অস্থায়ীরূপে বেগদান এই সকলকে মনেও স্থান না দেয়। ১৩। রোগীও সেইরূপ আচরণ করিবে। অনন্তর রোগীকে সন্ধ্যাকালে বা পরদিন সুখোষ্ণ জলে স্নান করাইয়া পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুলের মণ্ডপ্রধান ও ঈষদুষ্ণ যবাগূ অগ্নিবল বিবেচনাপূর্ব্বক পান করাইবেন। এইরূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় অন্নকালেও পান করাইবেন। চতুর্থ অন্নকালে উক্তরূপ শালিতণ্ডুলের সুসিদ্ধ বিলেপী স্নেহ লবণ না দিয়া অথবা অল্প স্নেহ-লবণ-সংযোগ করিয়া উষ্ণোদক অনুপানে পান করাইবেন। এইরূপ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অন্নকালেও পান করাইবেন। সপ্তম অন্নকালে তথাবিধ শালিতণ্ডুলেরই অর্দ্ধসের সুসিদ্ধ অন্ন উষ্ণোদক অনুপানে ও অল্প স্নেহ-লবণ-সংযোগে মুদ্গযুষসহকারে ভোজন করাইবেন। অষ্টম ও নবম অন্নকালেও এইরূপ বিধি। দশম অন্নকালে

মাংসরসেন স্নৈহিকলাবণিকেনাপি সারবতা ভোজয়েদুষ্ণোদকানুপানম্। এবমেকাদশে দ্বাদশে চান্নকালে॥ ১৪

অত ঊর্দ্ধমন্নগুণান্, ক্রমেণোপভুঞ্জানঃ সপ্তরাত্রেণ প্রকৃতিভোজনমাগচ্ছেৎ॥ ১৫

অথৈনং পুনরেব স্নেহস্বেদাভ্যামুপপাদ্যানুপহতমনসমভিসমীক্ষ্য সুখোষিতং সুজীর্ণভক্তং, কৃতহোম-বলিমঙ্গলজপ্যপ্রায়শ্চিত্তমিষ্টে তিথিনক্ষত্রকরণমুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়িত্বা ত্রিবৃৎকল্কস্যাক্ষমাত্রাং যথার্হালোড়নপ্রতিবিলীনাং পায়য়েৎ॥ ১৬

সমীক্ষ্য দোষভেষজদেশকালবলশরীরাহারসাত্ম্যসত্ত্বপ্রকৃতিবয়সামবস্থান্তরাণি বিকারাংশ্চ সম্যগ্বিরিক্তঞ্চৈনং বমনান্তরলক্ষণোক্তেন ধুমবর্জ্জেন বিধিনোপপাদয়েদা বলবর্ণপ্রকৃতিলাভাৎ॥ ১৭

বলবর্ণোপপন্নঞ্চৈনমনুপহতমনসমভিসমীক্ষ্য সুখোষিতং সুজীর্ণভক্তং শিরঃস্নাতমনুলিপ্তগাত্রং স্রগ্বিণমনুপহতবস্ত্রসংবীতমনুরূপালঙ্কারালঙ্কৃতং সুহৃদাং দর্শয়িত্বা জ্ঞাতীনাং দর্শয়েদথৈনং কামেষ্ববসৃজেদিতি॥ ১৮

ভবন্তি চাত্র।

অনেন বিধিনা রাজা রাজমাত্রোঽথবা পুনঃ।
যস্য বা বিপুলং দ্রব্যং স সংশোধনমর্হতি॥
দরিদ্রস্ত্বাপদং প্রাপ্য প্রাপ্তকালং বিরেচনম্।
পিবেৎ কামমসম্ভৃত্য সম্ভারানপি দুর্লভান্॥
ন হি সর্ব্বমনুষ্যাণাং সন্তি সর্ব্বপরিচ্ছদাঃ।
ন চ রোগা ন সেবন্তে দরিদ্রানপি দারুণাঃ॥
যদ্যচ্ছক্যং মনুষ্যেণ কর্ত্তুমৌষধমাপদি।
তত্তৎ সেব্যং যথাশক্তি বমনান্যশনানি চ॥ ১৯
মলাপহং রোগহরং বলবর্ণপ্রসাদনম্।
পীত্বা সংশোধনং সম্যগায়ুষা যুজ্যতে চিরম্॥

লাব, কপিঞ্জল প্রভৃতির মধ্যে কোন এক পক্ষীর মাংসরসের সহিত যথেষ্ট স্নেহ-লবণ-সহকারে অন্নভোজন ও উষ্ণজল অনুপান করিতে দিবে। এইরূপ বিধি একাদশ ও দ্বাদশ অন্নকালেও অনুসরণ করিবে। ১৪। ইহার ঊর্দ্ধ অর্থাৎ দ্বাদশ অন্নকালের পর হইতে ক্রমে ভোজন আরম্ভ করিয়া সপ্তরাত্রে স্বাভাবিক ভোজন আরম্ভ করিবে। ১৫। অনন্তর রোগীকে পুনর্ব্বার স্নেহস্বেদযোগে চিকিৎসা করিবে। অনন্তর রোগী নিরাকুল, সুখোষিত ও সুজীর্ণান্ন হইলে এবং হোম, বলি, মঙ্গলাচরণ, জপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুভ তিথি-নক্ষত্র-করণ ও মুহূর্ত্ত স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া দুই তোলা ত্রিবৃৎকল্ক জলের সহিত উত্তমরূপে আলোড়িত ও মিশ্রিত করিয়া পান করাইবেন। ১৬। দোষ, ভেষজ, দেশ, কাল, বল, শরীর, আহার, সাত্ম্য, সত্ত্ব, প্রকৃতি, বয়সের অবস্থা, রোগের প্রকার ও রোগীকে সম্যক্ বিরিক্ত অবলোকন করিয়া বল বর্ণ প্রকৃতি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বমনপ্রকরণোক্ত ধূম ভিন্ন অন্যান্য বিধি সকল পালন করাইবেন। [অর্থাৎ বিরিক্ত ব্যক্তিকে ধূমপান করাইবেন না)। ১৭। রোগী বলবর্ণ-সম্পন্ন ও অনাকুলচিত্ত হইলে তাহাকে সুখোষিত, সুজীর্ণান্ন, শিরঃস্নাত, অনুলিপ্তগাত্র, মাল্যধারী, পরিষ্কৃতবস্ত্রাচ্ছাদন-সম্পন্ন এবং অনুরূপ অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃত করাইয়া সুহৃৎ ও জ্ঞাতিদিগকে দর্শন করাইবেন এবং স্বাধীনভাবে আহারাদি করিতে অনুমতি করিবেন। ১৮।

উপসংহার ;—

এই বিধি অনুসারে রাজা বা রাজতুল্য বা যাঁহার বিপুল সম্পত্তি আছে, এরূপ ব্যক্তিকে সংশোধন করাইবেন। দরিদ্র ব্যক্তি এরূপ দুর্লভ সম্ভারসম্পন্ন না হইলেও পীড়াকালে বিরেচন পান করিবেন। কারণ, সকল লোকের সকল পরিচ্ছদ সম্ভবে না। আর অতি নিদারুণ রোগসমূহ দরিদ্রকেও ছাড়ে না। অতএব যাহার যেরূপ সাধ্য, আপৎকালে সেইরূপ বমন ও ভোজন প্রভৃতি করিবেন। ১৯। সংশোধন ঔষধ মলনাশক, রোগহর ও বলবর্ণপ্রসাদন। তাহা পান

তত্র শ্লোকাঃ ।

ঈশ্বরাণাং বসুমতাং বমনং সবিরেচনম্ ।
সম্ভারা যে যদর্থঞ্চ সমানীয় প্রয়োজয়েৎ ॥
যথা প্রযোজ্যা যা মাত্রা যদযোগস্য চ লক্ষণম্ ।
যোগাতিযোগয়োর্যচ্চ দোষো যে চাপ্যুপদ্রবাঃ
যদসেব্যং বিশুদ্ধেন যশ্চ সংসর্জ্জনক্রমঃ ।
তৎ সর্ব্বং কল্পনাধ্যায়ে ব্যাজহার পুনর্ব্বসু-
রিতি ॥ ২১

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে উপকল্পনীয়ো নাম পঞ্চদশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

চিকিৎসাপ্রাভৃতীয়ঃ ।

অথাতশ্চিকিৎসাপ্রাভৃতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যা-
স্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
চিকিৎসাপ্রাভৃতো বিদ্বান্ শাস্ত্রবান্ কর্ম্মতৎপরঃ
নরং বিরেচয়তি যং স যোগাৎ সুখমশ্নুতে ॥

করিলে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় । ২০ । এই অধ্যায়ের সূচী যথা ;—ইহাতে রাজা ও ধনীদিগের বমন-বিরচন-প্রক্রিয়া, ও দ্রব্যসম্ভার, বমন বিরেচনের মাত্রা, অযোগ ও অতি-যোগ, উপদ্রব এবং শোধিত ব্যক্তির সেবনীয় ও অসেবনীয় আহার এবং সংশোধনের ক্রম বর্ণিত হইল । ২১ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

অনন্তর আমরা চিকিৎসাপ্রাভৃতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন । [চিকিৎসাপ্রাভৃত—চিকিৎসাকার্য্যে নিপুণ (বৈদ্য), তৎসম্বন্ধীয় অধ্যায়] । ১ । চিকিৎসাকুশল, বিদ্বান্, শাস্ত্রবিৎ ও কর্ম্মতৎপর চিকিৎসক যাহাকে বিরেচিত করেন, সে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া সুখভোগ করে ।

যং বৈদ্যমানী ত্ববুধো বিরেচয়তি মানবম্ ।
সোঽতিযোগাদযোগাচ্চ মানবো দুঃখমশ্নুতে ॥ ২
দৌর্ব্বল্যং লাঘবং গ্লানির্ব্যাধীনামল্পতারুচিঃ ।
হৃদ্বর্ণশুদ্ধিঃ ক্ষুৎ তৃষ্ণা কালে বেগপ্রবর্ত্তনম্ ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃশুদ্ধির্মারুতস্যানুলোমতা ।
সম্যগ্বিরিক্তলিঙ্গানি কায়াগ্নেশ্চানুবর্ত্তনম্ ॥ ৩
ষ্ঠীবনং হৃদয়াশুদ্ধিরুৎক্লেশঃ শ্লেষ্মপিত্তয়োঃ ।
আধ্মানমরুচিশ্ছর্দ্দিরদৌর্ব্বল্যমলাঘবম্ ।
জঙ্ঘোরুসদনং তন্দ্রা স্তৈমিত্যং পীনসাগমঃ ।
লক্ষণান্যবিরিক্তানাং মারুতস্য চ নিগ্রহঃ ॥ ৪
বিট্‌পিত্তকফবাতানামাগতানাং যথাক্রমম্ ।
পরং স্রবতি যদ্রক্তং মেদোমাংসোদকোপমম্
নিঃশ্লেষ্মপিত্তমুদকং শোণিতং কৃষ্ণমেব বা ।
তৃষ্যতো মারুতার্ত্তস্য সোঽতিযোগঃ
প্রয়োগতঃ ॥ ৫
বমনেঽতিকৃতে লিঙ্গান্যেতান্যেব ভবন্তি হি ।

আর বৈদ্যাভিমানী নির্ব্বোধ চিকিৎসক যাহাকে বিরেচিত করে, সে মানব অতিযোগ ও অযোগ হেতু দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । ২ । দেহের দুর্ব্বলতা, লঘুতা, গ্লানি ও রোগের হ্রাস, অরুচি, হৃদয়-শুদ্ধি, বর্ণশুদ্ধি ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক, যথাকালে মলমূত্রবেগের প্রবৃত্তি, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মনের শুদ্ধি, বায়ুর অনুলোমন (সরলতা) এবং জঠরাগ্নির উদ্রেক এই সকল সম্যক্ বিরিক্তের লক্ষণ । ৩ । নিষ্ঠীবন ; হৃদয়ের অশুদ্ধি ; শ্লেষ্মা ও পিত্তের উৎক্লেশ ; আধ্মান ; অরুচি ; বমি ; অদৌর্ব্বল্য ; অলাঘব ; জঙ্ঘা ও উরুর অবসাদ ; তন্দ্রা ; স্তিমিতভাব ; প্রতিশ্যায় ও বায়ুর বিবন্ধ. এইগুলি অসম্যক্ বিরিক্তের লক্ষণ । ৪ । প্রথমে বিষ্ঠা, পিত্ত, কফ ও অধোবাতের নিষ্ক্রমণ হইয়া পরে রক্তস্রাব হয় । পরে মেদ ও মাংসধৌত জলের ন্যায় শ্লেষ্মপিত্তবিহীন জল বা কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসৃত হয় । রোগীর তৃষ্ণা ও বায়ুপ্রকোপ হয় । বিরেকের অতিযোগ হইলে এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে । ৫ । বমনের অতিযোগেও

ঊর্দ্ধগা বাতরোগাশ্চ বাগ্‌গ্রহশ্চাধিকো ভবেৎ ॥৬
চিকিৎসাপ্রভৃতং তস্মাদুপেয়াচ্ছরণং নরঃ।
যুঞ্জ্যাদ্ যেনমত্যন্তমায়ুষা চ সুখেন চ ॥৭
অবিপাকোঽরুচিঃ স্থৌল্যং পাণ্ডুতা গৌরবং ক্লমঃ।
পিড়কাকোঠকণ্ডূনাং সম্ভবোঽপ্যতিরেব চ।
আলস্যশ্রমদৌর্ব্বল্যং দৌর্গন্ধ্যমবসাদকঃ।
শ্লেষ্মপিত্তসমুৎক্লেশো নিদ্রানাশোঽতিনিদ্রতা
ক্লৈব্যং তন্দ্রিরবুদ্ধিত্বমশস্তস্বপ্নদর্শনম্
বলবর্ণপ্রণাশশ্চ তৃপ্যতো বৃংহণৈরপি।
বহুদোষস্য লিঙ্গানি তস্মৈ সংশোধনং হিতম্।
ঊর্দ্ধঞ্চৈবানুলোম্যঞ্চ যথাদোষং যথাবলম্ ॥ ৮
এবং বিশুদ্ধকোষ্ঠস্য কায়াগ্নিরভিবর্দ্ধতে।
ব্যাধয়শ্চোপশাম্যন্তি প্রকৃতিশ্চানুবর্ত্ততে ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধির্বর্ণশ্চাস্য প্রসীদতি।
বলং পুষ্টিরপত্যঞ্চ বৃষতা চাস্য জায়তে।
জরাং কৃচ্ছ্রেণ লভতে চিরং জীবত্যনাময়ঃ।
তস্মাৎ সংশোধনং কালে যুক্তিযুক্তং পিবেন্নরঃ
দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘনপাচনৈঃ
জিতাঃ সংশোধনৈর্যে তু ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ
দোষাণাঞ্চ দ্রুমাণাঞ্চ মূলেঽনুপহতে সতি।
রোগাণাং প্রসরাণাঞ্চ গতানামাগতির্ধ্রুবা ॥ ১১
ভেষজক্ষপিতে পথ্যমাহারৈশ্চৈব বৃংহণম্।
ঘৃতমাংসরসক্ষীরহৃদ্যযূষোপসংহিতৈঃ ॥
অভ্যঙ্গোৎসাদনৈঃ স্নানৈর্নিরূহৈঃ সানুবাসনৈঃ।
তথা স লভতে শর্ম্ম যুজ্যতে চায়ুষা চিরম্ ॥ ১২
অতিযোগানুবন্ধানাং সর্পিঃপানং প্রশস্যতে।
তৈলং মধুরকৈঃ সিদ্ধমথবাপ্যনুবাসনম্ ॥ ১৩
যস্য ত্বয়োগস্তং স্নিগ্ধং পুনঃ সংশোধয়েন্নরম্।
মাত্রাকালবলাপেক্ষী স্মরন্ পূর্ব্বমনুক্রমম্ ॥ ১৪

মুখ দিয়া ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অধিকন্তু ঊর্দ্ধগ বায়ুরোগ (যথা ঊর্দ্ধবাত প্রভৃতি) এবং বাগ্‌রোধ হয়। ৬। এইজন্য চিকিৎসানিপুণ বৈদ্যের শরণাগত হওয়া উচিত। কারণ, তিনিই রোগীকে আয়ুঃ ও সুখ-সম্পন্ন করিতে পারেন। ৭। অপাক, অরুচি, স্থূলতা, পাণ্ডুতা, গুরুতা, ক্লান্তি, পিড়কা, কোঠ ও কণ্ডূসমূহের অতিশয় উৎপত্তি, আলস্য, শ্রম, দৌর্ব্বল্য, দৌর্গন্ধ্য, অবসাদ, শ্লেষ্মা ও পিত্তের উদ্গম, নিদ্রানাশ ও অতিনিদ্রা, ক্লীবতা, তন্দ্রা, বুদ্ধিনাশ, দুঃস্বপ্নদর্শন, বলবর্ণনাশ, এই সকল লক্ষণ বৃংহণ দ্বারা অতিশয় সন্তাপিত ব্যক্তিরও হইতে পারে। এই সকল বহু দোষের লক্ষণ, এইরূপ সকল লক্ষণ হইলে তাহার পক্ষে সংশোধনই হিতকর। সেই সংশোধন রোগের দোষ ও বলানুসারে ঊর্দ্ধ বা অধঃ বা উভয়ত্রই প্রযোগ করা উচিত। ৮। এইরূপে যাহার কোষ্ঠ বিশুদ্ধ হয়, তাহার অন্তরাগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; ব্যাধি সকল শান্ত হইয়া থাকে; স্বভাব প্রত্যাবর্ত্তিত হয়; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বর্ণ প্রসন্ন হইয়া থাকে এবং বল, পুষ্টি, অপত্য ও পুংশক্তি বৃদ্ধি পায়। সে শীঘ্র জরাগ্রস্ত হয় না এবং নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবী হয়। এইজন্য মানুষ সময়ে যুক্তিযুক্ত সংশোধন পান করিবেন। ৯। দোষ সকল লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা বিজিত হইলে কখন কুপিত হয় না। আর সংশোধন দ্বারা বিজিত হইলে তাহাদের পুনরুদ্ভব হয় না। ১০। দোষ ও বৃক্ষ ইহাদের মূলে আঘাত না করিলে রোগ ও অঙ্কুরসমূহের পুনরুৎপত্তি হইতে পারে। ১১। বমন ও বিরেচন ঔষধ বহু সেবন করিয়া মানুষ ক্ষাণ হইয়া পড়িলে পুষ্টিকর আহারযোগে বৃংহণ আবশ্যক হয়। ঘৃত, মাংসরস, ক্ষীর, হৃদয়ের হিতকর যূষ, এই সকল আহার বৃংহণ। অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, নিরূহ ও অনুবাসন দ্বারা রোগী দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল লাভ করে। ১২। বমন-বিরেচনের অতিযোগ হইলে ঘৃতপান প্রশস্ত। অথবা মধুরাদিগণসিদ্ধ তৈল অথবা ঐরূপ তৈলের অনুবাসন প্রশস্ত। ১৩। কাহারও সম্বন্ধে বমন বিরেচনের অযোগ হইলে, তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সংশোধন করিবে। তখন মাত্রা, কাল ও বলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে

স্নেহনে স্বেদনে শুদ্ধৌ রোগাঃ সংসর্জ্জনে চ যে
জায়ন্তেহমার্গবিহিতে তেষাং সিদ্ধিষু সাধনম্॥
জায়ন্তে হেতুবৈষম্যাদ্বিষমা দেহধাতবঃ।
হেতুসাম্যাৎ সমাস্তেষাং স্বভাবোপরমঃ সদা॥
প্রবৃত্তিহের্তুর্ভাবানাং ন নিরোধেহস্তি কারণম্
কেচিৎ তত্রাপি মন্যন্তে হেতুং হেতোরবর্ত্তনম্
এবমুক্তার্থমাচার্য্যমগ্নিবেশোহভ্যভাষত।
স্বভাবোপরমে কর্ম্ম চিকিৎসাপ্রভৃতস্য কিম্॥
ভেষজৈর্বিষমান্ ধাতূন্ কান্ সমীকুরুতে ভিষক্
কা বা চিকিৎসা ভগবন্ কিমর্থং বা প্রযুজ্যতে
তচ্ছিষ্যবচনং শ্রুত্বা ব্যাজহার পুনর্ব্বসুঃ।
শ্রূয়তামত্র যা সৌম্য যুক্তির্দৃষ্টা মহর্ষিভিঃ॥ ১৯

ন নাশকারণাভাবাদ্ভাবানাং নাশকারণম্।
জ্ঞায়তে নিত্যগস্যেব কালস্যাত্যয়কারণম্।
শীঘ্রং গত্বা যথা ভূতস্তথা ভাবো বিপদ্যতে।
নিরোধে কারণং তস্য নাস্তি নৈবান্যথা
ক্রিয়া॥ ২০
যাভিঃ ক্রিয়াভির্জ্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাং
মতম্॥২১
কথং শরীরে ধাতূনাং বৈষম্যং ন ভবেদিতি।

এবং বমন বিরেচন সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত পেয়াদি পানের বিধি অনুসরণ করিবে। ১৪। স্নেহনে, স্বেদন, সংশোধন ও সংশোধনোচিত পেয়াদি-ক্রম অন্যায় প্রয়োগ করিলে যে সকল রোগ হয়, তাহাদের ঔষধ সিদ্ধিস্থানে বর্ণিত হইবে। ১৫। দেহধারক রসাদি ধাতুর ধ্বংসের কারণ নাই। কেবল উহাদের সাম্য ও বৈষম্যের কারণ আছে। উহারা উহাদের হেতুভূত অন্নপানাদির বৈষম্য হেতু বৈষম্য প্রাপ্ত হয়। আর সমতা হেতু সাম্য প্রাপ্ত হয়। উহাদের নাশ নাই বটে, কিন্তু উহাদের স্ব-ভাব অর্থাৎ সাম্য ও বৈষম্যের নাশ আছে। ১৬। দেহ-ধারক রসাদি ধাতুর উৎপত্তির কারণ আছে; কিন্তু ধ্বংসের কারণ নাই। কিন্তু কোন কোন মহর্ষি বিবেচনা করেন যে, কারণের অভাবই কারণ। [ন্যায়শাস্ত্র মতে পরস্পর বিপরীত যে দুই গুণ, তাহারা এক। এস্থলে তাহার মীমাংসা করা অপ্রয়োজন]। ১৭। আচার্য্য এইরূপ কহিলে অগ্নিবেশ কহিলেন যে, সাম্য ও বৈষম্যের ধ্বংস স্থলে চিকিৎসা-নিপুণ বৈদ্যের কি কার্য্য আছে? হে ভগ-বান্! বৈদ্য ঔষধ দ্বারা কোন্ কোন্ বিষম ধাতুকে সম করিয়া থাকেন, চিকিৎসাই বা কি এবং কিজন্যই বা চিকিৎসা করান হয়? ১৮। শিষ্যের এই বাক্য শুনিয়া পুনর্ব্বসু কহিলেন সৌম্য! মহর্ষিরা এ বিষয়ে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ১৯। দ্রব্যাদিগের নাশের কারণ নাই বলিয়াই নাশের কারণ জানা যায় না। যেমন নিত্যগ কালের ধ্বংসের কারণ উপলব্ধ হয় না, অথচ যেমন গতকালকে ভূতকাল বলে, দ্রব্যেরও সেইরূপ ধ্বংসের কারণ নাই; তবে দ্রব্য ভূত অবস্থা হইতে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিলে, সেই ভূত অবস্থা-কেই সচরাচর লোকে তাহার ধ্বংস বলিয়া থাকে। বাস্তবিক তাহার ধ্বংসের কারণ নাই; সুতরাং চিকিৎসারও পরিবর্ত্তন নাই। [এক সম্প্রদায় নৈয়ায়িকের মতে দ্রব্য সকল সর্ব্বদাই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন শিশু-কালের মুখের গঠন যৌবনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং যৌবনে নূতন গঠন হয়। এইরূপে শারীরিক সমস্ত দ্রব্যেরই ধ্বংস হইয়া সর্ব্বদা নূতন দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। অতএব চিকিৎসক কোন্ দ্রব্যকে লক্ষ্য করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন? কারণ, যে দ্রব্যকে লক্ষ্য করিয়া এই দণ্ডে ঔষধ প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহা পরদণ্ডে থাকিবে না। ১৬, ১৭ ও ২০ প্রকরণ দ্বারা এই মত খণ্ডন করা হইল অর্থাৎ মীমাংসা করা হইল যে, দ্রব্যের ধ্বংস নাই] ২০। যে সকল ক্রিয়া দ্বারা বৈষম্যপ্রাপ্ত ধাতু সকল সমতা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকেই রোগসমূহের চিকিৎসা বলে। সেই চিকিৎ-সাই বৈদ্যের আচরণীয়। ২১। শরীরস্থ

সমানাঞ্চানুবন্ধঃ স্যাদিত্যর্থং ক্রিয়তে ক্রিয়া ॥ ২২
ত্যাগাদ্বিষমহেতূনাং সমানাঞ্চোপসেবনাৎ।
বিষমা নানুবধ্নন্তি জায়ন্তে ধাতবঃ সমাঃ।
সমৈস্তু হেতুভির্যস্মাদ্ধাতূন্ সঞ্জনয়েৎ সমান্ ॥ ২৩
চিকিৎসাপ্রভৃতস্তস্মাদ্দাতা দেহসুখায়ুষাম্
ধর্ম্মস্যার্থস্য কামস্য নৃলোকস্যোভয়স্য চ।
দাতা সম্পদ্যতে বৈদ্যো দানাদ্দেহসুখায়ুষাম্ ॥

তত্র শ্লোকাঃ।

চিকিৎসাপ্রভৃতগুণো দোষো যশ্চেতরাশ্রয়ঃ।
যোগাযোগাতিযোগানাং লক্ষণং শুদ্ধিসংশ্রয়ম্ ॥
বহুদোষস্বরূপাণি সংশোধনগুণাশ্চ যে।
চিকিৎসাসূত্রমাত্রঞ্চ সিদ্ধিব্যাপত্তিসংশ্রয়ম্ ॥
যা চ যুক্তিশ্চিকিৎসায়াং যচ্চার্থং কুরুতে ভিষক্
চিকিৎসাপ্রাভৃতেঽধ্যায়ে তৎ সর্ব্বমবদন্মুনিঃ ॥২৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে চিকিৎসাপ্রাভৃতীয়ো নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

ধাতুদিগের কোনরূপ বৈষম্য না হয় এবং সমধাতুদিগের স্থিরতা হয়, এইজন্যই চিকিৎসার প্রয়োজন। ২২। বিষম হেতুসমূহের পরিহার এবং সম হেতুদিগের রক্ষা হইলে ধাতু সকল বিষম হইতে পারে না; পরন্তু সমভাবেই অবস্থান করে। যেহেতু সম কারণ দ্বারাই ধাতুসমূহের সমতা হয়। ২৩। অতএব চিকিৎসাকুশল বৈদ্যই রোগীর দেহ-সুখ ও আয়ু এবং ইহপরলোকে ধার্ম্মার্থকাম পূর্ণ করিয়া থাকেন। সুখ ও আয়ু দান করেন বলিয়াই বৈদ্যের নাম দাতা। ২৪। এই অধ্যায়ের সূচী যথা ;—চিকিৎসাকুশল বৈদ্যের গুণ-দোষ এবং অনিপুণ বৈদ্যের দোষ, সংশোধন ঔষধের যোগ, অযোগ ও অতি-যোগের লক্ষণ, শুদ্ধির লক্ষণ, ভিন্ন ভিন্ন দোষের স্বরূপ, সংশোধনের নানাগুণ, সিদ্ধি ও বিপত্তির বিষয়ক চিকিৎসার সূত্র সকল, চিকিৎসার যুক্তি, বৈদ্যের কার্য্য এই সকল এই চিকিৎসাপ্রাভৃত অধ্যায়ে বিবৃত হইল। ২৫।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

কিয়ন্তঃশিরসীয়ঃ।

অথাতঃ কিয়ন্তঃশিরসীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
কিয়ন্তঃ শিরসি প্রোক্তা রোগা হৃদি চ দেহিনাম্
কতি বাপ্যনিলাদীনাং রোগা মানবিকল্পজাঃ।
ক্ষয়াঃ কতি সমাখ্যাতাঃ পিড়কাঃ কতি বানঘ।
গতিঃ কতিবিধা চোক্তা দোষাণাং দোষসূদন ॥২
হুতাশবেশস্য বচস্তচ্ছ্রুত্বা গুরুরব্রবীৎ।
পৃষ্টবানসি যৎ সৌম্য তন্মে শৃণু সবিস্তরম্ ॥ ৩
দৃষ্টাঃ পঞ্চ শিরোরোগাঃ পঞ্চৈব হৃদয়াময়াঃ।
ব্যাধীনাং দ্ব্যধিকা ষষ্টিদোষমানবিকল্পজাঃ ॥
দশ চাষ্টৌ ক্ষয়াঃ সপ্ত পিড়কা মধুমেহিকাঃ।
দোষাণাং ত্রিবিধা চোক্তা গতির্বক্ষ্যামি
বিস্তরম্ ॥ ৪
সন্ধারণাদ্দিবাস্বপ্নাদ্রাত্রৌ জাগরণান্মদাৎ

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা কিয়ন্তঃশিরসীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। হে অনঘ! দেহীদিগের মস্তকে ও হৃদয়ে কত প্রকার রোগ জন্মে? বাত-পিত্ত-কফের ভিন্ন ভিন্ন বিকল্পেই বা কত প্রকার রোগ জন্মিতে পারে? ক্ষয় কত প্রকার, পিড়কা কত প্রকার? হে দোষ-নিসূদন! দোষদিগের গতিই বা কত প্রকার? ২। অগ্নিবেশের উক্ত প্রশ্ন শুনিয়া গুরুদেব আত্রেয় উত্তর কহিলেন, হে সৌম্য! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা আমার নিকট সবিস্তর শ্রবণ কর। ৩ শিরোরোগ পাঁচ প্রকার দেখা গিয়াছে। হৃদয়ের রোগও পাঁচ প্রকার। বায়ু-পিত্ত-কফের অংশাংশকল্পনাতে দোষ বাষট্টি প্রকার হইয়া থাকে। ক্ষয় অষ্টাদশ প্রকার। মধুমেহ সম্বন্ধীয় পিড়কা সপ্ত প্রকার। দোষের গতি তিন প্রকার; তাহা আমি সবিস্তর কহিব। ৪। বেগধারণ, দিবা-

উচ্চৈর্ভাষ্যাদবশ্যায়াৎ প্রাগ্বাতাদতিমৈথুনাৎ ॥
গন্ধাদসাত্ম্যাদাঘ্রাতাদ্রজোধুমানিলাতপাৎ।
গুর্ব্বম্লহরিতাদানাদতিশীতাম্বুসেবনাৎ।
শিরোঽভিতাপাদ্দুষ্টামাদ্রোদনাদ্বাষ্পনিগ্রহাৎ
মেঘাগমান্মনস্তাপাদ্দেশকালবিপর্য্যয়াৎ।
বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি শিরস্থস্রঞ্চ দুষ্যতি।
ততঃ শিরসি জায়ন্তে রোগা বিবিধলক্ষণাঃ ॥ ৫
প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং যত্র শ্রিতাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ
যদুত্তমাঙ্গমঙ্গানাং শিরস্তদভিধীয়তে ॥ ৬
অর্দ্ধাবভেদকো বা স্যাৎ সর্ব্বং বা রুজ্যতে শিরঃ
প্রতিশ্যায়মুখনাসাক্ষিকর্ণরোগশিরোভ্রমাঃ
অর্দ্দিতং শিরসঃ কম্পো গলমন্যাহনুগ্রহঃ।
বিবিধাশ্চাপরে রোগা বাতাদিক্রিমিসম্ভবাঃ ॥ ৭
পৃথগ্দৃষ্টাস্তু যে পঞ্চ সংগ্রহে পরমর্ষিভিঃ।
শিরোগদাংস্তান্ শৃণু মে যথাস্বৈর্হেতুলক্ষণৈঃ ॥৮

উচ্চৈর্ভাষ্যাতিভাষ্যাভ্যাং তীক্ষ্ণপানাৎ প্রজাগরাৎ।
শীতমারুতসংস্পর্শাদ্ব্যায়ামাদ্বেগনিগ্রহাৎ ॥
উপবাসাচ্চাভিঘাতাদ্বিরেকবমনাদিতি।
বাষ্পশোকভয়ত্রাসাদ্ভারমার্গাতিকর্ষণাৎ ॥
শিরোগতাঃ শিরা বৃদ্ধো বায়ুরাবিশ্য কুপ্যতি
ততঃ শূলং মহৎ তস্য বাতাৎ সমুপজায়তে।
নিস্তুদ্যেতে ভৃশং শঙ্খৌ ঘাটা সম্ভিদ্যতে তথা
ভ্রুবোর্মধ্যং ললাটঞ্চ তপতীবাতিবেদনম্।
বধ্যেতে স্বনতঃ শ্রোত্রে নিষ্কৃষ্যেতে ইবাক্ষিণী
ঘূর্ণতীব শিরঃ সর্ব্বং সন্ধিভ্য ইব মুচ্যতে।
স্ফুরত্যতি শিরাজালং তুদ্যতে চ শিরোধরা ॥
স্নিগ্ধোষ্ণমুপসেবেত শিরোরোগেঽনিলাত্মকে ॥
কট্বম্ললবণক্ষারমদ্যক্রোধাতপানলৈঃ।
পিত্তং শিরসি সন্দুষ্টং শিরোরোগায় কল্পতে ॥
দহ্যতে তুদ্যতে তেন শিরঃশীতেন শূয়তে।

নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মদ, উচ্চভাষণ, শিশির, পূর্ব্ব-বায়ু, অতিমৈথুন, অসাত্ম্য-গন্ধাঘ্রাণ, ধূলি, ধূম, বায়ু ও আতপ, গুরু অম্ল ও শাকাহার, অতি শীতল জল সেবন, মস্তকে আঘাত, দুষ্ট আম, রোদন, অশ্রুবেগধারণ, মেঘোদয় মনস্তাপ এবং দেশ ও কালের বিপর্য্যয় হেতু বাতাদিদোষ ও শিরস্থ রক্ত প্রকুপিত হয়। তদনন্তর মস্তকে নানালক্ষণ রোগ হইয়া থাকে। [৫ হইতে ১৭ প্রকরণ চিকিৎসা স্থানের ত্রিমর্ম্মীয় নামক ষড়্বিংশ অধ্যায়ের উপক্রমণিকা মাত্র]। ৫। যে স্থানে প্রাণীদিগের প্রাণ ও যে স্থানে সমস্ত ইন্দ্রিয় আশ্রিত, যাহা অঙ্গদিগের মধ্যে উত্তম অঙ্গ, তাহাকেই শিরঃ বা মস্তক কহিয়া থাকে। ৬। অর্দ্ধাবভেদক বা সমস্ত মস্তকে পীড়া, প্রতিশ্যায়, মুখরোগ, নাসারোগ, অক্ষিরোগ, কর্ণরোগ, শিরোঘূর্ণন, অর্দ্দিত, শিরঃকম্প, গলস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, ও অন্যান্য বিবিধ রোগ বাত পিত্ত কফ ও ক্রিমি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৭। মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংগ্রহে যে পঞ্চবিধ শিরোরোগ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমি হেতু ও লক্ষণের সহিত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ৮। উচ্চভাষণ, অতিভাষণ, তীক্ষ্ণ মদ্যাদি পান, রাত্রিজাগরণ, শীতবাত-সংস্পর্শ, অতিব্যায়াম, বেগধারণ, উপবাস, আঘাত, বিরেচন বমনাদি, রোদন, শোক, ভয়, ত্রাস এবং অতিভারবহন ও ভ্রমণ জন্য ক্লেশ হইতে মস্তকস্থ বায়ু মস্তকের শিরাসমূহে আবিষ্ট হইয়া কুপিত হয়। তৎপরে সেই বায়ু হইতে মস্তকে মহৎ শূল উপস্থিত হয়। তাহাতে ললাটদেশ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। ঘাড় যেন ছিঁড়িয়া যাইতে থাকে। ভ্রূর মধ্য ও ললাট অত্যন্ত বেদনায় কাতর হয়। কাণে শব্দ হইতে থাকে, বাহিরের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। নেত্রদ্বয় যেন টানিয়া ধরে। সমস্ত মস্তক যেন ঘুরিতে থাকে ও সন্ধিসমূহ হইতে যেন বিমুক্ত হইতেছে বোধ হয়। পীড়িত স্থানের শিরাসকল স্ফুরিত হইতে থাকে এবং শিরোধরাশিরা সূচিভেদনবৎ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই বায়ু জন্য শিরোরোগে স্নিগ্ধোষ্ণ ঔষধ সেবন করা বিধি। ৯। কটু, অম্ল, লবণ, ক্ষার, মদ্য, ক্রোধ, আতপ ও অগ্নি সেবন দ্বারা পিত্ত মস্তকে কুপিত হইলে পিত্ত জন্য

দহ্যেতে চক্ষুষী তৃষ্ণা ভ্রমঃ স্বেদশ্চ জায়তে ॥ ১০
আস্থাসুখৈঃ স্বপ্নসুখৈর্গুরুস্নিগ্ধাতিভোজনৈঃ।
শ্লেষ্মা শিরসি সন্দুষ্টঃ শিরোরোগায় কল্পতে ॥
শিরো মন্দরুজং তেন সুপ্তস্তিমিতভারিকম্।
ভবত্যুৎপদ্যতে তন্দ্রিরালস্যমরুচিস্তথা ॥ ১১
বাতাচ্ছূলং ভ্রমঃ কম্পঃ পিত্তাদ্দাহো মদস্তৃষা।
কফাদ্গুরুত্বং তন্দ্রা চ শিরোরোগে
ত্রিদোষজে ॥ ১২
তিলক্ষীরগুড়াজীর্ণপূতিসঙ্কীর্ণভোজনাৎ।
ক্লেদোহসৃক্‌কফমাংসানাং দোষলস্যোপজায়তে
ততঃ শিরসি সংক্লেদাৎ ক্রিময়ঃ পাপকর্ম্মণঃ।
জনয়ন্তি শিরোরোগং জাতবীভৎসলক্ষণম্।
ব্যধচ্ছেদরুজাকণ্ডুশোকদৌর্গন্ধ্যদুঃখিতম্।
ক্রিমিরোগাতুরং বিদ্যাৎ ক্রমীণাং লক্ষণেন চ॥১৩
শোকোপবাসব্যায়ামরুক্ষশুষ্কাল্পভোজনৈঃ।
বায়ুরাবিশ্য হৃদয়ং জনয়ত্যুত্তমাং রুজম্ ॥
বেপথুর্বেষ্টনং স্তম্ভঃ প্রমোহঃ শূন্যতা দ্রবঃ।
হৃদি বাতাতুরে রূপং জীর্ণে চাত্যর্থবেদনা ॥ ১৪
উষ্ণাম্ললবণক্ষারকটুকাজীর্ণভোজনৈঃ।
মদ্যক্রোধাতপৈশ্চাশু হৃদি পিত্তং প্রকুপ্যতি ॥
হৃদ্দাহস্তিক্ততা বক্ত্রে তিক্তাম্লোদ্গারণং ক্লমঃ।
তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমো দাহঃ পিত্তহৃদ্রোগলক্ষণম্ ॥১৫
অত্যাদানং গুরু স্নিগ্ধমচিন্তনমচেষ্টনম্।
নিদ্রাসুখঞ্চাপ্যধিকং কফহৃদ্রোগকারণম্।
হৃদয়ং কফহৃদ্রোগে সুপ্তং স্তিমিতভারিকম্।
তন্দ্রারুচিপরীতস্য ভবত্যশ্মাবৃতং যথা ॥ ১৬
হেতুলক্ষণসংসর্গাদুচ্যতে সান্নিপাতিকঃ।
ত্রিদোষজে তু হৃদ্রোগে যো দুরাত্মা নিষবতে

শিরোরোগ হয়। তাহাতে মস্তকে দাহসংযুক্ত সূচীভেদনবৎ পীড়া হয়। সেই পীড়া শীতল-দ্রব্য-সংযোগে উপশম প্রাপ্ত হয়। নেত্রদ্বয়ে দাহ এবং তৃষ্ণা, ঘূর্ণন ও ঘর্ম্ম হইতে থাকে। ১০। আসনসুখ, নিদ্রা এবং গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্যের অতি সেবন জন্য শ্লেষ্মা শিরোদেশে দূষিত হইয়া শিরোরোগ উৎপাদন করে। তাহাতে শিরোদেশে মন্দ মন্দ বেদনা, সুপ্ত-ভাব, স্তিমিতভাব ও ভারবোধ হয় এবং তন্দ্রা আলস্য ও অরুচি উৎপন্ন হয়। ১১। বায়ু হইতে শূল, ভ্রম ও কম্প ; পিত্ত হইতে দাহ, মদ ও তৃষ্ণা এবং কফ হইতে গুরুতা ও তন্দ্রা এবং সান্নিপাতিক শিরোরোগে উক্ত সমস্ত লক্ষণই হইয়া থাকে। ১২। তিল, দুগ্ধ, গুড়, অজীর্ণ, পূতি ও বিরুদ্ধসংযোগ দ্রব্যের ভোজন হেতু দোষ দূষিত হওয়াতে রক্ত, কফ ও মাংস ক্লিন্ন হয়। এইরূপ অসাবধান পুরুষের মস্তক ক্লেদিত হওয়াতে তাহাতে ক্রিমিসকল উৎপন্ন হয়। তাহাতে মস্তকে বীভৎসলক্ষণ শিরোরোগ হইয়া থাকে। মস্তকে বিন্ধন, ছেদন, শূল, কণ্ডু, শোথ ও দুর্গন্ধ হইয়া ক্লেশের কারণ হয়। ক্রিমিলক্ষণ দ্বারাও ক্রিমিজাত শিরোরোগ স্থির করা যয়।

১৩। শোক, উপবাস, ব্যায়াম এবং রুক্ষ, শুষ্ক ও অল্প ভোজন হেতু বায়ু হৃদয়ে কুপিত হইয়া অত্যন্ত বেদনা জন্মায়। তাহাতে হৃদয়ে বেপথু, বেষ্টন (দড়ি দিয়া বাঁধার ন্যায় পীড়া), স্তম্ভ, প্রমোহ, শূন্যতা, 'ধড় ধড়' হইতে থাকে। বায়ু কর্তৃক পীড়িত হইলে হৃদয়ে সেই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। বিশে-ষতঃ আহার জীর্ণ হইবার পর বেদনার আধিক্য হয়। ১৪। উষ্ণ, অম্ল, লবণ, ক্ষার কটু ও অজীর্ণকর আহার হেতু এবং মদ্যপান, ক্রোধ ও আতপ হেতু পিত্ত হৃদয়ে কুপিত হয়। তাহাতে হৃদয়ে জ্বালা, মুখে তিক্ততা, তিক্ত ও অম্ল উদ্গার, ক্লান্তি এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও দাহ হয়। এই সকল পিত্তজ হৃদ্রোগের লক্ষণ।১৫। অধিক ভোজন, গুরু ও স্নিগ্ধদ্রব্য সেবন, অচিন্তা ও অচেষ্টা (আলস্য) এবং অত্যধিক নিদ্রাসুখ কফজ ও হৃদ্রোগের কারণ। কফজ হৃদ্রোগে হৃদয় সুপ্ত, স্তিমিত ও ভারগ্রস্ত হয়। তন্দ্রা ও অরুচি হয় এবং হৃদয় প্রস্তর দ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ হয়। ১৬। উল্লিখিত হেতু ও লক্ষণসমূহের সংসর্গ (মিলন) হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক হৃদ্রোগ কহে। যে মন্দবুদ্ধি সান্নিপাতিক

তিলক্ষীরগুড়াদীন গ্রাহ্যস্তস্যোপজায়তে।
মর্ম্মৈকদেশে সংক্লেদং রসশ্চাস্যোপগচ্ছতি।
সংক্লেদাৎ ক্রিমযশ্চাস্য ভবন্ত্যপহতাত্মনঃ।
মর্ম্মৈকদেশে তে জাতাঃ সর্পন্তো ভক্ষয়ন্তি চ॥
তুদ্যমানং স হৃদয়ং সূচীভিরিব মন্যতে।
ছিদ্যমানং যথা শস্ত্রৈর্জাতকণ্ডুমহারুজম্॥
হৃদ্রোগং ক্রিমিজন্তেতৈর্লিঙ্গৈর্বুদ্ধা সুদারুণম্।
ত্বরেত জেতুং তং বিদ্বান্ বিকারং শীঘ্র-
কারিণম্॥ ১৭

দ্ব্যুল্বণৈকোল্বণৈঃ ষট্ স্যুহীনমধ্যাধিকৈশ্চ ষট্
সমৈশ্চৈকো বিকারাস্তে সন্নিপাতাস্ত্রয়োদশ॥ ১৮
সংসর্গেণ চ ষট্ তেভ্য একবৃদ্ধ্যা সমৈস্ত্রয়ঃ।
পৃথক্ ত্রয়ঃ স্যুস্তৈর্ব্বৈ দ্বৈর্ব্যাধয়ঃ পঞ্চবিংশতিঃ॥১৯

যথাবৃদ্ধেস্তথা ক্ষীণৈদোষৈঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
বৃদ্ধিক্ষয়কৃতশ্চাস্যো বিকল্প উপদিশ্যতে॥ ২০
বৃদ্ধিরেকস্য সমতা চৈকস্যৈকস্য সংক্ষয়ঃ।
দ্বন্দ্ববৃদ্ধিঃ ক্ষয়শ্চৈকস্যৈকবৃদ্ধির্দ্বয়োঃ ক্ষয়ঃ॥ ২১
প্রকৃতিস্থং যদা পিত্তং মারুতঃ শ্লেষ্মণঃ ক্ষয়ে।
স্থানাদাদায় গাত্রেষু যত্র যত্র বিসর্পতি।
তদা ভেদশ্চ দাহশ্চ তত্র তত্রানবস্থিতঃ।
গাত্রদেশে ভবেৎ তস্য শ্রমো দৌর্ব্বল্যমেব চ
প্রকৃতিস্থং কফং বায়ুঃ ক্ষীণে পিত্তে যদা বলী।
কর্ষেৎ কুর্য্যাৎ তদা শূলং শৈত্যস্তম্ভগৌরবম্॥

হৃদ্রোগে তিল ক্ষীর গুড় প্রভৃতি সেবন করে, তাহার হৃদয়ে গ্রন্থি হয় এবং হৃদয়ে ক্লেদ ও রস জন্মিয়া থাকে। সেই ক্লেদ হইতে ক্রিমি সকল উৎপন্ন হয়। তাহারা হৃদয়ে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র বিচরণ করে ও সর্ব্বত্র ভক্ষণ করিতে থাকে। হৃদয়ে তুদ্যমান হয় এবং সূচী দ্বারা ভিন্ন হইতেছে বলিয়া বোধ হয় ও যেন শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয়। তখন কণ্ডু ও মহাশূল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা সুদারুণ ক্রিমিজ হৃদ্রোগ অনুমান করিয়া বিদ্বান্ বৈদ্য ত্বরাপূর্ব্বক আরোগ্য করিতে যত্নবান্ হইবেন। ১৭। সন্নিপাত ত্রয়োদশ প্রকার। তন্মধ্যে দুই দোষের প্রাবল্য এবং এক দোষের প্রাবল্য হেতু ছয় প্রকার জন্মে। এক দোষের হীনতা, অপর দোষের মধ্যতা এবং তৃতীয় দোষের আধিক্য দ্বারা ছয় প্রকার হয় এবং ত্রিদোষের সমান প্রকোপ হইলে এক প্রকার হয়। [জ্বরচিকিৎসা পরিচ্ছেদ দেখ]। ১৮। দ্বিদোষজ রোগ নয় প্রকার। তন্মধ্যে এক দোষের বৃদ্ধি হেতু ছয় প্রকার এবং দুই দোষের সমতা হেতু তিন প্রকার হয়। আর তিন প্রকার দোষের এক একটী প্রকোপে এক একটী পীড়া হয়। অতএব দোষের প্রকার পঁচিশ [যথা সন্নিপাত ১৩, দ্বিদোষজ ৯ এবং একদোষজ ৩। অতএব সমষ্টি ২৫] ১৯। যেমন দোষের বৃদ্ধি হেতু পীড়া জন্মে, সেইরূপ দোষের ক্ষয় হেতু ২৫ প্রকার পীড়া জন্মে। আবার এক দোষের বৃদ্ধি ও অপর দোষের ক্ষয়হেতু যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পীড়া জন্মে, তাহা বলা যাইতেছে। ২০। একের বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ের সমতা ও তৃতীয়ের ক্ষয়; এই ছয় প্রকার হইতে পারে। আবার দুইয়ের বৃদ্ধি, একের ক্ষয়; এবং একের বৃদ্ধি, দুইয়ের ক্ষয়; এই ছয় প্রকারও হইতে পারে। ২১। শ্লেষ্মার ক্ষয় বশতঃ বায়ু প্রকৃতিস্থ পিত্তকে স্থানান্তরিত করিয়া শরীরের যে যে স্থানে বিচরণ করে, সেই সেই স্থানে ভেদনবৎ পীড়া, দাহ, শ্রম ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। [ছাত্র এইস্থলে শ্লেষ্মা, বায়ু ও পিত্তের ক্রিয়া কি, তাহা বিশেষ রূপে অনুধাবন করিবেন। ১৮ অ-৪৬।৫০ প্রকরণ দ্রষ্টব্য। এই অষ্টাদশ প্রকার ক্ষয়ের বিবরণেই চিকিৎসার গূঢ় তত্ত্ব সমস্ত নিহিত আছে। একটী উদাহরণ দিতেছি—চক্ষুঃ পিত্তের স্থান, হৃদয়ও পিত্তের স্থান, অতএব ঐ ঐ স্থানের শ্লেষ্মা ক্ষীণ হইলে যদি বায়ু কুপিত হয়, তবে ঐ ঐ স্থানে ঐ ঐ লক্ষণ হইবে]। ২২। পিত্তের ক্ষয় বশতঃ কুপিত বায়ু যৎকালে শ্লেষ্মাকে স্থানান্তরিত করে, তখন শরীরে বেদনা, শৈত্য, স্তম্ভ ও গুরুতা

প্রকৃতিস্থং যদা বাতং পিত্তং কফপরিক্ষয়ে।
সংরুণদ্ধি তদা দাহঃ শূলঞ্চাস্যোপজায়তে ॥ ২৪
প্রকৃতিস্থং কফং পিত্তং যদা বাতপরিক্ষয়ে।
সন্নিরুন্ধ্যাৎ তদা কুর্য্যাৎ সতন্দ্রাংগৌরবং জ্বরম্ ॥
প্রকৃতিস্থং যদা বাতং শ্লেষ্মা পিত্তপরিক্ষয়ে।
সন্নিরুন্ধ্যাৎ তদা কুর্য্যাচ্ছীতকং গৌরবং জ্বরম্ ॥
প্রকৃতিস্থং যদা পিত্তং শ্লেষ্মা মারুতসংক্ষয়ে।
সন্নিরুন্ধ্যাৎ তদা কুর্য্যাদ্ অগ্নিত্বং শিরোগ্রহম্ ॥
নিদ্রাং তন্দ্রাং প্রলাপঞ্চ হৃদ্রোগং গাত্রগৌরবম্
নখাদীনাঞ্চ পীতত্বং ষ্ঠীবনং কফপিত্তয়োঃ ॥ ২৭
হীনবাতস্য তু শ্লেষ্মা পিত্তেন সহিতশ্চরন্।
করোত্যরোচকাপাকৌ সদনং গৌরবং তথা।
হৃল্লাসমাস্যস্রবণং পাণ্ডুতাং দূয়নং মদম্।
বিরেকস্য চ বৈষম্যং বৈষম্যমনলস্য চ ॥ ২৮

হীনপিত্তস্য তু শ্লেষ্মা মারুতেনোপসংহিতঃ।
স্তম্ভং শৈত্যঞ্চ তোদঞ্চ জনয়ত্যনবস্থিতম্ ॥
গৌরবং মৃদুতামগ্নের্ভক্তাশ্রদ্ধাঞ্চ বেপনম্।
নখাদীনাঞ্চ শুক্লত্বং গাত্রপারুষ্যমেব চ ॥ ২৯
মারুতস্য কফে হীনে পিত্তঞ্চ কুপিতং দ্বয়ম্।
করোতি যানি লিঙ্গানি শৃণু তানি সমাসতঃ ॥
ভ্রমমুদ্বেষ্টনং তোদং দাহং স্ফুটনবেপনম্।
অঙ্গমর্দ্দং পরীশোষং ধূমকং ধূপনং তথা ॥ ৩০
বাতপিত্তক্ষয়ে শ্লেষ্মা স্রোতাংস্যপিদধদ্ভৃশম্।
চেষ্টাপ্রণাশং মূর্চ্ছাঞ্চ বাক্‌সঙ্গঞ্চ করোতি হি ॥৩১
বাতশ্লেষ্মক্ষয়ে পিত্তং দেহৌজঃ স্রংসয়েদ্‌যদা।
গ্লানিমিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যং তৃষ্ণাং মূর্চ্ছাং ক্রিয়াক্ষয়ম্ ॥ ৩২
পিত্তশ্লেষ্মক্ষয়ে বায়ুর্মর্ম্মাণ্যভিনিপীড়য়ন্।
প্রণাশয়তি সংজ্ঞাঞ্চ বেপয়ত্যথবা নরম্ ॥ ৩৩

হয়। [শৈত্য শব্দে নাড়ীর শীতলতাও বুঝিতে হইবে। এস্থলে তাপমান যন্ত্রেও উষ্মার হীনতা বুঝা যাইবে]। ২৩। কফের ক্ষয় হইলে যদি পিত্ত প্রকৃতিস্থ বায়ুর স্রোত রোধ করে, তবে শরীরে দাহ ও শূল উপস্থিত হয়। ২৪। বায়ুর ক্ষীণতা বশতঃ কুপিত পিত্ত যদি শ্লেষ্মার গতি রোধ করে, তবে তন্দ্রা, গুরুতা ও জ্বর উপস্থিত হয়। [এইরূপ ক্ষয় রোগই এদেশে অধিক। ইহাতে মধ্যাহ্নে প্রবল বেগে জ্বর হয়]। ২৫। পিত্তের ক্ষয় হইলে শ্লেষ্মা যদি প্রকৃতিস্থ বায়ুকে রোধ করে, তবে শৈত্য, গুরুতা ও জ্বর উপস্থিত হয়। [প্রস্রাবের অতিরেক জন্য ক্ষয় রোগ উপস্থিত হইলে প্রায়ই রাত্রিশেষে শৈত্য অর্থাৎ উষ্মার ন্যূনতা ও গুরুতা এবং অপরাহ্নে জ্বর অর্থাৎ উষ্মার বৃদ্ধি হইয়া থাকে]। ২৬। বায়ুর ক্ষয় হইলে যদি শ্লেষ্মা প্রকৃতিস্থ পিত্তকে রোধ করে, তবে অগ্নিমান্দ্য, শিরঃশূল, নিদ্রাধিক্য, তন্দ্রা, প্রলাপ, হৃদ্রোগ, গাত্রের গুরুতা, নখাদির পীততা এবং কফ পিত্তের নিষ্ঠীবন হইয়া থাকে। ২৭। ক্ষীণবায়ু ব্যক্তির শ্লেষ্মা পিত্তের সহিত বিচরণপূর্ব্বক অরুচি, অপাক, অবসাদ, গুরুতা, হৃল্লাস, মুখস্রাব, পাণ্ডুতা, বেদনা, মত্ততা, মলভেদের অল্পতা বা আধিক্য এবং অগ্নিবৈষম্য উপস্থিত করে। ২৮। ক্ষীণপিত্ত ব্যক্তির শ্লেষ্মা বায়ু সহকারে স্তম্ভ, শৈত্য তোদ, অস্থিরতা, গুরুতা, অগ্নিমান্দ্য, অন্নদ্বেষ, কম্প, নখাদির শুক্লতা এবং গাত্রের পরুষতা উৎপাদন করে। ২৯। কফ ক্ষীণ হইলে বায়ু ও পিত্ত উভয়ে কুপিত হইয়া যে সকল লক্ষণ উৎপাদন করে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভ্রম, উদ্বেষ্টন (মোচড়ান), তোদ, দাহ স্ফুটন (হাড়মড়মড়ানি), বেপন, অঙ্গমর্দ্দ, পরিশুষ্কতা এবং ধূপন (ধুমোত্থামবৎ ভাব)। ৩০। বাত ও পিত্ত উভয়ের ক্ষয় হইলে শ্লেষ্মা স্রোতঃসমূহকে অত্যন্ত দলিত করিয়া চেষ্টানাশ, মূর্চ্ছা ও বাগ্‌রোধ করিয়া থাকে। ৩১। বাত ও শ্লেষ্মা উভয়ের ক্ষয় হইলে পিত্ত দেহের ওজোধাতুকে বিস্রস্ত করিয়া গ্লানি, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা এবং কর্ম্ম-ক্ষমতা নষ্ট করে। ৩২। পিত্ত ও শ্লেষ্মার ক্ষয় হইলে বায়ু মর্ম্মস্থানসমূহকে পীড়িত করিয়া সংজ্ঞা নাশ করে। কখন বা

দোষাঃ প্রবৃদ্ধাঃ স্বং লিঙ্গং দর্শয়ন্তি যথাবলম্।
ক্ষীণা জহতি লিঙ্গং স্বং সমাঃ স্বং কর্ম্ম
কুর্ব্বতে॥ ৩৪
বাতাদীনাং রসাদীনাং মলানামোজসস্তথা।
ক্ষয়াস্তত্রানিলাদীনামুক্তং সঙ্ক্ষীণলক্ষণম্॥ ৩৫
ঘট্টতে সহতে শব্দং নোচ্চৈর্দ্রবতি দূয়তে।
হৃদয়ং তাম্যতি স্বল্পচেষ্টস্যাপি রসক্ষয়ে॥ ৩৬
পরুষা স্ফুটিতা ম্লানা ত্বগ্রূক্ষা রক্তসঙ্ক্ষয়ে॥ ৩৭
মাংসক্ষয়ে বিশেষেণ স্ফিগ্গ্রীবোদরশুষ্কতা॥ ৩৮
সন্ধীনাং স্ফুটনং গ্লানিরক্ষ্ণোরায়াস এব চ।
লক্ষণং মেদসি ক্ষীণে তনুত্বঞ্চোদরস্য চ॥ ৩৯
কেশলোমনখশ্মশ্রুদ্বিজপ্রপতনং শ্রমঃ।
জ্ঞেয়মস্থিক্ষয়ে রূপং সন্ধিশৈথিল্যমেব চ॥ ৪০
শীর্য্যন্ত ইব চাস্থীনি দুর্ব্বলানি লঘূনি চ।
প্রততং বাতরোগী চ ক্ষীণে মজ্জনি নির্দ্দিশেৎ॥
দৌর্ব্বল্যং মুখশোষশ্চ পাণ্ডুতা সদনং ক্লমঃ।
ক্লৈব্যং শুক্রাবিসর্গশ্চ ক্ষীণশুক্রস্য লক্ষণম্॥ ৪২
ক্ষীণে শকৃতি চান্ত্রাণি পীড়য়ন্নিব মারুতঃ।
রূক্ষস্যোন্নময়ন্ কুক্ষিং তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ গচ্ছতি॥ ৪৩
মূত্রক্ষয়ে মূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রবৈবর্ণ্যমেব চ।
পিপাসা বাধতে চাস্য মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ৪৪
মলায়নানি চান্যানি শূন্যানি চ লঘূনি চ।
বিশুষ্কাণি চ লক্ষ্যন্তে যথাস্বং মলসঙ্ক্ষয়ে॥ ৪৫
বিভেতি দুর্ব্বলোঽভীক্ষ্ণং ধ্যায়তি ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
দুশ্ছায়ো দুর্ম্মনা রূক্ষঃ ক্ষামশ্চৈবৌজসঃ ক্ষয়ে॥ ৪৬
হৃদি তিষ্ঠতি যচ্ছুদ্ধং রক্তমীষৎ সপীতকম্।
ওজঃ শরীরে তৎ খ্যাতং তন্নাশান্না
বিনশ্যতি॥ ৪৭

অত্যন্ত বেপন উপস্থিত হয়। ৩৩। বায়ু, পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ক্ষীণ হইলে স্ব স্ব লক্ষণ পরিহার করে এবং সমভাবে থাকিলে লক্ষণ সকল সমভাবে প্রকাশ পায়। ৩৪। বাত-পিত্ত-কফ, রসাদি সপ্তধাতু, মলসমূহ ও ওজোধাতু এই সকলেরও ক্ষয় হইতে পারে। তন্মধ্যে বাত-পিত্ত-কফের অষ্টাদশ প্রকার ক্ষয়লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। ৩৫। রসের ক্ষয় হইলে হৃদঘট্টন উপস্থিত হয়, উচ্চ শব্দ সহ্য হয় না; হৃদয় ধক্ ধক্ করিতে থাকে ও শূন্য বোধ হয় এবং রোগী সামান্য পরিশ্রম করিলেও অন্ধকার দেখে। ৩৬। রক্তধাতুর ক্ষয় হইলে শরীরের ত্বক্, পরুষ, স্ফুটিত ও রুক্ষ হয়। ৩৭। মাংসধাতুর ক্ষয় হইলে কটী, গ্রীবা ও উদরের বিশেষরূপে শুষ্কতা হয়। ৩৮। মেদ ক্ষীণ হইলে সন্ধিস্ফোট, নেত্রদ্বয়ের গ্লানি, শ্রমবোধ এবং উদরের কৃশতা হয়। ৩৯। অস্থিক্ষয় হইলে অকালে কেশ, লোম, নখ, শ্মশ্রু ও দন্তের পতন হয়। শ্রম ও সন্ধিশৈথিল্য উপস্থিত হয়। ৪০। মজ্জা ক্ষীণ হইলে অস্থিগণ যেন শীর্ণ হইয়া যায়। উহারা দুর্ব্বল ও লঘু হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই বায়ুরোগ ঘটিয়া থাকে। ৪১। শুক্রের ক্ষয় হইলে দৌর্ব্বল্য, মুখশোষ, পাণ্ডুতা, অবসাদ, ক্লান্তি, ক্লীবতা ও শুক্রের অনির্গম হয়। ৪২। বিষ্ঠার ক্ষয় হইলে বায়ু অন্ত্রদিগকে পীড়ন করিতে থাকে। রোগী রুক্ষ হয়। এবং বায়ু তাহার কুক্ষিকে উন্নমিত করিয়া তির্য্যক্‌ভাবে অধঃ উর্দ্ধে গমন করিতে থাকে। [বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে অন্ত্র বিষ্ঠাশূন্য হইলে অন্ত্রের উপরিস্থ যন্ত্রসমূহ উহার উপর চাপিয়া পড়ে। তখন রোগীর দারুণ যন্ত্রণা হয়, রোগী এ-পাশ ও-পাশ করিতে চায়, কিছুতেই স্বাস্থ্য বোধ করে না। অথচ কিজন্য কষ্ট হইতেছে, তাহা রোগী ও তাহার বন্ধুরা সহসা বুঝিতে পারেন না। এরূপ যন্ত্রণা অধিকক্ষণ হইতে দিলে অন্ত্রে দাহ ও শূল হইতে পারে।] ৪৩। মূত্রক্ষয়ে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রের বৈবর্ণ্য, পিপাসা ও মুখশোষ হয়। ৪৪। অন্যান্য মলমার্গ সকল মলহীন হইলে শূন্য ও লঘু বোধ হয় এবং বিশুষ্ক লক্ষিত হয়। ৪৫। ওজঃক্ষয় হইলে রোগী সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকে, দুর্ব্বল হয়, চিন্তা করে ও উহার ইন্দ্রিয় সকল ব্যথিত হইয়া থাকে। সে কান্তিহীন, দুর্ম্মনা, রুক্ষ ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। ৪৬।

ব্যায়ামোঽনশনং চিন্তা রুক্ষাল্পপ্রমিতাশনম্।
বাতাতপং ভয়ং শোকো রুক্ষপানং প্রজাগরঃ।
কফশোণিতশুক্রাণামতিবর্ত্তনমোক্ষণম্।
কালো ভূতোপঘাতশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ ক্ষয়হেতবঃ ॥ ৪৮
গুরুস্নিগ্ধাম্ললবণান্ত্যতিমাত্রং সমশ্নতাম্।
নবমন্নঞ্চ পানঞ্চ নিদ্রামাস্থাসুখানি চ ॥
ত্যক্তব্যায়ামচিন্তানাং সংশোধনমকুর্ব্বতাম্।
শ্লেষ্মা পিত্তঞ্চ মেদশ্চ মাংসঞ্চাতিপ্রবর্ত্ততে ॥ ৪৯
তৈরাবৃতগতির্বায়ুরোজ আদায় গচ্ছতি।
যদা বস্তিং তদা কৃচ্ছ্রো মধুমেহঃ প্রবর্ত্ততে ॥
স মারুতস্য পিত্তস্য কফস্য চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
দর্শয়ত্যাকৃতিং গত্বা ক্ষয়মাপ্যায়তে পুনঃ ॥ ৫০
উপেক্ষয়াস্য জায়ন্তে পিড়কাঃ সপ্ত দারুণাঃ।
মাংসলেম্ববকাশেষু মর্ম্মস্বপি চ সন্ধিষু ॥
শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী সর্ষপী তথা।
অলজী বিনতাখ্যা চ বিদ্রধী চেতি সপ্তমী ॥ ৫১
অন্তোন্নতা মধ্যনিম্না শ্রাবযুক্তেদরুজান্বিতা।
শরাবিকা স্যাৎ পিড়কা শরাবাকৃতিসংস্থিতা ॥ ৫২
অবগাঢ়ার্ত্তিনিস্তোদা মহাবাস্তুপরিগ্রহা।
শ্লক্ষ্ণা কচ্ছপপৃষ্ঠাভা পিড়কা কচ্ছপী মতা ॥ ৫৩
স্তব্ধা শিরাজালবতী স্নিগ্ধস্রাবা মহাশয়া।
রুজানিস্তোদবহুলা সূক্ষ্মচ্ছিদ্রা চ জালিনী ॥ ৫৪
পিড়কা নাতিমহতী ক্ষিপ্রপাকা মহারুজা।
সর্ষপী সর্ষপাভাভিঃ পিড়কাভিশ্চিতা ভবেৎ ॥ ৫৫
দহতি ত্বচমুত্থানে তৃষ্ণামোহজ্বরান্বিতা।
বিসর্পত্যনিশং দুঃখং দহত্যগ্নিরিবালজী ॥ ৫৬

হৃদয়ের যে শুদ্ধ রক্ত ঈষৎ পীতবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকেই ওজঃ কহে। তাহার নাশ হইলে শরীরেরও নাশ হয়। ৪৭। ব্যায়াম অনশন, চিন্তা রুক্ষ ও প্রমিত ভোজন, বাতাতপ, ভয়, শোক, রুক্ষ, পান, জাগরণ, কফ, শোণিত ও শুক্রের অতি নিষ্ক্রমণ ও মোক্ষণ, কাসরোগ ও ভূতাবেশ এই সকল কারণে ধাতুক্ষয় হয়। ৪৮। গুরু, স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণের অতি সেবন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, অতি জলপান, অতিনিদ্রা, অলসভাবে সর্ব্বদা বসিয়া থাকা, অপরিশ্রম, অচিন্তা, সংশোধন গ্রহণ না করা, এই সকল কারণে শ্লেষ্মা পিত্ত মেদ ও মাংস অতি বর্দ্ধিত হয়। তদ্দ্বারা বায়ু আবৃত হইয়া ওজোধাতুকে আকর্ষণপূর্ব্বক যখন বস্তি স্থানে গমন করে, তখন নিদারুণ মধুমেহ হইয়া থাকে [তবেই আয়ুর্ব্বেদ মতে কৃশ ব্যক্তির মেহকে মধুমেহ বলা যায় না। অতএব মূত্রে শর্করার ভাগ অধিক দেখিলেই তাহাকে মধুমেহ বলা যাইতে পারে না]। ৪৯। সেই মধুমেহ প্রথম প্রথম বায়ু-পিত্ত-কফের প্রকোপ লক্ষণ সকল পুনঃপুনঃ প্রকাশ করে। পরে ক্ষয় উৎপাদন করে। ৫০। মধুমেহ রোগকে উপেক্ষা করিলে সপ্ত প্রকার নিদারুণ পিড়কা জন্মিয়া থাকে। ঐ সকল পিড়কা মাংসল স্থানসমূহে, মর্ম্মসমূহে ও সন্ধিসমূহে উৎপন্ন হয়। উহাদের নাম যথা,—শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, সর্ষপী, অলজী, বিনতা ও বিদ্রধী। ৫১। তন্মধ্যে অন্তর্ভাগে উন্নত, মধ্যে নিম্ন, স্রাবযুক্ত, ক্লেদযুক্ত, বেদনাবিশিষ্ট শরাবাকৃতি পিড়কাকে শরাবিকা কহে। ৫২। যাহার যাতনা ও নিস্তোদ (ভেদবৎ পীড়া) অতি গভীর, যাহা অনেক স্থান লইয়া ব্যাপ্ত, যাহার উপরিভাগ মসৃণ ও কচ্ছপপৃষ্ঠের ন্যায় তাহাকে কচ্ছপী কহে। ৫৩। যে পিড়কা স্তব্ধ (যেন বসিয়া গিয়াছে), যাহার উপর শিরাজাল প্রকাশিত হয়, যাহার স্রাব স্নেহাক্ত যাহা অধিক স্থান ব্যাপিয়া আছে, যাহাতে যাতনা ও নিস্তোদ বিলক্ষণ আছে, যাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র সমস্ত হইয়াছে, তাহাকে জালিনী কহে। ৫৪। যে পিড়কা অতিশয় বৃহৎ নয়, যাহার পাক শীঘ্র হয়, যাহার যাতনা অত্যন্ত, যাহা সর্ষপ সদৃশ কণ্ডুসমূহে ব্যাপ্ত, তাহাকে সর্ষপী কহে। ৫৫। যে পিড়কার উদ্গম সময়ে ত্বকে অত্যন্ত দাহ হয়, যাহাতে তৃষ্ণা, মোহ ও জ্বর হইয়া থাকে, যাহা যাতনার সহিত একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, যাহার জ্বালা অগ্নির ন্যায়, তাহাকে

অবগাঢ়রুজাক্লেদা পৃষ্ঠে বাপ্যুদরেঽপি চ।
মহতী বিনতা নীলা পিড়কা বিনতা মতা ॥ ৫৭
বিদ্রধীং দ্বিবিধামাহুর্বাহ্যামাভ্যন্তরীং তথা।
বাহ্যা ত্বক্‌স্নায়ুমাংসোত্থা কণ্ডরাভা মহারুজা ॥
শীতরুক্ষান্নবিদাহ্যুষ্ণরুক্ষশুষ্কাতিভোজনাৎ।
বিরুদ্ধাজীর্ণসংক্লিষ্টবিষমাসাত্ম্যভোজনাৎ ॥
ব্যাপন্নবহুমদ্যত্বাদ্বেগসন্ধারণাচ্ছ্রমাৎ।
জিহ্মব্যায়ামশয়নাদতিভারাধ্বমৈথুনাৎ ॥
অন্তঃশরীরে মাংসাসৃক্ প্রবিশন্তি যদা মলাঃ।
তদা সঞ্জায়তে গ্রন্থির্গম্ভীরস্থঃ সুদারুণঃ ॥ ৫৯
হৃদয়ে ক্লোম্নি যকৃতি প্লীহ্নি কুক্ষৌ চ বৃক্কয়োঃ
নাভৌবঙ্ক্ষণয়োর্বাপি বস্তৌ বা তীব্রবেদনঃ ॥ ৬০
দুষ্টরক্তাতিমাত্রত্বাৎ স বৈ শীঘ্রং বিদহ্যতে।
ততঃ শীঘ্রাবদাহিত্বাদ্বিদ্রধীত্যভিধীয়তে ॥ ৬১

ব্যধচ্ছেদভ্রমানাহশব্দস্ফুরণসর্পণৈঃ।
বাতিকীং পৈত্তিকীং তৃষ্ণাদাহমোহমদজ্বরৈঃ।
জৃম্ভোৎক্লেশারুচিস্তম্ভশীতকৈঃ শ্লৈষ্মিকীং বিদুঃ
সর্বাস্বাসু মহচ্ছূলং বিদ্রধীষূপজায়তে।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্ভিদ্যত ইব চোল্মুকৈরিব দহ্যতে।
বিদ্রধী ব্যম্লতাং যাতা বৃশ্চিকৈরিব দশ্যতে ॥ ৬৩
তনুরুক্ষারুণং স্রাবং ফেনিলং বাতবিদ্রধী।
তিলমাষকুলত্থোদসন্নিভং পিত্তবিদ্রধী ॥
শ্লৈষ্মিকী স্রবতি শ্বেতং পিচ্ছিলং বহুলং বহু।
লক্ষণং সর্বমেবৈতদ্ভজতে সান্নিপাতিকী ॥ ৬৪

অথাসাং বিদ্রধীনাং সাধ্যাসাধ্যবিশেষ-বিজ্ঞানার্থস্থানকৃতং লিঙ্গবিশেষমুপদেক্ষ্যামঃ। তত্র প্রধানমর্ম্মজায়াং বিদ্রধ্যাং হৃদ্ঘট্টনতমক-প্রমোহকাসাঃ। ক্লোমজায়াং পিপাসামুখ-

অলজী কহে। ৫৬। যাহার যাতনা ও ক্লেদ অতি গম্ভীর, যাহা পৃষ্ঠে বা উদরে জন্মিয়া থাকে, যাহা বৃহৎ বিনত ও নীলবর্ণ, সেই পিড়কাকে বিনতা কহে। ৫৭। বিদ্রধী দুই প্রকার বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্য বিদ্রধী ত্বক্, স্নায়ু ও মাংসের উপরে জন্মে; দেখিতে দড়ার ন্যায় ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। ৫৮। শীতল, বিদাহী, উষ্ণ, রুক্ষ ও শুষ্ক দ্রব্যের অতি ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণকর বা সংক্লিষ্ট (নিন্দিত) ভোজন, বিষম ভোজন, অসাত্ম্য ভোজন, দূষিত দ্রব্য ভোজন, বহু মদ্য পান, বেগধারণ, শ্রম, বিপরীত ভাবে শরীরকে রাখিয়া ব্যায়াম ও শয়ন, অতি ভার বহন, অতি ভ্রমণ ও অতি মৈথুন হেতু যখন দূষিত মলসমূহ শরীরের অভ্যন্তরে মাংস ও রক্তকে আশ্রয় করে, তখন শরীরের মধ্যে গ্রন্থি জন্মিয়া থাকে; উহা অতি গম্ভীর ও নিদারুণ। ৫৯। ঐ গ্রন্থি হৃদয়, ক্লোম, যকৃৎ, প্লীহা, কুক্ষি, বৃক্কদ্বয়, নাভি, বঙ্ক্ষণদ্বয় বা বস্তিতে তীব্রবেদনা সহকারে উৎপন্ন হয়। ৬০। দুষ্ট রক্তের আতিশয্য হেতু ঐ গ্রন্থি বিদগ্ধ (দাহের সহিত পক্ব) হয় এবং শীঘ্র বিদাহী বলিয়াই উহার নাম বিদ্রধী হইয়াছে। ৬১। ব্যধ (বেঁধার ন্যায় পীড়া), ছেদন বৎ পীড়া, ভ্রম, আনাহ, শব্দ, স্ফুরণ ও সর্পণ (সড়সড়ানি) এই সকল লক্ষণ থাকিলে বাতিক বিদ্রধী বলিয়া জানা যায়। তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, মদ ও জ্বর থাকিলে পৈত্তিক বিদ্রধী এবং জৃম্ভা, বমনেচ্ছা অরুচি, স্তম্ভ ও শীত থাকিলে শ্লৈষ্মিক বিদ্রধী কহে। (শীত শব্দে শারীরোষ্মার ন্যূনতা বুঝিতে হইবে।) ৬২। এই সমস্ত প্রকার বিদ্রধীতেই অতিশয় দাহযুক্ত বেদনা জন্মিয়া থাকে। বোধ হয় যেন অস্ত্র-শস্ত্র যোগে ভিন্ন হইতেছে, যেন উল্কাগ্নি যোগে দগ্ধ হইতেছে। আর বিদ্রধী পাকিলে বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় যাতনা হয়। ৬৩। বাত-বিদ্রধী হইতে পাতলা, রুক্ষ, অরুণ ও ফেনিল স্রাব হয়। পিত্ত বিদ্রধী হইতে তিল মাষ বা কুলত্থকাথের ন্যায় স্রাব হয়। শ্লৈষ্মিক বিদ্রধী হইতে শ্বেত, পিচ্ছিল, ঘন ও বহু স্রাব হইতে থাকে। সান্নিপাতিক বিদ্রধীতে এই সমস্ত লক্ষণ মিশ্রিত হয়। ৬৪। অনন্তর এই সকল বিদ্রধীর সাধ্যাসাধ্য বিভেদ জ্ঞানার্থ স্থানানুসারে লক্ষণ সকল বলিতেছি। তন্মধ্যে প্রধান মর্ম্মস্থান (হৃদয়ে) বিদ্রধী জন্মিলে হৃদ্ঘট্টন, তমকশ্বাস, প্রমোহ ও কাস

শোষগলগ্রহাঃ। যকৃজ্জায়াং শ্বাসঃ। প্লীহজায়ামুচ্ছ্বাসোপরোধঃ। কুক্ষিজায়াং পার্শ্বপৃষ্ঠকটীগ্রহঃ। নাভিজায়াং হিক্কা। বঙ্ক্ষণজায়াং সক্থিসাদঃ। বস্তিজায়াং কৃচ্ছ্রমূত্রপূতিবর্চ্চস্কেত্বেতি ॥ ৬৫

পক্কাসু প্রতিভিন্নাসূর্দ্ধজাসু মুখাৎ স্রাবঃ স্রবতি। অধোজাসু গুদাদুভয়তস্ত নাভিজাসু ॥ ৬৬

আসাং হৃন্নাভিবস্তিজাঃ পরিপক্কাঃ সান্নিপাতিকী চ মরণায়। শেষাঃ পুনঃ কুশলমাশুপ্রতিকারিণং চিকিৎসকমাসাদ্যোপশাম্যন্তি তস্মাদচিরোত্থিতাং বিদ্রধীং শস্ত্রসর্পবিদ্যুদগ্নিতুল্যাং স্নেহস্বেদবিরেচনৈশ্চোপক্রামেৎ। সর্ব্বশো গুল্মবচ্চেতি ॥ ৬৭

ভবন্তি চাত্র

বিনা প্রমেহমপ্যেতা জায়ন্তে দুষ্টমেদসঃ।
তাবচ্চৈতা ন লক্ষ্যন্তে যাবদ্বাস্তুপরিগ্রহাঃ ॥ ৬৮
শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী চেতি দুঃসহাঃ।
জায়ন্তে তা হ্যতিবলাঃ প্রভূতশ্লেষ্মমেদসঃ ॥ ৬৯
সর্ষপী চালজী চৈব বিনতা বিদ্রধী চ যাঃ।
সাধ্যাঃ পিত্তোল্বণাস্তাস্তু সম্ভবন্ত্যল্পমেদসঃ ॥ ৭০
মর্ম্মস্বংসে গুদে পাণ্যোঃ স্তনে সন্ধিষু পাদয়োঃ
জায়ন্তে যস্য পিড়কাঃ স প্রমেহী ন জীবতি ॥ ৭১
তথান্যাঃ পিড়কাঃ সন্তি পিতরক্তাসিতারুণাঃ।
পাণ্ডুরাঃ পাণ্ডুবর্ণাশ্চ ভস্মাভা মেচকপ্রভাঃ ॥
মৃদ্বশ্চ কঠিনাশ্চান্যাঃ স্থূলাঃ সূক্ষ্মাস্তথাপরাঃ।
মন্দবেগা মহাবেগাঃ স্বল্পশূলা মহারুজাঃ ॥
তা বুদ্ধা মারুতাদীনাং যথাস্বং হেতুলক্ষণৈঃ।

উপস্থিত হয়। ক্লম স্থানে বিদ্রধী হইলে পিপাসা, মুখশোষ ও গলস্তম্ভ হয়। যকৃতে বিদ্রধী হইলে শ্বাস ও প্লীহাতে বিদ্রধী হইলে উচ্ছ্বাসের অবরোধ হয়। কুক্ষিতে বিদ্রধী হইলে পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিস্তব্ধ হয়। নাভিতে বিদ্রধী হইলে হিক্কা হয়। কুচকীতে বিদ্রধী হইলে উরু অবসন্ন হয়। বস্তিতে বিদ্রধী হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও পূতিমল নির্গত হয়। ৬৫। নাভির উর্দ্ধস্থ বিদ্রধী সকল পক্ক হইলে মুখ দিয়া স্রাব হইতে থাকে। অধঃস্থ বিদ্রধী সকল পক্ক হইলে গুহ্য দিয়া স্রাব হয় এবং নাভিস্থ বিদ্রধী পক্ক হইলে মুখ ও গুহ্য উভয় দ্বার দিয়াই স্রাব হয়। ৬৬। ইহাদের মধ্যে হৃদয়, নাভি ও বস্তিজাত বিদ্রধী অথবা সান্নিপাতিক বিদ্রধী পক্ক হইলে রোগীর মৃত্যু হয়। অন্যান্য বিদ্রধী কুশল ও আশু-প্রতিকারী চিকিৎসক দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব অচিরজাত বিদ্রধীকে শস্ত্র, সর্প, বিদ্যুৎ ও অগ্নির সমান মনে করিয়া স্নেহ, স্বেদ ও বিরেচন যোগে শীঘ্র চিকিৎসা করিবে। হৃদয়, নাভি ও বস্তিজাত বিদ্রধীর চিকিৎসা গুল্মের ন্যায়। [এই জন্য উহাদিগকে চিকিৎসাস্থানে গুল্মাধ্যায়ের অন্তর্গত করা হইয়াছে। ৬৭। উপসংহার ;—প্রমেহ ব্যতিরেকে কেবল দূষিত মেদ দ্বারাই এই সমস্ত পিড়কা জন্মিতে পারে। এই সকল পিড়কা বদ্ধমূল না হইলে ইহাদিগকে লক্ষ্য করা যায় না অর্থাৎ ইহাদের পূর্ব্বরূপ স্থির নাই। ৬৮। শরাবিকা, কচ্ছপিকা ও জালিনী এই তিনটী পিড়কা অতিশয় দুঃসহ। তাহারা অত্যন্ত বলবতী এবং অতিশয় শ্লেষ্মবিশিষ্ট ও মেদ-ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হইয়া থাকে। সর্ষপী, অলজী ও বিনতা নাম্নী পিড়কা সাধ্য। তাহারা পিত্তপ্রধান ও অল্পমেদঃ-সংসৃষ্ট হয়। ৭০। যে প্রমেহগ্রস্ত রোগীর মর্ম্মস্থান, স্কন্ধ, গুহ্য, কর্ণপালী, স্তন, সন্ধিস্থান ও পদদ্বয়ে পিড়কা হয়, সে বাঁচে না। ৭১। এই সমস্ত পিড়কা ভিন্ন পীত, রক্ত কৃষ্ণ ও অরুণ, পাণ্ডুর ও পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট ভস্মবর্ণ এবং স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ পিড়কাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। কতকগুলি পিড়কা মৃদু ও অন্যগুলি কঠিন হইয়া থাকে। কতকগুলি স্থূল ও কতকগুলি সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। কতকগুলির তেজ (বেগ) মন্দ ও কতকগুলির তেজ অধিক হইয়া থাকে। কতকগুলির যাতনা স্বল্প ও কতকগুলির যাতনা অধিক

ক্রিয়াভূপাচরেচ্চাশু প্রাগুপদ্রবদর্শনাৎ ॥ ৭২
তৃট্‌শ্বাসমাংসসঙ্কোথমেহহিক্কামদজ্বরাঃ
বিসর্পমর্ম্মসংরোধাঃ পিড়কানামুপদ্রবাঃ ॥ ৭৩
ক্ষয়ঃ স্থানঞ্চ বৃদ্ধিশ্চ দোষাণাং ত্রিবিধা গতিঃ।
ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ তির্য্যক্ চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধাপরাঃ ॥
ত্রিবিধা চাপরা কোষ্ঠশাখামর্ম্মাস্থিসন্ধিষু।
ইত্যুক্তা বিধিভেদেন দোষাণাং ত্রিবিধা
গতিঃ ॥ ৭৪
চয়প্রকোপপ্রশমাঃ পিত্তাদীনাং যথাক্রমম্
ভবন্ত্যেকৈকশঃ ষট্‌সু কালেষভ্রাগমাদিষু ॥
গতিঃ কালকৃতা চৈষা চয়াদ্যা পুনরুচ্যতে।
গতিশ্চ দ্বিবিধা দৃষ্টা প্রাকৃতা বৈকৃতা তথা ॥৭৫
পিত্তাদেবোষ্মণঃ পক্তির্নরাণামুপজায়তে।
পিত্তঞ্চৈব প্রকুপিতং বিকারান্ কুরুতে বহূন্ ॥
প্রাকৃতশ্চ বলং শ্লেষ্মা বৈকৃতো মল উচ্যতে।
স চৈবৌজঃ স্মৃতং কায়ে স চ পাপ্মোপ-
দিশ্যতে ॥ ৭৭
সর্ব্বা হি চেষ্টা বাতেন স প্রাণঃ প্রাণিনাং স্মৃতঃ
তেনৈব রোগা জায়ন্তে তেন চৈবোপরুধ্যতে ॥
নিত্যং সন্নিহিতামিত্রং পরীক্ষ্যাত্মানমাত্মবান্।
নিত্যং যুক্তঃ পরিচরেদিচ্ছন্নায়ুরনিত্বরম্ ॥৭৯

তত্র শ্লোকৌ।

শিরোরোগাঃ সহৃদ্রোগা রোগা মানবিকল্পজাঃ
ক্ষয়াশ্চ পিড়কাশ্চোক্তা দোষাণাং গতিরেব চ।
কিয়ন্তঃশিরসীয়েহস্মিন্নধ্যায়ে তত্ত্বদর্শিনা
জ্ঞানার্থং ভিষজাঞ্চৈব প্রজানাঞ্চ হিতৈষিণা ॥৮০

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে কিয়ন্তঃশিরসীয়ো নাম সপ্ত-
দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

হইয়া থাকে। বায়ু পিত্ত কফের স্ব স্ব হেতু ও লক্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে বাতজ, পিত্তজ কফজ বা সান্নিপাতিক বলিয়া বুঝিতে হয় এবং প্রথমজাত উপদ্রব সকল দর্শন করিয়া আশু চিকিৎসা করিতে হয়। ৭২। তৃষ্ণা শ্বাস, মাংসের পচন, মেহ, হিক্কা, মদ, জ্বর বীসর্প, মর্ম্মোপরোধ (হৃদয়ের রুদ্ধবৎ ভাব) এই সকল পিড়কাদিগের উপদ্রব। ৭৩। বাত-পিত্ত-কফের ক্ষয় স্থিতি (সমতা) ও বৃদ্ধি এই ত্রিবিধ গতি বা অবস্থা বুঝিতে হইবে। আর উহাদের ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ এই তিন প্রকার গতি জানিবে। উহাদের আরও তিন প্রকার গতি আছে; কোষ্ঠগতি, শাখাগতি (শাখা—রক্তাদি সপ্তধাতু ও ত্বক্) মর্ম্মাস্থিসন্ধি-গতি। এইরূপে বায়ু পিত্ত কফের ভিন্ন ভিন্ন ত্রিবিধ গতি নির্দ্দিষ্ট হইল। ৭৪। বর্ষাদি ছয় ঋতুতে যথাক্রমে পিত্ত, বায়ু ও কফের সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম হয় [গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ এই তিনকালে যথাক্রমে বায়ুর সঞ্চয়, প্রকোপ ও শান্তি হয়। বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তে যথাক্রমে পিত্তের সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম হয়। আর শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্মে যথাক্রমে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম হয়—ইতি বাগ্‌ভট।] দোষদিগের সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম এই তিন গতি কালকৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আবার প্রকৃত ও বিকৃত ভেদে দুই প্রকার গতি বলা যায়। ৭৫। প্রকৃতিস্থ পিত্তের উষ্মা হইতেই মানবদিগের পরিপাকশক্তি জন্মিয়া থাকে। আর পিত্ত কুপিত হইলেই বহু প্রকার রোগ উৎপাদন করে। ৭৬। প্রকৃতিস্থ শ্লেষ্মাই শরীরে বল এবং বিকৃত শ্লেষ্মাই শরীরে মল বলিয়া কথিত আছে। শ্লেষ্মাই শরীরে ওজঃ বলিয়া কথিত হয় এবং শ্লেষ্মাই অবস্থাভেদে পাপ বলিয়া কথিত হয়। ৭৭। প্রকৃতিস্থ বায়ু দ্বারাই শরীরের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সম্পন্ন হয়। উহাই প্রাণীদিগের প্রাণ। বায়ুর অবস্থাভেদে তদ্দ্বারাই রোগ সকল জন্মিয়া থাকে ও প্রাণ-রোধ হয়। ৭৮। রোগ সর্ব্বদাই সন্নিহিত আছে। এরূপ স্থলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আত্মাকে সতত পরীক্ষা করিয়া আয়ুর রক্ষার্থে সত্বর যত্নবান্ হইবেন। ৭৯। এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, বাষট্টিপ্রকার রোগ-বিকল্প, অষ্টাদশ প্রকার ক্ষয়, সপ্ত প্রকার পিড়কা এবং দোষদিগের গতি, এই

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিশোথীয়ঃ।

অথাতস্ত্রিশোথীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

ত্রয়ঃ শোথা ভবন্তি। বাতপিত্তশ্লেষ্মনিমিত্তাঃ। তে পুনর্দ্বিবিধা নিজাগন্তুভেদেন। তত্রাগন্তবশ্ছেদন-ভেদনক্ষণনভঞ্জন-পিচ্ছনোৎপেষণ-প্রহার-বধ-বন্ধন-ব্যধন-পীড়নাদিভির্বা ; ভল্লাতকপুষ্পফলরসাত্মগুপ্তাশূকক্রিমিশূকাহিতপত্রলতাগুল্মসংস্পর্শৈর্বা বিষিণাম্। সবিষাবিষপ্রাণি-দন্ত-বিষাণ-নখ-নিপাতনৈর্বা। সাগরবিষবাতহিমদহনস্পর্শনৈর্বা শোথাঃ সমুপজায়ন্তে ॥ ২

তে পুনর্যথাস্বং হেতুব্যঞ্জনৈরাদাবুপলভ্যন্তে নিজব্যঞ্জনৈকদেশবিপরীতৈঃ ॥ ৩

ব্রণবন্ধমন্ত্রাগদ-প্রলেপপ্রতাপনির্বাপণাদিভিশ্চোপক্রমৈরুপক্রম্যমানাঃ প্রশান্তিমাপদ্যন্তে ॥ ৪

নিজাস্তু পুনঃ স্নেহস্বেদবমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনশিরোবিরেচনানামযথাবৎ প্রয়োগান্মিথ্যাসংসর্জ্জনাদ্বা ॥ ৫

ছর্দ্দ্যলসকবিসূচিকাশ্বাসকাসাতীসারশোষপাণ্ডুরোগোদর-প্রদরভগন্দরার্শোবিকারাতিকর্ষণৈর্বা। কুষ্ঠকণ্ডূপীড়কাদিভির্বা। ছর্দ্দিক্ষবথূদ্গার--শুক্রবাত-মূত্র--পুরীষবেগ-বিধারণৈর্বা ; চর্ম্মরোগোপবাসাতিকর্শিতস্য বা ॥ ৬

কিয়ন্তঃশিরসীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হইল। ইহাতে ভিষকদিগের জ্ঞান লাভ ও প্রজাদিগের হিত হইবে। ৮০

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭

অষ্টাদশ অধ্যায়

অনন্তর আমরা ত্রিশোথীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [শোথশব্দে ফুলো বা স্ফীতি বুঝায়, অতএব স্ফোটকের ফুলোকেও শোথ বলা যায়, আবার শরীরের কোন স্থান অন্য কোন কারণে ফুলিলেও শোথ বলা যায়]। ১। শোথ তিন প্রকার, যথা ;—বাতজ, পিত্তজ ও কফজ। তাহারাও আবার প্রত্যেকে নিজ ও আগন্তু ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে আগন্তু শোথ সকল ছেদন, ভেদন, ক্ষণন (ক্ষতকরা), ভঞ্জন (ভঙ্গ). পিচ্ছন (পেষণ বা পেঁচান), উৎপেষণ (থেৎলান), বেষ্টন, প্রহার, ব্যধ (বেঁধা), বন্ধন ও পীড়নাদি দ্বারা উৎপন্ন হয়। ভল্লাতকের পুষ্প, ফল ও রস, শূক (শুয়া), শূকজাতীয় ক্রিমি অথবা অহিতকর পত্র, লতা ও গুল্মের সংস্পর্শ দ্বারা কিংবা বিষধর জন্তুর স্বেদ, পরিসর্পণ (বোলান) বা মূত্র দ্বারা অথবা সবিষ ও অবিষ প্রাণীদিগের দন্ত, বিষাণ বা নখ দ্বারা অথবা গর, বিষ, বায়ু হিম ও অগ্নির সংস্পর্শ দ্বারা উৎপন্ন হয়। ২। আগন্তু শোথ সকল স্ব স্ব হেতু ও লক্ষণ দ্বারা প্রথমেই লক্ষিত হয় [অর্থাৎ শোথ প্রকাশ হইবার পর বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হইয়া থাকে] ; ইহারা নিজ-শোথসমুহের বিপরীত হেতু ও লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায় [কারণ, নিজশোথে কুপিত বাত পিত্ত কফের লক্ষণ সকল প্রথম প্রকাশ পাইয়া পরে শোথ উৎপন্ন হয়]। ৩। ব্রণবন্ধন, মন্ত্র, অগদ, প্রলেপ ও তাপ-নির্বাপণ প্রভৃতি চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসিত হইলে আগন্তুজ শোথ সকল শান্তি প্রাপ্ত হয়। ৪। আর নিজ শোথ সকল স্নেহ, স্বেদ বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন ও শিরোবিরেচন এই সকল উপায়ের অযথা-প্রয়োগ দ্বারা অথবা সংশোধনোক্ত পথ্যসমুহের মিথ্যাযোগ হেতু উৎপন্ন হয়। ৫। বমি, অলসক, বিসূচিকা, শ্বাস, কাস, অতিসার, শোষ, পাণ্ডুরোগ, উদর, প্রদর, ভগন্দর ও অর্শোরোগ দ্বারা অতিশয় ক্ষীণ হইলেও শোথরোগ হইতে পারে।

সহসাতিগুর্ব্বম্ললবণপিষ্টান্নফলশাকরাগদধি-হরীতক-মদ্যমন্দক-বিরূঢ়যাবশূকশমীধান্যানূপৌ-দকপিশিতোপযোগাৎ মৃৎপঙ্কলোষ্ট্রভক্ষণাল্ল-বণাতিভক্ষণাৎ গর্ভসংপীড়নাদামগর্ভপ্রপত-নাৎ প্রজাতানাঞ্চ মিথ্যোপচারাদুদীর্ণদোষত্বা-চ্ছোথাঃ প্রাদুর্ভবন্তি। ৭

৮

অয়ন্তত্র বিশেষঃ —

শীত-রূক্ষ-লঘু-বিশদশ্রমোপবাসাতিকর্ষণ-ক্ষেপণাদিভির্বায়ুঃ প্রকুপিতস্ত্বঙ্মাংসশোণিতা-দীন্যভিভূয় শোথং জনয়তি। স ক্ষিপ্রোত্থান-প্রশমো ভবতি। শ্যাবারুণবর্ণঃ প্রকৃতিবর্ণো বা চলঃ স্পন্দনঃ পরুষখরভিন্নত্বগ্‌রোমাচ্ছিদ্যত ইব ভিদ্যত ইব পীড্যত ইব সূচীভিরিব তুদ্যতে। পিপীলিকাভিরিব সংসৃজ্যতে সর্ষপ-কল্কাবলিপ্ত ইব চিমিচিমায়তে সঙ্কুচ্যতে আয়-ম্যত ইব বাতশোথঃ। ৯

উষ্ণতীক্ষ্ণ-কটুকক্ষার-লবণাজীর্ণভোজনৈ-রগ্ন্যাতপপ্রতাপৈশ্চ পিত্তং প্রকুপিতং ত্বঙ্মাংস-শোণিতাদীন্যভিভূয় শোথং জনয়তি। স ক্ষিপ্রোত্থানপ্রশমো ভবতি। কৃষ্ণপীতনীল-তাম্রাবভাস উষ্ণো মৃদুঃ কপিলতাম্ররোমা উষ্যতে দূয়তে ধূপ্যতে স্বপ্যতে উষ্মায়তে সিদ্যতি ক্লিদ্যতি ন চ স্পর্শমুষ্ণং সহতে ইতি পিত্তশোথঃ। ১০

গুরুমধুরশীত-স্নিগ্ধোপযোগৈরতিস্বপ্নব্যায়া-মাদিভিশ্চ শ্লেষ্মা প্রকুপিতস্ত্বঙ্মাংসশোণিতা-

আবার কুষ্ঠ, কণ্ডু ও পীড়কাদি দ্বারা অথবা বমি, হাঁচী, উদ্গার, শুক্র, বাত, মূত্র ও পুরীষের বেগধারণ দ্বারা কিংবা চর্ম্মরোগ ও উপবাস দ্বারা অতিশয় কর্শিত হইলেও শোথ উৎপন্ন হইতে পারে। ৬। সহসা অতিশয় গুরু, অম্ল, লবণ, পিষ্টকান্ন, ফল, শাক, রাগ, দধি, হরীতক (অন্নপানাধ্যায় দেখ), মদ্য, দধি, অঙ্কুরিত ধান্য, যবক্ষার, শমীধান্য, জলচর-মাংস ও আনূপ-মাংস অপরিমিত ভক্ষণ করিলে; মৃত্তিকা, পঙ্ক ও লোষ্ট্র ভক্ষণ করিলে; লবণ অতিশয় ভক্ষণ করিলে; গর্ভপীড়ন বা গর্ভপাত হইলে; প্রসবের পর প্রসূতি অত্যাচার করিলে বা উদ্গত দোষের বেগধারণ করিলে শোথ হইতে পারে। ৭। শোথের এই সকল সাধারণ কারণ বলা হইল। ৮। বিশেষ কারণ এই যে, শীতল, রূক্ষ, লঘু ও বিশদ দ্রব্য সেবন দ্বারা এবং পরিশ্রম ও উপবাস-জনিত কৃশতা ও আক্ষেপণাদি দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া ত্বক্, মাংস ও রক্ত প্রভৃতিকে অভিভূত করিয়াও শোথ উৎপাদন করে। বায়ুজন্য শোথের শীঘ্র উদ্গম ও শীঘ্র শান্তি হয়। বায়ুজন্য শোথের শ্যাব বা অরুণ বর্ণ হয়, স্বাভাবিক বর্ণের ব্যত্যয় নাও হইতে পারে। ইহা সচল ও স্পন্দনশীল হয়। ইহাতে ত্বক্ ও লোম পরুষ, খরস্পর্শ ও ভিন্ন হইয়া থাকে এবং ছেদন, ভেদন, পীড়ন ও সূচী দ্বারা বিদ্ধনের ন্যায় পীড়া হয়। মনে হয় যেন শোথের স্থানে পিপীলিকা চলিতেছে। সর্ষপ বাটিয়া শরীরে লেপন করিলে যেমন চিমচিম করিতে থাকে, এই শোথেও সেইরূপ চিমচিম বোধ হয়। এই বাতশোথ কখন সঙ্কুচিত ও কখন আয়ত হইয়া থাকে। ৯। উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, কটু, ক্ষার ও লবণ; অজীর্ণজনক ভোজন এবং অগ্নি, আতপ ও সন্তাপ দ্বারা পিত্ত কুপিত হইয়া ত্বক্, মাংস, রক্ত প্রভৃতিকে অভিভূত করে। তাহাতে পিত্তজ শোথ উৎপন্ন হয়। এই শোথের শীঘ্র উদ্গম ও উপশম হয়। ইহা কৃষ্ণ, পীত-নীল এবং তাম্রের আভাযুক্ত হয়। ইহা উষ্ণ ও মৃদু হয়, ইহার লোম কপিল ও তাম্রবর্ণ হয়। ইহা দাহযুক্ত ও ক্লেশযুক্ত হয়। যেন শোথ হইতে ধূম উঠিতেছে, এইরূপ মনে হয়। ইহাতে উষ্মা বোধ হয়, ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয় ও ক্লেদ বাহির হয় এবং উষ্ণ দ্রব্যের স্পর্শ সহ্য হয় না। ইহাকে পিত্ত-শোথ কহে। ১০। গুরু, মধুর, শীতল ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন এবং অতিনিদ্রা ও অতিপরি-

দীর্ঘভিভূয় শোথং জনয়তি। স কৃচ্ছ্রোত্থানপ্রশমো ভবতি। পাণ্ডুঃ শ্বেতাবভাসঃ স্নিগ্ধঃ শ্লক্ষ্ণো গুরুঃ স্থিরঃ স্ত্যানঃ শুক্লাগ্ররোমা স্পর্শোষ্ণসহশ্চেতি শ্লেষ্মশোথঃ॥ ১১

যথা স্বকারণাকৃতিসংসর্গাদ্দ্বিদোষজাস্ত্রয়ঃ শোথা ভবন্তি তথা স্বকারণাকৃতিসন্নিপাতাৎ সান্নিপাতিক একঃ। এবং সপ্তবিধো ভেদঃ॥১২

প্রকৃতিভিস্তাভির্ভিদ্যমানো দ্বিবিধস্ত্রিবিধশ্চতুর্ব্বিধঃ সপ্তবিধশ্চোপলভ্যতে। পুনশ্চৈক এবোৎসেধসামান্যাদিতি॥ ১৩

শ্রম প্রভৃতি কারণে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া ত্বক্, মাংস, শোণিত প্রভৃতিকে অভিভূত করে এবং শোথ জন্মাইয়া থাকে। এই শোথের ধীরে ধীরে উত্থান ও ধীরে ধীরে শান্তি হইয়া থাকে। ইহার বর্ণ পাণ্ডু বা শ্বেত। ইহা স্নিগ্ধ, মসৃণ, গুরু, কঠিন ও আর্দ্র। ইহাতে লোম সকলের অগ্রভাগ শুক্লবর্ণ হয়। ইহাতে উষ্ণস্পর্শ সহ্য হয়। ইহাকেই শ্লেষ্মজ শোথ কহে। ১১। স্ব স্ব হেতু ও লক্ষণের মিলন হেতু শোথকে দ্বিদোষজ কহিয়া থাকে। যথা;—বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক। আর সান্নিপাতিক শোথে ত্রিদোষের হেতু ও লক্ষণ দেখা যায়। ইহা এক প্রকার। অতএব শোথ সাত প্রকার হইতেছে। ১২। উক্ত প্রকৃতিসমূহের বিভেদ হেতু শোথ সকল প্রথমতঃ দুই জাতীয় হয়। যথা;—নিজ ও আগন্তু। আর উহা তিন প্রকার হয়, যথা;—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক। অথবা উহা চারি প্রকার হয়, যথা;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সান্নিপাতিক। আবার উহা সাত প্রকারও বলা যায়, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। আবার সকল শোথেরই উৎসেধ (উচ্চতা—স্ফীতি) সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া শোথকে এক প্রকারও বলা যায়। ১৩।

ভবন্তি চাত্র।

শূয়ন্তে যস্য গাত্রাণি স্বপন্তীব রুজন্তি চ।
পীড়িতান্যুন্নমন্ত্যাশু বাতশোথং তমাদিশেৎ॥
যশ্চাপ্যরুণবর্ণাভঃ শোথো নক্তং প্রণশ্যতি।
স্নেহোষ্ণমর্দ্দনাভ্যাঞ্চ প্রণশ্যেৎ স চ বাতিকঃ॥১৪
যঃ পিপাসাজ্বরার্ত্তস্য দূয়তেঽথ বিদহ্যতে।
স্বিদ্যতে ক্লিদ্যতে গন্ধী স পিত্তশ্বয়থুঃ স্মৃতঃ॥
যঃ পীতমুখনেত্রত্বক্ পূর্ব্বং মধ্যাৎ প্রসূয়তে।
তনুত্বক্ চাতিসারী চ পিত্তশোথঃ স উচ্যতে॥ ১৫
যঃ শীতলঃ সক্তগতিঃ কণ্ডুমান্ পাণ্ডুরেব চ।
যঃ পীড়িতো নোন্নমতি শ্বয়থুঃ স কফাত্মকঃ॥
যস্য শস্ত্রকুশচ্ছেদাচ্ছোণিতং ন প্রবর্ত্ততে।
কৃচ্ছ্রেণ পিচ্ছা স্রবতি স চাপি কফসম্ভবঃ॥ ১৬
নিদানাকৃতিসংসর্গাচ্ছ্বয়থুঃ স্যাদ্দ্বিদোষজঃ।
সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাচ্ছোথো ব্যামিশ্রলক্ষণঃ॥ ১৭

অপিচ, যে শোথ সুপ্তবৎ হয়, অথচ যাহাতে যাতনা থাকে, যাহা চাপ দিলে নামিয়া যায় ও ছাড়িয়া দিলে উচ্চ হইয়া উঠে, তাহাকে বাতিক শোথ কহে। এই শোথ অরুণবর্ণ হয় এবং রাত্রিতে প্রশান্ত হইয়া থাকে। আর ইহা স্নেহক্রিয়া, উষ্ণপ্রয়োগ ও মর্দ্দন দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে। ১৪। যে শোথে পিপাসা ও জ্বর হয়, যাতনা ও দাহ হয়, স্বেদ ও ক্লেদ বাহির হয় এবং যাহাতে দুর্গন্ধ আছে, তাহাকে পিত্তশোথ কহে। ইহাতে রোগীর মুখ, নেত্র ও ত্বক্ পীতবর্ণ হয়। এই শোথ প্রথমে মধ্যশরীরে উৎপন্ন হয়। ইহার ত্বক্ পাতলা হয়। রোগীর অতিসার হইয়া থাকে। ১৫। যে শোথ শীতলস্পর্শ, যাহা স্থির, যাহাতে কণ্ডু জন্মিয়া থাকে, যাহা পাণ্ডুবর্ণ, যাহা পীড়ন করিলে উচ্চ হয় না, তাহাকে কফজ শোথ কহিয়া থাকে। এই শোথ শস্ত্র কুশ প্রভৃতি দ্বারা ছিন্ন করিলে শোণিতপাত হয় না, অল্পে অল্পে পিচ্ছিল স্রাব হইয়া থাকে। ১৬। দুই দোষের হেতু ও লক্ষণ মিলিত হইলে দ্বিদোষজ শোথ বলা যায়। সান্নিপাতজ

যস্ত পাদাভিনির্বৃত্তঃ শোথঃ সর্বাঙ্গগো ভবেৎ।
জন্তোঃ স চ সুকষ্টঃ স্যাৎ প্রসৃতঃ স্ত্রীমুখাচ্চ যঃ॥
যশ্চাপি গুহ্যপ্রভবং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা।
স চ কষ্টতমো জ্ঞেয়ো যস্য চ স্যুরুপদ্রবাঃ॥ ১৯
ছর্দ্দিঃ শ্বাসোহরুচিস্তৃষ্ণা জ্বরোহতিসার এব চ।
সপ্তকোহয়ং সদৌর্ব্বল্যঃ শোথোপদ্রবসংগ্রহঃ॥
যস্য শ্লেষ্মা প্রকুপিতো জিহ্বামূলেহবতিষ্ঠতে।
আশু-সঞ্জনয়েচ্ছোথং জায়তেহস্যোপজিহ্বিকা॥
যস্য শ্লেষ্মা প্রকুপিতঃ কাকলে ব্যবতিষ্ঠতে।
আশু সঞ্জনয়েচ্ছোথং করোতি গলশুণ্ডিকাম্॥২২
যস্য শ্লেষ্মা প্রকুপিতো গলে বাহ্যেহবতিষ্ঠতে।
শনৈঃ সঞ্জনয়েচ্ছোথং গলগণ্ডোহস্য জায়তে॥২৩
যস্য শ্লেষ্মা প্রকুপিতস্তিষ্ঠত্যন্তর্গলে স্থিরঃ।
আশু সঞ্জনয়েচ্ছোথং জায়তেহস্য গলগ্রহঃ॥ ২৪
যস্য পিত্তং প্রকুপিতং সরক্তং ত্বচি সর্পতি।
শোথং সরাগং জনয়েদ্বিসর্পস্তস্য জায়তে॥২৫
যস্য পিত্তং প্রকুপিতং ত্বচি রক্তেহবতিষ্ঠতে।
শোথং সরাগং জনয়েৎ পিড়কা তস্য জায়তে॥ ২৬
যস্য পিত্তং প্রকুপিতং শোণিতং প্রাপ্য শুষ্যতি
তিলকা পিপ্লবো ব্যঙ্গো নীলিকা চাস্য জায়তে
যস্য পিত্তং প্রকুপিতং শঙ্খয়োরবতিষ্ঠতে।
শ্বয়থুঃ শঙ্খকো নাম দারুণস্তস্য জায়তে॥ ২৮
যস্য পিত্তং প্রকুপিতং কর্ণমূলেহবতিষ্ঠতে।
জ্বরান্তে দুর্জ্জয়োহন্তায় শোথস্তস্যোপজায়তে॥
বাতঃ প্লীহানমুদ্ধূয় কুপিতো যস্য তিষ্ঠতি।
শনৈঃ পরিতুদন্ পার্শ্বং প্লীহা তস্যাভিবর্দ্ধতে॥৩০
যস্য বায়ুঃ প্রকুপিতো গুল্মস্থানে চ তিষ্ঠতি।
শোথং সশূলং জনয়ন্ গুল্মস্তস্যোপজায়তে॥৩১

শোথে সকল দোষেরই লক্ষণ হয়। ১৭। পুরুষের পাদদ্বয় হইতে শোথ উৎপন্ন হইয়া অথবা স্ত্রীলোকের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইলে সে শোথ কষ্টসাধ্য। ১৮। স্ত্রীলোকের বা পুরুষের গুহ্যে শোথ উৎপন্ন হইলে তাহা অতিশয় কষ্টসাধ্য; বিশেষতঃ সেই শোথ উপদ্রবযুক্ত হইলে আরও কঠিন হয়। ১৯। বমি, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার এবং দুর্ব্বলতা শোথের এই সাতটী উপদ্রব। [নিম্নে গলশোথ প্রভৃতি বর্ণিত হইতেছে।] ২০। যাহার শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া জিহ্বামূলে অবস্থিতি-পূর্ব্বক শোথ উৎপাদন করে, তাহার সেই শোথকে উপজিহ্বিকা কহে। ২১। যাহার শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া তালুমূলে অবস্থানপূর্ব্বক শোথ উৎপাদন করে, তাহার সেই শোথকে গলশুণ্ডিকা কহে। ২২। যাহার শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া গলার উপর অবস্থানপূর্ব্বক শোথ জন্মায়, তাহার সেই শোথকে গলগণ্ড কহে। ২৩। যাহার শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া গলার মধ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক শোথ উৎপন্ন করে, তাহার সেই শোথকে গলগ্রহ কহে। ২৪। যাহার পিত্ত কুপিত হইয়া রক্তের সহিত ত্বকে বিসর্পণ বা বিচরণ করে এবং রক্তবর্ণ শোথ জন্মাইয়া থাকে, তাহার সেই শোথকে বিসর্প কহে। [ইহাকেই পাশ্চাত্যভাষায় ইরিসিপেলস কহিয়া থাকে]। ২৫। যাহার পিত্ত কুপিত হইয়া ত্বক্‌স্থ রক্তে অবস্থান করে, তাহার ত্বকে রক্তবর্ণ শোথ হয়। সেই শোথকে পিড়কা কহে (ইহা বিসর্পের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে না)। ২৬। যাহার প্রকুপিত পিত্ত শোণিতের সহিত মিলিত হয়, পরে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার শরীরে তিলকা (তিল), পিপ্লব, ব্যঙ্গ, নীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র রোগ হইয়া থাকে। ২৭। যাহার পিত্ত প্রকুপিত হইয়া ললাট আক্রমণ করে, তাহার ললাটে শঙ্খক নামক নিদারুণ শোথ হয়। ২৮। জ্বরান্তে যাহার পিত্ত কুপিত হইয়া কর্ণমূলকে আক্রমণ করে, তাহার কর্ণমূলে দুর্জ্জয় শোথ হয়। ২৯। বায়ু কুপিত হইয়া যাহার প্লীহাকে স্ফীত করে, তাহার প্লীহা অল্প অল্প বেদনার সহিত বর্দ্ধিত হয়। ঐ বর্দ্ধিত প্লীহাকে প্লীহ-শোথ কহে। ৩০। যে ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়া গুল্মস্থানে অবস্থিতি করে, তাহার

যস্য বায়ুঃ প্রকুপিতঃ শোকশূলকরশ্চরন্।
বঙ্ক্ষণাদ্ বৃষণৌ যাতি ব্রধ্নস্তস্যোপজায়তে॥ ৩২
যস্য বাতঃ প্রকুপিতস্ত্বঙ্মাংসান্তরমাশ্রিতঃ।
শোথং সঞ্জনয়েৎ কুক্ষাবুদরং তস্য জায়তে॥ ৩৩
যস্য বাতঃ প্রকুপিতঃ কুক্ষিমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
নাধো ব্রজতি নাপ্যূর্দ্ধমানাহস্তস্য জায়তে॥ ৩৪
রোগাশ্চোৎসেধসামান্যাদধিমাংসার্ব্বুদাদয়ঃ।
বিশিষ্টা নামরূপাভ্যাং নির্দ্দেশ্যাঃ শোথ-
সংগ্রহে॥ ৩৫
বাতপিত্তকফা যস্য যুগপৎ কুপিতাস্ত্রয়ঃ।
জিহ্বামূলেঽবতিষ্ঠন্তে বিদহন্তঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ॥
জনয়ন্তি ভৃশং শোথং বেদনাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
তং শীঘ্রকারিণং রোগং রোহিণীকেতি নির্দ্দিশেৎ
ত্রিরাত্রং পরমং তস্য জন্তোর্ভবতি জীবিতম্।
কুশলেন ত্বনুপ্রাপ্তঃ ক্ষিপ্রং সম্পদ্যতে সুখী॥৩৬
সন্তি হ্যেবংবিধা রোগাঃ সাধ্যা দারুণসম্মতাঃ
যে হন্যুরনুপক্রান্তা মিথ্যারম্ভেণ বা পুনঃ॥ ৩৭
সাধ্যাশ্চাপ্যপরে সন্তি ব্যাধয়ো মৃদুসম্মতাঃ।
যত্নাযত্নকৃতং যেষু কর্ম্ম সিধ্যত্যসংশয়ম্॥ ৩৮
অসাধ্যাশ্চাপরে সন্তি ব্যাধয়ো যাপ্যসংজ্ঞিতাঃ
সুসাধ্বপি কৃতং যেষু কর্ম্ম যাত্রাকরং ভবেৎ॥ ৩৯
সন্তি চাপ্যপরে রোগাঃ কর্ম্ম যেষু ন সিধ্যতি।
অপি যত্নকৃতং বৈদ্যৈর্ন তান্ বিদ্বানুপাচরেৎ॥৪০
সাধ্যাশ্চৈবাপ্যসাধ্যাশ্চ ব্যাধয়ো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ
মৃদুদারুণভেদেন তে ভবন্তি চতুর্বিধাঃ॥ ৪১
ত এবাপরিসংখ্যেয়া ভিদ্যমানা ভবন্তি হি।
রুজাবর্ণসমুত্থানস্থানসংস্থাননামভিঃ॥

বেদনাজনক গুল্মশোথ হয়। ৩১। যাহার বায়ু কুপিত হইয়া কুঁচকীতে বেদনাবিশিষ্ট শোথ জন্মায় এবং সেই শোথ ক্রমে কুঁচকী হইতে অণ্ডকোষে গমন করে (অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে অণ্ডকোষও শোথ ও বেদনাযুক্ত হয়), তাহার সেই শোথকে ব্রধ্ন কহে। ৩২। যাহার বায়ু কুপিত হইয়া কুক্ষিত ত্বক্ ও মাংসের মধ্যস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার কুক্ষিতে শোথ হইলে সেই শোথকে উদর কহে। ৩৩। যাহার বায়ু কুপিত হইয়া কুক্ষির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অধোদিকে বা উর্দ্ধদিকে গমন না করে, তাহার সেই কুক্ষির স্ফীততা বা শোথকে আনাহ কহে। ৩৪। নাম ও রূপ স্বতন্ত্র হইলেও উচ্চতা-সাধর্ম্ম্য হেতু অধিমাংস ও অর্ব্বুদ প্রভৃতিকেও এই শোথাধ্যায়ে নির্দ্দেশ করা যায়। ৩৫। যে ব্যক্তির বায়ু পিত্ত কফ তিনই এক সময়ে কুপিত হইয়া জিহ্বামূলকে আক্রমণ করে, তাহার সেই স্থানে দাহ হইতে থাকে ও সেই স্থান সমুচ্ছ্রিত হয়। তখন ঐ স্থানে ভীষণ শোথ হয়। তাহাতে নানাপ্রকার যাতনা হইতে থাকে। এই শীঘ্রকারী রোগকে রোহিণিকা বলে। এই রোগে ত্রিরাত্রের অধিক প্রায় বাঁচে না। তবে রোগী সুচিকিৎসক কর্ত্তৃক শীঘ্র চিকিৎসিত হইলে আরোগ্য লাভ করিতে পারে। ৩৬। এইরূপ অন্যান্য নিদারুণ রোগও আছে; সে সকল রোগ সুচিকিৎসিত হইলে সাধ্য ও সুচিকিৎসার অভাবে অসাধ্য হয়। ৩৭। আবার কতকগুলি মৃদু প্রকারের সাধ্য রোগও আছে, যাহা চিকিৎসা করিলেও সাধ্য হয়, চিকিৎসা না করিলেও সাধ্য হয়। ৩৮। এইরূপ কতকগুলি রোগ আছে, তাহারা অসাধ্য এবং কতকগুলি রোগ আছে, তাহারা যাপ্য। যাপ্য রোগের চিকিৎসার ত্রুটি না হইলেও উহা সাধ্য হয় না, তবে চিকিৎসা দ্বারা কাল কাটান যায়। ৩৯। কতকগুলি রোগ আছে, সে সকল রোগ, বৈদ্য যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলেও সাধ্য হয় না। বিদ্বানেরা সে সকল রোগের চিকিৎসা করেন না। ৪০। সাধ্য অসাধ্য ভেদে ব্যাধি দ্বিবিধ। আবার মৃদু ও দারুণ ভেদে উভয় প্রকারই দ্বিবিধ। অতএব ব্যাধি চতুর্ব্বিধ হইতেছে [আসাধ্য রোগ মৃদু হইলে তাহাকে যাপ্য কহে এবং দারুণ হইলে তাহাকে প্রত্যাখ্যেয় কহে] ৪১। সেই সকল ব্যাধি যাতনা, বর্ণ, নিদান, স্থান, আকৃতি ও নামভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া অসংখ্য হয়। তাথাপি তাহাদের শ্রেণীবিভাগ ও যথাযথ

ব্যবস্থাকরণং তেষাং যথা স্থূলেষু সংগ্রহঃ।
তথা প্রকৃতিসামান্যং বিকারেষূপদিশ্যতে।
বিকারনামাকুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কদাচন।
ন হি সর্ব্ববিকারাণাং নামতোহস্তি ধ্রুবা
স্থিতিঃ ॥ ৪২
স এব কুপিতো দোষঃ সমুত্থানবিশেষতঃ।
স্থানান্তরগতশ্চৈব জনয়ত্যাময়ান্ বহূন্ ॥
তস্মাদ্বিকারপ্রকৃতীরধিষ্ঠানান্তরাণি চ।
সমুত্থানবিশেষাংশ্চ বুদ্ধা কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৪৩
যো হ্যেতৎ ত্রিবিধং জ্ঞাত্বা কর্ম্মাণ্যারভতে
ভিষক্।
জ্ঞানপূর্ব্বং যথান্যায়ং স কর্ম্মসু ন মুহ্যতি ॥ ৪৪
নিত্যাঃ প্রাণভৃতাং দেহে বাতপিত্তকফাস্ত্রয়ঃ।
বিকৃতাঃ প্রকৃতিস্থা বা তান্ বুভুৎসেত পণ্ডিতঃ
উৎসাহোচ্ছ্বাসনিশ্বাসচেষ্টা ধাতুগতিঃ সমা।
সমো মোক্ষো গতিমতাং বায়োঃ কর্ম্মা
বিকারজম্ ॥৪৬
দর্শনং পক্তিরুষ্মা চ ক্ষুৎ তৃষ্ণা দেহমার্দ্দবম্।
প্রভা প্রসাদো মেধা চ পিত্তকর্ম্মাবিকারজম্ ॥ ৪৭
স্নেহো বন্ধঃ স্থিরত্বঞ্চ গৌরবং বৃষতা বলম্।
ক্ষমা ধৃতিরলোভশ্চ কফকর্ম্মাবিকারজম্ ॥ ৪৮
বাতে পিত্তে কফে চৈব ক্ষীণে লক্ষণমুচ্যতে।
কর্ম্মণঃ প্রকৃতাদ্ধানির্বৃদ্ধির্বাপি বিরোধিনাম্ ॥ ৪৯
দোষপ্রকৃতিবৈশেষ্যং নিয়তং বৃদ্ধিলক্ষণম্।
দোষাণাং প্রকৃতির্হানির্বৃদ্ধির্বাপি পরীক্ষ্যতে ॥৫০

তত্র শ্লোকাঃ।

সংখ্যা নিমিত্তং রূপাণি শোথানাং সাধ্যতাং ন চ।
তেষাং তেষাং বিকারাণাং শোথাংস্তাংস্তাংশ্চ
পূর্ব্বজান্
বিধিভেদং বিকারাণাং ত্রিবিধং রোগসংগ্রহম্।
প্রাকৃতং কর্ম্ম দোষাণাং লক্ষণং হানিবৃদ্ধিষু ॥

সংগ্রহ করা হইল। রোগসমূহের প্রকৃতি-তুল্যতা দেখিয়া উপদেশ দেওয়া যায়। কোন রোগের নাম নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে বৈদ্যের লজ্জিত হইবার কারণ নাই। কারণ, সকল রোগের নাম এ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। ৪২। একই দোষ কুপিত হইয়া কারণ-বিশেষে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপন্ন করে। এইজন্য রোগের প্রকৃতি, স্থানভেদ ও নিদানভেদ স্থির করিয়া চিকিৎসা করিবে। ৪৩। যে বৈদ্য রোগের সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য এই ত্রিবিধ ভেদ অবগত হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যথান্যায় কর্ম্ম আরম্ভ করেন, তাঁহাকে মুগ্ধ হইতে হয় না। ৪৪। বায়ু পিত্ত কফ এই তিন প্রাণীদিগের দেহে বিকৃত বা প্রকৃতিস্থ ভাবে নিত্য বিদ্যমান আছে। পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবেন। ৪৫। বায়ু প্রকৃতিস্থ থাকিলে উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, চেষ্টা ও ধাতুদিগের অবস্থা সমান থাকে এবং মল-মূত্রাদি গতিশীল বস্তুদিগের যথাকালে ত্যাগ হইয়া থাকে। ৪৬। পিত্তের বিকার না থাকিলে দর্শন, পাক, দেহের তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহের মৃদুতা, কান্তি, প্রসন্নতা ও মেধা অব্যাহত থাকে। ৪৭। কফের বিকার না থাকিলে তাহার এই সকল ধর্ম্ম হয়, যথা ;—শরীরের স্নিগ্ধতা, বন্ধ (বাঁধুনী), দৃঢ়তা, গুরুতা, বৃষতা, বল, ক্ষমা, ধৃতি ও অলোভ। ৪৮। বাত পিত্ত কফ ক্ষীণ হইলে এইরূপ লক্ষণ হয়, যথা ;—উহাদের স্বাভাবিকাবস্থায় কার্য্যের হানি এবং তদ্বিরুদ্ধ অবস্থার কার্য্যের বৃদ্ধি হয়। ৪৯। দোষের প্রকৃতি বিশেষরূপে লক্ষিত হইলে বৃদ্ধির লক্ষণ বলা যায়। এইরূপে দোষদিগের স্বাভাবিক অবস্থা, হ্রাস ও বৃদ্ধি পরীক্ষা করা থাকে। ৫০। এই অধ্যায়ের সূচী যথা ;—শোথ ও শোথজ বিকারসমূহের সংখ্যা, নিমিত্ত ও রূপসমূহ, সাধ্যতা ও অসাধ্যতা, দোষজ ও আগন্তু শোথ, শোথজ বিকারসমূহের প্রকারভেদ, সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্যভেদে রোগদিগের ত্রিবিধ ভেদ, দোষদিগের অবিকৃত অবস্থার কর্ম্ম এবং হ্রাস ও

বাতমোহরজোদোষলোভমানমদস্পৃহঃ।
ব্যাখ্যাতবাংস্ত্রিশোথীয়ে রোগাধ্যায়ে
পুনর্ব্বসুঃ ॥ ৫১

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতি-
সংস্কৃতে সূত্রস্থানে ত্রিশোথীয়ো
নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টোদরীয়ঃ।

অথাতোঽষ্টোদরীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

ইহ খল্বষ্টাবুদরাণি, অষ্টৌ মূত্রাঘাতাঃ, অষ্টৌ ক্ষীরদোষাঃ, অষ্টৌ রেতোদোষাঃ, সপ্ত কুষ্ঠানি, সপ্ত পিড়কাঃ, সপ্ত বীসর্পাঃ, ষড়তীসারাঃ, ষড়ুদাবর্ত্তাঃ, পঞ্চ গুল্মাঃ, পঞ্চ প্লীহপ্রদোষাঃ, পঞ্চ কাসাঃ, পঞ্চ শ্বাসাঃ, পঞ্চ হিক্কাঃ পঞ্চ তৃষ্ণাঃ পঞ্চ চ্ছর্দ্দয়ঃ, পঞ্চ ভক্তস্যানশনস্থানানি, পঞ্চ শিরোরোগাঃ, পঞ্চ হৃদ্রোগাঃ, পঞ্চ পাণ্ডুরোগাঃ, পঞ্চোন্মাদাঃ, চত্বারোঽপস্মারাঃ, চত্বারোঽক্ষিরোগাঃ, চত্বারঃ কর্ণরোগাঃ, চত্বারঃ প্রতিশ্যায়াঃ, চত্বারো মুখরোগাঃ, চত্বারো গ্রহণীদোষাঃ, চত্বারো মদাঃ, চত্বারো মূর্চ্ছাঃ, চত্বারঃ শোষাঃ, চত্বারি ক্লৈব্যানি, ত্রয়ঃ শোথাঃ, ত্রীণি কিলাসানি, ত্রিবিধং লোহিতপিত্তং, দ্বৌ জ্বরৌ, দ্বৌ ব্রণৌ, দ্বাবায়ামৌ, দ্বে গৃধ্রস্যৌ, দ্বে কামলে, দ্বিবিধমামং, দ্বিবিধং বাতরক্তং, দ্বিবিধান্যর্শাংসি, এক ঊরুস্তম্ভঃ, একঃ সন্ন্যাসঃ, একো মহাগদঃ, বিংশতিঃ ক্রিমিজাতয়ঃ, বিংশতিঃ প্রমেহাঃ, বিংশতির্যোনিব্যাপদঃ। ইত্যষ্ট-চত্বারিংশদ্রোগাধিকরণান্যস্মিন্ সংগ্রহে সমুদ্দিষ্টানি। উদ্দিষ্টান্যেতানি যথোদ্দেশমভিনির্দ্দেক্ষ্যামঃ ॥ ২

অষ্টাবুদরাণীতি বাতপিত্তকফসন্নিপাত-প্লীহবদ্ধচ্ছিদ্রোদকোদরাণীতি ॥ ৩ ॥

অষ্টৌ মূত্রাঘাতা ইতি বাতপিত্তকফসন্নি-পাতাশ্মরীশর্করাশুক্রশোণিতজাঃ ॥ ৪ ॥

বুদ্ধির লক্ষণ, মোহ-রজোলোভ-মান-মদস্পৃহা-বর্জ্জিত, পুনর্ব্বসু ঋষি এই ত্রিশোথীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিলেন। ৫১।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অষ্টোদরীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১

উদররোগ আট প্রকার, মূত্রাঘাত আট প্রকার, স্তন্যদোষ আট প্রকার, শুক্রদোষ আট প্রকার, কুষ্ঠ সাত প্রকার, পীড়কা সাত প্রকার, বীসর্প সাত প্রকার, অতিসার ছয় প্রকার, উদাবর্ত্ত ছয় প্রকার, গুল্ম পাঁচ প্রকার, প্লীহ-দোষ পাঁচ প্রকার, কাস পাঁচ প্রকার, শ্বাস পাঁচ প্রকার, হিক্কা পাঁচ প্রকার, তৃষ্ণা পাঁচ প্রকার, বমি পাঁচ প্রকার, অরুচি পাঁচ প্রকার, শিরোরোগ পাঁচ প্রকার, হৃদ্রোগ পাঁচ প্রকার, পাণ্ডু রোগ পাঁচ প্রকার, উন্মাদ পাঁচ প্রকার, অপস্মার চারি প্রকার, অক্ষিরোগ চারি প্রকার, কর্ণরোগ চারি প্রকার, প্রতিশ্যায় চারি প্রকার, মুখরোগ চারি প্রকার, গ্রহণীদোষ চারি প্রকার, মদাত্যয় চারি প্রকার, মূর্চ্ছা চারি প্রকার, শোষ চারি প্রকার, ক্লৈব্য চারি প্রকার, শোথ তিন প্রকার, কিলাস তিন প্রকার, রক্তপিত্ত তিন প্রকার, জ্বর দুই প্রকার, ব্রণ দুই প্রকার, আয়াম দুই প্রকার, গৃধ্রসী দুই প্রকার, কামলা দুই প্রকার, আম দুই প্রকার, বাতরক্ত দুই প্রকার, অর্শঃসমূহ দুই প্রকার, ঊরুস্তম্ভ এক প্রকার, সন্ন্যাস এক প্রকার, মহাব্যাধি এক প্রকার, ক্রিমিরোগ কুড়ি প্রকার, প্রমেহ কুড়ি প্রকার এবং যোনিব্যাপৎ কুড়ি প্রকার, এইরূপে এই সংগ্রহে অষ্টচত্বারিংশৎ রোগ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সমস্ত রোগের বিষয় বর্ণনা করা হইতেছে। ২। উদররোগ আট প্রকার যথা ;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, প্লীহোদর, বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর ও জলোদর। ৩। মূত্রাঘাত আট প্রকার যথা,—বাতজ,

অষ্টৌ ক্ষীরদোষা ইতি বৈবর্ণ্যং বৈগন্ধ্যং বৈরস্যং পৈচ্ছিল্যং ফেনসঙ্ঘাতং রৌক্ষ্যং গৌরবমতিস্নেহশ্চেতি ॥ ৫

অষ্টৌ রৈতোদোষা ইতি তনু শুষ্কং ফেনিলমশ্বেতং পূতি পিচ্ছিলমন্যধাতূপহিতমবসাদি চেতি ॥ ৬ ॥

সপ্ত কুষ্ঠানীতি কাপালোড়ুম্বরমণ্ডলর্ষ্যজিহ্বপুণ্ডরীকসিধ্মকাকণকানীতি ॥ ৭ ॥

সপ্ত পিড়কা ইতি শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী সর্ষপ্যলজী বিনতা বিদ্রধী চ ॥ ৮ ॥

সপ্ত বীসর্পা ইতি বাতপিত্তকফাগ্নিকর্দ্দমগ্রন্থিসন্নিপাতাখ্যাঃ ॥ ৯।

ষড়তীসারাখ্যা ইতি বাতপিত্তকফসন্নিপাতভয়শোকজাঃ ॥ ১০ ॥

ষড়ুদাবর্ত্তা ইতি বাতমূত্রপুরীষশুক্রচ্ছর্দ্দিক্ষবথুজাঃ ॥ ১১ ॥

পঞ্চ গুল্মা ইতি বাতপিত্তকফসন্নিপাতরক্তজাঃ ॥ ১২

পঞ্চ প্লীহদোষা ইতি গুল্মৈর্ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩

পঞ্চ কাসা ইতি বাতপিত্তকফক্ষতক্ষয়জাঃ ॥ ১৪

পঞ্চ শ্বাসা ইতি মহোর্দ্ধচ্ছিন্নতমকক্ষুদ্রাঃ ॥

পঞ্চ হিক্কা ইতি মহতী গম্ভীরা ব্যপেতা ক্ষুদ্রা চান্নজা চ ॥ ১৬

পঞ্চ তৃষ্ণা ইতি বাতপিত্তামক্ষয়োপসর্গাত্মিকাঃ ॥ ১৭

পঞ্চ চ্ছর্দ্দয় ইতি দ্বিষ্টান্নসংযোগজা বাতপিত্তকফসন্নিপাতোদ্রেকাত্মিকাঃ ॥ ১৮

পঞ্চ ভক্তস্যানশনস্থানানীতি বাতপিত্তকফদ্বেষাস্নাসাঃ ॥ ১৯

পঞ্চ শিরোরোগা ইতি পূর্ব্বোদ্দেশমভিসমস্য বাতপিত্তকফসন্নিপাতক্রিমিজাঃ ॥ ২০

পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, অশ্মরীজাত, শর্করাজাত, শুক্রজাত ও রক্তজাত। ৪। স্তন্যদোষ আট প্রকার যথা;—বিবর্ণতা, বিকৃতগন্ধতা, বিরসতা, পিচ্ছিলতা, ফেনসংযুক্ততা, রুক্ষতা, গুরুতা ও অতিস্নিগ্ধতা। ৫। শুক্রদোষ আট প্রকার যথা,—পাতলা, শুষ্ক, ফেনিল, অ-শ্বেত, পূতি, পিচ্ছিল, অন্য-ধাতু-মিশ্রিত অর্থাৎ রক্তাদি-মিশ্রিত এবং অবসাদযুক্ত (কেহ কেহ বলেন, অবসাদি অর্থাৎ জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়)। ৬। কুষ্ঠরোগ সাত প্রকার যথা;—কাপাল, উড়ুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিধ্ম ও কাকণক। ৭। পিড়কা সাত প্রকার;—শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, সর্ষপী, অলজী, বিনতা ও বিদ্রধী। ৮। বীসর্প সাত প্রকার; বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতজ, অগ্নিবীসর্প, কর্দ্দমবীসর্প ও গ্রন্থিবীসর্প। ৯। অতিসার ছয় প্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, ভয়জ, ও শোকজ। ১০। উদাবর্ত্ত ছয় প্রকার;—বাতজ, মূত্রজ, পুরীষজ, শুক্রজ, বমিজ ও ক্ষবথুজ। [বাতজ অর্থাৎ বাতবেগ ধারণ জনিত। এইরূপ মূত্রজ অর্থাৎ মূত্রবেগ ধারণ জন্য ইত্যাদি।] ১১। গুল্ম পাঁচপ্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও রক্তজ। ১২। প্লীহরোগও গুল্মের ন্যায় পাঁচ প্রকার। ১৩। কাস পাঁচ প্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ। ১৪। শ্বাস পাঁচ প্রকার;—মহাশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, তমকশ্বাস ও ক্ষুদ্রশ্বাস। ১৫। হিক্কা প্রকার;—মহতী, ব্যপেতা, ক্ষুদ্রা ও অন্নজা। ১৬। তৃষ্ণা পাঁচপ্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, আমজ, ক্ষয়জ ও উপসর্গজ। [তৃষ্ণা রোগমাত্রেরই উপসর্গরূপে উপস্থিত হইতে পারে। পিত্তজ তৃষ্ণার শীতল জলে নিবৃত্তি হয়। কিন্তু বাতজ তৃষ্ণা অনিবার্য্য; উহা স্বেদ প্রভৃতি উষ্ণ প্রয়োগ দ্বারা কষ্টে শান্ত হয়]। ১৭। বমিরোগ পাঁচ প্রকার;—অশ্রদ্ধা-জনক অন্নাদিসেবনজনিত এবং বাতজ, পিত্তজ কফজ ও সন্নিপাতজ। ১৮। অরুচি পাঁচ প্রকার;—বাতজ পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ এবং ভ্রমজ। ১৯। শিরোরোগ পাঁচ প্রকার,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও ক্রিমিজ। ইতিপূর্ব্বে

পঞ্চ হৃদ্রোগা ইতি শিরোরোগৈর্ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২১

পঞ্চ পাণ্ডুরোগা ইতি বাতপিত্তকফসন্নিপাতমৃদ্ভক্ষণজাঃ ॥ ২২

পঞ্চোন্মাদা ইতি বাতপিত্তকফসন্নিপাতাগন্তুনিমিত্তাঃ ॥ ২৩

চত্বারোহপস্মারা ইতি বাত-পিত্ত-কফ-সন্নিপাত-নিমিত্তাঃ ॥ ২৪

চত্বারোহক্ষিরোগাঃ, চত্বারঃ কর্ণরোগাঃ, চত্বারঃ প্রতিশ্যায়াঃ, চত্বারো মুখরোগাঃ, চত্বারো গ্রহণীদোষাঃ, চত্বারো মদাঃ, চত্বারো মূর্চ্ছা ইত্যপস্মারৈর্ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৫

চত্বারঃ শোষা ইতি সাহসসন্ধারণক্ষয়বিষমাশনজাঃ ॥ ২৬

চত্বারি ক্লৈব্যানীতি বীজোপঘাতাদ্ধ্বজভঙ্গাজ্জরয়া শুক্রক্ষয়াচ্চ ॥ ২৭

ত্রয়ঃ শোথা ইতি বাতপিত্তশ্লেষ্মনিমিত্তাঃ ॥

ত্রীণি কিলাসানীতি রক্তভাম্রশুক্লানি ॥ ২৯

ত্রিবিধং লোহিতপিত্তমিত্যূর্দ্ধভাগমধোভাগমুভয়ভাগঞ্চ ॥ ৩০

দ্বৌ জ্বরাবিতি শীতসমুত্থঃ শীতাভিপ্রায়শ্চোষ্ণসমুত্থ উষ্ণাভিপ্রায়ঃ ॥ ৩১

দ্বৌ ব্রণাবিতি নিজশ্চাগন্তুশ্চ ॥ ৩২

দ্বাবায়ামাবিতি বাহ্যশ্চাভ্যন্তরশ্চ ॥ ৩৩

দ্বে গৃধ্রস্যাবিতি বাতাদ্বাতকফাচ্চ ॥ ৩৪

দ্বে কামলে ইতি কোষ্ঠাশ্রয়া শাখাশ্রয়া চ ॥ ৩৫

দ্বিবিধমামমিত্যলসকো বিসূচিকা চেতি ॥ ৩৬

দ্বিবিধং বাতরক্তমিতি গম্ভীরমুত্তানঞ্চ ॥ ৩৭

দ্বিবিধান্যর্শাংসীতি আর্দ্রাণি শুষ্কাণি চ ॥ ৩৮

এক উরুস্তম্ভ ইতি আমত্রিদোষসমুত্থানঃ ॥ ৩৯

একঃ সন্ন্যাস ইতি ত্রিদোষাত্মকো মনঃশরীরাধিষ্ঠানসমুত্থঃ ॥ ৪০

একো মহাগদ ইতি অতত্ত্বাভিনিবেশঃ ॥ ৪১

ইহাদের সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ২০। হৃদ্রোগ শিরোরোগের ন্যায় পাঁচ প্রকার; যথা;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও ও ক্রিমিজ। ২১। পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার; —বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও মৃদ্ভক্ষণ জনিত। ২২। উন্মাদ পাঁচ প্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সনিপাতজ এবং আগন্তুজ। ২৩। অপস্মার চারি প্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ। ২৪। নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, প্রতিশ্যায়, মুখরোগ, গ্রহণীদোষ, মদরোগ ও মূর্চ্ছা ইহারা প্রত্যেকে অপস্মাররোগের ন্যায় বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ এই চারি প্রকার। ২৫। যক্ষ্মা চারিপ্রকার, সাহসজনিত (উৎকট-ব্যায়ামাদি-জনিত), বেগধারণ-জনিত, ক্ষয়জনিত ও বিষমাশনজনিত। ২৬। ক্লীবতা চারি প্রকার—শুক্রোপঘাতজনিত, ধ্বজভঙ্গজাত, বার্দ্ধক্যজাত ও শুক্রক্ষয়জাত। ২৭। শোথ তিন প্রকার;—বাতজ, পত্তজ ও কফজ। ২৮। কিলাস তিন প্রকার;—রক্ত, তাম্র, ও শুভ্রবর্ণ। ২৯। রক্তপিত্ত তিন প্রকার;—উর্দ্ধগ, অধোগ এবং উভয়গ। ৩০। জ্বর তিন প্রকার,—শীতসমুদ্ভুত ও উষ্ণসমুদ্ভুত, জ্বর শীতসমুদ্ভুত হইলে উষ্ণে এবং উষ্ণসমুদ্ভুত হইলে শীতে অভিরুচি হয়। ৩১। ব্রণ দুই প্রকার; নিজ ও আগন্তু। ৩২। আয়াম দুই প্রকার;—বাহ্য ও আভ্যন্তর। [পৃষ্ঠের দিকে ধনুকের ন্যায় নত হইলে অন্তরায়াম কহে। পাশ্চাত্যেরা এতদ্ভিন্ন দুই প্রকার পার্শ্বায়ামও স্বীকার করেন।] ৩৩। গৃধ্রসী দুই প্রকার;—বাতজ ও বাতকফজ। ৩৪। কমলা দুই প্রকার;—কোষ্ঠাশ্রয়া ও শাখাশ্রয়া। ৩৫। আমরোগ দুই প্রকার;—অলসক ও বিসূচিকা। ৩৬। বাতরক্ত দুই প্রকার;—গম্ভীর ও উত্তান। ৩৭। অর্শোরোগসমূহ দুই প্রকার; —রক্তার্শঃ ও শুষ্কার্শঃ। ৩৮। উরুস্তম্ভরোগ এক প্রকার; উহা আমসংসৃষ্ট ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয়। ৩৯। সন্ন্যাস এক প্রকার; উহা ত্রিদোষজ। উহার আশ্রয় শরীর ও মন। ৪০। মহাগদ বা মহাব্যাধি এক প্রকার।

বিংশতিঃ ক্রিমিজাতয় ইতি য়ূকাঃ পিপীলিকাশ্চেতি দ্বিবিধা বহির্ম্মলজাঃ, কেশাদাঃ লোমাদাঃ লোমদ্বীপাঃ সৌরসাঃ ঔড়ুম্বরা জন্তুমাতরশ্চেতি ষট্ শোণিতজাঃ, অন্ত্রাদাঃ উদরাদাঃ হৃদয়চরাঃ চুরবো দর্ভপুষ্পাঃ সৌগন্ধিকা মহাগুদাশ্চেতি সপ্ত কফজাঃ, ককেরুকাঃ মকেরুকাঃ লেলিহাঃ সশূলকাঃ সৌসুরাদাশ্চেতি পঞ্চ পুরীষজা ইতি বিংশতিঃ ক্রিমিজাতয়ঃ ॥ ৪২

বিংশতিঃ প্রমেহা ইতি উদকমেহশ্চেক্ষুমেহশ্চ রসমেহশ্চ সান্দ্রমেহশ্চ সান্দ্রপ্রসাদমেহশ্চ শুক্রমেহশ্চ শীতমেহশ্চ শনৈর্ম্মেহশ্চ সিকতামেহশ্চ লালামেহশ্চেতি দশ শ্লেষ্মনিমিত্তাঃ, ক্ষারমেহশ্চ কালমেহশ্চ নীলমেহশ্চ লোহিতমেহশ্চ মঞ্জিষ্ঠামেহশ্চ হরিদ্রামেহশ্চেতি ষট্ পিত্তনিমিত্তাঃ, বসামেহশ্চ মজ্জমেহশ্চ হস্তিমেহশ্চ মধুমেহশ্চেতি চত্বারো বাতনিমিত্তা ইতি বিংশতিঃ প্রমেহাঃ ॥ ৪৩

বিংশতির্যোনিব্যাপদ ইতি বাতিকী পৈত্তিকী শ্লৈষ্মিকী সান্নিপাতিকী চেতি দোষদূষ্যসংসর্গপ্রকৃতিনির্দ্দেশৈরবশিষ্টাঃ ষোড়শ নির্দ্দিশ্যন্তে।

রক্তযোনিশ্চারজস্কা চাচরণা চাতিচরণা চ প্রাক্‌চরণা চোপপ্লুতা চোদাবর্ত্তিনী চ কর্ণিনী চ পুত্রঘ্নী চান্তর্ম্মুখী চ সূচীমুখী চ শুষ্কা চ বামিনী চ ষণ্ডযোনিশ্চ মহাযোনিশ্চেতি বিংশতির্যোনিব্যাপদঃ কেবলশ্চায়মুদ্দেশঃ। যথোদ্দেশমভিনির্দ্দিষ্ট ইতি ॥ ৪৪

ইতি সর্ব্ব এব নিজবিকারা নান্যত্র বাতপিত্তকফেভ্যো নিবর্ত্তন্তে। যথা শকুনিঃ সর্ব্বাং দিশমপি পরিপতন্ স্বাং ছায়াং নাতিবর্ত্ততে তথা স্বধাতুবৈষম্যনিমিত্তাঃ সর্ব্ববিকারা বাতপিত্তকফান্নাতিবর্ত্তন্তে। বাতপিত্তশ্লেষ্মণাস্তু পুনঃ সমুত্থানস্থানসংস্থান-প্রকৃতিবিশেষানভিসমীক্ষ্য তদাত্মকানপি চ সর্ব্ববিকারাংস্তানেবোপদিশন্তি ॥ ৪৫

তন্ত্রে মনোযোগের অভাবকে মহাব্যাধি কহে। ৪১। ক্রিমি কুড়ি প্রকার। তন্মধ্যে য়ুক (উকুন) ও পিপ্পলীক (বোধ হয় এটেলী) এই দুই প্রকার বহির্ম্মলজাত কেশাদ, লোমাদ, লোমদ্বীপ, সৌরস, উড়ুম্বর এবং জন্তুমাতা; এই ছয় প্রকার ক্রিমি রক্তজাত। অন্ত্রাদ, উদরাদ, হৃদয়চর, চুরব, দর্ভপুষ্প, সৌগন্ধিক এবং মহাগুদ এই সাত প্রকার ক্রিমি কফজাত। ককেরুক, মকেরুক, লেলিহ, সশূলক এবং সৌসুরাদ এই পাঁচ প্রকার ক্রিমি পুরীষজাত। ৪২। প্রমেহ কুড়ি প্রকার। তন্মধ্যে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, রসমেহ, সান্দ্রমেহ, সান্দ্রপ্রসাদমেহ, শুক্রমেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ সিকতামেহ, ও লালামেহ, এই দশটী শ্লেষ্মজ। ক্ষারমেহ, কালমেহ, নীলমেহ, লোহিতমেহ, মঞ্জিষ্ঠামেহ ও হরিদ্রামেহ এই ছয়টী পিত্তজনিত। বসামেহ, মজ্জমেহ, হস্তিমেহ ও মধুমেহ এই চারিটী বায়ুজনিত। ৪৩। যোনিব্যাপৎ কুড়ি প্রকার। তন্মধ্যে বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সান্নিপাতিক এই চারি প্রকার। আর দোষ ও দূষ্যদিগের সংসর্গজনিত সেই সেই দোষ দূষ্যদিগের প্রকৃতিপরিচায়ক অবশিষ্ট ষোল প্রকার যথা;—রক্তযোনি, অরজস্কা, অচরণা, অতিচরণা, প্রাক্‌চরণা, উপপ্লুতা, উদাবর্ত্তিনী, কর্ণিনী, পুত্রঘ্নী, অন্তর্ম্মুখী; সূচিমুখী, শুষ্কা, বামিনী, ষণ্ডযোনি এবং মহাযোনি। সমুদায়ে কুড়ি প্রকার যোনিরোগ। এস্থলে রোগদিগের কেবল সংখ্যানুরূপ নাম নির্দ্দেশ করা হইল। ৪৪। কোন প্রকার নিজ রোগ বাত পিত্ত ও কফ ভিন্ন হইতে পারে না। যেমন পক্ষী তাবদ্দেশ ভ্রমণ করিয়াও নিজের ছায়া অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ রোগসকল স্ব স্ব ধাতুর বিকৃতি বশতঃ উৎপন্ন হইলেও বাতপিত্ত-কফকে অতিক্রম করিতে পারে না। আর বুদ্ধিমানেরা বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এই ত্রিবিধ দোষের নিদান, স্থান, লক্ষণ ও প্রকৃতি বিচার

স্বধাতুবৈষম্যনিমিত্তজা যে
বিকারসংজ্ঞা বহবঃ শরীরে।
ন তে পৃথক্ পিত্তকফানিলেভ্য
আগন্তবস্ত্বেব ততো বিশিষ্টাঃ॥
আগন্তুরন্বেতি নিজং বিকারং
নিজস্তথাগন্তমতিপ্রবৃদ্ধঃ।
তত্রানুবন্ধং প্রকৃতিঞ্চ সম্যগ্
জ্ঞাত্বা ততঃ কর্ম্ম সমারভেত॥ ৪৬

তত্র শ্লোকৌ।

বিংশকাশ্চৈককাশ্চৈব ত্রিকাশ্চোক্তাস্ত্রয়স্ত্রয়ঃ।
দ্বিকাশ্চাষ্টৌ চতুষ্কাশ্চ দশ দ্বাদশ পঞ্চকাঃ॥
চত্বারশ্চাষ্টকা বর্গাঃ ষট্কৌ দ্বৌ সপ্তকাস্ত্রয়ঃ।
অষ্টোদরীয়ে রোগাণাং রোগাধ্যায়ে
প্রকাশিতাঃ॥ ৪৭

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে অষ্টোদরীয়ো নামৈকোন-
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহারোগাধ্যায়ঃ

অথাতো মহারোগাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

চত্বারো রোগা ভবন্তি আগন্তুবাতপিত্তশ্লেষ্মনিমিত্তাঃ। তেষাং চতুর্ণামপি রোগাণাং রোগত্বমেকবিধং রুক্সামান্যাৎ। দ্বিবিধা পুন প্রকৃতিরেষামাগন্তু-নিজবিভাগাৎ। দ্বিবিধঞ্চৈষামধিষ্ঠানং মনঃশরীরভেদাৎ। বিকারাঃ পুনরেষামপরিসংখ্যেয়াঃ প্রকৃত্যধিষ্ঠানলিঙ্গায়তনবিকল্পবিশেষাণামপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ॥ ২

মুখানি তু খল্বাগন্তোর্নখদশনপতনাভিচারাভিশাপাভিষঙ্গবধ-বন্ধপীড়নরজ্জুদহনমন্ত্রাশনিভূতোপসর্গাদীনি॥ ৩

করিয়া সমস্ত রোগকেই বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার অন্তর্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ৪৫। শরীরে যে সকল রোগ স্ব স্ব ধাতুর বৈষম্য বশতঃ উৎপন্ন হয়, তাহারা বহু প্রবার হইলেও বাত-পিত্ত-কফ হইতে স্বতন্ত্র নহে। কেবল আগন্তু রোগ সকল স্বতন্ত্র বটে। আগন্তু রোগেও, পশ্চাৎ বায়ু-পিত্ত-কফের বিকৃতি হওয়াতে, নিজ রোগের লক্ষণ প্রকাশ হয়। আবার নিজ রেগেও [আক্ষেপ প্রভৃতি] অগন্তু রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব এস্থলে অনুবন্ধ ও কারণ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে। নতুবা ভ্রম ঘটিতে পারে। ৪৬।

এই অধ্যায়ের সূচী; যথা,—

এই অষ্টোদরীয় অধ্যায়ে ৪টী রোগ আট আট প্রকার, ৩টী রোগ সাত সাত প্রকার, ২টী রোগ ছয় ছয় প্রকার, ১২টী রোগ পাঁচ পাঁচ প্রকার, দশটী রোগ চারি চারি প্রকার, তিনটী রোগ তিন তিন প্রকার, ৮টী রোগ দুই দুই প্রকার, তিনটী রোগ এক এক প্রকার এবং তিনটী রোগ কুড়ি কুড়ি প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইল। ৪৭

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা মহারোগাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিয়াছিলেন। ১। আগন্তু এবং বাতজ, পিত্তজ এবং শ্লেষ্মজ ভেদে রোগ চারি প্রকার। কিন্তু সকলগুলিই যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া বস্তুতঃ তাহাদের একবিধত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। আবার আগন্তু ও নিজভেদে ইহাদের কারণ দুই প্রকার। আবার মন ও শরীরভেদে ইহাদের অধিষ্ঠানও দুই প্রকার। আবার রোগ অসংখ্য বলা যাইতে পারে; যেহেতু কারণ, অধিষ্ঠান, লিঙ্গ, আয়তন ও অংশাংশ বিকল্প বিচার করিলে রোগের অসংখ্যেয়ত্বই নিষ্পন্ন হয়। ২। আগন্তু রোগের কারণ যথা;—নখাঘাত, দন্তাঘাত, পতন, অভিচার, (কাহারও মন্দ উদ্দেশে তপ জপাদি করা), অভিশাপ, অভিষঙ্গ (রাক্ষসাদির আবেশ),

নিজস্য তু মুখং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং বৈষম্যম্॥ ৪

দ্বয়োস্তু খল্বাগন্তুনিজয়োঃ প্রেরণমসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি। সর্ব্বেঽপি তু খল্বেতেঽভিপ্রবৃদ্ধাশ্চত্বারো রোগাঃ পরস্পরমনুবধ্নন্তি ন চান্যোঽন্যসন্দেহমাপদ্যন্তে॥ ৫

আগন্তুর্হি ব্যথাপূর্ব্বসমুৎপন্নো জঘন্যং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং বৈষম্যমাপাদয়তি, নিজে তু বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ পূর্ব্বং বৈষম্যমাপদ্যন্তে॥ ৫

ং ব্যথামভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি,তেষাং ত্রয়াণামপি দোষাণাং শরীরে স্থানবিভাগ উপদেক্ষ্যতে॥৬

তদ্যথা—

বস্তিঃ পুরীষাধানং কটী সক্থিনী পাদাবস্থীনি বাতস্থানানি। তত্রাপি পক্বাশয়ো বিশেষেণ বাতস্থানম্॥ ৭

স্বেদো রসো লসীকা রুধিরমামাশয়ঃ পিত্তস্থানানি। তত্রাপ্যামাশয়ো বিশেষেণ পিত্তস্থানম্॥ ৮

ব্যধ (বেঁধা), বন্ধন, পীড়ন, রজ্জু দ্বারা বেষ্টন, দহন, মন্ত্র, বজ্রপাত ও ভূতোপসর্গ প্রভৃতি।৩। নিজরোগের কারণ বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার বৈষম্য। ৪। নিজ ও আগন্তু উভয়বিধ রোগেরই উত্তেজক কারণ যথা;—অসাত্ম্য রূপরসাদি বিষয় সম্ভোগ, বুদ্ধির দোষ এবং কালের অযোগ, ও মিথ্যাযোগ। আগন্তু, বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এই চারি প্রকার রোগই প্রবৃদ্ধ অবস্থায় পরস্পরের লক্ষণ প্রকাশ করে। কিন্তু তজ্জন্য এককে অন্য বলিয়া সন্দেহ করা যায় না।৫। আগন্তু রোগ ব্যথাপূর্ব্বক উৎপন্ন হইয়া পরে বাত-পিত্ত-কফের বৈষম্য উৎপাদন করে। নিজ রোগে বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাদিগের প্রথম বিকার উৎপন্ন হয়, পরে ব্যথার উৎপত্তি হইয়া থাকে। সম্প্রতি বাত-পিত্ত-কফের স্থান-বিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে।৬। বস্তি, পক্বাশয়, কটি, নিতম্বদ্বয়, পাদদ্বয়, অস্থিসমূহ ইহারা বায়ুর স্থান। তন্মধ্যে পক্বাশয় বায়ুর প্রধান স্থান। [পক্ব শব্দের অর্থ বিষ্ঠা। পক্বাশয় শব্দের অর্থ বিষ্ঠাশয়। বিষ্ঠাশয়ের অপর নাম অন্ত্র। নাভী ও পাকস্থলীর মধ্য স্থানে আমাশয় বা পাকস্থলী। নাভীর মধ্যে গ্রহণী। গ্রহণীর নিম্নে অন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। লোকের অন্ত্র তাহার হাতে চৌদ্দ হাত লম্বা। উহা দুই ভাগে বিভক্ত; ক্ষুদ্রান্ত্র ও স্থূলান্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত্র গ্রহণীর নিম্নে আরম্ভ হইয়া ডানিদিকের কুচকীর ঊর্দ্ধ ভাগ পর্য্যন্ত আসিয়াছে; পরে স্থূল হইয়া স্থূলান্ত্র নাম ধারণ করিয়াছে। স্থূলান্ত্র ডানিদিকের কুচকীর ঊর্দ্ধভাগে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ স্থানে বিষ্ঠার সঞ্চার হয়। ঐ স্থানকে ইংরেজিতে 'সিকম্' বলে। সংস্কৃত ভাষায় সিকম্‌কেই উণ্ডুক বলে। স্থূলান্ত্র এই স্থান হইতে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া যকৃৎ পর্য্যন্ত, আসিয়াছে, পরে যকৃৎকে বেষ্টন করিয়া অথচ যকৃতের তলা দিয়া এবং বক্ষের ঠিক নিম্ন দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বক্ষের ঠিক নিম্নে আমাশয় আছে, সুতরাং অন্ত্র আমাশয়ের তলা দিয়া গিয়াছে। অনন্তর বাম পঞ্জরের নিকট আসিয়া নিম্নমুখে গুহ্যদ্বারে গিয়া শেষ হইয়াছে। অন্ত্র সর্ব্বদা বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ আছে, আর ইহার ধামনিক গতিও অতিশয় বলবতী। এইজন্য বায়ুর অর্থ লইয়া গোলযোগ হয়। কেহ মনে করেন যে, অন্ত্র বাতাসের আধার বলিয়া উহাকে বায়ুর প্রধান স্থান বলা হইয়াছে। কেহ বলেন যে, অন্ত্রের ধামনিক গতি (পেরিষ্টল্‌টিক্ মোশন) বলবতী বলিয়া উহাকে বায়ুর প্রধান স্থান বলা হইয়াছে। ইঁহাদের মতে বায়ু শব্দে ধামনিক গতি। সুশ্রুত এই মতের পক্ষপাতী। চরকে স্পষ্ট করিয়া কোন স্থানে ধমনীর কথা উল্লেখ নাই।৭। স্বেদ, রস, লসীকা (দ্বকছাল উঠিয়া গেলে যে জলবৎ রস নির্গত হয়),

উরঃ শিরো গ্রীবা পর্ব্বাণ্যামাশয়ো মেদশ্চ শ্লেষ্মণঃ স্থানানি। তত্রাপ্যুরো বিশেষেণ শ্লেষ্মণঃ স্থানম্॥ ৯

সর্ব্বশরীরচরাস্তু বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো হি সর্ব্বস্মিন্ শরীরে কুপিতাকুপিতাঃ শুভা-শুভানি কুর্ব্বন্তি। প্রকৃতিভূতাঃ শুভানি উপচয়বল-প্রসাদাদীনি। অশুভানি পুনর্ব্বিকৃতিমাপন্নানি বিকারসংজ্ঞকানি, তত্র বিকারাঃ সামান্যজা নানাত্মজাশ্চ, তত্র সামান্যজাঃ পূর্ব্বমষ্টোদরীয়ে ব্যাখ্যাতাঃ। নানাত্মজাস্ত্বিহাধ্যায়েঽনুব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১০

রুধির ও আমাশয় পিত্তের স্থান। তন্মধ্যে আমাশয় পিত্তের প্রধান স্থান। [এস্থলে আমাশয় শব্দে আমাশয়ের অংশ গ্রহণীকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, কেননা, আমাশয়ে পিত্ত থাকিতে পারে না। আর যদিই কোন কারণে আমাশয়ে প্রবেশ করে, তবে দারুণ যন্ত্রণা হয়। শারীরিক উষ্মা পিত্তের ধর্ম্ম। স্বেদ, রস, লসীকা ও রুধিরের পিত্তের ধর্ম্ম]। ৮। বক্ষস্থল, মস্তক, গ্রীবা, পর্ব্বসমূহ, আমাশয় ও মেদ শ্লেষ্মার স্থান। তন্মধ্যে বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মার প্রধান স্থান। [শ্লেষ্মাবহ স্রোতদিগকে ইংরেজীতে লিম্পাটিক কহে। ঐ সকল স্রোত বক্ষঃস্থলেই অধিক। The Lung is abundantly snpplied with Lymphaties, অর্থাৎ শ্লেষ্মবহ স্রোত সকল বক্ষোদেশে প্রচুর পরিমাণে আছে। ইতি বেকরপ্রণীত ফিজিওলজী পুস্তকের ২২৩ পৃষ্ঠা—১০ম সংস্করণ]। ৯। বায়ু পিত্ত কফ সর্ব্ব শরীরে বিচরণ করে এবং সমস্ত শরীরে কুপিত ও অকুপিত হইয়া শুভাশুভ করিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবস্থ থাকিলে পুষ্টি-বল বর্ণ প্রসাদ প্রভৃতি শুভ করিয়া থাকে। আর বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে বিকারসমুদায় উৎপন্ন করে। তন্মধ্যে বিকার সকল সামান্যজ ও নানাত্মজ এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে সামান্যজ বিকারসমূহ অষ্টোদরীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা

তদ্‌যথা—

অশীতির্বাতবিকারাঃ, চত্বারিংশৎ পিত্তবিকারাঃ, বিংশতিঃ শ্লেষ্মবিকারাশ্চ॥ ১১

তত্রাদৌ বাতবিকারাননুব্যাখ্যাস্যামঃ তদ্‌যথা—নখভেদশ্চ, বিপাদিকা চ, পাদশূলঞ্চ, পাদভ্রংশশ্চ, সুপ্তপাদতা চ, বাতখুড্ডতা চ, গুলফগ্রহশ্চ, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনঞ্চ, গৃধ্রসী চ, জানুভেদশ্চ, জানুবিশ্লেষশ্চ, ঊরুস্তম্ভশ্চ, ঊরুসাদশ্চ, পাঙ্গুল্যঞ্চ, গুদভ্রংশশ্চ, গুদার্ত্তিশ্চ বৃষণোৎক্ষেপশ্চ, শেফস্তম্ভশ্চ, বঙ্ক্ষণানাহশ্চ, শ্রোণিভেদশ্চ, বিড়ভেদশ্চ, উদাবর্ত্তশ্চ, খঞ্জত্বঞ্চ কুব্জত্বঞ্চ, বামনত্বঞ্চ, ত্রিকগ্রহশ্চ, পৃষ্ঠগ্রহশ্চ, পার্শ্বাবমর্দ্দশ্চ, উদরবেষ্টশ্চ, হৃন্মোহশ্চ হৃদ্দ্রবশ্চ, বক্ষ-উপরোধশ্চ, বক্ষ-উদ্ঘর্ষশ্চ, বাহুশোষশ্চ, গ্রীবাস্তম্ভশ্চ, মন্যাস্তম্ভশ্চ, কণ্ঠোদ্ধংসশ্চ। হনুস্তম্ভশ্চ, ওষ্ঠভেদশ্চ, দন্তভেদশ্চ, দন্ত-শৈথিল্যঞ্চ, মূকত্বঞ্চ, বাক্‌সঙ্গশ্চ, কষায়াস্যতা চ, মুখশোষশ্চ অরসজ্ঞতা চ, ঘ্রাণনাশশ্চ, কর্ণশূলঞ্চ, অশব্দশ্রবণঞ্চ, উচ্চৈঃশ্রুতিশ্চ, বাধির্য্যঞ্চ, বর্ত্মস্তম্ভশ্চ, বর্ত্মসঙ্কোচশ্চ, তিমিরঞ্চ, অক্ষিশূলঞ্চ, অক্ষি-

হইয়াছে। এই অধ্যায়ে নানাত্মজ বিকার সকল ব্যাখ্যা করা হইবে। ১০। যথা;—বায়ুজ রোগ অশীতি, পিত্তরোগ চল্লিশ এবং কফজ রোগ বিংশতি প্রকার। ১১। তন্মধ্যে আমরা প্রথমতঃ অশীতি প্রকার বায়ুরোগ ব্যাখ্যা করিব। যথা;—নখভেদ, বিপাদিকা, পাদশূল, পাদভ্রংশ, পাদসুপ্তি, বাতখুড্ডতা, গুলফগ্রহ, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন, গৃধ্রসী, জানুভেদ, জানুবিশ্লেষ, ঊরুস্তম্ভ, ঊরুসাদ, পাঙ্গুল্য, গুদভ্রংশ, গুদার্ত্তি, বৃষণোৎক্ষেপ, শিশ্নস্তম্ভ, বঙ্ক্ষণানাহ, শ্রোণিভেদ, বিড়ভেদ, উদাবর্ত্ত, খঞ্জত্ব, কুব্জত্ব, বামনত্ব, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল, পার্শ্বশূল, উদরবেষ্ট, হৃন্মোহ, হৃদ্দ্রব, বক্ষ-উপরোধ, বক্ষ-উদ্ঘর্ষ, বাহুশোষ, গ্রীবাস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, কণ্ঠোদ্ধংস, হনুস্তম্ভ, ওষ্ঠভেদ, দন্তভেদ, দন্তশৈথিল্য, মূকত্ব, বাগ্‌রোধ, কষায়াস্যতা, মুখশোষ, রসাজ্ঞান, ঘ্রাণনাশ, কর্ণ-

ব্যুদাসশ্চ, ভ্রূব্যুদাসশ্চ, শঙ্খভেদশ্চ, ললাটভেদশ্চ, শিরোরুক্ চ, কেশভূমিস্ফুটনঞ্চ, অর্দ্দিতঞ্চ, একাঙ্গরোগশ্চ, সর্ব্বাঙ্গরোগশ্চ, পক্ষবধশ্চ, আক্ষেপকশ্চ, দণ্ডকশ্চ, শ্রমশ্চ, ভ্রমশ্চ, বেপথুশ্চ, জৃম্ভা চ, বিষাদশ্চাতিপ্রলাপশ্চ, গ্লানিশ্চ, রৌক্ষ্যঞ্চ, পারুষ্যঞ্চ, শ্যাবারুণাবভাসতা চ, অস্বপ্নশ্চ, অনবস্থিতত্বঞ্চেত্যশীতির্বাতবিকারাঃ॥

বাতবিকারাণামপরিসংখ্যেয়ানামাবিষ্কৃত-তমা ব্যাখ্যাতাঃ সর্ব্বেষ্বপি খল্বেতেষু বাতবিকারেষূক্তেষু চানুক্তেষু বায়োরিদমাত্মরূপমপরিণামি কর্ম্মণশ্চ স্বলক্ষণং যদুপলভ্য তদবয়বং বা বিমুক্তসন্দেহা বাতবিকারমেবাধ্যবস্যন্তি কুশলাঃ॥ ১৩

তদ্‌যথা—

রৌক্ষ্যং লাঘবং বৈষদ্যং, শৈত্যং গতিরমূর্ত্তত্বঞ্চেতি বায়োরাত্মরূপাণি। এবংবিধত্বাচ্চ কর্ম্মণশ্চ স্বলক্ষণমিদমস্য ভবতি; তং শরীরাবয়বমাবিশতঃ স্রংসভ্রংশব্যাসঙ্গভেদ-সাদ-হর্ষ-তর্ষা-বর্ত্ত-মর্দ্দ-কম্প-চাল-তোদ-ব্যধ—বেষ্টভঙ্গাস্তথাখর-পরুষবিষদসুষিরতারুণকষায়-বিরসতা-শোষশূলসুপ্তিসঙ্কুচনস্তম্ভনানি বায়োঃ কর্ম্মাণি; তৈরন্বিতং বাতবিকারমেবাধ্যবস্যেৎ॥ ১৪

তং মধুরাম্ললবণ—স্নিগ্ধোষ্ণৈরুপক্রমৈরুপক্রমেত স্বেদ-স্নেহাস্থাপনানুবাসন-নস্তঃকর্ম্ম-ভোজনাভ্যঙ্গোৎসাদন-পরিষেকাদিভির্বাতহরৈর্মাত্রাং কালঞ্চ প্রমাণীকৃত্যাস্থাপনানুবাসন-সর্ব্বস্ত সোপক্রমেভ্যো বাতে প্রধানতমং মন্যন্তে ভিষজঃ॥ ১৫

তদ্ধ্যাদিত এব পক্বাশয়মনুপ্রবিশ্য কেবলং বৈকারিকং বাতমূলং ছিনত্তি। তত্রাবজিতে

শূল, অশব্দশ্রবণ, উচ্চৈঃশ্রবণ, বাধির্য্য, বর্ত্মস্তম্ভ, বর্ত্মসঙ্কোচ, তিমির, অক্ষিশূল, অক্ষিব্যুদাস, ভ্রূব্যুদাস, শঙ্খভেদ, ললাটভেদ, শিরঃশূল, কেশভূমিস্ফুটন, অর্দ্দিত, একাঙ্গরোগ, সর্ব্বাঙ্গরোগ, পক্ষাঘাত, আক্ষেপক, দণ্ডক, শ্রমবোধ, ভ্রম, কম্প, জৃম্ভা, বিষাদ, অজ্ঞানে প্রলাপ, গ্লানি, রুক্ষতা, মলকাঠিন্য, শ্যামবর্ণ বা অরুণ বর্ণ, অনিদ্রা ও চঞ্চলচিত্ততা; এই অশীতি প্রকার। ১২। অসংখ্য বায়ুরোগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আবিষ্কৃতগুলি এস্থলে বলা হইল। এই সমস্ত ও অন্যান্য যে সমস্ত বলা হইল না, সেই সমস্ত বায়ুরোগের এই প্রকার আত্মরূপ এবং অবিকৃত অবস্থার কর্ম্মলক্ষণ বা লক্ষণের একদেশ দেখিলেই বুদ্ধিমান্ বৈদ্যেরা সন্দেহশূন্য হইয়া বায়ুরোগ স্থির করিতে পারিবেন। ১৩। সেই বায়ুর লক্ষণ যথা;—রুক্ষতা, লঘুতা, বিশদতা, (পিচ্ছিলতার অভাব), শৈত্য, গতি, অমূর্ত্ততা (সূক্ষ্মতা) এই সকল বায়ুর আত্ম-স্বরূপ। শরীরস্থ বায়ু এবংবিধ বলিয়া শরীরের যে অংশে যখন আবিষ্ট হয়, তখন সে অংশে ইহার কার্য্য ও স্বলক্ষণ এইরূপ হইয়া থাকে; যথা,—স্রংস, ভ্রংশ, প্রসার অঙ্গভেদ, বিষাদ, হর্ষ, অনিবার্য্য তৃষ্ণা, আবর্ত্তন, (যথা ধনুস্তম্ভ), মর্দ্দনবৎ পীড়া, কম্প, চালন, তোদ (সূচীভেদবৎ পীড়া) ব্যধ (বেঁধা), বেষ্ট (রজ্জু দ্বারা বন্ধনের ন্যায় পীড়া), ভঙ্গ, কর্কশতা, পরুষতা, (মলকাঠিন্য), বিশদতা, সুষিরতা (শরীরের মধ্যে ছিদ্র হওয়া), অরুণ বর্ণ, কষায় আস্বাদ, রসাজ্ঞান, শোষ, শূল, সুপ্তি, সঙ্কুচন এবং স্তম্ভন; এই সকল বায়ুর লক্ষণ। ১৪। মধুর, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য দ্বারা বায়ুর চিকিৎসা করিবে। আর বাতঘ্ন স্বেদ, স্নেহ, আস্থাপন, অনুবাসন, নস্যকর্ম্ম, গুরুভোজন, অভ্যঙ্গ, উৎসাদন এবং পরিষেক প্রভৃতি সহকারে কাল ও মাত্রার অনুরূপ চিকিৎসা করিবে। বায়ুরোগের যত প্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে আস্থাপন ও অনুবাসনকেই চিকিৎসকেরা প্রধান উপায় বলিয়া মনে করেন। ১৫। আস্থাপন ও অনুবাসন প্রথমেই পক্বাশয়ে প্রবেশ করিয়া বিকারকারী বায়ুর মূলকে ছেদন করে। পক্বাশয়ে বায়ুর মূল ছিন্ন হই-

বাতেঽপি শরীরান্তর্গতা বাতবিকারাঃ প্রশান্তি-মাপদ্যন্তে। যথা বনস্পতের্মূলে ছিন্নে স্কন্দ-শাখাবরোহকুসুমফলপলাশাদীনাং নিয়তো বিনাশস্তদ্বৎ॥ ১৬

পিত্তবিকারাশ্চত্বারিংশদত ঊর্দ্ধং ব্যাখ্যা-স্যন্তে। তদ্‌যথা ;—ওষশ্চ, প্লোষশ্চ, দাহশ্চ, দবথুশ্চ, ধূমকশ্চ, অম্লকশ্চ, বিদাহশ্চ, অন্ত-র্দ্দাহশ্চ, অংসদাহশ্চ, উষ্মাধিক্যঞ্চ, অতিস্বেদ-শ্চাঙ্গগন্ধশ্চ, অঙ্গাবয়বদরণঞ্চ, শোণিতক্লেদশ্চ, মাংসক্লেদশ্চ, ত্বগ্দাহশ্চ, মাংসদাহশ্চ, ত্বঙ্মাংস-দরণঞ্চ, চর্ম্মদরণঞ্চ, রক্তকোঠাশ্চ, রক্তবিস্ফো-টাশ্চ, রক্তপিত্তঞ্চ, রক্তমণ্ডলানি চ, হরিতত্বঞ্চ, হারিদ্রত্বঞ্চ, নীলিকা চ, কক্ষ চ, কামলা চ, তিক্তাস্যতা চ, পূতিমুখতা চ, তৃষ্ণায়া আধিক্যঞ্চ অতৃপ্তিশ্চ, আস্যপাকশ্চ, গলপাকশ্চ, অক্ষি-পাকশ্চ, গুদপাকশ্চ, মেঢ্রপাকশ্চ, জীবাদানঞ্চ,

---

সেই শরীরের অন্তর্গত সমস্ত বায়ুবিকার প্রশান্ত হয়। যেমন বনস্পতির মূল ছিন্ন হইলে উহার স্কন্দ, শাখা, অবরোহ, কুসুম, ফল ও পলাশ প্রভৃতির বিনাশ হয়। ১৬। অনন্তর চত্বারিংশৎ পিত্তবিকার বর্ণনা করি-তেছি। যথা—ওষ (নিকটস্থ অগ্নিতাপের ন্যায় তাপবোধ), প্লোষ (অগ্নিদগ্ধ জ্বালার ন্যায় জ্বালা), দাহ, দবথু (শরীর যেন ধবক্ ধবক্ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ), ধূমক (ধূমনিঃসারণের ন্যায় বোধ), অম্লোদ্গার, বিদাহ, স্কন্ধদাহ, অন্তর্দ্দাহ, উদ্গার আধিক্য, অতিস্বেদ, অঙ্গগন্ধ, অঙ্গ ও অবয়বের বিদরণ, শোণিতের ক্লেদ, মাংসের ক্লেদ, ত্বগ্দাহ, মাংসদাহ, ত্বক্ ও মাংসের বিদরণ, চর্ম্মবিদরণ, রক্তবর্ণ কোঠ, রক্তবর্ণ বিস্ফোট, রক্তপিত্ত, রক্তমণ্ডল, হরিতবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ, (নীলিকা, নালিকা ব্যঙ্গ ও তিলকালক), কক্ষা (বাহুর পার্শ্বে, স্কন্ধে ও কক্ষে যে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত স্ফোটক হয়), কামলা, তিক্তাস্যতা, পূতিমুখতা, তৃষ্ণাধিক্য, অতৃপ্তি (কিছুতেই তৃপ্তি বোধ না হওয়া অথবা খাইলেও ক্ষুধাবোধ হওয়া), মুখ-

তমঃপ্রবেশশ্চ, হরিতহারিদ্রমূত্রনেত্রবর্চ্চস্ত্বঞ্চেতি চত্বারিংশৎ পিত্তবিকারাঃ। পিত্তবিকারাণাম-পরিসংখ্যেয়ানামাবিষ্কৃততমা ব্যাখ্যাতা ভবন্তি॥ ১৭

সর্ব্বেষ্বপি খল্বেতেষু পিত্তবিকারেষূক্তেষু চানুক্তেষু পিত্তস্যেদমাত্মরূপমপরিণামি কর্ম্মণশ্চ স্বলক্ষণং যত্তদুপলভ্য তদবয়বং বা বিমুক্ত-সন্দেহাঃ পিত্তবিকারমেবাধ্যবস্যন্তি কুশলাঃ॥১৮

তদ্‌যথা—

ঔষ্ণ্যং তৈক্ষ্ণ্যং লাঘবমনতিস্নেহো বর্ণশ্চ শুক্লারুণবর্জ্জো গন্ধশ্চ বিস্রো রসৌ চ কটু-কাম্লৌ পিত্তস্যাত্মরূপাণ্যেবংবিধস্যাচ্চ কর্ম্মণঃ স্বলক্ষণমিদমস্য ভবতি। তং তং শরীরাব-য়বমাবিশতো দাহোষ্মপাকস্বেদক্লেদকোথস্রাব-রাগাঃ, যথাস্বঞ্চ গন্ধবর্ণরসাভিনির্ব্বর্ত্তনং পিত্তস্য

পাক, গলপাক, অক্ষিপাক, গুদপাক, মেঢ্রপাক জীবন ক্ষয়, (কেহ বলেন, জীবশোণিতের ক্ষয়), অন্ধকারে প্রবেশের ন্যায় বোধ, হরিত ও হরিদ্রাবর্ণ ত্বক্ ; হরিত ও হরিদ্রাবর্ণ মূত্র, নেত্র, বিষ্ঠা, এই চল্লিশটী পিত্তব্যাধি। অসংখ্য পিত্তব্যাধির মধ্যে এইগুলি সর্ব্বাপেক্ষা আবিষ্কৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল থাকে। [পিত্তেও তৃষ্ণা হয়। পিত্তজনিত তৃষ্ণা বাতজ তৃষ্ণার ন্যায় অনিবার্য্য নহে।] ১৭। এই সমস্ত পিত্তবিকার ও যে সমস্ত পিত্ত-বিকার এস্থলে অনুক্ত আছে, তাহাদের আত্মধর্ম্ম, অবিকৃত অবস্থার কর্ম্মলক্ষণ বা লক্ষণদিগের একদেশ দেখিলেই বুদ্ধিমানেরা নিঃসন্দেহে পিত্তবিকার বলিয়া স্থির করি-বেন। ১৮। যথা ;—উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, লঘুতা, অনতিস্নিগ্ধতা, শুক্ল ও অরুণভিন্ন বর্ণ, দুর্গন্ধ, পূতি, কটু ও অম্লস্বাদ ; এই সকল পিত্তের আত্মধর্ম্ম। এইরূপ আত্মধর্ম্ম হওয়াতে, উহা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকুপিত হইলে, উহার কার্য্যগত লক্ষণ এইরূপ হইয়া থাকে, যথা ;—দাহ, উষ্মা (রক্তের তাপাধিক্য), পাক, স্বেদ, ক্লেদ, কোথ (পচা), স্রাব ও

কর্ম্মাণি; তৈরন্বিতং পিত্তবিকারমেবাধ্যবস্যেৎ ॥ ১৯ ॥

তং মধুরতিক্তকষায়শীতৈরুপক্রমৈরুপক্রমেত স্নেহবিরেকপ্রদেহপরিষেকাভ্যঙ্গাবগাহাদিভিঃ পিত্তহরৈর্মাত্রাং কালঞ্চ প্রমাণীকৃত্য। বিরেচনন্তু সর্ব্বোপক্রমেভ্যঃ পিত্তে প্রধানতমং মন্যন্তে ভিষজঃ ॥ ২০ ॥

তদ্ধ্যাদিত এবামাশয়মনুপ্রবিশ্য কেবলং বৈকারিকং পিত্তমূলঞ্চাপকর্ষতি। তত্রাবজিতে পিত্তেঽপি শরীরান্তর্গতাঃ পিত্তবিকারাঃ প্রশান্তিমাপদ্যন্তে। যথাগ্নৌ ব্যপোঢ়ে কেবলমগ্নিগৃহঞ্চ শীতং ভবতি তদ্বৎ ॥ ২১ ॥

শ্লেষ্মবিকারাশ্চ বিংশতিরত ঊর্দ্ধং ব্যাখ্যাস্যন্তে। তদ্‌যথা—তৃপ্তিশ্চ, তন্দ্রা চ, নিদ্রাধিক্যঞ্চ, স্তৈমিত্যঞ্চ, গুরুগাত্রতা চ, আলস্যঞ্চ মুখমাধুর্য্যঞ্চ, মুখস্রাবশ্চ, উদ্গারশ্চ, শ্লেষ্মোদ্গিরণঞ্চ, মলস্যাধিক্যঞ্চ, কণ্ঠোপলেপশ্চ, বলাসশ্চ, হৃদয়োপলেপশ্চ, ধমনীপ্রতিচয়শ্চ, গলগণ্ডশ্চ, অতিস্থৌল্যঞ্চ, শীতাগ্নিতা চ, উদর্দশ্চ, শ্বেতাবভাসতা চ, শ্বেতমূত্রনেত্রবর্চ্চস্ত্বঞ্চেতি বিংশতিঃ শ্লেষ্মবিকারাঃ ॥ ২২

শ্লেষ্মবিকারাণামপরিসংখ্যেয়ানামাবিষ্কৃততমা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৩

সর্ব্বেষপি তু খল্বেতেষু শ্লেষ্মবিকারেষন্যেষু চানুক্তেষু শ্লেষ্মণ ইদমাত্মরূপমপরিণামি কর্ম্মণশ্চ স্বলক্ষণং যদুপলভ্যতে তদবয়বং বা বিমুক্তসন্দেহাঃ শ্লেষ্মবিকারমধ্যবস্যন্তি কুশলাঃ ॥ ২৪

তদ্‌যথা—

শৈত্যগৌরবমাধুর্য্যমাৎসর্য্যাণি শ্লেষ্মণ আত্মরূপাণ্যেবংবিধত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ স্বলক্ষণমিদমস্য ভবতি। তং তং শরীরাবয়বমাবিশতঃ শ্বৈত্য-শৈত্যকণ্ডু-স্থৈর্য্য-গৌরব-স্নেহ-স্তম্ভসুপ্তি-ক্লেদোপদেহবন্ধমাধুর্য্যচিরকারিত্বানি শ্লেষ্মণঃ

রক্তিমা। এইরূপ গন্ধ, বর্ণ ও আস্বাদেও তদীয় ধর্ম্মের অনুরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই সকল লক্ষণযুক্ত হইলে পিত্তবিকার বলিয়াই স্থির করিবে। ১৯। পিত্তকে মধুর, তিক্ত কষায় ও শীতল দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অপর পিত্তনাশক স্নেহ, বিরেচন, প্রলেপ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ ও অবগাহ দ্বারা মাত্রা ও কাল অনুসারে চিকিৎসা করিবে। পিত্তের যত প্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে বিরেচন সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বৈদ্যেরা স্বীকার করেন। ২০। কারণ, বিরেচক ঔষধ আমাশয়ে (গ্রহণীতে) প্রবেশ করিয়াই বিকারকারী পিত্তের মূলকে সম্পূর্ণরূপে ছেদন করে। আমাশয়স্থ পিত্ত পরাভূত হইলে শরীরের অন্তর্গত সমস্ত পিত্তবিকার শান্ত হয়। যেমন গৃহস্থিত অগ্নি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে সেই গৃহ সম্পূর্ণরূপে শীতল হয়। ২১। অনন্তর বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মবিকার বর্ণনা করিতেছি। যথা;—তৃপ্ত্যভাব (আহার না করিয়াও আহার করার ন্যায় বোধ), তন্দ্রা, নিদ্রাধিক্য, স্তৈমিত্য, গাত্রগৌরব, আলস্য, মুখমাধুর্য্য, মুখস্রাব, উদ্গার, শ্লেষ্মোদ্গিরণ, মলাধিক্য, কণ্ঠের লিপ্ততা, বলাস, হৃদয়ের লিপ্ততা, ধমনীর স্থূলতা, গলগণ্ড, অতিস্থৌল্য, অগ্নিমান্দ্য, উদর্দ্দ এবং শ্বেতবর্ণ, শ্বেতমূত্র, শ্বেতনেত্র ও শ্বেতবিষ্ঠা; এই বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মবিকার। ২২। অসংখ্য শ্লেষ্মবিকারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আবিষ্কৃতগুলি ব্যাখ্যা করা হইল। ২৩। এই সমস্ত শ্লেষ্মবিকার ও যে সমস্ত শ্লেষ্মবিকার এস্থলে অনুক্ত হইয়াছে, তাহাদের আত্মধর্ম্ম, অবিকৃতাবস্থায় কার্য্যদিগের লক্ষণ বা লক্ষণদিগের একাংশ দেখিলেই বুদ্ধিমানেরা নিঃসন্দেহে শ্লেষ্মবিকার বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। ২৪। যথা;—শৈত্য, গৌরব, মাধুর্য্য ও মাৎসর্য্য (পড়িয়া পড়িয়া লোকের নিন্দা করা) এইগুলি শ্লেষ্মার আত্মধর্ম্ম। এইরূপ আত্মধর্ম্ম হওয়াতে উহা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কুপিত হইলে উহার কার্য্যগত লক্ষণ এইরূপ হইয়া থাকে, যথা;—শ্বেতবর্ণ, শৈত্য, কণ্ডু, দার্ঢ্য, গৌরব, স্নিগ্ধতা, স্তম্ভ, সুপ্তি,

কর্ম্মাণি, তৈরন্বিতং শ্লেষ্মবিকারমেবাধ্যবস্যেৎ ॥ ২৫

তং কটুক-তিক্তকষায়তীক্ষ্ণোষ্ণরূক্ষৈরুপক্রমেত স্বেদনবমনশিরোবিরেচনব্যায়ামাদিভিঃ শ্লেষ্মহরৈর্মাত্রাং কালঞ্চ প্রমাণীকৃত্য। বমনন্তু সর্ব্বোপক্রমেভ্যঃ শ্লেষ্মণি প্রধানতমং মন্যন্তে ॥ ২৬

তদ্ধ্যাদিত এবামাশয়মনুপ্রবিশ্য কেবলং বৈকারিকং শ্লেষ্মমূলমপকর্ষতি। তত্রাবজিতে শ্লেষ্মণ্যপি শরীরান্তর্গতাঃ শ্লেষ্মবিকারাঃ প্রশান্তিমাপদ্যন্তে। যথা ভিন্নে কেদারসেতৌ শালিযবযষ্টিকাদীন্যভিষ্যন্দমানানি অম্ভসা প্রশোষমাপদ্যন্তে তদ্বদিতি ॥ ২৭

ভবন্তি চাত্র।

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাজ্জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥
যস্তু রোগমবিজ্ঞায় কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্।
অপ্যৌষধবিধানজ্ঞস্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া ॥ ২৯
যস্তু রোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বভৈষজ্যকোবিদঃ।
দেশকালপ্রমাণজ্ঞস্তস্য সিদ্ধিরসংশয়ম্ ॥ ৩০

তত্র শ্লোকাঃ।

সংগ্রহঃ প্রকৃতির্দেশো বিকারমুখমীরণম্।
অসন্দেহোঽনুবন্ধশ্চ রোগাণাং সম্প্রকাশিতঃ ॥
দোষস্থানানি রোগাণাং গণা নানাত্মজাশ্চ যে।
রূপং পৃথক্ত্বাদ্দোষাণাং কর্ম্ম চাপরিণামি যৎ ॥
পৃথক্ত্বেন চ দোষাণাং নির্দ্দিষ্টাঃ সমুপক্রমাঃ।
সম্যঙ্ মহতি রোগাণামধ্যায়ে তত্ত্বদর্শিনা ॥ ৩১

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সূত্রস্থানে রোগচতুষ্কে মহারোগাধ্যায়ো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

ক্লম, ক্লেদ, উপলেপ (কফলিপ্ততা), বদ্ধতা মাধুর্য্য ও চিরকারিত্ব; এই সকল শ্লেষ্মার কর্ম্ম। এই সকল লক্ষণযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার বিকার হইয়াছে বলিয়াই মনে করিতে হইবে। ২৫। শ্লেষ্মাকে কটু, কষায়, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও রুক্ষ চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আর শ্লেষ্মনাশক স্বেদ, বমন, শিরোবিরেচন ও ব্যায়াম প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা কাল ও মাত্রা বিচারপূর্ব্বক শ্লেষ্মার চিকিৎসা করিবে। শ্লেষ্মার যত প্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে বমনকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা বলিয়া মনে করেন। ২৬। কারণ, বমনকারক ঔষধ প্রথমেই আমাশয়ে (পাকস্থলীতে) প্রবেশ করিয়া বিকারকারী শ্লেষ্মার মূলকে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করে। শ্লেষ্মার মূল নষ্ট হইলে শরীরের সমস্ত শ্লেষ্মবিকার শান্তি প্রাপ্ত হয়। যেমন ক্ষেত্রের আলি ভাঙ্গিয়া গেলে জলসেচন-সঞ্জাত শালি-যব-যষ্টিক প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হয়। ২৭। উপসংহার,—অগ্রে রোগ পরীক্ষা করিবে; পরে ঔষধ পরীক্ষা করিবে; অনন্তর চিকিৎসক জ্ঞানপূর্ব্বক চিকিৎসা আরম্ভ করিবেন। ২৮। যে বৈদ্য রোগ না চিনিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করেন, তিনি ঔষধ প্রয়োগে অভিজ্ঞ হইলেও তাঁহার সিদ্ধি যদৃচ্ছাক্রমে হয় অর্থাৎ হইতেও পারে; নাও হইতে পারে। ২৯। যিনি রোগসমূহের প্রভেদ জ্ঞাত আছেন, যিনি সর্ব্ব ভৈষজ্যবিৎ এবং দেশ কাল মাত্রায় অভিজ্ঞ, তাঁহার সিদ্ধি নিশ্চিত হইয়া থাকে। ৩০।

এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—

এই মহারোগাধ্যায়ে রোগের সংগ্রহ, প্রকৃতি, দেশ, কারণ, উদ্দীপন-কারণ, রোগনির্ণয় সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকিবার উপায় ও রোগদিগের অনুবন্ধ এবং দোষদিগের স্থান, রোগদিগের গণ, রোগদিগের নানাবিধত্ব, নিজরোগ, দোষদিগের পৃথক্ পৃথক্ রূপ, কর্ম্মগত লক্ষণ ও দোষদিগের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা, তত্ত্বদর্শী মহর্ষি পুনর্ব্বসু কর্ত্তৃক বিবৃত হইল। ৩১।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একোবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ

অথাতোঽষ্টৌনিন্দিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

ইহ খলু শরীরমধিকৃত্যাষ্টৌ পুরুষা নিন্দিতা ভবন্তি। তদ্‌যথা—অতিদীর্ঘশ্চাতি-হ্রস্বশ্চাতি-লোমা চালোমা চাতিকৃষ্ণশ্চাতিগৌরশ্চাতি-স্থূলশ্চাতিকৃশশ্চেতি॥ ২

তত্রাতিস্থূলকৃশয়োর্ভূয় এবাপরে নিন্দিত-বিশেষা ভবন্তি। অতিস্থূলস্য তাবদায়ুষো হ্রাসঃ জরোপরোধঃ কৃচ্ছ্রব্যবায়তা দৌর্ব্বল্যং দৌর্গন্ধ্যং স্বেদাবাধঃ ক্ষুদতিমাত্রং পিপাসাতি-যোগশ্চেতি ভবন্ত্যষ্টৌ দোষাঃ

তদতিস্থৌল্যমতিসম্পূরণাদ্‌গুরুমধুরশীত-স্নিগ্ধোপযোগাদব্যায়ামাব্যবায়াদ্ দিবাস্বপ্নাচ্চ-হর্ষনিত্যত্বাদচিন্তনাদ্বীজস্বভাবাচ্চোপজায়স্তে॥ ৪

তস্যাতিমাত্রং মেদস্বিনো মেদ এবোপ-চীয়তে, নেতরে ধাতবস্তস্মাদস্যায়ুষো হ্রাসঃ, শৈথিল্যাৎ সৌকুমার্য্যাদ্‌গুরুত্বাচ্চ মেদসো জরোপরোধঃ, শুক্রাবহুত্বান্মেদসাবৃতমার্গত্বাৎ কৃচ্ছ্রব্যবায়তা,দৌর্ব্বল্যমসমত্বাদ্ধাতূনাং, দৌর্গন্ধ্যং মেদোদোষান্মেদসঃ স্বভাবত্বাৎ স্বেদনত্বাচ্চ মেদসঃ,শ্লেষ্মসংসর্গাদ্বিষ্যন্দিত্বাচ্চ বহুত্বাদ্ব্যায়ামা-সহত্বাৎ স্বেদাবাধঃ, তীক্ষ্ণাগ্নিত্বাৎ প্রভূতকোষ্ঠ-বায়ুত্বাচ্চ ক্ষুদতিমাত্রং পিপাসাতিযোগশ্চেতি॥৫

ভবন্তি চাত্র।

মেদসাবৃতমার্গত্বাদ্বায়ুঃ কোষ্ঠে বিশেষতঃ।
চরন্ সন্ধুক্ষয়ত্যগ্নিমাহারং শোষয়ত্যপি॥
তস্মাৎ স শীঘ্রং জরয়ত্যাহারঞ্চাবকাঙ্ক্ষতি।
বিকারাংশ্চাশ্নুতে ঘোরান্ কিঞ্চিৎ কাল-
ব্যতিক্রমাৎ॥
এতাবুপদ্রবকরৌ বিশেষাদগ্নিমারুতৌ।
এতৌ হি দহতঃ স্থূলং বনদাবো বনং যথা॥ ৬

একবিংশ অধ্যায়।

এর আমরা অষ্টৌনিন্দিতীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব,এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। শরীর সম্বন্ধে আট প্রকার পুরুষ নিন্দিত হইয়া থাকেন। যথা;—অতি-দীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, অতিলোমা, অলোমা, অতি-কৃষ্ণ, অতিগৌর, অতিস্থূল ও অতিকৃশ। ২। তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদে অতিস্থূল ও অতিকৃশের নিন্দাই বিবৃত হইবার যোগ্য। অতিস্থূল হইলে আয়ুর হ্রাস, অকালজরা, উপরোধ (স্রোতঃসমূহের রুদ্ধতা), স্ত্রী-সংসর্গে কষ্ট, দৌর্ব্বল্য, দৌর্গন্ধ্য, স্বেদ, অতিমাত্র ক্ষুধা ও পিপাসার অতিযোগ হইয়া থাকে। ৩। সেই অতিস্থৌল্য অতিতর্পণ, গুরু ও মধুর শীত ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, অপরিশ্রম অব্যবায় (স্ত্রীসংসর্গ না করা), দিবানিদ্রা, সদা সন্তোষ, অচিন্তা ও পৈতৃক স্বভাব হেতু ঘটিয়া থাকে। ৪। মেদস্বী ব্যক্তির মেদই বৃদ্ধি হইতে থাকে, অন্যান্য ধাতুর বৃদ্ধি হয় না। সেইজন্য ইহার আয়ুর হ্রাস হইয়া থাকে। দেহের শৈথিল্য, সৌকুমার্য্য ও মেদের গুরুতা বশতঃ জরা ও উপরোধ (স্রোতঃসমূহের রুদ্ধতা) হয়। শুক্রধাতুর অল্পতা অথচ মেদকর্ত্তৃক মার্গ আবৃত হওয়াতে স্ত্রীসংসর্গে কষ্ট হয়। ধাতুসমূহের সমতা না থাকাতে দৌর্ব্বল্য হয়। মেদের দোষ মেদের স্বভাব ও মেদের স্বেদনতা হেতু শরীরের দৌর্ব্বল্য হয়। শ্লেষ্মার সংসর্গ, ক্লিন্নতা, স্থূলতা ও পরিশ্রমের অসহতা বশতঃ স্বেদের প্রবর্ত্তন হয়। অগ্নির তীক্ষ্ণতা ও কোষ্ঠবায়ুর আধিক্য বশতঃ অতিশয় ক্ষুধা ও পিপাসা হয়। ৫। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মেদোধাতু কর্ত্তৃক আবৃত হওয়াতে বায়ু কোষ্ঠে বিশেষরূপে বিচ-রণ করে এবং অগ্নিতে প্রজ্বলিত করিয়া আহা-রকে শুষ্ক করিয়া থাকে। সেইজন্য মেদস্বী ব্যক্তি শীঘ্র আহার পরিপাক করে এবং পুন-পুনঃ আহার করিতে চায় আর আহার করিতে বিলম্ব হইলে ঘোরতর রোগসমূহ ভোগ করিয়া থাকে। মেদস্বীর শরীরে অগ্নি ও পবন এই-রূপে উপদ্রব করে এবং দাবাগ্নি যেমন বনকে

মেদস্তস্তীবসংবৃদ্ধে সহসৈবানিলাদয়ঃ।
বিকারান্ দারুণান্ কৃত্বা নাশয়ন্ত্যাশু জীবিতম্।
মেদোমাংসাতিবৃদ্ধত্বাচ্চলস্ফিগুদরস্তনঃ।
অযথোপচয়োৎসাহো নরোঽতিস্থূল উচ্যতে॥
ইতি মেদস্বিনো দোষা হেতবো রূপমেব চ।
নির্দ্দিষ্টং বক্ষ্যতে বাচ্যমতিকার্শ্যেঽপ্যতঃপরম্।
সেবা রুক্ষান্নপানানাং লঙ্ঘনং প্রমিতাশনম্।
ক্রিয়াতিযোগঃ শোকশ্চ বেগনিদ্রাবিনিগ্রহঃ॥
রুক্ষস্যোদ্বর্ত্তনং স্নানানভ্যাসঃ প্রকৃতির্জরা।
বিকারানুশয়ঃ ক্রোধঃ কুর্ব্বন্ত্যতিকৃশং নরম্॥ ৮
ব্যায়ামমতিসৌহিত্যং ক্ষুৎপিপাসামথৌষধম্।
কৃশো ন সহতে তদ্বদতিশীতোষ্ণমৈথুনম্॥
প্লীহা কাসঃ ক্ষয়ঃ শ্বাসো গুল্মার্শাংস্যুদরাণি চ
কৃশং প্রায়োঽভিধাবন্তি রোগাশ্চ গ্রহণী মতাঃ॥৯

দগ্ধ করে, সেইরূপ স্থূল ব্যক্তিকে দগ্ধ করিয়া থাকে। ৬। মেদ সহসা অতিবৃদ্ধি পাইলে বাত পিত্ত কফ নানাবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া প্রাণনাশ করে। মেদ ও মাংসের অতি বৃদ্ধি হওয়াতে নিতম্ব, উদর ও স্তন বলিত হইতে থাকে। এইরূপ অযথা বৃদ্ধি-সম্পন্ন হইলে সেই ব্যক্তিকে অতিস্থূল কহে। এইরূপে মেদস্বী ব্যক্তির দোষ, হেতু ও রূপ কথিত হইল। অনন্তর অতিকৃশতা বশতঃ যাহা কর্ত্তব্য আছে, তাহা বলিতেছি। ৭। রুক্ষান্ন-পান-সেবন, লঙ্ঘন, অল্পভোজন, অতিশোধন (বা অতিশ্রম), শোক, বেগধারণ, জাগরণ, রুক্ষ দ্রব্যাদির উদ্বর্ত্তন (মাখা), স্নানের অনভ্যাস, কৃশতা সম্বন্ধে স্বভাবের অনুকূলতা, জরা, সর্ব্বদা রোগ এবং ক্রোধশীলতা; এই সকল মানুষকে অতিকৃশ করিয়া থাকে। ৮। পরিশ্রম, অতিসৌহিত্য (অত্যন্ত পেট ভরিয়া আহার করা) ক্ষুৎ-পিপাসা, অধিক ঔষধপান, অতিশয় শৈত্য, উষ্ণ ও মৈথুন; কৃশ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে না। আর প্লীহা, কাস, ক্ষয়, শ্বাস, গুল্ম, অর্শ ও উদর রোগ কৃশ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। আর কৃশ ব্যক্তির গ্রহণীও হইতে পারে। ৯। কৃশ

শুষ্কস্ফিগুদরগ্রীবো ধমনীজালসন্ততঃ।
ত্বগস্থিশেষোঽতিকৃশঃ স্থূলপর্ব্বা নরো মতঃ॥১০
সততং ব্যাধিতাবেতাবতিস্থূলকৃশৌ নরৌ।
সততঞ্চোপচর্য্যৌ হি কর্ষণৈর্বৃংহণৈরপি॥ ১১
স্থৌল্যকার্শ্যে বরং কার্শ্যং সমোপকরণৌ হি তৌ।
যদ্যুভৌ ব্যাধিরাগচ্ছেৎ স্থূলমেবাতিপীড়য়েৎ
সমমাংসপ্রমাণস্তু সমসংহননো নরঃ।
দৃঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদ্ব্যাধীনাং ন বলেনাভিভূয়তে॥ ১৩
ক্ষুৎপিপাসাতপসহঃ শীতব্যায়ামসংসহঃ।
সমপক্তা সমজরঃ সমমাংসচয়ো মতঃ॥১৪
গুরু চাতর্পণঞ্চেষ্টং স্থূলানাং কর্ষণং প্রতি।
কৃশানাং বৃংহণার্থঞ্চ লঘু সন্তর্পণঞ্চ যৎ॥ ১৫
বাতঘ্নান্যন্নপানানি শ্লেষ্মমেদোহরাণি চ।

ব্যক্তির নিতম্ব, উদর ও গ্রীবা শুষ্ক হয়। শরীর শিরাসমূহে ব্যাপ্ত হয়। ত্বক্ ও অস্থি শুষ্ক হয়, অথচ পর্ব্বস্থান (গাঁইট বা সন্ধি) সকল অতিশয় স্থূল হইয়া থাকে। ১০। স্থূল ও কৃশ উভয়েই সর্ব্বদা রোগগ্রস্ত হয়। ইহারা যথা-ক্রমে লঙ্ঘন ও বৃংহণ দ্বারা সর্ব্বদাই চিকিৎস-নীয়। ১১। স্থৌল্য ও কৃশতা এই উভয়ের উপকরণ তুল্য হইলেও রোগের সময় স্থূলকে অধিক কষ্ট পাইতে হয়। [অরুণদত্ত কহেন যে, বিসূচিকা প্রভৃতি স্বেদসাধ্য রোগ কৃশের হইলে সাধ্য; কিন্তু স্থূলের হইলে অসাধ্য। যেহেতু স্থূলকে স্বেদ দেওয়া বিধি নহে, অথচ বিসূচিকা প্রভৃতি স্বেদসাধ্য রোগে স্থূলের চিকিৎসা হওয়া কঠিন] ১২। যাহাদের শরীরে মাংসের পরিমাণ সমান এবং কলেবর সমান, তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল দৃঢ় হয় বলিয়া ব্যাধি-বল তাহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। ১৩। যে ক্ষুৎ, পিপাসা ও আতপ সহ্য করিতে পারে, শীত ও পরিশ্রম সহ্য করিতে পারে, যাহার পাকশক্তির বৈষম্য নাই, যাহার অকালে জরা উপস্থিত না হয়, সে কখন অতিকৃশ বা অতিস্থূল হয় না। ১৪। স্থূল ব্যক্তিকে কৃশ করাইতে হইলে গুরু ও লঙ্ঘন দ্রব্য সেবন করাইবে। কৃশদিগকে পুষ্ট করিবার জন্য

রূক্ষোষ্ণা বস্তয়স্তীক্ষ্ণা রূক্ষাণ্যুদ্বর্ত্তনানি চ ॥
গুড়ূচীভদ্রমুস্তানাং প্রয়োগস্ত্রৈফলস্তথা।
তক্রারিষ্টপ্রয়োগশ্চ প্রয়োগো মাক্ষিকস্য চ ॥
বিড়ঙ্গনাগরং ক্ষারঃ কাললোহরজো মধু।
যবামলকচূর্ণঞ্চ প্রয়োগঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥
বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য প্রয়োগঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
শিলাজতুপ্রয়োগশ্চ সাগ্নিমন্থরসো শিলা ॥
প্রসাতিকা প্রিয়ঙ্গুশ্চ শ্যামাকা যবকা যবাঃ।
জূর্ণাহ্বাঃ কোদ্রবা মুদ্গাঃ কুলত্থাশ্চক্রমর্দ্দকাঃ ॥
আঢ়কীনাঞ্চ বীজানি পটোলামলকৈঃ সহ।
ভোজনার্থং প্রযোজ্যানি পানঞ্চানু মধূদকম্ ॥
অরিষ্টাংশ্চানুপানার্থে মেদোমাংসকফাপহান্।
অতিস্থৌল্যবিনাশায় সংবিভজ্য প্রযোজয়েৎ ॥
প্রজাগরং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ।
স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাভিপ্রবর্দ্ধয়েৎ ॥১৬

স্বপ্নো হর্ষঃ সুখা শয্যা মনসো নির্বৃতিঃ শমঃ।
চিন্তাব্যবায়ব্যায়ামবিরামঃ প্রিয়দর্শনম্ ॥
নবান্নানি নবং মদ্যং গ্রাম্যানূপৌদকা রসাঃ।
সংস্কৃতানি চ মাংসানি দধি সর্পিঃ পয়াংসি চ ॥
ইক্ষবঃ শালয়ো মাষা গোধূমা গুড়বৈকৃতম্।
বস্তয়ঃ স্নিগ্ধমধুরাস্তৈলাভ্যঙ্গশ্চ সর্ব্বদা ॥
স্নিগ্ধমুদ্বর্ত্তনং স্নানং গন্ধমাল্যনিষেবণম্।
শুক্লো বাসো যথাকালং দোষাণামবসেচনম্ ॥
রসায়নানাং বৃষ্যাণাং যোগানামুপসেবনম্।
হন্ত্যাতিকার্শ্যমাধত্তে নৃণামুপচয়ং পরম্ ॥ ১৭
অচিন্তনাচ্চ কার্য্যাণাং ধ্রুবং সন্তর্পণেন চ।
স্বপ্নপ্রসঙ্গাচ্চ নরো বরাহ ইব পুষ্যতি ॥ ১৮
যদা তু মনসি ক্লান্তে কর্ম্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ।
বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তন্তে তদা স্বপিতি মানবঃ ॥ ১৯
নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টিঃ কার্শ্যং বলাবলম্।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং ন চ ॥ ২০

লঘু অথচ সন্তর্পন দিবে। ১৫। স্থূলের চিকিৎসায় বাতঘ্ন ও শ্লেষ্মমেদোহারক অন্নপান ব্যবস্থা করিবে। রূক্ষ, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ বস্তি দিবে। রূক্ষ, উদ্বর্ত্তন সকল প্রয়োগ করিবে। গুড়ূচী ও ভদ্রমুস্তার ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ, তক্র ও অরিষ্ট, মধু, বিড়ঙ্গ, শুঁট, যবক্ষার, কাললোহচূর্ণ ও মধু, যব, আমলকীচূর্ণ এই সকলের প্রয়োগ উৎকৃষ্ট। মধুযুক্ত বিল্বাদি পঞ্চমূল (বেলছাল, শোণাছাল, গামারছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারীছাল), শিলাজতু, অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী) রস এবং মনঃশিলা প্রয়োগ করিবে। প্রসাতিকা ধান্য (উড়ি-ধান), প্রিয়ঙ্গু, শ্যামাধান, যবক (ক্ষুদ্রযব), যব, জূর্ণ (জনার), কোদ্রব, মুদ্গ, কুলত্থ, চক্রমর্দ্দ, অড়হর, পটোল বা পলতা, ও আমলকীর যূষ ভোজনার্থ প্রদান করিবে এবং মধু অনুপান করিবে। অনুপানার্থ মেদোনাশক, স্থৌল্যনাশক ও কফনাশক অরিষ্টও দেওয়া যাইতে পারে। যিনি দেহের স্থূলতা নাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি জাগরণ, স্ত্রীসংসর্গ পরিশ্রম ও চিন্তা, এই কয়েকটী অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বৃদ্ধি করিবেন। ১৬।

নিদ্রা, হর্ষ, সুখকর শয্যা, সন্তোষ, শান্তি, অচিন্তা, স্ত্রীসংসর্গ-বিরাগ, পরিশ্রমে বিরাগ, প্রিয়জন-সাক্ষাৎকার, নব অন্ন, নব মদ্য, গ্রাম্য জন্তু, আনূপ জন্তু ও জলচর জন্তুর মাংসরস, সুসংস্কৃত মাংস, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষু, শালি, মাষকলায়, গোধুম, গুড়-বিকৃতি (চিনি প্রভৃতি), স্নিগ্ধ ও মধুর বস্তি-সমূহ সর্ব্বদা তৈলাভ্যঙ্গ, স্নিগ্ধ উদ্বর্ত্তন, স্নান, গন্ধমাল্যধারণ, শুক্লবসন, যথাকালে শোধন, রসায়ন ও বৃষ্য যোগসমূহ সেবন; এই সকল দ্রব্য ও উপায় অতিকৃশতা নাশ করিয়া মানবদিগের পরম পুষ্টি সাধন করে। ১৭। কার্য্যাদির চিন্তা না করিয়া সদা সন্তর্পণ ও নিদ্রাপ্রসঙ্গ করিলে মানব শূকরের ন্যায় পুষ্ট হইয়া থাকে। ১৮। মন ক্লান্ত হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ক্লান্ত হইয়া বিষয় হইতে ক্ষান্ত হয়, মানব তখনই নিদ্রিত হইয়া থাকে। ১৯। সুখদুঃখ, পুষ্টিকার্শ্য, বলাবল, বৃষতা ও ক্লীবতা, জ্ঞান ও অজ্ঞান এবং জীবন ও মরণ এই সমস্তই নিদ্রার আয়ত্ত। ২০।

অকালেঽতিপ্রসঙ্গাচ্চ ন চ নিদ্রা নিষেবিতা।
সুখায়ুষী পরাকুর্য্যাৎ কালরাত্রিরিবাগতা নরম্ ॥
সৈব যুক্তা পুনর্যুঙ্ক্তে নিদ্রা দেহং সুখায়ুষা।
পুরুষং যোগিনং সিদ্ধ্যা সত্যা বুদ্ধিরিবাগতা ॥২১
গীতাধ্যয়নমদ্যস্ত্রীকর্ম্মভারাধ্বকর্শিতাঃ।
অজীর্ণিনঃ ক্ষতাঃ ক্ষীণা বৃদ্ধা বালাস্তথাবলাঃ ॥
তৃষ্ণাতীসারশূলার্ত্তাঃ শ্বাসিনো হিক্কিনঃ কৃশাঃ।
পতিতাভিহতোন্মত্তাঃ ক্লান্তা যানপ্রজাগরৈঃ ॥
ক্রোধশোকভয়ক্লান্তা দিবাস্বপ্নোচিতাশ্চ যে।
সর্ব্ব এতে দিবাস্বপ্নং সেবেরন্ সার্ব্বকালিকম্ ॥২২
ধাতুসাম্যাৎ তথা হ্যেষাং বলঞ্চাপ্যুপজায়তে।
শ্লেষ্মা পুষ্ণাতি চাঙ্গানি স্থৈর্য্যং ভবতি চায়ুষঃ ॥২৩
গ্রীষ্মে চাদানরুক্ষাণাং বর্দ্ধমানে চ মারুতে।
রাত্রীণাঞ্চাতিসংক্ষেপাদ্দিবাস্বপ্নঃ প্রশস্যতে ॥ ২৪
গ্রীষ্মবর্জ্জেষু কালেষু দিবাস্বপ্নাৎ প্রকুপ্যতঃ।
শ্লেষ্মপিত্তে দিবাস্বপ্নস্তস্মাদন্যেষু নেষ্যতে ॥ ২৫
মেদস্বিনঃ স্নেহনিত্যাঃ শ্লেষ্মলাঃ শ্লেষ্মরোগিণঃ
দূষীবিষার্ত্তাশ্চ দিবা ন শয়ীরন্ কদাচন ॥ ২৬
হলীমকঃ শিরঃশূলং স্তৈমিত্যং গুরুগাত্রতা।
অঙ্গমর্দ্দোঽগ্নিনাশশ্চ প্রলেপো হৃদয়স্য চ।
শোথারোচকহৃল্লাসপীনসার্দ্ধাবভেদকাঃ।
কোঠাশ্চ পিড়কাঃ কণ্ডুস্তন্দ্রা কাসো গলাময়াঃ।
স্মৃতিবুদ্ধিপ্রমোহাশ্চ সংরোধঃ স্রোতসাং জ্বরঃ।
ইন্দ্রিয়াণামসামর্থ্যং বিষবেগপ্রবর্ত্তনম্ ॥
ভবেন্নৃণাং দিবাস্বপ্নস্যাহিতস্য নিষেবণাৎ।
তস্মাদ্ধিতাহিতং স্বপ্নং বুদ্ধ্বা স্বপ্যাৎ সুখং বুধঃ ॥ ২৭
রাত্রৌ জাগরণং রুক্ষং স্নিগ্ধঞ্চ স্বপনং দিবা।
অরুক্ষমনভিষ্যন্দি ত্বাসীনপ্রচলায়িতম্ ॥ ২৮

অকালে বা অধিক পরিমাণে নিদ্রা সেবন অথবা নিদ্রা একবারে সেবন না করিলে মানুষের সুখ ও আয়ু কাল-রাত্রির উষাকালের ন্যায় শেষ হইয়া থাকে। আর যেরূপ যোগী পুরুষ সিদ্ধিলাভ করিলে তাঁহার সত্য বুদ্ধি আগত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিদ্রা যুক্তিপূর্ব্বক সেবিত হইলে দেহের সুখ ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। ২১। যাহারা গীত, অধ্যয়ন, মদ্য-পান, স্ত্রীসংসর্গ, কর্ম্ম, ভারবহন ও পথভ্রমণ দ্বারা ক্লান্ত হইয়াছে; যাহারা অজীর্ণরোগী, ক্ষতরোগী বা ক্ষীণরোগী; যাহারা বৃদ্ধ বা বালক বা দুর্ব্বল; যাহারা তৃষ্ণা, অতিসার ও শূলরোগে আক্রান্ত; যাহারা কাসরোগী বা হিক্কাগ্রস্ত বা কৃশ, যাহারা পতিত, আহত বা উন্মত্ত, যাহারা যানারোহণ ও রাত্রি জাগরণ দ্বারা শ্রান্ত; যাহারা ক্রোধ, শোক ও ভয়ে ক্লান্ত এবং যাহাদের দিবানিদ্রা অভ্যস্ত, তাহারা সকলেই সর্ব্বকালে দিবানিদ্রা সেবন করিবে। [এই সকল রোগী এই সকল রোগের উপদ্রবকালে দিবানিদ্রা যাইবেন; নতুবা।] ২২। দিবানিদ্রাযোগে এই সকল লোকের ধাতুসাম্য হওয়াতে বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। দিবাজনিত শ্লেষ্মা ইহাদের অঙ্গসমূহ পুষ্ট করিয়া থাকে। তাহাতে ইহাদের আয়ু দৃঢ় হয়। ২৩। গ্রীষ্মকালে লোকের শরীর উত্তরায়ণ-কালধর্ম্মে রুক্ষ হয়। তখন বায়ু সঞ্চিত হইতে থাকে। রাত্রির অত্যন্ত অল্পতা হয়। এই জন্য তৎকালে দিবানিদ্রা প্রশস্ত। ২৪। গ্রীষ্ম ভিন্ন অপর কালে কফ ও পিত্ত দিবানিদ্রা হেতু কুপিত হয়। সেই জন্য অপর কালে দিবানিদ্রা প্রশস্ত নহে। ২৫। মেদস্বী, স্নেহসেবাপরায়ণ, শ্লেষ্মপ্রধানধাতু, শ্লেষ্ম-রোগ-গ্রস্ত ও দূষী-বিষার্ত্ত ব্যক্তিগণ কদাপি দিবসে নিদ্রা যাইবে না। ২৬। অসময়ে বা অতিশয় নিদ্রা সেবন করিলে মানবদিগের হলীমক শিরঃশূল, স্তৈমিত্য, গাত্রভার, অঙ্গমর্দ্দ, অগ্নি-নাশ, হৃদয়ের উপলেপ (কফলিপ্তভাব), শোথ, ও অরুচি, হৃল্লাস, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক, কোঠ, পিড়কা, কণ্ডু, তন্দ্রা, কাস, গলরোগ, স্মৃতিনাশ, বুদ্ধিনাশ, স্রোতোরোধ, জ্বর, ইন্দ্রিয়াদিগের সামর্থ্যহীনতা ও বিষের বেগবৃদ্ধি হয়। অতএব নিদ্রা কোন্ স্থলে হিত বা অহিতকর, তাহা বিবেচনা করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যাইবেন। ২৭। রাত্রিজাগরণ রুক্ষ এবং দিবানিদ্রা স্নিগ্ধ। বসিয়া বসিয়া ঢোলা

দেহবৃত্তৌ যথাহারস্তথা স্বপ্নঃ সুখো মতঃ।
স্বপ্নাহারসমুত্থে চ স্থৌল্যকার্শ্যে বিশেষতঃ॥
অভ্যঙ্গোৎসাদনং স্নানং গ্রাম্যানূপৌদকা রসাঃ
শাল্যন্নং সদধিক্ষীরং স্নেহো মদ্যং মনঃসুখম্॥
মনসোঽনুগুণা গন্ধাঃ শব্দাঃ সংবাহনানি চ।
চক্ষুষস্তর্পণং লেপঃ শিরসো বদনস্য চ॥
স্বাস্তীর্ণং শয়নং বেশ্মসুখং কালস্তথোচিতঃ।
আনয়ন্ত্যচিরান্নিদ্রাং প্রনষ্টাং যানিমিত্ততঃ॥ ৩০
কায়স্য শিরসশ্চৈব বিরেকশ্ছর্দনং ভয়ম্।
চিন্তা ক্রোধস্তথা ধূমো ব্যায়ামো রক্তমোক্ষণম্
উপবাসোঽসুখা শয্যা সত্ত্বোদার্য্যং তমোজয়ঃ।
নিদ্রাপ্রসঙ্গমহিতং বারয়ন্তি সমুত্থিতম্॥ ৩১
এত এব চ বিজ্ঞেয়া নিদ্রানাশস্য হেতবঃ।
কার্য্যং কালো বিকারশ্চ প্রকৃতির্বায়ুরেব চ॥৩২
তমোভবা শ্লেষ্মসমুদ্ভবা চ
মনঃশরীরশ্রমসম্ভবা চ।
আগন্তুকী ব্যাধ্যনুবর্ত্তিনী চ
রাত্রিস্বভাবপ্রভবা চ নিদ্রা॥
রাত্রিস্বভাবপ্রভবা মতা যা
তাং ভূতধাত্রীং প্রবদন্তি নিদ্রাম্।
তমোভবামাহুরঘস্য মূলং
শেষং পুনর্ব্যাধিষু নির্দ্দিশন্তি॥ ৩৩

তত্র শ্লোকাঃ।

নিন্দিতাঃ পুরুষাস্তেষাং যৌ বিশেষেণ নিন্দিতৌ।
নিন্দিতে কারণং দোষাস্তয়োর্নিন্দিতভেষজম্
যেভ্যো যদা হিতা নিদ্রা যেভ্যশ্চাপ্যহিতা যদা।
অতিনিদ্রানিদ্রয়োশ্চ ভেষজং যচ্চ বা চ সা॥
যা যা যথাপ্রভাবা চ নিদ্রা তৎ সর্ব্বমত্রিজঃ।
অষ্টৌনিন্দিতসংখ্যাতে ব্যাজহার পুনর্ব্বসুঃ॥ ৩৪
ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে যোজনাচতুষ্কেঽষ্টৌনিন্দিতীয়ো
নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

রুক্ষও নয়, আবার স্নিগ্ধও নয়। ২৮। দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ আহার যেরূপ উপযোগী, নিদ্রাও সেইরূপ। আর স্থূলতা ও কৃশতা নিদ্রা ও আহার হইতেই উৎপন্ন হয়। ২৯। কোন কারণ বশতঃ অনিদ্রা হইলে অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, গ্রাম্য ও ঔদক মাংসরস, শাল্যন্ন, দধি ও ও দুগ্ধ, স্নেহ, মদ্য, মনঃসুখ মনোহর গন্ধ ও শব্দ, সংবাহন (গাটেপান), নেত্রসন্তর্পণ, মস্তকে ও বদনে সন্তর্পণ ও লেপন, সুখাস্তীর্ণ শয্যা, গৃহসুখ ও নিদ্রা যোগ্য কাল এই সকল দ্রব্য ও উপায় নিদ্রাকে পুনরানয়ন করে। ৩০। কায়বিরেচন, শিরোবিরেচন, বমন, ভয়, চিন্তা ক্রোধ, ধূম, পরিশ্রম, রক্তমোক্ষণ, উপবাস, অসুখকর শয্যা, সত্ত্বগুণের জয় ও তমোগুণের জয়, এই সকল দ্বারা উপস্থিত নিদ্রাও নষ্ট হয়। ৩১। আর এই সকল গুলিই নিদ্রানাশের হেতু বলিয়া জানিবে; যথা—কার্য্য, কাল (নিদ্রাভঙ্গোচিত কাল। গঙ্গাধর-মতে বার্দ্ধক্য), রোগ, স্বকীয় স্বভাব ও বায়ুপ্রবলতা। ৩২। নিদ্রা তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হয়, মন ও শরীরের শ্রান্তি হইতেও উৎপন্ন হয়, ইহা আগন্তুকরূপেও উৎপন্ন হয়, কোন কোন ব্যাধি হইতেও উৎপন্ন হয় এবং রাত্রিস্বভাব বশতও উৎপন্ন হয়. লোকে নিদ্রাকে ভূতধাত্রী কহিয়া থাকে। কেহ কেহ তমোভবা নিদ্রাকে পাপের মূল কহেন এবং অন্যান্য নিদ্রাকে ব্যাধির প্রতি আরোপ করেন। ৩৩।

এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—

এই অষ্টৌনিন্দিতীয় অধ্যায়ে নিন্দনীয় পুরুষগণ তাহাদের মধ্যে বিশেষ নিন্দনীয় দ্বয়, নিন্দিতের কারণ, স্থূল ও কৃশের দোষ ও ঔষধ, নিদ্রা যখন যাহাদের হিতকর ও যখন যাহাদের অহিতকর, অতিনিদ্রা ও অনিদ্রার ঔষধ, অতিনিদ্রা ও অনিদ্রা যে সকল কারণে উৎপন্ন হয়, যে নিদ্রা যে প্রকার ও যাহার যেরূপ স্বভাব; এই সমস্ত বিষয় পুনর্ব্বসু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৩৪।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

লঙ্ঘনবৃংহণীয়ঃ।

অথাতো লঙ্ঘনবৃংহণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
তপঃস্বাধ্যায়নিরতানাত্রেয়ঃ শিষ্যসত্তমান্।
ষড়গ্নিবেশপ্রমুখানুক্তবান্ পরিচোদয়ন্ ॥
লঙ্ঘনং বৃংহণং কালে রূক্ষণং স্নেহনং তথা।
স্বেদনং স্তম্ভনঞ্চৈব জানীতে যঃ স বৈ
ভিষগিতি ॥ ২
তমেবমুক্তবন্তং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ—
ভগবল্লঙ্ঘনং কিং স্বিল্লঙ্ঘনীয়াশ্চ কীদৃশাঃ।
বৃংহণং বৃংহণীয়াশ্চ রূক্ষণীয়াশ্চ রূক্ষণম্ ॥
স্নেহনং স্নেহনীয়াশ্চ স্বেদাঃ স্বেদ্যাশ্চ কে মতাঃ।
স্তম্ভনং স্তম্ভনীয়াশ্চ বক্তুমর্হসি তদ্গুরো ॥
লঙ্ঘনপ্রভৃতীনাঞ্চ ষণ্ণামেষাং সমাসতঃ।
কৃতাকৃতাতিবৃত্তানাং লক্ষণং বক্তুমর্হসি ॥ ৩
তদাগ্নিবেশস্য বচো নিশম্য গুরুরব্রবীৎ।
যৎকিঞ্চিল্লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্।
বৃংহত্বং যচ্ছরীরস্য জনয়েৎ তচ্চ বৃংহণম্।
রৌক্ষ্যং খরত্বং বৈষদ্যং যৎ কুর্য্যাৎ তদ্ধি রূক্ষণম্
স্নেহনং স্নেহবিষ্যন্দমার্দ্দবক্লেদকারকম্ ॥
স্তম্ভগৌরবশীতঘ্নং স্বেদনং স্বেদকারকম্।
স্তম্ভনং স্তম্ভয়তি যদ্গতিমন্তং চলং দ্রবম্ ॥ ৪
লঘূষ্ণতীক্ষ্ণবিশদং রূক্ষং সূক্ষ্মং খরং সরম্।
কঠিনঞ্চৈব যদ্দ্রব্যং প্রায়স্তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্ ॥ ৫
গুরুশীতমৃদুস্নিগ্ধং বহলং স্থূলপিচ্ছিলম্।
প্রায়ো মন্দং স্থিরং শ্লক্ষ্ণং দ্রব্যং বৃংহণমুচ্যতে ॥
রূক্ষং লঘুকরং তীক্ষ্ণমুষ্ণং স্থিরমপিচ্ছিলম্।
প্রায়শঃ কঠিনঞ্চৈব যদ্দ্রব্যং তদ্ধি রূক্ষণম্ ॥ ৭
দ্রব্যং সূক্ষ্মং সরং স্নিগ্ধং পিচ্ছিলং গুরু শীতলম্
প্রায়ো মন্দং মৃদু চ যদ্দ্রব্যং তৎ স্নেহনং মতম্।
উষ্ণং তীক্ষ্ণং সরং স্নিগ্ধং রূক্ষং সূক্ষ্মং দ্রবং স্থিরম্

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা লঙ্ঘনবৃংহণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। আত্রেয় ঋষি তপঃস্বাধ্যায়পরায়ণ অগ্নিবেশ-প্রমুখ ছয় জন শিষ্যপ্রবরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন যে, যিনি কালে লঙ্ঘন, বৃংহণ, রূক্ষণ, স্নেহন, স্বেদন ও স্তম্ভন প্রয়োগ করিতে জানেন, তিনিই যথার্থ ভিষক্। ২। ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ কহিলেন অগ্নিবেশ কহিলেন, হে ভগবন্। লঙ্ঘন কি প্রকার? কীদৃশ ব্যক্তিরাই বা লঙ্ঘনীয়? বৃংহণ কি? আর কীদৃশ ব্যক্তিরাই বা বৃংহণীয়? রূক্ষণ কি? আর কীদৃশ ব্যক্তিরাই বা রূক্ষণীয়? স্নেহন কি? আর কীদৃশ ব্যক্তিরাই বা স্নেহনীয়? স্তম্ভন কি? আর কীদৃশ ব্যক্তিরাই বা স্তম্ভনীয়? হে গুরো! তদ্বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। আর সংক্ষেপে লঙ্ঘন প্রভৃতি ষড়্বিধ উপায়ের যোগ, অযোগ ও অতিযোগের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে আদেশ হউক। ৩। অগ্নিবেশের সেই কথা শুনিয়া গুরু আত্রেয় কহিলেন, যাহা কিছু লঘুতাসম্পাদক, তাহাকেই লঙ্ঘন কহে। আর যাহা শরীরের স্থূলত্ব সম্পাদন করে, তাহাকেই বৃংহণ কহে। যাহা শরীরে রূক্ষতা, কর্কশতা ও বিশদতা উৎপাদন করে, তাহার নাম রূক্ষণ। স্নেহনক্রিয়া দ্বারা স্নিগ্ধতা, অভিষ্যন্দ, মৃদুতা ও ক্লেদ উৎপন্ন হয়। স্বেদনক্রিয়া দ্বারা স্তম্ভ, গুরুতা ও শীত নষ্ট হয় এবং ঘর্ম্ম হয়। যাহা গতিবিশিষ্ট চলনশীল দ্রব বস্তুকে স্তব্ধ করে, তাহাকে স্তম্ভন কহে। ৪। যে দ্রব্য লঘু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিশদ, রূক্ষ, সূক্ষ্ম, খর ও সর (সারক) এবং যে দ্রব্য কঠিন, তাহা প্রায়ই লঙ্ঘন হয়। ৫। গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঘন, স্থূল ও পিচ্ছিল এবং মন্দ, স্থির ও শ্লক্ষ্ণ দ্রব্য প্রায়ই বৃংহণ বলিয়া কথিত হয়। ৬। যে দ্রব্য রূক্ষ, লঘুকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, স্থির, অপিচ্ছিল ও কঠিন, তাহা প্রায়ই রূক্ষণ। ৭। যে দ্রব্য দ্রব, সূক্ষ্ম, সর, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল এবং মন্দ ও মৃদু, তাহা স্নেহন বলিয়া কথিত হয়। ৮। যে দ্রব্য

দ্রব্যং গুরু চ যৎ প্রায়স্তদ্ধি স্বেদনমুচ্যতে ॥
শীতং মন্দং মৃদু শ্লক্ষ্ণং রুক্ষং সূক্ষ্মং দ্রবং সরম্
যদ্দ্রব্যং লঘু চোদ্দিষ্টং প্রায়স্তৎ স্তম্ভনং স্মৃতম্
চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিঃ পিপাসা মারুতাতপৌ।
পাচনান্যুপবাসাশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনম্ ॥ ১১
ভূতশ্লেষ্মপিত্তাস্রমলাঃ সন্দুষ্টমারুতাঃ
বৃহচ্ছরীরা বলিনো লঙ্ঘনীয়া বিশুদ্ধিভিঃ ॥ ১২
যেষাং মন্দবলা রোগাঃ কফপিত্তসমুত্থিতাঃ।
বম্যতীসারহৃদ্রোগবিসূচ্যলসকজ্বরাঃ ॥
বিবন্ধগৌরবোদ্গারহৃল্লাসারোচকাদয়ঃ।
পাচনৈস্তান্ ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ প্রায়েণাদাবুপাচরেৎ
অতএব যথোদ্দিষ্টা যেষামল্পবলা গদাঃ।
পিপাসানিগ্রহৈস্তেষামুপবাসৈশ্চ তান্ জয়েৎ ॥ ১৪
রোগান্ জয়েন্মধ্যবলান্ ব্যায়ামাতপমারুতৈঃ
বলিনাং কিং পুনর্যেষাং রোগাণামবরং বলম্
ত্বগ্দোষিণাং প্রমীঢ়ানাং স্নিগ্ধাভিষ্যন্দিবৃংহিণাম্
শিশিরে লঙ্ঘনং শস্তমপি বাতবিকারিণাম্ ॥ ১৬
অবিষবিদ্ধমক্লিষ্টং বয়ঃস্থং সাত্ম্যচারিণাম্।
মৃগমৎস্যবিহঙ্গানাং মাংসং বৃংহণমুচ্যতে ॥ ১৭
ক্ষীণাঃ ক্ষতাঃ কৃশা বৃদ্ধা দুর্ব্বলা নিত্যমধ্বগাঃ
স্ত্রীমদ্যনিত্যা গ্রীষ্মে চ বৃংহণীয়া নরাঃ স্মৃতাঃ ॥১৮
শোষার্শোগ্রহণীদোষৈর্ব্যাধিভিঃ কর্শিতাশ্চ যে।
তেষাং ক্রব্যাদমাংসানাং বৃংহণা লঘবো রসাঃ॥১৯
স্নানমুৎসাদনং স্বপ্নো মধুরাঃ স্নেহবস্তয়ঃ।
শর্করা ক্ষীরসর্পীংষি সর্ব্বেষাং বিদ্ধি বৃংহণম্ ॥ ২০
কটুতিক্তকষায়াণাং সেবনং স্ত্রীষসংযমঃ।
খলীপিণ্যাকতক্রাণাং মধ্বাদীনাঞ্চ রুক্ষণম্ ॥ ২১
অভিষ্যন্দা মহাদোষা মর্ম্মস্থব্যাধয়শ্চ যে।
উরুস্তম্ভপ্রভৃতয়ো রুক্ষণীয়া নিদর্শিতাঃ ॥ ২২
স্নেহাঃ স্নেহয়িতব্যাশ্চ স্বেদাঃ স্বেদ্যাশ্চ যে নরাঃ

প্রায়ই উষ্ণ, তীক্ষ্ণসব, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, দ্রব, স্থির ও গুরু হইয়া থাকে, তাহাই স্বেদন বলিয়া কথিত হয়। ৯। শীতল, মন্দ, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, দ্রব, সর দ্রব্য এবং যে সকল দ্রব্যকে লঘু বলা হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য প্রায়ই স্তম্ভন হইয়া থাকে। ১০। চতুষ্প্রকার সংশোধন এবং পিপাসা, বায়ু, আতপ, পাচন, উপবাস ও পরিশ্রম, ইহাদিগকে লঙ্ঘন বলে। ১১। যাহাদের শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত ও মল প্রভৃতি এবং বায়ু দুষ্ট, তাহারা স্থূল ও বলবান্ হইলে সংশোধন যোগে লঙ্ঘনীয়। ১২। যাহাদের রোগ কফপিত্ত-জনিত ও মন্দবল, তাহারা এবং বমি, অতিসার, হৃদ্রোগ, বিসূচিকা, অলসক, জ্বর, বিবন্ধ, গুরুতা, উদ্গার, হৃল্লাস ও অরোচক প্রভৃতি রোগ প্রায়ই পাচন যোগে লঙ্ঘনীয়। ১৩। উল্লিখিত রোগসমূহ এবং যে সকল রোগ অল্পবলবিশিষ্ট, সেই সমস্ত রোগ পিপাসা, সংযম ও উপবাস-যোগে লঙ্ঘনীয়। ১৪। মধ্যবল-বিশিষ্ট রোগ সকল পরিশ্রম, আতপ ও বায়ুযোগে লঙ্ঘনীয়। বলবানদিগের রোগের সম্বন্ধে ত কথাই নাই, সামান্য রোগ সকলও সহজেই শান্ত হইয়া থাকে। ১৫। ত্বগ্রোগী, প্রমেহী, স্নিগ্ধ, অভিষ্যন্দ-রোগযুক্ত ও স্থূল, এমন কি বায়ুরোগীদিগেরও শীতকালে লঙ্ঘন পথ্য। ১৬। যে সকল মৃগ, মৎস্য ও বিহঙ্গ স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, তাহাদের মাংস যদি বিষাক্ত বাণে বিদ্ধ হইয়া না থাকে, যদি অক্লিষ্ট (অনিন্দিত) ও বয়ঃস্থ (নিতান্ত কচি বা পাকা না হয়) হয়, তবে সেই মাংস বৃংহণ। ১৭। ক্ষীণ, ক্ষত, কৃশ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, পথভ্রমণকারী ও স্ত্রীমদ্যপরায়ণ মনুষ্যেরা বৃংহণীয়। আর লোকে গ্রীষ্মকালে বৃংহণীয় হইয়া থাকে। ১৮। যে সকল ব্যক্তি শোষ, অর্শ, গ্রহণীরোগে কর্শিত, তাহাদের পক্ষে মাংসাদ জন্তুদিগের মাংসরস বৃংহণ ও লঘু। ১৯। স্নান, উৎসাদন, নিদ্রা, মধুর স্নেহবস্তিসমূহ, শর্করা, দুগ্ধ ও ঘৃত সকলের পক্ষে বৃংহণ জানিবে। ২০। কটু, তিক্ত ও কষায় সেবন, অতি স্ত্রীসংসর্গ, খলী (খোল), পিণ্যাক, (তিলকল্ক), তক্র ও মধু সকলের পক্ষেই রুক্ষণ। ২১। কফপ্রবল রোগসমূহ, উল্বণদোষসমূহ, মর্ম্মস্থ ব্যাধিসমূহ ও উরুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ রুক্ষণীয়। ২২। যত প্রকার স্নেহ ও

স্নেহাধ্যায়ে ময়োক্তাস্তে স্বেদাখ্যে চ সবিস্তরাঃ
দ্রব্যং তনু সরং যাবচ্ছীতীকরণমৌষধম্।
স্বাদু তিক্তং কষায়ঞ্চ স্তম্ভনং সর্ব্বমেব তৎ ॥ ২৪
পিত্তক্ষারাগ্নিদগ্ধা যে বম্যতীসারপীড়িতাঃ।
বিষস্বেদাতিযোগার্ত্তাঃ স্তম্ভনীয়াস্তথাপরাঃ ॥ ২৫
বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।
হৃদয়োদ্গারকণ্ঠাস্যশুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে ॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চৈব ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্ব্যথে চান্তরাত্মনি ॥ ২৬
পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ
মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্ণমূর্দ্ধবাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলনাশশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ ॥ ২৭
বলং পুষ্ট্যুপলম্ভশ্চাকার্শ্যং দোষবিবর্জ্জিতম্।
লক্ষণং বৃংহিতে স্থৌল্যমতি চাত্যর্থবৃংহিতে ॥

যাহারা স্নেহনযোগ্য, যত প্রকার স্বেদ ও যাহারা স্বেদনীয়, তাহাদের বিষয় স্নেহ ও স্বেদাধ্যায়ে মৎকর্তৃক সবিস্তর বলা হইয়াছে। ২৩। দ্রব, তনু, সারক, শীতকারক এবং স্বাদু, তিক্ত ও কষায় দ্রব্য সমস্তই স্তম্ভন। ২৪। যে সমস্ত ব্যক্তি পিত্ত ক্ষার ও অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, যাহারা বমি ও অতিসার দ্বারা পীড়িত এবং বিষ ও স্বেদের অতিযোগ দ্বারা ক্লেশিত, তাহারাই স্তম্ভনীয়। ২৫। বাত, মূত্র ও পুরীষের ত্যাগ হইলে শরীরের লঘুতা হইলে; হৃদয়, উদ্গার, কণ্ঠ ও মুখের বিশুদ্ধি হইলে; তন্দ্রা ও ক্লম অপগত হইলে; ধর্ম্ম হইলে; রুচি বোধ হইলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুৎপিপাসা হইলে আর অন্তরাত্মা সম্যক্ প্রকারে ব্যথাহীন হইলে লঙ্ঘন সম্যক্ হইয়াছে বলা যায়। ২৬। পর্ব্বভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, কাস, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি তৃষ্ণা, শ্রোত্র ও নেত্রের দুর্ব্বলতা, মনের ব্যাকুলতা, সর্ব্বদা ঊর্দ্ধবাত, হৃদয়ের মোহ এবং দেহ ও অগ্নির বলক্ষয়; এই সকল অতি লঙ্ঘনের ফল। ২৭। বল, পুষ্টি ও নির্দ্দোষ অকৃশতা, এই সকল বৃংহণের লক্ষণ। অতি বৃংহণে স্থৌল্য

কৃতাকৃতস্য চিহ্নং যল্লক্ষিতে তদ্ধি রুক্ষিতে ॥ ২৯
স্তম্ভিতঃ স্যাদ্বলে লব্ধে তথোক্তৈশ্চামযৈর্জ্জিতৈঃ
শ্যাবতা স্তব্ধগাত্রত্বমুদ্বেগো হনুসংগ্রহঃ।
হৃদ্বর্চ্চোনিগ্রহশ্চ স্যাদতিস্তম্ভিতলক্ষণম্ ॥ ৩১
লক্ষণঞ্চ কৃতানাং স্যাৎ ষণ্ণামেষাং সমাসতঃ।
তদৌষধীনাং ধাতূনামশমো বৃদ্ধিরেব বা ॥ ৩২
ইতি ষট্ সর্ব্বরোগাণাং প্রোক্তাঃ সম্যগুপক্রমাঃ
সাধ্যানাং সাধনে সিদ্ধা মাত্রাকালানুরোধিন
ইতি ॥ ৩৩

ভবতি চাত্র।
দোষাণাং বহুসংসর্গাৎ সঙ্কীর্য্যন্তে হ্যুপক্রমাঃ।
ষট্ত্বন্তু নাতিবর্ত্তন্তে ত্রিত্বং বাতাদয়ো যথা ॥

উপস্থিত হয়। ২৮। লঙ্ঘনের যোগ ও অযোগ বশতঃ যে সকল লক্ষণ হয়, রুক্ষণের যোগাযোগেও সেই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। ২৯। স্তম্ভন দ্বারা রোগের প্রতিকার হইয়া রোগীর বললাভ হইলে যথাযুক্ত স্তম্ভন হইয়াছে বলা যায়। ৩০। অতি-স্তম্ভন হইলে শরীরের শ্যামবর্ণ, গাত্রস্তম্ভ, উদ্বেগ (দোষদিগের ঊর্দ্ধগতি), হনুস্তম্ভ, হৃদয়ের উপরোধ ও মলবদ্ধতা হয়। ৩১। লঙ্ঘনাদি ছয় প্রকার উপযুক্তরূপে আচরিত হইলে যে সমস্ত লক্ষণ হয়, তাহা ও তাহার ঔষধ, ধাতুদিগের অশম (অশান্তি) ও বৃদ্ধি এই সকল কথিত হইল। ৩২। এইরূপে সর্ব্বরোগের ছয় প্রকার চিকিৎসা সম্যক্‌রূপে কথিত হইল। এই সকল উপায় মাত্রা কাল বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে সাধ্য রোগদিগের প্রতিকার হয়। ৩৩।

এই অধ্যায়ের সূচী ;—

বায়ু পিত্ত-কফের বহুপ্রকার যোগহেতু চিকিৎসার উপায় সমস্তও মিশ্রিতভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য (অর্থাৎ বায়ুনাশক, পিত্তনাশক ও কফনাশক যোগ সকল পরস্পর যোগ করিয়া দ্বিদোষ ও সান্নিপাত স্থলে প্রয়োগ করা উচিত)। যেমন বায়ু-পিত্ত কফ এই তিন ভিন্ন আর কোন দোষ নাই;

ইত্যস্মিন্ লঙ্ঘনাধ্যায়ে ব্যাখ্যাতাঃ ষড়ুপক্রমাঃ
যথাপ্রশ্নং ভগবতা চিকিৎসা যৈঃ প্রবর্ত্তিতা।

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে লঙ্ঘনবৃংহণীয়ো নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সন্তর্পণীয়ঃ।

অথাতঃ সন্তর্পণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

সন্তর্পয়তি যঃ স্নিগ্ধৈর্ম্মধুরৈর্গুরুপিচ্ছিলৈঃ।
নবান্নৈর্নবমদ্যৈশ্চ মাংসৈশ্চানূপবারিজৈঃ।
গোরসৈর্গৌড়িকৈশ্চান্নৈঃ পিষ্টকৈশ্চাতিমাত্রশঃ।
চেষ্টাদ্বেষী দিবাস্বপ্নশয্যাসনসুখে রতঃ।
রোগাস্তস্যোপজায়ন্তে সন্তর্পণনিমিত্তজাঃ।
প্রমেহকণ্ডূপিড়কাঃ কোঠপাণ্ড্বাময়জ্বরাঃ।
কুষ্ঠান্যামপ্রদোষাশ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রমরোচকঃ।
তন্দ্রা ক্লৈব্যমতিস্থৌল্যমালস্যং গুরুগাত্রতা।
ইন্দ্রিয়স্রোতসাং রোধো বুদ্ধের্মোহঃ প্রমীলকঃ
শোফাশ্চৈবংবিধাশ্চান্যে শীঘ্রমপ্রতিকুর্ব্বতঃ ॥ ২
শস্তমুল্লেখনং তেষাং বিরেকো রক্তমোক্ষণম্।
ব্যায়ামশ্চোপবাসশ্চ ধূমাশ্চ স্বেদনানি চ ॥
সক্ষৌদ্রশ্চাভয়াপ্রাশঃ প্রায়ো রূক্ষান্নসেবনম্।
চূর্ণপ্রদেহা যে চোক্তাঃ কণ্ডূকোঠবিনাশনাঃ ॥ ৩
ত্রিফলারগ্বধং পাঠাং সপ্তপর্ণং সবৎসকম্।
মুস্তং নিম্বং সমদনং জলেনোৎক্বথিতং পিবেৎ
তেন মেহাদয়ো যান্তি নাশমভ্যস্যতাং ধ্রুবম্।
মাত্রাকালপ্রযুক্তেন সন্তর্পণসমুত্থিতাঃ ॥ ৪
মুস্তমারগ্বধং পাঠা ত্রিফলা দেবদারু চ।
শ্বদংষ্ট্রা খদিরো নিম্বো হরিদ্রা ত্বক্ চ বৎসকাৎ
রসমেষাং যথাদোষং প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেন্নরঃ
সন্তর্পণকৃতৈঃ সর্ব্বৈর্ব্যাধিভির্বিপ্রমুচ্যতে ॥
এভিশ্চোদ্বর্ত্তনোদ্ঘর্ষস্নানযোগোপযোজিতৈঃ।
ত্বগ্দোষাঃ প্রশমং যান্তি যথা স্নেহোপসংহিতৈঃ

সেইরূপ লঙ্ঘন প্রভৃতি ছয়টী ভিন্ন আর কোন চিকিৎসা নাই। ৩৪। এইরূপে অগ্নিবেশের প্রশ্নানুযায়ী, ভগবান্ পুনর্ব্বসু-কর্ত্তৃক, এই লঙ্ঘনবৃংহণীয় অধ্যায়ে ছয় প্রকার চিকিৎসা ব্যাখ্যা করা হইল। ৩৫।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা সন্তর্পণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। যে ব্যক্তি স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু ও পিচ্ছিল দ্রব্য, নব-অন্ন, নব-মদ্য, আনূপ মাংস, জলজ মাংস, দুগ্ধ, গুড় দ্রব্য ও পিষ্টকভোজনপূর্ব্বক অতিমাত্র সন্তর্পণ করে এবং পরিশ্রম ত্যাগ করিয়া দিবানিদ্রা, শয়ন ও উপবেশনসুখে আসক্ত থাকে, তাহার প্রমেহ, কণ্ডূ, পিড়কা, কোঠ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, আমদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরোচক, তন্দ্রা, ক্লীবতা, অতিস্থৌল্য, আলস্য, গাত্র-গৌরব, ইন্দ্রিয়গণের স্রোতোরোধ, বুদ্ধির মোহ, প্রমীলক, শোথ এবং এইরূপ অন্যান্য রোগ জন্মিতে পারে। ২। সন্তর্পণজন্য রোগে বমন, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, পরিশ্রম, উপবাস, ধূমপান, স্বেদ, মধুর সহিত হরীতকী ভক্ষণ, সচরাচর রুক্ষান্ন সেবন এবং কণ্ডুকোঠবিনাশক চূর্ণ ও প্রলেপ সকল ব্যবহার করা আবশ্যক। ৩। ত্রিফলা, সোঁদাল, আকনাদি, ছাতিম, কুড়চী, মুথা, নিম্ব ও ময়না-ফল জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ পান করিবে। এই ক্বাথ মাত্রা-কাল বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করিলে সন্তর্পণজাত মেহ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ৪। মুথা, সোঁদাল, আকনাদি, ত্রিফলা, দেবদারু, গোক্ষুর, খদির, নিম্ব, হরিদ্রা ও কুড়চীছাল; ইহাদের ক্বাথ দোষানুসারে প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে সন্তর্পণজনিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়। আর এই সকল দ্রব্য তৈলের সহিত যথাযোগে মিলিত করিয়া উদ্ব-

কুষ্ঠং গোমেদকং হিঙ্গু ক্রৌঞ্চাস্থি ত্র্যূষণং বচাম্
বৃষকেলে শ্বদংষ্ট্রাঞ্চ খরাহ্বাঞ্চাশ্মভেদিকম্ ॥
তক্রেণ দধিমণ্ডেন বদরাম্লরসেন বা।
মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রমেহঞ্চ পীতমেতদ্ব্যপোহতি ॥ ৬
তক্রাভয়াপ্রয়োগৈশ্চ ত্রিফলায়াস্তথৈব চ।
অরিষ্টানাং প্রয়োগৈশ্চ যান্তি মেহাদয়ঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৭
ত্র্যূষণং ত্রিফলা ক্ষৌদ্রং ক্রিমিঘ্নং সাজমোদকম্
মন্থোঽয়ং শক্তবঃ সর্পির্হিতো লোহোদকাপ্লুতঃ॥৮
ব্যোষং বিড়ঙ্গং শিগ্রূণি ত্রিফলা কটুরোহিণী।
বৃহত্যৌ দ্বে হরিদ্রে দ্বে পাঠা সাতিবিষা স্থিরা ॥
হিঙ্গুকেবুকমূলানি যমানী ধান্যচিত্রকম্।
সৌবর্চ্চলমজাজীঞ্চ হবুষাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ ॥
চূর্ণতৈলঘৃতক্ষৌদ্রভাগাঃ স্যুর্মানতঃ সমাঃ।
শক্তুনাং ষোড়শগুণো ভাগঃ সন্তর্পণং পিবেৎ
প্রয়োগাদস্য শাম্যন্তি রোগাঃ সন্তর্পণোত্থিতাঃ
প্রমেহা মূঢ়বাতাশ্চ কুষ্ঠান্যর্শাংসি কামলাঃ ॥
প্লীহা পাণ্ড্বাময়ঃ শোফো মূত্রকৃচ্ছ্রমরোচকঃ।
হৃদ্রোগো রাজযক্ষ্মা চ কাসঃ শ্বাসো গলগ্রহঃ ॥
ক্রিময়ো গ্রহণীদোষাঃ শ্বৈত্র্যং স্থৌল্যমতীব চ
নরাণাং দীপ্যতে চাগ্নিঃ স্মৃতির্বুদ্ধিশ্চ বর্দ্ধতে॥৯
ব্যায়ামনিত্যো জীর্ণাশী যবগোধূমভোজনঃ।
সন্তর্পণকৃতৈর্দোষৈর্মুক্তা স্থৌল্যাদ্ বিমুচ্যতে ॥
উক্তং সন্তর্পণোত্থানামপতর্পণমৌষধম্।
বক্ষ্যন্তে সৌষধাশ্চোর্দ্ধমপতর্পণজা গদাঃ ॥ ১১
দেহাগ্নিবলবর্ণৌজঃশুক্রমাংসবলক্ষয়ঃ।
জ্বরঃ কাসানুবন্ধশ্চ পার্শ্বশূলমরোচকঃ।
শ্রোত্রদৌর্ব্বল্যমুন্মাদঃ প্রলাপো হৃদয়ব্যথা।
বিণ্মূত্রসংগ্রহঃ শূলং জঙ্ঘোরুত্রিকসংশ্রয়ম্ ॥
পর্ব্বাস্থিসন্ধিভেদশ্চ যে চান্যে বাতজা গদাঃ।
ঊর্দ্ধবাতাদয়ঃ সর্ব্বে জায়ন্তে তেঽপতর্পণাৎ ॥১২
তেষাং সন্তর্পণং তজ্জ্ঞৈঃ পুনরাখ্যাতমৌষধম্
যৎ তদাত্বে সমর্থং স্যাদভ্যাসে বা তদিষ্যতে

ত্রুম ও ঘর্ষণ করিলে কিংবা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে অবগাহন করিলে সন্তর্পণজনিত ত্বগ্‌-দোষ সকল দূর হয়। ৫। কুড়, গোমেদক (মণিবিশেষ) হিঙ্গু, ক্রৌঞ্চাস্থি ("কোঁচ বকের অস্থি") শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, বাসক, ছোটএলাচ, গোক্ষুর বনযমানী ও পাষাণ-ভেদী; এই সকল দ্রব্য তক্র, দধির মাত বা কুলের ক্বাথের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ শান্ত হইয়া থাকে। ৬। তক্র, হরীতকী, ত্রিফলা ও অরিষ্টসমূহ প্রয়োগ করিলে মেহ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ৭। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, মধু বিড়ঙ্গ ও অজমোদা; এই সকলের চূর্ণসংযুক্ত ছাতু ও ঘৃতের মন্থ অগুরুজল-সংযোগে পান করিলে সন্তর্পণজনিত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। ৮। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সজিনাবীজ, ত্রিফলা, কটকী, কণ্টকারী, বৃহতী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইচ, শালপাণি, হিঙ্গু, কেঁউ মূল, যমানী, ধনে, চিতা, সচল-লবণ, কৃষ্ণজীরা ও হবুষা চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণের সমান তৈল, ঘৃত ও মধু গ্রহণ করিবে। ছাতু ষোলগুণ লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সন্তর্পণজনিত প্রমেহ, মূঢ়বাত (বাতরিবন্ধ), কুষ্ঠ, অর্শ, কামলা, প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরুচি, হৃদ্রোগ, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, ক্রিমি, গ্রহণীদোষ, শ্বিত্র ও অতিস্থৌল্য নষ্ট হয়। অগ্নি দীপ্ত হয় এবং স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। ৯। পরিশ্রমরত, মিতভোজী ব্যক্তি যবগোধূম ভোজন করিয়া সন্তর্পণজনিত রোগ ও স্থূলতা হইতে মুক্ত হয়। ১০। সন্তর্পণ জন্য রোগ সকল ও তাহাদের ঔষধ সকল বলা হইল। এক্ষণে লঙ্ঘন জন্য রোগ ও তাহাদের ঔষধ হইতেছে। ১১। লঙ্ঘনহেতু দেহের অগ্নি, বল, বর্ণ, ওজঃ, শুক্র, মাংস ও বলের ক্ষয় হয়। জ্বর, কাসের অনুবন্ধ, পার্শ্বশূল অরুচি, শ্রবণশক্তির হানি, উন্মাদ, প্রলাপ, হৃদয়ে ব্যথা, বিষ্ঠা ও মূত্রের বিবন্ধ; জঙ্ঘা ও ত্রিকস্থানে শূল; পর্ব্ব, অস্থি ও সন্ধিসমূহের ভেদ, ঊর্দ্ধবাত ও অন্যান্য বায়ুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১২। ঐ সকল রোগের ঔষধ সন্তর্পণ এবং ঐ সকল রোগে সামর্থ্য থাকিলে

সদ্যঃ ক্ষীণো হি সদ্যো বৈ তর্পণেনোপচীয়তে
নর্ত্তে সন্তর্পণাভ্যাসাচ্চিরক্ষীণস্তু পুষ্যতি ॥ ১৩
দেহাগ্নিদোষভৈষজ্যমাত্রাকালানুবর্ত্তিনা।
কার্য্যমত্বরমাণেন ভেষজং চিরদুর্ব্বলে ॥ ১৪
হিতো মাংসরসস্তস্মৈ পয়াংসি চ ঘৃতানি চ।
স্নানানি বস্তয়োহভ্যঙ্গাস্তর্পণাস্তর্পণাশ্চ যে ॥১৫
জ্বরকাসপ্রসক্তানাং কৃশানাং মূত্রকৃচ্ছ্রিণাম্।
তৃষ্যতামূর্দ্ধবাতানাং হিতং বক্ষ্যামি তর্পণম্ ॥১৬
শর্করাপিপ্পলীতৈলঘৃতক্ষৌদ্রসমাংশিকৈঃ।
শক্তুর্দ্বিগুণিতো বৃষ্যস্তেষাং মন্থঃ প্রশস্যতে ॥১৭
শক্তবো মদিরা ক্ষৌদ্রং শর্করা চেতি তর্পণম্।
পিবেন্মারুতবিণ্মূত্রকফপিত্তানুলোমনম্ ॥ ১৮
ফাণিতং শক্তবঃ সর্পির্দধিমণ্ডোহম্লকাঞ্জিকম্।
তর্পণং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নমুদাবর্ত্তহরং পিবেৎ ॥ ১৯
মন্থঃ খর্জ্জুরমৃদ্বীকাবৃক্ষাম্লাম্লীকদাড়িমৈঃ।
পরূষকৈঃ সামলকৈর্যুক্তো মদ্যবিকারনুৎ ॥ ২০
স্বাদুরম্লো জলকৃতঃ সস্নেহো রূক্ষ এব বা।
সদ্যঃ সন্তর্পণো মন্থঃ স্থৈর্য্যবর্ণবলপ্রদ ইতি ॥

তত্র শ্লোকঃ।

সন্তর্পণোত্থা যে রোগা রোগা যে চাপতর্পণাৎ
সন্তর্পণীয়ে তেঽধ্যায়ে সৌষধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতি-
সংস্কৃতে সূত্রস্থানে সন্তর্পণীয়ো নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিধিশোণিতীয়ঃ।

অথাতো বিধিশোণিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যা-
স্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
বিধিনা শোণিতং জাতং শুদ্ধং ভবতি দেহিনাম্

সন্তর্পণ অভ্যাস করা উচিত। সদ্যঃক্ষীণ ব্যক্তি সন্তর্পণযোগে সদ্যঃ পুষ্ট হয়। চিরক্ষীণ ব্যক্তি বহুদিন সন্তর্পণ সেবন না করিলে পুষ্ট হয় না। ১৩। চিরক্ষীণ ব্যক্তি দেহের অবস্থা, অগ্নির বল, দোষ ঔষধ মাত্রা ও কাল বিবেচনা করিয়া অল্পে অল্পে সন্তর্পণ অভ্যাস করিবে। ১৪। চিরক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে মাংসরস দুগ্ধসমূহ, ঘৃতসমূহ সর্ব্বপ্রকার স্নান বস্তি ও অভ্যঙ্গ এবং অন্যান্য তর্পণক্রিয়া উপযোগী। ১৫। সর্ব্বদা জ্বর ও কাসপীড়িত ব্যক্তি কৃশ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগী, তৃষ্ণাতুর ও ঊর্দ্ধবাত-রোগী-দিগের পক্ষে যে সকল তর্পণ হিতকর তাহা বর্ণনা করিব। ১৬। শর্করা, পিপুল, তৈল, ঘৃত ও মধু সমান সমান ভাগ এবং ছাতু সমুদায়ের দ্বিগুণ। এই সকল দ্বারা মন্থ প্রস্তুত করিয়া দিলে ঐ সকল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত হয়। ১৭। ছাতু, মদিরা, মধু, ও শর্করা ইহাদের তর্পণ সেবন করিলে বায়ু, মল, মূত্র, কফ ও পিত্তের অনুলোমন হয়। ১৮। ফাণিত, ছাতু, ঘৃত, দধিমণ্ড এবং অম্ল কাঞ্জিক, ইহাদের তর্পণ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও উদাবর্ত্ত রোগ নষ্ট হয়। ১৯। খর্জ্জুর, কিসমিস, থৈকল, তেঁতুল, দাড়িম, ফলসাফল এবং আমলকী এই সকলের মন্থ মদ্যসেবনজনিত রোগ নাশ করে। ।২০। মধুর ও অম্ল দ্রব্য লইয়া জলের সহিত মন্থ প্রস্তুত করিবে। উহা স্নেহের সহিত অথবা রুক্ষ অবস্থায় পান করিলে সন্তর্পণ হয়। তাহাতে শরীরের দৃঢ়তা, বর্ণ ও বল হয়। ২২

এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—

সন্তর্পণ ও অপতর্পণ হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল রোগ ও তাহাদের ঔষধ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইল। ৩২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বিধিশোণিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। দেশ কাল স্বভাব অনুসারে

দেশকালৌকসাত্ম্যানাং বিধির্যঃ সম্প্রকাশিতঃ।
তদ্বিশুদ্ধং হি রুধিরং বলবর্ণসুখায়ুষা।
যুনক্তি প্রাণিনং প্রাণঃ শোণিতং হ্যনুবর্ত্ততে॥২
প্রদুষ্টবহুতীক্ষ্ণোষ্ণৈর্মদ্যৈরন্যৈশ্চ তদ্বিধৈঃ।
তথাতিলবণক্ষারৈরম্লৈঃ কটুভিরেব চ॥
কুলত্থমাষনিষ্পাবতিলতৈলনিষেবণৈঃ।
পিণ্ডালুমূলকাদীনাং হরিতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
জলজানূপবৈলানাং প্রসহানাঞ্চ সেবনাৎ।
দধ্যম্লমস্তুশক্তূনাং সুরাসৌবীরকস্য চ॥
বিরুদ্ধানামুপক্লিন্নপূতীনাং ভক্ষণেন চ।
ভুক্ত্বা দিবা প্রস্বপতাং দ্রবস্নিগ্ধগুরূণি চ॥
অত্যাদানং তথা ক্রোধং ভজতাঞ্চাতপানলৌ।
ছর্দ্দিবেগপ্রতীঘাতাৎ কালে চানবসেচনাৎ।
শ্রমাভিঘাতসন্তাপৈরজীর্ণাধ্যশনৈস্তথা।
শরৎকালস্বভাবাচ্চ শোণিতং সম্প্রদুষ্যতে॥৩

ততঃ শোণিতজা রোগাঃ প্রজায়ন্তে পৃথগ্বিধাঃ
মুখনাসাক্ষিপাকশ্চ পূতিঘ্রাণাস্যগন্ধতা॥
গুল্মোপদংশবীসর্পরক্তপিত্তপ্রমীলকাঃ।
বিদ্রধী রক্তমেহশ্চ প্রদরো বাতশোণিতম্॥
বৈবর্ণ্যমগ্নিনাশশ্চ পিপাসা গুরুগাত্রতা।
সন্তাপশ্চাতিদৌর্ব্বল্যমরুচিঃ শিরসশ্চ রুক্॥
বিদাহশ্চান্নপানস্য তিক্তাম্লোদ্গিরণং ক্লমঃ।
ক্রোধপ্রচুরতা বুদ্ধেঃ সম্মোহো লবণাস্যতা॥
স্বেদঃ শরীরদৌর্গন্ধ্যং মদঃ কম্পঃ স্বরক্ষয়ঃ।
তন্দ্রা নিদ্রাতিযোগশ্চ তমসশ্চাতিদর্শনম্॥
কণ্ডুরুক্কোঠপিড়কাঃ কুষ্ঠচর্ম্মদলাদয়ঃ।
বিকারাঃ সর্ব্ব এবৈতে বিজ্ঞেয়াঃ শোণিতা-
শ্রয়াঃ॥৪
শীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষাদ্যৈরুপাক্রান্তাশ্চ যে গদাঃ।
সম্যক্ সাধ্যা ন সিধ্যন্তি রক্তজাংস্তান্ বিভা-
বয়েৎ॥৫
কুর্য্যাচ্ছোণিতরোগেষু রক্তপিত্তহরীং ক্রিয়াম্।

চাললে মানবদিগের রক্ত যে নিয়মে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই বিশুদ্ধ রক্ত প্রাণীদিগকে বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ুযুক্ত করে। প্রাণ রক্তেরই অনুগামী।২। দূষিত, বহু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ মদ্যসমূহ অথবা মাদক দ্রব্য, অতি লবণ, ক্ষার, অম্ল ও কটু দ্রব্য; কুলত্থ, মাষকলায়, সিম, তিল ও তৈল; পিণ্ডালু (চুপড়ী আলু), মূলক প্রভৃতি ও হরিতকসমূহ; জলজমাংস, আনূপমাংস, বিলেশয়মাংস ও প্রসহমাংস; দধি, কাঞ্জিক, দধিমস্তু ও শক্তু, সুরা ও শৌবীরক এবং বিরুদ্ধ-আহার, ক্লিন্ন-আহার ও পূতি (পচা) আহার অধিক সেবন করিলে শোণিত দূষিত হয়। দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরু দ্রব্য ভোজন করিয়া দিবা নিদ্রা গেলে; অত্যন্ত ভোজন বা ক্রোধ বা রৌদ্র ও অগ্নি ভজনা করিলে; বমির বেগ ধারণ করিলে এবং যথাকালে রক্তমোক্ষণ না করিলে রক্ত দূষিত হয়। পরিশ্রম, আঘাত, সন্তাপ, অজীর্ণ-ভোজন এবং অধ্যশন (পূর্ব্বভোজন জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন) হইতেও রক্ত দূষিত হয়। আর শরৎকালের স্বভাব বশতও রক্ত দূষিত হয়। ৩। শোণিত দূষিত হইলে নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। যথা;—মুখ, নাসিকা এবং চক্ষুর পাক; মুখ ও নাসিকায় দুর্গন্ধ; গুল্ম, উপদংশ, বীসর্প, রক্তপিত্ত, প্রমীলক, বিদ্রধী, রক্তমূত্র, প্রদর, বাতরক্ত, শরীরের বিবর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য, পিপাসা, শরীরের গুরুতা, সন্তাপ, অতি দৌর্ব্বল্য, অরুচি, শিরোবেদনা, ভুক্তদ্রব্যের বিদাহপাক, তিক্ত ও অম্ল উদ্গার, ক্লান্তি, ক্রোধের আধিক্য, বুদ্ধির ভ্রংশ, লবণ আস্বাদ, ঘর্ম্ম, শরীরের দৌর্গন্ধ্য, মত্তভাব, কম্প, স্বরভঙ্গ, তন্দ্রা, অতিনিদ্রা, অন্ধকারদর্শন, কণ্ডু, বেদনা, কোঠ, পিড়কা, কুষ্ঠ এবং চর্ম্মদল। এই সমস্ত রোগই রক্তকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। ৪। যে সমস্ত রোগ আপাততঃ সাধ্য বোধ হইলেও শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ বা রুক্ষাদি কোন ক্রিয়া দ্বারাই শান্ত না হয়, সেই সমস্ত রোগ রক্তবিকার হেতু উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে।৫। রক্তরোগসমূহে রক্তপিত্তনাশক চিকিৎসা,

বিরেকমুপবাসং বা স্রাবণং শোণিতস্য বা ॥ ৬
বলদোষপ্রমাণাদ্বা বিশুদ্ধ্যা রুধিরস্য বা।
রুধিরং স্রাবয়েজ্জন্তোরাশয়ং প্রসমীক্ষ্য বা ॥ ৭
অরুণাভং ভবেদ্বাতং ফেনিলং বিশদং তনু।
পিত্তাৎ পীতাসিতং রক্তং সৌষ্ণ্যাৎ স্ত্যায়তি বৈ চিরাৎ ॥
ঈষৎপাণ্ডু কফাদ্দুষ্টং পিচ্ছিলং তন্তুমদ্‌ঘনম্।
দ্বিদোষলিঙ্গসংসর্গাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্ ॥
তপনীয়েন্দ্রগোপাভং পদ্মালক্তকসন্নিভম্।
গুঞ্জাফলসবর্ণঞ্চ বিশুদ্ধং বিদ্ধি শোণিতম্ ॥ ৯
নাত্যুষ্ণশীতং লঘু দীপনীয়ং
রক্তেঽপনীতে হিতমন্নপানম্।
তথা শরীরং হ্যনবস্থিতাসৃ-
গগ্নির্বিশেষেণ চ রক্ষিতব্যঃ ॥ ১০
প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ার্থা-
নিচ্ছন্তমব্যাহতপক্তিবেগম্।
সুখান্বিতং পুষ্টিবলোপপন্নং
বিশুদ্ধরক্তং পুরুষং বদন্তি ॥ ১১
যদা তু রক্তবাহীনি রসসংজ্ঞাবহানি চ।
পৃথক্ পৃথক্ সমস্তা বা স্রোতাংসি কুপিতা মলাঃ
মলিনাহারশীলস্য রজোমোহাবৃতাত্মনঃ।
প্রতিহত্যাবতিষ্ঠন্তে জায়ন্তে ব্যাধয়স্তদা ॥
মদমূর্চ্ছায়সন্ন্যাসাস্তেষাং বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
যথোত্তরং বলাধিক্যং হেতুলিঙ্গোপশান্তিষু ॥ ১২
দুর্ব্বলং চেতসঃ স্থানং যদা বায়ুঃ প্রপদ্যতে।
মনো বিক্ষোভয়ন্ জন্তোঃ সংজ্ঞাং সম্মোহয়েৎ তদা ॥ ১৩
পিত্তমেবং কফশ্চৈব মনো বিক্ষোভয়ন্ নৃণাম্
সংজ্ঞাং নয়ত্যাকুলতাং বিশেষশ্চাত্র বক্ষ্যতে ॥ ১৪
সক্তানল্পদ্রুতাভাষং চলস্খলিতচেষ্টিতম্।

বিরেচন, উপবাস বা রক্তমোক্ষণ করিবে। ৬। রোগীর বল ও দোষ আর বিশুদ্ধ রক্তের পরিমাণ বুঝিয়া এবং শরীরের স্থান পরীক্ষা করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। ৭। বায়ু কর্তৃক দূষিত রক্ত অরুণবর্ণ, ফেনাযুক্ত, আপিচ্ছিল ও পাতলা হয়। পিত্ত কর্তৃক দূষিত রক্ত পীতযুক্ত-কৃষ্ণবর্ণ এবং উষ্ণতা হেতু বিলম্বে জমিয়া থাকে। কফ কর্তৃক দূষিত রক্ত ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল, তন্তুযুক্ত ও গাঢ় হয়। লক্ষণে দুই দোষের মিলন থাকিলে রক্তকে দ্বিদোষদূষিত এবং ত্রিদোষের মিলন থাকিলে ত্রিদোষদূষিত জানিবে। ৮। রক্ত বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণ, ইন্দ্রগোপকীটের (গুবরে পোকার) ন্যায় বর্ণযুক্ত বা পদ্মরাগমণির ন্যায় আভাযুক্ত, অলক্তকবর্ণ বা গুঞ্জাফল-সদৃশবর্ণ হইলে তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে। ৯। রক্ত মোক্ষণের পর অতিশয় উষ্ণ অথবা অতিশয় শীতল না হয়, এরূপ লঘু অথচ অগ্নুদ্দীপক অন্নপান ব্যবহার করিবে। রক্তের বলেই অন্নের পরিপাক হয় অথচ রক্তমোক্ষণের পর শরীরে রক্তের স্থিরতা থাকে না, এরূপ স্থলে পাচকাগ্নিকে বিশেষরূপে রক্ষা করিবে। ১০। পুরুষের রক্ত বিশুদ্ধ হইলে বর্ণ ও ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতা, বিষয়ে ভোগেচ্ছা, পাকশক্তির বল এবং সুখ, পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয়। ১১। যে ব্যক্তি দূষিত ভোজন করে, তাহার বায়ু পিত্ত কফ পৃথক্ পৃথক্ বা সমস্ত কুপিত হইয়া রক্তবাহিশিরাসমূহকে এবং রসবাহি-শিরাসমূহকে প্রতিহত করিয়া অবস্থান করে; তখন সেই রজোমোহাক্রান্ত ব্যক্তির নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে মত্ততা, মূর্চ্ছা ও সন্ন্যাস এস্থলে আলোচ্য। এই কয়েকটী রোগের হেতু, লিঙ্গ এবং উপশম বিষয়ে প্রথমটীর অপেক্ষা দ্বিতীয়টীর এবং দ্বিতীয়টীর অপেক্ষা তৃতীয়টীর গুরুত্ব আছে। ১২। কুপিত বায়ু যে সময়ে দুর্ব্বলীকৃত চিত্তস্থানকে অধিকার করে, সেই সময়ে সেই বায়ু জীবের মনকে ক্ষুভিত করিয়া জ্ঞানধ্বংস করে। ১৩। কুপিত পিত্ত ও কফ প্রথমতঃ মনুষ্যদিগের মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া পরে জ্ঞানকে ব্যাকুল করে। এক্ষণে সেই বিষয় বিশেষরূপে বলা হইতেছে। ১৪। বায়ুপ্রকোপ-জনিত মদরোগগ্রস্ত ব্যক্তি অধিক এবং দ্রুত কথা

বিদ্যাদ্বাতমদাবিষ্টং রুক্ষশ্যাবারুণাকৃতিম্ ॥ ১৫
সক্রোধপরুষাভাষং সংপ্রহারকলিপ্রিয়ম্।
বিদ্যাৎ পিত্তমদাবিষ্টং রক্তপীতাসিতাকৃতিম্ ॥১৬
স্বল্পসম্বন্ধবচনং তন্দ্রালস্যসমন্বিতম্।
বিদ্যাৎ কফমদাবিষ্টং পাণ্ডুং প্রধ্যানতৎপরম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি রূপাণি সন্নিপাতকৃতে মদে ॥ ১৭
জায়তে শাম্যতি ক্ষিপ্রং মদো মদ্যমদাকৃতিঃ।
যশ্চ মদ্যমদঃ প্রোক্তো বিষজো রৌধিরশ্চ যঃ।
সর্ব্ব এতে মদা নর্ত্তে বাতপিত্তকফাশ্রয়াৎ ॥১৮
নীলং বা যদি বা কৃষ্ণমাকাশমথবারুণম্।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি শীঘ্রঞ্চ প্রতিবুধ্যতে ॥
বেপথুশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ প্রপীড়া হৃদয়স্য চ।
কার্শ্যং শ্যাবারুণা চ্ছায়া মূর্চ্ছায়ে বাতসম্ভবে ॥
রক্তং হরিতবর্ণং বা বিয়ৎ পীতমথাপি বা।
পশ্যং স্তমঃ প্রবিশতি সস্বেদশ্চ প্রবুধ্যতে ॥
সপিপাসঃ সসন্তাপো রক্তপিত্তাকুলেক্ষণঃ।
সম্ভিন্নবর্চ্চাঃ পীতাভো মূর্চ্ছায়ে পিত্তসম্ভবে।
মেঘসঙ্কাশমাকাশমাবৃতং বা তমোঘনৈঃ।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি চিরাচ্চ প্রতিবুধ্যতে ॥
গুরুভিঃ প্রাবৃতৈরঙ্গৈর্যথৈবার্দ্রেণ চর্ম্মণা।
সপ্রসেকঃ সহৃল্লাসো মূর্চ্ছায়ে কফসম্ভবে ॥২১
সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাদপস্মার ইবাগতঃ।
স জন্তুং পাতয়ত্যাশু বিনা বীভৎস-
চেষ্টিতৈঃ ॥ ২২
দোষেষু মদমূর্চ্ছায়া কৃতবেগেষু দেহিনাম্।
স্বয়মেবোপশাম্যন্তি সন্ন্যাসো নৌষধৈর্ব্বিনা ॥২৩
বাগ্দেহমনসাং চেষ্টামাক্ষিপ্যাতিবলা মলাঃ।
সন্ন্যস্যন্ত্যবলং জন্তুং প্রাণায়তনসংশ্রিতাঃ ॥

বলে। উহার প্রকৃতি চঞ্চল ও চেষ্টা সকল স্খলিত হয় এবং আকৃতি রুক্ষ ও শ্যাব বা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। ১৫। পিত্তজনিত মদরোগগ্রস্থ ব্যক্তি সক্রোধ ও রূঢ়ভাষী হয়, প্রহারপ্রিয় ও কলহপ্রিয় হইয়া থাকে এবং ইহার আকার রক্ত পীত বা শুভ্রবর্ণ হয়। ১৬। কফজনিত মদরোগগ্রস্ত ব্যক্তি অসম্বদ্ধ কথা বলে; তন্দ্রা এবং আলস্যযুক্ত হয়। তাহার শরীরের বর্ণ পাণ্ডু হয় এবং সে সর্ব্বদা ধ্যানশীল হয়। সন্নিপাতজনিত মদরোগে তিন দোষের লক্ষণই প্রকাশ পায়। ১৭। মদ্যপান-জনিত মদরোগের শীঘ্রই উৎপত্তি ও নিবৃত্তি হয়। অপর মদ্যপান-জনিত মদরোগ, বিষজনিত মদরোগ এবং রক্তজাত মদরোগ বাত-পিত্ত-কফের আশ্রয় ভিন্ন হইতে পারে না। ১৮। যে ব্যক্তি আকাশকে নীল, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ অন্ধকারে প্রবেশের ন্যায় বোধ করে এবং শীঘ্রই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; আর যদি সেই ব্যক্তির কম্প, অঙ্গমর্দ্দ, হৃৎপীড়া, কৃশতা, শ্যামবর্ণ অথবা অরুণবর্ণ হয়, তবে তাহার মূর্চ্ছার নাম বাতজ মূর্চ্ছা। ১৯। যে ব্যক্তি আকাশকে রক্ত, হরিত বা পীতবর্ণ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ অন্ধকারে প্রবেশ বোধ করে এবং অতিশয় ঘর্ম্মনির্গমের পর সংজ্ঞালাভ করে, আর যদি তৎকালে তাহার পিপাসা ও সন্তাপ বর্ত্তমান থাকে, চক্ষু রক্তপিত্তলক্ষণাক্রান্ত হয়, ভেদ হইতে থাকে এবং বর্ণ পীত হয়, তবে তাহার মূর্চ্ছার নাম পিত্তজ মূর্চ্ছা। ২০। যে ব্যক্তি আকাশকে মেঘাবৃত ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ অন্ধকারে প্রবেশ বোধ করে, অনেক বিলম্বে জ্ঞান লাভ করে এবং বোধ করে যেন তাহার গাত্র ঘনবস্ত্র বা আর্দ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, অথচ যদি তাহার মুখস্রাব ও হৃল্লাস হইতে থাকে, তবে তাহার মূর্চ্ছার নাম কফজ মূর্চ্ছা। ২১। সান্নিপাতিক মূর্চ্ছাতে অপস্মার রোগের ন্যায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়, কেবল অপস্মার-সুলভ বীভৎসচেষ্টা সকল হয় না। তাহাতে রোগী অপস্মার-রোগীর ন্যায় হঠাৎ ভূতলে পতিত হয়। ২২। মদজনিত মূর্চ্ছারোগ দোষবেগের হ্রাস হইলে নিজেই নিবৃত্ত হয়; কিন্তু সন্ন্যাসরোগ ঔষধ ভিন্ন কখনই শান্ত হয় না। ২৩। বায়ু পিত্ত-কফ সাতিশয় কুপিত হইয়া প্রাণস্থান আশ্রয় পূর্ব্বক বাক্য, দেহ ও মনের ক্রিয়া নষ্ট এবং দেহীকে হৃতবল করিয়া ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক সন্ন্যাসরোগ উপস্থিত

স না সন্ন্যাসসন্ন্যস্তঃ কাষ্ঠভূতো মৃতোপমঃ।
প্রাণৈর্বিযুজ্যতে শীঘ্রং মুক্ত্বা সদ্যঃফলাং
ক্রিয়াম্ ॥ ২৪
দুর্গেঽম্ভসি যথা মজ্জদ্ভাজনং ত্বরয়া বুধঃ।
গৃহ্নীয়াৎ তদসম্প্রাপ্তং তথা সন্ন্যাসপীড়িতম্ ॥২৫
অঞ্জনান্যবপীড়াশ্চ ধূমঃ প্রধমনানি চ।
সূচীভিস্তোদনং শস্ত্রৈর্দাহঃ পীড়া নখান্তরে ॥
লুঞ্চনং কেশলোম্নাঞ্চ দন্তৈর্দশনমেব চ।
আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতস্তস্যাববোধনে ॥ ২৬
সম্মূর্চ্ছিতানি তীক্ষ্ণানি মদ্যানি বিবিধানি চ।
প্রভূতকটুযুক্তানি তস্যাস্যে গালয়েন্মুহুঃ ॥ ২৭
মাতুলুঙ্গরসং তদ্বন্মহৌষধসমাযুতম্।
তদ্বৎ সৌবর্চ্চলং দদ্যাদ্ যুক্তং মদ্যাম্লকাঞ্জিকৈঃ
হিঙ্গুষণসমাযুক্তং যাবৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনাৎ ॥ ২৮
প্রবুদ্ধসংজ্ঞমন্নৈশ্চ লঘুভিস্তমুপাচরেৎ।
বিস্মাপনৈঃ স্মারণৈশ্চ প্রিয়শ্রুতিভিরেব চ।
পটুভির্গীতবাদিত্রৈঃ শব্দৈশ্চিত্রৈশ্চ দর্শনৈঃ ॥২৯
স্রংসনোল্লেখনৈর্ধূমৈরঞ্জনৈঃ কবড়গ্রহৈঃ।
শোণিতস্রাবসেকৈশ্চ ব্যায়ামোদ্ঘর্ষণৈস্তথা ॥
প্রবুদ্ধসংজ্ঞং মতিমানন্ববন্ধমুপাচরেৎ।
তস্য সংরক্ষিতব্যং হি মনঃ প্রলয়হেতুতঃ ॥ ৩০
স্নেহস্বেদোপপন্নানাং যথাদোষং যথাবলম্।
পঞ্চ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত মূর্চ্ছায়েষু মদেষু চ ॥ ৩১
অষ্টাবিংশত্যোষধস্য তথা তিক্তস্য সর্পিষঃ।
প্রয়োগঃ শস্যতে তদ্বন্মহতঃ ষট্পলস্য বা ॥
ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা সঘৃতঃ ক্ষৌদ্রশর্করঃ
শিলাজতুপ্রয়োগো বা প্রয়োগঃ পয়সোঽপি বা
পিপ্পলীনাং প্রয়োগো বা প্রয়োগশ্চিত্রকস্য বা।
রসায়নানাং কৌম্ভস্য সর্পিষো বা প্রশস্যতে ॥ ৩২

করে। সন্ন্যাসরোগাক্রান্ত ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা পাতিত হইয়া কাষ্ঠসদৃশ মৃততুল্য হইয়া থাকে। তৎকালে যদি সদ্য উপকার দর্শে এরূপ চিকিৎসা না করা হয়, তবে ঐ ব্যক্তি অতি শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। ২৪। গভীর জল-মধ্যে কোন পাত্র নিমগ্ন হইবার সময় যেমন তাহা না তলাইতেই ধরিতে হয়, সেইরূপ সন্ন্যাস-রোগীর রোগ বদ্ধমূল না হইতেই তাহার চিকিৎসা করিতে হয়। ২৫। সন্ন্যাস-রোগে চৈতন্য সম্পাদনের জন্য অঞ্জন, অবপীড়ন, ধূমপ্রয়োগ, প্রধমন, সূচী দ্বারা ভেদন, তপ্তশস্ত্র দ্বারা দাহ, নখের ভিতর পীড়ন, কেশ লোম উৎপাটন, দন্ত দ্বারা দংশন এবং আলকুশী দ্বারা ঘর্ষণ করা আবশ্যক। ২৬। সন্ন্যাস-পীড়িত ব্যক্তির যতক্ষণ চেতন না হয়, ততক্ষণ উহার মুখে নানাপ্রকার সম্মূর্চ্ছিত (গেঁজান) ও তীক্ষ্ণ মদ্য এবং প্রভূত কটুরস-যুক্ত অন্যান্য দ্রবদ্রব্য পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করিবে। ২৭। আর রোগীর চৈতন্য জন্য শুণ্ঠীচূর্ণ সংযুক্ত গোড়ানেবুর রস, সচল লবণ-সংযুক্ত মদ্য ও অম্লকাঁজী এবং মরিচের সহিত হিঙ্গুচূর্ণ প্রদান করিবে। ২৮। রোগী সচেতন হইলে লঘু অন্ন ভোজন করাইবে এবং কৌতূহলজনক ও স্মৃতিস্থাপক নানাবিধ মিষ্টবাক্য দ্বারা শ্রুতিমধুর গীত বাদ্য দ্বারা এবং বিচিত্র শব্দ ও দর্শনদ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করিবে। ২৯। বুদ্ধিমান বৈদ্য রোগীর সংজ্ঞালাভের নিমিত্ত স্রংসন (অপক্ব ও পক্ব মল নিষ্কাসন), বমন, ধূম, অঞ্জন, কবল, রক্তমোক্ষণ, পরিশ্রম ও উদ্ঘর্ষণ দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবেন। আর সংজ্ঞালাভের পরও উহার চিকিৎসা করিতে থাকিবেন, উহার মন যাহাতে বিকৃত না হয়, তৎপক্ষে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন। [এই রোগের পর পক্ষাঘাত হওয়া সম্ভব]। ৩০। মূর্চ্ছা ও মদরোগে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে। অনন্তর রোগীর বল ও দোষের আধিক্য বুঝিয়া বমন প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্ম প্রয়োগ করিবে। ৩১। মদ ও মূর্চ্ছারোগে অষ্টাবিংশতি ঔষধ (পানীয়কল্যাণ ঘৃত), তিক্ত ঘৃত, মহাষট্পল ঘৃত, ঘৃত মধু ও শর্করার সহিত ত্রিফলা প্রয়োগ, শিলাজতু, দুগ্ধ ও পিপ্পলী, বর্দ্ধমান নামক ঔষধসমূহের প্রয়োগ, চিত্রকমূলের ক্কাথ বা চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। আর ইহাতে রসায়ন প্রয়োগ ও কৌম্ভঘৃতের (দশবর্ষাদি পুরাতন ঘৃতের) প্রয়োগ আব-

রক্তাবসেকাচ্ছাস্ত্রাণাং সতাং সত্ত্ববতামপি।
সেবনান্মূর্চ্ছায়াঃ প্রশাম্যন্তি শরীরিণাম্
ইতি ॥ ৩৩

তত্র শ্লোকৌ।

বিশুদ্ধঞ্চাবিশুদ্ধঞ্চ শোণিতং তস্য হেতবঃ।
রক্তপ্রদোষজা রোগাস্তেষু রোগেষু চৌষধম্ ॥
মদমূর্চ্ছায়সন্ন্যাসহেতুলক্ষণভেষজম্।
বিধিশোণিতকেঽধ্যায়ে সম্যগেতৎ
প্রকাশিতম্ ॥ ৩৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে যোজনাচতুষ্কে বিধিশোণি-
তীয়ো নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

যজ্জঃপুরুষীয়ং।

অথাতো যজ্জঃপুরুষীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

পুরা প্রত্যক্ষধর্ম্মাণং ভগবন্তং পুনর্ব্বসুম্।
উপাসীনা মহাত্মানঃ প্রাহুশ্চক্রুরিমাং কথাম্ ॥
আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং যোঽয়ং পুরুষ-
সংজ্ঞকঃ।
রাশিরস্যাময়ানাঞ্চ প্রাগুৎপত্তিবিনিশ্চয়ে ॥ ২
তদন্তরং কাশিপতির্বামকো বাক্যমর্থবৎ
ব্যাজহারর্ষিসমিতিমভিসৃত্যাভিবাদ্য চ ॥
কিংনু ভোঃ পুরুষো যজ্জস্তজ্জাস্তস্যাময়াঃ
স্মৃতাঃ
ন বেত্যুক্তে নরেন্দ্রেণ প্রোবাচর্ষীন্ পুনর্ব্বসুঃ ॥
সর্ব্বে এবামিতজ্ঞানবিজ্ঞানচ্ছিন্নসংশয়াঃ।
ভবন্তশ্ছেত্তুমর্হন্তি কাশিরাজস্য সংশয়ম্ ॥ ৩
পারীক্ষিস্তৎ পরীক্ষ্যাগ্রে মৌদ্গল্যো বাক্যম-
ব্রবীৎ।
আত্মজঃ পুরুষো রোগাশ্চাত্মজাঃ কারণং হি সঃ
স চিনোত্যুপভুঙ্ক্তে চ কর্ম্ম কর্ম্মফলানি চ।
ন হ্যতে চেতনা ধাতোঃ প্রবৃত্তিঃ সুখদুঃখয়োঃ।
শরলোমা তু নেত্যাহ ন হ্যাত্মাত্মানমাত্মনা।
যোজয়েদ্ব্যাধিভির্দুঃখৈর্দুঃখদ্বেষী কদাচন

শুক। ৩১। রক্তমোক্ষণ, সৎশাস্ত্রের আলো-
চনা এবং সর্ব্বদা সত্ত্ববান সাধুদিগের সংসর্গ
দ্বারা মনুষ্যদিগের মদ ও মূর্চ্ছারোগের শান্তি
হয়। ৩৩। এই অধ্যায়ের সূচী যথা,—এই
বিধিশোণিতীয় অধ্যায়ে বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ
রক্তের লক্ষণ ও কারণ রক্তজ রোগসমূহ ও
তাহাদের ঔষধ এবং মদ, মূর্চ্ছা ও সন্ন্যাস-
রোগের কারণ, লক্ষণ ও ঔষধের বিষয় পুন-
র্ব্বসু ঋষি সবিস্তর বলিয়াছেন। ৩৪

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা যজ্জঃপুরুষীয় নামক অধ্যায়
ব্যাখ্যা করিব. এই কথা ভগবান্ আত্রেয়
কহিলেন। ১। পুরাকালে প্রত্যক্ষধর্ম্মা ভগ-
বান্ পুনর্ব্বসুর সন্নিকটে একদা মহর্ষিগণ উপ-
বিষ্ট আছেন, এমন সময়ে আত্মা ইন্দ্রিয়, মন
ও মনের বিষয়; এই সমুদায়ের সমষ্টি স্বরূপে
যিনি পুরুষ নাম ধারণ করেন, তাঁহার পীড়ার
প্রথম উৎপত্তি-সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল।
২। তখন বামকনামা রাজর্ষি কাশিপতি সভাস্থ
ঋষিগণের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া অভিবাদন-
পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! পুরুষ যাঁহা হইতে
উৎপন্ন হইয়াছে, রোগসমূহও কি তাঁহা হইতেই
জন্মিয়াছে? রাজর্ষি বামক এইরূপ কহিলে
পুনর্ব্বসু সমবেত ঋষিদিগকে কহিলেন যে,
আপনারা অসীম জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগে ছিন্ন-
সংশয় হইয়াছেন; অতএব আপনারাই
কাশিরাজের সন্দেহ দূর করুন। ৩। তখন
পরীক্ষ-তনয় মৌদ্গল্য ঋষি কহিলেন যে,
আত্মা হইতেই পুরুষ ও রোগ-সকল
উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আত্মাই এস্থলে
কারণ। আত্মাই কর্ম্মসঞ্চয় ও কর্ম্মফল ভোগ
করে। সেই চৈতন্য পদার্থ ব্যতিরেকে

রজস্তমোভ্যান্তু মনঃ পরীতং সত্ত্বসংজ্ঞকম্।
শরীরস্য সমুৎপত্তৌ বিকারাণাঞ্চ কারণম্ ॥ ৫
বার্য্যোবিদস্তু নেত্যাহ ন হ্যেকং কারণং মনঃ।
নর্ত্তে শরীরাচ্ছারীরা রোগাণাং মনসঃ স্থিতিঃ
রসজানি তু ভূতানি ব্যাধয়শ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
আপো হি রসবত্যস্তাঃ স্মৃতা নির্বৃত্তিহেতবঃ ॥
হিরণ্যাখ্যস্তু নেত্যাহ ন হ্যাত্মা রসজঃ স্মৃতঃ।
নাতীন্দ্রিয়ং মনঃ সন্তি রোগাঃ শব্দাদিজাস্তথা
ষড়্ধাতুজস্তু পুরুষো রোগাঃ ষড়্ধাতুজাস্তথা।
রাশিঃ ষড়্ধাতুজো হ্যেষ সাঙ্খ্যৈরাদ্যৈঃ
পরীক্ষিতঃ ॥ ৭
তথা ব্রুবাণং কুশিকমাহ তন্নেতি শৌনকঃ।

কস্মান্মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা ষড়্ধাতুজো
ভবেৎ ॥
পুরুষঃ পুরুষাদ্গৌর্গোরশ্বাদশ্বঃ প্রজায়তে।
পৈত্র্যা মেহাদয়শ্চোক্তা রোগাস্তা এব
কারণম্ ॥ ৮
ভদ্রকাপ্যস্তু নেত্যাহ ন হ্যন্ধোহন্ধাৎ প্রজায়তে
মাতাপিত্রোশ্চ তে পূর্ব্বমুৎপত্তির্নোপপদ্যতে ॥
কর্ম্মজস্তু মতো জন্তুঃ কর্ম্মজাস্তস্য চাময়াঃ।
ন হ্যতে কর্ম্মণো জন্ম রোগাণাং পুরুষস্য চ ॥
ভরদ্বাজস্তু নেত্যাহ কর্ত্তা পূর্ব্বং হি কর্ম্মণঃ।
দৃষ্টং ন চাকৃতং কর্ম্ম যস্য স্যাৎ পুরুষঃ ফলম ॥
ভাবহেতুঃ স্বভাবস্তু ব্যাধীনাং পুরুষস্য চ

সুখ ও দুঃখের আগমন হয় না। ৪। তখন শরলোমা ঋষি কহিলেন যে, তাহা কখনই হইতে পারে না; আত্মা স্বভাবতই দুঃখ-দ্বেষী; তিনি আপনাকে কখনই দুঃখজনক রোগসমূহ দ্বারা ক্লেশিত করিতে চান না। মনই রজঃ ও তমোগুণের পরবশ হইয়া শরীর ও রোগের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। ৫। তখন বার্য্যোবিদ কহিলেন যে, তাহা কখনই হইতে পারে না। মনই একাকী কারণ হইতে পারে না। শরীর ব্যতিরেকে শারীর রোগসমূহ মনের স্থিতিই সম্ভবে না। আমার মতে ভূতগণ ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধিগণ রস হইতে উৎপন্ন হয়। আর রসবত্তা হেতু জলই উহাদের উৎপত্তির মূল। ৬। তখন হিরণ্যাক্ষ ঋষি কহিলেন যে, আত্মা কখনই রস হইতে উৎপন্ন হয় না। আর মন অতীন্দ্রিয়, তাহাই বা রস হইতে উৎপন্ন হইবে কেন? রোগ শব্দ প্রভৃতি হইতেও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা, এই ষড়ধাতু হইতেই পুরুষ ও রোগসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে প্রাচীন সাংখ্য ঋষিরা পুরুষকে ষড়্ধাতুজ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [শারীর স্থান—পুরুষবিচয় স্থান]। ৭। কুশিক (হিরণ্যাক্ষ) ঋষি এইরূপ কহিলে, শৌনক কহিলেন যে, পিতা মাতা বিনা ষড়্ধাতু হইতে কিরূপে পুরুষের জন্ম সম্ভব হয়? যেহেতু পুরুষ হইতে পুরুষের, গো হইতে গোর ও অশ্ব হইতে অশ্বের জন্ম হইয়া থাকে। এবং পৈতৃক মেহাদি রোগ পিতা হইতেই জন্মিয়া থাকে। অতএব পিতা মাতাই শরীর ও রোগের উৎপত্তির কারণ। ৮। তখন ভদ্রকাপ্য কহিলেন যে, তাহা হইতে পারে না। অন্ধ ব্যক্তির পুত্র অন্ধ হয় না; অতএব মাতা ও পিতা পুরুষ ও রোগের উৎপত্তির কারণ বলিয়া স্থির হয় না। জীব ও ব্যাধিগণ কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয় কথিত আছে। কর্ম্ম ব্যতিরেকে রোগ ও পুরুষের জন্ম হইতে পারে না। [কর্ম্ম শব্দে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম]। ৯। তখন কুমারশিরা ভরদ্বাজ কহিলেন যে, তাহা হইতে পারে না। কারণ কর্ম্ম স্বয়ং উৎপন্ন হয় না, উহার কর্ত্তা অপেক্ষা করে। আর এরূপ অকৃত কর্ম্ম দেখা যায় নাই, যাহা হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে। [অর্থাৎ আগে পুরুষ, পরে কর্ম্ম। সুতরাং কর্ম্ম পুরুষের কারণ হইতে পারে না]। স্বভাবই দ্রব দিগের উৎপত্তিহেতু [গঙ্গাধরমতে স্বভাব নারায়ণের সৃষ্ট] এবং স্বভাবই পুরুষ ও রোগদিগের জন্মের হেতু। যেমন পঞ্চ-

খরদ্রবচলোষ্ণত্বং তেজোহন্তানাং যথৈব হি ॥
কাঙ্কায়নস্তু নেত্যাহ ন হ্যারম্ভঃ ফলং ভবেৎ।
ভবেৎ স্বভাবাদ্ভাবানামসিদ্ধিঃ সিদ্ধিরেব বা ॥
স্রষ্টা ত্বামতিসঙ্কল্পো ব্রহ্মাপত্যং প্রজাপতিঃ।
চেতনাচেতনস্যাস্য জগতঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১১
তথেতি ভিক্ষুরাত্রেয়ো ন হ্যপত্যং প্রজাপতিঃ।
প্রজাহিতৈষী সততং দুঃখৈর্যুঞ্জ্যাদসাধুবৎ ॥
কালজস্ত্বেব পুরুষঃ কালজাস্তস্য চাময়াঃ।
জগৎ কালবশং সর্ব্বং কালঃ সর্ব্বত্র কারণম্ ॥১২
তথর্ষীণাং বিবদতামুবাচেদং পুনর্ব্বসুঃ।
মৈবং বোচত তত্ত্বং হি দুষ্প্রাপং পক্ষসংশ্রয়াৎ ॥
বাদান্ সপ্রতিবাদাংশ্চ বদন্তো নিশ্চিতানিব।
পক্ষান্তং নৈব গচ্ছন্তি তিলপীড়কবদ্গতৌ ॥

ভূতের খরত্ব, দ্রবত্ব, চলত্ব, উষ্ণত্ব ও তেজ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, পুরুষেও সেইরূপ রোগ সকল স্বভাবতই উৎপন্ন হয়। [অর্থাৎ রোগ সকল পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম]। ১০। তখন কাঙ্কায়ন ঋষি কহিলেন যে, তাহা হইতে পারে না। কারণ আরম্ভ কখন ফল হইতে পারে না। অর্থাৎ কর্ম্মের ফল কর্ম্ম হইতে পারে না। শুভাশুভ কর্ম্ম জন্মরূপ কর্ম্মের ফল হইতে পারে না। আর স্বভাব হইতে পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে। বহুসঙ্কল্পবিশিষ্ট প্রজাপতি ব্রহ্মাই চেতনাচেতন জগৎ ও সুখদুঃখের হেতু। ১১। তখন ভিক্ষু আত্রেয় ঋষি কহিলেন যে, তাহা হইতে পারে না। প্রজাহিতৈষী প্রজাপতি কখনই কুটিলতা-পূর্ব্বক প্রজাদিগকে দুঃখযুক্ত করিতে পারেন না। আমার মতে পুরুষ কাল হইতে উৎপন্ন হয় এবং রোগসমূহও কাল হইতে উৎপন্ন হয়। সমস্ত জগৎই কালের বশ; অতএব কালই সর্ব্বত্র কারণ। ১২। ঋষিরা এইরূপ বিবদমান হইলে পুনর্ব্বসু কহিলেন যে, আপনারা এরূপ বিবাদ করিবেন না। একপক্ষ অবলম্বন করিলে সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে না। যেমন ঘানিগাছের উপরিস্থ ব্যক্তি

মুক্ত্বৈনং বাদসঙ্ঘট্টমধ্যাত্মমনুচিন্ত্যতাম্।
নাবিধূতে তমস্কন্ধে জ্ঞেয়ে জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥১৩
যেষামেব হি ভাবানাং সম্পৎ সঞ্জনয়েন্নরম্।
তেষামেব বিপদ্ব্যাধীন্ বিবিধান্ সমুদীরয়েৎ ॥

অথাত্রেয়স্য ভগবতো বচনমনুনিশম্য পুনরেব বামকঃ কাশিপতিরুবাচ ভগবন্তমাত্রেয়ম্। ভগবন্ সম্পন্নিমিত্তজস্য পুরুষস্য বিপন্নিমিত্তজানাঞ্চ রোগাণাং কিমভিবৃদ্ধিকারণমিতি। তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। হিতাহারোপযোগ এক এব পুরুষস্যাভিবৃদ্ধিকরো ভবতি অহিতাহারোপযোগঃ পুনর্ব্যাধিনিমিত্তমিতি ॥ ১৫

এবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ কথমিহ ভগবন্ হিতাহিতানামাহারজাতানাং লক্ষণমনপবাদমভিজানীয় হিতসমাখ্যাতানাঞ্চৈবাহারজাতানামহিতসমাখ্যাতানাঞ্চ মাত্রা কালক্রিয়াভূমিদেহদোষপুরুষাবস্থান্তরেষু বিপরীতকারিত্বমুপলভাম ইতি ॥ ১৬

ক্রমাগত ঘুরিয়াও সীমা প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ বাদ ও প্রতিবাদ ক্রমাগত করিতে থাকিলে প্রকৃত বিষয়ের মীমাংসা হয় না। অন্ধকার দূরীভূত না হইলে জ্ঞেয় বিষয়ে দৃষ্টি চলে না। ১৩। যে সকল দ্রব্যের সংযোগে মানুষের সুখসম্পৎ ঘটিয়া থাকে, তাহাদেরই অপব্যবহার বশতঃ রোগের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। ১৪। ভগবান্ আত্রেয়ের বাক্য শুনিয়া বামকনামা কাশিরাজ পুনর্ব্বার কহিলেন যে, সুখজাত পুরুষের বিপজ্জাত ব্যাধিসমূহের উৎপত্তির কারণ কি? তাহাতে ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন যে, হিতাহার-সেবনই পুরুষের একমাত্র সুখবৃদ্ধির কারণ এবং অহিতাহারসেবনই রোগের কারণ। ১৫। ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ কহিলে অগ্নিবেশ কহিলেন, ভগবন্! হিতকর ও অহিতকর আহারসমূহের নির্দ্দোষ লক্ষণ কিরূপে জানিয়া হিতকর ও অহিতকর আহারসমূহের মাত্রা, কাল, ক্রিয়া, দেশ, দেহ, দোষ ও পুরুষের

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। যদাহারজাতমগ্নিবেশ সমাংশ্চৈব শরীরধাতূন্ প্রকৃতৌ স্থাপয়তি বিষমাংশ্চ সমীকরোত্যেতদ্ধিতং বিদ্ধি অহিতং বিপরীতমিত্যেতদ্ধি তাহিতলক্ষণমনপবাদং ভবতি॥ ১৭

এবংবাদিনঞ্চ ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। ভগবন্ নত্বেতদেবমুপদিষ্টং ভূয়িষ্ঠকল্পাঃ সর্ব্বভিষজো বিজ্ঞাস্যন্তি॥ ১৮

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। যেষাং বিদিতমাহারতত্ত্বমগ্নিবেশ গুণতো দ্রব্যতঃ কর্ম্মতঃ সর্ব্বাবয়বতো মাত্রাদয়ো ভাবাস্ত এতদেবমুপদিষ্টং বিজ্ঞাতুমুৎসহেরন্ যথা তু খল্বেতদুপদিষ্টং ভূয়িষ্ঠকল্পাঃ সর্ব্বভিষজো বিজ্ঞাস্যন্তি তথৈতদুপদেক্ষ্যামঃ। মাত্রাদীন্ ভাবাননুপহৃত্যস্তেষাং হি বহুবিধবিকল্পা ভবন্তি। আহারবিধিবিশেষাংস্তু খলু লক্ষণতশ্চাবয়বতশ্চানুব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১৯

তদ্যথা—

আহারত্বমাহারস্যৈকবিধমর্থাভেদাৎ। স পুনর্দ্বিযোনিঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মকত্বাৎ। দ্বিবিধঃ প্রভাবো হিতাহিতোদর্কবিশেষাৎ। চতুর্ব্বিধোপযোগঃ পানাশনভক্ষ্যলেহ্যোপযোগাৎ। ষডাস্বাদো রসভেদতঃ ষড়্বিধত্বাৎ। বিংশতিগুণো গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরূক্ষমন্দতীক্ষ্ণস্থিরসরমৃদু-কঠিন-বিশদপিচ্ছিলশ্লক্ষ্ণখরসূক্ষ্মস্থূলসান্দ্রদ্রবানুগমাৎ॥ ২০

অপরিসংখ্যেয়বিকল্পো দ্রব্যসংযোগকরণবাহুল্যাৎ। তস্য যে যে বিকারাবয়বা ভূয়িষ্ঠমুপযুজ্যন্তে ভূয়িষ্ঠকল্পানাঞ্চ মনুষ্যাণাং প্রকৃত্যৈব হিততমাশ্চাহিততমাশ্চ তাংস্তান্ যথাবদনুব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ২১

তদ্যথা—

লোহিতশালয়ঃ শূকধান্যানাং পথ্যতমত্বে শ্রেষ্ঠতমা ভবন্তি। মুদ্গাঃ শমীধান্যানাম্,

অবস্থা ভেদে বিপরীত-কারিত্ব বুঝিতে পারিব? ১৬। তখন ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে কহিলেন, যে সকল আহার সমতাপন্ন শারীর ধাতুদিগকে প্রকৃতিস্থ রাখে এবং বিষমভাবাপন্ন ধাতুদিগকে সমতাপন্ন করে, তাহারাই হিতকর। বিপরীত হইলে অহিতকর কহিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত হিতাহিত-লক্ষণ জানিবে। ১৭। ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ কহিলে অগ্নিবেশ কহিলেন, এই প্রকার সংক্ষিপ্ত উপদেশসকল বৈদ্যে বুঝিতে পারিবে না।১৮। তখন ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন যে, গুণ, দ্রব্য, কর্ম্ম, সর্ব্বাবয়ব ও মাত্রাভেদে আহারতত্ত্ব যাহাদের পরিজ্ঞাত আছে, এইরূপ সংক্ষিপ্ত উপদেশ তাঁহাদের পক্ষেই বোধগম্য বটে। অতএব সাধারণ চিকিৎসকদিগের বোধজন্য মাত্রা প্রভৃতির উপদেশ দিতেছি। মাত্রা প্রভৃতির অনেক প্রকার বিকল্প আছে। বিশেষ বিশেষ আহার-বিধির লক্ষণ ও বিভাগ সমস্ত বলা হইতেছে। ১৯। যথা;—অর্থের অভেদ বশতঃ আহার মাত্রেরই আহারত্ব এক। স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে উহার যোনি (উৎপত্তির কারণ) দুই প্রকার। উহার প্রভাব দুই প্রকার,—হিতকর ও অহিতকর। উহার সেবন চারি প্রকারে সম্পন্ন হয়, যথা;—পান, ভোজন, চর্ব্বণ ও লেহন। রস ষড়্বিধ বলিয়া আহারের আস্বাদও ষড়্বিধ। আহারের গুণ বিংশতি, যথা;—গুরু, লঘু, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রূক্ষ, মন্দ, তীক্ষ্ণ, স্থির, সর, মৃদু, কঠিন, বিশদ, পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ণ, খর, সূক্ষ্ম, স্থূল, ঘন এবং দ্রব। ২০। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ বশতঃ আহার অসংখ্য প্রকার হয়। তন্মধ্যে যে সকল বিকল্প সচরাচর ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষরূপে হিত বা অহিতকর হয়, তাহাই সম্প্রতি ব্যাখ্যা করিতেছি। ২১। যথা;—শূকধান্যদিগের মধ্যে রক্তশালি সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য বলিয়া শ্রেষ্ঠতম। এইরূপ সমীধান্যদিগের মধ্যে মুদ্গ; জলসমূহের মধ্যে

আন্তরিক্ষমুদকানাং, সৈন্ধবং লবণানাং,জীবন্তীশাকং শাকানাম্ ॥ ২২

ঐণেয়ং মৃগমাংসানাং, লাবঃ পক্ষিণাং, গোধা বিলেশয়ানাং, রোহিতো মৎস্যানাং, গব্যং সর্পিঃ সর্পিষাং, গোক্ষীরং ক্ষীরাণাং, তিলতৈলং স্থাবরস্নেহানাং, বরাহবসা আনূপমৃগবসানাং, চুলুকীবসা মৎস্যবসানাং, হংসবসা জলচরবিহঙ্গবসানাম্

কুক্কুটবসা বিষ্কিরশকুনিবসানাম্, অজামেদঃ শাখাদমেদসাম্ ॥ ২৪

শৃঙ্গবেরং কন্দানাং, মৃদ্বীকা ফলানাং, শর্করেক্ষুবিকারাণাম্ ইতি প্রকৃত্যৈব হিততমানামাহারবিকারাণাং প্রাধান্যতো দ্রব্যাণি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি ॥ ২৫

অহিততমানামপ্যুপদেক্ষ্যামঃ। যবকাঃ শূকধান্যানামপথ্যত্বে নিকৃষ্টতমা ভবন্তি। মাষাঃ শমীধান্যানাং, বর্ষানাদেয়মুদকানাম্, ঔষরং লবণানাং সার্ষপশাকং শাকানাম্ ॥২৬

গোমাংসং মৃগমাংসানাং, কাণকপোতঃ পক্ষিণাং, ভেকো বিলেশয়ানাং, চিলিচিমো মৎস্যানাম্, আবিকং সর্পিঃ সর্পিষাম্, আবিকং ক্ষীরং ক্ষীরাণাম্ ॥ ২৭

কুসুম্ভস্নেহঃ স্থাবরস্নেহানাম্ ॥ ২৮

মহিষবসানূপমৃগবসানাং, কুম্ভীরবসা মৎস্যবসানাং, কাকমদ্গুবসা জলচরবিহঙ্গবসানাম্ ॥ ২৯

চটকবসা বিষ্কিরশকুনিবসানাং, হস্তিমেদঃ শাখাদমেদসাম্ ॥ ৩০

মূলকং কন্দানাং, লকুচং ফলানাং, ফাণিতমিক্ষুবিকারাণাম্ ইতি প্রকৃত্যৈব অহিততমানামাহারবিকারাণাং নিকৃষ্টতমানি দ্রব্যাণি বা খ্যাতানি ভবন্তি ॥ ৩১

হিতাহিতাবয়বমাহারবিকারাণামতো ভূয়ঃ

আন্তরীক্ষ জল; লবণদিগের মধ্যে সৈন্ধব; শাকের মধ্যে জীবন্তীশাক উৎকৃষ্ট। ২২। মৃগমাংসের মধ্যে এণ হরিণের মাংস; পক্ষীদিগের মধ্যে লাব; বিলেশয়দিগের মধ্যে গোসাপ; মৎস্যদিগের মধ্যে রোহিত, ঘৃতদিগের মধ্যে গোঘৃত; দুগ্ধদিগের মধ্যে গোদুগ্ধ; স্থাবর স্নেহদিগের মধ্যে তিলতৈল; আনূপজন্তুদিগের বসার মধ্যে শূকরের বসা; মৎস্যবসার মধ্যে চুলুকীর বসা এবং জলচর পক্ষীদিগের বসার মধ্যে হংসের বসা উৎকৃষ্ট। ২৩। বিষ্কির পক্ষীদিগের বসার মধ্যে কুক্কুটের এবং শাখাপত্রভোজীদিগের মধ্যে ছাগলের বসা উৎকৃষ্ট। ২৪। মূলসমূহের মধ্যে আদা; ফলের মধ্যে কিস্‌মিস্; ইক্ষুজের মধ্যে চিনি উৎকৃষ্ট। এইরূপে স্বভাবতঃ হিতকর আহারদিগের বিষয় কথিত হইল। ২৫। যে সমস্ত আহার স্বভাবতঃ অহিত, তাহা বলা যাইতেছে। যথা; শূকধান্যের মধ্যে যবক (ক্ষুদ্রযব) অতিশয় অপকারী বলিয়া নিকৃষ্ট। শমীধান্যের মধ্যে মাষকলায়; জলের মধ্যে বর্ষাকালের নদীজল; লবণসমূহের মধ্যে ক্ষারমৃত্তিকা এবং শাকের মধ্যে সর্ষপশাক সর্ব্বনিকৃষ্ট। ২৬। পশুমাংসের মধ্যে গোমাংস; পক্ষীদিগের মধ্যে কৃষ্ণকপোতমাংস; বিলেশয় জন্তুদিগের মধ্যে ভেকমাংস; মৎস্যের মধ্যে চিলিচিম মৎস্য; ঘৃতের মধ্যে মেষঘৃত এবং দুগ্ধের মধ্যে মেষদুগ্ধ সর্ব্বনিকৃষ্ট। ২৭। উদ্ভিজ্জ তৈলের মধ্যে কুসুম্ভবীজের তৈল নিকৃষ্ট ২৮। আনূপজন্তুর বসার মধ্যে মহিষের বসা; মৎস্য বসার মধ্যে কুম্ভীরের বসা; জলচর পক্ষিগণের মধ্যে পানকৌড়ি বসা নিকৃষ্ট। [কাকমদ্গু পানীয় কাক ইতি গঙ্গাধর।]২৯। বিষ্কির পক্ষীদিগের মধ্যে চটকের বসা (কোন কোন পুস্তকের পাঠ বকের বসা); শাখাপত্রভোজী জন্তুদিগের মধ্যে হস্তিবসা নিকৃষ্ট। ৩০। কন্দের মধ্যে পাকা মুলো; ফলের মধ্যে লকুচ (মাদার); ইক্ষুজ দ্রব্যাদির মধ্যে ফাণিত (মাতগুড়) সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে সমস্ত আহার স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট, তাহাদের বিষয় বলা হইল। ৩১। হিতকর ও অহিতকর আহারের বিষয় বর্ণনা-

কল্পে যথানাঞ্চ প্রাধান্যতঃ সানুবন্ধানি দ্রব্যাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

৬ তদ্‌যথা—

অন্নং বৃত্তিকরাণাং শ্রেষ্ঠম্‌, উদকমাশ্বাসকরাণাং, সুরা শ্রমহরাণাং, ক্ষীরং জীবনীয়ানাং, মাংসং বৃংহণীয়ানাং, লবণমন্নদ্রব্যরুচিকরাণাম্‌, অম্লং হৃদ্যানাম্‌ ॥ ৩২

কুক্কুটো বল্যানাং, নক্ররেতো বৃষ্যাণাং, মধু শ্লেষ্মপিত্তপ্রশমনানাং, সর্পির্বাতপিত্তপ্রশমনানাং, ৮ তৈলং বাতশ্লেষ্মপ্রশমনানাং বমনং শ্লেষ্মহরাণাং, বিরেচনং পিত্তহরাণাং, বস্তির্বাতহরাণাং, স্বেদো মার্দ্দবকরাণাং, ব্যায়ামঃ স্থৈর্য্যকরাণাং, ব্যবায়ঃ কার্শ্যকরাণাং ক্ষারঃ পুংস্ত্বোপঘাতিনাং, তিন্দুকমনন্নদ্রব্যরুচিকরাণাম্‌ ॥ ৩৩

আমকপিত্থমকণ্ঠ্যানাম্‌, আবিকং সর্পিরহৃদ্যানাম্‌, অজাক্ষীরং শোষঘ্নস্তন্যসাত্ম্যরক্তসাংগ্রাহিক-রক্তপিত্ত-প্রশমনানাম্‌, অবিক্ষীরং শ্লেষ্মপিত্তোপচয়করাণাং, মহিষীক্ষীরং স্বপ্নজননানাং, মন্দকং দধ্যভিষ্যন্দকরাণাং, গবেধুকান্নং কর্শনীয়ানাম্‌, উদ্দালকান্নং বিরূক্ষণীয়ানাম্‌, ইক্ষুর্মূত্রজননানাং, যবাঃ পুরীষজননানাং, জাম্ববং বাতজননানাং, শষ্কুলাঃ শ্লেষ্মপিত্তজননানাং, কুলত্থা অম্লপিত্তজননানাং, মাষাঃ শ্লেষ্মপিত্তজননানাং, মদনফলং বমনাস্থাপনানুবাসনোপযোগিনাম্‌ ॥ ৩৪

ত্রিবৃৎ সুখবিরেচনানাং, চতুরঙ্গুলং মৃদুবিরেচনানাং, স্নুক্‌পয়স্তীক্ষ্ণবিরেচনানাং, প্রত্যক্‌পুষ্পা শিরোবিরেচনানাং, বিড়ঙ্গং ক্রিমিঘ্নানাং, শিরীষো বিষঘ্নানাং, খাদিরঃ

পূর্ব্বক সম্প্রতি বস্তিপ্রভৃতি কর্ম্ম ও ঔষধের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টসমূহের ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা;—জীবন-নির্ব্বাহক পদার্থের মধ্যে অন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তৃষ্ণানাশক পদার্থের মধ্যে জল, শ্রান্তিহরদিগের মধ্যে সুরা, জীবনীয়দিগের মধ্যে দুগ্ধ; বৃংহণীয়দিগের মধ্যে মাংস; অন্নে রুচিকারক পদার্থসমূহের মধ্যে লবণ এবং হৃদ্য (হৃদয়ের হিতকর) পদার্থসমূহের মধ্যে অম্ল শ্রেষ্ঠ। ৩২। বলকর দ্রব্যের মধ্যে কুক্কুট মাংস, বৃষ্যদিগের মধ্যে কুম্ভীরের মধ্যে শুক্র; পিত্ত-শ্লেষ্ম নাশকদিগের মধ্যে মধু, বাতপিত্তনাশক দিগের মধ্যে ঘৃত; বাতশ্লেষ্মনাশকদিগের মধ্যে তৈল; শ্লেষ্মহরদিগের মধ্যে বমন; পিত্তহরদিগের মধ্যে বিরেচন; বাতহরদিগের মধ্যে বস্তি; মার্দ্দবকারকদিগের মধ্যে স্বেদ; দার্ঢ্যকারকদিগের মধ্যে ব্যায়াম; কৃশতাকারকদিগের মধ্যে মৈথুন, পুংস্ত্বনাশকদিগের মধ্যে ক্ষার এবং অন্নে অরুচিকারক দ্রব্যের মধ্যে তিন্দুক (কেঁউদ) প্রধান। (বাতশ্লেষ্মরোগের তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, বায়ুনাশক এবং বাতোল্বণ বাতশ্লেষ্মরোগনাশক।)

৩৩। স্বরভঙ্গকারক দ্রব্যের মধ্যে কাঁচা কদ্‌বেল, হৃদয়ের অহিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে মেষঘৃত; শোষনাশক, স্তন্যবর্দ্ধক, রক্তরোধক এবং রক্তপিত্ত নাশকদিগের মধ্যে ছাগদুগ্ধ; পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্যের মধ্যে মেষদুগ্ধ; নিদ্রাকারক দ্রব্যের মধ্যে মহিষদুগ্ধ, অভিষ্যন্দজনক দ্রব্যের মধ্যে মন্দক দধি, কৃশতাকারক দ্রব্যের মধ্যে গবেধুক ধান্যের অন্ন, রুক্ষকারক দ্রব্যের মধ্যে উদ্দালক অন্ন, মূত্রজনকদিগের মধ্যে ইক্ষু; পুরীষজনকদিগের মধ্যে যব, বায়ুজনকদিগের মধ্যে জম্বুফল; পিত্তশ্লেষ্মকারকের মধ্যে তিলপিষ্টক; অম্লপিত্তজনকের মধ্যে কুলত্থ; পিত্তশ্লেষ্মজনকের মধ্যে মাষকলায়; বমন, আস্থাপন এবং অনুবাসনোপযোগী দ্রব্যের মধ্যে মদনফল সর্ব্বপ্রধান। ৩৪। সুখবিরেচকদিগের মধ্যে তেউড়ীমূল; মৃদুবিরেচকদিগের মধ্যে সোঁদালের আঠা; তীক্ষ্ণ বিরেচকদিগের মধ্যে মনসার আঠা; শিরোবিরেচকদিগের মধ্যে অপামার্গবীজ, ক্রিমিনাশকদিগের মধ্যে বিড়ঙ্গ; বিষনাশকদিগের মধ্যে শিরীষবীজ.

কুষ্ঠঘ্নানাং, রাস্না বাতহরাণাম্, আমলকং বয়ঃস্থাপনানাং, হরীতকী পথ্যানাম্, এরণ্ডমূলং বৃষ্যবাতহরাণাং, পিপ্পলীমূলং দীপনীয়-পাচনীয়ানাহপ্রশমনানাং, চিত্রকমূলং দীপনীয়-গুদশূলশোফহরাণাম্ ॥ ৩৫

মুস্তং সংগ্রাহকদীপনীয়পাচনীয়ানাং, পুষ্করমূলং হিক্কাশ্বাসকাসপার্শ্বশূলহরাণাম্, উদীচ্যং নির্ব্বাপণদীপনীয়--পাচনীয়চ্ছর্দ্যতীসার--হরাণাং, কট্বঙ্গং সংগ্রাহকপাচনীয়দীপনীয়ানাম্, অনন্তা সংগ্রাহকরক্তপিত্তপ্রশমনানাম্, অমৃতা সংগ্রাহকবাতহর-দীপনীয়শ্লেষ্মশোণিত--বিবন্ধ--প্রশমনানাং, বিল্বং সংগ্রাহকদীপনীয়বাতকফ-প্রশমনানাম্, অতিবিষা দীপনীয়পাচনীয়-সংগ্রাহকসর্ব্বদোষহরাণাম্, উৎপলকুমুদপদ্ম-কিঞ্জল্কাঃ সংগ্রাহকরক্তপিত্তপ্রশমনানাং, দুরালভা পিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনানাম্ ॥ ৩৬

গন্ধপ্রিয়ঙ্গুঃ শোণিতপিত্তাতিযোগপ্রশমনানাং, কুটজত্বক্ শ্লেষ্মপিত্তরক্তসংগ্রাহকোপ-শোষণানাং, কাশ্মর্য্যফলং সংগ্রাহকরক্তপিত্ত-প্রশমনানাং, পৃশ্নিপর্ণী সংগ্রাহকবাতহরদীপ-নীয়বৃষ্যাণাং, বিদারিগন্ধা বৃষ্যসর্ব্বদোষহরাণাং, বলা সংগ্রাহকবল্যবাতহরাণাম্, গোক্ষুরকো মূত্রকৃচ্ছ্রানিলহরাণাং, হিঙ্গুনির্য্যাসশ্ছেদনীয়-দীপনীয়ানুলোমিকবাতকফ-প্রশমনানাম্, অম্লবেতসো ভেদনীয়দীপনীয়ানুলোমিকবাতশ্লেষ্ম-প্রশমনানাং, যাবশূকঃ স্রংসনীয়পাচনীয়ার্শোঘ্নানাং, তক্রাভ্যাসো গ্রহণীদোষার্শোঘ্নঘৃত-ব্যাপৎ প্রশমনানাং, ক্রব্যাদমাংসাভ্যাসো গ্রহণীদোষশোষার্শোঘ্নানাম্ ॥ ৩৭

ক্ষীরঘৃতাভ্যাসো রসায়নানাং, সমঘৃত-শক্তুপ্রাশাভ্যাসো বৃষ্যোদাবর্ত্তহরাণাং, তৈল-

---

কুষ্ঠনাশকদিগের মধ্যে খদির; বাতহরদিগের মধ্যে রাস্না; বয়ঃস্থাপকদিগের মধ্যে আমলকী; সর্ব্বপ্রকার সুপথ্যের মধ্যে হরীতকী; বৃষ্য অথচ বায়ুহরাদিগের মধ্যে এরণ্ডমূল; দীপনীয় পাচনীয় অথচ আনাহনাশকদিগের মধ্যে পিপুলের মূল। দীপনীয় অথচ গুদশূল ও গুদশোথনাশক দ্রব্যের মধ্যে চিতার মূল প্রধান। ৩৫। সংগ্রাহক অথচ দীপনীয় ও পাচনীয় ঔষধের মধ্যে মুথা; হিক্কা, শ্বাস, কাস ও পার্শ্বশূলনাশক দ্রব্যদিগের মধ্যে কুড় বা পুষ্করমূল; অগ্নিজ্বালা-নিবারক অথচ দীপনীয় এবং পাচনীয় বমিহর ও অতিসারনাশক দ্রব্যদিগের মধ্যে বালা; সংগ্রাহক ও রক্ত-পিত্তনাশক দ্রব্যদিগের মধ্যে অনন্তমূল; সংগ্রাহক বাতহর দীপনীয় কফনাশক ও শ্লেষ্মরক্ত-বিবন্ধনাশক দ্রব্যের মধ্যে গোলঞ্চ; সংগ্রাহক অথচ দীপনীয় বাতকফনাশক দ্রব্যসমূহের মধ্যে কাঁচাবেল; দীপনীয় পাচনীয় সংগ্রাহক অথচ সর্ব্বদোষঘ্ন দ্রব্যের মধ্যে আতৈচ; সংগ্রাহক অথচ রক্তপিত্তনাশক দ্রব্যদিগের মধ্যে উৎপল, কুমুদ ও পদ্মের কিঞ্জল্ক এবং পিত্তশ্লেষ্ম-নাশকদিগের মধ্যে দুরালভা উৎকৃষ্ট। ৩৬। রক্তপিত্তের অতি যোগনাশক দ্রব্যদিগের মধ্যে গন্ধপ্রিয়ঙ্গু; শ্লেষ্মপিত্তরক্ত সংগ্রাহক ও উপশোষক দ্রব্যের মধ্যে কুড়চীর ছাল; সংগ্রাহক ও রক্তপিত্তনাশক দ্রব্যদিগের মধ্যে গাম্ভারীফল; সংগ্রাহক বাতহর ও বৃষ্যদিগের মধ্যে চাকুলে; বৃষ্য ও সর্ব্বদোষঘ্ন দ্রব্যদিগের মধ্যে ভুমিকুষ্মাণ্ড; সংগ্রাহক, বল্য ও বাতহর দ্রব্যদিগের মধ্যে বেড়েলা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বায়ুনাশক দ্রব্যের মধ্যে গোক্ষুর; ছেদনীয়, দীপনীয়, আনুলোমিক ও বাতকফনাশক দ্রব্যের মধ্যে হিঙ্গু-নির্য্যাস; ভেদনীয়, দীপনীয়, আনুলোমিক ও বাতশ্লেষ্ম-হর দ্রব্যদিগের মধ্যে থৈকল; স্রংসনীয়, পাচনীয় ও অর্শোঘ্ন দ্রব্যের মধ্যে যবক্ষার; গ্রহণী-দোষনাশক ও অর্শোনাশক এবং ঘৃতপানাতি-শয্যজাত বিকারনাশক দ্রব্যসমূহের মধ্যে ঘোল সর্ব্বদা ভক্ষণ; গ্রহণীদোষ, শোষ ও অর্শোনাশক দ্রব্যের মধ্যে মাংসভোজী জন্তুর মাংস সর্ব্বদা ভক্ষণ উত্তম। ৩৭। রসায়ন-দিগের মধ্যে দুগ্ধ ঘৃতাভ্যাস; বৃষ্য ও উদাবর্ত্ত নাশক যোগদিগের মধ্যে নিত্য সম পরিমাণ

গণ্ডূষাভ্যাসো দন্তবলরুচিকরাণাং, চন্দনোদুম্বরং দাহনির্ব্বাপণালেপনানাং, রাস্নাগুরুণী শীতাপনয়প্রলেপনানাং, লামজ্জকোশীরং দাহত্বগ্‌দোষস্বেদাপনয়নপ্রলেপনানাং, কুষ্ঠং বাতহরাভ্যঙ্গোপানহযোগিনাম্‌ ॥ ৩৮

মধুকং চক্ষুষ্যবৃষ্যকেশ্যকণ্ঠ্যবর্ণ্যবিরজনীয়রোপণীয়ানাং, বায়ুঃ প্রাণসংজ্ঞাপ্রদানহেতুনাম্‌, অগ্নি-রাম-স্তম্ভ-শীত--শূলোদ্বেপন--প্রশমনানাং, জলং স্তম্ভনীয়ানাং, মৃদ্‌ভৃষ্টলোষ্ট্রনির্ব্বাপিতমুদকং তৃষ্ণাতিযোগপ্রশমনানাম্‌, অতিমাত্রাশনমাম-প্রদোষহেতুনাং, যথাগ্ন্যভ্যবহারোঽগ্নিসন্ধুক্ষণানাং, যথাসাত্ম্যং চেষ্টাভ্যবহারশ্চ সেব্যানাং, কালভোজনমারোগ্যকরাণাং, বেগসন্ধারণম্‌ অনারোগ্যকরাণাং, তৃপ্তিরাহারগুণানাং, মদ্যং সৌমনস্যজননানাং, মদ্যাক্ষেপো ধীধৃতিস্মৃতিহরাণাম্‌ ॥ ৩৯

গুরুভোজনং দুর্ব্বিপাকানাম্‌, একভোজনং সুখপরিণামকরাণাং, স্ত্রীপ্রসঙ্গঃ শোষকরাণাং, শুক্রবেগনিগ্রহঃ ষাণ্ড্যকরাণাং পরাদ্যতনমন্নমশ্রদ্ধাজননানাম্‌, অনশনমায়ুষো হ্রাসকরাণাং, প্রমিতাশনং কর্শনীয়ানাম্‌ অজীর্ণাধ্যাশনং গ্রহণীদূষণানাং, বিষমাশনমগ্নিবৈষম্যকরাণাং, বিরুদ্ধবীর্য্যাশনং নিন্দিতব্যাধিকরাণাং, প্রশমঃ পথ্যানাম্‌, আয়াসঃ সর্ব্বাপথ্যানাম্‌ ॥ ৪০

মিথ্যাযোগো ব্যাধিকরাণাং, রজস্বলাভিগমনমলক্ষ্মীমুখানাং, ব্রহ্মচর্য্যমায়ুষ্যকরাণাং, সঙ্কল্পো বৃষ্যাণাং, দৌর্ম্মনস্যমবৃষ্যাণাম্‌, অযথাবলমারম্ভঃ প্রাণোপরোধিনাং, বিষাদো রোগবর্দ্ধনানাং, স্নানং শ্রমহরাণাং হর্ষঃ প্রীণনানাং,

---

শক্তু ও ঘৃত ভক্ষণ ; দন্তবলকারক ও রুচিকারক দ্রব্যের মধ্যে নিত্য তৈলগণ্ডুষ ধারণ ; দাহনাশক লেপনদিগের চন্দন ও উডুম্বর ; শীতনাশক প্রলেপদিগের মধ্যে রাস্না ও অগুরু দাহনাশক, ত্বগ্‌দোষহারক ও স্বেদাপনয়ন প্রলেপদিগের মধ্যে বেণার মূল ; বাতহর অভ্যঙ্গসমূহের ও প্রলেপসমূহের উপযোগী দ্রব্যের মধ্যে কুড় উৎকৃষ্ট। ৩৮। চক্ষুষ্য, বৃষ্য, কেশহিতকর, কণ্ঠহিতকর, বর্ণহিতকর, বিরজনীয় ও রোপণীয় (ক্ষতযোজক) দ্রব্যের মধ্যে যষ্টিমধু ; বল ও চৈতন্যকারক দ্রব্যের মধ্যে বায়ু ; আম, স্তম্ভ, শীত, শূল ও কম্পনাশক দ্রব্যের মধ্যে অগ্নি ; স্তম্ভনীয় দ্রব্যের মধ্যে জল ; অতিশয় তৃষ্ণানাশক দ্রব্যের মধ্যে যে জলে দগ্ধ মৃন্ময় লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাপণ করা হইয়াছে সেই জল ; আমদোষকারকদিগের মধ্যে অতিমাত্র ভোজন ; অগ্নিদীপক আহারদিগের মধ্যে যথাগ্নি ভোজন; সেবনীয়দিগের মধ্যে অভ্যাসানুরূপ কার্য্য (অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিশ্রমাদি না করা) ; আরোগ্যকর উপায়দিগের মধ্যে যথাকালে ভোজন ; ব্যাধিকরদিগের মধ্যে মলমূত্রাদির বেগধারণ ; আহারগুণের মধ্যে তৃপ্তি ; প্রফুল্লতা-কারকদিগের মধ্যে মদ্য এবং বুদ্ধি ধৃতি-স্মৃতিনাশকদিগের মধ্যে মদ্যবিকার প্রধান।৩৯। দুষ্পরিপাকদিগের মধ্যে গুরুভোজন, উত্তমরূপে জীর্ণকরদিগের মধ্যে একাহার ; যক্ষ্মকারকদিগের মধ্যে স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ক্লীবতাকারকদিগের মধ্যে শুক্রবেগ ধারণ ; অন্নে ঘৃণাজনকদিগের মধ্যে পরাদ্যতন (বাসী) অন্ন ; আয়ুর্হ্রাসকারকদিগের মধ্যে উপবাস ; কৃশতাকারকদিগের মধ্যে ক্ষুধাবশেষ ভোজন, গ্রহণীদোষকারকদিগের মধ্যে অজীর্ণ থাকিতে পুনর্ভোজন ; অগ্নিবৈষম্যকারকদিগের মধ্যে বিষম ভোজন (অসময়ে অধিক বা অল্প আহার) ; কুষ্ঠাদি নিন্দিত ব্যাধিকারকদিগের মধ্যে দুগ্ধ মাংসাদি বিরুদ্ধ দ্রব্যসমূহের একত্র ভোজন ; হিতকরদিগের মধ্যে শান্তি এবং সর্ব্বপ্রকার অপথ্যের মধ্যে আয়াস (অতিরিক্ত পরিশ্রম) প্রধান। ৪০। ব্যাধিকারকদিগের মধ্যে আহারবিহারাদির মিথ্যাযোগ ; অলক্ষ্মীজনকদিগের মধ্যে রজস্বলাগমন ; আয়ুর্ব্বর্দ্ধকদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ; বৃষ্যদিগের মধ্যে সঙ্কল্পসাধন ; অবৃষ্যদিগের মধ্যে মনের অস্ফূর্ত্তি ; প্রাণহন্তারকদিগের মধ্যে বলের অধিক কার্য্য করণ ;

শোকঃ শোষণানাং, নির্ব্বৃতিঃ পুষ্টিকরাণাং, পুষ্টিঃ স্বপ্নকরাণাং, স্বপ্নস্তন্দ্রাকরাণাম্ ॥ ৪১

সর্ব্বরসাভ্যাসো বলকরাণাম্, একরসাভ্যাসো দৌর্ব্বল্যকরাণাং, গর্ভশল্যমহার্য্যাণাম্, অজীর্ণমুদ্ধার্য্যাণাং, বালো মৃদুভেষজীয়ানাং, বৃদ্ধো যাপ্যানাং, গর্ভিণী তীক্ষ্ণৌষধব্যায়ামবর্জ্জনীয়ানাং, সৌমনস্যং গর্ভধারকাণাং, সন্নিপাতো দুশ্চিকিৎস্যানাম্, আমো বিষমচিকিৎসানাম্ ॥ ৪২

জ্বরো রোগাণাং কুষ্ঠং দীর্ঘরোগাণাং, রাজযক্ষ্মা রোগসমূহানাং, প্রমেহোঽনুসঙ্গিণাং, জলৌকসোঽনুশস্ত্রাণাং, বস্তিস্তন্ত্রাণাং, হিমবানোষধিভূমীনাং মরুভূরারোগ্যদেশানাং, সোম ওষধীনাম্, অনূপমহিতদেশানাং, নির্দ্দেশকারিত্বমাতুর-গুণানাং ভিষক্ চিকিৎসাঙ্গানাং, নাস্তিকো বর্জ্জ্যানাং, লৌল্যং ক্লেশকরাণাম্, অনির্দ্দেশকারিত্বমরিষ্টানাম্, অনির্ব্বেদ আর্ত্তলক্ষণানাম্ ॥ ৪৩

যোগো বৈদ্যগুণানাং, বৈদ্যসমূহো নিঃসংশয়করাণাং, বিজ্ঞানমোষধীনাং, শাস্ত্রসহিতস্তর্কঃ সাধনানাং, সম্প্রতিপত্তিঃ কালজ্ঞান-প্রয়োজনানাম্, অনুদ্যোগো ব্যবসায়কালাতিপত্তিহেতূনাম্ ॥ ৪৪

রোগবর্দ্ধনদিগের মধ্যে বিষাদ, শ্রমহরদিগের মধ্যে স্নান, প্রীতিকারকদিগের মধ্যে হর্ষ; শোষণকারকদিগের মধ্যে শোক; পুষ্টিকদিগের মধ্যে সন্তোষ; নিদ্রাকরদিগের মধ্যে পুষ্টি এবং তন্দ্রাকারকদিগের মধ্যে নিদ্রা উত্তম। ৪১। বলকারকদিগের মধ্যে সর্ব্বরসাভ্যাস (অর্থাৎ অম্ল মধুরাদি সর্ব্বদ্রব্য ভোজন); দৌর্ব্বল্যকারকদিগের মধ্যে একরসাভ্যাস; অনাকর্ষণীয়দিগের মধ্যে গর্ভশল্য (গর্ভপ্রসব না হইয়া গর্ভাশয়ে আটকাইয়া গেলে তাহাকে গর্ভশল্য কহে); বমনীয়দিগের মধ্যে অজীর্ণ; মৃদু ঔষধযোগে চিকিৎসনীয়দিগের মধ্যে বালক; যাপ্যদিগের মধ্যে বৃদ্ধব্যক্তির রোগ; তীক্ষ্ণ ঔষধ; ব্যায়াম ও পুরুষসংসর্গবর্জ্জনীয়দিগের মধ্যে গর্ভিণী; গর্ভধারকদিগের মধ্যে মনে. প্রসন্নতা; দুশ্চিকিৎস্যদিগের মধ্যে সান্নিপাত; বিরুদ্ধ চিকিৎসার মধ্যে আমচিকিৎসা। [আমদোষ লালাদি লক্ষণযুক্ত হইলে তাহাকে বিষ কহে। যেহেতু উহার প্রকৃতি বিষের ন্যায়, অতএব বিষের ন্যায় উহাতে শীতচিকিৎসা আবশ্যক, অথচ আমদোষস্থলে উষ্ণ চিকিৎসাই উপযোগী। এই কারণ, আমের চিকিৎসায় বিরোধ হয়। ইতি বাগ্ভট সূত্রস্থান ৮ অধ্যায়] ৪২। রোগদিগের মধ্যে জ্বর; দীর্ঘকালস্থায়ী রোগদিগের মধ্যে কুষ্ঠ; রোগসমূহের মধ্যে রাজযক্ষ্মা; অনুষঙ্গী ('নাছোড়বন্দা') রোগদিগের মধ্যে প্রমেহ; উপশস্ত্রদিগের মধ্যে জলৌকা তন্ত্র; তন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চকর্ম্মের মধ্যে বস্তি; ওষধিভূমিদিগের মধ্যে হিমালয়; আরোগ্য দেশসমূহের মধ্যে মরুভূমি (যথা মাড়োয়ার প্রভৃতি দেশ); ওষধিদিগের মধ্যে সোমলতা; অহিতকর দেশদিগের মধ্যে অনূপদেশ (যথা সুন্দরবন); রোগীর গুণের মধ্যে বৈদ্যের আজ্ঞাপালন; চিকিৎসার চতুষ্পাদের মধ্যে চিকিৎসক; বর্জ্জনীয়দিগের মধ্যে নাস্তিক; ক্লেশকরদিগের মধ্যে লোভ; মৃত্যুলক্ষণদিগের মধ্যে রোগীর অবাধ্যতা এবং কাতরতার লক্ষণদিগের মধ্যে অস্থিরতা সর্ব্বপ্রধান। ৪৩। বৈদ্য গুণের মধ্যে দেশকালাদি বিবেচনাপূর্ব্বক অবহিতচিত্তে ঔষধ প্রয়োগ; নিঃসংশয়-কারকদিগের মধ্যে বৈদ্যসমূহ (গঙ্গাধর মতে বৈদ্যশব্দে আয়ুর্ব্বেদ সমূহ); ঔষধদিগের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান; জ্ঞানোপায়দিগের মধ্যে শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তি; কালজ্ঞানযোজনাদিগের মধ্যে সম্প্রতিপত্তি (সম্যক্জ্ঞান); ব্যবসায়নাশক ও কালনাশক হেতুদিগের মধ্যে অনুদ্যোগ উৎকৃষ্ট। [অমরকোষে সংশয়শব্দের অর্থ 'বিচিকিৎসা' লিখিত আছে। অতএব নিঃসংশয়কারক' এস্থলে নিঃসংশয় শব্দে সুচিকিৎসা মনে করিলেই অর্থ নিষ্পন্ন হয়]। ৪৪।

দৃষ্টকর্ম্মতা নিঃসংশয়করাণাম্, অসমর্থতা ভয়করাণাং, তদ্বিদ্যসম্ভাষা বুদ্ধিবর্দ্ধনানাম্, আচার্য্যঃ শাস্ত্রাধিগমহেতূনাম্, আয়ুর্ব্বেদোঽমৃতানাং, সদ্বচনমনুষ্ঠেয়ানাম্, অসদ্ধর্ম্মবচনসংগ্রহণং সর্ব্বাহিতানাং, সর্ব্বসন্ন্যাসঃ সুখকরণানামিতি ॥ ৪৫

ভবন্তি চাত্র।

অগ্র্যাণাং শতমুদ্দিষ্টং যদ্দ্বিপঞ্চাশদুত্তরম্।
অলমেতদ্বিকারাণাং বিঘাতায়োপদিশ্যতে ॥
সমানকারিণো যেঽর্থাস্তেষাং শ্রেষ্ঠস্য লক্ষণম্।
জ্যায়স্ত্বং কার্য্যকারিত্বেঽবরত্বঞ্চাপ্যুদাহৃতম্ ॥৪৬
বাতপিত্তকফেভ্যশ্চ যদ্যৎ প্রশমনে হিতম্।
প্রাধান্যতশ্চ নির্দ্দিষ্টং যদ্ব্যাধিহরমুত্তমম্ ॥ ৪৭
এতন্নিশম্য নিপুণশ্চিকিৎসাং সম্প্রযোজয়েৎ।
এবং কুর্ব্বন্ সদা বৈদ্যো ধর্ম্মকামৌ সমশ্নুতে ॥৪৮

পথ্যং পথোঽনপেতং যদ্যচ্চোক্তং মনসঃ প্রিয়ম্।
যচ্চাপ্রিয়মপথ্যঞ্চ নিয়তং তন্ন লক্ষয়েৎ ॥ ৪৯
মাত্রাকালক্রিয়াভূমিদেহদোষগুণান্তরম্।
প্রাপ্য তত্তদ্ধি দৃশ্যন্তে তে তে ভাবাস্তথা তথা
তস্মাৎ স্বভাবো নির্দ্দিষ্টস্তথা মাত্রাদিরাশ্রয়ঃ।
তদপেক্ষ্যোভয়ং কর্ম্ম প্রযোজ্যং সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৫০

তদাত্রেয়স্য ভগবতো বচনমনুনিশম্য পুনরপি ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। যথোদ্দেশমভিনির্দ্দিষ্টঃ কেবলোঽয়মর্থো ভগবতা আসবদ্রব্যাণামিদানীমনপবাদ—লক্ষণমনতিসংক্ষেপেণোপদিশ্যমানং শুশ্রূষামহ ইতি ॥ ৫১

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। ধান্যফলমূলসারপুষ্পকাণ্ডপত্রত্বচো ... বস্ত্যাসবযোনয়ঃ অগ্নিবেশ সংগ্রহেণাষ্টৌ শর্করানবমাঃ ॥ ৫২

নিঃসংশয়কর উপায়দিগের মধ্যে চিকিৎসকের বহুদর্শিতা, ভয়োৎপাদকদিগের মধ্যে অসমর্থতা; বুদ্ধিবর্দ্ধন-উপায়দিগের মধ্যে সমবিদ্য ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ; শাস্ত্রাধিকার-হেতুদিগের মধ্যে আচার্য্য; অমৃতদিগের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ, অনুষ্ঠেয়দিগের মধ্যে সদ্বচন, সর্ব্বপ্রকার অহিতকারকদিগের মধ্যে অসদ্বচনপ্রয়োগ এবং সুখকরদিগের মধ্যে সর্ব্বত্যাগ প্রধান। ৪৫। উপসংহার;—এই অধ্যায়ে একশত 'প্রধান' বর্ণিত হইল। রোগশান্তির পক্ষে উহারাই যথেষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে সকল দ্রব্য সমান কার্য্যকারী এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব আছে এবং যাহারা নিকৃষ্ট, সে সমস্তও বর্ণিত হইল। ৪৬। বাত-পিত্ত-কফের শান্তি পক্ষে যাহারা হিতকর এবং প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আর যাহা রোগনিবারক, তাহাও বলা হইল। ৪৭। নিপুণ বৈদ্য এই সমস্ত বিষয় অনুধাবনপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবেন। বৈদ্য এইরূপ করিলে সর্ব্বদা ধর্ম্ম ও কাম ভোগ করিয়া থাকেন। ৪৮। যাহা পথোচিত (অর্থাৎ জীবনযাত্রার উপযোগী) এবং যাহা মনের প্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই পথ্য। যাহা অপ্রিয় ও অপথ্য, তাহা কখনই লক্ষ্য করিবে না। ৪৯। পথ্য ও অপথ্য উভয়বিধ দ্রব্যই মাত্রা, কাল, ক্রিয়া, দেশ, দেহ, দোষ ও গুণান্তর প্রাপ্ত হইলে অহিতকর ও হিতকর হইতে পারে, অতএব উহাদের স্বভাবমাত্রা প্রভৃতি অপেক্ষা করে। যিনি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঐ উভয় বিচার করিয়া চিকিৎসা করিবেন। ৫০। ভগবান্ আত্রেয়ের এই সকল বচন শ্রবণ করিয়া অগ্নিবেশ পুনর্ব্বার কহিলেন, আমরা যেরূপ যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেই সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে আসবদ্রব্যসমূহের প্রকৃত লক্ষণ অনতিসংক্ষেপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক উপদেশ করুন। ৫১। তখন ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে কহিলেন, হে অগ্নিবেশ! ধান্য, ফল, মূল, সার, পুষ্প ডাঁটা, পাতা ও ছাল; এই আট প্রকার হইতে মদ উৎপন্ন হয়। আর চিনি হইতে এক প্রকার মদ উৎপন্ন হয়। অতএব মদোৎ-

তাসু দ্রব্যসংযোগকরণতোঽপরিসংখ্যেয়াসু যথা পথ্যতমাসবচতুরশীতিং নিবোধ তদ্‌যথা সুরাসৌবীরতুষোদকমৈরেয়মেদকধান্যাম্লৈঃ ষড়্‌ধান্যাসবাঃ॥ ৫৩

মৃদ্বীকাখর্জ্জূরকাশ্মর্য্যধন্বন-রাজাদন-তৃণশূন্য-পরূষাভয়ামলক-মৃগলিণ্ডক-জাম্ববকপিত্থ-বকুল-কুবলবদরকর্কন্ধু-পীলু-পিয়াল-পনসন্যগ্রোধাশ্বত্থ-প্লক্ষ-কপীতনোদুম্বরাজমোদ-শৃঙ্গাটকশঙ্খিনী-তি ফলাসবাঃ ষড়্‌বিংশতিঃ॥ ৫৪

বিদারিগন্ধাশ্বগন্ধা-কৃষ্ণগন্ধা-শতাবরী-শ্যামা-ত্রিবৃদ্দন্তী-দ্রবন্তী-বিল্বোরুবুক-চিত্র-মূলৈ-রেকাদশ মূলাসবাঃ॥ ৫৫

শালপ্রিয়কাশ্বকর্ণচন্দনস্যন্দনখদিরকদরসপ্তপর্ণার্জ্জুনাসনারিমেদ তিন্দুক-কিণিহী-শমীশুক্তি-শিংশপা-শিরীষ-বঞ্জুল-ধন্বন-মধুকসারা বিংশতিঃ

পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিকপুণ্ডরীক-শতপত্রমধূকপ্রিয়ঙ্গুধাতকীপুষ্পদশমাঃ পুষ্পাসবাঃ॥ ৫৭

পটোলতাড়কাপত্রাসবৌ দ্বৌ ভবতঃ॥ ৫৮

ইক্ষুকাণ্ডেক্ষু ইক্ষুবালিকা পুণ্ড্রকচতুর্থাঃ কাণ্ডাসবাঃ॥ ৫৯।

তিল্বকলোধ্রৈলবালুকক্রমুকচতুর্থাস্বগাসবা ভবন্তি॥ ৬০।

এক এবেতি শর্করাসবঃ॥ ৬১

ইত্যেষামাসবানামাসুতত্বাদাসবসংজ্ঞা।

পত্তির কারণ নয় প্রকার। ৫২। নানা প্রকার দ্রব্যের পরস্পর যোগবিযোগ হেতু অসংখ্য মদ্য উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ৮৪ প্রকার উৎকৃষ্ট পথ্য। তন্মধ্যে সুরা, সৌবীরক, মৈরেয়, মেদক এবং ধান্যাম্ল এই ছয়টী মদ ধান্যজ। ৫৩। কিস্‌মিস, খর্জ্জুর, গাম্ভারীফল, ধন্বনফল (ধামনি), রাজাদন (ক্ষীরখর্জ্জুর পিয়াল ভেদ ইতি কেচিৎ), কেতকীফল, ফলসাফল, হরীতকী, আমলকী, মৃগলিণ্ডক (বহেড়া ইতি গঙ্গাধর), জম্বুফল, কদ্‌বেল, বকুল, কুবল (বড়কুল), কর্কন্ধু (ছোট কুল), পীলু, পিয়াল, পনস (কাঁঠাল), বটফল, পাকুড়ফল, আমড়া, যজ্ঞডুম্বরফল, অজমোদা (যমানী), শৃঙ্গাটক (শিঙ্গেড়া) এবং শঙ্খিনী (যবতিক্তা); এই ষড়্‌বিংশতি প্রকার ফল হইতে মদ উৎপন্ন হয়। ৫৪। শালপাণী, অশ্বগন্ধা, কৃষ্ণগন্ধা (সজিনা), শতমূলী, শ্যামতেউড়ি ও অরুণতেউড়ী মূল, দন্তীমূল, দ্রবন্তী, বিল্ব, এরণ্ড এবং চিত্রমূল (চিতামূল) এই একাদশ প্রকার মূল হইতে আসব উৎপন্ন হয়। ৫৫। শাল, (শাল তিন প্রকার, এস্থলে বড় শাল গাছ) প্রিয়ক (প্রিয়ঙ্গু), অশ্বকর্ণশাল, রক্তচন্দন, স্যন্দন (তিনিশ আবলুশ), খদির, কদর (শ্বেতখরিদ), ছাতিম, অর্জ্জুন, অশন (পিয়ালশাল), আরমেদ (বিটখদির), তিন্দুক (কেঁউদ), কিণিহী, শমী (সাঁইগাছ), শুক্তি (কুল), শিংশপা, শিরীষ, বঞ্জুল (অশোক), ধন্বন এবং মউল, এই ২০ প্রকার কাষ্ঠের সার হইতে মদ প্রস্তুত হয়। [কিণিহী শব্দের অর্থ চক্রদত্ত স্থানান্তরে কটভী লিখিয়াছেন]। ৫৬। পদ্ম (ঈষৎ রক্তবর্ণ অষ্টদলপদ্ম), উৎপল, নলিন (শ্বেত অষ্টদলপদ্ম), কুমুদ, সৌগন্ধিক (কহ্লার), পুণ্ডরীক (শ্বে শতদলপদ্ম), শতপত্র (অরুণ শতদল) মউলফুল, প্রিয়ঙ্গুফুল এবং ধাইফুল, এই দশ ফুল হইতে মদ উৎপন্ন হয়। ৫৭। পলতা এবং তাড়ক (দেবদালী); এই দুই পত্র হইতে মদ উৎপন্ন হয়। ৫৮। ইক্ষু (কৃষ্ণেক্ষু), কাণ্ডেক্ষু (অম্লরস-ইক্ষু—"খেলে আক") ইক্ষুবালিকা ("লটা") এবং পুণ্ড্রক-ইক্ষু (শ্বেত ইক্ষু); এই চারি প্রকার ডাঁটা হইতে মদ্য উৎপন্ন হয়। ৫৯। তিলেলোধ, লোধ, এলবালুকা এবং ক্রমুক (শুপারি) এই চারি প্রকার বৃক্ষের ত্বক্ হইতে মদ্য উৎপন্ন হয়; উহাদের নাম ত্বক্‌জাত মদ্য। ৬০। শর্করা হইতে উৎপন্ন মদ্যের নাম শর্করাসব। উহা একই প্রকার। ৬১। উক্ত চৌরাশী প্রকার

এবমেষামাসবানাং চতুরশীতিঃ পরস্পরেণা-সংসৃষ্টানামাসবদ্রব্যাণামুপনির্দ্দিষ্টাঃ ॥ ৬২।

দ্রব্যসংযোগাবিভাগস্ত্বেষাং বহুবিকল্পসংস্কা-রশ্চ, যথাস্বযোনিসংস্কার-সংস্কৃতাশ্চাসব্যাঃ স্বকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি ॥ ৬৩।

সংযোগসংস্কারদেশকালমাত্রাদয়ঃ স্বভাব-স্তেষাং তেষামাসবানাং তে তে সমুপদিশ্যন্তে তত্তৎ কার্য্যমভিসমীক্ষ্যেতি ॥ ৬৪।

ভবতি চাত্র।

মনঃশরীরাগ্নিবলপ্রদানা-
মস্বপ্নশোকারুচিনাশনানাম্।
সংহর্ষণানাং প্রবরাসবানা-
মশীতিরুক্তা চতুরুত্তরৈষা ॥
শরীরযোগপ্রকৃতৌ মতানি
তত্ত্বেন চাহারবিনিশ্চয়ো যঃ
উবাচ যজ্জঃপুরুষাধিকারে
মুনিস্তথাগ্র্যাণি বরাসবাংশ্চ ॥ ৬৫।

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সূত্রস্থানে যজ্জঃপুরুষীয়ো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ

আত্রেয়ভদ্রকাপ্যীয়ঃ

অথাত আত্রেয়ভদ্রকাপ্যীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

আত্রেয়ো ভদ্রকাপ্যশ্চ শাকুন্তেয়স্তথৈব চ।
পূর্ণাক্ষশ্চৈব মৌদ্গল্যো হিরণ্যাক্ষশ্চ কৌশিকঃ
যঃ কুমারশিরানাম ভরদ্বাজঃ স চানঘঃ।
শ্রীমান্ বার্য্যোবিদশ্চৈব রাজা মতিমতাং বরঃ
নিমিশ্চ রাজা বৈদেহো বড়িশশ্চ মহামতিঃ।
কাঙ্কায়নশ্চ বাহ্লীকো বাহ্লীকভিষজাং বরঃ ॥
এতে শ্রুতবয়োবৃদ্ধা জিতাত্মানো মহর্ষয়ঃ।
বনে চৈত্ররথে রম্যে সমীয়ুর্বিজিহীর্ষ
তেষাং তত্রোপবিষ্টানামিয়মর্থবতী কথা।
ভূবার্থবিদাং সমাগুরসাহারবিনিশ্চয়ে ॥ ২

এক এব রস ইত্যুবাচ ভদ্রকাপ্যো যঃ

মদ চোঁয়াইয়া উৎপন্ন করা যায়, এইজন্য উহা-দের নাম আসব। এইরূপে চৌরাশী প্রকার মদের বিষয় উপদেশ দেওয়া হইল। ৬২। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সহিত সংযোগ এবং ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বশতঃ এই সকল মদের বহু প্রকার বিকল্প হয়। আসব সকল দ্রব্যান্তরের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার গুণ গ্রহণ করে অথচ নিজযোনিসমূহের গুণও পরিহার করে না। ৬৩। সংযোগ, সংস্কার, দেশ, কাল ও মাত্রাদি অপেক্ষা করিয়া আসব সকল ক্রিয়া প্রকাশ করে। সেই সেই মদ্যের সেই সেই ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া এই সকল উপদেশ দেওয়া হইল। ৬৪। সংক্ষেপে যে চৌরাশী প্রকার উৎকৃষ্ট মদ্য মন, শরীর ও অগ্নির বলা-ধান করে এবং অনিদ্রা, শোক ও অরুচি নাশ করিয়া থাকে; তাঁহাদের বিষয় বলা হইল। আর যে সকল আহার ও উপায় শরীর-রক্ষার্থে উপযোগী, তাহাও এই যজ্জঃপুরুষীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হইল। ৬৫।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা আত্রেয়ভদ্রকাপ্যীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। কোন সময়ে আত্রেয়, ভদ্রকাপ্য, শাকুন্তেয়, পূর্ণাক্ষ, মৌদ্গাল্য, হিরণ্যাক্ষ কৌশিক, পবিত্রস্বভাব কুমারশিরা ভরদ্বাজ, শ্রীমান্ ও ধীমান্ রজর্ষি বার্য্যোবিদ, নিমি রাজর্ষি বৈদেহ, মহামতি বড়িশ, এবং বাহ্লীক-সম্প্রদায়স্থ বৈদ্যদিগের শ্রেষ্ঠ কাঙ্কায়ন বাহ্লীক এই সকল বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি ভ্রমণবাসনায় রমণীয় চৈত্ররথ বনে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলে রস ও আহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করিবার জন্য এইরূপ মহতী কথা উপস্থিত হইল। ২। ভদ্রকাপ্য কহিলেন, রস

পঞ্চানামিন্দ্রিয়ার্থানামন্যতমঃ জিহ্বাবৈষয়িকং ভাবমাচক্ষতে কুশলাঃ স পুনরুদকাদনন্যঃ॥ ৩

দ্বৌ রসাবিতি শাকুন্তেয়ো ব্রাহ্মণশ্ছেদনীয়শ্চোপশমনীয়শ্চেতি। ত্রয়ো রসা ইতি পূর্ণাক্ষো মৌদ্গল্যশ্ছেদনীয়া উপশমনীয়াঃ সাধারণশ্চেতি॥ ৪

চত্বারো রসা ইতি হিরণ্যাক্ষঃ কৌশিকঃ স্বাদুর্হিতশ্চ স্বাদুরহিতাশ্চাস্বাদুরহিতশ্চ অস্বাদুর্হিতশ্চ॥ ৫

পঞ্চ রসা ইতি কুমারশিরা ভরদ্বাজো ভৌমোদকাগ্নেয়-বায়ব্যান্তরীক্ষাঃ॥ ৬

ষড়্‌রসা ইতি বার্য্যোবিদো রাজর্ষিগুরু-লঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরূক্ষাঃ॥ ৭

সপ্ত রসা ইতি নিমিবৈদেহো মধুরাম্ল-লবণকটুকতিক্তকষায়ক্ষারাঃ॥ ৮

অষ্টৌ রসা ইতি বড়িশো ধামার্গবো মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়ক্ষারাব্যক্তাঃ॥ ৯

অপরিসংখ্যেয়া রসা ইতি কাঙ্কায়নো বাহ্লীক-ভিষগাশ্রয়গুণকর্ম্মসংস্কারবিশেষাণামপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ

ষড়েব রসা ইত্যুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ পুনর্ব্বসুঃ মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়াঃ। তেষাং ষন্নাং রসানাং যোনিরুদকম্। ছেদনোপশমনে দ্বে কর্ম্মণী। তয়োর্মিশ্রীভাবাৎ সাধারণত্বং স্বাদ্বস্বাদুতাভক্তিঃ। হিতাহিতৌ প্রভাবৌ। পঞ্চ মহাভূতবিকারাস্ত্বাশ্রয়াঃ॥ ১১

প্রকৃতিবিকৃতিবিচারদেশকালবশাস্তেষু আশ্রয়েষু দ্রব্যসংজ্ঞকেষু গুণা গুরুলঘুশীতোষ্ণ-স্নিগ্ধরূক্ষাদ্যাঃ॥ ১২

এক প্রকার। এই রসকে বিজ্ঞেরা রূপরসাদি বিষয়-সমূহের অন্যতম ও জিহ্বাগ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রস জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৩। ব্রাহ্মণ শাকুন্তেয় কহিলেন,—রস দুই প্রকার; ছেদনীয় (যাহা দোষদিগকে শরীর হইতে ছেদন করে অর্থাৎ সংশোধন) এবং উপশমনীয় (যাহা দোষদিগকে সংশোধন না করিয়াই শান্ত করে)। পূর্ণাক্ষ মৌদ্গল্য ঋষি কহিলেন, রস তিন প্রকার; ছেদনীয়, উপশমনীয় এবং সাধারণ। ৪। হিরণ্যাক্ষ কৌশিক কহিলেন, রস চারি প্রকার; হিতকর স্বাদু, অহিতকর স্বাদু, অহিতকর অস্বাদু এবং হিতকর অস্বাদু। ৫। কুমারশিরা ভরদ্বাজ কহিলেন, রস পাঁচ প্রকার। ভৌম, ঔদক, আগ্নেয়, বায়ব্য এবং আন্তরীক্ষ। ৬। রাজর্ষি বার্য্যোবিদ কহিলেন, রস ছয় প্রকার, গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রূক্ষ। ৭। নিমি বৈদেহ কহিলেন, রস সাত প্রকার; যথা,—মধুর অম্ল, লবণ, কটু তিক্ত, কষায় ও ক্ষার। ৮। বড়িশ ধামার্গব কহিলেন রস আট প্রকার; যথা—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়, ক্ষার ও অব্যক্ত। (অব্যক্ত-রস যেমন ভাতের স্বাদ, জলের স্বাদ ইত্যাদি) [প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তরস ও অব্যক্ত রসের পারিভাষিক অর্থ এইরূপ, যথা;—"যে দ্রব্যে যে রস ব্যক্ত বা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়, তাহাই সেই দ্রব্যের রস বলিয়া অভিহিত হয়। আর যে রস অস্পষ্ট থাকে, তাহাকে অনুরস বা অপ্রধান রস কহে। অথবা কোন দ্রব্য মুখে করিবার কিছুক্ষণ পরে যে রস অনুভূত হয়, তাহাকেও অনুরস বলা যায়।" বাগ্‌ভট সূত্র ৯ অধ্যায়।) ৯। বৈদ্য কাঙ্কায়ন বাহ্লীক কহিলেন, রস অসংখ্য; কারণ, উহাদের আশ্রয়, গুণ, কর্ম্ম ও সংস্কারভেদ অসংখ্য। ১০। ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু কহিলেন যে, রস ছয়ই। মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। এই ছয় রসের যোনি জল। ছেদন ও উপশমন; এই দুইটী উহাদের কর্ম্ম বটে, কিন্তু ঐ দুইটী ক্রিয়া পরস্পর মিশ্রিত বলিয়া উহাদের এক একটীর বিশেষরূপে গণনা হয় না। রস দুই শ্রেণীর বটে, যথা,—স্বাদু ও অস্বাদু। রসের প্রভাব দুই প্রকার, হিত ও অহিত। পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যই রসের আশ্রয়। ১১। সেই সকল আশ্রয় প্রকৃতি, বিকৃতি, বিচার, দেশ ও কালের বশ; সেই সকল দ্রব্যসংজ্ঞক আশ্রয়েই

ক্ষরণাৎ ক্ষারো নাসৌ রসো দ্রব্যং তমনেকরসসমুৎপন্নমনেকরসং কটুকলবণভূয়িষ্ঠমনেকেন্দ্রিয়ার্থসমন্বিতং করণাভিনির্ব্বৃত্তম্ ॥ ১৩

অব্যক্তীভাবস্তু খলু রসানাং প্রকৃতাবনুরসে অনুরসসমন্বিতে বা দ্রব্যে ॥ ১৪

অপরিসঙ্খ্যেয়ত্বং পুনরেতেষামাশ্রয়াদীনাং ভাবানাং বিশেষান্নাশ্রয়তে ন চ তস্মাদন্যত্বমুপপদ্যতে ॥ ১৫

পরস্পরং সংসৃষ্টভূয়িষ্ঠত্বান্ন চৈষামনির্ব্বৃত্তিগুণপ্রকৃতীনামপরিসঙ্খ্যেয়ত্বং ভবতি তস্মান্ন সংসৃষ্টানাং রসানাং কর্ম্মোপদিশন্তি বুদ্ধিমন্তঃ ॥ ১৬

তচ্চৈব কারণমপেক্ষমাণাং ষন্নাং রসানাং পরস্পরেণাসংসৃষ্টানাং লক্ষণপৃথক্ত্বমুপদেক্ষ্যামঃ। অগ্রে তু তাবদ্-দ্রব্যভেদমভিপ্রেত্য কিঞ্চিদভিধাস্যামঃ সর্ব্বং দ্রব্যং পাঞ্চভৌতিকমস্মিন্নেবার্থে তচ্চেতনাবদচেতনঞ্চ। তস্য গুণাঃ শব্দাদয়ো গুর্ব্বাদয়শ্চ দ্রবান্তাঃ। কর্ম্ম পঞ্চবিধমুক্তং বমনাদি ॥ ১৭

তত্র দ্রব্যাণি গুরুখরকঠিনমন্দস্থিরবিশদসান্দ্রস্থূলগন্ধগুণবহুলানি পার্থিবানি, তান্যুপচয়সঙ্ঘাতগৌরবস্থৈর্য্যকরাণি ॥ ১৮

দ্রব-স্নিগ্ধ-শীত-মন্দ-মৃদু-পিচ্ছিলসররসগুণবহুলান্যাপ্যানি, তান্যুৎক্লেদস্নেহবন্ধবিষ্যন্দপ্রহ্লাদকরাণি ॥ ১৯

গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষাদি গুণ সকল আশ্রিত। [প্রকৃতিবশ, যথা,—মুদ্গ প্রকৃতিবশে অর্থাৎ স্বভাবতঃ লঘু, কেবল রসের বশ হইলে লঘু হইতে পারিত না, কারণ ইহার রস কষায়-মধুর; সুতরাং গুরু। দ্রব্য বিকৃতিবশেও ক্রিয়া করে, যেমন ধানের বিকৃতি খই এবং ধানের বিকৃতি ভাত, অথচ উভয়ে ভিন্নগুণ। বিচার শব্দের অর্থ বিচারণা বা দ্রব্যান্তর-সংযোগ; শুধু ভাতের এক-গুণ আবার সেই ভাত ধুইয়া লইলে আর এক গুণ হয়। ইত্যাদি]। ১২। ক্ষরণ হইতে ক্ষার নাম হইয়াছে। ক্ষার রস নহে। উহা দ্রব্য। উহা নানারস হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং উহা নানারস-বিশিষ্ট। তন্মধ্যে উহাতে কটু ও লবণ রসের ভাগই অধিক। এই ক্ষার দ্রব্য কেবল রস নহে। রস ভিন্ন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ার্থও ইহাতে আছে। উপকরণ-ভেদে উহা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করিয়া থাকে। ১৩। রসের তন্মাত্রা অব্যক্ত এবং অনুরস-সমন্বিত দ্রব্যের অনুরসেও অব্যক্তীভাব আছে। ১৪। আবার সেই সমস্ত রসের আশ্রয়প্রভৃতি দ্রব্য অসংখ্য বলিয়া আশ্রয়ভেদে রস অসংখ্য নহে। রস রসই থাকে, উহা অন্যত্ব প্রাপ্ত হয় না। ১৫। ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পরস্পর সংযোগ হেতু রসের প্রভেদ অসংখ্য হইলেও কটু তিক্তাদি ছয় রসের নির্দ্ধারণ হয় না। তবে গুণ ও প্রকৃতির অসংখ্যতা হয়; কিন্তু সংসৃষ্ট রস অসংখ্য বলিয়া বুদ্ধিমানেরা সংসৃষ্ট রসের কর্ম্ম উপদেশ করেন না। ১৬। এক্ষণে আমরা কারণ সহকারে পৃথক্ পৃথক্ ছয় রসের উপদেশ দিতেছি। তন্মধ্যে অগ্রে দ্রব্যাদিগের ভিন্নতা-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রোক্ত সমস্ত দ্রব্যই পঞ্চভূতে গঠিত। চেতন ও অচেতন ভেদে তাহারা দ্বিবিধ। সেই সমস্ত দ্রব্যেরই শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি এবং গুরু অবধি দ্রব পর্য্যন্ত বিংশতি গুণ আছে এবং উহাদের বমনাদি পঞ্চ কর্ম্ম কথিত হইয়াছে। দেশ-বশে ভিন্ন গুণ হয়, যেমন শ্মশানজ ওষধি ও হিমালয়জাত ওষধির ভিন্ন ভিন্ন গুণ। এই-রূপ কালবশে ভিন্ন গুণ হয়, যেমন শীতকালে দধিভোজনে যে গুণ, গ্রীষ্মকালে দধিভোজনে তাহার বিপরীত গুণ হয়। ১৭। তন্মধ্যে গুরু,খর, কঠিন, মন্দ, বিশদ, সান্দ্র, স্থূল ও গন্ধগুণ-বহুল দ্রব্য সকল পার্থিব। পার্থিব দ্রব্য শরীরের পুষ্টি, কাঠিন্য, গুরুতা ও দৃঢ়তা সাধন করে। ১৮। দ্রব, স্নিগ্ধ, শীত, মন্দ, মৃদু, পিচ্ছিল, সর ও রসগুণবহুল দ্রব্য সকল জলীয়। জলীয় দ্রব্য শরীরে ক্লেদ, স্নিগ্ধতা,

উষ্ণতীক্ষ্ণসূক্ষ্মলঘুরূক্ষবিশদরূপগুণবহুলানি আগ্নেয়ানি, তানি দাহপাকপ্রভাপ্রকাশবর্ণকরাণি॥ ২০

লঘুশীতরূক্ষখরবিশদসূক্ষ্ম-স্পর্শগুণবহুলানি বায়ব্যানি তানি রৌক্ষ্যগ্লানিবিচারবৈশদ্যলাঘবকরাণি॥ ২১

মৃদু-লঘু-সূক্ষ্ম-শ্লক্ষ্ণ-শব্দগুণবহুলান্যাকাশাত্মকানি তানি মার্দ্দবসৌষির্য্যলাঘবকরাণি॥ ২২

অনেনোপদেশেন নানৌষধিভূতং জগতি কিঞ্চিদ্দ্রব্যমুপলভ্যতে। তাং যুক্তিমর্থঞ্চ তং তমভিপ্রেত্য ন চ গুণপ্রভাবাদেব কার্ম্মকাণি ভবন্তি॥ ২৩

দ্রব্যাণি হি দ্রব্যপ্রভাবাদ্গুণপ্রভাবাদ্দ্রব্যগুণপ্রভাবাচ্চ তস্মিংস্তস্মিন্ কালে তত্তদধিষ্ঠানমাসাদ্য তাং তাঞ্চ যুক্তিং যৎ কুর্ব্বন্তি তৎ কর্ম্ম, যেন কুর্ব্বন্তি তদ্বীর্য্যং, যত্র কুর্ব্বন্তি স কালো, যথা কুর্ব্বন্তি স উপায়ো যৎ সাধয়ন্তি তৎ ফলম্॥ ২৪

ভেদশ্চৈষাং ত্রিষষ্টিবিধিবিকল্পো দ্রব্যদেশকালপ্রভাবাৎ তমুপদেক্ষ্যামঃ॥ ২৫

স্বাদুরম্লাদিভির্যোগং শেষৈরম্লাদয়ঃ পৃথক্।
যান্তি পঞ্চদশৈতানি দ্রব্যাণি দ্বিরসানি তু॥
পৃথগম্লাদিযুক্তস্য যোগঃ শেষৈঃ পৃথগ্ভবেৎ।
মধুরস্য তথাম্লস্য লবণস্য কটোস্তথা॥
ত্রিরসানি যথাসঙ্খ্যং দ্রব্যাণ্যুক্তানি বিংশতিঃ।
বক্ষ্যন্তে তু চতুষ্কেণ দ্রব্যাণি দশ পঞ্চ চ।
স্বাদ্বম্লৌ সহিতৌ যোগং লবণাদ্যৈঃ পৃথগ্গতৌ

বন্ধ, অভিষ্যন্দিতা, মৃদুতা ও আহ্লাদ সাধন করে। ১৯। উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, লঘু, রূক্ষ, বিশদ এবং রূপগুণবহুল দ্রব্য সকল আগ্নেয়। আগ্নেয় দ্রব্য শরীরের দাহ, পাক, প্রভা, দীপ্তি ও বর্ণ সাধন করে। ২০। লঘু, শীত, রূক্ষ, স্বর, বিশদ, সূক্ষ্ম এবং স্পর্শগুণবহুল দ্রব্য সকল বায়ব্য। বায়ব্য দ্রব্য শরীরের রুক্ষতা, গ্লানি, গতি, বিশদতা এবং লঘুতা সাধন করে। ২১। মৃদু, লঘু, সূক্ষ্ম, শ্লক্ষ্ণ এবং শব্দগুণবহুল দ্রব্য সকল আকাশাত্মক। আকাশাত্মক দ্রব্য শরীরের মৃদুতা, শুষিরতা ও লঘুতা সাধন করে।২২। এইরূপ নিয়ম হওয়াতে জগতে এমন কোন দ্রব্যই নাই, যাহা ঔষধ হইতে পারে না (অর্থাৎ ধূলি ছাই প্রভৃতিও ঔষধে প্রয়োগ করা যায়)। দ্রব্য সকস কেবল গুণপ্রভাবেই কার্য্যকর হয় না। পরন্তু যোগ ও বিষয় অপেক্ষা করে। ২৩। দ্রব্য সকল দ্রব্যের প্রভাব, গুণের প্রভাব এবং দ্রব্য গুণ উভয়ের প্রভাব হেতু যথাসময়ে যথোপযুক্ত অধিকরণ ও যথোচিত যোগপ্রাপ্ত হইয়া যে কার্য্য করে, তাহার নাম কর্ম্ম। যদ্দ্বারা সেই কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার নাম বীর্য্য। যে সময়ে কর্ম্ম করা হয়, তাহার নাম কাল। যেরূপে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহার নাম উপায় এবং কর্ম্ম দ্বারা যে প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তাহার নাম ফল। ২৪। দ্রব্য, দেশ ও কালের প্রভাব হেতু ছয় রসের তেষট্টি প্রকার বিকল্প (ভেদ) হয়। [তন্মধ্যে প্রধান রস ছয়টী এবং সংযোগ সাতান্নটী]। ২৫। সেই ছয় রস, দুই দুইটী সংযোগে এক একটী করিয়া কমিয়া পাঁচটী হইয়া অপর পাঁচটীর সহিত যুক্ত হয়। যথা; মধুর রস, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পাঁচটীর সহিত দুইটী করিয়া মিলিত হইলে একটী সংখ্যা কম হইয়া পাঁচটী সংখ্যা হয়—যেমন মধুরাম্ল, মধুরলবণ, মধুরতিক্ত, মধুরকটু ও মধুরকষায়। এইরূপ অম্লরসও পাঁচটী হয় যথা;—অম্লমধুর, অম্ললবণ, অম্লতিক্ত, অম্লকটু, অম্লকষায়। কিন্তু মধুরাম্ল দুইবার হইতেছে, অতএব দ্বিতীয় স্থানে মধুরাম্ল পরিত্যাজ্য হওয়াতে দ্বিতীয় স্থানে প্রকৃত পক্ষে চারিটী বিকল্প হইয়াছে। এই নিয়মে দেখা যায় যে, দুই দুইটী সংযোগে মধুররস পাঁচটী, অম্লরস চারিটি, লবণরস তিনটী, তিক্তরস দুইটি ও কটুরস একটী। অতএব দুই দুইটী সংযোগে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টী রস হইল। এইরূপ তিন তিনটী করিয়া সংযোগ করিলে মধুররস ১০টী, অম্ল ৬টী, লবণ ৩টী ও তিক্ত

যোগং শেষৈঃ পৃথগ্‌যাতশ্চতুষ্কং রসসংখ্যয়া ॥
সহিতৌ চাম্ললবণৌ তদ্বৎকট্বাদিভিঃ পৃথক্।
যুক্তৌ শেষৈঃ পৃথগ্‌যোগং যাতঃ স্বাদূষণৌ তথা ॥
কট্বাদ্যৈরম্ললবণৌ সংযুক্তৌ সহিতৌ পৃথক্।
যাতঃ শেষৈঃ পৃথগ্‌যোগং শেষৈরম্লকটূ তথা ॥
যুজ্যেতে তু কষায়েণ সতিক্তৌ লবণোষণৌ।
ষট্ তু পঞ্চরসান্যাহুরেকৈকস্যাপবর্জ্জনাৎ ॥
ষট্ চৈবৈকরসানি স্যুরেকং ষড়্‌রসমেব তু।
ইতি ত্রিষষ্টির্দ্রব্যাণাং নির্দ্দিষ্টা রসসংখ্যয়া ॥ ২৬
ত্রিষষ্টিঃ স্যাত্ত্বসংখ্যেয়া রসানুরসকল্পনাৎ।
রসাস্তরতমাভ্যস্তাঃ সংখ্যামতিপতন্তি হি ॥ ২৭
সংযোগাঃ সপ্তপঞ্চাশৎ কল্পনা তু ত্রিষষ্টিধা।
রসানাং তত্র যোগ্যত্বাৎ কল্পিতা রসচিন্তকৈঃ ॥
ক্বচিদেকো রসঃ কল্প্যঃ সংযুক্তাশ্চ রসাঃ ক্বচিৎ
দোষৌষধাদীন্ সঞ্চিন্ত্য ভিষজা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥
দ্রব্যাণি দ্বিরসাদীনি সংযুক্তাংশ্চ রসান্ বুধঃ।
রসানেকৈকশশ্চৈব কল্পয়ন্তি গদান্ প্রতি ॥ ৩০
যঃ স্যাদ্রসবিকল্পজ্ঞঃ স্যাচ্চ দোষবিকল্পবিৎ
ন স মুহ্যেদ্বিকারাণাং হেতুলিঙ্গোপশান্তিষু ॥ ৩১
ব্যক্তঃ শুষ্কস্য চাদৌ চ রসো দ্রব্যস্য লক্ষ্যতে
বিপর্য্যয়েণানুরসো রসো নাস্তি হি সপ্তমঃ ॥ ৩২
পরাপরত্বে যুক্তিশ্চ সংখ্যা সংযোগ এব চ
বিভাগশ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ পরিমাণমথাপি চ।
সংস্কারোঽভ্যাস ইত্যেতে গুণা জ্ঞেয়াঃ পরাদয়ঃ।
সিদ্ধ্যুপায়াশ্চিকিৎসায়া লক্ষণৈস্তান্ প্রবক্ষ্যতে ॥
দেশকালবয়োমানপাকবীর্য্যরসাদিষু।
পরাপরত্বে যুক্তিস্তু যোজনা যা চ যুজ্যতে ॥
দ্রব্যাণাং দ্বন্দ্বসর্বৈককর্ম্মজো নিত্য এব চ।

একটী অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ২০টী হয়। এইরূপে চারি চারিটী করিয়া সংযোগ করিলে মধুররস ১০টী, অম্ল ৪টী ও লবণ ১টী অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ১৫টী হয়। এইরূপ পাঁচটী করিয়া সংযোগ করিলে মধুররস ৫টী ও অম্লরস ১টী অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৬টী হয়। আর ছয়টী একত্র যোগে একটী রস হয়। অতএব যৌগিকরস সর্ব্বশুদ্ধ ১৫—২০—১৫—৬—১ = ৫৭টী হইয়াছে। আর যেহেতু মূলরস ৬টি, অতএব রসসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭—৬ = ৬৩ হইতেছে। [সুবুদ্ধি পাঠক বীজগণিতের অঙ্কপাত সূত্র (Permutation and Combination) দ্বারা এই গণনা স্থির করিতে পারেন]। ২৬। এই তেষট্টি প্রকার রস—রস ও অনুরস ভেদে এবং রস ও অনুরসের তারতম্যভেদে অসংখ্য হইয়া থাকে। ২৭। এইরূপে রসের ৫৭টি সংযোগ ও ৬৩টি বিকল্প হয়। রসদিগের এই রূপ যোগ্যত্ব বলিয়াই রসচিন্তকেরা এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। ২৮। সিদ্ধিলাভেচ্ছুক চিকিৎসক দোষ ও ঔষধাদির বিষয় বিচার করিয়া কোথাও এক রস, কোথাও বা বহুরস কল্পনা করিবেন। ২৯। বুদ্ধিমান্ বৈদ্য রোগের বলাবল বুঝিয়া কোথাও দুই রস, কোথাও বহু রস, কোথাও এক রস, ইত্যাদি ক্রমে প্রয়োগ করিবেন। ৩০। যিনি রসের বিকল্প ও দোষের বিকল্প ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে রোগের কারণ, লক্ষণ ও শান্তির উপায় স্থির করিতে কষ্ট পাইতে হয় না। ৩১। দ্রব্যে দুই প্রকার রস দেখা যায়, ব্যক্ত ও অনুরস। শুষ্ক বা আর্দ্র দ্রব্যের জিহ্বার সহিত সম্বন্ধ হইবা মাত্র যে রস বোধ হয়, তাহাকেই ব্যক্ত রস বলে। আর যে রসের পশ্চাৎ উপলব্ধি হয়, তাহাই অনুরস। কিন্তু সেই অনুরস ছয় রসেরই অন্তর্গত। অনুরস নামক সপ্তম কোন রস নাই। ৩২। দ্রব্যের গুরু প্রভৃতি ২০টী প্রত্যক্ষ গুণের অতিরিক্ত পর প্রভৃতি দশটী গুণ বা বিশেষণ আছে। যথা ;—পরত্ব (প্রধানত্ব), অপরত্ব (নিকৃষ্টত্ব) যুক্তি (প্রয়োগ), সংখ্যা সংযোগ, বিভাগ, পার্থক্য, পরিমাণ, সংস্কার ও অভ্যাস। এই সকল গুণের জ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসাসিদ্ধি হয় না। ইহাদের লক্ষণ বলা হইতেছে। ৩৩। দেশ, কাল, বয়স, পরিমাণ, পাক, বীর্য্য ও রসাদির প্রাধান্য বা উৎকর্ষকে পরত্ব ও

বিভাগস্তু বিভক্তিস্তু বিয়োগো ভাগশো গ্রহঃ ॥
পৃথক্ত্বং স্যাদসংযোগো বৈলক্ষণ্যমনেকতা।
পরিমাণং পুনর্ম্মানং সংস্কারঃ করণং মতম্‌
ভাবাভ্যাসনমভ্যাসঃ শীলনং সততক্রিয়া ॥ ৩৪
ইতি স্বলক্ষণৈরুক্তা গুণাঃ সর্ব্বে পরাদয়ঃ।
চিকিৎসা যৈরবিদিতৈর্ন যথাবৎ প্রবর্ত্ততে ॥৩৫

অপ্রাধান্যকে অপরত্ব কহে। যেমন মরুদেশ স্বাস্থ্যকর বলিয়া তাহাকে প্রধান বা উৎকৃষ্ট ও আনূপদেশ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তাহাকে অপ্রধান কহে। এইরূপ কাল বয়স প্রভৃতির উৎকর্ষ নিকর্ষ আছে। কল্পনা করিয়া দ্রব্যের প্রয়োগ করাকে দ্রব্যের যুক্তি কহে। দ্রব্যের সংখ্যা যথা;—এক, দুই ইত্যাদি। দ্রব্যদিগের সংযোগ বা মিলন তিন প্রকার, যথা; —দ্বন্দ্বকর্ম্মজ বা উভয়ের ক্রিয়াজনিত, সর্ব্বকর্ম্মজ বা সকলের ক্রিয়াজনিত ও এককর্ম্মজ বা একের ক্রিয়াজনিত। দ্বন্দ্বকর্ম্মজ সংযোগ যথা,—যুধ্যমান মেষদ্বয়ের সংযোগ। সর্ব্বকর্ম্মজ সংযোগ যথা;—ভাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত মাষদিগের সংযোগ। এককর্ম্মজ সংযোগ যথা;—বৃক্ষ বায়সের সংযোগ। এই তিন প্রকার কর্ম্মজ সংযোগই অনিত্য। বিভাগ শব্দের অর্থ বিভক্তি বা বিয়োগ বা ভাগ করা। পার্থক্য শব্দের অর্থ অসংযোগ, যথা, ঘট পট হইতে পৃথক্‌। ঘট পট সংযুক্ত থাকিলেও এই পৃথক্ত্ব বোধ হয়। পার্থক্যের বিপরীত অনেকত্ব। পরিমাণ শব্দের অর্থ ওজন। দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগ করিলে যে গুণান্তর হয়, তাহাকে সংস্কার কহে। দ্রব্যের অভ্যাস বা শীলন বা সততক্রিয়াকে অভ্যাস কহে। ৩৪। এইরূপে পরত্ব প্রভৃতির স্ব স্ব লক্ষণ বর্ণনা করা হইল। এই সকল গুণ অবিদিত থাকিলে যথাবৎ কার্য্য করা যায় না। [অর্থাৎ কিরূপ দেশ প্রধান, কিরূপ দেশ অপ্রধান, কোন্‌ স্থলে কিরূপ সংযোগ বা বিয়োগ করিতে হয়, ইত্যাদি না জানা থাকিলে চিকিৎসা করা যায় না। সংযোগ প্রভৃতির

গুণা গুণাশ্রয়া নোক্তাস্তস্মাদ্রসগুণান্‌ ভিষক্‌।
বিদ্যাদ্দ্রব্যগুণান্‌ কর্ত্তুরভিপ্রায়াঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥
অতশ্চ প্রকৃতং বুদ্ধা দেশকালান্তরাণি চ।
তন্ত্রকর্ত্তুরভিপ্রায়ানুপায়াংশ্চার্থমাদিশেৎ ॥ ৩৬
পরস্তাতঃ প্রবক্ষ্যন্তে রসানাং ষড়্‌বিকল্পয়ঃ।
ষট্‌ পঞ্চ ভূতপ্রভবাঃ সংখ্যাতাশ্চ যথা রসা
ইতি ॥ ৩৭

উদ্দেশ্য এইরূপ বোধ হইতেছে? মনে কর, তিনটী রস বায়ুনাশক, তিনটী রস পিত্তনাশক ও তিনটী রস কফনাশক বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব বায়ুনাশক একটী রস ও পিত্তনাশক একটী রস সংযোগ করিলে স্থলবিশেষে বাত-পিত্তনাশক একটী যোগ হইতে পারে। সেইরূপ বিচক্ষণ বৈদ্য ভিন্ন ভিন্ন দোষে ভিন্ন ভিন্ন রস যোগ করিয়া চিকিৎসা করিতে পারেন। যথা;—চক্রদত্তের দুরালভাদি পাচন অতিশয় তিক্তকষায় হইলেও তাহা মিছরীর সহিত মিশ্রিত করিয়া অধোগত রক্তপিত্তে প্রয়োগ করা যায়। কারণ রক্তপিত্তে তিক্তকষায় ব্যবস্থা, অথচ অধোগত রক্তপিত্তে বায়ু সংসৃষ্ট আছে, সুতরাং সেস্থলে বায়ুনাশক মধুর রসের সংযোগ করা হয়] ।৩৫। গুণ গুণের আশ্রয় নয়,দ্রব্যই গুণের আশ্রয়; এইরূপ বলা হইয়াছে। [১ম অধ্যায় ২৪ প্রকরণ দেখ।]। বৈদ্য রসের গুণদিগকে দ্রব্যের গুণ বলিয়া জানিবেন। এ স্থলে তন্ত্রকারের অভিপ্রায় পৃথগ্বিধ বুঝিতে হইবে; অতএব তন্ত্রকারের অভিপ্রায় প্রকৃতরূপে বুঝিয়া এবং দেশকালের অন্তর বুঝিয়া উপায় ও বিষয় সকল প্রয়োগ করিবে। [গুরু লঘু প্রভৃতি গুণ দ্রব্যে আশ্রিত; উহারা মধুরাদি রসের গুণ নহে। তবে রস দ্রব্যের সহচর বলিয়া দ্রব্যের গুণ রসের গুণ বলিয়া উপদিষ্ট হয়। যেমন ঘৃতস্থ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ ব্যক্তি ঘৃতদগ্ধ বলিয়া কথিত হয়। ইতি বাগ্‌ভট সূত্র ৯ অধ্যায়। এ স্থলে এইরূপ অভিপ্রায়ই বুঝিতে হইবে।] ৩৬। অনন্তর রসের ছয় প্রকার বিভাগ ও

সৌম্যাঃ খল্বাপোহন্তরীক্ষপ্রভবাঃ প্রকৃতিশীতা লঘ্ব্যশ্চ অব্যক্তরসাশ্চ তাস্ত্বন্তরীক্ষাদ্ভ্রশ্যমানা ভ্রষ্টাশ্চ পঞ্চমভূতগুণসমন্বিতা জঙ্গমস্থাবরাণাং ভূতানাং মূর্ত্তীরভিপ্রীণয়ন্তি, যাসু মূর্ত্তিষু ষড়্‌ভিমূর্চ্ছন্তি রসাঃ ॥ ৩৮

তেষাং ষন্নাং রসানাং সোমগুণাতিরেকান্মধুরো রসঃ, পৃথিব্যগ্নিভূয়িষ্ঠত্বাদম্লঃ-সলিলাগ্নিভূয়িষ্ঠত্বাল্লবণো বায়্বগ্নিভূয়িষ্ঠত্বাৎ কটুকো বায়্বাকাশাতিরেকাৎ তিক্তঃ পবনপৃথিব্যতিরেকাৎ কষায়ঃ। এবমেষাং রসানাং ষট্‌ত্বমুৎপন্নম্ ॥ ৩৯

ন্যূনাতিরেকবিশেষান্মহাভূতানামিব জঙ্গমস্থাবরাণাং নানাবর্ণাকৃতিবিশেষাঃ ষড়ৃতুকত্বাচ্চ কালস্য উৎপন্নো মহাভূতানাং ন্যূনাতিরেকবিশেষঃ ॥ ৪০

তত্রাগ্নিমারুতাত্মকা রসাঃ প্রায়েণোর্দ্ধভাজো লাঘবাৎ প্লবকত্বাচ্চ বায়োঃ সলিলপৃথিব্যাত্মকাস্তু প্রায়েণাধোভাজঃ পৃথিব্যা গুরুত্বান্নিম্নগত্বাচ্চোদকস্য ব্যামিশ্রাত্মকাস্তু পুনরুভয়তোভাজঃ ॥ ৪১

তেষাং ষন্নাং রসানামেকৈকস্য যথাদ্রব্যগুণকর্ম্মাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। অত্র মধুরো রসঃ শরীরসাত্ম্যাদ্রসরুধিরমাংস-মেদোহস্থি-মজ্জৌজঃশুক্রাভিবর্দ্ধন আয়ুষ্যঃ ষড়িন্দ্রিয়প্রসাদনো বলবর্ণকরঃ পিত্তবিষমারুতঘ্নস্তৃষ্ণাপ্রশমনস্ত্বচ্যঃ কেশ্যঃ কণ্ঠ্যঃ প্রীণনো জীবনস্তর্পণঃ স্নেহনঃ স্থৈর্য্যকরঃ ক্ষীণক্ষতসন্ধানকরো ঘ্রাণমুখকণ্ঠৌষ্ঠতালুপ্রহ্লাদনো দাহমূর্চ্ছাপ্রশমনঃ ষট্‌পদপিপীলিকানামিষ্টতমঃ স্নিগ্ধঃ শীতো গুরুশ্চ ॥ ৪২

পঞ্চভূত হইতে তাহাদের উৎপত্তির বিষয় বলিতেছি। ৩৭। যথা ;—আকাশজাত জল সোমগুণবিশিষ্ট, স্বভাবতঃ শীতল ও লঘু। ইহাতে কোন রস পরিস্ফুট নাই। ইহা আকাশ হইতে পতিত হইয়া পঞ্চ মহাভূতের গুণসমন্বিত হয় এবং জঙ্গম ও স্থাবরদিগের শরীর প্রীত করিয়া থাকে। সেই স্থাবরদিগের শরীর রস সকল ছয় প্রকারে জাগরিত হয়। ৩৮। সেই ছয় রসের মধ্যে সোমগুণের আতিশয্য বশতঃ মধুর রসের; পৃথিবী ও অগ্নিগুণের আতিশয্য বশতঃ অম্লরস; জল ও অগ্নিগুণের আতিশয্য হেতু লবণ রস; বায়ু ও অগ্নিগুণের আতিশয্য হেতু কটুরস; বায়ু ও আকাশগুণের আতিশয্য হেতু তিক্তরস এবং বায়ু ও পৃথিবীগুণের আতিশয্য হেতু কষায়রসের উৎপত্তি হয়। এইরূপে রস ষড়্‌বিধ হইয়া থাকে। ৩৯। পঞ্চভূতাত্মক উপকরণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ জঙ্গম ও স্থাবরদিগের নানা বর্ণ ও আকৃতি ভেদ হইয়া থাকে। আবার কালের ছয় ঋতু বশতও ভৌতিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হয়। যেমন হেমন্তকালে সোমগুণের, শীতে বায়ু; ও আকাশগুণের আতিশয্য হয় ইত্যাদি। এইরূপ অহোরাত্র বশতও ভৌতিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হয়। ৪০। তন্মধ্যে অগ্নি ও মারুতাত্মক রস সকল (যথা কটু রস) প্রায়ই বায়ুর লঘুত্ব ও প্লবকত্ব (গতিশীলতা) এবং অগ্নির ঊর্দ্ধগত্ব হেতু শরীরের ঊর্দ্ধভাগে (কফাদিরোগে) ক্রিয়া প্রদর্শন করে। জল ও পৃথিব্যাত্মক রস সকল যথা লবণকষায় রস) প্রায়ই জলের নিম্নগামিত্ব ও পৃথিবীর গুরুত্ব বশতঃ শরীরের অধোদেশে (যথা আমাদিরোগ) ক্রিয়া প্রদর্শন করে। ঊর্দ্ধক্রিয় ও অধঃক্রিয় রস সকল মিশ্রিত হইলে ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে ক্রিয়া করিয়া থাকে। ৪১। সেই ছয় প্রকার রসের মধ্যে এক একটীর দ্রব্যানুযায়ী গুণ এবং কর্ম্ম বলা হইতেছে। তন্মধ্যে মধুর রস শরীরের সাত্ম্য বলিয়া রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ওজঃ ও শুক্র ধাতুর বৃদ্ধি করে। আয়ু বৃদ্ধি করে। পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা উৎপাদন করে। বল ও বর্ণ প্রদান করে। পিত্ত, বিষ ও বায়ু নাশ করে। তৃষ্ণানাশ করে। ত্বক্, কেশ ও কণ্ঠের হিতকর, আহ্লাদজনক, জীবন, তর্পণ, স্নেহন, শরীরের দৃঢ়তাকারক, ক্ষীণপোষক, উরঃক্ষতসন্ধানক ; নাসিকা, মুখ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালুর প্রসন্নতা-সম্পাদক ; দাহ-

স এবংগুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানঃ স্থৌল্যং মার্দ্দবমালস্যমতিস্বপ্নং গৌরব-মনন্নাভিলাস-মগ্নের্দৌর্ব্বল্যমাস্য-কণ্ঠ-মাংসাভিবৃদ্ধিঃ শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়ালসকশীতজ্বরানাহ, আস্যমাধুর্য্য-বমথুসংজ্ঞাস্বরপ্রণাশ--গলগণ্ড--মালা-শ্লীপদগলশোফ--বস্তিধমনী-গুদোপলেপাক্ষ্যা-ময়ানভিষ্যন্দমিত্যেবংপ্রভৃতীন কফজান্ বিকারানুপজনয়ন্তি ॥ ৪৩

অম্লো রসো ভক্তং রোচয়তি, অগ্নিং দীপয়তি, দেহং বৃংহয়তি, জর্জ্জরয়তি, মনো বোধয়তি, ইন্দ্রিয়াণি দৃঢ়ীকরোতি, বলং বর্দ্ধয়তি, বাতমনুলোময়তি, হৃদয়ং তর্পয়তি, আস্যং সংস্রাবয়তি, ভুক্তমপকর্ষয়তি, ক্লেদং জনয়তি, প্রীণয়তি লঘুরুষ্ণঃ স্নিগ্ধশ্চ ॥ ৪৪

স এবংগুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানো দন্তান্ হর্ষয়তি, তর্পয়তি, সম্মীলয়ত্যক্ষিণী, সংবীজয়তি লোমানি, কফং বিলাপয়তি, পিত্তমভিবর্দ্ধয়তি, রক্তং দূষয়তি, মাংসং বিদহতি, কায়ং শিথিলীকরোতি, ক্ষীণ-ক্ষতকৃশদুর্ব্বলানাং শ্বয়থুমাপাদয়তি। অপিচ ক্ষতাভিহত-দষ্ট-দগ্ধ--ভগ্নশূলি--চ্যুতাব--মৃদিত-পরিসর্পিত-মর্দ্দিতচ্ছিন্নবিদ্ধোৎপিষ্টাদীনি পাচয়ত্যাগ্নেয়স্বভাবাৎ পরিদহতি কণ্ঠমুরো হৃদয়ঞ্চ ॥ ৪৫

লবণো রসঃ পাচনঃ ক্লেদনো দীপনশ্চ্যাবনশ্ছেদনো ভেদনস্তীক্ষ্ণঃ সরো বিকাস্যধঃস্রংস্যবকাশকরো বাতহরঃ স্তম্ভবন্ধসঙ্ঘাত-বিধমনঃ সর্ব্বরসপ্রত্যনীকভূত আস্যং বিস্রাবয়তি, কফং বিষ্যন্দয়তি, মার্গান শোধয়তি

নাশক এবং মূর্চ্ছানাশক হয়। ভ্রমর ও পিপীলিকাদিগের বল্লভ হয় এবং স্নিগ্ধ, শীতল ও গুরুগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ৪২। এই মধুর রস এই প্রকার গুণযুক্ত হইলেও একমাত্র মধুর রস সর্ব্বদা ব্যবহার বশতঃ শরীরের স্থূলতা, মৃদুতা, আলস্য, অতিনিদ্রা, গুরুতা অন্নে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, মুখ ও কণ্ঠের মাংসবৃদ্ধি, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, অলসক, শীতজ্বর, আনাহ, মুখের মধুরতা, বমন, সংজ্ঞা ও স্বরনাশ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, শ্লীপদ, গলশোথ, বস্তিদেশে ধমনীতে ও মলদ্বারে উপলেপ নেত্ররোগ এবং অভিষ্যন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। (উপলেপ শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। যথা;—হৃদয়ের উপলেপ, ধমনীতে উপলেপ, ইত্যাদি। কফ বা চর্ব্বি বা তদ্বৎ অন্য কোন পদার্থ কোন স্থানে উৎপন্ন হইয়া যদি সেই স্থান সঙ্কীর্ণ করে, তবে তাহাকে উপলেপ কহে। মনুষ্য স্থূল হইলে কণ্ঠের উপলেপ হইয়া স্বরনির্গমের বাধা হয় ইত্যাদি রূপ বুঝিতে হইবে)। ৪৩। অম্লরস আহারের রুচি জন্মায়, অগ্নিদীপন করে, দেহপুষ্টি করে, জীর্ণ করে, মনকে উৎসাহিত করে, ইন্দ্রিয়দিগকে দৃঢ় করে, বলবৃদ্ধি করে, বায়ু সরল করে, হৃদয়ের তর্পণ সাধন করে, লালাস্রাব করে, আহার অধঃকৃত করে, ক্লেদ উৎপাদন করে এবং প্রীতি-উৎপাদন করে। ইহা লঘু, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ। ৪৪। একমাত্র অম্লরস এইরূপ গুণযুক্ত হইলেও অম্লরস সর্ব্বদা ব্যবহার বশতঃ দন্তহর্ষ উৎপাদন করে, তৃপ্তি সাধন করে (না খাইলেও খাওয়ার মত বোধ হওয়াকে তৃপ্তি কহে), অক্ষিসম্মীলন উপস্থিত করে, লোমহর্ষণ করে, প্রকৃতিস্থ কফকে তরলীভূত করে, পিত্তবৃদ্ধি করে, রক্ত দূষিত করে, মাংস বিদগ্ধ করে, শরীর শিথিল করে, ক্ষীণ ক্ষত কৃশ ও দুর্ব্বলাদিগের শোথ উৎপাদন করে। আর ইহার আগ্নেয় স্বভাব হেতু ক্ষত, আহত, দষ্ট, দগ্ধ, ভগ্ন, শূলগ্রস্ত, প্রচ্যুত, মৃদিত, পরিসর্পিত, মর্দ্দিত, ছিন্ন, বিদ্ধ ও উৎপিষ্ট (থেৎলান) প্রভৃতি স্থানের পাক উৎপাদন করে এবং কণ্ঠ, বক্ষ ও হৃদয়ের জ্বালা উৎপাদন করে। ৪৫। লবণরস পাচন, ক্লেদন, দীপন, চ্যাবন, ছেদন, ভেদন, তীক্ষ্ণ, সারক, বিকাশী, স্রংসন, ভ্রংশকর, বায়ুহর, স্তম্ভনাশক, বিবন্ধনাশক, সঙ্ঘাতনাশক (তরলতাকারক) এবং সকল রসের বিপ-

সর্ব্বশরীরাবয়বান্ মৃদূ করোতি, রোচয়ত্যাহারমাহারযোগী চাস্যাগং গুরুঃ স্নিগ্ধ উষ্ণশ্চ ॥ ৪৬ ॥

স এবংগুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানঃ পিত্তং কোপয়তি, রক্তং বর্দ্ধয়তি, তর্ষয়তি, মূর্চ্ছয়তি, তাপয়তি, দাহয়তি, কুষ্ণাতি মাংসানি, প্রগালয়তি কুষ্ঠানি, বিষং বর্দ্ধয়তি, শোফান্, স্ফোটয়তি; দন্তান্ শ্যাবয়তি, পুংস্ত্বমুপহন্তি, ইন্দ্রিয়াণ্যুপরুণদ্ধি বলীপলিতখালিত্যমাপাদয়তি চ লোহিতপিত্তাম্লপিত্তবীসর্পবাতরক্তবিচর্চ্চিকেন্দ্রলুপ্তপ্রভৃতীন বিকারানুপজনয়তি ॥ ৪৭

কটুকো রসো বক্ত্রং শোধয়তি, অগ্নিং দীপয়তি, ভুক্তং শোষয়তি, ঘ্রাণমাস্রাবয়তি, চক্ষুর্বিরেচয়তি, স্ফুটীকরোতীন্দ্রিয়াণি, অলসকশ্বয়থূপচয়োদর্দ্দাভিষ্যন্দ-স্নেহ-স্বেদক্লেদ-মলান্নুপহন্তি, রোচয়ত্যশনং কণ্ডূর্বিনাশয়তি, ব্রণানবসাদয়তি, ক্রিমীন্ হিনস্তি, মাংসং বিলিখতি, শোণিতসঙ্ঘাতং ভিনত্তি, বন্ধাংশ্ছিনত্তি, মার্গান্ বিবৃণোতি, শ্লেষ্মাণং শময়তি লঘুরুষ্ণো রূক্ষশ্চ ॥৪৮॥

স এবংগুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানো বিপাকপ্রভাবাৎ পৌংস্ত্বমুপহন্তি,রসবীর্য্যপ্রভাবান্মোহয়তি গ্লাপয়তি সাদয়তি কর্ষয়তি মূর্চ্ছয়তি নময়তি তময়তি ভ্রময়তি কণ্ঠং পরিদহতি শরীরতাপমুপজনয়তি বলং ক্ষীণোতি তৃষ্ণাং জনয়তি বায়্বগ্নিবাহুল্যাদ্ভ্রমমদদবথুকম্পতোদভেদৈশ্চরণ ভুজপার্শ্বপৃষ্ঠপ্রভৃতিষ মারুতজান্ বিকারানুপজনয়তি ॥ ৪৯

তিক্তো রসঃ স্বয়মরোচিষ্ণুররোচকঘ্নো বিষঘ্নঃ ক্রিমিঘ্নো মূর্চ্ছাদাহকণ্ডূকুষ্ঠতৃষ্ণাপ্রশমনঃ ত্বঙ্মাংসয়োঃ স্থিরীকরণো জ্বরঘ্নো দীপনঃ পাচনঃ স্তন্যশোধনো লেখনঃ ক্লেদমেদো-

রীত। ইহা লালাস্রাব করায়, কফকে তরল করে, স্রোতঃসমূহকে শোধন করে, সমস্ত অবয়বকে মৃদু করে, আহারে রুচি করায় এবং আহারে ইহার যোগ অত্যন্ত আবশ্যক করে। ইহা গুরু, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ। ৪৬। লবণরস এই সকল গুণযুক্ত হইলেও অধিক ব্যবহার বশতঃ পিত্তের প্রকোপ জন্মায়; রক্ত বৃদ্ধি করে; তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, তাপ ও দাহ উৎপাদন করে; মাংসকে কণ্ডূ বিশিষ্ট করে, কুষ্ঠসমূহকে গলিত করে; বিষের বেগ বৃদ্ধি করে, শোথ সকল বিদীর্ণ করে; দন্তদিগকে শ্যামবর্ণ করে; পুংস্ত্ব নাশ করে; ইন্দ্রিয়দিগের ব্যাঘাত করে; বলি পলিত ও খালিত্য উৎপাদন করে; রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, বীসর্প, বাতরক্ত, বিচর্চ্চিকা, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) প্রভৃতি বিকার উৎপাদন করে। ৪৭। কটুরস মুখ শোধন করে; অগ্নিদীপন করে; ভুক্ত বস্তুর শোষণ করে; নাসিকাস্রাব করায়; অশ্রুস্রাব করায়; ইন্দ্রিয়দিগকে বিকসিত করে; অলসক, শোথ, উদর্দ্দ, অভিষ্যন্দ, স্নেহ, স্বেদ, ক্লেদ ও মল নাশ করে, অন্নে রুচি করায়; কণ্ডূ, ব্রণ ও ক্রিমি নাশ করে; মাংসের বিলেখন করে; রক্তের ঘনত্ব দূর করে; বিবন্ধ নাশ করে; স্রোতঃসমূহের বিস্তার করে এবং শ্লেষ্মা নাশ করে। ইহা লঘু, উষ্ণ ও রুক্ষ। ৪৮। কটুরস এই সকল গুণযুক্ত হইলেও অধিক ব্যবহার বশতঃ তীক্ষ্ণবিপাক হেতু পুংস্ত্ব নাশ করে; রস এবং বীর্য্যের প্রভাবে মোহ, গ্লানি, অবসাদ, কৃশতা, মূর্চ্ছা, শরীরের বিনমন, অতিক্লেশ, ভ্রম, কণ্ঠে দাহ, শরীরে তাপ, বলক্ষয় ও তৃষ্ণা উৎপাদন করে। আর ইহাতে বায়ু ও অগ্নিগুণের বহুলতা হেতু ইহা ভ্রম, মদ, অতিদাহ, কম্প, তোদ ও ভেদ সহকারে চরণ, ভুজ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বায়ুবিকার সমস্ত উৎপাদন করে।৪৯। তিক্তরস নিজে অরোচক বটে, কিন্তু ইহা সেবনের পর জলপান করিলে আহারে রুচি হয়। ইহা বিষঘ্ন, ক্রিমিঘ্ন, মূর্চ্ছা দাহ কণ্ডূ কুষ্ঠ ও তৃষ্ণানাশক; ত্বক ও মাংসের দৃঢ়তাকারক, জ্বরঘ্ন, দীপন, পাচন; স্তন্যশোধন,লেখন এবং

বসামজ্জলসিকাপূয়স্বেদমূত্রপুরীষপিত্তশ্লেষ্মোপশোষণো রুক্ষঃ শীতো লঘুশ্চ ॥ ৫০

স এবংগুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানো রৌক্ষ্যাৎ খরবিশদস্বভাবাচ্চ রসরুধিরমাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণ্যুচ্ছোষয়তি স্রোতসাং খরত্বমুপপাদয়তি বলমাদত্তে কর্ষয়তি মোহয়তি বদনমুপশোষয়তি অপরাংশ্চ বাতবিকারানুপজনয়তি ॥ ৫১

কষায়ো রসঃ সংশমনঃ সংগ্রাহী সন্ধারণঃ পীড়নো রোপণঃ শোষণঃ স্তম্ভনঃ শ্লেষ্মরক্তপিত্তপ্রশমনঃ শরীরক্লেদস্যোপযোক্তা, রুক্ষঃ শীতো গুরুশ্চ ॥ ৫২

স এবংগুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমান আস্যং শোষয়তি, হৃদয়ং পীড়য়তি, উদরমাধ্মাপয়তি, বাচং নিগৃহ্লাতি, স্রোতাংস্যববধ্নাতি শ্যাবত্বমাপাদয়তি, পৌংস্ত্বমুপহন্তি, বিষ্টভ্য জরাং গচ্ছতি, বাতমূত্রপুরীষাণ্যবগৃহ্লাতি কর্ষয়তি গ্লাপয়তি তর্ষয়তি স্তম্ভয়তি। খরবিশদরুক্ষত্বাৎ পক্ষবধগ্রহাপতানকার্দিতপ্রভৃতীংশ্চ বাতবিকারানুপজনয়তীতি ॥ ৫৩

এবমেতে ষড্রসাঃ পৃথক্ত্বেন বা মাত্রশঃ সম্যগুপযুজ্যমানা উপকারকরা অধ্যাত্মলোকস্যাপকারকরাঃ পুনরতোঽন্যথোপযুজ্যমানাংস্তান্ বিদ্বানুপকারার্থমেব মাত্রশঃ সম্যগুপযোজয়েদিতি ॥ ৫৪

ভবন্তি চাত্র।

শীতং বীর্য্যেণ যদ্দ্রব্যং মধুরং রসপাকয়োঃ।
তয়োরম্লং যদুষ্ণঞ্চ যচ্চোষ্ণং কটুকং তয়োঃ ॥ ৫৫
তেষাং রসোপদেশেন নির্দ্দেশ্যো গুণসংগ্রহঃ।
বীর্য্যতো বিপরীতানাং পাকতশ্চোপদেক্ষ্যতে

ক্লেদ, মেদ, বসা, মজ্জা, লসিকা, পূয়, স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, পিত্ত ও শ্লেষ্মার শোষক, ইহা রুক্ষ, শীতল ও লঘু। ৫০। তিক্তরস এই সকল গুণযুক্ত হইলেও অধিক ব্যবহার বশতঃ ইহার রুক্ষস্বভাব, খরস্বভাব ও বিশদ স্বভাব হেতু রস, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র শোষ করে। স্রোতঃসমূহের খরত্ব উৎপাদন করে। বা হরণ করে। কৃশতা উৎপাদন করে। মোহ উৎপাদন করে। মুখ শুষ্ক করে এবং অন্যান্য বায়ুবিকার জন্মাইয়া থাকে। ৫১। কষায়রস সংশমন (অর্থাৎ বমন-বিরেচনাদির ন্যায় মলদিগকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ না করিয়া শান্ত করে) সংগ্রাহী, ধারক ব্রণাদির পীড়ন, রোপণ, শোষ, স্তম্ভন, শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক এবং শরীরের ক্লেদভক্ষক। ইহা রুক্ষ, শীতল ও গুরু। ৫২। কষায়রস এই সকল গুণযুক্ত হইলেও অধিক ব্যবহার বশতঃ মুখ শোষণ করে; হৃদয় পীড়িত করে; উদর আধ্মাত করে; বাক্যের জড়তা করে; স্রোতঃসমূহের অবরোধ করে; শ্যাবতা উৎপাদন করে; পুংস্ত্বনাশ করে; বিষ্টম্ভ সহকারে জীর্ণ হয়, বাতমূত্র-পুরীষ বদ্ধ করে; কৃশতা, গ্লানি, তৃষ্ণা ও স্তম্ভ উৎপাদন করে। খর, বিশদ ও রুক্ষ স্বভাব হেতু পক্ষাঘাত, গ্রহ (হনুগ্রহাদি), অপতানক ও অর্দ্দিত প্রভৃতি বায়ুবিকার উৎপাদন করে। ৫৩। এইরূপে ছয় রস পৃথক্ ও পরিমিতরূপে ব্যবহৃত হইলে আত্মা ও শরীরের উপকার করে, অন্যথা অপকার করে। অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আপনার উপকারার্থ এই ছয় রস মাত্রানুযায়ী ব্যবহার করিবেন। ৫৪। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যে দ্রব্যের রস ও বিপাক উভয়ই মধুর (যেমন মধুর রস), তাহা শীতবীর্য্য; যে দ্রব্যের রস ও বিপাক উভয়ই অম্ল (যেমন অম্লরস), তাহা উষ্ণবীর্য্য; এবং যে দ্রব্যের রস ও বিপাক উভয়ই কটু (যেমন কটু রস) তাহা উষ্ণবীর্য্য। [ইহাতে স্থির হইতেছে যে, মধুর রস শীতবীর্য্য, অম্ল ও কটুরস উষ্ণবীর্য্য। ৫৫। রসানুসারে দ্রব্যদিগের গুণসংগ্রহ করা গেল। বীর্য্য ও বিপাক সম্বন্ধে যে সকল দ্রব্যের বিপরীত নিয়ম, সম্প্রতি তাহাদের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইবে। ৫৬

যথা পয়ো যথা সর্পির্যথা বা চব্যচিত্রকৌ।
এবমাদীনি চান্যানি নির্দ্দিশেদ্রসতো ভিষক্‌॥
মধুরং কিঞ্চিদুষ্ণং স্যাৎ কষায়ং তিক্তমেব চ।
যথা মহৎ পঞ্চমূলং যথা চানূপমামিষম্‌॥ ৫৮
লবণং সৈন্ধবং নোষ্ণমম্লমামলকং তথা।
অর্কাগুরুগুড়ূচীনাং তিক্তানামুষ্ণমুচ্যতে॥ ৫৯
কিঞ্চিদম্লং হি সংগ্রাহি কিঞ্চিদম্লং ভিনত্তি চ।
যথা কপিত্থং সংগ্রাহি ভেদি চামলকং তথা॥৬০
পিপ্পলী নাগরং বৃষ্যং কটু চাবৃষ্যমুচ্যতে।
কষায়ঃ স্তম্ভনঃ শীতঃ সোঽভয়া ত্বন্যথা মতা॥৬১
তস্মাদ্রসোপদেশেন ন সর্ব্বং দ্রব্যমাদিশেৎ।
দৃষ্টং তুল্যরসেঽপ্যেবং দ্রব্যে দ্রব্যে গুণান্তরম্‌॥ ৬২
রৌক্ষ্যাৎ কষায়ো রূক্ষাণামুত্তমো মধ্যমঃ কটুঃ।
তিক্তোঽবরস্তথোষ্ণানামুষ্ণত্বাল্লবণঃ পরঃ।
মধ্যোঽম্লঃ কটুকশ্চান্ত্যঃ স্নিগ্ধানাং মধুরঃ পরঃ

বৈদ্য দুগ্ধ, ঘৃত, চই ও চিতার ন্যায় অন্যান্য দ্রব্যেরও রসানুসারে নির্দ্দেশ করিবেন। ৫৭। কোন কোন মধুর দ্রব্য এবং কোন কোন কষায় ও তিক্তদ্রব্যও উষ্ণবীর্য্য হইয়া থাকে। যেমন মহৎ পঞ্চমূল কষায় তিক্ত হইলেও উষ্ণবীর্য্য এবং আনূপ (বরাহাদির) মাংস মধুর হইয়াও উষ্ণবীর্য্য হয়। ৫৮। এইরূপ সৈন্ধব লবণরস এবং আমলকী অম্লরস হইলেও উষ্ণবীর্য্য নহে। আবার আকন্দ, অগুরু ও গোলঞ্চ তিক্তরস হইলেও উষ্ণবীর্য্য। ৫৯। কোন অম্লরস সংগ্রাহী এবং কোনটী বা ভেদক। যেমন কপিত্থ সংগ্রাহী ও আমলকী ভেদক। ৬০। কটুরস অ-বৃষ্য হইলেও পিপ্পলী ও শুঁঠ বৃষ্য। আর কষায়-রস স্তম্ভন ও শীতল হইলেও হরীতকী অন্য-রূপ হয়। ৬১। অতএব রসের নিয়মে সকল দ্রব্যের গুণ নির্দ্দেশ করা যায় না। যেহেতু তুল্যরস-বিশিষ্ট দ্রব্যেও গুণান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৬২। কষায়রস রুক্ষতাবিষয়ে সমস্ত রুক্ষরসের প্রধান; কটুরস এ বিষয়ে মধ্যম এবং তিক্ত সর্ব্বনিকৃষ্ট। এইরূপ উষ্ণদিগের

মধ্যোঽম্লো লবণশ্চান্ত্যো রসঃ স্নেহান্নিরুচ্যতে॥
তিক্তাৎ কষায়ো মধুরঃ শীতাচ্ছীততরঃ পরঃ।
স্বাদুর্গুরুত্বাদধিকঃ কষায়াল্লবণোঽবরঃ॥ ৬৪
অম্লাৎ কটুস্ততস্তিক্তো লঘুত্বাদুত্তমো মতঃ।
কেচিল্লঘূনামবরমিচ্ছন্তি লবণং রসম্‌॥ ৬৫
গৌরবে লাঘবে চৈব সোঽবরস্তূভয়োরপি।
পরঞ্চাতো বিপাকানাং লক্ষণং সম্প্রবক্ষ্যতে॥৬৬
কটুতিক্তকষায়াণাং বিপাকঃ প্রায়শঃ কটুঃ।
অম্লোঽম্লং পচ্যতে স্বাদুর্ম্মধুরং লবণস্তথা॥ ৬৭
মধুরো লবণাম্লৌ চ স্নিগ্ধভাবাস্ত্রয়ো রসাঃ।
বাতমূত্রপুরীষাণাং প্রায়ো মোক্ষে সুখা মতাঃ॥
কটুতিক্তকষায়াস্তু রূক্ষভাবাস্ত্রয়ো রসাঃ।
দুঃখা বিমোক্ষে দৃশ্যন্তে বাতবিণ্মূত্ররেতসাম্‌॥

মধ্যে লবণ রস প্রধান, অম্ল মধ্যম এবং কটু-রস নিকৃষ্ট [স্নিগ্ধত্ব-সম্বন্ধে মধুর রস প্রধান, অম্ল মধ্যম এবং লবণ অধম বলিয়া নিরুক্ত আছে। [কষায়, কটু, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর উত্তরোত্তর স্নেহাধিক]। ৬৩। শীত-লতা সম্বন্ধে তিক্ত অপেক্ষা কষায় এবং কষায় অপেক্ষা মধুর রস শ্রেষ্ঠ। [লবণ, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় ও মধুর উত্তরোত্তর শীতল]। গুরুত্ব-সম্বন্ধে মধুর রস প্রধান, কষায় মধ্যম এবং লবণ নিকৃষ্ট। ৬৪। লঘুত্ব-সম্বন্ধে অম্ল অপেক্ষা কটু এবং কটু অপেক্ষা তিক্ত উৎকৃষ্ট। কেহ কেহ বলেন যে, লবণ রস লঘুতা-সম্বন্ধে সর্ব্বনিকৃষ্ট। ৬৫। অম্ল ও লবণ রসের মধ্যে লবণ রস গুরুত্ব ও লঘুতা-সম্বন্ধে হীনতর। অতঃপর বিপাকদিগের লক্ষণ বলা হইতেছে। ৬৬। কটু, তিক্ত ও কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু হয়। অম্লের বিপাক অম্ল। মধুর ও লবণ রসের মধুর-বিপাক হয়। ৬৭। মধুর, লবণ ও অম্ল এই তিনটী রস স্নিগ্ধভাবাপন্ন হওয়াতে সচরাচর বাত, মূত্র ও পুরীষের মোক্ষণ পক্ষে সুখাবহ হয়। ৬৮। কটু, তিক্ত ও কষায় এই তিনটী রস রুক্ষভাবাপন্ন হওয়াতে বাত, বিষ্ঠা, মূত্র ও শুক্রের মোক্ষণ পক্ষে কষ্টকর

শুক্রহা বদ্ধবিণ্মূত্রো বিপাকে বাতলঃ কটুঃ।
মধুরঃ সৃষ্টবিণ্মূত্রো বিপাকে কফশুক্রলঃ ॥ ৭০
পিত্তকৃৎ সৃষ্টবিণ্মূত্রঃ পাকেঽম্লঃ শুক্রনাশনঃ।
তেষাং গুরুঃ স্যান্মধুরঃ কটুকাম্লাবতোঽন্যথা ॥৭১
বিপাকলক্ষণস্যাল্পমধ্যভূয়স্ত্বমেব চ।
দ্রব্যাণাং গুণবৈশেষ্যাৎ তত্র তত্রোপা-
লক্ষয়েৎ ॥ ৭২
তীক্ষ্ণং রূক্ষং মৃদু স্নিগ্ধং লঘূষ্ণং গুরু শীতলম্।
বীর্য্যমষ্টবিধং কেচিৎ কেচিদ্দ্বিবিধমাস্থিতাঃ॥
শীতোষ্ণমিতি বীর্য্যন্তু ক্রিয়তে যেন যা ক্রিয়া ॥৭৩
নাবীর্য্যং কুরুতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বা বীর্য্যবতী
ক্রিয়া ॥ ৭৪
রসো নিপাতে দ্রব্যাণাং বিপাকঃ কর্ম্মনিষ্ঠয়া।
বীর্য্যং যাবদধীবাসান্নিপাতাচ্চোপলভ্যতে ॥ ৭৫

রসবীর্য্যবিপাকানাং সামান্যং যত্র লক্ষ্যতে।
বিশেষঃ কর্ম্মণাঞ্চৈব প্রভাবস্তস্য চ স্মৃতঃ ॥ ৭৬
কটুকঃ কটুকঃ পাকে বীর্য্যোষ্ণশ্চিত্রকো মতঃ।
তদ্বদ্দন্তী প্রভাবাৎ তু বিরেচয়তি মানবম্ ॥ ৭৭
বিষং বিষঘ্নমুক্তং যৎ প্রভাবস্তত্র কারণম্।
ঊর্দ্ধানুলোমনং যচ্চ তৎপ্রভাবপ্রভাবিতম্ ॥ ৭৮
মণীনাং ধারণীয়ানাং কর্ম্ম যদ্বিবিধাত্মকম্।
তৎপ্রভাবকৃতং তেষাং প্রভাবোঽচিন্ত্য
ইষ্যতে ॥ ৭৯
কিঞ্চিদ্রসেন কুরুতে কর্ম্ম বীর্য্যেণ চাপরম্।
দ্রব্যং গুণেন পাকেন প্রভাবেণ চ কিঞ্চন ॥ ৮০
রসং বিপাকস্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তানপোহতি।

হইয়া থাকে। ৬৯। কটু রস বিপাকে শুক্রনাশক, বিষ্ঠামূত্রের বন্ধকারক এবং বায়ুকারক হয়। মধুর রস বিপাকে বিষ্ঠা-মূত্রের নিঃসারক ও কফ-শুক্রকারক হয়। ৭০। অম্লরস বিপাকে পিত্তকারক, বিষ্ঠা-মূত্র-নিঃসারক ও শুক্রনাশক হয়। মধুর, অম্ল ও কটুবিপাকাদিগের মধ্যে মধুরবিপাক গুরু। অম্ল ও কটু বিপাক লঘু। ৭১। দ্রব্যাদিগের গুণভেদে বিপাক লক্ষণের অল্পত্ব, মধ্যত্ব ও আধিকত্ব হইয়া থাকে। ৭২। কেহ বলেন যে, বীর্য্য আট প্রকার; যথা;—তীক্ষ্ণ, রূক্ষ, মৃদু, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণ, গুরু ও শীতল। কেহ বলেন, ইহা দুই প্রকার; যথা;—শীতল ও উষ্ণ। যে শক্তি দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাই বীর্য্য। ৭৩। যাহা বীর্য্য নয়, তাহা কিছুই করে না। সমস্ত ক্রিয়াই বীর্য্যজন্য। অর্থাৎ দ্রব্যের বীর্য্য না থাকিলে কোন কাজই হইত না। ৭৪। আস্বাদ মাত্রে যাহা অনুভব করা যায়, তাহার নাম রস। রসের পরিপাকান্তে যে বিকার হয়, তাহার নাম বিপাক এবং আস্বাদ মাত্রে বা পরিপাকান্তে যে ক্রিয়া হয়, তাহার নাম বীর্য্য। [কোন কোন বিষের ক্রিয়া আস্বাদ মাত্রে মৃত্যুকারক হয়]। ৭৫। যে বস্তুতে রস, বীর্য্য ও বিপাকের কোন ইতর বিশেষ দেখা যায় না, অথচ ক্রিয়া ভিন্ন রূপ ঘটিয়া থাকে, তাহার 'প্রভাব' আছে মনে করা হয়। [বিষ মধুর, অতএব উহার বিপাক মধুর হওয়া উচিত, সুতরাং উহা শতীবীর্য্য হওয়া উচিত। অথচ উহার ক্রিয়া তীক্ষ্ণোষ্ণ। ইহাকেই বিষের প্রভাব কহে]। ৭৬। চিতা কটু এবং পাকেও কটু; সুতরাং উষ্ণবীর্য্য ও বটে। দন্তীও এরূপ। অথচ দন্তীর বিরেচকতা আছে, চিতার বিরেচকতা নাই। [এস্থলে দন্তী প্রভাব হেতু বিরেচক হইয়া থাকে]। ৭৭। 'বিষে বিষক্ষয় হয়' এইরূপ কথা আছে। এস্থলে প্রভাবই কারণ জানিবে। আর মদনফলাদি দ্রব্যের ঊর্দ্ধগতি ও ত্রিবৃৎ প্রভৃতি বিরেচন দ্রব্যের অধোগতি প্রভাব বশতই হয়। ৭৮। মণি প্রভৃতি কতকগুলি বস্তু আছে, যাহা অঙ্গে ধারণ করিলে দ্বিবিধ ক্রিয়া অর্থাৎ শুভাশুভ হয়। ইহাও প্রভাব-জন্য কহিয়া থাকে। এই প্রভাব অচিন্ত্য। [অর্থাৎ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না]। ৭৯। কোন দ্রব্য রস দ্বারা, কোন দ্রব্য বীর্য্য দ্বারা, কোন দ্রব্যগুণ দ্বারা কোন দ্রব্য পাক দ্বারা ও কোন দ্রব্য প্রভাব দ্বারা ক্রিয়া সাধন করে। ৮০। যে স্থলে রস, বীর্য্য, বিপাক,

গুণসাম্যে রসাদীনামিতি নৈসর্গিকং বলম্ ॥ ৮১
সম্যগ্‌বিপাকবীর্য্যাণি প্রভাবশ্চাপ্যুদাহৃতঃ।
ষণ্ণাং রসানাং বিজ্ঞানমুপদেক্ষ্যাম্যতঃপরম্ ॥৮২
স্নেহন প্রীণনাহ্লাদমার্দ্দবৈরুপলভ্যতে।
মুখস্থো মধুরশ্চাস্যং ব্যাপ্নুবল্লিম্পতীব চ ॥ ৮৩
দন্তহর্ষান্মুখস্রাবাৎ স্বেদনান্মুখবোধনাৎ।
বিদাহাচ্চাস্যকণ্ঠস্য প্রাশ্যৈবাম্লং রসং বদেৎ ॥
প্রলীয়ন্ ক্লেদবিষ্যন্দমার্দ্দবং কুরুতে মুখে।
যঃ শীঘ্রং লবণো জ্ঞেয়ঃ স বিদাহান্মুখস্য চ ॥ ৮৫
সংবেজয়েদ্‌যো রসনাং নিপাতে তুদতীব চ।
বিদহন্ মুখনাসাক্ষিসংস্রাবঃ স কটুঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৬
প্রতিহন্তি নিপাতে যো রসনং স্বদতে ন চ।

ও প্রভাবের তুল্য বল; সেস্থলে বিপাক রস.ক, বীর্য্য রস ও বিপাক উভয়কে এবং প্রভাব রস, বীর্য্য ও বিপাক তিনকেই লঙ্ঘন করিয়া ক্রিয়া করে। রস প্রভৃতির এইরূপ স্বাভাবিক বল নির্দ্দিষ্ট আছে। ৮১। রস বিপাক বীর্য্য ও প্রভাবের বিষয় বলা হইল। সম্প্রতি ছয় রসের স্বরূপ জানা যায়, এরূপ কতকগুলি লক্ষণ বলিব। ৮২। মধুর রস মুখে দিলে স্নেহন, প্রীণন, আহ্লাদন ও মৃদু বোধ হয়। ইহা মুখে দিলে মুখ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং বোধ হয় যেন মুখ লিপ্ত হইয়াছে। ইহাতেই মধুর রসের স্বরূপ জানা যায়। ৮৩। অম্ল রস মুখে করিলে দন্তহর্ষ হয়, লালাস্রাব হয়, ঘর্ম্ম হয়, মুখ উদ্বোধিত হয়। আর ভোজন মাত্র মুখ ও কণ্ঠের জ্বালা দ্বারাও অম্ল রসের জ্ঞান হয়। ৮৪। যাহা মুখে দিবা মাত্র সংলগ্ন হয় এবং অনায়াসে ক্লেদ ও লালাস্রাব করায় এবং যাহা জিহ্বার জ্বালা উৎপাদন করে; তাহাই লবণ রস বলিয়া জানিবে। ৮৫। যাহা জিহ্বাতে পড়িবামাত্র উদ্বেগ উপস্থিত করে এবং সূচীভেদনবৎ অনুভব করাইতে থাকে, যাহা জিহ্বার দাহ উৎপাদন করে এবং মুখ নাসা ও অক্ষি হইতে স্রাব করাইয়া থাকে, তাহাকে কটু রস বলিয়া জানা যায়। ৮৬। যাহা জিহ্বাতে পড়িবামাত্র

স তিক্তো মুখবৈশদ্যশোষপ্রহ্লাদকারকঃ ॥ ৮৭
বৈশদ্যস্তম্ভজাড্যৈর্যো রসনং যোজয়েদ্রসঃ।
বধ্নাতীব চ যঃ কণ্ঠং কষায়ঃ স বিকাশ্যপি
ইতি ॥ ৮৮

এবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। ভগবন্ শ্রুতমেতদবিতথমর্থসম্পদযুক্তং ভগবতো যথাবদ্‌দ্রব্যকর্ম্মাধিকারে বচঃ, পরস্ত্বাহারবিকারাণাং বৈরোধিকানাং লক্ষণমনতিসঙ্ক্ষেপেণোপদিশ্যমানং শুশ্রূষাম ইতি ॥৮৯

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। দেহধাতুপ্রত্যনীকভূতানি দ্রব্যাণি দেহধাতুবিরোধমাপাদ্যন্তে, পরস্পরগুণবিরুদ্ধানি কানিচিৎ সংযোগাৎ সংস্কারাদপরাণি দেশকালমাত্রাদিভিশ্চাপরাণি তথা স্বভাবাদপরাণি ॥ ৯০

তত্র যান্যাহারমধিকৃত্য ভূয়িষ্ঠমুপযুজ্যন্তে

জিহ্বার প্রতিঘাত উপস্থিত করে [অর্থাৎ জিহ্বা যেন সরিয়া যাইতে চায়] যাহার স্বাদ ভাল লাগে না, যাহা জিহ্বার অ-পিচ্ছিলতা-সম্পাদন ও শুষ্কতা নাশ করে, তাহাকে তিক্ত রস বলিয়া জানা যায়। ৮৭। যে রস জিহ্বার অপিচ্ছিলতা, স্তম্ভ ও জাড্য উৎপাদন করে এবং কণ্ঠকে বদ্ধপ্রায় করে এবং যে রস বিকাশী, তাহাকে কষায় রস কহে। ৮৮। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলে অগ্নিবেশ কহিলেন,—ভগবন্! দ্রব্যাধিকার সম্বন্ধে আপনার এই ফলপ্রদ অর্থসম্পৎ-সম্পন্ন উপদেশ শ্রবণ করিলাম। পরন্তু এক্ষণে অনতিসংক্ষেপে বিরুদ্ধ আহার-দ্রব্য-সমূহের লক্ষণ-সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৮৯। তখন ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে কহিলেন, দেহধাতুর প্রতিকূল দ্রব্য সকল দেহধাতুর বিরোধ উপস্থিত করে। অপর কতকগুলি দ্রব্য পরস্পর-বিরুদ্ধ হওয়াতে সংযোগ ও সংস্কার বশতঃ বিরোধ সাধন করে। আবার কতকগুলি দ্রব্য দেশ-কাল-মাত্রাদি দ্বারা বিরুদ্ধ হয় এবং কতগুলি স্বভাবতই বিরুদ্ধ ॥ তন্মধ্যে যে সকল দ্রব্য সর্ব্বদা আহারে ব্যব-

তেষামেকদেশং বৈরোধিকমধিকৃত্যোপদেক্ষ্যামঃ॥ ৯১

ন মৎস্যান্ পয়সা সহাভ্যবহরেৎ। উভয়ং হ্যেতন্মধুরং মধুরবিপাকান্মহাভিষ্যন্দি শীতোষ্ণত্বাদ্বিরুদ্ধবীর্য্যং বিরুদ্ধবীর্য্যত্বাচ্ছোণিতপ্রদূষণায় মহাভিষ্যন্দিত্বান্মার্গোপরোধায় চ॥ ৯২

তদনন্তরমাত্রেয়বচনমনুনিশম্য ভদ্রকাপ্যোঽগ্নিবেশমুবাচ। সর্ব্বানেব মৎস্যান্ পয়সা সহাভ্যবহরেৎ অন্যত্রৈকস্মাচ্চিলিচিমাৎ। স পুনঃ শকলী, সর্ব্বতো লোহিতরাজী রোহিতাকারঃ প্রায়ো ভূমৌ চরতি তঞ্চেৎ পয়সা সহাভ্যবহরেন্নিঃসংশয়ং শোণিতজানাং বিবন্ধজানাং বা ব্যাধীনামন্যতমম্ অথবা মরণং প্রাপ্নুয়াদিতি॥ ৯৩

নেতি ভগবানাত্রেয়ঃ। সর্ব্বানেব মৎস্যান্ ন পয়সাভ্যবহরেদ্বিশেষতস্তু চিলিচিমং স হি মহাভিষ্যন্দিতমত্বাৎ স্থূললক্ষণতরানেতান্ ব্যাধীনুপজনয়ত্যমবিষমুদীরয়তি চ॥ ৯৪

গ্রাম্যানূপৌদকপিশিতানি মধুতিলগুড়পয়োমাষমূলকবিসৈর্বিরূঢ়ধান্যৈশ্চ নৈকধা অদ্যাৎ। তন্মূলঞ্চ বাধির্য্যান্ধ্যবেপথুজাড্যবিকলমূকতামৈন্মিণ্যমথবা মরণমাপ্নোতি॥ ৯৫

ন পৌষ্করং রোহিণীকং বা শাকং ন কপোতান্ সার্ষপতৈলভৃষ্টান্ মধুপয়োভ্যাং সহাভ্যবহরেৎ। তন্মূলং হি শোণিতাভিষ্যন্দধমনীপ্রবিচয়াপস্মারশঙ্খকগল-গণ্ড-রোহিণীকানামন্যতমং প্রাপ্নোত্যথবা মরণমিতি॥ ৯৬

ন মূলকলশুনকৃষ্ণগন্ধার্জ্জকসুমুখসুরসাদীনি ভক্ষয়িত্বা পয়ঃ সেব্যং কুষ্ঠাবাধভয়াৎ॥ ৯৭

ন জাতু শাকং ন লিকুচপক্কং মধুপয়োভ্যাং সহোপযোজ্যম্। এতদ্ধি মরণায়াথবা বল-

---

হৃত হয়, তাহাদের কতিপয়ের বিরোধিত্ব সংক্ষেপে বলিতেছি। ৯১। দুগ্ধের সহিত কোন প্রকার মৎস্য খাইবে না। যেহেতু মৎস্য ও দুগ্ধ উভয়ই মধুর এবং উভয়মধুরতার একদা মধুরবিপাক বশতঃ অত্যন্ত অভিষ্যন্দী হইয়া থাকে, আবার দুগ্ধ শীতল ও মৎস্য উষ্ণ বলিয়া বিরুদ্ধবীর্য্য হয়। বিরুদ্ধবীর্য্য বলিয়া রক্ত দূষিত করে এবং সাতিশয় অভিষ্যন্দী বলিয়া স্রোতঃসমূহের অবরোধ করে। ৯২। অনন্তর আত্রেয়ের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া ভদ্রকাপ্য অগ্নিবেশকে কহিলেন যে, চিলিচিম নামক মৎস্য ভিন্ন আর সমস্ত মৎস্যই দুগ্ধের সহিত খাওয়া যায়। চিলিচিম মৎস্য অতিশয় শল্কাবৃত, সর্ব্ব শরীরে লোহিত বর্ণের ডোরা আছে, দেখিতে রোহিত মৎস্যের ন্যায় এবং সর্ব্বদা কাদার উপর বিচরণ করে। ইহা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে নিশ্চয় রক্তজ ব্যাধি বা বিবন্ধজনিত ব্যাধিদিগের মধ্যে কোন না কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয় অথবা মরণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। ৯৩। ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, না; কোন প্রকার মৎস্যই দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিতে নাই। বিশেষতঃ চিলিচিম মৎস্য দুগ্ধের সহিত কখনই খাইবে না। ইহা দারুণ অভিষ্যন্দিতা বশতঃ অধিকতর উৎকট রোগসমূহ উৎপাদন করে এবং বিষলক্ষণ আম উৎপাদন করিয়া থাকে। ৯৪। গ্রাম্য, আনূপ ও ঔদক মাংস, —মধু, তিল, গুড়, দুগ্ধ, মাষকলায়, মূলক, মৃণাল ও বিরূঢ় (অঙ্কুরিত) ধান্যের সহিত, খাইবে না। খাইলে বধিরতা, অন্ধতা, বেপথু, জাড্য, বিকলতা, মূকতা, মিন্‌মিনতা অথবা মরণ পর্য্যন্ত উপস্থিত করিতে পারে। ৯৫। মধু ও দুগ্ধের সহিত, পুষ্করপত্র বা রোহিণীশাক (কটুকীশাক) কিংবা সর্ষপতৈলভৃষ্ট পায়রার মাংস খাইবে না। তাহা হইলে রক্তের ক্লেদ, ধমনীদিগের প্রবিচয় (বিস্ফার), অপস্মার, শঙ্খক, গলগণ্ড ও রোহিণীরোগের অন্যতম রোগ অথবা মরণ পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভাবনা। ৯৬। মূলক, রসুন, সজিনার শাক, তুলসী, শ্বেত তুলসী বা 'সুরস' তুলসী প্রভৃতি শাক ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধ সেবন করিলে কুষ্ঠ হইতে পারে। ৯৭। কখন শাক বা পাকা মাদার ফল, মধু ও দুগ্ধের সহিত একত্র খাইবে না।

বর্ণতেজোবীর্য্যোপরোধায়ালঘুব্যাধয়ে ষাণ্ডায় চ ॥ ৯৮

তদেব লিকুচং পক্বং ন মাষসূপগুড়-সর্পিভিঃ সহোপযোজ্যং বৈরোধিকত্বাৎ ॥ ৯৯

তথাম্রাম্রাতক-মাতুলুঙ্গ-লিকুচ-করমর্দ্দ-মোচ-দন্তশঠ-বদর-কোশাম্র-ভব্য-জাম্বব-কপিত্থ-তিন্তিড়ীক-পারাবতাক্ষোটপনসনারিকেল-দাড়িমা-মলকান্যেবম্প্রকারাণি চান্যানি সর্ব্বঞ্চাম্লং দ্রব-মদ্রবঞ্চ পয়সা সহ বিরুদ্ধম্ ॥ ১০০

তথা কঙ্গুবরকমকুষ্ঠককুলত্থমাষনিষ্পাবাঃ পয়সা সহ বিরুদ্ধাঃ। পদ্মোত্তরিকাশাকং শার্করো মৈরেয়ো মধু চ সহোপযুক্তং বিরুদ্ধং বাতঞ্চাতিকোপয়তি ॥ ১০১

শ্লেষ্মাণঞ্চাতিকোপয়তি পায়সো মন্থানুপানো বিরুদ্ধশ্চাতি। উপোদিকা তিলকল্কসিদ্ধা হেতুরতীসারস্য ॥ ১০২

বলাকা বারুণ্যা কুল্মাষৈরপি বিরুদ্ধা। সৈব শূকরবসা-পরিভৃষ্টা সদ্যো ব্যাপাদয়তি ॥ ১০৩

মায়ূরমাংসমেরণ্ডতৈলযুক্তমেরণ্ডাগ্নিপ্লুষ্টং সদ্যো ব্যাপাদয়তি ॥ ১০৪

হারীতকমাংসং হারিদ্রাগ্নিপ্লুষ্টং সদ্যো ব্যাপাদয়তি। তদেব ভস্মপাংশুপরিধ্বস্তং সক্ষৌদ্রং মরণায় ॥ ১০৫

মৎস্যতৈলনিস্তাড়নসিদ্ধাঃ পিপ্পল্যস্তথা কাকমাচী মধু চ মরণায় ॥ ১০৬

মধু চোষ্ণমুষ্ণার্ত্তস্য চ মধু মরণায় ॥ ১০৭

মধুসর্পিষী তুল্যে মধু বারি চান্তরিক্ষং সম-ধৃতং মধু পুষ্করবীজং মধু পীত্বোষ্ণোদকং ভল্লাতকোষ্ণোদকম্ ॥ ১০৮

তাহাতে মরণ হইতে পারে অথবা বল, বর্ণ, তেজ ও বীর্য্যের হানি হইতে পারে এবং গুরুতর ব্যাধি ও ক্লীবতা হইতে পারে। [জাতু শব্দের অর্থ 'কথন'। গঙ্গাধর বলেন, জাতু শাক "বংশাতক" বা শাক বিশেষ] ৯৮। এইরূপে পাকা মাদার ফল মাষকলাইযুষ, গুড় এবং ঘৃতের সহিত ভোজন করিবে না, কারণ, তাহা হইলে বিরুদ্ধ হয়। ৯৯। এই-রূপ আমড়া, গোঁড়ানেবু, মাদার ফল, করম্চা, মোচা ("সজিনাফল"), কামরাঙ্গা, কুল, কোশাম্র (কেওড়া), চালিদা, জাম, কদ্‌বেল, তেঁতুল, পারাবত ফল (গাব), আক্ষোট (আখরোট বা পীলুফল), কাঁটাল, নারি-কেল, দাড়িম, আমলকী ও এইরূপ অন্যান্য ফল এবং সর্ব্ব প্রকার দ্রব ও অদ্রব অম্ল দুগ্ধের সহিত বিরুদ্ধ। ১০০। এইরূপ কঙ্গু, বরক, মকুষ্ঠ (বনমুগ), কুলত্থ, মাষকলায় ও শিম দুগ্ধের সহিত বিরুদ্ধ হয়। কুসুম্ভশাক, শর্করাজাত মদ্য, মৈরেয় মদ্য, ও মধু পরস্পর আহারে বিরুদ্ধ হয় এবং বায়ুকে অতিশয় কুপিত করে। ১০১। জলে আলোড়িত ঘৃতশক্তু পান করিয়া পায়স ভোজন করিলে অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয় এবং শ্লেষ্মা অতিশয় কুপিত হয়। পুঁইশাকে তিলের-বাটনা দিয়া ভক্ষণ করিলে অতিসার হয়। ১০২। বলাকামাংস বারুণীমদ্যের সহিত এবং অর্দ্ধ-সিদ্ধ ছোলা বা গোধুমের সহিত ভোজন করা বিরুদ্ধ। আর বলাকামাংস শূকরবসার সহিত ভাজিয়া খাইলে সদ্যঃ প্রাণনাশ করে। ১০৩। ময়ূর-মাংস এরণ্ড-তৈলযুক্ত ও এরণ্ডকাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া খাইলে সদ্য প্রাণনাশ করে। ১০৪। হারীত পক্ষীর মাংস কদমকাঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া খাইলে সদ্য প্রাণনাশ হয়। ঐ মাংস ভস্মপাংশুযুক্ত ও মধুর সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাণনাশ করে। ১০৫। মাছের তৈলের হাঁড়িতে পিপুল সিদ্ধ করিয়া খাইলে অথবা কাকমাচী মধুর সহিত খাইলে মরণ হইতে পারে। ১০৬। মধু উষ্ণ করিয়া পান করিলে অথবা উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি (যাহাকে স্বেদ প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে) মধু পান করিলে মরণ হইতে পারে। ১০৭। সমভাগে মধু ও ঘৃত, অথবা মধু ও আন্তরীক্ষ জল, অথবা মধু ও পুষ্কর বীজ, অথবা মধু পানের পর উষ্ণজলপান অথবা ভল্লাতক সেবনের

তক্রসিদ্ধঃ কম্পিল্লকঃ পর্য্যুষিতা কাকমাচী অঙ্গারশূল্যো ভাস ইতি বিরুদ্ধানীত্যেতদ্‌যথা প্রশ্নমুভিনির্দ্দিষ্টম্ ॥ ১০৯

ভবতি চাত্র শ্লোকঃ।

যৎকিঞ্চিদ্দোষমুৎক্লিশ্য ন নির্হরতি কায়তঃ।
আহারজাতং তৎ সর্ব্বমহিতায়োপপদ্যতে ॥ ১১০

ষাণ্ড্যান্ধ্যবীসর্পদকোদরাণাং
বিস্ফোটকোন্মাদভগন্দরাণাম্।
মূর্চ্ছামদাধ্মানগলগ্রহাণাং
পাণ্ড্‌াময়স্যামবিষস্য চৈব ॥
কিলাসকুষ্ঠগ্রহণীগদানাং
শোষাস্রপিত্তজ্বরপীনসানাম্।
সন্তানদোষস্য তথৈব মৃত্যো-
র্বিরুদ্ধমন্নং প্রবদন্তি হেতুম্ ॥ ১১১

এষাঞ্চ খলু পরেষাঞ্চ বৈরোধিকনিমিত্তানাং ব্যাধীনামিমে ভাবাঃ প্রতিকারা ভবন্তি যথা বমনং বিরেচনঞ্চ তদ্বিরোধিনাঞ্চ দ্রব্যাণাং সংশমনার্থমুপযোগস্তথাবিধৈশ্চ দ্রব্যৈঃ পূর্ব্বমভিসংস্কারঃ শরীরস্যেতি ॥ ১১২

ভবতি চাত্র।

বিরুদ্ধাশনজান্ রোগান্ প্রতিহন্তি বিরেচনম্
বমনং শমনঞ্চৈব পূর্ব্বং বাহিতসেবনম্ ॥ ইতি

অত্র শ্লোকাঃ।

মতিরাসীন্মহর্ষীণাং যা যা রসবিনিশ্চয়ে।
দ্রব্যাণি গুণকর্ম্মভ্যাং দ্রব্যসংখ্যা রসাশ্রয়াঃ
কারণং রসসংখ্যা চ রসানুরসলক্ষণম্।
পরাদীনাং গুণানাঞ্চ লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ ॥
পঞ্চাত্মকানাং ষট্‌ত্বঞ্চ রসানাং যেন হেতুনা।
ঊর্দ্ধানুলোমভাজশ্চ যদ্‌গুণাতিশয়াদ্রসাঃ ॥
ষণ্ণাং রসানাং ষট্ চৈব সুবিভক্তা বিভক্তয়ঃ।
উদ্দেশশ্চাপবাদশ্চ দ্রব্যাণাং গুণকর্ম্মণী ॥
প্রবরাধরমধ্যত্বং রসানাং গৌরবাদিষু।
পাকপ্রভাবয়োর্লিঙ্গং বীর্য্যসংখ্যাবিনিশ্চয়ঃ ॥
ষণ্ণামাস্বাদ্যমানানাং রসানাং যৎ স্বলক্ষণম্।
যদ্‌যদ্বিরুধ্যতে যস্মাদ্‌যেন যৎকারি চৈব যৎ ॥

পর উষ্ণজল পান করিলে বিরুদ্ধ হয়। ১০৮। ঘোলে সিদ্ধ কমলাগুড়ি, বাসী কাকমাচী শাক এবং শূলে বিদ্ধ করিয়া অঙ্গারে তপ্ত করা ভাস পক্ষীর মাংস বিরুদ্ধ হয়। এইরূপে যথাপ্রশ্ন বিরুদ্ধ সমস্ত বলা হইল। ১০৯। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যে সকল আহার দোষকে উত্তেজিত করে, অথচ শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারে না, সে সমস্তই অহিতকর হয়। ১১০। বিরুদ্ধ ভোজনকে ক্লীবতা, অন্ধতা, বীসর্প, জলোদর, বিস্ফোটক, উন্মাদ, ভগন্দর, মূর্চ্ছা, মদ, আধ্মান, গলগ্রহ, পাণ্ডুরোগ, বিষলক্ষণ আম, কিলাস, কুষ্ঠ, গ্রহণী, শোষ, রক্তপিত্ত, জ্বর, পীনস, ত্রিদোষ এবং মৃত্যুর হেতু কহিয়া থাকে। ১১১। এই সকল ও অন্যান্য বিরুদ্ধ ভোজনে রোগ উৎপন্ন হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে তাহাদের প্রতিকার হয়। যথা;—বমন ও বিরেচন এবং বিরুদ্ধ আহারদিগকে পরিপাক করিবারজন্য সংশমন যোগ। আর বিরুদ্ধ আহার পূর্ব্ব হইতে অভ্যাস করা থাকিলে বিরুদ্ধ আহারে অনিষ্ট করিতে পারে না। ১১২। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বিরেচন, বমন ও শমন ঔষধ বিরুদ্ধভোজন-জন্য রোগদিগকে প্রতিকার করে। আর পূর্ব্ব হইতে অহিত ভোজন অভ্যাস থাকিলে অহিত ভোজনে অপকার করিতে পারে না। ১১৩।

এই অধ্যায়ের সূচীযথা;—রসসিদ্ধান্ত বিষয়ে মহর্ষিদিগের মতামত, দ্রব্যের গুণ ও কর্ম্ম, দ্রব্যের সংখ্যা, রসের আশ্রয়, কারণ, রসসংখ্যা; রস ও অনুরসের লক্ষণ, পরাদি ও গুণদিগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, পঞ্চভূতাত্মক রসদিগের ছয় প্রকার ভেদ ও তাহার কারণ, ষড়্‌গুণবিশিষ্ট রস ঊর্দ্ধশোধন অনুলোমন হয়, ছয় রসের সুবিভাগপূর্ব্বক বিভাগ, গুণকর্ম্ম সম্বন্ধে দ্রব্যদিগের উদ্দেশ ও অপবাদ, গুরুত্ব-সম্বন্ধে রসাদিগের প্রাধান্য, মধ্যত্ব ও নিকৃষ্টত্ব, বিপাক ও প্রভাবের লক্ষণ, বীর্য্যসংখ্যা বিনিশ্চয়, আস্বাদ কালে

বৈরোধিকানিমিত্তানাং ব্যাধীনামৌষধঞ্চ যৎ ।
আত্রেয়ভদ্রকাপ্যীয়ে তৎ সর্ব্বমবদন্মুনিঃ ॥১১৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সূত্রস্থানে অন্নপানচতুষ্কে আত্রেয়ভদ্রকাপ্যীয়ো নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্নপানবিধিঃ ।

অথাতোঽন্নপানবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

ইষ্টবর্ণগন্ধরসস্পর্শং বিধিবিহিতমন্নপানং প্রাণিনাং প্রাণসংজ্ঞকানাং প্রাণমাচক্ষতে কুশলাঃ। প্রত্যক্ষফলদর্শনাৎ তদিন্ধনা হ্যন্তরাগ্নেঃ স্থিতিস্তদেব সত্ত্বমূর্জ্জয়তি। তচ্ছরীরধাতুব্যূহবলবর্ণেন্দ্রিয়প্রসাদকরং যথোক্তমুপসেব্যমানং বিপরীতমহিতায় সম্পদ্যতে ॥ ২

ছয় রসের যে যে লক্ষণ হয়, যাহার সহিত যাহা বিরুদ্ধ, যাহার যোগে যাহার যে ক্রিয়া এবং বিরুদ্ধ ভোজন জন্য ব্যাধিদিগের ঔষধ ; এই সমস্ত আত্রেয়-ভদ্রকাপ্যীয় অধ্যায়ে আত্রেয় মুনি বর্ণনা করিয়াছেন। ১১৪।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অন্নপানবিধিনামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। পণ্ডিতেরা মনঃপ্রিয় বর্ণ গন্ধ রস ও স্পর্শবিশিষ্ট এবং বিধিপূর্ব্বক কল্পিত অন্নপানকে প্রাণীদিগের প্রাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, সেই অন্নপানই প্রাণীদিগের অন্তরাগ্নির ইন্ধন (জ্বালানি কাঠ) স্বরূপ, ইহাই প্রাণীদিগের প্রাণধারণের হেতু। যথাযথ ব্যবহৃত হইলে সেই অন্নপান শরীরস্থ ধাতু সমূহের বল ও বর্ণ এবং ইন্দ্রিয়দিগের প্রসন্নতা সম্পা-

তস্মাদ্ধিতাহিতাববোধনার্থমন্ন-পান-বিধিমখিলেনোপদেক্ষ্যামোঽগ্নিবেশ ॥ ৩

তৎ স্বভাবাদুদকং ক্লেদয়তি, লবণং বিষ্যন্দয়তি, ক্ষারঃ পাচয়তি, মধু সন্ধধাতি, সর্পিঃ স্নেহয়তি, ক্ষীরং জীবয়তি, মাংসং বৃংহয়তি, রসঃ প্রীণয়তি, সুরা জর্জ্জরীকরোতি, শীধু অবধময়তি, দ্রাক্ষারসো দীপয়তি, ফাণিতমাচিনোতি, দধি শোফং জনয়তি, পিণ্যাকশাকং গ্লপয়তি, প্রভূতান্তর্মলো মাষসূপঃ, দৃষ্টিশুক্রঘ্নঃ ক্ষারঃ, প্রায়ঃ পিত্তলমম্লমন্যত্র মধুনঃ পুরাণাচ্চ শালিযবগোধূমাৎ, প্রায়ঃ সর্ব্বং তিক্তং বাতলমবৃষ্যঞ্চান্যত্র বেত্রাগ্রপটোলাৎ, প্রায়ঃ কটুকং বাতলমবৃষ্যঞ্চান্যত্র পিপ্পলীবিশ্বভেষজাৎ ॥ ৪

দন করে; আর বিপরীতরূপে ব্যবহৃত হইলে অহিতের হেতু হয়। ২। হে অগ্নিবেশ! এইজন্য হিতাহিত-বোধনার্থ অন্নপানবিধি সম্যক্‌রূপে উপদেশ দিব। ৩। অন্নপান সামগ্রীদিগের মধ্যে জল স্বভাবতঃ ক্লেদোৎপাদক ; লবণ বিষ্যন্দকারক ; ক্ষার পাককারক ; মধু ব্রণাদির সন্ধানকারক ; ঘৃত স্নেহন ; ক্ষীর জীবন ; মাংস বৃংহণ ; মাংসরস পুষ্টিকারক ; সুরা জর্জ্জরীকরণ (পুষ্টিকারক) ; শীধু অবধমন (কৃশতাকারক) ; দ্রাক্ষারস দীপন ; ফাণিত বাত-পিত্ত-কফের সঞ্চয়কারক ; দধি শোথজনক ; পিণ্যাক (খইল) ও শাক গ্লানিকারক ; মাষকলায়যূষ, অত্যন্ত বিষ্ঠাকারক ; ক্ষার দৃষ্টিনাশক ; ও শুক্রনাশক ; অম্ল সকল প্রায়ই পিত্তল ; মধু, পুরাতন শালিতণ্ডুল, যব ও গোধূম ভিন্ন প্রায় সর্ব্ব প্রকার মধুর দ্রব্যই কফকারক ; বেতাগ্র ও পলতা ভিন্ন প্রায় সর্ব্ব প্রকার তিক্ত দ্রব্যই বায়ুবর্দ্ধক এবং পিপুল ও শুঁঠ ভিন্ন প্রায় সমস্ত কটু দ্রব্যই বাতল ও অবৃষ্য। [এস্থলে জল লবণ প্রভৃতির যে যে কর্ম্ম বলা হইতেছে, তাহাদের সেই সেই কর্ম্ম প্রধান, তদ্ভিন্ন তাহাদের অন্যান্য কর্ম্মও আছে।

পরমতো বর্গসংগ্রহেণাহারদ্রব্যাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৫

বর্গান্ হরিতমদ্যাম্বুগোরসেক্ষুবিকারিকান্ ॥
দশ দ্বৌ চাপরৌ বর্গৌ কৃতান্নাহারযোগিনাম্।
রসবীর্য্যবিপাকৈশ্চ প্রভাবৈশ্চোপদেক্ষ্যতে ॥ ৬

অথ শূকধান্যবর্গঃ।

রক্তশালির্মহাশালিঃ কলমঃ শকুনাহৃতঃ।
চূর্ণকো দীর্ঘশূকশ্চ গৌরঃ পাণ্ডুকলাঙ্গুলৌ ॥
সুগন্ধিকালোহবালাঃ শালিকাখ্যাঃ প্রমোদকাঃ
পতঙ্গাস্তপনীয়াশ্চ যে চান্যে শালয়ঃ শুভাঃ ॥
শীতা রসে বিপাকে চ মধুরাঃ স্বল্পমারুতাঃ।
বদ্ধাল্পবর্চসঃ স্নিগ্ধা বৃংহণাঃ শুক্রমূত্রলাঃ ॥ ৭

রক্তশালির্বরস্তেষাং তৃষ্ণাঘ্নস্ত্রিমলাপহঃ
মহাংস্তস্যানু কলমস্তস্যাপ্যনু ততঃ পরে ॥ ৮
যবকা হায়নাঃ পাংশুবাপ্যো নৈষধকাদয়ঃ।
শালীনাং শালয়ঃ কুর্ব্বন্ত্যনুকারং গুণাগুণৈঃ ॥ ৯
শীতঃ স্নিগ্ধগুরুঃ স্বাদুস্ত্রিদোষঘ্নঃ স্থিরাত্মকঃ।
ষষ্টিকঃ প্রবরো গৌরঃ কৃষ্ণগৌরস্ততোঽনু চ ॥
বরকোদ্দালকৌ চীনশারদোজ্জ্বলদর্দ্দুরাঃ।
গন্ধলাঃ কুরুবিন্দাশ্চ ষষ্টিকাল্পান্তরা গুণৈঃ ॥ ১১
মধুরশ্চাম্লপাকশ্চ ব্রীহিঃ পিত্তকরো গুরুঃ।
বহুমূত্রপুরীষোষ্মা ত্রিদোষস্ত্বেব পাটলঃ ॥ ১২

মাষকলায়ের যূষ মলকাঠিন্য দূর করে, ইহাও বলা হইল, ইতি চক্রদত্ত। ২০ প্রকরণ দেখ] ৪। অনন্তর আহার-সমূহের বর্গবিভাগ করা হইতেছে। ৫। শূকধান্যবর্গ, শমীধান্যবর্গ, মাংসবর্গ, শাকবর্গ, ফলবর্গ, হরিতবর্গ, মদ্যবর্গ, অম্বুবর্গ, গোরসবর্গ (দুগ্ধাদি) এবং ইক্ষুবর্গ; ইহারাই আহারের ভিন্ন ভিন্ন বর্গ। তদ্ভিন্ন আরও দুইটী বর্গ আছে, যথা;—কৃতাহারবর্গ ও তৈলবর্গ। তন্মধ্যে তৈল আহারদ্রব্যের সংস্কারক বলিয়া আহারবর্গের অন্তর্গত হইল। এই সকল বর্গ ও উহাদের রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব সকল বর্ণনা করিব। [কৃতাহার—রসুই করা আহার দ্রব্য। যেমন ভাত]। ৬।

অথ শূকধান্যবর্গ।

রক্তশালি, মহাশালি, কলম, শকুনাহৃত, চূর্ণক, দীর্ঘশূক, গৌর, পাণ্ডুক, লাঙ্গুল, সুগন্ধিক, লোহবাল, শালিকা, প্রমোদক, পতঙ্গ, তপনীয় ও অন্যান্য যে সকল উৎকৃষ্ট শালিধান্য আছে, তাহারা শীতবীর্য্য; রসে ও পাকে মধুর; অল্পবায়ুকর (অথবা বায়ুর অল্পতাকারক); মলবদ্ধকারক ও অল্পমলকারক; স্নিগ্ধ; বৃংহণ; শুক্রকারক ও মূত্রবীরক। চক্রপাণি বলেন "এস্থলে" নানা দেশের নানা ধান্যের নাম করা হইয়াছে, সুতরাং বোঝা যায় না এবং অন্যান্য টীকাকারেরাও বলিতে পারেন নাই। "শালি" শব্দে হৈমন্তিক ধান্য। "রক্তশালি"কে কেহ কেহ দাদখানি কহেন। "মহাশালি" মগধদেশে প্রসিদ্ধ। "কলম"কে লালকলমা বলে। অরু দত্ত বলেন, কাশ্মীর হইতে পাখীতে মুখে করিয়া মগধ আনে এই জন্য শকুনাহৃত নাম হইয়াছে। চক্রপাণির পাঠ "কুশলাকৃত" কিন্তু পুঁথির পাঠ বলিয়া সন্দেহ হয়। সুগন্ধি ধান্য প্রসিদ্ধই আছে]। ৭। ইহাদের মধ্যে রক্তশালি (দাদখানি) উৎকৃষ্ট। ইহা তৃষ্ণানাশক ও ত্রিদোষনাশক। রক্তশালি অপেক্ষা মহাশালি, মহাশালি অপেক্ষা কলম হীনগুণ এবং এইরূপ পরে হীনগুণ জানিবে। ৮। যবক, হায়ন, পাংশুধান্য, বাপীজাত ধান্য ও নৈষধক ধান্য, ইহারাও শালিজাতি এবং গুণাগুণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত শালিদিগের অপেক্ষা উত্তরোত্তর হীন। ৯। ষষ্টিকধান্য শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, মধুর, ত্রিদোষনাশক এবং শরীরের দৃঢ়তানাশক। তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ ষষ্টিক শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণশ্বেত ষষ্টিক হীনতর। ১০। বরক, উদ্দালক, চীন, শারদ, উজ্জ্বল, দর্দ্দুর, গন্ধল এবং কুরুবিন্দ প্রভৃতি ধান্য ষষ্টিক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন। ১১। ব্রীহিধান্য মধুর, বিপাকে অম্ল, পিত্তকারক ও গুরু। পাটল ধান্য বহুমূত্র, বহু পুরীষ ও বহু উষ্মা (রক্তের তাপ) উৎপাদন করে। উহা

সকোরদূষঃ শ্যামাকঃ কষায়মধুরো লঘুঃ।
বাতলঃ কফপিত্তঘ্নঃ শীতসংগ্রাহিশোষণঃ॥ ১৩
হস্তিশ্যামাকনীবারতোয়পর্ণীগবেধুকাঃ।
প্রশাতিকাম্ভঃশ্যামাকলৌহিত্যাণুপ্রিয়ঙ্গবঃ॥
মুকুন্দঝিণ্টিগর্মুটীচরুকাবরকাস্তথা।
শিবিরোৎকটজূর্ণাহ্বঃ শ্যামাকসদৃশা গুণৈঃ॥
রূক্ষঃ শীতো গুরুঃ স্বাদুর্বহুবাতশকৃদ্যবঃ।
স্থৈর্য্যকৃৎ সকষায়স্ত বল্যঃ শ্লেষ্মবিকারনুৎ॥ ১৫
রূক্ষঃ কষায়ানুরসো মধুরঃ কফপিত্তহা।
মেদঃক্রিমিবিষঘ্নশ্চ বল্যো বেণুযবো মতঃ॥ ১৬

সন্ধানকৃদ্বাতহরো গোধূমঃ স্বাদুশীতলঃ।
জীবনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ স্থৈর্য্যকরো গুরুঃ
নান্দীমুখী মধুলী চ মধুরস্নিগ্ধশীতলে।
ইত্যয়ং শূকধান্যানাং পূর্ব্বো বর্গঃ সমাপ্যতে॥
ইতি শূকধান্যবর্গঃ॥ ১॥
অথ শমীধান্যবর্গঃ।
কষায়মধুরো রূক্ষঃ শীতঃ পাকে কটুর্লঘুঃ।
বিশদঃ শ্লেষ্মপিত্তঘ্নো মুদ্গাঃ সূপোত্তমো মতঃ॥
বৃষ্যঃ পরং বাতহরঃ স্নিগ্ধোষ্ণমধুরো গুরুঃ।
বল্যো বহুমলঃ পুংস্ত্বং মাষঃ শীঘ্রং দদাতি চ॥
রাজমাষঃ সরো রুচ্যঃ কফশুক্রাম্লপিত্তকৃৎ।
স্বাদুশ্চ বাতলো রূক্ষঃ কষায়ো বিষদো গুরুঃ॥
উষ্ণাঃ কষায়াঃ পাকেঽম্লাঃ কফশুক্রানিলাপহাঃ

ত্রিদোষকারক। ১২। কোরদূষ ও শ্যামা-ধান কষায়রস, মধুর, লঘু, বাতল, কফ-পিত্তঘ্ন শীতল, সংগ্রাহী ও শোষণ। ১৩। হস্তি-শ্যামা, নীবার, তোয়পর্ণী, গবেধুক, প্রশাতিক, জলশ্যামাক, লৌহিত্যাণু, প্রিয়ঙ্গু, মুকুন্দ, ঝিণ্টী, গর্মুটী, চরুকা, বরক, শিবির, উৎকট ও জূর্ণ, ইহারা গুণে শ্যামাধানের ন্যায়। [ষষ্টিকধান্য গ্রীষ্মজ। ব্রীহিধান্য শরৎ-কালজ। ইহাই আশুধান্য। বরক, উদ্দালক প্রভৃতি ষষ্টিকধান্যজাতীয়। কেহ কেহ ইহা-দিগকে কুধান্য বলেন। "পাটল" এক প্রকার আউস। "কোরদূষ" কোদোধান। রক্তপিত্তনিদানে কোরদূষ রক্তপিত্তকারক বলা হইয়াছে, সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, কাঞ্জিক প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলেই পিত্ত-কারক হয়, ইতি চক্রদত্ত। "হস্তিশ্যামা" মোটা শ্যামাধান। "নীবার" উড়িধান। "গবেধুকা"কে কেহ কেহ গড়গড়ে বলেন। বিষ্ণুতৈলে যে গবেধুকা আছে, তাহা কাহার কাহার মতে এই ধান; শিবদাস প্রভৃতির মতে উহা গোলক ইত্যাদি]। ১৪। যব, রূক্ষ, শীতল, গুরু, স্বাদু, বহুবায়ুকারক ও বিষ্ঠাজনক, দার্ঢ্যকারক, ঈষৎকষায়, বলকারক শ্লেষ্মবিকারনাশক। ১৫। বেণুযব (বাঁশের চাউল) রূক্ষ, কষায়ানুরস, মধুর, কফ-পিত্ত-নাশক, মেদোনাশক, কৃমিনাশক বিষনাশক ও বলকারক। ১৬। গম ব্রণসন্ধানক, বাতহর, স্বাদু, শীতল, জীবন, বৃংহণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, দৃঢ়তাকারক ও গুরু। [মুকুন্দ—বাকস-তৃণ ইতি চক্রপাণি। জূর্ণাহ্ব—জনার। যবকে গুরু বলা হইয়াছে, অ-গুরু বলিলেও ছন্দোদোষ হয় না; সুশ্রুত যবকে লঘু বলিয়াছেন, অতএব অ-গুরু পাঠই সঙ্গত। গম শীতল ও স্নিগ্ধ; সুতরাং কফকারক; পুরাণ গম কফকারক নহে।] ১৭। নান্দী-মুখী নামক যব ও মধুলিকা নামক গোধূম মধুরস্নিগ্ধ ও শীতল। ইতি শূকধান্য বর্গ সমাপ্ত হইল। [মুখে শুঁয়া আছে বলিয়া ইহাদের নাম শূকধান্য]।

ইতি শূকধান্যবর্গ॥ ১॥

অথ শমীধান্যবর্গ।

ডাউলের মধ্যে মুদ্গ উৎকৃষ্ট। ইহা কষায়, মধুর, রূক্ষ, শীতল, পাকে কটু, লঘু, বিশদ, ও শ্লেষ্মপিত্তনাশক।১৯। মাষকলায় বৃষ্য, অতিশয় বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, গুরু, বলকারক, বহুবিষ্ঠাজনক ও শীঘ্র পুরুষত্ব-বৃদ্ধিকারক। ২০। রাজমাষ (বর্ব্বটী) সারক, রোচক, কফকারক, শুক্রকারক, অম্লপিত্ত-কারক, স্বাদু, বাতল, রূক্ষ, কষায়, বিশদ, গুরু। ২১। কুলত্থকলায় উষ্ণ, কষায়,

কুলথা গ্রাহিণঃ কাসহিক্কাশ্বাসার্শসাং হিতাঃ। ২২
মধুরা মধুরাঃ পাকে গ্রাহিণো রুক্ষশীতলাঃ।
মকুষ্ঠকাঃ প্রশস্তাস্তে রক্তপিত্তজ্বরাদিষু॥ ২৩
চণকাশ্চ মসূরাশ্চ খণ্ডিকাঃ সহরেণবঃ।
লঘবঃ শীতমধুরাঃ সকষায়া বিরূক্ষণঃ।
পিত্তশ্লেষ্মণি শস্তাস্তে সূপেষ্বালেপনেষু চ।
তেষাং মসূরঃ সংগ্রাহী কলায়ো বাতলঃ পরম্।
স্নিগ্ধোষ্ণমধুরস্তীক্ষ্ণঃ কষায়ঃ কটুকস্তিলঃ।
ত্বচ্যঃ কেশ্যশ্চ বল্যশ্চ বাতঘ্নঃ কফপিত্তকৃৎ॥ ২৫
গুর্ব্ব্যোঽথ মধুরাঃ শীতা বলঘ্না রূক্ষণাত্মিকাঃ।
সস্নেহা বলিভির্ভোজ্যা বিবিধাঃ শিম্বিজাতয়ঃ॥
শিম্বী রূক্ষা কষায়া চ কোষ্ঠে বাতপ্রকোপনী।
ন চ বৃষ্যা ন চক্ষুষ্যা বিষ্টভ্য চ বিপচ্যতে॥ ২৭
আঢকী কফপিত্তঘ্নী বাতলা কফবাতনুৎ।
অবল্গুজঃ সৈড়গজো নিষ্পাবা বাতপিত্তলাঃ॥
কাকাণ্ডোলাত্মগুপ্তানাং মাষবৎ ফলমাদিশেৎ
দ্বিতীয়োঽয়ং শমীধান্যবর্গঃ প্রোক্তো মহর্ষিণা॥ ২৮

ইতি শমীধান্যবর্গঃ। ২।

অথ মাংসবর্গঃ।

গোখরাশ্বতরোষ্ট্রাশ্বদ্বীপিসিংহর্ক্ষবানরাঃ।
বৃকো ব্যাঘ্রস্তরক্ষুশ্চ বভ্রুমার্জ্জারমূষিকাঃ॥
লোপাকো জম্বুকঃ শ্যেনো বান্তাদশ্চাষবায়সৌ
শশঘ্নী মধুহা ভাসো গৃধ্রোলূককুলিঙ্গকাঃ।
ধূমীকা কুররশ্চেতি প্রসহা মৃগপক্ষিণঃ॥ ২৯
শ্বেতঃ শ্যামশ্চিত্রপৃষ্ঠঃ কালকঃ কাকুলীমৃগঃ॥
কূচীকা চিল্লকো ভেকো গোধা শল্লকগণ্ডকৌ।

বিপাকে অম্ল, কফ শুক্র ও বায়ুনাশক, সংগ্রাহী এবং কাস, হিক্কা, শ্বাস ও অর্শের পক্ষে হিতকর। ২২। বনমুদ্গ রসে ও পাকে মধুর, গ্রাহী, রুক্ষ, শীতল, এবং রক্তপিত্ত জ্বর প্রভৃতি রোগে প্রশস্ত। ২৩। ছোলা, মসূর মটর ও বর্ত্তুলকলায়, ইহারা লঘু, শীতল, মধুর, ঈষৎ কষায়, রুক্ষ, পিত্ত ও শ্লেষ্মায় উপকারী এবং সূপ ও প্রলেপে উপযোগী তন্মধ্যে মসূর সংগ্রাহী এবং মটর অত্যন্ত বায়ুকারক। ২৪। তিল স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, তীক্ষ্ণ, কষায়, কটু, ত্বচ্য, কেশ্য, বল্য, বাতঘ্ন ও কফপিত্তকারক। [কৃষ্ণতিল উৎকৃষ্ট, শ্বেত মধ্যম, অন্য প্রকার অধম।] ২৫। শিম্বী (শিম) বিবিধ প্রকার। উহারা গুরু, মধুর, শীতল, বলনাশক, রুক্ষস্বভাব, স্নেহবিশিষ্ট এবং বলবানের ভোজনীয়। ২৬। শিম রুক্ষ, কষায়। ইহা কোষ্ঠ মধ্যে বায়ুপ্রকোপ করে। ইহা বৃষ্যও নয়, চক্ষুষ্যও নয় এবং বিষ্টম্ভ জন্মাইয়া বিলম্বে পরিপাক পায়। ২৭। অড়হর কফপিত্তনাশক ও বায়ুকারক। সোমরাজ্য বীজ বাতশ্লেষ্মনাশক; চাকুন্দেবীজও এইরূপ। শিম্বী সকল বায়ুপিত্তকারক। কোল-শিম্বী ও আলকুশীর গুণ মাষকলায়ের ন্যায়। ইতি দ্বিতীয় বর্গ অর্থাৎ শমীধান্য মহর্ষি কর্ত্তৃক কথিত হইল। [শিমবীজের সদৃশ বলিয়া ঐ সকল দ্রব্যের নাম শমীধান্য হইয়াছে]। ২৮

ইতি শমীধান্যবর্গ। ২।

অথ মাংসবর্গ।

এই সকল পশু পক্ষীর নাম প্রসহ। যথা ;—গো, গর্দ্দভ, অশ্বতর, উষ্ট্র, অশ্ব, দ্বীপী (চিতাবাঘ), সিংহ, ভল্লুক, বানর, বৃক (কেঁদো), ব্যাঘ্র, তরক্ষু (নেকড়ে), নকুল বা পার্ব্বতীয় লোমশ কুক্কুর, মার্জ্জার, মূষিক, লোপাক (খেঁকশিয়াল), জম্বুক (গোড়-শিয়াল), শ্যেনপক্ষী, কুকুর, চাষ (নীলকণ্ঠ। "ফিঙ্গে" ইতি গঙ্গাধর), বায়স, শশঘ্নী (বাজ), মধুহা (মহুয়া), ভাস, গৃধ্র (শকুনি), উলুক (পেচক), কুলিঙ্গ, ধূমিকা (ফিঙ্গা) ও কুরর ; ইহাদিগকে প্রসহ বলে। [ইহারা ভক্ষ্য দ্রব্যের উপর বলপূর্ব্বক পড়ে, এই জন্য ইহাদিগকে প্রসহ বলে। ৩৭ দেখ। কুলিঙ্গ, ভাবপ্রকাশ-মতে গবরৈয়া। অরুণদত্তমতে কৃষ্ণচটক। গঙ্গাধর-মতে বাবুই। কুরর কড়াংকুল-ইতি হিন্দী। ইহারা মৎস্যধারী। ভাস ভস্মবর্ণ পক্ষী ইতি চক্রপাণি। চিল ইতি গঙ্গাধর]। ২৯। শ্বেতবর্ণ শ্যামা পাখী, শুঁড়িকাছিম, কালক (সর্প জাতি),

কদলী নকুলঃ শ্বাবিদিতি ভূমিশয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০
সৃমরশ্চমরঃ খড়্গো মহিষো গবয়ো গজঃ।
ন্যঙ্কুর্বরাহশ্চানূপা মৃগাঃ সর্ব্বে রুরুস্তথা॥ ৩১
কূর্ম্মঃ কর্কটকো মৎস্যঃ শিশুমারস্তিমিঙ্গিলঃ।
শুক্তিশঙ্খোদ্রকুম্ভীরচুলুকীমকরাদয়ঃ।
ইতি বারিশয়াঃ প্রোক্তাঃ ॥ ৩২
বক্ষ্যন্তে বারিচারিণঃ।—
হংসঃ ক্রৌঞ্চো বলাকা চ বকঃ কারণ্ডবঃ প্লবঃ॥
শরারী পুষ্করাহ্বশ্চ কেশরী মানতুণ্ডিকঃ॥
মৃণালকণ্ঠো মদ্গুশ্চ কাদম্বঃ কাকতুণ্ডকঃ।
উৎক্রোশঃ পুণ্ডরীকাক্ষো মেঘরাবোঽম্বুকুক্কুটী
আরানন্দীমুখীবাটীসুমুখাঃ সহচারিণঃ॥
রোহিণী কামকালী চ সারসো রক্তশীর্ষকঃ।
চক্রবাকাস্তথান্যে চ খগাঃ সন্ত্যম্বুচারিণঃ॥ ৩৩
পৃষতঃ শরভো বামঃ শ্বদংষ্ট্রা মৃগমাতৃকাঃ।
শশোরণৌ কুরঙ্গশ্চ গোকর্ণঃ কোট্টকারকঃ॥
চারুকো হরিণৈণৌ চ শম্বরঃ কালপুচ্ছকঃ।
ঋষ্যশ্চ তরপোতশ্চ বিজ্ঞেয়া জাঙ্গলা মৃগাঃ॥ ৩৪
লাবো বর্ত্তীরকশ্চৈব বার্ত্তীকঃ সকপিঞ্জলঃ।
চকোরশ্চোপচক্রশ্চ কুক্কুটো রক্তবর্ত্মকঃ॥

কাকুলী মৃগ, কুর্চি া ("কুর্চ্চিকা—কুচেমাছ"), চিল্লক, ভেক, গোধা (গোসাপ), শল্লক, গণ্ডক, [শল্লক শকুন ইতি চক্রপাণি। গণ্ডক এক প্রকার গোসাপ।] কদলী, নকুল ও শ্বাবিৎ (সজারু); ইহাদিগকে ভূমিশয় কহে। [ইহারা গর্ত্তে বাস করে, ইহাদিগকে সচরাচর বিলেশয় কহে; ৩৭ দেখ।] ৩০। এই সকল জন্তুকে আনূপ জন্তু কহে। যথা, —সৃমর (মহাশূকর), চমরী, খড়্গী (গণ্ডার), মহিষ, গবয় (বন্য গোরু), হস্তী, ন্যঙ্কু (হরিণ), শূকর ও রুরু (বহুশৃঙ্গ হরিণ) [৩৭ দেখ]। ৩১। এই সকল জন্তুদিগকে বারিশয় কহে। যথা;—কচ্ছপ, কেঁকড়া, মৎস্য, শিশুমার, তিমিঙ্গিল, শুক্তি, শঙ্খ, উদ্র (ধেড়ে), কুম্ভীর, চুলুকী, মকর প্রভৃতি। [৩৭ দেখ।] [শিশুমার—গোরুর মত মুখবিশিষ্ট কুম্ভীর। কুম্ভীর ঘড়েল ইতি চক্রপাণি। চুলুকী তুণ্ডক।] ৩২। নিম্নলিখিত জন্তুদিগকে জলচর কহে। যথা;—হংস, ক্রৌঞ্চ (কোচবক), বলাকা ("কাণবকী"), বক ("শ্বেতবক"), কারণ্ডব (খড়হাঁস), প্লব (পানকৌড়ী), শরারী (সরাল), পুষ্কর, কেশরী, মানতুণ্ডক, মৃণালকণ্ঠ, মদ্গু, কাদম্ব (বালিহাঁস), কাকতুণ্ড, উৎক্রোশ, পুণ্ডরীক, মেঘরাব, জলকুক্কুট, আরা, নন্দীমুখী, বাটী, সুমুখী, সহচারী, রোহিণী, কামকালী, সারস, রক্তশীর্ষক (লোহিতশিরা সারস), এবং চক্রবাক ইত্যাদি। [কাকতুণ্ড—শ্বেতকারণ্ডব, গঙ্গাধর-মতে "কারণ্ডব—পানকৌড়ী। প্লব—ভেয়া পাখী। পুষ্করাহ্ব—নারালী পাখী। কেশরী—দীর্ঘালী পাখী। মানতুণ্ডী—মাতুণ্ডা পাখী। রক্তশীর্ষক—চক্রবাক, মৃণালকণ্ঠ ও মদ্গু—পানকৌড়ীবিশেষ। কাদম্বও সেইরূপ পাখী। কাকতুণ্ড—শ্বেত-পানকৌড়ী। উৎক্রোশ—বড় চিল"]। ৩৩। নিম্নলিখিত পশুদিগকে জাঙ্গল কহে। যথা;—পৃষত, শরভ, বাম, শ্বদংষ্ট্রা, মৃগমাতৃকা, শশ, উরণ, কুরঙ্গ, গোকর্ণ (অশ্বতর), কোট্টকারক, চারুক, হরিণ, এণ, শম্বর, কাল-পুচ্ছক, ঋষ্য ও তরপোত। [পৃষত—চিত্রহরিণ। শরভ—উষ্ট্রের ন্যায় উচ্চ ও মহাশৃঙ্গ। বাম—হিমালয়ের এক প্রকার মহামৃগ। হরিণ—তাম্রবর্ণ হইলে তাহাকে হরিণ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে এণ এবং ঈষৎ তাম্রবর্ণ হইলে কুরঙ্গ কহে। মৃগমাতৃকা—পেটমোটা ছোট হরিণ। শম্বর—গবয়। ঋষ্য—সরোহা ইতি ভাবপ্রকাশ। গোকর্ণ—গোহুহরিণ ইতি চক্রপাণি। উরণ, কোট্টকারক ও তরপোত চক্রদত্তে উল্লিখিত নাই। কুরঙ্গ হইতে তরপোত পর্য্যন্ত সমস্তই হরিণভেদ] ৩৪। লাব (লাওয়া), বার্ত্তীর (বগেরী), বর্ত্তিক (বটের), কপিঞ্জল (সাদা তিতির), চকোর, উপচক্র (হংসজাতি ইতি চক্রদত্ত। চকোর-ভেদ ইতি গঙ্গাধর), কুক্কুট এবং রক্তবর্ত্মক (কুক্কুটজাতি), এই

লাবাদ্যা বিষ্কিরাস্ত্বেতে বক্ষ্যন্তে বর্ত্তকাদয়ঃ।
বর্ত্তকো বর্ত্তিকা চৈব বর্হী তিত্তিরিকুক্কুটৌ॥
কঙ্কসারপদেন্দ্রাভগোনর্দ্দগিরিবর্ত্তকাঃ।
ক্রকরোঽবকরশ্চৈব বরাহশ্চেতি বিষ্কিরাঃ॥ ৩৫
শতপত্রো ভৃঙ্গরাজঃ কোযষ্টী জীবজীবকঃ।
কৈরাতঃ কোকিলোঽত্যূহো গোপাপুত্রঃ প্রিয়াত্মজঃ॥
লট্টা লট্টযকো বভ্রুর্বটহা ডিণ্ডিমানকঃ॥
জটী দুন্দুভিবাক্কাবলোহপৃষ্ঠকুলিঙ্গকাঃ॥
কপোতশুকসারঙ্গাশ্চিরিটীকঙ্কুযষ্টিকাঃ।
শারিকা কলবিঙ্কশ্চ চটকোঽঙ্গারচূড়কঃ॥
পারাবতঃ পাণ্ডবিক ইত্যুক্তাঃ প্রতুদা দ্বিজাঃ॥ ৩৬

সকল পক্ষীকে বিষ্কির বলে। [৩৭ দেখ।] আর বর্ত্তক (ভারুই), বর্ত্তিকা (বটের), ময়ূর, তিত্তিরি, কুক্কুট, কঙ্ক, সারপদ (কাক-জাতি), ইন্দ্রাভ (কঙ্কজাতি), গোনর্দ্দ (সারস), গিরিবর্ত্তক, ক্রকর (কয়ার), অবকর ও বরাহ; ইহাদিগকেও বিষ্কির বলে। [গঙ্গাধর মতে সারপদেন্দ্রাভ—ভল্লকঙ্ক। আর গোনর্দ্দ—দাঁড়কাক]। ৩৫। শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, কোযষ্টী, জীবঞ্জীবক, কৈরাত, কোকিল, দাত্যূহ, গোপাপুত্র, প্রিয়াত্মজ, লট্টা, লট্টযক, নকুল, বটহা, ডিণ্ডিমানক, জটী, দুন্দুভিবাক্কা, অবলোহ, পৃষ্ঠকুলিঙ্গক, কপোত, শুকসারঙ্গ, চিরিটী, কঙ্কুযষ্টিকা, সারিকা, কলবিঙ্ক, চধক, অঙ্গারচূড়ক, পারাবত ও পাণ্ডবিক; এই সকল পক্ষীকে প্রতুদ কহে। (৩৭ দেখ) [এই সকল জন্তুর অধিকাংশই আজিকালি আহারে ব্যবহৃত না হওয়াতে ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থে উহাদের উল্লেখ নাই। বাগ্‌ভট প্রাচীন হইলেও তাহাতে ১০টী ভিন্ন প্রতুদের উল্লেখ নাই।] শতপত্র—কাষ্ঠকুক্কুটক, ভৃঙ্গরাজ—প্রসিদ্ধ ভ্রমরবর্ণ, কোযষ্টি—কোড়ু, জীবঞ্জীবক—বিষ দর্শনে যাহার মৃত্যু হয়, দাত্যূহ—ডাকপাখী। ডিণ্ডিমানক—এস্থলে চক্রদত্তের পুঁথির পাঠ

প্রসহ্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে প্রসহাস্তেন সংজ্ঞিতাঃ।
ভূশয়া বিলবাসিত্বাদানূপানূপসংশ্রয়াৎ॥
জলে নিবাসাজ্জলজা জলচর্য্যাজ্জলেচরাঃ।
স্থলজা জাঙ্গলাঃ প্রোক্তা মৃগা জাঙ্গলচারিণঃ।
বিকীর্য্য বিষ্কিরশ্চেতি প্রতুদ্য প্রতুদাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৭
যোনিরষ্টবিধা ত্বেষাং মাংসানাং পরিকীর্ত্তিতা।
প্রসহা ভূশয়ানূপ-বারিজা বারিচারিণঃ॥
গুরূষ্ণস্নিগ্ধমধুরা বলোপচয়বর্দ্ধনাঃ।
বৃষ্যাঃ পরং বাতহরাঃ কফপিত্তাভিবর্দ্ধকাঃ॥

ডিণ্ডিমানক "উৎকট ধ্বনি।" কলবিঙ্ক—গ্রাম্যচটক। গঙ্গাধর মতে "শতপত্র—কাঠ-ঠোকরা, কোযষ্টি—কোয়ক, কৈরাত—কোকিলভেদ, অত্যূহ—ডাকপাখী, বভ্রু—পিঙ্গল পাখী, বটহা—বরদা পাখী, জটী—জড়া পাখী, লোহপৃষ্ঠ—কুলিঙ্গভেদ, কুলিঙ্গ—বাবুই, কপোত—ঘুঘু, সারঙ্গ—চাতক, চিরটী—চটাই, শারিকা—শালিক, কলবিঙ্ক—গৃহ-চটক। অঙ্গারচূড়ক—বুল বুল। পাণ্ডবিক—কপোতভেদ, গঙ্গাধরপাঠ পার্নবিক। দুন্দুভিবাক্কা—ধুধুয়া পাখী, গঙ্গাধরোক্ত মূলের পাঠ দুন্দুভিধাঙ্কোর এবং তদীয় টীকার পাঠ দুন্দুভিভাঙ্কার]। ৩৬। আহার-সামগ্রী বলপূর্ব্বক ভক্ষণ করে বলিয়া প্রসহ নাম হয়। গর্ত্তে বাস করে বলিয়া ভূশয় বা বিলেশয় কহে। জলের নিকটে বাস করে বলিয়া আনূপ কহে। জলের মধ্যে বাস করে বলিয়া জলাশয় বা জলজ নাম হয়। জলে চরে বলিয়া জলচর নাম হয়। যে সকল স্থলচর জন্তু জাঙ্গল দেশে বাস করে, তাহাদিগকে জাঙ্গল কহে। ঠোঁট দিয়া ধরিয়া আছড়াইয়া আহার করে বলিয়া বিষ্কির নাম হয়। আহারীয় কীটাদিগকে চঞ্চু দ্বারা পীড়ন করিয়া ভক্ষণ করে বলিয়া প্রতুদ নাম হয়। ৩৭। এইরূপে মাংসের আট প্রকার যোনি বর্ণনা করা হইল। তন্মধ্যে প্রসহ, ভূশয়, আনূপ, জলজ ও জলচর ইহারা গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুর, বলপুষ্টি-

হিতা ব্যায়ামনিত্যেভ্যো নরা দীপ্তাগ্নয়শ্চ যে ॥৩৮
প্রসহানাং বিশেষেণ মাংসং মাংসাশিনাং ভিষক্।
জীর্ণার্শোগ্রহণীদোষ-শোষার্ত্তানাং প্রযোজয়েৎ ॥৩৯
লাবাদ্যো বৈষ্কিরো বর্গঃ প্রতুদা জাঙ্গলা মৃগাঃ
লঘবঃ শীতমধুরাঃ সকষায়া হিতা নৃণাম্।
পিত্তোত্তরে বাতমধ্যে সন্নিপাতে কফানুগে।
বিষ্কিরা বর্ত্তকাদ্যাস্তু প্রসহাল্পান্তরা গুণৈঃ ॥ ৪০
নাতিশীতগুরুস্নিগ্ধং মাংসমাজমদোষলম্।
শরীরধাতুসামান্যাদনভিষ্যন্দি বৃংহণম্ ॥ ৪১
মাংসং মধুরশীতত্বাদ্গুরু বৃংহণমাবিকম্ ॥ ৪২
যোনাবজাবিকে মিশ্রগোচরত্বাদনিশ্চিতে।
সামান্যেনোপদিষ্টানাং মাংসানাং স্বগুণৈঃ পৃথক্ ॥ ৪৩
কেষাঞ্চিদ্গুণবৈশিষ্যাদ্বিশেষ উপদেক্ষ্যতে ॥৪৪
দর্শনশ্রোত্রমেধাগ্নিবয়োবর্ণস্বরায়ুষাম্।
বর্হী হিততমো বল্যো বাতঘ্নো মাংসশুক্রলঃ ॥
গুরূষ্ণস্নিগ্ধমধুরঃ স্বরবর্ণবলপ্রদাঃ।
বৃংহণাঃ শুক্রলাশ্চোক্তা হংসা মারুতনাশনাঃ ॥
স্নিগ্ধাশ্চোষ্ণাশ্চ বৃষ্যাশ্চ বৃংহণঃ স্বরবোধনাঃ।
বল্যাঃ পরং বাতহরাঃ স্বেদনাশ্চরণায়ুধাঃ ॥ ৪৭
গুর্বূষ্ণমধুরো নাতি ধন্বানূপনিষেবণম্ ॥ ৪৮
তিত্তিরিঃ সঞ্জয়েচ্ছীঘ্রং ত্রীন্ দোষাননিলোল্বণান্ ॥৪৯
পিত্তশ্লেষ্মবিকারেষু সরক্তেষু কপিঞ্জলাঃ।
মন্দবাতেষু শস্যন্তে শৈত্যমাধুর্য্যলাঘবাৎ ॥ ৫০
লাবাঃ কষায়মধুরা লঘবোঽগ্নিবিবর্দ্ধনাঃ।
সন্নিপাতপ্রশমনাঃ কটুকাশ্চ বিপাকতঃ ॥ ৫১
গোধা বিপাকে মধুরা কষায়কটুকা রসে।
বাতপিত্তপ্রশমনী বৃংহণী বলবর্দ্ধনী ॥ ৫২

বর্দ্ধক, বৃষ্য, অতিশয় বাতনাশক ও কফপিত্তকারক। আর যাহারা পরিশ্রমশীল ও যাহাদের অগ্নি বলবান, তাহাদেরই বিশেষ উপযোগী। ৩৮। বিশেষতঃ মাংসাশী প্রসহদিগের মাংস চিকিৎসক পুরাতন অর্শ, গ্রহণীদোষ ও শোষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ব্যবস্থা করিবেন। ৩৯। লাব হইতে বর্ত্তক পর্য্যন্ত বিষ্কির-বর্গ, প্রতুদ ও জাঙ্গল জন্তুর মাংস লঘু, শীতল. মধুর ও ঈষৎ-কষায়। এই সকল মাংসের যুষ পিত্তপ্রধান, বাতমধ্যম ও শ্লেষ্মাবর সন্নিপাতে ব্যবস্থা করিবে। বর্ত্তক হইতে বরাহ পর্য্যন্ত বিষ্কিরদিগের মাংস প্রসহমাংস অপেক্ষা অল্পই গুণান্তর। ৪০। ছাগমাংস নাতিশীতল, নাতিগুরু, নাতিস্নিগ্ধ; এইজন্য দোষোত্তেজক নহে। বিশেষতঃ মানুষের শারীরধাতুর সহিত ইহার তুল্যতা আছে বলিয়া ইহা অনভিষ্যন্দী ও বৃংহণ। [ইহাতে সঙ্কেতে বলা হইল যে, নর মাংসের গুণ ছাগমাংসেরই তুল্য]। ৪১। মেষমাংস মধুর শীতল বলিয়া গুরু ও বৃংহণ। ৪২। ছাগ ও মেষ বন্য ও হয়, আবার গ্রাম্যও হয়। এইরূপ বিমিশ্রগোচর হয় বলিয়া উহাদের গুণ ঠিক থাকে না। এইরূপে মাংসদিগের সাধারণ গুণ বর্ণিত হইল। ৪৩। কোন কোন জন্তুর মাংসের গুণ ভিন্ন হওয়াতে সেই ভেদানুসারে উপদেশ দিব। ৪৪। চক্ষু, কর্ণ, মেধা, অগ্নি, বয়স, বর্ণ, স্বর ও আয়ুর পক্ষে ময়ূরমাংস হিততম। ইহা বলকারক, বাতঘ্ন, মাংসকারক ও শুক্রকারক। ৪৫। হংসমাংস গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুর, স্বর বর্ণ ও বলকারক, বৃংহণ, শুক্রল ও বায়ুনাশক। ৪৬। কুক্কুটমাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বৃষ্য, বৃংহণ ও স্বরকারক, বলকারক, অতিশয় বায়ুনাশক এবং স্বেদন। ৪৭ ধন্ব ও আনূপ-দেশজ জন্তুর মাংস নাতিগুরু, নাতিউষ্ণ ও নাতিমধুর। ৪৮। তিত্তিরিমাংসের যুষ বাতোল্বণ সন্নিপাত আশু জয় করে। ৪৯। হীনবায়ু পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ-রোগ ও রক্তরোগসমূহে কপিঞ্জল-মাংস (সাদা-তিত্তির) হিতকারী। যেহেতু ইহা শীতল, মধুর ও লঘু। ৫০। লাবমাংস কষায়, মধুর, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, সন্নিপাতনাশক ও বিপাকে কটু। ৫১। গোসাপের মাংস বিপাকে মধুর এবং রসে কষায় ও কটু। ইহা বাতপিত্ত

শল্যকো মধুরাম্লস্তু বিপাকে কটুকঃ স্মৃতঃ।
বাতপিত্তকফঘ্নশ্চ কাসশ্বাসহরস্তথা ॥ ৫৩
কষায়মধুরাঃ শীতা রক্তপিত্তনিবর্হণাঃ।
বিপাকে মধুরাশ্চৈব কপোতা গৃহবাসিনঃ ॥ ৫৪
তেভ্যো লঘুতরাঃ কিঞ্চিৎ কপোতা বনবাসিনঃ
শীতাঃ সংগ্রাহিণশ্চৈব স্বল্পং মূত্রতরাশ্চ তে ॥৫৫
শুকমাংসং কষায়াম্লং বিপাকে রূক্ষশীতলম্।
শোষকাসক্ষয়হিতং সংগ্রাহি লঘু দীপনম্ ॥ ৫৬
কষায়বিশদো রূক্ষঃ শীতঃ পাকে কটুর্লঘুঃ।
শশঃ স্বাদুঃ প্রশস্তশ্চ সন্নিপাতেঽনিলাবরে ॥৫৭
চটকা মধুরাঃ স্নিগ্ধা বলশুক্রবিবর্দ্ধনাঃ।
সন্নিপাতপ্রশমনাঃ শমনা মারুতস্য চ ॥ ৫৮
মধুরা মধুরাঃ পাকে ত্রিদোষশমনাঃ শিবাঃ।
লঘবো বদ্ধবিণ্মূত্রাঃ শীতাশ্চৈণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
শৈবলাহারভোজিত্বাৎ স্বপ্নস্য চ বিবর্জ্জনাৎ।
রোহিতো দীপনীয়শ্চ লঘুপাকো মহাবলঃ ॥ ৬০
গুরূষ্ণমধুরা বল্যা বৃংহণাঃ পবনাপহাঃ।
মৎস্যাঃ স্নিগ্ধাশ্চ বৃষ্যাশ্চ বহুদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
স্নেহনং বৃংহণং বৃষ্যং শ্রমঘ্নমনিলাপহম্।
বরাহপিশিতং বল্যং রোচনং স্বেদনং গুরু ॥ ৬২
বল্যো বাতহরো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো বলবর্দ্ধনঃ।
মেধাস্মৃতিকরঃ পথ্যঃ শোষঘ্নঃ কূর্ম্ম উচ্যতে ॥ ৬৩
গব্যং কেবলবাতেষু পীনসে বিষমজ্বরে।
শুষ্ককাসশ্রমাত্যগ্নিমাংসক্ষয়হিতঞ্চ যৎ ॥ ৬৪
স্নিগ্ধোষ্ণমধুরং বৃষ্যং মাহিষং গুরু বৃংহণম্।
দার্ঢ্যং বৃহত্ত্বমুৎসাহং স্বপ্নঞ্চ জনয়ত্যতি ॥ ৬৫
ধার্ত্তরাষ্ট্রচকোরাণাং দক্ষাণাং শিখিনামপি।
চটকানাঞ্চ যানি স্যুরণ্ডানি চ হিতানি চ ॥
রেতঃক্ষীণেষু কাসেষু হৃদ্রোগেষু ক্ষতেষু চ।
মধুরাণ্যবিপাকীনি সদ্যো বলকরাণি চ ॥ ৬৬
শরীরবৃংহণে নান্যৎ খাদ্যং মাংসাদ্বিশিষ্যতে।
ইতি বর্গস্তৃতীয়োঽয়ং মাংসানাং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

ইতি মাংসবর্গঃ ॥ ৩ ॥

প্রশমন, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধন। ৫২। শল্যক-মাংস মধুর, অম্ল এবং বিপাকে কটু। ইহা বাতপিত্ত-কফনাশক ও কাস-শ্বাসনাশক। ৫৩। গৃহবাসী কপোতের মাংস কষায় মধুর শীতল রক্তপিত্তনাশক এবং বিপাকে মধুর। বন-বাসী কপোতের মাংস তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ, লঘুতর, ইহা শীতল, কিঞ্চিৎ সংগ্রাহী এবং মূত্রতর। ৫৪। শুকমাংস কষায়, বিপাকে অম্ল, রুক্ষ ও শীতল; শোষ, কাস ও ক্ষয়-রোগে হিতকর, সংগ্রাহী, লঘু ও দীপন। ৫৬। শশকমাংস কষায়, বিশদ, রুক্ষ, শীতল, পাকে কটু, লঘু ও স্বাদু। ইহার যুষ হীনবায়ু সন্নি-পাতে প্রশস্ত। ৫৭। চড়ুইয়ের মাংস মধুর, স্নিগ্ধ, বলশুক্রকারক, সন্নিপাতনাশক, বায়ুর উল্বণতা-নাশক। ৫৮। শিবামাংস রসে ও পাকে মধুর, ত্রিদোষনাশক। এণমাংস লঘু, বিষ্ঠামূত্রের বিবন্ধকারক এবং শীতল। ৯৫। রোহিত মৎস্য শৈবালভোজী ও নিদ্রাবর্জ্জিত বলিয়া দীপনীয়, লঘুপাকী ও মহাবলকারক। ৬০। অন্যান্য মৎস্য সাধারণতঃ গুরু, উষ্ণ, মধুর, বলকারক, বৃংহণ, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও বহুদোষকারক [কফপিত্তকারক]। ৬১। শূকরমাংস স্নেহন, বৃংহণ, বৃষ্য, শ্রম-নাশক, বায়ুনাশক, বলকারক, রোচন, স্বেদন ও গুরু। ৬২। কচ্ছপ মাংস বলকারক, বায়ু-নাশক, বৃষ্য, চক্ষুষ্য, বলবর্দ্ধন, মেধাস্মৃতিকারক, সৎপথ্য ও শোষনাশক। ৬৩। যে স্থলে পিত্ত-শ্লেষ্মার কোন যোগ নাই, কেবল বায়ুর প্রধা-নতা আছে, সেই স্থলেই গোমাংস উপযোগী। ইহা পীনস, বিষমজ্বর, শুষ্ককাস, শ্রম, অত্যগ্নি এবং মাংসক্ষয়ে [যক্ষ্মরোগে] হিতকর। ৬৪। মহিষমাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, বৃষ্য, গুরু, বৃংহণ এবং শরীরের দৃঢ়তা, বৃহত্ত্ব, উৎসাহ ও স্বপ্ন উৎপাদন করে। ৬৫। হংস, চকোর, কুক্কুট, ময়ূর এবং চড়ুইয়ের ডিম্ব ক্ষীণশুক্র, কাস, হৃদ্রোগ ও ক্ষতরোগে হিতকর। ইহারা মধুর, অবিপাকী ও সদ্য বলকারক। [বিপাক শব্দে অপরিপাক। অবিপাকী অর্থাৎ অপরি-পাকনাশী; যথা;—"অবিপত্তিকরং চূর্ণং"]। ৬৬। যত প্রকার শরীর বৃংহণ পদার্থ আছে,

অথ শাকবর্গঃ।

পাঠা ত্তুষা শটী শাকং বাস্তুকং সুনিষণ্ণকম্।
বিদ্যাদ্‌গ্রাহি ত্রিদোষঘ্নং ভিন্নবর্চ্চস্তু বাস্তুকম্॥ ৬৮
ত্রিদোষশমনী বৃষ্যা কাকমাচী রসায়নী।
নাত্যুষ্ণশীতবীর্য্যা চ ভেদনী কুষ্ঠনাশনী॥ ৬৯
রাজক্ষবকশাকন্তু ত্রিদোষশমনং লঘু।
গ্রাহি শস্তং বিশেষেণ গ্রহণ্যর্শো-বিকারিণাম্॥ ৭০
কালশাকন্তু কটুকং দীপনং গরশোকজিৎ।
লঘূষ্ণং বাতলং রুক্ষং করা ং শাকমুচ্যতে॥৭১
দীপনী চোষ্ণবীর্য্যা চ গ্রাহিণী কফমারুতে।
প্রশস্ততেহম্লচাঙ্গেরী গ্রহণ্যর্শোহিতা চ সা॥৭২
মধুরা মধুরা পাকে ভেদনী শ্লেষ্মবর্দ্ধনী।
বৃষ্যা স্নিগ্ধা চ শীতা চ মদঘ্নী চাপ্যুপোদকঃ॥৭৩
রুক্ষো মদবিষঘ্নশ্চ প্রশস্তো রক্তপিত্তিনাম্।
মধুরো মধুরঃ পাকে শীতলস্তণ্ডুলীয়কঃ॥৭৪
মণ্ডুকপর্ণী বেত্রাগ্রং কুচেলা বনতিক্তকম্।
কর্কোটকাবল্গুজকৌ পটোলং শকুলাদনী॥
বৃষপুষ্পাণি শার্ঙ্গষ্ঠা কেবূকং সকটিল্লকম্।
নাড়ী কলায়ং গোজিহ্বা বার্ত্তাকং তিলপর্ণিকা
কুলকং কর্কশং নিম্বং শাকং পর্পটকঞ্চ যৎ।
কফপিত্তহরং তিক্তং শীতং কটু বিপচ্যতে॥ ৭৫
সর্ব্বাণি সূপ্যশাকানি ফঞ্জীচিল্লীকতুম্বুকঃ।
আলুকানি চ সর্ব্বাণি সপত্রাণি কুটিঞ্জরঃ।
শণশাল্মলিপুষ্পাণি কর্ব্বুদারঃ সুবর্চ্চলা॥
নিষ্পাবঃ কোবিদারশ্চ পত্তুরশ্চাখুপর্ণিকা।

তন্মধ্যে মাংসই প্রধান। ইতি তৃতীয় বর্গ অর্থাৎ মাংসবর্গ বর্ণনা করা হইল। ৬৭।

ইতি মাংসবর্গ ॥৩॥

অথ শাকবর্গ।

পাঠা (আকনাদি). তুষা (কালকাসুন্দা). শটী, বাস্তুক (বেতো), সুনিষণ্ণক (শুষুণী), এই সকল শাক গ্রাহী, ত্রিদোষনাশক। আর বাস্তুক (বেতো) শাক বিষ্ঠাভেদক। ৬৮। কাকমাচী ত্রিদোষনাশক, বৃষ্য, রসায়ন, নাতি-উষ্ণ, নাতিশীত, ভেদক ও কুষ্ঠনাশক। ৬৯। রাজক্ষবক (ভুঙ্গিকা) ত্রিদোষঘ্ন, লঘু, বিশেষতঃ গ্রহণী ও অর্শোরোগে হিতকর। ৭০। কালশাক। (কেলেশাক) কটু, দীপন, গরদোষনাশক, শোথনাশক, করাল শাক, লঘু, উষ্ণ, বাতল, ও রুক্ষ। [শাকবর্গের মধ্যে দুই একটী পুষ্পও আছে, যথা ;—বাসক পুষ্প, শাল্মলীপুষ্প। ইহার মধ্যে আলু ও ফলও আছে, যথা ;—পিণ্ডালু, পটোল।] ৭১। অম্লফল অগ্নিদীপন, উষ্ণবীর্য্য গ্রাহী ও কফবায়ুতে প্রশস্ত। আর ইহা গ্রহণী ও অর্শোরোগেও হিতকর। ৭২। পুঁই শাক (গঙ্গাধর-মতে উপোদিকা—পুদিনাপত্র) রসে ও পাকে মধুর, ভেদন, শ্লেষ্মবর্দ্ধন, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, শীতল ও মত্ততানাশক। ৭৩। কাঁটানটে রুক্ষ, মত্ততানাশক, বিষনাশক ও রক্তপিত্তে প্রশস্ত। রসে ও পাকে মধুর এবং শীতল। ৭৪। মণ্ডুকপর্ণী (থানকুনি), বেতের ডগা (বেতের কচিপাতা), কুচেলা, বনতিক্তক (পথ্যসুন্দর), কর্কোটক (কাঁকরোল ফল ও বীজ), অবল্গুজ (সোমরাজীশাক], পটোলফল, শকুলাদনী (কটকী), বাসক পুষ্প, শার্ঙ্গষ্টা (কাকতিক্তিকা), কেবুক (কেউফল), কটিল্লক (পুনর্নবা), নাড়ী (নাড়ীচ বা "ডাঁটা শাক") মটর, গোজিহ্বা (গোজিয়া), বার্ত্তাকুফল (১৩৫ দেখ), তিলপর্ণিকা ("হুলহুলিকা"), কুলক (পলতা-ইতি চক্রপাণি ; করলা ইতি গঙ্গাধর), কর্কশ (ছোট কাঁকুড়), নিম্বশাক এবং পর্পটক (ক্ষেতপাবড়া) ইহারা কফপিত্তনাশক, তিক্ত, শীতল, পাকে কটু। ৭৫। সর্ব্বপ্রকার সূপ্য-শাক (মাষ মটর প্রভৃতি), ফঞ্জী (বামনহাটী), চিল্লীক (গৌড়বাস্তুক ; হিন্দীনাম চিলারী), তুম্বুক (লাউ-শাক। গঙ্গাধরপাঠ কুতুম্বুক—(দ্রোণপুষ্পপত্র) সর্ব্বপ্রকার আলু ও আলুশাক, কুটিঞ্জর ("কুঠেরক"), শণ, শাল্মলীপুষ্প, কর্ব্বুদার (কাঞ্চনপুষ্প), সুবর্চ্চলা (সূর্য্য-

কুমারজীবোম্বোট্টাকপালঙ্ক্যা মারিষস্তথা ॥
কলম্বো নালিকা স্মর্য্যুঃ কুসুম্ভবৃষধূমকৌ।
লম্বুণশ্চ প্রপুন্নাড়ো নলিনীকা কুবেরকঃ ॥
লোণিকা যবশাকঞ্চ কুষ্মাণ্ডকমবল্গুজঃ।
যাতুকঃ শালকল্যাণী ত্রিপর্ণী পীলুপর্ণিকা ॥
শাকং গুরু চ রুক্ষঞ্চ প্রায়ো বিষ্টভ্য জীর্য্যতি
মধুরং শীতবীর্য্যঞ্চ পুরীষস্য চ ভেদনম্ ॥ ৭৬
স্বিন্নং নিষ্পীড়িতরসং স্নেহাঢ্যং তৎ প্রশস্যতে
শণস্য কোবিদারস্য কর্ব্বুদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পং গ্রাহি প্রশস্তঞ্চ রক্তপিত্তে বিশেষতঃ ॥ ৭৮
ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষপদ্মাদি পল্লবাঃ।
কষায়াঃ স্তম্ভনাঃ শীতা হিতাঃ পিত্তাতি-
সারিণাম্ ॥ ৭৯
বায়ুং বৎসাদনী হন্যাৎ কফং গণ্ডীরচিত্রকৌ।

শ্রেয়সী বিল্বপর্ণী চ বিল্বপত্রন্ত বাতনুৎ ॥
ভাণ্ডীশতাবরীশাকং বলাজীবন্তিজঞ্চ যৎ।
পর্ব্বণ্যাঃ পর্ব্বপুষ্প্যাশ্চ বাতপিত্তহরং স্মৃতম্ ॥৮০
লঘু ভিন্নশকৃৎ তিক্তং লাঙ্গুলক্যুরুবুকয়োঃ।
তিলবেতসশাকঞ্চ শাকং পঞ্চাঙ্গুলস্য বা ॥
বাতলং কটুতিক্তাম্লমধোমার্গপ্রবর্ত্তকম্ ॥ ৮১
রুক্ষাম্লমুষ্ণং কৌসুম্ভং কফঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্ ॥৮২
ত্রপুষৈর্ব্বারুকং স্বাদু গুরু বিষ্টম্ভি শীতলম্।
মুখপ্রিয়ঞ্চ রুক্ষঞ্চ মূত্রলং ত্রপুষন্ত্বতি।
এর্ব্বারুকঞ্চ সম্পক্বং দাহতৃষ্ণাক্লমার্ত্তিনুৎ ॥ ৮৩
বর্চ্চোভেদীন্যলাবুনি রুক্ষশীতগুরূণি চ।
চির্ভিটৈর্ব্বারুকে তদ্বদ্বর্চ্চোভেদহিতে তু তে
কুষ্মাণ্ডমুষ্ণং সক্ষারং মধুরাম্লং তথা লঘু।
সৃষ্টমূত্রপুরীষঞ্চ সর্ব্বদোষনিবর্হণম্ ॥ ৮৫
কেলূটঞ্চ কদম্বঞ্চ নদীমাষকমৈন্দুকম্।

ভক্তা) শিমশাক, রক্তকাঞ্চন, পত্তুর (শালিঞ্চ), আখুপর্ণী, কুমারজীব (জীবশাক); উম্বোট্টাক, পালঙ্ক্য (পালং), মারিষ (কাঁটানটে), কলম্ব (কলমী), নালিকা (নালতা), স্মর্য্যু, কুসুম্ভ, বৃকধূমক, (ভুঁইশিরীষ), লম্বুণা, প্রপুন্নাড় (চাকুন্দে), নলিনীকা (পদ্মমৃণাল), কুবেরক (তুন্দ), লোণিকা (নুনইশাক), যবশাক, কুষ্মাণ্ডশাক, সোমরাজীশাক, যাতুক, (শুক্লবর্ণ সালপর্ণী), শালকল্যাণী (শালিঞ্চ-পর্ণী), ত্রিপর্ণী (হংসপাদিকা), পীলুপর্ণিকা (ক্ষীরমোরটা) এই সকল শাক ও সাধারণতঃ শাক মাত্রেই গুরু, রুক্ষ, প্রায়ই বিষ্টম্ভ উৎপাদন করিয়া জীর্ণ হয়। মধুর, শীতবীর্য্য এবং বিষ্টাভেদক। ৭৬। শাক সিদ্ধ করিয়া পীড়নপূর্ব্বক রস ফেলিয়া দিয়া স্নেহযোগে রন্ধন করিলেই ভাল হয়। ৭৭। শণ, শ্বেত ও রক্তকাঞ্চন এবং শিমুলের ফুল গ্রাহী এবং রক্তপিত্তে বিশেষরূপে প্রশস্ত। ৭৮। বট, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ পাকুড় এবং পদ্মনীলোৎপলাদির পাতা কষায়, স্তম্ভন, শীতল এবং পিত্তাতিসারে হিতকর। ৭৯। বৎসাদনী (গোলঞ্চ শাক) বায়ু নাশ করে; গণ্ডীর (শমঠ) ও চিতাশাক কফনাশ করে।

শ্রেয়সী ("গজপিপ্পলী"), বিল্বপর্ণী ("বিল্বার্জ্জক") ও বিল্বপত্র বায়ুনাশক। ভণ্ডী (গঙ্গাধর-পাঠ ভাণ্ডী—ভাঁটী), শতাবরীশাক, বেড়েলাশাক, জীবন্তীশাক, পর্ব্বণী ও পর্ব্বপুষ্প ইহারা বাতপিত্তহারক। ৮০। লাঙ্গুলকী (চাকুলে ইতি গঙ্গাধর) ও এরণ্ডের পত্র লঘু ও বিষ্টাভেদক। তিলশাক, বেতসশাক, এবং পঞ্চাঙ্গুলশাক ("ক্ষুদ্র এরণ্ড") বাতল, কটু, তিক্ত, অম্ল ও শরীরের অধোমার্গে ক্রিয়াকারী। ৮১। কুসুমশাক রুক্ষ, অম্ল, উষ্ণ, কফনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক। ৮২। শশা ও কাঁকুড়শাক স্বাদু, গুরু বিষ্টম্ভী, শীতল, মুখপ্রিয়, রুক্ষ। শশা অত্যন্ত মূত্রকারক। পাকা কাঁকুড় (ফল) দাহ তৃষ্ণা ও ক্লান্তিনাশক। ৮৩। লাউ মলভেদক, রুক্ষ, শীতল ও গুরু। চির্ভিট ও তরমুজ মলভেদে হিতকর। (চির্ভিট লালকুমড়া ইতি মহারাষ্ট্রে) গোড়ুম্বাকল (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ইতি গঙ্গাধর)। ৮৪। কুষ্মাণ্ড ক্ষারবিশিষ্ট, মধুর, অম্ল ও লঘু। ইহা মলমূত্র-বিরেচক এবং সর্ব্বদোষনাশক। ৮৫। কেলূট, কদম্ব, নদীমাষ ("বর্দ্ধমানক") এবং ঐন্দুক ("নিখাত ইতি লোকে")

বিশদং গুরুশীতঞ্চ সমভিষ্যন্দি চোচ্যতে ॥ ৮৬
উৎপলানি কষায়াণি পিত্তরক্তহরাণি চ ॥ ৮৭
তথা তালপ্রলম্বঞ্চ উরঃক্ষতরুজাপহম্।
খর্জ্জূরং তালশস্যঞ্চ রক্তপিত্তক্ষয়াপহম্ ॥ ৮৮
ভরূটং বিসশালুকক্রৌঞ্চাদনকশেরুকম্।
শৃঙ্গাটককলোড্যঞ্চ গুরু বিষ্টম্ভি শীতলম্ ॥ ৮৯
কুমুদোৎপলনালাস্তু সপুষ্পাঃ সফলাঃ স্মৃতাঃ।
শীতাঃ স্বাদুকষায়াস্তু কফমারুতকোপনাঃ ॥ ৯০
কষায়মীষদ্বিষ্টম্ভি রক্তপিত্তহরং স্মৃতম্।
পৌষ্করন্তু ভবেদ্বীজং মধুরং রসপাকয়োঃ ॥ ৯১
বল্যঃ শীতো গুরুঃ স্নিগ্ধস্তর্পণো বৃংহণাত্মকঃ।
বাতপিত্তহরঃ স্বাদুর্বৃষ্যো মুঞ্জাতকঃ স্মৃতঃ ॥ ৯২
জীবনো বৃংহণো বৃষ্যঃ কণ্ঠ্যঃ শস্তো রসায়নে
বিদারীকন্দো বল্যশ্চ মূত্রলঃ স্বাদুশীতলঃ ॥ ৯৩
অম্লীকায়াঃ স্মৃতঃ কন্দো গ্রহণ্যর্শোহিতো লঘুঃ
নাত্যুষ্ণঃ কফবাতঘ্নো গ্রাহী শস্তো মদাত্যয়ে
ত্রিদোষং বদ্ধবিণ্মূত্রং সার্ষপং শাকমুচ্যতে ॥ ৯৫
তদ্বৎ পিণ্ডালুকং বিদ্যাৎ কন্দত্বাচ্চ মুখপ্রিয়ম্ ॥
সর্পচ্ছত্রকবর্জ্জাস্তু বহ্ব্যোঽন্যাশ্ছত্রজাতয়ঃ।
শীতাঃ পীনসকর্ত্র্যশ্চ মধুরা গুর্ব্ব্য এব চ।
চতুর্থঃ শাকবর্গোঽয়ং পত্রকন্দফলাশ্রয়ঃ ॥ ৯৭

ইতি শাকবর্গঃ।

অথ ফলবর্গঃ।

তৃষ্ণাদাহজ্বরশ্বাসরক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্।
বাতপিত্তমুদাবর্ত্তং স্বরভেদং মদাত্যয়ম্ ॥
তিক্তাস্যতামাস্যশোষং কাসঞ্চাশু ব্যপোহতি।
মৃদ্বীকা বৃংহণী বৃষ্যা মধুরস্নিগ্ধশীতলা ॥ ৯৮
মধুরং বৃংহণং বৃষ্যং খর্জ্জূরং গুরু শীতলম্।
ক্ষয়েঽভিঘাতে দাহে চ বাতপিত্তে চ তদ্ধিতম্ ॥ ৯৯
তর্পণং বৃংহণং ফল্গু গুরু বিষ্টম্ভি শীতলম্।
পরূষকং মধুকঞ্চ বাতপিত্তে চ শস্যতে ॥ ১০০

ইহারা বিশদ, গুরু, শীত এবং অভিষ্যন্দী। [কেলুটের শাখা স্বাদু ও শীতল এবং কন্দ স্বাদু ইতি হারীত]। ৮৬। উৎপল সকল কষায় ও পিত্তরক্তনাশক। ৮৭। তালজটা উরক্ষতের বেদনানাশক। খর্জ্জুর ও তাল-শাঁস রক্তপিত্ত-ক্ষয়নাশক। ৮৮। ভরূট (বহ্লারকন্দ), পদ্মমূল, শালুক, ক্রৌঞ্চাদন, (ঘেঁচু), কশেরুক, শৃঙ্গাটক ও কীলোড্য (হ্রস্বোৎপলকন্দ) গুরু, বিষ্টম্ভী ও শীতল। [কীলোড্য স্থানে গঙ্গাধরপাঠ অঙ্কলোড্য।] ৮৯। কুমুদ ও উৎপলের নাল পুষ্প ও ফল শীতল, স্বাদু, কষায় এবং কফবাতপ্রকোপক। ৯০। পুষ্করবীজ কষায়, ঈষৎ বিষ্টম্ভী, রক্ত-পিত্তহর এবং রসে ও পাকে মধুর। ৯১। মুঞ্জাতক (মুজ) বলকারক শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, তর্পণ, বৃংহণ, বাতপিত্ত-হর, স্বাদু ও অত্যন্ত বৃষ্য। ৯২। ভূমি-কুষ্মাণ্ড জীবন, বৃংহণ, বৃষ্য, কণ্ঠ্য, রসায়ন, বল্য, মূত্রল, স্বাদু ও শীতল। ৯৩। অম্লীকা-কন্দ (কামরূপাদিদেশজ ইতি চক্রপাণি। অম্ল আর্দ্রকের কন্দ ইতি গঙ্গাধর) গ্রহণী ও অর্শে হিতকর, লঘু, নাতি-উষ্ণ, কফবাতঘ্ন, গ্রাহী এবং মদাত্যয় রোগে উপকারী। ৯৪। সর্ষপশাক ত্রিদোষকারক এবং বিষ্ঠা-মূত্রের বিরেচক। ৯৫। পিণ্ডালু (চুবড়ী আলু) উক্ত গুণবিশিষ্ট, কিন্তু ইহা কন্দত্ব হেতু মুখ-প্রিয়। ৯৬। সর্পচ্ছত্রক (সাপের ছাতা) ভিন্ন অপর সকল প্রকার ছত্রজাতি শীতল, পীনসকারক, মধুর ও গুরু। ইতি চতুর্থবর্গ অর্থাৎ শাকবর্গ কথিত হইল। ইহাতে কেবল শাক নহে, কন্দ ও ফলও আছে। ৯৭।

ইতি শাকবর্গ। ৪

অথ ফলবর্গ।

কিস্‌মিস্ শীঘ্র তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, বাতপিত্ত, উদাবর্ত্ত, স্বরভেদ, মদাত্যয়, মুখের তিক্ততা ও শোষ এবং কাসনাশক। ইহা বৃংহণ, বৃষ্য, মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতল। ৯৮। খর্জ্জুর মধুর, বৃংহণ, বৃষ্য, গুরু ও শীতল। ক্ষয়, আঘাত, দাহ ও বাতপিত্তে হিতকর। ৯৯। ফল্গু (কাক-ডুমুর) তর্পণ, বৃংহণ, গুরু, বিষ্টম্ভী, শীতল। ফলসা ও মউল-ফল বাতপিত্তে হিতকর।

মধুরং বৃংহণং বল্যমাম্রাতং তর্পণং গুরু।
সস্নেহং শ্লেষ্মলং শীতং বৃষ্যং বিষ্টভ্য জীর্য্যতি
তালশস্যানি সিদ্ধানি নারিকেলফলানি চ।
বৃংহণস্নিগ্ধশীতানি বল্যানি মধুরাণি চ॥ ১০২

পিত্তশ্লেষ্মহরং ভব্যং গ্রাহি বক্ত্রবিশোধনম্॥১০৩
অম্লং পরূষকং দ্রাক্ষা বদর্য্যাণ্যারুকাণি চ।
পিত্তশ্লেষ্মপ্রকোপীণি কর্কন্ধুলকুচান্যপি॥ ১০৪
নাত্যুষ্ণং গুরু সম্পক্কং স্বাদুপ্রায়ং মুখপ্রিয়ম্।
বৃংহণং জীর্য্যতি ক্ষিপ্রং নাতিদোষলমারুকম্॥
দ্বিবিধং শীতমুষ্ণঞ্চ মধুরঞ্চাম্লমেব চ।
গুরু পারাবতং জ্ঞেয়মরুচ্যত্যগ্নিনাশনম্॥ ১০৬
ভব্যাদল্পান্তরগুণং কাশ্মর্য্যফলমুচ্যতে।
তথৈবাপান্তরগুণস্তুদমম্লং পরূষকাৎ॥ ১০৭
কষায়মধুরং টঙ্কং বাতলং গুরুশীতলম্॥ ১০৮

কপিত্থং বিষকণ্ঠঘ্নমামং সংগ্রাহি বাতলম্॥
মধুরাম্লকষায়ত্বাৎ সৌগন্ধ্যাচ্চ রুচিপ্রদম্।
পরিপক্কং সদোষঘ্নং বিষঘ্নং গ্রাহি গুর্ব্বপি॥১০৯
দুর্জ্জরং বিল্বসিদ্ধন্তু দোষলং পূতিমারুতম্।
স্নিগ্ধোষ্ণতীক্ষ্ণং তদ্বালং দীপনং কফবাতজিৎ॥
রক্তপিত্তকরং বালমাপূর্ণং পিত্তবর্দ্ধনম্।
পক্কমাম্রং জয়েদ্বায়ুং মাংসশুক্রবলপ্রদম্॥ ১১১
কষায়মধুরপ্রায়ং গুরু বিষ্টম্ভি শীতলম্।
জাম্ববং কফপিত্তঘ্নং গ্রাহি বাতকরং পরম্॥
মধুরং বদরং স্নিগ্ধং ভেদনং বাতপিত্তজিৎ।
তচ্ছুষ্কং কফবাতঘ্নং পিত্তেন চ বিরুধ্যতে॥১১৩
কষায়মধুরং শীতং গ্রাহি সিম্বিতিকাফলম্॥১১৪
গাঙ্গেরুকী করীরঞ্চ বিম্বী তোদনধন্বনম্।
মধুরং সকষায়ঞ্চ শীতং পিত্তকফাপহম্॥ ১১৫
সম্পক্কং পনসং মোচং রাজাদনফলানি চ।
স্বাদূনি সকষায়াণি স্নিগ্ধশীতগুরূণি চ।

১০০। মধুর আমড়া-ফল বৃংহণ, বলকারক, তর্পণ, গুরু, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকারক, শীতল, বৃষ্য এবং বিষ্টম্ভ সহকারে জীর্ণ হয়। ১০১। তাল-শাস ও নারিকেল-ফল বৃংহণ, স্নিগ্ধ, শীতল, বলকর ও মধুর। ১০২। চালিতা মধুর, অম্ল, কষায়, বিষ্টম্ভী, গুরু, শীতল, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, গ্রাহী ও মুখশোধক। ১০৩। কাঁচা ফলসা-ফল, দ্রাক্ষা, কুল, আরুক, কর্কন্ধু ও মাদার-ফল পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ করে। ১০৪। পাকা আরুকফল (হিমাচলে প্রসিদ্ধ। কেহ বলেন 'আড়' ইতি ভাষা। গঙ্গাধর মতে আলুবোখারা) নাতিউষ্ণ, গুরু, মধুরপ্রায়, মুখপ্রিয়, বৃংহণ, শীঘ্র জীর্ণ হয় এবং নাতি-দোষাবহ। ১০৫। শীত ও উষ্ণভেদে পারাবতফল (কামরূপে প্রসিদ্ধ) দুই প্রকার। শীতগুণ-বিশিষ্ট পাবারত মধুর এবং উষ্ণ-গুণ পারাবত অম্ল। দুই প্রকারই অরুচি-নাশক ও অত্যগ্নিনাশক। ১০৬। গাম্ভারী-ফল চালিতার অপেক্ষা অল্পই গুণান্তর। সেইরূপ তুদফল (উত্তরাপথে প্রসিদ্ধ) ফলসা হইতে অল্পই গুণান্তর। ইহা অম্ল ১০৭। টঙ্কফল (কাশ্মীরদেশজ) কষায়, বাতল, গুরু ও শীতল। ১০৮। কাঁচা কদ-বেল বিষনাশক, স্বরনাশক, সংগ্রাহী, বাতল। পাকা-কদবেল মধুর, অম্ল, কষায় ও সুগন্ধ বলিয়া রুচিকারক, ত্রিদোষনাশক, বিষঘ্ন, গ্রাহী ও গুরু। ১০৯। পাকা বেল দুর্জ্জর, দোষ-কারক এবং দুর্গন্ধবায়ুকারক। কাঁচা বেল স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ দীপন ও কফবাতনাশক। ১১০। অসম্পূর্ণ-শস্য কচি আম রক্তপিত্ত-কারক ও পিত্তবর্দ্ধক। পাকা আম বায়ুনাশক এবং মাংস শুক্র ও বলকারক। ১১১। পাকা জাম কষায়, মধুর, গুরু, বিষ্টম্ভকারক, শীতল, কফপিত্তনাশক, গ্রাহী ও অত্যন্ত বায়ুকারক। ১১২। নারকুলে কুল স্নিগ্ধ, ভেদন, বায়ু-পিত্তনাশক। শুষ্ককুল কফবাতঘ্ন অথচ পিত্তের বিরোধী হয় না। ১১৩। সিম্বিতিকা-ফল কষায়, মধুর, শীতল ও গ্রাহী। ১১৪। গাঙ্গেরুকী (নাগবলাফল), করীরফল (মরুভূজাত উষ্ট্রপ্রিয় গাছের ফল), বিম্বী, তোদন (ধন্বনবিশেষ) ও ধন্বনফল মধুর, ঈষৎ কষায়, শীতল ও পিত্ত-কফনাশক। ১১৫। পাকা কাঁটাল, পাকাকলা ও রাজাদনফল (ক্ষীর-

কষায়বিশদত্বাচ্চ সৌগন্ধ্যাচ্চ রুচিপ্রদম্ ॥ ১১৬
অবদংশক্ষমং রুক্ষং বাতলং লবলীফলম্ ॥১১৭
নীপং সভার্গকং পীলু তৃণশূন্যং বিকঙ্কতম্।
প্রাচীনামলকঞ্চৈব দোষঘ্নং গরহারি চ ॥ ১১৮
ইঙ্গুদং তিক্তমধুরং স্নিগ্ধোষ্ণং কফবাতজিৎ ॥
তিন্দুকং কফপিত্তঘ্নং কষায়মধুরং লঘু ॥ ১২০
বিদ্যাদামলকে সর্ব্বান্ রসাল্লবণবর্জ্জিতান্।
স্বেদমেদঃকফোৎক্লেদপিত্তরোগবিনাশনম্ ॥ ১২১
রুক্ষং স্বাদু কষায়াম্লং কফপিত্তহরং পরম্।
রসাসৃঙ্মাংসমেদোজান্ দোষান্ হন্তি বিভীতকম্ ॥ ১২২
অম্লং কষায়মধুরং বাতঘ্নং গ্রাহি দীপনম্।
স্নিগ্ধোষ্ণং দাড়িমং হৃদ্যং কফপিত্তাবিরোধি চ

রুক্ষাম্লং দাড়িমং যৎ তু তৎ পিত্তানিলকোপনম্
মধুরং পিত্তনুৎ তেষাং তদ্ধি দাড়িমমুত্তমম্ ॥১২৪
বৃক্ষাম্লং গ্রাহি রুক্ষোষ্ণং বাতশ্লেষ্মণি শস্যতে ॥ ১২৫
অম্লিকায়াঃ ফলং পক্কং তস্মাদল্পান্তরং গুণৈঃ।
গুণৈস্তৈরেব সংযুক্তং ভেদনস্ত্বম্লবেতসম্ ॥ ১২৬
শূলেঽরুচৌ বিবন্ধে চ মন্দেঽগ্নৌ মদ্যবিপ্লবে
হিক্কাকাসে চ শ্বাসে চ বম্যাং বর্চ্চোগদেষু চ ॥
বাতশ্লেষ্মসমুত্থেষু সর্ব্বেষ্বেতেষু দিশ্যতে।
কেশরং মাতুলুঙ্গস্য লঘু শীতমতোঽন্যথা ॥ ১২৭
রোচনো দীপনো হৃদ্যঃ সুগন্ধিস্ত্বগ্বিবর্জ্জিতঃ।
কর্চ্চূরঃ কফবাতঘ্ন-শ্বাসহিক্কার্শসাং হিতঃ ॥১২৮
মধুরং কিঞ্চিদম্লঞ্চ হৃদ্যং ভক্তপ্ররোচনম্।
দুর্জ্জরং বাতশমনং নাগরঙ্গফলং গুরু ॥ ১২৯
বাতামাভিষুকাক্ষোটমকুলকনিকোচকাঃ।

খর্জ্জুর (গঙ্গাধর মতে পিয়ালফল) স্বাদু, ঈষৎ কষায়, স্নিগ্ধ, শীতল এবং গুরু, অথচ কষায় বিশদ ও সুগন্ধ বলিয়া রুচিকারক। ১১৬। লবলী (নোনাফল) অবদংশ-ক্ষম অর্থাৎ চাটনীর স্বাদ ক্রিয়া করিতে সমর্থ অর্থাৎ ইহা খাইবার পর দ্রব্যান্তরে রুচি রুচি হয়, রুক্ষ ও বায়ুকারক। ১১৭। কদম্ব, বামনহাটীফল পীলু কেতকীফল, বঁইচীফল, এবং পাণিআমল দোষঘ্ন ও গরনাশক। ১১৮। ইঙ্গুদীফল [গঙ্গাধর মতে ঐঙ্গুদ পুত্রঞ্জীবফল] তিক্ত, মধুর, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও কফ-বাতনাশক। ১১৯। তিন্দুক কফ-পিত্তনাশক, কষায়, মধুর ও লঘু। [গঙ্গাধর তিন্দুক শব্দের অর্থ অন্যান্যস্থলে কেঁউদ লিখিয়াছেন। এস্থলে লিখিয়াছেন তিদ্ ইতি খ্যাত"]। ১২০। আমলকীতে লবণরস ভিন্ন আর সকল রসই আছে। ইহা স্বেদ, মেদ, কফোৎক্লেশ ও পিত্তরোগ নাশ করে। ১২১। বহেড়া রুক্ষ স্বাদু, কষায়, অম্ল এবং অত্যন্ত কফপিত্তনাশক। ইহা রস, রক্ত, মাংস ও মেদের দোষ সকল নষ্ট করে। ১২২। দাড়িম অম্ল, কষায়-মধুর, বাতঘ্ন, গ্রাহী, দীপন, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, হৃদ্য এবং কফপিত্তের অবিরোধী। ১২৩। যে দাড়িম অম্ল ও রুক্ষ তাহা পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপক। মধুর দাড়িম পিত্তনাশক; মধুর দাড়িমই শ্রেষ্ঠ। ১২৪। বৃক্ষাম্ল (তিন্তিড়ী) সংগ্রাহী, রুক্ষ, উষ্ণ ও বাতশ্লেষ্মনাশক। ১২৫। পাকা তেঁতুল তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুণহীন। অম্লবেতস পাকা তেঁতুলের ন্যায় গুণশালী; ইহা ভেদন। [গঙ্গাধর বলেন, তেঁতুল দুই প্রকার; বৃক্ষাম্ল ও অম্লিকা। যে তেঁতুলের গাছ পর্য্যন্ত অম্ল তাহার নাম বৃক্ষাম্ল। যাহার কেবল ফল অম্ল, তাহা অম্লিকা]। ১২৬। মাতুলুঙ্গের কেশর বাত-শ্লেষ্মজনিত শূল, অরুচি, বিবন্ধ, মন্দাগ্নি, মদাত্যয়, হিক্কা কাস শ্বাস বমি ও বিষ্ঠাসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ রোগে উপকারী। ইহা লঘু ও শীতল; কেশর ভিন্ন অন্যান্য অংশে অন্যান্য-গুণ। ১২৭। ত্বগ্‌বিবর্জ্জিত কর্চ্চূর ফল রোচন, দীপন, হৃদ্য, সুগন্ধি, কফ-বাতঘ্ন এবং শ্বাস হিক্কা ও অর্শোরোগে হিতকর। ১২৮। নাগরঙ্গফল (কমলানেবু) মধুর, কিঞ্চিৎ অম্ল, হৃদ্য ও ভক্তে (ভাতে) রুচিকারক। ইহা দুর্জ্জর, বাতঘ্ন ও গুরু। ১২৯। বাদাম, পেস্তা আখরোট, মকুলক (পার্ব্বত্য আখরোট,

শুরুরুক্ষস্নিগ্ধমধুরাঃ সোরুমাণা বলপ্রদাঃ।
বাতঘ্না বৃংহণা বৃষ্যাঃ কফপিত্তাভিবর্দ্ধনাঃ॥ ১৩০
পিয়ালমেষাং সদৃশং বিদ্যাদৌষ্ণ্যং বিনা গুণৈঃ
শ্লেষ্মলং মধুরং শীতং শ্লেষ্মাতকফলং গুরু॥ ১৩১
শ্লেষ্মলং গুরু বিষ্টম্ভি চাঙ্কোঠফলমগ্নিজিৎ॥ ১৩২
গুরূষ্ণমধুরং শীতং কেশঘ্নঞ্চ শমীফলম্॥ ১৩৩
বিষ্টম্ভয়তি কারঞ্জং পিত্তশ্লেষ্মাবিরোধি চ।
আম্রাতকং দন্তশঠমম্লং সকরমর্দ্দকম্।
রক্তপিত্তকরং বিদ্যাদৈরাবতকমেব চ॥ ১৩৪
বাতঘ্নং দীপনঞ্চৈব বার্ত্তাকং কটুতিক্তকম্।
বাতলং কফপিত্তঘ্নং বিদ্যাৎপর্কটকীফলম্। ১৩৫
পিত্তশ্লেষ্মঘ্নমম্লঞ্চ বাতিকঞ্চাক্ষিকীফলম্।
মধুরাম্লবিপাকঞ্চ বাতপিত্তহরঞ্চ তৎ॥ ১৩৬
অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষন্যগ্রোধানাং ফলানি চ।
কষায়মধুরাম্লানি বাতলানি গুরূণি চ॥ ১৩৭

ইতি গঙ্গাধর), নিকোচক এবং উরুমাণফল রুক্ষ, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুর, বলকর, বাতঘ্ন, বৃংহণ, বৃষ্য এবং কফপিত্তবর্দ্ধন। [চলিত অভিধান-সমূহে নিকোচক শব্দে ধল-আকড়া। উরুমাণ—মাইফল।] ১৩০। পিয়ালফল ইহাদেরই সদৃশ, কেবল উষ্ণ নহে। শ্লেষ্মাতকফল (শেলুফল) শ্লেষ্মকারক, মধুর, শীতল ও গুরু। ১৪১। অঙ্কোঠকফল (আঁকোড়। আকরোট-বিশেষ ইতি গঙ্গাধর) শ্লেষ্মকারক গুরু, বিষ্টম্ভী এবং ক্ষুধানাশক। ১৩২। শমীফল গুরু উষ্ণ মধুর শীতল ও কেশঘ্ন।১৩৩। করঞ্জ ফল বিষ্টম্ভজনক, পিত্ত-শ্লেষ্মার অবিরোধী। টক্ আমড়া, দন্তশঠ (কামরাঙ্গা) ও করমর্দ্দ (করমচাফল) অম্ল ও রক্ত-পিত্তকারক। ঐরাবতফলও (অম্লকমলানেবু) ঐরূপ। ১৩৪। বার্ত্তাক (উত্তরাপথে প্রসিদ্ধ-ফল বিশেষ) বাতঘ্ন, দীপন কটু-তিক্ত। পর্কটীফল বাতল ও কফ-পিত্তনাশক। ১৩৫। অক্ষিকীফল (অক্ষিকী লতা, তাহার ফল। পিত্তশ্লেষ্মনাশক, অম্ল ও বায়ুকারক। ইহা পাকে অম্ল ও মধুর এবং পিত্ত-বায়ুনাশক। ১৩৬। অশ্বত্থ, ডুমুর, পাকুড় ও বটের ফল কষায়, মধুর ম্ল, বাতল ও গুরু। ১৩৭। ভেলার আঁটী অগ্নিসম তীক্ষ্ণ। উহার ত্বক্ ও মাংস স্বাদু শীতল। ইতি পঞ্চ বর্গ অর্থাৎ ফলবর্গ কথিত হইল। এই সকল ফলের অধিকাংশই আহারোপযোগী। ১৩৮।

ভল্লাতকাস্থ্যগ্নিসমং ত্বঙ্মাংসং স্বাদু শীতলম্।
পঞ্চমঃ ফলবর্গোঽয়মুক্তঃ প্রায়োপযোগিকঃ॥

ইতি ফলবর্গঃ।

অথ হরিতবর্গঃ।

রোচনং দীপনং বৃষ্যমার্দ্রকং বিশ্বভেষজম্।
বাতশ্লেষ্মবিবন্ধেষু রসস্তস্যোপদিশ্যতে॥ ১৩৯
রোচনো দীপনস্তীক্ষ্ণঃ সুগন্ধির্মুখবোধনঃ।
জম্বীরঃ কফবাতঘ্নঃ ক্রিমিঘ্নো ভুক্তপাচনঃ॥ ১৪০
বালং দোষহরং বৃদ্ধং ত্রিদোষং মারুতাপহম্।
স্নিগ্ধসিদ্ধং বিশুষ্কন্তু মূলকং কফবাতজিৎ॥ ১৪১
হিক্কাকাসবিষশ্বাসপার্শ্বশূলবিনাশনঃ।
পিত্তকৃৎ কফবাতঘ্নঃ সুরসঃ পূতিগন্ধহৃৎ॥ ১৪২
যমানী চার্জ্জকশ্চৈব শিগ্রুশালেয়ভৃষ্টকম্।
হৃদ্যান্যাস্বাদনীয়ানি পিত্তমুৎক্লেশয়ন্তি চ॥ ১৪৩

ইতি ফলবর্গ॥ ৫॥

অথ হরিতবর্গ।

আদা ও শুঁঠ রোচন, দীপন ও বৃষ্য। বাত-শ্লেষ্মজনিত বিবন্ধে ইহার রস হিতকর। [হরিতবর্গে কাঁচা দ্রব্যেরই গুণ বলা হইয়াছে। শুঁঠ শুষ্ক দ্রব্য; উহার গুণ আহারবর্গে বিশেষ করিয়া বলা হইবে]। ১৩৯। গোঁড়ানেবু রোচন, দীপন, তীক্ষ্ণ, সুগন্ধি, মুখশোধন, কফ-বাতঘ্ন, ক্রিমিঘ্ন ও ভুক্ত বস্তুর পাচক। ১৪০। কচিমুলা ত্রিদোষনাশক। পাকা মুলা ত্রিদোষকারক। স্নেহযুক্ত সিদ্ধ মুলা বায়ুনাশক। শুষ্ক মুলা বাতশ্লেষ্ম-নাশক। ১৪১। তুলসী হিক্কা, কাস, বিষ, শ্বাস ও পার্শ্বশূলনাশক, পিত্তকারক, কফবাতনাশক ও পূতিগন্ধনাশক। ১৪২। যোয়ান, অর্জ্জক-তুলসী, সজিনাফল, শালেয় (মৌরী) ও ভূষ্টক (বনযোয়ান) ইহারা হৃদ্য, রুচিকারক

তীক্ষ্ণোষ্ণকটুরূক্ষাণি কফবাতহরাণি চ ॥ ১৪৪
পুংস্ত্বঘ্নঃ কটুরূক্ষোষ্ণো ভূস্তৃণো
বক্ত্রশোধনঃ ॥ ১৪৫
খরাশ্বা কফবাতঘ্নী বস্তিরোগরুজাপহা ॥১৪৬
ধান্যকঞ্চাজগন্ধা চ সুমুখাশ্চেতি রোচনাঃ।
সুগন্ধা নাতিকটুকা দোষানুৎক্লেশয়ন্তি তু ॥১৪৭
গ্রাহী গৃঞ্জনকস্তীক্ষ্ণো বাতশ্লেষ্মার্শসাং হিতঃ।
স্বেদনেঽভ্যবহার্য্যে চ যোজয়েৎ তদপিত্তিনাম্
শ্লেষ্মলো মারুতঘ্নশ্চ পলাণ্ডুর্ন চ পিত্তহৃৎ।
আহারযোগী বল্যশ্চ গুরুর্বৃষ্যোঽথ
রোচনঃ ॥ ১৪৯
ক্রিমিকুষ্ঠকিলাসঘ্নো বাতঘ্নো গুল্মনাশনঃ।
স্নিগ্ধশ্চোষ্ণশ্চ বৃষ্যশ্চ লশুনঃ কটুকো গুরুঃ ॥১৫০
শুষ্কাণি কফবাতঘ্নান্যেতান্যেষাং ফলানি চ।
হরিতানাময়ঞ্চৈষাং ষষ্ঠো বর্গঃ সমাপ্যতে ॥১৫১
ইতি হরিতবর্গঃ।

অথ মদ্যবর্গঃ।

প্রকৃত্যা মদ্যমম্লোষ্ণমম্লঞ্চোক্তং বিপাকতঃ।
সর্ব্বং সামান্যতস্তস্য বিশেষ উপদেক্ষ্যতে ॥ ১৫২
কৃশানাং সক্তমূত্রাণাং গ্রহণ্যর্শোবিকারিণাম্।
সুরা প্রশস্তা বাতঘ্নী স্তন্যরক্তক্ষয়েষু চ ॥ ১৫৩
হিক্কাশ্বাসপ্রতিশ্যায়কাসবর্চ্চোগ্রহারুচৌ,
বম্যানাহবিবন্ধেষু বাতঘ্নী মদিরা হিতা ॥ ১৫৪
শূলপ্রবাহিকাটোপকফবাতার্শসাং হিতঃ।
জগলো গ্রাহিরূক্ষোষ্ণঃ শোফঘ্নো ভুক্তপাচনঃ
শোফার্শোগ্রহণীদোষপাণ্ডুরোগারুচিজ্বরান্।

এবং পিত্তের উৎক্লেশক। ১৪৩। গণ্ডীর (শমঠশাক), জলপিপ্পলী, তুম্বুরু, (নেপালীধনে) ও শৃঙ্গবেরিকা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, রুক্ষ এবং কফ-বাতনাশক। [চক্রপাণি বলেন, গণ্ডীর দ্বিবিধ, রক্ত ও শুক্ল। যাহা রক্তবর্ণ, তাহাই এই হরিতবর্গে উল্লিখিত হইয়াছে; শুক্ল গণ্ডীর শাকবর্গে আছে। শৃঙ্গবেরিকা—গোজিহ্বা অথবা আর্দ্রকাকৃতি হরিতক]। ১৪৪। ভূস্তৃণ (গন্ধতৃণ) পুংস্ত্বনাশক, কটু, রুক্ষ, উষ্ণ ও মুখ-শোধক। ১৪৫। খরাশ্বা (কৃষ্ণজীরা) কফ-বাতঘ্ন, বস্তিরোগ ও বস্তিবেদনানাশক। ১৪৬। ধনে, অজগন্ধা (রাধুনী) ও সুমুখ তুলসী রোচক, সুগন্ধি, অনতিকটু এবং ত্রিদোষের উৎক্লেশক। ১৪৭। গৃঞ্জনক (শালগ্রাম) সংগ্রাহী, তীক্ষ্ণ, বাতশ্লেষ্মসংসৃষ্ট অর্শের পক্ষে উপকারী। ইহা পিত্তকোপবিহীন ব্যক্তিদিগের স্বেদনে ও আহারে প্রয়োগ করিবে। ১৪৮। পলাণ্ডু শ্লেষ্মকারক, বায়ুনাশক, অনতি পিত্তকারক, আহারের সহযোগী, বলকারক, গুরু, বৃষ্য ও রোচন। ১৪৯। রসোন ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কিলাসনাশক, বাতঘ্ন, গুল্মনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বৃষ্য, কটু ও গুরু। ১৫০। রশুন ও পলাণ্ডু এবং রশুন ও পলাণ্ডুর বীজ শুষ্ক হইলে কফ-বাতনাশক হয়। এইরূপে ষষ্ঠবর্গ অর্থাৎ হরিতবর্গ সমাপ্ত হইল। [হরিতকবর্গে কাঁচা দ্রব্যেরই গুণ বলা হইল। অর্থাৎ এস্থলে ধনে বলাতে কাঁচা ধনে বুঝিতে হইবে]। ১৫১

ইতি হরিতবর্গ। ৬

অথ মদ্যবর্গ।

মদ্য স্বভাবতঃ অম্ল ও উষ্ণ এবং পাকে অম্ল। প্রথমে সাধারণতঃ মদ্যের গুণ বর্ণনা করিয়া বিশেষ বিশেষ মদ্যের গুণ বলা হইতেছে। [মদ্য বিপাকে অন্যান্য সমস্ত অম্লের অপেক্ষা অম্ল হয়।]। ১৫২। কৃশ, বদ্ধমূত্ররোগী গ্রহণীরোগী ও অর্শোরোগীর পক্ষে মদ্য প্রশস্ত। আর রক্তক্ষয় ও স্তন্যক্ষয়ে সুরা প্রশস্ত। সুরা বাতঘ্ন। ১৫৩। হিক্কা, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, কাস, মলবদ্ধ, অরুচি, বমি, আনাহ ও বিবন্ধদোষে মদিরা বাতঘ্ন হইয়া উপকার করে। ১৫৪। জগল মদ্য (ভাতের মদ) শূল, প্রবাহিকা, আটোপ, কফ, বাত ও অর্শে হিতকর। ইহা গ্রাহী, রুক্ষ, উষ্ণ, শোথনাশক ও ভুক্ত দ্রব্যের পাচক। ১৫৫। অরিষ্ট শোথ,

হন্ত্যরিষ্টঃ কফকৃতান্ রোগান্
রোচনদীপনঃ ॥ ১৫৬
মুখপ্রিয়ঃ সুখমদঃ সুগন্ধির্বস্তিরোগহৃৎ।
জরণীয়ঃ পরিণতো হৃদ্যো বর্ণ্যশ্চ শার্করঃ ॥ ১৫৭
রোচনো দীপনো হৃদ্যঃ শোষশোফার্শসাং
হিতঃ।
স্নেহশ্লে বিকারঘ্নো বর্ণ্যঃ পক্করসো মতঃ ॥ ১৫৮
জরণীয়ো বিবন্ধঘ্নঃ স্বরবর্ণবিশোধনঃ।
লেখনঃ শীতরসিকো হিতঃ শোফোদরার্শসাম্
মৃষ্টো ভিন্নশকৃদ্বাতো গৌড়স্তর্পণদীপনঃ ॥ ১৬০
পাণ্ডুরোগব্রণহিতা দীপনী চাক্ষিকী মতা ॥ ১৬১
সুরাসবস্তীব্রমদো বাতঘ্নো বদনপ্রিয়ঃ ॥ ১৬২
ছেদী মধ্বাসবস্তীক্ষ্ণো মৈরেয়ো মধুরো
গুরুঃ ॥ ১৬৩
ধাতক্যভিযুতো হৃদ্যো রূক্ষো রোচনদীপনঃ ॥
মাধ্বীকবন্ন চাত্যুষ্ণো মৃদ্বীকেক্ষুরসাসবঃ ॥ ১৬৫
রোচনং দীপনং হৃদ্যং বল্যং পিত্তাবিরোধি চ
বিবন্ধঘ্নং কফঘ্নঞ্চ মধু লঘল্পমারুতম্ ॥ ১৬৬
সুরা সমণ্ডা রূক্ষোষ্ণা যবানাং বাতপিত্তলা।
গুর্ব্বী জীর্য্যতি বিষ্টভ্য শ্লেষ্মলস্তু মধূলকঃ ॥ ১৬৭
দীপনং জরণীয়ঞ্চ হৃৎপাণ্ডুক্রিমিরোগহৃৎ।
গ্রহণ্যর্শোহিতং ভেদি সৌবীরকতুষোদকম্ ॥
দাহজ্বরাপহং স্পর্শাৎ পানাদ্বাতকফাপহম্।
বিবন্ধঘ্নমবিস্রংসি দীপনঞ্চাম্লকাঞ্জিকম্ ॥ ১৬৯
প্রায়শোহভিনবং মদ্যং গুরুদোষসমীরণম্।
স্রোতসাং শোধনং জীর্ণং দীপনং লঘু রোচনম্
হর্ষণং প্রীণনং বল্যং ভয়শোকশ্রমাপহম্।
প্রাগলভ্যবীর্য্যপ্রতিভাতুষ্টিপুষ্টিবলপ্রদম্।
সাত্ত্বিকৈর্বিধিবদ্যুক্ত্যা পীতং স্যাদমৃতং যথা ॥

অর্শ, গ্রহণীদোষ পাণ্ডুরোগ, অরুচি, জ্বর ও কফকৃৎ রোগ সকল নাশ করে। ইহা রোচন ও দীপন। ১৫৬। শর্করাজাত অরিষ্ট মুখপ্রিয়, সুখমাদক, সুগন্ধি, বস্তিরোগনাশক, পাচক এবং পুরাতন হইলে হৃদ্য ও বর্ণকারক হয়। ১৫৭। পক্করসনামক শীধু (ইক্ষুরসকে পাক করিয়া গাঁজাইলে যে মদ হয়) রোচক, দীপন, হৃদ্য; শোষ, শোথ ও অর্শোরোগে হিতকর; স্নেহজনিত ও শ্লেষ্মজনিত রোগনাশক এবং বর্ণকারক।১৫৮। কাঁচা ইক্ষুরস হইতে জাত মদ্য জারক, বিবন্ধনাশক, স্বর-বর্ণ-বিশোধক, লেখন এবং শোথ, উদর ও অর্শের পক্ষে হিতকর। ১৬৯। গুড়কৃত অরিষ্ট মৃষ্ট (পরিষ্কৃত), মল ও অধোবায়ুর ভেদক, তর্পণ ও দীপন। ১৬০। বহেড়ার মদ পাণ্ডুরোগ ও ব্রণরোগে হিতকর এবং দীপন। ১৬১। সুরাসব (সুরা চুয়াইয়া যে মদ হয়) তীব্রমাদক, বাতঘ্ন ও মুখপ্রিয়। ১৬২। মধ্বাসব মধুজাত আসব) ছেদন ও তীক্ষ্ণ। মৈরেয় মধুর ও গুরু। ১৬৩। ধাইফুল হইতে চোয়ান মদ হৃদ্য, রুক্ষ, রোচন ও দীপন। ১৬৪। কিসমিস্ ও ইক্ষুরস-যোগে চুয়াইয়া যে মদ হয়, তাহা মাধ্বীকের ন্যায় গুণশালী অথচ অত্যুষ্ণ নহে। ১৬৫। মধু নামক মদ রোচন, দীপন, হৃদ্য, বল্য, পিত্তের অবিরোধী, বিবন্ধনাশক, কফনাশক, লঘু ও অল্প বায়ুকারক। [মাক্ষিক মধুর বিবরণ ২০৮ প্রকরণে দেখ]।১৬৬। যবজ সুরা ও তাহার মণ্ড রুক্ষ, উষ্ণ, বাতপিত্ত-কারক, গুরু এবং বিষ্টম্ভ সহকারে জীর্ণ হয়। মধূলক মদ্য (গোধূমকৃত) শ্লেষ্মকারক। ১৬৭। সৌবীরক (কাঞ্জীক) এবং তুষোদক দীপন ও জারক; হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও কৃমিরোগনাশক। গ্রহণী ও অর্শোরোগে হিতকর এবং ভেদক। ১৫৮। অম্লকাঞ্জীক (আমানী) স্পর্শে দাহজ্বরনাশক (দাহজ্বরে আমানীতে কাপড় ভিজাইয়া গায়ে দিলে দাহ নাশ করে)। পান করিলে বাতশ্লেষ্মা নষ্ট হয়। ইহা বিবন্ধনাশক, মলগ্রন্থি-বিস্রংসক ও দীপন। ১৬৯। নূতন মদ্য প্রায়ই গুরু ও দোষকারক হয়। আর পুরাতন মদ্য স্রোতঃশোধক, জারক, দীপন, লঘু ও রোচন এবং হর্ষণ, প্রীণন, বল্য, ভয়-শোক-শ্রমনাশক, প্রাগলভ্তাকারক, বীর্য্যকারক, প্রতিভাকারক

বর্গোঽয়ং সপ্তমো মদ্যমধিকৃত্য
প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৭০
ইতি মদ্যবর্গঃ।
অথ জলবর্গঃ।
১। জলমেকবিধং সর্ব্বং পতত্যৈন্দ্রং নভস্তলাৎ।
তৎ পতৎ পতিতঞ্চৈব দেশকালাবপেক্ষতে॥
খাৎ পতৎ সোমবায়্বর্কৈঃ স্পৃষ্টং কালানুবর্ত্তিভিঃ
শীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষাদ্যৈর্যথাসন্নং মহীগুণৈঃ॥
শীতং শুচি শিবং মৃষ্টং বিমলং লঘু ষড়্গুণম্
প্রকৃত্যা দিব্যমুদকং ভ্রষ্টং পাত্রমপেক্ষতে॥
নদ্যঃ পাষাণবিচ্ছিন্নবিক্ষুব্ধা বিমলোদকাঃ।
হিমবৎপ্রভবাঃ পথ্যাঃ পুণ্যা দেবর্ষি-
সেবিতাঃ॥ ১৭৩
নদ্যঃ পাষাণসিকতাবাহিন্যো বিমলোদকাঃ।
মলয়প্রভবা যাশ্চ জলং তাস্বামৃতোপমম্॥ ১৭৪
পশ্চিমাভিমুখা যাশ্চ পথ্যাস্তা নির্ম্মলোদকাঃ।
প্রায়ো মৃদুবহা গুর্ব্ব্যো যাশ্চ পূর্ব্বসমুদ্রগাঃ॥ ১৭৫
পারিপাত্রভবা যাশ্চ বিন্ধ্যসহ্যভবাশ্চ যাঃ।
শিরোহৃদ্রোগকুষ্ঠানাং তা হেতুঃ শ্লীপদস্য চ॥
বসুধাকীটসর্পাখুমলসন্দূষিতোদকাঃ।
বর্ষাজলবহা নদ্যঃ সর্ব্বদোষসমীরণাঃ॥ ১৭৭
বাপীকূপতড়াগোৎসসরঃপ্রস্রবণাদিষু।
আনূপশৈলধন্বানাং গুণদোষৈর্বিভাবয়েৎ॥১৭৮
পিচ্ছিলং ক্রিমিলং ক্লিন্নং পর্ণং শৈবালকর্দ্দমৈঃ।
বিবর্ণং বিরসং সান্দ্রং দুর্গন্ধি ন হিতং জলম্॥
বিস্রং ত্রিদোষং লবণমম্বু যদ্বরুণালয়ম্।
ইত্যম্বুবর্গঃ প্রোক্তোঽয়মষ্টমঃ সুবি-
নিশ্চিতঃ॥ ১৭৯
ইত্যম্বুবর্গঃ।

তুষ্টি-পুষ্টি-বলকারক। ইহা সাত্ত্বিক ব্যক্তির বিধিপূর্ব্বক পানে অমৃতের ন্যায় হয়। ইতি সপ্তম বর্গ অর্থাৎ মদ্যবর্গ কথিত হইল। ১৭০।

ইতি মদ্যবর্গ। ৭

অথ জলবর্গ।

বৃষ্টির জল আকাশ হইতে চ্যুত হইবার সময় সর্ব্বত্র একবিধ গুণ। যখন পড়িতে থাকে ও পতিত হয়, তখন দেশ-কালভেদে ভিন্নগুণ হয়। আকাশ হইতে পড়িতে পড়িতে কালানুগামী চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুর স্পর্শে এবং পতিত হইবার পর শীতোষ্ণ-স্নিগ্ধ-রুক্ষাদি পার্থিব গুণযোগে ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয়। ১৭১। আকাশজল স্বভাবতঃ শীতল, শুচি, মঙ্গলকর, মৃষ্ট (পরিষ্কৃত), বিমল, লঘু এবং ষড়্গুণবিশিষ্ট। পতিত হইবার পর পাত্রানুসারে গুণাগুণ প্রাপ্ত হয়। ১৭২। হিমালয়-সম্ভূত নদী সকল পাষাণ দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষুব্ধ হয়; এই জন্য উহাদের সলিল নির্ম্মল হইয়া থাকে। উহারা দেবর্ষিসেবিত, পুণ্য ও পথ্য। ১৭৩। মলয়সম্ভূত নদী সকল পাষাণ ও বালুকা ভূমিতে প্রবাহিত হওয়াতে তাহাদের জল নির্ম্মল হয়। উহাদের জল অমৃতোপম। ১৭৪। যে সকল নদী পশ্চিম-বাহিনী, তাহাদের জলও নির্ম্মল এবং পথ্য। পূর্ব্ব-সমুদ্রগামিনী নদী সকল প্রায়ই মৃদু-বাহিনী। উহাদের জল গুরু। ১৭৫। পারিপাত্র, বিন্ধ্য- ও সহ্য পর্ব্বত সম্ভূত নদীদিগের জলে শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ ও শ্লীপদ হইয়া থাকে। ১৭৬। মৃত্তিকা এবং কীট, সর্প ও মূষিকাদির মলে জল দূষিত হওয়াতে বর্ষাকালে সমস্ত নদীই সমস্ত দোষের আকর হয়। ১৭৭। বাপী, কূপ, তড়াগ, উৎস, সরোবর ও প্রস্রবণ প্রভৃতির জল আনূপ, শৈল ও ধন্বদেশের অনুসারে গুণাগুণ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ঐ সকল জলাশয় আনূপ দেশে হইলে আনূপ দেশের ন্যায়, শৈলভূমিতে হইলে শৈলভূমির ন্যায় এবং ধন্বদেশে হইলে ধন্বদেশের ন্যায় গুণাগুণ প্রাপ্ত হয়। ১৭৭। পত্র, শৈবাল ও কর্দ্দমযোগে জল ক্লিন্ন হইলে পিচ্ছিল, ক্রিমিকারক বিবর্ণ, বিস্বাদ, ঘন ও দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। সমুদ্রের জল দুর্গন্ধ, পানে ত্রিদোষকারক ও লবণময়। এইরূপে অষ্টম বর্গ অর্থাৎ জলবর্গ নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৭৯।

ইতি জলবর্গ। ৮

অথ দুগ্ধবর্গঃ।

স্বাদু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং বহলং শ্লক্ষ্ণপিচ্ছিলম্।
গুরু মন্দং প্রসন্নঞ্চ গব্যং দশগুণং পয়ঃ॥
তদেবংগুণমেবৌজঃ সামান্যাদভিবর্দ্ধয়েৎ।
প্রবরং জীবনীয়ানাং ক্ষীরমুক্তং রসায়নম্॥১৮০
মহিষীণাং গুরুতরং গব্যাচ্ছীততরং পয়ঃ।
স্নেহন্যূনমনিদ্রায় হিতমত্যগ্নয়ে চ তৎ॥ ১৮১
রূক্ষোষ্ণং ক্ষীরমুষ্ট্রীণামীষৎ সলবণং লঘু।
শস্তং বাতকফানাহক্রিমিশোফোদরার্শসাম্
বল্যং স্থৈর্য্যকরং সর্ব্বমুষ্ণঞ্চৈকশফং পয়ঃ।
সাম্লং সলবণং রূক্ষং শাখাবাতহরং লঘু॥ ১৮৩
ছাগং কষায়মধুরং শীতং গ্রাহি পয়ো লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাসজ্বরাপহম্॥ ১৮৪
হিক্কাশ্বাসকরন্তূষ্ণং পিত্তশ্লেষ্মলমাবিকম্॥১৮৫
হস্তিনীনাং পয়ো বল্যং গুরু স্থৈর্য্যকরং
পরম্॥ ১৮৬

জীবনং বৃংহণং সাত্ম্যং স্নেহনং মানুষং পয়ঃ।
নাবনং রক্তপিত্তে চ তর্পণঞ্চাক্ষিশূলিনাম্॥১৮৭
রোচনং দীপনং বৃষ্যং স্নেহনং বলবর্দ্ধনম্।
পাকেঽম্লমুষ্ণং বাতঘ্নং মঙ্গলং বৃংহণং দধি॥
পীনসে চাতিসারে চ শীতকে বিষমজ্বরে।
অরুচৌ মূত্রকৃচ্ছ্রে চ কার্শ্যে চ দধি শস্যতে॥
শরদ্গ্রীষ্মবসন্তেষু প্রায়শো দধি গর্হিতম্।
রক্তপিত্তকফোত্থেষু বিকারেষ্বহিতঞ্চ তৎ॥১৮৮
ত্রিদোষং মন্দকং জাতং বাতঘ্নং দধি,
শুক্রলম্॥ ১৮৯
সরঃ শ্লেষ্মানিলঘ্নস্তু মণ্ডঃ স্রোতো-
বিশোধনঃ॥ ১৯০
শোফার্শোগ্রহণীদোষমূত্রকৃচ্ছ্রোদরারুচি।
স্নেহব্যাপদি পাণ্ডুত্বে তক্রং দদ্যাদ্গরেষু চ॥১৯১
সংগ্রাহি দীপনং হৃদ্যং নবনীতং নবোদ্ধৃতম্।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নমর্দ্দিতারুচিনাশনম্॥ ১৯২
স্মৃতিবুদ্ধ্যগ্নিশুক্রৌজঃকফমেদোবিবর্দ্ধনম্।

অথ দুগ্ধবর্গ।

গব্যদুগ্ধ স্বাদু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, বহল (ঘন), শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, গুরু, মন্দ ও নির্ম্মল; এই দশগুণযুক্ত। এই সকল গুণ থাকাতে এবং গো দুগ্ধের সহিত ওজোধাতুর সাম্য থাকাতে গো-দুগ্ধে ওজোধাতুর বৃদ্ধি হয়। জীবনীয়দিগের মধ্যে দুগ্ধ উৎকৃষ্ট ও রসায়ন। ১৮০। মহিষী-দুগ্ধ গোদুগ্ধ হইতে গুরুতর ও শীততর এবং অধিক স্নেহযুক্ত। অনিদ্রা ও অতি ক্ষুধার পক্ষে হিতকর। ১৮১। উষ্ট্রীদুগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণ, ঈষৎ-লবণ ও লঘু। ইহা বাত, কফ, আনাহ, ক্রিমি, শোথ, উদর ও অর্শোরোগে প্রশস্ত। ১৮২। অশ্ব প্রভৃতি একশফ অর্থাৎ অখণ্ডিত-ক্ষুর জন্তুদিগের দুগ্ধ বলকর ও দার্ঢ্যকর এবং উষ্ণ, ঈষৎ-অম্ল, ঈষৎ-লবণ, রুক্ষ আর শাখাগত-বায়ুনাশক। ১৮৪। ছাগীদুগ্ধ কষায়, মধুর, শীতল, গ্রাহী, রক্তপিত্তাতিসারনাশক, ক্ষয়কাস-জ্বরনাশক। ১৮৪। মেষীদুগ্ধ হিক্কা-শ্বাসকারক, উষ্ণ ও পিত্তশ্লেষ্মকারক। ১৮৫। হস্তিনীদুগ্ধ বল্য, গুরু ও অতিশয় দার্ঢ্যকর।

১৮৬। মানুষীর দুগ্ধ জীবন, বৃংহণ, সাত্ম্য, স্নেহন এবং রক্তপিত্তে নস্য ও চক্ষুঃশূলে তর্পণার্থে প্রয়োগ করা যায়। ১৮৭। দধি রুচি-কারক, দীপন, বৃষ্য, স্নেহন, বলবর্দ্ধন, বিপাকে অম্ল, উষ্ণ, বাতঘ্ন, মঙ্গল ও বৃংহণ। পীনস, অতিসার, শীতক, বিষমজ্বর, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও কার্শ্যরোগে দধি প্রশস্ত। শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্তে প্রায়ই দধি গর্হিত। উহা রক্তপিত্ত ও কফজাত রোগসমূহে অহিত। ১৮৮। মন্দক দধি ত্রিদোষনাশক। পরে উহা জমিয়া দধি-রূপে পরিণত হইলে বাতঘ্ন ও শুক্রকারক হইয়া থাকে। [দুধ বিকৃত হইয়া ঘন হইলে তাহাকে মন্দক দধি কহে]। ১৮৯। দধির সর শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক। দধির মাত স্রোতঃ-শোধক। ১৯০। তক্র শোথ, অর্শ, গ্রহণী-দোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদর, অরুচি, স্নেহবিপত্তি, পাণ্ডুরোগ ও গরদোষে প্রযোজ্য। ১৯১। নবোদ্ধৃত নবনীত সংগ্রাহী, দীপন, হৃদ্য, গ্রহণীনাশক, অর্শোনাশক, অর্দ্দিতনাশক ও অরুচিনাশক। ১৯২। স্মৃতি, বুদ্ধি,

বাতপিত্তবিষোন্মাদাশোষালক্ষ্মীজ্বরাপহম্ ॥
সর্ব্বস্নেহোত্তমং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ।
সহস্রবীর্য্যং বিধিভির্য্যুতং কর্ম্মসহস্রকৃৎ ॥ ১৯৩
মদাপস্মারমূর্চ্ছায়শোষোন্মাদগরজ্বরান্।
যোনিকর্ণশিরঃশূলং ঘৃতং জীর্ণমপোহতি ॥ ১৯৪
সপাংস্যজাবিমাহিষীক্ষীরবৎ স্বানি নির্দ্দিশেৎ ॥ ১৯৫
পীযূষো মোরটশ্চৈব কিলাটা বিবিধাশ্চ যে।
দীপ্তাগ্নীনামনিদ্রাণাং সর্ব্ব এতে সুখপ্রদাঃ।
গুরবস্তর্পণা বৃষ্যা বৃংহণাঃ পবনাপহাঃ ॥ ১৯৬
বিষদা গুরবো রুক্ষা গ্রাহিণস্তক্রপিণ্ডকাঃ।
গোরসানাময়ং বর্গো নবমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১৯৭

ইতি গোরসবর্গঃ।

অথেক্ষুবর্গঃ।

বৃষ্যঃ শীতঃ স্থিরঃ স্নিগ্ধো বৃংহণো মধুরো রসঃ।
শ্লেষ্মলো ভক্ষিতস্যেক্ষোর্যান্ত্রিকস্তু বিদহ্যতে ॥ ১৯৮
শৈত্যাৎ প্রসাদান্মাধুর্য্যাৎ পৌণ্ড্রকাদ্বংশকো বরঃ ॥ ১৯৯
প্রভূতক্রিমিমজ্জাসৃঙ্মেদোমাংসকরো গুড়ঃ ॥
ক্ষুদ্রো গুড়শ্চতুর্ভাগত্রিভাগার্দ্ধাবশোষিতঃ।
রসো গুরুর্যথা পূর্ব্বং ধৌতঃ স্বল্পমলো গুড়ঃ ॥২০১
ততো মৎস্যণ্ডিকাখণ্ডশর্করা বিমলাঃ পরম্।
যথা যথৈষাং বৈমল্যং ভবেচ্ছৈত্যং তথা তথা ॥ ২০২
বৃষ্যাঃ ক্ষীণক্ষতহিতাঃ সস্নেহা গুড়শর্করাঃ ॥ ২০৩
কষায়মধুরাঃ শীতাঃ সতিক্তা যা সশর্করা ॥ ২০৪

অগ্নি, শুক্র, ওজঃ, কফ ও মেদঃ বৃদ্ধি করে। বাত-পিত্ত, বিষ উন্মাদ, শোষ, অলক্ষ্মী ও জ্বর নষ্ট করে। ইহা সর্ব্বপ্রকার স্নেহের মধ্যে উৎকৃষ্ট, শীতল রসে ও পাকে মধুর। ঘৃত বিধিপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত হইলে সহস্রবীর্য্য ও সহস্রক্রিয়াকারক হয়। ১৯৩। পুরাতন ঘৃত মদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা শোষ, উন্মাদ, গর, জ্বর, যোনিশূল, কর্ণশূল, ও শিরঃশূল নাশ করে। [এই জন্ম চিকিৎসা-স্থানে ঐ সকল রোগের চিকিৎসায় যে সকল সংস্কৃত ঘৃতের ব্যবস্থা আছে, কাহার কাহারও মতে সেই সকল ঘৃত নূতন ঘৃতে প্রস্তুত না হইয়া পুরাতন ঘৃতে প্রস্তুত হওয়া উচিত]। ১৯৪। ছাগ, মেষ ও মহিষের ঘৃত তত্তৎ দুগ্ধের ন্যায় গুণযুক্ত। ১৯৫। পীযূষ (সদ্যঃ-প্রসূত গাভীর দুগ্ধ), মোরট (প্রসবের দিন হইতে সাতদিন পরে যে দুধ হয়), কিলাট (পাক করা ছানা প্রভৃতি) দীপ্তাগ্নি, নিদ্রাহীন-দিগের পক্ষে সুখপ্রদ। ইহারা গুরু, তর্পণ, বৃষ্য, বৃংহণ ও বায়ুনাশক। ১৯৬। তক্রপিণ্ড (নষ্টদুগ্ধ) বিশদ, গুরু, রুক্ষ ও গ্রাহী। ইতি নবমবর্গ অর্থাৎ দুগ্ধবর্গ বিবৃত হইল। ১৯৭।

ইতি দুগ্ধবর্গ। ৯

অথ ইক্ষুবর্গ।

দন্তচর্ব্বিত-ইক্ষুর রস বৃষ্য, শীতল, সারক, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, মধুর ও শ্লেষ্মল। যন্ত্রপীড়িত ইক্ষুর রসও তদ্গুণবিশিষ্ট; কিন্তু বিদগ্ধপাকী। ১৯৮। পৌণ্ড্রক-ইক্ষু শীতল, নির্ম্মল ও মধুর। বংশে-ক্ষুর এই সকল গুণ আরও অধিক। ১৯৯। গুড় অতিশয় ক্রিমিকারক এবং মজ্জা, রক্ত মেদ ও মাংসকারক। ২০০। ক্ষুদ্র গুড় (ঘন-কৃষ্ণ গুড়) এবং চতুর্ভাগ, ত্রিভাগ ও অর্দ্ধভাগ রসাবশেষে নামান গুড় যথাপূর্ব্বক গুরু অর্থাৎ পরপরটীর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বটী গুরু। পরিস্কৃত গুড় উহাদের অপেক্ষা অল্প-মলকারক। ২০১। গুড় অপেক্ষা মৎস্যণ্ডিকা (সারগুড়), মৎস্যণ্ডিকা অপেক্ষা খণ্ড (খাঁড়-গুড়) ও খণ্ড অপেক্ষা শর্করা নির্ম্মল এবং যে যত নির্ম্মল, সে তত শীতল। [যে গুড় ঘনী-ভূত হইয়া মৎস্যাণ্ডের ন্যায় বিমল হয়, তাহাকে মৎস্যণ্ডিকা কহে। কোন কোন স্থলে মিছরীকেও মৎস্যণ্ডিকা বলা হইয়াছে। যথা :—অভয়ামলকীয় অধ্যায়ে]। ২০২। গুড়ের চিনি বৃষ্য, ক্ষীণ ও ক্ষতের হিতকর এবং স্নিগ্ধ। ২০৩। দুরালভা হইতে যে শর্করা হয়, তাহা কষায়, মধুর, শীতল ও ঈষৎ-

রূক্ষা বম্যাতিসারঘ্নী ছেদনা মধুশর্করা ॥ ২০৫
তৃষ্ণাসৃক্‌পিত্তদাহেষু প্রশস্তাঃ সর্ব্বশর্করাঃ ॥ ২০৬
মাক্ষিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং পৌত্তিকং মধুজাতয়ঃ
মাক্ষিকং প্রবরং তেষাং বিশেষাদ্‌ভ্রামরং
গুরু ॥ ২০৭
মাক্ষিকং তৈলবর্ণং স্যাৎ শ্বেতং ভ্রামরমুচ্যতে।
ক্ষৌদ্রন্তু কপিলং বিদ্যাদ্‌ঘৃতবর্ণন্তু পৌত্তিকম্ ॥
বাতলং গুরু শীতঞ্চ রক্তপিত্তকফাপহম্।
সন্ধাতৃ-ছেদনং রূক্ষং কষায়মধুরং মধু ॥ ২০৯
হন্যান্মধূষ্ণমুষ্ণার্ত্তমথবা সবিষান্বয়াৎ ॥ ২১০
গুরুরূক্ষকষায়ত্বাচ্ছৈত্যাচ্চাল্পং হিতং মধু ॥ ২১১
নাতঃ কষ্টতমং কিঞ্চিন্মধ্বামাৎ তদ্ধি মাধবম্।
উপক্রমবিরোধিত্বাৎ সদ্যো হন্যাদ্‌যথা বিষম্ ॥
আমে সোষ্ণা ক্রিয়া কার্য্যা সা মধ্বামে
বিরুধ্যতে।

মধ্বামং দারুণং তস্মাৎ সদ্যো হন্যাদ্‌যথা
বিষম্ ॥ ২১২
নানাদ্রব্যাত্মকত্বাচ্চ যোগবাহি হিমং মধু।
ইতীক্ষুবিকৃতিপ্রায়ো বর্গোঽয়ং দশমো মতঃ ॥
ইতীক্ষুবর্গঃ।
অথ কৃতান্নবর্গঃ।
ক্ষুৎতৃষ্ণাগ্লানিদৌর্ব্বল্যকুক্ষিরোগবিনাশিনী।
স্বেদাগ্নিজননী পেয়া বাতবর্চ্চোঽনুলোমনী ॥
তর্পণী গ্রাহিণী লঘ্বী হৃদ্যা চাপি বিলেপিকা ॥
মণ্ডস্তু দীপয়ত্যগ্নিং বাতঞ্চাপ্যনুলোময়েৎ।
মৃদূকরোতি স্রোতাংসি স্বেদং সঞ্জনয়ত্যপি ॥
লঙ্ঘিতানাং বিরিক্তানাং জীর্ণে স্নেহে চ
তৃষ্যতাম্ ॥
দীপনত্বাল্লঘুত্বাচ্চ মণ্ডঃ স্যাৎ প্রাণধারণঃ ॥ ২১৫
তৃষ্ণাতীসারশমনো ধাতুসাম্যকরঃ শিবঃ।

তিক্ত। ২০৪। মধুজাত শর্করা রূক্ষ, বমি ও অতিসারনাশক এবং ঈষৎ তিক্ত। ২০৫। সর্ব্ববিধ শর্করাই তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও দাহে প্রশস্ত। ২০৬। মধু চারি প্রকার; মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র (ক্ষুদ্রমক্ষিকাকৃত) ও পৌত্তিক (বৃহৎ পিঙ্গলবর্ণ পুত্তিকানামক মক্ষিকার কৃত)। তন্মধ্যে মাক্ষিক-মধু-শ্রেষ্ঠ এবং ভ্রামর-মধু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। ২০৭। মাক্ষিক-মধু তৈলবর্ণ, ভ্রামর-মধু শ্বেতবর্ণ, ক্ষৌদ্র কপিলবর্ণ এবং পৌত্তিক ঘৃতবর্ণ। ২০৮। মধু সাধারণতঃ বাতল, গুরু, শীতল, রক্ত-পিত্তনাশক, কফনাশক, সন্ধানক, ছেদক, রূক্ষ, কষায় ও মধুর। ২০৯। মক্ষিকাগণ সর্ব্বপ্রকার পুষ্প হইতেই মধু সংগ্রহ করে, তন্মধ্যে বিষপুষ্পও থাকে। অতএব মধুর সহিত বিষের সম্বন্ধ আছে। এইজন্য মধু উষ্ণ করিয়া খাইতে নাই এবং উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির খাওয়া উচিত নহে। ২১০। মধু গুরু, রূক্ষ, কষায় ও শীতল বলিয়া অল্প পরিমাণে সেবন করিলেই হিতকর হয়। ২১১। মধু অধিক সেবন করিলে যদি উদরে আম হয় তবে তাহাকে মধ্বাম কহে। ইহার অপেক্ষা কষ্টকর পীড়া আর নাই। ইহার চিকিৎসায় বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ আমে ঈষৎ-উষ্ণ ক্রিয়া আবশ্যক হয়, অথচ মধু উষ্ণক্রিয়ার বিরোধী। এইজন্য মধুজাত আম অতি দারুণ। ইহা বিষবৎ সদ্যই প্রাণনাশ করে। ২১২। নানাগুণ দ্রব্য হইতে সংগৃহীত বলিয়া মধু শীতল ও যোগবাহী অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের সহিত সংযোগ করিয়া প্রয়োগ করা যায়। ইতি দশম বর্গ অর্থাৎ ইক্ষুবিকৃতি বর্গ সম্পূর্ণ। ২১৩।

ইতি ইক্ষুবিকৃতিবর্গ। ১০

অথ কৃতান্নবর্গ।

পেয়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দৌর্ব্বল্য ও কুক্ষিরোগনাশক, স্বেদকারক ও অগ্নিজনক এবং বাতবিষ্ঠার অনুলোমন। বিলেপী তর্পণ, গ্রাহী, লঘু ও হৃদ্য। ২১৪। মণ্ড অগ্নির দীপ্তি, বায়ুর অনুলোম, স্রোতঃসমূহের মৃদুতা ও স্বেদ উৎপাদন করে। যাহারা লঙ্ঘিত ও বিরিক্ত এবং যাহাদের স্নেহ জীর্ণ হইবার পর তৃষ্ণা জন্মায়, মণ্ড দীপন ও লঘু বলিয়া তাহাদের প্রাণধারক হয়। ২১৫। লাজমণ্ড তৃষ্ণা ও অতিসারনাশক, ধাতু-

লাজমণ্ডোঽগ্নিজননো দাহমূর্চ্ছানিবারণঃ ॥
মন্দাগ্নিবিষমাগ্নীনাং বালস্থবিরযোষিতাম্।
দেয়শ্চ সুকুমারাণাং লাজমণ্ডঃ সুসংস্কৃতঃ।
ক্ষুৎপিপাসাসহঃ পথ্যঃ শুদ্ধানাঞ্চ মলাপহঃ ॥২১৬
সুধৌতঃ প্রস্রুতঃ স্বিন্নঃ সন্তপ্তশ্চৌদনো লঘুঃ
ভৃষ্টতণ্ডুলমিচ্ছন্তি গরশ্লেষ্মাময়েষ্বপি ॥
অধৌতঃ প্রস্রুতঃ স্বিন্নঃ শীতশ্চাপ্যোদনো গুরুঃ ॥ ২১৭
মাংসশাকবসাতৈলঘৃতমজ্জফলৌদনাঃ।
বল্যাঃ সন্তর্পণা হৃদ্যা গুরবো বৃংহয়ন্তি চ ॥ ২১৮
তদ্বন্মাষতিলক্ষীরমুদ্গসংযোগসাধিতাঃ ॥
কুল্মাষা গুরবো রুক্ষা বাতলা ভিন্নবর্চ্চসঃ ॥ ২১৯
স্বিন্নভক্ষ্যাস্তু যে কেচিৎ সৌপ্যগোধূমযাবকাঃ।
ভিষক্ তেষাং যথাদ্রব্যমাদিশেদ্‌গুরু-লাঘবম্ ॥ ২২০

অকৃতং কৃতযূষঞ্চ তনু সংস্কারিতং রসম্।
সূপমন্নমনন্নঞ্চ গুরুং বিদ্যাদ্যথোত্তরম্ ॥ ২২১
শক্তবো বাতলা রুক্ষা বহুবর্চ্চোঽনুলোমিনঃ।
তর্পয়ন্তি নরং সদ্যঃ পীতাঃ সদ্যোবলাশ্চ তে ॥
মধুরা লঘবঃ শীতাঃ শক্তবঃ শালিসম্ভবাঃ।
গ্রাহিণো রক্তপিত্তঘ্নাস্তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিজ্বরাপহাঃ ॥২২৩
হন্ত্যাভ্যাধীন্ যবাপূপো যাবকো বাট্য এব চ।
উদাবর্ত্তপ্রতিশ্যায়কাসমেহগলগ্রহান্ ॥ ২২৪
ধানাসংজ্ঞাস্তু যে ভক্ষ্যাঃ প্রায়স্তে লেখনাত্মকাঃ
শুষ্কত্বাৎ তর্পণাশ্চৈব বিষ্টম্ভিত্বাচ্চ দুর্জ্জরাঃ ॥
বিরূঢ়ধানাঃ শষ্কুল্যো মধুক্রোড়াঃ সপিণ্ডকাঃ।
সূপাঃ পূপুলিকাদ্যাশ্চ গুরবঃ পৈষ্টিকাঃ পরম্ ॥ ২২৬
ফলমাংসবসাশাকপললক্ষৌদ্রসংস্কৃতাঃ।

সাম্যকর, পবিত্র, অগ্নিজনক, দাহ-মূর্চ্ছা-নিবারক, মন্দাগ্নি ও বিষমাগ্নিদিগের হিতকর; বালক, স্থবির ও যোষিৎদিগের হিতকর। সুকুমার ব্যক্তিদিগকে লাজমণ্ড ঔষধ দ্বারা সংস্কৃত করিয়া দিবে। ইহা ক্ষুৎপিপাসা নাশ করে। সংশোধিত ব্যক্তিদিগের পথ্য এবং মলনাশক। ২১৬। তণ্ডুলকে সুধৌত করিয়া সিদ্ধ করিয়া ফেন গালিয়া লইলে অন্ন প্রস্তুত হয়। উহা তপ্ত তপ্ত খাওয়া উচিত, উহা লঘু। গরদোষ ও শ্লেষ্মার পক্ষে ভৃষ্ট তণ্ডুল হিতকর। অধৌত, সফেন, অসম্যক্‌সিদ্ধ বা শীতল অন্ন গুরুপাকী। ২১৭। মাংস, শাক, বসা, তৈল, ঘৃত, মজ্জা ও ফলের সহিত অন্ন পাক করিয়া খাইলে, তাহা বল্য, সন্তর্পণ, হৃদ্য, গুরুপাকী ও বৃংহণ হয়। মাষকলায়, তিল, দুগ্ধ ও মুগের সহিত পক্ক অন্নও এইরূপ গুণকর। ২১৮। কুল্মাষ সকল (অর্দ্ধস্বিন্ন গোধূম ছোলা প্রভৃতি) গুরু, রুক্ষ, বাতল ও মলভেদক। ২১৯। সূপ, গোধূম ও যবকৃত সামগ্রী সকল সিদ্ধ করিয়া যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভক্ষ্য প্রস্তুত হয়, চিকিৎসক তাহাদের গুণ তাহাদের উপাদানানুযায়ী জানিবেন। ২২০। অকৃত-যূষ (যে যূষ স্নেহ ও লবণযোগে সংস্কৃত হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে মরিচচূর্ণাদি কটু দেওয়া হয় নাই), কৃতযূষ (যাহা স্নেহ, লবণ ও কটুযোগে সংস্কৃত হইয়াছে), পাতলা অথচ সংস্কৃত মাংসরস এবং অন্নযুক্ত সূপ ও অনন্ন সূপ উত্তরোত্তর গুরু বলিয়া জানিবে। ২২১। শক্তু সকল জলের সহিত পীত হইলে, সাধারণতঃ বায়ুনাশক, রুক্ষ, বহুবিষ্ঠাকারক ও অনুলোমী হয়। ইহারা মানুষকে সদ্যই তর্পণ করে এবং সদ্য বলকারক হয় ॥ ২২২। শালিধান্যের শক্তু মধুর, লঘু, শীতল, গ্রাহী, রক্তপিত্ত নাশক এবং তৃষ্ণা, বমি ও জ্বর-নাশক। ২২৩। যবের পিষ্টক, যবের মণ্ড (বার্লী) ও বাট্য (ভাজা যবের মণ্ড) উদাবর্ত্ত, প্রতিশ্যায়, কাস, মেহ ও গলগ্রহ নষ্ট করে। ২২৪। ধানা (ভাজা যব) সকল প্রায়ই লেখন; শুষ্কত্বহেতু তৃষ্ণাকারক এবং বিষ্টম্ভী বলিয়া দুষ্পচ। ২২৫। বিরূঢ় ধানা (অঙ্কুরিত যবের ভাজা খই), তিলপিষ্টক, ঘৃতে ভৃষ্ট মধুগর্ভ গোধূম-পিষ্টক-সমূহ ও মাষ প্রভৃতি সূপকৃত পিষ্টকসমূহ এবং পূপুলিক প্রভৃতি পিষ্টক অত্যন্ত গুরু। ২২৬। ফল-

ভক্ষ্যা বৃষ্যাশ্চ বল্যাশ্চ গুরবো
বৃংহণাত্মকাঃ ॥ ২২৭
বেশবারো গুরুঃ স্নিগ্ধো বলোপচয়বর্দ্ধনঃ ॥২২৮
গুরবস্তর্পণা বৃষ্যাঃ ক্ষীরেক্ষুরসপূপকাঃ ॥ ২২৯
সগুড়াঃ সতিলাশ্চৈব সক্ষীরক্ষৌদ্রশর্করাঃ ।
বৃষ্যা বল্যাশ্চ ভক্ষ্যাস্তু তে পরং গুরবঃ
স্মৃতাঃ ॥ ২৩০
সস্নেহাঃ স্নেহসিদ্ধাশ্চ ভক্ষ্যা বিবিধলক্ষণাঃ ।
গুরবস্তর্পণা বৃষ্যা হৃদ্যা গোধূমিকা মতাঃ ।
সংস্কারাল্লঘবঃ সন্তি ভক্ষ্যা গোধূমপৈষ্টিকাঃ ॥
ধানা পর্পটপূপাদ্যাস্তান্ বুদ্ধা নির্দ্দিশেৎ
তথা ॥ ২৩২
পৃথুকা গুরবো ভৃষ্টান্ ভক্ষয়েদল্পশস্তু তান্ ॥২৩৩
যাবা বিষ্টভ্য জীর্য্যন্তি সতুষা ভিন্নবর্চ্চসঃ ॥২৩৪
সূপ্যান্নবিকৃতা ভক্ষ্যা বাতলা রূক্ষশীতলাঃ ।
সকটুস্নেহলবণানল্পশো ভক্ষয়েৎ তু তান্ ॥২৩৫
মৃদুপাকাশ্চ যে ভক্ষ্যাঃ স্থূলাশ্চ কঠিনাশ্চ যে ।
গুরবস্তেঽপ্যতিক্রান্তপাকাঃ পুষ্টিবলপ্রদাঃ ॥২৩৬
দ্রব্যসংযোগসংস্কারং দ্রব্যমানং পৃথক্ তথা ।
ভক্ষ্যাণামাদিশেদ্বুদ্ধা যথাস্বং গুরুলাঘবম্ ॥২৩৭
রসালা বৃংহণী বৃষ্যা স্নিগ্ধা বল্যা রুচিপ্রদা ॥২৩৮
স্নেহনং তর্পণং হৃদ্যং বাতঘ্নং সগুড়ং দধি ॥২৩৯
দ্রাক্ষাখর্জ্জুরকোলানাং গুরু বিষ্টম্ভি পানকম্ ।
পরূষকাণাং ক্ষৌদ্রস্য যচ্চেক্ষুবিকৃতিং প্রতি ॥
তেষাং কট্বম্লসংযোগাঃ পানকানাং পৃথক্ পৃথক্
দ্রব্যমানঞ্চ বিজ্ঞায় গুণকর্ম্মাণি চাদিশেৎ ॥ ২৪০
কট্বম্লস্বাদুলবণা লঘবো রাগষাড়ুবাঃ ।
মুখপ্রিয়াশ্চ হৃদ্যাশ্চ দীপনা ভক্তরোচনাঃ ॥২৪১
আম্রামলকলেহাশ্চ বৃংহণা বলবর্দ্ধনাঃ ।
রোচনাস্তর্পণাশ্চোক্তাঃ স্নেহমাধুর্য্যগৌরবাৎ ॥
বুদ্ধা সংযোগসংস্কারং দ্রব্যমানঞ্চ তৎ স্মৃতম্ ।
গুণকর্ম্মাণি লেহানাং তেষাং তেষাং তথা
বদেৎ ॥ ২৪৩
রক্তপিত্তকফোৎক্লেদি শুক্তং বাতানুলোমনম্ ।

মাংস-বসা-শাকপলল ও মধুযোগে সংস্কৃত ভক্ষ্য সকল বৃষ্য, বলকারক, গুরু ও বৃংহণ । ২২৭ । বেশবার গুরু, স্নিগ্ধ ও বলবর্দ্ধন । ২২৮ । ক্ষীর ও ইক্ষুরসযুক্ত পিষ্টক সকল গুরু, তর্পণ ও বৃষ্য । ২২৯ । গুড়, তিল, দুগ্ধ, মধু ও শর্করা মিশ্রিত খাদ্য সকল বৃষ্য, বল্য ও অত্যন্ত গুরু । ২৩০ । স্নেহযুক্ত ও স্নেহসিদ্ধ ভক্ষ্য সকল এবং গোধূম-পিষ্টকসমূহ গুরু, তর্পণ বৃষ্য ও হৃদ্য । তন্মধ্যে গোধূমপিষ্টক সংস্কার বশতঃ লঘুও হইয়া থাকে । ২৩১ । ধানা, পর্পট ও পূপ প্রভৃতিও সংস্কারযোগে লঘু হইতে পারে । ২৩২ । চিড়ে সকল গুরু । উহাদিগকে ভাজিয়া অল্পই ভক্ষণ করিবে ॥ ২৩৩ । যবের চিড়ে বিষ্টম্ভ সহকারে জীর্ণ হয় । যদি তাহাতে তুষ থাকে, তবে মল-ভেদ হইতে পারে । ২৩৪ । মাষাদিকৃত ও তণ্ডুলাদিকৃত পিষ্টকাদি বাতল, রুক্ষ ও শীতল । তাহাদিগের সহিত ঝাল, তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিবে এবং অল্পই ভক্ষণ করিবে । ২৩৫ । স্থূল ও কঠিন দ্রব্য মৃদুপাক হইলে গুরু হইয়া থাকে । খরপাক হইলে পুষ্টি ও বল প্রদান করে । ২৩৬ । ভক্ষ্য দ্রব্য সকল সংযোগ, সংস্কার, পরিণাম, (বিকৃতি—যেমন শর্করা গুড়-বিকৃতি) ও পৃথক্ত্ব হেতু গুরু লঘু হয় বুঝিতে হইবে । ২৩৭ । রসালা বৃংহণী, বৃষ্যা, স্নিগ্ধা, বল্যা, রুচিপ্রদা । ২৩৮ । গুড়যুক্ত দধি স্নেহন তর্পণ ও সদ্যোবায়ুনাশক । ২৩৯ । দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর ও কুলের পানা গুরু ও বিষ্টম্ভী । ফল সকল, মধু ও গুড়ের পানা কটু ও অম্ল-সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয় । আর দ্রব্যের পরিমাণ বুঝিয়াও দ্রব্যের গুণ স্থির করিতে হইবে । ২৪০ । রাগষাড়ব কটু, অম্ল, স্বাদু, লবণ ও লঘু, মুখপ্রিয়, হৃদ্য, দীপন ও অন্নে রুচিকারক । ২৪১ । আম্র ও আমলকীর লেহ স্নিগ্ধ, মধুর ও গুরু বলিয়া বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, রোচন ও তর্পণ হইয়া থাকে । ২৪২ । সেই সেই লেহদিগের সংযোগ, সংস্কার, দ্রব্য-পরিমাণ ও পাক অনুসারে গুণ ও কর্ম্ম হইয়া থাকে । ২৪৩ । শুক্ত রক্তপিত্ত ও কফের উৎক্লেশক, বাতানুলোমক । কন্দ মূল ও ফল

কন্দমূলফলাদ্যঞ্চ তদ্বদ্বিদ্যাৎ তদাসুতম্ ॥ ২৪৪
পিণ্ডাকী চাসুতঞ্চান্যৎ কালাম্লং রোচনং লঘু।
বিদ্যাদ্বর্গং কৃতান্নানামেকাদশতমং ভিষক্ ॥ ২৪৫
ইতি কৃতান্নবর্গঃ।

অথাহারযোগবর্গঃ।

কষায়ানুরসং স্বাদু সূক্ষ্মমুষ্ণং ব্যবায়ি চ।
পিত্তলং বদ্ধবিণ্মূত্রং ন চ শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধনম্ ॥
বাতঘ্নেষূত্তমং বল্যং ত্বচ্যং মেধাগ্নিবর্দ্ধনম্।
তৈলং সংযোগসংস্কারাৎ সর্ব্বরোগাপহং মতম্ ॥ ২৪৬
তৈলপ্রয়োগাদজরা নির্ব্বিকারা জিতশ্রমাঃ।
আসন্নতিবলাঃ সংখ্যে দৈত্যাধিপতয়ঃ পুরা ॥
এরণ্ডতৈলং মধুরং গুরু শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধনম্।
বাতাসৃগ্গুল্মহৃদ্রোগজীর্ণজ্বরহরং পরম্ ॥ ২৪৮

কটূষ্ণং সার্ষপং তৈলং রক্তপিত্তপ্রদূষণম্।
কফশুক্রানিলহরং কণ্ডূকোঠবিনাশনম্ ॥ ২৪৯
পিয়ালতৈলং মধুরং গুরুশ্লেষ্মাভিবর্দ্ধনম্।
হিতমিচ্ছন্তি নাত্যৌষ্ণ্যাৎ সংযোগে বাত-পিত্তয়োঃ ॥ ২৫০
আতস্যং মধুরাম্লন্তু বিপাকে কটুকং তথা।
উষ্ণবীর্য্যং হিতং বাতে রক্তপিত্তপ্রকোপনম্ ॥
কুসুম্ভতৈলমুষ্ণঞ্চ বিপাকে কটুকং গুরু।
বিদাহি চ বিশেষেণ সর্ব্বরোগপ্রকোপনম্ ॥২৫২
ফলানাং যানি চান্যানি তৈলান্যাহারসন্নিধৌ।
যুজ্যন্তে গুণকর্ম্মভ্যাং তানি ব্রূয়াদ্যথাফলম্ ॥
মধুরো বৃংহণো বৃষ্যো বল্যো মজ্জা তথা বসা।
যথাসত্ত্বন্তু শৈত্যোষ্ণে বসামজ্জ্ঞো-বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ২৫৩
সস্নেহং দীপনং বৃষ্যমুষ্ণং বাতকফাপহম্।
বিপাকমধুরং হৃদ্যং রোচনং বিশ্বভেষজম্ ॥ ২৫৪
শ্লেষ্মলা মধুরা চার্দ্রা গুর্ব্বী স্নিগ্ধা চ পিপ্পলী।
সা শুষ্কা কফবাতঘ্নী কটুকা বৃষ্যসম্মতা ॥ ২৫৫

প্রভৃতিও শুক্তের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে শুক্তের গুণ পাইয়া থাকে। [এইরূপ ফেলিয়া রাখিলে তাহাকে আসুত কহে।] ২৪৪। পিণ্ডাকী, আসুত দ্রব্য ও অন্যান্য কালাম্ল (যাহা কালে অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়) দ্রব্য রোচন ও লঘু। ইতি একাদশ বর্গ অর্থাৎ কৃতান্ন-বর্গ জানিবে। ২৪৫।

ইতি কৃতান্নবর্গ ॥ ১১ ॥

অথ তৈলবর্গ।

তিলতৈল কষায়ানুরস, স্বাদু-সূক্ষ্ম-শিরা-গামী, উষ্ণ, ব্যবায়ী, পিত্তল-বিষ্ঠা ও মূত্রের বদ্ধকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক নহে; উত্তম বাতঘ্ন, বল্য, ত্বচ্য, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। আর সংযোগ-সংস্কার দ্বারা তৈল সর্ব্বরোগনাশক হয়। ২৪৬। পূর্ব্বকালে দৈত্যপতিরা তৈল-প্রয়োগ দ্বারা অজর, নির্ব্বিকার ও জিতশ্রম হইয়াছিল। আর তাহারা যুদ্ধে অতিবল ছিল ২৪৭। এরণ্ডতৈল মধুর, গুরু, শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক। বায়ু, রক্ত, গুল্ম, হৃদ্রোগ ও জীর্ণ-জ্বর বিশেষরূপে নাশ করে। [বায়ু ও রক্তে ঊর্দ্ধকারক বলিয়া অযোগ রক্ত-পিত্তে উপযোগী, কারণ অধোগ রক্তপিত্ত বাত-সংসৃষ্ট। আবার বাতরক্তনাশকও বুঝিতে হইবে] । ২৪৮। সর্ষপতৈল কটু, উষ্ণ, রক্তপিত্ত-প্রকোপক, কফ-বাতনাশক, শুক্র-নাশক, কণ্ডু ও কোঠনাশক। ২৪৯। পিয়াল-তৈল মধুর, গুরু, শ্লেষ্মবর্দ্ধক। অনতি-উষ্ণ বলিয়া বাতপিত্তনাশক দ্রব্যের সহিত সং-যোগে উপকারক হয়। ২৫০। তিসীর তৈল মধুর, অম্ল, বিপাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুতে হিতকর, কিন্তু রক্ত-পিত্ত-প্রকোপন। ২৫১। কুসুম্ভতৈল উষ্ণ, বিপাকে কটু, গুরু, বিশেষ-রূপে বিদাহী ও সর্ব্বদোষ-প্রকোপক। ২৫২। অন্যান্য ফলজ তৈল সকল আহারে যোগ করা যায়। তাহারা স্ব স্ব ফলের ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট। মজ্জা ও বসা মধুর, বৃংহণ, বৃষ্য ও বল্য। শীত ও উষ্ণের সময় যথাগুণ ব্যবহার করিবে। ২৫৩। শুঁঠ স্নিগ্ধ, দীপন, বৃষ্য, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্মনাশক বিপাকে মধুর, হৃদ্য ও রোচক। কাঁচা পিপুল শ্লেষ্মল, মধুর, গুরু ও স্নিগ্ধ। শুষ্ক পিপুল কফবাতনাশক, কটু,

নাত্যর্থমুষ্ণং মরিচমবৃষ্যং লঘু রোচনম্।
ছেদিত্বাচ্ছোষণত্বাচ্চ দীপনং কফবাতজিৎ॥
বাতশ্লেষ্মবিবন্ধঘ্নং কটুকং দীপনং লঘু।
হিঙ্গু শূলপ্রশমনং বিদ্যাৎ পাচনরোচনম্॥২৫৭
রোচনং দীপনং হৃদ্যং চক্ষুষ্যমবিদাহি চ।
ত্রিদোষঘ্নং সমধুরং সৈন্ধবং লবণোত্তমম্॥২৫৮
সৌক্ষ্ম্যাদৌষ্ণ্যাল্লঘুত্বাচ্চ সৌগন্ধ্যাচ্চ রুচিপ্রদম্।
সৌবর্চ্চলং বিবন্ধঘ্নং হৃদ্যমুদ্গারশোধি চ॥ ২৫৯
তৈক্ষ্ণ্যাদৌষ্ণ্যাদ্ব্যবায়িত্বাদ্দীপনং শূলনাশনম্।
ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ বাতানামানুলোম্যকরং বিড়ম্॥২৬০
সতিক্তকটু সক্ষারং তীক্ষ্ণমুৎক্লেদি
চৌদ্ভিদম্॥ ২৬১
ন কাললবণে গন্ধঃ সৌবর্চ্চলগুণাশ্চ তে॥২৬২
সামুদ্রকং সমধুরং সতিক্তং কটুপাংশুজম্॥ ২৬৩
রোচনং লবণং সর্ব্বং পাকি স্রংস্যনিলাপহম্॥
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীদোষপ্লীহানাহগলগ্রহান্।

কাসং কফজমর্শাংসি যাবশূকো ব্যপোহতি॥
তীক্ষ্ণোষ্ণো লঘুরূক্ষশ্চ ক্লেদী পাকী বিদারণঃ।
দাহনো দীপনশ্ছেত্তা সর্ব্বঃ ক্ষারোঽগ্নিসন্নিভঃ॥
কারব্যঃ কুঞ্চিকাজাজী কবরী ধান্যতুম্বুরুঃ।
রোচনং দীপনং বাতকফদৌর্গন্ধ্যনাশনম্॥ ২৬৭
আহারযোগিণাং ভক্তিনিশ্চয়ো নতু বিদ্যতে।
সমাপ্তো দ্বাদশশ্চায়ং বর্গ আহারযোগিণাম্॥
ইত্যাহারযোগবর্গঃ।
শূকধান্যং শমীধান্যং সমাতীতং প্রশস্যতে।
পুরাণং প্রায়শো রূক্ষং প্রায়েণাভিনবং গুরু॥
যদ্যদাগচ্ছতি ক্ষিপ্রং তত্তল্লঘুতরং স্মৃতম্॥২৭০
নিস্তুষং যুক্তিভৃষ্টন্তু সূপ্যং লঘ্বিপচ্যতে॥ ২৭১
মৃতং কেশাতিমেধ্যঞ্চ বৃদ্ধং বালং বিষৈর্হতম্।

উষ্ণ ও বৃষ্য। ২৫৫। মরিচ অতি উষ্ণ নহে, অ-বৃষ্য, লঘু ও রোচন। ইহা ছেদী ও শোষণ বলিয়া দীপন এবং কফবাতনাশক। ২৫৬। হিঙ্গু বাতশ্লেষ্মনাশক, বিবন্ধনাশক, কটু, উষ্ণ, দীপন ও লঘু। ইহা শূলনাশক, পাচন ও রোচন। ২৫৭। সৈন্ধব রোচন, দীপন, হৃদ্য, চক্ষুষ্য ও অবিদাহী; ত্রিদোষনাশক ও ঈষৎ মধুর। ২৫৮। সচল লবণ সূক্ষ্ম, উষ্ণ, লঘু ও সুগন্ধ বলিয়া রুচিপ্রদ। ইহা বিবন্ধনাশক, হৃদ্য ও উদ্গারশোধক। ২৫৯। বিট্‌লবণ তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও ব্যবায়ী বলিয়া দীপন ও শূল-নাশক। ইহা অধ ঊর্দ্ধ উভয় শরীরেই বায়ুর অনুলোম সম্পাদন করে। ২৬০। ঔদ্ভিদ লবণ ঈষৎ তিক্ত, কটু, ক্ষারবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ ও উৎক্লেদকারক। ২৬১। কাললবণ (কালা-লবণ) গন্ধহীন। উহার অন্যান্য গুণ সৌব-র্চ্চলের ন্যায়। ২৬২। সামুদ্র (কর্কচ) লবণ ঈষৎ মধুর। পাংশুলবণ ঈষৎ তিক্ত ও কটু। ২৬৩। সর্ব্বপ্রকার লবণই রোচন, পাচক, স্রংসন ও বায়ুনাশক।২৬৪। যবক্ষার হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীরোগ, প্লীহা, আনাহ, গল-গ্রহ, কফজ কাস ও অর্শ নাশ করে। ২৬৫। ক্ষারদিগের সাধারণ গুণ যথা;—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, রুক্ষ, ক্লেদী, পাকী, বিদারক, দাহন, দীপন, ছেদন ও অগ্নিসম। ২৬৬। কারবী, কুঞ্চিকা ও অজাজী এই তিন প্রকার জীরা, ধনে এবং নেপালী ধনে রোচন, দীপন, বাত কফনাশক ও দুর্গন্ধনাশক। ২৬৭। আহা-রের সহিত যোজ্য বস্তুদিগের ভাগের নিশ্চয় নাই। ইতি দ্বাদশবর্গ অর্থাৎ আহারযোগ-বর্গ সমাপ্ত। ২৬৮

ইতি আহারযোগবর্গ বা তৈলাদিবর্গ।
সমাপ্ত॥ ১২॥

শূকধান্য ও শমীধান্য এক বৎসরের অধিক পুরাতন না হইলেই ভাল হয়। ইহারা পুরাতন হইলে প্রায়ই রূক্ষ ও নিতান্ত অভিনব হইলে গুরু হইয়া থাকে। ২৬৯। শূকধান্য ও শমীধান্যের মধ্যে যাহারা যত শীঘ্র পক্ব হয়, তাহারা তত লঘু। [সুশ্রুতেও আছে,—"শীঘ্রপাকা গুণোত্তরাঃ।"—গঙ্গাধর বলেন,—"যাহারা যত শীঘ্র জন্মায়।" চক্র-দত্তের মতে,—"যাহারা যত শীঘ্র পক্ব হয়"]। ২৭০। নিস্তুষ করিয়া ও যুক্তিপূর্ব্বক ভাজিয়া লইলে উহারা লঘুপাকী হয়। ২৭১। মৃত, কৃশ বা শুষ্ক অতি মেদুর, বৃদ্ধ, বালক,

অগোচরভৃতং ব্যাড়মুদিতং মাংসমুৎসৃজেৎ।
অতোঽন্যথা হিতং মাংসং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্॥
প্রীণনঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্যো মাংসরসঃ পরম্।
শুষ্যতাং ব্যাধিমুক্তানাং কৃশানাং ক্ষীণরেতসাম্
বলবর্ণার্থিনাঞ্চৈব রসং বিদ্যাদ্‌যথামৃতম্॥
সর্ব্বরোগপ্রশমনং যথাস্বং বিহিতং রসম্।
বিদ্যাৎ স্বর্য্যং বলকরং বয়োবুদ্ধীন্দ্রিয়ায়ুষাম্।
ব্যায়ামনিত্যাঃ স্ত্রীনিত্যা মদ্যনিত্যাশ্চ যে নরাঃ
নিত্যং মাংসরসাহারা নাতুরাঃ স্যুর্ন দুর্ব্বলাঃ॥
ক্রিমিবাতাতপহতং শুষ্কং জীর্ণমনার্ত্তবম্।
শাকং নিঃস্নেহসিদ্ধঞ্চ বর্জ্জ্যং যচ্চাপরিস্রুতম্॥
পুরাণমামং সংক্লিষ্টং ক্রিমিব্যাড়হিমাতপৈঃ।

বিষহত, অগোচর-ভূত ও ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক আহত মাংস পরিত্যাগ করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকার মাংস বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক। [একদেশজাত জন্তু অন্য দেশে আনীত হইয়া পুষ্ট হইলে তাহাকে অগোচরভৃত কহে। যথা ;—অনূপ দেশের জন্তু ধন্বদেশে পোষিত। ইতি চক্রপাণি।]। ২৭২। মাংসরস সকলের পক্ষেই প্রীণন এবং অত্যন্ত হৃদ্য। ক্ষয়রোগী, রোগমুক্ত, কৃশ, ক্ষীণশুক্র ও বলবর্ণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের মাংসরস অমৃতোপম। যে রোগে যেরূপ পাক করা উচিত, সেইরূপে পাক করিয়া সেবন করিলে মাংসযূষ সর্ব্বরোগই নাশ করিয়া থাকে। ইহা স্বরকারক ; বয়স, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও আয়ুর বলকারক। যাহারা পরিশ্রমরত, স্ত্রীরত বা মদ্যরত, তাহারা নিত্য মাংসরস সেবন করিলে রোগগ্রস্ত বা দুর্ব্বল হয় না। ২৭৩। কীট বাত ও রৌদ্রদূষিত, শুষ্ক পুরাতন বা অকালজ শাক কিংবা তৈল বিনা সিদ্ধ শাক কিংবা অপরিস্রুত শাক (যে শাক জলে সিদ্ধ করিয়া নিঙড়াইয়া লওয়া হয়, তাহাকে পরিস্রুত কহে) পরিত্যাগ করিবে। ২৭৪। পুরাতন বা কাঁচা অথবা ক্রিমি ব্যাল (সর্পাদি) হিম ও রৌদ্রযোগে দূষিত এবং

অদেশাকালজং ক্লিন্নং যৎ স্যাৎ ফলমসাধু তৎ॥ ২৭৫
হরিতানাং যথাশাকং নির্দ্দেশং সাধনাদৃতে॥ ২৭৬
মদ্যাম্বুগোরসাদীনাং স্বে স্বে বর্গে বিনিশ্চয়ঃ॥
যদাহারগুণৈঃ পানং বিপরীতং তদিষ্যতে।
অন্নানুপানং ধাতূনাং দৃষ্টং যন্ন বিরোধি চ॥২৭৮
আসবানাং সমুদ্দিষ্টা অশীতিশ্চতুরুত্তরাঃ॥ ২৭৯
জলং পেয়মপেয়ঞ্চ পরীক্ষ্যানুপিবেদ্ধিতম্॥ ২৮০
স্নিগ্ধোষ্ণং মারুতে শস্তং পিত্তে মধুরশীতলম্
কফেঽনুপানং রূক্ষোষ্ণং ক্ষয়ে মাংসরসঃ পরম্॥
উপবাসাধ্বভাষ্যস্ত্রীমারুতাতপকর্ম্মভিঃ।
ক্লান্তানামনুপানার্থং পয়ঃ পথ্যং যথামৃতম্॥২৮২
সুরা কৃশানাং পুষ্ট্যর্থমনুপানং প্রশস্যতে।
কার্শ্যার্থং স্থূলদেহানামনুশস্তং মধূদকম্॥ ২৮৩

অস্থানজ, অকালজ ও পচা ফল সকল অনুপাদেয়। ২৭৫। পলাণ্ডু প্রভৃতি হরিত সকল শাকের ন্যায় সংস্কৃত করিয়া খাইবে, কিন্তু শাকের ন্যায় সিদ্ধ ও নিষ্পীড়ন করিবে না। ২৭৬। মদ্য, জল, দুগ্ধ, প্রভৃতির দোষ-গুণ স্ব স্ব বর্গে বলা গিয়াছে। ২৭৭। উষ্ণ আহারের অনুপান শীতল ও শীতল আহারের অনুপান উষ্ণ হইবে। এইরূপ অম্লের অনুপান মধুর ইত্যাদি বিপরীতক্রমে হইবে। কিন্তু অন্নের অনুপান সেইরূপ হওয়া উচিত, যাহা ধাতুদিগের বিরোধী না হয়। ২৭৮। পূর্ব্বে চৌরাশী প্রকার আসব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২৭৯। জল পান করা উচিত কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া জল পান করা কর্ত্তব্য। ২৮০। বায়ুরোগে স্নিগ্ধোষ্ণ অনুপান প্রশস্ত। পিত্তে মধুরশীতল অনুপান, কফে রূক্ষোষ্ণ অনুপান এবং ক্ষয়রোগে মাংসরস অনুপান প্রশস্ত। ২৮১। উপবাস, পথভ্রমণ, বক্তৃতা, স্ত্রীসংসর্গ বায়ু, আতপ ও কর্ম্ম দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তিগণ দুগ্ধ অনুপান করিলে অমৃতের ন্যায় হয়। ২৮২। কৃশদিগের অনুপানার্থ সুরা প্রশস্ত। স্থূলদেহব্যক্তিদিগের পক্ষে মধুযুক্ত জল অনুপানার্থ

অল্পাগ্নীনামনিদ্রাণাং তন্দ্রাশোকভয়ক্লমৈঃ।
মদ্যমাংসোচিতানাঞ্চ মদ্যমেবানুশস্যতে ॥ ২৮৪

অথানুপানকর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি। অনুপানং তর্পয়তি, প্রীণয়তি, উর্জ্জয়তি, পর্য্যাপ্তিমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, ভুক্তমবসাদয়তি, অন্নসঙ্ঘাতং ভিনত্তি, মার্দ্দবমাপাদয়তি, ক্লেদয়তি, জরয়তি, সুখপরিণামিতামাশুব্যবায়িতাঞ্চাহারস্যোপজনয়তীতি ॥ ২৮৫

ভবতি চাত্র।

অনুপানং হিতং যুক্তং তর্পয়ত্যাশু মানবম্।
সুখং পচতি চাহারমায়ুষে চ বলায় চ ॥ ২৮৬
নোর্দ্ধাঙ্গমারুতাবিষ্টা ন হিক্কাশ্বাসকাসিনঃ।
ন গীতভাষাধ্যয়নপ্রসক্তা নোরসি ক্ষতাঃ ॥
পিবেয়ুরুদকং ভুক্ত্বা তদ্ধি কণ্ঠোরসি স্থিতম্।
স্নেহমাহারজং হত্বা ভূয়ো দোষায় কল্পতে ॥ ২৮৭

অনুপানৈকদেশোঽয়মুক্তঃ প্রায়োপযোগিকঃ।
দ্রব্যস্তু ন হি নির্দ্দেষ্টুং শক্যং কার্ৎস্ন্যেন নামভিঃ
যথানামৌষধং কিঞ্চিদ্দেশজানাং বচো যথা।
দ্রব্যং তৎ তৎ তথা বাচ্যমনুক্তমিহতস্তবেৎ ॥
চরাঃ শরীরাবয়বাঃ স্বভাবো ধাতবঃ ক্রিয়া।
লিঙ্গং প্রমাণং সংস্কারো মাত্রা চাস্মিন্ পরীক্ষ্যতে ॥
চরোঽনূপজলাকাশধন্বাদ্যো ভক্ষ্যসংবিধৌ।
জলজানূপজাশ্চৈব জলানূপচরাশ্চ যে ॥
গুরুভক্ষ্যাশ্চ যে সত্ত্বাঃ সর্ব্বে তে গুরবঃ স্মৃতাঃ
লঘুভক্ষ্যাস্তু লঘবো ধন্বজা ধন্বচারিণঃ ॥ ২৮৯
শরীরাবয়বাঃ সক্থিশিরঃস্কন্ধাদয়স্তথা।
সক্থিমাংসাদ্গুরুঃ স্কন্ধস্ততঃ ক্রোড়ঃ শিরস্পদম্

প্রশস্ত। ২৮৩। তন্দ্রা শোক ভয় ও ক্লান্তি বশতঃ অল্পাগ্নি ও নিদ্রাহীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং মদ্য-মাংসরত ব্যক্তিদিগের পক্ষে মদ্য অনুপান প্রশস্ত। ২৮৪। অনন্তর অনুপানের ক্রিয়া বলিতেছি। অনুপান তর্পণ, প্রীণন, বলকারক, পর্য্যাপ্তি-বোধকারক, ভুক্ত বস্তুর অবসাদক (অর্থাৎ ভুক্ত বস্তুর কাঠিন্যাদি নষ্ট করে), অন্নের সঙ্ঘাত ভাঙ্গিয়া দেয়, অন্নের মৃদুতা, ক্লেদ ও জীর্ণতা সাধন করে এবং আহারের পরিণাম সুখাবহ ও আহারকে আশুব্যবায়ী করিয়া থাকে। ২৮৫। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যুক্তিপূর্ব্বক অনুপান করিলে তাহা হিতকর হয় এবং মানবকে শীঘ্র তর্পিত করে; আহার অনায়াসে পাক করে এবং আয়ু ও বল হইয়া থাকে। ২৮৬। যাহাদের ঊর্দ্ধাঙ্গে বায়ুর আবেশ আছে, যাহাদের হিক্কা শ্বাস বা কাস আছে, যাহারা গীত, বক্তৃতা ও অধ্যয়নে আসক্ত; যাহাদের উরঃক্ষত রোগ আছে, তাহারা আহারের পর জল পান করিবে না; কারণ জল পান করিলে সেই জল কণ্ঠ ও বক্ষে স্থিত হইয়া আহারের স্নেহভাগ নষ্ট করে ও অতিশয় দোষ উৎপাদন করিয়া থাকে। ২৮৭। সচরাচর প্রচলিত অনুপান সকল আংশিকরূপে বর্ণিত হইল, কারণ সকল দ্রব্যের নাম বলিতে গেলে বাহুল্য হয়। যেমন সকল ঔষধ জানা যায় না, যেমন সকল দেশের সকল ভাষার সকল শব্দ জানা যায় না, সেইরূপ সকল দ্রব্যের নাম নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। ২৮৮। আহারীয় জন্তুদিগের গুণাগুণাগুণ স্থির করিতে হইলে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন চরত্ব (জলচরত্বাদি), শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব, স্বভাব, ধাতু, ক্রিয়া, স্ত্রীপুরুষ-ভেদ, আকৃতির লঘু-গুরুত্ব, সংস্কার ও মাত্রা পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়। চর অর্থাৎ উহা আনূপ, কি জলচর, কি আকাশচর, কি ধন্বচর, কি অন্যচর, তাহা ভোজনস্থলে পরীক্ষা করা উচিত। জলজ ও অনূপজ এবং জলচর ও অনূপচর জন্তুগণ এবং যে সকল জন্তু গুরুবস্তু ভক্ষণ করে, তাহারা সকলেই গুরুপাকী। যাহারা লঘু দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহারা লঘু। যাহারা ধন্বদেশজাত বা ধন্বদেশে বিচরণ করে, তাহারাও লঘু। ২৮৯। সক্থি, মস্তক, স্কন্ধ প্রভৃতি যে সকল অবয়ব আছে, তন্মধ্যে সক্থি হইতে স্কন্ধের মাংস, স্কন্ধ অপেক্ষা ক্রোড়ের মাংস, ক্রোড়ের মাংস অপেক্ষা মস্তক ও মস্তকের অপেক্ষা পদের

বৃষণৌ চর্ম্ম মেঢ্রঞ্চ শ্রোণী বৃক্কৌ যকৃদ্‌গুদং।
মাংসাদ্‌ গুরুতরং বিদ্যাদ্ যথাস্বং মধ্যমস্থি চ॥ ২৯০
স্বভাবাল্লঘবো মুদ্গাস্তথা লাবকপিঞ্জলাঃ।
স্বভাবাদ্‌গুরবো মাষা বরাহমহিষাস্তথা॥ ২৯১
ধাতূনাং শোণিতাদ্যানাং গুরুং বিদ্যাদ্-যথোত্তরম্।
অলসেভ্যো বিশিষ্যন্তে প্রাণিনো যে বহুক্রিয়াঃ॥
গৌরবে লিঙ্গসামান্যে পুংসাং স্ত্রীণাঞ্চ লাঘবম্
মহাপ্রমাণা গুরবঃ স্বজাতৌ লঘবোহন্যথা॥২৯২
গুরূণাং লাঘবং বিদ্যাৎ সংস্কারাৎ সবিপর্য্যয়ম্
ব্রীহের্লাজা যথা চ স্যুঃ শক্তুনাং সিদ্ধ-পিণ্ডকাঃ॥ ২৯৩
অল্পাদানে গুরূণাঞ্চ লঘূনাঞ্চাতিসেবনে।
মাত্রাকারণমুদ্দিষ্টং দ্রব্যাণাং গুরুলাঘবে।
গুরূণামল্পমাদেয়ং লঘূনাং তৃপ্তিরিষ্যতে।
মাত্রামপেক্ষতে দ্রব্যং মাত্রা চাগ্নিমপেক্ষতে॥
বলমারোগ্যমায়ুশ্চ প্রাণাশ্চাগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অন্নপানেন্ধনৈশ্চাগ্নির্দীপ্যতে শাম্যতেঽন্যথা॥
গুরুলাঘবনির্ণেয়ং প্রায়েণাল্পবলান্ প্রতি।
মন্দক্রিয়াননারোগ্যান্ সুকুমারান্ সুখোচিতান্
দীপ্তাগ্নয়ঃ খরাহারাঃ কর্ম্মনিত্যা মহোদরাঃ।
যে নরাঃ প্রতি তাংশ্চিন্ত্যং নাবশ্যং গুরুলাঘবম্
হিতাভিজুর্হুয়ান্নিত্যমন্তরাগ্নিং সমাহিতঃ।
অন্নপানসমিদ্ভির্না মাত্রাকালৌ বিচারয়ন্॥ ২৯৮
আহিতাগ্নেঃ সদা পথ্যান্যন্তরাগ্নৌ জুহোতি যঃ
দিবসে দিবসে ব্রহ্ম জপত্যথ দদাতি চ॥
নরং নিঃশ্রেয়সে যুক্তং সাত্ম্যজ্ঞং পানভোজনে।
ভজন্তে নাময়াঃ কেচিদ্ভাবিনোঽপ্যন্তরাদৃতে॥
ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি রাত্রীণাং হিতভোজনঃ।

মাংস গুরু। বৃষণদ্বয়, চর্ম্ম, মেঢ্র, কটি, বৃক্কদ্বয়, যকৃৎ ও গুদ, মাংস অপেক্ষা যথাক্রমে গুরুতর। মধ্যদেহের মাংস তদপেক্ষা গুরুতর এবং অস্থি (কেহ বলেন, অস্থিস্থ মাংস) তদপেক্ষা গুরুতর। ২৯০। মুদ্গ, লাব ও কপিঞ্জল ইহারা স্বভাবতই লঘু। মাষকলায় বরাহ ও মহিষ স্বভাবতঃ গুরু। ২৯১। রক্ত হইতে শুক্র পর্য্যন্ত যথোত্তর গুরু। লিঙ্গের সমানতা থাকিলেও গুরুতা বিষয়ে অলস জন্তুদিগের হইতে বহুশ্রম জন্তুদিগের বিশেষ আছে। পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতি লঘু। একজাতীয় জন্তুদিগের মধ্যে শরীর-প্রমাণের আধিক্য ও হীনতা অনুসারে গুরুত্ব ও লঘুত্ব হইয়া থাকে। ২৯২। সংস্কারের বিপর্য্যয়হেতু গুরুদ্রব্য লঘু ও লঘু দ্রব্যও গুরু হইতে পারে। যেমন ধান অপেক্ষা খই লঘু; যেমন ছাতু অপেক্ষা সিদ্ধ পিণ্ড সকল গুরু। ২৯৩। অল্প ভক্ষণ করিলে গুরুও লঘু হয়, আবার বহুভক্ষণে লঘুও গুরু হয়। এই জন্য দ্রব্যসমূহের গুরুলঘুত্ব সম্বন্ধে মাত্রাই কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গুরুবস্তু অল্পই ভক্ষণ করিবে, লঘুদ্রব্য উদর পূরিয়া খাইবে। দ্রব্যের গুরু-লঘুত্ব সম্বন্ধে মাত্রা অপেক্ষা করে এবং মাত্রা অগ্নি অপেক্ষা করে। ২৯৪। অগ্নির প্রতিই বল, আরোগ্য ও আয়ু নির্ভর করে। অন্নপানরূপ ইন্ধন দ্বারা অগ্নি দীপ্ত হয়। অন্যথায় অনুপান করিলে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়। ২৯৫। অল্পবল, অলস, অনারোগ্য, সুকুমার ও সুখাভ্যস্ত-দিগের প্রতিই প্রায় গুরু লঘুত্বের নিয়ম অধিক বর্ত্তে। ২৯৬। যাহারা দীপ্তাগ্নি, যাহারা খরবস্তু সকল আহার করে, যাহারা কর্ম্মশীল এবং যাহারা মহোদর, তাহাদের পক্ষে গুরু-লঘুত্ব বিচারের বিষয় নহে। ২৯৭। মানুষ সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া মাত্রাকাল বিচার-পূর্ব্বক হিতকর অন্নপানরূপ কাষ্ঠ দ্বারা অন্তরাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। ২৯৮। যিনি সর্ব্বদা আহিতাগ্নি হইয়া অন্তরাগ্নিতে পথ্যসমূহ আহুতি দেন, যিনি প্রতিদিন ব্রহ্মজপ করেন ও যথাসাধ্য দান করেন, সেই পান-ভোজন-সাত্ম্যজ্ঞ পরমার্থপরায়ণ মানবকে রোগসমূহ, কারণাভাব বশতঃ, কখন অধিকার করিতে পারে না। সেই সাধুজন-সম্মত জিতাত্মা

জীবত্যনাতুরো জন্তুর্জিতাত্মা সম্মতঃ সতামিতি

তত্র শ্লোকাঃ।

অন্নপানগুণাঃ সাগ্র্যা বর্গা দ্বাদশ নিশ্চিতাঃ ॥
সগুণান্যন্নপানানি গুরুলাঘবসংগ্রহঃ ॥
অন্নপানবিধাবুক্তং তৎ পরীক্ষ্যং বিশেষতঃ।
প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নমন্নং লোকোঽভিধাবতি ॥
বর্ণপ্রসাদঃ সৌস্বর্য্যং জীবিতং প্রতিভা সুখম্‌।
তুষ্টিঃ পুষ্টির্বলং মেধা সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥
লৌকিকং কর্ম্ম যদ্‌বৃত্তৌ স্বর্গতৌ যচ্চ বৈদিকম্‌
কর্ম্মাপবর্গে যচ্চোক্তং তচ্চাপান্নে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে অন্নপানচতুষ্কেঽন্নপানবিধির্নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাতো বিবিধাশিতপীতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

বিবিধমাশিতপীতলীঢ়খাদিতং জন্তোর্হিতমন্তরগ্নিসন্ধুক্ষিতবলেন যথাস্বেনোষ্মণা সম্যগ্বিপচ্যমানং কালবদনবস্থিতসর্ব্বধাতুপাকমনুপহতসর্ব্বধাতূষ্মমারুতস্রোতঃ কেবলং শরীরমুপচয়বলবর্ণসুখায়ুষা যোজয়তীতি শরীরধাতূনূর্জ্জয়ন্‌ ধাতবো হি ধাত্বাহারাঃ প্রকৃতিমনুবর্ত্তন্তে ॥২

তত্রাহারপ্রসাদাখ্যো রসঃ কিট্টঞ্চ মলাখ্যমভিনির্ব্বর্ত্ততে কিট্টাৎ মূত্রস্বেদপুরীষবাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ কর্ণাক্ষি-নাসিকাস্যলোমকূপপ্রজননমলকেশশ্মশ্রুলোমনখাদয়শ্চাবয়বাঃ ॥ ৩

হিতভোজনসেবী পুরুষ ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র রাত্রি [১০০ বৎসর] অরোগী হইয়া জীবিত থাকেন। ৩৯৯।

এই অধ্যায়ের সূচী যথা ;—

এই অন্নপানবিধি নামক অধ্যায়ে দ্বাদটী প্রধান প্রকরণে অন্নপানের গুণ সকল বর্ণিত হইল। ইহাতে অন্ন ও পানীয়ের গুণ এবং গুরুলঘুত্ব বর্ণিত হইয়াছে। তৎসমুদায় সুন্দররূপে পরীক্ষণীয়। অন্ন প্রাণীদিগের প্রাণ, লোক অন্নের জন্য লালায়িত। বর্ণপ্রসাদ, সুস্বরতা, জীবিত, প্রতিভা, সুখ, তুষ্টি, পুষ্টি, বল ও মেধা ; সকলই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত লৌকিককার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, স্বর্গলাভের জন্য যে সকল বৈদিক কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং মুক্তিলাভার্থ যে সকল কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও অন্নে প্রতিষ্ঠিত। ৩০০।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অনন্তর আমরা বিবিধাশিতপীতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্‌ আত্রেয় কহিলেন। ১। বিবিধ প্রকার হিতকর ভোজনীয়, পেয়, লেহ্য ও চর্ব্বণীয় আহার অন্তরাগ্নি-সন্ধুক্ষিত উষ্মা দ্বারা সম্যক্‌ পচ্যমান হইয়া যথাকালে শোণিতাদি সর্ব্বধাতুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাহাতে শরীরের ধাতুসমূহ উষ্মা, ও বায়ুস্রোতের ব্যাঘাত হয় না। পরন্তু শরীর-ধাতু বৃদ্ধি করিয়া শরীরে উপচয়, বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ুর যোজনা করিয়া থাকে। কারণ ধাতুগণ ধাতুরূপে পরিণমনীয় আহার প্রাপ্ত হইয়াই প্রকৃতিস্থ থাকে। ২। আহারদ্রব্য পরিপাকান্তে সার ও অসার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে ; সার ভাগকে প্রসাদাখ্য রস এবং অসার ভাগকে মল বা কিট্ট (সিটি) বলে। কিট্ট হইতে মূত্র, স্বেদ, পুরীষ, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার উৎপত্তি হয়। আর কর্ণ, অক্ষি, নাসিকা, আস্য ও লোমকূপজাত মল, এবং কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখাদি অঙ্গ সকল,

পুষ্যন্তি স্বাহাররসাৎ রসরুধিরমাংস-মেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রৌজাংসি পঞ্চেন্দ্রিয়দ্রব্যাণি ধাতুপ্রসাদসংজ্ঞকানি শরীরসন্ধিবন্ধপিচ্ছাদয়-শ্চাবয়বাঃ, তে সর্ব্ব এব ধাতবো মলাখ্যাঃ প্রসাদাখ্যাশ্চ রসমলাভ্যাং পুষ্যন্তঃ স্বং মান-মনুবর্ত্তন্তে ॥ ৪

যথা বয়ঃশরীরমেনং রসমলৌ স্বপ্রমা-ণাবস্থিতৌ আশ্রয়স্য সমধাতোর্ধাতুসাম্যমনু-বর্ত্তয়তো নিমিত্ততস্তু ক্ষীণাতিবৃদ্ধানাং প্রসাদা-খ্যানাং ধাতূনাং বৃদ্ধিক্ষয়াভ্যামাহারমূলাভ্যাং রসঃ সাম্যমুৎপাদয়তে আরোগ্যায় ॥ ৫

কিট্টঞ্চ মলানামেবমেব। স্বমানাতিরিক্তাঃ পুনরুৎসর্গিণঃ শীতোষ্ণপর্য্যায়গুণৈশ্চোপচর্য্য-মাণা মলাঃ শরীরধাতুসাম্যকরাঃ সমুপ-লভ্যন্তে ॥ ৬

তেষান্তু মলপ্রসাদাখ্যানাং ধাতূনাং স্রোতাং-স্যয়নমুখানি, তানি যথাবিভাগেন যথাস্বং ধাতূন্ পূরয়ন্ত্যেবমিদং শরীরমশিতপীতলীঢ়-খাদিতপ্রভবম্, অশিতলীঢ়খাদিতপ্রভবাশ্চা-স্মিন্ শরীরে ব্যাধয়ো ভবন্তি ॥ ৭

হিতাহিতোপযোগবিশেষাস্ত্বত্র শুভাশুভ-বিশেষকরা ভবন্তি ইতি ॥ ৮

এবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। দৃশ্যন্তে হি ভগবন্ হিতসমাখ্যাতমপ্যাহার-মুপযুঞ্জানা ব্যাধিমন্তশ্চাগদাশ্চ তথৈবাহিত-সমাখ্যাতমেবং দৃষ্টে কথং হিতাহিতোপ-যোগবিশেষাত্মকং শুভাশুভবিশেষমুপলভে-মহীতি ॥ ৯

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। ন হিতাহারোপ-

কিট্ট হইতেই উৎপন্ন হয়। [আহারের পরি-পাক হইলে মধুর রস হইতে কফ, অম্লরস হইতে পিত্ত এবং তাহার পর অন্ন অগ্নি দ্বারা শুষ্ক হইয়া পক্বাশয়ে নীত হইলে সেই অন্নের কটুভাগ হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়। চিকিৎসা-স্থান ১৯ অধ্যায়, গ্রহণী পরিচ্ছেদ ২ প্রকরণ দেখ। "পক্বাশয় বায়ু দ্বারা সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। এই বায়ুর প্রয়োজন কি তাহা জানা যায় না।" ইতি ডাক্তার বেকর-৩৫১ পৃঃ]। ৩। আহাররস হইতে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও ওজঃ পরিপুষ্ট হয়। ইহা হইতেই ধাতুপ্রসাদ নামক পঞ্চেন্দ্রিয়ধারক দ্রব্য পুষ্ট হইয়া থাকে। আর শরীরের সন্ধি বন্ধ পিচ্ছা প্রভৃতি অবয়ব আহাররস হইতেই পুষ্ট হয়। মল ধাতু ও প্রসাদাখ্য ধাতু, ইহারা সকলেই রস ও মল দ্বারা পুষ্ট হইয়া স্ব স্ব মান রক্ষা করে। ৪। এইরূপে বয়স ও শরীরের প্রমাণানুরূপ রস ও মল প্রমাণযুক্ত থাকিয়া সমধাতু শরীরের ধাতুসাম্য রক্ষা করে। আবার কারণ বশতঃ প্রসাদাখ্য ধাতুগণ ক্ষীণ অথবা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে আরোগ্যের জন্য আহার দ্বারাই তাহাদের ক্ষয় বা বৃদ্ধি করিয়া সমতা করিতে হয়। এস্থলেও আহারজাত প্রসাদাখ্য রসই সেই সমতার কারণ হইতেছে। আহার-জাত কিট্টও সেইপ্রকারে মলদিগের সমতা রক্ষা করে। আবার বাত পিত্ত কফ এই তিন মলও স্ব স্ব মান অতিক্রম করিলে শীতোষ্ণ দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া শরীর-ধাতুর সমতা সম্পাদন করে। ৬। আর মল ও প্রসাদাখ্য ধাতুদিগের মার্গ সকল আপনা-দিগকে স্ব স্ব পোষণোপযোগী ধাতু দ্বারা পূর্ণ করিয়া থাকে। এইরূপে এই শরীর ভুক্ত, পীত ও লীঢ় আহারযোগে উৎপন্ন হয়। অথচ এই শরীরে রোগ সকলও ভুক্ত, পীত ও লীঢ় আহার দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৭। অতএব হিতাহিত আহারই শুভাশুভকারক হইয়া থাকে। ৮। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলে অগ্নিবেশ কহিলেন, ভগবন্! দেখা যাইতেছে যে, হিতাহার করিয়াও অনেকে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে আবার অহিতা-হার করিয়াও অনেকে নীরোগ আছে; অত-এব হিতাহিত আহারকে কিরূপে শুভাশুভের কারণ বলা যাইতে পারে? । ৯। ভগবান আত্রেয় তাঁহাকে উত্তর করিলেন, হে অগ্নি-

যোগিনামগ্নিবেশ তন্নিমিত্তা ব্যাধয়ো জায়ন্তে। ন চ কেবলং হিতাহারোপযোগাদেব সর্ব্বং ব্যাধিভয়মতিক্রান্তং ভবতি। সন্তি হি ঋতেহপি হিতাহারোপযোগাদন্যা রোগপ্রকৃতয়ঃ। তদ্যথা।—

কালবিপর্য্যয়ঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চাসাত্ম্যা ইতি। তাশ্চ রোগপ্রকৃতয়ো রসান্ সম্যগুপযুঞ্জানং পুরুষমশুভেনোপপাদয়ন্তি। তস্মাদ্ধিতাহারোপযোগিনোহপি দৃশ্যন্তে ব্যাধিমন্তঃ। অহিতাহারোপযোগিনাং পুনঃ কারণতো ন সদ্যো দোষবান্ ভবত্যপচারো ন হি সর্ব্বাণ্যপথ্যানি তুল্যদোষাণি। ন চ সর্ব্বে দোষাস্তুল্যবলাঃ। ন চ সর্ব্বাণি শরীরাণি ব্যাধিক্ষমত্বে সমর্থানি। তদেব হ্যপথ্যং দেশ-কাল-সংযোগবীর্য্যপ্রমাণাতিযোগাদ্ভূয়স্তরমপথ্যং সম্পদ্যতে। স এব দোষঃ সংসৃষ্টযোনির্বিরুদ্ধোপক্রমো গম্ভীরানুগতঃ প্রাণায়তনসমুত্থো মর্ম্মোপঘাতী বা ভূয়ান্ কষ্টতমঃ ক্ষিপ্রকারিতমশ্চ সম্পদ্যতে॥১০

শরীরাণি চাতিস্থূলানি অতিকৃশানি অনিবিষ্টমাংসশোণিতাদীনি দুর্ব্বলানি অসাত্ম্যাহারোপচিতান্যল্পাহারাণি অল্পসত্বানি বা ভবন্তি অব্যাধিসহানি॥ ১১

বিপরীতানি পুনর্ব্যাধিসহানি। এভ্যশ্চৈবাপথ্যাহারদোষশরীরবিশেষেভ্যো ব্যাধয়ো মৃদবো দারুণাঃ ক্ষিপ্রসমুত্থাশ্চিরকারিণশ্চ ভবন্তি॥ ১২

অতএব চ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ স্থানবিশেষে প্রকুপিতা ব্যাধিবিশেষানভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি অগ্নিবেশ! তত্র রসাদিষু স্থানেষু প্রকুপিতানাং দোষাণাং যস্মিন্ যস্মিন্ স্থানে যে যে ব্যাধয়ঃ সম্ভবন্তি তাংস্তান্ যথাবদনুব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১৩

অশ্রদ্ধা চারুচিশ্চাস্যবৈরস্যমরসজ্ঞতা।
হৃল্লাসো গৌরবং তন্দ্রা সাঙ্গমর্দ্দো জ্বরস্তমঃ॥
পাণ্ডুত্বং স্রোতসাংরোধঃ ক্লৈব্যং সাদঃ কৃশাঙ্গতা

বেশ! হিতাহার করিলে হিতাহার জন্য রোগ হইতে পারে না। আবার কেবল হিতাহার করিলেই সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিভয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। কারণ হিতাহার সত্ত্বেও রোগের অন্যবিধ কারণ দেখা যায়। যথা;—ঋতুবিপর্য্যয়, প্রজ্ঞাপরাধ (বুদ্ধির দোষ) ও পরিণাম (বিকৃতি)। আবার অসাত্ম্য শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধও রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। এই সকল রোগকারণ পথ্যভোজীরও অশুভ উৎপাদন করিয়া থাকে। এইজন্য হিতাহারসেবীদিগকেও রোগগ্রস্ত দেখা যায়। আবার অহিতাহার-সেবীদিগেরও সদ্য রোগ না হইতে পারে; কারণ, সকল অপথ্য সমানদোষ নহে। আর সকল দোষ সমানবল নহে। আবার সকল শরীর ব্যাধিসহিষ্ণু নহে। একই অপথ্য দেশ, কাল, সংযোগ, বীর্য্য ও প্রমাণের অতিযোগবশতঃ প্রবলতর অপথ্য হইয়া থাকে। একই দোষ সংসৃষ্টযোনিত্ব, চিকিৎসা-বিরোধ, গভীরত্ব এবং প্রাণস্থান বা মর্ম্মস্থানে উৎপত্তি বশতঃ অতিশয় কষ্টকর ও ক্ষিপ্রকারী হইতে পারে। ১০। আবার স্বভাবতঃ অতিস্থূল, অতিকৃশ, অপ্রচুরমাংস-শোণিত-প্রভৃতি, দুর্ব্বল, অসাত্ম্য আহারযোগে বর্দ্ধিত অল্পাহারসাত্ম্য ও অল্পসত্ব শরীর সকল ব্যাধিসহ নহে। আবার তদ্বিপরীত শরীর সকল ব্যাধিসহ হইয়া থাকে; আবার এই সকল অপথ্যাহার, দোষ ও শরীরভেদে ব্যাধি সকল মৃদু বা দারুণ হইয়া থাকে এবং শীঘ্র উৎপন্ন হয় ও বিলম্বে দূর হইয়া থাকে। ১২। আর এই সকল কারণেই বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা স্থানবিশেষে কুপিত হইয়া ব্যাধিবিশেষ উৎপাদন করে। হে অগ্নিবেশ! তন্মধ্যে রসাদি স্থানে দোষ সকল কুপিত হইলে যে যে স্থানে যে যে ব্যাধি হয়, তাহা বলিতেছি। ১৩। রস দূষিত হইলে অনন্নাভিলাষ, অরুচি, মুখবৈরস্য, রসাজ্ঞান, হৃল্লাস, গৌরব, তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, তম, পাণ্ডুত্ব, স্রোতোরোধ, ক্লীবতা,

নাশোহগ্নেরযথাকালং বলয়ঃ পলিতানি চ।
রসপ্রদোষজা রোগা বক্ষ্যন্তে রক্তদোষজাঃ॥
কুষ্ঠবীসর্পপিড়কা রক্তপিত্তমসৃগ্‌দরঃ।
গুদমেঢ়্রাস্যপাকশ্চ প্লীহা গুল্মোহথ বিদ্রধী॥১৪
নীলিকা কমলা ব্যঙ্গং পিপ্লবস্তিলকালকাঃ।
দদ্রুশ্চর্ম্মদলং শ্বিত্রং পামা কোঠাস্রমণ্ডলম্।
রক্তপ্রদোষাজ্জায়ন্তে শৃণু মাংসপ্রদোষজান্॥১৫
অধিমাংসার্ব্বুদং কীলগলশালূকশুণ্ডিকাঃ।
পূতিমাংসালজীগণ্ডগণ্ডমালোপজিহ্বিকাঃ॥
বিদ্যান্মাংসাশ্রয়ান্ মেদঃসংশ্রয়াংস্তু প্রবক্ষ্যতে॥
নিন্দিতানি প্রমেহাণাং পূর্ব্বরূপাণি যানি চ॥১৭
অধ্যস্থিদন্তদন্তাস্থিভেদশূলং বিবর্ণতা॥
কেশলোমনখশ্মশ্রুদোষাশ্চাস্থিপ্রকোপজাঃ॥১৮
রুক্ পর্ব্বণাং ভ্রমো মূর্চ্ছা দর্শনং তমসো মতাঃ

অরুষাং স্থূলমূলানাং পর্ব্বজানাঞ্চ দর্শনম্।
মজ্জপ্রদোষাৎ॥১৯
শুক্রস্য দোষাৎ ক্লৈব্যমহর্ষণম্
রোগিণং ক্লীবমল্পায়ুং বিরূপং বা প্রজায়তে॥
ন বা সঞ্জায়তে গর্ভঃ পততি প্রস্রবত্যপি।
শুক্রং হি দুষ্টং সাপত্যং সদারং বাধতে নরম্॥
ইন্দ্রিয়াণি সমাশ্রিত্য প্রকুপ্যন্তি যদা মলাঃ।
উপতাপোপঘাতাভ্যাং যোজয়ন্তীন্দ্রিয়াণি তে॥
স্নায়ৌ শিরাকণ্ডরয়োর্দুষ্টাঃ ক্লিশ্নন্তি মানবম্।
স্তম্ভসঙ্কোচখল্লীভির্গ্রন্থিস্ফুরণসুপ্তিভিঃ॥২২
মলানাশ্রিত্য কুপিতা ভেদদোষপ্রদূষণম্।
দোষা মলানাং কুর্ব্বন্তি সঙ্গোৎসর্গাবতীব চ॥
বিবিধাদশিতাৎ পীতাদহিতাল্লীঢখাদিতাৎ।
ভবন্ত্যেতে মনুষ্যাণাং বিকারা য উদাহৃতাঃ॥
তেষামিচ্ছন্ননুৎপত্তিং সেবেত মতিমান্ সদা।
হিতান্যেবাশিতাদীনি ন স্যুস্তজ্জাস্তথাময়াঃ॥২৪

অবসাদ, কৃশাঙ্গতা, অগ্নিনাশ, অকালে বলি ও পলিত হয়। অনন্তর রক্তদূষিত হইলে যে সকল রোগ হয়, তাহা বলিতেছি। ১৪। কুষ্ঠ, বীসর্প, পিড়কা, রক্ত-পিত্ত, রক্ত প্রদর; গুদ, মেঢ়্র ও আস্যের পাক; প্লীহা, গুল্ম, বিদ্রধি, নীলিকা, কামলা, ব্যঙ্গ, পিপ্লব, তিলকালক, দদ্রু, চর্ম্মদল, শ্বিত্র, পামা, কোঠ, রক্তমণ্ডল ও রক্তপ্রদোষ উপস্থিত হয়। অনন্তর মাংসদোষজ রোগ সকল বলিতেছি। ১৫। অধিমাংস, অর্ব্বুদ, কীল, গলশালুক, শুণ্ডিকা, পূতিমাংস, অলজী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও উপজিহ্বিকা, ইহাদিগকে মাংসাশ্রয় রোগ বলিয়া জানিবে। অনন্তর মেদোদোষজ রোগ সমস্ত বলিতেছি। ১৬। অষ্টৌনিন্দিতীয় অধ্যায়ে এবং প্রমেহ রোগের পূর্ব্বরূপ বর্ণনায় মেদোদোষজাত রোগসমূহের বর্ণনা আছে। ১৭। অস্থিধাতু দূষিত হইলে অধ্যস্থি, অধিদন্ত, দন্তভেদ, অস্থিভেদ, দন্তশূল, অস্থিশূল ও বিবর্ণতা হয়। তদ্ভিন্ন কেশ-লোম-নখ-শ্মশ্রু দোষও ঘটিয়া থাকে। ১৮। মজ্জাধাতু দূষিত হইলে পর্ব্ববেদনা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অন্ধকার দর্শন, স্থূলমূল অরুষনামক ব্রণ ও পর্ব্বস্থানেও সেই ব্রণ হইয়া থাকে। ১৯। শুক্রদোষ হেতু ক্লীবতা, অহর্ষ এবং চিররোগী ক্লীব, অল্পায়ু ও বিরূপ সন্তান হয় এবং গর্ভ নাশ হয় অথবা পতিত হয় বা গর্ভস্রাব হয়। শুক্রদুষ্ট হইলে মানুষকে সস্ত্রীক সসন্তান কষ্ট পাইতে হয়। ২০। বায়ু-পিত্ত-কফ ইন্দ্রিয়দিগকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে ইন্দ্রিয়দিগের উপতাপ ও উপঘাত হইয়া থাকে। ২১। বায়ু-পিত্ত-কফ স্নায়ু, শিরা ও কণ্ডরাসমূহে দূষিত হইলে মানব স্তম্ভ, সঙ্কোচ, খল্লী, গ্রন্থিস্ফুরণ ও সুপ্তি (অসাড়তা) রোগে আক্রান্ত হয়। ২২। বায়ু-পিত্ত-কফ মলদিগকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে মলদিগের বন্ধ ও অতি নিঃসার হইয়া থাকে। ২৩। বিবিধ প্রকার ভুক্ত, পীত, লীঢ় ও চর্ব্বিত অহিত আহার হইতে মানবদিগের যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা বলা গেল। যাঁহারা সেই সকল দোষের উৎপত্তি না ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হিতভোজী হইবেন। হিতভোজনে সে সকল রোগ উৎপন্ন হয় না।

রসজানাং বিকারাণাং সর্ব্বং লঙ্ঘনমৌষধম্‌।
বিধিশোণিতকেঽধ্যায়ে রক্তজানাং ভিষগ্‌
জিতম্‌॥
মাংসজানান্তু সংশুদ্ধিঃ শস্ত্রক্ষারাগ্নিকর্ম্ম চ।
অষ্টৌ নিন্দিতসংখ্যাতে মেদোজানাং
চিকিৎসিতম্‌॥ ২৫
অস্থ্যাশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং পঞ্চকর্ম্মাণি ভেষজম্‌।
বস্তয়ঃ ক্ষীরসর্পীংষি তিক্তকোপহিতানি চ॥ ২৬
মজ্জাশুক্রসমুত্থানামৌষধং স্বাদুতিক্তকম্‌।
অন্নং ব্যবায়ব্যায়ামৌ শুদ্ধিঃ কালে চ মাত্রয়া॥
শান্তিরিন্দ্রিয়জানান্তু ত্রিমর্ম্মীয়ে প্রবক্ষ্যতে॥ ২৮
স্নায়্বাদিজানাং প্রশমো বক্ষ্যতে বাতরোগিকে
নবেগান্‌ধারণেঽধ্যায়ে চিকিৎসাসংগ্রহঃ কৃতঃ॥
মলজানাং বিকারাণাং সিদ্ধিশ্চোক্তা ক্বচিৎ
ক্বচিৎ॥ ৩০

২৪। রসজ রোগদিগের লঙ্ঘনই ঔষধ। বিধিশোণিত অধ্যায়ে রক্তজ দোষদিগের চিকিৎসার বিষয় বলা হইয়াছে। মাংসজ দোষদিগের পক্ষে সংশোধন এবং শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্ম হিতকর। অষ্টৌনিন্দিতীয় অধ্যায়ে মেদোজ রোগসমূহের চিকিৎসার বিষয় বলা হইয়াছে। ২৫। অস্থিদোষজ রোগদিগের ঔষধ পঞ্চকর্ম্ম। ইহাতে তিক্তকগণ-সংস্কৃত দুগ্ধ ও ঘৃতের বস্তি সকল হিতকর। ২৬। মজ্জা ও শুক্র দূষিত হইলে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ঔষধ স্বাদু ও তিক্ত ভোজন হিতকর। ইহাদের পক্ষে সম্ভবমত ব্যবায়, ব্যায়াম (বসিয়া না থাকা) ও মাত্রানুযায়ী সংশোধন আবশ্যক। ২৭। চিকিৎসাস্থানের ত্রিমর্ম্মীয় পরিচ্ছেদে ইন্দ্রিয়-রোগদিগের ঔষধ বলা যাইবে। ২৮। স্নায়ু, শিরা ও কণ্ডরাজাত রোগদিগের ঔষধ বাত-ব্যাধি অধিকারে বলা হইবে। 'ন বেগান্‌ ধারণীয়' অধ্যায়েও কতকগুলি রোগের চিকিৎসা বলা হইয়াছে। ২৯। মলজ রোগদিগের চিকিৎসাও কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে।

ব্যায়ামাদূষ্মণস্তৈক্ষ্ণ্যাদ্ধিতস্যানবধারণাৎ।
কোষ্ঠাচ্ছাখা মলা যান্তি দ্রুতত্বান্মারুতস্য চ॥
তত্রস্থাশ্চ বিলম্বন্তে কদাচিন্নাসমীরিতাঃ।
নাদেশকালে কুপ্যন্তি ভূয়ো হেতুপ্রতীক্ষিণঃ॥
বৃদ্ধ্যাভিষ্যন্দনাৎ পাকাৎ স্রোতোমুখবিশোধনাৎ
শাখাং মুক্ত্বা মলাঃ কোষ্ঠং যান্তি বায়োশ্চ
নিগ্রহাৎ॥ ৩১
অজাতানামনুৎপত্তৌ জাতানাং বিনিবৃত্তয়ে।
রোগাণাং যো বিধির্দৃষ্টঃ সুখার্থী তং সমাচরেৎ
সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
জ্ঞানাজ্ঞানবিশেষাত্তু মার্গামার্গপ্রবৃত্তয়ঃ॥
হিতমেবানুরুধ্যন্তে প্রসমীক্ষ্য পরীক্ষকাঃ।
রজোমোহাবৃতাত্মানঃ প্রিয়মেব তু লৌকিকাঃ॥

৩০। ব্যায়ামহেতু, উষ্মার তীক্ষ্ণতাহেতু, অহিতাচরণহেতু বা বায়ুর দ্রুতগামিত্বহেতু দোষ সকল কোষ্ঠ হইতে শাখা, অস্থি ও মর্ম্মস্থানসমূহে গমন করে এবং গমন করিয়া, হয় তো উত্তেজিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিলম্ব করে। হয় তো অদেশ ও অকালে কুপিত হয় না এবং হেতু প্রতীক্ষা করিতে থাকে। পক্ষান্তরে স্রোতঃসমূহের মুখ বিশুদ্ধ হইলে অথবা দোষের বৃদ্ধি হইলে অথবা অভিষ্যন্দি-দ্রব্য সেবন করিলে অথবা পাচনাদি দ্বারা দোষের পরিপাক হইলে অথবা বায়ু প্রশমিত হইলে দোষ সকল শাখা মর্ম্মাদি হইতে কোষ্ঠে প্রবেশ করে। ৩১। অজাত রোগদিগের অনুৎপত্তি ও জাত রোগদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধে যে বিধি প্রদর্শিত হইল, সুখার্থী ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করিবেন। ৩২। এ জগতে সকলেই সুখকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তবে যে কেহ সন্মার্গ কেহ বা অসন্মার্গ অবলম্বন করিয়া চলে, সে কেবল জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রভেদ বশতঃ। বিবেচকেরা যুক্তিপূর্ব্বক হিতেরই অনুসরণ করেন। আর সামান্য লোকেরা রজোমোহে আচ্ছন্ন হওয়াতে, অযুক্ত হইলেও, প্রিয় বস্তুরই অনুসরণ

ঋতং বুদ্ধিঃ স্মৃতির্দার্ঢ্যং ধৃতির্হিতনিষেবণম্।
বাক্‌শুদ্ধিঃ শমো ধৈর্য্যমাশ্রয়ন্তি পরীক্ষকম্॥
লৌকিকং নাশ্রয়ন্ত্যেতে গুণা মোহতমঃশ্রিতম্।
তন্মূলা বহুলাশ্চৈব রোগাঃ শারীরমানসাঃ॥ ৩৩
প্রজ্ঞাপরাধাদ্ধ্যহিতানর্থাৎ পঞ্চ নিষেবতে।
সন্ধারয়তি বেগাংশ্চ সেবতে সাহসানি চ॥
তদা স্বসুখসংজ্ঞেষু ভাবেষজ্ঞোঽনুরজ্যতে।
রজ্যতে ন তু বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানে হ্যমলীকৃতে॥
ন রাগান্নাপ্যবিজ্ঞানাদাহারমুপযোজয়েৎ।
পরীক্ষ্য হিতমশ্নীয়াদ্দেহো হ্যাহারসম্ভবঃ॥ ৩৪
আহারস্য বিধাবষ্টৌ বিশেষা হেতুসংজ্ঞকাঃ।
শুভাশুভসমুৎপত্তৌ তান্ পরীক্ষ্যোপযোজয়েৎ॥
পরিহার্য্যাণ্যপথ্যানি সদা পরিহরন্ নরঃ।
ভবত্যনৃণতাং প্রাপ্তঃ সাধুনামিহ পণ্ডিতঃ॥
যত্তু রোগসমুত্থানমশক্যমিহ কেনচিৎ।
পরিহর্ত্তুং ন তৎ প্রাপ্য শোচিতব্যং মনীষিণেতি

তত্র শ্লোকাঃ।

আহারপ্রভবো যস্তু রোগাশ্চাহারসম্ভবাঃ।
হিতাহিতবিশেষাশ্চ বিশেষঃ সুখদুঃখয়োঃ॥
সহত্বে চাসহত্বে চ দুঃখানাং দেহসত্ত্বয়োঃ।
বিশেষো রোগসঙ্ঘাশ্চ ধাতুজা যে পৃথক্ পৃথক্॥
তেষাঞ্চৈব প্রশমনং কোষ্ঠাচ্ছাখা উপেত্য চ।
দোষা যথা প্রকুপ্যন্তি শাখাভ্যঃ কোষ্ঠমেব চ॥
প্রাজ্ঞাজ্ঞয়োর্বিশেষশ্চ স্বস্থাতুরহিতঞ্চ যৎ।
বিবিধাশিতপীতীয়ে তৎ সর্ব্বং সম্প্রকাশিতম্॥৩৬

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে অন্নপানচতুষ্কে বিবিধাশিতপীতীয়ো
নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

করিয়া থাকে। বিদ্যা, বুদ্ধি, স্মৃতি, দার্ঢ্য, ধৃতি, হিতসেবন, বাক্‌শুদ্ধি, শান্তি ও ধৈর্য্য বিবেচককেই আশ্রয় করে। এই সকল গুণ মোহতমসাশ্রিত সামান্য লোককে আশ্রয় করে না। মোহ ও তমোগুণের আধিক্যই শারীর ও মানসিক রোগ সকলের মূল। ৩৩। বুদ্ধির দোষেই লোকে অহিতকর পঞ্চ বিষয় সেবা করিয়া থাকে, বেগদিগকে ধারণ করে এবং উৎকট পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকে। লোকে বুদ্ধির দোষেই এইরূপ অসুখকর দ্রব্যসমূহে অনুরক্ত হয়। বিজ্ঞেরা নির্ম্মল জ্ঞানযোগ বশতঃ সেরূপ অনুরক্ত হন না। আসক্তি বা অজ্ঞানতাবশে কখনই অহিতাহার করিবে না। পরীক্ষাপূর্ব্বক হিতাহার করিবে, কারণ আহার হইতেই দেহ উৎপন্ন হয়। ৩৪। আহারবিধি-সম্বন্ধে রস-বিমান-অধ্যায়ে হেতু-সংজ্ঞক অষ্ট প্রকার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যেরূপে আহার হইতে শুভাশুভ উৎপন্ন হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে। সেই সকল পরীক্ষা করিয়া আহার করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি পরিহার্য্য অপথ্য সকল সর্ব্বদা পরিহার করিয়া সাধুদিগের অনৃণতা প্রাপ্ত হন। আর যে সকল রোগ-কারণ চেষ্টা করিলেও পরিহার করা যায় না, মনীষিগণ তাহা প্রাপ্ত হইলে দুঃখ করিবেন না। ৩৫।

এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—

এই বিবিধাশিত-পীতীয় অধ্যায়ে আহারোৎপন্ন রোগ, হিত ও অহিত আহারের প্রভেদ, সুখ ও দুঃখের প্রভেদ, দৈহিক ও মানসিক দুঃখসমূহের সহত্ব ও অসহত্ব, ধাতুজ রোগসমূহ, তাহাদের ঔষধ, যেরূপে দোষ সকল কোষ্ঠ হইতে শাখায় ও শাখা হইতে কোষ্ঠে গমন করে, প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞতার বিশেষ এবং সুস্থ ব্যক্তির পরিহার্য্য, আহার সম্বন্ধে উপদেশ; এই সকল বিষয় সম্প্রকাশিত হইল। ৩৬

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দশপ্রাণায়তনীয়ঃ।

অথাতো দশপ্রাণায়তনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

দশৈবায়তনান্যাহুঃ প্রাণা যেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ।
শঙ্খৌ মর্ম্মত্রয়ং কণ্ঠো রক্তশুক্রৌজসৌ গুদঃ॥
তানীন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানং চেতনাহেতুমাময়ম্।
জানীতে যঃ স বিদ্বান্ বৈ প্রাণাভিসর উচ্যতে ইতি॥ ২

দ্বিবিধাস্তু খলু ভিষজো ভবন্তি অগ্নিবেশ প্রাণানামেকেঽভিসরা হন্তারো রোগানাং, রোগাণামেকেঽভিসরা হন্তারঃ প্রাণানামিতি॥৩

এবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ ভগবংস্তে কথমস্মাভির্বেদিতব্যা ভবেয়ুরিতি॥৪

ভগবানুবাচ য ইমে কুলীনাঃ পর্য্যবদাতপরিদৃষ্টকর্ম্মাণো দক্ষাঃ শুচয়ো জিতহস্তা জিতাত্মানঃ সর্ব্বোপকরণবন্তঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়োপপন্নাঃ প্রকৃতিজ্ঞাঃ প্রতিপত্তিজ্ঞাস্তে প্রাণিনামভিসরা হন্তারো রোগাণাম, তথাবিধা হি কেবলে শরীরজ্ঞানে শরীরাভিনির্ব্বৃত্তিজ্ঞানে প্রকৃতিবিকারজ্ঞানে চ নিঃসংশয়াঃ সুখসাধ্যকৃচ্ছ্রসাধ্যযাপ্যপ্রত্যাখ্যেয়ানাঞ্চ রোগাণাং সমুত্থানপূর্ব্বরূপলিঙ্গবেদনোপশয়বিশেষবিজ্ঞানে ব্যপগতসন্দেহাঃ ত্রিবিধস্যায়ুর্ব্বেদসূত্রস্য সসংগ্রহব্যাকরণস্য সত্রিবিধৌষধস্য প্রবক্তারঃ॥ ৫

পঞ্চত্রিংশতশ্চ মূলফলানাং চতুর্ণাং মহাস্নেহানাং পঞ্চানাং লবণানামষ্টানাঞ্চ মূত্রাণাং ক্ষীরাণামষ্টানাঞ্চ ক্ষীরিণাং ত্বগ্‌বৃক্ষাণাঞ্চ ষণ্ণাং শিরোবিরেচনাদেশ্চ পঞ্চকর্ম্মাশ্রয়স্যৌষধগণস্যাষ্টাবিংশতেশ্চ যবাগূনাং দ্বাত্রিংশতশ্চ চূর্ণপ্রদেহানাং ষণ্ণাং বিরেচনশতানাং পঞ্চানাঞ্চ কষায়শতানামিতি স্বস্থবৃত্তৌ চ ভোজনপান-

---

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা দশপ্রাণায়তনীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১

প্রাণস্থান দশ; যথা;—শঙ্খদ্বয় (রগ্), মর্ম্মত্রয় (মস্তক, হৃদয় ও বস্তি), কণ্ঠ, রক্ত, শুক্র, ওজঃ ও গুদ। যিনি ঐ সকল প্রাণস্থান, ইন্দ্রিয়গণ, বিজ্ঞান, চেতনাহেতু ও রোগ সমস্ত অবগত আছেন, সেই বিদ্বান্ বৈদ্যকে প্রাণাভিসর কহিয়া থাকে। ২। হে অগ্নিবেশ! চিকিৎসক দুই প্রকার। এক প্রকার প্রাণাভিসর ও রোগহন্তা এবং অপর প্রকার রোগাভিসর ও প্রাণহন্তা। ৩। ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ কহিলে অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কিরূপে আমরা চিকিৎসকের ভেদাভেদ জানিতে পারিব? । ৪। তাহা শুনিয়া ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন,—যাহারা প্রশস্তকুলোৎপন্ন, বিশুদ্ধ, দৃষ্টকর্ম্মা, দক্ষ, শুচি, ক্ষিপ্রহস্ত, জিতাত্মা, সর্ব্বোপকরণযুক্ত, সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন, প্রকৃতিজ্ঞ ও প্রতিপত্তিজ্ঞ; তাঁহাদিগকেই প্রাণাভিসর ও রোগহন্তা কহিয়া থাকে। সেই প্রকার চিকিৎসকেরাই শরীরজ্ঞান, শরীরোৎপত্তিকর দ্রব্যজ্ঞান এবং প্রকৃতি-বিকারজ্ঞানে নিঃসন্দেহ হইয়া থাকেন। তাঁহারাই সুখসাধ্য, কষ্টসাধ্য, অসাধ্য, যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয় রোগদিগের কারণ, পূর্ব্বরূপ, লিঙ্গ, বেদনা ও উপশম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। তাঁহারাই হেতু, লিঙ্গ ও ঔষধ এই ত্রিবিধ আয়ুর্ব্বেদ-সূত্রের সংগ্রহ ও ব্যুৎপত্তি এবং ত্রিবিধ প্রকার (বায়ু-পিত্ত-কফনাশক) ঔষধের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ। ৫। তাঁহারাই পঁয়ত্রিশ প্রকার মূল ও ফল; চারি প্রকার মহাস্নেহ; পাঁচ প্রকার লবণ; আট প্রকার মূত্র; আট প্রকার দুগ্ধ; তিন প্রকার ক্ষীরপ্রধান বৃক্ষ ও তিন প্রকার ত্বক্‌প্রধান বৃক্ষ; শিরোবিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের উপযোগী ঔষধগণ; অষ্টাবিংশতি প্রকার যবাগূ; বত্রিশ প্রকার চূর্ণ ও প্রলেপ; এক শত বিরেচন; পাঁচশত কষায়; স্বাস্থ্য-

নিয়মস্থানচঙ্ক্রমণ-শয্যাসন—মাত্রাদ্রব্যাঞ্জনধূম-নাবনাভ্যঞ্জন-পরিমার্জ্জনবেগ-বিধারণাবিধারণ-ব্যায়াম—সাত্ম্যেন্দ্রিয়—পরীক্ষোপক্রম-সদ্বৃত্ত-- কুশলাঃ ॥ ৬

চতুষ্পাদোপগৃহীতে চ ভেষজে ষোড়শকলে সবিনিশ্চয়ে সত্রিপর্য্যেষণে সবাতকলাকলজ্ঞানে ব্যপগতসন্দেহাঃ। চতুর্বিধস্থ চ স্নেহস্থ চতুর্ব্বিংশত্যুপনয়স্থ উপকল্পনীয়োক্তচতুঃষষ্টিপর্য্যন্তস্থ ব্যবস্থাপয়িতারঃ। বহুবিধবিধানযুক্তানাঞ্চ স্নেহ-স্বেদ্য-বম্য-বিরেচ্যৌষধোপচারাণাং কুশলাঃ। শিরোরোগাদেশ্চ দোষাংশবিকল্পজস্থ ব্যাধিসংগ্রহস্য সক্ষয়-পিড়কাবিদ্রধেঃ ত্রয়াণাঞ্চ শোফানাং বহুবিধ-শোফানুবন্ধানামষ্টচত্বারিংশতশ্চ রোগাধিকারিণাং চত্বারিংশদধিকস্থ চ নানাত্মজস্য ব্যাধিশতস্থ। তথা বিগাহতাতিস্থূলাতিকৃশানাং সহেতুলক্ষণোপক্রমাণাং স্বপ্নস্থ চ হিতাহিতস্থাস্বপ্নাতি-স্বপ্নস্থ চ সহেতুপক্রমস্থ ষণ্ণাঞ্চ লঙ্ঘনাদীনামুপক্রমাণাং সন্তর্পণাপতর্পণজানাং রোগাণাং স্বরূপপ্রশমনানাং শোণিতজানাঞ্চ ব্যাধীনাং মদমূর্চ্ছায়সন্ন্যাসানাঞ্চ সকারণরূপৌষধানাং কুশলাঃ। কুশলাশ্চাহারবিধিবিনিশ্চয়স্থ প্রকৃত্যা হিততমানামাহারবিকারাণাং সংগ্রহস্থাসবানাঞ্চ চতুরশীতেঃ দ্রব্যগুণবিনিশ্চয়স্থ রসানুরসসংশ্রয়স্থ সবিকল্পকবৈরোধিকস্থ দ্বাদশবর্গাশ্রয়স্থ চান্নপানস্থ সগুণপ্রভাবস্থ সানুপানগুণস্থ বিবিধস্থান্নসংগ্রহস্থ আহারগতেশ্চ হিতাহিতোপযোগবিশেষাত্মকস্থ চ শুভাশুভবিশেষস্থ ধাত্বাশ্রয়াণাঞ্চ রোগাণামৌষধসংগ্রহাণাঞ্চ দশানাঞ্চ প্রাণায়নানাং যঞ্চ বক্ষ্যাম্যর্থে দশমহা-

রক্ষার্থ ভোজন-পানের নিয়ম স্থান, ভ্রমণ, শয্যা, আসন, মাত্রাদ্রব্য, অঞ্জন, ধূম, নাবন, অভ্যঙ্গ, বহির্মার্জ্জন, বেগবিধারণাবিধারণ ও ব্যায়াম, ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক নিয়ম এবং যুক্তিপূর্ব্বক চিকিৎসা; এই সকল বিষয়ের সদনুবন্ধানে কুশল। [এই স্থানে কৌশলে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ও ৯ম, অধ্যায়ের সূচী যথাক্রমে বিবৃত হইল]। ৬। তাঁহারাই ষোড়শ গুণযুক্ত চতুষ্পাদরূপ ঔষধ ও মীমাংসা (মহাচতুষ্পাদনামক ১০ম অধ্যায় দেখ), ত্রিবিধ প্রকার এষণা (১১শ অ) ও বাতকলাকলজ্ঞানে (১২শ অ) বিগতসন্দেহ হইয়া থাকেন। তাঁহারাই চতুর্ব্বিধ স্নেহ (১৩শ অ), চতুর্ব্বিংশতি প্রকার স্নেহবিচারণ (২৩শ অ) ও উপকল্পনীয় অধ্যায়োক্ত (১৫শ অ) চৌষট্টি প্রকার দ্রব্যের ব্যবস্থাপয়িতা হইতে পারেন। তাঁহারাই বহু ও বিবিধ বিধানে ব্যবহার্য্য স্নেহ, স্বেদ (১৪শ অ) ও বম্য, বিরেচ্য ঔষধ (১৫।১৬শ অ) প্রয়োগে কুশল। তাঁহারাই শিরোরোগাদি; রোগদিগের দোষাংশবিকল্প; দোষদিগের ক্ষয় (১৭শ অ); পিড়কা, বিদ্রধি ও ত্রিবিধ শোথ (১৮শ অ) ও শোথের বহু প্রকার অনুবন্ধ; অষ্টচত্বারিংশৎ রোগাধিকরণ (১৯শ অ); চত্বারিংশৎ পৈত্তিকব্যাধি, বিংশতি শ্লেষ্মব্যাধি ও অশীতি বাতব্যাধি (২০শ অ); নিন্দনীয় অতিস্থূল ও অতিকৃশ, হেতু লক্ষণ ও চিকিৎসা; নিদ্রা, অনিদ্র ও অতিনিদ্রার হিতাহিতত্ব, হেতু ও চিকিৎসা (২১শ অ); লঙ্ঘনাদি ছয় প্রকার চিকিৎসা (২২শ অ); সন্তর্পণ ও অপতর্প জনিত রোগ (২৩শ অ), তাহাদের স্বরূপ ও ঔষধ; রক্তজ ব্যাধি, মদ, মূর্চ্ছা ও সন্ন্যাসরোগের হেতু, রূপ ও ঔষধ (২৪শ অ); এই সকল বিষয়ে কুশল। তাঁহারাই আহারবিধি বিনিশ্চয় (২৫শ অ); স্বভাবতঃ হিতকর আহার-বিকৃতি সমস্ত; চৌরাশী প্রকার আসব; রসানুরসাত্মক দ্রব্যগুণ বিনিশ্চয়, সবিকল্পক বৈরোধিক অন্নসমূহের বিচার (২৬শ অ); দ্বাদশ অন্নপানবর্গ, গুণ, প্রভাব, অনুপানাবাধ ও ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের গুরুলঘুত্বাদি গুণ (২৭শ অ); বিবিধ আহার হইতে রসাদির উৎপত্তি, হিতাহিত আহারের শুভাশুভ, রক্তাদি ধাতুদিগের রোগ ও ঔষধ,

মূলীয়ং ত্রিংশত্তমাধ্যায়ে তত্র চ কৃৎস্নস্য তন্ত্রোদ্দেশলক্ষণস্য চ গ্রহণধারণবিজ্ঞানপ্রয়োগকর্ম্মকার্য্যকালকর্ত্তৃকরণকুশলাঃ ॥ ৭

কুশলাশ্চ স্মৃতিমতিশাস্ত্রযুক্তিজ্ঞানস্যাত্মনঃ শীলগুণৈরবিসংবাদনেন সম্পাদনে সর্ব্বপ্রাণিষু চ মৈত্রস্য মাতৃপিতৃভ্রাতৃবন্ধুবদেবমুক্তা ভবন্ত্যগ্নিবেশ প্রাণানামভিসরা হন্তারো রোগাণামিতি ॥ ৮

অতো বিপরীতা রোগাণামভিসরা হন্তারঃ প্রাণিনামিতি। ভিষকছদ্মপ্রতিচ্ছন্নাঃ কণ্টকভূতা লোকস্য প্রতিরূপিকসহধর্ম্মাণো রাজ্ঞাং প্রমাদাচ্চরন্তি রাষ্ট্রাণি। তেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানমত্যর্থং বৈদ্যবেশেন শ্লাঘমানা বিশিখান্তরমনুচরন্তি কর্ম্মলোভাৎ। শ্রুত্বা চ কস্যচিদাতুর্য্যমভিতঃ পরিপতন্তি সংশ্রবণে চাস্যাত্মনো বৈদ্যগুণানুচ্চৈর্বদন্তি যচ্চাস্য বৈদ্যঃ প্রতিকর্ম্ম করোতি তস্য চ দোষান্ মুহুর্ম্মুহুরুদাহরন্ত্যাতুরমিত্রাণি চ প্রহর্ষণোপজাপোপসেবাভিরিচ্ছন্ত্যাত্মীকর্ত্তুমল্পেচ্ছতাঞ্চাত্মনঃ খ্যাপয়ন্তি কর্ম্ম চাসাদ্য মুহুর্ম্মুহুরবলোকয়ন্তি দাক্ষ্যেণাজ্ঞানমাত্মনঃ ছাদয়িতুকামা ব্যাধিঞ্চাপবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন্তো ব্যাধিতমেবানুপকরণমপচারিকমনাত্মবন্তমুদ্দিশন্তি অন্তর্গতঞ্চাভিসমীক্ষ্যান্যমাশ্রয়ন্তি দেশমপদেশমাত্মনঃ কৃত্বা। প্রাকৃতজনসন্নিপাতে চাত্মনঃ কৌশলমকুশলবদ্বর্ণয়ন্তি অধীরবচ্চ ধৈর্য্যমপবদন্তে ধীরাণাম্। বিদ্বজ্জনসন্নিপাতঞ্চাভিসমীক্ষ্য প্রতিভয়মিব কান্তারমধ্বগাঃ পরিহরন্তি দূরাৎ ॥ ৯

যশ্চৈষাং কশ্চিৎ সূত্রাবয়ব উপযুক্তস্তং প্রকৃতে প্রকৃতান্তরে বা সততমুদাহরন্তি ন

(২৮শ অঃ), দশ প্রাণায়তন ও এ বিষয়ে আরও যাহা বলা হইবে (২৯শ অঃ), এবং ত্রিংশাধ্যায়োক্ত তন্ত্রোদ্দেশ, গ্রহণ, ধারণ, বিজ্ঞান, প্রয়োগ, কর্ম্ম, কার্য্য, কাল ও কর্ত্তৃকরণ এই সকল বিষয়ে কুশল। ৭। হে অগ্নিবেশ! তাঁহারাই স্মৃতি, মতি, শাস্ত্র, যুক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া আত্মার শীলগুণে অবিসংবাদে সর্ব্বপ্রাণীতে মাতা পিতা ও বন্ধুর ন্যায় মৈত্র সম্পাদনপূর্ব্বক এইরূপে প্রাণাভিসর ও রোগহন্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ৮। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বিপরীত-গুণ-বিশিষ্ট চিকিৎসকদিগকে রোগাভিসর ও প্রাণহন্তা কহিয়া থাকে। এই ভিষগ্‌বেশধারী লোককণ্টকেরা বৈদ্যের ন্যায় আচরণ করিতে করিতে রাজাদিগের অনবধানতাবশতঃ রাজ্যের মধ্যে বিচরণ করে। তাহাদিগের পরিচয় এই যে, তাহারা কর্ম্মলোভে বৈদ্যবেশ পরিধানপূর্ব্বক অত্যন্ত আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে রাজপথে বিচরণ করে। কাহারও রোগের কথা শুনিলে সেই দিকে ধাবিত হয়, তখন উচ্চৈঃস্বরে নিজ চিকিৎসাগুণ বর্ণনা করে ও অন্য বৈদ্য তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে তাহার নিন্দা করিতে থাকে। তাহারা নানাপ্রকার তোষামদ দ্বারা রোগীর আত্মীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতে থাকে। তাহারা আপনাদের অল্পাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং যেরূপ চিকিৎসা করে, পুনঃপুনঃ তাহার গুণঘোষণা করিতে করিতে আপনার দক্ষতা প্রকাশ ও কপটতা আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। যখন রোগের প্রতিকারে অসমর্থ হয়, তখন "রোগীর উপকরণ নাই, রোগী অপচার করে, রোগী অজ্ঞ" ইত্যাদি বলিয়া আত্মদোষক্ষালনের চেষ্টা পায়। রোগীর শেষদশা নিরীক্ষণ করিলে আত্মার অপদেশ (ছদ্মবেশ) সাধনপূর্ব্বক অন্য স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহারা সামান্য লোকদিগের সম্মুখে মূর্খের ন্যায় আত্মশ্লাঘা করে এবং এত কথা কয় যে, ধীর ব্যক্তিদিগেরও ধৈর্য্য থাকে না। তাহারা যখন দেখে যে, বিদ্বানদিগের সমাগম হইয়াছে, তখন ভয়ে জড়সড় হইয়া, পথিকেরা যেমন দূর হইতে কান্তার (কান্তার—দুর্গম পথ) পরিত্যাগ করে সেইরূপ দূর হইতেই কোথায় যে, পলাইয়া যায়, তাহার স্থির হয় না। ৯। ইহার কোন একটি সূত্রের অংশ মুখস্থ করিয়া রাখে

চানুযোগমিচ্ছন্তি অনুযোক্তুং বা মৃত্যোরিব-
চানুযোগাত্থিজন্তে। ন চৈষামাচার্য্যঃ শিষ্যো
বা সব্রহ্মচারী বৈবাদিকো বা কশ্চিৎ প্রজ্ঞা-
য়তে ইতি ॥ ১০

ভিষক্‌ছদ্ম প্রবিশ্যৈব ব্যাধিতাংস্তর্পয়ন্তি যে।
বিতংসমিব সংশ্রিত্য বনে শাকুন্তিকো দ্বিজান্
শ্রুতদৃষ্টক্রিয়াকালমাত্রাজ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ।
বর্জ্জনীয়া হি তে মৃত্যোশ্চরস্ত্যনুচরা ভুবি ॥ ১১
বৃত্তিহেতোর্ভিষঙ্মানপূর্ণান্ মূর্খবিশারদান্।
বর্জ্জয়েদাতুরো বিদ্বান্ সর্পাস্তে পীতমারুতাঃ॥
যে তু শাস্ত্রবিদো দক্ষাঃ শুচয়ঃ কর্ম্মকোবিদাঃ
জিতহস্তা জিতাত্মানস্তেভ্যো নিত্যং কৃতং নম
ইতি ॥ ১৩

তত্র শ্লোকঃ।

দশপ্রাণায়তনিকে শ্লোকস্থানার্থসংগ্রহঃ।
দ্বিবিধা ভিষজশ্চোক্তাঃ প্রাণস্যায়তনানি চ ॥ ১৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে দশপ্রাণায়তনীয়ো নামৈকোন-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

তাহার অহঙ্কারবশে প্রসঙ্গ বা অপ্রসঙ্গ ক্রমে পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করে। কোন প্রকার অনু-যোগ ইচ্ছা বা অনুযোগ করিতে ইচ্ছা করে না, যে ব্যক্তি (শাস্ত্রার্থ জিজ্ঞাসা) করিতে চায়, তাহাকে মৃত্যুর ন্যায় ভয় করে। আর ইহাদের আচার্য্য, শিষ্য, সমপাঠী বা জ্ঞাতি কাহাকেও পাওয়া যায় না। ১০। ব্যাধেরা যেরূপ পক্ষীদিগকে ফাঁদে ফেলিয়া থাকে, সেইরূপ যাহারা বৈদ্যবেশ ধারণ করিয়া রোগী-দিগকে বশীভূত করিয়া থাকে, সেই শাস্ত্রজ্ঞান-হীন বহুদর্শনহীন ও কালমাত্রাদেশজ্ঞানহীন বৈদ্যগণ পরিত্যাজ্য। ইহারা মৃত্যুর অনুচর-রূপে পৃথিবীতে বিচরণ করে। ১১। যাহারা সামান্য জীবিকার জন্য বৈদ্যাভিমানী, সেই মূর্খ-পণ্ডিতদিগকে বিদ্বান্ রোগী পরিত্যাগ করিবেন। কারণ উহারা বায়ুভোজী সর্পের ন্যায় গণনীয়। ১২। যাহারা শাস্ত্রবিৎ, দক্ষ, শুচি, কর্ম্মবিৎ, ক্ষিপ্রহস্ত ও জিতাত্মা; সেই সকল চিকিৎসককে নিত্য নমস্কার। ১৩।

এই অধ্যায়ের সূচী যথা ;—

এই দশ প্রাণায়তনীয় অধ্যায়ে সূত্রস্থানের সূচী, দুই প্রকার বৈদ্য এবং প্রাণস্থান-সমূহ বর্ণিত হইল। ১৪।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

অর্থে দশমূলীয়ঃ।

অথাতোহর্থে দশমূলীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
অর্থে দশমহামূলাঃ সমাসক্তা মহাফলাঃ।
মহচ্চার্থশ্চ হৃদয়ং পর্য্যায়ৈরুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২
ষড়ঙ্গমঙ্গবিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণ্যর্থপঞ্চকম্।
আত্মা চ সগুণশ্চেতশ্চিন্ত্যঞ্চ হৃদি সংশ্রিতম্ ॥ ৩
প্রতিষ্ঠার্থং হি ভাবানামেষাং হৃদয়মিষ্যতে।
গোপানসীনামাগারকর্ণিকেবার্থচিন্তকৈঃ॥
তস্যোপঘাতান্মূর্চ্ছায়াং ভেদান্মরণমৃচ্ছতি ॥ ৪
যদ্ধি তৎ স্পর্শবিজ্ঞানং ধারি তৎ তত্র সংশ্রিতম্

ত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর আমরা অর্থে দশমূলীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। হৃদয়ে দশটী ধমনী সংলগ্ন আছে। উহাদের নাম মহামূলা ও মহাফলা। হৃদয়ের পর্য্যায় তিন ; যথা,— হৃদয়, মহৎ ও অর্থ। [ছয় প্রকরণ দেখ]। ২। ছয় অঙ্গ, [দুই হস্ত, দুই পদ, মস্তক ও মধ্যদেহ], পাঁচ ইন্দ্রিয় ও পাঁচ ইন্দ্রিয়বিষয় [রূপরসাদি], সগুণ আত্মা ও চেতঃ ; ইহারা হৃদয়ের প্রতি নির্ভর করে। ৩। যেমন ঘরের চাল প্রভৃতির আশ্রয় আড়া, সেইরূপ হৃদয় উক্ত দ্রব্যদিগের আশ্রয়। হৃদয়ে আঘাত লাগিলে মূর্চ্ছা ও হৃদয় ভিন্ন হইলে মৃত্যু হয়। ৪। যদ্দ্বারা স্পর্শের জ্ঞান হয়, যাহা ধারী

তৎ পরস্যৌজসঃ স্থানং তত্র চৈতন্যসংগ্রহঃ ॥
হৃদয়ং মহদর্থশ্চ তস্মাদুক্তং চিকিৎসকৈঃ।
তেন মূলেন মহতা মহামূলা মতা দশ ॥ ৫
ওজোবহাঃ শরীরে বা বিধম্যন্তে সমন্ততঃ।
যেনৌজসা বর্ত্তয়ন্তি প্রীণিতাঃ সর্ব্বদেহিনঃ ॥
যদৃতে সর্ব্বভূতানাং জীবিতং নাবতিষ্ঠতে
যৎ সারমাদৌ গর্ভস্য যোঽসৌ গর্ভরসাদ্রসঃ।
সংবর্ত্তমানং হৃদয়ং সমাবিশতি যৎ পুরা।
যস্য নাশাত্ত নাশোঽস্তি ধারি যদ্ধৃদয়াশ্রিতম্ ॥
যচ্ছরীরবলং দেহঃ প্রাণা যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তৎফলা বিবিধা বাতাঃ ফলন্তীতি মহাফলাঃ।
ধ্মানাদ্ধমন্যঃ স্রবণাৎ স্রোতাংসি সরণাৎসিরাঃ ॥৬
তন্মহত্তা মহামূলাস্তচ্চৌজঃ পরিরক্ষতা।
পরিহার্য্যা বিশেষেণ মনসা দুঃখহেতবঃ ॥
হৃদ্যং যৎ স্যাদ্যদৌজস্যং স্রোতসাং যৎ প্রসাদনম্।
তৎ তৎ সেব্যং প্রযত্নেন প্রশমো জ্ঞানমেব চেতি ॥৭

অথ খল্বেকং প্রাণবর্দ্ধনানামুৎকৃষ্টতমমেকং বলবর্দ্ধনানামেকং বৃংহণানামেকং নন্দনানামেকং হর্ষণানামেকময়নানামিতি। তত্রাহিংসা প্রাণিনাং প্রাণবর্দ্ধনানামুৎকৃষ্টতমম্। বীর্য্যং বলবর্দ্ধনানাম্। বিদ্যা বৃংহণানাম্। ইন্দ্রিয়জয়ো নন্দনানাম্। তত্ত্বাববোধো হর্ষণানাম্। ব্রহ্মচর্য্যময়নানামিত্যায়ুর্ব্বেদবিদো মন্যন্তে। ৮

তত্রায়ুর্ব্বেদবিদস্তন্ত্রস্থানাধ্যায়প্রশ্নানাং পৃথক্ত্বেন বাক্যশো বাক্যার্থশোঽর্থাবয়বশশ্চ প্রবক্তারো মন্তব্যাঃ ॥ ৯

অত্রাহ কথং তন্ত্রাদীনি বাক্যশো বাক্যার্থ-

(জীবন), তাহা হৃদয়েই আশ্রিতা, হৃদয়ই সেই উৎকৃষ্ট ওজোধাতুর স্থান। হৃদয়ই চৈতন্যের আশ্রয়। ইহাই মহৎ ও অর্থ। এই মহৎ দশমহাধমনীর মূল বলিয়া তাহাদিগকে মহামূলা বলে। ৫। এই সকল ধমনী ওজোবহন করে এবং সমন্তাৎ প্রবাহিত হয়। সেই ওজঃ দ্বারাই আপ্যায়িত হইয়া দেহীরা জীবিত থাকে। ওজঃ না থাকিলে সর্ব্বজীবেরা জীবিত থাকিত না। ওজই আদৌ গর্ভের সার। উহা গর্ভোৎপাদক রসেরও রস। গর্ভোৎপাদনের পূর্ব্বে উহা হৃদয়েই বর্ত্তমান থাকে। উহার নাশ হইলে নাশ হয়। উহা হৃদয়ে থাকিয়া দেহ ধারণ করে। উহা শরীরের বল। দেহ প্রাণ উহাতেই আশ্রিত, বিবিধ প্রকার 'বায়ু' সকল উহার ফল। মহৎ অর্থাৎ হৃদয়ে ফলিত হয় বলিয়াই প্রধান প্রধান ধমনীদিগকে মহাফলা বলে। ইহাদের ধ্মান হয় বলিয়াই ইহাদের নাম ধমনী হইয়াছে। স্রবণ হয় বলিয়া স্রোতঃ ও সরণ করে বলিয়া সিরা নাম হইয়াছে। [ধ্মান শব্দের অর্থ— ধ্মসাদির দ্বারা পূরণ। পোষণীয় রসাদির বহনকে স্রবণ কহে। সরণ শব্দের অর্থ—এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন]। ৬। সেই হৃদয়, সেই মহামূলা ধমনী সকল এবং সেই ওজঃ রক্ষা করিতে হইলে মানসিক দুঃখ-হেতু সকল পরিহার করা উচিত। আর যে আহার হৃদ্য, যাহা ওজস্য, যাহা স্রোতঃসমূহের প্রসাদন, তাহাই যত্নপূর্ব্বক সেবন করা উচিত। আর শক্তি ও জ্ঞান সর্ব্ব প্রযত্নে উপার্জ্জন করা উচিত। ৭। অনেক প্রকার উপায় থাকিলেও এস্থলে একটা প্রধান প্রাণবর্দ্ধন উপায়, একটি প্রধান বলবর্দ্ধন উপায়, একটী প্রধান বৃংহণ উপায়, একটী প্রধান আনন্দন উপায়, একটী প্রধান হর্ষণ উপায় এবং একটী প্রধান গতির উপায় বলা যাইতেছে। যথা :—অহিংসা প্রাণীদিগের প্রাণবর্দ্ধনের প্রধান উপায়, বীর্য্য বলবর্দ্ধনের, বিদ্যা বৃংহণের, ইন্দ্রিয়সংযম আনন্দের, তত্ত্বজ্ঞান হর্ষের এবং ব্রহ্মচর্য্য গতির প্রধান উপায় আয়ুর্ব্বেদবেত্তারা মনে করেন। [যদিও মাংস বৃংহণদির প্রধান তথাপি বিদ্যা শরীর ও মনের যুগপৎ বৃংহণ। ইতি চক্রপাণি]। ৮। যাঁহারা এই তন্ত্রের স্থান, অধ্যায় ও প্রশ্নসমূহের বিভাগক্রমে, বাক্য, বাক্যার্থ এবং অর্থাংশ দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাঁহারাই আয়ুর্ব্বেদবিৎ। ৯। কিরূপে তন্ত্রাদি ঐরূপে ব্যাখ্যা

শোহবয়বশশ্চেতি উক্তানি ভবন্তি, অত্রো-চ্যতে তন্ত্রমার্ষং কার্ৎস্ন্যেন যথাস্থানমুচ্যমানং বাক্যশো ভবত্যুক্তম্॥ বুদ্ধ্যা সম্যগনুপ্রবিশ্যার্থতত্ত্বং বাগ্ভির্বা সসমাসপ্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়নিগমনযুক্তাভিস্ত্রিবিধশিষ্যবুদ্ধিগম্যাভিরুচ্যমানং বাক্যার্থশো ভবত্যুক্তম্। তন্ত্রনিয়তানামর্থদুর্গাণাং পুনর্ভাবনৈরুক্তমর্থাবয়বশো ভবত্যুক্তম্। তত্র চেৎ প্রষ্টারঃ স্যুঃ চতুর্ণামৃক্সামযজুরথর্ব্ববেদানাং কং বেদমুপদিশন্ত্যায়ুর্ব্বেদবিদঃ। কিমায়ুঃ কস্মাদায়ুর্ব্বেদঃ কিঞ্চায়মায়ুর্ব্বেদঃ শাশ্বতোঽশাশ্বত ... কানি চাস্যাঙ্গানি কৈশ্চায়মধ্যেতব্যঃ কিমর্থঞ্চেতি॥ ১০

তত্র ভিষজা পৃষ্টেনৈবং চতুর্ণামৃক্সামযজুরথর্ব্ববেদানামাত্মনোঽথর্ব্ববেদে ভক্তিরাদেশ্যা। বেদো হ্যাথর্ব্বণঃ স্বস্ত্যয়নবলিমঙ্গলহোমনিয়ম-প্রায়শ্চিত্তোপবাসমন্ত্রাদি-পরিগ্রহাৎ চিকিৎসাং প্রাহ। চিকিৎসা চায়ুষো হিতায়োপদিশ্যতে, বেদঞ্চোপদিশ্যায়ুর্ব্বাচ্যং, তত্রায়ুশ্চেতনাপ্রবৃত্তির্জীবিতমনুবন্ধো ধারি চেত্যেকোঽর্থঃ। তদা আয়ুর্বেদয়তীত্যায়ুর্ব্বেদঃ কথমিত্যুচ্যতে স্বলক্ষণতঃ সুখাসুখতো হিতাহিততঃ প্রমাণাপ্রমাণতশ্চ; যতশ্চায়ুষ্যানায়ুষ্যাণি চ দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি বেদয়ত্যতোঽপ্যায়ুর্ব্বেদঃ। তত্রায়ুষ্যাণি অনায়ুষ্যাণি চ দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি কেবলেনোপদেক্ষ্যন্তে॥ ১১

তন্ত্রেণ তত্রায়ুরুক্তং স্বলক্ষণতো যথাবদিহৈব তত্র শারীরমানসাভ্যাং রোগাভ্যামনভিদ্রুতস্য বিশেষেণ যৌবনবতঃ সমর্থাগতবলবীর্য্য-পৌরুষ-পরাক্রমস্য জ্ঞানবিজ্ঞানে-

করা যাইতে পারে, তাহা বলা হইতেছে। তন্ত্র ঋষিকৃত। সমুদায়ে ইহাতে কতগুলি স্থান [সূত্রস্থান প্রভৃতি] আছে, তাহা বলিতে পারিলে ব্যাক্য দ্বারা স্থান ব্যাখ্যা করা হইল। ঐ সকল স্থান সংমাবরূপে বোধগম্য করিয়া সবিস্তরে ও সংক্ষেপে প্রতিজ্ঞা, হেতু উদাহরণ বিচারণা ও নিগমন সহকারে উত্তম মধ্যম ও নিকৃষ্ট এই ত্রিবিধ প্রকার শিষ্যেরই বোধগম্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিলে বাক্যার্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। আর তন্ত্রোক্ত কঠিন কঠিন স্থান সকলের পুনরুল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিলে তাহা অর্থাংশ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বিধ বেদের কোন্ বেদ উপদেশ দিলে আয়ুর্ব্বেদবেত্তা বলা যায় (অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ কোন বেদের অন্তর্গত)? আয়ুর্ব্বেদ কাহাকে বলে? আয়ুর্ব্বেদ কোথা হইতে আসিল? ইহা কি নিত্য কি অনিত্য? ইহার কতগুলি অঙ্গ? কাহাদের ইহা পাঠ করা উচিত? কেনইবা পাঠ করা উচিত? ১০। ভিষক্ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব; এই চতুর্ব্বেদের মধ্যে অথর্ব্ববেদকেই আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। অথর্ব্ববেদোক্ত স্বস্ত্যয়ন, বলি, মঙ্গল, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস ও মন্ত্রাদি দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আয়ুর হিতার্থই চিকিৎসার প্রয়োজন। এইরূপে বেদের বিষয় কহিয়া আয়ুর বিষয় কহিতেছি। আয়ুর পর্য্যায় যথা;—চেতনা, প্রবৃত্তি, জীবিত, অনুবন্ধ ও ধারী। আয়ুকে বিদিত করে এই জন্য আয়ুর্ব্বেদ নাম হইয়াছে। কিরূপে বিদিত করে, তাহা বলা হইতেছে। ইহা আয়ুর লক্ষণ, সুখায়ু, অসুখায়ু, আয়ুর প্রমাণ ও অপ্রমাণ নির্ণয় করে, আর দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম সকল যেরূপে আয়ুষ্কর ও আয়ুঃক্ষয়কর হইয়া থাকে, তাহা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিলে জানা যায়। আয়ুর্ব্বেদে আয়ুষ্য ও অনায়ুষ্য বিধ দ্রব্যগুণকর্ম্মেরই বিবরণ আছে, নিম্নে সাধারণতঃ তাহা উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। ১১। তন্ত্রে আয়ুর লক্ষণ এই অধ্যায়েই কথিত হইয়াছে। সুখায়ুর এইরূপ ব্যাখ্যা আছে। যে ব্যক্তি শারীর ও মানসিক রোগে অভিভূত নহে, যে ব্যক্তি বিশেষরূপে যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি বলবীর্য্যপৌরুষ-

ন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থবলসমুদায়ে বর্ত্তমানস্য পরমর্দ্ধি-রুচির-বিবিধোপভোগস্য সমৃদ্ধ-সর্ব্বারম্ভস্য যথেষ্টবিচারণাৎ সুখমায়ুরুচ্যতে, অসুখমতো বিপর্য্যয়েণ। ১২

হিতৈষিণঃ পুনর্ভূতানাং পরস্বাদুপরতস্য সত্যবাদিনঃ শমপরস্য পরীক্ষ্যকারিণো-ঽপ্রমত্তস্য ত্রিবর্গং পরস্পরেণানুপহতমুপসেব-মানস্য পূজার্হসম্পূজকস্য জ্ঞানবিজ্ঞানোপ-শমশীলস্য বৃদ্ধোপসেবিনঃ সুনিয়তরাগারা-গের্ষ্যামদমানবেগস্য সততং বিবিধপ্রদান-পরস্য তপোজ্ঞানপ্রশমনিত্যস্য অধ্যাত্ম-বিদস্তৎপরস্য লোকমিমঞ্চামুঞ্চাপেক্ষ্যমাণস্য স্মৃতিমতো হিতমায়ুরুচ্যতে। অহিতমতো বিপর্য্যয়েণ ॥ ১৩

প্রমাণমায়ুষস্ত্বর্থেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিচেষ্টাদীনাং বিকৃতিলক্ষণৈরুপলভ্যতে অনিমিত্তৈরিদমস্মাৎ ক্ষণান্মুহূর্ত্তাদ্দিবসাৎ ত্রিপঞ্চদশসপ্তদশদ্বাদ-শাহাৎ পক্ষান্মাসাৎ ষণ্মাসাৎ সংবৎসরাদ্বা স্বভাবমাপৎস্যতে ইতি। তত্র স্বভাবঃ প্রবৃ-ত্তেরুপরমো মরণমনিত্যতা-নিরোধ ইত্যে-কোঽর্থঃ। ইত্যায়ুষঃ প্রমাণমতো বিপরীত-মপ্রমাণম্‌॥ ১৪

অরিষ্টাধিকারে দেহপ্রকৃতিলক্ষণমধিকৃত্য চোপদিষ্টমায়ুষঃ প্রমাণমায়ুর্ব্বেদে। প্রয়োজন-ঞ্চাস্য স্বস্থস্য স্বাস্থ্যরক্ষণমাতুরস্য বিকারপ্রশম-নম্‌। সোঽয়মায়ুর্ব্বেদঃ শাশ্বতো নির্দ্দিশ্যতে-ঽনাদিত্বাৎ স্বভাব-সংসিদ্ধলক্ষণত্বাদ্ভাব-স্বভাবনিত্যত্বাচ্চ। ন হি নাভূৎ কদাচিদায়ুষঃ সন্তানঃ বুদ্ধিসন্তং ন বা শাশ্বতশ্চায়ুষো বেদিতা

পরাক্রমসম্পন্ন, যাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ার্থ ও বল সম্পূর্ণ অধিকৃত আছে, যে ব্যক্তি পরম শ্রীসম্পন্ন ও রুচিরবিবিধোপ-ভোগসম্পন্ন, যাহার সমস্ত আরম্ভই সুসম্পন্ন এবং যে ব্যক্তি স্বাধীন, তাহার আয়ুকে সুখায়ু কহিয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলেই তাহাকে অসুখ-আয়ু কহিয়া থাকে। ১২। যিনি ভূতগণের হিতৈষী, পরধনে বীতস্পৃহ, সত্যবাদী, শান্তিপরায়ণ, সমীক্ষ্যকারী,অপ্রমত্ত, ধর্ম্মার্থকামের পরস্পর অবিরোধ ক্রমে ভোগ-কারী, পূজ্যপূজক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যশালী, বৃদ্ধোপসেবী, রাগ-বিদ্বেষ-ঈর্ষা-মদ ও মানের বেগধারণকারী, সতত বিবিধদান-পরায়ণ, তপোজ্ঞানশান্তি পরায়ণ, অধ্যাত্মবিৎ, তৎপর, ইহপরলোকে হিতলাভেচ্ছুক এবং স্মৃতিমান্‌ তাঁহার আয়ুই সুখায়ু। ইহার বিপরীত আয়ুকে অহিত বলা যায়। ১৩। আয়ুর প্রমাণ যথা ;—অর্থ [গন্ধাদি। শরীরে নানা পুষ্পের গন্ধ বাহির হইলে অরিষ্টলক্ষণ হয়] এবং ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি চেষ্টা প্রভৃতির বিকৃতি হইলে আয়ুর শেষ হইল বলা যায়। যদি এই সকল লক্ষণ অহেতুক হয়, তবে ক্ষণকাল বা মুহূর্ত্ত, বা এক দিন, বা তিন দিন, বা পাঁচ দিন, বা দশ দিন বা সপ্তদশদিন বা দ্বাদশ দিন, বা একপক্ষ বা একমাস, বা ছয় মাস, বা সংবৎসর পরেই স্বভাবস্থ হইতে পারে। এ স্থলে যে স্বভাব শব্দের উল্লেখ করা হইল, তদ্দ্বারা প্রবৃত্তির স্বভাব বুঝিতে হইবে। উপরম শব্দের অর্থ মরণ এবং অনিত্যতা শব্দের অর্থ নিরোধ, ইহারা একার্থক। ইহাই আয়ুর প্রমাণ, ইহার বিপরীত অপ্রমাণ। ১৪। আয়ুর্ব্বেদের অরিষ্টা-ধিকারে [ইন্দ্রিয়স্থানে] দেহপ্রকৃতি ও লক্ষণ অবলম্বন করিয়া আয়ুর পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগীর রোগশান্তিই আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন। এই আয়ুর্ব্বেদ (অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগশান্তির জ্ঞান) নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কারণ ইহার আদি নাই, ইহা পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। আর নিত্যত্বই ইহার স্বভাব-সিদ্ধ লক্ষণ [১৬ প্রকরণের উপসংহার দেখ]। ইহার বিচার্য্য দ্রব্য সকলও স্বভাবতঃ নিত্য। আয়ুর কখন ছেদ হয় নাই। কারণ জীবের উচ্ছেদ নাই। আয়ুর্ব্বেদের যে জ্ঞান, তাহারও ছেদ দেখা যায় নাই। আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞাতাও নিত্য। অতএব আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞেয় জ্ঞান ও

অনাদি চ সুখদুঃখং সদ্রব্যহেতুলক্ষণপরাপর-যোগাদেষ চার্থসংগ্রহো বিভাব্যতে। আয়ুর্ব্বেদলক্ষণমিতি গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরূক্ষাদীনাঞ্চ দ্বন্দ্বানাং সামান্যবিশেষাভ্যাং বৃদ্ধিহ্রাসৌ যথোক্তং। গুরুভিরভ্যস্যমানৈর্গুরূণামুপচয়ো ভবত্যপচয়ো লঘূনামেবমেবেতরেষামিত্যেষ ভাবস্বভাবো নিত্যঃ। স্বলক্ষণঞ্চ দ্রব্যাণাং পৃথিব্যাদীনাং সন্তি তু দ্রব্যাণি গুণাশ্চ নিত্যানিত্যাঃ॥ ১৫

ন হ্যায়ুর্ব্বেদস্যাভূত্বোৎপত্তিরুপলভ্যতে। অন্যত্রাববোধোপদেশাভ্যামেতদ্বৈ দ্বয়মধিকৃত্য উৎপত্তিমুপদিশন্ত্যেকে স্বাভাবিকঞ্চাস্য লক্ষণমধিকৃত্য যদুক্তম্ ইহ চাদ্যে চাধ্যায়ে যথাগ্নেরৌষ্ণ্যমপাং দ্রবত্বং ভাবস্বভাবনিত্যত্বমপি চাস্য যথোক্তং গুরুভিরভ্যস্যমানৈর্গুরূণামুপচয়ো ভবত্যপচয়ো লঘূনামিত্যেবমাদি॥ ১৬

জ্ঞাতা তিনই নিত্য হইয়াছে। অতএব আয়ুর্ব্বেদ নিত্য প্রমাণ হইল। সুখ ও দুঃখ অর্থাৎ আরোগ্য ও ব্যাধি এই দুয়েরও আদি নাই। আর উহাদের দ্রব্য হেতু ও লক্ষণ অনাদি। [আরোগ্যের হেতু যথা ঔষধ। ব্যাধির হেতু যথা নিদান ইত্যাদি]। অতএব আরোগ্যের প্রতিপাদক ও ব্যাধির প্রশমক আয়ুর্ব্বেদেরও আদি থাকিতে পাবে না। আবার দ্রব্যের স্বভাব নিত্য অর্থাৎ গুরু, লঘু, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ প্রভৃতির সমানযোগে বৃদ্ধি ও অসমানযোগে হ্রাস বলা হইয়াছে; যথা,—গুরুবস্তু অভ্যাস করিলে লঘুত্বের অপচয় হয় এবং গুরুত্বের বৃদ্ধি হয়, অন্যান্য বস্তুর সম্বন্ধেও এই নিয়ম লক্ষিত হয়, অতএব দ্রব্যের এই নিয়ম লক্ষিত হয়, অতএব দ্রব্যের এই নিয়ম বা স্বভাব নিত্য, ইহার কখন ব্যভিচার ঘটে না। এইরূপ দ্রব্যের স্বভাব নিত্য প্রমাণ হওয়াতে তদ্বিচারক আয়ুর্ব্বেদও নিত্য প্রমাণ হইতেছে। এইরূপে পৃথিব্যাদি দ্রব্যদিগের খরত্বাদি গুণও নিত্য; কারণ দ্রব্য সকল সর্ব্বদাই আছে এবং গুণ সকল উহাদের সঙ্গেই আছে। কিন্তু পৃথিব্যাদি পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যের নিত্যত্ব হইলেও তাহাদের স্থূলভাব ও তজ্জাত রসাদির অনিত্যত্ব আছে। তবে আবার আর একভাবে নিত্যত্বও বলা যায়, কারণ উহারা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। [১৬ প্রকরণের উপসংহার দেখ]। ১৫। আয়ুর্ব্বেদ ছিল না, উহার উৎপত্তি হইয়াছে; এরূপও প্রতিপন্ন করা যায় না। অবশ্য ইহার দুই প্রকার আবির্ভাব হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এক প্রকার ব্রহ্মা হইতে আবির্ভাব। আর এক প্রকার ইন্দ্রের উপদেশ হইতে আবির্ভাব। ব্রহ্মা হইতে যে আয়ুর্ব্বেদ উৎপন্ন হয়, তাহা নিত্যজ্ঞান জন্য। আর ইন্দ্র হইতে যে আয়ুর্ব্বেদ ধরাতলে আবির্ভূত হয়, তাহা উপদেশ জন্য। কিন্তু ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের অনিত্যত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না। কোন কোন আশ্চর্য্য আয়ুর্ব্বেদকে স্বতঃসিদ্ধ কহিয়াছেন। তাঁহারা কহেন যে, যেমন প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নির উষ্ণত্ব, জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক এবং ভাবদিগের স্বভাবনিত্যত্ব আছে, আয়ুর্ব্বেদও সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ। যেমন বলা হইয়াছে যে, গুরু দ্রব্য অভ্যাস করিলে গুরুদিগের উপচয় ও লঘুদিগের অপচয় হয়; এই নিয়ম স্বভাবসিদ্ধ; আয়ুর্ব্বেদও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ। [আয়ুর্ব্বেদ স্বভাবসিদ্ধ; স্থূলভাবে বিচার করিয়া দেখ, এই দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শরীর সুস্থ থাকে, আর এই দ্রব্য ভক্ষণ করিলে অসুখ হয়, এইরূপ একটী যে জ্ঞান, তাহা অবশ্য আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত। সে জ্ঞান প্রথম সৃষ্ট মানবদিগেরও ছিল। নতুবা তাহারা কখনই বাঁচিত না। যদি বল যে, প্রথম সৃষ্ট মানবদিগের খাদ্যাখাদ্য ঈশ্বর তাহাদের সম্মুখীন হইয়া দেখাইয়া দিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও আয়ুর্ব্বেদ নিত্য, কেন

তস্যায়ুর্ব্বেদস্যাঙ্গান্যষ্টৌ।

তদ্‌যথা।—

কায়চিকিৎসা শালাক্যং শল্যহর্ত্তৃকং বিষগরবৈরোধিকপ্রশমনং ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্যকং রসায়নানি বাজীকরণমিতি স চাধ্যেতব্যো ব্রাহ্মণরাজন্যবৈশ্যৈঃ। তত্রানুগ্রহার্থং প্রাণিনাং ব্রাহ্মণৈরাত্মরক্ষার্থং রাজন্যৈর্বৃত্ত্যর্থং বৈশ্যৈঃ সামান্যতো বা ধর্ম্মার্থকামপ্রতিগ্রহার্থং সর্ব্বৈঃ। তত্র চ যদধ্যাত্মবিদাং ধর্ম্মপথস্থানাং ধর্ম্মপ্রকাশানাং বা মাতৃপিতৃভ্রাতৃবন্ধুগুরুজনস্য বা বিকারপ্রশমনে প্রযত্নবান্ ভবতি। যশ্চায়ুর্ব্বেদোক্তমধ্যাত্মমনুধ্যায়ত্যবৈত্যাধীতে বা সোহপ্যস্য পরো ধর্ম্মঃ॥ ১৭

যা পুনরীশ্বরাণাং বসুমতাং বা সকাশাৎ সুখোপহারনিমিত্তা ভবত্যর্থলব্ধিরবেক্ষণঞ্চ যা চ স্বপরিগৃহীতানাং প্রাণিনামাতুর্য্যাদ্‌রক্ষাক্ষমত্বক্কাস্যার্থঃ। যৎ পুনরস্য বিদ্বদ্‌গ্রহণং যশঃ শরণ্যত্বং যা চ সমানশুশ্রূষা যচ্চেষ্টানাং জনানামারোগ্যমাধত্তে সোঽস্য কাম ইতি॥ ১৮

যথাপ্রশ্নমুক্তমশেষেণ। অথ ভিষগাদিত এব ভিষজা প্রষ্টব্য ইতি অষ্টবিধম্।

তদ্‌যথা।—

তন্ত্রং তন্ত্রার্থং স্থানানি স্থানার্থানধ্যায়ানধ্যায়ার্থান্ প্রশ্ন ন্ প্রশ্নার্থাংশ্চেতি॥ ১৯

পৃষ্টে চৈতদ্বক্তব্যমশেষেণ বাক্যশো বাক্যার্থশোঽর্থাবিয়বশশ্চেতি॥ ২০

তত্রায়ুর্ব্বেদঃ শাখা বিদ্যা সূত্রং জ্ঞানং শাস্ত্রং লক্ষণং তন্ত্রমিত্যনর্থান্তরম্। তন্ত্রার্থঃ পুনঃ স্বলক্ষণেনোপদিষ্টঃ স চার্থঃ প্রকরণৈর্বিভাব্যমানো ভূয় এব শরীরবৃত্তিহেতুব্যাধি-কর্ম্ম কার্য্য-কাল -কর্ত্তৃকরণ--বিধিবিনিশ্চয়োদ্দেশ--প্রকরণাঃ

না, ইহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদর্শিত] ১৬। এই আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গে বিভক্ত। যথা, কায়চিকিৎসা, শালক্য (শলকাতন্ত্র), শল্যহর্ত্তৃক (শল্যোদ্ধার), বিষগরবৈরোধিক চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্যক, রসায়ন ও বাজীকরণ; ইহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পাঠ্য। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রাণীদিগের হিতার্থ, ক্ষত্রিয়গণ আত্মরক্ষার্থ এবং বৈশ্যগণ বৃত্তির নিমিত্ত ইহা পাঠ করিবেন। অথবা সাধারণতঃ ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধির জন্য সকলেই ইহা পাঠ করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিয়া অধ্যাত্মবিৎ, ধর্ম্মপথস্থ, ধর্ম্মপ্রকাশক এবং পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু ও গুরুজনের রোগশান্তির পক্ষে সর্ব্বথা যত্নবান্ হইবে। যে ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদোক্ত অধ্যাত্ম বিষয়ের অনুধ্যান করেন, বা আয়ুর্ব্বেদ অবগত হন বা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারও পরম ধর্ম্ম হইয়া থাকে। ১৭। আর আয়ুর্ব্বেদের অনুসরণ করিলে অর্থলাভও আছে। অথবা রাজা ও ধনীদিগের নিকট উপহার স্বরূপ অর্থধান্যাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর স্বপরিজনের অবেক্ষণ ও রক্ষাসাধন এবং প্রাণীদিগের আরোগ্যসাধনে সমর্থ হওয়াকেও অর্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ১৮। আর আয়ুর্ব্বেদের অনুসরণ করিলে কামসিদ্ধিও হইয়া থাকে। কারণ চিকিৎসা দ্বারা পণ্ডিতদিগের প্রিয়পাত্র হওয়া যায়, যশঃ ও শরণ্যত্ব লাভ করা যায় এবং সমানদিগের শুশ্রূষা ও প্রিয়জনদিগের রোগশান্তি করিয়া মনের অভিলাষ পূর্ণ করা যায়। ১৯। এইরূপে যথাপ্রশ্ন নিঃশেষরূপে বলা হইল। এক্ষণে বোধ হয় প্রশ্ন হইতে পারে যে, তন্ত্র, তন্ত্রার্থ (তন্ত্রের বিচার্য্য বিষয়), স্থানসমূহ, স্থানার্থ (সেই সেই স্থানের বিচার্য্য বিষয়), অধ্যায় সমূহ, অধ্যায়ার্থ (সেই সেই অধ্যায়ের বিচার্য্য বিষয়), প্রশ্ন ও প্রশ্নার্থ সকল কি? ২০। এই সকল প্রশ্নের উত্তর করা যাইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ, শাখা, বিদ্যা, সূত্র, জ্ঞান, শাস্ত্র, লক্ষণ এবং তন্ত্র এই সকল শব্দের বিশেষ অর্থান্তর নাই। আর তন্ত্রের অর্থ (অর্থাৎ বিষয়) উহার লক্ষণের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (তন্ত্রের প্রকরণ সকল দেখিলেই তন্ত্রের বিষয় সকল জানা যায়)। এই তন্ত্রে শরীরযাত্রা, হেতু, ব্যাধি-চিকিৎসা, আরোগ্য,

তানি চ প্রকরণানি কেবলেনোপদেক্ষ্যন্তে তন্ত্রেণ ॥ ২১

অষ্টাবষ্টৌ স্থানানি। তদ্‌যথা।—

শ্লোকনিদানবিমানশারীরেন্দ্রিয়-চিকিৎসিত-কল্প-সিদ্ধিস্থানানি। তত্র ত্রিংশদধ্যায়কং শ্লোক-স্থানম্। অষ্টাধ্যায়কানি নিদানবিমান-শারীরস্থানানি। দ্বাদশকমিন্দ্রিয়াণাম্।। ত্রিংশকং চিকিৎসিতানাম্। দ্বাদশকে কল্পসিদ্ধিস্থানে ইতি ॥ ২২

ভবতি চাত্র।

দ্বাত্রিংশকে দ্বাদশকত্রয়ঞ্চ
ত্রীণ্যষ্টকান্যেষু সমাপ্তিরুক্তা।
শ্লোকৌষধারিষ্টকল্পসিদ্ধি-
নিদানমানাশ্রয়সংজ্ঞকেষু ॥ ২৩

স্বে স্বে স্থানে যথাস্বঞ্চ স্থানার্থ উপদেক্ষ্যতে।
সবিংশমধ্যায়শতং শৃণু নামক্রমাগতম্ ॥
দীর্ঘঞ্জীবোহপ্যপামার্গতণ্ডুলারগ্বধাদিকৌ।
ষড়্‌বিরেকাশ্রয়শ্চেতি চতুষ্কো ভেষজাশ্রয়ঃ ॥
মাত্রাতস্যাশিতীয়ৌ চ ন বেগান্ধারণস্তথা।
ইন্দ্রিয়োপক্রমশ্চেতি চত্বারঃ স্বাস্থ্যবৃত্তিকাঃ ॥
খুড্ডাকশ্চ চতুষ্পাদো মহাংস্ত্রিস্রৈষণস্তথা।
সহবাতকলাখ্যেন বিদ্যান্নৈর্দ্দেশিকান্ বুধঃ ॥
স্নেহনস্বেদনাধ্যায়াবুভৌ যশ্চোপকল্পনঃ।
চিকিৎসাপ্রভৃতশ্চৈব সর্ব্বা এবোপকল্পনাঃ ॥
কিয়ন্তঃশিরসীয়শ্চ ত্রিশোফাষ্টোদরাদিকৌ।
রোগাধ্যায়ো মহাংশ্চৈব রোগাধ্যায়চতুষ্টয়ম্ ॥
অষ্টৌনিন্দিতসংখ্যাতস্তথা লঙ্ঘনতর্পণৌ।
বিধিশোণিতকশ্চেতি ব্যাখ্যাতাস্তত্রযোজনাঃ ॥
যজ্জঃপুরুষকঃখ্যাতো ভদ্রকাপ্যোহন্নপানিকৌ
বিবিধাশিতপীতশ্চ চত্বারোহন্নবিনিশ্চয়ে ॥
দশপ্রাণায়তনিকস্তথার্থেদশমূলিকঃ।
দ্বাবেতৌ প্রাণদেহার্থৌ প্রোক্তৌ
বৈদ্যগুণাশ্রয়ৌ ॥ ২৪
ঔষধস্বস্থনির্দ্দেশকল্পনারোগযোজনাঃ।

কাল, কর্ত্তৃ-করণ (চিকিৎসক ও ঔষধ), বিধি, নিশ্চয় ও কল্পনা; এই দশবিধ প্রকরণ আছে। ২১। এই তন্ত্রে আটটী স্থান আছে; সূত্র-স্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসিতস্থান, কল্পস্থান ও সিদ্ধি-স্থান। সূত্রস্থানের অধ্যায় ৩০টী। নিদান, বিমান ও শারীরস্থান প্রত্যেকেরই ৮টী করিয়া অধ্যায়। ইন্দ্রিয়স্থান ১২ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। চিকিৎসাস্থানের ৩০টী অধ্যায়। কল্প ও সিদ্ধিস্থানে ১২টী করিয়া ২৪টী অধ্যায়। ২২। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সূত্রস্থান ও চিকিৎ-সিতস্থান প্রত্যেকে ৩০ অধ্যায়; ইন্দ্রিয়স্থান, কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান প্রত্যেকে ১২ অধ্যায়ে এবং নিদান, বিমান ও শারীরস্থান প্রত্যেকে ৮ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ২৩। সর্ব্বশুদ্ধ ১২০ অধ্যায় হইতেছে। তন্মধ্যে সূত্রস্থানের ৩০টী অধ্যায়ের বিবরণ করা হইতেছে। অপমার্গতণ্ডুলীয়, আরগ্বধীয়, এবং ষড়্‌বিরেচন-শতাশ্রিতীয়, এই চারিটি অধ্যায়ে ঔষধের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। মাত্রাশিতীয়, তস্যাশিতীয়, নবেগান্ধারণীয় ও ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়, এই চারি অধ্যায়ে স্বাস্থ্য রক্ষা বিবৃত হইয়াছে। খুড্ডাকচতুষ্পাদ, মহাচতুষ্পাদ, তিস্রৈষণীয় ও বাতকলাকলীয়; এই চারিটী অধ্যায়ে নৈর্দ্দেশিকচতুষ্ক অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় বলা হইয়াছে। স্নেহাধ্যায়, স্বেদাধ্যায়, উপকল্পনীয়াধ্যায় এবং চিকিৎসাপ্রভৃতীয়, এই চারিটী অধ্যায়ে উপ-কল্পনা (যোগাড়) সমস্ত বিবৃত হইয়াছেন। কিয়ন্তঃ শিরসীয়, ত্রিশোফীয়, অষ্টোদরীয় ও মহারোগ; এই চারি অধ্যায়ে রোগের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। অষ্টৌনিন্দিতীয়, লঙ্ঘন-বৃংহণীয়, সন্তর্পণীয় এবং বিধিশোণিতীয়; এই চারি অধ্যায়ে রোগের প্রতি ঔষধপ্রয়োগের বিবরণ করা হইয়াছে। যজ্জঃপুরুষীয়, আত্রেয়ভদ্রকাপ্যীয়, অন্নপানবিধি এবং বিবি-ধাশিত-পীত অধ্যায়ে আহারদ্রব্যের বিবরণ করা হইয়াছে। দশপ্রাণায়তনীয় ও অর্থে-দশমূলীয় অধ্যায়ে বৈদ্যের গুণাগুণ বিবৃত হইয়াছে। ২৪। ঔষধ, স্বাস্থ্যরক্ষা, নির্দ্দেশ,

চতুষ্কাঃ ষট্ ক্রমেণোক্তাঃ সপ্তমশ্চান্নপানিকঃ॥
দ্বৌ চান্ত্যৌ সংগ্রহাধ্যায়াবিতি ত্রিংশৎকমর্থবৎ।
শ্লোকস্থানং সমুদ্দিষ্টং তন্ত্রস্যাস্য শিরঃ শুভম্॥ ২৫
চতুষ্কাণাং মহার্থানাং স্থানেঽস্মিন্ সংগ্রহঃ কৃতঃ॥ ২৬
শ্লোকার্থঃ সংগ্রহার্থশ্চ শ্লোকস্থানমতঃ স্মৃতঃ॥ ২৭
জ্বরাণাং রক্তপিত্তস্য গুল্মানাং মেহকুষ্ঠয়োঃ॥
শোষোন্মাদনিদানে চ স্যাদপস্মারণঞ্চ যৎ॥
ইত্যধ্যায়াষ্টকমিদং নিদানস্থানমুচ্যতে॥ ২৮
রসেষু ত্রিবিধে কুক্ষৌ ধ্বংসে জনপদস্য চ।
ত্রিবিধে রোগবিজ্ঞানে স্রোতঃস্বপি চ বর্ত্তনে॥
রোগানীকে ব্যাধিরূপে রোগাণাঞ্চ ভিষগ্জিতে।
অষ্টৌ বিমানান্যুক্তানি মানার্থানি মহর্ষিণা॥ ২৯
কতিধাপুরুষীয়ঞ্চ গোত্রেণাতুল্যমেব চ।
খুড্ডীকা মহতী চৈব গর্ভাবক্রান্তিরুচ্যতে॥
পুরুষস্য শরীরস্য বিচয়ৌ দ্বৌ বিনিশ্চিতৌ।
শরীরসংখ্যা সূত্রঞ্চ জাতেরুষ্টমমুচ্যতে।
ইত্যুদ্দিষ্টানি মুনিনা শারীরাণ্যত্রিসূনুনা॥ ৩০
বর্ণস্বরীয়ং পুষ্পাখ্যস্তথৈব পরিমর্ষণঃ।
তথৈব চেন্দ্রিয়ানীকঃ পৌর্ব্বরূপকমেব চ॥
কতমানিশরীরীয়ঃ পন্নরূপোঽপ্যবাক্শিরাঃ।
যস্য শ্যাবনিমিত্তশ্চ সদ্যোমরণ এব চ॥
অণুজ্যোতিরিতি খ্যাতস্তথা গোময়চূর্ণবান্।
দ্বাদশাধ্যায়কং স্থানমিন্দ্রিয়াণাং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৩১
অভয়ামলকীয়ঞ্চ প্রাণকামীয়মেব চ।
করপ্রচিতিকং দেবসমুত্থানং রসায়নম্॥
সংযোগশরমূলীয়মাসক্তক্ষীরকং তথা।
মাষপর্ণভৃতীয়ঞ্চ পুমান জাতবলাদিকম্॥
চতুষ্কদ্বয়মপ্যেতদধ্যায়দ্বয়মুচ্যতে।
রসায়নমিতি জ্ঞেয়ং বাজীকরণমেব চ॥
জ্বরাণাং রক্তপিত্তস্য গুল্মানাং মেহকুষ্ঠয়োঃ।

কল্পনা, রোগ, ও ঔষধপ্রয়োগ; এই ছয়টী বিষয় চারি চারিটী অধ্যায়ে ক্রমশঃ উক্ত হইয়াছে। সপ্তমস্থলে অন্নপান চারিটী অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। অপর দুইটী অধ্যায়ে সূচী বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে ত্রিংশৎ অধ্যায়ে এই তন্ত্রের শিরোভূত, সারগর্ভ, মঙ্গলসূচক সূত্রস্থান সম্যক্রূপে বিবৃত হইল। ২৫। এইরূপে এই সূত্রস্থানে পরমপ্রয়োজনীয় চতুষ্কসমূহের (চারিটী অধ্যায়ে একটী চতুষ্ক হয়, যথা;—রোগচতুষ্ক ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হইয়াছে। ২৬। এই তন্ত্রের বিষয় সমস্ত এই অধ্যায়ে সূত্রাকারে নিবিষ্ট হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম সূত্রস্থান হইয়াছে। ২৭। নিদানস্থানে জ্বরনিদান, রক্ত-পিত্তনিদান, গুল্মনিদান, মেহনিদান, কুষ্ঠনিদান, শোষনিদান, উন্মাদনিদান ও অপস্মারনিদান; এই আটটী নিদান উক্ত হইয়াছে। ২৮। বিমানস্থানে রসবিমান, ত্রিবিধকুক্ষীয়বিমান, জনপদোধ্বংসনীয়বিমান, ত্রিবিধরোগবিশেষবিজ্ঞানীয়বিমান, স্রোতোবিমান, রোগানীকবিমান, ব্যাধিরূপীয়বিমান এবং রোগভিষগ্জিতীয়বিমান; এই আটটী অধ্যায় বিবৃত হইয়াছে। ২৯। শারীরস্থানে কতিধাপুরুষীয়-শারীর, অতুল্য-গোত্রীয়-শারীর, খুড্ডিকা-গর্ভাবক্রান্তিশারীর, মহতী-গর্ভাবক্রান্তিশারীর, পুরুষ-বিচয়-শরীর, শারীর-বিচয়-শারীর, শারীর-সংখ্যা-শারীর এবং জাতিসূত্রীয়শারীর; এই সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ৩০। ইন্দ্রিয় স্থলে বর্ণস্বরীয়-ইন্দ্রিয়, পুষ্পিতকা-ইন্দ্রিয়, পরিমর্শনীয়-ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ানীক-ইন্দ্রিয়, পূর্ব্বরূপীয়-ইন্দ্রিয়, কতমানি শরীরীয়-ইন্দ্রিয়, পন্নরূপীয়-ইন্দ্রিয় অবাক্শিরসীয়-ইন্দ্রিয়, যস্যশ্যাবনিমিত্তীয়-ইন্দ্রিয়, সদ্যোমরণীয়-ইন্দ্রিয়, অণুজ্যোতীয়-ইন্দ্রিয় এবং গোময়চূর্ণীয়-ইন্দ্রিয়; এই ১২টী অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। ৩১। চিকিৎসিতস্থানে অভয়ামলকীয়-রসায়নপাদ, প্রাণকামনীয় রসায়নপাদ, করপ্রচিতীয়-রসায়নপাদ, আয়ুর্ব্বেদ সমুত্থানীয় রসায়নপাদ, সংযোগ-শরমূলীয় বাজীকরণপাদ, আসিক্তক্ষীরীয়-বাজীকরণপাদ, মাষপর্ণ ভৃতীয়বাজীকরণপাদ, পুমানজাতবলাদিক-

শোষেহর্শসামতীসারে বীসর্পে চ মদাত্যয়ে॥
শ্বিত্রণীয়ে তথোন্মাদে হ্যপস্মারে এব চ।
ক্ষতশোথোদরে চৈব গ্রহণীপাণ্ডুরোগয়োঃ॥
হিক্কাশ্বাসে চ কাসে চ ছর্দ্দিতৃষ্ণাবিষেষু চ।
মর্ম্মত্রয়ে চোরুস্তম্ভে সবাতে বাতশোণিতে॥
ত্রিংশচ্চিকিৎসিতান্যেবং যোনীনাং ব্যাপদা
সহ॥ ৩২

ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুকল্পো ধামার্গবস্য চ।
পঞ্চমো বৎসকস্যোক্তঃ ষষ্ঠশ্চ কৃতবেধনে॥
শ্যামাত্রিবৃতয়োঃ কল্পস্তথৈব চতুরঙ্গুলেঃ।
তিল্বকস্য সুধায়াশ্চ সপ্তলাশঙ্খিনীষপি।
দন্তীদ্রবন্ত্যোঃ কল্পশ্চ দ্বাদশোহয়ং
সমাপ্যতে॥৩৩

কল্পনা পঞ্চকর্ম্মাখ্যা বস্তিমূত্রা তথৈব চ।
স্নেহব্যাপ্যাদিকা সিদ্ধির্নেত্রব্যাপাদিকা তথা।
সিদ্ধিঃ শোধনয়োশ্চৈব বস্তিসিদ্ধিস্তথৈব চ।

প্রাসৃতী মর্ম্মসংখ্যাতা সিদ্ধির্বস্ত্যাশ্রয়া চ যা॥
ফলমাত্রা তথা সিদ্ধিঃ সিদ্ধিশ্চোত্তরসংজ্ঞিতা।
সিদ্ধয়ো দ্বাদশৈবৈতাস্তন্ত্রেঽস্মিন্ সমাপ্যতে॥৩৪
স্বে স্বে স্থানে তথাধ্যায়ে চাধ্যায়ার্থঃ প্রবক্ষ্যতে
তং ক্রয়াৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বং যথাস্বং হ্যর্থস গ্রহাৎ॥৩৫
পৃচ্ছা তন্ত্রাদ্‌যথাম্নায়ং বিধিনা প্রশ্ন উচ্যতে।
প্রশ্নার্থো যুক্তিমাংস্তস্য তন্ত্রেণৈবার্থনিশ্চয়ঃ।
নিরুক্তং তন্ত্রণাৎ তন্ত্রং স্থানমর্থপ্রতিষ্ঠয়া॥ ৩৬
অধিকৃত্যার্থমধ্যায়নামসংজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ইতি সর্ব্বং যথাপ্রশ্নমষ্টকং সম্প্রকাশিতম্॥
কার্ৎস্ন্যেন চোক্তস্তন্ত্রস্য সংগ্রহঃ সুবিনিশ্চিতঃ॥৩৭

বাজীকরণপাদ, জ্বরচিকিৎসিত, রক্তপিত্ত-চিকিৎসিত, গুল্মচিকিৎসিত, প্রমেহ-চিকিৎসিত, কুষ্ঠচিকিৎসিত, রাজযক্ষ্মচিকিৎসিত, অর্শশ্চিকিৎসিত, অতিসারচিকিৎসিত, বীসর্পচিকিৎসিত, মদাত্যয়চিকিৎসিত, শ্বিত্রণীয়চিকিৎসিত, উন্মাদ-চিকিৎসিত, অপস্মারচিকিৎসিত, ক্ষতক্ষীণ-চিকিৎসিত, শোথচিকিৎসিত, উদরচিকিৎসিত, গ্রহণীরোগচিকিৎসিত, পাণ্ডুরোগচিসিৎসিত, হিক্কাশ্বাসচিকিৎসিত, কাসচিকিৎসিত, ছর্দ্দি-চিসিৎসিত, তৃষ্ণাচিকিৎসিত, বিষচিকিৎসিত, ত্রিমর্ম্মীয়চিকিৎসিত, উরুস্তম্ভচিকিৎসিত, বাত-ব্যাধিচিকিৎসিত এবং বাতরক্তচিকিৎসিত; ত্রিশটী অধ্যায় চিকিৎসিত স্থানে লিখিত হই-য়াছে। ৩২। কল্পস্থানে মদনকল্প, জীমূতকল্প, ইক্ষাকুকল্প, ধামার্গবকল্প, বৎসককল্প, কৃতবেধন-কল্প, শ্যামাত্রিবিৎকল্প, চতুরঙ্গুলকল্প, তিল্বককল্প, মহাবৃক্ষকল্প, সপ্তলাশঙ্খিনীকল্প ও দন্তীদ্রবন্তী কল্প; এই দ্বাদশটী অধ্যায় সমাপ্ত আছে।৩৩। সিদ্ধিস্থানে কল্পনাসিদ্ধি, পঞ্চকর্ম্মীয়সিদ্ধি, বস্তি-মূত্রীয়সিদ্ধি, স্নেহব্যাপাদিকাসিদ্ধি, নেত্রব্যাপা-দিকাসিদ্ধি, বমনবিরেচনব্যাপৎসিদ্ধি, বস্তি-ব্যাপাদিকাসিদ্ধি, প্রাসৃতযোগিকাসিদ্ধি, ত্রিম-র্ম্মীয়সিদ্ধি, বস্তিসিদ্ধি, ফলমাত্রাসিদ্ধি, এবং উত্তরসিদ্ধি; এই দ্বাদশটী অধ্যায় আছে। ৩৪। স্বীয় স্বীয় স্থানে ও স্বীয় স্বীয় অধ্যায়ে অধ্যায়ার্থ অর্থাৎ সেই অধ্যায়ের সমস্ত বিষয়ই বলা হইবে। যে অধ্যায়ে যেরূপে সমস্ত বিষয় বলা যাইতে পারে, সেইরূপেই বলা হইবে। [চক্রপাণি বলেন যে, কোন অধ্যায়ে সেই অধ্যায়ের নামের অনুরূপ বিষয় না বলা হইলে সেই অধ্যায়ের তাহাই নাম বুঝিয়া লইবে। আর কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ থাকিলে তাহা তন্ত্রান্তরে আছে বুঝিতে হইবে, যেমন শারীর স্থানের অনেক কথা ধন্বন্তরির গ্রন্থে আছে]। ৩৫। তন্ত্র হইতে বেদের অবিরোধে প্রসঙ্গ-ক্রমে বিধিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসাকে প্রশ্ন কহে। প্রশ্নার্থ যুক্তিসঙ্গত হইলে এই তন্ত্র দ্বারাই তাহার মীমাংসা হইবে। তন্ত্রণ হেতুই তন্ত্র নাম হইয়াছে। আর "অর্থ—ইহাতে প্রতি-ষ্ঠিত বা স্থিত আছে" এই অর্থে সূত্রস্থানাদির 'স্থান' নাম হইয়াছে। [তন্ত্রণ শব্দের অর্থ সূত্রণ। চক্রপাণি বলেন, "শরীর-ধারণ"]। ৩৬। প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রমেও অধ্যা-য়ের অর্থ বুঝিতে হইবে। এইরূপে প্রশ্না-ষ্টকের অনুরূপ সমস্ত কথাই বলা হইল। আর তন্ত্রের সমগ্র সূচীও প্রকাশিত হইয়াছে।

সন্তি পাল্লবিকোৎপাতাঃ সঙ্ক্ষোভং
জনয়ন্তি যে।
বর্ত্তকানামিবোৎপাদ্য সহসৈব বিভাবিতাঃ।
তস্মাৎ তান্ পূর্ব্বসঞ্জল্পে সর্ব্বত্রাষ্টকমা-
দিশেৎ॥ ৩৮
পরাপরপরীক্ষার্থং নাত্র শাস্ত্রবিদাং বলম্।
শব্দমাত্রেণ তন্ত্রস্য কেবলস্যৈকদেশিকাঃ।
ভ্রমন্ত্যল্পবলাস্তন্ত্রে জ্যাশব্দেনৈব বর্ত্তকাঃ॥ ৩৯
পশুঃ পশূনাং দৌর্ব্বল্যাৎ কশ্চিন্মধ্যে বৃকায়তে।
সসত্বং বৃকমাসাদ্য প্রকৃতিং ভজতে পশুঃ॥
তদ্বদজ্ঞোঽজ্ঞমধ্যস্থঃ কশ্চিন্মৌখর্য্যসাধনঃ।
স্থাপয়ত্যাপ্তমাত্মানমাপ্তন্ত্বাসাদ্য ভিদ্যতে॥৪০
বভ্রুর্গূঢ় ইবোর্ণাভিরবুদ্ধিরবহুশ্রুতঃ।
কিং বৈ বক্ষ্যতি সঞ্জল্পে কুণ্ডভেদী জড়ো যথা॥
সদ্বৃত্তৈর্ন বিগৃহ্নীয়াদ্ভিষগল্পশ্রুতৈরপি।
হন্যাৎ প্রশ্নাষ্টকেনাদাবিতরাংস্ত্বাত্মমানিনঃ।
দম্ভিনো মুখরা হ্যজ্ঞাঃ প্রভূতা বদ্ধভাষিণঃ॥৪২
প্রায়ঃ প্রায়েণ সুমুখাঃ সন্তো যুক্তাল্পভাষিণঃ।
তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশার্থমহঙ্কারমনাশ্রিতাঃ।
স্বল্পাধারাজ্ঞমুখরান্ দর্শৈর্ন বিবাদিনঃ॥ ৪৩
পরো ভূতেষ্বনুক্রোশস্তত্ত্বজ্ঞানে পরা দয়া।
যেষাং তেষামসদ্বাদনিগ্রহে নিরতা মতিঃ॥ ৪৪
অসৎপক্ষাক্ষণিকার্ত্তিদম্ভপারুষ্যসাধনাঃ।
ভবন্ত্যনাপ্তাঃ স্বে তন্ত্রে প্রায়ঃ পরবিকত্থনাঃ॥
তৎকালপাশসদৃশান্ বর্জ্জয়েচ্ছাস্ত্রদূষকান্॥ ৪৬
প্রশমজ্ঞানবিজ্ঞানপূর্ণাঃ সেব্যা ভিষক্তমাঃ।

৩৭। কতকগুলিপল্লবগ্রাহী লোক আছে, তাহাদের উৎপাত সকল বর্ত্তক পক্ষীদিগের ন্যায় পাল্লবিক [এ স্থলে দ্ব্যর্থ আছে। বর্ত্তক পক্ষীরা বৃক্ষের পল্লব লইয়া উৎপাত করে। অন্যত্র পল্লবগ্রাহি-পাণ্ডিত্য বুঝিতে হইবে]। তাহারা সহসাই অধীর হইয়া তর্কের একদেশ লইয়া সংক্ষোভ উৎপাদন করে। অতএব তাহাদিগকে সর্ব্বত্রই প্রথমতঃ প্রশ্নাষ্টক নির্দ্দেশ করিবে। ৩৮। যথার্থ ও অযথার্থ নিরূপণ করিবার পক্ষে প্রশ্নাষ্টকের জ্ঞানই বল-স্বরূপ। একদেশিক শল্লবগ্রাহী লোকেরা তন্ত্রে অল্প-জ্ঞান বলিয়া তন্ত্রের শব্দমাত্র শুনিয়া বিভ্রান্ত হয়। যেমন বর্ত্তকপক্ষীরা জ্যাশব্দ শ্রবণে বিভ্রান্ত হইয়া থাকে। ৩৯। যেমন দুর্ব্বল পশুদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলবান্ কোন পশু বৃকের ন্যায় আচরণ করে, অথচ প্রকৃত বৃকের সম্মুখে পড়িলে স্বশ্রেণীস্থ পশুর স্বভাবই প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ কোন অজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞদিগের মধ্যস্থ হইলে মুখরতা করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির সম্মুখে আত্মভাবই প্রকাশ করিয়া থাকে। ৪০। অল্প-বুদ্ধি অল্পবিদ্য ব্যক্তি, বিদ্বানদিগের মধ্যগত হইলে ঊর্ণাচ্ছাদিত বৃদ্ধ নকুলের ন্যায় মূঢ় [গঙ্গাধর পাঠ "গূঢ়"] হইয়া থাকে। সে সহস্র কথা বলুক, কিন্তু কি সারকথা বলিবে! সে কুণ্ডভেদী [ভ্রষ্টযোনি ইতি চক্রপাণি] জড়ের ন্যায় হইয়া থাকে। [নীচজাতি ব্যক্তি আপ-নাকে উচ্চজাতি বলিয়া পরিচয় দিলে তাহাকে ভ্রষ্টযোনি কহে। যেমন মেষলোমাবৃত নকুল বা ভ্রষ্টযোনি ব্যক্তি জড়সড় হয়, সেইরূপ ছদ্মচর বৈদ্য ধরা পড়িবার ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকে। ইতি গঙ্গাধর]। ৪১। অল্প-বিদ্য বৈদ্য সদ্বৃত্ত হইলেও ভিষক্ তাহাকে গ্রহণ করিবেন না। আর আত্মাভিমানী-দিগকে প্রথমেই প্রশ্নাষ্টক দ্বারা হতবুদ্ধি করি-বেন। কারণ দাম্ভিক অজ্ঞেরা বড়ই মুখর হইয়া থাকে। ৪২। সদ্ব্যক্তিরা তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশার্থ বিনয় অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যুক্তিসঙ্গত ও অল্প কথা কহিয়া থাকেন, আর প্রায়ই মিষ্টভাষী হন। তাঁহারা স্বল্পাধার অজ্ঞবিবাদীদিগের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে চান না। ৪৩। জীবগণের প্রতি যাঁহাদের পরম দয়া এবং তত্ত্বজ্ঞানে যাঁহাদের সর্ব্বদা মতি, অসদ্বাদ-নিগ্রহে যেন তাঁহাদের সর্ব্বদাই মতি থাকে। ৪৪। অসৎপক্ষাবলম্বী, পুরুষ ও পরনিন্দকেরা কখন নিজ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয় না। ৪৫। অতএব শাস্ত্র-নিন্দকদিগকে কাল সাপের ন্যায় পরিহার

সমগ্রং দুঃখমায়াত্তমবিজ্ঞানে দ্বয়াশ্রয়ম্।
সুখং সমগ্রং বিজ্ঞানে বিমলে চ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪৭
ইদমেবমুদারার্থমজ্ঞানার্থপ্রকাশকম্।
শাস্ত্রং দৃষ্টিপ্রনষ্টানাং যথৈবাদিত্যমণ্ডলমিতি ॥

তত্র শ্লোকাঃ

অর্থেদশমহামূলাঃ সংজ্ঞাস্তেষাং যথা কৃতাঃ।
অয়নান্তাঃ ষড়গ্র্যাশ্চ রূপং বেদবিদাঞ্চ যৎ ॥
সপ্তকশ্চাষ্টকশ্চৈব পরিপ্রশ্নঃ সনির্ণয়ঃ।
যথা বাচ্যং যদর্থঞ্চ ষড়ুবিধাশ্চৈকদেশিকাঃ ॥
অর্থেদশমহামূলে সর্ব্বমেতৎ প্রকাশিতম্।
সংগ্রহশ্চৈবমধ্যায়স্তন্ত্রস্যাস্যৈব কেবলঃ ॥ ৪৯
যথা সুমনসাং সূত্রং সংগ্রহার্থং বিধীয়তে।
সংগ্রহার্থে তথার্থানামৃষিণা সংগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ৫০

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে অর্থেদশমূলীয়ো নাম
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥
সূত্রস্থানং সমাপ্তম্

করিবে। ৪৬। ব্যাধিনাশক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসকপ্রবরদিগকে আশ্রয় করিবে। কারণ ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত দুঃখই অনভিজ্ঞতার ফল। সমগ্র সুখ বিমল বিজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত। ৪৭। যেমন আদিত্যমণ্ডল নষ্টদৃষ্টি [যোগদৃষ্টিহীন] মানবদিগের পক্ষে, সেইরূপ এই মহার্ঘ আয়ুর্ব্বেদ অজ্ঞানদিগের পক্ষে অর্থ-প্রকাশক। ৪৮। এই অধ্যায়ের সূচী, যথা ;—মহামূলদিগের সংজ্ঞা, অয়ন, ষড়ঙ্গ, আয়ুর্ব্বেত্তাদিগের স্বরূপ, সপ্তক ও অষ্টক পরিপ্রশ্ন ও মীমাংসা, বাচ্য ও অর্থ ষড়ুবিধ ও একদেশিক ; এই সমস্ত এই অর্থেদশমূলীয় অধ্যায়ে প্রকাশিত হইল। এই অধ্যায় এই তন্ত্রেরই সূচী। ৪৯। যেমন পুষ্পদিগের সংগ্রহার্থ সূত্র আবশ্যক হয়, সেইরূপ অর্থদিগের সংগ্রহার্থ এই সূত্রস্থান আত্রেয় মুনি কর্ত্তৃক কৃত হইল। ৫০।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥
সূত্রস্থান সমাপ্ত ॥ ১ ॥

নিদানস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

জ্বরনিদানম্

অথাতো জ্বরনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥১॥ ইহ খলু হেতুর্নিমিত্তমায়তনং কর্ত্তা কারণং প্রত্যয়ঃ সমুত্থানং নিদানমিত্যনর্থান্তরম্। তৎ ত্রিবিধম্, অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি, অতস্ত্রিবিধবিকল্পা ব্যাধয়ঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যাগ্নেয়সৌম্যবায়ব্যাঃ। দ্বিবিধাশ্চাপরে রাজসাস্তামসাশ্চ ॥২॥ তত্র ব্যাধিরাময়ো গদ আতঙ্কো যক্ষ্মা জ্বরো বিকারো রোগ ইত্যনর্থান্তরম্। তস্যোপলব্ধিনিদানপূর্ব্বরূপলিঙ্গোপশয়সম্প্রাপ্তিতঃ। তত্র

প্রথম অধ্যায়

[লোভ ও অত্যাচার হইতে যে আট প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, এই নিদান স্থানে কেবল সেই-কয়েকটী রোগের বিবরণ করা হইল। ১৩ প্রকরণ দেখ।] অনন্তর আমরা জ্বরনিদান ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। এই নিদানস্থানে হেতু, নিমিত্ত, আয়তন, কর্ত্তা, কারণ, প্রত্যয়, সমুত্থান এবং নিদান ; এই কয়েকটী শব্দের অর্থই এক। রোগের নিদান বা কারণ তিন প্রকার ; অস্বাস্থ্যকর বিষয়ভোগ, প্রজ্ঞাপরাধ (বুদ্ধির দোষ) এবং পরিণাম (কাল) এই নিদান হইতে আগ্নেয় (পৈত্তিক), সৌম্য (শ্লৈষ্মিক), ও বায়ব্য এই তিন প্রকার শারীরিক রোগ এবং রাজস ও তামস এই দুই প্রকার মানসিক রোগ উৎপন্ন হয়। ২। তন্মধ্যে ব্যাধি, আময়, গদ, আতঙ্ক, যক্ষ্মা, জ্বর, বিকার ও রোগ ; এই কয়েকটী একার্থক শব্দ। নিদান, পূর্ব্বরূপ, লিঙ্গ, উপশয় এবং

নিদানং কারণমিত্যুক্তমগ্রে। পূর্ব্বরূপং প্রাগুৎপত্তিলক্ষণং ব্যাধেঃ। প্রাদুর্ভূতলক্ষণং পুনর্লিঙ্গম্। তত্র লিঙ্গমাকৃতির্লক্ষণং চিহ্নং সংস্থানং ব্যঞ্জনং রূপমিত্যনর্থান্তরম্ ॥ ৩॥ অস্মিন্নর্থে উপশয়ঃ পুনর্হেতুর্ব্যাধিবিপরীতানাং বিপরীতার্থকারিণাঞ্চৌষধাহার-বিহারাণামুপযোগঃ সুখানুবন্ধঃ ॥ ৪॥ সম্প্রাপ্তির্জাতিরাগতিরিত্যনর্থান্তরং ব্যাধেঃ ॥ ৫॥ সা সংখ্যা-প্রাধান্য-বিধি-বিকল্প-বল-কালবিশেষৈর্ভিদ্যতে ॥ ৬॥ সংখ্যা যথাষ্টৌ জ্বরাঃ, পঞ্চ গুল্মাঃ, সপ্ত কুষ্ঠান্যেবমাদি ॥ ৭॥ প্রাধান্যং পুনর্দোষাণাং তরতমযোগেনোপলভ্যতে, তত্র দ্বয়োস্তরস্ত্রিষু তম ইতি ॥ ৮॥ বিধির্নাম দ্বিবিধা ব্যাধয়ো নিজাগন্তুভেদেন ত্রিবিধাস্ত্রিদোষভেদেন চতুর্ব্বিধাশ্চ সাধ্যাসাধ্য-মৃদুদারুণভেদেন পৃথক্ ॥ ৯॥ বিকল্পো নাম সমবেতানাং পুনর্দোষাণামংশাংশবলবিকল্পঃ ॥ ১০॥ বলকালবিশেষঃ পুনর্ব্যাধীনামৃত্বহোরাত্রাহারকালবিধিনিয়তঃ ॥ ১১ ॥ তস্মাদ্ব্যাধীন্ ভিষগনুপহত-সত্ত্ববুদ্ধির্হেত্বাদিভির্ভাবৈর্যথাবদনুবুধ্যেতেত্যর্থসংগ্রহো নিদানস্থানস্যোদ্দিষ্টঃ। তং বিস্তরেণ ভূয়ঃ পরমতোহনুব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১২॥ তত্র প্রথমত এব তাবদাদ্যাল্লোভাভিদ্রোহ-প্রভবানষ্টৌ ব্যাধীন্ নিদানপূর্ব্বেণ ক্রমেণ ব্যাখ্যাস্যামঃ। তথা সূত্রসংগ্রহমাত্রং চিকিৎ-

সম্প্রাপ্তি হইতে রোগের উপলব্ধি হয়। তন্মধ্যে রোগোৎপত্তির কারণকে নিদান কহে. ইহা অগ্রে বলা হইয়াছে। রোগের উৎপত্তির পূর্ব্ব লক্ষণের নাম পূর্ব্বরূপ। রোগ উৎপন্ন হইলে যে লক্ষণ প্রকাশ হয়, তাহার নাম লিঙ্গ। লিঙ্গ, আকৃতি, লক্ষণ, চিহ্ন, সংস্থান, ব্যঞ্জন এবং রূপ, এই সকল শব্দের ভিন্ন অর্থ নাই। ৩। উপশমের অর্থ যথা ;— হেতুবিপরীত ব্যাধিবিপরীত ও বিপরীতার্থকারী এই তিন প্রকার ঔষধ এবং এই তিন প্রকার আহার-বিহারের প্রয়োগ আরোগ্যকর হইলে তাহাকে উপশম কহে। [হেতুবিপরীত, যথা—শীত হইতে রোগ হইলে তদ্বিপরীত উষ্ণ; ব্যাধিবিপরীত যথা—জ্বরাদি রোগে জ্বরাদিনাশক তিক্তাদিসেবন এবং বিপরীতার্থকারী যথা—অতিসারে বিরেচন বা পুরাতন জ্বরে অভ্যঙ্গ প্রভৃতি বৃংহণক্রিয়া; ব্যাধিবিপরীত যথা—ডাক্তারী এবং বিপরীতার্থকারী যথা হোমিওপ্যাথী "উপশয় শব্দের অর্থ সাত্ম্য" ইতি মাধবকর]। ৪। ব্যাধির জন্ম, সংপ্রাপ্তি ও আগতি ইহারা একার্থক। ৫। সংখ্যা, প্রাধান্য, বিধি, বিকল্প এবং বলকালভেদে সংপ্রাপ্তির বিভেদ হইয়া থাকে। ৬। সংখ্যা যথা ;—অষ্ট প্রকার জ্বর, পঞ্চ প্রকার গুল্ম, সপ্ত প্রকার কুষ্ঠ ইত্যাদি। [এই সকল রোগের প্রকারভেদে সংপ্রাপ্তির ভিন্ন লক্ষণ হয়]। ৭। ত্রিদোষের অল্পাধিক্য-বশতঃ অপ্রাধান্য ও প্রাধান্য হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দ্বিদোষের মধ্যে অন্যতরের বৃদ্ধি হইলে বৃদ্ধতর এবং ত্রিদোষের মধ্যে অন্যতমের বৃদ্ধি হইলে বৃদ্ধতম কহে। [যথা বৃদ্ধ-পিত্ত বৃদ্ধতর বায়ু বৃদ্ধতম কফ সন্নিপাত] ৮। বিধি যথা ,—ব্যাধি নিজ ও আগন্তু ভেদে দ্বিবিধ ; ত্রিদোষ ভেদে ত্রিবিধ এবং সাধ্য অসাধ্য, মৃদু ও দারুণ ভেদে চতুর্ব্বিধ। ৯। বিকল্প যথা ;—মিলিত বাত-পিত্ত-কফের অংশাংশ বল কল্পনার নাম বিকল্প। [যথা জ্বরের ৬৩ প্রকার বিকল্প হয়]। ১০। বল-কাল যথা ;—ঋতু, দিন, রাত্রি ও আহারকাল-ভেদে ব্যাধির বলকালের প্রভেদ হইয়া থাকে। [যথা—বর্ষাকাল অপেক্ষা শরৎকালে পিত্তজ্বরের বল অধিক হয়]। ১১। এই জন্য ভিষক্ বুদ্ধি স্থির রাখিয়া নিদানাদি যোগে ব্যাধি পরীক্ষা করিবেন। এইরূপে সংক্ষেপে নিদানস্থানের সূচী বলা হইল। অনন্তর বিস্তার ক্রমে ব্যাখ্যা করিব। ১২। তন্মধ্যে লোভ ও অত্যাচার বশতঃ যে আট প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রথমতঃ তাহাদেরই নিদানাদি ক্রমে ক্রমে ব্যাখ্যা করিব। আর

সায়াঃ ॥ ১৩ ॥ চিকিৎসিতেষু চোত্তরকালং যথোদ্দিষ্টং বিকারানন্ুব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১৪ ॥ ইহ খলু জ্বর এবাদৌ বিকারাণামুপদিশ্যতে তস্য প্রথমত্বাৎ শারীরাণাম্ ॥ ১৫ ॥ অথ খলু অষ্টাভ্যঃ কারণেভ্যো জ্বরঃ সঞ্জায়তে মনুষ্যাণাম্। তদ্যথা ;—

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদ্বাতপিত্তাভ্যাং পিত্তশ্লেষ্মভ্যাং বাতশ্লেষ্মভ্যাং বাতপিত্তশ্লেষ্মভ্য আগন্তোরষ্টমাৎ কারণাৎ ॥ ১৬ ॥ তস্য নিদানপূর্ব্বরূপলিঙ্গোপশয়—সম্প্রাপ্তিবিশেষানুপদেক্ষ্যামঃ ॥ ১৭ ॥ তদ্যথা ,—

রুক্ষ-লঘু-শীত-ব্যায়াম-বমনবিরেচনাস্থাপনাতিযোগ-বেগসন্ধারণানশনাভিঘাত-ব্যবায়োদ্বেগশোক—শোণিতাতিসেকজাগরণ—বিষম—শরীরন্যাসেভ্যোঽতিসেবিতেভ্যো বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে ॥ ১৮ ॥ স যদা প্রকুপিতঃ প্রবিশ্যামাশয়মুষ্মণা মিশ্রীভূত আদ্যমাহারপরিণামধাতুং রসনামানমবেত্য রসস্বেদবহানি চ স্রোতাংসি পিধায়াগ্নিমুপহত্য চ পক্তিস্থানাদুষ্মাণং বহির্বাসং নিরস্য কেবলং শরীরমুপপদ্যতে তদা জ্বরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি ॥ ১৯ ॥ তস্যেমানি লিঙ্গানি ভবন্তি। তদ্যথা।—বিষমারম্ভবিসর্গিত্বমুষ্মণো বৈষম্যং তীব্রতনুভাবানবস্থানং জরণান্তে দিবসান্তে ঘর্ম্মান্তে বা জ্বরাভ্যাগমনমভিবৃদ্ধির্বা জ্বরস্য বিশেষেণ পরুষারুণত্বং নখনয়নবদনমূত্রপুরীষত্বচামত্যর্থং ক্লিপ্তভাবশ্চানেকবিধোপমা চলাচলা চ বেদনা তেষাং তেষামঙ্গাবয়বানাম্ ॥ ২০ ॥ তদ্যথা।—

পাদয়োঃ সুপ্ততা পিণ্ডিকয়োরুদ্বেষ্টনং জানুনোঃ কেবলানাঞ্চ সন্ধীনাং বিশ্লেষণমূর্ব্বোঃ সাদঃ কটীপার্শ্বপৃষ্ঠস্কন্ধবাহ্বংসোরসাঞ্চ ভগ্নরুগ্নমৃদিতমথিত-চটিতাবপীড়িতাবতুন্নত্বমিব হন্বোর-

সংক্ষেপে উহাদের চিকিৎসার সূত্রও ব্যাখ্যা করিব। ১৩। চিকিৎসিত স্থানে সমস্ত রোগেরই যথাবৎ ব্যাখ্যা করিব। ১৪। এই অধ্যায়ে রোগদিগের মধ্যে জ্বরই প্রথমতঃ কথিত হইতেছে, কারণ শারীর রোগের মধ্যে জ্বরের প্রথমত্ব আছে। ১৫। আট প্রকার কারণ হইতে মনুষ্যদিগের জ্বর হয়। যথা ;—বায়ু, পিত্ত, কফ, বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মা, বাতশ্লেষ্মা, বাত-পিত্তশ্লেষ্মা, এবং অষ্টম কারণ আগন্তু। ১৬। জ্বরের নিদান, পূর্ব্বরূপ, লিঙ্গ, উপশয় এবং সংপ্রাপ্তির বিষয় বলা হইতেছে। প্রথমে বাতজ্বরের লক্ষণ বলা হইতেছে। ১৭। যথা;—রুক্ষ, লঘু, শীতল, পরিশ্রম, বমন, বিরেচন ও আস্থাপনের অতিযোগ, বেগধারণ উপবাস, আঘাত, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, উদ্বেগ, শোক, অতিশয় রক্তস্রাব, জাগরণ, বিষমভাবে শরীর স্থাপন এই সকল অতিশয় সেবিত হইলে বায়ু প্রকুপিত হয়। ১৮। সেই বায়ু কুপিত হইয়া আমাশয়ে প্রবেশপূর্ব্বক উষ্মার সহিত মিলিত হইয়া আহারের সারভূত প্রসাদাখ্য রসকে আশ্রয় করে। [সূত্রস্থান ২৮ অঃ ৩ প্রকরণ দেখ]। তখন রস ও স্বেদের প্রবাহ রুদ্ধ হয়। পাচকাগ্নি মন্দীভূত হয় এবং উষ্মা পাকস্থান হইতে বাহিষ্কৃত হয়। তখন বায়ু শরীরকে একাকী পাইয়া অধিকার করে (অর্থাৎ বায়ুর ক্রিয়াই বলবতী হয়) এবং বাতজ্বর হইয়া থাকে। তাহার এই সকল লক্ষণ হয়। যথা ;—শারীরিক তাপের আরম্ভ ও ত্যাগের বিষমতা হয়। সর্ব্বদা একভাব থাকে না। কখন তীক্ষ্ণতা কখন বা মৃদুতা হয়। আহারপাকান্তে, দিবসান্তে, গ্রীষ্মান্তে বাতজ্বরের উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয়। এই জ্বরে নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ ও ত্বকের অত্যন্ত পরুষতা ও অরুণবর্ণতা হয়। শরীরের ভাব ক্লিপ্তবৎ হয়। শরীরে ও অঙ্গসমূহে অনেকবিধ চলাচল বেদনা উপস্থিত হয়। ২০। যথা ;—পাদদ্বয়ের সুপ্ততা, পিণ্ডিকার (পায়ের ডিমির) উদ্বেষ্টন (মোচড়ান) জানু ও পৃথক্ পৃথক্ সন্ধিদিগের বিশ্লেষণ, উরুদ্বয়ের অবসন্নতা ; কটী, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্কন্ধ, বাহু, অংস ও বক্ষের ভগ্নবৎ বেদনা, মৃদিতবৎ (চাপিয়া ধরার ন্যায়) বেদনা, মথিতবৎ বেদনা, চটিতবৎ বেদনা,

প্রসিদ্ধিঃ স্বনঃ কর্ণয়োঃ শঙ্খয়োর্নিস্তোদঃ কষায়াস্যত্বমাস্যবৈরস্যং বা মুখতালুকণ্ঠশোষঃ পিপাসা হৃদয়গ্রহঃ শুষ্কচ্ছর্দ্দিঃ শুষ্ককাসঃ ক্ষবথূদ্গারবিনিগ্রহোঽন্নরস—খেদপ্রসেকারোচকাবিপাকবিষাদবিজৃম্ভ-বিনামবেপথুশ্রমভ্রমপ্রলাপ-জাগরণলোমহর্ষদন্তহর্ষাস্তথোষ্ণাভিপ্রায়তা নিদানোক্তানামনুপশয়ো বিপরীতোপশয়শ্চেতি বাতজ্বরলিঙ্গানি ॥ ২১ ॥

উষ্ণাম্ললবণক্ষারকটুকাজীর্ণভোজনেভ্যোঽতিসেবিতেভ্যস্তথাতিতীক্ষ্ণাতপাগ্নিসন্তাপশ্রমক্রোধবিষমাহারেভ্যঃ পিত্তং প্রকোপমাপদ্যতে। তদ্‌যথা।—

প্রকুপিতমামাশয়াদেবোষ্মাণমুপসংসৃজ্যাদ্যমাহারপরিণামধাতুং রসনামানমন্ববেত্য রসস্বেদবহানি চ স্রোতাংসি পিধায় দ্রবত্বাদগ্নিমুপহত্য পক্তিস্থানাদূষ্মাণং বহির্দ্ধারং নিরস্য প্রপীড়য়ৎ কেবলং শরীরমুপপদ্যতে তদা জ্বরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি ॥ ২২ ॥

তস্যেমানি লিঙ্গানি। তদ্‌যথা।—

যুগপদেব কেবলে শরীরে জ্বরস্যাভ্যাগমনমভিবৃদ্ধির্বা ভুক্তস্য বিদাহকালে মধ্যন্দিনেঽর্দ্ধরাত্রে বা শরদি বিশেষেণ কটুকাস্যতা ঘ্রাণমুখকণ্ঠোষ্ঠতালুপাকস্তৃষ্ণা ভ্রমো মোহো মূর্চ্ছা পিত্তচ্ছর্দ্দনমতীসারোঽন্নদ্বেষঃ স্বেদঃ প্রলাপো রক্তকোঠাভিনির্ব্বৃত্তিঃ হরিতহারিদ্রত্বং নখনয়নবদনমূত্রপুরীষত্বচামত্যর্থমুষ্মাণস্তীব্রভাবোঽতিমাত্রং দাহঃ শীতাভিপ্রায়তা নিদানোক্তানামনুপশয়ো বিপরীতোপশয়শ্চেতি পিত্তজ্বরলিঙ্গানি ॥ ২৩ ॥

স্নিগ্ধ-মধুর-গুরু-শীত—পিচ্ছিলাম্ললবণদিবা-

পীড়নের ন্যায় বেদনা এবং সূচীভেদনবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। হনুস্তম্ভ, কর্ণনাদ, শঙ্খনিস্তোদ (কপালপার্শ্বে সূচীভেদবৎ পীড়া), কষায় আস্বাদ, মুখবৈরস্য, মুখতালুকণ্ঠশোষ, পিপাসা, হৃৎপীড়া, শুষ্কবমি, শুষ্ককাস, হাঁচী ও উদ্গারের রোধ, অন্নরসযুক্ত নিষ্ঠীবন, অরুচি, অপাক, বিষাদ, জৃম্ভা, বিনাম, কম্প, বিনাশ্রমে শ্রমবোধ, ভ্রম (ঘূর্ণন), মৃদুপ্রলাপ, অনিদ্রা, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, উষ্ণাভিলাষ এবং নিদানোক্ত রুক্ষ, লঘু, শীতাদি গুণের বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সেবন দ্বারা আরাম বোধ হয়। এই সকল বাতজ্বরের লক্ষণ। ২১। উষ্ণ, অম্ল, লবণ, ক্ষার, কটু এবং অজীর্ণকর দ্রব্য অতিসেবিত হইলে, তথা অতিতীক্ষ্ণ রৌদ্রাগ্নিসন্তাপ, শ্রম, ক্রোধ ও বিষমাহার হইতে পিত্ত কুপিত হয়। যথা;—পিত্ত কুপিত হইয়া, স্বকীয়স্থান আমাশয় হইতে উষ্মাকে গ্রহণপূর্ব্বক আহারের সারভূত প্রসাদাখ্য রসকে আশ্রয় করে। তখন রস এবং স্বেদের প্রবাহ রুদ্ধ হয়, পিত্তের দ্রবত্বহেতু অগ্নি মন্দীভূত হয়। তখন পাকস্থলী হইতে উষ্মা বহিষ্কৃত হয় এবং পিত্ত শরীরকে পীড়ন করিতে অধিকার করে। ইহাতেই পিত্তজ্বরের উৎপত্তি হয়। ২২। পিত্তজ্বরের লক্ষণ যথা;—জ্বরের যুগপৎ আগমন ও বৃদ্ধি হয়। শরীরে বাতকফের প্রভাব থাকে না। আহার জীর্ণ হইবার সময়ে, মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে ও শরৎকালে পিত্তজ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বিশেষরূপে আস্বাদের [কটুতা এবং নাসিকা, বদন, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালুর পাক হয় (অর্থাৎ স্ফোটকাদি পাকিলে তাহাদের যেরূপ বর্ণ হয়, ঐ সকল স্থানেরও সেইরূপ বর্ণ হয়); তৃষ্ণা, ভ্রম, মোহ, মূর্চ্ছা, পিত্তবমন, অতিসার, আহারে অপ্রবৃত্তি, ঘর্ম্ম, জ্ঞানযুক্ত প্রলাপ (বকুনি) এবং শরীরে রক্তবর্ণ কোঠের আবির্ভাব হয়। নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ ও চর্ম্মের হরিত বা হরিদ্রা বর্ণ উপস্থিত হয়। অত্যন্ত উষ্মা হয় এবং অতিশয় দাহ উপস্থিত হয়। রোগী শীতল বস্তুর অভিলাষ করে। এই জ্বরে ইহার কারণীভূত উষ্ণ লবণ ক্ষারাদি বস্তুর বিপরীত বস্তুসমূহ দ্বারা আরাম বোধ হয়। ২৩। স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল, অম্ল ও লবণ

স্বপ্নহর্ষাব্যায়ামেভ্যোঽতিসেবিতেভ্যঃ শ্লেষ্মা প্রকোপমাপদ্যতে। স যদা প্রকুপিতঃ প্রবিশ্যামাশয়মূষ্মাণা মিশ্রীভূয় আদ্যমাহারপরিণামধাতুং রসনামানমন্ববেত্য রসস্বেদবহানি চ স্রোতাংস্যপিধায়াগ্নিমুপহত্য পক্তিস্থানাদূষ্মাণং বহির্ব্বাহ্যং নিরস্য প্রপীড়য়ন্ কেবলং শরীরমুপপদ্যতে তদা জ্বরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি ॥ ২৪ ॥

তস্যেমানি লিঙ্গানি। তদ্যথা।—

যুগপদেব কেবলে শরীরে জ্বরস্যাভ্যাগমনমভিবৃদ্ধিশ্চ ভুক্তমাত্রে পূর্ব্বাহ্ণে পূর্ব্বরাত্রে বসন্তকালে বা বিশেষেণ গুরুগাত্রত্বমনন্নাভিলাষঃ শ্লেষ্মপ্রসেকো মুখস্য চ মাধুর্য্যং হৃল্লাসো হৃদয়োপলেপঃ স্তিমিতত্বং ছর্দ্দির্মৃদ্বগ্নিতা নিদ্রায়া আধিক্যং স্তম্ভঃ তন্দ্রা শ্বাসঃ কাসঃ প্রতিশ্যায়ঃ শৈত্যঞ্চ নয়ননখবদনমূত্রপুরীষত্বচামত্যর্থং শীতপিড়কা ভূশমঙ্গেভ্য উত্তিষ্ঠন্ত্যুষ্ণাভিপ্রায়তা

সেবন করিলে এবং দিবানিদ্রা, সন্তোষ ও পরিশ্রমহীনতা অধিক হইলে শ্লেষ্মা কুপিত হয়। সেই শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া আমাশয়ে প্রবেশপূর্ব্বক উষ্মার সহিত মিশ্রীভূত হয় এবং প্রসাদাখ্য আহার-রসকে আক্রমণ করে। তাহাতে রস ও স্বেদের প্রবাহ রুদ্ধ হয়। পাকস্থান হইতে উষ্মা বহিষ্কৃত হয়। তখন শ্লেষ্মা শরীরকে একাকী পাইয়া প্রপীড়ন করিতে করিতে অধিকার করে। ইহাতেই শ্লেষ্মজ্বরের উৎপত্তি হয়। ২৪। শ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ যথা ;—শরীরে বায়ুপিত্তের প্রভাব থাকে না। জ্বরের যুগপৎ আগমন ও বৃদ্ধি হয়। ভোজনমাত্রে, পূর্ব্বাহ্ণে, পূর্ব্বরাত্রে বা বসন্তকালে শ্লেষ্মার প্রাদুর্ভাব হয়। শ্লেষ্মজ্বরে বিশেষরূপে গাত্রভার, অন্নদ্বেষ, কফপ্রসেক, মধুর আস্বাদ, হৃল্লাস, হৃদয়োপলেপ, স্তৈমিত্য বমি, অগ্নিমান্দ্য, নিদ্রাধিক্য, স্তব্ধতা, তন্দ্রা, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় এবং নয়ন, নখ, বদন, মূত্র, পুরীষ ও ত্বকের অতিশয় শ্বেতবর্ণতা হইয়া থাকে। শরীরে শ্বেতবর্ণ কণ্ডুসমূহের উৎপত্তি হয়। উষ্ণসেবনে অভিলাষ হয়।

নিদানোক্তানুপশয়ো বিপরীতোপশয়শ্চেতি শ্লেষ্মজ্বরলিঙ্গানি ॥ ২৫ ॥

বিষমাশনাদনশনাদৃতুপরিবর্ত্তাদৃতুব্যাপত্তের সাত্ম্য গন্ধোপ-ঘ্রাণাদ্বিষোপহতস্যোদকস্যোপযোগাদ্গরেভ্যো গিরীণামুপশ্লেষাৎ স্নেহস্বেদবমন-বিরেচনাস্থাপনানুবাসন-শিরোবিরেচনানামযথাবৎপ্রয়োগাৎ স্ত্রীণাঞ্চ বিষমপ্রজননাৎ প্রজাতানাঞ্চ মিথ্যোপচারাদ্ যথোক্তানাঞ্চ হেতুনাং মিশ্রীভাবাদ্যথানিদানং দ্বন্দ্বানামন্যতমঃ সর্ব্বে বা ত্রয়ো দোষা যুগপৎ প্রকোপমাপদ্যন্তে ॥ ২৬ ॥

তে প্রকুপিতাস্তয়ৈবানুপূর্ব্ব্যা জ্বরমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি। তত্র যথোক্তানাং জ্বরলিঙ্গানাং মিশ্রীভাববিশেষদর্শনাদ্দ্বান্দ্বিকমন্যতমং জ্বরং সান্নিপাতিকং বা বিদ্যাৎ ॥ ২৭ ॥

অভিঘাতাভিষঙ্গাভিচারাভিশাপেভ্য আগন্তুর্ব্যথাপূর্ব্বো জ্বরোঽষ্টমো ভবতি ॥ ২৮ ॥

আর শ্লেষ্মজ্বরের নিদানীভূত শীতল প্রভৃতি গুণের বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সেবন দ্বারা আরাম বোধ হয়। ইহাই শ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ। ২৫। অনন্তর দ্বিদোষ ও সান্নিপাতিক জ্বরের নিদান বলা হইতেছে। যথা ;—বিষমভোজন, উপবাস, ঋতুপরিবর্ত্তন, ঋতুব্যাপত্তি (ঋতুর অতিযোগাদি), অসহ্যগন্ধঘ্রাণ, বিষদূষিত জলপান, গরদোষ, গিরিদিগের উপশ্লেষ, স্নেহ, স্বেদ, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন ও শিরোবিরেচনের অযথা প্রয়োগ ; স্ত্রীদিগের অকালপ্রসব, প্রসবের পর অত্যাচার ও পূর্ব্বোক্ত বাতাদিজ্বরদিগের হেতুসমূহের মিশ্রীভাব বশতঃ দ্বিদোষ অথবা ত্রিদোষ এককালে কুপিত হয়। ২৬। দ্বিদোষ বা ত্রিদোষ কুপিত হইলে দ্বন্দ্বজ বা সান্নিপাতিক জ্বর হয়। দ্বন্দ্বজ জ্বরে দ্বিদোষের লক্ষণ ও সান্নিপাতিকে ত্রিদোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ২৭। আঘাত, ভূতাদি ও কামক্রোধাদির অভিষঙ্গ এবং অভিচার ও অভিশাপ হেতু আগন্তু জ্বর উৎপন্ন হয়। আগন্তু

স কিঞ্চিৎকালমাগন্তুঃ কেবলো ভূত্বা পশ্চাদ্ দোষৈরনুবধ্যতে। অভিঘাতজো বায়ুনা দুষ্টশোণিতাধিষ্ঠানেন অভিষঙ্গজঃ পুনর্বাতপিত্তাভ্যাম্ অভিচারাভিশাপজৌ তু সন্নিপাতেনোপনিবধ্যেতে। সপ্তবিধাজ্জ্বরাদ্বিশিষ্টলিঙ্গোপক্রমসমুত্থিতত্বাদ্বিশিষ্টো বেদিতব্যঃ॥ ২৯॥

কর্ম্মণা সাধারণেন চোপক্রমেত্যেতি অষ্টবিধা জ্বরপ্রকৃতিরুক্তা॥ ৩০॥

জ্বরস্ত্বেক এব সন্তাপলক্ষণস্তমেবাভিপ্রায়বিশেষাদ্দ্বিবিধমাচক্ষতে নিজাগন্তুবিশেষাচ্চ। তত্র নিজং দ্বিবিধং ত্রিবিধং চতুর্ব্বিধং সপ্তবিধঞ্চাহুর্বাতাদিবিকল্পাৎ॥ ৩১॥ তস্যেমানি পূর্ব্বরূপাণি। তদ্যথা।—

মুখবৈরস্যং গুরুগাত্রত্বমনন্নাভিলাষং চক্ষুষোরাকুলত্বমশ্রাগমনং নিদ্রায়া আধিক্যমরতির্জৃম্ভা বিনামো বেপথুঃ শ্রমভ্রমপ্রলাপজাগরণলোমহর্ষদন্তহর্ষশব্দগীতবাতাতপাসহত্বমরোচকাবিপাকৌ দৌর্ব্বল্যমঙ্গমর্দ্দঃ সদনমল্পপ্রাণতা দীর্ঘসূত্রতা আলস্যমুপচিতস্য কর্ম্মণো হানিঃ প্রতীপতা স্বকার্য্যেষু গুরূণাং বাক্যেষু অভ্যসূয়া বালেষু প্রদ্বেষঃ স্বধর্ম্মেষ্বচিন্তা মাল্যানুলেপনভোজনক্লেশনং মধুরেষু ভক্ষ্যেষু প্রদ্বেষোঽম্ললবণকটুকপ্রিয়তা চেতি জ্বরপূর্ব্বরূপাণি॥ ৩২॥ প্রাক্ সন্তাপাদপি চৈনং সন্তাপার্ত্তমনুবধ্নন্তীত্যেতানি একৈকজ্বরলিঙ্গানি বিস্তরসমাসাভ্যাম্॥ ৩৩॥

জ্বর লইয়া জ্বর আট প্রকার। ২৮। আগন্তু জ্বর স্বয়ং উৎপন্ন হয়, পরে উহাতে বায়ুপিত্তকফের সংসৃষ্টতা হয়। তন্মধ্যে যে আগন্তু জ্বর আঘাত হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতে বায়ু দূষিত-শোণিতকে আশ্রয় করিয়া সংসৃষ্ট হয় (অর্থাৎ আঘাত হইতে প্রথমে জ্বর হয়, পরে বাত ও রক্ত দূষিত হয়)। অভিষঙ্গজাত আগন্তু জ্বরে বাতপিত্তের অনুবন্ধ হয়। অভিচার ও অভিশাপজনিত আগন্তু জ্বরে বায়ু-পিত্ত-কফ এই ত্রিদোষেরই অনুবন্ধ হয় অর্থাৎ ইহা সান্নিপাতিক। বাতাদি-জাত সপ্তপ্রকার জ্বর হইতে আগন্তু জ্বরের লক্ষণ, চিকিৎসা ও নিদানের বিশেষ আছে বলিয়াই ইহাকে পৃথক্ বলিয়া জানিবে। ২৯। আর সাধারণতঃ একই প্রকার চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসিত হয় বলিয়া জ্বর এক প্রকার অথচ উহার প্রকৃতি আট প্রকার বলা হইল। ৩০। জ্বর একই প্রকার, কারণ সর্ব্ববিধ জ্বরেই সন্তাপ হইয়া থাকে। তবে যে নিজাগন্তুভেদে জ্বরকে দ্বিবিধ বলা হয়, তাহার অভিপ্রায় ভিন্ন। আবার নিজকেও অভিপ্রায়ভেদে দ্বিবিধ, ত্রিবিধ, চতুর্ব্বিধ বা সপ্তবিধ কল্পনা করা হয়। [এই সন্তাপ শব্দে উষ্মা বুঝিতে হইবে। উষ্মা শব্দে শারীরিক তাপ বা রক্তের তাপ বুঝা যায়। ইহাকেই ডাক্তারেরা টেম্পরেচর কহিয়া থাকেন। জ্বরমাত্রেই টেম্পরেচর বাড়িয়া থাকে, এ উদ্ভাবনা অধুনাতন তাপমানযন্ত্রের নূতন উদ্ভাবনা নহে]। ৩১। জ্বরের এই সকল পূর্ব্বরূপ যথা ;—মুখবৈরস্য, গুরুগাত্রতা, অন্নদ্বেষ, চক্ষুর্দ্বয়ের আকুলতা (যথা জ্বালা ও স্রাব) ও রক্তিমা, নিদ্রার আধিক্য, অস্থিরতা, জৃম্ভা, বিনাম, বেপথু, শ্রম, ভ্রম, প্রলাপ, জাগরণ, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ; শব্দ, গীত, বাত ও আতপের অসহ্যতা; অরুচি, অবিপাক, দৌর্ব্বল্য, অঙ্গমর্দ্দ, অবসাদ, ক্ষীণপ্রাণতা, দীর্ঘসূত্রতা, আলস্য, উপস্থিত কার্য্যত্যাগ, স্বকার্য্যের প্রতিকূলতা, গুরুজনের বাক্যে বিরক্তিবোধ, বালকদিগের প্রতি বিদ্বেষ, স্বধর্ম্মে অচিন্তা; মাল্যধারণ, চন্দনাদিলেপন ও ভোজনে ক্লেশবোধ; মিষ্ট দ্রব্যে বিদ্বেষ; অম্ল, লবণ বা কটু দ্রব্যে অভিলাষ এই সকল জ্বরের পূর্ব্বরূপ। ৩২। এই সকল লক্ষণ 'সন্তাপের' পূর্ব্বেই উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু পরে রোগী সন্তাপযুক্ত হইলেও এই সকল লক্ষণের অনুবন্ধ হয়। আর উক্ত লক্ষণ সকল প্রত্যেক প্রকার জ্বরের লক্ষণ। তাহা সংক্ষেপে ও বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইল। ৩৩।

জরস্তু খলু মহেশ্বরকোপপ্রভবঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং প্রাণহরো দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপকরঃ প্রজ্ঞাবলবর্ণ-হর্ষোৎসাহসদনার্ত্তিশ্রমক্লম-মাহাহারোপরোধ-সঞ্জননঃ ॥ ৩৪ ॥ জরয়তি ইতি জ্বরঃ। নান্যে ব্যাধয়ঃ তদা দারুণা বহূপদ্রবা দুশ্চিকিৎস্যা যথায়মিতি ॥ ৩৫ ॥ সর্ব্বরোগাধিপতির্জ্বরো নানাতির্য্যগ্‌যোনিষু বহুবিধৈঃ শব্দৈরভিধীয়তে ; সর্ব্বপ্রাণভৃতশ্চ সজ্বরা এব জায়ন্তে সজ্বরা এব ম্রিয়ন্তে ॥ ৩৬ ॥ স মহামোহস্তেনাভিভূতাঃ প্রাগ্দৈহিকং দেহিনঃ কর্ম্ম কিঞ্চিন্ন স্মরন্তি সর্ব্বপ্রাণিভ্যশ্চ জ্বর এব প্রাণানাদত্তে ॥ ৩৭ ॥ তত্রাস্য পূর্ব্বরূপদর্শনে জ্বরাদৌ বা হিতং লঘু শমনং তর্পণং বা জ্বরস্যামাশয়-

মহাদেবের কোপ হইতে জ্বর উৎপন্ন হয়। [ইহার একটী তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে এই যে, উষ্মা বিনা জ্বর উৎপন্ন হয় না, আর পিত্ত-সংশ্রব ভিন্ন উষ্মা হয় না, অথচ পিত্ত যেমন ক্রোধহেতু সহসা কুপিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। এস্থলে সংক্ষেপে ইহাও বলা হইল যে, সংসারে ক্রোধের ন্যায় অনিষ্টের মূল আর নাই।] জ্বর সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণহারক, দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের সন্তাপকারক এবং প্রজ্ঞা, বল বর্ণ, হর্ষ ও উৎসাহের নাশক। ইহা আর্ত্তি, শ্রম, ক্লম, মোহ ও আহারোপরোধ জন্মাইয়া থাকে। ৩৪। জীবকে জরিত করে এই জন্য ইহার নাম জ্বর। অন্য ব্যাধিরা এরূপ নহে। আর অন্য ব্যাধিরা এরূপ দারুণ, বহু উপদ্রব-যুক্ত ও দুশ্চিকিৎস্য নহে। ৩৫। জ্বর সর্ব্ব-রোগের অধিপতি। ইহা নানা তির্য্যক্ জন্তুতে নানাবিধ নামে কথিত হইয়া থাকে। সকল জীবই জ্বরযুক্ত হইয়া জন্মায় এবং জ্বর-যুক্ত হইয়া মরে। ৩৬। জ্বর ও জীবদিগের মহামোহস্বরূপ। জন্মকালে সেই জ্বরে অভিভূত থাকাতেই প্রাণীরা পূর্ব্বজন্মের কথা কিছুই স্মরণ করিতে পারে না। আর জ্বরই সকল প্রাণীর প্রাণ গ্রহণ করে। জ্বরের পূর্ব্ব-রূপ দৃষ্ট হইলে বা জ্বরের প্রথমেই হিতকর লঘু

সমুত্থত্বাৎ। ততঃ কষায়পানাভ্যঙ্গস্বেদপ্রদেহ-পরিষেকানুলেপন-বমন-বিরেচনাস্থাপনানুবাসনোপশমননস্তঃকর্ম্ম-ধূপ-ধূম-পানাঞ্জন-ক্ষীরভোজনবিধানম্ ॥ ৩৮ ॥ যথাস্বং যুক্ত্যা জীর্ণজ্বরেষু সর্ব্বেষ্বেব সর্পিষঃ পানং প্রশস্যতে। যথাস্বমৌষধসিদ্ধস্য সর্পিষো স্নেহাদ্বাতং শময়তি সংস্কারাৎ কফং শৈত্যাৎ পিত্তম্ উষ্মাণঞ্চ তস্মাজ্জীর্ণজ্বরেষু তু সর্ব্বেষ্বেব সর্পির্হিতমুদকমিবাগ্নিপ্লুষ্টেষু দ্রব্যেষ্বিতি ॥ ৩৯ ॥

তত্র শ্লোকাঃ।

যথা প্রজ্বলিতং বেশ্ম পরিষিঞ্চন্তি বারিণা।
নরাঃ শান্তিমভিপ্রেত্য তথা জীর্ণজ্বরে ঘৃতম্ ৪০
স্নেহাদ্বাতং শময়তি শৈত্যাৎ পিত্তং নিযচ্ছতি
ঘৃতং তুল্যগুণং দোষং সংস্কারাত্তু জয়েৎ
কফম্ ॥ ৪১

ভোজন বা লঙ্ঘন আবশ্যক, কারণ জ্বর আমাশয় হইতে উৎপন্ন হয়। জ্বর উৎপন্ন হইবার পর কষায়পান, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, প্রদেহ, পরিষেক, অনুলেপন, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন, উপশমন, নস্যকর্ম্ম, ধূমপান, অঞ্জন ও ক্ষীরভোজন ; এই সকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করা যায়। ৩৮। সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বরেই স্ব স্ব লক্ষণ অনুসারে সংস্কার করিয়া ঘৃতপান করা প্রশস্ত। যথা লক্ষণ ঔষধের সহিত সিদ্ধ হইলে ঘৃত স্নেহযোগ হেতু বায়ুশান্তি করে, সংস্কারযোগে কফশান্তি করে ; শৈত্য বশতঃ পিত্ত ও উষ্মার শান্তি করে। অতএব যেমন অগ্নিদগ্ধ দ্রব্যসমূহে জল হিতকর, সেইরূপ সর্ব্ব প্রকার জীর্ণজ্বরেই ঘৃত হিতকর। ৩৯। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যেমন গৃহে অগ্নি লাগিলে জল দ্বারা পরিষেচন করিতে হয়, লোকে সেইরূপ রোগশান্তির উদ্দেশে জীর্ণজ্বরে ঘৃত সেবন করিবে। ৪০। ঘৃত স্নেহহেতু বায়ুকে শান্ত করে, শৈত্যহেতু পিত্ত দমন করে, আর কফ ঘৃতের তুল্যগুণ [শৈত্য পিচ্ছিলত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত] হইলেও দ্রব্যান্তর

নান্যঃ স্নেহস্তথা কশ্চিৎ সংস্কারমনুবর্ত্ততে।
যথা সর্পিরতঃ সর্পিঃ সর্ব্বস্নেহোত্তমং পরম্ ॥৪২
গদ্যোক্তো যঃ পুনঃ শ্লোকৈরর্থঃ সমনুগীয়তে।
তদ্ব্যক্তিব্যবসায়ার্থং দ্বিরুক্তঃ স ন গৃহ্যতে ॥ ৪৩
ত্রিবিধং নামপর্য্যায়ৈর্হেতুং পঞ্চবিধং গদান্।
গদলক্ষণপর্য্যায়ান্ ব্যাধেঃ পঞ্চবিধং গ্রহম্ ॥
জ্বরমষ্টবিধং তস্য প্রকৃষ্টাসন্নকারণম্।
পূর্ব্বরূপঞ্চ রূপঞ্চ সংগ্রহং ভেষজস্য চ ॥
ব্যাখ্যাতবান্ জ্বরস্যাগ্রে নিদানে বিগতজ্বরঃ।
ভগবানগ্নিবেশায় প্রণতায় পুনর্ব্বসুঃ ॥ ৪৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
স্থানে জ্বরনিদানং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সহ সংস্কার বশতঃ কফ নাশ করে। ৪১। ঘৃত যেরূপ দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগে সেই দ্রব্যান্তরের গুণ গ্রহণ করে অথচ নিজগুণ পরিহার করে না, অন্য কোন স্নেহ সেরূপ পারে না. অতএব স্নেহদিগের মধ্যে ঘৃতই উৎকৃষ্ট। ৪২। যে কথা একবার গদ্যে বলা হইল, তাহাই আবার পদ্যে বলা হইতেছে, এস্থলে দ্বিরুক্তি বোধ করিতে নাই। সহজে মুখস্থ হইতে পারে, এই জন্যই এরূপ করা হইল। ৪৩। এই জ্বরনিদান অধ্যায়ে রোগের ত্রিবিধহেতু ও হেতুগণের পর্য্যায়, পঞ্চবিধ রোগ ও তাহার লক্ষণ ও পর্য্যায়, ব্যাধির পঞ্চবিধ সংগ্রহ, আট প্রকার জ্বর ও ঐ সকল জ্বরের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ, পূর্ব্বরূপ ঔষধের সংক্ষিপ্ত সূচী এই সকল বিগতসন্তাপ ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু প্রণতিপরায়ণ অগ্নিবেশকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ৪৪।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

রক্তপিত্তাদিনাম্।

অথাতো রক্তপিত্তনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম্ ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥১॥ পিত্তং যথাভূতং লোহিতপিত্তসংজ্ঞাং লভতে তৎ তথানুব্যাখ্যাস্যামঃ। যদা যস্য জন্তোর্যবকোদ্দালকোরকদূষকপ্রায়াণ্যন্নানি নিত্যং ভুক্তে ভৃশোষ্ণতীক্ষ্ণমপি চান্যদন্নজাতং নিষ্পাবমাষকুলত্থক্ষারসূপোপহিতং দধিমণ্ডোদশ্বিৎকট্বম্লকাঞ্জিকোপহিতং বারাহমাহিষাবিকমৎস্যগব্যপিশিতং পিণ্যাকং পিণ্ডালুকশাকোপহিতং, মূলক-সর্ষপলশুনকরঞ্জশিগ্রুকখড়য়ূষভূস্তৃণসুমুখসুরসকুঠেরগণ্ডীর--কালমালকপর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝকোপ--দংশং সুরাসৌবীরতুষোদকমৈরেয়মেচক-মধুলককুবলবদরাম্লপ্রায়াম্ল-পানং পিষ্টান্নোত্তরভূয়িষ্ঠমুষ্ণাভিতপ্তোঽহতিমাত্র--মতিবেলং বা

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা রক্তপিত্ত-নিদান ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। পিত্ত যেরূপ হইলে রক্তপিত্ত নাম হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। যে সময়ে কোন ব্যক্তি যবক উদ্দালক ও কোদ্রব-বহুল অন্ন (২৭ অঃ ১৪ প্রঃ দেখ), নিত্য ভোজন করে, কিম্বা অন্য প্রকার অত্যন্ত উষ্ণ তীক্ষ্ণ অন্ন সমূহ ভক্ষণ করে, কিংবা শিম্বী, মাষ, কুলত্থ ও ক্ষারযুক্ত সূপ, কিংবা দধিমণ্ড, উদশ্বিৎ, কটু ও অম্লকাঞ্জীক কিংবা বরাহ-মাংস, মহিষ-মাংস, মেষ-মাংস, মৎস্য-মাংস, গো-মাংস, পিণ্যাক, পিণ্ডালুশাক, মূলক, সর্ষপ, রসোন, করঞ্জ, সজিনা, খড়য়ূষ, ভূস্তৃণ, সুমুখ তুলসী, সুরস তুলসী, কুঠের-তুলসী, গণ্ডীরশাক, কালমালক, পর্ণাসতুলসী, ক্ষবকতুলসী, ফণিজঝক-তুলসী, উপদংশক (মদের চাটনী বিশেষ), সুরা, সৌবীর, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, মধুলক, কুবল, বদর ও অম্লপ্রভৃতি-বহুল অনুপান সেবন করে ; অথবা যদি

পায়সা সমশ্নাতি রোহিণীকালকপোতমাংসং বা সর্ষপতৈলক্ষারসিদ্ধং কুলত্থমাষপিণ্যাকজাম্বব-লকুচপক্কৈঃ শৌক্তিকৈর্ব্বা সহ ক্ষীরমামমতিমাত্র-মথবা পিবত্যুষ্মাভিতপ্তস্তস্যৈবমাচরতঃ পিত্তং প্রকোপমাপদ্যতে। লোহিতঞ্চ স্বপ্রাণমতি-বর্ত্ততে॥ ২॥ তস্মিন্ প্রমাণাতিপ্রবৃত্তে পিত্তং প্রকুপিতং শরীরমনুসর্পৎ যদৈব যকৃৎপ্লীহ-প্রভবাণাং লোহিতবহানাং স্রোতসাং লোহি-তাভিষ্যন্দগুরূণি মুখান্যাসাদ্য প্রতিপদ্যতে তদৈব লোহিতং দূষয়তি॥ ৩॥ সংসর্গাল্লো-লোহিতপ্রদূষণাল্লোহিতগন্ধবর্ণানুবিধানাচ্চ পিত্তং লোহিতমিত্যাচক্ষতে॥ ৪॥ তস্যেমানি পূর্ব্ব-রূপাণি। তদ্যথা;—

অনন্নাভিলাষো ভুক্তস্য বিদাহঃ শুক্তাম্ল-রসগন্ধস্যোদ্গারশ্ছর্দ্দিষোঽভীক্ষ্ণাগমনং ছর্দ্দি-তস্য বীভৎসতা স্বরভেদো গাত্রাণাং সদনং পরিদাহশ্চ মুখাদ্ধূমাগম ইব লোহলোহিত-মৎস্যামগন্ধিত্বমপি চাস্যস্য রক্তহরিতহারিদ্র-বর্ণত্বমঙ্গাবয়ব-শকৃন্মূত্র-স্বেদ-লালাশিঙ্ঘানকাস্য-কর্ণমলপিড়কানামঙ্গসংবেদনা লোহিতনীল-পীতশ্যাবানামর্চ্চিষ্মতাঞ্চ রূপাণাং স্বপ্নদর্শনম-ভীক্ষ্ণমিতি লোহিতপিত্তপূর্ব্বরূপাণি॥ ৫॥ উপ-দ্রবাস্তু খলু দৌর্ব্বল্যারোচকাবিপাকশ্বাসকাস-জ্বরাতীসারশোকশোষপাণ্ডুরোগস্বরভেদাঃ॥৬॥ মার্গৌ পুনরস্য দ্বৌ ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ; তদ্বহুশ্লেষ্মণি শরীরে শ্লেষ্মসংসর্গাদূর্দ্ধং প্রপদ্যমানং কর্ণ-নাসিকানেত্রাস্যেভ্যঃ প্রচ্যবতে। বহুবাতে তু শরীরে বাতসংসর্গাদধঃ প্রপদ্যমানং মূত্রপুরীষ-মার্গাভ্যাং প্রচ্যবতে। বহুবাতশ্লেষ্মণি তু শরীরে শ্লেষ্মবাতসংসর্গাদ্দ্বাবপি মার্গৌ প্রপ-

উষ্ণাভিতপ্ত ব্যক্তি আহার-শেষে ভূরি পরি-মাণে মিষ্টান্ন সেবন করে, অথবা এই সকল বস্তু অতিমাত্র ও বেলাতিক্রমে দুগ্ধের সহিত সেবন করে, অথবা কটকীশাক ও কাল কপোত মাংস, সর্ষপ-তৈল ও ক্ষারের সহিত সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে অথবা কুলত্থ, মাষ, পিণ্যাক, জম্বু ও লকুচ ফলের সহিত পক্ক বা শুক্তের সহিত অপক্ক বা অতিমাত্র দুগ্ধ পান করে; অথচ যদি তৎকালে রৌদ্রাদি উষ্ণ-যোগে অভিতাপিত থাকে, তবে তাহার পিত্ত প্রকুপিত হয় এবং রক্ত স্বপ্রমাণ অতিক্রম করে। ২। রক্ত এইরূপে প্রমাণাধিক হইলে, পিত্ত প্রকুপিত হইয়া শরীরে বিচরণ করে এবং যকৃৎ প্লীহা-সমুদ্ভূত রক্তবহা নাড়ীদিগের রক্তসঞ্চয়হেতু স্থূলীভূত মুখ সকল আক্রমণ করিয়া অবস্থান করে এবং সেই রক্তকে দূষিত করিয়া থাকে। ৩। রক্তের সহিত পিত্তকে এইরূপ সংসর্গহেতু এবং অন্তঃস্থ-রক্তকে এই-রূপ দূষিত করা হেতু এবং লোহিতগন্ধ ও লোহিতবর্ণ বিধানহেতু পিত্তকে লোহিত-পিত্ত (রক্তপিত্ত) কহিয়া থাকে। ৪। রক্তপিত্তের পূর্ব্বরূপ যথা;—অন্নদ্বেষ, ভুক্তান্নের বিদাহ শুক্ত ও অম্লরসের গন্ধ উদ্গারণ, সর্ব্বদা বমির আগমন, বান্ত দ্রব্যের বীভৎসতা, স্বরভঙ্গ, গাত্রাবসাদ, দাহ, মুখ হইতে ধূমাগমের ন্যায় শ্লেষ, মুখে লোহ, রক্ত ও আমমৎস্যের ন্যায় গন্ধ, মুখের রক্ত বা হরিত বা হরিদ্রাবর্ণতা, অঙ্গাবয়ব, বিষ্ঠা মূত্র, স্বেদ, লালা, শিঙ্ঘান (সিকনি), মুখমল, কর্ণমল ও পীড়কাসমূহের তত্তৎবর্ণত্ব এবং স্বপ্নে সর্ব্বদাই লোহিত, নীল, পীত এবং শ্যামবর্ণ দীপ্তিশালী বস্তু সকলের দর্শন হইয়া থাকে। ৫। রক্তপিত্তের উপদ্রব যথা;—দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অবিপাক, শ্বাস, কাস, জ্বর, অতিসার, শোথ, যক্ষ্মা, পাণ্ডুরোগ ও স্বরভঙ্গ। ৬। রক্তপিত্তের পথ দুইটী; ঊর্দ্ধ ও অধঃ। বহু শ্লেষ্মশরীরে শ্লেষ্মসংসর্গ-হেতু ঊর্দ্ধগামী হয় এবং কর্ণ, নাসিকা নেত্র ও আস্য দিয়া বাহির হইতে থাকে। বাত-প্রধান শরীরে বাতসংসর্গ-হেতু অধোগামী হয় এবং মূত্রমার্গ ও পুরীষমার্গ দিয়া বাহির হয় [তবেই বলা হইল যে, যোনিপথ দিয়া বাহির হয় না, যদি হয়, তবে তাহাকে রক্ত প্রদর কহে]। শরীরে বাত ও শ্লেষ্মা উভ-য়ের বাহুল্য থাকিলে বাতশ্লেষ্ম-সংসর্গবশতঃ

দ্যতে। তৌ মার্গৌ প্রপদ্যমানং সর্ব্বেভ্য এব যথোক্তেভ্যঃ খেভ্যঃ প্রচাবতে শরীরস্য ॥ ৭ ॥ তত্র যদূর্দ্ধভাগং তৎ সাধ্যং বিরেচনোপক্রমণীয়ত্বাদ্বহ্বৌষধত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥ যদধোভাগং তদ্যাপ্যং বমনোপক্রমণীয়ত্বাৎ অল্পৌষধত্বাচ্চ ॥ ৯ ॥ যদুভয়ভাগং তদসাধ্যং বমনাবিরেচনাযোগিত্বাদনৌষধত্বাচ্চ ॥ ১০ ॥ রক্তপিত্তপ্রকোপস্তু খলু পুরা দক্ষযজ্ঞধ্বংসে রুদ্রকোপামর্ষাগ্নিনা প্রাণিনাং পরিগত-শরীর-প্রাণানামনুজ্বরকমভবৎ ॥ ১১ ॥ তস্যাশুকারিণো দাবাগ্নেরিবাপতিতস্যাত্যয়িকস্যাশু প্রশান্তৌ যতিতব্যং মাত্রাং দেশং কালঞ্চাভিসমীক্ষ্য সন্তর্পণেনাপতর্পণেন বা মৃদুমধুর-শিশিরতিক্তকষায়ৈরভ্যবহার্য্যৈঃ প্রদেহপরিষেকাবগাহসংস্পর্শৈর্বমনাদ্যৈর্বা তত্রাবহিতেনেতি ॥ ১২ ॥

তত্র শ্লোকাঃ।

সাধ্যং লোহিতপিত্তং তদ্যদূর্দ্ধং প্রতিপদ্যতে।
বিরেচনস্য যোগিত্বাদ্বহুত্বাদ্ভেষজস্য চ ॥ ১৩
বমনং ন হি পিত্তস্য হরণে শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
যশ্চ তত্রানুগো বায়ুস্তচ্ছান্তৌ চারণং মতম্ ॥
স্যাচ্চ যোগাবহং তত্র কষায়ং তিক্তকানি চ।
তস্মাদ্যাপ্যং সমাখ্যাতং যদ্রক্তমনুলোমগম্ ॥
রক্তন্তু যদধোভাগং তদ্যাপ্যমিতি নিশ্চয়ঃ।
বমনস্যাল্পযোগিত্বাদল্পত্বাদ্ভেষজস্য চ ॥ ১৪
রক্তপিত্তন্তু যন্মার্গৌ দ্বাবপি প্রতিপদ্যতে
অসাধ্যমপি তজ্জ্ঞেয়ং পূর্ব্বোক্তাদপি কারণাৎ
ন হি সংশোধনং কিঞ্চিদস্ত্যস্য প্রতিমার্গগম্।
প্রতিমার্গঞ্চ হরণং রক্তপিত্তে বিধীয়তে।
এবমেবোপশমনং সর্ব্বশো নাস্য বিদ্যতে ॥ ১৫
সংসৃষ্টেষু চ দোষেষু সর্ব্বজিচ্ছমনং মতম্ ॥ ১৬

অধ ঊর্দ্ধ উভয় পথ দিয়াই বাহির হয়। আবার উভয় পথ প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বকথিত সমস্ত পথ দিয়াই বাহির হইয়া থাকে। ৭। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত বিরেচন-যোগে চিকিৎসা করা যায় বলিয়া সাধ্য এবং ইহার ঔষধ অনেক আছে। ৮। অধোগত রক্তপিত্ত বমন-যোগে চিকিৎসনীয়, সুতরাং যাপ্য। আর ইহার ঔষধও অল্প। [২৪ প্রকরণ দেখ] ৯। উভয় মার্গ গত রক্তপিত্ত অসাধ্য। কারণ ইহাতে বমন ও বিরেচনের অযোগত্ব হয়। আর ইহার ঔষধ নাই। ১০। পুরাকালে দক্ষযজ্ঞধ্বংসকালে মহাদেবের কোপে প্রাণীদিগের জ্বরোৎপত্তির পর রক্তপিত্তের উৎপত্তি হইয়াছিল। ১১। সেই আশুকারী রক্তপিত্ত দাবাগ্নির ন্যায় আগত হইয়া থাকে। ইহা আত্যয়িক। ইহার আশু শান্তিপক্ষে যত্ন করিবে। মাত্রা, দেশ ও কাল পরীক্ষা করিয়া সন্তর্পণ বা অপতর্পণ-যোগে বা মৃদু-মধুর শীতল তিক্তকষায়-যোগে আহার করাইবে। প্রদেহ, পরিষেক, অবগাহন, রত্নাদি সংস্পর্শন বা বমনাদি-যোগে সাবধানে চিকিৎসা করিবে। ১২। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত সাধ্য। কারণ ইহা বিরেচন-যোগে চিকিৎসা করা যায় এবং ইহার ঔষধও অনেক। ১৩। পিত্তহরণের পক্ষে বমন শ্রেষ্ঠ ঔষধ নহে। বিশেষতঃ অধোগত-রক্তপিত্তে বায়ুর সংসৃষ্টতা থাকে, অথচ বমন বায়ুবর্দ্ধক; সুতরাং বায়ু-শান্তির পক্ষে বমনের নিকৃষ্টতাই আছে। এ দিকে কষায় ও তিক্ত ঔষধ পিত্তরক্তশান্তির পক্ষে যথেষ্ট হইলেও উহারা বায়ুর বিরুদ্ধ; সুতরাং অধোগত রক্তপিত্তে উহাদের যোগবহত্ব হয় না। এই সকল কারণে অধোগত-রক্তপিত্ত যাপ্য হইয়া থাকে। ১৪। যে রক্তপিত্ত উভয়মার্গ দিয়াই নির্গত হয়, পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ তাহাও অসাধ্য। কারণ উভয় পথগামি-রক্তপিত্তের প্রতিপথগামী কোন সংশোধন নাই, অথচ রক্তপিত্তে প্রতিমার্গ শোধনই বিধেয়। আর ইহার সংশমন ঔষধও সর্ব্বপ্রকার পাওয়া যায় না। ১৫। দ্বিদোষাশ্রিত রক্তপিত্তে শমন ঔষধই ভাল। আর শমন ঔষধ সর্ব্বজিৎ অর্থাৎ ত্রিদোষাশ্রিত

ইত্যুক্তং ত্রিবিধোদর্কং রক্তং মার্গবিশেষতঃ॥
এভ্যস্তু খলু হেতুভ্যঃ কিঞ্চিৎ সাধ্যং ন সিধ্যতি
প্রেষ্যোপকরণাভাবাদ্দৌরাত্ম্যাদ্বৈদ্যদোষতঃ
অকর্ম্মতশ্চ সাধ্যত্বং কশ্চিদ্রোগোঽতিবর্ত্ততে॥১৮
তত্রাসাধ্যত্বমেকং স্যাৎ সাধ্যযাপ্যপরিক্রমাৎ
রক্তপিত্তস্য বিজ্ঞানমিদং তস্যোপদেক্ষ্যতে॥ ১৯
যৎ কৃষ্ণমথবা নীলং যদ্বা শক্রধনুষ্প্রভম্।
রক্তপিত্তমসাধ্যং তদ্বাসসো রঞ্জনঞ্চ যৎ॥ ২০
ভৃশং পূত্যতিমাত্রঞ্চ সর্ব্বোপদ্রববচ্চ যৎ।
বলমাংসক্ষয়ে যচ্চ তচ্চ রক্তমসিদ্ধিমৎ॥ ২১
যেন চোপহতো রক্তং রক্তপিত্তেন মানবঃ।
পশ্যেদ্দৃশ্যং বিয়চ্চৈব তচ্চাসাধ্যমসংশয়ম্॥ ২২
তত্রাসাধ্যং পরিত্যাজ্যং যাপ্যং যত্নেন যাপয়েৎ।
সাধ্যঞ্চাবহিতঃ সিদ্ধৈর্ভেষজৈঃ সাধয়েদ্ভিষগিতি

রক্তপিত্তনাশক। ১৬। মার্গবিশেষে রক্ত-পিত্তের এইরূপ ত্রিবিধ উদর্ক (ফল) কথিত হইল। ১৭। দূতের অভাব, চিকিৎসার উপকরণের অভাব, অত্যাচার ও বৈদ্যের দোষ এই সকল কারণে সাধ্য রক্তপিত্তও অসাধ্য হইতে পারে। চিকিৎসার অভাবেও কোন কোন রোগ সাধ্যত্ব অতিক্রম করে। ১৮। রোগের অসাধ্যত্ব একই প্রকার, উহার চিকিৎসা নাই। সাধ্য ও যাপ্যেরই চিকিৎসা আছে। অনন্তর রক্তপিত্তের নিম্নলিখিত বিজ্ঞান বলা হইতেছে। ১৯। যে রক্তপিত্তের বর্ণ কৃষ্ণ বা নীল বা যাহা ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানা বর্ণ, তাহা অসাধ্য। আর যাহা কাপড়ে লাগিলে কাপড়ে রং ধরে অর্থাৎ যাহা ধুইলে উঠে না, তাহাও অসাধ্য। ২০। যে রক্তপিত্ত অতিশয় দুর্গন্ধ, যাহা সর্ব্বোপদ্রব-সংযুক্ত, যাহাতে বল ও মাংসের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাও অসাধ্য। ২১। যে রক্তপিত্ত দ্বারা পীড়িত হইয়া মানব দৃশ্য বস্তু ও আকাশ রক্তবর্ণ দর্শন করে, তাহা নিশ্চয়ই অসাধ্য। ২২। অসাধ্য রক্তপিত্ত প্রত্যাখ্যেয়। যাপ্য রক্তপিত্ত যত্নপূর্ব্বক যাপন করিবে। আর সাধ্য রক্তপিত্ত সাবধানতাসহকারে ফলদায়ক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ২৩। এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—রক্তপিত্তের কারণ, উৎপত্তি, পূর্ব্বরূপ, উপদ্রব, মার্গদ্বয়, বায়ু-পিত্ত কফের অনুবন্ধ, সাধ্যত্ব, অসাধ্যত্ব ও উহার হেতু, এই সকল বিবরণ রজোমোহ-বিবর্জ্জিত লোভ মোহ-মদ স্পৃহাহীন পুনর্ব্বসু ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ২৪

তত্র শ্লোকৌ।
কারণং নাম নির্ব্বৃত্তিং পূর্ব্বরূপাণ্যুপদ্রবান্।
মার্গৌ দোষানুবন্ধঞ্চ সাধ্যত্বং ন চ হেতুমৎ॥
নিদানে রক্তপিত্তস্য ব্যাজহার পুনর্ব্বসুঃ।
বীতমোহরজোদোষলোভমানমদস্পৃহঃ॥ ২৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
রক্তপিত্তনিদানং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

গুল্মনিদানম্।

অথাতো গুল্মনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

ইহ খলু পঞ্চ গুল্মা ভবন্তি; তদ্যথা—

বাতগুল্মঃ পিত্তগুল্মঃ শ্লেষ্মগুল্মো নিচয়গুল্মঃ শোণিতগুল্ম ইতি॥ ২॥ এবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ কথমিহ ভগবন্ পঞ্চানাং গুল্মানাং বিশেষমভিজানীয়াম্। ন হ্যবিশেষবিদ্রোগাণামৌষধবিদপি ভিষক্ প্রশ-

---

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর গুল্মনিদান ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় ঋষি কহিলেন। ১। গুল্ম পঞ্চপ্রকার হইয়া থাকে। যথা,—বাতগুল্ম, পিত্তগুল্ম, শ্লেষ্মগুল্ম, সান্নিপাতিক-গুল্ম ও রক্তগুল্ম। ২। ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ কহিলে অগ্নিবেশ কহিলেন, ভগবন্! কিরূপে পঞ্চপ্রকার গুল্মের প্রভেদ জানিব? আবার

মনসমর্থ ইতি ॥ ৩ ॥ তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। সমুত্থান-পূর্ব্বরূপলিঙ্গবেদনোপশয়বিশেষেভ্যো বিশেষবিজ্ঞানং গুল্মানাং ভবত্যন্যেষাঞ্চ রোগাণামগ্নিবেশ তৎ তু খলু গুল্মেষূচ্যমানং নিবোধ ॥ ৪ ॥ যদা পুরুষো বাতলো বিশেষেণ জ্বরবমনবিরেচনাতীসারাণামন্যতমেন কর্ষনেন কর্ষিতো বাতলমাহারমাহরতি শীতং বা বিশেষেণাতিমাত্রমস্নেহপূর্ব্বে বা বমনবিরেচনে পিবত্যনুদীর্ণান্ বাতমূত্রপুরীষবেগান্ নিরুণদ্ধ্যত্যশিতো বা পিবতি নবোদকমতিমাত্রমতিমাত্রসংক্ষোভিণা বা যানেন যাত্যতি ব্যাবায়ব্যায়ামমদ্যরুচির্বাভিঘাতমিচ্ছতি বা বিষমাশনশয়নস্থানসঙ্ক্রমণসেবী বা ভবত্যন্যদ্বা কিঞ্চিদেবংবিধং বা অতিমাত্রং ব্যায়ামজাতং বারভতে তস্যাপচারাদ্বাতঃ প্রকোপমাপদ্যতে ॥ ৫ ॥ স প্রকুপিতো মহাস্রোতোঽনুপ্রবিশ্য রৌক্ষ্যাৎ কঠিনীকৃত্যাপ্লুত্য পিণ্ডিতোঽবস্থানং করোতি। হৃদি বস্তৌ পার্শ্বয়োর্নাভ্যাং বা স শূলমুপজনয়তি। স বাতজন্যানেকবিধান্ বেদনাবিশেষান্ জনয়তি গ্রন্থীংশ্চানেকবিধান্। পিণ্ডিতশ্চাবতিষ্ঠতে। স পিণ্ডিতত্বাদ্গুল্ম ইত্যুপচর্য্যতে ॥ ৬ ॥ স মুহুরাধ্মাতি মুহুরল্পত্বমাপদ্যতে অবিরতবেদনাচ্চলত্বাদ্বায়োঃ পিপীলিকাসম্প্রকীর্ণ ইব তোদস্ফুরণায়ামসঙ্কোচহর্ষপ্রলয়োদয়বহুলস্তদাতুরশ্চ সূচ্যেব শঙ্কুনেব চাতিবিদ্ধমাত্মানং মন্যতেঽপি চ দিবসান্তে জ্বর্য্যতে শুষ্যতি চাস্যাস্যমুচ্ছ্বাসশ্চোপরুধ্যতে

রোগের প্রভেদ না জানিলে ঔষধজ্ঞ বৈদ্যও রোগশান্তি করিতে পারেন না।৩। তখন ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, হে অগ্নিবেশ! নিদান, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ, বেদনা এবং উপশয় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন গুল্মের বিজ্ঞান হয়। আর সেই সকল দৃষ্টে অন্যান্য রোগেরও প্রকারভেদ নির্ণীত হইয়া থাকে। এ স্থলে গুল্ম সম্বন্ধে তাহা বলা হইতেছে, শ্রবণ কর। ৪। যখন বাতল পুরুষ বিশেষরূপে জ্বর, বমন, বিরেচন বা অতিসারযোগে কর্ষিত হইবার পর বাতল আহার বা শীতল দ্রব্য সেবন করে, কিংবা স্নিগ্ধ না হইয়া বিশেষরূপে অতিমাত্র বমন বিরেচন পান করে, কিংবা অনুদীর্ণ বাতমূত্র পুরীষের বেগ ধারণ করে, কিংবা অতিভোজন করিয়া অতিমাত্র নূতন জল (সদ্য উদ্ধৃত জল) পান করে, কিংবা অতিমাত্র সংক্ষোভী (ঝাঁকরাণ) যানে ভ্রমণ, অতিব্যবায়, অতিব্যায়াম, ও অতিমদ্য সেবন করে অথবা যখন সেই ব্যক্তি আঘাত প্রাপ্ত হয়, বিষমভোজন, বিষমশয়ন ও বিষমস্থানে চংক্রমণ করে বা এই রূপ অন্যান্য বা বাতল ব্যাপার অভ্যাস বা বিষ সেবন করে বা অতিশয় পরিশ্রম করে, তখন তাহার অত্যাচার-হেতু বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। ৫। সেই বায়ু কুপিত হইয়া মহাস্রোতে (আমাশয় ও পক্বাশয়ে) আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক রুক্ষতাবশতঃ কঠিনীভূত ও আপ্লুত হইয়া পিণ্ডাকারে অবস্থান করে। অথবা হৃদয়, বস্তি, পার্শ্বদ্বয় বা নাভিতে শূল উৎপাদন করে। সেই রোগ বাতজন্য অনেকবিধ বেদনা-বিশেষ উৎপাদন করিয়া থাকে এবং অনেক প্রকার গ্রন্থি (গ্রন্থি শব্দ ডাক্তারী শাস্ত্রের টিউমর বুঝায়) উৎপাদন করে। ইহা পিণ্ডিতভাবে অবস্থান করে বলিয়া, ইহ কে গুল্ম কহিয়া থাকে [ইহার মধ্যে হৃদয়, বস্তি, পার্শ্বদ্বয় ও নাভিস্থ গুল্ম বিদ্রধিজাতীয়; কেবল উহাদের চিকিৎসা গুল্মের ন্যায় বলিয়া উহাদিগকে গুল্মের অন্তর্গত করা হইল]। ৬। [বায়ুর চলত্ব-হেতু বাতপ্রধান] গুল্ম কখন বড় কখন ছোট বলিয়া বোধ হয়, ইহার বেদনাও নিয়ত একভাবে থাকে না। ইহা পিপীলিকাসম্প্রকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। এই গুল্মে স্ফুরণ, আয়াম, সঙ্কোচ, হর্ষণ (শিহরণ) ও প্রলয়োদয় (নষ্টচেষ্টতা-মোহভাব) হইয়া থাকে। রোগী মনে করে, যেন সূচী দ্বারা, যেন শঙ্কু দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইতেছে। অপরাহ্নে জ্বরিত

হৃষ্যন্তি রোমাণি বেদনায়াঃ প্রাদুর্ভাবে প্লীহা-টোপান্ত্র--কূজ--বিপাকোদাবর্ত্তাঙ্গমর্দ্দমন্যাশিরঃ-শঙ্খশূলব্রধ্নরোগাশ্চৈনমুপদ্রবন্তি কৃষ্ণারুণ-পরুষত্বং নখনয়নবদনমূত্রপুরীষস্য ভবতি নিদানোক্তানি চাস্য নোপশেরতে বিপরীতানি চোপশেরত ইতি বাতগুল্মঃ ॥ ৭ ॥ তৈরেব তু কর্ষণৈঃ কর্ষিতস্যাম্ললবণকটুক্ষারোষ্ণ-তীক্ষ্ণশুষ্কব্যাপন্নমদ্যপরিতক--ফলাম্লানাং বিদাহিনাঞ্চ শাকমাংসানামুপযোগাদজীর্ণাধ্যশনাদ্রৌক্ষ্যাদনুপতে চামাশয়ে বমনবিরেচনমতিবেলসন্ধারণং বাতাতপৌ চাতি সেবমানস্য পিত্তং সহ মারুতেন প্রকোপমাপদ্যতে ॥ ৮ ॥ তৎ প্রকুপিতং মারুত আমাশয়ৈকদেশে সংবর্ত্ত্য তানেব বেদনাপ্রকারানুপজনয়তি যে উক্তা বাতগুল্মে পিত্তং তেন বিদহতি কুক্ষৌ হৃদ্যুরসি কণ্ঠে বা স বিদহ্যমানঃ সধূমমিবোদ্গারমুদ্গিরত্যম্লান্বিতং গুল্মাবকাশশ্চাস্য দহ্যতে দূয়তে ধূপ্যতে উষ্মায়তে স্বিদ্যতি ক্লিদ্যতি মৃদুশিথিল ইব চাস্পর্শাসহো-হল্পরোমাঞ্চো ভবতি জ্বরভ্রমদবথুপিপাসাগলবদনতালুশোষপ্রমোহবিড়্ভেদাশ্চ ভবন্তি। হরিত--হারিদ্রত্বঙ্নখ-নয়ন--বদন-মূত্র--পুরীষশ্চ ভবতি নিদানোক্তানি চাস্য নোপশেরতে বিপরীতানি চাস্য চোপশেরত ইতি পিত্তগুল্মঃ ॥ ৯ ॥ তৈরেব তু কর্ষণৈঃ কর্ষিতস্যাত্যশনাৎ স্নিগ্ধগুরুমধুরশীতাশনাৎ পিষ্টেক্ষুক্ষীরমাষতিলগুড়বিকৃতিসেবনমদ্যপানাদ্ধরিতকাতিপ্রণয়নাদানূপোদকগ্রাম্যমাংসাতিভক্ষণাৎ সন্ধারণাদতিসুহিতস্য চাতি প্রগাঢমুদকপানাৎ

হইয়া থাকে এবং মুখশোথ উপস্থিত হয়। উচ্ছ্বাস অবরুদ্ধ হয়। বেদনার প্রাদুর্ভাব হইলে লোমহর্ষণ হয়; প্লীহা, আটোপ (পেটে গুড় গুড় শব্দ) অন্ত্রকূজন, অবিপাক, উদাবর্ত্ত, অঙ্গমর্দ্দ, মন্যাশূল, শিরঃশূল, শঙ্খশূল ও ব্রধ্নরোগে রোগীকে উপদ্রুত করিয়া থাকে। ত্বক্, নখ, নয়ন, বদন, মূত্র ও পুরীষের, কৃষ্ণ ও অরুণবর্ণতা এবং পরুষতা হয়। আর রোগের করণীভূত বাতলদ্রব্য দ্বারা রোগের অনুপশয় এবং বিপরীত দ্রব্য দ্বারা উপশয় হয়। ইহাকেই বাতগুল্ম কহে। [ইহাই পক্বাশয়স্থ সঞ্চরণশীল-গুল্ম]। ৭। পূর্ব্বোক্ত কর্ষণসমূহ দ্বারা কর্ষিত ব্যক্তির অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষার, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, শুষ্ক এবং দূষিতমদ্য, দূষিতহরিত; (সূত্রস্থানে অন্নপানাধ্যায় দেখ), অম্ল ফল, বিদাহী শাক ও মাংস; এই সকল দ্রব্য সেবন দ্বারা অজীর্ণ, অধ্যশন ও রুক্ষতা-হেতু; বমনবিরেচনের অতিশয় বেগধারণ ও বাতাতপের অতিসেবনহেতু পিত্ত বায়ুর সহিত কুপিত হয়। ৮। সেই কুপিত পিত্তকে বায়ু আমাশয়ের একদেশে (গ্রহণীতে) সংস্থাপনপূর্ব্বক বাতগুল্মোক্ত বেদনা সকল উৎপাদন করে। বিশেষ এই যে, পিত্ত-সংস্রব থাকাতে কুক্ষি, হৃদয়, উরু বা কণ্ঠজ্বালা উৎপাদন করে। গুল্ম এইরূপে বিদহ্যমান হইয়া ধূমযুক্তের ন্যায় অম্ল উদ্গার উদ্গীর্ণ করে। গুল্মস্থান দগ্ধ হইতে থাকে, ক্লেশিত হইতে থাকে, ধূম ও উষ্মার উদ্গমের ন্যায় বোধ হয়। গুল্মস্থান স্বিন্ন ও ক্লিন্ন হইয়া থাকে। মৃদু ও শিথিল বোধ হয়। স্পর্শ করিলে অসহ্য বোধ করে। অল্প অল্প রোমাঞ্চ হইতে থাকে। জ্বর, ভ্রম, দবথু, জ্বালা ও পিপাসা হয়। গল, মুখ ও তালু শুষ্ক হয়, মোহ হয়, তরল বিষ্ঠা নির্গত হয়। ত্বক্, নখ, নয়ন, বদন, মূত্র ও পুরীষের বর্ণ হরিত বা পীত হয়। আর নিদানোক্ত দ্রব্যসমূহ দ্বারা অনুপশয় ও তদ্বিপরীত দ্রব্যসমূহ দ্বারা উপশয় হয়। ইহাকেই পিত্তগুল্ম কহে। [ইহাই নাভিজ বিদ্রধি। বোধ হয়, ভাষায় রাজগাঁড় বলে] ৯। পূর্ব্বোক্ত জ্বরাদি কর্ষণসমূহ দ্বারা কর্ষিত ব্যক্তির অতিভোজন হেতু; স্নিগ্ধ, গুরু, মধুর ও শীতল ভোজন হেতু; পিষ্টক, ইক্ষু, ক্ষীর, মাষ, তিল ও গুড়কৃত বস্তু সেবন ও মদ্যপান হেতু; হরিতকবর্গের অতিযোগ হেতু; আনূপ, জলজ ও গ্রাম্য-মাংসের

সঙ্ক্ষোভণাদ্বা শরীরস্থ শ্লেষ্মা সহ মারুতেন প্রকোপমাপদ্যতে ॥ ১০ ॥ তং প্রকুপিতং মারুত আমাশয়ৈকদেশে সংবর্ত্ত্য তানেব বেদনাপ্রকারানুপজনয়তি য উক্তা বাতগুল্মে। শ্লেষ্মা ত্বস্য শীতজ্বরারোচকাবিপাকাঙ্গমর্দ্দহর্ষ-হৃদ্রোগচ্ছর্দ্দিনিদ্রালস্য স্তৈমিত্যগৌরবশিরোঽ-ভিতাপানুপজনয়তি ॥ ১১

অপিচ।

গুল্মস্য স্থৈর্য্যগৌরবকাঠিন্যাবগাঢ়সুপ্ততাঃ তথা কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়ান্ রাজযক্ষ্মাণঞ্চাতি-প্রবৃদ্ধঃ শৈত্যং ত্বঙ্নখনয়নবদনমূত্রপুরীষেষূপ-জনয়তি। নিদানোক্তানি চাস্য নোপশেরতে তদ্বিপরীতানি চোপশেরত ইতি শ্লেষ্মগুল্মঃ। ত্রিদোষহেতুলিঙ্গসন্নিপাতাৎ তু সান্নিপাতিকং গুল্মমুপদিশন্তি কুশলাঃ। স প্রতিবিদ্ধোপ-ক্রমত্বাদসাধ্যো নিচয়গুল্মঃ ॥ ১২ ॥ শোণিত-গুল্মস্তু খলু স্ত্রিয়া এব ভবতি ন পুরুষস্য। গর্ভ-কোষ্ঠার্ত্তবাগমনবৈশেষ্যাৎ ॥ ১৩ ॥ পারতন্ত্র্যাদ-বৈশারদ্যাৎ সততমুপচারানুরোধাদ্বেগানু-দীর্ণানুপরুন্ধন্ত্যা আমগর্ভে বাপ্যচিরাৎ পতিতে তথাপ্যচিরপ্রজাতায়া ঋতৌ বা বাতপ্রকোপ-নান্যাসেবমানায়া বাতঃ প্রকোপমাপদ্যতে॥১৪॥ স প্রকুপিতো যোন্যা মুখমনুপ্রবিশ্যার্ত্তবমুপ-রুণদ্ধি মাসি মাসি তদার্ত্তবমুপরুধ্যমানং কুক্ষি-মভিবর্দ্ধয়তি ॥ ১৫ ॥ তস্যাঃ শূলকাসাতীসার-চ্ছর্দ্দ্যরোচকাবিপাকাঙ্গমর্দ্দনিদ্রালস্যকফপ্রসেকাঃ সমুপজায়ন্তে স্তনয়োশ্চ স্তন্যমোষ্ঠয়োঃ স্তন-মণ্ডলয়োশ্চ কার্ষ্ণ্যং গ্লানিশ্চক্ষুষোর্মূর্চ্ছা হৃল্লাসো দোহদঃ শ্বয়থুঃ পাদয়োরীষচ্চোদ্গমো রোম-রাজ্যা যোন্যাশ্চাজননত্বমপি চ যোন্যা দৌর্গন্ধ্য-মাস্রাবশ্চোপজায়তে ॥ ১৬ ॥ কেবলশ্চাস্যা

অতিভক্ষণ হেতু; বেগধারণ হেতু; অত্যন্ত উদর পূরিয়া আহারের পর অতি জলপান হেতু বা যানক্ষোভহেতু শরীরের শ্লেষ্মা বায়ুর সহিত কুপিত হয়। ১০। সেই প্রকুপিত শ্লেষ্মাকে বায়ু আমাশয়ের একদেশে (পাক-স্থলীর মধ্যে) সংস্থাপন পূর্ব্বক বাতগুল্মোক্ত বেদনা সকল উৎপাদন করে। আর শ্লেষ্মার সংশ্রবহেতু শীতজ্বর, অরোচক, অপাক, অঙ্গ-মর্দ্দ, লোমহর্ষ, হৃদ্রোগ, বমি, নিদ্রা, আলস্য, স্তৈমিত্য, গুরুতা ও শিরঃশূল হয়। অপিচ গুল্মের দৃঢ়তা, গুরুতা, কাঠিন্য, অবগাঢ়তা ও সুপ্ততা হইয়া থাকে। আর গুল্ম প্রবৃদ্ধ হইলে কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় ও রাজযক্ষ্মা উৎপন্ন করে। ত্বক্, নখ, নয়ন, বদন, মূত্র ও পুরীষের বর্ণ শ্বেত হয়। নিদানোক্ত দ্রব্যসমূহ দ্বারা রোগের অনুপশয় ও তদ্বিপরীত দ্রব্যসমূহ দ্বারা উপশয় হয়। ১১। ত্রিদোষের লক্ষণ ও নিদান মিলিত হইলে, গুল্মকে সান্নি-পাতিক গুল্ম কহিয়া থাকে। এই সান্নিপাতিক গুল্ম বিরুদ্ধচিকিৎসিত বলিয়া অচিকিৎসিত

১২। রক্তগুল্ম স্ত্রীলোকেরই ঘটিয়া থাকে। কারণ পুরুষের গর্ভকোষ্ঠও নাই, আর্ত্তবও নাই। [রক্তগুল্ম স্ত্রীলোকের গর্ভকোষ্ঠেই উৎপন্ন হয়। ডাক্তারেরা ইহাকে ওভারিয়ান টিউমর কহেন]। ১৩। পরতন্ত্রতা হেতু অশি-ক্ষিততা হেতু এবং সতত শুশ্রূষাপরায়ণতা-হেতু স্ত্রীলোকেরা উদীর্ণ বেগ ধারণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার বেগধারণ হেতু বা অপরিণত গর্ভের স্রাবহেতু বা অল্পদিন প্রসূ-তার বাত-কোপক আহার-ব্যবহার হেতু বা ঋতুকালে বাত-কোপন আহার ব্যবহার হেতু বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। ১৪। সেই বায়ু কুপিত হইয়া যোনিমুখে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ঋতু রোধ করে। সেই ঋতু মাসে মাসে রুদ্ধ হইয়া কুক্ষিদেশ স্ফীত করিয়া থাকে। ১৫। তখন সেই স্ত্রীর শূল, কাস, অতীসার, ছর্দ্দি, অরুচি, অবিপাক, অঙ্গমর্দ্দ, নিদ্রা, আলস্য ও কফ নিষ্ঠীবন হইতে থাকে। স্তনদ্বয়ে দুগ্ধ সঞ্চার হয়। ওষ্ঠ ও স্তনমণ্ডলের কৃষ্ণতা হয়। চক্ষুর্দ্বয়ের অবসন্নতা হয়। মূর্চ্ছা, হৃল্লাস, দোহদ (গর্ভ লক্ষণ), পাদদ্বয়ে শোথ, রোমরাজীর অল্প উদ্গমন, যোনির জননশক্তির হানি এবং যোনির দৌর্গন্ধ ও স্রাব হইয়া থাকে। ১৬।

গুল্মঃ স্পন্দতে স্বামগর্ভাং গর্ভিণীমিত্যাহুর্মূঢ়াঃ ॥ ১৭ ॥ এষান্তু খলু পঞ্চানাং গুল্মানাং প্রাগভিনির্ব্বৃত্তেরিমানি পূর্ব্বরূপাণি। তদ্‌যথা—

অনন্নাভিলষণমরোচকাবিপাকাবগ্নিবৈষম্যং বিদাহো ভুক্তস্য পাককালে চাযুক্ত্যা ছর্দ্দিরুদ্গারো বাতমূত্রপুরীষবেগাণামপ্রাদুর্ভাবঃ প্রাদুর্ভূতানাঞ্চাপ্রবৃত্তিঃ সঙ্গঃ ঈষদাগমনং বা বাতশূলাটোপান্ত্রকূজনপরিহর্ষণাভিবৃত্তপুরীষতা অবুভুক্ষা দৌর্ব্বল্যং সৌহিত্যস্য চাসহত্বমিতি গুল্মপূর্ব্বরূপাণি ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বেষ্বপি চ গুল্মেষু ন কশ্চিদ্বাতাদৃতে সম্ভবতি গুল্মস্তেষাং সন্নিপাতজমসাধ্যং জ্ঞাত্বা নোপক্রমেৎ। একদোষজে তু যথাস্বমারম্ভং প্রণয়েৎ সংসৃষ্টাংস্তু সাধারণেন কর্ম্মণোপচরেৎ ॥ ১৯ ॥ যদ্বা অন্যদপ্যবিরুদ্ধং মন্যেত তদবচারয়েদ্বিভজ্য গুরুলাঘবমুপদ্রবাণাং সমীক্ষ্য গুরূপদ্রবাংস্ত্বরমাণশ্চিকিৎসেত্তদনন্তমিতরাংস্ত্বরমাণস্তু বিশেষমুপলভ্য গুল্মেষ্বাত্যয়িকে কর্ম্মাণ বাতচিকিৎসিতং প্রণয়েৎ ॥ ২০ ॥ স্নেহস্বেদৌ বাতহরৌ স্নেহোপসংহিতঞ্চ মৃদুবিরেচনং বস্তীনম্ললবণমধুরাংশ্চ রসান্ যুক্তিতোঽবচারয়েন্মারুতে হ্যুপশান্তে স্বল্পেনাপি প্রযত্নেন শক্যমন্যোঽপি দোষো নিয়ন্তুং গুল্মেষ্বিতি ॥ ২১ ॥

তত্র শ্লোকৌ।

গুল্মিনামনিলশান্তিরুপায়ৈঃ
সর্ব্বশো বিধিবদাচরিতব্যা।
মারুতে হ্যবজিতেঽন্যমুদীর্ণং
দোষমল্পমপি কর্ম্ম নিহন্যাৎ ॥ ২২

সংখ্যানিমিত্তরূপাণি পূর্ব্বরূপমথাপি চ।
দৃষ্টং নিদানে গুল্মানামুপদেশশ্চ কর্ম্মণাম্ ॥ ২৩

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে গুল্মনিদানং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩॥

কেবল ইহার গুল্ম স্পন্দিত হইয়া থাকে; তাহাতে মূর্খ লোকে সেই অগর্ভা স্ত্রীকে গর্ভিণী বলিয়া মনে করে। ১৭। এই পঞ্চগুল্ম উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সকল পূর্ব্বরূপ হইয়া থাকে। যথা,—অন্নদ্বেষ, অরুচি, অবিপাক, অগ্নিবৈষম্য, ভুক্তদ্রব্যের বিদাহ এবং আহার পরিপাককালে বিনা কারণে বমি ও উদ্গার হইতে থাকে। অধোবাত, মূত্র ও পুরীষের বেগ হয় না; আর বেগ হইলেও নির্গমন হয় না; হয় একবারেই বদ্ধ হইয়া থাকে, না হয় অল্পই নির্গমন হয়। শূল, আটোপ, অন্ত্রকূজন, লোমহর্ষণ, গুটুলে মল, অক্ষুধা, দৌর্ব্বল্য এবং উদর পুরিয়া আহার করিলে অসহ্য বোধ হয়। এই সকল গুল্মের পূর্ব্বরূপ। ১৮। সর্ব্ব প্রকার গুল্মেই বায়ুর বলবর্ত্তা আছে। তন্মধ্যে সান্নিপাতিক গুল্ম অসাধ্য বলিয়া চিকিৎসা করিবে না। একদোষ হইলে যথালক্ষণ চিকিৎসা করিবে। আর দ্বিদোষ হইলে দ্বিদোষ-মিলিত চিকিৎসা করিবে। ১৯। আর যদি সান্নিপাতিক গুল্মের বিরুদ্ধ ভাবের অভাব দেখা যায়, তবে বৈদ্য উপদ্রবের গুরু লঘুত্ব বিচার করিয়া গুরু উপদ্রব সকল সত্বর চিকিৎসা করিবেন। পরে লঘু উপদ্রব সমূহের চিকিৎসা করিবেন। কোন গুল্ম রোগীর সত্বর চিকিৎসা আবশ্যক হইলে, প্রথমতঃ বায়ুর চিকিৎসা করিবে [অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে, রোগ অতি কঠিন অথচ উপদ্রব সকল পরীক্ষা করিয়া একে একে নিবারণ করিতে সময় অপেক্ষা করে, তবে সে স্থলে অন্য বিচার না করিয়া প্রথমে বায়ুর চিকিৎসা করিবে]। ২০। গুল্মরোগে বায়ুশান্তির নিমিত্ত বাতঘ্ন স্নেহ স্বেদ, স্নেহোপপন্ন মৃদু বিরেচন, অম্ল লবণ বস্তি সমূহ ও অম্ল লবণ মধুর রস যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে; [কিন্তু গুল্মে মধুর ফল নিষিদ্ধ] যেহেতু গুল্মরোগে বায়ুর শান্তি হইলে অতি অল্প যত্নেই পিত্ত প্রভৃতি অন্যান্য দোষের চিকিৎসা হইতে পারে। ২১। উপসংহার ও সূচী যথা;—সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগীর বায়ুশান্তির উপায় করিবে। কারণ, বায়ুশান্তি হইলে অন্যান্য উদীর্ণ দোষ সামান্য চিকিৎসা দ্বারাই শান্ত হইতে পারে। এই গুল্মনিদানে গুল্মের সংখ্যা, নিমিত্ত, রূপ, পূর্ব্বরূপ ও চিকিৎসা উপদিষ্ট হইল। ২২।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রমেহনিদানম্।

অথাতঃ প্রমেহনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১॥ ত্রিদোষকোপনিমিত্তা বিংশতিঃ প্রমেহবিকারাঃ, চাপরেঽপরিসংখ্যেয়াঃ। তত্র যথা ত্রিদোষপ্রকোপঃ প্রমেহানভিনির্বর্ত্তয়তি তথানুব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ২॥ ইহ খলু নিদানদোষদূষ্যবিশেষেভ্যো বিকারাণাং বিঘাতভাবাভাবপ্রতিবিশেষা ভবন্তি॥ ৩॥ যদা হ্যেতে ত্রয়ো নিদানাদিবিশেষাঃ পরস্পরং নানুবধ্নন্ত্যযথাপ্রকর্ষাদবলীয়াংসো বানুবধ্নন্তি ন তদা বিকারাভিনির্ব্বৃত্তিঃ। চিরাদ্বাপ্যভিনির্বর্ত্তন্তে তনবো বা ভবন্ত্যথবাপ্যযথোক্তসর্ব্বলিঙ্গাবিপর্য্যয়েণ বিপরীতা ইতি সর্ব্ববিকারবিঘাতভাবাভাবপ্রতি-বিশেষাভিনির্ব্বৃত্তিহেতুরুক্তঃ॥ ৪॥ তত্র ইমে নিদানাদিবিশেষাঃ শ্লেষ্মনিমিত্তানাং প্রমেহাণামাশ্বভিনির্ব্বৃত্তিকরাঃ। তদ্‌যথা—

হায়নকযবচীনকোদ্দালকনৈষধোৎ-কটমুকুন্দকমহাব্রীহিপ্রমোদকসুগন্ধকানাং নবান্নানামতিবেলমতিপ্রমাণেনোপযোগঃ। তথা সর্পিষ্মতাং নবহরেণুমাষসূপানাং গ্রাম্যানূপৌদকানাং মাংসানাং শাকতিলপললপিষ্টান্নপায়সকৃশরবিলেপীক্ষুবিকারাণাং ক্ষীরমন্দকদধিদ্রবমধুরতরুণপ্রায়াণামুপযোগো মৃজাব্যায়ামবর্জ্জনস্বপ্নশয়নাসনপ্রসঙ্গো যশ্চ কশ্চিদ্বিধিরন্যোঽপি শ্লেষ্মমেদোমূত্রসঞ্জননঃ সর্ব্বঃ স নিদানবিশেষঃ॥

অনন্তর আমরা প্রমেহনিদান ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। প্রমেহরোগ ত্রিদোষ হইতে অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; উহা বিংশতি প্রকার। অন্যান্য প্রকার প্রমেহও আছে, তাহারা অসংখ্যগণ। [যেমন গ্রহণীদোষজনিত মূত্রাধিক্য] ত্রিদোষপ্রকোপহেতু যেরূপ প্রমেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করিতেছি; [প্রমেহ রোগ মূত্রের রোগ, কিন্তু মূত্রাধিক্যমাত্রেই প্রমেহ নহে। গ্রহণীদোষেও মূত্র পরিমাণে ও বারে অধিক হয়। তাহাকে ইংরাজীতে ডিস্‌পাপটিক ডায়াবটিস্ কহে। চরক উহাকে বাতগ্রহণী কহেন। লোকে ভ্রমক্রমে গণোরিয়াকে এবং গণোরিয়াজনিত ধাতুক্ষরণকে প্রমেহ কহিয়া থাকে। গণোরিয়া গরমীর ব্যারাম ও তজ্জনিত ধাতুক্ষীণতা প্রভৃতি উপদ্রব ভাবপ্রকাশোক্ত ফিরঙ্গাধ্যায়ের অন্তর্গত]। ২। নিদান, দোষ ও দূষ্যভেদে রোগদিগের বিঘাত (উৎপত্তির ব্যাঘাত) ভাব ও অভাবের ভিন্নতা হইয়া থাকে। ৩। নিদান দোষ ও দূষ্য ইহারা পরস্পর অনুবন্ধী হইলে অথবা দুর্ব্বলভাবে পরস্পরের অনুবন্ধী হইলে রোগ উৎপন্ন হয় না। অথবা রোগ হইলেও বিলম্বে হইয়া থাকে। অথবা স্বল্পাকারে হইয়া থাকে। অথবা যথোক্ত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন হয় না। আবার নিদান, দোষ ও দূষ্য পরস্পরের অনুবন্ধী হইলে ইহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ প্রবলবেগে রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ সকল রোগের বিঘাত ও ভাবাভাবের ভিন্নতার হেতু কথিত হইল। ৪। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নিদানাদি শ্লেষ্মজন্য প্রমেহসমূহের আশু উৎপত্তি বিধান করে। হায়নক, যব, চীন, কোদ্দালক, নৈষধ, মুকুন্দক, মহাব্রীহি, প্রমোদক, সুগন্ধক এই সকল ধান্যের অন্ন সর্ব্বদা বা অতিমাত্র সেবন করিলে; ঘৃতের সহিত নূতন হরেণু ও মাষকলায়ের ডাল সদা বা অতিমাত্র সেবন করিলে; গ্রাম্য আনূপ ও জলজ মাংস সদা ভক্ষণ করিলে; শাক, তিল, পলল, পিষ্টান্ন, পায়স, কৃশর, বিলেপী ও ইক্ষুবিকৃতি; তথা, ক্ষীর মন্দকদধি এবং দ্রব, মধুর ও তরুণপ্রায় সামগ্রী সর্ব্বদা বা অতিমাত্র সেবন করিলে; গাত্রমার্জ্জন ও ব্যায়াম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিদ্রা, শয়ন ও আসনে প্রসক্ত হইলে অথবা শ্লেষ্মা, মেদ ও মূত্রের উৎপাদক অন্য কোন বিধি আচরণ

৫ ॥ বহুদ্রবশ্লেষ্মা দোষবিশেষঃ বহুবদ্ধং মেদো মাংসঞ্চ শরীরক্লেদঃ শুক্রং শোণিতঞ্চ বসা মজ্জা লসীকা রসশ্চৌজঃ সংখ্যাতা ইতি দূষ্য-বিশেষাঃ॥ ৬॥ ত্রয়াণামেষাং নিদানাদি-বিশেষাণাং সন্নিপাতে ক্ষিপ্রং শ্লেষ্মা প্রকোপ-মাপদ্যতে প্রাগতিভূয়স্ত্বাৎ। স প্রকুপিতঃ ক্ষিপ্রমেব শরীরে বিসৃপ্তিং লভতে। শরীর-শৈথিল্যাৎ স বিসর্পন্ শরীরে মেদসৈবাদিতো মিশ্রীভাবং গচ্ছতি। মেদসশ্চৈব বহুবদ্ধত্বা-ন্মেদসশ্চ গুণানাং গুণৈঃ সমানগুণভূয়িষ্ঠত্বাৎ স মেদসা মিশ্রীভাবং গচ্ছন্ দূষয়ত্যেতদ্বিকৃতত্বাৎ স বিকৃতো দুষ্টেন মেদসোপহিতঃ শরীরক্লেদ-মাংসাভ্যাং সংসর্গং গচ্ছতি। ক্লেদমাংসয়ো-রতিপ্রমাণাভিবৃদ্ধিত্বাৎ স মাংসে মাংসপ্রদো-ষাৎ পূতিমাংসপিড়কাঃ শরাবিকাকচ্ছপিকাদ্যাঃ সঞ্জনয়ত্যপ্রকৃতিভূতত্বাৎ শরীরক্লেদং পুনর্দূষয়ন্ মূত্রত্বে পরিণময়তি। মূত্রবহাণাং স্রোতসাং বঙ্ক্ষণবস্তিপ্রভবাণাং মেদঃক্লেদোপহিতানি গুরূণি মুখান্যাসাদ্য প্রতিরুধ্যতে॥ ততঃ স্থৈর্য্যং সাধ্যতাং বা জনয়তি প্রকৃতিবিকৃতি-ভূতত্বাৎ॥ ৭॥ শরীরক্লেদস্তু শ্লেষ্মমেদো-মিশ্রঃ প্রবিশন্ মূত্রাশয়ে মূত্রত্বমাপদ্যমানঃ শ্লৈষ্মিকৈরেভির্দশভিগুণৈরুপসৃজ্যতে বৈষম্য-হানিবৃদ্ধিযুক্তৈঃ। তদ্‌যথা।—

শ্বেতশীতমূর্ত্তপিচ্ছিলাচ্ছস্নিগ্ধগুরুমধুরসান্দ্র-প্রসাদগন্ধৈস্তত্র যেন গুণেনৈকেনানেকেন বা ভূয়স্তরমুপসৃজ্যতে, তৎ সমাখ্যং গৌণং নাম বিশেষং প্রাপ্নোতি॥ ৮॥ তে তু খল্বিমে দশ

করিলে শ্লেষ্মজন্য প্রমেহ হয়। ৫। পূর্ব্বোক্তগুলি শ্লেষ্মজন্য প্রমেহদিগের নিদান। উহাদের দোষ ও দূষ্য যথা,—এস্থলে বহু ও দ্রবীভূত শ্লেষ্মাই দোষ। আর বহু ও বদ্ধ মেদ, মাংস ক্লেদ, শুক্র, শোণিত, বসা, মজ্জা, লসীকা, রস ও ওজঃ ইহারা প্রমেহ রোগের দূষ্য। [অর্থাৎ শ্লেষ্মা পূর্ব্বোক্ত নিদানসমূহ দ্বারা কুপিত হইয়া মেদ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া প্রমেহ উৎপাদন করে। আয়ুর্ব্বেদমতে মেদ ও প্রস্রাবের নিকট সম্বন্ধ আছে। ডাক্তারেরা কিড্‌নী বা বৃক্ককে মূত্রবহ স্রোতঃ কহিয়া থাকেন, সুশ্রুত উহাকে মেদোবহ স্রোতঃ বলেন]। ৬ এই নিদান, দোষ ও দূষ্যদিগের সন্নিপাতে শ্লেষ্মা প্রকোপ প্রাপ্ত হয়, কারণ শ্লেষ্মা ইতি-পূর্ব্বেই বহুল হইয়া থাকে। সেই শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া সত্বরই শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। সেই শ্লেষ্মা শরীরের শৈথিল্য বশতঃ ইতস্ততঃ বিসর্পণপূর্ব্বক প্রথমতঃ মেদের সহিত মিশ্রীভাব প্রাপ্ত হয় এবং মেদের বহুলতা ও বদ্ধতা হেতু উহার সহিত সমানগুণ হওয়াতে উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে দূষিত করে। অনন্তর উহাকে বিকৃত করিয়াও স্বয়ং বিকৃত হইয়া উহার সহিত শরীরস্থ ক্লেদ ও মাংসের সহিত মিশ্রিত হয়। তাহাতে ক্লেদ ও মাংসের প্রমাণাতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং সেই মেদঃসংসৃষ্ট শ্লেষ্মা-মাংস, দূষিত হওয়াতে সেই মাংসে পূতিমাংসযুক্ত শরাবিকা কচ্ছপিকা প্রভৃতি পিড়কা সকল উৎপন্ন করে। শরীর-ক্লেদ অপ্রকৃতিস্থ ও দূষিত হওয়াতে মূত্ররূপে পরিণত হয়। তখন বংক্ষণ ও বস্তিদেশ-সমুদ্ভূত মূত্রবহ স্রোতদিগের মুখ সকল মেদ ও ক্লেদ কর্ত্তৃক উপহত হইয়া গৌরবযুক্ত ও প্রতিরুদ্ধ হয়। স্রোতঃসমূহের মূল প্রতিরুদ্ধ হইলে বিকৃতি বশতঃ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, অথবা প্রকৃতিস্থ থাকিলে সাধ্যও হইতে পারে। ৭। শরীরের ক্লেদ দূষিত শ্লেষ্মা ও মেদের সহিত মিশ্রিত হইয়া মূত্রাশয়ে প্রবেশপূর্ব্বক মূত্রত্ব প্রাপ্ত হইলে শ্লেষ্মা বক্ষ্যমাণ দশ প্রকার গুণ-বৈষম্য, হানি বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ক্লেদের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—শ্বেত, শীতল, মূর্ত্ত, পিচ্ছিল, অচ্ছ, স্নিগ্ধ, গুরু, মধুর, সান্দ্র ও গন্ধ। তন্মধ্যে যদি সেই ক্লেদ এক গুণের সহিত সংসৃষ্ট হয়, তবে তাহা সামান্য ও যদি অনেক গুণের সহিত সংসৃষ্ট ও বহু পরিমাণে ক্ষরিত হয়, তবে গৌণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ৮। ঐ দশবিধ প্রমেহের নাম যথা;

প্রমেহা নামবিশেষেণ ভবন্তি। তথা উদক-মেহশ্চেক্ষুমেহশ্চ সান্দ্রমেহশ্চ সান্দ্রপ্রসাদমেহশ্চ শুক্লমেহশ্চ শুক্রমেহশ্চ শীতমেহশ্চ সিকতামেহশ্চ শনৈর্মেহশ্চ লালামেহশ্চেতি॥ ৯॥ তে দশ প্রমেহাঃ সাধ্যাঃ সমানগুণমেদঃস্থানত্বাৎ কফস্য প্রাধান্যাৎ সমানক্রিয়ত্বাচ্চ॥ ১০॥ তত্র শ্লোকাঃ শ্লেষ্মপ্রমেহবিজ্ঞানার্থাঃ॥ ১১॥

অচ্ছং বহুসিতং শীতং নির্গন্ধমুদকোপমম্।
শ্লেষ্মকোপান্নরো মূত্রমুদমেহী প্রমেহতি॥ ১২
অত্যর্থমধুরং শীতমীষৎপিচ্ছিলমাবিলম্।
কাণ্ডেক্ষুরসসঙ্কাশং শ্লেষ্মকোপাৎ প্রমেহতি॥
যস্য পর্য্যুষিতং মূত্রং সান্দ্রীভবতি ভাজনে।
পুরুষং কফকোপেন তমাহুঃ সান্দ্রমেহিনম্॥ ১৪
যস্য সংহন্যতে মূত্রং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসীদতি
সান্দ্রপ্রসাদমেহীতি তমাহুঃ শ্লেষ্মকোপতঃ॥ ১৫
শুক্লং পিষ্টনিভং মূত্রমভীক্ষ্ণং যঃ প্রমেহতি।
পুরুষং কফকোপেন তমাহুঃ শুক্লমেহিনম্॥ ১৬
শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা মুহুর্মেহতি যো নরঃ।
শুক্রমেহিণমেবাহুঃ পুরুষং শ্লেষ্মকোপতঃ॥ ১৭
অত্যর্থশীতমধুরং মূত্রং ক্ষরতি যো ভৃশম্।
শীতমেহিনমাহুস্তং পুরুষং শ্লেষ্মকোপতঃ॥ ১৮
মূর্ত্তান্মূত্রগতান্ দোষানণূন্ মেহতি যো নরঃ।
সিকতামেহিনং বিদ্যান্নরং তং শ্লেষ্মকোপতঃ॥
মন্দং মন্দমবেগন্তু কৃচ্ছ্রং যো মূত্রয়েচ্ছনৈঃ।
শনৈর্মেহিনমাহুস্তং পুরুষং শ্লেষ্মকোপতঃ॥
তন্তুবদ্ধমিবালালং পিচ্ছিলং যঃ প্রমেহতি।
আলালমেহিনং বিদ্যাৎ তং নরং শ্লেষ্মকোপতঃ॥

ইত্যেতে দশপ্রমেহাঃ শ্লেষ্মপ্রকোপনিমিত্তা ব্যাখ্যাতাঃ॥ ২১॥ উষ্ণাম্ললবণক্ষারকটুকা-জীর্ণ--ভোজনোপসেবিনস্তথাতি--তীক্ষ্ণাতপাগ্নি-সন্তাপ-শ্রম-ক্রোধ-বিষমাহারোপসেবিনশ্চ তথা-ত্মকশরীরস্যৈব ক্ষিপ্রং পিত্তং প্রকোপমাপ-

---

জলমেহ, ইক্ষুমেহ সান্দ্রমেহ, সান্দ্রপ্রসাদমেহ, শুক্লমেহ, শুক্রমেহ, শীতমেহ, সিকতামেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ। ৯। ঐ দশবিধ শ্লেষ্মজ-প্রমেহ কফ ও মেদের সমানগুণতা হেতু, মেদ অপেক্ষা কফের প্রাধান্য হেতু এবং কফ ও মেদের তুল্যচিকিৎসত্ব হেতু সাধ্য হইয়া থাকে। ১০। শ্লেষ্মজ-প্রমেহবিজ্ঞানার্থ পুনর্ব্বার পদ্যে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।১১। যথা,—উদকমেহী শ্লেষ্মার প্রকোপ হেতু স্বচ্ছ, অতিশয় শ্বেত, শীতল, নির্গন্ধ ও জলবৎ প্রস্রাব করিয়া থাকে। ১২। ইক্ষুমেহী অত্যন্ত মধুর, শীতল, ঈষৎ পিচ্ছিল, আবিল এবং কাণ্ডেক্ষুরসের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট প্রস্রাব করিয়া থাকে। [এই প্রমেহে চিনির আভাস থাকাতে লোকে ভীত হয়। কিন্তু ইহা সাধ্য]। ১৩। সান্দ্রমেহী পুরুষের মেহ পাত্রে করিয়া পর্য্যুষিত করিলে কফকোপ বশতঃ ঘনীভূত হইয়া থাকে। এইজন্য এই মেহকে সান্দ্রমেহ কহে। ১৪। কফকোপ বশতঃ যাহার মূত্র সংহত হয় (তলায় জমাট বাঁধিয়া যায় বা বসিয়া যায়) এবং উপরিভাগে কিঞ্চিৎ তরল অবস্থায় থাকে, তাহার সান্দ্র-প্রসাদ মেহ হইয়াছে বলা যায়। ১৫। কফ-কোপহেতু যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শুক্ল, তণ্ডুল-পিষ্ট-বর্ণ প্রস্রাব করে, তাহাকে শুক্লমেহী বলে। ১৬। কফকোপ-বশতঃ যে ব্যক্তি শুক্রবর্ণ শুক্রমিশ্রিত প্রস্রাব করে, তাহাকে শুক্রমেহী কহে। ১৭। কফকোপহেতু যে ব্যক্তি অতি-শয় শীতল, অতিশয় মধুর রসবিশিষ্ট প্রস্রাব করে, তাহাকে শীতমেহী কহে। কফকোপ-হেতু যে ব্যক্তি মূর্ত্ত (দৃশ্যমান কঠিনস্পর্শ) ও সূক্ষ্ম বালুকাকণার ন্যায় পদার্থযুক্ত প্রস্রাব করে, তাহাকে সিকতামেহী বলে। ১৯। কফ-কোপহেতু যে ব্যক্তি মন্দ মন্দ অবেগ অল্প অল্প এবং শনৈঃ শনৈঃ প্রস্রাব করে, তাহাকে শনৈর্মেহী কহে। ২০। কফকোপবশতঃ যে ব্যক্তি তন্তুবদ্ধবৎ, লালাবৎ, পিচ্ছিল প্রস্রাব করে, তাহাকে লালামেহী কহে। ইতি কফ-কোপজনিত দশ প্রকার প্রমেহ উল্লিখিত হইল। ২১। উষ্ণ, অম্ল, লবণ, ক্ষার, কটু ও অজীর্ণভোজী ব্যক্তির এবং অতি তীক্ষ্ণ আতপ, অগ্নি, সন্তাপ, শ্রম,ক্রোধ ও বিষমাহার সেবনকারী ব্যক্তির পিত্তাধিকধাতু হেতু পিত্ত

দ্যতে ॥ ২২ ॥ তৎ প্রকুপিতং তথৈবানুপূর্ব্ব্যা প্রমেহান্নির্মান্ ষট্ ক্ষিপ্রমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি ॥ ২৩ ॥ তেষামপি চ পিত্তগুণবিশেষেণ নামবিশেষাঃ। তদ্যথা—

ক্ষারপ্রমেহশ্চ কালমেহশ্চ নীলমেহশ্চ লোহিতমেহশ্চ মঞ্জিষ্ঠামেহশ্চ হারিদ্রমেহশ্চেতি তে ষড়্ভিরেব ক্ষারাম্ললবণকটুকবিস্রোষ্ণৈঃ পিত্তগুণৈঃ পূর্ব্ববৎ সমন্বিতাঃ। সর্ব্ব এব তে যাপ্যাঃ বিষমগুণমেদঃস্থানস্থাদ্বিরুদ্ধোপক্রমত্বাচ্চেতি ॥ ২৪ ॥ তত্র শ্লোকাঃ পিত্তপ্রমেহবিজ্ঞানার্থাঃ ॥ ২৫

গন্ধবর্ণরসস্পর্শৈর্যথা ক্ষারস্তথাত্মকম্।
পিত্তকোপান্নরো মূত্রং ক্ষারমেহী প্রমেহতি ॥২৬
মসীবর্ণমজস্রং যো মূত্রমুষ্ণং প্রমেহতি।
পিত্তস্য পরিকোপেণ তং বিদ্যাৎ কাল-
মেহিনম্ ॥ ২৭
চাষপক্ষনিভং মূত্রং মন্দং মেহতি যো নরঃ।
পিত্তস্য পরিকোপেণ তং বিদ্যান্নীলমেহিনম্ ॥
বিস্রং লবণমুষ্ণঞ্চ রক্তং মেহতি যো নরঃ।
পিত্তস্য পরিকোপেণ তং বিদ্যাদ্রক্তমেহিনম্ ॥
মঞ্জিষ্ঠারূপি যোঽজস্রং ভৃশং বিস্রং প্রমেহতি।
পিত্তস্য পরিকোপাৎ তং বিদ্যান্মাঞ্জিষ্ঠমেহিনম্
হরিদ্রোদকসঙ্কাশং কটুকং যঃ প্রমেহতি।
পিত্তস্য পরিকোপাৎ তু বিদ্যাদ্ধারিদ্রমেহিনম্ ॥
ইতি ষট্ প্রমেহাঃ পিত্তপ্রকোপনিমিত্তা
ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৩১

কটুককষায়তিক্তরূক্ষলঘুশীতব্যায়ামবমনবিরেচনাস্থাপনাশিরোবিরেচনাতি-যোগ-বেগধারণানশনাভিঘাতাতপোদ্বেগ-শোকশোণিতাতিসেকজাগরণবিষম-শরীরন্যাসানুপসেবমানস্য তথাত্মকশরীরস্যৈব ক্ষিপ্রং বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে। স প্রকুপিতস্তথাত্মকে শরীরে বিসর্পন্ যদা

শীঘ্রই প্রকোপ প্রাপ্ত হয়। ২২। অনন্তর কুপিতপিত্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মেদকে দূষিত করিয়া অতি শীঘ্র ছয় প্রকার প্রমেহ উৎপাদন করে। ২৩। সেই ছয় প্রকার প্রমেহের পিত্তগুণভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা ;— ক্ষারপ্রমেহ, কালমেহ, নীলমেহ, লোহিতমেহ, মঞ্জিষ্ঠামেহ ও হারিদ্রমেহ। এই ছয় প্রকার প্রমেহই ক্ষার, অম্ল, লবণ, কটু, বিস্র ও উষ্ণ এই কয়েকটী পিত্তগুণবিশিষ্ট। ইহারা সর্ব্বত্রই যাপ্য। কারণ এস্থলে দোষ পিত্ত ও দূষ্য মেদ পরস্পর বিপরীত গুণ ও উভয়ের চিকিৎসা বিরুদ্ধ। ২৪। পিত্ত-প্রমেহের বিশেষ বিজ্ঞানার্থ পুনর্ব্বার পদ্যে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। যথা। ২৫। পিত্তকোপহেতু ক্ষারমেহী ব্যক্তি গন্ধ, বর্ণ, রস ও স্পর্শে ক্ষারবৎ প্রস্রাব করিয়া থাকে। ২৬। পিত্তকোপহেতু যে ব্যক্তি অজস্র মসীবর্ণ উষ্ণ প্রস্রাব করে, তাহাকে কালমেহী বলে। ২৭। পিত্তপ্রকোপহেতু যে ব্যক্তি চাষপক্ষীর পক্ষের আভার ন্যায় আভাবিশিষ্ট প্রস্রাব আস্তে আস্তে (এ স্থলের পাঠ 'মন্দ'—গঙ্গাধরপাঠ 'অম্ল') ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহাকে নীলমেহী কহে।২৮।পিত্তকোপহেতু যে ব্যক্তি বিস্র (আমগন্ধী), লবণ, স্বাদু, উষ্ণ রক্তবর্ণ প্রস্রাব ত্যাগ করে, তাহাকে রক্তমেহী কহে। [রক্তপিত্তের সহিত রক্তমেহের প্রভেদ চিকিৎসাপ্রকরণে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে]। ২৯। পিত্তকোপহেতু যে ব্যক্তি অজস্র মঞ্জিষ্ঠাবর্ণ ও অত্যন্ত আগমন্ধো প্রস্রাব বিসর্জ্জন করে, তাহাকে মাঞ্জিষ্ঠামেহী কহে। ৩০। পিত্তকোপহেতু যে ব্যক্তি হরিদ্রাজলবর্ণ কটু প্রস্রাব বিসর্জ্জন করে, তাহাকে হারিদ্রমেহী কহে। ইতি পিত্ত-কোপজনিত ছয় প্রকার প্রমেহ ব্যাখ্যা করা হইল। ৩১। কটু, কষায়, তিক্ত, রূক্ষ, লঘু ও শীতল দ্রব্য সেবন, ব্যায়াম, পরিশ্রম, বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও শিরোবিরেচনের অতিযোগ, বেগধারণ, উপবাস, আঘাত, আতপ, উদ্বেগ, শোক, অতিশয় রক্তমোক্ষণ, জাগরণ ও বিষমভাবে শরীর স্থাপন এই সকল কারণে বাত-প্রধান-ব্যক্তির বায়ু শীঘ্র প্রকোপ প্রাপ্ত হয়। সেই বায়ু কুপিত হইয়া বাতাধিক শরীরে বিসর্পণপূর্ব্বক

বসামাদায় মূত্রবহানি স্রোতাংসি প্রতিপদ্যতে তদা বসামেহমভিনির্বর্ত্তয়তি॥ ৩২ ॥ যদা পুনর্মজ্জানং মূত্রবস্তাবাকর্ষতি তদা মজ্জমেহমভিনির্বর্ত্তয়তি॥ ৩৩॥ যদা লসীকাং মূত্রাশয়েঽভিবহন্মূত্রমনুবন্ধংশ্চ্যোতয়তি লসীকাতিবহুত্বাদ্বিক্ষেপণাচ্চ বায়োঃ খল্বস্যাতিমূত্রপ্রবৃত্তিসঙ্গং করোতি, তদা স মত্ত ইব গজঃ ক্ষরত্যজস্রং মূত্রমবেগং তং হস্তিমেহিনমাচক্ষতে॥৩৪॥ ওজঃ পুনর্মধুরস্বভাবং তদ্রৌক্ষ্যাদ্বায়ুঃ কষায়ত্বেনাভিসংসৃজ্য মূত্রাশয়েঽভিবহতি তদা মধুমেহং করোতি॥ ৩৫ ॥ তানিমাংশ্চতুরঃ প্রমেহান্ বাতজানসাধ্যানাচক্ষতে। মহাত্যায়কত্বাদ্বিপ্রতিবিদ্ধোপক্রমত্বাৎ তেষামপি চ পূর্ববদ্গুণবিশেষেণ নামবিশেষাঃ॥ ৩৬॥ তদ্যথা।—বসামেহশ্চ মজ্জমেহশ্চ হস্তিমেহশ্চ মধুমেহশ্চেতি। তত্র শ্লোকাঃ বাতপ্রমেহবিশেষাবজ্ঞানার্থাঃ॥ ৩৭

বসামিশ্রং বসাভঞ্চ মুহুর্মেহতি যো নরঃ।
বসামেহিনমাহুস্তমসাধ্যং বাতকোপতঃ॥ ৩৮
মজ্জানং সহ মূত্রেণ মুহুর্মেহতি যো নরঃ।
মজ্জমেহিনমাহুস্তমসাধ্যং বাতকোপতঃ॥ ৩৯
হস্তী মত্ত ইবাজস্রং মূত্রং ক্ষরতি যো ভৃশম্।
হস্তিমেহিনমাহুস্তমসাধ্যং বাতকোপতঃ॥ ৪০
কষায়মধুরং পাণ্ডুং রুক্ষং মেহতি যো নরঃ।
বাতকোপাদসাধ্যং তং প্রতীয়ান্মধুমেহিনম্।
ইতি চত্বারো বাতপ্রকোপনিমিত্তাঃ॥ ৪১

তে এবং ত্রিদোষপ্রকোপনিমিত্তা বিংশতি-

বসাগ্রহণপূর্ব্বক মূত্রমার্গ প্রাপ্ত হইলে বসা-মেহ উৎপাদন করিয়া থাকে। ৩২। এইরূপে বায়ু মজ্জাগ্রহণপূর্ব্বক মূত্রমার্গ প্রাপ্ত হইলে মজ্জামেহ উৎপাদন করে। ৩৩। এইরূপে বায়ু লসীকা গ্রহণপূর্ব্বক মূত্রমার্গে বহন করিয়া মূত্রের সহিত সংসৃষ্টভাবে ক্ষরণ করে। লসীকার বহুলতা ও বায়ুর বিক্ষেপণহেতু অতিশয় মূত্র হইতে থাকে। তখন রোগী মত্তহস্তীর ন্যায় অজস্র প্রস্রাব করে এবং বেগ দিতে হয়। এইরূপ রোগীকে হস্তিমেহী কহে। [কুশ বা শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত হইলে ত্বক্ হইতে যে জলের ন্যায় রস নির্গত হয়, তাহাকে লসীকা কহে]। ৩৪। বায়ু ওজোধাতুকে মূত্রাশয়ে বহন করিয়া প্রস্রাবের সহিত ক্ষরণ করিতে থাকিলে তাহাকে মধুমেহ কহে। [ডাক্তারেরা ওজকেই বোধ হয় এলবুমেন কহেন। কারণ, চরকমতে ওজো ধাতুর যে বর্ণ, ডাক্তারী মতে, এলবুমেনেরও সেই বর্ণ]। ওজোধাতু স্বভাবতঃ মধুর, বায়ু স্বভাবতঃ রুক্ষ এবং মূত্র কষায়। এই জন্য মধুমেহ মধুর, রুক্ষ ও কষায় হইয়া থাকে। ৩৫। এই চারি প্রকার বাতজ প্রমেহ অসাধ্য বলিয়া কথিত আছে। যেহেতু ইহারা অত্যন্ত সাংঘাতিক এবং ইহাদের চিকিৎসায় বিরোধ আছে [বসা প্রভৃতি দূষ্যের সহিত বায়ুর চিকিৎসার বিরোধ আছে]। আর মূত্রে বসা প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকাতে বাতজ-প্রমেহের সেই সেই নাম হইয়াছে। যথা বসামেহ, মজ্জমেহ, হস্তিমেহ ও মধুমেহ। ৩৬। বাত-প্রমেহের বিশেষ জ্ঞানের জন্য পুনর্ব্বার পদ্যে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। ৩৭। যথা,—যে ব্যক্তি বসামিশ্র ও বসাবর্ণ মূত্র মুহুর্ম্মুহুঃ ত্যাগ করে, তাহাকে বসামেহী কহে। বসামেহ অসাধ্য। ইহা বায়ুপ্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হয়। ৩৮। যে ব্যক্তি মুহুর্ম্মুহুঃ মূত্রের সহিত মজ্জা ত্যাগ করে, তাহাকে মজ্জমেহী কহে। মজ্জমেহ অসাধ্য। ইহা বায়ুপ্রকোপবশতঃ উৎপন্ন হয়। ৩৯। যে ব্যক্তি মত্তহস্তীর ন্যায় ভূরি পরিমাণে অজস্র মূত্র বিসর্জ্জন করে, তাহাকে হস্তিমেহী কহে। হস্তিমেহ অসাধ্য। ইহা বায়ু-প্রকোপবশতঃ উৎপন্ন হয়। ৪০। যে ব্যক্তি বাতপ্রকোপবশতঃ কষায়, মধুর, পাণ্ডু ও রুক্ষ মূত্র বিসর্জ্জন করে, তাহাকে মধুমেহী বলে। মধুমেহ অসাধ্য জানবে। ইতি বাত-প্রকোপজন্য চারি প্রকার প্রমেহ ব্যাখ্যা করা হইল। ৪১। এইরূপে ত্রিদোষ হইতে বিংশতি প্রকার

প্রমেহা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৪২ ॥ ত্রয়স্তু দোষাঃ প্রকুপিতাঃ প্রমেহানভিনির্বর্ত্তয়িষ্যন্ত ইমানি পূর্ব্বরূপাণি দর্শয়ন্তি। তদ্‌যথা—জটিলীভাবং কেশেষু মাধুর্য্যমাস্যে করপাদয়োঃ সুপ্ততাং দাহং মুখতালুকণ্ঠশোষং পিপাসামালস্যং মলঞ্চ কায়ে কায়চ্ছিদ্রেষূপদেহং পরিদাহং সুপ্ততাঞ্চাঙ্গেষু ষট্‌পদাপপীলিকাভিঃ শরীরমূত্রাভিসরণং মূত্রে চ মূত্রদোষান্বিতং শরীরগন্ধং নিদ্রাং তন্দ্রাঞ্চ সর্ব্বকালমিতি ॥ ৪৩ ॥ উপদ্রবাস্তু খলু প্রমেহিণাং তৃষ্ণাতীসারজ্বরদাহদৌর্ব্বল্যারোচকাবিপাকাঃ পূতিমাংসপিড়কা অলজীবিদ্রধ্যাদয়শ্চ তৎপ্রসঙ্গাৎ ভবন্তি॥ ৪৪ ॥ তত্র সাধ্যান্ প্রমেহান্ সংশোধনোপশমনৈর্যথার্হমুপপাদয়েচ্চিকিৎসেচ্চেতি ॥ ৪৫

তত্র শ্লোকাঃ।

গৃধ্রমভ্যবহার্য্যেষু স্নানচঙ্ক্রমণাদ্বিষম্।
প্রমেহঃ ক্ষিপ্রমভ্যেতি নীচক্রমমিবাণ্ডজঃ॥ ৪৬
মন্দোৎসাহমতিস্থূলমতিস্নিগ্ধং মহাশনম্।
মৃত্যুঃ প্রমেহরূপেণ ক্ষিপ্রমাদায় গচ্ছতি ॥ ৪৭
যস্ত্বাহারং শরীরস্য ধাতুসাম্যকরং নরঃ।
সেবতে বিবিধাশ্চাম্যাশ্চেষ্টাঃ স সুখমশ্নুতে ॥ ৪৮

তত্র শ্লোকাঃ।

হেতুর্ব্যাধিবিশেষাণাং প্রমেহণাঞ্চ কারণম্।
দোষধাতুসমাযোগো রূপং বিবিধমেব চ॥
দশ শ্লেষ্মকৃতা যস্মাৎ প্রমেহাঃ ষট্ চ পিত্তজাঃ।
যথা করোতি বায়ুশ্চ প্রমেহাংশ্চতুরো বলী॥ ৪৯

প্রমেহ হইয়া থাকে। ৪২। ত্রিদোষ কুপিত হইয়া বিংশতি প্রকার প্রমেহ উৎপাদন করে। উহাদের পূর্ব্বরূপ যথা ;—কেশের জটিল ভাব মুখের মধুর আস্বাদ, কর ও পাদের সুপ্ততা, শরীরের দাহ, মুখ তালু ও কণ্ঠের শুষ্কতা, পিপাসা, আলস্য, শরীরে মলোৎপত্তি এবং লোমকূপের অবরোধ ও তজ্জন্য শরীরে দাহ, স্পর্শ-শক্তির হ্রাস ; ষট্‌পদ ও পিপীলিকারা শরীর ও মূত্রে ধাবমান হয়, শরীরের গন্ধ মূত্রদোষযুক্ত হয় এবং সর্ব্বদাই নিদ্রা ও তন্দ্রা হইয়া থাকে। ৪৩। প্রমেহের উপদ্রব যথা, —তৃষ্ণা, অতিসার, জ্বর, দাহ, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অবিপাক, পূতিমাংস, পিড়কাসমূহ, অলজী, বিদ্রধী প্রভৃতি। ৪৪। তন্মধ্যে সাধ্য প্রমেহসমূহ যথোপযোগী সংশোধন ও উপশমন যোগে সম্পন্ন করিয়া চিকিৎসা করিবে। ৪৫। উপসংহার ও সূচী—পক্ষী যেরূপ নীচস্থ ক্রমে সহজে অবতরণ করে, সেইরূপ আহারলোভী, স্নান ভ্রমণ-বিদ্বেষী পুরুষে প্রমেহ রোগ শীঘ্রই আশ্রয় করে। ৪৬। অলস, অতিস্থূল, অতিস্নিগ্ধ, অত্যাহারী ব্যক্তিকে মৃত্যু প্রমেহরূপে শীঘ্রই অধিকার করে। ৪৭। যে মানব শরীরের ধাতুসাম্যকর আহার সেবন করে এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে না, সেই সুখ ভোগ করে। ৪৮। এই প্রমেহ নিদানে ভিন্ন ভিন্ন হেতু ও ব্যাধি, প্রমেহের কারণ, দোষ ও দূষ্য ধাতু, বিবিধরূপ শ্লেষ্মজন্য দশ প্রকার প্রমেহ, পিত্তজন্য ছয় প্রকার প্রমেহ, বায়ুজন্য উৎকট চারি প্রকার প্রমেহ, সাধ্যাসাধ্যের প্রভেদ পূর্ব্বরূপ ও উপদ্রব এবং চিকিৎসাসূত্র প্রকটিত হইল। [ডাক্তারী শাস্ত্রে এইরূপ মূত্রবিচার আছে ; "সুস্থাবস্থায় মূত্রের পরিমাণ দিনরাত্রে প্রায় আড়াই পাইন্ট হয়। উহার আস্বাদ ঈষৎ অম্ল, আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১৮ হইতে ১০২০ পর্য্যন্ত এবং বর্ণ ব্রাণ্ডীর ন্যায় পীত। উহার হাজার-করা চৌদ্দ অংশ ইউরিয়া, চারি অংশ ইউরিক্ এসিড, দশ অংশ শারীর পদার্থ এবং আট অংশ লবণ পদার্থ। অর্থাৎ হাজার আউন্স মূত্রের মধ্যে তেত্রিশ আউন্স অদ্রব পদার্থ থাকে। শরীরের অবস্থাভেদে মূত্র ঘোরকৃষ্ণ পোর্টের রং হইতে অতি স্বচ্ছ জলের রং পর্য্যন্ত বিভিন্ন হইয়া থাকে। পাণ্ডুবর্ণ (pale) হইলে প্রায়ই প্রচুর হইয়া থাকে। মূত্র ঈষৎ রক্তযুক্ত ধূম্রবর্ণ হইলে পিত্ত থাকে। আবার পিত্তাধিক্যে ঘোর হরিতবর্ণ অথবা পোর্টের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে। বহুমূত্রের মূত্র ঈষৎ শুভ্রবর্ণ। মূত্রে

সাধ্যাসাধ্যবিশেষাশ্চ পূর্ব্বরূপাণ্যুপদ্রবাঃ। প্রমেহাণাং নিদানেহস্মিন্ ক্রিয়াসূত্রঞ্চ ভাষিতম্

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে প্রমেহনিদানং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

কুষ্ঠনিদানম্।

অথাতঃ কুষ্ঠনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১ ॥ সপ্ত দ্রব্যাণি কুষ্ঠানাং প্রকৃতিবিকৃতিমাপন্নানি ভবন্তি। তদযথা।—

ত্রয়ো দোষা বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ প্রকোপণবিকৃতা দূষ্যাশ্চ শরীরধাতবস্ত্বঙ্মাংশোণিতলসীকাশ্চতুর্দ্ধা দোষোপঘাতবিকৃতা ইতি এতৎসপ্তানাং সপ্তধাতুকমেবং গতমাজননং কুষ্ঠানামতঃপ্রভবান্যভিনির্ব্বর্ত্ত্যমানানি কেবলং

অম্লাৰ্লিক এসিড থাকিলে, উহা পরিস্কৃত পাণ্ডুবর্ণ লালাবিশিষ্ট ও চূর্ণযুক্ত হয় আর প্রস্রাবের সময় ক্ষণিক ক্লেশ বোধ হয় এবং মন প্রায়ই বিষণ্ন থাকে। মূত্রে ফস্ফেটের ভাগ অধিক থাকিলে, তলায় এক প্রকার অতিশয় শুভ্রবর্ণ বালুকার ন্যায় পদার্থ জন্মে এবং উহাতে নাইট্রিক্ এসিড দিলে গলিয়া যায়। মূত্রে ইউরিক্ এসিড অধিক থাকিলে যদি ঘরের মধ্যে ধরিয়া রাখা যায়, তবে তলায় সুরকীর ন্যায় রং-বিশিষ্ট এক প্রকার পদার্থের সঞ্চয় হয়। ঐ পদার্থের অণু সকল আকারে কিঞ্চিৎ বড় হইলে প্রস্রাবকালে প্রস্রাব বৃক্ক হইতে বস্তিতে গমন করিবার সময় চিন্ চিন্ করাতে ক্লেশ বোধ হয়। কখন কখন পীড়াও হয়। আহারের গোলমাল, তীক্ষ্ণ মদ্যপান ও অতিশয় মাংসাহার করিলে এবং অজীর্ণ হইলে মূত্রে উক্ত পদার্থের আধিক্য হয়। জ্বর ও প্রদাহের শেষে ও আমবাতে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অথ মূত্রপরীক্ষা ;—"এক ইঞ্চ পরিমাণ পরীক্ষানলে যতটুকু মূত্র ধরে, তাহাতে এক ফোঁটা নাইট্রিক এসিড নিক্ষেপ কর এবং উহা একটী স্পিরিট-ল্যাম্পের উপর ফোটাও। যদি মূত্রে ওজোধাতু (ainumen) থাকে, তবে এক প্রকার সাদা জিনিষ তলায় গিয়া দাঁড়াইবে। উহা নাইট্রিক এসিডে গলিবে না। ফস্ফেট থাকিলেও সাদা জিনিষ জমে বটে, কিন্তু তাহা নাইট্রিক এসিডে গলিয়া যাইবে। মূত্রে পূয থাকিলে তীক্ষ্ণ পটাস-সংযোগে ঘন হইয়া যায়। একটা সাদা পাথরের উপর এক ফোঁটা মূত্র এক ফোঁটা নির্জ্জল নাইট্রিক এসিড একত্র করিয়া নাড়িতে থাক, তাহাতে উভয় দ্রব্য মিলিত হইলেই নানাপ্রাকার দীপ্তিশীল বর্ণের উদয় হইবে। মূত্রের সহিত সমানপরিমাণ তীক্ষ্ণ পটাসসংযুক্ত করিয়া স্পিরিট-ল্যাম্পের উপর ফোটাইতে থাক ; মূত্রে চিনি থাকিলে উহা ঘোর সেরি-বর্ণ হইবে। মূত্রে চিনি থাকিলে, উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৩০ হইতে ১০৫০ হইয়া থাকে। আর উহাতে ইউরিনোমেটর যন্ত্র নিক্ষেপ করিলে চিনির পরিমাণ জানা যায়।" মূত্রে এলবুমেন থাকিলে, কেন তাহা নাইট্রিক এসিডে গলিবে না। ইত্যাদি তত্ত্বের সন্তোষকর ব্যাখ্যা নাই। ৪৯

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায়

অনন্তর আমরা কুষ্ঠনিদান ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। সপ্তপ্রকার বিকৃতিভাবাপন্ন দ্রব্য কুষ্ঠোৎপত্তির কারণ। যথা.—বাত-পিত্ত কফ এই তিন দোষ, প্রকোপন দ্রব্য যোগে, বিকৃত হয়। আর ত্বক্, মাংস, শোণিত ও লসীকা এই চারি শরীরধাতু দূষ্য অর্থাৎ উক্ত দোষত্রয় যোগে বিকৃত হয়। এই সপ্তপ্রকার বিকৃতভাবাপন্ন দ্রব্যই কুষ্ঠ উৎপাদন করে। কুষ্ঠ সকল

শরীরমুপতপন্তি। ন চ কিঞ্চিদস্তি কুষ্ঠমেক-দোষপ্রকোপনিমিত্তম্॥ ২॥ অস্তি তু খলু সমানপ্রকৃতীনামপি সপ্তানাং কুষ্ঠানাং দোষাংশ-বলবিকল্পস্থানবিভাগেন বেদনাবর্ণসংস্থাননাম-প্রভাবচিকিৎসিতবিশেষঃ॥ ৩॥ স সপ্ত-বিধোঽষ্টাদশবিধোঽপরিসংখ্যেয়বিধো বা॥ ৪॥ দোষা হি বিকল্পৈর্বিকল্প্যমানা বিকল্পয়ন্তি বিকারানসংখ্যানসাধ্যভাবাৎ তেষাং বিকল্প-বিকারসংখ্যানেঽতিপ্রসঙ্গমভিসমীক্ষ্য সপ্ত-বিধমেব কুষ্ঠবিশেষমুপদেক্ষ্যামঃ॥ ৫। ইহ বাতাদিষু ত্রিষু প্রকুপিতেষু ত্বগাদীংশ্চতুরঃ প্রদূষয়ৎসু বাতে অধিকতরে কপালকুষ্ঠমভি নির্ব্বর্ত্ততে। পিত্তে তৌদুম্বরং শ্লেষ্মণি মণ্ডল-কুষ্ঠম্॥ ৬॥ বাতপিত্তয়োর্ঋষ্যজিহ্বং পিত্ত-শ্লেষ্মণোঃ পুণ্ডরীকং শ্লেষ্মমারুতয়োঃ সিধ্মকুষ্ঠং সর্ব্বদোষাতিবৃদ্ধৌ কাকণকমভিনির্ব্বর্ত্ততে ইত্যেবমেষ সপ্তবিধঃ কুষ্ঠবিশেষো ভবতি॥ ৭॥ স চৈষ ভূয়োঽতঃ প্রকৃতিবিকল্পনয়া ভূয়সীং বিকারসংখ্যামাপদ্যতে॥ ৮॥ তত্রেদং সর্ব্বকুষ্ঠনিদানং সমাসেন উপদেক্ষ্যামঃ। শীতোষ্ণব্যত্যাসমানুপূর্ব্ব্যোপসেবমানস্য তথা সন্তর্পণাপতর্পণাভ্যবহার্য্যব্যত্যাসং মধুফাণিত-মৎস্যমূলককাকমাচীঃ সততমতিমাত্রমপ্যজীর্ণে সমশ্নতশ্চিলিচিমঞ্চ পয়সা হায়নকযবকচীন কোদ্দালককোরদূষপ্রায়াণি চান্নানি ক্ষীরদধি-তক্রকোল-কুলত্থমাষাতসীষকুসুম্ভস্নেহবন্তো-তৈশ্চাপি সুহিতস্য ব্যবায়ব্যায়ামসন্তাপান-ত্যুপসেবমানস্য ভয়শ্রমসন্তাপোপহতস্য সহসা শীতোদকমরুতরতো বিদগ্ধমাহারমনুল্লিখ্য-বিদাহীন্যভ্যস্যতশ্ছর্দ্দিঞ্চ প্রতিঘ্নতঃ স্নেহাং-শ্চাভিচরতঃ যুগপৎ ত্রয়ো দোষাঃ প্রকোপ-

এইরূপে উৎপন্ন হইয়া অসহায় শরীরকে ক্লেশিত করে। এমন কোন কুষ্ঠ নাই, যাহা এক দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। ২। সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠই সমকারণে উৎপন্ন হয় বটে, তথাপি দোষের অংশ, বল ও স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন কুষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন বেদনা, বর্ণ, আকৃতি, নাম ও প্রভাব এবং চিকিৎসা হইয়া থাকে ৩। এইরূপে কুষ্ঠ সপ্তবিধ, অষ্টা-দশবিধ বা অসংখ্যবিধ হইয়া থাকে। ৪। দোষ সকল বহুবিকল্পে বিকল্প্যমান হইলে অসংখ্য বিকার কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু অসংখ্য বিকার বর্ণনা করা যায় না। এই জন্য প্রসঙ্গক্রমে কেবল সাত প্রকার কুষ্ঠই বর্ণনা করিব। [বিকল্পশব্দের অর্থ প্রকারভেদ]। ৫। সপ্তপ্রকার কুষ্ঠই ত্রিদোষজ ও ত্বগাদি চতুষ্প্রকার দূষ্য দূষিত করিয়া উৎপন্ন হয়, তথাপি বাতাধিক্যেই কপাল নামক কুষ্ঠের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ উড়ুম্বর কুষ্ঠে পিত্তের এবং মণ্ডলকুষ্ঠে শ্লেষ্মার প্রাবল্য লক্ষিত হয়। ৬। সেইরূপ বাতপিত্তের উল্বণতা হেতু ঋষ্যজিহ্ব, পিত্তশ্লেষ্মার উল্বণতা হেতু পুণ্ডরীক, বাতশ্লেষ্মার উল্বণতা হেতু সিধ্ম ও ত্রিদোষের উল্বণতা হেতু কাকণক কুষ্ঠের উৎপত্তি হয়। ৭। এই সকল কুষ্ঠই আবার কারণের প্রকারভেদে ভূয়সী বিকার সংখ্যা উৎপন্ন করিয়া থাকে। ৮। এক্ষণে সর্ব্ব কুষ্ঠনিদান সংক্ষেপে বলিতেছি। আনুপূর্ব্বিক ব্যত্যাসক্রমে (বিপর্য্যয়ক্রমে) শীতোষ্ণ সেবন, ব্যাত্যাসক্রমে সন্তর্পণ ও অপতর্পণ আহার; মধু, ফাণিত, মৎস্য, মূলক ও কাক-মাচীর সর্ব্বদা অতিমাত্র সেবন, অজীর্ণ ভোজন, দুগ্ধের সহিত চিলিচিম মৎস্য ভক্ষণ, হায়নক, যবক, চীনক, কোদ্দালক ও কোরদূষ ধান্যের প্রায়ই সেবন; ক্ষীর, দধি, তক্র, কুল, কুলত্থ, মাষকলায়, অতসীযুষ ও কুসুম্ভ তৈলের অতি সেবন ও তদ্দ্বারা অতিতর্পণ; ব্যবায়, ব্যায়াম ও সন্তাপের অত্যায় সেবন; ভয়, শোক ও পরিশ্রম দ্বারা অতি কর্ষণ; সহসা শীতল জল ও বায়ুর উপসেবন; বিদগ্ধ আহারে বমি না করিয়া পুনর্ব্বার আহার করা, বিদগ্ধ ভোজনে অভ্যাস, বমিবেগধারণ এবং স্নেহসমূহের অতিসেবনহেতু ত্রিদোষ

মাপদ্যন্তে। ত্বগাদয়ঃ চত্বারঃ শৈথিল্যমাপদ্যন্তে। তেষু শিথিলেষু দোষাঃ প্রকুপিতাঃ স্থানমভিগম্য সন্তিষ্ঠমানাঃ তানেব ত্বগাদীন দূষয়ন্তঃ কুষ্ঠান্যভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি ॥ ৯ ॥ তত্রেমানি পূর্ব্বরূপাণি। তদ্‌যথা।—

অস্বেদনমতিস্বেদনং পারুষ্যমতিশ্লক্ষ্ণতা বৈবর্ণ্যং কণ্ডুর্নিস্তোদঃ সুপ্ততা পরিদাহঃ পরিহর্ষো লোমহর্ষো খরত্বমুষ্মায়ণং গৌরবং শ্বয়থুর্বীসর্পাগমনম্ অভীক্ষ্ণং কায়চ্ছিদ্রেষূপদাহঃ পক্কদগ্ধদষ্টক্ষতোপস্খলিতেষ্বতিমাত্রং বেদনা স্বল্পানামপি চ ব্রণানাং দুষ্টিরসংরোহণঞ্চেতি তেভ্যোঽনন্তরং কুষ্ঠানি জায়ন্তে ॥ ১০ ॥ তেষামিদং বেদনা-বর্ণ-সংস্থান-প্রভাবনামবিশেষবিজ্ঞানম্। তদ্‌যথা—

রূক্ষারুণপরুষাণি বিষমবিসৃতানি খরপর্য্যন্তানি তনূন্যুদ্‌বৃত্তবহিস্তনূনি সুপ্তসুপ্তানি হৃষিতলোমচিতানি নিস্তোদবহুলানি অল্পকণ্ডুদাহপূয়লসীকান্যাশুগতিসমুত্থানানি আশুভেদীনি জন্তুমন্তি কৃষ্ণারুণকপালবর্ণানি কপালকুষ্ঠানীতি বিদ্যাৎ ॥ ১১ ॥ তাম্রাণি তাম্ররোমরাজীভিরবনদ্ধানি বহুলানি বহুবহলরক্তপূয়লসীকানি কণ্ডুক্লেদকোথদাহপাকবন্ত্যাশুগতিসমুত্থানভেদীনি সসন্তাপক্রিমীণ্যুদুম্বরফলপক্কবর্ণান্যুদুম্বরকুষ্ঠানীতি বিদ্যাৎ ॥ ১২ ॥ স্নিগ্ধানি গুরূণ্যুৎসেধবন্তি শ্লক্ষ্ণস্থিরপীনপর্য্যন্তানি শুক্লরক্তাবভাসানি বহুলবহলশুক্লপিচ্ছিলস্রাবীণি শুক্লরোমরাজীসন্তানানি বহুকণ্ডুক্রিমীণি সক্তগতিসমুত্থানভেদীনি পরিমণ্ডলানি মণ্ডলকুষ্ঠানীতি বিদ্যাৎ ॥ ১৩ ॥ পরুষাণ্যরুণবর্ণানি বহিরন্তঃ শ্যাবানি নীলপীততাম্রাবভাসান্যাশুগতি-সমুত্থানান্যল্পকণ্ডুক্লেদক্রিমীণি দাহভেদনিস্তোদপাকবহুলানি শূকোপহতোপমানবেদ-

---

যুগপৎ কুপিত হয়। তাহাতে ত্বক্ প্রভৃতি ধাতুচতুষ্টয় শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই সকল ধাতু শিথিল হইলে দোষ সকল কুপিত হইয়া স্থানবিশেষে অবস্থিতিপূর্ব্বক সেই ত্বক্ প্রভৃতি ধাতুদিগকে দূষিত করিয়া কুষ্ঠ সকল উৎপাদন করিয়া থাকে। ৯। কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপ সমস্ত যথা;—ঘর্ম্ম না হওয়া বা অতিঘর্ম্ম; পরুষতা বা অতিশয় শ্লক্ষ্ণতা, বৈবর্ণ্য, কণ্ডু, নিস্তোদ, সুপ্ততা, দাহ, ত্বকের হর্ষণ, লোমহর্ষ, খরত্ব, উষ্মার উদ্গম, গুরুতা, শোথ, বীসর্পসমুৎপত্তি; লোমকূপের মধ্যে সর্ব্বদা জ্বালা (উপদাহ—পাঠান্তর উপদেহ অর্থাৎ প্রলিপ্ততা) কোন স্থান পক্ক, দগ্ধ, দষ্ট, ক্ষত বা প্রচ্যুত হইলে অত্যন্ত বেদনা এবং শরীরে সামান্য ব্রণ হইলেও তাহা দূষিত হয় ও সংযোজিত হয় না। এই সকল উপদ্রবের পর কুষ্ঠ হয়। ১০। কুষ্ঠসমূহের বেদনা, বর্ণ, আকৃতি, প্রভাব ও নাম যথা;—রুক্ষ, অরুণ, পরুষ, বিষমগতিসম্পন্ন, পর্য্যন্তভাগে খর, অল্প-উচ্চ, বহির্দ্দিক্ উদ্বৃত্ত, অতিশয়সুপ্ত, হর্ষযুক্ত লোমসমূহে ব্যাপ্ত, অতিশয় নিস্তোদযুক্ত, অল্পকণ্ডু, অল্পদাহ, অল্পপূয, অল্পলসীকাযুক্ত, আশুগতি, আশূৎপত্তি, আশুভেদী, কীটযুক্ত এবং কৃষ্ণ, অরুণ ও কপালবর্ণ হইলে তাহাদিগকে কপালকুষ্ঠ কহে। ১১। তাম্রবর্ণ, তাম্ররোমরাজীযুক্ত, ঘন, বহুঘন রক্ত-পূয-লসীকাযুক্ত, ঘন, কণ্ডুযুক্ত, ক্লেদযুক্ত, কোথযুক্ত, দাহপাকযুক্ত, আশুগতি, আশূৎপত্তি, আশুভেদী, সন্তাপযুক্ত, ক্রিমিযুক্ত ও পক্ক উদুম্বর ফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে তাহাদিগকে উদুম্বর কুষ্ঠ বলিয়া জানিবে। ১২। স্নিগ্ধ, গুরু, উচ্চ শ্লক্ষ্ণ, দৃঢ়, পীনপর্য্যন্ত (যাহার সীমা পীন), শুক্ল-লোহিতবর্ণ, বহুঘনশুক্ল-পিচ্ছিলস্রাবযুক্ত, শুক্ল লোমরাজী-ব্যাপ্ত, বহুকণ্ডু ও ক্রিমিযুক্ত, বিলম্বে গতি, বিলম্বে উৎপত্তি ও বিলম্বে ভেদ এই সকল লক্ষণযুক্ত এবং সম্পূর্ণ মণ্ডলাকার হইলে তাহাদিগকে মণ্ডলকুষ্ঠ বলে। ১৩। পরুষ, বহির্ভাগে অরুণবর্ণ, অন্তরে শ্যামবর্ণ, নীল, পীত ও তাম্রের আভাযুক্ত, আশুগতি, আশূৎপত্তি, অল্পকণ্ডু, অল্পক্লেদ, অল্পক্রিমি, দাহ-ভেদ-তোদ-পাকবহুল, শূকক্ষতের ন্যায় বেদনা-

নাম্ন্যুৎসন্নমধ্যানি তনুপর্য্যন্তানি কর্কশপিটকা-চিতানি দীর্ঘপরিমণ্ডলানি ঋষ্যজিহ্বাকৃতানি ঋষ্যজিহ্বানীতি বিদ্যাৎ॥ ১৪॥ শুক্লরক্তাবভাসানি রক্তপর্য্যন্তানি রক্তরাজীসন্ততান্যুৎসেধবন্তি বহুবহলরক্তপূয়লসীকানি কণ্ডুক্রিমি-দাহপাকবন্ত্যাশুগতিসমুত্থানভেদীনি পুণ্ডরীকপলাশসঙ্কাশানি পুণ্ডরীকাণীতি বিদ্যাৎ॥ ১৫॥ পরুষারুণবিশীর্ণবহিস্তনূন্যন্তঃস্নিগ্ধানি শুক্লরক্তাবভাসানি বহুন্যল্পবেদনান্যল্পকণ্ডুদাহপূয়লসীকানি, লঘুসমুত্থানান্যল্পভেদক্রিমীণ্যলাবুপুষ্পসঙ্কাশানি সিধ্মকুষ্ঠানীতি বিদ্যাৎ॥ ১৬॥ কাকণন্তিকাবর্ণান্যাদৌ পশ্চাৎ সর্ব্বকুষ্ঠলিঙ্গসমন্বিতানি পাপীয়সাং সর্ব্বকুষ্ঠলিঙ্গসম্ভবেনানেকবর্ণানি কাকণানীতি বিদ্যাৎ॥ ১৭॥ তান্যসাধ্যানি সাধ্যানি পুনরিতরাণি। তত্র যদসাধ্যং তদসাধ্যতাং নাতিবর্ত্ততে। সাধ্যং পুনঃ কিঞ্চিৎ সাধ্যতামতিবর্ত্ততে কদাচিদপচারাৎ॥ ১৮॥ সাধ্যানীহ ষট্‌কাকণকবর্জ্জ্যান্যচিকিৎস্যমানান্যপচারতো বা দোষৈরভিষ্যন্দমানান্যসাধ্যতামুপযান্তি॥ ১৯॥

সাধ্যানামপি হ্যুপেক্ষমাণানামেষাং ত্বঙ্মাংসশোণিতলসীকাকোথক্লেদসংস্বেদজাঃ ক্রিময়োঽভিমূর্চ্ছন্তি। তে ভক্ষয়ন্তো দোষাশ্চ পুনর্দূষয়ন্তঃ পুনরিমানুপদ্রবান্ পৃথক পৃথগুৎপাদয়ন্তি॥ ২০॥ ততো বাতঃ শ্যাবারুণপরুষতামপি চ রৌক্ষ্য-শূল-শোষ-তোদ-বেপথুহর্ষ-সঙ্কোচায়াস স্তম্ভ-সুপ্তিভেদভঙ্গান্। পিত্তং পুনর্দাহ-স্বেদক্লেদ-কোথকণ্ডুস্রাবপাক-রাগান্। শ্লেষ্মা ত্বস্য শৈত্যাস্থৈর্য্যাকণ্ডু-গৌরবোৎ-সেধোপস্নেহোপলেপান্। ক্রিময়স্ত্বগাদীংশ্চতুরঃ

বিশিষ্ট, উন্নত-মধ্য, তনু-পর্য্যন্ত (সীমা সকল পাতলা); কর্কশ-পিটকা-সমূহে ব্যাপ্ত, দীর্ঘ অথচ মণ্ডল এবং ভল্লুক-জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইলে তাহাদিগকে ঋষ্যজিহ্ব-শ্রেণীস্থ কুষ্ঠ বলে। ১৪। শুক্লরক্তের আভা-যুক্ত, রক্ত-পর্য্যন্ত, রক্তলোমরাজী-পরিব্যাপ্ত, উচ্চতাসম্পন্ন, বহু-বহল-রক্ত-পূয-লসীকাযুক্ত, কণ্ডু-ক্রিমি-দাহ-পাকযুক্ত, আশুগতি, আশূৎপত্তি, আশুভেদনশীল এবং পুণ্ডরীকপত্র-সঙ্কাশ হইলে তাহাদিগকে পুণ্ডরীককুষ্ঠ কহে। ১৫। বহির্ভাগে পরুষ, অরুণ ও বিশীর্ণ, বহির্ভাগে তনু, অন্তরে স্নিগ্ধ, শুক্ল-রক্তের আভাযুক্ত, বহু, অল্প বেদনাযুক্ত, অল্পকণ্ডুদাহ-পূয-লসীকাযুক্ত, অতিক্ষুদ্রভাবে উৎপন্ন, অল্পভেদ ও ক্রিমিযুক্ত এবং অলাবুপুষ্পসঙ্কাশ হইলে তাহাদিগকে সিধ্মকুষ্ঠ বলে। ১৬। কাকণজাতীয় কুষ্ঠসমূহ আদৌ কুচের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয়। পশ্চাৎ সর্ব্বকুষ্ঠের লক্ষণযুক্ত হয়। পাপীদিগেরই এরূপ সর্ব্বলিঙ্গবিশিষ্ট কুষ্ঠ হইয়া থাকে। ইহাদের বর্ণ নানাবিধ হয়। ১৭। ঐ সকল কুষ্ঠ সাধ্য ও অসাধ্য, দুই প্রকার বলা হইয়াছে। যাহা অসাধ্য, তাহা আর কিরূপে অসাধ্যতা অতিক্রম করিবে (অর্থাৎ সাধ্য হইবে)? আবার সাধ্য হইলেও কোন কোন কুষ্ঠ অপচারবশতঃ সাধ্যতা অতিক্রম করে। ১৮। কাকণক ভিন্ন আর ছয় প্রকার কুষ্ঠই সাধ্য। তাহারা ও চিকিৎসাকালে অপচারবশতঃ বা দোষদিগের কর্ত্তৃক অভিষ্যন্দিত হইয়া অসাধ্যতা প্রাপ্ত হয়। ১৯। সাধ্য কুষ্ঠসমূহও উপেক্ষিত হইলে, ত্বক্, মাংস, শোণিত ও লসীকার কোথ (পচন), ক্লেদ, ও স্বেদবশতঃ ক্রিমি সকল উৎপন্ন হয়। ক্রিমি সকল কুষ্ঠস্থানে ভক্ষণ আরম্ভ করিলে পৃথক্ পৃথক্ দোষে পুনর্ব্বার দূষিত হয় এবং পুনর্ব্বার নিম্নলিখিত উপদ্রব সকল পৃথক্ পৃথক্ উৎপাদন করিয়া থাকে। ২০। তন্মধ্যে বায়ু কুপিত হইয়া শ্যাম ও অরুণ বর্ণ, পরুষতা, রুক্ষতা, শূল, শোষ, তোদ, শোথ, কম্প, হর্ষণ, সঙ্কোচ, আয়াস, স্তব্ধতা, সুপ্তি, ভেদ ও ভঙ্গ উৎপাদন করে। পিত্ত কুপিত হইয়া দাহ, স্বেদ, ক্লেদ, কোথ, কণ্ডু, স্রাব, পাক ও রাগ (রক্তিমা) উৎপাদন করে। শ্লেষ্মা কুপিত হইলে কুষ্ঠের শৈত্য, কণ্ডু, দার্ঢ্য, গৌরব, উচ্চতা, উপস্নেহ (সস্নিগ্ধতা) ও উপলেপ

শিরা স্নায়ুন্তরুণাস্থীন্যপি চ তরুণানি খাদন্তি ॥ ২১॥ অস্যামবস্থায়ামুপদ্রবাঃ কুষ্ঠিনং স্পৃশন্তি। তদ্‌যথা।—

প্রস্রবণমঙ্গভেদ-পতনান্যঙ্গাবয়বানাং তৃষ্ণা জরাতীসারদাহদৌর্ব্বল্যারোচকাবিপাকশ্চ তদ্বিধমসাধ্যং বিদ্যাদিতি ॥ ২২ ॥

তত্র শ্লোকাঃ।

সাধ্যোঽয়মিতি যঃ পূর্ব্বং নরো রোগমুপেক্ষতে
স কিঞ্চিৎকালমাসাদ্যমৃত এবাববুধ্যতে ॥
যস্তু প্রাগেব রোগেভ্যো রোগেষু তরুণেষু চ
ভেষজং কুরুতে সম্যক্ স চিরং সুখমশ্নুতে ॥২৩
যথা স্বল্পেন যত্নেন চ্ছিদ্যতে তরুণস্তরুঃ।
স এবাতিপ্রবৃদ্ধস্তু ন তু চ্ছেদ্যতমো ভবেৎ ॥
এবমেব বিকারোঽপি তরুণঃ সাধ্যতে সুখম্।
বিবৃদ্ধঃ সাধ্যতে কৃচ্ছ্রাদসাধ্যো বাপি জায়তে ॥
সংখ্যাদ্রব্যাণি দোষাশ্চ হেতবঃ পূর্ব্বলক্ষণম্।
রূপাণ্যুপদ্রবাশ্চোক্তাঃ কুষ্ঠানাং কৌষ্ঠিকে পৃথক্ ॥ ২৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কুষ্ঠনিদানং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শোষনিদানম্।

অথাতঃ শোষনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১ ॥ ইহ খলু চত্বারি শোষস্যায়তনানি। তদ্‌যথা।—

সাহসং সন্ধারণং ক্ষয়ো বিষমাশনমিতি। ২। যত্তুক্তং সাহসং শোষস্যায়তনমিতি তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। যদা পুরুষো দুর্ব্বলো হি সন্ বলবতা সহ বিগৃহ্ণাতি অতিমহতা বা ধনুষা ব্যাযচ্ছতি জল্পতি বাতিমাত্রমতিমাত্রং বা ভারমুদ্বহতি অপ্সু বাপ্লবতে চাতিদূরমুৎসাদনপদা-

উৎপাদন করে। তখন ক্রিমি সকল ত্বক্, মাংস, রুধির ও লসীকা; শিরা, স্নায়ু ও কোমল অস্থি সকল ভক্ষণ করিতে থাকে। ২১। এই অবস্থায় কুষ্ঠীকে যে সকল উপদ্রব স্পর্শ করে, নিম্নে তাহাদের বিবরণ বলা যাইতেছে। পূযাদির স্রাব, অঙ্গের ভেদ, অঙ্গ ও অবয়বদিগের পতন তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার, দাহ, দৌর্ব্বল্য, অরোচক ও অবিপাক, এই সকল উপদ্রব হইলে কুষ্ঠ অসাধ্য হইয়া থাকে। ২২। উপসংহার ও সূচী—যে ব্যক্তি রোগকে সাধ্য মনে করিয়া উপেক্ষা করে, কিছুকাল পরে তাহার এরূপ অবস্থা হয় যে, তাহাকে মৃত বলিয়াই বোধ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি রোগের পূর্ব্ব হইতেই কিংবা রোগের তরুণ অবস্থায় ঔষধ করে, সে চিরকাল সম্যক্ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। ২৩। যেন অল্প যত্নেই তরুণ-তরু ছেদন করা যায়, কিন্তু অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইলে ছেদন করা দুষ্কর; সেইরূপ তরুণরোগ অনায়াসে সাধ্য হয় এবং বিবৃদ্ধ হইলে কষ্টসাধ্য বা অসাধ্যও হইতে পারে। ২৪। এই কুষ্ঠনিদানে কুষ্ঠরোগের সংখ্যা, দূষ্য, দোষ, হেতু, পূর্ব্বরূপ, রূপ ও উপদ্রব সকল কথিত হইল। ২৫

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা শোষনিদান ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। আয়ুর্ব্বেদে শোষের চারি প্রকার কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—সাহস (অতি মাত্র কর্ম্ম), বেগধারণ, ক্ষয় ও বিষমাশন। [তন্মধ্যে সাহস হইতে ক্ষত ও ক্ষত হইতে শোষ উৎপন্ন হয়। চিকিৎসা-স্থান ১৭ অঃ ৪৮ প্রকরণ]। ২। তন্মধ্যে সাহসকে যে শোষের কারণ বলা হইল, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। যে সময়ে দুর্ব্বল পুরুষ বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধাদি করে কিংবা অতি বৃহৎ ধনু আকর্ষণাদি করে; কিংবা অতিমাত্র জল্পন বা অতিমাত্র ভারবহন, কিংবা জলে অতিদূর

ঘাতনে বাতিপ্রগাঢ়মাসেবতে অতিপ্রকৃষ্টং বাধ্বানং দ্রুতমভিপততি অভিহন্যতে বান্যদ্বা কিঞ্চিদেবংবিধং বিষমমতিমাত্রং বা ব্যায়ামজাতমারভতে তস্যাতিমাত্রেণ কর্ম্মণোরঃ ক্ষণ্যতে তস্যোরঃ ক্ষতমুপপ্লবতে বায়ুঃ। স তত্রাবস্থিতঃ শ্লেষ্মাণমুরঃস্থমুপসংগৃহ্য শোষয়ন্ বিহরতূর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ॥ ৩॥ যোহংশস্তস্য শরীরসন্ধীনাবিশতি তেন জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দো জ্বরশ্চোপজায়তে। যস্ত্বামাশয়মুপৈতি তেন রোগা ভবন্তি উরস্যা অরোচকশ্চ। যঃ কণ্ঠং প্রপদ্যতে কণ্ঠস্তনমুদ্ধংসতে স্বরশ্চাবসীদতি যঃ প্রাণবহানি স্রোতাংস্যেতি তেন শ্বাসঃ প্রতিশ্যায়শ্চোপজায়তে। যঃ শিরস্যবতিষ্ঠতে শিরস্তেনোপহন্যতে॥ ৪॥ ততঃ ক্ষণনাচ্চৈবোরসো বিষমগতিত্বাচ্চ বায়োঃ কণ্ঠস্যোদ্ধংসনাৎ কাসঃ সঞ্জায়তে। কাসপ্রসঙ্গাদুরসি ক্ষতে শোণিতং ষ্ঠীবতি, শোণিতাগমাচ্চাস্যদৌর্ব্বল্যমুপজায়তে। এবমেতে সাহসপ্রভবাঃ সাহসিকমুপদ্রবাঃ স্পৃশন্তি॥ ৫॥ ততঃ সোহপ্যুপশোষণৈরেতৈরুপদ্রবৈরুপদ্রুতঃ শনৈঃ শনৈরুপশুষ্যতি। তস্মাৎ পুরুষো মতিমান্ বলমাত্মনঃ সমীক্ষ্য তদনুরূপাণি কর্ম্মাণ্যারভেত কর্ত্তুম্। বলসমাধানং হি শরীরং শরীরমূলশ্চ পুরুষ ইতি॥ ৬

তত্র শ্লোকঃ।

সাহসং বর্জ্জয়েৎ কর্ম্ম রক্ষন্ জীবিতমাত্মনঃ।
জীবন্ হি পুরুষস্ত্বিষ্টং কর্ম্মণঃ ফলমশ্নুতে॥ ৭

সন্ধারণং শোষস্যায়তনমিতি যদুক্তং তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। যদা পুরুষো রাজসমীপে

সন্তরণ, কিংবা অতিশয় বলের সহিত বক্ষঃস্থলে উৎসাদন কিংবা অতিশয় বলে পদাঘাত বা দ্রুতবেগে পথ ভ্রমণ করে; কিংবা পতিত বা আহত হয় কিংবা তদ্বিধ অন্য কোনরূপ বিষম বা অতিমাত্র ব্যায়ামাদি অভ্যাস করে, তাহা হইলে তাহার সেই অতিমাত্র কর্ম্ম দ্বারা বক্ষের মধ্য ছিঁড়িয়া যায়। বায়ুই তাহার সেই উরঃক্ষত উৎপাদন করে (কারণ ছেদন ভেদন বায়ুরই কর্ম্ম)। সেই বায়ু সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া উরঃস্থ শ্লেষ্মাকে গ্রহণপূর্ব্বক শোষণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধ অধঃ এবং তির্য্যক্‌দিকে বিচরণ করে। [ক্ষত হইতে যে যক্ষ্মা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ডাক্তারীতে accute consumption কহে]। ৩। সেই বায়ুর যে অংশ শরীরস্থ সন্ধিসমূহে প্রবেশ করে, তদ্দ্বারা জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ ও জ্বর উৎপন্ন হয়। সেই বায়ুর যে অংশ আমাশয়কে প্রাপ্ত হয়, তদ্দ্বারাই উরঃস্থ রোগ সকল ও অরুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই বায়ুর যে অংশ কণ্ঠকে প্রাপ্ত হয়, তদ্দ্বারা কণ্ঠস্বন ধ্বংস হয় এবং স্বর অবসন্ন হয়। সেই বায়ুর যে অংশ প্রাণবহ স্রোতদিগকে প্রাপ্ত হয়, তদ্দ্বারা শ্বাস ও প্রতিশ্যায় উৎপন্ন হয়। আর সেই বায়ুর যে অংশ মস্তকে অবস্থান করে, তদ্দ্বারা মস্তক উপহত হয় (অর্থাৎ শিরঃশূলাদি হয়) [চিকিৎসাস্থান—২৮ অঃ ৫ প্রকরণে বায়ুর বিবরণ আছে]। ৪। অনন্তর বক্ষে ক্ষণনবশতঃ এবং বায়ুর বিষম গতিবশতঃ কণ্ঠের রোগহেতু কাস হইয়া থাকে। উরঃক্ষতে কাসের প্রসঙ্গ হওয়াতে রোগীর রক্তষ্ঠীবন হয়। শোণিতের আগমনবশতঃ উহার দৌর্ব্বল্য হয়। এইরূপে সাহসিক ব্যক্তিকে সাহসজন্য উপদ্রব সকল আক্রমণ করে। ৫। অনন্তর রোগী এই সকল শোষণকর উপদ্রবকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ শুষ্ক হইতে থাকে। অতএব মতিমান্ পুরুষ আপনার বল বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন। যেহেতু বলই শরীরের আধান এবং শরীরই পুরুষের মূল। ৬ অনন্তর ঐ কথাই পদ্যে লেখা হইতেছে। যথা;—যিনি বাঁচিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সাহসকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। কারণ পুরুষ বাঁচিয়া থাকিলেই কর্ম্মের ইষ্টফল ভোগ করিতে পারেন। ৭। বেগধারণকে যে শোষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা নিম্নে ব্যাখ্যা করি-

ভর্ত্তৃসমীপে বা গুরোর্ব্বা পাদমূলে দ্যূতসভং সভাজয়ন্ স্ত্রীমধ্যং বানুপ্রবিশ্য যানৈর্ব্বাপ্যু চ্চাবচৈর্গচ্ছন্ ভয়াৎ প্রসঙ্গাৎ হ্রীমত্ত্বাদ্ঘৃণিত্বাদ্বা নিরুণদ্ধ্যাগতানি বাতমূত্রপুরীষাণি তস্য সন্ধারণাদ্বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে॥ ৮॥ স প্রকুপিতঃ পিত্তশ্লেষ্মাণৌ সমুদীর্য্যোর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ বিহরতি ততশ্চাংশবিশেষেণ পূর্ব্ববৎ শরীরাবয়ববিশেষং প্রবিশ্য শূলং জনয়তি ভিনত্তি পুরীষমুচ্ছোষয়তি বা, পার্শ্বে চাতিরুজতি গৃহ্ণাত্যংসৌ কণ্ঠশ্চাবধমতি, শিরশ্চোপহন্তি, কাসং শ্বাসং জ্বরং স্বরভেদং প্রতিশ্যায়ঞ্চোপজনয়তি॥ ৯॥ ততঃ সোহপ্যুপশোষণৈরেতৈ রুপদ্রবৈরুপদ্রুতঃ শনৈঃ শনৈরুপশুষ্যতি। তস্মাৎ পুরুষো মতিমানাত্মনঃ শরীরেষ্বেব যোগক্ষেমকরেষু প্রযতেত বিশেষেণ শরীরং হ্যস্য মূলং শরীরমূলঃ পুরুষ ইতি॥ ১০॥

তত্র শ্লোকঃ।

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিণামিতি॥ ১১॥

ক্ষয়ঃ শোষস্যায়তনমিতি যদুক্তং তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। যদা পুরুষোহতিমাত্রং শোকচিন্তাপরীতহৃদয়ো ভবতি, ঈর্ষোৎকণ্ঠাভয়ক্রোধাদিভির্ব্বা সমাবিশ্যতে, কৃশো বা সন্ রূক্ষান্নপানসেবী ভবতি, দুর্ব্বলাকৃতিরনাহারোহল্পাহারো বাস্তে তদা তস্য হৃদয়স্থায়ী রসঃ ক্ষয়মুপৈতি। স তস্যোপক্ষয়াৎ সংশোষং প্রাপ্নোতি অপ্রতিকারাচ্চানুবধ্যতে যক্ষ্মণা যথোপদেক্ষ্যমাণরূপেণ॥ ১২॥ যদাপুরুষোহতিহর্ষাৎ প্রসক্তভাবঃ স্ত্রীষু অতিপ্রসঙ্গমার-

---

তেছি; যে সময়ে পুরুষ রাজসমীপে, ভর্ত্তৃসমীপে বা গুরুর পাদমূলে উপস্থিত থাকেন বা দ্যূতসভায় আসক্ত থাকেন বা স্ত্রীজনের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শিষ্টাচারপালনে অনুরুদ্ধ হন, কিংবা উচ্চাবচ যানে গমন করেন, তখন ভয়ক্রমে, প্রসঙ্গক্রমে, লজ্জাক্রমে বা ঘৃণাক্রমে তাঁহাকে মূত্রপুরীষের বেগ ধারণ করিতে হয় সেই ধারণহেতু বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। ৮। সেই কুপিত বায়ু পিত্তশ্লেষ্মাকে উদীরিত করিয়া ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ বিচরণ করে, অনন্তর পূর্ব্বোক্তরূপে (৪ প্রঃ) ভিন্ন ভিন্ন অংশে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক শূল উৎপাদন করে; পুরীষকে ভেদ বা শোষণ করে। পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা উৎপাদন করে; স্কন্ধদ্বয়ে বেদনা উৎপাদন করে; কণ্ঠ ও বক্ষকে বেদনাযুক্ত করে [শ্বাসনালীর মুখে বেদনা হওয়া যক্ষ্মার একটী পূর্ব্বলক্ষণ ইতি ডাক্তারি] এবং মস্তককে উপহত করে। আর কাস, শ্বাস, জ্বর, স্বরভেদ ও প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে। ৯। অনন্তর রোগী এই-সকল শোষণ কারক উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ শুষ্ক হইতে থাকে। অতএব মতিমান্ পুরুষ যোগমঙ্গলসাধন আত্মশরীরে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবেন। কারণ শরীরই পুরুষের মূল অর্থাৎ পুরুষ শরীরমূলক। ১০। অনন্তর এই কথাই পদ্যে লেখা যাইতেছে। অন্য সমস্ত ফেলিয়া অগ্রে শরীর রক্ষা করিবে। কারণ তদভাবে শরীরীদিগের সর্ব্বভাবেরই অভাব। ১১। ক্ষয়কে যে শোষের নিদান বলা হইয়াছে, সম্প্রতি তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। যৎকালে পুরুষ অত্যন্ত শোকচিন্তা পরীত-হৃদয় হয় অথবা ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, ভয়, ক্রোধাদি দ্বারা সমাবিষ্ট হয়, অথবা কৃশ শরীরে রুক্ষ অন্নপান সেবন করিতে থাকে কিংবা দুর্ব্বল শরীরে অনাহারী বা অল্পাহারী হয়, তখন তাহার হৃদয়স্থ রস ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সে তাহার ক্ষয়বশতঃ সংশুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; প্রতীকার না করিলে বক্ষ্যমাণরূপ যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হয়। [ক্ষয় হইতে যে যক্ষ্মা উৎপন্ন হয়, ডাক্তারেরা তাহাকে Chronic Consumption কহেন]। ১২। যৎকালে পুরুষ অতিহর্ষপ্রযুক্ত স্ত্রীসমূহে প্রসক্ত হইয়া অতিপ্রসঙ্গ আরম্ভ করে, তখন তাহার

ভতে তস্যাতিপ্রসঙ্গাদ্রেতঃ ক্ষয়মুপৈতি ক্ষয়মপি চোপগচ্ছতি রেতসি যদি মনঃ স্ত্রীভ্যো নৈবাস্য নিবর্ত্ততে অতিপ্রবর্ত্ততে এব তস্যাতি-প্রণীতসঙ্কল্পস্য মৈথুনমাপদ্যমানস্য শুক্রং ন প্রবর্ত্ততে অতিমাত্রোপক্ষীণত্বাৎ। অথাস্য বায়ুর্ব্যাবচ্ছমানস্যৈব ধমনীরনুপ্রবিশ্য শোণিত-বাহিনীস্তাভ্যঃ শোণিতং প্রচ্যাবয়তি তচ্ছুক্র-ক্ষয়াৎ শুক্রমার্গেণ শোণিতং প্রবর্ত্ততে বাতানু-সৃতলিঙ্গম্॥ ১৩॥ অথাস্য শুক্রক্ষয়াচ্ছোণিত-প্রবর্ত্তনাচ্চ সন্ধয়ঃ শিথিলীভবন্তি। রৌক্ষ্য-মুপজায়তে। ভূয়ঃ শরীরং দৌর্ব্বল্যমাবিশতি। বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে। স প্রকুপিতো-হবশকং শরীরমনুসর্পন্ পরিশোষয়তি মাংস-শোণিতে প্রচ্যাবয়তি শ্লেষ্মপিত্তে সংরুজতি পার্শ্বে চাবগৃহ্ণাত্যংসৌ কণ্ঠমুদ্ধংসয়তি শিরঃ শ্লেষ্মাণমুপক্লিশ্য প্রতিপূরয়তি শ্লেষ্মণা সন্ধীংশ্চ প্রপীড়য়ন্ করোত্যঙ্গমর্দ্দমরোচকাবিপাকৌ চ পিত্তশ্লেষ্মোৎক্লেশাৎ প্রতিলোমগত্বাচ্চ বায়ু-র্জ্বরং কাসং স্বরভেদং প্রতিশ্যায়ঞ্চোপজনয়তি॥ ১৪॥ ততঃ সোহপ্যুপশোষণৈরেতৈরুপ-দ্রবৈরুপদ্রুতঃ শনৈঃশনৈরুপশুষ্যতি। তস্মাৎ পুরুষো মতিমানাত্মনঃ শরীরমনুরক্ষন্ শুক্র-মনুরক্ষেৎ। পরা হ্যেষা ফলনির্ব্বৃত্তিরাহার-স্যেতি॥ ১৫॥

তত্র শ্লোকঃ।

আহারস্য পরং ধাম শুক্রং তদ্রক্ষ্যমাত্মনঃ।
ক্ষয়ে হ্যস্য বহূন্ রোগান্ মরণং বা
নিযচ্ছতি॥ ১৬

বিষমাশনং শোষস্যায়তনমিতি যদুক্তং তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। যদা পুরুষঃ পানাশন-ভক্ষ্যলেহ্যোপযোগান্ প্রকৃতিকরণসংযোগ-

---

সেই অতিপ্রসঙ্গহেতু শুক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শুক্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যদি ইহার মন স্ত্রীসমূহ হইতে নিবৃত্ত না হয়, প্রত্যুত অতিশয় প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে, তবে সেই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির মৈথুন সময়ে শুক্র আর নিঃসৃত হয় না, কারণ শুক্র অতি ক্ষীণ হয়। অনন্তর সেই ব্যাবায়-কারী ব্যক্তির বায়ু ধমনী আশ্রয় করিয়া শোণিতবাহিনী শিরাসমূহ হইতে শোণিত স্রাবিত করে। আর তাহার শোণিত ক্ষয়-হেতু, শুক্রমার্গ দিয়া শুক্র না পড়িয়া শোণিত নির্গত হয় এবং তৎকালে সেই রক্ত বায়ু-সংসৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৩। অনন্তর ইহার শুক্রক্ষয় ও শোণিত-নিঃসরণহেতু সন্ধি সকল শিথিল হয়, রুক্ষতা হয়, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। বায়ু প্রকুপিত হয়। সেই কুপিত বায়ু সেই দুর্ব্বল শরীরে বিসর্পণ করিতে করিতে মাংস শোণিত শোষণ করিতে থাকে, শ্লেষ্মা ও পিত্তকে চ্যুত করে, পার্শ্বদ্বয়কে বেদনাযুক্ত করে, স্কন্ধদ্বয়, কণ্ঠ ও বক্ষ পীড়িত করে, মস্তকে বেদনা উৎপাদন করে, শ্লেষ্মাকে উৎক্লিষ্ট করিয়া মস্তককে শ্লেষ্মা দ্বারা প্রতি-পূরণ করে, সন্ধিসমূহকে পীড়ন করিয়া অঙ্গমর্দ্দ উপস্থিত করে, আমাশয়স্থ পিত্তশ্লেষ্মাকে উৎ-ক্লিষ্ট করিয়া অরুচি ও অবিপাক উৎপাদন করে এবং বায়ু প্রতিলোমগত হওয়াতে জ্বর, কাস, স্বরভেদ ও প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে। ১৪। অনন্তর সেই ব্যক্তি এই সকল শোষণকর উপ-দ্রবে উপদ্রুত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ শুষ্ক হইতে থাকে। অতএব মতিমান্ পুরুষ আপনার শরীর বাঁচাইবার জন্য শুক্র রক্ষা করিবে। কারণ শুক্রই আহারের পরম ফল। ১৫। ঐ সকল কথাই আবার পদ্যে বলা হইতেছে। যথা—শুক্রই আহারের চরম ধাম (শেষ পরি-ণাম), অতএব আপনার শুক্র রক্ষা করা আবশ্যক। ইহার ক্ষয় হইলে বহু রোগ, এমন কি, মরণ পর্য্যন্ত হয়। ১৬। বিষম ভোজনকে যে শোষের কারণ বলা হইয়াছে, সম্প্রতি তাহাই ব্যাখ্যা করা হইতেছে। যে সময়ে পুরুষ কারণ, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, কাল, ভোজন প্রকার ও সাত্ম্য এই আট প্রকার আহারবিধির আয়তন উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক (বিমান স্থান ১অঃ ১৭।২৪ প্রঃ দেখ) পেয় চর্ব্ব্য, চোষ্য

রাশিদেশ-কালোপযোগ-সংস্থোপশয়বিষমানা-সেবতে তদা তস্য বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো বৈষম্য-মাপদ্যন্তে তে বিষমাঃ শরীরমনুপসৃত্য যদা স্রোতসাং মুখানি প্রতিবার্য্যাবতিষ্ঠন্তে তদা জন্তুর্যদাহারজাতমাহরতি তদস্য মূত্রপুরীষ-মেবোপচীয়তে ভূয়িষ্ঠম্, নান্যস্তথা শরীরধাতুঃ স পুরীষোপষ্টম্ভাদ্বর্ত্তয়তি ॥ ১৭ ॥ তস্মাৎ শুষ্যতো বিশেষেণ পুরীষমনুরক্ষ্যম্, তথা সর্ব্বেষামত্যর্থকৃশদুর্ব্বলানাম্। তস্যানাপ্যায্য-মানস্য বিষমাশনোপচিতা দোষাঃ পৃথক্-পৃথগুপদ্রবৈর্যুঞ্জতো ভূয়ঃ শরীরমুপশোষয়ন্তি ॥ ১৮ ॥ তত্র বাতঃ শূলমঙ্গমর্দ্দং কণ্ঠোদ্ধ্বংসনং পার্শ্বসংরোজনম্ অংসাবমর্দ্দনং স্বরভেদং প্রতি-শ্যায়ঞ্চোপজনয়তি। পিত্তং পুনর্জ্বরমতীসারং সান্তর্দ্দাহঞ্চ। শ্লেষ্মা প্রতিশ্যায়ং শিরসো গুরুত্বং কাসমরোচকঞ্চ ॥ ১৯ ॥ স কাসপ্রসঙ্গা-দুরসি ক্ষতে শোণিতং ষ্ঠীবতি। শোণিত-গমনাচ্চাস্য দৌর্ব্বল্যমুপজায়তে। এবমেতে বিষমাশনোপচিতা দোষা রাজযক্ষ্মাণমভি-নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি ॥ ২০ ॥ স তৈরুপশোষণৈরুপদ্র-বৈরুপদ্রুতঃ শনৈঃ শনৈরুপ শুষ্যতি। তস্মাৎ পুরুষো মতিমান্ প্রকৃতিকরসংযোগরাশিদেশ-কালোপযোগসংস্থোপশয়াদ-বিষমমাহারমাচরে-দিতি ॥ ২১ ॥

তত্র শ্লোকঃ।

হিতাশী স্যান্মিতাশী স্যাৎ কালভোজী
জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পশ্যন্ রোগান বহূন্ কষ্টান্ বুদ্ধিমান্
বিষমাশনাদিতি ॥ ২২

ও লেহ্য সকল সেবন করে, তৎকালে তাহার বাত, পিত্ত, কফ বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই বাত, পিত্ত, কফ বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া শরীরকে আশ্রয়পূর্ব্বক যৎকালে স্রোতঃসমূহের মুখ সকল আবৃত করিয়া অবস্থিত করে, তখন জীব যে আহারজাত ভক্ষণ করে, তাহা ইহার মূত্রপুরীষকেই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পুরীষের বাধকতা হেতু অন্য শরীরধাতু বৃদ্ধি হইতে পায় না। [বিষম ভোজন-জনিত যক্ষ্মা আশু-কারী এবং ইহাকেই বোধ হয় ডাক্তারেরা Galloping consumption কহেন]। ১৭। এইরূপে ধাতুশোষণ হইলে পুরুষ শুষ্ক হইতে থাকে। অতএব তাহার পুরীষ বিশেষরূপে রক্ষা করা উচিত। অপিচ অত্যন্ত কৃশ, দুর্ব্বল ব্যক্তিমাত্রেরই পুরীষ রক্ষা করা উচিত। শোষী ব্যক্তি তৎকালোচিত বৃংহ-ণাদি দ্বারা আপ্যায়িত না হইলে বিষম-ভোজনকর্ত্তৃক উৎপাদিত দোষসমূহ পৃথক্ পৃথক্ উপদ্রবযুক্ত হইয়া শরীরকে আরও শোষিত করিতে থাকে। ১৮। তন্মধ্যে বায়ু কুপিত হইয়া শূল, অঙ্গমর্দ্দ, কণ্ঠোদ্ধ্বংস (গলা-ভাঙ্গা), পার্শ্বশূল, মাংসক্ষয়, স্বরভঙ্গ ও প্রতি-শ্যায় উৎপাদন করে। আর পিত্ত, জ্বর অতি-সার অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত করে। শ্লেষ্মা প্রতি-শ্যায়, শিরোগৌরব, কাস ও অরুচি উৎপাদন করে। (ইহাতে স্থির হইতেছে যে, সাহস, ক্ষয় ও বেগধারণ জন্য যক্ষ্মারোগে প্রথমতঃ বায়ুর প্রবলতা থাকে।) বিষমাশন জন্য যক্ষ্মাতে ত্রিদোষের এককালে কোপ হইয়া থাকে। ১৯॥ সেই ব্যক্তি কাসপ্রসঙ্গহেতু উরঃক্ষত হওয়াতে, শোণিত ষ্ঠীবন করে। শোণিত-ক্ষয়হেতু উহার দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। এইরূপে এই সকল বিষমভোজনজনিত দোষ রাজযক্ষ্মা উৎপাদন করে। ২০। সেই ব্যক্তি এই সকল শোষণকর উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ শুষ্ক হইতে থাকে। অত-এব মতিমান্ পুরুষ প্রকৃতি, করণ, সংযোগ রাশি, দেশ, কাল, ভোজনপ্রণালী ও উপশয়ের অবিঘাতে আহার করিবেন। [বিমানস্থান-১ম অধ্যায় ১৪।১৫ প্রকরণ দেখ] ২১। ঐ সকল কথাই আবার পদ্যেও বলা হইতেছে। যথা—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষমভোজন হইতে বহুবিধ কষ্টকর রোগ উৎপন্ন হয় দেখিয়া হিত-ভোজী ও মিতভোজী হইবেন, যথাকালে ভোজন করিবেন এবং জিতেন্দ্রিয় হইবেন।

এতৈশ্চতুর্ভিঃ শোষস্যায়তনৈরভ্যুপসেবিতৈর্বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব প্রকোপমাপদ্যন্তে। তে প্রকুপিতা নানাবিধৈরুপদ্রবৈঃ শরীরমুপশোষয়ন্তি। তং সর্ব্বরোগাণাং কষ্টতমং মত্বা রাজযক্ষ্মাণমাচক্ষতে ভিষজঃ। যস্মাদ্বা পূর্ব্বমাসীদ্ভগবতঃ সোমস্যোডুরাজস্য তস্মাদ্রাজযক্ষ্মেতি॥ ২৩॥ তস্যেমানি পূর্ব্বরূপাণি। তদ্যথা।—

প্রতিশ্যায়ঃ ক্ষবথুরভীক্ষ্ণং শ্লেষ্মপ্রসেকো মুখমাধুর্য্যমনন্নাভিলাষোঽন্নকালে চায়াসো দোষদর্শনমদোষেষ্বল্পদোষেষু বা ভাবেষু পাত্রোদকান্ন-সূপাপূপোপদংশ-পরিবেশকেষু ভুক্তবতো হৃল্লাসস্তথোল্লেখনমাহারস্যান্তরান্তরা মুখপাদস্য শোষঃ পাণ্যোরবেক্ষণমত্যর্থমক্ষ্ণোঃ শ্বেততা বাহ্বোঃ প্রমাণজিজ্ঞাসা স্ত্রীকামতাতিঘৃণত্বং বীভৎসদর্শনতা চ কায়ে স্বপ্নে হি অভীক্ষ্ণং দর্শনমনুদকানামুদকস্থানানাং শূন্যানাঞ্চ গ্রামনগরনিগমজনপদানাং শুষ্কদগ্ধভগ্নানাঞ্চ বনানাং কৃকলাসময়ূরবানরশুকসর্পকাকোলূকাদিভিঃ সংস্পর্শনমধিরোহণং বাশ্বোষ্ট্রখরবরাহৈর্যানঞ্চ কেশাস্থিভস্মতুষাঙ্গাররাশীনাঞ্চাধিরোহণমিতি শোষপূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি॥ ২৪॥ অত ঊর্দ্ধমেকাদশরূপাণি। তদ্যথা।—

শিরসঃ প্রতিপূরণং কাসঃ শ্বাসঃ স্বরভেদঃ শ্লেষ্মণশ্ছর্দ্দনশোণিতষ্ঠীবনং পার্শ্বসংরোজনং অংসাবমর্দ্দো জ্বরঃ অতীসারস্তথারোচক ইতি॥ ২৫॥ তত্রাপরিক্ষীণমাংসশোণিতো বলবানজাতারিষ্টঃ সর্ব্বৈরপি শোষলিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ সাধ্যো জ্ঞেয়ঃ॥ ২৬॥ বলবর্ণোপচয়োপচিতো হি সহিষ্ণুত্বাদ্ব্যাধ্যৌষধবলস্য কামং বহুলিঙ্গোঽপ্যল্পলিঙ্গ এব মন্তব্যঃ॥ ২৭॥ দুর্ব্বলস্ত্বতি-

২২। শোষের এই চারি প্রকার নিদান সেবিত হইলে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা তিনই কুপিত হয়। উহারা কুপিত হইয়া নানাবিধ উপদ্রব দ্বারা শরীরকে শুষ্ক করে। সেই রোগকে সর্ব্বরোগের অপেক্ষা কষ্টতম জানিয়া ভিষকেরা রাজযক্ষ্মা কহিয়া থাকেন। যেহেতু ইহা সর্ব্বপ্রথমে নক্ষত্ররাজ ভগবান চন্দ্রমার হইয়াছিল, সেই জন্য ইহার নাম রাজযক্ষ্মা হইয়াছে। [চন্দ্রের একটী নাম রাজা, এইজন্য যক্ষ্মার নাম রাজযক্ষ্মা হইয়াছে]। ২৩। রাজযক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ যথা;—প্রতিশ্যায়, হাঁচী, সর্ব্বথা শ্লেষ্মপ্রসেক, মধুর আস্বাদ, অন্নদ্বেষ, অন্নকালে আয়াসবোধ, অদোষ বা অল্পদোষ দ্রব্যসমূহে দোষদর্শন ও বিরক্তি প্রকাশ; পাত্র, জল, অন্ন, সূপ, পিষ্টক, চাটুনি ও অপরিবেশক অন্ন দোষযুক্ত হইলেও বিরক্তি প্রকাশ, আহারের পর হৃল্লাস ও আহার বমন, মাঝে মাঝে মুখ ও পদের শোষ, রোগী সর্ব্বদা হস্ত দর্শন করে, অক্ষিদ্বয়ের অত্যন্ত শ্বেততা, বাহুদ্বয়ের পরিমাণ জানিতে ইচ্ছা করা, স্ত্রীকামিতা, অতিঘৃণা, শরীরে বীভৎসদর্শনতা; স্বপ্নে সর্ব্বদা এই সকল বস্তু দর্শন করা যায়; যথা—জলশূন্য জলাশয়, শূন্য গ্রাম নগর নিগম ও জনপদসমূহ; শুষ্ক দগ্ধ ও ভগ্ন বস্তু সমুদয়, বন সকল; কৃকলাস, ময়ূর, বানর, শুক, সর্প, কাক ও উলূক প্রভৃতি দ্বারা সংস্পর্শন; অশ্ব উষ্ট্র, খর ও বরাহ কর্ত্তৃক বাহিতযানে আরোহণ; কেশ, অস্থি, ভস্ম, তুষ ও অঙ্গাররাশির উপর আরোহণ; এই সকল শোষের পূর্ব্বরূপ। ২৪। ইহার পর যক্ষ্মার একাদশ রূপ বর্ণনা করা যাইতেছে। যথা—মস্তকের প্রতিপূর্ণতা (শূল ও গৌরব), কাস, শ্বাস, স্বরভেদ, শ্লেষ্মবমন, রক্তষ্ঠীবন, পার্শ্বশূল, অংসশূল, জ্বর, অতিসার ও অরুচি। ২৫। যদি মাংস ও শোণিতের ক্ষয় না হয় ও রোগীর বল থাকে এবং যদি অরিষ্ট লক্ষণ সকল না থাকে, তবে সমস্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একাদশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও রোগ সাধ্য জানিবে। ২৬। যেহেতু বল ও বর্ণের আধিক্য থাকিলে ব্যাধি ও ঔষধের বল সহ্য করা যাইতে পারে; সুতরাং ব্যাধি বহুলিঙ্গ হইলেও অল্পলিঙ্গ বলিয়া প্রকাশ পায়। ২৭।

ক্ষীণ-মাংসশোণিতমল্প-লিঙ্গমপ্যজাতারিষ্টমপি বহুলিঙ্গমেব বিদ্যাৎ অসহত্বাদ্ব্যাধ্যৌষধবলস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৮॥ ক্ষণেন হি প্রাদুর্ভবন্ত্যরিষ্টানি। অন্যনিমিত্তশ্চারিষ্টপ্রাদুর্ভাব ইতি॥ ২৯॥

তত্র শ্লোকঃ।

সমুত্থানঞ্চ লিঙ্গঞ্চ যঃ শোষস্যাববুধ্যতে।
পূর্ব্বরূপঞ্চ তত্ত্বেন স রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি॥ ৩০

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শোষনিদানং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

উন্মাদনিদানম্।

অথাত উন্মাদনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১॥ ইহ খলু পঞ্চোন্মাদা ভবন্তি। তদ্যথা।—বাতপিত্তকফসন্নিপাতাগন্তুনিমিত্তাস্তত্র দোষনিমিত্তাশ্চত্বারঃ॥ ২॥ পুরুষাণামেবংবিধানাং ক্ষিপ্রমভিনির্ব্বর্ত্তন্তে। তদ্যথা।—ভীরূণামুপক্লিষ্টসত্ত্বানামুৎসন্নদোষাণাঞ্চ মলবিকৃতোপহিতান্যনুচিতান্যাহারজাতানি বৈষম্যযুক্তেনোপযোগবিধিনোপযুঞ্জানানাং তন্ত্রপ্রয়োগং বা বিষমমাচরতামন্যাং বা চেষ্টাং বিষমাং সমাচরতামত্যুপক্ষীণদেহানাঞ্চ ব্যাধিবেগসমুদ্ভ্রমিতানামুপহতমনসাং বা কামক্রোধলোভহর্ষভয়শোকচিন্তোদ্বেগাদিভিঃ পুনরভিঘাতাভ্যাহতানাং বা মনস্যুপহতে বুদ্ধৌ চ প্রচলিতায়ামভ্যুদীর্ণা দোষাঃ প্রকুপিতা হৃদয়মুপসৃত্য মনোবহানি স্রোতাংসি আবৃত্য জনয়ন্ত্যুন্মাদম্। উন্মাদং পুনর্মনোবুদ্ধিসংজ্ঞাজ্ঞানস্মৃতিভক্তিশীলচেষ্টাহারবিভ্রমং বিদ্যাৎ॥ ৩॥ তস্যেমানি

যদি রোগী দুর্ব্বল হয় ও উহার মাংস ও রক্ত অতিশয় ক্ষীণ হয়, তবে রোগ অল্পলিঙ্গ হইলেও এবং অরিষ্টলক্ষণযুক্ত না হইলেও তাহাকে বহুলিঙ্গ বলিয়া জানিবে। কারণ রোগী ব্যাধি ও ঔষধের বল সহ্য করিতে পারে না। ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। ২৮। এরূপ রোগীর অরিষ্টলক্ষণ সকল (ইন্দ্রিয়স্থান দেখ) সহসাই প্রাদুর্ভূত হয়। অন্য কারণেও অরিষ্টদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ১৯ উপসংহার। যিনি শোষের নিদান ও লক্ষণ এবং পূর্ব্বরূপ প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারেন, তিনি রাজার চিকিৎসক হইবার যোগ্য। ৩০।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা উন্মাদনিদান ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। উন্মাদরোগ পাঁচ প্রকার যথা;—বাতিক পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তু। ২। উক্ত উন্মাদ সকল এই প্রকার পুরুষদিগের শীঘ্র হইয়া থাকে। যথা;—যাহারা ভীরু, যাহাদের সত্ত্বগুণ বিকৃত হইয়াছে, যাহাদের বাত-পিত্ত-কফ উৎসাদিত হইয়াছে, যাহারা মলিন, বিকৃত ও অনুচিত আহারজাত বৈষম্যযুক্ত ভোজন বিধিসহকারে সেবন করে, যাহারা শাস্ত্রবিধির প্রতিকূল আচরণ করে, কিংবা অন্য প্রকার বিষম চেষ্টা অনুষ্ঠান করে, যাহারা অতিশয় ক্ষীণদেহ, যাহারা ব্যাধিবেগে সমুদ্ভ্রান্ত; যাহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, ভয়, শোক, চিন্তা ও উদ্বেগাদি দ্বারা অভিভূতমনা বা মস্তকাদিতে আঘাত দ্বারা আহত; তাহাদের মন উপহত ও বুদ্ধি বিচলিত হইলে উদীর্ণ দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মনোবহ স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া উন্মাদ জন্মাইয়া থাকে। উন্মাদ হইতে মন, বুদ্ধি, সংজ্ঞা, জ্ঞান, স্মৃতি, ভক্তি, শীল, চেষ্টা ও আহারের বিভ্রম হইয়া থাকে

পূর্ব্বরূপাণি। তদ্‌যথা—শিরসঃ শূন্যভাবঃ চক্ষুষোরাকুলতা স্বনঃ কর্ণয়োরুচ্ছ্বাসস্যাধিক্যমাস্য-সংস্রবণ-মনন্নাভিলাষোঽরোচকাবিপাকৌ হৃদয়গ্রহো ধ্যানায়াসসম্মোহোদ্বেগাশ্চাস্থানে সততং লোমহর্ষো জ্বরশ্চাভীক্ষ্ণমুন্মত্তচিত্তত্বমুদর্দ্দিতত্বমর্দ্দিতাকৃতিকরণঞ্চ ব্যাধেঃ স্বপ্নে চ দর্শনমভীক্ষ্ণং ভ্রান্তচলিতাবস্থিতানবস্থিতানাঞ্চ রূপাণামপ্রশস্তানাঞ্চ তিলপীড়কচক্রাধিরোহণং বাতকুণ্ডলিকাভিশ্চোন্মথনং নিমজ্জনং কলুষাণামম্ভসামাবর্ত্তেষু চক্ষুষোশ্চাপসর্পণমিতি দোষনিমিত্তানামুন্মাদানাং পূর্ব্বরূপাণি॥ ৪॥ ততোঽনন্তরমুন্মাদাভিনির্ব্বৃত্তি-স্তত্রেদ—মুন্মাদ—বিজ্ঞানং ভবতি তদ্‌যথা—

পরিসর্পণমক্ষিভ্রুবামোষ্ঠাংসহন্বগ্রহস্ত-পাদবিক্ষেপণমকস্মাদনিয়তানাঞ্চ সততং গিরামুৎসর্গঃ ফেনাগমনমাস্যাৎ স্মিতহসিতনৃত্যগীতবাদিত্রাদিপ্রয়োগাশ্চাস্থানে, বীণাবংশশঙ্খশম্যাতালশব্দানুকরণমসাম্না। যানমযানৈরলঙ্করণমনলঙ্কারিকৈর্দ্রব্যৈর্লোভোঽভ্যবহার্য্যেষ্বলব্ধেষু লব্ধেষু চাবমানস্তীব্রং মাৎসর্য্যং কার্শ্যং পারুষ্যমুৎপিণ্ডিতারুণাক্ষতা বা তাপশয়বিপর্য্যাসানুপশায়িতা চেতি বাতোন্মাদলিঙ্গানি ভবন্তি॥৫॥ অমর্ষঃ ক্রোধসংরম্ভশ্চাস্থানে শস্ত্রলোষ্টকাষ্ঠমুষ্টিভিরভিদ্রবণং স্বেষাং পরেষাং বা প্রচ্ছায়শীতোদকান্নাভিলাষঃ। সন্তাপোঽতিবেলঃ। তাম্রহরিতহারিদ্রসংরব্ধাক্ষতা পিত্তোপশয়বিপর্য্যাসাদনুপশয়িতা চেতি পিত্তোন্মাদলিঙ্গানি ভবন্তি॥ ৬॥ স্থানমকদেশে তূষ্ণীম্ভাবোঽল্পশশ্চংক্রমণং লালাশিঙ্ঘানকাপ্রস্রবণমনন্নাভিলাষো রহস্কামতা বীভৎসত্বং শৌচদ্বেষঃ স্বপ্ননিদ্রতাশ্বয়থুরাননে শুক্লস্তিমিতমলোপদিগ্ধা-

---

জানিবে। ৩। উন্মাদের পূর্ব্বরূপ যথা;—মস্তকের শূন্যভাব, চক্ষুর্দ্বয়ের আকুলতা, কর্ণদ্বয়ে শব্দ, উচ্ছ্বাসের আধিক্য, মুখ হইতে স্রাব, অন্নদ্বেষ, অরুচি, অবিপাক, হৃদয়ে ব্যথা, অপ্রসঙ্গে ধ্যান, আয়াস, সম্মোহ ও উদ্বেগ; সতত লোমহর্ষ, জ্বর, সর্ব্বদা উন্মত্ত-চিত্তত্ব, উদর্দ্দ রোগ, অর্দ্দিত রোগের উৎপাদন; স্বপ্নে সর্ব্বদা ভ্রান্ত, চলিত ও অতি চঞ্চল এবং অপ্রশস্ত রূপসমূহের দর্শন, ঘানির উপর আরোহণ; বাতকুণ্ডলিকানামক মূত্রাঘাত-রোগ প্রভৃতি দ্বারা উন্মথন, কলুষিত স্রোতঃসমূহের আবর্ত্তে নিমজ্জন, চক্ষুর্দ্বয়ের অপসরণ (বসে যাওয়া) এই সকল দোষ জনিত উন্মাদদিগের পূর্ব্বরূপ। ৪। অনন্তর উন্মাদের উৎপত্তি হয়। তখন উন্মাদের এইরূপ লক্ষণ হয়, যথা;—অক্ষি ও ভ্রূ ঘুরিতে থাকে। রোগী অকস্মাৎ ওষ্ঠ, স্কন্ধ, হনু, হস্ত, পদ নিক্ষেপ করিতে থাকে। সর্ব্বদা অসম্বদ্ধ বাক্য বলিয়া থাকে। মুখ হইতে ফেন নির্গত হয়। অপ্রসঙ্গে স্মিত, হসিত, নৃত্য, গীত ও বাদ্য প্রয়োগ করা হয়। অপ্রীতির সহিত বীণা, বংশী, শঙ্খ, শম্যা (যুগকীলক) ও তাল শব্দের অনুকরণ করা হয়। যাহা যানের যোগ্য নহে তাহাতে আরোহণ, যাহা অলঙ্কার নহে তদ্দ্বারা অলঙ্করণ, অলভ্য আহারে লোভ এবং সুলভ আহারে অবজ্ঞা করা হয়। অত্যন্ত মাৎসর্য্য, কৃশতা, পারুষ্য (কোষ্ঠকাঠিন্য) এবং অক্ষিদ্বয়ের উৎপিণ্ডতা (গোলক ঊর্দ্ধগামী) ও অরুণবর্ণ হয়। বাতঘ্ন দ্রব্যের বিপরীত দ্রব্য দ্বারা রোগের অনুপশয় হইয়া থাকে। এই সকল বাতোন্মাদের লক্ষণ। ৫। অমর্ষ, ক্রোধ ও সংরম্ভ; অপ্রসঙ্গে শস্ত্র, লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ও মুষ্টি দ্বারা আপনাকে বা পরকে অভিদ্রুত করা; ছায়া, শীতল জল ও শীতল অন্নে অভিলাষ, অতিশয়, সন্তাপ, অক্ষিদ্বয়ের তাম্র, হরিত ও হরিদ্রাবর্ণতা এবং ক্রুদ্ধভাব আর পিত্তঘ্নদ্রব্যের বিপরীতদ্রব্য দ্বারা রোগের অনুপশয়; এই সকল পিত্তোন্মাদের লক্ষণ। ৬। নিয়ত এক স্থানে স্থিতি, তূষ্ণীম্ভাব, অল্পভ্রমণ, লালা ও সিকনির স্রাব, অন্নে অরুচি, নির্জ্জনপ্রিয়তা, বীভৎসভাব, শৌচদ্বেষ, স্বপ্নযুক্ত নিদ্রা, মুখে শোথ, চক্ষু শুক্ল, স্তিমিত ও মল-

ক্ষতা শ্লেষ্মোপশয়বিপর্য্যাসাদনুপশয়িতা চেতি শ্লেষ্মোন্মাদলিঙ্গানি ভবন্তি ॥৭॥ ত্রিদোষলিঙ্গ-সন্নিপাতে তু সান্নিপাতিকং বিদ্যাৎ। তমসাধ্য-মিত্যাচক্ষতে কুশলাঃ ॥ ৮ ॥ সাধ্যানান্তু ত্রয়াণাং সাধনানি ভবন্তি। তদ্‌যথা—স্নেহস্বেদবমন বিরেচনাস্থাপনানুবাসনোপশমননস্তঃ-কর্ম্মধূপধূম পানাঞ্জনাবপীড়-প্রধান-মভ্যঙ্গপ্রদেহপরিষেকানু-লেপনবধবন্ধনাবরোধনবিত্রাসনবিস্মাপন বিস্মা-রণাপতর্পণশিরাব্যধনানি ॥ ৯ ॥ ভোজনবিধা-নঞ্চ যথাস্বং যুক্ত্যা যচ্চান্যদপি কিঞ্চিন্নিদানবিপ-রীতমৌষধং কার্য্যং তৎ স্যাদিতি ॥ ১০ ॥

তত্র শ্লোকঃ।

উন্মাদান্ দোষজান্ সাধ্যান্ সাধয়েদ্ভিষগুত্তমঃ।
অনেন বিধিযুক্তেন কর্ম্মণা যৎ প্রকীর্ত্তিতমিতি ॥

যস্তু দোষনিমিত্তেভ্যো উন্মাদেভ্যঃ সমুত্থান-পূর্ব্বরূপলিঙ্গবিশেষসমন্বিতো ভবত্যুন্মাদস্ত-মাগন্তুমাচক্ষতে ॥ ১২ ॥ কেচিৎ পুনঃ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্মাপ্রশস্তমিচ্ছন্তি। তস্য নিমিত্তং প্রজ্ঞাপ-রাধ এবেতি ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয় উবাচ ॥ ১৩ ॥ প্রজ্ঞাপরাধাৎ হ্যয়ং দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্ব-যক্ষরাক্ষসপিশাচগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যপূজ্যানবত্যা-হিতমাচরতি অন্যদ্বা কিঞ্চিৎ কর্ম্মাপ্রশস্তমার-ভতে ॥ ১৪ ॥ তমাত্মনোপহতমুপঘ্নন্তো দেবাঃ কুর্ব্বন্ত্যুন্মত্তম্। তত্র দেবাদিপ্রকোপনিমিত্তে-নাগন্তুন্মাদেন পুরস্কৃতস্যেমানি পূর্ব্বরূপাণি ॥ তদ্‌যথা।—

দেবগোব্রাহ্মণতপস্বিনাং হিংসারুচিত্বং কোপনত্বং নৃশংসাভিপ্রায়তা অরতিরোজোবর্ণ-চ্ছায়াং বলবপুষাঞ্চোপতপ্তিঃ স্বপ্নে চ দেবা-দিভিরভিভর্ৎসনং প্রবর্ত্তনঞ্চেতি ততোঽনন্তর-মুন্মাদাভিনির্ব্বৃত্তিঃ ॥ ১৫ ॥ তত্রায়মুন্মাদকরাণাং ভূতানামুন্মাদয়িষ্যতামারম্ভবিশেষঃ ॥ তদ্‌যথা—

অবলোকয়ন্তো দেবা জনয়ন্ত্যুন্মাদম্। গুরু-বৃদ্ধসিদ্ধর্ষয়োঽভিশপন্তঃ। পিতরো ধর্ষয়ন্তঃ।

ব্যাপ্ত এবং শ্লেষ্মদ্রব্যের বিপরীত দ্রব্য দ্বারা রোগের অনুপশয়; এই সকল শ্লেষ্মোন্মাদের লক্ষণ। ৭। ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক উন্মাদ জানিবে। বিজ্ঞেরা তাহা অসাধ্য বলেন। ৮। সাধ্য উন্মাদাদির ঔষধ যথা;—দোষভেদে স্নেহ, স্বেদ, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুধাবন, উপশমন, চিকিৎসা, নস্যকর্ম্ম, ধূপ, ধূমপান, অঞ্জন, অবপীড়, প্রধবন, অভ্যঙ্গ, প্রদেহ, পরিষেক, অনুলেপন, প্রহার, বন্ধন, অব-রোধন, বিত্রাসন, বিস্ময়োৎপাদন, বিস্মৃতিজনন, অপতর্পণ ও শিরাব্যধন। ৯। উন্মাদ রোগে যথালক্ষণ যুক্তিপূর্ব্বক ভোজনবিধান এবং নিদানবিপরীত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। ১০। ঐ কথাই পদ্যে বলা হইতেছে। বায়ু পিত্ত-কফের বিকারজনিত সাধ্য উন্মাদ সকল বিজ্ঞ চিকিৎসক উক্তবিধ অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিবেন। ১১। যে উন্মাদের নিদান পূর্ব্বরূপ ও লক্ষণ বাত-পিত্ত-কফজ উন্মাদসমূহ হইতে ভিন্ন, তাহাকে আগন্তু উন্মাদ কহে। ১২। কেহ কেহ পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্মকেই এরূপ উন্মাদের কারণ মনে করেন। ভগবান্ পুনর্ব্বসু বলেন যে, উহা বুদ্ধির দোষেই ঘটিয়া থাকে। বুদ্ধির দোষেই লোকে দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ, আচার্য্য ও পূজ্যদিগকে অবমান করিয়া অহিতাচরণ করে অথবা অন্যান্য অপ্রশস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে। ১৪। সেই হতবুদ্ধি ব্যক্তিকেই দেবতারা নষ্ট করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দেবতা প্রভৃতির কোপ বশতঃ যে আগন্তু উন্মাদ হয়, তাহার পূর্ব্বরূপ যথা;—দেব, গো, ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগের হিংসায় অভিরুচি, কোপনতা, নৃশংসাভি-প্রায়তা, অসন্তোষ; ওজঃ, বর্ণ, কান্তি ও বল-পুষ্টির ধ্বংস এবং স্বপ্নে দেবতা প্রভৃতিকর্ত্তৃক ভর্ৎসন ও প্রবর্ত্তন; এই সকল লক্ষণের পর উন্মাদ দেখা দেয়। ১৫। উন্মাদ-জন্মাইবার পূর্ব্বে উন্মাদকারী ভূতদিগের এই সকল চেষ্টা হয় যথা;—দেবতারা দৃষ্টিদ্বারা উন্মাদ জন্মাইয়া

স্পৃশন্তো গন্ধর্ব্বাঃ। সমাবিশন্তো যক্ষরাক্ষসা-ত্বামগন্ধমাত্রাপয়ন্তঃ পিশাচাঃ পুনরধিরুহ্য বাহ-য়ন্তঃ ॥ ১৬ ॥ তস্যেমানি রূপাণি। তদ্‌যথা।—

অমর্ত্ত্যবলবীর্য্যপৌরুষপরাক্রমজ্ঞানবচন-বিজ্ঞানানি অনিয়তশ্চোন্মাদকালঃ ॥ ১৭ ॥ উন্মাদয়িষ্যতামপি খলু দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বযক্ষ-রাক্ষসপিশাচানামন্ত্যন্তরেষু গমনীয়ঃ পুরুষঃ। তদ্‌যথা।—

পাপস্য কর্ম্মণঃ সমারম্ভে পূর্ব্বকৃতস্য বা কর্ম্মণঃ পরিণামকালে একস্য বা শূন্যগৃহবাসে চতুষ্পথাধিষ্ঠানে বা সন্ধ্যাবেলায়ামপ্রয়তভাবে বা পর্ব্বসন্ধিষু বা মিথুনভাবে রজস্বলাভি-গমনে বা বিগুণে বাধ্যয়নবলিমঙ্গলহোম প্রয়োগে নিয়মব্রতব্রহ্মচর্য্যে বা মহাহবে বা দেশকুলপুরবিনাশে বা মহাগ্রহোপগমনে বা স্ত্রিয়াঃ প্রজনকালে বিবিধভূতাশুচিস্পর্শনে বা বমনরুধিরস্রাবাশু-চরপ্রয়তস্য চৈত্যদেবায়-তনাভিগমনে বা মাংসমধুতিলগুড়মদ্যোচ্ছিষ্টে বা দিগ্বাসসি বা নিশি নগরনিগমচতুষ্পথে পবনশ্মশানাভিগমনে বা ধর্ম্মাখ্যাতব্যতিক্রমে ব্যস্তস্য কর্ম্মণোঽপ্রশস্তস্যারম্ভে বা ইত্যাঘাত-কালাঃ ॥ ১৮ ॥ ত্রিবিধন্তু খলু উন্মাদকরাণাং ভূতানামুন্মাদনে প্রয়োজনং ভবতি। তদ্‌যথা—

হিংসারতিরভ্যর্চ্চনঞ্চেতি। তেষাং তৎ-প্রয়োজনমুন্মত্তাচরণ—বিশ্লেষ—লক্ষণৈর্বিদ্যাৎ। তত্র হিংসার্থমুন্মাদ্যমনোঽগ্নিং প্রবিশত্যপ্সু বা নিমজ্জতি স্থলাৎ শ্বভ্রে নিপততি শস্ত্রকাষ্ঠ-লোষ্ট্রমুষ্টিভির্হন্ত্যাত্মানমন্যচ্চ প্রাণবধার্থমার-

থাকেন; গুরু, বৃদ্ধ ও সিদ্ধেরা অভিশাপ দ্বারা, পিতৃগণ ধর্ষণ দ্বারা; গন্ধর্ব্বগণ স্পর্শ দ্বারা, যক্ষ রাক্ষসেরা শরীরে আবেশ দ্বারা এবং পিশাচেরা আমগন্ধ গ্রহণ দ্বারা উহার দেহে অধিরোহণ ও বাহন দ্বারা উন্মাদ জন্মাইয়া থাকে। ১৬। ঐ উন্মাদের রূপ যথা;— অমানুষ বলবীর্য্য, পৌরুষ-পরাক্রম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আর ক্ষেপিবার সময়-অসময় থাকে না। ১৭। ছিদ্র পাইলেই দেবর্ষি, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচেরা পুরুষকে উন্মাদিত করিতে ইচ্ছা করেন। যে যে কালে ঐ সকল ছিদ্র পাওয়া যায়, তাহা বিবৃত হইতেছে। পাপকর্ম্মের আরম্ভে বা পূর্ব্বকৃত পাপের কর্ম্মফলে বা একাকী শূন্যগৃহে বাসকালে বা সন্ধ্যা-বেলা চতুষ্পথে একাকী অবস্থিতিকালে বা পর্ব্বসময়ে অশুচি থাকিলে বা পর্ব্বকালে মিথুনভাব অবলম্বন করিলে বা রজস্বলা গমনকালে বা অধ্যয়ন, বলি, মঙ্গল, হোম, নিয়ম, ব্রত ও ব্রহ্মচর্য্যার অবৈধ আচ-রণে বা মহাযুদ্ধকালে বা দেশ, কুল ও নগর বিনাশকালে বা মহাগ্রহের উপগমনকালে বা স্ত্রীদিগের প্রসবকালে [ইহাই সূতিকো-ন্মাদ] বা বিবিধ ভূত ও অশুচিস্পর্শনে বা বমন ও রক্তস্রাব দ্বারা অশুচি হইলে বা অপ্রযতভাবে চৈত্য ও দেবালয়ে গমন করিলে বা উচ্ছিষ্ট [ভোজনের পর প্রক্ষিপ্ত] মাংস, মধু, তিল, গুড় ও মদ্য সেবন করিলে বা নগ্ন অবস্থায় থাকিলে বা রাত্রিকালে নগর নিগম ও চতুষ্পথে অবস্থিতি বা পবন ও শ্মশান অভিমুখে গমন কালে বা দ্বিজ, গুরু দেবর্ষি ও অভিপূজ্যগণের অবমানা কালে বা ধর্ম্মলোপের ব্যতিক্রমকালে বা কোন কর্ম্মের অপ্রশস্ত আরম্ভকালে উন্মাদকারী দেবতা প্রভৃতি কর্ত্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হয়। ১৮। উন্মাদজনক ভূতগণের উন্মাদকরণে ত্রিবিধ প্রকার প্রযোজনা আছে; যথা,—কেহ আত্মহিংসায় প্রযোজিত হয়, কেহ অস্থির হইয়া থাকে এবং কেহ বা অর্চ্চনাকার্য্যে প্রয়োজিত হয়। উন্মত্তদিগের বিশেষ বিশেষ আচরণ দ্বারা প্রয়োজনার প্রভেদ জানা যায়। তন্মধ্যে আত্মহিংসাসাধনজন্য উন্মাদ্যমান ব্যক্তি অগ্নিতে প্রবেশ করে, জলে নিমগ্ন হয়, স্থল হইতে গর্ত্তে লাফাইয়া পড়ে; শস্ত্র, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, ও মুষ্টি দ্বারা আপনার বধ সাধন করে এবং আত্মহত্যার জন্য অন্যান্য আচরণ

ভূতে। হিংসার্থিনমুন্মত্তমসাধ্যং বিদ্যাৎ। সাধ্যৌ পুনর্দ্বাবিতরৌ॥ ১৯॥ তয়োঃ সাধনানি, মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়নপ্রণিপাতগমনাদীন্যেবমেতে পঞ্চোন্মাদা ব্যাখ্যাতা ভবন্তি॥ ২০॥ তে তু খলু নিজাগন্তুবিশেষেণ সাধ্যাসাধ্যবিশেষেণ চ প্রবিভজ্যমানাঃ পঞ্চ সন্তো দ্বৌ ভবতঃ॥ ২১॥ তৌ পরস্পরমনুবধ্নীতঃ। কদাচিদ্‌যথোক্তহেতুসংসর্গাচ্চ তয়োঃ সংসৃষ্টমেব পূর্ব্বরূপং সংসৃষ্টঞ্চ লিঙ্গমভিজ্ঞেয়ম্। তত্রাসাধ্যসংযোগং তস্য সাধনং সাধনসংযোগমেব বিদ্যাদিতি॥ ২২

তত্র শ্লোকাঃ।

নৈব দেবা ন গন্ধর্ব্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ
ন চান্যে স্বয়মক্লিষ্টমুপক্লিশ্নন্তি মানবম্॥ ২৩
যে ত্বেনমনুবর্ত্তন্তে ক্লিশ্যমানং স্বকর্ম্মণা।
ন তন্নিমিত্তঃ ক্লেশোঽসৌ ন হ্যস্তি কৃতকৃত্যতা
প্রজ্ঞাপরাধাৎ সম্প্রাপ্তে ব্যাধৌ কর্ম্মজ আত্মনঃ
নাভিশংসেদ্‌বুধো দেবান্ ন পিতৄন্ নাপি রাক্ষসান্॥ ২৫,
আত্মানমেব মন্যেত কর্ত্তারং সুখদুঃখয়োঃ।
তস্মাচ্ছ্রেয়স্করং মার্গং প্রতিপদ্যেত ন ত্রসেৎ॥
দেবাদীনামপচিতির্হিতানাঞ্চোপসেবনম্।
ন চ তেভ্যো বিরোধশ্চ সর্ব্বমায়ত্তমাত্মনি॥ ২৬
সংখ্যানিমিত্তং দ্বিবিধং লক্ষণং সাধ্যতা ন চ।
উন্মাদানাং নিদানেঽস্মিন্ ক্রিয়াসূত্রঞ্চ ভাষিতম্

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে-
উন্মাদনিদানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

করিয়া থাকে। আত্মহত্যার্থী উন্মত্তের উন্মাদ অসাধ্য জানিবে। অন্য দুই প্রকার উন্মাদ সাধ্য। ১৯। ঐ দুই সাধ্য উন্মাদের চিকিৎসা যথা;—মন্ত্র; ঔষধ, মণি, মঙ্গল, বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, বিনীত আচরণ ইত্যাদি। এইরূপে পঞ্চ প্রকার উন্মাদ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। ২০। সেই পঞ্চ-প্রকার উন্মাদ (বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক ও আগন্তু) নিজ ও আগন্তু এবং সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে দুই দুই প্রকার হয়। ২১। দোষজ ও আগন্তু উন্মাদের পরস্পর অনুবন্ধ হয়। উক্ত কারণে দোষজ ও আগন্তু উন্মাদের হেতুসমূহের সংসর্গ বশতঃ পূর্ব্বরূপ ও রূপেরও সংসর্গ হইয়া থাকে। এরূপ সংসর্গ অসাধ্য। তবে এরূপ সংসর্গস্থলে সংসৃষ্ট চিকিৎসাই উপযোগিনী। ২২। উপসংহার ও সূচী,—মনুষ্য নিজের দোষে নিজে ক্লিষ্ট না হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ বা রাক্ষস বা অপরেরা তাহাকে ক্লেশ দেয় না। ২৩। মানুষ নিজ দোষে ক্লেশিত হইলে যে, দেবতা প্রভৃতি তাহাদের অনুসরণ করে, সে দেবতা প্রভৃতি তাহার সে ক্লেশের নিমিত্ত [অর্থাৎ কারণ স্বরূপ) নহে। কারণ তাহা হইলে কৃতকৃত্যতা থাকে না অর্থাৎ মানুষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। ২৪। নিজের বুদ্ধির দোষে আত্মকৃত কর্ম্মে ব্যাধি উপস্থিত হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তির দেবতা, পিতৃগণ বা রাক্ষসদিগকে অনুযোগ করা উচিত হয় না। ২৫। আত্মাকেই সুখদুঃখের কারণ বলিয়া মনে করা উচিত। অতএব বিচলিত না হইয়া শ্রেয়স্কর কার্য্যই করিবে, দেবতাদিগের অবমাননা বা হিতসেবন বা দেবতাদিগের সহিত বিরোধ না করা আপনারই আয়ত্ত। ২৬। এই উন্মাদনিদানে উন্মাদের সংখ্যা, নিদান, দ্বিবিধ লক্ষণ, সাধ্যতা ও অসাধ্যতা ও সংক্ষেপে চিকিৎসার বিষয় ব্যাখ্যা করা হইল। ২৭।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অপস্মারনিদানম্।

অথাতোঽপস্মারনিদানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১॥ ইহ খলু চত্বারোঽপস্মারা বাতপিত্তকফসন্নিপাতনিমিত্তাঃ॥ ২॥ তে এবংবিধানাং প্রাণভৃতাং ক্ষিপ্রমভিনির্ব্বর্ত্তন্তে। তদ্‌যথা।—

রজস্তমোভ্যামুপহতচেতসামুদ্‌ভ্রান্তবিষমবহুদোষাণাং সমলবিকৃতোপহিতান্যশুচীন্যভ্যবহারজাতানি বৈষম্যযুক্তেন উপযোগ-বিধিনোপযুঞ্জানানাং তন্ত্রপ্রয়োগমপি চ বিষমাচরতামন্যাশ্চ শরীরচেষ্টা বিষমাঃ সমাচরতামত্যুপক্ষীণদেহানাং বা দোষাঃ প্রকুপিতা রজস্তমোভ্যামুপহতচেতসোঽন্তরাত্মনঃ শ্রেষ্ঠতমমায়তনং হৃদয়মুপসৃত্য পর্য্যবতিষ্ঠন্তে তত্র চাবস্থিতা যদা হৃদয়মিন্দ্রিয়ায়তনানি চেরিতাঃ কামক্রোধ-ভয়লোভমোহ-হর্ষশোকচিন্তোদ্বেগাদিভিঃ সহসা পূরয়ন্তি তদা জন্তুরপস্মরতি॥ ৩॥ অপস্মারং পুনঃ স্মৃতিবুদ্ধিসত্ত্বসংপ্লবাদ্ বীভৎসচেষ্টমাবস্থিকং তমঃপ্রবেশমাচক্ষতে॥ ৪

তস্যেমানি পূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি। তদ্‌যথা।—ভ্রূব্যুদাসঃ সততমক্ষ্ণোর্বৈকৃতমশব্দশ্রবণং লালাশিঙ্ঘানকপ্রস্রবণমনন্নাভিলাষণমরোচকাবিপাকৌ হৃদয়গ্রহঃ কুক্ষেরাটোপো দৌর্ব্বল্যমঙ্গমর্দ্দো মোহস্তমসো দর্শনং মূর্চ্ছা ভ্রমশ্চাভীক্ষ্ণঞ্চ স্বপ্নে মদনর্ত্তনপীড়নবেপনব্যধনপতনানীতি। ততোঽনন্তরমপস্মারাভিনির্ব্বৃত্তিঃ॥ ৫

তত্রেদপস্মারবিশেষবিজ্ঞানম্। তদ্‌যথা।-

অভীক্ষ্ণমপস্মরন্তং ক্ষণে ক্ষণে সংজ্ঞাং প্রতিলভমানমুৎপিণ্ডিতাক্ষমসাম্না বা বিলপন্তমুদ্বমন্তং ফেনমতীবাধ্মাতগ্রীবমাবিদ্ধশিরস্কং বিষম-বিনতাঙ্গুলিমনবস্থিতসক্থিপাণিপাদমরুণ-

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অপস্মারনিদান ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। অপস্মার চারি প্রকার যথা;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সান্নিপাতিক। ২। ঐ সকল অপস্মার এইরূপ প্রাণীদিগের শীঘ্র হয়। যথা,—রজঃ ও তমোগুণে যাহাদের চিত্ত অভিভূত; যাহাদের দোষ সকল উদ্‌ভ্রান্ত, বিষম ও বহু; যাহারা ভোজনবিধির বিপরীতক্রমে মলিন, বিকৃত, নষ্ট ও অশুচি আহার ভোজন করে, কিংবা শাস্ত্রবিধির প্রতিকূল আচরণ করে ও অন্যান্য শরীরচেষ্টা বিপরীতভাবে অনুষ্ঠান করে; বা যাহাদের দেহ অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাদের দোষ সকল কুপিত হইয়া, রজোগুণ ও তমোগুণের আতিশয্য বশতঃ নষ্টচিত্ত অন্তরাত্মার শ্রেষ্ঠতম নিকেতন হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। তখন তাহারা কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, হর্ষ, শোক, চিন্তা ও উদ্বেগ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া হৃদয় ও ইন্দ্রিয়স্থানদিগকে সহসা পূরিত করিলে, জন্তু ভ্রষ্টস্মৃতি হইয়া থাকে। ৩। স্মৃতি, বুদ্ধি ও সত্ত্ব লোপহেতু বীভৎস চেষ্টাসংযুক্ত আবস্থিক অন্ধকারপ্রবেশ বা অজ্ঞানাভিভূত হওয়াকে অপস্মার কহে। ৪। অপস্মাররোগের পূর্ব্বরূপ যথা;—ভ্রূব্যুদাস (ভ্রূসঙ্কোচ), সর্ব্বদা অক্ষিদ্বয়ের বিকৃত ভাব, অশব্দে শব্দ শ্রবণ বা শ্রবণ-শক্তির হ্রাস, লালা ও সিকনির স্রাব, অন্নপরিহার, অরুচি, অবিপাক, হৃদয়ে বেদনা, কুক্ষিতে গুড় গুড় শব্দ, দৌর্ব্বল্য, অঙ্গমর্দ্দন, মোহ, অন্ধকার দর্শন, মূর্চ্ছা, ভ্রম, স্বপ্নে মত্ততা, নৃত্য, পীড়ন, বেপন, ব্যথন (পাঠান্তরে ব্যধন) ও পতনাদি অনুভব করা। অনন্তর অপস্মারের উৎপত্তি হয়। ৫। অপস্মারের প্রভেদ এইরূপে জানা যায়। যথা;—যে ব্যক্তির সর্ব্বদাই স্মৃতি-ভ্রংশ হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে সংজ্ঞালাভ হয়, যাহার অক্ষিদ্বয় উৎপিণ্ডিত হয়, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রলাপ বলে ও অত্যন্ত ফেন বমন করে, যাহার গ্রীবা স্ফীতিযুক্ত, মস্তক বেদনাযুক্ত, অঙ্গুলি সকল

পরুষশ্যাবনখনয়নবদনত্বচমনবস্থিতঞ্চ চপল-পরুষরুক্ষরূপদর্শিনং বাতলানুপশয়ং বিপরীতোপশয়ং বাতেনাপস্মারবন্তং বিদ্যাৎ॥ ৬

অভীক্ষ্ণমপস্মরন্তং ক্ষণে ক্ষণে সংজ্ঞাং প্রতিলভমানম্ অনুকূজন্তম্ আস্ফালয়ন্তং ভূমিং হরিতহারিদ্রতাম্রনখনয়নবদনত্বচং রুধিরোক্ষিতোগ্র-ভৈরব-প্রদীপ্ত--রুষিতে--রূপ-দর্শিনং পিত্তলানুপশয়ং বিপরীতোপশয়ং পিত্তেনাপস্মরন্তং বিদ্যাৎ॥ ৭

চিরাদপস্মারন্তং চিরাৎ সংজ্ঞাং প্রতিলভমানং পতন্তমনতিকৃতচেষ্টং লালামুদ্বমন্তং শুক্লনখনয়নবদনত্বচং শুক্লশুক্লরূপদর্শিনং শ্লেষ্মলানুপশয়ং বিপরীতোপশয়ং শ্লেষ্মণাপস্মরন্তং বিদ্যাৎ॥ ৮

সমবেতলিঙ্গমপস্মারং সান্নিপাতিকং বিদ্যাৎ। তমসাধ্যমাচক্ষতে ইতি চত্বারোঽপস্মারাঃ। তেষামাগন্তুরনুবন্ধো ভবত্যেব। কদাচিৎ স উত্তরকালমুপদেক্ষ্যতে। তস্য বিশেষবিজ্ঞানং যথোক্তৈর্লিঙ্গৈর্লিঙ্গাধিক্যমদোষ-লিঙ্গানুরূপং কিঞ্চিল্লিঙ্গতম্ তৎস্বপস্মারিভ্যস্তীক্ষ্ণানি চৈব সংশোধনানি উপশমনানি যথাস্বং মন্ত্রাদীনি চাগন্তুসংযোগে॥ ৯

তস্মিন্ হি দক্ষাধ্বরোদ্ধংসে দেহিনাং দিক্ষু বিদ্রবতামতিসরণপ্লবনলঙ্ঘনাদ্যৈর্দেহবিক্ষোভণৈঃ পুরা গুল্মোৎপত্তিরভূৎ হবিঃপ্রাশান্মেহকুষ্ঠানাং ত্রাসোপবাসশোকৈরুন্মাদানাং বিবিধভূতাশুচিসংস্পর্শাদপস্মারাণাম্॥ ১০

বিষম ভাবে বিনত, যাহার সকৃথি, পাণি ও পাদ অনবস্থিত (স্থির নাই), যাহার নখ, নয়ন, বদন ও ত্বক্ অরুণবর্ণ, পরুষ বা শ্যামবর্ণ, যে ব্যক্তি অনবস্থিত, যে ব্যক্তি চপল, পরুষ ও রুক্ষ রূপ দর্শন করে; বাতল দ্রব্য সেবনে যাহার অনুপশয় ও বাতঘ্নদ্রব্য সেবনে উপশম হয়, তাহার অপস্মারকে বাতিক বলিয় জানিবে। ৬। যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই ভ্রষ্টস্মৃতি হয়, ক্ষণে ক্ষণে সংজ্ঞা লাভ করে, কণ্ঠ দ্বারা অব্যক্ত শব্দ করে, ভূমিতে হস্তপদ বিক্ষেপ করে, যাহার নখ, নয়ন, বদন ও ত্বক্ হরিত, হরিদ্রাবর্ণ বা তাম্রবর্ণ, যে ব্যক্তি শোণিতাক্ত, উগ্র, ভৈরব, দীপ্ত ও রোষিত রূপ সকল নিরীক্ষণ করে, পিত্তকর দ্রব্য সেবনে যাহার অনুপশয় ও পিত্তঘ্ন দ্রব্য সেবনে উপশয় হয়, তাহার অপস্মারকে পিত্তজ বলিয়া জানিবে।৭। যে ব্যক্তি বিলম্বে ভ্রষ্টস্মৃতি হয়, বিলম্বে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি পতিত হইয়া হস্তপদাদি অধিক বিক্ষেপ না করে, লালা বমন করে, যাহার নখ, নয়ন, বদন ও ত্বক্ শুক্লবর্ণ;— যে ব্যক্তি শুক্ল ও শুক্ল রূপ সকল দর্শন করে, শ্লেষ্মদ্রব্য সেবনে যাহার অনুপশয় ও শ্লেষ্মঘ্ন দ্রব্য দ্বারা উপশয় হয়, তাহার অপস্মারকে শ্লেষ্মজ বলা যায়। ৮। ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক অপস্মার কহে। সান্নিপাতিক অপস্মারকে অসাধ্য বলে। ইতি চারি প্রকার অপস্মার। এই চারি প্রকার অপস্মারই আগন্তু অনুবন্ধ অবশ্যম্ভাবী। সেই অনুবন্ধের বিষয় উত্তরকালে কোন সময়ে (চিকিৎসাস্থানে) বলা যাইবে। তবে এস্থানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন অপস্মারের যে সকল লক্ষণ বলা হইল, সেই সকল লক্ষণ হইতে বিশেষ দেখিলে অথবা লক্ষণের আধিক্য দেখিলে অথবা লক্ষণ সকল দোষানুরূপ না দেখিলে আগন্তু অনুবন্ধ অনুমান করা যাইতে পারে। অতএব অপস্মাররোগীদিগকে যথালক্ষণ তীক্ষ্ণ সংশোধন ও উপশমন ঔষধযোগে চিকিৎসা করিবে। আর আগন্তু অনুবন্ধ থাকিলে মন্ত্রাদি প্রয়োগ করিবে। ৯। পূর্ব্বকালে এক দক্ষযজ্ঞধ্বংসেই নানারোগ উৎপন্ন হয়। দেহিগণ মহাদেবের ভয়ে চারিদিকে পলায়ন আরম্ভ করিলে, তাহাদের দ্রুতগমন, লম্ফন ও লঙ্ঘনাদি দ্বারা দেহবিক্ষোভবশতঃ গুল্মরোগের উৎপত্তি হইয়াছিল। আর সেই যজ্ঞে অত্যন্ত ঘৃত পান করাতে মেহ ও কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই যজ্ঞের

জ্বরস্ত মহেশ্বরললাটপ্রভবঃ। তৎসন্তাপাদ্রক্তপিত্তমতিব্যবায়াৎ পুনর্নক্ষত্ররাজস্ত রাজযক্ষ্মেতি ॥ ১১

তত্র শ্লোকাঃ।

অপস্মারো হি বাতেন পিত্তেন চ কফেন চ।
চতুর্থঃ সন্নিপাতেন প্রত্যাখ্যেয়স্তথাবিধঃ ॥ ১২
সাধ্যাংস্তু ভিষজঃ প্রাজ্ঞাঃ সাধয়ন্তি সমাহিতাঃ।
তীক্ষ্ণৈঃ সংশোধনৈশ্চৈব যথাস্বং শমনৈরপি ॥১৩
যদা দোষনিমিত্তস্য ভবত্যাগন্তুরন্বয়ঃ।
তদা সাধারণং কর্ম্ম প্রবদন্তি ভিষগ্বরাঃ ॥ ১৪
সর্ব্বরোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বৌষধবিশেষবিৎ।
ভিষক্ সর্ব্বাময়ান্ হন্তি ন চ মোহং নিযচ্ছতি।
ইত্যেতদখিলেনোক্তং নিদানস্থানমুত্তমম্ ॥ ১৫
নিদানার্থকরো রোগো রোগস্যাপ্যুপলভতে।
তদ্‌যথা জ্বরসন্তাপাদ্রক্তপিত্তমুদীর্য্যতে ॥
রক্তপিত্তোজ্বরস্তাভ্যাং শোষশ্চাপ্যুপজায়তে।
প্লীহাভিবৃদ্ধ্যা জঠরং জঠরাচ্ছোফ এব চ ॥ ১৬
অর্শোভ্যো জঠরং দুঃখং গুল্মশ্চাপ্যুপজায়তে।
প্রতিশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ
ক্ষয়ো রোগস্য হেতুত্বে শোষশ্চাপ্যুপজায়তে ॥
তে পূর্ব্বং কেবলা রোগাঃ পশ্চাদ্ধেত্বর্থকারিণঃ
উভায়ার্থকরা দৃষ্টাস্তথৈবৈকার্থকারিণঃ ॥
কশ্চিদ্ধি রোগো রোগস্য হেতুর্ভূত্বা প্রশাম্যতি
ন প্রশাম্যতি চাপ্যন্যো হেতুত্বং কুরুতেঽপি চ ॥
এবং কৃচ্ছ্রতমা নৃণাং দৃশ্যন্তে ব্যাধিসঙ্করাঃ।
প্রয়োগাপবিশুদ্ধত্বাৎ তথা চানোন্সসম্ভবাৎ ॥ ১৯
প্রয়োগঃ শময়েদ্ব্যাধিং যোঽন্যমন্যমুদীরয়েৎ।

সংসৃষ্ট তপ, উপবাস ও শোকহেতু ভিন্ন ভিন্ন উন্মাদের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সেই যজ্ঞের ধ্বংসকালে বিবিধ ভূত ও অশুচিদিগের সংস্পর্শবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন অপস্মার রোগের উৎপত্তি হইয়াছিল। ১০। জ্বর মহাদেবের ললাট হইতে উৎপন্ন হয়। তাহারই সন্তাপ হইতে রক্তপিত্তের উৎপত্তি। আর দক্ষরাজের কন্যাদিগের সহিত অতিব্যবায় হেতু নক্ষত্ররাজের রাজযক্ষ্মা হয়। ১১। ঐ সকল কথাই আবার পদ্যে বলা হইতেছে। অপস্মার বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সান্নিপাতিক। তন্মধ্যে সান্নিপাতিক অসাধ্য। ১২। প্রাজ্ঞ ভিষকেরা সাধ্য অপস্মারদিগকে যথালক্ষণ তীক্ষ্ণসংশোধন ও উপশমক ঔষধ দ্বারা সাবধানে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ১৩। দোষজন্য অপস্মারে আগন্তু অনুবন্ধ হইলে চিকিৎসকশ্রেষ্ঠেরা দোষ ও অনুবন্ধ উভয়ের চিকিৎসাই করিয়া থাকেন। ১৪। সর্ব্বরোগবিশেষজ্ঞ ও সর্ব্বৌষধবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সর্ব্বরোগ নাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কখন মুগ্ধ হইতে হয় না। এইরূপে নিদানস্থান সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যা করা হইল। ১৫। রোগ রোগের নিদানার্থকারী অর্থাৎ এক রোগ হইতে রোগান্তর উৎপন্ন হয়। যথা—জ্বরের সন্তাপ হেতু রক্তপিত্ত উদ্‌গীর্ণ হয়। রক্তপিত্ত ও জ্বর হইতে শোষ উৎপন্ন হয়। প্লীহার অতিবৃদ্ধি হেতু উদররোগ এবং উদররোগ হইতে শোষ উৎপন্ন হয়। ১৬। অর্শ হইতে দুঃখকর উদর ও গুল্ম হইতে পারে। প্রতিশ্যায় হইতে কাস ও কাস হইতে ক্ষয় হইতে পারে। ক্ষয় নানা রোগের হেতু। তন্মধ্যে ইহা হইতে শোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৭। ঐ সকল রোগ প্রথমে কেবল রোগ বলিয়াই ধর্ত্তব্য হয়। পশ্চাৎ অন্যরোগ উৎপাদন করিলে উহাদের নাম নিদানার্থকারী হয়। কোন কোন রোগ উভয়ার্থকারী হয় অর্থাৎ নিজেও থাকে আবার অপর রোগ উৎপাদন করে। আবার কোন কোন রোগ অপর রোগকে উৎপাদন করিয়া স্বয়ং শান্ত হয়। আবার কোন কোন রোগ স্বয়ং শান্ত না হইয়া অপর রোগের কারণ হইয়া থাকে। ১৮। এইরূপে মানুষদিগের কষ্টসাধ্য রোগসঙ্কর সকল উৎপন্ন হয়। ঔষধ প্রয়োগের অপরিশুদ্ধতা ও এক প্রকার রোগ অন্য প্রকার রোগের কারণ বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে। ১৯। যে, চিকিৎসা এক ব্যাধিকে শান্ত

নাসৌ বিশুদ্ধঃ শুদ্ধস্তু শময়েদ্ যো ন কোপয়েৎ
একো হেতুরনেকস্য তথৈকস্যৈব এব হি।
ব্যাধেরেকস্য চানেকো বহূনাং বহবোঽপি চ॥
জ্বরভ্রমপ্রলাপাদ্যা দৃশ্যন্তে রুক্ষহেতুজাঃ।
রুক্ষেণৈকেন চাপ্যেকো জ্বর এবোপজায়তে
হেতুভির্বহুভিশ্চৈকো জ্বরো রুক্ষাদিভির্ভবেৎ।
রুক্ষাদিভিজ্বরাদ্যাশ্চ ব্যাধয়ঃ সম্ভবন্তি হি॥ ২২
লিঙ্গঞ্চৈকমনেকস্য তথৈকস্যৈকমুচ্যতে।
বহূন্যেকস্য চ ব্যাধের্বহূনাং স্যুর্বহূনি চ॥
বিষমারম্ভমূলানাং লিঙ্গমেকং জ্বরো মতঃ।
জ্বরস্যৈকস্য চাপ্যেকঃ সন্তাপো লিঙ্গমুচ্যতে॥
বিষমারম্ভমূলৈশ্চ জ্বর একো নিরুচ্যতে।
লিঙ্গৈরেতৈর্জ্বরশ্বাসহিক্কাদ্যাঃ সন্তি চাময়াঃ॥ ২৩

একা শান্তিরনেকস্য তথৈবৈকস্য লক্ষ্যতে।
ব্যাধেরেকস্য চানেকা বহূনাং বহ্ব্য এব চ॥
শান্তিরামাশয়োত্থানাং ব্যাধীনাং লঙ্ঘনক্রিয়া।
জ্বরস্যৈকস্য চাপ্যেকা শান্তির্লঙ্ঘনমুচ্যতে॥
তথা লঘ্বশনাদ্যাশ্চ জ্বরস্যৈকস্য শান্তয়ঃ।
এতাশ্চৈব জ্বরশ্বাসহিক্কাদীনাং প্রশান্তয়ঃ॥ ২৪
সুখসাধ্যঃ সুখোপায়ঃ কালেনাল্পেন সাধ্যতে।
সাধ্যতে কৃচ্ছ্রসাধ্যস্তু যত্নেন মহতা চিরাৎ॥
যাতি নাশেষতাং ব্যাধিরসাধ্যো যাপ্যসংজ্ঞিতঃ
পরোঽসাধ্যক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রত্যাখ্যেয়োঽতিবর্ত্ততে॥
নাসাধ্যঃ সাধ্যতাং যাতি সাধ্যো যাতি ত্বসাধ্যতাম্।
পাদাবচারাদ্দৈবাদ্বা যান্তি ভাবান্তরং গদাঃ॥
বৃদ্ধিস্থানক্ষয়াবস্থাং দোষাণামুপলক্ষয়েৎ।

করিয়া অপর ব্যাধিকে প্রকুপিত করে, তাহা বিশুদ্ধ নহে। তাহাই শুদ্ধ, যাহা শান্ত করে, কিন্তু প্রকোপ করে না। ২০। একই হেতু ভিন্ন ভিন্ন বহু ব্যাধি উৎপাদন করে, আবার কোন এক হেতু একই প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করে। আবার একব্যাধির অনেক হেতু হইতে পারে এবং বহুব্যাধির বহুহেতুও থাকে। ২১। যথা;—জ্বর, ভ্রম, প্রলাপ প্রভৃতি রোগ এক রুক্ষহেতু হইতে উৎপন্ন হয়, আবার এক রুক্ষহেতু হইতে কেবল এক জ্বরই উৎপন্ন হয়। আবার রুক্ষ প্রভৃতি বহুহেতু হইতে একজ্বরই উৎপন্ন হয়। আবার রুক্ষ প্রভৃতি বহু হেতু হইতে জ্বরাদি বহু ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ২২। আবার অনেক ব্যাধির একই লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং এক ব্যাধির একই লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া আবার একই ব্যাধির বহুলক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং বহুব্যাধিরও বহুলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন—বিষমারম্ভমূল বহুব্যাধির কেবল একজ্বরই লক্ষণ দেখা যায় এবং একই জ্বরের একই সন্তাপ লক্ষণ দেখা যায়, আবার বিষমারম্ভমূল বহুলক্ষণ দ্বারা একজ্বরই বিজ্ঞাত হয় এবং জ্বরশ্বাস হিক্কা প্রভৃতি বহুব্যাধিও সেইরূপ বিষমারম্ভমূল বহুলক্ষণ দ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকে। ২৩।

অনেক ব্যাধির এক প্রকার শান্তি (শান্তির উপায়) লক্ষিত হয় আবার এক ব্যাধিরও একই শান্তি লক্ষিত হইয়া থাকে; আবার একব্যাধিরও অনেক শান্তি লক্ষিত হয় এবং অনেক ব্যাধিরও অনেক শান্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন আমাশয়োক্ত সমস্ত ব্যাধিরই একলঙ্ঘনই শান্তি এবং এক জ্বরেরই এক শান্তি লঙ্ঘন। আবার একই জ্বরের লঘুভোজন প্রভৃতি বহুশান্তি দৃষ্ট হয় এবং এই সকলই জ্বরশ্বাসহিক্কা প্রভৃতি বহুরোগের শান্তি বলিয়া কথিত আছে। ২৪। সুখসাধ্য রোগ অল্প উপায়ে অল্পকালেই সাধ্য হয়। আবার কষ্টসাধ্য রোগ অতি যত্নে ও অধিক সময়ে সাধ্য হয়। অসাধ্যব্যাধি কখনই নিঃশেষ হয় না। কোন কোন ব্যাধি যাপ্য হইয়া থাকে। আবার কোন কোন অসাধ্য-ব্যাধি সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাকে পরাস্ত করিয়া প্রত্যাখ্যেয় হইয়া থাকে। অসাধ্যব্যাধি সাধ্য হয় না বটে, কিন্তু সাধ্যব্যাধিও অসাধ্য হইতে পারে। রোগ সকল অসাবধানতা বা দৈববশতঃ ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়। ২৫। দোষাদির বৃদ্ধি ও ক্ষয় বিশেষরূপে উপলক্ষ্য

সুস্থক্ষাণি চ প্রাজ্ঞো দেহাগ্নিবলচেতসাম্ ॥
ব্যাধ্যবস্থাবিশেষান্ হি জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা বিচক্ষণঃ।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং তত্তৎ শ্রেয়ঃ প্রপদ্যতে ॥
প্রায়স্তির্য্যগ্‌গতা দোষাঃ ক্লেশয়ন্ত্যাতুরাংশ্চিরম্
তেষু ন ত্বরয়া কুর্য্যাদ্ দেহাগ্নিবলবিৎ ক্রিয়াম্।
প্রয়োগৈঃ ক্ষপয়েৎ তান্ সুখং বা কোষ্ঠমানয়েৎ
জ্ঞাত্বা কোষ্ঠপ্রপন্নাংস্তান্ যথাস্বং তং হরেদ্‌বুধঃ
জ্ঞানার্থং যানি চোক্তানি ব্যাধিলিঙ্গানি সংগ্রহে
ব্যাধয়স্তে তদাত্বে তু লিঙ্গানীষ্টানি নাময়াঃ ॥
বিকারাঃ প্রকৃতিশ্চৈব দ্বয়ং সর্ব্বং সমাসতঃ
তদ্ধেতুবশগং হেতোরভাবান্নানুবর্ত্ততে ইতি ॥

তত্র শ্লোকাঃ।

হেতবঃ পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।
সম্প্রাপ্তিঃ পূর্ব্বমুৎপত্তিঃ সূত্রমাত্রং চিকিৎসিতম্।
জ্বরাদীনাং বিকারাণামষ্টানাং সাধ্যতা ন চ॥২৯
পৃথগেকৈকশশ্চোক্তা হেতুলিঙ্গোপশাস্তয়ঃ।
হেতুপর্য্যায়নামানি ব্যাধীনাং লক্ষণস্য চ।
নিদানস্থানমেতাবৎ সংগ্রহেণোপদিশ্যতে ॥ ৩০

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সূত্রস্থানে অপস্মারনিদানং নাম
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

করিবে। প্রাজ্ঞ বৈদ্য, দেহ, অগ্নিবল ও চিত্তবৃত্তির সুক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিবেন। ব্যাধির অবস্থা বিশেষরূপে জানিয়া শুনিয়া বিচক্ষণ বৈদ্য সেই সেই অবস্থাতে সেই সেই শ্রেয়স্কর ক্রিয়া করিবেন। ২৬। দোষ সকল বিমার্গগামী হওয়াতেই প্রায় রোগীদিগকে বহুদিন ধরিয়া ক্লেশ দেয়। অতএব সে সকল স্থলে ত্বরাপূর্ব্বক ক্রিয়া না করিয়া দেহাগ্নিবল রক্ষা করিতে থাকিবে; অথবা সেই সকল দোষকে ঔষধ দ্বারা ক্ষীণ করিবে অথবা অল্পে অল্পে কোষ্ঠে আনয়ন করিবে। আর দোষ সকল কোষ্ঠে আগমন করিলে স্ব স্ব পথে তাহাদিগকে নিষ্ক্রান্ত করিবে [অর্থাৎ আমাশয়স্থ দোষকে মুখ দ্বারা পক্কাশয়স্থ দোষকে গুহ্য দ্বারা নিষ্ক্রান্ত করিবে ইত্যাদি]। ২৭। ব্যাধিজ্ঞানার্থ সংক্ষেপে যে সকল ব্যাধিলিঙ্গ (উপসর্গ) বলা হইল, তাহাদিগকে এক একটী ব্যাধি বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু যে সময়ে অপর ব্যাধির বিজ্ঞানার্থ উহাদের উল্লেখ করা হইবে, তৎকালে (তদাত্বে) আর তাহাদিগকে ব্যাধি না বলিয়া লিঙ্গ বলিতে হইবে। রোগ ও রোগের প্রকৃতি এই দুইপ্রকার সংক্ষেপে যাহা বলা হইল, তাহারা উভয়েই হেতুর বশবর্ত্তী। হেতুর অভাব হইলে তাহাদের উৎপত্তি হয় না।

২৯। এই অধ্যায়ের সূচী যথা—এই নিদানস্থানে জ্বরাদি অষ্টবিধ রোগের হেতু, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সংপ্রাপ্তি, পূর্ব্ব উৎপত্তি এবং ঐ সকল রোগের চিকিৎসা সূত্র, সাধ্যতা ও অসাধ্যতা ব্যাখ্যা করা হইল। ২৯। হেতু, লিঙ্গ ও উপশমন সকল পৃথক্‌রূপে একে একে উক্ত হইল। ব্যাধিসমূহ ও লক্ষণের হেতু, পর্য্যায় ও নাম সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইল। ৩০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নিদানস্থান সম্পূর্ণ।

বিমানস্থান।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

রসবিমানম্।

অথাতো রসবিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

ইহ খলু ব্যাধীনাং নিমিত্তপূর্ব্বরূপরূপোপশয়সংখ্যাপ্রাধান্যবিধিবিকল্প-বলকাল-বিশেষানম্নুপ্রবিশ্যানন্তরং দোষভেষজদেশকালবল-শরীরাহারসারসাত্ম্যসত্ত্বপ্রকৃতিবয়সাং মানমবহিতমনসা যথাবজ্জ্ঞেয়ং ভবতি ভিষজা দোষাদিমানজ্ঞানায়ত্তত্বাৎ ক্রিয়ায়াঃ। ন হ্যমানজ্ঞো দোষাদীনাং ভিষক্ ব্যাধিনিগ্রহসমর্থো ভবতি। তস্মাৎ দোষাদিমানজ্ঞানার্থং বিমানস্থানমুপদেক্ষ্যামোঽগ্নিবেশ। তত্রাদৌ রসদ্রব্যদোষবিকারপ্রভাবান্ বক্ষ্যামঃ॥ ২

রসস্তাবৎ ষট্ মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়াস্তে সম্যগুপযুজ্যমানাঃ শরীরং যাপয়ন্তি। মিথ্যোপযুজ্যমানাস্তু খলু দোষপ্রকোপনায়োপকল্পন্তে॥ ৩

দোষাঃ পুনস্ত্রয়ো বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ তে প্রকৃতিভূতাঃ শরীরোপকারকা ভবন্তি। বিকৃতিমাপন্নাস্তু খলু নানাবিধৈর্ব্বিকারৈঃ শরীরমুপতাপয়ন্তি॥ ৪

তত্র দোষমেকৈকং ত্রয়স্ত্রয়ো রসা জনয়ন্তি, ত্রয়স্ত্রয়শ্চোপশময়ন্তি। তদ্যথা।—কটুতিক্তকষায়া বাতং জনয়ন্তি, মধুরাম্ললবণাস্ত্বেনং শময়ন্তি। কটুকাম্ললবণাঃ পিত্তং জনয়ন্তি, মধুরতিক্তকষায়াস্ত্বেতচ্ছময়ন্তি। মধুরাম্ললবণাঃ শ্লেষ্মাণং জনয়ন্তি, কটুতিক্তকষায়াস্ত্বেনং শময়ন্তি॥ ৫

রসদোষসন্নিপাতে তু যে রসা যৈর্দোষৈঃ সমানগুণাঃ সমানগুণভূয়িষ্ঠা বা তে তানভিবর্দ্ধ-

---

প্রথম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা রসবিমান ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন। ১। [পাশ্চাত্য ভাষায় যাহাকে কেমিষ্ট্রী কহে, ভাষায় তাহাকে রসায়ন বিদ্যা না বলিয়া রসবিমান বলিলেই ভাল হয়। এই বিমানস্থানে আনুষঙ্গিক কিঞ্চিৎ ফিজিওলজীও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে]। হে অগ্নিবেশ! ভিষক্ অবহিতমনে ব্যাধিদিগের কারণ, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সংখ্যা, প্রাধান্য, বিধি, বিকল্প, বল ও কালের ভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া পরে দোষ, ভেষজ, দেশ, কাল, বল, শরীর, আহার, সার, সাত্ম্য, সত্ত্ব, প্রকৃতি ও বয়সের মান যথাবৎ জ্ঞাত হইবেন। কারণ দোষাদির মানজ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসা করা যায় না। ভিষক্ দোষাদির মান না জানিলে ব্যাধিদমনে সমর্থ হন না। এই জন্য দোষাদির মান-জ্ঞানার্থ

রস, দ্রব্য, দোষ, বিকার ও প্রভাবের বিষয় বলিতেছি। ২। রস ছয়। যথা;—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়; এই সকল রস সম্যক্‌রূপে সেবিত হইলে শরীর রক্ষা করে। আবার অন্যায়রূপে সেবিত হইলে দোষ প্রকোপ করে। ৩। দোষ তিন প্রকার; বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। উহারা প্রকৃতিস্থ থাকিলে শরীরের উপকার করে। আর বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে নানাবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া শরীরকে ক্লেশিত করে। ৪। তন্মধ্যে তিন তিন রসে এক এক দোষ উৎপাদন করে এবং তিন তিন রসে এক এক দোষ শান্ত করে। যথা,—কটু, তিক্ত ও কষায় বায়ু উৎপাদন করে এবং মধুর, অম্ল ও লবণ ইহাকে শান্ত করে। কটু অম্ল ও লবণ পিত্ত উৎপাদন করে এবং মধুর তিক্ত ও কষায় ইহাকে শান্ত করে। মধুর অম্ল ও লবণ শ্লেষ্মা উৎপাদন করে এবং কটু তিক্ত ও কষায় ইহাকে শান্ত করে। ৫। শরীরে রস ও দোষের সন্নিপাত

...বিপরীতগুণভূয়িষ্ঠা বা ...। ইত্যেতদ্ব্যবস্থাহেতোঃ ... রসানাং পরস্পরেণাসংসৃষ্টা- ... দোষাণাম্। সংসর্গবিকল্পবিস্তারো ...ভবতি, বিকল্পভেদাপরি- ...॥ ৬

...অন্যোন্যরসেষু দ্রব্যেষ্বনেকদোষাত্ম- ...প্রকারেষু রসদোষপ্রভাবমেকৈকত্বে- ... ততো দ্রব্যবিকারপ্রভাবতত্ত্বং ব্যব- ...স্থেদেবং খলু সর্ব্বত্র। ন হি বিকৃতি- ...ভানাং নানাত্মকানাং দ্রব্যাণাং প্রর- ...সংহতানামন্যৈশ্চ বিকল্পনৈর্বিকল্পিতা- ...প্রভাবা নুমানেন সমুদায়প্রভাবতত্ত্ব- ...শক্যম্॥ ৭

তথাযুক্তে হি সমুদায়ে সমুদায়প্রভাবতত্ত্ব- মেবোপলভ্য ততো রসদ্রব্যবিকারপ্রভাবতত্ত্বং ব্যবস্যেৎ। তস্মাদ্রসপ্রভাবতশ্চ দ্রব্যপ্রভাবতশ্চ দোষপ্রভাবতশ্চ বিকারপ্রভাবতশ্চ তত্ত্বমুপদে- ক্ষ্যামঃ। তত্রৈষ রসদ্রব্যদোষবিকারপ্রভাব উপদিষ্টো ভবতি॥ ৮

দ্রব্যপ্রভাবং পুনরুপদেক্ষ্যামঃ। তৈলসর্পি- র্মধুনি বাতপিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনানি দ্রব্যাণি ভবন্তি। তত্র তৈলং স্নেহৌষ্ণ্যাৎ গৌরবোপপন্নত্বাদ্বাতং জয়তি সততমভ্যস্যমানম্। বাতো হি রৌক্ষ্য- শৈত্যলাঘবোপপন্নো বিরুদ্ধগুণো ভবতি। বিরুদ্ধগুণসন্নিপাতে হি ভূয়সাল্পমবজীয়তে তস্মাৎ তৈলং বাতং জয়তি সততমভ্যস্য- মানম্॥ ৯

সর্পিঃ খল্বেবমেব পিত্তং জয়তি মাধুর্য্যাৎ শৈত্যাৎ মন্দত্বাচ্চ। পিত্তং হ্যমধুরমুষ্ণং তীক্ষ্ণম্॥

অথবা সমান-গুণ-ভূয়িষ্ঠ হয়, সেই সেই সকল দোষকে বর্দ্ধিত করে। ...পরীত-গুণ বা বিপরীত-গুণ-বহুল ... হইলে সেই সেই দোষের ...। এই প্রকার ব্যবস্থাহেতু পর- ...ই ছয়প্রকার রস ও পরস্পর অসং- ... গুণ উপদিষ্ট হইল। এই ও দোষের সংসর্গ-বিকল্পে অসংখ্য ...খ্য দোষ হয়। কারণ বিকল্পভেদ ...য়। ৬। দ্রব্য সকল অনেক ... সেই সকল রস এক একটী করিয়া ...রিয়া রস-প্রভাব নির্দ্ধারণ করা ...র এবং রোগ সকল নানা দোষা- ... সেই দোষ একে একে পরীক্ষা ...-প্রভাব নির্দ্ধারণ করা যাইতে ... সর্ব্বত্র এরূপ নির্ণয় করা যায় ... সকল বিকৃতভাবে ও অস- ... পরস্পর মিলিত হয় আবার এক... দ্রব্য দ্বারা অপর দ্রব্য নির্ণয় করা অসাধ্য হয়। ৭। এইরূপ মিশ্রণ- স্থলে সমষ্টীকৃত দ্রব্যের সমষ্টীকৃত প্রভাব উপ- লব্ধি করিতে হয়। তাহাতেই রসদ্রব্যের মিশ্রণোৎপন্ন সামগ্রীর প্রভাব স্থিরীকৃত হইতে পারে। অতএব রসপ্রভাব, দ্রব্য প্রভাব, দোষপ্রভাব ও রোগপ্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপদেশ দিবে। এই স্থলেই রস, দ্রব্য, দোষ ও রোগের প্রভাব উপদিষ্ট হইতেছে। ৮। এক্ষণে দ্রব্য প্রভাব উপদেশ দিতেছি। তৈল, ঘৃত ও মধু এই সকল দ্রব্য যথাক্রমে বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রশান্তিকারক হয়। তন্মধ্যে তৈল সর্ব্বদা অভ্যস্যমান হইলে স্নেহ, উষ্ণগুণ ও গুরুত্বযোগে বায়ু জয় করে। কারণ বায়ু রুক্ষতা, শৈত্য ও লঘুত্বগুণসম্পন্ন হওয়াতে তৈলের বিরুদ্ধগুণ হয়। বিরুদ্ধ গুণ সকল একত্র হইলে, যে গুণের আধিক্য থাকে, তাহা দ্বারা অল্পগুণ পরাজিত হয়। ...

মধু চ শ্লেষ্মাণং জয়তি রৌক্ষ্যাৎ তৈক্ষ্ণ্যাৎ কষায়ত্বাচ্চ শ্লেষ্মা হি স্নিগ্ধো মন্দো মধুরশ্চ॥ ১১

যচ্চান্যদপি কিঞ্চিদ্দ্রব্যমেবং বাতপিত্তকফেভ্যো গুণতো বিপরীতং তচ্চৈতান্ জয়ত্যভ্যস্যমানম্। অথ খলু ত্রীণি দ্রব্যাণি নাত্যুপযুঞ্জীতাধিকমন্যেভ্যো দ্রব্যেভ্যঃ। তদ্যথা,—পিপ্পলী ক্ষারং লবণমিতি॥ ১২

পিপ্পল্যো হি কটুকাঃ সদ্যোমধুরবিপাকা গুর্ব্ব্যো নাত্যর্থম্। স্নিগ্ধোষ্ণাঃ প্রক্লেদিন্যো ভেষজাভিমতাশ্চ। তাঃ সদ্যঃ শুভাশুভকারিণ্যো ভবন্ত্যাপাতভদ্রাঃ প্রয়োগসমসাদ্গুণ্যাদ্দোষসঞ্চয়ানুবন্ধাঃ। সততমুপযুজ্যমানা হি গুরুপ্রক্লেদিত্বাৎ শ্লেষ্মাণমুৎক্লেশয়ন্তি। ঔষ্ণ্যাৎ পিত্তম্। ন চ বাতপ্রশমনায়োপকল্পন্তে, অল্পস্নেহোষ্ণভাবাৎ। যোগবাহিন্যস্তু খলু ভবন্তি। তস্মাৎ পিপ্পলীর্নাত্যুপযুঞ্জীত॥ ১৩

ক্ষারঃ পুনরৌষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যলাঘবোপপন্নঃ ক্লেদয়ত্যাদৌ পশ্চাৎ বিশোধয়তি। স পচনদহনভেদনার্থমুপযুজ্যতে। সোঽতিপ্রযুজ্যমানঃ কেশাক্ষিহৃদয়পুংস্ত্বোপঘাতকরঃ সম্পদ্যতে। যে হ্যেনং গ্রামনগরনিগমজনপদাঃ সততমুপযুঞ্জতে তে হ্যান্ধ্যষাণ্ড্যখালিত্যপালিত্যভাজো হৃদয়োপকর্ত্তিনশ্চ ভবন্তি। তদ্যথা,—প্রাচ্যাশ্চীনাশ্চ। তস্মাৎ ক্ষারং নাত্যুপযুঞ্জীত॥ ১৪

লবণং পুনরৌষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যোপপন্নমনতিগুর্ব্ব-নতি-স্নিগ্ধমুপক্লেদিবিস্রংসন-সমর্থমন্নদ্রব্যরুচিকরম্ আপাতভদ্রম্। প্রয়োগাতিরেকাদ্দোষসঞ্চয়ানুবন্ধম্। তদ্রোচন-পাচনোপক্লেদনবিস্রংসনার্থমুপযুজ্যতে। তদত্যর্থমুপযুজ্যমানং গ্লানিশৈথিল্যদৌর্ব্বল্যাভিনির্ব্বৃত্তিকরং শরীরস্য ভবতি। যে হ্যেতৎ গ্রামনগরনিগমজনপদাঃ সততমুপযুঞ্জতে, তে ভূয়িষ্ঠং গ্লাস্নবঃ শিথিলমাংসশোণিতা ভবন্তি অপরিক্লেশসহাশ্চ

রুক্ষতা, তীক্ষ্ণতা, ও কষায়তা হেতু শ্লেষ্মাকে জয় করে। কারণ শ্লেষ্মা স্নিগ্ধ, মন্দ ও মধুর। ১১। আর অন্য যে কোনও দ্রব্যও, এইরূপ গুণে বাত-পিত্ত-কফ হইতে বিপরীত, তাহাও সতত অভ্যস্যমান হইলে উহাদিগকে জয় করে। আর অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা এই তিনটী দ্রব্যকে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিবে না। যথা,—পিপুল, ক্ষার ও লবণ। ১২ পিপুল কটু, সেবনমাত্র মধুরবিপাক ও অনতি গুরু হইয়া থাকে। ইহা স্নিগ্ধ, উষ্ণ, ক্লেদকারী ও ভেষজদিগের মধ্যে অনুমত বটে। পিপুল সদ্য শুভাশুভকারী বলিয়া কোন কোন রোগে আপাততঃ শুভকর হইয়া থাকে; সতত সেবিত হইলে দোষসঞ্চয় হয়, কারণ ইহা গুরু ও ক্লেদকারী বলিয়া শ্লেষ্মাকে উৎক্লিষ্ট করে। উষ্ণতা বশতঃ পিত্তকে উত্তেজিত করে। আর বায়ুশান্তির জন্য ইহার ব্যবস্থা করা হয় না। কারণ ইহাতে স্নেহ ও উষ্ণতা অল্প আছে। আর পিপুল যোগবাহী অর্থাৎ দ্রব্যান্তরের সহিত যোগে ব্যবহার্য্য। এই সকল কারণে পিপুল অধিক সেবন করিবে না। ১৩। ক্ষার উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, ও লঘু; ইহা প্রথমে ক্লেদিত করে, পরে বিশোধন করে। পাক, দহন ও ভেদনার্থই ক্ষার সেবন করা যায়। অতিশয় সেবিত হইলে কেশ, অক্ষি, হৃদয় ও পুংশক্তির ব্যাঘাত করে। যে সকল গ্রাম নগর নিগম ও জনপদবাসীরা ইহা সতত ভক্ষণ করে, তাহারা অন্ধতা, ষণ্ডতা, খালিত্য ও পালিত্য এবং হৃদয়োপকর্ত্ত (হৃদয়ে কর্ত্তনবৎ পীড়া) প্রাপ্ত হয়। যেমন প্রাচ্য-দেশীয়েরা, যেমন চীনেরা। এই সকল কারণে ক্ষার অধিক সেবন করিবে না। ১৪। লবণ উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অনতি গুরু, অনতি স্নিগ্ধ, ক্লেদী, স্রংসন, অন্ন দ্রব্যের রুচিকারক এবং আপাত শুভকর। সতত সেবিত হইলে দোষসঞ্চয় হয়। ইহা রোচন, পাচন, ক্লেদন ও স্রংসন বলিয়াই সেবন করা হইয়া থাকে। অতিশয় সেবিত হইলে শরীরের গ্লানি, শৈথিল্য ও দৌর্ব্বল্য হয়। যে সকল গ্রাম-নগর-নিগম ও জনপদবাসীরা ইহা সর্ব্বদা সেবন করে, তাহাদের গ্লানি এবং মাংস-

তদ্যথা,—বাহ্লিকসৌরাষ্ট্রিকসৈন্ধবসৌবীরকাঃ। তে হি পয়সাপি সদা লবণমশ্নন্তি। যেঽপীহ ভূমেরত্যূষরা দেশাস্তেষ্বোষধিবীরুদ্বনস্পতিবানস্পত্যা ন জায়ন্তে, অল্পতেজসো বা ভবন্তি লবণোপহতত্বাৎ। তস্মাল্লবণং নাত্যুপযুঞ্জীত। যে হ্যতিলবণসাত্ম্যাঃ পুরুষাস্তেষামপি খালিত্যেন্দ্রলুপ্তপালিত্যানি বলয়শ্চাকালে ভবন্তি তস্মাৎ তেষাং তৎসাত্ম্যতঃ ক্রমেণাপগমনং শ্রেয়ঃ॥ ১৫

সাত্ম্যমপি হি ক্রমেণোপনিবর্ত্ত্যমানমদোষমল্পদোষং বা ভবতি। সাত্ম্যং নাম তদ্যদাত্মন্যুপশেতে। সাত্ম্যার্থো হ্যুপশয়ার্থঃ। তৎ ত্রিবিধং প্রবরাবরমধ্যবিভাগেন, সপ্তবিধঞ্চ রসৈকৈকত্বেন সর্ব্বরসোপযোগাচ্চ। তত্র সর্ব্বরসং প্রবরমবরমেকরসম্। মধ্যন্তু প্রবরাবরমধ্যস্থম্। তত্রাবরমধ্যাভ্যাং সাত্ম্যাভ্যাং ক্রমেণ প্রবরমুপপাদয়েৎ সাত্ম্যম্। সর্ব্বরসমপি সাত্ম্যমুপপন্নং সর্ব্বাণ্যাহারবিধিবিশেষায়তনান্যভিসমীক্ষ্য হিতমেবানুরুধ্যতে॥ ১৬

তত্র খল্বিমান্যষ্টাবাহারবিধিবিশেষায়তনানি ভবন্তি। তদ্যথা।—প্রকৃতিকরণসংযোগরাশিদেশ-কালোপযোগসংস্থোপযোক্ত্রষ্টমানি ভবন্তি॥ ১৭

তত্র প্রকৃতিরুচ্যতে স্বভাবো যঃ স পুনরাহারৌষধদ্রব্যাণাং স্বাভাবিকো গুর্ব্বাদিগুণযোগঃ। তদ্যথা,—মাষমুদ্গয়োঃ শূকরৈণয়োশ্চ॥ ১৮

করণং পুনঃ স্বাভাবিকানাং দ্রব্যাণামভিসংস্কারঃ। সংস্কারো হি গুণান্তরাধানমুচ্যতে গুণাশ্চ তোয়াগ্নিসন্নিকর্ষ-শৌচমন্থন-দেশ

শোণিতের শিথিলতা উপস্থিত হয় এবং তাঁহারা কষ্টসহিষ্ণু হয় না; যেমন বাহ্লীক, সুরাষ্ট্রদেশীয়, সিন্ধুদেশীয় ও সুবীর-দেশীয় লোকেরা। তাহারা সর্ব্বদা দুগ্ধের সঙ্গেও লবণ ভক্ষণ করে। আর পৃথিবীর যে সকল দেশ লবণাক্ত, তাহাতে ওষধি, বীরুৎ, বনস্পতি বা বানস্পত্য কিছুই জন্মে না। অথবা জন্মিলেও, লবণ দ্বারা উপহত হয় বলিয়া, সতেজ হয় না। কারণ তাহারা লবণে নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল কারণে সর্ব্বদা লবণ সেবন করিবে না। যে সকল পুরুষ সর্ব্বদা লবণ সেবন করে, তাহাদের খালিত্য, ইন্দ্রলুপ্ত, পালিত্য ও অকালে বলি হইয়া থাকে। অতএব লবণের অভ্যাস ক্রমে পরিত্যাগ করাই তাহাদের পক্ষে ভাল। ১৫। কোন বস্তু অভ্যস্ত হইলেও তাহা ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিলে অল্পদোষ বা অদোষ হইয়া থাকে। তাহাকেই সাত্ম্য বলে, যাহাতে আপনার উপশয় বোধ হয়। উপশয়ের যে অর্থ, সাত্ম্যেরও সেই অর্থ। প্রবর, অবর ও মধ্য ভেদে সাত্ম্য তিন প্রকার। আবার মধুরাদি ছয় প্রকার রসের হেতু সাত্ম্য সপ্ত প্রকার। অন্মধ্যে সর্ব্বরসাত্ম্যসই উৎকৃষ্ট এবং এক রসাভ্যাস নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের মধ্যমকেই মধ্য-সাত্ম্য বলা যায়। তন্মধ্যে অবর ও মধ্যসাত্ম্য হইতে ক্রমে ক্রমে প্রবর সাত্ম্য উপপাদন করিবে। সর্ব্বরস সাত্ম্য হইলেও ভিন্ন ভিন্ন আহারবিধির আয়তন বিচার করিয়া তন্মধ্যে যাহা হিতকর, তাহাই গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৬। ভিন্ন ভিন্ন আহারবিধির আট প্রকার আয়তন কথিত হয়। যথা প্রকৃতি, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, কাল, উপযোগসংস্থা ও উপযোক্তা। এই আট প্রকার আয়তন। ১৭। প্রকৃতি শব্দের অর্থ স্বভাব। আহার ও ঔষধ দ্রব্যের স্বাভাবিক গুরুত্ব প্রভৃতি গুণযোগকেই প্রকৃতি কহে। যেমন মাষকলায়ের গুরুত্ব ও মুগের লঘুত্ব স্বাভাবিক। যেমন শূকরের গুরুত্ব ও হরিণের লঘুত্ব স্বাভাবিক। ১৮। স্বাভাবিক দ্রব্যের সংস্কারকে করণ কহে। সংস্কার শব্দের অর্থ গুণান্তরাধান।

কাল-বলেন ভাবনাদিভিঃ কালপ্রকর্ষভাজনাদিভিশ্চাধীয়ন্তে॥ ১৯

সংযোগস্তু দ্বয়োর্বহূনাং বা দ্রব্যাণাং সংহতীভাবঃ সবিশেষমারভতে যত্ত্বৈকশো দ্রব্যাণি আরভন্তে যথা মধুসর্পিষোঃ মধুমৎস্যপয়সাঞ্চ সংযোগঃ॥ ২০

রাশিস্তু সর্ব্বগ্রহপরিগ্রহৌ মাত্রামাত্রাফলবিনিশ্চয়ার্থঃ প্রকৃতঃ। তত্র সর্ব্বস্যাহারস্য প্রমাণগ্রহণমেকপিণ্ডেন সর্ব্বগ্রহঃ। পরিগ্রহশ্চ পুনঃ প্রমাণগ্রহণমেকৈকশ্যেনাহারদ্রব্যাণাম্। সর্ব্বস্য হি গ্রহঃ সর্ব্বগ্রহঃ সর্ব্বতশ্চ গ্রহঃ পরিগ্রহ উচ্যতে॥ ২১

দেশঃ পুনঃ স্থানং দ্রব্যাণামুৎপত্তিপ্রচারাদিস্থানঞ্চাচষ্টে॥ ২২

কালো হি নিত্যগশ্চাবস্থিকশ্চ। তত্রাবস্থিকো বিকারমপেক্ষ্যতে। নিত্যগস্তু খলু ঋতুসাত্ম্যাপেক্ষঃ॥ ২৩

উপযোগসংস্থা তূপযোগনিয়মঃ স জীর্ণলক্ষণাপেক্ষঃ॥ ২৪

উপযোক্তা পুনর্যস্তমাহারমুপযুঙ্‌ক্তে। যদায়ত্তং তদোকসাত্ম্যম্॥ ২৫

ইত্যষ্টাবাহারবিধিবিশেষায়তনানি ভবন্তি। এষাং বিশেষাঃ শুভাশুভফলপ্রদাঃ পরস্পরোপকারকা ভবন্তি। তান্ বুভুৎসেত। বুদ্ধা চ হিতেপ্সুরেব স্যান্ন চ মোহাৎ প্রমাদাদ্বা প্রিয়মহিতমসুখোদর্কমুপসেব্যমাহারজাতমন্যদ্বা॥ ২৬

তত্রেদমাহারবিধিবিধানমরোগাণামপি চাতুরাণাং হিতম্। কেষাঞ্চিৎ কালে প্রকৃত্যৈব

(প্রক্ষালন) মন্থন, দেশ, কাল, সংসর্গ ভাবনা এবং কাল-প্রকর্ষ ও ভাজনাদি সংযোগহেতু গুণান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে।" [কালপ্রকর্ষে গুণান্তর প্রাপ্তি যথা, অরিষ্টাদির কালে গুণান্তর হয়। সংসর্গ যথা—গন্ধদ্রব্যের সংসর্গে অন্য দ্রব্য সুগন্ধি হইয়া থাকে। দেশযোগে গুণান্তরপ্রাপ্তি, যথা—অঙ্গাররাশির অভ্যন্তরে দ্রব্য স্থাপন করিয়া পুটপাক করিলে গুণান্তর হয়]। ১৯। দুই বা ততোধিক দ্রব্য একত্র হওয়ার নাম সংযোগ। বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সংযোগে বিশেষ বিশেষ গুণ হয়। যথা—তুল্য পরিমাণে মধু ও ঘৃত এবং মধু, মৎস্য ও দুগ্ধের সংযোগে বিষের ন্যায় গুণ হয়। ২০। রাশি শব্দের অর্থ সর্ব্বগ্রহ পরিগ্রহ। ইহা প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যের মাত্রা ও অমাত্রার ফলবিনিশ্চয়ার্থ। তন্মধ্যে সমস্ত আহার দ্রব্যকে এক সঙ্গে পিণ্ডিত করিয়া প্রমাণ স্থির করাকে সর্ব্বগ্রহ কহে। আর ব্যঞ্জনাদি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে একে একে ধরিয়া প্রমাণ গ্রহণ করাকে পরিগ্রহ বলে। সমস্ত দ্রব্যের একদা গ্রহণকে সর্ব্বগ্রহ বলে। আর সর্ব্বপ্রকারে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গ্রহণ করাকে প্রচারাদি স্থানকে দেশ বলে। ২২। কাল দুই প্রকার, নিত্যগ ও আবস্থিক। তন্মধ্যে আবস্থিক কাল বিকার অপেক্ষা করে, যেমন বাল্যকালের বিকৃতি হইয়া যৌবন কাল উপস্থিত হয়। আর যে কাল চলিয়া যাইতেছে, তাহাই নিত্যগ এবং তাহা স্বাস্থ্যরক্ষার্থ উপযোগী হইবার জন্য ঋতুসাত্ম্য অপেক্ষা করে। ২৩। ভক্ষণের নিয়মকে উপযোগ-সংস্থা কহে। এই নিয়ম জীর্ণ লক্ষণ অপেক্ষা করে। ২৪। উপযোক্তা শব্দের অর্থ ভোজনকর্ত্তা। ভোক্তা ব্যক্তি স্বাধীনভাবে আহার সেবন করিয়া জীর্ণ করিয়া থাকে, তাহাকেই তাহার ওকসাত্ম্য বলা যায়। ২৫। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন আহার বিধির আটটী আয়তন বলা হইল। এই সকল প্রভেদ শুভাশুভ ফলপ্রদ ও পরস্পরের উৎকর্ষসাধক হইয়া থাকে। অতএব তাহাদিগকে বিচারপূর্ব্বক স্থির করিবে এবং স্থির করিয়া হিতকর আহারে অভিলাষ করিবে। মোহ বা প্রমাদবশতঃ, অহিত পরিণামে অসুখকর আহারসমূহ প্রিয় হইলেও সেবন করিবে না। ২৬। বক্ষ্যমাণ আহার-বিধি সুস্থ ও রোগী উভয়েরই হিতকর,

ংহিতমেব ভুঞ্জানানাং ভবতি। উষ্ণং স্নিগ্ধং মাত্রাবজ্জীর্ণে বীর্য্যাবিরুদ্ধম্ ইষ্টে দেশে ইষ্ট-সর্ব্বোপকরণং নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতং ন জল্পন্নহসংস্তন্মনা ভুঞ্জীত আত্মানমভিসমীক্ষ্য সম্যক্॥ ২৭

তস্য সাদ্গুণ্যমুপদেক্ষ্যামঃ। উষ্ণমশ্নীয়াৎ উষ্ণং হি ভুজ্যমানং স্বদতে ভুক্তঞ্চাগ্নিমুদীর্য্যমুদীরয়তি। ক্ষিপ্রঞ্চ জরাং গচ্ছতি। বাতঞ্চানুলোময়তি শ্লেষ্মাণঞ্চ পরিশোষয়তি॥ তস্মাদুষ্ণমশ্নীয়াৎ॥ ২৮

স্নিগ্ধমশ্নীয়াৎ। স্নিগ্ধং হি ভুজ্যমানং স্বদতে। ভুক্তঞ্চাগ্নিমুদীরয়তি ক্ষিপ্রং জরাং গচ্ছতি বাতমনুলোময়তি দৃঢীকরোতি শরীরোপচয়ং বলাভিবৃদ্ধিঞ্চোপজনয়তি। বর্ণপ্রসাদমপি চাভিনির্ব্বর্ত্তয়তি। তস্মাৎ স্নিগ্ধমশ্নীয়াৎ॥ ২৯

মাত্রাবদশ্নীয়াৎ। মাত্রাবদ্ধি ভুক্তং বাতপিত্তকফানপ্রপীড়য়দায়ুরেব বিবর্দ্ধয়তি কেবলং সুখং সম্যক্ পক্বং বিড়ভুক্তং গুদমনুপর্য্যেতি চোষ্মাণমুপহন্তি অব্যথঞ্চ পরিপাকমেতি। তস্মাৎ মাত্রাবদশ্নীয়াৎ॥ ৩০

জীর্ণেঽশ্নীয়াৎ। অজীর্ণে হি ভুঞ্জানস্য পূর্ব্বস্যাহারস্য রসমপরিণতমুত্তরেণাহাররসেনোপসৃজন্ সর্ব্বান্ দোষান্ প্রকোপয়ত্যাশু। জীর্ণে তু ভুঞ্জানস্য স্বস্থানস্থেষু দোষেষগ্নৌ চোদীর্ণে জাতায়াঞ্চ বুভুক্ষায়াং বিবৃতেষু চ স্রোতসাং মুখেষু চোদ্গারে বিশুদ্ধে হৃদয়ে বিশুদ্ধে বাতানুলোম্যে বিসৃষ্টেষু চ বাতমূত্রপুরীষবেগেষু জীর্ণমভ্যবহৃতমাহারজাতং সর্ব্বশরীরধাতূনপ্রদূষয়দায়ুরেবাভিবর্দ্ধয়তি কেবলং তস্মাজ্জীর্ণেঽশ্নীয়াৎ॥ ৩১

বীর্য্যাবিরুদ্ধমশ্নীয়াৎ। অবিরুদ্ধবীর্য্যমশ্নন্ হি ন বিরুদ্ধবীর্য্যাহারজৈর্ব্বিকারৈরুপসৃজ্যতে।

কোন ভোক্তার অত্যন্ত হিতকর হইয়া থাকে। আহার উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও পরিমিত হওয়া উচিত। পূর্ব্ব আহার জীর্ণ হইলে আহার করা উচিত। যেন ভিন্ন ভিন্ন আহার দ্রব্য বীর্য্যে বিরুদ্ধ না হয়। অভীপ্সিত স্থানে অভীপ্সিত সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন আহার অনতিদ্রুত ও অনতিবিলম্বিত ভাবে ভক্ষণ করিবে। আহারের সময় বিস্তর কথা কহিবে না ও হাসিবে না। তন্মনা হইয়া আহার করিবে এবং শরীর বুঝিয়া আহার করিবে। ২৭। এই প্রকার আহারের সদ্গুণ ব্যাখ্যা করিতেছি। উষ্ণ আহার করিবে। উষ্ণ আহারের আস্বাদ ভাল হয় এবং ভুক্ত বস্তু জঠরাগ্নিকে উদীর্ণ করে, শীঘ্র জীর্ণ হয়। বায়ুর অনুলোমন হয় ও শ্লেষ্মা পরিশুষ্ক করে। অতএব উষ্ণ সেবন করিবে। ২৮। স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করিবে। ঐরূপ দ্রব্যের আস্বাদন ভাল হয়। উহা ভুক্ত হইলে অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে। শীঘ্র জীর্ণ হয়। বায়ুর অনুলোমন করে। শরীরকে

২৯। পরিমিত ভোজন করিবে। পরিমিত ভোজন করিলে বাতপিত্ত-কফের পীড়া হয় না। এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়। ইহা অনায়াসে সম্যক্ পক্ব হয় ও ইহার বিষ্ঠাভাগ গুদ-স্থানে গিয়া অবস্থান করে। উষ্মাকে উপহত করে না। এবং কোন কষ্ট উৎপাদন না করিয়াই জীর্ণ হয়। ৩০। জীর্ণ হইলে ভোজন করিবে। অজীর্ণে ভোজন করিলে পূর্ব্ব আহারের রস শরীরে শোষিত না হইয়া পরবর্ত্তী আহাররসের সহিত মিলিত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার দোষকে কুপিত করিয়া থাকে। জীর্ণে ভোজন করিলে দোষ সকল স্ব স্ব স্থানে থাকে, অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, ক্ষুধা হয়, স্রোতঃসমূহের মুখ বিবৃত হয়। উদ্গার বিশুদ্ধ হয়। হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। বায়ু অনুলোমিত হয়। বাত-মূত্র-পুরীষ যথাকালে পরিত্যক্ত হয় এবং আহার সমস্ত জীর্ণ হইয়া ধাতুকে অদূষিত রাখিয়া কেবল আয়ুর্বৃদ্ধি করে। অতএব জীর্ণ হইলে

স্বজ্যতে। তস্মাদ্বীর্য্যাবিরুদ্ধমশ্নীয়াৎ॥ ৩২

ইষ্টে দেশেঽশ্নীয়াৎ। ইষ্টে হি দেশে ভুঞ্জানো নানিষ্টদেশজৈর্ম্মনোবিঘাতকরৈর্ভাবৈর্ম্মনোবিঘাতং প্রাপ্নোতি। তথেষ্টৈঃ সর্ব্বোপকরণৈস্তস্মাদিষ্টে দেশে তথেষ্টসর্ব্বোপকরণঞ্চাশ্নীয়াৎ॥ ৩৩

নাতিদ্রুতমশ্নীয়াৎ। অতিদ্রুতং হি ভুঞ্জানস্য উৎস্নেহনমবসদনং ভোজনস্যাপ্রতিষ্ঠানম্। ভোজ্যদোষসাদ্গুণ্যোপলব্ধিশ্চ ন নিয়তা। তস্মান্নাতিদ্রুতমশ্নীয়াৎ॥ ৩৪

নাতিবিলম্বিতমশ্নীয়াৎ। অতিবিলম্বিতং হি ভুঞ্জানো ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি বহু ভুঙ্‌ক্তে, শীতীভবতি চাহারজাতং বিষমপাকঞ্চ ভবতি। তস্মান্নাতিবিলম্বিতমশ্নীয়াৎ॥ ৩৫

অজল্পন্নহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত। জল্পতো হসতোঽন্যমনসো বা ভুঞ্জানস্য ত এবাতিদ্রুতমশ্নতো দোষা ভবন্তি য এবাতিদ্রুতমশ্নতঃ। তস্মাদজল্পন্নহসংস্তন্মনা ভুঞ্জীত॥ ৩৬

আত্মানমভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যক্। ইদং মমোপশেতে ইদং নোপশেতে ইতি। বিদিতং যস্মাদাত্মনা হিতস্য আত্মনাত্মস্তবতি তস্মাদাত্মনাত্মানমভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যগিতি॥ ৩৭

তত্র শ্লোকাঃ।

রসান্ দ্রব্যাণি দোষাংশ্চ বিকারাংশ্চ প্রভাবতঃ।
বেদ যো দেশকালৌ চ শরীরঞ্চ মতো ভিষক্॥
বিমানার্থো রসদ্রব্যদোষরোগাঃ প্রভাবতঃ।
দ্রব্যাণি নাতিসেব্যানি ত্রিবিধং [illegible]মেব চ॥
আহারায়তনান্যষ্টৌ ভোজ্যসাদ্গুণ্যমেব চ।
বিমানে রসসংখ্যাতে সর্ব্বমেতৎ প্রকাশিতম্॥৩

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে রসবিমানং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

করিলে বিরুদ্ধ-বীর্য্য-দ্রব্য-ভোজন-জনিত রোগ সকল হইতে পায় না। অতএব বীর্য্যবিরুদ্ধ ভোজন করিবে না। ৩২। অভীপ্সিত (অর্থাৎ মনের মতন) স্থানে ভোজন করিবে। অভীপ্সিত স্থানে ভোজন করিলে অপ্রিয়-স্থানজাত মনোবিঘাতকর ভাবসমূহ দ্বারা মনোবিঘাত উৎপন্ন হইতে পায় না। অতএব মনোরম স্থানে মনোরম সর্ব্বোপকরণ সহকারে ভোজন করিবে। ৩৩। তাড়াতাড়ি ভোজন করিবে না। তাড়াতাড়ি ভোজন করিলে শরীরের রুক্ষতা (ভুক্তদ্রব্যের স্নেহভাগের ঊর্দ্ধগতি) ও অবসাদ হয়। ভুক্তদ্রব্য যথাস্থানে স্থিত হয় না। ভোজ্যদ্রব্যের দোষ ও গুণ উপলব্ধি হয় না। অতএব তাড়াতাড়ি ভোজন করিবে না। ৩৪। অতিশয় আস্তে আস্তে ভোজন করিবে না; অতিশয় আস্তে আস্তে ভোজন করিলে তৃপ্তি বোধ হয় না। অধিক আহার করিয়া ফেলা হয়। আহার দ্রব্য শীতল হইয়া যায় এবং আহার পাকের বিষমতা হয়। অতএব অতিশয় আস্তে আস্তে ভোজন করিবে না। ৩৫। কথা না কহিবে। কথা কহিতে কহিতে, হাসিতে হাসিতে, অন্যমনস্ক হইয়া আহার করিলে অতিদ্রুত আহারের দোষ সকল উপস্থিত হয়। অতএব কথা না কহিয়া, না হাসিয়া, তন্মনা হইয়া আহার করিবে। ৩৬। আপনার শরীর বুঝিয়া আহার করিবে। এই আহার আমার সহ্য হয়, এই আহার আমার সহ্য হয় না, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আহার করিলে শরীর সুস্থ হয়। অতএব আপনার শরীর বুঝিয়া আহার করিবে। ৩৭। উপসংহার সূচী,—যে ব্যক্তি রস, দ্রব্য, দোষ ও রোগের প্রভাব অবগত আছেন এবং দেশ, কাল ও শরীরের অবস্থা বুঝিতে পারেন, তিনিই বৈদ্য। ৩৮। এই রস-বিমানে বিমান শব্দের অর্থ,—রস, দ্রব্য, দোষ ও রোগের প্রভাব, যে সকল দ্রব্য অতিশয় ভোজন করা উচিত নহে; তিন প্রকার সাত্ম্য; অষ্ট প্রকার আহারায়তন ও [illegible] গুণ, এই সকল প্রকাশিত হইল। ৩৯

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ত্রিবিধকুক্ষীয়ম্।

অথ ত্রিবিধকুক্ষীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

ত্রিবিধং কুক্ষৌ স্থাপয়েদবকাশাংশমাহারস্যাহারমুপযুঞ্জানঃ। তদ্‌যথৈকমবকাশাংশং মূর্ত্তানামাহারবিকারাণামেকং দ্রবাণামেকং পুনর্বাতপিত্তশ্লেষ্মণাম॥ ২

এতাবতীং হ্যাহারমাত্রামুপযুঞ্জানো নামাত্রাহারজং কিঞ্চিদশুভং প্রাপ্নোতি। ন চ কেবলং মাত্রাবত্ত্বাদেবাহারস্য কৃৎস্নমাহারফলসৌষ্ঠবমবাপ্তুং শক্যম্। প্রকৃত্যাদীনামষ্টানামাহারবিধিবিশেষায়তনানাং বিভক্তফলত্বাৎ তত্র তাবদাহাররাশিমধিকৃত্য মাত্রামাত্রাফলবিনিশ্চয়ার্থঃ প্রকৃতঃ। এতাবানেব হ্যাহাররাশিবিধিবিকল্পো যাবন্মাত্রাবত্ত্বমমাত্রাবত্ত্বঞ্চ তত্র মাত্রাবত্ত্বং পূর্ব্বমুপদিষ্টং বিভাগেন তদ্ভূয়ো বিস্তরেণানুব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ৩

তদ্‌যথা—কুক্ষেরপ্রপীড়নমাহারেণ হৃদয়স্যানবরোধঃ পার্শ্বয়োরবিপাটনমনতিগৌরবমুদরস্য প্রীণনমিন্দ্রিয়াণাং ক্ষুৎপিপাসোপরমঃ স্থানাসনশয়নগমনপ্রশ্বাসোচ্ছ্বাসহাস্যসংকথাসু চ সুখানুবৃত্তিঃ সায়ং প্রাতশ্চ সুখেন পরিণমনম্। বলবর্ণোপচয়করত্বঞ্চেতি মাত্রাবতো লক্ষণমাহারস্য ভবতি॥ ৪

অমাত্রাবত্ত্বং পুনর্দ্বিবিধমাচক্ষতে। হীনমধিকঞ্চ। তত্র হীনমাত্রাহাররাশিং বলবর্ণোপচয়ক্ষয়করমতৃপ্তিকরমুদাবর্ত্তকরমনায়ুষ্যমবৃষ্যমনৌজস্যং মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়োপঘাতকরং সারবিধমনমলক্ষ্মীবহমশীতেশ্চ বাতবিকারাণামায়তনমাচক্ষতে॥ ৫

অতিমাত্রং পুনঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপনমিচ্ছন্তি সর্ব্বকুশলাঃ॥ ৬

যো হি মূর্ত্তানামাহারবিকারাণাং সৌহিত্যং

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ত্রিবিধকুক্ষীয় বিমান ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। উদরকে তিন ভাগ কল্পনা করিয়া একভাগ কঠিন-খাদ্য দ্বারা ও এক ভাগ লেহ্য পেয় প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং তৃতীয় ভাগ বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার পরিচালন জন্য খালি রাখিবে। ২। ঐরূপ মাত্রায় আহার সেবন করিলে অপরিমিত আহার-জনিত পীড়া হইতে পারে না। আবার কেবল মাত্রাবিচার করিয়া ভোজন করিলেই আহারের সমস্ত ফল পাওয়া যায় না। পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি অষ্ট প্রকার আহারায়তন বিচার করিয়া ভোজন করিবে। ঐ অষ্ট প্রকারের মধ্যে কেবল 'রাশি'কে অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতপক্ষে মাত্রাবিচার হয়। মাত্রা ও অমাত্রা লইয়াই রাশি-বিকল্পনা হয়। পূর্ব্বে যে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই মাত্রা এক্ষণে সবিস্তরে বলিতেছি। ৩। যথা;—যেরূপ পরিমাণে আহার করিলে কুক্ষির পীড়ন না হয়; হৃদয়ের অবরোধ না হয়; পার্শ্বদ্বয়ে অবপাটন না হয়; উদরের অত্যন্ত গুরুতা না হয়; ইন্দ্রিয়দিগের প্রীতি হয়, ক্ষুৎপিপাসার নিবারণ হয়; স্থিতি, উপবেশন, শয়ন, গমন, শ্বাস-প্রশ্বাস-নির্গমন, হাস্য ও কথায় ব্যাঘাত না হয়। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে আহারের পরিপাক হইয়াছে বোধ হয় এবং বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হয়, তাহাকেই আহারের উপযুক্ত মাত্রা বলা যায়। ৪। অমাত্রা দুই প্রকার; হীন মাত্রা ও অধিক মাত্রা। হীনমাত্রায় আহার করিলে বল বর্ণ ও পুষ্টিকর হয় না, তৃপ্তি হয় না, উদাবর্ত্ত হয়; অবৃষ্যতা, অনায়ুষ্যতা, ওজঃক্ষয়; মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের উপঘাত; রোগভিষগ্‌জিতীয় অধ্যায়োক্ত (বিমান ৮ম) সারবিধমনক অলক্ষ্মী ও অশীতি প্রকার বায়ুরোগ হয়। ৫। আবার অতিমাত্র ভোজন করিলে পণ্ডিতদিগের মতে সর্ব্বদোষের প্রকোপ জন্মা

পেন্ধ পশ্চাদ্ বৈস্কৃপ্তিমাপদ্যতে ভূয়স্তস্যামাশয়-গতা বাতপিত্তশ্লেষ্মাণোহভ্যবহারেণাতিমাত্রে-ণাতিপ্রপীড্যমানাঃ সর্ব্বে যুগপৎ প্রকোপমা-পদ্যন্তে ॥ ৭

তে প্রকুপিতাস্তমেবাহাররাশিমপরিণত-মাবিশ্য কুক্ষ্যেকদেশমাশ্রিত্য বিষ্টম্ভয়ন্তঃ সহসা-বাপ্যুত্তরাধরাভ্যাং প্রচ্যাবয়ন্তঃ পৃথক্ পৃথগ্বি-কারানভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি অতিভোক্তুঃ ॥ ৮

তত্র বাতঃ শূলানাহাঙ্গমর্দ্দমুখশোষমূর্চ্ছা-ভ্রমাগ্নি-বৈষম্য-শিরাসঙ্কোচন-স্তম্ভনানি করোতি ॥ ৯

পিত্তং পুনর্জ্জ্বরমতীসারমন্তর্দ্দাহং তৃষ্ণামদ-ভ্রমপ্রলপনানি ॥ ১০

শ্লেষ্মা তু ছর্দ্দ্যরোচকাবিপাকশীত-জ্বরালস্য-গাত্র-গৌরবাভিনির্ব্বৃত্তিকরঃ সম্পদ্যতে ॥ ১১

ন তু খলু কেবলমতিমাত্রমেবাহাররাশিমাম-প্রদোষকরমিচ্ছন্তি। অপি তু খলু গুরু রুক্ষ-শীত-শুষ্কদ্বিষ্টবিষ্টম্ভিবিদাহ্য-শুচিবিরুদ্ধানামকালে অন্নপানানামুপসেবনম্। কামক্রোধলোভ-মোহের্ষ্যাহ্রীশোকমানোদ্বেগ-ভয়োপতপ্ত-মনসা বা যদন্নপানমুপযুজ্যতে তদপ্যামমেব প্রদূষয়তি ॥ ১২

ভবতি চাত্র।

মাত্রয়াপ্যভ্যবহৃতং পথ্যঞ্চান্নং ন জীর্য্যতি।
চিন্তাশোকভয়ক্রোধদুঃখশয্যাপ্রজাগরৈঃ ॥ ১৩

তং দ্বিবিধমামপ্রদোষমাচক্ষতে ভিষজঃ। বিসূচিকামলসকঞ্চ। তত্র বিসূচিকামূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ প্রবৃত্তামদোষাং যথোক্তরূপাং বিদ্যাৎ ॥ ১৪

অলসকমুপদেক্ষ্যামঃ। দুর্ব্বলস্যাল্পাগ্নের্বহু-শ্লেষ্মণো বাতমূত্রপুরীষবেগবিধারিণঃ স্থিরগুরু-বহুরুক্ষশীত-শুষ্কান্নসেবিনস্তদন্নপানমনিলপ্রপী-ড়িতং শ্লেষ্মণা চ বিবদ্ধমার্গমতিমাত্র প্রলীনমল-সত্বান্ন বহির্ম্মুখী ভবতি। ততশ্ছর্দ্দ্যতীসার-বর্জ্জ্যান্যামপ্রদোষলিঙ্গান্যভিদর্শয়তি অত

সকল উদর পূরিয়া ভক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ পানীয় আহার আকণ্ঠ পান করে, তাহার আমাশয়স্থ বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা আহারমাত্র প্রপীড়িত হইয়া সমস্তই একেবারে প্রকুপিত হইয়া উঠে। ৭। বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা এইরূপে কুপিত হইয়া সেই অপরিপক্ক আহাররাশিতে আবেশপূর্ব্বক একদেশে আশ্রয় ও কুক্ষিকে বিষ্টম্ভিত করে অথবা ঊর্দ্ধাধোভাগে (বমি ও অতিসার যোগে) প্রচ্যুত করিয়া অতিভোক্তা ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ বিকার সমস্ত উৎপাদন করে। ৮। তন্মধ্যে বায়ু শূল, আনাহ, অঙ্গমর্দ্দ, মুখ-শোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, অগ্নিবৈষম্য, শিরাসঙ্কোচ ও স্তম্ভ উপস্থিত করে। ৯। আর পিত্ত জ্বর, অতিসার, অন্তর্দ্দাহ, তৃষ্ণা, মদ, ভ্রম ও প্রলাপ উপস্থিত করে। ১০। শ্লেষ্মা ছর্দ্দি, অরুচি, অবিপাক, শীতজ্বর, আলস্য ও গাত্রগৌরব উপস্থিত করে। ১১। কিন্তু কেবল যে অতি আহার করিলেই আমদোষ হয়, এরূপ নহে। পরন্তু গুরু, রুক্ষ, শীত, শুষ্ক, বিদ্বিষ্ট, বিষ্টম্ভ-কর, বিদাহী, অশুচি, ও বিরুদ্ধ অন্নপান সেবন করিলেও ঐরূপ হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষ্যা লজ্জা, শোক, লোভ, উদ্বেগ ও ভয়ে মন আকুল হইলেও তৎকালে যে অন্নপান ভোজন করা যায়, তাহাও আম-দোষ উৎপাদন করে। ১২। সংক্ষেপে বলিতে গেলে—চিন্তা, শোক, ভয়, ক্রোধ, দুঃখ, শয়ন ও জাগরণ বশতঃ মাত্রা-ভোজনেও উপকার হয় না এবং সেই ভোজন জীর্ণ হয় না। ১৩। বৈদ্যেরা বলেন যে, উক্ত আমপ্রদোষ দ্বিবিধ যথা,—বিসূচিকা ও অলসক। তন্মধ্যে আমদোষ অধ-ঊর্দ্ধ উভয় মার্গ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহাকে বিসূচিকা কহে। ১৪। অল-সক ব্যাখ্যা করিতেছি—দুর্ব্বল, মন্দাগ্নি, বহু-কফবিশিষ্ট, বাত-মূত্রপুরীষের বেগধারী এবং কঠিন, গুরু, বহু, রুক্ষ, শীত ও শুষ্ক অন্ন সেবনকারী ব্যক্তির অন্নপান বায়ু দ্বারা পীড়িত ও শ্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধমার্গ হইয়া অতিশয় প্রলীন (জমল) হওয়াতে অলসীভূত হয় ও নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে না। অনন্তর এই রোগে বমি ও অতিসার ভিন্ন আর সর্ব্বপ্রকার আম-

যাত্রাণি। অতিমাত্রপ্রদুষ্টাশ্চ দোষাঃপ্রদুষ্টাম-বদ্ধমার্গাস্তির্য্যগ্‌গচ্ছন্তঃ কদাচিৎ কেবলমেবাস্য শরীরং দণ্ডবৎ স্তম্ভয়ন্তি ততস্তমলসকমসাধ্যং ব্রুবতে॥ ১৫

বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণাশনশীলিনঃ পুনরেব দোষমামবিষমিত্যাচক্ষতে ভিষজো বিষসদৃশ-লিঙ্গত্বাৎ, তৎ পরমসাধ্যমাশুকারিত্বাৎ, বিরু-দ্ধোপক্রমত্বাচ্চেতি॥ ১৬

তত্র সাধ্যমামং প্রদুষ্টমলসীভূতমুল্লেখয়েৎ পায়য়িত্বা লবণমুষ্ণঞ্চ বারি। ততঃ স্বেদন-বর্ত্তিপ্রণিধানাভ্যামুপচরেদুপবাসয়েচ্চৈনম্॥ ১৭

বিসূচিকায়ান্তু লঙ্ঘনমেবাগ্রে বিরিক্ত-বচ্চানুপূর্ব্বী॥ ১৮

আমপ্রদোষেষু ত্বন্নকালে জীর্ণাহারং পুন-র্দোষাবলিপ্তমামাশয়ং স্তিমিতগুরুকোষ্ঠমনন্নাভি-লাষিণমভিসমীক্ষ্য পায়য়েদ্দোষশেষপাচনার্থ-মৌষধমগ্নিসন্ধুক্ষণার্থঞ্চ ন ত্বজীর্ণাশনম্। আম-প্রদোষদুর্ব্বলো হ্যগ্নির্যুগপদ্দোষমৌষধমাহার-জাতঞ্চাশক্তঃ পক্তুম্॥ ১৯

অপি চামপ্রদোষাহারৌষধিবিভ্রমোঽতি-বলত্বাদুপরতকায়াগ্নিং সহসৈবাতুরমবলমভি-পাতয়েৎ॥ ২০

আমপ্রদোষজানাং পুনর্বিকারাণামপতর্পণে-নৈবোপরমো ভবতি। সতি ত্বনুবন্ধে কৃতাপ-তর্পণানাং ব্যাধীনাং নিগ্রহে নিমিত্তবিপরীত-মপাস্যৌষধ--মাতঙ্ক--বিপরীতমেবাবচারয়েৎ। যথাস্বং সর্ব্ববিকারাণামপি চ নিগ্রহে হেতুব্যাধি-বিপরীতমৌষধমিচ্ছন্তি কুশলাঃ॥ ২১

দোষের লক্ষণ হয়। ঐ সকল লক্ষণ অতি-মাত্র হইয়া থাকে। দোষ সকল অতিদুষ্ট ও দুষ্ট আমকর্ত্তৃক বদ্ধমার্গ হওয়াতে বক্রগতি প্রাপ্ত হয় এবং রোগী শরীরকে দণ্ডবৎ স্তম্ভিত করিয়া থাকে। এই রোগকে অলসক কহিয়া থাকে। ইহা অসাধ্য। ১৫। বৈদ্যেরা বিরুদ্ধভোজনশীল, অধ্যশনশীল ব্যক্তির আম-দোষকে আমবিষ কহিয়া থাকেন; কারণ উহার লক্ষণ সমস্ত বিষের ন্যায় এবং উহা বিষের ন্যায় অসাধ্য ও আশুকারী আর উহার চিকিৎসার বিরোধ হয়। বিষস্বভাব বলিয়া উহাতে শীতল চিকিৎসা বিধেয়; পক্ষা-ন্তরে আমের চিকিৎসা শ্লেষ্মার চিকিৎসার ন্যায় উষ্ণ হওয়া আবশ্যক; এই কারণে চিকিৎসার বিরোধ হয়। ১৬। অলসীভূত প্রদুষ্ট আম সাধ্য হইলে লবণ ও উষ্ণ বারি পান করাইয়া বমন করাইবে। অনন্তর স্বেদ ও বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে এবং রোগীকে উপবাস করা-ইবে। [লবণ পরিমাণে অধিক ও উষ্ণ জল পরিমাণে অল্প হইলে বমন হয়, আর লবণ অল্প ও জল অধিক হইলে বমন না হইয়া দাস্ত ও মূত্র হইতে পারে, ইতি পাশ্চাত্য মত]।

রেকের চিকিৎসার ন্যায় হওয়া উচিত। ১৮। আমদোষ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ লঙ্ঘন দ্বারা রোগীর পূর্ব্ব-আহার জীর্ণ করাইতে হয়। পরে যদি অন্নদান-যোগ্য কালে দেখা যায় যে, আমাশয় দোষাবলিপ্ত, কোঠ স্তিমিত ও গুরু এবং অন্নে অরুচি আছে, তাহা হইলে অব-শিষ্ট দোষপরিপাকের জন্য ও অগ্নি দীপ্তির জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু অজীর্ণ থাকিতে কখনই পাচন ঔষধ দিবে না; কারণ আমদোষাচ্ছন্ন জঠরাগ্নি ঔষধ ও আহারজাত উভয়কে একবারে জীর্ণ করিতে পারে না। ১৯। ওরূপস্থলে ঔষধ সেবন করিলে আম, আহার ও ঔষধ ইহাদিগের গোলযোগ অতি প্রবল হইয়া মন্দাগ্নি ও দুর্ব্বল রোগীকে শীঘ্রই নিপাতিত করে। ২০। আর আমদোষজাত রোগীদিগের অপতর্পণ দ্বারাই শান্তি হয়। যদি অপতর্পণের পরও রোগের অনুবন্ধ থাকিয়া যায়, তবে রোগশান্তির জন্য হেতু-বিপরীত ঔষধ (যথা আমের হেতুবিপরীত ঔষধ অপতর্পণ) পরিহার করিয়া ব্যাধিবিপ-

তদর্থকারি বিপক্কভুক্তামপ্রদোষস্থ পুনঃ পরিপক্কদোষস্থ দীপ্তে চাগ্নৌ অভ্যঙ্গাস্থাপনা- নুবাসনং বিধিবৎ স্নেহপানঞ্চ যুক্ত্যা প্রযোজ্যম্ প্রসমীক্ষ্য দোষভেষজদেশকালবলশরীরা- হারসাত্ম্যসত্ত্বপ্রকৃতিবয়সামবস্থান্তরাণি বিকা- রাংশ্চ সম্যগিতি ॥ ২২

ভবতি চাত্র।

অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ঞ্চ ক বিপচ্যতে।
এতৎ ত্বাং ধীর পৃচ্ছামস্তন্ন আচক্ষ্ব বুদ্ধিমন্ ॥
ইত্যগ্নিবেশপ্রমুখৈঃ শিষ্যৈঃ পৃষ্টঃ পুনর্ব্বসুঃ।
আচচক্ষে ততস্তেভ্যো যত্রাহারো বিপচ্যতে ॥
নাভিস্তনান্তরং জন্তোরামাশয় ইতি স্মৃতঃ।
অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ঞ্চাত্র বিপচ্যতে ॥
আমাশয়গতঃ পাকমাহারঃ প্রাপ্য কেবলম্।
পক্কঃ সর্ব্বাশয়ঃ পশ্চাদ্ধমনীভিঃ প্রপদ্যতে ॥ ২৫

তস্য মাত্রাবতো লিঙ্গং ফলঞ্চোক্তং যথাযথম্
অমাত্রস্য তথা লিঙ্গং ফলঞ্চোক্তং বিভাগশঃ ॥

আহারবিধ্যায়তনানি চাষ্টৌ
সম্যক্ পরীক্ষ্যাত্মহিতং বিদধ্যাৎ।
অন্যশ্চ যঃ কশ্চিদিহাস্তি মার্গো
হিতোপযোগেষু ভজেত তঞ্চ ॥ ২৭

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে ত্রিবিধকুক্ষীয়বিমানং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

জনপদোদ্ধংসনীয়ম্।

অথাতো জনপদোদ্ধংসনীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

রোগেই স্ব স্ব লক্ষণ অনুসারে হেতুবিপরীত ও ব্যাধিবিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করিতে চাহেন। ২১। ভুক্তদ্রব্যের আমদোষ পরি- পক্ক হইলে দোষসমূহের পরিপাক হইলে ও অগ্নির দীপ্তি হইলে তদর্থকারী অর্থাৎ হেতু- ব্যাধি-বিপরীতার্থকারী চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ অভ্যঙ্গ, আস্থাপন, অনুবাসন ও বিধি- পূর্ব্বক স্নেহপান করাইবে। [অভ্যঙ্গ, অনু- বাসন ও স্নেহপান স্পষ্টতই আমরোগের নিদান ও স্বরূপের বিরুদ্ধ হইলেও আম- দোষের পরিপাকাবস্থায় উপযোগী]। এরূপ স্থলে দোষ, ঔষধ, দেশ, কাল, বল, শরীর, আহার, সাত্ম্য, সত্ত্ব, প্রকৃতি ও বয়সের অবস্থা ভেদ ও রোগসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। ২২। "হে ধীর! চর্ব্ব্য, চোষ্য, পেয় ও লেহ্য সমুদায় শরীরের কোন্ স্থানে পাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে? তাহা আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন।" এই কথা অগ্নিবেশপ্রমুখ শিষ্যেরা পুনর্ব্বসুকে জিজ্ঞাসা করিলে, আহারের যেখানে পাক হয়, তাহা তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন। ২৩। জীবের নাভি ও বক্ষ এই দুয়ের মধ্যে আমাশয় জানিবে; চর্ব্ব্য, চোষ্য, পেয় ও লেহ্য সমুদায় আহার এইখানে পাক প্রাপ্ত হয়। ২৪। আমাশয়গত আহার পাকপ্রাপ্ত [ও পরে রক্তরূপে পরিণত] হইয়া পশ্চাৎ ধমনী দ্বারা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন আমাশয়সমূহে নীত হয়। ২৫। এই অধ্যায় সূচী যথা—এই ত্রিবিধকুক্ষীয় অধ্যায়ে পরিমিত আহার, লক্ষণ ও ফল এবং অপরিমিত আহার, লিঙ্গ ও ফল বিভাগক্রমে যথাযথ বিবৃত হইল। ২৬। আহারবিধির অষ্টপ্রকার আয়তন পরীক্ষা করিয়া আত্মার হিতসাধন করিবে। হিতা- হারবিষয়ক আর ও যে সকল উপায় আছে, তাহাও ভজনা করিবে। ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা জনপদোদ্ধংসন য বিমান ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয়

জনপদমণ্ডলে পঞ্চালক্ষেত্রে দ্বিজাতিবরাধ্যুষিতে কাম্পিল্যরাজধান্যাং ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়োঽন্তেবাসিগণপরিবৃতঃ পশ্চিমে ঘর্ম্মমাসে গঙ্গাতীরে বনবিচারমনুবিচরন্ শিষ্যমগ্নিবেশমব্রবীৎ ॥ ২

দৃশ্যন্তে হি খলু সৌম্য নক্ষত্রগ্রহচন্দ্রসূর্য্যানিলানলানাং দিশাঞ্চ প্রকৃতিভূতা ঋতুবৈকারিকা ভাবা অচিরাদিতো ভূরপি চ ন যথাবদ্রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবমোষধীনাং প্রতিবিধাস্যতি। তদ্বিয়োগাচ্চাতঙ্কপ্রায়তা নিয়তা। তস্মাৎ প্রাক্ উদ্ধ্বংসাৎ প্রাক্ চ ভূমের্বিরসীভাবাদুদ্ধর সৌম্য ভৈষজ্যানি, যাবন্নোপহতরসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবাণি। বয়ং চৈষাং রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবানুপযোক্ষ্যামহে, যে চাস্মানন্বকাঙ্ক্ষন্তি, যাংশ্চ বয়মনুকাঙ্ক্ষামঃ ॥ ৩

১। জনপদসঙ্কুল পঞ্চালদেশে দ্বিজাতিবর-সেবিত কাম্পিল্য রাজধানীতে ভগবান্ পুনর্ব্বসু আত্রেয় অন্তেবাসিগণে পরিবৃত হইয়া গ্রীষ্ম-শেষে গঙ্গা[illegible]র বনবিহারের অনুসরণক্রমে [illegible]তে করিতে একদিন শিষ্য অগ্নিবেশকে কহিলেন। ২। হে সৌম্য! দেখা যাইতেছে, যেন নক্ষত্র, গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল, অনল ও দিক্সমূহের প্রকৃতভূত ভাব সকল বিকৃত হইয়াছে এবং ঋতুরও বিপরীত ভাব প্রতিপন্ন হইতেছে। বোধ হইতেছে, অল্পদিন পরেই পৃথিবী আর ওষধিদিগের যথাবৎ রস-বীর্য্য-বিপাক ও প্রভাব বিধান করিবেন না। যথাবৎ রস-বীর্য্য-বিপাক ও প্রভাবের অভাব হইলে লোকে নিত্যরোগী হইবে। তাহাতে জনপদের উদ্ধ্বংসন উপস্থিত হইবে। ঐরূপ উদ্ধ্বংসন উপস্থিত ও ভূমি বিরসীভূত হইবার পূর্ব্বে সৌম্যগুণযুক্ত ভেষজ সকল উদ্ধার কর। রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব উপহত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ইহাদের রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব উপযোগ করিব। যাহারা আমাদিগের ভরসা করে এবং আমরা যাহাদিগকে অনুগ্রহ করি,

ন হি সম্যগুদ্ধৃতেষু ভৈষজ্যেষু সম্যগ্বিহিতেষু সম্যগ্বিচারচারিতেষু জনপদোদ্ধ্বংসকরাণাং বিকারাণাং কিঞ্চিৎ প্রতীকারগৌরবং ভবতি ॥ ৪

এবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। উদ্ধৃতানি খলু ভগবন্ ভৈষজ্যানি সম্যগ্বিহিতানি সম্যগ্বিচারচারিতানি। অপি তু খলু জনপদোদ্ধ্বংসনমেকেন ব্যাধিনা যুগপদসমানপ্রকৃত্যাহারদেহবলসাত্ম্যসত্ত্ববয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাদ্ ভবতীতি ॥ ৫

তম্ উবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। এবমসামান্যানামেভিরপ্যগ্নিবেশ প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈর্মনুষ্যাণাং যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যাস্তদ্বৈগুণ্যাৎ সমানকালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োঽভিনির্বর্ত্তমানা জনপদমুদ্ধ্বংসয়ন্তি। তে তু খল্বিমে ভাবাঃ সামান্যা জনপদেষু ভবন্তি। তদ্যথা;—বায়ুরুদকং দেশঃ কাল ইতি ॥ ৬

তাহারাও এই সকল অনুপহতরস-বীর্য্য-বিপাক-প্রভাব ঔষধ সকল সেবন করিতে পারিবে। ৩। ঔষধ সকল পূর্ব্ব হইতে এই প্রকারে সম্যক্ উদ্ধৃত, সম্যক্ বিহিত ও সম্যক্ বিচারচারিত না হইলে জনপদোদ্ধ্বংসনকারক রোগদিগের কিছুমাত্র প্রতিকার হয় না। ৪। ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ কহিলে অগ্নিবেশ কহিলেন, হে ভগবন্! ভেষজ সকল উদ্ধৃত, সম্যক্ বিহিত ও সম্যক্ বিচারচারিত হইয়াছে। এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, মানবদিগের প্রকৃতি, আহার, দেহ, বল, সাত্ম্য, সত্ত্ব ও বয়স ভিন্ন ভিন্ন হইলেও একই ব্যাধি যুগপৎ কিরূপে জনপদোদ্ধ্বংসন উপস্থিত করে? ৫। তখন তাঁহাকে ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, হে অগ্নিবেশ! মনুষ্যদিগের প্রকৃতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদিগের কতকগুলি ভাবের তুল্যতা আছে; সেই সকল ভাবের তুল্যতাহেতু তুল্যকালে, তুল্যলক্ষণ ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইয়া জনপদ ধ্বংস করিয়া থাকে। জনপদসমূহে এই সকল

তত্র বাতমেবং বিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদ্যথা,—ঋতুবিষমমতিস্তিমিতমতিচলমতিপরুষমতি-শীতমত্যুষ্ণমতি-রূক্ষমত্যভিষ্যন্দন-মতিভৈরবারাবমতি-প্রতিহতপরস্পরগতিমতি-কুণ্ডলিনমসাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতাপাংশুধূমোপহতমিতি॥ ৭

উদকন্তু খলু অত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শং বৎ ক্লেদবহুলমপক্রান্তজলচরবিহঙ্গমুপক্ষীণজলাশয়মপ্রীতিকরমপগতগুণং বিদ্যাৎ॥ ৮

দেশং পুনঃ বিকৃতপ্রকৃতিবর্ণগন্ধরসস্পর্শ ক্লেদবহুলমুপসৃষ্টং সরীসৃপব্যালমশকশলভ-মক্ষিকামূষকোলূকশ্মাশানিকশকুনজম্বুকাদিভি-স্তৃণোলুপোপবনবন্তং প্রতানাদিবহুলমপূর্ব্ব-বদবপতিতং শুষ্কনষ্টশস্যং ধূম্রপবনং প্রধ্ম-পতত্রিগণমুৎক্রুষ্টশ্বগণমুদ্ভ্রান্ত-ব্যথিত-বিবিধ-মৃগপক্ষিসঙ্ঘমুৎসৃষ্টনষ্ট-ধর্ম্ম-সত্যলজ্জাচারগুণ-জনপদং শশ্বৎক্ষুভিতোদীর্ণসলিলাশয়ং প্রততোল্কাপাতনির্ঘাতভূমিকম্পম্। অতিভয়ারাবরূপং রূক্ষতাম্রারুণসিতাভ্রজালসংবৃতার্কচন্দ্রতারক-মভীক্ষ্ণং সম্ভ্রমোদ্বেগমিব সত্রাসরুদিতমিব সতমস্কমিব গুহ্যকাচরিতমিবাক্রন্দিতশব্দবহুলঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ॥ ৯

কালন্তু খলু যথর্তুলিঙ্গাদ্বিপরীতলিঙ্গমতি-লিঙ্গং হীনলিঙ্গঞ্চাহিতং ব্যবস্যেৎ॥ ১০

ইমানেবংযুক্তাংশ্চতুরো ভাবান্ জনপদো-

ভাব তুল্য হইয়া থাকে; যথা,—বায়ু, জল, দেশ ও কাল। ৬। তন্মধ্যে বায়ু এই প্রকার হইলে অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। যথা,—অস্বাভাবিক- ঋতু-গুণবিশিষ্ট অতিশয় জলসিক্ত, অতিবেগবান্, অতি পরুষ, অতিশীত, অতিউষ্ণ, অতিরুক্ষ, অতিস্যন্দন, অতিভীষণ-শব্দযুক্ত, পরস্পর অত্যন্ত প্রতিহতগতিবিশিষ্ট, অতিকুণ্ডলিত (ঘূর্ণিত) এবং অত্যন্ত অসাত্ম্য গন্ধ, বাষ্প, সিকতা, পাংশু ও ধূমে দূষিত। ৭। জল এই প্রকার হইলে অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। যথা,—অত্যন্ত বিকৃত গন্ধ বর্ণ রস ও স্পর্শযুক্ত, ক্লেদবহুল, জলচর বিহঙ্গগণের পরিত্যক্ত, শুষ্ক-জলাশয় অপ্রীতিকর ও অপগতগুণ। ৮। দেশ এইরূপ হইলে অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। যথা,—যদি ইহার প্রকৃতি, বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ বিকৃত হইয়া থাকে। যদি ইহা ক্লেদসঙ্কুল ও নিগৃহীত হইয়া থাকে। যদি সরীসৃপ, ব্যাল, মশক, শলভ, মক্ষিকা, মূষিক, উলূক, শ্মশানবাসিপক্ষী ও জম্বুকাদিকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া থাকে। যদি ইহাতে নানাপ্রকার তৃণ ও উলুপের বন হইয়া থাকে। যদি নানা প্রকার লতার উদ্ভব হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যেরূপ আকার প্রকার ও পশুপক্ষী প্রভৃতির আবাস ছিল, যদি তাহার ভিন্নতা হইয়া থাকে। যদি সর্ব্বত্রই অকৃষ্ট ভাব থাকে। যদি শস্য সকল শুষ্ক ও নষ্ট হইয়া থাকে। যদি বায়ু ধূমযুক্ত থাকে। [বর্দ্ধমান অঞ্চলে এইরূপ ধূমকে রণকুয়াসা বলে]। যদি পক্ষী সকল সর্ব্বদা শব্দ করিতে থাকে। কুকুরগণ চীৎকার করিতে থাকে। বিবিধ মৃগপক্ষিগণ উদ্ভ্রান্ত ও ব্যথিত হইতে থাকে। যদি ধর্ম্ম, সত্য, লজ্জা, আচার ও গুণ সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যদি জলাশয় সকল সর্ব্বদা ক্ষুভিত ও উদীর্ণ হইতে থাকে অর্থাৎ কখন জল থাকে না, এবং কখন বা পরিপূর্ণ হয়, যদি সর্ব্বদা উল্কাপাত, নির্ঘাত ও ভূমিকম্প হয়। যদি দেশ ঘোর ভয়ারাবরূপ হয়। যদি চন্দ্র সূর্য্য ও তারকাগণ কখন রুক্ষ, তাম্র, ও কখন বা শ্বেত মেঘজালে সংবৃত থাকে। যেন সর্ব্বদাই সম্ভ্রম ও উদ্বেগ বোধ হয়। যেন সর্ব্বদাই ত্রাস ও রোদন। যেন সতত অন্ধকার। যেন যক্ষগণ নিঃশব্দে বিচরণ করিতেছে এবং সর্ব্বদাই ক্রন্দনের শব্দ শোনা যাইতেছে। ৯। কাল এইরূপ হইলে অস্বাস্থ্যকর হয় যথা;—যে ঋতুতে যেরূপ লক্ষণ হওয়া উচিত, যদি তাহার বিপরীত লক্ষণ হয়, ঐ লক্ষণের আধিক্য ও হীনতা হয়। ১০। ঐ চারি

ধ্বংসকরান্ বদন্তি কুশলাঃ। অতোঽন্যথাভূতাংস্তু হিতানাহুঃ কৃতে ॥ ১১

বিগুণেষ্বপি তু খলু এতেষু জনপদোদ্ধ্বংসনকরেষু ভাবেষু ভেষজেনোপপাদ্যমানানাং ন ভয়ং ভবতি রোগেভ্য ইতি ॥ ১২

ভবতি চাত্র।

বৈগুণ্যমুপপন্নানাং দেশকালানিলাম্ভসাম্।
গরীয়স্ত্বং বিশেষেণ হেতুমৎ সম্প্রবক্ষ্যতে ॥
বাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎ কালং স্বভাবতঃ
বিদ্যাদ্দুষ্পরিহার্য্যত্বাদ্গরীয়স্তরমর্থবিৎ ॥ ১৩
বায্বাদিষু যথোক্তানাং দোষাণান্তু বিশেষবিৎ।
প্রতীকারস্য সৌকর্য্যে বিদ্যাল্লাঘবলক্ষণম্ ॥ ১৪
চতুর্ষ্বপি তু দুষ্টেষু কালান্তেষু যদা নরাঃ।
ভেষজেনোপপাদ্যন্তে ন ভবন্ত্যাতুরাস্তদা ॥
যেষাং ন মৃত্যুসামান্যং সামান্যং ন চ কর্ম্মণাম্।
কর্ম্ম পঞ্চবিধং তেষাং ভেষজং পরমুচ্যতে ॥ ১৫
রসায়নানাং বিধিবচ্চোপযোগঃ প্রশস্যতে।
শস্যতে দেহবৃত্তিশ্চ ভেষজৈঃ পূর্ব্বমুদ্ধৃতৈঃ ॥
সত্যং ভূতে দয়া দানং বলয়ো দেবতার্চ্চনম্
সদ্বৃত্তস্যানুবৃত্তিশ্চ প্রশমো গুপ্তিরাত্মনঃ ॥ ১৬
হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্।
সেবনং ব্রহ্মচর্য্যস্য তথৈব ব্রহ্মচারিণাম্ ॥
সঙ্কথা ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাং জিতাত্মনাম্।
ধার্ম্মিকৈঃ সাত্ত্বিকৈর্নিত্যং সহাস্যা বৃদ্ধসম্মতৈঃ ॥ ১৭
ইত্যেতদ্ভেষজং প্রোক্তমায়ুষঃ পরিপালনম্
যেষাং ন নিয়তো মৃত্যুস্তস্মিন্ কালে সুদারুণে

প্রকার ভাবকেই বিজ্ঞেরা জনপদধ্বংসের কারণ কহিয়া থাকেন। ইহার অন্যথা হইলে হিতকর হয়। ১১। এই সকল ভাব জনপদোদ্ধ্বংসনকররূপে পরিণত হইলেও ঔষধসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের রোগ হইতে আশঙ্কা থাকে না। ১২। কতকগুলি কথা পদ্যে বলা হইতেছে। দেশ, কাল, অনিল ও জল বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইলে যদি দেখা যায় যে, প্রথমে বায়ু, পরে বায়ু হইতে জল, পরে জল হইতে দেশ ও পরে দেশ হইতে কাল বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করিবেন যে, জনপদধ্বংসকর কারণের গুরুতরত্ব আছে এবং সেই কারণ নিতান্ত দুষ্পরিহার্য্য। [বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানের জল ১৮৬৫ ৬৬সালের ঝড়ের পর বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে]। ১৩। বায়ু প্রভৃতির যে সকল দোষ বলা হইয়াছে, তাহাদের সহজে প্রতিকার সম্ভাবনা থাকিলে পণ্ডিতব্যক্তি কারণের গুরুতরত্ব মনে না করিয়া লাঘবলক্ষণ মনে করিবেন। ১৪। বায়ু, জল, দেশ ও কাল এই চতুর্ব্বিধ ভাব দূষিত হইলেও ঔষধসম্পন্ন লোকেরা পীড়িত হয় না। মৃত্যুর সাধারণ অবশ্যম্ভাবিত্ব (যেমন ম্ভাবিত্ব আছে) না থাকিলে এবং মৃত্যুকর কর্ম্মসমূহের সাধারণ্য (মৃত্যুকর সাধারণ কর্ম্ম যেন বিষমাশন) না থাকিলে রোগশান্তির পক্ষে বমনাদি পঞ্চকর্ম্মই উৎকৃষ্ট ভেষজ বলিয়া কথিত হয়। [গঙ্গাধর এইরূপ অর্থ করেন ;—মৃত্যুসামান্য পদের অর্থ মৃত্যুজনক দৈবসাম্য, কর্ম্ম শব্দের অর্থ মৃত্যুকারক দৈবজনক কর্ম্ম—বিষমাশন প্রভৃতি কর্ম্ম নহে। কিন্তু এই সংহিতার মতে আয়ু দৈবাধীন নহে; ৩৬ প্রকরণ দেখ]। ১৫। আর বিবিধপ্রকার রসায়ন সেবন করা আবশ্যক। আর দেশে জনপদোদ্ধ্বংসন পীড়া আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে যে সকল ঔষধ উদ্ধার করিয়া রাখা হইয়াছে, তদ্দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। আর সত্যাচরণ, সর্ব্বভূতে দয়া, দান, বলি, দেবার্চ্চন, সদ্বৃত্তের অনুষ্ঠান ও আত্মগুপ্তি (মন্ত্রাদি দ্বারা আত্মরক্ষা) আবশ্যক। ১৬। পুণ্যবান্ জনপদসমূহের উপসেবন (অর্থাৎ দেশপরিবর্ত্তন), ব্রহ্মচর্য্য-সেবন, ব্রহ্মচারীদিগের আশ্রয়-গ্রহণ, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ ও জিতাত্মা মহর্ষিদিগের আজ্ঞাপালন এবং বৃদ্ধগণপূজিত ধার্ম্মিক ও সাত্ত্বিকদিগের সহবাস করিবে। ১৭। এই সুদারুণ জনপদ-ধ্বংসকালে, যাহাদের মৃত্যু [illegible] [illegible] [illegible]দের

ইতি শ্রুত্বা জনপদোদ্ধ্বংসনে কারণান্যাত্রেয়স্য ভগবতঃ পুনরপি ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। অথ খলু ভগবন্ কুতো মূলমেষাং বায়ুাদীনাং বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে, যেনোপপন্না জনপদমুদ্ধ্বংসয়ন্তীতি॥ ১৯

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ সর্ব্বেষামগ্নিবেশ বায়ুাদীনাং যদ্বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে তস্য মূলমধর্ম্মঃ তন্মূলঞ্চাসৎকর্ম্ম পূর্ব্বকৃতম্। তয়োর্যোনিঃ প্রজ্ঞাপরাধ এব॥ ২০

তদ্যথা।—যদা দেশনগরনিগমজনপদপ্রধানা ধর্ম্মমুৎক্রম্যাধর্ম্মেণ প্রজাং বর্ত্তয়ন্তি, তদাশ্রিতোপাশ্রিতাঃ পৌরজনপদা ব্যবহারোপজীবিনশ্চ তমধর্ম্মমভিবর্দ্ধয়ন্তি॥ ২১

ততঃ সোঽধর্ম্মঃ প্রসভং ধর্ম্মমন্তর্দ্ধত্তে। ততস্তেঽন্তর্হিতধর্ম্মাণো দেবতাভিরপি ত্যজ্যন্তে। তেষাং তথান্তর্হিতধর্ম্মাণামধর্ম্মপ্রধানানামপক্রান্তদেবতানামৃতবো ব্যাপদ্যন্তে তেন নাপো যথাকালং দেবো বর্ষতি বিকৃতং বা বর্ষতি, বাতা ন সম্যগভিবান্তি ক্ষিতির্ব্যাপদ্যতে সলিলান্যুপশুষ্যন্তি। ওষধয়ঃ স্বভাবং পরিহায়াপদ্যন্তে বিকৃতিম্। তত উদ্ধ্বংসন্তে জনপদাঃ স্পৃশ্যাভ্যবহার্য্যদোষাৎ॥ ২২

তথা শস্ত্রপ্রভবস্যাপ্যধর্ম্ম এব হেতুর্ভবতি। তেঽতিপ্রবৃদ্ধলোভক্রোধরোষমানা দুর্ব্বলানবমত্য আত্মস্বজনপরোপঘাতায় শস্ত্রেণ পরস্পরমভিক্রামন্তি, পরান্ বাভিক্রামন্তি, পরৈর্ব্বাভিক্রাম্যন্তে রক্ষোগণাদিভির্ব্বা বিবিধৈর্ভূতসঙ্ঘৈস্তমধর্ম্মমন্যদ্বাপ্যপচারান্তরমুপলভ্যাভিহন্যন্তে। তথাভিশাপস্যাপ্যধর্ম্ম এব হেতুর্ভবতি॥ ২৩

তে লুপ্তধর্ম্মাণো ধর্ম্মাদপেতা গুরুবৃদ্ধসিদ্ধর্ষিপূজ্যানবমত্যাহিতান্যাচরন্তি॥ ২৪

হইবে। ১৮। জনপদধ্বংসসম্বন্ধে এই সকল কারণ শ্রবণ করিয়া অগ্নিবেশ পুনশ্চ ভগবান্ আত্রেয়কে কহিলেন, ভগবন্! বায়ু প্রভৃতির এইরূপ বিগুণ হইবার কারণ কি? কি কারণে বায়ু প্রভৃতি এইরূপে জনপদধ্বংস করিয়া থাকে? ১৯। তখন তাঁহাকে ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, বায়ু প্রভৃতির যে বৈগুণ্য উপস্থিত হয়, তাহার মূল অধর্ম্ম। পূর্ব্বকৃত অসৎ কর্ম্মই তাহার কারণ। সেই অধর্ম্ম ও অসৎ কর্ম্মের আকর প্রজ্ঞাপরাধ (বুদ্ধির দোষ)। ২০। যথা;—দেশ, নগর, নিগম ও জনপদের অধ্যক্ষেরা যখন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মপথে প্রজাপালন করে; তখন তাহাদের আশ্রিত উপাশ্রিত পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ এবং ব্যবহারোপজীবীরাও (উকীল মোক্তারেরা) সেই অধর্ম্ম বৃদ্ধি করিতে থাকে। ২১। সেই অধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইলে ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়। অনন্তর সেই সকল ত্যক্তধর্ম্মা মানব দেবতাদিগের পরিত্যক্ত হয়। আবার এইরূপ ত্যক্তধর্ম্মা, অধর্ম্মপ্রধান ও দেবতাদিগের পরিত্যক্ত হইলে ঋতু সকল বিকৃত হইয়া থাকে। সেই জন্য দেবতা যথাকালে বৃষ্টিবর্ষণ করেন না অথবা বিকৃতভাবে বর্ষণ করেন, বায়ু সকল সম্যক্‌রূপে প্রবাহিত হয় না, ভূমি বিকৃত হয়, সলিল সকল শুষ্ক হইয়া থাকে, ওষধি সকল স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সমাজ সকল বায়ু, সলিল, ভূমি ও ওষধির অন্যায় স্পর্শও পান ভোজন হেতু ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে। ২২। যুদ্ধ হেতুও জনপদের ধ্বংস হইয়া থাকে। কিন্তু সেই যুদ্ধের মূলও অধর্ম্ম। মানুষদিগের লোভ, ক্রোধ, রোষ ও অভিমান অতি বৃদ্ধি পাইলে তাহারা দুর্ব্বলদিগের অবমাননা করিয়া আত্মীয় স্বজন ও পরদিগকে নাশ করিবার জন্য পরস্পর শস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করে।* তাহারা পরদিগকে আক্রমণ করে কিংবা পরদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। অথবা বিবিধ রাক্ষসগণ বা ভূতগণ অধর্ম্ম কিংবা অন্যপ্রকার অপচার উপলক্ষ করিয়া তাহাদিগকে অভিঘাত করে। আবার অধর্ম্ম অভিশাপেরও হেতু। ২৩। সেই সকল লুপ্তধর্ম্ম-মানবগণ ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ, ঋষি ও পূজ্যদিগকে

ততস্তাঃ প্রজা গুর্ব্বাদিভিরভিশপ্তা ভস্মতামুপযাতাঃ প্রাগপ্যভূদনেকপুরুষকুলবিনাশায়। নিয়তপ্রত্যয়োপলম্ভান্নিয়তাশ্চ পরে। অনিয়তপ্রত্যয়োপলম্ভাদনিয়তাশ্চাপরে ॥ ২৫

প্রাগপি চাধর্ম্মাদৃতে নাশুভোৎপত্তিরন্যতোঽভূৎ। আদিকালে হ্যদিতিসুতসমৌজসোঽতিবিমলবিপুলপ্রভাবাঃ প্রত্যক্ষ-দেব-দেবর্ষি-ধর্ম্মযজ্ঞবিধিবিধানাঃ শৈলেন্দ্রসারসংহতস্থিরশরীরাঃ প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়াঃ পবনসমবলজব-পরাক্রমাশ্চারু-স্ফিচোঽভিরূপ-প্রমাণাকৃতিপ্রসাদোপচয়বন্তঃ সত্যার্জ্জবানৃশংস্যদানদমনিয়মতপউপবাসব্রহ্মচর্য্যব্রতপরব্যপগতভয়রাগদ্বেষমোহলোভক্রোধশোকমানরোগ-নিদ্রাতন্দ্রাশ্রমক্লমালস্যপরিগ্রহাশ্চ পুরুষা বভূবুরমিতায়ুষঃ ॥ ২৬

তেষামুদারসত্ত্বগুণকর্ম্মণামচিন্ত্যরসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবগুণসমুদিতানি প্রাদুর্বভূবুঃ শস্যানি সর্ব্বগুণসমুদিতত্বাৎ পৃথিব্যাদীনাং কৃতযুগস্যাদৌ। ভ্রশ্যতি তু কৃতযুগে কেষাঞ্চিদত্যাদানাৎ সাম্পন্নিকানাং শরীরগৌরবমাসীৎ। সত্ত্বানাং গৌরবাৎ শ্রমঃ, শ্রমাদালস্যমালস্যাৎ সঞ্চয়ঃ, সঞ্চয়াৎ পরিগ্রহঃ, পরিগ্রহাল্লোভঃ প্রাদুর্ভূতঃ ॥ ২৭

ততঃ কৃতযুগে গতে ত্রেতায়াং লোভাদভিদ্রোহঃ। অভিদ্রোহাদনৃতবচনমনৃতবচনাৎ কামক্রোধমানদ্বেষপারুষ্যাভিঘাত-ভয়তাপশোকচিত্তোদ্বেগাদয়ঃ প্রবৃত্তাঃ ॥ ২৮

ততস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদোঽন্তর্দ্ধানমগমৎ।

অবমান করিয়া অহিত আচরণ করে। ২৪। অনন্তর সেই সকল লোক গুরু প্রভৃতির অভিশাপে ভস্মতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বকালে এই প্রকারে অনেক বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার আয়ু নিয়ত বলিয়া কতকগুলি লোক নিয়তকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। আবার আয়ু অনিয়ত বলিয়া কতকগুলি লোক অকালে মরিয়া থাকে। [এস্থলে নিয়তকাল শব্দে নির্দ্দিষ্ট কাল অর্থাৎ ১০০ বৎসর ধরিতে হইবে। অনিয়ত শব্দের অর্থ যাহা অকালে নষ্ট হয়]। ২৫। পূর্ব্বকালেও অধর্ম্ম ভিন্ন কখন অশুভ উৎপন্ন হয় নাই। পূর্ব্বকালের লোকেরা অসুরের ন্যায় বলবান, অতিবিমল ও বিপুলপ্রভাব ছিলেন। তাঁহারা দেব ও দেবর্ষিদিগের সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন। ধর্ম্ম ও যজ্ঞবিধির অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের শরীর শৈলেন্দ্রসদৃশ সারবান, সংহত ও দৃঢ় ছিল। তাঁহাদের বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন ছিল। তাঁহাদের বল, বেগ ও পরাক্রম পবনের সমান ছিল। তাঁহারা চারুনিতম্ব ছিলেন। তাঁহারা অনুরূপ প্রমাণ, আকৃতি, প্রসাদ ও পুষ্টিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সত্য, আচার, অনৃশংস্য, দান, দম, নিয়ম, তপস্যা, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের ভয়, রাগ, দ্বেষ, মোহ, লোভ, ক্রোধ শোক, অভিমান, রোগ, নিদ্রা, তন্দ্রা, শ্রম, ক্লম ও পরস্বগ্রহণ ছিল না। তাঁহাদের আয়ু অপরিমিত ছিল। ২৬। তাঁহাদের সত্ত্বগুণ ও কর্ম্ম এইরূপ উদার ছিল বলিয়া তাঁহাদের সময়ে শস্য সকল অচিন্ত্য রস-বীর্য্য-বিপাক ও প্রভাবসম্পন্ন ছিল। কারণ সত্যযুগের প্রারম্ভে পৃথিবী জল, বায়ু ও কাল সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিল। সত্যযুগ ভ্রষ্ট হইলে কোন কোন সম্পন্ন ব্যক্তির অতিশয় গৃধ্নুতা হেতু শরীরের গুরুতা ঘটিয়াছিল। শরীরের গৌরবহেতু শ্রমবোধ, শ্রমবোধ হইতে আলস্য, আলস্য হেতু সঞ্চয়, সঞ্চয় হেতু পরিগ্রহ (পরস্বগ্রহণ) এবং পরস্বগ্রহণ হেতু লোভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ২৭। অনন্তর সত্যযুগ গত হইলে ত্রেতাযুগে লোভ হইতে অভিদ্রোহ উপস্থিত হয়। অভিদ্রোহ হইতে মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাবাক্য হইতে কাম, ক্রোধ, অভিমান, দ্বেষ, পরুষতা, অভিঘাত, ভয়, তাপ, শোক ও চিত্তোদ্বেগাদি উৎপন্ন হয়। ২৮। অনন্তর ত্রেতাযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের একপাদ অন্তর্হিত

তস্যান্তর্দ্ধানাৎ পৃথিব্যাদীনাং গুণপাদপ্রণাশো-ঽভূৎ। তৎপ্রণাশকৃতশ্চ শস্যানাং স্নেহবৈমল্য-রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবগুণপাদভ্রংশঃ॥ ২৯

ততস্তানি প্রজাশরীরাণি হীনগুণপাদৈর্হীয়-মানগুণৈশ্চাহারবিহারৈরযথা পূর্ব্বমুপষ্টভ্যমানানি অগ্নিমারুতপরীতানি প্রাগ্ব্যাধিভির্জ্বরাদিভি-রাক্রান্তান্যতঃ প্রাণিনো হ্রাসমবাপুরায়ুষঃ ক্রমশঃ ইতি॥ ৩০

ভবতি চাত্র।

যুগে যুগে ধর্ম্মপাদঃ ক্রমেণানেন হীয়তে।
গুণপাদশ্চ ভূতানামেবং লোকঃ প্রলীয়তে॥
সংবৎসরশতে পূর্ণে যাতি সংবৎসরঃ ক্ষয়ম্।
দেহিনামায়ুষঃ কালে যত্র যন্মানমিষ্যতে॥

ইতি বিকারাণাং প্রাগুৎপত্তিহেতুরুক্তো ভবতি॥ ৩১

এবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। কিন্নু খলু ভগবন্ নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং ন বেতি। ভগবানুবাচ। ইহাগ্নিবেশ ভূতানামায়ুর্যুক্তিমপেক্ষতে॥ ৩২

দৈবে পুরুষকারে চ স্থিতং হ্যস্য বলাবলম্।
দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদেহিকম্।
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্॥ ৩৩
বলাবলবিশেষোঽস্তি তয়োরপি চ কর্ম্মণোঃ।
দৃষ্টং হি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীনং মধ্যমমুত্তমম্॥
তয়োরুদারয়োর্যুক্তির্দীর্ঘস্য সুখস্য চ।
নিয়তস্যায়ুষো হেতুর্বিপরীতস্য চেতরা।
মধ্যমা মধ্যমস্যেষ্টা কারণং শৃণু চাপরম্॥ ৩৪
দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যুপহন্যতে।
দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে॥
দৃষ্ট্বা যদেকে মন্যন্তে নিয়তং মানমায়ুষঃ।

হইয়াছিল। একপাদের অন্তর্দ্ধানবশতঃ পৃথিব্যাদি দ্রব্যের চতুষ্পাদগুণের একপাদ প্রনষ্ট হয়। তৎপ্রণাশে শস্যদিগের স্নেহ-বৈকল্য, রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাবগুণের একপাদ হ্রাস হয়। ২৯। এক্ষণে আর সত্য-যুগের ন্যায় দ্রব্য সকল সম্যক্ রসবীর্য্যাদি-সম্পন্ন না থাকাতে প্রজাগণের শরীর গুণ-পাদহীন আহারবিহারযোগে আঘাত প্রাপ্ত এবং অগ্নি-বায়ুর ব্যতিক্রমে দূষিত হইয়া প্রথমে জ্বরাদি রোগে আক্রান্ত হয়। ক্রমে প্রাণিগণ হীনায়ুঃ হইয়া পড়ে। ৩০। ঐ সকল কথাই পদ্যে বলা যাইতেছে। যুগে যুগে ধর্ম্মের এক একপাদ করিয়া ক্রমে হীন হইতে থাকে। পঞ্চ ভূতের গুণও এইরূপে এক একপাদ করিয়া ক্ষীণ হয়। ইহাতেই লোকে লয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। একশত বৎসর পরে এক বৎসর করিয়া আয়ু কমিয়া যাইতেছে। এইরূপেই দেহিগণের আয়ুঃ-কালের পরিমাণ হইয়া থাকে। এইরূপে রোগদিগের প্রথমোৎপত্তির কারণ বলা হইল। ৩১। এই কথা বলিলে ভগবান্ আত্রেয়কে অগ্নিবেশ কহিলেন, ভগবন্! আয়ুর প্রমাণ-নির্য়তিসাপেক্ষ কি না? ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, হে অগ্নিবেশ! জীবদিগের আয়ু যুক্তি (দৈব ও পুরুষকারের যোগ) অপেক্ষা করে। ৩২। প্রথমতঃ আয়ুর বলাবল দৈব ও পুরুষকার উভয়ের উপর নির্ভর করে বটে। পূর্ব্বজন্মের স্বাত্মকৃত কর্ম্মের নাম দৈব। আর পুরুষের ইহকৃত কর্ম্মের নাম পুরুষকার। [তবেই প্রকারান্তরে বলা হইল যে, দৈবও স্বকর্ম্মকৃত এবং মানবের ইচ্ছাধীন]। ৩৩। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়বিধ কর্ম্মেরই বলাবল আছে। কর্ম্ম তিন প্রকার হীন, মধ্যম, উত্তম। তন্মধ্যে দৈব ও পুরুষকার উত্তম হইলে আয়ু দীর্ঘ, সুখকর ও নিয়ত (পূর্ণ) হয়। [এস্থলে নিয়ত আয়ুশব্দে শত বৎসর বুঝিতে হইবে]। বিপরীত হইলে অদীর্ঘ, অসুখকর ও অনিয়ত হয়। যদি দৈব ও পুরুষকার মধ্যম হয়, তবে আয়ুর দীর্ঘতা, নিয়তি ও সুখ মধ্যম হয়। ৩৪। দৈব দুর্ব্বল হইলে পুরুষকার তাহাকে বাধা দেয়। আবার দৈব বলবান্ হইলে পুরুষকারকে বাধা দেয়। এইরূপ দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, আয়ুর পরিমাণ বিধাতৃ কর্ত্তৃক

কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কালে বিপাকে নিয়তং মহৎ
কিঞ্চিত্ত্বকালনিয়তং প্রত্যয়ৈঃ প্রতিবোধ্যতে
ইতি॥ ৩৫

তস্মাদুভয়দৃষ্টত্বাদেকান্তগ্রহণমসাধুনিদর্শমপি চাত্রোদাহরিষ্যামঃ যদি হি নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং স্যাদায়ুষ্কামাণাং ন মন্ত্রৌষধিমণি-মঙ্গল-বল্যুপহার-হোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাস--স্বস্ত্যয়নপ্রণিপাতগমনাদ্যাঃ ক্রিয়া ইষ্টয়শ্চ প্রযোজ্যেরন্॥ ৩৬

নোদ্‌ভ্রান্তচণ্ড-চপল-গো-গজোষ্ট্রখরতুরগ-মহিষাদয়ঃ পবনাদয়শ্চ দুষ্টাঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুঃ ন প্রপাতগিরিবিষমদুর্গাম্বুবেগাঃ। তথা ন প্রমত্তোন্মত্তোদ্‌ভ্রান্ত--চণ্ডচপলমোহলোভাকুলমতয়ো নারয়ো ন প্রবৃদ্ধোহগ্নির্ন চ বিবিধবিষাশ্রয়াঃ সরীসৃপোরগাদয়ঃ ন সাহসং ন দেশকালচর্য্যা ন নরেন্দ্রপ্রকোপ ইত্যেবমাদয়ো ভাবা নাভাবকরাঃ স্যুরায়ুষঃ সর্ব্বস্য নিয়তকালপ্রমাণত্বাৎ॥ ৩৭

ন চানভ্যস্তাকালমরণভয়নিবারকাণামকালমরণভয়মাগচ্ছেৎ প্রাণিনাম্। ব্যর্থাশ্চারম্ভকথাপ্রয়োগবুদ্ধয়ঃ স্যুর্মহর্ষীণাং রসায়নাধিকারে॥ ৩৮

নাপীন্দ্রো নিয়তায়ুষং শত্রুং বজ্রেনাভিহন্যাৎ। নাশ্বিনাবার্ত্তং ভেষজেনোপপাদয়েতাম্। নর্ষয়ো যথেষ্টম্ আয়ুস্তপসা প্রাপ্নুয়ুর্ন

ব্যক্তিভেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। [বস্তুতঃ আয়ুর বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নিয়তি নাই। কোন মহাফল কর্ম্মই নিয়ত আয়ুরূপে (দীর্ঘায়ুরূপে) পরিণত হয়। (এস্থলে মহাফল কর্ম্ম-শব্দে এইরূপ বুঝিতে হইবে ;—কোন কোন ব্যক্তি নানাপ্রকার কুপথ্যাদি করিয়াও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু সে অন্তরা অবশ্যই এরূপ কোন মহাফল কর্ম্ম করিয়াছে, যাহা তাহার সেই দীর্ঘজীবিতার কারণ স্বরূপ হইয়াছে। হয় ত সে নিজেও লক্ষ্য করে নাই ; হয় ত অপরেও তাহা লক্ষ্য করে নাই। আবার কোন ব্যক্তি হয় ত সহস্র সুপথ্য পালন করিয়াও অকালে মরিয়াছে। এরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, কোন অলক্ষিত মহাপ্রভাব কর্ম্মই এইরূপ অকাল-মৃত্যুর কারণ হইয়াছে) আবার কোন মহাফল কর্ম্মই অনিয়ত আয়ুর হেতু হয়। যখন উভয় প্রকার দেখা যাইতেছে, তখন আয়ুর নিয়তত্ব স্বীকার করা অন্যায়। এস্থলে নিয়ত শব্দে বিধাতা কর্ত্তৃক ব্যক্তিভেদে নির্দ্দিষ্ট]। ৩৫। অথবা উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি। যদি আয়ুর পরিমাণ বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্টই থাকে, তবে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া কেন আর মন্ত্র, ওষধি, মণি, মঙ্গল বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, বিনীতাচার্য্য প্রভৃতি স্বীকার করা হয়।৩৬। আর যদি আয়ু নিয়তই হইত ; তবে উদ্‌ভ্রান্ত চণ্ড, চপল, গো, গজ, উষ্ট্র, খর, তুরগ, মহিষাদি ও দুষ্ট বাত্যাদি পরিহার করিয়া চলিবার আবশ্যক থাকিত না। আর নগ-প্রপাত, গিরিসঙ্কট, দুর্গমস্থান, জলস্রোতঃ, তথা প্রমত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, চণ্ড, চপল, মোহ-লোভাকুলমতি শত্রুগণ কিংবা প্রবল অগ্নি, কিংবা বিবিধ বিষাশ্রয় সরীসৃপ ও উরগাদি জীবকে পরিহার করিবার আবশ্যকতা থাকিত না। যদি আয়ুর পরিমাণ নির্দ্দিষ্টই থাকিত, তবে দুঃসাহস, দেশকালের অবমাননা, রাজকোপ এবং এইরূপ ও অন্যরূপ ব্যাপার ও অবস্থা সকল আয়ু নাশ করিতে পারিত না। ৩৭। যদি অকাল মরণের প্রথা না থাকিত, তবে অকালমরণের ভয় প্রাণীদিগের হৃদয়ে আসিত না। আর রসায়নাধিকারে মহর্ষিদিগের যে সকল বাক্-নিষ্পত্তি আছে, তাহাও বৃথা বাক্যাড়ম্বর বলিয়া বোধ হইত।৩৮। আর যদি শত্রুর আয়ু নিয়তই হইত, তবে ইন্দ্র তাহাকে বজ্র দ্বারা বৃথা আঘাত করিতেন না এবং অশ্বিনীকুমারেরা ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতেন না কিংবা ঋষিরা তপস্যা দ্বারা প্রচুর আয়ু প্রাপ্ত হইতে

চ বিদিতবেদিতব্যা মহর্ষয়ঃ সশতক্রতবঃ সম্যক্ পশ্যেয়ুরুপদিশেয়ুরাচরেয়ুর্ব্বা ॥ ৩৯

অপি চ সর্ব্বচক্ষুষামেতৎ পরং যদৈন্দ্রং চক্ষুরিদঞ্চাস্মাকং প্রত্যক্ষং যথা পুরুষসহস্রাণাং যুথা যোধয়াহবং কুর্ব্বতাম্ অকুর্ব্বতাঞ্চাতুল্যা- য়ুষ্ট্বং তথা জাতমাত্রাণাম্ অপ্রতিকারাৎ প্রতি- কারাচ্চ বিষাবিষপ্রাশিনাং চাপ্যতুল্যায়ুষ্ট্বং ন চ তুল্যো যোগক্ষেম উদপানঘটানাং চিত্র- ঘটানাঞ্চোৎসীদতাম্ ॥ ৪০

তস্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতম্ অতো বিপর্য্যয়ান্মৃত্যুঃ ॥ ৪১

অপি চ দেশকালাত্মগুণবিপরীতানাং কর্ম্মণামাহারবিকারাণাঞ্চ ক্রিয়োপযোগঃ ॥ ৪২

সম্যক্ সর্ব্বাতিযোগসন্ধারণমসন্ধারণমুদীর্ণা- নাঞ্চ গতিমতাং সাহসানাঞ্চ বর্জনমারোগ্যানু- বৃত্তৌ উপলভামহে হেতুমুপদিশামঃ সম্যক্ পশ্যামশ্চেতি ॥ ৪৩

অতঃপরমগ্নিবেশ উবাচ। এবং সতি অনিয়তকালপ্রমাণায়ুষাং ভগবন্ কথং কালমৃত্যুরকালমৃত্যুর্ভবতীতি ॥ ৪৪

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। শ্রূয়তামগ্নিবেশ যথা যানসমাযুক্তোঽক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষগুণৈ- রুপেতঃ সর্ব্বগুণোপপন্নো বাহ্যমানো [illegible] স্বপ্রমাণক্ষয়াদেবাবসানং গচ্ছেৎ তথায়ুঃ শরীরোপগতং বলবতঃ প্রকৃত্যা যথাবদুপচর্য্য- মাণং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেব অবসানং গচ্ছতি ॥ ৪৫

স মৃত্যুঃ কালে যথা চ স এবাক্ষোঽতি- ভারাধিষ্ঠিতত্বাদ্ বিষমপথাদপথাদক্ষচক্র- ভঙ্গাদ্বাহ্যবাহকদোষাদনিমোক্ষাৎ পর্য্যাসনাদনু- পাঙ্গাচ্চান্তরা ব্যসনমাপদ্যতে ॥ ৪৬

না কিংবা সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ ও ইন্দ্র সম্যক্ দর্শন উপার্জ্জন, সম্যক্ উপদেশ দান ও সম্যক্ আচরণ করিতেন না। ৩৯। অথবা সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি- গণ বা ইন্দ্রের সর্ব্বজ্ঞতার কথা দূরে থাকুক, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাও ঘটিত না। আমরা প্রায়ই দেখিতেছি যে, সহস্র পুরুষের মধ্যে যাহারা সর্ব্বদা যুদ্ধ করে, ও যাহারা যুদ্ধ না করে, তাহাদের আয়ুর অতু- ল্যতা আছে। এইরূপ জাত মাত্রে মনুষ্য- দিগের প্রতীকার ও অপ্রতীকার বশতঃ আয়ুর অতুল্যতা দেখা যায় এবং অবিষভোজী ও বিষভোজীদিগের আয়ুর অতুল্যতা দেখা যায়। আবার জলপানের ঘট ও চিত্রিত ঘটের স্থায়িতার অতুল্যতা দেখা যায় [জল- পানের ঘট সর্ব্বদা ব্যবহার করাতে প্রায়ই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, কিন্তু চিত্রিত ঘট সেরূপ ব্যবহার করা হয় না বলিয়া বহুকাল নির্ব্বিঘ্ন থাকে]। ৪০। অতএব স্থির হইতেছে যে, জীবনের মূল হিতোপচার এবং তদ্বিপর্য্যয় মৃত্যুর [illegible] সাত্ম্যের বিপ-

যে, সর্ব্বপ্রকার অতিযোগ পরিহার বেগধারণ না করা এবং গতিশীল জন্তু ও দুঃসাহসিক কর্ম্মসমূহের পরিহার আরোগ্যের কারণ। ৪৩। অনন্তর অগ্নিবেশ কহিলেন, ভগবন্! যদি আয়ুর পরিমাণকাল [বিধাতা কর্ত্তৃক] এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট হইল, তবে কালমৃত্যু ও অকাল- মৃত্যু কিরূপে সম্ভব হয়? ৪৪। তাঁহাকে ভগ- বান্ আত্রেয় কহিলেন, হে অগ্নিবেশ! শ্রবণ কর। যেমন শকটের চক্রমণ্ডল প্রকৃত [illegible] গুণসম্পন্ন ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও [illegible] হইতে হইতে যথাকালে নিজ প্রমাণের [illegible] বশতঃ অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শরীরে আয়ুও বলবানের প্রকৃতিগুণে, উপচর্য্যমাণ হইয়াও নিজ প্রমাণের ক্ষয়বশতঃ কালে অবসান প্রাপ্ত হয়। ৪৫। আবার সেই চক্রমণ্ডল অতিভারবশতঃ, বিষমপথ বা অপথ বশতঃ, চক্রভঙ্গবশতঃ, বাহ্যবাহক-দোষ---

...তথাপূর্ব্বরূপ।যথাবলমারম্ভাদযথাগ্ন্যভ্যবহরণা-দ্বিষমশরীরন্যাসাদতিমৈথুনাদসৎসংশ্রয়াদুদীর্ণ-বেগবিনিগ্রহাৎ বিধার্য্যবেগাবিধারণাদ্ভূতবিষা-গ্ন্যুপ-তাপাদভিঘাতাদাহারবিবর্জ্জনাচ্চান্তরা ব্যসন-মাপদ্যতে। সত্নন্তুরকালে॥ ৪৭

তথা জ্বরাদীনপ্যাতঙ্কান্মিথ্যোপচরিতান-কালমৃত্যূন্ পশ্যামঃ ইতি॥ ৪৮

অথাগ্নিবেশঃ পপ্রচ্ছ কিন্নু খলু ভগবন্ জ্বরিতেভ্যঃ পানীয়মুষ্ণং ভূয়িষ্ঠং প্রযচ্ছন্তি ভিষজো ন তথা শীতম্। অস্তি চ শীত-সাধ্যো ধাতুজ্বরকর ইতি॥ ৪৯

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ো জ্বরিতস্য কায়-সমুত্থানদেশকালানভিসমীক্ষ্য পাচনার্থং পানীয়-মুষ্ণং প্রযচ্ছন্তি ভিষজঃ। জ্বরো হ্যামাশয়-সমুত্থঃ, প্রায়ো ভেষজানি চামাশয়-সমুত্থানাং বিকারাণাং পাচনবমনাপতর্পণানি শমনানি ভবন্তি। পাচনার্থঞ্চ পানীয়মুষ্ণং তস্মাদেত-জ্জ্বরিতেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি ভিষজো ভূয়িষ্ঠম্॥ ৫০

তদ্ধ্যেষাং পীতং বাতমনুলোময়তি, অগ্নি-মুদর্য্যমুদীরয়তি, ক্ষিপ্রং জরাং গচ্ছতি, শ্লেষ্মা-ণঞ্চ পরিশোষয়তি, স্বল্পমপি চ পীতং তৃষ্ণাপ্রশ-মনায়োপপদ্যতে, তথা যুক্তমপি চৈতন্নাত্যর্থোৎ-সন্নপিত্তে জ্বরে সদাহভ্রম-প্রলাপাতিসারে বা প্রদেয়মুষ্ণেন হি দাহভ্রমপ্রলাপাতিসারা ভূয়ো-হভিবর্দ্ধন্তে শীতেনোপশাম্যন্তীতি॥ ৫১

ভবতি চাত্র।

শীতেনোষ্ণকৃতান্ রোগান্ শময়ন্তি ভিষগ্বিদঃ।
যে তু শীতকৃতা রোগাস্তেষামুষ্ণং ভিষগ্জিতম্॥ ৫২

এবমিতরেষামপি ব্যাধীনাং নিদানবিপ-রীতমৌষধং কার্য্যম্॥ ৫৩

মৃত্যু বলে। ৪৬। সেইরূপ, আয়ু ও বলের অতিরিক্ত চেষ্টা, অগ্নির অতিরিক্ত আহার, বিষমভাবে শরীরবিন্যাস, অতিমৈথুন, অসৎ-সংশ্রয়, উদ্গতবেগ ধারণ, ধার্য্যবেগের অনব-ধারণ, ভূত বিষ, বহ্নির উপতাপ, আঘাত ও উপবাসহেতু অন্তরা বিপদ্গ্রস্ত হয়। তাহা-কেই অকালমৃত্যু বলা যায়। ৪৭। সেইরূপ জ্বরাদি রোগ সকল অযথা চিকিৎসিত হইলে অকালমৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায়। ৪৮। অন-ন্তর অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগ-বন্! চিকিৎসকেরা জ্বরিত ব্যক্তিদিগকে অধিক পরিমাণে উষ্ণ জলই দিয়া থাকেন, কিন্তু শীতল জল সে পরিমাণে দেওয়া হয় না। এদিকে দেখা যায় যে, শীতক্রিয়া-সাধ্য ধাতুও জ্বরকারক হয় [এই আত্রেয়সংহিতা গুরু-শিষ্যের কথোপকথন মাত্র; সুতরাং এরূপ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে]। ৪৯। ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, জ্বরিত ব্যক্তির দেহ, নিদান, দেশ ও কাল পরীক্ষা করিয়া, ভিষকেরা উষ্ণ পানীয় দিয়া থাকেন। যেহেতু জ্বর আমা-শয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং যেহেতু পাচন, বমন ও লঙ্ঘনসমূহ আমাশয়জাত রোগ-দিগের প্রায়ই শান্তিকর হয় এবং আমপাকার্থ উষ্ণ জলই ব্যবস্থা হইয়া থাকে, সেই জন্যই জ্বরিতদিগকে ভিষকেরা ভূরিপ্রমাণ উষ্ণজলই দিয়া থাকেন। ৫০। জ্বরিত ব্যক্তি উষ্ণজল পান করিলে তাহা তাহার বায়ুকে অনুলোম করে, অগ্নিকে দীপ্ত করে, শীঘ্র জীর্ণ হয়, শ্লেষ্মাশোষণ করে, অল্প পানেই তৃষ্ণানিবৃত্তি করে। কিন্তু উষ্ণজল এইরূপ যুক্তিযুক্ত হই-লেও অতিশয় পিত্ত কোপান্বিত এবং দাহ, ভ্রম, প্রলাপ ও অতিসারযুক্ত জ্বরে দেওয়া উচিত নহে। কারণ এরূপস্থলে উষ্ণপানীয় প্রদান করিলে দাহ, ভ্রম, প্রলাপ ও অতিসার ভূরিপ্রমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং শীতল-ক্রিয়া দ্বারা শান্ত হয়। [প্রলাপ দুই প্রকার, অজ্ঞান প্রলাপ ও সজ্ঞান প্রলাপ। বাত-শ্লেষ্মার প্রলাপে রোগী অজ্ঞান থাকে। পিত্তের প্রলাপে রোগীর জ্ঞান থাকে] এই কথাই পদ্যে বলা হইতেছে। ৫১। ভিষকেরা শীতলদ্বারাই উষ্ণকৃত রোগ সকল শান্ত করিয়া থাকেন। আবার শীতলকৃত রোগসমূহের শান্ত্যর্থে উষ্ণই ব্যবস্থা। ৫২। এইরূপ

তথাপতর্পণনিমিত্তানামপি ব্যাধীনাং নান্তরেণ পূরণমস্তি শান্তিস্তথা পূরণ-নিমিত্তানাং নান্তরেণাপতর্পণম্ ॥ ৫৪

অপতর্পণমপি চ ত্রিবিধং লঙ্ঘনং লঙ্ঘন-পাচনং দোষাবসেচনঞ্চেতি। তত্র লঙ্ঘন-মল্পদোষাণাং। লঙ্ঘনেন হ্যগ্নিমারুতবৃদ্ধ্যা বাতাতপপরীতমিবাল্পমুদকমল্পদোষঃ প্রশোষ-মাপদ্যতে ॥ ৫৫

লঙ্ঘনপাচনাভ্যাং মধ্যবলঃ সূর্য্যসন্তাপ-মারুতাভ্যাং পাংশুভস্মাবকিরণৈরিব চানতি-বহূদকং মধ্যদোষঃ প্রশোষমাপদ্যতে ॥ ৫৬

বহুদোষাণাং পুনর্দ্দোষাবসেচনমেব কার্য্যম্। ন হ্যভিন্নে কেদারসেতৌ পল্বল-প্রসেকোঽস্তি। তদ্বৎ দোষাবসেচনম্। দোষাবসেচনন্তু খলু অন্যদ্বা ভেষজং প্রাপ্তকালমপ্যাতুরস্য নৈবং-বিধস্য কুর্য্যাৎ ॥ ৫৭

অনপবাদ-প্রতিকরস্যাধনস্যাপরিচারিকস্য বৈদ্যমানিনশ্চণ্ডস্যাসূয়কস্য তীব্রাধর্ম্মরুচেরতি-ক্ষীণ বল-মাংসশোণিতস্য অসাধ্য-রোগোপ-হতস্য মুমূর্ষু লিঙ্গান্বিতস্য চেতি। এবংবিধং হ্যাতুরম্ উপচরন ভিষক্ পাপীয়সা অযশসা যোগং গচ্ছতীতি ॥ ৫৮

তত্র শ্লোকাঃ।

অল্পোদকদ্রুমো যস্তু প্রবাতঃ প্রচুরাতপঃ।
জ্ঞেয়ঃ স জাঙ্গলো দেশঃ স্বল্পরোগতমোঽপি চ ॥
প্রচুরোদকবৃক্ষো যো নিবাতো দুর্লভাতপঃ।
অনূপো বহুদোষশ্চ সমঃ সাধারণো মতঃ ॥ ৬০
তদাত্বে চানুবন্ধো বা যস্য স্যাদশুভং ফলম্।
কর্ম্মণস্তন্ন কর্ত্তব্যমেতদ্ বুদ্ধিমতাং মতম্ ॥ ৬১
পূর্ব্বরূপাণি সামান্যা হেতবঃ স্বস্বলক্ষণাঃ।

অন্যান্য ব্যাধিরও নিদান-বিপরীত, চিকিৎসা বিধেয়। ৫৩। এইরূপ অপতর্পণ-জনিত ব্যাধিদিগের তর্পণ ভিন্ন শান্তি নাই এবং তর্পণ জন্য ব্যাধিদিগের অপতর্পণ ভিন্ন শান্তি নাই। ৫৪। অপতর্পণ তিনপ্রকার; লঙ্ঘন, লঙ্ঘনান্তর পাচন ও দোষাবসেচন। তন্মধ্যে অল্পদোষসমূহের পক্ষে লঙ্ঘন ভাল। লঙ্ঘন দ্বারা জঠরাগ্নি ও বায়ুর বৃদ্ধি হওয়াতে যেমন বায়ু ও আতপযোগে অল্পজল শুষ্ক হইয়া থাকে, সেইরূপ অল্পদোষও শুষ্ক হইয়া থাকে। ৫৫। যেমন সূর্য্যসন্তাপ ও বায়ু এবং পাংশু-ভস্ম বিকিরণ দ্বারা অনতিবহু জল শোষিত হয়, সেইরূপ লঙ্ঘনকৃত অগ্নি ও বায়ু এবং পাচন সংযোগ দ্বারা মধ্যবিধ দোষ সকল শোষিত হইয়া থাকে। ৫৬। ধ্বংসনীয় পরিচ্ছেদে পূর্ব্বরূপসমূহ, সামান্য হেতুসমূহ, স্ব স্ব লক্ষণ, দেশোদ্ধংসের ঔষধ, হেতুদিগের মূল, বিকারবহুল দোষের পক্ষে দোষাবসেচন অর্থাৎ বমনাদি সংশোধনই ভাল। পল্বলের জল-নাশ করিতে হইলে কেদারসেতু ভঙ্গ করিয়া সেচন করাই সঙ্গত। কিন্তু এবম্বিধ রোগীর পক্ষে সংশোধন বা তৎকালোচিত অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। ৫৭। যথা—অপবাদভয়-বর্জ্জিত নির্দ্ধন, পরিচারকহীন, বৈদ্যাভিমানী, চণ্ডস্বভাব, অসূয়াকারী, অতিশয়, অধর্ম্মরুচি, অতিক্ষীণ-বলমাংসশোণিত, অসাধ্যরোগযুক্ত এবং মুমূর্ষু লক্ষণ বশিষ্ট; এই প্রকার রোগীকে চিকিৎসা করিলে ভিষক্ পাপী ও অযশা ব্যক্তির সংসর্গ প্রাপ্ত হন। ৫৮।

উপসংহার ও সূচী,—

যে দেশে জল ও বৃক্ষ অল্প, বায়ু প্রবল-বেগে বহিতে থাকে এবং প্রচুর আতপ; তাহাকে জাঙ্গলদেশ কহে। এরূপ দেশে রোগ অল্প হয়। [৫৯ ও ৬০ শ্লোক গঙ্গাধরে নাই। অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই বোধ হয়]। ৫৯। যে দেশে জল ও বৃক্ষ প্রচুর, বায়ু অল্প, আতপ দুর্লভ; যে দেশে মৃত্তিকার সৌন্দর্য্য নাই এবং যে দেশ অবহুদোষ (অর্থাৎ সমদোষ) ও সম, তাহাকে সাধারণ দেশ কহে। [সম-শব্দের অর্থ সম-বর্ষাশীত-গ্রীষ্ম]। ৬০। যে চিকিৎসার প্রথম বা চরম-ফল অশুভ, তাহা বুদ্ধিমান্‌দিগের কর্ত্তব্য নহে। [তদাত্ব শব্দের অর্থ তৎকাল, অনুবন্ধ শব্দের অর্থ উত্তর কাল]। ৬১। এই জন-

দেশোদ্ধংসস্য ভৈষজ্যং হেতুনাং মূলমেব চ ॥
প্রাক্চাস্য সমুৎপত্তিরায়ুষশ্চ ক্ষয়ক্রমঃ।
মরণং প্রতি ভূতানাং কালাকালবিনিশ্চয়ঃ ॥
যথা চাকালমরণং যথাযুক্তঞ্চ ভেষজম্।
সিদ্ধিং যাত্যৌষধং যেষাং ন কুর্য্যাদ্যেন হেতুনা
তদাগ্নিবেশায়াত্রেয়ো নিখিলং সর্ব্বমুক্তবান্।
দেশোদ্ধংসনিমিত্তীয়ে বিমানে মুনিসত্তমঃ ॥ ৬২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
বিমানস্থানে জনপদোদ্ধংসনীয়ং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিবিধরোগবিশেষবিজ্ঞানীয়ঃ।

অথাতস্ত্রিবিধরোগবিশেষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

ত্রিবিধং খলু রোগবিশেষজ্ঞানং ভবতি। তদ্যথা,—আপ্তোপদেশঃ, প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চেতি ॥ ২

তত্রাপ্তোপদেশো নাম আপ্তবচনম্। আপ্তা হ্যবিতর্কস্মৃতিবিভাগবিদো নিষ্প্রত্যুপতাপদর্শিনশ্চ। তেষামেবং গুণযোগাদ্ যদ্বচনং তৎ প্রমাণম্। অপ্রমাণং পুনর্ম্মত্তোন্মত্তমূর্খরক্তদুষ্টান্তঃকরণবচনমিতি ॥ ৩

প্রত্যক্ষন্তু খলু তৎ যৎ স্বয়মিন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসা চোপলভ্যতে। অনুমানং খলু তর্কো যুক্ত্যপেক্ষঃ ॥ ৪

ত্রিবিধেন খল্বনেন জ্ঞানসমুদয়েন পূর্ব্বং পরীক্ষ্য রোগং সর্ব্বথা সর্ব্বমেবোত্তরকালমধ্যবসানমদোষং ভবতি ॥ ৫

ন হি জ্ঞানাবয়বেন কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ত্রিবিধে ত্বস্মিন্ জ্ঞানসমুদায়ে পূর্ব্বমাপ্তোপদেশাৎ জ্ঞানং ততঃ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরীক্ষোপপদ্যতে। কিং হ্যনুপ-

---

দেশোদ্ধংসন সমুৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা, ক্ষয়ক্রম, মরণ সম্বন্ধে ভূতগণের কালাকাল বিনির্ণয়, যেরূপে অকালমরণ হয়, যথাযুক্ত ঔষধ, যাহাদের ঔষধ সফল হয় এবং যে কারণে যাহাদের ফলপ্রদ হয় না, তৎসমুদায় মুনিসত্তম আত্রেয় সম্যক্রূপে অগ্নিবেশকে বলিয়াছিলেন। ৬২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ত্রিবিধ-রোগ-বিশেষ-বিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন। ১। আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান; এই ত্রিবিধ উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন রোগের জ্ঞান হইয়া থাকে। ২। আপ্তোপদেশের অর্থ আপ্তবচন। আপ্তশব্দের অর্থ যথা;—ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহাদের যুক্তি ও স্মৃতির অভাব নাই এবং যাঁহারা অপক্ষপাতদর্শী, তাঁহারাই আপ্ত। তাঁহাদের এই সকল গুণ থাকাতেই তাঁহাদের বচন প্রামাণ্য। আর মত্ত, উন্মত্ত, মূর্খ, পক্ষপাতযুক্ত ও দুষ্টান্তঃকরণ ব্যক্তিদিগের বচন প্রামাণ্য নহে। [রক্ত-দুষ্টান্তঃকরণবচনং—এস্থলে গঙ্গাধর পাঠ "বক্তৃদৃষ্টাদৃষ্টবচনং"। অসঙ্গত]। ৩। ইন্দ্রিয় ও মনের একযোগে আপনা হইতে ব্যাধির যে উপলব্ধি হয়, তাহাই ব্যাধির প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অনুমান শব্দের অর্থ যুক্তিসাপেক্ষ তর্ক। ৪। এই ত্রিবিধ প্রকার জ্ঞানসমষ্টি দ্বারা রোগকে প্রথমতঃ সর্ব্বথা পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিলে উত্তরকালে অদোষ হইয়া থাকে। ৫। জ্ঞানাংশ দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানের একটি দ্বারা সমস্ত জ্ঞেয় রোগের জ্ঞান হয় না। এই ত্রিবিধ জ্ঞানসমষ্টির মধ্যে প্রথমতঃ আপ্তোপদেশ হইতে জ্ঞান হয়, পরে প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা পরীক্ষা নিষ্পন্ন হয়। যাহা পূর্ব্বে আপ্তোপদেশ দ্বারা জানা যায় নাই, তাহা

দিষ্টপূর্ব্বং প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরীক্ষ্যানাণো বিদ্যাৎ। তস্মাৎ দ্বিবিধা পরীক্ষা জ্ঞানবতাং প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চেতি॥ ত্রিবিধা বা সহোপদেশেন। তত্রেদমুপদিশন্তি বুদ্ধিমন্তো রোগমেকৈকমেবং প্রকোপনমেবং যোনিমেবমাত্মানমেবমধিষ্ঠানমেবংবেদনমেবং শব্দ-স্পর্শ রূপরস-গন্ধমেবমুপদ্রবমেবংবৃদ্ধিস্থানক্ষয় সমন্বিতমেব মুদর্কমেবং নামানমেবং যোগঃ বিদ্যাৎ। তস্মিন্নিয়ং প্রতীকারাপ্রবৃত্তিরথবা নিবৃত্তিরিত্যুপদেশজ্ জ্ঞায়তে॥ ৬

প্রত্যক্ষতস্তু খলু রোগতত্ত্বং বুভুৎসুঃ সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বানিন্দ্রিয়ার্থানাতুরশরীরগতান পরীক্ষেতান্যত্র রসজ্ঞানাৎ। তদ্যথা।—অন্ত্রকূজনং সন্ধিস্ফোটনমঙ্গুলীপর্ব্বণাঞ্চ স্বরবিশেষাংশ্চ যে চান্যেঽপি কেচিচ্ছরীরোপগতাঃ শব্দাঃ স্যুস্তান্ শ্রোত্রেণ পরীক্ষেত। বর্ণ সংস্থানপ্রমাণচ্ছায়া শরীরপ্রকৃতিবিকারৌ চক্ষুর্বৈষয়িকাণি চান্যানি যানি চ তানি চক্ষুষা পরীক্ষেত॥ ৭

রসন্তু খল্বাতুরশরীরগতমিন্দ্রিয়বৈষয়িকমপ্যনুমানাদেব গচ্ছেত্। নহ্যস্য প্রত্যক্ষেণ গ্রহণমুপপদ্যতে। তস্মাদাতুরপরিপ্রশ্নেনৈবাতুরমুখরসং বিদ্যাৎ। যূকাপসর্পণেন ত্বস্য শরীরবৈরস্যং মক্ষিকোপসর্পণেন শরীরমাধুর্য্যম্। লোহিতপিত্তসন্দেহে তু কিং ধারিলোহিতং লোহিতপিত্তং বেতি শ্বকাকভক্ষণাৎ ধারিলোহিতমভক্ষণাল্লোহিতপিত্তমিত্যনুমাতব্যম্। এবমন্যানপ্যাতুরশরীরগতান রসানুমিমীত। গন্ধাংস্তু খলু সর্ব্বশরীরগতানাতুরস্য প্রকৃতিবৈকারিকান ঘ্রাণেন পরীক্ষেত। স্পর্শঞ্চ পাণিনা প্রকৃতিবিকৃতিযুক্তমিতি প্রত্যক্ষতোঽনুমানৈকদেশতশ্চ পরীক্ষণমুক্তম্। ৮

প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা কিরূপে পরীক্ষা করা যাইতে পারে? অতএব আপ্তোপদেশ হইতে জ্ঞানলাভের পর পরীক্ষা, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই উপায়ে হয়। আপ্তোপদেশকে পরীক্ষার মধ্যে ধরিলে পরীক্ষা তিন প্রকার হয়। তন্মধ্যে আপ্তেরা এইরূপ উপদেশ দেন। প্রত্যেক রোগ এইরূপ, রোগের প্রকোপন এইরূপ, যোনি এইরূপ, স্বরূপ এইরূপ, অধিষ্ঠান এইরূপ, বেদনা এইরূপ, শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ এইরূপ, উপদ্রব এইরূপ, বৃদ্ধি ও সমভাব ও ক্ষয় এইরূপ, উত্তর কাল এইরূপ, নাম এইরূপ। এইরূপস্থলে চিকিৎসা করিতে নাই, এইরূপস্থলে চিকিৎসা করিবে, এ জ্ঞানও আপ্তোপদেশ হইতে হয়। ৬। রোগতত্ত্ব প্রত্যক্ষ জানিতে হইলে রোগীর সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়, কিন্তু রসজ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন, অন্ত্রকূজন, সন্ধিস্ফোটন, অঙ্গুলিপর্ব্বসমূহের স্ফোটন, স্বরের প্রভেদ এবং শরীরস্থ অন্যান্য শব্দ কর্ণ দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। বর্ণ, আকৃতি, প্রমাণ, কান্তি, শরীরের প্রকৃতি, বিকৃতি এবং এইরূপ অন্যান্য অবস্থা চক্ষুদ্বারা পরীক্ষা করা যায়। ৭। কিন্তু রোগীর শরীরগত রস ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইলেও তাহা অনুমান দ্বারাই জানিতে হয়। আর ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানও হয় না। অতএব রোগীকে প্রশ্ন দ্বারাই রোগীর মুখ-রস অবগত হইবে। শরীরে যূক (উকুন) চরিতে দেখিলে শরীরের বৈরস্য, ও মক্ষিকাপতন দেখিলে শরীরে মাধুরী অনুমান করিবে। ইহা রক্তপিত্তের রক্ত কি প্রকৃত জীবন রক্ত, এরূপ সন্দেহ হইলে কুকুর ও কাককে ভক্ষণ করিতে দিবে। তাহারা উহা পান করিলে প্রকৃত রক্ত এবং পান না করিলে রক্তপিত্তের রক্ত বলিয়া অনুমান করিবে। এইরূপে রোগীর শরীরগত অন্যান্য রসও পরীক্ষা করিবে। রোগীর সর্ব্বশরীরগত গন্ধ প্রকৃত কি বিকৃত, তাহা ঘ্রাণ দ্বারা পরীক্ষা করিবে। রোগীর স্পর্শ প্রকৃত কি বিকৃত, তাহা হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিবে। এইরূপে প্রত্যক্ষ ও আনুমানিক পরীক্ষাপ্রণালী উক্ত হইল। ৮।

ইমে তু খল্বন্যেঽপ্যেবমেব ভূয়োঽনুমানজ্ঞেয়া ভবন্তি ভাবাঃ। তদ্যথা;—অগ্নিং জরণশক্ত্যা, বলং ব্যায়ামশক্ত্যা, শ্রোত্রাদীন্ শব্দাদিগ্রহণেন, মনোঽর্থাব্যভিচারেণ, বিজ্ঞানং ব্যবসায়েন, রজঃ সঙ্গেন, মোহমবিজ্ঞানেন, ক্রোধমভিদ্রোহেণ, শোকং দৈন্যেন, হর্ষমামোদেন, প্রীতিং তোষেণ, ভয়ং বিষাদেন, ধৈর্য্যমবিষাদেন, বীর্য্যমুৎসাহেন, স্থানমবিভ্রমেণ, শ্রদ্ধামভিপ্রায়েণ, মেধাং গ্রহণেন, সংজ্ঞাং নামগ্রহণেন, স্মৃতিং স্মরণেন, হ্রিয়মপত্রপেণ, শীলমনুশীলনেন, দ্বেষং প্রতিষেধেন, উপাধিমনুবন্ধেন, ধৃতিমলৌল্যেন, বশ্যতাং বিধেয়তয়া, বয়োভক্তিসাত্ম্যব্যাধিসমুত্থানানি কালদেশোপশয়বেদনাবিশেষেণ, গূঢ়লিঙ্গং ব্যাধিমুপশয়ানুপশয়াভ্যাং, দোষপ্রমাণবিশেষমপচারবিশেষেণ, আয়ুষঃ ক্ষয়মরিষ্টৈরুপস্থিতশ্রেয়স্ত্বং কল্যাণাভিনিবেশেন, অমলং সত্ত্বমবিকারেণেতি। গ্রহণ্যাস্তু মৃদুদারুণত্বং দুঃস্বপ্নদর্শনমভিপ্রায়ং দ্বিষ্টেষ্টসুখদুঃখানি চাতুরপরিপ্রশ্নেনৈব বিদ্যাদিতি॥ ৯

ভবতি চাত্র।

আপ্ততশ্চোপদেশেন প্রত্যক্ষকরণেন চ।
অনুমানেন চ ব্যাধীন সম্যগ্বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ১০
সর্ব্বথা সর্ব্বমালোচ্য যথাসম্ভবমর্থবিৎ।
অথাধ্যবস্যেৎ তত্ত্বে চ কার্য্যে চ তদনন্তরম্॥
কার্য্যতত্ত্ববিশেষজ্ঞঃ প্রতিপত্তৌ ন মুহ্যতি।
অমূঢ়ঃ ফলমাপ্নোতি যদমোহনিমিত্তজম্॥ ১১
জ্ঞানবুদ্ধিপ্রদীপেন যো নাবিশতি তত্ত্ববিৎ।
আতুরস্যান্তরাত্মানং ন স রোগাংশ্চিকিৎসতি॥
সর্ব্বরোগবিশেষাণাং ত্রিবিধং জ্ঞানসংগ্রহম্।
যথা চোপদিশন্ত্যাপ্তাঃ প্রত্যক্ষং গৃহ্যতে যথা॥

এই সকল ও অন্যান্য বিষয় প্রায়ই অনুমান দ্বারা পরীক্ষা করা যায়; যথা;—পরিপাক-শক্তি দ্বারা অন্তরাগ্নি, পরিশ্রমশক্তি দ্বারা বল, শব্দাদিগ্রহণ দ্বারা কর্ণাদি, অর্থ-গ্রহণ দ্বারা মন, ব্যবসায় (অবিচলিত মনোযোগ) দ্বারা বিজ্ঞান, সঙ্গ দ্বারা রজোগুণ, অবিজ্ঞান দ্বারা মোহ, অভিদ্রোহ (পরপীড়ন প্রবৃত্তি) দ্বারা ক্রোধ, দীনতা দ্বারা শোক, আমোদ দ্বারা হর্ষ, তোষ দ্বারা প্রীতি, বিষাদ দ্বারা ভয়, অবিষাদ দ্বারা ধৈর্য্য, উৎসাহ দ্বারা বীর্য্য, অভ্রান্তি দ্বারা স্থিরতা, অভিপ্রায় দ্বারা শ্রদ্ধা, ধারণা দ্বারা মেধা, নামগ্রহণ দ্বারা চৈতন্য, স্মরণ দ্বারা স্মৃতি, সঙ্কোচভাব দ্বারা লজ্জা, বিনয় দ্বারা শীল, প্রত্যাখ্যান দ্বারা দ্বেষ, অনুবন্ধ দ্বারা উপাধি অর্থাৎ ছল (ছল থাকিলেই কথার শেষ না হইয়া অনুবন্ধ থাকিয়া যায়) নির্লোভতা দ্বারা ধৃতি, বিধেয়তা দ্বারা বশ্যতা এবং কাল-দেশ-উপশয় ও বেদনা দ্বারা যথাক্রমে বয়স, ভক্তি, সাত্ম্য এবং ব্যাধি ও নিদান অনুমান করা যায়। এইরূপ উপশয় ও অনুপশয় দ্বারা গূঢ়লিঙ্গ ব্যাধি, ভিন্ন ভিন্ন অপচার দ্বারা দোষের ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ, অরিষ্ট লক্ষণ দ্বারা আয়ুর ক্ষয়, শুভকর বিষয়ে মনোযোগ দ্বারা উপস্থিত মঙ্গলত্ব, অধিকার দ্বারা বিমল সত্ত্বগুণ অনুমান করা যায়। ৯। গ্রহণীর মৃদুতা বা কাঠিন্য দুঃস্বপ্নদর্শন, অভিপ্রায়, দ্বিষ্ট ও ইষ্টবস্তু, সুখ ও দুঃখ, এই সকল ব্যাপার রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে। উপসংহার ও সূচী,—আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষকরণ ও অনুমান দ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তি সম্যক্-রূপে ব্যাধিসমূহ অবগত হইবেন। ১০। পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকার আলোচনা করিয়া যথাসম্ভব কারণ ও কার্য্যে অবধান করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন কারণ ও কার্য্যের জ্ঞান থাকিলে সিদ্ধান্ত স্থির করিবার সময় মুগ্ধ হইতে হয় না। অমুগ্ধ ব্যক্তিই যথার্থ ফললাভে সমর্থ হন। ১১। যিনি জ্ঞানবুদ্ধিরূপ প্রদীপ দ্বারা রোগীর অন্তঃশরীরে প্রবেশ করিতে না পারেন; তিনি রোগের চিকিৎসায় সমর্থ হন না। ১২। এই ত্রিবিধ রোগবিশেষবিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে উদারধী

যে যথা চানুমানেন জ্ঞেয়াস্তাংশ্চাপ্যুদাহরৎ।
ভাবাংস্ত্রিরোগবিজ্ঞানে বিমানে মুনি-
রুক্তবান্॥ ১৩

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
ত্রিবিধরোগবিশেষবিজ্ঞানীয়ং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

স্রোতোবিমানম্।

অথাতঃ স্রোতোবিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

যাবন্তঃ পুরুষে মূর্ত্তিমন্তো ভাববিশেষা-স্তাবন্ত এবাস্মিন স্রোতসাং প্রকারবিশেষাঃ, সর্ব্বে ভাবা হি পুরুষে নান্তরেণ স্রোতাংস্যভি-নির্ব্বর্ত্তন্তে ক্ষয়ং বা ন গচ্ছন্তি। স্রোতাংসি খলু পরিণামমাপদ্যমানানাং ধাতূনামভি-বাহীনি ভবন্তি অয়নার্থেনাপি চৈকে স্রোতসা-মেব সমুদায়ং পুরুষমিচ্ছন্তি সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্ব-সরত্বাচ্চ দোষপ্রকোপনপ্রশমনানাং, নত্বে-তদেবং যস্য স হি পুরুষঃ স্রোতাংসি যচ্চ বহন্তি যচ্চাবহন্তি যত্র চাবস্থিতানি সর্ব্বং তদন্যৎ তেভ্যঃ॥ ২

অতিবহুত্বাৎ তু খলু কেচিদপরিসংখ্যে-য়ানি আচক্ষতে স্রোতাংসি পরিসংখ্যেয়ানি পুনরন্যে, তেষাং স্রোতসাং যথাস্থানং কতি-চিৎ প্রকারান্ মূলতশ্চ প্রকোপবিজ্ঞানতশ্চানু-ব্যাখ্যাস্যামঃ, যে ভবিষ্যন্ত্যলমনুক্তার্থজ্ঞান-বতে বিজ্ঞানায় চাজ্ঞানাং, তদ্যথা;—প্রাণো-দকান্নরস-রুধির-মাংসমেদোঽস্থি মজ্জশুক্র-মূত্র-পুরীষ-স্বেদবহানি বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং পুনঃ সর্ব্ব-শরীরচরাণাং সর্ব্বস্রোতাংসি অয়নভূতানি॥ ৩

আত্রেয় মুনি সর্ব্বরোগের ত্রিবিধ জ্ঞান, আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান উপদেশ দিয়াছেন। ১৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা স্রোতোবিমান ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। শরীরের মধ্যে শিরা কোষ্ঠ মজ্জা মাংস প্রভৃতি যাহা স্থূল পদার্থ আছে, সে সমস্তই স্রোতের প্রকার ভেদ মাত্র। আবার শরী-রস্থ সমস্ত পদার্থ স্রোত ব্যতিরেকে উৎপন্ন বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। আর ধাতু সকল পরিণত হইলে স্রোতঃসমূহই তাহাদিগকে যথাস্থানে বহন করিয়া থাকে। কেহ কেহ স্রোতঃশব্দে অয়নার্থ (গত্যর্থ) বুঝিয়া থাকেন। আবার স্রোতঃ সকল সর্ব্বগত এবং দোষপ্রকোপক ও দোষপ্রশমন আহার রসসমূহের সর্ব্বত্র সঞ্চা-রণকারী বলিয়া কেহ কেহ স্রোতঃসমষ্টিকেই পুরুষ কহিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। স্রোতঃসমষ্টি পুরুষ নহে। স্রোতঃ-সমষ্টি যাহার অধিকৃত, সেই পুরুষ; আধার ও আধেয় এক বস্তু হইতে পারে না। স্রোতঃ সকল পুরুষের অধিকৃত এবং পুরুষে অবস্থিত, অতএব পুরুষ ও স্রোতঃ ভিন্ন। আর স্রোতঃসকল যাহা বহন বা আবহন করে, তাহাও স্রোতঃ হইতে ভিন্ন পদার্থ। ২। কেহ কেহ বলেন যে, স্রোতঃ অসংখ্য; অন্যেরা বলেন যে সংখ্যেয়। যাহা হউক, আমরা কয়েক প্রকার স্রোতঃ, উহাদের মূল ও উহা-দের প্রকোপের বিজ্ঞান নিম্নে ব্যাখ্যা করি-তেছি। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ঐ সকল স্রোতের বিষয় অবগত হইলে অনুক্ত স্রোতঃসমূহও জ্ঞান বিস্তার দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারিবেন এবং অজ্ঞদিগের ইহাতেই যথেষ্ট শিক্ষা হইতে পারিবে। স্রোতঃসমূহ যথা,—প্রাণবাহী, উদকবাহী, অন্নবাহী, রসবাহী, রক্তবাহী, মাংস-বাহী, মেদোবাহী, অস্থিবাহী, মজ্জাবাহী, শুক্র-বাহী, মূত্রবাহী, পুরীষবাহী এবং স্বেদবাহী। আর সর্ব্বশরীরচারী বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মার স্রো-

কূপাশ্চ; প্রদুষ্টানাং ত্বেষামিদং বিজ্ঞানম্, অস্বেদনমতিস্বেদনং পারুষ্যমতিশ্লক্ষ্ণতাং পরিদাহং লোমহর্ষঞ্চ দৃষ্ট্বা স্বেদবহান্যস্য স্রোতাংসি প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ ॥ ১০

স্রোতাংসি শিরা ধমন্যো রসবাহিন্যো নাড্যঃ পন্থানো মার্গাঃ শরীরচ্ছিদ্রাণি সংবৃতাসংবৃতানি স্থানানি আশয়াঃ আলয়া নিকেতনাশ্চেতি শরীরধাত্ববকাশানাং লক্ষ্যালক্ষ্যাণাং নামানি ॥ ১১

তেষাং প্রকোপাৎ স্থানস্থাশ্চৈব মার্গগাশ্চৈব শরীরধাতবঃ প্রকোপমাপদ্যন্তে ॥ ১২

ইতরেষাং বা প্রকোপাদিতরাণি চ ॥ ১৩

স্রোতাংসি স্রোতাংস্যেব ধাতবশ্চ ধাতূন্ প্রদূষয়ন্তি ॥ ১৪

প্রদুষ্টাস্তেষাং সর্ব্বেষামেব বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো দুষ্টা দূষয়িতারো ভবন্তি দোষস্বভাবাদিতি ॥ ১৫

ভবতি চাত্র।

ক্ষয়াৎ সন্ধারণাদ্রৌক্ষ্যাদ্ব্যায়ামাৎ ক্ষুধিতস্য চ।
প্রাণবাহীনি দুষ্যন্তি স্রোতাংস্যন্যৈশ্চ দারুণৈঃ ॥ ১৬
ঔষ্ণ্যাদামাদ্ভয়াৎ পানাদতিশুষ্কান্নসেবনাৎ।
অম্বুবাহীনি দুষ্যন্তি তৃষ্ণায়াশ্চাতিপীড়নাৎ ॥ ১৭
অতিমাত্রস্য চাকালে চাহিতস্য চ ভোজনাৎ।
অন্নবাহীনি দুষ্যন্তি বৈগুণ্যাৎ পাবকস্য চ ॥ ১৮
গুরুশীতমতিস্নিগ্ধমতিমাত্রনিষেবণাৎ।
রসবাহীনি দুষ্যন্তি চিন্ত্যানাঞ্চাতিচিন্তনাৎ ॥ ১৯
বিদাহীন্যন্নপানানি স্নিগ্ধোষ্ণানি দ্রবাণি চ।
রক্তবাহীনি দুষ্যন্তি ভজতাঞ্চাতপানলৌ ॥ ২০
অভিষ্যন্দীনি ভোজ্যানি স্থূলানি চ গুরূণি চ।
মাংসবাহীনি দুষ্যন্তি ভুক্ত্বা চ স্বপতো দিবা ॥ ২১
অব্যায়ামাদ্দিবাস্বপ্নান্মেধ্যানাঞ্চাতিভক্ষণাৎ।

ও লোমকূপ। ইহারা দূষিত হইলে অস্বেদ, অতিস্বেদ, পরুষতা বা অতিশ্লক্ষ্ণতা, পরিদাহ লোমহর্ষ হইয়া থাকে। ১০। শরীরধাতু সমূহের দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত অবকাশই স্রোতঃ, শিরা, ধমনী, রসবাহিনী নাড়ীসমূহ, পথসমূহ, মার্গসমূহ, শরীরের সংবৃত ও অসংবৃত ছিদ্রসমূহ, আশয়সমূহ, আলয় ও নিকেতন; এই সকল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১১। উহাদিগের প্রকোপ হইলে স্থানস্থ ও মার্গগ উভয় প্রকার শরীরধাতুই প্রকুপিত হয়। ১২। এইরূপ মলবাহী প্রভৃতি অন্যান্য স্রোতঃ দূষিত হইলে মল প্রভৃতি অন্যান্যেরও দূষিত হয়। ১৩। আবার স্রোতঃ সকল দূষিত হইলে অন্যান্য স্রোতঃও দূষিত করে। এইরূপ এক ধাতু দূষিত হইলে অপর ধাতু দূষিত হয়। ১৪। আর বাত পিত্ত শ্লেষ্মা প্রদুষ্ট হইলে দোষস্বভাবপ্রযুক্ত স্রোতঃ প্রভৃতি তাবৎকেই দূষিত করিয়া থাকে। ১৫। এই সকল কথাই পুনর্ব্বার পদ্যে বলা হইতেছে। [১৬ হইতে ২৮ পর্য্যন্ত শ্লোকের একটী অলঙ্কার এই যে, প্রতিদুষ্যন্তি পদের শেষেই একটী করিয়া কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রক্রম রক্ষা করা হইয়াছে]। ক্ষয়, বেগধারণ, রুক্ষতা, পরিশ্রম ও ক্ষুধা বশতঃ ও অন্যান্য দারুণ কারণে প্রাণবাহী স্রোতঃ সকল দূষিত হয়। ১৬। উষ্ণতা, আম, ভয়, অত্যন্ত পান, অতিশুষ্কান্ন সেবন ও তৃষ্ণার অতি নিরোধ হেতু জলবাহী স্রোতঃ সকল দূষিত হয়। ১৭। অতিমাত্রভোজন, অকালে ভোজন, অহিতভোজন ও অগ্নিবৈগুণ্যবশতঃ অন্নবাহী স্রোতঃসমূহ দূষিত হয়। ১৮। গুরু, শীত, অতিস্নিগ্ধ ও অতিমাত্রভোজন এবং অতিচিন্তা দ্বারা রসবাহী স্রোতঃসকল দূষিত হয়। ১৯। বিদাহী, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও দ্রব অন্নপান সেবন করিলে এবং আতপ ও অনলসেবন করিলে রক্তবাহী স্রোতঃ সকল দূষিত হয়। ২০। অভিষ্যন্দী, স্থূল ও গুরু বস্তু সকল ভক্ষণ করিলে কিংবা ভোজন করিয়া দিবানিদ্রা গেলে মাংসবাহী স্রোতঃসকল দূষিত হয়। ২১। অব্যায়াম, দিবানিদ্রা ও

মেদোবাহীনি দুষ্যন্তি বারুণ্যাশ্চাতিসেবনাৎ ॥
ব্যায়ামাদতিসংক্ষোভাদস্থ্নামতি চ ভক্ষণাৎ।
অস্থিবাহীনি দুষ্যন্তি বাতলানাঞ্চ সেবনাৎ ॥ ২৩
উৎপেষাদত্যভিষ্যন্দাদাভিঘাতাৎ প্রপীড়নাৎ
মজ্জবাহীনি দুষ্যন্তি বিরুদ্ধানাঞ্চ সেবনাৎ ॥ ২৪
অকালযোনিগমনান্নিগ্রহাদতিমৈথুনাৎ।
শুক্রবাহীণি দুষ্যন্তি শস্ত্রক্ষারাগ্নিভিস্তথা ॥ ২৫
মূত্রিতোদকভক্ষস্ত্রীসেবনান্মূত্রনিগ্রহাৎ।
মূত্রবাহীনি দুষ্যন্তি ক্ষীণস্যাথ কৃশস্য চ ॥ ২৬
বিধারণাদত্যশনাদজীর্ণাধ্যশনাৎ তথা।
বর্চ্চোবহানি দুষ্যন্তি দুর্ব্বলাগ্নেঃ কৃশস্য চ ॥ ২৭
ব্যায়ামাদতিসন্তাপাৎ শীতোষ্ণক্রমসেবনাৎ।
স্বেদবাহীনি দুষ্যন্তি ক্রোধশোকভয়ৈস্তথা ॥ ২৮
আহারশ্চ বিহারশ্চ যঃ স্যাদ্দোষগুণৈঃ সমঃ।
ধাতুভির্বিগুণশ্চাপি স্রোতসাং স প্রদূষকঃ ॥২৯

অতিপ্রবৃত্তিঃ সঙ্গো বা শিরাণাং গ্রন্থয়োঽপি বা
বিমার্গগমনং বাপি স্রোতসাং দুষ্টলক্ষণম্ ॥ ৩০
স্বধাতুসমবর্ণানি বৃত্তস্থূলান্যণূনি চ।
স্রোতাংসি দীর্ঘাণ্যাকৃত্যা প্রতানসদৃশানি চ ॥
প্রাণোদকান্নবাহানাং দুষ্টানাং শ্বাসিকী ক্রিয়া।
কার্য্যা তৃষ্ণোপশমনী তথৈবামপ্রদোষিকী ॥ ৩২
বিবিধাশিতপীতীয়ে রসাদীনাং যদৌষধম্।
দূষিতস্রোতসাং কুর্য্যাৎ তদ্‌যথাস্বমুপক্রমম্ ॥ ৩৩
মূত্রবিট্‌স্বেদবাহানাং চিকিৎসা মৌত্রকৃচ্ছ্রিকী।
তথাতিসারিকী কার্য্যা তথা জ্বরচিকিৎসিকী
ইতি ॥ ৩৪

তত্র শ্লোকাঃ।

ত্রয়োদশানাং মূলানি স্রোতসাং দুষ্টলক্ষণম্।
সামান্যং নাম পর্য্যায়াঃ কোপনানি পরস্পরম্ ॥
দোষহেতুঃ পৃথক্‌ত্বেন ভেষজোদ্দেশ এব চ।

মেদো বস্তুর অতিসেবন ও অতিরিক্ত বারুণী সেবনহেতু মেদোবাহী স্রোতঃসকল দূষিত হয়।২২। অতিব্যায়াম, অতিসংক্ষোভ ও অতিশয় অস্থিভক্ষণ এবং বাতল দ্রব্য সেবন-হেতু অস্থিবাহী স্রোতঃসকল কুপিত হয়।২৩ উৎপেষণ, অভিষ্যন্দ, অভিঘাত, প্রপীড়ন এবং বিরুদ্ধ ভোজনহেতু মজ্জবহা স্রোতঃ-সকল দূষিত হয়। অকালে শয়ন, অযোনি-গমন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও অতি-মৈথুন হেতু এবং শস্ত্র ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্মের দোষ হেতু শুক্রবাহী স্রোতঃসকল দূষিত হয়।২৫। অতিশয় মূত্র ও উদকপান করিলে, অতিশয় স্ত্রীসেবন করিলে, মূত্রনিগ্রহ করিলে এবং ক্ষীণ ও কৃশ হইলে মূত্রবাহী স্রোতঃসকল দূষিত হয়।২৬। বেগধারণ, অতিভোজন ও অজীর্ণভোজন হেতু এবং মন্দাগ্নি ও কৃশ হইলে পুরীষবাহী স্রোতঃসকল দূষিত হয়। ২৭। পরিশ্রম, অতি সন্তাপ, অনিয়মে শীতোষ্ণ সেবন এবং ক্রোধ, শোক ও ভয়হেতু স্বেদবাহী স্রোতঃসকল দূষিত হয়।২৮। যে আহার ও বিহার বায়ুপিত্ত-কফের সহিত সমানগুণ, তাহা স্রোতঃদিগকে দূষিত করে। আর যে আহার ও বিহার ধাতুদিগের অসমানগুণ, তাহাও স্রোতঃ-দিগকে দূষিত করে। ২৯। মলসমূহের অতি-প্রবৃত্তি বা রোধ, শিরাগত গ্রন্থি ও অমার্গে গতি, এই সকল স্রোতঃসমূহের দুষ্ট লক্ষণ। ৩০। স্রোতঃ সকল স্ব স্ব ধাতুর সমানবর্ণ হয়, বৃত্তাকার, স্থূলাকার বা সূক্ষ্মাকার হয়। আকারে দীর্ঘ ও লতাবৎ হইয়া থাকে। ৩১। প্রাণবাহী, জলবাহী ও অন্নবাহী স্রোতঃ সকল দূষিত হইলে শ্বাসের অনুকূল চিকিৎসা, তৃষ্ণা-নাশিনী চিকিৎসা ও আমনাশিনী চিকিৎসা আবশ্যক।৩২। বিবিধাশিতপীতীয় অধ্যায়ে রস প্রভৃতির যে ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, রসাদিবহ স্রোতঃ সকল দুষ্ট হইলে যথাক্রমে সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে।৩৩। মূত্র, বিষ্ঠা ও স্বেদবাহী স্রোতঃ সকল দুষ্ট হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিসার ও জ্বরের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।৩৪।

এই অধ্যায়ের সূচী যথা—

এই স্রোতোবিমান অধ্যায়ে ত্রয়োদশ স্রোতের মূল, দুষ্ট লক্ষণ, সামান্য, নাম, পর্য্যায়, পরস্পর কোপন, পৃথক্ পৃথক্ দোষের হেতু,

স্রোতোবিমানে নির্দ্দিষ্টস্তথা চৈকো বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৫

কেবলং বিহিতং যস্য শরীরং সর্ব্বভাবতঃ।
শরীরাঃ সর্ব্বরোগাশ্চ স কর্ম্মসু ন মুহ্যতি ॥ ৩৬

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
বিমানস্থানে স্রো
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

রোগানীকম্।

অথাতো রোগানীকং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

দ্বে রোগানীকে ভবতঃ প্রভাবভেদেন সাধ্যঞ্চাসাধ্যঞ্চ, দ্বে রোগানীকে বলভেদেন মৃদু চ দারুণঞ্চ, দ্বে রোগানীকে অধিষ্ঠানভেদেন মনোঽধিষ্ঠানং শরীরাধিষ্ঠানঞ্চ, দ্বে রোগানীকে নিমিত্তভেদেন স্বধাতুবৈষম্যনিমিত্তমাগন্তুনিমিত্তঞ্চ, দ্বে রোগানীকে আশয়ভেদেন আমাশয়সমুত্থঞ্চ পক্বাশয়সমুত্থঞ্চ ॥ ২

এবমেতৎ প্রভাববলাধিষ্ঠাননিমিত্তাশয়দ্বৈধং সমস্তভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ ভিদ্যমানমথবা সন্ধীয়মানং স্যাদেকত্বং বা বহুত্বং বা, একত্বং তাবদেকমেব রোগানীকং দুঃখসামান্যাৎ, বহুত্বন্তু দশ রোগানীকানি প্রভাবভেদাদীনি, বহুত্বমপি সংখ্যেয়ং বা স্যাদসংখ্যেয়ং, সংখ্যেয়ং যথোক্তম্ অষ্টৌদরীয়ে অসংখ্যেয়ং যথা মহতি রোগাধ্যায়ে রুগ্‌বর্ণসমুত্থানাদীনামসংখ্যেয়ত্বাৎ ॥ ৩

ন চ সংখ্যেয়াগ্রেষু ভেদপ্রকৃত্যন্তরীয়েষু বিগীতাভিধায়িতো ন দোষবতী স্যাদত্র কাচিৎ প্রতিজ্ঞা, ন চাবিগীতাভিধায়িতঃ স্যাদদোষবৎ, ভেত্তা হি ভেদমন্যথাভিনত্ত্যন্যথা পুরস্তাদ্ভিন্নং, ভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ ভিন্দন্ ভেদসংখ্যা বিশেষ-

পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ এবং প্রথমেই স্রোতের মীমাংসা করা হইয়াছে। ৩৫। যাহার শরীর সম্যক্ প্রকারে বিহিত এবং যাহার সমস্ত রোগই শারীর অর্থাৎ মনের সহিত সংসৃষ্ট নহে, তাহাকে চিকিৎসাকালে হতবুদ্ধি হইতে হয় না। ৩৬।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনন্তর আমরা রোগানীকবিমান অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন। ১। প্রভাবভেদে রোগ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা,—সাধ্য ও অসাধ্য। বলভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা;—মৃদু ও দারুণ। অধিষ্ঠানভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা;—মনোধিষ্ঠান ও শরীরাধিষ্ঠান। নিমিত্তভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা,—স্বধাতু-বৈষম্য-নিমিত্ত ও আগন্তু-নিমিত্ত। আশয়ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—আমাশয়সমুত্থ ও পক্বাশয়সমুত্থ। ২। এইরূপে ইহা প্রভাব, বল, অধিষ্ঠান, নিমিত্ত ও আশয়ভেদে দুই দুই প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইল। নিদান ও প্রকৃতিভেদে রোগ সকল ভিন্ন ভিন্ন বা সংহত হইয়া থাকে। রোগের একত্ব বা বহুত্ব হইয়া থাকে। দুঃখজনকত্ব হেতু রোগ এক। আবার রোগ বহুও বটে, কারণ প্রভাবাদিভেদে উহা দশশ্রেণী এবং বহুত্বস্থলে ইহার সংখ্যেয়তা বা অসংখ্যেয়তা আছে। তন্মধ্যে অষ্টৌদরীয় অধ্যায়ে রোগের সংখ্যা ও মহারোগাধ্যায়ে অসংখ্যেয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদনা, বর্ণ, নিদান প্রভৃতি ভেদেই রোগ এইরূপ অসংখ্য হইয়া থাকে। ৩। রোগ একদা সংখ্যেয় ও অসংখ্যেয় বলাতে বিরোধ হইতে পারে না; কারণ যেরূপ ভেদে সংখ্যেয় ও যেরূপ ভেদে অসংখ্যেয়, তাহা বলা হইয়াছে। ভেদকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে এক বস্তুকে এক প্রকারে ভেদ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য প্রকারে বিভাগ করিতে

মাপাদয়ত্যনেকধা ন চ পূর্ব্বং ভেদাগ্রমুপহন্তি ॥ ৪ ॥

সমানায়ামপি খলু ভেদপ্রকৃতৌ প্রকৃতানুপযোগান্তরমপেক্ষ্য সন্তি হ্যর্থান্তরাণি সমানশব্দাভিহিতানি। সমানো হি রোগশব্দো দোষেষু ব্যাধিষু চ বর্ত্ততে। দোষা অপি রোগশব্দমাতঙ্কশব্দং যক্ষ্মশব্দং দোষপ্রকৃতিশব্দং বিকারশব্দঞ্চ লভন্তে। তত্র দোষেষু চৈব ব্যাধিষু চ রোগশব্দঃ সমানঃ শেষেষু তু বিশেষবান্ ॥ ৫ ॥

তত্র ব্যাধয়োঽপরিসংখ্যেয়া ভবন্ত্যতিবহুত্বাদ্দোষাস্তু পরিসংখ্যেয়া অনতিবহুত্বাৎ, তস্মাদ্‌যথোচিতম্ বিকারা উদাহরণার্থম্ অনবশেষেণ চ দোষা ব্যাখ্যাস্যন্তে ॥ ৬ ॥

রজস্তমশ্চ মানসৌ দোষৌ, তয়োর্বিকারাঃ কামক্রোধলোভমোহের্ষ্যামানমদশোকচিত্তোদ্বেগ-ভয়হর্ষাদয়ঃ ॥ ৭ ॥

বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্তু শারীরা দোষাস্তেষামপি চ বিকারাঃ জ্বরাতীসারশোফশোষমেহকুষ্ঠাদয় ইতি ॥ ৮ ॥

দোষাশ্চ কেবলা ব্যাখ্যাতাঃ, বিকারৈকদেশশ্চ ॥ ৯

তত্র তু খল্বেষাং দ্বয়ানামপি দোষাণাং ত্রিবিধং প্রকোপনমসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি। প্রকুপিতাস্তু প্রকোপনবিশেষাৎ দ্রব্যবিশেষাচ্চ বিকারবিশেষানভিনির্বর্ত্তয়ন্তি। অপরিসংখ্যেয়াস্তে বিকারাঃ পরস্পরমনুবর্ত্তমানাঃ কদাচিদনুবধ্নন্তি কামাদয়ো জ্বরাদয়শ্চ। নিয়তস্ত্বনুবন্ধো রজস্তমসোঃ পরস্পরং ন হ্যরজস্কস্তমঃ ॥ ১০

শারীরদোষাণামেকাধিষ্ঠানানা

পারেন। পূর্ব্বভেদের হানি না করিয়া কারণান্তর বশতঃ পুনশ্চ সংখ্যাভেদ করিতে পারা যায়। ৪। পূর্ব্বোক্ত স্থলে ভেদের কারণ অসমান। আবার ভেদের কারণ সমান হইলেও কোন কোন স্থলে প্রয়োগান্তর অপেক্ষা করিতে হয়। অনেক বস্তু আছে, তাহারা সমান নামে অভিহিত হয় অথচ তাহাদের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। একই রোগশব্দে দোষ ও ব্যাধি উভয়েই বুঝায়। আবার দোষ সকলও রোগ, আতঙ্ক, যক্ষ্মা, দোষপ্রকৃতি ও বিকার নাম প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে রোগশব্দ দোষ ও ব্যাধিতে সমান এবং অবশিষ্ট গুলিতে অসমান হয়। ৫। তন্মধ্যে রোগ সকল অতিবহু বলিয়া অসংখ্য এবং দোষ সকল অনতিবহু বলিয়া সংখ্যেয় হয় অর্থাৎ অসংখ্য শব্দের অর্থ অতিবহু এবং সংখ্যেয় শব্দের অর্থ অনতিবহু। এক্ষণে উদাহরণার্থ সম্যক্‌রূপে রোগ ও দোষদিগকে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ৬। রজঃ ও তমঃ এই দুইটী মানস দোষ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, অভিমান, মদ, শোক, চিত্তোদ্বেগ, ভয়, হর্ষ, প্রভৃতি ঐ দুই গুণের বিকার। ৭। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা শারীর দোষ। জ্বর, অতিসার, শোফ, শোষ, মেহ, কুষ্ঠ প্রভৃতি উহাদেরই বিকৃতি। ৮। এস্থলে কেবল দোষ সকল ব্যাখ্যাত হইল। বিকৃতিসমূহের একদেশও প্রদর্শিত হইল। ৯। শারীর ও মানস দুই প্রকার দোষেরই তিন প্রকার প্রকোপন হেতু আছে, যথা—অসাত্ম্য বিষয়সম্ভোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও কাল। ভিন্ন ভিন্ন প্রকোপন হেতু ও দ্রব্য বশতঃ প্রকুপিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপাদন করে। ঐ সকল বিকার অসংখ্য। উহারা পরস্পরের অনুবর্ত্তন করে। কখন বা পরস্পরের অনুবন্ধী হয়। এই সকল বিকার যথা,—কামাদি ও জ্বরাদি। রজঃ ও তমোগুণ নিয়তই পরস্পর অনুবন্ধী; কারণ তমোগুণ রজোবিহীন থাকে না। ১০। শারীর দোষসমূহের অধিষ্ঠান এক বলিয়া প্রায়ই উহাদের সন্নিপাত ও সংসর্গ হইয়া থাকে [পাছে আপত্তি হয় যে, শীতগুণযুক্ত বায়ুর সহিত উষ্ণগুণযুক্ত পিত্তের কিরূপে সংসর্গ বা মিলন হইতে পারে? সেই জন্যই সঙ্কেতে বলা হইতেছে যে, পিত্তপ্রকোপবশতঃ বায়ুর

পাতসংসর্গা বা সমানগুণত্বাদ্দোষা হি দূষণৈঃ সমানাঃ॥ ১১

তত্রানুবন্ধ্যানুবন্ধবিশেষঃ, স্বতন্ত্রো ব্যক্তলিঙ্গো যথোক্তসমুত্থানপ্রশমো ভবত্যনুবন্ধ্যস্তদ্বিপরীতলক্ষণোঽনুবন্ধঃ॥ ১২

অনুবন্ধ্যলক্ষণসমন্বিতাস্তত্র যদি দোষা ভবন্তি তত্রিকং সন্নিপাতমাচক্ষতে দ্বয়ং বা সংসর্গম্। অনুবন্ধ্যানুবন্ধবিশেষকৃতস্তু বহুবিধো ভেদঃ। এবমেব সংজ্ঞাপ্রকৃতো ভিষজাং দোষেষু চ ব্যাধিষু চ নানাপ্রকৃতিবিশেষব্যূহঃ॥ ১৩

প্রকোপ হইলে সে স্থলে পিত্তের দূষণত্ব হইতেছে। অথচ পূর্ব্বেই মীমাংসা করা হইয়াছে, যে কোন দ্রব্য কোন দোষের সহিত সমানগুণ না হইলে সে দ্রব্য সে দোষের দূষণ হইতে পারে না। অতএব পিত্ত বায়ুর দূষণ হইলে পিত্তকে সে স্থলে বায়ুর সমানগুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ সমান গুণত্ব হেতু দোষ ও দূষণ হেতু সকল সমান। ১১। অনুবন্ধ্য ও অনুবন্ধের বিশেষ এই যে, অনুবন্ধ্য স্বতন্ত্র ও ব্যক্তলিঙ্গ হয় এবং উহার সমুত্থান ও প্রশম যথোক্তরূপ হয়। অনুবন্ধ পরতন্ত্র ও অব্যক্তলিঙ্গ হয় এবং উহার কারণ ও শান্তির নিয়ম থাকে না অর্থাৎ বায়ু অনুবন্ধ্য ও পিত্ত অনুবন্ধ থাকিলে সে স্থলে বায়ুর লক্ষণাদি স্পষ্ট থাকে। পিত্তের সেরূপ থাকে না। যথা—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বরে দোষ মাত্রেরই অনুবন্ধ থাকে অথচ সে সে স্থলে বাত, পিত্ত বা শ্লেষ্মার লক্ষণই স্পষ্টীভূত হয়। ১২। যদি দোষ সকল অনুবন্ধ্যলক্ষণযুক্ত হয়, অর্থাৎ যদি মিলিত দোষদিগের প্রত্যেকেরই লক্ষণাদি স্পষ্ট থাকে, তবে দোষত্রয়কে সন্নিপাত এবং দোষদ্বয়কে সংসর্গ কহে। এইরূপে অনুবন্ধ্যানুবন্ধ ভেদে বহুবিধ ভেদ হইয়া থাকে। এইরূপে ভিষক্ প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং দোষ ও ব্যাধিদিগের নানা প্রকৃতি-ভেদে ব্যাধি সকল নির্ণীত হয়। ১৩।

অগ্নিষু তু শারীরেষু চতুর্ব্বিধো বিশেষো বলভেদেন। তদ্যথা,—তীক্ষ্ণো মন্দঃ সমো বিষম ইতি। তত্র তীক্ষ্ণোঽগ্নিঃ সর্ব্বাপচারসহস্তদ্বিপরীতলক্ষণো মন্দঃ। সমস্তু খল্বপচারতো বিকৃতিমাপদ্যতে নাপচারতঃ প্রকৃতাববতিষ্ঠতে। সমলক্ষণবিপরীতলক্ষণস্তু বিষম ইত্যেতে চতুর্ব্বিধা অগ্নয়শ্চতুর্ব্বিধানামেব পুরুষাণাম্॥ ১৪

তত্র সমবাতপিত্তশ্লেষ্মণাং প্রকৃতিস্থানাং সমা ভবন্ত্যগ্নয়ঃ। বাতলানান্তু বাতাভিভূতেঽগ্ন্যধিষ্ঠানে বিষমা ভবন্ত্যগ্নয়ঃ। তত্র কেচিদাহুর্ন সমবাতপিত্তশ্লেষ্মাণো জন্তবঃ সন্তি বিষমাহারোপযোগিত্বান্মনুষ্যাণাং, তস্মাচ্চ কেচিৎ বাতপ্রকৃতয়ঃ কেচিৎ পিত্তপ্রকৃতয়ঃ কেচিৎ পুনঃ শ্লেষ্মপ্রকৃতয়ো ভবন্তীতি। তচ্চানুপপন্নং কস্মাৎ কারণাৎ সমবাতপিত্তশ্লেষ্মাণং হ্যরোগমিচ্ছন্তি ভিষজঃ। প্রকৃতি-

বলভেদে শারীর অগ্নির চারি প্রকার ভেদ হয়, যথা;—তীক্ষ্ণ, মন্দ, সম, বিষম। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ অগ্নি সর্ব্ব প্রকার অপচার সহ্য করে। মন্দাগ্নি তাহার বিপরীত লক্ষণ। যাহা অপচার করিলে বিকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং অপচার না করিলে প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহাকে সম-অগ্নি কহে। সম-লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ হইলে তাহাকে বিষম অগ্নি কহে। এইরূপে চতুর্ব্বিধ পুরুষের চতুর্ব্বিধ অগ্নি নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৪। তন্মধ্যে সমবাতপিত্তশ্লেষ্মা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের অগ্নি সম হইয়া থাকে। বাতল প্রকৃতি পুরুষদিগের অগ্নিস্থান বাতকর্ত্তৃক অভিভূত হইলে অগ্নি বিষম হয়। এই স্থলে কেহ কেহ কহেন যে, সমবাতপিত্তশ্লেষ্মা এরূপ লোক নাই, কারণ মনুষ্যেরা বিষমাহার করিয়া থাকে। সেই কেহ বাত প্রকৃতি, কেহ পিত্ত-প্রকৃতি, কেহ শ্লেষ্ম-প্রকৃতি হয়। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। যেহেতু বৈদ্যেরা সমবাত-পিত্তশ্লেষ্মা ব্যক্তিকেই অরোগ কহিয়া থাকেন।

প্লবনপরিসরণজাগরণানি যুদ্ধব্যবায়ব্যায়ামো-ন্মর্দনস্নানোৎসাদনানি বিশেষতস্তীক্ষ্ণানাং দীর্ঘ-কালস্থিতানাং মদ্যানামুপযোগঃ সর্ব্বশশ্চোপ-বাসস্তথোষ্ণবাসঃ সধূমপানঃ সুখপ্রতিষেধশ্চ সুখার্থমেবেতি ॥ ২৭

ভবতি চাত্র ।

সর্ব্বরোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বকার্য্যবিশেষবিৎ ।
সর্ব্বভেষজতত্ত্বজ্ঞো রাজ্ঞঃ প্রাণপতির্ভবেদিতি ॥

তত্র শ্লোকাঃ ।

প্রকৃত্যন্তরভেদেন রোগানীকবিকল্পনম্ ।
পরস্পরাবিরোধশ্চ সামান্যং রোগদোষয়োঃ ॥
দোষসংখ্যা বিকারাণামেকদোষপ্রকোপণম্ ।
জরণং প্রতিচিন্তা চ কায়াগ্নের্দূষণানি চ ।
নরাণাং বাতলাদীনাং প্রকৃতিস্থাপনানি চ ।
রোগানীকে বিমানেঽস্মিন্ ব্যাহৃতানি
মহর্ষিণা ॥ ২৯

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
বিমানস্থানে রোগানীকবিমানং নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সংশোধনসমূহ, রুক্ষপ্রায় ও কটু তিক্ত কষায় আহারসমূহ, ধাবন, লঙ্ঘন, প্লবন, পরিসরণ, জাগরণ, যুদ্ধ, ব্যবায়, ব্যায়াম, মর্দ্দন, স্নান, উৎসাদন, বিশেষতঃ তীক্ষ্ণ অথচ পুরাতন মদ্যসেবন, সর্ব্বপ্রকারে উপবাস ও উষ্ণবাস ধূমপান ও আলস্য-পরিহার উপযোগী। ২৭। উপসংহার, সর্ব্বকার্য্যপ্রভেদজ্ঞ, সর্ব্বরোগ-প্রভেদজ্ঞ, ও সর্ব্বভেষজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি রাজার প্রাণরক্ষার্থ নিযুক্ত হইবার যোগ্য। ২৮। এই অধ্যায়ের সূচী যথা ;—এই রোগানীক বিমানাধ্যায়ে মহর্ষি পুনর্ব্বসু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিভেদে রোগের শ্রেণী-ভাগ, রোগসমূহের পরস্পর অবিরোধ ও তুল্যতা, দোষসংখ্যা, একদোষ বিকারসমূহের প্রকোপ, পরিপাক, অগ্নিদীপ্তি ও বাতল প্রভৃতি লোকদিগের প্রকৃতিস্থতা স্থাপন ;

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাধিতরূপীয়ম্ ।

অথাতো ব্যাধিতরূপীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

দ্বৌ পুরুষৌ ব্যাধিতরূপৌ ভবতঃ, তদ্যথা ;—গুরুব্যাধিত একঃ সত্ত্ববলশরীরসম্পদুপেতত্বাল্লঘুব্যাধিত ইব দৃশ্যতে। লঘুব্যাধিতোঽপরঃ সত্ত্বাদীনামধমত্বাৎ গুরুব্যাধিত ইব দৃশ্যতে ॥ ২

তয়োরকুশলাঃ কেবলং চক্ষুষৈব রূপং দৃষ্ট্বা ব্যবস্যন্তো ব্যাধিগুরুলাঘবে বিপ্রতি-পদ্যন্তে, নহি জ্ঞানাবয়বেন কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে ॥ ৩

তে বিপ্রতিপন্নাস্তু খলু রোগজ্ঞানে উপক্রমযুক্তিজ্ঞানে বিপ্রতিপদ্যন্তে। তে যদা গুরুব্যাধিতং লঘুব্যাধিতরূপমাসাদয়ন্তি তদা তমল্পদোষং মত্বা সংশোধনকালেঽস্মৈ মৃদুসংশোধনং

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ব্যাধিতরূপীয়বিমান অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। পুরুষের ব্যাধিতরূপ দুই প্রকার। যথা ;—অত্যন্ত ব্যাধিত ব্যক্তিও সত্ত্ব বল ও শরীরসামর্থ্যবশতঃ সামান্য রোগীর ন্যায় দেখায়। আবার সামান্যরূপ ব্যাধিত ব্যক্তিও সত্ত্বাদি গুণের নিকৃষ্টতা হেতু অত্যন্ত ব্যাধিতের ন্যায় দেখায়। ২। অনিপুণ বৈদ্যেরা কেবল চক্ষু দ্বারা দেখিয়াই এরূপ স্থলে ব্যাধির গুরুলঘুত্ব স্থির করে এবং রোগজ্ঞানে অপারগ হয়। কেবল জ্ঞানাংশ দ্বারা সমস্ত জ্ঞাতব্যে জ্ঞান হইতে পারে না। ৩। রোগজ্ঞানে অপারগ হইলে, সুতরাং চিকিৎসাতেও অপারগ হইতে হয়। এইরূপ চিকিৎসকেরা [illegible]

প্রযচ্ছন্তো ভূয় এবাস্য দোষমুদীরয়ন্তি। যদা তু লঘুব্যাধিতং গুরুব্যাধিতরূপমাসাদয়ন্তি তং মহাদোষং মত্বা সংশোধনকালেঽস্মৈ তীক্ষ্ণং সংশোধনং প্রযচ্ছন্তো দোষানতিনির্হৃত্য শরীরমস্য ক্ষিণ্বন্তি ॥ ৪

এবমবয়বেনাজ্ঞানস্য কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে জ্ঞানমিতি মন্যমানাঃ স্খলন্তি, বিদিতবেদিতব্যাস্তু ভিষজঃ সর্ব্বং সর্ব্বথা যথাসম্ভবং পরীক্ষ্য পরীক্ষ্যাধ্যবস্যন্তো ন ক্বচন বিপ্রতিপদ্যন্তে, যথেষ্টমর্থমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি চেতি ॥ ৫

তত্র শ্লোকাঃ।

সত্ত্বাদীনাং বিকল্পেন ব্যাধিতং রূপমাতুরে।
দৃষ্ট্বা বিপদ্যন্তে বালা ব্যাধিবলাবলে ॥
তে ভেষজমযোগেন কুর্ব্বন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
ব্যাধিতানাং বিনাশায় ক্লেশায় মহতেঽপি বা ॥ ৬
প্রাজ্ঞাস্তু সর্ব্বমাজ্ঞায় পরীক্ষ্যমিহ সর্ব্বথা।
ন স্খলন্তি প্রয়োগেষু ভেষজানাং কদাচন ॥ ৭

ইতি ব্যাধিতরূপাধিকারে শ্রুত্বা ব্যাধিতরূপসংখ্যাগ্রসম্ভবং ব্যাধিতরূপহেতুবিপ্রতিপত্তৌ চ কারণং সাপবাদং সম্প্রতিপত্তিকারণঞ্চানপবাদং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশোঽতঃপরং সর্ব্বক্রিমীণাং পুরুষসংশ্রয়াণাং সমুত্থানস্থানসংস্থান-বর্ণ-নাম-প্রভাব-চিকিৎসিত-বিশেষান্ পপ্রচ্ছোপসংগৃহ্য পাদাবথাস্মৈ প্রোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।
ইহ খল্বগ্নিবেশ বিংশতিবিধাঃ ক্রিময়ঃ পূর্ব্বং
নানাবিধেন প্রবিভাগেনান্যত্র সহজেভ্যঃ ॥ ৮

তে পুনঃ প্রকৃতিভির্ভিদ্যমানাশ্চতুর্ব্বিধাস্তদ্যথা—পুরীষজাঃ শ্লেষ্মজাঃ শোণিতজা মলজাশ্চেতি। তত্র মলো বাহ্যশ্চাভ্যন্তরশ্চ, তত্র বাহ্যে মলে জাতান্মলজান্ সঞ্চক্ষ্মহে, তেষাং সমুত্থানং মৃজাবর্জ্জনং, স্থানং কেশশ্মশ্রুলোমপক্ষ্মবাসাংসি, সংস্থানমণবস্তিলাকৃতয়ো বহু-

কালে রোগীকে মৃদুসংশোধন প্রদান করে; তাহাতে দোষ সাতিশয় উত্তেজিত হয়। আবার যখন লঘুব্যাধি ব্যক্তিকে গুরুব্যাধি মনে করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়, তখন রোগীকে মহাদোষ মনে করিয়া সংশোধনকালে তীক্ষ্ণসংশোধন প্রদান করিয়া থাকে; তাহাতে দোষ সকল অতি ক্ষীণ হইয়া শরীরকে ক্ষীণ করিয়া ফেলে। ৪। এইরূপে জ্ঞানাংশ দ্বারা সমস্ত জ্ঞাতব্য অবগত হইয়াছি মনে করিয়া অজ্ঞ চিকিৎসকেরা স্খলিত হয়। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞাতব্য সকল সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, তাঁহারা সমস্ত বিষয় সর্ব্বথা যথাসম্ভব পরীক্ষা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সুতরাং কখনও অপদস্থ হন না এবং আপনার ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন সাধন করিতে পারেন। ৫। ঐ সকল কথাই পদ্যে বলা হইতেছে। অজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগীর সত্ত্বাদি দৃষ্টে ভ্রমবশতঃ অপদস্থ হয়। সেই অজ্ঞানমোহিতেরা অযোগে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মরণ বা মহান্ ক্লেশ উপস্থিত করে। ৬। প্রাজ্ঞ চিকিৎসকেরা সমস্ত অবগত হইয়া সর্ব্বথা পরীক্ষাপূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং স্খলিত হন না। ৭। অগ্নিবেশ এইরূপে এই ব্যাধিতরূপীয় অধ্যায়ে ভগবান্ আত্রেয়ের নিকট ব্যাধিত রূপের দ্বিবিধ সংখ্যা, প্রমাণ ও উৎপত্তি এবং ব্যাধিতের চিকিৎসায় অপদস্থ হইবার পক্ষে সাপবাদ কারণ ও কুশলতাসম্পন্ন হইবার পক্ষে অনপবাদ কারণ শ্রবণ করিয়া পরে তাহাকে শরীরাশ্রিত সর্ব্বপ্রকার ক্রিমির নিদান স্থান, আকার, বর্ণ, নাম, প্রভাব এবং চিকিৎসার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, হে অগ্নিবেশ! পূর্ব্বে বিংশতি প্রকার ক্রিমির বিষয় বিভাগক্রমে বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন সহজ ক্রিমি সকলও আছে। ৮। সেই সকল ক্রিমি পুরীষাদি কারণভেদে চারি প্রকার। পুরীষজ, কফজ, রক্তজ ও মলজ। আবার বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে মল দুই প্রকার।—তন্মধ্যে প্রথমতঃ বাহ্যমলজাত ক্রিমির বিষয় বলা হইতেছে। এই সকল ক্রিমির নিদান গাত্রের অমার্জ্জন। ইহাদের স্থান কেশ, শ্মশ্রু, লোম পক্ষ ও পরিধেয় বস্ত্র।

পাদাঃ, বর্ণঃ কৃষ্ণঃ শুক্লশ্চ, নামানি যুকাঃ পিপীলিকাশ্চেতি, প্রভাবঃ কণ্ডূজননং কোঠপিড়কাভির্নির্বর্ত্তনঞ্চ, চিকিৎসিতন্ত্বেষামপকর্ষণং মলোপঘাতো মলকরাণাঞ্চ ভাবানামনুপসেবনমিতি॥ ৯

শোণিতজানান্তু কুষ্ঠৈঃ সমানং সমুত্থানং, স্থানং রক্তবাহিন্যো ধমন্যঃ, সংস্থানমণবো বৃত্তাশ্চাপাদাশ্চ সূক্ষ্মত্বাচ্চৈকে ভবন্ত্যদৃশ্যাঃ, বর্ণস্তাম্রঃ নামানি কেশাদা লোমাদা লোমদ্বীপাঃ সৌরসা ঔডুম্বরা জন্তুমাতর ইতি। প্রভাবঃ কেশশ্মশ্রুনখলোমাপধ্বংসো ব্রণগতানাঞ্চ হর্ষকণ্ডূতোদসংসর্পণান্যতিবৃদ্ধানাঞ্চ ত্বক্‌শিরাস্নায়ুমাংসতরুণাস্থিভক্ষণমিতি চিকিৎসিতমপ্যেষাং কুষ্ঠৈঃ সমানং তদুত্তরকালমুপদেক্ষ্যতে॥ ১০

শ্লেষ্মজাঃ ক্ষীরগুড়তিলমৎস্যানূপমাংসপিষ্টান্নপরমান্নকুসুম্ভস্নেহাজীর্ণ পূতিক্লিন্নসঙ্কীর্ণ-বিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনসমুত্থানাঃ। তেষামামাশয়ঃ স্থানং প্রবর্দ্ধমানাস্তূর্দ্ধমধো বা বিসর্পন্তি, উভয়তো বা। সংস্থানবর্ণবিশেষাস্তু শ্বেতাঃ পৃথুব্রধ্নসংস্থানাঃ কেচিৎ, কেচিদ্ বৃত্তপরিণাহা গণ্ডূপদাকৃতয়শ্চ শ্বেতাস্তাম্রাবভাসাঃ, কেচিদণবো দীর্ঘাস্তন্ত্বাকৃতয়ঃ শ্বেতাঃ। তেষাং ত্রিবিধানাং শ্লেষ্মনিমিত্তানাং ক্রিমীণাং নামানি অন্ত্রাদাঃ, উদরাদাঃ, হৃদয়াদাশ্চুরবো, দর্ভপুষ্পাঃ, সৌগন্ধিকাঃ, মহাগুদাশ্চ ইতি। প্রভাবো হৃল্লাসাস্যসংস্রবণমরোচকাবিপাকৌ জ্বরো মূর্চ্ছাজৃম্ভাক্ষবথুরানাহোঽঙ্গমর্দ্দঃ ছর্দ্দিঃ কার্শ্যং পারুষ্যমিতি॥ ১১

পুরীষজাস্তুল্যসমুত্থানাঃ শ্লেষ্মজৈস্তেষাং সংস্থানং পক্বাশয়ঃ। প্রবর্দ্ধমানাস্ত্বধো বিসর্পন্তি যস্য পুনরামাশয়াভিমুখাঃ স্যুস্তদনন্তরং তস্যোদ্গারনিশ্বাসাঃ পুরীষগন্ধিনঃ স্যুঃ। সংস্থানবর্ণবিশেষাস্তু সূক্ষ্মবৃত্তপরীণাহাঃ শ্বেতা দীর্ঘোর্ণাং-

ইহাদের মধ্যে কতকগুলির আকার অতিশয় সূক্ষ্ম, কতকগুলির আকার তিলকের ন্যায়। ইহারা বহুপদ বিশিষ্ট, কৃষ্ণ ও শুক্ল। ইহাদের নাম যুক ও পিপীলিকা। ইহারা কণ্ডু, কোঠ ও পিড়কা উৎপন্ন করে। ইহাদিগকে অপসৃত করাই ইহাদের চিকিৎসা। তদ্ভিন্ন মল মার্জ্জন ও মলকর দ্রব্যসমূহের পরিহার আবশ্যক। ৯। রক্তজ ক্রিমির নিদান কুষ্ঠনিদানের তুল্য। রক্তবাহিনী ধমনী সকল ইহাদের স্থান। আকার অণুর ন্যায় (সূক্ষ্ম)। ইহারা গোল, পদহীন ও সূক্ষ্মত্ববশতঃ অদৃশ্য হইয়া থাকে। বর্ণ তাম্র। ইহাদের নাম যথা;—কেশাদ, লোমাদ, লোমদ্বীপ, সৌরস, ঔডুম্বর ও জন্তুমাতা। কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ধ্বংস করা ইহাদের কার্য্য। ইহারা ব্রণগত হইলে ব্রণে হর্ষ, কণ্ডু তোদ ও সংসর্পণ (সড়সড়ানি) হয়। অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ত্বক্, শিরা, স্নায়ু, মাংস ও তরুণাস্থি ভক্ষণ করিয়া থাকে। আর ইহাদের চিকিৎসা কুষ্ঠচিকিৎসার তুল্য। তাহা উত্তর কালে বলা হইবে। ১০। শ্লেষ্মজ-ক্রিমিদিগের নিদান যথা;—ইহারা ক্ষীর, গুড়, তিল, মৎস্য, আনূপমাংস, পিষ্টান্ন, পরমান্ন, কুসুম্ভতৈল, অজীর্ণ, পূতি, ক্লিন্ন, সঙ্কীর্ণ, বিরুদ্ধ ও অসাত্ম্য ভোজন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাশয় ইহাদের স্থান, প্রবৃদ্ধ হইলে ঊর্দ্ধ বা অধোদেশে বা উভয় দিকেই বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাদের অকৃতি ও বর্ণ শ্বেত, পৃথু ও ব্রধ্নের আকারের ন্যায়। কতকগুলির বৃত্ত, কতকগুলি গণ্ডূপদাকৃতি, কতকগুলি শ্বেত ও তাম্রবর্ণ, কতকগুলি সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ তন্তুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। শ্লেষ্মজন্য ত্রিবিধ প্রকার ক্রিমির নাম যথা; অন্ত্রাদ, উদরাদ, হৃদয়াদ, চুরু, দর্ভপুষ্প, সৌগন্ধিক ও মহাগুদ। হৃল্লাস, মুখস্রাব, অরুচি, অবিপাক, জ্বর, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, ক্ষবথু, আনাহ, অঙ্গমর্দ্দ, বমি কৃশতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য ইহাদের কার্য্য। ১১। পুরীষজ-ক্রিমিদিগের নিদান শ্লেষ্মজ-ক্রিমিদিগের ন্যায়। ইহাদের স্থান পক্বাশয়। ইহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অধোদেশে বিচরণ করে। যাহার আমাশয়ের অভিমুখে গমন করে, তাহা উদ্গার নিশ্বাসে পুরীষের গন্ধ হয়। ইহাদের আকৃতি ও বর্ণ সূক্ষ্ম ও বৃত্ত, শ্বে

শুকসঙ্কাশাঃ কেচিৎ, কেচিৎ পুনঃ স্থূলবৃত্তপরীণাহাঃ শ্যাবনীলহরিতপীতাঃ। তেষাং নামানি ককেরুকা মকেরুকা লেলিহাঃ শালূবকাঃ সৌসুরাদাশ্চেতি। প্রভাবঃ পুরীষভেদঃ কার্শ্যং পারুষ্যং লোমহর্ষাভিনির্ব্বর্ত্তনঞ্চ। তত্র বাস্তু গুদমুখং পরিতুদন্তঃ কণ্ডুশ্চোপজনয়ন্তো গুদমুখং পর্য্যাসতে। স জাতহর্ষো গুদান্নিষ্ক্রমণমতিবেলং করোতি ॥ ১২

ইত্যেষ শ্লেষ্মজানাং পুরীষজানাঞ্চ ক্রিমীণাং সমুত্থানাদিবিশেষঃ। চিকিৎসিতন্তু খল্বেষাং সমাসেনোপদিশ্য পশ্চাদ্বিস্তরেণোপদেক্ষ্যতে। তত্র সর্ব্বক্রিমীণামপকর্ষণমেবাদিতঃ কার্য্যম্। ততঃ প্রকৃতিবিঘাতোঽনন্তরং নিদানোক্তানাং ভাবানামনুপসেবনমিতি ॥ ১৩

তত্রাপকর্ষণং হস্তেনাভিগৃহ্যাপনয়নমুপকরণবতামুপকরণেন বা। স্থানগতানান্তু ক্রিমীণাং ভেষজেনাপকর্ষণং ন্যায়তশ্চতুর্ব্বিধম্। তদ্-যথা—শিরোবিরেচনং বমনং বিরেচনমাস্থাপনমিত্যপকর্ষণবিধিঃ ॥ ১৪

প্রকৃতিবিঘাতস্ত্বেষাং কটুতিক্তকষায়ক্ষারোষ্ণানাং দ্রব্যাণামুপযোগো যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মপুরীষপ্রত্যনীকভূতং তৎ স্যাদিতি প্রকৃতিবিঘাতঃ ॥ ১৫

অনন্তরং নিদানোক্তানাং ভাবানামনুপসেবনং যদুক্তং নিদানবিধৌ তস্য বর্জ্জনং তথাবিধপ্রায়াণাঞ্চাপরেষাং দ্রব্যাণামিতি লক্ষণতশ্চিকিৎসিতমনুব্যাখ্যাতমেতদেব পুনর্বিস্তরেণোপদেক্ষ্যতে ॥ ১৬

অথৈনং ক্রিমিকোষ্ঠমাতুরমগ্রে ষড়্রাত্রং সপ্তরাত্রং বা স্নেহস্বেদাভ্যামুপপাদ্য শ্বো ভূতে এনং সংশোধনং পায়য়িতাস্মীতি, ক্ষীরদধিগুড়-তিলমৎস্যানূপমাংস-পিষ্টান্ন-পরমান্নকুসুম্ভস্নেহসম্প্রযুক্তৈর্ভোজ্যৈঃ সায়ম্প্রাতরুপপাদয়েৎ সমুদীরণার্থঞ্চৈব ক্রিমীণাং কোষ্ঠাভিসরণার্থঞ্চ ॥

দীর্ঘ, ঊর্ণাবস্ত্রসঙ্কাশ। কতকগুলি আবার স্থূল ও বর্ত্তুল, শ্যাব, নীল, হরিত ও পীতবর্ণ। তাহাদের নাম যথা,—ককেরুক, মকেরুক, লেলিহ, শালূবক ও সৌসুরাদ। ইহাদের কার্য্য পুরীষভেদ, কৃশতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও রোমহর্ষ। ইহারা গুহ্যাভিমুখে গমন করিয়া গুহ্যমুখে পরিতোদ ও কণ্ডু উৎপাদন করে এবং ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। কখন কখন জাতহর্ষ হইয়া (সুড় সুড় করিতে করিতে) গুহ্যমুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ১২। শ্লেষ্মজ ও পুরীষজ ক্রিমিদিগের এইরূপ নিদানাদির প্রভেদ হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহাদের চিকিৎসা সংক্ষেপে কহিয়া পরে বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইবে। তন্মধ্যে সমস্ত ক্রিমিরই অপকর্ষণ সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই কারণের ধ্বংস হয়। অনন্তর নিদানোক্ত দ্রব্যসমূহের পরিহার করিয়া চলা উচিত। ১৩। হস্তদ্বারা পরিমার্জ্জন করিয়াই হউক আর উপকরণ থাকিলে উপকরণ দ্বারাই হউক, অপনীত করাকে অপকর্ষণ বলে। কোষ্ঠগত ক্রিমিদিগের ভেষজ দ্বারা অপকর্ষণ করিতে হয়। ঐ ভেষজ চতুর্ব্বিধ, শিরোবিরেচন, বমন, বিরেচন ও আস্থাপন। ১৪। কটু, তিক্ত, কষায়, ক্ষার ও উষ্ণসেবন এবং শ্লেষ্মা ও পুরীষের বিরুদ্ধ অন্যান্য দ্রব্য সকল সেবন করিলে ক্রিমিদিগের কারণ সকল নাশ করা হয়। ১৫। অনন্তর নিদানোক্ত দ্রব্যসমূহের পরিহার করা উচিত। ক্রিমিনিদানে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার বর্জ্জন এবং তথাবিধ অন্যান্য দ্রব্যের বর্জ্জন করা আবশ্যক। ইহাদের চিকিৎসা সংক্ষেপে বলা হইল। অনন্তর বিস্তারপূর্ব্বক উপদেশ করা হইতেছে। ১৬। ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে সংশোধন দিতে হইলে ছয় কিংবা সাতরাত্রি তাহাকে স্নেহ স্বেদ প্রদান করা উচিত। আর কল্য যদি সংশোধন করিতে হয়, তবে অদ্য সন্ধ্যাকালে রোগীকে উত্তম করিয়া ক্ষীর, দধি, গুড়, তিল, মৎস্য, আনূপমাংস, পিষ্টান্ন, পরমান্ন ও কুসুম্ভ স্নেহসংযুক্ত ভোজ্যসমূহ যোগে প্রাতঃ সন্ধ্যা উভয় কালেই ভোজন করাইবে।

ভিষক্ অথ ব্যুষ্টায়াং রজন্যাং সুখোষিতং সুপ্রজীর্ণভুক্তঞ্চ বিজ্ঞায়াস্থাপনবমনবিরেচনৈস্তদহরেবোপপাদয়েৎ ॥ ১৮

উপপাদনীয়শ্চেৎ স্যাৎ সর্ব্বান্ পরীক্ষ্য বিশেষান সমীক্ষ্য সম্যক্। অথাহরেতি ক্রয়াৎ মূলকসর্ষপলশুনকরঞ্জশিগ্রু—খ পুষ্পভূস্তৃণসুমুখ—সুরসকুঠেরক-গণ্ডীরকণ্ডীরকালমালকপর্ণাসক্ষবক-ফণিজ্ঝকানি। সর্ব্বাণ্যথবা যথালাভম্। তান্যাহৃতান্যভিসমীক্ষ্য খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বা প্রক্ষাল্য পানীয়েন সুপ্রক্ষালিতায়াং স্থাল্যাং সমাবাপ্য গোমূত্রেণার্দ্ধোদকেনাভ্যাসিচ্য সাধয়েৎ। সততমবঘট্টয়েৎ দর্ব্ব্যা তমুপযুক্তং ভূয়িষ্ঠেঽম্ভসি গতরসেষ্বৌষধেষু স্থালীমবতার্য্য সুপরিপূতং কষায় সুখোষ্ণং মদনফলপিপ্পলীবিড়ঙ্গকল্ক তৈলোপহিতং সর্জ্জিকালবণমভ্যাসিচ্য বস্তৌ বিধিবদাস্থাপয়েদেনম্ ॥ ১৯

তথার্কালর্ককুটজাঢ়কী-কুষ্ঠকৈটর্য্য-কষায়েণ তথা শিগ্রুপীলুকুস্তুম্বুরু-কটুকসর্ষপকষায়েণ তথামলকশৃঙ্গবেরদারু-হরিদ্রাপিচুমর্দ্দ-কষায়েণ মদনফলসংযোগসংযোজিতেন ত্রিরাত্রং সপ্তরাত্রং বা স্থাপয়েৎ ॥ ২০

প্রত্যাগতে চ পশ্চিমে বস্তৌ প্রত্যাশ্বস্তং তদহরেবোভয়তো ভাগহরণং সংশোধনং পায়য়েৎ যুক্ত্যা তস্য বিধিরুপদেক্ষ্যতে ॥ ২১

মদনফলাপিপ্পলীকষায়েণৰ্দ্ধাঞ্জলিমাত্রেণ ত্রিবৃৎকল্কাক্ষমাত্রমালোড্য পাতুমস্মৈ প্রযচ্ছেৎ। তদস্য দোষমুভয়তো নির্হরতি সাধু ॥ ২২

এবমেব কল্পোক্তানি বমনবিরেচনানি সংসৃজ্য পায়য়েদেনং বুদ্ধ্যা সর্ব্ববিশেষানবেক্ষমাণঃ ॥ ২৩

অথৈনং সম্যগ্বিরিক্তং বিজ্ঞায়াপরাহ্নে শৈখ-

তাহাতে ক্রিমি সকল উত্থিত ও কোষ্ঠ হইতে অভিসৃত হইবে [অর্থাৎ কোষ্ঠের গায়ে সংলগ্ন হইয়া থাকিবে না)। ১৭। রজনী প্রভাত হইলে ভিষক্ রোগীকে সুখোষিত ও সুজীর্ণান্ন অবলোকন করিয়া সেই দিনই আস্থাপন, বমন ও বিরেচনযোগে তাহাকে উপপন্ন করিবে। ১৮। রোগী যদি সংশোধনের যোগ্য হয়, তবেই সমস্ত অবস্থা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাকে সংশোধন দিবে। মূলক, সর্ষপ, রসোন, করঞ্জ, সজিনা, যমানী, ভূস্তৃণ, সুমুখ, তুলসী, সুরস তুলসী ও কুঠেরক তুলসী এবং কণ্ডীর (গঙ্গাধর পাঠ "গণ্ডীর"), কালমালক, পর্ণাস, ক্ষবক ও ফণিজ্ঝক তুলসী এই সকল ও এই সকলের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, তৎসমস্ত আহরণ করিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে। পরে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া সুপ্রক্ষালিত স্থালীর মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক গোমূত্র ও গোমূত্রের অর্দ্ধেক পরিমাণ জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে। জল প্রচুর থাকিতে থাকিতেই দর্ব্বী দ্বারা বিঘট্টিত করিতে থাকিবে। ঔষধসমূহের রস নির্গত হইয়া গেলে স্থালী নামাইয়া বস্ত্র-দ্বারা কষায়কে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর উহার সহিত মদন-ফল ও বিড়ঙ্গের কল্ক মিশ্রিত করিয়া এবং সর্জ্জিক্ষার ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া অল্প উষ্ণ অবস্থায় রোগীকে আস্থাপন দিবে। ১৯। সেইরূপ রক্ত-আকন্দ শ্বেত-আকন্দ, কুড়চী, অড়হর, কুড় কট্‌ফল কষায়ে এবং সজিনা, পীলু, কুস্তুম্বুরু, কটকী ও সর্ষপের কষায়ে এবং তৎসঙ্গে আমলকী, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা ও নিমছালের কষায়ে মদনফলের কল্ক মিশ্রিত করিয়া তিনবার আস্থাপন দিবে। ২০। শেষবস্তি প্রত্যাগত হইলে পরদিন বা সেইদিন ঊর্দ্ধাধঃ-শোধনের জন্য যুক্তিপূর্ব্বক যে সংশোধন দেওয়া উচিত, তাহা বলা হইবে। ২১। মদনফল ও পিপুলের অর্দ্ধসের পরিমিত ক্বাথে দুইতোলা তেউড়ীর কল্ক আলোড়িত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। তাহা হইলে ইহার দোষ ঊর্দ্ধাধঃ উভয়দিক্ দিয়াই নিঃসারিত হইবে। ২২। এইরূপে কল্পস্থানোক্ত বমন ও বিরেচন সকল মিশ্রিত করিয়া বিচারপূর্ব্বক রোগীকে পান করান যাইতে পারে। ২৩। অনন্তর ইহাকে সম্যক্

ত্রিকষায়েণ সুখোষ্ণেন পরিষেচয়েৎ। তেনৈব চ কষায়েণ বাহ্যাভ্যন্তরান্ সর্ব্বোদকার্থান্ কারয়েৎ শশ্বৎ। তদভাবে বা কটুকতিক্তকষায়াণামৌষধানাং ক্বাথৈর্মূত্রক্ষারৈর্বা পরিষেচয়েৎ। পরিষিক্তঞ্চ এনং নিবাতমাগারমনুপ্রবেশ্য পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরসিদ্ধেন যবাগ্বাদিনা ক্রমেণ উপক্রাময়েৎ॥ ২৪

বিলেপীক্রমাগতঞ্চৈনমনুবাসয়েদ্বিড়ঙ্গতৈলেনৈকান্তরং দ্বিস্ত্রির্বা। যদি পুনরস্যাতিপ্রবৃদ্ধান্ শীর্ষাদীন্ ক্রিমীন্ মন্যেত, শিরস্যেবাভিসর্পতঃ কদাচিৎ. ততঃ স্নেহস্বেদাভ্যামস্য শির উপপাদ্য বিরেচয়েদপামার্গতণ্ডুলাদিনা শিরোবিরেচনেন॥ ২৫

যস্ত্বভ্যাহার্য্যবিধিঃ প্রকৃতিবিঘাতায়োক্তঃ ক্রিমীণাং, সোঽনুব্যাখ্যাস্যতে। মূষিকপর্ণীং সমূলাগ্রপ্রতানামপহৃত্য খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বা উদূখলে ক্ষোদয়িত্বা পাণিভ্যাং পীড়য়িত্বা চ রসং গৃহ্নীয়াৎ। তেন রসেন লোহিতশালিতণ্ডুলপিষ্টং সমালোড্য পূপলিকাং কৃত্বা বিধূমেষঙ্গারেষু বিপাচ্য বিড়ঙ্গতৈললবণোপহিতাং ক্রিমিকোষ্ঠায় ভক্ষয়িতুং প্রযচ্ছেৎ। তদনন্তরঞ্চাম্লকাঞ্জিকমুদশ্বিদ্বা পিপ্পল্যাদিপঞ্চবর্গসংসৃষ্টং সলবণমনুপায়য়েৎ॥ ২৬

অনেন কল্পেন মার্কবার্কসহচরনীপানক্তৌসুমুখসুরস-কুঠেরক--কণ্ডীরকালমালক--পর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝক-বকুল--কুটজসুবর্ণক্ষীরীস্বরসানামন্যতমস্মিন্ কারয়েৎ পূপলিকাঃ তথা কিনিহীকিরাত--তিক্তকসুবহামলক--হরীতকীবিভীতকস্বরসেষু কারয়েৎ পূপলিকাঃ। স্বরসাংশ্চৈতানেকৈকশো দ্বন্দ্বশঃ সর্ব্বশো বা মধুবিলুলিতান প্রাতরনন্নায় পাতুং প্রযচ্ছেৎ॥২৭

বিরিক্ত বুঝিয়া অপরাহ্ণে সুখোষ্ণ অপামার্গ-কষায়-যোগে পরিষেচন করিবে। আর সেই কষায় দ্বারাই তৎকালে সতত বাহ্য ও আভ্যন্তর জলের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। তদভাবে কটু, তিক্ত, কষায় ঔষধদিগের ক্বাথ অথবা গোমূত্র ও ক্ষার দ্বারা পরিষেচন করিবে। পরিষিক্ত হইবার পর ইহাকে নির্ব্বাত-গৃহে প্রবেশ করাইয়া পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠের ক্বাথে যবাগূ প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া পান করাইতে থাকিবে। ২৪। বিলেপী সেবন করিবার সময় রোগীকে একদিন বা দুই তিন দিন অন্তর বিড়ঙ্গতৈল (৩১ পৃঃ) দ্বারা অনুবাসন দিবে। যদি মনে হয় যে, ইহার মস্তকস্থ কৃমি সকল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মস্তকে বিচরণ করিতেছে, তাহা হইলে অপামার্গ-বীজাদি শিরোবিরেচক দ্রব্যযোগে শিরোবিরেচন দিবে। ২৫। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কতকগুলি পথ্য আছে, যাহা ক্রিমির কারণ ধ্বংস করে। এক্ষণে তাহা ব্যাখ্যা করা হইতেছে। মূষিকপর্ণীর (ক্ষুদ্রদন্তীর) মূল, অগ্রভাগ ও লতাভাগ আহরণ করিয়া খণ্ডশঃ ছেদনপূর্ব্বক উদূখলে ক্ষুদিত করিয়া এবং পাণি দ্বারা পীড়ন করিয়া রস গ্রহণ করিবে। ঐ রসের সহিত রক্তশালি-তণ্ডুল পেষণ করিয়া গুলি প্রস্তুত করিবে এবং উহা নির্দ্ধূম অগ্নিতে পাক করিয়া বিড়ঙ্গ-সিদ্ধ-তৈল ও লবণযোগে ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিতে দিবে। অনন্তর পঞ্চকোলের সহিত মিশ্রিত ও সৈন্ধবযুক্ত অম্লকাঞ্জিক বা ঘোল অনুপান করাইবে। ২৬। এইরূপ নিয়মেই ভৃঙ্গরাজ, আকন্দ, ঝিণ্টী, কদম্ব, নিসিন্দা ও সুমুখ, সুরস, কুঠেরক, কণ্ডীর, কালমালক, পর্ণাস, ক্ষবক ও ফণিজ্ঝক প্রভৃতি তুলসী এবং বকুল, কুটজ ও স্বর্ণক্ষীরী; এই সকলের কোন একটী লইয়া তাহার স্বরস দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে পূপলিকা প্রস্তুত করিবে। অথবা কিনিহী (অপামার্গ) চিরতা, সুবহা ("শেফালিকা") আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া; এই সকলের স্বরসে পূপলিকা প্রস্তুত করিবে এবং কৃমিকোষ্ঠ রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে। অথবা এই সকল দ্রব্যের বা এই সকলের মধ্যে কোন দুইটী বা একটীর স্বরস মধুর সহিত প্রাতঃ-

অথাশ্বশকৃদাহৃত্য মহতি কিলিঞ্জে প্রস্তীর্য্যাতপে শোষয়িত্বোদূখলে ক্ষোদয়িত্বা দৃষদি পুনঃ সূক্ষ্মাণি চূর্ণানি কারয়িত্বা বিড়ঙ্গকষায়েণ ত্রিফলাকষায়েণ বা অষ্টকৃত্বো দশকৃত্বো বা আতপে সুপরিভাবিতানি ভাবয়িত্বা দৃষদি পুনঃ সূক্ষ্মাণি চূর্ণানি কারয়িত্বা নবে কলসে সমবাপ্যানুগুপ্তং নিধাপয়েৎ, তেষান্তু খলু চূর্ণানাং পাণিতলং চূর্ণং যাবদ্বা সাধু মন্যেত ক্ষৌদ্রেণ সংসৃজ্য ক্রিমিকোষ্ঠায় লেঢ়ং যচ্ছেৎ॥ ২৮

তথা ভল্লাতকাস্থীন্যাহার্য্য কলসপ্রমাণেন সম্পোথ্য স্নেহভাবিতে দৃঢ়ে কলসে সূক্ষ্মানেকচ্ছিদ্রব্রধ্নে মৃদাবলিপ্তে সমবাপ্যোড়ুপেন পিধায় ভূমাবাকণ্ঠং নিখাতস্য স্নেহভাবিতস্যৈবান্যস্য দৃঢ়স্যোপরি কুম্ভস্যারোপ্য সমন্তাৎ গোময়ৈরুপচিত্য দাহয়েৎ। স যদা জানীয়াৎ সাধু দগ্ধানি গোময়ানি গলিতস্নেহানি ভল্লাতকাস্থীনি, ততস্তং কুম্ভমুদ্ধারয়েৎ। অথ তস্মাৎ দ্বিতীয়াৎ কুম্ভাৎ তং স্নেহমাদায় বিড়ঙ্গতণ্ডুলচূর্ণৈঃ স্নেহার্দ্ধমাত্রৈঃ প্রতিসংসৃজ্যাতপে সর্ব্বমহঃ স্থাপয়িত্বা ততোঽস্মৈ মাত্রাং প্রযচ্ছেৎ পানায়। তেন সাধু বিরিচ্যতে বিরিক্তস্য চানুপূর্ব্বী যথোক্তা॥ ২৯

এবমেব ভদ্রদারুসরলকাষ্ঠস্নেহানুপকল্প্য পাতুং প্রযচ্ছেৎ। অনুবাসয়েচ্চৈনমনুবাসনকালে॥ ৩০

অথাহরেতি ব্রূয়াৎ শারদান্নবাংস্তিলান্ সম্পদুপেতানাহৃত্য সুনিষ্পূতান্ নিষ্পূয় সুশুদ্ধান্ শোধয়িত্বা বিড়ঙ্গকষায়ে সুখোষ্ণে প্রক্ষিপ্য সুনির্ব্বাপিতান্ নির্ব্বাপয়েৎ আদোষ-

কালে অনশনাবস্থায় রোগীকে পান করিতে দিবে। ২৭। অনন্তর অশ্ববিষ্ঠা আহরণ করিয়া মাদুরে ছড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর উদূখলে ক্ষুদিত করিয়া পুনর্ব্বার শিলে মাড়িয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। অনন্তর উহা বিড়ঙ্গ কিংবা ত্রিফলার ক্বাথে আটদশবার রৌদ্রে ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার সূক্ষ্মরূপে শিলে চূর্ণ করিয়া নূতন কলসে স্থাপনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে রাখিবে। অনন্তর সেই চূর্ণের দুই তোলা বা বিবেচনা-সিদ্ধ বোধ করিলে তদপেক্ষা অধিক মাত্রা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে লেহন করাইবে। ২৮। এইরূপে ভেলার আঁঠী সকল আহরণ করিয়া ষোল সের পরিমাণে কুট্টিত করিবে। অনন্তর উহা একটী ঘৃতের বা তৈলের কলসীতে স্থাপন করিবে। যেন কলসীর তলায় (ব্রধ্নে) বহুসংখ্যক ছিদ্র থাকে। ঐ কলসের মুখ শরাব দ্বারা রুদ্ধ করিবে এবং সন্ধিস্থানে মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে লেপ দিবে। অনন্তর আর একটী ঘৃতের বা তৈলের কলসী আকণ্ঠ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তদুপরি ভেলার কলসী বসাইয়া দিবে। অনন্তর উহাতে ঘুঁটের পোড় দিবে। যখন দেখিবে যে, ঘুঁটে সকল পুড়িয়াছে ও ভেলার আঁঠী সকল স্নেহশূন্য হইয়াছে, তখন মৃত্তিকা হইতে অপর কলসী তুলিয়া লইবে এবং তাহা হইতে স্নেহ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ তৈলের অর্দ্ধেক বিড়ঙ্গ-তণ্ডুল তাহাতে মিশাইয়া একদিন রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। অনন্তর উহা নিয়মিত মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে রোগীর বিরেচন ও ক্রিমি নষ্ট হয়। এইরূপে বিরিক্ত হইলে রোগীকে পূর্ব্বক্রমানুসারে পেয়াদি পান করিতে দিবে। ২৯। এইরূপে দেবদারু ও সরল কাষ্ঠ হইতে স্নেহ বাহির করিয়া উক্তরূপে বিড়ঙ্গ-মিশ্রিত ও রৌদ্রে স্থাপিত করিবে এবং পরে ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে পান করিতে দিবে। আর অনুবাসনকাল উপস্থিত হইলে ঐ তৈল দ্বারাই অনুবাসন দিবে। ৩০। অনন্তর রোগীকে কহিবে যে, শারদীয় নূতন ও উৎকৃষ্ট তিল আহরণ কর। অনন্তর ঐ তিল আহরণ করা হইলে উত্তমরূপে নিস্তুষ ও প্রক্ষালিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঈষদুষ্ণ বিড়ঙ্গের ক্বাথে প্রক্ষেপ করিবে। যতক্ষণ দোষনাশ না হয় পর্য্যন্ত

গমনাৎ। গতদোষানভিসমীক্ষ্য সুপ্রলূনান্ প্রলুচ্য পুনরেব সুনিষ্পূতান্ নিষ্পূয় সুশুদ্ধান্ শোধয়িত্বা বিড়ঙ্গকষায়েণ ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ সুপরিভাবিতান্ ভাবয়িত্বাতপে শোষয়িত্বোদূখলে সংক্ষুদ্য দৃষদি পুনঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টান্ কারয়িত্বা দ্রোণ্যামভ্যবধায় বিড়ঙ্গকষায়েণ মুহুর্ম্মুহুরবসিঞ্চন্ পাণিমর্দ্দং মর্দ্দয়েৎ। তস্মিন্ খলু প্রপীড্যমানে যৎ তৈলমুদিয়াৎ তৎ পাণিভ্যাং পর্য্যাদায় শুচৌ দৃঢ়ে কলসে সমাসিচ্যানুগুপ্তং নিধাপয়েৎ। অথাহরেত্তি ক্রমাৎ তিল্বকোদ্দালকয়োর্দ্বৌ বিল্বমাত্রৌ পিণ্ডে শ্লক্ষ্ণপিষ্টৌ বিড়ঙ্গকষায়েণ, ততোহর্দ্ধমাত্রৌ শ্যামাত্রিবৃতয়োরর্দ্ধমাত্রৌ দন্তীদ্রবন্ত্যোরতোহর্দ্ধমাত্রৌ চব্যচিত্রকয়োরিত্যেতৎসম্ভারং বিড়ঙ্গকষায়স্যার্দ্ধ ঢকমাত্রেণ প্রতিসংসৃজ্য ততস্তৈলপ্রস্থমাবাপ্য সর্ব্বমালোড্য মহতি পর্য্যোগে সমাসিচ্যাগ্নাবধিশ্রিত্য মহত্যাসনে সুখোপবিষ্টঃ সর্ব্বতঃ স্নেহমবলোকয়ন্নজস্রং মূর্দ্ধাগ্নিনা সাধয়েদ্দর্ব্ব্যা সততমবঘট্টয়ন্। স যদা জানীয়াদ্বিরমতি শব্দঃ, প্রশাম্যতি চ ফেনঃ, প্রসাদমাপদ্যতে স্নেহো যথাস্বং গন্ধবর্ণরসোৎপত্তিঃ সংবর্ত্ততে চ, ভৈষজ্যমঙ্গুলিভ্যাং মৃদ্যমানমনতিমৃদ্বনতিদারুণমনঙ্গুলিগ্রাহি চেতি। স কালস্তস্যাবতারণায়। ততস্তমবতীর্ণং হৃতং শীতীভূতমহতেন বাসসা পরিপূয় শুচৌ দৃঢ়ে কলসে সমাসিচ্য পিধানেন পিধায় শুক্লেন বস্ত্রপট্টেনাচ্ছাদ্য সূত্রেণ সুবদ্ধং সুনিগুপ্তং নিধাপয়েৎ। ততোহস্মৈ মাত্রাং প্রযচ্ছেৎ পানায়॥ ৩১

তেন সাধু বিরিচ্যতে। সম্যগপহৃতদোষস্য চাস্যানুপূর্ব্বী যথোক্তা। ততশ্চৈনমনুবাসয়েদনুবাসনকালে॥ ৩২

এতেনৈব চ পাকবিধিনা সর্ষপকরঞ্জকোষাতকীস্নেহানুপকল্প্য পায়য়েৎ সর্ব্ববিশেষানপেক্ষ্যমাণস্তেনাগদো ভবতি॥ ৩৩

উক্ত বিড়ঙ্গের ক্বাথ নির্ব্বাপিত অথচ উষ্ণ অঙ্গারাদির উপর স্থাপিত করিয়া রাখিবে। এইরূপে নির্ম্মল হইলে পর উক্ত তিল সকল গ্রহণ করিয়া বিড়ঙ্গের ক্বাথে একবিংশতি বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে উদূখলে কুট্টিত ও শিলে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিবে এবং সমস্ত চূর্ণ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। অনন্তর তাহাতে বিড়ঙ্গের ক্বাথ পুনঃপুনঃ সেচন করিয়া মর্দ্দন করিবে। তাহাতে উহা হইতে তৈল নির্গত হইলে সেই তৈল একটী দৃঢ় কলসে স্থাপন করিয়া নির্জ্জনে রাখিবে। অনন্তর তিল্বক ও কোদ্দালক এক এক পল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া বিড়ঙ্গের ক্বাথসহকারে পেষণপূর্ব্বক তাহার সহিত শ্যামামূল, অরুণমূল ও তেউড়ী প্রত্যেকে অর্দ্ধপল ও দন্তী অর্দ্ধপল, দ্রবন্তী অর্দ্ধপল ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ এক আঢ়ক (এক সের) মিশ্রিত করিবে। পরে ঐ মিশ্রিত দ্রব্য এক প্রস্থ পরিমিত পূর্ব্বোক্ত তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে সমস্ত দ্রব্য একটী বৃহৎ কটাহে স্থাপন করিয়া বিস্তৃত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অতিসাবধানে মৃদু অগ্নিতে তৈল পাক করিবে এবং দর্ব্বী দ্বারা পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে। অনন্তর শব্দ ও ফেনের নিবৃত্তি ও তৈলস্থ দ্রব্যের গন্ধ নিঃসৃত হইলে স্থিরবুদ্ধি বৈদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, তৈলের কল্ক অঙ্গুলি দ্বারা বর্ত্তিত করিলে বর্ত্তীর ন্যায় হয় কিনা। যদি হয়, এবং অঙ্গুলিতে লিপ্ত না হয়, তবে পাক সমাপ্ত হইয়াছে জানিবে। পরে ঐ তৈল নামাইয়া শীতল হইলে শুক্লবস্ত্রে ছাঁকিয়া পরিষ্কৃত দৃঢ় কলসে স্থাপনপূর্ব্বক নির্ব্বাতস্থলে আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। ৩১। ঐ তৈল দ্বারা উত্তম বিরেচন হইবে। বিরেচন হইলে পূর্ব্বোক্ত পেয়াদিক্রম অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর অনুবাসনকাল উপস্থিত হইলে এই তৈল দ্বারাই অনুবাসন করাইবে। ৩২। এইরূপ পাকনিয়মেই সর্ষপ, করঞ্জবীজ ও কোশাতকীবীজের স্নেহ প্রস্তুত করিয়া বিরেচনাপূর্ব্বক ক্রিমিকোষ্ঠ রোগীকে পান

ইত্যেতদ্দ্বয়ানাং শ্লেষ্মপুরীষসম্ভবানাং ক্রিমীণাং সমুত্থানস্থানসংস্থানবর্ণনামপ্রভাবচিকিৎসিতবিশেষা ব্যাখ্যাতাঃ সামান্যতঃ ॥৩৪

বিশেষতস্ত্বল্পমাত্রমাস্থাপনানুবাসনানুলোমহরণং ভূয়িষ্ঠং তেষ্বৌষধিষু পুরীষজানাং ক্রিমীণাং চিকিৎসিতং কার্য্যং মাত্রাধিকং পুনঃ শিরোবিরেচনবমনোপশমনভূয়িষ্ঠং তেষ্বৌষধেষু শ্লেষ্মজানাং ক্রিমীণাং চিকিৎসিতং কার্য্যমিত্যেষ ক্রিমিঘ্নো ভেষজবিধিরনুব্যাখ্যাতো ভবতি ॥ ৩৫

তমনুতিষ্ঠতা যথাস্বং হেতুবর্জ্জনে প্রযতিতব্যম্। যথোদ্দেশমেবমিদং ক্রিমিকোষ্ঠং যথাবদনুব্যাখ্যাতং ভবতীতি ॥৩৬

তত্র শ্লোকাঃ।

অপকর্ষণমেবাদৌ ক্রিমীণাং ভেষজং স্মৃতম্
ততো বিঘাতঃ প্রকৃতের্নিদানস্য চ বর্জ্জনম্ ॥৩৭
এতাবদ্ভিষজা কার্য্যং রোগে রোগে যথাবিধি
অয়মেব বিকারাণাং সর্ব্বেষামপি নিগ্রহে ॥
বিধিদৃষ্টস্ত্রিধা যোঽয়ং ক্রিমীন্নুদ্দিশ্য কীর্ত্তিতঃ
সংশোধনং সংশমনং নিদানস্য চ বর্জ্জনম্ ॥ ৩৮
ব্যাধিতৌ পুরুষৌ জ্ঞাজ্ঞৌ ভিষজৌ সপ্রয়োজনৌ
বিংশতিঃ ক্রিময়স্তেষাং হেত্বাদিঃ সপ্তকো গণঃ ॥
উক্তো ব্যাধিতরূপীয়ে বিমানে পরমর্ষিণা।
শিষ্যসম্বোধনার্থঞ্চ ব্যাধিপ্রশমনায় চ ॥ ৩৯

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে ব্যাধিতরূপীয়ং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

রোগভিষগ্জিতীয়ম্

অথাতো রোগভিষগ্জিতীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

বুদ্ধিমানাত্মনঃ কার্য্যগুরুলাঘবে কর্ম্মফল-

করিতে দিলে উহার ক্রিমি নষ্ট হইবে। ৩৩। এইরূপে শ্লেষ্মজ ও পুরীষজ উভয়বিধ ক্রিমির নিদান, আকার, বর্ণ, প্রভাব ও চিকিৎসা সামান্যতঃ ব্যাখ্যা করা হইল। ৩৪। বিশেষতঃ পুরীষজ ক্রিমিদিগের চিকিৎসায় অল্পমাত্র আস্থাপন, অনুবাসন ও অনুলোমহরণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আর শ্লেষ্মজ ক্রিমিদিগের চিকিৎসায় অধিক মাত্রায় শিরোবিরেচন, বমন ও উপশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে ক্রিমিনাশক ভেষজবিধি ব্যাখ্যা করা হইল। ৩৫। ক্রিমিনাশক বিধির অনুপানকালে ক্রিমিনিদানোক্ত আহারাদি বর্জ্জন করিবে। এইরূপে ক্রিমিচিকিৎসা অতিপ্রায়ানুরূপ ব্যাখ্যা করা হইল। ৩৬। উপসংহার ও সূচী,— প্রথমতঃ অপকর্ষণই ক্রিমিদিগের উত্তম ঔষধ। অনন্তর কারণের নাশ ও নিদানের পরিহার আবশ্যক। ৩৭। বিধি উপলব্ধ করিয়া সংশোধন সংশমন ও নিদান-বর্জ্জন এই ত্রিবিধ বিধি উল্লিখিত হইল। বৈদ্য এই বিধি যথাবিধি সমস্ত রোগেই প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে সমস্ত রোগেরই শান্তি হইতে পারে। ৩৮। মহর্ষি আত্রেয় শিষ্যবোধন ও ব্যাধি-প্রশমনার্থ এই ব্যাধিতরূপীয় অধ্যায়ে দুই প্রকার ব্যাধিত পুরুষ, বিজ্ঞ ও অজ্ঞ দুই প্রকার ভিষক্, তাহাদের প্রয়োগ-বিভেদ, বিংশতি প্রকার ক্রিমি ও তাহাদের হেত্বাদি সপ্তগণ বর্ণনা করিয়াছেন। ৩৯।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা রোগভিষগ্জিতীয় বিমান অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন। [ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে আয়ুর্ব্বেদে অধিকার লাভ করা যায় না বলিয়া এই অধ্যায়ের উপক্রমণিকায় ন্যায়শাস্ত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।] ১। বুদ্ধি-

অনুবন্ধং দেশকালৌ চ বিদিত্বা যুক্তিদর্শনাৎ ভিষগ্বুভূষুঃ শাস্ত্রমেবাদিতঃ পরীক্ষেত বিবিধানি হি শাস্ত্রাণি ভিষজাং প্রচরন্তি লোকে। তত্র যন্মন্যেত মহদ্যশস্বি-ধীরপুরুষানুমোদিতমর্থবহুলমাপ্তজন—পূজিতং ত্রিবিধশিষ্যবুদ্ধি-হিতমপগতপুনরুক্তদোষমার্ষং সুপ্রণীতসূত্রভাষ্যসংগ্রহক্রমং স্বাধারমনব-পতিতশব্দমকষ্টশব্দং পুষ্কলাভিধানং ক্রমাগতার্থ-মর্থতত্ত্ববিনিশ্চয়প্রধানং সঙ্গতার্থমসঙ্কুলপ্রকরণ-মাশুপ্রবোধকং লক্ষণবচ্চোদাহরণবচ্চ তদভি-প্রপদ্যেত শাস্ত্রম্। শাস্ত্রং হ্যেবংবিধমমল ইবা-দিত্যস্তমো বিধূয় প্রকাশয়তি সর্ব্বম্ ॥ ২

ততোঽনন্তরমাচার্য্যং পরীক্ষেত। তদ্-যথা ;—পর্য্যবদাতশ্রুতং পরিদৃষ্টকর্ম্মাণং দক্ষং দক্ষিণং শুচিং জিতহস্তমুপকরণবন্তং সর্ব্বেন্দ্রি-য়োপপন্নং প্রকৃতিজ্ঞং প্রতিপত্তিজ্ঞ-মনুপস্কৃত-বিদ্যমনসূয়কমকোপনং ক্লেশক্ষমং শিষ্যবৎসল-মধ্যাপকং জ্ঞাপনাসমর্থঞ্চেতি। এবংগুণো হ্যাচার্য্যঃ সুক্ষেত্রমার্ত্তবো মেঘ ইব শস্যগুণৈঃ সুশিষ্য-মাশু বৈদ্যগুণৈঃ সম্পাদয়তি। তমুপসৃত্যারি-রাধয়িষুরুপচরেদগ্নিবচ্চ দেববচ্চ রাজবচ্চ পিতৃ-বচ্চ ভর্ত্তৃবচ্চাপ্রমত্তস্ততস্তৎপ্রসাদাৎ কৃৎস্নং শাস্ত্রমধিগম্য শাস্ত্রস্য দৃঢ়তায়ামভিধানসৌষ্ঠব-স্যার্থস্য বিজ্ঞানে বচনশক্তৌ চ ভূয়ঃ প্রযতেত সম্যক্ ॥ ৩

তত্রোপায়া ব্যাখ্যাস্যন্তে ; অধ্যয়নমধ্যা-পনং তদ্বিদ্যসম্ভাষেত্যুপায়াঃ ॥ ৪

তত্রায়মধ্যয়নবিধিঃ, কল্যঃ কৃতক্ষণঃ প্রাত-রুত্থায়োপব্যূষং বা কৃত্বাবশ্যকমুপস্পৃশ্যোদকং দেবগোব্রাহ্মণগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যেভ্যো নমস্কৃত্য সমে শুচৌ দেশে সুখোপবিষ্টো মনঃপুরঃসরাভি-র্বাগ্ভিঃ সূত্রমনুক্রামন্ পুনঃপুনরাবর্ত্তয়েৎ

স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের গুরুলঘুত্ব, ফল, অনুবন্ধ, দেশ ও কাল অবগত হইয়া যুক্তিপূর্ব্বক প্রথমতঃ শাস্ত্র পরীক্ষা করিবেন। লোকে চিকিৎসকদিগের নানা শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সেই শাস্ত্রই অনুসরণীয়, যাহা মহৎ ; যাহা যশস্বী ধীরপুরুষদিগের অনুমোদিত, যাহা অর্থবহুল, যাহা আপ্তজনপূজিত, যাহা ত্রিবিধ-প্রকার শিষ্যেরই বুদ্ধিগম্য, যাহা পুনরুক্ত দোষবিবর্জ্জিত, যাহা ঋষিপ্রণীত ; যাহার সূত্র ভাষ্য ও সূচীক্রম সুপ্রণীত, যাহার আধার উৎকৃষ্ট, যাহাতে গ্রাম্যতা ও কষ্টত্ব দোষ নাই, যাহা উদারার্থক, যাহাতে ভগ্নপ্রক্রমতা দোষ নাই ; যাহা প্রসাদগুণবিশিষ্ট, সঙ্গতার্থ, অজটিল, আশুবোধ এবং লক্ষণ ও উদাহরণযোগে ব্যাখ্যাত। এইরূপ বিমল শাস্ত্র আদিত্যের ন্যায় তমোবিনাশপূর্ব্বক অর্থ সমস্ত প্রকাশ করিয়া থাকে। ২। অনন্তর আচার্য্য পরীক্ষা করিবে। যিনি বেদপারগ, দৃষ্টকর্ম্মা, দক্ষ, দাক্ষিণ্যবিশিষ্ট, শুচি, ক্ষিপ্রহস্ত, সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন, সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন, প্রকৃতিজ্ঞ, সিদ্ধান্তজ্ঞ, বহুবিদ্য, অসূয়াহীন, অক্রোধ, ক্লেশসহিষ্ণু, শিষ্যবৎসল, অধ্যাপনাকুশল ও পাঠ্যবিষয়ের বিজ্ঞাপনে সমর্থ, এইরূপ আচার্য্যই বর্ষাকালীন মেঘ যেমন উর্ব্বরক্ষেত্রকে শস্যগুণে সম্পন্ন করে, সেইরূপ সুশিষ্যকে আশু বৈদ্যগুণযোগে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। শিষ্য এইরূপ গুরুকেই অগ্নিবৎ, দেববৎ, রাজবৎ, পিতৃবৎ ও ভর্ত্তৃবৎ অপ্রমত্তভাবে আরাধনা করিবে এবং তৎপ্রসাদে সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞান, বাক্য-সৌষ্ঠব, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাত অর্থের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সামর্থ্য উপার্জ্জন করিবার জন্য যত্ন করিবে। ৩। ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার উপায় ত্রিবিধ যথা ;—অধ্যয়ন অধ্যাপন ও তদ্বিদ্যা-বান্ লোকদিগের সহিত সম্ভাষণ। ৪। অধ্যয়নবিধি যথা ;—সুস্থশরীরে, নির্দ্দিষ্টক্ষণে প্রাতঃকালে বা প্রত্যূষে উত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃ-কৃত্যসমাধানান্তে দেব, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্যদিগকে যথাবিধি নমস্কার করিয়া সমতল শুচি স্থানে সুখোপবিষ্ট হইবে এবং অভিনিবেশ সহকারে প্রস্ফুটস্বরে ক্রমানু-যায়ী সূত্র সকল আবৃত্তি করিতে থাকিবে।

বুদ্ধ্যা সম্যগনুপ্রবিশ্যার্থতত্ত্বং স্বদোষপরিহার-পরদোষপ্রমাণার্থমেবং মধ্যন্দিনেঽপরাহ্ণে রাত্রৌ চ শশ্বদপরিহাপয়ন্নধ্যয়নমভ্যস্যেদিত্যধ্যয়ন-বিধিঃ ॥ ৫

অথাধ্যাপনবিধিঃ। অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধি-রাচার্য্যঃ শিষ্যমাদিতঃ পরীক্ষেত। তদ্‌যথা;—প্রশান্তমার্য্য—প্রকৃতিকমক্ষুদ্রকর্ম্মাণমৃজুচক্ষুর্ম্মুখ—নাসাবংশং তনুরক্তবিশদজিহ্বমবিকৃতদন্তৌষ্ঠং ধৃতিমন্তম্, অনহঙ্কৃতং মেধাবিনং বিতর্কস্মৃতি-সম্পন্নমুদারসত্ত্বং তদ্বিদ্যকুলজমথবা তদ্বিদ্যাবৃত্তং তত্ত্বাভিনিবেশিনমব্যঙ্গমব্যাপন্নেন্দ্রিয়ং নিভৃত-মনুদ্ধতমব্যসনিনং শীলশৌচানুরাগদাক্ষ্যপ্রদ-ক্ষিণ্যোপপন্নমধ্যয়নাভি-কামমর্থ-বিজ্ঞানকর্ম্ম-দর্শনে চানন্যকার্য্যমলুব্ধমনলসং সর্ব্বভূতহিতৈ-ষিণমাচার্য্য-সর্ব্বানুশিষ্টি—প্রতিকর-মনুরক্তমেবং গুণসমুদিতমধ্যাপ্যমেবমাহুঃ। এবংগুণসমুদিতং চিরমধ্যয়নার্থমুপস্থিতমারিরাধয়িষুমনুভাষেত ॥৬

উদগয়নে শুক্লপক্ষে প্রশস্তেঽহনি তিষ্যহস্ত-শ্রবণাশ্বযুজামন্যতমেন নক্ষত্রেণ যোগমুপগতে ভগবতি শশিনি কল্যাণে মুহূর্ত্তে স্নাতঃ কৃতো-পবাসো মুণ্ডঃ কাষায়বস্ত্রসংবীতঃ সমিধোঽগ্নি-মাজ্যমুপলেপনমুদককুম্ভাংশ্চ সুগন্ধিহস্তমাল্য-দামহিরণ্যান্ হেমরজতমণিমুক্তাবিদ্রুমক্ষৌম-পরিধীংশ্চ কুশলাজসর্ষপাক্ষতাংশ্চ শুক্লাশ্চ সুম-নসো গ্রথিতাগ্রথিতাংশ্চ মেধ্যাংশ্চ ভক্ষ্যান্ গন্ধাংশ্চ পিষ্টাপিষ্টানাদায়োপতিষ্ঠস্বেতি। স তথা কুর্য্যাৎ ॥ ৭

তমুপস্থিতমাজ্ঞায় সমে শুচৌ দেশে প্রাক্-প্রবণে উদক্‌প্রবণে বা চতুষ্কিষ্কুমাত্রং চতুরস্রং স্থণ্ডিলং গোময়োদকেনোপলিপ্তং কুশাস্তীর্ণং সুপরিহিতং পরিধিভিশ্চতুর্দ্দিশং যথোক্তচন্দনো-

অনন্তর অধীত বিষয়ে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ করিয়া অধীত বিষয়ের দোষাদোষ প্রমাণার্থ মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও রাত্রিতে পুনঃপুনঃ আলোচনা করিবে ইতি অধ্যয়ন বিধি। ৫। আচার্য্য অধ্যাপনা করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। শিষ্য এইরূপ হওয়া আবশ্যক যথা,—প্রশান্ত, আর্য্য-প্রকৃতি, অক্ষুদ্র-কর্ম্মা, অক্ষুদ্রাশয়, ঋজু-চক্ষুঃ, ঋজুমুখ ও ঋজুনাসাবিশিষ্ট। যেন ইহার জিহ্বা পাতলা ও নির্ম্মল, দন্ত ও ওষ্ঠ অবিকৃত হয়। যেন ধৃতিমান্, নিরহঙ্কার, মেধাবী, তর্কশক্তি ও স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন এবং উদারপ্রকৃতি হয়। উহার পূর্ব্বপুরুষেরা যে বিদ্যা অনুসরণ করিয়াছেন, যেন সেই বিদ্যা-রই অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। অথবা যেন তদ্বিদ্যাব্যবসায়ী হয়। যেন তত্ত্বপ্রিয়, সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন, অব্যাহতেন্দ্রিয়, বিনীত, অনুদ্ধত, অব্য-সন, সুশীল, শুচি, অনুরাগী, দক্ষ, দাক্ষিণ্য-সম্পন্ন, অধ্যয়নপ্রিয়, অর্থজ্ঞান ও কর্ম্ম দর্শনে অভিনিবিষ্ট, অলুব্ধ, অনলস, সর্ব্বভূত-হিতৈষী, আচার্য্যের আজ্ঞাবহ ও আচার্য্যের প্রতি অনুরক্ত হয়। এইরূপ শিষ্যই অধ্যা-পনার যোগ্য। এইরূপ গুণ-সম্পন্ন শিষ্য বহুদিন অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশে উপস্থিত হইলে আচার্য্য তাহাকে উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইবেন। ৬। "উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে শুভ-দিনে ভগবান্ নিশাকর পুষ্যা, হস্তা, শ্রবণা ও অশ্বিনী এই সকল নক্ষত্রের অন্যতমের সহিত সমাগত হইলে, সেই দিন শুভলগ্নে মৈত্র মুহূর্ত্তে স্নান, উপবাস, শিরোমুণ্ডন ও কাষায়বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক যজ্ঞকাষ্ঠ, অগ্নি, ঘৃত, উপলেপন, সুগন্ধমাল্যসম্পন্ন জলকুম্ভ, হিরণ্য, হেম, রজত, মণি, মুক্তা, প্রবাল, ক্ষৌম, কুশ, লাজ, সর্ষপ, আতপতণ্ডুল, গ্রথিত ও অগ্রথিত শুক্লপুষ্প, পবিত্র ভক্ষ্য ও গন্ধদ্রব্য, পিষ্ট ও অপিষ্ট সকল আহরণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।" আচার্য্য শিষ্যকে এইরূপ আদেশ করিবেন। শিষ্যও সেইরূপ করি-বেন। ৭। শিষ্য এই সকল দ্রব্য লইয়া উপ-স্থিত হইলে গুরু তাহাকে অনুমোদনপূর্ব্বক সমতল শুচি স্থানে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে চতুর্হস্ত-মাত্র চতুষ্কোণ বেদিভূমি গোময় জল দ্বারা

দককুম্ভক্ষৌমহেম—হিরণ্যরজতমণিমুক্তাবিদ্রুমালঙ্কৃতং মেধ্যভক্ষ্যগন্ধশুক্লপুষ্পলাজাসর্ষপাক্ষতোপশোভিতং কৃত্বা তত্র পালাশীভিরৈঙ্গুদীভিরোডুম্বরীভির্মাধুকীভির্বা সমিদ্ভিরগ্নিমুপসমাধায় প্রাঙ্মুখঃ শুচিরধ্যয়নবিধিমনুবিধায় মধুসর্পির্ভ্যাং ত্রিস্ত্রির্জুহুয়াদগ্নিম্। আশীঃসম্প্রযুক্তৈর্মন্ত্রৈর্ব্রহ্মাণমগ্নিং ধন্বন্তরিং প্রজাপতিমশ্বিনৌ ইন্দ্রমৃষীংশ্চ সূত্রকারানভিমন্ত্রায়মানঃ। পূর্ব্বং স্বাহেতি শিষ্যশ্চৈনমন্বারভেত হুত্বা চ প্রদক্ষিণমগ্নিমনুপরিক্রামেত। ততোঽনুপরিক্রাম্য ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ। ভিষজশ্চাভিপূজয়েৎ॥ ৮

অথৈনমগ্নিসকাশে ব্রাহ্মণসকাশে ভিষক্সকাশে চানুশিষ্যাৎ। ব্রহ্মচারিণা শ্মশ্রুধারিণা সত্যবাদিনা অমাংসাদেন মেধ্যসেবিনা নির্ম্মৎসরেণাশাস্ত্রধারিণা ভবিতব্যম্। ন চ তে মদ্বচনাৎ কিঞ্চিদকার্য্যং স্যাদন্যত্র রাজদ্বিষ্টাৎ প্রাণহরাদ্বিপুলাদধর্ম্ম্যাদনর্থসম্প্রযুক্তাদ্বাপ্যর্থাৎ। মদর্পণেন মৎপ্রধানেন মদধীনেন মৎপ্রিয়হিতানুবর্ত্তিনা চ শশ্বদ্ভবিতব্যম্। পুত্ত্রবদ্দাসবদর্থিবচ্চোপচরতানুসর্ত্তব্যোঽহম্। অনুৎসুকেনাবহিতেনানন্যমনসা বিনীতেনাবেক্ষ্যাবেক্ষ্যাকারিণানসূয়কেন চাভ্যনুজ্ঞাতেন প্রবিচরিতব্যম্ অনুজ্ঞাতে ন চ প্রবিচরতা॥ ৯

পূর্ব্বং গুর্ব্বর্থোপাহরণে যথাশক্তি প্রযতিতব্যং কর্ম্মসিদ্ধিমর্থসিদ্ধিং যশোলাভঞ্চ প্রেত্য চ স্বর্গমিচ্ছতা ভিষজা। গোব্রাহ্মণমাদৌ কৃত্বা সর্ব্বপ্রাণভৃতাং শর্ম্মণ্যাসিতব্যম্ অহরহরুত্তিষ্ঠতা চোপবিশতা চ সর্ব্বাত্মনা চাতুরাণামারোগ্যে প্রযতিতব্যম্। জীবিতহেতোরপি চাতুরেভ্যো নাতিদোগ্ধব্যম্। মনসাপি চ পরস্ত্রিয়ো নাভিগমনীয়াঃ। তথা সর্ব্বমেব

লেপন ও কুশ দ্বারা আচ্ছাদন ও পরিধিযোগে চতুর্দ্দিক্ সুসম্পন্ন করিয়া যথাকথিত চন্দন, জলকুম্ভ, ক্ষৌম, হেম, রজত, মণি মুক্তা ও প্রবালযোগে অলঙ্কৃত করিবেন। পরে পবিত্র ভক্ষ্য, গন্ধদ্রব্য, শুক্লপুষ্প, লাজ সর্ষপ ও আতপতণ্ডুলযোগে শোভিত করিবেন। অনন্তর পলাশ, ইঙ্গুদী, উডুম্বর ও যষ্টিমধু কাষ্ঠসহকারে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পূর্ব্বমুখে শুদ্ধভাবে অধ্যয়নবিধি বিধানপূর্ব্বক তিন তিনবার মধুঘৃতযোগে অগ্নিতে আহুতি দিবেন। অনন্তর আশীর্ব্বাদসংযুক্ত মন্ত্রযোগে ব্রাহ্মণ, অগ্নি, ধন্বন্তরি, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও সূত্রকার ঋষিদিগকে অভিমন্ত্রিত করিবেন। শিষ্যও স্বাহা বলিয়া গুরুর অনুসরণ করিবে এবং অগ্নিকে হোম করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে এবং বৈদ্যদিগকেও পূজা করিবে। ৮। অনন্তর আচার্য্য শিষ্যকে অগ্নিসমীপে, ব্রাহ্মণসমীপে ও বৈদ্যগণসমীপে এইরূপ অনুশাসন করিবেন যে, ব্রহ্মচারী, শ্মশ্রুধারী, সত্যবাদী, নিরামিষাশী, পবিত্রদ্রব্যসেবী, নির্ম্মৎসর ও শাস্ত্রধারী হইবে। আমি যাহা বলিব, তাহা ভিন্ন, অপর কোন কার্য্য করিও না। তবে যদি তোমায় এমন কোন আজ্ঞা করি, যাহা রাজার বিদ্বিষ্ট, প্রাণনাশক, অধর্ম্মকর, অনর্থকর ও অনর্থক হয়, তবে তুমি তাহা পালন করিও না। আমিই সর্ব্বদা তোমার অর্পণের একমাত্র পাত্র, আমিই তোমার একমাত্র প্রধান, তুমি আমারই অধীন এবং তুমি সর্ব্বদা আমারই প্রিয়হিতকারী হইবে। তুমি পুত্রবৎ দাসবৎ ও অর্থিবৎ আমার অনুসরণ করিবে। তুমি উৎকণ্ঠাবর্জ্জিত অবহিত ও অনন্যমনা হইয়া বিনীত ও সমীক্ষ্যকারী হইয়া, এবং অসূয়াবিহীন হইয়া আমার আজ্ঞা পালন করিবে। আজ্ঞা পালন কালে বিচলিত হইবে না। ৯। যদি ভিষক্ কর্ম্মসিদ্ধি, অর্থসিদ্ধি, যশোলাভ ও পরলোকে স্বর্গ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যথাশক্তি গুরূপদিষ্ট অর্থের উপলব্ধি করিতে যত্নশীল হইবেন। গো-ব্রাহ্মণপুরঃসর হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলার্থে অহরহঃ উত্থানে ও উপবেশনে সর্ব্বান্তঃকরণে আতুরগণের আরোগ্যসাধনে যত্নবান্ হইবেন। জীবিকার অনুরোধেও রোগীদিগকে

পরস্বম্। নিভৃতবেশপরিচ্ছদেন চ ভবিতব্যম্। অশৌণ্ডেনাপাপেনাপাপসহায়েন চ শ্লক্ষ্ণশুক্লধর্ম্মশর্ম্মাধন্যসত্যহিতমিতবচসা দেশকালবিচারিণা স্মৃতিমতা জ্ঞানোত্থানোপকরণসম্পৎসু নিত্যং যত্নবতা। ন চ কদাচিদ্রাজদ্বিষ্টানাং রাজদ্বেষিণাং বা মহাজনদ্বিষ্টানাং মহাজনদ্বেষিণাং বা ঔষধমনুবিধাতব্যম্। এবং সর্ব্বেষামত্যর্থবিকৃতদুষ্টদুঃখশীলাচারোপচারাণামনপবাদপ্রতিকরাদীনাং মুমূর্ষতাঞ্চ তথৈবাসন্নিহিতেশ্বরাণাং স্ত্রীণামনধ্যক্ষাণাং বা॥ ১০

ন চ কদাচিৎ স্ত্রীদত্তমামিষমাদাতব্যমননুজ্ঞাতং ভর্ত্রাথবাধ্যক্ষেণ। আতুরকুলঞ্চানুপ্রবিশতা বিদিতেনানুমতপ্রবেশিনা সার্দ্ধং পুরুষেণ সুসংবীতেনাবাকৃশিরসা স্মৃতিমতা স্তিমিতেনাবেক্ষ্যাবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা মনসা সর্ব্বমাচরতা সম্যগনুপ্রবেষ্টব্যম্। অনুপ্রবিশ্য চ বাঙ্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ন ক্বচিৎ প্রণিধাতব্যানি অন্যত্রাতুরোপকারার্থাৎ নাতুরগতেষ্বন্যেষু বা ভাবেষু। ন চাতুরকুলপ্রবৃত্তয়ো বহির্নিশ্চারয়িতব্যাঃ। হ্রাসিতঞ্চায়ুষঃ প্রমাণমাতুরস্য ন বর্ণয়িতব্যং জানতাপি চ তত্র যত্রোচ্যমানমাতুরস্যান্যস্য বাপ্যুপঘাতায় সম্পদ্যতে। জ্ঞানবতাপি চ নাত্যর্থমাত্মনো জ্ঞানে ন বিকত্থিতব্যম্। আপ্তাদপি বিকত্থমানাদত্যর্থমুদ্বিজন্তে লোকে॥ ১১

ন চৈব হি সুতরামায়ুর্ব্বেদস্য পারং, তস্মাদপ্রমত্তঃ শশ্বদভিযোগমস্মিন্ গচ্ছেৎ। তদেবং কার্য্যমেবং ভূয়শ্চ বৃত্তস্য সৌষ্ঠবমনসূয়তাপরেভ্যোঽপ্যাগময়িতব্যম্। কৃৎস্নো হি লোকো বুদ্ধিমতামাচার্য্যঃ শত্রুশ্চাবুদ্ধিমতামেতচ্চাভিসমীক্ষ্য বুদ্ধিমতা অমিত্রস্যাপি ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং লোক্যমভ্যুপদিশতো বচঃ শ্রোতব্যমনুবিধাতব্যঞ্চেতি॥ ১২

অতিদোহন করিবে না। মন দ্বারাও পরস্ত্রীগমন করিবে না। পরস্বও এইরূপে সর্ব্ব প্রকারে পরিহার করিবে। অনুজ্জ্বল-বেশ অনুজ্জ্বল পরিচ্ছদ হইবে। অমদ্যপায়ী, অপাপী, অপাপসহবাসী, ধার্ম্মিক, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সত্যহিতমিতবাদী, দেশকালবিচারী ও স্মৃতিমান হইয়া জ্ঞান, অভ্যুদয় ও উপকরণ সংগ্রহে যত্নশীল হইবে। আর কখন রাজদ্বিষ্ট, রাজদ্বেষী, মহাজন-বিশিষ্ট, মাহাজন-বিদ্বেষীদিগের চিকিৎসা করিবে না। এইরূপ যাহারা অত্যন্ত বিকৃত, দুষ্ট, দুরাচার; যাহারা অপবাদে ভয় না করে, যাহারা মুমূর্ষু এবং যে সকল স্ত্রীলোকের স্বামী বা অভিভাবক নিকটে নাই, তাহাদেরও চিকিৎসা করিবে না। স্ত্রীলোকের দত্ত আমিষ উপহার সেই স্ত্রীলোকের ভর্ত্তা বা অভিভাবকের অনুজ্ঞা ভিন্ন গ্রহণ করিবে না। অনুমতি লইয়া, সংবাদ দিয়া, পরিচ্ছন্ন হইয়া রোগীর গৃহে রোগীর লোকের সহিত নম্রবদন প্রবেশপূর্ব্বক রোগতত্ত্ব স্মরণ করিতে করিতে করিয়া রোগীর রোগভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে বাক্য, মন, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় প্রণিধান করিবে না, রোগীর কুলসম্বন্ধীয় কোন বিষয় কাহার কাছে প্রকাশ করিবে না। রোগীর মৃত্যু নিকট হইয়াছে জানিয়াও বর্ণনা করিবে না। কারণ, তাহা বর্ণনা করিলে রোগী বা তৎসংক্রান্ত অন্য ব্যক্তির আঘাত লাগিতে পারে আর সহস্র জ্ঞানবান হইলেও আত্মশ্লাঘা করিলে তাঁহার প্রতি লোকে বিরক্ত হয়। ১১।

আর আয়ুর্ব্বেদের পার নাই। অতএব অপ্রমত্তভাবে সর্ব্বদাই ইহাতে অতিশয় মনোযোগ দিবে। অমুক স্থলে অমুক প্রকার চিকিৎসা করা উচিত, এইরূপ জ্ঞান, সৌষ্ঠব অসূয়া বর্জ্জনপূর্ব্বক পরের কাছেও উপার্জ্জন করা উচিত। বুদ্ধিমান্ লোকেরা সকলকেই আচার্য্য মনে করেন এবং অজ্ঞেরাই শত্রু মনে করিয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অমিত্রের উপদেশও প্রশংসনীয় যশস্য,

অতঃপরমিদং ব্রূয়াৎ। দেবতাগ্নিদ্বিজাতি-গুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যেষু তে সম্যগ্বর্ত্তিতব্যম্। তেষু তে সম্যগ্বর্ত্তমানস্যায়মগ্নিঃ সর্ব্বগন্ধরসরত্নবীজানি যথেরিতাশ্চ দেবতাঃ শিবায় স্যুরতোঽন্যথা চাবর্ত্তমানস্যাশিবায়েতি। এবং ব্রুবতি চাচার্য্যে শিষ্যস্তথেতি ব্রূয়াৎ। যথোপদেশঞ্চ কুর্ব্বন্নধ্যাপ্যো জ্ঞেয়ে অতোঽন্যথা ত্বনধ্যাপ্যঃ। অধ্যাপ্যমধ্যাপয়ন্ হ্যাচার্য্যো যথোক্তৈশ্চাধ্যাপনফলৈর্য্যোগমাপ্নোত্যন্যৈশ্চানুক্তৈঃ শ্রেয়স্করৈর্গুণৈঃ শিষ্যমাত্মানঞ্চ যুনক্তি। ইত্যধ্যাপনবিধিরুক্তঃ॥ ১৩

অধ্যয়নাধ্যাপনবিধিবৎ সম্ভাষাবিধিমত ঊর্দ্ধং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ভিষক্ ভিষজা সহ সম্ভাষেত। তদ্বিদ্যসম্ভাষা হি জ্ঞানাভিযোগসংহর্ষকরী ভবতি। বৈশারদ্যমপি চাভিনির্ব্বর্ত্তয়তি বচনশক্তিমপি চাধত্তে যশশ্চাভিদীপয়তি। পূর্ব্বশ্রুতে চ সন্দেহবতঃ পুনঃ শ্রবণাৎ শ্রুতসংশয়মপকর্ষতি। শ্রুতে-চাসন্দেহবতো ভূয়োঽধ্যবসায়মভিনির্ব্বর্ত্তয়তি। অশ্রুতমপি চ কঞ্চিদর্থং শ্রোত্রবিষয়মাপাদয়তি। যচ্চাচার্য্যঃ শিষ্যায় শুশ্রূষবে প্রসন্নক্রমেণোপদিশতি গুহ্যাভিমতমর্থজাতম্, তৎ পরস্পরেণ সহ জল্পন্ পণ্ডেন বিজিগীষুরাহ সংহর্ষাৎ। তস্মাৎ তদ্বিদ্যসম্ভাষামভিপ্রশংসন্তি কুশলাঃ॥১৪

দ্বিবিধা তু খলু তদ্বিদ্যসম্ভাষা ভবতি। সন্ধায় সম্ভাষা বিগৃহ্য সম্ভাষা চ। তত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান-বচনপ্রতিবচনশক্তিসম্পন্নেনাকোপনেনানুপস্কৃত-বিদ্যেনানসূয়কেনানুনয়কোবিদেন ক্লেশক্ষমেণ প্রিয়সম্ভাষণেন চ সহ সন্ধায় সম্ভাষা বিধীয়তে। তথাবিধেন সহ কথয়ন্ বিশ্রব্ধঃ কথয়েৎ। পৃচ্ছেদপি চ বিশ্রব্ধঃ পৃচ্ছতে

আচার্য্য শিষ্যকে এইরূপ উপদেশ দিবেন, —দেবতা, অগ্নি, দ্বিজাতি, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ এবং আচার্য্যদিগের অনুবর্ত্তী হও। তুমি তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলে এই অগ্নি এবং গন্ধ রস, রত্ন, বীজসমূহ ও দেবতারা যথাপ্রবৃত্ত হইয়া তোমার মঙ্গল করিবেন। আর তুমি তাঁহাদের অনুবর্ত্তী না হইলে তাঁহারা তোমার অমঙ্গল করিবেন। গুরু এইরূপ উপদেশ দিলে শিষ্য তথাস্তু বলিবেন। শিষ্য যথোপদেশ আচরণ করিলে জ্ঞাতব্যবিষয়ে গুরুর অধ্যাপনীয় হইয়া থাকেন, ইহার অন্যথা হইলে অধ্যাপনার অযোগ্য হন। আচার্য্য অধ্যাপনীয় শিষ্যকে অধ্যাপন করাইলে যথাকথিত অধ্যাপনা-ফল সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনুক্ত ফলও পাইয়া থাকেন এবং আত্মা ও শিষ্যকে শ্রেয়স্কর গুণসমূহ-যোগে সম্পন্ন করেন। ইতি অধ্যাপনা-বিধি। ১৩।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনবিধি বর্ণনা করা হইল, এক্ষণে সম্ভাষাবিধি ব্যাখ্যা করিব। ভিষক্ আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে ভিষকের সহিত আলাপ করিবেন। আলাপে তর্ক করিবার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে, বচনশক্তি ও যশঃ হইয়া থাকে। পূর্ব্বশ্রুতবিষয়ে সন্দেহ থাকিলে পুনঃশ্রবণে সংশয় দূর হইতে পারে। আবার পূর্ব্বশ্রুতবিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও পুনঃশ্রবণে ব্যুৎপত্তির দৃঢ়তা হইতে পারে। আবার যাহা অশ্রুত ছিল, হয় ত তাহাই শ্রুতিগোচর হইতে পারে। গুরু প্রসঙ্গক্রমে কোন গুহ্যবিষয় কাহাকে বলিয়া থাকিলে সে তর্ককালে জিগীষাবশে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে গিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলে এবং তাহাতে অপর পক্ষের লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য বিচক্ষণেরা তদ্বিদ্যসম্ভাষার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ১৪। তদ্বিদ্যসম্ভাষা দুই প্রকার। এক প্রকার বিবাদ করিয়া পরস্পর আলাপ করা। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বচন ও প্রতিবচনে শক্তিসম্পন্ন, অক্রোধী, বহুবিদ্য, অসূয়াশূন্য, অনুনয়জ্ঞ, কষ্টসহ ও প্রিয়ভাষী ব্যক্তির সহিত মিলিয়া মিশিয়া আলাপ করা উচিত। এরূপ ব্যক্তির সহিত বিশ্রব্ধভাবে আলাপ করা ও বিশ্রব্ধভাবে তদীয় প্রশ্নের উত্তর করা উচিত; পরাভবের ভয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত

চাস্মৈ বিশ্রব্ধায় বিশদমর্থং ব্রূয়াৎ। ন চ নিগ্রহ-ভয়াদুদ্বিজেৎ। নিগৃহ্য চৈনং ন হৃষ্যেৎ, ন চ পরেষু বিকত্থেৎ। ন চ মোহাদেকান্তগ্রাহী স্যাৎ, ন চাপ্রস্তুতমর্থমনুবর্ণয়েৎ। সম্যক্ চানু-নয়েনানুনীয়েত, অনুনয়েচ্চ পরং, তত্র চাব-হিতঃ স্যাদিত্যনুলোমসম্ভাষাবিধিঃ ॥ ১৫

অত ঊর্দ্ধমিতরেণ সহ বিগৃহ্য সম্ভাষেত শ্রেয়সঃ যোগমাত্মনঃ পশ্যন্। প্রাগেব চ জল্পাজ্জল্পান্তরং পরাবরান্তরং পরিষদ্বিশেষাংশ্চ সম্যক্ পরীক্ষেত, সম্যক্ পরীক্ষা হি বুদ্ধিমতাং কার্য্যপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিকালৌ চ শংসতি। তস্মাৎ পরীক্ষামতিপ্রশংসন্তি কুশলাঃ। পরীক্ষা-মাণস্তু খলু পরাবরান্তরমিমান্ জল্পকগুণান্ শ্রেয়স্করাংশ্চ দোষবতশ্চ পরীক্ষেত সম্যক্। তদ্যথা ;—শ্রুতং বিজ্ঞানং ধারণং প্রতিভানং বচনশক্তিরিত্যেতান্ গুণান্ শ্রেয়স্করানাহুঃ। ইমান্ পুনর্দোষবতঃ কোপনত্বমবৈশারদ্যং ভীরুত্বমনবহিতত্বমিতি। এতান্ দ্বয়ানপি গুণান্ গুরুলাঘববতঃ পরস্য চৈবাত্মনশ্চ তোলয়েত ॥ ১৬

তত্র ত্রিবিধঃ পরঃ সম্পদ্যতে, প্রবরঃ প্রত্যবরঃ সমো বা গুণবিনিক্ষেপতো নত্বেবং কাৎস্নেন ॥ ১৭

পরিষচ্চ খলু দ্বিবিধা, জ্ঞানবতী মূঢ়পরি-ষচ্চ, সৈব দ্বিবিধা সতী ত্রিবিধা পুনরনেন কারণবিভাগেন সুহৃৎপরিষৎ উদাসীনপরিষৎ প্রতিনিবিষ্টপরিষচ্চেতি ॥ ১৮

তত্র প্রতিনিবিষ্টায়াং পরিষদি জ্ঞানবিজ্ঞান-বচনপ্রতিবচনশক্তিসম্পন্নায়াং মূঢায়াং বা ন কথঞ্চিৎ কেনচিৎ সহ জল্পো বিধীয়তে

নহে। আর ইহাকে পরাজয় করিয়াছি বলিয়া হৃষ্ট হইবে না বা পরের কাছে আত্মশ্লাঘা করিবে না। আবার তর্ককালে প্রমত্ত হওয়া বা অপ্রস্তুত বিষয়ের প্রসঙ্গ করা উচিত নহে। বিনীত বাক্যে নত হইবে এবং অপরকেও সর্ব্বদা বিনীতবাক্যে সম্ভাষণ করিবে। ইতি তদ্বিদ্যসম্ভাষাবিধি। ১৫। বিপরীতপ্রকার ব্যক্তির সহিত কলহ করিয়া তর্ক করিবে। [বিপরীতপ্রকার ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞান, বিজ্ঞান, বচন, প্রতিবচনে সম্পন্ন নহে, যে ব্যক্তি ক্রোধী, ইত্যাদি] ওরূপ ব্যক্তির অপেক্ষা আপনার উৎকর্ষ দেখিলেই ওরূপ জল্পে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু জল্পের পূর্ব্বেই জল্পান্তর, পরবরান্তর ও পারিষদবিশেষদিগকে পরীক্ষা করিবে। [যে ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিতে হইবে, অপরের সহিত তাহার কথা-বার্ত্তাকে জল্পান্তক কহে। পরাবরান্তর শব্দের অর্থ উৎকর্ষ ও অপকর্ষ। কেবল প্রতিবাদীকে পরীক্ষা করিলে হইবে না; সভার মধ্যে যে সকল গুণী ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদিগকেও পরীক্ষা করিতে হইবে] কারণ এরূপ পরীক্ষা না করিলে কোন্ সময়ে তর্কে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করেন। উৎকর্ষ ও অপকর্ষ জানিতে পারিলে গুণ ও দোষ সকল স্থির করা যায়। সে সকল গুণ এই ;—শ্রুত, বিজ্ঞান, ধারণাশক্তি, প্রতিভা ও বচনাশক্তি ; এই সকল তার্কি-কের প্রধান গুণ। আর ক্রোধ, ব্যুৎপত্তি-হীনতা, ভীরুতা ও অনবধান ; এই সকল দোষ। তর্ক দ্বারা প্রতিবাদীর সম্বন্ধে স্বীয় গুণের গুরুলঘুত্ব জানা যায়। ১৬ প্রতিবাদী তিন প্রকার হইতে পারে, আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বা আপনার সমান। এস্থলে যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টতা বা সমতার বিষয় বলা হইল, তাহা সমগ্র গুণসম্বন্ধে নহে, কেবল প্রস্তুত বিষয়সম্বন্ধে। ১৭। শ্রোতৃসভা সচা-রাচর দুই প্রকার হইয়া থাকে ; জ্ঞানবতী সভা ও মূঢ়সভা। আবার উহারা প্রত্যেকে তিন তিন প্রকার যথা ;—সুহৃৎসভা, উদাসীন সভা ও প্রতিনিবিষ্টসভা। প্রতিনিবিষ্টসভা (বক্তলোকের সভা)। ১৮ জ্ঞানবতী হউক্

মূঢ়ায়াস্তু সুহৃৎপরিষদি উদাসীনায়াং বা জ্ঞান-বিজ্ঞানমন্তরেণাপ্যদীপ্তযশসা মহাজনদ্বিষ্টেন সহ জল্পো বিধীয়তে। তদ্বিধেন চ সহ কথয়তা আবিদ্ধদীর্ঘসূত্রসঙ্কুলৈর্বাক্যদণ্ডকৈঃ কথয়িতব্যম্। অতি হৃষ্টং মুহুর্মুহুরুপহসতা পরং রূপয়তা চ পরিষদমাকারৈর্ব্রুবতশ্চাস্য বাক্যাবকাশো ন দেয়ঃ। কষ্টশব্দঞ্চ ব্রুবন্ বক্তব্যো নোচ্যতে ইতি। অথবা পুনর্হীনা তে প্রতিজ্ঞেতি পুনশ্চাহ্বয়মানঃ প্রতিবক্তব্যঃ পরিসংবৎসরো ভবান্ শিক্ষতাং তাবৎ। অথবা পর্য্যাপ্তমেতাবৎ তে সকৃদেব হি পরিক্ষেপিকং নিহতং নিহতমাহুরিতি। নাস্য যোগঃ কর্ত্তব্যঃ কথঞ্চিদপ্যেবং শ্রেয়সা সহ বিগৃহ্য বক্তব্যমিত্যাহুরেকে। ন ত্বেবং জ্যায়সা সহ বিগ্রহং প্রশংসন্তি কুশলাঃ ॥ ১৯

স্থলে জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা উপস্থিত করা আবশ্যক হয় না। যদি কোন দুষ্ট ব্যক্তি সে স্থলে তোমাকে আক্রমণ করে, তবে তুমি তাহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবে; বক্র ও জটিলভাষা প্রয়োগ করিবে এবং উপহাস-রসিকতা ও ভঙ্গী করিয়া আলাপ করিবে। যেন প্রতিবাদী অপ্রতিভ ও কথা কহিতে অবকাশ না পায়। প্রতিবাদী কোনপ্রকার অপ্রসিদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করিয়া ফেলিলে; তাহাকে কহিবে যে, তুমি অপ্রসিদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করিয়া অন্যায় করিতেছ। তুমি অধীত বিষয় পুনঃসংস্কারের জন্য আর এক-বৎসর শিক্ষা কর। অথবা আরও কিছুকাল শিক্ষা কর অথবা এই তোমার পক্ষে যথেষ্ট ইত্যাদি। কিন্তু পণ্ডিতেরা বৃদ্ধদিগের সহিত এরূপ বিবাদ অনুমোদন করেন না। [গঙ্গাধরমতে "অনুমোদন করেন" কিন্তু তাহা নহে। পূর্ব্বকালে সভাস্থলে যেরূপ বাদ-বিসংবাদ হইত, চরক এস্থলে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিজের মতে এরূপ বিবাদ অন্যায়। ২২ প্রকরণ দেখ]। ১৯।

প্রত্যবরেণ তু সহ সমানাভিমতেন বা বিগৃহ্য জল্পতা সুহৃৎপরিষদি কথয়িতব্যম্। অথবাপ্যুদাসীনপরিষদি অনবধানশ্রবণজ্ঞান-বিজ্ঞানোপধারণবচনশক্তিসম্পন্নায়াং কথয়তা চাবহিতেন পরস্য সাদ্গুণ্যদোষবলমবেক্ষিতব্যম্। সমবেক্ষ্য চ যত্রৈনং শ্রেষ্ঠং মন্যেত নাস্য তত্র জল্পং যোজয়েৎ অনাবিষ্কৃতমযোগং কুর্ব্বন্। যত্র ত্বেনমবরং মন্যেত তত্রৈবেনমাশু নিগৃহ্নীয়াৎ ॥ ২০

তত্র খল্বিমে প্রত্যবরাণামাশুনিগ্রহে ভবন্ত্যুপায়াঃ। তদ্‌যথা,—শ্রুতহীনং মহতা সূত্রপাঠেনাভিভবেৎ, বিজ্ঞানহীনং পুনঃ কষ্ট-শব্দেন বাক্যেন, বাক্যধারণাহীনমাবিদ্ধদীর্ঘ-সঙ্কুলৈর্বাক্যদণ্ডকৈঃ, প্রতিভাহীনং পুনর্বচনে-নানেকবিধেনানেকার্থবাচিনা, বচন-শক্তিহীন-মর্দ্ধোক্তস্য বাক্যস্যাক্ষেপেণ, অবিশারদম-পত্রপণেন, কোপনমায়াসনেন, ভীরুং বিত্রাসনেন, অনবহিতং নিয়মনেনেতি ॥ ২১

সুহৃৎসভায় নিকৃষ্ট, সমান ও উৎকৃষ্ট এই তিন প্রকার লোকের সহিত বিচার করিবার প্রথা আছে। জ্ঞানবতী সভাতে প্রতিবাদীর সদ্-গুণ সকল বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হয়। প্রতিবাদী শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইলে তাঁহার সহিত বিগ্রহ করিও না, অথচ এরূপ ভাবে দুই একটী আলাপ করিও যেন সভা তোমার নিকৃষ্টতা বুঝিতে না পারেন। তবে প্রতি-বাদীকে নিকৃষ্ট বোধ হইলে আপনার প্রসার বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত তাহাকে নিগ্রহ করিতে পার। ২০। নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে নিগৃহীত করি-বার জন্য লোকে এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বিদ্যাজ্ঞানহীন পুরুষকে দীর্ঘসূত্র-পাঠ ও অপ্রসিদ্ধ শব্দ প্রয়োগদ্বারা, ধারণাহীন ব্যক্তিকে বক্রদীর্ঘ ও সূত্রসঙ্কুল বাক্য দ্বারা, প্রতিভাহীন ব্যক্তিকে অনেকার্থ শব্দযুক্ত বাক্য দ্বারা, বচন-শক্তিহীন ব্যক্তিকে কথার উপর কথা দ্বারা, অবিশারদ ব্যক্তিকে লজ্জা দ্বারা, ক্রুদ্ধস্বভাব ব্যক্তিকে ক্লেশজনক

তত্র শ্লোকাঃ।

বিগৃহ্য কথয়েদ্ যুক্ত্যা যুক্তঞ্চ ন নিবারয়েৎ।
বিগৃহ্য ভাষা তীব্রং হি কেষাঞ্চিদ্ দ্রোহমাবহেৎ
নাকার্য্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যমপি বিদ্যতে
কুশলা নাভিনন্দন্তি কলহং সমিতৌ সতাম্ ॥ ২২
এবমেতৈরুপায়ৈঃ পরমবরমভিভবেৎ ॥ ২৩

এবং প্রবৃত্তে তু বাদে প্রাগেব বাদাৎ তাবদিদং কর্ত্তুং যতেত। সন্ধায় পরিষদায়নভূতমাত্মনঃ প্রকরণমাদেশয়িতব্যম্। যদ্বা পরস্য ভৃশদুর্গং স্যাৎ। পক্ষমথবা পরস্য ভৃশং বিমুখমানয়েৎ। পরিষদি চোপসংহিতায়ামশক্যমস্মাভির্বক্তুমিতি তুষ্ণীমাসীৎ এষৈব চ তে পরিষৎ যথেষ্টং যথাযোগ্যং যথাভিপ্রায়ং বাদং বাদমর্য্যাদাঞ্চ স্থাপয়িষ্যতীত্যুক্ত্বা ॥ ২৪

তত্রেদং বাদমর্য্যাদালক্ষণং ভবতি ইদং বাচ্যমিদমবাচ্যমেবং সতি পরাজিতো ভবতীতি ইমানি খলু পদানি ভিষক্‌বাদমার্গজ্ঞানার্থমধিগম্যানি ভবন্তি। তদ্‌যথা বাদো, দ্রব্যং, গুণাঃ, কর্ম্ম, সামান্যং বিশেষঃ, সমবায়ঃ প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিষ্ঠাপনা, হেতুঃ, উপনয়ঃ, নিগমনম্, উত্তরং, দৃষ্টান্তঃ, সিদ্ধান্তঃ, শব্দঃ, প্রত্যক্ষম্, অনুমানম্, ঔপম্যম্, ঐতিহ্যং, সংশয়ঃ প্রয়োজনং, সব্যভিচারং, জিজ্ঞাসা ব্যবসায়ঃ, অর্থপ্রাপ্তিঃ, সম্ভবঃ, অনুযোজ্যম্, অনুযোগঃ, প্রত্যনুযোগঃ, বাক্যদোষঃ বাক্যপ্রশংসা, চ্ছলম্; অহেতুঃ, অতীতকালম্, উপালম্ভঃ, পরিহারঃ, প্রতিজ্ঞাহানিঃ, অভ্যনুজ্ঞা হেত্বন্তরম্, অর্থান্তরং, নিগ্রহস্থানমিতি ॥ ২৫

তত্র তু বাদঃ। বাদো নাম যঃ পরস্পরেণ সহ শাস্ত্রপূর্ব্বকং বিগৃহ্য কথয়তি। স বাদো

জল্পনা দ্বারা, ভীরুকে ভয় দ্বারা এবং অনবহিত ব্যক্তিকে নিয়মবন্ধন দ্বারা লোকে অপ্রতিভ করিয়া থাকে। ২১। ঐ সকল কথাই সংক্ষেপে পদ্যে বলা হইতেছে। যুক্তিপূর্ব্বক তর্ক করিবে এবং যুক্তিযুক্ত বাক্যে বাধা দিবে না। নিগ্রহ করিয়া কথা বলিলে গুরুতর বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। ক্রুদ্ধের অকার্য্য কিছুই নাই এবং অবাচ্যও কিছুই নাই। এইজন্য পণ্ডিতেরা উল্লিখিত কলহবিধির অভিনন্দন করেন না। ২২। প্রতিবাদী নিকৃষ্ট হইলে তাহাকে নিম্নলিখিত তর্কপ্রণালীতে পরাভব করা যায়। ২৩। বাদে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সভাস্থ লোকের সহিত সম্ভাষা করিয়া তাহাদের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, যে বিষয় উপস্থিত করিলে প্রতিবাদীর পরাজয় সম্ভাবনা, তাহাই তাহার নিকট উপস্থিত করিবে। [প্রসঙ্গক্রমে আয়ুর্ব্বেদ-পাঠীদিগকে ন্যায়শাস্ত্রের সাধারণ সূত্র সকল শিক্ষা

করিতে আমি অশক্ত; সভাই আপনাদের অভিপ্রায়ানুরূপ ও যথাযোগ্যরূপে আমাদের বাদের বিষয় ও বাদমর্য্যাদা স্থির করিয়া দিউন। এই কথা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবে। ২৪। বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বাদের মর্য্যাদা স্থির করা উচিত। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারিবে, ইহার অধিক পারিবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে পরাস্ত হইতে হইবে, ইত্যাদি নিয়মকে বাদমর্য্যাদা কহে। বাদবিধি অবগত হইবার নিমিত্ত ভিষক্ নিম্নস্থ বাদ-দ্রব্যগুণাদি অভ্যাস করিবেন। যথা;— বাদ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, [illegible] হেতু উপনয়, নিগমন, উত্তর, দৃষ্টা[illegible]সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, উপমা, ঐতিহ্য, অনুমান, সংশয়, প্রয়োজন, ব্যভিচার, জিজ্ঞাসা, ব্যবসায়, অর্থপ্রাপ্তি,

দ্বিবিধঃ সংগ্রহেণ; জল্পো বিতণ্ডা চ। তত্র পক্ষাশ্রিতয়োর্বচনং জল্পঃ। জল্পবিপর্য্যয়ো বিতণ্ডা। যথৈকস্য পক্ষঃ পুনর্ভবোহস্তীতি নাস্তীত্যপরস্য। তৌ চ স্বপক্ষং স্বহেতুভিঃ স্থাপয়তঃ পরপক্ষমুদ্ভাবয়তঃ, এষ জল্পো, জল্পবিপর্য্যয়ো বিতণ্ডা। বিতণ্ডা নাম পরপক্ষে দোষবচনমাত্রমেব॥ ২৬

দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ স্বলক্ষণৈঃ শ্লোকস্থানে পূর্ব্বমুক্তাঃ॥ ২৭

অথ প্রতিজ্ঞা নাম সাধ্যবচনং, যথা নিত্যঃ পুরুষ ইতি॥ ২৮

অথ স্থাপনা। স্থাপনা নাম তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়া হেতুদৃষ্টান্তোপনয়নিগমৈঃ স্থাপনা, পূর্বং হি প্রতিজ্ঞা, পশ্চাৎস্থাপনা কিং হ্যপ্রতিজ্ঞাতং স্থাপয়িষ্যতি যথা নিত্যঃ পুরুষ ইতি প্রতিজ্ঞাহেতুরকৃতকত্বাদিতি। দৃষ্টান্তো যথাকাশং তচ্চ নিত্যম্। উপনয়ো যথা চাকৃতকমাকাশং তথা পুরুষঃ। নিগমনং তস্মান্নিত্য ইতি॥ ২৯

অথ প্রতিষ্ঠাপনা। প্রতিষ্ঠাপনা নাম যা পরপ্রতিজ্ঞায়াঃ প্রতিবিপরীতার্থস্থাপনা। যথা অনিত্যঃ পুরুষঃ ইতি প্রতিজ্ঞাহেতুরৈন্দ্রিয়কত্বাৎ। দৃষ্টান্তো যথা ঘট ঐন্দ্রিয়কঃ স চানিত্যঃ। উপনয়ো যথা ঘটস্তথা পুরুষস্তস্মাদনিত্য ইতি॥

অথ হেতুঃ। হেতুর্নামোপলব্ধিকারণং তৎ প্রত্যক্ষমনুমানমৈতিহ্যমৌপম্যমিত্যেভির্হেতুভির্যদুপলভ্যতে তৎ তত্ত্বম্॥ ৩১

উপনয়ো নিগমনঞ্চোক্তং স্থাপনাব্যাখ্যায়াম্। অথ উত্তরং নাম সাধর্ম্ম্যোপদিষ্টে বা

নাম বাদ। ইহ দুই প্রকার; জল্প ও বিতণ্ডা। যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের প্রতিজ্ঞা এক অথচ বাদী যাহা 'হয়' বলিতেছে, প্রতিবাদী তাহা 'নয়' বলিতেছে, সেই স্থলেই বাদকে জল্প বলা যায়। যেমন বাদী বলিতেছে যে পুনর্জ্জন্ম আছে, প্রতিবাদী বলিতেছে যে পুনর্জ্জন্ম নাই। অথচ উভয়েই স্ব স্ব হেতু প্রদর্শন করিতেছে, ইহাই জল্প। জল্পের বিপর্য্যয় বিতণ্ডা। বিতণ্ডায় কেবল পরপক্ষকে দোষই দেওয়া হয়। যেমন বাদী বলিতেছে পুনর্জ্জন্ম আছে, প্রতিবাদী বলিতেছে "পুনর্জ্জন্ম আবার কি, ওরূপ একটা কথাই হইতে [illegible] না ইত্যাদি।" এস্থলে হেতুবাদ নাই [illegible] বাদ মাত্র। ২৬। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় ইহাদের লক্ষণ সূত্রস্থলে বলা হইয়াছে। ২৭। সাধ্যনির্দ্দেশের নাম প্রতিজ্ঞা অথবা প্রতিজ্ঞা এরূপ একটী কথা, যাহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যথা;—পুরুষ নিত্য। [illegible] বা প্রমাণ। অপ্রতিজ্ঞাত বিষয়ের স্থাপনা সম্ভবে না। প্রতিজ্ঞা যথা;—পুরুষ নিত্য। হেতু যথা;—পুরুষ অকৃত অর্থাৎ কাহারও কৃত নহে। দৃষ্টান্ত যেমন আকাশ অকৃত বলিয়া নিত্য। নিগম যথা;—সেই হেতু পুরুষ নিত্য। ২৯। প্রতিষ্ঠাপনা যথা;—প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিয়া প্রমাণ করাকে প্রতিষ্ঠাপনা কহে। প্রতিজ্ঞা যথা;—পুরুষ নিত্য। প্রতিষ্ঠাপনা যথা পুরুষ অনিত্য। হেতু যথা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া। দৃষ্টান্ত যথা,—ঘট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া অনিত্য। উপমা যথা—যেমন ঘট অনিত্য, সেইরূপ পুরুষও অনিত্য। নিগম যথা;—সেই হেতু পুরুষ অনিত্য। ৩০। অথ হেতু। যদ্দ্বারা উপলব্ধি হয়, তাহাই হেতু। হেতু দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, তাহ-ই তত্ত্ব। ইহা চারি প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঔপম্য, ও ঐতিহ্য। ৩১। উপনয় ও নিগম স্থাপনায় ব্যাখ্যায় পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উত্তর যথা;—প্রতিষ্ঠাপনার যে [illegible], তাহারই স্থাপনার নাম

হেতৌ বৈধর্ম্ম্যবচনং বৈধর্ম্ম্যোপদিষ্টে বা সাধর্ম্ম্যবচনং যথা হেতুসধর্ম্মাণো বিকারাঃ শীতকস্য হি ব্যাধের্হেতু সাধর্ম্ম্যবচনং হিমশিশিরবাতসংস্পর্শা ইতি ব্রুবতঃ পরো ব্রূয়াৎ হেতুবিধর্ম্মাণো বিকারঃ যথা শরীরাবয়বানাং দাহৌষ্ণ্যং কোথপ্রপচনে হেতুবৈধর্ম্ম্যং হিমশিশিরবাতসংস্পর্শা ইতি। এতৎ সবিপর্য্যয়মুত্তরম্॥ ৩২

অথ দৃষ্টান্তঃ। দৃষ্টান্তো নাম যত্র মূর্খবিদুষাং বুদ্ধিসাম্যং যো বর্ণ্যং বর্ণয়তি। যথাগ্নিরুষ্ণো দ্রবমুদকং স্থিরা পৃথিবী আদিত্যঃ প্রকাশক ইতি যথা বাদিত্যঃ প্রকাশকস্তথা সাঙ্খ্যবচনং প্রকাশকমিতি॥ ৩৩

অথ সিদ্ধান্তঃ। সিদ্ধান্তো নাম যঃ পরীক্ষকৈর্বহুবিধং পরীক্ষ্য হেতুভিঃ সাধয়িত্বা স্থাপ্যতে নির্ণয়ঃ স সিদ্ধান্তঃ। স চোক্তশ্চতুর্বিধঃ। স চতুর্বিধঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তোঽধিকরণসিদ্ধান্তোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ইতি॥ ৩৪

তত্র সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তো নাম তস্মিংস্তস্মিন্ সর্ব্বস্মিংস্তন্ত্রে তৎপ্রসিদ্ধং সন্তি নিদানানি, সন্তি ব্যাধয়ঃ, সন্তি সিদ্ধ্যুপায়াঃ সাধ্যানামিতি॥ ৩৫

প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তো নাম তস্মিংস্তস্মিংস্তন্ত্রে তত্তৎপ্রসিদ্ধং যথান্যত্রাষ্টৌ রসাঃ ষড়ত্রত্র। পঞ্চেন্দ্রিয়াণি যথান্যত্র ষড়িন্দ্রিয়াণি। বাতাদিকৃতাঃ সর্ব্ববিকারা যথান্যত্র বাতাদিকৃতা ভূতকৃতাশ্চ প্রসিদ্ধাঃ॥ ৩৬

অধিকরণসিদ্ধান্তো নাম স যস্মিন্নধিকরণে সংস্তূয়মানে সিদ্ধান্যন্যান্যপি অধিকরণানি ভবন্তি। যথা ন মুক্তঃ কর্ম্মানুবন্ধিকং

বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শনপূর্ব্বক বিপরীত হেতু প্রদর্শন করে, তবে তাহাকেই উত্তর বলা যায়। এইরূপ বাদীর বৈধর্ম্ম্যোপদিষ্ট হেতুতে প্রতিবাদী সাধর্ম্ম্যবচনপ্রয়োগ দ্বারা বিপরীত হেতু প্রকাশ করিলেও তাহাকে উত্তর বলা যায়। যথা,—বাদী বলিতেছে যে, হেতুর ও যে ধর্ম্ম ব্যাধির ও সেই ধর্ম্ম; কারণ দেখা যায় যে, শীতজনিত বাতব্যাধির ও যে ধর্ম্ম, বাতব্যাধির হেতুভূত হিম-শিশির ও বাতসংস্পর্শেরও সেই ধর্ম্ম। এ স্থলে প্রতিবাদী যদি বলে যে হেতুর যে ধর্ম্ম, ব্যাধির সে ধর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ দাহ উষ্ণ ও কোথ শীতের বিধর্ম্মী হইলেও শরীর ও অবয়ব ভেদে দাহ, উষ্ণ ও কোথের উৎপত্তিসম্বন্ধে হিমশিশির ও বাতসংস্পর্শ হেতুভূত দেখা যায়, তবে তাহাকে উত্তর বলে। এইরূপ সবিপর্য্যয় প্রতিবাদকে হেতু কহিয়া থাকে। ৩২। দৃষ্টান্ত যথা,—যাহা বলিলে মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই উপলব্ধি

সিদ্ধান্ত। বহুবিধ পরীক্ষা ও হেতু দ্বারা স্থিরীকৃত বিষয়ের নাম সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত চারি প্রকার;—সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত, অধিকরণ-সিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। ৩৪। যে সকল সিদ্ধান্ত সকল তন্ত্রেই একবিধ, তাহাদিগকে সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত কহে। যেমন ব্যাধির নিদান, ব্যাধি ও সাধ্যব্যাধির চিকিৎসা আছে, এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বতন্ত্রসম্মত। ৩৫। এক তন্ত্রের মতে একপ্রকার ও অপর তন্ত্রের মতে অপর প্রকার হইলে সেরূপ সিদ্ধান্তকে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত কহে। যেমন কোন তন্ত্রে আট প্রকার রস, অপরের মতে ছয় প্রকার। কোন তন্ত্রে পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়
[illegible]

কুরুতে নিস্পৃহত্বাদিতি প্রস্তুতে সিদ্ধাঃ কর্ম্ম-ফলমোক্ষপুরুষপ্রেত্যভাবা ভবন্তি ॥ ৩৭

অভ্যুপগমসিদ্ধান্তো নাম যমর্থমসিদ্ধমপরীক্ষিতমনুপদিষ্টমহেতুকং বা বাদকালেঽভ্যুপগচ্ছন্তি ভিষজঃ। তদ্‌যথা দ্রব্যং ন প্রধানমিতি কৃত্বা বক্ষ্যামঃ। গুণঃ প্রধানম্ ইতি কৃত্বা বক্ষ্যাম ইত্যেবমাদিশ্চতুর্ব্বিধঃ সিদ্ধান্তঃ ॥ ৩৮

শব্দো নাম বর্ণসমাম্নায়ঃ স দৃষ্টার্থশ্চাদৃষ্টার্থশ্চ সত্যশ্চানৃতশ্চেতি। তত্র দৃষ্টার্থস্ত্রিভির্হেতুভির্দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি ষড়ুভিরুপক্রমৈশ্চ প্রশাম্যন্তি শ্রোত্রাদিসদ্ভাবে শব্দাদিগ্রহণমিতি। অদৃষ্টার্থঃ পুনরস্তি প্রেত্যভাবোঽস্তি মোক্ষ ইতি; সত্যো নাম যথার্থভূতঃ। সন্ত্যায়ুর্ব্বেদোপদেশাঃ। সন্ত্যুপায়াঃ সাধ্যানাম্। সন্ত্যারম্ভফলানীতি। সত্যবিপর্য্যয়শ্চানৃতম্। ৩৯

অথ প্রত্যক্ষম্। প্রত্যক্ষং নাম তদ্‌যদাত্মনা পঞ্চেন্দ্রিয়ৈশ্চ স্বয়মুপলভ্যতে। তত্রাত্মপ্রত্যক্ষাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষাদয়ঃ। শব্দাদয়স্থিন্দ্রিয়প্রত্যক্ষাঃ ॥ ৪০

অথ ঔপম্যম্। ঔপম্যং নাম যদন্যেনান্যস্য সাদৃশ্যমধিকৃত্য প্রকাশনং যথা দণ্ডেন দণ্ডকস্য ধনুষা ধনুষ্টম্ভস্যেষ্বাসিনারোগ্যদস্যেতি ॥ ৪১

অথ ঐতিহ্যম্। ঐতিহ্যং নাম আপ্তোপদেশো বেদাদিঃ ॥ ৪২

অনুমানং নাম তর্কো যুক্ত্যপেক্ষো যথোক্তম্ অগ্নিং জরণশক্ত্যা বলং ব্যায়ামশক্ত্যা শ্রোত্রাদীনি শব্দাদিগ্রহণেনেন্দ্রিয়াণীত্যেবমাদিঃ ॥ ৪৩

অথ সংশয়ঃ। সংশয়ো নাম সন্দিগ্ধেষর্থেষু অনিশ্চয়ঃ। যথা কিমকালমৃত্যুরস্তি নাস্তীতি ॥ ৪৪

কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন না। এইরূপ সিদ্ধান্ত উপলক্ষ করিয়া অন্তরা কর্ম্মফল, মোক্ষ, পুরুষ ও ভাবিজন্ম সম্বন্ধে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের নাম অধিকরণ সিদ্ধান্ত। ৩৭। কোন প্রতিজ্ঞাসাধনার্থে বাদী ও প্রতিবাদী যদি পরস্পর সম্মত হইয়া অন্তরা কতকগুলি অসিদ্ধ বা অপরীক্ষিত বা আপ্তজনের অনুপদিষ্ট বা অহেতুক বিষয় স্বীকার করিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ("স্বীকার্য্য") কহে। যথা;—স্বীকার করা যাউক দ্রব্য যেন প্রধান নহে, যেন গুণই প্রধান, এইরূপ স্বীকার করিয়া যাওয়াকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত কহে। এইরূপে চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্ত বলা হইল। ৩৮। বর্ণ-সমবায়ের নাম শব্দ। শব্দ চারিপ্রকার;—দৃষ্টার্থক, অদৃষ্টার্থক, সত্য ও অনৃত। দৃষ্টার্থক বা প্রত্যক্ষার্থক শব্দ যথা,—তিনটী হেতু দ্বারা তিনটী দোষ কুপিত হয়। ছয়টী উপায় [illegible] তিনটী দোষ [illegible] হয়। [illegible] দ্বারা

যেমন সাধ্যরোগদিগের প্রতিকার আছে, যেমন আরম্ভমাত্রেরই ফল আছে। মিথ্যা শব্দে কাল্পনিক বাক্য। ৩৯। প্রত্যক্ষ যথা;—যাহা আত্মা ও পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা স্বয়ং জানা যায়, তাহাকে প্রত্যক্ষ কহে। সুখ দুঃখ ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার প্রত্যক্ষ; শব্দ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ। ৪০। পরস্পরের সাদৃশ্যকে ঔপম্য কহে। যেমন দণ্ডের সহিত সাদৃশ্যবশতঃ দণ্ডকাখ্য রোগের, ধনুকের সহিত সাদৃশ্যবশতঃ ধনুষ্টম্ভ রোগের নির্দ্দেশ করা যায়; যেমন আরোগ্যকারী (প্রাণাভিসর) বৈদ্যকে লক্ষ্যভেদী ধানুষ্কের সহিত তুলনা করা যায়। ৪১। ঐতিহ্য শব্দের অর্থ বেদাদি আপ্তোপদেশ। অর্থাৎ শ্রুতি বা আপ্তবাক্যও প্রমাণস্থলে গ্রাহ্য হয়। ৪২। যুক্তিসাপেক্ষ তর্কের নাম অনুমান। যেমন পরিপাকশক্তি দ্বারা জঠরাগ্নির অনুমান,

অথ প্রয়োজনম্। প্রয়োজনং নাম যদর্থমারভ্যন্ত আরম্ভাঃ। যথা যদ্যকালমৃত্যুরস্তি ততোহহমাত্মান-মায়ুষ্যৈরুপচরিষ্যাম্যনায়ুষ্যাণি চ পরিহরিষ্যামি কথং মামকালমৃত্যুঃ প্রসহেতেতি॥ ৪৫

অথ সব্যভিচারম্। সব্যভিচারং নাম যদ্ব্যভিচরণং যথা ভবেদিদমৌষধং তস্মিন্ ব্যাধৌ যৌগিকমথবা নেতি॥ ৪৬

অথ জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা নাম পরীক্ষা যথা ভেষজপরীক্ষোত্তরকালমুপদেক্ষ্যতে॥ ৪৭

অথ ব্যবসায়ঃ। ব্যবসায়ো নাম নিশ্চয়ঃ যথা বাতিক এবায়ং ব্যাধিরিদমেবাস্য ভেষজমিতি॥ ৪৮

অথার্থপ্রাপ্তিঃ। অর্থপ্রাপ্তির্নাম যত্রৈকেনার্থেনোক্তেনাপরস্যার্থস্যানুক্তস্য সিদ্ধিঃ। যথা নায়ং সন্তর্পণসাধ্যব্যাধিরিত্যুক্তে ভবত্যর্থপ্রাপ্তিরপতর্পণসাধ্যোহয়মিতি। নানেন দিবা ভোক্তব্যম্ ইতি উক্তে ভবত্যর্থপ্রাপ্তির্নিশি ভোক্তব্যমিতি॥ ৪৯

অথ সম্ভবঃ। সম্ভবো নাম যো যতঃ সম্ভবতি স তস্য সম্ভবঃ। যথা ষড় ধাতবো গর্ভস্য ব্যাধেরহিতং হিতমারোগ্যস্যেতি॥ ৫০

অথানুযোজ্যম্। অনুযোজ্যং নাম যদ্বাক্যং বাক্যদোষযুক্তং তদনুযোজ্যমুচ্যতে। সামান্যোদাহৃতেষর্থেষু বা বিশেষগ্রহণার্থং তদ্বাক্যমনুযোজ্যম্। যথা সংশোধনসাধ্যোহয়ং ব্যাধিরিত্যুক্তে কিং বমনসাধ্যঃ কিং বিরেচনসাধ্য ইত্যনুযুজ্যতে॥ ৫১

অথানন্যুযোজ্যম্। অননুযোজ্যং নামাতো বিপর্য্যয়েণ যথায়মসাধ্যঃ॥ ৫২

অথ অনুযোগঃ। অনুযোগো নাম যৎ তদ্বিদ্যানাং তদ্বিদ্যৈরেব সার্দ্ধং তন্ত্রে তন্ত্রৈকদেশে বা প্রশ্নঃ প্রশ্নৈকদেশো বা জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপরীক্ষার্থমাদিশ্যতে। অথবা নিত্যঃ পুরুষ ইতি প্রতিজ্ঞাতে যৎ পরঃ কো হেতুরিত্যাহ সোহনুযোগঃ॥ ৫৩

অথ প্রত্যনুযোগো নাম অনুযোগস্যানু-

নাম সংশয়। যথা,—অকালমৃত্যু আছে কি না। ৪৪। যে জন্য কর্ম্ম করা যায়, তাহার নাম প্রয়োজন। যথা,—যেহেতু অকালমৃত্যু আছে, অতএব আমি আয়ুষ্কর বিষয়ের অনুসরণ ও অনায়ুষ্করবিষয়ের পরিহার করিব। তাহা না হইলে কেনই না আমার অকালে মৃত্যু হইবে? ৪৫। ব্যভিচার যথা;—ব্যভিচার শব্দের অর্থ ব্যতিক্রম হওয়া। যথা,—এই ঔষধ এই ব্যধির উপযুক্ত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। ৪৬। জিজ্ঞাসার অর্থ পরীক্ষা। যথা,—ভেষজ-পরীক্ষা; উহা উত্তরকালে বলা যাইবে। ৪৭। ব্যবসায়ের অর্থ নিশ্চয়। যথা;—এই ব্যাধি বাতজন্য এবং ইহার এই ঔষধ। ৪৮। উক্ত অর্থ দ্বারা অনুক্ত অর্থের সিদ্ধির নাম অর্থপ্রাপ্তি। উচিত নহে, বলিলে রাত্রিতে ভোজন করা উচিত এইরূপ বুঝায়। ৪৯। সম্ভব শব্দের অর্থ উৎপত্তিকারণ। যথা,—ষড়্ধাতু গর্ভের সম্ভব, অহিতাহার ব্যাধির সম্ভব এবং হিতাহার আরোগ্যের সম্ভব। ৫০। যে বাক্যের দোষ আছে, তাহা অনুযোজ্য। যেখানে সামান্য বলা উচিত ছিল, সেখানে বিশেষ বলা হইলে, তাহাও অনুযোজ্য। এই ব্যাধি সংশোধনসাধ্য, এইরূপ কথা যে স্থলে বলা উচিত ছিল, সে স্থলে এই ব্যাধি বমনসাধ্য বা বিরেচন-সাধ্য এরূপ বলা অনুযোজ্য। অনুযোজ্য না হইলে তাহাকে অননুযোজ্য কহিয়া থাকে। ৫২। কোন ব্যক্তি অধীত-বিষয়-সম্বন্ধে সমবিদ্য ব্যক্তিকে যে প্রশ্ন করে, তাহার নাম অনুযোগ। অথবা পুরুষ নিত্য, এ প্রতিজ্ঞা [illegible] অপর ব্যক্তি [illegible] জিজ্ঞাসা করে যে,

যোগঃ। যথা অনুযোগস্ত পুনঃ কো হেতু-রিতি ॥ ৫৪

অথ বাক্যদোষঃ। বাক্যদোষো নাম যথা। খল্বস্মিন্নর্থে ন্যূনমধিকমনর্থকমপার্থকং বিরুদ্ধঞ্চেতি ॥ ৫৫

তত্র হেতূদাহরণোপনয়নিগমনানামন্যতমেনাপি ন্যূনং ন্যূনং ভবতি যদ্বা বহূপদিষ্টহেতুকমেকেন সাধ্যতে হেতুনা তচ্চ ন্যূনম্ এতানি হ্যন্তরেণ প্রকৃতোঽপ্যর্থঃ প্রণশ্যেত্ ॥ ৫৬

অথ আধিক্যম্। আধিক্যং নাম যদায়ুর্ব্বেদে ভাষ্যমাণে বার্হস্পত্যমৌশনসমন্যদ্বা প্রতিসম্বদ্ধার্থমুচ্যতে যদ্বা পুনঃ প্রতিসম্বদ্ধার্থং পুনঃ প্রতিসম্বদ্ধার্থমপি দ্বিরভিধীয়তে, তৎ পুনরুক্তত্বাদধিকং, তচ্চ পুনরুক্তং দ্বিবিধম্ অর্থপুনরুক্তং শব্দপুনরুক্তঞ্চ। তত্রার্থপুনরুক্তং নাম যথা ভেষজমৌষধং সাধনমিতি, শব্দপুনরুক্তঞ্চ ভেষজং ভেষজমিতি ॥ ৫৭

অনর্থকং নাম যদ্বচনমক্ষরগ্রামমাত্রমেব স্যাৎ পঞ্চবর্গবন্নচার্থতো গৃহ্যতে ॥ ৫৮

অপার্থকং নাম যদর্থবচ্চ পরস্পরেণ চাযুজ্যমানার্থং যথা তক্রনক্রবংশবজ্রনিশাকরা ইতি।

বিরুদ্ধং নাম যদ্দৃষ্টান্তসিদ্ধান্তসময়ৈর্বিরুদ্ধম্। তত্র দৃষ্টান্তাবুক্তৌ। সময়ঃ পুনস্ত্রিধা ভবতি যথায়ুর্ব্বৈদিকসময়ো যাজ্ঞিয়সময়ো মোক্ষশাস্ত্রিকসময় ইতি। তত্রায়ুর্ব্বৈদিকসময়শ্চতুষ্পাদসিদ্ধিঃ। আলভ্যা যজমানৈঃ পশব ইতি যাজ্ঞিয়সময়ঃ। সর্ব্বভূতেষ্বহিংসেতি মোক্ষশাস্ত্রিকসময়স্তত্র স্বসময়বিপরীতমুচ্যমানং বিরুদ্ধমিতি বাক্যদোষাঃ ॥

বাক্যপ্রশংসা নাম যথা অন্যূনমনধিকমর্থবদনপার্থকমবিরুদ্ধমধিগতপদার্থঞ্চ তদ্বাক্যমননুযোজ্যমিতি প্রশস্যতে ॥ ৬১

ছলং নাম পরিশঠমর্থাভাসমনর্থকং বাগ্বস্তু-

এরূপ প্রশ্ন করিতেছ ? প্রশ্নকারীকে এইরূপ প্রশ্ন করাকে প্রত্যনুযোগ কহে। ৫৪। বাক্যের ন্যূনতা, আধিক্য, অনর্থকতা, অপার্থকতা ও বিরুদ্ধতাকে বাক্যদোষ কহে। ৫৫। উদাহরণ, উপমা, উপসংহার ইহার কোনটীর অভাব থাকিলে, তাহাকে ন্যূনতা কহে। অথবা যাহা অনেক হেতু দ্বারা প্রতিপাদন করা উচিত, তাহা অল্প হেতু দ্বারা প্রতিপাদন করিলেও ন্যূনতা হয়। ৫৬। আধিক্য যথা; —আয়ুর্ব্বেদ বলিতে বলিতে বার্হস্পত্য, ঔশনস বা অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিলে বা একই কথা পুনর্ব্বার বলিলে বাক্যের আধিক্যদোষ হয়। পুনরুক্ত দুই প্রকার ; অর্থপুনরুক্ত ও শব্দপুনরুক্ত। অর্থপুনরুক্ত যথা,—ভেষজ ঔষধ সাধন ইতি। শব্দপুনরুক্ত যথা ভেষজ ভেষজ ইতি। ৫৭। অনর্থকতা যথা ;—যাহা দ্বারা কোন অর্থের প্রতীতি না হয়, তাহাই অনর্থকতা। যেমন ক, খ, গ, ঘ, ঙ প্রভৃতি কতকগুলি অক্ষর মাত্রের উল্লেখ। ৫৮। অপার্থকতা যথা ;—ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অর্থ থাকিলেও সেই সকল শব্দের একত্র প্রয়োগে যদি বাক্য নিষ্পন্ন না হয় অর্থাৎ যদি সেই সকল শব্দের পরস্পর অন্বয় না থাকে তবে, অপার্থকতা দোষ বলে। যথা ;—তক্র, নক্র, বংশ, বজ্র, নিশাকর। ৫৯। কোন বাক্যের দৃষ্টান্ত বা সিদ্ধান্ত বা সময়বিরুদ্ধ হইলে বিরুদ্ধতাদোষ বলা যায়। দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সময় তিন প্রকার যথা ;—আয়ুর্ব্বৈদিক সময়, যাজ্ঞিক-সময় এবং মোক্ষশাস্ত্রিকসময়। আয়ুর্ব্বৈদিক-সময়ে চতুষ্পাদ-সংজ্ঞার সিদ্ধি হয়, যাজ্ঞিক-সময়ে পশু সকল যজমানদিগের হিংসনীয় হয় এবং মোক্ষশাস্ত্রিকসময়ে সর্ব্বজীবে অহিংসার প্রথা হয়। আয়ুর্ব্বেদের সময়ে পশু এই অর্থে চতুষ্পাদ শব্দ প্রয়োগ করিলে বিরুদ্ধমতিকারিতা বা বিরুদ্ধতা দোষ হইতে পারে। এইরূপ যাহার যে সময় আছে, তাহার বিরুদ্ধ বলিলে সময়বিরুদ্ধ হয়। ৬০। বাক্যপ্রশংসা। যে বাক্য অন্যূন, অনধিক, সার্থক, অনপার্থক, অবিরুদ্ধ ও জ্ঞাতার্থক, তাহাই প্রশংসনীয়। ৬১। চতুরতা করিয়া কোন অর্থকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করিয়া বাদীর লক্ষ্য পরিহার করার চেষ্টাকে

আত্মমেব। তদ্দ্বিবিধং বাক্‌ছলং সামান্যচ্ছলঞ্চ। তত্র বাক্‌ছলং নাম যথা কশ্চিদ্ ব্রূয়াৎ নবতন্ত্রোঽয়ং ভিষগিতি, ভিষগ্ ব্রূয়াৎ নাহং নবতন্ত্র একতন্ত্রোঽহমিতি। পরো ব্রূয়াৎ নাহং ব্রবীমি নব তন্ত্রাণি তবেতি, অথ তু নবাভ্যস্তং তে তন্ত্রমিতি, ভিষক্ ব্রূয়াৎ ন ময়া নবাভ্যস্তম্ অনেকশতাভ্যস্তং ময়া তন্ত্রমিতি বাক্‌ছলম্ ॥ ৬২

সামান্যচ্ছলং নাম যথা ব্যাধিপ্রশমনায়ৌষধমিত্যুক্তে পরো ব্রূয়াৎ সৎ সৎপ্রশমনায়েতি কিন্নু ভবানাহ সদ্রোগঃ সদৌষধং যদি চ সৎ সৎপ্রশমনায় ভবতি তত্র সৎকাসঃ সৎক্ষয়ঃ সৎসামান্যাৎ কাসঃ ক্ষয়প্রশমনায় ভবিষ্যতীতি। এতৎ সামান্যচ্ছলম্ ॥ ৬৩

অহেতুর্নাম প্রকরণসমঃ সংশয়সমো বর্ণ্যসম ইতি। তত্র প্রকরণসমো নামাহেতুর্যথান্যঃ শরীরাদাত্মা নিত্য ইতি পক্ষে পরো ব্রূয়াৎ যস্মাদন্যঃ শরীরাদাত্মা তস্মান্নিত্যঃ শরীরমনিত্যমতো বিধর্মিণা চানেন ভবিতব্যম্ এষ চাহেতুর্ন হি য এব পক্ষঃ স এব হেতুঃ ॥ ৬৪

সংশয়সমো নামা হেতুর্য এব সংশয়হেতুঃ স এব সংশয়চ্ছেদহেতুর্যথা অয়মায়ুর্বেদৈকদেশমাহ কিন্বয়ং চিকিৎসকঃ স্যান্নবেতি সংশয়ে পরো ব্রূয়াদ্যস্মাদয়মায়ুর্বেদৈকদেশমাহ তস্মাচ্চিকিৎসকোঽয়মিতি। ন চ সংশয়চ্ছেদে হেতুং বিশেষয়ত্যেষ চাহেতুঃ ন হি য এব সংশয়হেতুঃ স এব সংশয়চ্ছেদহেতুঃ ॥ ৬৫

বর্ণ্যসমো নামাহেতুর্যো হেতুর্বর্ণ্যাবিশিষ্টঃ, যথা পরো ব্রূয়াৎ অস্পর্শত্বাৎ বুদ্ধিরনিত্যা

ছল বলে। ছল দুই প্রকার,—বাক্‌ছল ও সামান্য ছল। বাক্‌ছল যথা,—বাদী বলিতেছে, এই ভিষক্ নবতন্ত্র। ভিষক্ এ স্থলে ছলপূর্ব্বক নব শব্দের অর্থ নবসংখ্যা প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে না, আমি নবতন্ত্র নহি, আমি একতন্ত্র। বাদী কহিলেন, না আমি নয়টী তন্ত্রের বিষয় বলিতেছি না, আমি বলিতেছি যে, এই তন্ত্র তোমার নবাভ্যস্ত (অর্থাৎ নূতন অভ্যাস করা হইয়াছে)। ভিষক্ কহিলেন যে, নয় বার অভ্যাস করি নাই, আমি ইহা শত শত বার অভ্যাস করিয়াছি। ভিষকের এইরূপ উক্তিকে বাক্‌ছল কহে। ৬২। সামান্য ছল যথা;—ঔষধ দ্বারা ব্যাধির প্রশম হয়; বাদী এইরূপ বলিলে যদি প্রতিবাদী বলে যে, হাঁ, তুমি বলিতেছ যে, সৎ দ্বারা সতের প্রশম হয়। কারণ রোগও সৎ ঔষধও সৎ। অতএব সৎ সতের শান্তি করিতেছে বটে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কাসরোগও সৎ এবং ক্ষয়রোগও সৎ। অতএব তোমার মতে কাস-

তারণা করা হইল। ৬৩। অহেতু তিন প্রকার, প্রকরণসম, সংশয়সম ও বর্ণ্যসম। প্রকরণসম বা পক্ষসম-অহেতু যথা; ... হইতে আত্মা ভিন্ন এবং আত্মা নিত্য। এস্থলে যদি বলা যায় যে, যেহেতু শরীর হইতে আত্মা ভিন্ন, অতএব আত্মা নিত্য ও শরীর অনিত্য, আত্মা শরীর হইতে বিধর্ম্মী, অতএব আত্মা নিত্য হইলে সুতরাং শরীর অবশ্যই অনিত্য হইবে, তাহা হইলে অহেতু বলা হইল। যাহা পক্ষ, তাহাই হেতু হইতে পারে না, কিন্তু এ স্থলে পক্ষকে হেতু করা হইতেছে। ৬৪। সংশয়সম অহেতুক যথা;—সংশয়ের হেতুকে সংশয়চ্ছেদের হেতু করিলে তাহাকে সংশয়সম অহেতু কহে। ইনি আয়ুর্ব্বেদের একদেশ বলিতেছেন, অতএব ইনি চিকিৎসক কি না, এ স্থলে যদি বলা যায় যে, ইনি যখন আয়ুর্ব্বেদের একদেশ বলিতেছেন, তখন ইনি অবশ্য চিকিৎসক, তাহা হইলে অহেতু বলা হইল। ...

অস্পর্শো নিত্যঃ, তত্র বর্ণ্যঃ শব্দো বুদ্ধিরপি বর্ণ্যা তদুভয়বর্ণ্যাবিশিষ্টত্বাদ্বর্ণ্যসমোঽপ্যহেতুঃ ॥ ৬৬

অতীতকালম্। অতীতকালং নাম যৎ পূর্ব্বং বাচ্যং তৎ পশ্চাদুচ্যতে তৎকালাতীতত্বাদগ্রাহ্যং ভবতি পরং বা নিগ্রহপ্রাপ্তমনিগৃহ্য পরিগৃহ্য পক্ষান্তরিতং পশ্চান্নিগৃহীতে তৎ তস্যাতীতকালত্বান্নিগ্রহবচনমসমর্থং ভবতীতি ॥ ৬৭

উপালম্ভো নাম হেতোর্দোষবচনং যথা পূর্ব্বমহেতবো হেত্বাভাসা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৬৮

পরিহারো নাম তস্যৈব দোষবচনস্য পরিহরণং, যথা নিত্যমাত্মনি শরীরস্থে জীবলিঙ্গান্যুপলভ্যন্তে তস্য চাপগমান্নোপলভ্যন্তে তস্মাদন্যঃ শরীরাদাত্মা নিত্যঃ শরীরাচ্চেতি ॥ ৬৯

প্রতিজ্ঞাহানিঃ। প্রতিজ্ঞাহানির্নাম যঃ পূর্ব্বপ্রতিগৃহীতাং প্রতিজ্ঞাং পর্য্যনুযুক্তঃ পরিত্যজতি যথা প্রাক্ প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা নিত্যঃ পুরুষ ইতি পর্য্যনুযুক্তস্ত্বাহানিত্য ইতি ॥ ৭০

অভ্যনুজ্ঞা নাম য ইষ্টানিষ্টাভ্যুপগমঃ ॥ ৭১

হেত্বন্তরং নাম প্রকৃতহেতৌ বাচ্যে যদ্‌বিকারহেতুমাহ ॥ ৭২

অর্থান্তরং নাম জ্বরলক্ষণে বাচ্যে প্রমেহলক্ষণমাহ ॥ ৭৩

নিগ্রহস্থানং নাম পরাজয়প্রাপ্তিস্তচ্চ ত্রিরুক্তস্য বাক্যস্যাজ্ঞানং পরিষদি বিজ্ঞানবত্যাম্ ॥ ৭৪

যদ্বা অননুযোজ্যস্যানুযোগোঽনুযোজ্যস্য চাননুযোগঃ প্রতিজ্ঞাহানিরভ্যনুজ্ঞাকালাতীতবচনমহেতু ন্যূনমতিরিক্তং ব্যর্থমনর্থকং পুনরুক্তং বিরুদ্ধং হেত্বন্তরমর্থান্তরং নিগ্রহস্থান-

---

তবে সে স্থলে বর্ণ্যসম অহেতু হইয়া থাকে। স্পর্শ করা যায় না বলিয়া বুদ্ধি অনিত্য, কেন না, শব্দকে স্পর্শ করা যায় না এবং শব্দ অনিত্য। এ স্থলে বর্ণ্যসম অহেতু হইল। ৬৬। অতীতকাল যথা ;—পূর্ব্ববাচ্য বিষয় যদি পশ্চাৎ উক্ত হয়, তবে তাহা 'অতীতকাল' হইয়া থাকে। কালাতীত বলিয়া ওরূপ বাক্য অগ্রাহ্য। ৬৭। হেতুর দোষ উল্লেখ করার নাম উপালম্ভ। ইহা 'অহেতু'স্থলে বলা হইয়াছে। ৬৮। যদি প্রতিবাদীর বাক্যের দোষ পরিহারপূর্ব্বক তাহার সত্যত্ব প্রতিপাদন করা যায়, তবে তাহাকে পরিহার বলে। প্রতিবাদী কহিল যে, শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা নিত্য, এস্থলে যদি বিবাদ করিয়া বলা যায় যে, আত্মা শরীরস্থ থাকিলে জীবন লক্ষণ উপলব্ধ হয় এবং আত্মা শরীর হইতে অপগত হইলে জীবিতলক্ষণ উপলব্ধ হয় না, অতএব নিত্য আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন ; তাহা হইলে প্রতিবাদীর বাক্যের দোষ পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত প্রতিজ্ঞা স্বীকার করা যায়, তবে প্রতিজ্ঞা হানি হইয়া থাকে। যথা—বাদী প্রথমে পুরুষকে অনিত্য বলিয়াছেন, পরে অনুরক্ত হওয়াতে যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে প্রতিজ্ঞা হানি হইল। ৭০। বিপক্ষ ভালমন্দ যাহাই বলুক, তাহার উত্তর না দিলে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। এইরূপ স্বীকার করাকে অভ্যনুজ্ঞা কহে। [কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন, হরি রামকে চোর বলিলে রামও যদি সে কথার প্রতিবাদ না করিয়া বলে যে, তুমিও চোর ; তাহা হইলেই রামের চোরত্ব স্বীকার করা হইল]। ৭১। প্রকৃত হেতু উল্লেখ না করিয়া হেত্বন্তর নির্দ্দেশ করিলে তাহাকে হেত্বন্তর কহে। ৭২। জ্বর-লক্ষণ বাচ্য হইলে যদি প্রমেহলক্ষণ বলা যায়, তবে অর্থান্তর কহে ; ৭৩। নিগ্রহস্থান যথা ;—যে বাক্য তিনবার প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং যাহা সভাস্থ লোকে বুঝিয়াছে, যদি বিপক্ষ তাহা না বুঝিয়া অননুযোজ্যের অনুযোগ ও অনুযোজ্যের অননুযোগ করা, অথবা তাহাকে আর কথা

ষ্যিতি বাদমর্য্যাদাপদানি যথোদ্দেশমভি- ॥ ৭৫

বাদস্তু খলু ভিষজাং বর্ত্তমানো বর্ত্তেতায়ুর্ব্বেদ এব নান্যত্র ॥ ৭৬

তত্র হি বাক্যপ্রতিবাক্যবিস্তারাঃ কেবলাশ্চোপপত্তয়শ্চ সর্ব্বাধিকরণেষু তাঃ সর্ব্বাঃ সম্যগবেক্ষ্যাবেক্ষ্য সর্ব্বং বাক্যং ব্রূয়াৎ নাপ্রকৃতিকমশাস্ত্রমপরীক্ষিতমসাধকমাকুলমজ্ঞাপকং বা সর্ব্বঞ্চ হেতুমদ্ ব্রূয়াৎ হেতুমন্তো হ্যকলুষাঃ সর্ব্ব এব বাদবিগ্রহাশ্চিকিৎসিতে কারণভূতাঃ। প্রশস্তবুদ্ধিবর্দ্ধকত্বাৎ সর্ব্বারম্ভসিদ্ধিং হি আবহত্যনুপহতা বুদ্ধিঃ ॥ ৭৭

ইমানি খলু তাবদিহ কানিচিৎ প্রকরণানি ক্রমঃ। জ্ঞানপূর্ব্বকং কর্ম্মণাং সমারম্ভং প্রশংসন্তি কুশলাঃ ॥ ৭৮

জ্ঞাত্বা হি কারণকরণকার্য্যযোনিকার্য্যকার্য্যফলানুবন্ধদেশকালপ্রবৃত্ত্যুপায়ান সম্যগভিনির্ব্বর্ত্তমানঃ কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তৌ ইষ্টফলানুবন্ধকং কার্য্যমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি অনতিমহতা প্রযত্নেন কর্ত্তা ॥ ৭৯

তত্র কারণং নাম তদ্‌যৎ করোতি স এব হেতুঃ কর্ত্তা সঃ ॥ ৮০

করণং পুনস্তদ্‌যদুপকরণায়োপকল্পতে কর্ত্তুঃ কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তৌ প্রযতমানস্য ॥ ৮১

কার্য্যযোনিস্তু সা যা বিক্রিয়মাণা কার্য্যত্বমাপদ্যতে ॥ ৮২

কার্য্যন্তু তদ্‌যস্যাভিনির্ব্বৃত্তিমভিসন্ধায় প্রবর্ত্ততে কর্ত্তা ॥ ৮৩

কার্য্যফলং পুনস্তদ্‌যৎ প্রয়োজনা কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তিরিষ্যতে ॥ ৮৪

অনুবন্ধস্তু কর্ত্তারমবশ্যমনুবধ্নাতি কার্য্যাদুত্তরকালং কার্য্যনিমিত্তঃ শুভো বাপ্যশুভো বা ভাবঃ ॥ ৮৫

দেশস্ত্বধিষ্ঠানম্ ॥ ৮৬

কালঃ পুনঃ পরিণামঃ ॥ ৮৭

অতিরিক্ত, ব্যর্থ, অপার্থক, পুনরুক্ত, বিরুদ্ধ হেত্বন্তর এবং অর্থান্তর ; এই সমস্তের ব্যাখ্যা করা হইল। ৭৫। বৈদ্যদিগের বাদানুবাদ আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে হওয়া উচিত নয়। ৭৬। এইরূপে বাদানুবাদে কেবল বাক্য ও প্রতিবাক্যের বিস্তার হইবে। শাস্ত্রে যে সকল উপপত্তি আছে, কেবল সেই সকল লইয়াই বাদানুবাদ হইবে। ঐ সকল উপপত্তি বিশেষরূপে বিবেচনাপূর্ব্বক বাক্প্রয়োগ করিবে। জিগীষাবশে অপ্রস্তুত, অশাস্ত্র, অপরীক্ষিত, অসাধক, আকুল ও অজ্ঞাপক বাক্য প্রয়োগ করিবে না; সর্ব্বদা হেতুমৎ বাক্যই প্রয়োগ করিবে। হেতুযুক্ত নির্দ্দোষ বিগ্রহ সকলই বুদ্ধির প্রসাদক বলিয়া চিকিৎসকের উপযোগী হয়। কারণ, বুদ্ধি পরিষ্কৃত থাকিলে সকল কার্য্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৭৭। আমরা এই স্থানে আরও কারণ, করণ, কার্য্যযোনি, কার্য্য, কার্য্যফল, ফলের অনুবন্ধ, দেশ কাল প্রবৃত্তি ও উপায় ; এই সমস্ত উত্তমরূপে অবগত হইবেন। পরে কার্য্যনির্ব্বাহ-বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিবেন। (৯৪ প্রকরণ দেখ)। ৭৯। যাহা করে ; তাহাকেই কারণ কহে। কারণের অপর নাম হেতু ও কর্ত্তা। ৮০। কার্য্যের উৎপত্তি বিষয়ে কর্ত্তার উপকরণকে করণ বলে। ৮১। যাহা বিকৃত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহাকে কার্য্যযোনি কহে। [ইহাকে সমবায়ি-কারণ বা উপাদান কারণও কহিয়া থাকে। যেমন কুণ্ডলের কার্য্যযোনি বা উপাদান কারণ সুবর্ণ]। ৮২। যাহার উৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তা প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কার্য্য বলে। ৮৩। যাহা কার্য্যোৎপত্তির প্রয়োজন, তাহাকে কার্য্যফল কহে। ৮৪।

প্রবৃত্তিস্তু খলু চেষ্টা কার্য্যার্থা সৈব ক্রিয়া কর্ম্ম যত্নঃ কার্য্যসমারম্ভশ্চ ॥ ৮৮

উপায়াঃ পুনঃ কারণাদীনাং সৌষ্ঠবম্, অভিধানঞ্চ সম্যক্ কার্য্যাকার্য্যফলানুবন্ধবর্জ্জ্যানাং কার্য্যাণামভিনির্ব্বর্ত্তক ইত্যতোঽপ্যুপায়ঃ কৃতে-নোপায়ার্থোঽস্তি, ন চ বিদ্যতে তদাত্বে কৃতাচ্চোত্তরকালং ফলং ফলঞ্চানুবন্ধ ইতি ব্যাখ্যাতং দশবিধম্ ॥ ৮৯

অগ্রে পরীক্ষ্যং ততোঽনন্তরং কার্য্যার্থা প্রবৃত্তিরিষ্টা তস্মাদ্ভিষক্ কার্য্যং চিকীর্ষুঃ প্রাক্-কার্য্য সমারম্ভাৎ পরীক্ষায়াঃ কেবলং পরীক্ষ্যং পরীক্ষ্যার্থকর্ম্মসমারভেত কর্ত্তুম্ ॥ ৯০

তত্র চেদ্ভিষগভিষগ্বা ভিষজং কশ্চিৎ পৃচ্ছেদ্বমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনশিরোবিরেচনানি প্রয়োক্তুকামেন ভিষজা কতিবিধয়া পরীক্ষয়া কতিবিধমেব পরীক্ষ্যং, কশ্চাত্র পরীক্ষ্যবিশেষঃ কথঞ্চ পরীক্ষিতব্যং, কিম্প্রয়োজনা চ পরীক্ষা, ক চ বমনাদীনাং প্রবৃত্তিঃ, ক চ নিবৃত্তিঃ, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিসংযোগে চ কিং নৈষ্টিকং কানি চ বমনাদীনাং ভেষজদ্রব্যাণি উপযোগং গচ্ছন্তীতি। স এবং পৃষ্টো যদি মোহয়িতুমিচ্ছেৎ ব্রূয়াদেনং বহুবিধা হি পরীক্ষা। তথা পরীক্ষ্যবিধিভেদঃ কতমেন বিধিভেদ-প্রকৃত্যন্তরেণ পরীক্ষাস্যাভিন্নভেদাগ্রং ভবান্ পৃচ্ছত্যাখ্যায়মানং নেদানীং ভবতোঽন্যেন বা বিধিভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ পরীক্ষ্যস্য ভিন্নস্যাভিনির্দ্দিষ্ট-মর্থং শ্রোতুমহমন্যেন পরীক্ষাবিধিভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ পরীক্ষ্যং ভিন্নার্থমাচক্ষাণ ইচ্ছাং পূরয়েয়মিতি ॥ ৯১

স যদুত্তরং ব্রূয়াৎ তৎ পরীক্ষ্যোত্তরং বাচ্যং স্যাদ্‌যথোক্তং প্রতিবচনম্ অবেক্ষ্য সম্যগ্ যদি তু ব্রূয়াৎ ন চৈনং মোহয়িতুমিচ্ছেৎ প্রাপ্তন্তু বচনকালং মন্যেত কামমস্মৈ ব্রূয়াৎ আপ্তমেব নিখিলেন ॥ ৯২

পরিণাম। ৮৭। কার্য্য সম্পাদনের জন্য কর্ত্তার যে চেষ্টা, তাহাকে প্রবৃত্তি কহে। ইহার অপর নাম ক্রিয়া, কর্ম্ম, যত্ন ও কার্য্য-সমারম্ভ। ৮৮। কার্য্যোৎপাদন পক্ষে কারণ, করণ, সমবায়িকারণ, দেশ, কাল ও প্রবৃত্তির স্বয়ং ক্ষমতা নাই। কার্য্যোৎপাদন পক্ষে উহারা যাহার আনুকূল্য অপেক্ষা করে, তাহারই নাম উপায়। আবার কারণাদিও উপায়, যেহেতু কারণাদি না থাকিলে কার্য্য হয় না। ফল ও অনুবন্ধ উপায় স্বরূপ নহে, কারণ তাহারা কার্য্যের পর ঘটিয়া থাকে। এইরূপে কারণাদি দশবিধ ব্যাখ্যা করা হইল। ৮৯। ভিষক্ অগ্রে পরীক্ষা করিবেন, পরে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন। ৯০। কোন ভিষক্ বা অন্য ব্যক্তি যদি এরূপ জিজ্ঞাসা করে যে বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন ও শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলে চিকিৎসককে কত বিষয় পরীক্ষা করিতে হয়? পরীক্ষা করা উচিত? পরীক্ষার প্রয়োজন কি? বমনাদির কোন স্থলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়? আর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, কিরূপেই বা আচরণ করিতে হয়? কোন সকল ভেষজ বমনাদির উপযোগী? বৈদ্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, যদি মনে করেন যে, জিজ্ঞাসাকারী জিগীষা বশতঃ অসরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা হইলে, তিনি তাহাকে মুগ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহার কৃত প্রশ্ন দ্বারাই তাহাকে এইরূপে পরীক্ষা করিবেন। যথা "পরীক্ষা অনেক প্রকার আছে এবং পরীক্ষণীয় বস্তুও অনেক, আপনি কোন্ প্রকার পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনি পরীক্ষ্য বিষয়ের কিরূপ বিভেদ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কারণ আপনি পরীক্ষ্য বস্তুর যেরূপ ভেদ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমি যদি সেরূপ ভেদ না বলিয়া অন্য প্রকার উল্লেখ করি, তাহা হইলে আপ-

...নেনৈবা দ্বিবিধা পরীক্ষা ত্রিবিধা বা সহোপদেশেন ॥ ৯৩

দশবিধন্তু পরীক্ষ্যং কারণাদি যদুক্তমগ্রে তদিহ ভিষগাদিষু সংসার্য্য সন্দর্শয়িষ্যামঃ, ইহ কার্য্যপ্রাপ্তৌ কারণং ভিষক্, করণং পুনর্ভেষজং, কার্য্যযোনির্ধাতুবৈষম্যং, কার্য্যং ধাতুসাম্যং, কার্য্যফলং সুখাবাপ্তিঃ, অনুবন্ধ আয়ুঃ, দেশো ভূমিরাতুরশ্চ, কালঃ সংবৎসরশ্চাতুরাবস্থা চ, প্রবৃত্তিঃ প্রতিকর্ম্মসমারম্ভঃ, উপায়ো ভিষগাদীনং সৌষ্ঠবম্ অভিবিধানঞ্চ সম্যক্ ইহাপাস্যোপায়স্য বিষয়ঃ পূর্ব্বেণৈবোপায়বিশেষেণ ব্যাখ্যাত ইতি কারণাদীনি দশ দশসু ভিষগাদিষু সংসার্য্য সন্দর্শিতানি; তথৈবানুপূর্ব্ব্যা এতদ্দশবিধং পরীক্ষ্যমুক্তঞ্চ ॥ ৯৪

তস্য যো যো বিশেষো যথা যথা চ পরীক্ষিতব্যঃ স স তথা তথা ব্যাখ্যাস্যতে। কারণং সর্ব্বথা বিদিত... ॥

যথাবৎ সর্ব্বধাতুসাম্য... ...মেবাদিতঃ পরীক্ষেত গুণেষু ... কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তিং পশ্যন্ কশ্চিদয়মস্য কার্য্যস্যাভিনির্ব্বর্ত্তনে সমর্থো ন বেতি ॥ ৯৬

তত্রেমে ভিষগ্‌গুণা যৈরুপপন্নো ভিষগ্ ধাতুসাম্যাভিনির্ব্বর্ত্তনে সমর্থস্তদ্‌যথা পর্য্যবদাতশ্রুততা পরিদৃষ্টকর্ম্মতা দাক্ষ্যং শৌচং জিতহস্ততা উপকরণবত্তা সর্ব্বেন্দ্রিয়োপপন্নতা প্রকৃতিজ্ঞতা প্রতিপত্তিজ্ঞতা চেতি ॥ ৯৭

করণং পুনর্ভেষজম্। ভেষজং নাম তদ্‌যদুপকরণায়োপকল্পতে, ভিষজো ধাতুসাম্যাভিনির্ব্বৃত্তৌ প্রযতমানস্য, বিশেষতশ্চোপায়ান্তেভ্যঃ তদ্দ্বিবিধং ব্যপাশ্রয়ভেদাৎ দৈবব্যপাশ্রয়ং যুক্তিব্যপাশ্রয়ঞ্চ। তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং মন্ত্রৌষধমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাস-স্বস্ত্যয়ন-প্রণিপাতগমনাদি।

জিজ্ঞাসাকারীকে মুগ্ধ করিতে ইচ্ছা না করিলে প্রকৃত উত্তর দিবে। ৯২। পরীক্ষা দুই প্রকার; প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অথবা আপ্তোপদেশ ধরিয়া তিন প্রকার। ৯৩। পূর্ব্বে যে কারণাদি দশ প্রকার পরীক্ষণীয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সম্প্রতি সেই সকল সম্প্রসারিত করিয়া ভিষক্‌প্রভৃতিতে প্রয়োগ করা যাইতেছে। চিকিৎসারূপ কার্য্যের কারণ বা কর্ত্তা ভিষক্। করণ ঔষধ। কার্য্যযোনি বা উপাদান-কারণ ধাতুবৈষম্য। কার্য্য ধাতুসাম্য। কার্য্যফল সুখপ্রাপ্তি। অনুবন্ধ আয়ু। চিকিৎসার দেশ ভূমি ও আতুর। চিকিৎসার কাল সংবৎসর ও আতুরের বাল্যাদিকাল। প্রতিকর্ম্মের আরম্ভই প্রবৃত্তি। কার্য্যের উদ্দেশে বলা হইয়াছে। এক্ষণে চিকিৎসকের পরীক্ষা বলা যাইতেছে। যিনি রোগশান্তি করেন, যিনি কার্য্যকালে সূত্রার্থপ্রয়োগে নিপুণ এবং যিনি আয়ুর বিষয় সর্ব্বথা বিদিত হইয়াছেন, তাঁহাকে ভিষক্ কহিয়া থাকে। ৯৫। চিকিৎসক ধাতুসাম্য করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ আপনার পারগতা পরীক্ষা করিবেন। ৯৬। ধাতুসাম্য-করণপক্ষে চিকিৎসকের এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক যথা;—বেদপারগতা, বহুদর্শিতা, দক্ষতা, শুচিতা, ক্ষিপ্রহস্ততা, উপকরণসম্পন্নতা, সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্নতা, কারণাভিজ্ঞতা এবং কল্পাভিজ্ঞতা। ৯৭। পূর্ব্বে ঔষধকে চিকিৎসাকার্য্যের ...

[illegible] অদ্রব্য-
ভূতঞ্চ তথুপায়াভিপ্লুতম্। উপায়ো নাম ভয়-
দর্শনবিস্মাপনক্ষোভণ-হর্ষণভর্ৎসন-বধবন্ধস্বপ্ন-
*সংবাহনাদিরমূর্ত্তো ভাবো যথোক্তাঃ সিদ্ধ্যু-
পায়াশ্চ। যৎ তু দ্রব্যভূতং তদ্বমনাদিষু
যোগমুপৈতি ॥ ৯৮

তস্যাপীয়ং পরীক্ষা। ইদমেবং প্রকৃত্যা
এবং গুণমেবম্প্রভাবমস্মিন্ দেশে জাত-
মস্মিন্ ঋতৌ এবং গৃহীতমেবং নিহিতমেব-
মুপস্কৃতমনয়া মাত্রয়া যুক্তমস্মিন্ ঋতৌ এবং-
বিধস্য পুরুষস্যৈতাবন্তং দোষমপকর্ষয়তি উপ-
শময়তি বা অন্যদপি চৈবংবিধং ভেষজং
ভবেৎ তচ্চানেনান্যেন বা বিশেষেণ যুক্ত-
মিতি ॥ ৯৯

কার্য্যযোনির্ধাতুবৈষম্যং তস্য লক্ষণং
বিকারাগমঃ, পরীক্ষা ত্বস্য বিকারপ্রকৃতে-

দের নাম দৈবব্যপাশ্রয় ঔষধ। সংশোধন,
সংশমন ও দৃষ্টফল চেষ্টাসমূহের নাম যুক্তি-
ব্যপাশ্রয় ঔষধ। ইহা দুই প্রকার,—দ্রব্যভূত
ও অদ্রব্যভূত বা উপায়ভূত। ভয়প্রদর্শন,
বিস্মাপন, ক্ষোভণ, হর্ষণ,ভর্ৎসন, প্রহার,
বন্ধন, নিদ্রা, সংবাহন ; এই সকল অপ্রত্যক্ষ-
ভাব চিকিৎসা সিদ্ধির উপায়ভূত। আর যাহা
দ্রব্যভূত তাহা বমনাদির সহিত যোগ প্রাপ্ত
হয়। ৯৮। দ্রব্যভূত ঔষধের পরীক্ষা এইরূপে
করিতে হয় যথা,—অমুক দ্রব্যের প্রকৃতি, গুণ,
প্রভাব, জন্মস্থান, ঋতুবিশেষে উদ্ধার, গুণা-
ন্তর মাত্রা ও ব্যবহার, পুরুষভেদে দোষের
অপকর্ষণ বা উপশমনে ক্ষমতা এই এইরূপ ;
অমুক দ্রব্য ইহারি সদৃশ বা ইহা অপেক্ষা
গুণাধিক বা ইহা হইতে বিশেষগুণযুক্ত। ৯৯।
চিকিৎসার উপাদান কারণ ধাতুবৈষম্য।
[illegible] বৈষম্য মানে

মিতি ॥ ১০০

কার্য্যং ধাতুসাম্যং,তস্য লক্ষণং বিকারোপ-
শমঃ, পরীক্ষা ত্বস্য রুগপগমনং স্বরবর্ণযোগঃ
শরীরোপচয়ঃ বলবৃদ্ধিরভ্যবহার্য্যাভিলাষো
রুচিরাহারকালেঽভ্যবহৃতস্য চাহৃতস্য চাহারস্য
সম্যগ্‌জরণং নিদ্রালাভো যথাকালং বৈকারি-
কাণাং স্বপ্নানামদর্শনং সুখেন চ প্রতিবোধনং
বাতমূত্রপুরীষরেতসাং মুক্তিঃ। *সর্ব্বাকারৈ-
র্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণাঞ্চাব্যাপত্তিরিতি ॥ ১০১

কার্য্যফলং সুখাবাপ্তিস্তস্য লক্ষণং মনো-
বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরতুষ্টিঃ ॥ ১০২

অনুবন্ধস্তু খল্বায়ুস্তস্য লক্ষণং প্রাণৈঃ
সংযোগঃ ॥ ১০৩

দেশস্তু ভূমিরাতুরশ্চ, তত্র ভূমিপরীক্ষা
আতুরস্য পরিজ্ঞানহেতোর্বা স্যাদৌষধপরি-
জ্ঞানহেতোর্বা, তত্র তাবদিয়মাতুরপরিজ্ঞান-
হেতোঃ। তদ্যথা—অয়ং কস্মিন্ ভূমিদেশে

করিলেই ইহা পরীক্ষা করা যায়। এইরূপ
বিকারের সাধ্যাসাধ্যত্ব এবং মৃদুত্ব-দারুণত্বও
পরীক্ষা করা হয়। ১০০। ধাতুসাম্যই
চিকিৎসার কার্য্য। ইহার পরীক্ষা যথা।—
ইহার শান্তি হইলে বিকারের শান্তি, দাহাদি
উপদ্রবের উপশম, স্বরবর্ণের পূর্ব্বভাব, শরী-
রের পুষ্টি, বলবৃদ্ধি, অন্নাভিলাষ, অন্নে রুচি,
ভুক্তান্নের পরিপাক, সুখনিদ্রা, দুঃস্বপ্নের অদ-
র্শন, সুখজাগরণ, মলমূত্র ও শুক্রের যথা-
নিঃসরণ এবং মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের
বিকারহীনতা হয়। ১০১। চিকিৎসার ফল
স্বাস্থ্যলাভ। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের
তুষ্টিই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ১০২। স্বাস্থ্যের অনু-
বন্ধ দীর্ঘায়ুঃ। দেহের সহিত প্রাণের সংযোগ
আয়ুর লক্ষণ। ১০৩। দেশ শব্দে এ স্থলে
ঔষধ[illegible] চিকিৎসার আধার রোগীকে

জাতঃ সংবৃদ্ধো ব্যাধিতো বেত্তি তস্মিংশ্চ ভূমিদেশে মনুষ্যাণামিদমাহার-জাতমিদং বিহারজাতমেতদ্বলমেবংবিধং সত্ত্বমেবংবিধং সাত্ম্যমেবংবিধো দোষো ভক্তিরিয়মিমে ব্যাধয়ো হিতমিদমহিতমিদমিতি প্রায়োগ্রহণেন॥ ১০৪

ঔষধপরিজ্ঞানহেতোস্তু কল্পেষু ভূমিপরীক্ষা বক্ষ্যতে ॥ ১০৫

আতুরস্তু খলু কার্য্যদেশস্তস্য পরীক্ষা আয়ুষঃ প্রমাণজ্ঞানহেতোর্বা স্যাদ্বলদোষপ্রমাণজ্ঞানহেতোর্বা ॥ ১০৬

তত্র তাবদিয়ং বলদোষবিশেষপ্রমাণাপেক্ষা সহসা হ্যতিবলমৌষধমপরীক্ষকপ্রযুক্তমল্পবলমাতুরমভিঘাতয়েৎ, ন হ্যতিবলান্যাগ্নেয়সৌম্যবায়বীয়ান্যৌষধান্যগ্নিক্ষারশস্ত্রকর্ম্মাণি বা শক্যন্তেঽল্পবলৈঃ সোঢুমবিষহ্যাতিতীক্ষ্ণবেগত্বাদ্ধি সদ্যঃপ্রাণহরাণি স্যুঃ ॥ ১০৭

এতচ্চৈব কারণমপেক্ষ্যমাণা হীনবলমাতুরমবিষাদকরৈর্ম্মৃদুসুকুমার-প্রায়ৈরুত্তরোত্তরগুরুভিরবিভ্রমৈ-রনাত্যয়িকৈশ্চোপচরন্ত্যোষধৈঃ, বিশেষতশ্চ নারীস্তা হ্যনবস্থিতমৃদুবিবৃতবিক্লবহৃদয়াঃ প্রায়ঃ সুকুমারা নার্য্যোঽবলাঃ পরসংস্তভ্যাশ্চ॥

তথা বলবতি বলদ্ব্যাধিপরিগতে হ্যল্পবলমৌষধপরীক্ষকপ্রযুক্তমসাধকং ভবতি তস্মাদাতুরং পরীক্ষেত প্রকৃতিতশ্চ বিকৃতিতশ্চ সারতশ্চ সংহননতশ্চ সাত্ম্যতশ্চ সত্ত্বতশ্চাহারশক্তিতশ্চ ব্যায়ামশক্তিতশ্চ বয়স্তশ্চেতি ॥ ১০৯

বলপ্রমাণবিশেষগ্রহণহেতোঃ তত্রামী প্রকৃত্যাদয়ো ভাবাঃ। তদ্‌যথা—শুক্রশোণিতপ্রকৃতিং, কালগর্ভাশয়প্রকৃতিম্‌, আতুরাহারবিহারপ্রকৃতিং মহাভূতবিকারপ্রকৃতিঞ্চ গর্ভশরীরমবেক্ষ্যতে। এতা হি যেন যেন দোষে-

---

রোগীর পরিজ্ঞান যথা ;—রোগী কোন্‌ দেশে জন্মিয়াছে, বর্দ্ধিত হইয়াছে বা রোগগ্রস্ত হইয়াছে। সে দেশের লোকেরা সাধারণতঃ কিরূপ আহার বিহার করে। তাহাদের বল, সত্ত্ব, সাত্ম্য, দোষ, ভক্তি, (প্রকার), ব্যাধি, হিত ও অহিতই বা কি। ১০৪। ঔষধপরিজ্ঞানার্থ ভূমিপরীক্ষা আবশ্যক। ভূমিপরীক্ষা কল্পস্থানে বলা হইবে। ১০৫। চিকিৎসার দেশ আতুর। আতুরের আয়ুঃ, বল ও দোষের প্রমাণপরীক্ষাই আতুরের পরীক্ষা। ১০৬। চিকিৎসা বল ও দোষের প্রমাণ অপেক্ষা করে। যদি চিকিৎসক দুর্বল রোগীকে পরীক্ষা না করিয়া অতিবল ঔষধ প্রয়োগ করেন, তবে তাহার প্রাণবিনাশ হয়। বিনাশ করে। ১০৭। চিকিৎসকেরা এই কারণেই দুর্বল রোগীকে প্রায়ই অদুঃখকর, মৃদু ও সুকুমার ঔষধ প্রয়োগ করেন; আর বিশেষ আবশ্যক হইলেই গুরুতর ঔষধ ক্রমে ক্রমে এবং যাহাতে বিভ্রম উৎপাদন না করে এই রূপ করিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ নারীদিগকে কোমল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; কারণ নারীদের হৃদয় অস্থির, মৃদু, বিবৃত (খোলা) ও কাতর। উহারা প্রায়ই সুকুমার, অবলা ও পরের নিকট সান্ত্বনা অপেক্ষা করে। ১০৮। দুর্বল রোগীর প্রতি অতিবল ঔষধের ন্যায় বলবদ্‌রোগগ্রস্তের প্রতি অল্পবল ঔষধের প্রয়োগ অনিষ্টকর হয়; অতএব আতুরের প্রকৃতি, বিকৃতি, সার, শরীর, সাত্ম্য, সত্ত্ব, আহারশক্তি, পরিশ্রমশক্তি ও বয়স পরীক্ষা করিতে হয়। ১০৯। বলের প্রমাণ অবগত

পাধিকতমেনৈকেনানেকতমেন বা সমনুবধ্যন্তে তেন তেন দোষেণ গর্ভোঽনুবধ্যতে। ততঃ সা সা দোষপ্রকৃতিরুচ্যতে মনুষ্যাণাং গর্ভাদিপ্রবৃত্তা। তস্মাদ্বাতলাঃ প্রকৃত্যা কেচিৎ, পিত্তলাঃ কেচিৎ, শ্লেষ্মলাঃ কেচিৎ, সংসৃষ্টাঃ কেচিৎ, সমধাতবঃ প্রকৃত্যা কেচিৎ ভবন্তি। তেষাং হি লক্ষণানি ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১১০

শ্লেষ্মা হি স্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণমৃদুমধুরসারসান্দ্রমন্দস্তিমিতগুরুশীতবিজ্জলাচ্ছঃ। অস্য স্নেহাৎ শ্লেষ্মলাঃ স্নিগ্ধাঙ্গাঃ, শ্লক্ষ্ণত্বাৎ শ্লক্ষ্ণাঙ্গাঃ, মৃদুত্বাদ্দৃষ্টিসুখসুকুমারাবদাতশরীরাঃ, মাধুর্য্যাৎ প্রভূতশুক্রব্যবায়াপত্যাঃ, সারত্বাৎ সারসংহতস্থিরশরীরাঃ, সান্দ্রত্বাদুপচিতপরিপূর্ণসর্ব্বগাত্রাঃ, মন্দত্বান্মন্দচেষ্টাহারবিহারাঃ, স্তৈমিত্যাদশীঘ্রারম্ভক্ষোভবিকারাঃ, গুরুত্বাৎ সারাধিষ্ঠিতগতয়ঃ, শৈত্যাদল্পক্ষুত্তৃষ্ণাসন্তাপস্বেদদোষাঃ বিজ্জলত্বাৎ সুশ্লিষ্টসারবন্ধসন্ধানাঃ, তথাচ্ছত্বাৎ প্রসন্নদর্শনাননাঃ প্রসন্নস্নিগ্ধবর্ণস্বরাশ্চ ভবন্তি। ত এবং গুণযোগাৎ শ্লেষ্মলা বলবন্তো বসুমন্তো বিদ্যাবন্ত ওজস্বিন আয়ুষ্মন্তশ্চ ভবন্তি॥ ১১১

পিত্তমুষ্ণং তীক্ষ্ণং দ্রবং বিস্রমম্লং কটুকঞ্চ। তস্যৌষ্ণ্যাৎ পিত্তলা ভবন্ত্যুষ্ণাসহাঃ সুকুমারাবদাতগাত্রাঃ প্রভূতপিপ্লুব্যঙ্গতিলকপিড়্কাঃ ক্ষুৎপিপাসাবন্তঃ ক্ষিপ্রবলীপলিতখালিত্যদোষাঃ প্রায়ো মৃদ্বল্পকপিলশ্মশ্রুলোমকেশাঃ, তৈক্ষ্ণ্যাৎ তীক্ষ্ণপরাক্রমাঃ তীক্ষ্ণাগ্নয়ঃ প্রভূতাশনপানাঃ ক্লেশাসহিষ্ণবো দন্দশূকাঃ, দ্রবত্বাচ্ছিথিলমৃদুসন্ধিমাংসাঃ প্রভূতসৃষ্টস্বেদমূত্রপুরীষাশ্চ, বিস্রত্বাৎ প্রভূতপূতিবক্ষঃকক্ষাস্যশিরঃশরীরগন্ধাঃ,

---

শোণিত প্রভৃতিতে যে যে দোষের আধিক্য থাকে, গর্ভেরও সেই সেই দোষ হয়। এইজন্যই মনুষ্যেরা জন্ম হইতেই কেহ বাতল, কেহ পিত্তল, কেহ শ্লেষ্মল, কেহ বা সংসৃষ্টদোষপ্রকৃতি এবং কেহ বা সমধাতু-প্রকৃতি হয়। সেই সকল বাতলাদি পুরুষের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিব। ১১০। শ্লেষ্মা, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, মৃদু, মধুর, সারসান্দ্র, মন্দ, স্তিমিত, গুরু, শীত, পিচ্ছিল ও অচ্ছ। শ্লেষ্মার স্নেহ হেতু শ্লেষ্মল পুরুষেরা স্নিগ্ধাঙ্গ ও শ্লক্ষ্ণত্ব হেতু শ্লক্ষ্ণাঙ্গ হয়। শ্লেষ্মার মৃদুত্ব হেতু উহাদের শরীর দৃষ্টিসুখকর, সুকুমার ও অবদাত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার মাধুর্য্য হেতু উহাদের প্রভূত শুক্র, ব্যবায় ও অপত্য হইয়া থাকে। সারত্ব হেতু উহাদের শরীর সারসংহত ও দৃঢ় হইয়া থাকে। সান্দ্রত্ব হেতু সর্ব্ব গাত্র পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। মন্দতা হেতু চেষ্টা ও আহার বিহার শৈত্যহেতু অল্প ক্ষুৎ-তৃষ্ণা-সন্তাপ-স্বেদদোষ হইয়া থাকে। পিচ্ছিলত্ব হেতু সন্ধি সকল শ্লিষ্ট ও সারবদ্ধ হইয়া থাকে এবং অচ্ছত্ব হেতু দর্শন ও আনন প্রসন্ন এবং বর্ণ ও স্বর প্রসন্ন হইয়া থাকে। এই সকল গুণ হেতু শ্লেষ্মল পুরুষেরা বলবান্, ধনবান্, বিদ্যাবান্, ওজস্বী ও আয়ুষ্মান্ হইয়া থাকে। ১১১। পিত্ত উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, বিস্র, অম্ল ও কটু। পিত্তের উষ্ণত্ব হেতু পিত্তল পুরুষেরা উষ্ণ সহ্য করিতে পারে না। উহাদের গাত্র কোমল ও অবদাত হয়। শরীর পিপ্লু, ব্যঙ্গ, তিলক ও কণ্ডুপ্রচুর হইয়া থাকে। ক্ষুৎপিপাসা যথেষ্ট হয়। বলি, পলিত ও খালিত্যদোষ শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে। শ্মশ্রু, লোম ও কেশ প্রায়ই মৃদু, অল্প ও কপিল হয়। পিত্তের তীক্ষ্ণতা হেতু পিত্তল পুরুষেরা তীক্ষ্ণপরাক্রম, তীক্ষ্ণাগ্নি, ভোজন-পানক্ষম, ক্লেশসহিষ্ণু ও দন্দশূক (পেটুক) হয়। পিত্তের দ্রবত্ব হেতু উহাদের সন্ধি ও মাংস মৃদু ও শিথিল হয় এবং স্বেদ, মূত্র ও পুরীষ প্রচুররূপে পরিত্যক্ত

অল্পব্যবায়াপত্যাঃ। ত এবং গুণযোগাৎ পিত্তলা মধ্যবলা মধ্যায়ুষো জ্ঞানবিজ্ঞানবিত্তোপকরণবন্তশ্চ॥ ১১২

বাতস্ত রূক্ষলঘুচলবহুশীঘ্রশীতপরুষবিশদস্তস্য রৌক্ষ্যাদ্বাতলা রূক্ষাপচিতাল্পশরীরাঃ প্রততরূক্ষক্ষামভিন্নসক্তজর্জ্জরস্বরা জাগরূকাশ্চ লঘুত্বাচ্চ লঘুচপলগতিচেষ্টাহারবিহারাঃ, চলত্বাদনবস্থিত-সন্ধ্যক্ষিভ্রূহন্বোষ্ঠজিহ্বাশিরঃস্কন্ধপাণিপাদাঃ, বহুত্বাদ্বহুপ্রলাপকণ্ডরাশিরাপ্রতানাঃ শীঘ্রত্বাৎ শীঘ্রসমারম্ভক্ষোভবিকারাঃ শীঘ্রোত্রাসরাগবিরাগাঃ শ্রুতগ্রাহিণোঽল্পস্মৃতয়শ্চ, শৈত্যাৎ শীতাসহিষ্ণবঃ প্রততশীতকোদ্বেপকস্তম্ভাঃ পারুষ্যাৎ পরুষকেশশ্মশ্রুরোমনখদশনবদনপাণিপাদাঙ্গা, বৈশদ্যাৎ স্ফুটিতাঙ্গাবয়বাঃ সততসন্ধিশব্দগামিনঃ। ত এবংগুণযোগাৎ বাতলাঃ প্রায়েণাল্পবলাশ্চাল্পায়ুষশ্চাল্পাপত্যাশ্চাল্পসাধনাশ্চাধন্যাশ্চ॥ ১১৩

সংসর্গাৎ সংসৃষ্টলক্ষণাঃ সর্ব্বগুণসমুদিতাশ্চ সমধাতবঃ। ইত্যেবং প্রকৃতিতঃ পরীক্ষেত॥১১৪

বিকৃতিতশ্চেতি। বিকৃতিরুচ্যতে বিকারঃ। তত্র বিকারং হেতুদূষ্যদোষপ্রকৃতিদেশকালবলবিশেষৈর্লিঙ্গতশ্চ পরীক্ষেত। ন হ্যন্তরেণ হেত্বাদীনাং বলবিশেষং ব্যাধিবলবিশেষোপলব্ধিঃ। যস্য হি ব্যাধের্দূষ্যদোষপ্রকৃতিদেশকালসাম্যং ভবতি মহচ্চ হেতুবললিঙ্গং স ব্যাধির্বলবাংস্তদ্বিপর্য্যয়াচ্চাল্পবলঃ। মধ্যবলস্তু দূষ্যাদীনামন্যতম—সামান্যাদ্ধেতু—লিঙ্গ-মধ্যবলত্বাচ্চোপলভ্যতে॥ ১১৫

ব্যবায় ও অপত্য অল্প হইয়া থাকে। এই সকল গুণযোগ হওয়াতে পিত্তল পুরুষেরা মধ্যবল, মধ্যায়ুঃ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিত্তোপকরণ-সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১১২। বায়ু রূক্ষ লঘু, চল বহু, শীঘ্র, শীত, পরুষ ও বিশদ। বায়ুর রূক্ষতা হেতু বাতল পুরুষদিগের শরীর রূক্ষ, অপুষ্ট ও অল্প হইয়া থাকে; স্বর অত্যন্ত রূক্ষ, ক্ষীণ, ভিন্ন, সক্ত ও জর্জ্জর হয় এবং নিদ্রা হয় না। বায়ুর লঘুত্ব হেতু উহাদের গতি, চেষ্টা, আহার ও ব্যবহার লঘু ও চপল হইয়া থাকে। বায়ুর চলত্বহেতু উহাদের সন্ধি, অস্থি, ভ্রূ, হনু, ওষ্ঠ, জিহ্বা, মস্তক, স্কন্ধ পাণি ও পাদ অস্থির হইয়া থাকে। বায়ুর বহুত্ব হেতু বহুভাষিতা এবং কণ্ডরা ও শিরা-জালের প্রকাশ হয়। বায়ুর শীঘ্রত্ব হেতু

বায়ুর বিশদতা (অপিচ্ছিলতা) হেতু অঙ্গ ও অবয়ব সকল স্ফুটিত হয় এবং সন্ধি সকলের শব্দ (স্ফুটন) হয়। এই সকল গুণযোগ হওয়াতে বাতল পুরুষেরা প্রায়ই অল্পবল, অল্পায়ু, অল্পসন্তান, অল্পসাধন ও অধন্য হইয়া থাকে। ১১৩। দুই দোষের আধিক্য হইলে সংসৃষ্ট-লক্ষণ হয়। সকল দোষের সমতা হইলে পুরুষ সমধাতু হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষের প্রকৃতি পরীক্ষা করা যায়। ১১৪। আবার বিকৃতিও পরীক্ষা করিতে হইবে। বিকৃতি শব্দের অর্থ বিকার। বিকারের হেতু, দূষ্য, দোষ, প্রকৃতি, দেশ ও কালের বল এবং লিঙ্গ পরীক্ষার বিষয় হয়; হেতু প্রভৃতির বলজ্ঞান ব্যতিরেকে ব্যাধির

সারতশ্চেতি। সারাণ্যষ্টৌ পুরুষাণাং বলমানবিশেষজ্ঞানার্থমুপদিশ্যন্তে। তদ্যথা—ত্বগ্‌রক্তমাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রসত্ত্বানি। তত্র স্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণ-মৃদু-প্রসন্ন সূক্ষ্মাল্পগম্ভীর-সুকুমারলোমা সপ্রভা চ ত্বক্‌ ত্বক্‌সারাণাম্‌। সা সারতা সুখসৌভাগ্যৈশ্বর্য্যোপভোগবুদ্ধিবিদ্যারোগ্যপ্রহর্ষণান্যায়ুষ্যত্বঞ্চাচষ্টে ॥ ১১৬

কর্ণাক্ষিমুখজিহ্বানাসৌষ্ঠ-পাণিপাদতলনখললাটমেহনানি স্নিগ্ধরক্তানি শ্রীমন্তি ভ্রাজিষ্ণুনি রক্তসারাণাম্‌। সা সারতা সুখমুদগ্রতাং মেধাং মনস্বিত্বং সৌকুমার্য্যমনতিবলমক্লেশসহিষ্ণুত্বঞ্চাচষ্টে ॥ ১১৭

শঙ্খললাটকৃকাটিকাক্ষিগণ্ডহনুগ্রীবাস্কন্ধোদরকক্ষবক্ষঃপাদসন্ধয়ঃ স্থিরগুরুশুভমাংসোপচিতা মাংসসারাণাম্‌। সা সারতা ক্ষমাং ধৃতিমলৌল্যং বিত্তং বিদ্যাং সুখমার্জ্জবমারোগ্যং বলমায়ুশ্চ দীর্ঘমাচষ্টে ॥ ১১৮

বর্ণস্বরনেত্রকেশলোমনখদন্তৌষ্ঠমূত্রপুরীষেষু বিশেষতঃ স্নেহো মেদঃসারাণাম্‌। সা সারতা বিত্ত... সুকুমারোপচারতামাচষ্টে ॥ ১১৯

পার্ষ্ণিগুল্ফজান্বরত্নিজত্রুচিবুক-শিরঃপর্ব্বস্থূলাঃ স্থূলাস্থিনখদন্তাশ্চাস্থিসারাস্তে মহোৎসাহাঃ ক্রিয়াবন্তশ্চ ক্লেশসহাঃ সারস্থিরশরীরা ভবন্তি আয়ুষ্মন্তশ্চ ॥ ১২০

তথঙ্গা বলবন্তঃ স্নিগ্ধবর্ণস্বরাঃ স্থূলদীর্ঘবৃত্তসন্ধয়শ্চ মজ্জসারাস্তে দীর্ঘায়ুষো বলবন্তঃ ॥ ১২১

শ্রুতবিজ্ঞানবিত্তাপত্যসম্মানভাজশ্চ সৌম্যাঃ সৌম্যপ্রেক্ষিণশ্চ ক্ষীরপূর্ণলোচনা ইব প্রহর্ষবহুলাঃ স্নিগ্ধবৃত্তসারসমসংহতশিখরিদশনাঃ প্রসন্নস্নিগ্ধবর্ণস্বরা ভ্রাজিষ্ণবো মহাস্ফিজশ্চ

১১৫। সারও পরীক্ষা করিতে হয়। পুরুষের সার আট প্রকার। পুরুষের বলের প্রমাণ জানিবার জন্য ঐ আট প্রকার সার ব্যাখ্যা করা হইতেছে। যথা—ত্বক্‌, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও সত্ত্ব। ত্বক্‌সার পুরুষদিগের ত্বক্‌, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, মৃদু, প্রসন্ন, সূক্ষ্ম, অল্পগম্ভীর, সুকুমারলোমা ও কান্তিযুক্ত হয়। ত্বক্‌সারতা গুণ থাকিলে পুরুষ সুখী, সৌভাগ্যশালী, ঐশ্বর্য্যশালী, ভোগশালী, বুদ্ধিমান, বিদ্বান্‌, অরোগ, প্রহৃষ্ট ও দীর্ঘায়ু হয়। ১১৬। রক্তসার পুরুষদিগের কর্ণ, অক্ষি, নখ, জিহ্বা, নাসা, ওষ্ঠ, পাণি, পাদতল, নখ, ললাট ও মেহন স্নিগ্ধবর্ণ, সুশ্রী ও দীপ্তিশীল হইয়া থাকে। রক্তসারতা থাকিলে পুরুষের সুখ, উন্নতি, মেধা, মনস্বিতা, সৌকুমার্য্য, অনতিবল অক্লেশসহিষ্ণুতা আদি হয়। ১১৭। মাংসসার পুরুষদিগের শঙ্খ, ললাট, ঘাড়, আঁখি, গণ্ড, হনু, মন্যা, স্কন্ধ, উদর, কক্ষ, বক্ষ, সন্ধি, পাদ ধন, বিদ্যা, সুখ, আর্জ্জব, আরোগ্য, বল ও দীর্ঘ আয়ু হয়। ১১৮। মেদসার পুরুষদিগের বর্ণ, স্বর, নেত্র, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, মূত্র ও পুরীষের বিশেষরূপে স্নিগ্ধতা হয়। মেদঃসারতা থাকিলে পুরুষের বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, সুখভোগ, দাতৃত্ব, সরলতা ও সুশীলতা হয়। ১১৯। অস্থিসার পুরুষদিগের পার্ষ্ণি ও গুল্ফ (গোড়ালি ও গোড়ালির পার্শ্ব), জানু, অরত্নি (কনুই), জত্রু (কণ্ঠাস্থি), চিবুক, মস্তক ও পর্ব্ব সকল স্থূল এবং অস্থি, নখ ও দন্ত সকল স্থূল হইয়া থাকে। তাহারা মহোদ্যোগ, ক্রিয়াশালী, ক্লেশসহ, সারদৃঢ়শরীর ও আয়ুষ্মান্‌ হইয়া থাকে। ১২০। মজ্জসার পুরুষেরা তনুদেহ (মোটা নয়), বলবান্‌, স্নিগ্ধবর্ণ ও স্নিগ্ধস্বর হয়। আর ইহাদের সন্ধি সকল স্থূল, দীর্ঘ ও গোল হইয়া থাকে। ইহারা দীর্ঘায়ু হয়। ১২১। শুক্রসার পুরুষেরা বিদ্যাজ্ঞানধনপুত্রসম্পন্ন, সম্মানভাজন, সৌম্য, সৌম্যদর্শী এবং দুগ্ধপূর্ণ লোচনের ন্যায় হর্ষবহুল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা স্নিগ্ধ..., বৃত্তসারসমন্বিত, সমসংহত-

শুক্রসারাঃ তে স্ত্রীপ্রিয়াঃ প্রিয়োপভোগা বলবন্তঃ ॥ ১২২

সুখৈশ্বর্য্যারোগ্য-বিত্ত-সম্মানাপত্য ভাজঃ স্মৃতিমন্তো ভক্তিমন্তঃ কৃতজ্ঞাঃ প্রাজ্ঞাঃ শুচয়ো মহোৎসাহা দক্ষা ধীরাঃ সমরবিক্রান্তযোধিনঃ ত্যক্তবিষাদাঃ সুব্যবস্থিতঃ গম্ভীরবুদ্ধিচেষ্টাঃ কল্যাণাভিনিবেশিনশ্চ সত্ত্বসারাঃ ॥ ১২৩

তেষাং স্বলক্ষণৈরেব গুণা ব্যাখ্যাতাঃ॥১২৪

তত্র সর্ব্বৈঃ সারৈরুপেতাঃ পুরুষা ভবন্ত্যতিবলাঃ পরং গৌরবযুক্তাঃ ক্লেশসহাঃ সর্ব্বারম্ভেষ্বাত্মনি জাতপ্রত্যয়াঃ কল্যাণাভিনিবেশিনঃ স্থিরসমাহিতশরীরাঃ সুসমাহিতগতয়ঃ সানুনাদস্নিগ্ধগম্ভীরমহাস্বরাঃ সুখৈশ্বর্য্যবিত্তোপভোগসম্মানভাজো মন্দজরসো মন্দবিকারাঃ প্রায়স্তুল্যগুণবিস্তীর্ণাপত্যাঃ চিরজীবনশ্চ ১২৫

অতো বিপরীতাস্ত্বসারাঃ ॥ ১২৬

মধ্যানাং মধ্যৈঃ সারবিশেষৈর্গুণবিশেষা ব্যাখ্যাতাঃ। ইতি সারাণ্যষ্টৌ পুরুষাণাং বলপ্রমাণবিশেষজ্ঞানার্থানি ॥ ১২৭

কথং নু শরীরমাত্রদর্শনাদেব ভিষক্ মুহ্যেদয়মুপচিতত্বাদ্বলবানয়ম্ অল্পবলঃ কৃশত্বাৎ বলবানয়ং মহাশরীরত্বাদয়মল্পশরীরত্বাদল্পবল ইতি। দৃশ্যন্তে হ্যল্পশরীরাঃ কৃশাশ্চৈকে বলবন্তঃ, তত্র পিপীলিকাভারহরণবৎ সিদ্ধিঃ। অতশ্চ সারতঃ পরীক্ষেত ইত্যুক্তম্ ॥ ১২৮

সংহননতশ্চেতি। সংহননং সঙ্ঘাতঃ সংযোজনমিত্যেকোঽর্থঃ ॥ ১২৯

তত্র সমসুবিভক্তাস্থিসুবদ্ধসন্ধিসুনিবিষ্টমাংসশোণিতং সুসংহতং শরীরমিত্যুচ্যতে। তত্র সুসংহতশরীরাঃ পুরুষা বলবন্তো বিপ-

ইহারা দীপ্তিশালী ও নিতম্ববহুল হয়। ইহারা স্ত্রীদিগের প্রিয় ও কমনীয় হয় এবং বলবান্ হইয়া থাকে। ১২২। সত্ত্বসার পুরুষেরা সুখৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, আরোগ্য-বিত্ত সম্মানভাজন, অপত্যবান্, স্মৃতিমান, ভক্তিমান্, কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, শুচি, মহোৎসাহসম্পন্ন, দক্ষ, ধীর, সমরে বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, ত্যক্তবিষাদ, স্থিরপ্রকৃতি, গম্ভীরবুদ্ধি, গম্ভীরচিত্ত ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে। ১২৩। ত্বক্‌সারাদি পুরুষগণের লক্ষণ সকল বর্ণিত হইল। ১২৪। যে সকল পুরুষ সমস্ত সারসম্পন্ন, তাহারা অতিবল, পরম গৌরবযুক্ত, ক্লেশসহ এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই আপনার কৃতিত্ব প্রত্যাশা করে। তাহারা কল্যাণকর বিষয়ে মনোযোগী, দৃঢ়সংহতশরীর, স্থিরগতি।

হইয়া থাকে। তাহারা দীর্ঘজীবী হয়। ১২৫। সর্ব্বরূপে ইহার বিপরীত হইলে অসার বলিয়া জানিবে। ১২৬। মধ্যসার পুরুষেরা মধ্যগুণ হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষদিগের বল-প্রমাণবিভেদ-জ্ঞাপনার্থ আট প্রকার সার বর্ণিত হইল। ১২৭। চিকিৎসক রোগীর শরীর-মাত্র দর্শন করিয়াই যেন মুগ্ধ না হন; যেন হৃষ্টপুষ্ট দেখিলেই তাহাকে বলবান্ এবং কৃশ দেখিলেই তাহাকে দুর্ব্বল মনে না করেন; যেন বৃহৎ-শরীর দেখিলেই বলবান্ ও ক্ষুদ্র শরীর দেখিলেই দুর্ব্বল মনে না করেন। অল্পশরীর ও কৃশ হইয়াও কেহ কেহ বলবান্ দৃষ্ট হয়। দেখ, পিপীলিকারা ক্ষুদ্র হইয়াও কিরূপ ভার বহন করে। অতএব লোকের সার দেখিয়া পরীক্ষা করিবে। ১২৮। সংহনন

র্য্যেণাল্পবলাঃ প্রবরাবরমধ্যত্বাৎ সংহননস্য মধ্যবলা ভবন্তি ॥ ১৩০

প্রমাণতশ্চোক্ত শরীরং পুনর্যথা স্বেনাঙ্গুলি-প্রমাণেনোপদেক্ষ্যতে। উৎসেধবিস্তারায়ামৈ-র্যথাক্রমম্ ॥ ১৩১

তত্র পাদৌ চত্বারি ষট্‌চতুর্দ্দশ চাঙ্গুলানি, জঙ্ঘে ত্বষ্টাদশাঙ্গুলে ষোড়শাঙ্গুলিপরিক্ষেপে, জানুনী চতুরঙ্গুলে ষোড়শাঙ্গুলিপরিক্ষেপে, ত্রিংশদঙ্গুলপরিক্ষেপাবষ্টাদশাঙ্গুলাবূরূ, ষড়ঙ্গুল-দীর্ঘৌ বৃষণৌ অষ্টাঙ্গুলপরিণাহৌ, শেফঃ ষড়ঙ্গুলদীর্ঘং পঞ্চাঙ্গুলপরিণাহং, দ্বাদশাঙ্গুল-পরিণাহো ভগঃ, ষোড়শাঙ্গুলবিস্তারা কটী, দশাঙ্গুলং বস্তিশিরঃ, দশাঙ্গুলবিস্তারং দ্বাদশা-ঙ্গুলমুদরং, দশাঙ্গুলবিস্তীর্ণে দ্বাদশাঙ্গুলায়ামে পার্শ্বে, দ্বাদশাঙ্গুলবিস্তারং স্তনান্তরং, দ্ব্যঙ্গুলং স্তনপর্য্যন্তং, চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলবিশালং দ্বাদশা-ঙ্গুলোৎসেধমুরঃ, দ্ব্যঙ্গুলং হৃদয়ম্, অষ্টাঙ্গুলৌ স্কন্ধৌ, ষড়ঙ্গুলাবংসৌ, ষোড়শাঙ্গুলৌ বাহূ, পঞ্চদশাঙ্গুলৌ পাণী, হস্তৌ দশাঙ্গুলৌ, কক্ষৌ অষ্টাঙ্গুলৌ, ত্রিকং দ্বাদশাঙ্গুলোৎসেধম্, অষ্টা-ঙ্গুলোৎসেধং পৃষ্ঠং, চতুরঙ্গুলোৎসেধা দ্বাবিং-শত্যঙ্গুলপরিণাহা শিরোধরা দ্বাদশাঙ্গুলোৎসেধং চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলপরিণাহমাননং, পঞ্চাঙ্গুলমাস্যং, চিবুকোষ্ঠকর্ণাক্ষিমধ্যনাসিকাললাটানি চতুরঙ্গু-লানি, ষোড়শাঙ্গুলোৎসেধং দ্বাত্রিংশদঙ্গুল-পরিণাহং শির ইতি পৃথক্‌ত্বেনাঙ্গাবয়বানাং মানমুক্তং, কেবলং পুনঃশরীরম্ অঙ্গুলিপর্ব্বাণি চতুরশীতিস্তদায়ামবিস্তারসমং সমমুচ্যতে ॥ ১৩২

তত্রায়ুর্বলমোজঃসুখমৈশ্বর্য্যং বিত্তমিষ্টাশ্চা-পরে ভাবা ভবন্ত্যায়ত্তাঃ প্রমাণবতি শরীরে বিপর্য্যয়স্তু হীনেঽধিকে বা ॥ ১৩৩

র্য্যেরা বলবান হয় এবং বিপরীত হইলে দুর্ব্বল হয়। সংহনন প্রবর ও নিকৃষ্টের মধ্যবর্ত্তী হইলে পুরুষের ও মধ্যবল হয়। ১৩০। শরীরের প্রমাণানুসারেও পরীক্ষা হইয়া থাকে। সম্প্রতি আপন আপন অঙ্গুলি পরিমাণে পুরুষভেদে দেহের যেরূপ উৎসেধ, বিস্তার ও দীর্ঘতা হইতে পারে, তাহা ক্রমপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ১৩১। এক একটি পদের উৎসেধ চারি (গঙ্গাধরপাঠ চতুর্দ্দশাঙ্গুল) অঙ্গুল, বিস্তার ছয় অঙ্গুল, এবং দৈর্ঘ্য চতুর্দ্দশ অঙ্গুল। প্রত্যেক জঙ্ঘার দৈর্ঘ্য অষ্টাদশ অঙ্গুল এবং জানু জঙ্ঘা ও ঊরুসন্ধির বেষ্টন ষোড়শ অঙ্গুল। জানু দৈর্ঘ্যে চতুরঙ্গুল ও বেষ্টনে ষোড়শ অঙ্গুল। ঊরু দৈর্ঘ্যে ত্রিংশৎ অঙ্গুল এবং বেষ্টনে অষ্টাদশ অঙ্গুল। বৃষণ দৈর্ঘ্যে ছয় অঙ্গুল এবং বেষ্টনে আট অঙ্গুল। স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল দ্বাদশ অঙ্গুল। এক এক স্তনের সীমা দুই অঙ্গুল। হৃদয় দুই অঙ্গুল (গঙ্গাধরপাঠ তিন অঙ্গুল)। স্কন্ধ আট অঙ্গুল। অংসস্থান আট অঙ্গুল। বাহু ষোড়শ অঙ্গুল। পাণি পঞ্চদশ অঙ্গুল। হস্ত দশ অঙ্গুল। কক্ষ আট অঙ্গুল। ত্রিক-স্থানের উৎসেধ দ্বাদশ অঙ্গুল। পৃষ্ঠস্থানের উৎসেধ আট অঙ্গুল। গ্রীবার উৎসেধ চারি অঙ্গুল এবং বেষ্টন বিংশতি অঙ্গুল। আন-নের উৎসেধ দ্বাদশ অঙ্গুল এবং বেষ্টন চব্বিশ অঙ্গুল। আস্য পাঁচ অঙ্গুল। চিবুক, ওষ্ঠ, কর্ণ, আক্ষদ্বয়ের মধ্যভাগ, নাসিকা ও ললাট প্রত্যেকে চারি অঙ্গুল। মস্তকের উৎসেধ ষোড়শ অঙ্গুল এবং পরিণাহ বত্রিশ অঙ্গুল। এইরূপে অঙ্গ ও অবয়বদিগের পৃথক্ পৃথক্ মান নির্দ্দিষ্ট হইল। [illegible]-

সাত্ম্যতশ্চেতি। সাত্ম্যং নাম তদ্‌যৎ সাতত্যেনোপসেব্যমানমুপশেতে। তত্র যে ঘৃতক্ষীরতৈলমাংসরসসাত্ম্যাঃ সর্ব্বরসসাত্ম্যাশ্চ তে বলবন্তঃ ক্লেশসহাশ্চিরজীবিনশ্চ ভবন্তি। রূক্ষনিত্যাঃ পুনরেকরসসাত্ম্যাশ্চ যে তে প্রায়েণাল্পবলাশ্চাক্লেশসহা অল্পায়ুষোঽল্পসাধনাশ্চ ॥ ১৩৪

ব্যামিশ্রসাত্ম্যাস্তু যে তে মধ্যবলাঃ সাত্ম্যনিমিত্ততঃ ॥ ১৩৫

সত্ত্বতশ্চেতি। সত্ত্বমুচ্যতে মনস্তচ্ছরীরস্য তন্ত্রকমাত্মসংযোগাৎ তৎ ত্রিবিধং বলভেদেন প্রবরং মধ্যমবরমিতি। অতশ্চ প্রবরমধ্যাবরসত্ত্বাশ্চ পুরুষা ভবন্তি। তত্র প্রবরসত্ত্বাঃ সত্ত্বসারাঃ সারেষূপদিষ্টাঃ স্বল্পশরীরা হ্যপি নিজাগন্তুনিমিত্তাসু মহতীষ্বপি পীড়াস্বব্যথা দৃশ্যন্তে সত্ত্বগুণবৈশেষ্যাৎ ॥ ১৩৬

মধ্যসত্ত্বাস্তু পরানাত্মনি উপনিধায় সংস্তম্ভয়ন্ত্যাত্মনাত্মানং পরৈশ্চাপি সংস্তভ্যন্তে ॥ ১৩৭

হীনসত্ত্বাস্তু নাত্মনা ন পরৈঃ সত্ত্ববলং প্রতি শক্যন্তে উপস্তম্ভয়িতুং, মহাশরীরা হ্যপি তে স্বল্পানামপি বেদনানামসহা দৃশ্যন্তে। সন্নিহিতভয়শোকলোভমোহমনা রৌদ্রভৈরবদ্বিষ্টবীভৎসবিকৃতসঙ্কথাসু অপি চ পশুপুরুষমাংসশোণিতানি চাবেক্ষ্য বিষাদবৈবর্ণ্যমূর্চ্ছোন্মাদভ্রমপ্রপতনানামন্যতমমাপ্নুবন্ত্যথবা মরণমিতি ॥

আহারশক্তিতশ্চেতি। আহারশক্তিরভ্যবহরণশক্ত্যা জরণশক্ত্যা চ পরীক্ষ্যা, বলায়ুষী হ্যাহারায়ত্তে ॥ ১৩৯

অন্যান্য বাঞ্ছনীয় বিষয় সকল আয়ত্ত হয়। শরীরের প্রমাণ হীন বা অধিক হইলে বিপরীত হয়। ১৩৩। সাত্ম্যও পরীক্ষণীয় বিষয়। যাহা সতত সেবিত হইলে উপকার বোধ হয়, তাহাকে সাত্ম্য কহে। যে সকল পুরুষের ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল, মাংস রস ও মধুরাদি সর্ব্বপ্রকার রস সাত্ম্য, তাহারা বলবান্, ক্লেশসহ ও দীর্ঘজীবী হয়। যাহারা সতত রুক্ষ সেবন করে এবং যাহারা একরসসাত্ম্য, তাহারা প্রায় অল্পবল, ক্লেশাসহ, অল্পায়ু ও অল্পসাধন হইয়া থাকে। ১৩৪। ভিন্ন ভিন্ন রসসাত্ম্য না হইয়া যদি মিশ্ররসসাত্ম্য হয়, তাহা হইলে তৎসাত্ম্য পুরুষেরা মধ্যবল হইয়া থাকে। [যেমন বাতল পুরুষের দুগ্ধ বা দধি সহ্য হইতে না পারে, কিম্বা কাণিতোয় সহিত্য ... এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। প্রবরসত্ত্ব পুরুষ সত্ত্বসার হয়; ত্বক্‌সার প্রভৃতি বর্ণনাকালে উহার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু অল্পকায় হইলেও প্রবরসত্ত্ব পুরুষ নিজ ও আগন্তু নিমিত্ত মহতী পীড়াতেও কাতর হয় না, কারণ সত্ত্বগুণের বিশিষ্টতা আছে। ১৩৬। মধ্যসত্ত্ব পুরুষেরা পরের দেখাদেখি বেদনা সহ্য করে এবং পরের সাহায্যেও বেদনাসহ করিতে পারে। ১৩৭। হীনসত্ত্ব পুরুষেরা নিজেও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না। আবার পরের সাহায্যেও ধৈর্য্যপ্রাপ্ত হয় না। উহারা মহাশরীর হইলেও স্বল্পবেদনা সহ্য করিতে পারে না। ১৩৮। ভয়, শোক, লোভ,

ব্যায়ামশক্তিতশ্চেতি। ব্যায়ামশক্তিরপি কর্ম্মশক্ত্যা পরীক্ষ্যা, কর্ম্মশক্ত্যা হ্যনুমীয়তে বলং ত্রৈবিধ্যম্॥ ১৪০

কালপ্রমাণবিশেষাপেক্ষিণী হি শরীরাবস্থাবয়োঽভিধীয়তে। তদ্বয়ো যথা স্থূলভেদেন ত্রিবিধং বালং মধ্যং জীর্ণমিতি॥ ১৪১

তত্র বালমপরিপক্কধাতুগুণমজাতব্যঞ্জনং সুকুমারাক্লেশসহমসম্পূর্ণবলং শ্লেষ্মধাতুপ্রায়ম্ আষোড়শবর্ষম্। বিবর্দ্ধমানধাতুগুণং পুনঃ প্রায়েণানবস্থিতসত্ত্বমাত্রিংশদ্বর্ষমুপদিষ্টম্। মধ্যং পুনঃ সমর্থাগতবলবীর্য্যপৌরুষপরাক্রমগ্রহণধারণস্মরণবচনবিজ্ঞানসর্ব্বধাতুগুণং পিত্তধাতুপ্রায়মাষষ্টিবর্ষমুদ্দিষ্টম্। অতঃপরং পরিহীয়মানধাত্বিন্দ্রিয়বলপৌরুষপরাক্রম-গ্রহণস্মরণ--বচনবিজ্ঞানং ভ্রশ্যমানধাতুগুণং বাতধাতুপ্রায়ং ক্রমেণ প্রজীর্ণমুচ্যতে আবর্ষশতম্॥ ১৪২

বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণমস্মিন্ কালে। সন্তি পুনরধিকোনবর্ষশতজীবিনো মনুষ্যাঃ। তেষাং বিকৃতিবর্জ্জ্যৈঃ প্রকৃত্যাদিবলবিশেষৈরায়ুষো লক্ষণতশ্চ প্রমাণমুপলভ্য বয়সস্ত্রিত্বং বিভজেত। এবং প্রকৃত্যাদীনাং বিকৃতিবর্জ্জ্যানাং ভাবানাং প্রবরমধ্যাবরবিভাগেন বলবিশেষং বিভজেত। বিকৃতিবলত্রৈবিধ্যেন তু দোষবলং ত্রৈবিধ্যমনুমীয়তে। ততো ভৈষজ্যস্য তীক্ষ্মমৃদুমধ্যবিভাগেন ত্রিত্বং বিভজ্য যথাদোষং ভৈষজ্যমবচারয়েদিতি॥

আয়ুষঃ প্রমাণজ্ঞানহেতোঃ পুনরিন্দ্রিয়েষু জাতিসূত্রীয়ে চ লক্ষণান্যুপদেক্ষ্যন্তে॥ ১৪৪

কালঃ পুনঃ সংবৎসরশ্চাতুরাবস্থা চ। তত্র

শক্তির পরীক্ষা হয়। ১৩৯। পুরুষের পরিশ্রমশক্তিও পরীক্ষণীয় বিষয়। পরিশ্রমশক্তি কর্ম্মশক্তি দেখিয়াই পরীক্ষা করা যায়। কারণ কর্ম্মশক্তি দ্বারাই ত্রিবিধ বলের (উৎকৃষ্ট, মধ্যম, নিকৃষ্ট) অনুমান করা যায়। ১৪০। বয়ঃক্রম দ্বারাও পুরুষের পরীক্ষা করা যায়। শরীরের যে অবস্থা কালের পরিমাণ অপেক্ষা করে, তাহাকেই বয়স বলে। স্থূলভেদে (মোটামুটি) বয়স তিন প্রকার; বাল্য, মধ্যম ও বৃদ্ধ। ১৪১। বাল্যাবস্থায় ধাতু সকল অপরিণত, শ্মশ্রু প্রভৃতি অপ্রকাশ, বল কোমল, ক্লেশাসহ ও অসম্পূর্ণ থাকে। ধাতু শ্লেষ্মপ্রধান থাকে। ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ বাল্যকাল। ত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ধাতু সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং চিত্ত প্রায়ই

মানুষের ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল, পৌরুষ, পরাক্রম, গ্রহণ, স্মরণ, বচন ও বিজ্ঞান পরিক্ষীণ হইতে থাকে, ধাতু সকল ভ্রষ্টগুণ হইতে থাকে। পুরুষ প্রায়ই বায়ুবহুল হয়। এইরূপে শতবর্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধাবস্থা বলা যায়। ১৪২। এ কালে আয়ুর পরিমাণ একশত বৎসর। তবে মানুষকে একশত বৎসরের অধিক বা অল্প বাঁচিতে দেখা যায়। বয়স তিন প্রকার বলা হইল। মানবজীবনের বিকৃতিকাল পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত্যাদির বলভেদে এবং লক্ষণানুসারে আয়ুর পরিমাণ ধর্ত্তব্য হয়। বয়সও তদনুসারে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বিকৃতি ব্যতিরিক্ত প্রকৃত্যাদি ভাব-সমূহের উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট বিভাগক্রমে বল ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। বিকৃতিবলের ত্রৈবিধ্যহেতু দোষবল ত্রিবিধ অনুমান করা যায়। সেই জন্য ঔষধের তীক্ষ্ণ

সংবৎসরো দ্বিধা ত্রিধা ষোঢ়া দ্বাদশধা ভূয়শ্চাতঃ প্রবিভজ্যতে তত্তৎ কার্য্যমভিসমীক্ষ্য ॥ ১৪৫

তত্র খলু তাবৎ ষোঢ়া প্রবিভজ্য কার্য্যমুপদেক্ষ্যতে। হেমন্তো গ্রীষ্মো বর্ষাশ্চেতি শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণাস্ত্রয় ঋতবো ভবন্তি। তেষামন্তরেষিতরে সাধারণলক্ষণাস্ত্রয় ঋতবঃ প্রাবৃট্ শরদ্বসন্তা ইতি। প্রাবৃড়িতি প্রথমঃ প্রবৃষ্টেঃ কালস্তস্যানুবন্ধো বর্ষা। এবমেতে সংশোধনমধিকৃত্য ষড়্বিভজ্যন্তে ঋতবঃ ॥ ১৪৬

তত্র সাধারণলক্ষণেষ্বৃতুষু বমনাদীনাং প্রবৃত্তির্বিধীয়তে নিবৃত্তিরিতরেষু। সাধারণলক্ষণা হি মন্দশীতোষ্ণবর্ষত্বাৎ সুখতমাশ্চ ভবন্তি অবিকল্পকাশ্চ শরীরৌষধানাম্। ইতরে

পুনরত্যর্থশীতোষ্ণবর্ষত্বাৎ দুঃখতমাশ্চ ভবন্তি, বিকল্পকাশ্চ শরীরৌষধানাম্ ॥ ১৪৭

তত্র হেমন্তে হ্যতিমাত্রশীতোপহতত্বাৎ শরীরমসুখোপপন্নং ভবতি। শীতবাতাধ্মাতমতিদারুণীভূতমবনদ্ধদোষম্। ভেষজং পুনঃ সংশোধনার্থমুষ্ণস্বভাবং শীতোপহতত্বান্মন্দবীর্য্যত্বমাপদ্যতে। তস্মাৎ তয়োঃ সংযোগে সংশোধনমযোগায়োপপদ্যতে। শরীরঞ্চ বাতোপদ্রবায় ॥ ১৪৮

গ্রীষ্মে পুনর্ভৃশোষ্ণোপহতত্বাৎ শরীরমসুখোপপন্নং ভবতি। উষ্ণবাতাবধ্মাতমতিশিথিলমত্যন্তপ্রবিলীনদোষং ভেষজং পুনঃ সংশোধনার্থমুষ্ণস্বভাবমুষ্ণানুগমনাৎ তীক্ষ্ণতরত্বমাপদ্যতে। তস্মাৎ তয়োঃ সংযোগে সংশোধনমতিযোগায়োপপদ্যতে শরীরং পিপাসোপদ্রবায় ॥ ১৪৯

অবস্থা। তন্মধ্যে সংবৎসর অয়নভেদে দুই ভাগে, শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষাভেদে তিন ভাগে, ঋতুভেদে ছয় ভাগে ও মাসভেদে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। আবার কার্য্যভেদে দিনক্ষণপ্রভৃতি-ক্রমে তদপেক্ষা অধিক-ভাগে ভাগ করা যায়। ১৪৫। সংবৎসরের কার্য্য ছয় প্রকারে ভাগ করিয়া তদনুসারে উপদেশ দেওয়া হয়। ইহার ছয় প্রকার কার্য্যের মধ্যে তিন প্রকার যথা,—শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা এবং তদনুসারে তিন ঋতু কল্পিত হয়। আবার দুই দুইটী ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সাধারণ লক্ষণযুক্ত প্রাবৃট্ শরৎ ও বসন্ত নামক আর তিনটী ঋতু কল্পিত হয়। তন্মধ্যে প্রাবৃট্ শব্দের অর্থ প্রথম বৃষ্টিকাল। ইহা গ্রীষ্ম ও বর্ষার সাধারণ গুণসম্পন্ন। তাহার পরই বর্ষাকাল আগত হয়। এইরূপ বসন্তকাল শীত ও গ্রীষ্মের সাধারণ গুণসম্পন্ন। সংশোধন ক্রিয়ার জন্য এইরূপে ছয় ঋতুর বিভাগ করা হইল। ১৪৬। তন্মধ্যে সাধারণ লক্ষণ [illegible]

[illegible]মীয় ও ঔষধ সকল কার্য্যকর হয়। [illegible] ঋতু শীত, উষ্ণ ও বর্ষার আধিক্য হেতু সেরূপ সুখতম হয় না এবং তখন শরীর শোধনীয় ও ঔষধ কার্য্যকর হয় না। ১৪৭। শীতকালে অতিমাত্র শীত হওয়াতে শরীরের অসুখ হয়, শীতবায়ুযোগে শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হয়, শরীর সঙ্কুচিত হওয়াতে ঘর্ম্মাদি নিঃসারিত হয় না এবং শরীরের অবস্থা দারুণ হইয়া থাকে। আর সংশোধক ঔষধ সকল উষ্ণস্বভাব হওয়া আবশ্যক, অথচ উহারা শীত দ্বারা অভিভূত হওয়াতে মন্দবীর্য্য হয়। অতএব এই সময়ে শরীর ও ঔষধের সংযোগ হইলে সংশোধনের অযোগ হইয়া থাকে এবং শরীরে বায়ুর উপদ্রব হয়। ১৪৮। গ্রীষ্মে তাপাধিক্য বশতঃ শরীরের অসুখ হইয়া থাকে। উষ্ণবায়ু-যোগে শরীর শিথিল হয়। দোষ সকল [illegible]

বর্ষাসু তু মেঘজালাবততে গূঢ়ার্কচন্দ্রতারে ধারাকুলে বিয়তি ভূমৌ পঙ্কজলপটলসংবৃতায়াম্ অত্যর্থোপক্লিন্নশরীরেষু ভূতেষু বিহতস্বভাবেষু চ কেবলেম্বৌষধগ্রামেষু তোয়তোয়দানুগতমারুতসংসর্গোপহতেষু গুরুপ্রবৃত্তীনি বমনাদীনি ভবন্তি। গুরুসমুত্থানানি শরীরাণি তস্মাদ্বমনাদীনাং নিবৃত্তির্বিধীয়তে বর্ষান্তেষু ঋতুষু ন চেদাত্যয়িকে কর্ম্ম ॥ ১৫০

আত্যয়িকে পুনঃ কর্ম্মণি কামমৃতুং বিকল্প্য কৃত্রিমগুণোপধানেন যথর্ত্তুগুণবিপরীতেন ভৈষজ্যং সংযোগসংস্কারপ্রমাণবিকল্পেনোৎপাদ্যমানবীর্য্যসমং কৃত্বা ততঃ প্রয়োজয়েত্তমেন যত্নেনাবহিতঃ ॥ ১৫১

আতুরাবস্থাস্বপি তু কার্য্যাকার্য্যং প্রতি কালাকালসংজ্ঞা। তদ্যথা—অস্যামবস্থায়ামস্য ভেষজস্য কালোঽকালঃ পুনরস্যেতি। এতদপি ভবত্যবস্থাবিশেষেণ তস্মাদাতুরাবস্থাস্বপি হি কালাকালসংজ্ঞা। তস্য পরীক্ষা মুহুর্ম্মুহুরাতুরস্য সর্ব্বাবস্থাবিশেষাবেক্ষণং যথাবদ্ভেষজপ্রয়োগার্থম্। ন হ্যতিপতিতকালমপ্রাপ্তকালং বা ভেষজমুপযুজ্যমানং যৌগিকং ভবতি। কালো হি ভৈষজ্যযোগপর্য্যাপ্তিমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি ॥ ১৫২

প্রবৃত্তিস্তু প্রতিকর্ম্ম সমারম্ভঃ। তস্য লক্ষণং ভিষগাতুরৌষধপরিচারকাণাং ক্রিয়াসমাযোগঃ ॥ ১৫৩

উপায়ঃ পুনর্ভিষগাদীনাং সৌষ্ঠবমভিধানঞ্চ সম্যক্। তস্য লক্ষণং ভিষগাদীনাং যথোক্তগুণ-সম্পদ্দেশ-কাল-প্রমাণ-সাত্ম্য-ক্রিয়াদিভিশ্চ সিদ্ধিকারণৈঃ সম্যগুপপাদিতস্যৌষধস্যাবচারণমিতি। এবমেতে দশ পরীক্ষ্যবিশেষাঃ পৃথক্ পৃথক্ পরীক্ষিতব্যা ভবন্তি। পরীক্ষায়াস্তু খলু প্রয়োজনং প্রতিপত্তিজ্ঞানম্ ॥ ১৫৪

প্রতিপত্তির্নাম যো যথা বিকারঃ প্রতিপত্তব্যস্তস্য তথানুষ্ঠানম্ ॥ ১৫৫

থাকে এবং শরীরে পিপাসাদি উপদ্রব হয়। ১৪৯। বর্ষাকালে আকাশ সর্ব্বদা মেঘ ও ত আচ্ছন্ন থাকে। চন্দ্র সূর্য্য ও তারাগণ লুক্কায়িত হয়। ভূমি পঙ্কজল-সমূহে আবৃত হয়। ভূতগণের শরীর অত্যন্ত ক্লিন্ন হয়। ঔষধ সকল বিকৃত-স্বভাব ও জল মেঘ-সংস্পৃষ্ট বায়ু দ্বারা অভিভূত হয়। এ সময় বমনাদি প্রয়োগ করিলে বমনাদির অতিশয় প্রবৃত্তি হয় ও শরীর ক্লিষ্ট হয়; অতএব এ সময় বমনাদি ব্যবস্থা হয় না। ১৫০। আত্যয়িক রোগ ভিন্ন শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সংশোধন বিধেয় নহে। আত্যয়িক স্থলে সেই সেই ঋতুর বিপরীত কৃত্রিম-ভাব সকল সংগ্রহ করিয়া অভিমত ঋতু উৎপাদন করিবে [যথা ;—অতি শীতে রোগীকে উষ্ণগৃহে স্থাপন করিয়া সংশোধন দিবে] এবং সংযোগ, সংস্কার ও প্রমাণানুসারে কালোচিত ঔষধ [illegible] করিবে। ১৫১। আতু- কাল বা ঔষধের অকাল এইরূপ বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হয় বা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। এইরূপ পরীক্ষা পুনঃপুনঃ আবশ্যক হয়। সর্ব্বাবস্থা বিশেষরূপে অবেক্ষণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। কাল গত হইলে বা অকালে ঔষধ প্রয়োগ কারক নাই। কালই ঔষধযোগের পর্য্যাপ্তি সম্পাদন করে। ১৫২। প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ কর্ম্ম-সমারম্ভ। অথবা চিকিৎসক, রোগী, ঔষধ ও পরিচারকের ক্রিয়াসমাযোগকেই প্রবৃত্তি কহে। ১৫৩। কার্য্যসম্পাদনের উদ্দেশে চিকিৎসক প্রভৃতির অনুকূল ভাবে অবস্থানকেই উপায় বলে। অথবা চিকিৎসক প্রভৃতি চতুষ্পাদের যথাকথিত গুণসামর্থ্য, দেশ, কাল, প্রমাণ, সাত্ম্য ও ক্রিয়াদি সিদ্ধিকারণ-সমূহ দ্বারা সম্যক্ সম্পাদিত ঔষধের আচরণকেই উপায় কহে। এইরূপে দশ পরীক্ষ্য পৃথক্ পৃথক্

— তু খলু বমনাদীনাং প্রবৃত্তিরুক্তা চ
নিবৃত্তিতদ্ব্যাসতঃ সিদ্ধিষুত্তরকালমুপদেক্ষ্যতে। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিলক্ষণসংযোগে তু খলু গুরুলাঘবং সম্প্রধার্য্য সম্যগধ্যবস্যেদস্ততরনিষ্ঠায়াম্। সন্তি হি ব্যাধয়ঃ শাস্ত্রেষুৎসর্গাপবাদৈরুপক্রমং প্রতি নির্দ্দিষ্টাঃ। তস্মাৎ গুরুলাঘবং সম্প্রধার্য্য সম্যগধ্যবস্যেদিত্যুক্তম্ ॥ ১৫৬

যানি তু খলু বমনাদিষু ভেষজদ্রব্যাণ্যুপযোগং গচ্ছন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা—ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবকুটজকাণ্ডিকাকৃতবেধন-ফলানি। জীমূতকেক্ষ্বাকু-কুটজকৃতবেধনপত্রপুষ্পাণি। আরগ্বধবৃক্ষকমদনস্বাদুকণ্টক-পাঠাপাটলাশার্ঙ্গষ্টামূর্ব্বাসপ্তপর্ণনক্তমালপিচুমর্দ্দপটোলসুষবী-গুড়ূচীসোমবল্ককষায়ৈশ্চ, মধু—মধুককোবিদারকর্ব্বুদারনীপনিচুলবিম্বীশণ—

পুষ্পীসদাপুষ্পী-প্রত্যক্পুষ্পী-কষায়ৈশ্চ, এলা-হরেণু-প্রিয়ঙ্গু-পৃথ্বীকাকুস্তুম্বুরুতগরনলদহ্রীবেরতালীশোশীরকষায়ৈশ্চ, ইক্ষুকাণ্ডেক্ষু-বালিকাদর্ভপোটগলকালঙ্কৃতকষায়ৈশ্চ। সুমনাঃ সৌমনসায়িনী-হরিদ্রাদারুহরিদ্রা-বৃশ্চীরপুনর্নবামহাসহাক্ষুদ্রসহাকষায়ৈশ্চ। শাল্মলিশাল্মলকভদ্রপর্ণ্যেলাপর্ণ্যুপোদকোদ্দালক-ধন্বন-রাজাদনোপচিত্রা-গোপী-শৃঙ্গাটি-কাক-পিকচ্ছু-সিদ্ধার্থিশ্চ, পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরসর্ষপফাণিতক্ষীরক্ষারলবণোদকৈশ্চ যথোপলাভং যথেষ্টং বাপ্যুপসংস্কৃতা বর্ত্তিক্রিয়াচূর্ণাবলেহস্নেহ-কষায়-

---

প্রতিপন্ন হওয়া উচিত, সেই বিকারের সেই প্রকার অনুষ্ঠানকে প্রতিপত্তি কহে। ১৫৫। যে যে স্থলে বমনাদির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা উত্তরকালে সিদ্ধিস্থানে ব্যাখ্যা করা হইবে। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির লক্ষণ অবধারিত হইলে গুরুলঘুত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া উভয়ের অন্যতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। শাস্ত্রে ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা সামান্য ও বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, অতএব উহাদের গুরুলঘুত্ব নির্দ্ধারণে অবহিত হওয়া উচিত। ১৫৬। সম্প্রতি বমনকারক ও বমনোপগ ঔষধসমূহের বিবরণ করা হইতেছে। যথা;—মদনফল, জীমূত, তিতলাউ, ধামার্গব, ইন্দ্রযব, কাণ্ডিকা (কর্কটী ফলভেদ ইতি রাজনির্ঘণ্ট) ও কৃতবেধনের ফল, ইহারা বমনকারক। জীমূতের পত্রপুষ্প, ইক্ষ্বাকুর পত্র-পুষ্প, কুড়চীর পত্রপুষ্প

(এরণ্ড) শতমূলী, দ্বীপী, (চিতা। কল্পস্থানের পাঠ দীপিকা) ও সজিনামূল এই সকলের কষায় বমনোপগ। আর মধু, যষ্টিমধু, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, কদম্ব, হিজ্জল, তেলাকুচো, শণপুষ্পী, আকন্দ ও অপামার্গ এই সকলের কষায় বমনোপগ। আর বড়এলাচ, হরেণু, প্রিয়ঙ্গু পৃথ্বীকা (ছোট-এলাচ), কুস্তুম্বুরু, তগর জটামাংসী, বালা, তালীশপত্র ও বেণা, এই সকলের কষায় বমনোপগ। আর ইক্ষু, কাণ্ডেক্ষু (কুলে খাঁড়া), খাগড়া, কুশ, কাশ, (পোটগল) ও কালঙ্কৃত (কালকাসুন্দা), ইহাদের রস ও কষায় বমনোপগ। আর জায়ফল, জয়িত্রী হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃশ্চীর (শ্বেতপুনর্নবা), রক্তপুনর্নবা, মহাসহা (মাষপর্ণী), ও ক্ষুদ্রসহা (মুদ্গপর্ণী); ইহাদের কষায় বমনোপগ। আর শাল্মলী, রোহিতক, ভদ্রপর্ণী (প্রসারিণী), এলাপর্ণী (রাস্না), উপোদক (পুঁই), উদ্দালক ধান্য, ধন্বন, রাজাদন, উপচিত্রা (মূষিকপর্ণী) গোপী (শ্যামা বা অনন্তমূল) শৃঙ্গাটিকা, আলকুশী ও সর্ষপ;

মাংসরসযবাগূ-যূষ-কাম্বলিক-ক্ষীরোপধেয়া-মোদকানন্যাংশ্চ যোগান্ বিবিধানভিবিধায় যথার্হং বমনার্হায় দদ্যাৎ। বিধিবদ্বমনমিতি কল্পসংগ্রহো বমনদ্রব্যাণাম্ কল্পস্তেষাং বিস্তরেণোত্তরকালমুপদেক্ষ্যতে ॥ ১৫৭

বিরেচনদ্রব্যাণি তু শ্যামাত্রিবৃচ্চতুরঙ্গুল-তিল্বকমহাবৃক্ষ-সপ্তলাশঙ্খিনী-দন্তী-দ্রবন্তীনাং ক্ষীরমূলত্বক্‌পত্রপুষ্পফলানি যথাযোগমেতৈশ্চৈব ক্ষীর-মূল-ত্বক্-পত্র-পুষ্পফলৈ-র্বিকল্পিতাবিকল্পিতৈঃ অজগন্ধাশ্বগন্ধাজশৃঙ্গী-ক্ষীরিণীনীলিনী-ক্লীতক-কষায়ৈশ্চ প্রকীর্য্যোদকীর্য্যামসূরবিদলাকম্পি-ল্লকবিড়ঙ্গগবাক্ষীকষায়ৈশ্চ পীলুপিয়ালমৃদ্বীকা-

কতকগুলি চূর্ণস্থলে, কতকগুলি অবলেহস্থলে (কল্প ১—৩০) প্রযুক্ত হইয়া আবার কতক-গুলি স্নেহ কষায় মাংসরস যবাগূযূষ কাম্বলিক ক্ষীর, ভেয় পদার্থ ও মোদকের সহিত বা অন্ত-বিধরূপে কল্পিত হইয়া বমনযোগ্য ব্যক্তিকে বমনের সহিত প্রদান করিতে হয়। এইরূপে বমনদ্রব্যসমূহের কল্প সংগ্রহ করা হইল। ইহার পর [কল্পস্থানে বিশেষ করিয়া বলা হইবে। [কল্পস্থান ১—৬ অধ্যায় দেখ]। ১৫৭। এক্ষণে বিরেচনদ্রব্য সকল বিবৃত হইতেছে। শ্যামা, ত্রিবৃৎ, সোঁদাল, তিল্বক (লোধ, মনসা, সপ্তলা (নালিনী), শঙ্খিনী দন্তী ও ক্ষুদ্রদন্তী (দ্রবন্তী); ইহাদের ক্ষীর-মূল-ত্বক্-পত্র-পুষ্প এবং ফল একত্র বা পৃথক্। [আমাদের বোধ হয় যে, সপ্তলার অর্থ নিলিনী ও শঙ্খিনীর অর্থ কালমেঘ। সপ্তলা নীল-বুহ্না, শঙ্খিনী শ্বেতবুহ্না, ইতি শিবদাস। কল্পস্থান ১১অঃ ৮প্রঃ দেখ] বনযমানী (অজ-গন্ধা), অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী, ক্ষীরিণী (তুম্বিকা), নীলিনী ও যষ্টিমধু (ক্লীতক) ইহাদের কাথ বিরেচনোপগ। নাটাকরঞ্জ (প্রকীর্য্য), উদর-কাঞ্চ ([illegible]), মসূরবিদলা (শ্যামমূলা

ক্ষাশ্মর্য্যপরূষকবদরদাড়িমামলক-হরীতকী-বিভী-তকবৃশ্চীরপুনর্নবাবিদারিগন্ধাদিকষায়ৈশ্চ শীধু-সুরাসৌবীরকতুষোদকমৈরেয়মেদক—মদিরামধু-মধূলকধান্যাম্লকুবলবদরখর্জ্জূরকর্কন্ধুভিশ্চ দধি-দধিমণ্ডোদশ্বিদ্ভিশ্চ গোমহিষাজাবীনাঞ্চ ক্ষীর-মূত্রৈর্যথোপলাভং যথেষ্টং বাপ্যুপসংস্কৃত্য বর্ত্তি-ক্রিয়াচূর্ণাসবলেহস্নেহকষায়মাংসরসযূষকাম্বলিক-যবাগূমোদকানন্যাংশ্চ ভক্ষ্যবিকারান্ বিবি-ধাংশ্চ যোগানভিবিধায় যথার্হং বিরেচনার্হায় দদ্যাদ্বিরেচনমিতি কল্পসংগ্রহো বিরেচনদ্রব্যা-ণাম্। কল্পস্তেষাং বিস্তরেণোপদেক্ষ্যতে উত্তরকালম্ ॥ ১৫৮

আস্থাপনেষু তু ভূয়িষ্ঠকল্পনানি স্যুর্দ্রব্যাণি নামতো বিস্তরেণোপদিশ্যমানানি অপরিসংখ্যে-য়ানি স্যুরতিবহুত্বাৎ। ইষ্টশ্চানতিসংক্ষেপ-

চনোপগ। পীলু, পিয়াল, কিস্‌মিস্, গাম্ভারী পরষুয়াফল, বদর, দাড়িম, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্বেত ও রক্ত পুনর্নবা, বিদারিগন্ধা (শালপাণী) ইহাদের কাথ বিরেচনোপগ। শীধু, সুরা, সৌবীর, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, মদিরা, মধু, মধূলিকা, কাঞ্জিক, কুবল (বড় কুল), বদর (ছোট কুল), খর্জ্জুর, কর্কন্ধু (সেয়াকুল), দধি, দধিমণ্ড ও ঘোল ; ইহারা বিরেচনোপগ। গো মহিষ ছাগ ও মেষীর দুগ্ধ ও মূত্র বিরেচনোপগ। এই সমস্ত দ্রব্য ইহাদের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, তাহা-দিগকে যথাযথ সংস্কারসম্পন্ন করিয়া বিরেচন-যোগ্য ব্যক্তিকে দিবে। আর এইরূপে বর্ত্তি-ক্রিয়া, চূর্ণ, আসব, লেহ, স্নেহ, কষায়, মাংসরস, যূষ, কাম্বলিক, যবাগূ, ক্ষীর, নস্য, মোদক অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য ও বিবিধযোগ কল্পনা করিয়া বিরেচনযোগ্য ব্যক্তিকে বিরেচন জন্য প্রদান করিবে। এই সকলের বিস্তারিত কল্প উত্তর-কালে উপদেশ দেওয়া হইবে [কল্পস্থান ৭—১২]। আস্থাপন নানা প্রকারে কল্পনা করা

বিস্তরোপদেশস্তস্মে, ইষ্টঞ্চ কেবলং জ্ঞানং তস্মাদ্রসত এব তান্যনুব্যাখ্যাস্যন্তে ॥ ১৫৯

রসসংসর্গবিকল্পবিস্তারো হ্যেষামপরি-সংখ্যেয়ঃ সমবেতানাং রসানাম্ অংশাংশবল-বিকল্পাতিবহুত্বাৎ, তস্মাদ্ দ্রব্যাণাঞ্চৈকদেশ-মুদাহরণার্থং রসেষ্বনুবিভজ্য রসৈকৈকদেশেন চ নামলক্ষণার্থঞ্চ ষড় আস্থাপনস্কন্ধা রসতোঽনু-বিভজ্য ব্যাখ্যাস্যন্তে। যৎ তু ষড়্বিধমাস্থাপন-মাচক্ষতেঽভিষজস্তদ্দুর্লভতরং সংসৃষ্টরসভূয়িষ্ঠ-ত্বাদ্ দ্রব্যাণাম্। তস্মান্মধুরাণি চ মধুরপ্রায়াণি চ মধুরপ্রভাবাণি চ মধুরপ্রভাবপ্রায়াণ্যপি চ মধুরস্কন্ধে মধুরাণ্যেন কৃত্বোপদেক্ষ্যন্তে। তথেতরাণি দ্রব্যাণ্যপি। তদ্যথা,—জীবকর্ষ-ভকৌ জীবন্তীবীরাতামলকীকাকোলী-ক্ষীর-কাকোলী-মুদ্গপর্ণী-মাষপর্ণী-শালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণ্য-শনপর্ণীমেদামহামেদা কর্কটশৃঙ্গীশৃঙ্গাটিকাছিন্ন-রুহাচ্ছত্রাতিচ্ছত্রা শ্রাবণীমহাশ্রাবণী অলম্বুষা সহদেবা বিশ্বদেবা শুক্লাবলাতিবলাবিদারী ক্ষীরবিদারী ক্ষুদ্রসহামহাসহাঋষ্যগন্ধাশ্বগন্ধা-বৃশ্চীরপুনর্নবা বৃহতীকণ্টকারিকৈরণ্ডমোরট-শ্বদংষ্ট্রাসংহর্ষাশতাবরীশতপুষ্পা মধুকপুষ্পাযষ্টি-মধুমধূলিকামৃদ্বীকা খর্জ্জুরপরূষকাত্মগুপ্তাপুষ্কর-বীজকশেরুকারাজকশেরুকা কালঙ্কতক-কাশ্মর্য্যশীতপাক্যোদনপাকী তালখর্জ্জুরমস্তকে-ক্ষিক্ষুবালিকা দর্ভকুশকাশশালিগুন্দ্রেৎকটক-শরমূলরাজক্ষব-কর্ষ্যপ্রোক্তাদ্বারদাভারদ্বাজীব-নত্রপৃস্থভীরুপত্রীহংসপদীকাকনাস। কুলিঙ্গা-ক্ষীরবল্লীকপোতবল্লী-গোপবল্লী-মধুবল্লী-সোম-বল্লীতি। এষামেবংবিধানামন্যেষাঞ্চ মধুরবর্গ-

---

পূর্ব্বক উপদেশ দিলে অসংখ্য হইয়া পড়ে। কারণ তাহারা বহুবিধ। অতএব নাতি-সংক্ষেপ-বিস্তারে উপদেশ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেরূপই হউক উহাদের জ্ঞানলাভই বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি রসানুসারে উহাদের নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। [১৬৮ প্র—দেখ]।-১৫৯।

রসদিগের ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণে রসবিকল্প অসংখ্য হইয়া থাকে। কারণ, উহাদের অংশাশ-বিকল্প বহুবিধ। অতএব অংশাংশবিকল্প [illegible] করিয়া কেবল ছয় রসের অনুসরণ-ক্রমে দ্রব্যদিগকে ছয় শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া একদেশমাত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। [illegible] আস্থাপন ষড়্বিধ হইলেও ছয়টী ভিন্ন ভিন্ন রসের দ্রব্য পাওয়া যায় না। কারণ [illegible]মাত্রেই প্রায় মিশ্ররস, অতএব মধু-[illegible] প্রধান, মধুরপ্রভাব ও মধুরপ্রভাবপ্রধান [illegible]কেই মধুর শব্দে উল্লেখ করা হই-[illegible]। মধুরগণ যথা,—জীবক, ঋষভক, [illegible], শতমূলী (বীরা) [illegible], মহামেদ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পাণিফল, ছিন্নরুহা (গোলঞ্চ), ছত্রা (ধনে), মহাচ্ছত্রা (বড়-ধনে), শ্রাবণী (মুণ্ডী), মহাশ্রাবণী (মহামুণ্ডী), সহদেবা (ডল্বণাচার্য্যমতে নীলপুষ্প বেড়েলা। চক্রপাণি-মতে পীতপুষ্প দণ্ডোৎপল), বিশ্ব-দেবা (অরুণপুষ্প দণ্ডোৎপল চক্রপাণি), শর্করা (শুক্লা), বেড়েলা, অতিবলা, ভূমি-কুষ্মাণ্ড (বিদারী), কৃষ্ণভূমিকুষ্মাণ্ড (ক্ষীর-বিদারী), ক্ষুদ্রসহা (মুদ্গপর্ণী), মহাসহা (মাষাণী), বৃদ্ধদারক, অশ্বগন্ধা, শ্বেত ও রক্ত পুনর্নবা, বৃহতী, কণ্টকারি এরণ্ড, মোটর (রক্তএরণ্ড), গোক্ষুর, বন্দাক (সংহর্ষা), শতমূলী, শুলফা, মধুকপুষ্পী (এক প্রকার মউল), যষ্টিমধু, মধূলিকা (গম বা গমের মদ), কিসমিস, খর্জ্জুর, ফলসাকল, আলকুশী-বীজ, কেশুর, বড়কেশুর, কালঙ্কত (কাল-কাসুন্দে), গাম্ভারীফল, শীতপাকী (কাকোলী ভেদ), ওদনপাকী (নীল ঝিণ্টী), তালের মাথী, খেজুরমাথী, ইক্ষু, খাগড়া (ইক্ষু-বালিকা), উলু, কুশ, কাশ, শালি, গোলঞ্চ, ইৎকট, শরমূল, রাজক্ষবক, শীতবলা, ভারদা (পালং শাক), [illegible]

পরিসংখ্যাতানাম্ ঔষধদ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা প্রক্ষাল্য পানীয়েন সুপ্রক্ষালিতায়াং স্থাল্যাং সমবাপ্য পয়সার্দ্ধোদকেনাভ্যাসিচ্য সাধয়েদ্দর্ব্ব্যা সততমুপঘট্টয়ন্, তদুপযুক্তং ভূয়িষ্ঠেঽম্ভসি গতরসেষ্বৌষধেষু পয়সি চানুপদগ্ধে স্থালীমুপহৃত্য পরিপূতং পয়ঃ সুখোষ্ণং ঘৃততৈলবসামজ্জলবণফাণিতোপহিতং বস্তিং বাতবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্দদ্যাৎ। শীতন্তু মধুসর্পির্ভ্যামুপসংসৃজ্য পিত্তবিকারিণে দদ্যাদিতি মধুরস্কন্ধঃ ॥ ১৬০

আম্রাম্রাতকলকুচকরমর্দ্দ-বৃক্ষাম্লাম্লবেতস-কুবলবদরদাড়িমমাতুলুঙ্গ-কণ্ডীরামলকনন্দীতক-শীতকাশীতক-দন্তশঠৈরাবতক--কোষাম্রধন্বনানাং ফলানি পত্রাণি চ অশ্মন্তকচাঙ্গেরণাং চতুর্ব্বিধানাং চাম্লিকানাং দ্বয়োঃ কোলিকয়োর্দ্বয়োশ্চ শুষ্কাম্লিকয়োর্গ্রাম্যারণ্যয়োশ্চাসবদ্রব্যাণি চ সুরাসৌবীরতুষোদকমৈরেয়মেদক-মদিরা-মধুশীধু-শুক্তদধিদধিমণ্ডোদশ্বিদ্-ধান্যাম্লাদীনি এষামেবংবিধানাঞ্চান্যেষামম্লবর্গপরিসংখ্যাতানামৌষধদ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশঃ ছেদয়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা দ্রবৈঃ স্থিরাণ্যবসিচ্য সাধয়িত্বোপসংস্কৃত্য যথাবৎ তৈলবসামধুমজ্জলবণফাণিতোপহিতং সুখোষ্ণং বস্তিং বাতবিকারিণে বিধিবদ্দদ্যাদিতি অম্লস্কন্ধঃ ॥ ১৬১

সৈন্ধব-সৌবর্চ্চলকাল-বিড়পাক্যানূপ-কূপ্য-বালকৈলমূলক-সামুদ্ররোমকৌদ্ভিদৌষর-পাটেয়কপাংশুজানীতি এবম্প্রকারাণি চান্যানি লবণ-বর্গপরিসংখ্যাতানি, এতান্যম্লোপহিতান্যুষ্ণোদকোপহিতানি বা স্নেহবন্তি সুখোষ্ণং বস্তিং

জজ্ঝা, কুলিঙ্গা (গঙ্গাধরপাঠে কুলিঙ্গাক্ষী), ক্ষীরবিদারী, এলাচ (কপোতবল্লী), অনন্তমূল, যষ্টিমধু, সোমলতা ও অন্যান্য মধুর বর্গোক্ত দ্রব্যসমুদায় প্রক্ষালনপূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন ও সূক্ষ্ম করিয়া কুট্টিত করিবে। পরে দুগ্ধ ও দুগ্ধের অর্দ্ধেক জল দিয়া স্থালীতে সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং দর্ব্বী দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে, দ্রব্যের রস দুগ্ধের সহিত সম্পূর্ণ মিশ্রিত হইয়াছে, তখন স্থালী নামাইয়া দুগ্ধ ছাঁকিয়া লইবে এবং সেই দুগ্ধে ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা ও লবণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় বায়ুরোগীকে বিধিপূর্ব্বক আস্থাপন প্রদান করিবে। আর দুগ্ধ শীতল হইলে মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিত্তরোগীকে আস্থাপন দিবে। ইতি মধুরস্কন্ধ। ১৬০। অম্লস্কন্ধ যথা—আম্র, আম্রাতক (আমড়া), লকুচ (মাদার), করমর্দ্দ (করমচা), বৃক্ষাম্ল, অম্লবেতস (থৈকল), কুবল (বড় কুল), বদর (ছোট কুল), দাড়িম্ব মাতুলুঙ্গ (গোঁড়ালেবু), কণ্ডীর (গঙ্গাধরপাঠ করীরক), আমলকী, নন্দীতক, মালতিকা (পাঁচড়া), শীতক, দন্তশঠ (কামরাঙ্গা), ঐরাবত (নাগরঙ্গ), কোষাম্র (উড়িআম) এবং ধন্বন; ইহাদের পত্র ও ফল। অশ্মন্তক (অম্লকুচাই), চাঙ্গেরী (আমরুল) চতুর্ব্বিধ অম্লিকা, দুই প্রকার কোলিক (গঙ্গাধর-পাঠে কাঁচা ও শুষ্ক দুই প্রকার কুল) এবং গ্রাম্য ও বন্য দুই প্রকার শুষ্কাম্লিকা, ইহাদের পত্র ও ফল। আসব, সুরা, সৌবীর, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, মদিরা, মধু, শীধু, শুক্ত, দধি, দধিমণ্ড, উদশ্বিৎ, ধান্যাম্ল ও অম্লবর্গোক্ত দ্রব্য সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন, প্রক্ষালন ও কুট্টিত করিবে। পরে কোন উপযুক্ত তরল পদার্থের সহিত সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে তৈল, বসা, মধু মজ্জা, লবণ ও ফাণিত মিশ্রিত করিয়া বায়ুরোগীকে আস্থাপন প্রদান করিবে] ইতি অম্লস্কন্ধ বা অম্লবর্গ। ১৬১। লবণস্কন্ধ,—সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, কাল লবণ, বিট্, পাক্য, আনূপ, কূপ্য, বালক, এলমূল, সামুদ্র, রোমক, ঔদ্ভিদ, ঔষর, পাটেয়ক, পাংশুজ, এই সকল লবণ এবং এইরূপ অন্যান্য লবণবর্গোক্ত দ্রব্য অম্ল বা উষ্ণো-

বাতবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্দদ্যাদিতি লবণস্কন্ধঃ ॥ ১৬২

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলহস্তিপিপ্পলী-চব্যচিত্রক-শৃঙ্গবের-মরিচাজমোদা--বিড়ঙ্গ--তুম্বুরু-পীলু-তেজোবতী এলাকুষ্ঠভল্লাতকাস্থিহিঙ্গুকিলিম-মূলক--সর্ষপ -লশুন--করঞ্জ-শিগ্রুকমধুরশিগ্রুক--খরপুষ্প ভূস্তৃণ-সুমুখ সুরস কুঠেরক-কাণ্ডীর-কালমালকপর্ণাসক্ষবকফণিজ ঝকক্ষার--মূত্র-পিত্তা--নীতি এবমামেবংবিধানাঞ্চান্যেষাং কটুকবর্গ-পরিসংখ্যাতানামৌষধদ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশঃ ছেদয়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা গোমূত্রেণ সহ সাধয়িত্বোপসংস্কৃত্য যথাবন্মধুতৈললবণো-পহিতং সুখোষ্ণং বস্তিং শ্লেষ্মবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্দদ্যাদিতি কটুকস্কন্ধঃ ॥ ১৬৩ ॥

চন্দন-নলদকৃতমালনক্তমাল-নিম্বতুম্বরু-কুটজ -হরিদ্রা--দারুহরিদ্রা--মুস্ত--মূর্বা-কিরাত-তিক্তক-কটুরোহিণী ত্রায়মাণা--করবীর কেবুক-কটিল্লক--বৃষ--মণ্ডূকপর্ণী--কর্কোটক- বার্তাকু--কর্কশ-কাকমাচী-কারবেল্লকাকোদুম্বরিকা-সুষ-ব্যতিবিষা পটোল-কুলক-পাঠা গুডূচীবেত্রাগ্র-বেতস-বিকঙ্কত-বকুলসোমবল্ক-সপ্তপর্ণসুমনো-র্কাবল্গুজ--বচাতগরাগুরু--বালকোশীরাণীতি । এবামেবংবিধানাঞ্চান্যেষাং তিক্তবর্গপরি-সংখ্যাতানামৌষধদ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশঃ ছেদয়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা প্রক্ষাল্য পানীয়েনাভ্যাসিচ্য সাধয়িত্বোপ-সংস্কৃত্য যথাবন্মধুতৈললবণোপহিতং সুখোষ্ণং বস্তিং শ্লেষ্মবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্দদ্যাৎ। শীতন্তু মধুসর্পির্ভ্যামুপসংস্কৃত্য পিত্তবিকারিণে দদ্যাদিতি তিক্তস্কন্ধঃ ॥ ১৬৪ ॥

দকের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্নেহসংযোগে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় বায়ুরোগীকে বিধিপূর্ব্বক আস্থাপন প্রদান করিবে। ১৬২। কটুকস্কন্ধ :—পিপুল, পিপুলমূল গজপিপুল (চইফল), চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, জোয়ান, বিড়ঙ্গ, নেপালীধনে, পীলু, জ্যোতিষ্মতী (লতা কটকী), এলাচ, কুড়, ভেলার আঁটী, হিঙ্গু কিলিম (দেবদারু), মূলক, সর্ষপ, লশুন, করঞ্জ, সজিনা, মধুর সজিনা, খরপুষ্প (বাবুই তুলসী), গন্ধতৃণ, সুমুখতুলসী, সুরস-তুলসী, কঠেরক-তুলসী কাণ্ডীরতুলসী, কাল-মালকতুলসী,পর্ণাস-তুলসী, ক্ষবকতুলসী, ফণি-জঝক-তুলসী ক্ষার,মূত্র ও পিত্ত এবং অন্যান্য কটুকবর্গোক্ত দ্রব্য সকল খণ্ডশঃ ছেদন ও সূক্ষ্মভাবে কুট্টিত করিয়া গোমূত্রের সহিত জাল দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঈষদুষ্ণ অবস্থায় [illegible]

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুথা, মুগরো (মূর্ব্বা), চিরতা কটকী, বলালতা করবীর, কেবুক, বটিল্লক (করলা), বৃষ (বাসক), মণ্ডূকপর্ণী (থুল-কুড়ি), কাকরোল, বেগুণ, কর্কশ (কমলাগুড়ি) কাকমাচী, করলা, কাকডুম্বুর, কৃষ্ণজীরা, আত-ইচ, পটোল, পলতা আকনাদি, গুলঞ্চ, বেতের ডগা, বেতস (বয়সা), বিকঙ্কত (ইহা সুশ্রুতে গোপঘণ্ট নামে উল্লিখিত আছে। ডল্বণাচার্য্য ও চক্রপাণি উভয়েই বলেন যে,ইহা এক প্রকার কুল হইতে পারে বা ইহা কর্কো-টকী হইতে পারে। ভাব প্রকাশ বলেন যে, ইহার ফল অতি মধুর। "ভাষায় ইহাকে বঁইচ বলে" ইতি রাধাকান্ত। বঁইচের কাঁচা ফল ছোট ছোট কুলের মত দেখিয়াই হয় তো চক্রপাণি ইহাকে কুলজাতি ভাবিয়াছেন), [illegible], ছাতিম, সুমনা (ধুতুরা) [illegible], বচ, তরগপাদুকা, অগুরু কাঠ [illegible], মূল এবং তিক্তবর্গোক্ত আর কোন দ্রব্য থাকিলে সেই সকল খণ্ডশঃ [illegible]

প্রিয়ঙ্গ্বনন্তাম্রাস্থি-অম্বষ্ঠকীকট্বঙ্গলোধ্রমোচরসসমঙ্গাধাতকী-পুষ্প পদ্মা-পদ্মকেশর জম্ব্বাম্র-প্লক্ষ-বট কপীতনোদুম্বরাশ্বত্থ-ভল্লাতকাশ্মন্তক-শিরীষ-শিংশপা-সোমবল্ক-তিন্দুক-পিয়ালবদর-খদিরসপ্তপর্ণাশ্বকর্ণস্যন্দনার্জ্জুনানি মেদৈলবালুক-পরিপেলবকদম্বশল্লকীজিঙ্গিনী--কাশকশেরুকা-রাজকশেরুকাকট্‌ফলবংশ-পদ্মকাশোক-শাল-ধব-ভূর্জ্জ -শণ-পুর-শমীমাচীবতুঙ্গাজকর্ণাশ্বকর্ণ-স্ফূর্জ্জক-বিভীতক-কুম্ভীকপুষ্করবীজ-বিসমৃণাল-খর্জ্জুরতরুণীনামেষাম্ এবংবিধানাঞ্চান্যেষাং কষায়-বর্গ—পরি—সংখ্যাতানামৌষধ-দ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশঃ ছেদয়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা প্রক্ষাল্য পানীয়েন সহ সাধয়িত্বোপসংস্কৃত্য যথাবন্মধুতৈললবণোপহিতং সুখোষ্ণ-বস্তিং শ্লেষ্মবিকারিণে দদ্যাদিতি। শীতন্তু মধুসর্পির্ভ্যামুপসংস্কৃত্য পিত্তবিকারিণে দদ্যাদিতি কষায়স্কন্ধঃ। ১৬৫.

তত্র শ্লোকাঃ।

ষড়্‌বর্গাঃ পরিসংখ্যাতা য এতে রসভেদতঃ।
আস্থাপনমভিপ্রেত্য তান্ বিদ্যাৎ সর্ব্বযোগিকান্।
সর্ব্বতো হি প্রণিহিতাঃ সর্ব্বরোগেষু জানতা।
সর্ব্বান্ রোগান্ নিযচ্ছন্তি যেভ্য আস্থাপনং হিতম্॥
যেষাং যেষাং প্রশান্ত্যর্থং যে যেন পরিকীর্ত্তিতাঃ
দ্রব্যবর্গা বিকারাণাং তেষাং তেপরিকোপকাঃ॥

ইত্যেতে ষড়াস্থাপনস্কন্ধা রসতোঽনু-বিভজ্য ব্যাখ্যাতাঃ॥ ১৬৭

তেভ্যো ভিষগ্‌বুদ্ধিমান্ পরিসংখ্যাত-

ঘৃতের সংযোগে পিত্তরোগীকে আস্থাপন দিবে। ইতি তিক্তকস্কন্ধ। ১৬৪। কষায়-স্কন্ধ,—প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আম্রাস্থি, আকনাদি, কট্‌বঙ্গ (শোণাগাছ), লোধ, মোচরস, সুমঙ্গা (বরাহাক্রান্তা), ধাইফুল, বামুনহাটী, পদ্ম-কেশর, জম্বু ও আম্রের ত্বক্, পাঁকুড়, বট, কপীতন, যজ্ঞোড়ুম্বুর, অশ্বত্থ, ভল্লাতক, অশ্ম-ন্তক, শিরীষ, শিংশপা, সোমবল্ক (শ্বেতখদির), তিন্দুক (তিলেলোধ), পিয়াল, বদর (কুল-ছাল), খদির ছাতিম, তিনিশ, অর্জ্জুন, মেদ, এলবালুকা, পরিপেলব (কৈবর্ত্তমুস্তক), কদম্ব, শল্লকা, জিঙ্গিনী (মঞ্জিষ্ঠা), কাশ, কেশুর, বড় কেশুর, কট্‌ফল, বাঁশ, পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ), অশোক, শাল, ধব খদির জাতি), ভূর্জ্জ, শণ, পুর (খরপুষ্প শমী, মাচিকা, পুন্নাগ, অজকর্ণ, অশ্বকর্ণ, স্ফূর্জ্জক, বহেড়া, কুম্ভীক, পুষ্করবীজ, বিস, মৃণাল, খর্জ্জুর ও তরণী (ঘৃত কুমারী) এবং কষায়বর্গোক্ত অন্যান্য দ্রব্য খণ্ডশঃ ছেদন ও সূক্ষ্মভাবে কুট্টিত করিয়া [illegible] মধু, হইলে তাহাতে মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পিত্তরোগীকে আস্থাপন দিবে। ইতি কষায়-স্কন্ধ [কুম্ভীকা শব্দে পানা অর্থ করিয়া তদনু-সারে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। ভাবপ্রকাশ শুক্রমেহের অন্যতর ঔষধাবলীতে ইহা এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। ডল্বণাচার্য্য বলেন যে, "ইহা মসৃণত্বক্ ও রোমযুক্ত এক প্রকার বৃক্ষ। ইহার ত্বক্ বস্ত্রাকার। অথবা ইহা পারুল। কেহ বলেন, ইহার নাম "স্বল্প-বিটপ।" চক্রপাণি বলেন, ইহা কুম্ভী নামক লতা। তবেই মীমাংসা নাই। এই সকল ও অন্যান্য বিচার দেখিলে মনে হয় যে, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান চক্রপাণির বহু পূর্ব্ব হইতেই [illegible] পাইয়াছে]। ১৬৫। এইরূপে রসভেদে [illegible], ষড়্‌বর্গ বিবৃত হইল, তাহা আস্থাপনে [illegible] করা যায়। আস্থাপন যাহাদের পক্ষে [illegible]কর, তাহাদের প্রতি এই সকল [illegible] অভিজ্ঞ বৈদ্যকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে, তাহাদের সর্ব্বরোগ নাশ করিয়া থাকে। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে যে দ্রব্য যে যে বিকারের শান্তির নিমিত্ত উক্ত না হইয়াছে, সেই সেই দ্রব্য সেই [illegible] বিকারের প্রকোপক জানিবে।

মপি যদ্দ্রব্যমযৌগিকং মন্যেত তদপকর্ষয়েৎ। যদ্ যচ্চানুক্তমপি যৌগিকং বা মন্যেত তদ্দদ্যাৎ। বর্গমপি বর্গেণোপসংসৃজেদেকমেকেনানেকেন বা যুক্তিং প্রমাণীকৃত্য। প্রচরণমিব ভিক্ষুকস্য বীজমিব কর্ষকস্য সূত্রং বুদ্ধিমতামল্পমপি অনল্পজ্ঞানায় ভবতি ॥ ১৬৮

তস্মাৎ বুদ্ধিমতামূহাপোহবিতর্কাঃ। মন্দবুদ্ধেস্তু যথোক্তানুগমনমেব শ্রেয়ঃ ॥ ১৬৯

যথোক্তং হি মার্গমনুগচ্ছন্ ভিষক্ সংসাধয়তি বা কার্য্যমনতিমহত্ত্বাদনতিহ্রস্বত্বাচ্চোদাহরণস্যেতি ॥ ১৭০

অতঃপরমনুবাসনদ্রব্যাণি অনুব্যাখ্যাস্যন্তে। অনুবাসনন্তু স্নেহ এব। স্নেহস্তু দ্বিবিধঃ। স্থাবরো জঙ্গমাত্মকশ্চ। তত্র স্থাবরাত্মকঃ স্নেহঃ তৈলমতৈলঞ্চ। তত্র তৈলমেব কৃত্স্নোপদিষ্টতে সর্ব্বতস্তৈলপ্রাধান্যাৎ। জঙ্গমাত্মকস্তু বসামজ্জাসর্পিরিতি ॥ ১৭১

তেষাং তৈলবসামজ্জসর্পিষাস্তু যথাপূর্ব্বং শ্রেষ্ঠম্। বাতশ্লেষ্ম-বিকারেষ্বনুবাসনীয়েষু যথোত্তরং পিত্তবিকারেষু সর্ব্ব এব বা সর্ব্বেষু যোগমাসাদ্য সংস্কারবিধিবিশেষাদিতি ॥ ১৭২

শিরোবিরেচনদ্রব্যাণি পুনরপামার্গপিপ্পলীমরিচবিড়ঙ্গ-শিগ্রু-শিরীষ--তুম্বুরুবিল্বাজজ্যাজমোদাবার্ত্তাকীপৃথ্বীকৈলাহরেণুকাফলানি চ। সুমুখসুরসকুঠেরকগণ্ডীরক-কালমালকপর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝক--হরিদ্রাশৃঙ্গবের--মূলক-লশুন-

---

দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য অযোগ্য বলিয়া বোধ করিলে, তাহা পরিত্যাগ এবং অনুক্ত দ্রব্য যোগ্য বলিয়া বোধ করিলে, তাহা গ্রহণ করিবেন। আর যুক্তিযুক্ত বুঝিলে এক বর্গের সহিত অন্য বর্গ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায়। যেমন ভিক্ষুকের পক্ষে ভিক্ষাতণ্ডুল ও কৃষকের পক্ষে বীজ, সেইরূপ বুদ্ধিমানের পক্ষে অল্পসূত্রও যথেষ্ট হইয়া থাকে। ১৬৮। অতএব বুদ্ধিমানেরা বিবেচনানুসারে দ্রব্য গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু অল্পবুদ্ধিরা যথানির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিবেন। ১৬৯। চিকিৎসাসম্বন্ধে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইল, সে সকল উদাহরণ নাতিসংক্ষিপ্ত ও নাতিবিস্তৃত বলিয়া চিকিৎসক প্রদর্শিত নিয়মের অনুসরণ করিয়া চিকিৎসা করিলে সর্ব্বস্থলে ফল না হওয়া সম্ভব। [চিকিৎসাকালে চিকিৎসকের বুদ্ধিবিচার আবশ্যক করে] ১৭০। অনন্তর সর্ব্বপ্রকার স্থাবর তৈলের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া এ স্থলে উপদিষ্ট হইতেছে। জঙ্গমস্নেহ যথা ;—বসা, মজ্জা ও ঘৃত। ১৭১। বাতশ্লেষ্মবিকারের অনুবাসন দিতে হইলে তৈল, বসা, মজ্জা ও ঘৃত ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বটী পরপরটীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। অর্থাৎ তৈল বসা অপেক্ষা ও বসা মজ্জা অপেক্ষা এবং মজ্জা ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর পিত্তজবিকারে তৈলের অপেক্ষা বসা, বসার অপেক্ষা মজ্জা ও মজ্জার অপেক্ষা ঘৃতের অনুবাসন শ্রেষ্ঠ। অথবা তৈল সংস্কারের অনুগামী বলিয়া সর্ব্ববিকারেই তৈলের অনুবাসন শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ বাতব্যাধিতে বাতনাশক, শ্লেষ্মব্যাধিতে শ্লেষ্মনাশক ও পিত্তব্যাধিতে পিত্তনাশক দ্রব্যের সংযোগে তৈলপাক করিলে সেই তৈল নিজগুণ পরিহার করিয়া সেই সেই দ্রব্যের গুণ গ্রহণ করাতে সেই তৈলের অনুবাসন সেই সেই দোষ সম্যক্‌রূপে নাশ করিয়া থাকে। ১৭২। শিরোবিরেচন-দ্রব্যসমূহ যথা ;—অপামার্গ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, সজিনা, শিরীষ, কুস্তুম্বুরু, বিল্ব, কৃষ্ণজীরা, অজমোদা (যোয়ানী (য়োয়ান),

তর্কারীসর্ষপপত্রাণি চ। অর্কালর্ককুষ্ঠনাগদন্তীবচাভার্গীশ্বেতাজ্যোতিষ্মতী—গবাক্ষীগণ্ডীরাবাকপুষ্পীবৃশ্চিকালীবয়স্থাতিবিষামূলানি চ। হরিদ্রাশৃঙ্গবেরমূলকলশুনকন্দাশ্চ। লোধ্রমদনসপ্তপর্ণনিম্বার্কপুষ্পাণি চ। দেবদার্বগুরুসরলশল্লকীজিঙ্গিন্তসনহিঙ্গুনির্য্যাসাশ্চ। তেজোবতীবরাঙ্গেঙ্গুদী—শোভাঞ্জন—বৃহতীকণ্টকারিকাত্ব—গিতি। শিরোবিরেচনং সপ্তবিধং ফলপত্রমূলকন্দপুষ্পনির্যাসত্বগাশ্রয়ভেদাৎ ॥ ১৭৩

লবণকটুতিক্তকষায়াণি চেন্দ্রিয়োপশয়ানি তথাপরাণ্যনুক্তান্যপি দ্রব্যাণি যথাযোগবিহিতানি শিরোবিরেচনার্থমুপদিশ্যন্তে ইতি ॥ ১৭৪

তত্র শ্লোকাঃ।

লক্ষণাচার্য্যশিষ্যাণাং পরীক্ষাকারণঞ্চ যৎ।
অধ্যেয়াধ্যাপনবিধিঃ সম্ভাষাবিধিরেব চ ॥
ষড়্ভির্নূ্যনানি পঞ্চাশদ্বাদশার্থপদানি চ।
পদানি দশ চান্যানি কারণাদীনি তত্ত্বতঃ ॥
সম্প্রশ্নশ্চ পরীক্ষাদের্নবকো বমনাদিষু।
ভিষক্জিতীয়ে রোগাণাং বিমানে সম্প্রদর্শিতঃ ॥ ১৭৫

বহুবিধমিদমুক্তমর্থজাতং
বহুবিধবাক্যবিচিত্রমর্থজাতম্।
বহুবিধশুভশব্দসন্ধিযুক্তম্
বহুবিধবাদনিসূদনং পরেষাম্ ॥ ১৭৬
ইমাং মতিং বহুবিধহেতুসংশ্রয়াং
বিজজ্ঞিবান্ পরমতবাদসূদনীম্।
নিলীয়তে পরবচনাবমর্দ্দনৈ
ন শক্যতে পরবচনৈশ্চ মর্দ্দিতুম্ ॥ ১৭৭
দোষাদীনান্তু ভাবানাং সর্ব্বেষামেব হেতুনা।
মানাৎ সমগ্রমানানি নিরুক্তানি বিভাগশঃ ॥ ১৭৮

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
বিমানস্থানে রোগভিষগ্জিতীয়ং
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ঝক তুলসী, হরিদ্রা, আর্দ্রক, মূলক, লশুন, তর্কারী (জয়ন্তী) এবং সর্ষপ; ইহাদের পত্র। আকন্দ অলর্ক-(শ্বেত আকন্দ), কুড়, নাগদন্তী, বচ, ভার্গী (বামনহাটি), অপরাজিতা লতাকটকী, ইন্দ্রবারুণী, গণ্ডীর আবক্পুষ্পী, বিছুটী, বয়স্থা এবং আতইচ; ইহাদের মূল। হরিদ্রা আদা, মূলো ও লশুনের কন্দ। লোধ, ময়না, ছাতিন নিম ও আকন্দের পুষ্প। দেবদারু, অগুরুকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, শল্লকী (শিলারস), জিঙ্গিনী (মঞ্জিষ্ঠা), পীতসাল এবং হিঙ্গু; ইহাদের নির্যাস। তেজোবতী (চই), বরাঙ্গ (দারুচিনি), ইঙ্গুদী, সজিনা বৃহতী ও কণ্টকারী; ইহাদের ত্বক্। ফল, পত্র, মূল, কন্দ, পুষ্প, নির্যাস ও ত্বক্ভেদে এই সাত প্রকার শিরোবিরেচন দ্রব্য বিবৃত হইল। ১৭৩। লবণ, কটু, তিক্ত কষায় ও ইন্দ্রিয়োপযোগী অন্যান্য দ্রব্য যথাযোগে শিরোবিরেচনার্থ উপদিষ্ট হয়। ১৭৪। এই অধ্যায়ের শ্লোক যথা—এই রোগভিষগ্জিতীয় সম্ভাষাবিধি, ষট্চত্বারিংশৎ ও দ্বাদশ অর্থপদ কারণাদি দশ প্রকার পরীক্ষ্য বিষয়, সংপ্রশ্ন ও বমনাদি বিষয়ে নয় প্রকার পরীক্ষা প্রদর্শিত হইল। ১৭৫। আচার্য্য-শিষ্যাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হয় নাই, এরূপ বহুবিধ অর্থ এ অধ্যায়ে বলা হইল। বহুবিধ বাক্য ও বিচিত্র অর্থজাত বহুবিধ সুন্দর শব্দ সন্ধিযুক্ত অর্থ এবং বিপক্ষ-দর্পহর বহুবিধ তর্ক প্রণালীও উপদিষ্ট হইল। ১৭৬। পরের মতবাদ সকল খণ্ডন করিবার জন্য বহুবিধ যুক্তি সহকারে যে সকল সংবাদ এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইল, তদ্দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইলে লোকে আর পরপরাভবে প্রবৃত্তি করিবে না এবং পরেও তাহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। ১৭৭। দোষ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যেরই হেতু প্রদর্শনপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ মান প্রদর্শিত হইল। ১৭৮।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

শারীরস্থানম্।

—•◦•—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

কতিধাপুরুষীয়ম্।

অথাতঃ কতিধাপুরুষীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

অগ্নিবেশ উবাচ।

কতিধা পুরুষো ধীমন্ ধাতুভেদেন
ভিদ্যতে।
পুরুষঃ কারণং কস্মাৎ প্রভবঃ পুরুষস্য কঃ॥
কিমজ্ঞো জ্ঞঃ স নিত্যঃ কিং কিমনিত্যো
নিদর্শিতঃ
প্রকৃতিঃ কা বিকারাঃ কে কিং লিঙ্গং
পুরুষস্য চ॥
নিষ্ক্রিয়ঞ্চ স্বতন্ত্রঞ্চ বশিনং সর্ব্বগং বিভুম্
বদন্ত্যাত্মানমাত্মজ্ঞাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষিণং
তথা॥
নিষ্ক্রিয়স্য ক্রিয়া তস্য ভগবন্ বিদ্যতে
কথম্
স্বতন্ত্রশ্চেদনিষ্টাসু কথং যোনিষু জায়তে
বশী যদ্যসুখৈঃ কস্মাদ্ভাবৈরাক্রম্যতে বলাৎ।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বগতত্বাচ্চ বেদনাঃ কিং ন বেত্তি সঃ॥
ন পশ্যতি বিভুঃ কস্মাচ্ছৈলকুড্যতিরস্কৃতঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রমথবা কিং পূর্ব্বমিতি সংশয়ঃ॥
জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রং বিনা পূর্ব্বং ক্ষেত্রজ্ঞো হি ন
।
ক্ষেত্রঞ্চ যদি পূর্ব্বং স্যাৎ ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্যাদশাশ্বতঃ
সাক্ষিভূতশ্চ কস্যায়ং কর্ত্তা হ্যন্যো ন বিদ্যতে।
স্যাৎ কথঞ্চাবিকারস্য বিশেষো বেদনাকৃতঃ॥২
অথচার্ত্তস্য ভগবংস্তিসৃণাং কাং চিকিৎসতি।
অতীতাং বেদনাং বৈদ্যো বর্ত্তমানাং
ভবিষ্যতীম্॥
ভবিষ্যন্ত্যা অসম্প্রাপ্তিরতীতায়া অনাগমঃ।

প্রথম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা 'কতিধাপুরুষীয়' শারীর ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। অগ্নিবেশ কহিলেন,—হে ধীমন্! পুরুষ ধাতুভেদে কত প্রকারে ভিন্ন হয়? কি জন্য পুরুষকে কারণ বলে? পুরু- [illegible] থাকে? পুরুষ স্বাধীন হইয়া কি জন্য ইচ্ছার অননুরূপ যোনিসমূহে জন্মগ্রহণ করেন? যদি পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হন, তবে অসুখকর ভাবসমূহ কেন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করে? তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কি জন্য সমস্ত সুখ-দুঃখ জানেন না? তিনি যদি বিভু, তবে শৈল প্রাচীর তাঁহার দৃষ্টিরোধ করিলে তিনি আর দেখিতে পান না কেন? তিনি যদি ক্ষেত্রজ্ঞ তবে তিনি অথবা ক্ষেত্র আগে জন্মিয়াছেন কি না এইরূপ সংশয় হয়। ক্ষেত্র যদি জ্ঞেয় পদার্থ হয়, তবে ক্ষেত্রজ্ঞের অগ্রে জন্মান সম্ভব হয় না; আর যদি ক্ষেত্র অগ্রে জন্মিয়া থাকে, তবে ক্ষেত্রজ্ঞ নিত্য হইতে পারে না [কারণ যাহার আদি আছে, তাহার জন্মও আছে] যদি অন্য কর্ত্তা না থাকে, তবে পুরুষ কাহার সাক্ষী? আর নির্ব্বিকার পুরুষের বেদনা সকল কিরূপে জন্মিতে পারে [illegible]

সাম্প্রতিক্যা অপি জ্ঞানঃ সাস্ত্যার্ত্তেঃ সংশয়ো

কারণং বেদনানাং কিং কিমধিষ্ঠানমুচ্যতে।
ক্ব চৈতা বেদনাঃ সর্ব্বা নিবৃত্তিং যান্ত্যশেষতঃ ॥৩
সর্ব্ববিৎ সর্ব্বসন্ন্যাসী সর্ব্বসংযোগনিঃসৃতঃ।
একঃপ্রশান্তো ভূতাত্মা কৈর্লিঙ্গৈরুপলভ্যতে ॥৪
বচ ইত্যগ্নিবেশস্য শ্রুত্বা মতিমতাং বরঃ।
সর্ব্বং যথাবৎ প্রোবাচ প্রশান্তাত্মা পুনর্ব্বসুঃ ॥ ৫
খাদয়শ্চেতনাষষ্ঠা ধাতবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
চেতনা ধাতুরপ্যেকঃ স্মৃতঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ ॥
পুনশ্চ ধাতুভেদেন চতুর্ব্বিংশতিকঃ স্মৃতঃ।
মনো দশেন্দ্রিয়াণ্যর্থাঃ প্রকৃতিশ্চাষ্টধাতুকী ॥ ৬
লক্ষণং মনসো জ্ঞানস্যাভাবো ভাব এব বা।
সতি হ্যাত্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সন্নিকর্ষেণ বর্ত্ততে।
বৈবৃত্যান্মনসো জ্ঞানং সান্নিধ্যাৎ তচ্চ বর্ত্ততে
অণুত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌ গুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ ॥
চিন্ত্যং বিচার্য্যমূহ্যঞ্চ ধ্যেয়ং সঙ্কল্প্যমেব চ।
যৎকিঞ্চিন্মনসো জ্ঞেয়ং তৎ সর্ব্বং হ্যর্থসংজ্ঞকম্
ইন্দ্রিয়াভিগ্রহঃ কর্ম্ম মনসস্বস্য নিগ্রহঃ।
উহো বিচারশ্চ ততঃ পরং বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৭
ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থো হি সমনস্কেন গৃহ্যতে।
কল্প্যতে মনসাপূর্ব্বং গুণতো দোষতো যথা ॥
জায়তে বিষয়ে তত্র যা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা।
ব্যবস্যতে তথা বক্তুং কর্ত্তুং বা বুদ্ধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৮
একৈকাধিকযুক্তানি খাদীনামিন্দ্রিয়াণি তু।
পঞ্চকর্ম্মানুমেয়ানি যেভ্যো বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৯

ব্যাধির অনাগম এবং বর্ত্তমান ব্যাধির অস্থিরতা হইতেছে; এইজন্য সংশয় হইতেছে; বেদনাদিগের কারণ কি? অধিষ্ঠানই বা কোথায় এবং কোথাই বা এই সকল বেদনা চিরকালের মত শান্তি প্রাপ্ত হয়? [সূত্রস্থান—১৬ অঃ ২০ প্রঃ দেখ]। ৩। যিনি সর্ব্ববিৎ; সর্ব্বত্যাগী ও সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত, সেই শান্তিপরায়ণ জীবাত্মা কিরূপে জ্ঞাত হন? ৪। মতিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ শান্তিপরায়ণ পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশের এই কথা শ্রবণ করিয়া যথাবৎ সমস্ত বর্ণনা করিলেন। ৫। আকাশাদি পঞ্চভূত ও চেতনা; এই ছয় ধাতুর সমবায়কে পুরুষ কহে। আর পৃথক্ চেতনাধাতুরও পুরুষসংজ্ঞা হয়। মন, দশ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ পঞ্চভূত এবং মূল, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতি; এই সমুদায় ধরিয়া পুরুষের চতুর্ব্বিংশতি [illegible] বলা যায়। ৬। জ্ঞানের ভাব [illegible]
হয় না, অতএব মন একটী স্বতন্ত্র দ্রব্য আছেই। অণুত্ব ও একত্ব মনের এই দুইটী গুণ [অণু শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম ও এক শব্দের অর্থ অসংশ্লিষ্ট]। যাহা চিন্তা, বিচার, তর্ক, ধ্যান বা সঙ্কল্প করা যায় ও যাহা জ্ঞেয়, তৎসমস্তই মনের অর্থ। ইন্দ্রিয়চালনা, ও নিজের চালনা, মনের এই দুইটী কর্ম্ম। তর্ক ও বিচার ইহা হইতেই উৎপন্ন হয় এবং তৎপরে বুদ্ধির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ৭। ইন্দ্রিয়গণ যে ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণ করে, তাহা মনের সাহায্যেই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পর মনের কার্য্য হয়, তাহা সগুণও হইতে পারে, সদোষও হইতে পারে। পরে বুদ্ধির প্রবৃত্তি হয়। মনের যে নিশ্চয়, তাহাকেই বুদ্ধি কহে। মন যেরূপে বলিতে বা করিতে নিশ্চয় করে, মন তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বকই করিয়া থাকে। ৮। শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসন ও ঘ্রাণ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূতের সহিত যথাক্রমে একাধিক দ্ব্যধিক ইত্যাদি ক্রমে সংযুক্ত আছে। অর্থাৎ শ্রবণের সহিত আকাশ; স্পর্শনের সহিত আকাশ ও বায়ু; দর্শনের সহিত আকাশ, বায়ু ও তেজ; জিহ্বার

হস্তপাদং গুদোপস্থং জিহ্বেন্দ্রিয়মথাপি বা।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পাদৌ গমনকর্ম্মণি॥
পায়ূপস্থৌ বিসর্গার্থে হস্তৌ গ্রহণধারণে॥
জিহ্বা বাগিন্দ্রিয়ং বাক্ চ সত্যা জ্যোতি-
স্তমোহনৃতা॥ ১০
মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপঃ ক্ষিতিস্তথা।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ॥
তেষামেকৈকো গুণঃ পূর্ব্বো গুণবৃদ্ধিঃ পরে পরে।
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গুণশ্চৈব ক্রমশো গুণিষু স্মৃতঃ॥ ১১
খরদ্রবচলোষ্ণত্বং ভূজলানিলতেজসাম্।
আকাশস্যাপ্রতীঘাতো দৃষ্টং লিঙ্গং যথাক্রমম্॥
লক্ষণং সর্ব্বমেবৈতৎ স্পর্শনেন্দ্রিয়গোচরঃ।
স্পর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়ঃ স্পর্শো হি সবিপর্য্যয়ঃ॥১৩

গুণাঃ শরীরে গুণিনাং নির্দ্দিষ্টাশ্চিহ্নমেব চ।
অর্থাঃ শব্দাদয়ো জ্ঞেয়া গোচরা বিষয়া গুণাঃ॥
যা যদিন্দ্রিয়মাশ্রিত্য জন্তোর্বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে।
যাতি সা তেন নির্দ্দেশং মনসা চ মনোভবা॥ ১৫
ভেদাৎ কার্য্যেন্দ্রিয়ার্থানাং বহ্ব্যো বৈ
বুদ্ধয়ঃ স্মৃতাঃ।
আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানামেকৈকা সন্নিকর্ষজা॥
অঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠতলজতন্ত্রীবীণানখোদ্ভবঃ।
দৃষ্টঃ শব্দো যথা বুদ্ধির্দৃষ্টা সংযোগজা তথা॥১৬
বুদ্ধীন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং বিদ্যাদ্যোগধরং পরম্॥
চতুর্ব্বিংশক ইত্যেষ রাশিঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ।
রজস্তমোভ্যাং যুক্তস্য সংযোগোঽয়মনন্তবান্।
তাভ্যাংনিরাকৃতাভ্যান্তু সত্ত্ববৃদ্ধ্যা নিবর্ত্ততে॥ ১৮

অস্তিত্ব শ্রবণাদি পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা অনুমিত হয়। এই সকল ইন্দ্রিয় হইতেই বুদ্ধির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ৯। হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও বাগিন্দ্রিয়; এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। পাদ দ্বারা গমন; পায়ু ও উপস্থ দ্বারা ত্যাগ; হস্ত দ্বারা গ্রহণ ও ধারণ এবং বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাঙ্নিষ্পত্তি হয়। তন্মধ্যে সত্য-বাক্য জ্যোতিঃস্বরূপ এবং মিথ্যাবাক্য তমঃস্বরূপ। ১০। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি; এই পাঁচটী মহাভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ যথাক্রমে ইহাদের গুণ। প্রথমভূতের একটী গুণ এবং পরে এক একটী গুণের বৃদ্ধি হয় যথা;—আকাশের গুণ কেবল শব্দ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ ইত্যাদি। তবে এক একটী গুণই প্রধানতঃ এক একটী ভূতে আছে। যথা;—বায়ুর প্রধান গুণ শব্দ ইত্যাদি। ১১। ভূ, জল, অনিল ও তেজঃ, ইহাদের লাক্ষণিক গুণ যথাক্রমে খর, দ্রব, চল ও উষ্ণত্ব। আর আকাশের গুণ প্রতী-

আকাশের গুণ স্পর্শেন্দ্রিয়ের গোচর না হই-লেও স্পর্শেন্দ্রিয়ের অগোচর তো বটে, অত-এব যাহা স্পর্শেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাই আকাশ বা শব্দ এ কথা বলা যাইতে পারে। ১৩। গুণ সকল যাহাদের আছে, তাহারা গুণী অথবা গুণীদিগের চিহ্নের নাম গুণ। শব্দাদি গুণ সকলকে ইন্দ্রিয়ার্থ কহে। আর গুণ সকল ইন্দ্রিয়গোচর হইলে তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় কহে। [কাহার কাহারও মতে অর্থ ও বিষয় একই]। ১৪। যে ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া যে জ্ঞান নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে সেই ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধি বা জ্ঞান কহে। যথা;—শ্রবণজ্ঞান, দর্শনজ্ঞান ইত্যাদি। আর মনো-ভবজ্ঞানকে মনের জ্ঞান কহে। ১৫। কার্য্য, ইন্দ্রিয় ও অর্থ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া জ্ঞানও নানা-প্রকার হয়। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও অর্থ ইহা-দের সন্নিকর্ষে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। দেখ অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, তন্ত্রী ও নখ ইহাদের সংযোগে একই বীণার কৃত প্রকার শব্দ হয়।

অত্র কর্ম্মফলঞ্চাত্র জ্ঞানঞ্চাত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
অত্র মোহঃ সুখং দুঃখং জীবিতং মরণং স্বতা
এবং যো বেদ তত্ত্বেন স বেদ প্রলয়োদয়ৌ॥
পারম্পর্য্যং চিকিৎসা চ জ্ঞাতব্যং যচ্চ কিঞ্চন।
ভাস্তমঃ সত্যমনৃতং বেদঃ কর্ম্ম শুভাশুভম্।
ন স্যাৎ কর্ত্তা বেদিতা চ পুরুষো ন ভবেদ্‌যদি
নাশ্রয়ো নাসুখং নার্ত্তির্ন গতির্নাগতির্ন বাক্।
ন বিজ্ঞানং ন শস্ত্রাণি ন জন্মমরণং ন চ॥
ন বন্ধো ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ পুরুষো ন ভবেদ্‌যদি
কারণং পুরুষস্তস্মাৎ কারণজ্ঞৈরুদাহৃতঃ॥ ২০
ন চ কারণমাত্মা স্যাৎ খাদয়ঃ স্যুরহেতুকাঃ।
নচৈষু সম্ভবেজ্‌জ্ঞানং ন চ তৈঃস্যাৎপ্রয়োজনম্
মৃদ্দণ্ডচক্রৈশ্চ কৃতং কুম্ভকারাদৃতে ঘটম্।
কৃতং মৃত্তৃণকাষ্ঠৈশ্চ গৃহকারাদ্বিনা গৃহম্॥
যো বদেৎ স বদেদ্দেহং সম্ভূয়করণৈঃ কৃতম্।
বিনা কর্ত্তারমজ্ঞানাদ্‌যুক্ত্যাগমবহিষ্কৃতঃ॥ ২২
কারণং পুরুষঃ সর্ব্বৈঃ প্রমাণৈরুপলভ্যতে।
যেভ্যঃ প্রমেয়ং সর্ব্বেভ্য আগমেভ্যঃ
প্রতীয়তে॥ ২৩
ন তে তৎসদৃশাস্তন্তে পারম্পর্য্যসমুত্থিতাঃ।
সারূপ্যাদ্যে ত এবেতি নির্দ্দিশ্যন্তে নরান্নরাঃ॥
ভাবাস্তেষাং সমুদয়ো নিরীশঃ সত্ত্বসংজ্ঞকঃ।
কর্ত্তা ভোক্তা ন স পুমানিতি কেচিদ্ব্যবস্থিতাঃ
তেষামন্যৈঃ কৃতস্যান্যে ভাবাভাবৈর্নরাঃ ফলম্।
ভুঞ্জতে সদৃশাঃ প্রাপ্তং যৈরাত্মা নোপদিশ্যতে॥
কারণান্যান্যতা দৃষ্টা কর্ত্তুঃ কর্ত্তা স এব তু।

এবং রজঃ ও তমোগুণের সংযোগকে পুরুষ কহে। সেই পুরুষ অনন্ত। সত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা রজ ও তমোগুণ নিরাকৃত হইলে সেই সংযোগ নিবৃত্ত হয় [অর্থাৎ মোক্ষ হয়। ১৮] এই পুরুষে কর্ম্মফল ও জ্ঞানফল প্রতিষ্ঠিত আছে এবং মোহ, সুখ, দুঃখ, জীবিত, মরণ ও সত্ত ইহাকেই আশ্রয় করে। যাহার এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান আছে, প্রলয় ও সৃষ্টিও তাহার জ্ঞাত আছে। ১৯। পুরুষ না থাকিলে লোক-পরম্পরা, চিকিৎসা, জ্ঞাতব্য, জ্যোতিঃ, তমঃ, সত্য, অনৃত, বেদ, কর্ম্ম, শুভ, অশুভ, কর্ত্তা ও বেদিতা কিছুই থাকিত না। না আশ্রয়, না সুখ, না রোগ, না গতি, না অগতি, না বাক্, না বিজ্ঞান, না শাস্ত্র, না জন্ম, না মরণ, না বন্ধ, না মুক্তি থাকিত। এই জন্যই কারণ-জ্ঞেরা পুরুষকে কারণ বলেন। ২০। যদি আত্মা কারণ না হইত, তবে আকাশ প্রভৃতির হেতু থাকত না। আর এ সকল বিষয়ে জ্ঞান বা সর... প্রয়োজন হইত না। ২১। কুম্ভ-নির্ম্মাণ হয় না। সেইরূপ কর্ত্তা ভিন্ন কেবল পঞ্চভূতে দেহ নির্ম্মিত হইতে পারে না। অজ্ঞ লোকেরাই কেবল বিপরীত মতবাদ প্রকাশ করিয়া আগমের বিরুদ্ধ কহিয়া থাকে। ২২। যে সমস্ত প্রমাণযোগে আগম সমস্ত হইতে অন্যান্য প্রমেয় অবগত হওয়া যায়, সেই সমস্ত প্রমাণ দ্বারাই পুরুষকে কারণ বলিয়া উপলব্ধি হয়। ২৩। (বৌদ্ধেরা কহেন,) পরম্পরা-ক্রমে নর হইতে যে, সমস্ত নর জন্মিতেছে, তাহারা সেই কারণভূত পুরুষের সদৃশ নহে। তবে এই শরীরে পৃথিব্যাদি যে সকল ভাব আছে, এই শরীরের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে। এই প্রাণিসংজ্ঞক পুরুষ সেই সমস্ত ভাবেরই সমষ্টি এবং ইহা ঈশ্বরকৃত নহে। সেই পুরুষ কর্ত্তাও নয়, ভোক্তাও নয়। যাহারা আত্মা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে শরীরের কৃত কর্ম্মের ফল আত্মাই ভোগ করিয়া থাকে, অর্থাৎ একের কৃত অন্নপানাদির ফল অন্যেরা ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ একটী তর্ক হয়; কিন্তু ইহা সঙ্গত হইতে পারে না। দেখ, পরোপকারাদি স্থলেও লোকে স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ... করে। সকলেই

কর্ত্তা হি করণৈর্যুক্তঃ কারণং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥
নিমেষকালাত্তাবানাং কালঃ শীঘ্রতরোহত্যয়ে
ন ভগ্নানাং পুনর্ভাবঃ কৃতং নান্যমুপৈতি চ ॥
মতং তত্ত্ববিদামেতদ্যস্মাৎ তস্মাৎ স কারণম্।
ক্রিয়োপযোগে ভূতানাং নিত্যঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ
অহঙ্কারঃ ফলং কর্ম্ম দেহান্তরগতিঃ স্মৃতিঃ।
বিদ্যতে সতি ভূতানাং কারণে দেহমন্তরা ॥ ২৪ ॥
প্রভবো ন হ্যনাদিত্বাদ্বিদ্যতে পরমাত্মনঃ।
পুরুষো রাশিসংজ্ঞস্তু মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মজঃ ॥
আত্মাজ্ঞঃ করণৈর্যোগাজ্জ্ঞানং তস্য প্রবর্ত্ততে।
করণানামবৈমল্যাদযোগাদ্বা ন বর্ত্ততে ॥
পশ্যতোঽপি যথাদর্শে সংক্লিষ্টে নাস্তি দর্শনম্।
তত্ত্বজ্জলে বা কলুষে চেতস্যুপহতে তথা ॥ ২৫ ॥
করণানি মনো বুদ্ধির্বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
কর্ত্তুঃ সংযোগজং কর্ম্ম বেদনা বুদ্ধিরেব চ ॥ ২৬ ॥
নৈকঃ প্রবর্ত্ততে কর্ত্তুং ভূতাত্মা নাশ্নুতে ফলম্।
সংযোগাদ্বর্ত্ততে সর্ব্বং তমৃতে নাস্তি কিঞ্চন ॥
ন হ্যেকো বর্ত্ততে ভাবো বর্ত্ততে নাপ্যহেতুকঃ
শীঘ্রগত্বাৎ স্বভাবাত্তু ভাবো ন ব্যতিবর্ত্ততে ॥
অনাদিঃ পুরুষো নিত্যো বিপরীতস্তু হেতুজঃ।
সদা কারণবন্নিত্যং দৃষ্টং হেতুমদন্যথা ॥
তদেব ভাবাদগ্রাহ্যং নিত্যত্বান্ন কুতশ্চন।
ভাবাজ্জ্ঞেয়ং তদব্যক্তমচিন্ত্যং ব্যক্তমন্যথা ॥
অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ শাশ্বতো বিভুরব্যয়ঃ।
তস্মাদ্যদন্যৎ তদ্ব্যক্তং বক্ষ্যতে চাপরং দ্বয়ম্ ॥

থাকে, কিন্তু কর্ত্তা যে, আত্মা, তিনি সেইরূপই অর্থাৎ অবিনাশী থাকেন। কর্ত্তাই করণসমূহের সাহায্যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে। শরীর-দ্রব্যাদিগের বিনাশ নিমেষকাল অপেক্ষাও শীঘ্রতর হয়। এই সকল দ্রব্য একবার ভগ্ন হইলে তাহাদের আর পুনরাগমন হয় না। অতএব শরীর তৎকৃত কর্ম্মের ফল পাইতে পারে না। তবে যেরূপ দেবদত্তকৃত যজ্ঞের ফল যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ম্মকর্ত্তা শরীর হইতে ভিন্ন হইলেও শরীরকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। প্রাণীদিগের ক্রিয়ার ফলভোগে সেই নিত্য পুরুষই কারণ। অহঙ্কার, কর্ম্মফল, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জন্মান্তর ও জাতিস্মরণ প্রাণীদিগের সেই কারণস্বরূপ পরমাত্মাতেই পূর্ব্বাপর অবস্থিত আছে, দেহে অবস্থিত নাই। ২৪। পরমাত্মা অনাদি বলিয়া উহার কারণ নাই। আর ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টীভূত চতুর্বিংশতিতত্ত্বময় পুরুষ মোহ, ইচ্ছা ও দ্বেষজনিত কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। আত্মা অজ্ঞ নহে, ইহা জ্ঞ। করণসংযোগে ইহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। করণ শব্দের অর্থ মন, বুদ্ধি ও

হয় না। এইরূপ কলুষিত জলেও দৃষ্টি চলে না। এইরূপ মন প্রভৃতি করণ সকল মলিন হইলেও জ্ঞান নিষ্পন্ন হয় না। ২৫। মন, বুদ্ধি, বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, ইহাদের নাম করণ। কর্ত্তার সহিত করণের যোগ হইতেই কর্ম্ম, সুখ-দুঃখ-বোধ ও ইন্দ্রিয়জ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। ২৬। জীবাত্মা একাকী কর্ম্ম করেন না, একাকী ফলভোগও করেন না। সংযোগ হইতেই সমস্ত হয়, তদ্ভিন্ন কিছুই হয় না। কারণ করণসংযোগ ভিন্ন একাকী কার্য্যকর হয় না এবং কার্য্য অহেতুক হয় না। দ্রব্যের স্বভাবই শীঘ্রগত্ব। দ্রব্য সেই শীঘ্রগত্ব স্বভাবের অতিক্রম করিতে পারে না। আবার শীঘ্রগত্বস্বভাব দ্রব্যান্তরসংযোগ ভিন্ন হয় না। ২৭। অনাদি পুরুষ নিত্য। আর সংযোগজ বা রাশির রূপ পুরুষ হেতুজ অর্থাৎ উহার কারণ আছে। কারণ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যেরই অনিত্যত্ব দৃষ্ট হয়, অতএব যাহার কারণ নাই, তাহার অনিত্যত্ব অনুমান করিবার হেতু নাই। নিত্য বস্তু অন্য কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় না। উহা অব্যক্ত ও

ব্যক্তমৈন্দ্রিয়কঞ্চৈব গৃহ্যতে তদ্‌যদিন্দ্রিয়ৈঃ।
অতোঽন্যৎ পুনরব্যক্তং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্‌।
খাদীনি বুদ্ধিরব্যক্তমহঙ্কারস্তথাষ্টমঃ।
ভূতপ্রকৃতিরুদ্দিষ্টা বিকারাশ্চৈব ষোড়শ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সমনস্কাশ্চ পঞ্চার্থা বিকারা ইতি সংজ্ঞিতাঃ॥
ইতি ক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বমব্যক্তবর্জ্জিতম্‌।
অব্যক্তমস্য ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞমৃষয়ো বিদুঃ॥ ৩০
জায়তে বুদ্ধিরব্যক্তাদ্‌বুদ্ধ্যাহমিতি মন্যতে।
পরং খাদীন্যহঙ্কার উপাদত্তে যথাক্রমম্‌॥
ততঃ সম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গো জাতোঽভ্যুদিত উচ্যতে।
পুরুষঃ প্রলয়ে চেষ্টৈঃ পুনর্ভাবৈর্বিযুজ্যতে।
অব্যক্তাদ্ব্যক্ততাং যাতি ব্যক্তাদব্যক্ততাং পুনঃ
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥
যেষাং দ্বন্দ্বে পরাসক্তিরহঙ্কারপরাশ্চ যে।
উদয়প্রলয়ৌ তেষাং ন তেষাং যে
ত্বতোঽন্যথা॥ ৩১

প্রাণাপানৌ নিমেষাদ্যা জীবনং মনসো গতিঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চারঃ প্রেরণং ধারণঞ্চ যৎ॥
দেশান্তরগতিঃ স্বপ্নে পঞ্চত্বগ্রহণং তথা।
দৃষ্টস্য দক্ষিণেনাক্ষ্ণা সব্যেনাপগমস্তথা॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং প্রযত্নশ্চেতনা ধৃতিঃ।
বুদ্ধিঃ স্মৃতিরহঙ্কারো লিঙ্গানি পরমাত্মনঃ॥
যস্মাৎ সমুপলভ্যন্তে লিঙ্গান্যেতানি জীবতঃ।
ন মৃতস্যাত্মলিঙ্গানি তস্মাদাহুর্মহর্ষয়ঃ॥
শরীরং হি গতে তস্মিন্‌ শূন্যাগারমচেতনম্‌।
পঞ্চভূতাবশেষত্বাৎ পঞ্চত্বং গতমুচ্যতে॥ ৩২
অচেতনং ক্রিয়াবচ্চ মনশ্চেতয়িতা পরঃ।
যুক্তস্য মনসা তস্য নির্দ্দিশ্যন্তে বিভোঃ ক্রিয়াঃ॥
চেতনাবান্‌ যতশ্চাত্মা ততঃ কর্ত্তা নিরুচ্যতে।

ব্যক্ত। যাহা ব্যক্ত, তাহা ঐন্দ্রিয়ক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যাহা অব্যক্ত, তাহা অতীন্দ্রিয়, কেবল লিঙ্গ দ্বারা অনুভূত হয়। ২৯। তন্মাত্র-সংজ্ঞক আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, মহৎসংজ্ঞক-বুদ্ধি, মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞক অব্যক্ত এবং অহঙ্কার এই আটটীকে ভূত-প্রকৃতি বা ভূতগণের কারণ বলে। আর পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং পৃথিব্যাদি পঞ্চ স্থূল ভূত এই ষোলটীর নাম বিকার। অব্যক্ত অর্থাৎ মূল-প্রকৃতি ভিন্ন আর সমস্তকেই ক্ষেত্র কহে। আর অব্যক্তকে ঋষিরা এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ কহেন। ৩০। অব্যক্ত হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, মন ও ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হয়। অনন্তর সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ পুরুষ জাত ও অভ্যুদিত হইয়া থাকে। পুরুষ প্রলয়কালে বুদ্ধি প্রভৃতি ভোগসাধন প্রিয় দ্রব্যসমূহ হইতে বিচ্যুত হয়। অনন্তর অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ভাব ও ব্যক্ত চক্রবৎ ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপ রজ-স্তমঃ-পরায়ণ অহংজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাই জন্ম ও মৃত্যু পুনঃপুনঃ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সাত্ত্বিকেরা মুক্ত হইয়া থাকেন। ৩১। উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, জীবন, মনের ইতস্ততঃ গতি এবং এক ইন্দ্রিয় হইতে অন্য ইন্দ্রিয়ে সঞ্চরণ [যে ইন্দ্রিয়ে যখন মনঃসংযোগ হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়েরই কাজ হয়], মনের প্রেরণ ও ধারণ, স্বপ্নাবস্থায় দেশান্তরগমন, পঞ্চভূতের তত্ত্বগ্রহণ [চক্রপাণি বলেন 'মরণ জ্ঞান'], দক্ষিণ চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর বামচক্ষু-দ্বারা এবং বামচক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর দক্ষিণ চক্ষু-দ্বারা জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি ও অহঙ্কার, জীবৎ-কালেই এই সকল লক্ষণ দেখা যায়, মৃত-ব্যক্তির ঐ সকল লক্ষণ থাকে না। এই জন্য মহর্ষিরা এই সকল চিহ্নকে আত্মার জ্ঞাপক কহিয়াছেন। সেই আত্মা গত হইলে শরীর শূন্যাগারের ন্যায় দৃষ্ট ও অচেতন হয়। তখন শরীর পঞ্চভূত মাত্রে অবশিষ্ট থাকে বলিয়া লোকে ইহাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত কহে। ৩২। মন স্বয়ং অচেতন, আত্মা ইহার চেতয়িতা, আত্মা-

যথা যোনাত্মনঃ সর্ব্বং মনঃ সর্ব্বাসু যোনিষু।
প্রাণৈস্তন্নয়তে প্রাণী ন হ্যন্যোহস্য তন্নকঃ ॥৩৪
বশী তৎ কুরুতে কর্ম্ম যৎ কৃত্বা ফলমশ্নুতে।
বশী চেতঃ সমাধত্তে বশী সর্ব্বং নিরস্যতি ॥ ৩৫
দেহী সর্ব্বগতো হ্যাত্মা স্বে স্বে সংস্পর্শনেন্দ্রিয়ে
সর্ব্বাঃ সর্ব্বাশ্রয়স্থাস্তু নাত্মাতো বেত্তি বেদনা ॥৩৬

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যেহেতু আত্মা চেতনাবান্, অতএব আত্মাই এস্থলে কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হয়। মন অচেতন বলিয়া ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইলেও কর্ত্তা নামে বাচ্য হয় না। ৩৩। আত্মাই স্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন হইয়া আত্মাকে নর গো-কীটাদি সর্ব্বযোনিতে প্রেরণ করে। যাঁহাদের মতে ঈশ্বর নাই, তাঁহাদের মতে আত্মা ভিন্ন কে আর আত্মাকে পর-যোনিতে প্রেরণ করিবে? আর যাঁহাদের মতে ঈশ্বর আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের ক্রিয়াকারিত্ব স্বীকার না করিয়া কর্ম্মফলই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই কর্ম্মফলেই আত্মা আত্মাকে সর্ব্বযোনিতে প্রেরণ করেন বলিতে হইবে। আত্মা অনিচ্ছা করিলেও কর্ম্মই ইহাকে অনিষ্ট যোনিতে গমন করায়। অতএব প্রাণী আপনার আত্মা দ্বারাই আপনার আত্মাকে প্রাণের সহিত সর্ব্বযোনিতে যোজনা করায়।৩৪। স্বেচ্ছাধীনপ্রবৃত্তি আত্মা শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া শুভাশুভ ফল ভোগ করে। ইহা স্বেচ্ছাধীন-প্রবৃত্তি হইয়াই যোগ অবলম্বন করে এবং স্বেচ্ছাধীনপ্রবৃত্তি হইয়াই মোক্ষলাভার্থ কর্ম্ম ত্যাগ করে। ৩৫। দেহী আত্মা সর্ব্বগত হইলেও স্পর্শযুক্ত শরীরেই সুখ-দুঃখ অনুভব [illegible]

মহাংশ্চ [illegible] বিভুঃ [illegible] [illegible]।
নিত্যানুবদ্ধং মনসা দেহকর্ম্মানুপাতিনা।
সর্ব্বযোনিগতং বিদ্যাদেকযোনাবপি স্থিতম্ ॥৩৭
আদির্নাস্ত্যাত্মনঃ ক্ষেত্রপারম্পর্য্যমনাদিকম্।
অতস্তয়োরনাদিত্বাৎ কিং পূর্ব্বমিতি নোচ্যতে ॥
জ্ঞঃ সাক্ষীত্যুচ্যতে নাজ্ঞঃ সাক্ষী হ্যাত্মা
হ্যতঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্বভাবা হি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্ম-
সাক্ষিকাঃ ॥ ৩৯
নৈকঃ কদাচিদ্ভূতাত্মা লক্ষণৈরুপলভ্যতে।
বিশেষোহনুপলভ্যস্য তস্য নৈকস্য বিদ্যতে ॥
সংযোগঃ পুরুষস্যেষ্টো বিশেষো বেদনাকৃতঃ।
বেদনা যত্র নিয়তা বিশেষস্তত্র তৎকৃতঃ ॥ ৪০

যেহেতু ইনি সর্ব্বগত, অতএব ইনি মহান্, সুতরাং ইনি বিভু। ইনি, যোগবলে, প্রাচীরাদি দ্বারা ব্যবহিত বস্তুও দেখিতে পান আবার কর্ম্ম দেহের অনুবর্ত্তী, উহা দেহান্তরেও আত্মার অনুগমন করে এবং মন উহাতে নিত্যসম্বদ্ধ। মনের সহিত নিত্যানুবদ্ধ হওয়াতে, আত্মা ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে গমন করিলেও উঁহাকে এক যোনিতে অবস্থিতের ন্যায় জানিবে। সেই জন্য উঁহার সর্ব্বদর্শনে ব্যাঘাত হয়। ৩৭। আত্মার আদি নাই, এবং ক্ষেত্রপরম্পরাও অনাদি। যখন উভয়েই অনাদি, তখন কে আগে, কে পরে, তাহা বলা যাইতে পারে না। ৩৮। জ্ঞ হইলেই তাঁহাকে সাক্ষী বলে। অজ্ঞকে সাক্ষী বলে না। এইজন্য আত্মাকে সাক্ষী কহিয়া থাকে। ভূতদিগের সমস্তভাবে সাক্ষীই [illegible] । ৩৯ । [illegible]

চিকিৎসন্তি ভিষক্ সর্ব্বাস্ত্রিকালা বেদনা ইতি।
যয়া যুক্ত্যা বদন্ত্যেকে সা যুক্তিরুপধার্য্যতাম্॥
পুনস্তচ্ছিরসঃ শূলং জ্বরঃ স পুনরাগতঃ।
পুনঃ স কাসো বলবাংশ্ছর্দ্দিস্তৎ পুনরাগতঃ॥
এভিঃ প্রসিদ্ধৈর্বচনৈরতীতাগমনং মতম্।
কালশ্চায়মতীতানামর্ত্তীনাং পুনরাগতঃ॥
তমার্ত্তিকালমুদ্দিশ্য ভেষজং যৎ প্রযুজ্যতে।
অতীতানাং প্রশমনং বেদনানাং তদুচ্যতে॥৪১
আপস্তাঃ পুনরাগত্যা যাভিঃ শস্যং পুরা হতম্।
যথা প্রক্রিয়তে সেতুঃ প্রতিকর্ম্ম তথাশ্রয়েৎ॥
পূর্ব্বরূপং বিকারাণাং দৃষ্ট্বা প্রাদুর্ভবিষ্যতাম্।
যা ক্রিয়া ক্রিয়তে সা চ বেদনাং হন্ত্যনাগতাম্
পারম্পর্য্যানুবন্ধস্ত দুঃখানাং বিনিবর্ত্ততে।

সুখহেতূপচারেণ সুখঞ্চাপি প্রবর্ত্ততে॥
ন সমা যান্তি বৈষম্যং বিষমাঃ সমতাং ন চ।
হেতুভিঃ সদৃশা নিত্যং জায়ন্তে দেহধাতবঃ॥
যুক্তিমেতাং পুরস্কৃত্য ত্রিকালাং বেদনাং ভিষক্
হন্তীত্যুক্তা চিকিৎসা সা নৈষ্ঠিকী যা

বিনোপধা॥৪৩
উপধা হি পরো হেতুর্দুঃখদুঃখাশ্রয়প্রদঃ।
ত্যাগঃ সর্ব্বোপধানাঞ্চ সর্ব্বদুঃখব্যপোহকঃ॥
কোষকারো যথা হ্যংশূনুপাদত্তে বধপ্রদান্।
উপাদত্তে তথার্থেভ্যস্তৃষ্ণামজ্ঞঃ সদাতুরঃ॥
যস্ত্বগ্নিকল্পানর্থান্ জ্ঞো জ্ঞাত্বা তেভ্যো নিবর্ত্ততে
অনারম্ভাদসংযোগাৎ তং দুঃখং

নোপতিষ্ঠতে॥৪৪
ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রংশঃ সম্প্রাপ্তিঃ কালকর্ম্মণাম্।
অসাত্ম্যার্থাগমশ্চেতি জ্ঞাতব্যা দুঃখহেতবঃ॥

রূত বিশেষও সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়। ৪০। ভিষক্ ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন প্রকার রোগই চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যে যুক্তি অনুসারে এক সম্প্রদায় লোকে এই কথা বলেন, সেই যুক্তির ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। শিরঃশূল, জ্বর, কাস ও বমি; এ সকল উপদ্রব রোগীর সর্ব্বদা থাকে না। কখন তিরোহিত হয়, কখন আগমন করে। যখন আগমন করে, তখন লোকে বলিয়া থাকে যে, সেই শিরঃশূল, সেই জ্বর, সেই কাস, সেই বমি পুনর্ব্বার দেখা গিয়াছে। তখন চিকিৎসক ব্যাধির সেই কাল উদ্দেশ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অতীত রোগেরই চিকিৎসা করা হয়। ৪১। পূর্ব্বে যে সকল জল দ্বারা শস্য নষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল জল পুনর্ব্বার আসিয়া অনিষ্ট করিবে; এইরূপ ভাবিয়াই সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে। সেইরূপে পূর্ব্বরূপ দেখিয়া প্রাদুর্ভাবী রোগদিগের প্রতিবিধানার্থ যে ক্রিয়া করা হয়, তাহাকেই অনাগত বা ভবিষ্যৎ রোগের চিকিৎসা বলা হয়। [সূত্রস্থান ১৬ অধ্যায়

পারম্পর্য্যানুবন্ধ (রোগ হইতে রোগান্তরের ক্রমিক উৎপত্তি) নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং আরোগ্য প্রবর্ত্তিত হয়। অথচ সমধাতু সকল বৈষম্য প্রাপ্ত হয় না এবং বিষম ধাতু সকলও সমতা প্রাপ্ত হয় না দেহধাতু সকল সর্ব্বদাই হেতুর সদৃশ হয়। অর্থাৎ সমহেতু বশতঃ সম ও বিষমহেতু বশতঃ বিষম হইয়া থাকে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই চিকিৎসক ত্রৈকালিক বেদনার উপশম করেন। ৪৩। সেই চিকিৎসাই সকলরোগনাশিনী, যাহাতে অর্থ লোভাদি উপাধি নাই। উপাধিই দুঃখের মূল কারণ। আর উপাধিপরিত্যাগই মোক্ষ সাধক। যেমন কোষকার (গুটীপোকা) আপনার সূত্রে আপনি বদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, অজ্ঞ ব্যক্তিও সেইরূপ আপনার লোভে আপনি নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি অর্থসমূহকে অগ্নি তুল্য মনে করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সে রাগ দ্বেষপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম আরম্ভ করে না, সুতরাং দুঃখের সহিত তাহার সংযোগ না হওয়াতে

বিষমাভিনিবেশো যো নিত্যানিত্যে হিতাহিতে ;
জ্ঞেয়ঃ স বুদ্ধিবিভ্রংশঃ সমং বুদ্ধির্হি পশ্যতি ॥
বিষয়প্রবণং চিত্তং ধৃতিভ্রংশান্ন শক্যতে ।
নিয়ন্তুমহিতাদর্থাদ্ধৃতির্হি নিয়মাত্মিকা ॥
তত্ত্বজ্ঞানে স্মৃতির্যস্য রজোমোহাবৃতাত্মনঃ ।
ভ্রশ্যতে স স্মৃতিভ্রংশঃ স্মর্ত্তব্যং হি স্মৃতৌ
স্থিতম্ ॥ ৪৫

ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ কুরুতে শুভম্ ।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপনম্ ॥
উদীরণং গতিমতামুদীর্ণানাঞ্চ নিগ্রহঃ ।
সেবনং সাহসানাঞ্চ নারীণাঞ্চাতিসেবনম্ ॥
কর্ম্মকালাতিপাতশ্চ মিথ্যারম্ভশ্চ কর্ম্মণাম্ ।
বিনয়াচারলোপশ্চ পূজ্যানাঞ্চাভিধর্ষণম্ ॥
জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থানামহিতানাং নিষেবণম্ ।
পরমৌন্মাদিকানাঞ্চ প্রত্যয়ানাং নিষেবণম্ ।
অকালাদেশসঞ্চারৌ মৈত্রী সংক্লিষ্টকর্ম্মভিঃ ।
ইন্দ্রিয়োপক্রমোক্তস্য সদ্বৃত্তস্য চ বর্জ্জনম্ ॥
ঈর্ষ্যামানমদক্রোধলোভমোহমদভ্রমাঃ ।
তজ্জং বা কর্ম্ম যৎ ক্লিষ্টং ক্লিষ্টং যদ্দেহকর্ম্ম চ ॥
যচ্চান্যদীদৃশং কর্ম্ম রজোমোহসমুত্থিতম্ ।
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ব্রুবতে ব্যাধিকারিণম্ ॥
বুদ্ধ্যা বিষমবিজ্ঞানং বিষমঞ্চ প্রবর্ত্তনম্ ।
প্রজ্ঞাপরাধং জানীয়ান্মনসো গোচরং
হি তৎ ॥ ৪৬

নির্দ্দিষ্টা কালসম্প্রাপ্তির্ব্যাধীনাং হেতুসংগ্রহে ।
চয়প্রকোপপ্রশমাঃ পিত্তাদীনাং যথা পুরা ॥
মিথ্যাতিহীনলিঙ্গাশ্চ বর্ষান্তা রোগহেতবঃ ।
জীর্ণভুক্তপ্রজীর্ণান্ন-কালাকালস্থিতিশ্চ যা ॥
পূর্ব্বমধ্যাপরাহ্লাশ্চ রাত্র্যা যামাস্ত্রয়শ্চ যে ।
যেষু কালেষু নিয়তা যে রোগাস্তে চ কালজাঃ
অন্যেদ্যুষ্কো দ্ব্যহগ্রাহী তৃতীয়কচতুর্থকৌ ।

সকল দুঃখের হেতু জানিবে। নিত্যানিত্য ও হিতাহিত বিষয়ে বিষমভাবে অভিনিবেশ করাকে বুদ্ধিভ্রংশ বলে। সদ্বুদ্ধি সমভাবেই অভিনিবেশ করে। ধৃতিভ্রংশ হইলে বিষয়-প্রবণ চিত্ত কিছুতেই আপনাকে বিষয় হইতে নিয়মিত করিতে পারে না। কারণ ধৃতির অর্থই নিয়ম। যে রজোমোহাবৃত ব্যক্তির স্মৃতিতত্ত্বজ্ঞান বিস্মৃতি হয়, তাহাকেই স্মৃতি-ভ্রংশ কহে। তত্ত্বজ্ঞানই স্মৃতির একমাত্র স্মর্ত্তব্য বিষয়। ৪৫। ধী, ধৃতি ও স্মৃতি হইতে বিভ্রষ্ট ব্যক্তি যে অশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাকেই প্রজ্ঞাপরাধ বা বুদ্ধির দোষ বলা যায়। ইহা সর্ব্বদোষ প্রকুপিত করিয়া থাকে। অসময়ে বেগ প্রদান, বেগ ধারণ, অতিচেষ্টিত কর্ম্ম, অতিশয় নারীসেবন, কর্ম্ম-

দ্বারা মৈত্রীকরণ, ইন্দ্রিয়োপযুক্ত সদ্বৃত্তির পরি-বর্জ্জন ; ঈর্ষ্যা, মান, মদ, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও ভ্রম এবং তজ্জনিত নিন্দিত কর্ম্ম ও নিন্দিত দৈহিক কর্ম্ম অথবা রজোমোহ জন্য ঈদৃশ অন্যান্য কর্ম্ম ; এই সকলকে প্রজ্ঞাপ-রাধ বলে। ইহা ব্যাধির কারণ। বুদ্ধি দ্বারা বিষমভাবে দ্রব্যজ্ঞান ও বিষমভাবে প্রবৃত্ত হওয়ার নামই প্রজ্ঞাপরাধ। এই প্রজ্ঞাপরাধকে মনের গোচর বলিয়া জানিবে। ৪৬। কিয়ন্তঃশিরসীয় অধ্যায়ে ব্যাধিদিগের কালসম্প্রাপ্তি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ যে যে কালে পিত্ত প্রভৃতি দোষের চয়, প্রকোপ ও প্রশম হয়, তাহা বলা হইয়াছে। আর শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতুর মিথ্যাযোগ, অতি-যোগ ও হীনযোগ বশতঃ যে রোগ হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে অপরাহ্ণে এবং রাত্রিশেষে বাতপ্রকোপ হয় ;

স্বে স্বে কালে প্রবর্ত্তন্তে কালে হ্যেষাং বলাগমঃ ॥
এতে চান্যে চ যে কেচিৎ কালজা বিবিধা গদাঃ।
অনাগতে চিকিৎস্যাস্তে বলকালৌ বিজানতা ॥ ৪৭
কালস্য পরিণামেন জরামৃত্যুনিমিত্তজাঃ।
রোগাঃ স্বাভাবিকা দৃষ্টাঃ স্বভাবো নিষ্প্রতিক্রিয়ঃ।
নির্দ্দিষ্টং দৈবশব্দেন কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদেহিকম্
হেতুস্তদপি কালেন রোগাণামুপলভ্যতে ॥ ৪৮
ন হি কর্ম্ম মহৎ কিঞ্চিৎ ফলং যস্য ন ভুজ্যতে
ক্রিয়াঘ্নাঃ কর্ম্মজা রোগাঃ প্রশমং যান্তি তৎক্ষয়াৎ ॥ ৪৯
অত্যুগ্রশব্দশ্রবণাৎ শ্রবণাৎ সর্ব্বশো ন চ।
শব্দানাঞ্চাতিহীনানাং ভবন্তি শ্রবণাজ্জড়াঃ ॥
পরুষোদ্ভীষণাশস্তাপ্রিয়ব্যসনসূচকৈঃ।
শব্দৈঃ শ্রবণসংযোগো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে

অসংস্পর্শোঽতিসংস্পর্শো হীনসংস্পর্শ এব চ।
স্পৃশ্যানাং সংগ্রহেণোক্তঃ স্পর্শনেন্দ্রিয়বাধকঃ।
যো ভূতবিষবাতানামকালেনাগতশ্চ যঃ।
স্নেহশীতোষ্ণসংস্পর্শো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে
রূপাণাং ভাস্বতাং দৃষ্টির্বিনশ্যতি চ দর্শনাৎ।
দর্শনাচ্চাতিসূক্ষ্মাণাং সর্ব্বশশ্চাপ্যদর্শনাৎ।
দ্বিষ্টভৈরববীভৎসদূরাতিক্লিষ্টদর্শনাৎ।
তামস নাঞ্চ রূপাণাং মিথ্যাসংযোগ উচ্যতে ॥
অত্যাদানমনাদানমোকসাত্ম্যাদিভিশ্চ যৎ।
রসানাং বিষমাদানমল্পাদানঞ্চ দূষণম্ ॥
অতিমৃদ্বতিতীক্ষ্ণানাং গন্ধানামুপসেবনম্।
অসেবনং সর্ব্বশশ্চ ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিনাশনম্ ॥
পূতিভূতবিষদ্বিষ্টা গন্ধা যে চাপ্যনার্ত্তবাঃ।
তৈর্গন্ধৈর্ঘ্রাণসংযোগো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে
ইত্যসাত্ম্যার্থসংযোগস্ত্রিবিধো দোষকোপনঃ।

রোগ বলা যায়। অন্যেদ্যুষ্ক, দ্ব্যাহিক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বর স্ব স্ব কালে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সকল ও অন্যান্য যে সকল কালজ রোগ আছে, তাহারা আগত হইবার পূর্ব্বেই বলকাল বিচারপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। ৪৭। জরা ও মৃত্যুর যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল কারণ হইতে কালের পরিণামে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে স্বাভাবিক রোগ কহে। তাহাদের প্রতিকার অসাধ্য। আর পূর্ব্বজন্মের যে কর্ম্ম দৈবশব্দে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই দৈবও কালে রোগীদিগের কারণ বলিয়া উপলব্ধ হয়। ৪৮। প্রায়শ্চিত্তযোগ্য এমন কোন কর্ম্ম নাই, যাহার ফলভোগ না করিতে হয়। এই সকল কর্ম্মজ রোগ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা ক্রিয়ার ক্ষয় হইলে উপশমিত হয়। ৪৯। অত্যুগ্র শব্দ শ্রবণ বা এককালে শব্দ না

বিপদ্‌সূচক শব্দ শ্রবণগোচর হইলে শ্রবণের মিথ্যাযোগ ঘটিয়া থাকে। অসংস্পর্শ, অতিসংস্পর্শ ও হীনসংস্পর্শে স্পর্শেন্দ্রিয়ের বাধা হইয়া থাকে। ভূতসংস্পর্শ, বিষসংস্পর্শ, বাত্যাসংস্পর্শ এবং অকালে আগত স্নেহশীতোষ্ণসংস্পর্শ ইহাদিগকে মিথ্যাযোগ কহিয়া থাকে। ভাস্বর বস্তুর দর্শন, এবং কোন বস্তুর দর্শন, অতি সূক্ষ্ম বস্তুর দর্শন এবং কোন বস্তুর দর্শন না করিলে (অর্থাৎ চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিলে) দৃষ্টিনাশ হয়। দ্বিষ্টবস্তু এবং ভয়ঙ্কর ও বীভৎস বস্তু দর্শন করিলে অথবা দূর হইতে অতি ক্লেশে দর্শন করিলে [illegible] তামসরূপ সমুদায় সর্ব্বদা দর্শন করিলে দৃষ্টির মিথ্যাসংযোগ হয়। অভ্যাসবশে রসবিশেষের অতিগ্রহণ বা না গ্রহণ বা বিষমভাবে গ্রহণ বা অল্প গ্রহণ রসনেন্দ্রিয়ের দূষণ হইয়া থাকে। অতিমৃদু বা অতিতীক্ষ্ণ গন্ধসমূহের সেবন বা গন্ধের একবারেই না সেবন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিনাশ-সাধক হয়। আর দুর্গন্ধ, বিষদূষিত, বিদ্বিষ্ট ও অকালসম্ভূত গন্ধ ইহাদের সহিত

...নানাং স বজ্ঞেয়ো ব্যাধিরৈন্দ্রিয়কো বুধৈঃ
...নামশাতানামিত্যেতে হেতবঃ স্মৃতাঃ।
...তুর্ণতম্বেকঃ সমযোগঃ সুদুর্লভঃ ॥ ৫১
নেন্দ্রিয়াণি ন চৈবার্থাঃ সুখদুঃখস্য হেতবঃ।
হেতুস্তু সুখদুঃখস্য যোগো দৃষ্টশ্চতুর্বিধঃ ॥
...তীন্দ্রিয়াণি সন্ত্যর্থা যোগো ন চ ন চাস্তি রুক্
ন সুখং কারণং তস্মাদ্‌যোগ এব চতুর্বিধঃ ॥ ৫২
নাত্মেন্দ্রিয়ং মনোবুদ্ধিগোচরং কর্ম্ম বা বিনা।
সুখদুঃখং যথা যচ্চ বোদ্ধব্যং তৎ তথোচ্যতে॥৫৩
স্পর্শনেন্দ্রিয়সংস্পর্শঃ স্পর্শো মানস এব চ।
দ্বিবিধা সুখদুঃখানাং বেদনানাং প্রবর্ত্তকঃ ॥ ৫৪
ইচ্ছাদ্বেষাত্মিকা তৃষ্ণা সুখদুঃখাৎ প্রবর্ত্ততে।

স্পৃশ্যতে নানুপাদানো নাস্পৃষ্টো বেত্তি ...
বেদনাঃ ॥ ৫৫
বেদনানামধিষ্ঠানং মনো দেহশ্চ সেন্দ্রিয়ঃ।
কেশলোমনখাগ্রান্নমলদ্রবগুণৈর্বিনা ॥ ৫৬
যোগে মোক্ষে চ সর্ব্বাসাং বেদনানামবর্ত্তনম্।
মোক্ষো নিবৃত্তির্নিঃশেষো যোগো মোক্ষপ্রবর্ত্তক
আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ত্ততে।
সুখদুঃখমনারম্ভাদাত্মস্থে মনসি স্থিতে ॥
নিবর্ত্ততে তদুভয়ং বশিত্বঞ্চোপজায়তে।
সশরীরস্য যোগজ্ঞাস্তং যোগমৃষয়ো বিদুঃ ॥ ৫৭
আবেশশ্চেতসো জ্ঞানমর্থানাং ছন্দতঃ ক্রিয়া।
দৃষ্টিঃ শ্রোত্রং স্মৃতিঃ কান্তিরিষ্টতশ্চাপ্যদর্শনম্ ॥
ইত্যষ্টবিধমাখ্যাতং যোগিনাং বলমৈশ্বরম্।
শুদ্ধসত্ত্বসমাধানাৎ তৎ সর্ব্বমুপজায়তে ॥ ৫৮

কোপন হয়। যাহা আত্মার সহিত না মিলে অর্থাৎ যাহাতে আত্মার অস্বাস্থ্য বোধ হয়, তাহারই নাম অসাত্ম্য। ৫০। শব্দাদির মিথ্যাযোগ, অতিযোগ ও হীনযোগ হইতে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহার নাম পণ্ডিতেরা ঐন্দ্রিয়ক বলিয়া জানিবেন। ইহারাই বেদনা-সমূহের কারণ। আর ঐ সকলের সমযোগই সুখের হেতু, কিন্তু তাহা দুর্লভ। ৫১। না ইন্দ্রিয় সকল, না অর্থ সকল সুখ-দুঃখের হেতু। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধযোগই সুখদুঃখের হেতু। ইন্দ্রিয়সমূহও আছে, অর্থসমূহও আছে; কিন্তু যদি যোগ নাই, তবে বেদনাও নাই এবং সুখও নাই। ৫২। সুখ-দুঃখ আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গোচর বটে, কিন্তু ... কর্ম্ম বিনা হয় না। কর্ম্মবলে আত্মা, ..., মন ও বুদ্ধির সহিত অর্থের যোগ ... যথাযথরূপ সুখ বা দুঃখের উৎপত্তি হয়। ...। স্পর্শেন্দ্রিয়সংস্পর্শ ও মানসসংস্পর্শ ... ব্যাপার সুখদুঃখজ্ঞানের প্রব- ... তন্মধ্যে ... ...

হয় তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়; আবার তৃষ্ণাও সুখ-দুঃখের কারণ বলিয়া অভিহিত হয়। কারণ তৃষ্ণাই বেদনার (বোধের) আশ্রয়ভূত ভাব সমূহের উপাদান স্বরূপ। যাহার উপাদান নাই, তাহার স্পর্শ সম্ভবে না। আবার স্পর্শ না হইলে বেদনা সম্ভবে না। ৫৫। মন এবং ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ বেদনাদিগের অধিষ্ঠান। অনি-ন্দ্রিয় কেশ, লোম, নখ, মল, মূত্র ও শরীরগত শব্দাদি গুণ সকল বেদনাদিগের অধিষ্ঠান নহে। ৫৬। যোগ ও মোক্ষাবস্থায় কোন প্রকার বেদনারই উৎপত্তি হয় না। মোক্ষে নিঃশেষরূপে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। আর যোগ হইতে মোক্ষ হয়। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও অর্থসমূহের সংযোগেই সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। মন নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মাতে অবস্থিত হইলে, সুখ দুঃখের নিবৃত্তি হয়। তখন বশিত্ব জন্মিয়া থাকে। যোগজ্ঞ ঋষিগণ শরীরী-দিগের সেই ...

মোক্ষো রজস্তমোহভাবাদ্বলবৎকর্ম্মসঙ্ক্ষয়াৎ।
বিয়োগঃ কর্ম্মসংযোগৈরপুনর্ভাব উচ্যতে ॥ ৫৭
সতামুপাসনং সম্যগসতাং পরিবর্জ্জনম্।
ব্রতচর্য্যোপবাসশ্চ নিয়মাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ ॥
ধারণং ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং বিজ্ঞানং বিজনে রতিঃ।
বিষয়েষ্বরতির্মোক্ষে ব্যবসায়ঃ পরা ধৃতিঃ ॥
কর্ম্মণামসমারম্ভঃ কৃতানাঞ্চ পরিক্ষয়ঃ।
নৈষ্ক্রম্যমনহঙ্কারঃ সংযোগে ভয়দর্শনম্ ॥
মনোবুদ্ধিসমাধানমর্থতত্ত্বপরীক্ষণম্।
তত্ত্বং স্মৃতেরুপস্থানাঃ সর্ব্বমেতৎ প্রবর্ত্ততে ॥
স্মৃতিঃ সৎসেবনাদ্যৈশ্চ ধৃত্যান্তৈরুপলভ্যতে।
স্মৃত্বা স্বভাবং ভাবানাং স্মরন্ দুঃখাৎ
প্রমুচ্যতে ॥ ৬০
বক্ষ্যন্তে কারণান্যষ্টৌ স্মৃতির্যৈরুপজায়তে।
নিমিত্তরূপগ্রহণাৎ সাদৃশ্যাৎ সবিপর্য্যয়াৎ ॥
সত্ত্বানুবন্ধাদভ্যাসাজ্জ্ঞানযোগাৎ পুনঃশ্রুতাৎ
দৃষ্টশ্রুতানুভূতানাং স্মরণাৎ স্মৃতিরুচ্যতে ॥ ৬১
এতৎ তদেকময়নমুক্তৈর্মোক্ষস্য দর্শিতম্।
তত্ত্বস্মৃতিবলং যেন গতা ন পুনরাগতাঃ ॥
অয়নং পুনরাখ্যাতমেতদ্যোগস্য যোগিভিঃ।
সংখ্যাতধর্ম্মৈঃ সাংখ্যৈশ্চ মুক্তৈর্মোক্ষস্য
চায়নম্ ॥ ৬২
সর্ব্বং কারণবদ্দুঃখমস্বঞ্চানিত্যমেব চ।
ন চাত্মাকৃতকং তদ্ধি তত্র চোৎপদ্যতে স্বতা ॥
যাবন্নোৎপদ্যতে সত্যা বুদ্ধির্নৈতদহং যথা।
নৈতন্মম চ বিজ্ঞায় জ্ঞঃ সর্ব্বমতিবর্ত্ততে ॥ ৬৩
তস্মিংশ্চরমসন্ন্যাসে সমূলাঃ সর্ব্ববেদনাঃ।
সসংজ্ঞা জ্ঞানবিজ্ঞানা নিবৃত্তিং যান্ত্যশেষতঃ ॥৬৪
অতঃপরং ব্রহ্মভূতো ভূতাত্মা নোপলভ্যতে।
নিঃসৃতঃ সর্ব্বভাবেভ্যশ্চিহ্নং যস্য ন বিদ্যতে

অর্থসমূহের জ্ঞান, ইচ্ছানুসারে ক্রিয়া, দর্শন, শ্রবণ, স্মৃতি, কান্তি ও অন্তর্দ্ধান। ৫৮। রজঃ ও তমোগুণের অভাব হইয়া বলবৎ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই মোক্ষ হয়। ইহাই কর্ম্মের নিবৃত্তি এবং ইহাই অপুনর্ভাব। ৫৭। সাধুদিগের উপাসনা, অসৎদিগের পরিবর্জ্জন, ব্রহ্মচর্য্যা, উপবাস, বিবিধ প্রকার নিয়ম, ধর্ম্ম শাস্ত্রসমূহের ধারণা, বিজ্ঞান, নির্জ্জন-প্রিয়তা, বিষয়ে বিরাগ, মোক্ষে অধ্যবসায়, পরমা ধৃতি, কর্ম্মত্যাগ, কৃতকর্ম্মের ক্ষয়, গৃহাশ্রমত্যাগ, অহঙ্কার, বিষয়সংস্পর্শে ভয়, মন ও বুদ্ধির সমাধান, অর্থতত্ত্বপরীক্ষা এবং তত্ত্বজ্ঞান; এই সকল স্মৃতির উৎকর্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। 'সাধুদিগের উপাসনা' হইতে 'পরম ধৃতি' পর্য্যন্ত যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণ দ্বারাই স্মৃতির উৎকর্ষ উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ উহারাই স্মৃতির অব্যভিচারী লক্ষণ। স্মৃতি দ্বারা ভাবসমূহের স্বভাব স্মরণ করিয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৬০। যে আট প্রকার কারণ হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সেই স্বরূপনিরূপণ, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, সত্ত্বানুবন্ধ, অভ্যাস, জ্ঞানযোগ ও পুনঃশ্রবণ হইতে যে স্মরণ হয় তাহাকেই স্মৃতি কহিয়া থাকে। ৬১। জীবন্মুক্ত মহাত্মারা মোক্ষের এই একমাত্র পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তত্ত্ব ও স্মৃতিবল প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। আর বিখ্যাতধর্ম্মা জীবন্মুক্ত সাংখ্যযোগিগণ ইহাকেই যোগ ও মোক্ষের পথ কহিয়াছেন। ৬২। বুদ্ধি অহঙ্কার শরীর প্রভৃতি সমস্তই কারণবৎ ও দুঃখের হেতু, কিছুই নিজের নহে, সমস্তই অনিত্য। আত্মা উদাসীন, অতএব এ সকল আত্মার কৃত নহে। এই শরীরাদি বুদ্ধি আমার, এইরূপ মমতা হইয়া থাকে। যতক্ষণ সত্যবুদ্ধি উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ এই অহংবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় না। ইহা আমার নয়, এইরূপ জ্ঞান হইলেই সমস্ত অতিক্রম করা যায়। ৬৩। সেই চরম সন্ন্যাস উপস্থিত হইলে সমস্তবেদনা ও জ্ঞানবিজ্ঞান সমূলে নিরাকৃত হয়। ৬৪। অনন্তর পুরুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। তখন আর তাহার উপলব্ধি হয় না। তখন পুরুষ

গতিব্রহ্মবিদাং ব্রহ্ম তচ্চাক্ষরমলক্ষণম্‌।
জ্ঞানং ব্রহ্মবিদাঞ্চাত্র নাজ্ঞস্তজ্জ্ঞাতুমর্হতীতি ॥৬৫

তত্র শ্লোকঃ।

প্রশ্নাঃ পুরুষমাশ্রিত্য ত্রয়োবিংশতিরুত্তমাঃ।
কতিধাপুরুষীয়েঽস্মিন্‌ নির্ণীতাস্তত্ত্বদর্শিনা ॥ ৬৬

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
শারীরস্থানে কতিধাপুরুষীয়ং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অতুল্যগোত্রীয়ম্‌।

অথাতোঽতুল্যগোত্রীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

অতুল্যগোত্রস্য রজঃক্ষয়ান্তে
রহোবিসৃষ্টং মিথুনীকৃতস্য।
কিং স্যাচ্চতুষ্পাৎপ্রভবঞ্চ ষড়্‌ভ্যো
যৎস্ত্রীষু গর্ভত্বমুপৈতি পুংসঃ ॥ ২
শুক্রং তদস্য প্রবদন্তি ধীরা
যদ্ধীয়তে গর্ভসমুদ্ভবায়।
বায়্বগ্নিভূম্যব্‌গুণপাদবত্তং
ষড়্‌ভ্যো রসেভ্যঃ প্রভবশ্চ তস্য ॥ ৩
সম্পূর্ণদেহঃ সময়ে সুখঞ্চ
গর্ভঃ কথং কেন চ জায়তে স্ত্রী।
গর্ভং চিরাদ্বিন্দতি সপ্রজাপি
ভূত্বাথবা নশ্যতি কেন গর্ভঃ ॥ ৪
শুক্রাসৃগাত্মাশয়কালসম্পদ্‌-
যস্যোপচারশ্চ হিতৈস্তথার্থৈঃ।
গর্ভশ্চ কালে চ সুখী সুখঞ্চ
সঞ্জায়তে সম্পরিপূর্ণদেহঃ ॥ ৫
যোনিপ্রদোষান্মনসোঽভিতাপা-
চ্ছুক্রাসৃগাহারবিহারদোষাৎ।

ব্রহ্মবিদ্‌দিগের গতি; ইনি অক্ষর ও লক্ষণবিহীন। ইনি ব্রহ্মবিদ্‌দিগের জ্ঞানস্বরূপ। অজ্ঞেরা ইহাকে জানিবার যোগ্য নহে। ৬৫। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি আত্রেয় এই কতিধাপুরুষীয় শারীরাধ্যায়ে পুরুষ অবলম্বন করিয়া ত্রয়োবিংশতি প্রকার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। ৬৬

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অতুল্যগোত্রীয় শারীর ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্‌ আত্রেয় কহিলেন। স্ত্রীর সহিত তুল্যগোত্র পুরুষের সেই স্ত্রীতে গমন করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া অতুল্যগোত্রীয় পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে। ১। রজঃক্ষয়ের পর অর্থাৎ ঋতুপ্রবৃত্তির [illegible] যে শারীরিক দ্রব্য নির্জ্জনে স্ত্রীতে পরিত্যক্ত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হয়, তাহা ষড়্‌রসের উপযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে আকাশ পদার্থের অভাবই সম্ভব; অতএব তাহা চতুর্ভূতাত্মক কি না? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। ২। এই প্রশ্নের উত্তর যথা—পুরুষের ঐ দ্রব্যকে পুরুষের শুক্র কহিয়া থাকে। তাহা হইতেই গর্ভ উৎপন্ন হয়। উহা বায়ু-অগ্নি ভূমি ও জল গুণযুক্ত এবং ষড়্‌রস হইতেই উহার উৎপত্তি হয়। ৩। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, গর্ভ কিরূপ সময়ে পূর্ণদেহ হয়? কিরূপ হইলেই বা উহা সুখে উৎপন্ন হয়? অবন্ধ্যা স্ত্রীও কি জন্য বিলম্বে গর্ভ ধারণ করে? কোন কোন গর্ভ উৎপন্ন হইয়াই বা কেন নষ্ট হয়?। ৪। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে গর্ভের শুক্র, রক্ত, আত্মা, জরায়ু ও কাল উৎকৃষ্ট এবং হিতকর শুশ্রূষা সহকারে যে গর্ভের পালন করা হয়, সেই গর্ভ পূর্ণাবয়ব হইয়া [illegible]। যোনিদোষ, মনস্তাপ,

অকালযোগাবলসঙ্ক্ষয়াচ্চ
গর্ভং চিরাদ্বিন্দতি সপ্রজাপি ॥ ৬
অসৃঙ্ নিরুদ্ধং পবনেন নার্য্যা
গর্ভং ব্যবস্যন্ত্যবুধাঃ কদাচিৎ।
গর্ভস্য রূপং হি করোতি তস্যা-
স্তদাসৃগস্রাবি বিবর্দ্ধমানম্ ॥ ৭
তদগ্নিসূর্য্যশ্রমশোকরোগৈ-
রুষ্ণান্নপানৈরথবা প্রবৃত্তম্।
দৃষ্ট্বাসৃগেকেন চ গর্ভসংজ্ঞাঃ
কেচিন্নরা ভূতহৃতং বদন্তি ॥ ৮
ওজোঽশনানাং রজনীচরাণা-
মাহারহেতোর্ন শরীরমিষ্টম্।
গর্ভং হরেয়ুর্যদি তেন মাতু-
র্লব্ধাবকাশং ন হরেয়ুরোজঃ ॥ ৯
কন্যাং সুতং বা সহিতৌ পৃথগ্বা
সুতৌ সুতে বা তনয়ান্ বহূন্ বা।

অকাল, অযোগ, বলক্ষয় এই সকল কারণে অবন্ধ্যা স্ত্রীও বিলম্বে গর্ভ ধারণ করে। ৬। রক্তগুল্মাদি যোগে বায়ুকর্তৃক নারীর রক্ত রুদ্ধ হইলে অজ্ঞ লোকে কখন কখন গর্ভ হইয়াছে মনে করে। সেই রক্ত স্রাবাভাবে গর্ভের আকার ধারণ করিয়া বর্দ্ধমান হয়। ৭। সেই রক্ত কখন কখন অগ্নিতাপ, সূর্য্যতাপ, শ্রম, শোক, রোগ অথবা রুক্ষ অন্নপান হেতু নিঃসৃত হয়, তখন কোন কোন লোকে রক্ত দেখিয়া অথচ গর্ভ না দেখিতে পাইয়া কহে যে, গর্ভ ভূতে হরণ করিল। ৮। রাক্ষসেরা শরীরের মাংস খাইতে ভাল বাসে না, তাহারা হৃদয়ের ওজঃ পান করিতে ভাল বাসে। অতএব তাহারা মাতার গর্ভ ভক্ষণ করিবে কেন? তাহারা যদি মাতার শরীরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, তবে মাতার ওজঃ পান করে না কেন? ফলতঃ এরূপ বিশ্বাস মূর্খ-দেরই সম্ভব। ৯। অনন্তর প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি জন্য কন্যা বা পুত্র, কি জন্য যমজ কন্যা বা যমজ পুত্র, কি জন্য বা যমজ পুত্র কন্যা,

কস্মাৎ প্রসূতে সুচিরেণ গর্ভ-
মেকোঽভিবৃদ্ধিঞ্চ যমেঽভ্যুপৈতি ॥ ১০
রক্তেন কন্যামধিকেন পুত্রং
শুক্রেণ তেন দ্বিবিধীকৃতেন।
বীজেন কন্যাঞ্চ সুতঞ্চ সূতে
যথা স্ববীজান্যতরাধিকেন ॥ ১১
শুক্রাধিকং দ্বৈধমুপৈতি বীজং
যস্যাঃ সুতৌ সা সহিতৌ প্রসূতে।
রক্তাধিকং বা যদি ভেদমেতি
দ্বিধা সুতে সা সহিতে প্রসূতে ॥ ১২
ভিনত্তি যাবদ্বহুধা প্রপন্নঃ
শুক্রার্ত্তবং বায়ুরতিপ্রবৃদ্ধঃ।
তাবন্ত্যপত্যানি যথাবিভাগং
কর্ম্মাত্মকান্যস্ববশাৎ প্রসূতে ॥ ১৩
আহারমাপ্নোতি যদা ন গর্ভঃ
শোষং সমাপ্নোতি পরিস্রুতিং বা।
তং স্ত্রী প্রসূতে সুচিরেণ গর্ভং
পুষ্টো যদা বর্ষগণৈরপি স্যাৎ ॥ ১৪
কর্ম্মাত্মকত্বাদ্বিষমাংশভেদা-
চ্ছুক্রাসৃজং বৃদ্ধিমুপৈতি কুক্ষৌ।

কালে প্রসব এবং কিজন্যই বা যমদিগের মধ্যে একটী অপরটীর অপেক্ষা পুষ্ট হইয়া থাকে? ১০। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, রক্তাধিক্যে কন্যা, শুক্রাধিক্যে পুত্র এবং একভাগে রক্তের আধিক্য ও অপর ভাগে শুক্রের আধিক্য থাকিলে কন্যা ও পুত্র উভয়ই উৎপন্ন হয়। ১১। শুক্রাধিক বীজ দ্বিধা বিভক্ত হইলে যমজ পুত্র ও রক্তাধিক বীজ দ্বিধা বিভক্ত হইলে যমজ কন্যা হয়। ১২। বায়ু অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া শুক্রার্ত্তবকে বহুধা বিভক্ত করিলে কর্ম্মবশে বহু অপত্য জন্মিতে পারে। ১৩। গর্ভ আহার না পাইলে শুষ্ক হইয়া থাকে বা পরিস্রাবিত হয়। গর্ভ এইরূপে শুষ্ক হইলে, বহুবর্ষে পুষ্ট হইয়া থাকে এবং পরে প্রসূত হয়। এইজন্য কোন কোন গর্ভিণীর প্রসবে বহু বিলম্ব হইয়া থাকে। ১৪। কর্ম্মবশাৎ

কর্ম্মাদ্দ্বিরেতাঃ পবনেন্দ্রিয়ো যঃ
সংস্কারবাহী নরনারিষণ্ডঃ।
বক্রীতথের্ষ্যাভিরতিঃ কথং বা
সঞ্জায়তে বাতিকষণ্ডকো বা ॥ ১৬
বীজাৎ সমাংশাদুপতপ্তবীজাৎ
স্ত্রীপুংসলিঙ্গীভবতি দ্বিরেতাঃ।
শুক্রাশয়ং গর্ভগতস্য হত্বা
করোতি বায়ুঃ পবনেন্দ্রিয়ত্বম্ ॥ ১৭
শুক্রাশয়দ্বারবিঘট্টনেন
সংস্কারবাহং হি করোতি বায়ুঃ।
মন্দাল্পবীজাববলাবহর্ষৌ
ক্লীবৌ চ হেতুর্বিকৃতির্দ্বয়স্য ॥ ১৮
মাতুর্ব্যবায়প্রতিঘেন বক্রী
স্যাদ্বীজদৌর্ব্বল্যতয়া পিতুশ্চ।

বায়্বগ্নিদোষাদ্বৃষণৌ তু যস্য
নাশং গতৌ বাতিকষণ্ডকঃ সঃ
ইত্যেবমষ্টৌ বিকৃতিপ্রকারাঃ
কর্ম্মাত্মকানামুপলক্ষণীয়াঃ ॥ ২০
গর্ভস্য সদ্যোঽনুগতস্য কুক্ষৌ
স্ত্রীপুংনপুংসামুদরস্থিতানাম্।
কিং লক্ষণং কারণমিষ্যতে কিং
সরূপতাং যেন চ যাত্যপত্যম্ ॥ ২১
নিষ্ঠীবিকা গৌরবমঙ্গসাদ-
স্তন্দ্রাপ্রহর্ষৌ হৃদয়ব্যথা চ।
তৃপ্তিশ্চ বীজগ্রহণঞ্চ যোন্যা
গর্ভস্য সদ্যোঽনুগতস্য লিঙ্গম্ ॥ ২২
সব্যাঙ্গচেষ্টা পুরুষার্থিনী স্ত্রী
স্ত্রীস্বপ্নপানাশনশীলচেষ্টা।
সব্যাঙ্গগর্ভা ন চ বৃত্তগর্ভা
সব্যপ্রদুগ্ধা স্ত্রিয়মেব সূতে ॥ ২৩

হইলে উহার পুষ্ট অংশ দ্বারা গর্ভস্থ একটী সন্তান পুষ্ট ও ক্ষীণ অংশ দ্বারা অপরটী ক্ষীণ-কায় হইয়া থাকে। ১৫। অনন্তর প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি জন্য পবনেন্দ্রিয়, কি জন্য সংস্কারবাহী, কিজন্য নরষণ্ড ও কিজন্য নারীষণ্ড, কিজন্য নপুংসক, কিজন্য বক্রী, কিজন্য অত্যন্ত ঈর্ষ্যারতি ও কি জন্য বাতিকষণ্ড জন্মিয়া থাকে? ১৬। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, রক্ত ও বীজ সমাংশ হইলে অথচ বীজ উপতপ্ত হইলে তাহা হইতে স্ত্রী-পুংলিঙ্গহীন নপুংসক জন্মিয়া থাকে। বায়ু গর্ভের শুক্রাশয় নষ্ট করিয়া দিলে যে পুরুষের উৎপত্তি হয়, তাহাকে পবনেন্দ্রিয় কহে। ১৭। আর

পিতা মাতা ঈর্ষ্যাভিভূত ও মন্দহর্ষ থাকিলে তাহাদের সংযোগে ঈর্ষী পুত্র উৎপন্ন হয়। ১০। বায়ু ও অগ্নির দোষে যাহার বৃষণদ্বয় নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বাতিক ষণ্ড কহে। কর্ম্মদোষে এই আট প্রকার গর্ভবিকার হইয়া থাকে। ২০। অনন্তর প্রশ্ন হইতে পারে যে, কুক্ষিতে সদ্যোজাত গর্ভের লক্ষণ কিরূপে হইয়া থাকে? কিরূপে গর্ভের স্ত্রীপুরুষলক্ষণ বা নপুংসকলক্ষণ জানা যায় এবং কি জন্যই বা অপত্য ভিন্ন ভিন্ন সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়? ২১। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রথমতঃ যোনি

পুত্রং স্বতো লিঙ্গবিপর্য্যয়েণ
ব্যামিশ্রলিঙ্গা প্রকৃতিং তৃতীয়াম্।
গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃ স্ত্রিয়া যং
জন্তুং ব্রজেত্তৎসদৃশং প্রসূতে॥ ২৪
গর্ভস্য চত্বারি চতুর্ব্বিধানি
ভূতানি মাতাপিতৃসম্ভবানি।
আহারজান্যাত্মকৃতানি চৈব
সর্ব্বস্য সর্ব্বাণি ভবন্তি দেহে॥ ২৫
তেষাং বিশেষাদ্বলবন্তি যানি
ভবন্তি মাতাপিতৃকর্ম্মজানি।
তানি ব্যবস্যেৎ সদৃশত্বলিঙ্গং
সত্ত্বং যথানূকমপি ব্যবস্যেৎ॥ ২৬

কস্মাৎ প্রজাং স্ত্রীবিকৃতাং প্রসূতে
হীনাধিকাঙ্গীং বিকলেন্দ্রিয়াঞ্চ।
দেহাৎ কথং দেহমুপৈতি চান্য-
মাত্মা সদা কৈরনুবধ্যতে চ॥ ২৭
বীজাত্মকর্ম্মাশয়কালদোষৈ-
র্মাতুস্তথাহারবিহারদোষৈঃ।
কুর্ব্বন্তি দোষা বিবিধানি দুষ্টাঃ
সংস্থানবর্ণেন্দ্রিয়বৈকৃতানি॥ ২৮
বর্ষাসু কাষ্ঠাশ্মঘনাম্বুবেগা-
স্তরোঃ সরিৎস্রোতসি সংস্থিতস্য।
যথৈব কুর্য্যুর্বিকৃতিং তথৈব
গর্ভস্য কুক্ষৌ নিয়তস্য দোষাঃ॥ ২৯
ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ সুসূক্ষ্মৈ-
র্মনোজবো দেহমুপৈতি দেহাৎ।
কর্ম্মাত্মকত্বান্ন তু তস্য দৃশ্যং
দিব্যং বিনা দর্শনমস্তি রূপম্॥ ৩০

ন্যায় স্ত্রীর শয়ন, পান, ভোজন, শীল ও চেষ্টা সকল অতিশয় স্ত্রীসন্তানোচিত হইলে, স্ত্রীর বামপার্শ্বে গর্ভসঞ্চয় অধিক হইলে, গর্ভ বর্ত্তুল না হইলে এবং বামস্তনে প্রথম মুগ্ধসঞ্চার হইলে কন্যা সন্তান হয়। ["বামপার্শ্বে গর্ভ-সঞ্চয় অধিক হইল" এ স্থলে চক্রপাণি এইরূপ পাঠান্তর নির্দ্দেশ করেন, "যথা সর্ব্বাঙ্গগর্ভা" অর্থাৎ গর্ভ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বা পরিপুষ্ট হইলে]। ২৩। ইহার বিপরীত লক্ষণ হইলে পুত্র সন্তান হয়। মিশ্রিত লক্ষণ হইলে নপুংসক সন্তান হয়। বীজ-গ্রহণ-কালে স্ত্রীর মন যে জন্তুতে গমন করিবে, সন্তান সেই জন্তুর সদৃশ হইবে। [চক্রপাণি বলেন "যে জন্তুর ধ্যান করিবে.] ২৪।" আত্মা ও চতুর্ভূতের সম্মিলনে গর্ভ হয়। তন্মধ্যে গর্ভের শরীর মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন ও মাতার আহাররস হইতে পরিপুষ্ট হয়। এই শরীর রূপাদি সম্বন্ধে শুভাশুভ কর্ম্মকৃতও বটে। সাধারণতঃ সকলের দেহেই এই সকল হয়। ২৫। পিতা-মাতার সহিত সন্তানের সাদৃশ্যসম্বন্ধে সচরাচর ঐ চতুর্ভূতই কারণ। তন্মধ্যে যে গুলি অপেক্ষাকৃত বলবান্ তাহা সেই গুলি সাদৃশ্য [illegible]

কারণ]। ২৬। [illegible] এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি জন্য স্ত্রী বিকৃত সন্তান প্রসব করে? কি জন্য সন্তান হীনাঙ্গ বিকলাঙ্গ এবং বিকলেন্দ্রিয় হয়? আত্মা কিরূপে দেহ হইতে দেহান্তরে বিচরণ করে এবং কোন্ দ্রব্য তৎকালে আত্মার অনুগমন করে? ২৭। এই প্রশ্নের উত্তর যথা;—বীজদোষ, প্রাক্তন কর্ম্মের দোষ, গর্ভাশয় দোষ, কালদোষ, মাতার আহার-বিহার দোষ, এই সকল দোষে দোষ সকল কুপিত হইয়া গর্ভের আকৃতি, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি করে। ২৮। যেমন বর্ষা-কালে কাষ্ঠ, প্রস্তর, মেঘ ও জলের বেগ একত্র হইয়া নদীস্রোতঃস্থিত বৃক্ষের বিকৃতি সাধন করে, সেইরূপ দোষ সকল কুক্ষিস্থ গর্ভের বিকৃতি করে। ২৯। মন কর্ম্মবশে বেগ-বিশেষের বশীভূত হইয়া অণিমা-প্রাপ্ত চতুর্ভূতের সহিত ম্রিয়মাণ দেহ হইতে উৎপদ্য-মান দেহে গমন করে। তৎকালে দিব্যচক্ষু ব্যতিরেকে তাহা দর্শন সম্ভবে না। [মূলে [illegible] সুসূক্ষ্ম চক্র-

স সর্ব্বগঃ সর্ব্বশরীরভৃচ্চ
স বিশ্বকর্ম্মা স চ বিশ্বরূপঃ।
স চেতনা ধাতুরতীন্দ্রিয়শ্চ
স নিত্যযুক্ সানুশয়ঃ স এব ॥ ৩১
রসাত্মমাতাপিতৃসম্ভবানি
ভূতানি বিদ্যাদ্দশ ষট্ চ দেহে।
চত্বারি তত্রাত্মনি সংশ্রিতানি
স্থিতস্তথাত্মা চ চতুর্ষু তেষু ॥ ৩২
ভূতানি মাতাপিতৃসম্ভবানি
রজশ্চ শুক্রঞ্চ বদন্তি গর্ভে।
আপ্যায্যতে শুক্রমসৃক্ চ ভূতৈ-
র্যৈস্তানি ভূতানি রসোদ্ভবানি ॥ ৩৩
ভূতানি চত্বারি তু কর্ম্মজানি
যান্যাত্মলীনানি বিশন্তি গর্ভম্।
সবীজধর্ম্মা হ্যপরাপরাণি
দেহান্তরাণ্যাত্মনি যাতি যাতি ॥ ৩৪

রূপাদ্ধিরূপপ্রভবঃ প্রসিদ্ধঃ
কর্ম্মাত্মকানাং মনসো মনস্তঃ।
ভবন্তি যে ত্বাকৃতিবুদ্ধিভেদা
রজস্তমস্তত্র চ কর্ম্মহেতুঃ ॥ ৩৫
অতীন্দ্রিয়ৈস্তৈরতিসূক্ষ্মরূপৈ-
রাত্মা কদাচিন্ন বিযুক্তরূপঃ।
ন কর্ম্মণা নৈব মনোমতিভ্যাং
ন চাপ্যহঙ্কারবিকারদোষৈঃ ॥ ৩৬
রজস্তমোভ্যাস্তু মনোঽনুবন্ধং
জ্ঞানং বিনা তত্র হি সর্ব্বদোষাঃ।
গতিপ্রবৃত্ত্যোস্তু নিমিত্তমুক্তং
মনঃ সদোষং বলবচ্চ কর্ম্ম ॥ ৩৭
রোগাঃ কুতঃ সংশমনং কিমেষাং
হর্ষস্য শোকস্য চ কিং নিমিত্তম্।
শরীরসত্ত্বপ্রভবা বিকারাঃ
কথং ন শান্তাঃ পুনরাপতেয়ুঃ ॥ ৩৮
প্রজ্ঞাপরাধো বিষমাস্তদর্থা
হেতুস্তৃতীয়ঃ পরিণামকালঃ।

করে।" চক্রপাণি মনোজব শব্দে 'মনোগতি' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন]। ৩০। সে আতিবাহিক শরীরযুক্ত আত্মা সর্ব্বগামী, সর্ব্বশরীর ভরণ করিবার যোগ্য, বিশ্বকর্ম্মকরণক্ষম, বিশ্বরূপ। সেই আত্মাই চেতনাধাতু, অতীন্দ্রিয়, মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরের সহিত নিত্যযুক্ত এবং সুখাসুখ-ভোগ সম্পন্ন। ৩১। রস আত্মা, পিতা ও মাতা হইতে উৎপন্ন চতুর্ভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং দেহস্থ ছয় ধাতু; এই বিংশতি তত্ত্ব দেহে বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম চতুর্ভূত আত্মাতে আশ্রিত এবং আত্মা সেই সূক্ষ্ম চতুর্ভূতে আশ্রিত। অর্থাৎ আত্মা ও সূক্ষ্ম চতুর্ভূত পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। ৩২। গর্ভস্থ শুক্র ও রক্তকেই পিতৃমাতৃজনিত চতুর্ভূত বলা যায়। আবার যে সকল ভূত সেই শুক্ররক্তকে পোষণ করে, তাহারা আহাররস হইতে উৎপন্ন হয়। ৩৩। যে আত্মসংশ্রিত চতুর্ভূত গর্ভে প্রবেশ করে, তাহারা প্রাক্তন-কর্ম্মজ। সেই ভূতসমুদয় বীজস্বরূপ এবং পুনঃপুনঃ দেহ হইতে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেহান্তর গমন করে। ৩৪। বীজ স্বসদৃশ অঙ্কুরই উৎপাদন করে। অতএব গর্ভের রূপ সেই বীজের সদৃশই হয়। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রাক্তনকর্ম্মবশে মন হইতেই গর্ভের মন উৎপন্ন হয়। আকৃতিভেদ ও বুদ্ধিভেদ, কর্ম্মহেতু, রজঃ তমোগুণ হইতেই হয়। ৩৫। সেই অতীন্দ্রিয় অতিসূক্ষ্ম ভূতগণ হইতে আত্মা কখন বিযুক্ত হয় না। আর উহা কর্ম্ম, মন, মতি ও অহঙ্কার হইতেই বিযুক্ত হয় না। ৩৬। রজঃ তমোগুণের সহিত মনের নিত্য সম্বন্ধ আছে। সেই জন্য জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহাতে সর্ব্বদোষই ঘটিয়া থাকে। সদোষ মন ও বলবৎ কর্ম্মই গতি ও প্রবৃত্তির নিমিত্ত বলিয়া উক্ত হয়। ৩৭। অনন্তর প্রশ্ন হইতে পারে যে, রোগ সকল কিরূপে উৎপন্ন হয়? ইহাদের ঔষধই বা কি? আনন্দ ও বিষাদের নিমিত্ত কি? শারীর ও মানসিক রোগ সকল একবার শান্ত হইয়া পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয় কেন? ৩৮। এই প্রশ্নের উত্তরে এই

সর্ব্বাময়ানাং ত্রিবিধা চ শান্তি-
র্জ্ঞানার্থকালাঃ সমযোগযুক্তাঃ ॥ ৩৯
ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়া হর্ষনিমিত্তমুক্তা-
স্ততোঽন্যথা শোকবশং নয়ন্তি ।
শরীরসত্ত্বপ্রভবাস্তু দোষা-
স্তয়োরবৃত্ত্যা ন ভবন্তি ভূয়ঃ ॥ ৪০
রূপস্য সত্ত্বস্য চ সন্ততির্যা-
নোক্তস্তদাদির্ন হি সোঽস্তি কশ্চিৎ ।
তয়োরবৃত্তিঃ ক্রিয়তে পরাভ্যাং
ধৃতিস্মৃতিভ্যাং পরয়া ধিয়া চ ॥ ৪১
সত্যাশ্রয়ে বা দ্বিবিধে যথোক্তে
পূর্ব্বং গদেভ্যঃ প্রতিকর্ম্ম নিত্যম্ ।
জিতেন্দ্রিয়ং নানুপতন্তি রোগা-
স্তৎকালযুক্তং যদি নাস্তি দৈবম্ ॥ ৪২
দৈবং পুরা যৎকৃতমুচ্যতে তু
তৎ পৌরুষং যত্ত্বিহ কর্ম্ম দৃষ্টম্ ।
প্রবৃত্তিহেতুর্বিষমঃ স দৃষ্টো
নিবৃত্তিহেতুর্বিষমঃ স এব ॥ ৪৩
হৈমন্তিকং দোষচয়ং বসন্তে
প্রবাহয়ন্ গ্রৈষ্মিকমভ্রকালে ।
ঘনাত্যয়ে বার্ষিকমাশু সম্যক্
প্রাপ্নোতি রোগানৃতুজান্ন জাতু ॥ ৪৪
নরো হিতাহারবিহারসেবী
সমীক্ষ্যকারী বিষয়েষসক্তঃ ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবা-
নাপ্তোপসেবী চ ভবত্যরোগঃ ॥ ৪৫
মতির্বচঃ কর্ম্ম সুখানুবন্ধি
সত্ত্বং বিধেয়ং বিশদা চ
জ্ঞানং তপস্তৎপরতা চ যোগে
যস্যাস্তি তং নানুপতন্তি রোগাঃ ॥ ৪৬

তত্র শ্লোকঃ

ইহাগ্নিবেশস্য মহার্থযুক্তং
ষড়্বিংশকং প্রশ্নগণং মহর্ষিঃ ।
অতুল্যগোত্রে ভগবান্ যথাব-
ন্নির্ণীতবান্ জ্ঞানবিবর্দ্ধনার্থম্ ॥ ৪৭

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
শারীরস্থানে অতুল্যগোত্রীয়ং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

যে, রোগের কারণ তিন প্রকার ; প্রজ্ঞাপরাধ অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ এবং পরিণাম বা। কাল ; সকল রোগেরই ত্রিবিধ শান্তি যথা—জ্ঞান অর্থ ও কালের যথাযোগ । ৩৯ । ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সমূহই আনন্দের হেতু ; তাহার অন্যথা হইলেই বিষাদ ঘটিয়া থাকে। শারীর ও মানসিক রোগ সকল এককালে নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার আর হয় না। ৪০। শরীর ও মনের যে ধারাবাহিক উৎপত্তি, তাহার আদি আছে এরূপ কথা কোথাও নাই ; বাস্তবিক উহা নাই। তবে ধী, ধৃতি ও স্মৃতির পরম উৎকর্ষ হইলে শরীর ও মনের নিবৃত্তি হয়। ৪১। শরীর ও মন রোগের দ্বিবিধ আশ্রয় হইলেও যদি ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত থাকে এবং অনাগত রোগের পূর্ব্বেই প্রতিকার করা যায়, তবে রোগ হইতে পায় না। তবে কালের অযোগাদি বশতঃও রোগ হইয়া থাকে, এই স্থলেই দৈব বলবৎ বলা যায়। ৪২। প্রাক্তন-কর্ম্মের নাম দৈব। ইহ-কৃত কর্ম্মের নাম পুরুষকার বা পৌরুষ। অধর্ম্মরূপ দৈব ও রোগজনক পুরুষকার রোগোৎপত্তির মূল। তদ্বিপরীত হইলেই রোগের নিবৃত্তি হয়। ৪৩। শীত-কালের সঞ্চিত দোষ বসন্তকালে, গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত দোষ প্রাবৃটকালে এবং বর্ষাকালের সঞ্চিত দোষ শরৎকালে সংশোধন করিলে ঋতু জন্য রোগ হইতে পায় না। ইহাই অনা-গত রোগের প্রতিকার। ৪৪। হিতাহার-বিহারকারী, সমীক্ষ্যকারী, বিষয়ে অনাসক্ত, দাতা, সমদর্শী, সত্যপর ক্ষমাবান ও আপ্ত-পূজক ব্যক্তি নীরোগ হইয়া থাকেন। ৪৫। মতি, বাক্য ও কর্ম্ম হিতানুগত হইলে, মন স্বায়ত্ত হইলে, বুদ্ধি বিশদ হইলে, জ্ঞান তপস্যা ও যোগে তৎপরতা থাকিলে মানুষের রোগ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

খুড্ডীকাগর্ভাবক্রান্তিঃ।

অথাতঃ খুড্ডীকাং গর্ভাবক্রান্তিং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

পুরুষস্যানুপহতরেতসঃ স্ত্রিয়াশ্চাপ্রদুষ্টযোনিশোণিতগর্ভাশয়ায়া যদা ভবতি সংসর্গ ঋতুকালে ৮, যদা চানয়োস্তথৈব যুক্তয়োঃ সংসর্গে তু শুক্রশোণিতসংসর্গমন্তর্গর্ভাশয়গতং জীবোঽবক্রামতি সত্ত্বসম্প্রয়োগাৎ, তদা গর্ভোঽভিনির্বর্ত্ততে॥ ২

স সাত্ম্যরসোপযোগাদরোগোঽভিসংবর্দ্ধতে সম্যগুপচারৈশ্চোপচর্য্যমাণস্ততঃ প্রাপ্তকালঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়োপপন্নঃ পরিপূর্ণসর্ব্বশরীরো বলবর্ণসত্ত্ব-সংহনন-সম্পদুপেতঃ সুখেন জায়তে সমুদায়াদেষাং ভাবানাম্॥ ৩

মাতৃজশ্চায়ং গর্ভঃ পিতৃজশ্চাত্মজশ্চ সাত্ম্যজশ্চ রসজশ্চাস্তি চ সত্ত্বসংজ্ঞমৌপপাদিকমিতি হোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ৪

নেতি ভরদ্বাজঃ। কিং কারণং হি ন মাতা ন পিতা নাত্মা সাত্ম্যং ন পানাশন-ভক্ষলেহোপযোগা গর্ভং জনয়ন্তি। ন চ পরলোকাদেত্য গর্ভং সত্ত্বসংজ্ঞকমবক্রামতি। যদি হি মাতাপিতরৌ গর্ভং জনয়েতাং ভূয়স্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পুমাংসশ্চ ভূয়াংসঃ পুত্রকামাঃ, তে সর্ব্বে পুত্রজন্মাভিসন্ধায় মৈথুনধর্ম্মমাপদ্যমানাঃ পুত্রানেব জনয়েয়ুর্দুহিতৃর্ব্বা দুহিতৃকামাঃ। ন চ কাশ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ কেচিদ্বা পুরুষা নিরপত্যাঃ স্যুরপত্যকামাশ্চ পরিদেবেরন্। ন চাত্মাত্মানং জনয়তি। যদি

হইতে পারে না। ৪৬। উপসংহার.—এই অতুল্যগোত্রীয় অধ্যায়ে ভগবান্ আত্রেয় মহার্থসূচক প্রশ্নসমুদয় যথাযথ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা দ্বারা লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৪৭।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা খুড্ডীক গর্ভাবক্রান্তি শারীর ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [খুড্ডীকা—স্বল্প। গর্ভাবক্রান্তি—গর্ভের উৎপত্তি]। ১। ঋতুকালে বিশুদ্ধরেতাঃ পুরুষের সহিত বিশুদ্ধযোনি, বিশুদ্ধরক্তা ও বিশুদ্ধগর্ভাশয়সম্পন্না স্ত্রীর সংযোগ হইলে, যদি শুক্র ও শোণিত মিলিত হইয়া গর্ভাশয় প্রাপ্ত হয়, তবে সেই শুক্রশোণিতে জীবাত্মা 'মনোবেগে' [২য় অধ্যায় দেখ] আসিয়া [illegible]

সর্ব্বাঙ্গ ও বল-বর্ণ-সত্ত্ব-দার্ঢ্য-সম্পন্ন হইয়া, এই সকল দ্রব্যের সম্পূর্ণতা হেতু যথাকালে ভূমিষ্ঠ হয়। ৩। অনন্তর ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন যে, গর্ভ পিতৃজ, মাতৃজ, আত্মজ, সাত্ম্যজ ও রসজ। [সাত্ম্যজ শব্দে সাত্ম্য রূপ, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ]। আর সত্ত্বসংজ্ঞক মন ইহাদের সম্বন্ধোৎপাদক। ৪। এই স্থলে কুমারশিরা ভরদ্বাজ কহিলেন যে, তাহা হইতে পারে না। না মাতা, না পিতা, না আত্মা, না সাত্ম্য, না পান ভোজন ও ভক্ষলেহ্যসেবন গর্ভ উৎপাদন করে। আর না পরলোক হইতে সত্ত্বসংজ্ঞক মন আসিয়া গর্ভে মিলিত হয়। যদি পিতা মাতা গর্ভোৎপাদনে সমর্থ হইত, তাহা হইলে এমন সময় পুত্রাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী ও পুত্রাকাঙ্ক্ষী পুরুষ অনেক আছে, যাহারা পুত্রোৎপত্তির উদ্দেশে মৈথুনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কেবল পুত্রই বা দুহিতৃকামনায় কেবল দুহিতাই উৎপাদন [illegible]। আর তাহা হইলে কোন [illegible] হইত না, এবং

হ্যাত্মাত্মানং জনয়েজ্জাতো বা জনয়েদাত্মানমজাতো বা জনয়তি। তচ্চোভয়থাপ্যযুক্তম্। ন হি জাতো জনয়তি সত্ত্বান্ ন চৈব বাজাতো জনয়েৎ সত্ত্বাৎ তস্মাদুভয়থাপ্যনুপপত্তিস্তিষ্ঠতু। অথ তাবদেতদ্‌যদয়মাত্মানং শক্তো জনয়িতুং স্যাৎ ন হ্যেনমিষ্টাস্বেব কথং যোনিষু জনয়েদ্বশিনমপ্রতিহতগতিং কামরূপিণং তেজোবলজববর্ণসত্ত্বসংহনন-সমুদিতমজরমরুজমমরমেবংবিধং হ্যাত্মাত্মানমিচ্ছন্ নিতোত্তো বা ভূয়ঃ॥ ৫

অসাত্ম্যজশ্চায়ং গর্ভো যদি হি সাত্ম্যজঃ স্যাৎ তর্হি সাত্ম্যসেবিনামেবৈকান্তেন ব্যক্তং প্রজা স্যাৎ। অসাত্ম্যসেবিনশ্চ নিখিলেনানপত্যাঃ স্যুস্তচ্চোভয়মুভয়ত্রৈব দৃশ্যতে॥ ৬

অরসজশ্চায়ং গর্ভো যদি হি রসজঃ স্যান্ন কেচিৎ স্ত্রীপুরুষেষু নিরপত্যাঃ স্যুর্ন হি কশ্চিদস্ত্যেষাং যো রসান্নোপযুঙ্‌ক্তে। শ্রেষ্ঠরসোপযোগিনাং চেদ্‌গর্ভা জায়ন্তে ইত্যতোঽভিপ্রেতমিত্যেবং সতি। অজৌরভ্রমার্গমায়ূরগো-ক্ষীর-দধি-ঘৃত-মধুতৈলসৈন্ধবেক্ষুরসমুদ্গ-শালিভৃতানামেব একান্তেন প্রজা স্যাৎ। শ্যামাকবরকোদ্দালককোরদূষককন্দমূলভক্ষাশ্চ নিখিলেনানপত্যাঃ স্যুস্তচ্চোভয়মুভয়ত্রৈব দৃশ্যতে॥৭

ন খল্বপি পরলোকাদেত্য সত্ত্বং গর্ভমবক্রামতি। যদিহ্যেনমবক্রামেন্নাস্য কিঞ্চিদেব পৌর্ব্বদেহিকং স্যাদবিদিতমশ্রুতমদৃষ্টং বা। স চ কিঞ্চিদপি ন স্মরতি তস্মাদেতদ্‌ব্রূমহে ইতি। অমাতৃজশ্চায়ং গর্ভঃ পিতৃজশ্চানাত্মজ-

---

যদি আত্মা আত্মাকে উৎপন্ন করে, তবে ইহা জিজ্ঞাস্য হয় যে, জাত আত্মা আত্মাকে উৎপাদন করে, না অজাত আত্মা আত্মাকে উৎপাদন করে? জাত আত্মা আত্মাকে জন্মাইতে পারে না, কারণ যে একবার জন্মিয়াছে, সে আবার কিরূপে জন্মিবে? অজাত আত্মাও আত্মাকে জন্মাইতে পারে না, কারণ যাহার সত্তা নাই, সে কিরূপে আপনাকে জন্মাইবে? অতএব উভয়থাই হেতুবিরোধ হইতেছে। আর আত্মার আত্মাকে জন্মাইবার শক্তি থাকিলে, সে অবশ্য মনের মত যোনিতেই আপনাকে জন্মাইত। যেহেতু আত্মা আপনাকে বশী, অপ্রতিহতগতি, কামরূপী, তেজঃসম্পন্ন, বলবেগবর্ণসম্পন্নঃ সত্ত্বদার্ঢ্যসম্পন্ন, অজর, অরোগ, অমর বা এবংবিধ অন্যান্য গুণসম্পন্ন বা তদপেক্ষাও অধিকতর গুণ-সম্পন্ন দেখিতে ইচ্ছা করেন। [সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক নীচ যোনিতে গমন করেন না।] ৫। আর গর্ভ সাত্ম্যজও হইতে পারে না। যদি সাত্ম্যজ হইত, তবে কেবল সাত্ম্যসেবীদেরই সন্তান হইত। আর অসাত্ম্যসেবীরা সকলেই নিঃসন্তান হইত। অথচ উভয়সম্প্রদায়ের মধ্যে সসন্তান ও নিঃসন্তান উভয়বিধ লোকই দেখা যায়। ৬। আর গর্ভ রসজও হইতে পারে না। কারণ রসজ হইলে কোন স্ত্রী পুরুষই নিঃসন্তান হইত না। কারণ এমন স্ত্রী পুরুষ কেহই নাই, যে রস সকল সেবন না করে। আর যদি শ্রেষ্ঠ রস সেবন করিলেই গর্ভ হয়, তবে যাহারা সর্ব্বদা ছাগ, মেষ, মৃগ ও ময়ূর মাংসের যুষ; গোদুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, তৈল, সৈন্ধব, ইক্ষুরস, মুদ্গ ও শালি ভক্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়, কেবল তাহাদেরই সন্তান হওয়া উচিত ছিল। আর যাহারা শ্যামাধান, ক্ষুদ্র যব, কোদোধান, কোরদূষকধান, কন্দ ও মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা সকলেই নিঃসন্তান হইত। অথচ উভয়সম্প্রদায়ের মধ্যেই সসন্তান ও নিঃসন্তান উভয়বিধ লোকই দেখা যায়। ৭। আর সত্ত্বসংজ্ঞক মন যে পরলোক হইতে আসিয়া গর্ভে মিলিত হয়, তাহাও নহে। কারণ পরলোক হইতে আসিলে ইহার পৌর্ব্বদৈহিক কোন ব্যাপারই অবিদিত, অশ্রুত বা অদৃষ্ট থাকিত না। অথচ সে কিছুই তাহা স্মরণ করে না। সেই জন্য এই কথা বলিতেছি। অতএব গর্ভ না মাতৃজ,

শ্চাসাত্মজশ্চারসজশ্চ ন চাস্তি সত্ত্বমৌপাদিকমিতি হোবাচ ভরদ্বাজঃ॥ ৮

নেতি ভগবানাত্রেয়ঃ। সর্ব্বেভ্য এভ্যো ভাবেভ্যঃ সমুদিতেভ্যো গর্ভোঽভিনির্বর্ত্ততে। মাতৃজশ্চায়ং গর্ভো ন হি মাতুর্বিনা গর্ভোপপত্তিঃ স্যাৎ ন জন্ম জরায়ুজানাম্। যানি খল্বস্য গর্ভস্য মাতৃজানি যানি চাস্য মাতৃতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা;—ত্বক্ চ লোহিতঞ্চ মাংসঞ্চ মেদশ্চ নাভিশ্চ হৃদয়ঞ্চ ক্লোম চ যকৃচ্চ প্লীহা চ বৃক্কৌ চ বস্তিশ্চ পুরীষাধানঞ্চামাশয়শ্চ পক্বাশয়শ্চোত্তরগুদঞ্চাধরগুদঞ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রঞ্চ বপা চ বপাবহনঞ্চেতি মাতৃজানি॥ ৯

পিতৃজশ্চায়ং গর্ভো ন হি পিতুর্ঋতে গর্ভোৎপত্তিঃ স্যান্ন চ জন্ম জরায়ুজানাম্। যানি খল্বস্য গর্ভস্য পিতৃজানি যানি চাস্য পিতৃতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা;—কেশশ্মশ্রুনখলোমদন্তাস্থিশিরাস্নায়ুধমন্যঃ শুক্রমিতি পিতৃজানি॥ ১০

আত্মজশ্চায়ং গর্ভো গর্ভাত্মা হ্যন্তরাত্মা যস্তমেনং জীব ইত্যাচক্ষতে। শাশ্বতমরুজমজরমমরমক্ষয়মভেদ্যমচ্ছেদ্যমলেহ্যং বিশ্বরূপং বিশ্বকর্ম্মাণমব্যক্তমনাদিমনিধনমক্ষরমপি। স গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্য শুক্রশোণিতাভ্যাং সংযোগমেত্য গর্ভত্বেন জনয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মসংজ্ঞা হি গর্ভে তস্য পুনরাত্মনো জন্মাদিসম্ভবান নোপপদ্যতে তস্মাদজাত এবায়ং জাতং গর্ভং জনয়তি। জাতোঽপ্যজাতঞ্চ গর্ভং জনয়তি। স চৈব গর্ভঃ কালান্তরেণ বালযুবস্থবিরভাবানবাপ্নোতি॥ ১১

স যস্যাং যস্যামবস্থায়াং বর্ত্ততে তস্যাং

না পিতৃজ, না আত্মজ, না সাত্ম্যজ, না রসজ এবং না সত্ত্বসংজ্ঞক-মন ইঁহাদের সম্বন্ধোৎপাদক। কুমারশিরা ভরদ্বাজ এই কথা বলিলেন। ৮। ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, না। এই সমস্ত ভাব সম্যক্ভাবে মিলিত হইলেই গর্ভ হয়। গর্ভ মাতৃজ বটে। কারণ মাতৃ বিনা গর্ভের উৎপত্তি হয় না এবং জরায়ুজদিগের জন্ম হইতে পারে না। এই গর্ভের যাহা যাহা মাতৃজ অর্থাৎ মাতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা;—ত্বক্, শোণিত, মাংস, মেদ, নাভি, হৃদয়, ক্লোম, যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্ক, বস্তি, আমাশয়, পুরীষাধান (পক্বাশয় ইতি চক্রপাণি), উত্তরগুদ, অধোগুদ, ক্ষুদ্রান্ত্র, মেদ ও বপাবহন [অর্থাৎ মেদবাহী। চক্রপাণি কহেন, বপাবহনকে লোকে তৈলবর্ত্তিকা কহে। সুশ্রুত বৃক্ককে মেদবহা কহিয়াছেন। লোকে বৃক্ককে বিড়ুনী বা মূত্রবাহী কহে। যে শিরা বৃক্ক হইতে বস্তিতে মূত্র বহন করে, তাহার আকার তৈলবর্ত্তির ন্যায়]। ৯। গর্ভ পিতৃজও বটে। পিতা ভিন্ন গর্ভের উৎপত্তি হইতে পারে না এবং জরায়ুজদিগের জন্ম হইতে পারে না। গর্ভের যাহা যাহা পিতৃজ অর্থাৎ পিতা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সকল ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা;—কেশ, শ্মশ্রু, নখ, লোম, দন্ত, অস্থি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও শুক্র; এই সকল পিতৃজ। ১০। গর্ভ আত্মজও বটে। গর্ভাত্মাকে শাস্ত্রে অন্তরাত্মা জীব কহিয়া থাকে। ইঁনি শাশ্বত, নীরোগ, অজর, অমর, অক্ষয়, অভেদ্য অচ্ছেদ্য, অলেহ্য, বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্ম্মক্ষম, অব্যক্ত, অনাদি, অনিধন, অক্ষর। ইনি গর্ভাশয়ে অনুপ্রবেশ করিয়া শুক্র শোণিতের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হন; তখন গর্ভ উৎপন্ন হয় এবং ইঁহার গর্ভত্ব হয় অতএব ইঁনি আত্মা দ্বারা আপনাকে গর্ভ রূপে উৎপাদন করেন, সুতরাং আত্মা আত্মাকে উৎপাদন করেন বলা যায়। গর্ভে তাঁহারই "আত্মা" সংজ্ঞা হয়। নতুবা এই আত্মা অনাদি ও নিত্য বলিয়া ইঁহার জন্ম হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না। এইরূপে ইঁনি অজাত হইয়াও জাতগর্ভ উৎপাদন করেন এবং জাত হইয়াও অজাতগর্ভ উৎপাদন করেন। সেই গর্ভ কালান্তরে বাল্য যৌবন ও বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। ১১। গর্ভ যে যে অব-

তস্যাং জাতো ভবতি যা স্বস্য পুরস্তাৎ তস্যাং জনিষ্যমাণশ্চ তস্মাৎ স এব জাতশ্চাজাতশ্চ যুগপদ্ভবতি তস্মিংশ্চৈতদুভয়ং সম্ভবতি জাতত্বঞ্চৈব জনিষ্যমাণত্বঞ্চ স জাতো জন্তুস্তে স চৈবানাগতেষ্ববস্থান্তরেষ্বজাতো জনয়ত্যাত্মনাত্মানম্। সতো হ্যবস্থান্তরগমনমাত্রমেব হি জন্ম চোচ্যতে তত্র তত্র বয়সি তস্যাং তস্যামবস্থায়াম্। যথা সতামেব শুক্রশোণিতজীবানাং প্রাক্‌সংযোগাদ্গর্ভত্বং ন ভবতি তচ্চ সংযোগাদ্ভবতি। যথা সতস্তস্যৈব পুরুষস্য প্রাগপত্যাৎ পিতৃত্বং ন ভবতি, তচ্চাপত্যাদ্ ভবতি, তথা সতস্তস্যৈব গর্ভস্য তস্যাং তস্যামবস্থায়াং জাতত্বমজাতত্বঞ্চোচ্যতে ॥ ১২

ন তু খলু গর্ভস্য মাতুর্ন পিতুর্নাত্মনঃ সর্ব্বভাবেষু যথেষ্টকারিত্বমস্তি। তে কিঞ্চিৎ স্ববশাৎ কুর্ব্বন্তি কিঞ্চিৎ কর্ম্মবশাৎ ক্বচিচ্চৈষাং করণশক্তের্ভবতি ক্বচিন্ন ভবতি। যত্র সত্ত্বাদিকরণসম্পৎ তত্র যথাবলমেব যথেষ্টকারিত্বমতোঽন্যথা বিপর্য্যয়ঃ। ন চ করণদোষাদকারণমাত্মা গর্ভজননে সম্ভবতি ॥ ১৩

দৃষ্টঞ্চ চেষ্টা যোনিরৈশ্বর্য্যং মোক্ষশ্চাত্মবিভিরাত্মায়ত্তম্। ন হ্যন্যঃ সুখদুঃখয়োঃ কর্ত্তা ন চান্যতো গর্ভো জায়তে জায়মানো ন চাঙ্কুরোৎপত্তিরবীজাৎ ॥ ১৪

যানি তু খল্বস্য গর্ভস্যাত্মজানি যান্যস্যাত্মতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা—তাসু তাসু যোনিষূৎপত্তিরায়ুরাত্মজ্ঞানং মন ইন্দ্রিয়াণি প্রাণাপানৌ প্রেরণং ধারণমাকৃতিস্বরবর্ণবিশেষাঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ চেতনাধৃতিবুদ্ধিস্মৃতিরহঙ্কারঃ যত্নশ্চেত্যানি ॥ ১৫

স্থায় বর্ত্তমান আছে, সেই সেই অবস্থায় সে জন্মিয়াছে। আর যে অবস্থা ইহার হইবে, সেই অবস্থায় ইহা জনিষ্যমাণ। অতএব গর্ভ যুগপৎ জাত ও অজাত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহার জাতত্ব ও জনিষ্যমাণত্ব উভয়ই এইরূপে জাতগর্ভও জনিত হয় এবং সেই গর্ভই আবার অনাগত অবস্থান্তরে জাত হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে উৎপাদন করে। অস্তিত্ববান্ পদার্থের অবস্থান্তরই সেই অবস্থায় জন্ম বলিয়া কথিত হয়। যথা;—অস্তিত্ববান্ শুক্র শোণিত ও জীবের সংযোগের পূর্ব্বে, গর্ভত্ব হয় না। সংযোগ হইবার পর গর্ভত্ব হয় না; আর পুরুষ অস্তিত্ববান্ হইলেও, অপত্য জন্মিবার পূর্ব্বে, তাহার পিতৃত্ব হয় না, অপত্য জন্মিবার পরে পিতৃত্ব হয়। অতএব গর্ভ অস্তিত্ববান্ হইলেও তাহার সেই সেই অবস্থায় জাতত্ব ও অজাতত্ব বলিয়া থাকে। ১২। আবার গর্ভসম্বন্ধে মাতা, পিতা বা আত্মা কাহারই সর্ব্বভাবে যথেষ্টকারিত্ব নাই অর্থাৎ ইহারা একাকী স্ববশে থাকিয়া গর্ভ উৎপাদন করিতে পারেন না। কতক স্ববশে করিয়া থাকেন এবং কতক বা কর্ম্মবশে করেন। কোন কোন স্থলে ইহাদের করণশক্তির (বুদ্ধ্যাদিশক্তির) কার্য্যকারিতা হয়, কোথাও বা নাও হয়। অর্থাৎ সত্ত্বাদি-করণের উৎকর্ষ থাকিলে তাহাদের যথাশক্তি ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইতে পারে। অন্যথা বিপরীত হয়। আবার করণদোষ থাকিলে আত্মা গর্ভোৎপাদনের কারণ হইতে পারে না। ১৩। যোগীরা চেষ্টা, যোনি, ঐশ্বর্য্য ও মোক্ষ আপনাদের আয়ত্ত দেখিয়াছেন। আত্মা ভিন্ন সুখদুঃখের আর কোন কর্ত্তা নাই, আর অন্য হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয় না। আত্মা আত্মা হইতেই জায়মান হয়। সদৃশ কারণ হইতেই সদৃশ কার্য্য হয়। অবীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। ১৪। গর্ভের যাহা যাহা আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি। যথা,—যখন যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, তখন সেই যোনিতে ইহার জন্ম, আয়ু, আত্মজ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয় সকল, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, প্রেরণ, ধারণ, আকৃতিভেদ, স্বরবর্ণভেদ, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি, অহঙ্কার ও যত্ন ইহা হইতেই উৎপন্ন হয় ১৫।

সাত্ম্যজশ্চায়ং গর্ভঃ ন হ্যসাত্ম্যসেবিত্বমন্তরেণ স্ত্রীপুরুষয়োর্বন্ধ্যত্বমস্তি গর্ভেষু বা অনিষ্টো ভাবঃ। যাবৎ খল্বসাত্ম্যসেবিনাং স্ত্রীপুরুষাণাং ত্রয়ো দোষাঃ প্রকুপিতাঃ শরীরমুপসর্পন্তো ন শুক্রশোণিতগর্ভাশয়োপঘাতায়োপদদ্যন্তে তাবৎ সমর্থা গর্ভজননায় ভবন্তি। সাত্ম্যসেবিনাং পুনঃ স্ত্রীপুরুষাণামপহতশুক্রশোণিতগর্ভাশয়ানামৃতুকালে সন্নিপাতিতানাং জীবস্যানবক্রমণান্নগর্ভা ন প্রাদুর্ভবন্তি। নহি কেবলং সাত্ম্যজ এবায়ং গর্ভঃ সমুদয়োঽত্র কারণমুচ্যতে॥ ১৬॥

যানি তু খল্বস্য গর্ভস্য সাত্ম্যজানি যানি অস্য সাত্ম্যতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা—আরোগ্যমনালস্যমলোলুপত্বমিন্দ্রিয়প্রসাদঃ স্বরবর্ণবীজসম্পৎ প্রহর্ষভূয়স্ত্বঞ্চেতি সাত্ম্যজানি॥ ১

রসজশ্চায়ং গর্ভো ন হি রসাদৃতে মাতুঃ প্রাণযাত্রাপি স্যাৎ কিং পুনর্গর্ভজন্ম ন চৈবাস্য সম্যগুপযুজ্যমানা রসা গর্ভমভিনির্বর্ত্তয়ন্তি ন চ কেবলং সম্যগুপযোগাদেব রসানাং গর্ভাভিনির্বৃত্তির্ভবতি সমুদয়োঽপ্যত্র কারণমুচ্যতে॥ ১৮

যানি তু খল্বস্য গর্ভস্য রসজানি যানি চাস্য রসতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা ;—শরীরস্যাভি—নির্বৃত্তিরভি—বৃদ্ধিঃ—প্রাণানুবন্ধস্তৃপ্তিঃ পুষ্টিরুৎসাহশ্চেতি রসজানি॥ ১৯

অস্তি খল্বপি সত্ত্বমৌপপাদিকং যজ্জীবং স্পৃক্শরীরেণাভিসম্বধ্নাতি। যস্মিন্নপগমনপুরস্কৃতে শীলমস্য ব্যাবর্ত্ততে ভক্তিবিপর্য্যস্যতে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যুপতপ্যন্তে বলং হীয়তে ব্যাধয় আপ্যায়ন্তে। যস্মাদ্ধীনঃ প্রাণান্ জহাতি যদিন্দ্রিয়াণামভিগ্রাহকঞ্চ মন ইত্যভিধীয়তে তৎ ত্রিবিধমাখ্যায়তে শুদ্ধং রাজসং তামসঞ্চেতি॥ ২০

যেনাস্য প্রয়তো ভূয়িষ্ঠং তেন দ্বিতীয়ায়ামাজাতৌ সম্প্রয়োগো ভবতি। যদা তু তেনৈব

গর্ভ সাত্ম্যজও বটে। স্ত্রী পুরুষ অসাত্ম্যসেবী না হইলে উহাদের বন্ধ্যাত্ব বা গর্ভে অনিষ্টভাব উৎপন্ন হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের দোষত্রয় কুপিত হইয়া সর্ব্বশরীরে বিচরণপূর্ব্বক শুক্র শোণিত ও গর্ভাশয়ের বিঘ্ন উৎপাদন না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অসাত্ম্যসেবনেও গর্ভোৎপত্তি হইতে পারে। আবার সাত্ম্যসেবী স্ত্রীপুরুষের শুক্র শোণিত ও গর্ভাশয় অব্যাহত থাকিলে, ঋতুকালে উহাদের মিলন হইতে পারে, কিন্তু জীবাত্মা অনুপ্রবেশ না করিলে গর্ভ প্রাদুর্ভূত হয় না। কেবল যে সাত্ম্য হইতেই গর্ভ উৎপন্ন হয় এরূপ নহে, তবে সাত্ম্য কারণ-সমষ্টির মধ্যে অন্যতর কারণ বটে। ১৬। গর্ভের যাহা সাত্ম্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি। যথা ;—আরোগ্য অনালস্য, অলোভ, ইন্দ্রিয়প্রসাদ, স্বরবর্ণবীজের উৎকর্ষ এবং প্রফুল্লচিত্ততার আধিক্য। ১৭। গর্ভ রসজও বটে, কারণ গর্ভের উৎপত্তি দূরে থাক, আহাররস ব্যতিরেকে মাতারই প্রাণযাত্রা চলে না। রস সকল সম্যক্‌রূপে সেবিত হইয়া গর্ভ উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু কেবল রস সকল সম্যক্ সেবিত হইলেই গর্ভ হয় না ; তবে রস কারণ-সমষ্টির মধ্যে অন্যতর কারণ বটে। ১৮। গর্ভের যাহা যাহা রস হইতে উৎপন্ন হয় ; তাহা বলিতেছি। যথা, —শরীরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, প্রাণসম্বন্ধ, তৃপ্তি, পুষ্টি ও উৎসাহ (অনালস্য)। ১৯। আর সত্ত্বসংজ্ঞক মন সম্বন্ধোৎপাদক বটে। ইহাই অতিবাহিক শরীর ও জীবকে সম্বন্ধ করে। সেই সত্ত্ব শরীর হইতে অপগত হইবার পূর্ব্বেই তাহার স্বভাব ও ইচ্ছার বৈপরীত্য এবং ইন্দ্রিয়সমূহের উপতাপ হয়, বল হীন হয়, ব্যাধি সকল পরিপুষ্ট হয়। শরীর সত্ত্বহীন হইলে প্রাণকে পরিত্যাগ করে। এই সত্ত্বকেই ইন্দ্রিয়গণের অভিগ্রাহক মন কহিয়া থাকে। ইহা তিন প্রকার হয়, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। ২০। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণের মধ্যে যে গুণ অধিক হয়, সেই গুণের

শুদ্ধেন সংযুজ্যতে তদা জাতেরতিক্রান্তায়াশ্চ স্মরতি। স্মার্ত্তং হি জ্ঞানমাত্মনস্তস্যৈব মনসো-ঽনুবন্ধাদনুবর্ত্ততে যস্যানুবৃত্তিং পুরস্কৃত্য পুরুষো জাতিস্মর ইত্যুচ্যতে ইতি সত্ত্ব-মুক্তম্॥ ২১

যানি খল্বস্য গর্ভস্য সত্ত্বজানি যান্যস্য সত্ত্বতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ তদ্‌-যথা—ভক্তিঃ শীলং শৌচং দ্বেষঃ স্মৃতির্মোহ-স্ত্যাগো মাৎসর্য্যং শৌর্য্যং ভয়ং ক্রোধস্তন্দ্রা উৎসাহস্তৈক্ষ্ণ্যং মার্দ্দবং গাম্ভীর্য্যমনবস্থিতত্ব-মিত্যেবমাদয়শ্চান্যে তে সত্ত্বজা বিকারা যানুত্তরকালং সত্ত্বভেদমধিকৃত্য উপদেক্ষ্যাম

ইতি সত্ত্বজানি। নানাবিধানি তু খলু সত্ত্বানি তানি সর্ব্বাণ্যেকপুরুষে ভবন্তি ন চ ভব-ন্ত্যেককালম্, একন্তু প্রায়োঽনুবৃত্ত্যাহ। এব-ময়ং নানাবিধানামেষাং গর্ভকরাণাং ভাবানাং সমুদয়াদভিনির্ব্বর্ত্ততে গর্ভঃ॥ ২২

যথা কূটাগারং নানাদ্রব্যসমুদয়াদ্‌যথা বা রথো নানাঙ্গসমুদায়াৎ তস্মাদেতদবোচাম মাতৃজশ্চায়ং গর্ভঃ পিতৃজশ্চাত্মজশ্চ সাত্ম্যজশ্চ রসজশ্চ। অস্তি সত্ত্বমৌপপাদুকমিতি হোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ২৩

ভরদ্বাজ উবাচ।

যদ্যয়মেষাং নানাবিধানাং গর্ভকরাণাং ভাবানাং সমুদয়াদভিনির্ব্বর্ত্ততে গর্ভঃ কথময়ং সন্ধীয়তে। যদি চাপি সন্ধীয়তে কস্মাৎ সমুদয়প্রভবঃ সন্ গর্ভো মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে

সহিত দ্বিতীয় জন্ম পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে যোগ হয়। এইরূপে সত্ত্বগুণের সহিত সংযোগ হইলে গতজন্মেরও স্মরণ হইয়া থাকে। মনের এই স্মার্ত্তজ্ঞান মনের সহিত আত্মার অনুবন্ধ-বশতঃ পরজন্মেও আত্মার অনুবর্ত্তী হয় এবং সেই স্মার্ত্তজ্ঞানবলেই পুরুষ জাতিস্মর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে সত্ত্বগুণ বর্ণিত হইল। ২১। গর্ভের যাহা যাহা সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি। যথা;—ভক্তি, সুশীলতা, শৌচ, দ্বেষ, স্মৃতি, মোহ, ত্যাগ, মাৎসর্য্য, শৌর্য্য, ভয়, ক্রোধ, তন্দ্রা, উৎসাহ, তীক্ষ্ণতা, মৃদুতা, গাম্ভীর্য্য, অনবস্থিতত্ব এবং এইরূপ অন্যান্য গুণ সত্ত্বাধিক্য হইতে উৎপন্ন হয়। উত্তরকালে এ সকল বর্ণনা করা যাইবে। [এস্থলে ভক্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক-গুণ বলিতে বলিতে অন্তরা দ্বেষ, মোহ, মাৎ-সর্য্য, ভয় ক্রোধ, তন্দ্রা, তীক্ষ্ণতা ও অনবস্থি-তত্ত্ব এই কয়েকটী রাজস ও তামসগুণেরও উল্লেখ করা হইল; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানুষের মন কেবল সাত্ত্বিক হইতে পারে না; কেবল সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ উহাকে সাত্ত্বিক বলা হয়; নতুবা উহাতে রাজস ও তামসগুণের একবারে অভাব হয় না। তন্ত্রকার পরে এই কথাই বলিতেছেন যথা]। মনের গুণ সকল সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে নানা প্রকার হয়। [পুরুষ কখন ধর্ম্মক্রিয়ায় সাত্ত্বিক হয়, কখন কামচিন্তায় রাজস হয়, কখন তমো-বশে মোহময় হয় ইত্যাদিরূপ বুঝিতে হইবে]। সকল গুণই এক পুরুষে পাওয়া যায়, কিন্তু এককালে সকল গুণ হয় না। তবে যে পুরুষকে কেবল সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তাম-সিক বলা যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে গুণ অধিক তদনুসারেই অভিধান হয় [৪র্থ অধ্যায়-৪৪ প্রকরণ দেখ]। এইরূপে নানা-বিধ গর্ভকর দ্রব্যাদিগের সমষ্টি হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়। ২২। যেমন জেন্তাক গৃহ নানা-বিধ দ্রব্যসমষ্টি হইতে এবং যেমন রথ নানা-বিধ অঙ্গসমষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ গর্ভ দ্রব্যসমবায় হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়াছি অর্থাৎ গর্ভ মাতৃজ, পিতৃজ, আত্মজ, সাত্ম্যজ ও রজস এবং সত্ত্বসংজ্ঞক মন তাহাদের সম্বন্ধোৎপাদক। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলেন। ২৩। তখন কুমারশিরা ভরদ্বাজ কহিলেন, যদি এই গর্ভ নানাবিধ গর্ভকর দ্রব্য-সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়, তবে ইহা কিরূপে সংহিত (অর্থাৎ একত্র মিলিত] হয়? আর

মনুষ্যশ্চ মনুষ্যপ্রভব উচ্যতে। তত্র চেদিষ্টমেতদযস্মান্মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ তস্মান্মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে। যথা গোর্গোপ্রভবঃ যথা চাশ্বোহশ্বপ্রভব ইত্যেবং যদুক্তমগ্রে সমুদয়াত্মক ইতি তদযুক্তং, যদি চ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ কস্মাজ্জড়ান্ধকুব্জমূকবামনমিন্মিনব্যঙ্গোন্মত্তকুষ্ঠকিলাসিভ্যো জাতাঃ পিতৃসদৃশরূপা ন ভবন্তি। অথাত্রাপি বুদ্ধিরেবং স্যাৎ স্বৈনৈবায়মাত্মা চক্ষুষা রূপাণি বেত্তি শ্রোত্রেণ শব্দান্ ঘ্রাণেন গন্ধান্ রসনেন রসান্ স্পর্শনেন স্পর্শান্ বুদ্ধ্যা বোদ্ধব্যমিত্যনেন হেতুনা জড়াদিভ্যো জাতাঃ পিতৃসদৃশা ভবন্তি॥ অত্রাপি প্রতিজ্ঞাহানিদোষঃ স্যাদেবমুক্তে হ্যাত্মা সৎস্বিন্দ্রিয়েষু জ্ঞঃ স্যাদসৎস্বজ্ঞো যত্র চৈতদুভয়ং সম্ভবতি জ্ঞঃ জ্ঞত্বমজ্ঞত্বঞ্চ স বিকারপ্রকৃতিকশ্চাত্মা নির্বিকারো জ্ঞশ্চ। যদি চ দর্শনাদিভিরাত্মা বিষয়ান্ বেত্তি নিরিন্দ্রিয়ো দর্শনাদিবিরহাদজ্ঞঃ স্যাজ্জ্ঞত্বাচ্চ কারণ-মকারণত্বাচ্চানাত্মেতি বাগ্বস্তুমাত্রমেতদ্বচনমনর্থকং স্যাদিতি হোবাচ ভরদ্বাজঃ॥ ২৪

আত্রেয় উবাচ। পুরস্তাদেতৎ প্রতিজ্ঞাতং সত্ত্বং জীবস্পৃক্ শরীরেণাভিসম্বধ্নাতীতি। যস্মাৎ তু সমুদায়প্রভবঃ সন্ গর্ভো মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে মনুষ্যশ্চ মনুষ্যপ্রভব ইত্যুচ্যতে তদ্বক্ষ্যামঃ॥ ২৫

ভূতানাং চতুর্ব্বিধা যোনির্ভবতি জরায়ুণ্ডস্বেদোদ্ভিদঃ। তাসাং খলু চতসৃণামপি যোনীনামেকৈকা যোনিরপরিসংখ্যেয়ভেদা ভবন্তি ভূতানামাকৃতিবিশেষাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ। তত্র

না হয় সংহিতই হউক, কিন্তু কিরূপে ইহা মনুষ্যদেহরূপে জন্ম গ্রহণ করে এবং কিরূপে মনুষ্য মনুষ্যের উদ্ভব কারণ হয়? এ স্থলে না হয় বলিবেন যে, যেহেতু মনুষ্য হইতে মনুষ্যের উদ্ভব হয়, সেই হেতু মনুষ্যের মনুষ্যবিগ্রহ হইয়া থাকে। যথা গো হইতে গোর উদ্ভব হয়, যথা অশ্ব হইতে অশ্বের উদ্ভব হয়। অথবা এরূপ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে, গর্ভ সমুদয়াত্মক অর্থাৎ দ্রব্যসমষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহা অযুক্ত হইতেছে; কেননা, যদি মনুষ্য হইতে উৎপন্ন বলিয়াই মনুষ্যের শরীর মনুষ্যের ন্যায় হয়; তবে জড়, অন্ধ, কুব্জ, মূক, বামন, মিন্মিন, ব্যঙ্গ, উন্মত্ত, কুষ্ঠী এবং কিলাস রোগীর উৎপন্ন সন্তান কেন না তৎসদৃশ হয়? এ স্থলে হয় তো এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, পিতামাতা মনুষ্য বলিয়া সন্তানের মনুষ্যত্বই হইতে পারে, কিন্তু পিতামাতার ইন্দ্রিয়বৈকল্য-বশতঃ যে সকল হানি হইয়াছে, সন্তান তাহার ভাগী হইবে কেন? সে আপনার চক্ষু দ্বারা রূপ, কর্ণ দ্বারা শব্দ, আঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ, জিহ্বা দ্বারা রস এবং বুদ্ধি দ্বারা বোদ্ধব্য বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া জ্ঞানী হইতে পারে। অতএব জড়াদির সন্তান যে তৎসদৃশ হইবে, এরূপ কারণ নাই। যদি এইরূপ স্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞাহানি হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়হীন আত্মাকে অজ্ঞ বলা হয় এবং ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মাকে জ্ঞ বলা হয়। যে আত্মাতে এইরূপ অজ্ঞত্ব ও জ্ঞত্ব উভয়ই থাকে, সে বিকারপ্রকৃতিকও বটে, আবার নির্ব্বিকারও বটে। যদি আত্মা ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে অজ্ঞ হয়, তবে যেহেতু উহা অজ্ঞ, অতএব উহা অকারণ এবং যেহেতু অকারণ সেই হেতু আবার অনাত্মা হইতেছে। অতএব আপনি যাহা বলিলেন, তাহা কথার কথা মাত্র, বস্তুতঃ উহা অনর্থক কথা। ভরদ্বাজ এইরূপই কহিলেন। ২৪। আত্রেয় কহিলেন, পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, জীবাত্মা আতিবাহিক শরীরের সহিত সম্বদ্ধ। যে জন্য দ্রব্যসমষ্টিজাত গর্ভ মনুষ্যদেহের সহিত জন্মগ্রহণ করে এবং যে জন্য মনুষ্যকে মনুষ্যোৎপন্ন বলা যায়, তাহা বলিতেছি। প্রাণীদিগের চারি প্রকার যোনি, যথা;—জরায়ু, অণ্ড, স্বেদ ও উদ্ভিদ্। এই চারি প্রকার যোনির এক এক যোনির অসংখ্য ভেদ,

জরায়ুজানামণ্ডজানাং প্রাণিনামেতে গর্ভকরা ভাবা যাং যাং যোনিমাপদ্যন্তে তস্যাং তস্যাং যোনৌ তথাতথারূপা ভবন্তি। তদ্যথা—কনকরজতত্রাম্রত্রপুসীসা আসিচ্যমানাস্তেষু তেষু মধূচ্ছিষ্টবিম্বেষু তে যদা মনুষ্যবিম্বমাপদ্যন্তে তদা মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়ন্তে। তস্মাৎ সমুদয়াত্মকঃ সন্ গর্ভো মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভব ইত্যুচ্যতে তদ্যোনিত্বাৎ॥ ২৬

যচ্চোক্তং যদি চ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ কস্মান্ন জড়াদিভ্যো জাতাঃ পিতৃসদৃশরূপা ভবন্তীতি তত্রোচ্যতে যস্য যস্য হ্যঙ্গাবয়বস্য বীজে বীজভাব উপতপ্তো ভবতি তস্য তস্যাঙ্গাবয়বস্য বিকৃতিরুপজায়তে নোপজায়তে চানুতাপাৎ তস্মাদুভয়োরুপপত্তিরত্র। সর্ব্বস্য চাত্মজানীন্দ্রিয়াণি তেষাং ভাবাভাবহেতুর্দৈবং তস্মান্নৈকান্ততো জড়াদিভ্যো জাতাঃ পিতৃসদৃশরূপা ভবন্তি॥ ২৭

ন চাত্মা সৎস্বিন্দ্রিয়েষু জ্ঞঃ অসৎসু বা ভবত্যজ্ঞো ন হ্যসত্ত্বঃ কদাচিদাত্মা সত্ত্ববিশেষাচ্চোপলভ্যতে জ্ঞানবিশেষ ইতি॥ ২৮

ভবন্তি চাত্র।

ন কর্ত্তুরিন্দ্রিয়াভাবাৎ কার্য্যজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে।
যৈঃ ক্রিয়া বর্ত্ততে যা তু সা বিনা তৈর্ন বর্ত্ততে
জানন্নপি মৃদো ভাবাৎ কুম্ভকৃন্ন প্রবর্ত্ততে।
শ্রূয়তাঞ্চেদমধ্যাত্মমাত্মজ্ঞানবলং মহৎ॥
দেহেন্দ্রিয়াণি সংক্ষিপ্য মনঃ সংগৃহ্য চঞ্চলম্।
প্রবিশ্যাধ্যাত্মমাত্মজ্ঞঃ স্বে জ্ঞানে পর্য্যবস্থিতঃ॥২৯
সর্ব্বত্রাবহতজ্ঞানঃ সর্ব্বভাবান্ পরীক্ষতে।
গৃহ্লীষ বেদমপরং ভরদ্বাজ বিনির্ণয়ম্॥

কেননা জীবদিগের আকৃতিভেদ অসংখ্য। তন্মধ্যে জরায়ুজ ও অণ্ডজদিগের গর্ভকর ভাব সকল যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, তদনুসারেই তাহাদের গঠন হয়। যেমন মনুষ্যাদির আকৃতিযুক্ত মোমের ছাঁচে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ বা সীসক গলাইয়া ঢালিলে তাহাতে মনুষ্যাদির আকৃতি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ গর্ভকর দ্রব্য সকল মনুষ্যযোনিতে প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্যবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়। এই জন্য দ্রব্যসমষ্টি-সমুদ্ভব গর্ভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্য মনুষ্য হইতে উৎপন্ন হয়। ২৬। আরও বলিয়াছ যে, যদি মনুষ্য মনুষ্য-সমুদ্ভব হয়, তবে জড়াদি হইতে জাত ব্যক্তিরা কি জন্য জড়াদিবৎ না হয়; তাহার উত্তর এই যে, বীজে সকল অঙ্গেরই বীজভাব থাকে, তন্মধ্যে যদি কোন অঙ্গাবয়বের বীজভাব উপতপ্ত হয়, তবে সন্তানে সেই অবয়বের বিকৃতি জন্মায়। আর যদি বীজভাব উপতপ্ত না হয়, তবে বিকৃতিও হয় না; অতএব তোমার দুই প্রশ্নেরই উত্তর করা হইল। সকলেরই ইন্দ্রিয় সকল আত্মজ, উহাদের সহিত প্রাক্তন-কর্ম্মের সম্বন্ধ আছে। অতএব দৈব ইন্দ্রিয়দিগের ভাবাভাবের হেতু। অতএব জড়াদি হইতে জাত হইলেই যে সন্তানকে জড়াদিবৎ হইতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। ২৭। আত্মা ইন্দ্রিয় থাকিলেই জ্ঞ বা ইন্দ্রিয় না থাকিলেই অজ্ঞ হয় না। আত্মা কখন মনোহীন থাকে না। অথচ বাহ্যেন্দ্রিয়াভাবে বাহ্যজ্ঞানের অভাব হয়। বলিয়া মনোযুক্ত আত্মার আত্মজ্ঞানের অভাব হয় না। ২৮। ইন্দ্রিয়াভাবে, কর্ত্তার, বাহ্যকার্য্যে প্রবৃত্তিজনক বিষয়জ্ঞান সম্ভব হয় না। যাহাদের দ্বারা যে ক্রিয়া হয়, তাহাদের অভাবে সে ক্রিয়া কিরূপে হইবে? কুম্ভকার ঘটকার্য্যে অভিজ্ঞ হইলেও মৃত্তিকার অভাবে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। হে ভরদ্বাজ! এই মহৎ অধ্যাত্ম আত্মজ্ঞানের বল শ্রবণ কর। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয়াদিদিগকে বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত ও চঞ্চল মনকে সংযত করিয়া অধ্যাত্ম তত্ত্বে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানে পর্য্যবসিত হন। ২৯। ইন্দ্রিয় বিনা কেবল সমাধিবলেই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। হে ভরদ্বাজ! অপর একটী মীমাংসা শ্রবণ কর! আত্ম-

নির্ব্বৃত্তেন্দ্রিয়বাক্‌চেষ্টঃ সুপ্তঃ স্বপ্নগতো যদা।
বিষয়ান্ সুখদুঃখে চ বেত্তি নাজ্ঞোঽপাতঃস্মৃতঃ।
নাত্মা জ্ঞানাদৃতে চৈকং জ্ঞানং কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্ততে
ন হ্যেকো বর্ত্তত্তে ভাবো বর্ত্ততে নাপ্যহেতুকঃ
তস্মাজ্‌জ্ঞঃ প্রকৃতিশ্চাত্মা দ্রষ্টা কারণমেব চ।
সর্ব্বমেতদ্ভরদ্বাজ নির্ণীতং জহি সংশয়মিতি ॥৩০

তত্র শ্লোকৌ।

হেতুর্গর্ভস্য নির্বৃত্তৌ বৃদ্ধৌ জন্মনি চৈব যঃ।
পুনর্ব্বসুমতির্যা চ ভরদ্বাজমতশ্চ যা ॥
প্রতিজ্ঞা প্রতিষেধশ্চ বিশদশ্চ বিনির্ণয়ঃ।
গর্ভাবক্রান্তিমুদ্দিশ্য খুড্ডীকাং সম্প্রকাশিতম্ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
শারীরস্থানে খুড্ডীকাগর্ভাবক্রান্তি-
র্নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

জ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের প্রভেদ আছে। মানুষ সুপ্ত নিদ্রাগত হইলে তাহার ইন্দ্রিয়, বাক্য ও চেষ্টা সকল নিবৃত্ত হয়। তখন সে বিষয়জ্ঞান ও সুখদুঃখ অনুভব করে না। এইজন্য বিষয়জ্ঞকে অজ্ঞ বলিয়া থাকে। আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে আর কোন স্বাধীনজ্ঞান নাই। আর কোন ভাব এরূপ স্বাধীনভাবে থাকে না। এরূপ নিষ্কারণ আর কোন ভাব নাই। অতএব হে ভরদ্বাজ! জ্ঞ, প্রকৃতি, আত্মা, দ্রষ্টা ও কারণ; এই সমুদায় বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা হইল; এক্ষণে নিঃসংশয় হও। ৩০। এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—এই খুড্ডীকা গর্ভাবক্রান্তিশারীর নামক অধ্যায়ে গর্ভের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ও প্রসবের হেতু, পুনর্ব্বসুর মত, ভরদ্বাজের মত, প্রতিজ্ঞা, প্রতিষেধ এবং বিশুদ্ধ বিনির্ণয় (সিদ্ধান্ত) প্রকাশিত হইল। ৩১

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

মহতী গর্ভাবক্রান্তিঃ।

অথাতো মহতীং গর্ভাবক্রান্তিং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

যতশ্চ গর্ভঃ সম্ভবতি যস্মিংশ্চ গর্ভসংজ্ঞা যদ্বিকারশ্চ গর্ভো যথা চানুপূর্ব্ব্যাভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ যশ্চাস্য বৃদ্ধিহেতুর্যতশ্চাস্যাবৃদ্ধির্ভবতি যতশ্চ জায়মানঃ কুক্ষৌ বিনাশং প্রাপ্নোতি যতশ্চ কার্ৎস্নেনাবিনশ্যন বিকৃতিমাপদ্যতে তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২

মাতৃতঃ পিতৃত আত্মতঃ সাত্ম্যতো রসতঃ সত্ত্বত ইত্যেতেভ্যো ভাবেভ্যঃ সমুদিতেভ্যো গর্ভঃ সম্ভবতি। তস্য যে যেঽবয়বা যতো যতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান বিভজ্য মাতৃজাদীনবয়বান্ পৃথক্ পৃথগুক্তমগ্রে। শুক্র-শোণিতজীবসংযোগে তু খলু কুক্ষিগতে গর্ভসংজ্ঞা ভবতি ॥ ৩

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা মহতী গর্ভাবক্রান্তি শারীর ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় ঋষি কহিলেন। ১। যাহা হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়, যাহার গর্ভসংজ্ঞা হয়, গর্ভ যে সমস্ত দ্রব্যের বিকার (রূপান্তর), গর্ভ যেরূপে আনুপূর্ব্বিক কুক্ষিতে উৎপন্ন হয়, যাহা ইহার বৃদ্ধির হেতু, যাহা হইলে ইহার অবৃদ্ধি হয়, গর্ভ উৎপন্ন হইলেও যে কারণে কুক্ষির মধ্যেই বিনষ্ট হয় এবং যে কারণে সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হইয়া কেবল বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতেছি। ২। মাতা, পিতা, আত্মা, সাত্ম্য, রস ও সত্ত্ব; এই সকল হইতে গর্ভ হয় এবং গর্ভ দ্রব্যসমূহের সমবায় হইতে উৎপন্ন হয়। গর্ভের যে যে অবয়ব যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা মাতৃজাদিক্রমে বিভাগপূর্ব্বক পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কুক্ষিতে শুক্র-শোণিতজীব-সংযোগের নাম গর্ভ। চেতনার অধিষ্ঠানভূত 'আকা-

গর্ভস্তু খল্বন্তরীক্ষবায্বগ্নিতোয়ভূমিবিকারশ্চেতনাধিষ্ঠানভূতঃ, এবমনয়ৈব যুক্ত্যা পঞ্চমহাভূতবিকারসমুদায়াত্মকো গর্ভশ্চেতনাধাত্বধিষ্ঠানভূতঃ স হ্যস্য ষষ্ঠো ধাতুরুক্তঃ ॥ ৪

যথা চানুপূর্ব্ব্যাভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। গতে পুরাণে রজসি নবে চাবস্থিতে পুনঃ শুদ্ধস্নাতাং স্ত্রিয়মব্যাপন্নযোনিশোণিত-গর্ভাশয়ামৃতুমতীমা-চক্ষ্মহে। তয়া সহ তথাভূতয়া যদা পুমানব্যাপন্নবীজো মিশ্রীভাবং গচ্ছতি তস্য হর্ষোদীরিতঃ পরঃ শরীরধাত্বাত্মা শুক্রভূতোঽঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি। স তথা হর্ষভূতেনাত্মনোদীরিতশ্চ জীবধাতুঃ পুরুষশরীরাদভিনিষ্পদ্যোদিতেন হি তেন পথা গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্যার্ত্তবেনাভিসংসর্গমেতি তত্র পূর্ব্বং চেতনাধাতুঃ সত্ত্বকরণো গুণগ্রহণায় প্রবর্ত্ততে। স হি হেতুঃ কারণং নিমিত্তমক্ষরং কর্ত্তা মন্তা বেদিতা বোদ্ধা দ্রষ্টা ধাতা ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপঃ পুরুষঃ প্রভবোঽব্যয়ো নিত্যঃ গুণী গ্রহণং প্রাধান্যমব্যক্তং জীবো জ্ঞঃ প্রকুলশ্চেতনাবান্ বিভুর্ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চান্তরাত্মা চেতি ॥ ৫

স গুণোপাদানকালেঽন্তরীক্ষং পূর্ব্বতরমন্যেভ্যো গুণেভ্য উপাদত্তে যথা প্রলয়াত্যয়ে সিসৃক্ষুর্ভূতান্যক্ষরভূতঃ সত্ত্বোপাদানং পূর্ব্বতরমাকাশং সৃজতি। ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায়্বাদিকাংশ্চতুরঃ। তথা দেহগ্রহণেঽপি প্রবর্ত্তমানঃ পূর্ব্বতরমাকাশমেবোপাদত্তে ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান ধাতূন বায়্বাদীংশ্চতুরঃ। সর্ব্বমপি তু খল্বেতদ্‌গুণোপাদানমণুনা কালেন ভবতি ॥ ৬

স সর্ব্বগুণবান্ গর্ভত্বমাপন্নঃ প্রথমে মাসি সম্মূর্চ্ছিতঃ সর্ব্বধাতুকলুষীকৃতঃ খেটভূতো ভবত্যব্যক্তবিগ্রহঃ স চ সদ্ভূতাঙ্গাবয়বঃ ॥ ৭

দ্বিতীয়ে মাসে ঘনঃ সম্পদ্যতে পিং

শাদি [৬ প্রকরণ দেখ] পঞ্চভূতের বিকারকে গর্ভ কহে। অতএব চেতনা গর্ভের ষষ্ঠ ধাতু হইতেছে। ৩। কুক্ষিতে গর্ভ যেরূপ আনুপূর্ব্বিক উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। পুরাতন রজঃ নিবৃত্ত থাকিয়া নূতন রজের প্রবৃত্তি হইবার পর শুদ্ধস্নাতা হইলে সেই স্ত্রীকে ঋতুমতী কহে। সেই স্ত্রীর যোনি শোণিত ও গর্ভাশয় বিশুদ্ধ হইলে সে গমনীয়া হয়। সেই স্ত্রীর সহিত, বিশুদ্ধশুক্র পুরুষ মিশ্রীভাব প্রাপ্ত হইলে, সর্ব্বশরীরধাতুর সার শুক্রধাতু হর্ষবশতঃ উদীরিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয়। এইরূপে হর্ষবশতঃ আত্মা কর্ত্তৃক উদীরিত সেই জীবধাতু পুরুষশরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর সেই পথদ্বারাই গর্ভাশয়ে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক মাতৃরক্তের সহিত সংসর্গ প্রাপ্ত হয়। নির্গুণ চেতনাধাতু সত্ত্বরূপ কারণযুক্ত হইয়া এই মিলিত শুক্রার্ত্তবে এই প্রথম গুণগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। সেই চেতনাধাতু কারণ, নিমিত্ত, অক্ষর, কর্ত্তা, মননকর্ত্তা, বেদিতা, বোদ্ধা, দ্রষ্টা, ধাতা, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, পুরুষ, প্রভব, অব্যয়, অনিত্য, গুণ, গ্রহণ, প্রাধান্য, অব্যক্ত, জীব, জ্ঞ, প্রকুল (কুলীন), চেতনাবান্, বিভু, ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা ও অন্তরাত্মা। ৫। সেই চেতনাধাতু গুণগ্রহণকালে অন্যান্য গুণগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ আকাশ গ্রহণ করিয়া থাকেন; যেমন প্রলয়ের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া অক্ষর পুরুষ প্রথমতঃ সত্ত্বোপাদানক আকাশ সৃষ্টি করেন, অনন্তর ক্রমশঃ ব্যক্ততরগুণ বায়ু প্রভৃতি চারি ধাতু নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। এইরূপ পুরুষ দেহগ্রহণে প্রবর্ত্তমান হইয়াও প্রথমতঃ আকাশই গ্রহণ করেন। পরে ক্রমশঃ ব্যক্ততর গুণ বায়ু প্রভৃতি চারি ধাতু গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপে সমস্ত গুণের গ্রহণই 'অণু' কালে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ৬। চেতনাধাতু এই রূপে সর্ব্বগুণ গ্রহণ করিয়া গর্ভত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রথম মাসে সংমূর্চ্ছিতভাবে অবস্থান করে, তখন ইহা সর্ব্বধাতুকর্ত্তৃক কলুষীকৃত ও শ্লেষ্মভূত থাকে। ইহার শরীর অব্যক্ত থাকে এবং ইহাতে অঙ্গাবয়বদিগের

পেশ্যর্ব্বুদং বা তত্র ঘনঃ পুরুষঃ স্ত্রীপেশী অর্ব্বুদং নপুংসকম্ ॥ ৮

তৃতীয়ে মাসি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাঙ্গাবয়বাশ্চ যৌগপদ্যেনাভিনির্ব্বর্ত্তন্তে ॥ ৯

তত্রাস্য কেচিদঙ্গাবয়বা মাতৃজাদীনবয়বান্ বভজ্য পূর্ব্বমুক্তা যথাবন্মহাভূতবিকারপ্রবিভাগেন ত্বিদানীমস্য তাংশ্চৈবাঙ্গাবয়বান কাংশ্চিৎ। পর্য্যায়ান্তরেন পাংশ্চানুব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১০

মাতৃজাদয়োঽপ্যস্য মহাভূতবিকারা এব তত্রাস্যাকাশাত্মকং শব্দঃ শ্রোত্রং লাঘবং সৌক্ষ্ম্যং বিবেকশ্চ ॥ ১১

বায়্বাত্মকং স্পর্শঃ স্পর্শনঞ্চ রৌক্ষ্যং প্রেরণং ধাতুব্যূহনং চেষ্টাশ্চ শারীর্য্যঃ ॥ ১২

অগ্ন্যাত্মকং রূপং দর্শনং প্রকাশঃ পক্তিরৌষ্ণ্যঞ্চ ॥ ১৩

অবাত্মকং রসো রসনং শৈত্যং মার্দ্দবং স্নেহঃ ক্লেদশ্চ ॥ ১৪

পৃথিব্যাত্মকো গন্ধঃ ঘ্রাণং গৌরবং স্থৈর্য্যং মূর্ত্তিশ্চ ॥ ১৫

এবময়ং লোকসম্মিতঃ পুরুষো যাবন্তো হি লোকে ভাববিশেষাঃ তাবন্তঃ পুরুষে যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে ইতি বুধাস্ত্বেবং দ্রষ্টুমিচ্ছান্ত ॥ ১৬

এবমস্যেন্দ্রিয়াণি অঙ্গাবয়বাশ্চ যৌগপদ্যেনাভিনির্ব্বর্ত্তন্তে অন্যত্র তেভ্যো ভাবেভ্যো যেঽস্য জাতস্যোত্তরকালং জায়ন্তে তদ্যথা; —দন্তাব্যঞ্জনানি ব্যক্তীভাবঃ তথা যুক্তানি চাপরাণ্যেষা প্রকৃতিঃ। বিকৃতিঃ পুনরতোঽন্যথা। সন্তি খল্বস্মিন্ গর্ভে নিত্যা ভাবাঃ সন্তি চানিত্যাঃ তস্য য এবাঙ্গাবয়বাঃ সন্তিষ্ঠন্তে ত এব স্ত্রীলিঙ্গং পুরুষলিঙ্গং নপুংসকলিঙ্গং বা বিভ্রতি ॥ ১৭

অস্থিত্বঘটনা হয়। ৭। দ্বিতীয় মাসে ঘন পিণ্ডাকৃতি হয় বা দেখিতে দীর্ঘমাংসপেশীর আকার বা অর্ব্বুদের ন্যায় বর্ত্তুলোন্নত হয়। ঘনপিণ্ড হইলে গর্ভ পুরুষ, পেশীর আকার হইলে স্ত্রী এবং অর্ব্বুদের আকার হইলে নপুংসক হইয়া থাকে। ৮। তৃতীয়মাসে সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্বাঙ্গাবয়ব যুগপৎ উৎপন্ন হয়। ৯। সেই সকল অবয়ব মাতৃজাদিক্রমে পূর্ব্বেই বিভাগ করা হইয়াছে। এক্ষণে আকাশাদি-শ্রেণীক্রমে ঐ সকল অবয়ব ও অপর কতকগুলি ব্যাখ্যা করিতেছি। ১০। গর্ভের মাতৃজাদি অবয়ব সকল পঞ্চমহাভূতের বিকার। তন্মধ্যে শব্দ, শ্রোত্র, লঘুতা, সূক্ষ্মতা ও ছিদ্র আকাশের বিকার। ১১। স্পর্শ, স্পর্শনেন্দ্রিয়, রুক্ষতা, প্রেরণ (গতি ও ক্রিয়া), ধাতুরচনা এবং শারীরিক চেষ্টা; এই সকল বায়ুর বিকার। ১২। রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়, প্রকাশ, পরিপাক ও উষ্ণতা; এই সকল অগ্নির বিকার। ১৩। রস, রসনেন্দ্রিয়, শৈত্য, মৃদুতা, স্নেহ ও ক্লেদ; এই সকল জলের বিকার। ১৪ গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গুরুত্ব, স্থৈর্য্য ও মূর্ত্তি এই সকল পৃথিবীর বিকার। ১৫। এইরূপে পুরুষ পঞ্চভূতাত্মক বাহ্যজগতেরই সদৃশ। বাহ্যজগতে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য আছে, পুরুষেও তত আছে। পুরুষেও যত বাহ্য জগতেও তত দ্রব্য আছে। সম্যক জ্ঞানবান মোক্ষযুক্ত পুরুষেরা বাহ্যজগৎ ও পুরুষের এইরূপই তুল্যতা কহিয়াছেন [পুরুষবিষয় শারীর দেখ]। ১৬। এইরূপে গর্ভের ইন্দ্রিয় সকল ও অঙ্গাবয়বসমূহ যুগপৎ উৎপন্ন হয়। গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইবার পর উহার শরীরে আরও কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হয় যথা;— দন্তসমূহ ও ব্যক্তিভাব সকল [অর্থাৎ শ্মশ্রু স্তনাদি, শুক্র ও আর্ত্তবের আবির্ভাব ইত্যাদি]। তদ্ভিন্ন গমন ধারণাদি অন্যান্য প্রাকৃতিক ভাব সকলও উৎপন্ন হয়। আবার ইন্দ্রিয়হানি প্রভৃতি বিকৃত ভাব সকলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। গর্ভের কতকগুলি ভাব নিত্য ও কতকগুলি অনিত্য। যেমন করচরণাদি নিত্য, দন্তাদি অনিত্য। গর্ভের নিত্য অঙ্গাবয়ব গুলিই স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও

ততঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্যে বৈশেষিকা ভাবাঃ প্রধানসংশ্রয়াশ্চ তেষাং যতো ভূয়স্ত্বং ততোঽন্যতরভাবস্তদ্যথা ক্লৈব্যং ভীরুত্বমবৈশারদ্যং মোহোঽনবস্থানমধোগুরুত্বমসংহননং শৈথিল্যং মার্দ্দবং গর্ভাশয়বীজভাগস্তথাযুক্তানি চাপরাণি স্ত্রীকরাণি। অতো বিপরীতানি পুরুষকরাণ্যুভয়ভাগভাবানি নপুংসককরাণি। যস্য যৎকালমেবেন্দ্রিয়াণি সন্তিষ্ঠন্তে তৎকালমেবাস্য চেতসি বেদনানিবন্ধং প্রাপ্নোতি। তস্মাৎ তদা প্রভৃতি গর্ভঃ স্পন্দতে প্রার্থয়তে চ জন্মান্তরানুভূতমিহ যৎ কিঞ্চিৎ তদ্দ্বৈহৃদয্যমাচক্ষতে বৃদ্ধাঃ। মাতৃজঞ্চাস্য হৃদয়ং মাতৃহৃদয়াভিসম্বদ্ধং রসবাহিনীভিঃ সংবাহিনীভিস্তস্মাৎ তয়োস্তাভির্ভক্তিঃ সম্পদ্যতে। তচ্চৈব কারণমবেক্ষমাণা ন দ্বৈহৃদয্যং বিমানিতং গর্ভমিচ্ছন্তি কর্ত্তুং, বিমাননে হ্যস্য দৃশ্যতে বিনাশো বিকৃতির্বা॥ ১৮

সমানযোগক্ষেমা হি মাতা তদা গর্ভেণ কেষুচিদর্থেষু তস্মাৎ প্রিয়হিতাভ্যাং গর্ভিণীং বিশেষেণোপচরন্তি কুশলাঃ॥ ১৯

তস্যা দ্বৈহৃদয্যস্য চ বিজ্ঞানার্থং লিঙ্গানি সমাসেনোপদেক্ষ্যামঃ॥ ২০

উপচারাঃ সংবাধনং হ্যস্যাজ্ঞানে দোষজ্ঞানঞ্চ লিঙ্গতস্তাম্মাদন্টৌ লিঙ্গোপদেশস্তদ্যথার্ত্তবদর্শনমাস্যসংস্রবণমনন্নাভিলাষচ্ছর্দ্দিররোচকোঽম্লকামতা চ বিশেষেণ। শ্রদ্ধাপ্রণয়নঞ্চোচ্চাবচেষু ভাবেষু গুরুগাত্রত্বং চক্ষুষোগ্লানিঃ স্তনয়োঃ স্তন্যমোষ্ঠয়োঃ স্তনমণ্ডলয়োশ্চ কার্ষ্ণ্যমত্যর্থং শ্বয়থুঃ পাদয়োরীষল্লোমরাজ্যা যোন্যাশ্চ জালত্বমিতি গর্ভে পর্য্যাগতে রূপাণি ভবন্তি॥ ২১

নপুংসকলিঙ্গ ধারণ করিয়া থাকে। ১৭। স্ত্রীপুরুষের শোণিত-শুক্রাশ্রিত ভাবসমূহের মধ্যে স্ত্রীভাবের প্রাধান্য থাকিলে কন্যা, পুংভাবের প্রাধান্য থাকিলে পুত্র এবং উভয়ভাবের প্রাধান্য থাকিলে নপুংসক সন্তান হয়। তন্মধ্যে কন্যাকারক ভাবসমূহ যথা ;— কাতরতা, ভীরুতা, অপটুতা, মোহ, চপলতা অধোগুরুত্ব, শরীরের অসংহতি, শৈথিল্য, মার্দ্দব এবং মিশ্রিত শুক্ররক্তে রক্তের আধিক্য। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ভাবও আছে। এই সকল ভাবের বিপরীত ভাব সকল পুত্রকারক হয় এবং উভয় ভাব সমান সমান থাকিলে নপুংসক সন্তান হয়। গর্ভের ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হইবার সমকালে ইহার চিত্তে বেদনার সম্বন্ধ হয়। সেই সময় হইতেই গর্ভ স্পন্দিত হইতে থাকে এবং জন্মান্তরভূত সুখদুঃখহেতু সকল প্রার্থনা করে। গর্ভের সেই প্রার্থনা মাতৃহৃদয়ে পরিচালিত হইয়া থাকে, এবং মাতা সেই প্রার্থনা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই গর্ভের হৃদয় মাতৃজ এবং মাতার হৃদয়ের সহিত রসবাহিনী নাড়ীসমূহ দ্বারা সম্বদ্ধ থাকে। সেই নাড়ীসমূহ দ্বারাই গর্ভের প্রার্থনা মাতৃহৃদয়ে এবং মাতার প্রার্থনা গর্ভের হৃদয়ে পরিচালিত হয়। এই জন্য মাতা ও গর্ভের ইচ্ছা সমান হইয়া থাকে। দুই হৃদয়ের ভাব মিলিত থাকাতেই জ্ঞানবৃদ্ধেরা গর্ভকে দ্বৈহৃদয্য কহিয়া থাকেন। আর মাতার ইচ্ছা গর্ভেচ্ছার অনুরূপ হওয়াতে সেই ইচ্ছার ব্যাঘাত করিলে বায়ুপ্রকোপ বশতঃ গর্ভের নাশ বা বিকৃতি হইতে পারে। ১৮। গর্ভ ও মাতার একের সুখেই অপরের সুখ এবং একের মঙ্গলেই অপরের মঙ্গল। এইজন্য পণ্ডিতেরা তৎকালে মাতাকে প্রিয়হিত আহারবিহারযোগে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। ১৯। সম্প্রতি দ্বৈহৃদয্য অবস্থার লক্ষণ ও শুশ্রূষার বিশুদ্ধ উপায় সকল সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। ২০। লক্ষণসমূহ যথা,—প্রথমতঃ আর্ত্তবের অদর্শন, মুখে জলওঠা, অন্নদ্বেষ, বমি, অরুচি, বিশেষরূপে অম্লসেবনেচ্ছা, উচ্চ ও নীচ দ্রব্যসমূহে ইচ্ছা প্রণয়ন, গুরুগাত্রতা, চক্ষুর্দ্বয়ের গ্লানি, স্তনদ্বয়ে স্তন্যপ্রকাশ, ওঠদ্বয় ও স্তনমণ্ডলের অত্যন্ত কালিমা, পাদদ্বয়ে শোথ,

সা যদ্যদিচ্ছেৎ তত্তদস্যৈ দদ্যাদন্যত্র গর্ভোপঘাতকরেভ্যো ভাবেভ্যঃ। গর্ভোপঘাতকরাস্ত্বিমে ভাবাস্তদ্যথা সর্ব্বমতিগুরূষ্ণতীক্ষ্ণদারুণাশ্চ চেষ্টা ইমাংশ্চান্যানুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ। দেবতা রক্ষোহনুচরপরিরক্ষণার্থং ন রক্তানি বাসাংসি বিভৃয়ান্ন মদকরাণি চাদ্যান্নাভ্যবহরেন্ন যানমধিরোহেন্ন মাংসমশ্নীয়াৎ, সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রতিকূলাংশ্চ ভাবান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ২২

যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্ত্রিয়ো বিদ্যুস্তীব্রায়াস্তু খলু প্রার্থনায়াং কামমহিতমপ্যস্যৈ হিতেনোপসংহিতং দদ্যাৎ প্রার্থনাবিনয়নার্থম্। প্রার্থনাসন্ধারণাদ্ধি বায়ুঃ কুপিতোঽন্তঃশরীরমনুচরন গর্ভস্যাপদ্যমানস্য বিনাশং বৈরূপ্যং বা কুর্য্যাৎ॥ ২৩

চতুর্থে মাসি স্থিরত্বমাপদ্যতে গর্ভস্তস্মাৎ তদা গর্ভিণী গুরুগাত্রত্বমধিকমাপদ্যতে বিশেষেণ॥ ২৪

পঞ্চমে মাসি গর্ভস্য মাংসশোণিতোপচয়ো ভবত্যধিকমন্যেভ্যো মাসেভ্যস্তস্মাৎ তদা গর্ভিণী কার্শ্যমাপদ্যতে বিশেষেণ॥ ২৫

ষষ্ঠে মাসি গর্ভস্য বলবর্ণোপচয়ো ভবত্যধিকমন্যেভ্যো মাসেভ্যস্তস্মাৎ তদা গর্ভিণী বলবর্ণহানিমাপদ্যতে বিশেষেণ॥ ২৬

সপ্তমে মাসি গর্ভঃ সর্ব্বভাবৈরাপ্যায়তে হস্যাঃ। তস্মাৎ তদা গর্ভিণী সর্ব্বাকারৈঃ ক্লান্ততমা ভবতি॥ ২৭

অষ্টমে মাসি গর্ভশ্চ মাতৃতো গর্ভতশ্চ মাতা রসবাহিনীভিঃ সংবাহিনীভির্ম্মুহুর্ম্মুহুরোজঃ পরস্পরত আদদাতে গর্ভস্য সম্পূর্ণত্বাৎ,তস্মাৎ তদা গর্ভিণী মুহুর্মুদা যুক্তা ভবতি মুহুর্ম্মুহুশ্চ গ্লানা, তস্মাৎ তদা গর্ভস্য জন্মব্যাপত্তবত্যোজসোঽনবস্থিতত্বাৎ তঞ্চৈবমভিসমীক্ষ্যাষ্টমং মাসমগণ্যমিত্যাচক্ষতে কুশলাঃ॥ ২৮

লোমরাজির ঈষৎ উদ্গম এবং যোনিদ্বারের বিবৃতত্ব, গর্ভ পূর্ণ হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। ২১। তৎকালে গর্ভিণী যাহা যাহা ইচ্ছা করে, তাহা তাহাকে দেওয়া উচিত। কিন্তু যে সকল দ্রব্যে গর্ভোপঘাত হইতে পারে, সে সকল দ্রব্য দেওয়া উচিত নয়। এই সকল দ্রব্যে গর্ভোপঘাত হইতে পারে, যথা ;—অতি গুরু, তীক্ষ্ণ বা উষ্ণ দ্রব্যসমূহ এবং উৎকট চেষ্টা সকল। বৃদ্ধেরা এইরূপ আরও কতকগুলি নিষিদ্ধ দ্রব্যের নির্দেশ করিয়া থাকেন। দেবতা, রাক্ষস ও তদীয় অনুচরদিগকে পরিহার করা উচিত, এইজন্য গর্ভিণীকে রক্তবস্ত্র পরিতে নাই। মাদকদ্রব্য সেবন করিতে নাই। যানে আরোহণ করিতে নাই। মাংস সেবন করিতে নাই এবং ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতিকূল আচরণ সকল পরিহার করিতে হয়। ২২। কোন অহিত বস্তুর জন্য গর্ভিণীর প্রার্থনা অনিবার্য্য হইলে প্রার্থনাভঙ্গ না করিয়া সেই অহিত বস্তুর সহিত হিতবস্তু মিশ্রিত করিয়া দিবে। প্রার্থনাভঙ্গ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া গর্ভের বিনাশ বা বিরূপতা সাধন করিতে পারে। ২৩। চতুর্থমাসে গর্ভ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য তৎকালে গর্ভিণীর শরীর গুরু হয়। ২৪। পঞ্চমমাসে গর্ভের মাংস-শোণিত পরিপুষ্ট হয়। সেই জন্য গর্ভিণী তৎকালে কৃশতা প্রাপ্ত হয়। ২৫। ষষ্ঠমাসে গর্ভের বল-বর্ণ পুষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য তৎকালে গর্ভিণীর বল ও বর্ণের হানি হয়। ২৬। সপ্তমমাসে গর্ভের সমস্ত ভাবই সহসা পরিপুষ্ট হয়। সেই জন্য তৎকালে গর্ভিণী সর্ব্বাকারে ক্লান্ততমা হইয়া থাকে। ২৭। অষ্টম মাসে গর্ভ মাতা হইতে এবং মাতা গর্ভ হইতে রসসংবাহিনী নাড়ীসমূহ দ্বারা পরস্পর পরস্পরের হৃদয় হইতে মুহুর্ম্মুহুঃ ওজঃ গ্রহণ করিয়া থাকে, এইজন্য গর্ভিণী মুহুর্ম্মুহু হৃষ্ট ও মুহুর্ম্মুহুঃ গ্লানিযুক্ত হয় অর্থাৎ যখন গর্ভের ওজঃ মাতৃশরীরে প্রবেশ করে, তখন মাতা হৃষ্ট হয় এবং যখন মাতার ওজঃ গর্ভে গমন করে, তখন মাতা গ্লানিযুক্ত হন। এই সময়ে গর্ভের ওজঃ অনবস্থিত হয় বলিয়া গর্ভের

ভস্মিন্নেকদিবসাতিক্রান্তেঽপি নবমং মাসমুপাদায় প্রসবকালমিত্যাহুরা দশমান্মাসাদেতাবান কালো বৈকারিকম্॥ ২৯

অতঃপরং কুক্ষৌ স্থানং গর্ভস্য। এবমনয়ানুপূর্ব্ব্যাভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ॥ ৩০

মাত্রাদীনান্তু খলু গর্ভকরাণাং ভাবানাং সম্পদস্তথাতিবৃত্তস্য সৌষ্ঠবান্মাতৃতশ্চৈবোপস্নেহোপস্বেদাভ্যাং কালপরিণামাৎ স্বভাবসংসিদ্ধেশ্চ কুক্ষৌ বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি। মাত্রাদীনান্তু খলু গর্ভকরাণাং ভাবানাং ব্যাপত্তিনিমিত্তমস্য জন্ম ভবতি॥ ৩১

যে ত্বস্য কুক্ষৌ বৃদ্ধিহেতুসমাখ্যাতা ভাবাস্তেষাং বিপর্য্যয়াদুদরে বিনাশমাপদ্যতেঽথবাপ্য চিরজাতঃ স্যাৎ॥ ৩২

যতস্তু কাৎস্ন্যেনাবিনশ্যন্ বিকৃতিমাপদ্যতে তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ৩৩

যদা স্ত্রিয়া দোষপ্রকোপনোক্তান্যাসেবমানায়া দোষাঃ প্রকুপিতাঃ শরীরমুপসর্পন্তঃ শোণিতগর্ভাশয়ৌ দূষয়ন্তি তদা যং গর্ভং লভতে স্ত্রী তদা গর্ভস্য মাতৃজানামবয়বানামন্যতমোঽবয়বো বিকৃতিমাপদ্যতে একোঽথবানেকঃ॥ ৩৪

অস্য যস্য হ্যবয়বস্য বীজে বীজভাগে বা দোষাঃ প্রকোপমাপদ্যন্তে তং তমবয়বং বিকৃতিরাবিশতি॥ ৩৫

যদা হ্যস্যাঃ শোণিতগর্ভাশয়বীজভাগঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা বন্ধ্যাং জনয়তি। যদা পুনরস্যাঃ শোণিতে গর্ভাশয়বীজভাগাবয়বঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা পূতিপ্রজাং জনয়তি॥ ৩৬

যদা ত্বস্যাঃ শোণিতগর্ভাশয়বীজভাগাবয়বস্ত্রীকরাণাঞ্চ শরীরবীজভাগানামেকদেশঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা স্ত্র্যাকৃতিভূয়িষ্ঠামস্ত্রিয়ং বার্ত্তা নাম জনয়তি তাং স্ত্রীব্যাপদমাচক্ষতে॥ ৩৭

এবমেব পুরুষস্য বীজদোষে পিতৃজাবয়ব-

জীবনে আশঙ্কা থাকে। এই জন্য পণ্ডিতেরা কহেন যে, এই অষ্টমমাস বিশেষ সাবধানতার সময়। ২৮। অষ্টমমাস একদিন অতিক্রান্ত হইলেও প্রসবের সময় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নবম মাস হইতে দশম মাস পর্য্যন্ত প্রসবের প্রকৃত কাল। ইহার অন্যথা হইলে বৈকারিক কাল কহিয়া থাকে। ২৯। কুক্ষিই গর্ভের স্থান। গর্ভ আনুপূর্ব্বিক কুক্ষিতেই উৎপন্ন হয়। ৩০। মাতৃ প্রভৃতি গর্ভকারণ দ্রব্যসমূহ সুসম্পন্ন ও হিতাচারী হইলে, মাতার উপস্নেহ ও উপস্বেদ যোগে [৬ অ—২৫ প্রঃ দেখ], কালপরিণামে ও স্বভাব-প্রভাবে গর্ভ কুক্ষিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আর মাতৃ প্রভৃতির অসম্পন্নতা ও অনাচার হইলে গর্ভের জন্ম হয় না। ৩১। গর্ভের বৃদ্ধিকারণ ভাবসমূহের অভাব হইলে হয় গর্ভের বিনাশ, না হয় বিলম্বে উৎপত্তি হয়। ৩২। যে কারণে গর্ভ সমূলে বিনষ্ট না হইয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতেছি। ৩৩। দোষপ্রকোপক দ্রব্যসমূহ সেবন করিলে স্ত্রীর দোষ সকল কুপিত হইয়া শরীরে বিসর্পণ করে এবং শোণিত ও গর্ভাশয়কে দূষিত করিয়া থাকে। তৎকালে স্ত্রী গর্ভধারণ করিলে গর্ভের মাতৃজ অবয়বদিগের মধ্যে কোন এক বা ততোধিক অবয়ব বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ৩৪ গর্ভের যে অবয়ব বীজের যে অংশ হইতে উৎপন্ন হয়, বীজের সেই অংশ দূষিত হইলে গর্ভের সেই অবয়বও দূষিত হয়। ৩৫। বীজের আর্ত্তবকারক ও গর্ভাশয়কারক অংশ দূষিত হইলে স্ত্রী বন্ধ্যা কন্যা প্রসব করে। আর শোণিতে গর্ভাশয়কারক বীজাংশ দূষিত হইলে ম্রিয়মাণ বা ক্লিন্নাঙ্গ সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। ৩৬। বীজের শোণিতকারক ও গর্ভাশয় কারক অংশ দূষিত হইলে এবং আনুষঙ্গিক স্ত্রীচিহ্নজনক বীজাংশ দূষিত হইলে গর্ভিণী স্ত্রীজনের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অথচ স্ত্রীলিঙ্গহীন বার্ত্তানামক (পাঠান্তর বার্ত্তা) সন্তান প্রসব করে। সেই সন্তানকে স্ত্রীব্যাপৎ কহিয়া থাকে। ৩৭। এইরূপ পুরুষের

বিকৃতিং বিদ্যাৎ যদা পুনরস্য বীজে বীজ-ভাগাবয়বঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা পূতিপ্রজাং জনয়তি॥ ৩৮

যদা ত্বস্য বীজে বীজভাগাবয়বঃ পুরুষ-করাণাঞ্চ শরীরবীজ-ভাগানামেকদেশঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা পুরুষাকৃতিভূয়িষ্ঠম-পুরুষং তৃণপূলিকং নাম জনয়তি তাং পুরুষ-ব্যাপদমাচক্ষতে॥ ৩৯

এতেন মাতৃজানাং পিতৃজানাঞ্চাবয়বানাং বিকৃতিব্যাখ্যানেন সাত্ম্যজানাং রসজানাং সত্ত্বজানাঞ্চাবয়বানাং বিকৃতির্ব্যাখ্যাতা॥ ৪০

নির্ব্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সর্ব্বভূতানাং নির্ব্বি-শেষঃ সত্ত্বশরীরয়োস্তু বিশেষাদ্বিশেষোপ-লব্ধিঃ॥ ৪১

তত্র ত্রয়স্তু শারীরদোষা বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্তে শরীরং দূষয়ন্তি॥ ৪২

দ্বৌ পুনঃ সত্ত্বদোষৌ রজস্তমশ্চ। তৌ সত্ত্বং দূষয়তস্তাভ্যাঞ্চ সত্ত্বশরীরাভ্যাং দুষ্টাভ্যাং বিকৃতিরুপজায়তে নোপজায়তে চাপ্রদুষ্টা-ভ্যাম্॥ ৪৩

তত্র শরীরং যোনিবিশেষাচ্চতুর্ব্বিধমুক্ত-মগ্রে ত্রিবিধং খলু সত্ত্বং শুদ্ধং রাজসং তামস-মিতি। তত্র শুদ্ধমদোষমাখ্যাতং কল্যাণাং-শত্বাৎ। রাজসং সদোষমাখ্যাতং রোষাংশ-ত্বাৎ। তথা তামসমপি সদোষমাখ্যাতং মোহাংশত্বাৎ॥ ৪৪

তেষান্তু ত্রয়াণামপি সত্ত্বানাম্ একৈকস্য ভেদাগ্রমপরিসংখ্যেয়ং তরতমযোগাচ্ছরীর-যোনিনির্ব্বিশেষেভ্যশ্চান্যোন্যানুবিধানত্বাচ্চ। শরীরমপি সত্ত্বমনুবিধীয়তে সত্ত্বঞ্চ শরীরং তস্মাৎ কাংশ্চিচ্চ সত্ত্বভেদাননূকসাদৃশ্যাভি-নির্দ্দেশেন নিদর্শনার্থমনুব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ৪৫

তদ্যথা—শুচিং সত্যাভিসন্ধং জিতাত্মানং সংবিভাগিনং জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনসম্পন্নং

বীজদোষেও পিতৃজ অবয়বসমূহের বিকৃতি হয়। এইরূপ স্থলেও ম্রিয়মাণ বা ক্লিষ্টাঙ্গ সন্তান উৎপন্ন হয়। ৩৮। শোণিত-শুক্রা-ত্মক বীজে শুক্ররূপ বীজজনক অংশ দূষিত হইলে ও আনুষঙ্গিক পুংচিহ্নকারক বীজাংশ দূষিত হইলে পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট অথচ অ-পুরুষ তৃণপূলক নামক সন্তান উৎপন্ন হয়। ইহাকে পুরুষব্যাপৎ বা পুরুষবদ্য কহে। ৩৯। এই-রূপে মাতৃজ ও পিতৃজ বিকৃতি সমুদায় ব্যাখ্যা করাতেই, সুতরাং সাত্ম্যজ, রসজ ও সত্ত্বজ বিকৃতিসমূহেরও ব্যাখ্যা করা হইল। ৪০। আর আত্মজ বিকৃতি সম্ভব হয় না। কেননা আত্মা নির্বিকার, তিনি সর্ব্বভূতেই সমান। কেবল সত্ত্ব ও শরীরের ভেদ বশতই তাঁহাতে ভেদ লক্ষিত হয়। ৪১। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, বাতপিত্ত-কফ এই তিনটী শরীর-দোষ গর্ভের শরীরকে দূষিত করে। ৪২। আর রজঃ ও তমঃ এই দুইটী মানসিক দোষ গর্ভের সত্ত্বকে দূষিত করে। এইরূপে সত্ত্ব ও শরীর দূষিত হওয়াতেই গর্ভ বিকৃত হয়, নতুবা বিকৃত হয় না। ৪৩। পূর্ব্বে বলা হই-য়াছে যে, শরীর জরায়ুজাদি যোনিভেদে চারি প্রকার এবং সত্ত্বগুণ শুদ্ধ, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার [৩য় অধ্যায়—২২ প্রকরণ দেখ]। তন্মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব নির্দ্দোষ এবং উহা ত্রিগুণের কল্যাণাংশ। রাজসকে সদোষ বলা হয়, উহা রোষাংশ। আবার তামসকেও সদোষ বলা যায়, উহাই মোহাংশ। ৪৪। সেই ত্রিবিধ সত্ত্বেরই অসংখ্য কল্পনা হইয়া থাকে। কারণ উহারা একৈকের উৎ-কর্ষ ও তারতম্যবশতঃ বহু প্রকার হইয়া থাকে। আবার শরীরভেদে ও যোনিভেদে তিন প্রকার হয়; আবার শরীর ও সত্ত্বের পরস্পর অনুরূপতাও আছে [যেমন সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে দেবশরীর হইয়া থাকে ইত্যাদি]; কখন সত্ত্ব শরীরের অনুরূপ হয়, কখন বা শরীর সত্ত্বের অনুরূপ হয়। এক্ষণে সাদৃশ্যা-নুসারে কতকগুলি ভেদ নির্দ্দেশ করিতেছি। ৪৫। যথা শুচি, সত্যসন্ধ, জিতাত্মা, সমীক্ষ্য-কারী, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, বক্তা, প্রতিবচন-

স্মৃতিমন্তং কামক্রোধলোভমানমোহের্ষ্যাহর্ষো-পেতং সমং সর্ব্বভূতেষু ব্রাহ্মং বিদ্যাৎ ॥ ৪৬

ইজ্যাধ্যয়ন-ব্রতহোম-ব্রহ্মচর্য্যমতিথি-ব্রত-মুপশান্তমদ-মানরাগদ্বেষ--মোহ--লোভ--রোষং প্রতিবচনবিজ্ঞানোপধারণ--শক্তিসম্পন্ন--মার্ষ্যং বিদ্যাৎ ॥ ৪৭

ঐশ্বর্য্যবন্তমাদেয়বাক্যং যজ্বানং শূরমোজ-স্বিনং তেজসোপেতমক্লিষ্টকর্ম্মাণং দীর্ঘদর্শিনং ধর্ম্মার্থকামাভিরতমৈন্দ্রং বিদ্যাৎ ॥ ৪৮

লেখাস্থবৃত্তং প্রাপ্তকারিণমসংহার্য্যমুত্থান-বন্তং স্মৃতিমন্তমৈশ্বর্য্যলম্ভিনং ব্যপগতরাগদ্বেষ-মোহং যাম্যং বিদ্যাৎ ॥ ৪৯

শূরং শুচিমশুচিদ্বেষিণং যজ্বানমম্ভোবিহার-রতিমক্লিষ্টকর্ম্মাণং স্থানকোপপ্রসাদং বারুণং বিদ্যাৎ ॥ ৫০

স্থানমানোপভোগং পরিবারসম্পন্নং সুখ-বিহারং ধর্ম্মার্থকামনিত্যং শুচিং ব্যক্তকোপ-প্রসাদং কৌবেরং বিদ্যাৎ ॥ ৫১

প্রিয়নৃত্যগীতবাদিত্রোল্লাপকং শ্লোকাখ্যায়ি-কেতিহাসপুরাণেষু কুশলং গন্ধমাল্যানুলেপন-বসনস্ত্রীবিহারকামনিত্যমনসূয়কং গান্ধর্ব্বং বিদ্যাৎ ॥ ৫২

ইত্যেবং শুদ্ধস্য সত্ত্বস্য সপ্তবিধং ভেদাংশং বিদ্যাৎ কল্যাণাংশত্বাৎ তৎসংযোগাৎ তু ব্রাহ্মমত্যন্তশুদ্ধং ব্যবস্যেৎ ॥ ৫৩

শূরং চণ্ডমসূয়কমৈশ্বর্য্যবন্তমৌদরিকং রৌদ্র-মনন্নুক্রোশকমাত্মপূজকমাসুরং বিদ্যাৎ ॥ ৫৪

অমর্ষিণমনুবন্ধকোপচ্ছিদ্রপ্রহারিণং ক্রূর-মাহারাতিমাত্ররুচিমামিষপ্রিয়তমং স্বপ্নায়াস-বহুলমীর্ষুং রাক্ষসং বিদ্যাৎ ॥ ৫৫

সম্পন্ন, স্মৃতিমান্, কাম-ক্রোধ-লোভ-মান-মোহ-বর্জ্জিত, রাগদ্বেষবিহীন এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া জানিবে। ৬। যজন-অধ্যয়ন-ব্রত-হোম-ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, অতিথিসৎকারপরায়ণ, মদ-মান-রাগ-দ্বেষ-মোহ-লোভ-রোষবর্জ্জিত, প্রতি-বচন-বিজ্ঞানসম্পন্ন ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন হইলে তাঁহাকে আর্য্য বলিয়া জানিবে। ৪৭। যিনি ঐশ্বর্য্যবান্, যাঁহার বাক্য লোকে পালন করে; যিনি যাগশীল, শূর, ওজস্বী, তেজস্বী, অনিন্দিতকর্ম্মা, দীর্ঘদর্শী এবং ধর্ম্মার্থকাম-পরায়ণ, তাঁহাকে ঐন্দ্র বলিয়া জানিবে। ৪৮। যিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অতিরিক্ত কোন কার্য্য করেন না, যিনি যথাকালে কার্য্য করিয়া থাকেন, যাঁহাকে প্রতিহত করা যায় না; যিনি উন্নতিশীল, স্মৃতিমান্, ঐশ্বর্য্যলাভের পাত্র এবং রাগ-দ্বেষ-মোহবর্জ্জিত, তাঁহাকে যাম্য কহে। ৪৯। শূর, শুচি, অশুচিদ্বেষী, যাগ-শীল, জলবিহারপরায়ণ, অনিন্দিতকর্ম্মা এবং স্থানকোপপ্রসাদ (অর্থাৎ যিনি যথাস্থানে কোপ ও প্রসন্নতা প্রকাশ করেন) হইলে তাঁহাকে বারুণ বলিয়া জানিবে। ৫০। যিনি যথাস্থানে অভিমান ও ভোগ সেবা করেন; যিনি পরিবারসম্পন্ন, সুখবিহারী, ধর্ম্মার্থকাম-পরায়ণ, শুচি এবং যাঁহার কোপ ও অনুগ্রহ ব্যক্ত, তাহাকে কৌবের কহিয়া থাকে। ৫১। নৃত্য, গীত, বাদিত্র ও স্তোত্র যাঁহার প্রিয়; যিনি শ্লোক, আখ্যায়িকা, ইতিহাস ও পুরাণে নিপুণ; গন্ধ, মালা, অনুলেপন, বসন ও স্ত্রীজনের সহিত বিহারে যিনি আসক্ত এবং যিনি অসূয়াবিহীন, তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বলিয়া জানিবে। ৫২। এইরূপ, শুদ্ধসত্ত্বের সপ্ত প্রকার ভেদ জানিবে। সত্ত্বগুণ কল্যাণাংশ বলিয়া ইহার সংযোগে ব্রাহ্ম পুরুষকেই অত্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ সত্ত্ব-গুণের শুদ্ধত্ব ব্রাহ্ম পুরুষেই বিশেষ অনুভূত হয়। [নিম্নে রাজস ও তামস সত্ত্বের বিবরণ করা হইতেছে]।৫৩। শূর, চণ্ড, অসূয়াপরবশ, ঐশ্বর্য্যবান্, ঔদরিক, উগ্র, নির্দ্দয় ও আত্মপূজক পুরুষকে আসুর বা অসুরসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। ৫৪। অপমানাসহিষ্ণু, অনুবন্ধকোপ (যাহার ক্রোধ অনেক দিন থাকে), ছিদ্রপ্রহারী (ছিদ্র পাইলেই প্রহার করে), ক্রূর, অত্যাহার-পরায়ণ, আমিষপ্রিয়তম, নিদ্রাপ্রিয়, পরিশ্রমসক্ত

মহালসং স্ত্রৈণং স্ত্রীরহস্কামম্ অশুচিং শুচিদ্বেষিণং ভীরুং ভীষয়িতারং বিকৃতিবিহারাহারশীলং পৈশাচং বিদ্যাৎ॥ ৫৬

ক্রুদ্ধং শূরং প্রকৃচ্ছ্রং ভীরুং তীক্ষ্ণমায়াসবহুলং মন্ত্রস্বগোচরমাহারবিহারপরং সার্পং বিদ্যাৎ॥৫৭

আহারকামমতিদুঃখশীলাচারোপচারমসূয়কমসংবিভাগিনমতিলোলুপমকর্ম্মশীলং প্রৈতং বিদ্যাৎ॥ ৫৮

অনুষক্তকামমজস্রমাহারবিহারপরম্। অনবস্থিতমমর্ষিণমসঞ্চয়ং শাকুনং বিদ্যাৎ॥ ৫৯

ইত্যেবং খলু রাজসস্য সত্ত্বস্য ষড়বিধং ভেদাংশং বিদ্যাৎ রোষাংশত্বাৎ॥ ৬০

নিরাকরিষ্ণুমধমবেশমজুগুপ্সিতারম্ আহারবিহারমৈথুনপরং স্বপ্নশীলং পাশবং বিদ্যাৎ॥৬১

ভীরুমবুধমাহারলুব্ধমনবস্থিতমনুষক্তকামক্রোধং সরণশীলং তোয়কামং মাৎস্যং বিদ্যাৎ॥ ৬২

অলসং কেবলমভিনিবিষ্টমাহারে সর্ব্ববুদ্ধ্যঙ্গহীনং বানস্পত্যং বিদ্যাৎ॥ ৬৩

ইত্যেবং খলু তামসস্য সত্ত্বস্য ত্রিবিধং ভেদাংশং বিদ্যাৎ মোহাংশত্বাৎ॥ ৬৪

ইত্যপরিসংখ্যেয়ভেদানাং খলু ত্রয়াণামপি সত্ত্বানাং ভেদৈকদেশো ব্যাখ্যাতঃ॥ ৬৫

শুদ্ধস্য সত্ত্বস্য সপ্তবিধো ব্রহ্মর্ষিশক্রবরুণযমকুবেরগন্ধর্ব্বসত্ত্বানুকারেণ। রাজসস্য ষড়্বিধো দৈত্যরাক্ষসপিশাচসর্পপ্রেতশকুনিসত্ত্বানুকারেণ। তামসস্য ত্রিবিধঃ। পশুমৎস্যবনস্পতিসত্ত্বানুকারেণ। কথঞ্চ যথাসত্ত্বমুপচারঃ স্যাদিতি। কেবলশ্চায়মুদ্দেশঃ যথোদ্দেশমভিনির্দ্দিষ্টো ভবতি। গর্ভাবক্রান্তিসম্প্রযুক্তস্যার্থস্য

এবং ঈর্ষ্যাবান্ হইলে তাহাকে রাক্ষসসত্ত্ব কহে। ৫৫। অত্যন্ত অলস, স্ত্রৈণ, নির্জ্জনে স্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, অশুচি, শুচিদ্বেষী, ভীরুভীষয়িতা (যে ভীরু ব্যক্তিকেই ভয় দেখায়) এবং বিকৃত বিহার ও আহারে আসক্ত হইলে তাহাকে পৈশাচ কহিয়া থাকে। ৫৬। ক্রুদ্ধ শূর, প্রকৃচ্ছ্র, ভীরু, তীক্ষ্ণ-স্বভাব, আয়াসবহুল, মন্ত্রস্বগোচর (অল্পেই মন্ত্রণা বুঝিতে পারে), আহার-বিহার-পরায়ণ হইলে তাহাকে সার্প বলিয়া জানিবে। ৫৭। যে অতিশয় আহারপ্রিয়; যাহার স্বভাব, আচার ও উপচার সকলই কষ্টাশ্রিত, যে অসূয়াপরতন্ত্র, অসমীক্ষ্যকারী, অতিলোলুপ ও অকর্ম্মশীল, তাহাকে প্রৈত বা প্রেতসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। ৫৮। অনুষক্ত-কাম (যাহার কামনা লাগিয়াই আছে), অজস্র আহারবিহারে নিরত, অনবস্থিত, অমর্ষপরায়ণ ও অসঞ্চয়ী হইলে তাহাকে শাকুন বা পক্ষিসত্ত্ব কহে। ৫৯। রোষাংশরূপে রাজস সত্ত্বের এইরূপ ছয় প্রকার ভেদ বর্ণিত হইল। ৬০। নিরাকরিষ্ণু-নীচবেশ, কুৎসিৎ, আহার বিহার ও মৈথুনে আসক্ত ও নিদ্রাশীল হইলে তাহাকে পাশব বা পশুসত্ত্ব কহে। ৬১। ভীরু, মূর্খ, আহারলুব্ধ, অনবস্থিত, অনুষক্ত-কাম-ক্রোধ (যাহার কাম ও ক্রোধ লাগিয়াই আছে), ভ্রমণশীল ও জলকামী হইলে তাহাকে মাৎস্য কহে। ৬২ অলস, কেবল আহারেই অভিনিবিষ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিহীন হইলে তাহাকে বানস্পত্য বা বনস্পতিসত্ত্ব কহে। ৬৩। মোহাংশরূপে তামসসত্ত্বের এইরূপ ত্রিবিধ ভেদ জানিবে। ৬৪ ত্রিবিধ সত্ত্বের অসংখ্য ভেদ হইলেও এস্থলে কেবল ঐ সকল ভেদের একদেশমাত্র উপদিষ্ট হইল। ৬৫। ব্রহ্ম, ঋষি, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের ও গন্ধর্ব্ব; ইহাদের সত্ত্বের অনুকারক্রমে শুদ্ধ সত্ত্ব সাত প্রকার। দৈত্য, রাক্ষস, পিশাচ, সর্প, প্রেত ও শকুনি; ইহাদের সত্ত্বের অনুকারক্রমে রাজস সত্ত্ব ছয় প্রকার। পশু, মৎস্য ও বনস্পতি; ইহাদের সত্ত্বের অনুকারক্রমে তামস সত্ত্ব তিন প্রকার। যথা-সত্ত্ব গর্ভের শুশ্রূষা হইতে পারিবে, এই উদ্দেশে ত্রিবিধ সত্ত্বের বিবরণ করা হইল। এই সকল বিবরণ অবগত হইলে গর্ভাবক্রান্তি সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা, গর্ভকারণ দ্রব্য-

বিজ্ঞানে সামর্থ্যং গর্ভকরাণাঞ্চ ভাবানামনু-সমাধির্বিঘাতশ্চ বিঘাতকরাণামিতি ॥ ৬৬

তত্র শ্লোকাঃ।

নিমিত্তমাত্মা প্রকৃতির্বৃদ্ধিঃ কুক্ষৌ ক্রমেণ চ।
বৃদ্ধিহেতুশ্চ গর্ভস্য পঞ্চার্থাঃ শুভসংজ্ঞিতাঃ ॥
যজ্জন্মনি চ যো হেতুর্বিনাশে বিকৃতাবপি।
ইমাংস্তানশুভান্ ভাবানাহুর্গর্ভবিঘাতকান্ ॥ ৬৭
শুভাশুভসমাখ্যাতানষ্টৌ ভাবানিমান্ ভিষক্।
সর্ব্বথা বেদ যঃ সর্ব্বান্ স রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি ॥
স্বাপ্ত্যুপায়ান্ গর্ভস্য স এবং জ্ঞাতুমর্হতি
যে চ গর্ভাবঘাতোক্তা ভাবাস্তাংশ্চাপ্যুদারধীঃ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে মহতী গর্ভাবক্রান্তির্নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সমূহের অনুযোজন এবং গর্ভঘাতক দ্রব্য-সমূহের প্রতিবিধান করা যাইতে পারিবে। ৬৬

উপসংহার,—নিমিত্ত, আত্মা, প্রকৃতি, ক্রমশঃ কুক্ষিতে বৃদ্ধি, বৃদ্ধিহেতু এই পাঁচটী অর্থ গর্ভোৎপাদন পক্ষে শুভ বলিয়া আখ্যাত হয়। আর গর্ভের অনুৎপত্তি বিনাশ ও বিকৃতি; এই তিনের হেতুকে গর্ভবিঘাতক অশুভ ভাব বলা যায়। ৬৭। এই শুভাশুভ অষ্টভাব সর্ব্বথা অবগত থাকিলে বৈদ্য রাজচিকিৎসক হইবার যোগ্য হন। উদারবুদ্ধি চিকিৎসকের গর্ভোৎপত্তির উপায় ও গর্ভঘাতক ভাব সকল অবগত হওয়া উচিত। ৫৮।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পুরুষবিচয়ঃ।

অথাতঃ পুরুষবিচয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

পুরুষোঽয়ং লোকসম্মিত ইত্যুবাচ ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ। যাবন্তো হি মূর্ত্তিমন্তো লোকে ভাববিশেষাস্তাবন্তঃ পুরুষে, যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে ॥ ২

ইত্যেবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। নৈতাবতা বাক্যেনোক্তং বাক্যার্থমবগাহামহে। ভগবতা বুদ্ধ্যা ভূয়স্তরমতোঽনুব্যাখ্যায়মানং শুশ্রূষামহে ॥ ৩

ইতি তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। অপরিসংখ্যেয়া লোকাবয়ববিশেষাঃ পুরুষাবয়ববিশেষা অপ্যপরিসংখ্যেয়াঃ। যথা যথা প্রধানঞ্চ তেষাং যথাস্থূলং ভাবান্ সামান্যমভিপ্রেত্যোদাহরিষ্যামঃ। তানেকমনা নিবোধ সম্যগুপবর্ণ্যমানানগ্নিবেশ। ষড়্ধাতবঃ সমুদিতা

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা পুরুষবিচয় শারীরনামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন [বিচয় শব্দের অর্থ প্রত্যেক ভাগের জ্ঞান]। ১। পুরুষ বাহ্যজগতের তুল্য, এ কথা ভগবান্ আত্রেয় পূর্ব্বাধ্যায়ে কহিয়াছেন। বাহ্যজগতে যত প্রকার স্থুল দ্রব্য আছে, পুরুষেও তত প্রকার এবং পুরুষেও যত প্রকার, বাহ্যজগতেও তত প্রকার আছে। ২। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলে অগ্নিবেশ কহিলেন, ভগবন্! আপনার এই সংক্ষিপ্ত কথা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার নিকট এ বিষয়ের সবিস্তর ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি। ৩। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা শুনিয়া অগ্নিবেশকে কহিলেন, জগতের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব অসংখ্য। আবার পুরুষের অবয়বও অসংখ্য। তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী স্থূলভাবই সামান্যতঃ উদাহরণযোগে ব্যাখ্যা

লোক ইতি শব্দং লভন্তে। তদ্‌যথা,—পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং ব্রহ্ম চাব্যক্তমিত্যেত এব চ ষড়্‌ধাতবঃ সমুদিতাঃ পুরুষ ইতি শব্দং লভন্তে। তস্য পুরুষস্য পৃথিবী-মূর্ত্তিরাপঃ ক্লেদস্তেজোঽভিসন্তপো বায়ুঃ প্রাণো বিয়চ্ছিদ্রাণি ব্রহ্মান্তরাত্মা॥ ৪

যথা খলু ব্রাহ্মী বিভূতির্লোকে তথা পুরুষেঽপ্যান্তরাত্মিকী বিভূতির্ব্রহ্মণো বিভূতির্লোকে প্রজাপতিরন্তরাত্মনো বিভূতিঃ পুরুষে সত্ত্বম্। যস্ত্বিন্দ্রো লোকে স পুরুষেঽহঙ্কারঃ আদিত্যস্ত্বাদানং রুদ্রো রোষঃ সোমঃ প্রসাদো বসবঃ সুখমশ্বিনৌ কান্তির্মরুদুৎসাহো বিশ্বেদেবাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ তমো মোহো জ্যোতির্জ্ঞানম্। যথা লোকস্য স্বর্গাদিস্তথা পুরুষস্য গর্ভাধানং যথা কৃতযুগমেবং বাল্যং, যথা ত্রেতা তথা যৌবনং, যথা দ্বাপরস্তথা স্থাবির্য্যং, যথা কলিরেবমাতুর্য্যং, যথা যুগান্তস্তথা মরণমিত্যেবমনুমানেনানুক্তানামপি লোকপুরুষয়োরবয়ববিশেষাণামগ্নিবেশ সামান্যং বিদ্যাৎ॥ ৫

ইত্যেবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়ম্ অগ্নিবেশ উবাচ। এবমেতৎ সর্ব্বমনপবাদং যথোক্তং ভগবতা লোকপুরুষয়োঃ সামান্যং, কিংত্বস্য সামান্যোপদেশস্য প্রয়োজনমিতি॥ ৬

ভগবানুবাচ। কথমগ্নিবেশ সর্ব্বলোকমাত্মন্যাত্মানঞ্চ সর্ব্বলোকে সমনুপশ্যতস্তস্যাত্মবুদ্ধিরুৎপদ্যত ইতি। সর্ব্বলোকং হ্যাত্মনি পশ্যতো ভবত্যাত্মৈব সুখদুঃখয়োঃ কর্ত্তা নান্য ইতি কর্ম্মাত্মকত্বাচ্চ। হেত্বাদিভিরযুক্তসর্ব্ব-

করিতেছি। হে অগ্নিবেশ; একমনা হইয়া শ্রবণ কর। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, "ছয় ধাতু সমবেত হইয়াই জগৎ।" সেই ছয়ধাতু যথা,—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও অব্যক্ত ব্রহ্ম। পুনশ্চ শ্রুতি আছে যে "ছয়-ধাতু সমবেত হইয়াই পুরুষ।" সেই ছয় ধাতু যথা;—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং আত্মা। অথবা পুরুষের মূর্ত্তি পৃথিবী, ক্লেদ, জল, উষ্মা অগ্নি, প্রাণ বায়ু, ছিদ্রসমূহ আকাশ এবং অন্তরাত্মা ব্রহ্ম। ৪। জগতে যেমন ব্রাহ্মী বিভূতি, পুরুষেও সেইরূপ আত্মিকী বিভূতি। জগতে ব্রহ্মার বিভূতি প্রজাপতি। পুরুষে অন্তরাত্মার বিভূতি সত্ত্ব। জগতে যেমন ইন্দ্র, পুরুষে সেইরূপ অহঙ্কার। জগতে যেমন সূর্য্য, পুরুষে সেইরূপ আদান (আদান শব্দে গ্রহণ। সূর্য্যের কার্য্যও গ্রহণ বা শোষণ)। জগতে যেরূপ রুদ্র, পুরুষে সেইরূপ রোষ। জগতে যেরূপ চন্দ্র, পুরুষে সেইরূপ প্রসাদ। জগতে যেমন বসু, পুরুষে সেইরূপ সুখ। জগতে যেরূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুরুষে সেইরূপ কান্তি। জগতে যেরূপ বায়ু, পুরুষে সেইরূপ উৎসাহ। জগতে যেরূপ দেবতা, পুরুষেও সেইরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ ও ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ। এইরূপ জগতে তমঃ, পুরুষে মোহ। জগতে জ্যোতিঃ, পুরুষে জ্ঞান। আবার জগতের যেরূপ স্বর্গাদি, পুরুষের সেইরূপ গর্ভাধান। যেরূপ সত্যযুগ, সেইরূপ বাল্য। যেরূপ ত্রেতা, সেইরূপ যৌবন, যেমন দ্বাপর সেইরূপ স্থবিরতা। যেমন কলিযুগ, সেইরূপ রুগ্নতা। যেমন যুগান্ত, সেইরূপ মরণ। হে অগ্নিবেশ! জগৎ ও পুরুষের তুল্যতা সম্বন্ধে যাহা কিছু এ স্থলে অনুক্ত রহিল, তাহা অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে। ৫। ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ কহিলে অগ্নিবেশ বলিলেন, আপনি জগৎ ও পুরুষের সমানতা সম্বন্ধে যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা যদিও অনপবাদ বটে, কিন্তু সেই সমানতা নির্দ্দেশের প্রয়োজন কি? ৬। ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, হে অগ্নিবেশ! যিনি সমস্ত জগৎ ষড়্‌ধাতুময় আত্মাতে এবং সমস্ত জগতে ষড়্‌ধাতুময় আত্মাকে দেখিতে পান, তাঁহারই আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যিনি সমস্ত জগৎ ষড়্‌ধাতুময় আত্মাতে দেখিতে পান, তিনিই সুখ-দুঃখের কর্ত্তা হন; অন্য কর্ত্তা থাকে না। সর্ব্বলোক যে বক্ষ্যমাণ

লোকোঽহমিতি বিদিত্বা জ্ঞানং পূর্ব্বমুত্থাপ্যতে-ঽপবর্গায়েতি॥ ৭

তত্র সংযোগাপেক্ষী লোকশব্দঃ ষড়্ধাতু-সমুদায়ো হি সামান্যতঃ সর্ব্বলোকঃ। তস্য হেতুরুৎপত্তির্বৃদ্ধিরুপপ্লবো বিয়োগশ্চ। তত্র হেতুরুৎপত্তিকারণম্ উৎপত্তির্জন্ম বৃদ্ধিরাপ্যায়নম্ উপপ্লবো দুঃখাগমঃ ষড়্ধাতুবিভাগো বিয়োগঃ। স জীবাপগমঃ স প্রাণনিরোধঃ স ভঙ্গঃ স লোকস্বভাবঃ॥ ৮

তস্য মূলং সর্ব্বোপপ্লবানাঞ্চ প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-রুপরমশ্চ প্রবৃত্তির্দুঃখং নিবৃত্তিঃ সুখমিতি যজ্-জ্ঞানমুৎপদ্যতে তৎ সত্যম্। তস্য হেতুঃ সর্ব্বলোকসামান্যজ্ঞানমেতৎ প্রয়োজনং সামান্যোপদেশস্যেতি॥ ৯

অথাগ্নিবেশ উবাচ। কিম্মূলা ভগবন্ প্রবৃত্তির্নিবৃত্তৌ বা উপায় ইতি॥ ১০

ভগবানুবাচ। মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মমূলা প্রবৃত্তিস্তজ্জা হ্যহঙ্কারসঙ্গসন্দেহাভিসংপ্লবাভ্যব-পাতবিপ্রত্যয়া বিশেষানুপায়াঃ। তরুণমিব দ্রুমমতিবিপুলশাখাস্তরবোঽভিভূয়ঃ পুরুষ-মবতত্যোত্তিষ্ঠন্তে যৈরভিভূতো ন সত্তামতি-বর্ত্ততে॥ ১১

তত্রৈবং জাতিরূপবিত্তবৃদ্ধিশীলবিদ্যাভি-জন-বয়ো—বীর্য্য—প্রভাব-সম্পন্নো-ঽহমিত্যহ-ঙ্কারঃ॥ ১২

যন্মনোবাক্কায়কর্ম্ম নাপবর্গায় স সঙ্গঃ॥ ১৩

কর্ম্মফলমোক্ষপুরুষপ্রেত্যভাবাদয়ঃ সন্তি বা নেতি সংশয়ঃ॥ ১৪

সর্ব্বাস্ববস্থাস্বনন্যোঽহমহং স্রষ্টা স্বভাব-সংসিদ্ধোঽহমহং শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধিস্মৃতিবিশেষ-রাশিরিতি গ্রহণমভিসংপ্লবঃ॥ ১৫

হেত্বাদির সহিত যুক্ত হয়, সে কেবল কর্ম্ম-বশে। আর কর্ম্মক্ষয় হইলে সেই হেত্বাদির সহিত অযুক্ত হয়। "সেই অযুক্ত সর্ব্বলোক অহম্" এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জীব মোক্ষের জন্য প্রস্তুত হয়। ৭। এ স্থলে লোকশব্দ সংযোগাপেক্ষী। লোকশব্দে জগৎ ও পুরুষ উভয়কেই বুঝায়। অথবা সর্ব্বলোকই সংযোগাপেক্ষী অর্থাৎ ষড়্ধাতুর সংযোগ হইতে সামান্যতঃ উৎপন্ন হয়। লোকের হেতু, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, উপপ্লব ও বিয়োগ হইয়া থাকে। হেতু শব্দে উৎপত্তির কারণ। উৎপত্তি শব্দে জন্ম। বৃদ্ধি শব্দে আপ্যায়ন বা পুষ্টি। উপপ্লব শব্দে দুঃখপ্রাপ্তি এবং বিয়োগশব্দে ষড়্ধাতুর বিভাগ। বিয়োগই জীবাপগম, বিয়োগই প্রাণনিরোধ, বিয়োগই ভঙ্গ এবং বিয়োগই লোকের স্বভাব। ৮। সেই বিয়োগের মূল প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের মূল। আর নিবৃত্তি উভয়েরই শান্তি। প্রবৃত্তিই দুঃখ, নিবৃত্তিই সুখ, এইরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সত্য। ঐরূপ জ্ঞানের হেতু সর্ব্ব লোককে সমজ্ঞান। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে, জগৎ ও পুরুষের সমানতা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন কি। সমানতা নির্দ্দেশের এই প্রয়োজন ছিল। ৯। অনন্তর অগ্নিবেশ কহিলেন, ভগবন্! প্রবৃত্তির মূলই বা কি আর নিবৃত্তির উপায়ই বা কি। ১০। ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও কর্ম্মই প্রবৃত্তির মূল। তাহা হইতেই অহঙ্কার, আসক্তি, সন্দেহ, অতিসংপ্লব, অভ্যবপাত, বিপ্রত্যয়, বিশেষ ও অনুপায় উপস্থিত হয়। অতি বিপুল শাখাবিশিষ্ট তরুগণ যেরূপ তরুণ বৃক্ষকে অভিভূত করিয়া [illegible]খিত হয়, সেইরূপ অহঙ্কারাদিও পুরুষকে [illegible]ভিভূত করিয়া বৃদ্ধি পায়। ১১। আমি জা[illegible] [illegible]প, বুদ্ধি, শীল, বিদ্যা, কুল, যৌবন, [illegible] [illegible] প্রভাবসম্পন্ন; এইরূপ বুদ্ধিকে অহঙ্কা[illegible] [illegible]। ১২। কায়, মন, বাক্য ও ধর্ম্ম যে [illegible]। মুক্তির বিরোধ হয়, তাহার নাম বিষয়াসক্তি। ১৩। কর্ম্মফল মোক্ষ, পুরুষ, পরলোক প্র[illegible]ত আছে কিনা এইরূপ মনে হওয়াকে সংশয় কহে। ১৪। আমি অনন্ত, আমি স্রষ্টা, আমি স্বাভাবসিদ্ধ এবং আমি শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও স্মৃতি-

মম মাতৃ-পিতৃ-ভ্রাতৃ-দারাপত্য-বন্ধু-মিত্র-ভৃত্যগণো গণস্ত চাহমিত্যভ্যবপাতঃ ॥ ১৬

কার্য্যাকার্য্য-হিতাহিত-শুভাশুভেষু বিপরীতাভিনিবেশো বিপ্রত্যয়ঃ ॥ ১৭

জ্ঞাজ্ঞয়োঃ প্রকৃতিবিকারয়োঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোশ্চাসামান্তদর্শনং বিশেষঃ ॥ ১৮

প্রোক্ষণানশনাগ্নিহোত্র-ত্রিষবণাভ্যুক্ষণাবাহন-যজনযাজনযাচনসলিল-হুতাশনপ্রবেশনাদয়ঃ সমারম্ভাঃ প্রোচ্যন্তে হ্যনুপায়াঃ ॥ ১৯

এবময়মধীধৃতি—স্মৃতিরহঙ্কারাভিনিবিষ্টঃ সংসক্তঃ সসংশয়োঽভিসংপ্লুতবুদ্ধিরভ্যবপতিতোঽন্যথাদৃষ্টির্বিশেষগ্রাহী বিমার্গগতিনিবাসরক্ষঃ সত্ত্বশরীরদোষমূলানাং মূলং সর্ব্বদুঃখানাং ভবতি ॥ ২০

ইত্যেবমহঙ্কারাদিভির্দোষৈর্ভ্রাম্যমাণো নাতিবর্ত্ততে প্রবৃত্তিঃ সা মূলমঘস্য ॥ ২১

নিবৃত্তিরপবর্গস্তৎপরং প্রশান্তং তদক্ষরং তদ্ব্রহ্ম স মোক্ষঃ। তত্র মুমুক্ষূণামুদয়নানি ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র লোকদোষদর্শিনো মুমুক্ষোরাদিত এবাচার্য্যাভিগমনং তস্যোপদেশানুষ্ঠানম্ ॥ ২২

অগ্নেরেবোপচর্য্যা ধর্ম্মশাস্ত্রানুগমনং তদর্থাবরোধস্তেনাবষ্টম্ভঃ তত্র যথোক্তাঃ ক্রিয়াঃ সতামুপাসনমসতাং পরিবর্জ্জনং ন সঙ্গতির্দুর্জ্জনেন সত্যং সর্ব্বভূতহিতমপরুষমনতিকালে পরীক্ষ্যবচনং সর্ব্বপ্রাণিষু আত্মনীবাবেক্ষা সর্ব্বাসামস্মরণমসঙ্কল্পনমপ্রার্থনা অনভিভাষণঞ্চ স্ত্রীণাং সর্ব্বপরিগ্রহত্যাগঃ কৌপীনং প্রচ্ছাদনার্থং ধাতুরাগনিবসনং কন্থাসীবনহেতোঃ সূচী পিপ্পলকং শৌচাধানহেতোঃ জলকুণ্ডিকা দণ্ডধারণং ভৈক্ষ্যচর্য্যার্থং পাত্রং

বিশেষের সমবায়; সকল অবস্থাতেই এইরূপ মনে হইলে তাহাকে অতিসংপ্লব (অহম্মন্যতা) বলে। ১৫। আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, মিত্র ও ভৃত্যগণ আছে এবং আমি তাহাদের আছি; এইরূপ নিজের পরিবারের কথা লইয়াই সর্ব্বদা আন্দোলন করিলে মনের যে ভাব প্রকাশ হয়, তাহাকে অভ্যবপাত কহে। ১৬। কার্য্যাকার্য্য, হিতাহিত ও শুভাশুভ বিষয়ে বিপরীত অভিনিবেশকে অর্থাৎ অকার্য্যে কার্য্য, কার্য্যে অকার্য্য ইত্যাদি রূপ করাকে বিপ্রত্যয় কহে। ১৭। অমুক জ্ঞ ও অমুক অজ্ঞ, ইহা প্রকৃতি ও ইহা বিকার এবং ইহা প্রবৃত্তি ও ইহা নিবৃত্তি; বিশেষরূপে এইরূপ আন্দোলন করাকে বিশেষ কহে। ১৮। প্রোক্ষণ, অনশন, অগ্নিহোত্র, ত্রিষবণ, অভ্যুক্ষণ, আবাহন, যজন, যাজন, যাচন, এবং সলিল ও অগ্নিতে প্রবেশাদিকে মোক্ষলাভের অনুপযোগ বা অনুপায় কহে। ১৯। এইরূপে পুরুষ ধী ধৃতি ও স্মৃতি রহিত, অহঙ্কৃত, আসক্ত, সংশয়িত, অভিপ্লুতবুদ্ধি, অভ্যবপতিত, অন্যথাদৃষ্টি, বিশেষগ্রাহী, বিপথগামী এবং সত্ত্বদোষ শরীরের দোষের আশ্রয়-বৃক্ষ হইয়া সর্ব্বদুঃখের মূল হইয়া থাকে। ২০। এইরূপে পুরুষ অহঙ্কারাদি দোষে ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে এবং প্রবৃত্তি অতিক্রম করিতে পারে না। প্রবৃত্তিই পাপের মূল। ২১। নিবৃত্তিই অপবর্গ, ইহাই শান্তি, ইহাই অক্ষর, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই মোক্ষ। এক্ষণে মুমুক্ষুর উপযোগী উপায় সকল ব্যাখ্যা করিব। লোকদোষদর্শী মুমুক্ষু ব্যক্তির আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। ২২। অগ্নিসেবা, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসরণ, ধর্ম্মশাস্ত্রার্থবোধ, ধর্ম্মশাস্ত্ররূপস্তম্ভে আশ্রয় করণ, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া করণ, সাধুদিগের উপাসন, অসাধুপরিবর্জ্জন, দুর্জ্জনের সহিত অসঙ্গতি, সত্য, সর্ব্বভূতহিতকরবচন, অপরুষবচন, অনতিকালে পরীক্ষাপূর্ব্বক বচন, সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মবৎদর্শন, স্ত্রীদিগের অস্মরণ, স্ত্রীদিগের অসঙ্কল্পন, স্ত্রীদিগের অপ্রার্থনা, স্ত্রীদিগের অনভিভাষণ, স্ত্রীদিগের সর্ব্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ, প্রচ্ছাদনার্থ কৌপীন, গৈরিক বসন, কন্থাসীবনহেতু (কাঁথা সেলাইহেতু) সূচী ও বস্ত্রখণ্ড, শৌচা-

প্রাণধারণার্থমেককালমগ্রাম্যো যথোপপন্ন এবাব্যবহারঃ শ্রমাপনয়নার্থং শীর্ণশুষ্কপর্ণ-তৃণাস্তরণোপধানং ধ্যানহেতোঃ কায়নিবন্ধনং বনেষ্বনিকেতবাসঃ তন্দ্রানিদ্রালস্যাদিকর্ম্ম-বর্জ্জনম্ ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বনুরাগোপতাপনিগ্রহঃ সুপ্ত-স্থিতগত্যপ্রেক্ষিতাহারবিহারপ্রত্যঙ্গচেষ্টাদিকে-ষারম্ভেষু স্মৃতিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ সৎকারস্তুতি-গর্হাবমানক্ষমত্বং ক্ষুৎপিপাসায়াসশ্রমশীতোষ্ণ-বাতবর্ষাসুখদুঃখসংস্পর্শসহত্বং শোকদৈন্যদ্বেষ-মদমানলোভরাগের্ষাভয়ক্রোধাদিভিরসঙ্কলনম্ অহঙ্কারাদিষূপসর্গসংজ্ঞা লোকপুরুষয়োঃ সর্গাদি-সামান্যাবেক্ষণং কার্য্যকালাত্যয়ভয়ং যোগা-রম্ভে সততমনির্ব্বেদঃ সত্ত্বোৎসাহাপবর্গায় ধীধৃতিস্মৃতিবলাধানং নিয়মনমিন্দ্রিয়াণাং চেতসি চেতস আত্মন্যাত্মনশ্চ ধাতুভেদেন শরীরা-বয়বসংখ্যানম্ অভীক্ষ্ণং সর্ব্বং কারণবদ্দুঃখ-মস্বমনিত্যমিত্যভ্যুপগমঃ। সর্ব্বপ্রবৃত্তিষু দুঃখ-সংজ্ঞা সর্ব্বসন্ন্যাসে সুখমিত্যভিনিবেশ এষ মার্গোঽপবর্গায় অতোঽন্যথা বধ্যতে ইত্যুদয়-নানি ব্যাখ্যাতানি। ২৩

ভবন্তি চাত্র

এতৈরবিমলং সত্ত্বং শুদ্ধ্যুপায়ৈর্বিশুধ্যতি।
মৃজ্যমান ইবাদর্শস্তৈলচেলকচাদিভিঃ॥
গ্রহাম্বুদরজোধূমনীহারৈরসমাবৃতম্।
যথার্কমণ্ডলং ভাতি ভাতি সত্ত্বং তথামলম্॥
জ্বলত্যাত্মনি সংরুদ্ধং তৎ সত্ত্বং সংবৃতায়নে।
শুদ্ধঃ স্থিরঃ প্রসন্নার্চ্চির্দীপো দীপাশয়ে যথা॥ ২৪
শুদ্ধসত্ত্বস্য যা শুদ্ধা সত্যা বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে।
যয়া ভিনত্ত্যতিবলং মহামোহময়ং তমঃ॥
সর্ব্বভাবস্বভাবজ্ঞো যয়া ভবতি নিস্পৃহঃ।
যোগং যয়া সাধয়তে সাঙ্খ্যঃ সম্পদ্যতে যয়া॥
যয়া নোপৈত্যহঙ্কারং নোপাস্তে কারণং যয়া।

ধানহেতু জলকুণ্ডিকা, দণ্ডধারণ, ভিক্ষাচর্য্যার্থ পাত্র, প্রাণধারণার্থ বন্যফল মূলাদির যথা-প্রাপ্তি আহার, শ্রমাপনয়ার্থ শীর্ণ শুষ্কপত্র তৃণের আস্তরণ ও উপাধান, ধ্যানহেতু যোগপট্ট, বনে বৃক্ষাদিতলে বাস, তন্দ্রা, নিদ্রা ও আলস্যাদি এবং কর্ম্মবিসর্জ্জন, বিষয়ে রাগদ্বেষ না রাখা; নিদ্রা, স্থিতি, গতি, দৃষ্টি, আহার, বিহার ও অঙ্গ-চেষ্টাদির আরম্ভে স্মরণপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হওয়া; সৎকার, স্তুতি, নিন্দা ও অবমানে ঔদাসীন; শ্রম, শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, সুখ ও দুঃখের সহিষ্ণুতা; শোক, দৈন্য, দ্বেষ, মদ, মান, লোভ, রাগ, ঈর্ষ্যা, ভয় ও ক্রোধাদি দ্বারা বিচলিত না হওয়া; অহঙ্কার প্রভৃতিকে উপদ্রব জ্ঞান করা; বাহ্য জগৎ ও পুরুষের সমানতা পুনঃপুনঃ আলোচনা করা; মোক্ষার্থ কার্য্যকালের অতিক্রম না করা; যোগারম্ভে সর্ব্বদা অনির্ব্বেদ, সত্ত্বোৎসাহ ও অপবর্গের উদ্দেশে সর্ব্বদা ধী, ধৃতি ও স্মৃতির বলাধান; ইন্দ্রিয়বর্গের শাসন; চিত্তে চিত্ত স্থাপন, আত্মাতে আত্মাস্থাপন, ধাতুভেদে শরীরাবয়বের অবধারণ; সমস্ত কারণবৎ দ্রব্য-কেই দুঃখময়, অনাত্মীয়, অনিত্য, এইরূপ বোধ করা; সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিতেই দুঃখ বোধ এবং সর্ব্বপ্রকার সন্ন্যাসেই সুখবোধ করিয়া অভিনিবেশ; অপবর্গের এই মার্গ এবং ইহার বিপরীত হইলে অপবর্গের বাধা ঘটিয়া থাকে। এইরূপে নিবৃত্তির উপায় সকল ব্যাখ্যা করা হইল। ২৩। এই সকল শুদ্ধ উপায়দ্বারা সত্ত্ব বিশুদ্ধ হইয়া তৈলবস্ত্রাদি করণ-যোগে মার্জ্জিত দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হয় এবং গ্রহ, মেঘ, ধূলি, ধূম ও নীহার দ্বারা অনাচ্ছা-দিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পায়। দীপা-শয়ের (লণ্ঠনের) দ্বার বন্ধ করিয়া দিলে তন্মধ্যে নির্ম্মল শিখা-বিশিষ্ট দীপ যেমন স্থির-ভাবে জ্বলে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে আত্মাতে শুদ্ধ সত্ত্ব স্থিরভাবে প্রকাশ পায়।২৪ শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে যে শুদ্ধ সত্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, যাহার বলে অতিবল মহামোহময় তমঃ ভেদ করা যায়, যদ্দ্বারা নিস্পৃহ ব্যক্তি সর্ব্বভাবের স্বভাব অবগত হইয়া থাকেন, যদ্দ্বারা যোগ সাধন করা যায়, যদ্দ্বারা সাংখ্য (সংখ্যাতত্ত্ববিৎ) হওয়া যায়, যাহা প্রাপ্ত হইলে অহঙ্কার থাকে

যয়া নালম্বতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বং সন্ন্যস্যতে যয়া॥
যাতি ব্রহ্ম যয়া নিত্যমজরং শান্তমক্ষরম্।
বিদ্যাসিদ্ধির্মতির্মেধা প্রজ্ঞা জ্ঞানঞ্চ সা মতা॥২৫
লোকে বিততমাত্মানং লোকঞ্চাত্মনি পশ্যতঃ।
পরাবরদৃশঃ শান্তির্জ্ঞানমূলা ন নশ্যতি॥
পশ্যতঃ সর্ব্বভূতানি সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
ব্রহ্মভূতস্য সংযোগো ন শুদ্ধস্যোপপদ্যতে॥২৬
নাত্মনঃ কারণাভাবাল্লিঙ্গমপ্যুপলভ্যতে।
স সর্ব্বকারণত্যাগান্মুক্ত ইত্যভিধীয়তে॥
বিপাপং বিরজঃ শান্তং পরমক্ষরমব্যয়ম্।
অমৃতং ব্রহ্মনির্ব্বাণং পর্য্যায়ৈঃ শান্তিরুচ্যতে॥২৭
এতৎ তৎ সৌম্য বিজ্ঞানং যজ্‌জ্ঞাত্বা মুক্ত-
সংশয়াঃ।
মুনয়ঃ প্রশমং জগ্মুর্বীতমোহরজঃস্পৃহাঃ॥২৮

না ও সুখদুঃখের কারণ অবগতি হয়, যাহা থাকিলে অন্য অবলম্বন আবশ্যক করে না, যাহা থাকিলে সর্ব্বত্যাগ করা যায়, যাহা থাকিলে নিত্য, অজর, শান্ত ও অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্মে গমন করা যায়, সেই শুদ্ধ সত্যবুদ্ধিই বিদ্যা, সিদ্ধি, মতি, মেধা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-স্বরূপ। ২৫। যিনি বাহ্য-জগতে ষড়্‌ধাতুময় এবং ষড়্‌ধাতুময় আত্মাতে বাহ্য-জগৎ দেখিতে পান, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ও লোকজ্ঞ মহাত্মার জ্ঞানমূলা শান্তি কখন নষ্ট হয় না। তিনি সর্ব্বদা জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাতে সমস্ত ভূতকেই সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন; তিনি পরিণামে ব্রহ্মভূত হন এবং পুনর্জ্জন্মের কারণ সমূহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ২৬। পুরুষ ব্রহ্মভূত হইলে আত্মার কারণভাব বশতঃ আর তাহাতে কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তখন সর্ব্বকারণত্যাগ হেতুই তাঁহাকে মুক্ত কহিয়া থাকে। বিপাপ, বিরজাঃ, শান্ত, পর, অক্ষর, অব্যয়, অমৃত ও ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ; এই সকল মুক্তির পর্য্যায়। ২৭। হে সৌম্য! ইহাই বিজ্ঞান, যাহা জানিয়া মুনিগণ মুক্তসংশয় ও মোহ, রাগ, স্পৃহা রহিত হইয়াছিলেন এবং অন্তে মোক্ষলাভ করিয়া-

তত্র শ্লোকৌ।
সপ্রয়োজনমুদ্দিষ্টং লোকস্য পুরুষস্য চ।
সামান্যং মূলমুৎপত্তৌ নিবৃত্তৌ মার্গ এব চ॥
শুদ্ধসত্ত্বসমাধানং সত্যা বুদ্ধিশ্চ নৈষ্ঠিকী।
বিচয়ে পুরুষস্যোক্তা নিষ্ঠা চ পরমর্ষিণা॥২৯

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে পুরুষবিচয়ো নাম পঞ্চমো-ঽধ্যায়ঃ॥৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শারীরবিচয়ঃ

অথাতঃ শরীরবিচয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥১

শরীরবিচয়ঃ শরীরোপকারার্থমিষ্যতে ভিষগ্বিদ্যায়াম্। জ্ঞাত্বা হি শরীরতত্ত্বং শরীরোপকারকরেষু ভাবেষু জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তস্মাৎ শরীরবিচয়ং প্রশংসন্তি কুশলাঃ॥২

ছিলেন। ২৮। এই অধ্যায়ের সূচী—এই পুরুষবিচয় শারীরে মহর্ষি কর্ত্তৃক বাহ্যজগৎ ও পুরুষের তুল্যতা বিচার ও তাহার প্রয়োজন; উৎপত্তির কারণ, নিবৃত্তির উপায়, শুদ্ধসত্ত্বের সমাধান, নৈষ্ঠিকী সত্যবুদ্ধি এবং নিষ্ঠা বিবৃত হইয়াছে। ২৯

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা শরীরবিচয় শারীরনামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। [বিচয় শব্দের অর্থ প্রত্যেক ভাগের জ্ঞান]। ১। শরীরের উপকারার্থ শরীরবিচয় জানা আবশ্যক করে। ইহাই ভিষগ্‌বিদ্যা। শরীরতত্ত্ব অবগত থাকিলে শরীরের উপকারক ভাবসমূহে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই জন্য বিদ্বানেরা শরীরবিচয়ের

তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানভূতং পঞ্চভূতবিকারসমুদয়াত্মকম্ ॥ ৩

সমযোগবাহিনো যদা হ্যস্মিন্ শরীরে ধাতবো বৈষম্যমাপদ্যন্তে তদায়ং ক্লেশং বিনাশং বা প্রাপ্নোতি বৈষম্যগমনং বা পুনর্ধাতূনাং বৃদ্ধিহ্রাসগমনকাৎস্ন্যেন ॥ ৪

প্রকৃত্যা চ যৌগপদ্যেন তু বিরোধিনাং ধাতূনাং বৃদ্ধিহ্রাসৌ ভবতঃ ॥ ৫

যদ্ধি যস্য ধাতোর্বৃদ্ধিকরং তৎ ততো বিপরীতগুণস্য ধাতোঃ প্রত্যবায়করন্তু সম্পদ্যতে। তদেব তস্মাৎ ভেষজং সম্যগবধার্য্যমাণং যুগপন্ন্যূনাতিরিক্তানাং ধাতূনাং সাম্যকরং ভবত্যধিকমপকর্ষতি ন্যূনমাপ্যায়য়তি। এতাবদেব হি ভৈষজ্যপ্রয়োগে ফলমিষ্টং স্বাস্থ্যবৃত্তানুষ্ঠানঞ্চ যাবদ্ধাতূনাং সাম্যং স্যাৎ ॥ ৬

স্বস্থস্যাপি সমধাতূনাং সাম্যানুগ্রহার্থমেব কুশলা রসগুণানাহারবিকারাংশ্চ পর্য্যায়েণেচ্ছন্ত্যপযোক্তুম্। সাত্ম্যসমাখ্যাতানেকপ্রকার—করণলক্ষণ—সমাখ্যাতচেষ্টয়া সমমিচ্ছন্তি কর্ত্তুম্ ॥ ৭

দেশকালাত্মগুণবিপরীতানাং হি কর্ম্মণাম্ আহারবিকারাণাঞ্চ ক্রমেণোপযোগঃ সম্যক্। সর্ব্বাভিযোগোঽনুদীর্ণানাং সন্ধারণমসন্ধারণমুদীর্ণানাঞ্চ গতিমতাং সাহসানাঞ্চ বর্জ্জনম্। স্বস্থবৃত্তমেতাবদ্ধাতূনাং সাম্যানুগ্রহার্থমুপদিশ্যতে ॥ ৮

ধাতবঃ পুনঃ শারীরা সমানগুণৈঃ সমানগুণভূয়িষ্ঠৈর্বাপ্যাহার—বিহারৈরভ্যস্যমানৈর্বৃদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি হ্রাসন্তু বিপরীতগুণৈর্বিপরীতগুণভূয়িষ্ঠৈর্বাপ্যাহারৈরভ্যস্যমানৈঃ ॥ ৯

তত্রেমে শরীরধাতুগুণাঃ সংখ্যাসামর্থ্য-

প্রশংসা করেন। ২। শরীর চেতনার অধিষ্ঠানভূত অথচ পঞ্চভূতাত্মক। ৩। শরীরের ধাতু সকল সমযোগবাহী। ইহারা বৈষম্য প্রাপ্ত হইলে শরীর ক্লেশ বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ধাতুদিগের বৃদ্ধি বা হ্রাস বৈষম্যের কারণ। [সূত্রস্থান-১ম অধ্যায়-১৮ প্রকরণ দেখ]। ৪। প্রকৃত পক্ষে বিরোধী ধাতুগণের বৃদ্ধি-হ্রাস এককালেই হয়। ৫। যাহা যে ধাতুর বৃদ্ধিকর, তাহা তদ্বিরুদ্ধ-গুণ ধাতুর বিঘ্নকর হয়। এই জন্য একই ঔষধ, সম্যক্‌রূপে অবধারিত হইলে, হ্রস্ব ও প্রবৃদ্ধ উভয় ধাতুর যুগপৎ সমতা উৎপাদন করে। উহা প্রবৃদ্ধ দোষের অপকর্ষণ ও হীন দোষকে পোষণ করে। যাহাতে ধাতুদিগের সাম্য হয়,তাহা সম্পাদনই ভৈষজ্যপ্রয়োগের ইষ্টফল এবং তাহাই স্বাস্থ্যবৃত্তের অনুষ্ঠান। ৬। সুস্থেরও সমধাতুসমূহের সাম্যরক্ষার্থ বিজ্ঞেরা পর্য্যায়ক্রমে রস, গুণ ও আহার-বিকৃতি সকল পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করেন। আর একই রস সাত্ম্য হইলেও যদি তাহা ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে সেবন করা যায়, তাহা হইলে বিপরীত করণ চেষ্টা দ্বারা ধাতুসাম্য সাধন করা উচিত। ইহার উদাহরণ যথা,—যে ব্যক্তি মধুরপ্রকারভূয়িষ্ঠ আহার প্রকার সেবন করে, তাহার কফাদি-বৃদ্ধির আশঙ্কা করিয়া কফাদি-ক্ষয়কারী ব্যায়ামাদি-চেষ্টায় অনুসরণ করা উচিত। ৭। দেশ কাল ও আত্মগুণ-বিপরীত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান ও আহারসমূহের সম্যক্ উপযোগে, অনুদীর্ণ বেগের সন্ধারণ, উদীর্ণ রোগের অসন্ধারণ, সাহস কর্ম্মের পরিহার; এই সকল সুস্থ ব্যক্তির ধাতুসাম্যার্থ উপদিষ্ট হয়। [দেশবিপরীত কর্ম্ম যথা মরুদেশে নিদ্রা; কাল বিপরীত কর্ম্ম যথা স্থূলশরীরে ব্যায়াম ও জাগরণ। এইরূপ দেশ কাল ও আত্মগুণ-বিপরীত আহার সকলও কল্পনা করা যায়]। ৮। শরীরের ধাতু সকল সমানগুণসমূহ দ্বারা ও সমানগুণ-ভূয়িষ্ঠ আহার বিহারের অভ্যাস দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর বিপরীতগুণসমূহ ও বিপরীত গুণবহুল আহার বিহারের অভ্যাস দ্বারা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ৯।

রূপকরাস্তদ্‌যথা--গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরূক্ষমন্দ--তীক্ষ্ণ-স্থিরসরমৃদুকঠিনবিশদপিচ্ছিলশ্লক্ষ্ণখরসূক্ষ্ম-স্থূলসান্দ্রদ্রবাঃ॥ ১০

তেষু যে গুরবো ধাতবো গুরুভিরাহার-বিকারগুণৈরভ্যস্যমানৈরাপ্যায্যন্তে লঘবশ্চ হ্রসন্তি। লঘবস্তু লঘুভিরাপ্যায্যন্তে গুরবশ্চ হ্রসন্ত্যেবমেব সর্ব্বধাতুগুণানাং সামান্যযোগাদ্‌ বৃদ্ধির্বিপর্য্যয়াদ্ধ্রাসঃ॥ ১১

তস্মান্মাংসমাপ্যায্যতে মাংসেন ভূয়োঽন্যেভ্যঃ শরীরধাতুভ্যঃ। তথা লোহিতং লোহিতেন মেদো মেদসা বসা বসয়া অস্থি তরুণাস্থ্না মজ্জা মজ্জয়া শুক্রং শুক্রেণ গর্ভস্ত্বামগর্ভেণ॥ ১২

যত্র ত্বেবং লক্ষণেন সামান্যেন সামান্যবতামাহারবিকারাণামসান্নিধ্যং স্যাৎ, সন্নিহিতানাং বাপ্যযুক্তত্বান্নোপযোগো ঘৃণিত্বাদন্যস্মাদ্বা কারণাৎ স চ ধাতুরভিবর্দ্ধয়িতব্যঃ স্যাৎ। তস্য যে সমানগুণাঃ স্যুরাহারবিকারা অসেব্যাশ্চ তত্র সমানগুণভূয়িষ্ঠানামন্য-প্রকৃতীনামপ্যাহার-বিকারাণা-মুপযোগঃ স্যাৎ॥ ১৩

তদ্‌যথা—শুক্রক্ষয়ে ক্ষীরসর্পিষোরুপযোগো মধুরস্নিগ্ধসমাখ্যাতানাঞ্চাপরেষামেব দ্রব্যাণাম্‌। মূত্রক্ষয়ে পুনরিক্ষুরসবারুণীমণ্ড-দ্রবমধুরাম্ল-লবণোপক্লেদিনাম্‌। পুরীষক্ষয়ে কুল্মাষমাষকুষ্কুণ্ডাজমধ্যযব-- শাকধান্যাম্লানাম। বাতক্ষয়ে কটুতিক্তকষায়রূক্ষলঘুশীতানাঞ্চ। পিত্তক্ষয়েঽম্ললবণ-কটুকক্ষারোষ্ণ--তীক্ষ্ণানাম। শ্লেষ্মক্ষয়ে স্নিগ্ধগুরুমধুরসান্দ্রপিচ্ছিলানাং দ্রব্যাণাম্‌ কর্ম্মাপি চ যদ্‌যদ্‌যস্য ধাতোর্বৃদ্ধিকরং তৎ তদাসেব্যম্‌॥ ১৪

এবমন্যেষামপি শরীরধাতূনাং সামান্য-বিপর্য্যয়াভ্যাং বৃদ্ধিহ্রাসৌ যথাকালং কার্য্যা-

---

নিয়ে ধাতুদিগের গুণসমূহ বলা হইতেছে। ঐ সকল গুণ জানা থাকিলে 'সংখ্যা জ্ঞান' হয়। যথা গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মন্দ, তীক্ষ্ণ, স্থির, সর, মৃদু, কঠিন, বিশদ, পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ণ, খর, সূক্ষ্ম, সান্দ্র এবং দ্রব। ১০। গুরু ধাতুগণ গুরু-গুণ-সম্পন্ন আহারসমূহের অভ্যাস দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং লঘু ধাতু সকল লঘুগুণ আহারসমূহের অভ্যাস দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও গুরুধাতুগণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সমস্ত ধাতুগণেরই সমানতা যোগে বৃদ্ধি ও অসমানতা যোগে হ্রাস হইয়া থাকে। ১১। এই জন্য মাংস অন্যান্য শরীরধাতু অপেক্ষা মাংস দ্বারা অধিক বৃদ্ধি পায়। এইরূপে রক্ত রক্ত দ্বারা, মেদ মেদ দ্বারা, বসা বসা দ্বারা, অস্থি কোমলাস্থি সেবন দ্বারা, মজ্জা মজ্জা দ্বারা, শুক্র শুক্র দ্বারা এবং গর্ভ আমগর্ভ সেবন দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১২। শরীর ধাতুর সমান গুণবিশিষ্ট মাংসাদি আহার অপ্রাপ্ত হইলে অথবা প্রাপ্ত অথচ অযোগ্য বোধ হইলে কিংবা ঘৃণা বা অপর কোন কারণবশতঃ উপযোগী না হইলে, অথচ সমান ধাতু বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইলে উক্ত মাংসাদি ধাতুর সমান গুণবিশিষ্ট অন্যপ্রকার আহার সেবন করা উচিত। ১৩। শুক্রক্ষয় হইলে অথচ শুক্রের অপ্রাপ্তি বা ঘৃণাবশতঃ শুক্র অসেবনীয় হইলে দুগ্ধ ঘৃত ও মধুর স্নিগ্ধ অন্যান্য দ্রব্য সেবন করা উচিত। মূত্রক্ষয় হইলে মূত্রের পরিবর্ত্তে ইক্ষুরস, বারুণীমণ্ড, দ্রব, মধুর, অম্ল, লবণ ও উপক্লেদি দ্রব্য সকল; পুরীষক্ষয় হইলে কুল্মাষ, মাষ, কুষ্কুণ্ড, অজমধ্য (ছাগলের অন্ত্রাদি); যব, শাক ও ধান্যাম্ল; বাতক্ষয়ে কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, লঘু ও শীতল দ্রব্য; পিত্তক্ষয়ে অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য; এবং শ্লেষ্মক্ষয়ে স্নিগ্ধ, ঘন ও পিচ্ছিলদ্রব্য সেবন করিবে। আর যে ধাতু বৃদ্ধি করিতে হয়, সেই ধাতুর সমানগুণ চেষ্টাসমূহের অনুষ্ঠান করা উচিত [যেমন শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করিতে হইলে দিবানিদ্রাদি আবশ্যক]। ১৪। এইরূপে অন্যান্য শারীর-ধাতুরও সমানতা ও বিষমতা দ্বারা যথাকালে বৃদ্ধি হ্রাস উৎপাদন করিবে। সর্ব্ব-

বিতি। সর্ব্বধাতুনামেকৈকশোহতিদেশতশ্চ বৃদ্ধিহ্রাসকরাণি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি॥ ১৫

কৃৎস্নশরীরপুষ্টিকরাস্ত্বিমে ভাবাঃ কালযোগঃ স্বভাবসিদ্ধিরাহারসৌষ্ঠবমবিঘাতশ্চেতি বলবৃদ্ধিকরাস্ত্বিমে ভাবা ভবন্তি। তদ্‌যথা— বলবৎপুরুষে দেশে জন্ম বলবৎপুরুষে চ কালে। সুখশ্চ কালযোগো বীজক্ষেত্রগুণসম্পচ্চাহারসম্পচ্চ শরীরসম্পচ্চ সাত্ম্যসম্পচ্চ সত্ত্বসম্পচ্চ স্বভাবসংসিদ্ধিশ্চ যৌবনঞ্চ কর্ম্ম চ সংহর্ষশ্চেতি॥ ১৬

আহারপরিণামকরাস্ত্বিমে ভাবা ভবন্তি। তদ্‌যথা;—উষ্মা, বায়ুঃ, ক্লেদঃ, স্নেহঃ, কালঃ, সংযোগশ্চেতি॥ ১৭

তত্র তু খ স্বষামুষ্মাদীনামাহারপরিণামকরাণাং ভাবানামিমে কর্ম্মবিশেষা ভবন্তি। তদ্‌যথা—উষ্মা পচতি বায়ুরপকর্ষতি ক্লেদঃ শৈথিল্যমাপাদয়তি স্নেহো মার্দ্দবং জনয়তি কালঃ পর্য্যাপ্তিমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি সংযোগস্ত্বেষাং পরিণামধাতুসাম্যকরঃ সম্পদ্যতে॥ ১৮

পরিণামতস্ত্বাহারস্য গুণাঃ শরীরগুণভাবমাপদ্যন্তে যথাস্বমবিরুদ্ধা বিরুদ্ধাশ্চ বিহন্যুর্বিহতাশ্চ বিরোধিভিঃ শরীরম্॥ ১৯

শরীরধাতবস্ত্বেবং দ্বিবিধাঃ সংগ্রহেণ মলভূতাঃ প্রসাদভূতাশ্চ। তত্র মলভূতাস্তে শরীরস্য যে বাধকরাঃ স্যুস্তদ্‌যথা—শরীরচ্ছিদ্রেষু উপদেহাঃ পৃথগ্‌জন্মানো বহির্ম্মুখাঃ পরিপক্কাশ্চ ধাতবঃ। প্রকুপিতাশ্চ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো যে চান্যেহপি কেচিৎ শরীরে তিষ্ঠন্তি ভাবাঃ শরীরস্যোপঘাতায়োপপদ্যন্তে সর্ব্বাংস্তান্ মলান্ সম্প্রচক্ষ্মহে। ইতরাংস্তু প্রসাদে গুর্ব্বাদীংশ্চ দ্রব্যস্তান্ গুণভেদেন রসাদীংশ্চ শুক্রান্তান্ দ্রব্যভেদেন॥ ২০

ধাতুরই একৈকক্রমে ও অতিদেশক্রমে বৃদ্ধিহ্রাসকর দ্রব্য সকল বলা হইল। ১৫। এই সকল দ্রব্য কৃৎস্নশরীরের পুষ্টিকারক। যথা;—কালের সম্যক্ যোগ, স্বভাবসিদ্ধি, আহারসৌষ্ঠব ও অবিঘাত (ব্যাঘাতের অভাব)। এই সকল ভাব বলবৃদ্ধিকর যথা;—বলবৎপুরুষ দেশে (যে দেশের পুরুষেরা বলবান্) ও বলবৎপুরুষকালে (যে কালে পুরুষ বলবান্ থাকে; যথা;—বিসর্গকাল) জন্ম। সুখজনক কালযোগ। বীজ ও ক্ষেত্রের উৎকর্ষ। আহারের উৎকর্ষ। শরীরের উৎকর্ষ। সাত্ম্যের উৎকর্ষ। সত্ত্বের উৎকর্ষ। ব্যায়ামাদি বলজনক কর্ম্ম। যৌবন। স্বকৃতকর্ম্ম এবং হৃষ্টচিত্ততা। ১৬। এই সকল ভাব আহারের পরিপাক সাধন করে। যথা;—উষ্মা, বায়ু, ক্লেদ, (যথা ক্লেদন শ্লেষ্মা), স্নেহ, কাল ও সংযোগ। ১৭। আহারপাচক এই সকল উষ্মা প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম যথা;—উষ্মা পাক করে। বায়ু অপকর্ষণ করে। ক্লেদ আহারকে শিথিল করে। স্নেহ মৃদুতাসাধন করে। কাল পর্য্যাপ্তি সাধন করে, সময় না হইলে পরিপাক হয় না এবং সংযোগ এই সকল আহার দ্রব্যের পরিণামকর ও ধাতুসাম্যকর হইয়া থাকে [আহার দ্রব্যসমূহের প্রকৃত্যাদির সমযোগকে সংযোগ কহে। প্রকৃত্যাদি-বিরুদ্ধ আহারের পরিপাক হয় না, প্রকৃতি ও আহারের সংযোগকে এ স্থলে সংযোগ বলে] ১৮। পরিপাকের পর আহারের গুণসমূহ অবিরুদ্ধ হইলে, শরীর-গুণভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শরীরগুণের সহিত বিরুদ্ধ হইলে শরীরকে নাশ করে। ১৯। শরীরধাতু সংক্ষেপে দুই প্রকার; মলভূতধাতু ও প্রসাদভূতধাতু। তন্মধ্যে যে সকল ধাতু শরীরের বাধাকর, তাহাদিগকেই মলভূত কহে। যথা;—শরীরচ্ছিদ্রমধ্যস্থ ক্লেদসমূহ। যে সকল ধাতু পৃথক্ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ শরীরের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকে, যেমন বিষ্ঠা। যে সকল ধাতু পরিপক্ব হইলে বহিষ্কৃত হয়, যেমন কর্ণমল প্রভৃতি। আর প্রকুপিত বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা বা যে সকল ভাব শরীরে থাকিলে শরীরের অপকার হয়, তাহাদিগকেও মল কহে। যে সকল ধাতু শরীরের বাধাকর নহে,

তেষাং সর্ব্বেষামেব বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো দুষ্টা দূষয়িতারো ভবন্তি দোষত্বাৎ বাতাদীনাং পুনর্ধাত্বন্তরে কালান্তরে প্রদুষ্টানাং বিবিধাশিতপীতীয়েঽধ্যায়ে বিজ্ঞানান্যুক্তানি এতাবত্যেব দুষ্টদোষগতির্যাবৎ সংস্পর্শনাৎ শরীরধাতূনাম্। প্রকৃতিভূতানান্তু খলু বাতাদীনাং ফলমারোগ্যং তস্মাদেষাং প্রকৃতিভাবে প্রযতিতব্যং বুদ্ধিমদ্ভিঃ॥ ২১

তত্র শ্লোকঃ।

সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বং শরীরং বেদ যো ভিষক্।
আয়ুর্ব্বেদং স কার্ৎস্ন্যেন বেদ লোকসুখপ্রদমিতি॥ ২২

তমেবমুক্তবন্তং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। শ্রুতমেতদ্যদুক্তং ভগবতা শরীরাধিকারে বচঃ। কিন্নু খলু গর্ভস্যাঙ্গং পূর্ব্বমভিনির্বর্ত্ততে কুক্ষৌ কুতো মুখং কথং বা চান্তর্গতস্তিষ্ঠতি। কিমাহারশ্চ বর্ত্তয়তি কথং ভূতশ্চ নিষ্ক্রামতি কৈশ্চাস্যমাহারোপচারৈর্জাতস্ত্বব্যাধিরভিবর্দ্ধতে সদ্যো হন্যতে কৈঃ কথঞ্চাস্য দেবাদিপ্রকোপনিমিত্তা বিকারা উপলভ্যন্তে আহোস্বিন্ন কিঞ্চাস্য কালাকালমৃত্যোর্ভাবাভাবয়োর্ভগবানধ্যবস্যতি। কিঞ্চাস্য পরমায়ুঃ কানি চাস্য পরমায়ুষো নিমিত্তানীতি॥ ২৩

তমেবমুক্তবন্তমগ্নিবেশং ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয় উবাচ। পূর্ব্বমুক্তমেতদ্গার্ভাবক্রান্তৌ যথায়মভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ যচ্চাস্য যদা সন্তিষ্ঠতেঽঙ্গজাতম্। বিপ্রতিপত্তিবাদাস্ত্বত্র বহুবিধাঃ সূত্রকারিণামৃষীণাং সন্তি সর্ব্বেষাং তানপি নিবোধোচ্যমানান্ শিরঃ পূর্ব্বমভিনির্বর্ত্ততে কুক্ষাবিতি কুমারশিরা ভরদ্বাজঃ পশ্যতি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠানমিতি। হৃদয়মিতি কাঙ্কায়নো বাহ্লীকভিষক্ চেতনাধিষ্ঠানত্বাৎ। নাভিরিতি ভদ্রকাপ্য আহারা-

তাহাদিগকেও প্রসাদভূত কহে। আর গুরু প্রভৃতি গুণ ও রস প্রভৃতি ধাতু নির্ব্বিকার হইলে তাহাদিগকে প্রসাদ বলা যায়।২০। বাত-পিত্ত-কফ দূষিত হইলে দোষত্ব বশতঃ সমস্ত ধাতুকেই দূষিত করে। ধাতু সকল দূষিত হইলে যে সমস্ত লক্ষণ হয়, তাহা বিবিধাশিতপীতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। দুষ্ট দোষ সকল শরীরধাতুদি[illegible]ক স্পর্শ করিলে এইরূপই লক্ষণ হইয়া থা[illegible]। বাতাদি দোষ প্রকৃতিস্থ থাকিলে সে[illegible]ল ফল আরোগ্য। অতএব বুদ্ধিমানে ইহাদের প্রকৃতিস্থতার পক্ষে যত্নবান্ থাকিবেন।২১। এ স্থলে একটী কথা পদ্যে বলা হইতেছে। যে ভিষক্ সর্ব্ব শরীর সর্ব্বদা অবগত আছেন, সুখপ্রদ আয়ুর্ব্বেদ সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই জানা হইয়াছে। ২২। ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ কহিলে অগ্নিবেশ কহিলেন, আপনি শরীর সম্বন্ধে যাহা কহিলেন, তাহা আমরা শুনিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে,গর্ভের কোন অঙ্গ প্রথম উৎপন্ন হয়? গর্ভ কুক্ষিতে কোন মুখে এবং কিরূপেই বা অন্তরে অবস্থান করে? কি আহার করিয়া জীবিত থাকে? কিরূপ হইয়া নিষ্ক্রান্ত হয়? কিরূপ আহারোপচারে গর্ভ নীরোগ হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে? কি জন্য গর্ভ সদ্যোহত হয়? দেবাদিপ্রকোপে কিরূপে ইহার বিকার সকল উৎপন্ন হয়? আপনি ভাবাভাবের মধ্যে কোন্টীকে কালমৃত্যু বা অকালমৃত্যুর কারণ বলিয়া মনে করেন? ইহার পরমায়ু কি এবং পরমায়ুর নিমিত্তই বা কি? ২৩। অগ্নিবেশ এইরূপ কহিলে ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, গর্ভ কুক্ষিতে কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা গার্ভাবক্রান্তি অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আর গর্ভের যখন যে অঙ্গ হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে সূত্রকার ঋষিদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ বহুতর আছে। সেই সকল শ্রবণ কর। কুমারশিরা ভরদ্বাজের মতে গর্ভের মস্তক প্রথমে উৎপন্ন হয়, কারণ মস্তকই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূত। কাঙ্কায়ন বাহ্লীকের মতে হৃদয় চেতনাধিষ্ঠান, অতএব উহাই প্রথম উৎপন্ন হয়। ভদ্রকাপ্যের মতে নাভি প্রথম উৎপন্ন হয়, কারণ

গম ইতি কৃত্বা। পক্বগুদমিতি ভদ্রশৌনকো মারুতাধিষ্ঠানত্বাৎ। হস্তপাদমিতি বড়িশস্তৎকরণত্বাৎ। পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণীতি জনকো বৈদেহস্তান্যস্য বুদ্ধ্যধিষ্ঠানানীতি কৃত্বা। পরোক্ষত্বাদচিন্ত্যমিতি মারীচিঃ কশ্যপঃ সর্ব্বাঙ্গনির্ব্বৃত্তিরিতি। তদুপপন্নং সর্ব্বাঙ্গানাং তুল্যকালাভিনির্ব্বৃত্তত্বাৎ হৃদয়প্রভৃতীনাম্। সর্ব্বাঙ্গানাং হ্যস্য হৃদয়ং মূলমধিষ্ঠানঞ্চ কেষাঞ্চিদ্ভাবানাং ন চ তস্মাৎ পূর্ব্বাভিনির্ব্বৃত্তিরেষাং তস্মাদ্ধৃদয়পূর্ব্বাণাং সর্ব্বাঙ্গানাং তুল্যকালাভিনির্ব্বৃত্তিঃ সর্ব্বভাবা হ্যন্যোন্যপ্রতিবদ্ধাস্তস্মাদ্‌ যথাভূতং দর্শনম্ ॥ ২৪

গর্ভস্তু খলু মাতুঃ পৃষ্ঠাভিমুখ ঊর্দ্ধশিরাঃ সঙ্কুচ্যাঙ্গান্যাস্তে জরায়ুবৃতঃ কুক্ষৌ। ব্যপগতপিপাসাবুভুক্ষস্তু খলু গর্ভঃ পরতন্ত্রবৃত্তির্মাতরমাশ্রিত্য বর্ত্তয়ত্যুপস্নেহোপস্বেদাভ্যাম্। গর্ভস্তু সদসদ্ভূতাঙ্গাবয়বস্তদনন্তরং হ্যস্য লোমকূপায়নৈরুপস্নেহঃ কশ্চিন্নাভিনাড্যয়নৈঃ। নাভ্যাং হ্যস্য নাড়ী প্রসক্তা সা নাভ্যাঞ্চামরামরা চাস্য মাতুঃ প্রসক্তা হৃদয়ে মাতৃহৃদয়ং হ্যস্য তামমরামভিসংপ্লবতে শিরাভিঃ স্যন্দমানাভিঃ ॥ ২৫

স তস্যা রসে সর্ব্ববলবর্ণকরঃ সম্পদ্যতে। স চ সর্ব্বরসবানাহারঃ স্ত্রিয়া হ্যাপন্নগর্ভায়াস্ত্রিধা রসঃ প্রতিপদ্যতে স্বশরীরপুষ্টয়ে স্তন্যায় গর্ভবৃদ্ধয়ে চ স তেনাহারেণোপস্তব্ধো বর্ত্তয়ত্যন্তর্গতঃ ॥ ২৬

স চোপস্থিতকালে জন্মনি প্রসূতিমারুতযোগাৎ পরিবৃত্ত্যাবাক্‌শিরা নিষ্ক্রামত্যপত্যপথেন। এষা প্রকৃতির্বিকৃতিরতোঽন্যথা পরং তত এব স্বতন্ত্রবৃত্তির্ভবতি ॥ ২৭

এই স্থানই আহারাগমের স্থান। ভদ্রশৌনকের মতে পক্বাশয় বায়ুর প্রধান স্থান, অতএব পক্বাশয়ই প্রথম উৎপন্ন হয়। বড়িশের মতে পুরুষের হস্তপদই কারণ, অতএব হস্তপদই প্রথম উৎপন্ন হয়। মিথিলাবাসী জনকের মতে ইন্দ্রিয়সমূহই বুদ্ধির অধিষ্ঠান, অতএব উহারাই প্রথমে উৎপন্ন হয়। মারীচ বলেন যে, অপ্রত্যক্ষ বলিয়া কোন্ অঙ্গ অগ্রে বা পশ্চাৎ জন্মে, তাহা জানা যায় না। কশ্যপের মতে সমস্ত অঙ্গই একদা উৎপন্ন হয়। ইহাই যুক্তিযুক্ত। কারণ হৃদয় প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গের তুল্যকালেই উৎপত্তি হয়। সর্ব্বাঙ্গের মূল অধিষ্ঠান হৃদয়। কোন ভাবেরই হৃদয়ের পূর্ব্বে উৎপত্তি হয় না। হৃদয়প্রমুখ সর্ব্বাঙ্গেরই একদা উৎপত্তি হয়। উৎপত্তি বিষয়ে সকল অঙ্গই পরস্পরের অপেক্ষী। ২৪। গর্ভ মাতার পৃষ্ঠের দিকে মুখ করিয়া ঊর্দ্ধমস্তকে অঙ্গ সকল সঙ্কুচিত করিয়া জরায়ুর আবরণে কুক্ষিতে আবদ্ধ থাকে। উহার পিপাসা ও ক্ষুধা থাকে না। গর্ভ মাতার অধীন, মাতার আশ্রিত হইয়াই পূর্ণাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত উপস্নেহ ও উপস্বেদ যোগে জীবিত থাকে। অনন্তর লোমকূপমার্গযোগে ইহার উপস্নেহ হয়, কখন নাভিস্থ নাড়ীপথেও সন্তানের উপস্নেহ হয়। গর্ভের নাভিতে যে নাড়ী প্রসক্ত থাকে, তাহার নাম অমরা নাড়ী; ঐ নাড়ী মাতার নাড়ীতেও সংযুক্ত থাকে। অমরা মাতার হৃদয় ও সন্তানের হৃদয়ে প্রসক্ত থাকে। স্পন্দমান নাড়ীসমূহের যোগে মাতার রসে গর্ভের পোষণ হইয়া থাকে। [চক্রপাণি কহেন উপস্নেহ-নিস্যন্দ, উপস্নেহ ও উপস্বেদ শব্দের অর্থ এইরূপ বোধ হয়। স্বেদ শব্দে উষ্মা। মাতার স্নেহ ও উষ্মা হইতে সন্তানের স্নেহ ও উষ্মা উৎপন্ন হয় বলিয়া সন্তানের স্নেহ ও স্বেদকে উপস্নেহ উপস্বেদ বলা হইয়া থাকে। উপশব্দের অর্থ পর হইতে আহৃত]। ২৫। মাতার রসে গর্ভের সর্ব্ব বর্ণ ও বল নিষ্পন্ন হয়। গর্ভিণী যে সর্ব্বরসযুক্ত আহার করেন, তাহার রস তিন প্রকার হয়। তন্মধ্যে এক প্রকার দ্বারা মাতার শরীর পুষ্ট হয় দ্বিতীয় প্রকারের দ্বারা স্তন্য হয় এবং তৃতীয় প্রকার :

জন্মকালে গর্ভ প্রসূতি শরীরস্থ বায়ুর বেগে

তস্যাহারোপচারৌ জাতিসূত্রীয়োপদিষ্টৌ অবিকারকরৌ চাভিবৃদ্ধিকরৌ ভবতঃ। তাভ্যামেব চ সেবিতাভ্যাং বিষমাভ্যাং জাতঃ সদ্য উপহন্যতে তরুরিবাচিরব্যপরোপিতো বাতাতপাভ্যামপ্রতিষ্ঠিতমূলঃ॥ ২৮

আপ্তোপদেশাদদ্ভুতরূপদর্শনাৎ সমুত্থানলিঙ্গচিকিৎসিতবিশেষাচ্চ দোষপ্রকোপানুরূপাশ্চ দেবাদিপ্রকোপনিমিত্তাশ্চ বিকারাঃ সমুপলভ্যন্তে॥ ২৯

কালাকালমৃত্যোস্তু খলু ভাবাভাবয়োরিদমধ্যবসিতং নঃ। যঃ কশ্চিন্ম্রিয়তে সর্ব্বঃ কাল এব স ম্রিয়তে নহি কালচ্ছিদ্রমস্তীত্যেকে ভাষন্তে। তচ্চাসম্যক্ ন হ্যচ্ছিদ্রতা সচ্ছিদ্রতা বা কালস্যোপপদ্যতে কালস্বলক্ষণভাবাৎ॥৩০

তথাহুরপরে যো যদা ম্রিয়তে স তস্য নিয়তো মৃত্যুকালঃ স সর্ব্বভূতানাং সত্যঃ সমক্রিয়ত্বাদিতি। তদপি চান্যর্থার্থগ্রহণং ন হি কশ্চিন্ন ম্রিয়তে ইতি সমক্রিয়ঃ কালঃ পুনরায়ুষঃ প্রমাণমধিকৃত্যোচ্যতে॥ ৩১

যস্য চেষ্টং যো যদা ম্রিয়তে তস্য স নিয়তমৃত্যুকাল ইতি তস্য সর্ব্বে ভাবা যথাস্বং নিয়ত-কালা ভবিষ্যন্তি। তচ্চ নোপপদ্যতে প্রত্যক্ষং হ্যকালাহারবচনকর্ম্মণাং ফলমনিষ্টং বিপর্য্যয়ে চেষ্টম্। প্রত্যক্ষতশ্চোপলভ্যতে খলু কালাকালযুক্তিস্তাসু তাস্ববস্থাসু তং

পরিবৃত্ত ও অধঃশিরা হইয়া অপত্যপথে নিঃসারিত হয়। ইহাই প্রকৃতি। অন্যথা হইলে বিকৃতি বলা যায়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর গর্ভ স্বতন্ত্রবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ স্বকৃত আহার দ্বারা পুষ্ট হয়। ২৭। গর্ভের আহার ও উপচার বক্ষ্যমাণ জাতিসূত্রীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কিরূপ আহার ও উপচারে গর্ভের অবিকার ও অভিবৃদ্ধি হয়, তাহা সেই স্থলে বলা হইয়াছে। আর নবরোপিত অপ্রতিষ্ঠিতমূল তরু যেমন বাতাতপে বিনষ্ট হয়, ঐ সকল আহার ও উপচার বিষমভাবে সেবিত হইলে সেইরূপ গর্ভ নষ্ট হয়। ২৮। ব্রহ্মাদি প্রণীত কুমারতন্ত্রোপদেশ পাঠ করিলে, ভূমিষ্ঠ শিশুর অমানুষ বল শোভাদি দর্শন করিলে এবং নিদানলক্ষণ ও চিকিৎসিতে জ্ঞান থাকিলে দোষপ্রকোপনিমিত্তক ও দেবাদিপ্রকোপনিমিত্তক রোগ সকল জানা যায়। ২৯। কালমৃত্যু ও অকালমৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ ধারণা আছে। কেহ কেহ কহেন যে, যেই কেন মরুক্ না, সে কালেই মরে, কেহ অকালে মরে না। কারণ কালের ছিদ্র বা অবকাশ নাই যে, সেই ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া কেহ অকালে মরিবে। কিন্তু আমাদের এ কথা সঙ্গত বোধ হয় না। কালের আবার সচ্ছিদ্রতা বা অচ্ছিদ্রতা কি? যে দ্রব্যের অবয়ব আছে, তাহা সচ্ছিদ্র। যে দ্রব্য নিরন্তর তাহা অচ্ছিদ্র। নিরবয়ব কালের সচ্ছিদ্রতা বা অচ্ছিদ্রতা থাকিতে পারে না। ৩০। কেহ কেহ বলেন যে, যে যখন মরে, সেই তাহার নিয়ত মৃত্যুকাল। কাল সত্য অর্থাৎ রাগ-দ্বেষশূন্য, তিনি সকলের প্রতি সমক্রিয়। তিনি সকলকেই নির্ব্বিশেষে সংহার করিয়া থাকেন। কাহাকে দ্বেষবশতঃ অকালে সংহার করেন না। কিন্তু আমাদের এ কথা সঙ্গত বোধ হয় না। সকলেই মরে, কেহ না মরে এরূপ নয়; এ কথা ভাবিলে কালকে সমক্রিয় বলিতে হয় বটে; কিন্তু যদি আবার আয়ুর পরিমাণ শতবর্ষ ধরা যায়, তবে কালকে সমক্রিয় বলিতে গেলে, কাহারই শতবর্ষের পূর্ব্বে মরা উচিত হয় না। ৩১। যে যখন মরে, সেই তাহার নিয়ত মৃত্যুকাল; এইরূপে তাহার সমস্ত ভাবই স্ব স্ব মৃত্যু সম্বন্ধে নিয়তকাল হইবে। এ কথাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। ইহা প্রত্যক্ষের বিপরীত হইতেছে। অকাল আহার, বচন ও কর্ম্মের অনিষ্টফলই দেখা যায়। তাহার বিপরীত হইলেই ইষ্ট হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, সেই সেই অবস্থায় সেই সেই প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া কালাকাল যুক্তি হইয়া থাকে।

তমর্থমভিসমীক্ষ্য। তদ্‌যথা—কালোঽয়মস্য তু ব্যাধে হারস্যৌষধস্য প্রতিকর্ম্মণো বিসর্গ-স্যাকালো বেতি লোকেঽপ্যেতদ্ভবতি। কালে দেবো বর্ষত্যকালে দেবো বর্ষতি, কালে শীতমকালে শীতং, কালে তপত্যকালে তপতি, কালে পুষ্পফলমকালে পুষ্পফলমিতি। তস্মা-দুভয়মস্তি কালে মৃত্যুরকালে চ নৈকান্তিকমত্র। যদি হ্যকালে মৃত্যুর্ন স্যান্নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ-সর্ব্বং স্যাৎ॥ ৩২

এবং গতে হিতাহিতজ্ঞানমকারণং স্যাৎ প্রত্যক্ষানুমানোপদেশাশ্চাপ্রমাণীস্যুর্যে প্রমাণ ভূতাঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু যৈরায়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণি চোপ-লভ্যন্তে। বাগ্বস্তুমাত্রমেতদ্বাদমৃষয়ো মন্যন্তে নাকালমৃত্যুরস্তীতি॥ ৩৩

বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণমস্মিন কালে তস্য নিমিত্তং প্রকৃতিগুণাত্মসম্পৎসাত্ম্যোপ-সেবনঞ্চেতি॥ ৩৪

তত্র শ্লোকাঃ।

শরীরং যদ্ যথা তচ্চ বর্ত্ততে ক্লিষ্টমাময়ৈঃ
যথা ক্লেশং বিনাশঞ্চ যাতি যে চাস্য ধাতবঃ॥
বৃদ্ধিহ্রাসৌ যথা চৈষাং ক্ষীণানামৌষধঞ্চ যৎ।
দেহবৃদ্ধিকরা ভাবা বলবৃদ্ধিকরাশ্চ যে॥
পরিণামকরা ভাবা যা চ তেষাং পৃথক্ ক্রিয়া
মলাখ্যাঃ সম্প্রসাদাখ্যা ধাতবঃ প্রশ্ন এব চ।
নবকো নির্ণয়শ্চাস্য বিধিবৎ সম্প্রকাশিতঃ।
তথা শরীরবিচয়ে শারীরে পরমর্ষিণা॥ ৩৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে শরীরবিচয়ো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

যথা;—এই ব্যাধির আহারের বা ঔষধের বা প্রতিকারের বা মোক্ষের এই কাল বা অকাল, এইরূপ যুক্তি সচরাচর সংসারেও ঘটিয়া থাকে। দেবতা অকালে বর্ষণ করে, দেবতা কালে বর্ষণ করে; কালে শীত; অকালে শীত; কালে তাপ হইতেছে, অকালে তাপ হইতেছে; কালে পুষ্পফল, অকালে পুষ্পফল ইত্যাদি। অতএব মৃত্যু কালে ও অকালে উভয়েই হয়; অতএব কালমৃত্যু বা অকালমৃত্যু এরূপ ঐকান্তিক পক্ষ নাই। আর যদি বল যে, অকালমৃত্যু হয় না, তবে সকলেরই আয়ুঃ নিয়তকাল ও নিয়ত পরিমাণ হয়। ৩২। অকালে মৃত্যু হয় না বলিলে হিতাহিত জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অপ্তোপদেশের প্রামাণ্যতা থাকে না। অথচ ইহারা সর্ব্ব-শাস্ত্রেই প্রমাণীভূত। আর ইহাদের দ্বারাই আয়ুষ্কর ও অনায়ুষ্য ব্যাপারসমূহের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ অকালে মৃত্যু নাই ইহা কথার-কথা মাত্র বলিয়াই ঋষিরা মনে করিয়া থাকেন। ৩৩। এ কালে আয়ুর প্রমাণ একশত বৎসর। পিতামাতার শুক্র-শোণিতের উৎকর্ষ, আত্মকৃত কর্ম্মের উৎকর্ষ সাত্ম্যসেবন; এই তিনটী আয়ুর নিমিত্ত। ৩৪। এই অধ্যায়ের সূচী;—এই শরীরবিচয় শারীর অধ্যায়ে শরীরের স্বরূপ, যেরূপে শরীর জীবিত থাকে, যেরূপে রোগ দ্বারা ক্লিষ্ট হয়, যেরূপে ক্লেশ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহার ধাতুসমূহ, ধাতুদিগের বৃদ্ধি-হ্রাস, ক্ষীণ ধাতুদিগের, ঔষধ, দেহবৃদ্ধিকর ভাবসমূহ, বলবৃদ্ধিকর ভাবসমূহ, পরিপাককর ভাবসমূহ ও তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া, মলাখ্য ও প্রসাদাখ্য ধাতু, নয়টী প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর মহর্ষিকর্ত্তৃক সম্প্রকাশিত হইল। ৩৫।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শরীরসংখ্যা

অথাতঃ শরীরসংখ্যা নাম শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

শরীরসঙ্খ্যামবয়বশঃ কৃৎস্নং শরীরং প্রবিভজ্য সর্ব্বশরীরসঙ্খ্যানপ্রমাণজ্ঞানহেতোর্ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশঃ পপ্রচ্ছ ॥ ২

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ শৃণু মত্তোঽগ্নিবেশ সর্ব্বশরীরমভিচক্ষাণাদ্ যথাপ্রশ্নমেকমনাঃ ॥ ৩

যথাবৎ শরীরে ষট্ ত্বচস্তদ্‌যথা—উদকধরা ত্বগ্‌বাহ্যা দ্বিতীয়া ত্বগসৃগ্ধরা তৃতীয়া সিধ্মকিলাসসম্ভবাধিষ্ঠানা চতুর্থী কুষ্ঠসম্ভবাধিষ্ঠানা পঞ্চমী অলজীবিদ্রধিসম্ভবাধিষ্ঠানা ষষ্ঠী তু যস্যাং ছিন্নায়াং তাম্যত্যন্ধ ইব চ তমঃ প্রবিশতি যাং চাপ্যধিষ্ঠায়ারূংষি জায়ন্তে পর্ব্বসন্ধিষু কৃষ্ণরক্তানি স্থূলমূলানি দুশ্চিকিৎস্যতমানীতি ষট্ ত্বচ এতাঃ ষড়ঙ্গং শরীরমবতত্য তিষ্ঠন্তি ॥ ৪

তত্রায়ং শরীরস্যাঙ্গবিভাগঃ, তদ্‌যথা—দ্বৌ বাহূ দ্বে সক্‌থিনী শিরো গ্রীবমন্তরাধিরিতি ষড়ঙ্গমঙ্গম্ ॥ ৫

ত্রীণি ষষ্ট্যধিকানি শতান্যস্থ্‌নাং সহ দন্তোলুখলৈঃ। ত্রিংশদ্দন্তা বিংশতির্নখা বিংশতিঃ পাণিপাদশলাকাশ্চত্বার্য্যধিষ্ঠানান্যাসাং চত্বারি পাণিপাদপৃষ্ঠানি ষষ্টিরঙ্গুল্যস্থীনি দ্বে পার্ষ্ণ্যোর্দ্বে কূর্চ্চাধশ্চত্বারঃ পাণ্যোর্মণিকাশ্চত্বারঃ পাদয়োর্গুল্‌ফাঃ। চত্বার্য্যরত্ন্যোরস্থীনি চত্বারি জঙ্ঘয়োর্দ্বে জানুনোর্দ্বে কূর্পরয়োর্দ্বে ঊর্ব্বোর্দ্বে বাহ্বোঃ সাংসয়োঃ দ্বাবক্ষকৌ দ্বে তালুনি দ্বে শ্রোণিফলকে একং ভগাস্থি পুংসাং মেঢ্রাস্থি একং ত্রিকসংশ্রিতমেকং গুদাস্থি পৃষ্ঠগতানি পঞ্চত্রিংশৎ পঞ্চদশাস্থীনি গ্রীবায়াং দ্বে জত্রুণ্যেকং হন্বস্থি দ্বে হনুমূলবন্ধনে দ্বে

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা শরীরসংখ্যা শারীর নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। সংখ্যা ও অবয়ব ভেদে কৃৎস্ন শরীরকে বিভাগ করিয়া সর্ব্বশরীরের সংখ্যা ও প্রমাণ জানিবার জন্য অগ্নিবেশ ভগবান্ আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ২। অগ্নিবেশের জিজ্ঞাসা শুনিয়া ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন,—হে অগ্নিবেশ! আমি যথাপ্রশ্ন সর্ব্বশরীর ব্যাখ্যা করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৩। স্তরে স্তরে শরীরে ছয়টী ত্বক্ আছে। প্রথম বাহ্যত্বক্ উদকধরা; তন্নিম্নে দ্বিতীয়ত্বক্ অসৃক্ধরা; তন্নিম্নে তৃতীয়ত্বক্, ইহা সিধ্ম ও কিলাসরোগের জন্মস্থান; তন্নিম্নে চতুর্থত্বক্, ইহা কুষ্ঠের জন্মস্থান; তন্নিম্নে পঞ্চমত্বক্, ইহা অলজী ও বিদ্রধি রোগের জন্মস্থান; তন্নিম্নে ষষ্ঠত্বক্, ইহা ছিন্ন হইলে মূর্চ্ছা হয় ও চক্ষে অন্ধকার বোধ হয়। ইহাতেই আশ্রিত হইয়া পর্ব্বসন্ধিতে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ এবং অতিশয় দুশ্চিকিৎস্য স্থূলমূল অরুঃ (ব্রণ) উৎপন্ন হয়। এই সকল ত্বক্ ষড়ঙ্গশরীর বেষ্টন করিয়া আছে। ৪। শরীর এই ছয় অঙ্গে বিভক্ত যথা;—দুইটী বাহু, দুইটী উরু, শিরঃ, গ্রীবা এবং অন্তরাধি (মধ্যদেহ)। ৫। শরীরে ৩৬০ খানি অস্থি আছে, যথা,—উলূখল (যাহাদের উপর দন্ত আশ্রিত) ৩২, দন্ত ৩২, নখ ২০, হস্ত ও পদের শলাকা ২০, এই সমস্ত শলাকার অধিষ্ঠান ৪, হস্ত ও পদের পৃষ্ঠ ৪, অঙ্গুলির অস্থি ৬০, পার্ষ্ণি ২, কূর্চ্চাধঃ ২, হস্তদ্বয়ের মণিকা ৪, পাদদ্বয়ের গুল্‌ফ ৪, অরত্নি ৪, জঙ্ঘাস্থি ২, জানুর অস্থি ২, কূর্পরের অস্থি ২, উরুর অস্থি, ২, বাহুর অস্থি ২, অংসের অস্থি ২, অক্ষকাস্থি (জত্রুসন্ধির কীলকদ্বয়) ২, তালুর অস্থি ২, নিতম্বের অস্থি ২, ভগাস্থি ১, মেঢ্রাস্থি ১, ত্রিকাশ্রিত অস্থি ১, গুদাস্থি ১, পৃষ্ঠগত অস্থি ৩৫, গ্রীবার অস্থি ১৫, জত্রুর অস্থি ২, হনুর অস্থি ১, হনুর মূল-

ললাটে দ্বে অক্ষ্ণোর্দ্ধে গণ্ডয়োর্নাসিকায়াং ত্রীণি ঘোণাখ্যানি দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চতুর্ব্বিংশতিশ্চতুর্ব্বিংশতিঃ পঞ্জরাস্থীনি চ পার্শ্বকানি। তাবন্তি চৈষাং স্থালিকান্যর্ব্বুদাকারাণি তানি দ্বিসপ্ততি-র্দ্বৌ শঙ্খকৌ চত্বারি শিরঃকপালানি বক্ষসি সপ্তদশেতি ত্রীণি ষষ্ট্যাধিকানি শতান্যস্থ্‌নামিতি ॥৬

পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানি। তদ্‌যথা—ত্বগ্‌জিহ্বা নাসিকাক্ষিণী কর্ণৌ চ ॥ ৭

পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। তদ্‌যথা—স্পর্শনং রসনং ঘ্রাণং দর্শনং শ্রোত্রমিতি ॥ ৮

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদ্‌যথা—হস্তৌ পাদৌ পায়ুরুপস্থো জিহ্বা চেতি ॥ ৯

হৃদয়ং চেতনাধিষ্ঠানমেকম্ ॥ ১০

দশ প্রাণায়তনানি। তদ্‌যথা—মূর্দ্ধা কণ্ঠো হৃদয়ং নাভির্গুদবস্তিরোজঃ শুক্রং শোণিতং মাংসমিতি। তেষু ষট্‌পূর্ব্বাণি মর্ম্মসংখ্যাতানি ॥ ১১

পঞ্চদশ কোষ্ঠাঙ্গানি। তদ্‌যথা—নাভিশ্চ হৃদয়ঞ্চ ক্লোম চ যকৃচ্চ প্লীহা চ বৃক্কৌ চ বস্তিশ্চ পুরীষাধারশ্চামাশয়শ্চেতি পক্বাশয়শ্চোত্তর-গুদঞ্চাধরগুদঞ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রঞ্চ স্থূলান্ত্রঞ্চ বপাবহনঞ্চেতি ॥ ১২

ষট্‌পঞ্চাশৎ প্রত্যঙ্গানি ষট্‌স্বঙ্গেষূপনিবদ্ধানি যান্যপরিসংখ্যাতানি পূর্ব্বমঙ্গেষু পরিসংখ্যায়মানেষু তান্যন্যৈঃ পর্য্যায়ৈরিহ প্রকাশ্য ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি। তদ্‌যথা—দ্বে জঙ্ঘাপিণ্ডিকে দ্বে উরুপিণ্ডিকে দ্বৌ স্ফিচৌ দ্বৌ বৃষণৌ একং শেফঃ দ্বে উখে দ্বৌ বঙ্ক্ষণৌ দ্বৌ কুকুন্দরৌ একং বস্তিশীর্ষম্ একমুদরং দ্বৌ স্তনৌ দ্বৌ ভুজৌ দ্বে বাহুপিণ্ডিকে চিবুকমেকং দ্বাবোষ্ঠৌ দ্বে সৃক্কণ্যৌ দ্বৌ দন্তবেষ্টকৌ একং তালু একা গলশুণ্ডিকা দ্বে উপজিহ্বিকে একা গোজিহ্বিকা দ্বৌ গণ্ডৌ দ্বে কর্ণশষ্কুলিকে দ্বৌ কর্ণপুত্রকৌ দ্বে অক্ষিকূটে চত্বারি অক্ষিবর্ত্মানি দ্বে অক্ষিকনীনিকে, দ্বে ভ্রুবৌ, একম্ অবটু, চত্বারি পাণিপাদহৃদয়ানি, নব মহান্তি চ্ছিদ্রাণি, সপ্ত শিরসি দ্বে চাধঃ ॥ ১৩

বন্ধন অস্থি ২, ললাটাস্থি ২, নেত্রাস্থি ২, গণ্ডাস্থি ২, নাসিকার ঘোণাখ্য অস্থি ৩, দুই পার্শ্বের অস্থি ২৪, পার্শ্বক পঞ্জরাস্থি ২৪, পরশুকা মূল অর্ব্বুদাকার তির্য্যগস্থি ৭২, শঙ্খাস্থি ২, মস্তকের কপালাস্থি ৪, এবং বক্ষঃস্থলের অস্থি ১৭। শরীরে এই ৩৬০ খানি অস্থি আছে। [কিন্তু সমষ্টি করিলে ৪১৭ খানি হয়, লিপিকর প্রমাদ বশতঃই এরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, বর্ত্তমানকালে এ বিষয়ের মীমাংসা সহজ]। ৬। ইন্দ্রিয়দিগের অধিষ্ঠান ৫টী, যথা ;—ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা, নেত্র ও কর্ণদ্বয়। ৭। বুদ্ধীন্দ্রিয় ৫টী যথা ;—স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, দর্শন ও শ্রোত্র। ৮। কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫টী যথা ; হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও জিহ্বা। ৯। চেতনাধিষ্ঠান ১টী যথা ;—হৃদয়। ১০। প্রাণায়তন ১০টী যথা ; মূর্দ্ধা, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, মলদ্বার, বস্তি, ওজঃ, শুক্র, শোণিত ও মাংস। ইহাদের প্রথম ছয়টীকে মর্ম্মও বলে। ১১। ১৫টী কোষ্ঠাঙ্গ বা যথা ;—নাভি, হৃদয়, ক্লোম, যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্কদ্বয়, বস্তি, পুরীষাধার, আমাশয়, পক্বাশয়, উত্তরগুদ, অধোগুদ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র এবং বপাবহন (ইয়ুরেটের অর্থাৎ বৃক্ক ও বস্তির সংযোজক মূত্রনালী)। ১২। পূর্ব্বে অঙ্গসমূহের সংখ্যাকালে ছয় অঙ্গে উপনিবদ্ধ ৫৬টী উপাঙ্গের নাম করা হয় নাই, সম্প্রতি নাম করা হইতেছে, যথা ;—জঙ্ঘাপিণ্ডিকা ২, উরুপিণ্ডিকা ২, স্ফিক্ ২, বৃষণ ২, শেফ ১, পাকস্থলী (আমাশয় ও গ্রহণী) ২, বঙ্ক্ষণ ২, কুকুন্দর ২, বস্তিশীর্ষ ১, উদর ১, স্তন ২, ভুজ ২, বাহুপিণ্ডিকা ২, চিবুক ১, ওষ্ঠ ২, সৃক্কণী ২, দন্তবেষ্ট ২, তালু ১, গলশুণ্ডিকা ১, উপজিহ্বিকা ২, গোজিহ্বিকা ১, গণ্ড ২, কর্ণশষ্কুলিকা ২, কর্ণপুত্রক ২, অক্ষিকূট ২, অক্ষিবর্ত্ম ৪, অক্ষিকনীনিকা ২, ভ্রূ ২, অবটু বা গ্রীবা ২, পাণিতল ২, হস্ততল ২, মহাচ্ছিদ্র ৯। মহাচ্ছিদ্র মস্তকে ৭টী এবং অধোদেশে ২টী।

এতাবদ্দৃশ্যং শক্যমপি নির্দ্দেষ্টুমনির্দ্দেশ্যমতঃ-পরং তর্ক্যমেব। তদ্‌যথা—নব স্নায়ুশতানি সপ্ত শিরাশতানি দ্বে ধমনীশতে পঞ্চ পেশী-শতানি সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং দ্বে পুনঃ সান্ধ-শতে ॥ ১৪

ত্রিংশচ্ছতসহস্রাণি নব চ শতানি ষট্‌পঞ্চা-শৎসহস্রাণি শিরাধমনীনামণুশঃ প্রবিভজ্য-মানানাং মুখাগ্রপরিমাণম্। তাবন্তি চৈব কেশ-শ্মশ্রুলোমানীত্যেতদ্‌যথাবদ্‌যৎ সংখ্যাতং ত্বক্-প্রভৃতি দৃশ্যমতঃপ তর্ক্যম্ ॥ ১৫

একে তদুভয়মপি ন বিকল্পয়ন্তে প্রকৃতি-ভাবাচ্ছরীরস্য যৎ ত্বঞ্জলিসঙ্খ্যেয়ং তদুপদে-ক্ষ্যামঃ] তৎপরং প্রমাণমভিজ্ঞেয়ং তচ্চ বৃদ্ধি-হ্রাসযোগি তর্ক্যমেব। তদ্‌যথা—দশোদক-স্যাঞ্জলয়ঃ শরীরে স্বেনাঞ্জলিপ্রমাণেন যৎ তু প্রচাবমানং পুরীষমনুবধ্নাতি অতিযোগেন। তথা মূত্রং রুধিরমন্যাংশ্চ শরীরধাতূন্ যৎ তু সর্ব্বশরীরচরং বাহ্যত্বগ্বিভর্ত্তি যৎ তু ত্বগন্তরে ব্রণগতং লসীকাশব্দং লভতে যচ্চোষ্মণানুবদ্ধং লোমকূপেভ্যো নিষ্পতৎ স্বেদশব্দমবাপ্নোতি তদুদকং দশাঞ্জলিপ্রমাণম্ ॥ ১৬

নবাঞ্জলয়ঃ পূর্ব্বস্যাহারপরিণামধাতোর্যদ্রস-মিত্যাচক্ষতে। অষ্টৌ শোণিতস্য সপ্ত পুরীষস্য ষট্ শ্লেষ্মণঃ পঞ্চ পিত্তস্য চত্বারো মূত্রস্য ত্রয়ো বসায়া দ্বৌ মেদসঃ একো মজ্জ্ঞঃ। মস্তিষ্কস্য অর্দ্ধাঞ্জলিঃ শুক্রস্য তাবদেব প্রমাণং তাবদেব শ্লেষ্মণশ্চৌজস ইত্যেতচ্ছরীরতত্ত্ব-মুক্তম্ ॥ ১৭

তত্র যদ্বিশেষতঃ স্থূলং স্থিরং মূর্ত্তিমদ্-গুরুখরকঠিনমঙ্গং নখাস্থিদন্তমাংসচর্ম্মবর্চ্চঃ-কেশশ্মশ্রুনখলোমকণ্ডরাদি তৎ পার্থিবং গন্ধো ঘ্রাণঞ্চ ॥ ১৮

১৩ এই সকল অঙ্গ দৃশ্য হওয়াতে প্রত্য-ক্ষতঃ নির্দ্দেশ করা যায়। অপর কতকগুলি অঙ্গ অদৃশ্য, তাহাদিগকে অনুমেয় বলা যাইতে পারে, সম্প্রতি তাহাদের নির্দ্দেশ করা যাই-তেছে যথা ;—৯০০ স্নায়ু, ৭০০ শিরা, ২০০ ধমনী, ৫০০ পেশী, ৭০০ মর্ম্ম ও ২০০ সন্ধি, ১৪। শিরা ও ধমনীদিগকে অতিসূক্ষ্মভাগে ভাগ করিলে উভয়ে মিলিয়া উনত্রিশ হাজার নয় শত ছাপ্পান্ন হয়। কেশ শ্মশ্রু ও লোম সমুদায়ের সংখ্যাও উনত্রিশ হাজার নয় শত ছাপ্পান্ন। এই যে কেশাদির সংখ্যা বলা হইল, সে সকল স্থূলশিরাগত বুঝিতে হইবে। নতুবা কেশাদির সংখ্যা আরও অনেক অধিক। ১৫। কাহার মতে প্রত্যক্ষ ও অনু-মেয় উভয়বিধ অঙ্গেরই বিকল্প বা অংশাংশ-নির্দ্দেশ হওয়া উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে শরীরের প্রকৃতি ভাবের ব্যাভিচার হয়। সংপ্রতি শরীরস্থ দ্রব্যাদিগের অঞ্জলিপরিমাণ কথিত হইতেছে যথা ;—প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরে সেই ব্যক্তির নিজ অঞ্জলির প্রমাণ অনুসারে দশ অঞ্জলি পরিমিত জল আছে। বিরেচনের অতিযোগবশতঃ যে জল মলের সহিত নির্গত হয়, যে জল শরীরের রক্ত ও অন্যান্য ধাতুর সহিত সংসৃষ্ট আছে, যে জলের অতিরিক্ত ভাগ মূত্ররূপে নিষ্ক্রান্ত হয়, যে জল সর্ব্বশরীরে থাকিয়া বাহ্যত্বক্ ধারণ করে, যে জল ত্বকের অভ্যন্তরে লসীকা নামে অভি-হিত হয় এবং যে জল উষ্মার অনুবন্ধে লোম-কূপ হইতে নিঃসৃত হইয়া স্বেদ নামে অভি-হিত হয়, তাহাই দশ অঞ্জলি। ১৬। আহা-রের পরিণামে যে ধাতু প্রথম উৎপন্ন হয়, তাহার নাম রসধাতু। সর্ব্বশরীরস্থ রস ধাতুর পরিমাণ ৯ অঞ্জলি। রক্তের ৮, পুরীষের ৭, শ্লেষ্মার ৬, পিত্তের ৫, মূত্রের ৪, বসার ২, মেদের ২ এবং মজ্জার পরিমাণ ১ অঞ্জলি। মস্তিষ্কের পরিমাণ অর্দ্ধ অঞ্জলি, আর শুক্রেরও পরিমাণ অর্দ্ধ অঞ্জলি। ১৭। দন্ত, নখ, অস্থি, মাংস, চর্ম্ম, পুরীষ কেশ, শ্মশ্রু, লোম, কণ্ডরা, প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ বিশেষরূপে স্থূল, স্থির, মূর্ত্তিমৎ, গুরু, খর ও কঠিন, সেই সকল অঙ্গ পার্থিব। শরীরের গন্ধ ও ঘ্রাণও পার্থিব।১৮।

যদ্দ্রবসরমন্দস্নিগ্ধমৃদুপিচ্ছিলরসরুধিরবসা-কফপিত্তমূত্রস্বেদাদি তদাপাং রসো রসনঞ্চ ॥ ১৯

যৎ পিত্তমূষ্মা চ যো যা চ ভাঃ শরীরে তৎসর্ব্বমাগ্নেয়ং রূপং দর্শনঞ্চ ॥ ২০

যদুচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসোন্মেষনিমেষাকুঞ্চনপ্রসারণ-গমনপ্রেরণধারণাদি তদ্বায়বীয়ং স্পর্শঃ স্পর্শনঞ্চ ॥ ২১

যদ্বিবিক্তমুচ্যতে মহান্তি চাণূনি চ স্রোতাংসি তদান্তরীক্ষং শব্দঃ শ্রোত্রঞ্চ ॥ ২২

যৎ প্রয়োক্তৃ তত্তৎপ্রধানং বুদ্ধির্মনশ্চেতি শরীরাবয়বসংখ্যা যথাস্থূলভেদেনাবয়বানাং নির্দ্দিষ্টা ॥ ২৩

শরীরাবয়বাস্তু পরমাণুভেদেনাপরিসংখ্যেয়া ভবন্ত্যতিবহুত্বাদতিসৌক্ষ্ম্যাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ। তেষাং সংযোগবিভাগে বায়ুঃ পরমাণুনাং কারণং কর্ম্ম স্বভাবশ্চ তদেতৎ শরীরসংখ্যাতমনেকাবয়বং দৃষ্টম্ একত্বেন সঙ্গঃ সংখ্যাতম্। পৃথক্ত্বেনাপবর্গঃ, তত্র প্রধানমশক্তং সর্ব্বসত্ত্বাতিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে ইতি ॥ ২৪

তত্র শ্লোকৌ।

শরীরসংখ্যাং যো বেদ সর্ব্বাবয়বশো ভিষক্।
তদজ্ঞাননিমিত্তেন স মোহেন ন যুজ্যতে ॥
অমূঢ়ো মোহমূলৈশ্চ ন দোষৈরভিভূয়তে।
নির্দ্দোষো নিঃস্পৃহঃ শান্তঃ প্রশাম্যত্যপুনর্ভবঃ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে শরীরসংখ্যা নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

রস, রক্ত, বসা, কফ, পিত্ত, মূত্র, স্বেদ প্রভৃতি যে সকল অংশ দ্রব, সর, মন্দ, স্নিগ্ধ, মৃদু ও পিচ্ছিল, সেই সকল অংশ এবং রস ও রসনেন্দ্রিয় জলীয় পদার্থ। ১৯। শরীরের পিত্ত, উষ্মা ও দীপ্তি এবং রূপ ও দর্শনেন্দ্রিয় আগ্নেয়। ২০। উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, উন্মেষ, নিমেষ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন, প্রেরণ ও ধারণ এই সকল ক্রিয়া এবং স্পর্শ ও স্পর্শনেন্দ্রিয় বায়ব দ্রব্য। ২১। শরীরের ছিদ্র সমস্ত, বৃহৎ ও সূক্ষ্মমার্গ সমস্ত এবং শব্দ ও কর্ণ আন্তরীক্ষ দ্রব্য। ২২। মন ও বুদ্ধি শরীরের প্রযোক্তা বলিয়া প্রধান কহিয়া থাকে। এইরূপে শরীরাবয়বসংখ্যা স্থূলরূপে ভেদ করিয়া নির্দ্দেশ করা গেল। ২৩। পরমাণুভেদে শরীরের অবয়ব সকল অপরিসংখ্যেয় হইয়া থাকে; কারণ পরমাণু অতি বহু অতিসূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয়। বায়ু, কর্ম্ম ও স্বভাব পরমাণুদিগের সংযোগ বিভাগ করিয়া থাকে। এইরূপে এই শরীরের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইল; ইহা অনেকাবয়ব, কেবল মোহবশতঃ এক বলিয়া দৃষ্ট হয়, এই একত্বকে "সঙ্গ" বলিয়া থাকে। এই শরীরকে একত্বে দর্শন করিলে উপকার নাই। তাহাতে রাগদ্বেষের উৎপত্তি হয়। ইহাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাবিতে পারিলেই ইহার রূপাদির প্রতি আর লালসা থাকে না, তখন মোক্ষলাভ হয়। সেই পার্থক্যবোধে আত্মা অশক্ত। সর্ব্বপ্রকার ভাবের নিবৃত্তি হইলেই আত্মা সংসারে বিরত হয়। ২৪। উপসংহার,—যে ভিষক্ সর্ব্বাবয়বে শরীরের সংখ্যা অবগত আছেন, তিনি অজ্ঞান নিমিত্ত মোহযুক্ত হন না। তিনি অমূঢ়। তিনি মোহমূলক দোষসমূহে অভিভূত হন না। তিনি নির্দ্দোষ, নিস্পৃহ ও শান্ত। তিনি মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ২৫।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

জ

অথাতো জাতিসূত্রীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

স্ত্রীপুরুষয়োরব্যাপন্নশুক্রশোণিতযোনিগর্ভাশয়য়োঃ শ্রেয়সীং প্রজামিচ্ছতোস্তদভিনির্বৃত্তিকরং কর্ম্মোপদেক্ষ্যামঃ ॥ ২

অথাপ্যেতৌ স্ত্রী-পুরুষৌ স্নেহস্বেদাভ্যামুপপাদ্য বমনবিরেচনাভ্যাং সংশোধ্য ক্রমাৎ প্রকৃতিমাপাদয়েৎ সংশুদ্ধৌ চাস্থাপনানুবাসনাভ্যামুপাচরেদুপাচরেচ্চ মধুরৌষধসংস্কৃতাভ্যাং ঘৃতক্ষীরাভ্যাং পুরুষং স্ত্রিয়ন্তু তৈলমাংসাভ্যাম্ ॥ ৩

ততঃ পুষ্পাৎ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমাসীৎ ব্রহ্মচারিণ্যধঃশায়িনী পাণিভ্যামন্নমজর্জ্জরপাত্রে ভুঞ্জানা ন চ কাঞ্চিদেব মৃজামাপদ্যেত ॥ ৪

ততশ্চতুর্থেঽহন্যেনামুৎসাদ্য সশিরস্কং স্নাপয়িত্বা শুক্লানি বাসাংস্যাচ্ছাদয়েৎ পুরুষঞ্চ ॥ ৫

ততঃ শুক্লবাসসৌ চ স্রগ্বিণৌ সুমনসাবন্যোন্যমভিকামৌ সংবসেতামিতি ক্রয়াৎ ॥ ৬

স্নানাৎ প্রভৃতি যুগ্মেষহঃসু সংবসেতাং পুত্রকামৌ তৌ চাযুগ্মেষু দুহিতৃকামৌ ॥ ৭

ন চ ন্যুব্জাং পার্শ্বগতাং বা সংসেবেত। ন্যুব্জায়া বাতো বলবান্ স যোনিং পীড়য়তি। পার্শ্বগতায়া দক্ষিণে পার্শ্বে শ্লেষ্মা সচ্যুতোঽপিদধাতি গর্ভাশয়ম্। বামে পার্শ্বে পিত্তং তদস্যাঃ পীড়িতং বিদহতি রক্তশুক্রং তস্মাদুত্তানা সতী বীজং গৃহ্নীয়াৎ। তস্যা হি

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর আমার জাতিসূত্রীয় শারীর ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [এই অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্ব পুরুষগণের সহবাসরীতি বিবৃত হইয়াছে]। ১। স্ত্রী-পুরুষের শুক্র, শোণিত, যোনি ও গর্ভাশয় অব্যাহত থাকিলে উৎকৃষ্ট সন্তান লাভার্থ তাঁহাদের যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়, সম্প্রতি সেই সকল উপদেশ দিতেছি। ২। সেই স্ত্রীপুরুষ প্রথমতঃ স্নেহ স্বেদসম্পন্ন হইয়া বমন বিরেচন যোগে শরীর শোধন করিবেন। পরে সংশুদ্ধ জনোচিত পেয়াদি ক্রম সকল পালন করিয়া যথাকালে প্রকৃতিভাজন করিবেন। অনন্তর আস্থাপন, অনুবাসন গ্রহণ করিবেন। পরে মধুরৌষধ-সংস্কৃত ঘৃত দুগ্ধ যোগে পুরুষকে এবং তৈল ও মাষ যোগে আহার প্রস্তুত করিয়া স্ত্রীকে ভক্ষণ করাইবে। [অর্থাৎ পুরুষকে শুক্রকর ও স্ত্রীকে রক্তকোপকর ভোজন করাইবে]। ৩। অনন্তর ঋতু হইলে, স্ত্রী ঋতুর প্রথম দিবস হইতে স্বামিসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বাহূপধানে ভূশয়ন ও অজীর্ণ পাত্রে ভোজন করিবে। ঐ সময়ের মধ্যে কোন প্রকার অঙ্গমার্জ্জন করিবে না। [ভূশয়ন শব্দে খাটের উপর শয়ন নিষেধ করা হইল]। ৪। পরে চতুর্থ দিবসে স্ত্রী অঙ্গমার্জ্জন ও অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবেন। পুরুষও ঐরূপ স্নানাদি করিয়া ঐরূপ শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবেন। ৫। অনন্তর স্ত্রীপুরুষ উভয়েই শুক্লবাস ও পুষ্পমাল্য ধারণ করিলে ভিষক্ কহিবেন যে, "তোমরা যাইয়া সংবাস কর।" ৬ পুত্র সন্তান ইচ্ছা করিলে ঋতুস্নানের পর যুগ্মদিবসে এবং কন্যা সন্তান ইচ্ছা করিলে অযুগ্ম দিবসে সহবাস করিবে। ৭। স্ত্রী ন্যুব্জভাবে বা পার্শ্বোপরি শয়ন করিয়া সহবাস করিবেন না। কেননা ন্যুব্জভাবে শয়ানা হইয়া সহবাস করিলে বায়ু বলবান্ হইয়া যোনির বাধা উৎপাদন করে। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া সহবাস করিলে শ্লেষ্মা সংচ্যুত হইয়া গর্ভাশয় আচ্ছাদন করে। বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া সহবাস করিলে পিত্ত পীড়িত হইয়া গর্ভস্থ রক্ত শুক্র দূষিত করে। অতএব উত্তানভাবে শয়ন করিয়া বীজ গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে

যথাস্থানমবতিষ্ঠন্তে দোষাঃ পর্য্যাপ্তে চৈনাং শীতোদকেন পরিষিঞ্চেৎ ॥ ৮

তত্রাত্যশিতা ক্ষুধিতা পিপাসিতা ভীতা বিমনাঃ শোকার্ত্তা ক্রুদ্ধা চান্যঞ্চ পুমাংসমিচ্ছন্তী মৈথুনে চাতিকামা বা নারী গর্ভং ন ধত্তে বিগুণাং বা প্রজাং জনয়তি ॥ ৯

অতিবালামতিবৃদ্ধাং দীর্ঘরোগিণীমন্যেন বা বিকারেণোপসৃষ্টাং বর্জ্জয়েৎ ॥ ১০

পুরুষেঽপ্যেত এব দোষাঃ। অতঃ সর্ব্বদোষবর্জ্জিতৌ স্ত্রীপুরুষৌ সংসৃজ্যেয়াতাম্ ॥ ১১

সঞ্জাতহর্ষৌ মৈথুনে চানুকূলাবিষ্টগন্ধং সাস্তীর্ণং সুখং শয়নমুপকল্প্য মনোজ্ঞং হিতমশনমশিত্বা দক্ষিণপাদেন পুমান্ বামপাদেন স্ত্রী চারোহেৎ তত্র মন্ত্রং প্রযুঞ্জীত। অহিরসি আয়ুরসি সর্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠাসি ধাতা ত্বা দধাতু বিধাতা ত্বা দধাতু ব্রহ্মবর্চ্চসা ভবেতি।
ব্রহ্মা বৃহস্পতির্বিষ্ণুঃ সোমঃ সূর্য্যস্তথাশ্বিনৌ।
ভগোঽথ মিত্রাবরুণৌ পুত্রং বীরং দধাতু মে।

ইত্যুক্ত্বা সংবসেতাম্ ॥ ১২

সা চেদেবমাশাসীত বৃহন্তমবদাতং হর্য্যক্ষমোজস্বিনং শুচিং সত্ত্বসম্পন্নং পুত্রমিচ্ছেয়মিতি। শুদ্ধস্নানাৎ প্রভৃত্যস্যৈ মন্থমবদাতং যবানাং মধুসর্পির্ভ্যাং সংসৃজ্য শ্বেতায়া গোঃ সরূপবৎসায়াঃ পয়সালোড্য রাজতে কাংস্যে বা পাত্রে কালে কালে সপ্তাহং সততং প্রযচ্ছেৎ পানায় প্রাতশ্চ শালিযবান্নবিকারান্ দধিমধুসর্পির্ভিঃ পয়োভির্বা সংসৃজ্য ভুঞ্জীত ॥ ১৩

তথা সায়মবদাতশরণশয়নাসনযানবসনভূষণবেশা চ স্যাৎ ॥ ১৪

সায়ংপ্রাতশ্চ শশ্বৎ শ্বেতং মহান্তম্ ঋষভম্ আজানেয়ং হরিচন্দনাঙ্কিতং পশ্যেৎ। সৌম্যাভিশ্চৈনাং কথাভির্মনোঽনুকূলাভিরুপাসীত। সৌম্যাকৃতিবচনোপচারচেষ্টাংশ্চ স্ত্রী-পুরুষানিতরানপি চেন্দ্রিয়ার্থানবদাতান্ পশ্যেৎ সহচর্য্যশ্চৈনাং প্রিয়হিতাভ্যাং সততমুপচরেয়ুঃ, তথা ভর্ত্তা ন চ মিশ্রীভাবমাপদ্যেয়াতাম্ ॥ ১৫

বায়ু পিত্ত কফ যথাস্থানে অবস্থিত থাকে। ক্রিয়াশেষে স্ত্রী শীতল জলে মুখ, নয়ন ও যোনি ধৌত করিবেন। ৮। অতিভুক্তা, ক্ষুধিতা, পিপাসিতা, ভীতা, বিমনা, শোকার্ত্তা, ক্রুদ্ধা, অন্যপুরুষকামিনী, বা অতিকামা স্ত্রী গর্ভ ধারণ করে না। আর গর্ভ ধারণ করিলেও বিগুণ সন্তান প্রসব করে। ৯। অতিবালা, অতিবৃদ্ধা, দীর্ঘরোগিণী বা অন্য কোন বিকারগ্রস্তা স্ত্রীকে বর্জ্জন করিবে। ১০। পুরুষেরও ঐ সকল দোষ থাকিতে পারে। অতএব স্ত্রী-পুরুষ সর্ব্ব প্রকার দোষশূন্য হইয়া সহবাস করিবেন। ১১। মৈথুনে অভিলাষ হইলে প্রীতিসম্পন্না দম্পতি সুগন্ধি, সুখাস্তীর্ণ, সুখকর শয্যা কল্পনা করিবেন। সেই শয্যায় পুরুষ দক্ষিণ পদ ও স্ত্রী বামপদ দ্বারা আরোহণ করিয়া "অহিরসি আয়ুরসি" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সহবাস করিবেন। ১২। স্ত্রী যদি এইরূপ ইচ্ছা করেন যে, আমার পুত্র যেন উন্নতকায়, গৌরবর্ণ, সিংহসম ওজস্বী, শুচি ও সত্ত্বসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তিনি ঋতুস্নানের পর হইতে পরিষ্কৃত মন্থ মধু ও ঘৃতের সহিত মিলিত করিয়া শ্বেতবৎসা শ্বেতবর্ণা গাভীর দুগ্ধে আলোড়ন করিয়া রজত বা কাংস্যপাত্রে সময়ে সময়ে সপ্তাহ পর্য্যন্ত সতত পান করিবেন। প্রাতঃকালে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শালি-অন্ন বা যবান্ন দধি মধু ঘৃত সহকারে বা দুগ্ধ সহকারে মিলিত করিয়া ভোজন করিবেন। ১৩। সায়ংকালে পরিষ্কৃত গৃহে পরিষ্কৃত শয়ন, আসন, যান, বসন, ভূষণ ও বেশ সহকারে অবস্থিত করিবেন। ১৪। সায়ং ও প্রাতঃকালে সর্ব্বদা শ্বেত মহান্ ঋষভ এবং হরিচন্দনাঙ্কিত আজানেয় ঘোটক দর্শন করিবেন। আর সেই স্ত্রীকে সৌম্য মনোরম কথা দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবে এবং তাহাকে সৌম্যাকৃতি সৌম্যবচন সৌম্যাচারকর্ম্মা স্ত্রীপুরুষসমূহ ও অন্যান্য পরিষ্কৃত বস্তু দর্শন করাইবে। আর তাহার সহ-

ইত্যনেন বিধিনা সপ্তরাত্রং স্থিত্বাষ্টমে হ্ন্যাপ্লুত্যাঙ্ক্তঃ সশিরস্কং সহ ভর্ত্রা চাহতানি বস্ত্রাণ্যাচ্ছাদয়েৎ অবদাতানি অবদাতাশ্চ স্রজো ভূষণানি বিভৃয়াৎ ॥ ১৬

ততঃ ঋত্বিক্ প্রাগুত্তরস্যাং দিশি আগারস্য প্রাক্‌প্রবণমুদক্‌প্রবণং বা প্রদেশমভিসমীক্ষ্য গোময়োদকাভ্যাং স্থণ্ডিলমুপসংলিপ্য প্রোক্ষ্য চোদকেন বেদিমস্মিন স্থাপয়েৎ। তাং পশ্চিমেনাহতবস্ত্রসঞ্চয়ে শ্বেতার্ষভে বাপ্যাজিন উপবিশেৎ ব্রাহ্মণপ্রযুক্তো রাজন্যপ্রযুক্তস্তু বৈয়াঘ্রে চর্ম্মণ্যানডুহে বা বৈশ্যপ্রযুক্তস্তু রৌরবে বাস্তে বা। তত্রোপবিষ্টঃ পালাশীভিরৈঙ্গুদীভিরৌডুম্বরীভি---র্মাধূকীভির্বা সমিদ্ভিরাগ্নমুপসমাধায় কুশৈঃ পরিস্তীর্য্য পরিধিভিশ্চ পরিধায় লাজৈঃ শুক্লাভিশ্চ গন্ধবতীভিঃ

চরীয়া সতত প্রিয় হিতকর উপায়সমূহ যোগে শুশ্রূষা করিবে। আর ঋতুকালে স্বামী তাহার সহিত মিশ্রীভাব প্রাপ্ত হইবেন না। ১৫। এইরূপ নিয়মে সপ্তাহ থাকিয়া অষ্টম দিনে স্বামীর সহিত অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিয়া অখণ্ড বস্ত্র পরিধান করিয়া পরিস্কৃত মাল্য ও ভূষণ পরিধান করিবে। ১৬। অনন্তর পুরোহিত গৃহের পূর্ব্বোত্তরদিকে গৃহের জল যেখানে পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে গড়াইয়া যায়, সেইরূপ একটী বেদিভূমি দেখিয়া গোময়জলে লেপন করাইবেন। অনন্তর ঐ স্থান জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া (ছিটা দিয়া) তথায় একটী বেদী স্থাপন করাইবেন। যদি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে হয়, তবে বেদির পশ্চিমে একখানি নূতন বস্ত্রের উপর শ্বেতবর্ণ বৃষের চর্ম্ম পাতিয়া উপবেশন করিবেন। ক্ষত্রিয়ের বাড়ীতে হইলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বা বৃষচর্ম্ম এবং বৈশ্যের বাড়ীতে হইলে রুরুচর্ম্মের আসন বিধেয়। পুরোহিত এইরূপ উপবিষ্ট হইয়া পলাশ,ইঙ্গুদী, যজ্ঞোডুম্বর বা মউয়াকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নির আয়োজন করিবেন। ইতস্ততঃ কুশ ছড়াইয়া দিবে, ঐ স্থান পরিধি দ্বারা পরিহিত করিবে; লাজ

সুমনোভিরুপকিরেৎ। তত্র প্রণীয়োদপাত্রং পবিত্রং পূতমুপসংস্কৃত্য সর্পিরাজ্যার্থং যথোক্তবর্ণানাজানেয়াদীন্ সমন্ততঃ স্থাপয়েৎ ॥ ১৭

ততঃ পুত্রকামা পশ্চিমতোঽগ্নিং দক্ষিণতো ব্রাহ্মণমুপবেশ্যান্বালভেত সহ ভর্ত্রা যথেষ্টং পুত্রমাসাসানা। ততস্তস্যা আসাসানায়া ঋত্বিক্ প্রজাপতিমভিনির্দ্দিশ্য যোনৌ তস্যাঃ কামপরিপূরণার্থং কাম্যামিষ্টিং নির্ব্বপেদ্বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়ত্বিত্যনয়ার্চ্চা ততশ্চৈবাজ্যেন স্থালীপাকমাভিঃ সংসার্য্য ত্রিজুহুয়াৎ। যথাম্নায়ঞ্চোপমন্ত্রিতমুদকপাত্রং তস্যৈ দদ্যাৎ সর্ব্বোদকার্থান্ কুরুষেতি ॥ ১৮

ততঃ সমাপ্তে কর্ম্মণি পূর্ব্বং দক্ষিণপাদমভিহরন্তী প্রদক্ষিণমগ্নিমনুপরিক্রামেৎ ততো ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়িত্বা সহ ভর্ত্রাজ্যশেষং প্রাশ্নীয়াৎ। পূর্ব্বং পুমান পশ্চাৎ স্ত্রী ন

ও শুক্ল সুগন্ধিপুষ্প সকল দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিবে। হোমস্থানে পবিত্র উদকপাত্র রাখিবে, হোমার্থ ঘৃতের আয়োজন করিবে এবং যথোক্তবর্ণ আজানেয়াদি চতুঃপার্শ্বে স্থাপন করিবে। ১৭। অনন্তর পুত্রাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী অগ্নিকে পশ্চিমদিকে এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া স্বামীর সহিত উপবেশনপূর্ব্বক পুত্রকামনা করিবেন। স্ত্রী এইরূপে পুত্রকামনা করিলে পুরোহিত প্রজাপতিকে উদ্দেশ করিয়া তাহার কামপূরণার্থ তাহার যোনিতে "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" এই মন্ত্র বলিতে বলিতে কাম্যা ইষ্টি প্রদান করিবেন। অনন্তর ঘৃতের সহিত চরু মিশ্রিত করিয়া তিনবার হোম করিবেন। তাহার পর ঐ স্ত্রীকে তদীয় বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা জলপূর্ণ কলসী সংস্কারপূর্ব্বক "ইহা দ্বারা জলের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিও" এই বলিয়া প্রদান করিবেন। ১৮। মঙ্গল কর্ম্ম-সমাপ্ত হইলে পুত্রাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী প্রথমে দক্ষিণপাদ চালন করিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া স্বামীর সহিত হোমের অব-

চোচ্ছিষ্টমবশেষয়েৎ ততস্তৌ সহ সংবসেতা-মষ্টরাত্রং তথাবিধপরিচ্ছদাবেব চ স্যাতাং তথেষ্টপুত্রং জনয়েতাম্ ॥ ১৯

যা তু স্ত্রী শ্যামং লোহিতাক্ষং ব্যূঢ়োরস্কং মহাবাহুং পুত্রমাশাসীত। যা বা কৃষ্ণং কৃষ্ণ-মৃদুদীর্ঘকেশং শুক্লাক্ষং শুক্লদন্তং তেজস্বিন-মাত্মবন্তম্। এষ এবানয়োরপি হোমবিধিঃ কিন্তু পরিবর্হবর্ণবর্জ্জ্যং স্যাৎ পুত্রবর্ণানুরূপস্ত যথাশীরেব তয়োঃ পরিবর্হোঽন্যঃ কার্য্যঃ স্যাৎ ॥ ২০

দ্বিজেভ্যঃ শূদ্রা তু নমস্কারমেব কুর্য্যাৎ দেবগুরুতপস্বিসিদ্ধেভ্যশ্চ ॥ ২১

যা যা চ যথাবিধং পুত্রমাশাসীত তস্যা-স্তস্যাস্তাং তাং পুত্রাশিষমনুনিশম্য তাংস্তান্ জনপদান্ মনসানুপরিক্রাময়েৎ। ততো যা যা যেষাং যেষাং জনপদানাং মনুষ্যাণামনুরূপং পুত্রমাশাসীত সা সা তেষাং তেষাং জন-পদানামাহারবিহারোপচার-পরিচ্ছদাননুবিধীয়—স্বতি প্রচ্যা স্যাৎ। ইত্যেতৎ সর্ব্বং পুত্রা-শিষাং সমৃদ্ধিকরং কর্ম্ম ব্যাখ্যাতং ভবতি ॥ ২২

ন তু খলু কেবলমেতদেব কর্ম্ম বর্ণানাং বৈশেষ্যকরমপি তু তেজোধাতুরপ্যুদকান্তরীক্ষ-ধাতুপ্রায়োঽবদাতবর্ণকরো ভবতি। পৃথিবী-বায়ুধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণবর্ণকরঃ সমসর্ব্বধাতুপ্রায়ঃ শ্যামবর্ণকরঃ ॥ ২৩

সত্ত্ববৈশেষ্যকরাণি পুনস্তেষাং তেষাং প্রাণিনাং মাতাপিতৃসত্ত্বান্যন্তর্ব্বত্ন্যাঃ শ্রুতয়শ্চা-ভীক্ষ্ণং স্বোচিতঞ্চ কর্ম্ম সত্ত্ববিশেষাভ্যাস-শ্চেতি ॥ ২৪

যথোক্তেন বিধিনোপসংস্কৃতশরীরয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োস্তু মিশ্রীভাবমাপন্নয়োঃ শুক্রং শোণিতেন সহ সংযোগং সমেত্যাব্যাপন্নম-ব্যাপন্নেন যোনাবনুপহতায়ামপ্রদুষ্টে গর্ভাশয়ে গর্ভমভিনির্ব্বর্ত্তয়ত্যেকান্তেন। যথা নির্ম্মলে

শিষ্ট ঘৃত সেবন করিবেন। প্রথমে স্বামী, পরে স্ত্রী সেই ঘৃত সেবন করিবেন। যেন উচ্ছিষ্ট ঘৃতের শেষ না থাকে। অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ পরিচ্ছদাদি সহকারে অষ্টরাত্র সহবাস করিবেন। এইরূপ করিলে অভিলষিত পুত্র লাভ হয়। ১৯। যে স্ত্রী শ্যাম, লোহিতনয়ন, বিশাল-বক্ষঃস্থল বিশিষ্ট মহাবাহু পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, কিংবা যিনি কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ-মৃদু-দীর্ঘকেশ, শুক্লাক্ষ, শুক্ল-দন্ত, তেজস্বী ও জিতেন্দ্রিয় পুত্র ইচ্ছা করেন; তাঁহাদের উভয়েরই এইরূপ হোমানুষ্ঠান বিধেয়। কিন্তু সে স্থলে পূর্ব্বোক্ত বৃষাদির বর্ণ ও পরিধেয়াদি পুত্রবর্ণের অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। ২০। শূদ্রা স্ত্রী ব্রাহ্মণ, দেব, গুরু, তপস্বী ও সিদ্ধদিগকে নমস্কার করিবেন। ২১। যে যে স্ত্রী যে যে রূপ পুত্র ইচ্ছা করি-তেন পুত্র সম্বন্ধে সেই সেইরূপ আশী-র্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সেই সেইরূপ জনপদ সকল মনে মনে চিন্তা করিবেন এবং তাঁহাকে সেই সেই জনপদের আহার বিহার উপচার ও পরি-চ্ছদ অনুকরণ করিতে বলিবে। এইরূপে পুত্রার্থক আশীর্ব্বাদ ও কর্ত্তব্যের বিষয় বর্ণিত হইল। ২২। পুত্রের বর্ণ গর্ভিণীর ইচ্ছানুরূপ হইবার পক্ষে যে সকল উপায় প্রদর্শিত হইল, তদ্ভিন্ন আরও উপায় আছে যথা;—অগ্নি-ধাতুর সহিত জলধাতু ও আকাশধাতু সম-ধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইলে গৌরবর্ণ হয়। অগ্নিধাতুর সহিত পৃথিবীধাতু ও বায়ুধাতু সম-ধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। আর অগ্নিধাতুর সহিত অন্যান্য সমস্ত ধাতু সমভাগে মিশ্রিত হইলে শ্যামবর্ণ হয়। ২৩। যে সকল কারণে সত্ত্বের প্রভেদ হয়, তাহা এই;—মাতাপিতার সত্ত্বানুসারে পুত্রের সত্ত্ব হয়, আর গর্ভিণী যে সকল বিষয় বা পুরাণাদি সর্ব্বদা শ্রবণ করে এবং যে সকল কর্ম্ম নিত্য অভ্যাস করে, তাহারাও পুত্রের সত্ত্বসম্বন্ধে কারণ হইয়া থাকে। ২৪। স্ত্রী-পুরুষ পূর্ব্বোক্ত বিধি সকল পালন করিয়া সহবাস করিলে যদি তাহাদের শুক্র, শোণিত, অদুষ্ট ও গর্ভা-শয় নির্দ্দোষ হয়, তবে শুক্র ও শোণিত মিলিত

বাসসি সুপরিকল্পিতে রঞ্জনং সমুদিতগুণম্ উপনিপাতাদেব রাগমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি তদ্বৎ। যথা বা ক্ষীরং দধ্নাভিষুতমভিষবণাদ্বিহায় স্বভাবমাপদ্যতে দধিভাবং শুক্রং তদ্বৎ ॥ ২৫

এবমভিনির্ব্বর্ত্তমানস্য গর্ভস্য তু স্ত্রী-পুরুষত্বে হেতুঃ পূর্ব্বমুক্তঃ ॥ ২৬

যথা হি বীজমনুপতপ্তম্ উপ্তং স্বাং স্বাং প্রকৃতিমনুবিধীয়তে ব্রীহির্ব্বা ব্রীহিত্বং যবো বা যবত্বং তথা স্ত্রীপুরুষাবপি যথোক্তং হেতুর্বিভাগমনুবিধীয়তে ॥ ২৭

তয়োঃ কর্ম্মণা বেদোক্তেন বিবর্ত্তনমুপদিশ্যতে প্রাগ্ব্যক্তীভাবাৎ ॥ ২৮

প্রযুক্তেন সম্যক্ কর্ম্মণা হি দেশকালসম্পদুপেতানাং নিয়তমিষ্টফলত্বং তথেতরেষামিতরত্বম্। তস্মাদাপন্নগর্ভাং স্ত্রিয়মভিসমীক্ষ্য প্রাক্ ব্যক্তীভাবাৎ গর্ভস্য পুংসবনমস্যৈ দদ্যাৎ ॥ ২৯

গোষ্ঠে জাতস্য ন্যগ্রোধস্য প্রাগুত্তরাভ্যাং শাখাভ্যাং শুঙ্গে অনুপহতে আদায় দ্বাভ্যাং ধান্যমাষাভ্যাং সম্পদুপেতাভ্যাং গৌরসর্ষপাভ্যাং বা সহ দধি প্রক্ষিপ্য পুষ্যে ঋক্ষে পিবেৎ ॥ ৩০

তথৈবাপরান্ জীবকর্ষভকাপামার্গসহচরকল্কাংশ্চ যুগপদেকৈকশো যথেষ্টং বাপ্যুপসংস্কৃত্য পয়সা ॥ ৩১

কুড্যকীটকং মৎস্যকঞ্চোদকাঞ্জলৌ প্রক্ষিপ্তং পুষ্যেণ পিবেৎ ॥ ৩২

তথা কনকময়ান্ রাজতানায়সাংশ্চ পুরুষকানগ্নিবর্ণানণুপ্রমাণান্ দধ্নি পয়সি উদকাঞ্জলৌ বা প্রক্ষিপ্য পিবেদনবশেষতঃ পুষ্যেণ ॥৩৩

পুষ্যেণৈব চ পিষ্টস্য পচ্যমানস্যোষ্মাণমুপঘ্রায় তস্যৈব চ পিষ্টস্যোদকসংসৃষ্টস্য রসং দেহলীমুপনিধায় দক্ষিণে নাসাপুটে স্বয়মাসিঞ্চেৎ পিচুনা ॥ ৩৪

হইয়া নিশ্চয়ই গর্ভ উৎপাদন করে। নির্ম্মল বসনেই সহজে রং ধরিয়া থাকে। সেইরূপ গর্ভও স্ত্রীপুরুষের নির্ম্মলত্ব অপেক্ষা করে। আবার দুগ্ধ দধির সহিত মিলিত হইলে স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া দধিভাব প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ শুক্র শোণিতের অন্যতর দূষিত হইলে অপরটীও দূষিত হইয়া থাকে। ২৫। এইরূপে গর্ভ উৎপন্ন হইলে যে জন্য স্ত্রী বা পুরুষ হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ২৬। ভাল বীজ রোপিত হইলেই সেই বীজে সেই গাছ হয় অর্থাৎ বীজ ব্রীহি হইলে, ব্রীহি ধান হয় এবং যব হইলে যব উৎপন্ন হয়। স্ত্রীপুরুষের শুক্রশোণিত সম্বন্ধেও এই নিয়ম। ২৭। গর্ভের ব্যক্তীভাব হইবার পূর্ব্বেই বেদোক্ত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করা উচিত। সেই সকল কর্ম্মের উপদেশ করা যাইতেছে। ২৮। যোগ্য কালে যোগ্য দেশে সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ইষ্টফলই ঘটিয়া থাকে। নতুবা অনিষ্ট ঘটে। অতএব স্ত্রীকে গর্ভিণী বলিয়া বুঝিলে গর্ভ ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে পুংসবন দিবে। ২৯। গোচারণ স্থলে জাত বটবৃক্ষের পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের শাখা দুইটী হইতে দুইটী নির্দ্দোষ শুঙ্গ তুলিয়া আনিয়া পুষ্টাবয়ব নির্দ্দোষ অথচ উৎকৃষ্ট স্থানে জাত একজোড়া ধান্য ও মাষকলায় অথবা একজোড়া শ্বেত সর্ষপের সহিত দধিতে প্রক্ষেপ করিয়া পুষ্যানক্ষত্রে পান করিবে। ৩০। অথবা জীবক, ঋষভক, শ্বেতদন্ত অপামার্গ এবং ঝিণ্টী এই সমুদায়ের একটী বা সমুদায় লইয়া কল্ক করিয়া দুগ্ধের সহিত অল্প পাক করিয়া পুষ্যানক্ষত্রে পান করিবে। ৩১। অথবা একটী কুড্যকীট (প্রাচীরের কীট। গঙ্গাধর বলেন, ধর্ম্মী-নামক কীট) বা ক্ষুদ্রমৎস্য এক অঞ্জলি জলে ফেলিয়া পুষ্যানক্ষত্রে পান করিবে [বঙ্গজাতি প্রভৃতির পক্ষেই এইরূপ প্রথা নির্দ্দিষ্ট]। ৩২। স্বর্ণ রৌপ্য বা লৌহ নির্ম্মিত অণুপ্রমাণ পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়া দধি, দুগ্ধ বা এক অঞ্জলি জলের সহিত পান করিবে। ৩৩। পুষ্যানক্ষত্রে তপ্ত বাষ্পের ঘ্রাণ লইয়া সেই পিষ্টক জলে গুলিয়া চৌকাটে স্থাপন করিবে। পরে সেই জল তুলায়

ইতি পুংসবনানি যচ্চান্যদপি ব্রাহ্মণা আপ্তা বা পুংসবনমিষ্টং তচ্চানুষ্ঠেয়ম্ ॥ ৩৫

অত ঊর্দ্ধং গর্ভস্থাপনানি ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥৩৬

ঐন্দ্রী ব্রাহ্মী শতবীর্য্যা সহস্রবীর্য্যা অমোঘা অব্যথা শিবা বলা অরিষ্টা বাট্যপুষ্পী বিষ্বক্সেনকান্তা চ আসামোষধীনাং শিরসা দক্ষিণেন পাণিনা ধারণম্ এতাভিশ্চৈব সিদ্ধস্য পয়সঃ সর্পিষো বা পানম্ এতাভিশ্চৈব পুষ্যে পুষ্যে স্নানং সদা চ এতাভিঃ সমালভেত ॥ ৩৭

তথা সর্ব্বাসাং জীবনীয়োক্তানামোষধীনাং সদোপযোগস্তৈস্তৈরুপযোগবিধিভিরিতি গর্ভস্থাপনানি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি ॥ ৩৮

গর্ভোপঘাতকরাস্ত্বিমে ভাবা ভবন্তি তদ্যথা—উৎকটুকবিষমস্থানকঠিনাসন—সেবিন্যা বাতমূত্রপুরীষবেগানুপরুন্ধত্যা দারুণানুচিতব্যায়ামসেবিন্যাস্তীক্ষ্ণোষ্ণাতিমাত্রসেবিন্যা প্রমিতাশনসেবিন্যা গর্ভো ম্রিয়তেঽন্তঃকুক্ষেরকালে বা স্রংসতে শোষী বা ভবতি ॥ ৩৯

তথাভিঘাতপ্রপীড়নৈঃ শ্বভ্রকূপপ্রপাতদেশাবলোকনৈর্বাভীক্ষ্ণং মাতুঃ প্রপতত্যকালে। তথাতিমাত্রসংক্ষোভিভির্যানৈরপ্রিয়াতিমাত্রশ্রবণৈর্বা। প্রততোত্তানশায়িন্যাঃ পুনর্গর্ভস্য নাভ্যাশ্রয়া নাড়ী কণ্ঠমনুবেষ্টয়তি ॥ ৪০

বিবৃতশায়িনী নক্তঞ্চারিণী চোন্মত্তং জনয়ত্যপস্মারিণং পুনঃ কলিকলহাচারশীলা। ব্যবায়শীলা দুর্ব্বপুষমহ্রীকং স্ত্রৈণং বা শোকনিত্যা ভীতমপচিতমল্পায়ুষং বা। অভিধ্যাত্রী পরোপতাপিনমীর্ষুং স্ত্রৈণং বা। স্তেনা ত্বায়াসবহুলমতিদ্রোহিণমকর্ম্মশীলং বা। অমর্ষিণী

[?]ঘ্রাতি করিয়া স্বয়ংই দক্ষিণ নাসিকার ছিদ্রে [নি]সেচন করিবে। ৩৪। এবং সকল পুংসবন বা ব্রাহ্মণেরা বা আপ্তেরা অন্য যে সকল পুংসবন ব্যবস্থা করেন, সেই সকল পুংসবন অনুষ্ঠান করিবে। ৩৫। অনন্তর গর্ভস্থাপন ঔষধ সকল ব্যাখ্যা করিব। ৩৬। রাখালশসা, বামনহাটী, শ্বেতদূর্ব্বা, কৃষ্ণদূর্ব্বা, অমোঘা (পারুল), অব্যথা (গোলঞ্চ), হরীতকী, বেড়েলা, নিম্ব, কটুকী, পীত বেড়েলা, বিষ্বক্সেনকান্তা (বিষ্বক্সেনকান্তা শতমূলী ইতি গঙ্গাধর। কিন্তু অন্যান্য মতে বিষ্বক্সেন প্রিয়ঙ্গু এবং কান্তা পৃক্কা) এই সকল ঔষধের কোন একটী দক্ষিণ হস্ত দিয়া মস্তকে ধারণ করিবে। আর এই সকল ঔষধের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ বা ঘৃত পান এবং এই সকল ঔষধের সহিত সিদ্ধ জলে প্রতি পুষ্যা নক্ষত্রে স্নান ও এই সকল ঔষধ যোগেই উদ্বর্ত্তন করিবে। ৩৭। এইরূপ জীবনীয়গণোক্ত ঔষধযোগেও পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে গর্ভস্থাপন ঔষধ সকল বলা হইল। ৩৮। গর্ভের উপঘাতকর ভাবসমূহ যথা;—গর্ভিণী উৎকটুক ভাবে (উঁচু হইয়া) বসিলে বা বিষম স্থানে বা কঠিন আসনে উপবেশন করিলে বা বাত-মূত্র-পুরীষের বেগ ধারণ করিলে বা দারুণ ও অনুচিত পরিশ্রম করিলে বা তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য অতিমাত্র ভোজন করিলে কিংবা হীন ভোজন করিলে গর্ভ কুক্ষির মধ্যে মৃত বা অকালে স্রাবিত বা শুষ্ক হয়। ৩৯। সেইরূপ অভিঘাত, প্রপীড়ন ও সর্ব্বদা গর্ত কূপ বা প্রপাত স্থান দর্শন দ্বারাও গর্ভপাত হইতে পারে। সেইরূপ অতি মাত্র সংক্ষোভী যানে আরোহণ এবং অপ্রিয় বা অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ করিলেও গর্ভপাত হইতে পারে। সর্ব্বদা চিৎ হইয়া শয়ন করিলে গর্ভের নাভ্যাশ্রয়া নাড়ী গর্ভের কণ্ঠে জড়াইতে পারে। ৪০। গর্ভিণী অঙ্গবিস্তারপূর্ব্বক শয়ন ও রাত্রিতে ভ্রমণ করিলে উন্মত্ত সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী কলহপ্রিয় হইলে অপস্মারী সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী ব্যবায়শীলা হইলে, বিকলাঙ্গ, নির্লজ্জ বা স্ত্রৈণ সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী সর্ব্বদা শোক-পরায়ণা হইলে, ভীত, ক্ষীণ ও অল্পায়ু সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী পরদ্রব্যাভিলাষিণী হইলে, পরোপতাপী, ঈর্ষু বা স্ত্রৈণ সন্তান প্রসব করে। চৌর্য্যপরায়ণা

চণ্ডমৌপাধিকমসূয়কং বা। স্বপ্ননিত্যা তন্দ্রালুমবুধমল্পাগ্নিং বা। মদ্যনিত্যা পিপাসালুমনবস্থিতচিত্তং বা। গোধামাংসপ্রিয়া শর্করিণমশ্মরিণং শনৈর্মেহিনং বা বরাহমাংসপ্রিয়া রক্তাক্ষং ক্রথনমনতিপরুষরোমাণং বা। মৎস্যমাংসনিত্যাচিরনিমিষং স্তব্ধাক্ষং বা। মধুরনিত্যা প্রমেহিণং মূকমতিস্থূলং বা অম্লনিত্যা রক্তপিত্তিনং ত্বগক্ষিরোগিণং বা। লবণনিত্যা শীঘ্রবলীপলিতখালিত্যরোগিণং বা। কটুকনিত্যা দুর্ব্বলমল্পশুক্রমনপত্যং বা। তিক্তনিত্যা শোষিণমবলমপচিতং বা। কষায়নিত্যা শ্যাববানাহিনমুদাবর্ত্তিনং বা ॥ ৪১

যদ্যচ্চ যস্য যস্য ব্যাধের্নিদানমুক্তং তৎ তদা সেবমানান্তর্ব্বত্নী তদ্বিকারবহুলমপত্যং জনয়তি ॥ ৪২

পিতৃজাশ্চ শুক্রদোষা মাতৃজৈরপচারৈর্ব্যাখ্যাতা ইতি গর্ভোপঘাতকরা ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৪৩

তস্মাদহিতানাহারবিহারান প্রজাসম্পদমিচ্ছন্তি স্ত্রী বিশেষেণ বর্জ্জয়েৎ। সাধ্বাচারা চাত্মানমুপচয়েদ্ধিতাভ্যামাহারবিহারাভ্যাম্ ॥ ৪৪

ব্যাধীংশ্চাস্যা মৃদুমধুরশিশিরসুখসুকুমারপ্রায়ৈরৌষধাহারোপচারৈরুপচরেৎ। ন চাস্যা বমনবিরেচনশিরোবিরেচনানি প্রয়োজয়েন্ন রক্তমবসেচয়েৎ। সর্ব্বকালঞ্চ নাস্থাপনমনুবাসনং বা কুর্য্যাৎ অন্যত্রাত্যয়িকাদ্ব্যাধেঃ। অষ্টমং মাসমুপাদায় বমনাদিসাধ্যেষু পুন-

গর্ভিণী অপরিশ্রমী বিবাদপ্রিয় বা কুকর্ম্মশীল সন্তান প্রসব করে। অমর্ষ-পরায়ণা গর্ভিণী চণ্ড, ছলগ্রাহী বা অসূয়াকারী সন্তান প্রসব করে। নিদ্রা-পরায়ণা গর্ভিণী তন্দ্রালু, নির্ব্বোধ বা অল্পাগ্নি সন্তান প্রসব করে। মদ্যরতা গর্ভিণী পিপাসালু বা অনবস্থিতচিত্ত সন্তান প্রসব করে। গোধামাংসপ্রিয়া গর্ভিণী শর্করা-রোগযুক্ত বা অশ্মরী রোগযুক্ত বা শনৈর্মেহী সন্তান প্রসব করে। বরাহমাংসপ্রিয়া গর্ভিণী রক্তাক্ষ, ক্রথন (জিঘাংসু) বা অনতিপরুষরোমা সন্তান প্রসব করে। মৎস্যমাংসরতা গর্ভিণী চিরনিমেষ বা স্তব্ধাক্ষ সন্তান প্রসব করে। মধুরভোজনপরায়ণা গর্ভিণী প্রমেহী মূক বা অতি স্থূল সন্তান প্রসব করে। অম্ল-পরায়ণা গর্ভিণী রক্তপিত্তী বা ত্বক্‌-রোগী বা অক্ষিরোগী সন্তান প্রসব করে। লবণপরায়ণা স্ত্রী যে সন্তান প্রসব করে, সে অকালে বলী, পলিত ও খালিত্য রোগগ্রস্ত হয়। গর্ভিণী কটুরসপ্রিয়া হইলে দুর্ব্বল, অল্পশুক্র ও অনপত্য সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী তিক্তরসপ্রিয়া হইলে শোষী, দুর্ব্বল ও কৃশ সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী কষায়প্রিয়া হইলে শ্যামবর্ণ ও আনাহ রোগী বা উদাবর্ত্তরোগী সন্তান প্রসব করে। ৪১। যে যে দ্রব্য যে যে ব্যাধির নিদান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অন্তর্বত্নী স্ত্রী তাহা সেবন করিলে সেই সেই রোগগ্রস্ত সন্তান প্রসব করে। ৪২। মাতার অপচার সকল ব্যাখ্যা করাতেই পিতার শুক্র-দোষ সকল ব্যাখ্যা করা হইল। অর্থাৎ মাতার যে যে দোষ, পিতার সেই সেই দোষ ঘটিলে পিতার শুক্র তদনুসারে দূষিত হয় এবং সেই দোষ সন্তানেও বর্ত্তে। এইরূপে গর্ভবিঘ্ন সকল বর্ণিত হইল। [চিকিৎসা স্থান ৩০ অ-১১০ প্র দেখ]। ৪৩। অতএব উৎকৃষ্ট সন্তান ইচ্ছা করিলে স্ত্রী অহিত আহার বিহার বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিবেন এবং সাধ্বাচারা হইয়া হিতকর আহার-বিহার যোগে আপনার শুশ্রূষা করিবেন। ৪৪। গর্ভিণীর রোগ হইলে মৃদু, মধুর, শীতল, সুখসেব্য এবং সুকুমারপ্রায় ঔষধ ও উপচার প্রয়োগ করিবে। গর্ভিণীকে বমন বিরেচন ও শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে না। গর্ভিণীর রক্তমোক্ষণ করিবে না। গর্ভের সর্ব্বাবস্থায় আস্থাপন বা অনুবাসন প্রয়োগ করিবে না। তবে আত্যয়িক ব্যাধিস্থলে সকলই করিতে হয়। অষ্টম মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আত্য-

বিকারেষাত্যয়িকেষু মৃদুভির্বমনাদিভিস্তদনুকারিভির্বোপচারঃ স্যাৎ॥ ৪৫

পূর্ণমিব তৈলপাত্রমসঙ্ক্ষোভয়ান্তর্বত্নী ভবত্যুপচর্য্যা॥ ৪৬

সা চেদপচারাদ্দ্বয়োস্ত্রিষু বা মাসেষু পুষ্পং পশ্যেন্নাস্যা গর্ভঃ স্থাস্যতীতি বিদ্যাৎ। অজাতসারা হি তস্মিন্ কালে ভবন্তি গর্ভাঃ॥ ৪৭

সা চেচ্চতুষ্প্রভৃতিষু মাসেষু ক্রোধশোকাসূয়েৰ্ষ্যাভয়ত্রাসব্যবায়ব্যায়াম—সঙ্ক্ষোভ—সন্ধারণবিষমাশনশয়নস্থান—ক্ষুৎপিপাসাদ্যাভিযোগাৎ কদাহারাদ্বা পুষ্পং পশ্যেৎ তস্যা গর্ভস্থাপনবিধিমুপদেক্ষ্যামঃ॥ ৪৮

পুষ্পদর্শনাদেবৈনাং ব্রুয়াচ্ছয়নং তাবন্মৃদুসুখ-শিশিরাস্তরণ—সংস্তীর্ণমীষদবনত—শিরস্কং প্রতিপদ্যস্বেতি। ততো যষ্টিমধুকসর্পির্ভ্যাং পরমশিশিরবারিণি সংস্থিতাভ্যাং পিচুমাপ্লাব্যোপস্থসমীপে স্থাপয়েৎ তস্যাঃ। তথা শতধৌতসহস্রধৌতাভ্যাং সর্পির্ভ্যাম্ অধো নাভেঃ সর্বতঃ প্রদিহ্যাৎ। গব্যেন চৈনাং পয়সা সুশীতেন মধুকাম্বুনা বা ন্যগ্রোধাদিকষায়েণ বা পরিষেচয়েদধো নাভেঃ। উদকং বা সুশীতমবগাহয়েৎ ক্ষীরিণাং কষায়দ্রুমাণাঞ্চ স্বরসপরিপীতানি চেলানি গ্রাহয়েত। ন্যগ্রোধাদিসিদ্ধয়োর্বা ক্ষীরসর্পিষোঃ পিচুং গ্রাহয়েৎ অতশ্চৈবাক্ষমাত্রং প্রাশয়েৎ প্রাশয়েদ্বা কেবলঞ্চ ক্ষীরসর্পিঃ॥ ৪৯

পদ্মোৎপলকুমুদকিঞ্জল্কাংশ্চাস্যৈ সমধুশর্করান লেহার্থং দদ্যাৎ। শৃঙ্গাটকপুষ্করবীজকশেরুকান্ ভক্ষণার্থম্। গন্ধপ্রিয়ঙ্গ্বসিতোৎপল-শালূকোডুম্বর-শলাটুন্যগ্রোধশুঙ্গানি বা পায়য়েদেনামাজেন পয়সা॥ ৫০

পয়সা চৈনাং বলাতিবলাশালিষষ্টিকেক্ষুমূল-

রিক রোগস্থলে মৃদু বমনাদি বা তদ্রূপ ঔষধসহকারে উপচার করিবে। ৪৫। পূর্ণ তৈলভাণ্ডের ন্যায় মনে করিয়া গর্ভিণীর সম্বন্ধে আচরণ করিতে হয়। ৪৬। যদি অপচার বশতঃ গর্ভিণী দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে পুষ্প দর্শন করে, তাহা হইলে ইহার গর্ভ রক্ষা হইবে না জানিবে। কারণ তখন পর্য্যন্ত গর্ভ অজাতসার থাকে। ৪৭। যদি গর্ভিণী চতুর্থ প্রভৃতি মাসে ক্রোধ, শোক, অসূয়া, ঈর্ষা, ভয়, ত্রাস, ব্যবায়, পরিশ্রম, সংক্ষোভ, বেগধারণ, বিষমাশন, বিষমশয়ন, বিষমভাবে অবস্থান ও ক্ষুৎপিপাসার অতিযোগ বা কদাহার বশতঃ রজোদর্শন করে, তবে তাহার গর্ভরক্ষার বিধি সকল নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সকল বিধি বলিতেছি। ৪৮। পুষ্পদর্শনের পর গর্ভিণীকে কহিবে যে, তুমি মৃদুসুখ শীতল সংস্তরণোপপন্ন ও মস্তকের দিকে ঈষৎ অবনত শয্যায় শয়ন করিও। পরে অতিশয় শীতলজলে যষ্টিমধুচূর্ণ ও ঘৃত আলোড়িত করিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া যোনির মধ্যে স্থাপন করিবে। আর উহার নাভির নীচে শতধৌত ও সহস্রধৌত ঘৃত লিপ্ত করিবে। সুশীতল গব্যদুগ্ধ বা যষ্টিমধুর সুশীতল ক্বাথ সেচন করিবে এবং ন্যগ্রোধাদি কষায় শীতল করিয়া পরিষেচন করিবে। অথবা সুশীতল জলে বসাইয়া দিবে। ন্যগ্রোধাদি ক্ষীরিবৃক্ষ ও কষায়রসপ্রধান-বৃক্ষসমূহের স্বরসে বস্ত্র ভিজাইয়া যোনির মধ্যে প্রবেশিত করিবে। অথবা ন্যগ্রোধাদিসিদ্ধ দুগ্ধ-ঘৃতে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া প্রবেশিত করিবে। আর ঐ ঔষধেরই দুই তোলা সেবন করাইবে। অথবা কেবল দুগ্ধ ঘৃতই পান করাইবে। [ডাক্তারেরা এই সকল স্থলে ঘৃতাদির পরিবর্ত্তে বরফ প্রয়োগ করেন]। ৪৯। পদ্মোৎপল ও কুমুদকেশর মধু-শর্করা সহকারে পেষণপূর্ব্বক লেহন করিতে দিবে। পাণিফল, পুষ্করবীজ ও কেশুর ভক্ষণ করিতে দিবে। অথবা গন্ধপ্রিয়ঙ্গু, সিতোৎপল, শালুক, যজ্ঞোডুম্বর, শলাটু (কাঁচা ফল শুষ্ক করিয়া রাখিলে তাহাকে শলাটু কহে; যেমন বিল্বশলাটু অর্থাৎ বেলশুঁঠ) ও বটের শুঙ্গ ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিতে দিবে। ৫০। বেড়েলা, অতি-

কাকোলীশৃতেন সমধুশর্করং রক্তশালীনামোদনং মৃদুসুরভিশীতং ভোজয়েৎ। লাব-কপিঞ্জল-কুরঙ্গ-শম্বর-শশ-হরিণৈণকালপুচ্ছকরসেন বা ঘৃতসলিলসিদ্ধেন সুখশিশিরোপবাতদেশস্থাং ভোজয়েৎ ॥ ৫১

তথা ক্রোধশোকায়াসব্যবায়ব্যায়ামতশ্চাভিরক্ষেৎ সৌম্যাভিশ্চৈনাং কথাভির্মনোহনুকুলাভিরুপাসীত তথাস্যা গর্ভস্তিষ্ঠতি ॥ ৫২

যস্যাঃ পুনরামান্বয়াৎ পুষ্পদর্শনং স্যাৎ প্রায়স্তস্যা তদ্‌গর্ভবাধকং ভবতি বিরুদ্ধোপক্রমত্বাৎ তয়োঃ ॥ ৫৩

যস্যাঃ পুনরুষ্ণ-তীক্ষ্ণোপ-যোগাদ্‌গর্ভিণ্যা মহতি সঞ্জাতসারে গর্ভে পুষ্পদর্শনং স্যাদন্যো বা যোনিপ্রস্রাবঃ। তস্যা গর্ভো বৃদ্ধিং ন প্রাপ্নোতি নিস্রুতত্বাৎ স কালান্তরমবতিষ্ঠতেহতিমাত্রং তমুপবিষ্টকমিত্যাচক্ষতে কেচিৎ ॥৫৪

উপবাসব্রতকর্ম্মপরায়াঃ পুনঃ কদাহারায়াঃ স্নেহদ্বেষিণ্যা বাতপ্রকোপিনোঞ্জান্তাসেব্যমানায়া গর্ভো ন বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি পরিশুষ্কত্বাৎ। স চাপি কালান্তরমবতিষ্ঠতেহতিমাত্রং স্পন্দনঞ্চ ভবতি। তন্তু নাগোদরমিত্যাচক্ষতে ॥ ৫৫

নার্য্যোস্তয়োরুভয়োরপি চিকিৎসিতবিশেষমুপদেক্ষ্যামঃ ॥ ৫৬

ভৌতিক—জীবনীয়-বৃংহণীয়-মধুর-বাতহর—সিদ্ধানাং সর্পিষামুপযোগঃ। নাগোদরে তু যোনিব্যাপন্নিদ্দিষ্টং পয়সামামগর্ভাণাঞ্চ গর্ভবৃদ্ধিকরাণাঞ্চ সম্ভোজনমেতৈরেব সিদ্ধৈশ্চ ঘৃতাদিভিঃ সুবুভুক্ষায়াম্ অভীক্ষ্ণং যানবাহনাপমার্জ্জনাবজৃম্ভনৈরুপপাদনমিতি ॥ ৫৭

বলা, শালি, যষ্টিক, ইক্ষুমূল ও কাকোলীর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে। মধু ও শর্করার সহিত শালি-তণ্ডুলের অন্ন মৃদু সুরভি ও শীতল করিয়া পথ্য দিবে। লাব, কপিঞ্জল, কুরঙ্গ, শম্বর, শশ, হরিণ, এণ ও কালপুচ্ছক হরিণের মাংসরস ঘৃতে সংস্কৃত করিয়া সুখশীতল ও প্রবাত স্থানে ভোজন করাইবে। ৫১। তখন গর্ভিণীকে ক্রোধ শোক পরিশ্রম ব্যবায় ও ব্যায়াম হইতে রক্ষা করিবে। সৌম্য ও মনোনুকূল কথা বলিয়া সর্ব্বদা তুষ্ট রাখিবে। তাহা হইলে উহার গর্ভ থাকিয়া যাইবে। ৫২। কিন্তু যে গর্ভিণীর আমবশতঃ পুষ্পদর্শন হয়, তাহার গর্ভ রক্ষা হওয়া কঠিন। কারণ, রক্তস্রাবে শীত্র চিকিৎসা আবশ্যক, অথচ আমদোষে শীতল চিকিৎসা খাটে না। সুতরাং চিকিৎসায় বিরোধ হয়। ৫৩। গর্ভ সঞ্জাতসার হওয়ার পর উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ বস্তু সেবন দ্বারা গর্ভিণীর পুষ্পদর্শন বা অন্য প্রকার যোনিস্রাব হইলে গর্ভ বৃদ্ধি হয় না এবং স্রাববশতঃ অপূর্ণতা হওয়াতে অনেক দিন পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করে। কেহ কেহ সেই গর্ভকে উপবিষ্টক বলেন। ৫৪। আর উপবাস-ব্রত-কর্ম্ম-পরায়ণা কদাহারিণী গর্ভিণীর স্নেহ, দ্বেষ ও বায়ুপ্রকোপক আহার সেবনহেতু বায়ু কুপিত হওয়াতে গর্ভ বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু শুষ্ক হইয়া যায়। সেই গর্ভও বহুকাল গর্ভে অবস্থান করে এবং উদরের অতিমাত্র স্পন্দন হয়। এই গর্ভকে নাগোদর কহে। ৫৫। সেই উপবিষ্টক ও নাগোদর গর্ভের চিকিৎসা বলিতেছি। ৫৬। গর্ভ উপবিষ্টক হইলে গর্ভিণীকে (গঙ্গাধর মতে ভূতহরগণ দ্রব্য যথা পলঙ্কষা প্রভৃতি। ভৌতিক শব্দে মন্ত্রতন্ত্রাদিও বুঝায়। আবার ভূতিকাদিগণও বুঝায়। যথা যমানী অনন্তমূল ইত্যাদি ৬০ প্রঃ দেখ।) জীবনীয়গণ, বৃংহণীয়গণ, মধুরগণ ও বাতহরগণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত প্রয়োগ করিবে। গর্ভ নাগোদর হইলে যোনিব্যাপৎ-প্রতিকারক চিকিৎসা করিবে। ক্ষুধা হইলে গর্ভিণীকে দুগ্ধ, ছাগাদির আমগর্ভ ও গর্ভকারক দ্রব্য সকল ভোজন করাইবে। আর সেই সকল দ্রব্য দ্বারা সিদ্ধ ঘৃতাদিযোগে চিকিৎসা করিবে। আর গর্ভিণীকে সংক্ষোভ রহিত যানে বহন, অপমার্জ্জন (স্নান) ও অবজৃম্ভণ (প্রিয়বাক্য দ্বারা উৎসাহবর্দ্ধন)

যস্যাঃ পুনর্গর্ভঃ প্রসুপ্তো ন স্পন্দতে তাং শ্যেন-মৎস্যগবয়তিত্তিরতাম্রচূড়শিখিনামন্যতমস্য সর্পিষ্মতা রসেন মাষযূষেণ বা প্রভূতসর্পিষা মূলকযূষেণ বা রক্তশালীনামোদনং মৃদুমধুরশীতং ভোজয়েৎ। তৈলাভ্যঙ্গেনাস্যাশ্চাভীক্ষ্ণ-মুদরবঙ্ক্ষণোরুকটীপার্শ্ব-পৃষ্ঠপ্রদেশানীষদুষ্ণেনোপাচরেৎ ॥ ৫৮

যস্যাঃ পুনরুদাবর্ত্তবিবন্ধঃ স্যাদষ্টমে মাসে ন চানুবাসনসাধ্যং মন্যতে ততস্তস্যাস্তদ্বিকারপ্রশমনমুপকল্পয়েন্নিরূহম্ উদাবর্ত্তো হ্যুপেক্ষিতঃ স গর্ভং সগর্ভাং গর্ভিণীং বা নিপাতয়েৎ ॥৫৯

তত্র বীরণশালিষষ্টিককুশকাশেক্ষুবালিকাবেতসপরিব্যাধমূলানাং ভূতীকানন্তাকাশ্মর্য্যপরূষকমধুকমৃদ্বীকানাঞ্চ পায়সার্দ্ধোদকেনোদ্গময্য রসং পিয়ালবিভীতকমজ্জতিলকল্কসম্প্রযুক্তমীষল্লবণমনত্যুষ্ণং নিরূহং দদ্যাৎ ॥ ৬০

করাইবে। ৫৭। আর যাহার গর্ভ প্রসুপ্ত হয় এবং স্পন্দন না করে, তাঁহাকে শ্যেন, মৎস্য, গবয়, তিত্তির, কুক্কুট বা ময়ূরের মাংস-যূষ ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করাইবে। অথবা ঘৃতের সহিত মাষযূষ বা প্রভূত ঘৃতের সহিত মূলকযূষ বা শর্করাদি যোগে মৃদুমধুর শীতল রক্তশালির অন্ন ভোজন করাইবে। আর উদর, বংক্ষণ, উরু, কটী, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠপ্রদেশ সর্ব্বদা ঈষদুষ্ণ তৈলযোগে অভ্যক্ত করিবে। ৫৮। গর্ভিণীর অষ্টম মাসে উদাবর্ত্ত জন্য বিবন্ধ হইলে,যদি তাহার রোগ অনুবাসনসাধ্য না হয়, তবে নিরূহ প্রয়োগ করিবে; উদাবর্ত্ত উপেক্ষিত হইলে গর্ভ অথবা গর্ভের সহিত গর্ভিণীকে বিনাশ করে। ৫৯। এরূপ স্থলে বেণা, শালি, যষ্টিক, কুশ, কাস, ইক্ষুবালিকা, বেতস, পরিব্যাধ নামক বেতস ইহাদের মূল অথবা যমানী, অনন্তমূল, গাম্ভারী, পরুষুয়া ফল, যষ্টিমধু এবং কিস্‌মিস্; এই সমুদয় অর্দ্ধজল দুগ্ধের সহিত ক্বাথ করিয়া তাহার সহিত পিয়াল, বিভীতকমজ্জা ও তিলের কল্ক ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিবে; পরে ঈষদুষ্ণ

ব্যপগতবিবন্ধাঞ্চৈনাং সুখসলিলপরিষিক্তাঙ্গীং স্থৈর্য্যকরমবিদাহিনমাহারং ভুক্তবতীং সায়ং মধুরকসিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েৎ ন্যুব্জাস্ত্বেনামাস্থাপনানুবাসনাভ্যামুপচরেৎ ॥ ৬১

যস্যাঃ পুনরতিমাত্রদোষোপচয়াদ্বা তীক্ষ্ণোষ্ণাতি-মাত্রসেবনাদ্বাত-মূত্র-পুরীষবেগধারণৈর্ব্বা বিষমাশনশয়নস্থানসম্পীড়নৈর্ব্বা ক্রোধশোকের্ষ্যাসূয়াভয়ত্রাসাদিভির্ব্বাপরৈঃ কর্ম্মভিরন্তঃ কুক্ষৌ গর্ভো ম্রিয়তে। তস্যাঃ স্তিমিতং স্তব্ধমুদরমাততং শীতমশ্মান্তর্গতমিব ভবত্যস্পন্দনো গর্ভঃ শূলমধিকমুপজায়তে ন চাব্যঃ প্রাদুর্ভবন্তি যোনির্ন প্রস্রবত্যক্ষিণী চাস্যাঃ স্রস্তে ভবতঃ তাম্যতি ব্যথতে ভ্রমতে শ্বসিত্যরতিবহুলা চ ভবতি ন বাস্যা বেগপ্রাদুর্ভাবো বা যথাবদুপ-

অবস্থায় নিরূহ দিবে। ৬০। বিবন্ধ অপগত হইলে গর্ভিণীকে সুখোষ্ণ সলিলযোগে পরিষিক্ত করিবে। পরে তাহাকে স্থৈর্য্যকর অবিদাহী আহার সেবন করাইয়া সন্ধ্যাকালে মধুরগণ সিদ্ধ তৈল দ্বারা অনুবাসন দিবে। আর উহাকে অধোমুখে শয়ন করাইয়া অনুবাসন দিবে। ৬১। আর গর্ভিণীর অতিমাত্র দোষোপচয়বশতঃ বা তীক্ষ্ণোষ্ণ দ্রব্যের অতি-সেবনবশতঃ বা বাতমূত্রপুরীষের বেগধারণবশতঃ বা বিষমাশন, বিষমশয়ন, বিষমস্থিতি বা সংপীড়ন বশতঃ বা ক্রোধ, শোক, ঈর্ষা, অসূয়া, ভয়, ত্রাসাদি বশতঃ বা অপর কর্ম্ম বশতঃ কুক্ষির মধ্যে গর্ভ মৃত হয়, তখন তাহার উদর স্তিমিত, স্তব্ধ, আতত ও শীতল হয় এবং মনে হয় যেন অভ্যন্তরে প্রস্তর রহিয়াছে (বা প্রস্তরের অভ্যন্তরে রহিয়াছে)। তাহার গর্ভ স্পন্দনহীন হয়। অত্যন্ত শূল হইতে থাকে অথচ সকল (প্রসব বেদনা) উপস্থিত হয় না। যোনি প্রস্রুত হয় না, অক্ষিদ্বয় শিথিল হইয়া পড়ে। গর্ভিণী ক্লান্ত, ব্যথিত ও ভ্রান্ত হয়, শ্বাস ফেলিতে থাকে এবং অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। আর মলমূত্রাদির বেগ হইলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে

লভ্যন্তে ইত্যেবংলক্ষণাং স্ত্রিয়ং মৃতগর্ভেয়মিতি বিদ্যাৎ॥ ৬২

তস্য গর্ভশল্যস্য জরায়ুপ্রপাতনং কর্ম্ম সংশমনমিত্যাহুরেকে। মন্ত্রাদিক-মথর্ব্ববেদ-বিহিতমিত্যেকে। পরিদৃষ্টকর্ম্মণা শল্যহর্ত্রা হরণমিত্যেকে॥ ৬৩

ব্যপগতগর্ভশল্যান্তু স্ত্রিয়মামগর্ভাং সুরাশীধ্বরিষ্টমধুমদিরাসবানামন্যতমমগ্রে সামর্থ্যতঃ পায়য়েত। গর্ভকোষ্ঠবিশুদ্ধ্যর্থমর্ত্তিবিস্মরণার্থং প্রহর্ষণার্থঞ্চ॥ ৬৪

অতঃপরং বৃংহণৈর্বলানুরক্ষিভিঃ স্নেহ-সম্প্রযুক্তৈর্যবাগ্বাদিভির্বিলেপ্যাদিভির্বা তৎ-কালযোগিভিরাহারৈরুপাচয়েৎ দোষধাতুক্লেদ-বিশোষণমাত্রং কালম্॥ ৬৫

অতঃপরং স্নেহপানৈর্বস্তিভিরাহারবিধিভিশ্চ দীপনীয়জীবনীয়বৃংহণীয়মধুরবাতহরসমাখ্যাতৈ-রুপচারৈরুপাচরেৎ॥ ৬৬

পরিপক্কগর্ভশল্যায়াঃ পুনর্বিমুক্তগর্ভশল্যা-য়াস্তদহরেব স্নেহোপচারঃ স্যাৎ॥ ৬৭

পরমতো নির্ব্বিকারমাপ্যায়মানস্য গর্ভস্য মাসে মাসে কর্ম্মোপদেক্ষ্যামঃ॥ ৬৮

প্রথমে মাসে শঙ্কিতা চেদ্‌গর্ভমাপন্না ক্ষীর-মনুপস্কৃতং মাত্রাবচ্ছীতং কালে পিবেৎ সাত্ম্যঞ্চ ভোজনং সায়ং প্রাতশ্চ ভুঞ্জীত॥ ৬৯

দ্বিতীয়ে মাসে ক্ষীরমেব চ মধুরৌষধ-সিদ্ধম্। তৃতীয়ে মাসে ক্ষীরং মধুসর্পির্ভ্যা-মুপসংসৃজ্য। চতুর্থে মাসে তু ক্ষীরনবনীত-মক্ষমাত্রমশ্নীয়াৎ। পঞ্চমে মাসে ক্ষীরসর্পিঃ। ষষ্ঠে মাসে ক্ষীরসর্পির্মধুরৌষধসিদ্ধং তদেব সপ্তমে মাসে॥ ৭০

তত্র গর্ভস্য কেশা জায়মানা মাতুর্বিদাহং জনয়ন্তীতি স্ত্রিয়ো ভাষন্তে তন্নেতি ভগবানা-ত্রেয়ঃ। কিন্তু গর্ভোৎপীড়নাদ্বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ উরঃ প্রাপ্য বিদহন্তি ততঃ কণ্ডূরুপজায়তে

না। এই সমস্ত লক্ষণ হইলে গর্ভিণীকে মৃত-বৎসা বলিয়া জানিবে। ৬২। কাহার কাহার মতে জরায়ুর প্রপাতনই সেই গর্ভশল্যের শান্তিকর উপায়। কেহ কেহ বলেন যে, সে স্থলে অথর্ব্ববেদবিহিত মন্ত্রাদি ভাল। অন্যেরা বলেন যে, বহুদর্শী শাস্ত্রচিকিৎসক দ্বারা সেই গর্ভশল্যের নিষ্কর্ষণ করানই ভাল। ৬৩। অপক্কগর্ভা স্ত্রীর মূঢ় গর্ভ অপনীত হইলে তাহাকে মদ্য পান করাইবে। তাহাতে তাহার গর্ভকোষ্ঠশুদ্ধি, যাতনাবিস্মরণ ও হর্ষোৎপাদন হইবে। সুরা, সীধু, অরিষ্ট, মধু মদিরা ও আসব এই সকল মদ্যই ওরূপ স্থলে প্রশস্ত। ৬৪। অতঃপর গর্ভিণীকে বৃংহণ, বলকারক ও স্নেহযুক্ত যবাগূ বা বিলেপী প্রভৃতি বা তৎকালোপযোগী রসাদি সেবন করাইবে। দোষ ও ধাতুসমূহের ক্লেদ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ লঘু অথচ বলবর্দ্ধক আহার দিবে। ৬৫। অতঃপর স্নেহপান, বস্তি এবং দীপনীয়, জীবনীয়, বৃংহণীয়, মধুর ও বাতহর আহার যোগে চিকিৎসা করিবে। ৬৬। গর্ভস্থ সন্তান পূর্ণাবয়ব হইয়া মরিলে গর্ভ অপহরণ করিয়া সেই দিনই স্নেহন উপ-চার প্রয়োগ করিবে। ৬৭। গর্ভ নির্ব্বিকার হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মাসে মাসে তাহার যেরূপ উপচার হওয়া উচিত, সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিব। ৬৮। গর্ভ হইয়াছে মনে হইলে প্রথম মাসে ঔষধ মিশ্রিত না করিয়া কেবল দুগ্ধ, শীতল করিয়া যথাকালে মাত্রানুযায়ী পান করিবে এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে যথাসাত্ম্য ভোজন করিবে। ৬৯। দ্বিতীয় মাসে মধুর-গণসিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। তৃতীয় মাসে দুগ্ধ মধুঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। চতুর্থ মাসে ক্ষীর ও নবনীত অক্ষপরিমাণে সেবন করিবে। পঞ্চম মাসে ক্ষীর-ঘৃত পান করিবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম মাসে মধুরৌষধসিদ্ধ-দুগ্ধ-ঘৃত পান করিবে। ৭০। স্ত্রীলোকেরা কহে যে, এই সপ্তম মাসে গর্ভের কেশ সকল উৎ-পন্ন হইয়া মাতার উদরে বিদাহ উৎপাদন করে। কিন্তু ভগবান্ আত্রেয় কহেন যে, গর্ভের উৎপীড়নবশতঃ বাতপিত্তকফ বক্ষঃস্থল

কণ্ডূমূলা চ কিক্কশাবাপ্তির্ভবতি। তত্র কোলোদকেন নবনীতস্য মধুরৌষধসিদ্ধস্য পাণিতলমাত্রং কালেহস্যৈ দদ্যাৎ। চন্দনমৃণালকল্কেশ্চাস্যাঃ স্তনোদরং বিমৃদ্নীয়াৎ। শিরীষধাতকীসর্ষপমধুকচূর্ণৈঃ কুটজার্জ্জকবীজমুস্তহরিদ্রাকল্কৈর্বা নিম্বকোলসুরসমঞ্জিষ্ঠাকল্কৈর্বা। পৃষদ্হরিণশশরুধিরযুতয়া ত্রিফলয়া বা করবীরকপত্রসিদ্ধেন বা তৈলেনাভ্যঙ্গঃ। পরিষেকঃ পুনর্মালতীমধুকসিদ্ধেনাম্ভসা জাতকণ্ড্বা চ কণ্ডূয়নং বর্জ্জয়েৎ ত্বগ্‌ভেদনবৈরূপ্য-পরিহারার্থম্ অশক্যায়াস্ত কণ্ডামুন্মর্দ্দনোদ্ঘর্ষণাভ্যাং পরিহারঃ স্যাৎ। মধুরমাহারজাতং বাতহরমল্পমল্পস্নেহলবণমল্পোদকানুপামঞ্চ ভুঞ্জীত। ৭১

অষ্টমে তু মাসে ক্ষীরযবাগূং সর্পিষ্মতীং কালে কালে পিবেৎ। তন্নেতি ভদ্রকাপ্যঃ, পৈঙ্গল্যাবাধো হ্যস্যা গর্ভমাগচ্ছেদিতি। অস্ত্বত্র পৈঙ্গল্যাবাধ ইত্যাহ ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ো ন ত্বেতদকার্য্যম্, এবং কুর্ব্বতী হ্যারোগ্যবলবর্ণস্বরসংহননসম্পদুপেতং জ্ঞাতীনামপি শ্রেষ্ঠমপত্যং জনয়তি। ৭২

নবমে তু খল্বেনাং মাসে মধুরৌষধসিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েৎ। অতশ্চাস্যাস্তৈলং পিচুমিশ্রং যোনৌ প্রণয়েদ্ গর্ভস্থানমার্গস্নেহনার্থম্। ৭৩

যদিদং কর্ম্ম প্রথমমাসমুপাদায়োপদিষ্টমানবমান্মাসাৎ। তেন গর্ভিণ্যা গর্ভসময়ে গর্ভধারণে কুক্ষিকটীপার্শ্বপৃষ্ঠং মৃদু ভবতি বাতশ্চানুলোমঃ সম্পদ্যতে মূত্রপুরীষে চ প্রকৃতিভূতে সুখেন মার্গমনুপদ্যেতে চর্ম্মনখানি চ মার্দ্দবমুপযান্তি বলবর্ণৌ চোপচীয়েতে পুত্রং জ্যেষ্ঠং

প্রাপ্ত হইয়া বিদাহ উৎপাদন করে। তাহাতেই কণ্ডু জন্মিয়া থাকে। কণ্ডু হইতেই কিক্কাশ (চর্ম্মাবদারণ) উৎপন্ন হয়। তখন ইহাকে কুলের ক্বাথের সহিত মধুরৌষধসিদ্ধ নবনীত পাণিতল পরিমাণে (২ তোলা) মধ্যে মধ্যে সেবন করাইবে। চন্দন মৃণাল কল্কযোগে ইহার স্তন ও উদর মর্দ্দন করিবে। অথবা শিরীষ ধাইফুল সর্ষপ ও যষ্টিমধুচূর্ণ দ্বারা বা কুড়চী, অর্জ্জকতুলসীর বীজ, মুথা ও হরিদ্রার কল্ক দ্বারা, অথবা নিম্ব, কুল, সুরসতুলসী ও মঞ্জিষ্ঠার কল্ক দ্বারা কিংবা পৃষৎ, হরিণ বা শশকের রুধিরযুক্ত ত্রিফলা কল্ক দ্বারা অথচ করবীরপত্রসিদ্ধ তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। স্তনে কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইলে কণ্ডূয়ন না করিয়া মালতীফুল ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ জলের দ্বারা স্তন ধৌত করিয়া ফেলিবে। কণ্ডু উপস্থিত হইলে কণ্ডূয়ন করিবে না। কারণ তাহাতে নখ লাগিয়া ত্বগ্‌ভেদ ও বিরূপতা হইতে পারে। থাকিতে না পারিলে কণ্ডুতে উন্মর্দ্দন ও উৎকর্ষণ করিবে। কিক্কাশরোগে মধুর রসযুক্ত বাতহর আহার করিবে। অল্প অল্প স্নেহলবণ ব্যবহার ও অল্প জল অনুপান করিবে। ৭১। অষ্টম মাসে দুগ্ধের সহিত যবাগূ সিদ্ধ করিয়া ঘৃতের সহিত মধ্যে মধ্যে পান করিবে। ভদ্রকাপ্যঋষি এ স্থলে আপত্তি করিয়া কহিলেন যে, গর্ভিণী ওরূপ পথ্য সেবন করিলে সন্তানের পিঙ্গল নেত্র হয়। ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন যে, নেত্রের পিঙ্গলতা হয় হউক, তাহাতে অকার্য্য হইতে পারে না। পরন্তু সন্তানের আরোগ্য, বল, বর্ণ, স্বর ও সংহননের (শরীরের বাঁধুনীর) উৎকর্ষ হয়। এমন কি এই সন্তান জ্ঞাতিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। ৭২। নবম মাসে গর্ভিণীকে মধুরৌষধসিদ্ধ তৈল দ্বারা অনুবাসন দিবে। পরে গর্ভস্থানের পথ স্নিগ্ধ রাখিবার নিমিত্ত তৈলযুক্ত পিচু যোনিতে স্থাপন করিবে। ৭৩। গর্ভের প্রথম মাস হইতে আরম্ভ করিয়া নবম মাস পর্য্যন্ত যে সকল ক্রিয়ার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করা হইল, তদ্দ্বারা গর্ভিণীর গর্ভ ধারণ বিষয়ে কুক্ষি, কটী, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ মৃদু হয়, বায়ু অনুলোম হয়, মূত্র পুরীষ প্রকৃতিস্থ থাকিয়া অনায়াসে নির্গত হয়, চর্ম্ম ও নখ মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, বল ও বর্ণের উপচয় হয়, পুত্রের উৎকর্ষ

সম্পদুপেতং সুখিনং সুখেনৈষা কালেন প্রজা-য়ত ইতি ॥ ৭৪

প্রাক্ চৈবাস্যা নবমান্মাসাৎ সূতিকাগারং কারয়েদপহৃতাস্থিশর্করাকপালে দেশে প্রশস্ত-রূপরসগন্ধায়াং ভূমৌ প্রাগ্‌দ্বারমুদগ্‌দ্বারং বা ॥ ৭৫

তত্র বৈল্বানাং কাষ্ঠানাং তিন্দুকৈঙ্গুদানাং ভল্লাতকানাং বারুণানাং খদিরাণাং বা যানি চান্যান্যপি ব্রাহ্মণাঃ শংসেয়ুরথর্ব্ববেদবিদস্তদ্বস-নালেপনাচ্ছাদনাপিধানসম্পদুপেতং বাস্তু বিদ্যাৎ। হৃদয়যোগেনাগ্নিসলিলোলূখলবর্চ্চঃ-স্থানস্নানভূমিমহানসমৃতুসুখঞ্চ ॥ ৭৬

তত্র সর্পিস্তৈলমধুসৈন্ধবসৌবর্চ্চলকাল-লবণবিড়ঙ্গগুড়-কুষ্ঠকিলিমনাগর-পিপ্পলীমূলহস্তি-পিপ্পলী-মণ্ডুকপর্ণ্যেলালাঙ্গলীবচাচব্যচিত্রক-চির-বিল্বহিঙ্গুসর্ষপ-লশুন-কণকণিকানীপাতসীবল্বিজ-ভূর্জ্জাঃ কুলত্থমৈরেয়সুরাসবাঃ সন্নিহিতাঃ স্যুঃ ॥ ৭৭

তথাশ্মানৌ দ্বৌ দ্বে চণ্ডমুষলে দ্বে উলূখলে খরো বৃষভশ্চ দ্বৌ চ তীক্ষ্ণৌ সূচীপিপ্পলকৌ সৌবর্ণরাজতৌ দ্বে শস্ত্রাণি চ তীক্ষ্ণায়সানি দ্বৌ চ বিল্বময়ৌ পর্য্যঙ্কৌ তৈন্দুকৈঙ্গুদানি চ কাষ্ঠান্যগ্নি-সন্ধুক্ষণানি স্ত্রিয়শ্চ বহ্ব্যো বহুশঃ প্রজাতাঃ সৌহার্দ্দযুক্তাঃ সততমনুরক্তাঃ প্রদক্ষিণাচারাঃ প্রতিপত্তিকুশলাঃ প্রকৃতিবৎসলাস্ত্যক্তবিষাদাঃ ক্লেশসহিষ্ণবোঽভিমতা ব্রাহ্মণাশ্চাথর্ব্ববেদবিদো যচ্চান্যদপি তত্র সমর্থং মন্যেত যচ্চ ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স্ত্রিয়শ্চ বৃদ্ধাস্তৎ কার্য্যম্ ॥ ৭৮

ততঃ প্রবৃত্তে নবমে মাসি পুণ্যেঽহনি প্রশস্তনক্ষত্রযোগমুপগতে ভগবতি শশিনি কল্যাণে করণে মৈত্রে মুহূর্ত্তে শান্তিং হুত্বা

হয় এবং পুত্র সুস্থদেহ হয়। আর গর্ভিণী সময়ে অনায়াসে প্রসব করে। ৭৪। নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকাগার প্রস্তুত করাইবে, যেন সূতিকাগার পরিষ্কৃত হয়। যেন, তাহাতে অস্থি, বালুকা ও কপালের (খাপ্রামকুচীর) সম্পর্ক না থাকে। যেন ইহার ভূমির রূপ রস ও গন্ধ প্রশস্ত হয়। যেন সূতিকাগৃহের দ্বার পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হয়। ৭৫। বিল্ব, গাব, ইঙ্গুদী, ভেলা, বরুণ বা খদির কাষ্ঠের বা অন্যান্য যে সকল কাষ্ঠ অথর্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা প্রশস্ত বলিয়া থাকেন, সেই সকল কাষ্ঠের প্রচুর আয়োজন আছে এবং বসন, আলেপন, আচ্ছাদন ও পিধানের প্রচুর আয়োজন আছে, এইরূপ স্থানকেই সূতিকাগার বাস্তু বলিয়া জানিবে। মনোযোগপূর্ব্বক গর্ভিণীর জন্য ঋতুসুখকর অগ্নি, সলিল, উদূখল, বিষ্ঠা-মূত্রত্যাগের স্থান, স্নানভূমি ও মহানস (উনন) এই সমস্তের আয়োজন করিবে। ৭৬। সেই স্থানে ঘৃত, তৈল, মধু, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, কাললবণ, বিড়ঙ্গ, গুড়, কুড়, দেবদারু, শুঁঠ, পিপুলমূল, গজপিপুল, মণ্ডুকপর্ণী, এলাইচ, বিষলাঙ্গলিয়া, বচ, চই, চিতা, ডহরকরঞ্জ, হিঙ্গু, সর্ষপ, লশুন, কণক (খুদ), কদম্ব, মসিনা, কুষ্মাণ্ড, ভূর্জ্জ, কুলত্থ, মৈরেয়, সুরা ও আসব সন্নিহিত থাকা আবশ্যক। ৭৭। সেই সূতিকা গৃহে দুইটী নোড়া বা (শিল), দুইটী মুষল, দুইটী উদূখল, একটী গাধা, একটী বৃষ, সুবর্ণ ও রজতময় দুইটী তীক্ষ্ণ সূচী, পিপ্পলক, লৌহ-নির্ম্মিত শস্ত্র সকল, দুইটী বিল্বকাষ্ঠের পর্য্যঙ্ক, আগুন জ্বালিবার জন্য গাব ও ইঙ্গুদী কাষ্ঠ; এই সকল সন্নিহিত করিবে। যে সকল স্ত্রী অনেকবার সন্তান প্রসব করিয়াছে, যাহারা গর্ভিণীর সুহৃৎ, যাহারা অনুরক্তা, কর্ম্মকুশলা, প্রতিপত্তিকুশলা (কথা পাড়িলেই বুঝিতে পারে), প্রকৃতিবৎসলা, অবিষণ্ণা, ক্লেশসহিষ্ণু ও প্রিয়পাত্র, সেই সকল স্ত্রীর সন্নিহিত থাকা উচিত। তদ্ভিন্ন অথর্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণও নিকটে থাকা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন আরও যাহা কিছু থাকা আবশ্যক মনে করিবে, তাহাও নিকটে রাখিবে। আর ব্রাহ্মণ বা বৃদ্ধারা যাহা বলি-বেন, তাহাও করা আবশ্যক। ৭৮। অনন্তর নবম মাস উপস্থিত হইলে শুভদিনে, ভগবান্ চন্দ্রমা প্রশস্ত নক্ষত্রে গমন করিলে, শুভকরণে

গোব্রাহ্মণমগ্নিমুদকঞ্চাদৌ প্রবেশ্য গোভ্যস্তৃণো-দকং মধুলাজাংশ্চ প্রদায় ব্রাহ্মণেভ্যোঽক্ষতান্ সুমনসো নান্দীমুখানি চ ফলানীষ্টানি দত্ত্বা উদকপূর্ব্বমাসনস্থেভ্যোঽভিবাদ্য পুনরাচম্য স্বস্তি বাচয়েৎ, ততঃ পুণ্যাহশব্দেন গোব্রাহ্মণ-মন্বাবর্ত্তমানা প্রবিশেৎ সূতিকাগারম্। তত্রস্থা চ প্রসবকালং প্রতীক্ষেত॥ ৭৯

তস্যাস্তু খল্বিমানি লিঙ্গানি প্রজননকাল-মভিতো ভবন্তি যদ্যথা ;—ক্লমো গাত্রাণাং গ্লানি-রাননস্যাক্ষ্ণোঃ শৈথিল্যং বিমুক্তবন্ধনত্বমিব বক্ষসঃ কুক্ষেরবস্রংসনমধো গুরুত্বং বঙ্ক্ষণ-বস্তিকটীপার্শ্বপৃষ্ঠনিস্তোদো যোনেঃ প্রস্রবণ-মনন্নাভিলাষশ্চেতি। ততোঽনন্তরমাবীনাং প্রাদুর্ভাবঃ প্রসেকশ্চ গর্ভোদকস্য॥ ৮০

আবীপ্রাদুর্ভাবে তু ভূমৌ শয়নং বিদ-ধ্যাৎ মৃদ্বাস্তরণোপপন্নং তদধ্যাসীনাং তাং ততঃ সমন্ততঃ পরিবার্য্য যথোক্তগুণাঃ স্ত্রিয়ঃ পর্য্যু-পাসীরন্নাশ্বাসয়ন্ত্যো বাগ্‌ভির্গ্রাহিণীভিরুপদিষ্ট-বদর্থাভিধায়িনীভিঃ॥ ৮১

সা চেদাবীভিঃ সংক্লিশ্যমানা ন প্রজায়ে-তাথৈনাং ব্রূয়াৎ উত্তিষ্ঠ মুষলমন্যতরং গৃহী-ত্বানেনৈতদুদূখলং ধান্যপূর্ণং মুহুর্মুহুরভিজহি মুহুর্মুহুরবজৃম্ভস্ব চঙ্ক্রম্যস্ব চান্তরান্তরা ইত্যেব-মুপদিশন্ত্যেকে॥ ৮২

তন্নেত্যাহ ভগবানাত্রেয়ঃ। দারুণ-ব্যায়াম-বর্জ্জনং হি গর্ভিণ্যাঃ সততমুপদিশ্যতে। বিশে-ষতশ্চ প্রজননকালে প্রচলিতসর্ব্বধাতুদোষায়াঃ

মৈত্রমুহূর্ত্তে শান্তিক্রিয়া করিয়া অগ্রে গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও উদককে সূতিকাগারে প্রবে-শিত করিবে এবং গোগণকে তৃণ, উদক ও মধুসংযুক্ত লাজ এবং ব্রাহ্মণদিগকে আতপ-তণ্ডুল পুষ্প ও নান্দীমুখ (মঙ্গলাচরণ স্বরূপ) অভীপ্সিত ফলসমূহ প্রদানপূর্ব্বক আচমন ও উত্তর-পূর্ব্বদিকে আসনে উপবেশন করাইয়া অভিবাদন পুরঃসর পুনর্ব্বার আচমন করাইয়া স্বস্তিবাচন করাইবে। পরে "শুভদিন" এই কথা উচ্চারণপূর্ব্বক গো-ব্রাহ্মণ-গোচরেই সূতিকাগারে প্রবেশ করিবে। তথায় অব-স্থানপূর্ব্বক প্রসবকালের প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে। [উদকপূর্ব্ব—এস্থলে গঙ্গাধর অর্থ করেন যে, প্রথমে উদক অর্থাৎ জলকে অভি বাদন করিবে। কিন্তু উদকপূর্ব্ব অর্থাৎ উত্তরপূর্ব্ব অর্থই সঙ্গত]। ৭৯। প্রসবকালে গর্ভিণীর এই সকল লক্ষণ হয় যথা ;—ক্লান্তি, গাত্রগৌরব, মুখ ও চক্ষুর শৈথিল্য, বক্ষের বন্ধন যেন খুলিয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ, কুক্ষির অবস্রংসন (নিম্নাভিমুখতা), নিম্ন শরীরের গুরুতা ; বংক্ষণ, বস্তি, কটী, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে নিস্তোদ (সূচীভেদনবৎ), যোনিস্রাব ও অন্নে অনভিলাষ। এই সকল লক্ষণের পরই প্রসববেদনা উপস্থিত হয় এবং জল ভাঙ্গিতে থাকে (ইহাকেই চলিত ভাষায় পানভুস্‌কী কহে)। ৮০। প্রসববেদনা উপ-স্থিত হইলে, ভূমির উপর কোমল শয্যায় শয়ন করিবে। গর্ভিণী সেই শয্যায় অধ্যাসীনা হইলে পূর্ব্বকথিত গুণসম্পন্ন স্ত্রীগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। তাহারা গর্ভিণীকে হৃদয়গ্রাহী উপদেশপূর্ণ বাক্যসমূহযোগে সান্ত্বনা করিতে থাকিবে। ৮১। যদি গর্ভিণী প্রসব-বেদনায় অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে থাকে অথচ প্রসব না করে, তবে তাহাকে কহিবে "তুমি উঠিয়া বস, এই দুইটী মুষলের যেটী হউক একটী গ্রহণ কর, তদ্দ্বারা এই ধান্যপূর্ণ উদূখলে মুহুর্মুহুঃ অভিঘাত কর ; মুহুর্মুহু অবজৃম্ভণ (হস্তপদাদি প্রসারণ) কর এবং মধ্যে মধ্যে চংক্রমণ কর।" কেহ কেহ এইরূপ উপদেশ দেন। [বোধ হয়, অবজৃম্ভণ ও জৃম্ভণ শব্দে হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া অবস্থান করা। ভাষায় ইহাকে কোন কোন প্রদেশে জাওন বা "জাভন" পাতা কহে]। ৮২। কিন্তু ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন যে, আমি এ কথা স্বীকার করি না। গর্ভিণীর পক্ষে দারুণ পরিশ্রম পরিহার করিবারই ব্যবস্থা আছে। বিশেষতঃ প্রসবকালে সর্ব্বধাতু ও বায়ু, পিত্ত,

সুকুমার্য্যা নার্য্যা মুষলব্যায়ামসমীরিতো বায়ুরন্তরং লব্ধা প্রাণান্ হিংস্যাদ্ দুষ্প্রতীকারতমা হি তস্মিন্ কালে বিশেষেণ ভবতি গর্ভিণী তস্মান্মুষলগ্রহণং পরিহার্য্যমৃষয়ো মন্যন্তে জৃম্ভণঞ্চ চংক্রমণঞ্চ পুনরনুষ্ঠেয়মিতি ॥ ৮৩

অথাস্যৈ দদ্যাৎ কুষ্ঠৈলালাঙ্গলিকীবচাচিত্রক চিরবিল্বচূর্ণমুপঘ্রাতুং সা তং মুহুর্ম্মুহুরুপজিঘ্রেৎ। তথাভূর্জ্জপত্রধূমং শিংশপাসারধূমং তস্যাশ্চান্তরান্তরা। কটীপার্শ্বপৃষ্ঠ-সক্থিদেশানীষদুষ্ণেন তৈলেনাভ্যজ্যানুসুখমবমৃদনীয়াদিত্যনেন তু কর্ম্মণা গর্ভোহবাক্ প্রতিপাদ্যতে। স যদা স্থানাদ্বিমুচ্য হৃদয়মুদরমস্যাশ্চাবিশতি বস্তিশিরোহবগৃহ্লাতি ত্বরয়ন্ত্যেনামাবীঃ পরিবর্ত্ততে অথ অবাগ্‌গর্ভ ইত্যস্যামবস্থায়াং পর্য্যঙ্কমেনামারোপ্য প্রবাহিতমুপক্রমেত কর্ণে চাস্যা মন্ত্রমিমমনুকুলা স্ত্রী জপেৎ ॥ ৮৪

ক্ষিতির্জ্জলং বিয়ৎ তেজো বায়ুর্বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ
সগর্ভাং ত্বাং সদা পান্তু বৈশল্যঞ্চ দিশন্তু তে ॥
প্রসুব ত্বমবিক্লিষ্টমাবক্লিষ্টা শুভাননে।
কার্ত্তিকেয়দ্যুতিং পুত্রং কার্ত্তিকেয়াভিরক্ষিতম্ ইতি ॥ ৮৫

তাশ্চৈনাং যথোক্তগুণাঃ স্ত্রিয়োহনুশিষ্যুরনাগতাবীর্ম্মা প্রবাহিষ্ঠাঃ যা হ্যনাগতাবীঃ প্রবাহয়তে ব্যর্থমেবাস্যাস্তৎ কর্ম্ম ভবতি প্রজা চাস্যা বিকৃতা বিকৃতিমাপন্না চ শ্বাসকাসশোষপ্লীহপ্রসক্তা বা ভবতি, যথা হি ক্ষবথুদ্গার বাতমূত্রপুরীষবেগান্ প্রযতমানোহপ্যপ্রাপ্তকালান্ন লভতে কৃচ্ছ্রেণ বাপ্যবাপ্নোতি তথানাগতকালং গর্ভমপি প্রবাহমাণা যথা চৈষা-

---

কক্ষ সহজেই প্রচালিত হয়; সে সময়ে মুষল হইয়া পরিশ্রম করিলে সুকুমারী নারীর বায়ু কুপিত ও ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া প্রাণহিংসা করিতে পারে! আবার তৎকালে গর্ভিণী বিশেষরূপে দুশ্চিকিৎস্যা হয়, সুতরাং উহার কোন বিকার উপস্থিত হইলে প্রতীকার থাকে না। তজ্জন্য ঋষিরা বিবেচনা করেন যে, মুষলগ্রহণ পরিত্যাগ করা উচিত, তবে জৃম্ভণ ও চংক্রমণ অনুষ্ঠান করা উচিত বটে। ৮৩।

তৎকালে গর্ভিণীকে কুড়, এলাচ, লাঙ্গলিকী, বচ, চিতা ও করঞ্জের চূর্ণ আঘ্রাণ করিতে দিবে এবং গর্ভিণীও তাহা পুনঃপুনঃ আঘ্রাণ করিবে। আনুষঙ্গিক ভূর্জ্জপত্রের ধুম ও শিংশপাসারের ধুম মধ্যে মধ্যে গ্রহণ করাইবে। কটী পার্শ্ব পৃষ্ঠ ও নিতম্বদেশ ঈষদুষ্ণ তৈল সহকারে অভ্যক্ত করিয়া আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিবে। এইরূপ করিলেই গর্ভ নিম্নাভিমুখতা প্রাপ্ত হয়। গর্ভ নিম্নাভিমুখতা প্রাপ্ত হইলে যখন গর্ভিণীর মনে হইবে যেন গর্ভ হৃদয় হইতে খুলিয়া উদরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে, যেন বস্তির সীমায় আসিয়া উপনীত হইতেছে, তখন ইহার আবীসমূহ (গর্ভবেদনা) শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইতে থাকিবে। তখন গর্ভ নিম্নাভিমুখ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই অবস্থায় উহাকে পর্য্যঙ্কে আরোহণ করাইয়া কুন্থন করাইতে থাকিবে আর কোন অনুকূলা স্ত্রী ইহার কর্ণে এই মন্ত্র জপ করিবে। ৮৪। যথা,—

"ক্ষিতির্জ্জলং বিয়ৎ তেজো বায়ুর্বিষ্ণুঃ
প্রজাপতিঃ।
সগর্ভাং ত্বাং সদা পান্তু বৈশল্যঞ্চ দিশন্তু তে॥
প্রসুব ত্বমবিক্লিষ্টমাবক্লিষ্টা শুভাননে।
কার্ত্তিকেয়দ্যুতিং পুত্রং কার্ত্তিকেয়াভিরক্ষিতম্ ৮৫

পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন স্ত্রীগণ গর্ভিণীকে কহিবে যে, "প্রসববেদনা না আসিলে কুন্থন দিও না। যে গর্ভিণী প্রসববেদনা না হইতে হইতেই কুন্থন দেয়, তাহার কুন্থন ব্যর্থ হয় এবং তাহার সন্তান বিকৃত হয় বা বিকৃত প্রাপ্ত হইয়া শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা ও প্লীহাগ্রস্ত হইয়া থাকে। যেমন ক্ষবথু, উদ্গার, বাত, মূত্র ও পুরীষের বেগ, যত্ন করিলেও অপ্রাপ্ত কাল বলিয়া উৎপন্ন হয় না, অথবা কষ্টে উৎপন্ন হয়; সেইরূপ গর্ভের প্রসবকাল উপস্থিত না হইলে যদি কুন্থন দেওয়া যায়, তবে কুন্থন বিফল হয় বা সন্তান বহু কষ্টে প্রসব হয়।

মেব ক্ষবথ্বাদীনাং সন্ধারণমুপঘাতায়োপপদ্যতে তথাপ্রাপ্তকালস্য গর্ভস্যাপ্রবহণমিতি সা যথা-নির্দ্দেশং কুরুষ্বেতি বক্তব্যা স্যাৎ। তথা চ কুর্ব্বতী শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্বং প্রবাহেত ততোহ-নন্তরং বলবত্তরমিতি তস্যাঞ্চ প্রবাহমাণায়াং স্ত্রিয়ঃ শব্দং কুর্য্যুঃ প্রজাতা প্রজাতা ধন্যং ধন্যং পুত্রমিতি তথাস্যা হর্ষেণাপ্যায়ন্তে প্রাণাঃ॥ ৮৬

যদা চ প্রজাতা স্যাৎ তদৈনামবেক্ষেত কাচিদস্যা অমরা প্রপন্না বা প্রপন্না নেতি। তস্যাশ্চেদমরা ন প্রপন্না স্যাদথৈনামন্যতমা স্ত্রী দক্ষিণেন পাণিনা নাভেরুপরিষ্টাদ্বলবৎ নিপীড্য সব্যেন পাণিনা পৃষ্ঠত উপসংগৃহ্য সুনির্দ্ধূতং নির্দ্ধুনুয়াৎ। অথাস্যাঃ পাদপার্ষ্ণ্যা শ্রোণীমাকোটয়েদস্যাঃ স্ফিচাবুপসগৃহ্য সুপীড়িতং পীড়য়েৎ। অথাস্যা বালবেণ্যা কণ্ঠতালু পরিমৃশেৎ॥ ৮৭

ভূর্জ্জপত্রকাচমণিসর্পনির্ম্মোকৈশ্চাস্যা যোনিং ধূপয়েৎ। কুষ্ঠতালীশকল্কং বল্বজযুষে মৈরেয়-সুরামণ্ডে বা কৌলখে বা মণ্ডূকপর্ণীপিপ্পলী-ক্বাথে বা সংপ্লাব্য পায়য়েদেনাম্॥ ৮৮

তথা সূক্ষ্মৈলাকিলিমকুষ্ঠনাগরবিড়ঙ্গকাল-বিড়চব্যপিপ্পলীচিত্রকোপকুঞ্চিকাকল্কং খর-বৃষভস্য জরতো বা দক্ষিণ কর্ণমুৎকৃত্য দৃষদি জর্জ্জরীকৃত্য বল্বজযূষাদীনামন্যতমস্মিন্ প্রক্ষিপ্য মুহূর্ত্তস্থিতমুদ্ধৃত্য তদাপ্লাবনং পায়য়েদেনাম্॥ ৮৯

শতপুষ্পাকুষ্ঠমদনহিঙ্গুসিদ্ধস্য চৈনাং তৈলস্য পিচুং গ্রাহয়েৎ অতশ্চৈবানুবাসয়েদেতৈরেব চাপ্রাবনৈঃ ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবকুটজ-কৃতবেধনহস্তিপর্ণীপিহিতৈরাস্থাপয়েৎ॥ ৯০

আর সেই ক্ষবথু প্রভৃতির বেগ ধারণ যেমন ব্যাঘাত উৎপাদন করে, সেইরূপ আবার গর্ভের প্রসবকাল না হইলে কুন্থন দ্বারা উপ-ঘাত জন্মিয়া থাকে। গর্ভিণীকে যেমন করিয়া যখন যাহা করিতে বলিবে, গর্ভিণীও তখন সেইরূপই করিবে। প্রথমে আস্তে আস্তে কুন্থন দিতে হইবে, পরে ক্রমশঃ কুন্থন বৃদ্ধি করিতে হইবে। গর্ভিণী কুন্থন করিতে থাকিলে স্ত্রীগণ এইরূপ বলিতে থাকিবে যে, "এই হইল আর দেরী নাই, হয়েছে! হয়েছে! বেশ খোকা হয়েছে! বেশ খোকা হয়েছে?" স্ত্রীরা এইরূপ বলিলে গর্ভিণীর প্রাণ অনন্দে পূর্ণ হয়। ৮৬। গর্ভিণী প্রসূতা হইলে পর অমরা (ফুল) পড়িয়াছে কিনা দেখিবে। যদি না পড়িয়া থাকে, তবে এক-জন স্ত্রী প্রসূতির নাভির উপরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বলের সহিত চাপিয়া ধরিবে এবং বাম-হস্ত পৃষ্ঠের উপর রাখিয়া অত্যন্ত কাঁপাইতে থাকিবে। অনন্তর পদের পার্ষ্ণি দ্বারা প্রসূ-তির নিতম্ব স্থান কুটিল করিয়া ধরিবে এবং নিতম্বের দুই পার্শ্ব উত্তমরূপে চাপিয়া ধরিয়া পীড়ন করিতে থাকিবে। অনন্তর ইহার বেণী মুখে প্রবেশিত করিয়া কণ্ঠ ও তালু স্পর্শ করাইবে। ৮৭। অনন্তর ভূর্জ্জপত্র, কাচ, মণি ও সর্পনির্ম্মোক দ্বারা প্রসূতির যোনিতে ধূপ দিবে। আর প্রসূতিকে বল্বজমূলের ক্বাথ, মৈরেয় মদ্য, সুরামণ্ড, কুলত্থকলায়ের যুষ, অথবা পিপ্পলীর ক্বাথের সহিত কুড় ও তালীশপত্রের কল্ক পান করিতে দিবে। [বল্বজ শব্দে উলুতৃণ]। ৮৮। আর ছোট এলাচ, দেবদারু, কুড়, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, কালবিড়, ("বিট্ লবণ"), চই, পিপুল, চিত্রক ও কৃষ্ণ-জীরার কল্ক পূর্ব্বোক্ত বল্বজ প্রভৃতির অন্যতম ক্বাথের সহিত পান করাইবে। আর বৃদ্ধ-গর্দ্দভ বা বৃদ্ধবৃষভের দক্ষিণ কর্ণ কুরিয়া লইয়া শিলাতে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া উক্ত বল্বজা-দির ক্বাথের অন্যতমের মধ্যে মুহূর্ত্তকাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে গর্ভিণীকে সেই ক্বাথ সেবন করাইবে। ৮৮। তাহার পর শতপুষ্পা (শুল্ফা), কুষ্ঠ (কুড়), মদনফল ও হিঙ্গুর সহিত সিদ্ধ তৈলে তুলা ভিজাইয়া প্রসূতির যোনিতে স্থাপন করিবে। ৮৯। অনন্তর প্রসূতিকে মদনফল, জীমূত ধামার্গব (তিত-লাউ), কুড়চী, কৃতবেধন এবং হস্তিপর্ণী; এই সকল কল্ক সমন্বিত পূর্ব্বোক্ত বল্বজাদিক্বাথ

তদাস্থাপনমস্থা হি সহ বাতমূত্রপুরীষৈর্নির্হরত্যমরামাসক্তাং বায়োরনুলোমগমনাৎ। অমরাং হি বাতমূত্রপুরীষাণ্যন্যানি চান্তর্বহির্মুখানি সজন্তি॥ ৯১

তস্যাস্তু খল্বমরায়াঃ প্রপতনার্থে খল্বেবমেব কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণে জাতমাত্রেহস্যৈব কুমারস্য কার্য্যাণ্যেতানি কর্ম্মাণি ভবন্তি। তদ্‌যথা—অশ্মনোঃ সংঘট্টনং কর্ণয়োর্মূলে শীতোদকেনোষ্ণোদকেন বা মুখপরিষেকঃ॥ তথা সংক্লেশবিহতান্ প্রাণান্ পুনর্লভেত কৃষ্ণকপালিকাশূর্পেণ চৈনমভিনিষ্পুণীয়াদ্‌যদ্যচেষ্টঃ স্যাৎ যাবৎ প্রাণানাং প্রত্যাগমনং তত্তৎ সর্ব্বমেব কুর্য্যুঃ॥ ৯২

ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণং প্রকৃতিভূতমভিসমীক্ষ্য স্নানোদকগ্রহণাভ্যামুপপাদয়েৎ। অথাস্য তাল্বোষ্ঠকণ্ঠজিহ্বাপ্রমার্জ্জনমারভেত অঙ্গুল্যা সুপরিলিখিতনখয়া সুপ্রক্ষালিতোপধানকার্পাসপিচুমত্যা প্রথমং প্রমার্জ্জিতস্যাস্য চ শিরস্তালু কার্পাসপিচুনা স্নেহগর্ভেণ প্রতিচ্ছাদয়েৎ। ততোহস্যানন্তরং কার্য্যং সৈন্ধবোপহিতেন সর্পিষা প্রচ্ছর্দ্দনম্॥ ৯৩

নাড্যাস্তস্যাঃ কল্পনবিধিমুপদেক্ষ্যামঃ। নাভিবন্ধনাৎ প্রভৃতি হস্বাষ্টাঙ্গুলমভিজ্ঞানং কৃত্বা ছেদনাবকাশস্য দ্বয়োরন্তরয়োঃ শনৈর্গৃহীত্বা তীক্ষ্ণেণ রৌপ্যরাজতায়সানাং ছেদনানামন্যতমেনোর্দ্ধধারেণ ছেদয়েৎ তামগ্রে সূত্রেণোপবধ্য কণ্ঠে চাস্য শিথিলমবসৃজেৎ॥৯৪

তস্য চেন্নাভিঃ পচ্যেৎ তাং লোধ্রমধুকপ্রিয়ঙ্গুদারুহরিদ্রাকল্কসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্যা-

দ্বারা আস্থাপন দিবে। ৯০। সেই আস্থাপন বায়ুর অনুলোমন বলিয়া বাত-মূত্র-পুরীষের সহিত বদ্ধ ফুলও নিঃসারিত করে। কারণ বাত-মূত্র-পুরীষ এবং তদ্বৎ অন্যান্য অন্তর্ম্মুখ-বহির্ম্মুখ দ্রব্য সকল অমরার সহিত আকৃষ্ট থাকে। [প্রসবের পর যে সকল দ্রব্য বহির্গমনোন্মুখ হইয়াও অন্তরে সংলগ্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই অন্তর্ম্মুখ-বহির্ম্মুখ কহে]। ৯১। অমরা পতনের নিমিত্ত এই সকল কর্ম্ম করা হইলে, কুমারের সম্বন্ধে এই সকল কার্য্য করিতে হইবে। যথা,—নবপ্রসূত কুমারের কর্ণের নিকট দুই খণ্ড প্রস্তর সংঘট্টিত করিতে হইবে। আর শীতল বা উষ্ণজল দ্বারা আস্তে আস্তে মুখে পরিষেক করিবে। তাহাতে প্রসবক্লেশ জন্য মূর্চ্ছা দূর হইয়া শিশুর প্রাণ প্রত্যাগমন করে। পরিষেকের পর কাশনির্ম্মিত কুলা দ্বারা শিশুকে অল্প অল্প বাতাস দিতে থাকিবে। [দেখিবে যেন বাতাসের জোরে হাঁপাইয়া না উঠে]। আর প্রসূত-শিশুর মূর্চ্ছা দূর করিবার জন্য অন্যান্য যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাও করিবে। ৯২। অনন্তর শিশুর প্রাণ প্রত্যাগত ও শিশুকে প্রকৃতিস্থ নিরীক্ষণ করিলে উহাকে স্নান করাইবে ও উহার মলদ্বার ধৌত করিয়া দিবে। অনন্তর পরিচারিকা আপনার তর্জ্জনীর নখ উত্তমরূপে কাটিয়া তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সুপ্রক্ষালিত কার্পাসতূলা দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং তদ্দ্বারা শিশুর তালু, ওষ্ঠ ও কণ্ঠ মুছাইয়া দিবে। প্রথমেই ইহার মুখ পরিষ্কৃত করিয়া দিবে। অনন্তর কার্পাসতুলা দ্বারা মাথার তালু আচ্ছাদিত রাখিবে। পরে সৈন্ধবযুক্ত ঘৃত দ্বারা শিশুকে বমন করাইবে। [পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, গর্ভিণী ও শিশু বমনযোগ্য নহে, কেবল আত্যয়িক ব্যাধিস্থলেই বমনীয়]। ৯৩। সম্প্রতি নাড়ীচ্ছেদনবিধি বলা হইতেছে। যথা,—নাভিমূল হইতে অষ্টাঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া যে স্থান ছেদন করিতে হইবে, সেই স্থানের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে চিহ্ন দিয়া সেই স্থান স্বর্ণ ও রজত বা লৌহনির্ম্মিত তীক্ষ্ণ ও ঊর্দ্ধধার ছুরিকা দ্বারা ছেদন করিতে হইবে। তাহার পর কুমারের নাড়ী সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া আলগা আলগা কুমারের গলায় বাঁধিয়া দিবে। ৯৪। কুমারের নাভি পাচিয়া গেলে লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রার কল্ক দ্বারা সিদ্ধতৈল

দেষামেব তৈলৌষধানাং চূর্ণেনাবচূর্ণয়েদেষ নাড়ীকল্পনবিধিরুক্তঃ সম্যক্ ॥ ৯৫

অসম্যক্‌কল্পনে হি নাড্যা আয়ামব্যায়া-মোত্তুণ্ডিত-পিণ্ডালিকা-বিনামিকা-বিজৃম্ভিকা-ব্যাধিভ্যো ভয়ম্ ॥ ৯৬

তত্রাবিদাহিভির্ব্বাতপিত্তপ্রশমনৈরভ্যঙ্গোৎ-সাদনপরিষেকৈঃ সর্পির্ভিশ্চোপক্রমেত গুরু-লাঘবমভিসমীক্ষ্য কুমারস্য ॥ ৯৭

প্রাগতো জাতকর্ম্ম কার্য্যং ততো মধু-সর্পিষী মন্ত্রোপমন্ত্রিতে যথাম্নায়ং প্রাশিতুমস্মৈ দদ্যাৎ। স্তনমত ঊর্দ্ধমনেনৈব বিধিনা দক্ষিণং পাতুং পুরস্তাৎ প্রযচ্ছেৎ। অথাতঃ শীর্ষতঃ স্থাপয়েদুদকুম্ভং মন্ত্রোপমন্ত্রিতম্ ॥ ৯৮

অথাস্য রক্ষাং বিদধ্যাৎ আদানীখদির-কর্কন্ধু-পীলুপরুষকশাখাভিরস্যা গৃহং ভিষক্ সমন্ততঃ পরিবারয়েৎ। সর্ব্বতশ্চ সূতিকাগারস্য সর্ষপাতসীতণ্ডুলকণকণিকাঃ প্রকিরেৎ। তথা তণ্ডুলবলিমঙ্গলহোমঃ সততমুভয়কালং ক্রিয়েত প্রাঙ্‌ নামকর্ম্মণো দ্বারে চ মুষলমনুতিরশ্চীনং ন্যস্তং কুর্য্যাৎ। বচাকুষ্ঠ-ক্ষৌমক-হিঙ্গু-সর্ষপা-তসীলশুন-কণক-কণিকানাং রক্ষোঘ্নসমাখ্যাতা-নাঞ্চৌষধীনাং পোট্টলিকাং বদ্ধা সূতিকা-গারস্যোত্তরদেহল্যামাসজ্জেৎ। তথা সূতি-কায়াঃ কণ্ঠে সপুত্রায়াঃ স্থাল্যুদককুম্ভপর্য্যঙ্কেষ্বপি তথৈব চ দ্বয়োর্দ্ধারপক্ষয়োঃ সকণকুম্ভকেন্ধনাগ্নি-স্তিন্দুককাষ্ঠেন্ধনশ্চাগ্নিঃ সূতিকাগারস্যাভ্যন্ত-রতো নিত্যং স্যাৎ। স্ত্রিয়শ্চৈনাং যথোক্ত-গুণাঃ সুহৃদশ্চানুজাগৃয়ুর্দশাহং দ্বাদশাহং বান্নু-পরতপ্রদানমঙ্গলাশীঃস্তুতিগীতবাদিত্রমন্ন—পান—বিশদমনুরক্ত-প্রহৃষ্টজনসম্পূর্ণং তদ্বেশ্ম কার্য্যম্।

নাভিতে লেপন করিবে। অথবা ঐ সকল ঔষধের চূর্ণ তৈলযুক্ত করিয়া নাভিতে আরোপিত করিবে। এইরূপে নাড়ীচ্ছেদনবিধি বর্ণিত হইল। ৯৫। নাড়ী উত্তমরূপে ছেদন করা না হইলে আয়াম, ব্যায়াম, উত্তুণ্ডিতা, পিণ্ডালিকা, (পেঁচো-পাওয়া) বিনামিকা ও বিজৃম্ভিকা নামক খেচুনী বা ধনুষ্টঙ্কার জাতীয় (চিকিসাস্থান—১৩ অঃ ২৩ প্রঃ) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৯৬। এই সকল ব্যাধির গুরু-লাঘব আছে, সেই সকল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। এই সকল রোগে অবিদাহী, বাত-পিত্ত-প্রশমন অভ্যঙ্গ উৎসাদন ও পরিষেক এবং [পুরাতন] ঘৃত দ্বারা মালিস করিতে হয়। ৯৭। ইহার পূর্ব্বেই জাতকর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া রাখিবে। অনন্তর শাস্ত্রমত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত করিয়া মধু ও নূতন ঘৃত লেহন করিতে দিবে। তাহার পর উক্ত বিধিক্রমেই প্রথমেই ঐ শিশুকে দক্ষিণ স্তন পান করিবার জন্য প্রদান করিবে এবং শিশুর মস্তকের নিকট পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবে। ৯৮। অনন্তর শিশুর রক্ষা-বিধি অনুষ্ঠান করিবে। যথা;—আদানী (ঘোষা), কর্কন্ধু (সিয়াকুল, খদির, পীলু এবং কলসা গাছের শাখাদ্বারা শিশুর গৃহ বেষ্টন করিবে; আর ঐ সূতিকাগারের সর্ব্বত্রই শ্বেতসর্ষপ, মসিনা ও খুদ ছড়াইয়া রাখিবে; আর দুই বেলাই তণ্ডুল, বলি, মঙ্গল, হোম এবং নামকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বারদেশে একটী লোহার মুষল বক্রভাবে স্থাপন করিবে। আর বচ, কুষ্ঠ, ক্ষৌমক, হিঙ্গু, শ্বেত-সর্ষপ, মসিনা, রসুন ও তণ্ডুলকণা, এই সমুদয় পুটুলীতে বাঁধিয়া সূতিকাগৃহের উত্তর দেহ-লীতে চৌকাঠের মাথায় বাঁধিয়া রাখিবে। সেইরূপে প্রসূতির ও শিশুর কণ্ঠে, স্থালীতে জলকুম্ভে, পর্য্যঙ্কে ও কপাটেও এরূপ পুটুলী বাঁধিয়া রাখিবে। আর সূতিকাগৃহে সর্ব্বদা তণ্ডুলকণা, জলের কলসী, জালানী কাঠ, অগ্নি বা তিন্দুক কাষ্ঠের জলন্ত অঙ্গার থাকা আবশ্যক। আর পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন স্ত্রীগণ ও সুহৃদ্গণ প্রসূতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দশ বার দিন জাগ্রত থাকিবে। এই সময়ে আবার সূতিকাগৃহে দান, মঙ্গল, আশীর্ব্বাদ, স্তুতি, গীত ও বাদ্য যেন একবারে বন্ধ করিয়া না দেওয়া হয়। সূতিকাগৃহের অন্ন-পানীয় পরি-

ব্রাহ্মণশ্চাথর্ব্ববেদবিৎ সততমুভয়কালং শান্তিং জুহুয়াৎ স্বস্ত্যয়নার্থং কুমারস্য তথা সূতিকায়া ইত্যেতদ্রক্ষাবিধানমুক্তম্ ॥ ৯৯

সূতিকান্তু খলু বুভুক্ষিতাং বিদিত্বা স্নেহং পায়য়েৎ প্রথমং পরময়া শক্ত্যা সর্পিস্তৈলং বসাং মজ্জানং বা সাত্ম্যীভাবমভিসমীক্ষ্য ভিষক পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরচূর্ণ-সহিতং স্নেহং পীতবত্যাশ্চ সর্পিস্তৈলাভ্যা-মভ্যজ্য বেষ্টয়েদুদরং মহতা বাসসা তথা তস্যা ন বায়ুরুদরে বিকৃতিমুৎপাদয়ত্যনবকাশত্বাৎ। জীর্ণে তু স্নেহে পিপ্পল্যাদিভিরেব সিদ্ধাং যবাগূং সুস্নিগ্ধাং দ্রবাং মাত্রশঃ পায়য়েত্তোভয়-কালঞ্চোষ্ণোদকেন পরিষেচয়েৎ প্রাক্ স্নেহ-যবাগূপানাভ্যাম্। এবং পঞ্চরাত্রং সপ্তরাত্রং বা-নুপাল্য ততঃ ক্রমেণাপ্যায়য়েৎ স্বস্থবৃত্তমেতৎ সূতিকায়াঃ ॥ ১০০

তস্যাস্তু খলু যো ব্যাধিরুৎপদ্যতে স কৃচ্ছ্রসাধ্যো ভবত্যসাধ্যো বা। গর্ভবৃদ্ধি-ক্ষয়িতশিথিল-সর্ব্বশরীরধাতুত্বাৎ প্রবাহণ-বেদনা-ক্লেদনরক্তনিঃস্রুতি-বিশেষ-শূন্যশরীর-ত্বাচ্চ তস্মাৎ তাং যথোক্তেন বিধিনোপচরেৎ ভৌতিকজীবনীয়বৃংহণীয়মধুরবাতহর-সিদ্ধৈরভ্য-ঙ্গোৎসাদন-পরিষেকাব-গাহনান্ন-পান-বিধিভি-র্বিশেষতশ্চোপচরেদ্বিশেষতো হি শূন্যশরীরাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজাতা ভবন্তি ॥ ১০১

দশম্যাং নিশ্চীতায়াং সপুত্রা স্ত্রী সর্ব্ব-গন্ধৌষধৈর্গৌরসর্ষপলোধ্রৈশ্চ স্নাতা লঘ্বহত-বস্ত্রং পরিধায় পবিত্রেষ্টলঘুবিচিত্র-ভূষণবতী সংস্পৃশ্য মঙ্গলান্যুচিতামর্চ্চয়িত্বা চ দেবতাং শিখিনঃ শুক্লবাসসো ব্যঙ্গাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি

...ক্ত হওয়া আবশ্যক। আর সূতিকাগৃহ অনুরক্ত ও হৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণে সম্পন্ন হওয়া উচিত। অথর্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ যেন প্রত্যহ উভয়কালেই ও প্রসূতির স্বস্ত্যয়নার্থ শান্তিহোম করেন। এই প্রকারে রক্ষাবিধি উক্ত হইল। ৯৯। প্রসূতি ক্ষুধিত হইলে প্রথমে তাহার সামর্থ্যানুসারে প্রকৃষ্ট মাত্রায় স্নেহপান করাইবে। সাত্ম্য বুঝিয়া ঘৃত, তৈল বসা বা মজ্জা পান করিতে দিবে। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ এই সমুদায়ের চূর্ণ ঘৃত বা অন্য স্নেহের সহিত পান করাইয়া প্রসূতির উদরে ঘৃত ও তৈল একত্র করিয়া মাখাইবে। তাহার পর একখানি বড় কাপড় দ্বারা উহার উদর চাপিয়া বাঁধিয়া দিবে। এইরূপ করিলে উদরে বায়ু লব্ধা-বসর না হওয়াতে বিকৃত হইতে পারে না। স্নেহ জীর্ণ হইলে পূর্ব্বোক্ত পিপ্প-ল্যাদি সিদ্ধ সুস্নিগ্ধ দ্রব যবাগূ মাত্রানুসারে দুই বেলা পান করাইবে। স্নেহ বা যবাগূ-পানের পূর্ব্বেই উষ্ণ জল দ্বারা প্রসূতির শরীর পরিষিক্ত করিবে। পঞ্চ বা সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিয়া ক্রমে উহাকে পোষণ-কারক দ্রব্যসমূহযোগে আপ্যায়িত করিবে। ইহাই প্রসূতির স্বস্থবৃত্ত (সুস্থাবস্থার আচ-রণ)। নিম্নে পীড়িত অবস্থায় আচরণীয় সমস্ত বর্ণিত হইতেছে। ১০০। গর্ভের বৃদ্ধিবশতঃ সমস্ত ধাতুই ক্ষীণ ও শিথিল হওয়াতে আর প্রসবসময়ে কুন্থন, বেদনা ক্লেদ, ও রক্ত-নিঃস্রাববশতঃ শরীর শূন্য হওয়াতে প্রসূতির যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, সেই ব্যাধি কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রসূতিকে সেবা করিবে। বিশেষতঃ ভৌতিক (যমানিকাদিগণ), জীবনীয়, বৃংহণীয় ও বাতহরগণ দ্বারা সিদ্ধ তৈলে অভ্যঙ্গ, উৎ-সাদন, পরিষেচন, অবগাহন এবং অন্নপান দ্বারা উপচার করিবে, যেহেতু সন্তান হওয়া অবধি প্রসূতির শরীর শূন্য হইয়া থাকে। ১০১। দশম রাত্রির পরদিন প্রসূত পুত্রের সহিত সর্ব্বগন্ধ ঔষধ, শ্বেত সর্ষপ ও লোধ এই সকলের কল্ক শরীরে মাখিয়া স্নান করিবে। পরে লঘু অথচ অখণ্ড অথচ পবিত্র বস্ত্র পরি-ধান করিয়া পবিত্র মনোরম বিচিত্র অথচ লঘু অলঙ্কারসমূহ ধারণ করিয়া মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ করিবে। তাহার পর আপনার অভীষ্ট দেবতা

বাচয়িত্বা কুমারমহতেন শুচিবাসসাচ্ছাদয়েৎ। প্রাক্‌শিরসমুদক্-শিরসং বা সংবেশ্য দেবতা পূর্ব্বং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রণমতীত্যুক্ত্বা কুমারস্য পিতা দ্বে নামনী কারয়েৎ নাক্ষত্রিকং নামাভিপ্রায়িকঞ্চ। তত্রাভিপ্রায়িকং নাম ঘোষবদাদ্যন্তস্থান্তমূষ্মান্তঞ্চ বৃদ্ধং ত্রিপুরুষান্তরমনবপ্রতিষ্ঠিতম্। নাক্ষত্রিকন্তু নক্ষত্রদেবতাসংযুক্তং কৃতং দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা॥ ১০২

কৃতে চ নামকর্ম্মণি কুমারং পরীক্ষিতুমুপক্রামেদায়ুষঃ প্রমাণজ্ঞানহেতোঃ। তত্রেমানি আয়ুষ্মতাং কুমারাণাং লক্ষণানি ভবন্তি। তদ্যথা—একৈকজা মৃদবোঽল্লাঃ স্নিগ্ধাঃ সুবদ্ধমূলাঃ কৃষ্ণাঃ কেশাঃ প্রশস্যন্তে। স্থিরা বহলা ত্বক্‌প্রকৃত্যাকৃতিসুসম্পন্নমীষৎ প্রমাণাতিরিক্তমনুরূপমাতপত্রোপমং শিরঃ প্রশস্যতে। ব্যূঢ়ং দৃঢ়ং সমং সুশ্লিষ্টশঙ্খসন্ধ্যূর্দ্ধব্যঞ্জনমুপচিতং বলিনমর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটং, বহলৌ বিপুলসমপীঠৌ সমৌ নীচৌ বৃদ্ধৌ পৃষ্ঠতোঽবনতৌ সুশ্লিষ্টকর্ণপুটকৌ মহাচ্ছিদ্রৌ কর্ণৌ, ঈষৎ প্রলম্বিন্যাবসঙ্গগতে সমে সংহতে মহত্যৌ ভ্রুবৌ, সমে সমাহিতদর্শনে ব্যক্তভাগবিভাগে বলবতি তেজসোপপন্নে স্বাঙ্গোপাঙ্গে চক্ষুষী, ঋজ্বী মহোচ্ছ্বাসাবংশসম্পন্নেষদবনতাগ্রা নাসিকা, মহদৃজু সুনিবিষ্টদন্ত-মাস্যম্ আয়ামবিস্তরোপপন্না শ্লক্ষ্ণা তন্বী প্রকৃতিযুক্তা পাটলবর্ণা জিহ্বা, শ্লক্ষ্ণং যুক্তোপচয়মুষ্মোপপন্নং রক্তং তালু, মহানদীনঃ স্নিগ্ধোঽনুনাদী গম্ভীরসমুত্থো ধীরঃ স্বরঃ, নাতিস্থূলৌ নাতিকৃশৌ বিস্তারোপপন্নাবাস্যপ্রচ্ছাদনৌ রক্তাবোষ্ঠৌ, মহত্যৌ

অর্চ্চনা করিয়া শিখাধারী শুক্লবস্ত্রধারী অবিকৃতাঙ্গ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া কুমারকে অখণ্ড শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদন করিবে। পরে উহাকে পূর্ব্ব বা উত্তর শিরে শয়ন করাইয়া "প্রথমে দেবতা ও পরে ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেছে" এই কথা বলিয়া পিতা উহার নাক্ষত্রিক ও আভিপ্রায়িক নাম (রাশিনাম ও ডাক্ নাম) করণ করাইবেন। আভিপ্রায়িক নামের আদি ও অন্তে অন্তস্থবর্গের শেষ তিন বর্গের স্পষ্টোচ্চারণ কোন বর্ণ হওয়া আবশ্যক করে। অথবা উষ্মবর্ণ অন্তে থাকিলেও চলে। আর পুত্রের নাম পিতা পিতামহ বা প্রপিতামহের নাম না হয়। আর উহা আধুনিক নাম না হইয়া পুরাতন প্রসিদ্ধ নাম হওয়া উচিত। আর নাক্ষত্রিক নাম জন্মনক্ষত্রের নামে দুই বা চারি অক্ষরে হওয়া উচিত। ১০২। নামকরণের পর কুমারের দীর্ঘজীবিতার লক্ষণ সকল পরীক্ষা করিবে। দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভব থাকিলে কুমারদিগের এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে। যথা—কেশ সকল পৃথক্ পৃথক্, মৃদু, অল্প, স্নিগ্ধ, দৃঢ়মূল ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে প্রশস্ত হয়; চর্ম্ম দৃঢ় ও স্থূল হইলে প্রশস্ত হয়; মস্তক স্বভাবতঃ আকৃতিসম্পন্ন অথচ অল্প প্রমাণাধিক, অনুরূপ ও দেখিতে আতপত্রের ন্যায় হইলে প্রশস্ত হয়। ললাট বিশাল, দৃঢ়, সম, সুশ্লিষ্ট শঙ্খসন্ধিযুক্ত, অর্দ্ধ ব্যক্ত, উপচিত, বলীযুক্ত এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইলে প্রশস্ত হয়। কর্ণদ্বয় বহল (পুরু), কর্ণদ্বয়ের পৃষ্ঠ বিপুল ও সমতল, দুই কর্ণ সমান নীচ ও বৃদ্ধ ও পশ্চাৎ দিকে অবনত, কর্ণপুটদ্বয় সুশ্লিষ্ট ও কর্ণদ্বয়ের ছিদ্র বৃহৎ হইলে প্রশস্ত হয়। ভ্রূদ্বয় ঈষৎ প্রলম্বী, পরস্পর সঙ্গত, সমান, সংহত ও বৃহৎ হইলে প্রশস্ত হয়। চক্ষুর্দ্বয় সমান, সমাহিতদর্শন, সুবিভক্ত, সবল, সতেজ এবং বর্ত্মাদি অঙ্গ ও উপাঙ্গসম্পন্ন হইলে প্রশস্ত হয়। নাসিকা ঋজু, দীর্ঘ নিশ্বাসযুক্ত দীর্ঘবংশসম্পন্ন ও ঈষৎ অবনতাগ্র হইলে প্রশস্ত হয়। আস্য বৃহৎ, সরল ও সুনিবিষ্টদন্ত হইলে প্রশস্ত হয়। জিহ্বা দৈর্ঘ্যবিস্তার সম্পন্ন, মসৃণ, তনু, প্রকৃতিযুক্ত ও পাটলবর্ণ হইলে প্রশস্ত হয়। তালু মসৃণ, পুষ্ট, উষ্ণ ও রক্তবর্ণ হইলে প্রশস্ত হয়। স্বর মহান্, অদীন, স্নিগ্ধ, প্রতিধ্বনিযুক্ত, গম্ভীর এবং ধীর হইলে প্রশস্ত হয়। ওষ্ঠদ্বয় নাতিস্থূল, নাতিকৃশ, বিস্তৃত, মুখপ্রচ্ছা-

হনূবৃত্তৌ, নাতিমহতী গ্রীবা, ব্যূঢ়মুপচিতমুরো, গূঢ়ং জত্রু পৃষ্ঠবংশশ্চ, বিকৃষ্টান্তরৌ স্তনৌ, অংসপাতিনী স্থিরে পার্শ্বে, বৃত্তপরিপূর্ণায়তৌ বাহূসক্‌থিনী অঙ্গুলয়শ্চ মহদুপচিতং পাণিপাদম্, স্থিরাঃ বৃত্তাঃ স্নিগ্ধাস্তাম্রাস্তুঙ্গাঃ কূর্ম্মাকারাঃ করজাঃ, প্রদক্ষিণাবর্ত্তা সোৎসঙ্গা চ নাভী। নাভ্যুরস্ত্রিভাগহীনা সমাসমুপচিতমাংসা কটী বৃত্তৌ স্থিরোপচিতমাংসৌ নাত্যুন্নতৌ নাত্যবনতৌ স্ফিচাবনুপূর্ব্বরত্তৌ উপচয়যুক্তাবূরূ। নাত্যুপচিতে নাত্যপচিতে এণীপদে প্রগূঢ়শিরাস্থিসন্ধী জঙ্ঘে। নাত্যুপচিতৌ নাত্যপচিতৌ গুল্‌ফৌ পূর্ব্বোপদিষ্টগুণৌ পাদৌ কূর্ম্মাকারৌ। প্রতিযুক্তানি বাতমূত্রপুরীষগুহ্যানি তথা স্বপ্নজাগরণায়াসস্মিতরুদিতস্তনগ্রহণানি যচ্চ কিঞ্চিদন্যদপি অনুক্তমস্তি তদপি সর্ব্বং প্রকৃতিসম্পন্নমিষ্টং বিপরীতং পুনরনিষ্টমিতি দীর্ঘায়ুর্লক্ষণানি॥ ১০৩

ধাত্রীপরীক্ষা।

অতো ধাত্রীপরীক্ষামুপদেক্ষ্যামঃ॥ ১০৪

অথ ব্রূয়াৎ ধাত্রীমানয়েতি সমানবর্ণাং যৌবনস্থাং নিভৃতামনাতুরামব্যঙ্গামব্যসনামবিরূপামজুগুপ্সিতাং দেশজাতীয়ামক্ষুদ্রাম্ অক্ষুদ্রকর্ম্মিণীং কুলেজাতাং বৎসলাম্ অরোগজীবদ্বৎসাং পুংবৎসাং দোগ্ধ্রীমপ্রমত্তামশায়িনীমনুচ্চারশায়িনীমনন্ত্যাবশায়িনীং কুশলোপচারাং শুচিমশুচিদ্বেষিণীং স্তন্যস্তন্যসম্পদুপেতামিতি॥ ১০৫

তত্রেয়ং স্তনসম্পৎ নাত্যূর্দ্ধৌ নাতিলম্বৌ অনতিকৃশাবনতিপীনৌ যুক্তপিপ্পলকৌ সুখপ্রপানৌ চেতি স্তনসম্পৎ॥ ১০৬

স্তন্যসম্পৎ তু প্রকৃতিবর্ণগন্ধরসস্পর্শমুদ-

হনূ ও রক্তবর্ণ হইলে প্রশস্ত হয়। হনু বৃহৎ; গ্রীবা নাতিবৃহৎ; বক্ষ বিশাল ও পুষ্ট। জত্রু (কণ্ঠার হাড়) গূঢ়; পৃষ্ঠবংশ গূঢ়; স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থান বিস্তৃত; পার্শ্বদ্বয় অংসদ্বয়ের অনুপাতী ও দৃঢ়; বাহুদ্বয়, নিতম্ব ও অঙ্গুলি গোল পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ; পাণিপাদ বৃহৎ ও পরিপুষ্ট, নখ দৃঢ়, গোলাকার, স্নিগ্ধ, তাম্রবর্ণ, উচ্চ ও কচ্ছপের পৃষ্ঠ সদৃশ; নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত ও উৎসঙ্গযুক্ত (অন্তে উন্নত ও মধ্যে নিম্ন); কটিদেশ নাভি ও বক্ষঃস্থলের অন্তর্বর্ত্তি-স্থানের চতুর্থভাগ (ত্রিভাগহীন) প্রমাণবিশিষ্ট এবং সমান ও পরিপুষ্ট; স্ফিক্ দুইটী গোলাকার, দৃঢ়, মাংসল, অনতিউচ্চ ও অনতি-অবনত; উরুদ্বয়, বৃত্তানুপুষ্ট ও পুষ্ট; জঙ্ঘা অনতিপুষ্ট ও অনতিক্ষীণ, হরিণীপদের ন্যায়, গূঢ়শিরা, গূঢ়াস্থি ও গূঢ়সন্ধি; গুল্‌ফ অনতিপুষ্ট ও অনতিকৃশ এবং পাদদ্বয় পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন ও কূর্ম্মাকৃতি হইলে প্রশস্ত হয়। ইহা ভিন্ন বায়ু, মূত্র, পুরীষ, গুহ্য এবং নিদ্রা জাগরণ, আচার, স্মিত, রুদিত ও স্তনপান স্বাভাবিক হওয়া আবশ্যক। আরও এ স্থানে যাহা কিছু অনুক্ত রহিল, তাহাও স্বাভাবিক হওয়া উচিত। ইহার বিপরীত হইলে অনিষ্ট হয়। এইরূপে দীর্ঘজীবিতার লক্ষণ সকল বলা হইল। ১০৩। অনন্তর ধাত্রীপরীক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছি। ১০৪। অনন্তর গৃহস্থকে কহিবে যে, একজন ধাত্রী আনয়ন কর। ধাত্রী সমানবর্ণা (সজাতীয়া) যৌবনাবস্থা, অনুদ্ধতা, অনাতুরা, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না, অবিরূপা, অব্যসনা, অজুগুপ্সিতা, স্বদেশজা, অক্ষুদ্রা, অক্ষুদ্রকর্ম্মিণী, সৎকুলজাতা, বৎসলা, অরোগবৎসা, জীবিতবৎসা, পুংসবৎসা, (যাহার পুত্রসন্তান আছে), দোগ্ধ্রী, (যাহার দুগ্ধ স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়), অপ্রমত্তা, অশায়িনী (অকালে শায়িনী নহে), অকুৎসিতশায়িনী, অনন্ত্যাবশায়িনী (অনন্ত্যাবশায়িনী পাতিত্যদোষরহিতা) কুশলোপচারা, শুচি, অশুচিবিদ্বেষী, উৎকৃষ্ট স্তনসম্পন্না ও উৎকৃষ্ট স্তন্যসম্পন্না হওয়া আবশ্যক। ১০৫। ধাত্রীর স্তন নাতি ঊর্দ্ধ, নাতিলম্বিত, নাতিকৃশ, নাতিস্থূল, অনুরূপবৃন্তাস্ত ও সুখপ্রপান (অনায়াসে পানযোগ্য) হইলেই উৎকৃষ্ট বলা যায়। ১০৬। যদি স্তন্যের বর্ণ,

পাত্রে চ দুহ্যমানং দুগ্ধমুদকং ব্যেতি প্রকৃতি-ভূতত্বাৎ তৎ পুষ্টিকরমারোগ্যকরঞ্চেতি স্তন্ত-সম্পৎ অতোহন্যথা ব্যাপন্নং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০৭

তস্য বিশেষাঃ শ্যাবারুণবর্ণং কষায়ানুরসং বিশদমনতিলক্ষ্যগন্ধং রূক্ষং দ্রবং ফেনিলং লঘু তৃপ্তিকরং কর্ষণং বাতবিকারাণাং কর্ত্তৃ বাতোপসৃষ্টং ক্ষীরমভিজ্ঞেয়ম্ ॥ ১০৮

কৃষ্ণনীলপীততাম্রাবভাসং তিক্তাম্লকটুকানুরসং কুণপরুধিরগন্ধি ভৃশোষ্ণং পিত্তবিকারাণাং কর্ত্তৃ পিত্তোপসৃষ্টং ক্ষীরমভিজ্ঞেয়ম্ ॥১০৯

অত্যর্থশুক্লমতিমাধুর্য্যোপপন্নং লবণানুরসং ঘৃততৈলবসামজ্জগন্ধি পিচ্ছিলং তন্তুমদুদকপাত্রেঽবসীদতি শ্লেষ্মবিকারাণাং কর্ত্তৃ শ্লেষ্মোপসৃষ্টং ক্ষীরমভিজ্ঞেয়ম্ ॥ ১১০

তেষান্তু ত্রয়াণামপি ক্ষীরদোষাণাং প্রকৃতিবিশেষমভিসমীক্ষ্য যথাস্বং যথাদোষঞ্চ বমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনানি বিভজ্য কৃতানি প্রশমনায় ভবন্তি ॥ ১১১

পানাশনবিধিস্তু দুষ্টক্ষীরায়া যবগোধূম-শালি--ষষ্টিকমুদ্গহরেণুকুলত্থ--সুরাসৌবীরক-তুষোদকমৈরেয়মেদকলশুনকরঞ্জপ্রায়ঃ স্যাৎ ॥

ক্ষীরদোষবিশেষাংশ্চাবেক্ষ্যাবেক্ষ্য তত্তদ্বিধানং কার্য্যং স্যাৎ ॥ ১১৩

পাঠামহৌষধ-সুরদারুমুস্তমূর্ব্বাগুড়ূচীবৎসক--ফলকিরাততিক্তক--কটুকরোহিণীশারিবা-কষায়াণাঞ্চ পানং প্রশস্যতে। তথান্যেষাং তিক্তকষায়কটুকমধুরাণাং দ্রব্যাণাং প্রয়োগঃ। ইতি ক্ষীরশোধনান্যুক্তানি ভবন্তি। ক্ষীর-বিকারবিশেষানভিসমীক্ষ্য মাত্রাকালঞ্চেতি ক্ষীরবিশোধনানি ॥ ১১৪

ক্ষীরজননানি তু মদ্যানি সীধুবর্জ্জ্যানি

গন্ধ, রস, স্পর্শ স্বাভাবিক হয় এবং স্বাভাবিকতাহেতু জলপাত্রে দোহন করিলে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, তবে সেই স্তন্ত উৎকৃষ্ট। ইহা পুষ্টিকর ও আরোগ্যজনক হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে তাহা অপকৃষ্ট জানিবে। ১০৭। অপকৃষ্ট স্তনদুগ্ধের এই সকল বিশেষ আছে। যথা ;—যে দুগ্ধ শ্যাব বা অরুণবর্ণ, কষায়ানুরস, অনতি লক্ষ্য-গন্ধ (যাহাতে কিঞ্চিৎ গন্ধ অনুভব করা যায়), যে দুগ্ধ অত্যন্ত রুক্ষ, তরল, ফেনিল, লঘু, অতৃপ্তিজনক, কৃশতাকারক এবং বাতজনিত বিকারের নিদান, সেই দুগ্ধ বাতোপসৃষ্ট বলিয়া জানিবে। ১০৮। দুগ্ধের বর্ণ কৃষ্ণ, নীল, পীত ও তাম্রবর্ণ হইলে ; দুগ্ধের অনুরস তিক্ত, অম্ল বা কটু হইলে ; দুগ্ধের গন্ধ শব ও রক্তের গন্ধের ন্যায় হইলে, দুগ্ধ অত্যন্ত উষ্ণ হইলে এবং পিত্তরোগসমূহের কারণ হইলে, তাহা পিত্তোপসৃষ্ট বলিয়া জানিবে। ১০৯। দুগ্ধ শ্লেষ্মোপসৃষ্ট হইলে অতিশয় শুক্ল, অতিশয় মধুর ও লবণস্বাদ হয় ; উহার গন্ধ ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জার গন্ধের ন্যায় হয় ; উহা তন্তুবিশিষ্ট হয় এবং জলে ডুবিয়া যায় আর উহা শ্লেষ্মরোগসমূহের উৎপাদক হইয়া থাকে।

১১০। এইরূপে তিন প্রকার ক্ষীরদোষের প্রকৃতিভেদ বিচার করিয়া স্তন্যদাত্রীকে যথাযোগ্য বমন, বিরেচন, আস্থাপন বা অনুবাসন প্রদান করিলে স্তন্যশোধন হইতে পারে। ১১১। ধাত্রীর দুগ্ধ নষ্ট হইলে তাহার পানীয় ও ভক্ষ্যদ্রব্যে যব, গোধূম, শালি, ষষ্টিক, মুদগ, রেণুকা, কুলত্থ, সুরা, সৌবীর, মৈরেয়, মেদক, লশুন এবং করঞ্জ, এই সমুদয় দ্রব্যের আধিক্য থাকা আবশ্যক। ১১২। দুগ্ধের ভিন্ন ভিন্ন দোষে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিধান আবশ্যক।১১৩। ধাত্রীর দুগ্ধশোধনের জন্য আকনাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুথা, মুগ্‌রো, গোলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কট্‌কী এবং অনন্তমূলের কাথ পান করিবে। আর দোষানুসারে বিবেচনা করিয়া অন্যান্য তিক্তকষায় কটু ও মধুর দ্রব্যও প্রয়োগ করিবে। এইরূপে দুগ্ধের ভিন্ন ভিন্ন বিকার, কাল ও মাত্রা লক্ষ্য করিয়া দুগ্ধের শোধনবিধি প্রদর্শিত হইল। ইতি ক্ষীরশোধন বিধি। ১১৪। এই সকল দ্রব্য স্তন্যজনক যথা,—সীধু ভিন্ন সমুদয় মদ্য ; গ্রাম্য,

গ্রাম্যানূপৌদকানি চ শাকধান্যমাংসানি দ্রব-মধুরাম্লভূয়িষ্ঠাশ্চাহারাঃ ক্ষীরিণ্যশ্চৌষধয়ঃ ক্ষীর-পানক্ষানায়াসশ্চেতি। বীরণষষ্টিশালিকেক্ষু-বালিকা-দর্ভ-কুশকাশগুন্দ্রেৎকটমূল-কষায়াণাঞ্চ পানমিতি ক্ষীরজননান্যুক্তানি ॥ ১১৫

ধাত্রী তু যদা স্বাদুবহুলশুদ্ধদুগ্ধা স্যাৎ তদা স্নাতানুলিপ্তা শুক্লবস্ত্রং পরিধায়ৈন্দ্রীং ব্রাহ্মীং শতবীর্য্যাং সহস্রবীর্য্যাং মোঘামব্যথাং শিবা-মরিষ্টাং বাট্যপুষ্পীং বিষ্বক্সেনকান্তামিতি বিভ্রত্যোষধীঃ কুমারং প্রাঙ্মুখং প্রথমং দক্ষিণং স্তনং পায়য়েদিতি ধাত্রীকর্ম্ম ॥ ১১৬

কুমারাগারবিধিঃ।

অতোঽনন্তরং কুমারাগারবিধিমনুব্যাখ্যা-স্যামঃ। বাস্তুবিদ্যাকুশলঃ প্রশস্তং রম্যমত-মস্কং নিবাতং প্রবাতৈকদেশং দৃঢ়মপগতশ্বা-পদপশুদংষ্ট্রিমূষিকপতঙ্গং সুসংবিভক্তসলিলো-দূখল-মূত্রবর্চ্চঃস্থান-স্নান--ভূমি--মহানসমৃতুসুখং যথর্ত্তুশয়নাসনাস্তরণসম্পন্নং কুর্য্যাৎ। তথা সুবিহিতরক্ষাবিধানবলিমঙ্গল হোম-প্রায়শ্চিত্তং শুচিবৃদ্ধবৈদ্যানুরক্তজনসম্পূর্ণমিতি। কুমারা-গারবিধিঃ ॥ ১১৭

শয়নাস্তরণপ্রাবরণানি কুমারস্য মৃদুলঘু-শুচিসুগন্ধীনি স্যুঃ। স্বেদমলজন্তুমন্তি মূত্র-পুরীষোপসৃষ্টানি চ বর্জ্জ্যানি স্যুঃ ॥ ১১৮

অসতি সম্ভবেঽন্যেষাং তান্যেব চ সুপ্র-ক্ষালিতোপধানানি সুধূপিতানি সুশুদ্ধশুষ্কাণ্যু-পযোগং গচ্ছেয়ুঃ ॥ ১১৯

ধূপনানি পুনর্বাসসাং শয়নাস্তরণপ্রাবরণা-নাঞ্চ যবসর্ষপাতসীহিঙ্গুগুগ্গুলুবচাচোরকবয়ঃ-স্থাগোলোমীজটিলাপলঙ্কষাশোকরোহিণী সর্প-নির্ম্মোকাণি ঘৃতসম্প্রযুক্তানি স্যুঃ ॥ ১২০

আনূপ ও জলজাত শাক, ধান্য ও মাংস; দ্রব, মধুর ও অম্লবহুল আহার; উড়ুম্বরাদি ক্ষীরিগণ; দুগ্ধপান; পরিশ্রম না করা এবং বেণার মূল, ষষ্টিকধান্য, শালিধান্য, ইক্ষু বালিকা, উলু, কুশ, কাস, গুন্দ্রা ও ইৎকট (ইহাদের মূলের কাথ)। ইতি ক্ষীরজনন-বিধি। ১১৫। যখন ধাত্রীর দুগ্ধ স্বাদু, বহুল ও বিশুদ্ধ হয়, তখন সে স্নাতা ও অনুলিপ্তাঙ্গী হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ঐন্দ্রী (রাখাল-শসা), ব্রাহ্মী (বামনহাটী), শতবীর্য্যা (শ্বেত-দূর্ব্বা), সহস্রবীর্য্যা (দূর্ব্বা), মোঘা (পাটলা), অব্যথা (হরীতকী), শিবা (আমলকী), অরিষ্টা (নিম্ব বা কটকী), বাট্যপুষ্পী (বেড়েলা), বিশ্বক্সেন (প্রিয়ঙ্গু), এবং কান্তা (রেণুকা), এই সকল ঔষধ ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ করিয়া কুমারকে প্রথমে দক্ষিণ স্তন পান করাইবে। ইতি ধাত্রীচিকিৎসা। ১১৬ অনন্তর আমরা কুমারের বাসগৃহসম্বন্ধে উপ-দেশ দিতেছি। বাস্তুবিদ্যায় বিশারদ ব্যক্তি প্রশস্ত, রমণীয়, অন্ধকারহীন, নির্ব্বাত অথচ একদেশে বায়ুপ্রবাহযুক্ত দৃঢ় গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। সেই সেই গৃহে শ্বাপদ পশু, দংষ্ট্রী জন্তু, মূষিক ও পতঙ্গের সংস্রব না থাকে। সেই গৃহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জল, উদূখল, মূত্রস্থান, বিষ্ঠাস্থান, স্নানভূমি ও রন্ধনাগার নির্ম্মাণ করিবে। আর ঋতুর অনুরূপ সুখকর শয্যা, আসন ও আস্তরণ স্থাপন করিবে। ঐ গৃহের উপলক্ষে সুবিহিত রক্ষাবিধান, বলি, মঙ্গল, হোম ও প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয় এবং শুচি বৃদ্ধ, বৈদ্য ও অনুরক্তগণ সদা সন্নিহিত থাকা আবশ্যক। ইতি কুমারাগারবিধি। ১১৭ কুমারের শয্যা, আস্তরণ ও প্রাবরণ মৃদু, লঘু, শুচি ও সুগন্ধি হওয়া আবশ্যক। যেন উহাতে স্বেদ, মল, কীট, মূত্র ও পুরীষাদির সংস্রব না থাকে। ১১৮। পুনঃপুনঃ নূতন বস্ত্রের আয়োজন অসম্ভব হইলে সেই স্বেদাদি-যুক্ত শয্যাদির উপাধান সকল উত্তমরূপে ধৌত করিবে এবং সেই সকল শয্যাদি উত্তম-রূপে ধূপিত ও শোধিত করিয়া শুষ্ক হইলে ব্যবহার করাইবে। ১১৯। বসন, শয্যা, আস্তরণ ও প্রাবরণসমূহের ধূপনকার্য্যে যব, সর্ষপ, মসিনা, হিঙ্গু, গুগ্গুল, বচ, চোরক, হরীতকী, গোলোমী, জটামাংসী, পলঙ্কষা

মণয়শ্চ ধারণীয়াঃ কুমারস্য খড়্গরুরুগবয়-বৃষভাণাং জীবতামেব দক্ষিণেভ্যো বিষাণেভ্যোঽগ্রাণি গৃহীতানি স্যুঃ। মন্ত্রাদ্যাশ্চৌষধয়ো জীবকর্ষভকৌ চ যান্যপ্যন্যানি ব্রাহ্মণাঃ প্রশংসেয়ুঃ॥ ১২১

ক্রীড়নকানি খল্বস্য তু বিচিত্রাণি ঘোষবন্ত্যভিরামাণি অগুরূণ্যতীক্ষ্ণাগ্রাণি অনাস্যপ্রবেশীনি অপ্রাণহরাণি অবিত্রাসনানি স্যুঃ॥

ন হ্যস্য বিত্রাসনং সাধু তস্মাৎ তস্মিন রুদত্যভুঞ্জানে বান্যত্র বিধেয়তামগচ্ছতি রাক্ষসপিশাচপূতনাদ্যানাং নামান্যাহ্বয়তা কুমারস্য বিত্রাসনার্থং নাম গ্রহণং ন কার্য্যং স্যাৎ॥ ১২৩

যদি ত্বাতুর্য্যং কিঞ্চিৎ কুমারমাগচ্ছেৎ তৎ প্রকৃতিনিমিত্তপূর্ব্বরূপলিঙ্গোপশয়-বিশেষৈস্তত্ত্বতোঽনুবুধ্য সর্ব্ববিশেষানাতুরৌষধদেশকালাশ্রয়ানবেক্ষমাণশ্চিকিৎসিতুমারভেতৈনং মধুরমৃদুলঘুসুরভিশীতসঙ্করং কর্ম্ম প্রবর্ত্তয়ন্নেবং সাত্ম্যা হি কুমারা ভবন্তি তথা তে শর্ম্ম লভন্তে অচিরায় রোগে ত্বরোগরস্তমাতিষ্ঠেৎ দেশক লাত্মগুণবিপর্য্যয়েণ বর্ত্তমানঃ॥ ১২৪

ক্রমেণাসাত্ম্যানি পরিবর্জ্যোপযুঞ্জানঃ সর্ব্বাণ্যহিতানি বর্জ্জয়েৎ তথা বলবর্ণশরীরায়ুষাং সম্পদমবাপ্নোতীতি॥ ১২৫

এবমেনং কুমারমা যৌবনপ্রাপ্তেধর্ম্মার্থকুশলাগমনাচ্চানুপালয়েদিতি পুত্রাশিষাং সমৃদ্ধিকরং কর্ম্ম ব্যাখ্যাতম্। তদাচরন যথোক্তৈর্বিধিভিঃ পূজাং যথেষ্টং লভতেঽনসূয়ক ইতি॥ ১২৬

তত্র শ্লোকৌ।

পুত্রাশিষাং কর্ম্ম সমৃদ্ধিকারকং
যদুক্তমেতন্মহদর্থসংহিতম্।

(গুগ্‌গুলভেদ), অশোক, কটকী ও সর্পনির্ম্মোক ঘৃতের সহিত যুক্ত করিয়া ব্যবহার করা যায়। ১২০। কুমারকে মণি সকল ধারণ করাইবে এবং জীবিত গণ্ডার বা রুরু বা গবয় বা বৃষের দক্ষিণ শৃঙ্গের অগ্রভাগ ধারণ করাইবে। আরও মন্ত্রাদি ও ঔষধ; জীবক ও ঋষভক, এবং তদ্ভিন্ন অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণগণ অন্য যাহা কিছু ধারণ করিতে বলেন, তাহাও ধারণ করাইবে। ১২১। কুমারের খেলনা সকল বিচিত্র, শব্দকারী, রমণীয়, লঘু অতীক্ষ্ণাগ্র এবং মুখের মধ্যে প্রবেশ বা প্রাণহনন বা ত্রাস উৎপাদন না করিতে পারে, এরূপ হওয়া উচিত। ১২২। আর ইহাকে ত্রাসিত করা ভাল নয়। অতএব সে রোদন করিতে থাকিলে বা না খাইতে চাহিলে বা কর্ত্তব্য পালন না করিতে চাহিলে, তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য রাক্ষস পিশাচ বা পুতনাদির নাম করিয়া ভয় দেখান উচিত নহে। ১২৩। কুমারের পীড়া হইলে রোগের প্রকৃতি, নিমিত্ত, পূর্ব্বরূপ, লিঙ্গ ও উপশয়ভেদে আতুর, ঔষধ, দেশ, কাল ও আশ্রয় বিবেচনা করিয়া মধুর, মৃদু, লঘু, সুরভি ও শীত মিশ্রিত চিকিৎসা আরম্ভ করিবে। কারণ মধুরাদি রস কুমারদিগের সাত্ম্য হইয়া থাকে। আর তাহারা তদ্দ্বারাই অচিরাৎ সুখ লাভ করে। কুমারের রোগ হইলে দেশ, কাল ও আত্মগুণের বিপর্য্যয়ে তত্তদ্রোগনাশক চিকিৎসা করিবে। [যথা—উষ্ণদেশে বা উষ্ণকালে তদ্বিপরীত শীতল দ্রব্য সেবন করাইবে। যদি কুমার বায়ুপ্রধান-ধাতু বিশিষ্ট হয়, তবে তাহাকে বারম্বার আহারাদি করাইবে] ১২৪। অসাত্ম্য ও অহিতকর দ্রব্য সকল ক্রমশঃ পরিত্যাগ করাইবে। তাহাতে বল বর্ণ শরীর ও আয়ুর আধিক্য হইবে। ১২৫। কুমারের যৌবন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্মার্থকুশলের জন্য এই সকল বিধিই আবশ্যক। অতএব কুমারের শুভকর্ম্মে যে সকল কর্ম্ম বিধেয়, তাহা বর্ণনা করা হইল। দ্বিধা না করিয়া ঐ সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে চিকিৎসকের পূজা লাভ হয়। ১২৬। উপসংহার ;—পুত্রের শুভকর্ম্মে এ স্থলে যে মহার্থ উপদেশ পরম্পরা

তদাচরন্ জ্ঞো বিধিভির্যথাতথং
পূজাং যথেষ্টং লভতেহনসূয়কঃ ॥
শরীরং চিন্ত্যতে সর্ব্বং দৈবমানুষসম্পদা।
সর্ব্বভাবৈর্যতস্তস্মাচ্ছারীরং স্থানমুচ্যতে ॥ ১২৭

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে জাতীসূত্রীয়ং নামাষ্টমো-হধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

শারীরস্থানং সমাপ্তম্।

প্রদান করা হইল, দ্বিধা না করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিলে চিকিৎসক অভিলাষানুরূপ পূজা প্রাপ্ত হইবেন। শরীরসম্বন্ধে যতদূর দৈব ও মানসিক উৎকর্ষ হওয়া সম্ভব, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে লক্ষ্য রাখিয়া এই স্থান রচনা করা হইল, এই জন্ত ইহার নাম শারীর-স্থান হইয়াছে। ১২৭

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

শারীরস্থান সম্পূর্ণ।

ইন্দ্রিয়স্থানম্।

প্রথমোহধ্যায়ঃ।

বর্ণস্বরীয়ম্।

অথাতো বর্ণস্বরীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ইতিহ স্মাহ ভগবানত্রেয়ঃ ১

ইহ খলু বর্ণশ্চ স্বরশ্চ গন্ধশ্চ রসশ্চ স্পর্শশ্চ চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ ঘ্রাণঞ্চ রসনঞ্চ স্পর্শনঞ্চ সত্ত্বঞ্চ ভক্তিশ্চ শৌচঞ্চ শীলঞ্চাচারশ্চ স্মৃতিশ্চাকৃতিশ্চ বলঞ্চ গ্লানিশ্চ তন্দ্রা চারম্ভশ্চ গৌরবঞ্চ লাঘবঞ্চ আহারশ্চ বিহারশ্চাহারপরিণামশ্চোপায়শ্চাপায়শ্চ ব্যাধিশ্চ ব্যাধিপূর্ব্বরূপঞ্চ বেদনাশ্চোপদ্রবাশ্চ চ্ছায়া চ প্রতিচ্ছায়া চ স্বপ্নদর্শনঞ্চ দূতাধি-কারশ্চ পথি চৌৎপাতিকঞ্চাতুরকুলে ভাবা-

---

প্রথম অধ্যায়।

[ইন্দ্রিয়স্থানের ব্যাখ্যা করিতে হইলে শরীরতত্ত্ব বা ফিজিওলজী বিদ্যার সাহায্য আবশ্যক করে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক অরিষ্ট-লক্ষণসমূহের কার্য্য-কারণ জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক্তারি রোগতত্ত্বের সাহায্য লইতে পারেন]। অনন্তর আমরা বর্ণস্বরীয় ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। কোন্ রোগী কতদিন বাঁচিবে, যে চিকিৎসক তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তোপদেশ; এই তিনটী প্রমাণ দ্বারা রোগীর বর্ণ, স্বর, গন্ধ, রস, স্পর্শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, সত্ত্ব, ইচ্ছা, অভ্যাস, শৌচ, শীল, আচার, স্মৃতি, আকৃতি, বল, গ্লানি, তন্দ্রা, কর্ম্ম, শরীরের গৌরব ও লাঘব, আহার-বিহার, আহারের পরিণাম, ব্যাধিপ্রতীকারের উপায়, অপায় (ব্যাধি-নিবৃত্তি), ব্যাধি, ব্যাধির পূর্ব্বরূপ, বেদনা, উপদ্রব, ছায়া, (কান্তি), প্রতিচ্ছায়া (শরীরের ছায়া) স্বপ্নদর্শন, দূতাধিকার, যাত্রা-কালে পথমধ্যে বৈদ্যের উৎপাতদর্শন,

ভাবস্থান্তরাণি চ ভেষজসংবৃত্তিশ্চ ভেষজবিকারযুক্তিশ্চেতি পরীক্ষাণি প্রত্যক্ষানুমানোপদেশৈরায়ুষঃ প্রমাণবিশেষং জিজ্ঞাসমানেন ভিষজা॥ ২

তত্র তু খল্বেষাং পরীক্ষ্যাণাং কানিচিৎ পুরুষমনাশ্রিতানি কানিচিচ্চ পুরুষসংশ্রয়াণি তত্র যানি পুরুষমনাশ্রিতানি তান্যুপদেশতো যুক্তিতশ্চ পরীক্ষেত। পুরুষসংশ্রয়াণি পুনঃ প্রকৃতিতশ্চ বিকৃতিতশ্চ॥ ৩

তত্র প্রকৃতির্জাতিপ্রসক্তা কুলপ্রসক্তা চ দেশানুপাতিনী চ কালানুপাতিনী চ বয়োঽনুপাতিনী চ প্রত্যাত্মনিয়তা চেতি। এতাবজ্জাতিকুলদেশকালবয়ঃপ্রত্যাত্মনিয়তা হি তেষাং তেষাং পুরুষাণাং তে তে ভাববিশেষা ভবন্তি॥ ৪

বিকৃতিঃ পুনর্লক্ষণনিমিত্তা চ লক্ষ্যনিমিত্তা চ নিমিত্তানুরূপা চ। তত্র লক্ষণনিমিত্তা নাম সা যস্যাঃ শরীরে লক্ষণান্যেব হেতুভূতানি ভবন্তি। লক্ষণানি হি কানিচিৎ শরীরোপনিবদ্ধানি ভবন্তি। যানি হি তস্মিংস্তস্মিংস্তত্রাধিষ্ঠানমাসাদ্য তাং তাং বিকৃতিমুৎপাদয়ন্তি॥ ৫

লক্ষ্যনিমিত্তা তু সা যস্যা উপলভ্যতে নিমিত্তং যথোক্তং নিদানেষু॥ ৬

নিমিত্তানুরূপা তু নিমিত্তার্থানুকারিণী যতামনিমিত্তাং নিমিত্তমায়ুষঃ প্রমাণজ্ঞানস্যেচ্ছান্ত ভিষজো ভূয়শ্চায়ুষঃ ক্ষয়নিমিত্তাং প্রেতলিঙ্গানুরূপাং যামায়ুষোঽন্তর্গতস্য জ্ঞানার্থমুপদিশন্তি ধীরাঃ॥ ৭

যামধিকৃত্য পুরুষসংশ্রয়াণি মুমূর্ষতাং লক্ষণানি উপদেক্ষ্যামঃ। ইত্যুদ্দেশঃ। তদ্বিস্তরেণানুব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ৮

রোগীর গৃহের অবস্থা, ভেষজসংবৃত্তি (ঔষধের ক্রমসাকল্য) ও রোগবিশেষে ঔষধের যোগ্যতা; এই সকল পরীক্ষা করিতে হইবে। ২। সেই সকল পরীক্ষা বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি পুরুষে আশ্রিত নাই এবং কতকগুলি পুরুষে আশ্রিত। তন্মধ্যে যে গুলি পুরুষে আশ্রিত নাই (যেমন দূতাধিকার, যেমন পথে গমন কালে উৎপাত দর্শন ন আপ্তোপদেশ ও যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। আর পুরুষের আশ্রিত বিষয়গুলি প্রকৃতি ও বিকৃতি অনুসারে পরীক্ষা করিতে হয় [পুরুষাশ্রিত বিষয় যথা,—বর্ণ, স্বর, গন্ধ, ইত্যাদি]। ৩। প্রকৃতি জাতিগত, কুলগত, বয়সের অনুরূপ, কালানুরূপ ও প্রত্যাত্মনিয়ত। এইরূপে মানুষের প্রকৃতি স্বকীয় জাতি, কুল, বয়স, কাল (কলি প্রভৃতি কাল বা গ্রীষ্মাদি কাল) ও আত্মার অনুরূপ হওয়াতে ব্যক্তিভেদে প্রকৃতিভেদ হইয়া থাকে। ৪। বিকৃতি দুই প্রকার; এক প্রকার লক্ষণনিয়ত ও দ্বিতীয় প্রকার নিমিত্তানুরূপ। তন্মধ্যে শরীরে সৌভাগ্যাদির হেতুভূত যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, তাহাদের বিকৃতি হইলে সেই বিকৃতিকে লক্ষণনিয়ত বলা যায়। কারণ দেখা যায় যে, শরীরের কোন কোন লক্ষণ শরীরে সময়ে সময়ে উদিত হয় এবং উদিত হইয়া কোন কোন বিকার উৎপাদন করে। ৫। যে বিকৃতির নিদান রোগ নিদানকালে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার নাম লক্ষণনিমিত্তবিকৃতি। [যেমন বাতাদির প্রকোপ বিকৃতি ও রুক্ষাদিসেবন সেই বিকৃতির নিদান। এই বিকৃতিকে লক্ষণনিমিত্তবিকৃতি বলা যায়]। ৬। নিমিত্তের সহিত তুল্যক্রিয়া হইলে সেই বিকৃতিকে নিমিত্তানুরূপ বলা যায়। এই বিকৃতি অনিমিত্তা হইলে বৈদ্যেরা তাহাকে আয়ুর প্রমাণের পরীক্ষার নিমিত্ত মনে করেন। আর এই বিকৃতিকেই আয়ুর ক্ষয়নিমিত্ত ও সাক্ষাৎ প্রেতচিহ্ন সদৃশ মনে করা হয়। বৈদ্যেরা ইহাকেই অন্তর্গত আয়ুর জ্ঞানার্থ উপদেশ করিয়া থাকেন। ৭। এই বিকৃতির অনুসারেই পুরুষাশ্রিত মৃত্যুলক্ষণ সকল উপদেশ দিব। প্রকৃতি ও বিকৃতি সংক্ষেপে বলা হইল। সম্প্রতি

তত্রাদিত এব বর্ণাধিকারস্তদ্‌যথা—কৃষ্ণঃ কৃষ্ণশ্যামঃ শ্যামাবদাতোঽবদাতশ্চ ইতি প্রকৃতিবর্ণাঃ শরীরস্য ॥ ৯

যাংশ্চাপরানুপেক্ষমাণো বিদ্যাদনুক্তোঽন্যথা বাপি নির্দ্দিশ্যমানাংস্তজ্‌জ্ঞৈঃ ॥ ১০

নীলশ্যামতাম্রহরিতশুক্লাশ্চ বর্ণাঃ শরীরস্য বৈকারিকা ভবন্তি। যাংশ্চাপরানুপেক্ষমাণো বিদ্যাৎ প্রাগবিকৃতানভূতোৎপন্নানিতি প্রকৃতিবিকৃতিবর্ণা ভবন্ত্যক্তাঃ শরীরস্য ॥ ১১

তত্র প্রকৃতিবর্ণোঽর্দ্ধশরীরে বিকৃতবর্ণোঽর্দ্ধশরীরে দ্বাবপি বর্ণৌ মর্য্যাদাবিভক্তৌ দৃষ্ট্বা যদ্যেবং সব্যদক্ষিণবিভাগেন যদ্যেবং পূর্ব্বপশ্চিমবিভাগেন যদ্যুত্তরাধর-বিভাগেন যদ্যন্তর্ব্বহির্বিভাগেণাতুরস্যারিষ্টমিতি বিদ্যাৎ ॥ ১২

এবমেব বর্ণভেদো মুখেঽপ্যন্যতো বর্ত্তমানো মরণায় ভবতি ॥ ১৩

বর্ণভেদেন গ্লানিহর্ষরৌক্ষস্নেহা ব্যাখ্যাতাঃ ॥১৪

তথা পিপ্লবব্যঙ্গতিলকালকপিড়কানামন্যতমস্যাননে জন্মাতুরস্যৈবমেবাপ্রশস্তং বিদ্যাৎ ॥

নখনয়নবদনমূত্রপুরীষ-হস্তপাদৌষ্ঠাদিষ্বপি চ বৈকারিকোক্তানাং বর্ণানামন্যতমস্য প্রাদুর্ভাবো হীনবলবর্ণেন্দ্রিয়েষু লক্ষণমায়ুষঃ ক্ষয়স্য ভবতি। যচ্চান্যদপি কিঞ্চিদ্বর্ণ-বৈকৃতমভূতপূর্ব্বং সহসোৎপদ্যেতানিমিত্তমেব হীয়মানস্যাতুরস্য তচ্চারিষ্টমিতি বর্ণাধিকারঃ ॥ ১৬

স্বরাধিকারঃ।

স্বরাধিকারস্তু হংসক্রৌঞ্চনেমেদুন্দুভিকলবিঙ্ককাককপোতঝর্ঝরানুকরাঃ প্রকৃতিস্বরাঃ। যাংশ্চাপরানুপেক্ষমাণোঽপি বিদ্যাদনুক্তোঽন্যথা বাপি নির্দ্দিশ্যমানাংস্তজ্জ্ঞৈঃ ॥ ১৭

বিস্তারক্রমে বলিতেছি। ৮। সর্ব্বাগ্রে বর্ণের প্রকৃতি ও বিকৃতি বর্ণনা করিতেছি। যথা:—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশ্যাম, শ্যামগৌর ও গৌর; এই কয়েকটী শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ। ৯। তদ্ভিন্ন শরীরের আরও যে সকল বর্ণ আছে, সে সকল প্রায়ই ঐ সকল বর্ণেরই সদৃশ; তবে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ ইতর-বিশেষ হইলে, তাহা বর্ণজ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে। ১০। নীল, শ্যাম, তাম্র, হরিত ও শুক্ল; এই সকল শরীরের বৈকারিক বর্ণ। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ববর্ণ অপেক্ষা বিকৃত বা অভূতপূর্ব্ব কোন বৈকারিক বর্ণ ঘটিলে তাহা বর্ণজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসিলেই জানা যাইবে। এইরূপ বর্ণের প্রকৃতি ও বিকৃতি উক্ত হইল। ১১। তন্মধ্যে যদি শরীরের বাম ও দক্ষিণ বা পূর্ব্ব ও পশ্চিম, বা উত্তর ও অধর বা অন্তর ও বাহির; এই দুই ভাগের কোন অঙ্গে স্বাভাবিক ও কোন অঙ্গে বৈকারিক বর্ণ দেখা যায়, তবে সেই রোগীর অরিষ্ট বা মৃত্যুচিহ্ন বলিয়া মনে করিতে হইবে। ১২। যদি রোগীর মুখ বা শরীরের অন্য কোন স্থানের এক দিকে স্বাভাবিক ও অন্যদিকে বৈকারিক বর্ণ লক্ষিত হয়, তবে তাহাও মৃত্যুলক্ষণ। ১৩। শরীরের একদিকে গ্লানি, অপর দিকে হৃষ্টতা, একদিকে রুক্ষতা, অপর দিকে স্নিগ্ধতা দেখিলেও মৃত্যুলক্ষণ বুঝিতে হইবে। এইরূপে গ্লানি রৌক্ষ্য ও স্নেহ বিবৃত হইল। ১৪। রোগীর মুখে হঠাৎ পিপ্লু, ব্যঙ্গ (ছুলি), তিলকা (তিল), অলকা ও পিড়কা উৎপন্ন হইলেও মৃত্যুলক্ষণ জানিবে। ১৫। যদি নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ ও হস্ত-পদাদিতে কোন প্রকার বৈকারিক বর্ণ বা হীনবলতা, হীনবর্ণতা ও হীনেন্দ্রিয়তা হয়, তবে তাহা আতুরের ক্ষয়লক্ষণ। এইরূপ অন্য কোন অভূতপূর্ব্ব বর্ণবিকার হীয়মান রোগীর শরীরে অকস্মাৎ বা অকারণে উৎপন্ন হইলে তাহাও অরিষ্টলক্ষণ জানিবে। ইতি বর্ণাধিকার। ১৬। অথ স্বরাধিকার। হংস, ক্রৌঞ্চ (বক), রথচক্র, দুন্দুভি, কলবিঙ্ক, (চড়ুই), কাক, কপোত এবং ঝর্ঝর নামক বাদ্যভাণ্ডবিশেষের শব্দের ন্যায় স্বর হইলে তাহাকে স্বাভাবিক স্বর বলা যায়। তদ্ভিন্ন আরও যে যে স্বাভাবিক স্বর এস্থলে অনুক্ত হইল, তাহারাও প্রায়ই এই সকল স্বরেরই তুল্য; তবে কোন কোন স্থলে

এড়ক-গ্রস্তাব্যক্ত-গদ্গদক্ষামদীনানুকীর্ণস্বাতুরাণাং স্বরা বৈকারিকাঃ। যাংশ্চাপরানুপেক্ষমাণোঽপি বিদ্যাৎ প্রাগবিকৃতানভূত্বোৎপন্নানিতি প্রকৃতিবিকৃতিস্বরা ব্যাখ্যাতাঃ॥ ১৮

তত্র প্রকৃতিবৈকারিকাণাং স্বরাণামাশুভিনির্ব্বৃত্তিঃ স্বরানেকত্বমেকস্য চানেকত্বমপ্রশস্তমিতি স্বরাধিকারঃ। ইতি বর্ণস্বরাধিকারৌ যথাবদুক্তৌ মুমূর্ষতাং জ্ঞানার্থমিতি॥ ১৯

তত্র শ্লোকাঃ।

যস্য বৈকারিকো বর্ণঃ শরীর উপজায়তে।
অর্দ্ধে বা যদি বা কৃৎস্নেঽনিমিত্তং নচ নাস্তি সঃ
নীলং বা যদি বা শ্যাবং তাম্রং বা যদি বারুণম্
মুখার্দ্ধমন্যথা বর্ণো মুখার্দ্ধেঽবিষ্টমুচ্যতে॥ ২১
স্নেহো মুখার্দ্ধে সুব্যক্তো রৌক্ষ্যমর্দ্ধমুখে ভৃশম্
গ্লানিরর্দ্ধে তথা হর্ষো মুখার্দ্ধে প্রেতলক্ষণম্॥ ২২
তিলকাঃ পিপ্লবো ব্যঙ্গা রাজয়শ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
আতুরস্যাশু জায়ন্তে মুখে প্রাণান্ মুমুক্ষতঃ॥ ২৩
পুষ্পাণি নখদন্তেষু পঙ্কো বা দন্তসংশ্রিতঃ।
চূর্ণকো বাপি দন্তেষু লক্ষণং মরণস্য তৎ॥ ২৪
ওষ্ঠয়োঃ পাদয়োঃ পাণ্যোরক্ষ্ণোর্মূত্রপুরীষয়োঃ।
নখেষ্বপি চ বৈবর্ণ্যমেতৎ ক্ষীণবলেঽন্তকৃৎ॥ ২৫
যস্য নীলাবুভাবোষ্ঠৌ পক্বজাম্ববসন্নিভৌ।
মুমূর্ষুরিতি তং বিদ্যান্নরো ধীরং গতায়ুষম্॥ ২৬
একো বা যদি বানেকো যস্য বৈকারিকঃ স্বরঃ
সহসোৎপদ্যতে জন্তোর্হীয়মানস্য নাস্তি সঃ॥ ২৭
যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্যাদ্বৈকৃতং স্বরবর্ণয়োঃ।
বলমাংসবিহীনস্য তৎ সর্ব্বং মরণোদয়ম্॥ ২৮
ইতি বর্ণস্বরাবুক্তৌ লক্ষণার্থং মুমূর্ষতাম্।
যস্ত সম্যগ্বিজানাতি নায়ুর্জ্ঞানে স মুহ্যতি॥২৯

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
ইন্দ্রিয়স্থানে বর্ণস্বরীয়মিন্দ্রিয়ং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ হইলে তাহা স্বরজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসিলেই জানা যাইবে।১৭। রোগীদিগের স্বর মেষের ন্যায় অব্যক্ত অথবা গদ্গদ, ক্ষাম, দীন ও অনুদীর্ণ (ক্রমে উচ্চার্যমাণ) হইলে সেই সকল স্বরকে বৈকারিক বলে। পূর্ব্বস্বর অপেক্ষা বিকৃত বা অভূতপূর্ব্ব কোন স্বর উচ্চারিত হইলেও তাহা বৈকারিক বলিয়া জানিবে। এইরূপে স্বাভাবিক ও বৈকারিক স্বর ব্যাখ্যা করা হইল।১৮। বৈকারিক স্বরসমূহের আশু উৎপত্তি, স্বর অনেক প্রকার হওয়া এবং একই স্বর পুনঃপুনঃ ভিন্ন হওয়া কুলক্ষণ। মৃত্যুলক্ষণ জানিবার জন্য বর্ণ ও স্বর এইরূপে ব্যাখ্যা করা হইল।১৯। ঐ সকল কথাই পদ্যে বলা হইতেছে। যাহার সমস্ত শরীরে বা অর্দ্ধশরীরে অকারণে বৈকারিক বর্ণ উৎপন্ন হয়, সে নাই [অর্থাৎ শীঘ্র মরিবে]।২০। মুখের অর্দ্ধভাগে নীল বা শ্যাম বা তাম্র বা অরুণ বর্ণ উৎপন্ন হইলে এবং অপর অর্দ্ধেক বর্ণ স্বাভাবিক হইলে, অরিষ্ট লক্ষণ বলে।২১। মুখের অর্দ্ধভাগে সুব্যক্ত স্নেহ (তেলাচে) ও অর্দ্ধমুখে অত্যন্ত রুক্ষতা হইলে বা অর্দ্ধমুখে মলিনতা ও অপর অর্দ্ধে প্রসন্নতা লক্ষিত হইলে মৃত্যুলক্ষণ বলিয়া জানিবে।২২। মুমূর্ষু রোগীর মুখে হঠাৎ তিলকা, পিপ্লু, ব্যঙ্গ ও পৃথগ্বিধ রাজী সকল উৎপন্ন হয়।২৩। রোগীর দন্তে ও নখে পুষ্প অথবা দন্তে ক্লেদ বা চূর্ণের উৎপত্তি হইলে অলক্ষণ জানিবে।২৪। ক্ষীণবল রোগীর ওষ্ঠদ্বয়, পাদদ্বয়, পাণিদ্বয়, অক্ষিদ্বয়, মূত্র ও পুরীষ এবং নখের বিবর্ণতা ঘটিলে মৃত্যু হইয়া থাকে।২৫। রোগীর ওষ্ঠদ্বয় পক্বজম্বু সদৃশ গাঢ় নীল হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাকে গতায়ু স্থির করিবেন।২৬। যে হীয়মান জন্তুর কণ্ঠ হইতে এক বা অনেক বৈকারিক স্বর বাহির হয়, সে নাই।২৭। বল-বর্ণ বিহীন রোগীর স্বর ও বর্ণের অন্য কোনরূপ বিকার ঘটিলেও তাহা মৃত্যুচিহ্ন বলিয়া জানিবে।২৮। এইরূপে মৃত্যুলক্ষণ বর্ণ স্বর নিরূপিত হইল। যে চিকিৎসক তাহা সম্যক্ অবগত আছেন, মৃত্যুনির্ণয় কালে তাঁহাকে মুগ্ধ হইতে হয় না।২৯

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

পুষ্পিতম্।

অথাতঃ পুষ্পিতমিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

পুষ্পং যথা পূর্ব্বরূপং ফলস্যেহ ভবিষ্যতঃ।
তথা লিঙ্গমরিষ্টাখ্যং পূর্ব্বরূপং মরিষ্যতঃ॥
অপ্যেবন্তু ভবেৎ পুষ্পং ফলেনাননুবন্ধি যৎ।
ফলঞ্চাপি ভবেৎ কিঞ্চিদ্‌যস্য পুষ্পং ন পূর্ব্বজম্‌
ন ত্বরিষ্টস্য জাতস্য নাশোঽস্তি মরণাদৃতে।
মরণঞ্চাপি তন্নাস্তি যন্নারিষ্টপুরঃসরম্‌॥ ২
মিথ্যাদৃষ্টমরিষ্টাভমনরিষ্টমজানতা।
অরিষ্টঞ্চাপ্যসম্বুদ্ধমেতৎ প্রজ্ঞাপরাধজম্‌॥
জ্ঞানসম্বোধনার্থন্তু লিঙ্গৈর্মরণপূর্ব্বজৈঃ।
পুষ্পিতান্নুপদেক্ষ্যামো নরান্‌ বহুবিধান্‌ শৃণু॥ ৩
নানাপুষ্পোপমো গন্ধো যস্য বাতি দিবানিশম্‌
পুষ্পিতস্য বনস্যেব নানাদ্রুমলতাবতঃ॥
স বৈ সংবৎসরাদ্দেহং জহাতীতি বিনিশ্চয়ঃ॥ ৪
এবমেকৈকশঃ পুষ্পৈর্যস্য গন্ধঃ সমো ভবেৎ।
ইষ্টৈর্বা যদি বানিষ্টৈঃ স চ পুষ্পিত উচ্যতে॥ ৫
সমাসেনাশুভান্‌ গন্ধানেকশ্যোনাথবা পুমান্‌।
আজিঘ্রেদ্‌ যস্য গাত্রেষু তং বিদ্যাৎ
পুষ্পিতং ভিষক্‌॥ ৬
আপ্লুতানাপ্লুতে কায়ে যস্য গন্ধাঃ শুভাশুভাঃ।
ব্যত্যাসেনানিমিত্তাঃ স্যুঃ স চ পুষ্পিত উচ্যতে
তদ্‌যথা চন্দনং কুষ্ঠং তগরাগুরুণী মধু।
মাল্যং মূত্রপুরীষে বা মৃতানি কুণপানি বা॥
যে চান্যে বিবিধাত্মানো গন্ধা বিবিধযোনয়ঃ।
তেঽপ্যনেনানুমানেন বিজ্ঞেয়া বিকৃতিং গতাঃ
ইদঞ্চাপ্যত্তিদেশার্থং লক্ষণং গন্ধসংশ্রয়ম্‌।
বক্ষ্যামো যদভিজ্ঞায় ভিষঙ্‌মরণমাদিশেৎ॥ ৭
বিযোনির্বিকৃতো যস্য গন্ধো গাত্রেষু দৃশ্যতে।
ইষ্টো বা যদি বানিষ্টো ন স জীবতি
তাং সমাম্‌॥ ৮

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা পুষ্পেন্দ্রিয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্‌ আত্রেয় কহিলেন। ১। পুষ্প যেরূপ ভাবিফলের পূর্ব্বরূপ, অরিষ্টনামক লক্ষণও সেইরূপ মরণের পূর্ব্বরূপ। তবে এরূপ পুষ্প হইতে পারে, যাহার ফল হয় না এবং এরূপ ফলও হইতে পারে যাহার পূর্ব্বে, পুষ্প হয় না। কিন্তু অরিষ্ট উৎপন্ন হইলে মরণ না হইয়া যায় না। আর এমন মরণও নাই, যাহার পূর্ব্বে অরিষ্ট না হয়। ২। কোন ব্যক্তি প্রকৃত অরিষ্ট কাহাকে বলে, তাহা না জানিয়াই অরিষ্টবৎ প্রতীয়মান অথচ অরিষ্ট নয় এরূপ লক্ষণকে বুদ্ধির দোষে অরিষ্ট বলিয়া মনে করে। সেই সকল ব্যক্তির চৈতন্য সম্পাদনার্থ মরণের পূর্ব্বভূত লক্ষণসমূহ দ্বারা পুষ্পিত নামক অরিষ্ট সকল ব্যাখ্যা করিব; শ্রবণ কর। ৩। যাহার শরীর হইতে দিবারাত্রি নানাবিধ পুষ্পের গন্ধ নির্গত হয়, অর্থাৎ পুষ্পিত নানাবিধ বৃক্ষলতাযুক্ত বনের গন্ধের ন্যায় যাহার গন্ধ নির্গত হয়, ধীরব্যক্তিরা সেই ব্যক্তিকে মরণ লক্ষণসমূহযোগে পুষ্পিত কহিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি সংবৎসরের মধ্যে দেহ ত্যাগ করে, এইরূপ নিশ্চয় আছে। ৪। যাহার শরীরের গন্ধ সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ কোন এক পুষ্পের সমান হয়, তাহাকেও পুষ্পিত বলা যায়। ৫। যে ব্যক্তির গাত্রে কোন পুরুষ এক বা অনেক দুর্গন্ধ অনুভব করেন, সংক্ষেপতঃ তাঁহাকে পুষ্পিত বলিয়া জানিবে। ৬। যাহার স্নাত বা অস্নাত শরীরে কখন শুভ ও কখন অশুভ গন্ধ সকল বিনা কারণে উৎপন্ন হয়, তাহাকেও পুষ্পিত বলে। যথা;—চন্দন, কুড়, তগর, অগুরু, মধু, মাল্য, মূত্র, পুরীষ, শব ও অন্যান্য বিবিধ কারণভূত ও বিবিধাত্মক যে সকল গন্ধ আছে, তাহারা শরীরে অনুভূত হইলে, এই অনুমান দ্বারাই বিকৃতি মনে করিতে হইবে। এই গন্ধাশ্রিত লক্ষণ বিস্তারক্রমে

এতাবদ্‌গন্ধবিজ্ঞানং রসজ্ঞানমতঃপরম্‌।
আতুরাণাং শরীরেষু বক্ষ্যামো বিধিপূর্ব্বকম্‌ ॥৯
যো রসঃ প্রকৃতিস্থানাং নরাণাং দেহসম্ভবঃ।
স এষাং চরমে কালে বিকারান্‌ ভজতে দ্বয়ম্‌
কশ্চিদেবাস্য বৈরস্যমত্যর্থমুপপদ্যতে।
স্বাদুত্বমপরশ্চাপি বিপুলং ভজতে রসঃ ॥ ১০
তমনেনানুমানেন বিদ্যাদ্‌বিকৃতিমাগতম্‌।
মনুষ্যো হি মনুষ্যস্য কথং রসমবাপ্নুয়াৎ ॥
মক্ষিকাশ্চৈব যূকাশ্চ দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ।
বিরসাদপসর্পন্তি জন্তোঃ কায়ান্মুমূর্ষতঃ ॥
অত্যর্থরসিকং কায়ং কালপক্কস্য মক্ষিকাঃ।
অপি স্নাতানুলিপ্তস্য ভৃশমায়ান্তি সর্ব্বশঃ ইতি ॥
তত্র শ্লোকঃ।
যান্যেতানি ময়োক্তানি লিঙ্গানি রসগন্ধয়োঃ।
পুষ্পিতস্য নরস্যৈতৈঃ ফলং মরণমাদিশেৎ ॥ ১২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
ইন্দ্রিয়স্থানে পুষ্পিতমিন্দ্রিয়ং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হউক আর সুগন্ধ হউক, অন্য বস্তুর গন্ধ বিনা কারণে স্থায়িরূপে (বিদুর রূপে) শরীরে অনুভূত হইলে, সে আর সংবৎসর পার হয় না। ৮। এইরূপে গন্ধবিজ্ঞান উপদিষ্ট হইল। এক্ষণে রোগীর শরীরস্থ রস যেরূপ হইলে অরিষ্ট হয়, তাহা বিধিপূর্ব্বক বর্ণনা করিব। ৯। যে রস প্রকৃতিস্থ মানবদিগের শরীরে উৎপন্ন হয়, সেই রস তাহাদের চরম কালে দুই প্রকার বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। কোন রস অত্যন্ত বৈরস্য উৎপাদন করে; আবার কোন রস অত্যন্ত স্বাদুতা প্রাপ্ত হয়। ১০। মানব-শরীরের রস যে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা অনুমান দ্বারাই জানা যায়। অথবা মানব মানবশরীরের রস কিরূপে আস্বাদন করিবে। মুমূর্ষু শরীরের রস বৈরস্য প্রাপ্ত হইলে মক্ষিকা, যুক (ইকুন) দংশ ও মশকগণ শরীরে বিচরণ করে। মানুষ কালকর্ত্তৃক পক্ক হইলে তাহার শরীর অত্যন্ত মধুর হয়, তখন যে স্নাত বা

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

পরিমর্ষণীয়ম্‌।

অথাতঃ পরিমর্ষণীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
বর্ণে স্বরে চ গন্ধে চ রসে চোক্তং পৃথক্‌ পৃথক্‌
লিঙ্গং মুমূর্ষতাং সম্যক্‌ স্পর্শেঽপি নিবোধত ॥ ২
স্পর্শপ্রাধান্যেনাতুরস্যায়ুঃ প্রমাণবিশেষং জিজ্ঞাসুঃ প্রকৃতিস্থেন পাণিনা কেবলমস্য শরীরং স্পৃশেৎ। পরিমর্ষয়েদ্বান্যেন ॥ ৩ ॥
পরিমৃষতা তু খল্বাতুরশরীরমিমে ভাবাস্তত্র তত্রাববোদ্ধব্যাঃ। তদ্‌যথা—সততং স্পন্দনানাং শরীরোদ্দেশানাং স্তম্ভঃ। নিত্যোষ্ণাণাং শীতীভাবঃ। মৃদূনাং দারুণত্বম্‌। শ্লক্ষ্ণাণাং খরত্বম্‌। সতামসম্ভাবঃ। সন্ধীনাং

অনুলিপ্ত হইলেও মক্ষিকারা পুনঃপুনঃ আসিয়া তাহাতে পতিত হয়। ১১। উপসংহারে আমি রস ও গন্ধের যে সকল লক্ষণ বলিলাম, তদ্দ্বারা পুষ্পিত মানবের মরণফল নির্দ্দেশ করা যায়। ১২

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা পরিমর্ষণীয় ইন্দ্রিয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্‌ আত্রেয় কহিলেন। ১। বর্ণ, স্বর, গন্ধ ও রস অবলম্বন করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ মুমূর্ষু লক্ষণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে স্পর্শ সম্বন্ধেই মুমূর্ষু লক্ষণ বলা হইতেছে। অবধান কর। ২। রোগী কতদিন বাঁচিবে, তাহা প্রধানতঃ স্পর্শ দ্বারা বলিতে হইলে প্রকৃতিস্থ পাণিদ্বারা রোগীর শরীর স্পর্শ করিতে হইবে। অথবা অন্য দ্বারা স্পর্শ করাইবে। ৩। মুমূর্ষুকে স্পর্শ করিলে এই সকল ভাব জানা যাইবে। যথা; সতত স্পন্দনশীল শরীরস্থানসমূহের নিস্তব্ধতা। সতত উষ্ণ স্থানসমূহের শীতলীভাব। মৃদু-

স্রংসভ্রংশচ্যবনানি। মাংসশোণিতয়োর্বীতীভাবঃ। দারুণত্বম্ স্বেদানুবন্ধঃ স্তম্ভো বা যচ্চান্যদপি কিঞ্চিদ্‌ভৃশবিকৃতমনিমিত্তং স্যাদিতি লক্ষণং স্পৃশ্যানাং ভাবানাম ॥ ৪ ॥

তদ্যাসতোঽনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তস্য চেৎ পরিদৃশ্যমানং পৃথক্‌ত্বেন পাদজঙ্ঘোরুস্ফিগুদরপার্শ্বপৃষ্ঠেষিকাপাণিগ্রীবাতাল্বোষ্ঠ-ললাটং স্বিন্নং শীতং প্রস্তব্ধং দারুণং বীতমাংসশোণিতং বা স্যাৎ পরাসুরয়ং পুরুষো ন চিরাৎ কালং করিষ্যতীতি বিদ্যাৎ ॥ ৫

তস্য চেৎ পরিমৃশ্যমানানি পৃথক্ত্বেন গুল্‌ফজান্বক্ষণ-গুদবৃষণমেঢ্রনাভ্যংসস্তন-মণিকহনুস্পর্শুকানাসিকা-কর্ণাক্ষিভ্রূশঙ্খাদীনি স্রস্তানি ব্যস্তানি চ্যুতানি স্থানেভ্যঃ স্যুঃ পরাসুরয়ং পুরুষো ন চিরাৎ কালং করিষ্যতীতি বিদ্যাৎ ॥

তথাস্যোচ্ছ্বাসমন্যাদন্তপক্ষ্মচক্ষুঃকেশলোমোদরনখাঙ্গুলীরালক্ষয়েৎ। তস্য চেদুচ্ছ্বাসোঽতি দীর্ঘঃ অতিহ্রস্বো বা স্যাৎ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেৎ মন্যে পরিদৃশ্যমানে ন স্পন্দেয়াতাং পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেদ্দন্তাঃ প্রতিকীর্ণাঃ শ্বেতা জাতশর্করাঃ স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেৎ পক্ষ্মাণি জটাবদ্ধানি স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেচ্চক্ষুষী প্রকৃতিহীনে বিকৃতিযুক্তে অত্যুৎপিণ্ডিতে অতিপ্রবিষ্টে অতিজিহ্মে অতিবিষমে অতিপ্রস্রুতে অতিবিমুক্তবন্ধনে সততোন্মেষিতে সততনিমেষিতে নিমিষোন্মেষাতিপ্রবৃত্তে বিভ্রান্তদৃষ্টিকে বিপরীতদৃষ্টিকে হীনদৃষ্টিকে ব্যস্তদৃষ্টিকে নকুলান্ধে কপোতান্ধে অলাতবর্ণে কৃষ্ণনীল-পীতশ্যাবতাম্রহরিতহারিদ্রশুক্লবৈকারিকাণাং বর্ণানামন্যতমেনাভিসংপ্লুতে বা স্যাতাং পরাসুরিতি বিদ্যাৎ ॥ ৭

স্থান-সমূহের কঠিনত্ব। মসৃণস্থানসমূহের খরতা। অস্তিত্ববান্ ভাবসমূহের অসদ্ভাব। সন্ধিসমূহের ধ্বংস, ভ্রংশ ও চ্যুততা। মাংস ও শোণিতের গতভাব। কঠিনত্ব, ঘর্ম্মানুবন্ধ বা স্তব্ধভাব এবং স্পৃশ্যভাবদিগের অন্য যাহা কিছু অতিবিকৃতি অকারণে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে স্পৃশ্যভাবদিগের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ বলা হইল। ৪। সম্প্রতি সবিস্তরে বর্ণনা করিতেছি। যদি রোগীর অঙ্গ সকল পৃথক্‌রূপে পরিদর্শন করিয়া দেখা যায় যে পাদ, জঙ্ঘা, উরু, স্ফিক্, উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠেষিকা (পিঠের দাঁড়া), হস্তদ্বয়, গ্রীবা, তালু, ওষ্ঠ এবং ললাট ঘর্ম্মাক্ত, শীতল, স্তব্ধ, কঠিন, বিগতমাংস বা বিগতশোণিত হইয়াছে, তাহা হইলে সেই রোগী গতাসু হইয়াছে বা অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ৫। যদি পৃথক্‌রূপে পরিদর্শন করিয়া দেখা যায় যে, রোগীর গুল্‌ফ, জানু, বংক্ষণ, গুদ, বৃষণ, মেঢ্র, নাভি, অংস, স্তন, মণিবন্ধ, হনু, পর্শুকা, নাসিকা, কর্ণ, অক্ষি, ভ্রূ ও শঙ্খ প্রভৃতি শিথিল, পৃথক্‌ভূত ও স্থানচ্যুত হইয়াছে; তবে রোগী গতাসু হইয়াছে বা অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

৬। এইরূপে রোগীর উচ্ছ্বাস, মন্যা, দন্ত, পক্ষ্ম, চক্ষুঃ, কেশ, লোম, উদর, নখ ও অঙ্গুলি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবে। যদি রোগীর উচ্ছ্বাস অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব হয়, তবে গতাসু বলিয়া জানিবে। যদি তাহার মন্যাদ্বয় (গলপার্শ্বস্থ ধমনীদ্বয়) স্পন্দিত না হয়, তবে গতাসু বলিয়া জানিবে। যদি তাহার দন্ত সকল অতি মলিন, শ্বেত বা শর্করাযুক্ত হয়, তবে সে গতাসু হইয়াছে জানিবে। যদি তাহার পক্ষ্মসমূহে জটা বাঁধিয়া থাকে, তবে সে গতাসু হইয়াছে জানিবে। যদি তাহার চক্ষুদ্বয় প্রকৃতিহীন, বিকৃতিযুক্ত, অতিশয় উৎপিণ্ডিত (নির্গত), অতি নিমগ্ন, অতি কুটিল, অতি অসমান (একটী বিবৃত, অপরটী মুদিত), অতি স্রাবযুক্ত, অতি শিথিল, সতত উন্মেষিত, সতত নিমেষিত, ঘন ঘন নিমেষিত ও উন্মেষিত, ঘূর্ণিতদৃষ্টি, হীনদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, নকুলান্ধ (দিনের বেলা সমস্ত দ্রব্যই সাদা দেখে), কপোতান্ধ (দিনের বেলা সমস্ত বস্তুই কাল দেখে), অঙ্গার সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ অথবা কৃষ্ণ, নীল,

অথাস্য কেশলোমান্যযচ্ছেৎ। তস্য চেৎ কেশলোমান্যায়ম্যমানানি প্রলুচ্যেরন্ ন চেদ্বেদয়েৎ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ॥ ৮

তস্য চেদুদরে শিরাঃ প্রদৃশ্যেরন্। শ্যাবতাম্রনীলহারিদ্রশুক্লা বা স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ॥ ৯

তস্য চেন্নখা বীতমাংসশোণিতাঃ পক্বজাম্ববর্ণাঃ স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ॥ ১০

অথাস্যাঙ্গুলীরাযচ্ছেৎ তস্য চেদঙ্গুলয় আয়ম্যমানা ন চেৎ স্ফুটেয়ুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ॥ ১১

ভবতি চাত্র।

এতান্ স্পৃষ্ট্বান্ বহূন্ ভাবান্ যঃ স্পৃশন্নববুধ্যতে।

আতুরে ন স সম্মোহমায়ুর্জ্ঞানস্য গচ্ছতি॥ ১২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে ইন্দ্রিয়স্থানে পরিমর্ষণীয়মিন্দ্রিয়ং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইন্দ্রিয়ানীকম্।

অথাত ইন্দ্রিয়ানীকমিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

ইন্দ্রিয়াণি যথা জন্তোঃ পরীক্ষেত বিশেষবিৎ।
জ্ঞাতুমিচ্ছন্ ভিষগ্যানমায়ুষস্তন্নিবোধ মে॥
অনুমানাৎ পরীক্ষেত দর্শনাদীনি তত্ত্বতঃ।
অন্যা হি বিদিতং জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামতীন্দ্রিয়ম্॥
স্বস্থেভ্যো বিকৃতং যস্য জ্ঞানমিন্দ্রিয়সম্ভবম্।
আলক্ষ্যেতানিমিত্তেন লক্ষণং মরণস্য তৎ॥ ২
ইত্যুক্তং লক্ষণং সর্ব্বমিন্দ্রিয়েষ্বশুভোদয়ম্।
তদেব তু পুনর্ভূয়ো বিস্তরেণ নিবোধত॥ ৩
ঘনীভূতমিবাকাশমাকাশমিব মেদিনীম্।
বিগীতং হ্যুভয়ং হ্যেতৎ পশ্যন্ মরণমৃচ্ছতি॥ ৪
যস্য দর্শনমায়াতি মারুতোঽম্বরগোচরঃ।

পীত, শ্যাব, তাম্র, হরিত, হারিদ্র ও শুক্ল এই সকল বৈকারিক বর্ণের কোন বর্ণ দ্বারা অতিশয় যুক্ত হয়, তবে সে গতাসু হইয়াছে জানিবে। ৭। যদি রোগীর কেশ ও লোম টানিলে উঠিয়া আসে অথচ রোগী তাহা না জানিতে পারে, তবে সে গতাসু হইয়াছে জানিবে।৮। যদি রোগীর উদরে শ্যাব, তাম্র, নীল, পীত ও শুক্ল শিরা সকল দেখা যায়, তবে সে গতাসু হইয়াছে জানিবে। ৯। যদি তাহার নখ সকল মাংসশোণিত-বিবর্জ্জিত হয় এবং পক্ব জম্বুর ন্যায় আভাযুক্ত হয়, তবে সে গতাসু হইয়াছে জানিবে। ১০। যদি রোগীর অঙ্গুলি ধরিয়া টানিলে ফোটক (মটকান শব্দ) না হয়, তবে সে গতাসু হইয়াছে জানিবে। ১১। উপসংহার;—যে ব্যক্তি রোগীর এই সকল

অনন্তর আমরা ইন্দ্রিয়ানীক-ইন্দ্রিয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা আত্রেয় কহিলেন। ১। জীবের পরিমাণ জানিতে ইচ্ছা করিলে, চিকিৎসক যেরূপে ইন্দ্রিয় সকল পরীক্ষা করিবেন, তাহা বলিতেছি; শ্রবণ কর। দ্বারা যে জ্ঞান নিষ্পন্ন হয়, সে জ্ঞান - অতএব দর্শনাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিকৃত কিনা তাহা অনুমান দ্বারাই পরীক্ষা হয়। রোগী যদি অকারণ এরূপ প্রকাশ করে, যাহা সুস্থ ব্যক্তির সহিত না মিলে, তবে [illegible] জানিবে। ২। এইরূপে সংক্ষেপে [illegible] বিষয়ক অশুভ লক্ষণ বলা হইল। তাহা সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ যে রোগী আকাশকে [illegible]

অগ্নির্নায়াতি বা দীপ্তস্তস্যায়ুঃক্ষয়মাদিশেৎ। ৫
জলে সুবিমলে জালমজালাবততে তথা।
স্থিতে গচ্ছতি বা দৃষ্ট্বা জীবিতাৎ পরিমুচ্যতে
জাগ্রৎ পশ্যতি যঃ প্রেতান্ রক্ষাংসি বিবিধানি চ।
অন্যদ্বাপ্যদ্ভুতং কিঞ্চিন্ন স জীবিতুমর্হতি। ৭
যোঽগ্নিং প্রকৃতিবর্ণস্থং নীলং পশ্যতি নিষ্প্রভম্
কৃষ্ণং বা যদি বা শুক্লং নিশাং বর্সতি সপ্তমীম্
মরীচীনসতো মেঘান্ মেঘান্ বাপ্যসতোঽম্বরে।
বিদ্যুতো বা বিনা মেঘৈঃ পশ্যন্ মরণমৃচ্ছতি। ৯
মৃন্ময়ীমিব যঃ পাত্রীং কৃষ্ণাম্বরসমাবৃতাম্।
আদিত্যমীক্ষতে শুদ্ধং চন্দ্রং বা ন স জীবতি।
অপর্ব্বণি যদা পশ্যেৎ সূর্য্যাচন্দ্রমসোগ্রহম্।
অব্যাধিতো ব্যাধিতো বা তদন্তং তস্য জীবিতম্। ১১
নক্তং সূর্য্যমহশ্চন্দ্রমনগ্নৌ ধূমমুত্থিতম্।
অগ্নিং বা নিষ্প্রভং রাত্রৌ দৃষ্ট্বা মরণমৃচ্ছতি। ১২

প্রভাবতঃ প্রভাহীনান্নিষ্প্রভান্ বা প্রভাবতঃ।
নরা বিলিঙ্গান্ পশ্যন্তি ভাবান্ প্রাণান্ জিহাসবঃ। ১৩
ব্যাকৃতানি বিবর্ণানি বিসংখ্যোপগতানি চ।
বিনিমিত্তানি পশ্যন্তি রূপাণ্যায়ুঃক্ষয়ে নরাঃ। ১৪
যশ্চ পশ্যত্যদৃশ্যান্ বৈ দৃশ্যান্ যশ্চ ন পশ্যতি
তাবুভৌ পশ্যতঃ ক্ষিপ্রং যমক্ষয়মসংশয়ম্। ১৫
অশব্দস্য চ যঃ শ্রোতা শব্দান্ যশ্চ ন বুধ্যতে।
আবপ্যেতৌ যথা প্রেতৌ তথা জ্ঞেয়ৌ বিজানতা। ১৬
সংবৃত্যাঙ্গুলিভিঃ কর্ণৌ জ্বালাশব্দং য আতুরঃ
ন শৃণোতি গতাসুং তং বুদ্ধিমান্ পরিবর্জ্জয়েৎ।
বিপর্য্যয়েণ যো বিদ্যাদ্গন্ধানাং সাধ্বসাধুতাম্।
ন বা তান্ সর্ব্বশো বিদ্যাৎ তং বিদ্যাদ্বিগতায়ুষম্। ১৮

বায়ু যাহার দৃষ্টিগোচর হয় অথবা প্রদীপ্ত অগ্নি যাহার দৃষ্টিগোচর না হয়, তাহার আয়ু ক্ষীণ হইয়াছে, মনে করিতে হইবে। ৫। জাল দ্বারা আচ্ছন্ন নয়, এরূপ সুবিমল জলে রোগীর জালভ্রম হইলে কিংবা স্থির জলকে চঞ্চল বোধ হইলে, সে রোগী আর বাঁচে না। ৬। যে রোগী জাগ্রত অবস্থায় প্রেত ও বিবিধ রাক্ষস বা অন্য কিছু অদ্ভুত দর্শন করে, সে বাঁচে না। ৭। যে রোগী স্বাভাবিক বর্ণ অগ্নিকে নীল, নিষ্প্রভ, কৃষ্ণ বা শুক্লবর্ণ নিরীক্ষণ করে, সে সপ্তম রাত্রি পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। ৮। যে আকাশে আলোক না থাকিলেও আলোক, মেঘ না থাকিলেও মেঘ এবং বিনা মেঘে বিদ্যুৎ দর্শন করে, সে বাঁচে না। ৯। যে নির্ম্মল সূর্য্য বা চন্দ্রকে কৃষ্ণবস্ত্রসমাবৃত মৃন্ময়-পাত্রের ন্যায় দর্শন করে, সে বাঁচে না ১০। ১০। যে ব্যক্তি অপর্ব্বে সূর্য্য বা চন্দ্রমার গ্রহণ দেখিতে পায়, সে রোগীই হউক আর অরোগীই হউক বাঁচে না। ১১। যে রাত্রে অগ্নিকে প্রভাহীন নিরীক্ষণ করে, সে বাঁচে না। ১২। যাহারা প্রভাহীন দ্রব্য-সমূহকে প্রভাযুক্ত ও প্রভাযুক্ত দ্রব্যসমূহকে প্রভাহীন ইত্যাদিক্রমে সকল দ্রব্যকেই বিকৃতলক্ষণ দেখিয়া থাকে, তাহারা বাঁচে না। ১৩। আয়ু-ক্ষয় হইলে মানুষেরা দ্রব্যসমূহকে বিকৃতরূপ, বিবর্ণ, বিসংখ্যক (প্রকৃত সংখ্যার বিপরীত) ও বিনিমিত্ত (প্রকৃতকারণের বিপরীত) দেখিয়া থাকে। ১৪। যে রোগী অদৃশ্য সকল দেখিতে পায় এবং যে রোগী দৃশ্য সকল দেখিতে পায় না, তাহারা উভয়েই বাঁচে না। ১৫। যে রোগী অশব্দ শুনিতে পায় এবং যে রোগী শব্দ সকল শুনিতে পায় না, তাহারা উভয়েই বাঁচে না। ১৬। যে রোগী অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা কর্ণবিবর আচ্ছাদন করিলে 'জ্বালা' শব্দ শুনিতে না পায়, সে বাঁচে না। [কর্ণদ্বয় হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে যে সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যায়, তাহাকে জ্বালা-শব্দ বলে; লোকে ইহাকে রাবণের চিতার আওয়াজ বলে। ডাক্তারী মতে ইহা শরীরস্থ রক্ত-প্রবাহের আওয়াজ] ১৭। যে রোগী বিপ-

যো রসান্ ন বিজানাতি ন বা জানাতি তত্ত্বতঃ
মুখপাকাদৃতে পক্কং তমাহুঃ কুশলা নরম্ ॥ ১৯
উষ্ণান্ শীতান্ খরান্ শ্লক্ষ্ণান্ মৃদূনপি চ দারুণান্
স্পৃশ্যান্ স্পৃষ্ট্বা ততো হৃষ্টঃ মুমূর্ষুস্তেষু মন্যতে
অন্তরেণ তপস্তীব্রং যোগং বা বিধিপূর্ব্বকম্।
ইন্দ্রিয়ৈরধিকং পশ্যন্ পঞ্চত্বমধিগচ্ছতি ॥ ২১
ইন্দ্রিয়াণামৃতে দৃষ্টেরিন্দ্রিয়ার্থান্ ন পশ্যতি।
বিপর্য্যয়েণ যো বিদ্যাৎ তং বিদ্যাদ্ বিগতায়ু-
ষম্ ॥ ২২
স্বস্থাঃ প্রজ্ঞাবিপর্য্যাসৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু বৈকৃতম্।
পশ্যন্তি যে সুবহুশস্তেষাং মরণমাদিশেৎ ॥ ২৩
তত্র শ্লোকঃ।
এতদিন্দ্রিয়বিজ্ঞানং যঃ পশ্যতি যথা তথা।
মরণং জীবিতঞ্চৈব স ভিষগ্‌জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
ইন্দ্রিয়স্থানে ইন্দ্রিয়ানীকমিন্দ্রিয়ং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

গন্ধকে সদ্‌গন্ধ অনুভব করে, সে বাঁচে না। ১৮। যে রোগী মুখরোগ না থাকিলেও রস বোধ করিতে পারে না, বা প্রকৃত রস অনুভব করিতে পারে না, সে বাঁচে না। ১৯। উষ্ণ দ্রব্য সকলকে শীতল, খর-দ্রব্য সকলকে মসৃণ, মৃদুদ্রব্য সকলকে কঠিন ইত্যাদিরূপে স্পৃশ্য দ্রব্য সকলকে স্পর্শ করিয়া তদ্বিপরীত অনুভব করিলে, রোগী বাঁচে না। ২০। তীব্র তপস্যা ভিন্ন বা বিধিপূর্ব্বক যোগ ভিন্ন যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ দেখিতে পায়, সে বাঁচে না। ২১। যে ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু ভিন্ন অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থবোধ করিতে পারে না, পরন্তু চক্ষু-দ্বারা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় সকল অনুভব করে, সে বাঁচে না। [এই ব্যাখ্যা গঙ্গাধর হইতে গৃহীত]। ২২। যদি সুস্থেরাও প্রজ্ঞাবিপর্য্যয়হেতু ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে বহু প্রকারে বিকৃতদৃষ্টি হয়, তবে তাহারা বাঁচে না। [অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তিরা তত্ত্ববোধ-রহিত হইয়া অসদ্ বিষয়ে আসক্ত হইলে তাহাদের জীবন সংশয় হইয়া থাকে]। ২৩। উপসংহার ;—যে চিকিৎসক এই ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান আলোচনা করেন, তিনি জীবন ও মরণের বিষয় অবগত হইবার যোগ্য। ২৪

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বরূপীয়ম্।

অথাতঃ পূর্ব্বরূপীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
পূর্ব্বরূপাণ্যসাধ্যানাং বিকারাণাং পৃথক্ পৃথক্।
ভিন্নভিন্নানি বক্ষ্যামো ভিষজাং জ্ঞানবৃদ্ধয়ে ॥২
পূর্ব্বরূপাণি সর্ব্বাণি জ্বরোক্তান্যতিমাত্রয়া।
যং বিশন্তি বিশত্যেনং মৃত্যুর্জ্বরপুরঃসরঃ ॥
অন্যস্যাপি চ রোগস্য পূর্ব্বরূপাণি যং নরম্।
বিশন্ত্যনেন কল্পেন তস্যাপি মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৩
পূর্ব্বরূপৈকদেশাংস্তু বক্ষ্যামোঽন্যান্ সুদারুণান্
যে রোগাননুবধ্নন্তি মৃত্যুর্যৈরনুবধ্যতে ॥ ৪
বলঞ্চ হীয়তে যস্য প্রতিশ্যায়শ্চ বর্দ্ধতে।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা পূর্ব্বরূপীয়-ইন্দ্রিয়নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। সম্প্রতি আমরা চিকিৎসকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অসাধ্য ব্যাধিসমূহের ভিন্ন ভিন্ন পূর্ব্বরূপ সকল পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা করিব। ২। জ্বরের পূর্ব্বরূপ সকল রোগীকে অতিমাত্রায় আশ্রয় করিলে মৃত্যু জ্বরকে সম্মুখে করিয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে বুঝিতে হইবে। অন্যান্য রোগের পূর্ব্বরূপ সকলও এইরূপ অধিকমাত্রায় প্রকাশ পাইলে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। ৩। অন্যান্য সুদারুণ রোগের কতকগুলি পূর্ব্বরূপ বলিতেছি। মৃত্যু ঐ সকল রোগের অনুবর্ত্তী,

তস্য নারীপ্রসক্তস্য শোষোঽন্তায়োপজায়তে ॥ ৫
শ্বভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈর্বাপি যাতি যো দক্ষিণাং দিশম্।
স্বপ্নে যক্ষ্মা তমাবিশ্য ন জীবন্নবসৃজ্যতে ॥ ৬
প্রেতৈঃ সহ পিবেন্মদ্যং স্বপ্নে যঃ কৃষ্যতে শুনা।
স ঘোরং জ্বরমাসাদ্য ন জীবেন্ন চ মুচ্যতে ॥ ৭
লাক্ষাভমম্বরাভং যঃ পশ্যত্যম্বরমন্তিকাৎ।
স রক্তপিত্তমাসাদ্য তেনৈবান্তায় নীয়তে ॥ ৮
রক্তস্রগ্রক্তসর্ব্বাঙ্গো রক্তবাসা মুহুর্হসন্।
যঃ স্বপ্নে হ্রিয়তে নার্য্যা স রক্তং প্রাপ্য সীদতি
শূলাটোপান্ত্রকূজাশ্চ দৌর্ব্বল্যং চাতিমাত্রয়া।
নখাদিষু চ বৈবর্ণ্যং গুল্মেনান্তকরো গ্রহঃ ॥ ১০
লতা কণ্টকিনী যস্য দারুণা হৃদি জায়তে।
স্বপ্নে গুল্মস্তমন্তায় ক্রূরো বিশতি মানবম্ ॥ ১১
কায়েঽল্পমপি সংস্পৃষ্টং সুভৃশং যস্য দীর্য্যতে।
ক্ষতানি চ ন রোহন্তি কুষ্ঠৈর্মৃত্যুর্হিনস্তি তম্ ॥ ১২

হয়। ৪। যাহার বলক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) বৃদ্ধি হইতে থাকে, সে স্ত্রীসঙ্গম করিলে যক্ষ্মা রোগে তাহার মৃত্যু হয়। ৫। যে ব্যক্তি স্বপ্নে কুক্কুর, উষ্ট্র বা গর্দ্দভ-সমূহে আরোহণ করিয়া দক্ষিণমুখে গমন করে, যক্ষ্মা রোগে তাহার মৃত্যু হয়। ৬। যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৃতদিগের সহিত মদ্যপান করে এবং কুক্কুর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, ঘোরতর জ্বরে তাহাকে জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হয়। ৭। যে ব্যক্তি অদূরে আকাশকে লাক্ষারঞ্জিতের ন্যায় দর্শন করে, রক্তপিত্তরোগে তাহার মৃত্যু হয়। ৮। যে ব্যক্তি স্বপ্নে রক্তমাল্যধারী, রক্তসর্ব্বাঙ্গ ও রক্তবস্ত্রধারী হইয়া হাসিতে হাসিতে নারী কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, রক্তপিত্ত-রোগে তাহার মৃত্যু হয়। ৯। যে ব্যক্তির অতিমাত্র শূল, আটোপ, দৌর্ব্বল্য ও নখ প্রভৃতির বিবর্ণতা হয়, গুল্মরোগে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ১০। হৃদয়ে কণ্টকযুক্ত নিদারুণ লতা জন্মিতেছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে এইরূপ অনুভব করে, গুল্মরোগে তাহার মৃত্যু হয়। ১১। যে ব্যক্তির গাত্র অল্পমাত্র সংস্পর্শেই বিদীর্ণ হয় এবং যাহার ক্ষত হইলে শুষ্ক হয়

নগ্নস্যাজ্যাবসিক্তস্য জুহ্বতোঽগ্নিমনর্চ্চিষম্।
পদ্মান্যুরসি জায়ন্তে স্বপ্নে কুষ্ঠৈর্মরিষ্যতঃ ॥ ১৩
স্নাতানুলিপ্তগাত্রেঽপি যস্মিন্ গৃধ্নন্তি মক্ষিকাঃ।
স প্রমেহেণ সংস্পর্শং প্রাপ্য তেনৈব হন্যতে।
স্নেহং বহুবিধং স্বপ্নে চাণ্ডালৈঃ সহ যঃ পিবেৎ।
বধ্যতে স প্রমেহেণ স্পৃশ্যতেঽন্তায় মানবঃ ॥ ১৫
ধ্যানায়াসৌ তথোদ্বেগো মোহশ্চাস্থানসম্ভবঃ।
অরতির্বলহানিশ্চ মৃত্যুরুন্মাদপূর্ব্বকঃ ॥ ১৬
আহারদ্বেষিণং পশ্যন্ লুপ্তচিত্তমুদর্দ্দিতম্।
বিদ্যাদ্ধীরো মুমূর্ষুং তমুন্মাদেনাতিপাতিনা ॥ ১৭
ক্রোধনং ত্রাসবহুলং সকৃৎপ্রহসিতাননম্।
মূর্চ্ছাপিপাসাবহুলং হন্ত্যুন্মাদঃ শরীরিণম্ ॥ ১৮
নৃত্যন্ রক্ষোগণৈঃ সার্দ্ধং যঃ স্বপ্নেঽম্ভসি সীদতি।
স প্রাপ্য ভৃশমুন্মাদং যাতি লোকমতঃপরম্ ॥ ১৯
অসৎ তমঃ পশ্যতি যঃ শৃণোত্যপ্যসতঃ স্বরান্

না; কুষ্ঠরোগে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ১২। যে স্বপ্নে উলঙ্গ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত ম্রক্ষণ পূর্ব্বক শিখাহীন অগ্নিতে হোম করে এবং স্বপ্নে যাহার বক্ষে পদ্ম সকল উৎপন্ন হয়, কুষ্ঠরোগে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৩। যে ব্যক্তির গাত্র স্নাত ও অনুলিপ্ত হইলেও তাহাতে মক্ষিকা আকৃষ্ট হয়, তাহার প্রমেহরোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৪। যে ব্যক্তি স্বপ্নে চণ্ডালদিগের সহিত মিলিত হইয়া বহুবিধ স্নেহ পান করে, প্রমেহ রোগে তাহার মৃত্যু হয়। ১৫। যাহার ধ্যান, আয়াস (অকারণে পরিশ্রম বোধ), উদ্বেগ, অযোগ্য স্থানে ভ্রম, অনবস্থিত-চিত্তত্ব ও বলহানি একদা উৎপন্ন হইয়া থাকে, উন্মাদরোগে তাহার মৃত্যু হয়। ১৬। আহারদ্বেষী, হতজ্ঞান, উদর্দ্দি-রোগীর উন্মাদরোগে মৃত্যু হয়। ১৭। সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ, ত্রাসযুক্ত, হসিতমুখ, মূর্চ্ছাবহুল ও পিপাসাবহুল ব্যক্তির উন্মাদরোগে মৃত্যু হয়। ১৮। যে ব্যক্তি স্বপ্নে রাক্ষসদিগের সহিত নাচিতে নাচিতে জলে মগ্ন হয়, উন্মাদরোগে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৯। যে ব্যক্তি

বহূন্‌ বহুবিধান্‌ জাগ্রৎ সোঽপস্মারেণ বধ্যতে
মত্তং নৃত্যন্তমাবিধ্য প্রেতো হরতি যং নরম্‌।
স্বপ্নে হরতি তং মৃত্যুরপস্মারপুরঃসরঃ॥ ২১
স্তভ্যেতে প্রতিবুদ্ধস্য হনূ মন্যে তথাক্ষিণী।
যস্য তং বহিরায়ামো গৃহীত্বা হন্ত্যসংশয়ম্‌॥ ২২
শষ্কুলীরপ্যপূপান্‌ বৈ স্বপ্নে খাদতি যো নরঃ।
স চেৎ তাদৃক্‌ ছর্দ্দয়তি প্রতিবুদ্ধো ন জীবতি
এতানি পূর্ব্বরূপাণি যঃ সম্যগববুধ্যতে।
স এষামনুবন্ধঞ্চ ফলঞ্চ জ্ঞাতুমর্হতি॥ ২৪
য ইমাংশ্চাপরান্‌ স্বপ্নান্‌ দারুণানুপলক্ষয়েৎ।
ব্যাধিতানাং বিনাশায় ক্লেশায় মহতেঽপি বা
যস্যোত্তমাঙ্গে জায়ন্তে বংশগুল্মলতাদয়ঃ।
বয়াংসি চ বিলীয়ন্তে স্বপ্নে মৌণ্ড্যমিয়াচ্চ যঃ॥
গৃধ্রোলূকশ্বকাকাদ্যৈঃ স্বপ্নে যঃ পরিবার্য্যতে।

অন্ধকার না থাকিলেও অন্ধকার দেখে এবং স্বর না থাকিলেও জাগিয়া জাগিয়া বহুবিধ সঙ্গীতাদির স্বর শুনিতে পায়, অপস্মাররোগে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ২০। যে ব্যক্তি স্বপ্নে এইরূপ দেখিতে পায় যেন সে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, এমন সময়ে ভূতে তাহাকে অধঃশিরা করিয়া অপহরণ করিল, তাহার অপস্মাররোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। ২১। জাগ্রতাবস্থায় যাহার হনুদ্বয়, মন্যাদ্বয় ও নেত্রদ্বয় স্তব্ধ হয়, বহিরায়ামনামক ধনুষ্টঙ্কাররোগে তাহার মৃত্যু হয়। ২২। যে ব্যক্তি স্বপ্নে তিলপিষ্টক বা পিষ্টক ভক্ষণ করিয়াছে মনে করিয়া জাগ্রত হয় এবং জাগ্রত হইয়া তাদৃক পদার্থই বমন করে, সে বাঁচে না। ২৩। এই সকল পূর্ব্বরূপ যিনি সম্যক্‌রূপে অবগত হন, তিনিই ইহাদের অনুবন্ধ ও ফল জানিতে সমর্থ হন। ২৪। যে চিকিৎসক রোগীদিগকে বিনাশক ও মহাক্লেশকর এই সকল ও অন্যান্য নিদারুণ স্বপ্ন পরীক্ষা করিতে পারেন, তিনিই ইহাদের অনুবন্ধ সকল জানিতে সমর্থ। ২৫। স্বপ্নে যাহার মস্তকে বংশ ও গুল্ম লতাদি উৎপন্ন হয় ও কাক সকল বসে; স্বপ্নে যাহার মস্তক মুণ্ডিত হয়; যে ব্যক্তি স্বপ্নে গৃধ্র,

রক্ষঃপ্রেতপিশাচস্ত্রীচণ্ডালদ্রবিতাঙ্ককৈঃ॥
বংশবেত্রলতাপাশতৃণকণ্টকসঙ্কটে।
প্রমুহ্যতি হি যঃ স্বপ্নে লগতি প্রপতত্যপি॥
ভূমৌ পাংশূপধানায়াং বল্মীকে বাথ ভস্মনি।
শ্মশানায়তনশ্বভ্রে স্বপ্নে যঃ প্রপতত্যপি॥
কলুষেঽম্ভসি পঙ্কে চ কূপে বা তমসাবৃতে।
স্বপ্নে মজ্জতি শীঘ্রেণ স্রোতসা হ্রিয়তে চ যঃ॥
স্নেহপানং তথাভ্যঙ্গঃ স্বপ্নে বন্ধপরাজয়ৌ।
হিরণ্যলাভঃ কলহঃ প্রচ্ছর্দ্দনবিরেচনে॥
উপানদ্যুগনাশশ্চ প্রপাতঃ পাংশুচর্ম্মণোঃ।
হর্ষঃ স্বপ্নে প্রকুপিতৈঃ পিতৃভিশ্চাপি ভর্ৎসনম্‌
দন্তচন্দ্রার্কনক্ষত্রদেবতাদীপচক্ষুষাম্‌।
পতনং বা বিনাশো বা স্বপ্নে ভেদো নগস্য বা
রক্তপুষ্পং বনং ভূমিং পাপকর্ম্মালয়ং চিতাম্‌।
গুহান্ধকারসম্বাধং স্বপ্নে যঃ প্রবিশত্যপি॥
রক্তমালী হসন্নুচ্চৈর্দিগ্বাসা দক্ষিণাং দিশম্‌।

উলূক, কুক্কুর ও কাকাদি এবং রাক্ষস, প্রেত, পিশাচী, চণ্ডাল ও অসুরগণে পরিবেষ্টিত হয়; যে ব্যক্তি স্বপ্নে বংশ, বেত্র, লতাপাশ ও তৃণ কণ্টক দুর্গমে লগ্ন ও পতিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হয়; যে ব্যক্তি স্বপ্নে পাংশুচ্ছাদিত ভূমিতে বল্মীকে বা ভস্মে, শ্মশানস্থানে বা গর্ত্তে পতিত হয়; যে ব্যক্তি স্বপ্নে কলুষিত জলে, পঙ্কে বা তমসাবৃতকূপে মগ্ন হয় বা স্রোতে পতিত হইয়া শীঘ্র নীত হয়; যে ব্যক্তি স্বপ্নে স্নেহ পান ও অভ্যঙ্গ করে এবং বদ্ধ ও পরাজিত হয়; যে ব্যক্তি স্বপ্নে হিরণ্যলাভ, কলহ, বমন ও মলত্যাগ করে; যে ব্যক্তি স্বপ্নে চর্ম্মপাদুকাদ্বয়ের অপহরণ, শরীরে পাংশু ও চর্ম্মের পতন, হর্ষ ও প্রকুপিত পিতৃগণের তিরস্কার অনুভব করে; যে ব্যক্তি স্বপ্নে দন্ত (গঙ্গাধর পাঠ—তারা), চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, দেবতা, দীপ ও চক্ষুর পতন বা বিনাশ বা পর্ব্বতের বিদারণ অনুভব করে; যে ব্যক্তি স্বপ্নে রক্তপুষ্পবন, পাপকর্ম্মের আলয়ভূত ভূমি ও গুহান্ধকারের ন্যায় গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ অনুভব করে।

দারুণামটবীং স্বপ্নে কপিযুক্তঃ প্রযাতি বা ॥
কষায়িণামসৌম্যানাং নগ্নানাং দণ্ডধারিণাম্।
কৃষ্ণানাং রক্তনেত্রাণাং স্বপ্নে নেচ্ছন্তি দর্শনম্
কৃষ্ণা পাপা নিরাচারা দীর্ঘকেশনখস্তনী।
বিরাগমাল্যবসনা স্বপ্নে কালনিশা মতা ॥
ইত্যন্তে দারুণাঃ স্বপ্না রোগী যৈর্যাতি পঞ্চতাম্
অরোগঃ সংশয়ং গত্বা কশ্চিদেব বিমুচ্যতে ॥২৬
মনোবহানাং পূর্ণত্বাদ্দোষৈরতিবলৈস্ত্রিভিঃ।
স্রোতসাং দারুণান্ স্বপ্নান কালে পশ্যতি দারুণে ॥ ২৭
নাতিপ্রসুপ্তঃ পুরুষঃ সফলানফলানপি।
ইন্দ্রিয়েশেন মনসা স্বপ্নান্ পশ্যত্যনেকধা ॥ ২৮
দৃষ্টং শ্রুতানুভূতঞ্চ প্রার্থিতং কল্পিতং তথা।
ভাবিকং দোষজঞ্চৈব স্বপ্নং সপ্তবিধং বিদুঃ ॥ ২৯

তত্র পঞ্চবিধং পূর্ব্বমফলং ভিষগাদিশেৎ।
দিবাস্বপ্নমতিহ্রস্বমতিদীর্ঘঞ্চ বুদ্ধিমান ॥ ৩০
দৃষ্টঃ প্রথমরাত্রে যঃ স্বপ্নঃ সোহল্পফলো ভবেৎ
ন স্বপেদ্‌যঃ পুনর্দৃষ্ট্বা স সদ্যঃ স্যান্মহাফলঃ ॥৩১
অকল্যাণমপি স্বপ্নং দৃষ্ট্বা তত্রৈব যঃ পুনঃ।
পশ্যেৎ সৌম্যং শুভাকারং তস্য বিদ্যাচ্ছুভং ফলম্ ॥ ৩২

তত্র শ্লোকঃ।

পূর্ব্বরূপাণ্যথ স্বপ্নান্ য ইমান্ বেত্তি দারুণান্।
ন স মোহাদসাধ্যেষু কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্ ॥৩৩

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
ইন্দ্রিয়স্থানে পূর্ব্বরূপীয়মিন্দ্রিয়ং নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে রক্তমালা পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে কপিযুক্তযানে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে দারুণ অটবীতে প্রবেশ করে এবং কষায় বস্ত্রধারী অসৌম্যদর্শন, নগ্ন, দণ্ডধারী, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তনেত্র, লোকদিগকে দর্শন ও কৃষ্ণবর্ণা পাপীয়সী, নিশাচারা, দীর্ঘকেশী, দীর্ঘনখস্তনবিশিষ্টা, মলিন-মাল্যবসনা, কালনিশাচরীর সাক্ষাৎ করে এবং যে ব্যক্তি এইরূপ অন্যান্য দারুণ স্বপ্ন দর্শন করে, সে রোগী হইলে তো পঞ্চত্ব প্রাপ্তই হইয়া থাকে; আর নীরোগ হইলেও তাহার জীবনে বিলক্ষণ সংশয় আছে। ২৬। ত্রিদোষ কুপিত হইয়া মনোবহ স্রোতঃসমুদায় পূর্ণ করিলে লোক দারুণ স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে এবং সময়ে অদারুণ স্বপ্নও দেখিয়া থাকে। ২৭। অনতিনিদ্রিত পুরুষ ইন্দ্রিয়পতি মনের বশে অনেক প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে। সেই সকল স্বপ্ন কখন সফল, কখন নিষ্ফল হয়। ২৮। দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, প্রার্থিত, কল্পিত, ভাবিক ও দোষজভেদে পণ্ডিতেরা স্বপ্নকে সাত প্রকার বলেন। [দৃষ্ট অর্থাৎ দৃষ্টবস্তুর স্বপ্ন এইরূপ শ্রুত, অনুভূত ও প্রার্থিত বস্তুর স্বপ্ন দেখা যায়। ভাবিক স্বপ্ন অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ফলাফলের স্বপ্ন]। ২৯। তন্মধ্যে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক প্রথম পাঁচ প্রকার স্বপ্ন, দিবা স্বপ্ন, অতি হ্রস্ব ও অতিদীর্ঘ স্বপ্নকে নিষ্ফল বলিয়া থাকেন। ৩০। প্রথম রাত্রে যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহার ফল অল্পই হয়। যে স্বপ্ন দেখিবার পর আর নিদ্রা হয় না, তাহার সদ্য সদ্য মহাফল হয়। ৩১। যে ব্যক্তি অকল্যাণ স্বপ্ন দর্শন করিয়া সেই নিদ্রাতেই সৌম্য শুভাকার স্বপ্ন সন্দর্শন করে, তাহার শুভফল ঘটিয়া থাকে। ৩২। উপসংহার ;—যে চিকিৎসক এই সকল পূর্ব্বরূপ ও এই সকল নিদারুণ স্বপ্নতত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি মোহবশতঃ অসাধ্য চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন না। ৩৩

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

কতমানিশরীরীয়ম্।

অথাতঃ কতমানিশরীরীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
কতমানি শরীরাণি ব্যাধিমন্তি মহামুনে।
যানি বৈদ্যঃ পরিহরেদ্যেষু কর্ম্ম ন সিধ্যতি॥
ইত্যাত্রেয়োঽগ্নিবেশেন প্রশ্নং পৃষ্টঃ সুদুর্ব্বচম্।
আচচক্ষে তথা তস্মৈ ভগবংস্তন্নিবোধ মে॥ ২
যস্য বৈ ভাষমাণস্য রুজত্যূর্দ্ধমুরো ভৃশম্।
অন্নঞ্চ চ্যবতে ভুক্তং স্থিতঞ্চাপি ন জীর্য্যতি॥
বলঞ্চ হীয়তে যস্য তৃষ্ণা চাভিপ্রবর্দ্ধতে।
জায়তে হৃদি শূলঞ্চ তং ভিষক্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥৩
হিক্কা গম্ভীরজা যস্য শোণিতঞ্চাতিসার্য্যতে।
ন তস্মৈ ভেষজং দদ্যাৎ স্মরন্নাত্রেয়শাসনম্॥ ৪
আনাহশ্চাতিসারশ্চ যমেতৌ দুর্ব্বলং নরম্
ব্যাধিতং বিশতো রোগৌ দুর্লভং তস্য
জীবিতম্॥ ৫
আনাহশ্চৈব তৃষ্ণা চ যমেতৌ দুর্ব্বলং নরম্।
বিশতো বিজহত্যেনং প্রাণানতিচিরান্নরম্॥ ৬
জ্বরঃ পৌর্ব্বাহ্নিকো যস্য শুষ্কঃ কাসশ্চ দারুণঃ
বলমাংসবিহীনস্য যথা প্রেতস্তথৈব সঃ॥ ৭
যস্য মূত্রং পুরীষঞ্চ গ্রথিতং সম্প্রবর্ত্ততে।
নিরূষ্মাণো জঠরিণঃ শ্বসনো ন স জীবতি॥ ৮
শ্বয়থুর্যস্য কুক্ষিস্থো হস্তপাদং বিসর্পতি।
জ্ঞাতিসংঘং স সংক্লেশ্য তেন রোগেণহন্যতে॥৯
শ্বয়থুর্যস্য পাদস্থস্তথা স্রস্তে চ পিণ্ডিকে।
সীদতশ্চাপ্যুভে জঙ্ঘে তং ভিষক্ পরিবর্জ্জয়েৎ
শূনহস্তং শূনপাদং শূনগুহ্যোদরং নরম্।
হীনবর্ণবলাহারমৌষধৈর্নোপপাদয়েৎ॥ ১১
উরোমুক্তো বহুশ্লেষ্মা নীলঃ পীতঃ সলোহিতঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা কতমানিশরীরীয় ইন্দ্রিয়-নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। হে মহামুনে! কোন্ রোগীদিগকে বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন? কোন্ রোগীদিগের প্রতি চিকিৎসা খাটে না? অগ্নিবেশ ভগবান্ আত্রেয়কে এই দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন যে, বলিতেছি শ্রবণ কর। ২। যে রোগী কথা কহিবার সময় বক্ষের ঊর্দ্ধভাগে অতিশয় বেদনা অনুভব করে, যাহার ভুক্ত অন্ন উদরে থাকে না, অথবা থকিলেও জীর্ণ হয় না; যাহার বল দিন দিন ক্ষীণ ও তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয় এবং হৃদয়ে শূল হয়, তাহাকে বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন। ৩। যাহার গম্ভীর হিক্কা হইতেছে, শোণিত অতিশয় নির্গত হইতেছে, তাহাকে ঔষধ দিবে না। আত্রেয়ের এই উপদেশটী স্মরণ করিবে। ৪। রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার পর আনাহ ও অতিসার দেখা দিলে, তাহার জীবনের প্রত্যাশা থাকে না। ৫। রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার পর আনাহ ও তৃষ্ণা দেখা দিলে, তাহাকে আর বাঁচান যায় না। ৬। যে রোগীর পূর্ব্বাহ্নে জ্বর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দারুণ শুষ্ক কাস বর্ত্তমান থাকে, সে যদি আবার বলমাংস-বিহীন হয়, তবে সে মরিয়াছে জানিবে। ৭। যাহার মূত্র ও পুরীষ গ্রথিত হইয়া নির্গত হয়, যাহার শরীরে উষ্মা নাই, এইরূপ উদররোগীর শ্বাস হইলে আর বাঁচে না। ৮। যাহার উদরে শোথ আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ হস্ত ও পদে বিসর্পিত হয়, তাহার শোথ তাহার জ্ঞাতিদিগকে পর্য্যন্ত কষ্ট দিয়া তাহার প্রাণনাশ করে॥ [এই প্রকার শোথের অনেক প্রকার উপদ্রব হওয়াতে জ্ঞাতিদিগকে সর্ব্বদা রোগীর সেবা করিতে হয়, সুতরাং কষ্ট হয়]। ৯। যাহার পদদ্বয়ে শোথ আছে, পিণ্ডিকাদ্বয় শিথিল হইয়াছে এবং জঙ্ঘাদ্বয় অবসন্ন হইয়াছে, তাহাকে বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন। ১০। যাহার হস্ত, পাদ, পায়ু ও উদর শোথগ্রস্ত; যাহার বর্ণ বল ও আহার হীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে আর ঔষধ দিবে না। ১১। যাহার বক্ষ হইতে নীল পীত লোহিত বহু-

সততং চ্যবতে যস্য দূরাৎ তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১২
হৃষ্টরোমা সান্দ্রমূত্রঃ শূনঃ কাসজ্বরার্দ্দিতঃ।
ক্ষীণমাংসো নরো দূরাদ্ বর্জ্জ্যো বৈদ্যেন জানতা ॥ ১৩
ত্রয়ঃ প্রকুপিতা যস্য দোষাঃ কোষ্ঠেঽভিলক্ষিতাঃ
কৃশস্য বলহীনস্য নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্ ॥১৪
জ্বরাতিসারৌ শোফান্তে শ্বয়থুর্বা তয়োঃ ক্ষয়ে।
দুর্ব্বলস্য বিশেষেণ নরস্যান্তায় জায়তে ॥ ১৫
পাণ্ডুদরঃ কৃশোঽত্যর্থং তৃষ্ণয়াভিপরিপ্লুতঃ।
ভস্বরী কুপিতোচ্ছ্বাসং প্রত্যাখ্যেয়ো বিজানতা
হনুমন্যাগ্রহস্তৃষ্ণা বলহ্রাসোঽতিমাত্রয়া।
প্রাণাশ্চোরসি বর্ত্তন্তে যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১৭
তাম্যত্যায়চ্ছতে শর্ম্ম ন কিঞ্চিদপি বিন্দতি।
ক্ষীণমাংসবলাহারো মুমূর্ষুরচিরান্নরঃ ॥ ১৮
বিরুদ্ধযোনয়ো যস্য বিরুদ্ধোপক্রমা ভৃশম্।
বর্দ্ধন্তে দারুণা রোগাঃ শীঘ্রং শীঘ্রং স হন্যতে ॥
বলং বিজ্ঞানমারোগ্যং গ্রহণীমাংসশোণিতম্।
এতানি যস্য ক্ষীয়ন্তে ক্ষিপ্রং ক্ষিপ্রং স হন্যতে ॥
বিকারা যস্য বর্দ্ধন্তে প্রকৃতিঃ পরিহীয়তে।
সহসা সহসা তস্য মৃত্যুর্হরতি জীবিতম্ ॥ ২১

তত্র শ্লোকঃ।

ইত্যেতানি শরীরাণি ব্যাধিমন্তি বিবর্জ্জয়েৎ।
ন হ্যেষু ধীরাঃ পশ্যন্তি সিদ্ধিং কাঞ্চিদুপক্রমাৎ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে ইন্দ্রিয়স্থানে কতমানিশরীরীয়মিন্দ্রিয়ং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পন্নরূপীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভাগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
দৃষ্ট্যাং যস্য বিজানীয়াৎ পন্নরূপাং কুমারিকাম্।

শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। ১২। যে সান্দ্রমেহীর লোমহর্ষণ (বা গা শিড় শিড়) হয়, যাহার শোথ হইয়াছে, যে কাস ও জ্বরে কষ্ট পাইতেছে, এবং যাহার মাংস ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। ১৩। কৃশ ও বলবান্ ব্যক্তির ত্রিদোষ কুপিত হইয়া কোষ্ঠস্থ হইলে, সে আর বাঁচে না। ১৪। শোথান্তে জ্বরাতিসার হইলে কিংবা জ্বরাতিসারের পর শোথ হইলে, বিশেষতঃ দুর্ব্বল ব্যক্তির ঐরূপ হইলে, সে আর বাঁচে না। ১৫। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক পাণ্ডুরোগগ্রস্ত উদরগ্রস্ত, অত্যন্ত কৃশ, অতি তৃষ্ণাক্রান্ত, স্তব্ধলোচন (ভস্বরী) ও অতি শ্বাসযুক্ত রোগীকে প্রত্যাখ্যান করিবে। ১৬। যাহার হনুগ্রহ, মন্যাগ্রহ, তৃষ্ণা ও অতিমাত্র বলহ্রাস হইয়াছে, যাহার প্রাণ কেবল বক্ষেমাত্র আছে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ১৭। যে রোগী ম্লান ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, যাহার সংজ্ঞা নাই; যাহার মাংস, বল ও আহার ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, সে আর বাঁচে না। ১৮। পরস্পর-বিরোধী কারণ হইতে রোগ সকল উৎপন্ন হইলে অথচ চিকিৎসায় বিরোধ হইলে রোগসকল শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় ও প্রাণসংহার করে। ১৯। যাহার বল, সংজ্ঞা, আরোগ্য, গ্রহণী, মাংস ও শোণিত ক্ষীণ হইয়াছে, সে শীঘ্র শীঘ্র হত হয়। ২০। যাহার বিকৃতি ভাব সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও প্রকৃতি ক্ষীণ হয়, হঠাৎ একদিন তাহার মৃত্যু হইতে পারে। ২১। উপসংহার; উক্ত রোগীদিগকে পরিত্যাগ করিবে। কারণ ইহাদিগের চিকিৎসায় ফল নাই। ২২

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

অনন্তর আমরা পন্নরূপীয় ইন্দ্রিয়নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [পন্নশব্দের অর্থ ব্যাপন্ন, গত বা বিনষ্ট। পন্নরূপ—গতরূপ]। ১। চক্ষে দৃষ্ট পদার্থের যে ছায়া পড়ে, তাহাকে কুমারিকা কহে। রোগীর কুমারিকা যদি পন্ন-

প্রতিচ্ছায়াময়ীমক্ষোর্নৈনমিচ্ছেচ্চিকিৎসিতুম্ ॥২
জ্যোৎস্নায়ামাতপে দীপে সলিলাদর্শয়োরপি।
অঙ্গেষু বিকৃতা যস্য চ্ছায়া প্রেতস্তথৈব সঃ॥
ছিন্না ভিন্নাকুলা চ্ছায়া হীনা বাপ্যধিকাপি বা।
নষ্টা তন্বী দ্বিধা চ্ছায়া বিশিরা বিকৃতা চ যা॥
এতাশ্চান্যাশ্চ যাঃ কাশ্চিৎ প্রতিচ্ছায়া
বিগর্হিতাঃ।
সর্ব্বা মুমূর্ষতাং জ্ঞেয়া ন চেল্লক্ষ্যনিমিত্তজাঃ॥ ৪
সংস্থানেন প্রমাণেন বর্ণেন প্রভয়া তথা।
ছায়া বিবর্ত্ততে যস্য স্বপ্নেঽপি প্রেত এব সঃ॥ ৫
সংস্থানমাকৃতির্জ্ঞেয়া সুষমা বিষমা চ যা।
মধ্যমল্পং মহচ্চোক্তং প্রমাণং ত্রিবিধং নৃণাম্॥
প্রতিপ্রমাণসংস্থানা জলদর্শাতপাদিষু।
ছায়া যা সা প্রতিচ্ছায়া যা চ বর্ণপ্রভাশ্রয়া॥ ৬
খাদীনাং পঞ্চ পঞ্চানাং ছায়া বিবিধলক্ষণাঃ।
নাভসী নির্ম্মলা নীলা সস্নেহা সপ্রভেব চ॥ ৭
রূক্ষা শ্যাবারুণা যা তু বায়বী সা হতপ্রভা।
বিশুদ্ধরক্তা ত্বাগ্নেয়ী দীপ্তাভা দর্শনপ্রিয়া॥
শুদ্ধবৈদূর্য্যবিমলা সুস্নিগ্ধা চাম্ভসী মতা।
স্থিরা স্নিগ্ধা ঘনা শ্লক্ষ্ণা শ্যামা শ্বেতা চ পার্থিবী॥ ৮
বায়বী গর্হিতা ত্বাসাং চতস্রঃ স্যুঃ সুখোদয়াঃ।
বায়বী তু বিনাশায় ক্লেশায় মহতেঽপি বা॥ ৯
স্যাৎ তৈজসী প্রভা সর্ব্বা সা তু সপ্তবিধা স্মৃতা
রক্তা পীতা সিতা শ্যাবা হরিতা পাণ্ডুরাসিতা॥
তাসাং যাঃ স্যুর্বিকাসিন্যঃস্নিগ্ধাশ্চ বিপুলাশ্চ যাঃ
তাঃ শুভা রূক্ষমলিনাঃ সংক্ষিপ্তাশ্চাশুভোদয়া॥
বর্ণমাক্রমতি চ্ছায়া ভাস্তু বর্ণপ্রকাশিনী।
আসন্না লক্ষ্যতে চ্ছায়া ভাঃ প্রকৃষ্টা প্রকাশতে
নাচ্ছায়ো নাপ্রভঃ কশ্চিদ্বিশেষাচ্চিহ্নয়ন্তি তু

রূপ বা অদৃষ্ট হয় অথবা রোগী যদি পরের কুমারিকা না দেখিতে পায়, তবে তাহাকে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিবে না। ২। জ্যোৎস্নাতে, আতপে, দীপে, সলিলে বা আদর্শে আপনার ছায়া বিকৃত দেখিলে, সে লোক বাঁচে না। আপনার ছায়া (প্রতিবিম্ব) ছিন্ন, ভিন্ন, আকুল, হীন, অধিক, নষ্ট, তনু, দ্বিধাবিভক্ত, শিরোহীন বা অন্য কোন প্রকারে বিকৃত দেখিলে রোগী বাঁচে না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, ছায়া বাত্যাদি জন্য ঐরূপ হইতেছে, তাহা হইলে ভয়ের কারণ নাই। ৪। নিজের ছায়ার আকৃতি, প্রমাণ, বর্ণ বা প্রভা স্বপ্নেও বিকৃত দেখিলে রোগী বাঁচে না। ৫ সুষমা ও বিষমা ভেদে আকৃতি দুই প্রকার। মধ্য অল্প ও মহৎ ভেদে প্রমাণ তিন প্রকার। স্ব স্ব প্রমাণ ও আকৃতি অনুসারে জল, দর্পণ বা রৌদ্রাদিতে যে ছায়া পড়ে, তাহার নাম প্রতিচ্ছায়া। ছায়ার বর্ণ ও প্রভা থাকিলে তাহাকে ছায়া বা কান্তি কহে। [মানুষের কান্তি পাঁচ জাতীয় এবং আকাশাদি পঞ্চভূতের ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ প্রকার ছায়ার সদৃশ হওয়াতে তদনুসারে নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে]।

৬। আকাশাদি পঞ্চভূতের ছায়ার লক্ষণ নানাপ্রকার। আকাশজাতীয় ছায়া নির্ম্মল, নীল, স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল [৮প্র—দেখ]। ৭। বায়ুর ছায়া (বায়বী নাম্নী ছায়া) রুক্ষ, শ্যাব, অরুণ ও নিষ্প্রভ। আগ্নেয়ী ছায়া বিশুদ্ধরক্তবর্ণ, দীপ্ত ও দর্শনপ্রিয়। জলজাতীয় ছায়া শুদ্ধবৈদূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল ও অত্যন্ত স্নিগ্ধ। পৃথিবীর ছায়া দৃঢ়, স্নিগ্ধ, ঘন, মসৃণ, শ্যাম ও শ্বেতবর্ণ। [শরীরের ছায়া বা কান্তি পাঁচপ্রকার যথা নাভসী, বায়বী, আম্ভসী, আগ্নেয়ী ও পার্থিবী। ৮। এই সমুদায় ছায়ার মধ্যে বায়বী ছায়া নিন্দনীয়। ও অন্য চারিটী ছায়া সুখাবহ। বায়বী ছায়া বিনাশকর ও মহাক্লেশকর। ৯। সমস্ত প্রভাই তৈজসী বা তেজঃসম্বন্ধনী। উহা সপ্ত প্রকার কথিত আছে। যথা;—রক্ত, পীত, শ্বেত, শ্যাব, হরিত, পাণ্ডুর ও অসিত। তন্মধ্যে বিকাশিনী, স্নিগ্ধা ও বিপুলা এই তিন প্রকার ছায়া শুভকরী। আর রুক্ষ, মলিন ও সংক্ষিপ্ত ছায়া অশুভকরী। ১০। কান্তি বর্ণকে তিরস্কৃত করে আর প্রভা বর্ণকে প্রকাশ করে। কান্তি নিকটবর্ত্তী না হইলে দৃষ্টিগোচর হয়, প্রভা দূর হইতেই দেখা যায়।

নৃণাং শুভাশুভোৎপত্তিং কালে চ্ছায়াঃ প্রভাশ্রিতাঃ ॥ ১২
কামলাক্ষোর্মুখং পূর্ণং গণ্ডয়োর্মুক্তমাংসতা।
সন্ত্রাসশ্চোষ্ণগাত্রঞ্চ যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৩
উত্থাপ্যমানঃ শয়নাৎ প্রমোহং যাতি যো নরঃ।
মুহুর্মুহুর্ন সপ্তাহং স জীবতি বিকত্থনঃ॥ ১৪
সংসৃষ্টা ব্যাধয়ো যস্য প্রতিলোমানুলোমগাঃ।
ব্যাপন্না গ্রহণী প্রায়ঃ সোঽর্দ্ধমাসং ন জীবতি॥
উপক্রান্তস্য রোগেণ কর্ষিতস্যাল্পমশ্নতঃ।
বহুমূত্রপুরীষং স্যাদ্‌যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৬
দুর্ব্বলো বহু ভুঙ্‌ক্তে যঃ প্রাগ্‌ভুক্তাদন্নমাতুরঃ।
অল্পমূত্রপুরীষশ্চ যথা প্রেতস্তথৈব সঃ॥ ১৭
বর্দ্ধিষ্ণুগুণসম্পন্নমন্নমশ্নাতি যো নরঃ।
শশ্বচ্চ বলবর্ণাভ্যাং হীয়তে ন স জীবতি॥ ১৮

প্রকূজতি প্রশ্বসিতি শিথিলঞ্চাতিসার্য্যতে।
বলহীনঃ পিপাসার্ত্তঃ শুষ্কাস্যো ন স জীবতি॥ ১৯
হ্রস্বঞ্চ যঃ প্রশ্বসিতি ব্যাবিদ্ধং স্পন্দতে চ যঃ।
মৃতমেব তমাত্রেয়ো ব্যাচচক্ষে পুনর্ব্বসুঃ॥ ২০
ঊর্দ্ধঞ্চ যঃ প্রশ্বসিতি শ্লেষ্মণা চাভিভূয়তে।
হীনবর্ণবলাহারো যো নরো ন স জীবতি॥ ২১
ঊর্দ্ধাগ্রে নয়নে যস্য মন্যে চানতকম্পনে।
বলহীনঃ পিপাসার্ত্তঃ শুষ্কাস্যো ন স জীবতি॥২২
যস্য গণ্ডাবুপচিতৌ জ্বরকাসৌ চ দারুণৌ
শূলী প্রদ্বেষ্টি চান্নং তস্মিন্ কর্ম্ম ন সিধ্যতি॥
ব্যাবৃত্তমূর্দ্ধজিহ্বাক্ষো ভ্রুবৌ যস্য চ বিচ্যুতে।
কণ্টকৈশ্চাচিতা জিহ্বা যথা প্রেতস্তথৈব সঃ॥২৪
শেফশ্চাত্যর্থমুৎসক্তং নিঃসৃতৌ বৃষণৌ ভৃশম্।
অতশ্চৈব বিপর্য্যাসো বিকৃত্যা প্রেতলক্ষণম্॥ ২৫

১১। কেহ একবারে ছায়াশূন্য বা প্রভাহীন হয় না। আর প্রভাশ্রিত কান্তিই মানবদিগের শুভাশুভ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ১২। যাহার চক্ষুর্দ্বয় কমলাযুক্ত, মুখ ভার ভারি, গণ্ডদ্বয় মাংসাধিক (গঙ্গাধর পাঠ—শঙ্খয়োর্মুক্তমাংসতা। অর্থাৎ শঙ্খদ্বয় মাংসহীন), হস্ত-পদাদিতে দাহ আছে এবং গাত্র তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ১৩। যাহাকে শয্যা হইতে ধরিয়া তুলিতে গেলে মোহ প্রাপ্ত হয় এবং মুহুর্মুহুঃ প্রলাপ বলে, সে এক সপ্তাহও বাঁচে না। ১৪। যাহার ব্যাধিতে প্রতিলোমগামী ও অনুলোমগামী উভয় ভাবই সংসৃষ্ট আছে (যেমন অধোগ ও ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত), অথচ যাহার গ্রহণী ব্যাপন্ন (অর্থাৎ ভুক্ত জীর্ণ হয় না), সে অর্দ্ধমাসও বাঁচে না। ১৫। রোগে উপক্রান্ত, কৃশীভূত ও অল্পভোজী ব্যক্তির মলমূত্রের অতি প্রবৃত্তি হইলে, সে আর বাঁচে না। ১৬। যে রোগী অতি দুর্ব্বল হইয়াও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোজন করে, অথচ যাহার মূত্রপুরীষ অল্পই হয়, সে বাঁচে না। ১৭। যে ব্যক্তি পুষ্টিকর আহার সমস্ত আহার করে অথচ ক্রমেই বলবর্ণহীন হইতে থাকে, সে বাঁচে না। ১৮। যে রোগীর কণ্ঠকূজন, শ্বাস, মনের শিথিলতা, অতিসার, বলের হীনতা, পিপাসার আতিশয্য ও মুখশোষ হয়, সে বাঁচে না। ১৯। যাহার শ্বাসের হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে এবং যে ব্যক্তি ব্যাবিদ্ধ ভাবে (কুটিলভাবে) স্পন্দিত হইতেছে, আত্রেয় পুনর্ব্বসু তাহাকে মৃত বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। ২ । যাহার ঊর্দ্ধশ্বাস হইতেছে অথচ শ্লেষ্মা দ্বারা অভিভূত হইতেছে এবং হীনবর্ণ, হীনবল ও হীনাহার হইয়াছে, সে বাঁচে না। ২১। বলহীন, পিপাসার্ত্ত ও শুষ্কাস্য ব্যক্তির চক্ষু কপালের দিকে উঠিলে ও মন্যাদ্বয় আনত হইয়া কাঁপিতে থাকিলে, সে বাঁচে না। ২২। যাহার গণ্ডদ্বয় উপচিত (ফুলো-ফুলো) ও নিদারুণ শ্বাসকাস হইতেছে, শূল ও অন্নে অরুচি আছে, সে বাঁচে না। যাহার মস্তক, জিহ্বা ও চক্ষু ব্যাবৃত্ত হইয়াছে (উলটিয়া গিয়াছে বা লটকাইয়া পড়িয়াছে), ভ্রূদ্বয় বিচ্যুত হইয়াছে (নামিয়া পড়িয়াছে), জিহ্বা কণ্টকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, সে বাঁচে না। ২৪। যে রোগীর শেফ অত্যন্ত ঢুকিয়া গিয়াছে ও বৃষণদ্বয় ঝুলিয়া পড়িয়াছে অথবা ইহার বিপরীত হইয়াছে (অর্থাৎ শেফ

নিচিতং যস্য মাংসং স্যাৎ ত্বগস্থিস্থেব দৃশ্যতে।
ক্ষীণস্যানশ্নতস্তস্য মাসমায়ুঃ পরং ভবেৎ ॥ ২৬

তত্র শ্লোকঃ।

ইদং লিঙ্গমরিষ্টাখ্যমনেকমভিজজ্ঞিবান্।
আয়ুর্ব্বেদবিদিত্যাখ্যাং লভতে কুশলো নরঃ ॥২৭

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
ইন্দ্রিয়স্থানে পন্নরূপীয়মিন্দ্রিয়ং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অবাক্শিরসীয়।

অথাতোঽবাক্শিরসীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

অবাক্শিরা বা জিহ্মা বা যস্য বা বিশিরা ভবেৎ
জন্তো রূপপ্রতিচ্ছায়া নৈনমিচ্ছেচ্চিকিৎসিতুম্ ॥
জটীভূতানি পক্ষ্মাণি দৃষ্টিশ্চাপি নিগূহতে।
যস্য জন্তোর্ন তং ধীরো ভেষজেনোপপাদয়েৎ।

যস্য শূনানি বর্ত্মানি ন সমায়ান্তি শুষ্যতঃ।
চক্ষুষী চোপদিহ্যেতে যথা প্রেতস্তথৈব সঃ ॥ ৪
ভ্রুবোর্ব্বা যদি বা মূর্দ্ধ্নি সীমন্তাবর্ত্তকান্ বহূন্।
অপূর্ব্বানকৃতান্ ব্যক্তান্ দৃষ্ট্বা মরণমাদিশেৎ ॥৫
ত্র্যহমেতেন জীবন্তি লক্ষণেনাতুরা নরাঃ।
অরোগাণাং পুনস্ত্বেতৎ ষড়্রাত্রং পরমুচ্যতে ॥ ৬
আয়ম্যোৎপাটিতান্ কেশান্ যো নরো নাববুধ্যতে।
অনাতুরো বা রোগী বা ষড়্রাত্রং নাতিবর্ত্ততে ॥ ৭
যস্য কেশা নিরভ্যঙ্গা দৃশ্যন্তেঽভ্যক্তসন্নিভাঃ।
উপরুদ্ধায়ুষং জ্ঞাত্বা তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮
গ্নায়তো নাসিকাবংশঃ পৃথুত্বং যস্য গচ্ছতি।
অশূনঃ শূনসঙ্কাশঃ প্রত্যাখ্যেয়ঃ স জানতা ॥ ৯
অত্যর্থবিবৃতা যস্য যস্য চাত্যর্থসংবৃতা।
জিহ্বা বা পরিশুষ্কা বা নাসিকা ন স জীবতি ॥

ঝুলিয়া পড়িয়াছে ও বৃষণদ্বয় ঢুকিয়া গিয়াছে) সে বাঁচে না। ২৫। যাহার মাংস ক্ষীণ হইয়াছে এবং ত্বক্ অস্থিমাত্রে অবশিষ্ট আছে, অথচ আহার নাই, সেই ক্ষীণরোগী এক মাসের অধিক বাঁচে না। ২৬। উপসংহার; যিনি এই অরিষ্ট নামক লক্ষণ সকল সম্যক্ অবগত হইয়াছেন, তিনি এই আয়ুর্ব্বেদবিৎ এই আখ্যা লাভ করেন। ২৭।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অবাক্শিরসীয় ইন্দ্রিয়নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। যে আপনার প্রতিচ্ছায়াকে নিম্নশিরা বা বক্র বা মস্তকহীন দেখে, সে বাঁচে না। ২। যাহার পক্ষ্ম সকল জটীভূত ও দৃষ্টি হ্রাস হয়, সে বাঁচে না। ৩। শোষী ব্যক্তির চক্ষের পাতা যদি এরূপ ফুলিয়া যায় যে, দুইপাতা পরস্পর মিলিত হয় না আর চক্ষুর্দ্বয় যদি লিপ্ত হয়, তবে সে বাঁচে না। ৪। যাহার ভ্রূদ্বয়ে বা মস্তকে অকারণে অভূতপূর্ব্ব সীমান্ত বা বর্ত্তক (চক্র) দেখা দেয়, সে বাঁচে না। ৫। রোগী উক্ত লক্ষণযুক্ত হইলে ত্রিরাত্রের অধিক বাঁচে না। আর অরোগীরা উক্ত লক্ষণযুক্ত হইলে ছয় রাত্রি পার হয় না। ৬। যাহার কেশ টানিয়া উৎপাটন করিলে ব্যথা অনুভব করে না, সে রোগীই হউক আর অরোগীই হউক, ছয় রাত্রের অধিক বাঁচে না। ৭। যাহার কেশ তৈলাক্ত না হইয়া তৈলাক্তের ন্যায় বোধ হয়, সে বাঁচে না। ৮। রোগী রোগে ক্লিষ্ট থাকিলে অথচ উহার নাসিকাবংশ স্থূল হইয়া পড়িলে, এবং শোথযুক্ত না হইয়াও শোথযুক্তের ন্যায় দৃষ্ট হইলে, বৈদ্য তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। ৯। যাহার জিহ্বা অত্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে বা অত্যন্ত ঢুকিয়া গিয়াছে বা নাসিকা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সে বাঁচে

মুখং শবশ্রবাবোষ্ঠৌ শুক্লশ্যাবাতিলোহিতৌ।
বিকৃতৌ যস্য বা নীলৌ ন স রোগাদ্বিমুচ্যতে॥
অস্থিরাঃ দ্বিজা যস্য পুষ্পিতাঃ পঙ্কসংবৃতাঃ।
বিকৃত্যা স রোগং তং বিহায়ারোগ্যমশ্নুতে॥
স্তব্ধা নিশ্চেতনা গুর্ব্বী কণ্টকোপচিতা ভৃশম্।
শ্যাবা শুষ্কাথবা শূনা প্রেতজিহ্বা বিসর্পিণী॥১৩
দীর্ঘমুচ্ছ্বস্য যো হ্রস্বং নরো নিশ্বস্য তাম্যতি।
উপরুদ্ধায়ুষং জ্ঞাত্বা তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥১৪
হস্তৌ পাদৌ চ মন্যে চ তালু চৈবাতিশীতলম্।
ভবত্যায়ুঃক্ষয়ে ক্রূরমথবাপি ভবেন্মৃদু॥ ১৫
ঘট্টয়ন্ জানুনা জানু পাদাবুদ্যম্য পাতয়ন্।
যোহপাস্যতি মুহুর্বক্ত্রমাতুরো ন স জীবতি॥১৬
দন্তৈশ্ছিন্দন্ নখাগ্রাণি নখৈশ্ছিন্দন্ শিরোরুহান্
কাষ্ঠেন ভূমিং বিলিখন্ ন রোগাৎ পরিমুচ্যতে
দন্তান্ খাদতি যো জাগ্রদসাম্না বিরুদন্ হসন্।
বিজানাতি ন চেদ্দুঃখং ন স রোগাৎ বিমুচ্যতে

মুহুর্হসন্ মুহুঃ ক্ষ্বেড়ন্ শয্যাং পাদেন হন্তি যঃ।
উচ্চৈশ্ছিদ্রাণি বিমৃশন্নাতুরো ন স জীবতি॥১৯
যৈর্বিন্দতি পুরা ভাবৈঃ সমেতৈঃ পরমাং রতিম্
তৈরেবারমমাণস্য গ্লাস্নোর্মরণমাদিশেৎ॥ ২০
ন বিভর্ত্তি শিরোগ্রীবাং ন পৃষ্ঠং ভারমাত্মনঃ।
ন হনূ পিণ্ডমাস্যস্থমাতুরস্য মুমূর্ষতঃ॥ ২১
সহসা জ্বরসন্তাপস্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা বলক্ষয়ঃ।
বিশ্লেষণঞ্চ সন্ধীনাং মুমূর্ষোরুপজায়তে॥ ২২
গোসর্গে বদনাদ্যস্য স্বেদঃ প্রচ্যবতে ভৃশম্।
লেপজ্বরোপতপ্তস্য দুর্লভং তস্য জীবিতম॥ ২৩
নোপৈতি কণ্ঠমাহারো জিহ্বা কণ্ঠমুপৈতি চ।
আয়ুষ্যন্তং গতে জন্তোর্বলঞ্চ পরিহীয়তে॥ ২৪
শিরো বিক্ষিপতে কৃচ্ছ্রান্মুঞ্চয়িত্বা প্রপাণিকৌ
ললাটপ্রস্রুতস্বেদো মুমূর্ষুঃ শ্লথবন্ধনঃ ইতি॥২৫

না। ১০। যাহার মুখ, কর্ণ ও ওষ্ঠদ্বয় শুক্ল, শ্যাব বা অতি লোহিত বা বিকৃতি বশতঃ নীলবর্ণ হইয়াছে, সে বাঁচে না। ১১। যাহার দন্ত সকল বিকৃতিবশতঃ অস্থির, ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পুষ্পিত ও পঙ্কময় হইয়াছে, সে বাঁচে না। ১২। যাহার জিহ্বা স্তব্ধ, বিচেতন, গুরু, অতিশয় কণ্টকোপচিত, শ্যাব, শুষ্ক বা শোথযুক্ত হইয়াছে; সে বাঁচে না। ১৩। যে ব্যক্তি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রমশঃ ক্ষীণশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে ও বিচেতন হইয়া পড়ে, সে বাঁচে না। ১৪। রোগীর আয়ুঃশেষ হইলে হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, মন্যাদ্বয় ও তালু অতিশয় শীতল হয় এবং অতিশয় কঠিন বা মৃদু হইয়া থাকে। ১৫। যে রোগী জানু দ্বারা জানুঘর্ষণ করে, পাদদ্বয় উন্নত করিয়া পাতিত করে এবং মুহুর্মুহুঃ মুখ ফিরাইতে থাকে, সে বাঁচে না। ১৬। যে রোগী দন্ত দ্বারা নখ ছেদন করে, নখ দ্বারা কেশ ছেদন করে এবং কাষ্ঠ দ্বারা ভূমি লেখন করে, সে বাঁচে না। ১৭। যে রোগী জাগিয়া জাগিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে, রোদন করে ও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে থাকে অথচ দুঃখ বোধ করে না, সে বাঁচে না। ১৮। যে রোগী মুহুর্মুহু হাস্য করিতে থাকে, চীৎকার করে, পদ দ্বারা শয্যায় আঘাত করে এবং হাত বাড়াইয়া কর্ণ ও নাসিকাদির ছিদ্র স্পর্শ করিতে থাকে, সে বাঁচে না। ১৯। যে সকল দ্রব্যে রোগীর পূর্ব্বে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ হইত, যদি সে সকল দ্রব্যে এখন বিরক্তি ও গ্লানিবোধ হয়, তবে সে বাঁচে না। ২০। যে রোগী আপনার মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও শরীরের ভার ধারণ করিতে না পারে এবং যাহার হনুদ্বয় বিত্রস্ত হওয়াতে মুখের আহার বাহির হইয়া পড়ে, সে বাঁচে না। ২১। যে রোগীর সহসা প্রবলবেগে জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও বলক্ষয় হয় এবং সন্ধি সকল বিশ্লিষ্ট হয়, সে বাঁচে না। ২২। যে প্রলেপকজ্বররোগীর অল্পশীতযুক্ত কফজ্বরে প্রত্যুষে মুখ হইতে ঘর্ম্ম ক্ষরণ হয়, সে বাঁচে না। ২৩। আয়ুর ক্ষয় হইলে জীবের আহার গলাধঃকৃত হয় না, জিহ্বা কণ্ঠে প্রবিষ্ট হয় এবং বল পরিহীন হইয়া থাকে। ২৪। যে রোগী প্রপাণিদ্বয় সঞ্চালিত করিয়া আস্তে আস্তে মস্তক বিক্ষিপ্ত করে এবং তৎকালে তাহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে, সে

অত্র শ্লোকঃ।

ইমানি লিঙ্গানি নরেষু বুদ্ধিমান্
বিভাবয়েত্তাবহিতো মুহুর্ম্মুহুঃ
ক্ষণেন ভূত্বা হ্যপযান্তি কানিচি-
ন্নচাফলং লিঙ্গমিহাস্তি কিঞ্চন ॥ ২৬

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে ইন্দ্রিয়স্থানে অবাক্‌শিরসীয়মিন্দ্রিয়ং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

যস্যশ্যাবনিমিত্তীয়ম্।

অথাতো যস্যশ্যাবনিমিত্তীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
যস্য শ্যাবে পরিধ্বস্তে হরিতে চাপি দর্শনে।
আপন্নো ব্যাধিরন্তায় জ্ঞেয়স্তস্য বিজানতা ॥ ২
নিঃসংজ্ঞঃ পরিশুষ্কাস্যঃ সন্দিগ্ধো ব্যাধিভিশ্চ যঃ
উপরুদ্ধায়ুষং জ্ঞাত্বা তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩
হরিতাশ্চ শিরা যস্য লোমকূপাশ্চ সংবৃতাঃ।
সোঽন্নাভিলাষী পুরুষঃ পিত্তান্মরণমশ্নুতে ॥ ৪
শরীরান্তাশ্চ শোভন্তে শরীরঞ্চোপশুষ্যতি।
বলঞ্চ হীয়তে যস্য রাজযক্ষ্মা হিনস্তি তম্ ॥ ৫
অংসাভিতাপো হিক্কা চ ছর্দ্দনং শোণিতস্য চ।
আনাহঃ পার্শ্বশূলঞ্চ ভবত্যন্তায় শোষিণঃ ॥ ৬
বাতব্যাধিরপস্মারী কুষ্ঠী শোফী তথোদরী।
গুল্মী চ মধুমেহী চ রাজযক্ষ্মী চ যো নরঃ ॥
অচিকিৎস্যা ভবন্ত্যেতে বলমাংসক্ষয়ে সতি।
অন্যেষ্বপি বিকারেষু তান্ ভিষক্
পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭
বিরেচনহৃতানাহো যস্তৃষ্ণানুগতো নরঃ।
বিরিক্তঃ পুনরাধ্মাতি যথা প্রেতস্তথৈব সঃ ॥ ৮
পেয়ং পাতুং ন শক্নোতি কণ্ঠস্য চ মুখস্য চ।
উরসশ্চ বিবদ্ধত্বাদ্ যো নরো ন স জীবতি ॥ ৯
স্বরস্য দুর্ব্বলীভাবং হানিঞ্চ বলবর্ণয়োঃ।
রোগবৃদ্ধিমযুক্ত্যা চ দৃষ্ট্বা মরণমাদিশেৎ ॥ ১০
ঊর্দ্ধশ্বাসং গতোষ্মাণং শূলোপহতবঙ্ক্ষণম্।

বাঁচে না। ২৫। উপসংহার ;—বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই সকল মৃত্যুলক্ষণ অবহিত হইয়া আলোচনা করিবেন। কারণ ইহাদের মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ আছে, তাহারা ক্ষণস্থায়ী হইয়া অদৃশ্য হয়। অথচ কোন লক্ষণই নিষ্ফল হয় না। ২৬

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮।

নবম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা যস্যশ্যাবনিমিত্তীয় ইন্দ্রিয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। যে রোগীর চক্ষুদ্বয় শ্যাব, শিথিল বা হরিত হইয়াছে, সে বাঁচে না। ২। যে রোগী নিঃসংজ্ঞ, শুষ্কমুখ ও রোগে মর্ম্মাহত হইয়াছে, সে বাঁচে না। ৩। যে রোগীর শিরা সকল হরিতবর্ণ ও লোমকূপ সকল মুদ্রিত হইয়াছে এবং অন্নে যাহার অভিলাষ নাই, যাহার পিত্তের উল্বণতা হইয়াছে, সে বাঁচে না। ৪। যে রোগীর শরীরের অন্ত সকল (মুখ, হস্ত ও পাদ) সুশ্রী হয়, শরীর শুষ্ক হইতে থাকে এবং বল ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহার প্রবল রাজযক্ষ্মা হইয়াছে, সে বাঁচে না। ৫। রাজযক্ষ্মা রোগীর অংসদ্বয়ে বেদনা, হিক্কা, শোণিত বমন, আনাহ ও পার্শ্বশূল হইলে, সে বাঁচে না। ৬। বায়ুরোগী, অপস্মাররোগী, কুষ্ঠরোগী, শোথরোগী, উদররোগী, গুল্মরোগী, মধুমেহরোগী ও রাজযক্ষ্মী; ইহারা বল ও মাংস ক্ষয় হইলে, অচিকিৎস্য হয়। অথবা বল মাংসের ক্ষয় হইলে সংরোগীই অচিকিৎস্য হয়। ৭। যে রোগীর বিরেচন দ্বারা আনাহ দূর হইবার পর তৃষ্ণা হইয়া থাকে এবং যে বিরিক্ত হইয়া পুনর্ব্বার আধ্মাত হয়, সে বাঁচে না। ৮। যে রোগী কণ্ঠ, মুখ ও বক্ষের শুষ্কতা হেতু পানীয় দ্রব্য পান করিতে পারে না, সে বাঁচে না। ৯। স্বরের দুর্ব্বলভাব, বল ও বর্ণের হানি অথবা রোগের বৃদ্ধি হইলে, সে রোগী

শর্ম্ম চানধিগচ্ছন্তং বুদ্ধিমান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১
অপস্বরং ভাষমাণং প্রাপ্তং মরণমাত্মনঃ।
শ্রোতারঞ্চাস্ত শব্দস্ত দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১২
যং নরং সহসা রোগো দুর্ব্বলং পরিমুঞ্চতি।
সংশয়প্রাপ্তমাত্রেয়ো জীবিতং তস্য মন্যতে ॥
অথ চেজ্জ্ঞাতয়স্তস্য যাচেরন্ প্রণিপাততঃ।
রসেনাদ্যাদিতি ব্রূয়ান্নাস্মৈ দদ্যাদ্বিশোধনম্ ॥
মাসেন চেন্ন দৃশ্যেত বিশেষস্তস্য শোভনঃ।
রসৈশ্চান্যৈর্বহুবিধৈর্দুর্লভং তস্য জীবিতম্ ॥ ১৩
নিষ্ঠ্যূতঞ্চ পুরীষঞ্চ রেতশ্চাম্ভসি মজ্জতি।
যস্য তস্যায়ুষঃ প্রাপ্তমন্তমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ১৪
নিষ্ঠ্যূতে যস্য দৃশ্যন্তে বর্ণা বহুবিধাঃ পৃথক্।
তচ্চ সীদত্যপঃ প্রাপ্য ন স জীবিতুমর্হতি ॥ ১৫
পিত্তমুষ্মানুগং যস্য শঙ্খৌ প্রাপ্য বিমূর্চ্ছতি।
স রোগঃ শঙ্খকো নাম্না ত্রিরাত্রাদ্ধন্তি জীবিতম্

সফেনং রুধিরং যস্য মুহুরাস্যাৎ প্রমুচ্যতে।
শূলৈশ্চ তুদ্যতে কুক্ষিঃ প্রত্যাখ্যেয়ঃ স তাদৃশঃ
বলমাংসক্ষয়স্তীব্রো রোগবৃদ্ধিররোচকঃ।
যস্যাতুরস্য লক্ষ্যন্তে ত্রীনহান্ ন স জীবতি ॥ ১৮

তত্র শ্লোকৌ।

বিজ্ঞানানি মনুষ্যাণাং মরণে প্রত্যুপস্থিতে।
ভবন্ত্যেতানি সম্পশ্যেদন্যানেবংবিধানি চ ॥
তানি সর্ব্বাণি লক্ষ্যন্তে ন তু সর্ব্বাণি মানবম্।
বিশন্তি বিনাশিষ্যন্তং তস্মাদ্বোধ্যানি সর্ব্বতঃ ॥ ১৯

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
ইন্দ্রিয়স্থানে যস্যশ্যাবনিমিত্তীয়মিন্দ্রিয়ং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

সদ্যোমরণীয়ম্।

অথাতঃ সদ্যোমরণীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

বাঁচে না। ১০। যে রোগীর উর্দ্ধশ্বাস হইতেছে, উষ্মা গিয়াছে, বংক্ষণদ্বয়ে শূল হইতেছে এবং কিছুতেই সুখ হইতেছে না, সে বাঁচে না। ১১। যে রোগী হতস্বরে, আপনার মৃত্যু নিকট হইয়াছে বলে এবং অশব্দে শব্দ শুনিয়া থাকে, সে বাঁচে না। ১২। দুর্ব্বল রোগীকে সহসা রোগমুক্ত দেখিলে তাহার জীবন-সংশয় মনে করিতে হইবে। তৎকালে যদি রোগীর জ্ঞাতিরা চিকিৎসককে বিনতি করিয়া তাহার চিকিৎসায় আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করে, তবে চিকিৎসক কহিবেন যে, ইহাকে মাংসরস আহার করাইতে থাক। ফলতঃ চিকিৎসক সে রোগীকে আর কোন ক্রমেই শোধন ঔষধ দিবেন না। আর নানাবিধ মাংসরস দ্বারা যদি একমাসের মধ্যে তাহার কোন উপকার না দর্শে, তবে তাহার বাঁচা সঙ্কট। ১৩। যাহার গয়ের পুরীষ ও শুক্র জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, সে বাঁচে না। ১৪। যাহার গয়ের বহুবিধ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ দেখা যায় এবং যদি সেই গয়ের জলে ডুবিয়া যায়, তবে সে বাঁচে না। ১৫। উষ্মানুগ পিত্ত শঙ্খস্থান আশ্রয় করিলে তাহাকে শঙ্খক রোগ কহে। এই রোগে রোগী ত্রিরাত্রের মধ্যেই মৃত হয়। ১৬। যাহার মুখ হইতে ফেণযুক্ত শোণিত মুহুর্মুহু পতিত হয় এবং কুক্ষিতে অতিশয় শূল হইতে থাকে, সে বাঁচে না। ১৭। বল ও মাংসের ক্ষয়ে রোগের তীব্র বৃদ্ধি ও অরুচি হইলে, রোগী তিন দিনও বাঁচে না। ১৮। উপসংহার ;—মনুষ্যদিগের মরণ নিকট হইলে এই সকল ও অন্যান্য লক্ষণ হয়। সেই সকল লক্ষণ সন্দর্শন করা উচিত। সমস্ত লক্ষণই দেখা যায় বটে, কিন্তু সমস্ত লক্ষণই সকল মানুষে ঘটে না; অতএব লক্ষণ সকল বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। ১৯

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা সদ্যোমরণীয় ইন্দ্রিয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্

সদ্যস্তিতিক্ষতঃ প্রাণান্ লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্
অগ্নিবেশ প্রবক্ষ্যামি সংস্পৃষ্টো যৈর্ন জীবতি ॥২
বাত্তাষ্ঠীলাঃ সুসংবৃত্তাস্তিষ্ঠন্তি দারুণা হৃদি।
তৃষ্ণয়াভিপরীতস্য সদ্যো মুঞ্চতি জীবিতম্ ॥ ৩
পিণ্ডিকে শিথিলীকৃত্য জিহ্মীকৃত্য চ নাসিকাম্।
বায়ুঃ শরীরে বিচরন্ সদ্যো মুঞ্চতি
জীবিতম্ ॥ ৪
ভ্রুবৌ যস্য চ্যুতে স্থানাদন্তর্দাহশ্চ দারুণঃ।
তস্য হিক্কাকরো রোগঃ সদ্যো মুঞ্চতি
জীবিতম্ ॥ ৫
ক্ষীণশোণিতমাংসস্য বায়ুরূর্দ্ধগতিশ্চরন্।
উভে মন্যে সমে যস্য সদ্যো মুঞ্চতি
জীবিতম্ ॥ ৬
অন্তরেণ গুদং গচ্ছন্ নাভিঞ্চ সহসানিলঃ।
কৃশস্য বঙ্ক্ষণো গৃহ্ণন্ সদ্যো মুঞ্চতি
জীবিতম্ ॥ ৭

বিতত্য পর্শুকাগ্রাণি গৃহীত্বোরশ্চ মারুতঃ
স্তিমিতস্যায়তাক্ষস্য সদ্যো মুঞ্চতি জীবিতম্ ॥ ৮
হৃদয়ঞ্চ গুদঞ্চোভে গৃহীত্বা মারুতো বলী।
দুর্ব্বলস্য বিশেষেণ সদ্যো মুঞ্চতি জীবিতম্ ॥৯
বংক্ষণৌ চ গুদঞ্চোভে গৃহীত্বা মারুতো বলী।
শ্বাসং সঞ্জনয়ন্ জন্তোঃ সদ্যো মুঞ্চতি
জীবিতম্ ॥ ১০
নাভিং বস্তিং শিরো মূত্রং পুরীষঞ্চাপি মারুতঃ।
বিবধ্য জনয়ন্ শূলং সদ্যো মুঞ্চতি জীবিতম্ ॥
ভিদ্যেতে বঙ্ক্ষণৌ যস্য বাতশূলৈঃ সমন্ততঃ।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ সদ্যঃ প্রাণান্ জহাতি সঃ
আপ্লু[illegible] মারুতেনেহ শরীরং যস্য কেবলম্।
ভিন্ন [illegible] তৃষ্ণা চ সদ্যো জহ্যাৎ স
জীবিতম্ ॥ ১৩
শরীরং শো[illegible] যস্য বাতশোফেন দেহিনঃ
ভিন্নং পুর[illegible] তৃষ্ণা চ সদ্যো জহ্যাৎ স
জীবিতম্ ॥ ১৪

আত্রেয় কহিলেন। ১। হে অগ্নিবেশ! যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর সদ্য মৃত্যু সম্ভাবনা করা যায়, সম্প্রতি তাহা বর্ণন করিতেছি। ঐ সকল লক্ষণের সহিত সংস্পর্শ হইলেই রোগীর মৃত্যু হয়। ২। বাতষ্ঠীলা সম্যক্রূপে উৎপন্ন হইয়া হৃদয়ে দারুণভাবে অবস্থিতি করিলে যদি রোগী তৃষ্ণায় অভিভূত হয়, তবে সে বাঁচে না। ৩। পিণ্ডিকাদ্বয়কে (পায়ের ডিমি) শিথিল করিয়া ও নাসিকাকে বক্রীকৃত করিয়া বায়ু শরীরে বিচরণ করিতে থাকিলে রোগী সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ করে। ৪। যাহার ভ্রূদ্বয় স্থানচ্যুত ও অন্তর্দ্দাহ নিদারুণ হয় এবং হিক্কা হইতে থাকে, সে সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ করে। ৫। যে রোগীর রক্তমাংসের ক্ষয় হইয়াছে, তাহার বায়ু ঊর্দ্ধগতি হইয়া মন্যাদ্বয়কে পীড়নপূর্ব্বক বিচরণ করিতে থাকিলে, সে সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ করে। ৬। যদি বায়ু সহসা পায়ু হইতে নাভিতে গমনপূর্ব্বক বংক্ষণে বেদনা উৎপন্ন করে অথচ যদি রোগী ক্ষীণ হয়, তবে সে সদ্য প্রাণত্যাগ করে। ৭।

যে রোগীর পর্শুকাসমূহের অগ্রভাগ সকল বায়ু কর্ত্তৃক বিতত হয় এবং পরে সেই বায়ু বক্ষঃ পীড়ন করিতে থাকে, আর তাহাতে যদি রোগী স্তিমিত হইয়া পড়ে ও তাহার চক্ষুর্দ্বয় বিস্তৃত হয়, তবে সে সদ্য প্রাণত্যাগ করে। ৮। বলবান্ বায়ু যুগপৎ পায়ু ও হৃদয় বিশেষরূপে পীড়ন করিতে থাকিলে দুর্ব্বল রোগী সদ্য প্রাণত্যাগ করে। ৯। বলবান্ বায়ু যুগপৎ পায়ু ও হৃদয় পীড়ন করিতে করিতে শ্বাস উৎপাদন করিলে রোগী সদ্য প্রাণত্যাগ করে। ১০। বায়ু যুগপৎ নাভি, বস্তি, মস্তক, মূত্র ও পুরীষ বিবদ্ধ করিয়া শূল উৎপাদন করিতে থাকিলে রোগী সদ্য প্রাণত্যাগ করে। ১১। যাহার বংক্ষণদ্বয় সমন্তাৎ বায়ুশূল কর্ত্তৃক ভিদ্যমান হইতে থাকে অথচ সঙ্গে সঙ্গে মলভেদ ও তৃষ্ণাধিক্য হয়, সে রোগী সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ করে। ১২। কেবল বায়ুবেগে যাহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠে (যেমন ধনুষ্টঙ্কারে), যদি তাহার আনুষঙ্গিক মলভেদ ও তৃষ্ণাধিক্য হয়, তবে সে সদ্য

আমাশয়সমুত্থানা যস্য স্যাৎ পরিকর্ত্তিকা।
তৃষ্ণা গুদগ্রহশ্চোগ্রঃ সদ্যো জহ্যাৎ স জীবিতম্ ॥ ১৫
পক্বাশয়মধিষ্ঠায় হৃত্বা সংজ্ঞাঞ্চ মারুতঃ।
কণ্ঠে ঘুর্ঘুরকং কৃত্বা সদ্যো হরতি জীবিতম্ ॥১৬
দন্তাঃ কর্দ্দমচূর্ণাভা মুখং চূর্ণকসন্নিভম্।
শিপ্রায়ন্তে চ গাত্রাণি লিঙ্গং সদ্যো মরিষ্যতঃ॥
তৃষ্ণাশ্বাসশিরোরোগমোহদৌর্ব্বল্যকূজনৈঃ।
স্পৃষ্টঃ প্রাণান্ জহত্যাশু সকৃদ্ভেদেন চাতুরঃ ॥১৮

তত্র শ্লোকঃ।

এতানি খলু লিঙ্গানি যঃ সমাগববুধ্যতে।
স জীবিতঞ্চ মর্ত্ত্যানাং মরণঞ্চাববুধ্যতে ॥ ১৯

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে ইন্দ্রিয়স্থানে সদ্যোমরণীয়মিন্দ্রিয়ং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

প্রাণত্যাগ করে। ১৩। যাহার শরীর বাত-শোথে শোথিত হয় এবং মলভেদ ও তৃষ্ণা হইতে থাকে, সে সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ করে। ১৪। যাহার আমাশয়ে (গঙ্গাধর পাঠ—পক্বাশয়ে) পরিকর্ত্তিকা (কামড়ানী) উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা ও গুদশূল উৎপন্ন হইতে থাকে, সে সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ করে [ভগন্দর প্রভৃতি রোগের শেষাবস্থায় এইরূপ হয়]।১৫। বায়ু যাহার পক্বাশয়ে অধিষ্ঠান করিয়া সংজ্ঞা হরণপূর্ব্বক কণ্ঠে ঘুর্ঘুরশব্দ উৎপাদন করে, সে সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ করে। ১৬। যাহার দন্ত সকল কর্দ্দম ও চূর্ণের আভাযুক্ত ও মুখ চূর্ণের আভাযুক্ত হয় এবং শরীরে ঘর্ম্ম ও লোমাঞ্চ হইতে থাকে, সে সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ করে। ১৭। যে রোগীর তৃষ্ণা, শ্বাস, শিরোরোগ, মোহ, দৌর্ব্বল্য ও অন্ত্রকূজন হয় এবং মলভেদ হইতে থাকে, সে সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ করে। ১৮। উপসংহার, যে চিকিৎসক এই সকল লক্ষণ সম্যক্ অবগত হন, তিনি লোকের জীবন ও মরণের বিষয় অবগত হইয়া থাকেন। ১৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অণুজ্যোতীয়ম্।

অথাতোঽণুজ্যোতীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
অণুজ্যোতিরনেকাগ্রো দুশ্চারো দুর্ম্মনাঃ সদা।
রতিং ন লভতে যাতি পরলোকং সমান্তরে ॥ ২
বলিং বলিভুজো যস্য প্রণীতং নোপভুঞ্জতে।
লোকান্তরগতঃ পিণ্ডং ভুঙ্‌ক্তে সংবৎসরেণ সঃ
সপ্তর্ষীণাং সমীপস্থাং যো ন পশ্যত্যরুন্ধতীম্।
সংবৎসরান্তে জন্তুঃ স সম্পশ্যতি মহৎ তমঃ ॥৪
বিকৃত্যা বিনিমিত্তং যঃ শোভামুপচয়ং ধনম্।
প্রাপ্নোত্যতো বা বিভ্রংশং সমান্তং ন স জীবতি ॥ ৫
ভক্তিঃ শীলং স্মৃতিস্ত্যাগো বুদ্ধির্বলমহেতুকম্।
যস্যৈতানি নিবর্ত্তন্তে ষড়্ভির্মাসৈর্মরিষ্যতঃ ॥ ৬

একাদশ অধ্যায়

অনন্তর আমরা অণুজ্যোতীয় ইন্দ্রিয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন। [গঙ্গাধর পাঠ অনুজ্যোতীয়]। ১। যে ব্যক্তি অণুজ্যোতি অনেকাগ্র, কান্তিহীন ও দুর্ম্মনা এবং অনবস্থিতচিত্ত, সে সংবৎসরের মধ্যে মরে। [গঙ্গাধর বলেন যে, অনুজ্যোতি শব্দে সর্ব্বশরীরগত তেজ। অন্যান্য-মতে মন্দাগ্নি। অনেকাগ্র অর্থে ব্যাকুলচিত্ত]। ২। বায়সাদি উচ্ছিষ্টভোজী জন্তুগণ যাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন না করে, সে সংবৎসরের মধ্যেই পরলোকে গমন করিয়া পিণ্ড ভোজন করে [রক্তপিত্ত রোগীর উদ্গীর্ণ রক্ত কাকে খায় না]। ৩। যে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সমীপস্থ অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দেখিতে না পায়, সে সংবৎসরান্তে মহৎ তম (যমের বাড়ী) সন্দর্শন করে [অর্থাৎ মরে]। ৪। যে ব্যক্তি অস্বাভাবিকরূপে বা অকারণে শোভা, পুষ্টি, ধনতা বা বিভ্রংশ প্রাপ্ত হয়, সে সংবৎসরের মধ্যেই মরে। ৫। যে ব্যক্তি ছয় মাসের

ধমনীনামপূর্ব্বাণাং জালমত্যর্থশোভনম্।
ললাটে দৃশ্যতে যস্য ষণ্মাসান্ ন স জীবতি ॥ ৭
লেখাভিশ্চন্দ্রবক্রাভির্ললাটমুপচীয়তে।
যস্য তস্যায়ুষঃ ষড়ুভির্মাসৈরন্তং সমাদিশেৎ ॥ ৮
শরীরকম্পঃ সম্মোহো গতির্বচনমেব চ।
মত্তস্যেবোপলক্ষ্যন্তে যস্য মাসং ন জীবতি ॥ ৯
রেতোমূত্রপুরীষাণি যস্য মজ্জন্তি চাম্ভসি।
স মাসাৎ স্বজনদ্বেষ্টা মৃত্যুবারিণি মজ্জতি ॥ ১০
হস্তপাদং মুখঞ্চোভৌ বিশেষাদ্‌যস্য শুষ্যতঃ।
শূয়েতে বা বিনা দেহাৎ স চ মাসং ন জীবতি ॥ ১১
ললাটে মূর্দ্ধ্নি বস্তৌ বা নীলা যস্য প্রকাশতে।
রাজীবালেন্দুকুটিলা স স জীবিতুমর্হতি ॥ ১২
প্রবালগুটিকাভাসা যস্য গাত্রে মসূরিকাঃ।
উৎপাদ্যাশু বিনশ্যন্তি নচিরাৎ স বিনশ্যতি ॥ ১৩
গ্রীবাবমর্দ্দো বলবান্ জিহ্বাশ্বয়থুরেব চ।
ব্রধ্নাস্যগলপাকশ্চ যস্য পক্ষং তমাদিশেৎ ॥ ১৪
সম্ভ্রমোঽতিপ্রলাপোঽতিভেদোঽস্থ্নাং মতিদারুণঃ
কালপাশপরীতস্য ত্রয়মেতৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ১৫
প্রমুহ্যন্ লুঞ্চয়েৎ কেশান্ পরান্ গৃহ্ণাত্যতীব চ
নরঃ স্বস্থবদাহারমবলঃ কালচোদিতঃ ॥ ১৬
সমীপে চক্ষুষোঃ কৃত্বা মৃগয়েতাঙ্গুলীয়কম্।
স্ময়তেঽপি চ কালাক্ষ ঊর্দ্ধ্বাক্ষো নিমিষেক্ষণঃ ॥
শয়নাদ্বসনাদঙ্গাৎ কাষ্ঠাৎ কুড্যাদথাপি বা।
অসন্ মৃগয়তে কিঞ্চিৎ স মুহ্যন্ কালচোদিতঃ ॥
অহাস্যহসনো মুহ্যন্ প্রলেঢ়ি দশনচ্ছদৌ।
শীতপাদকরোচ্ছ্বাসো যো নরো ন স জীবতি ॥
আহ্বয়ন্তং সমীপস্থং স্বজনং জনমেব বা ॥
মহামোহবৃতমনাঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ১৯
অযোগমতিযোগং বা শরীরে মতিমান্ ভিষক্

মধ্যেই মরিবে, তাহারই অহেতুক ভক্তি, শীল, স্মৃতি, ত্যাগ, বুদ্ধি ও বল; এই ছয় গুণ হঠাৎ উৎপন্ন হয়। ৬। যাহার ললাটে অকস্মাৎ অত্যন্ত-শোভন অপূর্ব্ব শিরাজাল উৎপন্ন হয়, সে ছয় মাসের অধিক বাঁচে না। ৭। যাহার ললাটে চন্দ্রকলার ন্যায় রেখা-সমূহ ব্যাপ্ত হয়, সে ছয় মাসের মধ্যেই মরে। ৮। যাহার শরীর কাঁপিতে থাকে ও মোহ হয় এবং যাহার গতি ও বচন মত্তের ন্যায় হয়, সে এক মাসের অধিক বাঁচে না। ৯। যাহার শুক্র, মূত্র ও বিষ্ঠা জলে ডুবিয়া যায় এবং স্বজনের প্রতি দ্বেষ হয়, সে বাঁচে না। ১০। যাহার হস্ত পাদ ও মুখ বিশেষরূপে শুষ্ক হয় অথবা দেহ রোগযুক্ত হউক বা না হউক, যদি হস্ত পাদ ও মুখ শোথযুক্ত হয়, তবে সে এক মাসও বাঁচে না। ১১। যাহার ললাটে মস্তকে বা বস্তিতে চন্দ্রকলার ন্যায় কুটিল নীলবর্ণ-রাজি সকল উৎপন্ন হয়, সে বাঁচে না। ১২। যাহার গাত্রে প্রবাল গুটিকার ন্যায় আভাযুক্ত বসন্ত সকল উৎপন্ন হয় এবং সেই সকল বসন্ত শীঘ্র না শুষ্ক হয়, সে বাঁচে না। ১৩। যাহার গ্রীবায় অত্যন্ত বেদনা, জিহ্বায় শোথ, ব্রধ্ন ও গলদেশ পাকিয়া উঠে, সে বাঁচে না। ১৪। রোগী কালপাশে বদ্ধ হইলেই তাহার এই তিনটী উপসর্গ হয়;—ভ্রম, অতি প্রলাপ ও নিদারুণ অস্থিভেদ। ১৫। যদি রোগী মোহের অবস্থায় আপনার কেশ ধরে ও উৎ-পাটন করে, তবে সে বাঁচে না। আর রোগী যদি হঠাৎ সুস্থের ন্যায় আহার শক্তি ও বল ধারণ করে, তাহা হইলে সে বাঁচে না। ১৬। যে রোগী চক্ষুর সমীপে অঙ্গুলি রাখিয়া, যেন কিছু অন্বেষণ করিতেছে, এইরূপ বোধ হয় এবং বিস্মিতের ন্যায় ঊর্দ্ধাক্ষ ও নির্নিমেষ হইয়া থাকে অথবা তাহার শয্যা, বসন, অঙ্গ, বা কুটীরে নাই এরূপ কোন বস্তু অন্বেষণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয় এবং তৎকালে যদি তাহার মোহ থাকে, তবে সে বাঁচে না। ১৭। যে সংজ্ঞাহীন রোগী হাসিবার কারণ না থাকি-লেও হাসে এবং ওষ্ঠদ্বয় লেহন করিতে থাকে অথচ যাহার হস্ত, পদ ও প্রশ্বাস শীতল হই-য়াছে, সে আর বাঁচে না। ১৮। আত্মীয় স্বজন কাছে বসিয়া আছে, অথচ মোহের ঘোরে তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে; চাহিয়া আছে কিন্তু দেখিতে পাইতেছে না;

খাদীনাং যুগপদ্দৃষ্ট্বা ভেষজং নাবচারয়েৎ॥ ২০
অতিপ্রবৃদ্ধ্যা রোগাণাং মনসশ্চ বলক্ষয়াৎ।
বাসমুৎসৃজতি ক্ষিপ্রং শরীরী দেহসংজ্ঞকম্॥ ২১
বর্ণস্বরাব গ্নিবলং বাগিন্দ্রিয়মনোবলম্।
হীয়তেহস্মক্ষয়েনিদ্রা নিত্যা ভবতি বা নবা॥ ২২
ভিষগ্‌ভেষজপানান্নগুরুমিত্রদ্বিষশ্চ যে।
বশগাঃ সর্ব্ব এবৈতে বোদ্ধব্যাঃ সমবর্ত্তিনঃ॥
এতেষু রোগঃ ক্রমতে ভেষজং প্রতিহন্যতে।
নৈষামন্নানি ভুঞ্জীত ন চোদকমপি স্পৃশেৎ॥ ২৩
পাদাঃ সমেতাশ্চত্বারঃ সম্পন্নাঃ সাধকৈর্গুণৈঃ।
ব্যর্থা গতায়ুষো দ্রব্যাদ্ বিনা নাস্তি গুণোদয়
পরীক্ষ্যমায়ুর্ভিষজা নীরুজস্যাতুরস্য চ।
আয়ুর্ব্বেদফলং কৃৎস্নমায়ুর্দ্দেহস্ত্বনুবর্ত্ততে॥ ২৫

তত্র শ্লোকঃ।
ক্রিয়াপথমতিক্রান্তা কেবলং দেহমাপ্লুতাঃ।
চিহ্নং কুর্ব্বন্তি যদ্দোষস্তদরিষ্টং নিরুচ্যতে॥ ২৬

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
ইন্দ্রিয়স্থানে অণুজ্যোতীয়মিন্দ্রিয়ং নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

গোময়চূর্ণীয়ম্।

অথাতো গোময়চূর্ণীয়মিন্দ্রিয়ং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
যস্য গোময়চূর্ণাভং চূর্ণং মূর্দ্ধনি জায়তে।
সস্নেহং ভ্রশ্যতে চৈব মাসান্তং তস্য জীবিতম্॥
নির্ঘর্ষন্নিব যঃ পাদৌ চ্যুতাংসঃ পরিধাবতি।
বিকৃত্যা ন স লোকেঽস্মিংশ্চিরং বসতি মানবঃ
যস্য স্নাতানুলিপ্তস্য পূর্ব্বং শুষ্যত্যুরো ভৃশম্।
আর্দ্রেষু সর্ব্বগাত্রেষু সোঽর্দ্ধমাসং ন জীবতি॥ ৪

এরূপ রোগী বাঁচে না। ১৯। শরীরে যে পাঞ্চভৌতিক পদার্থ সকল আছে, যদি চিকিৎসক রোগীর শরীরে সেই সকল পদার্থের অযোগ বা অতিযোগ দর্শন করেন, তবে সে রোগীতে আর ঔষধ খাটিবে না। ২০। বাতপিত্ত কফের উল্বণতাহেতু সত্ত্বসংজ্ঞক মন বলক্ষয় প্রাপ্ত হইলে আত্মা দেহসংজ্ঞক আবাস পরিত্যাগ করেন। ২১। আয়ুঃশেষ হইলে বর্ণ, স্বর, অগ্নিবল, বাগিন্দ্রিয়ের বল ও মনের বল ক্ষীণ হইয়া পড়ে আর সর্ব্বদা নিদ্রা বা অনিদ্রা হয়। ২২। আয়ুঃশেষ হইলেই মানবদিগের চিকিৎসক, ঔষধ, অন্নপান, গুরুজন ও মিত্র দিগকে দ্বেষ হয়। ইহারা বড় জোর সংবৎসর বাঁচিতে পারে। ইহাদের মধ্যে রোগ ক্রমশই সঞ্চার করিতে থাকে এবং ইহাদিগকে ঔষধ দিলে তাহা প্রতিহত হয়। এ সকল লোকের অন্নভোজন বা জলস্পর্শ করিতে নাই। ২৩। চিকিৎসা চতুষ্পাদসাধক গুণসম্পন্ন হইলেও গতায়ুর পক্ষে ব্যর্থ হয়। যেমন গুণের আশ্রয় দ্রব্য, সেইরূপ চিকিৎসার আশ্রয় আয়ু। ২৪। ভিষক্ নীরোগ ও রোগী উভয়ের আয়ুই পরীক্ষা করিবেন। আয়ুই আয়ুর্ব্বেদের কৃৎস্নফল। দেহী আয়ুরই অনুবর্ত্তী। ২৫। উপসংহার ;—দোষ সকল চিকিৎসার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক অসহায় শরীরে অধিকার লাভ করিয়া যে চিহ্ন প্রকাশ করে, তাহার পারিভাষিক নাম অরিষ্ট। ২৬

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা গোময়চূর্ণীয় ইন্দ্রিয়নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। যে রোগীর মস্তকে গোময়চূর্ণের ন্যায় চূর্ণ উৎপন্ন হয় এবং তৈল দিলে উঠিয়া যায়, সে এক মাসের অধিক বাঁচে না। ২। যে ব্যক্তি বিকৃতি বশতঃ চলিবার সময়, বোধ হয়, যেন পাদদ্বয় ঘর্ষণ করিতেছে, যেন অংসদ্বয় সন্ধিচ্যুত হইয়েছে, যেন সে দৌড়িতেছে ; সে অধিক দিন বাঁচে না। ৩। স্নাত ও অনুলিপ্ত হইবার পর যাহার সমস্ত

যমুদ্দিশ্যাতুরং বৈদ্যঃ সংবর্ত্তয়িতুমৌষধম্।
যতমানো ন শক্নোতি দুর্লভং তস্য জীবিতম্ ॥ ৫
বিজ্ঞাতং বহুশঃ সিদ্ধং বিধিবচ্চাবচারিতম্।
ন সিধ্যত্যৌষধং যস্য নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্
আহারমুপযুঞ্জানো ভিষজা সূপকল্পিতম্।
যৎ ফলং তস্য নাপ্নোতি দুর্লভং তস্য জীবিতম্
দূতাধিকারে বক্ষ্যামো লক্ষণানি মুমূর্ষতাম্।
যানি দৃষ্ট্বা ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ প্রত্যাখ্যায়াদসংশয়ম্
মুক্তকেশেঽথবা নগ্নে ব্যজত্যপ্রয়তেঽথবা।
ভিষগভ্যাগতং দৃষ্ট্বা দূতং মরণমাদিশেৎ ॥
সুপ্তে ভিষজি যে দূতাশ্ছিন্দন্ত্যপি চ ভিন্দতি।
আগচ্ছন্তি ভিষক্ তেষাং ন ভর্ত্তারমনুব্রজেৎ ॥
জুহ্বত্যগ্নিং তথা পিণ্ডং পিতৃভ্যো নির্ব্বপত্যপি
বৈদ্যে দূতা য আয়ান্তি তে ঘ্নন্তি প্রজিহীর্ষবঃ

কথয়ত্যপ্রশস্তানি চিন্তয়ত্যথবা পুনঃ।
বৈদ্যে দূতা মনুষ্যাণামাগচ্ছন্তি মুমূর্ষতাম্ ॥ ১১
মৃতদগ্ধবিনষ্টানি ভজতি ব্যাহরত্যপি।
অপ্রশস্তানি চান্যানি বৈদ্যে দূতা মুমূর্ষতাম্ ॥ ১২
বিকারসামান্যগুণে দেশকালেঽথবা ভিষক্।
দূতমভ্যাগতং দৃষ্ট্বা নাতুরং তমুপাচরেৎ ॥ ১৩
দীনভীতদ্রুতত্রস্তাং মলিনামসতীং স্ত্রিয়ম্।
ত্রীন্ ব্যাকৃতাংশ্চ পণ্ডাংশ্চ দূতান্ বিদ্যা-
ন্মুমূর্ষতাম্ ॥১৪
অঙ্গব্যসনিনং দূতং লিঙ্গিনং ব্যাধিতং তথা।
সম্প্রেক্ষ্য চোগ্রকর্ম্মাণং ন বৈদ্যো গন্তুমর্হতি ॥

দেহ আর্দ্র থাকিতেই, বক্ষঃস্থল অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়, সে বাঁচে না। ৪। বৈদ্য বহু যত্নেও যে রোগীর ঔষধ প্রস্তুত করিতে অসমর্থ হন, সে রোগী বাঁচে না। ৫। যাহার ফল জানা আছে, যাহা অনেকবার প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপ ঔষধ রোগীতে প্রযুক্ত হইলে যদি তাহা না খাটে, তবে সে রোগী বাঁচে না। ৬। বৈদ্য শাস্ত্রানুসারে আহার প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেও যদি রোগী তাহার ফল না পায়, তবে সে বাঁচে না। ৭। সম্প্রতি দূতাধিকার ব্যাখ্যা করিব। প্রাজ্ঞ চিকিৎসক এই দূতাধিকারে অধিকার লাভ করিলে রোগীর মৃত্যুলক্ষণ বলিতে পারিবেন। ৮। চিকিৎসক দূতকে মুক্তকেশে উলঙ্গের ন্যায় অশুচি অবস্থায় [তাড়াতাড়ি] আসিতে দেখিলে রোগীর মৃত্যু স্থির করিবেন। চিকিৎসক নিদ্রিত আছেন বা কোন কিছু কাটিতেছেন বা ছিঁড়িতেছেন, এমন সময়ে রোগীর দূত আসিয়া উপস্থিত হইলে চিকিৎসক আর সে রোগীকে দেখিতে যাইবেন না। ৯। চিকিৎসক অগ্নিতে হোম করিতেছেন বা পিতৃলোককে পিণ্ড দিতেছেন, এমন সময়ে রোগীর দূত আসিয়া উপস্থিত হইলে মনে করিতে হইবে যে, সে রোগীকে কোন কারণে প্রতিহিংসা বশতঃ বধ করিতে চায়। ১০। বৈদ্য কোন অপ্রশস্ত কথা কহিতেছেন বা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রোগীর দূত আসিয়া উপস্থিত হইলে সে রোগী বাঁচে না। ১১। বৈদ্য যখন মৃত, দগ্ধ বা বিনষ্ট বস্তু-সম্বন্ধে কোন প্রকার কার্য্য করিতেছেন কিংবা অন্য কোন অপ্রশস্ত বিষয় সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন, তখন রোগীর দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বুঝিতে হইবে যে, সে রোগী বাঁচিবে না ১২। রোগীর যে রোগ হইয়াছে, সেই রোগের সমান গুণবিশিষ্ট শীত বা উষ্ণ স্থানে বা কালে রোগীর দূত চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সে রোগী বাঁচে না। ১৩। চিকিৎসকের নিকট রজঃস্বলা বা অসতী স্ত্রী রোগীর দূত স্বরূপ হইয়া দীন ভীত দ্রুত ও ত্রস্তভাবে আসিলে অথবা তিনজন দূত একত্র বা উপর্য্যুপরি আসিলে অথবা বিকৃতাঙ্গ, বিকৃতেন্দ্রিয় বা বিকৃতমনা পুরুষ দূতস্বরূপ আসিলে অথবা নপুংসক দূত আসিলে, বুঝিতে হইবে যে, সে রোগী বাঁচিবে না। [রোগীর দূত সকল এইরূপ হইলে সহজে বোধ হয় যে, রোগীর প্রকৃত পরিচারক বা তত্ত্বাবধানের লোক নাই]।১৪। হীনাঙ্গ, লিঙ্গী (সন্ন্যাসী প্রভৃতির বেশধারী), পীড়িত বা উগ্রকর্ম্মা ব্যক্তি রোগীর দূতস্বরূপ

আতুরার্থমনুপ্রাপ্তং খরোষ্ট্রমথ বাহনম্।
দূতং দৃষ্ট্বা ভিষগ্বিদ্যাদাতুরস্য পরাভবম্ ॥ ১৬
পলালবুষমাসাস্থিকেশলোমনখদ্বিজান্।
মার্জ্জনীং মুষলং শূর্পমুপানচ্চর্ম্মবিচ্যুতে ॥
তৃণকাষ্ঠতুষাঙ্গারং স্পৃশন্তো লোষ্টভস্ম চ।
তৎপূর্ব্বদর্শনে দূতা ব্যাহরন্তি মুমূর্ষতাম্ ॥ ১৭
যস্মিংশ্চ দূতে ব্রুবতি বাক্যমাতুরসংশ্রয়ম্।
পশ্যেন্নিমিত্তমশুভং তঞ্চ নানুব্রজেদ্ভিষক্ ॥ ১৮
যথা ব্যসনিনং প্রেতং প্রেতালঙ্কারমেব বা।
ভিন্নং দগ্ধং বিনষ্টং বা তদ্বাদীনি বচাংসি বা ॥
রসো বা কটুকস্তীব্রো গন্ধো বা কৌণপো মহান্
স্পর্শো বা বিপুলঃ ক্রূরো যদ্বান্যদশুভং ভবেৎ
তৎপূর্ব্বমভিতো বাক্যং বাক্যকালেঽথবা পুনঃ
দূতানাং ব্যাহৃতং শ্রুত্বা ধীরো মরণমাদিশেৎ ॥
ইতি দূতাধিকারোঽয়মুক্তঃ কৃৎস্নো মুমূর্ষতাম্।

পথ্যাতুরকুলানাঞ্চ বক্ষ্যামৌৎপাতিকং পুনঃ ॥২০
অবক্ষুতমথোৎক্রুষ্টং স্খলনং পতনং তথা।
আক্রোশঃ সম্প্রহারো বা প্রতিষেধো বিগর্হনম্
বস্ত্রোষ্ণীষো তুরাসঙ্গচ্ছত্রোপানদ্যুগাশ্রয়ম্।
ব্যসনং দর্শনঞ্চাপি মৃতব্যসনিনং তথা।
চৈত্যধ্বজপতাকানাং চূর্ণানাং পতনানি চ।
হতানিষ্টপ্রবাদাশ্চ দর্শনং ভস্মপাংশুভিঃ ॥
পথচ্ছেদো বিড়ালেন শুনা সর্পেণ বা পুনঃ।
মৃগদ্বিজানাং ক্রূরাণাং গিরো দীপ্তাং দিশং প্রতি
শয়নাসনযানানামুত্তানানাং প্রদর্শনম্।
ইত্যেতান্যপ্রশস্তানি সর্ব্বাণ্যাহুর্মনীষিণঃ ॥
এতানি পথি বৈদ্যেন পশ্যতাতুরবর্ত্মনি।
শৃণ্বতা চ ন গন্তব্যং তদাগারং বিপশ্চিতা ॥
ইত্যৌৎপাতিকমাখ্যাতং পথি বৈদ্যবিগর্হিতম্।
ইমামপি চ বুধ্যেত গৃহাবস্থাং মুমূর্ষতাম্ ॥ ২১

আসিলে চিকিৎসক সে রোগীর কাছে যাই-বেন না। ১৫। দূত গর্দ্দভ, উষ্ট্র বা রথ-বাহনে আসিলে বৈদ্য রোগীর পরাভব জানি-বেন। ১৬। মুমূর্ষুর দূতেরা চিকিৎসকের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারেই অন্যমনস্কে খড়, তুষ, সীস, (গঙ্গাধর পাঠ 'মাংস') অস্থি, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ঝাঁটা, মুষল, কুলো, জুতোর ছেঁড়া চাম, তৃণ, কাষ্ঠ, অঙ্গার লোষ্ট বা প্রস্তর স্পর্শ করিয়া কথা কয়। ১৭। দূত রোগীর সম্বন্ধে কথা কহিবার সময়ে চিকিৎসক যদি কোন অশুভ নিমিত্ত দর্শন করেন, তবে তিনি দূতের অনুগমন করিবেন না। ১৮। দূত রোগীর সম্বন্ধে কথা বলিবার পূর্ব্বে বা কথা বলিবার সময়ে চিকিৎসকের নিকট বিপন্ন মৃত বা মৃতের অলঙ্কার অথবা ভিন্ন, দগ্ধ বা বিনষ্ট বস্তুর সম্বন্ধে কথা বলিলে অথবা কটুতীব্ররস বা দুরন্ত শ্মশানগন্ধ বা অপ্রশস্ত স্পর্শ বা ক্রূর সর্পাদির বা অন্য কোন অশুভের কথা হইলে রোগী বাঁচে না। ১৯। এইরূপে মুমূর্ষুদিগের দূতাধিকার সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হইল। সম্প্রতি বৈদ্য মুমূর্ষু

রোগীর নিকটে যাত্রাকালে পথিমধ্যে এবং আতুরের গৃহে উপস্থিত হইলে, যে সকল অশুভ দেখিয়া থাকেন, তাহার বিবরণ করা যাইতেছে। ২০। বৈদ্য পথিমধ্যে হাঁচি, করুণস্বরে চীৎকার, স্খলন, পতন, চীৎকার, প্রহার, বাধা, ভৎর্সনা, কাপড়, পাগড়ী, চাদর, ছাতা বা জুতা ; এই সমুদায় সাক্ষাৎ করিলে রোগীর বাড়ী যাইবেন না। যদি পথিমধ্যে মৃত বা বিপদ্গ্রস্তের চৈত্য (বৌদ্ধস্থান) বা ধ্বজপতাকার সন্দর্শন করেন ; যদি পথিমধ্যে চূর্ণের পতন দর্শন করেন ; যদি হতের সংবাদ বা অনিষ্টের সংবাদ প্রাপ্ত হন ; যদি ভস্ম, পাংশু, বিড়াল, কুকুর বা সর্প পথিমধ্যে পড়িয়া থাকে বা সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায় ; যদি সূর্য্য-বিশিষ্ট দিকে দুরন্ত মৃগপক্ষীদিগের শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় ; যদি শয্যা, আসন বা যান উত্তান (উপুড়) হইয়া পড়িয়া আছে দেখা যায় ; তবে পণ্ডিতেরা এই সকলকে অশুভ চিহ্ন বলেন বিদ্বান্ বৈদ্য এই সকল অশুভ লক্ষণ দেখিলে রোগীর বাড়ী যাইবেন না। এই সকল বৈদ্যবিগর্হিত লক্ষণ পথে ঘটিলে ইহাদিগকে ঔৎপাতিক লক্ষণ

প্রবেশে পূর্ণকুম্ভাগ্নিমৃদ্বীজফলসর্পিষাম্।
বৃষব্রাহ্মণরত্নানাং দেবতানাং বিনির্গতিম্॥
অগ্নিপূর্ণানি পাত্রাণি ভিন্নানি বিশিখানি চ।
ভিষঙ্মুমূর্ষতাং বেশ্ম প্রবিশন্নেব পশ্যতি॥ ২২
ছিন্নভিন্নবিদগ্ধানি ভগ্নানি মৃদিতানি চ।
দুর্ব্বলানি চ সেবন্তে মুমূর্ষোর্বৈশ্মিকা জনাঃ॥ ২৩
শ নং বসনং যানং গমনং ভোজনং রুতম্।
শ্রূয়তেঽমঙ্গলং যস্য নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্॥
শয়নং বসনং যানমন্যদ্বাপি পরিচ্ছদম্।
প্রেতবদ্যস্য কুর্ব্বন্তি সুহৃদঃ প্রেত এব সঃ॥ ২৫
অন্নং ব্যাপদ্যতেঽত্যর্থং জ্যোতিশ্চৈবোপ-
শাম্যতি।
নিবাতে সেন্ধনং যস্য তস্য নাস্তি চিকিৎসিতম্

বলা যায়। রোগীর গৃহের অবস্থাও এইরূপ হইলে ঔৎপাতিক লক্ষণ বলা যায়। ২১। যদি রোগীর প্রবেশকালে জলপূর্ণ কুম্ভ, অগ্নি, মৃত্তিকা, বীজ, ফল, ঘৃত, বৃষ, ব্রাহ্মণ, রত্ন ও দেবতাদিগের বিনির্গমন দেখা যায় এবং অগ্নিপূর্ণ, ভগ্ন, শিখাহীন পাত্র সকল নিরীক্ষিত হয়, তবে রোগী মুমূর্ষু হইয়াছে। ২২। যদি দেখা যায় যে, রোগীর গৃহের লোকেরা ছিন্ন, ভিন্ন, দগ্ধ, ভগ্ন, মৃদিত ও হীন দ্রব্য সকল লইয়া বসিয়া আছে [অর্থাৎ গৃহস্থেরা সকলেই রোগীর সেবায় ক্লান্ত হইয়াছে, সকলেই ভাবিত হইয়াছে, কে বা গৃহ পরিষ্কারের প্রতি মনোযোগ করে; এইজন্য সমস্তই এলোথেলো ব্যাপার হইয়াছে] তবে রোগী মুমূর্ষু জানিবে। ২৩। যে রোগীর শয়ন, উপবেশন, উত্থান, চলন ও স্বর সকলই বিকৃত, তাহার আর চিকিৎসা নাই। ২৪। সুহৃদ্গণ যে যে রোগীর শয়ন, উপবেশন, উত্থান ও অন্যান্য পরিচ্ছদ প্রেতের ন্যায় অনুভব করেন, সে মরাই। ২৫। যে রোগীর অন্ন প্রস্তুত করিবার সময়ে ব্যাঘাত হওয়াতে পাকাদি সুনিপন্ন না হয় এবং পাকশালায় বায়ু না থাকিলেও কাষ্ঠ সকল নিবিয়া যায়, তাহার আর চিকিৎসা চলে না। [কোন কোন রোগীর

আতুরস্য গৃহে যস্য ভিদ্যন্তে বা পতন্তি বা।
অতিমাত্রমমিত্রং বা দুর্লভং তস্য জীবিতম্॥ ২৭
ভবতি চাত্র।
যদ্দ্বাদশভিরধ্যায়ৈর্ব্যাসতঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
মুমূর্ষতাং মনুষ্যাণাং লক্ষণং জীবিতান্তকৃৎ॥
তৎসমাসেন বক্ষ্যামি পর্য্যায়ান্তরমাশ্রিতম্।
প [র্য্যা]য়বচনং হ্যর্থবিজ্ঞানায়োপপদ্যতে॥ ২৮
ইত্যার্থং পুনরেবেয়ং বিবক্ষা নো বিধীয়তে।
তস্মিন্ নৈবাধিকারে যৎ পূর্ব্বমেবাভিশব্দিতম্॥
বসতাং চরমং কালে শরীরেষু শরীরিণাম্।
অত্যুগ্রাণাং বিনাশায় দেহেভ্যঃ প্রবিবিৎসতাম্
ইষ্টাংস্তিতিক্ষতাং প্রাণান্ কান্তং বাসং
জিহাসতাম্।
তন্ত্রযন্ত্রেষু ভিন্নেষু তমোঽন্ত্যং প্রবিবিক্ষতাম্।
বিনাশায়েহ রূপাণি যান্যবস্থান্তরাণি চ।

মরিবার সময় এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। হয় তো বৈদ্য পাওয়াই গেল না, হয় তো রোগীকে স্বেদ দিবার জন্য উপকরণই ঘটিল না; হয় তো পুনঃপুনঃ প্রদীপ নিবিতে লাগিল; হয় তো বাজারে ঔষধাদি আনিতে গিয়া শোনা গেল যে, দোকান বন্ধ হইয়াছে ইত্যাদি]। ২৬। বৈদ্য রোগীর গৃহে প্রবেশ কালে যদি অতিমাত্র অমঙ্গল ভঙ্গ বা পতন লক্ষ্য করেন, তবে সে রোগীর জীবন দুর্লভ। ২৭। এই দ্বাদশ অধ্যায়ে মুমূর্ষুদিগের জীবননাশক লক্ষণ বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত হইল। এক্ষণে সংক্ষেপতঃ [শ্লোকাকারে] উহার পর্য্যায়ান্তর বর্ণনা করিব। কারণ উহা এইরূপ পর্য্যায়ান্তরে বর্ণনা করিলে সহজেই অভ্যস্ত হইতে পারিবে। ২৮। এই জন্য যাহা ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই আবার বলা হইতেছে। ২৯। চরমকালে দেহের [illegible] ও যন্ত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন হইলে দেহনিবাসী প্রাণীদিগের যে সকল অবস্থান্তর হয়, [illegible] পরিত্যাগ করিয়া বিনষ্ট হইবার সময় উহাদের যে উদ্বেগ হয়, প্রিয় মনোহর দেহাবাস পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে উহাদের যে [illegible]

ভবন্তি তানি বক্ষ্যামি যথোদ্দেশং যথাগমম্ ॥
প্রাণাঃ সমুপতপ্যন্তে বিজ্ঞানমুপরুধ্যতে
বমন্তি বলমঙ্গানি চেষ্টা ব্যুপরমন্তি চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি বিনশ্যন্তি খিলীভবতি চেতনা।
ঔৎসুক্যং ভজতে সত্ত্বং চেতো ভীরাবিশত্যপি
স্মৃতিস্ত্যজতি মেধা চ হ্রীশ্রিয়ৌ চাপসর্পতঃ।
উপপ্লবন্তে পাপ্মানি ওজস্তেজশ্চ নশ্যতি ॥
শীলং ব্যাবর্ত্ততেঽত্যর্থং ভক্তিশ্চ পরিসর্পতে।
বিক্রিয়ন্তে প্রতিচ্ছায়াশ্ছায়াশ্চ বিকৃতিং গতাঃ ॥
শুক্রং প্রচ্যবতে স্থানাদুন্মার্গং ভজতেঽনিলঃ।
ক্ষয়ং মাংসানি গচ্ছন্তি গচ্ছত্যসৃগুপক্ষয়ম্ ॥
উষ্মাণঃ প্রলয়ং যান্তি বিশ্লেষং যান্তি সন্ধয়ঃ।
গন্ধা বিকৃততাং যান্তি ভেদং বর্ণস্বরৌ তথা ॥
বৈরস্যং ভজতে কায়ঃ কায়শ্ছিদ্রং বিশুষ্যতি।
ধূমঃ সঞ্জায়তে মূর্দ্ধ্নি দারুণাখ্যশ্চ চূর্ণকঃ ॥
সততস্পন্দনাদেশাঃ শরীরে যেঽভিলক্ষিতাঃ।
তে স্তম্ভামুগতাঃ সর্ব্বে ন চলন্তি কথঞ্চন ॥
গুণাঃ শরীরদেশানাং শীতোষ্ণমৃদুদারুণাঃ।
বিপর্য্যাসেন বর্ত্তন্তে স্থানেষন্যেষু তদ্বিধাঃ ॥
নখেষু জায়তে পুষ্পং পঙ্কো দন্তেষু জায়তে।
জটাঃ পক্ষ্মসু জায়ন্তে সীমন্তাশ্চাপি মূর্দ্ধনি ॥
ভেষজানি ন সংবৃত্তিং প্রাপ্নুবন্তি তথা ক্বচিৎ।
যানি চাপ্যুপপদ্যন্তে তেষাং বীর্য্যং ন সিধ্যতি ॥
নানাপ্রকৃতয়ঃ ক্রূরা বিকারা বিবিধৌষধাঃ ॥ ৩১
ক্ষিপ্রং সমভিবর্ত্তন্তে প্রতিহত্য বলৌজসী।
শব্দঃ স্পর্শো রসো রূপং গন্ধশ্চেষ্টা বিচিন্তিতম্ ॥
উৎপদ্যন্তেঽশুভান্যেব প্রতিকর্ম্মপ্রবৃত্তিষু।
দৃশ্যন্তে দারুণাঃ স্বপ্না দৌরাত্ম্যমুপজায়তে ॥
প্রেষ্যাঃ প্রতীপতাং যান্তি প্রেতাকৃতিরুদীর্য্যতে
প্রকৃতির্হীয়তেঽত্যর্থং বিকৃতিশ্চাভিবর্দ্ধতে ॥
কৃৎস্নমৌৎপাতিকং ঘোরমরিষ্টমুপলক্ষ্যতে।
ইত্যেতানি মনুষ্যাণাং ভবন্তি বিনশিষ্যতাম্ ॥
লক্ষণানি যথোদ্দেশং যান্যুক্তানি যথাগমম্ ॥

স্বান্তর হয়, এই সকল যথাশাস্ত্র অভিপ্রায়ানুরূপ বর্ণনা করিতেছি। ৩০। প্রাণসমূহ তাপিত হয়, জ্ঞান রুদ্ধ হয়, অঙ্গ সকল বলহীন হয়, চেষ্টা সকল নিবৃত্ত হয়, ইন্দ্রিয় সকল বিনষ্ট হয়, চেতনা বদ্ধ হয়, সত্ত্বসংজ্ঞক মনের উৎকণ্ঠা হয়, চিত্তে ভয়সঞ্চার হয়, স্মৃতি ও মেধা পরিত্যাগ করে, হ্রী ও শ্রী অপগত হয়, পাপ সকল ক্লেশিত হয় [অর্থাৎ পাপের জন্য মন অনুতপ্ত হয়] ওজ ও তেজ নষ্ট হয়; স্বভাব অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়; ভক্তি অপগত হয়, কান্তি ও প্রতিবিম্ব বিকৃত হয়; শুক্র চ্যুত হয়; বায়ু স্বস্থান হইতে উন্মার্গে গমন করে; মাংস সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; রক্ত নিঃশেষ হয়, উষ্মা বিলুপ্ত হয়; সন্ধি সকল বিশ্লিষ্ট হয়; গন্ধ বিকৃত হয়; বর্ণ ও স্বর ভিন্ন হয়; শরীরের রস বিস্বাদ হয়; শরীরে ছিদ্রোৎপত্তি হয়; শরীর শুষ্ক হয়; মস্তকে ধূম ও দারুণ নামক চূর্ণ (১ম প্রকরণ দেখ) উৎপন্ন হয়; শরীরের সমস্ত স্থানের স্পন্দনক্রিয়াই স্তব্ধ হয়; কোন স্থানই আর চলিত হয় না; শরীরের শীত, উষ্ণ, কোমল ও কঠিন স্থান সকল বিপর্য্যাস ক্রমে অবস্থিত হয় (অর্থাৎ শীতল অঙ্গ উষ্ণ হয়, উষ্ণ অঙ্গ শীতল হয় ইত্যাদি); নখে পুষ্প উৎপন্ন হয়, দন্তে পঙ্ক উৎপন্ন হয়; পক্ষ্ম সকল জটা বাঁধিয়া যায়; মস্তকে সীমন্ত সকল উৎপন্ন হয়; ঔষধ সকল খাটে না (বা মিলে না) আবার ভেষজ সকল প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের বীর্য্যানুরূপ ক্রিয়া হয় না। নানাপ্রকার ক্রূর ও বিবিধৌষধসাধ্য বিকার উৎপন্ন হয়। ৩১। তখন রোগীর সম্বন্ধে শব্দ স্পর্শ, রস, রূপ, গন্ধ, চেষ্টা ও কর্ম্ম সকল শীঘ্র শীঘ্র এরূপভাবে সম্প্রবৃত্ত হইতে থাকে, যাহাতে রোগীর বল ও ওজঃ প্রতিহত হয়। চিকিৎসাকালে নানাপ্রকার অশুভ লক্ষণ ঘটিতে থাকে। নিদারুণ স্বপ্ন সকল দৃষ্ট হয়; কঠিন উপসর্গ উপস্থিত হয়; ভৃত্য সকল প্রতিকূল হয়; শবের ন্যায় আকৃতি হয়; স্বভাব অত্যন্ত হীন হইয়া পড়ে এবং বিকৃতি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঔৎপাতিক ঘোর অরিষ্ট উপস্থিত হয়। বিনাশাভিমুখ মনুষ্যদিগের এই সকল উৎ-

মরণায়েহ রূপাণি পশ্যতাপি ভিষগ্বিদা।
অপৃষ্টেন ন বক্তব্যং মরণং প্রত্যুপস্থিতম্॥
পৃষ্টেনাপি ন বক্তব্যং তত্র যত্রোপঘাতকম্।
আতুরস্য ভবেদ্দুঃখমথবান্যস্য কস্যচিৎ॥
অব্রুবং মরণং তস্য নৈনমিচ্ছেচ্চিকিৎসিতুম্।
যস্য পশ্যেদ্বিনাশায় লিঙ্গানি কুশলো ভিষক্॥
লিঙ্গেভ্যো মরণাখ্যেভ্যো বিপরীতানি পশ্যতা
লিঙ্গান্যারোগ্যমাগস্য বক্তব্যং ভিষজা ধ্রুবম্॥
দূতৈরৌৎপাতিকৈর্ভাবৈঃ পথ্যাতুরকুলাশ্রয়ৈঃ।
আতুরাচারশীলেষ্টদ্রব্যসম্পত্তিলক্ষণৈঃ॥ ৩৪
স্বাচারং হৃষ্টমব্যঙ্গং যশস্যং শুক্লবাসসম্।
অমুণ্ডমজটং দূতং জাতিবেশক্রিয়াসমম্॥
অনুষ্ট্রখরযানস্থমসন্ধ্যাস্বগ্রহেষু চ।
অদারুণেষু নক্ষত্রেষ্বনুগ্রেষু ধ্রুবেষু চ॥
বিনা চতুর্থীং নবমীং বিনা রিক্তাং চতুর্দ্দশীম্।
মধ্যাহ্নকার্দ্ধরাত্রঞ্চ ভূকম্পং রাহুদর্শনম্॥
বিনা দেশমশস্তঞ্চ শস্তোৎপাতিকলক্ষণম্।
দূতং প্রশস্তমব্যগ্রং নির্দ্দিশেদাগতং ভিষক্॥৩৫
দধ্যক্ষতদ্বিজাতীনাং বৃষভাণাং নৃপস্য চ।
রত্নানাং পূর্ণকুম্ভানাং সিতস্য তুরগস্য চ॥
সুরধ্বজপতাকানাং ফলানাং যাচকস্য চ।
কন্যানাং বর্দ্ধমানানাং বদ্ধস্যৈকপশোস্তথা॥
পৃথিব্যা উদ্ধৃতায়াশ্চ বহ্নেঃ প্রজ্বলিতস্য চ।
মোদকানাং সুমনসাং শুক্লানাং চন্দনস্য চ॥
মনোজ্ঞস্যান্নপানস্য পূর্ণস্য শকটস্য চ।
নৃভির্ধেন্বাঃ সবৎসায়া বড়বায়াঃ স্ত্রিয়াস্তথা॥
জীবঞ্জীবকসিদ্ধার্থসারসপ্রিয়বাদিনাম্।
হংসানাং শতপত্রাণাং চাষাণাং শিখিনাং তথা।
মৎস্যাজদ্বিজশঙ্খানাং প্রিয়ঙ্গূনাং ঘৃতস্য চ

পাত ঘটিয়া থাকে। ৩২। যেরূপ অভিপ্রায় ছিল, শাস্ত্রানুসারে মৃত্যু লক্ষণ সকল সেইরূপেই বর্ণিত হইল। চিকিৎসক মরণ-লক্ষণ দেখিলে জিজ্ঞাসিত না হইয়া তাহা কাহাকেও বলিবেন না। আবার জিজ্ঞাসিত হইলেও যে সে স্থলে অহিত সমাচার বলা উচিত নহে। তাহাতে রোগী বা অন্য কাহারও কষ্ট হইতে পারে। চিকিৎসক মরণ-লক্ষণ দেখিলে এই কথা বলিবেন যে, "মরণের কথা বলা যায় না, কারণ উহা অনিশ্চিত, তবে আমি আর ইহার চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করি না।" যদি মরণ-লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়; যদি দূতসম্বন্ধীয় ঔৎপাতিক ভাবসমূহ লক্ষিত না হয়, যদি রোগীর বাটীতে যাত্রাকালে পথিমধ্যে কুলক্ষণ দর্শন না ঘটে, যদি রোগীর গৃহে প্রবেশের পর কোন প্রকার অলক্ষণ দেখা না যায়, যদি রোগীর আচার ও স্বভাবাদি সম্বন্ধে উৎকর্ষই দেখা যায়, তবে ভিষক্ নিশ্চয় করিয়া বলিবেন যে, রোগী শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিবে। ৩৪। দূত আচারবান্, হৃষ্ট, অহীনাঙ্গ, যশঃপ্রিয়, শুক্লবস্ত্রধারী, অমুণ্ডিত, অজটাধারী এবং স্বজাতির উপযুক্ত বেশধারী ও ক্রিয়াবান হওয়া উচিত। দূত বৈদ্যের নিকট উষ্ট্র, খর বা রথে যাত্রা করিবে না। সন্ধ্যাকালে বা ক্রূরগ্রহের উদয়কালে যাত্রা করিবে না। প্রতিকূল নক্ষত্রে, উগ্র নামক নক্ষত্রে বা ধ্রুব নামক নক্ষত্রের উদয়কালে যাত্রা করিবে না। চতুর্থী, নবমী, রিক্তা ও চতুর্দ্দশীতে যাত্রা করিবে না; মধ্যাহ্নে, অর্দ্ধরাত্রে, ভূকম্প সময়ে, রাহুদর্শনে, অদেশে, অপ্রশস্ত ও ঔৎপাতিক লক্ষণ দর্শন করিলে যাত্রা করিবে না। দূত ব্যগ্রভাবে চিকিৎসকের সম্মুখীন হইবে না। চিকিৎসক এই প্রকার দূতকেই প্রশস্ত মনে করেন। ৩৫। রোগীর গৃহে প্রবেশকালে চিকিৎসক এই এই সকল লক্ষণ দর্শন করিলে রোগীর আরোগ্য লক্ষণ বলা যায়। যথা;—দধি, আতপ তণ্ডুল, ব্রাহ্মণ, বৃষ, রাজা, রত্ন, পূর্ণকুম্ভ, শ্বেতঘোটক, ইন্দ্রধ্বজপতাকা, ফল, যাচক (গঙ্গাধর পাঠ 'পাবক'), বর্দ্ধনশীলা কন্যা সকল, একটী বদ্ধপশু, কৃষ্টভূমি, প্রজ্বলিত অগ্নি, মোদক, শুক্লপুষ্প, চন্দন, মনোজ্ঞ অন্নপান, মনুষ্যপূর্ণ শকট, সবৎসা ধেনু, সবৎসা ঘোটকী, সবৎসা স্ত্রী, চকোর পক্ষী, সিদ্ধার্থপক্ষী, সারস, চাতক, হংস, শত-

রোচিষ্কাদর্শসিদ্ধানাং রোচনায়াশ্চ দর্শনম্ ॥
গন্ধঃ সুরভির্বর্ণশ্চ সুশুক্লো মধুরো রসঃ।
মৃগপক্ষিমনুষ্যাণাং প্রশস্তাশ্চ গিরঃ শুভাঃ॥
ছত্রধ্বজপতাকানামুৎক্ষেপণমভিপ্লুতিঃ।
ভেরীমৃদঙ্গশঙ্খানাং শব্দাঃ পুণ্যাহনিস্বনাঃ॥
বেদাধ্যয়নশব্দাশ্চ সুখো বায়ুঃ প্রদক্ষিণঃ।
পথি বেশ্মপ্রবেশে তু বিদ্যাদারোগ্যলক্ষণম্॥
মঙ্গলাচারসম্পন্নঃ সাতুরো বৈশ্মিকো জনঃ।
শ্রদ্দধানোঽনুকূলশ্চ প্রভূতদ্রব্যসংগ্রহঃ॥
ধনৈশ্বর্য্যসুখাবাপ্তিরিষ্টলাভঃ সুখেন চ।
দ্রব্যাণাং তত্র যোগ্যানাং যোজনা সিদ্ধিরেব চ
গৃহপ্রাসাদশৈলানাং নাগানাং বৃষভস্য চ।
হয়ানাং পুরুষাণাঞ্চ স্বপ্নে সমধিরোহণম্॥
সোমার্কাগ্নিদ্বিজাতীনাং গবাং নৃণাং যশস্বিনাম্।
অর্ণবানাং প্রতরণং বৃদ্ধিঃ সম্বাধনিঃসৃতিঃ॥
স্বপ্নে দৈবৈঃ সপিতৃভিঃ প্রসন্নৈশ্চাভিভাষণম্।
দর্শনং শুক্লবস্ত্রাণাং হ্রদস্য বিমলস্য চ॥
মাংসমৎস্যবিষামেধ্যচ্ছত্রাদর্শপরিগ্রহঃ।
স্বপ্নে সুমনসাঞ্চৈব শুক্লানাং দর্শনং শুভম্॥
অশ্বগোরথযানঞ্চ যানং পূর্ব্বোত্তরেণ চ।
রোদনং পতিতোত্থানং দ্বিষতাঞ্চাবমর্দ্দনম্॥ ৮
সত্ত্বলক্ষণসংযোগো ভক্তির্বৈদ্যদ্বিজাতিষু।
সাধ্যত্বং ন চ নির্ব্বেদস্তদারোগ্যস্য লক্ষণম্॥৩৯
আরোগ্যাদ্বলমায়ুশ্চ সুখঞ্চ লভতে মহৎ।
ইষ্টাংশ্চাপ্যপরান্ ভাবান্ পুরুষঃ শুভলক্ষণঃ॥৪৮

তত্র শ্লোকঃ।

উক্তং গোময়চূর্ণীয়ে মরণারোগ্যলক্ষণম্।
দূতস্বপ্নাতুরোৎপাতযুক্তিসিদ্ধিব্যপাশ্রয়ম্॥ ৪১

ভবন্তি চাত্র।

ইতীদমুক্তং প্রকৃতং যথা তথা
তদপ্যবেক্ষ্যং সততং ভিষগ্বিদা।

পত্র, নীলকণ্ঠ, ময়ূর, মৎস্য, ছাগ, সুগঠিতশঙ্খ, প্রিয়ঙ্গু; ঘৃত, রুচকলবণ, আদর্শ, শ্বেতসর্ষপ ও গোরোচনা; এই সমুদায়ের দর্শন শুভ। সুগন্ধ, শুক্লবর্ণ, মধুররস, মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্যদিগের প্রশস্ত শব্দ, ছত্র, ধ্বজ ও পতাকার উৎক্ষেপণ ও ইতস্ততঃ দোলন, ভেরীধ্বনি, মৃদঙ্গধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি, পুণ্যাহশব্দ, বেদাধ্যয়ন ও সুখকর দক্ষিণবায়ু। [গৃহস্থ এইরূপ অবস্থায় থাকিলে রোগী ভালই আছে মনে করিতে হয়। অতএব এ সকল আরোগ্যলক্ষণ]। ৩৬। রোগী ও গৃহস্থ সকলেই মঙ্গলাচরণসম্পন্ন, শ্রদ্ধাকারী বশংবদ, উপকরণসমুদায়সম্পন্ন, ধনবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও সুখী হইলে এবং চিকিৎসক ও রোগীর ইষ্টবস্তু সুখলভ্য হইলে এবং যোগ্য দ্রব্যসমূহের যোজনা হইলে অবশ্যই আরোগ্য লাভ হয়। ৩৭। স্বপ্নে গৃহ, প্রাসাদ, শৈল, হস্তী, বৃষভ, ঘোটক ও পুরুষে আরোহণ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো ও যশস্বী মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎকার; সমুদ্র-প্রতরণ, সমুদ্রের বৃদ্ধি ও সঙ্কট হইতে মুক্তি (সম্বাধ-নিঃসৃতি), প্রসন্নমূর্ত্তি দেব ও পিতৃগণের সহিত সম্ভাষণ, শুক্লবস্ত্র দর্শন, বিমলহ্রদ দর্শন; মাংস, মৎস্য, বিষ, অপবিত্রবস্তু, ছত্র ও দর্পণ এই সমুদায়ের গ্রহণ; শুক্লপুষ্প দর্শন, অশ্ব গো ও রথে গমন এবং উত্তর বা পূর্ব্বমুখে গমন, রোদন, পতিত হইয়া উত্থান ও শত্রুদমন; এই সকল শুভকর লক্ষণ হয়। ৩৮। রোগীর মনের তেজ থাকিলে, বৈদ্য ও দ্বিজাতির প্রতি ভক্তি থাকিলে, রোগের সাধ্যত্ব থাকিলে এবং কোন প্রকার নির্ব্বেদ না থাকিলে, আরোগ্যের লক্ষণ বলা যায়। ৩৯। সুলক্ষণ পুরুষ আরোগ্য হইতে বল, আয়ু ও মহৎ সুখ লাভ করেন এবং অন্যান্য অভিলষিত ভাব সকলও লাভ করিয়া থাকেন। ৪০। এই অধ্যায়ের সূচী—এই গোময়চূর্ণীয় অধ্যায়ে মরণ ও আরোগ্যের লক্ষণ বিবৃত হইল; ইহাতে দূতের শুভাশুভ বিবরণ, স্বপ্নের শুভাশুভ বিবরণ, রোগীর শুভাশুভ বিবরণ, উৎপাতসমূহের বিবরণ; যুক্তি ও সিদ্ধি বিবৃত হইল। ৪১। এই ইন্দ্রিয় স্থানে যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইল, ভিষক্ তাহা অবশ্যই অবেক্ষণ

তথা হি সিদ্ধিঞ্চ যশশ্চ শাশ্বতং
স সিদ্ধকর্ম্মা লভতে ধনানি চ ॥ ৪২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
ইন্দ্রিয়স্থানে গোময়চূর্ণীয়মিন্দ্রিয়ং নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ইন্দ্রিয়স্থানং সমাপ্তম্।

করিবেন। তাহাতে তিনি সিদ্ধকর্ম্মা হইয়া সিদ্ধি, যশঃ, ধর্ম্ম ও ধনলাভ করিতে পারিবেন। ৪২

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইন্দ্রিয়স্থান সমাপ্ত।

চিকিৎসিতস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

রসায়নপাদঃ।

অথাতোঽভয়ামলকীয়ং রসায়নপাদং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
চিকিৎসিতং ব্যাধিহরং পথ্যং সাধনমৌষধম্।
প্রায়শ্চিত্তং প্রশমনং প্রকৃতিস্থাপনং হিতম্ ॥
বিদ্যাদ্ভেষজনামানি ভেষজং দ্বিবিধঞ্চ তৎ।
স্বস্থস্যোজস্করং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদার্ত্তস্য রোগনুৎ ॥২
অভেষজঞ্চ দ্বিবিধং বাধনং সানুবাধনম্ ॥ ৩
স্বস্থস্যোজস্করং যৎ তু তদ্বৃষ্যং তদ্রসায়নম্ ॥৪
প্রায়ঃ প্রায়েণ রোগাণাং দ্বিতীয়ং প্রশমে মতম্।
প্রায়ঃশব্দো বিশেষার্থো হ্যুভয়ং হ্যুভয়ার্থকৃৎ ॥৫

প্রথম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অভয়ামলকীয় রসায়নপাদ ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন ৷১। ভেষজের এই কয়েকটী নাম যথা;—চিকিৎসিত, ব্যাধিহর, পথ্য, সাধন, ঔষধ, প্রায়শ্চিত্ত, প্রশমন, প্রকৃতিস্থাপন ও হিত। ভেষজ দ্বিবিধ; কতকগুলি সুস্থের পক্ষে ওজস্কর এবং কতকগুলি রোগীর পক্ষে রোগহর। ২। আবার অভেষজও দুই প্রকার; যথা,—বাধন (সদ্যঃপ্রাণহর) ও সানুবাধন (সময়ান্তরে অপকারক)। ৩। যে ভেষজ সুস্থের পক্ষে ওজস্কর, তাহাই বৃষ্য ও তাহাই রসায়ন। ৪। বিশেষতঃ রসায়ন ভেষজ অনেক রোগেও আরোগ্যার্থ প্রয়োগ করা যায়। "বিশেষতঃ" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বৃষ্য ও রসায়ন উভয়েই উভয়ের প্রয়োজনাসিদ্ধিকারণ (অর্থাৎ বৃষ্য না হইলে রসায়ন হয় না এবং রসায়ন না হইলে বৃষ্য হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, যক্ষ্মাদিরোগে বৃষ্যোক্ত ঔষধও ব্যবহার করা যায়)। ৫।

দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
প্রভাবর্ণস্বরে দার্ঢ্যং দেহেন্দ্রিয়বলং পরম্॥
বাক্‌সিদ্ধিং প্রণতিং কান্তিং লভতে না রসায়নাৎ।
লাভোপায়ো হি শস্তানাং রসাদীনাং রসায়নম্॥ ৬
অপত্যসন্তানকরং যৎ সদ্যঃ সম্প্রহর্ষণম্।
বাজীবাতিবলো যেন যাত্যপ্রতিহতঃ স্ত্রিয়ঃ॥
ভবত্যতিপ্রিয়ঃ স্ত্রীণাং যেন যেনোপচীয়তে।
জীর্য্যতোহপ্যক্ষয়ং শুক্রং ফলবদ্‌যেন দৃশ্যতে॥
প্রভূতশাখঃ শাখীব যেন চৈত্যো যথা মহান্।
ভবত্যর্চ্চ্যো বহুমতঃ প্রজানাং সুবহুপ্রজঃ।
সন্তানমূলং যেনেহ প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে।
যশঃ শ্রিয়ং বলং পুষ্টিং বাজীকরণমেব তৎ॥ ৭
স্বস্থস্যোজস্করং যত্তদ্‌দ্বিবিধং প্রোক্তমৌষধম্।
যদ্ব্যাধিনির্ঘাতকরং বক্ষ্যতে তচ্চিকিৎসিতে॥
চিকিৎসিতার্থ এতাবান্ বিকারাণাং যদৌষধম্।
রসায়নবিধিশ্চাগ্রে বাজীকরণমেব চ॥ ৮
অভেষজমিতি জ্ঞেয়ং বিপরীতং যদৌষধাৎ।
তদসেব্যং নিষেব্যন্তু প্রবক্ষ্যামি যদৌষধম্॥ ৯
রসায়নানাং দ্বিবিধং প্রয়োগমৃষয়ো বিদুঃ।
কুটীপ্রাবেশিকঞ্চৈব বাতাতপিকমেব চ॥ ১০
কুটীপ্রাবেশিকস্যাদৌ বিধিঃ সমুপদেক্ষ্যতে।
নৃপবৈদ্যদ্বিজাতীনাং সাধুনাং পুণ্যকর্ম্মণাম্॥
নিবাসে নির্ভয়ে শস্তে প্রাপ্যোপকরণে পুরে।
দিশি পূর্ব্বোত্তরস্যান্তু সুভূমৌ কারয়েৎ কুটীম্॥
বিস্তারোৎসেধসম্পন্নাং ত্রিগর্ভাং সূক্ষ্মলোচনাম্

মানুষ রসায়ন হইতে দীর্ঘ আয়ুঃ, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, তরুণতা, প্রভা, বর্ণ ও স্বরের পুষ্টি, দেহ ও ইন্দ্রিয়দিগের বল, বাক্‌সিদ্ধি, প্রণতি ও কান্তি লাভ করিয়া থাকে। রসাদি ধাতু-সমূহ লাভ করিবার উপায়স্বরূপ বলিয়া ইহার নাম রসায়ন। ৬। যাহা সেবন করিলে বহু-সন্তান উৎপন্ন হয়; যাহা সদ্য হর্ষ উৎপাদন করে; যাহা বাজী অর্থাৎ ঘোটকের ন্যায় অতি বল, যাহা সেবন করিলে পুরুষ অপ্রতি-হত হইয়া স্ত্রীগমন করিতে পারে; যাহা দ্বারা পুরুষ স্ত্রীদিগের অতি প্রিয় হয় ও পরিপুষ্ট হয়; যদ্দ্বারা পুরুষের শুক্র বৃদ্ধকালেও অক্ষয় থাকিয়া ফলবৎ হয়; যদ্দ্বারা পুরুষ বহু সন্ততিসম্পন্ন হইয়া বহুশাখাযুক্ত শাখীর ন্যায় শোভমান হয়; যদ্দ্বারা পুরুষ চৈত্যের ন্যায় মহান্ ও অর্চ্চনীয় হয়; যদ্দ্বারা পুরুষ বহু সন্তান হওয়াতে লোকের অভিমত হয়; যাহা সন্তানের মূল কারণ বলিয়া, পুরুষ যদ্দ্বারা ইহ-পরলোকে অনন্ত যশঃ, শ্রী, বল ও পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে, তাহাকেই বাজীকরণ কহে। [যাহা সেবন করিলে বাজী অর্থাৎ ঘোটকের ন্যায় পুংশক্তি হয়, তাহার নাম বাজীকরণ। অমর-কোষে চৈত্য শব্দে বলিদান-স্থান, বাগ্‌ভটের টীকাকার অরুণ দত্তের মতে চৈত্যশব্দে বৌদ্ধ স্থান এবং সাধারণতঃ চৈত্যশব্দে পূজ্যস্থান বুঝায়। প্রসিদ্ধি আছে, অমর সিংহ বৌদ্ধ ছিলেন, অথচ তিনি চৈত্য শব্দের বৌদ্ধস্থান অর্থ করেন নাই; অতএব অরুণের সহিত অমরের বিরোধ হইতেছে। তবে চরকের সময়েও বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল বটে] ৭। এইরূপে ঔষধ দুই প্রকার বলা হইল, অর্থাৎ এক প্রকার সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ওজস্কর ও দ্বিতীয় প্রকার রোগনাশক। রোগনাশক ঔষধ পরে বলা যাইবে। চিকিৎসা স্থানে সেই সকল ঔষধের প্রয়োজন হইবে। অগ্রে রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধের বিষয় বলিতেছি। ৮। ইহাদিগের বিপরীত ঔষধকে অভেষজ কহে। তাহা অসেব্য ও নিষিদ্ধ। এক্ষণে যাহা ঔষধ তাহাই বলিতেছি। ৯। ঋষিরা রসায়নসমূহের দুই প্রকার প্রয়োগ কহিয়া থাকেন। এক প্রকার কুটীপ্রাবেশিক ও অন্য প্রকার বাতাত-পিক। ১০। প্রথমতঃ কুটীপ্রাবেশিক রসায়ন বলা হইতেছে। সাধু, পুণ্যকর্ম্মা, নৃপবৈদ্য ও ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয়ে এমন একটী নিবাস স্থির করিবে, যেন তাহা নির্ভয় ও প্রশস্ত হয়, যেন তথায় রসায়নের উপযোগী উপকরণ সমু-দায়ের অসদ্ভাব না থাকে। ঐ নিবাসের পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে উত্তম ভূমিতে কুটী নির্ম্মাণ

ঘনভিত্তিমৃতুসুখাং সুস্পষ্টাং মনসঃ প্রিয়াম্ ॥ ১০
শব্দাদীনামশস্তানামগম্যাং স্ত্রীবিবর্জ্জিতাম্।
ইষ্টোপকরণোপেতাং সজ্জবৈদ্যৌষধদ্বিজাম্ ॥
অথোদগয়নে শুক্লে তিথিনক্ষত্রপূজিতে।
মুহূর্ত্তকরণোপেতে প্রশস্তে কৃতবাপনঃ ॥
ধৃতিস্মৃতিবলং কৃত্বা শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ।
বিধূয় মানসান্ দোষান্ মৈত্রীং ভূতেষু চিন্তয়ন্
দেবতাঃ পূজয়িত্বাগ্রে দ্বিজাতীংশ্চ প্রদক্ষিণম্।
দেবগোব্রাহ্মণান্ কৃত্বা ততস্তাং প্রবিশেৎ কুটীম্ ॥ ১২
তস্যাং সংশোধনৈঃ শুদ্ধঃ সুখী জাতবলঃ পুনঃ
রসায়নং প্রযুঞ্জীত তৎ প্রবক্ষ্যামি শোধনম্ ॥ ১৩
হরীতকীনাং চূর্ণানি সৈন্ধবামলকে গুড়ম্।
বচাং বিড়ঙ্গং রজনীং পিপ্পলীং বিশ্বভেষজম্ ॥

করাইবে। কুটী বিস্তীর্ণ ও উচ্চ হওয়া উচিত, উহাতে তিনটী প্রকোষ্ঠ থাকা উচিত, ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকা উচিত; কুটীর ভিত্তি ঘন এবং কুটী ঋতুবিপর্য্যয়ে শীতোষ্ণ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত। কুটী সুন্দররূপে প্রকটীকৃত, মনঃপ্রিয়, অপ্রশস্ত শব্দাদির অগম্য, স্ত্রীবিবর্জ্জিত ও যথেষ্ট উপকরণসম্পন্ন হওয়া উচিত। যেন তথায় বৈদ্য, ঔষধ ও ব্রাহ্মণের সদা সংযোগ থাকে। ১১। অনন্তর উত্তরায়ণে, শুক্লপক্ষে, বিশুদ্ধ তিথি নক্ষত্রে, বিশুদ্ধ মুহূর্ত্তে, বিশুদ্ধ করণে, প্রশস্ত দিবসে ক্ষৌরকার্য্য সমাধানান্তে ধৃতি ও স্মৃতির বল ধারণ করিয়া, শ্রদ্ধাবান্ ও সমাহিত হইয়া মানসিক দোষ সকল পরিহার করিয়া, সর্ব্বভূতে মৈত্রীভাব চিন্তা করিতে করিতে, অগ্রে দেবতাদিগকে ও পরে দ্বিজাতিদিগকে পূজা করিয়া এবং দেব গো ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরে সেই কুটীতে প্রবেশ করিবে। কুটীপ্রবেশ করিয়া সংশোধনযোগে শুদ্ধ হইবে, পরে সুস্থ হইয়া বল লাভ করিলে রসায়ন সেবন করিবে। এক্ষণে সংশোধনের প্রক্রিয়া বলিতেছি। ১৩। স্নেহ ও স্বেদযোগে উপপন্ন হইয়া হরীতকী, সৈন্ধব, আমলকী, গুড়,

পিবেদুষ্ণাম্বুনা জন্তুঃ স্নেহস্বেদোপপাদিতঃ ॥ ১৪
তেন শুদ্ধশরীরায় কৃতসংসর্জ্জনায় চ।
ত্রিরাত্রং যাবকং দদ্যাৎ পঞ্চাহং বাপি সর্পিষা।
সপ্তাহং বা পুরাণস্য যাবচ্ছুদ্ধেস্তু বর্চ্চসঃ ॥ ১৫
শুদ্ধকোষ্ঠন্তু তং জ্ঞাত্বা রসায়নমুপাচরেৎ।
বয়ঃপ্রকৃতিসাত্ম্যজ্ঞো যৌগিকং যস্য যদ্ভবেৎ ॥
হরীতকীং পঞ্চরসামুষ্ণামলবণাং শিবাম্।
দোষানুলোমিনীং লঘ্বীং বিদ্যাদ্দীপনপাচনীম্ ॥
আয়ুষ্যাং পৌষ্টিকীং ধন্যাং বয়সঃ স্থাপনীং পরাম্
সর্ব্বরোগপ্রশমনীং বুদ্ধীন্দ্রিয়বলপ্রদাম্ ॥
কুষ্ঠং গুল্মমুদাবর্ত্তং শোষং পাণ্ড্বাময়ং মদম্।
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং পুরাণং বিষমজ্বরম্ ॥
হৃদ্রোগং সশিরোরোগমতীসারমরোচকম্।
কাসং প্রমেহমানাহং প্লীহানমুদরং নবম্ ॥
কফপ্রসেকং বৈস্বর্য্যং বৈবর্ণ্যং কামলাং ক্রিমীন্
শ্বয়থুং তমকং ছর্দ্দিং ক্লৈব্যমঙ্গাবসাদনম্ ॥

বচ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, পিপুল ও শুট; এই সকলের চূর্ণ উষ্ণাম্বু যোগে সেবন করিবে। ১৪। এইরূপে শুদ্ধশরীর হইয়া পেয়াদিক্রম পালন করিবার পর মল-শুদ্ধির জন্য ত্রিরাত্র যবাগূ বা পঞ্চাহ ঘৃত বা সপ্তাহ পুরাতন শালির মণ্ডাদি সেবন করিবে। ১৫। এইরূপে কোষ্ঠশুদ্ধি হইবার পর রসায়ন সেবন করিবে। বয়স, প্রকৃতি ও সাত্ম্য বিবেচনা করিয়া যাহার পক্ষে যেরূপ রসায়ন হিতকর, তাহাই তাহার সেবন করিতে হইবে। ১৬। সম্প্রতি হরীতকীর গুণ ব্যাখ্যা করা হইতেছে;—হরীতকী পঞ্চরস-বিশিষ্ট (অর্থাৎ ইহাতে লবণ ভিন্ন পাঁচটী রস আছে), উষ্ণ, অলবণ শুভ, দোষানুলোমন, লঘু দীপন ও পাচন, আয়ুষ্য, পুষ্টিকর, ধন্য, উৎকৃষ্ট, বয়ঃস্থাপন, সর্ব্বরোগপ্রশমন, বুদ্ধীন্দ্রিয়বলপ্রদ। ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, শোথ, পাণ্ডুরোগ, মদরোগ, অর্শ, গ্রহণীদোষ, পুরাণ জ্বর, বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, অতিসার, অরুচি, কাস, প্রমেহ, আনাহ, প্লীহা, নূতন উদর, কফপ্রসেক, বিস্বরতা, বিবর্ণতা, কামলা, ক্রিমি, শোথ, তমক

স্রোতোবিবন্ধান্ বিবিধান্ প্রলেপং হৃদয়োরসোঃ।
স্মৃতিবুদ্ধিপ্রমোহঞ্চ জয়েচ্ছীঘ্রং হরীতকী ॥ ১৭
অজীর্ণিনো রুক্ষভুজঃ স্ত্রীমদ্যবিষকর্ষিতাঃ।
সেবেরন্নাভয়ামেতে ক্ষুত্তৃষ্ণোষ্ণার্দ্দিতাশ্চ যে ॥ ১৮
তান্ গুণাংস্তানি কর্ম্মাণি বিদ্যাদামলকীষপি।
যান্যুক্তানি হরীতক্যা বীর্য্যস্য তু বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৯
অতশ্চামৃতকল্পানি বিদ্যাৎ কর্ম্মভিরীদৃশৈঃ।
হরীতকীনাং শস্যানি ভিষগামলকস্য চ ॥ ২০
ওষধীনাং পরা ভূমির্হিমবান্ শৈলসত্তমঃ।
তস্মাৎ ফলানি তজ্জানি গ্রাহয়েৎ কালজানি চ
আপূর্ণরসবীর্য্যাণি কালে কালে যথাবিধি
আদিত্যসলিলচ্ছায়াপবনপ্রীণিতানি চ ॥
যান্যদগ্ধান্যপূতীনি নির্ব্রণান্যগদানি চ।
তেষাং প্রয়োগং বক্ষ্যামি ফলানাং কর্ম্ম চোত্তমম্ ॥ ২১

পঞ্চানাং পঞ্চমূলানাং ভাগান্ দশপলোন্মিতান্
হরীতকীসহস্রঞ্চ ত্রিগুণামলকং নবম্ ॥
বিদারিগন্ধাং বৃহতীং পৃশ্নিপর্ণীং নিদিগ্ধিকাম্।
বিদ্যাদ্বিদারিগন্ধাদ্যং শ্বদংষ্ট্রা পঞ্চমং গণম্ ॥
বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোণাকং কাশ্মর্য্যমথ পাটলীম্।
পুনর্নবাশূর্পপর্ণ্যৌ বলামেরণ্ডমেব চ ॥
জীবকর্ষভকৌ মেদাং জীবন্তীং সশতাবরীম্।
শরেক্ষুদর্ভকাশানাং শালীনাং মূলমেব চ ॥
ইত্যেষাং পঞ্চমূলানাং পঞ্চানামুপকল্পয়েৎ।
ভাগান্ যথোক্তাংস্তৎ সর্ব্বং সাধ্যং দশগুণেঽম্ভসি ॥
দশভাগাবশেষন্তু পূতং তদ্গ্রাহয়েদ্রসম্।
হরীতকীশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাণ্যামলকানি চ ॥
তানি সর্ব্বাণ্যনস্থীনি ফলান্যাপোথ্য কূর্চ্চনৈঃ
বিনীয় তস্মিন্নির্য্যূহে চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ ॥
মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ পিপ্পল্যাঃ শঙ্খপুষ্প্যাঃ প্লবস্য চ।
মুস্তানাং সবিড়ঙ্গানাং চন্দনাগুরুণোস্তথা।

শ্বাস, বমি, ক্লৈব্য, অঙ্গাবসাদ, বিবিধ প্রকার স্রোতোরোধ, হৃদয় ও বক্ষের উপলেপ এবং স্মৃতি ও বুদ্ধির মোহ শীঘ্র জয় করে। ১৭। অজীর্ণ রোগী (যাহার কিছুই জীর্ণ হয় না— যেমন রক্তপিত্তের পর অজীর্ণে), রুক্ষসেবী, স্ত্রীরত, মদ্যরত, বিষসেবী এবং ক্ষুত্তৃষ্ণা-কাতর ব্যক্তিগণ হরীতকী সেবন করিবে না। ১৮। হরীতকীর যে সকল গুণ ও কর্ম্ম, আমলকীরও সেই সকল গুণ ও সেই সকল কর্ম্ম জানিবে। কেবল আমলকীর বীর্য্য হরীতকীর বিপরীত। অর্থাৎ হরীতকী উষ্ণবীর্য্য, আমলকী শীত-বীর্য্য। ১৯। হরীতকী ও আমলকীর শাসকে ভিষকেরা এই জন্য ও এই সকল কর্ম্ম দ্বারা অমৃতকল্প বলিয়া থাকেন। ২০। হিমালয় পর্ব্বত-ভূমি ওষধি সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট। অতএব যে কালে যে ঔষধ গ্রহণ করিতে হয়, সে কালে সেই ঔষধ হিমালয় হইতেই গ্রহণ করিবে। ঔষধ সকল যথাকালে পূর্ণরস ও পূর্ণবীর্য্য হইলেই যথাবিধি তুলিতে হয়। যথা-কালে রৌদ্র জল ছায়া ও বাতাস পায়, এই-রূপ ঔষধই গ্রহণ করা উচিত। অদগ্ধ, অপূতি, নির্ব্রণ ও নীরোগ ঔষধ গ্রহণ করিতে হয়। সম্প্রতি ঔষধের প্রয়োগ ও ফল বর্ণন করিতেছি। ২১। পঞ্চ প্রকার পঞ্চমূল আছে। শাল-পর্ণী, বৃহতী, পৃশ্নিপর্ণী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহারা স্বল্প পঞ্চমূল। বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল ও পারুলছাল; ইহারা মহৎ পঞ্চমূল। পুনর্নবা, মুগানী, মাষাণী, বেড়েলা ও এরণ্ডমূল; ইহারা পুনর্নবাদি পঞ্চ-মূল। জীবক, ঋষভক মেদ, জীবন্তী ও শতমূলী; ইহারা জীবিকাদি পঞ্চমূল। শর-মূল, ইক্ষুমূল, উলুমূল, কাশমূল ও শালিমূল; ইহারা তৃণ পঞ্চমূল। এই সকল পঞ্চ মূলের প্রত্যেক ঔষধ দুই পল পরিমাণে গ্রহণ করিবে; হরীতকী এক সহস্র ও আমলকী তিন সহস্র লইবে এবং তৎসমুদায় দশ-গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া দশভাগের একভাগ থাকিতে নামাইবে; আমলকী ও হরিতকীর আঁটী ফেলিয়া দিয়া পেষণ পূর্ব্বক সেই কাথে গুলিয়া লইবে। অনন্তর সেই কাথে মণ্ডূকপর্ণী, পিপুল, শঙ্খপুষ্পী, কৈবর্ত্তমুস্তক,

মধুকস্য হরিদ্রায়া বচায়াঃ কনকস্য চ।
ভাগাংশ্চতুষ্পলান্ কৃত্বা সূক্ষ্মৈলায়াস্তথা॥
সিতোপলাসহস্রঞ্চ চূর্ণিতং তুলয়াধিকম্।
তৈলস্য আঢ়কং তত্র দদ্যাৎ ত্রীণি চ সর্পিষঃ॥
সাধ্যমৌড়ুম্বরে পাত্রে তৎ সর্ব্বং মৃদুনাগ্নিনা।
জ্ঞাত্বা লেহমদগ্ধঞ্চ শীতং ক্ষৌদ্রেণ সংসৃজেৎ॥
ক্ষৌদ্রপ্রমাণং স্নেহার্দ্ধং তৎ সর্ব্বং ঘৃতভাজনে
তিষ্ঠেৎ সম্মূর্চ্ছিতং তস্য মাত্রাং কালে
প্রযোজয়েৎ॥
মানোপরুদ্ধ্যাদাহারমেবং মাত্রাং জরাং প্রতি
ষষ্টিকঃ পয়সা চাত্র জীর্ণে ভোজনমিষ্যতে॥
বৈখানসা বালখিল্যাস্তথা চান্যে তপোধনাঃ।
রসায়নমিদং প্রাপ্য বভূবুরমিতায়ুষঃ॥
মুক্তাজীর্ণং বপুশ্চাগ্র্যমবাপুস্তরুণং বয়ঃ।
বীততন্দ্রাক্লমশ্বাসা নিরাতঙ্কাঃ সমাহিতাঃ॥
মেধাস্মৃতিবলোপেতাশ্চিররাত্রং তপোধনাঃ।
ব্রাহ্ম্যং তপো ব্রহ্মচর্য্যং চেরুশ্চাত্যন্তনিষ্ঠয়া॥

মুস্তক, বিড়ঙ্গ, রক্তচন্দন, অগুরু, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, বচ, কনক (পলাশ) ও ছোট-এলাচ; এই সমুদয়ের চূর্ণ প্রত্যেকে চারিপল, মিছিরী এগারশত পল, তৈল দুই আঢ়ক এবং ঘৃত তিন আঢ়ক নিক্ষেপ করিয়া তাম্রপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। জ্বাল দিতে দিতে লেহবৎ হইলে নামাইবে। শীতল হইলে এক আঢ়ক মধু মিশ্রিত করিয়া সমস্ত দ্রব্য একটী ঘৃতপাত্রে (যাহাতে পূর্ব্বে ঘৃত ছিল) রাখিবে। অনন্তর যথাকালে যথামাত্রার অর্থাৎ ক্ষুধার ব্যাঘাত না হয়, এরূপ মাত্রায় সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া দুগ্ধ ও যষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন সেবন করিতে হয়। বৈখানস, বালখিল্য ও অন্যান্য তপোধনগণ এই রসায়ন প্রাপ্ত হইয়া অপরিমিত আয়ু লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শরীর অজীর্ণশূন্য ও বয়স তরুণ হইয়াছিল। তন্দ্রা, ক্লান্তি শ্বাস ও ব্যাধি নিবৃত্ত হইয়াছিল। আর তাঁহারা এই রসায়নবলেই সমাহিত হইয়া এবং মেধা স্মৃতি ও বল লাভ করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার

রসায়নমিদং ব্রাহ্ম্যমায়ুষ্কামঃ প্রযোজয়েৎ।
দীর্ঘমায়ুর্বয়শ্চাগ্র্যং কামাংশ্চেষ্টান্ সমশ্নুতে॥ ২২
ইতি ব্রাহ্মরসায়নম্।

যথোক্তগুণানামামলকানাং সহস্রং পিষ্ট্বা স্বেদনাবধিনা পয়স উষ্মণা সুস্বিন্নমনাতপশুষ্কমনস্থি চূর্ণয়েৎ। তদামলকসহস্রস্বরসপরিপীতং স্থিরাপুনর্নবা-জীবন্তী--নাগবলাব্রহ্ম-সুবর্চ্চলা--মণ্ডূকপর্ণীশতাবরীশঙ্খপুষ্পী-পিপ্পলীবচাবিড়ঙ্গ-স্বয়ংগুপ্তামৃতাচন্দনাগুরু--মধুমধুক-পুষ্পোৎপল--পদ্মমালতী--যুবতী--যূথিকাচূর্ণাষ্টভাগসংযুক্তম্। পুনর্নাগবলা--সহস্র--পলস্বরসপরিপীতমনাতপ—

সহিত দীর্ঘকাল তপশ্চর্য্যা, ব্রাহ্মতপ ও ব্রহ্মচর্য্যার অনুষ্ঠান করিতে পারিয়াছিলেন। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি এই ব্রাহ্মরসায়ন সেবন করিলে দীর্ঘ আয়ুঃ, উৎকৃষ্ট বয়স, কামসিদ্ধি ও চেষ্টাসিদ্ধি লাভ করিবেন। [এক আঢ়ক আট-সের। কিন্তু তরল দ্রব্যের স্থলে একগুণ বলিলে দুইগুণ ধরিয়া লইতে হইবে যথা—; এক আঢ়ক তৈল বলিলে ষোল সের বুঝিতে হইবে] ২২।

ইতি ব্রাহ্ম্যরসায়ন।

ব্রাহ্মরসায়নের বর্ণনাকালে আমলকীর যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক বলা হইয়াছে, সেই প্রকার গুণসম্পন্ন আমলকী এক সহস্র লইয়া পেষণপূর্ব্বক দুগ্ধের বাষ্পে সিদ্ধ করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। পরে আঁটী ফেলিয়া দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। অনন্তর সেই সকল চূর্ণই আবার আমলকীর স্বরসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে শালপাণি, পুনর্নবা, জীবন্তী, গোরক্ষচাকুলে, ব্রহ্মসুবর্চ্চলা, মণ্ডূকপর্ণী (থুলকুড়ী), শতমূলী, শতপুষ্পী, পিপুল, বচ, বিড়ঙ্গ, আলকুশী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, অগুরু, যষ্টিমধু, মউলফুল, নীলোৎপল, পদ্ম, মালতী, প্রিয়ঙ্গু ও যূথিকা; এই সমুদায়ের চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত আমলকীচূর্ণের আটভাগের একভাগ পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং সমস্ত চূর্ণ গোরক্ষচাকুলের সহস্র পল

শুষ্কং দ্বিগুণিতসর্পিষা ক্ষৌদ্রসর্পিষা বা ক্ষুদ্রগুড়াকৃতিং কৃত্বা শুচৌ দৃঢ়ে ঘৃতভাবিতে কুম্ভে ভস্মরাশেরধঃ স্থাপয়েৎ। অন্তর্ভূমেঃ পক্ষং কৃতরক্ষাবিধানম্ অথর্ব্ববেদবিৎ পক্ষাত্যয়ে চোদ্ধৃত্য কনক-রজততাম্রপ্রবালকালায়সচূর্ণাষ্টভাগসংযুক্তমৰ্দ্ধকর্ষবৃদ্ধ্যা যথোক্তেন বিধিনা প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযুঞ্জানোঽগ্নিবলমভিসমীক্ষ্য জীর্ণে চ ষষ্টিকং পয়সা সসর্পিষ্কমুপসেবমানো যথোক্তান্ গুণান্ সমশ্নুতে ইতি।

ভবন্তি চাত্র।

ইদং রসায়নং ব্রাহ্ম্যং মহর্ষিগণসেবিতম।
ভবত্যরোগো দীর্ঘায়ুঃ প্রযুঞ্জানো মহাবলঃ॥
কান্তঃ প্রজানাং সিদ্ধার্থশ্চন্দ্রাদিত্যসমদ্যুতিঃ।
শ্রুতং ধারয়তে সত্ত্বমার্ষঞ্চাস্য প্রবর্ত্ততে।
ধরণীধরসারশ্চ বায়ুনা সমবিক্রমঃ।
স ভবত্যবিষঞ্চাস্য গাত্রে সম্পদ্যতে বিষম্॥২৩
ইতি দ্বিতীয়ব্রাহ্ম্য-রসায়নযোগঃ

স্বরসে (স্বরসের অভাবে কাথে) ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। অনন্তর তাহার সহিত ঘৃত ও মধু অথবা কেবল ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে এবং ঘৃতভাণ্ডে ভূমির মধ্যে রাখিয়া সেই ভাণ্ড ভস্মরাশির দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক এক পক্ষ পর্য্যন্ত রাখিবে। এক পক্ষ অতীত হইলে ঔষধ তুলিয়া লইবে। পরে তাহাতে তাহার অষ্টমাংশ বিশুদ্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও প্রবালচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রথম দিন এক তোলা এবং পরে প্রতিদিন এক এক তোলা করিয়া বৃদ্ধি করিয়া যথাবিধি ক্ষুধার অব্যাঘাতে প্রাতঃকালে সেবন করিতে থাকিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধ ও ঘৃত সহকারে ভোজন করিবে। তাহাতে পূর্ব্বরসায়নোক্ত গুণ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দ্বিতীয় ব্রাহ্মরসায়ন মহর্ষিগণ অতি আদরের সহিত সেবন করিতেন। এই রসায়ন সেবন করিলে অরোগ, দীর্ঘায়ুঃ, মহাবল, সুশ্রী, সিদ্ধমনোরথ, চন্দ্রসূর্য্যসমদ্যুতি এবং শ্রুতিধর হওয়া যায়। ২৩।

ইতি দ্বিতীয় ব্রাহ্ম্যরসায়ন।

বিল্বাগ্নিমন্থৌ শ্যোণাকঃ কাশ্মর্য্যং পাটলির্বলা।
পর্ণ্যশ্চতস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
শৃঙ্গী তামলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরুঃ।
অভয়া চামৃতা ঋদ্ধিজীবকর্ষভকৌ শটী॥
মুস্তং পুনর্নবা মেদা এলা চন্দনমুৎপলম্।
বিদারীবৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা॥
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ শতান্যামলকস্য চ
পঞ্চ দদ্যাৎ তদৈকত্র জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
জ্ঞাত্বা গতরসান্যেতান্যৌষধান্যথ তং রসম্।
তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈলসর্পিষোঃ॥
পলদ্বাদশকে ভৃষ্ট্বা দত্বা চার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ।
ষট্‌পলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে সমাবপেৎ।
চতুষ্পলং তু গাঙ্গের্য্যাঃ পিপ্পলীদ্বিপলং তথা॥

বেলছাল, গণিয়ারিছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁইআমলা, কিস্‌মিস, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গোলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শঠী, মুথা, পুনর্নবা, মেদ, ছোট এলাচ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাকসের মূল, কাকোলী, কাকনাসা; এই সমুদায় প্রত্যেকে এক পল করিয়া লইবে। আমলকী পাঁচ শত লইবে। সমুদায় দ্রব্য একদ্রোণ (এক মণ চব্বিশ সের) জলে পাক করিবে। ঔষধের রস জলের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া গেলে আমলকীগুলি তুলিয়া লইয়া আঁটী ফেলিয়া দিবে। পরে সেই আমলকী দ্বাদশ পল পরিমিত ঘৃত ও তৈলে ভাজিয়া লইয়া সেই পাত্রে পূর্ব্বোক্ত বেলছাল প্রভৃতির কাথ একত্র করিয়া অৰ্দ্ধতুলা (ছয় সের) মিছরীর সহিত পাক করিতে থাকিবে। ঘন হইলে নামাইয়া শীতল হইতে দিবে। পরে উহাতে ছয় পল মধু, চারি পল বংশলোচন,

পলমেকং নিদধ্যাচ্চ ত্বগেলাপত্রকেশরাৎ।
ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ॥
কাসশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে।
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ॥
স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্‌।
পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চাপ্যপকর্ষতি॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত চোপরুন্ধ্যান্ন ভোজনম্‌।
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎ পুনর্যুবা॥
মেধাং স্মৃতিং কান্তিমনাময়ত্ব-
মায়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাম্‌।
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং
বর্ণপ্রসাদং পবনানুলোম্যম্‌॥
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগা-
ল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটীপ্রবেশাৎ।
জরাকৃতং রূপমপাস্য সর্ব্বং
বিভর্ত্তি রূপং নবযৌবনস্য॥ ২৪

ইতি চ্যবনপ্রাশঃ।

পিপুল দুই পল এবং দারুচিনি, ছোট এলাচী, তেজপাতা ও নাগকেশর প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল লইয়া নিক্ষেপ করিবে। ইহারই নাম চ্যবনপ্রাশ। ইহা অতি উৎকৃষ্ট রসায়ন। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়। ইহা সেবন করিলে ক্ষীণ, ক্ষত, বৃদ্ধ ও বালকদিগের পুষ্টি হইয়া থাকে এবং স্বরক্ষয়, উরোরোগ, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত, পিপাসা, মূত্রদোষ ও শুক্রদোষ নষ্ট হইয়া থাকে। ভোজনের ব্যাঘাত না হয়, এইরূপ পরিমাণেই এই ঔষধ সেবন করা উচিত। [তবেই বলা হইতেছে যে, কেবল চ্যবনপ্রাশ সেবন করিয়াই দিন যাপন করিবে না] চ্যবন মুনি এই রসায়ন সেবন করিয়া পুনর্ব্বার যুবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। [এই নিমিত্ত ইহার নাম চ্যবনপ্রাশ হইয়াছে] এই রসায়ন সেবন করিলে মানুষ মেধা, স্মৃতি, কান্তি, অনাময়ত্ব আয়ুঃপ্রকর্ষ, ইন্দ্রিয়বল, স্ত্রীগমনশক্তি পরম অগ্নিবৃদ্ধি, প্রসন্নবর্ণ ও বায়ুর অনুলোমতা লাভ করে। আর জরাগ্রস্ত হইয়াও কুটীপ্রবেশপূর্ব্বক এই রসায়ন সেবন করিলে মানুষ জরাজনিত বৈরূপ্য পরিহার করিয়া রূপ ও নবযৌবন ধারণ করে। ২৪

ইতি চ্যবনপ্রাশ।

অথামলকহরীতকীনামামলকবিভীতকানামামলকহরীতকীবিভীতকানাং বা পলাশত্বগবনদ্ধানাং মৃদাবলিপ্তানাং কুকূলস্বিন্নানামকুলকানাং পলসহস্রমুদূখলে সম্পোথ্য দধিঘৃতমধুপললতৈলশর্করাসম্প্রযুক্তং ভক্ষয়েদনন্নভুগ্‌যথোক্তেন বিধিনা॥ তস্যান্তে যবাগ্বাদিভিঃ প্রত্যবস্থাপনমভ্যঙ্গোৎসাদনং সর্পিষা যবচূর্ণৈশ্চায়ঞ্চ রসায়নপ্রয়োগপ্রকর্ষো দ্বিতাবদগ্নিবলমভিসমীক্ষ্য প্রতিভোজনং যূষেণ পয়সা বা ষষ্টিকঃ সসর্পিষ্কোঽতঃপরং যথাসুখবিহারঃ কাম-

---

আমলকী ও হরীতকী বা আমলকী ও বিভীতকী বা আমলকী, হরীতকী, ও বিভীতকী পলাশের বল্কল দ্বারা বেষ্টন করিয়া তদুপরি মৃত্তিকার প্রলেপ দিবে। পরে উহা বহুচ্ছিদ্রবিশিষ্ট একটী হাঁড়ীতে স্থাপন করিয়া ঐ হাঁড়ী আর একটী জলপূর্ণ হাঁড়ীর উপর স্থাপন করিবে। সর্ব্বনিম্নে জ্বাল দিতে থাকিবে। তাহাতে আমলকী প্রভৃতি স্বিন্ন হইলে উহাদের আঁটি ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ সকল আমলকী উদূখলে পেষণ করিয়া সহস্র পল পরিমাণে গ্রহণ করিবে; এবং উহাতে সহস্র পল পরিমাণে ঘৃত, দধি, মধু, তিলচূর্ণ, তৈল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। অন্নবর্জ্জনপূর্ব্বক এই ঔষধ সেবন করিতে থাকিবে, ক্ষুধা হইলে দুগ্ধ ও ফলাদি ভোজন করিবে। ঔষধ শেষ হইয়া গেলে প্রথম প্রথম মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী সেবন করিতে থাকিবে, পরে স্বাভাবিক অন্নাদি ভোজন আরম্ভ করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে প্রত্যহ যবচূর্ণ ও ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ ও উৎসাদন করিবে। এইরূপে রসায়ন প্রয়োগ করিলেই উৎকৃষ্ট হয়। এই রসায়ন সেবনের পর প্রত্যেক আহারকালে পর্য্যাপ্ত মাংসযূষ, ঘৃত অথবা দুগ্ধ অথবা ঘৃত ও ষষ্টিকার আহার

ভক্তঃ স্যাৎ। অনেন প্রয়োগেণ বয়ঃ পুন-র্যুবত্বমবাপুর্ব্বংশ্চানেকবর্ষশতজীবনো নির্ব্বি-কারাঃ পরং শরীরবুদ্ধীন্দ্রিয়বলসমুদিতাশ্চেরু-শ্চাত্যন্তনিষ্ঠং তপ ইতি ॥ ২৫

ইতি চতুর্থামলকরসায়নম্।

হরীতক্যামলকবিভীতকপঞ্চপঞ্চমূলনির্য্যূহেণ পিপ্পলীমধুমধুককাকোলীক্ষীরকাকোলী-আত্মগুপ্তাজীবকর্ষভকক্ষীরশুক্লাকল্ক-সম্প্রযুক্তেন বিদারীস্বরসেন ক্ষীরাষ্টগুণসম্প্রযুক্তেন চ সর্পিষঃ কুম্ভং সাধয়িত্বা প্রযুঞ্জানোঽগ্নিবলসম-বেক্ষ্যৈব। জীর্ণে চ ক্ষীরসর্পির্ভ্যাং শালি-ষষ্টিকমুষ্ণোদকানুপানমশ্নন্ জরাব্যাধিপাপাভি-চারভয়ব্যপগতশরীরো বুদ্ধীন্দ্রিয়বলমতুলমুপ-লভ্যাপ্রতিহতসর্ব্বারম্ভঃ পরমায়ুরবাপ্নুয়াদিতি ॥২৬

ইতি পঞ্চমহরীতকী।

হরীতক্যামলকবিভীতকহরিদ্রাস্থিরাবচা-বিড়ঙ্গামৃতবল্লী-বিশ্বভেষজ-মধুকপিপ্পলী-সোম-বল্কসিদ্ধেন ক্ষীরসর্পিষা মধুশর্করাভ্যামপি চ সমাযুক্তমামলকস্বরসশতপলপীতমামলকচূর্ণময়শ্চূর্ণ-চতুর্ভাগসম্প্রযুক্তং পাণিতলমাত্রং প্রাতঃপ্রাতঃ-প্রাশ্য যথোক্তেন বিধিনা সায়ং মুদ্গযূষেণ পয়সা বা সসর্পিষ্কং শালিষষ্টিকমশ্নীয়াৎ। ত্রিবর্ষপ্রয়োগাদস্য বর্ষশতমজরং বয়স্তিষ্ঠতি শ্রুতমবতিষ্ঠতে সর্ব্বাময়াঃ প্রশাম্যন্তি বিষম-বিষং ভবতি গাত্রে গাত্রমশ্মবৎ স্থিরীভবত্য-দৃশ্যো ভূতানাং ভবতীতি ॥ ২৭

ভবন্তি চাত্র।

যথামরাণামমৃতং যথা ভোগবতাং সুধা।

করিবে। অনন্তর অসুখ না হয় এরূপ ভাবে ইচ্ছামত আহার বিহার করিতে থাকিবে। এই রসায়ন-সেবন করিয়া ঋষিগণ বৃদ্ধ বয়সে পুনর্ব্বার যুবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহুশত বর্ষ জীবিত ছিলেন, এবং পরম নির্ব্বিকার হইয়া শারীরিক বল, বুদ্ধিবল ও ইন্দ্রিয়-বল লাভ করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে তপশ্চরণে সমর্থ হইয়াছিলেন

ইতি চতুর্থ আমলক রসায়ন।

হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী এবং পঞ্চমূলের ক্বাথের সহিত পিপুল, যষ্টিমধুর, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, আলকুশীবীজ, জীবক, ঋষভক ও ক্ষীরবিদারী এই সমুদায়ের কল্ক ও দুগ্ধ এবং দুগ্ধের অষ্টগুণ ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রস সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা কুম্ভ-পরিমিত (চৌষট্টি সের) ঘৃত পাক করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া এই ঘৃত সেবন করিবে। ঘৃত জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃতযোগে উষ্ণোদক অনুপানে শালি বা ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে। তাহাতে জরা, ব্যাধি, পাপ, অভিচার ও ভয় অপগত হইয়া শরীর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের অতুল বল হইবে; শারীর ও মানসিক কোন প্রকার চেষ্টাই প্রতিহত হইবে না এবং উৎকৃষ্ট আয়ু হইবে। ২৬

ইতি পঞ্চম হরীতকী রসায়ন।

হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, হরিতকী, হরিদ্রা, শালপাণি, বচ, বিড়ঙ্গ, গোলঞ্চ, শুঁঠ, যষ্টিমধু, পিপুল ও খদির এই সকলের সহিত দুগ্ধ ও ঘৃত সিদ্ধ করিবে; শীতল হইলে তাহাতে মধু ও শর্করা সংযুক্ত করিবে। অনন্তর আমলকীচূর্ণ শতপল আমলকীর স্বরসে ভাবনা দিয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে এবং আমলকীচূর্ণের চতুর্থভাগ লৌহচূর্ণ দিবে। এই রসায়ন পাণিতল পরিমাণে (দুই তোলা) লইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথাবিধি সেবন করিবে। সায়ংকালে মুদ্গযূষের সহিত বা দুগ্ধের সহিত সঘৃত শাল্যন্ন বা ষষ্টিকান্ন ভোজন করিবে। এই রসায়ন তিন বৎসর সেবন করিলে শতবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত জরা আসিবে না যাহা একবার শ্রুত হইবে, তাহা আর বিস্মৃত হইবে না। সমস্ত রোগের শান্তি হইবে। বিষ অবিষ হইবে। গাত্র প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় হইবে এবং প্রাণীদিগের প্রিয়দর্শন হইবে [অদৃশ্য হইবে এইরূপ পাঠ আছে]। ২৭।

উপসংহার;—যেমন অমরদিগের অমৃত, যেমন

তথাস্তবন্মহর্ষীণাং রসায়নবিধিঃ পুরা ॥
ন জরাং ন চ দৌর্ব্বল্যং নাতুর্য্যং নিধনং ন চ।
জগ্মুর্বর্ষসহস্রাণি রসায়নপরাঃ পুরা ॥
ন কেবলং দীর্ঘমিহায়ুরশ্নুতে
রসায়নং যো বিধিবন্নিষেবতে।
গতিং সদেবর্ষিনিষেবিতাং শুভাং
প্রপদ্যতে ব্রহ্ম তথেতি চাক্ষয়মিতি ॥ ২৮

তত্র শ্লোকঃ।

অভয়ামলকীয়েঽস্মিন্ ষড়্‌যোগাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
রসায়নানাং সিদ্ধানামায়ুর্যৈরনুবর্ত্ততে ॥ ২৯

ইত্যভয়ামলকীয়ে রসায়নপাদঃ প্রথমঃ।

অথাতঃ প্রাণকামীয়ং রসায়নপাদং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ৩০

প্রাণকামাঃ শুশ্রূষধ্বমিদমুচ্যমানমমৃতমিবাপরমদিতিসুত-হিতকরমচিন্ত্যাদ্ভুত-প্রভাবমায়ুষ্যমারোগ্যকরং বয়সঃ স্থাপনং নিদ্রা-তন্দ্রা-শ্রমক্লমালস্যদৌর্ব্বল্যাপহরমনিলকফ-পিত্তসাম্যকরং স্থৈর্য্যকরমবদ্ধমাংসহরমন্তরাগ্নিসন্ধুক্ষণং প্রভাবর্ণস্বরোত্তমকরং রসায়নবিধানম্ অনেন চ্যবনাদয়ো মহর্ষয়ঃ পুনর্যুবত্বমাপুঃ। নারীণাং চেষ্টতমা বভূবুঃ। স্থিরসমসুবিভক্তমাংসাঃ সুসংহতস্থিরশরীরাঃ সুপ্রসন্নবলবর্ণেন্দ্রিয়াঃ সর্ব্বত্রাপ্রতিহতপরাক্রমাঃ ক্লেশসহাশ্চ ॥ ৩১

সর্ব্বে শরীরদোষা ভবন্তি গ্রাম্যাহারাদম্ললবণ--কটুক--ক্ষার-শুষ্কশাক--মাষ-তিল-পললপিষ্টান্নভোজিনাং বিরূঢ়নবশূকশমীধান্যবিরুদ্ধাসাত্ম্যরুক্ষ-ক্ষারাভিষ্যন্দিভোজিনাং ক্লিন্নগুরুপূতি-পর্য্যুষিত-ভোজিনাং বিষমাশনাধ্যশনদিবাস্বপ্নস্ত্রীমদ্যনিত্যানাং বিষমাতিমাত্রব্যায়ামসঙ্ক্ষোভিতশরীরাণাং ভয়ক্রোধ-শোকলোভমোহায়াসবহুলানাম্ অতো নিমিত্তাদ্ধি শিথিলীভবন্তি মাংসানি বিমুচ্যন্তে সন্ধয়ো

ভোগীদিগের সুধা, সেইরূপ পূর্ব্বকালে মহর্ষিদিগের রসায়নবিধি ছিল। রসায়ন-পরায়ণ ঋষিরা সহস্র বৎসর না জরা, না দৌর্ব্বল্য, না রোগ, না নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রসায়ন সেবন করিলে যে কেবল দীর্ঘায়ুঃ হয়, এরূপ নহে। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক রসায়ন সেবন করে, সে দেবর্ষিজনসেবিত শুভা গতি প্রাপ্ত হয় এবং অক্ষয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৮। এই প্রথম পাদের সূচী যথা ;—এই অভয়ামলকীয় নামক অধ্যায়ের প্রথম পাদে ছয় প্রকার রসায়ন বর্ণিত হইল। এই সমুদায় সিদ্ধ রসায়ন সেবন করিলে আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়।২৯

অভয়ামলকীয় নামক প্রথম পাদ সমাপ্ত।

অনন্তর আমরা প্রাণকামীয় নামক রসায়ন-পাদ ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ৩০। প্রাণার্থী ব্যক্তিগণ শ্রবণ কর। যে রসায়নের কথা বলিতেছি, তাহা দ্বিতীয় অমৃত। তাহা দেবতাদিগেরও হিতকর, অচিন্ত্য, অদ্ভুত-প্রভাব, আয়ুষ্য, আরোগ্যকর, বয়ঃস্থাপন, নিদ্রা, তন্দ্রা, শ্রম, ক্লম, আলস্য ও দৌর্ব্বল্যের অপহারক ; বাতকফপিত্তের সাম্যকর ; দৃঢ়তাকারক ; মাংসশৈথিল্যহারক ; অগ্নিদীপক ; প্রভাব, বর্ণ ও স্বরের উৎকর্ষকারক, রসাদি ধাতুর উৎকর্ষসাধক ; এতদ্দ্বারা চ্যবনাদি ঋষিরা পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রসায়ন সেবন করিয়া বিলাসীরা রমণীদিগের অভিমত হইয়াছিলেন। এই রসায়ন সেবন করিলে শরীরের মাংস দৃঢ়, সম ও সুবিভক্ত হয় ; শরীর সুসংহত ও দৃঢ় হয় ; বল, বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয় ; পুরুষের পরাক্রম কোথাও প্রতিহত হয় না এবং ক্লেশসহিষ্ণুতা হয়। ৩১। গ্রাম্য আহার, অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষার, শুষ্ক শাক, মাষ, তিল, আনূপমাংস, বিরূঢ় বা নব শূক ও শমীধান্য, বিরুদ্ধ অসাত্ম্য ভোজন, রুক্ষ, ক্ষার, অভিষ্যন্দি দ্রব্য, ক্লিন্ন, গুরু, পূতি, পর্য্যুষিত (বাসী) অন্ন, বিষমাশন, অধ্যশন, দিবানিদ্রা, স্ত্রী, মদ্য, বিষম বা অতিমাত্র ব্যায়াম, ভয়, ক্রোধ, শোক, লোভ, মোহ ও আয়াস এই সকলের অতি সেবনহেতু সর্ব্বপ্রকার শারীর দোষ উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণে মাংস সকল শিথিল

বিদহ্যতে রক্তং বিষ্যন্দতে চানল্পং মেদো ন সন্ধীয়তেঽস্থিষু মজ্জা শুক্রং ন প্রবর্ত্ততে ক্ষয়মুপৈত্যোজঃ স এবম্ভূতো গ্লায়তি সীদতি নিদ্রাতন্দ্রালস্যসমন্বিতো নিরুৎসাহঃ শ্বসিতি। অসমর্থশ্চেষ্টানাং শারীরমানসীনাং নষ্টস্মৃতিবুদ্ধিচ্ছায়ো রোগাণামধিষ্ঠানভূতো ন সর্ব্বমায়ুরবাপ্নোতি। তস্মাদেতান্ দোষানবেক্ষমাণঃ সর্ব্বান্ যথোক্তানহিতানপাস্যাহারবিহারান্ রসায়নানি প্রযোক্তুমর্হতি॥ ৩২

ইত্যুক্ত্বা ভগবান পুনর্ব্বসুরাত্রেয় উবাচ। আমলকানাং সুভূমিজানাং কালজানামনুপহতগন্ধবর্ণরসানামাপূর্ণরসপ্রমাণবীর্য্যাণাং স্বরসেন পুনর্নবাকল্কপাদসম্প্রযুক্তেন। অতঃপরং চতুর্গুণেন পয়সা বা বলাতিবলাকষায়েণ শতাবরীকল্কসম্প্রযুক্তেন। অনেন ক্রমেণৈকৈকং শতপাকং সহস্রপাকং বা শর্করাক্ষৌদ্রচতুর্ভাগসংপ্রযুক্তং সৌবর্ণে রাজতে মার্ত্তিকে বা শুচৌ দৃঢ়ে ঘৃতভাবিতে কুম্ভে স্থাপয়েৎ। তদযথোক্তেন বিধিনা যথাগ্নি প্রাতঃ-প্রাতঃ প্রযোজয়েৎ। জীর্ণে চ ক্ষীরসর্পির্ভ্যাং শালিষষ্টিকমন্নীয়াৎ। অস্য প্রয়োগাদ্বর্ষশতং বয়োঽজরং তিষ্ঠতি শ্রুতমবতিষ্ঠতে সর্ব্বাময়াঃ প্রশাম্যন্তি অপ্রতিহতগতিঃ স্ত্রীষপত্যবান্ ভবতি॥ ৩৩

ভবতি চাত্র।

বৃহচ্ছরীরং গিরিসারসারং
স্থিরেন্দ্রিয়ঞ্চাতিবলেন্দ্রিয়ঞ্চ
অধৃষ্যমন্যৈরতিকান্তরূপং
প্রশস্তপূজাসুখচিত্তভাক্ চ॥
বলং মহদ্বর্ণবিশুদ্ধিরগ্র্যা
স্বরো ঘনৌঘস্তনিতানুকারী।
ভবত্যপত্যং বিপুলং স্থিরঞ্চ
সমশ্নতো যোগমিমং নরস্য॥ ৩৪

ইত্যামলকঘৃতম্।

হয়, সন্ধি সকল বিমুক্ত হয়, রক্ত বিদগ্ধ হয়, মেদ অত্যন্ত নিষ্যন্দিত হয়, মজ্জা অস্থিসমূহে সংহিত হয় না, শুক্র প্রবৃত্ত হয় না, ওজঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; এইরূপে গ্লানি, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, নিরুৎসাহতা ও শ্বাস বৃদ্ধি হয়। শরীর ও মানসিক চেষ্টাসমূহে অসামর্থ্য হয়। স্মৃতি বুদ্ধি ও কান্তি নষ্ট হয়। শরীর রোগের অধিষ্ঠানভূত হয় এবং আয়ুর পূর্ণতা হয় না। পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল উপস্থিত হইলে অহিত আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া রসায়ন সেবন করা উচিত। ৩২। এই কথা বলিবার পর ভগবান্ পুনর্ব্বসু-আত্রেয় কহিলেন যে, উৎকৃষ্ট ভূমিজাত, যথাকালে জাত, উৎকৃষ্ট গন্ধবর্ণরস সংযুক্ত, পূর্ণরস, পূর্ণপ্রমাণ পূর্ণবীর্য্য আমলকীসমূহের স্বরস ও তাহার চতুর্থাংশ পুনর্নবাকল্কের সহিত এক আঢ়ক ঘৃত পাক করিবে। পাকান্তে সেই ঘৃত জীবন্তীর কল্কযুক্ত ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরস দ্বারা, পরে দুগ্ধ দ্বারা অথবা শতাবরীকল্কযুক্ত বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলের কষায় দ্বারা পাক করিবে। এইরূপে একাদিক্রমে শতবার বা সহস্রবার পাক করিয়া তাহার সহিত চতুর্থভাগ শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিবে এবং সমস্ত দ্রব্য সুবর্ণময়, রৌপ্যময় অথবা ঘৃতভাবিত পবিত্র দৃঢ় মৃন্ময় কুম্ভে স্থাপন করিবে। এই রসায়ন পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে নিজের অগ্নিবল বুঝিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত শালি বা ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন সেবন করিবে। এই রসায়ন সেবন করিলে শতবর্ষ বয়সেও জরাগ্রস্ত হইতে হয় না। যাহা শোনা যায়, তাহা আর বিস্মৃত হইতে হয় না। সমস্ত রোগই প্রশান্ত হয়। স্ত্রীসহবাসে অধিক সামর্থ্য জন্মে এবং উৎকৃষ্ট সন্তান সকল জন্মিয়া থাকে। ৩৩। এই রসায়ন সেবন করিলে শরীর বৃহৎ ও গিরির ন্যায় সারবিশিষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়গণ দৃঢ় ও অতিবল হয়। কেহ পরাভব করিতে পারে না। রূপ অতিশয় মনোহর হয়, লোকের পূজ্য হওয়া যায়, সুখ ও প্রশস্তচিত্ততার ভাজন হওয়া যায়। এই রসায়ন সেবন করিলে অতিশয় বল, উৎকৃষ্ট বর্ণ

আমলকসহস্রং পিপ্পলীসহস্রসম্প্রযুক্তং পলাশতরুণভস্মনঃ ক্ষারোদকোত্তরং তিষ্ঠেৎ তদনুগত-ক্ষারোদকমনাতপশুষ্কমনস্থি-চূর্ণীকৃতং চতুর্গুণাভ্যাং মধুসর্পির্ভ্যাং সংনীয় শর্করাচূর্ণ চতুর্ভাগসম্প্রযুক্তং ঘৃতভাজনস্থং ষণ্মাসান্ স্থাপয়েদন্তর্ভূমেস্তস্যোত্তর--কাল---মগ্নিবলসমাং মাত্রাং খাদেৎ পৌর্ব্বাহ্নিকঃ প্রয়োগঃ। সাত্ম্য-পথ্যশ্চাহার-বিধির্নাপরাহ্নিকঃ। অস্য প্রয়োগা-দ্বর্ষশতমজরং বয়স্তিষ্ঠতি সমং পূর্ব্বেণ ॥ ৩৫

ইত্যামলকাবলেহঃ।

আমলক-চূর্ণাঢ়কমেকবিংশতিরাত্রমামলক-সহস্রস্বরসপরিপীতং মধুঘৃতাঢ়কাভ্যাং দ্বাভ্যা-মেকীকৃতমষ্টভাগপিপ্পলীকং শর্করাচূর্ণচতুর্ভাগ-সম্প্রযুক্তং ঘৃতভাজনস্থং প্রাবৃষি ভস্মরাশৌ নিধদ্যাৎ। তদ্বর্ষান্তে সাত্ম্যপথ্যাশী প্রযোজয়েৎ অস্য প্রয়োগাদ্বর্ষশতমজরমায়ুস্তিষ্ঠতীতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ৩৬

ইত্যামলকচূর্ণম্।

বিড়ঙ্গতণ্ডুলচূর্ণানামাঢ়কং পিপ্পলীতণ্ডুলা-নামধ্যর্দ্ধাঢ়কং সিতোপলাসর্পিস্তৈলমধ্বাঢ়কৈঃ ষড়্ভিরেকীকৃতম্ ঘৃতভাজনস্থং প্রাবৃষি ভস্ম-রাশাবিতি সর্ব্বং সমানং পূর্ব্বেণ যাবদাশী ॥৩৭

ইতি বিড়ঙ্গাবলেহঃ।

যথোক্তগুণানামামলকানাং সহস্রমার্দ্রপলাশ-দ্রোণ্যাং সপিধানায়াং বাষ্পমনুদ্বমন্ত্যামারণ্য-গোময়াগ্নিভিরুপস্বেদয়েৎ। তানি সুস্বিন্ন-শীতানি উদ্ধৃতকুলকাস্থাপোথ্যাঢ়কেন পিপ্পলী-চূর্ণানামাঢ়কেন চ বিড়ঙ্গতণ্ডুলচূর্ণানামধ্যর্দ্ধেন

বিশুদ্ধি, স্বর জলধরনিনাদের ন্যায় গভীর এবং সন্তানগণ বিপুল ও দৃঢ়শরীর হয়। ৩৪।

ইতি আমলকঘৃত রসায়ন।

সহস্র আমলকী ও সহস্র পিপ্পলী অনুরূপ পরিমাণ পলাশের ক্ষারজলে ভিজাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। অনন্তর আমলকীর আঁটী ফেলিয়া দিয়া চতুর্গুণ মধু ও চতুর্থভাগ শর্করা চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং সমস্ত দ্রব্য ঘৃতভাণ্ডে স্থাপন করিয়া ছয় মাস মাটীর নীচে রাখিয়া দিবে। পর অগ্নিবল বুঝিয়া তদনুসারে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে সেবন করিতে থাকিবে। ঔষধ সেবনের পর সাত্ম্যভোজন করিবে। অপরাহ্ণে ভোজন করিবে না। এই রসায়নের ফল পূর্ব্বোক্ত রসায়নের ন্যায়; ইহা সেবন করিলে শতবর্ষ জরা হয় না। ৩৫

ইতি আমলকাবলেহ রসায়ন।

এক আঢ়ক পরিমাণ আমলকীচূর্ণ একুশ-দিন সহস্র আমলকীর স্বরসে ভিজাইয়া রাখিবে। অনন্তর মধু ও ঘৃত এক এক আঢ়ক, অষ্টভাগ পিপুলচূর্ণ ও চতুর্থভাগ শর্করাচূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অন-সমস্ত দ্রব্য ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে। বর্ষা-কাল হইলে ঔষধের পাত্র ভস্মরাশির মধ্যে নিহিত করিবে। বর্ষান্তে সাত্ম্যভোজী হইয়া এই ঔষধ সেবন করিবে। এই রসায়ন পূর্ব্বোক্ত রসায়নের তুল্যফল। ইহা সেবন করিলে মানুষ অজর হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে। ৩৬

ইতি আমলকচূর্ণ রসায়ন।

বিড়ঙ্গতণ্ডুল চূর্ণ এক আঢ়ক, পিপ্পলী-তণ্ডুলের চূর্ণ সার্দ্ধ (দেড়) আঢ়ক, মিছরী অর্দ্ধ আঢ়ক, ঘৃত অর্দ্ধ আঢ়ক, তৈল অর্দ্ধ আঢ়ক, মধু অর্দ্ধ আঢ়ক এই সকল মিশ্রিত করিয়া ঘৃত পাত্রে রাখিবে। বর্ষাকাল হইলে ঔষধের পাত্র ভস্মরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। ইহা পূর্ব্বোক্ত রসায়নের তুল্যফল। ৩৭

ইতি বিড়ঙ্গাবলেহ রসায়ন।

পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন এক সহস্র আমলকী আর্দ্র (কাঁচা) পলাশের সিন্দুকে বদ্ধ করিয়া এরূপে আচ্ছাদন করিবে যেন বাষ্প বাহির না হয়। সিন্দুকের চারি ধারে বনঘুঁটের আগুন জ্বালিয়া দিবে, যেন সিন্দুকে তাপ লাগে অথচ সিন্দুক দগ্ধ না হয়। এইরূপে তাপ দিলে আমলকী সকল ভিতরে সিদ্ধ হইয়া যাইবে। শীতল হইলে আঁটী খুলিয়া পেষণ করিবে। পরে তাহার সহিত এক আঢ়ক

চাঢ়কেন শর্করাচূর্ণানাং দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামাঢ়কাভ্যাং তৈলস্য মধুনঃ সর্পিষশ্চ সংযোজ্য শুচৌ দৃঢ়ে ঘৃতভাবিতে কুম্ভে স্থাপয়েদেকবিংশতিরাত্রমত ঊর্দ্ধং প্রয়োগঃ। অস্য প্রয়োগাদ্বর্ষশতমজরং বয়স্তিষ্ঠতীতি সমং পূর্ব্বেণ॥ ৩৮

ইত্যামলকাবলেহোঽপরঃ।

ধর্ম্মনি কুশাস্তীর্ণে স্নিগ্ধকৃষ্ণমধুরমৃত্তিকে সুবর্ণবর্ণমৃত্তিকে বা ব্যপগতবিষশ্বাপদপবনসলিলাগ্নিদোষে কর্ষণবল্মীকশ্মশানচৈত্যোষরবসবার্জ্জিতে দেশে যথর্ত্তুসুখপবনসলিলাদিত্যসেবিতে জাতান্যনুপহতান্যনধ্যারূঢ়ান্যবালান্যজীর্ণান্যবিগতবীর্য্যাণি শীর্ণপুরাণপর্ণান্যসঞ্জাতফলানি তপসি তপস্যে বা মাসে শুচিঃ প্রয়তঃ কৃতদেবার্চ্চনঃ স্বস্তি বাচয়িত্বা দ্বিজাতীন্ সুমুহূর্ত্তে নাগবলামূলান্যুদ্ধরেৎ। তেষাং সুপ্রক্ষালিতানাং ত্বক্‌পিণ্ডমাত্রমাত্রমক্ষমাত্রং বা শ্লক্ষ্ণপিষ্টমালোড্য পয়সা প্রাতঃ প্রয়োজয়েৎ চূর্ণীকৃতানি বা পিবেৎ। পয়সা মধুসর্পির্ভ্যাং বা সংযোজ্য ভক্ষয়েৎ। জীর্ণে চ ক্ষীরসর্পির্ভ্যাং শালিষষ্টিকমশ্নীয়াৎ। সংবৎসরপ্রয়োগাদস্য বর্ষশতমজরমায়ুস্তিষ্ঠতীতি সমানং পূর্ব্বেণ॥ ৩৯

ইতি নাগবলারসায়নম্।

বলাতিবলাচন্দনাগুরুধবতিনিশখদিরশিংশপাসনস্বরসাঃ পুনর্নবান্তাশ্চৌষধয়ো দশ যে বয়ঃস্থাপনব্যাখ্যাতাস্তেষাং স্বরসা নাগবলাবৎ স্বরসানামলাভে ত্বয়ং স্বরসবিধিশ্চূর্ণা-

পিপুলচূর্ণ, বিড়ঙ্গ, তণ্ডুলচূর্ণ এক আঢ়ক, শর্করা সার্দ্ধ আঢক এবং তৈল মধু ও ঘৃত প্রত্যেকে দুই আঢ়ক মিশ্রিত করিয়া পবিত্র দৃঢ় ঘৃতভাবিত পাত্রে একুশ দিন স্থাপন করিবে। পরে ঔষধ সেবন করিতে থাকিবে। ইহা সেবন করিলে শতবর্ষ জরা হয় না। ইহার নিয়মানিয়ম পূর্ব্বোক্ত রসায়নের ন্যায়। ৩৮

ইতি অপর আমলকাবলেহ রসায়ন।

ধর্ম্মদেশে এমন একটী স্থান হইতে নাগ বলামূল (গোরক্ষচাকুলে) আহরণ করিবে, যে স্থান কুশসমূহে আস্তীর্ণ; যেখানকার মৃত্তিকা স্নিগ্ধ, কৃষ্ণ ও মধুর অথবা সুবর্ণবর্ণ;—যেখানে বিষ বা শ্বাপদ নাই বা পবন, সলিল ও অগ্নির উপদ্রব নাই, যে স্থানে কৃষি বল্মীক, শ্মশান, চৈত্য (বলিদান স্থান) বা উসর মৃত্তিকার সংস্রব নাই; যে ঋতুতে যেরূপ পবন, সলিল ও রৌদ্র সুখকর হয়, যেন সেই স্থানে উঁহাদের সেইরূপই সংযোগ থাকে; যেন সেই সকল মূল অনুপহত (নিখুঁত), অনধ্যারূঢ় (যাহার উপর কোন আবর্জ্জনা নাই বা লতাদি জন্মে নাই), অভিনব (কচি) ও অজীর্ণ হয়। যেন উহারা বীর্য্যহীন, শীর্ণপত্র ও পুরাণপত্র না হয়। যেন সেই সকল নাগবালা অজাতফলা হয় (কারণ ফলের সময় ঔষধি আহরণ করিতে নাই)। মূল সকল মাঘ ও ফাল্গুন মাসে আহরণ করিতে হইবে। শুচি হইয়া, প্রযত হইয়া ইষ্টদেবতার পূজা সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করিয়া শুভমুহূর্ত্তে নাগবলামূল আহরণ করিবে। সেই সকল মূল উত্তমরূপে প্রক্ষালিত করিয়া তাহার ত্বক্ (ছাল) পলমাত্রায় বা দুই তোলা মাত্রায় লইয়া মসৃণরূপে পেষণ বা চূর্ণনপূর্ব্বক দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া পান করিবে। অথবা দুগ্ধের সহিত মধু ও ঘৃত যুক্ত করিয়া পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত শালি বা ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে। এইরূপে সংবৎসর ঔষধ সেবন করিলে আয়ু শত বৎসর জরাহীন থাকে। এই রসায়নের অন্যান্য গুণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসায়নের ন্যায়। ৩৯

ইতি নাগবলা রসায়ন।

বলা (বেড়েলা), অতিবলা (শ্বেতপুষ্প বেড়েলা), চন্দন, কৃষ্ণাগুরু, ধব (ধাউগাছ—হিন্দী), তিনিশ "(আবলুস)", শ্বেত খদির, শিংশপা (শিশু), অসন (পিয়াশাল) এই সকল বৃক্ষের স্বরস এবং পুনর্নবান্ত ও বর্গীয় ঔষধি সকলের স্বরস (এই বর্গীয় দশটী ঔষধ

নামাঢ়কমাঢ়কমুদকস্যাহোরাত্রস্থিতং মৃদিতপূতং স্বরসবৎ প্রযোজ্যম্॥ ৪০

ভল্লাতকান্যনুপহতান্যনাময়ান্যাপূর্ণ-রস-প্রমাণবীর্য্যাণি পক্বজাম্ববপ্রকাশানি শুচৌ শুক্রে বা মাসে সংগৃহ্য যবপল্যে মাষপল্যে বা নিধাপয়েৎ। তানি চতুর্ম্মাসস্থিতানি সহসি সহস্যে বা মাসে প্রয়োক্তুমারভেত। শীতস্নিগ্ধমধুরোপস্কৃতশরীরঃ পূর্ব্বং দশ ভল্লাতকান্যাপোথ্যাষ্টগুণেনাম্ভসা সাধু সাধয়েৎ। তেষাং রসমষ্টভাগাবশিষ্টং পূতং সপয়স্কং পিবেৎ সর্পিষান্তর্ম্মুখমভ্যজ্য তান্যেকৈকভল্লাতকোৎকর্ষাপকর্ষেণ দশ ভল্লাতকান্যা ত্রিংশতঃ প্রযোজ্যানি। নাতঃপরমুৎকর্ষঃ প্রয়োগবিধানে না সহস্রপর এব ভল্লাতকপ্রয়োগঃ। জীর্ণে চ সর্পিষা পয়সা শালিষষ্টিকাশনমুপচারঃ প্রয়োগান্তে চ দ্বিস্তাবৎ পয়সৈবোপচারঃ। তৎ-প্রয়োগাদ্বর্ষশতমজরং বয়স্তিষ্ঠতীতি সমানং পূর্ব্বেণ॥ ৪১

ইতি ভল্লাতকক্ষীরম্।

বয়ঃস্থাপন বর্গে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)। একত্র করিয়া নাগবলারসায়নের নিয়ম মত পান করিলে নাগবলারসায়নের ফল হয়। স্বরস অভাবে এক আঢ়ক চূর্ণ (৮ সের) এক আঢ়ক (১৬ সের) জলে অহোরাত্র রাখিয়া গুলিয়া ও ছাঁকিয়া লইলেই চলে। ৪০। অনুপহত (নির্খুত) নীরোগ, পূর্ণপ্রমাণ, পূর্ণবীর্য্য, পক্বজম্বুফল সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ভেলা সকল আষাঢ় বা জ্যৈষ্ঠমাসে সংগ্রহ করিয়া যবরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। চারিমাসের পর তুলিয়া অগ্রহায়ণ বা পৌষমাসে ব্যবহার করিবে। ভল্লাতক সেবন করিবার পূর্ব্বে শীতল, স্নিগ্ধ মধুর দ্রব্য দ্বারা শরীরের শোধন আবশ্যক করে। প্রথমে দশটী ভেলা পেষণ করিয়া আটগুণ জলের সহিত উত্তমরূপে পাক করিবে এবং আটভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ভল্লাতক সেবন করিবার পূর্ব্বে মুখ ও তালুতে ঘৃত মাখাইয়া রাখিতে হইবে। দশটী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এক একটী ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ত্রিশ পর্য্যন্ত ভল্লাতক উক্ত নিয়মে সেবন করিবে। পরে প্রতিদিন একটী করিয়া কমাইয়া পুনর্ব্বার দশটীতে আসিয়া ছাড়িয়া দিবে। সর্ব্বশুদ্ধ সহস্র ভল্লাতকের অধিক সেবন করা না হয়। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত দুগ্ধ সহযোগে শালি বা ষষ্টিক অন্ন ভোজন করিবে। আর সহস্র ভল্লাতক প্রয়োগের পর দুইবেলা কেবল দুধের সহিত শালি বা বা ষষ্টিক অন্ন সেবন করিবে। এই রসায়ন সেবন করিলে শতবর্ষ বয়সেও জরা উপস্থিত হয় না। [দশটী হইতে আরম্ভ করিয়া উৎকর্ষ ও অপকর্ষক্রমে সহস্রটী পর্য্যন্ত ভল্লাতক সেবন করিবার বিধি আছে। প্রথম ১০টী, পরে ১১টী ইত্যাদিক্রমে ৩০ অঙ্ক পর্য্যন্ত গণনা করিলে ৪২০টী হয়; আবার ২৯ হইতে এক্টী করিয়া কমাইয়া ১ অঙ্ক পর্য্যন্ত গণনা করিলে ৩৯০টী হয়; তবেই সর্ব্বশুদ্ধ ৮১০ হয় অর্থাৎ সহস্র অঙ্কের পূরণ হয় না। কিন্তু যদি এইরূপ গণনা করা যায় যে, প্রথম দিন একটীতে আরম্ভ করিয়া দশদিনে দশটী পর্য্যন্ত শেষ করিতে হইবে; তাহা হইলে ৫৫ অঙ্ক পাওয়া যায়, পুনর্ব্বার এক একটী করিয়া কমাইয়া একটীতে শেষ করিলে ৪৫ অঙ্ক পাওয়া যায়; তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০ হইতেছে। অনন্তর এক হইতে ক্রমশঃ বাড়াইয়া ৩০ পর্য্যন্ত যাওয়া হউক, তাহা হইলে ৪৬৫ অঙ্ক মিলিবে; পুনর্ব্বার নামিয়া আসিয়া একটীতে শেষ করা হউক, তাহা হইলে ৪৩৫ অঙ্ক মিলিবে; তাহা হইলেই সর্ব্বসমষ্টি ১০০+৪৬৫+৪৩৫= ১,০০০ সহস্র অঙ্ক পাওয়া যাইতেছে। তবেই সংহিতাকারের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে যে, ভল্লাতক তীক্ষ্ণ সামগ্রী বলিয়া প্রথম একটী হইতে আরম্ভ করিয়া দশটী পর্য্যন্ত সহ্য করাইতে হইবে; সহ্য হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যবরাশির মধ্যে ভল্লাতক

ভল্লাতকানাং জর্জ্জরীকৃতানাং পিষ্টস্বেদনং পূরয়িত্বা ভূমাবাকণ্ঠং নিখাতস্য স্নেহভাবিতস্য দৃঢ়স্যোপরি কুম্ভস্যারোপ্যোড়ুপেনাপিধায় কৃষ্ণমৃত্তিকাবলিপ্তং গোময়াগ্নিভিরুপস্বেদয়েৎ তেষাং যঃ স্বরসঃ কুম্ভং প্রপদ্যেত ততোঽষ্টভাগমধুসম্প্রযুক্তং দ্বিগুণঘৃতমদ্যাৎ। তৎপ্রয়োগাদ্বর্ষশতমজরং বয়স্তিষ্ঠতীতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ৪২

ইতি ভল্লাতকক্ষৌদ্রম্।

ভল্লাতকতৈলপাত্রং সপয়স্কং মধুকেন কল্কেনাক্ষমাত্রেণ শতপাকং কুর্য্যাৎ সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ৪৩ ইতি ভল্লাতকতৈলম্।

ভল্লাতকক্ষীরং ভল্লাতকক্ষৌদ্রং ভল্লাতকতৈলমেবং গুড়ভল্লাতকযূষো ভল্লাতকসর্পির্ভল্লাতকপললং ভল্লাতকশক্তবো গুড়ভল্লাতকলবণং ভল্লাতকতর্পণমিতি ভল্লাতকবিধানমুক্তম্ ॥ ৪৪

ইতি ভল্লাতকবিধিঃ।

ভবন্তি চাত্র।

ভল্লাতকানি তীক্ষ্ণানি পাকীন্যগ্নিসমানি চ।
ভবন্ত্যমৃতকল্পানি প্রযুক্তানি যথাবিধি ॥
এতে দশবিধাস্তেষাং প্রয়োগাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
রোগপ্রকৃতিসাত্ম্যজ্ঞস্তান্ প্রয়োগান্ প্রকল্পয়েৎ
কফজো ন স রোগোঽস্তি ন বিবন্ধোঽস্তি কশ্চন।
যং ন ভল্লাতকং হন্যাচ্ছীঘ্রং মেধাগ্নিবর্দ্ধনম্ ॥
প্রাণকামাঃ পুরা জীর্ণাশ্চ্যবনাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
রসায়নৈঃ শিবৈরেতৈর্বভূবুরমিতায়ুষঃ ॥
জ্ঞানং তপো ব্রহ্মচর্য্যমধ্যাত্ম্যং ধ্যানমেব চ।
দীর্ঘায়ুষো যথাকাম্যং সংভূজ্য ত্রিদিবং গতাঃ ॥

নিহিত করিবার পূর্ব্বে আঁটীগুলি ফেলিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই যব বা মাষের সহিত সংযোগে রাসায়নিক নিয়মে ভল্লাতকের তীব্রত্ব নষ্ট হইতে পারে। যাহা হউক, ভল্লাতকক্ষীররসায়ন এককালে অল্প পরিমাণে সেবন করাই বিধি।] ৪১

ইতি ভল্লাতকক্ষীররসায়ন।

শোধিত ভল্লাতক পেষণ করিয়া একটী বহুছিদ্র হাঁড়ীতে রাখিয়া হাঁড়ীর মুখে শরার ঢাকা দিয়া কৃষ্ণ মৃত্তিকা দ্বারা প্রলেপ দিবে। আর পূর্ব্বে তৈল বা ঘৃত রাখা হইত, এমন একটী হাঁড়ী মৃত্তিকাতে গলা পর্য্যন্ত পুঁতিয়া পূর্ব্বোক্ত হাঁড়ী উহার উপর স্থাপন করিবে। অনন্তর গোময়ের অগ্নি দ্বারা স্বেদ দিতে থাকিলে ভল্লাতকের স্বরস নিম্নস্থিত হাঁড়ীতে পড়িবে এবং সেই স্বরস নিয়মিত মাত্রায় অষ্টমভাগ মধু ও দ্বিগুণ ঘৃত সহকারে পান করিবে। এই রসায়ন পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সেবন করিলে শতবর্ষ বয়সেও জরা উপস্থিত হয় না। ৪২

ইতি ভল্লাতকক্ষৌদ্ররসায়ন।

ভল্লাতক তৈল ১ পাত্র (১ আঢ়ক), দুগ্ধ ও যষ্টিমধু কল্কের সহিত শতবার পাক করিবে। পরে অক্ষমাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে পূর্ব্বোক্ত রসায়নের গুণ হয়। ৪৩

ইতি ভল্লাতক তৈল রসায়ন।

ভল্লাতক ক্ষীর, ভল্লাতক ক্ষৌদ্র, ভল্লাতক তৈল, গুড়ভল্লাতক, ভল্লাতক যূষ, ভল্লাতক ঘৃত, ভল্লাতক পলল, ভল্লাতক শক্তু, ভল্লাতক লবণ এবং ভল্লাতক তর্পণ এই সকল রসায়ন ভল্লাতকের ভিন্ন ভিন্ন যোগ মাত্র। ৪৪

ইতি ভল্লাতক বিধি।

উপসংহার,—ভল্লাতক অগ্নির সমান তীক্ষ্ণ ও পাচক। যথাবিধি প্রয়োগ করিলে অমৃতের ন্যায় ফল প্রদান করে। উপরে ভল্লাতকের দশ প্রকার প্রয়োগ কথিত হইল। রোগ, প্রকৃতি ও সাত্ম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রসায়ন প্রয়োগ করিতে হয়। এমন কফজ বা বিবন্ধ রোগ নাই, যাহা ভল্লাতকে নষ্ট না হয়। ভল্লাতক মেধা, অগ্নি ও বলবর্দ্ধন করে। প্রাণার্থী চ্যবনাদি মহর্ষিগণ পুরাকালে এই সকল মঙ্গলকর রসায়ন দ্বারা দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘায়ু হইয়া যথেষ্ট জ্ঞান, তপ, ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যাত্ম ও ধ্যান সাধন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। অতএব

তস্মাদায়ুঃপ্রকর্ষার্থং প্রাণকামৈঃ সুখার্থিভিঃ।
রসায়নবিধিঃ সেব্যো বিধিবৎ সুসমাহিতৈঃ ॥৪৫

তত্র শ্লোকঃ।

রসায়নানাং সংযোগাঃ সিদ্ধা ভূতহিতৈষিণা।
নির্দ্দিষ্টাঃ প্রাণকামীয়ে সপ্ত চৈবং দশর্ষিণা ॥৪৬

ইতি প্রাণকামীয়ে রসায়নপাদো দ্বিতীয়ঃ।

অথাতঃ করপ্রচিতীয়ং রসায়নপাদং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ৪৭

করপ্রচিতানাং যথোক্তগুণানামামলকানামুদ্ধৃতাস্থ্নাং শুষ্কচূর্ণিতানাং পুনর্মাঘে ফাল্গুনে বা মাসে ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ স্বরসপরিপীতানাং পুনঃ শুষ্কচূর্ণীকৃতানামাঢ়কমেকং প্রাহরেৎ অথ জীবনীয়ানাং বৃংহণীয়ানাং স্তন্যজননানাং শুক্রবর্দ্ধনানাং বয়ঃস্থাপনানাং ষড়্‌বিরেচনশতাশ্রিতীয়োক্তানামৌষধগণানাং চন্দনাগুরুধবখদিরশিংশপাসনসারাণাঞ্চাণুশশ্ছিন্নানাং কিপ্তানামভয়াবিভীতকপিপ্পলীবচাচব্যচিত্রক-বিড়ঙ্গানাঞ্চ সমস্তানামাঢ়কমেকং দশগুণেনাম্ভসা সাধয়েৎ। তস্মিন্নাঢ়কাবশেষে রসে সুপূতে তান্যামলকচূর্ণানি দত্ত্বা গোময়াগ্নিভির্বংশবিদলশরতেজনাগ্নিভির্বা সাধয়েৎ। যাবদপনয়াত্ত্রসস্তু তমনুপদগ্ধমুপহৃত্যায়সীষু পাত্রীষাস্তীর্য্য শোষয়েৎ। সুশুষ্কং তং কৃষ্ণাজিনস্যোপরি দৃষদি শ্লক্ষ্ণপিষ্টময়ঃস্থাল্যাং নিধাপয়েৎ সম্যক্। তচ্চূর্ণময়শ্চূর্ণাষ্টভাগসম্প্রযুক্তং মধুসর্পির্ভ্যাম্ অগ্নিবলমভিসমীক্ষ্য প্রয়োজয়েদিতি।

তত্র শ্লোকাঃ।

এতদ্রসায়নং পূর্ব্বং বশিষ্ঠঃ কশ্যপোঽঙ্গিরাঃ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজো ভৃগুরন্যে চ তদ্বিধাঃ ॥
প্রযুজ্য প্রয়তা মুক্তাঃ শ্রমব্যাধিজরাভয়াঃ।
যাবদৈচ্ছংস্তপস্তেপুস্তৎপ্রভাবান্মহাবলাঃ ॥
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ধ্যানেন প্রশমেন চ।

প্রাণার্থী ও সুখার্থী পুরুষেরা আয়ুর উৎকর্ষার্থ সুসমাহিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক রসায়নবিধি সেবন করিবেন। ৪৫। এই অধ্যায়ের সূচী —ভগবান্ আত্রেয় ঋষি ভূতগণের হিতকামনায় এই প্রাণকামীয় রসায়ন পাদে সপ্তদশ রসায়ন যোগ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ৪৬

প্রাণকামীয় নামক দ্বিতীয়পাদ।

অনন্তর আমরা করপ্রচিতীয় রসায়নপাদ ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ৪৭। মাঘ বা ফাল্গুন মাসে সুপুষ্ট আমলকী সকল বৃক্ষ হইতে হস্ত দ্বারা আহরণপূর্ব্বক আঁটী ফেলিয়া শুষ্ক ও চূর্ণিত করিবে। অনন্তর ঐ চূর্ণ আমলকীর স্বরসে একুশবার ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার চূর্ণিত করিয়া এক আঢ়ক পরিমাণে গ্রহণ করিবে। অনন্তর ষড়্‌বিরেচন-শতাশ্রিতীয় পরিচ্ছেদোক্ত জীবনীয়, বৃংহণীয়, স্তন্যজনন, শুক্রবর্দ্ধন ও বয়ঃস্থাপন ঔষধগণ; আর রক্তচন্দন, অগুরু, ধব, খদির, শিংশপা ও অসন-সার সূক্ষ্মরূপে ছিন্ন করিয়া পাত্রে রাখিবে; সেই পাত্রে হরীতকী, বিভীতকী, পিপ্পলী, বচ, চই, চিতা ও বিড়ঙ্গ নিক্ষেপ করিবে। সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ এক আঢ়ক হইবে এবং উহা দশগুণ জলের সহিত পাক করিবে। ঔষধের কাথ এক আঢ়ক অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত আমলকী-চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর গোময় বা বংশপত্র বা শরের অগ্নিতে আস্তে আস্তে পাক করিতে থাকিবে এবং সেই অবস্থায় নামাইয়া লৌহপাত্রে বিস্তারপূর্ব্বক শুকাইয়া লইবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্মের উপরি প্রস্তর পাতিয়া মসৃণরূপে পেষণপূর্ব্বক সমস্ত চূর্ণ লোহার হাঁড়িতে ঢাকিয়া রাখিবে। এই চূর্ণ অগ্নিবল অনুসারে প্রত্যহ অষ্টমভাগ লৌহচূর্ণের সহিত মধু ঘৃতযোগে সেবন করিবে। কতকগুলি কথা পদ্যে বলা হইতেছে। এই রসায়ন সে কালে বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অঙ্গিরা, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, ভৃগু ও তদ্বিধ অন্যান্য ঋষিরা প্রয়তভাবে সেবন করিয়া শ্রম, ব্যাধি, জরা ও ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং তৎপ্রভাবে মহাবল হইয়া ইচ্ছানুরূপ

...বিধানেন কালযুক্তির্ন চায়ুষা॥
...তা মহর্ষয়ঃ পূর্ব্বং ন হি কিঞ্চিদ্রসায়নম্।
...ানামকার্য্যাণাং সিদ্ধিশ্চাপ্রযতাত্মনাম্॥
ইদং রসায়নং চক্রে ব্রহ্মা বার্ষসহস্রিকম্।
জরাব্যাধিপ্রশমনং বুদ্ধীন্দ্রিয়বলপ্রদম্॥ ৪৮

ইতি আমলকায়সং রসায়নম্।

সংবৎসরং পয়োবৃত্তির্গবাং মধ্যে বসেৎ সদা
সাবিত্রীং মনসা ধ্যায়ন্ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
সংবৎসরান্তে পৌষীং বা মাঘীং বা ফাল্গুনীং তিথিম্।
ত্র্যাহোপবাসী শুক্লস্চ প্রবিশ্যামলকীবনম্॥
বৃহৎফলাঢ্যমারুহ্য দ্রুমং শাখাগতং ফলম্।
গৃহীত্বা পাণিনা তিষ্ঠেজ্জপন্ ব্রহ্মামৃতাগমাৎ॥
তদা হ্যবশ্যমমৃতং বসত্যামলকে ক্ষণম্।
শর্করামধুকল্পানি স্নেহবন্তি মৃদূনি চ॥
ভবন্ত্যমৃতসংযোগাৎ তানি যাবন্তি ভক্ষয়েৎ।
জীবেদ্বর্ষসহস্রাণি তাবন্ত্যাগতযৌবনঃ॥
সৌহিত্যমেষাং গত্বা তু ভবত্যমরসন্নিভঃ।
স্বয়ঞ্চাস্যোপতিষ্ঠন্তে শ্রীর্বেদা বাক্ চ রূপিণী॥ ৪৯

ইতি কেবলামলকং রসায়নম্।

ত্রিফলায়া রসে মূত্রে গবাং ক্ষারে চ লাবণে।
ক্রমেণ চেঙ্গুদীক্ষারে কিংশুকক্ষার এব চ॥
তীক্ষ্ণায়সস্য পত্রাণি বহ্নিবর্ণানি বাপয়েৎ।
চতুরঙ্গুলদীর্ঘাণি তিলোৎসেধসমানি চ
জ্ঞাত্বা তান্যঞ্জনাভানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
তানি চূর্ণানি মধুনা রসেনামলকস্য চ॥
যুক্তানি লেহবৎ কুম্ভে স্থিতানি ঘৃতভাবিতে
সংবৎসরং নিধেয়ানি যবপল্যে তদেব চ॥
দদ্যাদালোড়নং মাসে সর্ব্বত্রালোড়য়ন্ বুধঃ।
সংবৎসরাত্যয়ে তস্য প্রয়োগো মধুসর্পিষা॥

তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। ফলতঃ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ধ্যান, শান্তি ও রসায়ন সহকারে আয়ুর যে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার উপর কর্তৃত্ব নাই। বশিষ্ঠ প্রভৃতির পূর্ব্বেও মহর্ষি অনেক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন রসায়ন সেবন করেন নাই। আর তাঁহারা, গ্রাম্য, কার্য্যান্তরে আসক্ত ও অসংযতাত্মা ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সিদ্ধি হয় নাই। এই বর্ষসাহস্রিক রসায়ন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতে জরাব্যাধি নাশ হয় এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের সরলতা হইয়া থাকে।৪৮

ইতি আমলকায়স রসায়ন

সংবৎসর দুগ্ধপায়ী হইয়া গোগণ মধ্যে বাস করিতে হইবে, সর্ব্বদা সাবিত্রী ধ্যান করিতে হইবে, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে। এইরূপে সংবৎসর অতীত হইলে তিন দিবস উপবাসী থাকিয়া পৌষ, মাঘ বা ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শুদ্ধ হইয়া আমলকী বনে প্রবেশপূর্ব্বক বৃহৎ ফলাঢ্য আমলক বৃক্ষে আরোহণ করিবে। অনন্তর শাখাগত ফল পাণি দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক বেদোক্ত ব্রহ্মামৃত জপ করিতে থাকিবে। এইরূপে জপ করিলে সেই বৃক্ষস্থ আমলকীসমূহে তৎক্ষণাৎ অমৃতের অধিষ্ঠান হয়। তখন তাহাদের আস্বাদ শর্করাযুক্ত মধুর ন্যায় হয় এবং স্নিগ্ধতা ও মৃদুতা হইয়া থাকে। তখন সেই সকল আমলকী ভক্ষণ করিতে হয়। তাহা হইলে সহস্র বৎসর অগতযৌবন হইয়া জীবিত থাকা যায়। পুরুষ সেই সকল আমলকী উদরপূর্ত্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে অমরের ন্যায় কান্তি লাভ করে এবং লক্ষ্মী বেদ ও সরস্বতী স্বয়ং আসিয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৪৯।

ইতি কেবলামলক রসায়ন।

চতুরঙ্গুল দীর্ঘ ও তিলের ন্যায় উৎসেধবিশিষ্ট কান্তলৌহের পত্র সকল অগ্নির তাপে অগ্নিবর্ণ করিয়া ক্রমান্বয়ে ত্রিফলার কাথ, গোমূত্র, সজ্জী প্রভৃতি লবণক্ষার, ইঙ্গুদীক্ষার ও কিংশুক ক্ষারের জলে নির্ব্বাপিত করিবে এবং অঞ্জনবর্ণ হইলে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণিত করিবে। সেই সকল চূর্ণ মধু ও আমলকী রসের সহিত লেহবৎ করিয়া ঘৃতভাবিত কুম্ভে স্থাপিত করিবে এবং সেই কুম্ভ যবরাশির মধ্যে এক বৎসর রাখিয়া দিবে। কুম্ভস্থ সামগ্রী মাসে মাসে আলোড়ন করিয়া সমপরিমাণে মধু ও

প্রাতঃ প্রাতর্বলাপেক্ষী সাত্ম্যং জীর্ণে চ
ভোজনম্।
এষ এব চ লোহানাং প্রয়োগঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
অনেনৈব বিধানেন হেম্নশ্চ রজতস্য চ
আয়ুঃপ্রকর্ষকৃৎ সিদ্ধঃ প্রয়োগঃ সর্ব্বরোগনুৎ ॥
নাভিঘাতৈর্ন চাতঙ্কৈর্জরয়া ন চ মৃত্যুনা।
অধৃষ্যঃ স্যাদ্গজপ্রাণঃ সদা চাতিবলেন্দ্রিয়ঃ ॥
ধীমান্ যশস্বী বাক্‌সিদ্ধঃ শ্রুতধারী মহাবলঃ।
ভবেৎ সমাং প্রযুঞ্জানো নরো লোহরসায়নম্ ॥৫০

ইতি লৌহাদিরসায়নম্।

ঐন্দ্রী মৎস্যাক্ষিকো ব্রাহ্মী বচা ব্রহ্মসুবর্চ্চলা।
পিপ্পল্যো লবণং হেম শঙ্খপুষ্পী বিষং ঘৃতম্ ॥
এষাং ত্রিযবকান্ ভাগান্ হেমসর্পির্বিষৈর্বিনা।
দ্বৌ যবৌ তত্র হেম্নস্তু তিলং দদ্যাদ্বিষস্য চ ॥

আমলকী দিতে হইবে। এইরূপে সংবৎসর গত হইলে মধু ও ঘৃতযোগে ঐ রসায়ন প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিতে হইবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে সাত্ম্য ভোজন করিবে। ইহাকেই লৌহপ্রয়োগ কহে। এই বিধি অনুসারেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই প্রয়োগ আয়ুর প্রকর্ষকারক, ইহা সিদ্ধ ও সর্ব্বরোগনাশক। এই রসায়ন সেবন করিলে না অভিঘাত, না রোগ, না জরা, না মৃত্যু পুরুষকে অভিভূত করিতে পারে। তাঁহার প্রাণ গজের ন্যায় দৃঢ় ও ইন্দ্রিয় সকল অতিবল হয়। তিনি ধীমান, যশস্বী, বাক্‌সিদ্ধ, শ্রুতধারী ও মহাবল হইয়া থাকেন। এই লৌহ রসায়ন পুরুষ এক বৎসর সেবন করিবেন। ৫০

ইতি লৌহাদি রসায়ন।

ঐন্দ্রী (রাখাল-শশার কন্দ), মৎস্যাক্ষিক (কাঁটানটের মূল), ব্রাহ্মীশাক, বচ, ব্রহ্মসুবর্চ্চলা (সূর্য্যভক্তা। ইহা স্বর্ণবর্ণা, জলতীরে লতাইয়া থাকে। ইহা ক্ষীরযুক্তা, (ইহাকে পদ্মিনীও বলে ইতি সুশ্রুত)। পিপুল, লবণ এই সকল প্রত্যেকে তিন যব, স্বর্ণ দুই যব, বিষ (বৎসনাভ) এক তিল এবং ঘৃত

সর্পিষশ্চ পলং দদ্যাৎ তদৈকধ্যং প্রযোজয়েৎ।
ঘৃতপ্রভূতং সক্ষৌদ্রং জীর্ণে চান্নং প্রশস্যতে।
জরাব্যাধিপ্রশমনং স্মৃতিমেধাকরং পরম্ ॥
আয়ুষ্যং পৌষ্টিকং বল্যং স্বরবর্ণপ্রসাদনম্।
পরমোজস্করঞ্চৈতৎ সিদ্ধমেতদ্ রসায়নম্।
নৈনং প্রসহতে কৃত্যা নালক্ষ্মীর্ন বিষং ন রুক্ ॥
শ্বিত্রং সকুষ্ঠং জঠরাণি গুল্মাঃ
প্লীহা পুরাণো বিষমজ্বরশ্চ।
মেধাস্মৃতিজ্ঞানহরাশ্চ রোগাঃ
শাম্যন্ত্যনেনাতিবলাশ্চ বাতাঃ ॥ ৫১

ইত্যৈন্দ্রীরসায়নম্।

মণ্ডুকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রয়োজ্যঃ
ক্ষীরেণ যষ্টীমধুকস্য চূর্ণম্।
রসো গুড়ূচ্যাস্তু সমূলপুষ্প্যাঃ
কল্কঃ প্রয়োজ্যঃ খলু শঙ্খপুষ্প্যাঃ।
আয়ুঃপ্রদান্যাময়নাশনানি
বলাগ্নিবর্ণস্বরবর্দ্ধনানি।

এক পল একত্র করিয়া সেবন করিবে। ঔষধ সকল জীর্ণ হইলে প্রভূত ঘৃতসহকারে ও মধুযোগে অন্ন সেবন করিবে। এই রসায়ন সেবন করিলে জরা ও ব্যাধির নাশ হয় এবং স্মৃতি ও মেধার উৎকর্ষ হয়। ইহা আয়ুষ্য, পুষ্টিকর, বল্য ও স্বরবর্ণ প্রসাদন। এই সিদ্ধ রসায়ন পরম ওজস্কর। যিনি ইহা সেবন করেন, অলক্ষ্মী, বিষ ও রোগ তাঁহার নিকটে আসিতে পারে না। এই রসায়ন সেবন করিলে শ্বিত্র, কুষ্ঠ, উদরসমূহ, গুল্মসমূহ, প্লীহা, পুরাণ ও বিষম জ্বর, মেধা স্মৃতিজ্ঞানধ্বংসকারী রোগসমূহ ও অতিবল বায়ুরোগসমূহ শান্ত হয়। ৫১

ইতি ঐন্দ্রীরসায়ন।

মণ্ডুকপর্ণীর স্বরস বা যষ্টিমধুর চূর্ণ ব গোলঞ্চের রস, বা সমূল ও সপুষ্প শঙ্খপুষ্পী কল্ক দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে রসায় হয়। এই সকল রসায়ন আয়ুঃপ্রদ, রোগ নাশক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক, বর্ণবর্দ্ধক

মেধ্যানি চৈষ্কানি রসায়নানি
মেধ্যা বিশেষেণ চ শঙ্খ-পুষ্পী ॥ ৫২
ইত্যমেধ্যরসায়নানি

পঞ্চ ষট্ সপ্ত দশ বা পিপ্পলীর্মধুসর্পিষা।
রসায়নগুণান্বেষী সমামেকাং প্রযোজয়েৎ।
তিস্রস্তিস্রস্তু পূর্ব্বাহ্নে ভুক্তাগ্রে ভোজনস্য চ।
পিপ্পল্যঃ কিংশুকক্ষারভাবিতা ঘৃতভর্জ্জিতাঃ।
প্রযোজ্যা মধুসর্পির্ভ্যাং রসায়নগুণৈষিণা।
জেতুং কাসং ক্ষয়ং শোষং শ্বাসং হিক্কাং
গলাময়ান্ ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং পাণ্ডুতাং বিষমজ্বরম্।
বৈস্বর্য্যং পীনসং শোফং গুল্মং বাতবলাসকম্ ॥
ইতি পিপ্পলীরসায়নম্।

ক্রমবৃদ্ধ্যা দশাহানি দশপৈপ্পলিকং দিনম্ ॥
বর্দ্ধয়েৎ পয়সা সার্দ্ধং তথা চাপনয়েৎ পুনঃ।
জীর্ণে জীর্ণে চ ভুঞ্জীত ষষ্টিকং ক্ষীরসর্পিষা ॥
পিপ্পলীনাং সহস্রস্য প্রয়োগোঽয়ং রসায়নম্।
পিষ্টাস্তা বলিভিঃ সেব্যাঃ শৃতা মধ্যবলৈর্নরৈঃ ॥
শীতীকৃতা হ্রস্ববলৈর্দেয়া দোষাময়ান্ প্রতি।
দশপৈপ্পলিকঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
প্রয়োগো যাস্ত্রিপর্য্যন্তঃ স কনীয়ান্ স চাবলৈঃ।
বৃংহণং স্বর্য্যমায়ুষ্যং প্লীহোদরবিনাশনম্ ॥
বয়সঃ স্থাপনং মেধ্যং পিপ্পলীনাং রসায়নম্ ॥৫৪
ইতি পিপ্পলীবর্দ্ধমানং রসায়নম্।

জরণান্তেঽভয়ামেকাং প্রাগ্ভুক্তে দ্বে
বিভীতকে।
ভুক্ত্বা তু মধুসর্পির্ভ্যাং চত্বার্য্যামলকানি চ ॥
প্রযোজয়েৎ সমামেকাং ত্রিফলায়া রসায়নম্।
জীবেদ্বর্ষশতং পূর্ণমজরোঽব্যাধিরেব চ ॥ ৫৫
ইতি ত্রিফলানাং রসায়নম্।

স্বরবর্দ্ধক। ইহারা মেধাজনক। তন্মধ্যে শঙ্খপুষ্পী উৎকৃষ্ট মেধাজনক। [এস্থলে মণ্ডূকপর্ণী থুলকুড়ি] ৫২।

ইতি মেধ্য রসায়নসমূহ।

যিনি রসায়নগুণ সকল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রতিদিন ৫টী, ৬টী, ৭টী, বা ১০টী পিপুল মধু ও ঘৃতের সহিত ক্রমাগত এক বৎসর সেবন করিবেন। অথবা রসায়ন-গুণৈষী ব্যক্তি পিপ্পলী সকল কিংশুকের ক্ষারে ভাবনা দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবেন এবং প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে ভোজনের পূর্ব্বে সেই সকল পিপুল হইতে তিন তিনটী লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবেন। এই রসায়ন সেবন করিলে কাস, ক্ষয়, শোষ, শ্বাস, হিক্কা, গলরোগসমূহ, অর্শঃসমূহ, গ্রহণীদোষ, পাণ্ডুরোগ, বিষমজ্বর, বিস্বরতা, পীনস, শোথ, গুল্ম, বায়ু ও বলাস (শ্লেষ্মা বা শ্লেষ্মজনিত বলাসনামক) রোগের শান্তি হয়। ৫৩

ইতি পিপ্পলীরসায়ন।

প্রথম দিন দশটী পিপ্পলী, পরে প্রতিদিন দশটী করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি, ক্রমে উপর্য্যুপরি দশ দিন দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। এইরূপে ক্রমে কমাইয়া আনিয়া পরিত্যাগ করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও মধুযোগে ষষ্টিকান্ন ভোজন করিবে। এইরূপে সহস্র পিপ্পলী সেবন করিলে রসায়ন হয়। [এস্থলেও ভল্লাতক বিধির ন্যায় গণনা করা উচিত]। বলবান্ ব্যক্তিরা পিপ্পলী পেষণ করিয়া সেবন করিবে। মধ্যবল ব্যক্তিরা পিপ্পলীর ক্বাথ সেবন করিবে। আর হীনবল ব্যক্তিরা পিপ্পলীর শীতকষায় পান করিবে। দোষাশ্রিত ও রোগাশ্রিত শরীরেই পিপ্পলী রসায়ন বিশেষতঃ সেবন করিতে হয়। প্রথমদিন দশ পিপ্পলী শ্রেষ্ঠ মাত্রা, ছয় পিপ্পলী মধ্যম মাত্রা, তিন পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ মাত্রা এবং তাহা দুর্ব্বলদিগের উপযোগী। পিপ্পলী রসায়ন, বৃংহণ, স্বরোৎকর্ষকারক, প্লীহনাশক, উদরনাশক, বয়ঃস্থাপক ও মেধাকারক। ৫৪

ইতি পিপ্পলীবর্দ্ধমান রসায়ন।

পূর্ব্বদিনের আহার জীর্ণ হইলে একটী হরীতকী প্রাতঃকালে সেবন করিবে পরে দুইটী বহেড়া ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিবে এবং ভোজনের পর মধু ও ঘৃতের সহিত চারিটী আমলকী সেবন করিবে। এই ত্রিফলা

ত্রৈফলেনায়সীং পাত্রীং কল্কেনালেপয়েন্নবাম্।
তমহোরাত্রিকং লেপং পিবেৎ ক্ষৌদ্রোদকাপ্লুতম্।
প্রভূতস্নেহমশনং জীর্ণে তত্র প্রশস্যতে।
অজরোঽরুক্ সমাভ্যাসাজ্জীবেচ্চৈব সমাশতম্।
ইতি ত্রিফলারসায়নমপরম্।
মধুকেন তুগাক্ষীর্য্যা পিপ্পল্যা ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
ত্রিফলা সিতয়া চাপি যুক্তা সিদ্ধং রসায়নম্॥ ৫৭
ইতি ত্রিফলারসায়নপরম্।
সর্ব্বলৌহৈঃ সুবর্ণেন বচয়া মধুসর্পিষা।
বিড়ঙ্গপিপ্পলীভ্যাঞ্চ ত্রিফলা লবণেন চ।
সংবৎসরপ্রয়োগেণ মেধাস্মৃতিবলপ্রদা।
ভবত্যায়ুঃপ্রদা ধন্যা জরারোগনিবর্হণী॥ ৫৮
ইতি ত্রিফলারসায়নমপরম্।

রসায়ন ক্রমাগত এক বৎসর সেবন করিলে অজর ও নীরোগ থাকিয়া শতবৎসর জীবিত থাকা যায়। ৫৫।

ইতি ত্রিফলারসায়ন।

ত্রিফলাকল্ক দ্বারা নূতন লৌহপাত্র লেপন করিয়া অহোরাত্র রাখিবে। পরদিন সেই কল্ক ও মধু জলের সহিত সেবন করিবে। জীর্ণ হইলে প্রভূত স্নেহযুক্ত অন্ন সেবনীয়। সংবৎসর এইরূপে ত্রিফলা লৌহ রসায়ন সেবন করিলে অজর ও নীরোগ হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা যায়। ৫৬

ইতি অন্য ত্রিফলারসায়ন।

ত্রিফলা যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত কিংবা বংশলোচনচূর্ণের সহিত কিংবা পিপ্পলীচূর্ণের সহিত মধু ঘৃতের সহিত সেবন করিলেও উৎকৃষ্ট রসায়ন হয়। ৫৭

ইতি অপর ত্রিফলারসায়ন।

লৌহাদি গণ কিংবা কেবল সুবর্ণের সহিত বা বচের সহিত বা মধু ঘৃতের সহিত বা বিড়ঙ্গ পিপ্পলীর সহিত বা সৈন্ধবের সহিত সংবৎসর ত্রিফলা সেবন করিলে মেধা, স্মৃতি ও বলবৃদ্ধি হয়। এই রসায়ন আয়ুঃপ্রদ, ধন্য ও জরারোগনিবারক। ৫৮

ইতি অন্য ত্রিফলারসায়ন।

অনম্লঞ্চ কষায়ঞ্চ কটুপাকে শিলাজতু।
নাত্যুষ্ণশীতং ধাতুভ্যশ্চতুর্ভ্যস্তস্য সম্ভবঃ॥
হেম্নশ্চ রজতাৎ তাম্রাদ্বরং কৃষ্ণায়সাদপি
রসায়নং তদ্বিধিভিস্তদ্বৃষ্যং তচ্চ রোগনুৎ॥
বাতপিত্তকফঘ্নৈস্তু নির্য্যুহৈস্তৎ সুভাবিতম্।
বীর্য্যোৎকর্ষং পরং যাতি সর্ব্বৈরেকৈকশোঽপি বা।
প্রক্ষিপ্তোদ্ধৃতমপ্যেনং পুনস্তৎ প্রক্ষিপেদ্রসে।
কোষ্ণে সপ্তাহমেতেন বিধিনা তস্য ভাবনা॥
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন লৌহৈশ্চূর্ণীকৃতৈঃ সহ।
তৎ পীতং পয়সা দদ্যাদ্দীর্ঘমায়ুঃ সুখান্বিতম্॥
জরাব্যাধিপ্রশমনং দেহদার্ঢ্যকরং পরম্।
মেধাস্মৃতিকরং বল্যং ক্ষীরাশী তৎ প্রযোজয়েৎ
প্রয়োগঃ সপ্তসপ্তাহাস্ত্রয়শ্চৈকশ্চ সপ্তকঃ।
নির্দ্দিষ্টস্ত্রিবিধস্তস্য পরো মধ্যোঽবরস্তথা॥
পলমর্দ্ধপলং কর্ষো মাত্রা তস্য ত্রিধা মতা॥ ৫৯
ইতি শিলাজতুপ্রয়োগঃ।

শিলাজতু অনম্ল, কষায়, পাকে কটু, অনতি উষ্ণ ও শীতল। চারি প্রকার ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়, যথা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ। তন্মধ্যে লৌহজাত উৎকৃষ্ট। শিলাজতু বিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে রসায়ন বৃষ্য ও রোগনাশক হয়। ইহা বাতঘ্ন, পিত্তঘ্ন বা কফঘ্ন। ক্বাথসমূহে ভাবিত করিয়া লইলে ইহার বীর্য্যোৎকর্ষ হয়। ঐ তিন প্রকার ক্বাথ একত্র করিয়া বা এক এক বারে লইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহাতে শিলাজতু ভাবনা দিবে। এইরূপে সপ্তাহ ভাবনা দিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত বিধানক্রমে চূর্ণীকৃত লৌহগণের সহিত দুগ্ধ সহকারে শিলাজতু পান করিলে দীর্ঘায়ু ও সুখলাভ করা যায়। ইহা জরাব্যাধিনিবারক ও উৎকৃষ্ট দেহদার্ঢ্যকারক, মেধাস্মৃতিকারক ও বলকারক। ইহা সেবন করিয়া দুগ্ধ পথ্য করিবে। শিলাজতুর সাত সপ্তাহ প্রয়োগই উৎকৃষ্ট। অন্ততঃ তিন সপ্তাহ বা এক সপ্তাহ প্রয়োগ করা বিধি। উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্টক্রমে উহার ত্রি-

...বিশেষং সবিধিং তস্য বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্
...াদ্যাঃ সূর্য্যসন্তপ্তাঃ স্রবন্তি গিরিধাতবঃ।
...ভং মৃদ্বচ্ছাভং যন্মলং তচ্ছিলাজতু।
...রশ্চ সতিক্তশ্চ জবাপুষ্পনিভশ্চ যঃ॥
কটুর্বিপাকে শীতশ্চ স সুবর্ণস্য নিস্রবঃ।
রূপ্যস্য কটুকঃ শ্বেতঃ শীতঃ স্বাদু বিপচ্যতে॥
তাম্রস্য বর্হিকণ্ঠাভস্তিক্তোষ্ণঃ কটু পচ্যতে
যস্তু গুগ্‌গুলুকাভাসস্তিক্তকো লবণান্বিতঃ।
কটুর্বিপাকে শীতশ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ স চায়সঃ।
গোমূত্রগন্ধয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বকর্ম্মসু যৌগিকাঃ॥
রসায়নপ্রয়োগেষু পশ্চিমস্তু বিশিষ্যতে।
যথাক্রমং বাতপিত্তে শ্লেষ্মপিত্তে কফে ত্রিষু॥
বিশেষতঃ প্রশস্যন্তে মলা হেমাদিধাতুজাঃ।
শিলাজতুপ্রয়োগেষু বিদাহীনি গুরূণি চ

মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে বলবান্ ব্যক্তি একপল, মধ্যবল ব্যক্তি অর্দ্ধপল ও দুর্ব্বল ব্যক্তি এককর্ষ মাত্রায় সেবন করিবেন। ৫৯

ইতি শিলাজতুপ্রয়োগ।

অনন্তর আমরা শিলাজতুর ভিন্ন ভিন্ন জাতি ব্যাখ্যা করিতেছি। গিরিপার্শ্বস্থ সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু সকল, সূর্য্যতাপে তাপিত হইলে স্রাবিত হইতে থাকে। তন্মধ্যে যে স্রাব জতুর ন্যায় আভাযুক্ত, মৃত্তিকাবর্ণ মিশ্রিত ও কোমল, তাহাই শিলাজতু। সুবর্ণজাত শিলাজতু মধুর, ঈষৎ তিক্ত, জবাপুষ্পনিভ, বিপাকে কটু ও শীতল। রৌপ্যজাত শিলাজতু কটু, শ্বেত, শীতল ও স্বাদুপাক। তাম্রজাত শিলাজতু ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আভাযুক্ত, তিক্ত, উষ্ণ ও কটুবিপাক। যে শিলাজতু গুগ্‌গুলুবর্ণ, তিক্ত, লবণরস, বিপাকে কটু, শীতল ও গোমূত্রগন্ধি, তাহাই লৌহজাত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সর্ব্বপ্রকার শিলাজতুই সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রসায়নপ্রয়োগে শেষোক্ত শিলাজতুই প্রশস্ত। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহের শিলাজতু যথাক্রমে বাতপিত্ত, শ্লেষ্মপিত্ত, কফ ও ত্রিদোষে প্রশস্ত। শিলাজতুপ্রয়োগকালে সর্ব্বপ্রকার বিদাহী ও গুরু

বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বকালস্তু কুলত্থান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
তে হ্যত্যন্তবিরুদ্ধত্বাদশ্মনো ভেদনাঃ পরম্।
লোকদৃষ্টান্ততস্তেষাং প্রয়োগঃ প্রতিষিধ্যতে॥

পয়াংসি শুক্তানি রসাঃ সযূষা-
স্তোয়ংসমূত্রং বিবিধাঃ কষায়াঃ।
আলোড়নার্থং গিরিজস্য শস্তা-
স্তেতে প্রযোজ্যাঃ প্রসমীক্ষ্য কার্য্যম্॥
ন সোঽস্তি রোগো ভুবি সাধ্যরূপঃ
শিলাহ্বয়ং যং ন জয়েৎ প্রসহ্য
তৎকালযোগৈর্বিধিভিঃ প্রযুক্তং
স্বস্থস্য চোর্জ্জাং বিপুলাং দদাতি॥ ৬০

ইতি শিলাজতুরসায়নম্

তত্র শ্লোকঃ

করপ্রচিতিকে পাদে দশ ষট্ চ মহর্ষিণা।
রসায়নানাং সিদ্ধানাং সংযোগাঃ সমুদাহৃতাঃ॥৬১
ইতি করপ্রচিতীয়ো নাম রসায়নপাদস্তৃতীয়ঃ।
অথাত আয়ুর্ব্বেদসমুত্থানীয়ং রসায়নপাদং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ৬২

দ্রব্য পরিহার করিবে এবং সর্ব্বকালই কুলত্থ বর্জ্জন করিবে। কুলত্থ শিলাজতু অত্যন্ত বিরুদ্ধ, কেননা প্রসিদ্ধই আছে যে, কুলত্থ বিশেষরূপে শিলা (পাথুরী) ভেদ করে। এইজন্য শিলাজতুপ্রয়োগকালে কুলত্থ নিষিদ্ধ। শিলাজতু গুলিয়া যাইতে হয়; এইজন্য ইহার সহিত দুগ্ধ, শুক্ত, মাংসরস, যূষ, জল গোমূত্র ও বিবিধ প্রকার কষায় ব্যবহার্য্য। রোগাদি বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অনুপানের সহিত শিলাজতু ব্যবহার্য্য। পৃথিবীতে এরূপ সাধ্য রোগ নাই, যাহা শিলাজতুতে নষ্ট না হয় আর কাল বুঝিয়া বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেও বিপুল বলদায়ক হয়। ৬০

ইতি শিলাজতু রসায়ন।

সূচী। এই করপ্রচিতীয় রসায়নপাদে মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক ষোড়শ প্রকার সিদ্ধ রসায়ন যোগ বর্ণিত হইয়াছে। ৬১

করপ্রচিতীয় নামক তৃতীয়পাদ সমাপ্ত।

অনন্তর আমরা আয়ুর্ব্বেদ-সমুত্থানীয় রসা-

ঋষয়ঃ খলু কদাচিচ্ছালীনা যাযাবরাশ্চ গ্রাম্যৌষধ্যাহারাঃ সন্তঃ সাম্পন্নিকা মন্দচেষ্টা নাতিকল্যাণাশ্চ প্রায়েণ বভূবুঃ। তে সর্ব্বাসামিতিকর্ত্তব্যতানামসমর্থাঃ সন্তো গ্রাম্যবাসকৃতং দোষং মত্বা পূর্ব্বনিবাসমপগতগ্রাম্যদোষং মত্বা শিবং পুণ্যমুদারং মেধ্যমগম্যমসুকৃতিভির্গঙ্গাপ্রভবনমমরগন্ধর্ব্বযক্ষকিন্নরানুচরিতমনেকরত্ননিচয়মচিন্ত্যাদ্ভুতপ্রভাবং ব্রহ্মর্ষিসিদ্ধচারণানুচরিতং দিব্যতীর্থৌষধিপ্রভাবমতিশরণ্যং হিমবন্তমমরাধিপতিগুপ্তং জগ্মুঃ ভৃগ্বঙ্গিরোঽত্রিবশিষ্ঠকশ্যপাগস্ত্য-পুলস্ত্যবামদেবাসিত-গৌতমপ্রভৃতয়ো মহর্ষয়ঃ ॥ ৬৩

তানিন্দ্রঃ সহস্রদৃগমরগুরুরব্রবীৎ স্বাগতং ব্রহ্মবিদাং জ্ঞানতপোধনানাং ব্রহ্মর্ষীণামস্তি নন্বো গ্লানিরপ্রভাবত্বং বৈস্বর্য্যং বৈবর্ণ্যঞ্চ গ্রাম্য-বাস-কৃত-মসুখম-সুখানুবন্ধঞ্চ। গ্রাম্যো হি বাসো মূলমশস্তানাং তৎকৃতং পুণ্যকৃদ্ভিরনুগ্রহঃ প্রজানাং স্বশরীরমরক্ষিভিঃ কালশ্চায়মায়ুর্ব্বেদোপদেশস্য ব্রহ্মর্ষীণামাত্মনঃ প্রজানাঞ্চানুগ্রহার্থমায়ুর্ব্বেদমশ্বিনৌ মহ্যং প্রযচ্ছতাম্। প্রজাপতিরশ্বিভ্যাম্। প্রজাপতয়ে ব্রহ্মা প্রজানামল্পমায়ুর্জ্জরাব্যাধিবহুলমসুখমসুখানুবন্ধম্ অল্পত্বানল্পতপোদমনিয়মদানাধ্যয়নসঞ্চয়ং মত্বা পুণ্যতমমায়ুঃপ্রকর্ষকরং জরাব্যাধিপ্রশমনম্ ঊর্জ্জস্করমমৃতং শিবং শরণ্যমুদারং ভবন্তো মত্তঃ শ্রোতুমর্হন্ত্যাপধারয়িতুং প্রকাশয়িতুঞ্চ প্রজানুগ্রহার্থমার্ষং ব্রহ্ম চ মৈত্রীং

য়নপাদ ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন। ৬২। কোন সময়ে ঋষিগণ সুশীল স্বভাব ও সময়ো স্বভাববশতঃ গ্রাম্য ঔষধ ও আহার সকল সেবন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে সঞ্চয়ী, অলস ও অকল্যাণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তখন তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদনে অসমর্থ হওয়াতে মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, গ্রাম্যবাস-দোষেই এই প্রকার ঘটিয়াছে। অনন্তর তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস গ্রাম্যদোষ-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত স্থির করিয়া পুনর্ব্বার সেই মঙ্গলময়, পুণ্য, উদার, পবিত্র, পুণ্যহীনদিগের অগম্য, গঙ্গার উদ্ভবস্থান, অমর-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-কিন্নর-সেবিত, অনেক রত্নসমন্বিত, অচিন্ত্য-অদ্ভুত-প্রভাব, ব্রহ্মর্ষি-সিদ্ধচারণ-সেবিত, দিব্যতীর্থ, ওষধি-প্রভাব-সম্পন্ন, অতি শরণ্য ও ইন্দ্ররক্ষিত হিমালয়ে উপনীত হইলেন। এই সকল মহর্ষিদিগের মধ্যে ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য, পুলস্ত্য, বামদেব ও অসিতগৌতম উপস্থিত ছিলেন। ৬৩। সহস্রনয়ন সুরগুরু ইন্দ্র তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ব্রহ্মবিৎ, জ্ঞানধন, তপোধন ব্রহ্মর্ষিদিগের কুশল তো? গ্রাম্যবাস-জনিত আপনাদের মালিন্য, প্রভাহীনতা, বিস্বরতা, বিবর্ণতা, অসুখ ও অসুখজনিত অশুভ সকল লক্ষিত হইতেছে। গ্রাম্যবাস অকল্যাণের মূল। আপনারা পুণ্য-স্বভাব বশতঃ প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ হইয়া স্বশরীরের প্রতি উপেক্ষাপূর্ব্বক গ্রাম্যবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাই আপনাদের আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার প্রকৃত কাল। যে আয়ুর্ব্বেদ অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমার হিতার্থ এবং ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাগণের মঙ্গলার্থ আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন; যে আয়ুর্ব্বেদ প্রজাপতি দক্ষ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রদান করিয়াছিলেন; যে আয়ুর্ব্বেদ ব্রহ্মা প্রজাদিগের জরাব্যাধিবহুল অসুখকর ও অশুভের কলস্বরূপ অল্প আয়ু ও তজ্জনিত অল্প তপস্যা, দম, নিয়ম, দান ও অধ্যয়ন নিরীক্ষণ করিয়া তৎপ্রতীকারার্থ প্রজাপতি দক্ষকে প্রদান করিয়াছিলেন; যে আয়ুর্ব্বেদ পুণ্যতম; যাহা আয়ুঃপ্রকর্ষকর, জরা-ব্যাধি-নিবারক, উর্জ্জস্কর, অমৃতস্বরূপ, মঙ্গলময়, শরণ্য ও উদাত্ত, সেই আয়ুর্ব্বেদ আমার নিকট, আপনাদের শ্রবণ করা উচিত হইতেছে। আপনারা সেই আয়ুর্ব্বেদ-প্রজাদিগের মঙ্গলার্থ ধারণ ও প্রচারণ করুন। কারণ ব্রহ্ম ঋষি-

কারুণ্যমাত্মনশ্চানুত্তমং পুণ্যমুদারং ব্রাহ্মমক্ষয়ং কর্ম্মেতি ॥ ৬৪

তৎ শ্রুত্বা বিবুধপতিবচনমৃষয়ঃ সর্ব্ব এবামরবরমৃগ্‌ভিস্তষ্টুবুঃ প্রহৃষ্টাস্তদ্বচনমভিননন্দুশ্চেতি। অথেন্দ্রস্তদায়ুর্ব্বেদামৃতমৃষিভ্যঃ সংক্রম্যোবাচৈতৎ সর্ব্বমনুষ্ঠেয়ঞ্চ। অয়ঞ্চ শিবঃ কালো রসায়নানাং দিব্যাশ্চৌষধয়ো হিমবতঃ প্রভবা প্রাপ্তবীর্য্যাঃ ॥ ৬৫

ইতি সমুত্থানীয়রসায়নপাদঃ।

তদ্যথা—ঐন্দ্রী ব্রাহ্মী পয়স্যা ক্ষীরপুষ্পী শ্রাবণী মহাশ্রাবণী শতাবরী বিদারী জীবন্তী পুনর্নবা নাগবলা স্থিরা বচা ছত্রাতিচ্ছত্রা মেদা মহামেদা জীবনীয়াশ্চান্যাঃ পয়সা প্রযুক্তাঃ। ষণ্মাসাৎ পরমায়ুর্ব্বয়শ্চ তরুণম-

---

দিগের আরম্ভ, সেই ব্রহ্মই মৈত্রী, মৈত্রীই কারুণ্য, আত্মার কারুণ্যই উৎকৃষ্ট পুণ্য এবং সেই পুণ্যই উদার, ব্রাহ্ম ও অক্ষয়কর্ম্ম।” ৬৪। সুরপতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ সকলেই তাঁহাকে এক স্বরে ঋগ্বেদোক্ত সূক্তসমূহ দ্বারা স্তব করিলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে তদীয় বাক্যের অনুমোদন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র আয়ুর্ব্বেদ হইতে রসায়ন সকল ব্যাখ্যা করিয়া ঋষিদিগকে কহিলেন যে, এই সকল রসায়ন অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহাই রসায়ন সকল প্রস্তুত করিবার উত্তম কাল। আর এই হিমালয়েই রসায়নের উপযোগী পূর্ণবীর্য্য দিব্য ওষধি সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৬৫

ইতি সমুত্থানীয় রসায়নপাদ।

ঐন্দ্রী (রাখালশসা), ব্রাহ্মী (ব্রাহ্মীশাকের রস), পয়স্যা (কাকোলী), শ্রাবণী (থুলকুড়ি), মহাশ্রাবণী, শতাবরী (শতমূলী), বিদারী (ভুমি-কুষ্মাণ্ড), জীবন্তী, পুনর্নবা, (সিয়াপুন্যে), নাগবলা, (গোরক্ষচাকুলে), স্থিরা (সালপর্ণী), বচা (বচ), ছত্রা (আমলকী), অতিচ্ছত্রা (কুলেখাড়া), মেদ, মহামেদ ও অন্যান্য জীবনীয় ঔষধ দুগ্ধের সহিত ছয়মাস সেবন করিলে পরম আয়ু, তরুণবয়স,

যত্বং স্বরবর্ণসম্পদমুপচয়ং মেধাং স্মৃতিমুত্তমবলমিষ্টাংশ্চাপরান্ ভাবানাবহন্তি সিদ্ধাঃ ॥ ৬৬

ইতীন্দ্রোক্তং রসায়নম্।

ব্রহ্মসুবর্চ্চলানামৌষধির্যা হিরণ্যক্ষীরা পুষ্করসদৃশপত্রা আদিত্যপর্ণী নামৌষধির্যা সূর্য্যকান্তেতি বিজ্ঞায়তে, সুবর্ণবর্ণ ক্ষীরা সূর্য্যমণ্ডলাকারপুষ্পা চ। নারী নামৌষধিরশ্ববলেতি বিজ্ঞায়তে যা পুনরজসদৃশপত্রা। কাষ্ঠগোধানামৌষধির্গোধাকারা। সর্পা নামৌষধিঃ সর্পাকারা। সোমো নামৌষধিরাজঃ পঞ্চদশপর্ণঃ স সোম ইব হীয়তে বর্দ্ধতে চ। পদ্মা নামৌষধিঃ পদ্মাকারা পদ্মরক্তা পদ্মগন্ধা। অজা নামৌ-

---

অরোগিতা, স্বরবর্ণের উৎকর্ষ, পুষ্টি, মেধা, স্মৃতি, অত্যন্ত বল ও অন্যান্য অভীষ্ট সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬৬

ইতি ঐন্দ্রীয় রসায়নসমূহ।

ব্রহ্মসুবর্চ্চলা নামক ওষধি আছে। উহাকে হিরণ্যক্ষীরাও বলে। উহার পত্র পদ্মের ন্যায়। আদিত্যপর্ণী নামক আর এক ওষধি আছে, তাহাকে সূর্য্যকান্তাও কহিয়া থাকে, তাহার ক্ষীর সুবর্ণের ন্যায় ও পুষ্প সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট; যে দিকে যখন সূর্য্য যায়, তখন সেই দিকে তাহার মুখ থাকে। নারী নামক আর এক ওষধি আছে; তাহাকে অশ্ববলাও কহিয়া থাকে; ইহার পত্র দেখিতে অজের ন্যায়। কাষ্ঠগোধা নামক আর এক ওষধি আছে, উহা গোধার ন্যায় আকার বিশিষ্ট। সর্পা নামক আর এক ওষধি আছে, উহা সর্পাকার। আর সোমলতা নামক ওষধিরাজ আছে; ইহার পঞ্চদশ পত্র; শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে চন্দ্রের এক এক কলা যেমন বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ উহার এক এক পত্র উৎপন্ন হইতে থাকে; আর কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলার ন্যায় প্রত্যহ এক একটী করিয়া ক্ষয় পাইতে থাকে। পদ্মা নামক আর এক ওষধি আছে, তাহা পদ্মাকার, পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধ। আর অজা নামক

ষধিরজশৃঙ্গীতি বিজ্ঞায়তে। নীলা নামৌষধিস্ত নীলক্ষীরানীলপুষ্পা লতাপ্রতানবহুলা। ইত্যাসামষ্টানামৌষধীনাং যাং যামেবৌষধিং লভেত তস্যাস্তস্যাঃ স্বরসস্ত সৌহিত্যং গত্বা স্নেহভাবিতায়ামার্দ্রপলাশদ্রোণ্যাং সপিধানায়াং শয়ীত। তত্র প্রলীয়তে ষণ্মাসেন পুনঃপুনঃ সম্ভবতি। তস্যাজং পয়ঃ প্রত্যবস্থাপনম্। ষণ্মাসেন দেবতানুকারী ভবতি বয়োবর্ণস্বরাকৃতিবলপ্রভাভিঃ। স্বয়ঞ্চাস্য সর্ব্ববাচো গতানি প্রাদুর্ভবন্তি। দিব্যঞ্চাস্য চক্ষুঃ শ্রোত্রং ভবতি যোজন-সহস্র-গতির্দশ--বর্ষ--সহস্রাণ্যায়ুরনুপদ্রবঞ্চেতি॥ ৬৭

ইতি দ্রোণীপ্রাবেশিকরসায়নম্।

ভবন্তি চাত্র।

দিব্যানামৌষধীনাং যঃ প্রভাবঃ স ভবদ্বিধৈঃ।

আর এক ওষধি আছে, তাহা অজশৃঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ। নীলা নামে আর এক ওষধি আছে, তাহার ক্ষীর ও পুষ্প নীলবর্ণ এবং তাহা লতাপ্রতানবহুল। এই আট প্রকার ওষধির যা ইহাদের মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের স্বরস তৃপ্তিপূর্ব্বক পান করিয়া স্নেহভাবিত আর্দ্র (কাঁচা) পলাশদ্রোণীতে (পলাশের সিন্দুকে) শয়ন পূর্ব্বক তাহার মুখ আচ্ছাদন করিবে। এই অবস্থায় দ্রোণীর মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিলে নূতন কলেবর হয়। দ্রোণীর আচ্ছাদনে গর্ত্ত থাকা আবশ্যক, সেই গর্ত্তের ভিতর দিয়া রসায়নসেবীকে পান করিবার জন্য অজদুগ্ধ প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে ছয় মাস থাকিলে বয়স, বর্ণ, স্বর, আকৃতি, বল ও প্রভা দেবতার ন্যায় হয়। ইহার অতীত ঘটনা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বাক্য প্রাদুর্ভূত হয়। ইহার দিব্য চক্ষু ও দিব্য কর্ণ হয়। যোজন সহস্র গতি এবং নিরুপদ্রবে দশ সহস্র বৎসর পরমায়ু হয়। ৬৭।

ইতি দ্রোণীপ্রাবেশিক রসায়ন।

উক্ত বিষয়ের পদ্যে উপসংহার। দিব্য ঔষধ সকলের যে প্রভাব, তাহা আপনাদের

শক্যঃ সোঢ়ুমশক্যস্তু ন সোঢ়ুমকৃতাত্মভিঃ॥
ওষধীনাং প্রভাবেণ তিষ্ঠতাং স্বে চ কর্ম্মণি।
ভবতাং নিখিলং শ্রেয়ঃ সর্ব্বমেবোপপৎস্যতে॥
বানপ্রস্থৈর্গৃহস্থৈশ্চ প্রয়তৈর্নিয়তাত্মভিঃ।
শক্যা ওষধয়ো হ্যেতাঃ সেবিতুং বিষয়াভিজাঃ॥
তাস্তু ক্ষেত্রগুণৈস্তেষাং মধ্যমেন চ কর্ম্মণা।
মৃদুবীর্য্যতয়া তাসাং বিধির্জ্ঞেয়ঃ স এব তু॥ ৬৮
পর্য্যেষ্টুং তাঃ প্রয়োক্তুং বা যেহসমর্থাঃ সুখার্থিনঃ।
রসায়নবিধিস্তেষাময়মন্যঃ প্রশস্যতে॥
বল্যানাং জীবনীয়ানাং বৃংহণীয়াশ্চ যা দশ।
বয়সঃ স্থাপনানাঞ্চ খদিরস্যাশনস্য চ॥
খর্জ্জুরাণাং মধুকানাং মুস্তানামুৎপলস্য চ।
মৃদ্বীকানাং বিড়ঙ্গানাং বচায়াশ্চিত্রকস্য চ।

মত লোকেই সহ্য করিতে পারে। অকৃতাত্মা ব্যক্তিরা তাহা সহ্য করিতে পারে না। এই সকল ঔষধের প্রভাবে আপনারা স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত থাকিতে পারিবেন এবং আপনাদের নিখিল শ্রেয়ঃ উৎপন্ন হইবে। বানপ্রস্থ ও গৃহস্থেরা প্রযত ও সংযতাত্মা হইলে এবং এই সকল রসায়ন ঔষধ তাঁহাদের দেশজ হইলে সহ্য করিতে পারিবেন। কারণ সেই সকল ঔষধ ক্ষেত্রগুণে মৃদুবীর্য্য হয় এবং উহাদের ক্রিয়া মধ্যম হয়। কিন্তু ঔষধের সেবনবিধির কোন প্রভেদ নাই। ৬৮। যে সকল সুখী লোক ঔষধ সকল অন্বেষণ বা কঠোর বিধিতে সেবন করিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য অপর প্রকার রসায়নবিধি কথিত হইতেছে। ষড়্‌বিরেচন-শতাশ্রিতীয় অধ্যায়ে যে দশ প্রকার বল্য, দশ প্রকার জীবনীয়, বৃংহণীয় ও দশ প্রকার বয়ঃস্থাপন ওষধি কথিত হইয়াছে, সেই সকল ঔষধ পৃথক্ পৃথক্ ৩২ সের, অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চৌষট্টি সের থাকিতে পৃথক্ পৃথক্ কাথ গ্রহণ করিবে। খদির, অশন (পীত সাল), পিণ্ড খর্জ্জুর, মধুক (মউল ফুল), মুস্তক, নীলোৎপল, মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস্), বিড়ঙ্গ, বচ, চিত্রক (চিতা)

শতাবর্য্যাঃ পয়স্যায়াঃ পিপ্পল্যা জোঙ্গকস্য চ।
ঋদ্ধ্যা নাগবলায়াশ্চ হরিদ্রায়া ধবস্য চ॥
ত্রিফলাকণ্টকার্য্যোশ্চ বিদার্য্যাশ্চন্দনস্য তু।
ইক্ষূণাং শরমূলানাং শ্রীপর্ণ্যাস্তিনিশস্য চ॥
রসাঃ পৃথক্ পৃথক গ্রাহ্যাঃ পলাশক্ষার এব চ।
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ পয়ো গব্যং চতুর্গুণম্॥
দ্বে পাত্রে তিলতৈলস্য দ্বে চ গব্যস্য সর্পিষঃ।
তৎ সাধ্যং সর্ব্বমেকত্র সুসিদ্ধং স্নেহমুদ্ধরেৎ॥
তত্রামলকচূর্ণানামাঢ়কং শতভাবিতম্
স্বরসেনৈব দাতব্যং ক্ষৌদ্রস্যাভিনবস্য চ॥
শর্করাচূর্ণপাত্রঞ্চ প্রস্থমেকং প্রদাপয়েৎ।
তুগাক্ষীর্য্যাঃ সপিপ্পল্যাঃ স্থাপ্যং সম্মূর্চ্ছিতঞ্চ তত্
শুচৌ ক্ষৈমার্ত্তিকে কুম্ভে মাসার্দ্ধং ঘৃতভাবিতে
মাত্রামগ্নিসমাং তস্য ততঃ ঊর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ॥
হেমতাম্রপ্রবালানাময়সঃ স্ফটিকস্য চ।
মুক্তাবৈদূর্য্যশঙ্খানাং চূর্ণানাং রজতস্য চ॥
প্রক্ষিপ্য ষোড়শীং মাত্রাং বিহায়ায়াসমৈথুনম্।
জীর্ণে জীর্ণে চ ভুঞ্জীত ষষ্টিকং ক্ষীরসর্পিষা।
সর্ব্বরোগপ্রশমনং বৃষ্যমায়ুষ্যমুত্তমম্॥
সত্ত্বস্মৃতিশরীরাগ্নিবুদ্ধীন্দ্রিয়বলপ্রদম্।
পরমূর্জ্জস্করঞ্চৈব বর্ণস্বরকরং তথা।
বিষালক্ষ্মীপ্রশমনং সর্ব্ববাচো গতপ্রদম্॥
সিদ্ধার্থতাকাঙ্ক্ষিতমভিনবং বয়শ্চ
প্রজাপ্রিয়ত্বঞ্চ যশশ্চ লোকে।
প্রযোজ্যমিচ্ছন্তিরিদং যথাব-
দ্রসায়নং ব্রাহ্মমুদারবীর্য্যম্॥ ৬৯

ইতীন্দ্রোক্তরসায়নমপরম্।

সমর্থানামরোগাণাং ধীমতাং নিয়তাত্মনাম্।
কুটীপ্রবেশঃ ক্ষমিণাং পরিচ্ছদবতাং হিতঃ।
অতোঽন্যথা তু যে তেষাং সৌর্য্যমারুতিকো বিধিঃ।
তাভ্যাং শ্রেষ্ঠতরঃ পূর্ব্বো বিধিঃ স তু সুদুষ্করঃ॥

শতাবরী, পয়স্যা (কাকোলী), পিপুল, জোঙ্গক (কাকনাসা), ঋদ্ধি, নাগবলা (গোরক্ষচাকুলে), হরিদ্রা, ধব (খদিরভেদ—"ধাউ" খদির), ত্রিফলা, কণ্টকারী, বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড) চন্দন (রক্তচন্দন), ইক্ষুমূল, শরমূল, শ্রীপর্ণী (গাম্ভারী) ও তিনিশ (আবলুস) এই সকলের পৃথক্ পৃথক্ রস এক এক পল ও পলাশক্ষার একপল গ্রহণ করিবে। গব্য দুগ্ধ ২৫৬ সের গ্রহণ করিবে। তিলতৈল বত্রিশ সের, ঘৃত বত্রিশ সের গ্রহণ করিবে। অনন্তর সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে স্নেহভাগ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে আমলকীস্বরসে শতবার ভাবিত আমলকীচূর্ণ এক আঢ়ক পরিমাণে দিবে। আর নূতন মধু এক আঢ়ক, শর্করাচূর্ণ এক আঢ়ক এবং বংশলোচন ও পিপুলচূর্ণ সমুদায়ে একপ্রস্থ মিশ্রিত করিবে। অনন্তর সমস্ত দ্রব্য পরদিন ঘৃতভাবিত মৃৎকুম্ভে স্থাপন করিবে। ইহার মাত্রা অগ্নিবলের অনুরূপ। ঔষধ সেবনকালে ঔষধের সহিত ঔষধের ষোড়শভাগ হেম, তাম্র, প্রবাল, লৌহ, স্ফটিক, মুক্তা বৈদূর্য্য, শঙ্খ ও রজতের চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়। ঔষধ সেবনকালে শ্রম ও মৈথুন ত্যাগ করিতে হইবে। ঔষধ উত্তমরূপে জীর্ণ হইবার পর দুগ্ধ ঘৃতযোগে ষষ্টিকান্ন সেবন করিবে। এই যোগ সর্ব্বরোগের শান্তিকর, বৃষ্য ও উৎকৃষ্ট আয়ুষ্য ; ইহা সত্ত্ব, স্মৃতি, শরীর, অগ্নি, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের বলাধারক। ইহা পরম উর্জ্জস্কর, বর্ণকর ও স্বরকর ; ইহা বিষ ও অলক্ষ্মী নাশ করে এবং বাক্‌সিদ্ধি উৎপাদন করে। এই রসায়ণ সেবন করিলে অভিলাষসিদ্ধি, নূতন বয়স, প্রজাপ্রিয়ত্ব ও লোকে যশ হয়। ঐ সমুদায় প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলে এই ব্রাহ্ম উদারবীর্য্য রসায়ন বিধিপূর্ব্বক সেবন করা উচিত। ৬৯

ইতি অপর ঐন্দ্রীয় রসায়ন।

সমর্থ, নীরোগ, ধীমান্, সংযতাত্মা, ক্ষমাবান্ ও পরিচ্ছদসম্পন্ন লোকদিগের পক্ষে কুটীপ্রাবেশিক রসায়নই উৎকৃষ্ট। তদ্ভিন্ন অপরাপরদিগের পক্ষে সৌর্য্যমারুতিক রসায়নবিধিই উত্তম। কিন্তু সৌর্য্যমারুতিক বিধি

রসায়নবিধিভ্রংশাজ্জায়েরন্ ব্যাধয়ো যদি।
যথাস্বমৌষধং তেষাং কার্য্যং মুক্ত্বা রসায়নম্ ॥ ৭১
সত্যবাদিনমক্রোধং নিবৃত্তং মদ্যমৈথুনাৎ ॥
অহিংসাকমনায়াসং প্রশান্তং প্রিয়বাদিনম্।
জপশৌচপরং ধীরং দাননিত্যং তপস্বিনম্ ॥
দেবগোব্রাহ্মণাচার্য্যগুরুবৃদ্ধার্চ্চনে রতম্।
আনৃশংস্যপরং নিত্যং নিত্যং করুণাবেদিনম্।
সমজাগরণং স্বপ্ননিত্যং ক্ষীরঘৃতাশিনম্।
দেশকালপ্রমাণজ্ঞং যুক্তিজ্ঞমনহঙ্কৃতম্ ॥
শস্তাচারমসংকীর্ণমধ্যাত্মপ্রবণেন্দ্রিয়ম্।
উপাসিতারং বৃদ্ধানামাস্তিকানাং জিতাত্মনাম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রপরং বিদ্যান্নরং নিত্যরসায়নম্ ॥ ৭২
গুণৈরেতৈঃ সমুদিতৈঃ প্রযুঙ্ক্তে যো রসায়নম্।
রসায়নগুণান্ সর্ব্বান্ যথোক্তান্ স সমশ্নুতে ॥ ৭৩

যথাস্থূলমনির্ব্বাহ্য দোষান্ শারীরমানসান্।
রসায়নগুণৈর্জন্তুর্যুজ্যতে ন কদাচন ॥ ৭৪
যোগা হ্যায়ুঃপ্রকর্ষার্থা জরারোগনিবর্হণাঃ।
মনঃশরীরশুদ্ধানাং সিধ্যন্তি প্রযতাত্মনাম্ ॥ ৭৫
তদেতন্ন ভবেদ্বাচ্যং সর্ব্বমেব মহাত্মসু।
অরুজেভ্যো দ্বিজাতিভ্যঃ শুশ্রূষা যেষু নাস্তি চ
যে রসায়নসংযোগা বৃষ্যা যোগাশ্চ যে মতাঃ
যচ্চৌষধং বিকারাণাং সর্ব্বং তদ্বৈদ্যসংশ্রয়ম্ ॥
প্রাণাচার্য্যং বুধস্তস্মাদ্ধীমন্তং বেদপারগম্।
অশ্বিনাবিব দেবেন্দ্রঃ পূজয়েদতিশক্তিতঃ ॥ ৭৭
অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ যজ্ঞবাহাবিতি স্মৃতৌ।
দক্ষস্য হি শিরশ্ছিন্নং পুনস্তাভ্যাং সমাহিতম্।
প্রশীর্ণা দশনাঃ পূষ্ণো নেত্রে নষ্টে ভগস্য চ ॥
বজ্রিণশ্চ ভুজস্তম্ভস্তাভ্যামেব চিকিৎসিতঃ।
চিকিৎসিতশ্চ শীতাংশুর্গৃহীতো রাজযক্ষ্মণা ॥

অপেক্ষা কুটী-প্রাবেশিক বিধি শ্রেষ্ঠ, তবে উহা সুদুষ্কর। [চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি সেবন-কালে শরীরে সূর্য্যতাপ, হিম বা বাতাস লাগিতে দিতে নাই, ইহাকেই কুটী-প্রাবেশিক রসায়ন কহে। অপর প্রকার রসায়নকে সৌর্য্য-মারুতিক কহে]। ৭০। রসায়নবিধি সকল পালন না করিলে যদি রোগ হয়; তবে রসায়ন সেবন বন্ধ রাখিয়া রোগের উপযোগী ঔষধ সেবন করিবে। ৭১। সত্যবাদী, অক্রোধ, মদ্য-মৈথুনবিরত, অহিংসক, অপরিশ্রান্ত, প্রশান্ত, প্রিয়বাদী, জপশৌচ-পরায়ণ, ধীর, দাতা, তপস্বী; দেব, গো, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, গুরু ও বৃদ্ধগণের সেবায় নিরত; অহিংসাপরায়ণ, সতত কারুণ্যবেদী, যথাকালে জাগরণশীল ও নিদ্রাশীল, দুগ্ধঘৃতাশী, দেশকাল-প্রমাণজ্ঞ, যুক্তিজ্ঞ, অনহঙ্কৃত, সদাচার, অসংকীর্ণ (এক ধর্ম্মপরায়ণ), অধ্যাত্ম-প্রবণেন্দ্রিয় (আধ্যাত্মিক বিষয়ে যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল প্রবৃত্ত), আস্তিক, জিতেন্দ্রিয় ও বৃদ্ধগণের উপাসিত এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্র-পরায়ণ পুরুষকে নিত্যরসায়ন জানিবে। অর্থাৎ এরূপ পুরুষের রসায়ন ব্যতিরেকেও রসায়নের কার্য্য হয়। ৭২। যাঁহার এই সকল গুণ আছে, তিনি রসায়ন সেবন করিলে পূর্ব্বোক্ত রসায়ন-গুণসমুদায়ও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। [অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রসায়ন সকল নিত্যরসায়ন ব্যক্তিকে না খাটে এরূপ নহে]। ৭৩। শারীর ও মানসিক দোষ সমুদায় হইতে শুদ্ধ না হইয়া রসায়ন প্রয়োগ করিলে রসায়নের গুণ হয় না। ৭৪। পূর্ব্বোক্ত আয়ুঃ-প্রকর্ষক জরারোগনিবারক রসায়ন যোগসকল শুদ্ধমনা শুদ্ধশরীর জিতেন্দ্রিয়দিগের পক্ষেই সিদ্ধ হয়। ৭৫। যাহাদের বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে এবং নীরোগ ও দ্বিজাতিদিগের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহাদিগকে রসায়ন বলা উচিত নহে। ৭৬। সমস্ত রসায়নযোগ ও বাজীকরণযোগ এবং রোগনাশক ঔষধ বৈদ্যের আশ্রিত। অতএব ইন্দ্র যেমন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পূজা করিতেন, মানুষও সেইরূপ বেদপারগ, ধীমান্ সুপণ্ডিত চিকিৎসককে সাধ্যমত পূজা করিবে। ৭৭। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতাদিগের চিকিৎসক, তাঁহারা যজ্ঞের ভাগ পাইয়া থাকেন। তাঁহারা দক্ষের ছিন্ন মস্তক পুনর্ব্বার যোজনা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই পূষার শীর্ণ দন্ত, ভগের নষ্ট নেত্র ও ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ চিকিৎসা দ্বারা প্রতীকার

সোমাদ্বিপতিতশ্চন্দ্রঃ কৃতস্তাভ্যাং পুনঃ সুখী।
ভার্গবশ্চ্যবনঃ কামী বৃদ্ধঃ সন্ বিকৃতিং গতঃ॥
বীতবর্ণস্বরোপেতঃ কৃতস্তাভ্যাং পুনর্যুবা।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ কর্ম্মভির্ভিষগুত্তমৌ॥
বভূবতুর্ভৃশং পূজ্যাবিন্দ্রাদীনাং মহাত্মনাম্।
গ্রহাঃ স্তোত্রাণি মন্ত্রাণি তথান্যানি হবীংষি চ॥
ধূম্রাশ্চ পশবস্তাভ্যাং প্রকল্পান্তে দ্বিজাতিভিঃ।
প্রাতশ্চ স বনে সোমং শক্রোঽশ্বিভ্যাং সহাশ্নুতে
সৌত্রামণ্যাঞ্চ ভগবানশ্বিভ্যাং সহ মোদতে।
ইন্দ্রাগ্নী চাশ্বিনৌ চৈব স্তূয়ন্তে প্রায়শো দ্বিজৈঃ
স্তূয়ন্তে বেদবাক্যেষু ন তথান্যা হি দেবতাঃ।
অমরৈরজরৈস্তাবদ্বিবুধৈঃ সাধিপৈর্ধ্রুবৈঃ॥
পূজ্যেতে প্রয়তৈরেবমশ্বিনৌ ভিষজাবিতি॥৭৮
মৃত্যুব্যাধিজরাবশ্যৈর্দুঃখপ্রায়ৈঃ সুখার্থিভিঃ।
কিং পুনর্ভিষজো মর্ত্ত্যৈঃ পূজ্যাঃ স্যুর্নাতিশক্তিতঃ॥ ৭৯
শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ
প্রাণিভির্গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ
বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজো তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা।
বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা॥
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ।
নাভিধ্যায়েন্ন চাক্রোশেদহিতং ন সমাচরেৎ॥
প্রাণাচার্য্যং বুধঃ কশ্চিদিচ্ছন্নায়ুরনিত্বরম্॥ ৮১
চিকিৎসিতস্তু সংশ্রুত্য যো বা সংশ্রুত্য মানবঃ
নোপাকরোতি বৈদ্যায় নাস্তি তস্যেহ নিষ্কৃতিঃ
ভিষগপ্যাতুরান্ সর্ব্বান্ স্বসুতানিব যত্নবান্।
আবাধেভ্যো হি সংরক্ষেদিচ্ছন্ ধর্ম্মমনুত্তমম্॥

বলিয়াছিলেন। শীতাংশু রাজযক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাঁহারাই তাঁহার চিকিৎসা করেন। চন্দ্র সৌম্যভাব হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাঁহারাই তাঁহাকে পুনঃ সুখী করিয়াছিলেন। ভৃগুর পুত্র চ্যবন বৃদ্ধ বয়সে কামুক হইয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ ও স্বর একবারে নষ্ট হইয়াছিল। তথাপি তিনি অশ্বীদিগের হইতে পুনর্যৌবন লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণে অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রাদি মহাত্মাদিগের বিশেষ পূজনীয় হইয়াছিলেন। এইজন্য দ্বিজাতিরাও তাঁহাদিগকে গ্রহ, স্তোত্র, মন্ত্র, ঘৃতাহুতি, ধূম ও পশু সকল সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। ভগবান্ ইন্দ্র নন্দন বনে প্রতিদিন প্রাতঃকালে অশ্বিনীকুমারদিগের সহিত সোমরস পান করেন এবং তাঁহাদিগের সহিত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। দ্বিজেরা প্রায় ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেই স্তুতি করিয়া থাকেন। বেদবাক্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যেরূপ পূজা হয়, অন্য দেবগণের সেরূপ হয় না। অমর নির্জ্জর ও সদানন্দ দেবগণ আপনাদের অধিপতি ইন্দ্রের সহিত প্রযতভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে চিকিৎসক বলিয়া পূজা করেন। ৭৮। মনুষ্যগণ মৃত্যু, ব্যাধি ও জরার অধীন এবং প্রায় সর্ব্বদাই দুঃখী; অতএব তাহারা সুখার্থী হইলে চিকিৎসকদিগকে তাঁহাদের যথাশক্তি পূজা করাই উচিত, ইহা বলা বাহুল্য। ৭৯। শীলবান্, মতিমান্, যুক্তিজ্ঞ, দ্বিজাতি ও শাস্ত্রপারগ প্রাণাচার্য্য, প্রাণীদিগের নিকট গুরুবৎ পূজনীয়। ৮০। ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি, কিন্তু কৃতবিদ্য বৈদ্য ত্রিজাতি বলিয়া উল্লিখিত হন। বৈদ্য পূর্ব্বজন্ম দ্বারা বৈদ্যনাম প্রাপ্ত হন না। উপবীত-ধারণের পর ব্রাহ্মণের দ্বিজাতি নাম হয়; পরে বিদ্যাসমাপ্তি হইলে যখন তাঁহাতে চিকিৎসা জ্ঞানপ্রভাবে ব্রাহ্ম বা আর্ষসত্ত্ব অসংশয়িতরূপে আবিষ্ট হয়, তখন তাঁহার ত্রিজ নাম ঘটিয়া থাকে। যিনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি চিকিৎসকের অকুশল চিন্তা বা তিরস্কার বা অহিত আচরণ করিবেন না। ৮১। উপকার করিব এরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে করা থাকুক আর নাই থাকুক, যিনি চিকিৎসিত হইবার পর বৈদ্যের উপকার না করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। আবার বৈদ্যও যদি অনুত্তম ধর্ম্ম ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার রোগীদিগকে স্বুতনির্ব্বি-

ধর্ম্মার্থকার্থকামার্থমায়ুর্ব্বেদো মহর্ষিভিঃ ।
প্রকাশিতো ধর্ম্মপরৈরিচ্ছদ্ভিঃ স্থানমক্ষরম্
নাত্মার্থং নাপি কামার্থমথ ভূতদয়াং প্রতি ॥
বর্ত্ততে যশ্চিকিৎসায়াং স সর্ব্বমতিবর্ত্ততে ।
কুর্ব্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসাপণ্যবিক্রয়ম্ ।
তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাংশুরাশিমুপাসতে ॥
দারুণৈঃ কৃষ্যমাণানাং গদৈর্ব্বৈবস্বতঃ ক্ষয়ম্ ॥
ছিত্ত্বা বৈবস্বতান্ পাশান্ জীবিতঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥
ধর্ম্মার্থসদৃশস্তস্য দাতা নেহোপলভ্যতে ।
ন হি জীবিতদানাদ্ধি দানমন্যদ্বিশিষ্যতে ॥
পরো ভূতদয়াধর্ম্ম ইতি মত্বা চিকিৎসয়া ।
বর্ত্ততে যঃ স সিদ্ধার্থঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥ ৮৪

তত্র শ্লোকৌ ।

আয়ুর্ব্বেদসমুত্থানং দিব্যৌষধিবিধিঃ শুভঃ ।
অমৃতাল্পান্তরগুণং সিদ্ধং রত্নরসায়নম্ ॥
সিদ্ধেভ্যো ব্রহ্মচারিভ্যো যদুবাচামরেশ্বরঃ
আয়ুর্ব্বেদসমুত্থানে তৎসর্ব্বং সম্প্রকাশিতম্ ॥ ৮৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
রসায়নাদিকথনং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

বাজীকরণম্ ।

অথাতঃ সংযোগশরমূলীয়ং বাজীকরণপাদং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
বাজীকরণমন্বিচ্ছেৎ পুরুষো নিত্যমাত্মবান্ ।
তদায়ত্তৌ হি ধর্ম্মার্থৌ প্রীতিশ্চ যশ এব চ ॥
পুত্রস্যায়তনং হ্যেতদ্গুণাশ্চৈতে সুতাশ্রয়াঃ ।
বাজীকরণমগ্র্যঞ্চ ক্ষেত্রং স্ত্রী যা প্রহর্ষিণী ॥ ২
ইষ্টা হ্যেকৈকশোঽপ্যর্থাঃ পরং প্রীতিকরাঃ স্মৃতাঃ ।

শেষে ব্যাধি হইতে রক্ষা করা উচিত । ৮২ । ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষ-লাভার্থে আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজের স্বার্থ বা কাম চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন নাই। তাঁহাদের স্বার্থ ভূতগণের প্রতি দয়া। অতএব যিনি চিকিৎসাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান থাকিতে হইবে। যাঁহারা বৃত্তির জন্য চিকিৎসারূপ পণ্য বিক্রয় করেন, তাঁহারা কাঞ্চনরাশি পরিহার করিয়া পাংশু-রাশির উপাসনা করেন। ৮৩। জীবগণ দারুণ রোগে যমালয়ের প্রতি আকৃষ্যমাণ হইলে, যিনি তাহাদিগকে যমপাশ হইতে মুক্ত করিয়া জীবন দান করেন, ইহলোকে তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মার্থপরায়ণ ও দাতা আর নাই, জীবন দানের ন্যায় এরূপ উৎকৃষ্ট দান আর নাই। প্রাণীদিগের প্রতি দয়াই পরমধর্ম্ম, এই মনে করিয়া যিনি চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই সকলপ্রযত্ন হইয়া পরম সুখভোগ করিয়া থাকেন। ৮৪। সূচী। এই আয়ুর্ব্বেদ-সমুত্থানীয় রসায়ন পাদে আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভব, দিব্য রসায়নসমূহের শুভকর বিধি, অমৃত অপেক্ষা অল্পই গুণান্তরসিদ্ধ রসায়নসমূহ এবং সিদ্ধ মহর্ষিদিগকে অমরেশ্বর যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সম্প্রকাশিত হইয়াছে । ৮৫ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অনন্তর আমরা সংযোগশরমূলীয় বাজীকরণপাদ ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ অত্রেয় কহিলেন। ১। মনস্বী পুরুষ নিত্য বাজীকরণ ইচ্ছা করিবেন। কারণ ধর্ম্ম ও অর্থ বীজকরণের আয়ত্ত। আর প্রীতি ও যশও তদায়ত্ত। বাজীকরণই পুত্রোৎপত্তির হেতুভূত। আর পুরুষের ধর্ম্মার্থ, প্রীতি ও যশ পুত্রে আশ্রিত। আর প্রহর্ষকারিণী (যাহাকে দেখিলে ইন্দ্রিয় সকল প্রহৃষ্ট হয়) স্ত্রী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাজীকরণ ক্ষেত্র ।২। রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ ; এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ার্থ একৈক-ক্রমে পরম প্রীতিকর বলিয়া কথিত আছে।

কিং পুনঃ স্ত্রীশরীরে যে সজ্ঘাতেন ব্যবস্থিতাঃ
সজ্ঘাতো হীন্দ্রিয়ার্থানাং স্ত্রীষু নান্যত্র বিদ্যতে॥
স্ত্র্যাশ্রয়ো হীন্দ্রিয়ার্থো যঃ স প্রীতিজননোঽধিকঃ
স্ত্রীষু প্রীতিবিশেষেণ স্ত্রীষপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥
ধর্ম্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
সুরূপা যৌবনাস্থা যা লক্ষণৈর্যা বিভূষিতা।
যা বশ্যা শিক্ষিতা যা চ সা স্ত্রী বৃষ্যতমা মতা॥৫
নানাভক্ত্যা তু লোকস্য দৈবযোগাচ্চ
যোষিতাম্।
তং তং প্রাপ্য বিবর্দ্ধন্তে নরং রূপাদয়ো গুণাঃ॥
বয়োরূপবচোহাবৈর্যা যস্য পরমাঙ্গনা।
প্রবিশত্যাশু হৃদয়ং দৈবাদ্বা কর্ম্মণোঽপি বা॥
হৃদয়োৎসবরূপা যা যা সমানমনোরমা।
সমানসত্ত্বা যা বশ্যা যা যস্য প্রীয়তে প্রিয়ৈঃ॥
যা পাশভূতা সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং পরৈর্গুণৈঃ।
যয়া বিযুক্তো নিস্ত্রীকমরতির্মন্যতে জগৎ॥
যস্যা ঋতে শরীরং না ধত্তে শূন্যমিবেন্দ্রিয়ৈঃ।
শোকোদ্বেগারতিভয়ৈর্যাং দৃষ্ট্বা নাভিভূয়তে॥
যাতি যাং প্রাপ্য বিস্রম্ভং দৃষ্ট্বা হৃষ্যত্যতীব যাম্
অপূর্ব্বামিব যাং যাতি নিত্যং হর্ষাতিবেগতঃ॥
গত্বা গত্বাপি বহুশো যাং তৃপ্তিং নৈব গচ্ছতি।
সা স্ত্রী বৃষ্যতমা তস্য নানাভাবা হি মানবাঃ॥ ৭
অতুল্যগোত্রাং বৃষ্যাঞ্চ প্রহৃষ্টাং নিরুপদ্রবাম্।
শুদ্ধস্নাতাং ব্রজেন্নারীমপত্যার্থী নিরাময়ঃ॥ ৮
অচ্ছায়শ্চৈকশাখশ্চ নিষ্ফলশ্চ যথা দ্রুমঃ।
অনিষ্টগন্ধশ্চৈকশ্চ নিরপত্যস্তথা নরঃ॥ ৯
চিত্রদীপঃ সরঃ শুষ্কমধাতুর্ধাতুসন্নিভঃ।
নিষ্প্রজস্তৃণপুলীতিঃ জ্ঞাতব্যঃ পুরুষাকৃতিঃ॥ ১০
অপ্রতিষ্ঠশ্চ নগ্নশ্চ শূন্যশ্চৈকেন্দ্রিয়শ্চ না।

অথচ ইহাদের সকলগুলিই স্ত্রীশরীরে অবস্থিত আছে, অতএব স্ত্রী যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি-বরী, তাহা বলাই বাহুল্য। স্ত্রী ভিন্ন আর কুত্রাপি ঐ সকল ইন্দ্রিয়ার্থ একত্র থাকে না। আবার যে ইন্দ্রিয়ার্থ স্ত্রীতে আশ্রিত [যথারূপ], তাহাই অধিকতর প্রীতিজনক।৩। প্রীতি স্ত্রীতেই বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত, স্ত্রীতেই অপত্য প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্ম ও অর্থ স্ত্রীতেই প্রতিষ্ঠিত এবং লক্ষ্মী ও লোক সকল স্ত্রীতেই প্রতিষ্ঠিত আছে।৪। সুরূপা, যৌবনস্থা, সুলক্ষণা, বশ্যা ও শিক্ষিতা স্ত্রী উৎকৃষ্ট বাজীকরণ। আবার পুরুষবিশেষের সংসর্গগুণে নানা প্রকার লৌকিক ও ভাগ্যজ ভোগের সংযোগ হওয়াতে স্ত্রীদিগের রূপাদি গুণ বৃদ্ধি পায়।৬। যে পরমা স্ত্রী ভাগ্য বা কর্ম্ম বশতঃ বয়স, রূপ, বচন ও হাব দ্বারা যে পুরুষের হৃদয়ে আশু প্রবেশ করে ও যে স্ত্রী যাহার হৃদয়ের উৎসব-স্বরূপা, মনের মত মন বলিয়া যে স্ত্রী যাহার মনোরমা, যে স্ত্রীর সত্ত্ব যাহার সত্ত্বের অনুরূপ, যে স্ত্রী যাহার বশ্যা, যে স্ত্রী প্রিয়গুণসমূহ যোগে যাহার প্রীতি উৎপাদন করে, যে স্ত্রী স্বীয় উৎকৃষ্ট গুণসমূহ দ্বারা যাহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বন্ধন রজ্জু-স্বরূপ, যে স্ত্রীর বিয়োগে যে পুরুষ অস্থির হইয়া সমস্ত জগৎ স্ত্রীশূন্য মনে করে, যে স্ত্রীর বিরহে যে পুরুষ আপনার শরীরকে ইন্দ্রিয়শূন্য মনে করিয়া আর ধারণ করিতে চায় না, যাহাকে দেখিলে যে পুরুষের হৃদয়ে শোক, উদ্বেগ, অনবস্থিততা ও ভয় আর অধিকার পায় না; যাহাকে পাইলে যে পুরুষ হৃদয়ের গুপ্ত ভাব সকল উদ্ঘাটন করিয়া থাকে, যাহাকে দেখিবামাত্র যে পুরুষ যেন হর্ষিত হইয়া উঠে, যাহাকে প্রাপ্ত হইলে যে পুরুষ হর্ষাতিবেগে সর্ব্বদাই অপূর্ব্বা বলিয়া মনে করে এবং যাহার কাছে যে পুরুষ বহু বহুবার গমন করিয়াও তৃপ্তিলাভ না করে, সেই স্ত্রীই সেই পুরুষের উৎকৃষ্ট বাজীকরণ। যেহেতু সকল মানবের রুচি সমান নয়।৭। অপত্যার্থী ব্যক্তি নিরাময় হইয়া অতুল্যগোত্রা, বৃষ্যা, প্রহৃষ্টা, নিরুপদ্রবা ও শুদ্ধস্নাতা স্ত্রীতে গমন করিবে। ৮। অপত্যহীন পুরুষ ছায়াহীন, একশাখাবিশিষ্ট, নিষ্ফল ও দুর্গন্ধ বৃক্ষের ন্যায় শোচনীয়।৯। নিঃসন্তান পুরুষকে চিত্রস্থ দীপের ন্যায়, শুষ্ক সরোবরের ন্যায় ও ধাতুবৎ দৃশ্যমান অধাতব পদার্থের ন্যায় এবং পুরুষাকৃতি তৃণময় পুত্তলের ন্যায় মনে করা যায়।১০। যে পুরুষের

মন্তব্যো নিষ্ক্রিয়শ্চৈব যস্যাপত্যং ন বিদ্যতে ॥ ১১
বহুমূর্ত্তির্বহুমুখো বহুব্যূহো বহুপ্রজঃ ॥ ১২
মঙ্গল্যোঽয়ং প্রশস্তোঽয়ং ধন্যোঽয়ং বীর্য্যবানয়ম্।
বহুশাখোঽয়মিতি চ স্তূয়তে ন বহুপ্রজঃ ॥ ১৩
প্রীতির্বলং সুখং বৃত্তিবিস্তারো বিভবঃ কুলম্।
যশো লোকাঃ সুখোদর্কাস্তুষ্টিশ্চাপত্যসংশ্রিতাঃ।
তস্মাদপত্যমন্বিচ্ছন্ গুণাংশ্চাপত্যসংশ্রিতান্।
বাজীকরণনিত্যঃ স্যাদিচ্ছেৎ কামসুখানি চ ॥১৪
উপভোগসুখান্ সিদ্ধান্ বীর্য্যাপত্যবিবর্দ্ধনান্।
বাজীকরণসংযোগান্ প্রবক্ষ্যাম্যত উত্তরম্ ॥ ১৫
শরমূলেক্ষুমূলানি কাণ্ডেক্ষুং সেক্ষুবালিকম্।
শতাবরীং পয়স্যাং চ বিদারীং কণ্টকারিকাম্ ॥
জীবন্তীং জীবকং মেদাং বীরাঞ্চর্ষভকং বলাম্
ঋদ্ধিং গোক্ষুরকং রাস্নামাত্মগুপ্তাং পুনর্নবাম্ ॥
পৃথক্ ত্রিপলিকান্ কৃত্বা মাষাণামাঢকং নবম্।
বিপাচয়েজ্জলদ্রোণে চতুর্ভাগঞ্চ শেষয়েৎ ॥
তত্র পেষ্যাণি মধুকং দ্রাক্ষাং ফল্গূনি পিপ্পলীম্
আত্মগুপ্তাং মধূকানি খর্জ্জুরাণি শতাবরীম্ ॥
বিদার্য্যামলকেক্ষূণাং রসস্য চ পৃথক্ পৃথক্।
সর্পিষশ্চাঢকং দদ্যাৎ ক্ষীরদ্রোণঞ্চ তদ্ভিষক্ ॥
সাধয়েদ্ঘৃতশেষঞ্চ সপূতং যোজয়েৎ পুনঃ।
শর্করায়াস্তুগাক্ষীর্য্যাশ্চূর্ণৈঃ প্রস্থোন্মিতৈর্ভিষক্ ॥
পলৈশ্চতুর্ভির্মাগধ্যাঃ পলেন মরিচস্য চ।
ত্বগেলাকেশরাণাঞ্চ চূর্ণৈরর্দ্ধপলোন্মিতৈঃ ॥
মধুনঃ কুড়বাভ্যাঞ্চ দ্বাভ্যাং তৎ কারয়েদ্ভিষক্
পলিকাগুড়িকাঃ কৃত্বা তা যথাগ্নি প্রযোজয়েৎ ॥
এষ বৃষ্যঃ পরো যোগো বৃংহণো বলবর্দ্ধনঃ।
অনেনাশ্ব ইবোদীর্ণো লিঙ্গমর্পয়তে স্ত্রিয়াম্ ॥ ১৬
ইতি বৃংহণীগুড়িকা।

অপত্য নাই, তাহাকে প্রতিষ্ঠাবিহীন, উলঙ্গ, শূন্য, একেন্দ্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে করিতে হয়। ১১। বহুসন্তান পুরুষকে বহু-মূর্ত্তি, বহু-মুখ, বহুব্যূহ, বহুক্রিয়, বহুচক্ষুঃ, বহুজ্ঞান ও বহ্বাত্মা বলিয়া মনে করা যায়। ১২। বহু-সন্তান পুরুষকে লোকে এইরূপে প্রশংসা করে যথা;—ইনি মঙ্গলময়, ইনি প্রশস্ত, ইনি ধন্য, ইনি বীর্য্যবান্ এবং ইনি বহুশাখা-বিশিষ্ট। ১৩। প্রীতি, বল, সুখ, বৃত্তি, বিস্তার, বিভব, কুল, যশ, লোকসমূহ, সুখানুবন্ধন ও তুষ্টি অপত্যে আশ্রিত। অতএব অপত্য, অপত্যা-শ্রিত গুণসমূহ ও বিষয় সুখের অভিলাষ করিয়া বাজীকরণপরায়ণ হইবে। ১৪। সম্প্রতি ভোগসুখকর বীর্য্যবর্দ্ধন, অপত্যবর্দ্ধন ও সিদ্ধ বাজীকরণ যোগসমূহ বর্ণনা করিব। ১৫। শরমূল, ইক্ষুমূল, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুবালিকা (কুলেখাড়া), শতমূলী, পয়স্যা (বা ক্ষীরকাকোলী), বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), কণ্টকারী, জীবন্তী, জীবক, মেদ, বীরা (কাকোলী), ঋষভক, বলা (বেড়েলা), ঋদ্ধি, গোক্ষুর, রাস্না, আত্মগুপ্তা, (আলকুশী), পুনর্নবা (সিয়াপুন্যে এই সমুদয় প্রত্যেকে তিনপল ও মাষকলায় এক আঢক (আট সের), এক দ্রোণ (দ্বৈগুণ্যা-হেতু ৬৪ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া ষোল সের থাকিতে নামাইবে। এই কাথের সহিত যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ফল্গু (যজ্ঞোডুম্বর), পিপুল, আত্মগুপ্তা (আলকুশী) মধূক (মউল ফুল), খর্জ্জুর ও শতমূলীর কল্ক মিশ্রিত করিবে। পরে উহাতে ভূমিকুষ্মাণ্ডরস, আমলকীরস ও ইক্ষু-রস এক এক আঢক (১৬ সের) এবং ঘৃত এক আঢক (ষোল সের) এবং দুগ্ধ এক দ্রোণ (দ্বৈগুণ্যহেতু ৬৪ সের) নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে। পাকশেষে ঘৃত ছাকিয়া লইয়া তাহাতে শর্করা ও তুগা-(বংশলোচন) প্রত্যেকে এক প্রস্থ (/২ সের), পিপুলচূর্ণ চারিপল, মরিচচূর্ণ এক-পল; ত্বক (দারুচিনি), এলাচী ও কেশর (নাগকেশর) চূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধপল এবং মধু দুই কুড়ব (দ্বৈগুণ্যহেতু দুই সের) প্রক্ষেপ দিবে। অনন্তর উহা হইতে এক এক পল লইয়া এক একটী বটিকা করিবে। এক পলই উৎকৃষ্ট মাত্রা। কিন্তু একপল ঔষধ সহ্য না হইলে অগ্নির বল বুঝিয়া মাত্রার হ্রাস করিবে। এই যোগটী পরম বৃষ্য, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধন।

মাষাণামাত্মগুপ্তায়া বীজানামাঢ়কং নবম্।
জীবকর্ষভকৌ বীরাং মেদামৃদ্ধিং শতাবরীম্॥
মধুকঞ্চাশ্বগন্ধাঞ্চ সাধয়েৎ কুড়বোন্মিতাম্।
রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং গব্যং দশগুণং পয়ঃ
বিদারিণাং রসপ্রস্থং প্রস্থমিক্ষুরসস্য চ।
দত্ত্বা মৃদ্বগ্নিনা সাধ্বং সিদ্ধং সর্পির্নিধাপয়েৎ॥
শর্করায়াস্তুগাক্ষীর্য্যাঃ ক্ষৌদ্রস্য চ পৃথক্ পৃথক্
ভাগাংশ্চতুষ্পলাংস্তত্র পিপ্পল্যাশ্চাবপেৎ পলম্॥
পলং পূর্ব্বমতো লীঢ়া ততোহন্নমুপযোজয়েৎ।
স ইচ্ছেদক্ষয়ং শুক্রং শেফসশ্চোত্তমং বলম্॥১৭
ইতি বাজীকরণং ঘৃতম্।
শর্করামাষবিদলাস্তুগাক্ষীরীপয়ো ঘৃতম্।
গোধূমচূর্ণষষ্ঠানি সর্পিষ্যুৎকারিকাং পচেৎ॥
তাং নাতিপক্কাং মৃদিতাং কৌক্কুটে মধুরে রসে
সুগন্ধে প্রক্ষিপেত্তূর্ণং যথা সান্দ্রীভবেদ্রসঃ।
এষ পিণ্ডরসো বৃষ্যঃ পৌষ্টিকো বলবর্দ্ধনঃ॥
অনেনাশ্ব ইবোদীর্ণো বলী লিঙ্গং সমর্পয়েৎ।
শিখিতিত্তিরিহংসানামেবং পিণ্ডরসো মতঃ॥ ১৮
ইতি বাজীকরণপিণ্ডরসাঃ।
ঘৃতং মাষান্ সবস্তাণ্ডান্ সাধয়েন্মাহিষে রসে
ভর্জ্জয়েৎ তং রসঃ পূতং ফলাম্লং নবসর্পিষি॥
ঈষৎ সলবণং যুক্তং ধান্যজীরকনাগরৈঃ।
এষ বৃষ্যশ্চ বল্যশ্চ বৃংহণশ্চ রসোত্তমঃ॥ ১৯
ইতি বৃষ্যরসাঃ।
চটকাংস্তিত্তিরিরসে তিত্তিরীন্ কৌক্কুটে রসে।
কুক্কুটান বার্হিণরসে হাংসে বর্হিণমেব চ॥
নবসর্পিষি সন্তপ্তান্ ফলাম্লান কারয়েদ্রসান্।
মধুরান্ বা যথাসাত্ম্যং গন্ধাঢ্যান্ বলবর্দ্ধনান্॥২০
ইতি অন্যবৃষ্যরসাঃ।

ইহা সেবন করিলে পুরুষ অশ্বের ন্যায় স্ত্রীতে শেফ নিক্ষেপ করে। ১৬

ইতি বৃংহণীয় গুড়িকা

নূতন মাষকলায় এক আঢ়ক ও নূতন আলকুশীবীজ এক আঢক, জীবক, ঋষভক, বীরা (কাকোলী), মেদা, বৃদ্ধি, শতমূলী, মধুক (যষ্টিমধু) ও অশ্বগন্ধা প্রত্যেক এক কুড়ব (অর্দ্ধসের) সর্ব্বশুদ্ধ কুড়ি সের দ্রব্য ১৬০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪০ সের থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে এক প্রস্থ (দ্বৈগুণ্য হেতু /৪ সের) ঘৃত, গব্যদুগ্ধ ঘৃতের দশ গুণ (এক মণ), বিদারীর রস (ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস) এক প্রস্থ (দ্বৈগুণ্যহেতু /৪ সের) ও ইক্ষুরস একপ্রস্থ (দ্বৈগুণ্য হেতু /৪ সের) দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং পাকশেষে ঘৃত নামাইয়া তাহাতে শর্করা, বংশলোচন ও মধু প্রত্যেক চারিপল এবং পিপুলচূর্ণ একপল প্রক্ষেপ দিবে। বৃংহণী গুড়িকার ন্যায় ইহারও শ্রেষ্ঠ মাত্রা এক পল। ঔষধ সেবন করিয়া অন্ন আহার করিবে। ইহাতে শুক্র অক্ষয় ও শেফের উত্তম বল হয়। ১৭

ইতি বাজীকরণ ঘৃত।

শর্করা, মাষকলায়চূর্ণ, তুগাক্ষীরী (বংশলোচন), দুগ্ধ, ঘৃত ও গোধূমচূর্ণ যথাযোগ্য পরিমাণে লইয়া ঘৃতের সহিত উৎকারিকা (মোহনভোগ) পাক করিবে। উৎকারিকা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ ঘৃতের সহিত মাষকলায় ও গোধূমচূর্ণ কিঞ্চিৎ ভাজিয়া লইয়া পরে অন্যান্য দ্রব্য প্রক্ষেপ দিতে হয়। এই উৎকারিকা মধুর কুক্কুটমাংসরসে আলোড়িত করিয়া তাহাতে এলাদি সুগন্ধ দ্রব্য প্রক্ষেপ করিবে। উষ্ণাবস্থায় আস্তে আস্তে আলোড়ন করিলে রস ঘনীভূত হইবে। ইহাকেই পিণ্ডরস বলে। ইহা বৃষ্য, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক। ইহা সেবন করিলে পুরুষ বলবান্ ও অশ্বের ন্যায় উদ্ধত হইয়া শেফ সমর্পণ করে। শিখী, তিত্তির ও হংসের মাংসরসেও পিণ্ডরস প্রস্তুত হয়। ১৮

ইতি বাজীকরণ পিণ্ডরস।

ঘৃত, মাষকলায় ও ছাগলের অণ্ডকোষ মহিষমাংসের রসে পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহা নূতন ঘৃতে সন্তলন করিয়া দাড়িম ও আমলকীর রস প্রক্ষেপ দিবে এবং অম্লাস্বাদ হইলে সৈন্ধবযোগে ঈষৎ লবণাক্ত করিয়া ধনে জীরা ও শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত

তৃপ্তিং চটকমাংসানাং গত্বা যোঽনুপিবেৎ পয়ঃ
ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যং স্যান্ন শুক্রক্ষয়ো নিশি॥
ইতি বৃষ্যমাংসাঃ।
মাষযূষেণ যো ভুক্ত্বা ঘৃতাঢ্যং ষষ্টিকৌদনম্।
পয়ঃ পিবতি রাত্রিং স কৃৎস্নাং জাগর্ত্তি বেগবান্
ইতি বৃষ্যমাষঃ।
ন না স্বপিতি রাত্রীষু নিত্যস্তব্ধেন চ শেফসা।
তৃপ্তঃ কুক্কুটমাংসানাং ভৃষ্টানাং নক্ররেতসি॥ ২৩
ইতি বৃষ্যশুক্ররসঃ।
নিঃস্রাব্য মৎস্যাণ্ডরসং ভৃষ্টং সর্পিষি ভক্ষয়েৎ।

করিবে। এই রস বৃষ্য, বল্য, বৃংহণ ও উৎকৃষ্ট। ১৯

ইতি বৃষ্যরস।

চটকের মাংস তিত্তিরি-মাংসের রসে, তিত্তিরির মাংস কুক্কুটমাংসেররসে, কুক্কুটমাংস ময়ূর-মাংসের রসে এবং ময়ূরমাংস হংসমাংসের রসে সিদ্ধ করিয়া নূতন ঘৃতে সন্তলন করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অম্লাক্ত, সাত্ম্যভেদে মধুর ও গন্ধাঢ্য করিয়া সেবন করিলে বল বৃদ্ধি হইবে। ২০

ইতি অপর বৃষ্যরসসমূহ।

যে ব্যক্তি তৃপ্তিপূর্ব্বক চটকমাংস ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে, তাহার শেফের কখন শৈথিল্য বা নিশাকালে শুক্রক্ষয় হইবে না। ২১

ইতি বৃষ্যমাংস।

যে ব্যক্তি মাষযূষের সহিত ঘৃতাঢ্য ষষ্টিকান্ন ভোজন করিয়া দুগ্ধ পান করিবে, তাহাকে বেগবান্ হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইবে। ২২

ইতি বৃষ্যমাষ।

মনুষ্য কুম্ভীরের শুক্রে কুক্কুটমাংস ভাজিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে, তাহার শেফ এরূপ স্তব্ধ হয় যে, তাহাকে আর রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে হয় না। ২৩

ইতি বৃষ্য শুক্ররস।

মৎস্যাণ্ড জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল ও

হংসবার্হণদক্ষাণি চৈবমণ্ডানি ভক্ষয়েৎ॥ ২৪
ইত্যণ্ডো বৃষ্যরসঃ।
স্রোতঃসু শুদ্ধেষমলে শরীরে
বৃষ্যং যদাদ্যং হি তদত্তি কালে।
বৃষায়তে তেন পরং মনুষ্য-
স্তদ্‌বৃংহণঞ্চৈব বলপ্রদঞ্চ॥
তস্মাৎ পুরা শোধনমেব কার্য্যং
বলানুরূপং ন হি সিদ্ধিযোগাঃ।
সিধ্যন্তি দেহে মলিনে প্রযুক্তা
ক্লিষ্টে যথা বাসসি রাগযোগাঃ॥ ২৫
তত্র শ্লোকৌ।
বাজীকরণসামর্থ্যং ক্ষেত্রং স্ত্রী যস্য চৈব যা।
যে দোষা নিরপত্যানাং গুণাঃ পুত্রবতাঞ্চ যে।
উক্তাস্তে শরমূলীয়ে পাদে পুষ্টিবলপ্রদাঃ।
দশ পঞ্চ চ সংযোগা বীর্য্যাপত্যবিবর্দ্ধনাঃ॥ ২৬
ইতি শরমূলীয়ে বাজীকরণপ্রথমপাদঃ।
অথাত আসিক্তক্ষীরীয়ং বাজীকরণপাদং
ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ২৭

অণ্ড গব্যঘৃতে সন্তলন করিয়া ভক্ষণ করিবে। এইরূপ হংস, ময়ূর ও কুক্কুটের ডিম্ব পাক করিয়াও বাজীকরণার্থ সেবন করা যায়। ২৪

ইতি মৎস্যাণ্ডাদি বৃষ্যরস।

শরীর ও শরীরের স্রোতঃসমূহ শুদ্ধ হইলে বৃষ্য সেবন করিতে হয়। তাহা হইলেই মনুষ্য বৃষের ন্যায় শুক্রবান্ হইতে পারেন এবং তাহা হইলেই বৃষ্যযোগ সকল বৃংহণ ও বলপ্রদ হয়। অতএব বৃষ্য সেবন করিবার পূর্ব্বে শরীর শোধন করা আবশ্যক। মলিন-দেহে বৃষ্যযোগ সিদ্ধ হয় না, যেমন মলিন বস্ত্রে রঙ ফলে না। ২৫

সূচী। এই শরমূলীয় বাজীকরণপাদে যোগ্যা স্ত্রীই উৎকৃষ্ট বাজীকরণ ক্ষেত্র; নিঃসন্তান পুরুষের দোষ, পুত্রবান্ পুরুষদিগের গুণ এবং পঞ্চদশ প্রকার পুষ্টি বলপ্রদ, বীর্য্যবর্দ্ধন ও অপত্যকর যোগ বলা হইয়াছে। ২৬

শরমূলীয় বাজীকরণ নামক প্রথম
পাদ সমাপ্ত।

আসিক্তক্ষীরমাপূর্ণমশুষ্কং শুদ্ধষষ্টিকম্।
উদূখলে সমাপোথ্য পীড়য়েৎ ক্ষীরমোদিতম্॥
ক্ষুন্নং বিমৃদিতং ক্ষীরে পীড়য়েৎ সুসমাহিতাঃ।
হীত্বা তং রসং পূতং গব্যেন পয়সা সহ।
বীজানামাত্মগুপ্তায়া ধান্তমাষরসেন চ॥
বলায়াঃ স্থর্পপর্ণ্যোশ্চ জীবন্ত্যা জীবকস্ত চ।
ঋদ্ধ্যর্ষভককাকোলী শ্বদংষ্ট্রা মধুকস্ত চ॥
শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ দ্রাক্ষাখর্জ্জুরয়োরপি।
সংযুক্তং মাত্রয়া বৈদ্যঃ সাধয়েৎ তত্র চাবপেৎ॥
তুগাক্ষীর্য্যাঃ সমাষাণাং শালীনাং ষষ্টিকস্ত চ।
গোধূমানাঞ্চ চূর্ণানি যঃ স সান্দ্রীভবেদ্রসঃ॥
সান্দ্রীভূতঞ্চ তং কুর্য্যাৎ প্রভূতমধুশর্করম্।
গুড়িকা বদরৈস্তুল্যা তাশ্চ সর্পিষি ভর্জ্জয়েৎ॥

অনন্তর আমরা আসিক্তক্ষীরীয় বাজীকরণপাদ ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ২৭।

আসিক্ত ক্ষীর (যাঁহাতে দুগ্ধের ন্যায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে), পূর্ণ, অশুষ্ক ও বিশুদ্ধ-ষষ্টিক ধান্ত দুগ্ধে ভিজাইয়া উদূখলে পেষণ করিবে এবং পিষ্ট হইলে উত্তম করিয়া দুগ্ধে গুলিয়া লইবে। অনন্তর সেই রস ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে তৎসমান গব্যদুগ্ধ এবং তৎসমান আলকুশীবীজ, ধনে, মাষকলায়, বেড়েলা, স্বর্পপর্ণীদ্বয় (মুদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী), জীবন্তী, জীবক, ঋদ্ধি, ঋষভ, কাকোলী, শ্বদংষ্ট্রা, (গোক্ষুর), মধুক (যষ্টিমধু) শতমূলী, বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুরের পৃথক্ পৃথক্ রস বা ক্বাথ সংযুক্ত করিয়া পাক করিতে থাকিবে। চারিভাগের এক ভাগ শেষ থাকিতে রস নামাইয়া তাহাতে তুগাক্ষীরী (বংশলোচন), মাষচূর্ণ, শালিচূর্ণ, ষষ্টিকচূর্ণ ও গোধূমচূর্ণ সমান ভাগে নিক্ষেপ করিয়া ঘন করিবে। যে পরিমাণে নিক্ষেপ করিলে ঘন হইতে পারে, সেই পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে। শীতল হইলে প্রভূতপরিমাণে মধু ও শর্করা যোগ করিবে; তাহার পর কুলের মত বটিকা করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। এই

তা যথাগ্নি প্রযুঞ্জানঃ ক্ষীরমাংসরসাশনঃ।
পশ্যত্যপত্যং বিপুলং বৃদ্ধোঽপ্যাত্মজমক্ষয়ম্॥২৮
ইত্যপত্যকরা ষষ্টিকাদিগুড়িকা।

চটকানাং সহংসানাং দক্ষাণাং শিখিনাং তথা।
শিশুমারস্য নক্রস্য ভিষক্ শুক্রাণি সংহরেৎ॥
গব্যং সর্পির্বরাহস্য কুলিঙ্গস্য বসামপি।
ষষ্টিকানাঞ্চ চূর্ণানি চূর্ণং গোধূমমেব চ॥
এভিঃ পূপলিকাঃ কার্য্যাঃ শষ্কুল্যো বর্ত্তিকাস্তথা।
পূপাধানাশ্চ বিবিধা ভক্ষ্যাশ্চান্যে পৃথগ্বিধাঃ॥
এষাং প্রয়োগাদ্ভক্ষ্যাণাং স্তব্ধেনাপূর্ণরেতসা।
শেফসা বাজিবদ্যাতি যাবদিচ্ছং স্ত্রিয়ো নরঃ॥২৯
ইতি বৃষ্যপূপলিকযোগঃ।

আত্মগুপ্তাফলং মাষঃ খর্জ্জুরাণি শতাবরীম্।
শৃঙ্গাটকানি মৃদ্বীকাং সাধয়েৎ প্রস্থসম্মিতাম্॥
ক্ষীরপ্রস্থং জলপ্রস্থং এতৎ প্রস্থাবশেষিতম্।
শুদ্ধেন বাসসা পূতং যোজয়েৎ প্রশ্নীতাস্ত্রিভিঃ॥

গুড়িকা অগ্নিবলানুসারে ভোজন করিয়া দুগ্ধ ও মাংসরস ভূরি পরিমাণে সেবন করিতে থাকিবে। ইহা সেবন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও আত্মজাত সন্তানের মুখ দেখে এবং সন্তান অক্ষয় হইয়া থাকে। ২৮

ইতি অপত্যকরা ষষ্টিকাদি গুড়িকা।

চিকিৎসক, চটক, হংস, কুক্কুট, ময়ূর, শিশুমার ও নক্রের শুক্র সংগ্রহ করিবেন। ঐ সকল শুক্রের সহিত গব্য ঘৃত, বরাহের বসা, চটকের বসা, ষষ্টিকচূর্ণ ও গোধূমচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পূপলিকা, শষ্কুলী, বর্ত্তিকা, পিষ্টক ও অন্যান্য আকারের পূপ বা পৃথগ্বিধ ভক্ষ্য সকল প্রস্তুত করিবে। এই সকল ভক্ষ্য ভোজন করিলে শেফ স্তব্ধ ও পূর্ণরেতা হয় এবং পুরুষ যত ইচ্ছা স্ত্রীগমন করিতে পারে। ২৯

ইতি বৃষ্য পূপলিকা যোগ।

আলকুশীবীজ, মাষকলায়, খর্জ্জুর, শতমূলী, শৃঙ্গাটক (পানিফল), কিস্মিস্ এই সমুদায় এক প্রস্থ (/২ সের), দুগ্ধ এক প্রস্থ (/৪ সের) এবং জল এক প্রস্থ (/৪ সের) একত্র পাক করিয়া চারি সের থাকিতে নামা-

শর্করায়াস্তুগাক্ষীর্য্যাঃ সর্পিষোঽভিনবস্য চ।
তৎ পায়য়েত সক্ষৌদ্রং ষষ্টিকান্নঞ্চ ভোজয়েৎ॥
জরাপরীতোঽপ্যবলো যোগেনানেন বিন্দতি।
নরোঽপত্যং সুবিপুলং যুবেব চ স হৃষ্যতি॥৩০
ইত্যপত্যকরঃ স্বরসঃ।

খর্জ্জুরীমস্তকং মাষান্ পয়স্যাং সশতাবরীম্।
খর্জ্জুরাণি মধূকানি মৃদ্বীকামজড়াফলম্।
পলোন্মিতানি মতিমান্ সাধয়েৎ সলিলাঢ়কে।
তেন পাদাবশেষেণ ক্ষীরপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ক্ষীরশেষেণ তেনাদ্যাৎ ঘৃতাঢ্যং ষষ্টিকৌদনম্
সশর্করেণ সংযোগ এষ বৃষ্যঃ পরং স্মৃতঃ॥ ৩১
ইতি বৃষ্যক্ষীরম্।

জীবকর্ষভকৌ মেদাং জীবন্তীং শ্রাবণীদ্বয়ম্।
খর্জ্জুরং মধুকং দ্রাক্ষাং পিপ্পলীং বিশ্বভেষজম্॥
শৃঙ্গাটকীং বিদারীঞ্চ নবং সর্পিঃ পয়ো জলম্।
সিদ্ধং ঘৃতাবশেষং তচ্ছর্করা ক্ষৌদ্রপাদিকম্॥
ষষ্টিকান্নেন সংযুক্তমুপযোজ্যং যথাবলম্।
বৃষ্যং বল্যঞ্চ বর্ণ্যঞ্চ কণ্ঠ্যং বৃংহণমুত্তমম্॥ ৩২
ইতি বৃষ্যঘৃতম্।

দধ্নঃ সরং শরচ্চন্দ্রসন্নিভং দোষবর্জ্জিতম্।
শর্করাক্ষৌদ্রমরিচৈস্তুগাক্ষীর্য্যাশ্চ বুদ্ধিমান॥
যুক্ত্যা যুক্তং সুসূক্ষ্মৈলং নবে কুম্ভে শুচৌ পটে
মার্জ্জিতং প্রক্ষিপেচ্ছীতে ঘৃতাঢ্যে ষষ্টিকৌদনে
পিবেন্মাত্রাং রসালায়াস্তং ভুক্ত্বা ষষ্টিকৌদনম্।
বর্ণস্বরবলোপেতঃ পুমাংস্তেন বৃষায়তে॥ ৩৩
ইতি বৃষ্যদধ্যাদি।

চন্দ্রাংশুকল্পং পয়সা ঘৃতাঢ্যং ষষ্টিকৌদনম্।

ইয়া শুদ্ধ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর তাহাতে তিন প্রস্থ (তিন পোয়া) শর্করা, তিন প্রস্থ বংশলোচন এবং তিন প্রস্থ (দ্বৈগুণ্য হেতু ছয় পোয়া) নূতন ঘৃত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত পান করিবে এবং আহার কালে ষষ্টিকান্ন ভোজন করিবে। জরাজীর্ণ দুর্ব্বল ব্যক্তিও এই যোগ দ্বারা সিদ্ধ হয় এবং সযৌবন ও হৃষ্টেন্দ্রিয় থাকিয়া বিপুল সন্ততিলাভ করে। ৩০

ইতি অপত্যকর স্বরস।

খর্জ্জুরীমস্তক (খেজুরের মাথী), মাষকলায়, পয়স্যা (ক্ষীর কাকোলী), শতাবরী (শতমূলী), খর্জ্জুর, মধুক (মউলফুল), মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস্), এবং অজড়াফল (আলকুশী) প্রত্যেকে এক এক পল পরিমাণে লইয়া বুদ্ধিমান্ ভিষক্ এক আঢ়ক পরিমাণ জলে পাক করিবে। পাকাবশেষে তাহা ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত এক প্রস্থ (/৪ সের) দুগ্ধ পাক করিবে। দুগ্ধশেষে নামাইয়া সেই দুগ্ধের সহিত শর্করাযোগে ঘৃতাঢ্য ষষ্টিকান্ন ভোজন করিবে। এই যোগটী পরম বৃষ্য বলিয়া কথিত আছে। ৩১

ইতি বৃষ্যক্ষীর।

জীবক, ঋষভক, মেদ, জীবন্তী, শ্রাবণীদ্বয় (থুলকুড়ী দুই প্রকার), খর্জ্জুর, মধুক (যষ্টিমধু), দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, শুঁঠ, শৃঙ্গাটক (পাণিফল) বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), নূতন ঘৃত, দুগ্ধ ও জল এই সকল একত্র পাক করিবে। পাকশেষে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে শর্করা ও মধু, ঘৃতের চারিভাগের একভাগ পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ষষ্টিকান্ন সংযোগে যথাবল পান করিবে। ইহা বৃষ্য, বল্য, বর্ণ্য, কণ্ঠ্য ও উত্তম বৃংহণ। ৩২

ইতি বৃষ্যঘৃত।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র নির্দ্দোষ দধির সর গ্রহণপূর্ব্বক শর্করা, ক্ষৌদ্র (মধু) মরিচ, বংশলোচন ও এলাচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং শুচি বস্ত্রে ছাঁকিয়া নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন করিবে। অনন্তর ঐ দ্রব্য ঘৃতমিশ্রিত শীতল ষষ্টিকান্নের সহিত সেবন করিবে। পরে রসাল অনুপান করিবে। এই বৃষ্যযোগ সেবন করিলে বর্ণ স্বর ও বল্য হয় এবং পুরুষ বৃষের ন্যায় শুক্রসম্পন্ন হইয়া থাকে। ৩৩

ইতি বৃষ্য দধ্যাদি।

যে ব্যক্তি চন্দ্রাংশুকল্প দুগ্ধ ঘৃতাঢ্য ষষ্টি-

শর্করামধুসংযুক্তং প্রযুঞ্জানো বৃষায়তে॥ ৩৪
ইতি বৃষ্যদুগ্ধাদি।
তপ্তে সর্পিষি নক্রাণ্ডং তাম্রচূড়াণ্ডমিশ্রিতম্।
যুক্তং ষষ্টিকচূর্ণেন সর্পিষাভিনবেন চ।
পক্বা পূপলিকাঃ খাদেদ্বারুণীমণ্ডপো নরঃ।
য ইচ্ছেদশ্ববদ্গন্তুং প্রসেক্তুং গজবচ্চ যঃ॥ ৩৫
ইতি নক্রাণ্ডপাকবৃষ্যযোগঃ।
ভবতি চাত্র।
আসিক্তক্ষীরিকে পাদে যে যোগাঃ পরি-
কীর্ত্তিতাঃ।
অষ্টাবপত্যকামৈস্তে প্রযোজ্যাঃ পৌরুষার্থিভিঃ
এভিঃ প্রয়োগৈর্বিবিধৈর্বপুষ্মান্
স্নেহোপপন্নো বলবর্ণযুক্তঃ।
হর্ষান্বিতো বাজিবদষ্টবর্ষো
ভবেৎ সমর্থশ্চ বরাঙ্গনাসু।
যদ্যচ্চ কিঞ্চিন্মনসঃ প্রিয়ং স্যাদ্-
রম্যা বনান্তাঃ পুলিনানি শৈলাঃ।
ইষ্টাঃ স্ত্রিয়ো ভূষণগন্ধমাল্যং
প্রিয়া বয়স্যাশ্চ তদত্র যোগম্॥ ৩৬
ইতি আসিক্তক্ষীরিকে বাজীকরণ-
পাদো দ্বিতীয়ঃ।
অথাতো মাষপর্ণভৃতীয়ং বাজীকরণপাদং
ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ৩৭
মাষপর্ণভৃতাং ধেনুং গৃষ্টিং পুষ্টাং চতুঃস্তনীম্।
সমানবর্ণবৎসাঞ্চ জীববৎসাঞ্চ বুদ্ধিমান্॥
রোহিণীমথবা কৃষ্ণামূর্দ্ধশৃঙ্গীমদারুণাম্।
ইক্ষ্বাদামর্জ্জুনাদাং বা সান্দ্রক্ষীরাঞ্চ ধারয়েৎ॥
কেবলন্তু পয়স্তস্যাঃ শৃতং বাশৃতমেব বা।
শর্করামধুসর্পির্ভির্যুক্তং তদ্বৃষ্যমুত্তমম্॥ ৩৮
শুক্রলৈর্জীবনীয়ৈশ্চ বৃংহণৈর্বলবর্দ্ধনৈঃ।
ক্ষীরসঞ্জননৈশ্চৈব পয়ঃ সিদ্ধং পৃথক্ পৃথক্॥
যুক্তং গোধূমচূর্ণেন সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্।
পর্য্যায়েণ প্রযোক্তব্যমিচ্ছতা শুক্রমক্ষয়ম্॥ ৩৯

কায়, শর্করা ও মধু সংযোগে ভোজন করে, সে বৃষের ন্যায় শুক্রশালী হয়। ৩৪

ইতি বৃষ্য দুগ্ধাদি।

যিনি অশ্বের ন্যায় স্ত্রীগমন ও হস্তীর ন্যায় রেতঃপ্রসেক করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তপ্ত ঘৃতে কুম্ভীরের অণ্ড ও কুক্কুটের অণ্ড সিদ্ধ করিয়া সেই অণ্ড ষষ্টিকচূর্ণ ও নূতন ঘৃতের সহিত পাক করিয়া পূপলিকা প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা সেবন করিয়া বারুণীমণ্ড পান করিবেন। ৩৫

ইতি নক্রাণ্ডপাক বৃষ্যযোগ।

এই পাদের সূচী যথা। এই আসিক্ত-ক্ষীরীয় বাজীকরণ পাদে যে আট প্রকার যোগ প্রকীর্ত্তিত হইল, অপত্যার্থী পৌরু-ষার্থী পুরুষেরা সেই সকল যোগ প্রয়োগ করিবেন। এই সকল প্রয়োগ দ্বারা পুরুষ বপুষ্মান্, স্নিগ্ধ, বলবর্ণযুক্ত ও হৃষ্টেন্দ্রিয় হইয়া জন্মাগত আট বৎসর সুন্দরীগণ সঙ্গমে সমর্থ পুলিনবিহার, শৈলবিহার, মনোরমা স্ত্রী সকল, ভূষণ, গন্ধ মাল্য এবং প্রিয়তম বয়স্যগণ বাজীকরণের সহকারী। ৩৬

আসিক্তক্ষীরীয় নামক দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত।

অনন্তর আমরা মাষপর্ণ নামক তৃতীয় বাজীকরণপাদ ব্যাখ্যা করিব। এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ৩৭। যে ধেনু অধিকাংশ সময় মাষপর্ণী (মাষাণী) ভোজন করিয়া থাকে, যে ধেনু বরাহের ন্যায় পরি-পুষ্টা ও চতুঃস্তনী, যাহার বৎস যাহার সমান-বর্ণ, যাহার বৎস জীবিত, যে ধেনু রোহিণী অথবা কৃষ্ণা, যে ধেনু ঊর্দ্ধশৃঙ্গী অথচ দুরন্ত নয়, যে ধেনু ইক্ষুভোজন ও অর্জ্জুনপত্র ভোজন করে, যাহার দুগ্ধ ঘন, তাহার দুগ্ধ শৃতই হউক, আর অশৃতই হউক, কেবল তাহাই শর্করা ও ঘৃত মধুযোগে পান করিতে থাকিবে। এই দুগ্ধ অত্যন্ত বৃষ্য। ৩৮। অক্ষয় শুক্র লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে শুক্র-জনকগণ, জীবনীয়গণ, বৃংহণীয়গণ, বল্যগণ, এবং স্তন্যকরগণ এই সকল দ্বারা পৃথক্

মেদাং পয়স্যাং জীবন্তীং বিদারীং কণ্ট-
কারিকাম্।
শ্বদংষ্ট্রাং ক্ষীরিকাং মাষান্ গোধূমান্ শালি-
ষষ্টিকান্ ॥
পয়স্যর্দ্ধোদকে পক্ত্বা কার্ষিকানাঢ়কোন্মিতে।
বিবর্জ্জয়েৎ পয়ঃশেষং তৎ পূতং ক্ষৌদ্রসর্পিষা
যুক্তং সশর্করং পীত্বা বৃদ্ধঃ সাপ্ততিকোঽপি বা।
বিপুলং লভতেঽপত্যং যুবেব চ স হৃষ্যতি ॥ ৪০
মণ্ডলৈর্জ্জাতরূপস্য তপ্তা এব পয়ঃ শৃতম্।
অপত্যজননং সিদ্ধং সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্ ॥ ৪১
ত্রিংশৎ সুপিষ্টাঃ পিপ্পল্যঃ প্রকুঞ্চে তৈলসর্পিষোঃ
ভৃষ্টা সশর্করাঃ ক্ষৌদ্রাঃ ক্ষীরধারাবদোহিতাঃ
পীত্বা যথাবলঞ্চোর্দ্ধং ষষ্টিকং ক্ষীরসর্পিষা।
ভুক্ত্বা ন রাত্রিমস্তব্ধং লিঙ্গং পশ্যতি নাক্ষরৎ ॥৪২

ও চিনির সহিত পর্য্যায়ক্রমে সেবন করিবে। ৩৯। মেদ, পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী), জীবন্তী, বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), কণ্টকারিকা, মাষকলায়, শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর), ক্ষীরিকা (বংশলোচন), গোধূম, শালি ও ষষ্টিক এই সমুদায় প্রত্যেকে কর্ষ পরিমাণে (দুই তোলা) লইয়া এক আঢ়ক (১৬ সের) অর্দ্ধজলযুক্ত দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। দুগ্ধ শেষে ছাঁকিয়া লইয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহা পান করিলে সপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধও বিপুল অপত্য লাভ করে এবং ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় হৃষ্ট থাকে। ৪০। দুগ্ধ ও বিশুদ্ধ স্বর্ণপিণ্ড একত্র পাক করিয়া সেই দুগ্ধ ঘৃত মধু ও চিনির সহিত পান করিলে অপত্যজনক হয়। ইহা দৃষ্টফল। ত্রিশটী পিপুল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রকুঞ্চমাত্র (এক পল) তৈল ও ঘৃতে ভাজিয়া শর্করা ও মধু সংযোগে দোহনপাত্রের মুখে বস্ত্রের উপর স্থাপন করিবে। তদুপরি দুগ্ধ দোহন করিবে। এই ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া তৎপরে যথাবল ষষ্টিকান্ন দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ভোজন করিবে। তাহা [illegible]

শ্বদংষ্ট্রয়া বিদার্য্যাশ্চ রসে ক্ষীরচতুর্গুণে।
ঘৃতাঢ্যঃ সাধিতো বৃষ্যো মাষষষ্টিকপায়সঃ ॥ ৪৩
ফলানাং জীবনীয়ানাং স্নিগ্ধানাং রুচিকারিণাম্
কুড়বশ্চূর্ণিতানাং স্যাৎ স্বয়ংগুপ্তাফলস্য চ ॥
কুড়বশ্চৈব মাষাণাং দ্বৌ দ্বৌ চ তিলমুদ্গয়োঃ
গোধূমশালিচূর্ণানাং কুড়বঃ কুড়বো ভবেৎ।
সর্পিষঃ কুড়বশ্চৈকস্তৎসর্ব্বং ক্ষীরসংযুতম্।
পক্ত্বা পূপলিকাঃ খাদেদ্বহ্ব্যঃ স্যুর্যদি যোষিতঃ ॥৪৪
ঘৃতং শতাবরীগর্ভং ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ।
শর্করাপিপ্পলীক্ষৌদ্রযুক্তং তদ্‌বৃষ্যমুত্তমম্ ॥ ৪৫
কর্ষং মধুকচূর্ণস্য ঘৃতক্ষৌদ্রসমাংশিকম্।
প্রযুঙ্‌ক্তে যঃ পয়শ্চানু নিত্যবেগঃ স না ভবেৎ
ঘৃতক্ষীরাশনো নির্ভীর্নির্ব্যাধির্নিত্যগো যুবা ॥
সঙ্কল্পপ্রবণো নিত্যং নরঃ স্ত্রীষু বৃষায়তে ॥ ৪৭
কৃতৈবকৃত্যাঃ সিদ্ধার্থা যে চান্যোন্যানুবর্ত্তিনঃ।

বীর্য্যস্তম্ভ হইবে। ৪২। শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর) ও বিদারীর (ভূমিকুষ্মাণ্ডের) রস এবং দুগ্ধ চতুর্গুণ এই সকলের সহিত মাষকলায় ও ষষ্টিকের পায়স ঘৃতাঢ্য করিয়া পাক করিয়া সেবন করিলে বৃষ্য হয়। ৪৩। যে সকল ফল জীবনীয়, স্নিগ্ধ ও রুচিকারক, তাহাদের চূর্ণ এক কুড়ব (অর্দ্ধসের), আলকুশী বীজের চূর্ণ এক কুড়ব, মাসকলায়চূর্ণ দুই কুড়ব, তিল ও মুদ্গচূর্ণ দুই দুই কুড়ব, গোধূম ও শালিচূর্ণ এক এক কুড়ব এবং ঘৃত এক কুড়ব (দ্বৈগুণ্য হেতু দুই কুড়ব) এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া পূপলিকা করিবে। যাহার বহু স্ত্রী, তাহার এই সকল পূপলিকা ভক্ষণ করা উচিত। ৪৪। ঘৃত ও শতাবরীর কল্ক দশগুণ দুগ্ধে পাক করিবে। এই উৎকৃষ্ট বৃষ্যযোগ শর্করা, পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিতে হয়। ৪৫। ষষ্টিমধুচূর্ণ এক কর্ষ (দুই তোলা) ও তৎসমান ঘৃত মধু পান করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিলে পুরুষ নিত্যবেগ হয়। ৪৬। ঘৃতক্ষীরভোজী, নির্ভী, নির্ব্যাধি, নিত্যকর্ম্ম-পরায়ণ ও সঙ্কল্পপ্রবণ যুবা পুরুষ স্ত্রীসমূহে বৃষের ন্যায় [illegible] ৪৭। পরস্পর একই

কলাসু বাহ্যা যে তুল্যাঃ সত্ত্বেন বয়সা চ যে॥
কুলমাহাত্ম্যদাক্ষিণ্যশীলশৌচসমন্বিতাঃ।
যে কামনিত্যা যে হৃষ্টা যে বিশোকা গতব্যথাঃ
যে তুল্যশীলা যে ভক্তা যে প্রিয়া যে প্রিয়ংবদাঃ
তৈর্নরঃ সহ বিশ্রব্ধঃ সুবয়স্যৈর্বৃষায়তে॥ ৪৮
অভ্যঙ্গোৎসাদনস্নানগন্ধমাল্যবিভূষণৈঃ।
গৃহশয্যাসনসুখৈর্বাসোভিরহতৈঃ প্রিয়ৈঃ॥
বিহঙ্গানাং রুতৈরিষ্টৈঃ স্ত্রীণাঞ্চাভরণস্বনৈঃ।
সংবাহনৈর্বরস্ত্রীণামিষ্টানাঞ্চ বৃষায়তে॥
মত্তদ্বিরেফাচরিতাঃ সপদ্মাঃ সলিলাশয়াঃ।
জাত্যুৎপলসুগন্ধীনি শীতগর্ভগৃহাণি চ॥
নদ্যঃ ফেনোত্তরীয়শ্চ গিরয়ো নীলসানবঃ।
উন্নতিনীলমেঘানাং রম্যচন্দ্রোদয়া নিশাঃ॥
বায়বঃ সুখসংস্পর্শাঃ কুমুদাকারগন্ধিনঃ।
রতিভোগক্ষমা রাত্র্যঃ সঙ্কোচা গুরুবল্লভাঃ॥
সুখাঃ সহায়াঃ পরপুষ্টজুষ্টাঃ
ফুল্লা বনান্তা বিশদান্নপানাঃ।
গান্ধর্ব্বশব্দাশ্চ সুগন্ধমাল্যাঃ
সত্ত্বং বিশালং নিরুপদ্রবঞ্চ॥
সিদ্ধার্থতা চাভিনবশ্চ কামঃ
স্ত্রী চায়ুধং সর্ব্বমিহাত্মজস্য।
বয়ো নবং জাতমদশ্চ কালো
হর্ষস্য যোনিঃ পরমা নরাণাম্॥ ৫০
ভবতি চাত্র।
প্রহর্ষযোনয়ো যোগা ব্যাখ্যাতা দশ পঞ্চ চ।
মাষপর্ণভৃতীয়েঽস্মিন্ পাদে শুক্রবলপ্রদাঃ॥ ৫১
ইতি মাষপর্ণনামতৃতীয়ো বাজীকরণপাদঃ।
অথাতঃ পুমান্ জাতবলাদিকং বাজীকরণপাদং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ৫২
পুমান্ যথা জাতবলো যাবদিচ্ছং স্ত্রিয়ো ব্রজেৎ
যথা চাপত্যবান্ সদ্যো ভবেৎ তদুপদেক্ষ্যতে
ন হি জাতবলাঃ সর্ব্বে নরাশ্চাপত্যভাগিনঃ।
বৃহচ্ছরীরা বলিনঃ সন্তি নারীষু দুর্ব্বলাঃ॥
সন্তি চাল্পায়ুষঃ স্ত্রীষু বলবন্তো বহুপ্রজাঃ।

কর্ম্মের কর্ম্মী, পরস্পর সিদ্ধমনোরথ, পরস্পরের অনুবর্ত্তী; নৃত্য গীতাদি কলা, সত্ত্ব ও বয়সে পরস্পর তুল্য, সৎকুলোদ্ভব, দাক্ষিণ্য-পরায়ণ, সুশীল, শুচিস্বভাব, বিলাসপরায়ণ, হৃষ্ট, শোকহীন, ব্যথাহীন, তুল্যশীল, পরস্পর ভক্ত ও প্রিয় এবং প্রিয়ংবদ বয়স্যদিগের সহিত বিশ্রব্ধভাবে কালযাপন করিলে পুরুষ বৃষতা লাভ করে। ৪৮। অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, গন্ধ, মাল্য, ভূষণ, গৃহ, শয্যা ও আসনের সুখ; অখণ্ডিত মনোরম বসন; মনোরম বিহঙ্গরব; স্ত্রীগণের ভূষণ-ঝঙ্কার এবং মনোরমা সুন্দরীগণের দ্বারা সংবাহন (গা টেপান) এই সকল উপায় বাজীকরণ। ৪৯। মত্ত ভ্রমরগণ-সেবিত সপদ্ম জলাশয় সকল; জাতী-পদ্ম-সুগন্ধিত শীতল গৃহ সকল, ফেনিল তরঙ্গা নদী সকল; নীলবর্ণ সানুশোভিত গিরিসকল; মস্তকের ঊর্দ্ধে বিরাজমান নীল মেঘসকল; চন্দ্রোদয়-নিশা সকল; কুমুদামোদসুরভি সুখসংস্পর্শ বায়ু সকল; রতিভোগোপযোগিনী গৃহ সকল; সুখকর সহায় সকল; কোকিল-কলকূজিত প্রফুল্ল উপবন সকল; বিশুদ্ধ অন্নপান সকল; গীতবাদ্যের শব্দ সকল; সুগন্ধ মালা সকল; শান্তচিত্ততা, পূর্ণাভিলাষিতা, অভিনব কামশীলতা এবং স্ত্রী এই সকল মনসিজের অস্ত্রস্বরূপ। নূতন বয়স ও বসন্তকাল মানবদিগের হৃষ্টেন্দ্রিয়তার কারণ। ৫০। এই পাদের সূচী যথা। এই মাষপর্ণ তৃতীয় বাজীকরণপাদে ইন্দ্রিয়হর্ষজনক শুক্রবলপ্রদ পঞ্চদশ যোগ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৫১

মাষপর্ণ তৃতীয় বাজীকরণপাদ সমাপ্ত।

অনন্তর আমরা পুমান্‌জাতবলাদিক বাজীকরণপাদ ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ৫২। পুরুষ যাহাতে বলবান্ হইয়া যত ইচ্ছা স্ত্রীগমন করিতে পারে এবং যাহাতে সদ্য অপত্যবান্ হইতে পারে, তাহা বলা হইতেছে। ৫৩। পুরুষেরা বলবান্ হইলেই অপত্যভাগী হয় না। প্রকাণ্ড

প্রকৃত্যা চাবলাঃ সন্তি সন্তি চাময়দুর্ব্বলাঃ ॥
নরাশ্চটকবৎ কেচিৎ ব্রজন্তি বহুশঃ স্ত্রিয়ম্ ॥
গজবচ্চ প্রসিঞ্চন্তি কেচিন্ন বহুগামিনঃ ॥
কামযোগবলাঃ কেচিৎ কেচিদভ্যাসনঞ্রবাঃ।
কেচিৎ প্রযত্নৈর্ব্বাহ্নস্তে বৃষাঃ কেচিৎ স্বভাবতঃ ॥
তস্মাৎ প্রয়োগান্ বক্ষ্যামো দুর্ব্বলানাং বলপ্রদান।
সুখোপভোগান্ বলিনাং ভূয়শ্চ বলবর্দ্ধনান্ ॥ ৫৪
পূর্ব্বং শুদ্ধশরীরাণাং নিরূহান্ সানুবাস ন্।
বলাপেক্ষী প্রযুঞ্জীত শুক্রাপত্যাদিবর্দ্ধনান ॥ ৫৫
ঘৃততৈলরসক্ষীরশর্করামধুসংযুতাঃ।
বস্তয়ঃ সংবিধাতব্যাঃ ক্ষীরমাংসরসাশিনাম্ ॥৫৬
পিষ্ট্বা বরাহমাংসানি দত্ত্বা মরিচসৈন্ধবে।
কোলবদ্গুড়িকাঃ কৃত্বা তপ্তে সর্পিষি ভর্জ্জয়েৎ
ভর্জ্জনস্তম্ভিতাস্তাশ্চ প্রক্ষেপ্যাঃ কৌক্কুটে রসে
ঘৃতাঢ্যে গন্ধপিশুনে দধিদাড়িমসাধিতে ॥
যথা ন ভিন্দ্যাদ্গুড়িকাস্তথা তং সাধয়েদ্রসম্।
তং পিবন্ ভক্ষয়ংস্তাশ্চ লভতে শুক্রমক্ষয়ম্ ॥ ৫৭

ইতি বৃষ্যা মাংসগুড়িকা।

মাংসানামেবমন্যেষাং মেধ্যানাং কারয়েদ্ভিষক্।
গুড়িকাঃ সুরসাস্তাসাং প্রয়োগঃ শুক্রবর্দ্ধনঃ ॥
মাষানঙ্কুরিতান্ শুদ্ধান্ নিস্তুষান্ সাজড়াকলান।
ঘৃতাঢ্যে মাহিসরসে দধিদাড়িমসাধিতে ॥
প্রক্ষিপেন্মাত্রয়া যুক্তো ধান্যজীরকনাগরৈঃ।
পীতো ভুক্তশ্চ সরসঃ কুরুতে শুক্রমক্ষয়ম্ ॥ ৫৮

ইতি বৃসো মাহিসরসঃ।

আর্দ্রাণি মৎস্যমাংসানি ভৃষ্টাংশ্চ শফরীশ্চ বা।
তপ্তে সর্পিষি যঃ খাদেৎ স গচ্ছেৎ স্ত্রীষু ন ক্ষয়ম্ ॥ ৫৯
ঘৃতভৃষ্টান্ রসেচ্ছাগে রোহিতান্ ফলসাধিতে

হয়। আবার অল্পায়ুঃ ব্যক্তিদিগকেও স্ত্রী-সম্বন্ধে বলবান্ ও বহু সন্তান দেখা গিয়াছে। কতকগুলি লোক স্বাভাবিক দুর্ব্বল ও কতকগুলি লোক রোগে রোগে দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কতকগুলি পুরুষ দেখিতে কৃশ হইলেও চটকপক্ষীর ন্যায় বহু স্ত্রীতে গমন করিতে পারে। কেহ কেহ বহু গমন করিয়াও গজবৎ বীর্য্য প্রসেক করিয়া থাকে। কেহ বা কামযোগে বলবান্ হয়, কেহ বা অভ্যাসবশে কামশীল হইয়া থাকে। কেহ বা যত্ন করিয়া বৃষ হয়, কেহ বা স্বভাবতই বৃষ হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে দুর্ব্বলদিগের বলোদয় ও স্ত্রী সম্বন্ধে সামর্থ্য হয়, এরূপ যোগ সকল বর্ণনা করিব। ৫৪। বলাপেক্ষী ব্যক্তি প্রথমে শুদ্ধ শরীর হইবেন, পরে শুক্রও অপত্যবর্দ্ধক নিরূহ ও অনুবাসন গ্রহণ করিবেন। ৫৫। এইরূপ বলাকাঙ্ক্ষীদিগের পক্ষে ঘৃত, তৈল, মাংসরস, দুগ্ধ, শর্করা ও মধুর সহিত বস্তি সকল গ্রহণ করা উচিত এবং প্রভূত পরিমাণে দুগ্ধ ও মাংসরস সেবন করা উচিত। ৫৬। বরাহ মাংস পেষণ করিয়া তাহাতে মরিচ চূর্ণ ও সৈন্ধব দিবে। পরে কুলের ন্যায় বটিকা

হইলে পর কুক্কুট মাংস রসে প্রক্ষেপ করিবে। যেন সেই মাংসরস বহু ঘৃত ও সুগন্ধি দ্রব্য এবং দধি দাড়িম রসে সাধিত থাকে, যেন গুড়িকা ভগ্ন না হয়, এইরূপে সেই রসে পাক করিবে। সেই গুড়িকা ভক্ষণ করিলে শুক্র অক্ষয় হয়। এইরূপে অন্যান্য উৎকৃষ্ট মাংসের সুরস গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে শুক্র বর্দ্ধন হয়। ৫৭।

ইতি বৃষ্যমাংস গুড়িকা।

নূতন বিশুদ্ধ নিস্তুষ মাষকলায় ও অজড়াফল (আলকুশী বীজ) দধি ও দাড়িম রসে সংসিদ্ধ ঘৃতাঢ্য মহিষমাংসরসে ছাড়িয়া দিবে এবং তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় ধনে জীরা ও শুঁঠচূর্ণ দিবে। এই সমস্ত দ্রব্য পান ও ভোজন করিলে শুক্র অক্ষয় হয়। ৫৮

ইতি বৃষ্যমাহিষ রস।

যে ব্যক্তি সদ্যোমাংস ও সদ্যোমৎস্য এবং তপ্ত ঘৃতে ভাজা পুঁটিমাছ ভোজন করিতে পারে, সে স্ত্রীতে আক্রান্ত হয় না। ৫৯।

অনুপীতরসান্ সিদ্ধানপত্যার্থী প্রযোজয়েৎ ॥ ৬০

ইতি গর্ভাধানকরো যোগঃ।

কুট্টকং মৎস্যমাংসানাং হিঙ্গুসৈন্ধবধান্যকৈঃ।
যুক্তং গোধূমচূর্ণেন ঘৃতে পূপলিকাঃ পচেৎ ॥
মাহিষে চ রসে মৎস্যান্ স্নিগ্ধাম্ললবণান্ পচেৎ।
রসে চাম্লগতে মাংসং পোথয়েৎ তত্র চাবপেৎ
মরিচং জীরকং ধান্যমল্পং হিঙ্গুং নবং ঘৃতম্।
মাষপূপলিকানাং তদ্গর্ভার্থমুপকল্পয়েৎ ॥
এতৌ পূপলিকাযোগৌ বৃংহণৌ বলবর্দ্ধনৌ।
হর্ষসৌভাগ্যদৌ পুত্রোৎপরং শুক্রাভিবর্দ্ধনৌ ॥৬১

ইতি বৃষ্যৌ পূপলিকাযোগৌ।

মাষাত্মগুপ্তা গোধূমশালিষষ্টিকপৈষ্টিকম্।
শর্করায়া বিদার্য্যাশ্চ চূর্ণমিক্ষুরসস্য চ ॥
সংযোজ্য মস্তুনে ক্ষীরে ঘৃতে পূপলিকাঃ পচেৎ
পয়োঽনুপানাস্তাঃ শীঘ্রং কুর্ব্বন্তি বৃষতাং পরম্ ॥

ইতি বৃষ্যা মাষাদিপূপলিকাঃ।

শর্করায়াস্তুলৈকা স্যাদেকা গব্যস্য সর্পিষঃ।
প্রস্থো বিদার্য্যাশ্চূর্ণস্য পিপ্পল্যাঃ প্রস্থ এব চ ॥
অর্দ্ধাঢ়কং তুগাক্ষীর্য্যাঃ ক্ষৌদ্রস্যাভিনবস্য চ।
তৎ সর্ব্বং মূর্চ্ছিতং তিষ্ঠেন্মার্ত্তিকে ঘৃতভাজনে
মাত্রামগ্নিসমাং তস্য প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযোজয়েৎ
এষ বৃষ্যঃ পরং যোগো বল্যো বৃংহণ এব চ ॥৬৩

ইতি বৃষ্যযোগঃ।

শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ তথা মাষাত্মগুপ্তয়োঃ।
শ্বদংষ্ট্রায়াশ্চ নিষ্ক্বাথে লক্ষণেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥
সাধয়িত্বা ঘৃতপ্রস্থং পয়স্যষ্টগুণে পুনঃ।
শর্করামধুসংযুক্তমপত্যার্থী প্রযোজয়েৎ ॥ ৬৪

ইত্যপত্যকরং ঘৃতম্।

জলসাধিত ছাগমাংসরসের সহিত পাক করিবে এবং সেই রস অনুপান করিবে। ৬০

ইতি গর্ভাধানকর যোগ।

মৎস্য ও মাংস কুট্টিত করিয়া তাহার সহিত হিঙ্গু, সৈন্ধব, ধনে ও গোধূমচূর্ণ মিশ্রিত করিবে এবং ঘৃতের সহিত পূপলিকা পাক করিয়া সেবন করিবে। ৬১। এইরূপ কুট্টিত মৎস্য, ঘৃত, অম্ল ও লবণের সহিত, মহিষ-মাংসের রসে পাক করিবে এবং মাংসরস কুট্টিত মৎস্যে প্রবেশ করিলে তাহা পেষিত করিয়া মরিচ, জীরা, ধনে, অল্প হিঙ্গু ও নূতন ঘৃত প্রক্ষেপ দিবে। পরে মাষকলায়ের পূপলিকা প্রস্তুত করিয়া সেই মৎস্য মাংস তন্মধ্যে প্রবেশিত করিবে; পরে ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিবে। এই দুইটী পূপলিকা যোগ বৃংহণ ও বলবর্দ্ধন, হর্ষপ্রদ, সৌভাগ্য-জনন, পুত্রোৎপাদক ও শুক্রবর্দ্ধন। ৬১।

ইতি বৃষ্যপূপলিকা যোগদ্বয়।

মাষকলায়, আলকুশীবীজ, গোধূম শালি-তণ্ডুল ও ষষ্টিক তণ্ডুল পেষণ করিয়া তাহাতে শর্করা, ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ইক্ষুরসচূর্ণ (কুলেখাড়ার-

এই বৃষ্যযোগ সেবন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিতে হয়। ইহা শীঘ্র উৎকৃষ্ট বৃষতা উৎ-পাদন করে। ৬২

ইতি বৃষ্য মাষাদিপূপলিকা

শর্করা এক তুলা (সাড়ে বার সের), গব্য ঘৃত এক তুলা (পঁচিশ সের), বিদারী-চূর্ণ (ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ) এক প্রস্থ (/২ সের), পিপ্পলীচূর্ণ) এক প্রস্থ (/২ সের), তুগা-ক্ষীরী (বংশলোচন) অর্দ্ধ আঢ়ক (/৪ সের) এবং নূতন মধু অর্দ্ধ আঢ়ক (/৮ সের) এই সকল একত্র করিয়া ঘৃতভাবিত মৃৎপাত্রে রাখিবে। ইহার মাত্রা অগ্নি বলের অনু-সারিণী। প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। এই যোগ পরম বৃষ্য, বল্য ও বৃংহণ। ৬৩।

ইতি বৃষ্যযোগ।

শতাবরী (শতমূলী), বিদারী (ভূমি-কুষ্মাণ্ড), মাষকলায়, আত্মগুপ্তা (আলকুশী-বীজ) শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর) এই সকলের ক্বাথ পৃথক্ পৃথক্ এক লক্ষণ (দ্বৈগুণ্যহেতু বত্রিশ

ঘৃতপাত্রং শতগুণে বিদারীস্বরসে পচেৎ ॥
সিদ্ধং পুনঃ শতগুণে গব্যে পয়সি সাধয়েৎ ॥
শর্করায়াস্তুগাক্ষীর্য্যাঃ ক্ষৌদ্রস্যেক্ষুরসস্য চ।
পিপ্পল্যাঃ সজভায়াশ্চ ভাগৈঃ পাদাংশিকৈর্যুতম্
গুড়িকাঃ কারয়েদ্বৈদ্যো যথা স্থূলমুদুম্বরম্।
তাসাং প্রয়োগাৎ পুরুষঃ কুলিঙ্গ ইব হৃষ্যতি ॥

ইতি বৃষ্য গুড়িকা।

সিতোপলাপলশতং তদর্দ্ধং নবসর্পিষঃ।
ক্ষৌদ্রপাদেন সংযুক্তং সাধয়েজ্জলপাদিকম্ ॥
সান্দ্রং গোধূমচূর্ণানাং পাদং জীর্ণে শিলাতলে।
শুচৌ প্রক্ষে সমুৎকার্য্য মর্দ্দনেনোপপাদয়েৎ ॥
শুভ্রা উৎকারিকাঃ কার্য্যাশ্চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভাঃ।
তাসাং প্রয়োগাদ্গজবন্নারী সন্তর্পয়েন্নরঃ ॥ ৬৬

এই ঘৃত অপত্যার্থী ব্যক্তি শর্করা ও মধু-যোগে সেবন করিবেন। ৬৪।

ইতি অপত্যকর ঘৃত।

ঘৃত এক পাত্র (যোল সের) শতগুণ বিদারীরসে (ভূমিকুষ্মাণ্ডরসে) পাক করিবে। পাকশেষে ঐ ঘৃত শতগুণ গব্যদুগ্ধে পাক করিবে। পাকশেষে ঘৃতের চতুর্থাংশ শর্করা, তুগাক্ষীরী (বংশলোচন), মধু, ইক্ষুরস, পিপুলচূর্ণ ও অজভাচূর্ণ (আলকুশীচূর্ণ) প্রক্ষেপ দিয়া যজ্ঞোডুম্বরের ন্যায় স্থূল বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই সকল গুড়িকা সেবন করিলে পুরুষ চটকের ন্যায় বৃষতা লাভ করে। ৬৫।

ইতি বৃষ্য গুড়িকা।

চিনি একশত পল, সদ্যোঘৃত পঞ্চাশ পল এবং জল পঁচিশ পল পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে উহাতে গোধূমচূর্ণ পঁচিশ পল নিক্ষেপ করিয়া অল্প পাকের পর নামাইয়া লইবে। পরে সমস্ত দ্রব্য বিস্তৃত মসৃণ শিলাতলে (খলে) মর্দ্দন করিতে থাকিবে। ইহাতে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুভ্র বিশুদ্ধ উৎকারিকা প্রস্তুত হইবে। পরে শীতল হইলে উহাতে পঁচিশ পল মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে পুরুষ হস্তীর ন্যায় স্ত্রী-

যৎ কিঞ্চিন্মধুরং স্নিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু।
হর্ষণং মনসশ্চৈব সর্ব্বং তদ্বৃষ্যমুচ্যতে ॥
দ্রব্যৈরেবংবিধৈস্তস্মাদ্ভাবিতঃ প্রমদাং ব্রজেৎ
আত্মবেগেন চোদীর্ণঃ স্ত্রীগুণৈশ্চ প্রহর্ষিতঃ ॥
গত্বা স্নাত্বা পয়ঃ পীত্বা রসকাংস্বশয়ীত না।
তথা সাপ্যায়তে ভূয়ঃ শুক্রঞ্চ বলমেব চ ॥ ৬৭
যথা মুকুলপুষ্পস্থ সুগন্ধো নোপলভ্যতে।
লভ্যতে তদ্বিকাশাৎ তু তথা শুক্রং হি দেহিনাম্ ॥ ৬৮
মর্ত্তে বৈ ষোড়শাদ্বর্ষাৎ সপ্তত্যাঃ পরতো ন চ
আয়ুষ্কামো নরঃ স্ত্রীভিঃ সংযোগং কর্ত্তুমর্হতি ॥
অতিবালো হ্যসম্পূর্ণসর্ব্বধাতুঃ স্ত্রিয়ো ব্রজন্।
উপতপ্যেত সহসা তড়াগমিব কাজলম্ ॥ ৬৯
শুষ্করূক্ষং যথা কাষ্ঠং জন্তুজগ্ধং বিজর্জ্জরম্।
স্পৃষ্টমাত্র বিশীর্য্যেত তথা বৃদ্ধঃ স্ত্রিয়ো ব্রজন্ ॥ ৭০
জরয়া চিন্তয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্মকর্ষণাৎ।

রঞ্জনে সমর্থ হয়। ৬৬। যাহা কিছু মধুর, স্নিগ্ধ, জীবনীয়, বৃংহণ, গুরু ও মনের হর্ষণ, তৎসমস্তই বৃষ্য বলিয়া কথিত আছে। অতএব এবংবিধ দ্রব্যযোগে পোষিত হইয়া প্রমদা-গমন করিবে। মানুষ মনোবেগে উত্তেজিত ও স্ত্রীগুণ দ্বারা প্রহর্ষিত হইয়া স্ত্রী গমন পূর্ব্বক স্নান করিবে এবং স্নানান্তে দুগ্ধ-পান অথবা মাংসরস পান করিয়া শয়ন করিবে। তাহা হইলে শুক্র ও বল পুনর্ব্বার আপ্যায়িত হয়। ৬৭। যথা মুকুলের সুগন্ধ থাকিলেও সুগন্ধ উপলব্ধ হয় না, পরন্তু প্রস্ফুট হইলেই উপলব্ধ হয়, সেইরূপ দেহীদিগের শুক্র বাল্যকালে উপলব্ধ না হইয়া যৌবনকালেই উপলব্ধ হয়। ৬৮। আয়ুঃপ্রার্থী ব্যক্তি ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে ও সপ্ততি বৎসরের পর স্ত্রীগমন করিবে না। অতিবালকের সর্ব্বধাতুই অসম্পূর্ণ; সে স্ত্রীসহবাস করিলে অল্পজল তড়াগের ন্যায় শুষ্ক হয়। ৬৯। যেমন শুষ্ক রুক্ষ কীটভক্ষিত জর্জ্জরিত কাষ্ঠ স্পৃষ্ট হইবামাত্র বিশীর্ণ হয়, সেইরূপ বৃদ্ধ পুরুষও স্ত্রীগমন করিলে বিশীর্ণ হইয়া থাকে। ৭০।

ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতিনিষেবণাৎ ॥ ৭১
ক্ষয়াদ্ভয়াদবিশ্রম্ভাচ্ছোকাৎ স্ত্রীদোষদর্শনাৎ।
নারীণামরসজ্ঞত্বাদভিচারাদসেবনাৎ।
তৃপ্তস্যাপি স্ত্রিয়ো গন্তুং ন শক্তিরুপজায়তে।
দেহসত্ত্ববলাপেক্ষী হর্ষঃ শক্তিশ্চ হর্ষজা ॥ ৭২
রস ইক্ষৌ যথা দধ্নি সর্পিস্তৈলং তিলে যথা।
সর্ব্বত্রানুগতং দেহে শুক্রং সংস্পর্শনে তথা ॥৭৩
তৎ স্ত্রীপুরুষসংযোগে চেষ্টাসঙ্কল্পপীড়নাৎ।
শুক্রং প্রচ্যবতে স্থানাজ্জলমার্দ্রাৎ পটাদিব ॥৭৪
হর্ষাৎ তর্ষাৎ সরত্বাচ্চ পৈচ্ছিল্যাদ্গৌরবাদপি।
অণুপ্রবত্বাৎ সৌক্ষ্ম্যাচ্চ দ্রুতত্বান্মারুতস্য চ ॥
অষ্টাভ্য এভ্যো হেতুভ্যঃ শুক্রং দেহাৎপ্রসিচ্যতে
চরতো বিশ্বরূপস্য রূপং দ্রব্যং যদুচ্যতে ॥ ৭৫
বহুলং মধুরং স্নিগ্ধমবিস্রং গুরু পিচ্ছিলম্।
শুক্রং বহু চ যচ্ছুক্রং ফলবৎ তদসংশয়ম্ ॥ ৭৬
যেন নারীষু সামর্থ্যং বাজীবল্লভতে নরঃ।
ব্রজেচ্চাভ্যধিকং যেন বাজীকরণমেব তৎ ॥৭৭

তত্র শ্লোকৌ।

হেতুর্যোগোপদেশস্য যোগা দ্বাদশ চোত্তমাঃ।
যৎ পূর্ব্বং মৈথুনাৎ সেব্যং সেব্যং যন্মৈথুনাদনু
যদা ন সেব্যাঃ প্রমদাঃ কৃৎস্নঃ শুক্রবিধিশ্চ যঃ
নিরুক্তঞ্চেহ নির্দ্দিষ্টং পুমান্ জাতবলাদিকে ॥ ৭৮

বাজীকরণচতুর্থপাদঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে বাজীকরণকথনং
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো জ্বরচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
বিজ্বরং জ্বরসন্দেহং পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনর্ব্বসুম্।
বিবিক্তে শান্তমাসীনমগ্নিবেশঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥

জরা, চিন্তা, ব্যাধি, অতি-পরিশ্রম, উপবাস ও অতিরিক্ত স্ত্রীগমনহেতু শুক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৭১। ক্ষয়, ভয়, অবিশ্রম্ভ (অবিশ্বাস), শোক, স্ত্রীর দোষ দর্শন, স্ত্রীজনের অরসিকতা, অভিচার, নারীসঙ্গম-বর্জ্জন এবং মৈথুন দ্বারা তৃপ্তি, এই সকল কারণে স্ত্রীসংসর্গে শক্তি হয় না। হর্ষ (কাম জন্য হৃষ্টতা) দেহ ও সত্ত্বের বল অপেক্ষা করে এবং শক্তি হর্ষ অপেক্ষা করে। ৭২। যেমন ইক্ষুতে রস, যেমন দধিতে ঘৃত, যেমন তিলে তৈল, সেইরূপ দেহের সর্ব্বত্র শুক্র আছে। শুক্র ত্বকেও আছে ("বিশেষতঃ উপস্থের ত্বকে")। ৭৩। সেই শুক্র স্ত্রীপুরুষের সংযোগ হইলে চেষ্টা অথবা সঙ্কল্প বা পীড়নবশতঃ আর্দ্র বস্ত্রাদি হইতে জলের ন্যায় চ্যুত হইয়া থাকে। ৭৪। হর্ষ, তর্ষ, (কামনা), সরত্ব, পিচ্ছিলতা, গুরুতা, চলতা, সূক্ষ্মতা এবং বায়ুর দ্রুততা; এই আটটী কারণে শুক্র দেহ হইতে ক্ষরিত হয়। শুক্র বিশ্বরূপে চরণশীল দ্রব্যের মূর্ত্তি বলিয়া কথিত আছে। ৭৫। শুক্র, ঘন, মধুর, স্নিগ্ধ, দুর্গন্ধহীন, গুরু, পিচ্ছিল ও বহু হইলে নিশ্চয় ফলশালী হয়। ৭৬। যদ্দ্বারা নর বাজীর ন্যায় স্ত্রীসঙ্গমে সামর্থ্যলাভ করে এবং স্বাভাবিকরূপে স্ত্রীসঙ্গম করিতে পারে, তাহাই বাজীকরণ। ৭৭। এই পাদের সূচী যথা। এই পুমান্জাতবলাদিনামক বাজীকরণ অধ্যায়ে বাজীকরণযোগ সমুদায় ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন, দ্বাদশটী উত্তম বাজীকরণযোগ, মৈথুনের পূর্ব্বে ও পরে যাহা সেবনীয়, যে সময়ে প্রমদাসঙ্গম উচিত নয়, শুক্রের সমস্ত প্রকার নির্ণয় এবং বাজীকরণ শব্দের নিরুক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। ৭৮

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

[জ্বরাধিকার (কল্প—১২ অ-৫২ দেখ)]

অনন্তর আমরা জ্বরচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। অগ্নিবেশ কৃতাঞ্জলি হইয়া নির্জ্জনে উপবিষ্ট শান্তস্বভাব বিজ্বর (নিরাময়) পুনর্ব্বসুকে

দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজো বলী ।
জ্বরঃ প্রধানং রোগাণামুক্তো ভগবতা পুরা ॥
তস্য প্রাণিসপত্নস্য ধ্রুবস্য প্রলয়োদয়ে ।
প্রকৃতিঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ প্রভাবং কারণানি চ ॥
পূর্ব্বরূপমধিষ্ঠানং বলকালাত্মলক্ষণম্ ।
ব্যাসতো বিধিভেদঞ্চ পৃথগ্‌ভিন্নস্য চাকৃতিম্ ॥
লিঙ্গমামস্য জীর্ণস্য চৌষধং সক্রিয়াক্রমম্ ।
বিমুক্তঃ প্রশান্তস্য চিহ্নং যচ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
জ্বরাবশিষ্টো রক্ষ্যশ্চ যাবৎকালং যতো যতঃ
প্রশান্তঃ কারণৈর্যৈশ্চ পুনরাবর্ত্ততে জ্বরঃ ॥
যাশ্চাপি পুনরাবৃত্তিং ক্রিয়াঃ প্রশময়ন্তি তম্ ।
জগদ্ধিতার্থং তৎসর্ব্বং ভগবন্ বক্তুমর্হসি ॥ ২
তদগ্নিবেশস্য বচো নিশম্য গুরুরব্রবীৎ ।
জ্বরাধিকারে যদ্বাচ্যং তৎ সৌম্য নিখিলং শৃণু ।
জ্বরো বিকারো রোগশ্চ ব্যাধিরাতঙ্ক এব চ ।
একার্থনামপর্য্যায়ৈর্ব্বিবিধৈরভিধীয়তে ॥ ৪

তস্য প্রকৃতিরুদ্দিষ্টা দোষাঃ শারীরমানসাঃ ।
দেহিনং ন হি নির্দ্দোষং জ্বরঃ সমুপসেবতে ॥
ক্ষয়স্তমো জ্বরঃ পাপ্মা মৃত্যুশ্চোক্তোঽয়মাত্মজঃ ।
কর্ম্মভিঃ ক্লিশ্যমানানাং পঞ্চত্বপ্রত্যয়াৎ নৃণাম্ ॥ ৬
ইত্যস্য প্রকৃতিঃ প্রোক্তা প্রবৃত্তিস্তু পরিগ্রহঃ ।
নিদানে পূর্ব্বমুদ্দিষ্টা রুদ্রকোপাচ্চ দারুণাৎ ॥ ৭
দ্বিতীয়ে হি যুগে সর্ব্বমক্রোধব্রতমাস্থিতম্ ।
দিব্যং সহস্রং বর্ষাণামসুরা অভিদুদ্রুবুঃ ॥
তপোবিঘ্নং শমীকর্ত্তুং তপোবিঘ্নং মহাত্মনাম্ ।
পশ্যন্ সমর্থশ্চোপেক্ষাশ্চক্রে দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥
পুনর্মাহেশ্বরং ভাগং ধ্রুবং দক্ষপ্রজাপতিঃ ।
প্রায়ো ন কল্পয়ামাস প্রোচ্যমানঃ সুরৈরপি
পাশুপত্যা ঋচো যাশ্চ শৈবাশ্চাহুতয়শ্চ যাঃ ।
যজ্ঞসিদ্ধিকৃতস্তাভির্হীনঞ্চৈব স ইষ্টবান্ ॥

জ্বর-সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি কহিয়াছিলেন যে, জ্বর, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সন্তাপজনক, সর্ব্বরোগের অগ্রজ, সর্ব্বরোগ অপেক্ষা বলবান্ এবং রোগাদিগের প্রধান। সেই প্রাণিশত্রু এবং জন্ম ও মৃত্যুকালে অবশ্যম্ভাবী জ্বর-রোগের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, প্রভাব, কারণ-সমূহ, পূর্ব্বরূপ, অধিষ্ঠান, বল, কাল, লক্ষণ ও বিধিভেদ আর ভিন্ন ভিন্ন জ্বরের পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি; আম ও জীর্ণজ্বরের ঔষধ ও চিকিৎসাক্রম; জ্বরমুক্তির ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন; জ্বরমুক্ত ব্যক্তিকে যে কারণে যত দিন পর্য্যন্ত সাবধানে রাখিতে হয়; যে জন্য জ্বর শান্ত হইয়াও যে সকল কারণে পুনরাবৃত্ত হয় এবং যে সকল চিকিৎসা দ্বারা সেই পুনরাবৃত্তি শান্ত হয়; হে ভগবন্! জগতের হিতার্থে সেই সকল ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হউক। ২। অগ্নিবেশের সেই কথা শুনিয়া গুরু পুনর্ব্বসু কহিলেন, হে সৌম্য! জ্বর-সম্বন্ধে যাহা উপদেশ দিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৩। জ্বর, বিকার, রোগ, ব্যাধি ও আতঙ্ক; এই সকল একার্থক নাম। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নামে জ্বর অভিহিত হয়। ৪। শারীর ও মানসিক দোষ জ্বরের প্রকৃতি (উৎপত্তির কারণ)। নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে জ্বর আশ্রয় করে না। ৫। এই আত্মজ (স্বকৃত দুষ্কৃতি হইতে উৎপন্ন) জ্বর, ক্ষয়, তমঃ, পাপ্মা ও মৃত্যু বলিয়া অভিহিত হয়। মানুষের স্বকর্ম্ম দ্বারা ক্লিশ্যমান হওয়াতেই তাহাদের পঞ্চত্ব হয় দেখা যায়। ৬। এইরূপে জ্বরের উৎপত্তিকারণ বলা হইল। প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ উৎপত্তি। পূর্ব্বে নিদানস্থানে বলা হইয়াছে যে, নিদারুণ রুদ্রকোপ হইতে জ্বরের উৎপত্তি হয়। ৭। জনশ্রুতি এই যে, ত্রেতাযুগে মহাদেব দিব্য সহস্র বৎসর সর্ব্বতোভাবে অক্রোধব্রত অবলম্বন করিলে অসুরেরা উপদ্রব করিয়াছিল। তাহাতে মহর্ষিদিগের তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়াছিল; কিন্তু পাছে তাঁহাদের তপোবিঘ্ন নিবারণ করিতে গেলে নিজের অক্রোধব্রতের বিঘ্ন হয়, এই জন্য তিনি তাহাতে সমর্থ হইলেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ দেবগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও মহেশ্বরের প্রাপ্য যজ্ঞভাগ স্বীকার করেন নাই। পরন্তু, তিনি পাশুপত্য ঋক্‌সমূহ ও যজ্ঞসিদ্ধির শৈব আহুতি

অথোত্তীর্ণব্রতো দেবো বুদ্ধা দক্ষব্যতিক্রমম্।
রুদ্রো রৌদ্রং পুরস্কৃত্য ভাবমাত্মবিদাত্মনঃ॥
সৃষ্ট্বা ললাটে চক্ষুর্বৈ দগ্ধা তানসুরান্ প্রভুঃ।
বাণং ক্রোধাগ্নিসন্তপ্তমসৃজৰ্চ্ছক্রনাশনম্॥
ততো যজ্ঞঃ স বিধ্বস্তো ব্যথিতাশ্চ দিবৌকসঃ
দাহব্যথাপরীতাশ্চ ভ্রান্তা ভূতগণা দিশঃ॥ ৮
অথেশ্বরং দেবগণাঃ সহ সপ্তর্ষিভির্বিভুম্।
বাগ্ভিঃ স্থিতোঽস্তুবন্ যাবচ্ছিবে ভাবে শিবঃ স্থিতঃ॥
শিবং শিবায় ভূতানাং স্থিতং জ্ঞাত্বা কৃতাঞ্জলিঃ
ক্রোধাগ্নিরুক্তবান্ দেবমহং কিংকরবাণি তে॥ ৯
তমুবাচেশ্বরঃ ক্রোধং জ্বরো লোকে ভবিষ্যসি
জন্মাদৌ নিধনে চ ত্বমপি চাবান্তরেষু চ॥
সন্তাপঃ সারুচিস্তৃষ্ণা চাঙ্গমর্দ্দো হৃদিব্যথা।
জ্বরপ্রভাবো জন্মাদৌ নিধনে চ মহত্তমঃ॥ ১০

প্রকৃতিশ্চ প্রবৃত্তিশ্চ প্রভাবশ্চ প্রদর্শিতঃ।
নিদানে কারণাস্তষ্টৌ পূর্ব্বোক্তানি বিভাগশঃ
আলস্যং নয়নে সাস্রে জৃম্ভণং গৌরবং ক্লমঃ।
জ্বলনাতপবায়ম্বু ভক্তিদ্বেষাবনিশ্চিতৌ॥
অবিপাকাস্যবৈরস্যং হানিশ্চ বলবর্ণয়োঃ।
শীলবৈকৃতমল্পঞ্চ জ্বরলক্ষণমগ্রজম্॥
কেবলং সমনস্কঞ্চ জ্বরাধিষ্ঠানমুচ্যতে॥ ১৩
শরীরবলকালস্ত নিদানে সম্প্রদর্শিতঃ॥ ১৪
জ্বরপ্রত্যাত্মিকং লিঙ্গং সন্তাপো দেহমানসঃ।
জ্বরেণাবিশতা ভূতং ন হি কিঞ্চিন্ন তপ্যতে॥ ১৫
দ্বিবিধো বিধিভেদেন জ্বরঃ শারীরমানসঃ।
পুনশ্চ দ্বিবিধো দৃষ্টঃ সৌম্যশ্চাগ্নেয় এব চ॥
অন্তর্ব্বেগো বহির্ব্বেগো দ্বিবিধঃ পুনরুচ্যতে।
প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব সাধ্যশ্চাসাধ্য এব চ॥

সমূহ পরিহার করিয়াই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ব্রত হইতে উত্তীর্ণ হইবার পর আত্মবিৎ রুদ্রদেব দক্ষের ব্যতিক্রম বুঝিতে পারিয়া আপনার রৌদ্রভাব প্রকাশপূর্ব্বক ললাটে অগ্নিময় চক্ষু ধারণ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা প্রভু প্রথমতঃ অসুরদিগকে দগ্ধ করিয়া ক্রোধাগ্নিসন্তপ্ত যজ্ঞনাশন বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে সেই যজ্ঞ নষ্ট হইল, দেবতারা ব্যথিত হইলেন এবং ভূতগণ দাহ ও ব্যথায় আক্রান্ত হইয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল। ৮। অনন্তর দেবগণ সপ্তর্ষিদিগের সহিত বিভু মহাদেবকে নানাপ্রকার বাক্য দ্বারা স্তব করিলে মহাদেব ভূতগণের মঙ্গলার্থ পুনর্ব্বার শৈব ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন মহাদেবের সেই ক্রোধাগ্নি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, হে দেব! আমি এক্ষণে কি করিব? ৷ ৯। তখন ঈশ্বর ক্রোধকে কহিলেন যে, তুমি জগতে জ্বর হইয়া বাস কর। তুমি জীবের জন্ম মৃত্যু ও জীবিতকালে আবির্ভূত থাকিবে। সন্তাপ, অরুচি, তৃষ্ণা, অঙ্গমর্দ্দ ও হৃদয়ব্যথা [illegible]

আবির্ভূত হয় [জন্মের প্রারম্ভে সেই অজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হওয়াতেই জীব পূর্ব্বজন্মের কথা সকল বিস্মৃত হয়]। ১০। জ্বরের উৎপত্তি-কারণ, উৎপত্তি ও প্রভাব প্রদর্শিত হইল। পূর্ব্বে নিদানস্থানে বিভাগক্রমে ইহার আট প্রকার কারণ উক্ত হইয়াছে। [আট প্রকার কারণ যথা—বায়ু, পিত্ত, কফ, বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মা, বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্তশ্লেষ্মা এবং আগন্তু]। ১১। আলস্য, অশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয়, জৃম্ভণ, গুরুতা, ক্লান্তি, অগ্নি, আতপ, বায়ু ও জলে কখন ইচ্ছা, কখন দ্বেষ, অবিপাক, মুখবৈরস্য, বল ও বর্ণের হানি ও স্বভাবের অল্প বিকৃতি এই গুলি জ্বরের পূর্ব্বরূপ। ১২। মনের সহিত বর্ত্তমান শরীর জ্বরের অধিষ্ঠান। [অর্থাৎ জ্বরে মন ও শরীর উভয়ই আক্রান্ত হয়]। ১৩। শরীরের অবস্থা এবং জ্বরের বল ও কাল নিদানস্থানে বর্ণনা করা গিয়াছে। ১৪। জ্বরের লক্ষণ যথা,—দৈহিক ও মানসিক সন্তাপ সর্ব্বজ্বরের সাধারণ লক্ষণ। এমন জন্তু নাই, জ্বর হইলে যাহার সন্তাপ না হয়। ১৫। জ্বরের বিধিভেদ (প্রকার ভেদ) যথা,—শারীর [illegible]

পুনঃ পঞ্চবিধো দৃষ্টো দোষকালবলাবলাৎ।
সন্ততঃ সততোঽন্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকৌ॥ ১৬
পুনরাশ্রভেদেন ধাতুনাং সপ্তধা মতঃ।
ভিন্নঃ কারণভেদেন পুনরষ্টবিধো জ্বরঃ॥ ১৭
শারীরো জায়তে পূর্ব্বদেহে মনসি মানসঃ।
বৈচিত্ত্যমরতির্গ্লানির্মনসন্তাপলক্ষণম্।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ বৈকৃত্যং দেহসন্তাপলক্ষণম্॥ ১৮
বাতপিত্তাত্মকঃ শীতমুষ্ণং বাতকফাত্মকঃ।
ইচ্ছত্যুভয়মেতৎ তু জ্বরো ব্যামিশ্রলক্ষণঃ॥ ১৯
যোগবাহঃ পরং বায়ুঃ সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ।
দাহকৃৎ তেজসা যুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ॥
অন্তর্দ্দাহোঽধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ।
সন্ধ্যস্থিশূলমস্বেদো দোষবর্চ্চবিনিগ্রহঃ॥

এবং সাধ্য ও অসাধ্যভেদে জ্বর দুই দুই প্রকার। আবার দোষ ও কালের বলাবল হেতু পঞ্চবিধ হয়; যথা—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক। আবার সপ্তধাতুর আশ্রয়ভেদে সাত প্রকার এবং বাতপিত্তাদি কারণভেদে আট প্রকার। ১৬। শারীরজ্বর প্রথমতঃ শরীরে ও মানসজ্বর মনে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বিকৃতচিত্ততা,অনবস্থিত-চিত্ততা ও গ্লানি মানসিক সন্তাপের লক্ষণ আর ইন্দ্রিয়গণের বিকৃতি দৈহিক সন্তাপের লক্ষণ। ১৭। বাতপিত্তাত্মক জ্বর শীতল ইচ্ছা করে এবং বাতকফাত্মক জ্বর উষ্ণ ইচ্ছা করে। আর উভয়াত্মক জ্বর শীত ও উষ্ণ উভয়ই ইচ্ছা করে। ১৮। বায়ু যোগবাহ অর্থাৎ যখন যাহার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহার অর্থই সম্পাদন করে। ইহা উভয়ার্থকারী অর্থাৎ তেজের সহিত যুক্ত হইলে দাহকৃৎ হয় এবং সোমের সহিত যুক্ত হইলে শীতকৃৎ হয়। [অর্থাৎ বায়ু নিজে শীতল হইলেও উহা উষ্ণ ইচ্ছা করে না। যখন পিত্তের সহিত মিলিত হয়, তখনই শীত ইচ্ছা করে। আর কফের সহিত মিলিত হইলেই উষ্ণ ইচ্ছা করে]। ১৯। অন্তর্ব্বেগ জ্বরের লক্ষণ;—অত্যন্ত অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধিশূল,

অন্তর্ব্বেগস্য লিঙ্গানি জ্বরস্যৈতানি লক্ষয়েৎ॥
সন্তাপোঽভ্যধিকো বাহ্যস্তৃষ্ণাদীনাঞ্চ মার্দ্দবম্।
বহির্ব্বেগস্য লিঙ্গানি সুখসাধ্যত্বমেব চ॥ ২১
প্রাকৃতঃ সুখসাধ্যস্তু বসন্তশরদুদ্ভবঃ।
কালপ্রকৃতিমুদ্দিশ্য প্রোচ্যতে প্রাকৃতো জ্বরঃ॥২২
উষ্ণমুষ্ণেন সংবৃদ্ধং পিত্তং শরদি কুপ্যতি।
চিতঃ শীতে কফশ্চৈবং বসন্তে সমুদীর্য্যতে॥২৩
বর্ষাস্বম্লবিপাকাভিরোষধীভিঃ সবারিভিঃ।
সঞ্চিতং পিত্তমুৎক্লিষ্টং শরদ্যাদিত্যতেজসা॥
জ্বরং সঞ্জনয়ত্যাশু তস্য চানুবলঃ কফঃ।

অস্থিশূল, অস্বেদ (ঘর্ম্মহীনতা), দোষ ও বিষ্ঠার বিনিগ্রহ—এই সকল অন্তর্ব্বেগ জ্বরের লক্ষণ। [দোষদিগের বিনিগ্রহ—অর্থাৎ বাহ্যতঃ দোষদিগের প্রকাশ হয় না, স্পর্শাদি দ্বারা সহসা অনুভব করা যায় না। বিষ্ঠার বিনিগ্রহ—অর্থাৎ বিষ্ঠার বিবন্ধ]। ২০। বহির্ব্বেগ জ্বরের লক্ষণ;—অত্যন্ত বাহ্যসন্তাপ এবং তৃষ্ণা প্রভৃতির অলসতা এবং সুখ-সাধ্যতা বহির্ব্বেগ জ্বরের লক্ষণ। ২১। বসন্ত ও শরৎকালের জ্বর প্রাকৃত ও সুখসাধ্য। কালের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াই এ স্থলে জ্বরকে প্রাকৃত বলা হইতেছে। শরৎকালে পিত্তজ্বর ও বসন্তে কফজ্বর তত্তৎ কালের প্রকৃতি বিরুদ্ধ নহে। উষ্ণ স্বভাব পিত্ত শরৎকালে উষ্ণ দ্বারা সংবৃদ্ধ হইয়া কুপিত হয়। আর শীতকালের সঞ্চিত কফ বসন্তে কুপিত হইয়া থাকে। [বর্ষা শরৎ ও বসন্ত ঋতু ক্রমান্বয়ে বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকৃত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার বিপর্য্যয় কালকে বিকৃত কাল বলে। বিকৃত কালের রোগ দুঃসাধ্য এবং প্রকৃত কালের রোগ সুখসাধ্য, কিন্তু বায়ুর প্রকৃতকালও দুঃসাধ্য। ইতি মাধব নিদান]।২২। বর্ষাকালে ওষধি ও বারিসমূহ অম্লবিপাক হয়। সেই জন্য তৎ-কালে পিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং শরৎ-কালে সূর্য্যের তেজে কুপিত হয়। তাহাতে জ্বর উৎপন্ন হয়। সেই জ্বরে কফ অনু-

প্রকৃত্যৈব বিসর্গাচ্চ তত্র নানাশনাদ্ভয়ম্ ॥
অদ্ভিরোষধিভিশ্চৈব মধুরাভিশ্চিতঃ কফঃ।
হেমন্তে সূর্য্যসন্তপ্তো ন বসন্তে প্রকুপ্যতি॥
বসন্তে শ্লেষ্মণা তস্মাজ্জ্বরঃ সমুপজায়তে।
আদানমধ্যে তস্যাপি বাতপিত্তং ভবেদনু ॥
আদাবন্তে চ মধ্যে চ জ্ঞাত্বা দোষবলাবলম্।
শরদ্বসন্তয়োর্বিদ্বান্ জ্বরস্য প্রতিকারয়েৎ ॥ ২৪
কালপ্রকৃতিমুদ্দিশ্য নির্দ্দিষ্টঃ প্রাকৃতো জ্বরঃ।

থাকে। অতএব পিত্ত ও কফের দ্রবস্বভাব এবং বিসর্গকালের [শরৎকাল বিসর্গকালের অন্তর্গত] সরসস্বভাব বলিয়া এই জ্বরে উপবাসে ভয় নাই। [আমদোষ জন্যই জ্বর হয়, উপবাসে আম নষ্ট হয়, অতএব জ্বরে উপবাস বিধি, কিন্তু বাতজ্বরে উপবাস সহ্য হয় না; সুতরাং বাতজ্বরে চিকিৎসার বিরোধ হয়, কিন্তু পিত্ত-শ্লেষ্ম জ্বরে উপবাসের বিরোধ নাই]। ২৩। শীতকালে জল ঔষধি সকল মধুরবিপাক হয়। এইজন্য কফ শীতকালে সঞ্চিত হয় এবং বসন্তকালে সূর্য্যতাপে গলিত হওয়াতে কুপিত হইয়া থাকে। এই জন্য বসন্তকালের জ্বর শ্লেষ্মা হইতে সমুৎপন্ন হয়। আদানকালে উৎপন্ন হইলেও এই জ্বরে বাতপিত্ত অনুবল থাকে [অর্থাৎ এই জ্বর কফপ্রধান হইলেও সান্নিপাতিক হয়] বায়ু যোগবাহ বলিয়া পিত্তের অনুগত হয়, আবার পিত্ত ও শ্লেষ্মার দ্রবস্বভাব বশতঃ অনশন সহ্য হইয়া থাকে; সুতরাং এ স্থলেও চিকিৎসার ব্যাঘাত হয় না। শরৎ ও বসন্তের আদি অন্ত ও মধ্যে দোষের বলাবল ভিন্ন ভিন্ন হয়, বিদ্বান্ চিকিৎসক এই সকল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবেন। ২৪। কালের প্রকৃতি উদ্দেশ করিয়া প্রাকৃত জ্বর নির্দ্দেশ করা হইল। বাতজ জ্বর ও অন্ত কালে জাত বৈকৃত জ্বর প্রায়ই কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। [বাতজ্বরে লঙ্ঘন খাটে না, অথচ জ্বরের আমাবস্থায় লঙ্ঘন আবশ্যক হয়, এই জন্য চিকিৎসার ব্যাঘাত হয়। বৎস-

প্রায়েণানিলজো দুঃখঃ কালেষন্যেষু বৈকৃতঃ ॥
হেতবো বিবিধাস্তস্য নিদানে সম্প্রদর্শিতাঃ ॥ ২৭
বলবৎ স্বল্পদোষেষু জ্বরঃ সাধ্যোঽনুপদ্রবঃ ॥
হেতুভির্বহুভির্জাতো বলিভির্বহুলক্ষণঃ।
জ্বরঃ প্রাণান্তকৃদ্‌যশ্চ শীঘ্রমিন্দ্রিয়নাশনঃ ॥ ২৮
সপ্তাহাদ্বা দশাহাদ্বা দ্বাদশাহাৎ তথৈব চ।
সপ্রলাপভ্রমশ্বাসস্তীক্ষ্ণো হন্যাজ্জ্বরো নরম্ ॥ ২৯
জ্বরঃ ক্ষীণস্য শূনস্য গম্ভীরো দৈর্ঘ্যরাত্রিকঃ।
অসাধ্যো বলবান্ যশ্চ কেশসীমন্তকৃজ্জ্বরঃ ॥ ৩০
স্রোতোভির্বিসৃতা দোষা গুরবো রসবাহিভিঃ
সর্ব্বগাত্রানুগাস্তব্ধা জ্বরং কুর্ব্বন্তি সন্ততম্ ॥
দ্বাদশাহং দশাহং বা সপ্তাহং বা সুদুঃসহঃ।

নাভ আমদোষনাশক অথচ বাতনাশক, এই জন্য বাতজ্বরে বৎসনাভের বিশেষ উপযোগিতা হয়; বৎসনাভ প্রচলিত হওয়ার পর হইতে বাতজ্বর সুখসাধ্য হইয়াছে। অন্তকালের বৈকৃত জ্বর কষ্টসাধ্য বলা হইয়াছে, যেমন শীতকাল আদানকাল বলিয়া তৎকালে উপবাস করা উচিত হয় না, অথচ পিত্তজ্বরে উপবাস করা উচিত; অতএব শীতকালে পিত্তজ্বর হইলে চিকিৎসার ব্যাঘাত হয়]। ২৫। জ্বরের বিবিধ প্রকার হেতু সকল নিদানস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ২৬। বলবানের অল্প দোষযুক্ত উপদ্রববিহীন জ্বর সুখসাধ্য। ২৭। বহুবিধ বলবান্ হেতু হইতে জাত বহুলক্ষণবিশিষ্ট জ্বর প্রাণান্তকারক এবং শীঘ্র ইন্দ্রিয়দিগকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ২৮। যে তীক্ষ্ণ জ্বরে প্রলাপ ভ্রম ও শ্বাস বর্ত্তমান থাকে, তাহা সপ্তাহ বা দশাহ বা দ্বাদশাহে মানুষকে বধ করিয়া থাকে। ২৯। ক্ষীণ ও শোথী ব্যক্তির গম্ভীর ও দৈর্ঘরাত্রিক জ্বর অসাধ্য। আর যে বলবান্ জ্বর কেশের সীমান্ত উৎপাদন করে, তাহাও অসাধ্য। ৩০। সন্ততজ্বর;—যে সকল স্রোতঃ আমাশয় হইতে আহাররস বহন করে, সেই সকল স্রোতঃ দ্বারা গুরুদোষ সকল সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত ও স্তব্ধ হইয়া সন্ততজ্বর উৎপাদন

স শীঘ্রং শীঘ্রকারিত্বাৎ প্রশমং যাতি হন্তি বা॥
কালদূষ্যপ্রকৃতিভির্দোষস্তুল্যো হি সন্ততম্।
নিষ্প্রত্যনীকং কুরুতে তস্মাৎ জ্ঞেয়ঃ সুদুঃসহঃ॥
যথা ধাতুং তথা মূত্রং পুরীষঞ্চানিলাদয়ঃ।
অনুবধ্নন্তি যুগপদবশ্যং সন্ততে জ্বরে॥
স শুদ্ধ্যা বাপ্যশুদ্ধ্যা বা রসাদীনামশেষতঃ।
সপ্তাহাদিষু কালেষু প্রশমং যাতি হন্তি বা॥
যদা তু নাতিশুধ্যন্তি ন বা শুধ্যন্তি সর্ব্বশঃ।
দ্বাদশৈতে সমুদ্দিষ্টাঃ সন্ততস্থাশ্রয়াস্তদা॥
বিসর্গং দ্বাদশে কৃত্বা দিবসে ব্যক্তলক্ষণঃ।
দুর্লভোপশমঃ কালং দীর্ঘমপ্যনুবর্ত্ততে॥
ইতি বুদ্ধ্বা জ্বরং বৈদ্য উপক্রামেৎ তু সন্ততম্।
ক্রিয়াক্রমাবধৌ যুক্তঃ প্রায়ঃ প্রাগপতর্পণৈঃ॥ ৩১
রক্তধাত্বাশ্রয়ঃ প্রায়ো দোষঃ সততকং জ্বরম্।
স প্রত্যনীকং কুরুতে কালবৃদ্ধিক্ষয়াত্মকঃ॥
অহোরাত্রে সততকো দ্বৌ কালাবনুবর্ত্ততে।
কালপ্রকৃতিদূষ্যাণাং প্রাপ্যৈবান্যতমাদ্বলম্॥৩২
দোষো মেদাবহা রুদ্ধা নাড়ীরন্যেদ্যুষ্কং জ্বরম্।
স প্রত্যনীকঃ কুরুতে এককালমহর্নিশম্॥
দোষোঽস্থিমজ্জগঃ কুর্য্যাৎ তৃতীয়কচতুর্থকৌ।
গতির্দ্ব্যেকান্তরান্যেদ্যুর্দোষস্যোক্তান্তথা পরৈঃ॥
রক্তমেবাভিসংসৃজ্য কুর্য্যাদন্যেদ্যুষ্কং জ্বরম্।
মাংসস্রোতাংস্যনুসৃতো জনয়েৎ তু তৃতীয়কম্॥
জ্বরং দোষঃ সংস্থতো হি মেদোমার্গং চতুর্থকম্
অন্যেদ্যুষ্কঃ প্রতিদিনং দিনং ক্ষিপ্ত্বা তৃতীয়কঃ।
দিনদ্বয়ং যো বিশ্রাম্য প্রত্যেতি স চতুর্থকঃ॥৩৩
অধিশেতে যথা ভূমিং বীজং কালে চ রোহতি
অধিশেতে তথা ধাতুং দোষঃ কালে চ
কুপ্যতি॥ ৩৪

করে। এই সুদুঃসহ জ্বর দ্বাদশাহ, দশাহ বা সপ্তাহ অবিচ্ছেদে থাকে, ইহা শীঘ্রকারী বলিয়া শীঘ্র প্রশমিত হয়, অথবা বধ সাধন করে। দোষ কাল, দূষ্য ও প্রকৃতির তুল্য হইয়াও দুষ্প্রতিকার্য্য সন্ততজ্বর উৎপাদন করে, এই জন্য ইহা সুদুঃসহ। সন্ততজ্বরে বাত-পিত্তকফ যুগপৎ সপ্তধাতু মূত্র ও পুরীষের অবশ্যই অনুবন্ধ হয়। রস প্রভৃতি ধাতু ও মলদিগের শুদ্ধি বা অশুদ্ধি হওয়াতে সেই জ্বর সপ্তাহাদি কালেই হয় প্রশমিত হয়, না হয় বধ করে। সপ্তধাতু, ত্রিদোষ এবং মল ও মূত্র এই দ্বাদশটী সম্পূর্ণ বা সর্ব্বতো-ভাবে শুদ্ধ না থাকিলে সন্ততজ্বরের আশ্রয় হয়। কোন কোন সন্ততজ্বর দ্বাদশ দিবসে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া অব্যক্তভাবে দীর্ঘ-কাল অনুবর্ত্তন করে এবং কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। চিকিৎসক এই সকল বিবেচনা করিয়া বিধিপূর্ব্বক সন্ততজ্বরের চিকিৎসা করিবেন, আর প্রায় লঙ্ঘন দ্বারাই এই জ্বরের চিকিৎসা আবশ্যক। ৩১। দোষ প্রায় রক্তধাতুকেই আশ্রয় করিয়া সততকজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরের প্রতীকার আছে। যে দোষ ইহাকে উৎপাদন করে, তাহার কালে বৃদ্ধি ও কালে ক্ষয় হয়। সততক জ্বর কাল প্রকৃতি বা দূষ্যের বলে অহোরাত্রে দুইবার ঘটিয়া থাকে। ৩২। দোষ মেদোবহা নাড়ী সকল রুদ্ধ করিয়া অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরের প্রতীকার আছে। ইহা অহো-রাত্রের মধ্যে প্রত্যহ একবার করিয়া আসে। দোষ অস্থিগত হইলে তৃতীয়ক জ্বর (একদিন অন্তর জ্বর) ও মজ্জাগত হইলে চাতুর্থকজ্বর (দুদিন অন্তর জ্বর) উৎপন্ন হয়। চাতুর্থ,তৃতী-য়ক ও অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে যথাক্রমে জ্বরের বেগ দুই দিন অন্তর, একদিন অন্তর ও প্রতিদিন দেখা দেয়। দোষ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর উৎপাদন করে। মাংস-স্রোতঃসমূহে অনুগত হইয়া তৃতীয়ক জ্বর উৎ-পাদন করে ও মেদোমার্গে সংস্থত হইয়া চাতু-র্থক জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর প্রতিদিন হয়। তৃতীয়ক জ্বর একদিন অন্তর হয় এবং চাতুর্থকজ্বর দিনদ্বয় বিশ্রাম করিয়া আগমন করে। ৩৩। যেমন ভূমিতে রোপিত বীজ কালে অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ দোষ ধাতুতে রোপিত হইলেও কালে কুপিত

তে বৃদ্ধিং বলকালঞ্চ প্রাপ্য দোষাস্তৃতীয়কম্।
চতুর্থকঞ্চ কুর্ব্বন্তি প্রত্যনীকং বলক্ষয়াৎ॥
কৃত্বা বেগং গতবলাঃ শ্লেষ্মস্থানে ব্যবস্থিতাঃ।
পুনর্বিবৃদ্ধাঃ যে কালে জ্বরয়ন্তি নরং মলাঃ॥
কফপিত্তাৎ ত্রিকগ্রাহী পৃষ্ঠাদ্বাতককাত্মকঃ।
বাতপিত্তাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃ স্যাৎ তৃতীয়কঃ॥
চতুর্থকো দর্শয়তি প্রভাবং দ্বিবিধং জ্বরঃ।
জঙ্ঘাভ্যাং শ্লৈষ্মিকঃ পূর্ব্বং শিরস্তোঽনিল-
সম্ভবঃ॥ ৩৬

বিষমজ্বর এবান্যশ্চাতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ।
ত্রিবিধো ধাতুরেকৈকো দ্বিধাতুস্থঃ করোত্যয়ম্
প্রায়শঃ সন্নিপাতেন দৃষ্টঃ পঞ্চবিধো জ্বরঃ।
সন্নিপাতে তু যো ভূয়ান্ স দোষঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৮

ঋত্বহোরাত্রদোষাণাং মনসশ্চ বলাবলাৎ।
কালমর্থবশাচ্চৈব জ্বরস্তং তং প্রপদ্যতে॥ ৩৯
গুরুত্বং শীতমুদ্বেগঃ সদনং ছর্দ্দ্যরোচকৌ।
রসস্থিতে বহিস্তাপঃ সাঙ্গমর্দ্দো বিজৃম্ভণম্॥ ৪০
রক্তোত্থা পিড়কাস্তৃষ্ণা সরক্তং ষ্ঠীবনং মুহুঃ।
দাহরাগভ্রমমদাঃ প্রলাপো রক্তসংস্থিতে॥ ৪১
অন্তর্দ্দাহোঽধিকস্তৃষ্ণা গ্লানিঃ সংসৃষ্টবিট্‌কতা।
দৌর্গন্ধ্যং গাত্রবিক্ষেপো জ্বরে মাংসস্থিতে
ভবেৎ॥ ৪২
স্বেদস্তীব্রা পিপাসা চ প্রলাপারত্যভীক্ষ্ণশঃ।
স্বগন্ধস্যাসহত্বঞ্চ মেদঃস্থে গ্লান্যরোচকৌ॥ ৪৩
বিরেকবমনে চোভে সাস্থিভেদং প্রকূজনম্।
বিক্ষেপণঞ্চ গাত্রাণাং শ্বাসশ্চাস্থিগতে জ্বরে॥ ৪৪
হিক্কা শ্বাসস্তথা কাসস্তমসশ্চাতিদর্শনম্।

হয়। ৩৪। তৃতীয়ক জ্বর কফপিত্তসংসৃষ্ট হইলে ত্রিক স্থানে বেদনা উৎপাদন করিয়া উৎপন্ন হয়, বাতকফাত্মক হইলে পৃষ্ঠে বেদনা উৎপাদন করিয়া উৎপন্ন হয় এবং বাতপিত্ত-সংসৃষ্ট হইলে শিরোদেশে বেদনা উৎপাদন করিয়া উৎপন্ন হয়। ৩৫। চাতুর্থক জ্বর দ্বিবিধ প্রভাব প্রদর্শন করে। শ্লেষ্মোল্বণ হইলে জঙ্ঘাদ্বয়ে ও বাতোল্বণ হইলে শিরোদেশে বেদনা উৎপাদন করিয়া উৎপন্ন হয়। ৩৬। চাতুর্থক জ্বরের বিপর্য্যয় আর এক প্রকার বিষমজ্বর আছে [সেই জ্বর মধ্যে দুইদিন হয় এবং আদি ও অন্ত দিবসে হয় না, ইতি মাধব নিদানের পাঠ]। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দোষ অস্থিগত হইলে তৃতীয়ক জ্বর ও মজ্জাগত হইলে চাতুর্থক জ্বর হয়, অথচ দেখা যাইতেছে যে, উক্ত 'বিপর্য্যয়' জ্বর তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরের সমষ্টিমাত্র, অতএব এই জ্বরে দোষ অস্থি ও মজ্জাগত হয় বলিতে হইবে। এই জ্বর বাতাত্মক, পিত্তাত্মক ও কফাত্মক। ৩৭। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক; এই পঞ্চবিধ জ্বরকে বিষমজ্বর কহে। এই পঞ্চবিধ জ্বরেই প্রায় ত্রিদোষের লক্ষণ দেখা যায় এবং ত্রিদোষের মধ্যে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষেরই উল্লেখ হয়। ৩৮। ঋতু, দিন, রাত্রি, দোষ ও মনের বলাবল অনুসারে এবং কর্ম্ম-বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন জ্বর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৯। জ্বর রসস্থ হইলে শরীরে গুরুতা, শীত, উদ্বেগ, অবসাদ, বমন, অরুচি, বাহ্যতাপ, অঙ্গমর্দ্দ ও বিজৃম্ভণ হইয়া থাকে। ৪০। জ্বর রক্তস্থ হইলে মুহুর্মুহুঃ পিড়কা, তৃষ্ণা, রক্তযুক্ত নিষ্ঠীবন, দাহ, রক্তিমা, ভ্রম, মদ ও প্রলাপ হইয়া থাকে। ৪১। জ্বর মাংসস্থ হইলে অতিশয় অন্তর্দ্দাহ, তৃষ্ণা, গ্লানি, সংসৃষ্টবিট্‌কতা (বিড়্‌বিবন্ধ), দৌগন্ধ ও গাত্র-বিক্ষেপ হয়। [এই জ্বর ও অন্তর্বেগ জ্বরে দোষ ও পুরীষের বিবন্ধ বলা হইয়াছে, অত-এব এ স্থলে সংসৃষ্টবিট্‌কতা শব্দে বিড়্‌বিবন্ধ বুঝিতে হইবে]। ৪২। জ্বর মেদঃস্থ হইলে ঘর্ম্ম, তীব্র পিপাসা, প্রলাপ, সতত অস্থিরতা, নিজের গন্ধ নিজের অসহ্য এবং গ্লানি ও অরুচি হয়। ৪৩। জ্বর অস্থিগত হইলে বিরেক ও বমন উভয়ই হয়, অস্থিভেদ ও কণ্ঠকূজন হইতে থাকে এবং গাত্রবিক্ষেপ ও শ্বাস হয়। ৪৪। জ্বর মজ্জাগত হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস

মর্ম্মচ্ছেদো বহিঃ শৈত্যং দাহোঽন্তশ্চৈব মজ্জগে ॥ ৪৫
শুক্রস্থানগতে শুক্রমোক্ষং কৃত্বা বিনাশ্য চ।
প্রাণবায়্বগ্নিসোমৈশ্চ সার্দ্ধং গচ্ছত্যসৌ বিভুঃ।
রসরক্তাশ্রিতঃ সাধ্যো মেদোমাংসগতশ্চ যঃ।
অস্থিমজ্জগতঃ কৃচ্ছ্রঃ শুক্রস্থো নৈব সিধ্যতি ॥ ৪৭
হেতুভির্লক্ষণৈশ্চোক্তঃ পূর্ব্বমষ্টবিধো জ্বরঃ।
সমাসেনোপদিষ্টস্য ব্যাসতঃ শৃণু লক্ষণম্ ॥ ৪৮
শিরোরুক্ পর্ব্বণাং ভেদো দাহো রোমাং প্রহর্ষণম্ ॥
কণ্ঠাস্যশোষো বমথুস্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমোঽরুচিঃ।
স্বপ্ননাশোঽতিবাগ্‌জৃম্ভা বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ ॥৪৯
শীতকো গৌরবং তন্দ্রা স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাঞ্চ রুক্
শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদাপ্রবর্ত্তনম্।
সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ ॥ ৫০
মুহুর্দ্দাহো মুহুঃ শীতং স্বেদস্তম্ভৌ মুহুর্মুহুঃ
মোহঃ কাসোঽরুচিস্তৃষ্ণা শ্লেষ্মপিত্তপ্রবর্ত্তনম্।
লিপ্ততিক্তাস্যতা তন্দ্রা শ্লেষ্মপিত্তজ্বরাকৃতিঃ ॥৫১
সন্নিপাতজ্বরস্যোর্দ্ধং ত্রয়োদশবিধস্য হি।
প্রাক্ সূত্রিতস্য বক্ষ্যামি লক্ষণং বৈ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫২
বাতপিত্তোল্বণে বিদ্যাল্লিঙ্গং মন্দকফে জ্বরে।
ভ্রমঃ পিপাসা দাহশ্চ গৌরবং শিরসোঽতিরুক্।
শৈত্যং কাসোঽরুচিস্তন্দ্রা পিপাসা দাহরুগ্‌ব্যথা।
বাতশ্লেষ্মোল্বণে ব্যাধৌ লিঙ্গং পিত্তাবরে বিভুঃ
ছর্দ্দিঃ শৈত্যং মুহুর্দাহস্তৃষ্ণা মোহোঽস্থিবেদনা।

তমোদর্শন, মর্ম্মচ্ছেদ, বাহিরে শৈত্য ও অভ্যন্তরে দাহ হয়। [এই জ্বরকে পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা 'সেরিব্রোস্পাইনাল ফীবর' কহেন। ইহাতে রোগী বাঁচে না, বাঁচিলেও ইহার পরিণাম প্রায় পক্ষাঘাতে মৃত্যু]। ৪৫। জ্বর শুক্রস্থ হইলে শুক্রমোক্ষণ হইতে থাকে এবং আত্মা শরীরকে বিনাশ করিয়া প্রাণ এবং বাতপিত্তকফের সহিত প্রস্থান করেন। ৪৬। জ্বর রসাশ্রিত ও রক্তাশ্রিত হইলে সাধ্য; মেদোগত, মাংসগত, অস্থিগত ও মজ্জাগত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং শুক্রস্থ হইলে অসাধ্য হয়। ৪৭। পূর্ব্বে অষ্টবিধ জ্বরের হেতু ও লক্ষণ সকল সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বিস্তারপূর্ব্বক কহিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৮। বাতপিত্ত জ্বর;—শিরোরুক্ (মাথা বেদনা), পর্ব্বভেদ (গাঁট কামড়ানি), দাহ, রোমাঞ্চ, কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, বমি, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, অরুচি, নিদ্রানাশ, অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে বাচলতা ও জৃম্ভা বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ। [দ্বিদোষজ জ্বরকে ডাক্তারেরা 'রেমিটেণ্ট' বলেন। রেমিটেণ্ট জ্বর তিন প্রকার, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক। তন্মধ্যে বাতপৈত্তিক রেমিটেণ্ট জ্বরের প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম হয়। সন্ধ্যাকালেও কিঞ্চিৎ [illegible] থাকে। এইরূপ পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরের শেষ রাত্রে ও অপরাহ্ণে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম হয় এবং বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের মধ্যাহ্নে ও মধ্য রাত্রে বিশ্রাম হইয়া থাকে]। ৪৯। বাতশ্লেষ্ম জ্বর;—শীত, গুরুতা, তন্দ্রা, স্তৈমিত্য, পর্ব্ববেদনা, শিরোবেদনা, প্রতিশ্যায়, কাস, স্বেদের অতিপ্রবৃত্তি, সন্তাপ ও জ্বরের মধ্যবেগ এই সকল বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ। ৫০। পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর;—মুহূর্দাহ, মুহুঃশীত, মুহুর্মুহুঃ ঘর্ম্ম ও স্তম্ভ, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্লেষ্মা ও পিত্তের প্রবৃত্তি, মুখের লিপ্ততা ও তিক্ততা আর তন্দ্রা; এই সকল পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ। ৫১। পূর্ব্বে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বরের সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে; এক্ষণে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিতেছি। [সন্নিপাত জ্বরকেই ভাষায় বিকার বলে, ইহাতে সংজ্ঞার বিকার থাকে বলিয়াই ইহাকে বিকার কহে] ৫২। বাতপিত্তোল্বণ হীনকফ জ্বরের লক্ষণ যথা;—ভ্রম, পিপাসা, দাহ, গৌরব ও অত্যন্ত শিরোবেদনা। ৫৩। বাতশ্লেষ্মোল্বণ ও হীনপিত্ত সন্নিপাতের লক্ষণ যথা;—শৈত্য, কাস, অরুচি, তন্দ্রা, পিপাসা, দাহ, বেদনা ও যাতনা। ৫৪। পিত্তকফোল্বণ ও হীন-

মন্দবাতে ব্যবস্থস্তে লিঙ্গং পিত্তকফোল্বণে ॥ ৫৫
সন্ধ্যস্থিশিরসঃ শূলং প্রলাপো গৌরবং ভ্রমঃ।
বাতোল্বণে স্যাদ্দ্ব্যনুগে তৃষ্ণা কণ্ঠাস্যশোষতা।
রক্তবিণ্মূত্রতা দাহঃ স্বেদস্তৃড়্‌বলসংক্ষয়ঃ।
মূর্চ্ছা চাতি ত্রিদোষে স্যাল্লিঙ্গং পিত্তে গরীয়সি ॥ ৫৭
আলস্যারুচিহৃল্লাসদাহতৃষ্ণাবমিভ্রমৈঃ।
কফোল্বণং সন্নিপাতং তন্দ্রা কাসেন চাদিশেৎ ॥
প্রতিশ্যা ছর্দ্দিরালস্যং তন্দ্রারুচ্যগ্নিমার্দ্দবম্।
হীনবাতে পিত্তমধ্যে চিহ্নং শ্লেষ্মাধিকে মতম্ ॥
হারিদ্রমূত্রনেত্রত্বং দাহস্তৃষ্ণা ভ্রমোঽরুচিঃ।
হীনবাতে মধ্যকফে লিঙ্গং পিত্তাধিকে মতম্ ॥
শিরোরুগ্‌বেপথুঃ শ্বাসঃ প্রলাপচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ।
হীনপিত্তে মধ্যকফে লিঙ্গং বাতাধিকে মতম্ ॥
শীতকং গৌরবং তন্দ্রা প্রলাপোঽস্থি-শিরোঽতিরুক্।
হীনপিত্তে বাতমধ্যে লিঙ্গং শ্লেষ্মাধিকে বিদুঃ ॥
পর্ব্বভেদোঽগ্নিমান্দ্যং চ তৃষ্ণা দাহোঽরুচির্ভ্রমঃ
কফহীনে বাতমধ্যে লিঙ্গং পিত্তাধিকে বিদুঃ ॥
শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়া মুখশোষোঽতিপার্শ্বরুক্।
কফহীনে পিত্তমধ্যে লিঙ্গং বাতাধিকে মতম্ ॥
সন্নিপাতজ্বরস্যোর্দ্ধমতো বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থিসন্ধিশিরোরুজঃ।
সাস্রাবে কলুষে রক্তে নির্ভুগ্নে চাপি দর্শনে ॥
সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ।
তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোঽরুচির্ভ্রমঃ।
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বা স্রস্তাঙ্গতা পরম্।
ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোন্মিশ্রিতস্য চ ॥
শিরসো লোঠনং তৃষ্ণা নিদ্রানাশো হৃদি ব্যথা
স্বেদমূত্রপুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ ॥
কৃশত্বং নাতিগাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনম্।
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্ ॥

বায়ু সন্নিপাতের লক্ষণ যথা ;—বমি, মুহুঃ-শৈত্য, মুহুর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ ও অস্থিবেদনা। ৫৫। বাতোল্বণ ও হীনপিত্তকফ সান্নিপাতের লক্ষণ যথা ;—সন্ধিশূল, অস্থিশূল, শিরঃশূল, প্রলাপ, গৌরব, তৃষ্ণা, কণ্ঠশোষ ও মুখশোষ। ৫৬। পিত্তোল্বণ ও হীনবাতকফ সন্নিপাতের লক্ষণ যথা ;—রক্তভেদ, রক্তমূত্র, দাহ, স্বেদ, তৃষ্ণা, বলসংক্ষয় ও অতিশয় মূর্চ্ছা। ৫৭। শ্লেষ্মোল্বণ ও হীন-বাতপিত্ত সন্নিপাতের লক্ষণ যথা ;—আলস্য, অরুচি, হৃল্লাস (গা বমি), দাহ, বমি, তৃষ্ণা, ভ্রম, তন্দ্রা ও কাস। ৫৮। হীনবাত পিত্ত-মধ্য ও শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতের লক্ষণ যথা,—প্রতিশ্যায়, বমি, আলস্য, তন্দ্রা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য। ৫৯। হীনবাত মধ্যকফ ও পিত্তোল্বণ সন্নিপাতের লক্ষণ যথা,—মূত্র ও নেত্রের হরিদ্রা বর্ণ, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম ও অরুচি। ৬০। হীনপিত্ত মধ্যকফ ও বাতোল্বণ সন্নিপাতের লক্ষণ যথা ;—শিরঃশূল, কম্প, শ্বাস, প্রলাপ, বমি ও অরুচি। ৬১। হীন-যথা ;—শীত, গৌরব, তন্দ্রা, প্রলাপ, অস্থিশূল ও শিরঃশূল। ৬২। হীনকফ বাতমধ্য পিত্তোল্বণ সন্নিপাতের লক্ষণ যথা—পর্ব্বভেদ, অগ্নিমান্দ্য, তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি ও ভ্রম। ৬৩। হীনবল যথা ;—শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, মুখশোষ ও অত্যন্ত পার্শ্ববেদনা। ৬৪। অনন্তর সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ বলিতেছি। যথা ;—ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত, অস্থিশূল, সন্ধিশূল ; শিরঃশূল ; নয়নদ্বয় জলস্রাবযুক্ত (বা পিঁচুটী পড়া), কলুষিত, রক্তবর্ণ ও নির্ভুগ্ন ; কর্ণনাদ ও কর্ণবেদনা ; কণ্ঠ যেন শূক (শুয়াপোকা) দ্বারা আবৃত, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা পরিদগ্ধা ও খরস্পর্শা অঙ্গ অত্যন্ত শিথিলভাবাপন্ন ; কফমিশ্রিত রক্ত ও পিত্তের নিষ্ঠীবন ; শিরোলোঠন (মাথা চালা), তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে ব্যথা, বিলম্বে ও অল্পে অল্পে স্বেদ, মূত্র ও পুরীষের দর্শন ; অথচ রোগীকে দেখিলে বিশেষ কৃশ বলিয়া বোধ হয় না ; সর্ব্বদা কণ্ঠকূজন, শরীরের শ্যাব ও রক্তবর্ণ

মূকত্বং স্রোতসাং পাকো গুরুত্বমুদরস্য চ
চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ ॥৬৫
দোষে বিবৃদ্ধে নষ্টেঽগ্নৌ সর্ব্বসম্পূর্ণলক্ষণঃ।
সন্নিপাতজ্বরোঽসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যস্ততোঽন্যথা ॥ ৬৬
নিদানে ত্রিবিধা প্রোক্তা যা পৃথক্জ্বরাকৃতিঃ।
সংসর্গসন্নিপাতানাং তথা চোক্তং স্বলক্ষণম্ ॥৬৭
আগন্তুরষ্টমো যস্তু স নির্দ্দিষ্টশ্চতুর্ব্বিধঃ।
অভিঘাতাভিষঙ্গাভ্যামভিচারাভিশাপতঃ ॥
শস্ত্রলোষ্ট্রকশাকাষ্ঠমুষ্ট্যরত্নিতলদ্বিজৈঃ।
তদ্বিধৈশ্চ হতে গাত্রে জ্বরঃ স্যাদভিঘাতজঃ ॥
তত্রাভিঘাতজো বায়ুঃ প্রায়ো রক্তং প্রদূষয়ন্।
সব্যথাশোথবৈবর্ণ্যং করোতি সরুজং জ্বরম্ ॥
কামশোকভয়ক্রোধৈরভিষক্তস্য যো জ্বরঃ।
সোঽভিষঙ্গজ্বরো জ্ঞেয়ো যশ্চ ভূতাভিষঙ্গজঃ।
কামশোকভয়াদ্বায়ুঃ ক্রোধাৎ পিত্তং ত্রয়ো মলাঃ
ভূতাভিষঙ্গাৎ কুপ্যন্তি ভূতসামান্যলক্ষণঃ।
ভূতাধিকারে ব্যাখ্যাতং তদষ্টবিধলক্ষণম্ ॥ ৭০
বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাৎ তথান্যৈর্ব্বিষসম্ভবৈঃ।
অভিষিক্তস্য চাপ্যাহুর্জ্বরমেকেঽভিষঙ্গজম্।
চিকিৎসয়া বিষঘ্ন্যৈব প্রশমং লভতে নরঃ ॥ ৭১
অভিচারাভিশাপাভ্যাং সিদ্ধানাং যঃ প্রবর্ত্ততে
সন্নিপাতজ্বরো ঘোরঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সুদুঃসহঃ।
সন্নিপাতজ্বরস্যোক্তং লিঙ্গং যৎ তস্য তৎ স্মৃতম্
চিত্তেন্দ্রিয়শরীরাণামর্ত্তয়োঽস্যাশ্চ নৈকশঃ।
প্রয়োগস্ত্বভিচারস্য দৃষ্ট্বা শাপস্য চৈব হি ॥
স্বয়ং শ্রুত্বানুমানেন লক্ষ্যতে প্রশমেন বা।
বৈবিধ্যাদভিচারস্য শাপস্য চ পদাত্মকে।
যথাকর্ম্মপ্রয়োগেণ লক্ষণং স্যাৎ পৃথগ্বিধম্ ॥ ৭৩

(বাগ্‌রোধ), স্রোতঃসমূহের পাক (কেহ এইরূপ অর্থ করেন "নাড়ী সকল শুষ্ক হইয়া যায়"); উদরের গুরুত্ব এবং দোষসমূহের বিলম্বে পাক প্রাপ্তি এই সকল সন্নিপাত জ্বরের আকৃতি। ৬৫। দোষ বিবৃদ্ধ হইতে থাকিলে, অগ্নি নষ্ট হইলে ও সর্ব্বলক্ষণ সম্পূর্ণ হইলে সন্নিপাতজ্বর অসাধ্য হইয়া থাকে; নতুবা কষ্টসাধ্য হয়। ৬৬। নিদানস্থানে বাতজ্বর, পিত্তজ্বর ও কফজ্বরের লক্ষণ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই দোষের লক্ষণ মিলিত হইলে সংসর্গজ কহে এবং ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিত হইলে সন্নিপাত (সমষ্টি) কহে। ৬৭। অষ্টম প্রকার জ্বরের নাম আগন্তু। উহা চতুর্ব্বিধ। অভিঘাত হইতে উৎপন্ন, অভিষঙ্গ হইতে উৎপন্ন, অভিচার হইতে উৎপন্ন ও অভিশাপ হইতে উৎপন্ন। তন্মধ্যে অভিঘাতজ জ্বর শস্ত্র, লোষ্ট্র, কশা, কাষ্ঠ, মুষ্টি, চপেটাঘাত ও দন্তাঘাত হইতে উৎপন্ন হয়। ৬৮। অভিঘাত হইতে উৎপন্ন বায়ু প্রায় রক্তকে দূষিত করিয়াই ব্যথা, শোথ, বৈবর্ণ্য ও বেদনাযুক্ত জ্বর উৎপাদন করে। ৬৯। কাম, শোক, ভয়, ও ক্রোধে অভিষক্ত [আবিষ্ট] হইলে যে জ্বর হয়, তাহাকে অভিষঙ্গজ জ্বর কহে। আর এই জ্বর ভূতাবেশ হইতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাম শোক ও ভয় হইতে বায়ু, ক্রোধ হইতে পিত্ত এবং ভূতাভিষঙ্গ হইতে ত্রিদোষ কুপিত হয়। ভূতাবেশে ভূতসদৃশ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সেই অষ্টবিধ ভূতদোষ লক্ষণ ভূতাধিকারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৭০। কেহ কেহ কহেন যে, বিষবৃক্ষের বায়ুস্পর্শে কিংবা বিষসম্ভূত অন্য কোন দ্রব্যের অভিষঙ্গেও অভিষঙ্গ জ্বরের উৎপত্তি হয়। সে স্থলে বিষঘ্নী চিকিৎসা দ্বারাই রোগী শান্তি লাভ করে। ৭১। সিদ্ধদিগের অভিচার (মারণাদি) ও অভিশাপ হইতে যে ঘোর সন্নিপাত জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা সুদুঃসহ জানিবে। সন্নিপাত জ্বরের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহারও সেই লক্ষণ। ৭২। অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরে চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও শরীরের আরও অনেক প্রকার যাতনা হয়। অভিচার বা শাপ হইয়াছে কিনা তাহা স্বয়ং দেখিয়া বা শুনিয়াই বলা যায় আর অনুমান করিয়াও বলা যাইতে পারে; আর যদি জ্বর শান্তি কর্ম্ম দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও বলা যাইতে পারে। অভিচার ও অভিশাপ নানাপ্রকার বলিয়া ঐ

ধ্যাননিঃশ্বাসবহুলং লিঙ্গং কামজ্বরে স্মৃতম্।
শোকজে বাষ্পবহুলং ত্রাসপ্রায়ং ভয়জ্বরে॥
ক্রোধজে বহুসংরম্ভং ভূতাবেশে ত্বমানুষম্।
মূর্চ্ছামোহমদগ্লানিভূয়িষ্ঠং বিষসম্ভবে॥ ৭৪
কেষাঞ্চিদেষাং লিঙ্গানাং সন্তাপো জায়তে পুরঃ
পশ্চাৎ তুল্যন্তু কেষাঞ্চিদেষু কামজ্বরাদিষু॥ ৭৫
কামাদিজানামুদ্দিষ্টং জ্বরাণাং যদ্বিশেষণম্।
কামাদিজানাং রোগাণামন্যেষামপি তৎ স্মৃতম্॥
তে পূর্ব্বং কেবলাঃ পশ্চান্নিজৈর্ব্যামিশ্রলক্ষণাঃ
হেত্বৌষধিবিশিষ্টাশ্চ ভবন্ত্যাগন্তবো জ্বরাঃ॥ ৭৭
মনস্যভিদ্রুতে পূর্ব্বং কামাদ্যৈর্ন তথা বলম্।
জ্বরঃ প্রাপ্নোতি কামাদ্যৈর্যাবন্ন দূষ্যতি।
সংসৃষ্টাঃ সন্নিপতিতাঃ পৃথগ্বা কুপিতা মলাঃ।

ঐ জ্বরের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ হয়। কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অভিচার ও অভিশাপ ঘটিয়া থাকে। ৭৩। কামজ জ্বরের লক্ষণ ধ্যানবহুল ও নিশ্বাসবহুল; শোকজ জ্বরের লক্ষণ বাষ্পবহুল; ভয়জ জ্বরের লক্ষণ ত্রাসবহুল; ক্রোধজ জ্বরের লক্ষণ সংরম্ভবহুল; ভূতজ জ্বরের অমানুষ লক্ষণ এবং বিষজ জ্বরের লক্ষণ মূর্চ্ছা, মোহ, মদ ও গ্লানি। ৭৪। এই সকল কামাদি জ্বরের মধ্যে কোন কোন জ্বরের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে বা পশ্চাৎ বা সমকালে সন্তাপ (উষ্মা) দেখা দেয়। ৭৫। কামাদিজনিত জ্বরসমূহের যে সকল প্রভেদ কথিত হইল, কামাদিজনিত অন্যান্য রোগেরও সেই সকল প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৭৬। অভিঘাতাদিজনিত আগন্তুজ জ্বরে প্রথমতঃ অভিঘাতাদির লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, পরে নিজ দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হইয়া স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ করে। তখন উভয় লক্ষণ বিমিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়। আগন্তুজ জ্বরসমূহের হেতু ও ঔষধেরও বিশেষ আছে। ৭৭। কামাদি দ্বারা মন অভিভূত হইলে প্রথমতঃ জ্বর

রসাখ্যং ধাতুমন্বেত্য পক্তিং স্থানান্নিরস্য চ॥
স্বেন তেনোষ্মণা চৈব কৃত্বা দেহোষ্মণো বলম্।
স্রোতাংসি রুদ্ধ্বা সম্প্রাপ্তাঃ কেবলং দেহমুল্বণাঃ
সন্তাপমধিকং দেহে জনয়ন্তি নরাস্তদা।
ভবত্যত্যুষ্ণসর্ব্বাঙ্গো জ্বরিতস্তেন চোচ্যতে॥ ৭৯
স্রোতসাং সন্নিরুদ্ধত্বাৎ স্বেদং না নাধিগচ্ছতি।
স্বস্থানাৎ প্রচ্যুতে চাগ্নৌ প্রায়শস্তরুণে জ্বরে॥
অরুচিশ্চাবিপাকশ্চ গুরুত্বমুদরস্য চ।
হৃদয়স্যাবিশুদ্ধিশ্চ তন্দ্রা চালস্যমেব চ॥
জ্বরোঽবিসর্গী বলবান্ দোষাণামপ্রবর্ত্তনম্।
লালাপ্রসেকো হৃল্লাসো ক্ষুন্নাশোঽবিশদং মুখম্
স্তব্ধসুপ্তগুরুত্বঞ্চ গাত্রাণাং বহুমূত্রতা।
ন বিড়্জীর্ণা ন চ গ্লানির্জ্বরস্যামস্য লক্ষণম্॥৮১
ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবম্।
দোষপ্রবৃত্তিরষ্টাহো নিরামজ্বরলক্ষণম্॥ ৮২

দোষ সকল এককই হউক আর দুই দোষ মিলিতই বা হউক বা তিন দোষ মিলিতই বা হউক, আমাশয়স্থ আহারজ রসের অনুসরণ ক্রমে আসিয়া পাচকাগ্নিকে স্থানচ্যুত করে এবং সেই পাচকাগ্নির উষ্মা দ্বারা দেহের উষ্মার বলবৃদ্ধি করিয়া এবং স্রোতঃসমূহ রুদ্ধ করিয়া অসহায় দেহকে উল্বণ ভাবে অধিকার করে ও দেহে সন্তাপ জন্মাইয়া থাকে। তখন মানুষের সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ হইয়া উঠে। এই অবস্থাতেই মানুষকে জ্বরিত বলা যায়। ৭৯। নূতন জ্বরে প্রায়ই অগ্নি স্থানচ্যুত হয়, তখন স্রোতঃ সকল সংরুদ্ধ হওয়াতে মানুষের ঘর্ম্ম হইতে পারে না। ৮০। আমজ্বরের লক্ষণ যথা;— অরুচি, অবিপাক, উদরের গুরুতা, হৃদয়ের আবরণ্ধি, তন্দ্রা, আলস্য, জ্বর অবিশ্রাম ও বলবান্, দোষদিগের আনর্গম, লালাস্রাব, হৃল্লাস, ক্ষুধানাশ, মুখের পিচ্ছিলতা, শরীরের স্তব্ধতা, সুপ্ততা ও গুরুতা, বহুমূত্রতা, পুরীষের অপরিপক্কতা ও শরীরের স্নিগ্ধ দর্শন এই সকল আমজ্বরের লক্ষণ। ৮১। ক্ষুৎক্ষামতা

...রে দিবাস্বপ্নস্নানাভ্যঙ্গান্নমৈথুনম্।
...প্রবাতব্যায়ামকষায়াংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮৩
...রে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জ্বরাৎ।
...নিলভয়ক্রোধকামশোকশ্রমোদ্ভবাৎ ॥ ৮৪
...নেন ক্ষয়ং নীতে দোষে সন্ধুক্ষিতেঽনলে।
...ত্বং লঘুত্বঞ্চ ক্ষুচ্চৈবাস্যোপজায়তে ॥ ৮৫
...বিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
...ধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ ॥
...নং স্বেদনং কালো যবাগ্বস্তিক্তকো রসঃ।
...চনান্যবিপক্কানাং দোষাণাং তরুণে জ্বরে ॥ ৮৭
...ব্যতে সলিলঞ্চোষ্ণং দদ্যাদ্বাতকফজ্বরে।
...দ্যোত্থে পৈত্তিকে বাথ শীতলং তিক্তকৈঃ
শৃতম্।
দীপনং পাচনঞ্চৈব জ্বরঘ্নমুভয়ং হি তৎ
স্রোতসাং শোধনং বল্যং রুচিস্বেদকরং শিবম্ ॥
মুস্তপর্পটকোশীরচন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ।
শৃতশীতং জলং দদ্যাৎ পিপাসাজ্বরশান্তয়ে ॥৮৮
কফপ্রধানানুৎক্লিষ্টান্ দোষানামাশয়স্থিতান্
বুদ্ধা জ্বরকরান্ কালে বম্যানাং বমনৈর্হরেৎ ।
অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণে জ্বরে।
হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহঞ্চ জনয়েৎ ভৃশম্ ॥৯০

...কল নিরাম জ্বরের লক্ষণ। ৮২। নবজ্বরে ...বানিদ্রা, স্নান, অভ্যঙ্গ, [অভ্যঙ্গ অর্থাৎ ...াঙ্গে তৈল মর্দ্দন। বাতিক জ্বরে অভ্যঙ্গ ...ষেধ নাই,—১৮৪ প্রঃ], অন্ন, মৈথুন, ক্রোধ, ...বাত (বায়ুযুক্ত স্থান), পরিশ্রম ও কষায় কষায়রস ক্বাথ] পরিহার করিবে। [নব... ...রে কষায়ের মধ্যে আরগ্বধাদি পাচন ব্যবহার ...া হয়; কারণ উহা ত্রিদোষনাশক, আম... ...চক, দীপন ও শূলনাশক। আর আম... ...শক বলিয়া নবজ্বরে বর্ত্তমান কালে বিষ ...বহৃত হয়। কষায় রস কষায় সকল স্তম্ভন ...লিয়া আমে নিষিদ্ধ। ৯৭ দেখ] ।৮৩। জ্বরের ...দিতে কেবল লঙ্ঘনই ব্যবস্থা। কিন্তু ...জ্বর, বাতজ্বর, ভয়জ্বর, ক্রোধজ্বর, কামজ্বর, ...কজ্বর ও শ্রমজ্বরে লঙ্ঘন পথ্য নয়। ৮৪। ... দ্বারা দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত ও অগ্নি উদ্দীপ্ত ...ইলে রোগীর বিজ্বরত্ব, দেহের লঘুত্ব ও ক্ষুধা... ...র হইয়া থাকে। ৮৫। এরূপ লঙ্ঘন ...দিবে, যেন প্রাণের ব্যাঘাত না হয়। আরোগ্য ...গীর বলের প্রতি নির্ভর করে এবং ...লা আরোগ্যের জন্ত। ৮৬। তরুণ জ্বরে ...নি, স্বেদন ক্রিয়া, কাল, যবাগূ ও তিক্ত... ...এই সকল অবিপক্ক দোষদিগের পাচক। ... হইলে উষ্ণ জল দিবে। মদ্যজনিত ও পৈত্তিক জ্বরে তিক্ত ওষধির সহিত সিদ্ধ জল শীতল করিয়া দিবে। এই উভয় প্রকার জলই দীপন, পাচন, জ্বরঘ্ন, স্রোতঃশোধন, বল্য, রুচিকর, ঘর্ম্মকর ও মঙ্গলকর (বিমান-স্থান—৩ অ। ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১ প্র দেখ) ৮৮। সর্ব্ব প্রকার জ্বরেই, বিশেষতঃ পৈত্তিক ও মদ্যপান-জনিত জ্বরে, পিপাসা ও জ্বর-শান্তির জন্ত মুস্তক (মুতা), পর্পটিক (ক্ষেত-পাপড়া), উশীর (বেণার মূল) চন্দন (রক্ত-চন্দন), উদীচ্য (বালা) ও নাগর (শুঠ) এই সমুদয়ের সহিত সিদ্ধ জল শীতল করিয়া দিবে। ৮৯। রোগীর আমাশয়স্থ জ্বরকারক দোষ সকল কফপ্রধান ও উৎক্লিষ্ট (বমনোন্মুখ) বোধ হইলে যদি রোগী বমনযোগ্য হয়, তবে বমন দ্বারা নিঃসারিত করিবে। কিন্তু দোষ সকল উপস্থিত না থাকিলে তরুণ জ্বরে বমন করান উচিত নয়। কারণ অনুপস্থিত দোষে বমন করাইলে সেই বমন দারুণ হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ ও মোহ উৎপাদন করে। ["নবজ্বরামদোষেষু রুক্ষস্বেদং বিলঙ্ঘনম্। সমীক্ষ্যোল্লেখনং বাপি কারয়েল্লবণাম্বুনা।" একবিংশ অধ্যায় হিক্কাশ্বাস চিকিৎসিত ৩৭ প্রকরণ। অর্থাৎ নব জ্বর ও আম দোষে রুক্ষ, স্বেদ, লঙ্ঘন এবং বিবেচনাপূর্ব্বক বমন করাইবে, আর লবণ ও উষ্ণ জল যোগে বমন করাইবে। এই শ্লোকটী এই স্থানে আসা ভাল ছিল। ১৪৮।১৪৯।১৫০ প্রকরণেও তিনটী বমনযোগ আছে]। ৯০। যেমন

সর্ব্বদেহানুগাঃ সামা ধাতুস্থা দুঃখনির্হরাঃ।
দোষাঃ ফলেভ্য আমেভ্যঃ স্বরসা ইব সাত্যয়াঃ॥ ৯১

বমিতং লঙ্ঘিতং কালে যবাগূভিরুপাচরেৎ॥
যথাস্বৌষধসিদ্ধাভির্ম্মণ্ডপূর্ব্বাভিরাদিতঃ॥
যাবজ্জ্বরমৃদুভাবাৎ ষড়হং বা বিচক্ষণঃ।
তস্যাগ্নির্দ্দীপ্যতে তাভিঃ সমিদ্ভিরিব পাবকঃ॥
তাশ্চ ভেষজসংযোগাল্লঘুত্বাচ্চাগ্নিদীপনাঃ।
বাতমূত্রপুরীষাণাং দোষাণাঞ্চানুলোমনাঃ॥
স্বেদনায় দ্রবোষ্ণত্বাদ্দ্রবত্বাৎ তৃট্প্রশান্তয়ে।
আহারভাবাৎ প্রাণায় সরত্বাল্লাঘবায় চ॥
জ্বরঘ্ন্যো জ্বরসাত্ম্যত্বাৎ তস্মাৎ পেয়াভিরাদিতঃ
জ্বরানুপচরেদ্ধীমানৃতে মদ্যসমুত্থিতান্॥ ৯২

মদাত্যয়ে মদ্যনিত্যে গ্রীষ্মে পিত্তকফাধিকে।
ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ যবাগূ রহিতা জ্বরে॥ ৯৩
তত্র তর্পণমেবাগ্রে প্রযোজ্যং লাজশক্তুভিঃ।
জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈর্যুক্তং সমধুশর্করম্॥ ৯৪
দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জুরপিয়ালৈঃ সপরূষকৈঃ।
তর্পণার্হেষু কর্ত্তব্যং তর্পণং জ্বরশান্তয়ে॥
ততঃ সাত্ম্যবলাপেক্ষী ভোজয়েজ্জীর্ণতর্পণম্।
তনুনা মুদ্গযূষেণ জাঙ্গলানাং রসেন বা।
অন্নকালেষু চাপ্যস্মৈ বিধেয়ং দন্তধাবনম্।
যোঽস্য বক্ত্ররসস্তস্মাদ্বিপরীতং প্রিয়ঞ্চ যৎ॥
তদস্য মুখবৈশদ্যং প্রকাঙ্ক্ষাঞ্চান্নপানয়োঃ।
ধত্তে রসবিশেষাণামভিজ্ঞত্বং করোতি যৎ॥
বিশোধ্য ক্রমশাখাগ্রৈরাস্যং প্রক্ষাল্য চাসকৃৎ
মস্ত্বিক্ষুরসমদ্যাদ্যৈর্যথাহারমবাপ্নুয়াৎ॥ ৯৫

কাঁচা ফল হইতে স্বরস নিঃসৃত করিতে গেলে ফলকে নষ্ট করা হয় মাত্র, সেইরূপ সর্ব্বদেহ-ব্যাপ্ত ধাতুস্থ আমদোষ সকল নিঃসারণ করা কষ্টকর। ৯১। নবজ্বরী বমিত ও লঙ্ঘিত হইলে বিচক্ষণ চিকিৎসক তাহাকে সময়ে যবাগূ দিবেন। সেই যবাগূ দোষানুসারে ঔষধের সহিত সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। [যবাগূ তিন প্রকার ; মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী ; ইহারা উত্তরোত্তর গুরু]। প্রথমতঃ মণ্ড দেওয়া উচিত। যাবৎ জ্বর মৃদুতা প্রাপ্ত না হয়, অথবা ছয় দিন গত না হয়, তাবৎ যবাগূ দেওয়া উচিত। ইন্ধন দ্বারা যেরূপ অগ্নি দীপ্ত হয়, সেইরূপ যবাগূ দ্বারা রোগীর অগ্নি দীপ্ত হয়। যবাগূ ঔষধসমূহের সহিত সংযোগ ও লঘুত্ব বশতঃ এইরূপ অগ্নিদীপন হইয়া থাকে। যবাগূ বাত মূত্র পুরীষ ও দোষদিগের অনুলোমন। পেয়া সকল দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব বশতঃ স্বেদন হয়, দ্রবত্ব বশতঃ তৃষ্ণানাশক হয়, আহার বলিয়া প্রাণধারক হয়, সরত্ব হেতু দেহের লাঘব সম্পাদন করে এবং জ্বরে সাত্ম্য বলিয়া জ্বরঘ্ন হয়। অতএব প্রথম প্রথম পেয়াদিযোগে জ্বর চিকিৎসা করিবে, কিন্তু ধীমান্ চিকিৎসক মদ্যজনিত জ্বর সকল

মদাত্যয়ের জ্বর, মদ্যপরায়ণের জ্বর, গ্রীষ্মকালীন জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান জ্বর এবং ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তের জ্বরে যবাগূ অহিতকর। ৯৩। এই সকল জ্বরে প্রথমতঃ লাজশক্তু দ্বারা তর্পণ দিবে। সেই লাজশক্তু দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফলের রস এবং মধু ও শর্করার সহিত সংযুক্ত হওয়া উচিত। ৯৪। উল্লিখিত তর্পণার্হ জ্বররোগীদিগকে জ্বরশান্তির জন্য দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জুর পিয়াল ও পরূষক ফলের সহিত লাজশক্তুর তর্পণ প্রস্তুত করিয়া দিবে। তর্পণ জীর্ণ হইলে সাত্ম্য ও বল অপেক্ষা করিয়া অন্নকালে পাতলা মুদ্গযূষ বা মাংসরস পান করিতে দিবে। আর রোগীকে আহারের পূর্ব্বে মুখধাবন করাইবে। এরূপ দ্রব্য দ্বারা মুখধাবন করান উচিত, যাহা রোগীর মুখের রসের বিপরীত হয় অথচ রোগীর অপ্রিয় বস্তু না হয়। এইরূপে মুখধাবন করিলে রোগীর মুখের বৈশদ্য ও অন্নপানে প্রবৃত্তি হয়। অথচ ভিন্ন ভিন্ন রসের আস্বাদ হইয়া থাকে। তরুশাখার অগ্রভাগ দ্বারা মুখবিশোধন করিয়া বার বার প্রক্ষালন করা উচিত। আহারের পর রোগানুসারে মস্তু, ইক্ষুরস ও মদ্যাদি

পাচনীয়ং শমনীয়ং কষায়ং পায়য়েত তম্।
জ্বরিতং ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজয়েৎ
স্তভ্যন্তে ন বিপচ্যন্তে কুর্ব্বন্তি বিষমজ্বরম্।
দোষাবদ্ধাঃ কষায়েণ স্তম্ভিত্বা তরুণে জ্বরে ॥ ৯৬
ন তু কল্পনমুদ্দিশ্য কষায়ঃ প্রতিষিধ্যতে।
যঃ কষায়ঃ কষায়ঃ স্যাৎ স বর্জ্জ্যস্তরুণজ্বরে ॥৯৭
যূষৈরম্লৈরনম্লৈর্ব্বা জাঙ্গলৈর্ব্বা রসৈর্হিতৈঃ।
দশাহং তাবদশ্নীয়াল্লঘ্বন্নং জ্বরশান্তয়ে ॥ ৯৮
অত ঊর্দ্ধং কফে মন্দে বাতপিত্তোত্তরে জ্বরে।
পরিপক্কেষু দোষেষু সর্পিষ্পানং যথামৃতম্ ॥ ৯৯
নির্দ্দশাহমপি জ্ঞাত্বা কফোত্তরমলঙ্ঘিতম্।
ন সর্পিঃ পায়য়েৎ বৈদ্যঃ কষায়ৈস্তমুপাচরেৎ ॥
যাবল্লঘুত্বাদশনং দদ্যান্মাংসরসেন চ।
পরং হ্যলং দোষহরং পরং তচ্চ বলপ্রদম্ ॥১০১

দাহতৃষ্ণাপরীতস্য বাতপিত্তোত্তরং জ্বরম্।
বদ্ধপ্রচ্যুতদোষং বা নিরামং পয়সা জয়েৎ ॥
ক্রিয়াভিরাভিঃ প্রশমং ন প্রয়াতি যদা জ্বরঃ।
অক্ষীণবলমাংসস্য শময়েৎ তং বিরেচনৈঃ ॥
জ্বরক্ষীণস্য ন হিতং বমনং ন বিরেচনম্।
কামন্তু পয়সা তস্য নিরূহৈর্ব্বা হরেন্মলান্ ॥ ১০৪
নিরূহো বলমগ্নিঞ্চ বিজ্বরত্বং মুদং রুচিম্।
পরিপক্কেষু দোষেষু প্রযুক্তঃ শীঘ্রমাবহেৎ ॥১০৫
পিত্তং বা কফপিত্তং বা পিত্তাশয়গতং হরেৎ।
স্রংসনং ত্রীন্ মলান্ বস্তির্হরেৎ পক্বাশয়স্থিতান্
জ্বরে পুরাণে সঙ্ক্ষীণে কফপিত্তে দৃঢ়াগ্নয়ে।
রুক্ষবদ্ধপুরীষাণাং প্রদদ্যাদনুবাসনম্ ॥ ১০৭
গৌরবে শিরসঃ শূলে বিবদ্ধেষ্বিন্দ্রিয়েষু চ।
জীর্ণে জ্বরে রুচিকরং কুর্য্যান্মূর্দ্ধবিরেচনম্ ॥ ১০৮

অনুপান করিবে, কারণ ইক্ষুরস রক্তপিত্ত-নাশক]।৯৫। সপ্তম দিনে জ্বররোগীকে পাচনীয় ও শমন ঔষধ দিবে এবং লঘু অন্ন ভোজন করাইবে। তরুণজ্বরে কষায় প্রয়োগ করিলে দোষ সকল বদ্ধ ও স্তব্ধ হয়, বিপাচিত হয় না, পরন্তু বিষমজ্বর হইয়া থাকে।৯৬। এ স্থলে কষায়কল্পনা অর্থাৎ কষায় মাত্রকেই উদ্দেশ করিয়া কষায় নিষেধ করা হয় নাই, যে কষায় কষায়রস, তাহাই তরুণ জ্বরে নিষিদ্ধ। [ষড়ঙ্গ পানীয় নিষিদ্ধ নহে]।৯৭। ষড়হের পর দশাহ পর্য্যন্ত জ্বরশান্তির নিমিত্ত অম্ল বা অনম্ল মুদ্গাদিযূষ বা হিতকর জাঙ্গল মাংসরস সহকারে লঘু অন্ন ভোজন করিবে।৯৮। দশাহের পর কফ মন্দ হইলে ও বাতপিত্তের আধিক্য হইলে এবং দোষ সকল পরিপক্ক হইলে ঘৃতপান (১৪৩ প্রঃ দেখ) অমৃতের ন্যায় ক্রিয়া করে।৯৯। কিন্তু দশাহ অতীত হইলেও যদি কফ বলবান্ থাকে, তবে রোগীর যথেষ্ট লঙ্ঘন হয় নাই, তখন বৈদ্য তাহাকে ঘৃত পান না করাইয়া কষায় দ্বারাই চিকিৎসা করিবেন।১০০। শরীরের লঘুত্ব না হওয়া পর্য্যন্ত মাংসরসই ভোজন করাইবে। মাংসরস অত্যন্ত দোষহর অথচ বলপ্রদ।

১০১। দাহতৃষ্ণায় অভিভূত রোগীর বাত-পিত্তাধিক নিরামজ্বর, দোষ বদ্ধই থাক্ আর চ্যুতই বা হউক; সংস্কৃত দুগ্ধদ্বারা (১৬৩।৫৪।৫৫ দেখ) জয় করিবে।১০২। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা জ্বর শান্ত না হইলে, অথচ রোগীর মাংস ও বল অক্ষীণ থাকিলে, সেই জ্বর বিরেচন দ্বারা শান্ত করিবে।১০৩। জ্বর দ্বারা ক্ষীণ রোগীর বমন বা বিরেচন হিতকর হয় না। এরূপ রোগীকে যথেষ্ট দুগ্ধপান করাইয়া বা নিরূহ দিয়া মল নিঃসারণ করিবে।১০৪। দোষ সমুদায় পরিপক্ক হইলে যদি নিরূহ প্রয়োগ করা যায়, তবে শীঘ্রই বল, অগ্নি, বিজ্বরত্ব, প্রফুল্লতা ও রুচি হইয়া থাকে।১০৫। বস্তি স্রংসন অর্থাৎ পক্ক ও অপক্ক উভয় প্রকার মলই নিঃসারণ করে। ইহা পিত্তাশয়গত পিত্ত বা কফপিত্ত নিঃসরণ করিয়া থাকে এবং পক্বাশয় গত ত্রিবিধ প্রকার মলকেই নিঃসারিত করে।১০৬। জ্বর পুরাণ এবং কফপিত্ত ক্ষীণ হইয়া আসিলে অথচ অগ্নি প্রজ্বলিত না থাকিলে অনুবাসনযোগে রুক্ষ ও বদ্ধ পুরীষ নিঃসারিত করিবে।১০৭। মস্তকে ভারবোধ ও শূল থাকিলে এবং ইন্দ্রিয় সকল [illegible] থাকিলে জীর্ণজ্বরে মূর্দ্ধ বিরেচন দিবে। [illegible]

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্ সাবগাহনান্।
বিভজ্য শীতোষ্ণতয়া কুর্য্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্ ॥
তৈরাশু হি শমং যাতি বহির্মার্গগতো জ্বরঃ।
লভন্তে সুখমঙ্গানি বলং বর্ণশ্চ বর্দ্ধতে ॥ ১০৯
ধূপনাঞ্জনযোগৈশ্চ যান্তি জীর্ণজ্বরাঃ শমম্।
ত্বঙ্মাত্রশেষা যেষাঞ্চ ভবন্ত্যাগন্তবশ্চ যে ॥ ১১০
ইতি ক্রিয়াক্রমঃ সিদ্ধো জ্বরঘ্নঃ সম্প্রকাশিতঃ ॥
যেষাস্বেষ ক্রমস্তানি দ্রব্যাণ্যূর্দ্ধমতঃ শৃণু ॥ ১১২
রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ ষষ্টিকৈঃ সহ।
যবাগ্বোদনলাজার্থে জ্বরিতানাং জ্বরাপহাঃ ॥ ১১৩
অম্লাভিলাষী তামেব দাড়িমাম্লাং সনাগরাম্।
সৃষ্টবিট্‌পৈত্তিকো বাথ শীতাং মধুযুতাং
পিবেৎ ॥ ১১৪
লাজপেয়াং সুখজরাং পিপ্পলীনাগরৈঃ শৃতাম্।
পিবেজ্জ্বরী জ্বরহরাং ক্ষুদ্বানল্পাগ্নিরাদিতঃ ॥ ১১৫

পেয়াং বা রক্তশালীনাং পার্শ্ববস্তিশিরোরুজি।
শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারিভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরাং পিবেৎ ॥
জ্বরাতিসারী পেয়াং বা পিবেৎ সাম্লাং শৃতাং
নরঃ।
পৃশ্নিপর্ণীবলাবিশ্বনাগরোৎপলধান্যকৈঃ ॥ ১১৭
শৃতাংবিদারী গন্ধাদ্যৈর্দীপনীং স্বেদনীং নরঃ।
কাসী শ্বাসী চ হিক্কী চ যবাগূং জ্বরিতঃ পিবেৎ
বিবদ্ধবর্চ্চাঃ সযবাঃ পিপ্পল্যামলকৈঃ কৃতাম্।
সর্পিষ্মতীং পিবেৎ পেয়াং জ্বরী দোষানু-
লোমনীম্ ॥ ১১৯
কোষ্ঠে বিবদ্ধে সরুজি পিবেৎ পেয়াং
শৃতাং জ্বরী।
মৃদ্বীকাপিপ্পলীমূলচব্যামলকনাগরৈঃ ॥ ১২০
পিবেৎ সবিশ্বাং পেয়াং বা জ্বরে সপরিকর্ত্তিকে

রোগীর অরুচিও দূর হইবে। ১০৮। চিকিৎসক জীর্ণজ্বরে বিবেচনা পূর্ব্বক শীতল বা উষ্ণ অভ্যঙ্গ, শীতল বা উষ্ণ স্নিগ্ধ প্রলেপ এবং শীতল বা উষ্ণ অবগাহন করাইবেন। তদ্দ্বারা বহির্মার্গগত জ্বর আশু প্রশমিত হয়। অঙ্গ সকল সুখলাভ করে এবং বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হয়। ১০৯। ধূপন ও অঞ্জন যোগে ত্বক্‌-মাত্রাবশেষ [যাহা অল্পই অবশিষ্ট আছে] জীর্ণ জ্বর সকল প্রশমিত হয়। আর যে সকল জ্বরে আগন্তু সম্বন্ধ [যেমন ভূতজ বা অভিচারজ জ্বর] আছে, তাহারাও ধূপন ও অঞ্জন যোগে শান্ত হয়। ১১০। এইরূপে জ্বরঘ্ন দৃষ্টফল চিকিৎসাক্রম প্রদর্শিত হইল। ১১১। অনন্তর চিকিৎসার্থ দ্রব্য সকল নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ১১২। জ্বরিতদিগের জ্বরনাশার্থ পুরাণরক্তশালি ও ষষ্টিকের যবাগূ, অন্ন ও লাজ প্রশস্ত। ১১৩। অম্লাভিলাষী জ্বরিত ব্যক্তি পেয়া দাড়িম্বরসে অম্লিত ও শুণ্ঠীচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া সেবন করিবে। আর [বিষ্ঠা] ও পিত্ত নির্গত হইয়া গেলে পেয়া শীতল

জ্বররোগী পিপুল ও শুণ্ঠীর সহিত সিদ্ধ লাজ-পেয়া পান করিলে সুখে জীর্ণ হয় এবং জ্বর নাশ হইয়া থাকে। ১১৫। পার্শ্বশূল, বস্তিশূল, ও শিরঃশূলে রক্তশালির পেয়া, গোক্ষুর ও কণ্টকারীর সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে জ্বর নাশ হয়। ১১৬। জ্বরাতিসারী পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে] বলা (বেড়েলা), বিশ্ব (বেলশুঁঠ), নাগর (শুঁঠ), উৎপল (নীলোৎপল) এবং ধান্যকের (ধনিয়ার) সহিত সিদ্ধ পেয়া ঈষৎ অম্লযুক্ত করিয়া খাইবেন। [এ স্থলে পাতিনেবু বা দাড়িমের অম্ল প্রশস্ত]। ১১৭। কাস, শ্বাস বা হিক্কারোগে বা জ্বররোগে ঐ সকল উপদ্রব বর্ত্তমান থাকিলে বিদারীগন্ধাদি (শালপর্ণ্যাদি) গণের সহিত পেয়া সিদ্ধ করিয়া দিবে। এই পেয়া দীপনী ও স্বেদনী।১১৮। বিষ্ঠা বদ্ধ থাকিলে জ্বরিত ব্যক্তি পিপুল ও ও আমলকীর সহিত সিদ্ধ যবের পেয়া ঘৃত-সহযোগে পান করিবে। এই পেয়া দোষের অনুলোমনী। ১১৯। কোষ্ঠ বিবদ্ধ ও শূল-যুক্ত থাকিলে জ্বরী ব্যক্তি মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস), পিপুলমূল, চব্য (চই), আমলকী ও শুঁঠের

বলাবৃক্ষাম্লকোলাম্লকলসীধাবনীশৃতাম্ ॥ ১২১
অস্বেদনিদ্রস্তৃষ্ণার্ত্তঃ পিবেৎ পেয়াং সশর্করাম্।
নাগরামলকৈঃ সিদ্ধাং ঘৃতভৃষ্টাং জ্বরাপহাম্ ॥
মুদ্গান্ মসূরাংশ্চণকান্ কুলত্থান্ সমকুষ্ঠকান্।
যূষার্থে যূষসাত্ম্যানাং জ্বরিতানাং প্রকল্পয়েৎ ॥
পটোলপত্রং সফলং কুলকং পাপচেলিকাম্।
কর্কোটকং কটিল্লঞ্চ বিদ্যাচ্ছাকং জ্বরে হিতম্ ॥
লাবান্ কপিঞ্জলানেণাংশ্চকোরানুপচক্রকান্।
কুরঙ্গান্ কালপুচ্ছাংশ্চ হরিণান্ পৃষতান্ শশান্
প্রদদ্যান্মাংসসাত্ম্যায় জ্বরিতায় জ্বরাপহান্ ॥ ১২৫
ঈষদম্লাননম্লান্ বা রসান্ কালে বিচক্ষণঃ।
কুক্কুটাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ তিত্তিরিক্রৌঞ্চবর্ত্তকান্ ॥
গুরূষ্ণত্বান্ন শংসন্তি জ্বরে কেচিচ্চিকিৎসকাঃ।
লঙ্ঘনেনানিলবলং জ্বরে যদ্যধিকং ভবেৎ।
ভিষঙ্মাত্রা বিকল্পজ্ঞো দদ্যাত্তানপি কালবিৎ ॥
ঘর্ম্মাম্বু চানুপানার্থং তৃষিতায় প্রদাপয়েৎ।
মদ্যং বা মদ্যসাত্ম্যায় যথাদোষং যথাবলম্ ॥ ১২৮
গুরূষ্ণস্নিগ্ধমধুরকষায়াংশ্চ নবজ্বরে।
আহারান্ দোষপক্ত্যর্থং প্রায়শঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
অনুপানক্রমঃ সিদ্ধো জ্বরে যঃ স প্রকাশিতঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যন্তে কষায়া জ্বরনাশনাঃ ॥ ১৩০
পাক্যং শীতকষায়ং বা মুস্তপর্পটকং পিবেৎ।
সনাগরং পর্পটকং পিবেদ্বা সদুরালভম্ ॥

জ্বরী ব্যক্তি বিল্ব (বেলশুঁঠ), বলা (বেড়েলা), বৃক্ষাম্ল (আমরুল), কোলাম্ল (কুলশুঁঠ), কলসী (চাকুলে) ও ধাবনীর (সালপাণীর) সহিত সিদ্ধ পেয়া পান করিবে। [১৫৩ প্রকরণ দেখ]। ১২১। স্বেদ ও নিদ্রার অভাব এবং তৃষ্ণায় কাতর হইলে শুঁঠ ও আমলকীর সহিত সিদ্ধ পেয়া ঘৃতে সন্তলনপূর্ব্বক শর্করা-যোগে পান করিবে। এই পেয়া জ্বরনাশক। ১২২। জ্বররোগী যূষ খাইতে ইচ্ছা করিলে মুগ, মসূর, চণক, কুলথ ও বনমুদ্গের যূষ নানা প্রকারে কল্পনা করিয়া দিবে। ১২৩। জ্বররোগী শাক খাইতে চাহিলে তাহাকে পলতা পটোল, কুলক (পলতার ডাটা), পাপ-চেলিকা (আকনাদি), কর্কোটক (কাঁকরোল) ও কটিল্লক (করলা) শাক খাইতে দিবে। ১২৪। জ্বররোগী মাংসসাত্ম্য হইলে তাহাকে লাব, কপিঞ্জল (সাদা তিত্তিরি), এণজাতীয় হরিণ, চকোর, উপচক্র (চক্রবাক), কুরঙ্গ-জাতীয় হরিণ, কালপুচ্ছজাতীয় হরিণ [সূত্র-স্থানের অন্নপান অধ্যায় দেখ], পৃষতজাতীয় হরিণ ও শশকের মাংস প্রদান করিবে। এই সকল মাংস জ্বরনাশক। [জীর্ণ জ্বরেই মাংস বিধি। সন্নিপাতে বা নবজ্বরে মাংস অবিধি। মাংসরস দেওয়া যায়]। ১২৫। বিজ্ঞ চিকিৎসক ঈষৎ অম্ল বা অনম্ল মাংসরস যথাকালে জ্বররোগীকে দিবেন। জ্বররোগীর জন্য কুক্কুট ময়ূর, তিত্তিরি, ক্রৌঞ্চ ও বর্ত্তক পক্ষীর মাংস-রস ব্যবস্থা আছে। ১২৬। কোন কোন চিকিৎসক মাংসরস গুরু ও উষ্ণ বলিয়া জ্বরে প্রশংসা করেন না। [আর সান্নিপাতিক জ্বরে মাংসরসের বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়, পুরাতন জ্বরেও মাংসরস বিশেষ উপযোগী হয়, কিন্তু নবজ্বরে মাংসরস অপেক্ষা মুদ্গাদির যূষ উপযোগী দেখা গিয়াছে]। যাহা হউক, যদি লঙ্ঘন দ্বারা রোগীর বায়ুবল বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে চিকিৎসক মাত্রা, বিকল্প [দশমূল প্রভৃতি ঔষধযোগে সংস্কার] ও কাল বিচার করিয়া মাংসরস প্রদান করিতে পারেন। ১২৭। জ্বরিত ব্যক্তি আহারের পর জলপান করিতে চাহিলে, তাহাকে উষ্ণজল অনুপান করাইবে। মদ্যসাত্ম্য ব্যক্তিকে যথাদোষ ও যথাবল মদ্য অনুপান করিতে দিবে। ১২৮। নবজ্বরে দোষপাকের নিমিত্ত সচরাচর গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুর ও কষায়রস আহার পরিহার করিবে। [এ স্থলে উষ্ণশব্দে অত্যুষ্ণ বুঝিতে হইবে]। ১২৯। এইরূপে দৃষ্টফল জ্বরঘ্ন অনুপান-বিধি প্রকাশিত হইল। ইহার পর জ্বরনাশক কাথ সকল বলিতেছি। [গাছগাছড়া কাঁচা কাথ করিতে নাই, ছায়াতে একটু শুষ্ক করিয়া লইতে হয়]। ১৩০। জ্বরশান্তির জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্য সকলের কাথ বা শীতকষায়

কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচীবিশ্বভেষজম্।
পাঠামুশীরং সোদীচ্যং পিবেদ্বা জ্বরশান্তয়ে॥
জ্বরঘ্না দীপনাশ্চৈতে কষায়া দোষপাচনাঃ।
তৃষ্ণারুচিপ্রশমনা মুখবৈরস্যনাশনাঃ॥ ১৩১
কলিঙ্গকাঃ পটোলস্য পত্রং কটুকরোহিণী।
পটোলঃ শারিবা মুস্তং পাঠা কটুকরোহিণী।
নিম্বঃ পটোলস্ত্রিফলা মৃদ্বীকা মুস্তবৎসকাঃ।
কিরাততিক্তমমৃতা চন্দনং বিশ্বভেষজম্॥
গুড়ূচ্যামলকং মুস্তমর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ।
কষায়াঃ শময়ন্ত্যাশু পঞ্চ পঞ্চবিধান্ জ্বরান্॥
সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্॥ ১৩২
বৎসকারগ্বধং পাঠাং ষড়্গ্রন্থাং কটুরোহিণীম্।
মূর্ব্বাং সাতিবিষাং নিম্বং পটোলং ধন্বযাসকম্॥
বচামুস্তমুশীরাণি মধুকং ত্রিফলাং বলাম্।
পাক্যং শীতকষায়ং বা পিবেজ্জ্বরহরং নরঃ॥ ১৩৩
মধুকমুস্তমৃদ্বীকাকাশ্মর্য্যাণি পরূষকম্।
ত্রায়মাণমুশীরাণি ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্।
পীত্বা নিশিস্থিতং জন্তুর্জ্বরাচ্ছীঘ্রং বিমুচ্যতে॥ ১৩৪
বৃহত্যৌ বৎসকং মুস্তং দেবদারুমহৌষধম্।
কোলবল্লী চ যোগোঽয়ং সন্নিপাতজ্বরাপহম্॥
জাত্যামলকমুস্তানি তদ্বদ্ধন্বযবাসকম্।
বিবদ্ধদোষো জ্বরিতঃ কষায়ং সগুড়ং পিবেৎ॥
ত্রিফলাং ত্রায়মাণাঞ্চ মৃদ্বীকাং কটুরোহিণীম্।
পিত্তশ্লেষ্মহরস্ত্বেষ কষায়ো হ্যানুলোমিকঃ॥ ১৩৭
ত্রিবৃতাশর্করাযুক্তঃ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
শটীপুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী দুরালভা।
গুড়ূচীনাগরং পাঠা কিরাতং কটুরোহিণী॥
এষ শট্যাদিকো বর্গঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসহৃদ্গ্রহপার্শ্বার্ত্তিশ্বাসতন্দ্রাসু শস্যতে॥ ১৩৮

পান করিবে ;—(১) মুথা ও ক্ষেতপাবড়া। (২) শুঁঠ, ক্ষেতপাবড়া ও দুরালভা। (৩) চিরেতা, মুতা, গোলঞ্চ, শুঁঠ, পাঠা (আকনাদি), উশীর (বেণা) ও উদীচ্য (বালা)। এই সকল কষায় জ্বরঘ্ন, দীপন, দোষপাচন, তৃষ্ণানাশক, অরুচিনাশক ও মুখবৈরস্যনাশক। ১৩১। সন্তত জ্বরে কলিঙ্গ (ইন্দ্রযব), পল্‌তা ও কটুরোহিণী (কট্‌কী), সতত জ্বরে পল্‌তা, সারিবা (অনন্তমূল), মুথা, আকনাদি ও কট্‌কী ; অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে নিমছাল, পল্‌তা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কিস্‌মিস্, মুতা ও ইন্দ্রযব। তৃতীয়ক জ্বরে চিরেতা (কিরাততিক্তক), গুলঞ্চ, রক্তচন্দন এবং শুঁঠ এবং চতুর্থক জ্বরে গুলঞ্চ, আমলকী, মুতা। এই অর্দ্ধ শ্লোক সমাপ্ত (এক একটী ক্বাথ অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে) ক্বাথ সকল ব্যবস্থেয়। এই পঞ্চবিধ জ্বরের এই পঞ্চ প্রকার ঔষধ নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৩২। জ্বরশান্তির জন্য বৎসক (ইন্দ্রযব) আরগ্বধ (সোঁদাল) পাঠা (আকনাদি), ষড়্গ্রন্থা (বচ), কটুরোহিণী (কট্‌কী), মূর্ব্বা (...মূরা, যাহাতে দড়ী হয়), অতিবিষা (...ইচ), নিমছাল, পল্‌তা, ধন্বযাসক (...ভা), বচ, মুথা, উশীর (বেণারমূল), মধুক (যষ্টিমধু), ত্রিফলা, বলা (বেড়েলা) ইহাদের ক্বাথ বা শীতকষায় পান করিবে। এই গণ জ্বরঘ্ন। ১৩৩। মধুক (মউলফুল), মুতা, মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস), কাশ্মর্য্য (গাম্ভারীফল), পরূষক (ফলসাফল), ত্রায়মাণা (বলাডুমুর), বেণার মূল, ত্রিফলা, কট্‌কী এই সমুদায়ের শীতকষায় পান করিলে মানুষ শীঘ্র জ্বরমুক্ত হয়। ১৩৪। কণ্টিকারী, বৃহতী, ইন্দ্রযব, মুতা, দেবদারু, শুঁঠ এবং কোলবল্লী (চই) এই গণ সন্নিপাত জ্বরাপহ। ১৩৫। জ্বরিত ব্যক্তির বিবদ্ধ দোষ থাকিলে জাতি (জায়ফল), আমলকী, মুতা ও দুরালভার ক্বাথ পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিবে। ১৩৬। ত্রিফলা, ত্রায়মাণা (বলাডুমুর), কিস্‌মিস্ ও কট্‌কী এই গুণ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরনাশক ও অনুলোমন। ১৩৭। শটী, পুষ্করমূল (কুড়), ব্যাঘ্রী (কণ্টিকারী), শৃঙ্গী (কাকড়াশৃঙ্গী), দুরালভা, গোলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা, কটকী এই শট্যাদিবর্গ সন্নিপাত জ্বরাপহ। জ্বরে, কাস, হৃদ্‌বেদনা, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও তন্দ্রা থাকিলে ইহার বিশেষ উপযোগিতা হয়। [সন্নিপাতজ্বরে রোগীর উদর গুরু ও স্তব্ধ থাকে।

বৃহত্যৌ পুষ্করং ভার্গী শটী শৃঙ্গী দুরালভা।
বৎসকস্য চ বীজানি পটোলং কটুরোহিণী॥
বৃহত্যাদির্গণঃ প্রোক্তঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসাদিষু চ সর্ব্বেষু দদ্যাৎ সোপদ্রবেষু চ॥১৩৯
কষায়াশ্চ যবাগশ্চ পিপাসাজ্বরনাশনাঃ।
নির্দ্দিষ্টা ভেষজাধ্যায়ে ভিষক্ তানপি
যোজয়েৎ॥ ১৪০
জ্বরাঃ কষায়ৈর্বমনৈর্লঙ্ঘনৈর্লঘুভোজনৈঃ।
রুক্ষস্য যে ন শাম্যন্তি সর্পিস্তেষাং ভিষগ্জিতম্
রুক্ষং তেজো জ্বরকরং তেজসা রুক্ষিতস্য চ।
যঃ স্যাদনুবলো ধাতুঃ স্নেহসাধ্যঃ স চানলঃ॥
কষায়ঃ সর্ব্ব এবৈতে সর্পিষা সহ যোজিতাঃ।
প্রযোজ্যা জ্বরশান্ত্যর্থমগ্নিসন্ধুক্ষণাঃ শিবাঃ॥ ১৪৩
পিপ্পল্যশ্চন্দনং মুস্তমুশীরং কটুরোহিণী।
কলিঙ্গবস্থামলকী শারিবাতিবিষা স্থিরা॥
দ্রাক্ষামলকবিল্বানি ত্রায়মাণা নিদিগ্ধিকা।
সিদ্ধমেভৈর্ঘৃতং সদ্যো জীর্ণজ্বরমপোহতি॥
ক্ষয়ং কাসং শিরঃশূলং পার্শ্বশূলং হলীমকম্।
অংসাভিতাপমগ্নিঞ্চ বিষমং সন্নিযচ্ছতি॥ ১৪৪
বাসাং গুড়ূচীং ত্রিফলাং ত্রায়মাণাং যবাকসম্।
পক্ত্বা তেন কষায়েণ পয়সা দ্বিগুণেন চ॥
পিপ্পলীমুস্তমৃদ্বীকাচন্দনোৎপলনাগরৈঃ।
কল্কীকৃতৈশ্চ বিপচেৎ ঘৃতং জীর্ণজ্বরাপহম্॥১৪৫
বলাং শ্বদংষ্ট্রাং বৃহতীং কলসীং ধাবনীং স্থিরাম্
নিম্বং পর্পটকং মুস্তং ত্রায়মাণাং দুরালভাম্॥
কৃত্বা কষায়ং পেয়ার্থে দদ্যাদামলকীং শটীম্।
দ্রাক্ষাং পুষ্করমূলঞ্চ মেদামামলকানি চ॥
ঘৃতং পয়শ্চ তৎ সিদ্ধং সর্পির্জ্বরহরং পরম্।

অতএব ঔষধের কাথ একেবারে বা দুইবারে না খাওয়াইয়া অল্প অল্প পরিমাণে পুনঃপুনঃ খাওয়ান উচিত। [১ ঘণ্টা বা আধ ঘণ্টা অন্তর এইরূপ নিয়মে আধপোয়া কাথ সমস্ত দিনে খাওয়ান উচিত। তৃষ্ণায় জল না দিয়া অল্প অল্প মাত্রায় পুনঃপুনঃ কাথ দেওয়া উচিত]। ১৩৮। কণ্টিকারী, বৃহতী, কুড়, ভার্গী, (বামনহাটী), শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পলতা, কটুকী, এই বৃহত্যাদি বর্গ সান্নিপাতিকজ্বরনাশক। ইহা সর্ব্বপ্রকার কাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট করিয়া থাকে। ১৩৯। আর সূত্রস্থানে পিপাসা ও জ্বরনাশক যে সকল কষায় ও যবাগূ নির্দ্দিষ্ট আছে, ভিষক্ তাহাও প্রয়োগ করিবেন। ১৪০। কষায়, বমন, লঙ্ঘন ও লঘু ভোজন দ্বারা বায়ু প্রকোপবশতঃ রুক্ষ ব্যক্তির জ্বরশান্তি না হইলে সে স্থলে জ্বরনাশক ঘৃতই উৎকৃষ্ট। ১৪১। জ্বরকারক উষ্মা আগ্নেয় বলিয়া রুক্ষ এবং স্নেহ তাহার বর্দ্ধক। কিন্তু তাহার বায়ুর অনুগত এবং বায়ু স্নেহসাধ্য। ১৪২। ঘৃত নিম্নোক্ত জ্বরনাশক কষায়সমূহের সহিত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। এইরূপে পাক করিলে ঘৃত সকল জ্বরনাশক, অগ্নিদীপন ও কল্যাণকর হয়। ১৪৩। পিপুল, রক্তচন্দন, মুতা, বেণার মূল, কটুকী, কালঙ্গ (ইন্দ্রযব), আমলকী (ভুই আমলা), শারিবা (অনন্তমূল) অতিবিষা (আতইচ) স্থিরা (শালপাণী), দ্রাক্ষা, আমলকী, বেলছাল, ত্রায়মাণা (বলাডুমুর), নিদিগ্ধিকা (কণ্টকারী) এই গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত, সদ্য জীর্ণজ্বর নাশ করে। তদ্ভিন্ন ইহা ক্ষয়, কাস, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, হলীমক, অংসশূল ও বিষমাগ্নির উপশম করে। ১৪৪। বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, ত্রায়মাণা (বলাডুমুর), যবাসক (দুরালভা) ইহাদের কাথের সহিত ঘৃত ও ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ; এবং পিপুল, মুতা, কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ এই সমুদায়ের কল্ক একত্র পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণ জ্বর নষ্ট হয়। ১৪৫। বলা (বেড়েলা), শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর), বৃহতী, কলসী (চাকুলে), ধাবনী (কণ্টকারী), স্থিরা (শালপাণী), নিমছাল, ক্ষেতপাবড়া, মুতা, ত্রায়মাণা বলাডুমুর), ইহাদের কাথ; আর ভূম্যামলকী, শটী, দ্রাক্ষা, কুড়, মেদা ও আমলকী ইহাদের কল্ক এবং ঘৃত ও দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া সেবন করিলে, সেই ঘৃত উত্তম জ্বরনাশক হয়

ক্ষয়কাসাশিরঃশূলপার্শ্বশূলাংসতাপনুৎ ॥ ১৪৬
জ্বরিভ্যো বহুদোষেভ্য উর্দ্ধঞ্চাধশ্চ বুদ্ধিমান্।
দদ্যাৎ সংশোধনং কালে কল্পে যদুপদেক্ষ্যতে
মদনং পিপ্পলীভির্বা কলিঙ্গৈর্মধুকেন বা।
যুক্তমুষ্ণাম্বুনা পেয়ং বমনং জ্বরশান্তয়ে।
ক্ষৌদ্রাম্বুনা রসেনেক্ষোরথবা লবণাম্বুনা।
জ্বরে প্রচ্ছর্দ্দনং শস্তং মদ্যৈর্বা তর্পণেন বা ॥১৪৯
মৃদ্বীকামলকানাং বা রসং প্রচ্ছর্দ্দনং পিবেৎ।
রসমামলকানাং বা ঘৃতভৃষ্টং জ্বরাপহম্ ॥ ১৫০
লিহ্যাদ্বা ত্রৈবৃতং চূর্ণং সংযুক্তং মধুসর্পিষা।
পিবেদ্বা ক্ষৌদ্রমাসাদ্য সঘৃতং ত্রিফলারসম্ ॥
আরগ্বধং বা পয়সা মৃদ্বীকানাং রসেন বা।
ত্রিবৃতাং ত্রায়মাণাং বা পয়সা জ্বরিতঃ পিবেৎ ॥
জ্বরাদ্বিমুচ্যতে পীত্বা মৃদ্বীকাভিঃ সহাভয়াম্।
পয়োঽনুপানমুষ্ণং বা পীত্বা দ্রাক্ষারসং নরঃ ॥
কাসাচ্ছ্বাসাচ্ছিরঃশূলাৎ পার্শ্বশূলাচ্চিরজ্বরাৎ ॥
মুচ্যতে জ্বরিতঃ পীত্বা পঞ্চমূলশৃতং পয়ঃ ॥ ১৫২
এরণ্ডমূলোৎক্কথিতং জ্বরাৎ সপরিকর্ত্তিকাৎ।
পয়ো বিমুচ্যতে পীত্বা তদ্বদ্বিল্বশলাটুভিঃ ॥ ১৫৩
ত্রিকণ্টকবলাব্যাঘ্রীগুড়নাগরসাধিতম্।
বর্চ্চোমূত্রবিবন্ধঘ্নং শোফজ্বরহরং পয়ঃ ॥ ১৫৪
সনাগরং সমৃদ্বীকং সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্।
শৃতং পয়ঃ সখর্জ্জুরং পিপাসাজ্বরনাশনম্ ॥ ১৫৫
চতুর্গুণেনাম্ভসা বা শৃতং জ্বরহরং পয়ঃ ॥ ১৫৬

তদ্ভিন্ন ইহা ক্ষয়, কাস, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল ও অংসশূল নাশ করে। ১৪৬। জ্বররোগী বহু দোষাশ্রিত হইলে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক কল্পস্থানোক্ত উর্দ্ধশোধন ও অধঃশোধন সমস্ত প্রয়োগ করিবেন। ১৪৭। জ্বরশান্তির নিমিত্ত পিপুলের সহিত কিংবা ইন্দ্রযবের সহিত অথবা যষ্টিমধুর সহিত মদনফল ও উষ্ণ জল দ্বারা বমন করাইবে। [এ স্থলে পিপুল প্রভৃতির চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়াই পান করান বিধি]। [৯১ প্রকরণ দেখ]।১৪৮। জ্বরে মধু ও জল, কিংবা ইক্ষুরস কিম্বা লবণোদক, কিংবা মদ্য, কিংবা তর্পণদ্বারা বমন করান যাইতে পারে। [বমির চেষ্টা হইলেই এই সকল দ্রব্য সেবনে সত্বর বমন হয়, নতুবা হয় না। তবে ইহাদের সহিত মদনফলের চূর্ণ সংযোগ করিয়া দিলে সহজে বমন হয়]। ১৪৯। এইরূপে বমনার্থ কিস্‌মিস্ ও আমলকীর ক্বাথ পান করিবে অথবা আমলকীর ক্বাথ ঘৃতে সম্বলন করিয়া পান করিবে। ইহা জ্বরনাশক। ১৫০। অনন্তর জ্বরনাশক বিরেচনযোগ কথিত হইতেছে। যথা;—জ্বরিত ব্যক্তি মধু ও ঘৃতের সহিত তেউড়ীচূর্ণ; মধু ও ঘৃতের সহিত ত্রিফলার ক্বাথ; দুগ্ধের সহিত তেউড়ীচূর্ণ; অথবা দুগ্ধের সহিত ত্রায়মাণাচূর্ণ (বলাডুমুরের চূর্ণ); অথবা কিস্‌মিস্ ও হরীতকীর ক্বাথ; অথবা দ্রাক্ষারস পান করিয়া উষ্ণ দুগ্ধ অনুপান করিবে। শেষোক্ত যোগটী পান করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল ও পুরাতন জ্বর প্রশমিত হয়। ১৫১। পঞ্চমূল সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে জ্বর হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ১৫২। এরণ্ডমূলের সহিত কিংবা বিল্বশলাটুর (বেলশুঁঠের) সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে পরিকর্ত্তিকাযুক্ত জ্বর হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। [১২২ প্রকরণ দেখ]। ১৫৩। ত্রিককণ্টক (গোক্ষুর), বলা (বেড়েলামূল), ব্যাঘ্রী (কণ্টকারী), পুরাতন ইক্ষুগুড় (সংবৎসরাতীত গুড়) ও শুঁঠ এই সকলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ, শোফ ও জ্বর নষ্ট হয়। [এই যোগটী দৃষ্টফল ও সুমধুর বলিয়া শিশুদের জ্বরে বিশেষ উপযোগী। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী ও শুঁঠ সমুদায়ে ১ তোলা, গুড় ১ তোলা এবং দুগ্ধ দুই ছটাক বা এক পোয়া একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ শেষে নামাইয়া পান করাইতে হয়]।১৫৫ শুঁঠ, কিস্‌মিস্, ঘৃত, শর্করা, দুগ্ধ ও খর্জ্জুর (পিণ্ডখর্জ্জুর) একত্র পাক করিয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিবে। ইহা

ধারোষ্ণং বা পয়ঃ সদ্যো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ
জীর্ণজ্বরাণাং সর্ব্বেষাং পয়ঃ প্রশমনং পরম্।
পেয়ং তদুষ্ণং শীতং বা যথাস্বং ভেষজৈঃ শৃতম্
প্রযোজয়েৎ জ্বরহরান্ নিরূহান্ সানুবাসনান্।
পক্বাশয়গতে দোষে বক্ষ্যন্তে যে চ সিদ্ধিষু॥১৫৯
পটোলারিষ্টপত্রাণি সোশীরশ্চতুরঙ্গুলঃ।
হ্রীবেরং রৌহিণং তিক্তাশ্বদংষ্ট্রামদনানি চ।
স্থিরা বলা চ তৎ সর্ব্বং পয়স্যর্দ্ধোদকে শৃতম্।
ক্ষীরাবশেষং নির্য্যূহং সংযুক্তং মধুসর্পিষা॥
কল্কৈর্মদনমুস্তানাং পিপ্পল্যা মধুকস্য চ।
বৎসকস্য চ সংযুক্তং বস্তিং দদ্যাৎ জ্বরাপহম্॥

চতুর্গুণ জলের দ্বারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে [পুরাতন] জ্বর নষ্ট হয়। ১৫৬। ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে [পুরাতন] বাতপিত্ত জ্বর সদা নষ্ট হয়। ১৫৭। সমস্ত পুরাতন জ্বরেরই প্রশমন পক্ষে দুগ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দোষানুসারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের সহিত পাক করিয়া উষ্ণ থাকিতে বা শীতল হইলে পান করিবে। [রক্তপিত্তজ্বরে অনুষ্ণ দুগ্ধ খাইবে, বাতিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বরে উষ্ণ থাকিতে পান করিবে]। ১৫৮। দোষ মলাশয়গত হইলে সিদ্ধিস্থানোক্ত নিরূহ ও অনুবাসন সকল প্রয়োগ করিবে। ১৫৯। পলতা, অরিষ্টপত্র (নিমপাতা), বেণার মূল, চতুরঙ্গুল (সোঁদাল), হ্রীবের (বালা), রোহিণ (গন্ধতৃণ) তিক্তা (কটুকী), শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর) মদনফল (ময়না ফল), স্থিরা (শালপাণী এবং বলা (বেড়েলা মূল) এই সমুদায় দুগ্ধ ও দুগ্ধের অর্দ্ধেক জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ঘৃত মধু এবং মদনফল, মুতা, পিপুল, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব এই সমুদায়ের কল্ক মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রদান করিবে। [কল্ক সকল মিশ্রিত হইবার পর সমস্ত দ্রব্য ছাঁকিয়া লইয়া বস্তি দেওয়া ভাল। বাগ্‌ভটের মতে কল্কদ্রব্য ছাঁকিয়া লইতে নাই, কিন্তু তিনি [illegible] বলেন যে, [illegible] বস্তি নিরূহণটার

শুদ্ধে মার্গে হৃতে দোষে বিপ্রসন্নেষু ধাতুষু।
গতাঙ্গশূলো লঘ্বঙ্গঃ সদ্যো ভবতি বিজ্বরঃ॥১৬১
আরগ্বধমূশীরাণি মদনস্য ফলানি চ।
চতস্রঃ পর্ণিনীশ্চৈব নির্য্যূহমুপকল্পয়েৎ॥
প্রিয়ঙ্গুর্মদনং মুস্তং শতাহ্বা মধুযষ্টিকা।
কল্কঃ সর্পির্গুড়ঃ ক্ষৌদ্রং জ্বরঘ্নো বস্তিরুত্তমঃ॥
গুড়ূচীং ত্রায়মাণাঞ্চ চন্দনং মধুকং বৃষম্।
স্থিরাং বলাং পৃশ্নিপর্ণীং মদনঞ্চেতি সাধয়েৎ॥
রসং জাঙ্গলমাংসস্য রসেন সহিতং ভিষক্।
পিপ্পলীফলমুস্তানাং কল্কেন মধুকস্য চ॥
ঈষৎ সলবণং যুক্ত্যা নিরূহং মধুসর্পিষা।
জ্বর প্রশমনং দদ্যাদ্বলস্বেদরুচিপ্রদম্॥ ১৬৩
জীবন্তীং মধুকং মেদাং পিপ্পলীং মরিচং বচাম্।

মধ্যে প্রত্যাগত না হইলে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে; তবে কল্কযুক্ত বস্তির উপকারিতা অনেক]। ১৬০। বস্তি দ্বারা মার্গ শুদ্ধ হওয়াতে দোষ হৃত হওয়াতে এবং তৎকারণে ধাতু সকল প্রসন্ন হওয়াতে অঙ্গের বেদনা দূর ও লঘুতা হইয়া রোগী সদ্য বিজ্বর হয়। ১৬১। আরগ্বধ (সোঁদাল) বেণার মূল, মদনফল (ময়নাফল) এবং চারি প্রকার পর্ণিনী অর্থাৎ শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী, মুদ্গপর্ণী (মুগানী) ও মাষপর্ণী (মাষাণী) এই সকলের ক্বাথ করিয়া তাহার সহিত প্রিয়ঙ্গু, ময়নাফল, মুতা, শুলফা (শতাহ্ব) এবং যষ্টিমধুর কল্ক মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে ঘৃত, গুড় ও মধু মিশ্রিত করিবে। এই বস্তি উত্তম জ্বরঘ্ন। ১৬২। গুলঞ্চ, বলাডুমুর, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, বৃষ (বাসক), শালপাণী, বেড়েলা চাকুলে ও ও ময়নাফলের ক্বাথ লইয়া তাহার সহিত জাঙ্গল মাংসের (কুক্কুটাদি মাংসের) রস মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে পিপুল, ময়নাফল, মুতা এবং যষ্টিমধুর কল্ক, অল্প সৈন্ধব, মধু ও ঘৃত মিলিত করিয়া যুক্তিপূর্ব্বক বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহা জ্বরনাশক, বলপ্রদ, স্বেদকারক ও রুচিপ্রদ। ১৬৩। জ্বরঘ্ন স্নেহ বস্তি যথা;—জীবন্তী, মধুক (যষ্টিমধু), মেদা,

ঋদ্ধিং রাস্নাং বলাং বিশ্বং শতপুষ্পাং শতাবরীম্
পিষ্ট্বা ক্ষীরং জলং সর্পিস্তৈলঞ্চ বিপচেদ্ভিষক্।
আনুবাসনিকং স্নেহমেতদ্বিদ্যাজ্জ্বরাপহম্ ॥১৬৪
পটোলপিচুমর্দ্দাভ্যাং গুড়ূচ্যা মধুকেন চ।
মদনৈশ্চ শৃতঃ স্নেহো জ্বরঘ্নমনুবাসনম্ ॥ ১৬৫
চন্দনাগুরুকাশ্মর্য্যপটোলমধুকোৎপলৈঃ।
সিদ্ধঃ স্নেহো জ্বরহরঃ স্নেহবস্তিঃ প্রযুজ্যতে ॥
যদুক্তং ভেষজাধ্যায়ে বিমানে রোগভেষজে।
শিরোবিরেচনং কুর্য্যাদ্ যুক্তিজ্ঞস্তজ্জ্বরাপহম্ ॥
যচ্চ নাবনিকং তৈলং যাশ্চ প্রাগ্ধূমবর্ত্তয়ঃ।
মাত্রাশিতীয়ে নির্দ্দিষ্টাঃ প্রযোজ্যাস্তা
জ্বরেষ্বপি ॥ ১৬৮
অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ পরিষেকাংশ্চ কারয়েৎ।
যথাভিলাষং শীতোষ্ণং বিভজ্যদ্বিবিধং জ্বরম্ ॥
সহস্রধৌতং সর্পির্বা তৈলং বা চন্দনাদিকম্
দাহজ্বরপ্রশমনং দদ্যাদভ্যঞ্জনং ভিষক্ ॥ ১৭০

অথ চন্দনাদ্যং তৈলমুপদেক্ষ্যামঃ। চন্দন-শৈলেয়ভদ্রশ্রয়-কালানুসার্য্যকালীয়কপদ্মাপদ্মক-কোশীরশারিবামধুক-প্রপৌণ্ডরীক--নাগপুষ্পো-দীচ্য-চব্য-পদ্মোৎপল--নলিন--কুমুদসৌগন্ধিক-

পিপুল, মরিচ, বচ, ঋদ্ধি, রাস্না, বেড়েলা, বিশ্ব (শুঁঠ), শতপুষ্পা (শুল্‌ফা) এবং শতমূলী, এই সমুদায়ের কাথ, উপযুক্ত পরিমাণ তৈল, দুগ্ধ ও ঘৃত একত্র পাক করিয়া তদ্দ্বারা অনুবাবাসন দিবে। এই আনুবাসনিক স্নেহ অত্যন্ত জ্বরনাশক। ১৬৪। পল্‌তা, পিচুমর্দ্দ (নিম-ছাল) গোলঞ্চ যষ্টিমধু ও ময়নাফলের কাথের সহিত পক্ব স্নেহের (তৈল ও ঘৃতের) বস্তি জ্বরনাশক। ১৬৫। রক্তচন্দন, অগুরুকাষ্ঠ, গাম্ভারীছাল, পল্‌তা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপলের কাথের সহিত সিদ্ধ স্নেহের বস্তি জ্বরনাশক। ১৬৬। সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ে ও বিমান-স্থানের রোগভিষগ্জিতীয় নামক ৮ম অধ্যায়ে যে শিরোবিরেচন উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তি-পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে জীর্ণজ্বরের উপশম হয়। ১৬৭॥ পূর্ব্বে সূত্রস্থানে মাত্রাশিতীয় অধ্যায়ে যে নাবনিক তৈল (অণুতৈল) ও ধূমবর্ত্তিসকল বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও জীর্ণ-জ্বরে প্রযোজ্য। ১৬৮। শীত ও উষ্ণ দুই প্রকার জ্বরে বিভাগ ক্রমে ইচ্ছামত শীত ও উষ্ণ অভ্যঙ্গ, প্রলেপ ও পরিষেক করিবে। [এ স্থলে জীর্ণ জ্বরের প্রসঙ্গক্রমে চন্দনাদি তৈলের অবতারণা করা হইয়াছে। অতএব জীর্ণ জ্বরেই ব্যবহার্য্য। কিন্তু এই মত প্রশস্ত বোধ হয় না। যদিও নবজ্বরে অভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অভ্যঙ্গ দ্বারা ঘর্ম্মোদ্গমের ব্যাঘাত হয়, দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে স্নিগ্ধত্ব হেতু অভ্যঙ্গ কফকারক ও আম-বর্দ্ধক। কিন্তু দ্রব্যান্তরের সহিত সংস্কৃত হইলে তৈলের স্নিগ্ধত্ব থাকে না, রুক্ষ-দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত হইলে তৈলের রুক্ষতা হয়, মেদোঘ্ন দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত হইলে তৈল মেদঘ্ন হয়, ঘর্ম্মকারক দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত হইলে ঘর্ম্মকারক হয়, নবজ্বর-নাশক দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত হইলে নবজ্বরনাশক হয়, জীর্ণজ্বর-নাশক দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত হইলে জীর্ণজ্বর-নাশক হয়। এইরূপ তৈল সর্ব্বকর্ম্মেই উপ-যোগী। বাতিক জ্বরে প্রথম হইতেই অভ্যঙ্গ বিধি। ১৮৪। প্রকরণ দেখ। আর অভ্যঙ্গ শব্দে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন। অতএব অভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ হইলেও তৈলের স্থানিক প্রয়োগ নিষিদ্ধ নাই।] ১৬৯। চিকিৎসক দাহজ্বর-নাশক সহস্রধৌত ঘৃত কিংবা চন্দনাদি তৈল দাহজ্বরে অভ্যঙ্গ করিতে দিবেন। ১৭০। অনন্তর চন্দনাদি তৈল ব্যাখ্যা করিতেছি। এই চন্দনাদিগণ ও পরবর্ত্তী অগুর্ব্বাদিগণে সংহিতাকার কৌশলে শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য এই দুই জাতীয় ওষধির বর্ণনা করিয়াছেন। রক্তচন্দন, শৈলেয় (শৈলজ), ভদ্রশ্রিয় (শ্বেতচন্দন), কালানুসার্য্য (শৈলজ), কালীয়ক (পীতচন্দন), পদ্মা (বামনহাটী), পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ), উশীর (বেণা), সারিবা

পুণ্ডরীক--শতপত্র--বিসমৃণালশালূক--শৈবাল-কশেরুকানন্তা-কুশ--কাশেক্ষুদর্ভশরনল-শালি--মূলজম্বুবেত্রবেতস--বানীরগুন্দ্রাককুভাশনাকর্ণ-স্যন্দনবাতপোথশাল-তালধবতিনিশখদিরকদর-কদম্ব-কাশ্মর্য্য-ফল--সর্জ্জ--প্লক্ষ--বটকপীতনো-দুম্বরাশ্বত্থন্যগ্রোধধাতকী-দূর্ব্বোৎকণ্টক--শৃঙ্গা--টক-মঞ্জিষ্ঠাজ্যোতিষ্মতী--পুষ্করবীজ-ক্রৌঞ্চাদন-বদরী-কোবিদারকদলী-সংবর্ত্তকারিষ্ট-শতপর্ব্বা-শীতকুম্ভিকা--শতাবরী--শ্রীপর্ণী--শ্রাবণী -মহা-শ্রাবণী-রোহিণী-শীত-পাক্যোদনপাকীকালাবলা-পয়স্যাবিদারী-জীবকর্ষভ-মেদা-মহামেদা-মধুর-ঋষ্যপ্রোক্তাতৃণশূন্যমোচরসাটরূষকবকুলকুটজ-পটোল--নিম্বশাল্মলী--নারিকেল-খর্জ্জুর-মৃদ্বীকা-পিয়াল-প্রিয়ঙ্গু-ধন্বনাত্ম-গুপ্তা-মধু-কানামন্যেষাঞ্চ শীত-বীর্য্যাণাং যথালাভমৌষধানাং কষায়ং কারয়েৎ। তেন কষায়েণ দ্বিগুণিতপয়সা তেষামেব চ কল্কেন কষায়ার্দ্ধমাত্রং মৃদ্বগ্নিনা সাধয়েৎ তৈলম্। এতৎ তৈলং সদ্যো দাহং জ্বরমপনয়ত্যেতৈরেব চৌষধৈঃ সুশ্লক্ষ্ণপিষ্টৈঃ সুশীতৈঃ প্রদেহং কারয়েৎ এতৈরেব চ শৃত-শীতং সলিলমবগাহপরিষেকার্থং প্রযুঞ্জীত ॥১৭১

ইতি চন্দনাদ্যং তৈলম্।

মধ্বারনাল-ক্ষীর-দধি-ঘৃত-সলিলসেকাব-গাহাশ্চ সদ্যো দাহজ্বরমপনয়ন্তি শীতস্পর্শত্বা-দিতি ॥ ১৭২

রীক কাষ্ঠ, নাগপুষ্প (নাগকেশর), উদীচ্য (বালা), চব্য (চই), রক্তপদ্ম, নীলোৎপল, নলিন (সহস্রদল-পদ্ম), কুমুদ, সৌগন্ধিক (কহ্লার), পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম), শতদলপদ্ম, বিস (মৃণাল) মৃণাল (ক্ষুদ্র মৃণাল), শালূক, শৈবাল, কশেরুক (কেশুর) অনন্তা (অনন্ত-মূল), কুশ, কাশ, ইক্ষুমূল, দর্ভ (উলু), শর-মূল), নলমূল, শালিমূল, জম্বু, বেত্র—বেতস—বানীর এই তিন প্রকার বেত, গুন্দ্রা (গুলঞ্চ) ককুভ (অর্জ্জুন), অশন (পীতসাল), অশ্ব-কর্ণ (ক্ষুদ্র সাল), স্যন্দন ("নেমিবৃক্ষ") বাত-পোথ (পলাশ), সাল, তাল, ধব (খদির-ভেদ), তিনিশ, খদির, কদর (বিট্‌খদির), কদম্ব, কাশ্মর্য্য (গাম্ভারী ফল), ফল (মদন-ফল) সর্জ্জ (ধুনা), প্লক্ষ (পাঁকুড়), বট, কপী তন (পাকা আমড়া), উডুম্বর (যজ্ঞডুমুর), অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ, ধাতকী (ধাইফুল), দূর্ব্বা, উৎকণ্টক (ওকড়া), শৃঙ্গাটক (পাণীফল), মঞ্জিষ্ঠা, জ্যোতিষ্মতী (লতাফট্‌কী), পুষ্কর-বীজ (পদ্মবীজ), ক্রৌঞ্চাদন (ঘেঁচু), বদরী (কুল), কোবিদার (রক্তকাঞ্চন), কদলী, সংবর্ত্তক (মুতা), অরিষ্ট (নিমছাল), শত-পর্ব্বা (দূর্ব্বা ভেদ), শীতকুম্ভিকা (কুমুরে লতা) শতাবরী (শতমূলী), শ্রীপর্ণী (গাম্ভারী), শ্রাবণী (রক্তমুণ্ডীরি), মহাশ্রাবণী (শ্বেতমুণ্ডীরি) রোহিণী (কট্‌কী), শীতপাকী, (বেড়েলা), ওদনপাকী (নীলঝিণ্টী), কালা (নীলিনী বা কালিয়াকড়া), পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী), বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, মধুর (মূর্ব্বা), ঋষ্যপ্রোক্তা (আল-কুশী), তৃণশূন্য (মল্লিকা), মোচরস, অটরূষ (বাসক), বকুল, কুটজ (কুড়চী), পটোল (পল্‌তা) নিমছাল, শাল্মলী (শিমুল), নারি-কেল, খর্জ্জুর, কিস্‌মিস্, পিয়াল, প্রিয়ঙ্গু, ধন্বন, আত্মগুপ্তা (আলকুশী), মধুক (মৌলফুল), এই সমুদায় ও অন্যান্য শীতবীর্য্য ঔষধ যাহা পাওয়া যায়, তাহা একত্র ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথের সহিত ক্বাথের অর্দ্ধ পরিমিত তৈল ও দ্বিগুণ পরিমিত দুগ্ধ এবং ঐ সকল দ্রব্যের কল্ক উপযুক্ত পরিমাণে একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল সদ্য দাহ নিবৃত্তি করে। আর ঐ সকল ঔষধ উত্তম-রূপে পেষণ করিয়া শরীরে প্রলিপ্ত করিলেও দাহজ্বর নিবৃত্ত হয়। আর ঐ সকল দ্রব্যের ক্বাথ শীতল করিয়া অবগাহনও পরিষেকের নিমিত্ত ব্যবহার করা যায়। [এই চন্দনাদি-গণে কোন দ্র] দুই বার উল্লিখিত থাকিলে তাহা দুই ভাগ গ্রহণ করা উচিত]। ১৭১

ইতি দাহ জ্বরে চন্দনাদি তৈল।

ভবন্তি চাত্র,—

পৌষ্করেষু সুশীতেষু পদ্মোৎপলদলেষু চ।
কহ্লারাণাঞ্চ পত্রেষু ক্ষৌমেষু বিমলেষু চ॥
চন্দনোদকশীতেষু সুপ্যাদ্দাহার্দ্দিতঃ সুখম্।
হিমাম্বুসিক্তে সদনে শীতে ধারাগৃহেঽপি বা॥
হেমশঙ্খপ্রবালানাং মণীনাং মৌক্তিকস্য চ।
চন্দনোদকশীতানাং সংস্পর্শানুর ান স্পৃশেৎ॥
স্রগ্‌ভির্নীলোৎপলৈঃ পদ্মৈর্ব্যজনৈর্বিবিধৈরপি
শীতবাতাবহৈর্ব্যজেচ্চন্দনোদকবর্ষিভিঃ॥
নদ্যস্তরাগাঃ পদ্মিন্যো হ্রদাশ্চ বিমলোদকাঃ।
অবগাহে হিতা দাহতৃষ্ণাগ্লানিজ্বরাপহাঃ॥ ১৭৩
প্রিয়াঃ প্রদক্ষিণাচারাঃ প্রমদাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ।
সাম্বয়েয়ুঃ পরৈঃ কামৈর্মণিমৌক্তিকভূষণাঃ॥
শীতানি চান্নপানানি শীতান্যুপবনানি চ বায়ব-
শ্চন্দ্র পাদাশ্চ শীতদাহজ্বরাপহা ইতি॥ ১৭৫

অথোষ্ণাভিপ্রায়িণাং জ্বরিতানামভ্যঙ্গাদী-
নুপক্রমাননুপদেক্ষ্যামঃ। অগুরুকুষ্ঠতগরপত্র-
নলদশৈলেয়ধ্যামকহরেণুকাস্থৌণেয়কক্ষেমি-
কৈলাবরাবরাঙ্গদল-–পুর-–তমাল-পত্র-–ভূতীক-
রোহিষ-সরল-শল্লকী-দেবদার্ব্বগ্নিমন্থ-–বিল্বস্যো-
ণাককাশ্মর্য্যপাটলাপুনর্নবাবৃশ্চীর-কণ্ট-কারিকা-
বৃহতী-শালপর্ণীপৃশ্নি পর্ণীমাষপর্ণী-–মুদ্গপর্ণীগো-
ক্ষুরকৈরণ্ডশোভাঞ্জনকবরুণার্ক-–চিরিবিল্বতিল্ব-–
শটীপুষ্করমূলভাণ্ডীর-ক্রবক-পর্ত্তুরাক্ষীবাশ্মান্তক-–

(কাঁজী), দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও জল শীতস্পর্শ, বলিয়া তদ্দ্বারা পরিষেক ও তন্মধ্যে অবগাহন দাহজ্বর সদ্য নাশ করে। ১°২। উপসংহার দাহার্দ্দিত ব্যক্তি হিমজল-সংসিক্ত ভবনে বা শীতল ধারাগৃহে সুশীতল পুষ্করপত্র, রক্তপদ্ম পত্র, নীলোৎপলপত্র, কহ্লারপত্র ও চন্দনজল শীতল নির্ম্মল কৌষেয় বস্ত্রের উপরি সুখে শয়ন করিবে; হেম, শঙ্খ, প্রবাল ও মণিসমূহ এবং মুক্তা সকল স্পর্শ করিবে; চন্দনজল শীতল সামগ্রীসমূহের অনুরূপ সংস্পর্শ সকল স্পর্শ করিবে। সুশীতল মাল্যসমূহ, নীলোৎপল সমূহ, পদ্মসমূহ যোগে সেব্যমান হইবে। শীতবায়ুবহ চন্দনজলবর্ষী বিবিধ ব্যজনযোগে ব্যজন করিতে থাকিবে। এইরূপ নদী, তড়াগ ও পদ্মশোভিত নির্ম্মলজল হ্রদসমূহে অবগাহন করিলেও দাহ, তৃষ্ণা, গ্লানি ও জ্বর দূর হয়। [পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরাও দাহজ্বরে অবগাহন ব্যবস্থা করেন। যিনি এই উপায় [illegible] প্রথম আবিষ্কার করেন, তিনি [illegible] যে, আমি দাহশান্তির এই নূতন উপায় [illegible] করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন বিপদ্ [illegible] করিয়াছি। ইহাতে রোগীর উষ্মা সহসা [illegible] হইতে পারে যে, মৃত্যু হওয়াও [illegible] কিন্তু চরক এ সম্বন্ধে কোন আশঙ্কাই

কুলাচরিণী, চন্দনচর্চ্চিতা মণিমৌক্তিকভূষণা প্রমদাদিগকে অল্পকাল গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে দাহজ্বরের শান্তি হয়।১৭৪। শীতল অন্নপানসমূহ, শীতল উপবনসমূহ, শীতল বায়ুসমূহ ও চন্দ্রকিরণসমূহ দাহজ্বর শান্তি করে। ১৭৫। অনন্তর আমরা উষ্ণাভিপ্রায়ী জ্বররোগী-দিগের অভ্যঙ্গ প্রভৃতির চিকিৎসা বলিতেছি। কৃষ্ণাগুরু, কুষ্ঠ (কুড়), তগর (তগরপাদিকা), পত্র (তেজপাতা), নলদ (বেণা), শৈলেয়, ধ্যামক (গন্ধতৃণ), হরেণু (রেণুকা), স্থৌণেয়ক (গেঠেলা), ক্ষেমিক (হরিদ্রা), এলা (ছোট এলাচ), বরা (ত্রিফলা), বরাঙ্গদল, (প্রিয়ঙ্গুপত্র), পুর (ধূপাগুরু), তমালপত্র, ভূতীক (যামানী), রোহিষতৃণ, সরল কাষ্ঠ, শল্লকী (শিলারস) দেবদারু, অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী), বেলছাল, শ্যোণাক (শোনাছাল), কাশ্মর্য্য (গাম্ভারী ফল), পাটলা (পারুল), পুনর্নবা (সিয়াপুন্যে), বৃশ্চীর (রক্তপুনর্নবা), কণ্টকারী, বৃহতী, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, (চাকুলে) মাষপর্ণী, (মাষপর্ণী) মুদ্গপর্ণী (মুগানী), গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, শোভাঞ্জন (সজিনা), বরুণ, অর্ক (আকন্দ), চিরিবিল্ব (নাটাকরঞ্জ), তিল্বক (লোধ), শটী, পুষ্করমূল (কুড়), ভাণ্ডীর, ক্রবক ([illegible]), পর্ত্তুর

শিগ্রুমাতুলুঙ্গমূলক-মূলপর্ণী--পিলুপর্ণী--তিলপর্ণী মেষশৃঙ্গীহিংস্রাদন্তশঠৈরাবতম--ভল্লাতকাস্ফোতকগুীরাত্মজকেষীকাকরঞ্জ--ধান্যকাজমোদপৃ-থীকাসুমুখসুরস-কুঠেরক--কণ্ডীর-কাল-মালক-পর্ণাসক্ষব-ফণিজ্ঝকভূস্তৃণ-শৃঙ্গবের-পিপ্পলী-সর্ষপাশ্বগন্ধারাস্নারুহারোহা-বচাবলাতিবলাগুড়ূচী-শত-পুষ্পাশীতবল্লী--নাকুলী--গন্ধনাকুলীশ্বেতা-জ্যোতিষ্মতীচিত্রকাব্যগুাম্লচাঙ্গেরী-বদর-কুলত্থ-মাষাণামেবং বিধানামন্যেষাং চোষ্ণবীর্য্যাণাং যথালাভমৌষধানাং কষায়ং কারয়েৎ। তেন কষায়েণ তেষামেব চ কল্কেন সুরাসৌবীর-কতুষোদকমৈরেয়মেদক-দধি-মণ্ডারনাল কট্বর-প্রতিবিনীতেন তৈলপাত্রং বিপাচয়েৎ। তেন সুখোষ্ণেন তৈলেনোষ্ণাভিপ্রায়িণং জ্বরিত-মভ্যঞ্জ্যাৎ। তথা শীতজ্বরং প্রশাম্যতি তৈরেব চৌষধৈঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈঃ প্রদেহং কারয়েৎ। এতেষামেব চ সুখোষ্ণমুৎকাথ-মবগাহনপরিষেকার্থং প্রযুঞ্জীত জ্বরপ্রশমার্থ-মিতি॥ ১৭৬

ইতি শীতজ্বরে অগুর্ব্বাদিতৈলম্।

ভবন্তি চাত্র।

ত্রয়োদশবিধঃ স্বেদঃ স্বেদাধ্যায়ে নিদর্শিতঃ।
মাত্রাকালবিদা যুক্তঃ স চ শীতজ্বরাপহঃ॥
সা কুটী তচ্চ শয়নং তচ্চাবচ্ছাদনং জরম্।
শীতং প্রশময়ন্ত্যাশু ধূপাশ্চাগুরুজা ঘনাঃ॥ ১৭৭
পবিত্রচারুগাত্রাশ্চ তরুণ্যো যৌবনোষ্মণা।
আশ্লেষাচ্ছময়ন্ত্যাশু প্রমদাঃ শিশিরজ্বরম্॥ ১৭৮
স্বেদনান্নপানানি বাতশ্লেষ্মহরাণি চ।
শীতজ্বরং জয়ন্ত্যাশু সংসর্গবলযোজনাৎ॥ ১৭৯

শিগ্রু (সজিনাভেদ), মাতুলুঙ্গ (গোড়ানেবু), মূলক (মূলো), মূলপর্ণী (সজিনাভেদ), পীলুপর্ণী (মূর্ব্বা) তিলপর্ণী, হিংস্রা, দন্তশঠ (আমরুল) ঐরাবত ফল (ডেঁহু), ভল্লাতক (ভেলা), আস্ফোতা (হাপরমালী), কণ্ডীর, আত্মজক, ঈষিকা (শরের পাব), করঞ্জ, ধান্যক (ধনে), অজমোদা (কোকান্দী-যমানী), পৃথ্বীকা (কৃষ্ণজীরা), সুমুখতুলসী, সুরস-তুলসী, কুঠেরক-তুলসী, কণ্ডীর তুলসী, কালমালক-তুলসী, পর্ণাস তুলসী, ক্ষবক তুলসী, ফণিজ্ঝক তুলসী, ভূস্তৃণ, শৃঙ্গবের (শুঁঠ), পিপুল, সর্ষপ, অশ্বগন্ধা, রাস্না, দূর্ব্বাঙ্কুর বচ, বলা (বেড়েলা), অতিবলা (পীতবেড়েলা), গোলঞ্চ, শুল্ফা, শীতবল্লী, নাকুলী, গন্ধনা-কুলী, শ্বেতা (শ্বেত অপরাজিতা), জ্যোতি-ষ্মতী (লতাফটকী), চিত্রক (চিতা), অধ্যণ্ডা (আলকুশী), অম্লচাঙ্গেরী (আমরুল) বদর (কুল), কুলত্থ ও মাষকলায় এই সমস্ত ও অন্যান্য উষ্ণবীর্য্য ঔষধ যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের কাথ ও কল্ক এবং সুরা, সৌবীরক, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, দধিমণ্ড, আরনাল (কাঞ্জী), কট্বর (ঘোল) এই সমুদায়ের সহিত এক পাত্র (ষোল সের) তৈল পাক করিবে। ঐ তৈল ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় [যা শীতল হইলে রৌদ্রযোগে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া] উষ্ণাকাঙ্ক্ষী রোগীকে অত্যঙ্গ করিতে দিবে। আর ঐ সকল ঔষধ পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া রোগীর গাত্রে লিপ্ত করিলে শীতজ্বরের নিবা-রণ হয়। আবার ঐ সকল ঔষধের সুখোষ্ণ কাথ শীতজ্বর-নিবারণার্থ-পরিষেক ও অব-গাহনে ব্যবহার করা যায়। ১৭৬

ইতি শীতজ্বরে অগুর্ব্বাদি তৈল।

স্বেদাধ্যায়ে ত্রয়োদশ প্রকার স্বেদ উক্ত হইয়াছে। মাত্রা ও কাল বিবেচনা করিয়া সেই সকল স্বেদ প্রযোগ করিলে শীতজ্বর নিবারিত হয়। সেই অধ্যায়ে যে কুটীপ্রবেশ, শয়ন ও আচ্ছাদন বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শীত-জ্বরনাশক। অগুরুকাষ্ঠের ঘনধূপও শীঘ্র শীতজ্বর নিবারণ করে। ১৭৭। চারুপবিত্র-গাত্রা তরুণী প্রমদারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক যৌব-নোষ্মা দ্বারা শীতজ্বর আশু প্রশমিত করিতে পারে। ১৭৮। বাতশ্লেষ্মহর স্বেদ ও অন্ন-পানসমূহ যুগপৎ প্রয়োগ করিলে, সংসর্গবলে শীতজ্বর আশু নিবারণ করে। [বালুকা-স্বেদ ও কাঞ্জিকস্বেদ কফ ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

বাতজে শ্রমজে চৈব পুরাণে ক্ষতজে জ্বরে
লঙ্ঘনং ন হিতং বিদ্যাচ্ছমনৈস্তানুপাচরেৎ ॥
বিক্ষিপ্যামাশয়োষ্মাণং যস্মাদ্গত্বা রসং নৃণাম্।
জ্বরং কুর্ব্বন্তি দোষাস্তু হীয়তেঽগ্নিবলং ততঃ ॥
যথা প্রজ্বলিতো বহ্নিঃ স্থাল্যামিন্ধনবানপি।
ন পচত্যোদনং সম্যগনিলপ্রেরিতো বহিঃ ॥
পক্তিস্থানাৎ তদা দোষৈরুষ্মা ক্ষিপ্তো বহির্নৃণাম্
ন পচত্যন্নমন্নং বা কৃচ্ছ্রাৎ পচতি বা লঘু ॥
অতোঽগ্নিবলরক্ষার্থং লঙ্ঘনাদিক্রমো হিতঃ।
সপ্তাহেন হি পচ্যন্তে সর্ব্বধাতুগতা মলাঃ ॥ ১৮২
নিরামশ্চাপ্যতঃ প্রোক্তো জ্বরঃ প্রায়োঽষ্টমেঽহনি।
উদীর্ণদোষস্ত্বল্পাগ্নিরশ্নন্ গুরু বিশেষতঃ ॥
মুচ্যতে সহসা প্রাণৈশ্চিরং ক্লিশ্যতি বা নরঃ।

কিন্তু কেবল স্বেদ বা কেবল উষ্ণবীর্য্য অন্নপান দ্বারা বাতশ্লেষ্মা বা সন্নিপাত নিবারিত হয় না। স্বেদ ও অন্নপান যুগপৎ প্রয়োগ করা আবশ্যক। দশমূলের ক্বাথ ও বালুকা স্বেদ বাতশ্লেষ্মজ্বরে ও সন্নিপাতে উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ সন্নিপাতে রোগীর গৃহ দিবারাত্র 'কুটী'র ন্যায় তপ্ত অঙ্গার দ্বারা উত্তপ্ত রাখা উচিত। ইহাই সন্নিপাতের প্রধান চিকিৎসা। সন্নিপাতে তৃষ্ণা, শ্বাস বা হিক্কা থাকিলে দশমূলক্বাথের সহিত মদিরা মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে হয়। ২১ অধ্যায় হিক্কাশ্বাস, ৫৫ প্রকরণ দেখ। চক্ষু রক্তবর্ণ বা মস্তক উষ্ণ হইলে রক্তপিত্তাধিকারোক্ত ঘৃতভৃষ্ট আমলকীর চূর্ণ কাঁজী বা আমানীর সহিত ললাটে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে লিপ্ত করিয়া মস্তকে তালপত্রের ব্যজন করিতে হয়; মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিলে প্রায়ই সদ্য সদ্য হৃচ্ছূল, ও প্রতিশ্যায় উপস্থিত হয়। সন্নিপাতে প্রায়ই আধ্মান থাকে, সেই আধ্মান কখন বিড়ঙ্গের ক্বাথ, কখন বা নিম্বুক রসযুক্ত সর্জ্জীক্ষার, কখন বা স্নিগ্ধ স্বেদ, কখন বা রুক্ষস্বেদ এবং কখন বা অল্প পরিমাণ এরণ্ড তৈলযুক্ত দশমূলক্বাথের বিরেচন দ্বারা অপসারিত হয়। সন্নিপাতে উপবাস করিলে বায়ু কুপিত হয়, এই জন্য তৃষ্ণাকালে অল্প অল্প যুষ বা মাংসরস দশমূলাদি ঔষধের সহিত সংস্কৃত করিয়া রোগীকে পুনঃপুনঃ দিতে হয়। সন্নিপাতে মৃগনাভির ব্যবহার আছে, কিন্তু মধুর ব্যবহার নাই। সন্নিপাতে দশমূলযুক্ত এরণ্ড তৈলের বিরেচন উৎকৃষ্ট, অন্যান্য জ্বরে আরগ্বধের বিরেচন উৎকৃষ্ট। সন্নিপাতে মল বদ্ধ থাকিলে দুই [illegible] দিন অন্তর বিরেচন দ্বারা একবার মাত্র [illegible] নিঃসারণ করা উচিত; বিরেচন মাত্রে [illegible] দুর্ব্বল হয়, অতএব সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ-[illegible] পানীয় বিধান করিতে হয়। উষ্মার নিঃসারণ করিতে নাই। তৎকালে মল নিঃসারণ আবশ্যক বোধ হইলে সন্নিপাতনাশক বস্তি ব্যবহার করিতে হয়]। ১৭৯।

বাতজ, শ্রমজ পুরাতন ও ক্ষয়জ জ্বরে লঙ্ঘন হিতকর নহে, এই সকল জ্বরে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। [এই সকল জ্বরে ক্ষীর ও মাংসরস ব্যবস্থা আছে]। ১৮০। যেহেতু দোষ সকল আমরসকে প্রাপ্ত হইয়া আমাশয়স্থ উষ্মাকে স্থানচ্যুত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, সেই জন্য অগ্নি বলহীন হয়। ১৮১। যেমন স্থালীস্থ বহ্নি ইন্ধনসম্পন্ন হইলেও বায়ুকর্ত্তৃক বহিঃ প্রেরিত হওয়াতে সম্যক্‌রূপে অন্নপাক করিতে পারে না, সেইরূপ দোষদিগের কর্ত্তৃক মানবদিগের উষ্মা পাকস্থান হইতে বহিঃক্ষিপ্ত হওয়াতে আহার পাক করিতে পারে না। অথবা লঘু অন্ন অল্পে অল্পে পাক করিয়া থাকে। এইজন্য অগ্নির বলরক্ষার্থ লঙ্ঘনাদি চিকিৎসা হিতকর। সর্ব্ব ধাতুর মলই সপ্তাহ লঙ্ঘনে পাক পায়। ১৮২। সপ্তাহের পর দিবসে প্রায়ই জ্বরকে নিরাম বলা যায়। উদীর্ণদোষ [যাহার দোষ উত্তেজিত হইয়াছে] অল্পাগ্নি ব্যক্তি বিশেষরূপে গুরু

এতস্মাৎ কারণাদ্বিদ্বান বাতিকেঽপ্যাদিতো জ্বরে।
নাতি গুর্ব্বতি বা স্নিগ্ধং ভোজয়েৎ সহসা নরম্ ॥১৮৩

জ্বরে মারুতজে ত্বাদাবনপেক্ষ্যাপি হি ক্রমম্।
কুর্য্যান্নিরনুবন্ধানামভ্যঙ্গাদীনুপক্রমান্ ॥
পায়য়িত্বা কষায়ঞ্চ ভোজয়েদ্রসভোজনম্।
জীর্ণজ্বরহরং কুর্য্যাৎ সর্ব্বশশ্চাপ্যুপক্রমম্ ॥ ১৮৪

শ্লেষ্মলানামবাতানাং জ্বরোঽল্পুষ্ণে কফাধিকঃ
পরিপাকং ন সপ্তাহে নাপি যাতি মৃদূষ্মণাম্ ॥
তং ক্রমেণ যথোক্তেন লঙ্ঘনাল্লাশনাদিনা।
আদশাহমুপক্রম্য কষায়াদ্যৈরুপাচরেৎ ॥ ১৮৫

সামা যে যে চ কফজাঃ কফপিত্তজ্বরাশ্চ যে।
লঙ্ঘনং লঙ্ঘনীয়োক্তং তেষু কার্য্যং প্রতি প্রতি ॥ ১৮৬

বমনৈশ্চ বিরেকৈশ্চ বস্তিভিশ্চ যথাক্রমম্।
জ্বরানুপচরেদ্ধীমান্ কফপিত্তানিলোদ্ভবান্ ॥১৮৭

বহু দিন কষ্ট পায়। এইজন্য বিদ্বান চিকিৎসক বাতিক জ্বরেও প্রথম প্রথম রোগীকে সহসা অতিগুরু বা অতিস্নিগ্ধ ভোজন করাইবেন না। ১৮৩। বাতিকজ্বরে কফ বা পিত্তের অনুবন্ধ না থাকিলে প্রথম হইতেই লঙ্ঘনাদি ক্রম উপেক্ষা করিয়া অভ্যঙ্গাদি চিকিৎসা অবলম্বন করিবে। রোগীকে মধুর স্নিগ্ধ কষায় পান করাইয়া মাংসরস ভোজন করাইবে। আর জীর্ণজ্বরের সমুদায় চিকিৎসা বাতজ্বরে প্রযোজ্য। ১৮৪। ক্ষীণবায়ু শ্লেষ্মল পুরুষদিগের অল্পুষ্ণ শরীরে কফাধিক জ্বর, পাচক উষ্মার মৃদুতা বশতঃ, সপ্তাহেও পরিপাক পায় না। অতএব সেই জ্বরকে দশদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত লঙ্ঘন ও অল্পাশন প্রভৃতি চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসা করিয়া পরে কষায়াদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ১৮৫। যে সকল জ্বর আমসংসৃষ্ট, কফজ ও কফপিত্তজ তাহাদের প্রতিই লঙ্ঘনীয়োক্ত লঙ্ঘন সকল প্রয়োগ করা উচিত। ১৮৬। ধীমান্ চিকিৎসক কফজ, পিত্তজ ও বাতজ জ্বরে যথাক্রমে

সংসৃষ্টান্ সন্নিপতিতান্ বুদ্ধা তরতমৈঃ সমৈঃ।
জ্বরান্ দোষক্রমাপেক্ষী যথোক্তৈরৌষধৈর্জয়েৎ ॥ ১৮৮

বর্দ্ধনেনৈকদোষস্য ক্ষপণেনোচ্ছ্রিতস্য বা।
কফস্থানানুপূর্ব্ব্যা বা সন্নিপাতজ্বরং জয়েৎ ॥১৮৯

বমন, বিরেচন ও বস্তি দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। ১৮৭। সংসৃষ্ট ও সান্নিপাতিক জ্বরে দোষদিগের তরতম ও সমভাব পরীক্ষা করিয়া যথোক্ত ঔষধসমূহযোগে চিকিৎসা করিবেন। ১৮৮। সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসার সাধারণ সূত্র এই ;—ত্রিদোষের মধ্যে ক্ষীণদোষের বৃদ্ধি ও উদ্ধতদোষের হ্রাস করিতে হইবে। আর ত্রিদোষের সমতা দৃষ্ট হইলে প্রথমে কফ, পরে পিত্ত ও শেষে বায়ুর চিকিৎসা হইবে। [কফ ও বায়ুর চিকিৎসার তুল্যতা আছে, সুতরাং কফের চিকিৎসা করিলেই বায়ুর চিকিৎসা আনুসঙ্গিক করা হইল। সন্নিপাতে কফচিকিৎসার প্রধান উপকরণ স্বেদ। কফ ও বাত উভয়স্থলেই স্বেদ আবশ্যক বটে, তবে কফে রুক্ষস্বেদ ও বাতে স্নিগ্ধস্বেদ অধিকতর উপযোগী। সন্নিপাতে প্রথমতঃ রুক্ষ স্বেদই আবশ্যক। এইজন্য বলা হইল যে কফের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিবে। স্বেদের সহিত তিক্তাদিগণ মিশ্রিত ত্রিদোষনাশক যোগ সকল পান করাইলেই পিত্তের চিকিৎসা করা হয়—যেমন চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচন। কফ ও পিত্ত দূর হইলে যদি দেখা যায় যে বায়ুর প্রাধান্য আছে, তবে বায়ুর চিকিৎসা করিবে। মনে কর যেন দেখা গেল যে, রোগী অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়াছে, অথচ উহার উদর আধ্মাত হইতেছে। এরূপ স্থলে বায়ুর লক্ষণ স্পষ্টই বলিতে হইবে। অতএব এরূপস্থলে মহানারায়ণ তৈলাদি বায়ুনাশক যোগ সকল প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই —ইহাই সংহিতাকারের উদ্দেশ্য। জ্বরে অভ্যঙ্গ আমাদের সংস্কারবিরুদ্ধ হইলেও এরূপস্থলে দৃষ্টফল হইয়াছে। তবে কেবল

সন্নিপাতজ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ।
শোথঃ সঞ্জায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে॥
রক্তাবসেচনৈঃ শীঘ্রং সর্পিষ্পানৈশ্চ তং জয়েৎ
প্রদেহৈঃ কফপিত্তঘ্নৈর্নাবনৈঃ কবলগ্রহৈঃ॥ ১৯১
শীতোষ্ণস্নিগ্ধরূক্ষাদ্যৈর্জ্বরো যস্য ন শাম্যতি।
শাখানুসারী রক্তস্য সোঽবসেকাৎ প্রশাম্যতি
বিসর্পেণাভিঘাতেন যশ্চ বিস্ফোটকৈর্জ্বরঃ।
তত্রাদৌ সর্পিষঃ পানং কফপিত্তোত্তরো
ন চেৎ॥ ১৯৩
দৌর্ব্বল্যাৎ দেহধাতূনাং জ্বরো জীর্ণোঽনুবর্ত্ততে
বল্যৈঃ সংবৃংহণৈস্তস্মাদাহারৈস্তমুপাচরেৎ॥১৯৪
কর্ম্ম সাধারণং কুর্য্যাৎ তৃতীয়কচতুর্থকে
আগন্তুরনুবন্ধো হি প্রায়শো বিষমজ্বরে॥ ১৯৫
বাতপ্রধানং সর্পির্ভির্বস্তিভিঃ সানুবাসনৈঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণৈরন্নপানৈশ্চ শময়েদ্বিষমজ্বরম্॥ ১৯৬
বিরেচনেন পয়সা সর্পিষা সংস্কৃতেন চ
বিষমং তিক্তশীতৈশ্চ জ্বরং পিত্তোত্তরং জয়েৎ॥
বমনং পাচনং রূক্ষমন্নপানং বিলঙ্ঘনম্।
কষায়োষ্ণঞ্চ বিষমে জ্বরে শস্তং কফোত্তরে॥
যোগাঃ পরাঃ প্রবক্ষ্যন্তে বিষমজ্বরনাশনাঃ।

বায়ুনাশক তৈল হইলেই হইবে না, বায়ুনাশক অথচ জ্বরনাশক হওয়া আবশ্যক] ১৮৯। সন্নিপাত জ্বরান্তে কর্ণমূলে সুদারুণ শোথ হইয়া থাকে। তাহা হইতে অল্প রোগীই মুক্ত হয়। [এইরূপ শোথ মস্তকেও হয়, কেহ কেহ বলেন যে পদেও হইয়া থাকে]। ১৯০। শীঘ্র রক্তমোক্ষণ, কফপিত্তনাশক ঘৃতপান (যথা পঞ্চতিক্তক ঘৃত), কফপিত্তনাশক প্রলেপ, সন্নিপাতনাশক নস্য ও কবল দ্বারা ঐ শোথের প্রতিকার করিবে। [এস্থলে দশমূলের প্রলেপ বা স্বেদ এবং পলাণ্ডু স্বেদ যন্ত্রণার শীঘ্র নিবারণ করিয়া থাকে]। ১৯১। শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ রুক্ষাদি ক্রিয়া দ্বারা জ্বরের শান্তি না হইলে বুঝিতে হইবে যে, জ্বর কেবল দোষাশ্রিত নহে, উহা শাখাশ্রিতও বটে (শাখা—রক্তাদি)। এরূপ জ্বর রক্তমোক্ষণ দ্বারা শান্ত হইতে পারে। ১৯২। বীসর্পজ্বর, অভিঘাতজজ্বর ও বিস্ফোটজ্বরে (বসন্ত, হাম, ডেঙ্গু, কুষ্ঠ, স্কার্লেট প্রভৃতি জ্বরে) কফ-পিত্ত প্রবল না হইলে প্রথমতঃ ঘৃতপানই প্রশস্ত। [বীসর্পজ্বর ও বিস্ফোটকজ্বরে সচরাচর কফপিত্তের আধিক্য থাকে]। ১৯৩। জীর্ণ জ্বরের প্রধান হেতু দেহধাতুদিগের দৌর্ব্বল্য [যেমন ক্ষয়-জ্বর। ধাতুদিগের ক্ষীণতা বশতঃই ক্ষয়জ্বরের উৎপত্তি হয়]। এরূপ ক্ষীণ হওয়াতে জ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে, বল্য ও বৃংহণ আহার দ্বারা সেই পরিমাণে শরীরের পূরণ হইলেই জ্বর দূর হয়] ১৯৪। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরে সাধারণ চিকিৎসা করিবে [অর্থাৎ উহাতে দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসাও চলিবে এবং যুক্তিব্যপাশ্রয় চিকিৎসাও চলিবে। কারণ [উন্মাদরোগের ন্যায়] বিষমজ্বর প্রায়ই আগন্তু অনুবন্ধ থাকে [তৃতীয়ক প্রভৃতি জ্বরকে বিষম জ্বর কহে। এই সকল জ্বরের চিকিৎসার সহিত উন্মাদের চিকিৎসার অনেক বিষয়ে তুল্যতা আছে]। ১৯৫। সম্প্রতি বিষম জ্বরে যুক্তিব্যপাশ্রয় চিকিৎসার বিবরণ করা হইতেছে। বাতপ্রধান বিষমজ্বর জ্বরাধ্যায়োক্ত ঘৃত এবং আস্থাপন ও অনুবাসন যোগে চিকিৎসা করিতে হয়। আর আহারান্তে ইহাতে স্নিগ্ধোষ্ণ অনুপান (যথা মাংসরস) প্রশস্ত। [রোগী অতিশয় কৃশ হইয়া পড়িলেই বিষমজ্বরে বাতাধিক্য অনুমান করা উচিত]। ১৯৬। বিরেচন, দুগ্ধ, সংস্কৃত ঘৃত এবং তিক্ত ও শীতল যোগসমূহ দ্বারা পিত্তপ্রধান বিষমজ্বর চিকিৎসা করিতে হয়। [রোগীর শরীর সর্ব্বদা উষ্ণ, চক্ষু প্রভৃতি হরিদ্রাবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ পিত্ত-প্রধান বলিতে হইবে]। ১৯৭। বিষম জ্বর কফপ্রধান হইলে বমন, পাচন ও রুক্ষ অনুপান বিশেষরূপে লঙ্ঘন (অল্প ভোজন)

প্রযোক্তব্যা মতিমতা দোষাদীন্ প্রবিভজ্য যে ॥ ১৯৯
সুরাসমণ্ডপানার্থে ভক্ষ্যার্থে চরণায়ুধান্।
তিত্তিরীংশ্চ ময়ূরাংশ্চ প্রযুঞ্জ্যাদ্বিষমজ্বরে। ২০০
পিবেদ্বা ষট্পলং সর্পিরভয়াং বা প্রযোজয়েৎ।
ত্রিফলায়াঃ কষায়ং বা গুডূচ্যা রসমেব বা ॥ ২০১
নীলিনীমজগন্ধাঞ্চ ত্রিবৃতা কটুরোহিণীম্।
পিবেজ্জ্বরাগমে যুক্ত্যা স্নেহস্বেদোপপাদিতঃ ॥
সর্পিষো মহতীং মাত্রাং পীত্বা বা চ্ছর্দ্দয়েৎ পুনঃ
উপযুজ্যান্নপানং বা প্রভূতং পুনরুল্লিখেৎ ॥ ২০৩
সান্নং মদ্যং প্রভূতং বা পীত্বা স্বপ্যাজ্জ্বরাগমে।
আস্থাপনং যাপনং বা কারয়েদ্বিষমজ্বরে ॥ ২০৪
পয়সা বৃষদংশস্য শকৃদ্বা তদহঃ পিবেৎ।
বৃষস্য দধিমণ্ডেন সুরয়া বা সসৈন্ধবম্ ॥ ২০৫
পিপ্পল্যাস্ত্রিফলায়াশ্চ দধ্নস্তক্রস্য সর্পিষঃ।
পঞ্চগব্যস্য পয়সঃ প্রয়োগো বিষমজ্বরে ॥ ২০৬
লশুনস্য সতৈলস্য প্রাগ্‌ভক্তমুপসেবনম্।
বেধ্যানামুষ্ণবীর্য্যাণামামিষাণাঞ্চ ভক্ষণম্ ॥ ২০৭
হিঙ্গুতুল্যা তু বৈয়াঘ্রী বসা নস্তং সসৈন্ধবা
পুরাণসর্পিঃ সিংহস্য বসা তদ্বৎসসৈন্ধবা ॥ ২০৮
সৈন্ধবং পিপ্পলীনাঞ্চ তণ্ডুলাঃ সমনঃশিলাঃ।
নেত্রাঞ্জনং তৈলপিষ্টং শস্যতে বিষমজ্বরে ॥২০৯
পলঙ্কষা নিম্বপত্রং বচা কুষ্ঠং হরীতকী।
সর্ষপাঃ সযবাঃ সর্পির্ধূপনং জ্বরনাশনম্ ॥ ২১০
যে ধূমা ধূপনং যচ্চ নাবনঞ্চাঞ্জনঞ্চ যৎ।
মনোবিকারে ব্যাখ্যাতং কার্য্যং তদ্বিষমজ্বরে ॥

জ্বরনাশক কয়েকটী উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ বলা হইতেছে। কিন্তু এই সকল মুষ্টিযোগ দোষদিগের তারতম্য বুঝিয়া চিকিৎসককে প্রয়োগ করিতে হইবে। ১৯৯। বিষমজ্বরে পানার্থ সুরা ও সুরামণ্ড এবং ভক্ষ্যার্থ কুক্কুট, তিত্তিরি ও ময়ূর মাংসের যুষ প্রদান করিবে। ২০০। অথবা ষট্‌পলঘৃত, হরীতকী, ত্রিফলার কষায় বা গোলঞ্চের রস প্রয়োগ করা যায়। ২০১। জ্বরাগমে যুক্তিপূর্ব্বক রোগীকে স্নেহস্বেদযোগে উপপন্ন করিয়া নীলিনী (বুনোনীল বা নীলগাছ), অজগন্ধার মূল, তেউড়ী বা কটকী পান করাইবে। ২০২। বিষমজ্বরে ঘৃতের "প্রধান" মাত্রা প্রয়োগ করিয়া অথবা প্রভূত অন্নপান ভোজন করাইয়া পরে বমি করাইয়া দিবে। [কেহ কেহ বলেন যে, এরূপ স্থলে টার্টেরিক এসিড যোগে বমন করাইলে সত্বর ফল হয়]। ২০৩। অথবা জ্বরাগমে অন্নের সহিত প্রভূত মদ্যপান করিয়া নিদ্রা যাইবে। অথবা যাপন বস্তি প্রয়োগ করিবে। [এ স্থলে ইহাও বুঝা যায় যে, নিদ্রা না হইলে যাপন বস্তি প্রয়োগ করিবে]। ২০৪। অথবা জ্বরের দিন দুগ্ধের সহিত বিড়ালের বিষ্ঠা পান করিবে। অথবা বৃষের বিষ্ঠা সৈন্ধবযোগে দধিমণ্ড বা সুরার সহিত পান করিবে। ২০৫। বিষমজ্বরে পিপ্পলী, ত্রিফলা, দধি, তক্র, ঘৃত, পঞ্চগব্য, (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র) ও দুগ্ধের 'প্রয়োগ' করা যায় [প্রয়োগ শব্দে বর্ত্তমান নিয়মে প্রয়োগ। যথা পিপ্পলী বর্দ্ধমান]। ২০৬। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিষমজ্বরের সহিত উন্মাদের চিকিৎসার তুল্যতা আছে; সম্প্রতি তাহাই বিবৃত হইতেছে। বিষমজ্বরে ভোজনের পূর্ব্বে তৈলের সহিত রসোনের কল্ক সেবন করিবে এবং ভোজনকালে পবিত্র উষ্ণবীর্য্য আমিষ ভক্ষণ করিবে [উন্মাদাধিকার দেখ]। ২০৭। বিষমজ্বরে সৈন্ধবের সহিত, তুল্য পরিমাণ হিঙ্গু ও ব্যাঘ্রবসা পান করিবে, অথবা পুরাতন ঘৃত বা সৈন্ধবযুক্ত সিংহবসা পান করিবে। ২০৮। বিষমজ্বরে সৈন্ধব, পিপুলের দানা ও মনঃশিলা তৈলের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে প্রশস্ত হয়। ২০৯। গুগ্‌গুল, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, যব ও ঘৃত এই সমুদায় একত্র করিয়া ধূপ দিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ২১০। উন্মাদাধিকারে যে সমস্ত ধুম, ধূপন নস্য ও অঞ্জনের ব্যবস্থা আছে, তাহাও বিষমজ্বরে প্রযোজ্য। [উন্মাদ ও অপস্মারের চিকিৎসার তুল্যতা আছে। এ স্থলে উন্মাদাধিকার বলাতে অপস্মারাধিকারও

[illegible]ৌষধীনাঞ্চ মঙ্গল্যানাং বিষস্থ চ।
[illegible]দগদানাঞ্চ সেবনায় ভবেজ্জরঃ॥ ২১২
সোমং সানুচরং দেবং সমাতৃগণমীশ্বরম্।
পূজয়ন্ প্রযতঃ শীঘ্রং মুচ্যতে বিষমজ্বরাৎ॥ ২১৩
বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুম্।
স্তুবন্ নামসহস্রেণ জ্বরান্ সর্ব্বানপোহতি॥ ২১৪
ব্রহ্মাণমশ্বিনাবিন্দ্রং হুতভক্ষং হিমাচলম্।
গঙ্গাং মরুদ্গণাংশ্চেষ্ট্বা পূজয়ন্ জয়তি জ্বরান্॥
ভক্ত্যা মাতাপিতৄণাঞ্চ গুরূণাং পূজনেন চ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা সত্যেন নিয়মেন চ॥
জপহোমপ্রদানেন বেদানাং শ্রবণেন চ।
জ্বরাদ্বিমুচ্যতে শীঘ্রং সাধুনাং দর্শনেন চ॥ ২১৬

জ্বরে রসস্থে বমনমুপবাসঞ্চ কারয়েৎ।
সেকপ্রদেহৌ রক্তস্থে তথা সংশমনানি চ॥
বিরেচনং সোপবাসং মাংসমেদঃস্থিতে হিতম্।
অস্থিমজ্জগতে দেয়া নিরূহাঃ সানুবাসনাঃ॥ ২১৭
শাপাভিচারাৎ ভূতানামভিষঙ্গাচ্চ যো জ্বরঃ।
দৈবব্যপাশ্রয়ং তত্র সর্ব্বমৌষধমিষ্যতে॥ ২১৮
অভিঘাতজ্বরো নশ্যেৎ পানাভ্যঙ্গেন সর্পিষঃ।
রক্তাবসেকৈর্ম্মদ্যৈশ্চ সাত্ম্যৈর্মাংসরসৌদনৈঃ॥
সানাহো মদ্যসাত্ম্যানাং মদিরারসভোজনৈঃ।
ক্ষতানাং ব্রণিতানাঞ্চ ক্ষতব্রণচিকিৎসয়া॥ ২২০

বুঝিতে হইবে]। ২১১। মণি, ওষধি, মাঙ্গল্য দ্রব্য, বিষ (মিঠে বিষ) ও অগদ (বিষনাশক যোগ সমস্ত) [বিষাধিকার দেখ] সমূহ ধারণ করিলে বিষম জ্বরের শান্তি হয়। [রসায়ন অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, বিষ সুবর্ণচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। অতএব চরকমতে বিষমজ্বরে বিষ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে বিষমজ্বর প্রত্যহ বিকাল বেলা দেখা যায়, একোনাইট্‌ তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইতি হোমিওপ্যাথী]। ২১২। সোম [রুদ্রভাব বিহীন] ও অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত এবং মাতৃকাগণে পরিবৃত মহাদেবকে প্রযতভাবে পূজা করিলে বিষমজ্বর হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। [শিবের রুদ্রভাব জ্বরোৎপত্তির কারণ, এই জন্য সোমভাব বলা হইল]। ২১৩। সর্ব্বশক্তিমান্ চরাচরপতি সহস্রমূর্দ্ধা বিষ্ণুর সহস্র নাম উচ্চারণপূর্ব্বক স্তব করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়। [এ স্থলে সর্ব্বজ্বর উল্লিখিত থাকিলেও বিষমজ্বরেরই প্রসঙ্গ আছে]। ২১৪। ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, অগ্নি, হিমাচল, গঙ্গা, বায়ুগণ ও অন্যান্য ইষ্টদেবতাদিগের পূজা করিলে জ্বর [illegible] নিবৃত্ত হয়। ২১৫। ভক্তিপূর্ব্বক মাতা, পিতা ও গুরুদিগের পূজা, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, [illegible] [illegible]জপ, হোম, দান, বেদশ্রবণ এবং সাধুদিগের দর্শন করিলে জ্বর হইতে শীঘ্র মুক্ত হওয়া যায়। ২১৬। জ্বর রসস্থ হইলে [যেমন আহারের পর জ্বর] বমন ও উপবাস করাইবে। জ্বর রক্তস্থ হইলে [যেমন রক্তপিত্তের জ্বর] শীতল পরিষেক ও প্রদেহ এবং সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বর মাংসস্থ ও মেদঃস্থ হইলে [যেমন পিড়কাজনিত জ্বর] বিরেচন ও উপবাস ব্যবস্থা করিবে। জ্বর অস্থিগত ও মজ্জাগত হইলে [যেমন শস্ত্রটঙ্কার ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি বায়ুসংসৃষ্ট জ্বর] নিরূহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। ২১৭। শাপ, অভিচার ও ও ভূতাবেশ হইতে যে জ্বর হয়, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার দৈবব্যপাশ্রয় ঔষধ ভাল। ২১৮। অভিঘাত জ্বর [পতন ও আঘাতজনিত জ্বর] ঘৃতপান ও ঘৃতাভ্যঙ্গ দ্বারা নষ্ট হয়। ইহাতে রক্তমোক্ষণ, সাত্ম্য মদ্য এবং মাংসরস যুক্ত ভোজন আবশ্যক। [পতন দ্বারা অচেতন ব্যক্তির চৈতন্য-সম্পাদন জন্য রক্তমোক্ষণ ও মদ্যপান আবশ্যক হয়। অধিক পরিমাণে রক্ত মোক্ষণ করিলে বায়ু কুপিত ও অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিলে পিত্ত কুপিত হইয়া মৃত্যু হওয়া সম্ভব। এই জ্বরে অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্য আবশ্যক করে বলিয়া সচরাচর অস্ত্রচিকিৎসাধিকারেই ইহার উল্লেখ হয়]] ২১৯। মদ্যসাত্ম্য ব্যক্তিদিগের আনাহযুক্ত জ্বর মদিরা[illegible] মাংসরস ভোজন দ্বারা শান্ত

আশ্বাসেনেষ্টলাভেন বায়োঃ প্রশমনেন চ।
হর্ষণৈশ্চ শমং যান্তি কামশোকভয়জ্বরাঃ ॥ ২২১
কাম্যৈরর্থৈর্মনোজ্ঞৈশ্চ পিত্তঘ্নৈশ্চাপ্যুপক্রমৈঃ
সদ্বাক্যৈঃ শাম্যতি হ্যাশু জ্বরঃ ক্রোধসমুত্থিতঃ ॥
কামাৎ ক্রোধজ্বরো নাশং ক্রোধাৎ কামসমুদ্ভবঃ
যাতি তাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ ভয়শোকসমুত্থিতঃ ॥২২৩
জ্বরকালঞ্চ বেগঞ্চ চিন্তয়ন্ পূর্য্যতে তু যঃ।
তস্যেষ্টৈস্ত বিচিত্রৈশ্চ বিষয়ৈর্নাশয়েৎ স্মৃতিম্ ॥
জ্বরপ্রমোক্ষে পুরুষঃ কূজন্ বমতি চেষ্টতে।
শ্বসন্ বিবর্ণঃ স্বিন্নাঙ্গো বেপতে লীয়তে মুহুঃ ॥
প্রলপত্যুষ্ণসর্ব্বাঙ্গঃ শীতাঙ্গশ্চ ভবত্যপি।
বিসংজ্ঞো জ্বরবেগার্ত্তঃ সক্রোধ ইব বীক্ষ্যতে ॥

সদোষশব্দঞ্চ শকৃদ্দ্রবং স্রবতি বেগবৎ।
লিঙ্গান্যেতানি জানীয়াজ্জ্বরমোক্ষে বিচক্ষণঃ ॥
বহুদোষস্য বলবান্ প্রায়েণাভিনবো জ্বরঃ।
সৎক্রিয়া দোষপক্ত্যা চেত্তিমুক্তি সুদারুণম্ ॥
কৃত্বা দোষবশাদ্বেগং ক্রমাদুপরমন্তি যে।
তেষামদারুণো মোক্ষো জ্বরাণাং
চিরকারিণাম্ ॥ ২২৭
বিগতক্লমসন্তাপমব্যথং বিমলেন্দ্রিয়ম্।
যুক্তং প্রকৃতিসত্ত্বেন বিদ্যাৎ পুরুষমজ্বরম্ ॥২২৮
সজ্বরো জ্বরমুক্তশ্চ বিদাহীনি গুরূণি চ
অসাত্ম্যান্যন্নপানানি বিরুদ্ধানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥
ব্যবায়মতিচেষ্টাশ্চ স্নানমত্যশনানি চ।
তথা জ্বরঃ শমং যাতি প্রশান্তো জায়তে ন চ ॥
ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চঙ্ক্রমণানি চ।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ॥

হয়। উরঃক্ষতরোগী ও ব্রণরোগীদিগের (যেয়োরোগী) জ্বরেও মদ্য ও মাংসরস ব্যবস্থা। (ক্ষতচিকিৎসা ও ব্রণচিকিৎসাধিকারে ক্ষত ও ব্রণজ্বরের চিকিৎসা আছে)। ২২০। কামশোক ও ভয়জনিত জ্বর [এই তিন জ্বর বাতিক] আশ্বাস, ইষ্টলাভ, বায়ুশান্তি ও হর্ষণ দ্বারা শান্ত করা যায়। ২২১। ক্রোধোদ্ভূত জ্বর [ইহা পৈত্তিক] কাম্য ও মনোহর উপায় সকল, পিত্তনাশক চিকিৎসা ও সদ্বাক্য দ্বারা আশু শান্ত হয়। ২২২। ক্রোধজ্বর কামোৎপত্তি দ্বারা ও কামজ্বর ক্রোধোৎপত্তি দ্বারা এবং ভয় ও শোকজ্বর ক্রোধ বা কামোৎপত্তি দ্বারা শান্ত হয়। ২২৩। অমুক সময়ে আমার জ্বর আসিয়া থাকে, এই দেশে আসিয়া অবধিই আমার জ্বর হইয়াছে, ইত্যাদি প্রকারে জ্বরের কাল ও দেশ চিন্তা করিয়া যে ব্যক্তি জ্বরিত হয়, অভীষ্ট বিচিত্র বিষয়সমূহ দ্বারা তাহার স্মৃতিনাশ করিবে। ২২৪। জ্বরত্যাগ কালে মনুষ্য কণ্ঠকূজন, বমন ও অঙ্গসঞ্চালন করে ; শ্বাস ফেলিতে থাকে, বিবর্ণ হয়, ঘামিতে থাকে, কাঁপিতে থাকে, মুহুর্মুহুঃ অবসন্ন হয়, প্রলাপ বলিতে থাকে এবং হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ বা শীতল হইয়া উঠে, রোগী সংজ্ঞাহীন হইতে পারে, কখন বা জ্বরবেগে আর্ত্ত হইয়া সক্রোধের ন্যায় অবলোকিত হয়। কখন বা শব্দের সহিত বেগযুক্ত সদোষ [দুর্গন্ধ] তরল বিষ্ঠা পরিত্যাগ করে। [ইহাকেই ডাক্তারেরা কোলাপ্স কহেন]। বিচক্ষণ চিকিৎসক জ্বরমুক্তির এই সকল লক্ষণ জানিবেন। ২২৫। বহু দোষযুক্ত ব্যক্তির বলবান্ অভিনব জ্বর [সংসৃষ্ট বা সান্নিপাতিক জ্বর] আশুকারিণী চিকিৎসা দ্বারা অসময়ে দোষপাক বশতঃ প্রায়ই এইরূপ সুদারুণ ভাবে মুক্ত হইয়া থাকে। ২২৬। যে সকল জ্বর দোষবশতঃ বেগ প্রাপ্ত হইয়া লঙ্ঘনাদি দ্বারা ক্রমে নিবৃত্ত হয়, সেই সকল জ্বর বিলম্বে নিবৃত্ত হইলেও ত্যাগকালে দারুণ লক্ষণ হয় না। ২২৭। জ্বরমুক্ত হইলে পুরুষ বিগতক্লান্তি, বিগতসন্তাপ, ব্যথাহীন ও বিমলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে এবং পূর্ব্ববৎ সত্ত্ববান্ হয়। ২২৮। মানুষ সজ্বরই হউক আর জ্বরমুক্তই হউক্ বিদাহী গুরু অসাত্ম্য বিরুদ্ধ অন্নপান, ব্যায়াম, অতিচেষ্টা, স্নান ও অতিভোজন পরিত্যাগ করিবে, এইরূপে জ্বর শান্ত হইলে পুনর্ব্বার আসে না। ২২৯। জ্বরমুক্ত ব্যক্তি বলবান্ না হওয়া পর্য্যন্ত পরিশ্রম, ব্যবায়, স্নান ও ভ্রমণ করিবে না। ২৩০।

অসঞ্জাতবলো যস্তু জ্বরমুক্তো নিষেবতে।
বর্জ্জ্যমেতন্নবস্তস্য পুনরাবর্ত্ততে জ্বরঃ ॥ ২৩১
দুর্হৃতেষু চ দোষেষু যস্য বা বিনিবর্ত্ততে।
স্বল্পেনাপ্যপচারেণ তস্য ব্যাবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৩২
চিরকালপরিক্লিষ্টং দুর্ব্বলং দীনচেতসম্
অচিরেণৈব কালেন স হন্তি পুনরাগতঃ ॥
অথবাপি পরীপাকং ধাতুষ্বেব ক্রমান্মলাঃ।
যান্তি জ্বরমকুর্ব্বন্তস্তে তথাপ্যপকুর্ব্বতে ॥
দীনতাং শ্বয়থুং গ্লানিং পাণ্ডুতাং নান্নকামতাম্
কণ্ডুরুৎকোঠপিড়কাঃ কুর্ব্বন্ত্যগ্নিঞ্চ তে মৃদুম্।
এবমন্যেহপি চ গদা ব্যাবর্ত্তন্তে পুনর্গতাঃ।
অনির্ঘাতেন দোষাণামল্পৈরপ্যহিতৈর্নৃণাম্ ॥
নিবৃত্তেহপি জ্বরে তস্মাদ্যথাবস্থং যথাবলম্।
যথাপ্রাণং হরেদ্দোষং প্রয়োগৈর্বা শমং নয়েৎ
মৃদুভিঃ শোধনৈঃ শুদ্ধির্যাপনা বস্তয়ো হিতাঃ।
হিতাশ্চ লঘবো যূষা জাঙ্গলামিষজা রসাঃ ॥ ২৩
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনস্নানং ধূপনাভ্যঞ্জনানি চ।
হিতানি পুনরাবৃত্তে জ্বরে তিক্তঘৃতানি চ ॥ ২৩৪
গুর্ব্বভিষ্যন্দসাত্ম্যানাং ভোজনাৎ পুনরাগতে
লঙ্ঘনোষ্ণোপচারাদিঃ ক্রমঃ কার্য্যশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥
কিরাততিক্তকং তিক্তা মুস্তং পর্পটকোহমৃতা ॥
ঘ্নন্তি পীতানি চাভ্যাসাৎ পুনরাবর্ত্তকং জ্বরম্ ॥
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং জ্বরিতানাং বিচক্ষণঃ।
জ্বরক্রিয়াক্রমাপেক্ষী কুর্য্যাৎ তত্র চিকিৎসিতম্
রোগরাট্ সর্ব্বভূতানামন্তকৃদ্দারুণো জ্বরঃ।
তস্মাদ্বিশেষতস্তস্য যতেত প্রশমং ভিষগিতি

ভবতি চাত্র।

যথাক্রমং যথাপ্রশ্নমুক্তং জ্বরচিকিৎসিতম্।
অত্রিজেনাগ্নিবেশায় ভূতেভ্যো হিতমিচ্ছতা ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে জ্বরচিকিৎসিতং নাম
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি বল না হইতেই এই সকল বর্জ্জনীয় ব্যাপার সেবা করিলে তাহার জ্বর পুনর্ব্বার আসে। ২৩১। দোষ সকল অনুচিতরূপে ও অসময়ে নিঃসারিত হওয়ার পর যে জ্বর নিবৃত্ত হয়, তাহা অল্পমাত্র অপচারেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। ২৩২। এইরূপে প্রত্যাগত-জ্বর রোগীকে বহু দিবস পর্য্যন্ত পরিক্লিষ্ট, দুর্ব্বল ও দীনচিত্ত করিয়া পরে বধ করে। অথবা দোষ সকল জ্বর না উৎপন্ন করিয়াও ক্রমে ধাতুক্ষয় করিয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়। তাহাতে দীনতা, শোথ, গ্লানি, পাণ্ডু, অন্নে অনভিলাষ, কণ্ডু, উৎকোঠ, পিড়কা ও অগ্নিমান্দ্য হয়। এইরূপে মানুষের অন্যান্য রোগও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়া না সারিলে অল্প অপচারেই পুনর্ব্বার আসিতে পারে। অতএব জ্বর নিবৃত্ত হইলেও রোগীর অবস্থা বল ও প্রাণ অনুসারে মৃদু সংশোধনযোগে দোষ নিঃসারণ করিবে বা সংশমন ঔষধযোগে প্রশমিত করিবে। এরূপস্থলে যাপনা বস্তিসমূহও পথ্য। ২৩৩। পুনরাবৃত্ত জ্বরে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, ধূপন ও অঞ্জন হিতকর এবং তিক্তদ্রব্য-সংস্কৃত ঘৃত সকল [যেমন পঞ্চতিক্তক ঘৃত] উপযোগী। [স্নান দুই প্রকার ; অবগাহন স্নান ও শিরঃস্নান। তন্মধ্যে পুনরাবৃত্ত জ্বরে প্রথম প্রথম শিরঃস্নান ও উষ্ণজলে স্নান ভাল]। ২৩৪। গুরু অভিষ্যন্দী ও অসাত্ম্য ভোজন হেতু জ্বর পুনরাগত হইলে পূর্ব্ববৎ লঙ্ঘন ও উষ্ণোপচারাদি পালন করা উচিত। ২৩৫। চিরতা, কটকী, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া ও গোলঞ্চ এই সমুদায়ের ক্বাথ কিছুদিন পান করিলে পুনরাবৃত্ত জ্বরের শান্তি হয়। ২৩৬। বিচক্ষণ চিকিৎসক পুনরাবৃত্তজ্বরের সেই সেই অবস্থায় অন্যান্য জ্বরের সেই সেই অবস্থার অনুরূপ চিকিৎসা করিবেন। ২৩৭। রোগরাজ জ্বর সর্ব্বভূতের সংহারক ও দারুণস্বভাব। অতএব চিকিৎসক জ্বরশান্তির জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন। ২৩৮। প্রাণিহিতৈষী ভগবান্ আত্রেয় যথাক্রম ও যথাপ্রশ্ন অগ্নিবেশকে জ্বরচিকিৎসা ব্যাখ্যা করিলেন। [ডাক্তারেরা জ্বরকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

রক্তপিত্তচিকিৎসিতম্।

অথাতো রক্তপিত্তচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

অর্থাৎ অবিরাম ও সবিরাম জ্বর। তন্মধ্যে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বরকে সবিরাম জ্বর বলা হয়। আর বাতপিত্ত প্রভৃতি দ্বিদোষ জ্বরকে অবিরাম বা রেমিটেণ্ট বলা হয়। ডাক্তারীতে সান্নিপাতিক জ্বরের বিশেষ নাম নাই। যে জ্বরের প্রথমাবস্থায় শীত ও শেষ অবস্থায় দাহ ও ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়, আমরা তাহাকে বাতিক জ্বর বলি। ডাক্তারেরা তাহাকে সিম্পল ইণ্টারমিটেণ্ট কহেন। নিউমোনিয়া অর্থাৎ হৃচ্ছূল দ্বিদোষজ্বরের অন্তর্গত উপদ্রব মাত্র। টাইফস্ ও টাইফয়েড জ্বর দুই প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর মাত্র। তন্মধ্যে টাইফস্ জ্বরে চর্ম্মোপরি স্থানে স্থানে লালবর্ণের এবং টাইফয়েড জ্বরে গোলাপী রঙ্গের কণ্ডু সকল উৎপন্ন হয়। টাইফস জ্বর পিত্তোল্বণ ও টাইফয়েড জ্বর পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ হইয়া থাকে। বসন্ত, হাম, ডেঙ্গু, বীসর্প, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি জ্বর পিত্তশ্লৈষ্মিক। উহাদের ঔষধ তিক্তকষায়গণ। মজ্জাগত জ্বরকে ডাক্তারেরা সেরিব্রো স্পাইনালফীবর কহেন]। ২৩৯।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা রক্তপিত্তচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [সাধারণতঃ শরীরের যে কোন স্থান হইতে যে কোন কারণে রক্ত নির্গত হউক না কেন, তাহাতে রক্তপিত্তাধিকারোক্ত চিকিৎসা প্রয়োগ করা যায়। সূত্রস্থানের বিধিশোণিতীয়

বিহরন্তং জিতাত্মানং পঞ্চগঙ্গে পুনর্ব্বসুম্।
প্রণম্যোবাচ নির্ম্মোহমগ্নিবেশোঽগ্নিবর্চ্চসম্ ॥
ভগবন্ রক্তপিত্তস্য হেতুরুক্তঃ সলক্ষণঃ।
বক্তব্যং যৎ পরং তস্য বক্তুমর্হসি তদ্‌গুরো ॥২

গুরুরুবাচ।

মহাগদং মহাবীর্য্যমগ্নিবচ্ছীঘ্রকারি চ ॥
হেতুলক্ষণবিচ্ছীঘ্রং রক্তপিত্তমুপাচরেৎ ॥ ৩
তস্যোষ্ণং তীক্ষ্ণমম্লঞ্চ কটূনি লবণানি চ।
ঘর্ম্মশ্চান্নবিদাহশ্চ হেতুঃ পূর্ব্বং নিদর্শিতঃ।
তৈর্হেতুভিঃ সমুদ্দিষ্টং পিত্তং রক্তং প্রপদ্যতে
তদ্‌যোনিত্বাৎ প্রপন্নঞ্চ বর্দ্ধতে তৎ প্রদূষয়ৎ ॥৪
তস্যোষ্মণা দ্রবো ধাতুর্ধাতোর্ধাতোঃ
প্রসিচ্যতে।
স্বিদ্যতস্তেন সংবৃদ্ধিং ভূয়স্তদধিগচ্ছতি ॥

১। একদা নির্ম্মোহ অগ্নিতেজা জিতাত্মা পুনর্ব্বসু পঞ্চগঙ্গ প্রদেশে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে অগ্নিবেশ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে রক্তপিত্তের হেতু ও লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এক্ষণে হে গুরো! তৎসম্বন্ধে আর যাহা বক্তব্য আছে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ২। গুরু কহিলেন, রক্তপিত্ত মহারোগ, মহাবীর্য্য ও শীঘ্রকারী। অতএব হেতু-লক্ষণ বিশারদ চিকিৎসক রক্তপিত্তে ত্বরাপর হইয়া চিকিৎসা করিবেন। ৩। উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অম্ল, কটু ও লবণ দ্রব্য এবং উত্তাপ ও ভুক্তান্নের বিদাহপাক রক্তপিত্তের হেতু বলিয়া পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ সকল হেতু কর্ত্তৃক উদীর্ণ হইয়া পিত্ত রক্তকে আক্রমণ করে। পিত্ত রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। [অথবা পিত্ত ও রক্তের তুল্যতা আছে, কারণ উভয়েই উষ্ণপ্রকৃতি] সুতরাং রক্তের সহিত মিলিত হইলে বর্দ্ধিত হয় এবং বর্দ্ধিত হইয়া রক্তকে দূষিত করে। ৪। পিত্তের উষ্মার সংস্পর্শে প্রত্যেক ধাতু খিন্ন হওয়াতে প্রত্যেকেরই দ্রবময় উষ্ণস্বভাব ধাত্বংশ পিত্তের সহিত মিলিত হয়। তাহাতে পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। [illegible] সহিত রক্তের গন্ধ

সংযোগাদ্ দূষণাৎ তৎ তু সামান্যাদ্গন্ধ-
বর্ণয়োঃ।
রক্তস্য পিত্তমাখ্যাতং রক্তপিত্তং মনীষিভিঃ ॥৫
প্লীহানঞ্চ যকৃচ্চৈব তদধিষ্ঠায় বর্ত্ততে।
স্রোতাংসি রক্তবাহীনি তন্মূলানি হি দেহিনাম্
সান্দ্রং সপাণ্ডু-সস্নেহং পিচ্ছিলঞ্চ কফান্বিতম্ ॥৭
শ্যাবারুণং সফেনঞ্চ তনু রূক্ষঞ্চ বাতিকম্ ॥ ৮
রক্তপিত্তং কষায়াভং কৃষ্ণং গোমূত্রসন্নিভম্।
মেচকাগারধূমাভমঞ্জনাভঞ্চ পৈত্তিকম্ ॥ ৯
সংসৃষ্টলিঙ্গং সংসর্গাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্ ॥
একদোষানুগং সাধ্যং দ্বিদোষং যাপ্যমুচ্যতে।
যৎ ত্রিদোষমসাধ্যং তন্মন্দাগ্নেরতিবেগবৎ।

ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যানশ্নতশ্চ যৎ ॥
গতিরূর্দ্ধমধশ্চৈব রক্তপিত্তস্য দর্শিতা।
ঊর্দ্ধাঃ সপ্তবিধা দ্বারা দ্বিদ্বারা ত্বধরা গতিঃ ॥
সপ্তচ্ছিদ্রাণি শিরসি যে চাধঃ সাধ্যমূর্দ্ধগম্।
যাপ্যন্ত্বধোগমং মার্গৌ দ্বাবসাধ্যং প্রপদ্যতে ॥
যদা তু সর্ব্বচ্ছিদ্রেভ্যো রোমকূপেভ্য এব চ।
বর্ত্ততে তামসংখ্যেয়াং গতিং তস্যাহুরন্তিকীম্ ॥
যচ্চোভয়াভ্যাং মার্গাভ্যামতিমাত্রং প্রবর্ত্ততে।
তুল্যং কুণপগন্ধেন রক্তং কৃষ্ণমতীব চ ॥
সংসৃষ্টং কফবাতাভ্যাং কণ্ঠে সজ্জতি চাপি যৎ
যচ্চাপ্যুপদ্রবৈঃ সর্ব্বৈর্যথোক্তৈঃ সমভিদ্রুতম্ ॥
হারিদ্রনীলহরিততাম্রৈর্বর্ণৈরুপদ্রুতম্।

ও বর্ণের তুল্যতা আছে। এই তুল্যতা হেতু পিত্তের সহিত রক্তের সংযোগ দূষণ হয়। রক্তপিত্তের সেই দূষিত সংযোগকে মনীষিগণ রক্তপিত্ত কহিয়া থাকেন। ৫। [যেমন আমাশয় জ্বরের অধিষ্ঠান সেইরূপ] প্লীহা ও যকৃৎ রক্তপিত্ত রোগের অধিষ্ঠান [উৎপত্তি স্থান], কারণ প্লীহা ও যকৃৎ রক্তবহ স্রোতঃসমূহের মূল। ৬। কফাশ্রিত রক্তপিত্ত সান্দ্র, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, সস্নেহ ও পিচ্ছিল [বক্ষঃ কফের প্রধান স্থান; অতএব কফাশ্রিত রক্তপিত্ত বক্ষঃ হইতে মুখ দিয়া নিঃসৃত হয়]। ৭। বাতাশ্রিত রক্তপিত্ত শ্যাবারুণবর্ণ ফেনযুক্ত, পাতলা ও রুক্ষ। [পক্বাশয় ও বস্তি বায়ুর প্রধান স্থান, অতএব বাতাশ্রিত রক্তপিত্ত মল ও প্রস্রাব দিয়া নির্গত হয়]। ৮। পিত্তোল্বণ রক্তপিত্ত কষায়সদৃশ, কৃষ্ণবর্ণ বা গোমূত্রসদৃশ। অথবা ইহার বর্ণ মেচক [নীলাঞ্জন] ও ঝুলের ন্যায় বা অঞ্জনের ন্যায়। [আমাশয় পিত্তের প্রধান স্থান, অতএব পিত্তোল্বণ রক্তপিত্ত আমাশয় হইতে নিঃসৃত হয় এবং সচারাচর মুখ দিয়াই নির্গত হয়]। ৯। রক্তপিত্ত দ্বিদোষ হেতু দ্বিদোষের লক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং ত্রিদোষাশ্রিত হইলে ত্রিদোষের লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দ্বিদোষাশ্রিত হইলে যাপ্য এবং ত্রিদোষাশ্রিত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। মন্দাগ্নি ব্যক্তির অতি বলবান রক্তপিত্ত অসাধ্য। ব্যাধি কর্ত্তৃক ক্ষীণদেহ ব্যক্তির রক্তপিত্ত অসাধ্য। বৃদ্ধ ব্যক্তির রক্তপিত্ত অসাধ্য। আর যে ভোজন করিতে পারে না, তাহার রক্তপিত্তও অসাধ্য। ১১। পূর্ব্বে রক্তপিত্তের ঊর্দ্ধ ও অধোগতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ঊর্দ্ধ দ্বার সপ্তবিধ [যথা কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয় ও মুখ]। অধোদ্বার দ্বিবিধ [যথা প্রস্রাব দ্বার ও মলদ্বার। গর্ভদ্বারাশ্রয় রক্তপিত্তকে প্রদর বলে] শিরোদেশের সপ্ত ছিদ্রই রক্তপিত্তের ঊর্দ্ধদ্বার এবং অধোদেশে উহার দুই দ্বার। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সাধ্য। অধোগত রক্তপিত্ত [যথা অর্শের রক্ত] যাপ্য। উভয় মার্গগত রক্তপিত্ত অসাধ্য হইয়া থাকে। ১২। যাহার অধঊর্দ্ধস্থ সমস্ত ছিদ্র ও লোমকূপসমূহ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহার সেই অসংখ্যেয় গতিকে অন্তকরী গতি কহিয়া থাকে। ১৩। যে রক্ত পিত্ত অধঊর্দ্ধ উভয় মার্গ দিয়া অতিমাত্র নিষ্ক্রান্ত হয়, যাহা কুণপগন্ধি [যাহার গন্ধ মড়া পোকার গন্ধের ন্যায়] যাহার রক্ত অতীব কৃষ্ণবর্ণ, যাহা বাতশ্লেষ্মসংসৃষ্ট, যাহা কণ্ঠে [illegible]

ক্ষীণস্য কাসবানস্য যচ্চ তচ্চ ন সিধ্যতি ॥ ১৪
যদ্দ্বিদোষানুগং যদ্বা শান্তং শান্তং প্রকুপ্যতি ॥
মার্গান্মার্গং চরেদ্‌যদ্বা যাপ্যং পিত্তমসৃক্ চ
তৎ ॥ ১৫
একমার্গং বলবতো নাতিবেগং নবোত্থিতম্।
রক্তপিত্তং সুখে কালে সাধ্যং স্যান্নিরুপদ্রবম্ ॥
স্নিগ্ধোষ্ণমুষ্ণরূক্ষঞ্চ রক্তপিত্তস্য কারণম্।
অধোগস্যোত্তরং প্রায়ঃ পূর্ব্বং স্যাদূর্দ্ধগস্য তু ॥
ঊর্দ্ধগং কফসংসৃষ্টমধোগং মারুতানুগম্।
দ্বিমার্গং কফবাতাভ্যামুভাভ্যামনুবধ্যতে ॥ ১৮
অক্ষীণবলমাংসস্য রক্তপিত্তং যদশ্নতঃ ॥
তদ্দোষদুষ্টমুৎক্লিষ্টং নাদৌ স্তম্ভনমর্হতি ॥ ১৯
গলগ্রহং পূতিনস্যং মূর্চ্ছায়মরুচিং জ্বরম্।
গুল্মং প্লীহানমানাহং কিলাসং কৃচ্ছ্রমূত্রতা ॥
কুষ্ঠান্যর্শাংসি বীসর্পং বর্ণনাশং ভগন্দরম্।
বুদ্ধীন্দ্রিয়োপরোধঞ্চ কুর্য্যাৎ স্তম্ভিতমাদিতঃ ॥ ২০
তস্মাদুপেক্ষ্যং বলিনো বলদোষবিচারিণা।
রক্তপিত্তং প্রথমতঃ প্রবৃদ্ধং সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ২১
প্রায়েণ হি সমুৎক্লিষ্টমামদোষাচ্ছরীরিণাম্।
বৃদ্ধিং প্রয়াতি পিত্তাসৃক্ তস্মাল্লঙ্ঘনমাদিতঃ ॥
মার্গদোষানুবন্ধঞ্চ নিদানং প্রসমীক্ষ্য চ।
লঙ্ঘনং রক্তপিত্তাদৌ তর্পণং বা
প্রযোজয়েৎ ॥ ২৩
হ্রীবেরং চন্দনোশীরমুস্তপর্পটকৈঃ শৃতম্।

এবং যাহা হরিদ্রা নীল হরিত ও তাম্রবর্ণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত, তাহা অসাধ্য আর ক্ষয়রোগীর কাস-যুক্ত রক্তপিত্ত অসাধ্য। ১৪। যে রক্তপিত্ত দ্বিদোষাশ্রিত, যাহা থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ পায় [যেমন অর্শের রক্ত] এবং যাহা এক মার্গ হইতে মার্গান্তরে নিক্রান্ত হয় [যেমন স্ত্রীলোকের রজঃ বন্ধ হইলে কখন কখন নাসিকা দিয়া নির্গত হয়], সেই রক্তপিত্ত যাপ্য। ১৫। বলবান্ ব্যক্তির একমার্গগত, অনতি-কোনবোত্থিত ও নিরুপদ্রব রক্তপিত্ত সুখকর কালে [ঠাণ্ডার সময়] আপনা-আপনি নিবৃত্ত হইতে পারে। ১৬। স্নিগ্ধোষ্ণ ও রুক্ষোষ্ণ এই দুইটী রক্তপিত্তের কারণ, তন্মধ্যে শেষো-ক্তটী অধোগত রক্তপিত্তের এবং পূর্ব্বোক্তটী ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তের প্রায়ই কারণ হইয়া থাকে। [ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত পিত্তশ্লেষ্ম-সংসৃষ্ট; শ্লেষ্মা স্নিগ্ধ ও পিত্ত উষ্ণ, সুতরাং স্নিগ্ধোষ্ণ দ্বারা শ্লেষ্মসংসৃষ্ট রক্ত কুপিত হয়, আবার অধোগত রক্তপিত্ত বায়ুসংসৃষ্ট; বায়ু রুক্ষ, পিত্ত উষ্ণ। সুতরাং রুক্ষোষ্ণ দ্বারা বায়ুসংসৃষ্ট রক্ত কুপিত হয়] ১৭। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত কফ-সংসৃষ্ট। অধোগ রক্তপিত্ত বাতানুগ। দ্বিমার্গ রক্তপিত্ত কফ ও বাতসংসৃষ্ট। ১৮। যাহার বল ও মাংসের ক্ষয় হয় নাই এবং আহার শক্তি আছে, তাহার দোষযুক্ত ও উদীর্ণ রক্ত পিত্ত স্তম্ভনযোগ্য নহে। [অর্থাৎ ধারক ঔষধ দ্বারা হঠাৎ বন্ধ করিতে নাই]। ১৯। রক্তপিত্ত হঠাৎ স্তম্ভিত হইলে গলগ্রহ, পূতি-নস্য, মূর্চ্ছা, অরুচি, জ্বর, গুল্ম, প্লীহা, আনাহ, কিলাস, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, কুষ্ঠসমূহ, অর্শঃসমূহ, বীসর্প বর্ণনাশ, বৈবর্ণ্য, ভগন্দর এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রি-য়ের জড়তা হইতে পারে। ২০। অতএব বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক কৃতকার্য্য হইতে ইচ্ছা করিলে বল ও দোষ বিচারপূর্ব্বক, বলবান্ ব্যক্তির রক্তপিত্ত প্রবৃদ্ধ হইলেও, প্রথমতঃ উপেক্ষা করিবেন। ২১। শরীরীদিগের উদীর্ণ রক্তপিত্ত প্রায়ই আমদোষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব রক্তপিত্তে প্রথমতঃ লঙ্ঘন আবশুক। [বিরেচনও লঙ্ঘনের অন্তর্গত। অধোগত রক্তপিত্তে বিরেচন নিষিদ্ধ হইলেও এরণ্ডতৈল নিষিদ্ধ নাই। কারণ এরণ্ডতৈল "বাতাসৃক্-গুল্মহৃদ্রোগজীর্ণজ্বরবিনাশনং" অর্থাৎ বায়ুসংসৃষ্ট রক্তে উপযোগী। এইজন্য আম-দোষবশতঃ হঠাৎ রক্তভেদ হইলে এরণ্ডতৈল দ্বারা মলমার্গ পরিষ্কার করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। নতুবা আমদোষবশতঃ অবিপাক ও নিদারুণ শূল প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিতে পারে। ২২। রক্তপিত্তের মার্গ, দোষানুবন্ধ [যে রক্তপিত্ত যে দোষের অনুগত] ও নিদান বিচার করিয়া প্রথমতঃ লঙ্ঘনী বা তর্পণ দিবে।

কেবলং শৃতশীতং বা দদ্যাৎ তোয়ং পিপাসবে
ঊর্দ্ধগে তর্পণং পূর্ব্বং পেয়াং পূর্ব্বমধোগতম্।
কালসাত্ম্যানুবন্ধজ্ঞো দদ্যাৎ প্রকৃতিকল্পবিৎ॥
জলং খর্জ্জুরমৃদ্বীকামধূকৈঃ সপরূষকৈঃ।
শৃতশীতং প্রযোক্তব্যং তর্পণার্থে সশর্করম্॥ ২৬
তর্পণং সঘৃতক্ষৌদ্রং লাজাচূর্ণৈঃ প্রযোজয়েৎ॥
ঊর্দ্ধগং রক্তপিত্তং তৎ পীতং কালে ব্যপোহতি
মন্দাগ্নিরম্লসাত্ম্যায় যৎ সাম্লমপি কল্পয়েৎ।
দাড়িমামলকৈর্বিদ্যাদম্লার্থঞ্চাস্যুদাপয়েৎ॥ ২৮
শালিষষ্টিকনীবারকোরদূষপ্রশান্তিকাঃ।
শ্যামাকশ্চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ ভোজনং রক্তপিত্তিনাম্॥

২৩। রক্তপিত্তে পিপাসা উপস্থিত হইলে হ্রীবের (বালা), চন্দন (রক্ত-চন্দন), উশীর (বেণার মূল), মুতা ও পর্পটক (ক্ষেত-পাবড়া) এই সকলের কাথ শীতল করিয়া পান করিবে। অথবা কেবল জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পান করিবে। [রক্তপিত্তে সর্ব্বথা শীতল চিকিৎসা ব্যবস্থা]।২৪। চিকিৎসক কাল, সাত্ম্য, দোষানুবন্ধ প্রভৃতি ও কল্প বিবেচনা করিয়া যদি বিরুদ্ধ বোধ না করেন তবে, সচরাচর ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে প্রথমে তর্পণ ও অধোগত রক্তপিত্তে পেয়া [রক্তপিত্ত-নাশক ঔষধির সহিত সিদ্ধ পেয়া] প্রদান করিবেন। ২৫। তর্পণ যথা ;—খর্জ্জুর, কিস্‌মিস্, মধুক, মৌলফুল ও ফলসাফল (পরূষক) জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে শর্করার সহিত তর্পণার্থে প্রয়োগ করিবে।২৬। ঘৃত ও মধুর সহিত লাজ চূর্ণের তর্পণ প্রয়োগ করিবে। ২৭। ঐ দুই তর্পণ যথাকালে পান করিলে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত নিবারণ করে। রোগীর অগ্নিমান্দ্য থাকিলে অথবা রোগী অম্ল-সাত্ম্য হইলে ঐ দুই তর্পণ অম্লের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। দাড়িমরস ও আমলকীর রস বা শীতল কাথ এ স্থলে অম্লার্থ প্রয়োগ করিবে। ২৮। শালি, ষষ্টিক, নীবার (উড়িধান), কোদু, দূষ (কোদোধান), প্রশান্তিকা, শ্যামাক ও প্রিয়ঙ্গু ধান্যের তণ্ডুল

মুদ্গা মসূরাশ্চণকাঃ সমকুষ্ঠাঢকীফলাঃ।
প্রশস্তাঃ সূপযূষার্থে কল্পিতা রক্তপিত্তিনাম্॥৩০
পটোলনিম্ববেত্রাগ্রপ্লক্ষবেতসপল্লবাঃ।
কিরাততিক্তকং শাকং গণ্ডীরঃ সকটিল্লকঃ॥
কোবিদারস্য পুষ্পাণি কাশ্মর্য্যস্যাথ শাল্মলেঃ।
অন্নপানবিধৌ শাকং যচ্চোক্তং রক্তপিত্তনুৎ॥
শাকার্থং শাকসাত্ম্যানাং তচ্ছস্তং রক্তপিত্তিনাম্
সিদ্ধং বা সর্পিষা ভৃষ্টং যূষবদ্বা বিপাচিতম্॥৩১
পারাবতান্ কপোতাংশ্চ লাবান্
রক্তাক্ষবর্ত্তকান্।
শশান্ কপিঞ্জলানেণান্ হরিণান্ কালপুচ্ছকান্
রক্তপিত্তহিতান বিদ্যাদ্রসাংস্তেষাং
প্রযোজয়েৎ।
ঈষদম্লাননম্লান্ বা ঘৃতভৃষ্টান্ সশর্করান্॥ ৩২
কফানুগে যূষশাকং দদ্যাদ্বাতানুগে রসম্॥ ৩৩
রক্তপিত্তে যবাগূনামতঃ কল্পঃ প্রবক্ষ্যতে॥ ৩৪
পদ্মোৎপলানাং কিঞ্জল্কঃ পৃশ্নিপর্ণীপ্রিয়ঙ্গুকাঃ।

প্রশস্ত। ২৯। মুগ, মসুর, ছোলা, বনমুগ ও অড়হর ইহাদের সূপ ও যূষ রক্তপিত্তীদিগের পক্ষে প্রশস্ত।৩০। পলতা, নিমপাতা, বেতাগ্র, পাকুড় ও বেতসের পল্লব, চিরেতাশাক, গণ্ডীর, (শমঠশাক), করোলাশাক, রক্তকাঞ্চনপুষ্প, গাম্ভারীপুষ্প, শাল্মলীপুষ্প এবং অন্নপানবিধি অধ্যায়ে যে যে রক্তপিত্তনাশক শাক উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল শাক শাকসাত্ম্য রক্ত-পিত্তরোগীদিগকে দিবে। শাক সকল সিদ্ধ করিয়া বা ঘৃতে ভাজিয়া বা যূষের ন্যায় পাক করিয়া দিতে হইবে। ৩১। পারাবত, কপোত, লাব, রক্তাক্ষ (চকোর), বর্ত্তক (ভারুই), শশ, সাদা-তিত্তিরি, এণহরিণ, হরিণ, কালপুচ্ছক-হরিণ, ইহাদের মাংসরস রক্তপিত্তনাশক। রক্তপিত্তরোগীকে মাংসরস, ঈষৎ অম্ল বা অনম্ল, ঘৃতে ভাজিয়া শর্করার সহিত দিবে। ৩২। কফানুগ রক্তপিত্তে রক্ত-পিত্তনাশক যূষ ও শাক এবং বাতানুগ রক্ত-পিত্তে মাংসরস দিবে।৩৩। অনন্তর রক্তপিত্তে যবাগূর কল্প [illegible]

...লে সাধারসে তস্মিন্ পেয়া স্যাদ্রক্ত-
পিত্তিনাম্ ॥৩৫
চন্দনোশীরলোধ্রাণাং রসে তদ্বৎ সনাগরে ॥৩৬
কিরাততিক্তকোশীরমুস্তানাং তদ্বদেব চ ॥ ৩৭
ধাতকীধন্বযাসাম্বুবিল্বানাং বা রসে শৃতাঃ ॥ ৩৮
মসূরপৃশ্নিপর্ণ্যোর্বা স্থিরা মুদ্গারসেন বা ।
রসে হরেণুকানাং বা সঘৃতে সবলারসে ॥ ৩৯
সিদ্ধাঃ পারাবতাদীনাং রসে বা স্যুঃ পৃথক্
পৃথক্ ।
ইত্যুক্তা রক্তপিত্তঘ্নাঃ শীতাঃ সমধুশর্করাঃ ।
যবাগ্বঃ কল্পনা চৈষাং কার্য্যা মাংসরসেষ্বপি ॥ ৪০
শশঃ সবাস্তুকঃ শস্তো বিবন্ধে রক্তপিত্তিনাম্ ॥
বাতোল্বণে তিত্তিরিঃ স্যাদুডুম্বররসে শৃতঃ ।
ময়ূরঃ প্লক্ষনির্য্যূহে ন্যগ্রোধস্য চ কুক্কুটঃ ॥ ৪২
রসে বিল্বোৎপলাদীনাং বর্ত্তকক্রকরৌ হিতৌ ॥
তৃষ্যতে তিক্তকৈঃ সিদ্ধং তৃষ্ণাঘ্নং বা
ফলোদকম্ ।
সিদ্ধং বিদারিগন্ধাদ্যৈরথবা শৃতশীতলম্ ॥ ৪৪
জ্ঞাত্বা দোষাবনুবলৌ বলমাহারমেব চ ।
জলং পিপাসবে দদ্যাবহুশো বাল্পশোঽপি বা
নিদানং রক্তপিত্তস্য যৎ কিঞ্চিৎ সম্প্রকাশিতম্
জীবিতারোগ্যকামৈস্তন্ন সেব্যং রক্তপিত্তিভিঃ ॥
ইত্যন্নপানং নির্দ্দিষ্টং ক্রমশো রক্তপিত্তিষু ।
বক্ষ্যন্তে বহুদোষাণাং কার্য্যং বলবতাঞ্চ যৎ ॥
অক্ষীণবলমাংসস্য যস্য সন্তর্পণোত্থিতম্ ।

ও নীলপদ্মের কেশর এবং পৃশ্নিপর্ণী ও প্রিয়ঙ্গু দ্বারা সিদ্ধজলে পেয়া প্রস্তুত করিয়া রক্তপিত্ত-রোগীকে দিবে। ৩৫। রক্তচন্দন, বেণার মূল, লোধ ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধজলে পেয়া প্রস্তুত করিয়া দিবে। ৩৬। সেইরূপ চিরেতা, বেণার মূল ও মুতার সহিত সিদ্ধজলে পেয়া প্রস্তুত করিয়া দিবে। ৩৭। ধাইফুল, দুরালভা, অম্বু (বালা) ও বেলশুঁঠ দ্বারা সিদ্ধজলে পেয়া প্রস্তুত করিয়া দিবে। ৩৮। সেইরূপ মসূর ও চাকুলের সহিত সিদ্ধজলে, শালপাণী ও মুদ্গের সহিত সিদ্ধজলে অথবা রেণুকাসিদ্ধজলে অথবা ঘৃতযুক্ত বেড়েলার কাথে পেয়া প্রস্তুত করিয়া দিবে। ৩৯। পৃথক্ পৃথক্ পারাবত প্রভৃতির মাংসরসে পেয়া প্রস্তুত করিয়া দিবে। পেয়া সকল শীতল হইলে শর্করা ও মধু সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। মাংসরসে সিদ্ধ পেয়াও শর্করা ও মধুযোগে দিতে হয়। এইরূপ রক্তপিত্তনাশক যবাগূ সকল কথিত হইল। ৪০। রক্তপিত্তরোগীদিগের মল বদ্ধ হইলে বাস্তুকশাকের সহিত সিদ্ধ শশকের মাংসরস প্রশস্ত। ৪১। বাতোল্বণ-রক্তপিত্তে যজ্ঞডুম্বরের রসে সিদ্ধ তিত্তিরি, ... সিদ্ধ ময়ূর এবং বটের কাথে সিদ্ধ কুক্কুটমাংস প্রশস্ত। ৪২। বেলশুঁঠ ও নীলোৎপলের কাথে সিদ্ধ বর্ত্তক ও ক্রকরের [কয়ার পাখীর] মাংস প্রশস্ত। ৪৩। তৃষিত রক্তপিত্তীকে তিক্তগণের সহিত সিদ্ধ জল, কিংবা দাড়িম, আমলকী, দ্রাক্ষা প্রভৃতি রক্ত-পিত্তনাশক ফলের সহিত সিদ্ধজল কিংবা বিদারীগন্ধাদি (শালপর্ণ্যাদি) গণের সহিত সিদ্ধজল শীতল করিয়া দিবে। ৪৪। পিপাসিত রক্তপিত্তরোগীকে তাহার দোষ-বল ও আহার [বিপাক বা অবিপাক] বিবেচনা করিয়া অল্প বা অধিক পরিমাণে জল পান করিতে দিবে। [সাধারণতঃ অভিনব রক্তপিত্তে ভূরিপরিমাণে শীতল জল দেওয়া যায়। অনন্তর জ্বর হইলে এবং কাসপ্রভৃতি উপদ্রব হইতে থাকিলে জলের মাত্রা অল্প করিতে হইবে। অভিনব রক্তপিত্তে রক্তবন্ধ করিবার জন্য উদরে বুক-দেশে ও বস্তিদেশে শীতল জলের পটী দিতে হয় এবং রক্তবমন হইতে থাকিলে শীতল জল বা তুষার জল পুনঃপুনঃ পান করাইতে হয়]। ৪৫। যে সকল দ্রব্য সেবন করিলে রক্ত-পিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহা নিদানস্থানে বলা হইয়াছে। রক্তপিত্ত রোগী সে সকল দ্রব্য সেবন করিবেন না। ৪৬। এইরূপে রক্ত-পিত্তরোগীর উপযোগী অন্নপান ক্রমশঃ বর্ণিত হইল। এক্ষণে বহুদোষবিশিষ্ট রক্তপিত্ত-রোগীদিগের কর্ত্তব্য নির্ণীত হইতেছে। ৪৭।

বহুদোষং বলবতো রক্তপিত্তং শরীরিণঃ ॥
কালে সংশোধনার্হস্ত তদ্ধরেন্নিরুপদ্রবম্ ।
বিরেচনেনোর্দ্ধভাগমধোগং বমনেন চ ॥ ৪৮
ত্রিবৃতামভয়াং প্রাজ্ঞঃ ফলান্যারগ্বধস্য বা ।
ত্রায়মাণাগবাক্ষ্যোর্বা মূলমামলকানি বা ॥
বিরেচনং প্রযুঞ্জীত প্রভূতমধুশর্করম্ ।
রসঃ প্রশস্যতে তেষাং রক্তপিত্তে বিশেষতঃ ॥
বমনং মদনোন্মিশ্রো মন্থঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ ।
সশর্করং বা সলিলমিক্ষুণাং রস এব বা ॥ ৫০
বৎসকস্য ফলং মুস্তং মদনং মধুকং মধু ।
অধোবহে রক্তপিত্তে বমনং পরমুচ্যতে ॥ ৫১
ঊর্দ্ধগে শুদ্ধকোষ্ঠস্য তর্পণাদিক্রমো হিতঃ ।
অধোবহে যবাগ্বাদির্ন চেৎ স্যান্মারুতো বলী
বলমাংসপরিক্ষীণং শোকভারাধ্বকর্ষিতম্ ।
জ্বলনাদিত্যসন্তপ্তমন্যৈর্বা ক্ষীণমাময়ৈঃ ॥
গর্ভিণীং স্থবিরং বালং রূক্ষাল্পপ্রমিতাশনম্ ।
অবম্যমবিরেচ্যং বা যং পশ্যেদ্রক্তপিত্তিনম্ ॥
শোষেণ সানুবন্ধং বা যস্য সংশমনী ক্রিয়া ।
শস্যতে রক্তপিত্তস্য পুরো যা তু প্রবক্ষ্যতে ॥৫
আটরূষকমৃদ্বীকাপথ্যাক্কাথঃ সশর্করঃ ।

যে রক্তপিত্তরোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ হয় নাই, যাহার রক্তপিত্ত সন্তর্পণজনিত [দিবানিদ্রাদি জনিত] এবং যাহার শরীর স্বভাবতঃ বলশালী, সে ব্যক্তি সংশোধনের যোগ্য হইলে তাহার বহুদোষ অথচ নিরুপদ্রব [কাস প্রভৃতি উপদ্রব রহিত] রক্তপিত্ত মৃদু বিরেচন ও মৃদু বমন দ্বারা নিবারিত করিবে। [ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে বিরেচন ও অধোগত রক্তপিত্তে বমন দিবে।] কিন্তু যদি রক্তভেদ নূতন হয় এবং মলদোষই উহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়, তবে সে স্থলে বিরেচন দ্বারা প্রথমতঃ মলাশয় পরিষ্কৃত করিতে হইবে। [২২ প্রকরণ দেখ]। আবার যদি আমাশয় বিষ প্রভৃতি দ্বারা দূষিত হওয়াতে রক্তবমন হয়, তবে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তেও বমন দেওয়া আবশ্যক। ইহাও বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থকার এ স্থলে রোগীর মল উদ্দেশ করিয়া বমন ও বিরেচনের ব্যবস্থা করেন নাই; রক্তপিত্ত কৃত্রিম উপায়ে বিপরীতমার্গে প্রেরিত হইলে অবশ্যই উহার প্রবল বেগ আপাততঃ প্রশমিত হইবে, এই অভিপ্রায়েই এ স্থলে বমন ও বিরেচনের উল্লেখ করা হইয়াছে। রক্তনিঃসার বশতঃ রোগী ক্ষীণবল হওয়াতে তাহার অগ্নি মৃদু হয় এবং কিছুই জীর্ণ হয় না। (বিধিশোণিতীয় অধ্যায় দেখ), তখন মলবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার শূলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, [এরূপ স্থলেও ৪১ প্রকরণোক্ত শশমাংসাদির অভাবে পুনঃপুনঃ বিরেচন দেওয়া আবশ্যক হয় এবং তাহাতে সুফল ভিন্ন কখন কুফল দৃষ্ট হয় নাই]।৪৮। [রক্তপিত্তরোগে রক্তপিত্তনাশক দ্রব্যোক্তযোগে বিরেচন দিতে হয়। ফলের মজ্জা বা ত্রায়মাণা (বলাডুমুরলতা) ও গবাক্ষীর (রাখালশসার) কাথ বা আমলকীর রস প্রভূত পরিমাণ শর্করা ও মধুর সহিত বিরেচনার্থ দিবে। এই সকল দ্রব্যের রস অতিশয় রক্তপিত্তনাশক। ৪৯। ময়নাফলের সহিত মধুশর্করামিশ্রিত মন্থ [ঘৃতযুক্ত জলে গোলা ছাতু], অথবা ময়নাফলের সহিত শর্করাযুক্ত জল অথবা ময়নাফলের সহিত ইক্ষুরস বমনার্থ দিবে। ৫০। অধোগত রক্তপিত্তরোগে ইন্দ্রযব, মুতা, ময়নাফল, যষ্টিমধু ও মধু এই সমুদায় দ্বারা বমন উৎকৃষ্ট।৫১। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে তর্পণাদি ক্রম হিতকর। আর অধোগত রক্তপিত্তে যবাগূ প্রভৃতি দিবে; নতুবা বায়ুর প্রকোপ হইবে।৫২। রক্তপিত্তরোগী বলমাংসক্ষীণ, শোকার্দ্দিত, ভারকর্ষিত, ভ্রমণশ্রান্ত, অগ্নিসন্তপ্ত, সূর্য্যসন্তপ্ত বা অন্যান্য রোগ দ্বারা ক্ষীণ হইলে বা রোগী গর্ভিণী, বৃদ্ধ বা বালক হইলে অথবা রুক্ষভোজী, অল্পভোজী, প্রমিতভোজী, অবম্য বা অবিরেচ্য হইলে অথবা রক্তপিত্তের সহিত শোষের অনুবন্ধ থাকিলে সংশমনী চিকিৎসা

মধুমিশ্রঃ শ্বাসকাসরক্তপিত্তনিবর্হণঃ ॥ ৫৪
অটরূষকনির্য্যূহে প্রিয়ঙ্গুং মৃত্তিকাঞ্জনে।
বিনীয় লোধ্রং ক্ষৌদ্রঞ্চ রক্তপিত্তনুদঃ পিবেৎ
পদ্মকং পদ্মকিঞ্জল্কং দূর্ব্বা বাস্তুকমেব চ।
নাগপুষ্পঞ্চ লোধ্রঞ্চ তেনৈব বিধিনা পিবেৎ ॥৫৬
প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং মধু চাশ্বশকৃদ্রসে।
যবাসভৃঙ্গরাজয়োর্মূলং বা গোশকৃদ্রসে।
বিনীয় রক্তপিত্তঘ্নং পেয়ং স্যাৎ তণ্ডুলাম্বুনা ॥৫৭
যুক্তং বা মধুসর্পির্ভ্যাং লিহ্যাদ্ গোঽশ্বশকৃদ্রসম্
খদিরস্য প্রিয়ঙ্গূণাং কোবিদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পচূর্ণানি মধুনা লিহ্যাদ্রক্তপিত্তিকঃ ॥ ৫৯
শৃঙ্গাটকানাং লাজানাং মুস্তং খর্জ্জুরয়োরপি।
লিহ্যাচ্চূর্ণানি মধুনা পদ্মানাং কেশরস্য চ ॥ ৬০
ধন্বজানামসৃগ্লিহ্যান্মধুনা মৃগপক্ষিণাম্।

তেছে। ৫৩। আটরূষক (বাসক), মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস) ও পথ্যা (হরীতকী) এই সকলের কাথ শর্করা ও মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। [অধোগত রক্তপিত্তে হরীতকী নিষেধ যথা "বিরিক্তরক্তস্তভয়াং ন খাদেৎ"]। ৫৪। বাসকের কাথে প্রিয়ঙ্গুচূর্ণ, মৃত্তিকা (গেরিমাটি), অঞ্জন (রসাঞ্জন), লোধচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ৫৫। পদ্মকাষ্ঠ, রক্তপদ্মের কিঞ্জল্ক, দূর্ব্বা, বাস্তুকশাক, নাগকেশর ও লোধ এই সমুদায়ের কল্ক বা চূর্ণ মধুর সহিত বাসক রসে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তপিত্তের শান্তি হয়। ৫৬। পুণ্ডরিয়া কাঠ, যষ্টিমধু ও মধু অশ্বপুরীষের রসের সহিত অথবা দুরালভা ও ভৃঙ্গরাজের মূল গোবরের রসের সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ৫৭। অথবা মধু ও ঘৃতের সহিত গো ও অশ্বের বিষ্ঠার রস পান করিবে। ৫৮। খদির, প্রিয়ঙ্গু, রক্তকাঞ্চন ও শাল্মলী ইহাদের পুষ্পের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। ৫৯। পানিফল, খৈ, মুতা, খেজুর ও পদ্মকেশর এই সকলের কল্ক মধুর সহিত লেহন করিবে। ৬০। রক্ত গ্রথিত হইলে

সক্ষৌদ্রং গ্রথিতে রক্তে লিহ্যাৎ পারাবতং শকৃৎ
উশীরকালীয়কলোধ্রপদ্মক-
প্রিয়ঙ্গুকাকট্‌ফলশঙ্খগৈরিকাঃ।
পৃথক্ পৃথক্ চন্দনতুল্যভাগিকাঃ
সশর্করাস্তণ্ডুলধাবনাপ্লুতাঃ ॥
রক্তং সপিত্তং তমকং পিপাসাং
দাহঞ্চ পীতাঃ শময়ন্তি সদ্যঃ ॥ ৬২
কিরাততিক্তং ক্রমুকং সমুস্তং
প্রপুণ্ডরীকং কমলোৎপলে চ।
হ্রীবেরমূলানি পটোলপত্রং
দুরালভা পর্পটিকা মৃণালম্
ধনঞ্জয়োদুম্বরবেতসত্বগ্-
ন্যগ্রোধশালেয়যবাসকত্বক্।
তুগালতাবেতসতণ্ডুলীয়ং
সশারিবং মোচরসঃ সমঙ্গা।
পৃথক্ পৃথক্ চন্দনযোজিতানি
তেনৈবকল্পেন হিতানি তত্র ॥ ৬৩
নিশি স্থিতা বা সরসীকৃতা বা
কল্কীকৃতা বা মৃদিতা শৃতা বা।

ধন্বদেশজাত মৃগ পক্ষীর রক্ত অথবা পারাবতের বিষ্ঠা মধুর সহিত লেহন করিবে। ৬১। বেণার মূল, কালীয়ক, লোধ, পদ্মকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, কায়ফল, শঙ্খচূর্ণ ও গৈরিক এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ রক্তচন্দনজল, শর্করা ও তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে সদ্য সদ্য রক্তপিত্ত, তমক, শ্বাস, পিপাসা ও দাহের উপশম হয়। [৬৪ প্রকরণ দেখ]। ৬২। চিরেতা, ক্রমুক, (সুপারি), মুতা, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, রক্তপদ্ম, নীলপদ্ম, বালা, পদ্ম পদ্মমূল, পলতা, দুরালভা, ক্ষেতপাবড়া, মৃণাল, অর্জ্জুন, যজ্ঞডুমুর, বেতস, দারচিনি, বট, জামের ছাল, দুরালভার ত্বক্, বংশলোচন, শ্যামালতা, কাঁটানটে, অনন্তমূল, মোচরস এবং বরাহক্রান্তা এই সকল পৃথক্ পৃথক্ রক্তচন্দনজলে, শর্করা ও তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে রক্তপিত্তের উপশম হয় ৬৩। উক্তগণ একত্র বা পৃথক্ পৃথক্ রাত্রিকালে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, অথবা

এতে সমস্তা গণশঃ পৃথগ্বা
রক্তং সপিত্তং শময়ন্তি যোগাঃ॥ ৬৪
মুদ্গাঃ সলাজাঃ সযবাঃ সকৃষ্ণাঃ
সোশীরমুস্তাঃ সহ চন্দনেন।
বলাজলে পর্য্যুষিতঃ কষায়ো
রক্তং সপিত্তং শময়ত্যুদীর্ণম্॥ ৬৫
বৈদূর্য্যমুক্তামণিগৈরিকাণাং
মৃচ্ছঙ্খহেমামলকোদকানাম্।
মধূদকস্যেক্ষুরসস্য চৈব
পানাচ্ছমং গচ্ছতি রক্তপিত্তম্॥ ৬৬
উশীরপদ্মোৎপলচন্দনানাং
পক্বস্য লোধ্রস্য চয়ঃ প্রসাদঃ।
সশর্করঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ সুশীতো
রক্তাতিযোগপ্রশমায় দেয়ঃ॥ ৬৭
প্রিয়ঙ্গুকাচন্দনলোধ্রশারিবা-
মধূকমুস্তাভয়ধাতকীজলম্।
সমুৎপ্রসাদং সহ ষষ্টিকাম্বুনা
সশর্করং রক্তনিবর্হণং পরম্॥ ৬৮

কষায়যোগৈর্বিবিধৈর্যথোক্তৈ-
দীপ্তেঽনলে শ্লেষ্মণি নির্জ্জিতে চ।
যদ্রক্তপিত্তং প্রশমং ন যাতি
তত্রানিলঃ স্যাদনু তত্র কার্য্যম্॥
ছাগং পয়ঃ স্যাৎ প্রথমং প্রয়োগে
গব্যং শৃতং পঞ্চগুণে জলে বা
সশর্করং মাক্ষিকসম্প্রযুক্তং
বিদারিগন্ধাদিগণৈঃ শৃতং বা॥
দ্রাক্ষাশৃতং নাগরকৈঃ শৃতং বা
বলাশৃতং গোক্ষুরকৈঃ শৃতং বা।
সজীরকং সর্বভকং সসর্পিঃ
পয়ঃ প্রযোজ্যং সিতয়া শৃতং বা॥
শতাবরীগোক্ষুরকৈঃ শৃতং বা
শৃতং পয়ো বাপ্যথ পর্ণিনীভিঃ।
রক্তং হিনস্ত্যাশু বিশেষতস্তু
যন্মূত্রমার্গাৎ সরুজং প্রযাতি॥ ৬৯

উহাদের স্বরস লইতে হয় অথবা উহাদের কল্ক লইতে হয়, অথবা উহাদিগকে পেষণ করিয়া লইতে হয়, অথবা উহাদের ক্বাথ লইতে হয়। এই সকল যোগ রক্তপিত্তের শান্তিকারক। ৬৪। মুগ, চৈ, যব, পিপুল, বেণার মূল, মুতা ও রক্তচন্দন বলার ক্বাথে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহা প্রাতঃকালে পান করিলে বেগশালী-রক্তপিত্তের শান্তি হয়। ৬৫। বৈদূর্য্য, মুক্তা, মণি ও গৈরিক অথবা গৈরিক, শঙ্খ, স্বর্ণ ও আমলকী জলে ধৌত করিয়া সেই জল অথবা মধুজল বা ইক্ষুরস পান করিলে রক্তপিত্তের শান্তি হয়। ৬৬। বেণার মূল, রক্তপদ্ম, নীলপদ্ম, রক্তচন্দন, পক্ব (পক্বপর্পটী) ও লোধ ইহাদের ক্বাথের সরভাগ শীতল হইলে শর্করা ও মধুযুক্ত করিয়া পান করিবে। ইহাতে রক্তপিত্তের শান্তি হয়। ৬৭। প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ, অনন্তমূল, মৌলফুল, মুতা, হরীতকী ও ধাইফুলের জল এবং পক্ব-পর্পটীর সর ষষ্টিকজল ও শর্করার সহিত পান করিলে রক্ত নিবারণ করে। ৬৮। পূর্বোক্ত বিবিধ প্রকার কষায়যোগ দ্বারা অগ্নির দীপ্তি ও শ্লেষ্মার ক্ষয় হইলেও যদি রক্তপিত্তের প্রশম না হয়, তবে সে স্থলে বায়ুর অনুবন্ধ আছে বুঝিতে হইবে। তাহার চিকিৎসা যথা; প্রথমতঃ ছাগদুগ্ধ, অথবা গোদুগ্ধ পঞ্চগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া শর্করা ও মধুর সহিত পান করিবে। অথবা গব্যদুগ্ধ শালপর্ণ্যাদি-গণের (স্বল্প পঞ্চমূলের) সহিত কিংবা দ্রাক্ষার সহিত কিংবা শুণ্ঠীর সহিত কিংবা বেড়েলার সহিত কিংবা গোক্ষুরের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। অথবা জীরার সহিত ঋষভকের সহিত ও ঘৃতের সহিত বা চিনির সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। অথবা শতমূলী ও গোক্ষুরের সহিত অথবা পর্ণী-চতুষ্টয়ের (মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, শালপর্ণী ও পৃশ্নিপর্ণীর) সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে এই প্রকার সিদ্ধ গব্যদুগ্ধ রক্তপিত্ত নিবারণ করে, বিশেষতঃ যে রক্ত মূত্রপথ দিয়া নির্গত হয়, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৬৯

বিশেষতো বিট্‌ প্রথমং প্রবৃত্তে
পয়ো মতং মোচরসেন সিদ্ধম্‌।
বটাবরোহৈর্ব্বটশুঙ্গকৈর্ব্বা
হ্রীবেরনীলোৎপলনাগরৈর্ব্বা
কষায়যোগাৎ পয়সা পুরা বা
পিত্তানুদদ্যাৎ পয়সানুশালীন॥
কষায়যোগৈরথবা বিপক্ক-
মেতৈঃ পিবেৎ সর্পিরতিস্রবেচ্চ॥ ৭০
বাসাং সশাখাং সপলাশমূলাং
কৃত্বা কষায়ং কুসুমানি চাস্য।
প্রদায় কল্কং বিপচেদ্‌ঘৃতং তৎ
সক্ষৌদ্রমাশ্বেব নিহন্তি রক্তম্‌॥ ৭১
ইতি বাসাঘৃতম।
পলাশবৃন্তস্য রসেন সিদ্ধং
তস্যৈব কল্কেন মধুদ্রবেণ।
লিহ্যাদ্‌ঘৃতং বৎসককল্কসিদ্ধং
তদ্বৎ সমঙ্গোৎপললোধ্রসিদ্ধম্‌॥
স্যাৎ ত্রায়মাণা বিধিরেষ এব
সোদুম্বরে চৈব পটোলপত্রে।
সর্পীংষি পিত্তজ্বরনাশনানি
সর্ব্বাণি শস্তানি চ রক্তপিত্তে॥ ৭২
ইতি রক্তপিত্তনাশকঘৃতবর্গঃ।
অভ্যঙ্গযোগাঃ পরিষেচনানি
সেকাবগাহাঃ শয়নানি বেশ্ম।
শীতো বিধির্ব্বস্তিবিধানমগ্র্যং
পিত্তজ্বরে যৎ প্রশমায় দৃষ্টম্‌॥
তদ্রক্তপিত্তে নিখিলেন কার্য্যং
কালঞ্চ মাত্রাঞ্চ পুরা সমীক্ষ্য।
সর্পির্গুড়া যে চ হিতাঃ ক্ষতেভ্য-
স্তে রক্তপিত্তং শময়ন্তি সদ্যঃ॥
কফানুবন্ধে রুধিরে সপিত্তে
কণ্ঠাগমে স্যাদ্‌গ্রথিতে প্রয়োগঃ।
যুক্তস্য যুক্ত্যা মধুসর্পিষোশ্চ
ক্ষারস্য চৈবোৎপলনালজস্য॥
মৃণালপদ্মোৎপলকেশরাণাং
তথা পলাশস্য তথা প্রিয়ঙ্গোঃ।

বিশেষতঃ রক্ত মলদ্বার দিয়া নির্গত হইলে গবা দুগ্ধ মোচরস কিংবা বটের ঝুরি কিংবা বটের শুঙ্গ কিংবা বলা,নীলপদ্ম ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। আমরা কষায়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। দুগ্ধ-পানান্তে শালিততণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে। অথবা রক্তের সর্ব্বদা স্রাব হইতে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত কষায়সমূহের সহিত পক্ক ঘৃত পান করিতে থাকিবে। ৭০। শাখা, পত্র ও মূলের সহিত বাসকের কাথ; বাসক-পুষ্পের কল্ক ও ঘৃত একত্র পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে শীঘ্র শীঘ্র ঊর্দ্ধগ রক্ত-পিত্তের শান্তি হয়। ৭১। ইতি বাসাঘৃত।

পলাশবৃন্তের স্বরস ও পলাশবৃন্তের কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্তের শান্তি হয়। এইরূপ [illegible] করিয়া সিদ্ধ ঘৃত বরাহক্রান্তা (সমঙ্গা), নীলপদ্ম ও লোধ্রের সহিত সিদ্ধ ঘৃত; বলাডুমুরের লতার সহিত সিদ্ধ ঘৃত এবং যজ্ঞডুম্বুর ও পলতার সহিত সিদ্ধ ঘৃত রক্তপিত্তে প্রশস্ত। ৭২

ইতি রক্তপিত্তনাশক ঘৃতবর্গ।

রক্তপিত্তে পিত্তজ্বরোক্ত ঔষধ সকল প্রশস্ত। অতএব পিত্তজ্বরে যে সমুদায় অভ্যঙ্গযোগ, পরিষেচন, অবগাহন, শয়ন, গৃহ, শীতক্রিয়া ও বস্তিবিধির উল্লেখ আছে, কাল ও মাত্রা বিবেচনা করিয়া রক্তপিত্তে, সেই সকল সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করিবে। ৭৩। আর ক্ষতরোগে যে সকল সর্পিঃ গুড় হিতকর, তাহা রক্তপিত্তেও হিতকর। ৭৪। রক্তপিত্ত কফানুবন্ধী হইলে কণ্ঠে আগত হইয়া গ্রথিত হয়। সে স্থলে মধু ও ঘৃত অথবা নীলোৎপলের ক্ষার মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিতে হয়। অথবা মৃণাল, রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের কেশরসমূহ ভস্ম করিয়া মধু ঘৃতের সহিত লেহন করিতে হয়। অথবা পলাশ কিংবা প্রিয়ঙ্গু কিংবা

তথা মধুকস্য তথাসনস্য
ক্ষারাঃ প্রযোজ্যা বিধিনৈব তেন ॥ ৭৫
শতাবরীদাড়িমতিন্তিড়ীকং
কাকোলিমেদো মধুকং বিদারীম্।
পিষ্ট্বা চ মূলং ফলপূরকস্য
ঘৃতং পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণেন ॥
কাসজ্বরানাহবিবন্ধশূলং
তদ্রক্তপিত্তঞ্চ ঘৃতং নিহন্যাৎ।
যৎপঞ্চমূলৈরথ পঞ্চভির্বা
সিদ্ধং ঘৃতং তচ্চ তদর্থকারি ॥ ৭৬
ইতি শতমূলাদিঘৃতম্
কষায়যোগা য ইহোপদিষ্টা-
স্তে চাবপীড়ে ভিষজা প্রযোজ্যাঃ।
ঘ্রাণাৎ প্রবৃত্তং রুধিরং সপিত্তং
যদা ভবেন্নিঃস্রুতদুষ্টদোষম্ ॥ ৭৭
রক্তে প্রদুষ্টে হ্যবপীড়বন্ধে
দুষ্টপ্রতিশ্যায়শিরোবিকারাঃ।
রক্তং সপূয়ং কুণপশ্চ গন্ধঃ
স্যাদ্‌ঘ্রাণনাশঃ ক্রিময়শ্চ দুষ্টাঃ ॥ ৭৮
নীলোৎপলং গৈরিকশঙ্খযুক্তং
সচন্দনং স্যাৎ তু সিতাজলেন।
নস্যং তথাম্রাস্থিরসঃ সমঙ্গাঃ
সধাতকীমোচরসঃ সলোধ্রঃ ॥ ৭৯
দ্রাক্ষারসস্যেক্ষুরসস্য নস্যং
ক্ষীরস্য দূর্বাস্বরসস্য চৈব
যবাসমূলানি পলাণ্ডুমূলং
নস্যং তথা দাড়িমপুষ্পতোয়ম্ ॥ ৮০
পিয়ালতৈলং মধুকং পয়শ্চ
সিদ্ধং ঘৃতং মাহিষমাজকং বা।
আম্রাস্থিপূর্বৈঃ পয়সা চ নস্যং
সশারিবৈঃ স্যাৎ কমলোৎপলৈশ্চ ॥ ৮১
ভদ্রশ্রিয়ং লোহিতচন্দনঞ্চ
প্রপুণ্ডরীকং কমলোৎপলঞ্চ।
উশীরবানীরজলং মৃণালং
সহস্রবীর্য্যং মধুকং পয়স্যা ॥
মূলানি পুষ্পাণি চ বারিজানাং
প্রলেপনং পুষ্করিণীমৃদশ্চ ॥ ৮২

মৌলফুলে কিংবা পীতসালের ক্ষার মধুঘৃতের সহিত লেহন করিতে হয়। ৭৫। শতমূলী, দাড়িম, তিন্তিড়ীক, কাকোলী, মেদ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড এবং গোঁড়ানেবুর মূল, ইহাদের কল্ক, উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া পান করিলে রক্ত-পিত্তের শান্তি হয়। স্বল্পপঞ্চমূল অথবা পঞ্চ-পঞ্চমূল সিদ্ধ ঘৃত ও রক্তপিত্তনাশক। ৭৬।

ইতি শতমূলাদি ঘৃত।

রক্তপিত্তনাশক যে সকল কষায়যোগ এ স্থলে বর্ণনা করা হইল, তাহাদিগকে কল্কী-কৃত করিয়া রসগ্রহণপূর্ব্বক নস্য দিলে নাসিকা হইতে নিঃসৃত রক্তপিত্তের শান্তি হয়। কিন্তু দুষ্ট রক্ত নস্য দ্বারা হঠাৎ বন্ধ করিলে দুষ্ট-প্রতিশ্যায়, শিরোরোগ, পূযের সহিত শ্মশান-পারে।৭৮। নীলোৎপল, গৈরিক ও শঙ্খ-চূর্ণ রক্তচন্দনজলে বা শর্করাজলে ছাঁকিয়া লইয়া নস্য দিলে নাসিকার রক্ত বন্ধ হয়। আমের আঁটীর রস অথবা বরাহক্রান্তা, ধাইফুল মোচরস ও লোধ্রকাষ্ঠ কল্কিত করিয়া রস গ্রহণ পূর্ব্বক নস্য দিলেও নাসিকার রক্ত বন্ধ হয়। ৭৯। দ্রাক্ষারসের নস্য, ইক্ষুরসের নস্য, দুগ্ধের নস্য, দূর্ব্বারসের নস্য, দুরালভা মূলের নস্য, পলাণ্ডুরসের নস্য ও দাড়িমপুষ্পরসের নস্য নাসার রক্তরোধ করে। ৮০। পিয়ালতৈল, যষ্টিমধু ও দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে কিংবা মহিষের ঘৃত বা ছাগঘৃত, আম্রাস্থি; বরাহাক্রান্তা, ধাইফুল, মোচরস, লোধ, অনন্তমূল রক্তপদ্ম ও নীলোৎপল একত্র পাক করিয়া সেই ঘৃতের নস্য লইলে নাসিকার রক্তপাত নিবৃত্ত হয়। ৮১। শ্বেতচন্দন, রক্ত-চন্দন, পুণ্ড্রিকা কাষ্ঠ, রক্তপদ্ম, নীলপদ্ম, বেণার মূল, বানীর (বেত্র-ভেদ), বলা, মৃণাল দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, কাকোলী (পয়স্যা) এবং পদ্মের মূল ও পুষ্প এবং পুষ্করিণীর মৃত্তিকা এই সক-

উদুম্বরাশ্বত্থমধুকলোধ্রাঃ
কষায়বৃক্ষাঃ শিশিরাশ্চ সর্ব্বে।
প্রদেহকল্কে পরিষেচনে চ
তথাবগাহে ঘৃততৈলসিদ্ধৌ
রক্তস্য পিত্তস্য চ শান্তিমিচ্ছন্
ভদ্রাশ্রিয়াদীনি ভিষক্‌প্রযুঞ্জ্যাৎ।
ধারাগৃহং ভূমিগৃহঞ্চ শীতং
বনঞ্চ রম্যং জলবাতশীতম্।
বৈদূর্য্যমুক্তামণিভাজনানাং
স্পর্শাশ্চ দাহে শিশিরাম্বুশীতাঃ॥ ৮৩
পত্রাণি শীতানি চ বারিজানাং
ক্ষৌমঞ্চ শীতং কদলীদলাশ্চ।
প্রচ্ছাদনার্থং শয়নাসনানাং
পদ্মোৎপলানাঞ্চ দলাঃ প্রশস্তাঃ॥ ৮৪
প্রিয়ঙ্গুকাচন্দনরূষিতানাং
স্পর্শাঃ প্রিয়াণাঞ্চ বরাঙ্গনানাম্।
দাহে প্রশস্তাঃ সজলাঃ সুশীতাঃ
পদ্মোৎপলানাঞ্চ কলাপবাতাঃ॥
সরিদ্‌হ্রদানাং হিমবদ্দরীণাং
চন্দ্রোদয়ানাং কমলাকরানাম্।
মনোহনুকূলাঃ শিশিরাশ্চ সর্ব্বাঃ
কথাঃ সরক্তং শময়ন্তি পিত্তম্॥ ৮৫

ভবতি চাত্র।

হেতুং বৃদ্ধিং সংজ্ঞাং স্থানং লিঙ্গং পৃথক্ প্রদুষ্টস্য
মার্গৌ সাধ্যমসাধ্যং যাপ্যং কার্য্যক্রমঞ্চৈব॥
পানান্নমিষ্টমেব চ বর্জ্জ্যং সংশোধনঞ্চ শমনঞ্চ।
গুরুরুক্তবান্ যথাবচ্চিকিৎসিতে রক্তপিত্তস্য॥

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে রক্তপিত্তচিকিৎসিতং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪

৮২। যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, মৌলফল, লোধ এবং সমস্ত শীতবীর্য্য কষায়বৃক্ষ রক্তপিত্তরোগীর প্রলেপ ও পরিসেচনে ব্যবহৃত হয়। আর ঐ সকল দ্রব্যের সহিত পক্ক ঘৃত ও তৈল রক্তপিত্তের শান্তিকারক। আর পূর্ব্বোক্ত শ্বেতচন্দনাদির সহিত সিদ্ধ ঘৃত ও তৈল রক্তপিত্তে প্রয়োগ করা উচিত। ৮৩। ধরাগৃহ, শীতল ভূমিগৃহ, জল-বায়ু-সুশীতল রমণীয় উপবন, সুশীতল জল শীতল বৈদূর্য্য মুক্তা ও মণিময় পাত্রসমূহের সংস্পর্শ রক্তপিত্তের দাহে প্রশস্ত, আর সুশীতল পদ্মপত্র, শীতল ক্ষৌম-বসন, কদলীপত্র এবং শয্যা ও আসনসমূহের প্রচ্ছাদনার্থ রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের পত্র সকল প্রশস্ত। ৮৪। প্রিয়ঙ্গু-চন্দন-চর্চ্চিতা প্রিয়তমাগণের স্পর্শ, পদ্ম ও উৎপলসমূহের সুশীতল ও সজল স্পর্শ ও ময়ুরপুচ্ছের ব্যজন রক্তপিত্তের দাহে হিতকর। সরিৎ ও হ্রদ, হিমালয়গুহাসমূহ, চন্দ্রোদয়, কমলশোভিত জলাশয় এবং মনোজ্ঞ শীত দ্রব্য সকল রক্তপিত্তের শান্তি করিয়া থাকে। ৮৫। এই অধ্যায়ের সূচী যথা ;—গুরুদেব আত্রেয় এই রক্তপিত্ত-চিকিৎসিত অধ্যায়ে রক্তপিত্তের হেতু, বৃদ্ধি, সংখ্যা, অধিষ্ঠান, লিঙ্গ, রক্তপিত্তের পৃথক্ পৃথক্ মার্গ, সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য রক্তপিত্ত, চিকিৎসা, সেবনীয় ও বর্জ্জনীয় অন্নপান, সংশোধন ও শমন ঔষধ যথাবিধি বর্ণনা করিলেন। ডাক্তারেরা রক্তপিত্তকে সাধারণতঃ এই কয়েক শ্রেণীতে বিভাগ করেন। যথা,—১ রক্তষ্ঠীবন, ২ রক্তবমন, ৩ রক্তমূত্রণ, ৪ রক্তভেদ। হৃদয় হইতে সচরাচর কাসের সহিত যে রক্ত উঠিয়া থাকে, তাহাকে রক্তষ্ঠীবন কহে। ইহাতে রক্তের রং তাজা থাকে। সচরাচর শীঘ্র মারাত্মক হয় না। একজন ডাক্তার বলেন যে, একজন রোগীর তিন দিনে তিন পাইট বোতল পরিমাণে কফ ও রক্ত তুলিয়াছিল অথচ ছয় মাস পরে তাহার শরীরের অবস্থা মন্দ ছিল না। আমাশয় হইতে শিরাদি ছিঁড়িয়া যে রক্ত উঠিয়া থাকে, তাহার বর্ণ কাল হয় এবং তাহার সহিত আহার দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। কখন কখন জ্বরের প্রকোপ বশতঃ এইরূপ রক্তবমন হয়। বৃক্ক বা বস্তি বা অন্য কোন মূত্রনল হইতে রক্ত বাহির হইলে তাহাকে রক্তমূত্র কহে। তন্মধ্যে

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

গুল্মচিকিৎসিতম্।

অথাতো গুল্মচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

সর্ব্বপ্রজানাং পিতৃবচ্ছরণ্যঃ
পুনর্ব্বসুর্ভূতভবিষ্যদীশঃ।
চিকিৎসিতং গুল্মনিবর্হণার্থং
প্রোবাচ সিদ্ধং বদতাং বরিষ্ঠঃ ॥
বিট্‌শ্লেষ্মপিত্তাদিপরিক্ষয়াদ্বা
তৈরেব বৃদ্ধৈঃ পরিপীড়িতো বা।
বেগৈরুদীর্ণৈর্বিহিতৈরধো বা
বাহ্যাভিঘাতৈরতিপূরণৈর্বা ॥
রুক্ষান্নপানৈরতিসেবনৈর্বা
শোকেন মিথ্যাপ্রতিকর্ম্মণা বা।
বিচেষ্টিতৈর্বা বিষমাতিমাত্রৈঃ
কোষ্ঠে প্রকোপং সমুপৈতি বায়ুঃ ॥
কফঞ্চ পিত্তঞ্চ স দূষয়িত্বা
প্রোদ্ধূয়মার্গান্ বিনিবধ্য তাভ্যাম্।
হৃৎপ্লীহপার্শ্বোদরবস্তিশূলং
করোত্যধো যাতি ন বদ্ধমার্গঃ ॥ ৩
পক্বাশয়ে পিত্তকফাশয়ে বা
স্থিতঃ স্বতন্ত্রঃ পরসংশ্রয়ো বা।
স্পর্শোপলভ্যঃ পরিপিণ্ডিতত্বাদ্-
গুল্মো যথাদোষমুপৈতি নাম ॥ ৪
বস্তৌ চ নাভ্যাং হৃদি পার্শ্বয়োর্বা
স্থানানি গুল্মস্য ভবন্তি পঞ্চ।
পঞ্চাত্মকস্য প্রভবন্ত তস্য
বক্ষ্যামি লিঙ্গানি চিকিৎসিতঞ্চ ॥ ৫
রুক্ষান্নপানং বিষমাতিমাত্রং
বিচেষ্টিতং বেগবিনিগ্রহশ্চ।

বৃক্কের রক্ত পোর্টের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয় আর উহাতে চাপ চাপ থাকে না। বস্তির রক্ত পরিস্কৃত ও চাপ চাপ হয়। শরীর গণোরিয়া-বিষে দূষিত থাকিলে রক্তমূত্রণ হইতে পারে। পক্বাশয়ের শিরাদি ছিঁড়িয়া গেলে রক্তভেদ হইয়া থাকে। পিত্তাশয় হইতে রক্ত উদ্গত হইলেও তাহা অধোগত হওয়া সম্ভব। রক্ত-বমন ও রক্তমূত্রে বরফ প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল দর্শিয়া থাকে]। ৮৬

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা গুল্মচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। সমস্ত লোকের পিতৃবৎ শরণীয় ভূত-ভবিষ্যদ্বর্ত্তমানজ্ঞ বাগ্মিবর পুনর্ব্বসু গুল্মরোগ-নিবারণার্থ দৃষ্টফল চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিলেন। ২। বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা ও পিত্তের অতিক্ষয় বা বৃদ্ধি দ্বারা বায়ু পরিপীড়িত হইলে কোষ্ঠে কুপিত হয়। অথবা উদীর্ণ অধোবেগের রোধহেতু বা বাহ্য আঘাত হেতু বা অতিশয় পীড়নহেতু বা রুক্ষ অন্নপানের অতি সেবন হেতু বা শোকহেতু বা বমন বিরেচনের অতি-মাত্র যোগহেতু বা বিষম শারীরিক চেষ্টাহেতু বা অতিমাত্র শারীরিক চেষ্টাহেতু বায়ু কোষ্ঠে প্রকুপিত হয় এবং কফ ও পিত্তকে দূষিত করাতে তাহাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। তখন হৃদয়, প্লীহা, পার্শ্ব, উদর ও বস্তিদেশে শূল উৎপাদন করে। আবার মার্গরোধবশতঃ অধোদিক্ দিয়াও নিঃসারিত হয় না। [এ স্থলে কোষ্ঠ শব্দে আমাশয়, গ্রহণী ও পক্বাশয় বুঝিতে হইবে]। ৩। গুল্মবায়ু পক্বাশয়ে অথবা পিত্তকফাশয়ে (আমাশয়ে) স্বতন্ত্র বা পিত্তকফ-সংসৃষ্ট হইয়া অবস্থান করে। স্পর্শ করিলে পিণ্ডিতের ন্যায় উপলব্ধি হয়। দোষানু-সারে গুল্মের বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ইত্যাদি নাম হইয়া থাকে। [কিন্তু গুল্মমাত্রেই বাতোল্বণ]। ৪। বস্তি, নাভি, হৃদয় এবং পার্শ্বদ্বয় এই পাঁচটীও গুল্মের স্থান। গুল্ম পঞ্চ প্রকার। সম্প্রতি তাহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা কথিত হইতেছে। ৫। রুক্ষ অন্ন পান, বিষম বা

শোকোঽভিঘাতোঽতিবলক্ষয়শ্চ
নিরন্নতা চানিলগুল্মহেতুঃ ॥ ৬
যঃ স্থানসংস্থানরুজাং বিকল্পং
বিড়্বাতসঙ্গং গলবক্ত্রশোষম্।

অতিমাত্র শারীরিক চেষ্টা, বেগধারণ, শোক, অভিঘাত ও অতি মলক্ষয় এবং অত্যন্ত উপবাস হেতু বাতগুল্মের উৎপত্তি হয়। [ভাবপ্রকাশের পাঠ "শোকাভিঘাত" অর্থাৎ শোক দ্বারা হৃদয়ে আঘাত। ইহাই সঙ্গত। মাধবকর কহেন যে, হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থানে সঞ্চরণশীল বা অচল গ্রন্থিবৎ যে পদার্থ জন্মে, যাহার কথন বৃদ্ধি ও কথন হ্রাস হয়, তাহাকে গুল্ম কহে। ভাবপ্রকাশ কহেন যে, এ স্থলে নাভি শব্দে নৈকট্য সম্বন্ধ হেতু বস্তি বুঝিতে হইবে। তবেই বস্তি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত গুল্মের স্থান। অন্যেরা কহেন যে, বস্তির মধ্যে যে গ্রন্থিবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা গুল্ম নহে, তাহা বিদ্রধি। আবার পার্শ্বদ্বয়ে ও হৃদয়ে যে গ্রন্থিবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাও বিদ্রধি। আর স্ত্রীলোকের যে রক্তগুল্ম হয়, তাহাও বিদ্রধিবিশেষ। তবেই পক্বাশয় ও পিত্তকফাশয় [আমাশয়] প্রকৃত গুল্মের স্থান হইতেছে। সংহিতাকার ৪র্থ প্রকরণে তাহাই বলিতেছেন। আবার ৫ম প্রকরণে বলিতেছেন যে বস্তি, নাভি, হৃদয় ও পার্শ্বদ্বয় এই পাঁচটী (৫) গুল্মের স্থান; এ স্থলে অপরাপর মতই বলা হইতেছে এইরূপ মনে করিতে হইবে, নতুবা চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকরণে বিরোধ উপস্থিত হয়। বিদ্রধির সহিত গুল্মের সাদৃশ্যবশতঃ বাগ্‌ভট একই অধ্যায়ে বিদ্রধি ও গুল্মের 'নিদান' ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাঁহার মতে গুল্ম "মহাস্রোতঃ আমাশয় ও পক্বাশয়কে আশ্রয় করে। আর অন্তর্বিদ্রধি গুল্মের ন্যায় কঠিন, উহা নাভি, হৃদয়, বস্তি, যকৃৎ ও প্লীহা [অর্থাৎ পার্শ্বদ্বয়] ইত্যাদি আশ্রয় করিয়া থাকে।" [তবেই নাভিতে যে গুল্মবৎ পদার্থ জন্মে, তাহাও

শ্যাবারুণত্বং শিশিরজ্বরঞ্চ
হৃৎকুক্ষিপার্শ্বাংসশিরোরুজঞ্চ
করোতি জীর্ণেঽভ্যধিকং প্রকোপং
ভুক্তে মৃদুত্বং সমুপৈতি যশ্চ।
বাতাৎ স গুল্মো ন চ তত্র রূক্ষং
কষায়তিক্তং কটু চোপশেতে ॥ ৭
কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরূক্ষ-
ক্রোধার্তিমদ্যার্কহুতাশসেবা।
আমাভিঘাতো রুধিরঞ্চ দুষ্টং
পৈত্তস্য গুল্মস্য নিমিত্তমুক্তম্ ॥ ৮
জ্বরঃ পিপাসা বদনাঙ্গরাগঃ
শূলং মহজ্জীর্য্যতি ভোজনে চ।

বাগ্‌ভটমতে বিদ্রধি। অতএব বুঝিতে হইতেছে যে, নাভি, হৃদয়, পার্শ্বদ্বয় ও বস্তিতে যে সকল অন্তর্বিদ্রধি উৎপন্ন হয়, তাহাদের চিকিৎসা গুল্মের ন্যায়। বাতজ গুল্ম পাকে না। পিত্ত-শ্লেষ্মজ গুল্ম বিলম্বে পাকে এবং বিদ্রধি অতি শীঘ্র পাকিয়া থাকে। ইহাই উহাদের প্রভেদ]। ৬। সময়ে সময়ে যে গুল্মের অধিষ্ঠান, আকৃতি ও বেদনার ভিন্নতা হয়, যাহাতে বিষ্ঠা ও বাতের অবরোধ হয়, মল ও বক্ত্রের শুষ্কতা হয়, বর্ণ শ্যাব ও অরুণ হয়, যে গুল্মে শীতজ্বর হয়, যে গুল্মে হৃদয়, কুক্ষি, পার্শ্ব, অংস ও শিরোদেশে বেদনা হয়, অন্ন জীর্ণ হইবার পর যে গুল্মের যাতনা বৃদ্ধি হয় এবং ভোজন করিলে যে গুল্মের মৃদুতা হয়, সেই গুল্ম বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। এই গুল্মে কষায়, তিক্ত ও কটুদ্রব্য সহ্য হয় না। ৭। কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী ও রূক্ষদ্রব্য; ক্রোধ, অতিরিক্ত মদ্যপান, রৌদ্র ও অগ্নির উত্তাপ, আমাভিঘাত ও দূষিত রক্ত এই সকল পিত্তগুল্মের কারণ [আমাভিঘাত এ স্থলে ভাবপ্রকাশের পাঠ আমোঽভিঘাতঃ; তাঁহার মতে আমশব্দে বিদগ্ধাজীর্ণ ও অভিঘাত শব্দে লগুড়াদির আঘাত]। ৮। জ্বর; পিপাসা, মুখ ও অঙ্গের রক্তিমা, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক

স্বেদো বিদাহো ব্রণবচ্চ গুল্মঃ
স্পর্শাসহঃ পৈত্তিকগুল্মরূপম্ ॥ ৯
শীতং গুরু স্নিগ্ধমচেষ্টনঞ্চ
সম্পূরণং প্রস্বপনং দিবা চ
গুল্মস্য হেতুঃ কফসম্ভবস্য
সর্ব্বস্তু দৃষ্টো নিচয়াত্মকস্য ॥
স্তৈমিত্যশীতজ্বরগাত্রসাদ-
হৃল্লাসকাসারুচিগৌরবাণি।
শৈত্যং রুগল্পা কঠিনোন্নতত্বং
গুল্মস্য রূপাণি কফাত্মকস্য ॥ ১১
নিমিত্তলিঙ্গান্যুপলভ্য গুল্মে
দ্বিদোষজে দোষবলাবলঞ্চ।
ব্যামিশ্রলিঙ্গানপরাংস্তু গুল্মাং-
স্ত্রীনাদিশেদৌষধকল্পনার্থম্ ॥ ১২
মহারুজং দাহপরীতমশ্মবদ্
ঘনোন্নতং শীঘ্রবিদাহি দারুণম্।
মনঃশরীরাগ্নিবলাপহারিণং
ত্রিদোষজং গুল্মমসাধ্যমাদিশেৎ ॥ ১৩
ঋতাবনাহারতয়া ভয়েন
বিরূক্ষণৈর্বেগবিনিগ্রহৈশ্চ।
সংস্তম্ভনোল্লেখনযোনিদোষৈ-
র্গুল্মঃ স্ত্রিয়ং রক্তভবোঽভ্যুপৈতি ॥ ১৪
যঃ স্পন্দতে পিণ্ডিত এব নাঙ্গৈ-
শ্চিরাৎ সশূলঃ সমগর্ভলিঙ্গঃ
স রৌধিরঃ স্ত্রীভব এব গুল্মো
মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ
ক্রিয়াক্রমমতঃ সিদ্ধং গুল্মিনাং গুল্মনাশনম্
প্রবক্ষ্যাম্যত ঊর্দ্ধঞ্চ যোগান গুল্মনিবর্হণান্ ॥ ১৫
রূক্ষব্যায়ামজং গুল্মং বাতিকং তীব্রবেদনম্।
বদ্ধবিট্ মারুতং স্নেহৈরাদিতঃ সমুপাচরেৎ ॥
ভোজনাভ্যঞ্জনৈঃ পানৈর্নিরূহৈঃ সানুবাসনৈঃ
স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্ত্তব্যো গুল্মশান্তয়ে ॥
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা জিত্বা মারুতমল্বণম

পাইবার সময় অতিশয় যাতনা, স্বেদোদ্গম, বিদাহ, ব্রণের ন্যায় গুল্মের স্পর্শাসহত্ব এই সকল পিত্তজ গুল্মের লক্ষণ। ৯। শীতল, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন; আলস্য, অতি ভোজন এবং দিবানিদ্রা কফজ গুল্মের নিদান। আর ত্রিদোষকারক হেতু দুষিত হইলেই সান্নিপাতিক গুল্ম হইয়া থাকে। ১০। স্তৈমিত্য, শীতজ্বর, অঙ্গাবসাদ, হৃল্লাস, কাস, অরুচি, গুরুতা, শৈত্য, বেদনার অল্পতা, কঠিনত্ব ও উন্নতত্ব এই সকল কফজ গুল্মের লক্ষণ। ১১। আবার নিদান ও লক্ষণ এবং দোষের বলাবল উপলব্ধি করিয়া দ্বিদোষজ গুল্মও নির্দ্দেশ করা যায়। দ্বিদোষজ গুল্মে দ্বিদোষের মিলিত লক্ষণ হয়। উহা তিন প্রকার এবং উহার ঔষধও কল্পনা করা যায়। ১২। সান্নিপাতিক গুল্মের মহাযাতনা, অত্যন্ত দাহ, প্রস্তরের ন্যায় কাঠিন্য ও উন্নতত্ব হয়। ইহা শীঘ্র বিদাহী ও নিদারুণ হইয়া থাকে। [illegible], শরীর ও অগ্নির বল অপহরণ করিয়া থাকে। ইহা অসাধ্য জানিবে। ১৩। ঋতুকালে অনাহার, ভয়, রুক্ষসেবন, বেগধারণ, স্তম্ভনক্রিয়া, উল্লেখ (বমন), ও যোনিদোষহেতু স্ত্রীদিগের রক্তগুল্ম হয়। ১৪। রক্তগুল্ম পিণ্ডিতভাবেই বিলম্বে স্পন্দিত হয় অর্থাৎ গর্ভের ন্যায় অঙ্গসঞ্চালন করিয়া শীঘ্র স্পন্দিত হয় না। রক্তগুল্ম স্পন্দিত হইবার সময় শূল উৎপাদন করে, গর্ভ সেরূপ করে না। রক্তগুল্মের অন্যান্য সমস্ত লক্ষণ গর্ভের ন্যায়। ইহা রুধির হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা স্ত্রীলোকেরই হয়। দশ মাস অতীত হইয়া গেলে ইহার চিকিৎসা করিবে। ১৫। ইহার পর গুল্মনাশক দৃষ্টফল চিকিৎসা ও যোগসমূহ ব্যাখ্যা করিতেছি। ১৬। রুক্ষসেবন ও পরিশ্রমজনিত, তীব্রবেদনাযুক্ত বাতিকগুল্মে বিষ্ঠা ও অধোবায়ুর বিবন্ধ থাকিলে রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহপ্রয়োগ করিবে এবং স্নিগ্ধ ভোজন, অভ্যঙ্গ, স্নিগ্ধ পান এবং নিরূহ ও অনুবাসনযোগে স্নিগ্ধ করিয়া গুল্মশান্তির জন্য স্বেদপ্রয়োগ করিবে। ১৭। গুল্মরোগী স্নিগ্ধ হইবার পর স্বেদ গ্রহণ করিলে, সেই স্বেদ

ভিত্বা বিবন্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদো গুল্মমপোহতি ॥১৮
স্নেহপানং মতং গুল্মে বিশেষেণোর্দ্ধনাভিজে।
পক্বাশয়গতে বস্তিরুভয়ং জঠরাশ্রয়ে ॥ ১৯
দীপ্তাগ্নৌ বাতিকে গুল্মে বিবন্ধেহনিল-
বর্চ্চসোঃ।
বৃংহণান্যন্নপানানি স্নিগ্ধোষ্ণানি প্রযোজয়েৎ।
পুনঃপুনঃ স্নেহপানম্——————॥ ২০
-নিরূহাঃ সানুবাসনাঃ।
প্রযোজ্যা বাতগুল্মেষু কফপিত্তানুরক্ষিণা ॥ ২১
কফে বাতে জিতপ্রায়ে পিত্তং শোণিতমেব বা
যদি কুপ্যতি বা তস্য ক্রিয়মাণৈশ্চিকিৎসিতে ॥
যথোল্বণস্য দোষস্য তত্র কার্য্যং ভিষগ্‌জিতম্।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ মারুতং পরিরক্ষতা ॥ ২২
বাতগুল্মে কফো বৃদ্ধো হত্বাগ্নিমরুচিং যদি।
হৃল্লাসং গৌরবং তন্দ্রাং জনয়েদুল্লিখেৎ তু তম্ ॥

শূলানাহবিবন্ধেষু গুল্মে বাতকফোল্বণে।
বর্ত্তয়ো গুলিকাশ্চূর্ণং কফবাতহরং মতম্ ॥২৪
পিত্তং বা যদি সংবৃদ্ধং সন্তাপং বাতগুল্মিনঃ।
কুর্য্যাদ্বিরেচ্যঃ স ভবেৎ স্নেহনৈরানুলোমিকৈঃ
গুল্মং যদ্যনিলাদীনাং কৃতে সম্যগ্‌ভিষগ্‌জিতে
ন প্রশাম্যতি রক্তেন স স্রুতেনোপশাম্যতি ॥২৬
স্নিগ্ধোষ্ণেনোদিতে গুল্মে পৈত্তিকে স্রংসনং
মতম্।
রূক্ষোষ্ণেন তু সম্ভূতে সর্পিঃ প্রশমনং পরম্ ॥২৭
পিত্তং বা পিত্তগুল্মং বা জ্ঞাত্বা পক্বাশয়স্থিতম্।
কালবিন্নির্হরেৎ সদ্যঃ সতিক্তৈঃ ক্ষীরবস্তিভিঃ
পয়সা বা সুখোষ্ণেন সতিক্তেন বিরেচয়েৎ।
ভিষগগ্নিবলাপেক্ষী সর্পিষা তৈলকেন বা ॥ ২৮

স্রোতঃসমূহের মৃদুতাসাধন, উষ্ণতা, বায়ুর দমন এবং বিবন্ধ ভেদ করিয়া গুল্ম নাশ করে। ১৮। গুল্মে বিশেষতঃ নাভির ঊর্দ্ধস্থ গুল্মে স্নেহপান প্রশস্ত। পক্বাশয়গত গুল্মে বস্তি প্রশস্ত এবং উদরব্যাপ্ত গুল্মে স্নেহপান ও বস্তি উভয়ই হিতকর। ১৯। বাতিক গুল্মে অগ্নির দীপ্তি অথচ অধোবায়ু ও পুরীষের বিবন্ধ থাকিলে বৃংহণও স্নিগ্ধোষ্ণ অন্নপান এবং পুনঃপুনঃ স্নেহপান প্রশস্ত। ২০। কফপিত্তানু-বন্ধী গুল্মরোগে নিরূহ ও তৎপরে অনুবাসন প্রশস্ত। ২১। কফ ও বাত প্রায় জিত হইয়াছে, এমন সময়ে অথবা গুল্মের চিকিৎসা করিবার সময়ে যদি [স্বেদ প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা] পিত্ত বা রক্ত কুপিত হয়, তবে যে দোষের উল্বণতা হইবে, তাহারই প্রতিকার করা আবশ্যক। কিন্তু চিকিৎসার আদি অন্ত ও মধ্য সকল সময়েই বায়ুর সমতা রক্ষা করিবে [কারণ গুল্মরোগ স্বভাবতই বাতো-ল্বণ]। ২২। যদি বাতগুল্মে [স্নিগ্ধ প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা] কফ উৎক্লেশিত হয় এবং অরুচি উৎপাদন করিয়া হৃল্লাস, গুরুতা ও তন্দ্রা উপস্থিত করে, তবে রোগীকে বমন করাইবে।

[কিন্তু এস্থলেও প্রথমে বায়ুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, কারণ বমনের অভিযোগ হইলে বায়ুর উদ্বেগ হইতে পারে]। ২৩। বাত-কফোল্বণগুল্মে শূল, আনাহ ও বিবন্ধ থাকিলে কফবাতনাশক বস্তি, গুড়িকা ও চূর্ণ হিতকর। যদি বাতগুল্মরোগীর পিত্তবৃদ্ধি হইয়া সন্তাপ উৎপাদন করে, তবে তাহাকে বায়ুর অনু-লোমন স্নেহন দ্রব্য দ্বারা [যথা পিত্তঘ্ন কষায়-যুক্ত এরণ্ড তৈল দ্বারা] বিরেচন দিবে। ২৫। যদি বাতপিত্তকফের নিবৃত্তির জন্য ঔষধ-প্রয়োগ করিলেও গুল্ম প্রশমিত না হয়, তবে রক্তমোক্ষণ দ্বারা প্রশমিত হইবে। [অর্থাৎ গুল্ম হইতে রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে]। স্নিগ্ধোষ্ণ সেবন দ্বারা পৈত্তিক গুল্মের উদ্ভব হইলে পক্ব ও অপক্ব মলনিঃসারক বিরেচন দিবে। কিন্তু পৈত্তিক গুল্ম রুক্ষোষ্ণসম্ভূত হইলে ঘৃতপক্ব ঔষধ পান করিবে। ২৭। পিত্ত পক্বাশয়গত হইলে অথবা পক্বাশয়গত গুল্মে পিত্তের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইলে যথাকালে সতিক্ত ক্ষীরবস্তি দ্বারা দোষ নিঃসা-রিত করিবে। অথবা চিকিৎসক অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সুখোষ্ণ ও ঈষৎ তিক্ত দুগ্ধ দ্বারা বিরেচন দিবে। অথবা তৈলযুক্ত ঘৃত সহকারে বিরেচন দিবে। [এ স্থলে যে সকল

তৃষ্ণাজ্বরপরীদাহশূলস্বেদাগ্নিমার্দ্দবে।
গুল্মিনামরুচৌ চাপি রক্তমেবাবসেচয়েৎ ॥২৯
ছিন্নমূলা বিদহ্যন্তে ন গুল্মা যান্তি চ ক্ষয়ম্।
রক্তং হি ব্যম্লতাং যাতি তচ্চ নাস্তি ন চাস্তি রুক্ ॥ ৩০
হৃতদোষং পরিম্লানং জাঙ্গলৈস্তর্পিতং রসৈঃ।
সমাশ্বস্তঞ্চ শেষার্ত্তিং সর্পিষা পুনরাচরেৎ ॥ ৩১
রক্তপিত্তাতিবৃদ্ধত্বাৎ ক্রিয়ামনুপলভ্য বা।
যদি গুল্মো বিদহ্যেত শস্ত্রং তত্র ভিষগ্‌জিতম্ ॥
গুরুঃ কঠিনসংস্থানো গূঢ়মাংসোত্তরাশ্রয়ঃ।
অবিবর্ণঃ স্থিরশ্চৈব হ্যপক্বো গুল্ম উচ্যতে ॥৩৩
দাহশূলাগ্নিসঙ্ক্ষোভস্বপ্ননাশারতিজ্বরৈঃ।
বিদহ্যমানং জানীয়াদ্‌গুল্মং তমুপনাহয়েৎ ॥ ৩৪

বিদাহলক্ষণে গুল্মে বহিস্তব্ধে সমুন্নতে।
শ্যাবে সরক্তপর্য্যন্তে সংস্পর্শে বস্তিসন্নিভে ॥
নিপীড়িতোন্নতে স্তব্ধে সুপ্তে তৎপার্শ্বপীড়নাৎ
তত্রৈব পিণ্ডিতে শূলে সম্পক্বং গুল্মমাদিশেৎ ॥
তত্র ধান্বন্তরীয়াণামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ।
বৈদ্যানাং কৃতযোগানাং ব্যধশোধনরোপণে ॥
অন্তর্ভাগস্থ চাপ্যেতৎ পচ্যমানস্থ লক্ষণম্ ॥ ৩৭
হৃৎক্রোড়শূনতান্তঃস্থে বহিঃস্থে পার্শ্বনির্গতিঃ ॥ ৩৮

প্রক্রিয়া বলা হইল, তাহারা বায়ুনাশকও বটে আবার পিত্তনাশকও বটে; পক্বাশয় বায়ুর স্থান এবং পিত্ত তথায় আগন্তু; এই জন্য বাতপিত্তনাশক চিকিৎসাই এ স্থলে প্রযোজ্য] ২৮। পৈত্তিক গুল্মে তৃষ্ণাজ্বর, দাহ, শূল, ঘর্ম্ম, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি থাকিলে রক্তমোক্ষণই বিধেয়। ২৯। অস্ত্র দ্বারা এইরূপে ছিন্নমূল হইলে গুল্ম সকল পাকে না এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর গুল্মস্থ রক্তের অম্লতা দূর হয়। আর যদি গুল্মে রক্ত না থাকে, তবে বেদনাও থাকে না। ৩০। রক্তমোক্ষণ দ্বারা দোষ অপহৃত হইবার পর রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে তাহাকে জাঙ্গলমাংসরস দ্বারা সন্তর্পিত করিবে। তদ্দ্বারা সে আপাততঃ আশ্বস্ত হইলে তাহার অবশিষ্ট যাতনা দূর করিবার জন্য গুল্মনাশক ঘৃত পান করাইবে। ৩১। রক্তপিত্তের অতিবৃদ্ধি হেতু অথবা চিকিৎসার অভাবে গুল্ম পাকিয়া গেলে, সে স্থলে শস্ত্রই ঔষধ। ৩২। গুল্ম গুরু, কঠিনাকৃতি গূঢ়মাংসে আশ্রিত [অর্থাৎ ঠেলিয়া উঠে নাই] অবিবর্ণ ও নিশ্চল [বা দৃঢ়] হইলে তাহা পাকে নাই বলা যায়। ৩৩। দাহ, শূল, অগ্নিমান্দ্য, নিদ্রানাশ, অস্থিরতা ও জ্বর থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, গুল্ম পাকিতেছে। এরূপ গুল্মে প্রলেপ দিবে। ৩৪। এইরূপে পাকলক্ষণ উপস্থিত হইবার পর যদি গুল্ম বাহিরের দিকে স্তব্ধ ও উন্নত হইয়া উঠে, যদি উহা শ্যামবর্ণ ও উহার সীমা সকল ঈষৎ রক্তবর্ণ হয়, স্পর্শ করিলে চর্ম্মপুটকের ন্যায় অনুভব হয়, টিপিয়া ছাড়িয়া দিলে পুনর্ব্বার উচু হইয়া উঠে, যদি গুল্মের পার্শ্বদেশ চাপিয়া ধরিলে স্তব্ধ ও সুপ্ত বোধ হয়, যদি গুল্ম নিশ্চলভাবে পিণ্ডিত থাকে এবং উহাতে বেদনা থাকে, তবে গুল্ম সম্পূর্ণ পাকিয়াছে বলিতে হইবে। তখন গুল্মের ব্যধন, শোধন ও রোপণ বিষয়ে এবং চিকিৎসায় সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন ধন্বন্তরি-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদ্যদিগের অধিকার (অর্থাৎ পক্বগুল্মের চিকিৎসা অস্ত্রচিকিৎসার অন্তর্গত]। ৩৫। গুল্ম অন্তরের দিকে পাকিতে থাকিলেও তাহার এই সকল লক্ষণ হয়। [এক্ষণে গুল্মশব্দে নাভি প্রভৃতি স্থানে জাত অন্তর্বিদ্রধি লক্ষিত হইতেছে। আর অগ্রে যে গুল্মের বিষয় বর্ণিত হইল, তাহা পক্বাশয় বা আমাশয়ে জাত]। ৩৬। অন্তঃস্থ গুল্মে [অন্তর্বিদ্রধিতে] হৃদয় ও ক্রোড়ে শোথ হয়। [হৃদয়স্থ অন্তর্গুল্মে হৃদয়ে এবং উদরস্থ অন্তর্গুল্মে ক্রোড়ে শোথ হয়]। বহিঃস্থ গুল্মের [প্লীহা স্থানাদিজাত বাহ্য বিদ্রধির] পার্শ্বদিকে নির্গমন হয়। ৩৭। গুল্ম পক্ক হইলে স্রোতঃসমূহকে ক্লিন্ন করিয়া ঊর্দ্ধ বা অধোদিকে গমন করে [অর্থাৎ অন্তর্গুল্মই হউক আর বাহ্যগুল্মই হউক, উভয় গুল্মেই স্রোতঃ সকল ক্লেদযুক্ত হয়]। ৩৮।

পক্বং স্রোতাংসি সংক্লিদ্য ব্রজত্যূর্দ্ধমধোঽপি বা।
স্বয়ম্প্রবৃত্তং তং দোষমুপেক্ষেত হিতাশনৈঃ।
দশাহং দ্বাদশাহং বা রক্ষন্ ভিষগুপদ্রবান্ ॥৩৯
অত ঊর্দ্ধং মতং পানং সর্পিষঃ সবিশোধনম্।
শুদ্ধস্য তিক্তং সক্ষৌদ্রং প্রয়োগে সর্পিরিষ্যতে
শীতলৈগুর্ব্বভিঃ স্নিগ্ধৈর্গুল্মে জাতে কফাত্মকে।
অবম্যস্যাল্পকায়াগ্নেঃ কুর্য্যাল্লঙ্ঘনমাদিতঃ ॥ ৪১
মন্দোঽগ্নির্বেদনা মন্দা গুরুস্তিমিতকোষ্ঠতা।
সোৎক্লেশশ্চারুচির্যস্য স গুল্মী বমনোপগঃ ॥৪২
উষ্ণৈরেবোপচার্য্যস্তু কৃতে বমনলঙ্ঘনে।
যোজ্যাশ্চাহারসংসর্গা ভেষজৈঃ কটুতিক্তকৈঃ ॥
সানাহং সবিবন্ধঞ্চ গুল্মং কঠিনমুন্নতম্।
দৃষ্ট্বাদৌ স্বেদয়েদ্যুক্ত্যা স্বিন্নঞ্চ বিনয়েদ্ভিষক্ ॥
লঙ্ঘনোল্লেখনে স্বেদে কৃতেঽগ্নৌ সম্প্রধুক্ষিতে
কফগুল্মে পিবেৎ কালে সক্ষারকটুকং ঘৃতম্ ॥

স্থানাদপসৃতং জ্ঞাত্বা কফগুল্মং বিরেচনৈঃ।
সস্নেহৈর্বস্তিভির্বাথ শোধয়েদ্দশমূলকৈঃ ॥ ৪৬
মন্দাগ্নাবনিলে মূঢ়ে জ্ঞাত্বা সস্নেহমাশয়ম্।
গুলিকাচূর্ণনির্য্যূহাঃ প্রযোজ্যাঃ কফগুল্মিনাম্ ॥৪৭
কৃতমূলং মহাবাস্তুং কঠিনং স্তিমিতং গুরুম্
জয়েৎ কফকৃতং গুল্মং ক্ষারারিষ্টাগ্নিকর্ম্মভিঃ ॥ ৪৮
দোষৈঃ প্রকৃতিগুল্মস্তু যোগং বুদ্ধা কফোষণে।
বলদোষপ্রমাণজ্ঞঃ ক্ষারং গুল্মে প্রযোজয়েৎ ॥
একান্তরং দ্ব্যন্তরং বা ত্র্যহং বিশ্রম্য বা পুনঃ।
শরীরবলদোষাণাং বৃদ্ধিক্ষপণকোবিদঃ ॥ ৪৯
শ্লেষ্মাণং মধুরং স্নিগ্ধং মাংসক্ষীরঘৃতাশিনঃ।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বাশয়াৎ ক্ষারঃ ক্ষরত্বাৎ ক্ষারয়ত্যধঃ
মন্দেঽগ্নাবরুচৌ সাত্ম্যে মদ্যে সস্নেহমশ্নুতাম্।
প্রযোজ্যা মার্গশুদ্ধ্যার্থমরিষ্টাঃ কফগুল্মিনাম্ ॥ ৫১

গুল্মস্থ দোষ স্বয়ং নির্গত হইলে চিকিৎসক রোগীকে হিতকর পথ্য সকল ব্যবস্থা করিয়া উপদ্রব সকল রক্ষাপূর্ব্বক দশ বা দ্বাদশ দিন অপেক্ষা করিবেন। ৩৯। ইহার পর সংশোধন-ঘৃতপান ব্যবস্থেয়। রোগীকে শোধন করিয়া তিক্তরসযুক্ত ঘৃত মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে। ৪০। [নিম্নে কফজ গুল্মের লক্ষণ ও চিকিৎসা কথিত হইতেছে]। শীতল, গুরু ও স্নিগ্ধ সেবন দ্বারা কফাত্মক গুল্ম উৎপন্ন হইলে বমনের অযোগ্য অল্পাগ্নি ব্যক্তিকে প্রথমে লঙ্ঘন দিবে। ৪১। যে গুল্মীর অগ্নি মন্দ, বেদনা অল্প, কোষ্ঠ গুরু ও স্তিমিত, যাহার উৎক্লেশ ও অরুচি আছে, সে বমনের যোগ্য। ৪২। বমন ও লঙ্ঘনের পর উষ্ণ কটু তিক্ত ঔষধ সকল আহারের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। ৪৩। আনাহ ও বিবন্ধ থাকিলে এবং গুল্ম কঠিন ও উন্নত হইলে চিকিৎসক বিবেচনাপূর্ব্বক স্বেদ প্রয়োগ করিবেন। স্বেদ প্রয়োগ করিলে গুল্ম বিনীত (নীচ) হইয়া যায়। ৪৪। বমন, লঙ্ঘন ও স্বেদের পর অগ্নির দীপ্তি হইলে কফগুল্মে যথাকালে ক্ষারযুক্ত তিক্তক ঘৃত পান করিবে।

৪৫। কফগুল্ম উক্ত প্রক্রিয়াসমূহ দ্বারা স্থান হইতে সরিয়াছে বা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পপ্রসার হইয়াছে বুঝিলে দশমূলযুক্ত স্নিগ্ধ বিরেচন [যেমন দশমূলযুক্ত এরণ্ডতৈল] ও দশমূলযুক্ত স্নিগ্ধ বস্তি [যেমন শূল গজেন্দ্র তৈল] দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৪৬। কফগুল্মীদিগের অগ্নি মন্দ, অধোবায়ু রুদ্ধ ও আমাশয় স্নিগ্ধ বোধ করিলে গুলিকা, চূর্ণ ও কাথ প্রয়োগ করিতে হয়। ৪৭। বদ্ধমূল, মহাপরিসর, কঠিন, স্তিমিত ও গুরু কফজ গুল্ম ক্ষার, অরিষ্ট ও অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা দমন করিবে। ৪৮। চিকিৎসক গুল্মরোগীর শরীর, বল দোষসমূহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবেন এবং গুল্মকারক দোষ, গুল্মের আকারাদি এবং প্রযোজ্য ঔষধ সকল পরীক্ষা করিয়া ও বল-দোষের পরিমাণ অবগত হইয়া এক দিন, দুই দিন কিংবা তিন দিন অন্তর গুল্মে ক্ষার প্রয়োগ করিবেন। ৪৯। ক্ষার ক্ষারত্ব হেতু, মাংসদুগ্ধ ও ঘৃতাশীদিগের আশয় ভেদ করিয়া মধুর ও স্নিগ্ধ শ্লেষ্মা অধোদক ক্ষরিত করে। [ইহাতে বলা হইল যে, স্নিগ্ধ ও হৃষ্টপুষ্ট শরীরেই ক্ষারপ্রয়োগ বিধি। ৫০। স্নিগ্ধভোজী কফগুল্মীদিগের অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি থাকিলে এবং মদ্য-

লঙ্ঘনোল্লেখনৈঃ স্বেদৈঃ সর্পিষ্পানৈর্বিরেচনৈঃ
বস্তিভির্গুলিকাচূর্ণক্ষারারিষ্টগণৈরপি ॥
শ্লৈষ্মিকঃ কৃতমূলত্বাদ্‌যস্ত গুল্মো ন শাম্যতি।
তস্য দাহো হুতে রক্তে শরলোহাদিভির্মতঃ।
ঔষ্ণ্যাৎ তৈক্ষ্ণ্যাচ্চ শময়েদগ্নির্গুল্মে কফানিলৌ।
তয়োঃ শমাচ্চ সঙ্ঘাতো গুল্মস্য বিনিবর্ত্ততে ॥
দাহে ধান্বন্তরীয়াণামত্রাপি ভিষজাং বলম্।
ক্ষারপ্রয়োগে ভিষজাং ক্ষারতন্ত্রবিদাং বলম্
ব্যামিশ্রদোষৈর্ব্যামিশ্র এষ এব ক্রিয়াক্রমঃ ॥ ৫৫
সিদ্ধানতঃ প্রবক্ষ্যামি যোগান্ গুল্মনিবর্হণান্।
ত্র্যূষণং ত্রিফলা ধান্যং বিড়ঙ্গচব্যচিত্রকৈঃ।
কল্কীকৃতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং সক্ষীরং বাতগুল্মনুৎ ॥৫৭
ইতি ত্র্যূষণাদিঘৃতম্।
এত এব চ কল্কাঃ স্যুঃ কষায়ঃ পঞ্চমূলিকঃ।
দ্বিপঞ্চমূলিকো বাথ তদ্‌ঘৃতং গুল্মনুৎ পরম্ ॥
ইতি ত্র্যূষণাদিঘৃতমপরম্
ষট্‌পলং বা পিবেৎ সর্পির্যদুক্তং রাজযক্ষ্মণি।
প্রসন্নয়া বা ক্ষীরার্থঃ সুরয়া দাড়িমেন বা।
দধ্নঃ সরেণ বা কার্য্যং ঘৃতং মারুতগুল্মিনাম্ ॥
ইতি গুল্মষট্‌পলঘৃতম্।
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাজাজীবিড়দাড়িমদীপ্যকৌ।
পুষ্করব্যোষধান্যাম্লবেতসক্ষারচিত্রকৈঃ ॥
শটীবচাজগন্ধৈলাসুরসৈশ্চ বিপাচিতম্।
শূলানাহহরং সর্পির্দধ্না চানিলগুল্মিনাম্ ॥ ৬০
ইতি হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাদ্যং ঘৃতম্।
হবুষাব্যোষপৃথ্বীকাচব্যচিত্রকসৈন্ধবৈঃ।
সাজাজীপিপ্পলীমূলদীপ্যকৈর্বিপচেদ্‌ঘৃতম্ ॥
মাতুলুঙ্গদধিক্ষীরকোলমূলকদাড়িমৈঃ।
রসৈস্তদ্বাতগুল্মঘ্নং শূলানাহবিমোক্ষণম্ ॥

সাধ্য হইলে মার্গশুদ্ধির নিমিত্ত অরিষ্ট প্রয়োগ করিবে। ৬১। লঙ্ঘন, বমন, স্বেদ, ঘৃতপান, বিরেচন, বস্তি, গুলিকা, চূর্ণ, ক্ষার ও অরিষ্টপ্রয়োগ দ্বারাও বদ্ধমূল শ্লৈষ্মিক গুল্ম প্রশমিত না হইলে রক্তমোক্ষণপূর্ব্বক শর ও লৌহাদি দ্বারা দাহ প্রশস্ত। ৫২। অগ্নি উষ্ণতা ও তীক্ষ্ণতা হেতু গুল্মে কফ ও বায়ু প্রশমিত করে। কফ ও বায়ুর সংহার হইলে গুল্মের সঙ্ঘাত [জমাট] নিবৃত্ত হয়। ৫৩। গুল্মের দাহন কার্য্যেও ধন্বন্তরিসম্প্রদায়ভুক্ত অস্ত্রচিকিৎসকদিগের অধিকার। আবার ক্ষারপ্রয়োগে ক্ষারতন্ত্র-বিশারদ চিকিৎসক-সম্প্রদায়েরই অধিকার। ৫৪। মিশ্রিত দোষে মিশ্রিত চিকিৎসা আবশ্যক [অর্থাৎ দ্বিদোষজ গুল্মে দ্বিদোষনাশক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া চিকিৎসা করিবে ইত্যাদি]। ৫৫। অনন্তর গুল্মনাশক দৃষ্টফল যোগ সকল ব্যাখ্যা করিতেছি। ৫৬। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, ধনে, বিড়ঙ্গ, চই এবং চিতার কল্ক ও দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত বাতগুল্ম নিবারক। ৪৭

ইতি ত্র্যূষণাদি ঘৃত।

ঐ সকল দ্রব্যের কল্ক আর পঞ্চমূল বা দশমূলের কষায় দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত গুল্মের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৫৮।

ইতি অপর ত্র্যূষণাদ্য ঘৃত।

রাজযক্ষ্মা-চিকিৎসায় যে ষট্‌পল ঘৃতের উল্লেখ আছে, সেই ঘৃত দুগ্ধের পরিবর্ত্তে প্রসন্না, সুরা, দাড়িমরস বা দধির রসের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতগুল্ম নষ্ট হয়। ৫৯

ইতি গুল্মষট্‌পল ঘৃত।

হিঙ্গু, সচললবণ, কৃষ্ণজীরা, বিট্‌লবণ, দাড়িম, যমানী, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, অম্লবেতস, যবক্ষার, চিতা, শটী, বচ, ক্ষোকান্দী যোয়ান, ছোট এলাচ ও সুরসতুলসীর কল্ক ও দধির সহিত সিদ্ধ ঘৃত, বাতগুল্মীদিগের শূল ও আনাহ নষ্ট করে

ইতি হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাদি ঘৃত।

হবুষা, ব্যোষ (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), পৃথ্বীকা (সূক্ষ্ম জীরা), চই, চিতা, সৈন্ধব, অজাজী (কৃষ্ণজীরা), পিপ্পলীমূল, দীপ্যক (যোয়ান) এই সকলের কল্ক এবং মাতুলুঙ্গের রস (গোঁড়ানেবু), দধি, দুগ্ধ, কুলের রস, শুষ্ক মূলকের রস ও দাড়িম্বের রস সমান সমান

যোন্তর্শোগ্রহণীদোষশ্বাসকাসারুচিজ্বরান্।
বস্তিহৃৎ পার্শ্বশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥ ৬১

ইতি হবুষাদ্যং ঘৃতম্।

পিপ্পল্যাঃ পিচুরধ্যর্দ্ধো দাড়িমাদ্দ্বিপলং পলম্।
ধান্যাৎ পঞ্চ ঘৃতাৎ শুণ্ঠ্যাঃ কর্ষং ক্ষীরং চতুর্গুণং
সিদ্ধমেতৈর্ঘৃতং সদ্যো বাতগুল্মং চিকিৎসতি।
যোনিশূলং শিরঃশূলমর্শাংসি বিষমজ্বরম্॥ ৬২

ইতি পিপ্পলাদ্যং ঘৃতম্।

ঘৃতানামৌষধগণা য এতে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তে চূর্ণযোগা বর্ত্ত্যস্তাঃ কষায়াস্তে চ গুল্মিনাম্
কোলদাড়িমঘর্ম্মাম্বুসুরামণ্ডাম্লকাঞ্জিকৈঃ।
শূলানাহহরঃ পেয়া বীজপূররসেন বা॥ ৬৪
চূর্ণানি মাতুলুঙ্গস্য ভাবিতস্য রসেন বা।
কুর্য্যাদ্বর্ত্তীঃ সগুড়িকা গুল্মানাহার্ত্তিশান্তয়ে॥ ৬৫

পরিমাণে লইয়া ঘৃতপাকপূর্ব্বক সেবন করিলে বাতগুল্ম শূল, আনাহ, যোন্তর্শঃ, গ্রহণীদোষ, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, বস্তিশূল ও পার্শ্বশূল নষ্ট হয়। ৬১

ইতি হবুষাদ্য ঘৃত।

পিপুল অধ্যর্দ্ধপিচু (আড়াইতোলা), দাড়িম দুই পল (ষোল তোলা), ধনে এক পল, ঘৃত পাঁচ পল, শুঁঠ দুই তোলা এবং ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ এই সকলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে বাতগুল্মের সদ্যউপকার হয়। আর ইহাতে যোনিশূল, শিরঃশূল, অর্শঃসমূহ ও বিষমজ্বর শান্ত হইয়া থাকে। ৬২

ইতি পিপ্পল্যাদি ঘৃত।

ঘৃতসমূহের পাকার্থে যে সকল ঔষধ বলা গেল, সেই সকল ঔষধ চূর্ণ, বর্ত্তি বা কষায় রূপে কল্পনা করিয়া গুল্মরোগীদিগকে প্রদান করিবে। ৬৩। কুলের রস, দাড়িমের রস, উষ্ণ জল, সুরামণ্ড ও অম্লকাঞ্জিক অথবা বীজ পূরকের (গোঁড়ানেবুর) রসে পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শূল ও আনাহ নষ্ট হয়। ৬৪। অথবা মাতুলুঙ্গমূলের চূর্ণ মাতুলুঙ্গফলের রসে ভাবনা দিয়া বর্ত্তি ও গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। তদ্দ্বারা গুল্ম,আনাহ ও যাতনার শান্তি

হিঙ্গুত্রিকটুকাং পাঠাং হবুষামভয়াং শটীম্।
অজমোদাজগন্ধে চ তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৌ॥
দাড়িমং পুষ্করং ধান্যমজাজীং চিত্রকং বচাম্।
দ্বৌ ক্ষারৌ লবণে দ্বে চ চব্যঞ্চৈকত্র যোজয়েৎ
চূর্ণমেতৎ প্রযোক্তব্যমন্নপানেষ্বনত্যয়ম্।
প্রাগ্ভক্তমথবা পেয়ং মদ্যেনোষ্ণোদকেন বা॥
পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলেষু গুল্মে বাতকফাত্মকে।
আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে বা শূলে চ গুদযোনিজে॥
গ্রহণ্যর্শোবিকারেষু প্লীহ্নি পাণ্ড্বাময়েঽরুচৌ।
উরোবিবন্ধে মাসে চ হিক্কাশ্বাসে গলগ্রহে॥
ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্য চূর্ণমেতদ্রসেন বা।
বহুশো গুলিকাঃ কার্য্যাঃ কার্ম্মুকাঃ স্যুস্ত-
তোঽধিকম্॥ ৬৬

ইতি হিঙ্গ্বাদিচূর্ণং গুড়িকা চ।

মাতুলুঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িমং বিড়সৈন্ধবে।
সুরামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুল্মরুজাপহম্॥ ৬৭
শটীপুষ্করহিঙ্গ্বম্লবেতসক্ষারচিত্রকান্।

হয়। ৬৫। ভক্ত ভোজনের পর হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল,মরিচ, আকনাদি, হবুষা, শটী, অজমোদা (ফোকান্দী যোয়ান), অজগন্ধা (বন যোয়ান), তিন্তিড়ী, অম্লবেতস, দাড়িম, কুড়, ধনে, কৃষ্ণজীরা, চিতা, বচ, সাচিক্ষার ও যবক্ষার, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব এবং চৈ এই সকলের চূর্ণের অনুপানে প্রয়োগ করিবে। অথবা ঐ চূর্ণ মদ্য ও উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহাতে পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল, বস্তিশূল, বাতশ্লৈষ্মিক গুল্ম, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুদশূল, যোনিশূল, গ্রহণী, অর্শোরোগ, প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, বক্ষের উপরোধ, কাস, হিক্কা, শ্বাস ও গলগ্রহ প্রশমিত হয়। এই সকল চূর্ণ মাতুলুঙ্গরসে ভাবনা দিয়া বহুসংখ্যক গুলিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ সকল গুড়িকা চূর্ণ অপেক্ষাও উপকারী। ৬৬

ইতি হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ ও গুড়িকা।

মাতুলুঙ্গের রস, হিঙ্গু, দাড়িম, বিট্লবণ ও সৈন্ধব একত্র করিয়া সুরামণ্ডের সহিত পান করিবে। ৬৭। শটী, কুড়, হিঙ্গু, অম্ল-

ধন্যাকঞ্চ যমানীঞ্চ বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং বচাম্ ॥
সচব্যপিপ্পলীমূলমজগন্ধঃ সদাড়িমম্।
অজাজীঞ্চাজমোদাঞ্চ চূর্ণং কৃত্বা প্রযোজয়েৎ ॥
রসেন মাতুলুঙ্গস্য মধুযুক্তেন বা পুনঃ।
ভাবিতং গুড়িকাং কৃত্বা সুপিষ্টাং কোলসম্মিতাম্
গুল্মং প্লীহানমানাহং শ্বাসং কাসমরোচকম্।
হিক্কাং হৃদ্রোগমর্শাংসি বিবিধান্ শিরসো রুজান্
পাণ্ড্‌বাময়ং কফোৎক্লেশং সর্ব্বজাঞ্চ প্রবাহিকাম্
পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলঞ্চ গুটিকৈষা ব্যপোহতি ॥ ৬৮
নাগরার্দ্ধপলং পিষ্ট্বা দ্বে পলে লুঞ্চিতস্য চ।
তিলস্যৈকং গুড়পলং ক্ষীরেণোষ্ণেন না পিবেৎ
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং যোনিশূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৬৯
পিবেদৈরণ্ডকং তৈলং বারুণীমণ্ডমিশ্রিতম্।
তদেব তৈলং পয়সা বাতগুল্মী পিবেন্নরঃ।
শ্লেষ্মণ্যনুবলে পূর্ব্বং হিতং পিত্তানুগে পরম্ ॥ ৭০
সাধয়েৎ সিদ্ধশুষ্কস্য লশুনস্য চতুষ্পলম্।
ক্ষীরে জলাষ্টগুণিতে ক্ষীরশেষঞ্চ না পিবেৎ
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং গৃধ্রসীং বিষমজ্বরম্।
হৃদ্রোগং বিদ্রধীং শোথং সাধয়ত্যাশু তৎ পয়ঃ ॥ ৭১

ইতি লশুনক্ষীরম্।

তৈলং প্রসন্না গোমূত্রমারনালং যবাগ্রজঃ।
গুল্মং জঠরমানাহমীতমেকত্র সাধয়েৎ ॥ ৭২

ইতি তৈলপঞ্চকম্।

পঞ্চমূলকষায়েণ সক্ষীরেণ শিলাজতু।
পিবেৎ তস্য প্রয়োগেণ বাতগুল্মাৎ প্রমুচ্যতে

ইতি শিলাজতুপ্রয়োগঃ।

বাট্যাযূষেণ পিপ্পল্যা মূলকানাং রসেন বা।
ভুক্তা স্নিগ্ধমুদাবর্ত্তাদ্বাতগুল্মাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৭৪
শূলানাহবিবন্ধার্থং স্বেদয়েদ্বাতগুল্মিনম্।
স্বেদৈঃ স্বেদবিধাবুক্তৈর্নাড়ী প্রস্তরশঙ্করৈঃ ॥ ৭৫
বস্তিকর্ম্ম পরং বিদ্যাৎ গুল্মঘ্নং তদ্ধি মারুতম্
স্বে স্থানে প্রথমং জিত্বা সদ্যো গুল্মমপোহতি।
তস্মাদভীক্ষ্ণশো গুল্ম নিরূহৈঃ সানুবাসনৈঃ।

বেতস, যবক্ষার, চিতা, ধনে, যোয়ান, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, বচ, চই, পিপুলমূল, ক্ষৌকান্দী যোয়ান দাড়িমরস, কৃষ্ণজীরা এবং বনযমানী চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা ঐ সকল চূর্ণ মতু-লুঙ্গরসে ভাবনা দিয়া মধুর সহিত কুলের আকার [অথবা তোলক পরিমাণ] গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা গুল্ম, প্লীহা, আনাহ, শ্বাস, কাস, অরুচি, হিক্কা, হৃদ্রোগ, অর্শঃসমূহ, বিবিধ শিরোরোগ, পাণ্ডুরোগ, কফোৎক্লেশ, সর্ব্বপ্রকার প্রবাহিকা, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল ও বস্তিশূল নাশ করে। ৬৭। শুঁঠ চারিতোলা, নিস্তুষ তিল ১৬ তোলা ও পুরাতন গুড় ১ তোলা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল নষ্ট হয়। ৬৯। বারুণীমণ্ডমিশ্রিত এরণ্ডতৈল পান করিবে; আর সেই তৈল দুগ্ধের সহিত বাতগুল্মে পান করিবে। তন্মধ্যে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে পূর্ব্বটী ও পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে শেষোক্ত যোগটী উপকারী। ৭০। চারি পল লশুন সিদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া অষ্টগুণ জলমিশ্রিত দুগ্ধে পাক করিবে এবং দুগ্ধশেষে নামাইয়া পান করিবে। ইহাতে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত, গৃধ্রসী, বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, বিদ্রধি ও শোথ নষ্ট হয়। ৭১।

ইতি লশুন ক্ষীর।

তৈল, প্রসন্না (সুরামণ্ড), গোমূত্র, কাঁজী ও যবক্ষার একত্র করিয়া পান করিলে গুল্ম, উদর ও আনাহ নষ্ট হয়। ৭২।

ইতি তৈলপঞ্চক।

পঞ্চমূল কষায় ও দুগ্ধের সহিত শিলাজতু প্রয়োগ করিলে বাতগুল্ম হইতে মুক্তি হয়। ৭৩

ইতি শিলাজতুপ্রয়োগ।

পিপুলের ক্কাথের সহিত অথবা মূলোর রসের সহিত স্নিগ্ধ নিস্তুষ যবমণ্ড পান করিলে উদাবর্ত্ত ও বাতগুল্ম হইতে মুক্তি হয়। ৭৪। বাতগুল্মী শূল, আনাহ ও বিবন্ধ দ্বারা কাতর হইলে স্বেদাধ্যায়োক্ত নাড়ী, প্রস্তর ও শঙ্কর স্বেদ গ্রহণ করিবে। ৭৫। বস্তিকর্ম্ম পরম গুল্মনাশক। উহা বায়ুকে স্বস্থানে (অর্থাৎ পক্বাশয়ে) পরাস্ত করিয়া সদ্য গুল্ম নাশ

প্রযুজ্যমানৈঃ শাম্যন্তি বাতপিত্তকফাত্মকাঃ ॥ ৭৬
গুল্মঘ্না বিবিধা দৃষ্টাঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধিষু বস্তয়ঃ ॥ ৭৭
ইতি বস্তিক্রিয়া।
গুল্মঘ্নানি চ তৈলানি বক্ষ্যন্তে বাতরোগিকে।
তানি মারুতজেষ্বেষু পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ।
প্রযুক্তান্যাশু সিধ্যন্তি তৈলং হ্যনিলজিত্বরম্ ॥৭৮
নীলিনীচূর্ণসংযুক্তং পূর্ব্বোক্তং ঘৃতমেব বা।
সমলায় প্রদেয়ং স্যাচ্ছোধিনং বাতগুল্মিনে ॥৭৯
নীলিনী ত্রিবৃতা দন্তী পথ্যা কম্পিল্লকৈঃ সহ।
শোধনার্থং ঘৃতং দেয়ং সবিড়ক্ষারনাগরম্ ॥ ৮০
নীলিনং ত্রিফলাং রাস্নাং বলাং কটুকরোহিণীম্
পচেদ্বিড়ঙ্গং ব্যাঘ্রীঞ্চ পলিকানি জলাঢকে ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দধ্নঃ প্রস্থেন সংযোজ্য সুধা ক্ষীরপলেন চ ॥
ততো ঘৃতপলং দদ্যাদ্যবাগূমণ্ডমিশ্রিতম্।
জীর্ণে সম্যগ্বিরিক্তঞ্চ ভোজয়েদ্রসভোজনম্ ॥
গুল্মকুষ্ঠোদরব্যঙ্গশোথপাণ্ড্বাময়জ্বরান্।
শ্বিত্রং প্লীহানমুন্মাদং ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি ॥ ৮১
ইতি নীলিন্যাদ্যং ঘৃতম্।
কুক্কুটাশ্চ ময়ূরাশ্চ তিত্তিরিক্রৌঞ্চবর্ত্তকাঃ।
শালয়ো মদিরা সর্পির্বাতগুল্মভিষগ্জিতম্ ॥ ৮২
হিতমুষ্ণং দ্রবং স্নিগ্ধং ভোজনং বাতগুল্মিনাম্।
সমণ্ডবারুণীপানং পক্বং বা ধান্যকৈর্জলম্ ॥ ৮৩
মন্দেঽগ্নৌ বর্দ্ধতে গুল্মো দীপ্তে চাগ্নৌ
প্রশাম্যতি।
তস্মাদন্নাতিসৌহিত্যং কুর্য্যান্নাতিবিলঙ্ঘিতম ॥
সর্বত্র গুল্মে প্রথমে স্নেহস্বেদোপপাদিতে।
যা ক্রিয়া ক্রিয়তে সিদ্ধিং সা যাতি ন বিরূক্ষিতে

নাশ করে। সেই জন্য পুনঃপুনঃ নিরূহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিলে বাতগুল্ম, পিত্তগুল্ম ও কফগুল্ম নষ্ট হয়। [ইহাতে স্থির হইতেছে যে নাভি, বস্তি, পার্শ্বদ্বয় ও হৃদয়ে যে সকল বিদ্রধি হয়, তাহাও বস্তিসাধ্য; কারণ ঐ সকল বিদ্রধিকে গুল্মশ্রেণীর অন্তর্গত করা হইয়াছে]। ৭৬। সিদ্ধিস্থানে গুল্মনাশক দৃষ্টফল বস্তি সকল বিবৃত হইয়াছে। ৭৭।

ইতি বস্তিক্রিয়া।

বাতরোগাধ্যায়ে গুল্মরোগনাশক তৈল সকল বলা হইবে। সেই সকল তৈল বায়ুগুল্মে পান, অভ্যঙ্গ ও অনুবাসনরূপে প্রয়োগ করিবে। তাহাতে বাতগুল্ম সত্বর নষ্ট হইবে। অথবা তৈল পরম বায়ুনাশক। ৭৮। মলযুক্ত বাতগুল্মীকে সংশোধক নীলিন্যাদি ঘৃত অথবা পূর্ব্বোক্ত ঘৃত প্রদান করিবে। ৭৯। নীলিনী, তেউড়ী, দন্তী, পথ্যা, কমলাগুড়ি, বিট্‌লবণ, ক্ষার ও নাগরের সহিত ঘৃত সংশোধনার্থ প্রয়োগ করিবে। ৮০। নীলিন্যাদি ঘৃত যথা; নীলিনী (নীলবৃক্ষ—নীলগাছ ইতি ভাষা), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রাস্না, বেড়েলা, কট্‌কী, বিড়ঙ্গ ও কণ্টকারী এক এক পল অর্থাৎ সমুদায়ে নয় পল লইয়া এক আঢ়ক (দ্বৈগুণ্য হেতু ষোল সের) জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসেরের শেষ থাকিতে নামাইবে এবং তাহার সহিত চারিসের দধি ও মনসার ক্ষীর ষোল তোলা যোগ করিয়া তদ্দ্বারা একপ্রস্থ (দ্বৈগুণ্য হেতু চারি সের) ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃত একপল মাত্রায় যবাগূমণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ঘৃত সম্যক্ জীর্ণ ও রোগী বিরিক্ত হইলে মাংসরস আহার করিবে। এই ঘৃত পান করিলে গুল্ম, কুষ্ঠ, উদর, ব্যঙ্গ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, শ্বিত্র, প্লীহা ও উন্মাদ নষ্ট হয়। ৮১

ইতি নীলিন্যাদি ঘৃত।

কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তিরি, বক, বর্ত্তক (ভারুই পক্ষী), শালিতণ্ডুলের অন্ন, মদিরা ও ঘৃত বাতগুল্মের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৮২। বাতগুল্মীদের পক্ষে উষ্ণ, দ্রব, স্নিগ্ধ ভোজন হিতকর। মণ্ডসমন্বিত বারুণী ও ধনিয়ার কাথ অনুপানে প্রশস্ত। ৮৩। অগ্নি মন্দ হইলে গুল্ম বৃদ্ধি পায় এবং অগ্নি দীপ্ত হইলে গুল্ম প্রশমিত হয়। অতএব গুল্মরোগীকে অত্যন্ত তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন বা উপবাস ব্যবস্থা করিবে না। ৮৪। গুল্মে সর্ব্বত্রই প্রথমে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিলে সেই

ভিষগাত্যয়িকং বুদ্ধা পিত্তগুল্মমুপাচরেৎ।
বৈরেচনিকসিদ্ধেন পয়সা সর্পিষাপি বা॥ ৮৬
রোহিণীকটুকানিম্বমধুকং ত্রিফলাত্বচঃ।
কার্ষিকা স্ত্রায়মাণা চ পটোলত্রিবৃতোঃ পলে॥
দ্বিপলঞ্চ মসূরাণাং সাধ্যমষ্টগুণেহম্ভসি।
শ্রুতাচ্ছেষং ঘৃতসমং সর্পিষশ্চ চতুষ্পলম্॥
পিবেৎ সংমূর্চ্ছিতং তেন গুল্মঃ শাম্যতি পৈত্তিকঃ।
জ্বরস্তৃষ্ণা চ শূলঞ্চ ভ্রমো মূর্চ্ছারুচিস্তথা॥ ৮৭
ইতি রোহিণ্যাদ্যং ঘৃতম্।

জলে দশগুণে সাধ্যং ত্রায়মাণাচতুষ্পলম্।
পঞ্চভাগস্থিতং পূতং কল্কৈঃ সংযোজ্য কার্ষিকৈঃ
রোহিণী কটুকামুস্তে ত্রায়মাণা দুরালভা।
কল্কৈস্তামলকীবীরাজীবন্তীচন্দনোৎপলৈঃ॥
রসস্যামলকানাঞ্চ ক্ষীরস্য চ ঘৃতস্য চ।
পলানি পৃথগষ্টাষ্টৌ দত্ত্বা সম্যগ্‌বিপাচয়েৎ॥
পিত্তরক্তভবং গুল্মং বীসর্পং পৈত্তিকং জ্বরম্।
হৃদ্রোগং কামলাং কুষ্ঠং হন্যাদেতদ্‌ঘৃতোত্তমম্
ইতি ত্রায়মাণাদ্যং ঘৃতম্।

রসেনামলকেক্ষুণাং ঘৃতপাদং বিপাচয়েৎ।
পথ্যাপাদং পিবেৎ সর্পিস্তৎ সিদ্ধং পিত্তগুল্মনুৎ॥ ৮৯
ইতি আমলকাদ্যং ঘৃতম্।

দ্রাক্ষা মধুকং খর্জ্জূরং বিদারীং সশতাবরীম্।
পরূষকাণি ত্রিফলাং সাধয়েৎ পলসম্মিতাম্॥
জলাঢকে পাদশেষে রসমামলকস্য চ।
ঘৃতমিক্ষুরসং ক্ষৌদ্রমভয়াকল্কপাদিকম্॥
সাধয়েৎ তদ্‌ঘৃতং সিদ্ধং শর্করাক্ষৌদ্রপাদিকম্।
প্রয়োগাৎ পিত্তগুল্মঘ্নং সর্ব্বপিত্তবিকারনুৎ॥ ৯০
ইতি দ্রাক্ষাদ্যং ঘৃতম্।

চিকিৎসা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রক্ষিত অবস্থায় গুল্মের চিকিৎসা করিলে ফল হয় না। ৮৫। অনন্তর পিত্তগুল্মের চিকিৎসা কথিত হইতেছে। ভিষক্ পিত্তগুল্মকে সাত্যাতিক মনে করিয়া চিকিৎসা করিবেন। পিত্তগুল্মে বিরেচন দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত অত্যন্ত উপযোগী। ৮৬। কটকী, নিমছাল, মৌলফুল (মধুক), আঁটী রহিত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এবং বলাডুমুরের লতা এই সকল প্রত্যেকে দুই তোলা, পলতার মূল ও তেউড়ি সর্ব্বসমেত ষোল তোলা, মসুর ষোল তোলা ঘৃতের অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ঘৃতের সমান শেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথের সহিত চারিপল (দ্বৈগুণ্য হেতু ৬৪ তোলা) ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে পৈত্তিক গুল্মের শান্তি হয়। আর ইহাতে জ্বর, তৃষ্ণা, শূল, ভ্রম, মূর্চ্ছা এবং অরুচি শান্ত হইয়া থাকে। ৮৭

ইতি পৈত্তিকগুল্মে রোহিণ্যাদি ঘৃত।

চারি পল বলাডুমুর লতা দশগুণ জলে সিদ্ধ করিবে। পাঁচ ভাগের এক ভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে কটকী, মুতা, বলাডুমুর লতা, দুরালভা, ভূম্যামলকী, কাকোলী (বীরা), জীবন্তী, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল এই সকলের কল্ক প্রত্যেকে দুই তোলা এবং আমলকীর রস দুগ্ধ ও ঘৃত প্রত্যেকে আট আটপল একত্র পাক করিবে। ইহাতে পিত্তগুল্ম, রক্তগুল্ম, বীসর্প, পিত্তজ্বর, হৃদ্রোগ, কামলা ও কুষ্ঠ প্রশমিত হয়। ৮৮

ইতি পৈত্তিক গুল্মে ত্রায়মাণাদ্য ঘৃত।

আমলকীর রস ও ইক্ষুরসের সহিত উহাদের চতুর্থভাগ ঘৃত এবং ঘৃতের চতুর্থ ভাগ হরীতকীর কল্ক একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পিত্তগুল্মনাশক। ৮৯

ইতি পৈত্তিক গুল্মে আমলক্যাদি ঘৃত।

দ্রাক্ষা, মৌলফুল (মধুক), খর্জ্জুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, ফলসাফল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে একপল এক আঢ়ক জলে পাক করিয়া চতুর্থ ভাগ অবশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ ক্বাথের সহিত আমলকীর রস, ঘৃত, ইক্ষুরস ও দুগ্ধ এবং ঘৃতের চতুর্থ ভাগ হরীতকীর কল্ক একত্র পাক করিবে। পাকশেষে ঘৃতের সহিত চিনি ও মধু সর্ব্বসমেত ঘৃতের চতুর্থাংশ পরিমাণে

বৃষং সমূলমাপোথ্য পচেদষ্টগুণে জলে।
শেষেঽষ্টভাগে তস্মিন্নেব পুষ্পকল্কং প্রদাপয়েৎ।
তেন সিদ্ধং ঘৃতং শীতং সক্ষৌদ্রং পিত্তগুল্মনুৎ।
রক্তপিত্তজ্বরশ্বাসকাসহৃদ্রোগনাশনম্॥ ৯১
ইতি বাসাঘৃতম্।

দ্বিপলং ত্রায়মাণায়া জলদ্বিপ্রস্থসাধিতম্।
অষ্টভাগস্থিতং পূতং কোষ্ণং ক্ষীরসমং পিবেৎ
পিবেদুপরি তস্যোষ্ণং ক্ষীরমেব যথাবলম্।
তেন নির্হৃতদোষস্য গুল্মঃ শাম্যতি পৈত্তিকঃ॥
দ্রাক্ষাভয়ারসং গুল্মে পৈত্তিকে সগুড়ং পিবেৎ
লিহ্যাৎ কম্পিল্লকং বাপি বিরেকার্থং মধুদ্রবম্॥
শূলপ্রশমনোঽভ্যঙ্গঃ সর্পিষা পিত্তগুল্মিনাম্।
চন্দনাদ্যেন তৈলেন তৈলেন মধুকস্য বা॥ ৯৪
যে চ পিত্তজ্বরার্ত্তানাং সতিক্তাঃ ক্ষীরবস্তয়ঃ।

মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত পিত্তগুল্মনাশক, আর ইহা সর্ব্বপ্রকার পিত্তবিকার নাশ করে। ৯০।

ইতি পৈত্তিকগুল্মে দ্রাক্ষাদ্য ঘৃত।

বাসকের মূল ও ছাল কুট্টিত করিয়া অষ্টগুণ জলে পাক করিবে। পাকশেষে ক্বাথের সহিত বাসকপুষ্পের কল্ক ও ঘৃত পাক করিবে। শীতল হইবার পর এই ঘৃত মধুর সহিত পান করিলে পিত্তগুল্ম, রক্তপিত্ত, রক্তপিত্তের জ্বর, কাস, শ্বাস ও হৃদ্রোগের শান্তি হয়। ৯১

ইতি পৈত্তিক গুল্মে বাসাঘৃত।

দুই পল বলাডুমুরের লতা দুই প্রস্থ (আট সের) জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশাবশেষে ছাঁকিয়া লইয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে সমভাগ দুগ্ধের সহিত পান করিবে। অনন্তর বলানুসারে উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে দোষ সকল নিঃসারিত হইয়া পৈত্তিক গুল্মের শান্তি হয়।৯২। পৈত্তিক গুল্মে বিরেকার্থ দ্রাক্ষা ও হরীতকীর ক্বাথ পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিবে। অথবা কমলাগুড়ের চূর্ণ মধুর সহিত তরলিত করিয়া লেহন করিবে। ৯৩। পিত্ত গুল্মে শূলনাশের জন্য পুরাতন ঘৃত কিংবা চন্দনাদ্যতৈল কিংবা যষ্টিমধুর তৈল দ্বারা

হিতাস্তে পিত্তগুল্মিভ্যো বক্ষ্যন্তে যে চ সিদ্ধিষু।
শালয়ো জাঙ্গলং মাংসং গব্যাজ্যে পয়সী ঘৃতম্
খর্জ্জুরমামলকং দ্রাক্ষা দাড়িমং সপরূষকম্।
আহারার্থে প্রয়োক্তব্যং পানার্থে সলিলং শৃতম্
বলাবিদারীগন্ধাদ্যৈঃ পিত্তগুল্মচিকিৎসিতম্॥৯৭
আমান্বয়ে পিত্তগুল্মে সামে বা কফবাতিকে।
যবাগুভিঃ খড়ৈর্যূষৈঃ সন্ধুক্ষ্যোঽগ্নির্বিলঙ্ঘিতে॥
শমপ্রকোপৌ দোষাণাং সর্ব্বেষামগ্নিসংশ্রিতৌ।
তস্মাদগ্নিং সদা রক্ষেন্নিদানানি চ বর্জ্জয়েৎ॥ ৯৯
বমনার্হায় বমনং প্রদদ্যাৎ কফগুল্মিনে॥ ১০০
স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরায় গুল্মে শৈথিল্যমাগতে॥
পরিবেষ্ট্য প্রদীপ্তাংস্তু বল্বজানথবা কুশান।
ভিষক্ কুম্ভে সমাবাপ্য গুল্মং ঘটমুখং ক্ষিপেৎ

অভ্যঙ্গ করিবে। ৯৪। পিত্তজ্বরীদিগের জন্য যে সকল তিক্তরসযুক্ত দুগ্ধ বস্তি উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বস্তি পিত্তগুল্মীদিগেরও হিতকর। ৯৫। পিত্তগুল্মে শালিতণ্ডুলের অন্ন জাঙ্গলমাংস, গব্য ও ছাগদুগ্ধ, ঘৃত, খর্জ্জুর, আমলকী, দ্রাক্ষা, দাড়িম ও ফলসাফল আহারার্থে প্রয়োক্তব্য। আর পানার্থে নাতিশীতল সিদ্ধ জল উপকারী। ৯৬। বেলেড়া ও শালপর্ণ্যাদিগণ দ্বারা পিত্তগুল্মের চিকিৎসা করা যাইতে পারে। ৯৭। পিত্তগুল্মে আমের অনুবন্ধ থাকিলে, অথবা কফবাতিক গুল্মে রোগীর আমদোষ থাকিলে প্রথমে লঙ্ঘন করিয়া পরে যবাগূ বা খড়যূষদ্বারা অগ্নির উদ্দীপন করিবে। ৯৮। সমস্ত দোষেরই শান্তি ও প্রকোপ অগ্নির প্রতি নির্ভর করে। অতএব সর্ব্বদা অগ্নিরক্ষা করিবে এবং রোগের নিদান পরিহার করিবে। ৯৯। অনন্তর কফগুল্মের চিকিৎসা বিবৃত হইতেছে। কফগুল্মী বমনযোগ্য হইলে তাহাকে বমন দিবে। ১০০। স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা শ্লৈষ্মিক গুল্ম শৈথিল্য প্রাপ্ত হইলে গুল্মস্থান বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। পরে একটী ক্ষুদ্র ঘটিকার মধ্যে বল্বজতৃণ [আজি কালি তৃণের পরিবর্ত্তে স্পিরিট দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া কপিং করা হয়]

স গৃহীতো যদা গুল্মস্তদা ঘটমথোদ্ধরেৎ।
বস্ত্রান্তরং ততঃ কৃত্বা ভিন্দ্যাদ্‌গুল্মপ্রমাণবিৎ॥
বিমার্গাজপদাদর্শৈর্যথালাভং প্রপীড়য়েৎ।
মৃদ্‌নীয়াদ্‌গুল্মমেবৈকং ন ত্বন্ত্রহৃদয়ং স্পৃশেৎ॥১০১
তিলৈরণ্ডাতসীবীজসর্ষপৈঃ পরিলিপ্য চ।
শ্লেষ্মগুল্মময়ঃপাত্রৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বেদয়েদ্ভিষক্॥
সব্যোষক্ষারলবণং দশমূলীশৃতং ঘৃতম্।
কফগুল্মং জয়ত্যাশু সহিঙ্গুবিড়দাড়িমম্॥ ১০৩
ইতি দশমূলীঘৃতম্।
ভল্লাতকানাং দ্বিপলং পঞ্চমূলং পলোন্মিতম্।
সাধ্যং বিদারীগন্ধাদ্যমাপোথ্য সলিলাঢকে॥

বা কুণ দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া সেই ঘট বস্ত্রের উপর উপুর করিয়া চাপিয়া ধরিবে [অগ্নিও তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইবে সন্দেহ নাই]। এই-রূপে চাপিয়া ধরিলে গুল্ম উচু হইয়া উঠিবে। তখন ঘটিকা তুলিয়া লইবে এবং বস্ত্র স্থানান্তরিত করিয়া গুল্মের পরিসর পরীক্ষাপুর্ব্বক বিমার্গ, অজপদ অথবা আদর্শ নামক শস্ত্র দ্বারা গুল্ম ভেদ করিবে। গুল্ম ভিন্ন হইলে উহাকে যথাসম্ভব প্রপীড়ন ও মর্দ্দন করিবে। কিন্তু অন্ত্র ও হৃদয় স্পর্শ করিবে না। অর্থাৎ গুল্মে এরূপ ভাবে অস্ত্রক্ষেপ করিবে যেন অন্ত্র বা হৃদয় আহত না হয়। [অরুণ দত্ত কহেন যে বস্ত্র দ্বারা গুল্মকে আস্থাপিত করিয়া ভেদ করিবে]। ১০১। তিল, এরণ্ডবীজ, মসিনা ও শ্বেতসর্ষপ পেষণ করিয়া কফজ গুল্মে প্রলেপ দিবে। পরে তদুপরি ঈষদুষ্ণ লৌহ-পত্র দ্বারা স্বেদ দিবে। ১০২। মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার এবং সৈন্ধব লবণ এই সকল কল্কীকৃত করিয়া দশমূলক্বাথের সহিত ঘৃতপাক করিবে। এই ঘৃত হিঙ্গু, বিট্‌লবণ ও দাড়িম রসের সহিত সেবন করিলে কফগুল্মের আশু শান্তি হয়। ১০৩

ইতি শ্লৈষ্মিক গুল্মে দশমূলী ঘৃত।

শোধিত ভল্লাতক দুই পল, বৃহৎ পঞ্চমূলের প্রত্যেকে মূল এক পল এবং লঘু পঞ্চমূলের প্রত্যেক মূল এক পল, কুট্টিত করিয়া এক

পাদশেষে রসে তস্মিন্ পিপ্পলীং নাগরং বচাম্।
বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং হিঙ্গু যাবশূকং বিড়ং শটীম্॥
চিত্রকং মধুকং রাস্নাঃ পিষ্ট্বা কর্ষসমং ভিষক্।
প্রস্থঞ্চ পয়সঃ কৃত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
এতদ্ ভল্লাতকঘৃতং কফগুল্মহরং পরম্।
প্লীহপাণ্ড্বাময়শ্বাসগ্রহণীরোগকাসনুৎ॥ ১০৪
ইতি ভল্লাতকাদ্যং ঘৃতম্।
পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
পলিকৈঃ সযবক্ষারৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ক্ষীরপ্রস্থঞ্চ তৎ সর্পির্হন্তি গুল্মং কফাত্মকম্।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহকাসজ্বরাপহম্॥ ১০৫
ইতি পঞ্চকোলঘৃতম্।
ত্রিবৃতাং ত্রিফলাং দন্তীং দশমূলং পলোন্মিতম্।
জলে চতুর্গুণে পক্ত্বা চতুর্ভাগস্থিতং রসম্॥
সর্পিরেরণ্ডজং তৈলং ক্ষীরঞ্চৈকত্র সাধয়েৎ।

আঢক জলে সিদ্ধ করিবে। চতুর্থাংশ শেষে ক্বাথ নামাইয়া তাহার সহিত পিপুল, শুঁঠ বচ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হিঙ্গু, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, শটী, চিতা, যষ্টিমধু ও রাস্নার কল্ক প্রত্যেক দুই তোলা দুগ্ধ চারিসের এবং ঘৃত চারি সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। এই ভল্লাতক ঘৃত কফগুল্মের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আর ইহা সেবন করিলে প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, শ্বাস, গ্রহণী-রোগ ও কাস নষ্ট হয়। ১০৪

ইতি শ্লৈষ্মিকগুল্মে ভল্লাতক ঘৃত।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ,চিতা, শুঁঠ,ও যবক্ষার এক এক পল কল্ক করিয়া সেই সমস্ত কল্ক দুগ্ধ চারি সের এবং ঘৃত চারি সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে কফগুল্ম, গ্রহণীরোগ, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস ও জ্বরের শান্তি হয়। ১০৫

ইতি শ্লৈষ্মিক গুল্মে পঞ্চকোল ঘৃত।

তেউড়ী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,দন্তী ও দশমূলের প্রত্যেক মূল এক এক পল একত্র কুট্টিত ও চারিগুণ জলে সিদ্ধ করিবে। চতুর্থাংশ অবশেষে ক্বাথ নামাইয়া তাহার সহিত ঘৃত, এরণ্ডতৈল ও দুগ্ধ একত্র পাক

স সিদ্ধো মিশ্রকস্নেহঃ সক্ষৌদ্রঃ কফগুল্মনুৎ ॥
কফবাতবিবন্ধেষু কুষ্ঠপ্লীহোদরেষু চ।
প্রযোজ্যো মিশ্রকঃ স্নেহো যোনিশূলেষু চাধিকম্
ইতি মিশ্রকঃ স্নেহঃ।
যদুক্তং বাতগুল্মঘ্নং স্রংসনং নীলিনীঘৃতম্।
দ্বিগুণং তদ্বিরেকার্থং প্রযোজ্যং কফগুল্মিনাম্ ॥
সুধাক্ষীরদ্রবে চূর্ণং ত্রিবৃতায়াঃ সুভাবিতম্।
কার্ষিকং মধুসর্পির্ভ্যাং লীঢ়্বা সাধু বিরিচ্যতে ॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যা বিংশতিঃ পঞ্চ চাভয়াঃ।
দন্ত্যাঃ পলানি তাবন্তি চিত্রকস্য তথৈব চ ॥
অষ্টভাগস্থিতং তঞ্চ রসং পূতমধিক্ষিপেৎ।
দন্তীসমং গুড়ং পূতং ক্ষিপেৎ তত্রাভয়াশ্চ তাঃ
তৈলার্দ্ধকুড়বঞ্চৈব ত্রিবৃতায়াশ্চতুষ্পলম্
চূর্ণিতং পলমেকঞ্চ পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্
তৎ সাধ্যং লেহবচ্ছীতে তস্মিংস্তৈলসমং মধু।
ক্ষিপেচ্চূর্ণপলঞ্চৈকং ত্বগেলাপত্রকেশরাৎ ॥
ততো লেহপলং লীঢ়্বা জগ্ধ্বা চৈকাং হরীতকীম্
সুখং বিরিচ্যতে স্নিগ্ধো দোষপ্রস্থমনাময়ঃ ॥
গুল্মং শ্বয়থুমর্শাংসি পাণ্ডুরোগমরোচকম্।
হৃদ্রোগং গ্রহণীদোষং কামলাং বিষমজ্বরম্ ॥
কুষ্ঠং প্লীহানমানাহমেতান্ হন্ত্যপসেবিতঃ।
নিরত্যয়ঃ ক্রমশ্চাস্যা দ্রবো মাংসরসৌদনঃ ॥ ১০৯
ইতি দন্তীহরীতকী।
সিদ্ধাঃ সিদ্ধিষু বক্ষ্যন্তে নিরূহাঃ কফগুল্মিনাম্ ॥
আরিষ্টযোগাঃ সিদ্ধাশ্চ গ্রহণ্যর্শশ্চিকিৎসিতে।
যচ্চূর্ণগুটিকা যাশ্চ বিহিতা বাতগুল্মিনাম্।
দ্বিগুণক্ষারহিঙ্গ্বম্লবেতসাস্তাঃ কফে মতাঃ"
য এব গ্রহণীদোষে ক্ষারাস্তে কফগুল্মিনাম্।

করিবে। এই মিশ্রকস্নেহ মধুর সহিত পান করিলে কফগুল্ম নষ্ট হয়। আর ইহা কফ, বাত, বিবন্ধ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর ও যোনিশূলেও প্রযোজ্য। ১০৬

ইতি শ্লৈষ্মিক গুল্মে মিশ্রকস্নেহ।

বাতগুল্মে বিরেচনার্থ যে নীলিনীঘৃত উল্লিখিত হইয়াছে, কফগুল্মে বিরেচনার্থ সেই ঘৃত দ্বিগুণ মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ১০৭। তেউড়ী চূর্ণ মনসার ক্ষীরে উত্তমরূপে ভাবনা দিয়া দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে কফগুল্মে উত্তম বিরেচন হয়। ১০৮। হরীতকী পাঁচশটী, দন্তীমূল পাঁচিশ পল এবং চিতার মূল পাঁচিশ পল এক দ্রোণ (এক মণ চব্বিশ সের) জলে পাক করিয়া অষ্টম ভাগ শেষ থাকিতে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর হরীতকী সকল ও গুড় সমস্ত ছাঁকিয়া লইয়া অর্দ্ধ কুড়ব তৈলের সহিত সেই ক্বাথ নিক্ষেপ করিবে। [হরীতকী সকল নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে ছুরিকার অগ্রভাগ দ্বারা উহাদের ত্বক্ চারিদিকে বিদীর্ণ করিতে হয়]। ক্রমে ক্বাথ ঘন হইয়া আসিলে তেউড়ীচূর্ণ চারিপল, পিপুল চূর্ণ চারিতোলা এবং শুঁঠচূর্ণ চারিতোলা প্রক্ষেপ দিয়া ধীরে ধীরে লেহের ন্যায় পাক করিতে হয়। লেহ হইলে নামাইয়া, শীতল হইলে তৈলের সমান মধু এবং দারুচিনি, ছোট এলাচ, তেজপাতা ও নাগকেশর এই সকলের চূর্ণ মিলিত আট তোলা প্রক্ষেপ দিবে। এই লেহ প্রতিদিন লেহন ও আনুষঙ্গিক একটী করিয়া হরীতকী ভক্ষণ করিতে হয়। এইরূপে লেহন ও ভক্ষণ করিলে একপ্রস্থ মল নিঃসারিত হইয়া থাকে এবং গুল্ম, শোথ, অর্শ, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, হৃদ্রোগ, গ্রহণীদোষ, কামলা, বিষমজ্বর, কুষ্ঠ, প্লীহা ও আনাহ নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে মাংসরসযুক্ত অন্ন আহার করিবে। ১০৯

ইতি কফগুল্মে দন্তীহরীতকী।

কফগুল্মীদিগের জন্য সিদ্ধিস্থানে দৃষ্টফল নিরূহ সকল উপদিষ্ট হইবে। ১১০। গ্রহণীচিকিৎসিত-অধ্যায়ে ও অর্শচিকিৎসিত-অধ্যায়ে যে সকল দৃষ্টফল অরিষ্ট ও বাতগুল্মের যে সকল চূর্ণ ও গুড়িকা উল্লিখিত আছে, কফগুল্মেও সেই সকল ব্যবহার্য্য। কিন্তু সেই সকল চূর্ণ ও গুড়িকায় হিঙ্গু, ক্ষার ও অম্লবেতসের যে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, কফগুল্মে সেই সেই পরিমাণের দ্বিগুণ লওয়া আবশ্যক গ্রহণীরোগোক্ত ক্ষার সকলও কফ-

সিদ্ধা নিরত্যয়াঃ শস্তা দাহস্বন্তে প্রশস্যতে ॥
প্রপুরাণানি ধান্যানি জাঙ্গলা মৃগপক্ষিণঃ।
কৌলথো মুদগযুষশ্চ পিপ্পল্যা নাগরস্য চ ॥
শুষ্কমূলকযূষশ্চ বিল্বস্য বরুণস্য চ।
চিরবিল্বাঙ্কুরাণাঞ্চ যমান্যাশ্চিত্রকস্য চ ॥
বীজপূরকহিঙ্গ্বম্লবেতসক্ষারদাড়িমৈঃ।
তক্রেণ তৈলসর্পির্ভ্যাং ব্যঞ্জনান্যুপকল্পয়েৎ ॥
পঞ্চমূলীশৃতং তোয়ং পুরাণং বারুণীসম্।
কফগুল্মী পিবেৎ কালে জীর্ণং মাধ্বীকমেব বা ॥ ১১৩
যমানীচূর্ণিতং তক্রং বিড়েন লবণীকৃতম্।
পিবেৎ সন্দীপনং বাতকফমূত্রানুলোমনম্ ॥ ১১৪
সঞ্চিতঃ ক্রমশো গুল্মো মহাবাস্তুপরিগ্রহঃ।
কৃতমূলঃ শিরানদ্ধো যদা কূর্ম্ম ইবোন্নতঃ ॥
দৌর্ব্বল্যারুচিহৃল্লাসকাসবম্যরতিজ্বরৈঃ।
তৃষ্ণাতন্দ্রাপ্রতিশ্যায়ৈর্যুজ্যতে ন স সিধ্যতি ॥
গৃহীত্বা স জ্বরশ্বাসং বম্যতীসারপীড়িতম্।
হৃন্নাভিহস্তপাদেষু শোফঃ কর্ষতি গুল্মিনম্ ॥ ১১৬
রৌধিরস্য তু গুল্মস্য গর্ভকালব্যতিক্রমে।
স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরায় দদ্যাৎ স্নেহবিরেচনম্ ॥ ১১৭
পলাশক্ষারপাত্রে দ্বে দ্বে পাত্রে তৈলসর্পিষোঃ
গুল্মশৈথিল্যজননীং পক্ত্বা মাত্রাং প্রযোজয়েৎ ॥
প্রভিদ্যেত ন যদ্যেবং দদ্যাদ্‌যোনিবিরেচনম্।
ক্ষারেণ যুক্তং পললং সুধা ক্ষীরেণ বা পুনঃ ॥
আভ্যাং বা ভাবিতাং দদ্যাদ্‌যোনৌ কটুক-মৎস্যকান্।
বরাহমৎস্যপিত্তাভ্যাং নক্তকান্ বা সুভাবিতান্
অধোহরৈশ্চোর্দ্ধহরৈর্ভাবিতান্ বা সমাক্ষিকান্।
কিণ্বং বা সগুড়ক্ষারং দদ্যাদ্‌যোনিবিশোধনম্ ॥
রক্তপিত্তহরং ক্ষারং লেহয়েন্মধুসর্পিষা।
লশুনং মদিরাং তীক্ষ্ণাং মৎস্যাংশ্চাস্যৈ প্রদাপয়েৎ ॥

গুল্মীদিগের পক্ষে দৃষ্টফল। কফগুল্মে শেষ-কালে গুল্মস্থানে দাহ আবশ্যক।১১১। অধিক দিনের পুরাতন ধান্য সকল (শূক ও শমী-ধান্য), জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংস, কুলত্থযূষ, মুদগযূষ, পিপ্পলী, শুঁঠ, শুষ্কমূলকযূষ অথবা বিল্ব (কচিবেল), বরুণ, ডহরকরঞ্জ, যমানী ও চিতার সহিত সিদ্ধযূষ অথবা গোড়ানেবু, হিঙ্গু, অম্লবেতস, যবক্ষার, দাড়িম, তক্র, তৈল ও ঘৃত ইহাদের সহযোগে ব্যঞ্জন সকল প্রস্তুত করিয়া দিবে। ১১২। পঞ্চমূলীর সহিত সিদ্ধ জল পুরাণ বারুণী মদ বা কেবল মাধ্বীক কফ-গুল্মী অনুপান করিবে। ১১৩। যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণযুক্ত তক্র পান করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং বাত, কফ ও মূত্রের অনুলোম গতি হইয়া থাকে। ১১৪। গুল্ম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে মহা-পরিসর, বদ্ধমূল, শিরাজালে ব্যাপ্ত ও কূর্ম্মের ন্যায় উন্নত হয়। তখন দৌর্ব্বল্য, অরুচি, হৃল্লাস, কাস, বমি, অরতি (অস্থির-চিত্ততা) ও জ্বর এবং তৃষ্ণা তন্দ্রা ও প্রতি-শ্যায় হইতে থাকে; তখন আর আরোগ্য হয় না। ১১৫। গুল্মরোগীর জ্বর, শ্বাস, বমি ও অতিসারের সহিত হৃদয়, নাভি, হস্তে ও পদে শোথ দেখা দিলে বিনাশ হইয়া থাকে। ১১৬। গর্ভকাল [অর্থাৎ দশম মাস] উত্তীর্ণ হইয়া গেলে রক্তগুল্মের চিকিৎসা করিবে। রক্তগুল্মে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ স্নেহ বিরেচন দিবে। ১১৭। পলাশক্ষার দুই পাত্র (ষোল সের) এবং ঘৃত ও তৈল উভয়ে দুই পাত্র পাক করিয়া, গুল্মের শৈথিল্য জন্মে এরূপ মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি তাহাতে গুল্ম ভিন্ন না হয়, তবে যোনিস্রাবকারক দ্রব্য যোনিতে দিবে। ক্ষার-যুক্ত পলল (তিলকল্ক) অথবা মনসার ক্ষীর-যুক্ত পলল যোনিতে প্রবেশ করাইবে। বরাহ ও মৎস্যের পিত্তে ভাবিত কটুরসযুক্ত মৎস্য-পিত্ত অথবা অধঃশোধন ও ঊর্দ্ধশোধন দ্রব্য দ্বারা ভাবিত নক্রমাংস মধুর সহিত মিলিত করিয়া যোনিতে প্রবেশিত করিবে। অথবা ক্ষার ও গুড়ের সহিত সুরাবীজ (উৎসেচন দ্রব্য) মিশ্রিত করিয়া যোনিশোধনার্থ যোনিতে দিবে। ১১৮। রক্তপিত্তনাশক ক্ষার, মধু ও ঘৃত সহকারে লেহন করিবে। আর রোগি-

বস্তিং সক্ষারগোমূত্রং সক্ষারং দাশমূলিকম্।
অদৃশ্যমানে রুধিরে দদ্যাদ্‌গুল্মপ্রভেদনম্।
প্রবর্ত্তমানে রুধিরে দদ্যান্মাংসরসৌদনম্।
ঘৃততৈলেন চাভ্যঙ্গং পানার্থং তরুণীং সুরাম্॥
রুধিরেঽতিপ্রবৃত্তে তু রক্তপিত্তহরাঃ ক্রিয়াঃ।
কার্য্যা বাতরুগার্ত্তায়াঃ সর্ব্বা বাতহরাঃ পুনঃ॥
ঘৃততৈলাবসেকাশ্চ তিত্তিরিশ্চরণায়ুধান্।
সুরা সমণ্ডা পূর্ব্বঞ্চ পানমম্লস্য সর্পিষঃ।
প্রয়োজয়েদুত্তরং বা জীবনীয়ে সসর্পিষা॥ ১২২
স্নেহঃ স্বেদঃ সর্পিশ্চূর্ণানি বৃংহণং গুড়িকা।
বমনবিরেকৌ মোক্ষঃ কফজস্য চ বাতগুল্ম-
বতাম্॥ ১২৩

তত্র শ্লোকাঃ।

সর্পিঃ সতিক্তসিদ্ধং ক্ষীরং প্রস্রংসনং নিরূহাশ্চ
রক্তস্য চাবসেচনমাশ্বসনসংশমনযোগাঃ॥
উপনাহনং সশস্ত্রং পক্বস্যাভ্যন্তরপ্রভিন্নস্য।
সংশোধনসংশমনে পিত্তপ্রভবস্য গুল্মস্য॥
স্নেহঃ স্বেদো ভেদো লঙ্ঘনমুল্লেখনং বিরেকাশ্চ
সর্পির্বস্তিগুড়িকাশ্চূর্ণমরিষ্টাশ্চ সক্ষারাঃ॥
গুল্মস্যান্তে দাহঃ কফজস্যাগ্রেঽপনীতরক্তস্য।
গুল্মস্য রৌধিরস্য ক্রিয়াক্রমঃ স্ত্রীভবস্যোক্তঃ॥
পথ্যান্নপানসেবাহেতূনাং বর্জ্জনং যথাস্বঞ্চ॥
নিত্যঞ্চাগ্নিসমাধিঃ স্নিগ্ধস্য চ সর্ব্বকর্ম্মাণি।
হেতুর্লিঙ্গং সিদ্ধিঃ ক্রিয়াক্রমঃ সাধ্যতানুযোগশ্চ
গুল্মচিকিৎসিতসংগ্রহ এতাবানগ্নিবেশস্য॥ ১২৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে গুল্মচিকিৎসিতং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

নীকে লশুন, তীক্ষ্মদিরা ও মৎস্য প্রচুর পরিমাণে দিবে। ১১৯। রক্ত বদ্ধ থাকিলে ক্ষার ও গোমূত্রের সহিত অথবা ক্ষার ও দশমূলের সহিত গুল্মভেদক বস্তি প্রয়োগ করিবে। [সম্ভবতঃ উত্তরবস্তি]। ১২০। রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকিলে মাংসরস ও অন্নপ্রদান করিবে। ঘৃত ও তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ এবং পানার্থ নূতন সুরা প্রয়োগ করিবে।১২১। রক্ত অতিশয় নির্গত হইতে থাকিলে, রক্তপিত্তনাশক ক্রিয়া আবশ্যক। আর বায়ুজনিত বেদনা সকল উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রকার বায়ুনাশক ক্রিয়া আবশ্যক। উভয়স্থলেই ঘৃত, তৈল ও রক্তাবসেচন, তিত্তিরি ও কুক্কুটের মাংস, মণ্ডসমন্বিত সুরার অনুপান এবং অম্লরসাত্মক ঘৃতপান আবশ্যক। আর জীবনীয়-গণ-সিদ্ধ ঘৃত দ্বারা উত্তরবস্তিও দেওয়া যাইতে পারে। ১২২। বাতগুল্মরোগে স্নেহ, স্বেদ, ঘৃত, চূর্ণ, বৃংহণ ও গুড়িকা-প্রয়োগ করিবে। কফজ গুল্মে বমন, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ আবশ্যক। ১২৩। এই অধ্যায়ের সূচী যথা, —অগ্নিবেশের এই গুল্মচিকিৎসিত সংগ্রহে [illegible] দুষ্ট বিরেচন ও নিরূহ, রক্তমোক্ষণ, আশ্বাসন, সংশমনযোগ; পিত্ত গুল্মের শস্ত্র দ্বারা ভেদন ও উপনাহন, সংশোধন ও সংশমনযোগ; কফজ গুল্মে অগ্রে স্নেহ, স্বেদ, ভেদ, লঙ্ঘন, বমন বিরেচন, ঘৃত, বস্তি, গুড়িকা, চূর্ণ, অরিষ্ট, ক্ষার, রক্তমোক্ষণ ও পরিদাহ; রক্তগুল্মের চিকিৎসাবিধি; পথ্য অন্নপান; নিদান-পরিহার সর্ব্বদা গুল্মরোগীর অগ্নিরক্ষা, সমস্ত প্রকার চিকিৎসার হেতু, লিঙ্গ, সিদ্ধি, চিকিৎসাবিধি, সাধ্যতা ও অনুযোগ এই সকল বর্ণিত হইয়াছে। ১২৪

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

প্রমেহচিকিৎসিতম্।

অথাতঃ প্রমেহচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনন্তর আমরা প্রমেহচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

নির্ম্মোহমানানুশয়ো নিরাশঃ
পুনর্ব্বসুর্জ্ঞানতপোবিশালঃ।
কালেঽগ্নিবেশায় সহেতুলিঙ্গা-
নুবাচ মেহান্ শমনঞ্চ তেষাম্॥ ২
আস্যাসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি
গ্রাম্যোদকানূপরসাঃ পয়াংসি।
নবান্নপানং গুড়বৈকৃতঞ্চ
প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্ব্বম্॥ ৩
মেদশ্চ মাংসঞ্চ শরীরজঞ্চ
ক্লেদং কফো বস্তিগতং প্রদূষ্য।
করোতি মেহান্ সমুদীর্ণমুষ্ণৈ-
স্তানেব পিত্তং পরিদূষ্য ভূয়ঃ॥ ৪
ক্ষীণেষু দোষেষ্ববকৃষ্য বস্তৌ
ধাতূন্ প্রমেহাননিলঃ করোতি।
দোষো হি বস্তৌ সমুপেত্য মূত্রং
সন্দূষ্য মেহান্ জনয়েদ্যথাস্বম্॥ ৫
সাধ্যাঃ কফোত্থা দশ পিত্তজাঃ ষট্-
যাপ্যা ন সাধ্যাঃ পবনাশ্চতুষ্কাঃ।
সমক্রিয়ত্বাদ্বিষমক্রিয়ত্বা-
ন্মহাত্যয়াত্বাচ্চ যথাক্রমং তে॥৬

[প্রমেহ শব্দের অর্থ মূত্ররোগ; সাধারণ লোকে ভ্রমবশতঃ গণোরিয়া ও শুক্রমেহকেই প্রমেহ বা মেহ কহিয়া থাকে। আর মূত্র-রোগমাত্রেই প্রমেহ নহে, অধিকাংশ বহুমূত্র অজীর্ণদোষে উৎপন্ন হয় এবং তাহা অজীর্ণ বা গ্রহণীর চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। (১৯-অঃ-গ্রহণীরোগ-২৬ প্রকরণ।) প্রমেহ-নিবারণার্থ পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা অহিফেন প্রভৃতি ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করেন। চরকে ধারক ঔষধের ব্যবস্থা নাই। যে ঔষধ এক ব্যাধি নিবারণ করিয়া অন্য ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে, এরূপ ঔষধ চরক ব্যবস্থা করেন না। ধারক ঔষধ দ্বারা মূত্র বন্ধ করিলে শোথ প্রভৃতি উৎকট রোগ জন্মিতে পারে। সর্ব্বরোগেই বাতপিত্তকফের সমতা স্থাপন করিয়া চিকিৎসা কর, ইহাই চরকের উপদেশ। (৬।৭ প্রকরণ দেখ)]। ১ নির্ম্মোহ, নিরভিমান, নির্জ্জিতরাগদ্বেষ, ঈপ্সা-বিহীন, সর্ব্বজ্ঞ, মহাতপা পুনর্বসু অগ্নিবেশকে যথাকালে প্রমেহের নিদান, লিঙ্গ ও ঔষধ ব্যাখ্যা করিলেন। ২। উপবেশনসুখ, নিদ্রা-সুখ, দধি, গ্রাম্যমাংস, ঔদকমাংস ও আনূপ-মাংস, দুগ্ধ, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, নূতন জল ও গুড়ের দ্রব্য (সন্দেস প্রভৃতি) এবং অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার কফকারক দ্রব্য নিত্য সেবন করিলে কফজনিত প্রমেহ হয়। ৩। কফ বা পিত্ত মেদঃ ও মাংসকে দূষিত ও বস্তিগত করিয়া মেহ সকল উৎপাদন করে। [আয়ু-র্ব্বেদ মতে মেদই মূত্রের আশ্রয়; সুশ্রুত এই-জন্য বৃক্কদ্বয়কে মেদোবাহী স্রোতঃ কহিয়া-ছেন। পাশ্চাত্য মতে বৃক্কদ্বয়ই মূত্রবাহী স্রোতঃ]। এইরূপ পিত্ত উষ্ণসমূহ সেবন দ্বারা কুপিত হইয়া মেদঃ ও মাংস দূষিত করে এবং বস্তিগত করিয়া মেহ সকল উৎপাদন করে। ৪। পিত্ত ও কফ লঙ্ঘনাদি দ্বারা ক্ষীণ হইলে বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত ধাতুকে বস্তি-দেশে আকর্ষণপূর্ব্বক মেহ উৎপাদন করে। [এস্থলে "ক্ষীণেষু দোষেষু" বহুবচন আছে। কেবল পিত্ত ও কফকে লক্ষ্য করিলে "ক্ষীণ-য়োর্দোষয়োঃ" এইরূপ হইত। ভাবপ্রকাশ ও মাধবকর "ক্ষীণেষু দোষেষু" এই পাঠই উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব এ স্থলে দোষ শব্দে পিত্ত, কফ, মল ও মূত্র এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য মলও বুঝিতে হইবে। পিত্ত, কফ, মল ও মূত্রের ক্ষয় হওয়াতে বায়ু ওজঃ, বসা, মজ্জা ও রস ধাতুকে মূত্রপথে আকর্ষণ করে, ইহাই সংহিতাকারের অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়]। দোষ বস্তিতে মূত্রকে আক্রমণ করিয়া দূষিত করে; সেই জন্যই মেহ সকল উৎপন্ন হয়। ৫। সমক্রিয়ত্বহেতু কফজনিত দশ প্রমেহ সাধ্য, বিষমক্রিয়ত্বহেতু পিত্তজাত ছয় প্রমেহ যাপ্য এবং মহাত্যয় হেতু বায়ু জাত চারি প্রমেহ অসাধ্য; কফের সহিত দশ্য দোষের সমানতা আছে; অতএব কফ-

কফঃ সপিত্তঃ পবনশ্চ দোষা
মেদোঽস্রশুক্রাম্বুবসালসীকাঃ।
মজ্জারসৌজঃ পিশিতঞ্চ দূষ্যং
প্রমেহিণাংবিংশতিরেব মেহাঃ॥ ৭
জলোপমং বেক্ষুরসোপমং বা
ঘনং ঘনঞ্চোপরি বিপ্রসন্নম্।
শুক্লং সশুক্রং শিশিরং শনৈর্বা
লালেব বা বালুকয়া যুতং বা॥ ৮
বিদ্যাৎ প্রমেহান কফজান দশৈতান্
ক্ষারোপমং কালমথাপি নীলম্।
হারিদ্রমাঞ্জিষ্ঠমথাপি রক্ত-
মেতান প্রমেহান ষড়্‌শন্তি পিত্তাৎ॥ ৯

মজ্জৌজসা বা বসয়ান্বিতং বা
লসীকয়া বা সততং বিবদ্ধম্।
চতুর্ব্বিধং মূত্রয়তীব বাতাৎ
শেষেষু ধাতুষ্বপকর্ষিতেষু॥ ১০
বর্ণং রসং স্পর্শমথাপি গন্ধং
যথাস্বদোষং ভজতে প্রমেহঃ॥ ১১
শ্যাবারুণো বাতকৃতঃ সশূলো
মজ্জাদিষাড়্‌গুণ্যমুপেত্যসাধ্যঃ॥ ১২
স্বেদোঽঙ্গগন্ধঃ শিথিলাঙ্গতা চ
শয্যাসনস্বপ্নসুখং রতিশ্চ।
হৃন্নেত্রজিহ্বাশ্রবণোপদেহো
ঘনাঙ্গতা কেশনখাতিবৃদ্ধিঃ॥
শীতপ্রিয়ত্বং গলতালুশোষো
মাধুর্য্যমাস্যে করপাদদাহঃ॥
ভবিষ্যতো মেহগদস্য রূপং
মূত্রেঽভিধাবন্তি পিপীলিকাশ্চ॥ ১৩

নাশক দ্রব্য সেবন করিলেই কফজ মেহের শান্তি হয়। ৬। পিত্তের সহিত দূষ্য মেদের বিষমতা আছে; কারণ পিত্তনাশক মধুরাদি সেবনে মেদের বৃদ্ধি এবং মেদোনাশক কটু প্রভৃতি সেবনে পিত্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে; অতএব পিত্ত ও মেদের সমতা রক্ষা করিয়া সাবধানে থাকিলেই পিত্তজ মেহ যাপ্য হইয়া থাকে। ৭। প্রমেহ সম্বন্ধে বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা দোষ। আর মেদঃ, রক্ত, শুক্র, জল, বসা, লসীকা, মজ্জা, রস, ওজঃ মাংস ইহারা দূষ্য। ঐ সকল দোষ কর্ত্তৃক ঐ সকল দূষ্য দূষিত হইলেই বিংশতি প্রকার প্রমেহ উৎপন্ন হয়। ৮। কফজ প্রমেহ দশপ্রকার যথা;—জলের মত প্রস্রাব, ইক্ষুরসের মত মধুর প্রস্রাব (ইহাকেই বোধ হয় ডাক্তারেরা "চিনিযুক্ত প্রস্রাব" বলেন। ইহা কফজ হইলে সাধ্য) অত্যন্ত ঘন প্রস্রাব (পাত্রে রাখিলে ঘনীভূত হয়)। উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিম্নে ঘনীভূত প্রসাব (বোধ হয় "ফস্‌পেটীক ডিপজিট") শুক্র প্রস্রাব, শুক্রযুক্তপ্রস্রাব, (স্পার্মাটোরিয়া), শীতল প্রস্রাব, শনৈঃপ্রস্রাব লালার ন্যায় প্রস্রাব (বোধ হয় "আক্সালিকডিপজিট") বালুকাযুক্ত প্রস্রাব (বোধ হয় "ইউরিক-এসিডডিপজিট") [নিদানস্থান দেখ]। ৮। পিত্তজ প্রমেহ ছয় প্রকার যথা;—ক্ষারের ন্যায় প্রস্রাব, কালপ্রস্রাব, নীলপ্রস্রাব, হরিদ্র-বর্ণ প্রস্রাব (পীতবর্ণ), মঞ্জিষ্ঠাবর্ণ প্রস্রাব এবং রক্তবর্ণ প্রস্রাব [নিদানস্থান দেখ]। ৯। বাতজ প্রমেহ চারিপ্রকার যথা;—মজ্জাযুক্ত প্রস্রাব, ওজোযুক্ত প্রস্রাব (বাতোল্বণ "এলবু-মেনযুক্ত" প্রসাব), বসাযুক্ত প্রস্রাব ও লসীকাযুক্ত প্রসাব। অন্য সকল ধাতু ক্ষীণ হওয়াতে এই চারি ধাতুই মূত্ররূপে বহির্গত হয়। [নিদানস্থান দেখ]। ১০। প্রমেহ যে দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, উহার বর্ণ, রস, স্পর্শ ও গন্ধও সেই দোষের ন্যায় হইয়া থাকে। ১১। বাতজ প্রমেহ শ্যাবরুণবর্ণ ও ও সশূল হইলে ও মজ্জাদি ছয় ধাতুর গুণ প্রাপ্ত হইলে অসাধ্য হয়। ১২। স্বেদ, অঙ্গ-দুর্গন্ধ, শিথিলাঙ্গতা, শয্যাসুখ, উপবেশনসুখ ও নিদ্রাসুখে স্পৃহা, হৃদয়, নেত্র, জিহ্বা, কর্ণ ও কর্ণের লিপ্ততা, অঙ্গের ঘনতা (কাঠিন্য) কেশ ও নখের অতিবৃদ্ধি, শীতলদ্রব্যে অভিলাষ, গলা ও তালুর শোষ, মুখের মধুরতা, কর ও পাদে দাহ; এই সকল মেহরোগের পূর্ব্বরূপ মেহদোষসংসৃষ্ট মূত্রে পিপীলিকা ধাবিত হয়।

স্থূলঃ প্রমেহী বলবানিহৈকঃ
কৃশস্তথৈকঃ পরিদুর্ব্বলশ্চ।
সংবৃংহণং তত্র কৃশস্য কার্য্যং
সংশোধনং দোষবলাধিকস্য ॥ ১৪
স্নিগ্ধস্য যোগা বিবিধাঃ প্রযোজ্যাঃ
কল্পোপদিষ্টা মলশোধনায়।
ঊর্দ্ধং তথাধশ্চ মলেহপনীতে
মেহেষু সন্তর্পণমেব কার্য্যম্ ॥ ১৫
গুল্মঃ ক্ষয়ো মেহনবস্তিশূলং
মূত্রগ্রহশ্চাপ্যপতর্পণেন।
প্রমেহিণঃ স্যুঃ পরিতর্পণানি
কার্য্যাণি তস্মাৎ প্রসমীক্ষ্য বহ্নিম্ ॥ ১৬
সংশোধনং নার্হতি যঃ প্রমেহী
তস্য ক্রিয়া সংশমনী প্রযোজ্যা।
মন্থাঃ কষায়া যবচূর্ণলেহাঃ
প্রমেহশান্ত্যৈ লঘবশ্চ ভক্ষ্যাঃ ॥ ১৭
যে বিষ্কিরা যে প্রতুদা বিহঙ্গা-
স্তেষাং রসৈর্জাঙ্গলজৈর্বনোত্থৈঃ।
যবৌদনং রুক্ষমথাপি বাদ্যান্
মদ্যান্ সশক্তূনপি চাপ্যপূপান্ ॥ ১৮
মুদ্গাদিযূষৈরথ তিক্তশাকৈঃ
পুরাণশাল্যোদনমাদদীত।
দন্তীঙ্গুদীতৈলযুতং প্রমেহী
তথাতসীসর্ষপতৈলযুক্তম্ ॥ ১৯
সষষ্টিকং স্যাৎ তৃণধান্যমন্নং
যবপ্রধানস্তু ভবেৎ প্রমেহী।
যবস্য ভক্ষ্যান্ বিবিধাংস্তথাদ্যাৎ
কফপ্রমেহী মধুসম্প্রযুক্তান্ ॥ ২০
নিশিস্থিতানাং ত্রিফলাকষায়ৈঃ
স্যুস্তর্পণাঃ ক্ষৌদ্রযুতা যবানাম্।
তান্ সীধুযুক্তান্ প্রপিবেৎ প্রমেহী
প্রায়োগিকান্ মেহধার্থমেব ॥ ২১
যে শ্লেষ্মমেহে বিহিতাঃ কষায়া-
স্তৈর্ভাবিতানাঞ্চ পৃথগ্‌যবানাম্।
শক্তূনপূপান সগুড়ান্ সধানান্
ভক্ষ্যাংস্তথান্যান্ বিবিধাংশ্চ খাদেৎ ॥ ২২
খরাশ্বগোধেনুকসম্ভৃতানাং
তথা যবানাং বিবিধাশ্চ ভক্ষ্যাঃ।

১৩। কোন প্রমেহী স্থূল ও বলবান্; কোন প্রমেহী কৃশ ও দুর্ব্বল। তন্মধ্যে কৃশ প্রমেহীর বৃংহণ এবং বলবান্ প্রমেহীর দোষাধিক্য থাকিলে সংশোধন আবশ্যক। ১৪। সংশোধনের জন্য প্রমেহীকে স্নিগ্ধ করিয়া কল্পস্থানোক্ত বিবিধযোগ প্রয়োগ করা উচিত। আর ঊর্দ্ধ ও অধঃশোধন দ্বারা মল অপসৃত হইলে সন্তর্পণ প্রয়োগ করা আবশ্যক। ১৫। অপতর্পণ দ্বারা প্রমেহরোগীর গুল্ম, ক্ষয় এবং মেহন ও বস্তিদেশে শূল ও মূত্রগ্রহ হইতে পারে। অতএব প্রমেহরোগীর অগ্নিপরীক্ষা করিয়া সন্তর্পণসমূহ প্রয়োগ করা উচিত। ১৬। যে প্রমেহরোগী সংশোধনের উপযুক্ত নয়, তাহার পক্ষে সংশমনী ক্রিয়া বিহিত। তাহাকে মন্থ, কষায়, যবচূর্ণের লেহ ও লঘুপাকী আহার দিবে। ১৭। বিষ্কির ও প্রতুদজাতীয় জাঙ্গল শক্তুর সহিত মদ্য ও যবপিষ্টক ভক্ষণ করিবে। ১৮। অথবা প্রমেহী মুদ্গাদি যূষের সহিত কিংবা তিক্তশাকের সহিত পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, দন্তী ও ইঙ্গুদীর তৈল যুক্ত করিয়া কিংবা মসিনা ও সর্ষপ তৈল যুক্ত করিয়া সেবন করিবে। ১৯। প্রমেহী যষ্টিক ও তৃণধান্যের অন্ন এবং প্রধানতঃ যাবান্ন সেবন করিবে। কফপ্রমেহী যবযোগে বিবিধ ভক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া মধুসহযোগে ভক্ষণ করিবে। ২০। রাত্রিতে ত্রিফলার কষায়ে যব ভিজাইয়া রাখিবে। সেই যবের অন্ন মধুযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিলে তর্পণ হয়। প্রমেহী সেই যবের অন্ন সীধুযুক্ত করিয়াও প্রয়োগ করিতে পারে। তাহা হইলেও মেহনাশ হয়। ২১। শ্লেষ্মপ্রমেহে যে সমুদায় কষায় ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সকল কষায়ে যব সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া নানা প্রকার শক্তু, পিষ্টক ও ধানা কল্পনাপূর্ব্বক গুড়ের সহিত সেবন

দেয়াস্তথা বেণুযবা যবানাং
কল্পেন গোধূমময়াশ্চ ভক্ষ্যাঃ ॥ ২৩
সংশোধনোল্লেখনলঙ্ঘনানি
কালে প্রযুক্তানি কফপ্রমেহান্।
জয়ন্তি পিত্তপ্রভবান্ বিরেকাঃ
সন্তর্পণঃ সংশমনো বিধিশ্চ ॥ ২৪
দার্ব্বীং সুরাহ্বং ত্রিফলাং সমুস্তাং
কষায়মুৎক্কাথ্য পিবেৎ প্রমেহী।
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তামথবা হরিদ্রাং
পিবেদ্রসেনামলকীফলানাম্ ॥ ২৫
হরীতকীকট্ফলমুস্তলোধ্রং
পাঠাবিড়ঙ্গার্জ্জুনধন্বনশ্চ।
উভে হরিদ্রে তগরং বিড়ঙ্গং
কদম্বশালার্জ্জুনদীপ্যকাশ্চ ॥
দার্ব্বী বিড়ঙ্গং খদিরো ধবশ্চ
সুরাহ্বকুষ্ঠাগুরুচন্দনানি।
দর্ব্ব্যগ্নিমন্থৌ ত্রিফলা সপাঠা
পাঠা চ মূর্ব্বা চ তথা শ্বদংষ্ট্রা ॥
যবান্যুশীরাণ্যভয়া গুড়ূচী
জম্বাভয়া চিত্রকসপ্তপর্ণাঃ।
পাদৈঃ কষায়াঃ কফমেহিনাং তে
দশোপদিষ্টা মধুসম্প্রযুক্তাঃ ॥ ২৬
উশীরলোধ্রাঞ্জনচন্দনানা-
মুশীরমুস্তামলকাভয়ানাম্।
পটোলনিম্বামলকামৃতানাং
মুস্তাভয়াপদ্মকবৃক্ষকাণাম্ ॥
লোধ্রাম্বুকালীয়কধাতকীনাং
নিম্বার্জ্জুনাম্রাতিনিশোৎপলানাম্।
শিরীষসর্জ্জার্জ্জুনকেশরাণাং
প্রিয়ঙ্গুপদ্মোৎপলকিংশুকানাম্ ॥
অশ্বত্থপাঠাসনবেতসানাং
কটঙ্কটেয্যুৎপলমুস্তকানাম্।
পৈত্তেষু মেহেষু দশৈব দৃষ্টাঃ
পাদৈঃ কষায়া মধুসম্প্রযুক্তাঃ ॥ ২৭
সর্ব্বেষু মেহেষু মতৌ তু পূর্ব্বৌ
কষায়যোগৌ বিহিতাস্তু সর্ব্বে।

দের বিষ্ঠার সারে উৎপন্ন যব [কিংবা ইহাদের গুহ্যনির্গত যববিকৃতি] হইতে বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া কিংবা বেণু যব (বাঁশের চাউল) কিংবা গোধূম [ভুসীযুক্ত ময়দা] যোগে বিবিধ ভক্ষ্য কল্পনা করিয়া ভক্ষণ করিবে। ২৩। সংশোধন, লঙ্ঘন ও বমন যথাকালে প্রয়োগ করা হইলে কফপ্রমেহ সকল নষ্ট হয়। এইরূপ যথাকালে বিরেচন, সন্তর্পণ ও সংশমন প্রয়োগ করিলে পিত্তজ-প্রমেহ সকল প্রশমিত হইয়া থাকে। ২৪। সকল প্রমেহেই দারুহরিদ্রা, দেবদারু, ত্রিফলা ও মুস্তার কাথ মধুর সহিত পান করিলে উপকার হয়। ২৫। হরীতকী, কট্ফল, মুতা ও লোধ; আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অর্জ্জুন ও ধম্বন; হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগরপাদিকা ও বিড়ঙ্গ; কদম্ব, শাল, অর্জ্জুন ও যমানী; দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, খদির ও ধব-খদির; দেবদারু, কুড়, অগুরু ও রক্তচন্দন; দারুহরিদ্রা, গণিয়ারী, (মুগরো) ও গোক্ষুর; যব, বেণার মূল, হরীতকী ও গোলঞ্চ এবং কাকজঙ্ঘা, হরীতকী, চিতা ও ছাতিম; এই দশ প্রকার কষায়ের এক এক কষায় উপরি লিখিত শ্লোকের এক একপাদে বর্ণিত হইল। এই দশ প্রকার কষায় মধুযোগে কফপ্রমেহে প্রয়োগ করা যায়। ২৬। বেণার মূল, লোধ, রসাঞ্জন ও রক্তচন্দন। বেণার মূল, মুতা, আমলকী ও হরীতকী। পলতা, নিমছাল, আমলকী ও গোলঞ্চ। মুতা, হরীতকী, পদ্মকাষ্ঠ ও কুড়চী। লোধ, বালা, কালিয়াকাষ্ঠ ও ধাইফুল। নিমছাল, অর্জ্জুন, আম্র, তিনিশ ও নীলোৎপল। শিরীষ, ধুনা, অর্জ্জুন ও নাগকেশর। প্রিয়ঙ্গু, রক্ত পদ্ম, নীলোৎপল ও কিংশুক। অশ্বত্থ, আকনাদি, পীতশাল ও বেতস। দারুহরিদ্রা (কটঙ্কটেয্য), উৎপল ও মুতা। এই দশটী যোগের এক একটী যোগ উপরি লিখিত শ্লোকের এক এক পাদে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] উপকারী। ২৭।

মন্থস্থ পানে যবভাবনায়াং
স্যুর্ভোজনে পানবিধৌ পৃথক্ চ ॥ ২৮
সিদ্ধানি তৈলানি ঘৃতানি চৈব
দেয়ানি মেহেষ্বনিলাত্মকেষু।
মেদঃ কফশ্চৈব কষায়যোগৈঃ
স্নেহৈশ্চ বায়ুঃ শমমেতি তেষাম্ ॥ ২৯
কাম্পিল্লসপ্তচ্ছদশালজানি
বৈভীতরৌহীতককৌটজানি।
কপিত্থপুষ্পাণি চ চূর্ণিতানি
ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাৎ কফপিত্তমেহী ॥ ৩০
পিবেদ্রসেনামলকস্য বাপি
কল্কীকৃতান্যক্ষসমানি কালে।
জীর্ণে চ ভুঞ্জীত পুরাণমন্নং
মেহী রসৈর্জাঙ্গলজৈর্মনোজ্ঞৈঃ ॥ ৩১
দৃষ্টান্নুবন্ধং পবনং কফস্য
পিত্তস্য বা স্নেহবিধির্বিকল্প্যঃ।
তৈলং কফে স্যাৎ সকষায়সিদ্ধং
পিত্তে ঘৃতং পিত্তহরৈঃ কষায়ৈঃ ॥ ৩২

ত্রিকন্টকাশ্মন্তকসোমবল্কৈ-
র্ভল্লাতকৈঃ সাতিবিষৈঃ সলোধ্রৈঃ।
বচাপটোলার্জ্জুননিম্বমুস্তৈ-
হরিদ্রয়া পদ্মকদীপ্যকৈশ্চ ॥
মঞ্জিষ্ঠয়া বাগুরুচন্দনৈশ্চ
সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ কফবাতজেষু।
মেহেষু তৈলং বিপচেদ্ঘৃতন্তু
পৈত্তিষু মিশ্রং ত্রিষু লক্ষণেষু ॥ ৩৩
ফলত্রিকং দারু মিশা বিশালা
মুস্তা চ নিঃক্বাথ্য নিশা সকল্কা।
পিবেৎ কষায়ং মধুসম্প্রযুক্তং
সর্ব্বপ্রমেহেষু সমুদ্ধতেষু ॥ ৩৪
লোধ্রং শটীং পুষ্করমূলমেলাং
মূর্ব্বাং বিড়ঙ্গং ত্রিফলাং যমানীম্।
চব্যং প্রিয়ঙ্গুং ক্রমুকং বিশালাং
কিরাততিক্তং কটুরোহিণীঞ্চ ॥
ভার্গীনতং চিত্রকপিপ্পলীনাং
মূলং সকুষ্ঠাতিবিষং সপাঠম্ ॥

যে দুইটী যোগ সর্ব্বপ্রথমে বলা হইয়াছে [দার্বাদি ও হরিদ্রাদি] তাহারা সর্ব্ববিধ মেহেই উপযোগী। সমস্ত কষায়ই মন্থের সহিত বা যবের ভাবনাদ্রব্যরূপে ব্যবহার করা যায় এবং সর্ব্বপ্রকার ভোজন ও পানে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ২৮। বাতজ প্রমেহে ওষধির সহিত সিদ্ধ তৈল ও ঘৃত প্রয়োগ করিতে হয়। মেদ ও কফ কষায় দ্বারা এবং বায়ু স্নেহ দ্বারা শান্ত হয়। ২৯। কফপিত্তমেহে কমলাগুড়ি, ছাতিম-ছাল, ধুনা, বিভীতক, রোহিতক, কুড়চী ও কপিত্থপুষ্পের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। ৩০। অথবা কমলাগুড়ি প্রভৃতির কল্ক আমলকীর রসের সহিত যথাকালে দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিবে এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে পুরাণ তণ্ডুলের অন্ন মনোজ্ঞ জাঙ্গল-রসের সহিত সেবন করিবে। ৩১। প্রমেহ-রোগে বায় কফের অনুবন্ধ কিংবা পিত্তের তন্মধ্যে কফে কফহর দ্রব্যের কষায়ে সিদ্ধ তৈল আর পিত্তে পিত্তহর কষায়ে সিদ্ধ ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ৩২। গোক্ষুর, অশ্মন্তক (কোবিদার), সোমকল্ক (খদির), ভেলা, আতইচ, লোধ, বচ, পলতা, অর্জ্জুন, নিমছাল, মুতা, হরিদ্রা, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী মঞ্জিষ্ঠা, অগুরু ও রক্তচন্দন এই সকলের কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া কফবাতজনিত প্রমেহে এবং ঘৃত পাক করিয়া বাতপিত্তজনিত প্রমেহে আর তৈল ও ঘৃত উভয়ই ত্রিদোষলক্ষণযুক্ত প্রমেহে প্রয়োগ করিবে। ৩৩। ত্রিফলা, দেবদারু, হরিদ্রা, রাখালশশার মূল ও মুতার ক্বাথে হরিদ্রার কল্ক ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়। ৩৪। লোধ, শটী, কুড়, এলাচ, মুর্ব্বা (মুগরো), বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, যমানী, চই, প্রিয়ঙ্গু, ক্রমুক (সুপারি), রাখালশসার মূল, চিরেতা, কটকী, বামনহাটী,

কলিঙ্গকান্ কেশরমিন্দ্রসাহ্বাং
নখং সপত্রং মরিচং প্লবঞ্চ ॥
দ্রোণেঽম্ভসঃ কর্ষসমানি পক্ত্বা
পূতে চতুর্ভাগজলাবশেষে।
রসেঽর্দ্ধভাগং মধুনঃ প্রদায়
পক্ষং বিধেয়ো ঘৃতভাজনস্থঃ ॥
মধ্বাসবোঽয়ং কফপিত্তমেহান্
ক্ষিপ্রং বিহন্ত্যাদ্বিপলপ্রয়োগাৎ।
পাণ্ড্বাময়ার্শাংস্যরুচিং গ্রহণ্যা
দোষং কিলাসং বিবিধঞ্চ কুষ্ঠম্ ॥ ৩৫
ইতি মধ্বাসবঃ।
ক্বাথঃ স এবাষ্টপলে চ দন্ত্যা
ভল্লাতকানাঞ্চ চতুষ্পলং স্যাৎ।
সিতোপলা স্বষ্টপলা বিশেষঃ
ক্ষৌদ্রঞ্চ তাবৎপৃথগাসবৌ তৌ ॥ ৩৬
সারোদকঞ্চাথ কুশোদকং বা
মধূদকং বা ত্রিফলারসং বা।
শীধুং পিবেদ্বা নিগদং প্রমেহী
মাধ্বীকমগ্র্যং চিরসংস্থিতং বা ॥ ৩৭
মাংসানি শূল্যানি মৃগদ্বিজানাং
খাদেদ্যবানাং বিবিধাংশ্চ ভক্ষ্যান্ ॥ ৩৮
সংশোধনারিষ্টকষায়লেহৈঃ
সন্তর্পণজ্ঞঃ শময়েৎ প্রমেহান্ ॥ ৩৯
ভৃষ্টান্ যবান্ ভক্ষয়তঃ প্রয়োগা-
চ্ছুষ্কাংশ্চ শক্তূন্ন ভবন্তি মেহাঃ।
শ্বিত্রশ্চ কৃষ্ঠঞ্চ কফঞ্চ কৃচ্ছ্রং
তথৈব মুদ্গামলকপ্রয়োগাৎ ॥ ৪০
সন্তর্পণোত্থেষু গদেষু যোগা
মেদস্বিনাং যে চ ময়োপদিষ্টাঃ।
বিরূক্ষণার্থং কফপিত্তজেষু
সিদ্ধাঃ প্রমেহেষ্বপি তে প্রযোজ্যাঃ ॥ ৪১
ব্যায়ামযোগৈর্বিবিধৈঃ প্রগাঢ়ৈ-
রুদ্বর্ত্তনৈঃ স্নানজলাবসেকৈঃ।
সেবাত্বগেলাগুরুচন্দনাদ্যৈ-
র্বিলেপনৈশ্চাশু ন সন্তি মেহাঃ ॥ ৪২
ক্লেদশ্চ মেদশ্চ কফশ্চ
নাশং প্রয়াতি প্রসমীক্ষ্য তস্মাৎ

আকনাদি, ইন্দ্রযব, নাগকেশর, রাখালশসার মূল (পুনরুক্ত হেতু দুই ভাগ গ্রাহ্য), নখী, তেজপাতা, মরিচ ও কৈবর্ত্তমুস্তক প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে লইয়া এক দ্রোণ (৬৪ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া ষোল সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহার সহিত আট সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে এক পক্ষ রাখিবে। ইহার নাম মধ্বাসব। এই অরিষ্ট প্রতিদিন দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে কফপিত্তমেহ, পাণ্ডু,অরুচি, গ্রহণীদোষ, কিলাস ও বিবিধ প্রকার কুষ্ঠ শান্তি হয়। ৩৫

ইতি মধ্বাসব।

উক্ত লোধ্রাদিক্বাথে দন্তীচূর্ণ আট পল, মিছরী আট পল ও মধু আট পল প্রক্ষেপ দিয়া উক্ত প্রকারে আসব প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আবার ঐ ক্বাথে ভল্লাতক চারি যায়। এই দুই আসবের গুণ পূর্ব্ববৎ। ৩৬। সারোদক, কুশোদক, মধুদক, ত্রিফলা রস কিংবা পুরাতন মাধ্বীক প্রমেহে উপকারী। ৩৭। প্রমেহরোগে মৃগপক্ষীদিগের শূল্য মাস ও যব হইতে বিবিধ ভক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ৩৮। সন্তর্পণ, অরিষ্ট, কষায়, লেহ ও সন্তর্পণ দ্বারা প্রমেহের চিকিৎসা করিবে। ৩৯। ভৃষ্ট যব, শক্তু (যবের ছাতু), মুদ্গ ও আমলকীর প্রয়োগ দ্বারা মেহ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, কফ ও মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি হয়। ৪০। সন্তর্পণোত্থ রোগ নিবারণার্থ ও মেদস্বীদিগের রক্ষণার্থ আমি যে সকল যোগ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তৎসমস্ত কফপিত্তমেহে প্রয়োগ করিবে। ঐ সকল যোগ দৃষ্টফল। ৪১। বিবিধ প্রকার প্রগাঢ় শারীরিক পরিশ্রম, হরিতকী প্রভৃতি দ্বারা উদ্বর্ত্তন, স্নান, জলাবসেচন এবং বেণার মূল, দারুচিনি, এলাচী, অগুরু ও

বৈদ্যেন পূর্ব্বং কফপিত্তজেষু
মেহেষু কার্য্যাণ্যপতর্পণানি ॥ ৪৩
যা বাতমেহান্ প্রতি পূর্ব্বমুক্তা
বাতোল্বণানাং বিহিতা ক্রিয়া সা।
বায়ুর্হি মেহেষতিকর্ষিতানাং
কুপ্যত্যসাধ্যান্ প্রতি নাস্তি চিন্তা ॥ ৪৪
যৈর্হেতুভির্যে প্রভবন্তি মেহা-
স্তেষু প্রমেহেষু ন তে নিষেব্যাঃ।
হেতোরসেবা বিহিতা যথৈব
জাতস্য রোগস্য ভবেচ্চিকিৎসা ॥ ৪৫
হারিদ্রবর্ণং রুধিরঞ্চ মূত্রং
বিনা প্রমেহস্য হি পূর্ব্বরূপৈঃ।
যো মূত্রয়েৎ তং ন বদেৎ প্রমেহং
রক্তস্য পিত্তস্য হি স প্রকোপঃ ॥ ৪৬
দৃষ্ট্বা প্রমেহং মধুরং সপিচ্ছং
মধূপমং স্যাদ্বিবিধোপচারঃ ॥ ৪৭
ক্ষীণেষু দোষেষনিলাত্মকঃ স্যাৎ
সন্তর্পণাদ্বা কফসম্ভবঃ স্যাৎ।
সপূর্ব্বরূপাঃ কফপিত্তমেহাঃ
ক্রমেণ যে বাতকৃতাশ্চ মেহাঃ ॥
সাধ্যা ন তে পিত্তকৃতাস্তু যাপ্যাঃ
সাধ্যাস্তু মেদো যদি ন প্রদুষ্টম্ ॥ ৪৮
জাতপ্রমেহী মধুমেহিনো বা
ন সাধ্যরোগঃ স হি বীজদোষাৎ।
যে চাপি কেচিৎ কুলজা বিকারা
ভবন্তি তাংশ্চ প্রবদন্ত্যসাধ্যান্ ॥ ৪৯
প্রমেহিণাং যাঃ পিড়কা ময়োক্তা
রোগাধিকারে পৃথগেব সপ্ত।
তাঃ শল্যবিদ্ভিঃ কুশলৈশ্চিকিৎস্যাঃ
শস্ত্রেণ সংশোধনরোপণৈশ্চেতি ॥ ৫০
ভবতি চাত্র।
হেতুর্দোষ দূষ্যং মেহানাং সাধ্যতাস্বরূপঞ্চ।
মেহী দ্বিবিধস্ত্রিবিধং ভিষগ্‌জিতং তল্লক্ষণম্ ॥
আদ্যা যবান্নবিকৃতির্ম্মস্থা মেহাপহাঃ কষায়াশ্চ।
তৈলঘৃতলেহযোগা ভক্ষ্যাঃ প্রবরাসবাঃ
সিদ্ধাঃ ॥

প্রভৃতি মেদ, ক্লেদ ও কফও শান্ত হয়। অতএব বৈদ্য বিবেচনাপূর্ব্বক কফপিত্তজনিত মেহে প্রথমতঃ অপতর্পণসমূহ প্রয়োগ করিবে। ৪৩। প্রমেহে ত্রিদোষের মধ্যে বায়ুর উল্বণতা দৃষ্ট হইলে সে স্থলে বাতমেহের চিকিৎসা করিবে। কারণ বায়ুই প্রমেহরোগীকে সত্বর কর্ষিত করিয়া অসাধ্য প্রমেহ সকল উৎপাদন করে। ৪৪। যে যে হেতুতে যে যে প্রমেহের উৎপত্তি হয়, সে সে প্রমেহে সে সে হেতু পরিহার করিবে। কারণ হেতুর পরিহার, জাত রোগের একপ্রকার চিকিৎসা। ৪৫। যদি প্রমেহরোগী হরিদ্রাবর্ণ বা রক্তবর্ণ প্রস্রাব করে [illegible] প্রমেহের পূর্ব্বরূপ দৃষ্ট না হইয়া ও মলের ক্ষয় হইলে বাতাত্মক প্রমেহ হয়, আর সন্তর্পণহেতু কফসম্ভব প্রমেহ হয়। কফপ্রমেহ বা পিত্তজপ্রমেহ উপদ্রবযুক্ত পূর্ব্বরূপের সহিত উৎপাদন হইলে বা প্রমেহ বাতকৃত হইলে অসাধ্য হয়। পিত্তকৃত মেহ সকল যাপ্য। আর মেদ বিশেষ দূষিত না থাকিলে কফজ প্রমেহ সাধ্য। ৪৮। মধুমেহীর সন্তান বীজদোষে প্রমেহী হইলে তাহার প্রমেহ অসাধ্য হয়। আর কুলজ রোগমাত্রেই অসাধ্য হইয়া থাকে। ৪৯। নিদানস্থানে প্রমেহীদিগের যে সপ্ত প্রকার পিড়কা উল্লিখিত হইয়াছে, শল্যশাস্ত্রে কুশল চিকিৎসকের শস্ত্র দ্বারা সংশোধন ও রোপণ করিয়া তাহাদের চিকি-

ব্যায়ামবিধির্বিবিধঃ স্নানান্যুদ্বর্ত্তনানি গন্ধাশ্চ।
মেহানাং প্রশমার্থং চিকিৎসিতে
দৃষ্টমেতাবৎ॥ ৫১

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে প্রমেহচিকিৎসিতং নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

কুষ্ঠচিকিৎসিতম্।

অথাতঃ কুষ্ঠচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

হেতুং লিঙ্গং বিবিধং কুষ্ঠানামাশ্রয়ং প্রশমনঞ্চ।
শৃণ্বগ্নিবেশ সম্যগ্‌বিশেষতঃ স্পর্শনঘ্নানাম্॥ ২

দৃষ্টফল আসব, ব্যায়ামবিধি, স্নান, উদ্বর্ত্তন এবং সুগন্ধ দ্রব্যের অনুলেপন ব্যাখ্যা করা হইল। ৫১

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা কুষ্ঠচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [বাগ্‌ভট ও সুশ্রুত দদ্রুকে মহাকুষ্ঠের অন্তর্গত ও সিধ্মকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠের অন্তর্গত কহিয়াছেন। চরকের মত উহার বিপরীত। বাগ্‌ভটমতে সিধ্মকুষ্ঠ ও শ্বিত্র (শ্বেতকুষ্ঠ) স্বতন্ত্র। বাগ্‌ভট শ্বিত্রকে অষ্টাদশ কুষ্ঠের অন্তর্গত না করিয়া স্বতন্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। চরকও ইঙ্গিতে তাহাই করিয়াছেন, কেননা তিনি অষ্টাদশ কুষ্ঠের মধ্যে শ্বিত্রের উল্লেখ করেন নাই। অথচ উহার বিস্তৃত চিকিৎসা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১১৯-প্রকরণ দেখ]। ১। হে অগ্নিবেশ! সম্প্রতি কুষ্ঠ সকলের বিবিধ প্রকার হেতু, লক্ষণ, আশ্রয় ও ঔষধ বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কুষ্ঠ সকল বিশেষরূপে স্পর্শশক্তি ও ত্বক্ নাশ করে। ২।

বিরোধীন্যন্নপানানি দ্রবস্নিগ্ধগুরূণি চ
ভজতামাগতাং ছর্দ্দিং বেগাংশ্চান্যান্
প্রতিঘ্নতাম্।
ব্যায়ামমতিসন্তাপমতিভুক্ত্বা নিষেবিণাম্
শীতোষ্ণলঙ্ঘনাহারান্ ক্রমং মুক্ত্বা নিষেবিণাম্॥
ঘর্ম্মশ্রমভয়ার্ত্তানাং দ্রুতং শীতাম্বুসেবিনাম্।
অজীর্ণাধ্যশিনাঞ্চৈব পঞ্চকর্ম্মাপচারিণাম্॥
নবান্নদধিমৎস্যাতিলবণাম্লনিষেবিণাম্।
মাষমূলকপিষ্টান্নতিলক্ষীরগুড়াশিনাম্॥
ব্যবায়ঞ্চাপ্যজীর্ণেঽন্নে নিদ্রাঞ্চ ভজতাং দিবা।
বিপ্রান্ গুরূন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাম্॥
বাতাদয়স্ত্রয়ো দুষ্টাস্ত্বগ্রক্তং মাংসমম্বু চ।
দূষয়ন্তি সকুষ্ঠানাং সপ্তকো দ্রব্যসংগ্রহঃ॥
অতঃ কুষ্ঠা বিজায়ন্তে সপ্ত চৈকাদশৈব চ।
ন চৈকদোষজং কিঞ্চিৎ কুষ্ঠং সমুপলভ্যতে॥৩
স্পর্শাজ্ঞত্বমতিস্বেদো ন বা বৈবর্ণ্যমুন্নতিঃ।

বিরুদ্ধ অন্নপান; দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরু বস্তুর অধিক সেবন; উপস্থিত বমির বেগ ও অন্যান্য উপস্থিত বেগ ধারণ; অতিভোজনের পর অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ও অতিসন্তাপ সেবন, অযথাক্রমে শীত, উষ্ণ, লঙ্ঘন ও আহার সেবন (অর্থাৎ শীতের পরে হঠাৎ উষ্ণ, লঙ্ঘনের পর হঠাৎ গুরু ভোজন করিলে), গ্রীষ্ম বা পরিশ্রম বা ভয়ে আর্ত্ত হইবার পর তাড়াতাড়ি জলপান; অজীর্ণে ভোজন; অধ্যশন; বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের অপচার; নবান্ন, দধি, মৎস্য, অতিলবণ ও অতিশয় অম্লদ্রব্যের অতিসেবন; মাষকলায়, মূলক, পিষ্টান্ন, গুড়, দুগ্ধ ও তিলের অতিসেবন; অন্নের অজীর্ণাবস্থায় স্ত্রীসংসর্গ; দিবানিদ্রা, বিপ্র ও গুরুজনের অবমাননা ও পাপকর্ম্ম; এই সকল কারণে বাতাদি দোষ সকল দূষিত হইয়া ত্বক্, রক্ত, মাংস ও লসীকা দূষিত করে। সেই সেই দূষিত বাত, পিত্ত, কফ এবং দূষিত ত্বক্, রক্ত, মাংস ও লসীকা এই সাতটী সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠের কারণ। তদ্দ্বারা সপ্ত প্রকার মহাকুষ্ঠ ও একাদশ প্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোষ্ঠানাং লোমহর্ষশ্চ কণ্ডুস্তোদঃ শ্রমঃ ক্লমঃ ॥
ব্রণানামধিকং শূলং শীঘ্রোৎপত্তিশ্চিরস্থিতিঃ।
দাহঃ সুপ্তাঙ্গতা চেতি কুষ্ঠলক্ষণমগ্রজমিতি ॥ ৪

অত ঊর্দ্ধমষ্টাদশানাং কুষ্ঠানাং কপালোডুম্বরমণ্ডলর্ষ্যজিহ্বপুণ্ডরীকসিধ্মকাকণকৈককুষ্ঠচর্ম্মকিটিমবিপাদিকালসক-দদ্রুচর্ম্মদলপামাবিস্ফোটকশতারুর্বিচর্চ্চিকানাং লক্ষণান্যুপদেক্ষ্যামঃ ॥ ৫

কৃষ্ণারুণকপালাভং যদ্রূক্ষং পরুষং তনু।
কপালং তোদবহুলং তৎ কুষ্ঠং বিষমং স্মৃতম্ ॥৬

কণ্ডুবিদাহরুগ্রাগপরীতং লোমপিঞ্জরম্।
উডুম্বরফলাভাসং কুষ্ঠমৌডুম্বরং বিদুঃ ॥ ৭
শ্বেতং রক্তং স্থিরং স্ত্যানং স্নিগ্ধমুৎসন্নমণ্ডলম্।
কৃচ্ছ্রমন্যোন্যসংসক্তং কুষ্ঠং মণ্ডলমুচ্যতে ॥ ৮
কর্কশং রক্তপর্য্যন্তমন্তঃশ্যাবং সবেদনম্।
যদৃষ্যজিহ্বাসংস্থানমৃষ্যজিহ্বং তদুচ্যতে ॥ ৯
সশ্বেতং রক্তপর্য্যন্তং পুণ্ডরীকদলোপমম্।
সোৎসেধঞ্চ সদাহঞ্চ পুণ্ডরীকং তদুচ্যতে ॥ ১০
শ্বেতং তাম্রং তনু চ যদ্রজো ঘৃষ্টং বিমুঞ্চতি।
অলাবুপুষ্পবর্ণং তৎ সিধ্মং প্রায়েণ চোরসি ॥১১
যৎ কাকণন্তিকাবর্ণমপাকং তীব্রবেদনম্।

৩। স্পর্শের বিকৃতি, অতিঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মরোধ, ঈষৎ কোষ্ঠসমূহের আবির্ভাব, লোমহর্ষ, কণ্ডু, তোদ (সূচীভেদনবৎ পীড়া), শ্রান্তি ও ক্লান্তি বোধ, শরীরে ক্ষত হইলে তাহার যাতনা অধিক হয়, ক্ষত শীঘ্র উৎপন্ন হয় অথচ বহুদিন স্থায়ী হয়; দাহ ও অঙ্গের সুপ্ততা (অসাড়তা) হয়; এই সকল কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপ। ৪। অনন্তর কপাল, উডুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিধ্ম (ছুলি), কাকণক; এই সপ্ত প্রকার মহাকুষ্ঠ আর এককুষ্ঠ, চর্ম্ম [গজচর্ম্ম], কিটিম, বিপাদিকা, অলসক, দদ্রু, চর্ম্মদল, পামা (খোস), বিস্ফোটক, শতারু ও বিচর্চ্চিকা (ঘামাচি) এই একাদশ ক্ষুদ্রকুষ্ঠের লক্ষণ বলিব। [এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সিধ্মকুষ্ঠকে সুশ্রুত ক্ষুদ্রকুষ্ঠ বলিয়াছেন; চরক তবে কি জন্য ইহাকে মহাকুষ্ঠ বলিলেন? তাহার উত্তর এই যে, সিধ্ম শীঘ্র শীঘ্র গভীররূপে শরীরের ধাতুসমূহে প্রবিষ্ট হয়, ইহা উল্বণদোষাশ্রিত ও বহু চিকিৎসাসাপেক্ষ; ইতি ভাবমিশ্র। আবার দদ্রু সুশ্রুতে মহাকুষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত আছে, চরক কি জন্য তাহা ক্ষুদ্রকুষ্ঠের অন্তর্গত করিলেন? তদুত্তরে ভাবমিশ্র বলেন যে, দদ্রু কুষ্ঠের ন্যায় গভীর নহে আর ইহার বর্ণও কুষ্ঠের ন্যায় নহে। নিম্নলিখিত শ্লোক সকল ভাবমিশ্র যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিলাম]।৫। কুষ্ঠের বর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ, কিঞ্চিৎ অরুণ, কপা-

খরস্পর্শ,তনুত্বক্ ও তোদবহুল (যাহাতে সূচীভেদনবৎ পীড়া অধিক), তাহাকে কপালকুষ্ঠ বলে। ইহা দুশ্চিকিৎস্য। ৬। কুষ্ঠ, কণ্ডু, দাহ ও বেদনাযুক্ত,রক্তিমবেষ্টিত; পিঙ্গল লোম বিশিষ্ট ও উডুম্বরফলের ন্যায় আকৃতিযুক্ত হইলে তাহাকে ঔডুম্বর কুষ্ঠ বলে। ৭। যে কুষ্ঠ কিঞ্চিৎ শ্বেত ও কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ, স্থির (দৃঢ়) [ভাবমিশ্র বলেন যে,ইহা চিকিৎসা না করিলে স্থির অর্থাৎ স্থায়ী থাকে], আর্দ্র, স্নিগ্ধ (স্বেদবিশিষ্ট),উদ্গতমণ্ডল [যাহা চক্রাকার হইয়াছে], কৃচ্ছ্রসাধ্য ও পরস্পর সংলগ্ন, তাহাকে মণ্ডলকুষ্ঠ বলে। ৮। যে কুষ্ঠ কর্কশ (খস্খসে), অন্তে রক্তবর্ণ, অন্তরে শ্যাববর্ণ, বেদনাযুক্ত ও ভল্লুক জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট তাহাকে ঋষ্যজিহ্ব কহে। ৯। যে কুষ্ঠ শ্বেতবর্ণ (সশ্বেত। ভাবপ্রকাশের পাঠ—তৎ শ্বেতং) এবং অন্তে রক্তপদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ, রক্তিমযুক্ত [অর্থাৎ অন্তে বিশেষরূপে রক্তবর্ণ ইহাই বুঝিতে হইবে] ও উৎসেধবিশিষ্ট (উদ্গত অর্থাৎ উন্নত), তাহাকে পুণ্ডরীক কুষ্ঠ কহে। ১০। যে কুষ্ঠ অলাবুপুষ্পের ন্যায় শ্বেত ও তাম্রবর্ণ,তনুত্বক্ (যাহার চামড়া পাতলা),যাহা ঘর্ষণ করিলে রজঃ (ধূলির মত পদার্থ) নিঃসৃত হয় এবং যাহা সচরাচর বক্ষঃস্থলে জন্মে তাহাকে সিধ্ম-

ত্রিদোষলিঙ্গং তৎ কুষ্ঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি ॥

ইতি সপ্ত মহাকুষ্ঠানি।

অস্বেদনং মহাবাস্তু যন্মৎস্যশকলোপমম্।
তদেককুষ্ঠং ————————॥ ১৩
————চর্ম্মাখ্যং বহলং হস্তিচর্ম্মবৎ ॥ ১৪
শ্যাবং কিণখরস্পর্শং পরুষং কিটিমং স্মৃতম্ ॥১৫
বৈপাদিকং করে পাদে স্ফোটনং তীব্রবেদনম্ ॥
সকণ্ডুরৈঃ সরাগৈশ্চ গণ্ডৈরলসকং স্মৃতম্ ॥ ১৭
সকণ্ডুরাগপিড়কং দদ্রুমণ্ডলমুদ্গতম্ ॥ ১৮
রক্তং সকণ্ডু সস্ফোটং সরুগ্দলতি চাপি যৎ।
তচ্চর্ম্মদলমাখ্যাতং সংস্পর্শাসহমুচ্যতে ॥ ১৯
পামাঃ শ্বেতারুণাঃ শ্যাবাঃ পিড়কাঃ কণ্ডুলা ভৃশম্ ॥ ২০
শ্বেতাঃ শ্যাবারুণাভাসা বিস্ফোটাঃ স্যুস্তনুত্বচঃ ॥ ২১
রক্তং শ্যাবং সদাহার্ত্তি শতারুঃ স্যাদ্বহুব্রণম্ ॥ ২২
সকণ্ডুঃ পিড়কাঃ শ্যাবা বহুস্রাবা বিচর্চ্চিকাঃ ॥ ২৩

ইতি একাদশ ক্ষুদ্রকুষ্ঠানি।

বাতেহধিকতরে কুষ্ঠং কাপালং মণ্ডলং কফে।
পিত্তে ত্বৌডুম্বরং বিদ্যাৎ কাকণন্তু ত্রিদোষজম্ ॥
বাতপিত্তে শ্লেষ্মপিত্তে বাতশ্লেষ্মণি চাধিকে।
ঋষ্যজিহ্বং পুণ্ডরীকং সিধ্মকুষ্ঠঞ্চ জায়তে ॥ ২৫
চর্ম্মাখ্যমেককুষ্ঠঞ্চ কিটিমং সবিপাদিকম্।
কুষ্ঠঞ্চালসকং জ্ঞেয়ং প্রায়ো বাতকফাধিকম্ ॥ ২৬
দদ্রুশ্চর্ম্মদলং পামা বিস্ফোটাশ্চ শতারুষঃ।
পিত্তশ্লেষ্মাধিকাঃ প্রায়ঃ কফপ্রায়া বিচর্চ্চিকা ॥ ২৭

নহে। [illegible]। যে কুষ্ঠ গুঞ্জাফলের ন্যায় মধ্যে কৃষ্ণ ও অন্তে রক্তবর্ণ অথবা মধ্যে রক্তবর্ণ ও অন্তে কৃষ্ণবর্ণ এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত অথচ পাকে না, তাহাকে কাকণ (গুঞ্জা) কুষ্ঠ বলে। ইহা ত্রিদোষাশ্রিত এবং অসাধ্য। ১২

ইতি সপ্ত মহাকুষ্ঠ।

যে কুষ্ঠে ঘর্ম্ম হয় না, যাহা অনেক স্থান ব্যাপিয়া থাকে, যাহাতে ত্বক্ মৎস্যশল্কের ন্যায় [দেখিতে চক্রাকার ও অভ্রপত্রের ন্যায়] হয়, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে। ১৩। যে কুষ্ঠে চর্ম্ম গজচর্ম্মের ন্যায় স্থূল, রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহাকে চর্ম্ম বা গজচর্ম্ম কহে। ১৪। কিটিম-কুষ্ঠ শ্যামবর্ণ এবং কিণের ন্যায় [কড়া মত] খরস্পর্শ। ১৫। যে কুষ্ঠে হস্ত ও পাদ বিদারিত হয় এবং তীব্র বেদনা হয়, তাহাকে বৈপাদিক কুষ্ঠ কহে। ১৬। যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ কণ্ডূয়নযুক্ত গণ্ডসমূহে (বৃহৎ স্ফোটকসমূহে) বেষ্টিত হয়, তাহাকে অলসক কহে। ১৭। যে কুষ্ঠে কণ্ডূয়নযুক্ত রক্তবর্ণ পিড়কা সকল উৎপন্ন হয়, এবং যাহা মণ্ডলাকার ও ঈষৎ উন্নত হয়, তাহাকে দদ্রুকুষ্ঠ বলিয়া থাকে। ১৮। রক্তবর্ণ, কণ্ডূয়নযুক্ত, স্ফোটকবিশিষ্ট, বেদনাযুক্ত, বিদারণশীল, ও স্পর্শাসহ কুষ্ঠকে চর্ম্মদল কহে। [ভাবপ্রকাশপাঠ—রক্তং সশূলং কণ্ডুমৎ সস্ফোটং দলয়ত্যপি]। ১৯। শ্বেত অরুণ ও শ্যামবর্ণ, অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত পিড়কাদিগকে (বেদনাবিশিষ্ট চুলকুনিদিগকে) পামা কহে। [ভাবমিশ্র কহেন, যে কুষ্ঠে কণ্ডূয়ন ও দাহযুক্ত স্রাবশীল ছোট ছোট বহুসংখ্যক পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে পামা কহে]। ২০। শ্বেত ও শ্যামারুণ আভাযুক্ত তনুত্বক্ বিস্ফোটদিগকে বিস্ফোটক কুষ্ঠ কহে। ২১। রক্ত ও শ্যামবর্ণ, দাহ ও যাতনাযুক্ত এবং বহুক্ষতবিশিষ্ট কুষ্ঠকে শতারু কহে। ২২। [পাণি ও নিতম্বে তীব্র দাহ ও যাতনাযুক্ত পামাকে কচ্ছু কহে। ইতি ভাবমিশ্র]। কণ্ডূয়ন যুক্ত কৃষ্ণবর্ণ বহুস্রাবশীল পিড়কাকে বিচর্চিকা কহে। ২৩

ইতি একাদশ ক্ষুদ্রকুষ্ঠ।

কুষ্ঠ ত্রিদোষাশ্রিত হইলেও কাপাল কুষ্ঠে বায়ুর আধিক্য, মণ্ডলকুষ্ঠে কফের আধিক্য, উডুম্বর কুষ্ঠে পিত্তের আধিক্য ও কাকণ কুষ্ঠে ত্রিদোষের আধিক্য জানিবে। ২৪। ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরীক ও সিধ্ম কুষ্ঠে যথাক্রমে বাতপিত্ত, শ্লেষ্মপিত্ত ও বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকে। ২৫। গজচর্ম্ম, এককুষ্ঠ, কিটিম, বিপাদিকা ও অলসক কুষ্ঠে বাতশ্লেষ্মারই প্রায় আধিক্য থাকে। ২৬। দদ্রু, চর্ম্মদল, পামা, বিস্ফোট ও

সর্ব্বং ত্রিদোষজং কুষ্ঠং দোষাণাঞ্চ বলাবলম্ ॥২৮
যথাস্বৈর্লক্ষণৈর্বুদ্ধা কুষ্ঠানাং ক্রিয়তে ক্রিয়া ॥২৯
দোষস্য যস্য পশ্যেৎ কুষ্ঠেষু বিশেষলিঙ্গমুদ্রিক্তম্
তস্যৈব শমং কুর্য্যাৎ ততঃ পরঞ্চানুবন্ধস্য ॥ ৩০
কুষ্ঠবিশেষৈর্দোষা দোষবিশেষৈঃ পুনঃ কুষ্ঠানি।
জ্ঞায়স্তে তৈর্হেতুর্হেতুস্তাংশ্চ প্রকাশয়তি ॥ ৩১
রৌক্ষ্যং শোষস্তোদঃ শূলঃ সঙ্কোচনং তথায়াসঃ
পারুষ্যং খরভাবো হর্ষঃ শ্যাবারুণত্বঞ্চ ॥
কুষ্ঠেষু বাতলিঙ্গং দাহো রাগঃ পরিস্রবঃ পাকঃ
বিস্রো গন্ধঃ ক্লেদস্তথাঙ্গপতনঞ্চ পিত্তকৃতম্ ॥
শ্বৈত্যং শৈত্যং কণ্ডুঃ স্থৈর্য্যং সোৎসেধ-
গৌরবং স্নেহাঃ।
কুষ্ঠেষু তু কফলিঙ্গং জন্তুভিরভিভক্ষণং ক্লেদঃ।
সর্ব্বৈরেতৈর্লিঙ্গৈর্যুক্তং মতিমান্ বিবর্জ্জয়েদ-
বলম্ ॥ ৩২
তৃষ্ণাদাহপরীতং শান্তাগ্নিং জন্তুভির্জগ্ধম্ ॥ ৩৩
বাতকফপ্রবলং যদ্যদেকদোষোল্বণং ন
তৎ কৃচ্ছ্রম্ ॥ ৩৪
কফপিত্তবাতপিত্তপ্রবলানি তু কৃচ্ছ্রকুষ্ঠানি ॥ ৩৫
বাতোত্তরেষু সর্পির্বমনং শ্লেষ্মোত্তরেষু কুষ্ঠেষু।
পিত্তোত্তরেষু মোক্ষো রক্তস্য বিরেচনঞ্চাগ্রে ॥৩৬
বমনবিরেচনযোগাঃ কল্পোক্তাঃ কুষ্ঠিনাং
প্রযোক্তব্যাঃ ॥৩৭
প্রচ্ছনমল্পে কুষ্ঠে মতং শিরাব্যধনং মহতি
চ শস্তম্ ॥ ৩৮
বহুদোষঃ সংশোধ্যঃ কুষ্ঠী বহুশোহনুরক্ষতা
প্রাণান্।
দোষে হৃতিমাত্রহৃতে বায়ুর্হন্যাদবলমাশু ॥ ৩৯

শতারুষ কুষ্ঠে প্রায়ই পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য থাকে। বিচর্চ্চিকা কফের আধিক্যে উৎপন্ন হয়। ২৭। সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষাশ্রিত। তবে কুষ্ঠভেদে দোষের বলাবল হইয়া থাকে। ২৮। স্ব স্ব লক্ষণ অনুসারে কুষ্ঠদিগের চিকিৎসা করিতে হয়। অর্থাৎ বাত পিত্ত কফ বা ত্রিদোষের আধিক্য দেখিয়া তদনুসারে চিকিৎসা করিতে হয়। ২৯। যে কুষ্ঠে যে দোষের আধিক্য দেখিবে, সেই কুষ্ঠে প্রথমতঃ সেই দোষের চিকিৎসা করিবে। পরে অনুবন্ধের [স্বল্পদোষের] চিকিৎসা করিবে। ৩০। কুষ্ঠবিশেষ দ্বারা দোষ এবং দোষবিশেষ দ্বারা কুষ্ঠ জানা যায়। আর কুষ্ঠবিশেষ দ্বারা হেতু এবং হেতুবিশেষ দ্বারা কুষ্ঠ জানা যায়। [অর্থাৎ দদ্রুকুষ্ঠ হইলে পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য জানা যায়, আবার কুষ্ঠে পিত্তশ্লেষ্মার উপদ্রব দেখিলে দদ্রুকুষ্ঠের সম্ভাবনা করা যায় ইত্যাদি]। ৩১। কুষ্ঠে রুক্ষতা, শোষ, তোদ (সূচীভেদবৎ যাতনা), শূল, সঙ্কোচ, আয়াস, পারুষ্য, খরতা ও লোমহর্ষ থাকিলে এবং কুষ্ঠের বর্ণ শ্যাম বা অরুণ হইলে বায়ুর লক্ষণ বলা যায়। কুষ্ঠে দাহ, রক্তিমা, স্রাব, পাক, দুর্গন্ধ, ক্লেদ ও অঙ্গপতন (খসিয়া পড়া), থাকিলে পিত্তের লক্ষণ বলা যায়। কুষ্ঠে শ্বৈত্য, শৈত্য, কণ্ডু, স্থিরতা (দৃঢ়তা-কাঠিন্য), উৎসেধ (উন্নতি), গুরুতা ও স্নিগ্ধতা (স্বেদযুক্ততা) থাকিলে শ্লেষ্মার লক্ষণ বলা যায়। কুষ্ঠ কীটভক্ষিত, ক্লিন্ন ও পূর্ব্বোক্ত ত্রিদোষের লক্ষণযুক্ত হইলে এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে বৈদ্য তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। ৩২। তৃষ্ণা ও দাহে অভিভূত, মন্দাগ্নি ও কীটভক্ষিত কুষ্ঠরোগীকেও পরিত্যাগ করিবেন। ৩৩। বাতশ্লেষ্মাধিক বা একদোষাধিক কুষ্ঠ কৃচ্ছ্রসাধ্য। ৩৪। কফপিত্তাধিক বা বাতপিত্তাধিক কুষ্ঠ আরও কৃচ্ছ্রসাধ্য। ৩৫। বাতাধিক কুষ্ঠে প্রথমতঃ ঘৃতপান, শ্লেষ্মাধিক কুষ্ঠে বমন এবং পিত্তাধিক কুষ্ঠে প্রথমতঃ রক্তশোষণ ও বিরেচন কর্ত্তব্য। ৩৬। কুষ্ঠীদিগের জন্য কল্পস্থানে বমন বিরেচন সকল উক্ত হইয়াছে। ৩৭। ক্ষুদ্রকুষ্ঠে প্রচ্ছন্ন (সূচী দ্বারা খুটিয়া দেওয়া) এবং মহাকুষ্ঠে শিরাব্যধন প্রশস্ত। ৩৮। বহুদোষ-কুষ্ঠীকে বহুবার সংশোধন দিতে হইবে, কিন্তু যেন সংশোধনবলে রোগীর প্রাণের হানি না হয়। কারণ দোষ অতিমাত্র নিষ্কাসিত হইলে দুর্ব্বলীভূত রোগীকে কুপিত বায়ু সংহার করে।

স্নেহস্য পানমিষ্টং শুদ্ধে কোষ্ঠে প্রবাহিতে রুধিরে।
বায়ুর্হি শুদ্ধকোষ্ঠং কুষ্ঠিনমবলং বিশতি শীঘ্রম্ ॥৪০
দোষোৎক্লিষ্টে হৃদয়ে বম্যঃ কুষ্ঠেষু চোর্দ্ধভাগেষু
কুটজফলমদনমধুকৈঃ সপটোলৈর্নিম্বরসযুক্তৈঃ ॥৪১
শীতরসঃ পক্করসো মধুনি মধুকঞ্চ বমনানি।
কুষ্ঠেষু ত্রিবৃতা দন্তী ত্রিফলা চ বিরেচনে শস্তাঃ॥ ৪২
সৌবীরকং তুষোদকমালোড়নমাসবাংস্ত শীধ্বাদীন্।
শংসন্ত্যধোহরাণাং যথা বিরেকঃ ক্রমশ্চেষ্টঃ॥ ৪৩
দার্ব্বীবৃহতীসেব্যৈঃ পটোলপিচুমর্দ্দমদন-কৃতমালৈঃ।
সস্নেহৈরাস্থাপ্যঃ কুষ্ঠী সকলিঙ্গযবমুস্তৈঃ॥ ৪৪
বাতোল্বণং বিরিক্তং নিরূঢ়মনুবাসনমালক্ষ্য।
ফলমধুকনিম্বকুটজৈঃ সপটোলৈঃ সাধয়েৎ স্নেহম্
দন্তীমধুকসৈন্ধবফণিজ্ঝকাঃ পিপ্পলী করঞ্জফলম্
নস্যং স্যাৎ সবিড়ঙ্গং ক্রিমিকুষ্ঠকফপ্রদোষঘ্নম্॥৪৬
বৈরোচনিকৈর্ধূমৈঃ শোকস্থানেরিতৈশ্চ শাম্যন্তি
ক্রিময়ঃ কুষ্ঠকিলাসাঃ প্রযোজিতৈরুত্তমাঙ্গস্থাঃ॥৪৭
স্থিরকঠিনমণ্ডলানাং স্বিন্নানাং প্রস্তরপ্রণাড়ীভিঃ
কূর্চ্চৈর্বিঘট্টিতানাং রক্তোৎক্লেশোঽপনেতব্যঃ
আনূপবারিজানাং মাংসানাং পটোলৈঃ সুখোষ্ণৈশ্চ।
স্বিন্নোৎস্বিন্নং বিলিখেৎ কুষ্ঠং তীক্ষ্ণেন শস্ত্রেণ॥
রুধিরাগমার্থমথবা শৃঙ্গালাবুভিরাহরেৎ রক্তম্।
প্রচ্ছিতমল্পং কুষ্ঠং বিরেচয়েদ্বা জলৌকাভিঃ॥৪৯
যে লেপাঃ কুষ্ঠানাং যুজ্যন্তে নির্হৃতাস্রদোষাণাম্

৩৯। কোষ্ঠশুদ্ধি ও রক্তমোক্ষণের পর কুষ্ঠ-রোগীর স্নেহপান কর্ত্তব্য। কারণ কোষ্ঠশুদ্ধির পর দুর্ব্বলীভূত কুষ্ঠরোগীতে বায়ুর আবেশ হয়। ৪০। সম্প্রতি কুষ্ঠনাশক যোগ সকল উপদিষ্ট হইতেছে। কুষ্ঠ সকল শরীরের উর্দ্ধ-ভাগে জাত হইলে এবং হৃদয় দোষ দ্বারা উৎ-ক্লিষ্ট হইলে ইন্দ্রযব, মদন ফল, যষ্টিমধু, পলতা ও নিম্বপত্রের রস দ্বারা বমন করাইবে। ৪১। বমন দিতে হইলে কুষ্ঠমাত্রেই মদন ফলাদির শীতকষায় বা ক্বাথ মধু ও যষ্টিমধুর চূর্ণের সহিত প্রয়োগ করিবে। আর বিরেচন দিতে হইলে ত্রিবৃৎ, দন্তী ও ত্রিফলা যোগে দেওয়া কর্ত্তব্য। ৪২। বিরেচন দ্রব্য গুলিয়া লইতে হইলে সৌবীরক, তুষোদক, আসব ও শীধু প্রভৃতি দ্বারা গুলিয়া লইবে। আর বিরেচনের পর পেয়াদি ক্রম সকল পালন করা উচিত। ৪৩। দারুহরিদ্রা, বৃহতী, বেণারমূল, পলতা, নিম-ছাল, ময়না ফল, ডহরকরঞ্জ, ইন্দ্রযব, ও মুতার ক্বাথ স্নেহযুক্ত করিয়া [পিত্তাধিক্যে ঘৃত ও বায়ুর আধিক্যে তৈলযুক্ত ও বাতশ্লেষ্মার আধিক্যে সর্ষপতৈল যুক্ত করিয়া] কুষ্ঠরোগীকে আস্থাপন দিবে। ৪৪। বাতোল্বণ কুষ্ঠরোগী বিরিক্ত ও আস্থাপিত হইবার পর আবশ্যক বোধ হইলে, ময়নাফল, নিমছাল, যষ্টিমধু, কুড়চীছাল ও পলতার সহিত স্নেহ পাক করিয়া অনুবাসন প্রয়োগ করা যায়। [এই তিক্তক স্নেহ বাতপিত্তনাশক।] নিম্নে কুষ্ঠ-রোগীর শোধন জন্য শিরোবিরেচন নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ৪৫। দন্তী, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, ফণিজ্ঝক তুলসী, পিপুল, ডহরকরঞ্জের ফল ও বিড়ঙ্গ যোগে নস্য প্রদান করিলে শিরঃ-ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কফ নষ্ট হয়। ৪৬। অনন্তর কুষ্ঠরোগীর শোধন জন্য ধূম উক্ত হইতেছে। সূত্রস্থানোক্ত বৈরেচনিক ধূম সেবন করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কিলাস নষ্ট হয়। ৪৭। অনন্তর কুষ্ঠরোগীর শোধনের জন্য স্বেদ ও রক্তমোক্ষ-ণের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। স্থির [দৃঢ়], কঠিন মণ্ডলসমূহ প্রস্তরস্বেদ ও নাড়ীস্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া এবং কূর্চ্চ (কুচি) দ্বারা বিঘট্টিত করিয়া উৎক্লিষ্ট রক্ত অপনীত করিবে। ৪৮। ঈষদুষ্ণ আনূপ ও বারিজাত মাংস দ্বারা কুষ্ঠকে স্বিন্ন ও স্ফীত করিয়া তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা বিলিখন করিবে (আঁচড়াইবে), তাহাতে অভিলাষানু-রূপ রক্তমোক্ষণ না হইলে শৃঙ্গ বা অলাবু-যন্ত্র দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। আর ক্ষুদ্রকুষ্ঠ সূচী দ্বারা কুটিয়া জলৌকা প্রয়োগপূর্ব্বক রক্ত-

সংশোধিতাশয়ানাং সদ্যঃ সিদ্ধির্ভবেৎ তেষাম্॥৫০
যেষু ন শস্ত্রং ক্রমতে স্পর্শেন্দ্রিয়নাশনানি
যানি স্যুঃ।
তেষু নিপাত্যঃ ক্ষারো রক্তঞ্চ দোষঞ্চ নিঃস্রাব্য
পাষাণকঠিনপরুষে সুপ্তে কুষ্ঠে স্থিরে
পুরাণে চ।
পীতাগদস্য কার্য্যো বিষৈঃ প্রদেহোঽগদৈশ্চানু॥৫২
স্তব্ধানি সুপ্তসুপ্তান্যস্বেদকণ্ডুলানি কুষ্ঠানি।
কূর্চ্চৈর্দন্তীত্রিফলাকরবীরকরঞ্জনিম্বকুটজানাম্ ॥
জাত্যর্কনিম্বজৈর্বা পত্রৈঃ শস্ত্রৈঃ সমুদ্রফেনৈর্বা।
ঘৃষ্টানি গোময়ৈর্বা ততঃ প্রলেপৈঃ প্রদেহ্যানি ॥৫৩
মারুতকফকুষ্ঠঘ্নং কর্ম্মোক্তং পিত্তকুষ্ঠানাং কার্য্যম্
কফপিত্তরক্তহরণং তিক্তকষায়ৈঃ প্রশমনঞ্চ ॥
সর্পীংষি তিক্তকানি চ যচ্চান্যদ্রক্তপিত্তঘ্নং কর্ম্ম
বাহ্যাভ্যন্তরমগ্র্যং তৎ কার্য্যং পিত্তকুষ্ঠেষু ॥ ৫৪

দোষাধিক্যবিভাগাদিত্যেতৎ কর্ম্ম কুষ্ঠঘ্নং
প্রোক্তম্।
বক্ষ্যামি কুষ্ঠশমনং প্রায়স্ত্বগ্দোষসামান্যাৎ ॥ ৫৫
দার্ব্বী রসাঞ্জনং বা গোমূত্রেণ প্রবাধতে কুষ্ঠম্।
অভয়া প্রযোজিতা বা মাংসব্যোষগুড়তৈলাঃ ॥৫৬
মূলং পটোলস্য তথা গবাক্ষ্যাঃ
পৃথক্পলাংশং ত্রিফলা ত্রিবৃচ্চ।
স্যাৎ ত্রায়মাণা কটুরোহিণী চ
ভাগার্দ্ধিকা নাগরপাদযুক্তা ॥
পলং তথৈকং সহ চূর্ণিতানাং
জলে শৃতং দোষহরং পিবেন্না।
জীর্ণে রসে ধন্বমৃগদ্বিজানাং
পুরাণশাল্যোদনমাদদীত ॥

মোক্ষণ করা যায়। ৪৯। মলহরণ ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা কুষ্ঠরোগীর কোষ্ঠ সকল সংশোধিত হইলে তাহাকে যে সকল প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা সদ্যঃ ফলদায়ক হয়। ৫০। যে সকল কুষ্ঠে শস্ত্র খাটে না এবং যে সকল কুষ্ঠে কেবল স্পর্শশক্তির লোপ হয়, তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা রক্তমোক্ষণ ও দোষ স্রাবিত করিবে। ৫১। পাষাণের ন্যায় কঠিন, খরস্পর্শ, সুপ্ত, স্থির ও পুরাতন কুষ্ঠরোগীকে বিষনাশক ঔষধ পান করাইয়া বিষ দ্বারা (কেঠোবিষ) প্রলেপ দিবে এবং প্রলেপের কার্য্য হইলে বিষ উঠাইয়া তৎস্থানে বিষনাশক (শিরীষছাল প্রভৃতি) প্রলেপ দিবে। ৫২। স্তব্ধ, অত্যন্ত সুপ্ত, স্বেদহীন, কণ্ডুয়নশীল কুষ্ঠ সকল দন্তী, ত্রিফলা, করবীর, করঞ্জ, নিম্ব ও কুড়চীর কূর্চ্চ দ্বারা (কুচ্চ-কুচি) অথবা জাতি, আকন্দ বা নিম্বের পত্র দ্বারা অথবা শস্ত্র দ্বারা অথবা সমুদ্রফেন দ্বারা অথবা গোময় দ্বারা (ঘুটে দ্বারা) ঘসিয়া প্রলেপ দিবে। ৫৩। বাতকুষ্ঠ ও কফকুষ্ঠের চিকিৎসা উক্ত হইল। পিত্তকুষ্ঠে কফপিত্তহারক চিকিৎসা করিবে, রক্তমোক্ষণ করিবে এবং তিক্তকষায়, তিক্তক-ঘৃত ও অন্যান্য রক্তপিত্তনাশক বাহ্য ও অভ্যন্তর চিকিৎসা প্রয়োগ করিবে। ৫৪। বায়ু-পিত্ত-কফের আধিক্য বিবেচনা করিয়া তত্তৎ-কুষ্ঠনাশক ক্রিয়া সকল উপদিষ্ট হইল। কুষ্ঠ যত প্রকারই হউক ত্বগ্দূষণ সম্বন্ধে তাহাদের সমানতা আছে। এক্ষণে সেই সমানতাই প্রধানরূপে লক্ষ্য করিয়া কুষ্ঠনাশক যোগ সকল ব্যাখ্যা করিব। [অর্থাৎ কুষ্ঠসমূহের সাধারণ চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব]। ৫৫। দারুহরিদ্রা বা রসাঞ্জন বা হরীতকী গোমূত্রের সহিত [আভ্যন্তর ও বাহ্য] প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠের শান্তি হয়। এইরূপ প্রয়োগকালে মাংস, ত্রিকটু, গুড় ও তৈল পরিত্যাগ করিবে। [গঙ্গাধরপাঠ মাসং ব্যোষ-গুড়তৈলাঃ। অর্থাৎ একমাস কাল মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, গুড় ও তৈল সেবন করিবে] ৫৬। পলতার মূল ও রাখালশসার মূল পৃথক্ পৃথক্ আট তোলা; হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ও তেউড়ী পৃথক পৃথক্ চারি তোলা; বলাডুমুরলতা চারিতোলা, কটুকী চারিতোলা এবং শুঁঠ দুই তোলা চূর্ণ করিয়া রাখিবে। সেই চূর্ণ প্রতিদিন একপল পরিমাণে জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ধন্বদেশজ মৃগমাংসরসের সহিত শালিতণ্ডুলের

কুষ্ঠানি শোকং গ্রহণীপ্রদোষ-
মর্শাংসি কৃচ্ছ্রাণি হলীমকঞ্চ।
ষড়্রাত্রযোগেণ নিহন্তি চৈব
হৃদ্বস্তিশূলং বিষমজ্বরঞ্চ॥ ৫৭

মুস্তং ব্যোষং ত্রিফলা মঞ্জিষ্ঠা দারুপঞ্চমূলে দ্বে।
সপ্তচ্ছদনিম্বত্বক্ সবিশালশ্চিত্রকো মূর্ব্বা॥
চূর্ণং তর্পণভাগৈর্নবভিঃ সংযোজিতং সমধ্বাজ্যম্।
শ্রেষ্ঠং কুষ্ঠনিবর্হণমেতৎ প্রায়োগিকং ভক্ষ্যম্॥
শ্বয়থুং সপাণ্ডুরোগং শ্বিত্রং গ্রহণীপ্রদোষমর্শাংসি।
ব্রধ্নভগন্দরপিড়কাকণ্ডুকোঠাংশ্চ বিনিহন্তি॥ ৫৮

ইতি সর্ব্বকুষ্ঠনাশকযোগঃ।

ত্রিফলাতিবিষাকটুকানিম্বকলিঙ্গকবচা-
পটোলানাম্।
মাগধিকারজনীদ্বয়পদ্মকমূর্ব্বাবিশালানাম্॥
ভূনিম্বপলাশানাং দদ্যাদ্দ্বিপলং ততস্ত্রিরদ্ধিত্রিগুণা
তস্যাশ্চ পুনর্ব্রাহ্মী তচ্চূর্ণং সুপ্তিমুৎ পরম্॥ ৫৯

ইতি সুপ্তিকুষ্ঠে।

অন্ন সেবন করিবে; এই ঔষধ সংশোধন। ইহা ক্রমাগত ছয় দিবস প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠ, শোথ, গ্রহণী, কষ্টসাধ্য অর্শঃ, হলীমক, হৃচ্ছুল, বস্তিশূল ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ৫৭। মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, দশমূল, ছাতিমছাল, নিমছাল, রাখালশসার মূল, চিতা ও মুর্ব্বা এই সকলের চূর্ণ সমান সমান এবং যবশক্তু নয়ভাগ মধু ও ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্টরূপ কুষ্ঠনাশক যোগ হয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা শোথ, পাণ্ডু, শ্বিত্র, গ্রহণী-দোষ, অর্শঃসমূহ, ব্রধ্ন (বাগী), ভগন্দর, পিড়কা, কণ্ডু ও কোঠ নিবৃত্ত হয়। ৫৮

ইতি সর্ব্বকুষ্ঠনাশক যোগ

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আতইচ, কট্‌কী, নিমছাল, ইন্দ্রযব, বচ, পলতা, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পদ্মকাষ্ঠ, মূর্ব্বা (মুগুরো), রাখালশসার মূল, চিরেতা ও পলাশের ছাল এই সমুদায়ের চূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ দুই পল, তেউড়ীচূর্ণ সমুদায়ের দুই গুণ এবং তেউড়ীর তিন গুণ বামনহাটীচূর্ণ একত্র করিয়া বাহ্ ও

খদিরসুরদারুসারং প্রপয়িত্বা তদ্রসেন তোয়ার্থম্
ক্ষৌদ্রপ্রস্থে কার্য্যঃ কার্য্যে তে চাষ্টপলিকে চ॥
ততশ্চায়শ্চূর্ণানামষ্টপলং প্রক্ষিপেৎ তথামূনি।
ত্রিফলৈলে ত্বক্ মরিচং পত্রং কনকঞ্চ কর্ষাংশম্।
মৎস্যণ্ডিকা মধু সমা তস্মাংসমায়সে ভাণ্ডে।
মধ্বাসবমাচরতঃ কুষ্ঠকিলাসে শমং যাতাঃ॥ ৬০

ইতি মধ্বাসবঃ।

খদিরকষায়দ্রোণং কুম্ভে ঘৃতভাবিতে সমাবাপ্য।
দ্রব্যাণি চূর্ণিতানি ত্বষ্টপলিকাস্তত্র দেয়ানি॥
ত্রিফলাব্যোষবিড়ঙ্গরজনীমুস্তাটরূষকেন্দ্রযবান্।
সৌবর্ণা চ তথা ত্বক্ ছিন্নরুহা চেতি তস্মাসম্।
নিদধীত ধান্যমধ্যে প্রাতঃপ্রাতঃ পিবেত্ততো
যুক্ত্যা॥

আভ্যন্তর প্রয়োগ করিলে চর্ম্মের সুপ্ততা (অসাড়) নষ্ট হয়। ৫৯

ইতি সুপ্তিকুষ্ঠনাশক যোগ।

খদিরকাষ্ঠ ও দেবদারুকাষ্ঠের সার জলে পাক না করিয়া ঐ ঐ বৃক্ষের রসে পাক করিবে [রসের অভাবে ঐ ঐ বৃক্ষের মূলের ছালের ক্বাথে পাক করিবে] পাকশেষে মধু আট সের, ঐ ঐ কাষ্ঠের সারচূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ আট পল, লৌহচূর্ণ আটপল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, ছোট এলাচী, দারুচিনি, মরীচ, তেজপাতা ও ধুস্তুরবীজ এই সকলের চূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা এবং মিছরী মধুর সমান (অর্থাৎ আট সের) একত্র লৌহপাত্রে এক মাস পর্য্যন্ত বদ্ধ করিয়া রাখিবে। এই মধ্বাসব পান করিলে কুষ্ঠ ও কিলাস নষ্ট হয়

ইতি কুষ্ঠনাশক মধ্বাসব।

খরিদকাষ্ঠের কষায় একদ্রোণ ঘৃতভাবিত কুম্ভে, স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্য সকলের পৃথক্ পৃথক্ আট পল চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। যথা—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, মুতা, বাসক, ইন্দ্রযব, গুলঞ্চ ও ধুস্তুরের মূলের ছাল। অনন্তর ঐ কুম্ভ ধান্যরাশির মধ্যে এক-

মাসেন মহাকুষ্ঠং হন্ত্যেবাল্পন্তু পক্ষেণ।
অর্শঃশ্বাসভগন্দরকাসকিলাসপ্রমেহশোষাংশ্চ।
না ভবতি কনকবর্ণঃ পীত্বারিষ্টং কনকবিন্দুম্ ॥৬১
ইতি কনকবিন্দ্বরিষ্টম্।
কুষ্ঠেষ্বনিলকফকৃতেষ্বেবং পেয়াস্তথা পিত্তেষু।
কৃতমূত্রক্বাথশ্চাপ্যেষ বিশেষাৎ কফকৃতেষু ॥৬২
ত্রিফলাসবশ্চ গৌড়ঃ সচিত্রকঃ শ্বিত্ররোগকুষ্ঠঘ্নঃ।
ক্রমুকদশমূলদন্তীবরাঙ্গমধুযোগসংযুক্তঃ ॥ ৬৩
লঘূনি চান্নানি হিতানি বিদ্যাৎ
কুষ্ঠেষু শাকানি চ তিক্তকানি।
ভল্লাতকৈশ্চ ত্রিফলৈঃ সনিম্বৈ-
র্যুক্তানি চান্নানি ঘৃতানি চৈব ॥
পুরাণধান্যান্যথ জাঙ্গলানি
মাংসানি মুদ্গাশ্চ পটোলযুক্তাঃ।
শস্তা ন গুর্ব্বম্লপয়োদধীনি
নানূপমৎস্যা ন গুড়াস্তিলাশ্চ ॥ ৬৪

এলা কুষ্ঠং দার্ব্বী শতপুষ্পা চিত্রকং বিড়ঙ্গঞ্চ।
কুষ্ঠালেপনমিষ্টঞ্চ রসাঞ্জনঞ্চাভয়া চৈব ॥ ৬৫
চিত্রকমেলাং বিম্বীং বৃষকত্রিবৃদর্কনাগরকম্।
চূর্ণীকৃতমষ্টাহং ভাবয়িতব্যং পলাশস্থ ॥
ক্ষারেণ গবাং মূত্রংস্রুতেন তেনাস্থ মণ্ডলাস্ত্বাশু।
ভিদ্যন্তে বিলয়ন্তি চ লিপ্তান্যর্কাভিতপ্তানি ॥৬৬
মাংসী মরিচং লবণং রজনী তগরং সুধা-
গৃহোদ্ধুমঃ।
মূত্রং পিত্তং ক্ষারঃ পালাশঃ কুষ্ঠঘ্নলেপঃ ॥ ৬৭
ত্রপু সীসময়শ্চূর্ণং মণ্ডলঘ্নং কস্তু চিত্রকং বৃহতী।
গোধারসঃ সলবণং দারু চ মূত্রঞ্চ মণ্ডলঘ্নং ॥ ৬৯
কদলীপলাশপাটলিনিচুলক্ষারাম্ভসা প্রসন্নেন।
মাংসেষু তোয়কার্য্যং কার্য্যং পিষ্টে চ কিণ্বে চ ॥
তৈর্ম্মোদকঃ সুজাতঃ কিণ্বৈর্জনিতপ্রলেপনং
শস্তম্।

মাস স্থাপন করিবে। এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাত্রানুযায়ী সেবন করিলে এক মাসের মধ্যে মহাকুষ্ঠ ও এক পক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ নষ্ট হয়। আর ইহাতে অর্শঃ, শ্বাস, ভগন্দর, কাস, কিলাস, প্রমেহ ও শোষের নিবৃত্তি এবং সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ হয়। ৬১

ইতি কনকবিন্দ্বরিষ্ট।

বাতকুষ্ঠ, শ্লেষ্মকুষ্ঠ ও পিত্তকুষ্ঠে এইরূপ পানীয় সকল ব্যবস্থেয়। বিশেষতঃ কফকুষ্ঠে ঔষধ সকল গোমূত্রের সহিত ক্বথিত করিয়া পান করিলে উপকার হয়। ৬২। ত্রিফলার আসব ও চিতাচূর্ণের সহিত গুড়জাত মদ্য পান করিলে শ্বিত্রকুষ্ঠ নষ্ট হয়। আর গুড়জাত মদ, সুপারী, দশমূল, দন্তী ও বরাঙ্গ (দারুচিনি) ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিলেও শ্বিত্রকুষ্ঠ নষ্ট হয়। ৬৩। কুষ্ঠরোগে লঘু অন্ন, তিক্তক শাক এবং ভল্লাতক, ত্রিফলা ও নিম্বের সহিত পক্ব অন্ন ও ঘৃত এবং পুরাতন ধান্য, জাঙ্গলমাংস, মুদ্গ ও পটোল হিতকর। গুরু, অম্ল, দুগ্ধ,

কর। ৬৪। কুষ্ঠে ছোট এলাচ, কুড়, দারুহরিদ্রা, শুল্‌ফা, চিতা, বিড়ঙ্গ ও অভয়ার প্রলেপ দিবে। ৬৫। গোমূত্র পলাশের ক্ষারের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপে গোমূত্রে চিতা, ছোট এলাচ, তেলাকুচা, বাসক, তেউড়ী, আকন্দ ও শুঁঠের চূর্ণ আট দিবস ভাবনা দিবে। তদ্দ্বারা কুষ্ঠে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রের তাপ দিলে কুষ্ঠের মণ্ডল সকল শীঘ্র প্রভিন্ন ও বিলীন হয়। ৬৬। জটামাংসী, মরিচ, সৈন্ধব, হরিদ্রা, তগরপাদিকা, মনসা, গৃহধূম (ঝুল), গোমূত্র, পিত্ত ও পলাশের ক্ষার একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ৬৭। ত্রপু (রঙ্গ), সীস, লৌহচূর্ণ, যজ্ঞডুমুর, চিতা ও বৃহতীর প্রলেপ কুষ্ঠরোগে প্রশস্ত। ৬৮। গোধারস (গোয়ালিয়া পাতার রস), সৈন্ধব, দেবদারু ও গোমূত্রের প্রলেপ কুষ্ঠরোগে প্রশস্ত। ৬৯। কদলী, পলাশ, পারুল ও হিজ্জলের পরিস্কৃত ক্ষারজলে মাংস পাক করিবে। আর সেই ক্ষারজলেই তণ্ডুল পেষণ ও সুরাকিণ্ব দ্রবীকৃত করিবে; অনন্তর সেই মাংস-পিষ্টক ও সুরাকিণ্ব দুই এক দিনের

মণ্ডলকুষ্ঠবিনাশনমাতপসংস্থে ক্রিমিঘ্নঞ্চ ॥ ৭০
মুস্তং মদনং ত্রিফলা করঞ্জআরগ্বধং কলিঙ্গযবাঃ
দার্ব্বী সসপ্তপর্ণা স্নানং সিদ্ধার্থকং নাম ॥
এষ কষায়ো বমনং বিরেচনং বর্ণকস্তথোদ্বর্ত্তঃ।
ত্বগ্দোষকুষ্ঠশোফপ্রধাবনঃ পাণ্ডুরোগঘ্নঃ ॥ ৭১
কুষ্ঠং করঞ্জবীজান্যেড়গজঃ কুষ্ঠসূদনো লেপঃ ॥৭২
প্রপুন্নাড়বীজসৈন্ধবরসাঞ্জনকপিত্থলোধ্রাশ্চ।
করবীরমূলবল্কঃ কুটজকরঞ্জয়োঃ ফলং
ত্বচো দার্ব্ব্যাঃ।
সুমনঃপ্রবালযুক্তো লেপঃ কুষ্ঠাপহঃ সিদ্ধঃ ॥ ৭৩
লোধ্রস্য ধাতকীনাং বৎসকবীজস্য নক্তমালস্য।
কল্কশ্চ মালতীনাং কুষ্ঠেষূদ্বর্ত্তনালেপঃ ॥ ৭৪
শৈরীষী ত্বক্ পুষ্পং কার্পাস্যা রাজবৃক্ষপত্রাণি।
পিষ্টা চ কাকমাচী চতুর্ব্বিধঃ কুষ্ঠনুল্লেপঃ ॥ ৭৫
ইতি চত্বারো লেপাঃ।

দার্ব্ব্যা রসাঞ্জনস্য চ নিম্বপটোলস্য খদিরসারস্য।
আরগ্বধবৃক্ষকয়োস্ত্রিফলায়াঃ সপ্তপর্ণস্য ॥
ইতি ষট্ কষায়যোগাঃ কুষ্ঠঘ্না নির্দ্দিষ্টা
সপ্তমশ্চ তিনিশস্য।
স্নানে পানে চ মতাস্তথাষ্টমশ্চার্শমারস্য ॥ ৭৬
আলেপনং প্রঘর্ষণমবচূর্ণনমেত এব চ কষায়াঃ।
তৈলঘৃতপাকযোগে চেষ্যন্তে কুষ্ঠশান্ত্যর্থম্ ॥ ৭৮
ত্রিফলানিম্বপটোলমঞ্জিষ্ঠা রোহিণী বচা রজনী।
এষ কষায়োঽভ্যস্তো হিনস্তি কফপিত্তজং কুষ্ঠম্
এতৈরেব চ সর্পিঃ সিদ্ধং বাতোল্বণং
জয়তি কুষ্ঠম্ ॥ ৭৯
এষ চ কল্পো দৃষ্টঃ খদিরাসনদারুনিম্বানাম্ ॥৮০
কুষ্ঠার্কতুত্থকটুফলমূলকবীজানি রোহিণী কটুকা।
কুটজফলোৎপলমুস্তং বৃহতীকরবীরকাশীশম্ ॥

মোদক হইতে কিঞ্চ গ্রহণ করিয়া প্রলেপ দিলে মণ্ডলকুষ্ঠ নষ্ট হইবে আর ঐ সকল প্রলেপ কুষ্ঠে মাখাইয়া রৌদ্রে থাকিলে কুষ্ঠের কৃমি নষ্ট হইবে। ["গোধাপদী" এইরূপ পাঠ হওয়া সম্ভব। গোধাপদী অসাধারণ দুষ্টক্ষতনাশক] ৭০। মুস্তা, মদনফল, ত্রিফলা, ডহরকরঞ্জ, আরগ্বধ (সোঁদাল), ইন্দ্রযব, যব, দারুহরিদ্রা, ছাতিম ও শ্বেতসর্ষপ এই সকলের সহিত সিদ্ধ জলে কুষ্ঠরোগী স্নান করিবে। আর এই কষায় পান করিলে বমন ও বিরেচন হইয়া কুষ্ঠের উপশম হয়। আর এই সকলের কল্ক দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে কুষ্ঠরোগীর বর্ণবৃদ্ধি হয় এবং ত্বগ্দোষ, কুষ্ঠ, শোথ ও পাণ্ডুরোগের উপশম হয়। ৭১। কুড়, করঞ্জবীজ ও চাকুন্দে বীজের প্রলেপ কুষ্ঠনাশক। ৭২। প্রপুন্নাড়বীজ (চাকুন্দে বীজ), সৈন্ধব, রসাঞ্জন, কপিত্থ (কায়েদবেল), লোধ, করবীরমূল, কুড়চী, ডহরকরঞ্জবীজ, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রার ত্বক্ ও জাতিপল্লবের লেপ দৃষ্টফল কুষ্ঠনাশক প্রলেপ। ৭৩। লোধ, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, ডহরকরঞ্জ ও মালতীর কল্ক কুষ্ঠে উদ্বর্ত্তন ও লেপ

কার্পাসত্বক্, সোঁদালুর পাতা ও কাকমাচীর কল্ক এই চতুর্ব্বিধ প্রলেপ কুষ্ঠনাশক। ৭৫

ইতি চতুর্ব্বিধ প্রলেপ।

দারুহরিদ্রা ও রসাঞ্জনের কাথ। নিমছাল ও পল্তার কাথ। খদিরত্বক্ ও খদিরসারের কাথ। সোঁদাল ও ইন্দ্রযবের কাথ। ত্রিফলার কাথ। ছাতিমের কাথ এবং তিনিশের কাথ স্নান ও পানে ব্যবহার করিলে কুষ্ঠনাশক হয়। এইরূপ তিনিশের (তিনিশ আবলুশ ইতি গঙ্গাধর) সারও কুষ্ঠনাশক। ৭৬। কুষ্ঠশান্তির নিমিত্ত ঐ সকল দ্রব্য আলেপন ও ঘর্ষণে ব্যবহৃত হয়, আর উহাদের চূর্ণ ও কষায় সেবন করা যায় এবং ঐ সকল দ্রব্যের কষায় ও কল্ক তৈল ও ঘৃতের পাকেও ব্যবহৃত হয়। ৭৭। ত্রিফলা, নিম্ব, পল্তা, মঞ্জিষ্ঠা, কটকী, বচ ও হরিদ্রা ইহাদের কষায় অভ্যাস করিলে কফপিত্তজাত কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ৭৮। ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত বাতোল্বণ কুষ্ঠ নাশ করে। ৭৯। এইরূপে খদির, দেবদারু ও নিম্বের কষায় প্রভৃতি কল্পনা করিয়া কুষ্ঠে প্রয়োগ করা যায়। ৮০। কুড়, আকন্দ, তুঁতিয়া (তুত্থ), কটুফল (কায়-

এড়গজনিম্বপাঠা দুরালভা চিত্রকো বিড়ঙ্গঞ্চ।
তিক্তেক্ষাকুবীজং কম্পিল্লকসর্ষপবচা দার্ব্বী ॥
এতৈস্তৈলং সিদ্ধং কুষ্ঠঘ্নং যোগ এষ বা লেপঃ।
উদ্বর্ত্তনং প্রঘর্ষণমবচূর্ণনমেষ এবেষ্টঃ ॥ ৮১

শ্বেতকরবীরকরসো গোমূত্রং চিত্রকো বিড়ঙ্গশ্চ।
কুষ্ঠেষু তৈলযোগঃ সিদ্ধোঽয়ং সম্মতো
ভিষজাম্ ॥ ৮২

ইতি শ্বেতকরবীরাদ্যং তৈলম্।

শ্বেতকরবীরপল্লবমূলত্বগ্ বৎসকবিড়ঙ্গাশ্চ।
কুষ্ঠার্কমূলসর্ষপশিগ্রুত্বগ্রোহিণী কটুকা ॥
এতৈস্তৈলং সাধ্যং কল্কৈঃ পাদাংশিকৈ-
র্গবাং মূত্রম্।
দত্ত্বা তৈলচতুর্গুণমভ্যঙ্গঃ কুষ্ঠকণ্ডুঘ্নঃ ॥ ৮৩

ইতি শ্বেতকরবীরপত্রাদ্যং তৈলম্।

তিক্তেক্ষাকুবীজং দ্বে তুথে রোচনা হরিদ্রে দ্বে
বৃহতীফলমেরণ্ডঃ সবিশালশ্চিত্রকো মূর্ব্বা ॥
কাশীশহিঙ্গুশিগ্রুত্র্যূষণসুরদারুতুম্বুরুবিড়ঙ্গম্
লাঙ্গলকং কূটজত্বক্ কটুকাখ্যা রোহিণী চৈব।
সর্ষপকল্কেরেতৈর্মূত্রে চতুর্গুণে সাধ্যম্
কণ্ডুকুষ্ঠবিনাশনমভ্যঙ্গান্মারুতকফঘ্নং তৈলম্ ॥৮৪

ইতি বা তৈলম্।

কনকক্ষীরী শৈলা ভার্গী দন্তী ফলানি মূলঞ্চ।
জাতীফলানি প্রবালসর্ষপলশুনবিড়ঙ্গং করঞ্জত্বক্
সপ্তচ্ছদার্কপল্লবমূলত্বঙ্ নিম্বচিত্রকাস্ফোতাঃ
গুঞ্জৈরণ্ডবৃহতীমূলকসুরসার্জ্জককলানি ॥
কুষ্ঠং পাঠা মুস্তং তুম্বুরুমূর্ব্বাবচাঃ সষড়্গ্রন্থাঃ।
এড়গজকুটজশিগ্রুত্র্যূষণভল্লাতকক্ষবকাঃ ॥
হরিতালমবাক্পুষ্পী তুত্থং কম্পিল্লকোঽমৃতাসঙ্গঃ
সৌরাষ্ট্রীকাশীশং দার্ব্বী ত্বক্ সর্জ্জিকালবণম্ ॥
কল্কৈরেতৈস্তৈলং করবীরকমূলকপল্লবকষায়ে।
সার্ষপমথবা তৈলং গোমূত্রচতুর্গুণং সাধ্যম্ ॥

মুতা, বৃহতী, করবীর, কাশীশ (হিরাকস), চাকুন্দে, নিম, আকনাদি, দুরালভা, চিতা, বিড়ঙ্গ, তিতলাউয়ের বীজ, কমলাগুঁড়ি, সর্ষপ, বচ এবং দারুহরিদ্রার সহিত সিদ্ধ তৈলে কুষ্ঠ নাশ হয়। আর এই সমুদায়ের প্রলেপ, উদ্বর্ত্তন, ঘর্ষণ ও অবচূর্ণন (চূর্ণ নিক্ষেপ) কুষ্ঠনাশক। ৮১

ইতি খদিরাদ্য তৈল।

শ্বেতকরবীর, গোমূত্র, চিতা এবং বিড়ঙ্গ দ্বারা সিদ্ধতৈল কুষ্ঠনাশক, দৃষ্টফল ও চিকিৎসকদিগের অভিমত। ৮২

ইতি শ্বেতকরবীরাদ্য তৈল।

শ্বেতকরবীরের পত্র ও মূলের ত্বক্, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, কুড়, আকন্দের মূল, সর্ষপ, সজিনাছাল, ও কটকীর কল্ক; কল্কের চতুর্গুণ তৈল এবং তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র একত্র পাক করিয়া তৈলশেষে নামাইতে হয়। এই তৈলের অভ্যঙ্গ কুষ্ঠনাশক। ৮৩

ইতি শ্বেতকরবীরপত্রাদ্য তৈল।

তিক্ত ইক্ষাকুর (তিতলাউয়ের) বীজ, দুই প্রকার তুঁতিয়া (তুঁতে ও অমৃতাসঙ্গনামক বৃহতীর ফল, এরণ্ডমূল, রাখালশশার মূল, চিতা, মূর্ব্বা (মুগরো), কাশীশ (হিরাকস), হিঙ্গু, শিগ্রু (সজিনাছাল), ত্রিকটু, দেবদারু, তুম্বুরু (নেপালী ধনে), বিড়ঙ্গ, বিষলাঙ্গুলী, কুড়চীছাল, কটকী ও শ্বেতসর্ষপের কল্ক; সর্ষপতৈল ও তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র একত্র পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে কণ্ডু, কুষ্ঠ, বাত ও কফ নষ্ট হয়। ৮৪। স্বর্ণক্ষীরী, মনঃশিলা, বামনহাটী, দন্তীফল, দন্তীমূল, জাতীফল (জায়ফল), জাতীপল্লব, শ্বেতসর্ষপ, লশুন, বিড়ঙ্গ, ডহরকরঞ্জের ছাল, ছাতিমছাল, আকন্দের পত্র, মূল ও ত্বক্, নিমছাল, চিতা, আস্ফোতা (হাপরমালী), গুঞ্জা, এরণ্ড, বৃহতী, মূলক, সুরস-তুলসী, অর্জ্জক তুলসী, মদনফল, কুড়, আকনাদি, মুতা, তুম্বুরু-ধনে, মূর্ব্বা, বচ, চাকুন্দে, কুড়চী, সজিনা, ভেলা, ক্ষবক-তুলসী, হরিতাল, অবাকপুষ্পী (গুলফা), তুত্থ (তুঁতে), কমলাগুঁড়ি, অমৃতাসঙ্গ (তুঁতে বিশেষ), সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, সীসা, দারুহরিদ্রা, সর্জ্জিকাক্ষার ও সৈন্ধব এই সমুদায়ের কল্ক;

স্থাপ্যং কটুকালাবুনি তৎ সিদ্ধং তৈলমস্থ
মণ্ডলান্যাশু।
ভিন্দ্যাদ্বিষগভ্যঙ্গাৎ ক্রিমীংশ্চ কণ্ডুং বিনিহন্যাৎ
ইতি কনকক্ষীরী-তৈলম্।
কুষ্ঠং তমালপত্রং মরিচং সমনঃশিলং সকাশীশম্
তৈলেন যুক্তমুচিতং সপ্তাহং ভাজনে তাম্রে॥
তেনালিপ্তং সিধ্মং সপ্তাহাদ্ব্যেতি তিষ্ঠতো ঘর্মে
মাসান্নবং কিলাসং স্নানং মুক্তা বিশুদ্ধতনোঃ॥৮৬
ইতি সিধ্মলেপঃ।
সর্ষপকরঞ্জকোশাতকানাং তৈলান্যথেঙ্গুদীনাঞ্চ।
কুষ্ঠেষু হিতান্যাহুস্তৈলং যচ্চাপি খদিরস্য॥ ৮৭
ইতি তৈলানি।
জীবন্তী মঞ্জিষ্ঠা দার্ব্বী কম্পিল্লকস্তথা তুত্থম।
এষ ঘৃততৈলপাকঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধে চ সর্জ্জরসঃ॥

ক্ষেপ্যঃ সমধূচ্ছিষ্টো বিপাদিকা নশ্যতি ব্যাঙ্গা।
চর্ম্মৈককুষ্ঠং কিটিমং কুষ্ঠং শাম্যত্যলসকঞ্চ॥ ৮৮
ইতি বিপাদিকায়াম্।
কিণ্বং বরাহরুধিরং পৃথ্বীকা সৈন্ধবঞ্চ লেপঃ স্যাৎ
লেপো যোজ্যঃ কুস্তুম্বুরূণি কুষ্ঠঞ্চ মণ্ডলঘ্নং॥৮৯
ইতি মণ্ডলকুষ্ঠে লেপঃ।
পূতিকাদারুজটিলা পক্বসুরা ক্ষৌদ্রমুদ্গপর্ণ্যৌ চ
লেপঃ সকাকনাসো মণ্ডলকুষ্ঠাপহঃ সিদ্ধঃ॥ ৯০
ইতি মণ্ডলকুষ্ঠে দ্বিতীয়ো লেপঃ
চিত্রকশোভাঞ্জনকৌ গুড়ূচ্যপামার্গদেবদারূণি।
খদিরো ধবশ্চ লেপঃ শ্যামা দন্তী দ্রবন্তী চ॥
লাক্ষারসাঞ্জনৈলাঃ পুনর্নবা চেতি কুষ্ঠিনো লেপাঃ
দধিমণ্ডযুক্তাঃ সর্ব্বে দেয়াঃ ষণ্ণাকৃতকফঘ্নাঃ॥ ৯১
ইতি ষট্ লেপাঃ।

তৈল এবং তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র একত্র পাক করিয়া তৈল প্রস্তুত করিবে এবং ঐ তৈল তিতলাউয়ের খোলের মধ্যে স্থাপন করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে মণ্ডল, ক্রিমি ও কণ্ডু শীঘ্র নষ্ট হয়। [গঙ্গাধরমতে গোমূত্র দিলেও হয়, না দিলেও হয়]। ৮৫।

ইতি কনকক্ষীরী তৈল।

কুড়, তমালপত্র, মরিচ, মনঃশিলা ও কাশীশ (হিরাকস) এই সকল চূর্ণ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাম্রপাত্রে রাখিবে। এই তৈল মাখিয়া রৌদ্রে থাকিলে সপ্তাহের মধ্যে সিধ্মকুষ্ঠ নষ্ট হয়। আর স্নানবর্জ্জনপূর্ব্বক পরিষ্কৃত-শরীরে এক মাস পর্য্যন্ত এই তৈল মর্দ্দন করিলে কিলাস (ইহা শ্বিত্র বিশেষ। ইহার বর্ণ অরুণ) নামক কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ৮৬

ইতি সিধ্মলেপ।

শ্বেতসর্ষপ, ডহরকরঞ্জ, কোশাতকী বীজ, ইঙ্গুদী ফল ও খদির এই সমুদায়ের পৃথক্ পৃথক্ তৈল কুষ্ঠনাশক। ৮৭

ইতি কুষ্ঠঘ্ন তৈলসমূহ।

জীবন্তী, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, কমলাগুঁড়ি ও তুঁতের সহিত ঘৃত ও তৈল একত্র পাক স্নেহ মর্দ্দন করিলে বিপাদিকা (পাদস্ফোট ও করস্ফোট), চর্ম্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম, কুষ্ঠ-ক্ষত ও অলসক নষ্ট হয়। [গঙ্গাধর এইরূপ অর্থ করেন ;—জীবন্তী, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা ও কমলাগুঁড়ি এই কয়েক দ্রব্যের কল্ক যত, তুত্থ তত, একত্র ঘৃত বা সর্ষপতৈল অথবা ঘৃত ও সর্ষপ উভয় তৈলের সহিত পাক করিবে] ।৮৮

ইতি বিপাদিকাস্নেহ।

সুরাবীজ, বরাহরক্ত, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবের লেপ মণ্ডল কুষ্ঠ নাশ করে। ধনে ও কুড়ের প্রলেপ ও মণ্ডলকুষ্ঠ নাশ করে। ৮৯

ইতি মণ্ডলকুষ্ঠলেপ।

নাটাকরঞ্জ, দেবদারু, জটামাংসী, পক্বসুরা (বারুণী প্রভৃতি), মধু, মুদ্গপর্ণী ও কাকনাসার প্রলেপ মণ্ডলকুষ্ঠ নাশ করে দেখা গিয়াছে। ৯০

ইতি মণ্ডলকুষ্ঠে দ্বিতীয় লেপ।

চিতা ও সজিনা। গোলঞ্চ, অপামার্গ (আপাং) ও দেবদারু। খদির ও ধব-খদির। শ্যামা (অনন্তমূল), দন্তী ও দ্রবন্তী। লাক্ষা, রসাঞ্জন ও এলাচী এবং পুনর্নবা এই ছয়টী দধিমণ্ডের সহিত পৃথক্ পৃথক্ পেষণ করিলে

এড়গজকুষ্ঠসৈন্ধবসৌবীরকসর্ষপৈঃ ক্রিমিঘ্নৈশ্চ।
ক্রিমিকুষ্ঠমণ্ডলাখ্যং দদ্রুকুষ্ঠঞ্চ শমমুপৈতি ॥ ৯২

ইতি এড়গজাদিলেপঃ।

এড়গজঃ সর্জ্জরসো মূলকবীজঞ্চ সিধ্মকুষ্ঠানাম্।
কাঞ্জিকযুক্তস্তু পৃথগ্‌ঘৃতমিদমুদ্বর্ত্তনং ক্রমশো
লেপাঃ ॥ ৯৩

ইতি সিধ্মকুষ্ঠে লেপঃ।

বাসা ত্রিফলা পানে স্নানে চোদ্বর্ত্তনে
প্রলেপে চ ॥ ৯৪

বৃহতী সেব্যপটোলাঃ সশারিবা রোহিণী চৈব
খদিরাবঘাতককুভা রোহীতককুটজধবনিম্বাঃ ॥
সপ্তচ্ছদকরবীরাঃ শস্তস্তে স্নানপানেষু ॥ ৯৫

ইতি কুষ্ঠে স্নানং পানঞ্চ।

জলবাপ্যলোহকেশরপত্রপ্লবচন্দনং মৃণালানি।
ভাগোত্তরাণি সিদ্ধং প্রলেপনং পিত্তকফ-
কুষ্ঠে ॥ ৯৬

যষ্ট্যাহ্বলোধ্রপদ্মকপটোলপিচুমর্দ্দচন্দনরসাশ্চ।
স্নানে পানে চ হিতাঃ সুশীতলাঃ পিত্ত-
কুষ্ঠেভ্যঃ ॥ ৯৭

আলেপনং প্রিয়ঙ্গুর্হরেণুকা বৎসকস্য চ ফলানি
সাতিবিষা চ সেব্যা সচন্দনা রোহিণী কটুকা।
তিক্তঘৃতৈর্ধৌতঘৃতৈরভ্যঙ্গো দহ্যমান-
কুষ্ঠেষু ॥ ৯৮

ইতি অভ্যঙ্গঃ।

তৈলৈশ্চন্দনমধুকপ্রপৌণ্ডরীকোৎপলযুতৈশ্চাভ্যঙ্গঃ
ইতি দ্বিতীয়োঽভ্যঙ্গঃ।

ক্লেদে প্রপততি চাঙ্গে দাহে বিস্ফোটকে
সচর্ম্মদলে।
শীতাঃ প্রদেহসেকা ব্যধনবিরেচকৌ ঘৃতং
তিক্তম্।
খদিরঘৃতং নিম্বঘৃতং দার্ব্বীঘৃতমুত্তমং পটোল-
ঘৃতম্ ॥ ১০০

সকলগুলিই আবার বাতশ্লেষ্মঘ্ন [পুনর্নবা ত্রিদোষঘ্ন অথচ রক্তপিত্তনাশক]। ৯১

ইতি ষট্ লেপ।

চাকুন্দে বীজ (এড়গাজ), কুড়, সৈন্ধব, সৌবীর, সর্ষপ ও বিড়ঙ্গের প্রলেপ—ক্রমি, কুষ্ঠ, মণ্ডল ও দদ্রু নাশ করে। ৯২

ইতি এড়গজাদি প্রলেপ।

চাকুন্দে-বীজ, ধুনা ও মূলকবীজ পৃথক্ পৃথক্ কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া উদ্বর্ত্তন ও তৎপরে প্রলেপ দিলে সিধ্মকুষ্ঠ নষ্ট হয়। ৯৩

ইতি সিধ্মকুষ্ঠে লেপ।

কুষ্ঠশান্তির জন্য বাসা ও ত্রিফলা পানে, স্নানে, উদ্বর্ত্তনে ও প্রলেপে ব্যবহার করিতে হয়। ৯৪। বৃহতী, বেণার মূল, পলতা, অনন্তমূল, কট্‌কী, খদিরসার, অর্জ্জুন, রোহীতক, কুড়চী, ধব, খদির, নিমছাল, ছাতিমছাল ও করবীরছাল স্নান ও পানে প্রশস্ত। [তন্মধ্যে করবীরছাল ও পত্রাদি স্নানেই ব্যবহার করিতে হয়]। ৯৫।

ইতি কুষ্ঠে স্নান ও পান।

জল (বালা), বাপ্য (কুড়), লৌহচূর্ণ, নাগকেশর, পত্র (তেজপাতা), প্লব (কৈবর্ত্ত-মুস্তা) ... পর পর এক এক ভাগ অধিক পরিমাণে লইয়া পিত্তকফজনিত কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে ফলদায়ক হয়। ৯৬। যষ্টিমধু, লোধ, পদ্মকাষ্ঠ, পলতা, নিম ও রক্তচন্দনের কাথ (রস) সুশীতল করিয়া, পিত্তকুষ্ঠে স্নানে ব্যবহার করিতে হয়। ৯৭। প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, ইন্দ্রযব, আতইচ, বেণার মূল, রক্তচন্দন ও কট্‌কী এই সমুদায় দ্রব্যের আলেপন বা তিক্তক ঘৃত বা শতধৌত ঘৃত কুষ্ঠের দাহ নিবারণ করে। ৯৮

ইতি অভ্যঙ্গ।

সেইরূপ রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, নীলোৎপল, ঘৃতের সহিত তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে কুষ্ঠের দাহ নিবারিত হয়।৯৯।

ইতি দ্বিতীয় অভ্যঙ্গ।

কুষ্ঠে ক্লেদ-স্রাব হইতে থাকিলে বা অঙ্গ খসিয়া পড়িতে থাকিলে বা দাহ হইলে শীতল প্রলেপ, সেক, শিরাব্যধন, বিরেচন, তিক্তক-ঘৃত, খদিরঘৃত, নিম্বঘৃত, দার্ব্বীঘৃত ও পটোল-

কুষ্ঠেষু রক্তপিত্তপ্রবলেষু ভিষগ্জিতং সিদ্ধম্।
ত্রিফলাত্বচোঽর্দ্ধপলিকাঃ পটোলপত্রঞ্চ
কার্ষিকাঃ শেষাঃ।
কটুরোহিণী সনিম্বা যষ্ট্যাহ্বা ত্রায়মাণা চ।
এষ কষায়ঃ সাধ্যো দত্ত্বা দ্বিপলং মসূরাণাম্॥
সলিলাঢকেঽষ্টভাগে শেষে পূতো রসো গ্রাহ্যঃ॥
তে চ কষায়াষ্টপলেঁঃ চতুষ্পলং সর্পিষশ্চ পক্তব্যম্
যাবৎ স্যাদষ্টপলং শেষং পেয়ং ততঃ কোঞ্চম্।
তদ্বাতপিত্তকুষ্ঠং বীসর্পং বাতশোণিতং প্রবলম্।
জ্বরদাহগুল্মবিদ্রধি-বিভ্রমবি-স্ফোটকান্ হন্তি॥১০১
নিম্বপটোলে দার্ব্বীং দুরালভাং তিক্তরোহিণীং
ত্রিফলাম্।
কুর্য্যাদর্দ্ধপলাংশং পর্পটকং ত্রায়মাণাঞ্চ।
সলিলাঢকসিদ্ধানাং রসেঽষ্টভাগস্থিতে ক্ষিপেৎ
পূতে॥
চন্দনকিরাততিক্তকমাগধিকাস্ত্রায়মাণাঞ্চ।
মুস্তং বৎসকবীজং কল্কীকৃত্যার্দ্ধকার্ষিকান্ ভাগান্
নবসর্পিষশ্চ ষট্পলমেতৎ সিদ্ধং ঘৃতং পেয়ম্।
কুষ্ঠজ্বরগুল্মার্শোগ্রহণীপাণ্ডাময়শ্বয়থুহারি।
বিসর্পপিড়কপামাকণ্ডুমদগণ্ডনুৎ তিক্তম্॥১০২
ইতি তিক্তষট্পলকং ঘৃতম্।
সপ্তচ্ছদং প্রতিবিষং শম্পাকং তিক্তরোহিণীং
পাঠাম্।
মুস্তমুশীরং ত্রিফলাং পটোলপিচুমর্দ্দপর্পটকম্॥
ধন্বযবাসং চন্দনমুপকুল্যাং পদ্মকং রজন্যৌ চ।
ষড়্গ্রন্থাং সবিশালাং শতাবরীং শারিবে চোভে
বৎসকবীজং বাসাং মূর্ব্বামমৃতং কিরাততিক্তকঞ্চ
কল্কান্ কুর্য্যান্মতিমান্ যষ্ট্যাহ্বাং ত্রায়মাণাঞ্চ॥
কল্কস্য চতুর্ভাগে জলমষ্টগুণং রসোঽমৃতফলানাম্
দ্বিগুণো ঘৃতাৎ প্রদেয়স্তৎ সর্পিঃ পায়য়েৎ সিদ্ধম্
কুষ্ঠানি রক্তপিত্তপ্রবলান্যর্শাংসি রক্তবাহীনি।
বীসর্পমম্লপিত্তং বাতাসৃক্পাণ্ডুরোগঞ্চ॥
বিস্ফোটকান্ সপামানুন্মাদং কামলাং জ্বরং
কণ্ডুম্।
হৃদ্রোগং গুল্মপিড়কা অসৃগ্দরং গণ্ডমালাঞ্চ॥
হন্যাদেতৎ সর্পিঃ পীতং কালে যথাবলং সদ্যঃ।

দলকুষ্ঠেও এই সকল ক্রিয়া ও ঘৃত প্রশস্ত। ১০০। রক্তপিত্ত প্রধান কুষ্ঠে এই যোগটী দৃষ্টফল। ত্রিফলার ত্বক্ ৪ তোলা, পল্‌তা ৪ তোলা, আর কট্‌কী, নিমছাল, যষ্টিমধু ও বলাডুমুরলতা পৃথক্ পৃথক্ ২ তোলা; অনন্ত মূল ২ পল (যোলতোলা) আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া আটভাগের এক ভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্বাথের ৮ পল ৪ পল ঘৃতের সহিত পাক করিয়া আট পল শেষ থাকিতে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিবে। এই ঔষধ বাতপিত্তকুষ্ঠ, বিসর্প, প্রবল বাতরক্ত, জ্বর, দাহ, গুল্ম, বিদ্রধি, বিভ্রম (উন্মাদ) ও বিস্ফোটক নাশ করে। ১০১। নিমছাল, পলতা, দারুহরিদ্রা, দুরালভা, কট্‌কী, ত্রিফলা, ক্ষেতপাবড়া ও বলালতা পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধপল যোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর উহাতে রক্তচন্দন, কট্‌কী, পিপুল, বলালতা, মুতা ও ইন্দ্রযবের চূর্ণ পল মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে কুষ্ঠ, জ্বর, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণীরোগ, পাণ্ডু, শোথ, বিসর্প, পিড়কা, পামা, কণ্ডু, মদাত্যয় ও গলগণ্ড নষ্ট হয়। ১০২।

ইতি তিক্তষট্‌পল ঘৃত।

ছাতিমছাল, আতইচ, সম্পাক (সোঁদাল) কটুরোহিণী, আকনাদি, মুতা, বেণার মূল, ত্রিফলা, পলতা, নিম্ব, ক্ষেতপাবড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, উপকুল্যা (পিপুল), পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশসা, শতমূলী, অনন্তমূল ও শ্যামালতা, ইন্দ্রযব, বাসক, মূর্ব্বা (মুগরো), গোলঞ্চ, চিরেতা, যষ্টিমধু ও বলালতার কল্ক ঘৃতের চতুর্থ ভাগ। জল আট গুণ; ঘৃতের দ্বিগুণ আমলকীর রস এবং ঘৃত একত্র পাক করিবে। সেই ঘৃত পান করিলে কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, প্রবল রক্তার্শঃসমূহ, বিসর্প, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, পাণ্ডুরোগ, বিস্ফোটক, পামা, উন্মাদ, কামলা, জ্বর, কণ্ডু, হৃদ্রোগ,

রোগশতৈরপ্যজিতান্ মহাবিকারান
মহাতিক্তম্ ॥ ১০৩

ইতি মহাতিক্তকং ঘৃতম্।

দোষে হৃতেহপনীতে রক্তে বাহ্যান্তরে কৃতে শমনে।

স্নেহে চ কালযুক্তে ন কুষ্ঠমনুবর্ত্ততে সাধ্যম্ ॥
খদিরস্থ তুলাঃ পঞ্চ শিংশপাশনয়োস্তুলে।
তুলার্দ্ধা সর্ব্ব এবৈতে করঞ্জারিষ্টবেতসাঃ ॥
পর্পটঃ কুটজশ্চৈব বৃষঃ ক্রিমিহরস্তথা।
হারিদ্রো কৃতমালশ্চ গুড়ূচী ত্রিফলা ত্রিবৃৎ ॥
সপ্তপর্ণশ্চ সঙ্কুণ্ণা দশদ্রোণেষু বারিণঃ।
ধাত্রীরসঞ্চ তুল্যাংশং সর্পিষশ্চাঢ়কং পচেৎ ॥
অষ্টভাগাবশেষন্তু কসায়মবতারয়েৎ।
মহাতিক্তককল্কৈস্তু যথোক্তৈঃ পলসম্মিতৈঃ ॥
নিহন্তি সর্ব্বকুষ্ঠানি পানাভ্যঙ্গানি সেবনাৎ।

এই ঘৃত যথাকালে যথাবল পান করিতে হয় যে সকল রোগ শত শত যোগ দ্বারাও শান্ত না হয়, এই মহাতিক্তক ঘৃত তাহাদিগকেও হরণ করিতে পারে। ১০৩

ইতি মহাতিক্তক ঘৃত।

দোষ অপহৃত, রক্ত অপনীত, সংশমন যোগ সকল বাহ্য ও অভ্যন্তরে ব্যবহৃত এবং কুষ্ঠনাশক তৈল ও ঘৃত সকল যথাকালে সেবিত হইলে সাধ্যকুষ্ঠ সকল আর থাকিতে পারে না। ১০৪। খদির কাষ্ঠ পঞ্চতুলা (সাড়ে বাষট্টি সের), শিংশপা (শিশু) ও অশন (পেয়াসাল), পৃথক্ পৃথক্ একতুলা (সাড়ে বার সের), নাটাকরঞ্জ, নিমছাল, বেতস, ক্ষেতপাবড়া, কুড়চী, বাসক, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কৃতমাল (সোঁদাল), গোলঞ্চ, ত্রিফলা, তেউড়ী ও ছাতিমছাল সমুদায়ে অর্দ্ধতুলা (সওয়া ছয় সের) উত্তমরূপে কুটিয়া দশ দ্রোণ (দ্বৈগুণ্য হেতু ষোলমণ) জলে সিদ্ধ করিবে। আটভাগের এক ভাগ অবশেষ থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। অন- ... ঐ কাথের সহিত আমলকীর রস ষোলসের,

মহাখদিরমিত্যেতৎ পরং কুষ্ঠবিকারনুৎ ॥ ১০৫

ইতি মহাখদিরং ঘৃতম্।

প্রপতৎস্বলসীকাপ্রস্রুতেষু গাত্রেষু জন্তুজগ্ধেষু
মূত্রং নিম্ববিড়ঙ্গে স্নানং পানং প্রদেহশ্চ ॥ ১০৬
বৃষকুটজসপ্তপর্ণাঃ করবীরকরঞ্জনিম্বখদিরাশ্চ।
স্নানে পানে লেপে ক্রিমিকুষ্ঠনুদঃ সগোমূত্রাঃ ॥

ইতি চ ক্রিমিকুষ্ঠে।

পানাহারবিধানে প্রসেচনে ধূপনে প্রদেহে চ।
ক্রিমিনাশনং বিড়ঙ্গং বিশিষ্যতে কুষ্ঠহৃৎ
খদিরঃ। ১০৮

ইতি বা ক্রিমিকুষ্ঠে।

এড়গজঃ সবিড়ঙ্গো মূল্যারগ্বধস্তু কুষ্ঠানাম্।

ঘৃতোক্ত কল্ক পৃথক্ পৃথক্ এক এক পল দিয়া পাক করিবে। এই মহাখদির ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গ করিলে সর্ব্ব কুষ্ঠ নাশ হয়। ইহা পরম কুষ্ঠনাশক। ১০৫

ইতি মহাখদিরঘৃত।

কুষ্ঠরোগে অঙ্গ খসিয়া পড়িতে থাকিলে গাত্রে লসীকা স্রাব হইতে থাকিলে ও শরীর ক্রিমি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে থাকিলে গোমূত্র অথবা নিম্বসিদ্ধ জল অথবা বিড়ঙ্গের জল অথবা তৎসমুদয় একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ স্নান, পান ও প্রলেপে ব্যবহার করা উচিত। [প্রলেপ স্থলে সিদ্ধ দ্রব্যগুলি পেষণ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়]। ১০৬। বাসক, কুড়চী ছাতিম, করবীর, করঞ্জ (নাটাকরঞ্জ বা ডহর-করঞ্জ বা উভয়) ও নিমছাল এবং খদিরকাষ্ঠ (বা খদির) গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ স্নানে, পানে, প্রলেপে ব্যবহার করিলেও কুষ্ঠের ক্রিমি নষ্ট হয়। ১০৭।

ইতি ক্রিমিকুষ্ঠে স্নান পান ও প্রলেপ।

পান, আহার, প্রসেক, ধূপন ও প্রলেপে বিড়ঙ্গ প্রয়োগ করিলে বিশেষরূপে ক্রিমি নষ্ট ।। আর খদির প্রয়োগ করিলে বিশেষরূপে কুষ্ঠনাশ করে। ১০৮

ইতি ক্রিমিকুষ্ঠে।

উদ্দালনং শ্বদন্তা গোহশ্ববরাহোষ্ট্রদন্তাশ্চ ॥ ১০৯
এড়গাজঃ সবিড়ঙ্গো রজনীদ্বয়রাজবৃক্ষমূলঞ্চ।
কুষ্ঠোদ্দালনমগ্র্যং সপিপ্পলীপাকলং যোজ্যম্ ॥১০
শ্বিত্রাণাং প্রশমার্থং প্রয়োক্তব্যং সর্ব্বতো
বিশুদ্ধানাম্ ॥ ১১১
শ্বিত্রে স্রংসনমগ্র্যং মলপূরস ইষ্যতে সগুড়ঃ।
তং পীত্বা সুস্নিগ্ধো যথাবলং সূর্য্যপাদসন্তাপম্।
সেবেত বিরিক্তশ্চ ত্র্যহং পিপাসুঃ পিবেৎ
পেয়াম্ ॥ ১১২
শ্বিত্রেহঙ্গে যে স্ফোটা জায়ন্তে কণ্টকেন
তান্ ভিন্দ্যাৎ।
স্ফোটেষু বিস্রুতেষু প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেৎ পক্ষম্
মলপূমশনং প্রিয়ঙ্গুং শতপুষ্পাঞ্চাম্ভসা
সমুৎক্বাথ্য ॥ ১১৩

পালাশং বা ক্ষারং যথাবলং ফাণিতোপেতম্।
যচ্চান্যৎ কুষ্ঠঘ্নং শ্বিত্রাণাং সর্ব্বমেব তচ্ছস্তম্।
খদিরোদকসংযুক্তং খদিরোদকপানমগ্র্যম্ ॥১১৪
মনঃশিলং বিড়ঙ্গং কাশীশং রোচনাং
কনকপুষ্পীম্।
শ্বিত্রাণাং প্রশমার্থং সসৈন্ধবং লেপনংদদ্যাৎ ॥১১৫
ইতি শ্বিত্রে লেপঃ।
কদলীক্ষারযুতং বা খদিরাস্থিদগ্ধং গবাং
রুধিরযুক্তম্।
হস্তিমদাধ্যুষিতং বা মালত্যাঃ ক্ষারকক্ষারম্ ॥১১৬
ইতি লেপঃ।

কুক্কুরদন্ত, গোদন্ত (হরিতাল বিশেষ); অশ্বদন্ত, বরাহদন্ত ও উষ্ট্রদন্ত কুষ্ঠের উদ্দালনে (উদ্বর্ত্তনে) হিতকর। ১০৯। চাকুন্দে বীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোঁদালের মূল, পিপুল ও পাকলছাল কুষ্ঠের উদ্দালনে ব্যবহার করা যায়। ১১০। অনন্তর শ্বিত্ররোগের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। শ্বিত্রসমূহে প্রথমতঃ সর্ব্বতোভাবে শোধন প্রয়োগ করিয়া পরে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ১১১। শ্বিত্ররোগে বিরেচনের নিমিত্ত গুড়ের সহিত মলপূরস (মলপূ কাকডুম্বুর) প্রশস্ত। সেই রস পান করিয়া স্নিগ্ধ হইবে। [সর্ষপতৈল বা অন্য কোন কুষ্ঠনাশক তৈল অভ্যঙ্গ করিবে] পরে যথাবল সূর্য্যসন্তাপ সেবন করিবে। বিরেচনের পর তিন দিবস কেবল পেয়া পান করিয়া থাকিবে। ১১২। শ্বিত্ররোগে অঙ্গে যে সকল স্ফোটক হয়, কণ্টক দিয়া তাহা ভেদ করিবে। আর স্ফোটক সকল স্রাবিত হইতে থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাকডুমুর, অশন (পেয়াশাল), প্রিয়ঙ্গু ও শুলফার ক্বাথ পান করিবে। [শ্বিত্ররোগ হইবার পূর্ব্বেও কখন কখন স্ফোটক হইয়া থাকে, স্ফোটকের আকার সচরাচর খোসের অপেক্ষা বড় হয় না, কিন্তু অত্যন্ত কণ্ডুয়ন উপস্থিত ও তাহাতে কখন কখন নিরন্তর রক্ত স্রাবিত হইতে থাকে। এইরূপ স্ফোটক কখন কখন কোন কোন রোগীর সমস্ত পরিবারেই ব্যাপ্ত দেখা যায়] আর স্ফোটক সকল শুষ্ক হইয়া গেলে ছাল উঠিয়া যায় ও শ্বিত্র উপস্থিত হয়। ১১৩। অথবা শ্বিত্ররোগে পলাশের ক্ষার ফাণিতের মাতগুড়ের সহিত মিলিত করিয়া যথাবল পান করিবে। আর কুষ্ঠনাশক যে সকল যোগ বা প্রকরণ আছে, তৎসমুদায় শ্বিত্রেও ব্যবহার্য্য। বিশেষতঃ খদিরজলসংযুক্ত প্রলেপাদি ও খদির জল পান শ্বিত্ররোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ১১৪। শ্বিত্ররোগের জন্য মনঃশিলা, বিড়ঙ্গ, হিরাকস, গোরোচনা ও কনকপুষ্পী (সোঁদাল) সৈন্ধবের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হয়। ১১৫

ইতি শ্বিত্রে লেপ।

শ্বিত্ররোগে কদলীক্ষার ও খদির কাষ্ঠের ক্ষার একত্র করিয়া গোরক্তের সহিত প্রলেপ দিবে। অথবা মালতীর কুঁড়ির ক্ষার হস্তীর মদজলের সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিবে। [কেহ কেহ বলেন যে, গোরক্ত শব্দে গোরোচনা। কিন্তু গোরোচনার পর্য্যায়ে গোরক্ত দেখা যায় না। আর যখন শ্লোকের দ্বিতীয়চরণে হস্তীর মদজলের সহিত প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তখন প্রথমচরণে জীবান্তরের রক্ত উল্লেখ করা অনপেক্ষিত হয়

নীলোৎপলং সকুষ্ঠং সসৈন্ধবং হস্তিমূত্রপিষ্টং বা
মূলকবীজাবল্গুজলেপঃ পিষ্টৌ গবাং মূত্রে ॥ ১১৭
ইতি দ্বৌ লেপৌ।
কাকোদুম্বরিকা বাসাবল্গুজচিত্রকৌ গবাং মূত্রে
পি। মনঃশিলা বা সংযুক্তা বর্হিপিত্তেন ॥ ১১৮
ইতি বা দ্বৌ লেপৌ।
কিলাসহন্তা মূলাঞ্জাবল্গুজানি লাক্ষা চ।
গোপিত্তমঞ্জনে দ্বে পিপ্পল্যঃকাললোহরজঃ ॥ ১১৯
ইতি শ্বিত্রে প্রলেপঃ।
শুদ্ধ্যা শোণিতমোক্ষৈর্বিরূক্ষণৈর্ভক্ষণৈশ্চ
শক্তুনাম্।
শ্বিত্রং কস্যচিদেব প্রশাম্যতি ক্ষীণপাপস্য ॥১২০

দারুণমারুণং শ্বিত্রং কিলাসং নামভিস্ত্রিভিঃ।
বিজ্ঞেয়ং ত্রিবিধং তচ্চ ত্রিদোষং প্রায়শশ্চ তৎ
দোষে রক্তাশ্রিতে রক্তং তাম্রং মাংসসমাশ্রিতে
শ্বেতং মেদঃশ্রিতংশ্বিত্রং গুরুতচ্চোত্তরোত্তরম্ ॥২১
যৎ পরস্পরতো ভিন্নং বহু যদ্রক্তলোমবৎ।
যচ্চ বর্ষগণোৎপন্নং তচ্ছিত্রং নৈব সিধ্যতি ॥১২২
বচাংস্যতথ্যানি কৃতঘ্নভাবো
নিন্দা সুরাণাং গুরুধর্ষণঞ্চ।
পাপক্রিয়া পূর্ব্বকৃতঞ্চ কর্ম্ম
হেতুঃ কিলাসস্য বিরোধি চান্নম্ ॥ ১২৩

নাই। আর গোরক্ত না হউক, গোমাংস সেবনের ব্যবস্থা চরকের অনেক স্থলে আছে। কিন্তু আবার কুষ্ঠরোগে গোরক্ত ব্যবহার অসঙ্গত হয়। কারণ উহা রক্তপিত্তকারক। অতএব এ স্থলে "গবাং রুধিরং" পাঠ না হইয়া "গবাং সলিলং" অর্থাৎ'গোরক্ত' না হইয়া 'গোমূত্র' পাঠ হইলেই সকল দিকে সঙ্গত হয়, অথচ শ্লোকের ছন্দোরক্ষাও হয়]। ১১৬। ইতি লেপ।

নীলোৎপল, কুড় ও সৈন্ধব হস্তিমূত্রের সহিত অথবা মূলকবীজ ও সোমরাজী-বীজ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া শ্বিত্রে প্রলেপ দিবে। ১১৭

ইতি শ্বিত্রে লেপদ্বয়।

কাকোডুম্বরিকা (কাকডুমুর), বাসক, সোমরাজী ও চিতা গোমূত্রের সহিত অথবা মনঃশিলা ময়ূরপিত্তের সহিত পেষণ করিয়া শ্বিত্রে প্রলেপ দিবে। ১১৮

ইতি বা শ্বিত্রে লেপদ্বয়।

সোমরাজীমূল, লাক্ষা, গোপিত্ত, সৌবীর অঞ্জন, রসাঞ্জন, পিপুল ও কান্তলোহচূর্ণ একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিলাসজাতীয় শ্বিত্র নষ্ট হয়। ১১৯

ইতি শ্বিত্রে প্রলেপ।

পাপক্ষয় হইলে সংশোধন, রক্তমোক্ষণ রূক্ষসেবন এবং শক্তুভোজন দ্বারা কোন কোন ব্যক্তির শ্বিত্র প্রশমিত হইয়া থাকে। ১২০। দারুণ, অরুণ ও কিলাস এই তিন প্রকার শ্বিত্র প্রায়ই ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয়। দোষ রক্তাশ্রিত হইলে শ্বিত্র রক্তবর্ণ হয় মাংসাশ্রিত হইলে তাম্রবর্ণ হয় এবং মেদাশ্রিত হইলে শ্বেতবর্ণ হয়। এই তিন প্রকার শ্বিত্র উত্তরোত্তর দুশ্চিকিৎস্য। [ভাবমিশ্র বলেন যে, অরুণবর্ণ শ্বিত্রই কিলাস, বাতজনিত শ্বিত্র রুক্ষ ও অরুণ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ লোহিত বর্ণ পিত্তজনিত শ্বিত্র তাম্রবর্ণ এবং কমলপত্রের ন্যায় মধ্যে শ্বেত ও অন্তে লোহিত,দাহযুক্ত ও রোমক্ষয়কারী। কফজন্য শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ, ঘন, গুরু ও কণ্ডুয়নযুক্ত ইতি ভাবমিশ্র ১১৯ প্রকরণের মূল শ্লোকের পাঠ ভাবপ্রকাশে ভিন্ন দেখা যায়। যথা "অরুণং রক্তগে বাতে তাম্রং পিত্তে পলং গতে। শ্বেতং শ্লেষ্মণি মেদস্থে শ্বিত্রং কুষ্ঠং পরাপরম্।" বাগ্‌ভট বলেন যে, অন্যান্য কুষ্ঠের ন্যায় শ্বিত্রের স্রাব হয় না। ইহাই কুষ্ঠ হইতে শ্বিত্রের প্রভেদ]। ১২১। পরস্পর অসংলগ্ন, বহু, রক্তবর্ণ লোমবিশিষ্ট এবং বহুবৎসর-উৎপন্ন শ্বিত্র প্রশমিত হয় না। ১২২। [ভাবমিশ্র সুশ্রুতের অনুসারী হইয়া বলেন যে, গুহ্য, পাণিতল ও ওষ্ঠে জাত শ্বিত্র অচিরজাত হইলেও সারে না। কিন্তু চরকে এ মত দেখা যায় না] মিথ্যাকথা, [illegible]

ভবন্তি চাত্র।

হেতুর্দ্রব্যং লিঙ্গং সমাসতো দোষনির্দ্দেশাৎ।
সাধ্যাসাধ্যং কৃচ্ছ্রং কুষ্ঠাপহাশ্চ যে যোগাঃ॥
সিদ্ধাঃ কিলাসহেতুর্লিঙ্গং গুরুলাঘবং শান্তিঃ।
ইতি সংগ্রহঃ প্রণীতো মহর্ষিণা কুষ্ঠনাশনেঽধ্যায়ে
স্মৃতিবুদ্ধিবর্দ্ধনার্থং শিষ্যায় হুতাশবেশায়॥ ১২৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে কুষ্ঠচিকিৎসিতং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

রাজযক্ষ্মচিকিৎসিতম্।

অথাতো রাজযক্ষ্মচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
দিবৌকসাং কথয়তামৃষিভির্বৈ শ্রুতা কথা।
কামব্যসনসংযুক্তা পৌরাণী শশিনং প্রতি॥ ২
রোহিণ্যামতিসক্তস্য শরীরং নানুরক্ষতঃ।
আজগামাল্পতামিন্দোর্দ্দেহঃ স্নেহপরিক্ষয়াৎ॥ ৩
দুহিতৄণামসম্ভোগাচ্ছেষাণাঞ্চ প্রজাপতেঃ।
ক্রোধো নিশ্বাসরূপেণ মূর্ত্তিমান্ নিঃসৃতো মুখাৎ
প্রজাপতের্হি দুহিতুরষ্টাবিংশতিমংশুমান্।
ভার্য্যার্থং প্রতিজগ্রাহ ন চ সর্ব্বাস্ববর্ত্তত॥ ৪
গুরুণা তমবধ্যাতং ভার্য্যাস্বসমবর্ত্তিনম্।
রজোঽক্ষমবলং দীনং যক্ষ্মা শশিনমাবিশৎ॥ ৫
সোঽভিভূতোঽতিগুরুণা গুরুক্রোধেন নিষ্প্রভঃ
দেবদেবর্ষিসহিতো জগাম শরণং গুরুম্
অথ চন্দ্রমসঃ শুদ্ধাং মতিং বুদ্ধা প্রজাপতিঃ।
প্রসাদং কৃতবান্ সোমস্ততোঽশ্বিভ্যাং
চিকিৎসিতঃ॥ ৬

মান, পাপক্রিয়া, পূর্ব্বকৃত কুকর্ম্ম অথবা বিরোধিভোজনহেতু কিলাসরোগের উৎপত্তি হয়। [কুক্কুরদংশনহেতুও শ্বিত্ররোগের উৎপত্তি দেখা গিয়াছে]। ১২৩। এই অধ্যায়ের সূচী যথা;— মহর্ষি আত্রেয় এই কুষ্ঠরোগ চিকিৎসিত অধ্যায়ে কুষ্ঠরোগের হেতু, দ্রব্য, রূপ, সাধ্যাসাধ্যত্ব, কৃচ্ছ্রসাধ্যতা, কুষ্ঠনাশক দৃষ্টফল যোগসমূহ, শ্বিত্রের হেতু ও রূপ, গুরুত্ব ও লঘুত্ব এবং শান্তি, অগ্নিবেশের স্মৃতিবুদ্ধিবর্দ্ধনার্থ উপদেশ দিয়াছিলেন। ১২৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা রাজযক্ষ্মার চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব,এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। চন্দ্র কোন সময়ে অত্যন্ত কামাসক্ত ছিলেন, এই পৌরাণিকী কথা ঋষিরা দেবতাদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন। ২। রোহিণীতে অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ চন্দ্র স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে ওজঃক্ষয় হেতু তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছিল। ৩ রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের অত্যাসক্তিবশতঃ দক্ষের অন্যান্য কন্যারা চন্দ্রের সহবাস-সুখলাভ করিতে পাইতেন না। এই জন্য দক্ষের মুখ হইতে ক্রোধ মূর্ত্তিমান্ হইয়া নিঃশ্বাসরূপে নিঃসৃত হইতে লাগিল। চন্দ্র দক্ষের অষ্টাবিংশতি কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের নিকট গমন করিতেন না। ৪। চন্দ্র রজোগুণে অন্ধ হইয়া ভার্য্যাদিগের প্রতি অসম ব্যবহার করাতে শ্বশুরের অভিশাপে যক্ষ্মা তাঁহাতে আবেশ করিয়াছিল। তিনি তাহাতে দুর্ব্বল ও দীন হইয়া পড়িলেন। ৫। শ্বশুরের গুরুতর ক্রোধে অভিভূত হইয়া চন্দ্র নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি দেব ও দেবর্ষিগণের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া শ্বশুরের শরণাগত হইলেন। তখন চন্দ্রের মতি শুদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া দক্ষ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং দক্ষের শিষ্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয় চন্দ্রের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন গ্রহমুক্ত চন্দ্র পুনর্ব্বার সবিশেষ শোভাধারণ করিলেন এবং অশ্বিনী কুমারদিগের কর্ত্তৃক

স বিমুক্তগ্রহশ্চন্দ্রো বিররাজ বিশেষতঃ।
তেজসা বর্দ্ধিতোঽশ্বিভ্যাং শুদ্ধং সত্ত্বমবাপ চ।
ক্রোধো যক্ষ্মা জ্বরো রোগ একোঽর্থো দুঃখসংজ্ঞিতঃ॥ ৭
যস্মাৎ স রাজ্ঞঃ প্রাগাসীদ্রাজযক্ষ্মা ততো মতঃ
সযক্ষ্মা হুক্কতোঽশ্বিভ্যাং মানুষং লোকমাগতঃ॥৮
লব্ধ্বা চতুর্ব্বিধং হেতুং সমাবিশতি মানবান্।
অযথাবলমারম্ভং বেগসন্ধারণক্ষয়ম্।
যক্ষ্মণঃ কারণং বিদ্যাচ্চতুর্থং বিষমাশনম্॥ ৯
যুদ্ধাধ্যয়নভারাধ্বলঙ্ঘনপ্লবনাদিভিঃ।
পতনৈরভিঘাতৈর্ব্বা সাহসৈর্ব্বা তথাপরৈঃ॥
অযথাবলমারব্ধৈর্জন্তোরুরসি বিক্ষতে।
বায়ুঃপ্রকুপিতো দোষাবুদীর্য্যোভৌ বিধাবতি॥
স শিরঃস্থঃ শিরঃশূলং করোতি গলমাশ্রিতঃ।
কণ্ঠোদ্ধ্বংসঞ্চ কাসঞ্চ স্বরভেদমরোচকম্॥
পার্শ্বশূলঞ্চ পার্শ্বস্থো বর্চ্চোভেদং গুদে স্থিতঃ।
জৃম্ভাং জ্বরঞ্চ সন্ধিস্থ উরস্থশ্চোরসো রুজম্॥ ১০
ক্ষণনাচ্চোরসো রক্তং কাসমানঃ কফানুগম্।
জর্জ্জরেণোরসা কৃচ্ছ্রমুরঃশূলী নিরস্যতি॥
ইতি সাহসিকং যক্ষ্মা রূপৈরেতৈঃ প্রপদ্যতে।
একাদশভিরাত্মজ্ঞো ভজেৎ তস্মান্ন সাহসম্॥১১
হ্রীমত্ত্বাদ্বা ঘৃণিত্বাদ্বা ভয়াদ্বা বেগমাগতম্।
বাতমূত্রপুরীষাণাং নিগৃহ্লাতি যদা নরঃ॥
তদা বেগপ্রতীঘাতাৎ কফপিত্তে সমীরয়ন্।
ঊর্দ্ধং তির্য্যগধঃ কুর্য্যাদ্বিকারান্ কুপিতোঽনিলঃ॥

তেজঃ বর্দ্ধিত হওয়াতে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিলেন। [তবেই সঙ্কেতে বলা হইল যে, ধাতুক্ষয়জনিত রাজযক্ষ্মা সাধ্য]। ৬। ক্রোধ, যক্ষ্মা, জ্বর, রোগ ও দুঃখ এই সকল শব্দ একার্থক। ৭। চন্দ্রের অন্যতর নাম রাজা। যেহেতু যক্ষ্মা প্রথমতঃ চন্দ্রের হয়, এই জন্য উহার নাম রাজযক্ষ্মা হইয়াছে; সেই যক্ষ্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছে। ৮। চারিপ্রকার হেতু উপলক্ষ করিয়া যক্ষ্মা মানবদিগের শরীরে আবির্ভূত হয়॥ যথা,—অযথাবল আরম্ভ [বলের অতিরিক্ত কর্ম্ম], বেগধারণ, ক্ষয় এবং চতুর্থ বিষমাশন—এই চারিটী যক্ষ্মার কারণ। ৯। অযথাবলারম্ভ যথা;—বলাতিরিক্ত যুদ্ধ, অধ্যয়ন, ভারবহন, ভ্রমণ, লঙ্ঘন, সন্তরণ, পতন, আঘাত, সাহস [অতিরিক্ত চেষ্টা] বা অন্য প্রকার বলাতিরিক্ত কর্ম্ম দ্বারা বক্ষের মধ্যে ক্ষত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া পিত্ত ও কফকে উদীরিত করিয়া বেগবান্ হয়। সেই বায়ু শিরঃস্থ হইয়া শিরঃশূল; গলস্থ হইয়া কণ্ঠোদ্ধ্বংস (উৎকাস), কাস, স্বরভঙ্গ ও অরুচি; পার্শ্বস্থ হইয়া পার্শ্বশূল; গুদস্থ হইয়া মলভেদ; সন্ধিস্থ হইয়া জৃম্ভা ও জ্বর; উরঃস্থ হইয়া উরঃশূল উৎপাদন করে। [এইরূপও অর্থ করা যায় "শিরস্থ বায়ু কুপিত হইয়া শিরঃশূল উৎপাদন করে। গলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া স্বরভঙ্গাদি উৎপাদন করে। অপান বায়ু-কুপিত হইয়া মলভেদ উৎপাদন করে ইত্যাদি। ইহাতে বলা হইল যে, উরঃক্ষত হইলে প্রাণ, অপান, উদান ও সমান এই চারি বায়ু আহত হয়। শরীরের কোন স্থানে হঠাৎ ক্ষত হইলে ধনুষ্টঙ্কারও হইতে পারে, কিন্তু ধনুষ্টঙ্কারে ব্যানবায়ু আহত হয়। উরঃক্ষতে ব্যানবায়ু আহত হয় না। মৃত্যুপর্য্যন্ত উরঃক্ষত রোগীর নিমেষ, উন্মেষ, স্পর্শ প্রভৃতি অব্যাহত থাকে]। ১০। বক্ষঃস্থল ক্ষত হয় বলিয়া কাসিবার সময় কফের সহিত রক্ত উদ্গত হয়। [বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মার প্রধান স্থান, অতএব বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে কফের সহিত রক্ত উদ্গত হয়] বক্ষঃস্থল ক্ষত হওয়াতে বক্ষে বেদনা হয়। এইরূপে 'সাহসিক' পুরুষকে যক্ষ্মা নিম্নলিখিত একাদশ লক্ষণের সহিত প্রাপ্ত হয় [১৩ প্রকরণ দেখ] অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাহস পরিত্যাগ করিবেন। ১১। বেগধারণ হেতু যক্ষ্মার উৎপত্তি যথা;—লজ্জা, ঘৃণা বা ভয়বশতঃ মানুষ বাত মূত্র পুরীষের আগত বেগ ধারণ করিলে, সেই বেগের প্রতিঘাতহেতু বায়ু, কফ ও পিত্তকে উদীরিত করিয়া শরীরের ঊর্দ্ধ, অধঃ বা তির্য্যক্ প্রদেশে

প্রতিশ্যায়ঞ্চ কাসঞ্চ স্বরভেদমরোচকম্।
পার্শ্বশূলং শিরঃশূলং জ্বরমংসাবমর্দ্দনম্॥
অঙ্গমর্দ্দং মুহুশ্ছর্দ্দির্বর্চ্চোভেদং ত্রিলক্ষণম্।
রূপাণ্যেকাদশৈতানি যক্ষ্মা যৈরুচ্যতে মহান্॥১৩
হর্ষোৎকণ্ঠাভয়ত্রাসক্রোধশোকাতিকর্ষণাৎ।
ব্যবায়ানশনাভ্যাঞ্চ শুক্রমোজশ্চ হীয়তে॥
ততঃ স্নেহক্ষয়াদ্বায়ুর্বৃদ্ধো দোষাবুদীরয়ন।
প্রতিশ্যায়ং জ্বরং কাসমঙ্গমর্দ্দং শিরোরুজম্॥
শ্বাসং বিড্ভেদমরুচিং পার্শ্বশূলং স্বরক্ষয়ম্।
করোতি চাংসসন্তাপমেকাদশমিগাঙ্গহৃৎ॥
লিঙ্গান্যাবেদয়ন্ত্যেতানেকাদশ মহাগদম্।
সম্প্রাপ্তং রাজযক্ষ্মাণং ক্ষয়াৎ প্রাণক্ষয়প্রদম্॥১৪
বিবিধান্যন্নপানানি বৈষম্যেণ সমশ্নতঃ।
জনয়ন্ত্যাময়ান ঘোরান্ বিষমান্ মারুতাদয়ঃ॥১৫

নানাপ্রকার বিকার উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহাতে যক্ষ্মা উৎপন্ন হয়। [বেগধারণকৃত যক্ষ্মার প্রথম প্রথম উদরে শূল ও মলের ভেদ বা শুষ্কতা হয়]। ১২। যক্ষ্মার একাদশ লক্ষণ যথা;—প্রতিশ্যায়, কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, অরুচি, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, জ্বর, অংসশূল, অঙ্গমর্দ্দ, পুনঃপুনঃ বমি ও মলভেদ এই একাদশ ত্রিদোষলক্ষণ উপদ্রব মহাযক্ষ্মার লক্ষণ। ১৩। ধাতুক্ষয়হেতু যক্ষ্মার উৎপত্তি যথা;—হর্ষ, উৎকণ্ঠা, ভয়, ত্রাস, ক্রোধ বা শোক দ্বারা অতিকর্ষণ হেতু অথবা স্ত্রীপ্রসঙ্গ বা উপবাস বশতঃ শুক্র ও ওজোধাতু হীন হইয়া পড়ে। এইরূপে স্নেহক্ষয় বা রুক্ষতা হইলে বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পিত্ত ও ককে উদীরিত করিয়া প্রতিশ্যায়, জ্বর, কাস, অঙ্গমর্দ্দ, শিরঃশূল, শ্বাস, বিষ্ঠাভেদ, অরুচি, পার্শ্বশূল, স্বরক্ষয়, এবং অংসশূল এই একাদশ দেহক্ষয়-কারক লক্ষণ উপস্থিত করে। এই একাদশ লক্ষণযুক্ত মহারোগ রাজযক্ষ্মা ধাতুক্ষয়কারক বলিয়া শীঘ্রই প্রাণ-ক্ষয়কারক হইয়া থাকে। ১৪। বিষমাশন যক্ষ্মার অন্যতম হেতু যথা;—বিষমভাবে অন্ন পানীয় সকল সেবন করিলে [illegible]

স্রোতাংসি রুধিরাদীনাং বৈষম্যাদ্বিষমং গতাঃ
রুদ্ধা রোগায় কল্পন্তে পুষ্যন্তি চ ন ধাতবঃ॥
প্রতিশ্যায়ং প্রসেকঞ্চ কাসং ছর্দ্দিমরোচকম্।
জ্বরমংসাভিতাপঞ্চ চ্ছর্দ্দনং রুধিরস্য চ।
পার্শ্বশূলং শিরঃশূলং স্বরভেদমথাপি বা॥
কফপিত্তানিলকৃতং লিঙ্গং বিদ্যাদ্যথাক্রমম্॥১৬
ইতি ব্যাধিসমূহস্য রোগরাজস্য হেতুজম্।
রূপমেকাদশবিধং হেতুশ্চোক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ ১৭
পূর্ব্বরূপং প্রতিশ্যায়ো দৌর্ব্বল্যং দোষদর্শনম্॥
অদোষেষ্বপি ভাবেষু কায়ে বীভৎসদর্শনম্॥
ঘৃণিত্বমশ্নতশ্চাপি বলমাংসপরিক্ষয়ঃ।
স্ত্রীমদ্যমাংসপ্রিয়তা প্রিয়তা চাবগুণ্ঠনে॥
মক্ষিকাঘুণকেশানাং তৃণানাং পতনানি চ।
প্রায়োঽন্নপানে কেশানাং নখানাঞ্চাভিবর্দ্ধনম্।
পতত্রিভিঃ পতঙ্গৈশ্চ শ্বাপদৈশ্চাভিধর্ষণম্।
স্বপ্নে কেশাস্থিরাশীনাং ভস্মনশ্চাধিরোহণম্।

পীড়া সকল উৎপাদন করে। ১৫। বাতাদি ত্রিদোষ কুপিত হইলে রক্তাদির স্রোত সকল বদ্ধ হইয়া নানা প্রকার রোগ হয় এবং ধাতু সকল পুষ্ট হইতে পায় না। ক্রমশঃ প্রতিশ্যায়, কফ-নিষ্ঠীবন, কাস, বমি অরুচি, জ্বর, অংসশূল, রক্তবমন, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, এবং স্বরভেদ উৎপন্ন হইতে পারে। ত্রিদোষকৃত রাজযক্ষ্মায় যথাক্রমে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। [তবেই বলা হইল যে, চতুর্ব্বিধ কারণোৎপন্ন যক্ষ্মার মধ্যে বিষমাশন কৃত যক্ষ্মা ত্রিদোষোৎপন্ন, সুতরাং কঠিন]। ১৬ এইরূপে সর্ব্বব্যাধিস্বরূপ রোগরাজ রাজযক্ষ্মার একাদশবিধরূপ ও চতুর্ব্বিধ হেতু কথিত হইল। ১৭। এক্ষণে যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ কথিত হইতেছে। প্রথম প্রথম প্রতিশ্যায়, ক্রমশঃ দৌর্ব্বল্য, অদোষে দোষদর্শন, শরীরের বিকৃতিদর্শন, ঘৃণাশীলতা, আহার বন্ধ নাই অথচ বলমাংসের ক্রমশঃ ক্ষয়, স্ত্রী-মদ্যপ্রিয়তা, মাংসপ্রিয়তা, নির্জ্জনপ্রিয়তা, অন্নপানে সচরাচর মক্ষিকা, ঘুণ, কেশ ও তৃণসমূহের পতন, কেশ ও নখের অযথাবৃদ্ধি; স্বপ্নে পক্ষী, পতঙ্গ ও শ্বাপদদিগের

জলাশয়ানাং শৈলানাং বনানাং জ্যোতিষামপি
শুষ্যতাং ক্ষীয়মাণানাং পততাং যচ্চ দর্শনম্।
প্রাগ্‌রূপং বহুরূপস্য তজ্‌জ্ঞেয়ং রাজযক্ষ্মণঃ॥১৮
রূপং তস্য যথোদ্দেশং পরং শৃণু সভেষজম্॥১৯
যথাস্বেনোষ্মণা পাকং শারীরা যান্তি ধাতবঃ।
স্রোতসা চ যথাস্বেন ধাতুঃ পুষ্যতি ধাতুনা॥
স্রোতসাং সন্নিরোধাচ্চ রক্তাদীনাঞ্চ সংক্ষয়াৎ
ধাতূষ্মণাঞ্চাপচয়াদ্রাজযক্ষ্মা প্রবর্ত্ততে॥
তস্মিন্ কালে পচত্যগ্নির্যদন্নং কোষ্ঠমাশ্রিতম্।
মলীভবতি তৎ প্রায়ঃ কল্পতে কিঞ্চিদোজসে॥
তস্মাৎ পুরীষং সংরক্ষ্যং বিশেষাদ্রাজযক্ষ্মিণঃ।
সর্ব্বধাতুক্ষয়ার্ত্তস্য বলং তস্য হি বিড়্‌বলম্॥ ২০
রসঃ স্রোতঃসু রুদ্ধেষু স্বস্থানস্থো বিদহ্যতে।
স ঊর্দ্ধং কাসবেগেন বহুরূপঃ প্রবর্ত্ততে॥
জায়ন্তে ব্যাধয়শ্চাতঃ ষড়েকাদশধা পুনঃ।
যেষাং সঙ্ঘাতযোগেন রাজযক্ষ্মেতি কল্প্যতে॥ ২১
কাসোংসসন্তাপো বৈস্বর্য্যং জ্বরঃ পার্শ্ব-
শিরোরুজৌ।
শোণিতশ্লেষ্মণোশ্ছর্দ্দিঃ শ্বাসঃ কোষ্ঠাময়োঽরুচিঃ
রূপাণ্যেকাদশৈতানি যক্ষ্মিণঃ ষড়িমানি বা।
কাসো জ্বরঃ পার্শ্বশূলং স্বরবর্চ্চোগদোঽরুচিঃ॥
সর্ব্বৈরর্দ্ধৈস্ত্রিভির্বাপি লিঙ্গৈর্মাংসবলক্ষয়ে।
যুক্তো বর্জ্জ্যশ্চিকিৎস্যস্তু সর্ব্বরূপোঽপ্যতো-
ঽন্যথা॥ ২৩

যাহা অভিভব, কেশ অস্থিরাশি ও ভস্মের উপর আরোহণ এবং শুষ্ক ক্ষীয়মাণ ও পতনোন্মুখ জলাশয়, পর্ব্বত, বন ও সূর্য্য-নক্ষত্রদিগের দর্শন; এই সমস্ত এই বহুরূপ রাজযক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ। ১৮। এক্ষণে রাজযক্ষ্মার লক্ষণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৯। শরীরস্থ ধাতু সকল স্ব স্ব উষ্মা দ্বারা পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং স্রোতঃসমূহ যোগে ধাতু দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় [যেমন মাংসধাতু ভক্ষিত মাংস দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়]। অতএব স্রোতঃসমূহের রোধ ও রক্তাদির ক্ষয় হেতু এবং ধাতুর উষ্মার অপচয় হেতু রাজযক্ষ্মা উৎপন্ন হয়। তৎকালে অগ্নি কোষ্ঠস্থ যে অন্নকে পাক করিয়া থাকে, তাহা প্রায় মলরূপেই পরিণত হয় এবং তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভাগই ওজোরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বোপায়ে প্রথমতঃ রাজযক্ষ্মীর পুরীষ রক্ষা করিতে হইবে [অর্থাৎ যেন আহার মাত্র মল বাহির না হইয়া যায়]। যেহেতু রোগী সর্ব্বধাতুর ক্ষয় বশতঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে কেবল পুরীষবলই তাহার বলস্বরূপ হয়। ২০। স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হওয়াতে তাহা কাসবেগে ঊর্দ্ধগত হয় এবং বহুবিধ আকারে নিঃসৃত হয়। তখন ছয় বা একাদশবিধ উপদ্রব উৎপন্ন হয়। সেই সকল উপদ্রবের সমষ্টিকেই রাজযক্ষ্মা বলা যায়। ২১। সম্প্রতি উক্ত একাদশ ও ছয় লক্ষণ বিবৃত হইতেছে। কাস, অংসশূল, স্বরভেদ, জ্বর, পার্শ্বশূল, শিরঃপীড়া, রক্তবমন, কফ বমন, শ্বাস, কোষ্ঠপীড়া (মলভেদ) ও অরুচি; এই একাদশটী রাজযক্ষ্মার লক্ষণ। ২১। অথবা কাস, জ্বর, পার্শ্বশূল, স্বরভেদ, মলভেদ ও অরুচি এই ছয়টি রাজযক্ষ্মার লক্ষণ। ২২। এই একাদশ লক্ষণই হউক আর ছয় লক্ষণই হউক আর বক্ষ্যমাণ (২৮ প্রকরণ দেখ) তিন লক্ষণই বা হউক, রোগীর মাংস ও বলের ক্ষয় হইলে, অসাধ্য। আর মাংস ও বলের ক্ষয় না হইলে, সর্ব্বলক্ষণযুক্ত রাজযক্ষ্মাও সাধ্য। [ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রাজযক্ষ্মার চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য রোগীর বলাধান করা। রোগীর বলাধান হইলেই উরঃক্ষত ও অন্যান্য উপদ্রব আপনিই সারিতে পারে। যেমন সামান্য একটা খোস ঔষধে হঠাৎ সারে না, কিন্তু রোগীর বল অক্ষত থাকিলে কালে আপনিই শুকাইয়া যায়, সেইরূপ রোগীর বল অক্ষত থাকিলে উরঃক্ষত কালে আপনিই শুকাইয়া যায়। ঔষধ দ্বারা সত্বর উরঃক্ষত নিবারণের চেষ্টা বিফল, কিম্বা আবার

ঘ্রাণমূলে স্থিতঃ শ্লেষ্মা রুধিরং পিত্তমেব বা।
মারুতাধ্মাতশিরসো মারুতং শ্যায়তে প্রতি॥
প্রতিশ্যায়স্ততো ঘোরো জায়তে দেহকর্শনঃ।
তস্য রূপং শিরঃশূলং গৌরবং ঘ্রাণবিপ্লবঃ॥
জ্বরঃ কাসঃ কফোৎক্লেশঃ স্বরভেদোঽরুচিঃ ক্লমঃ।
ইন্দ্রিয়াণামসামর্থ্যং যক্ষ্মা চাতঃ প্রবর্ত্ততে॥ ২৪
পিচ্ছিলং বহলং বিস্রং হরিতং শ্বেতপীতকম্।
কাসমানো রসং যক্ষ্মী নিষ্ঠীবতি কফানুগম্॥২৫
অংসপার্শ্বাভিতাপশ্চ তাপঃ পাদকরস্য চ।
জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ॥ ২৬

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ রক্তাৎ কাসবেগাৎ সপীনসাৎ।
স্বরভেদো ভবেৎ বাতাদ্ রুক্ষঃ ক্ষামশ্চলঃ স্বরঃ
তালুকণ্ঠপরিপ্লোষঃ পিত্তাদ্রক্তমসূয়তে।
কফান্মন্দো বিবদ্ধশ্চ স্বরঃ খুরখুরায়তে॥
সন্নো রক্তবিবদ্ধত্বাৎ স্বরঃ কৃচ্ছ্রাৎ প্রবর্ত্ততে।
কাসাতিবেগাৎ করুণঃ পীনসাৎ কফবাতিকঃ॥২৭

উপদ্রবনাশক ঔষধ সকল দীর্ঘকালেও জীর্ণ করিতে পারে না, সুতরাং ক্ষত শুষ্ক করিবার পক্ষে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। এই জন্যই বলা হইল যে, রোগীর বল ও মাংসের ক্ষয় হইলে ঔষধ কার্য্যকর হয় না] ২৩। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মূলে স্থিত শ্লেষ্মা বা রক্ত, বায়ু কর্ত্তৃক মস্তক আহত হইলে, বায়ুর প্রতি [বায়ুর অভিমুখে অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে] উৎক্ষিপ্ত হয়। [এস্থলে বুঝিতে হইবে যে শ্লেষ্মা, রক্ত বা পিত্ত লোমকূপবৎ সূক্ষ্ম ছিদ্রসমূহ দ্বারা উক্ত আঘাত বশতঃ হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হয়] এইরূপে বায়ুর প্রতিগামী বলিয়া সর্দ্দির নাম প্রতিশ্যায় হইয়াছে। এইরূপে ঘোরতর দেহকর্শন প্রতিশ্যায় উৎপন্ন হইলে তাহার লক্ষণস্বরূপ শিরঃশূল, গুরুতা, ঘ্রাণধ্বংস, জ্বর, কাস, কফোৎক্লেশ, স্বরভেদ, অরুচি, ক্লান্তি এবং ইন্দ্রিয়দিগের অসমর্থতা ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে যক্ষ্মা উৎপন্ন হয়। ২৪। যক্ষ্মারোগী কাসিতে কাসিতে পিচ্ছিল, ঘন, দুর্গন্ধ, হরিত শ্বেত ও পীতবর্ণ কফযুক্ত রস (আহাররস) নিষ্ঠীবন করে। ২৫। অংসশূল (স্কন্ধদেশে বেদনা), পার্শ্বশূল হস্তে ও পদে দাহ এবং অবিশ্রান্ত জ্বর; এই তিনটী রাজযক্ষ্মার বৈশেষিক লক্ষণ। অর্থাৎ অন্যকোন লক্ষণ থাকুক আর নাই থাকুক, এই তিনটী লক্ষণ না থাকিলে রাজযক্ষ্মা বলা যায় না। [ক্ষতঘটিত জ্বর ক্ষত নিবারণ না হওয়া পর্য্যন্ত নিবৃত্ত থাকিতে পারে না। অতএব যক্ষ্মার জ্বর অবশ্যই অবিশ্রান্ত হইবে। বিষমাশনজনিত যক্ষ্মার এই জ্বর সর্ব্বদা সমানভাবেই থাকিবার সম্ভাবনা। অন্যান্য যক্ষ্মার জ্বর বায়ুর প্রকোপ কালে বৃদ্ধি ও অন্য কালে হ্রাস পাওয়া সম্ভব। কোন স্থানে স্ফোটক বা ক্ষত হইলে যে কারণে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে বেদনা হয়, যক্ষ্মারোগেও সেই কারণে অংস ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা হইয়া থাকে; তবে এই বেদনা বাতিক বটে, কেননা কখন অনুভূত হয় কখন বা নাও হয়; ২৮ দেখ। যক্ষ্মায় রক্তধারক যন্ত্রসমূহের দুর্বলতা হওয়াতে রক্ত বেগের সহিত হস্তপদে ধাবিত হয়, সুতরাং জ্বালা বোধ হইয়া থাকে। এ স্থলে ইহাও বলা হইল যে, ক্ষত উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই যক্ষ্মা উৎপন্ন হইতে পারে]। ২৬। যক্ষ্মা রোগে বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হইবার পর এবং রক্ত কাস ও পীনস প্রবৃত্ত হইবার পর, ঐ সকল কারণে স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে। [কেবল বায়ুপ্রকোপের পরই স্বরভঙ্গ হইতে পারে। তবে ত্রিদোষের প্রকোপ এবং রক্ত কাস ও পীনসের প্রবৃত্তির পর স্বরভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী]। বাতাধিক্য হেতু স্বরভেদে স্বর রুক্ষ ও ক্ষীণ হয়। পিত্তাধিক্য হেতু কণ্ঠ ও তালুর দাহ ও রক্তের সূচনা হয়। কফহেতু স্বর মন্দ ও বিবদ্ধ হয় এবং খুর খুর শব্দ করে। রক্ত দ্বারা বিবদ্ধ হইলে স্বর অবসন্ন ও কষ্টে বহির্গত হয়। কাসহেতু কর্ষণ (কষ্টকর, গঙ্গাধরপাঠ "করুণ") এবং পীনসহেতু

পার্শ্বশূলস্থনিয়তং সঙ্কোচায়ামলক্ষণম্।
শিরঃশূলং সসন্তাপং যক্ষ্মিণঃ স্যাৎ সগৌরবম্ ॥২৮
অতিখিন্নে শরীরে তু যক্ষ্মিণো বিষমাশনাৎ।
কণ্ঠাৎ প্রবর্ত্ততে রক্তং শ্লেষ্মা চোৎক্লিষ্টসঞ্চিতঃ॥
রক্তং বিবদ্ধমার্গত্বাৎ মাংসাদীন্ নানুপদ্যতে।
আমাশয়স্থমুৎক্লিষ্টবহুত্বাৎ কণ্ঠমেতি বা॥ ৩০
বাতশ্লেষ্মবিবদ্ধত্বাদুরসঃ শ্বাসমৃচ্ছতি॥ ৩১
দোষৈরুপহতে চাগ্নৌ সপিচ্ছমতিসার্য্যতে॥৩২

রুক্ষবাতিক লক্ষণ হয়। [অর্থাৎ রুক্ষ, ক্ষীণ, মন্দ, বিবদ্ধ ও খুর খুর শব্দযুক্ত হয়]। ২৭। যক্ষ্মা রোগে যে পার্শ্বশূল হয়, তাহা সঙ্কোচ ও আয়াসযুক্ত হইয়া থাকে।] বেদনায় সঙ্কোচ বোধ হয় অর্থাৎ যেন সাঁটিয়া ধরে। আয়াস বোধ হয় অর্থাৎ যেন টানিয়া ধরে] কিন্তু বেদনা নিয়ত থাকে না। আর যক্ষ্মার শিরঃশূল জ্বালাযুক্ত ও গুরুতাযুক্ত হয়। ২৮। বিষমাশনজনিত যক্ষ্মায় রোগীর শরীর অতি খিন্ন হইলে, রক্ত উৎক্লিষ্ট ও সঞ্চিত শ্লেষ্মার সহিত কণ্ঠ হইতে নির্গত হয়। [এ স্থলে কণ্ঠশব্দে শ্বাসনালীর মুখ (পাশ্চাত্য ভাষায় মাউথ অব্ দি উইণ্ডপাইপ বলে) বুঝিতে হইবে। এই যক্ষ্মার পূর্ব্বে এই স্থানে কখন কখন বেদনা হয়। এই বেদনা স্থায়ী হইলে অলক্ষণ বলিয়া থাকে। রোগী ইচ্ছাপূর্ব্বক এই স্থানের সঞ্চিত কফ তুলিবার সময় হঠাৎ কফের সঙ্গে রক্ত দেখা যায়। তদবধি মধ্যে মধ্যে রক্ত দেখা যায়। ইতি পাশ্চাত্য মত। আয়ুর্ব্বেদমতে ঐ রক্ত শ্বাসনালীর ক্ষত হইতে উৎপন্ন হয় না; যথা]। ২৯। রক্তবাহী স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হয় বলিয়া রক্ত আর মাংসাদি ধাতুর পোষণার্থ মাংসাদিতে গমন করিতে পারে না। ঐ রক্ত উৎক্লিষ্ট ও অতিরিক্ত হওয়া প্রযুক্ত আমাশয়স্থ হয় এবং তথা হইতে কণ্ঠেও আসিতে পারে। [এ স্থলে শব্দ অনিশ্চয়ার্থবোধক]। ৩০। বাতদ্বারা শ্বাসনালী বদ্ধ হয় বলিয়া নিশ্বাস

পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈর্বা জিহ্বাহৃদয়সংশ্রিতৈঃ।
জায়তেঽরুচিরাহারৈর্দ্বিষ্টৈরর্থৈশ্চ মানসৈঃ॥ ৩৩
কষায়তিক্তমধুরৈর্বিদ্যান্মুখরসৈঃ ক্রমাৎ।
বাতাদৈারুচিং জাতাং মানসীং দোষদর্শনাৎ॥৩৪
অরোচকাৎ কাসবেগাদ্দোষোৎক্লেশাদ্ভয়াদপি
ছর্দ্দির্যা সা বিকারাণামন্যেষামপ্যুপদ্রবঃ॥ ৩৫
সর্ব্বাসুদোষজো যক্ষ্মা দোষাণাস্তু বলাবলম্।
পরীক্ষ্যাবাস্থতং বৈদ্যঃ শোষিণং সমুপাচরেৎ॥ ৩৬
প্রতিশ্যায়ে শিরঃশূলে কাসে শ্বাসে স্বরক্ষয়ে।
পার্শ্বশূলে চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ সাধারণীঃ শৃণু॥
পীনসে স্বেদমভ্যঙ্গং ধূমমালেপনানি চ।
পরিষেকাবগাহাংশ্চ যাবকং বাট্যমেব চ।
লবণাম্লকটূষ্ণাংশ্চ রসান্ স্নেহোপসংহিতান্।

প্রকৃত শ্বাস হয়]। ৩১। অগ্নি দোষসমূহ কর্ত্তৃক উপহত হওয়াতে পরিণামে পিচ্ছিল মল নিঃসৃত হয়। ৩২। ত্রিদোষ সমস্ত বা পৃথক্ পৃথক্ জিহ্বা ও হৃদয়ে আশ্রিত হইলে অরুচি জন্মিয়া থাকে। দুষ্ট আহার দ্বারাও অরুচি জন্মিতে পারে। তবে মানসিক কারণেও অরুচি হইতে পারে। [মানসিক কারণ যথা;—হতাশ্বাস হওয়া ইত্যাদি]। ৩৩। অরুচির সময় মুখের রস কষায়, তিক্ত বা মধুর হইলে অরুচি সম্বন্ধে যথাক্রমে বাত, পিত্ত ও কফের প্রবলতা জানিবে। আর যদি অরুচির সময়ে রোগীর মানসিক দোষ দেখা যায়, তবে তাহাই অরুচির প্রধান কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৩৪। যক্ষ্মা ভিন্ন অন্যান্য রোগেও অরুচি, কাসরোগ, দোষোৎক্লেশ বা কেবল ভয় প্রযুক্ত বমন হইতে পারে। [যক্ষ্মাতে কেবল এই সকল কারণেই বমন হয়]। ৩৫। প্রতিশ্যায়, শিরঃশূল, কাস, শ্বাস, স্বরক্ষয় ও পার্শ্বশূলের বিবিধ প্রকার সাধারণ চিকিৎসা শ্রবণ কর। ৩৬। প্রতিশ্যায়ে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, ধূমপান, আলেপন পরি-

লাবতিত্তিরিদক্ষাণাং বর্ত্তকানাঞ্চ কল্পয়েৎ।
সপিপ্পলীকং সযবং সকুলত্থং সনাগরম্ ॥
দাড়িমামলকোপেতং স্নিগ্ধমাজং রসং পিবেৎ।
তেন ষড়ুবিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ পীনসাদয়ঃ ॥ ৩৭
মূলকানাং কুলত্থানাং যূষৈর্বা সূপকল্পিতৈঃ।
যবগোধূমশাল্যন্নৈর্যথাসাত্ম্যমুপাচরেৎ ॥ ৩৮
পিবেৎ প্রসাদং বারুণ্যা জলং বা পাঞ্চমূলিকম্
ধান্যনাগরসিদ্ধং বা তামলক্যাথ বা শৃতম্ ॥
পর্ণিনীভিশ্চতসৃভিস্তেন চান্নানি কল্পয়েৎ ॥ ৩৯
কৃসরোৎকারিকামাষকুলত্থযবপায়সৈঃ।
সঙ্করস্বেদবিধিনা কণ্ঠং পার্শ্বমুরঃ শিরঃ
স্বেদয়েৎ পত্রভঙ্গেন শিরশ্চ পরিষেচয়েৎ
বলাগুড়ূচীমধুকশৃতৈর্বা বারিভিঃ সুখৈঃ ॥ ৪০
বস্তমৎস্যশিরোভির্বা নাড়ীস্বেদৈঃ প্রযোজয়েৎ
কণ্ঠে শিরসি পার্শ্বে চ পয়োভির্বা সবাতিকৈঃ ॥৪১

ঔদকানূপমাংসানি সলিলং পাঞ্চমূলিকম্।
সস্নেহমারনালং বা নাড়ীস্বেদং প্রযোজয়েৎ ॥ ৪২
জীবন্ত্যাঃ শতপুষ্পায়া বলায়া মধুকস্য চ।
বচায়া বেশবারস্য বিদার্য্যামলকস্য চ ॥
ঔদকানূপমাংসানামুপনাহাশ্চ সংস্কৃতাঃ।
শস্যন্তে চ চতুঃস্নেহাঃ শিরঃপার্শ্বাংসশূলিনাম্ ॥৪৩
শতপুষ্পা সমধুকং কুষ্ঠং তগরচন্দনম্।
আলেপনং স্যাৎ সঘৃতং শিরঃপার্শ্বাংসশূলনুৎ ॥৪৪
বলারাস্নাতিলাঃ সর্পির্মধুকং নীলমুৎপলম্।
পলঙ্কষা দেবদারু চন্দনং কেশরং ঘৃতম্ ॥
বীরা বলা বিদারী চ কৃষ্ণগন্ধা পুনর্নবা।
শতাবরী পয়স্যা চ কত্তৃণং মধুকং ঘৃতম্ ॥
চত্বার এতে শ্লোকার্দ্ধৈঃ প্রদেহাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শস্তাঃ সংসৃষ্টদোষাণাং শিরঃপার্শ্বাংসশূলিনাম্ ॥৪৫

কালে তাপ স্বেদ নিষিদ্ধ।] যবমণ্ড, লবণ, অম্ল, কটু, উষ্ণ ও স্নেহ-সংস্কৃত লাব, তিত্তিরি, দক্ষ ও বর্ত্তক পক্ষীর মাংসরস এবং পিপ্পলী, যব [চক্রদত্তে 'যব' স্থলে 'গুড়' পাঠ আছে] কুলত্থ, শুঁঠ, দাড়িম ও আমলকের সহিত স্নিগ্ধ ছাগমাংসরস পান করিবে। তাহাতে প্রতিশ্যায় প্রভৃতি ছয় উপদ্রব শান্ত হয়। ৩৭। অথবা রোগীর সাত্ম্য বুঝিয়া মূলক বা কুলত্থকলায়ের যূষের সহিত যব, গোধূম শালিতণ্ডুলের অন্ন প্রদান করিবে। ৩৮। বারুণীমণ্ড, স্বল্প পঞ্চমূলসিদ্ধ জল, ধনে ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ জল বা আমলকীসিদ্ধ জল বা শালপর্ণ্যাদি চতুর্ব্বিধ পর্ণী দ্বারা সিদ্ধ জল অনুপান করিবে। অথবা এই সমস্ত জলে অন্ন সিদ্ধ করিবে। ৩৯। কণ্ঠ, পার্শ্ব ও শিরোদেশে কৃশরা, উৎকারিকা, মাষ, কুলত্থ, যব ও পায়স দ্বারা সঙ্করস্বেদের নিয়মে স্বেদ দিবে। বাতঘ্ন পত্র সকল সিদ্ধ করিয়া শিরোদেশে পরিষেচন করিবে অথবা বেড়েলা, গুলঞ্চ ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ সুখোষ্ণ জলে পরিষেচন করিবে। ৪০। অথবা ছাগমস্তক বা মৎস্যমস্তক সিদ্ধ করিয়া সেই জলে বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধে কণ্ঠ, পার্শ্ব ও মস্তকে স্বেদ দিবে। ৪১। অথবা ঔদকমাংস, আনূপমাংস বা পঞ্চমূলী সিদ্ধ করিয়া সেই জলে নাড়ী স্বেদ দিবে। অথবা স্নেহযুক্ত আরনাল (কাঞ্জিক) যোগে নাড়ীস্বেদ দিবে। ৪২। মস্তক পার্শ্ব ও অংসদেশে শূল হইলে জীবন্তী, শুল্‌ফা, বেড়েলা, যষ্টিমধু, বচ, বেশবার, ভূমিকুষ্মাণ্ড, আমলকী, ঔদক মাংস ও আনূপ মাংসের প্রলেপ অথবা বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ চতুঃস্নেহ (ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা) প্রয়োগ করিবে। ৪৩। শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাদিকা ও রক্ত চন্দন ঘৃতের সহিত আলেপন করিলে শিরঃশূল পার্শ্বশূল ও অংসশূল নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ৪৪। বলা, রাস্না, তিল, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল। গুগ্গুল, দেবদারু, রক্তচন্দন, নাগকেশর ও ঘৃত। ক্ষীরকাকোলী বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, সজিনা ও পুনর্নবা এবং শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও ঘৃত; এই চারিটী যোগ দ্বিদোষজ শিরঃশূল, পার্শ্বশূল ও অংসশূলে প্রশস্ত। [বাতপিত্ত নাশক যোগ বাতপিত্তজ শিরঃশূলাদিতে প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ বাতশ্লেষ্মাদিস্থলেও বুঝিতে হইবে]। ৪৫।

নাবনং ধূমপানানি স্নেহাশ্চোত্তরভক্তিকাঃ।
তৈলান্যভ্যঙ্গযোগানি বস্তিকর্ম্ম তথাপরম্ ॥ ৪৬
জলোকালাবুশৃঙ্গৈর্বা প্রদুষ্টং ব্যধনেন বা।
শিরঃপার্শ্বাংসশূলেষু রুধিরং তস্য নির্হরেৎ॥ ৪৭
প্রদেহঃ সঘৃতশ্চেষ্টঃ পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ।
দূর্ব্বামধুকমঞ্জিষ্ঠাকেশরৈর্বা ঘৃতাপ্লুতৈঃ॥
প্রপুণ্ডরীকনির্গুণ্ডীপদ্মকেশরমুৎপলম্।
কশেরুকা পয়স্যা চ সসর্পিষ্কপ্রলেপনম্॥ ৪৮
চন্দনাদ্যেন তৈলেন শতধৌতেন সর্পিষা।
অভ্যঙ্গঃ পয়সা সেকঃ শস্তশ্চ মধুকাম্বুনা॥
মাহেন্দ্রেণ সুশীতেন চন্দনাদিশৃতেন বা।
পরিষেকঃ প্রয়োক্তব্য ইতি সংশমনী ক্রিয়া॥ ৪৯

ইতি সংশমনী ক্রিয়া।

দোষাধিকানাং বমনং শস্যতে সবিরেচনম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নানাং সস্নেহং যন্ন কর্ষণম্॥ ৫০

নস্য, ধূমপান, ঔত্তরভক্তিক ঘৃতপান, তৈলাভ্যঙ্গ ও বস্তিকর্ম্ম প্রশস্ত। ৪৬। শিরঃশূলে পার্শ্বশূলে ও অংসশূলে জলৌকা, অলাবু বা শৃঙ্গ দ্বারা বা শিরাব্যধন দ্বারা রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত। [এ স্থলে পিত্তশ্লৈষ্মিক শিরঃশূলাদি বুঝিতে হইবে]। ৪৭। ঘৃতের সহিত পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও রক্তচন্দনের প্রলেপ অথবা ঘৃতের সহিত দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগকেশরের প্রলেপ অথবা ঘৃতের সহিত পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, নিসিন্দা, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, কেশুরও ক্ষীরকাকোলীর প্রলেপ প্রশস্ত। ৪৮। অথবা চন্দনাদি তৈল বা শতধৌত ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ অথবা দুগ্ধ বা যষ্টিমধুর কাথ দ্বারা পরিষেক অথবা চন্দনাদিগণসিদ্ধ সুশীতল বৃষ্টির জলে পরিষেক করিবে। [এস্থলে দাহযুক্ত পিত্তপ্রধান শিরঃশূলাদি বুঝিতে হইবে]। ৪৯।

ইতি সংশমনী ক্রিয়া।

শিরঃশূল প্রভৃতি দোষাধিক হইলে রোগীকে স্নেহস্বেদযোগে উপপন্ন করিয়া বমন ও বিরেচন দেওয়া উচিত। যেন বমন ও বিরেচন স্নিগ্ধ হয়, কেন কর্ষণ না হয়। ৫০।

শোষী মুঞ্চতি গাত্রাণি পুরীষস্রংসনাদপি।
অবলাপেক্ষিণীং মাত্রাং কিং পুনর্যো বিরিচ্যতে॥ ৫১
যোগান সংশুদ্ধকোষ্ঠানাং কাসে শ্বাসে স্বরক্ষয়ে
শিরঃপার্শ্বাংসশূলেষু সিদ্ধানেতান্ প্রযোজয়েৎ॥ ৫২
বলাবিদারিগন্ধাদ্যৈর্বিদার্য্যা মধুকেন বা।
সিদ্ধং সলবণং সর্পির্নস্যং স্যাৎ স্বর্য্যমুত্তমম্॥ ৫৩
প্রপুণ্ডরীকং মধুকং পিপ্পল্যো বৃহতী বলা
ক্ষীরং সর্পিশ্চ তৎসিদ্ধং স্বর্য্যং স্যান্নাবনং পরম্॥ ৫৪
শিরঃপার্শ্বাংসশূলঘ্নং কাসশ্বাসনিবর্হণম্।
প্রযুজ্যমানং বহুশো ঘৃতঞ্চোত্তরভক্তিকম্॥ ৫৫
দশমূলেন পয়সা সিদ্ধং মাংসরসেন চ।
বলাগর্ভং ঘৃতং সদ্যো রোগানেতান্ প্রবাধতে॥ ৫৬
ভক্তস্যোপরি মধ্যে বা যথাগ্নি প্রবিচারিতম্।
রাস্নাঘৃতং বা সক্ষীরং সক্ষীরং বা বলাঘৃতম্॥৫৭

যক্ষ্মারোগীর মলভেদ হইলেই শরীর নষ্ট হয়। অতএব বলের অপেক্ষা না করিয়া বিরেচন দিলে আর রক্ষা নাই। ৫১। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধির পর বক্ষ্যমাণ দৃষ্টফল যোগগুলি কাস, শ্বাস, স্বরক্ষয়, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল ও অংসশূলের প্রশমনার্থ প্রয়োগ করিবে। ৫২। বেড়েলা, শালপর্ণ্যাদিগণ, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ ঘৃত লবণযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিলে স্বরভেদ নাশ করে। ৫৩। পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ [illegible]ধু, পিপুল, বৃহতী, বেড়েলা ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ঘৃতের নস্য উৎকৃষ্ট স্বরক্ষয়নাশক। ৫৪। ঔত্তরভক্তিক ঘৃত (ভোজনের পর ঘৃতানুপান) নানা প্রকারে সেবিত হইলে শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, অংসশূল, কাস ও শ্বাস নাশ করে। ৫৫। দশমূলের কাথ, দুগ্ধ, মাংসরস ও বেড়েলার কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত ঐ সকল উপদ্রব সদ্য নষ্ট করে। ৫৬। ভোজনের পর বা মধ্যে রাস্না-ঘৃত বা বলাঘৃত [illegible]

লেহান্ কাসাপহান স্বর্য্যান্ শ্বাসহিক্কানিবর্হণান।
শিরঃপার্শ্বাংসশূলঘ্নান্ স্নেহাংশ্চাতঃ পরং শৃণু ॥ ৫৮
ঘৃতং খর্জ্জুরমৃদ্বীকাশর্করাক্ষৌদ্রসংযুতম্।
সপিপ্পলীকং বৈস্বর্য্য-কাসশ্বাসনিবর্হণম্ ॥ ৫৯
দশমূলশৃতাৎ ক্ষীরাৎ সর্পির্যদুদিয়ান্নবম্।
সপিপ্পলীকং সক্ষৌদ্রং তৎ পরং স্বরবোধনম্।
শিরঃপার্শ্বাংসশূলঘ্নং কাসশ্বাসজ্বরাপহম্ ॥ ৬০
পঞ্চভিঃ পঞ্চমূলৈর্বা শৃতাদ্যদুদিয়াদ্ঘৃতম্।
পঞ্চানাং পঞ্চমূলানাং রসে ক্ষীরচতুর্গুণে।
সিদ্ধং সর্পির্জয়ত্যেতদযক্ষ্মণঃ সপ্তকং বলম্ ॥৬১
খর্জ্জুরং পিপ্পলী দ্রাক্ষা পথ্যা শৃঙ্গী দুরালভা।
ত্রিফলা পিপ্পলী মুস্তং শৃঙ্গাটী গুড়শর্করাঃ ॥
বীরা শটী পুষ্করাখ্যং সুরসঃ শর্করা গুড়ঃ।
নাগরং চিত্রকো লাজাঃ পিপ্পল্যামলকং গুড়ঃ ॥
শ্লোকার্দ্ধবিহিতানেতান লিহ্যান্না মধুসর্পিষা।
কাসশ্বাসাপহান্ স্বর্য্যান্ পার্শ্বশূলাপহাংস্তথা ॥৬২

সিতোপলাং তুগাক্ষীরীং পিপ্পলীং বহুলাং ত্বচম্
অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েন্মধুসর্পিষা ॥
চূর্ণিতং প্রাশয়েদ্বা তৎ শ্বাসকাসকফাতুরম্।
সুপ্তজিহ্বারোচকিনমল্পাগ্নিং পার্শ্বশূলিনম্ ॥ ৬৩
হস্তপাদাঙ্গদাহেষু জ্বরে রক্তে তথোর্দ্ধগে। ॥
বসাসর্পিঃ শতাবর্য্যা সিদ্ধংবা পরমং হিতম্ ॥৬৪
দুরালভাং শ্বদংষ্ট্রাঞ্চ চতস্রঃ পর্ণিনীর্বলাম্।
ভাগান্ পলোন্মিতান্ কৃত্বা পলং পর্প টকস্য চ
পচেদ্দশগুণে তোয়ে দশভাগাবশেষিতে।
রসে সুপূতে দ্রব্যাণামেষাং কল্কান্ সমাবপেৎ
শট্যা পুষ্করমূলস্য পিপ্পলীত্রায়মাণয়োঃ।
তামলক্যাঃ কিরাতানাং তিক্তস্য কুটজস্য চ ॥
ফলানাং শারিবায়াশ্চ সুপিষ্টান্ কর্ষসম্মিতান
ততস্তেন ঘৃতপ্রস্থং ক্ষীরদ্বিগুণিতং পচেৎ ॥
জ্বরং দাহং ভ্রমং কাসমংসপার্শ্বশিরোরুজম্।
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিরতীসারমেতান্ সর্পিরপোহতি ॥৬৫
ইতি গোক্ষুরাদ্যঘৃতম্।

নষ্ট হয়। ৫৭। অনন্তর কাসনাশক, স্বরভেদনাশক, শ্বাস-হিক্কানাশক, শিরঃশূলনাশক, পার্শ্বশূলনাশক ও অংসশূলনাশক লেহ ও স্নেহ সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৮। ঘৃত, খর্জ্জুর, কিসমিস্ ও শর্করা, মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত লেহন করিলে স্বরভঙ্গ কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়। ৫৯। দশমূলসিদ্ধ দুগ্ধের ঘৃত সদ্য সদ্য পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত লেহন করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয় এবং শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, অংসশূল, শ্বাস, কাস ও জ্বরের নিবৃত্তি হয়। ৬০। পঞ্চপ্রকার পঞ্চমূল দ্বারা সিদ্ধ দুগ্ধের ঘৃত, পঞ্চ পঞ্চমূলের কাথ ও চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মার উপরি লিখিত স্বরভেদাদি সপ্ত উপদ্রব শান্তি হয়। ৬১। খেজুর, পিপুল, কিসমিস্, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও দুরালভা। ত্রিফলা, পিপুল, মুতা, পাণিফল ও ইক্ষু-গুড়ের চিনি। ক্ষীরকাকোলী, শটী, কুড়, সুরস-তুলসী ও গুড়শর্করা এবং শুঁঠ চিতা, চৈ, পিপুল, আমলকী ও ইক্ষুগুড়। এই চারিটি অর্দ্ধশ্লোকোক্ত পৃথক্ পৃথক্ যোগ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ ও পার্শ্বশূল নষ্ট হয়। ৬২। মিছরী, বংশলোচন, পিপুল, এলাচ ও দারুচিনির চূর্ণ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ লইয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। অথবা এই সকল চূর্ণ শ্বাস, কাস, কফ, জিহ্বাস্তম্ভ, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও পার্শ্বশূলে সেবন করাইবে। ৬৩। হস্ত, পাদ, শরীরের দাহ, জ্বর ও উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে বাসা-ঘৃত ও শতাবরীঘৃত অত্যন্ত হিতকর। ৬৪। গোক্ষুর, দুরালভা, পর্ণীচতুষ্টয় (শালপর্ণী, মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী ও পৃশ্নিপর্ণী), বেড়েলা, ক্ষেতপাপড়া পৃথক্ পৃথক্ এক এক পল হইয়া একত্র দশগুণ জলে সিদ্ধ করিবে এবং দশভাগের একভাগ থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ কাথে শটী, কুড়, পিপুল, বলা-ডুমুরলতা, ভুম্যামলকী, চিরেতা, কটকী, ইন্দ্রযব ও অনন্তমূলের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা, ঘৃত চারি সের ও দুগ্ধ আটসের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে

জীবন্তীং মধুকং দ্রাক্ষাং ফলানি কুটজস্য চ।
শটীং পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রীং গোক্ষুরকং বলাম্॥
নীলোৎপলং তামলকীং ত্রায়মাণাং দুরালভাম্
পিপ্পলীঞ্চ সমং পিষ্ট্বা ঘৃতং বৈদ্যো বিপাচয়েৎ
এতদ্ব্যাধিসমূহস্য রোগেশস্য সমুত্থিতম্।
রূপমেকাদশবিধং সর্পিরুগ্রং ব্যপোহতি॥ ৬৬
বলাং স্থিরাং পৃশ্নিপর্ণীং বৃহতীং সনিদিগ্ধিকাম্।
সাধয়িত্বা রসে তস্মিন্ পয়ো গব্যং সনাগরম্॥
দ্রাক্ষাখর্জ্জূরসর্পির্ভিঃ পিপ্পল্যা চ শৃতং সহ।
সক্ষৌদ্রং জ্বরকাসঘ্নং স্বর্য্যশ্চৈতৎ প্রযো-
জয়েৎ॥ ৬৭
আজস্য পয়সশ্চৈব প্রয়োগো জাঙ্গলা রসাঃ।
যুষার্থে চণকা মুদ্গা মুকুষ্ঠাশ্চোপকল্পিতাঃ॥ ৬৮
জ্বরাণাং শমনীয়ো যঃ পূর্ব্বমুক্তঃ ক্রিয়াবিধিঃ
যক্ষ্মিণাং জ্বরদাহেষু সসর্পিষ্কঃ প্রশস্যতে॥ ৬৯

কফপ্রসেকে বলবান্ শ্লৈষ্মিকশ্ছর্দ্দয়েন্নরঃ।
পয়সা ফলযুক্তেন মধুরেণ রসেন বা।
সর্পিষ্মত্যা যবাগ্বা বা বমনীয়োপসিদ্ধয়া॥ ৭০
স বান্তোঽদ্যাচ্চ লঘ্বন্নমন্নকালে সদীপনম্॥৭১
যবগোধূমমাধ্বীকশীধ্বরিষ্টসুরাসবান্।
জাঙ্গলানি চ শূল্যানি সেবমানঃ কফং
জয়েৎ॥ ৭২
শ্লেষ্মণোঽতিপ্রসেকে তু বায়ুঃ শ্লেষ্মাণমস্যতি।
কফপ্রসেকং তং বিদ্বান্ স্নিগ্ধোষ্ণৈনৈব
নির্জ্জয়েৎ॥ ৭৩
ক্রিয়া কফপ্রসেকে যা বম্যাং সৈব প্রশস্যতে।
হৃদ্যানি চান্নপানানি বাতঘ্নানি লঘূনি চ॥ ৭৪
প্রায়েণোপহতাগ্নিত্বাৎ সপিচ্ছমতিসার্য্যতে।
প্রাপ্নোত্যাস্যস্য বৈরস্যং ন চান্নমভিনন্দতি॥৭৫
তস্যাগ্নিদীপনান্ যোগানতীসারনিবর্হণান্

জ্বর, দাহ, ভ্রম, কাস, অংসশূল, পার্শ্বশূল, শিরঃ-শূল, তৃষ্ণা, বমি ও অতিসার নষ্ট হয়। ৬৫

ইতি গোক্ষুরাদ্য ঘৃত।

জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, শটী, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, নীলোৎপল, ভূম্যামলকী, বলালতা, দুরালভা ও পিপুল সমান সমান ভাগে কল্ক করিয়া তাহার সহিত ঘৃতপান করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে ব্যাধিসমূহের সমষ্টিস্বরূপ রোগরাজ যক্ষ্মার একাদশবিধ উপদ্রব নষ্ট হয়। ৬৬

ইতি জীবন্ত্যাদি ঘৃত।

বেড়েলা, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী ও কণ্টকারীর কাথ; শুঁঠ, দ্রাক্ষা, খেজুর ও পিপুলের কল্ক; দুগ্ধ ও ঘৃত একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত মধুর সহিত সেবন করিলে জ্বর কাস এবং স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়। ৬৭। যক্ষ্মা-রোগে ছাগদুগ্ধ ও জাঙ্গল মাংসরস প্রয়োগ করিবে। যুষার্থে চণক (ছোলা), মুগ ও বনমুগ প্রয়োগ করিবে। ৬৮। জ্বরাধিকারে জ্বরবিনাশক যে শমনীয় চিকিৎসাবিধি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাই যক্ষ্মার জ্বর ও দাহে ঘৃতের সহিত প্রযোজ্য। ৬৯। যক্ষ্মারোগী

শ্লেষ্মদোষাশ্রিত অথচ বলবান্ হইলে তাহাকে কফপ্রসেকাবস্থায় মদনফলসিদ্ধ দুগ্ধ বা মদন-ফলযুক্ত মধুররস বা মদনফলসিদ্ধ ঘৃত বা বমনীয়-দ্রব্য সংস্কৃত ঘৃত দ্বারা বমন করাইবে ৭০। বমিত হইবার পর ভোজনকালে লঘু ও অগ্নিদীপন অন্ন ভোজন করাইবে। ৭১। যব, গোধুম, মাধ্বীক, শীধু, অরিষ্ট, সুরা ও আসব এবং শূল্য জাঙ্গল মাংস সেবন করিলে কফশান্তি হয়। ৭২। শ্লেষ্মার প্রতিপ্রসেক স্থলে বায়ুই শ্লেষ্মাকে উৎক্ষেপ করে; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি স্নিগ্ধোষ্ণ প্রয়োগ দ্বারা কফ-প্রসেব প্রশমিত করিবেন। ৭৩। কফপ্রসে-কের চিকিৎসাই বমিনিবারণার্থে প্রয়োগ করিবে। আর বমিনিবারণার্থে হৃদ্য, বাতঘ্ন ও লঘু অন্ন পান প্রশস্ত। ৭৪। অগ্নিমান্দ্য-হেতুই প্রায় পিচ্ছিল অতিসার নির্গত হয়। আর এরূপ স্থলে প্রায়ই মুখের বৈরস্য ও অন্নে দ্বেষ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে যক্ষ্মা-রোগীকে অগ্নিদীপন, অতিসারনাশক, মুখ-বৈরস্যনাশক ও অরুচিনিবারক যোগ সমস্ত প্রয়োগ করিবে। ৭৫। যক্ষ্মারোগী অতিসার কালে [illegible] জলের সহিত

বক্ত্রশুদ্ধিকরান্ কুর্য্যাদরুচিপ্রতিবাধকান্ ॥ ৭৬
সনাগরানিন্দ্রযবান্ পিবেদ্বা তণ্ডুলাম্বুনা।
সিদ্ধাং যবাগূং জীর্ণে চ চাঙ্গেরীতক্রদাড়িমৈঃ ॥
পাঠাং বিল্বং যমানীঞ্চ পাতব্যং তক্রসংযুতম্।
দুরালভাং শৃঙ্গবেরং পাঠাঞ্চ সুরয়া সহ ॥ ৭৭
জম্বাম্রমধ্যং বিল্বঞ্চ সকপিত্থং সনাগরম্।
পেয়া মণ্ডেন পাতব্যমতীসারনিবৃত্তয়ে ॥ ৭৮
এতানেব চ যোগাংস্ত্রীন্ পাঠাদীন্ কারয়েৎখড়ান্
সস্থপধান্যান সস্নেহান্ সাম্লান্ সংগ্রহণান্ পরান্ ॥ ৭৯
বেতসার্জ্জুনজম্বূনাং মৃণালীকৃষ্ণগন্ধয়োঃ।
শ্রীপর্ণ্যা মদয়ন্ত্যাশ্চ যূথিকায়াশ্চ পল্লবান্ ॥ ৮০
চাঙ্গের্য্যাশ্চুক্রিকায়াশ্চ দুগ্ধিকায়াশ্চ কারয়েৎ
খড়ান্ দধিসরোপেতান্ সসর্পিষ্কান সদাড়িমান্

পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে আমলকী-রস, তক্র দাড়িমরসের সহিত যবাগূ পাক করিয়া সেবন করিবে। ৭৬। অতিসারে আকনাদি, বেলশুঁঠ ও যমানীর ক্বাথ তক্রের সহিত পান করিবে। অথবা দুরালভা, শুঁঠ ও আকনাদির ক্বাথ সুরার সহিত সেবন করিবে। ৭৭। অতিসার নিবৃত্তির জন্য জম্বু ও আম্রাস্থির শাঁস, বেলশুঁঠ, পাকা কদবেল ও শুঁঠের ক্বাথ পেয়া বা মণ্ডের সহিত পান করিবে। ৭৮। পূর্ব্বোক্ত অতিসারনাশক তিনটী যোগ পৃথক্ পৃথক্ ডালের (সূপধান্য) সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই সকল ডাল স্নেহ ও অম্লযুক্ত করিয়া সেবন করিলে অত্যন্ত সংগ্রাহক হয় [এইরূপ সিদ্ধ ডালকে খড়যূষ কহে। "সস্থপধান্যং" স্থলে গঙ্গাধর বলেন,—সচুক্রধান্যং। চুক্র শব্দে "অম্ল-লোটক।" ধান্য শব্দে "ধ'নের চূর্ণ"]। ৭৯। অথবা বেতস, অর্জ্জুন, জম্বস্থির শাঁস, পদ্ম, সজিনা, গাম্ভারী, মল্লিকা ও যূথিকার পল্লব, আমরুল, চুক্রিকা (চুকোপালং) এবং দুগ্ধিকা দ্বারা দধির রস, ঘৃত ও দাড়িম যূষের সহিত খড়যূষ পাক করিয়া সেবন করিবে। ৮০। অতিসারে লঘুপাক মাংসসমূহের রস সাংগ্রাহিক দ্রব্য সমূহের সহিত সিদ্ধ করিয়া ব্যঞ্জ-

মাংসানাং লঘুপাকানাং রসাঃ সাংগ্রাহিকৈর্যুতাঃ
ব্যঞ্জনার্থে প্রশস্তস্তে ভোজ্যার্থে রক্তশালয়ঃ ॥৮১
স্থিরাদিপঞ্চমূলেন পানে শস্তং শৃতং জলম্ ॥৮২
তক্রং সুরা সচুক্রীকা দাড়িমস্যাথবা রসঃ।
দীপনং গ্রাহি নির্দ্দিষ্টং ভেষজং ভিন্নবর্চ্চসে ॥৮৩
পরং মুখস্য বৈরস্যনাশনং রোচনং শৃণু ॥ ৮৪
দ্বৌ কালৌ দন্তপবনং ভক্ষয়েন্মুখধাবনম্।
তদ্বৎ প্রক্ষালয়েদাস্যং ধারয়েৎ কবলগ্রহান্ ॥ ৮৫
পিবেদ্ধূমং ততো ভুক্তমদ্যাদ্দীপনপাচনম্ ॥ ৮৬
ভেষজং পানমন্নঞ্চ হিতমিষ্টোপকল্পিতম্ ॥ ৮৭
ত্বঙ্মুস্তমেলাধান্যানি মুস্তমামলকং ত্বচম্।
ত্বচো দার্ব্বী যমানী চ পিপ্পল্যস্তেজবত্যাপি ॥
যমানীং তিন্তিড়ীকঞ্চ পঞ্চৈতে মুখধাবনাঃ।
শ্লোকপাদেষু বিহিতা রোচনা মুখশোধনাঃ ॥ ৮৮
গুলিকাং ধারয়েদাস্যে চূর্ণৈর্বা শোধয়েন্মুখম্।
এষামালোড়িতানাং বা ধারয়েৎ কবলগ্রহান ॥৮৯

নার্থে ও ভোজনার্থে রক্তশালির অন্ন দিবে। ৮১। শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূলসিদ্ধ জল অনুপান করিবে। ৮২। অতিসারে তক্র, সুরা, চুক্র বা দাড়িমের রস অগ্নিদীপক ও সংগ্রাহক। ৮৩। মুখবৈরস্যনাশক যোগ সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৪। মুখপরিষ্কারের জন্য দুই বেলাই দন্ত পরিষ্কারক মুখধাবন এবং দুই বেলাই মুখপ্রক্ষালন ও কবল গ্রহণ কর্ত্তব্য। ৮৫। অনন্তর ধূমপান করিবে। পরে দীপন ও পাচন ভুক্তদ্রব্য চর্ব্বণ করিবে। ৮৬। প্রিয়জনসমাহৃত ঔষধ ও অন্নপান হিতকর। ৮৭। দারুচিনি, মুতা, এলাচ ও ধনে ইহাদের চূর্ণ। মুতা, আমলকী ও দারুচিনির চূর্ণ। দারুচিনি, দারুহরিদ্রা ও যমানীর চূর্ণ। পিপুল ও চইয়ের চূর্ণ। তিন্তিড়ী ও ভাজা যমানী চূর্ণ। এই সকল যোগ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মুখধাবন করিলে রুচি হয়। এক একটী যোগ শ্লোকের এক একটী পাদে লিখিত হইল। ৮৮। ঐ সকল যোগ গুড়িকাকারে মুখে ধারণ করিলে, বা উহাদের দ্বারা মুখশোধন (দন্তধাবনাদি) করিলে বা জলে

সুরামাধ্বীকশীধূনাং তৈলস্য মধুসর্পিষোঃ।
কবলান্ ধারয়েদিষ্টান্ ক্ষীরস্যেক্ষুরসস্য চ॥ ৯০
যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ নাগরং সাম্লবেতসম্।
দাড়িমং বদরঞ্চাম্লং কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ॥
ধান্যসৌবর্চ্চলাজাজীবরাঙ্গঞ্চার্দ্ধকার্ষিকম্।
পিপ্পলীনাং শতঞ্চৈকং দ্বে শতে মরিচস্য চ॥
শর্করায়াশ্চ চত্বারি পলান্যেকত্র চূর্ণয়েৎ।
জিহ্বাবিশোধনং হৃদ্যং তচ্চূর্ণং ভক্তরোচনম্॥
হৃৎপ্লীহপার্শ্বশূলঘ্নং বিবন্ধানাহনাশনম্।
কাসশ্বাসহরং গ্রাহি গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ॥ ৯১
ইতি যমানীষাড়বম্।
তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে॥
পিপ্পল্যষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা।
কাসশ্বাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্॥
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীদোষশোষপ্লীহজ্বরাপহম্।
বম্যতীসারশূলঘ্নমূর্দ্ধবাতানুলোমনম্।
কল্পয়েদ্গুটিকাশ্চৈব চূর্ণং পক্ত্বা সিতোপলৈঃ।
গুটিকা হ্যগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণাল্লঘুতরাঃ স্মৃতাঃ॥ ৯২
ইতি তালীশাদ্যং চূর্ণং গুড়িকা চ।
গুষ্যতে ক্ষীণমাংসায় কল্পিতানি বিধানবিৎ।
দদ্যান্মাংসাদমাংসানি বৃংহণানি বিশেষতঃ॥ ৯৩
শোষিণে বার্হিণং দদ্যাদ্বর্হিশব্দেন চাপরান্।
গৃধ্রানুলূকাংশ্চাষাংশ্চ বিধিবৎ সুপকল্পিতান্॥ ৯৪
কাকাংস্তিত্তিরিশব্দেন বর্ম্মিশব্দেন চোরগান্।
ভৃষ্টান্মৎস্যান্ত্রশব্দেন দদ্যাদ্গণ্ডুপদানপি॥ ৯৫
লোমশান্ স্থূলনকুলান্ বিড়ালাংশ্চোপকল্পিতান্
শৃগালশাবাংশ্চ ভিষক্ শশশব্দেন দাপয়েৎ॥ ৯৬
সিংহানৃক্ষাংস্তরক্ষূংশ্চ ব্যাঘ্রানেবংবিধাংস্তথা।
মাংসাদান্ মৃগশব্দেন দদ্যান্মাংসাভিবৃদ্ধয়ে॥ ৯৭

গুলিয়া কবল ধারণ করিলে মুখশুদ্ধি হয়। [শেষোক্ত যোগটী সহজ বলিয়া সচরাচর জলে গুলিয়া প্রয়োগ করা যায় ও অত্যন্ত রুচিকারক হইয়া থাকে]। ৮৯। সুরা, মাধ্বীক, শীধু, তৈল, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ বা ইক্ষুরসের কবল গ্রহণ করিলেও মুখশুদ্ধি হয়। ৯০। যমানী, তিন্তিড়ী, শুঁঠ, অম্লবেতস, দাড়িম ও অম্লকুল পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা; ধনে, সৌবর্চ্চল, কৃষ্ণজীরা ও দারুচিনি পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধতোলা; পিপুল এক শত, মরিচ দুই শত এবং চিনি চারিপল একত্র চূর্ণ করিবে। ইহা জিহ্বাশোধন, হৃদ্য, ভক্তরোচন, হৃচ্ছূলনাশক, প্লীহানাশক, পার্শ্বশূলনাশক, বিবন্ধনাশক, আনাহনাশক, কাসশ্বাসনাশক, সংগ্রাহী এবং গ্রহণীদোষ ও অর্শোনাশক। ৯১।

ইতি যমানীষাড়ব।

তালীশপত্র, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল ও বংশলোচন; এই সকল চূর্ণ উত্তরোত্তর এক এক ভাগ বৃদ্ধি করিয়া গ্রহণ করিবে। দারুচিনি ও এলাচ পৃথক্ পৃথক্ তালীশপত্রের অর্দ্ধেক এবং মিছরী পিপুলের আটগুণ লইয়া একত্র করিবে। ইহা কাস, শ্বাস ও অরুচিনাশক এবং উৎকৃষ্টদীপন; আর ইহাতে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীরোগ, শোষ, প্লীহা, জ্বর, বমি, অতিসার ও শূল নষ্ট হয়। ইহা ঊর্দ্ধবাত নষ্ট করে। আর এই চূর্ণ মিছরির সহিত পাক করিয়া গুড়িকাকারে সেবন করা যায়। কারণ অগ্নি-সংযোগবশতঃ সেই গুড়িকা অত্যন্ত লঘুপাক হইয়া থাকে। ৯২

ইতি তালীশাদ্যচূর্ণ ও গুড়িকা।

প্রয়োগকুশল চিকিৎসক ক্ষীণমাংস যক্ষ্মারোগীকে মাংসাদ জন্তুদিগের মাংস নানারূপে কল্পনা করিয়া প্রদান করিবেন। মাংসাদ জন্তুর মাংস বিশেষরূপ বৃংহণ। ৯৩। যক্ষ্মারোগীকে ময়ূরমাংস বা ময়ূর-মাংসের নাম করিয়া গৃধ্র (বাজ), উলূক (পেঁচা), ও চাষপক্ষীর মাংস বিধিবৎ ব্যঞ্জনাদিরূপে কল্পনা করিয়া দিবে। ৯৪। যক্ষ্মারোগীকে তিত্তিরি মাংসের নাম করিয়া কাকের মাংস, বান্‌মাছের নাম করিয়া সর্পের মাংস এবং মাছের নাড়ী বলিয়া কেঁচো ভাজিয়া দিবে। ৯৫। শশকের মাংস বলিয়া স্থূল লোমশ নকুলের মাংস এবং বিড়াল ও শৃগাল শাবকের মাংস ব্যঞ্জনাদিরূপে কল্পনা করিয়া দিবে। ৯৬। যক্ষ্মারোগীর

গজখড়্গিতুরঙ্গাণাং বেশবারকৃতান্ ভিষক্।
দদ্যান্মহিষশব্দেন মাংসা মাংসাভিবৃদ্ধয়ে॥ ৯৮
মাংসেনোপচিতাঙ্গানাং মাংসং মাংসকরং পরম্
তীক্ষ্ণোষ্ণলাঘবাচ্ছস্তং বিশেষান্ মৃগ-
পক্ষিণাম্॥ ৯৯
মাংসানি যান্যনভ্যাসাদনিষ্টানি প্রযোজয়েৎ।
তেষ্পথ্যা সুখং ভোক্তুং তথা শক্যানি তানি হি
জানন্ জুগুপ্সন্নৈবাদ্যাজ্জগ্ধং বা পুনরুল্লিখেৎ।
তস্মাচ্ছদ্মোপসিদ্ধানি মাংসান্যেতানি
দাপয়েৎ॥ ১০০
বর্হিতিত্তিরিদক্ষাণাং হংসানাং শূকরোষ্ট্রয়োঃ।
খরগোমহিষাণাঞ্চ মাংসং মাংসকরং পরম্॥১০১
যোনিরষ্টবিধা চোক্তা মাংসানামান্নপানিকে।
তান্ পরীক্ষ্য ভিষগ্বিদ্বান্ দদ্যান্মাংসানি
শোষিণে॥ ১০২

প্রসহা ভূশয়ানূপবারিজা বারিচারিণঃ।
আহারার্থে প্রদাতব্যা মাত্রয়াবাতশোষিণে॥১০৩
প্রতুদা বিষ্কিরাশ্চৈব ধান্বজাশ্চ মৃগদ্বিজাঃ।
কফপিত্তপরীতানাং প্রযোজ্যাঃ শোষরোগিণাম্
বিধিবৎ সূপসিদ্ধানি মনোজ্ঞানি মৃদূনি চ।
রসবন্তি সুগন্ধীনি মাংসান্যেতানি ভক্ষয়েৎ॥১০৫
মাংসমেবাশ্নতঃ শোষে মাধ্বীকং পিবতোঽপি চ
নিয়তানল্পচিত্তস্য চিরং কায়ে ন তিষ্ঠতি॥ ১০৬
বারুণীমণ্ডনিত্যস্য বহির্মার্জ্জনসেবিনঃ।
অবিধারিতবেগস্য যক্ষ্মা ন লভতেঽন্তরম্॥ ১০৭
প্রসন্নাং বারুণীং শীধুমরিষ্টানাসবান্ মধু।
যথার্হমনুপানার্থং পিবেন্মাংসানি ভক্ষয়েৎ॥ ১০৮
মদ্যং তৈক্ষ্ণ্যোষ্ণ্যবৈশদ্যসূক্ষ্মত্বাৎ স্রোতসাং মুখম্

মাংসবৃদ্ধির নিমিত্ত মৃগমাংস বলিয়া সিংহ, ভল্লুক, নেকড়ে ও বাঘের মাংস এইরূপে ব্যঞ্জনাদি কল্পনা করিয়া দিবে। ৯৭। যক্ষ্মারোগীর মাংসবৃদ্ধির নিমিত্ত মহিষমাংস বলিয়া হস্তী, গণ্ডার ও ঘোটক-মাংসের বেশবার প্রস্তুত করিয়া দিবে। ৯৮। মাংসাহারী জন্তুদিগের মাংস—মাংস দ্বারা পুষ্ট বলিয়া বিশেষরূপে মাংসকর হয়। বিশেষতঃ হরিণ ও পক্ষীর মাংস তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লঘু বলিয়া যক্ষ্মারোগীর পক্ষে প্রশস্ত। ৯৯। অনভ্যাস বশতঃ কোন কোন মাংস অপ্রিয় হইলেও মিথ্যা বলিয়া রুচি উৎপাদনপূর্ব্বক ভোজন করান উচিত। আর চেষ্টা করিলে অবশ্যই এইরূপ ভোজন করান যাইতে পারে। কিন্তু যদি রোগী জানিতে পারিয়া ঘৃণাপ্রকাশ করে, তবে কখনই ভোজন করান উচিত নয়; বরং ভোজন করান হইয়া থাকিলে বমি করান উচিত। ফলতঃ ওরূপ মাংস রোগীকে ভোজন করান কর্ত্তব্য বোধ হইলে অবশ্যই মিথ্যা কথা কহিতে হইবে। ১০০। ময়ূর, তিত্তির, কুক্কুট, হংস, শূকর, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, গো এবং মহিষের মাংস অত্যন্ত মাংসকর। ১০১। সূত্রস্থানের অন্নপান অধ্যায়ে আট প্রকার মাংসের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। বিবেচক বৈদ্য সেই সকল মাংস হইতে নির্ব্বাচন করিয়া যক্ষ্মারোগীকে প্রদান করিবেন। ১০২। যথা; বাতিক যক্ষ্মারোগে আহারার্থ প্রসহ, ভূশয়, আনূপ, জলজ ও জলচর জন্তুর মাংস মাত্রানুসারে প্রদান করিবে। ১০৩। কফপিত্ত-প্রধান যক্ষ্মারোগে [যাহাতে ঘর্ম্ম, অতিসার, গুরুতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান আছে] আহারার্থ প্রতুদ, বিষ্কির ও ধন্বজ মৃগপক্ষীর মাংস প্রয়োগ করিবে। ১০৪। আর ঐ সকল মাংস যথাবিধি ব্যঞ্জনাদিরূপে কল্পনা করিয়া মনোজ্ঞ, মৃদু, রসযুক্ত ও সুগন্ধ করিয়া দিবে। ১০৫ যদি যক্ষ্মারোগী সংযত শান্তচিত্ত হইয়া কেবল মাংস ভোজন করে ও মাধ্বীক অনুপান করে, তবে যক্ষ্মা তাহার শরীরে দীর্ঘকাল তিষ্ঠিতে পারে না। ১০৬। যে ব্যক্তি নিত্য বারুণী-মণ্ড পান ও বহির্মার্জ্জন (সূত্রস্থান ১১ অধ্যায় ৫২ প্রঃ) সেবা করে এবং মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ না করে, যক্ষ্মা তাহার অন্তরে বাস করিতে পারে না। ১০৭। যক্ষ্মা রোগে অনবরত মাংস ভোজন করিবে এবং প্রসন্না, বারুণী, শীধু অরিষ্ট, আসব ও মধু পান করিবে। ১০৮। যক্ষ্মা রোগে স্রোত সকল

প্রমথ্য বিবৃণোত্যাশু তস্মোক্ষাৎ সপ্ত ধাতবঃ।
পুষ্যন্তি ধাতুপোষাচ্চ শীঘ্রং শোষঃ
প্রশাম্যতি ॥ ১০৯

মাংসাদমাংসস্বরসে সিদ্ধং সর্পিঃ প্রযোজয়েৎ।
সক্ষৌদ্রং পয়সা সিদ্ধং সর্পির্দ্দশগুণেন বা ॥১১০

সিদ্ধং মধুরকৈর্দ্রব্যৈর্দশমূলকষায়কৈঃ।
ক্ষীরমাংসরসোপেতং ঘৃতং শোষহরং পরম্ ॥১১১

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
সযাবশূকৈঃ সক্ষীরৈঃ স্রোতসাং শোধনং
ঘৃতম্ ॥ ১১২

রাস্নাবলাগোক্ষুরকং স্থিরা বর্ষাভূসাধিতম্।
জীবন্তীপিপ্পলীগর্ভং সক্ষীরং শোষনুদ্ঘৃতম্ ॥১৩

যবাগ্বা বা পিবেন্মাত্রাং লিহ্যাত্তা মধুনা সহ।
সিদ্ধানাং সর্পিষামেষামদ্যাদন্নেন বা সহ ॥ ১১৪

শুষ্যতামেষ নির্দ্দিষ্টো বিধিরাভ্যবহারিকঃ।
বহিঃস্পর্শনমাশ্রিত্য বক্ষ্যতেঽতঃ পরং
বিধিঃ ॥ ১১৫

স্নেহক্ষীরাম্বুকোষ্ঠে তং স্বভ্যক্তমবগাহয়েৎ।
স্রোতোবিবন্ধমোক্ষার্থং বলপুষ্ট্যর্থমেব বা ॥

উত্তীর্ণং মিশ্রকৈঃ স্নেহৈঃ পুনরক্তং সুখৈঃ করৈঃ
মৃদ্নীয়াৎ সুখমাসীনং সুখঞ্চোচ্ছাদয়েন্নরম্ ॥১১৬

জীবন্তীং শতবীর্য্যাঞ্চ বিকসাং সপুনর্ন্নবাম্।
অশ্বগন্ধামপামার্গং তর্কারীং মধুকং বলাম্ ॥

বিদারীং সর্ষপং কুষ্ঠং তণ্ডুলানতসীফলম্।
মাষাংস্তিলাংশ্চ কিণ্বঞ্চ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ ॥

ত্রিগুণং যবচূর্ণেন দধ্না যুক্তং সমাক্ষিকম্।
এতদুৎসাদনং কার্য্যং পুষ্টিবর্ণবলপ্রদম্ ॥ ১১৭

গৌরসর্ষপকল্কেন গন্ধৈশ্চাপি সুগন্ধিভিঃ।
স্নায়াদৃতুসুখৈস্তোয়ৈর্জীবনীয়ৌষধৈঃ শৃতৈঃ ॥

অবরুদ্ধ হওয়াতে ধাতু সকল পুষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু মদ্য তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা, অপিচ্ছিলতা ও সূক্ষ্মতা হেতু স্রোত সকলের মুখ প্রমন্থনপূর্ব্বক আশু উদ্ঘাটিত করে। স্রোতের মুখ এইরূপে উদ্ঘাটিত হওয়াতে সপ্তধাতু পুষ্ট হইতে থাকে এবং ধাতুর পোষণবশতঃ যক্ষ্মারও আশু উপশম হয়। ১০৯। যক্ষ্মা-রোগে মাংসাশী জন্তুর মাংসরসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত প্রয়োগ করিবে। অথবা দশগুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিবে। [নিরামিষাশীদিগের জন্যই শেষোক্ত ব্যবস্থা]। ১১০। মধুরগণের কল্ক. দশমূলের ক্বাথ, দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত অত্যন্ত যক্ষ্মানাশক।১১১। পিপুল, পিপুলের মূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও যবক্ষারের কল্ক এবং দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ঘৃত অত্যন্ত স্রোতঃ-শোধক [মদ্যের পরিবর্ত্তে এই ঘৃত প্রশস্ত] ১১২। রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, শালপর্ণী ও পুনর্ণবার ক্বাথ; জীবন্তী ও পিপুলের কল্ক এবং দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ঘৃত শোষনাশক ১১৩। পূর্ব্বোক্ত ঘৃত সকল যবাগূর সহিত পান করিলেও চলে। অথবা মধুর সহিত লেহন করা যায়। অথবা অন্নের সহিত সেবন করিলেও চলে। ১১৪। শোষরোগীর জন্য এইরূপে আহারবিধি নির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর বহির্মার্জ্জনাবিধি ব্যাখ্যা করা হইতেছে। ১১৫। যক্ষ্মারোগীকে উত্তমরূপ তৈলাভ্যক্ত করিয়া স্নেহ বা দুগ্ধ বা জলের কোষ্ঠে অবগাহন করাইবে। তাহা হইলে তাহার স্রোতোবিবন্ধ অপসারিত হইবে এবং বল ও পুষ্টি হইবে। অবগাহন হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই সুখে উপ-বেশনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সুখকর মিশ্রক স্নেহ শরীরে আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিতে থাকিবে। ১১৬। মিশ্রকস্নেহ মর্দ্দন করা হইলে উদ্বর্ত্তন আবশ্যক হয়। সম্প্রতি উদ্বর্ত্তন নির্দ্দেশ করা হইতেছে। জীবন্তী, শতাবরী, মঞ্জিষ্ঠা (বিকসা), পুনর্ন্নবা, অশ্বগন্ধা, অপামার্গ, তর্কারী (জয়ন্তী), মধুক (যষ্টিমধু), বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, তণ্ডুল, মসিনা, মাষকলায়, তিল ও সুরাবীজ, এই সমস্ত একত্র চূর্ণিত করিবে। তাহার সহিত তিন গুণ যবচূর্ণ এবং দধি ও মধু মিশ্রিত করিবে। এই উৎসাদন পুষ্টি, বর্ণ ও বল প্রদান করে। ১১৭। শ্বেতসর্ষপের কল্ক; সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য এবং জীবনীয় ঔষধের সহিত সিদ্ধ ঋতুসুখ

গন্ধৈঃ সমাল্যৈর্বাসোভির্ভূষণৈশ্চ বিভূষিতঃ।
স্পৃশ্যান্ সংস্পৃশ্য সম্পূজ্য দেবতাঃ
সভিষগ্দ্বিজান্॥
ইষ্টবর্ণরসস্পর্শং গন্ধবৎ পানভোজনম্।
ইষ্টমিষ্টৈরুপহিতং সুখমদ্যাৎ সুখপ্রদম্॥ ১১৮
সমাতীতানি ধান্যানি কল্পনীয়ানি শুষ্যতাম্।
লঘূনি হীনবীর্য্যাণি তানি পথ্যতমানি হি॥১১৯
যচ্চোপদেক্ষ্যতে পথ্যং ক্ষতক্ষীণচিকিৎসিতে।
যক্ষ্মিণস্তৎ প্রযোক্তব্যং বলমাংসাভিবৃদ্ধয়ে॥১২০
অভ্যঙ্গোৎসাদনৈঃ স্নানৈরবগাহৈর্বিমার্জ্জনৈঃ।
বস্তিভিঃ ক্ষীরসর্পির্ভির্মাংসৈর্মাংসরসৌদনৈঃ॥
ইষ্টৈর্মদ্যৈর্মনোজ্ঞানাং গন্ধানামুপসেবনৈঃ।
যথর্ত্তুবিহিতৈঃ স্নানৈর্বাসোভিরহতৈঃ প্রিয়ৈঃ॥
সুহৃদাং রমণীয়ানাং প্রমদানাঞ্চ দর্শনৈঃ।
গীতবাদিত্রশব্দৈশ্চ প্রিয়শ্রুতিভিরেব চ॥
হর্ষণাশ্বাসনৈর্নিত্যং গুরূণাং সমুপাসনৈঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ দানেন তপসা দেবতার্চ্চনৈঃ॥
সত্যেনাচারযোগেণ মঙ্গলৈরবিহিংসয়া।
বৈদ্যবিপ্রার্চ্চনাচ্চৈব রোগরাজো
নিবর্ত্ততে॥ ১২১
যয়া প্রযুক্তয়া চেষ্ট্যা রাজযক্ষ্মা পুরা জিতঃ।
তাং বেদবিহিতামিষ্টিমারোগ্যার্থী
প্রযোজয়েৎ॥ ১২২
তত্র শ্লোকৌ।
প্রাগুৎপত্তিনিমিত্তানি প্রাগ্রূপং রূপসংগ্রহঃ।
সমাসব্যাসতশ্চোক্তং ভেষজং রাজযক্ষ্মণঃ॥
নাম হেতুরসাধ্যত্বং সাধ্যত্বং কৃচ্ছ্রসাধ্যতা।
ইত্যুক্তঃ সংগ্রহঃ কৃৎস্নো রাজযক্ষ্ম-
চিকিৎসিতে॥ ১২৩

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে রাজযক্ষ্মচিকিৎসিতং
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

জলে (যে ঋতুতে যেরূপ জল সুখকর হয়, সেইরূপ জলে—যথা গ্রীষ্মঋতুতে শীতল জলে) স্নান করিবে। স্নান করিয়া সুগন্ধি মাল্য, বাস ও ভূষণে বিভূষিত হইবে। মণি-মুক্তাদি স্পৃশ্য দ্রব্য সকল স্পর্শ করিবে। দেবতা, বৈদ্য ও দ্বিজগণকে পূজা করিবে। অনন্তর প্রিয়-জনের সহিত সমবেত হইয়া ইষ্টবর্ণ, ইষ্টরস, ইষ্টস্পর্শ, সুগন্ধি, সুখপ্রদ পানভোজন সুখে সেবন করিবে। ১১৮। শোষীদিগের জন্য এক বৎসরের পুরাতন ধান্য (এ স্থলে ধান্য শব্দে শালিতণ্ডুল ও মুদ্গাদি শমীধান্য বুঝিতে হইবে) প্রশস্ত। ঐ সকল ধান্য লঘু, হীন-বীর্য্য ও পথ্যতম। ১১৯। আর বক্ষ্যমাণ ক্ষতক্ষীণ-চিকিৎসিতে যে সকল পথ্য নির্দ্দিষ্ট হইবে, বল ও মাংসবৃদ্ধির জন্য যক্ষ্মারোগীর পক্ষেও সে সকল প্রশস্ত। ১২০। অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, অবগাহন, বহির্মার্জ্জন, বস্তি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস, মাংসরসযুক্ত অন্ন, মনোহর মদ্য, মনোজ্ঞ গন্ধসেবন, ঋতুসুখকর স্নান, অনুপহত প্রিয়বসন, সুহৃদ্গণ ও রমণীয় প্রমদা-গণের দর্শন, শ্রুতিসুখকর গীতবাদিত্রশব্দ, সর্ব্বদা হর্ষণ ও আশ্বাসন, গুরুদিগের উপাসনা, ব্রহ্মচর্য্য, দান, তপস্যা, দেবতার্চ্চন, সত্যাচার, মঙ্গল, অহিংসা এবং বৈদ্য ও বিপ্রদিগের অর্চ্চনা করিলে রোগরাজ যক্ষ্মা নিবৃত্তি পায়। ১২১। পুরাকালে যে যজ্ঞ দ্বারা রাজযক্ষ্মা প্রশমিত হইয়াছিল, আরোগ্যার্থী বেদবিহিত নিয়মে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। ১২২। এই অধ্যায়ের সূচী,—এই রাজযক্ষ্মচিকিৎসিত অধ্যায়ে যক্ষ্মারোগের উৎপত্তি, নিদান, পূর্ব্ব-রূপ, রূপ এবং রাজযক্ষ্মার ঔষধ সংক্ষেপে ও বিস্তারক্রমে বিবৃত হইল। আর যক্ষ্মার পর্য্যায়, হেতু, অসাধ্যতা, সাধ্যতা ও কষ্ট-সাধ্যতা প্রদর্শিত হইল। ১২৩।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অর্শশ্চিকিৎসিতম্।

অথাতোঽর্শসাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

আসীনং মুনিমব্যগ্রং কৃতজপ্যং কৃতক্ষণম্।
পৃষ্টবানর্শসাং যুক্তিমগ্নিবেশঃ পুনর্ব্বসুম্॥
প্রকোপহেতুসংস্থানং স্থানং লিঙ্গচিকিৎসিতম্।
সাধ্যাসাধ্যবিভাগঞ্চ তস্মৈ তন্মুনিরব্রবীৎ॥ ২

ইহ খল্বগ্নিবেশ দ্বিবিধান্যর্শাংসি সহজানি কানিচিৎ কানিচিজ্জাতস্যোত্তরকালজানি। তত্র বীজং গুদবলিবীজোপতপ্তমায়তনমর্শসাং সহজানাম্। তত্র দ্বিবিধো বীজো উপতপ্তৌ হেতুঃ মাতাপিত্রোরপচারঃ পূর্ব্বকৃতঞ্চ কর্ম্ম তথান্যেষামপি সহজানাং বিকারাণাম্। তত্র সহজাতানীতি শরীরেণার্শাংসীত্যধিমাংসবিকারাঃ॥ ৩

সর্ব্বেষাঞ্চার্শসাং ক্ষেত্রং গুদস্যার্দ্ধপঞ্চমাঙ্গুলেঽবকাশে ত্রিভাগান্তরাস্তিস্রো গুদবলয়ঃ ক্ষেত্রমিতি দেশঃ॥ ৪

কেচিৎ তু ভূয়াংসমেব দেশমুপদিশন্ত্যর্শসাং শিশ্নমপত্যপথং গলমুখনাসিকাকর্ণাক্ষিবর্ত্মানি ত্বক্ চ। তদস্ত্যধিকমাংসদেশ এব গুদবলিজানাস্ত্বর্শাংসীতি সংজ্ঞা তত্র অস্মিন্ সর্ব্বেষাঞ্চ। অর্শসামধিষ্ঠানং মেদো মাংসং ত্বক্ চ॥ ৫

নবম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অর্শঃসমূহের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [পায়ুর মধ্যে বা বহির্দ্দেশে যে অর্শ হয়, তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যথা ;—"নিম্নস্থ অন্ত্রনালীতে অর্থাৎ পায়ুর মধ্যে যে সকল কৃষ্ণরক্তপূর্ণ শিরা থাকে, কোন কারণে তাহাদের স্রোতঃ বদ্ধ হইয়া প্রান্ত ভাগ স্থূল হইলে অর্শ হয়। অর্শ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক মাত্র। মলদ্বারের ওষ্ঠের উপর জন্মিতে পারে। আবার অভ্যন্তরেও জন্মিয়া থাকে]। ১

মহামুনি আত্রেয় জপসমাপনান্তে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অগ্নিবেশ তাঁহাকে অর্শঃসমূহের যুক্তি, প্রকোপের হেতু, আকৃতি,অধিষ্ঠান, রূপ, চিকিৎসা ও সাধ্যাসাধ্যত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে মুনিবর অগ্নিবেশকে সেই সমুদায় উপদেশ দিলেন। ২। হে অগ্নিবেশ! অর্শ দুই প্রকার। এক প্রকার সহজাত এবং দ্বিতীয় প্রকার জন্মের পর জাত। পিতামাতার বীজদোষ হইতে প্রথমপ্রকার অর্শের উৎপত্তি হয়। যদি পিতামাতার অর্শোদোষ থাকে, তবে তাঁহাদের বীজ দূষিত হয়। পিতামাতার বীজদোষের পক্ষে দ্বিতীয় কারণ সন্তানের পূর্ব্বজন্মকর্ম্ম। এইরূপ সমস্ত সহজাত রোগেরই দুই প্রকার কারণ আছে। অর্শ এক প্রকার অধিমাংস [মাংসবৃদ্ধি রোগ]।৩। মলদ্বারস্থ অন্ত্রের সার্দ্ধ পঞ্চাঙ্গুল পরিসরের মধ্যে সমস্ত অর্শই উৎপন্ন হয়। অন্ত্রের সেই ভাগ বলিত্রয়ে বিভক্ত। সেই তিনটী বলি অর্শের ক্ষেত্র। ক্ষেত্র শব্দে স্থান বুঝিতে হইবে। [বলিত্রয়ের নাম প্রবাহণী বিসর্জ্জনী ও সংবরণী। মলদ্বারের মুখ বা ওষ্ঠের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি। তাহার পর প্রথমা বলি, ইহার পরিমাণ এক অঙ্গুলি। তৎপরে দেড় অঙ্গুলি পরিমিত দ্বিতীয় বলি এবং তৎপরে দেড় অঙ্গুলি পরিমাণ তৃতীয় বলি। চরকমতে প্রথম বলিই বাহ্য বলি অথবা উহাই মলদ্বারের ওষ্ঠ (২৬ প্রকরণ দেখ)]। ৪। কেহ কেহ অনেক স্থানকেই অর্শের ক্ষেত্র কহিয়া থাকেন। যথা ;—শিশ্ন, যোনি, গল, মুখ, নাসিকা, বর্ত্ম (চক্ষুর পাতা) ও ত্বক্। [নাসার মধ্যে যে অর্শ হয়, তাহাকে ভাষায় "নাসা" কহে] কিন্তু সে সকল অর্শ সামান্যতঃ অধিমাংস বলিয়াই অভিহিত হয়। এই সংহিতায় মলদ্বারস্থ বলিসমূহজাত অর্শদিগের নামই অর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইবে, সেই সকল অর্শের আশ্রয়

তত্র সহজান্যর্শাংসি কানিচিদণূনি কানিচিন্মহন্তি কানিচিদ্দীর্ঘাণি কানিচিদ্ধ্রস্বানি কানিচিদ্বৃত্তানি কানিচিদ্বিষমবিসৃতানি কানিচিদন্তঃকুটিলানি কানিচিদ্বহিঃকুটিলানি কানিচিজ্জটিলানি কানিচিদন্তর্ম্মুখানি যথাস্বং দোষানুবন্ধবর্ণানি ॥ ৬

তৈরুপহতো জন্মপ্রভৃতি ভবতি অতিকৃশো বিবর্ণঃ ক্ষামো দীনঃ প্রচুরবিবদ্ধবাতমূত্রপুরীষঃ শার্করী চাশ্মরী বা তথা নিয়ত-বিবদ্ধমুক্তপক্কাম-শুষ্কভিন্নবর্চ্চা অন্তরান্তরা-সশ্বেতপাণ্ডুহরিত-পীত-রক্তারুণতনুসান্দ্রপিচ্ছিল-কুণপগন্ধামবর্চ্চ উপবেশী নাভিবস্তিবঙ্ক্ষণোদ্দেশে প্রচুরপরিকর্ত্তিকান্বিতঃ সশূলগুদপ্রবাহিকা-পরিহর্ষপ্রমেহ-প্রসক্তবিষ্টম্ভান্ত্রকূজোদাবর্ত্ত-হৃদয়েন্দ্রিয়োপলেপঃ প্রচুরবিবদ্ধতিক্তাম্লোদ্গারঃ সুদুর্ব্বলো দুর্ব্বলাগ্নি-রল্পশুক্রঃ, ক্রোধনো দুঃখোপচারশীলঃ কাস-[illegible] তমক-তৃষ্ণা-হৃল্লাস-চ্ছর্দ্দ্যরোচকাবিপাক-পীনস-ক্ষবথুপরীতস্তৈমিরিকঃ শিরঃশূলী ক্ষামভিন্ন-সন্নসক্তজর্জ্জরস্বরঃ কর্ণরোগী সশূলপাণিপাদ-বদনাক্ষিকূটঃ সজ্বরঃ সাঙ্গমর্দ্দঃ সর্ব্বপর্ব্বাস্থিশূলী চান্তরান্তরা পার্শ্বকুক্ষিবস্তিহৃদয়পৃষ্ঠত্রিকগ্রহোপ-তপ্তঃ প্রধ্যানপরঃ পরমলসশ্চেতি জন্মপ্রভৃতি অস্য গুদজৈরাবৃতো মার্গোপরোধাদ্বায়ুরপানঃ প্রত্যারোহন্ সমানব্যানপ্রাণোদানান্ পিত্ত-শ্লেষ্মাণৌ চ প্রকোপয়তি। তে প্রকুপিতাঃ পঞ্চ বাতাঃ পিত্তশ্লেষ্মাণৌ চার্শসামভিদ্রবন্তে এতান্ বিকারানুপজনয়ন্তীত্যুক্তানি সহজান্যর্শাংসি ॥ ৭

অত ঊর্দ্ধং জাতস্যোত্তরকালজানি ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৮

গুরুমধুরশীতাভিষ্যন্দিবিদাহিবিরুদ্ধাজীর্ণ-প্রমিতাশনাসাত্ম্য-ভোজনাদ্গব্য-মৎস্য-বরাহ-

মেদ, মাংস ও ত্বক্‌। ৫। সহজাত অর্শের মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম, কতকগুলি বড়, কতকগুলি দীর্ঘ, কতকগুলি হ্রস্ব, কতকগুলি গোল, কতকগুলি বিষমভাবে বিসৃত, কতকগুলি অন্তঃকুটিল, কতকগুলি বহিঃকুটিল, কতকগুলি জটিল ও কতকগুলি অন্তর্ম্মুখ। আর যে অর্শে যে দোষের প্রবলতা থাকে, সে অর্শের সেই দোষের অনুরূপ বর্ণ হয়। [কাহার কাহার মলদ্বার যে সঙ্কীর্ণ হয়, তাহার কারণ এই সহজাত অর্শ]। ৬। সহজাত অর্শ দ্বারা উপহত ব্যক্তি জন্ম হইতেই অতিকৃশ, বিবর্ণ, ক্ষাম ও [illegible] হইয়া থাকে। তাহার বাত, [illegible] ই বিবদ্ধ থাকে, শর্করা ও অশ্মরী বিদ্যমান থাকে, সর্ব্বদাই বিবদ্ধ-[illegible] আম ও শুষ্ক মল বহির্গত হয় এবং [illegible] মধ্যে [illegible] শ্বেত, পাণ্ডু, হরিত, পীত, [illegible], পাতলা, ঘন, পিচ্ছিল ও কুণপ-[illegible]) মল নির্গত হয়।

হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের উপলিপ্ততা, অত্যন্ত বিবদ্ধভাবে তিক্ত ও অম্ল উদ্গার, দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, অল্পশুক্র, ক্রোধ, দুঃখভোগশীলতা, কাস, শ্বাস, তমক, হৃল্লাস, বমি, অরুচি, অবিপাক, পীনস, ক্ষবথু, তিমিররোগ, শিরঃশূল, স্বরভঙ্গ, স্বরক্ষীণতা, স্বরের জড়তা ও জর্জ্জরতা, কর্ণরোগ; হস্ত পদ মুখ ও চক্ষুঃপুটে শোথ, জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, সমস্ত পর্ব্বাস্থিতে শূল; মধ্যে মধ্যে পার্শ্ব, কুক্ষি, বস্তি, হৃদয়, পৃষ্ঠ ও ত্রিক দেশে বেদনা, চিন্তাপরতা ও [illegible] আলস্য হইয়া থাকে। জন্মাবধি [illegible] অপানবায়ু মলদ্বারস্থ অর্শ দ্বারা উপরুদ্ধ [illegible] ঊর্দ্ধে গমনপূর্ব্বক ব্যান, প্রাণ ও [illegible] এবং পিত্তশ্লেষ্মাকে দূষিত করে। সেই [illegible] পঞ্চবায়ু ও পিত্তশ্লেষ্মা অর্শকর্ত্তৃক [illegible] হওয়াতেই ঐ সকল বিকার [illegible] সহজাত অর্শঃ সান্নিপাতিক। ১৮ [illegible]

মাহিষাজাবিকপিশিতভক্ষণাৎ কৃশশুষ্কপূতি-মাংসপৈষ্টিক-পরমান্ন-ক্ষীরমোদকদধিতিল-গুড়-বিকৃতিসেবনান্মাষযূষেক্ষু--রসপিণ্যাকপিণ্ডালুক-শুষ্কশাক-শুক্ত-লশুন--কিলাটপিণ্ডক-বিসমৃণাল-শালূকক্রৌঞ্চাদনকশেরুকাশ--শৃঙ্গাটক-তরুণ-বিরূঢ়ানবধান্যামমূলকোপযোগাদ্গুরুফলশাক-রাগ-হরিত-বসা-শিরস্পদ--পর্য্যুষিতপূতি--শীত-সঙ্কীর্ণান্নাভ্যবহরণান্মন্দকাতিক্রান্ত-মদ্যপানাদ্-ব্যাপন্নগুরুসলিলপানাদতিস্নেহপানাৎ সংশোধনাদ্বস্তিকর্ম্মবিভ্রমাদব্যবায়াদ্দিবাস্বপ্নাৎ সুখ-শয়নাসনো-পসেবনাচ্চো-পহতাগ্নের্ম্মলোপ-চয়ো ভবত্যতিমাত্রম্। অথোৎকটুকবিষমকঠিনাসন-সেবনাদুদ্ভ্রান্তযানোষ্ট্র--প্রয়াণাদতি--ব্যবায়াদ্-বস্তিনেত্রাসম্যক্প্রণিধানাৎ গুদক্ষণনাদভীক্ষ্ণং শীতাম্বুসংস্পর্শাচ্চেললোষ্ট্রতৃণাদিঘর্ষণাৎ প্রত-তাভি-নির্বহণাদ্বা ত-মূত্র--পুরীষ--বেগোদীরণাৎ সমুদীর্ণবেগবিনিগ্রহাৎ স্ত্রীণাকামগর্ভভ্রংশাদ্ গর্ভোৎপীড়নাদ্বহুবিষমপ্রসূতিভিশ্চ প্রকুপিতো বায়ুরপানস্তং মলমুপচিতমধোগমমাসাদ্য গুদ-বলিষাধত্তে ততস্তাস্বর্শাংসি প্রাদুর্ভবন্তি ॥ ৯

সর্ষপমসূরমাষমুদ্গাযকুষ্ঠকযবকলায়পিণ্টিকের-খর্জ্জুর-কর্কন্ধুকাকণন্তিকা-বিম্বী-বদর-করীরোদুম্বরগোস্তনাঙ্গুষ্ঠ--কশেরুকা-শৃঙ্গাটকাশৃঙ্গী-দক্ষ-শিখশুক--তুণ্ড-জিহ্বা--মুকুল-কর্ণিকাসংস্থানানি সামান্যাদ্বাতাপত্তকফপ্রবলানি ॥ ১০ •

তেষাময়ং বিশেষঃ।—শুষ্কম্লানকঠিনপরুষ-রূক্ষশ্যাবানি তীক্ষ্ণাগ্রাণি বক্রাণি স্ফুটিতমুখানি বিষমবিস্তৃতানি শূলাক্ষেপতোদস্ফুরণচিমিচি-

মৎস্য-বরাহ, মহিষ-ছাগ ও মেষ মাংসের অতিভক্ষণ হেতু; কৃশ, শুষ্ক ও পূতিমাংসের অতিসেবন হেতু; পিষ্টক, পরমান্ন, দুগ্ধ, মোদক, দধি, তিল ও গুড়কৃত দ্রব্যের অতি-সেবন হেতু; মাষ, যূষ, ইক্ষুরস, পিণ্যাক (তিলকল্কাদি) পিণ্ডালু, শুষ্কশাক, শুক্ত, লশুন, কিলাটপিণ্ড (ছানা), বিস, মৃণাল, শালূক, ক্রৌঞ্চাদন (ঘেঁচু), কশেরুক (কেশুর), পাণিফল, তরুণ বিরূঢ় ও নব শূক ও শমীধান্যের অন্ন এবং আমমূলকের (কাঁচামূলোর) অতিসেবন হেতু; গুরুফল, শাক, রাগষাড়ব, হরিতক, পশুপক্ষীর বসা মস্তক ও পদ, পর্য্যুষিত পূতি, শীত ও সঙ্কীর্ণ অন্নের আহার হেতু; মন্দক দধি পান ও অপরিমিত মদ্যপান হেতু; দূষিত ও গুরুপাক জলপান হেতু; অতিশয় স্নেহপান হেতু; সংশোধনের অযোগ্য হেতু; বস্তিকর্ম্মের বিপর্য্যয় হেতু, অব্যবায় (স্ত্রীপ্রসঙ্গ পরিহার) হেতু; দিবানিদ্রা, সর্ব্বদা সুখজনক শয়ন ও উপবেশন হেতু এবং এই সকল কারণে অগ্নিমান্দ্য হেতু অতিমাত্র মল-[illegible]। অর্থাৎ উৎকটুক (উঁচু হইয়া বসা) হেতু; অতিব্যবায় হেতু; বস্তিনলের অন্যায় প্রবেশন হেতু; সর্ব্বদা মল দ্বার ক্ষালন হেতু; মলদ্বারে অতিশয় শীতল জলের সংস্পর্শ হেতু; বস্ত্র লোষ্ট্র ও তৃণাদির বর্ষণ হেতু; অত্যন্ত কুন্থন হেতু; বাতমূত্রপুরীষের অকালে বেগ-দান হেতু; আগত বেগের বোধ হেতু এবং স্ত্রীগণের গর্ভপাত বা গর্ভোৎপীড়ন বা বহু-প্রসব অথবা বিষমভাবে প্রসব হেতু অপান-বায়ু কুপিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সংগৃহীত মলের অধোগমন কালে তাহার সহিত মিলিত হয় এবং মলদ্বারস্থ বলিসমূহের বাধা উৎপাদন করিয়া অর্শ উৎপাদন করে। ৯। বাতপ্রবল, পিত্তপ্রবল ও কফপ্রবল অর্শঃসমূহের আকার সাধারণতঃ সর্ষপ, মসূর, মাষ, মুদ্গ, বনমুদ্গ, যব, কলায়, পিণ্টকের, খেজুর, কর্কন্ধু (ছোট কুল), কুঁচ, বিম্বী (তেলাকুচা), কুল, বংশাঙ্কুর, যজ্ঞডুমুর, জম্বু, কিসমিস, অঙ্গুষ্ঠ, কেশুর, পানিফল, কাকড়াশৃঙ্গী, কুক্কুট, ময়ূর ও শুকের চঞ্চু ও জিহ্বা, মুকুল এবং কর্ণিকার ন্যায় হইয়া থাকে। ১০। তাহাদের পরস্পর

মাংসহর্ষণপরীতানি স্নিগ্ধোষ্ণোপশয়ানি প্রবা-
হিকাধ্মানশিশ্নবৃষণবস্তিবঙ্ক্ষণহৃদগ্রহাঙ্গমর্দ্দহৃদয়-
দ্রবপ্রবলানি প্রততবিবন্ধবাতমূত্রবর্চ্চাংসি
কঠিনবর্চ্চাংস্যূরুকটীপৃষ্ঠত্রিকপার্শ্বকুক্ষিবস্তিশূলং
শিরোঽভিতাপক্ষবথূদ্গার-প্রতিশ্যায়-কাসোদা-
বর্ত্তায়াস—শোষ--শোথমূর্চ্ছারোচক--মুখবৈরস্য-
তৈমির্য্যকণ্ডুনাসা-কর্ণ-শঙ্খশূলস্বরোপঘাতকরাণি
শ্যাবারুণপরুষনখনয়নবদনত্বঙ্মূত্রপুরীষস্য বাতো-
ল্বণান্যর্শাংসীতি বিদ্যাৎ ॥ ১১

ভবতি চাত্র।

কষায়কটুতিক্তানি রূক্ষশীতলঘূনি চ।
প্রমিতাল্পাশনং তীক্ষ্ণমদ্যমৈথুনসেবনম্ ॥
লঙ্ঘনং দেশকালৌ চ শীতৌ ব্যায়ামকর্ম্ম চ।
তীক্ষ্ণো বাতাতপস্পর্শো হেতুর্বাতার্শসামিতি ॥১২

তত্র যানি মৃদুশিথিলসুকুমারাণ্যস্পর্শসহানি
রক্তপীতনীলকৃষ্ণানি স্বেদোপক্লেদবহুলানি বিস্র-
গন্ধীনি তনুপীতরক্তস্রাবীণি দাহকণ্ডুশূলনিস্তো-
দপাকবন্তি শিশিরোপশয়ানি সম্ভিন্নপীতহরিত-
বর্চ্চাংসি পীতবিস্রগন্ধপ্রচুরবিণ্মূত্রাণি পিপাসা-
জ্বরতমকসম্মোহভোজনদ্বেষকরাণি পীতনখ-
নয়নত্বঙ্মূত্রপুরীষস্য পিত্তোল্বণান্যর্শাংসীতি
বিদ্যাৎ ॥ ১৩

ভবতি চাত্র।

কট্বম্ললবণক্ষারব্যায়ামাগ্ন্যাতপপ্রভাঃ।
দেশকালাবশিশিরৌ ক্রোধো মদ্যমসূয়নম্ ॥
বিদাহি তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ সর্ব্বং পানান্নভেষজম্।
পিত্তোল্বণানাং বিজ্ঞেয়ঃ প্রকোপহেতুরর্শসাম্ ॥১৪

তত্র যানি প্রমাণবন্ত্যুপচিতানি শ্লক্ষ্ণানি
স্পর্শাসহানি শ্বেতপাণ্ডুপিচ্ছিলানি স্তব্ধানি গুরূণি
স্তিমিতানি সুপ্তসুপ্তানি স্থিরশ্বয়থূনি কণ্ডুবহু-

বক্র, স্ফুটিতমুখ, বিষমভাবে বিস্তৃত, শূলযুক্ত, আপেক্ষযুক্ত, স্ফুরণযুক্ত, চিমচিম বেদনাযুক্ত ও রোমাঞ্চযুক্ত হয়। স্নিগ্ধোষ্ণ দ্রব্য সেবন করিলে বাতজ অর্শের উপশম বোধ হয়। বাতজ অর্শে প্রবাহিকা, আধ্মান, শিশ্নবেদনা, বৃষণ-বেদনা, বংক্ষণবেদনা, হৃদ্‌বেদনা, অঙ্গমর্দ্দ ও হৃদয়দ্রবের আতিশয্য হয়। ইহাতে সর্ব্বদাই বাত মূত্র ও মলের বিবন্ধ; মলের কাঠিন্য এবং উরু, কটি, পৃষ্ঠ, ত্রিক, পার্শ্ব, কুক্ষি ও বস্তিদেশে শূল হইয়া থাকে। আর ইহাতে শিরঃশূল, ক্ষবথু, উদ্গার, প্রতিশ্যায়, কাস, উদাবর্ত্ত, আয়াস, শোষ, শোথ, মূর্চ্ছা, অরুচি, মুখবৈরস্য, তিমির, কণ্ডু, নাসা, কর্ণ ও শঙ্খ-দেশে শূল, স্বরনাশ এবং নখ নয়ন বদন ত্বক্ মূত্র ও পুরীষের শ্যাবারুণবর্ণতা ও পরুষতা হইয়া থাকে। ১১। বাতজ অর্শদিগের নিদান সম্বন্ধে কয়েকটী কথা পদ্যে বলা হই-তেছে। কষায়, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল ও লঘু দ্রব্যের অতিসেবন; প্রমিতভোজন, অল্পভোজন, তীক্ষ্ণমদ্য ও মৈথুনসেবন; লঙ্ঘন, শীতকাল ও শীতদেশ, অতিশয় শারীরিক পরিশ্রম, তীক্ষ্ণবায়ু ও তীক্ষ্ণ আতপ এই সমু-দয় বাতজ অর্শের নিদান। ১২। যে সকল অর্শ মৃদু, শিথিল, সুকুমার, অস্পর্শসহ, রক্ত পীত নীল ও কৃষ্ণবর্ণ, স্বেদক্লেদবহুল, দুর্গন্ধ ও তনুপীত রক্তস্রাবী (যাহা হইতে পাতলা ও পীতরক্ত নিঃসৃত হয়); যে সকল অর্শে রক্ত-পাত হয়; দাহ, কণ্ডু, শূল, তোদ ও পাক হয়, শীতল দ্রব্যের দ্বারা যে সকল অর্শের উপশম বোধ হয়; আর যাহাতে পীত ও হরিতবর্ণ মলভেদ; যাহাতে বিষ্ঠা ও মূত্রের হরিদ্রাবর্ণ দুর্গন্ধ ও বহুতা হয় এবং পিপাসা, জ্বর, তমক, মোহ, অন্নদ্বেষ ও নখ নয়ন বদন ত্বক্ মূত্র ও পুরীষ পীতবর্ণ হয়, তাহাদিগকে পিত্তোল্বণ অর্শ কহিয়া থাকে। ১৩। পিত্তজ অর্শদিগের নিদান সম্বন্ধে কয়েকটী কথা পদ্যে বলা হইতেছে। কটু, অম্ল, লবণ, ক্ষার, শারীরিক পরিশ্রম, অগ্নি ও আতপের অতি-সেবন; উষ্ণদেশ, উষ্ণকাল, ক্রোধ, মদ্যপান, অসূয়া এবং সর্ব্বপ্রকার বিদাহী তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ অন্নপান ও ঔষধ পিত্তোল্বণ অর্শদিগের প্রকোপকারক। ১৪। যে সকল অর্শ প্রমাণ-শালী (বড়), পরিপুষ্ট, শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ), স্পর্শাসহ, শ্বেত, পাণ্ডু ও পিচ্ছিল, স্তব্ধ, গুরু, স্তিমিত,

লানি প্রততপিঞ্জরশ্বেতরক্তপিচ্ছাস্রাবীণি শুক্র-পিচ্ছিলশ্বেতমূত্রপুরীষাণি রূক্ষোষ্ণোপশয়ানি প্রবাহিকাতিমাত্রোত্থানবঙ্ক্ষণানাহবন্তি পরিকর্ত্তিকাহৃল্লাস-নিষ্ঠিবিকাকাসারোচক-প্রতিশ্যায়-গৌরবচ্ছর্দ্দিমূত্রকৃচ্ছ্রশোষশোথপাণ্ডু-রোগ-শীতজ্বরাশ্মরী-শর্করা-হৃদয়েন্দ্রিয়াস্যোপলেপাস্যমাধুর্য্য-প্রমেহকরাণি দীর্ঘকালানুপশয়ান্যতিমাত্রমগ্নি-মার্দ্দবক্লৈব্যকরাণ্যামবিকারপ্রবলানি গুরূণি চ শুক্লনখনয়নবদনত্বঙ্মূত্রপুরীষস্য শ্লেষ্মোল্বণান্য-র্শাংসীতি বিদ্যাৎ ॥ ১৫

ভবতি চাত্র।

মধুরস্নিগ্ধশীতানি লবণাম্লগুরূণি চ।
অব্যায়ামদিবাস্বপ্নশয্যাসনসুখে রতিঃ ॥
প্রাগ্বাতসেবাশীতৌ চ দেশকালাবচিন্তনম্।
শ্লৈষ্মিকাণাং সমুদ্দিষ্টমেতৎ কারণমর্শসাম্ ॥ ১৬

হেতুলক্ষণসংসর্গাদ্বিদ্যাদ্দ্বন্দ্বোল্বণানি চ ॥ ১৭
সর্ব্বো হেতুস্ত্রিদোষাণাং সহজৈর্লক্ষণৈঃ সমম্ ॥ ১৮
বিষ্টম্ভোঽন্নস্য দৌর্ব্বল্যং কুক্ষেরাটোপ এব চ।
কার্শ্যমুদ্গারবাহুল্যং সক্থিসাদোঽল্পবিট্কতা।
গ্রহণীদোষপাণ্ড্বর্ত্তিরাশঙ্কা চোদরস্য চ।
পূর্ব্বরূপাণি নির্দ্দিষ্টান্যর্শসামভিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৯
অর্শাংসি খলু জায়ন্তে নাসন্নিপতিতৈস্ত্রিভিঃ।
দোষৈর্দোষবিশেষাৎ তু বিশেষঃ কল্প্যতে-
ঽর্শসাম্ ॥ ২০
পঞ্চাত্মা মারুতঃ পিত্তং কফো গুদবলিত্রয়ম্।
সর্ব্ব এব প্রকুপ্যন্তি গুদজানাং সমুদ্ভবে ॥
তস্মাদর্শাংসি দুঃখানি বহুব্যাধিকরাণি চ।
সর্ব্বদেহোপতাপীনি প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমানি চ ॥ ২১
হস্তে পাদে গুদে নাভ্যাং মুখে বৃষণয়োস্তথা।
শোথো হৃৎপার্শ্বশূলঞ্চ যস্যাসাধ্যোঽর্শসো
হিঃ সঃ ॥ ২২

অতিশয় সুপ্ত (অসাড়), স্থিরশোথ ও কণ্ডু-বহুল হয়, যাহা হইতে নিয়ত পিঞ্জর শ্বেত রক্তবর্ণ ও পিচ্ছিল স্রাব হয়; যাহাতে মল ও মূত্র শুক্র, পিচ্ছিল ও শ্বেতবর্ণ হয়; রুক্ষ ও উষ্ণ সেবন করিলে যাহাদের উপশম বোধ হয়; যাহাতে প্রবাহিকা, বংক্ষণানাহ, পরিকর্ত্তিকা, হৃল্লাস, নিষ্ঠীবন, কাস, অরুচি, প্রতিশ্যায়, গুরুতা, বমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, শোষ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, শীতজ্বর, অশ্মরী, শর্করা, হৃদয় ইন্দ্রিয় ও মুখের উপলেপ, মুখের মধুরতা ও প্রমেহ হয়; যে অর্শ দীর্ঘকাল থাকে; যাহাতে অগ্নির অত্যন্ত মৃদুতা ও ক্লীবতা হয়; যাহাতে আমজনিত বিকার সকল উৎপন্ন হয়; যে সকল অর্শ গুরু এবং যাহাতে নখ নয়ন বদন ত্বক্ মূত্র ও পুরীষ শুক্লবর্ণ হয়, সেই সকল অর্শকে শ্লেষ্মোল্বণ অর্শ কহে। ১৫। শ্লেষ্মোল্বণ অর্শদিগের নিদান সম্বন্ধে কয়েকটী কথা পদ্যে বলা হইতেছে। মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল ও গুরু দ্রব্যের অতিসেবন; শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, দিবানিদ্রা, শয়ন-স্থান ও উপবেশন সুখে আসক্তি; পূর্ব্ববায়ু-

শ্লৈষ্মিক অর্শদিগের নিদান। ১৬। দ্বিদোষজ অর্শে দ্বিদোষের হেতু লক্ষণ মিলিত হইয়া প্রকাশ পায়। ১৭। সান্নিপাতিক অর্শে ত্রিদোষের হেতু বিদ্যমান থাকে। আর ইহার সমস্ত লক্ষণই সহজাত অর্শের ন্যায় হয়। ১৮। বিষ্টম্ভ-সহকারে অন্নের জরণ, দুর্ব্বলতা, কুক্ষিতে আটোপ (গুড়গুড় শব্দ) কৃশতা, উদ্গারবাহুল্য, উরুদ্বয়ের অবসাদ, মলের অল্পতা, গ্রহণীরোগ, পাণ্ডুরোগ ও উদররোগের সম্ভাবনা; এই সকল অর্শঃ-সমূহের পূর্ব্বরূপ। ১৯। ত্রিদোষের সন্নিপাত ভিন্ন অর্শের উৎপত্তি হয় না। তবে কোন দোষের উল্বণতা দৃষ্ট হইলে সেই দোষের নামানুসারে অর্শের নাম হয়। ২০। অর্শো-রোগের উৎপত্তি হইলে পঞ্চ প্রকার বায়ু (বাতব্যাধি অধিকার, ৭ প্রকরণ দেখ), পিত্ত, কফ এবং মলদ্বারের বলিত্রয় একদা কুপিত হইয়া থাকে, এই জন্য অর্শ সকল অত্যন্ত কষ্ট ও নানা ব্যাধি উৎপাদন করিয়া শরীরের উপতাপ জন্মাইয়া থাকে এবং প্রায়ই কৃচ্ছ্রসাধ্য

হৃৎপার্শ্বশূলং সম্মোহশ্ছর্দ্দিরঙ্গস্য রুগ্‌জ্বরঃ।
তৃষ্ণা গুদস্য পাকশ্চ নিহন্যুর্গুদজাতুরম্‌॥ ২৩
সহজানি ত্রিদোষাণি যানি চাভ্যন্তরাং বলিম্‌।
জায়ন্তেঽর্শাংসি সংশ্রিত্য তান্যসাধ্যানি
নির্দ্দিশেৎ॥ ২৪
শেষত্বাদায়ুষস্তানি চতুষ্পাদসমন্বিতে।
যাপ্যন্তে দীপ্তকায়াগ্নেঃ প্রত্যাখ্যেয়ো-
ঽন্যতোঽন্যথা॥২৫
দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়াযাং বলৌ যান্যাশ্রিতানি চ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসংবৎসরাণি চ॥ ২৬
বাহ্যায়ান্তু বলৌ জাতান্যেকদোষোল্বণানি চ।
অর্শাংসি সুখসাধ্যানি ন চিরোৎপতিতানি চ॥
তেষাং প্রশমনে যত্নমাশু কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
তান্যাশু হি গুদং বদ্ধা কুর্য্যাদ্বদ্ধগুদোদরম্‌॥২৭
তত্রাহুরেকে শস্ত্রেণ কর্ত্তনং হিতমর্শসাম্‌॥
দাহং ক্ষারেণ চাপ্যেকে দাহমেকে তথাগ্নিনা।

অস্ত্যেতদ্ভূরিতন্ত্রেণ ধীমতা দৃষ্টকর্ম্মণা॥
ক্রিয়তে ত্রিবিধং কর্ম্ম ভ্রংশস্তস্য সুদারুণঃ।
পুংস্ত্বোপঘাতঃ শ্বয়থুর্গুদে বেগবিনিগ্রহঃ॥
আধ্মানং দারুণং শূলং ব্যথা রক্তাতিবর্ত্তনম্‌।
পুনর্ব্বিরোহো রূঢানাং ক্লেদো ভ্রংশো গুদস্য চ
মরণং বা ভবেচ্ছীঘ্রং শস্ত্রক্ষারাগ্নিবিভ্রমাৎ॥২৮
যৎ তু কর্ম্ম সুখোপায়মল্পভ্রংশমদারুণম্‌।
তদর্শসাং প্রবক্ষ্যামি সমূলানাং নিবৃত্তয়ে॥ ২৯
বাতশ্লেষ্মোল্বণান্যাহুঃ শুষ্কাণ্যর্শাংসি তদ্বিদঃ।
প্রস্রাবীণি তথার্দ্রাণি রক্তপিত্তোল্বণানি চ॥ ৩০
তত্র শুষ্কার্শসাং পূর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি চিকিৎসিতম্‌।
স্তব্ধানি স্বেদয়েৎ পূর্ব্বং শোফশূলান্বিতানি চ।
চিত্রকক্ষারবিল্বানাং তৈলেনাভ্যজ্য বুদ্ধিমান॥৩১
যবমাষপুলাকানাং কুলত্থানাঞ্চ পোট্টলৈঃ।

মলদ্বারা নাভি, মুখ ও বৃষণে শোথ হইলে এবং হৃদয় ও পার্শ্বদেশে শূল হইলে অর্শঃ অসাধ্য হয়। ২২। অর্শোরোগীর হৃদয় ও পার্শ্বে শূল; সম্মোহ, বমি, অঙ্গবেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা ও মলদ্বারের পাক হইলে অর্শঃ অসাধ্য হইয়া থাকে। ২৩। যে সকল সহজাত ত্রিদোষাশ্রিত অর্শ অভ্যন্তরস্থ বলিকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, সেই সকল অর্শ অসাধ্য। ২৪। যদি আয়ুঃ থাকে, যদি চিকিৎসাস্থ পাদ-চতুষ্টয় সুসম্পন্ন হয় এবং রোগীর অগ্নির দীপ্তি থাকে, তবে অর্শ যাপ্য হইতে পারে; নতুবা প্রত্যাখ্যেয় হয়। ২৫। দ্বন্দ্বজ অর্শ সকল দ্বিতীয় বলিতে আশ্রিত হইলে অথবা অর্শ সকল এক বৎসরের হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। ২৬। অর্শ সকল বাহ্য বলিতে জাত ও একদোষোল্বণ হইলে এবং অল্প দিনের হইলে সুখসাধ্য হয়। বিচক্ষণ চিকিৎসক অর্শঃ-শান্তি বিষয়ে আশু যত্ন করিবে। কারণ অর্শ সকল মলবর্ত্ম বদ্ধ করিয়া বদ্ধগুদোদর উৎপাদন করিতে পারে। ২৭। কেহ বলেন যে, শস্ত্র দ্বারা অর্শের কর্ত্তন হিত-কর; কেহ বলেন যে, ক্ষারদ্বারা দাহ, কেহ বা অগ্নি দ্বারা দাহ হিতকর মনে করেন। শাস্ত্রজ্ঞ ধীমান বহুদর্শী চিকিৎসক ত্রিবিধ চিকিৎসাই করিয়া থাকেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে কোন কর্ম্মের ভ্রংশ হইলে দারুণ অনর্থ হইয়া থাকে। অথবা তাহাতে পুংস্ত্বোপঘাত, গুদ-শোথ, মলাদি বেগের অবরোধ, আধ্মান, দারুণ শূল, ব্যথা, অতিশয় রক্তনির্গমণ, বলিসমূহে পুনর্ব্বার অঙ্কুরোৎপত্তি, ক্লেদ, গুদভ্রংশ; এমন কি অস্ত্রক্ষার ও অগ্নিকর্ম্মে বিভ্রম হইলে, শীঘ্র মরণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ২৮। যে কর্ম্মের উপায় সহজ, যাহাতে বিভ্রমের সম্ভাবনা অল্প এবং যাহা দারুণ নহে, সমূলে অর্শঃশান্তির জন্য সম্প্রতি তাহাই বলিতেছি। ২৯। অর্শো রোগজ্ঞ চিকিৎসকেরা বাতশ্লেষ্মোল্বণ অর্শ সকলকে শুষ্কার্শ কহেন; আর রক্তপিত্তোল্বণ স্রাবযুক্ত অর্শদিগকে আর্দ্র অর্শ কহিয়া থাকেন। ৩০। তন্মধ্যে প্রথমে শুষ্কার্শদিগের চিকিৎসা বলিতেছি। ঐ সকল অর্শ স্তব্ধ, শোথযুক্ত ও শূলযুক্ত হইলে বুদ্ধিমান্‌ চিকিৎ-সক প্রথমতঃ চিতা, যবক্ষার ও বিল্বফলের তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করাইয়া স্বেদ প্রদান করি-বেন। ৩১। যব, মাষ, পুলাক ধান্য ও কুলত্থ

গোখরাশ্বশকৃৎপিণ্ডৈস্তিলকল্কৈস্তুষৈরপি ॥
বচাশতাহ্বাপিণ্ডৈর্বা সুখোষ্ণৈঃ স্নেহসংযুতৈঃ।
শক্তূনাং পিণ্ডিকাভির্বা স্নিগ্ধানাং তৈলসর্পিষা ॥
শুষ্কমূলকপিণ্ডৈর্বা পিণ্ডৈর্বা কাঞ্চগন্ধিকৈঃ।
রাস্নাপিণ্ডৈঃ সুখোষ্ণৈর্বা সস্নেহৈর্হপুষৈরপি ॥
ইষ্টকস্য খরাহ্বায়াঃ শাকৈর্গৃঞ্জনকস্য চ।
অভ্যজ্য কুষ্ঠতৈলেন স্বেদয়েৎ পোট্টলী-
ক্বতৈঃ ॥ ৩২
বৃষার্কৈরণ্ডবিল্বানাং পত্রোৎক্বাথৈশ্চ সেচয়েৎ ॥৩৩
মূলকত্রিফলার্কাণাং বেণূনাং বরুণস্য চ।
অগ্নিমন্থস্য শিগ্রোশ্চ পত্রাণ্যশ্মন্তকস্য চ।
জলেনোৎক্বাথ্য শূলার্তং স্বভ্যক্তমবগাহয়েৎ ॥৩৪
কৌলোৎক্বাথেঽথবা কোষ্ণে সৌবীরক-
তুষোদকে।
বিল্বোৎক্বাথেঽথবা তক্রে দধিমণ্ডাম্লকাঞ্জিকে ॥
গোমূত্রে বা সুখোষ্ণে তং শূলার্তমুপ-
বেশয়েৎ ॥ ৩৫

কৃষ্ণসর্পবরাহোষ্ট্রজতুকাবৃষদংশজাম্।
বসামভ্যঞ্জনং কুর্য্যাৎ———— ॥ ৩৬
————ধূপনঞ্চার্শসাং হিতম্।
নৃকেশাঃ সর্পনির্মোকো বৃষদংশস্য চর্ম্ম চ ॥
অর্কমূলং শমীপত্রমর্শোভ্যো ধূপনং হিতম্ ॥ ৩৭
তুম্বুরুণি বিড়ঙ্গানি দেবদার্বক্ষতা ঘৃতম্।
বৃহতী চাশ্বগন্ধা চ পিপ্পল্যঃ সুরসো ঘৃতম্।
বরাহবৃষবিট্ চৈব ধূপনং শক্তবো ঘৃতম্ ॥ ৩৮
কুঞ্জরস্য পুরীষন্তু ঘৃতং সর্জ্জরসো রসঃ।
হরিদ্রাচূর্ণসংযুক্তং সুধা ক্ষীরং প্রলেপনম্ ॥ ৩৯
গোপিত্তপিষ্টাঃ পিপ্পল্যঃ সহরিদ্রাঃ প্রলেপনম্ ॥৪০
শিরীষবীজং কুষ্ঠঞ্চ পিপ্পল্যঃ সৈন্ধবং গুড়ঃ।
অর্কক্ষীরং সুধাক্ষীরং ত্রিফলা চ প্রলেপনম্ ॥৪১
পিপ্পল্যশ্চিত্রকাঃ শ্যামাঃ কিণ্বং মদনতণ্ডুলাঃ।
প্রলেপঃ কুক্কুটশকৃৎ হরিদ্রাগুড়সংযুতঃ ॥ ৪২
নিকুম্ভঃ সাম্রতাসঙ্গঃ পারাবতশকৃদ্গুড়ঃ।

একত্র সিদ্ধ করিয়া পোট্টলী যোগে স্বেদ দিবে। অথবা গো, গর্দ্দভ ও অশ্বের শকৃৎ পিণ্ডিত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। অথবা তিলকল্ক বা তুষ, বা বচ ও শুলফা পেষণপূর্ব্বক সুখোষ্ণ ও স্নেহসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। অথবা তৈলঘৃতযোগে স্নিগ্ধ শক্তুপিণ্ডিকা দ্বারা কিংবা শুষ্ক মূলকপিণ্ড দ্বারা বা সজিনা-কল্ক দ্বারা স্বেদ দিবে। অথবা সুখোষ্ণ রাস্না-পিণ্ড দ্বারা বা সস্নেহ হপুষাপিণ্ড দ্বারা স্বেদ দিবে। অথবা কুড়সিদ্ধ তৈল দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া ইষ্টক, পারসীক যমানী বা অজমোদা ও রসুনের শাক পোট্টলীকৃত করিয়া স্বেদ দিবে। ৩২। যাতনার সময় বাসক, এরণ্ড ও বিল্ব-পত্রের ক্বাথ দ্বারা সেচন করিবে। ৩৩। শূলার্ত্ত অর্শোরোগীকে উত্তমরূপে অভ্যক্ত করিয়া মূলক, ত্রিফলা, আকন্দ, বাঁশ, বরুণ, গণিয়ারী, সজিনা ও অশ্মন্তক এই সকল পত্রের ক্বাথে অবগাহন করাইবে। ৩৪। অথবা শূলার্ত্ত অর্শোরোগীকে ঈষদুষ্ণ কুলের ক্বাথ বা সৌবীরক বা তুষোদক বা বিল্বক্বাথ বা তক্র বা দধিমণ্ড বা অম্লকাঞ্জিক (আমানী) অথবা ঈষদুষ্ণ গোমূত্রে অবগাহন করাইবে। ৩৫। কৃষ্ণসর্প, বরাহ, উষ্ট্র, জতুকা (চামচিকা) এবং বিড়ালের বসা অর্শে অভ্যঙ্গ করাইবে। ৩৬। অর্শে ধূপন হিতকর। মানুষের চুল, সাপের খোলস, বিড়ালের চর্ম্ম, আকন্দের মূল ও শমীপত্রের ধূম অর্শে হিতকর। ৩৭। তুম্বুরু (ধনে), বিড়ঙ্গ, দেবদারু, আতপতণ্ডুল ও ঘৃত ; অথবা বৃহতী, অশ্বগন্ধা, পিপুল, সুরস-তুলসী ও ঘৃত অথবা বরাহ ও বৃষের বিষ্ঠা, শক্তু ও ঘৃত অর্শের ধূপনে প্রয়োগ করা যায়। ৩৮। হস্তীর বিষ্ঠা, ঘৃত, ধুনা, শিলারস, হরিদ্রাচূর্ণ ও মনসার ক্ষীর একত্র করিয়া অর্শে প্রলেপ দিতে হয়। ৩৯। পিপুল ও হরিদ্রা গোপিত্তে পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিতে হয়। ৪০। শিরীষবীজ, কুড়, পিপুল, সৈন্ধব, গুড়, আকন্দের ক্ষীর, মনসার ক্ষীর ও ত্রিফলা একত্র পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিতে হয়। ৪১। পিপুল, চিতা, শ্যামালতার মূল, সুরাবীজ, মদনফল, তণ্ডুল, কুক্কুটের বিষ্ঠা, হরিদ্রা ও গুড় একত্র পেষণ করিয়া অর্শে

প্রলেপঃ স্যাদজাস্থীনি নিম্বো ভল্লাতকানি চ ॥
প্রলেপঃ স্যাদলর্কেণ বাসন্তকবসাযুতা।
শূলশ্বয়থুহৃদ্রোগেষুলূকীবসয়াথ বা ॥ ৪৪
আর্কং পয়ঃ সুধাকাণ্ডং কটুকালাবুপল্লবাঃ।
করঞ্জো বস্তমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্ ॥ ৪৫
অভ্যঙ্গাদ্যাঃ প্রদেহাস্তা য এতে পরিকীর্ত্তিতাঃ
স্তম্ভশ্বয়থুকণ্ডুর্ত্তিশমনাস্তেঽর্শসাং মতাঃ ॥ ৪৬
প্রদেহাদ্যৈরুপক্রান্তান্যর্শাংসি প্রস্রবন্তি হি।
সঞ্চিতং দুষ্টরুধিরং ততঃ সম্পদ্যতে সুখম্ ॥ ৪৭
শীতোষ্ণস্নিগ্ধরূক্ষৈর্হি ন ব্যাধিরুপশাম্যতি।
রক্তে দুষ্টে ভিষক্ তস্মাদ্রক্তমেবাব-
সেচয়েৎ ॥ ৪৮
জলৌকোভিস্তথা শস্ত্রৈঃ সূচীভির্বা পুনঃপুনঃ।
অবর্ত্তমানং রুধিরং রক্তার্শোভ্যঃ
প্রবাহয়েৎ ॥ ৪৯
গুদশ্বয়থুশূলার্ত্তং মন্দাগ্নিং পাচয়েৎ তু তম্।
ত্র্যূষণং পিপ্পলীমূলং পাঠাং হিঙ্গুং সচিত্রকম্ ॥
সৌবর্চ্চলং পুষ্করাখ্যমজাজীং বিল্বপেষিকাম্।
বিড়ং যমানীং হপুষাং বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং বচাম্ ॥
তিন্তিড়ীকঞ্চ মণ্ডেন মদ্যেনোষ্ণোদকেন চ।
তথার্শোগ্রহণীদোষশূলানাহাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৫০
কুর্য্যাদ্বা পাচনং তস্য যদুক্তং হ্যাতিসারিকে।
সগুড়ামভয়াং বাথ প্রাশয়েৎ পৌর্ব্বভক্তিকীম্
পায়য়েত ত্রিবৃচ্চূর্ণং ত্রিফলায়া রসেন বা।
হৃতে গুদাশ্রয়ে দোষে গচ্ছন্ত্যর্শাংসি
সংক্ষয়ম্ ॥ ৫১
গোমূত্রাধ্যুষিতাং দদ্যাৎ সগুড়াং বা হরীতকীম্
হরীতকীং তক্রযুতাং ত্রিফলাং বা প্রযোজয়েৎ
সনাগরং চিত্রকং বা শীধুযুক্তং প্রযোজয়েৎ।
চব্যং বা শীধুসংযুক্তমজাজীদীপ্যকং পিবেৎ।

প্রলেপ দিতে হয়। ৪২। দন্তী, অমৃতাসঙ্গ-তুঁতে, পারাবতের বিষ্ঠা, গুড়, হস্তীর অস্থি, নিম্ব ও ভল্লাতক অর্শে প্রলেপ দিতে হয়। ৪৩। অর্শোরোগে শূল, শোথ ও হৃদ্রোগ থাকিলে বাসন্তকবসার (উষ্ট্রবসা) সহিত অথবা পেচকীর বসার (উলূকীবসা। গঙ্গধরপাঠ চুলুকীবসা) সহিত অলর্কের (শ্বেত-আকন্দের) প্রলেপ দিবে। ৪৪। আকন্দের ক্ষীর, মনসার ডাটা, তিক্তলাউর পাতা ও ডহরকরঞ্জ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া দিলে অর্শের উত্তম প্রলেপ হয়। ৪৫। এ স্থলে যে সকল অভ্যঙ্গ, স্বেদ, সেচন ও প্রলেপ উক্ত হইল, তদ্দ্বারা অর্শের স্তব্ধতা, শোথ, কণ্ডু ও যাতনার উপশম হয়। ৪৬। ঐ সকল উপায় দ্বারা চিকিৎসিত হইলে অর্শের সঞ্চিত দুষ্ট রক্ত স্রাবিত হইয়া স্বাস্থ্য বোধ হয়। ৪৭। দুষ্ট রক্ত থাকিতে শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ বা রুক্ষক্রিয়া কিছু-তেই অর্শের উপশম হয় না। অতএব বৈদ্য অবশ্যই রক্তমোক্ষণ করিবেন। ৪৮। রক্তার্শ হইতে অপ্রবর্ত্তমান রুধির জলৌকা দ্বারা বা শস্ত্র দ্বারা বা সূচী দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রবাহিত করিবে। ৪৯। মলদ্বারে শোথ ও শূলের যাতনা থাকিলে এবং রোগী মন্দাগ্নি হইলে ত্রিকটু, পিপুলমূল, পাঠা, হিঙ্গু, চিতা, সৌবর্চ্চল, কুড়, কৃষ্ণজীরা, বেলশুঁঠ, বিট্‌লবণ, যমানী, হপুষা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, বচ ও তিন্তিড়ী-মণ্ড, মদ্য ও উষ্ণোদকের সহিত পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা রোগী অর্শ, গ্রহণীদোষ, শূল ও আনাহ হইতে বিমুক্ত হয়। ৫০। অর্শোরোগে মল তরল থাকিলে (৬৭ প্রকরণ দেখ) অতিসার-চিকিৎসিত অধ্যায়ে যে সকল পাচন ঔষধ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অথবা ভক্ত-ভোজনের পূর্ব্বে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিয়া আহার করিতে বসিবে। অথবা ত্রিফলার কাথের সহিত তেউড়ীচূর্ণ পান করা-ইবে। ইহা দ্বারা মলদ্বারাশ্রিত দোষ সকল অপহৃত হয় বলিয়া অর্শের ক্ষয় হইয়া থাকে। ৫১। অথবা হরীতকী গোমূত্রে একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিবে। অথবা তক্রযুক্ত হরীতকী বা তক্রযুক্ত ত্রিফলা প্রয়োগ করিবে অথবা শুঁঠ ও চিতার চূর্ণ শীধুর সহিত প্রয়োগ করিবে। অথবা শীধুসংযুক্ত চব্যচূর্ণ বা শীধুসংযুক্ত কৃষ্ণ-

সুরাং বা হপুষাং পাঠাং যুক্তাং সৌবর্চ্চলাযুতাম্,
দধিত্থবিল্বসংযুক্তং তথা বা চব্যচিত্রকম্।
ভল্লাতকযুতং বাথ প্রদদ্যাৎ তত্র তর্পণম্ ॥ ৫২
বিল্বনাগরযুক্তং বা যমান্যা চিত্রকেণ বা।
চিত্রকং হপুষাং হিঙ্গুং দদ্যাদ্বা তক্রসংযুতম্ ॥ ৫৩
পঞ্চকোলযুতং বাপি তক্রমস্মৈ প্রদাপয়েৎ ॥ ৫৪
হপুষাং কুঞ্চিকাং ধান্যমজাজীং কারবীং শটীম্।
পিপ্পলীং পিপ্পলীমূলং চিত্রকং হস্তিপিপ্পলীম্ ॥
যমানীঞ্চাজমোদাঞ্চ চূর্ণিতং তক্রসংযুতম্।
মন্দাম্লকটুকং বিদ্বান্ স্থাপয়েদ্ঘৃতভাজনে ॥
ব্যক্তাম্লকটুকং জাতং তক্রারিষ্টং মুখপ্রিয়ম্।
প্রপিবেন্মাত্রয়া কালেষন্নস্য তৃষিতস্ত্রিষু ॥

জীরা ও যমানীর চূর্ণ পান করিবে। অথবা সুরার সহিত হবুষাচূর্ণ বা সৌবর্চ্চলের সহিত আকনাদি চূর্ণ পান করিবে। অথবা কপিত্থ ও বেলশুঁঠের ক্বাথ বা চব্য ও চিত্রকের ক্বাথ পান করিবে। অথবা শোধিত ভল্লাতক তর্পণের সহিত পান করিতে দিবে। ৫২। অথবা বেলশুঁঠ ও শুঁঠ বা যমানী ও চিতা বা চিতা হবুষা ও হিঙ্গু তক্রের সহিত দিবে। ৫৩। অথবা তক্রের সহিত পঞ্চকোলচূর্ণ (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ) প্রদান করিবে। ৫৪। অথ তক্রারিষ্ট। হবুষা, কুঞ্চিকা (সূক্ষ্ম কৃষ্ণজীরা) ধনে, অজাজী (কৃষ্ণজীরা), কারবী (মৌরী), শটী, পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপুল, যমানী এবং অজমোদা (কোকান্দা যমানী) সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ তক্রের সহিত মিশ্রিত করিবে। এই মিলিত দ্রব্যের স্বাদ ঈষৎ অম্ল ও কটু হইবে। পরে উহা ঘৃতভাবিত মৃন্ময় পাত্রে স্থাপন করিবে। যখন দেখিবে যে, ঔষধ বিশেষরূপে অম্ল ও কটুস্বাদ অথচ মুখপ্রিয় হইয়াছে, তখন তক্রারিষ্ট প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। অন্নকালে তৃষিত হইলে জলপান না করিয়া ইহাই মাত্রানুযায়ী পান করিবে। ইহা অন্নের আদি, মধ্য ও অন্তে পান করিতে হয়। ইহা

দীপনং রোচনং বর্ণ্যং কফবাতানুলোমনম্।
গুদশ্বয়থুকণ্ড্বর্ত্তিনাশনং বলবর্দ্ধনম্ ॥ ৫৫
ইতি তক্রারিষ্টঃ
ত্বচং চিত্রকমূলস্য পিষ্ট্বা কুম্ভং প্রলেপয়েৎ।
তক্রং বা দধি বা তত্র জাতমর্শোহরং পিবেৎ ॥
বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভেষজম্
তৎ প্রযোজ্যং যথাদোষং সস্নেহং রূক্ষমেব বা
সপ্তাহং বা দশাহং বা পক্ষং মাসমথাপি বা।
বলকালবিশেষজ্ঞো ভিষক্ তক্রং
প্রযোজয়েৎ ॥ ৫৬
অত্যর্থং মৃদুকায়াগ্নেস্তক্রমেবাবচারয়েৎ।
সায়ং বা লাজশক্তূনাং দদ্যাৎ তক্রাবলেহিকাম্
জীর্ণে তক্রে প্রদদ্যাদ্বা তক্রং পেয়াং সসৈন্ধবাম্
তক্রানুপানং সস্নেহং তক্রৌদনমতঃপরম্।
যূষৈর্মাংসরসৈর্বাপি ভোজয়েৎ তক্রসংযুতৈঃ ॥ ৫৭

দীপন, রোচন, বর্ণকর, কফবাতানুলোমন এবং মলদ্বারের শোথ, কণ্ডু ও যাতনা নিবারণ করে এবং বলবৃদ্ধি করিয়া থাকে। ৫৫

ইতি তক্রারিষ্ট।

চিতামূলের ছাল পেষণ করিয়া কুম্ভের মধ্যে প্রলেপ দিবে এবং তন্মধ্যে তক্র বা দধি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। এই তক্র বা দধি অর্শোনাশক। বাতশ্লেষ্মজ অর্শের পক্ষে তক্রের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। তক্র দোষানুসারে স্নেহের সহিত যুক্ত করিয়া অথবা রূক্ষ ভোজন করিবে। [অর্থাৎ বাতজ অর্শে স্নিগ্ধ করিয়া পান করিবে, কফে রূক্ষ তক্রই প্রশস্ত]। দোষের বল ও কালভেদে তক্র সপ্তাহ বা দশাহ বা একপক্ষ বা একমাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত পান করিবে। ৫৬। অত্যন্ত দুর্ব্বলাগ্নি অর্শোরোগীকে কেবল তক্র দ্বারাই চিকিৎসা করিবে। অথবা সন্ধ্যাকালে লাজশক্তুর সহিত তক্রাবলেহ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। তক্র জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার তক্র ও সৈন্ধবের সহিত পেয়া প্রয়োগ করিবে। তক্রই অনুপান করিবে। অথবা তক্রযুক্ত যূষ ও মাংসের সহিত স্নেহযুক্ত

কালক্রমজ্ঞঃ সহসা ন চ তক্রং নিবারয়েৎ।
তক্রপ্রয়োগান্মাসান্তে ক্রমেণোপশমো মতঃ॥
অপকর্ষো যথোৎকর্ষো ন ত্বন্নাদপকৃষ্যতে।
প্রত্যাগমনরক্ষার্থং দার্ঢ্যার্থমনলস্য চ॥
বলোপচয়বর্ণার্থমেষ নির্দ্দিশ্যতে ক্রমঃ॥ ৫৮
রূক্ষমর্দ্ধোদ্ধৃতস্নেহং যতশ্চানুদ্ধৃতং ঘৃতম্।
তক্রং দোষাগ্নিবলবিৎ ত্রিবিধং তৎ
প্রযোজয়েৎ॥ ৫৯
হতানি ন বিরোহন্তি তক্রেণ গুদজানি তু॥
ভূমাবপি নিষিক্তং তৎ দহেৎ তক্রং তৃণোলুপম্
কিং পুনর্দীপ্তকায়াগ্নেঃ শুষ্কাণ্যর্শাংসি দেহিনঃ॥

তক্রান্ন ভোজন করিবে। ৫৭। সহসা পরিত্যাগ না করিয়া সময়ে ও ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিবে। একমাস পর্য্যন্ত তক্র প্রয়োগ করিয়া পুনর্ব্বার একমাসে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিবে। তক্রের পরিমাণ একমাস পর্য্যন্ত দিন দিন বৃদ্ধি করিতে থাকিবে এবং দ্বিতীয় মাসে সেই পরিমাণেই দিন দিন হ্রাস করিতে থাকিবে। যে পরিমাণে অন্ন সেবন করিবে, তক্রের পরিমাণ তদপেক্ষা অল্প না হয় [তবেই তক্রের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিলে অন্নের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস করিতে হইবে]। এই ক্রম রক্ষা করিয়া তক্র সেবন করিলে অর্শের প্রত্যাগমন হয় না, অগ্নির দৃঢ়তা হয় এবং বল ও বর্ণের উপচয় হয়। এইরূপে এই ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইল। ৫৮। দোষ ও অগ্নির বলানুসারে তক্র ত্রিবিধ প্রকারে প্রয়োগ করা যায়। এক প্রকার রূক্ষ, ইহা শ্লেষ্মোল্বণ অর্শে প্রয়োগ করা যায়। দ্বিতীয় প্রকার অর্দ্ধোদ্ধৃতস্নেহ, ইহা সমবাতকফে প্রয়োগ করা যায় এবং তৃতীয় প্রকার অনুদ্ধৃতস্নেহ, ইহা বাতোল্বণ অর্শে প্রয়োগ করা যায়। ৫৯। অর্শ তক্রসেবনে একবার নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার আর হয় না। তক্র ভূমিতে নিষিক্ত হইলে কুশাদি কাঁচা তৃণ সকলও দগ্ধ করিয়া থাকে; অতএব দীপ্তাগ্নি পুরুষের যে শুষ্ক অর্শ নষ্ট করিবে তাহার

স্রোতঃসু তক্রশুদ্ধেষু রসঃ সম্যগুপৈতি যঃ।
তেন পুষ্টিবলং বর্ণঃ প্রহর্ষশ্চোপজায়তে॥
বাতশ্লেষ্মবিকারাণাং শতঞ্চাপি নিবর্ত্ততে॥ ৬১
পিপ্পলীং পিপ্পলীমূলং চিত্রকং হস্তিপিপ্পলীম্।
শৃঙ্গবেরমজাজীঞ্চ কারবীং ধান্যতুম্বুরুম্॥
বিল্বকর্কটকং পাঠাং পিষ্ট্বা পেয়াং বিপাচয়েৎ।
ফলাম্লাং যমকস্নেহাং তাং দদ্যাদ্গুদজাপহাম্॥
এতৈশ্চৈব খড়ং কুর্য্যাদেতৈশ্চৈব পচেজ্জলম্।
এতৈশ্চৈব ঘৃতং সাধ্যমর্শসাং বিনিবৃত্তয়ে॥ ৬৩
শটীপলাশসিদ্ধাং বা পিপ্পল্যা নাগরেণ বা।
দদ্যাদ্যবাগূং তক্রাম্লাং মরিচৈরবচূর্ণিতাম্॥ ৬৪
শুষ্কমূলকযূষং বা যূষং কৌলত্থমেব বা।
দধিত্থবিল্বযূষং বা সকুলত্থমুকুষ্ঠকম্॥
ছাগলং বা রসং দদ্যাদ্যূষৈরেতৈর্বিমিশ্রিতম্।
লাবাদীনাং ফলাম্লং বা সতক্রং গ্রাহিভিঃ-
র্বৃতম্॥ ৬৫

আর কথা কি? ৬০। স্রোত সকল তক্র দ্বারা শুদ্ধ হইলে যে রস সম্যক্ প্রবাহিত হয়, তদ্দ্বারাই পুষ্টি, বল, বর্ণ ও প্রহর্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে আর শত বাতশ্লেষ্মরোগ থাকিলেও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ৬১। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, মৌরী, ধনে, তুম্বুরু-ধনে, বেলশুঁঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী এবং আকনাদি পেষণ করিয়া তাহার সহিত পেয়া পাক করিবে। এই পেয়া দাড়িমরসের সহিত অম্লীকৃত করিয়া যমক স্নেহের (তৈল ও ঘৃতের) সহিত পান করিলে অর্শ নষ্ট হয়। ৬২। আর ঐ সকল পিপ্পল্যাদি দ্বারা খড়যূষ, ক্বাথ ও ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে অর্শোরোগের শান্তি হয়। ৬৩। শটী ও পলাশের সহিত পিপুল বা পিপুল ও শুঁঠের সহিত যবাগূ পাক করিয়া তক্র দ্বারা অম্লীকৃত ও মরিচচূর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া অর্শোরোগীকে সেবন করাইবে। ৬৪। অথবা শুষ্ক মূলকের যূষ বা কুলত্থের যূষ বা কৎবেল বা বেলশুঁঠের যূষ বা কুলত্থ ও বনমুদ্গের যূষ বা এই সকল যূষের সহিত মিশ্রিত ছাগমাংসের রস অথবা

রক্তশালির্মহাশালিঃ কলমো লাঙ্গলঃ সিতঃ।
শারদঃ ষষ্টিকশ্চৈব স্যাদন্নবিধিরর্শসাম্॥ ৬৬
ইত্যুক্তো ভিন্নশকৃতামর্শসাঞ্চ বিধিক্রমঃ।
যেহত্যর্থং গাঢ়শকৃতস্তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজম্॥ ৬৭
স্নেহৈঃ শক্তুর্যুক্তাং প্রসন্নাং লবণীকৃতাম্।
দদ্যান্মংস্তণ্ডিকাং পূর্ব্বং ভক্ষয়িত্বা সনাগরম্॥ ৬৮
গুড়ং সনাগরং পাঠাং ফলাম্লং পায়য়েচ্চ তম্।
গুড়ং ঘৃতং যবক্ষারং যুক্তং বাপি প্রযোজয়েৎ॥ ৬৯
যমানীং নাগরং পাঠাং দাড়িমস্য রসং গুড়ম্।
সতক্রং লবণং দদ্যাদ্বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্॥৭০
তুম্পর্শকেন বিল্বেন যমান্যা নাগরেণ বা।
একৈকেনাপি সংযুক্তা পাঠা হন্ত্যর্শসাং রুজম্॥৭১

প্রাগুক্তযমকে ভৃষ্টান্ শক্তুভিশ্চাবচূর্ণিতান্।
করঞ্জপল্লবান্ দদ্যাৎ বাতবর্চ্চোঽনুলোমনান্॥৭২
মদিরাং বা সলবণাং শীধুং সৌবীরকং তথা।
গুড়নাগরসংযুক্তং পিবেদ্বা পৌর্ব্বভক্তিকম্॥৭৩
পিপ্পলীনাগরক্ষারকারবীধান্যজীরকৈঃ।
ফাণিতেন চ সংযোজ্য ফলাম্লং দাপয়েৎ ঘৃতম্॥ ৭৪
পিপ্পলীং পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
শৃঙ্গবেরং যবক্ষারং তৈঃ সিদ্ধং বা পিবেৎ ঘৃতম্॥ ৭৫
চব্যাচিত্রকসিদ্ধং বা গুড়ক্ষারসমন্বিতম্।
পিপ্পলীমূলসিদ্ধং বা সগুড়ক্ষারনাগরম্॥ ৭৬
পিপ্পলী-পিপ্পলীমূলদধিদাড়িমধান্যকৈঃ।
সিদ্ধং সর্পির্বিধাতব্যং বাতবর্চ্চো বিবন্ধনুৎ॥ ৭৭
চব্যং ত্রিকটুকং পাঠাং ক্ষারং কুস্তুম্বুরূণি চ।
যমানীং পিপ্পলীমূলমুভে চ বিড়সৈন্ধবে॥
চিত্রকং বিল্বমভয়াং পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ।

দাড়িমরসে অম্লীকৃত ও তক্রযুক্ত এবং সংগ্রাহী (অতিসারনাশক) ঔষধগণের সহিত সিদ্ধ লাবাদির মাংসরস প্রয়োগ করিবে। ৬৫। অর্শোরোগে রক্তশালি, মহাশালি, কলম, লাঙ্গল, সিত, শারদ ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন প্রশস্ত। ৬৬। অর্শোরোগে মল তরল থাকিলে যে চিকিৎসাবিধি আবশ্যক হয়, তাহা উক্ত হইল। এক্ষণে কঠিন কোষ্ঠের চিকিসা বলা হইতেছে। ৬৭। প্রথমে শুঁঠচুর্ণ মিছরীর সহিত ভক্ষণ করিয়া পরে স্নেহযুক্ত শক্তু ও সৈন্ধবের সহিত সুরামণ্ড পান করিলে অর্শোরোগীর মলকাঠিন্য দূর হয়। ৬৮। অথবা পুরাতন গুড়, শুঁঠ, আকনাদি এবং দাড়িমের কাথ পান করাইবে। অথবা গুড়, ঘৃত ও যবক্ষার একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৬৯। অথবা যমানী, শুঁঠ, আকনাদি, দাড়িমের রস, গুড়, তক্র ও সৈন্ধব একত্র সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে। এই কাথ পান করিলে অধোবায়ু ও বিষ্ঠার অনুলোম হয়। ৭০। তুম্পর্শক, বেল, যমানী ও শুঁঠ ইহাদের এক একটীর সহিত আকনাদির কাথ করিয়া পান করিলে বিবন্ধযুক্ত অর্শের যাতনা নিবৃত্তি পায়। ৭১। ঘৃত ও তৈলে (পূর্ব্বোক্ত যমকে) করঞ্জের পত্র ভাজিয়া শক্তুর সহিত সেবন করিলে অধোবায়ু ও মলের অনুলোমন হয়। ৭২। ভক্তভোজনের পূর্ব্বে সৈন্ধবযুক্ত মদিরা অথবা গুড় ও শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত শীধু বা সৌবীরক পান করিবে। ৭৩। পিপুল-শুঁঠ, যবক্ষার, কৃষ্ণজীরা, ধনে, জীরা ও ফাণিতের (মাতগুড়ের) সহিত দাড়িমের রস ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৭৪। পিপুল পিপুলমূল, চিতা, গজপিপুল, শুঁঠ ও যবক্ষারের সহিত সিদ্ধ ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ৭৫ অথবা চই ও চিতার সহিত সিদ্ধ বা গুড় ও যবক্ষারের সহিত যুক্ত বা পিপ্পলীমূলের সহিত সিদ্ধ বা গুড় যবক্ষার ও শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত সংযুক্ত ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ৭৬। পিপুল, পিপুলমূল, দধি, দাড়িম ও ধনের সহিত সিদ্ধ ঘৃত প্রয়োগ করিলে অধোবাত ও বদ্ধমলের প্রবৃত্তি হয়। ৭৭। চই, ত্রিকটু, আকনাদি, যবক্ষার, কুস্তুম্বুরু (নেপালী ধনে), যমানী, পিপুলমূল, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব, চিতা, বেলশুঁঠ

শকৃদ্বাতানুলোম্যার্থং জাতে দধ্নি চতুর্গুণে॥
প্রবাহিকাং গুদভ্রংশং মূত্রকৃচ্ছ্রং পরিস্রবম্।
গুদবঙ্ক্ষণশূলঞ্চ ঘৃতমেতৎ ব্যপোহতি॥ ৭৮
নাগরং পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিল্বপাঠাযমানিকাঃ॥
চাঙ্গেরীস্বরসে সর্পিঃ কল্কৈরেতৈর্বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণেন দধ্না চ তদ্ঘৃতং কফবাতনুৎ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্।
গুদভ্রংশার্ত্তিমানাহং ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥৭৯
পিপ্পলী নাগরং পাঠাং শ্বদংষ্ট্রাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
ভাগাংস্ত্রিপলিকান্ কৃত্বা কষায়মুপকল্পয়েৎ॥
কণ্টীরং পিপ্পলীমূলং ব্যোষং চব্যঞ্চ চিত্রকম্।
পিষ্ট্বা কষায়ে বিনয়েৎ পূতে দ্বিপলিকং ভিষক্।
পলানি সর্পিষস্তস্মিংশ্চত্বারিংশৎ প্রদাপয়েৎ।
চাঙ্গেরীস্বরসং তুল্যং সর্পিষা দধি ষড়্গুণম্॥
মৃদ্বগ্নিনা ততঃ সাধ্যং সিদ্ধং সর্পির্নিধাপয়েৎ।
তদাহারে বিধাতব্যং পানে প্রায়োগিকে বিধৌ
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নং গুল্মহৃদ্রোগনাশনম্।
শোথপ্লীহোদরানাহমূত্রকৃচ্ছ্রজ্বরাপহম্॥
কাসহিক্কারুচিশ্বাসসূদনং পার্শ্বশূলনুৎ।
বলপুষ্টিকরং বর্ণ্যমগ্নিসন্দীপনং পরম্॥ ৮০
সগুড়াং পিপ্পলীযুক্তাং ঘৃতভৃষ্টাং হরীতকীম্।
ত্রিবৃদ্দন্তীযুতাং বাপি ভক্ষয়েদানুলোমিকীম্॥
বিড্‌বাতকফপিত্তানামানুলোম্যেন নির্ম্মলে।
গুদেঽর্শাংসি প্রশাম্যন্তি পাবকশ্চাভিবর্দ্ধতে॥৮১
বর্হিতিত্তিরিলাবানাং রসানম্লান্ সুসংস্কৃতান্।
দক্ষাণাং বর্ত্তকানাঞ্চ দদ্যাদ্বিড্‌বাতসংগ্রহে॥৮২
ত্রিবৃদ্দন্তীপলাশানাং চাঙ্গের্য্যাশ্চিত্রকস্য চ।
সুভৃষ্টং যমকে দদ্যাচ্ছাকং দধিসরান্বিতম্॥ ৮৩
উপোদিকা তণ্ডুলীয়ং বীরাং বাস্তুকপল্লবান্।
সুবর্চ্চলাং সলোণীকাং যবশাকমবল্গুজম্॥
কাকমাচীং রুহাপত্রং মহাপত্রং তথাম্লিকাম্।
জীবন্তীশটিশাকঞ্চ শাকং গৃঞ্জনকস্য চ॥
দধিদাড়িমসিদ্ধানি ভৃষ্টানি যমকেঽপি চ।

ও হরীতকীর কল্ক এবং চতুর্গুণ দধির সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাত ও বিষ্ঠার বিবন্ধ দূর হয়। আর ইহাতে প্রবাহিকা, গুদভ্রংশ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পরিস্রব (পিচ্ছাস্রব) গুদশূল ও বংক্ষণশূল নষ্ট হয়। ৭৮। শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপুল, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেল, আকনাদি ও যমানীর কল্ক; আমরুলের স্বরস ও চতুর্গুণ দধির সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে কফবাত, অর্শ, গ্রহণীদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, গুদভ্রংশের যাতনা এবং আনাহ নষ্ট হয়। ৭৯। পিপুল ও শুঁঠ আকনাদি ও গোক্ষুর পৃথক্ পৃথক্ তিন পল লইয়া একত্র কাথ করিবে। সেই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত কণ্টীরতুলসী, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চৈ ও চিতার কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই পল, ঘৃত চল্লিশ পল, আমলকীর রস চল্লিশ পল এবং ঘৃতের ছয়গুণ দধি দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত বিধিপূর্ব্বক পান ও ভোজনে প্রয়োগ করিলে গ্রহণীরোগ, অর্শ, গুল্ম, হৃদ্রোগ, শোথ, প্লীহা, উদর, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর, কাস, হিক্কা, অরুচি, শ্বাস ও পার্শ্বশূল বিনষ্ট হয় এবং বল, পুষ্টি, বর্ণ ও অগ্নিদীপ্তি পাইয়া থাকে। ৮০। ঘৃতভৃষ্টা হরীতকী গুড় ও পিপ্পলীর সহিত অথবা ত্রিবৃৎ ও দন্তীর সহিত সেবন করিলে মলের অনুলোমন হয়। আর ইহাতে মল, অধোবায়ু, কফ ও পিত্তের অনুলোম হওয়াতে মলদ্বার নির্ম্মল হয়, অর্শ সকল নিরস্ত হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ৮১। বিষ্ঠা ও বায়ুর বিবন্ধ থাকিলে ময়ূর, তিত্তির, লাব, কুক্কুট ও বর্ত্তক মাংসের রস অম্লযোগে সুসংস্কৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৮২। ত্রিবৃৎ, দন্তী, পলাশ, আমরুল ও চিতার শাক তৈল ও ঘৃতে ভাজিয়া দধিসরের সহিত প্রয়োগ করিবে।৮৩। উপোদিকা (পুঁইশাক, কেহ বলেন পুদিনা শাক), তণ্ডুলীয় (কাঁটানটে) শাক, ক্ষীরকাকোলী শাক, বাস্তুক শাক, সুবর্চ্চলা শাক, আমরুলী শাক, যবশাক, সোমরাজী শাক, কাকমাচী শাক, রুহাপত্র (গোলঙ্কপত্র) মহাপত্র (মানকচু), অম্লিকা শাক (তেঁতুলপাতা), জীবন্তী শাক, শটী শাক এবং লশুন-

ধান্যনাগরযুক্তানি শাকান্যেতানি দাপয়েৎ ॥ ৮৪
গোধাশ্বাবিৎসলোপাকমার্জ্জারোষ্ট্রগবামপি।
কূর্ম্মশল্লকয়োশ্চৈব সাধয়েচ্ছাকবদ্রসান্ ॥
রক্তশাল্যোদনং দদ্যাদ্রসৈস্তৈর্বাতশান্তয়ে ॥ ৮৫
জ্ঞাত্বা বাতোল্বণং রূক্ষং দীপ্তাগ্নিং গুদজাতুরম্
মদিরাং শার্করং জাতং শীধুং তক্রং তুষোদকম্
অরিষ্টং দধিমণ্ডং বা শৃতং বা শিশিরং জলম্।
কণ্টকার্য্যা শৃতং বাপি শৃতং নাগরধান্যকৈঃ ॥
অনুপানং ভিষগ্ দদ্যাদ্ বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্ ॥ ৮৬
উদাবর্ত্তপরীতা যে যে চাত্যর্থং বিরূক্ষিতাঃ।
বিলোমবাতাঃ শূলার্ত্তাস্তেষ্বিষ্টমনুবাসনম্ ॥ ৮৭
পিপ্পলীং মদনং বিল্বং শতাহ্বাং মধুকং বচাম্।
কুষ্ঠং শটীং পুষ্করাখ্যং চিত্রকং দেবদারু চ ॥
পিষ্ট্বা তৈলং বিপক্তব্যং পয়সা দ্বিগুণেন চ।
অর্শসাং মূঢ়বাতানাং তচ্ছ্রেষ্ঠমনুবাসনম্ ॥

শাক দধি ও দাড়িমের সহিত সিদ্ধ এবং ধনে ও শুঁঠ চূর্ণের সহিত ঘৃত ও তৈলে ভৃষ্ট করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৮৪। গোসাপ, সজারু, খেঁকসিয়াল, বিড়াল, উষ্ট্র, গো, কূর্ম্ম ও শল্লকের (সজারু-ভেদ) মাংসরস উপরিলিখিত শাকের ন্যায় পাক করিয়া তাহার সহিত রক্তশালির অন্ন সেবন করিলে অর্শের বায়ু শান্ত হয়। ৮৫। বাতোল্বণ অর্শে রোগীর রুক্ষতা অথচ অগ্নির দীপ্তি থাকিলে মদিরা শর্করাজাত মদ্য, শীধু, তক্র, তুষোদক, অরিষ্ট, দধিমণ্ড বা শৃতশীতলজল, কিংবা কণ্টকারিসিদ্ধ জল বা শুঁঠ ও ধনের সহিত সিদ্ধ জল অনুপান করিলে বাত ও বিষ্ঠার অনুলোম হয়। ৮৬। যে সকল অর্শোরোগী উদাবর্ত্তপীড়িত, অত্যন্তরুক্ষিত, বিলোমবায়ুবিশিষ্ট ও শূলার্ত্ত, তাহাদের পক্ষে অনুবাসন হিতকর। ৮৭। পিপুল, মদনফল, বেল, শুল্ফা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, শটী, পুষ্কর (অভাবে কুড়,) চিতা ও দেবদারু-কল্ক; তৈল ও তৈলের দ্বিগুণ দুগ্ধ একত্র পাক করিবে। এই তৈল মূঢ়বাত অর্শোরোগীর পক্ষে অতি শ্রেষ্ঠ অনুবাসন।

গুদনিঃসরণং শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্।
কট্যুরুপৃষ্ঠদৌর্ব্বল্যমানাহং বঙ্ক্ষণাশ্রয়ম্ ॥
পিচ্ছাস্রাবং গুদে শোথং বাতবর্চ্চোবিনিগ্রহম্
উত্থানং বহুশো যচ্চ জয়েৎ তচ্চানুবাসনাৎ ॥ ৮৮
আনুবাসনিকৈঃ পিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্নেহসংযুতৈঃ
দার্ব্বিস্তৈঃ স্তব্ধশূলানি গুদজানি প্রলেপয়েৎ ॥
দিগ্ধা তৈঃ প্রস্রবন্ত্যাশু শ্লেষ্মপিচ্ছাং সশোণিতাম্
কণ্ডুঃ স্তম্ভঃ সরুক্ শোফঃ স্রুতানাং বিনিবর্ত্ততে ॥ ৮৯
নিরূহং বা প্রযুঞ্জীত সক্ষীরং দাশমূলিকম্।
সমূত্রস্নেহলবণং কল্কৈর্যুক্তং ফলাদিভিঃ ॥
হরীতকীনাং প্রস্থার্দ্ধং প্রস্থমামলকস্য চ।
স্যাৎ কপিত্থাদ্দশপলং ততোঽর্দ্ধা চেন্দ্রবারুণী ॥
বিড়ঙ্গং পিপ্পলী লোধ্রং মরিচং সৈলবালুকম্।
দ্বিপলাংশং জলস্যৈতচ্চতুর্দ্রোণে বিপাচয়েৎ।
দ্রোণশেষে রসে তস্মিন্ পূতে শীতে সমাবপেৎ
গুড়স্য দ্বিশতং তিষ্ঠেৎ তৎ পক্ষং ঘৃতভাজনে

ইহা দ্বারা গুদভ্রংশ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, কটি ও পৃষ্ঠের দৌর্ব্বল্য, বংক্ষণানাহ, পিচ্ছাস্রাব, গুদশোথ, বাত ও বিষ্ঠার বিবন্ধ এবং পুনঃপুনঃ উত্থান ('মলস্রাব' ইতি শিবদাস) নিবারিত হয়। ৮৮। উপরিলিখিত আনুবাসনিক স্নেহের কল্ক সকল (পিপ্পলী হইতে দেবদারু পর্য্যন্ত) পেষণপূর্ব্বক স্নেহসংযোগে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে অর্শের স্তব্ধতা ও শূল হয়। আর ইহাতে রক্তের সহিত পিচ্ছিল শ্লেষ্মা আশু নির্গত হয়। এইরূপে রক্ত স্রুত হইলে অর্শের কণ্ডু, স্তম্ভ, বেদনা ও শোথ নিবৃত্ত হয়। ৮৯। অথবা দুগ্ধ, গোমূত্র, স্নেহ, লবণ ও মদনফলাদির কল্কের সহিত দশমূলকাথের নিরূহ প্রয়োগ করিবে। হরীতকী এক সের, আমলকী দুই সের, কদবেল দশ পল, রাখালশসার মূল পাঁচ পল এবং বিড়ঙ্গ, লোধ, মরিচ ও এলবালুকা পৃথক্ পৃথক্ দুই পল লইয়া ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে দুই শত পল গুড় দিয়া

পক্ষাদূর্দ্ধং ভবেৎ পেয়া ততো মাত্রাং যথাবলম্।
অস্যাভ্যাসাদরিষ্টস্য নশ্যন্তি গুদজা অপি॥
গ্রহণীপাণ্ডুহৃদ্রোগপ্লীহগুল্মোদরাপহঃ।
কুষ্ঠশোফারুচিহরো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
সিদ্ধোঽয়মভয়ারিষ্টঃ কামলাশ্বিত্রনাশনঃ।
ক্রিমিগ্রন্থ্যর্ব্বুদব্যঙ্গরাজযক্ষজ্বরান্তকৃৎ॥ ৯০

ইত্যভয়ারিষ্টঃ।

দন্তীচিত্রকমূলানামুভয়োঃ পঞ্চমূলয়োঃ।
ভাগান্ পলাংশানাপোথ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ
ত্রিফলায়া দলানাঞ্চ প্রক্ষিপ্য ত্রিপলং ততঃ।
রসে চতুর্থশেষে তু পূতে শীতে সমাবপেৎ॥
তুলাং গুড়স্য তৎ তিষ্ঠেৎ মাসার্দ্ধং ঘৃতভাজনে
তন্মাত্রয়া পিবেন্নিত্যমর্শোভ্যোঽপি প্রমুচ্যতে॥
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্।

দীপনঞ্চারুচিঘ্নঞ্চ দন্ত্যারিষ্টমিদং বিদুঃ॥ ৯১

ইতি দন্ত্যরিষ্টম্।

হরীতকীফলং প্রস্থং প্রস্থমামলকস্য চ।
বিশালায়া দধিত্থস্য পাঠাচিত্রকমূলয়োঃ
দ্বে দ্বে পলে সমাপোথ্য দ্বিদ্রোণে সাধয়েদপাম্
পাদাবশেষে পূতে চ রসে তস্মিন্ প্রদাপয়েৎ॥
গুড়স্যৈকাং তুলাং বৈদ্যঃ সংস্থাপ্যো ঘৃতভাজনে
পক্ষস্থিতং পিবেদেনং গ্রহণার্শোবিকারবান্
হৃৎপাণ্ডুরোগং প্লীহানং কামলাং বিষমজ্বরম্।
বর্চ্চোমূত্রানিলকৃতান্ বিবন্ধানগ্নিমার্দ্দবম্॥
কাসং গুল্মমুদাবর্ত্তং ফলারিষ্টং ব্যপোহতি॥ ৯২

ইতি ফলারিষ্টম্।

দুরালভায়াঃ প্রস্থঃ স্যাচ্চিত্রকস্য বৃষস্য চ।
পথ্যামলকয়োশ্চৈব পাঠায়া নাগরস্য চ॥
দন্ত্যাশ্চ দ্বিপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ

ঘৃতভাবিত পাত্রে স্থাপন করিবে। এক পক্ষের পর এই অরিষ্ট বলানুসারে ব্যবহার করিবে। [এক পক্ষের পর, পাত্র হইতে তুলিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয় এবং কাল বোতলে ঢালিয়া ছিপি দিয়া উত্তমরূপে মুখ আঁটিয়া রাখিতে হয়। নতুবা সত্বর নষ্ট হইয়া যায়]। এই অরিষ্ট প্রত্যহ সেবন করিলে, অর্শ, গ্রহণীরোগ, পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, কুষ্ঠ, শোথ ও অরুচি নষ্ট হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়। এই অভয়ারিষ্ট দৃষ্ট-ফল। ইহা কামলা ও শ্বিত্র নাশ করে এবং ইহাতে ক্রিমি, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, ব্যঙ্গ, রাজযক্ষ্মা ও জ্বর বিনষ্ট হয়। ৯০

ইতি অভয়ারিষ্ট।

দন্তী, চিতার মূল ও দশমূলের প্রত্যেক মূল পৃথক্ পৃথক্ এক এক পল, ত্রিফলার ত্বক্ সমুদায়ে তিন পল, এক দ্রোণ জলে পাক করিয়া চারিভাগের এক ভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে উহার সহিত গুড় এক তুলা (সাড়ে বার সের) মিশ্রিত করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিবে। এক পক্ষের পর এই অরিষ্ট নিয়মিত মাত্রায় সেবন করিলে রোগী অর্শ হইতে বিমুক্ত হয়। ইহা দ্বারা গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগের নিবৃত্তি, বায়ু ও মলের অনুলোমতা, অগ্নির দীপ্তি ও অরুচির বিনাশ হইয়া থাকে। ইহার নাম দন্ত্যরিষ্ট। ৯১

ইতি দন্ত্যরিষ্ট।

হরীতকীর ত্বক্ দুই সের, আমলকী দুই সের, রাখাল শসার মূল ষোল তোলা, কদবেল ষোল তোলা, আকনাদি ষোল তোলা এবং চিতার মূল ষোল তোলা কুট্টিত করিয়া ১২৮ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং চারি ভাগের এক ভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া, শীতল হইলে উহাতে গুড় এক তুলা (সাড়ে বার সের) মিশ্রিত করিবে এবং সমস্ত দ্রব্য এক পক্ষকাল ঘৃতভাবিত পাত্রে রাখিয়া দিবে। একপক্ষ পরে এই অরিষ্ট প্রত্যহ নিয়মিত মাত্রায় পান করিলে, গ্রহণীরোগ ও অর্শ সকল নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। আর ইহাতে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, কামলা, বিষমজ্বর, মল, মূত্র ও বায়ুর বিবন্ধ, অগ্নিমান্দ্য, কাস, গুল্ম ও উদাবর্ত্ত নষ্ট হয়। ৯২

ইতি ফলারিষ্ট।

দুরালভা দুই সের এবং চিতা, বাসক, হরীতকী, আমলকী, আকনাদি, শুঁঠ ও দন্তী

পাদাবশেষে পূতে চ সুশীতে শর্করাশতম্ ॥
প্রক্ষিপ্য স্থাপয়েৎ কুম্ভে মাসার্দ্ধং ঘৃতভাজনে।
প্রলিপ্তে পিপ্পলীচব্যপ্রিয়ঙ্গুক্ষৌদ্রসর্পিষা ॥
তস্য মাত্রাং পিবেৎ কালে শার্করস্য যথাবলম্
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমুদাবর্ত্তমরোচকম্ ॥
শকৃন্মূত্রানিলোদ্গারবিবন্ধানগ্নিমার্দ্দবম্।
হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগঞ্চ সর্বমেতেন সাধয়েৎ ॥ ৯৩
ইতি দ্বিতীয়ফলারিষ্টম্।

নবস্যামলকস্যৈকাং কুর্য্যাজ্জর্জ্জরিতাং তুলাম্।
কুড়বাংশং বিড়ঙ্গানি পিপ্পলীমরিচানি চ ॥
পাঠাং মূলঞ্চ পিপ্পল্যাঃ ক্রমুকং চব্যচিত্রকৌ।
মঞ্জিষ্ঠা নালুকং লোধ্রং পলিকান্যুপকল্পয়েৎ ॥
কুষ্ঠং দারুহরিদ্রাঞ্চ সুরাহ্বং শারিবাদ্বয়ম্।
ইন্দ্রাহ্বং ভদ্রমুস্তঞ্চ কুর্য্যাদর্দ্ধপলোন্মিতাম্ ॥
চত্বারি নাগপুষ্পস্য পলান্যভিনবস্য চ।
দ্রোণাভ্যামম্ভসো দ্বাভ্যাং সাধয়িত্বাবতারয়েৎ ॥
পাদাবশেষে পূতে চ শীতে তস্মিন্ সমাবপেৎ
মৃদ্বীকাদ্ব্যাঢ়করসং শীতং নির্য্যূহসম্মিতম্ ॥
শর্করায়াশ্চ ভিন্নায়া দদ্যাদ্দ্বিগুণিতাং তুলাম্
কুসুমস্য রসস্যৈকমর্দ্ধপ্রস্থং নবস্য চ ॥
ত্বগেলাম্বুপত্রাম্বুসেব্যক্রমুককেশরান্।
চূর্ণয়িত্বা তু মতিমান্ কার্ষিকানত্র দাপয়েৎ ॥
তৎ সর্বং স্থাপয়েৎ পক্ষং শুচৌ চ ঘৃতভাজনে
প্রলিপ্তে সর্পিষা কিঞ্চিচ্ছর্করাগুরুধূপিতে ॥
পক্ষাদূর্দ্ধমরিষ্টোঽয়ং কনকো নাম বিশ্রুতঃ।
পেয়ঃ স্বাদুরসো হৃদ্যঃ প্রয়োগাদ্ভক্তরোচনঃ ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমানাহমুদরং জ্বরম্।
হৃদ্রোগং পাণ্ডুতাং শোথং গুল্মবর্চ্চোবিনিগ্রহম্
কাসং শ্লেষ্মাময়াংশ্চোগ্রান্ সর্বানেবাপকর্ষতি।
বলীপলিতখালিত্যং জন্তুদোষং ব্যপোহতি ॥৯৪
ইতি কনকারিষ্টঃ।

পত্রভঙ্গোদকৈঃ শৌচং কুর্য্যাদুষ্ণেন চাম্ভসা।
ইতি শুষ্কার্শসাং সিদ্ধমুক্তমেতচ্চিকিৎসিতম্ ॥ ৯৫

পৃথক্ পৃথক্ দুই দুই পল চৌষট্টি সের জলে পাক করিয়া পাদাবশেষ নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে একশত পল শর্করা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাবিত পাত্রে এক পক্ষ স্থাপন করিবে। সেই পাত্রের অভ্যন্তর পিপুল, চই, প্রিয়ঙ্গু, মধু ও ঘৃত সহযোগে প্রলিপ্ত থাকা আবশ্যক। এই অরিষ্ট এক পক্ষের পর প্রতিদিন নিয়মিত মাত্রায় যথাবল পান করিলে অর্শ, গ্রহণীদোষ, উদাবর্ত্ত, অরুচি, মল মূত্র বায়ু ও উদ্গারের বিবন্ধ, অগ্নিমান্দ্য, হৃদ্রোগ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। ৯৩

ইতি দ্বিতীয় ফলারিষ্ট।

নূতন আমলকী সাড়ে বার সের; বিড়ঙ্গ, পিপুল ও মরিচ পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধসের; আকনাদি, পিপুলের মূল, শুপারি, চৈ, চিতা, মঞ্জিষ্ঠা, এলুকা ও লোধ পৃথক্ পৃথক্ আট তোলা; কুড়, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, কুটজ ও ভদ্রমুস্তক পৃথক্ পৃথক্ চারি তোলা এবং নূতন নাগকেশর বত্রিশ তোলা এই সকল কুট্টিত করিয়া ১২৮ সের জলে সিদ্ধ করিবে। চতুর্থভাগ-অবশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল করিয়া লইতে হইবে। অনন্তর উহাতে ক্বাথের সমান দুই আঢ়ক (দ্বৈগুণ্য-হেতু বত্রিশ সের) কিস্‌মিসের ক্বাথ, পরিষ্কৃত শর্করা, দুই তুলা (পঁচিশ সের), নূতন মধু দুই সের এবং দারুচিনি, এলাচী, তেজপাতা, কৈবর্ত্তমুস্তক, বালা, বেণারমূল, সুপারি ও নাগকেশর এই সকলের চূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা একত্র করিয়া এক পক্ষকাল ঘৃতভাবিত পাত্রে রাখিবে। ঐ পাত্রের অভ্যন্তর ঘৃত এবং কিঞ্চিৎ অগুরু ও চিনির সহিত লিপ্ত থাকা আবশ্যক। এই ঔষধের নাম কনকারিষ্ট। এই ঔষধ মধুর, হৃদ্য ও রুচিকারক। ইহা দ্বারা অর্শ, গ্রহণীদোষ, আনাহ, উদর, জ্বর, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, শোথ, গুল্ম, মলবদ্ধতা, কাস, সর্ব প্রকার উগ্র শ্লেষ্মবিকার, বলি, পলিত, খালিত্য ও ক্রিমি নষ্ট হয়। ৯৪

ইতি কনকারিষ্ট।

বায়ুনাশক পত্রসমূহের উষ্ণ ক্বাথ শুষ্কার্শে পরিষেক করিবে। এইরূপে শুষ্কার্শের দৃষ্ট-ফল চিকিৎসা সকল কথিত হইল। ৯৫।

চিকিৎসিতমিদং সিদ্ধং স্রাবিণাং শৃণুতঃ পরম্ ।
তত্রানুবন্ধো দ্বিবিধঃ শ্লেষ্মণো মারুতস্য চ ॥ ৯৬
বিট্‌শ্যাবং কঠিনং রূক্ষঞ্চাধোবায়ুর্ন বর্ত্ততে ।
তনু চারুণবর্ণঞ্চ ফেনিলঞ্চাসৃগর্শসাম্ ॥
কট্যূরুগুদশূলঞ্চ দৌর্ব্বল্যঞ্চ যদি বাধিকম্ ।
তত্রানুবন্ধো বাতস্য হেতুর্যদি বিরূক্ষণম্ ॥
শিথিলং শ্বেতপীতঞ্চ বিট্‌স্নিগ্ধং গুরুশীতলম্ ।
যদ্যর্শসাং ঘনঞ্চাসৃক্ তন্তুমৎ পাণ্ডুপিচ্ছিলম্ ॥
গুদং সপিচ্ছং স্তিমিতং গুরু স্নিগ্ধঞ্চ কারণম্ ।
শ্লেষ্মানুবন্ধো বিজ্ঞেয়স্তত্র রক্তার্শসাং বুধৈঃ ॥ ৯৭
স্নিগ্ধশীতং হিতং বাতে রূক্ষশীতং কফানুগে ।
চিকিৎসিতমিদং তস্মাৎ সম্প্রধার্য্য
প্রযোজয়েৎ ॥ ৯৮
পিত্তশ্লেষ্মাধিকং মত্বা শোধনেনোপপাদয়েৎ ।
স্রবণঞ্চাপ্যুপেক্ষেত লঙ্ঘনৈর্ব্বা সমাচরেৎ ॥ ৯৯

অনন্তর রক্তার্শের দৃষ্টফল চিকিৎসা শ্রবণ কর। রক্তার্শের দুই প্রকার অনুবন্ধ। যথা—শ্লেষ্মার অনুবন্ধ ও বায়ুর অনুবন্ধ। ৯৬। যে রক্তার্শের মল শ্যাববর্ণ কঠিন ও রুক্ষ হয়; যাহাতে অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি হয়; যাহাতে রক্ত তরল, অরুণবর্ণ ও ফেনিল হয়; যাহাতে কটি, উরু ও পৃষ্ঠদেশে শূল ও অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য হয় এবং যাহা রুক্ষসেবন হেতু উৎপন্ন হয়, তাহাতে বায়ুর অনুবন্ধ আছে। আর যে রক্তার্শে মল শিথিল, শ্বেত, পীত, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়; যাহার রক্ত ঘন, তন্তুযুক্ত, পাণ্ডু ও পিচ্ছিল; যাহাতে মলদ্বার পিচ্ছিল ও স্তিমিত হয় এবং যাহা স্নিগ্ধ ও গুরুসেবন হেতু উৎপন্ন হয়, তাহাতে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ আছে। ৯৭। বায়ুর অনুবন্ধ থাকিলে রক্তার্শে স্নিগ্ধ শীতল ও কফের-অনুবন্ধ থাকিলে রুক্ষশীতল চিকিৎসা করিবে। অতএব রক্তার্শের চিকিৎসায় বিবেচনা আবশ্যক। ৯৮। রক্তার্শে বায়ুর আধিক্য না থাকিয়া পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে সংশোধনপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে; অথবা স্রাব উপেক্ষা করিয়া লঙ্ঘন দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৯৯।

প্রবৃত্তমাদাবর্শোভ্যো যো নিগৃহ্ণাত্যবুদ্ধিমান্ ।
শোণিতং দোষমলিনং তদ্রোগান্ জনয়েদ্বহূন্ ॥
রক্তপিত্তং জ্বরং তৃষ্ণামগ্নিনাশমরোচকম্ ।
কামলাং শ্বয়থুং শূলং গুদবঙ্ক্ষণসংশ্রয়ম্ ॥
কণ্ডূরুঃকোঠপিড়কাঃ কুষ্ঠং পাণ্ড্বাময়ং গদম্
বাতমূত্রপুরীষাণাং বিবন্ধং শিরসো রুজম্ ।
স্তৈমিত্যং গুরুগাত্রত্বং তথান্যান্ রক্তজান্
গদান্ ॥ ১০০
তস্মাৎ স্রুতে দুষ্টরক্তে রক্তসংগ্রহণং মতম্ ।
হেতুলক্ষণকালজ্ঞো বলশোণিতবর্ণবিৎ ॥ ১০১
কালং তাবদুপেক্ষেত যাবন্নাত্যয়মাপ্নুয়াৎ ।
অগ্নিসন্দীপনার্থঞ্চ রক্তসংগ্রহণায় চ ।
দোষাণাং পাচনার্থঞ্চ পরং তিক্তৈরুপা-
চরেৎ ॥ ১০২
যৎ তু প্রক্ষীণদোষস্য রক্তং বাতোল্বণস্য চ ।
বর্ত্ততে স্নেহসাধ্যং তৎ পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ ॥
যৎ তু পিত্তোল্বণং রক্তং ঘর্ম্মকালে প্রবর্ত্ততে ।
স্তম্ভনীয়ং তদেকান্তান্ন চেদ্বাতকফানুগম্ ॥ ১০৩

অবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই অর্শের রক্ত সহসা বন্ধ করে। কারণ অর্শের রক্ত সহসা বন্ধ করিলে বায়ুকোপ ও বায়ুজনিত রোগ হইতে পারে। তদ্ভিন্ন রক্তপিত্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, অগ্নিনাশ, অরুচি, কামলা, শোথ, মলদ্বার ও বংক্ষণে শূল, কণ্ডূ, ব্রণ, কোঠ, পিড়কা, কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, বাত মূত্র ও পুরীষের বিবন্ধ, শিরঃশূল, স্তৈমিত্য, গাত্রের গুরুতা এবং অন্যান্য রক্তরোগ উৎপন্ন হয়। ১০০। অতএব দুষ্ট রক্তের হেতু, লক্ষণ, কাল, বল ও রক্তের বর্ণ বিবেচনা করিয়া স্রাব বন্ধ করিবে। ১০১। যাবৎ অনিষ্টের সম্ভাবনা না দেখিবে, তাবৎ রক্তস্রাব উপেক্ষা করিবে। তাহার পর অগ্নিসন্দীপন, রক্তসংগ্রহণ ও দোষপাচনের জন্য তিক্তক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ১০২। ক্ষীণদোষ বাতোল্বণ অর্শোরোগীর স্নেহসাধ্য রক্ত স্নেহপান, অভ্যঙ্গ ও অনুবাসনযোগে নিবৃত্ত করিবে। আর অর্শোরোগীর পিত্তোল্বণ রক্ত গ্রীষ্মকালে নিঃসৃত হইতে থাকিলে

কুটজত্বক্ নির্যূহঃ সনাগরঃ স্নিগ্ধরক্তসংগ্রহণঃ।
ত্বগ্দাড়িমস্য তদ্বৎ সনাগরশ্চন্দনরসশ্চ ॥ ১০৪
চন্দনকিরাততিক্তকধন্বযবাসাঃ সনাগরাঃ
কথিতাঃ।
রক্তার্শসাং প্রশমনা দার্ব্বীত্বগুশীরনিম্বাশ্চ ॥ ১০৫
সাতিবিষা কুটজত্বক্ ফলঞ্চ সরসাঞ্জনং
মধুযুতং হি।
রক্তাপহং প্রদদ্যাৎ পিপাসবে তণ্ডুল-
জলেন ॥ ১০৬
কুটজত্বচো বিপাচ্যং পলশতমার্দ্রং মেঘসলিলেন
যাবৎ স্যাৎ গতরসং তদ্দ্রব্যং পূতো রস-
স্ততো গ্রাহ্যঃ ॥
মোচরসঃ সসমঙ্গঃ ফলিনী চ সমাংশিকৈ-
স্ত্রিভিস্তৈশ্চ।
বৎসকবীজং তুল্যং চূর্ণিতমত্র প্রদাতব্যম্ ॥
পূতঃ কথিতঃ সরসো দর্ব্বীলেপো ততঃ
সমবতার্য্যঃ।
মাত্রাকালোপহিতা রসক্রিয়ৈষা জয়তি রক্তম্ ॥
ছাগলীপয়সা পীতা পেয়া মণ্ডেন বা যথাগ্নিবলম্
জীর্ণৌষধশ্চ শালীন্ পয়সা চ্ছাগেন ভুঞ্জীত ॥ ১০৭
রক্তার্শাংস্যতিসারং রক্তং সাসৃক্ রুজো
নিহন্যাৎ তু।
বলবচ্চ রক্তপিত্তং রসক্রিয়ৈষা জয়ত্ত্য-
ভয়ভাগম্ ॥ ১০৮
ইতি কুটজাদিরসক্রিয়া।
নীলোৎপলংসমঙ্গা মোচরসশ্চন্দনং তিলালোধ্রম্
পীত্বা চ্ছাগলীপয়সা ভোজ্যং পয়সৈব
শাল্যন্নম্ ॥ ১০৯
ছাগলীপয়ঃ প্রযুক্তং নিহন্তি রক্তং সবাস্তুকরসশ্চ
ধন্ববিহঙ্গমৃগাণাং রসো নিরম্লঃ কদম্লো বা ॥ ১১০
পাঠা বৎসকবীজং রসাঞ্জনং নাগরং যমান্যশ্চ।
বিল্বমিতি চার্শসৈশ্চূর্ণিতান পেয়ানি
সশূলেষু ॥ ১১১
দার্ব্বীকিরাততিক্তং মুস্তং দুস্পর্শকশ্চ রুধিরঘ্নম্

এবং তাহাতে বাতকফের অনুবন্ধ না থাকিলে সর্ব্বতোভাবে বন্ধ করা উচিত। ১০৩। কুড়চির ছালের ক্বাথ শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত সেবন করিলে পিত্তরক্তের সংগ্রহণ হয়। এইরূপ দাড়িমের ত্বক্ শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত সেবন করিলে এবং রক্তচন্দনের ক্বাথ শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত সেবন করিলে রক্তের সংগ্রহণ হয়। ১০৪। রক্তচন্দন, চিরেতা, কটুকী, দুরালভা ও শুঁঠের ক্বাথ এবং দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বেণার মুল, ও নিমছালের ক্বাথ সেবন করিলে রক্তার্শের নিবৃত্তি হয়। ১০৫। আতইচ, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব ও রসাঞ্জনের চূর্ণ তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তার্শের রক্ত ও পিপাসা নষ্ট করে। ১০৬। একশত পল কাঁচা কুড়চির ছাল বৃষ্টির জলে পাক করিবে। পাকশেষে সেই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত মোচরস, বরাহক্রান্তা ও প্রিয়ঙ্গুর চূর্ণ সমান সমান ভাগে মিশ্রিত করিবে। পরে ঐ তিন দ্রব্যের সমান ইন্দ্রযব চূর্ণ করিয়া প্রদান করিবে। এই সকল দ্রব্য পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ক্রমে ক্বাথ ঘন হইয়া উঠিলে যখন দর্ব্বীতে লিপ্ত হইবে, তখন কুটজরসলেহ প্রস্তুত হইবে। এই লেহ ছাগদুগ্ধ বা মণ্ডের সহিত পান করিলে রক্তার্শের শান্তি হয়। ঔষধ জীর্ণ হইলে ছাগদুগ্ধের সহিত শাল্যন্ন ভোজন করিবে। ১০৭। ইহাতে রক্তার্শ, রক্তাতিসার, রক্তজন্য বেদনা এবং প্রবল রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ১০৮।

ইতি কুটজাদিরসক্রিয়া।

নীলোৎপল, বরাহক্রান্তা, মোচরস, রক্তচন্দন, তিল ও লোধ ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিয়া ছাগদুগ্ধেরই সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ১০৯। বাস্তুকশাকের রসের সহিত ছাগীদুগ্ধ প্রয়োগ করিলে অর্শের রক্ত নষ্ট হয়। আর ধন্বদেশজাত মৃগ-পক্ষীর মাংসের রস অনম্ল বা ঈষৎ অম্ল করিয়া সেবন করিলেও রক্তার্শের নিবৃত্তি হয়। ১১০। আকনাদি, ইন্দ্রযব, রসাঞ্জন, শুঁঠ, যমানী ও বেলশুঁঠের চূর্ণ সেবন করিলে রক্তার্শের নিবৃত্তি হয়। ১১১। দারুহরিদ্রা, চিরেতা, মুতা ও দুরালভা রক্তঘ্ন।

রক্তেঽতিবর্ত্তমানে শূলে চ ঘৃতং বিধাতব্যম্ ॥
কুটজফলবল্ককেশরনালোৎপললোধ্রধাতকী-
কল্কৈঃ।
সিদ্ধং ঘৃতং বিধেয়ং শূলে রক্তার্শসাং ভিষজা ॥
সর্পিঃ সদাড়িমরসং সযাবশূকং জয়ত্যাশু।
রক্তং সশূলমথবা নিদিগ্ধিকাচুক্রিকাসিদ্ধম্ ॥১১৪
লাজৈঃ পেয়া পীতা চুক্রিকা কেশরোৎ-
পলৈঃ সিদ্ধা।
হন্ত্যাশু রক্তযোগং তথা বলাপৃশ্নিপর্ণীভ্যাম্ ॥
হ্রীবেরবিল্বনাগরনির্য্যূহে সাধিতাং সনবনীতাম্
বৃক্ষাম্লদাড়িমাম্লামম্লীকাম্লাসকোলাম্লাম্।
গৃঞ্জনকসুরাসিদ্ধাং ভৃষ্টাং যমকেন বা
পিবেৎ পেয়াম্।
রক্তাতিসারশূলপ্রবাহিকাশোথনিগ্রহণীম্ ॥১১৬
কাশ্মর্য্যামলকানাং সকর্ব্বুদারকলাম্লানাম্।
গৃঞ্জনকশাল্মলীনাং ক্ষীরিণ্যাশ্চুক্রিকায়াশ্চ ॥

রক্ত অতিশয় প্রবৃত্ত হইলে অথচ অর্শে শূল থাকিলে ঐ সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে। ১১২। কুড়চির ফল ও ছাল, নাগকেশর, নীলোৎপল, লোধ ও ধাইফুলের কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত রক্তার্শের শূলে প্রয়োগ করিবে। ১১৩। দাড়িমরস যবক্ষারের সহিত অথবা কণ্টকারী ও চুক্রিকার সহিত সিদ্ধ ঘৃত শূলযুক্ত রক্তার্শ নিবারণ করে। ১১৪। চুক্রিকা (আমরুল), নাগকেশর ও নীলোৎপল অথবা বলা ও পৃশ্নিপর্ণীর সহিত সিদ্ধ লাজপেয়া শীঘ্র রক্তার্শ নাশ করে। ১১৫। বালা, বেলশুঁঠ ও শুঁঠের ক্বাথে সিদ্ধ পেয়া নবনীতের সহিত অথবা বৃক্ষাম্ল ও দাড়িম রসের সহিত অম্লীকৃত করিয়া সেবন করিলে অথবা তিন্তিড়ী বা কুলশুঁঠের সহিত অম্লীকৃত করিয়া সেবন করিলে অথবা রসোন ও সুরার সহিত সিদ্ধ করিয়া ঘৃত ও তৈলে সন্তলনপূর্ব্বক সেবন করিলে রক্তাতিসার, শূল, প্রবাহিকা ও শোথের দমন হয়। ১১৬। রক্ত অতিশয় নিঃসৃত হইতে থাকিলে, গাম্ভারী, আমলকী, শ্বেতকাঞ্চন,

ন্যগ্রোধশুঙ্গকানাং খণ্ডাংস্তথা কোবিদার-
পুষ্পাণাম্ ॥
দধ্নঃ সরেণ সিদ্ধান্ দদ্যাদ্রক্তেপ্রবৃত্তেঽতি ॥ ১১৭
সিদ্ধং পলাণ্ডুশাকঞ্চ তক্রেণোপোদিকাং সবদরাঞ্চ
রুধিরস্রবে প্রদদ্যাম্মসূরসূপঞ্চ তক্রাম্লম্ ॥ ১১৮
পয়সা শৃতেন যূষৈর্ম্মসূরমুদ্গাঢ়কীমকুষ্ঠানাম্।
ভোজনমদ্যাদম্লৈঃ শালিশ্যামাককোদ্রবজম্ ॥
শশহরিণলাবমাংসৈঃ কপিঞ্জলৈণেয়ৈঃ সুসিদ্ধৈশ্চ
ভোজনমদ্যাদম্লৈর্ম্মধুরৈরীষৎ সমরিচৈর্ব্বা ॥ ১২০
দক্ষশিখিতিত্তিরিরসৈর্দ্বিককুদলোপাকজৈশ্চ
মধুরাম্লৈঃ ॥
অদ্যাদ্রসৈরতিবহেঽর্শংস্বনিলোল্বণশরীরঃ ॥১২১
রসখড়যূষযবাগূসংযুক্তং কেবলোঽথবা জয়তি।
রক্তমতিবর্ত্তমানং বাতঞ্চ পলাণ্ডুরুপযুক্তঃ ॥১২২

দাড়িমরস (কলাম্ল), রসোন, শাল্মলী, ক্ষীরিণী, আমরুল (চুক্রিকা), বটের কুড়ি ও রক্তকাঞ্চন এবং দধিসরের সহিত খড়যূষ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ১১৭। রক্তস্রাবে পলাণ্ডুশাক বা পুঁইশাক ও কুলশুঁঠ তক্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে কিংবা মসূরযূষ তক্রের সহিত অম্ল করিয়া দিবে। ১১৮ রক্তস্রাবে জলের সহিত বা রক্তনাশক পঞ্চমূলাদিক্বাথের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া দিবে এবং মসূর, মুগ, অড়হর ও বনমুগের যূষ প্রদান করিবে। রক্তস্রাবে শালি, শ্যামা ও কোদ্রবের অন্ন মদ্য ও অম্লের সহিত প্রশস্ত। [২২৫ প্রকরণ দেখ] ১১৯। রক্তার্শে শশক, হরিণ, লাব, গৌরতিত্তির, এণ-হরিণের মাংস অম্ল, মধুর বা অল্প মরিচযোগে সুসিদ্ধ করিয়া দিবে। ১২০। বাতোল্বণ ব্যক্তির অর্শে অতিশয় রক্তস্রাব হইলে কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তির, উষ্ট্র বা লোপাকের (খেঁকশিয়ালীর) মাংসরস, মধুরাম্ল করিয়া দিবে। ১২১। মাংসরসের সহিত বা খড়যূষের সহিত বা যবাগূর সহিত পলাণ্ডু সেবন করিলে বা কেবল পলাণ্ডু সেবন করিলে অতি প্রবৃত্ত রক্ত ও বাতে

ছাগান্তরাধিতরুণং সরুধিরমুপসাধিতং
বহুপলাণ্ডু।
ব্যত্যাসান্মধুরাম্লং বিটশোণিতসংক্ষয়ে দেয়ম্॥
নবনীততিলাভ্যাসাৎ কেশরনবনীতশর্করা-
ভ্যাসাৎ।
দধিসরমথিতাভ্যাসাদর্শাংস্যুপযান্তি রক্তানি॥১২৪
নবনীতং ঘৃতং ছাগং মাংসং সষষ্টিকঃ শালিঃ।
তরুণশ্চ সুরামণ্ডস্তরুণা চ সুরা নিহন্ত্যজস্রম্॥
প্রায়েণ বাতবহুলান্যর্শাংসি ভবন্ত্যতিস্রুতে
রক্তে।
দুষ্টেঽপি কফপিত্তে তস্মাদনিলোঽধিকো
জ্ঞেয়ঃ॥ ১২৬
দৃষ্ট্বা তু রক্তপিত্তং প্রবলং কফবাতলিঙ্গমল্পঞ্চ।
শীতাঃ ক্রিয়াঃ প্রযোজ্যা যথেরিতা বক্ষ্যতে
চান্যাঃ॥ ১২৭
মধুকং সপঞ্চবল্কং বদরীত্বগুড়ুম্বরং ধবপটোলম্
পরিষেচনে বিদধ্যাদ্বৃষককুভযবাসনিম্বাংশ্চ॥১২৮

রক্তেঽতিবর্ত্তমানে দাহে ক্লেদে চ গাহয়েচ্চাপি
মধুকমৃণালপদ্মকচন্দনকুশকাশনিঃক্কাথে॥
ইক্ষুরসমধুকবেতসনির্য্যূহে শীতলে পয়সি বা তম্
অবগাহয়েৎ প্রদিগ্ধং পূর্ব্বং শিশিরেণ
তৈলেন॥ ১২৯
দত্ত্বা ঘৃতং সশর্করমুপস্থদেশে গুদে ত্রিকদেশে।
শিশিরজলস্পর্শসুখা ধারাঃ প্রস্তম্ভনীর্দ্দ্যাঃ॥
কদলীদলৈরভিনবৈঃ পুষ্করপত্রৈশ্চ শীতজল-
সিক্তৈঃ।
প্রচ্ছাদনং মুহুর্মুহুরিষ্টং পদ্মোৎপলদলৈশ্চ॥
দূর্ব্বাঘৃতপ্রদেহঃ শতধৌতসহস্রধৌতমপি সর্পিঃ
ব্যজনপবনশ্চ শীতো রক্তস্রাবং জয়ত্যাশু॥ ১৩২
সমঙ্গামধুকাভ্যাং তিলমধুকাভ্যাং রসাঞ্জন-
ঘৃতাভ্যাম্।
সর্জ্জরসঘৃতাভ্যাং বা নিম্বঘৃতাভ্যাং মধু-
ঘৃতাভ্যাম্॥

দমন হয়। ১২২। অর্শোরোগে মল ও রক্তের অতিক্ষয় হইলে ছাগলের মধ্যদেহের সদ্যোমাংস রক্তের সহিত বহু পলাণ্ডুযোগে ব্যত্যাসক্রমে মধুর ও অম্ল করিয়া দিবে। ১২৩। মাখন ও কৃষ্ণতিল অভ্যাস করিলে; বা নাগ-কেশর, নবনীত ও শর্করা অভ্যাস করিলে বা দধিসর ও মথিত (নির্জ্জল ঘোল) অভ্যাস করিলে রক্তার্শের নিবৃত্তি হয়। ১২৪। মাখন, ঘৃত, ছাগমাংস, ষষ্টিক, শালি, নূতন সুরামণ্ড ও নূতন মদ্য সেবন করিলে রক্তার্শের শান্তি হয়। ১২৫। অর্শোরক্তের অতিস্রাব হইলে প্রায়ই অর্শে বায়ুর প্রকোপ হয়, অতএব সে স্থলে আপাততঃ কফ-পিত্ত দূষিত হইলেও বায়ুই বলবান্ জানিবে। ১২৬। অর্শে রক্তপিত্তের প্রাবল্য ও কফবাতের লক্ষণ অল্প দেখিলে পূর্ব্বোক্ত ও বক্ষ্যমাণ শীতল ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিবে। ১২৭। যষ্টি-মধু এবং পারীষ (যজ্ঞডুম্বর), বট, অশ্বত্থ, বেতস ও পাকুড় এই পঞ্চবৃক্ষের ছাল, বদরী-ছাল, ধব, খদির, পলতা, বাসক, অর্জ্জুন, দুরালভা ও নিমছাল, এই সমুদায়ের ক্বাথ রক্তপিত্ত-প্রবল রক্তার্শে পরিষেচন করিবে। ১২৮। রক্ত অতিশয় প্রবর্ত্তমান হইলে এবং দাহ ও ক্লেদ থাকিলে রোগীকে প্রথমতঃ শীতল (চন্দনাদি প্রভৃতি) তৈল মাখাইয়া যষ্টিমধু, মৃণাল (বেণার মূল), পদ্মকাষ্ঠ, রক্ত-চন্দন, কুশ ও কাশের ক্বাথে অবগাহন করাইবে। অথবা ইক্ষুরসে বা যষ্টিমধুর বা বেতসের ক্বাথে কিংবা শীতল দুগ্ধে অবগাহন করাইবে। ১২৯। উপস্থ, মলদ্বার ও ত্রিক-দেশে শর্করা ও ঘৃতের প্রলেপ দিয়া আস্তে আস্তে শীতল জলধারা প্রয়োগ করিলে, রক্তের নিবৃত্তি ও ক্লেদ অপহৃত হয়। [কেহ কেহ এই সূত্রানুসারে ত্রিকস্থানে বরফ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।]। ১৩০। অভিনব কদলী-পত্র বা শীতল জলাসক্ত পদ্মপত্র বা নীলোৎ-পলপত্র দ্বারা রক্তার্শের আচ্ছাদন প্রশস্ত। ১৩১। দূর্ব্বাঘৃত, শতধৌত ঘৃত অথবা সহস্রধৌত ঘৃতের প্রলেপ বা শীতল ব্যজন-বায়ু শীঘ্র রক্তস্রাব নিবৃত্তি করে। ১৩২। বরাহক্রান্তা ও যষ্টিমধু; তিল ও

দার্ব্বীত্বক্‌সর্পির্ভ্যাং সচন্দনাভ্যামথোৎপল-
ঘৃতাভ্যাম্।
দাহে ক্লেদে গুদভ্রংশে গুদজাঃ প্রতি-
সারণীয়াঃ স্যুঃ॥ ১৩৩
আভিঃ ক্রিয়াভিরথবা শীতাভির্যস্য তিষ্ঠতি
ন রক্তম্।
তং কালে স্নিগ্ধোষ্ণৈর্ম্মাংসৈস্তর্পয়েম্মতিমান্॥১৩৪
অবপীড়কসর্পির্ভিঃ কোষ্ণৈর্ঘৃতৈতৈলকৈস্তথা-
ভ্যঙ্গৈঃ।
ক্ষীরঘৃততৈলসেকৈঃ কোষ্ণৈঃ সমুপা-
চরেদাশু॥ ১৩৫
কোষ্ণেন বাতপ্রবলে ঘৃতমণ্ডেনানুবাসয়েচ্ছীঘ্রম্।
পিচ্ছাবস্তিং দদ্যাদ্বস্তিং কালে তস্যাথবা
সিদ্ধম্॥ ১৩৬
যবাসকুশকাশানাং মূলং পুষ্পঞ্চ শাল্মলম্।
ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থশুঙ্গাশ্চ দ্বিপলোন্মিতাঃ॥
ত্রিপ্রস্থে সলিলস্যৈতৎ ক্ষীরপ্রস্থে চ সাধয়েৎ।
ক্ষীরশেষং কষায়ঞ্চ পূতং কল্কৈর্বিমিশ্রয়েৎ॥

কল্কাঃ শাল্মলিনির্য্যাসসমঙ্গাচন্দনোৎপলম্।
বৎসকস্য চ বীজানি প্রিয়ঙ্গুঃ পদ্মকেশরম্॥
পিচ্ছাবস্তিরয়ং সিদ্ধঃ সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করঃ।
প্রবাহিকাগুদভ্রংশরক্তস্রাবজ্বরাপহঃ॥ ১৩৭
ইতি পিচ্ছাবস্তিঃ সিদ্ধবস্তিশ্চ।
প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং পিচ্ছাবস্তৌ যথেরিতম্।
পিষ্টানুবাসনং স্নেহং ক্ষীরদ্বিগুণিতং পচেৎ॥১৩৮
হ্রীবেরমুৎপলং লোধ্রং সমঙ্গাচব্যচন্দনম্।
পাঠা সাতিবিষা বিল্বং ধাতকী দেবদারু চ॥
দার্ব্বী ত্বক্ নাগরং মাংসী মুস্তং ক্ষারো
যবাগ্রজঃ।
চিত্রকশ্চেতি পেষ্যাণি চাঙ্গেরীস্বরসে ঘৃতম্॥
ঐকধ্যং সাধয়েৎ সর্ব্বং তৎ সর্পিঃ পরমৌষধম্।
অর্শোঽতিসারগ্রহণীপাণ্ডুরোগজ্বরারুচৌ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে গুদভ্রংশে বস্ত্যানাহে প্রবাহণে।
পিচ্ছাস্রাবেঽর্শসাং শূলে যোজ্যমেতৎ
ত্রিদোষনুৎ॥ ১৩৯
ইতি হ্রীবেরাদিঘৃতম্।

রসাঞ্জন ও ঘৃত; ধুনা ও ঘৃত; নিম্ব ও ঘৃত; মধু ও ঘৃত; দারুহরিদ্রার ত্বক্ ও ঘৃত; অথবা নীলোৎপল ও ঘৃত রক্তচন্দনের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অর্শের দাহ, ক্লেদ ও গুদভ্রংশ নিবৃত্ত হয়। ১৩৩। এই সকল শীত-ক্রিয়া দ্বারা রক্ত না থামিলে অর্শোরোগীকে স্নিগ্ধোষ্ণ মাংসসহকারে তর্পণ দিবে। ১৩৪। ঐ ব্যক্তিকে শিরোবিরেচন ঘৃত দ্বারা চিকিৎসা করিবে; ঈষদুষ্ণ ঘৃত ও তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করাইবে। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, ঘৃত ও তৈল দ্বারা সেচন করিবে। ১৩৫। ঐরূপ রোগী বাতপ্রবল হইলে ঈষদুষ্ণ ঘৃত ও মণ্ড দ্বারা উহাকে শীঘ্র অনুবাসন দিবে; অথবা যথা-কালে বক্ষ্যমাণ পিচ্ছাবস্তি বা সিদ্ধবস্তি প্রয়োগ করিবে। ১৩৬। দুরালভা, কুশ ও কাশের মূল; শাল্মলী পুষ্প এবং বট, যজ্ঞ-ডুমুর ও অশ্বত্থের শুঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ দুই পল; জল বার সের এবং দুগ্ধ চারি সের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধশেষে ছাকিয়া লইবে। অন-ন্তর উহার সহিত মোচরস, বরাহক্রান্তা; রক্ত-চন্দন, নীলোৎপল, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু ও পদ্ম-কেশরের কল্ক মিশ্রিত করিবে। ইহা দ্বারা যে বস্তি দেওয়া যায়, তাহার নাম পিচ্ছাবস্তি। [কল্ক দ্রব্য ক্বাথে গুলিয়া ছাকিয়া লওয়া উচিত] পিচ্ছাবস্তির সহিত ঘৃত, মধু ও শর্করা সংযোগ করিলে, তাহার নাম সিদ্ধবস্তি হয়। এই দুই বস্তি প্রবাহিকা, গুদভ্রংশ, রক্তস্রাব ও জ্বর নাশ করে। ১৩৭

ইতি পিচ্ছাবস্তি ও সিদ্ধবস্তি।

পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু এবং পিচ্ছাবস্তির উপকরণ দ্রব্য সকল কল্কিত করিয়া সেই কল্ক ও দ্বিগুণ দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া অনু-বাসন প্রয়োগ করা যায়। ১৩৮। বালা, নীলোৎপল, লোধ, বরাহক্রান্তা, চৈ, রক্তচন্দন, আকনাদি, আতইচ, বিল্ব, ধাইফুল, দেবদারু, দারুহরিদ্রার ত্বক্, শুঁঠ, জটামাংসী, মুতা, যব-ক্ষার ও চিতার কল্ক; আমলকীর স্বরস ও ঘৃত একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত অর্শ,

অবাক্‌পুষ্পী বলা দার্ব্বী পৃশ্নিপর্ণী ত্রিকণ্টকঃ।
ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থশুঙ্গাশ্চ দ্বিপলোন্মিতাঃ॥
কষায় এষ পেষ্যাস্তু জীবন্তী কটুরোহিণী।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং নাগরং সুরদারু চ॥
কলিঙ্গঃ শাল্মলং পুষ্পং বীরা চন্দনমঞ্জনম্।
কট্‌ফলং চিত্রকং মুস্তং প্রিয়ঙ্গ্বতিবিষাস্থিরাঃ॥
পদ্মোৎপলানাং কিঞ্জল্কং সমঙ্গা সনিদিগ্ধিকা।
বিল্বং মোচরসঃ পাঠা ভাগাঃ কর্ষসমন্বিতাঃ॥
চতুঃপ্রস্থে শৃতং প্রস্থং কষায়মবতারয়েৎ।
ত্রিংশৎপলানি প্রস্থোঽত্র বিজ্ঞেয়ো দ্বিপলাধিকঃ
সুনিষণ্ণকচাঙ্গের্য্যাঃ প্রস্থৌ দ্বৌ স্বরসস্য চ।
সর্ব্বৈরেতৈর্যথোদ্দিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
এতদর্শঃস্বতীসারে রক্তস্রাবে ত্রিদোষজে।
প্রবাহণে গুদভ্রংশে পিচ্ছাসু বিবিধাসু চ॥
উত্থানে চাতিবহুশঃ শোথশূলে গুদাশ্রয়ে।
মূত্রগ্রহে মূঢ়বাতে মন্দেঽগ্নাবরুচাবপি॥
প্রযোজ্যং বিধিবৎ সর্পির্বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
বিবিধেষন্নপানেষু কেবলং বা নিরত্যয়-
মিতি॥ ১৪০

ইতি সুনিষণ্ণকচাঙ্গেরীঘৃতম্।
ভবন্তি চাত্র।

ব্যত্যাসান্মধুরাম্লানি শীতোষ্ণানি চ
যোজয়েৎ॥ ১৪১

নিত্যমগ্নিবলাপেক্ষী জয়ত্যর্শঃকৃতান্ গদান্।
ত্রয়ো বিকারাঃ প্রায়েণ যে পরস্পরহেতবঃ॥
অর্শাংসি চাতিসারশ্চ গ্রহণীদোষ এব চ।
এষামগ্নিবলে হীনে বৃদ্ধির্বৃদ্ধে পরিক্ষয়ঃ।
তস্মাদগ্নিবলং রক্ষ্যমেষু ত্রিষু বিশেষতঃ॥ ১৪২
ভৃষ্টৈঃ শাকৈর্যবাগূভির্যূষৈর্মাংসরসৈঃ খড়ৈঃ।
ক্ষীরতক্রপ্রয়োগৈশ্চ বিচিত্রৈর্গুদজান্
জয়েৎ॥ ১৪৩

অতিসার গ্রহণীদোষ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুদভ্রংশ, বস্তির আনাহ, প্রবাহিকা, পিচ্ছাস্রাব ও শূলযুক্ত অর্শের পরম ঔষধ। ১৩৯

ইতি হ্রীবেরাদি ঘৃত।

অবাক্‌পুষ্পী (শুল্‌কা), বেড়েলা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, গোক্ষুর, বটের শুঙ্গ, যজ্ঞডুমুরের শুঙ্গ এবং অশ্বত্থের শুঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ দুইপল চারিপ্রস্থ জলে কাথ করিয়া একপ্রস্থ থাকিতে নামাইবে। এ স্থলে যে প্রস্থ উল্লেখ করা হইল, তাহা বত্রিশপল জানিবে। কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত জীবন্তী, কট্‌কী, পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, দেবদারু, ইন্দ্রযব, শাল্মলীপুষ্প, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন, কায়ফল, চিতা, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, আতইচ, শালপর্ণী, পদ্ম ও নীলোৎপলের কিঞ্জল্ক, বরাহক্রান্তা, কণ্টকারী, বেল, মোচরস এবং আকনাদর কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা মিশ্রিত করিবে। অনন্তর তাহাতে শুশুনীশাক ও আমরুলের স্বরস পৃথক্ পৃথক্ এক প্রস্থ ও ঘৃত এক প্রস্থ সংযুক্ত করিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত অর্শ, অতিসার, ত্রিদোষজ রক্তস্রাব, প্রবাহিকা, গুদভ্রংশ নানাপ্রকার পিচ্ছাস্রাব, বার বার উত্থান (পুনঃপুন অল্প অল্প মলনিঃসরণ), মলদ্বারের শোথ ও শূল, মূত্রাঘাত, মূঢ়বাত, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি নাশ করে। ইহাতে বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই ঘৃত কেবল অথবা নানাপ্রকার অন্নব্যঞ্জনের সহিতও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ১৪০

ইতি সুনিষণ্ণক চাঙ্গেরীঘৃত।

উপসংহার। অর্শোরোগে ব্যত্যাস ক্রমে (একবার এ-টা একবার ও-টা এইরূপ ক্রমে) মধুর ও অম্ল এবং শীত ও উষ্ণ প্রয়োগ করিবে। ১৪১। সর্ব্বদা অগ্নিবলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আর্শোজনিত রোগ সকল জয় করিবে। অর্শ, অতিসার ও গ্রহণী এই তিনটী রোগ প্রায়ই পরস্পর পরস্পরের হেতু হইয়া থাকে। এই তিনটী রোগেরই অগ্নিবল হীন হইলে বৃদ্ধি এবং অগ্নিবল ক্ষীণ হইলে হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব এই তিনটী রোগে বিশেষরূপে অগ্নিবল রক্ষা করিয়া চলিবে। ১৪২। নানাপ্রকার ভৃষ্টশাক, যবাগূ, যূষ, মাংসরস, খড়যূষ এবং দুগ্ধ ও ঘোল

যদ্বায়োরানুলোম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে।
অন্নপানৌষধদ্রব্যং তৎ সেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ॥
যদতো বিপরীতং স্যান্নিদানে যৎ প্রদর্শিতম্।
গুদজৈস্তৎপরীতেন নৈব সেব্যং কথঞ্চন॥ ১৪৪

তত্র শ্লোকাঃ।

অর্শসাং দ্বিবিধং জন্ম পৃথগায়তনানি চ।
স্থানসংস্থানলিঙ্গানি সাধ্যাসাধ্যবিনিশ্চয়ঃ॥
অভ্যঙ্গাঃ স্বেদনং ধূমাঃ সাবগাহাঃ প্রলেপনাঃ
শোণিতস্যাবসেকশ্চ যোগা দীপনপাচনাঃ॥
পানান্নবিধিরগ্র্যশ্চ বাতবর্চোহনুলোমনঃ।
যোগাঃ সংশমনীয়াশ্চ সর্পীংষি বিবিধানি চ
বস্তয়স্তক্রযোগাশ্চ বরারিষ্টাঃ সশর্করাঃ।
শুষ্কাণামর্শসাং শস্তাঃ স্রাবিণাং লক্ষণানি চ॥
দ্বিবিধং সানুবন্ধানাং তেষাঞ্চেষ্টং যদৌষধম্।
রক্তসংগ্রহণা যোগাঃ পেয্যাশ্চ বিবিধাত্মিকাঃ॥
স্নেহপানবিধিশ্চাগ্র্যো বিধিঃ পানান্নয়োশ্চ যঃ।
পরিষেকাবগাহাশ্চ প্রদেহাঃ প্রতিসারণম্॥
অতিবৃত্তস্য রক্তস্য বিধাতব্যং যদুত্তমম্।
তৎ সর্ব্বমিহ নির্দ্দিষ্টং গুদজানাং চিকিৎ-
সিতম্॥ ১৪৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে অর্শশ্চিকিৎসিতং নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

প্রয়োগ করিয়া অর্শোরোগের উপশম করিবে। [এ স্থলে চিকিৎসকের, বিবেচনা ও রোগীর পরীক্ষার প্রতিও নির্ভর করা হইল]। ১৪৩। যাহা বায়ুর অনুলোমন, যাহা অগ্নির বলবর্দ্ধক, আর্শোরোগে সেই অন্নপান ও ঔষধ নিত্য প্রয়োজনীয়। ইহার বিপরীত হইলে সে অন্নপান ও ঔষধ নিষিদ্ধ। আর অর্শোনিদানে যে যে দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও নিষিদ্ধ। অর্শোরোগী কখন সে সকল অন্নপান ও ঔষধ সেবন করিবে না। ১৪৪। এই অধ্যায়ের সূচী; এই অর্শশ্চিকিৎসিত অধ্যায়ে সহজ ও জন্মোত্তর কালজ অর্শ; অর্শের পৃথক্ পৃথক্ হেতু, স্থান, আকৃতি, রূপ, সাধ্যতা ও অসাধ্যতা, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, ধূপন, স্নান, প্রলেপ, রক্তমোক্ষণ, দীপনীয় ও পাচনীয় যোগ, বায়ু ও মলের অনুলোমক অন্নবিধি, সংশমনীয় যোগ, নানাপ্রকার ঘৃত, বস্তি, তক্রযোগ, শর্করাযুক্ত উৎকৃষ্ট অরিষ্টসমূহ, শুষ্কার্শের উপযোগী ঔষধসমূহ, রক্তার্শের লক্ষণ, দ্বিবিধ অনুবন্ধ ও ঔষধ, রক্তসংগ্রাহক বিবিধ যোগ ও নানাপ্রকার পেয়, স্নেহপানবিধি, অন্নপানবিধি এবং রক্তের অতিপ্রবৃত্তি স্থলে পরিষেক, অবগাহ, প্রদেহ, ও মোক্ষণযোগ সকল উক্ত হইল। ১৪৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

অতীসারচিকিৎসিতম্।

অথাতোঽতীসারচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ। ১

ভগবন্তং খল্বাত্রেয়ং কৃতাহ্নিকং কৃতাগ্নিহোত্রমাসীনমৃষিগণপরিবৃতমুত্তরে হিমবতঃ পার্শ্বে বিনয়াদুপেত্যাভিবাদ্যাগ্নিবেশ উবাচ— ভগবন্নতীসারস্য প্রাগুৎপত্তিনিমিত্তলক্ষণোপশমনানি প্রজানুগ্রহার্থমাখ্যাতুমর্হসীতি॥ ২

অথ ভগবানাত্রেয়ঃ তদগ্নিবেশবচনমনুনি-

দশম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অতীসার-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [সিদ্ধিস্থান ৮ অঃ। ৭।৪০ প্রঃ দেখ]। ১। একদিন হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে ভগবান্ আত্রেয় আহ্নিক ও অগ্নিহোত্র সমাপনান্তে ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অগ্নিবেশ বিনয়সহকারে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! অতিসারের প্রথম উৎপত্তির ইতিহাস, নিদান, লক্ষণ ও ঔষধ ব্যাখ্যা করিতে আদেশ হউক। ২। অগ্নিবেশের বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ আত্রেয় কহি-

শমোবাচ।—শ্রূয়তামগ্নিবেশ সর্ব্বমেতদখিলেন ব্যাখ্যায়মানম্॥ ৩

আদিকালে খলু যজ্ঞেষু পশবঃ সমালম্ভনীয়া বভূবুর্নারম্ভায় প্রক্রিয়ন্তে স্ম। ততো দক্ষযজ্ঞপ্রত্যবরকালং মনোঃ পুত্রাণাং নরিষ্যন্নাভাগেক্ষ্বাকুকুবিড়চর্য্যোত্যাদীনাঞ্চ ক্রতুষু পশূনামেবাভ্যনুজ্ঞানাৎ পশবঃ প্রোক্ষণমবাপুঃ। অতশ্চ প্রত্যবরকালং পৃষধ্রেণ দীর্ঘসত্রেণ যজমানেন পশূনামলাভাদ্গবামালম্ভঃ প্রাবর্ত্তিতঃ। তং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতা ভূতগণাঃ তেষাঞ্চোপযোগাদুপকৃতানাং গবাং গৌরবাদৌষ্ণ্যাদসাত্ম্যত্বাদশস্তোপ-যোগাচ্চোপহতাগ্নীনামুপহতমনসাম্ অতীসারঃ পূর্ব্বমুৎপন্নঃ পৃষধ্রযজ্ঞে॥ ৪

অথাপরং কালং বাতলস্য বাতাতপব্যায়ামাতিমাত্রনিষেবণো রুক্ষাল্পপ্রমিতাশনঃ তীক্ষ্ণমদ্যব্যবায়নিত্যস্য উদাবর্ত্তয়তশ্চ বেগান্ বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে পক্তা চোপহন্যতে স বায়ুঃ কুপিতোঽগ্নাবুপহতে মূত্রস্বেদৌ পুরীষাশয়মুপহৃত্য তাভ্যাং পুরীষং দ্রবীকৃত্যাতীসারায় প্রকল্পতে॥ ৫

তস্য রূপাণি বিজ্জলমামবিপ্লুতমবসাদিতং রুক্ষং দ্রবং সশব্দমশব্দং বা বিবদ্ধমূত্রবাতমতিসার্য্যতে পুরীষং বায়ুশ্চান্তঃকোষ্ঠস্থঃ সশব্দশূলঃ তির্য্যক্ চরতি বিবদ্ধ ইত্যামাতিসারঃ॥ ৬

লেন, হে অগ্নিবেশ! আমি এই সকল ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। ৩। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, আদি কালে যজ্ঞস্থলে পশুদিগকে উপস্থিত করা হইত, কিন্তু বলিদানাদি কার্য্যে ব্যবহার করা যাইত না। অনন্তর দক্ষযজ্ঞের পর হইতেই নরিষ্যান্, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কুবিড়চর্য্য প্রভৃতি মনুপুত্রদিগের যজ্ঞে অন্য পশুদিগের সম্মতিক্রমে পশুদিগকে উৎসর্গ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অনন্তর পরবর্ত্তী কালে রাজা পৃষধ্র কোনও এক দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞে অন্য পশুদিগের অভাবে গোবধপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। তাহা দেখিয়া সর্ব্বলোকে গোসমূহের উপকারিতা স্মরণপূর্ব্বক অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল। আর গোমাংসের গুরুতা, উষ্ণতা ও অসাত্ম্যতা হেতু এবং অতিরিক্ত ভোজন হেতু তৎকালে ভোক্তাদিগের অগ্নি ও মন উপহত হইয়াছিল। এইজন্য পৃষধ্র রাজার যজ্ঞে অতিসার প্রথম উৎপন্ন হয়। [গোমাংস গুরু বলিয়া শ্লেষ্মকারক এবং উষ্ণ বলিয়া পিত্তকারক। অতএব সঙ্কেতে বলা হইল যে, অতিসার পিত্ত-শ্লেষ্মপ্রধান রোগ]। ৪।

অনন্তর বাতিকাদিভেদে অতিসারের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। বাতল ব্যক্তি বায়ু, আতপ ও শারীরিক পরিশ্রম অতিমাত্র সেবন করিলে বা অতিশয় রুক্ষ বা অল্প বা এক রস সর্ব্বদা ভোজন করিলে, বা সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ মদ্য ও ব্যবায় সেবন করিলে বা বেগ রোধ করিলে বায়ু প্রকোপ প্রাপ্ত হয় ও পাচকাগ্নি উপহত হয়। এইরূপে অগ্নি উপহত হইলে কুপিত বায়ু—মূত্র ও স্বেদকে পুরীষাশয়ে উপস্থিত করিয়া উহাদের দ্বারা পুরীষকে দ্রবীকৃত করিয়া অতিসার উৎপাদন করে। [তবেই বাতাতিসারে মূত্র ও স্বেদ স্ব স্ব দ্বার দিয়া যথাপরিমাণে নির্গত না হইয়া, মলদ্বার দিয়াই অধিক নির্গত হয়; এইজন্য তৎকালে মূত্র ও স্বেদের অল্পতা হইয়া থাকে]। ৫। বাতোল্বণ ব্যক্তির অতিসারের রূপ যথা;—ইহাতে পুরীষ জলবৎ, আমবিপ্লুত (অপক্ব মলযুক্ত), অবসাদিত (শরীরাবসাদের সহিত বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলেন, যাহা জলে ডুবিয়া যায়, তাহাকে অবসাদী কহে।) রুক্ষ, দ্রব, সশব্দ বা একবারে শব্দহীন এবং মূত্রবদ্ধ ও বাতবদ্ধ সহকৃত হইয়া থাকে। আর বায়ু কোষ্ঠে বিবদ্ধ হইয়া শব্দ ও শূল সহকারে তির্য্যক্‌ভাবে বিচরণ করিতে থাকে। [চরক বিসূচিকার স্বতন্ত্র বিবরণ বিমান স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উল্লিখিত লক্ষণ-সংযুক্ত বাতাতিসার

বাতাৎ পক্কং বিবদ্ধমল্পাল্পং সশব্দং সশূলপিচ্ছাপরিকর্ত্তিকং হৃষ্টরোমা বিনিশ্বসন্ শুষ্কমুখঃ কট্যূরুত্রিকজানুপৃষ্ঠপার্শ্বশূলী ভ্রষ্টগুদো মুহুর্ম্মুহুর্বিগ্রথিতমুপবেশ্যতে পুরীষং বাতাৎ তমাহুরন্যগ্রন্থমিত্যেকে বাতানুগ্রথিতবর্চ্চস্ত্বাৎ ॥ ৭

পিত্তলস্য পুনরম্ললবণকটুকক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণাতিমাত্রনিষেবিণঃ প্রততাগ্নিসূর্য্যসন্তাপোষ্ণমারুতোপহতগাত্রস্য ক্রোধের্ষ্যাবহুলস্য পিত্তং প্রকোপমাপদ্যতে। তৎ প্রকুপিতং দ্রবত্বাদূষ্মাণমুপহত্য পুরীষাশয়মাশ্রিতমৌষ্ণ্যাদ্দ্রবত্বাৎ সরত্বাচ্চ ভিত্ত্বা পুরীষমতিসারায় প্রকল্পতে ॥ ৮

তস্য রূপাণি হারিদ্রহরিতনীলকৃষ্ণপিত্তোপহিতমতিদুর্গন্ধমতিসার্য্যতে পুরীষং তৃষ্ণাদাহস্বেদমূর্চ্ছাশূলব্রধ্নসন্তাপপাকপরীত ইতি পিত্তাতিসারঃ ॥ ৯

শ্লেষ্মলস্য তু গুরুমধুরশীতস্নিগ্ধোপসেবিনঃ সম্পূরকস্যাচিন্তয়তো দিবাস্বপ্নপরস্যালসস্য শ্লেষ্মা কোপমাপদ্যতে। স স্বভাবাদ্ গুরুমধুরশীতস্নিগ্ধঃ স্রস্তোঽগ্নিমুপহত্য সৌম্যস্বভাবাৎ পুরীষাশয়মুপহত্যোপক্লেদ্য পুরীষমতিসারায় কল্পতে ॥ ১০

তস্য রূপাণি স্নিগ্ধং শ্বেতং পিচ্ছিলং তন্তুমদামং গুরু দুর্গন্ধশ্লেষ্মোপহিতমনুবদ্ধশূলমল্পাল্পমভীক্ষ্ণমতিসার্য্যতে সপ্রবাহিকং গুরুদরগুদবস্তিবংক্ষণোদ্দেশঃ কৃতাপকৃতসংজ্ঞো ভবতি সলোমহর্ষঃ সোৎক্লেশঃ নিদ্রালস্যপরীতঃ সাদনোঽন্নদ্বেষী চেতি শ্লেষ্মাতিসারঃ ॥ ১১

বাতোল্বণ বিসূচিকার লক্ষণবিশিষ্ট। সুশ্রুতেও লিখিত আছে যে, বায়ু আমাশয়কে আক্রমণ করিয়া বিসূচিকা উৎপাদন করে]। ৬

ইতি আমাতিসার।

বায়ুহেতু পুরীষ পক্ব (অর্থাৎ বিষ্ঠা), বিবদ্ধ, অল্প অল্প, সশব্দ, সশূল, পিচ্ছিল ও পরিকর্ত্তিকাযুক্ত (কামড়ানীযুক্ত) হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়। তৎকালে রোমাঞ্চ,শ্বাস, মুখশোষ, কটী উরু ত্রিক জানু ও পার্শ্বদ্বয়ে শূল, গুদভ্রংশ এবং মুহুর্ম্মুহুঃ গ্রথিত পুরীষ নির্গত হইয়া থাকে। বাতাতিসারে পুরীষে এইরূপ গ্রন্থিসম্বন্ধ থাকাতে কেহ কেহ বাতাতিসারকে অন্যগ্রন্থ কহিয়া থাকেন। ৭। আবার পিত্তল পুরুষ অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য অতিমাত্র সেবন করিলে বা সর্ব্বদা অগ্নিসূর্য্যসন্তাপ ও উষ্ণ বায়ুযোগে সন্তপ্তগাত্র হইলে ও ক্রোধের্ষ্যা-পরবশ হইলে তাহার পিত্ত প্রকোপ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে প্রকুপিত পিত্ত দ্রবত্ববশতঃ পাচক উষ্মাকে নষ্ট করিয়া পক্বাশয়ে আশ্রিত হয় এবং উষ্ণতা, দ্রবত্ব ও সরত্বহেতু মলভেদ করিয়া অতিসার উৎপাদন করে। ৮। পিত্তল ব্যক্তির অতিসারের রূপ যথা ;—ইহাতে হারিদ্র, হরিত, নীল, কৃষ্ণ, পিত্তসংযুক্ত ও অতি দুর্গন্ধ মল নিঃসৃত হয়। রোগীর তৃষ্ণা, দাহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা, শূল, ব্রধ্নসন্তাপ ও মলদ্বারাদির পাক হইয়া থাকে। ৯

ইতি পিত্তাতিসার।

গুরু, মধুর, শীতল ও স্নিগ্ধদ্রব্য সেবন করিলে বা অতিভোজন করিলে ও নিশ্চিন্ত হইয়া দিবানিদ্রা-পরায়ণ ও আলস্যপরতন্ত্র হইলে শ্লৈষ্মিক ব্যক্তির শ্লেষ্মা কুপিত হয়। শ্লেষ্মা স্বভাবতঃ গুরু, মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল ও শিথিল হওয়াতে সৌম্যস্বভাব বশতঃ পুরীষাশয়ের বলহানি ও ক্লেদ উৎপাদন করিয়া অতিসার উপস্থিত করে। ১০। শ্লেষ্মাতিসারের রূপ যথা ;—ইহাতে স্নিগ্ধ, শ্বেত, পিচ্ছিল, তন্তুযুক্ত, আম, গুরু, দুর্গন্ধ, শ্লেষ্মোপচিত, শূলসম্বন্ধযুক্ত, অল্প অল্প মল সর্ব্বদা নিঃসৃত হইতে থাকে। শ্লেষ্মাতিসারে প্রবাহিকা (আমাশয় ইতি ভাষা), উদর গুদ বস্তি ও বংক্ষণ প্রদেশে গুরুতা, কখন মলের বদ্ধতা, কখন বা অবদ্ধতা, লোমহর্ষ, উৎক্লেশ (বমির উদ্বেগ), নিদ্রা ও আলস্যের উদয়, অবসাদ ও অন্নদ্বেষ

অতিশীতস্নিগ্ধ-রুক্ষোষ্ণগুরুখরকঠিনবিষম-বিরুদ্ধাসাত্ম্য-ভোজনাৎ কালাতীতভোজনাদ্-যৎকিঞ্চিদভ্যবহরণাদ্ দুষ্টমদ্যপানীয়পানাদতি-মদ্যপানাদসংশোধনাৎ প্রতিকর্ম্মণাং বিষমগমনাদনুপচারাজ্জ্বলনাদিত্য--পবন--সলিলাতি-সেবনাদস্বপ্নাদতি-স্বপ্নাদ্বেগবিধারণাদৃতু--বিপর্য্যয়াদযথাবলমারম্ভাদ্ভয়-শোক-চিন্তোদ্বেগাতি--যোগাৎ ক্রিমিশোষজ্বরার্শোবিকারাতিকর্শনাদ্বা বিপন্নাগ্নেস্ত্রয়ো দোষাঃ প্রকুপিতা ভূয় এবাগ্নি-মুপহত্য পক্বাশয়মনুপ্রবিশ্যাতীসারং সর্ব্ব-দোষলিঙ্গং জনয়ন্তি ॥ ১২

অপি চ শোণিতাদীন্ ধাতূনতিপ্রদুষ্টান্ দূষয়ন্তো ধাতুদোষস্বভাবকৃতানতীসারবর্ণাননু-প্রদর্শয়ন্তি। তত্র শোণিতাদিষু ধাতুষু অতি-প্রদুষ্টেষু হারিদ্রহরিতনীলমাঞ্জিষ্ঠমাংসধাবন-সন্নিকাশং রক্তং কৃষ্ণং শ্বেতং বরাহমেদঃ-সদৃশমনুবন্ধবেদনমবেদনং বা সমাসব্যত্যা-সাদুপবেশ্যতে শকৃদ্ গ্রথিতমামং সকৃৎ সকৃদপি পক্বমনতিক্ষীণমাংসশোণিতবলো মন্দাগ্নির্বিহত-মুখরসস্তাদৃশমাতুরং কৃচ্ছ্রসাধ্যং বিদ্যাৎ। এভির্বর্ণৈরতিসার্য্যমাণং সোপদ্রবমাতুরমসাধ্যো-হয়মিতি প্রত্যাচক্ষীত। তদ্‌যথা—কাথশোণি-তাভং যকৃৎপিণ্ডোপমং মাংসোদকসন্নিকাশং দধি-ঘৃতমজ্জতৈলবসাক্ষীরবেশবারাভমতিনীল-মতিরক্তমতিকৃষ্ণমুদকমিবাচ্ছং পুনর্মেচকাভম্ অতিস্নিগ্ধং হরিতনীলকষায়বর্ণং কর্ব্বুরমাবিলং তন্তুমদামং চন্দ্রকোপগতমতিকুণপপূতিপূয়গন্ধ-মামমৎস্যগন্ধি মক্ষিকাক্রান্তং কথিতবহুধাতুদ্রব-মল্পপুরীষমপুরীষং বাতিসার্য্যমাণং তৃষ্ণাদাহ-জ্বরভ্রমতমক-হিক্কাশ্বাসানুবন্ধমতিবেদনমবেদনং

বর্ত্তমান থাকে। ১১। সান্নিপাতিক অতিসার যথা;—অতিশীতল স্নিগ্ধ রুক্ষ উষ্ণ গুরু খর ও কঠিন দ্রব্যসেবন, বিষমভোজন, বিরুদ্ধ-ভোজন, অসাত্ম্যভোজন, কালাতীতভোজন, যৎকিঞ্চিৎভোজন, দূষিত মদ্য ও পানীয় পান, অতিমদ্যপান, সঞ্চিত মলের অসংশোধন, বিরেচনের অতিসেবন, অগ্নি সূর্য্য পবন ও সলিলের অতিসেবন, অনিদ্রা, অতিনিদ্রা, বেগধারণ, ঋতুবিপর্য্যয়, বলের অতিরিক্ত কর্ম্ম, ভয়, শোক ও চিন্তোদ্বেগের অতিযোগ অথবা ক্রিমি শোষ জ্বর ও অর্শোরোগ দ্বারা অতি-কর্ষণ হেতু হতাগ্নি ব্যক্তির ত্রিদোষ কুপিত হইয়া অগ্নিকে অতিশয় উপহত করে এবং পক্বাশয়ে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বদোষলক্ষণ অতিসার উৎপাদন করিয়া থাকে। ১২। অপিচ সান্নিপাতিক অতিসারে শোণিতাদি ধাতু সকল অতিশয় দূষিত হয়। তখন দূষিত ধাতুর স্বভাবানুসারে অতিসারের বর্ণভেদ হইয়া থাকে। শোণিতাদি ধাতু অতিশয় প্রদুষ্ট হইলে হারিদ্র, হরিত, নীল ও মঞ্জিষ্ঠাবর্ণ, মাংসধাবন-জলসদৃশ, রক্ত, কৃষ্ণ, শ্বেত, বরাহ-মেদের সদৃশ, বেদনাসম্বন্ধযুক্ত বা বেদনাশূন্য, মল, সমাস ও ব্যত্যাসক্রমে নিঃসৃত হইয়া থাকে। কখন বা গ্রথিত আমমল কখন বা পক্বমল দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগীর মাংস শোণিত ও বল অতিশয় ক্ষীণ, অগ্নি মন্দ ও মুখের স্বাদ একেবারে নষ্ট হইয়া থাকে। এই-রূপ রোগীকে কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া জানিবে। রোগীর মল নিম্নলিখিত বর্ণসমূহের সহিত অতি-সার্য্যমাণ হইলে এবং নানাপ্রকার উপসর্গ থাকিলে, তাহাকে অসাধ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে। যথা;—যদি অতিসারের মল কাথ, রক্ত, যকৃৎপিণ্ড, মাংসজল, দধি, ঘৃত, মজ্জা, তৈল, বসা, ক্ষীর এবং বেশবারের সদৃশ হয়; যদি অত্যন্ত নীল, অত্যন্ত রক্তবর্ণ, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, জলের ন্যায় স্বচ্ছ, ময়ূরচন্দ্রকের সদৃশ অত্যন্ত স্নিগ্ধ হরিত নীল ও কষায়বর্ণ, নানাবর্ণ, আবিল, তন্তুবিশিষ্ট, আম, চন্দ্রকযুক্ত (চিক্‌-চিকে), অতিশয় শ্মশানগন্ধি, পূতিগন্ধি, পূয়-গন্ধি, আমমৎস্যগন্ধি, মক্ষিকাক্রান্ত, দ্রবীভূত ধাতুকাথময়, অল্পপুরীষ (দ্রবই অধিক), অথবা নিষ্পুরীষ হয়; যদি তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ভ্রম, তমক, হিক্কা ও শ্বাসের অনুবন্ধ থাকে; যদি অতিসার অত্যন্ত বেদনাযুক্ত বা বেদনাশূন্য

বা স্রস্তপকগুদং পতিতগুদবলিং মুক্তনালমতি-ক্ষীণবলমাংসশোণিতং সর্ব্বপার্শ্বাস্থিশূলিন-মরোচকার্ত্তিপ্রলাপসম্মোহপরীতং সহসোপরত-বিকারমতিসারিণমচিকিৎস্যং বিদ্যাদিতি সন্নি-পাতাতিসারঃ ॥ ১৩

• তমসাধ্যতামসম্প্রাপ্তং চিকিৎসেদ্‌যথা-প্রধানোপক্রমেণ হেতূপশয়দোষবিশেষপরীক্ষয়া চেতি ॥ ১৪

আগন্তু, দ্বাবতীসারৌ মানসৌ ভয়শোকজৌ।
তৎ তয়োর্লক্ষণং বায়োর্যদতীসারলক্ষণম্ ॥ ১৫
মারুতো ভয়শোকাভ্যাং শীঘ্রং হি পরিকুপ্যতি।
তয়োঃ ক্রিয়া বাতহরা হর্ষণাশ্বাসনানি চ ॥ ১৬

হয়; যদি মলদ্বার শিথিল ও পাকযুক্ত হয়; যদি গুদবলি বিলুপ্ত হইয়া যায়; যদি রোগীর গুদ-নাল ভ্রষ্ট হয় এবং বল মাংস শোণিত অতি ক্ষীণ হইয়া পড়ে; যদি সর্ব্বদেহ, পার্শ্ব ও অস্থিতে শূল উৎপন্ন হইতে থাকে; যদি রোগী অরুচি, প্রলাপ ও সংমোহে অভিভূত থাকে; অথবা যদি এই সকল উপদ্রব সহসা নিবৃত্ত হয়, তবে রোগী অচিকিৎস্য জানিবে।১৩

ইতি সান্নিপাতিক অতিসার।

অতিসার অসাধ্য না হইলে এইরূপে চিকিৎসা করিবে। যথা;—প্রধান দোষকে লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করিবে, আর রোগের হেতু, উপশয় ও দোষের প্রভেদ পরীক্ষা করিবে। ১৪। ঐ সকল কথার উপসংহার করা হইতেছে। মানসিক-ভয়শোকজনিত দুই প্রকার আগন্তুক অতিসার আছে। ঐ দুই অতিসারের লক্ষণ বায়ুজ অতিসারের ন্যায়। ১৫। ভয় ও শোকবশতঃ বায়ু শীঘ্রই কুপিত হইয়া থাকে [এরূপ স্থলে অতিসারের পূর্ব্ব-লক্ষণ না থাকিলেও হঠাৎ অতিসার উৎপন্ন হয়] এরূপ স্থলে বাতহর চিকিৎসা আবশ্যক। রোগীকে হর্ষণ ও আশ্বাস দেওয়া কর্ত্তব্য। [আয়ুর্ব্বেদমতে অতিসার ও বিসূচিকা সংক্রা-মক নহে। তবে একজনের অতিসার হইলে ভয়ে অপরেরও অতিসার হইতে পারে]।

ইত্যুক্তাঃ ষড়তীসারাঃ সাধ্যানাং সাধনস্ত্বতঃ।
প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বেণ যথাবৎ তন্নিবোধত ॥ ১৭
দোষাঃ সন্নিচিতা যস্য বিদগ্ধাহারমূর্চ্ছিতাঃ।
অতীসারায় কল্পন্তে ভূয়স্তান্ সম্প্রবর্ত্তয়েৎ ॥
ন তু সংগ্রহণং দেয়ং পূর্ব্বমামাতিসারিণে।
বিবধ্যমানাঃ প্রাগ্‌দোষা জনয়ন্ত্যাময়ান্ বহূন্ ॥
দণ্ডকালসকাধ্মানগ্রহণ্যর্শোগদাংস্তথা।
শোথপাণ্ড্বাময়প্লীহকুষ্ঠগুল্মোদরজ্বরান্ ॥
তস্মাদুপেক্ষেতোৎক্লিষ্টান্ বর্ত্তমানান্ স্বয়ংমলান্
কৃচ্ছ্রং বাবহতান্ দদ্যাদভয়াং সম্প্রবর্ত্তিনীম্ ॥
তয়া প্রবাহিতে দোষে প্রশাম্যত্যুদরাময়ঃ।
জায়তে দেহলঘুতা জঠরাগ্নিশ্চ বর্দ্ধতে ॥ ১৮
প্রমথ্যাং মধ্যদোষাণাং দদ্যাদ্দীপনপাচনীম্।
লঙ্ঘনঞ্চাল্পদোষাণাং প্রশস্তমতিসারিণাম্ ॥ ১৯

১৬। এইরূপে ছয় প্রকার অতিসার উল্লি-খিত হইল। এক্ষণে সাধ্য অতিসারসমূহের চিকিৎসা আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৭। যাহার দোষ সকল বিদগ্ধ আহার-যোগে কুপিত ও সঞ্চিত হইয়া অতিসার উৎপাদন করে, তাহার সেই অতিসারকে ভূয়োরূপে নিঃসারিত করিবে। আমাতিসারে প্রথমতঃ কখনই সংগ্রহণ ঔষধ দিবে না। যেহেতু তাহাতে দোষ সকল বিবদ্ধ হইয়া বহুরোগ উৎপাদন করিতে পারে। যথা;—দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণীদোষ, অর্শ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর ও জ্বর উৎ-পাদন করিতে পারে। অতএব উৎক্লিষ্ট মল সকল স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ উপেক্ষা করিবে। মল কষ্টে নিঃসারিত হইলে মলপ্রবৃ-ত্তির জন্য অল্প বিরেচন অপেক্ষা হরীতকী প্রয়োগ করা ভাল। তদ্দ্বারা দোষ প্রবাহিত হইলে উদরাময়-শান্তি হয়। [জ্বরাতিসারে এইরূপ উপেক্ষা অত্যন্ত কার্য্যকর হয়; কারণ অতিসার আপনা হইতে নিঃশেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও নিঃশেষ হয়], দেহের লঘুতা হয় এবং জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ১৮। অতিসারে দোষের বল মধ্যম হইলে দীপন ও পাচন

পিপ্পলী নাগরং ধান্যং ভূতীকমভয়া বচা।
হ্রীবেরং ভদ্রমুস্তানি বিল্বং নাগরধান্যকম্॥
পৃশ্নিপর্ণী শ্বদংষ্ট্রা চ সমাংশা কণ্টকারিকা।
তিস্রঃ প্রমথ্যা বিহিতাঃ শ্লোকার্দ্ধৈরতি-
সারিণাম্॥ ২
বচাপ্রতিবিষাভ্যাং বা মুস্তপর্পটকেন বা।
হ্রীবেরশৃঙ্গবেরাভ্যাং পক্বং বা পায়য়েজ্জলম্॥ ২১
যুক্তেঽন্নকালে ক্ষুৎক্ষামং লঘূন্যন্নানি ভোজয়েৎ
তথা স শীঘ্রমাপ্নোতি রুচিমগ্নিবলং বলম্॥ ২২
তক্রেণাবন্তিসোমেন যবাখ্যা তর্পণেন বা।
সুরয়া মধুনা চাদৌ যথাসাত্ম্যমুপাচরেৎ॥ ২৩
যবাগূভির্বিলেপীভিঃ খড়ৈর্যূষৈ রসৌদনৈঃ।
দীপনগ্রাহিসংযুক্তৈঃ ক্রমশশ্চ স্যাদতঃ পরম্॥ ২৪
শালপর্ণীং পৃশ্নিপর্ণীং বৃহতীং কণ্টকারিকাম্।
বলাং শ্বদংষ্ট্রাং বিল্বানি পাঠাং নাগরধান্যকম্॥
শটীং পলাশং হপুষাং বচাং জীরকপিপ্পলীম্।
যমানীং পিপ্পলীমূলং চিত্রকং হস্তিপিপ্পলীম্॥
বৃক্ষাম্লং দাড়িমাম্লঞ্চ সহিঙ্গু বিড়সৈন্ধবম্।
প্রযোজয়েদন্নপানে বিধিনা সূপকল্পিতম্॥
বাতশ্লেষ্মহরো হ্যেষ গণো দীপনপাচনঃ।
গ্রাহী বল্যো রোচনশ্চ তস্মাচ্ছস্তোঽতি-
সারিণাম্॥ ২৫
আমে পরিণতে যস্তু বিবদ্ধমতিসার্য্যতে।
সশূলপিচ্ছমল্পাল্পং বহুশঃ সপ্রবাহিকম্।
তং মূলকানাং যূষেণ বদরাণামথাপি বা।
উপোদিকায়াঃ ক্ষীরিণ্যা যমান্যা বাস্তুকস্য বা॥
সুবর্চ্চলায়াশ্চঞ্চোর্বা শাকেনাবল্গুজস্য বা।
শট্যাঃ কর্কারুকাণাং বা জীবন্ত্যাশ্চির্ভটস্য বা॥
লোণীকায়াঃ সপাঠায়াঃ শুষ্কশাকেন বা পুনঃ।
দধিদাড়িমসিদ্ধেন বহুস্নেহেন ভোজয়েৎ॥ ২৬
কল্কঃ স্যাদ্বালবিল্বানাং তিলকল্কশ্চ তৎসমঃ।

ঔষধ [প্রমথ্যা] প্রদান করিবে। আর অল্প-দোষ অতিসারে রোগীদিগের পক্ষে লঙ্ঘনই প্রশস্ত। ১৯। পিপুল, শুঁঠ, ধনে, যমানী, অভয়া ও বচ। বালা, ভদ্রমুস্তক, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে। চাকুলে, গোক্ষুর ও সমানাংশ কণ্টকারী (গঙ্গাধরপাঠ—সমঙ্গা ও কণ্টকারী)। এই তিনটী পাচন ও দীপন যোগ (প্রমথ্যা) অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকে এক একটী করিয়া লিখিত হইল। ২০। অতিসার-রোগীকে বচ ও আতইচ বা মুতা ও ক্ষেতপাপড়া বা বালা ও শুঁঠ দ্বারা সিদ্ধ জল পান করিতে দিবে। ২১। অতিসার রোগীর ক্ষুধা হইলে তাহাকে অন্নকালে লঘু অন্ন ভোজন করাইবে। তাহা হইলে সে শীঘ্র রুচি, অগ্নিবল ও বল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।২২। অতিসার রোগে প্রথম প্রথম আহারার্থ সাত্ম্যানুসারে কখন তক্র, কখন কাঁজী, কখন যবাগূ, কখন তর্পণ, কখন সুরা, কখন বা মধু প্রয়োগ করিবে। ২৩। ক্রমে দীপন ও সংগ্রাহী ঔষধের সহিত পাক করিয়া যবাগূ, বিলেপী, খড়যূষ, মাংসরস ও অন্ন প্রদান করিবে। ২৪। শালপর্ণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বেলশুঁঠ, আকনাদি, শুঁঠ, ধনে, শটী, পলাশ, হপুষা, বচ, জীরা, পিপুল, যমানী, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপুল, বৃক্ষাম্ল (থৈকল), দাড়িম, হিঙ্গু, বিট্ ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য বিধিপূর্ব্বক ব্যঞ্জনরূপে কল্পনা করিয়া অতিসার-রোগীর অন্নপানে প্রয়োগ করা যায়। এই গণ বাতশ্লেষ্মনাশক, দীপন, পাচন, সংগ্রাহী, বল্য ও রোচন। এই জন্য অতিসার-রোগীদিগের পক্ষে প্রশস্ত। ২৫। আম পরিপক্ব হইলে যাহার অতিসার বিবদ্ধ, সশূল, অল্প অল্প অথচ বারংবার ও প্রবাহিকার সহিত বহির্গত হয়, তাহাকে মূলক বা কুলের যূষ বা উপোদিকা (পুঁই) বা ক্ষীরিণী বা যমানী বা বাস্তুক বা ব্রাহ্মী বা সুবর্চ্চলা বা চঞ্চু ("পঞ্চাঙ্গুল এরণ্ড") বা সোমরাজী অথবা শটী বা কর্কারু বা জীবন্তী বা চির্ভট (লাল-কুমড়া—ইতি মহারাষ্ট্রীয় নির্ঘণ্টরত্নাকর। গোরক্ষ-কর্কটী —ইতি গঙ্গাধর") বা আমরুল এই সমুদায়ের শুষ্কশাক দধি ও দাড়িমের সহিত সিদ্ধ করিয়া বহুস্নেহযোগে ভোজন করাইবে। ২৬। কচি

দধ্নঃ সরোঽম্লস্নেহাদ্যঃ খড়ো হন্যাৎ
প্রবাহিকাম্॥ ২৭
যবানাং মুদ্গমাষাণাং শালীনাঞ্চ তিলস্য চ।
কোলানাং বালবিল্বানাং ধান্যযূষং প্রকল্পয়েৎ॥
ঐকধ্যং যমকে ভৃষ্টং দধি দাড়িমসাধিতম্।
বর্চ্চঃক্ষয়ে শুষ্কমুখং শাল্যন্নং তেন ভোজয়েৎ॥২৮
দধ্নঃ সরং বা যমকে ভৃষ্টং সগুড়নাগরম্।
সুরাং বা যমকে ভৃষ্টাং ব্যঞ্জনার্থে
প্রদাপয়েৎ॥ ২৯
কলাম্লং যমকে ভৃষ্টং যূষং গৃঞ্জনকস্য বা।
লোপাকরসমম্লং বা স্নিগ্ধাম্লং কচ্ছপস্য বা॥ ৩০
বর্হিতিত্তিরিদক্ষাণাং বর্ত্তকানাং তথা রসঃ।
স্নিগ্ধাম্লঃ শালয়শ্চাগ্র্যা বর্চ্চঃক্ষয়রুজাপহাঃ॥৩১
অন্তরাধিরসং পক্কা রক্তং মেষস্য চোভয়ম্।
পচেদ্দাড়িমসারাম্লং সধান্যস্নেহনাগরম্॥
ভোজনং রক্তশালীনাং তেনাদ্যাৎপ্রপিবেচ্চ তৎ
তথা বর্চ্চঃক্ষয়কৃতৈর্ব্যাধিভির্বিপ্রমুচ্যতে॥ ৩২
গুদনিঃসরণে শূলে পানমম্লস্য সর্পিষঃ।
প্রশস্যতে নিরামাণামথবাপ্যনুবাসনম্॥ ৩৩
চাঙ্গেরীকোলদধ্যম্লনাগরক্ষারসংযুতম্।
ঘৃতমুৎকথিতং পেয়ং গুদভ্রংশরুজাপহম্॥ ৩৪
ইতি চাঙ্গেরীঘৃতম্।
সচব্যপিপ্পলীমূলং সব্যোষবিড়দাড়িমম্।
পেয়মম্লং ঘৃতং যুক্ত্যা সধান্যাজাজিচিত্রকম্॥৩৫
ইতি গুদভ্রংশে চব্যাদিঘৃতম্।
দশমূলোপসিদ্ধং বা সবিল্বমনুবাসনম্।
শতাহ্বাশটিবিল্বৈর্বা বচয়া চিত্রকেণ বা।
স্তব্ধভ্রষ্টগুদে পূর্ব্বং স্নেহস্বেদৌ প্রযোজয়েৎ॥ ৩৬
ইতি গুদভ্রংশেঽনুবাসনম্।

বেলের কল্ক ও তাহার সমান তিলকল্ক, দধির সর, অম্ল ও স্নেহাদি একত্র করিয়া খড়যূষ পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে, প্রবাহিকা, (কুনকুননী) নষ্ট হয়। ২৭। অতিশয় মলক্ষয় জন্য রোগীর মুখ শুষ্ক হইলে, যব, মুগ, মাষকলায়, শালি, তিল, কুলশুঁঠ, কচি বেল এবং দধি ও দাড়িমের সহিত তৈল ও ঘৃতে সন্তলন করিয়া ধান্যযূষ কল্পনাপূর্ব্বক উহার সহিত অন্ন প্রদান করিবে। ২৮। অথবা দধির সর গুড় ও শুঁঠের সহিত যমকস্নেহে (তৈলঘৃতে) সন্তলন করিয়া কিংবা তৈলঘৃতে সুরা সন্তলন করিয়া ব্যঞ্জনার্থ প্রদান করিবে। ২৯। অথবা দাড়িমরস বা রসোনের রস যমকস্নেহে (তৈলঘৃতে) সন্তলন করিয়া অথবা খেঁকশিয়ালীর মাংসরস অম্লযুক্ত করিয়া অথবা কচ্ছপের মাংসরস স্নিগ্ধাম্ল করিয়া প্রদান করিবে। ৩০। অথবা ময়ূর, তিত্তির, কুক্কুট ও বর্ত্তক পক্ষীর মাংসরস প্রদান করিবে। উৎকৃষ্ট শালিতণ্ডুলের অন্ন স্নিগ্ধ ও অম্ল করিয়া দিলে মলক্ষয় জন্য রোগ সকলের শান্তি হয়। ৩১। মেষের মধ্যদেহের মাংস সিদ্ধ করিয়া রস গ্রহণ করিবে এবং সেই রসের সহিত মেষের রক্ত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া দাড়িমের রস, ধনে, স্নেহ ও শুঁঠের সহিত পাক করিবে। উহার সহিত রক্তশালির অন্ন ভোজন করিলে, মলক্ষয় জন্য ব্যাধিসমূহের উপশম হয়। ৩২। অতিসার-রোগে মলদ্বার নিঃসরণ ও শূল হইলে অম্লঘৃত পান করা উচিত। অথবা রোগীর কোষ্ঠ আমরহিত হইলে তৈলবস্তি প্রয়োগ করিবে। ৩৩। চাঙ্গেরী (আমরুল), কুল, দধি, অম্ল, শুঁঠ ও যবক্ষারের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে গুদভ্রংশ ও শূলের নিবৃত্তি হয়। ৩৪।

ইতি চাঙ্গেরীঘৃত।

গুদভ্রংশ রোগে চই, পিপুলমূল, ত্রিকটু, বিট্‌লবণ, কাঁজী, ধনে, কৃষ্ণজীরা ও চিতার সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে ৩৫।

ইতি গুদভ্রংশে চব্যাদিঘৃত।

অথবা দশমূল ও কাঁচা বেলের সহিত সিদ্ধ তৈলবস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা শুল্‌ফা, শটী ও বেলের সহিত বা বচ ও চিতার সহিত তৈল পাক করিয়া অনুবাসন দিবে। গুদস্তম্ভ ও গুদভ্রংশে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ৩৬।

ইতি গুদভ্রংশে অনুবাসন।

সুস্বিন্নঞ্চ মৃদূভূতং পিচুনা সম্প্রবেশয়েৎ।
বিবন্ধবাতবর্চ্চাস্তু বহুশূলপ্রবাহিকঃ॥ ৩৭
সরক্তপিচ্ছস্তৃষ্ণার্ত্তঃ ক্ষীরসৌহিত্যমর্হতি॥
যমকস্যোপরি ক্ষীরং ধারোষ্ণং বা পিবেন্নরঃ।
শৃতমেরণ্ডমূলেন বালবিল্বেন বা পয়ঃ॥
এবং ক্ষীরপ্রয়োগেণ রক্তং পিচ্ছাবশাম্যতি।
শূলং প্রবাহিকা চৈব বিবন্ধশ্চোপশাম্যতি॥৩৮

পিত্তাতিসারং পুনর্নিদানোপশয়াকৃতিভিরামান্বয়মুপলভ্য যথাবলং লঙ্ঘনপাচনাভ্যামুপাচরেৎ॥ ৩৯

তৃষ্যতস্তু মুস্তপর্পটকোশীরশারিবাচন্দনকিরাততিক্তকোদীচ্যবারিভিরুপচারঃ॥ ৪০

লঙ্ঘিতস্য চাহারকালে বলাতিবলা-স্থূপ্যশালপর্ণী-পৃশ্নিপর্ণী-বৃহতীকণ্টকারিকা-শতাবরী-শ্বদংষ্ট্রানির্য্যূহসংযুক্তেন যথাসাত্ম্যং যবাগূমণ্ডাদিনা তর্পণাদিনা বা ক্রমেণোপচারঃ॥ ৪১

মুদ্গমসূরহরেণুমকুষ্ঠকযূষৈর্বা লাবকপিঞ্জলশশ-হরিণৈণেয়-কাল-পুচ্ছকরসৈরীষদম্লৈরনম্লৈর্বা ক্রমশোঽগ্নিং সন্ধুক্ষয়েৎ॥ ৪২

অনুবন্ধস্থে স্বস্য দীপনীয়পাচনীয়োপশমনীয়সংগ্রহণীয়ান্ যোগান্ প্রযোজয়েদিতি॥ ৪৩

ভবন্তি চাত্র।

সক্ষৌদ্রাতিবিষাং পিষ্ট্বা বৎসকস্য ফলত্বচম্
পিবেৎ পিত্তাতিসারঘ্নং তণ্ডুলোদকসংযুতম্॥৪৪
কিরাততিক্তকং মুস্তং বৎসকঃ সরসাঞ্জনঃ।
বিল্বং দারুহরিদ্রা চ ত্বক্হ্রীবেরং দুরালভা॥
চন্দনঞ্চ মৃণালঞ্চ নাগরং লোধ্রমুৎপলম্।
তিলা মোচরসো লোধ্রং সমঙ্গা কমলোৎপলম্॥
উৎপলং ধাতকীপুষ্পং দাড়িমত্বক্মহৌষধম্।
কট্ফলং নাগরং পাঠা জম্ব্বাম্রাস্থিদুরালভাঃ॥

মলদ্বার সুস্বিন্ন ও মৃদূভূত হইলে তুলা দ্বারা প্রবেশিত করিয়া দিবে। ৩৭। অধোবায়ু ও বিষ্ঠার বিবন্ধ থাকিলে এবং শূল ও প্রবাহিকার (কুনকুনুনী) আধিক্য থাকিলে এবং রক্তের সহিত পিচ্ছা-নির্গম ও তৃষ্ণা থাকিলে রোগীকে তৃপ্তিপূর্ব্বক দুগ্ধ (ছাগদুগ্ধ) পান করাইবে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ যমক স্নেহের উপরি দোহন করিয়া পান করিবে। অথবা এরণ্ডমূল বা কচি বেলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। এইরূপে ক্ষীর প্রয়োগ করিলে রক্তপিচ্ছার উপশম হয় এবং শূল, প্রবাহিকা ও বিবন্ধের উপশম হইয়া থাকে। ৩৮। পিত্তাতিসারে নিদান, উপশয় ও লক্ষণ দ্বারা আমানুবন্ধবোধ হইলে বলানুরূপ লঙ্ঘন ও পাচন দিবে। ৩৯। রোগী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, অনন্তমূল, রক্তচন্দন, চিরেতা ও বালার সহিত সিদ্ধ জল পান করাইবে। ৪০। পিত্তাতিসারী লঙ্ঘিত হইলে আহারকালে বেড়েলা, নাগবলা, স্থূপর্ণী), শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, শতমূলী ও গোক্ষুরের ক্বাথের সহিত যবাগূমণ্ডাদি বা তর্পণাদি যথাসাত্ম্য ক্রমশঃ ভোজন করিবে। ৪১। মুগ, মসূর, রেণুকা ও বনমুগের যূষ কিংবা লাব, শ্বেত-তিত্তিরি, শশক, হরিণ, এণ হরিণ বা কাল-পুচ্ছক হরিণের মাংসরস ঈষৎ অম্ল করিয়া বা অম্ল না করিয়া ক্রমশঃ অগ্নি সন্ধুক্ষিত করিবে। ৪২। ঐ সকল ক্রিয়া দ্বারা অতিসার শান্ত হইলেও যদি উহার কিঞ্চিৎ শেষ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে দীপনীয়, পাচনীয়, উপশমনীয় এবং সংগ্রহণীয় যোগ সকল প্রয়োগ করিবে। ৪৩। পিত্তাতিসারের কতকগুলি ঔষধ পদ্যে বলা হইতেছে। আতইচ, ইন্দ্রযব (কুড়চীর ফল) ও কুড়চীর ছাল জলে পিষিয়া মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে পিত্তাতিসারের নিবৃত্তি হয়। ৪৪। চিরেতা, মুতা, কুড়চীর ছাল ও রসাঞ্জন। বেলশুঁঠ, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বালা ও দুরালভা। রক্তচন্দন, মৃণাল (বেণারমূল), শুঁঠ, লোধ ও নীলোৎপল। তিল, মোচরস, লোধ, বরাহক্রান্তা, পদ্ম ও নীলোৎপল। নীলোৎপল, ধাইফুল, দাড়িমের খোসা ও শুঁঠ। কায়ফল, শুঁঠ, আকনাদি, জামের

যোগাঃ ষড়েতে সক্ষৌদ্রাস্তণ্ডুলোদকসংযুতাঃ।
পেয়াঃ পিত্তাতিসারঘ্নাঃ শ্লোকার্দ্ধেন
নিদর্শিতাঃ॥ ৪৫
জীর্ণৌষধানাং শস্তস্তে যথাযোগং প্রকল্পিতৈঃ
রসৈঃ সাংগ্রাহিকৈর্যুক্তাঃ পুরাণা রক্তশালয়ঃ॥ ৪৬
পিত্তাতিসারো দীপ্তাগ্নেঃ ক্ষিপ্রং সমুপশাম্যতি।
আজক্ষীরপ্রয়োগেণ বলং বর্ণশ্চ বর্দ্ধতে॥ ৪৭
বহুদোষস্য দীপ্তাগ্নেঃ সপ্রাণস্য ন তিষ্ঠতি।
পৈত্তিকো যদ্যতীসারঃ পয়সা তং বিরেচয়েৎ॥৪৮
পলাশফলনির্যূহং পয়সা পায়য়েত তম্।
ততোহনুপায়য়েৎ কোষ্ণং ক্ষীরমেব যথাবলম্।
প্রবাহিতে তেন মলে প্রশাম্যত্যুদরাময়ঃ॥ ৪৯
পলাশবৎ প্রযোজ্যা বা ত্রায়মাণা
বিশোধিনী॥ ৫০
সংসর্গ্যাং ক্রিয়মাণায়াং শূলং যদ্যনুবর্ত্ততে।
কৃতদোষস্য তং শীঘ্রং যথাবদনুবাসয়েৎ॥ ৫১
শতপুষ্পাবরীভ্যাঞ্চ পয়সা মধুকেন চ।
তৈলপাদং ঘৃতং সিদ্ধং সবিল্বমনুবাসনম্॥ ৫২
কৃতানুবাসনস্যাপি কৃতসংসর্জ্জনস্য চ।
বর্ত্ততে যদ্যতীসারঃ পিচ্ছাবস্তিরতঃ পরম্॥ ৫৩
পরিবেষ্ট্য কুশৈরার্দ্রৈরার্দ্রবৃন্তানি শাল্মলেঃ।
কৃষ্ণমৃত্তিকয়ালিপ্য স্বেদয়েৎ গোময়াগ্নিনা॥
সুশুষ্কাং মৃত্তিকাং জ্ঞাত্বা তানি বৃন্তানি
শাল্মলেঃ।
শৃতে পয়সি মৃদ্নীয়াদাপোথ্যোলুখলে ততঃ॥
পিষ্টং মুষ্টিসমং প্রস্থে তৎ পূতং তৈলসর্পিষা।
যোজিতং মাত্রয়া যুক্তং কল্কেন মধুকস্য চ॥
বস্তিমভ্যক্তগাত্রায় দদ্যাৎ প্রত্যাগতে ততঃ।
স্নাত্বা ভুঞ্জীত পয়সা জাঙ্গলানাং রসেন বা॥

আঁঠীর শাস, আমের আঁঠীর শাস এবং ত্বরালভা। এই ছয়টি যোগের এক একটী যোগ অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকে লিখিত হইল। এই সকল যোগ পৃথক্ পৃথক্ মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে পিত্তাতিসার নষ্ট হয়। ৪৫। ঔষধ সকল জীর্ণ হইলে তত্তৎ-যোগোক্ত ঔষধের সহিত প্রকল্পিত সংগ্রাহী মাংসরস-সমূহযোগে পুরাণ রক্তশালির অন্ন সেবন করিবে। ৪৬। দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পিত্তাতিসার শীঘ্রই শান্ত হয়। তখন ছাগদুগ্ধ প্রয়োগ করিলে বল ও বর্ণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৪৭। পিত্তাতিসারী ব্যক্তি বহুদোষ অথচ দীপ্তাগ্নি ও বলবান্ হইলে, তাহাকে দুগ্ধের সহিত বিরেচন দিবে। তাহা হইলে অতিসার আর থাকিবে না। ৪৮। দুগ্ধ দ্বারা বিরেচন দিতে হইলে পলাশফলের কাথ দুগ্ধের সহিত পান করাইবে এবং পরে আবার ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধই বলানুসারে অনুপান করাইবে। ইহাতে মল নিঃসৃত হইলে অতিসারের নিবৃত্তি হয়। ৪৯। পলাশের ন্যায় বলার্লতাও দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে মলশোধন হয়। ৫০। মল শোধনের পর পেয়াদি ক্রম আচরিত হইলেও যদি শূলের অনুবন্ধ থাকে, তবে দোষনিঃসারণের পর যথাবিধি অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। ৫১। শুল্ফা, শতাবরী, দুগ্ধ, যষ্টিমধু, ঘৃত, ঘৃতের চতুর্থাংশ তৈল এবং বেলশুঁঠ একত্র পাক করিয়া তদ্দ্বারা অনুবাসন দিবে। ৫২। এইরূপ অনুবাসনের পর পেয়াদি ক্রম পালন করিলেও যদি অতিসার নিঃশেষিত না হয়, তবে অতঃপর পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ করিবে। [অর্শোঽধিকারের ১৩৭ প্রকরণে পিচ্ছাবস্তির উল্লেখ আছে। নিম্নে অপর পিচ্ছাবস্তির উল্লেখ করা হইতেছে]। ৫৩। শিমুলফুলের কাঁচা বোঁটা সকল কাঁচা কুশ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া কৃষ্ণমৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিবে। পরে ঘুঁটের আগুনে দগ্ধ করিতে করিতে যখন দেখিবে যে, মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তখন বোঁটা সকল মৃত্তিকার ভিতর হইতে বাহির করিয়া উদূখলে পেষণপূর্ব্বক চারিসের দুগ্ধের মধ্যে ফেলিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। অনন্তর দুগ্ধ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত মাত্রানুযায়ী তৈল ঘৃত ও যষ্টিমধুর কল্ক মিশ্রিত করিবে। পরে রোগীকে অভ্যক্ত করিয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রদান করিবে। বস্তি প্রত্যাগত হইলে রোগীকে স্নান করাইয়া দুগ্ধ অথবা জাঙ্গল-

পিত্তাতিসারজ্বরশোথগুল্ম-
জীর্ণাতিসারগ্রহণীপ্রদোষান্।
জয়ত্যয়ং শীঘ্রমতিপ্রবৃদ্ধান্
বিরেচনাস্থাপনয়োশ্চ বস্তিঃ॥ ৫৪
পিত্তাতিসারী যস্ত্বেতাং ক্রিয়াং মুক্ত্বা নিষেবতে
পিত্তলান্যন্নপানানি তস্য পিত্তং মহাবলম্॥
কুর্য্যাদ্রক্তাতিসারন্তু রক্তমাশু প্রদূষয়ৎ।
তৃষ্ণাং শূলং বিদাহঞ্চ গুদপাকঞ্চ দারুণম্॥
ছাগং তত্র পয়ঃ শস্তং শীতং সমধুশর্করম্।
পানার্থে ব্যঞ্জনার্থে চ গুদপ্রক্ষালনং তথা।
ভোজনং রক্তশালীনাং পয়সা তেন
ভোজয়েৎ॥ ৫৫
রসৈঃ পারাবতাদীনাং ঘৃতভৃষ্টৈঃ সশর্করৈঃ।
শশপক্ষিমৃগাণাঞ্চ শীতানাং বনচারিণাম্॥
রসৈরনম্লৈঃ সম্বৃতৈর্ভোজয়েৎ তং সশর্করৈঃ।
রুধিরং মার্গমাজং বা ঘৃতভৃষ্টং প্রশস্যতে॥ ৫৬
কাশ্মর্য্যাঃ ফলযূষো বা কিঞ্চিদম্লঃ সশর্করঃ॥ ৫৭

নীলোৎপলং মোচরসো সমঙ্গা পদ্মকেশরম্।
অজাক্ষীরযুতং দদ্যাজ্জীর্ণে চ পয়সৌদনম্।
দুর্ব্বলং পায়য়িত্বা বা তস্যৈবোপরি
ভোজয়েৎ॥ ৫৮
প্রাগুক্তং নবনীতং বা দদ্যাৎ সমধুশর্করম্॥ ৫৯
প্রাগ্ যঃ ক্ষীরোত্থিতং সর্পিঃ কপিঞ্জলরসাশনঃ।
ত্র্যহাদারোগ্যমাপ্নোতি পয়সা ক্ষীরভুক্
তথা॥ ৬০
পীত্বা শতাবরীকল্কং পয়সা ক্ষীরভুক্ জয়েৎ।
রক্তাতিসারং পীত্বা বা তথা সিদ্ধং ঘৃতং নরঃ॥৬১
ঘৃতং যবাগূমণ্ডেন কুটজস্য ফলৈঃ শৃতম্।
পেয়ং তস্যানুপাতব্যা পেয়া রক্তোপশান্তয়ে॥ ৬২
ত্বক্ চ দারুহরিদ্রায়াঃ কুটজস্য ফলানি চ।
পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ দ্রাক্ষা কটুকরোহিণী॥
ষড়্ভিরেতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং পেয়ামণ্ডাবচারিতম্।
অতীসারং জয়েচ্ছীঘ্রং ত্রিদোষমপি দারুণম্॥৬৩

মাংসরস ভোজন করাইবে ;এই বস্তি পিত্তাতিসার, জ্বর, শোথ, অজীর্ণ, অতিসার, গ্রহণী এবং বিরেচন ও আস্থাপনের অতিযোগজনিত রোগ সকল নিবারণ করে। ৫৪। পিত্তাতিসারী ব্যক্তি এইরূপ চিকিৎসা না করিয়া পিত্তকর অন্নসমূহ সেবন করিলে তাহার পিত্ত কুপিত হইয়া অতিশীঘ্রই রক্তকে দূষিত করিয়া রক্তাতিসার উৎপাদন করে। তখন তৃষ্ণা, শূল, বিদাহ ও দারুণ গুদপাক উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে শীতল ছাগদুগ্ধ মধু ও শর্করার সহিত পানে, ব্যঞ্জনে ও মলদ্বারপ্রক্ষালনে ব্যবহার করিবে। আর ঐ দুগ্ধের সহিত রক্তশালির অন্ন ভোজন করিবে। ৫৫। রক্তাতিসারে পারাবত প্রভৃতির মাংসরস শর্করার সহিত ঘৃতে সন্তলনপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। অথবা বনচারী শশক ও মৃগপক্ষীদিগের শীতবীর্য্য মাংসরস অম্লযুক্ত না করিয়া ঘৃত ও শর্করার সহিত প্রয়োগ করিবে। অথবা মৃগরক্ত বা ছাগরক্ত ঘৃতে সন্তলনপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ৫৬। অথবা গাম্ভারী ফলের যূষ কিঞ্চিৎ অম্ল করিয়া চিনির সহিত প্রদান করিবে। ৫৭। নীলোৎপল, মোচরস, বরাহক্রান্তা ও পদ্মকেশরের সহিত অজাদুগ্ধের ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। অথবা রোগী দুর্ব্বল হইলে ঔষধ পান করাইয়া তাহার উপরেই ভোজন করাইবে। ৫৮। অথবা ছাগদুগ্ধের নবনীত মধু ও শর্করার সহিত দিবে। ৫৯। ছাগদুগ্ধের ঘৃত (৫৮ দেখ) সেবন করিয়া কেবল গৌরতিত্তিরির মাংসরস, কিংবা সজল ছাগদুগ্ধ পান করিয়া থাকিলে রক্তাতিসারী তিন দিবসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। ৬০। শতাবরীর কল্ক পান অথবা শতাবরীসিদ্ধ ঘৃত পান করিয়া সজল দুগ্ধ পান করিতে থাকিলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায়। ৬১। যবাগূমণ্ড ও ইন্দ্রযবের সহিত সিদ্ধ ঘৃত রক্তাতিসারনাশক। এই ঘৃত পান করিয়া পেয়া অনুপান করিবে। ৬২। দারুহরিদ্রার ত্বক্, ইন্দ্রযব, পিপুল, শুঁঠ, দ্রাক্ষা (গঙ্গাধর পাঠ—লাক্ষা) ও কটুকী এই ছয় দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিয়া পেয়া ও

কৃষ্ণমৃন্মধুকং শঙ্খং রুধিরং তণ্ডুলোদকম্।
পীতমেকত্র সক্ষৌদ্রং রক্তসংগ্রহণং পরম্ ॥ ৬৪
পীতঃ প্রিয়ঙ্গুকাকল্কঃ সক্ষৌদ্রস্তণ্ডুলাম্ভসা।
রক্তস্রাবং জয়েচ্ছীঘ্রং ধন্বমাংসরসাশিনঃ ॥ ৬৫
কল্কস্তিলানাং কৃষ্ণানাং শর্করাপঞ্চভাগিকঃ।
আজেন পয়সা পীতঃ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি ॥৬৬
পলং বৎসকবীজস্য শ্রপয়িত্বা রসং পিবেৎ।
যো রসাশী জয়েচ্ছীঘ্রং স পৈত্তং জঠরাময়ম্ ॥৬৭
পীত্বা সশর্করাক্ষৌদ্রং চন্দনং তণ্ডুলাম্ভসা।
দাহতৃষ্ণাপ্রমেহেভ্যো রক্তস্রাবাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৬৮
গুদো বহুভিরুত্থানৈর্যস্য পিত্তেন পচ্যতে।
সেচয়েৎ তং সুশীতেন পটোলমধুকাম্বুনা ॥
পঞ্চবল্কমধুকানাং রসৈরিক্ষুরসৈস্ত্বথৈঃ।
ছাগৈর্গব্যৈঃ পয়োভির্বা শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতৈঃ ॥
প্রক্ষালনানাং কল্কৈর্বা সসর্পিষ্কৈঃ প্রলেপয়েৎ।
এষাং বা সূক্ষ্মচূর্ণৈস্তং গুদং প্রতিসারয়েৎ ॥
ধাতকীলোধ্রচূর্ণৈর্বা সমাংশৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
তথা তত্র স্রবত্যস্রং গুদং তৈঃ প্রতিসারিতম্ ॥
যথোক্তৈঃ সেচনৈঃ শীতৈঃ শোণিতে নিঃস্রবত্যপি।
গুদবঙ্ক্ষণকট্যূরূ সেচয়েদ্ঘৃতভাবিতম্ ॥
চন্দনাদ্যেন তৈলেন শতধৌতেন সর্পিষা।
কার্পাসসহযোগেন সেচয়েদ্ গুদবঙ্ক্ষণৌ ॥ ৬৯
অল্পাল্পং বহুশো রক্তং সশূলমুপবেশ্যতে।
যদা বায়ুর্বিবদ্ধশ্চ কৃচ্ছ্রং চরতি বা ন বা ॥
পিচ্ছাবস্তিং তদা তস্য যথোক্তমুপকল্পয়েৎ।
প্রপৌণ্ডরীকসিদ্ধেন সর্পিষা চানুবাসয়েৎ ॥ ৭০
প্রায়শো দুর্ব্বলগুদাশ্চিরকালাতিসারিণঃ।
তস্মাদভীক্ষ্ণশস্তেষাং গুদস্নেহং প্রযোজয়েৎ ॥

মণ্ড সেবন করিতে থাকিলে দারুণ ত্রিদোষজ অতিসারও জয় করা যায়। ৬৩। কৃষ্ণমৃত্তিকা, যষ্টিমধু, শঙ্খচূর্ণ, [বা শঙ্খভস্ম], রুধির (কুঙ্কুম) ও তণ্ডুলজল একত্র মধুর সহিত পান করিলে, অত্যন্ত রক্তসংগ্রহণ হইয়া থাকে। ৬৪। প্রিয়ঙ্গুর কল্ক মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত পান করিয়া ধন্বদেশজ জন্তুর মাংসরস পান করিতে থাকিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তস্রাব শীঘ্র নিবৃত্ত হয়। ৬৫। একভাগ শর্করা ও পাঁচ ভাগ কৃষ্ণ তিলের কল্ক তাজা দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার সদ্য নিবৃত্ত হয়।৬৬। যে ব্যক্তি একপল ইন্দ্রযবের কাথ পান করিয়া মাংসরস সেবন করিতে থাকে, সে শীঘ্রই পৈত্তিক উদরাময় [পিত্তাতিসার ও রক্তাতিসার] জয় করে। ৬৭। তণ্ডুলজলের সহিত মধু-শর্করা মিশ্রিত রক্তচন্দন পান করিলে দাহ, তৃষ্ণা, প্রমেহ ও রক্তস্রাব হইতে মুক্তি হয়। ৬৮। পুনঃপুন মলনিঃসরণহেতু মলদ্বার পাক প্রাপ্ত হয়। তখন মলদ্বারে পলতা ও যষ্টিমধুর সুশীতল কাথ কিংবা পঞ্চবল্কল ও মৌলফুলের কাথ বা ইক্ষুরস বা ঘৃত কিংবা মধু-শর্করাসংযুক্ত ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ সেচন করিবে। অথবা ঐ সকল প্রক্ষালনদ্রব্যের কল্ক দ্বারা ঘৃতযোগে প্রলেপ দিবে। অথবা এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্মীকৃত চূর্ণ দ্বারা মলদ্বার প্রতিসারণ (ঘর্ষণ) করিবে। এইরূপে প্রতিসারণ করিলেও যদি মলদ্বারের রক্তস্রাব নিবৃত্ত না হয় তবে সমাংশ ধাইফুল ও লোধ্রের চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। পূর্ব্বোক্তরূপে মলদ্বার প্রতিসারিত ও যথোক্ত সুশীতল সেচনসমূহ-যোগে অভিষিক্ত হইলেও যদি মলদ্বারে রক্তস্রাব থাকে তবে মলদ্বার, বঙ্ক্ষণ, কটী ও উরু ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া চন্দনাদ্য তৈল বা শতধৌত ঘৃতে তুলা ভিজাইয়া মলদ্বার ও বঙ্ক্ষণ সেচন করিবে। ৬৯। অল্প অল্প রক্ত বারবার শূলের সহিত নির্গত হইতে থাকিলে, বায়ু বিবদ্ধ হইয়া কোষ্ঠের সহিত বিচরণ করুক আর নাই করুক, পূর্ব্বোক্ত পিচ্ছাবস্তি অবশ্যই প্রয়োগ করিবে। অথবা পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠের সহিত সিদ্ধ ঘৃতের অনুবাসন দিবে। [তৈল পিত্তকারক বলিয়া তৈলবস্তির ব্যবস্থা বলা হইল না]। ৭০। বহুদিন অতিসার ভোগ করিলে মলদ্বার প্রায়ই দুর্ব্বল হইয়া থাকে। অতএব সেরূপ অতিসারে সর্ব্বদাই মলদ্বারে স্নেহ প্রয়োগ করা

পবনোঽতিপ্রবৃত্তৌ হি স্বে স্থানে লভতেঽধিকম্
বলং তস্য সপিত্তস্য জয়ার্থে বস্তিরুত্তমঃ॥ ৭২
রক্তং বিট্‌সহিতং পূর্ব্বং পশ্চাদ্বা যোঽতিসার্য্যতে
শতাবরীঘৃতং তস্য লেহার্থমুপকল্পয়েৎ॥
শর্করার্দ্ধাংশিকং লীঢ়া নবনীতং নবোদ্ধৃতম্।
ক্ষৌদ্রপাদং জয়েচ্ছীঘ্রং তং বিকারং
হিতাশিনঃ॥৭৩
ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থশুঙ্গানাপোথ্য বাসয়েৎ।
অহোরাত্রং জলে তপ্তে ঘৃতং তেনাম্ভসা পচেৎ
তদর্দ্ধং শর্করাযুক্তং লিহ্যাৎ সক্ষৌদ্রপাদিকম্॥
অধো বা যদি বাপ্যূর্দ্ধং যস্য রক্তং প্রবর্ত্ততে।
যস্ত্বেবং দুর্ব্বলো মোহাৎ পিত্তলান্যেব সেবতে
শীঘ্রং বিপদ্যতে প্রাপ্য বলীপাকং সুদারুণম্॥
শ্লেষ্মাতিসারে প্রথমং হিতং লঙ্ঘনপাচনম্।
যোজ্যশ্চামাতিসারঘ্নো যথোক্তো দীপনো
গণঃ॥ ৭৬

লঙ্ঘিতস্যানুপূর্ব্ব্যা চ কৃতায়াং ন নিবর্ত্ততে।
কফজো যদাতীসারঃ কফঘ্নৈস্তমুপাচরেৎ॥ ৭৭
বিল্বকর্কটিকামুস্তমভয়া বিশ্বভেষজম্।
বচা বিড়ঙ্গং ভূতীকং ধান্যকং দেবদারু চ॥
কুষ্ঠং সাতিবিষা পাঠা চব্যং কটুকরোহিণী।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকং হস্তিপিপ্পলী॥
যোগান্ শ্লোকার্দ্ধবিহিতাংশ্চতুরস্তান্ প্রযোজয়েৎ
শৃতান্ শ্লেষ্মাতিসারেষু কায়াগ্নিবলবর্দ্ধনান্॥ ৭৮
অজাজীং সসিতাং পাঠাং নাগরং মরিচানি চ।
ধাতকীদ্বিগুণং দদ্যান্মাতুলুঙ্গরসাপ্লুতম্॥ ৭৯
রসাঞ্জনং সাতিবিষং কুটজস্য ফলানি চ।
ধাতকীদ্বিগুণং দদ্যাৎ পাতুং সক্ষৌদ্র-
নাগরম্॥ ৮০
ধাতকী নাগরং বিল্বং লোধ্রং পদ্মস্য কেশরম্।
জম্বুত্বক্ নাগরং ধান্যং পাঠা মোচরসং বলা॥
সমঙ্গা ধাতকী বিল্বমধ্যং জম্ব্বাম্রয়োস্ত্বচা।

উচিত। ৭১। অতিসারের অতিশয় প্রবৃত্তি হইলে বায়ু পক্বাশয়ে কুপিত হইয়া কুপিত পিত্তের সহিত মিলিত হয়। এই কুপিত বাত-পিত্তের নিবারণার্থ বস্তিক্রিয়া প্রশস্ত। ৭২। যে ব্যক্তি মলের সহিত প্রথমে রক্ত পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ বায়ু পরিত্যাগ করে, তাহার লেহনার্থ শতাবরী-ঘৃত প্রশস্ত। অথবা নবোদ্ধৃত নবনীত অর্দ্ধেক শর্করা ও চতুর্থাংশ মধুর সহিত লেহন করিয়া হিত-ভোজী হইলে ঐ বিকারের শান্তি হয়। ৭৩। বট, যজ্ঞডুমুর ও অশ্বত্থের কুড়ি কুট্টিত করিয়া অহোরাত্র তপ্তজলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ঐ জলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত অর্দ্ধেক শর্করা ও চতুর্থাংশ মধুর সহিত লেহন করিবে। ৭৪। অধো-দিক্ দিয়াই হউক্ আর ঊর্দ্ধদিক্ দিয়াই হউক্ যে দুর্ব্বল ব্যক্তি মোহ বশতঃ পিত্তকর দ্রব্য সকল সেবন করে, সে সুদারুণ বলীপাক বশতঃ শীঘ্রই বিপন্ন হয়। ৭৫। অনন্তর [illegible]তিসারের ঔষধ বলা হইতেছে। শ্লেষ্মাতি-[illegible] লঙ্ঘন ও পাচন হিতকর এবং

পূর্ব্বোক্ত আমাতিসারঘ্ন দীপনীয় গণ প্রয়োগ করা আবশ্যক। ৭৬। সম্যক্ লঙ্ঘন ও পেয়াদিক্রম পালন করিলেও যদি কফজ অতিসার নিবৃত্ত না হয়, তবে কফঘ্নযোগে চিকিৎসা করিবে। ৭৭। বেলছাল, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, মুতা, হরীতকী ও শুঁঠ। বচ, বিড়ঙ্গ, যমানী, ধনে ও দেবদারু। কুড়, আতইচ, আকনাদি, চই ও কট্‌কী। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা ও গজপিপুল। এই চারিটী যোগ এক একটী করিয়া অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকে লিখিত হইল। এই সকল যোগের কাথ শ্লেষ্মাতিসারে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে কোষ্ঠাগ্নির বলবৃদ্ধি হয়। ৭৮। কৃষ্ণজীরা, চিনি, আকনাদি, শুঁঠ ও মরিচ সমান সমান এবং সর্ব্বচূর্ণের দ্বিগুণ ধাইফুলের চূর্ণ, গোড়ানেবুর রসের সহিত পান করিবে। ৭৯। রসাঞ্জন, আতইচ ও ইন্দ্রযবের চূর্ণ সমান সমান এবং ধাইফুলের চূর্ণ দ্বিগুণ মধু শুঁঠ চূর্ণের সহিত সেবন করিবে। ৮০। ধাই-ফুল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, লোধ ও পদ্মকেশর। জামের ছাল, শুঁঠ, ধনে, আকনাদি, মোচরস ও বলা। বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ

কপিত্থানি বিড়ঙ্গানি নাগরং মরিচানি চ॥
চাঙ্গেরীকোলতক্রাম্লাংশ্চতুরস্তান্ কফাতুরে।
শ্লোকার্দ্ধবিহিতান্ দদ্যাৎ সস্নেহলবণান্
খড়ান্॥ ৮১
কপিত্থমধ্যং লীঢ়। তু সব্যোষক্ষৌদ্রশর্করম্।
কটুফলং মধুযুক্তং বা মুচ্যতে জঠরাময়াৎ॥ ৮২
কণাং মধুযুতাং পীত্বা তক্রং পীত্বা সচিত্রকম্।
জগ্ধা বা বালবিল্বানি মুচ্যতে জঠরাময়াৎ॥ ৮৩
বালবিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলীং বিশ্বভেষজম্।
লিহ্যাদ্বাতে প্রতিহতে সশূলঃ সপ্রবাহিকঃ॥
ভোজ্যং মূলকযাষেণ বাতশ্লেষ্মোপসেবনৈঃ।
বাতাতিসারবিহিতৈর্যূষৈর্মাংসরসৈঃ খড়ৈঃ॥ ৮৪
পূর্ব্বোক্তমম্লসর্পির্বা ষট্‌পলং বা যথাবলম্।
পুরাণং বা ঘৃতং দদ্যাদ্‌যবাগূমণ্ডমিশ্রিতম্॥ ৮৫
বাতশ্লেষ্মবিবন্ধে বা কফে বাতিস্রবত্যপি।
শূলে প্রবাহিকায়াং বা পিচ্ছাবস্তিং
প্রযোজয়েৎ॥ ৮৬
পিপ্পলীং বিশ্বকুষ্ঠানাং শতাহ্বাবচয়োরপি।
কল্কৈঃ সলবণৈর্যুক্তং পূর্ব্বোক্তং সন্নিধাপয়েৎ॥
প্রত্যাগতে সুখস্নাতং কৃতাহারং দিনাত্যয়ে।
বিল্বতৈলেন মতিমান্ সুখোষ্ণেনানুবাসয়েৎ॥
বচাস্তৈরথবা কল্কৈস্তৈলং পক্বানুবাসয়েৎ।
বহুশঃ কফবাতার্ত্তং তথা স লভতে সুখম্॥৮৭
স্বে স্থানে মারুতোঽবল্গং বর্দ্ধতে কফসংক্ষয়ে
স বৃদ্ধঃ সহসা হন্যাৎ তস্মাৎ তং ত্বরয়া জয়েৎ॥
বাতস্যানুজয়েৎ পিত্তং পিত্তস্যানুজয়েৎ কফম্
ত্রয়াণাং বা জয়েৎ পূর্ব্বং যো ভবেদ্
বলবত্তমঃ॥ ৮৮

তত্র শ্লোকঃ।

প্রাগুৎপত্তিনিমিত্তানি লক্ষণং সাধ্যতা তথা।

জামের ছাল ও আমের ছাল। কদবেল, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ ও মরিচ। এই চারিটী যোগ এক একটী অৰ্দ্ধ শ্লোকে লিখিত হইল। পৃথক্ পৃথক্ যোগে আমরুল, কুলশুঁঠ ও তক্রের সহিত অম্লীকৃত করিয়া স্নেহলবণ সহকারে খড়যূষ প্রস্তুত করিয়া দিবে। ৮১। পাকা কদবেল, ত্রিকটু, মধু ও শর্করার সহিত কট্‌ফলচূর্ণ লেহন করিলে উদরাময় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৮২। মধুর সহিত পিপুলচূর্ণ সেবন করিয়া চিতাচুর্ণের সহিত তক্র সেবন করিলে, অথবা কাঁচা বেল ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মজ উদরাময় নষ্ট হয় [কাঁচা বেল পোড়াইয়া খাওয়া রীতি আছে]। ৮৩। শ্লেষ্মজ অতিসারে শূল, প্রবাহিকা (কুনকুনুনী) ও বাতবিবন্ধ থাকিলে কাঁচা বেল, গুড়, তৈল, পিপুল ও শুঁঠ একত্র করিয়া লেহন করিবে। আর ইহাতে মূলকযূষ (শুষ্কমূলকযূষ), বাতঘ্ন ব্যঞ্জন এবং বাতাতিসারোক্ত যূষ, মাংসরস ও খড়যূষ ভোজন করা উচিত। ৮৪। অথবা পূর্ব্বোক্ত অম্লঘৃত বা ষট্‌পলঘৃত বা পুরাণঘৃত মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া বলানুসারে সেবন করিবে। ৮৫। বাতশ্লেষ্মজনিত বিবন্ধ বা কফস্রাব হইতে থাকিলে এবং শূল ও প্রবাহিকা থাকিলে পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ করিবে। ৮৬। পূর্ব্বোক্ত পিচ্ছাবস্তি (৫৪ প্রকরণোক্ত) পিপুল, কাঁচা বেল, কুড়, শুল্‌ফা ও বচের কল্ক এবং লবণের সহিত যুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। বস্তি প্রত্যাগত হইলে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ও আহার করিয়া সন্ধ্যাকালে ঈষৎ উষ্ণ বিল্বতৈলসহযোগে অনুবাসন দিবে। অথবা পিপুল, বেল, কুড়, শুল্‌ফা ও বচ এই সমুদায় কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়াই পুনঃপুন অনুবাসন দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে বাতকফার্ত্ত ব্যক্তির অতিশয় আরাম বোধ হয়। ৮৭। কফের ক্ষয় হইলে পক্বাশয়স্থ বায়ু অতিশয় কুপিত হইয়া সহসা রোগীর প্রাণনাশ করিতে পারে। অতএব সত্বর প্রবৃদ্ধ বায়ুর শান্তি করিবে। ত্রিদোষস্থানে অগ্রে বায়ু, বায়ুর পর পিত্ত, পিত্তের পর কফ অথবা তিনটীর মধ্যে যেটীর উপদ্রব অধিক, সেইটীর চিকিৎসা অগ্রে করিতে হয়। ৮৮। এই অধ্যায়ের সূচী ;—এই অতিসার-চিকিৎসিত অধ্যায়ে অতিসারের প্রথম উৎপত্তির ইতিহাস, নিমিত্ত, লক্ষণ

ক্রিয়া চাবস্থিকী সিদ্ধা নির্দিষ্টা হৃতিসারিণাম্॥

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানেঽতীসারচিকিৎসিতং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

বিসর্পচিকিৎসিতম্।

অথাতো বিসর্পচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

কৈলাসে কিন্নরাকীর্ণে বহুপ্রস্রবণৌষধে।
পাদপৈর্বিবিধৈঃ স্নিগ্ধৈর্নিত্যং কুসুমসম্পদৈঃ॥
বমদ্ভির্মধুরান্ গন্ধান্ সর্ব্বতঃ স্বভ্যলঙ্কৃতে।
বিহরন্তং জিতাত্মানমাত্রেয়মৃষিবন্দিতম্॥
মহর্ষিভিঃ পরিবৃতং বিভুং ভূতহিতে রতম্।
অগ্নিবেশো গুরুং কালে বিনয়াদিদমুক্তবান্॥
ভগবন্ দারুণঃ রোগমাশীবিষবিষোপমম্।
বিসর্পন্তং শরীরেষু দেহিনামুপলক্ষয়ে॥
সহসৈব নরাস্তেন পরীতাঃ শীঘ্রকারিণা।
বিনশ্যন্ত্যনুপক্রান্তাস্তত্র নঃ সংশয়ো মহান্॥
স নাম্না কেন বিজ্ঞেয়ঃ সংশ্রিতঃ কেন হেতুনা।
কতিভেদঃ কিয়দ্ধাতুঃ কিংনিদানঃ কিমাশ্রয়ঃ
সুখসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো জ্ঞেয়ো যশ্চাপ্যুপক্রমঃ।
কথং কৈর্লক্ষণৈঃ কিঞ্চ ভগবংস্তস্য ভেষজম্॥২
তদগ্নিবেশস্য বচঃ শ্রুত্বাত্রেয়ঃ পুনর্ব্বসুঃ।
যথাবদখিলং সর্ব্বং প্রোবাচ মুনিসত্তমঃ॥ ৩
বিবিধং সর্পতি যতো বিসর্পস্তেন স স্মৃতঃ।
পরিসর্পোঽথবা নাম্না সর্ব্বতঃ পরিসর্পণাৎ॥ ৪
স চ সপ্তবিধো দোষৈর্বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তধাতুকঃ।
পৃথক্‌ত্রয়স্ত্রিভিশ্চৈকো বীসর্পো দ্বন্দ্বজাস্ত্রয়ঃ॥

সাধ্যতা এবং অবস্থানুরূপ দৃষ্টফল চিকিৎসা সকল কথিত হইল। ৮৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বিসর্পচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [পাশ্চাত্য ভাষায় বীসর্পের নাম ইরিসিপেলাস্। ইহা বসন্তজাতীয়। দ্রুতগতি সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়, কখন বা এক স্থানে গুপ্ত হইয়া অকস্মাৎ স্থানান্তরে প্রকাশিত হয়। বসন্তরোগীর ন্যায় ইহাতেও রোগীর আকার বিভীষণ হইয়া থাকে]। ১। কিন্নরাকীর্ণ কৈলাস পর্ব্বতে বহু প্রস্রবণ ও বহু ঔষধ আছে। তথায় বহুবিধ পাদপের স্নিগ্ধকুসুম-শোভা ও সুমধুর গন্ধ সর্ব্বত্র অনুভূত হয়। সেই সুশোভিত স্থানে কোন সময়ে জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ-পূজিত প্রভাবসম্পন্ন পরম [illegible] আত্রেয় [illegible] করিতেছিলেন। এমন সময়ে অগ্নিবেশ অবসর বুঝিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা দেখিতে পাই, এক প্রকার দারুণ রোগ আশীবিষবিষের ন্যায় দেহীদিগের সর্ব্বশরীরে বিসর্পণ করে, তদ্দ্বারা লোকে সহসা আক্রান্ত হয় এবং শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে; তৎসম্বন্ধে আমাদের মহান্ সংশয় আছে, অতএব ঐ রোগের নাম, নামের হেতু, কত প্রকার ভেদ, কি ধাতু, কি নিদান, কি অধিষ্ঠান; উহা সুখসাধ্য বা কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য; উহার লক্ষণ ও ঔষধ বা কি? এই সকল ব্যাখ্যা করিতে আদেশ হউক। ২। অগ্নিবেশের এই কথা শুনিয়া মুনিসত্তম আত্রেয় পুনর্ব্বসু যথাবৎ সমস্ত ব্যাখ্যা করিলেন। ৩। যেহেতু বিবিধ প্রকারে শরীরে বিচরণ করে, এই জন্য ইহার নাম বিসর্প হইয়াছে। অথবা শরীরের সর্ব্বত্র পরিসর্পিত [ক্রমশঃ ব্যাপ্ত] হয় বলিয়া ইহাকে পরিসর্পও কহিয়া থাকে। ৪। বিসর্প রোগ সপ্তবিধ। সপ্তধাতু ইহার আশ্রয়। ইহা পৃথক্ পৃথক্ বাতাদি-জনিত তিন প্রকার; মিলিত বাতাদি ত্রিদোষজনিত এক প্রকার;

বাতিকঃ পৈত্তিকশ্চৈব কফজঃ সান্নিপাতিকঃ।
চত্বার এতে বীসর্পা বক্ষ্যন্তে দ্বন্দ্বজাস্ত্রয়ঃ॥
আগ্নেয়ো বাতপিত্তাভ্যাং গ্রন্থ্যাখ্যঃ কফবাতজঃ
যস্তু কর্দ্দমকো ঘোরঃ স পিত্তকফসম্ভবঃ॥ ৫
রক্তং লসীকা ত্বঙ্মাংসং দূষ্যং দোষাস্ত্রয়ো মলাঃ
বিসর্পাণাং সমুৎপত্তৌ বিজ্ঞেয়াঃ সপ্ত ধাতবঃ॥৬
লবণাম্লকটূষ্ণানাং রসানামতিসেবনম্।
দধ্যম্লমস্তুশুক্তানাং সুরাসৌবীরকস্য চ॥
ব্যাপন্নবহুমদ্যোষ্ণরাগষাড়বসেবনাৎ।
শাকানাং হরিতানাঞ্চ সেবনাচ্চ বিদাহিনাম্॥
কূর্চ্চিকানাং কিলাটানাং সেবনান্মন্দকস্য চ।
দধ্নঃ শাণ্ডাকিপূর্ব্বাণামাস্রুতানাঞ্চ সেবনাৎ॥
তিলমাষকুলত্থানাং তৈলানাং পৈষ্টিকস্য চ।
গ্রাম্যানূপৌদকানাঞ্চ মাংসানাং লশুনস্য চ॥
প্রক্লিন্নানামসাত্ম্যানাং বিরুদ্ধানাঞ্চ সেবনাৎ।
অত্যাদানাদ্দিবাস্বপ্নাদজীর্ণাধ্যশনাৎ ক্ষতাৎ॥
বধবন্ধপ্রপতনাদ্ঘর্ম্মকর্ম্মাতিসেবনাৎ।
বিষবাতাগ্নিদোষাচ্চ বিসর্পাণাং সমুদ্ভবঃ॥ ৭
এতৈর্নিদানৈর্ব্যামিশ্রৈঃ কুপিতা মারুতাদয়ঃ।
দূষ্যং সন্দূষ্য রক্তাদি বিসর্পন্ত্যহিতাশিনাম্॥
বহিঃশ্রিতঃ শ্রিতশ্চান্তস্তথা চোভয়সংশ্রিতঃ।
বিসর্পো বলমেতেষাং জ্ঞেয়ং গুরু যথোত্তরম্
বহির্ম্মার্গাশ্রিতং সাধ্যমসাধ্যমুভয়াশ্রিতম্।
বীসর্পং দারুণং বিদ্যাৎ সুকৃচ্ছ্রন্ত্বন্তরাশ্রয়ম্॥ ৮
অন্তঃ প্রকুপিতা দোষা বিসর্পন্ত্যন্তরাশ্রয়ে।
বহির্বহিঃ প্রকুপিতাঃ সর্ব্বত্রোভয়সংশ্রিতাঃ॥ ৯
মর্ম্মোপঘাতাৎ সম্মোহাদয়নানাং বিঘট্টনাৎ।
তৃষ্ণাতিযোগাদ্বেগানাং বিষমঞ্চ প্রবর্ত্তনাৎ।
বিদ্যাদ্বিসর্পমন্তর্জমাশু চাগ্নিবলক্ষয়াৎ॥ ১০
অতো বিপর্য্যয়াদ্বাহ্যমন্যৈর্বিদ্যাৎ স্বলক্ষণৈঃ॥ ১১

বাতিক, পৈত্তিক, কফজ ও সান্নিপাতিক এই চারি প্রকার; বাতপিত্তজ ও কফবাতজ এই দুই প্রকার এবং সপ্তম প্রকার পিত্তশ্লেষ্মজ। বাতপিত্তজ বিসর্পকে আগ্নেয় কফবাতজ বিসর্পকে গ্রন্থি এবং পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্পকে কর্দ্দমক কহে। [কর্দ্দমক বিসর্প অতি ভয়ানক]। ৫। বিসর্পরোগে রক্ত, লসীকা, ত্বক্ ও মাংস এই চারিটী দূষ্য এবং বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ। এই সপ্তধাতু বিসর্পের আভ্যন্তর উৎপত্তির কারণ। ৬। লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ রস, দধি, অম্ল মস্তু, শুক্ত, সুরা ও সৌবীরক; দূষিত তীক্ষ্ণ মদ্য ও দূষিত রাগষাড়ব; শাক, হরিতক ও বিদাহী দ্রব্য, কূর্চ্চিকা, কিলাট ও মন্দক দধি; দধি ও শাণ্ডাকি প্রভৃতি আসব; তিল, মাষকলায়, কুলত্থ ও কুল; তৈল ও পিষ্টক দ্রব্য; গ্রাম্য, আনূপ ও ঔদক মাংস এবং লশুন ও ক্লিন্ন, অসাত্ম্য ও বিরুদ্ধ অন্ন; এই সমুদায়ের অতিসেবন; অতিশয় আদান (পোষণ), দিবানিদ্রা, অজীর্ণ ও অধ্যশন; ক্ষত, বধ, বন্ধন ও পতন; রৌদ্র ও পরিশ্রমের অতিসেবন এবং বিষ, বায়ুদোষ ও অগ্নিদোষ হেতু বিসর্পদিগের উৎপত্তি হয়। ৭। এই সকল বিমিশ্র নিদান দ্বারা অহিতভোজীদিগের বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া রক্তাদি দূষ্যদিগকে দূষিত করিয়া বিসর্পিত হয়। বিসর্পরোগ শরীরের বহিঃ বা অন্তঃ বা অন্তর্ব্বহিঃ উভয়ই আশ্রয় করিয়া থাকে [কখন কখন বিসর্প হঠাৎ বহির্দ্দেশে লুপ্ত হইয়া হৃদয়কে আক্রমণপূর্ব্বক প্রাণ সংহার করে]। বহিরাশ্রিত বিসর্প অপেক্ষা অন্তরাশ্রিত এবং অন্তরাশ্রিত বিসর্প অপেক্ষা উভয়াশ্রিত বিসর্প বলবান্। বহিরাশ্রিত বিসর্প সাধ্য, উভয়াশ্রিত অসাধ্য এবং অন্তরাশ্রিত বিসর্প দারুণ ও কৃচ্ছ্রসাধ্য। ৮। অন্তরাশ্রিত বিসর্পে দোষ সকল অন্তরে প্রকুপিত [বিসর্পিত] হয়। বহিরাশ্রিত বিসর্পে দোষ সকল বাহিরে প্রকুপিত হয় এবং উভয়াশ্রিত বিসর্পে অন্তর ও বাহিরে বিসর্পিত হইয়া থাকে। ৯। অন্তরাশ্রিত বিসর্পে হৃদয়াদি মর্ম্মের উপঘাত, মূত্রপথ প্রভৃতি পথসমূহের বিঘটন, তৃষ্ণার আতিশয্য, মলমূত্রাদি বেগের বিবদ্ধভাবে নিঃসরণ এবং অগ্নির বলক্ষয় হইয়া থাকে। ১০। বাহ্য বিসর্পে এই সকল লক্ষণ থাকে না;

যস্য লিঙ্গানি সর্ব্বাণি বলবদ্‌যস্য কারণম্।
যস্য চোপদ্রবাঃ কষ্টা মর্ম্মগো যস্য হন্তি সঃ॥ ১২
রুক্ষোষ্ণৈঃ কেবলো বায়ুঃ পূরণৈর্বা সমাচিতঃ।
প্রদুষ্টো দূষয়ন্ দূষ্যং বিসর্পতি যথাবলম্॥ ১৩
তস্য স্বরূপাণি।

ভ্রমদবথুপিপাসানিস্তোদশূলাঙ্গমর্দ্দোদ্বেষ্টন-কম্পজ্বর-তমক-কাসাস্থিসন্ধিভেদ-বিশ্লেষণবেপনারোচকা-বিপাকাশ্চক্ষুষোরাকুলত্বমস্রাগমনং-পিপীলিকাসঞ্চার ইব চাঙ্গেষু যস্মিংশ্চাবকাশে বিসর্পো বিসর্পতি সোঽবকাশঃ শ্যাবারুণাবভাসঃ শ্বয়থুমান্ নিস্তোদভেদশূলায়াসসঙ্কোচ-হর্ষস্ফুরণৈরতিমাত্রং প্রপীড্যতে। অনুপক্রান্তশ্চোপচীয়তে শীঘ্রং ভেদৈঃ স্ফোটকৈস্তনুভিররুণাভৈঃ শ্যাবৈর্বা তস্যবিশদারুণাল্পস্রাবৈ-বিবদ্ধবাতমূত্রবর্চ্চস্তানি নিদানোক্তানি চাস্য নোপশেরতে বিপরীতানি চোপশেরত ইতি বাতবিসর্পঃ॥ ১৪

পিত্তমুষ্ণোপচারাদি-বিদাহ্যশনৈশ্চিতম্।
দূষ্যং সন্দূষ্য মার্গাংশ্চ পূরয়ন্ বৈ বিসর্পতি॥ ১৫

তস্য রূপাণি জ্বরস্তৃষ্ণামূর্চ্ছা মোহশ্ছর্দ্দিররোচকোঽঙ্গভেদঃ স্বেদোঽতিমাত্রমন্তর্দ্দাহঃ প্রলাপঃ শিরোরুক্ চক্ষুষোরাকুলত্বমস্বপ্নমরতির্ভ্রমঃ শীতবাতবারিতর্ষোঽতিমাত্রং হরিতনেত্রমূত্রবর্চ্চস্ত্বক্ তেষাং হরিতহারিদ্ররূপদর্শনং যস্মিংশ্চাবকাশে বিসর্পোঽনুসর্পতি সোঽবকাশস্তাম্রহরিতহারিদ্রনীলকৃষ্ণরক্তানাং বর্ণানামন্যতমং পশ্যতি। সোৎসেধৈশ্চাতিমাত্রং দাহসম্বেদনপরীতৈঃ স্ফোটকৈরুপচীয়তে তুল্যবর্ণাস্রাবৈরচিরপাকৈর্নিদানোক্তানি নোপশেরতে বিপরীতানি চোপশেরত ইতি পিত্তবিসর্পঃ॥১৬

উহার লক্ষণ স্বতন্ত্র (অর্থাৎ বেদনা জ্বর প্রভৃতি হইয়া থাকে)। ১১। বলবান্ কারণ হইতে উৎপন্ন, সর্ব্বলক্ষণযুক্ত উপদ্রবসমন্বিত মর্ম্মাশ্রিত বিসর্প প্রাণনাশক। ১২। অনন্তর বাত বিসর্পের বিবরণ করা হইতেছে। রুক্ষোষ্ণ ভোজন বা অতিভোজন হেতু বায়ু সঞ্চিত ও প্রদুষ্ট হইয়া দূষ্যদিগকে দূষিত করিয়া যথাবল শরীরে বিসর্পিত হয়। ১৩। বাতবিসর্পের রূপ যথা,—ভ্রম, দবথু (ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বালা), পিপাসা, নিস্তোদ (সূচীবেধবৎ পীড়া), শূল, অঙ্গমর্দ্দ, উদ্বেষ্টন (মোচড়ান), কম্প, জ্বর, তমক, কাস, অস্থিভেদ, সন্ধিভেদ, অস্থিবিশ্লেষণ, সন্ধিবিশ্লেষণ, কম্প, অরুচি, অবিপাক, চক্ষুর্দ্বয়ে আকুলতা ও রক্তাগম এবং অঙ্গসমূহে পিপীলিকাসঞ্চারের ন্যায় বোধ হয়। যে স্থানে বিসর্প বিসর্পণ করে, সেই স্থান শ্যাবারুণবর্ণ ও শোথযুক্ত হয় এবং সেই স্থানে নিস্তোদ, ভেদ, শূল, আয়াম (যেন টানিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ), সঙ্কোচ (সেটে ধরার ন্যায় বোধ), হর্ষ (শিড় শিড়) ও স্ফুরণ (ঝিলিক) হওয়াতে অতিমাত্র যাতনা হইয়া থাকে। সত্বর চিকিৎসা না [illegible] শ্যাব বর্ণ বিস্ফোট সকল ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। পাতলা, অপিচ্ছিল, অরুণ ও অল্প অল্প স্রাব নির্গত হয়। বাত, মূত্র ও বিষ্ঠার বিবন্ধ হয়। আর নিদানোক্ত দ্রব্য দ্বারা অনুপশয় ও তদ্বিপরীত দ্রব্য দ্বারা আরাম বোধ হয়। ১৪

ইতি বাতবিসর্প।

উষ্ণ উপচারাদি বিদাহী দ্রব্য ও অন্নভোজন দ্বারা পিত্ত সঞ্চিত হইয়া রক্তাদি দোষদিগকে দূষিত করে এবং স্রোতঃসমূহকে পূর্ণ করিয়া বিসর্প উৎপাদন করিয়া থাকে। ১৫। পিত্তবিসর্পের রূপ যথা;—জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মোহ, বমি, অরুচি, অঙ্গভেদন, ঘর্ম্ম, অতিমাত্র অন্তর্দ্দাহ, প্রলাপ, শিরঃশূল, চক্ষুর্দ্বয়ের আকুলতা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, ভ্রম, শীতবায়ু ও শীতবারির অতিশয় আকাঙ্ক্ষা এবং নেত্র, মূত্র, মল ও ত্বকের হরিতবর্ণতা হয়। রোগী সমস্ত বস্তু হরিত ও পীত নিরীক্ষণ করে। আর বিসর্পের বিচরণস্থান তাম্র, হরিত, হরিদ্রা, নীল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণের অন্যতম বর্ণ ধারণ করে। পিত্তজনিত বিসর্প সকল অতিমাত্র উন্নত এবং দাহ ও বেদনাযুক্ত স্ফোটকসমূহে ব্যাপ্ত

স্বাদ্বম্ললবণস্নিগ্ধগুর্ব্বন্নস্বপ্নসঞ্চিতঃ।
কফঃ সন্দূষয়ন্ দূষ্যান্ কৃচ্ছ্রমঙ্গে বিসর্পতি॥ ১৭

তস্য রূপাণি শীতকঃ শীতকজ্বরো গৌরবং নিদ্রা তন্দ্রারোচকো মধুরাস্যত্বমাস্যোপলেপো নিষ্ঠীবিকা ছর্দ্দিরালস্যং স্তৈমিত্যমগ্নিনাশো দৌর্ব্বল্যং যস্মিংশ্চাবকাশে বিসর্পতি সোঽবকাশঃ শ্বয়থুমান্ পাণ্ডুমান্ নাতিরক্তস্নেহঃ সুপ্তিস্তম্ভগৌরবৈরন্বিতোঽল্পবেদনঃ কৃচ্ছ্রপাকৈশ্চিরকারিভিঃ বহুলত্বগুপলেপৈঃ স্ফোটৈঃ শ্বেতপাণ্ডুভিরনুবধ্যতে প্রভিন্নস্তু শ্বেতং পিচ্ছিলং তন্তুমদ্ঘনমনুবন্ধং স্নিগ্ধমাস্রাবং স্রবত্যূর্দ্ধঞ্চ গুরুভিঃ স্নিগ্ধৈর্জলাবতত্তৈঃ স্নিগ্ধৈর্বহুলত্বগুপলেপৈশ্চ ব্রণৈরনুবধ্যতেঽনুষঙ্গী শ্বেতনখনয়নবদনত্বঙ্মূত্রবর্চ্চস্ত্বানি নিদানোক্তানি নোপশেরতে বিপরীতানি চোপশেরত ইতি শ্লেষ্মবীসর্পঃ॥ ১৮

বাতপিত্তং প্রকুপিতমতিমাত্রং স্বহেতুভিঃ।
পরস্পরং লব্ধবলং দহদ্গাত্রং বিসর্পতি॥ ১৯

তদুপতাপাদাতুরঃ সর্ব্বশরীরমঙ্গারৈরিবাকীর্য্যমাণং মন্যতে। ছর্দ্যতীসারমূর্চ্ছাদাহ-মোহজ্বরতমকারোচকাস্থিসন্ধিভেদ-তৃষ্ণাবিপাকাঙ্গভেদাদিভিশ্চাভিভূয়তে। যং যং চাবকাশং বিসর্পোঽনুসর্পতি সোঽবকাশঃ শান্তাঙ্গারপ্রকাশোঽতিরিক্তো বা ভবত্যগ্নিদগ্ধপ্রকারৈশ্চ স্ফোটৈরুপচীয়তে। স শীঘ্রগত্বাদাশ্বেব মর্ম্মানুসারী ভবতি মর্ম্মাণি চোপতপ্তপবনোঽতিবলো ভিনত্ত্যঙ্গান্যতিমাত্রং প্রমোহয়তি সংজ্ঞাং হিক্কাশ্বাসৌ জনয়তি নাশয়তি নিদ্রাম্। স নষ্ট-

---

হয়। আর ইহার স্রাব ইহার তুল্যবর্ণ হয়। ইহার পাক অতি শীঘ্র হয় এবং নিদানোক্ত দ্রব্য দ্বারা অনুপশয় ও তদ্বিপরীত দ্রব্য দ্বারা আরাম বোধ হয়। ১৬

ইতি পিত্তবিসর্প।

অনন্তর কফজ বিসর্পের বিবরণ বলা হইতেছে। স্বাদু, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ, গুরু ও অন্নদ্রব্য এবং নিদ্রার অতিসেবন বশতঃ কফ সঞ্চিত হইয়া রক্তাদি দূষ্যদিগকে দূষিত করে এবং কষ্টকর হইয়া শরীরে বিসর্পিত হয়।১৭। কফজ বিসর্পের রূপ যথা ;—কফজ বিসর্পে শীত, শীতজ্বর, গুরুতা, নিদ্রা, তন্দ্রা, অরুচি, মধুরাস্যতা, মুখের লিপ্ততা, নিষ্ঠীবন, বমি, আলস্য, স্তিমিততা, অগ্নিনাশ ও দৌর্ব্বল্য হয়। বিসর্পস্থান শোথযুক্ত, পাণ্ডু ও অতিশয় রক্তবর্ণ (পরিধি রক্ত ও অভ্যন্তর পাণ্ডুবর্ণ), অতি স্নিগ্ধ, সুপ্তি, স্তম্ভ ও গৌরবযুক্ত ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট হয়। আর কৃচ্ছ্রপাক বিলম্বকারী ত্বগুপলেপবহুল (যাহাতে ত্বকের অত্যন্ত লিপ্ততা হয়) শ্বেতপাণ্ডু স্ফোটকসমূহে ব্যাপ্ত হয়। বিসর্পস্থান প্রভিন্ন হইলে শ্বেত, পিচ্ছিল, তন্তুযুক্ত, ঘন, অনুবন্ধ (সর্ব্বদা বর্ত্তমান) ও স্নিগ্ধ স্রাব নির্গত হয়। বিসর্পের উপরিভাগে গুরু স্নিগ্ধ জলব্যাপ্ত ত্বগুপলেপ বহুল ক্ষতসমূহের অনুবন্ধ হয়। আনুষঙ্গিক নখ নয়ন বদন ত্বক্ মূত্র ও বিষ্ঠার শ্বেতবর্ণতা হয়, নিদানোক্ত দ্রব্যসেবনে বিসর্পের অনুপশয় ও তদ্বিপরীত সেবনে আরাম বোধ হয়। ১৮

ইতি শ্লেষ্মবীসর্প।

অথ বাতপিত্তজ বিসর্প। বাত ও পিত্ত নিজ নিজ কারণে অত্যন্ত কুপিত হইয়া পরস্পর লব্ধবল হয় এবং গাত্রকে দাহ করিতে করিতে বিসর্পিত হইয়া থাকে। ১৯। বাতপিত্তজ বিসর্পের উপতাপ হেতু সর্ব্বশরীর জলন্ত অঙ্গারে আকীর্য্যমাণ বলিয়া বোধ হয়। বমি, অতিসার, মূর্চ্ছা, দাহ, মোহ, জ্বর, তমক, অরুচি, অস্থিভেদ, সন্ধিভেদ, তৃষ্ণা, অবিপাক ও অঙ্গভেদাদি উপদ্রবে অভিভূত হইতে হয়। বিসর্পস্থান নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বা তদপেক্ষাও কৃষ্ণবর্ণ হয়। আর অগ্নিদগ্ধের ন্যায় (অগ্নিদগ্ধের ফোস্কার ন্যায়) আকারবিশিষ্ট স্ফোটকসমূহে ব্যাপ্ত হয়। এই বীসর্প শীঘ্রগতি বলিয়া শীঘ্রই মর্ম্মস্থানসমূহের অনুসরণ করে। আর মর্ম্মস্থানে বায়ুর সন্তাপ অধিক হয় বলিয়া অতিমাত্রায় অঙ্গ সকল ভেদ, সংজ্ঞানাশ, হিক্কা, শ্বাস উৎ-

নিদ্রঃ প্রমূঢ়সংজ্ঞো ব্যথিতচেতা ন কচন সুখমুপলভতে অরতিপরীতঃ স্থানাদাসনাৎ শয্যাং ক্রান্তমিচ্ছতি ক্লিষ্টভূয়িষ্ঠশ্চাশু নিদ্রাং ভজত্যবলো দুঃখপ্রবোধশ্চ। তমেবংবিধমগ্নিবীসর্পপরীতমচিকিৎস্যং বিদ্যাৎ॥ ২০

কফপিত্তং প্রকুপিতং বলবৎ যেন হেতুনা।
বিসর্পত্যেকদেশস্থং প্রক্লেদয়তি দেহিনঃ॥ ২১

তদ্বিকারাঃ—শীতজ্বরঃ শিরোগুরুত্বং দাহঃ স্তৈমিত্যমঙ্গাবসাদনং নিদ্রাতন্দ্রা মোহোঽন্নদ্বেষঃ প্রলাপোঽগ্নিনাশো দৌর্ব্বল্যমস্থিভেদো মূর্চ্ছা পিপাসা স্রোতসাং প্রলেপো জাড্যমিন্দ্রিয়াণামামোপবেশনম্ অঙ্গবিক্ষেপোঽঙ্গমর্দ্দোঽরতিরৌৎসুক্যঞ্চোপজায়তে প্রায়শ্চামাশয়ে বিসর্পত্যেকদেশগ্রাহী যস্মিংশ্চাবকাশে বিসর্পতি লোহবকাশো রক্তপীতপাণ্ডুপীড়কাপ্রকীর্ণ ইব মেচকাভঃ কালো মলিনঃ স্নিগ্ধো বহূষ্মা গুরুঃ স্তিমিতবেদনঃ শ্বয়থুমান্ গম্ভীরপাকঃ নিরাস্রাবঃ শীঘ্রক্লেদঃ স্বিন্নক্লিন্নপূতিমাংসত্বক্ ক্রমেণাল্পরুক্ পরামৃষ্টোঽবদীর্য্যতে কর্দ্দম ইবাবপীড়িতোঽঙ্গুলন্তরং প্রযচ্ছত্যুপক্লিন্নপূতিমাংসত্যাগী শিরাস্নায়ুসন্দর্শী কুণপগন্ধী চ ভবতি সংজ্ঞাস্মৃতিহর্ত্তা চ। তং কর্দ্দমবিসর্পপরীতমচিকিৎস্যং বিদ্যাৎ॥ ২২

স্থিরগুরুকঠিনমধুরশীতস্নিগ্ধান্নপানাভিষ্যন্দিসেবিনামব্যায়াম—সেবিনামপ্রতিকর্ম্ম—শালিনাং শ্লেষ্মা বায়ুশ্চ প্রকোপমাপদ্যতে তাবুভৌ দুষ্টপ্রবৃদ্ধৌ অতিবলৌ প্রদূষ্য দূষ্যং বিসর্পায় কল্পতে। তত্র বায়ুঃ শ্লেষ্মণা বিবদ্ধমার্গস্তমেব

পাদন ও নিদ্রানাশ করে। রোগী এইরূপে নষ্টনিদ্র, হতচৈতন্য ও ব্যথিতচেতা হওয়াতে কোন কথাতেই প্রবোধ মানিতে চায় না। সে অস্থির হইয়া স্থান, আসন ও শয্যা পরিবর্ত্তন করিতে চাহে। পরে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও নিদ্রা প্রাপ্ত হয়। তখন আর জাগৃত করা কঠিন হইয়া থাকে [অথবা ডাকিয়া সাড়া পাওয়া যায় না]। রোগী এইরূপ অগ্নিবিসর্পে অভিভূত হইলে অচিকিৎস্য হইয়া থাকে। ২০।

অথ কফপিত্তজ বীসর্প যথা।—কফ ও পিত্ত স্ব স্ব কারণে কুপিত হইয়া পরস্পর বলবৎ হয় এবং দেহীদিগকে ক্লেদিত করিয়া শরীরের একদেশে বিসর্পিত হইয়া থাকে। ২১।

কফপিত্তজ বিসর্পের উপদ্রব যথা।—এই বিসর্পে শীতজ্বর, শিরোগুরুতা, দাহ, স্তৈমিত্য, অঙ্গাবসাদ,নিদ্রা, তন্দ্রা, মোহ, অন্নদ্বেষ প্রলাপ, অগ্নিনাশ, দৌর্ব্বল্য, অস্থিভেদ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, স্রোতঃসমূহের লিপ্ততা, ইন্দ্রিয়সমূহের জড়তা, আমনির্গম, অঙ্গবিক্ষেপ, অঙ্গমর্দ্দ, অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে। [illegible] আমাশয়ের ([illegible] আশয় বাত-পিত্তের আস্তে বিসর্পিত হইতে থাকে। বিসর্পস্থান রক্তপীত পাণ্ডুবর্ণ পীড়কাসমূহে আকীর্ণ হয় এবং মেচকবর্ণ, কৃষ্ণ, মলিনবর্ণ, স্নিগ্ধ, অতিশয় উষ্ণ, গুরু, স্থিরবেদনাযুক্ত, শোথযুক্ত, গম্ভীরপাক, স্রাবশূন্য ও শীঘ্র শীঘ্র ক্লেদযুক্ত হয়। সেই স্থানের মাংস ও ত্বক্ স্বিন্ন, ক্লিন্ন ও পূতি গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। ক্রমে যাতনা অল্প হইয়া আইসে। সেই স্থান পীড়ন করিলে বিদীর্ণ হয়, অতিশয় পীড়ন করিলে উহার মধ্যে কর্দ্দমের ন্যায় অঙ্গুলি বসিয়া যায়। ক্রমে ঐ স্থান হইতে ক্লিন্ন পূতিমাংস নির্গত হইতে থাকে। শিরা ও স্নায়ু বাহির হইয়া পড়ে। শ্মশানগন্ধের ন্যায় গন্ধ বাহির হয়; সংজ্ঞা ও স্মৃতির লোপ হয়। এই বিসর্পের অপর নাম কর্দ্দমবিসর্প। ইহা অচিকিৎস্য জানিবে। ২২।

অনন্তর কফবাতজ গ্রন্থিনামক বিসর্পের বিবরণ করা হইতেছে।—স্থির, গুরু, কঠিন, মধুর, শীতল ও স্নিগ্ধ অন্নপান, অভিষ্যন্দিদ্রব্যসেবন; শারীরিক পরিশ্রমের অভাব; সঞ্চিতদোষসমূহ সংশোধন না করা; এই সকল কারণে শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রকোপ প্রাপ্ত হয় এবং উভয়ে দুষ্ট, প্রবৃদ্ধ ও অতি বলবান্ হইয়া রক্তাদি দূষ্যদিগকে দূষিত করে; তাহাতেই

শ্লেষ্মাণমনেকধা ভিন্দন্ ক্রমেণ গ্রন্থিমালাং কৃচ্ছ্রপাকসাধ্যাং কক্ষাশয়ে সঞ্জনয়ত্যুৎসন্নরক্তস্য বা প্রদূষ্য রক্তং শিরাস্নায়ুমাংসত্বগাশ্রিতং গ্রন্থিবিসর্পং কুরুতে। তীব্ররুজা গ্রন্থীনাং স্থূলানামণূনাং দীর্ঘবৃত্তরক্তানাং তদুপতাপাজ্জ্বরাতীসার-কাস-হিক্কাশ্বাসশোষপ্রমেহবৈবর্ণ্যারোচকাবিপাক-ছর্দ্দিমূর্চ্ছাঙ্গভঙ্গনিদ্রারতি-সংসদনাদ্যাঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যুপদ্রবাস্তৈরুপক্রান্তঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং বিষয়মতিপতিতো বিবর্জ্জনীয়ো ভবতীতি গ্রন্থিবিসর্পঃ। ২৩

উপদ্রবস্তু খলু রোগোত্তরকালজো রোগাশ্রয়ো রোগ এব স্থূলোঽণুর্বা রোগাৎ পশ্চাজ্জায়ত ইত্যুপদ্রবসংজ্ঞঃ। তত্র প্রধানো ব্যাধির্ব্যাধেগুণীভূত উপদ্রবস্তস্য প্রায়ঃ প্রধানপ্রশমে প্রশমো ভবতি। স তু পীড়াকরতরো ভবতি ইতি পশ্চাদুৎপদ্যমানো ব্যাধিঃ পরিক্লিষ্টশরীরত্বাৎ তস্মাদুপদ্রবং ত্বরমাণোঽভিবাধেত। ২৪

সর্ব্বায়তনসমুত্থং সর্ব্বলিঙ্গব্যাপিনং সর্ব্বধাত্বনুসারিণমাশুকারিণং মহাত্যয়িকমিতি সন্নিপাতবিসর্পমচিকিৎস্যং বিদ্যাৎ। ২৫

তত্র বাতপিত্তশ্লেষ্মনিমিত্তা বিসর্পাস্ত্রয়ঃ সাধ্যা ভবন্ত্যগ্নিকর্দ্দমাখ্যৌ পুনরনুপসৃষ্টে মর্ম্মণি অনুপহতে বা শিরাস্নায়ুমাংসক্লেদে সাধারণক্রিয়াভিরুপায়ৈঃ তাবেবাভ্যস্যমানৌ প্রশান্তিমাপদ্যেয়াতামনাদরোপক্রান্তং পুনস্তয়োরন্যতরো হন্যাৎ দেহমাশ্বেবাশীবিষবৎ। ২৬

তথা গ্রন্থিবিসর্পমজাতোপদ্রবমারভেত চিকিৎসিতুমুপদ্রবোপক্রান্তমেনং পরিহরেৎ। সন্নিপাতজং সর্ব্বধাত্বনুসারিত্বাদাশুকারিত্বাদ্বিরুদ্ধোপক্রমত্বাচ্চাসাধ্যং বিদ্যাৎ। ২৭

বিসর্পে বায়ু শ্লেষ্মকর্ত্তৃক বিবদ্ধমার্গ হইয়া সেই শ্লেষ্মাকেই অনেকধা ভিন্ন করিয়া থাকে এবং কক্ষাশয়ে কৃচ্ছ্রপাক কৃচ্ছ্রসাধ্য গ্রন্থিমালা উৎপাদন করে। অথবা বায়ু ও শ্লেষ্মা কুপিতরক্ত ব্যক্তির রক্তকে দূষিত করিয়া শিরা, স্নায়ু, মাংস ও ত্বকে গ্রন্থি [পাশ্চাত্য ভাষায় গ্রন্থিকে ক্যান্সর কহিয়া থাকে] বিসর্প উৎপাদন করে। গ্রন্থিসমূহের যাতনা অতিশয় তীব্র। গ্রন্থি সকল স্থূল, সূক্ষ্ম, দীর্ঘ, বৃত্ত ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। গ্রন্থিদিগের উপতাপ হেতু জ্বর অতিসার, কাস, হিক্কা, শ্বাস, শোষ, প্রমেহ, বৈবর্ণ্য, অরুচি, অবিপাক, বমি, মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ, নিদ্রা, অস্থিরতা, অবসাদ প্রভৃতি উপদ্রব প্রাদুর্ভূত হয়। এই সকল উপদ্রবে উপক্রান্ত হইলে রোগী বমনাদি সর্ব্বকর্ম্মের অতীত হইয়া থাকে; অতএব গ্রন্থিবিসর্প প্রত্যাখ্যানের যোগ্য। ২৩। সম্প্রতি রোগ ও উপদ্রবের (উপসর্গের) বিভিন্নতা নিরূপণ করা হইতেছে।—রোগের পর রোগকে আশ্রয় করিয়া উপদ্রব উৎপন্ন হয়। উহা রোগই। উহা স্থূল বা অণু আকারে রোগের পশ্চাৎ জন্মে, এই জন্য উহার উপদ্রব সংজ্ঞা হয়। এ স্থলে রোগই প্রধান এবং উপদ্রব রোগের গুণীভূত। প্রায়ই রোগের প্রশমে উপদ্রবের প্রশম হইয়া থাকে। এই ব্যাধি শরীরের পরিক্লেশবশতঃ পশ্চাৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহা মূলব্যাধি হইতেও অধিকতর পীড়াকর। অতএব ত্বরাপূর্ব্বক উপসর্গশান্তি করিবে। ২৪। অনন্তর সান্নিপাতিক বিসর্পের বিবরণ করা হইতেছে।—ত্রিদোষের নিদান হইতে উৎপন্ন ত্রিদোষ-লক্ষণযুক্ত, সর্ব্বধাতুর অনুসরণকারী মহান্ আত্যয়িক সান্নিপাতিক বিসর্প অচিকিৎস্য জানিবে। ২৫। বিসর্পদিগের মধ্যে বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ এই তিন বিসর্প সাধ্য। আর আগ্নেয় ও কর্দ্দমনামক বিসর্প মর্ম্মস্থানসমূহের সহিত সংসৃষ্ট না হইলে অথবা শিরা, স্নায়ু, মাংস ও ক্লেদ বিকৃত না করিলে ফেলিলে, তত্তদ্-দোষনাশক সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু [illegible] যত্নের সহিত চিকিৎসিত না হইলে উহাদের যে কোনটী হউক আশীবিষের ন্যায় [illegible] বধ করিয়া থাকে। ২৬। এইরূপ গ্রন্থিবিসর্প উপদ্রবযুক্ত না হইলে উহার চিকিৎসা [illegible] করিবে। কিন্তু উপদ্রবযুক্ত হইলে [illegible]

তত্র সাধ্যানাং সাধনমনুব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২৮
লঙ্ঘনোল্লেখনে শস্তে তিক্তকানাঞ্চ সেবনম্।
কফস্থানগতে সামে রুক্ষশীতৈঃ প্রলেপয়েৎ ॥
পিত্তস্থানগতেঽপ্যেতৎ সামে কুর্য্যাচ্চিকিৎ-
সিতম্।
শোণিতস্যাবসেকঞ্চ বিরেকঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৯
মারুতাশয়সম্ভূতেঽপ্যাদিতঃ স্যাদ্বিরূক্ষণম্।
রক্তপিত্তান্বয়েঽপ্যাদৌ স্নেহনং ন হিতং
মতম্ ॥ ৩০
বাতোল্বণে তিক্তঘৃতং পৈত্তিকে চ প্রশস্যতে।
লঘুদোষে মহাদোষে পৈত্তিকে স্যাদ্বিরেচনম্ ॥
ন ঘৃতং বহুদোষায় দেয়ং যন্ন বিরেচয়েৎ।
তেন দোষো হ্যুপস্তব্ধস্ত্বঙ্মাংসরুধিরং পচেৎ ॥
তস্মাদ্বিরেকমেবাদৌ শস্তং বিদ্যাদ্বিসর্পিণঃ।
রুধিরস্যাবসেকঞ্চ তদ্ধ্যস্যাশ্রয়সংজ্ঞিতম্ ॥
ইতি বীসর্পনুৎ প্রোক্তং সমাসেন
চিকিৎসিতম্ ॥ ৩১
এতদেব পুনঃ সর্ব্বং ব্যাসতঃ সম্প্রবক্ষ্যতে ॥ ৩২
মদনং মধুকং নিম্বং বৎসকস্য ফলানি চ।
বমনং সম্প্রদাতব্যং বীসর্পে কফপিত্তজে ॥ ৩৩
পটোলপিচুমর্দ্দাভ্যাং পিপ্পল্যা মদনেন চ।
বিসর্পে বমনং শস্তং তথা চেন্দ্রযবৈঃ সহ ॥ ৩৪
যাংশ্চ যোগান্ প্রবক্ষ্যামি কল্পেষু কফপিত্তিনাম্
বিসর্পিণাং প্রযোজ্যাস্তে দোষনির্হরণাঃ
পরম্ ॥ ৩৫
মুস্তনিম্বপটোলানাং চন্দনোৎপলয়োরপি।
শারিবামলকোশীরমুস্তানাং বা বিচক্ষণঃ ॥
পায়য়েত কষায়ান্ হি সিদ্ধান্ বীসর্প-
নাশনান্ ॥ ৩৬
কিরাততিক্তকং লোধ্রং দুরালভাং সচন্দনাম্।

করাই ভাল। সান্নিপাতিক বীসর্প সর্ব্বধাতুর অনুসরণকারী, আশুকারী ও বিরুদ্ধ-চিকিৎসিত বলিয়া অসাধ্য জানিবে। ২৭।

তন্মধ্যে সাধ্য বিসর্পদিগের চিকিৎসা বলিতেছি। ২৮। প্রথমতঃ সংক্ষেপে চিকিৎসার সূত্র বলা হইতেছে।—আমযুক্ত দোষ কফস্থানগত [আমাশয় প্রভৃতি স্থানগত] হইলে লঙ্ঘন, বমন ও তিক্তসেবন প্রশস্ত; আর বিসর্পস্থানে রুক্ষ ও শীতল বস্তুর প্রলেপ দিবে। সাম দোষ পিত্তস্থানগত হইলেও এইরূপ চিকিৎসা বিধেয়। বিশেষতঃ তৎকালে রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন প্রশস্ত। [চরকমতে আমাশয়েরই একদেশ পিত্তের প্রধান স্থান। বাগ্‌ভট-মতে গ্রহণী]। ২৯। যে সকল রোগে রক্তপিত্তের সম্বন্ধ আছে [যেমন রক্তাতিসার], সে সকল রোগ বায়ুস্থানসমুদ্ভূত [পক্বাশয় প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন] হইলেও প্রথমতঃ রুক্ষক্রিয়াই কর্ত্তব্য। সে স্থলে প্রথমতঃ অনুবাসনাদি স্নেহক্রিয়া হিতকর নহে। ৩০। বাতোল্বণ বিসর্প ও অল্পদোষ পৈত্তিক [illegible] তিক্তঘৃত প্রশস্ত। মহাদোষ পৈত্তিক [illegible] বিরেচন আবশ্যক। যে ঘৃত বিরে-[illegible] তাহা মহাদোষ-বিসর্প রোগীকে উপস্তব্ধ হইয়া ত্বক্, মাংস ও রুধিরের পাক উৎপাদন করে। অতএব বিসর্প-রোগীর সর্ব্ব প্রথমে বিরেচনই প্রশস্ত। [ইহাতে স্থির হইল যে, সর্ব্ববিধ বীসর্পেই প্রথমতঃ আবশ্যক] আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত। কারণ রক্তই বিসর্পের প্রধান আশ্রয়। এইরূপে সংক্ষেপে বিসর্পনাশক চিকিৎসা বলা হইল। ৩১। এই চিকিৎসাই আবার বিস্তারপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিতেছি। ৩২। কফপিত্তজ বিসর্পে মদনফল, যষ্টিমধু, নিম ও ইন্দ্রযবের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। ৩৩। বিসর্পে বমন দিতে হইলে, পলতা, নিম, পিপুল, ময়নাফল ও ইন্দ্রযবের কাথ প্রয়োগ করিবে। ৩৪। কফপিত্তদিগের দোষনিঃসারণার্থ কল্পস্থানে যে সকল যোগ ব্যাখ্যা করিব, সেই সকল দোষ-নিঃসারণ যোগ বিসর্পীদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ৩৫। মুতা, নিমছাল ও পলতা; রক্তচন্দন ও নীলোৎপল এবং অনন্তমূল, আমলকী, বেণার

নাগরং পদ্মকিঞ্জল্কমুৎপলং সবিভীতকম্।
মধুকং নাগপুষ্পঞ্চ দদ্যাদ্বীসর্পশান্তয়ে॥ ৩৭
প্রপুণ্ডরীকং মধুকং পদ্মকিঞ্জল্কমুৎপলম্।
নাগপুষ্পঞ্চ লোধ্রঞ্চ তেনৈব বিধিনা পিবেৎ॥
দ্রাক্ষাং পর্পটকং শুণ্ঠীং গুডূচীং ধন্বযাসকম্।
নিশাপর্য্যুষিতং দদ্যাৎ তৃষ্ণাবীসর্পশান্তয়ে॥ ৩৯
পটোলং পিচুমর্দ্দঞ্চ দার্ব্বীং কটুকরোহিণীম্।
যষ্ট্যাহ্বাং ত্রায়মাণাঞ্চ দদ্যাদ্বীসর্পশান্তয়ে॥ ৪০
পটোলাদিকষায়ং বা পিবেৎ ত্রিফলয়া সহ॥ ৪১
মসূরবিদলৈর্য্যুক্তং ঘৃতমিশ্রং প্রদাপয়েৎ।
পটোলপত্রমুদ্গানাং রসমামলকস্য চ॥
পায়য়েত্ত ঘৃতোন্মিশ্রং নরং বীসর্পপীড়িতম্॥ ৪২
যচ্চ সর্পির্মহাতিক্তং পিত্তকুষ্ঠনিবর্হণম্।
নির্দ্দিষ্টং তদপি প্রাজ্ঞো দদ্যাদ্বীসর্পশান্তয়ে॥
ত্রায়মাণাঘৃতং সিদ্ধং গৌল্মিকে যদুদাহৃতম্।
বিসর্পাণাং প্রশান্ত্যর্থং দদ্যাৎ তদপি
বুদ্ধিমান্॥ ৪৩
ত্রিবৃচ্চূর্ণং সমালোড্য সর্পিষা পয়সাপি বা।
ঘর্ম্মাম্বুনা বা সংযোজ্য মৃদ্বীকানাং রসেন বা।
বিরেকার্থং প্রযোক্তব্যং সিদ্ধং বীসর্প-
নাশনম্॥ ৪৪
ত্রায়মাণাশৃতং বাপি পয়ো দদ্যাদ্বিরেচনম্॥ ৪৫
ত্রিফলারসসংযুক্তং সর্পিস্ত্রিবৃতয়া সহ।
প্রয়োক্তব্যং বিরেকার্থং বীসর্পজ্বরনাশনম্॥ ৪৬
রসমামলকানাং বা ঘৃতমিশ্রং প্রদাপয়েৎ।
স এব গুরুকোষ্ঠায় ত্রিবৃচ্চূর্ণযুতো হিতঃ॥ ৪৭
দোষে কোষ্ঠগতে ভূয় এতৎ কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্
শাখাদুষ্টে তু রুধিরে রক্তমেবাদিতো হরেৎ॥
ভিষগ্বাতান্বিতং রক্তং বিষাণেনাভিনির্হরেৎ।
পিত্তান্বিতং জলৌকোভিঃ কফান্বিতমলা-
বুভিঃ॥ ৪৮
যথাসন্নং বিকারস্য ব্যধয়েদাশু বাসিনাম্।
ত্বঙ্মাংসস্নায়ুসংক্লেদো রক্তক্লেদাদ্ধি জায়তে॥ ৪৯

দৃষ্টফল। ৩৬। চিরেতা, লোধ, দুরালভা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, বিভীতকী, যষ্টিমধু ও নাগকেশর এই সকলের কাথ বিসর্পশান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে। ৩৭। পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, নাগকেশর ও লোধ ইহাদের কাথ সেই মত পান করিবে। ৩৮। দ্রাক্ষা, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ, গোলঞ্চ ও দুরালভা রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিবে। সেই জল তৃষ্ণাশান্তি ও বিসর্পশান্তি করিয়া থাকে। ৩৯। পলতা, নিম, দারুহরিদ্রা কটকী, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর লতার কাথ বিসর্পশান্তিকারক। ৪০। বিসর্পশান্তির জন্য পটোলাদি কষায় ত্রিফলার সহিত পান করিবে। ৪১। বিসর্পরোগীকে ঘৃতযুক্ত মসূরের রস অথবা পালতা, মুগ ও আমলকীর রস ঘৃতযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে। ৪২। কুষ্ঠাধিকারে পিত্তকুষ্ঠনাশক যে মহাতিক্তক ঘৃত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বিসর্পশান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে। আর গুল্মচিকিৎসায় যে ত্রায়মাণাঘৃতের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাও বিসর্পশান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে [উভয় ঘৃতই উৎকৃষ্ট বিরেচক]। ৪৩। বিসর্পনাশের জন্য বিরেচনার্থ তেউড়ীর চূর্ণ ঘৃতের সহিত, বা দুগ্ধের সহিত, বা উষ্ণজলের সহিত বা কিস্‌মিসের কাথের সহিত পান করাইবে। ৪৪। অথবা বিরেচনের জন্য বলাডুমুর-লতার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইবে। ৪৫। অথবা ত্রিফলার কাথ ও তেউড়ীচূর্ণের সহিত ঘৃত পান করাইবে। ইহাতে বিরেচন হইয়া বিসর্পের জ্বর নষ্ট হয়। ৪৬। অথবা আমলকীর রস ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রদান করিবে। আর সেই ঔষধই গুরুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে তেউড়ীচূর্ণের সহিত প্রদান করিবে। ৪৭। কোষ্ঠে দোষের আধিক্য থাকিলে এই চিকিৎসাই কর্ত্তব্য; কিন্তু রক্ত স্বস্থানে দুষ্ট হইলে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণই করিবে। চিকিৎসক বাতাশ্রিত রক্তকে শৃঙ্গ দ্বারা নিঃসারিত করিবেন। পিত্তাশ্রিত রক্তকে জলৌকা দ্বারা ও কফাশ্রিত রক্তকে অলাবু যন্ত্র দ্বারা মোক্ষণ করিবেন। ৪৮। বিসর্পের সমীপস্থ শিরাই ব্যধন করিবে। তাহা হইলে রক্তে

[illegible] সংস্তম্ভে দোষে ত্বঙ্মাংসসমাশ্রিতে।
[illegible] অল্পদোষাণাং ক্রিয়া বাহ্যা প্রবক্ষ্যতে॥ ৫০

উদুম্বরত্বঙ্মধুকং পদ্মকিঞ্জল্কমুৎপলম্।
নাগপুষ্পং প্রিয়ঙ্গুশ্চ প্রদেহঃ সঘৃতো হিতঃ॥৫১
ন্যগ্রোধপাদাস্তরুণাঃ কদলীগর্ভসংযুতাঃ।
বিসগ্রন্থিশ্চ লেপঃ স্যাচ্ছতধৌতঘৃতাপ্লুতঃ॥ ৫২
কালীয়ং মধুকং হেম রক্তচন্দনপদ্মকম্।
এলা মৃণালং কলিনী প্রলেপঃ স্যাদ্ ঘৃতাপ্লুতঃ॥ ৫৩
শাদ্বলঞ্চ মৃণালঞ্চ শঙ্খচন্দনমুৎপলম্।
বেতসস্য চ মূলানি প্রদেহঃ স্যাৎ সতণ্ডুলঃ॥৫৪
শারিবা পদ্মকিঞ্জল্কমুশীরং নীলমুৎপলম্।
মঞ্জিষ্ঠা চন্দনং লোধ্রমভয়া চ প্রলেপনম্॥ ৫৫

নলদঞ্চ হরেণুশ্চ লোধ্রং মধুকপদ্মকৌ।
দূর্ব্বা সর্জ্জরসশ্চৈব সঘৃতং স্যাৎ প্রলেপনম্॥ ৫৬
যাবকাঃ শক্তবশ্চৈব সর্পিষা সহ যোজিতাঃ।
প্রদেহো মধুকং বীরা সঘৃতা যবশক্তবঃ॥ ৫৭
বলামুৎপলশালুকং বীরামগুরুচন্দনম্।
কুর্য্যাদালেপনং বৈদ্যো মৃণালঞ্চ বিসান্বিতম্॥ ৫৮
যবচূর্ণং সমধুকং সঘৃতঞ্চ প্রলেপনম্॥ ৫৯
হরেণবো মসূরাশ্চ সমুদ্গাঃ শ্বেতশালয়ঃ।
পৃথক্ পৃথক্ প্রদেহাঃ স্যুঃ সর্ব্বে বা সর্পিষা সহ॥ ৬০
পদ্মিনী কর্দ্দমঃ শীতো মৌক্তিকং পিষ্টমেব বা।
শঙ্খঃ প্রবালঃ শুক্তির্বা গৈরিকো বা ঘৃতাপ্লুতঃ॥ ৬১
প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং বলা শালূকমুৎপলম্।
ন্যগ্রোধপত্রং মৃদ্বীকা সঘৃতং স্যাৎপ্রলেপনম্॥৬২
বিসানি চ মৃণালাশ্চ সঘৃতা চ কশেরুকা।

ক্লেদ জন্মিতে পারিবে না। বিসর্পরোগে রক্তে ক্লেদ জন্মিলেই ত্বক্, মাংস ও স্নায়ু সকল ক্লিন্ন হইয়া থাকে। ৪৯। এইরূপে বমন, বিরেচন, সংশমন ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা অন্তঃশরীর শুদ্ধ হইলে এবং দোষ ত্বক্ ও মাংসে আশ্রিত হইলে দোষের স্বল্পতা হইয়া থাকে। তখন যে সকল বাহ্যক্রিয়া [প্রলেপাদি] আবশ্যক হয়, তাহাই এক্ষণে বলা যাইতেছে। ৫০। যজ্ঞডুমুরের ছাল, যষ্টিমধু, পদ্মকিঞ্জল্ক, নীলোৎপল, নাগকেশর ও প্রিয়ঙ্গুকল্ক ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে হিতকর হয়। ৫১। নূতন বটের ঝুরি, কদলীগর্ভ (থোড়), মৃণালের (বেণার) মূল এবং শতধৌত ঘৃত এই সকল মিলিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ৫২। কালীয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, হেম (ধুতুরা), রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, ছোট এলাচ, বেণার মূল, ও প্রিয়ঙ্গুর কল্ক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ৫৩। দূর্ব্বা, বেণার মূল, শঙ্খচূর্ণ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, বেতসমূল ও [illegible] একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ৫৪। প্রলেপ দিবে। ৫৫। বেণার মূল, রেণুকা, লোধ, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, দূর্ব্বা ও ধুনা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ৫৬। যবশক্তু ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা যবশক্তু, ঘৃত, ক্ষীরকাকোলী যষ্টিমধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ৫৭। বেড়েলা, নীলোৎপল, শালুক, ক্ষীরকাকোলী, অগুরু, রক্তচন্দন ; অথবা বেণার মূল ও মৃণাল একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ৫৮। যবচূর্ণ ও যষ্টিমধুচূর্ণ ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিবে। রেণুকা, মসুর, মুগ ও শ্বেতশালি পৃথক্ পৃথক্ অথবা একত্র বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিবে। ৬০। শীতল পদ্মিনীকর্দ্দম (মৃণালমূলসংলগ্ন কর্দ্দম) অথবা জলের সহিত পিষ্ট মুক্তা বা ঘৃতের সহিত পিষ্ট শঙ্খ বা প্রবাল, বা শুক্তি বা গৈরিক প্রলেপ দিবে। ৬১। পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, বেড়েলা, শালুক, নীলোৎপল, বটপত্র ও কিসমিস্ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ৬২। বিস

শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ কন্দৌ ধৌতঘৃতা-
প্লুতৌ ॥ ৬৩
শৈবালং নলমূলানি গোজিহ্বা বৃষকর্ণিকা।
ইন্দ্রাণীশাকং সঘৃতং শিরীষত্বগ্বলাঘৃতম্ ॥ ৬৪
ন্যগ্রোধোডুম্বরপ্লক্ষবেতসাশ্বত্থপল্লবৈঃ।
ত্বক্ কল্কৈর্বহুসর্পির্ভিঃশীতৈরেবালেপনং হিতম্ ॥৬৫
প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে বাতপিত্তোল্বণে শুভাঃ।
কফজে তু প্রবক্ষ্যামি প্রলেপানপরান্
শুভান্ ॥ ৬৬
ত্রিফলাং পদ্মকোশীরং সমঙ্গাং করবীরকম্।
নলমূলান্তনন্তঞ্চ প্রদেহমুপকল্পয়েৎ ॥ ৬৭
খদিরং সপ্তপর্ণঞ্চ মুস্তমারগ্বধং ধবম্।
কুরুণ্টকং দেবদারু দদ্যাদালেপনং ভিষক্ ॥৬৮
আরগ্বধস্য পত্রাণি ত্বচং শ্লেষ্মান্তকস্য চ।
ইন্দ্রাণীশাকং কাকাহ্বাং শিরীষকুসুমানি চ ॥
শৈবালং নলমূলানি বীরা গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকৌ।
ত্রিফলাং মধুকং বীরাং শিরীষকুসুমানি চ ॥

দিবে। অথবা শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড, ধৌত শতধৌত ঘৃতের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ৬৩। শৈবাল, নলের মূল, গোজিহ্বা লতা, বৃষকর্ণিকা (পদ্মগোলক) ও নিসিন্দাপত্র অথবা শিরীষের ছাল ও বেড়েলা ঘৃতের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ৬৪। বট, যজ্ঞডুম্বর, পাঁকুড়, বেতস ও অশ্বত্থের পল্লব ও ত্বক্ বহু পরিমাণ ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ৬৫। এই সকল প্রলেপ বাতপিত্তোল্বণ বিসর্পে শুভকর। সম্প্রতি কফোল্বণ বীসর্পের হিতকর অপর কতকগুলি প্রলেপ বলিতেছি। ৬৬। ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, বরাহক্রান্তা, করবীরমূল, নলমূল ও অনন্তমূল এই সকল বাটিয়া কফজ বিসর্পে প্রলেপ দিবে। ৬৭। খদিরকাষ্ঠ, ছাতিম-ছাল, মুতা, সোঁদাল, ধব, খদির, ঝিণ্টী ও দেবদারু বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ৬৮। সোঁদাল গাছের পাতা, বহুবারবৃক্ষের ত্বক, নিসিন্দার পত্র, [illegible], শিরীষের ফুল, শৈবাল, নলের মূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা,

প্রপৌণ্ডরীকং হ্রীবেরং দার্ব্বীত্বঙ্মধুকং বলাম্।
পৃথগালেপনং কুর্য্যাদ্দ্বন্দ্বশঃ সর্ব্বশোঽপি বা ॥ ৬৯
প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেয়াঃ স্বল্পঘৃতাপ্লুতাঃ।
বাতপিত্তোল্বণে যে তু প্রদেহাস্তে
ঘৃতাধিকাঃ ॥ ৭০
প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে কর্ত্তব্যাঃ সম্প্রসাদনাঃ।
ক্ষণে ক্ষণে যুজ্যমানা পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য লেপনম্ ॥৭১
ঘৃতেন শতধৌতেন প্রদিহ্যাৎ কেবলেন চ ॥৭২
ঘৃতমণ্ডেন শীতেন পয়সা মধুকাম্বুনা।
পঞ্চবল্ককষায়েণ সেচয়েৎ শীতলেন বা।
বাতাসৃক্‌পিত্তবহুলং বিসর্পং বহুশো ভিষক্ ॥৭৩
সেচনান্তে প্রদেহা যে ত এব ঘৃতসাধনাঃ।
তে চূর্ণযোগা বীসর্পচূর্ণানামবচূর্ণনাঃ ॥ ৭৪
দূর্ব্বাস্বরসসিদ্ধঞ্চ ঘৃতং স্যাদ্ ব্রণরোপণম্ ॥ ৭৫
দার্ব্বীত্বঙ্মধুকং লোধ্রং কেশরঞ্চাবচূর্ণনম্ ॥ ৭৬

যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, শিরীষের ফুল, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, বালা, দারুহরিদ্রা, ত্বক্, যষ্টিমধু ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ অথবা দুই দুইটী করিয়া অথবা সমস্তগুলি একত্র স্বল্প ঘৃতের সহিত বাটিয়া কফবিসর্পে প্রলেপ দিবে। ৬৯। কফবিসর্পে অল্পপরিমাণে ঘৃত যোগ করিয়া প্রলেপ দিবার কথা বলা হইল। কিন্তু বাতপিত্তোল্বণ বিসর্পে ঘৃতের পরিমাণ অধিক করিয়া দিতে হয়। ৭০। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রলেপই রক্তপ্রসাদন। প্রলেপ সকল পুনঃপুনঃ উঠাইয়া পুনঃপুনঃ নূতন প্রলেপ দিবে। ৭১। কেবল শতধৌত ঘৃত দ্বারাও প্রলেপ দেওয়া যায়। ৭২। বাত-সংসৃষ্ট রক্ত-পিত্ত-বহুল বিসর্পে ঘৃতমণ্ড, শীতলদুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ বা পঞ্চবল্কলের কষায় সেচন করিবে। ৭৩। বিসর্পে ঘৃতের সহিত যে সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিতে হয়, সেই সকল দ্রব্যের কাথই বিসর্পে সেবন করা যায়। আর সেই সকল দ্রব্যের চূর্ণই বিসর্পের ক্ষতে মালিশ করা যায়। ৭৪। দূর্ব্বার স্বরসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণরোপণ হয়। ৭৫। দারুহরিদ্রার

পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ ত্রিফলা মধুকোৎপলে।
এতৎ প্রক্ষালনং সর্পিশ্চূর্ণং প্রলেপনম্ ॥ ৭৭
প্রদেহাঃ সর্ব্ব এবৈতে কর্ত্তব্যাঃ সম্প্রসাদনাঃ।
ক্ষণে ক্ষণে প্রয়োক্তব্যাঃ পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য লেপনম্ ॥ ৭৮
অনবীনে ঘৃতে পূর্ব্বে প্রদেহা বহুশোধনাঃ।
দেয়াঃ প্রদেহাঃ কক্ষজে পর্য্যায়াদুদ্ধৃতে ঘনাঃ
ত্রিভাগাঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ স্যাৎ প্রলেপঃ কল্পপেষিতঃ।
নাতিস্নিগ্ধো ন রুক্ষশ্চ ন পিণ্ডো ন দ্রবঃ সমঃ।
ন চ পর্য্যুষিতং লেপং কদাচিদবচারয়েৎ ॥ ৭৯
ন চ তেনৈব লেপেন পুনর্জাতু প্রলেপয়েৎ।
ক্লেদবীসর্পশূলানি সোষ্ণভাবাৎ প্রবর্ত্তয়েৎ ॥৮০

ত্বক্, যষ্টিমধু, লোধ ও নাগকেশরের চূর্ণ বিসর্পের ব্রণে মালিশ করিতে হয়। ৭৬। পলতা, নিমছাল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপলের কাথ দ্বারা বিসর্পে প্রক্ষালন; উহাদের কল্ক ও কাথের সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিয়া সেবন; উহাদের চূর্ণ দ্বারা বিসর্পের ক্ষতে মালিশ এবং উহাদের কল্ক বিসর্পে প্রলেপ দিতে হয়। ৭৭। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রলেপই রক্তপ্রসাদন। প্রলেপ সকল পুনঃপুন উঠাইয়া পুনঃপুনঃ নূতন প্রলেপ দিবে। [পুনরুক্ত ৭১ প্রকরণ দেখ] ৭৮। প্রলেপের নিয়ম। প্রলেপ সকল পুরাতন ঘৃতের সংযোগে দেওয়া উচিত। প্রলেপ সকল বহু প্রকারে শোধন (পরিষ্কারাদি) করিয়া দেওয়া উচিত। কক্ষজ বিসর্পে প্রলেপ সকল পর্য্যায়ক্রমে উদ্ধৃত করিয়া ঘন করিয়া দিবে। দ্রব্যের কল্ক অঙ্গুষ্ঠের তিন ভাগের এক ভাগ পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে। যেন প্রলেপের কল্ক অত্যন্ত স্নিগ্ধ, অত্যন্ত রুক্ষ, অত্যন্ত পিণ্ড, বা অত্যন্ত দ্রব না হয়; অর্থাৎ সমভাব করিয়াই প্রলেপ দিবে। প্রলেপের কল্ক পর্য্যুসিত (বাসী বা ...) না হয়। ৭৯। যদ্দ্বারা একবার প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা যেন দ্বিতীয়বার দেওয়া হয়; কারণ ওরূপ প্রলেপ ... বিসর্পে ক্লেদ ও শূল উৎ-

লেপো হ্যুপরি পট্টস্য কৃতঃ স্বেদয়তি ব্রণম্।
স্বেদজাঃ পীড়কাস্তস্য কণ্ডুশ্চৈবোপজায়তে ॥৮১
উপর্য্যুপরি লেপস্য লেপো যশ্চাবচার্য্যতে।
তানেব দোষান্ জনয়েৎ পট্টস্যোপরি যান্ কৃতঃ ॥ ৮২
অতিস্নিগ্ধোঽতিদ্রবশ্চ লেপো যশ্চাবচার্য্যতে।
ত্বচি ন শ্লিষ্যতে সম্যক্ ন দোষং শময়ত্যপি ॥৮৩
তথা লিপ্তং ন কুর্ব্বীত সংশুষ্কো হ্যপুটায়তে।
ন চৌষধিরসো ব্যাধিং প্রাপ্নোত্যপি চ শুষ্যতি
তথা লিপ্তেন যে দোষাস্তানেব জনয়েদ্ ভৃশম্
সংশুষ্কঃ পীড়য়েদ্ ব্যাধিং নিস্নেহো হ্যবচারিতঃ ॥ ৮৪
অন্নপানানি বক্ষ্যামি বিসর্পাণাং নিবৃত্তয়ে ॥ ৮৫
লঙ্ঘিতেভ্যো হিতো মন্থো রুক্ষঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ
মধুরঃ কিঞ্চিদম্লো বা দাড়িমামলকান্বিতঃ ॥ ৮৬

পাদন করিয়া থাকে। ৮০। গাত্রের উপর বস্ত্র রাখিয়া তাহার উপর প্রলেপ দিতে নাই। ওরূপ প্রলেপ ব্রণকে স্বেদিত করিয়া থাকে এবং স্বেদ হইতে ব্রণে পীড়কা ও কণ্ডুয়ন উপস্থিত হয়। ৮১। বস্ত্রের উপর প্রলেপ দিলে যে সকল দোষ হয়, প্রলেপের উপর প্রলেপ দিলেও সেই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে। ৮২। অতিস্নিগ্ধ বা অতিদ্রব প্রলেপ দিলে উহা ত্বকের সহিত সম্যক্ রূপে সংলগ্ন হয় না, সুতরাং দোষেরও উপশম হয় না। ৮৩। পাতলা করিয়া প্রলেপ দিতে নাই, কারণ পাতলা প্রলেপ শুষ্ক হইলে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উঁচু হইয়া উঠে। এরূপ প্রলেপ-ঔষধির রস ব্যাধির নিকটেও যায় না; অথচ প্রলেপ শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। প্রলেপ পাতলা করিয়া দিলে দোষ সকল আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আর প্রলেপ স্নেহশূন্য হইলে শুষ্ক হইয়া ব্যাধিস্থানকে পীড়িত করিতে থাকে [অর্থাৎ চড় চড় করে]। ৮৪। অনন্তর বিসর্পের নিবৃত্তির জন্য অন্নপান বলিতেছি। ৮৫। বিসর্প-রোগী বিরেচন প্রভৃতি লঙ্ঘনের পর ক্ষৌদ্র [মধু]। ... শর্করাযোগে

সপরূষকদ্রাক্ষাকঃ সখর্জ্জুরঃ শৃতাম্বুনা।
তর্পণৈর্যবশালীনাং সস্নেহো বাবলেহিকা।
জীর্ণে পুরাণশালীনাং যূষৈস্তু প্রীত ভোজনম্ ॥৮৭
মুদ্গান্ মসূরাংশ্চণকান্ যূষার্থমুপকল্পয়েৎ।
অনম্লান্ দাড়িমাম্লান্ বা পটোলামলকৈঃ সহ ॥৮৮
জাঙ্গলানাঞ্চ মাংসানাং রসাংস্তস্তোপকল্পয়েৎ।
রূক্ষান্ পরূষকদ্রাক্ষাদাড়িমামলকান্বিতান্ ॥ ৮৯
রক্তাঃ শ্বেতা মহাহ্বাশ্চ শালয়ঃ ষষ্টিকৈঃ সহ।
ভোজনার্থে প্রশস্তস্তে পুরাণাঃ সুপরিস্রুতাঃ ॥
পয়োগোধূমসাত্ম্যানাং সাত্ম্যানেব প্রদাপয়েৎ।
যেষাং নাত্যুচিতঃ শালির্নরা যে চ
কফাধিকাঃ ॥ ৯০
বিদাহীন্যন্নপানানি বিরুদ্ধং স্বপনং দিবা।

ব্যবহার করিবে অথবা সেই মন্থ দাড়িম ও আমলকীরসের সহিত কিঞ্চিৎ অম্ল ও মধুর করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৮৬। ফলসাফল, কিসমিস ও খর্জ্জুরের সহিত সিদ্ধ জলে লাজ-তর্পণ প্রস্তুত করিয়া দিবে। অথবা যব ও শালিতণ্ডুলের অবলেহ স্নেহের সহিত লেহন করিতে দিবে। রোগী তর্পণ ও অবলেহ জীর্ণ করিতে পারিলে তাহাকে পুরাণ শালির অন্ন মুদ্গাদি যূষের সহিত ভোজন করাইবে। ৮৭। মুগ,মসূর ও ছোলার যূষ অম্ল না করিয়া অথবা দাড়িম রসের সহিত ঈষৎ অম্ল করিয়া পটোল ও আমলকীর সহিত প্রদান করিবে। ৮৮। বিসর্প রোগীকে অস্নিগ্ধ জাঙ্গল মাংসের রস ফলসা, দ্রাক্ষা, দাড়িম ও আমলকীর সহিত দিবে। [অথবা ঐ সকল ফলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে]। ৮৯। বিসর্পরোগীর ভোজনার্থে পুরাতন রক্তশালি, শ্বেতশালি, মহাশালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের সুপরিস্রুত (গালিতফেন) অন্ন প্রশস্ত। রোগী দুগ্ধ-গোধূমসাত্ম্য হইলে দুগ্ধ ও গোধূমই প্রদান করিবে। আর শাল্যন্ন যাহাদের অভ্যস্ত নয় এবং যাহারা কফাধিক, তাহা-দিগকেও দুগ্ধ ও গোধূম প্রদান করিবে। ৯০। বিসর্পরোগী বিদাহী অন্নপান, বিরুদ্ধ-

ক্রোধব্যায়ামসূর্য্যাগ্নিপ্রবাতাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতাত্তস্মাৎ শীতপ্রায়াণি পৈত্তিকে
রূক্ষপ্রায়াণি কফজে স্নৈহিকান্যনিলাত্মকে ॥ ৯১
বাতাপিত্তপ্রশমনমাগ্নেবাসর্পণে হিতম্।
কফপিত্তপ্রশমনং প্রায়ঃ কর্দ্দমসংজ্ঞিতে ॥ ৯২
রক্তপিত্তোত্তরং দৃষ্ট্বা গ্রন্থিবীসর্পমাদিতঃ।
রূক্ষণৈর্লঙ্ঘনৈঃ সেকৈঃ প্রদেহৈঃ পাঞ্চবল্কিকৈঃ
শিরামোক্ষৈর্জলৌকোভির্বমনৈঃ সবিরেচনৈঃ।
ঘৃতৈঃ কষায়তিক্তৈশ্চ কালজ্ঞঃ সমুপাচরেৎ ॥ ৯৩
উর্দ্ধঞ্চাধশ্চ শুদ্ধায় রক্তে চাপ্যবসেচিতে।
বাতশ্লেষ্মহরং কর্ম্ম গ্রন্থিবীসর্পিণে হিতম্ ॥ ৯৪
উৎকারিকাভিরুষ্ণাভিরুপনাহঃ প্রশস্যতে।
স্নিগ্ধাভির্বেশবারৈর্বা গ্রন্থিবীসর্পশূলিনঃ ॥ ৯৫
দশমূলোপসিদ্ধেন তৈলেনোষ্ণেন সেচয়েৎ।
কুষ্ঠতৈলেন চোষ্ণেন যবক্ষারযুতেন চ।
গোমূত্রৈঃ পত্রনির্য্যূহৈরুষ্ণৈর্বা পরিষেচয়েৎ ॥ ৯৬
সুখোষ্ণয়া প্রদিহ্যাদ্বা পিষ্টয়া কৃষ্ণগন্ধয়া।

ভোজন, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, পরিশ্রম, রৌদ্র, অগ্নিতাপ ও প্রবাত [প্রবল বায়ু ও পূর্ব্ব-বায়ু] পরিহার করিবে। পৈত্তিক বিসর্পে শীতলপ্রায়, কফজ বিসর্পে রূক্ষপ্রায়, এবং বায়ুবিসর্পে স্নিগ্ধপ্রায় চিকিৎসা করিবে। ৯১। অগ্নিবিসর্পে বাতপিত্তনাশক চিকিৎসা এবং কর্দ্দমবিসর্পে কফপিত্তনাশক চিকিৎসা হিত-কর। ৯২। গ্রন্থিবীসর্প রক্তপিত্তোল্বণ বোধ হইলে প্রথম হইতেই রূক্ষণ, লঙ্ঘন, পঞ্চ-বল্কলের সেক ও প্রলেপ, শিরাব্যধ, জলৌকা, বমন, বিরেচন ও কষায় তিক্ত-রস (কুষ্ঠাধিকারোক্ত মহাতিক্তাদি) ঘৃত দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৯৩। ঊর্দ্ধ ও অধঃ শোধন এবং রক্তমোক্ষণের পর গ্রন্থিবিসর্পে বাত-শ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা হিতকর। ৯৪। গ্রন্থবিসর্পে শূলনিবারণার্থ উষ্ণ উৎকারিকা বা স্নিগ্ধ বেশবার দ্বারা উপনাহ প্রশস্ত। ৯৫। উষ্ণ দশমূলসিদ্ধ তৈল বা যবক্ষার যুক্ত উষ্ণ কুষ্ঠতৈল বা গোমূত্র বা বাতঘ্ন পত্রের কাথ গ্রন্থিবিসর্পে পরিষেচন করিবে। ৯৬। অথবা

তক্মূলককল্কেন নক্তমালত্বচাপ বা ॥ ৯৭
বিভীতকস্য বা প্রন্থিং কল্কেনোষ্ণেন
লেপয়েৎ ॥ ৯৮
বলাং নাগবলাং পথ্যাং ভূর্জ্জগ্রন্থিং বিভীতকম্
বংশপত্রাণ্যগ্নিমন্থং কুর্য্যাৎ গ্রন্থিবিলেপনম্ ॥ ৯৯
দন্তী চিত্রকমূলত্বক্ সৌধার্কে পয়সী গুড়ঃ।
ভল্লাতকাস্থি কাসীসং লেপো ভিন্দ্যাচ্ছিলামপি
বহির্ম্মার্গস্থিতং গ্রন্থিং কিং পুনঃ কফসম্ভবম্॥১০০
দীর্ঘকালস্থিতং গ্রন্থিং ভিন্দ্যাদ্বা ভেষজৈরিমৈঃ
মূলকানাং কুলত্থানাং যূষৈঃ সক্ষারদাড়িমৈঃ ॥
গোধূমান্নৈর্যবান্নৈর্বা সশীধুমধুশর্করৈঃ।
সক্ষৌদ্রৈর্বারুণীমণ্ডৈর্মাতুলুঙ্গরসান্বিতৈঃ ॥
ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগৈশ্চ পিপ্পলীক্ষৌদ্রসংযুতৈঃ।
মুস্তভল্লাতশক্তূনাং প্রয়োগৈর্মাক্ষিকস্য চ।
দেবদারুগুড়ূচ্যোশ্চ প্রয়োগৈর্গিরিজস্য চ ॥১০১

ধূমোবরেকেঃ শিরসঃ পূর্ব্বোক্তৈশ্চ প্রভেদনৈঃ।
অয়োলবণপাষাণহেমতাম্রপ্রপীড়নৈঃ ॥
আভিঃ ক্রিয়াভিঃ সিদ্ধাভির্বিবিধাভির্বলী স্থিরঃ
গ্রন্থিঃ পাষাণকঠিনো যদা নৈবোপশাম্যতি।
অথাস্য দাহঃ ক্ষারেণ শরৈর্লৌহেন বা হিতঃ ॥
পাকিভিঃ পাচয়িত্বা বা পাটয়িত্বা সমুদ্ধরেৎ।
মোক্ষয়েৎ বহুশশ্চাস্য রক্তমুৎক্লেশ-
মাগতম্॥ ১০৩
পুনশ্চাপহৃতে রক্তে বাতশ্লেষ্মজিদৌষধম্।
ধূমো বিরেকঃ শিরসঃ স্বেদনং পরিমর্দ্দনম্ ॥১০৪
অপশাম্যতি দাহেন পাটবং বা প্রশস্যতে।
প্রক্লিন্নে দাহপাকাভ্যাং ভিষক্ শোধনরোপণৈঃ
বাহ্যৈশ্চাভ্যন্তরৈশ্চৈব ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ ॥১০৫
কম্পিল্যকং বিড়ঙ্গানি দার্ব্বী কারঞ্জকং ফলম্।
পিষ্ট্বা তৈলং বিপক্তব্যং গ্রন্থিব্রণচিকিৎ-
সিতম্ ॥ ১০৬

গ্রন্থিবিসর্পে সুখোষ্ণ সজিনাছালের কল্ক প্রলেপ দিবে। অথবা শুষ্ক মূলকের কল্ক বা ডহরকরঞ্জ-ছালের কল্ক প্রলিপ্ত করিবে। ৯৭। অথবা বহেড়ার কল্ক ঈষৎ উষ্ণ করিয়া গ্রন্থি-বিসর্পে প্রলেপ দিবে। ৯৮। বেলেড়া, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, ভূর্জ্জপত্রের গ্রন্থি, বিভীতকী, বংশপত্র এবং গণিয়ারীর ছাল পেষণ করিয়া গ্রন্থিতে লেপন দিবে। ৯৯। দন্তী ও চিতার মূলের ত্বক্, মনসা ও আকন্দের ক্ষীর, গুড়, ভেলার আঁটী ও হিরাকস এই সমুদায়ের প্রলেপ দিলে শিলাও ভিন্ন হয়। অতএব বহির্মার্গস্থিত কফজ গ্রন্থি যে ভিন্ন হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? ১০০। গ্রন্থি বহুদিনের হইলে, নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ দ্বারা ভেদ করিবে। যবক্ষার ও দাড়িম্বরসের সহিত সিদ্ধ মূলকের যূষ বা কুলত্থের যূষ। শীধু, মধু ও শর্করার সহিত গোধূমান্ন বা যবান্ন। মধু ও মাতুলুঙ্গরসের সহিত বারুণীমণ্ড। পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত ত্রিফলার নানাপ্রকার প্রয়োগ। মধু, মুতা ও ভেলার সহিত শক্তুর [illegible] প্রয়োগ। দেবদারুর সহিত গোল- [illegible] প্রয়োগ এবং শৈলেয়ের নানাপ্রকার প্রয়োগ। ১০১। গুল্মভেদের জন্য যে সমুদায় ধূম, শিরোবিরেচন, লৌহ, লবণ, পাষাণ, সুবর্ণ, তাম্র ও প্রপীড়ন উক্ত হইয়াছে, গ্রন্থিবিসর্পের ভেদনার্থও তৎসমুদায় প্রয়োগ করিবে। এই সকল দৃষ্টফল বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা বলবান্ অচল পাষাণবৎ কঠিন গ্রন্থিবিসর্পের উপশম না হইলে ক্ষার, সর বা লৌহ দ্বারা দাহ হিতকর। ১০২। অথবা পাক-কারী দ্রব্য দ্বারা পাকাইয়া ও কাটাইয়া তুলিয়া ফেলিবে। আর ইহার উৎক্লিষ্ট রক্তকে বার বার মোক্ষণ করিবে। ১০৩। রক্তমোক্ষণের পর পুনর্ব্বার বাতশ্লেষ্মনাশক ঔষধ, ধূম, শিরোবিরেচন, স্বেদন ও পীড়ন প্রয়োগ করিবে। ১০৪। গ্রন্থি দাহ দ্বারা প্রশমিত না হইলে পাটন (কাটান) প্রশস্ত। দাহ ও পাক প্রযুক্ত গ্রন্থি ক্লিন্ন হইয়া পড়িলে চিকিৎসক ব্রণচিকিৎসার ন্যায় বাহ্য ও আভ্যন্তর শোধন ও রোপণ দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। ১০৫। কমলাগুঁড়ি, বিড়ঙ্গ, দারুহরিদ্রা এবং করঞ্জের ফল এই সকলের কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা গ্রন্থিক্ষতের চিকিৎসা করিবে।

দ্বিব্রণীয়োপদিষ্টেন কর্ম্মণা চাপ্যুপাচরেৎ।
দেশকালবিকারজ্ঞো ব্রণগ্রন্থিবিসর্পবিৎ॥ ১০৭
ইতি গ্রন্থিবিসর্পচিকিৎসা।
য এব বিধিরুদ্দিষ্টো গ্রন্থীনাং বিনিবৃত্তয়ে।
স এব গলগণ্ডানাং কফজানাং নিবৃত্তয়ে॥ ১০৮
গলগণ্ডাস্তু বাতোত্থা যে কফানুগতা নৃণাম্।
ঘৃতক্ষারকষায়াণামভ্যাসান্ন ভবন্তি তে॥ ১০৯
যানীহোক্তানি কর্ম্মাণি বিসর্পাণাং নিবৃত্তয়ে।
একতস্তানি সর্ব্বাণি রক্তমোক্ষণমেকতঃ।
বিসর্পো ন হ্যসংসৃষ্টো রক্তপিত্তেন জায়তে।
তস্মাৎ সাধারণং সর্ব্বমুক্তমেতচ্চিকিৎ-
সিতম্॥ ১১০
বিশেষা দোষবৈষম্যান্ন চ নোক্তঃ সমাসতঃ।
সমাসব্যাসনির্দ্দিষ্টাং ক্রিয়াং বিদ্বানুপাচরেৎ॥১১১

ভবতি চাত্র।
নিরুক্তনামভেদাশ্চ দোষা দূষ্যাণি হেতবঃ।
আশ্রয়ো মার্গতশ্চৈব বিসর্পগুরুলাঘবম্॥
লিঙ্গান্যুপদ্রবা যে চ যল্লক্ষণ উপদ্রবাঃ।
সাধ্যত্বং ন চ সাধ্যানাং সাধনঞ্চ যথাক্রমম্॥
ইতি পিপ্রকবে সিদ্ধিমগ্নিবেশায় ধীমতে।
উক্তং ভগবতা হ্যেতদ্বিসর্পাণাং
চিকিৎসিতে॥ ১১২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে বিসর্পচিকিৎসিতং
নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

মদাত্যয়চিকিৎসিতম্।

অথাতো মদাত্যয়চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
সুরৈঃ সুরেশসহিতৈর্যা সুরা পরিপূজিতা।

১০৬। ব্রণ ও গ্রন্থিবিসর্পের চিকিৎসায় যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, তিনি দেশ কাল ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া দ্বিব্রণীয়চিকিৎসিতোক্ত চিকিৎসা দ্বারা গ্রন্থিবিসর্পের চিকিৎসা করিবেন। ১০৭।

ইতি গ্রন্থিবিসর্পচিকিৎসা।

গ্রন্থিশান্তির জন্য যে চিকিৎসা-বিধি উপদিষ্ট হইল, তাহাই কফজ গলগণ্ডের নিবৃত্তির জন্য প্রয়োগ করিবে। ১০৮। মানবদিগের সকল গলগণ্ড বাতসমুদ্ভূত ও কফানুগত, ঘৃত ক্ষার ও কষায় অভ্যাস করিলে তাহারা স্থায়ী হইতে পারে না। ১০৯। বিসর্পশান্তির জন্য এ স্থলে যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইল, সেই সকল চিকিৎসা একদিকে, আর কেবল রক্তমোক্ষণ একদিকে। কারণ কোন বীসর্পই রক্ত-পিত্তের সংস্রব ভিন্ন উৎপন্ন হয় না; অতএব সর্ব্ববিসর্পেই রক্তমোক্ষণ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। এইরূপে সর্ব্ববিসর্পের সাধারণ চিকিৎসিত ১১০। আবার দোষদিগের বিষমতা হেতু প্রভেদ থাকাতে নিতান্ত সংক্ষেপেও বিবৃত হইল না। সমস্ত ক্রিয়াই সংক্ষেপে ও সবিস্তরে বর্ণিত হইল। বিদ্বান্ বৈদ্য এই সকল অনুধাবন করিয়া চিকিৎসা করিবেন। ১১১। এই অধ্যায়ের সূচী যথা ;—এই বিসর্পচিকিৎসিত অধ্যায়ে ভগবান্ আত্রেয় ধীমান্ তত্ত্বজিজ্ঞাসু অগ্নিবেশকে বীসর্পের নিরুক্তি নামভেদ, দোষ, দূষ্য, হেতু, আশ্রয়, মার্গ, বিসর্পের গুরুলাঘব, লিঙ্গ, উপদ্রবের লক্ষণ, বিসর্পের সাধ্যতা, অসাধ্যতা ও চিকিৎসাক্রম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১১২।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা মদাত্যয়চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [মাধবনিদানে মদাত্যয় রোগ "পানাত্যয় পরমদ পানাজীর্ণ পানবিভ্রম" শব্দে [illegible] আছে]। ১। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, সুরেশের সুরগণের সহিত মিলিত হইয়া

সৌত্রামণ্যাং হূয়তে যা কর্ম্মভির্যা প্রতিষ্ঠিতা ॥
যজ্ঞে হিতা যা শক্রস্য সোমোঽভিপতিতো যয়া।
নীরজস্তমসাবিষ্টস্তস্মাদ্ দুর্গাৎ সমুদ্ধৃতা ॥
বিধিভির্বেদবিহিতৈর্যা যজদ্ভির্মহাত্মভিঃ।
দৃষ্টা স্পৃষ্টা প্রকল্প্যা চ যজ্ঞিয়া যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥
যোনিসংস্কারনামাদ্যৈর্বিশেষৈর্বহুধা চ যা।
ভূত্বা ভবত্যেকবিধা সামান্যান্মদলক্ষণাৎ ॥
যা দেবানমৃতং ভূত্বা স্বধা ভূত্বা পিতৃংশ্চ যা।
সোমো ভূত্বা দ্বিজাতীন্ যা যুঙ্‌ক্তে
শ্রেয়োভিরুত্তমৈঃ ॥
আশ্বিনং যা মহৎ তেজো বীর্য্যং সারস্বতঞ্চ যা।
বলমৈন্দ্রশ্চ যা সোমঃ সৌত্রামণ্যাঞ্চ যা মতা ॥
শোকারতিভয়োদ্বেগনাশনীয়া মহাবলা।
যা প্রীতির্যা রতির্যা বাগ্ যা পুষ্টির্যা চ নির্বৃতিঃ
যা সুরাসুরগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসমানুষৈঃ।
রতিঃ সুরেত্যভিহিতা তাং সুরাং বিধিনা
পিবেৎ ॥ ২
শরীরকৃতসংস্কারঃ শুচিরুত্তমগন্ধবান্।
প্রাবৃতো নির্ম্মলৈর্বস্ত্রৈর্যথর্ত্তূদ্দামগন্ধিভিঃ ॥
বিচিত্রবিবিধস্রগ্বী রত্নাভরণভূষিতঃ।
দেবদ্বিজাতীন্ সংপূজ্য স্পৃষ্ট্বা মঙ্গলমুত্তমম্।
দেশে যথর্ত্তুকে শস্তে কুসুমপ্রকরীকৃতে ॥
সংবাসসম্মতে মুখ্যে ধূপসম্মোদবোধিতে।
সোপধানে সুসংস্তীর্ণে বিহিতে শয়নাসনে।
উপবিষ্টোঽথবা তির্য্যক্ স্বশরীরসুখে স্থিতঃ ॥
সৌবর্ণে রাজতৈশ্চাপি তথা মণিময়ৈরপি।
ভাজনৈর্বিমলৈশ্চান্যৈঃ সুকৃতৈশ্চ পিবেৎ সদা ॥
স্ত্রীভির্যৌবনমত্তাভিঃ শিক্ষিতাভির্যথর্ত্তুকৈঃ।
বস্ত্রাভরণমাল্যৈশ্চ ভূষিতাভির্বিভূষিতঃ ॥
শৌচানুরাগযুক্তাভিঃ প্রমদাভিরিতস্ততঃ।
সংবাহ্যমান ইষ্টাভিঃ পিবেন্মদ্যমনুত্তমম্ ॥
পিবেন্মদ্যানুকূলৈর্বা ফলৈর্হরিতকৈঃ শুভৈঃ।

যে সুরার পূজা করিয়াছিলেন, যে সুরাকে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়, যে সুরা বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যাহা ইন্দ্রের যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, সমুদ্রমন্থনে নীর হইতে উত্থিত সোম তমসাবেশে আপতিত হইলে যে সুরা তাঁহাকে সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, যে সুরা যজ্ঞের হিতকারিণী বলিয়া যজ্ঞসিদ্ধির জন্য বেদবিহিত বিধিসমূহ-সহকারে যজমান মহাত্মাদিগের কর্ত্তৃক দৃষ্ট, স্পৃষ্ট ও প্রকল্প্য হইয়া থাকে, যে সুরা উপাদান সংস্কার ও নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বহু প্রকার হইলেও সাধারণতঃ মত্ততা জন্মায় বলিয়া এক প্রকার হয়; যে সুরা অমৃতরূপে দেবতাদিগের, স্বধারূপে পিতৃগণের এবং সোমরূপে ব্রাহ্মণদিগের উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসম্পাদন করে; যে সুরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মহৎ তেজঃস্বরূপ, সরস্বতীর বীর্য্যস্বরূপ, ইন্দ্রের বলস্বরূপ এবং সোমস্বরূপ; যে সুরা শোক, অরতি, ভয় উদ্বেগ নাশ করে; যাহা অত্যন্ত বল-দায়িনী; যে সুরা সাক্ষাৎ প্রীতিস্বরূপ, রতি-স্বরূপ, বাক্যস্বরূপ, পুষ্টিস্বরূপ ও সুখস্বরূপ; যাহা দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্যদিগের কর্ত্তৃক রতি নামে অভিহিত হয়, সেই সুরা বিধিপূর্ব্বক পান করা কর্ত্তব্য। [উল্লিখিত মত শাস্ত্রসম্মত নহে। উহা লোকানুমত ১১১ প্রকরণে মদ্যপান নিষেধ করা হইয়াছে। তাহাই এই শাস্ত্রের মত]।
২। সুসংস্কৃত শরীরে শুচি হইয়া উত্তম গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক নির্ম্মল ও ঋতুর অনুরূপ উদ্দামগন্ধি পরিচ্ছদে আবৃত হইবে। বিচিত্র-বিবিধ মাল্য ধারণপূর্ব্বক রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইবে। দেব দ্বিজাতির পূজা সমাপনপূর্ব্বক মঙ্গলদ্রব্য স্পর্শ করিবে। অনন্তর ঋতুর সুখকর কুসুমাকীর্ণ বাসোপযোগী প্রশস্ত ধূপ-গন্ধামোদিত স্থানে পরিষ্কৃত উপাধান ও আস্তরণযুক্ত শয্যা ও আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক যৌবনমত্তা সুশিক্ষিতা ঋতুর অনুরূপ বস্ত্রাভরণ ও মাল্যে বিভূষিতা শৌচানুরাগ-যুক্তা মনোরমা প্রমদাদিগের কর্ত্তৃক সংবাহ্যমান (মর্দ্দিতগাত্র) হইয়া সুবর্ণ, রৌপ্য বা মণিময় নির্ম্মল পাত্রে উৎকৃষ্ট মদ্য পান করিবে। আনুষঙ্গিক মদ্যানুকূল ফলসমূহ,

লবণৈর্গন্ধপিত্তৈর্ন্নবদংশৈর্ঘধর্তুকৈঃ ॥
ভৃষ্টৈর্মাংসৈর্বহুবিধৈর্ভূজলাম্বরচারিণাম্।
পৌরোগবাজবিহিতৈর্ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধাত্মকৈঃ ॥
পূজয়িত্বা সুরান্ পূর্ব্বমাশিষঃ প্রাক্ প্রযুজ্য চ।
প্রদায় সজলং মদ্যমাদিতো বসুধাতলে ॥
অভ্যঙ্গোৎসাদনস্নানবাসোধূমানুলেপনৈঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণৈর্ভাবিতৈশ্চান্নৈর্বাতিকে মদ্যমাচরেৎ ॥
শীতোপচারৈর্বিবিধৈর্মধুরস্নিগ্ধশীতলৈঃ।
পৈত্তিকো ভাবিতশ্চান্নৈঃ পিবন্মদ্যং ন সীদতি ॥
উপচারৈরশিশিরৈর্যবগোধূমভুক্ পিবেৎ।
শ্লৈষ্মিকৈর্ধন্বজের্মাংসৈর্মদ্যং মারিচকৈঃ সহ ॥ ৩
বিধির্বসুমতামেষ ভবিষ্যদ্বিভবাশ্চ যে।
যথোপপত্তিকৈর্মদ্যং পাতব্যং মাত্রয়া হিতম্ ॥ ৪
বাতিকেভ্যো হিতং মদ্যং প্রায়ো গৌড়িক-
পৈষ্টিকম্।
পিত্তাধিকেভ্যস্তু ফালমাধ্বশার্করম্ ॥ ৫
বহুদ্রবং বহুগুণং বহুকর্ম্মপ্রদাত্মকম্।
গুণৈর্দোষৈশ্চ তন্মদ্যমুভয়ন্তু পদেক্ষ্যতে ॥ ৬
বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথাবলম্।
প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্যাদমৃতোপমম্ ॥
যথোপেতং পুনর্মদ্যং প্রসঙ্গাদ্ যেন পীয়তে।
রুক্ষব্যায়ামনিত্যেন বিষবদ্ যাতি তস্য তৎ ॥
মদ্যং হৃদয়মাবিশ্য স্বগুণৈরোজসো গুণান্।
দশভির্দশ সংক্ষোভ্য চেতো নয়তি বিক্রিয়াম্ ॥
লঘূষ্ণতীক্ষ্ণসূক্ষ্মাম্লব্যবায়াশুগমেব চ।
রুক্ষং বিকাসি বিশদং মদ্যং দশগুণং স্মৃতম্ ॥৯
গুরু শীতং মৃদু শ্লক্ষ্ণং বহলং মধুরং স্থিরম্।
প্রসন্নং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধমোজো দশগুণং তথা ॥১০
গুরুত্বং লাঘবাচ্ছৈত্যমৌষ্ণ্যাদম্লস্বভাবতঃ।
মাধুর্য্যং মার্দ্দবং তৈক্ষ্ণ্যাৎ প্রসাদঞ্চাশুভাবনাৎ ॥

উৎকৃষ্ট হরিতকসমূহ এবং ঋতুর অনুরূপ অবদংশসমূহ (চাটনী সকল) ভক্ষণ করিতে থাকিবে। নানাবিধ ভূচর, জলচর ও খেচর জন্তুর ভৃষ্ট মাংস লবণ-রসযুক্ত ও গন্ধাঢ্য করিয়া সেবন করিলে উত্তম অবদংশ হয়। অগ্রে ঐ সকল ভক্ষ্য দেবতাদিগকে উৎসর্গ করিবে। পরে মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মদ্য জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রথমে মৃত্তিকাতে প্রক্ষেপ করিবে। অনন্তর বাত-প্রধান ব্যক্তি অভ্যঙ্গ উৎসাদন ও স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান এবং ধূম ও অনুলেপন গ্রহণপূর্ব্বক স্নিগ্ধোষ্ণ অন্নের সহিত মদ্য পান করিবে। পিত্তপ্রধান ব্যক্তি নানা প্রকার শীতল উপচার গ্রহণপূর্ব্বক মধুরস্নিগ্ধ শীতল অন্নের সহিত মদ্য পান করিবে। আর শ্লৈষ্মিক পুরুষ উষ্ণ উপচার গ্রহণপূর্ব্বক গোধূমান্ন ও মরিচাঢ্য ধন্বদেশজ মাংসের সহিত মদ্য পান করিবে। ৩। যাঁহারা ধনী বা ভবিষ্যতে ধনী হইবেন, তাঁহাদের জন্যই এইরূপ মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু মদ্য মাত্রানুযায়ী পান করা উচিত। বাতিক প্রকৃতিদিগের জন্য গৌড়িক ও পৈষ্টিক মদ এবং কফ-পিত্তাদিগের পক্ষে ফলকৃত, মধুকৃত ও শর্করাসম্ভূত মদ উপযোগী। ৫। মদ অধিক পরিমাণ দ্রবদ্রব্য সহ মিলিত হইলে বহুগুণশালী ও নানা কার্য্যসাধক হয়। সম্প্রতি মদ্যের দোষ-গুণ বর্ণনা করা হইতেছে। ৬। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক মাত্রানুসারে কালে হিতকর অন্নসমূহের সহিত যথাবল মদ্যপান করে, মদ্য তাহার পক্ষে অমৃতোপম। আর যে রুক্ষ ও ব্যায়ামশীল ব্যক্তি অত্যাসক্তিবশাৎ প্রাপ্তমাত্র মদ্য পান করে, মদ্য তাহার পক্ষে বিষতুল্য। ৭। মদ্য হৃদয়ে আবেশপূর্ব্বক স্বকীয় দশটী গুণ দ্বারা ওজো-ধাতুর দশটী গুণকে অভিভূত করিয়া বিকার উৎপাদন করে। ৮। মদ্যের দশটী গুণ যথা ;—লঘুতা, উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, সূক্ষ্মতা, অম্লতা, ব্যবায়িতা, আশুগত্ব, রুক্ষতা, বিকা-শিতা ও বিশদতা। ৯। ওজোধাতুর দশটী গুণ যথা ;—গুরুতা, শীততা, মৃদুতা, শ্লক্ষ্ণতা, ঘনতা, মধুরতা, স্থিরতা, নির্ম্মলতা, পিচ্ছিলতা ও স্নিগ্ধতা। ১০। মদ্য লঘুতা দ্বারা ওজো-ধাতুর গুরুত্ব, উষ্ণতা দ্বারা শৈত্য, অম্লতা দ্বারা মধুরতা, তীক্ষ্ণতা দ্বারা মৃদুতা, আশু-

রৌক্ষ্যাৎ স্নেহং ব্যবায়িত্বাৎ স্থিরত্বং শ্লক্ষ্ণতামপি
বিকাশিভাবাৎ পৈচ্ছিল্যং বৈশদ্যাৎ
সান্দ্রতাং তথা॥

সৌক্ষ্ম্যান্মদ্যং বিহন্ত্যেবমোজঃ স্বগুণৈর্গুণান্
সত্ত্বং তদাশ্রয়ঞ্চাশু সংক্ষোভ্য জনয়েন্মদম্॥ ১১

রসধাত্বাদিমার্গাণাং সত্ত্ববুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মনাম্।
প্রধানস্যৌজসশ্চৈব হৃদয়ং স্থানমুচ্যতে॥ ১২

অতিপীতেন মদ্যেন বিহতেনৌজসা চ তৎ।
হৃদয়ং যাতি বৈকৃত্যং তত্রস্থা যে চ ধাতবঃ॥ ১৩

ওজস্যবিহতে পূর্ব্বো হৃদি চ প্রতিবোধিতে।
মধ্যমো বিহতেঽল্পে চ বিহতে তূত্তমো মদঃ॥ ১৪

নৈবং বিঘাতং জনয়েন্মদ্যং পৈষ্টিকমোজসঃ।
বিকাশরূক্ষবিশদা গুণাস্তত্র হি নোল্বণাঃ॥ ১৫

হৃদি মদ্যগুণাবিষ্টে হর্ষস্তর্ষো রতিঃ সুখম্॥ ১৬

বিকারাশ্চ যথাসত্ত্বং চিত্রা রাজসতামসাঃ।
জায়ন্তে মোহনিদ্রান্তা মদ্যস্যাতিনিষেবণাৎ।
স মদ্যবিভ্রমো নাম্না মদ ইত্যভিধীয়তে॥ ১৭

পীয়মানস্য মদ্যস্য বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়ো মদাঃ।
প্রথমো মধ্যমোঽন্ত্যশ্চ লক্ষণৈস্তান্
প্রবক্ষ্যতে॥ ১৮

প্রহর্ষণঃ প্রীতিকরঃ পানান্নগুণদর্শকঃ।
বাদ্যগীতপ্রহাসানাং কথানাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ॥
ন চ বুদ্ধিস্মৃতিহরো বিষয়েষু ন চাক্ষমঃ।
সুখনিদ্রাপ্রবোধশ্চ প্রথমঃ সমুখো মদঃ॥ ১৯

মুহুঃ স্মৃতির্মুহুর্মোহো ব্যক্তা সজ্জতি বাঙ্মুহুঃ।
যুক্তাযুক্তপ্রলাপশ্চ প্রচলায়নমেব চ।
স্থানপানান্নসাঙ্কথ্যে যোজনা সবিপর্য্যয়া।
লিঙ্গান্যেতানি জানীয়াদাবিষ্টে মধ্যমে মদে॥ ২০

মধ্যমং মদমুৎক্রম্য মদমপ্রাপ্য চোত্তমম্।
ন কিঞ্চিন্নাশুভং কুর্য্যুর্নরা রাজসতামসাঃ।
কো মদং তাদৃশং বিদ্বানুন্মাদমিব দারুণম্॥
গচ্ছেদধ্বানমস্বস্থং বহুদোষমিবাধ্বগঃ॥ ২১

গতা হেতু নির্ম্মলতা, রুক্ষতা হেতু স্নিগ্ধতা, ব্যবায়িতা (অস্থিরতা) হেতু স্থিরতা, বিকাশিতা হেতু শ্লক্ষ্ণতা, পিচ্ছিলতা হেতু বিশদতা এবং সূক্ষ্মতা হেতু ঘনতা নষ্ট করিয়া ফেলে। ১১। হৃদয় রসাদি ধাতুর মার্গ, সত্ত্বসংজ্ঞক মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়জ্ঞান, আত্মা ও ওজোনামক সর্ব্বপ্রধান ধাতুর অধিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত আছে। ১২। মদ্যের অতিপান বশতঃ ওজোধাতু বিহত হওয়াতে হৃদয় ও তত্রস্থ ধাতু সকল বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ১৩। যে পরিমাণে পান করিলে ওজোধাতু অবিহত অথচ হৃদয় উদ্বোধিত হয়, তৎপরিমাণ মদ্যকে পূর্ব্ব মদ কহে। হৃদয় অল্প বিহত হইলে মধ্যম মদ ও অত্যন্ত বিহত হইলে উত্তম মদ (পরমদ) কহে। ১৪। পৈষ্টিক মদ্যে ওজোধাতুর এরূপ বিঘাত জন্মায় না। কারণ ইহাতে বিকাশিতা, রুক্ষতা ও বিশদতা গুণ অপ্রবলভাবে আছে। ১৫। মদ্যগুণ দ্বারা হৃদয় আবিষ্ট হইলে হর্ষ, তর্ষ (আকাঙ্ক্ষা), রতি (অনুরাগ) ও সুখ বোধ হয়। ১৬। মদ্যের অতিসেবনহেতু ব্যক্তিভেদে নানাপ্রকার রাজস ও তামস বিকার উৎপন্ন হয়। তখন মদাপায়ী মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে। ইহাকেই মদ্যবিভ্রম বা মদ (মত্ততা) কহিয়া থাকে। ১৭। মদ্যপানজনিত মত্ততা তিন প্রকার;—প্রথম, মধ্যম ও অন্ত্য। সম্প্রতি সেই তিন প্রকার বর্ণিত হইতেছে। ১৮। প্রথম মদ (মত্ততা) হর্ষকারক এবং প্রীতিকর, অন্ন-পানে রুচিকারক হয়। বাদ্য গীত পরিহাস ও কথার প্রবর্ত্তক হয়। ইহাতে বুদ্ধিস্মৃতির বিপর্য্যয় ও বিষয়ে অক্ষমতা হয় না এবং সুখে নিদ্রা ও জাগরণ হয়। অতএব প্রথম মদ সুখকর। ১৯। কখন স্মৃতি, কখন মোহ; বাক্য কখন ব্যক্ত, কখন সংলগ্ন; কখন যুক্ত, কখন বা অযুক্ত প্রলাপ (বহু ভাষণ); প্রচলায়ন (টলন), স্নান, পান, ভোজন ও কথনে বিপর্য্যয়-যোজনা, এই সকল মধ্যম মদের লক্ষণ। ২০। রাজস ও তামসপ্রকৃতি লোকদিগের যদি উত্তম মদ (মোহ ও নিদ্রা) না হয়, তবে তাহারা মধ্যম মদ প্রাপ্ত হইয়া না করিতে পারে এরূপ কর্ম্মই নাই। পথিক যেরূপ বহুদোষ প্রাণনাশক পথ পরিহার করে,

তৃতীয়ন্তু মদং প্রাপ্য ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
মদমোহাবৃতমনা জীবন্নপি মৃতৈঃ সমঃ॥
রমণীয়ান্ স বিষয়ান্ ন বেত্তি ন সুহৃজ্জনম্।
যদর্থং পীয়তে মদ্যং রতিং তাঞ্চ ন বিন্দতি॥
কার্য্যাকার্য্যং সুখং দুঃখং লোকে যচ্চ হিতাহিতং
যদবস্থো ন জানাতি কোহবস্থাং তাং ব্রজেদ্বুধঃ
স দূষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং নিন্দ্যশ্চাগ্রাহ্য এব চ।
ব্যসনিত্বাদুদর্কে চ স দুঃখং ব্যাধিমশ্নুতে॥ ২২
প্রেত্য চেহ চ যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রেয়ো মোক্ষশ্চ যৎপরম্
মনঃসমাধৌ তৎ সর্ব্বমায়ত্তং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ২৩
মদ্যেন মনসশ্চাস্য সংক্ষোভঃ ক্রিয়তে মহান্।
মহামারুতবেগেন তটস্থস্যেব শাখিনঃ॥
মদ্যপ্রসক্তমজ্ঞাত্বা মহাদোষং মহাগদম্।
সুখমিত্যধিগচ্ছন্তি রজোমোহপরাজিতাঃ॥ ২৪
মদ্যোপহতবিজ্ঞানা বিমুক্তাঃ সাত্ত্বিকৈর্গুণৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিপ্রযুজ্যন্তে মদান্ধা মদলালসাঃ॥
মদো মোহো ভয়ং শোকঃ ক্রোধো মৃত্যুশ্চ সংশ্রিতাঃ।
সোন্মাদং মদমূর্চ্ছাদ্যাঃ সাপস্মারাপতানকাঃ॥
যত্রৈকঃ স্মৃতিবিভ্রংশস্তত্র সর্ব্বমসাধুবৎ॥
ইত্যেবং মদ্যদোষজ্ঞা মদ্যং গর্হন্তি যত্নতঃ॥ ২৫
সত্যমেতে মহাদোষা মদ্যস্যোক্তা ন সংশয়ঃ।
অহিতস্যাতিমাত্রস্য পীতস্য বিধিবর্জ্জনম্॥
কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতম্।
অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং তথামৃতম্॥ ২৬
প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা নিহন্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥ ২৭
হর্ষমূর্জ্জাং মদং পুষ্টিমারোগ্যং পৌরুষং পরম্।
যুক্ত্যা পীতং করোত্যাশু মদ্যং মদসুখাবহম্।

বিদ্বান্ ব্যক্তিও সেইরূপ সাক্ষাৎ উন্মাদের ন্যায় দারুণ মধ্যম মদ পরিহার করিবেন। ২১। তৃতীয় প্রকার মদ (মত্ততা) প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য ভগ্ন দারুর ন্যায় নিষ্ক্রিয় হয়। সে মত্ততা ও মোহে আচ্ছন্ন হওয়াতে জীবিত হইয়াও মৃতের ন্যায় হয়। সে তখন রমণীয় বিষয় সকল ও সুহৃজ্জনকে চিনিতে পারে না এবং যে আনন্দের জন্য মদ্য পান করা, তাহাই তাহার অনুভূত হয় না। যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে মানুষের কার্য্যাকার্য্যে সুখাসুখ ও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, কোন্ ব্যক্তি সে অবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিবে? মানুষ এইরূপ মত্ত হইলে লোকের নিকট দূষ্য, নিন্দাভাজন ও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। আর উত্তর কালে দুঃখ ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়। ২২। পারলৌকিক ও ঐহিক শ্রেয়ঃ এবং পরাৎপর মোক্ষ দেহীদিগের চিত্তসমাধির অধীন। অথচ ঝঞ্ঝাবাতে তটস্থ বৃক্ষের ন্যায় মদ্য মনের সেই সমাধি নষ্ট করে। ২৩। লোকে সুখ পাইবে মনে করিয়া রজঃ ও মোহবশে মদ্যাসক্তির মহাদোষ ও মহারোগকারিতা দেখিতে পায় না। ২৪। মদান্ধ ও মদলোলুপ ব্যক্তিগণ মদ্যপান করিয়া হতজ্ঞান হয়, সাত্ত্বিক গুণসমূহ হইতে বিমুক্ত হয় এবং শ্রেয়ঃসমূহ হইতে বিভ্রষ্ট হয়। মদ্যপান করিলে মত্ততা, মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ, মৃত্যু, উন্মাদ, মদ, মূর্চ্ছা, অপস্মার ও অপতানক ঘটিয়া থাকে। অথবা মদের প্রধান ক্রিয়া যে স্মৃতিভ্রংশ, তাহা হইতে সকল পাপই ঘটিতে পারে। মদ্যদোষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপে যত্ন সহকারে মদের নিন্দা করিয়া থাকেন। ২৫। সত্যই বটে যে অহিতকর মদ্যের অবিধিপূর্ব্বক অতিসেবনহেতু মহাদোষ সকল ঘটিয়া থাকে। সে বিষয়ে আর সংশয়মাত্র নাই। তবে কি না, যেমন অন্ন স্বভাবতঃ হিতকর হইলেও অযুক্তি ক্রমে যুক্ত হইয়া রোগকর হয় এবং যুক্তিপূর্ব্বক যুক্ত হইলে অমৃতের ন্যায় হইয়া থাকে; মদ্যও সেইরূপ। ২৬। দেখ, অন্ন প্রাণীদিগের প্রাণস্বরূপ অথচ অযুক্তিপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে প্রাণনাশ করে। দেখ, বিষ প্রাণঘাতক, অথচ যুক্তিপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে রসায়ন হইয়া থাকে [রসায়ন অধিকারে বিষের প্রয়োগ উল্লিখিত হইয়াছে]। ২৭। মদ্য যুক্তিপূর্ব্বক পান করিলে আশু হর্ষ, বল, মদ, পুষ্টি, আরোগ্য এবং সবিশেষ পৌরুষ হইয়া থাকে। মদ্যজনিত মদে

রোচনং দীপনং হৃদ্যং স্বরবর্ণপ্রসাদনম্।
প্রীণনং বৃংহণং বল্যং ভয়শোকশ্রমাপহম্॥
স্বাপনং নষ্টনিদ্রাণাং মূকানাং বাগ্বিবোধনম্।
বোধনঞ্চাতিনিদ্রাণাং বিবদ্ধানাং বিবন্ধনুৎ।
বধবন্ধপরিক্লেশদুঃখানাঞ্চাবমোহনম্॥ ২৮
মদোত্থানাঞ্চ রোগাণাং মদ্যমেব প্রসাধকম্॥
রতিবিষয়সংযোগপ্রীতিসংযোগবর্দ্ধনম্।
অতিপ্রবয়সাং মদ্যমুৎসবামোদকারকম্॥ ২৯
পঞ্চস্বর্থেষু কান্তেষু যা রতিঃ প্রথমে মদে।
যূনাং বা স্থবিরাণাং বা তস্য নাস্ত্যুপমা ভুবি॥
বহুদুঃখরুগ্ণস্য শোকেনোপহতস্য চ।
বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষে-
বিতম্॥ ৩০
অন্নপানবয়োব্যাধিবলকালত্রিকাণি ষট্।
ত্রীন্ দোষাংস্ত্রিবিধং সত্ত্বং জ্ঞাত্বা মদ্যং
পিবেৎ সদা॥ ৩১
তেষাং ত্রিকাণামষ্টানাং যোজনা যুক্তিরুচ্যতে।
যথাযুক্ত্যা পিবন্মদ্যং মদ্যদোষৈর্ন যুজ্যতে॥
মদ্যস্য চ গুণান্ সর্ব্বান্ যথোক্তান্ সমুপাশ্নুতে
ধর্ম্মার্থয়োরপীড়ার্থৈর্নরঃ সত্ত্বগুণোচ্ছ্রিতঃ॥ ৩২
সত্ত্বানি তু প্রবুধ্যন্তে প্রায়শঃ প্রথমে মদে।
দ্বিতীয়ে ব্যক্ততাং যান্তি মদে চোত্তমমধ্যয়োঃ॥
সত্ত্বসম্বোধকং হর্ষং হেমপ্রকৃতিদর্শকঃ।
হুতাশঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং মদ্যস্তুভয়কারকম্॥
প্রধানাবরমধ্যানাং রুক্মাণাং ব্যক্তিসাধকঃ।
যথাগ্নিরেবং সত্ত্বানাং মদ্যং প্রকৃতিদর্শকম্॥ ৩৩
সুগন্ধমাল্যগন্ধৈর্বা সুপ্রণীতমনাকুলম্।
মিষ্টান্নপানাবিশদং সদা মধুরসঙ্কথম্॥
সুখপ্রমাণং সুমদং প্রহর্ষপ্রীতিবর্দ্ধনম্।
স্বস্থং সাত্ত্বিকমাপন্নং ন চোত্তমমদপ্রদম্॥ ৩৪
বৈগুণ্যং সহসা যান্তি মদ্যদোষৈর্ন সাত্ত্বিকাঃ।
মদ্যং হি বলবৎ সত্ত্বং গৃহ্ণাতি সহসা ন তু॥ ৩৫
সৌম্যাসৌম্যকথাপ্রায়ং বিশদাবিশদং ক্ষণাৎ।
চিত্রং রাজসমাপন্নং প্রায়েণাস্বস্তিমাকুলম্।

(মত্ততায়) সুখ বোধ হইয়া থাকে। ইহা রোচন, দীপন, হৃদ্য, স্বরবর্ণপ্রসাদন, প্রীণন, বৃংহণ, বল্য, ভয়-শোক-শ্রমনাশক, নষ্টনিদ্রদিগের নিদ্রাকারক, মূকদিগের বাক্প্রবর্ত্তক, অতিনিদ্রদিগের বোধন (জাগরণ কারক), বিবদ্ধ মলমূত্রাদির বিবন্ধনাশক এবং আঘাত বন্ধন ক্লেশ ও দুঃখসমূহের অবমোহন। ২৮। মদসম্ভূত রোগদিগের মদ্যই শোধক। মদ্য রতিবিষয়ে সংযোজক, প্রীতিসংযোজক ও প্রীতিবর্দ্ধক এবং অতিবয়স্ক ব্যক্তিদিগেরও উৎসবানন্দকারক। ২৯। প্রথম মদে যুবা বা স্থবিরদিগের রূপরসাদি পঞ্চ বিষয়ে যে রতি জন্মে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। মদ্য যুক্তিপূর্ব্বক নিষেবিত হইলে দুঃখ-শোকার্ত্ত প্রাণীদিগের বিশ্রামস্বরূপ হয়। ৩০। অন্ন, পান, বয়স, ব্যাধি, বল ও কালের ত্রিবিধ অবস্থা এবং ত্রিবিধ দোষ ও ত্রিবিধ সত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মদ্য পান করা কর্ত্তব্য। ৩১। ঐ অষ্ট প্রকার দ্রব্যের ত্রিবিধত্ব বুঝিয়া তদনুসারে মদ্যযোজনাকে মদ্যের যুক্তি কহে।

যুক্তি অনুসারে মদ্য পান করিলে লোক মদ্য-দোষে যুক্ত হয় না এবং মদ্যের যথোক্ত গুণ সকল ভোগ করিয়া থাকে। তখন ধর্ম্মার্থের অপীড়ন ও সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইয়া থাকে। ৩২। উত্তম ও মধ্যমপ্রকৃতি লোকের প্রথম মদে সচরাচর সত্ত্ব সকল প্রবুদ্ধ হয় এবং দ্বিতীয় মদে ব্যক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় মদ সত্ত্বসম্বোধক, হর্ষকারক এবং অগ্নি যেরূপ সুবর্ণের পরিচায়ক, সেইরূপ প্রকৃতির পরিচায়ক। অগ্নি যেরূপ প্রথম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ স্বর্ণেরই প্রকাশকারক, মদ্যও সেইরূপ ত্রিবিধ সত্ত্বের পরিচায়ক। ৩৩। মদ্য—সুগন্ধমাল্য-গন্ধসংযুক্ত, সুপ্রণীত, অনাবিল, মিষ্টান্ন-পান-সংযুক্ত, সদা মধুর কথোপকথন-সংযুক্ত ও সুখপ্রমাণ হইলে (পরিমাণে অতিরিক্ত না হইলে) সুখজনক মত্ততা ও হর্ষপ্রীতি বর্দ্ধন করে। উহার পরিণাম শুভকর হয়, উহাতে সাত্ত্বিকতা জন্মে এবং উহাতে উত্তম মদ(মোত্ত-লামী) হয় না। ৩৪। সাত্ত্বিকেরা মদ্যদোষ-জনিত বিগুণতা সহসা প্রাপ্ত হন না। মদ্য বলবান্ সত্ত্বকে সহসা অভিভূত করিতে পারে

হর্ষস্মৃতিকথোপেতমতুষ্টিঃ পানভোজনে ॥ ৩৬
সম্মোহক্রোধনিদ্রার্ত্তিমাপন্নং তামসং স্মৃতম্ ॥৩৭
আপানে সাত্বিকান্ বুদ্ধা তথা রাজসতামসান্ ।
জহ্যাৎ সহায়ান্ যৈঃ পীত্বা সহ দোষানুপা-
স্নুতে ॥ ৩৮
সুখশীলাঃ সুসম্ভাষাঃ সুমুখাঃ সম্মতাঃ সতাম্ ।
ক[illegible]া বিষয়প্রবণাশ্চ যে ॥
পরস্পরবিধেয়া যে যেষামৈক্যং সুহৃত্তয়া ।
প্রহর্ষপ্রীতিমাধুর্য্যৈরাপানং বর্দ্ধয়ন্তি যে ॥
উৎসবাদুৎসবতরং যেষামন্যোন্যদর্শনম্ ।
তে সহায়াঃ সুখাঃ পানৈস্তৈঃ পিবন্ সহ
মোদতে ॥ ৩৯
রূপগন্ধরসস্পর্শৈঃ শব্দৈশ্চাপি মনোরমৈঃ ।
পিবন্তি সুসহায়া যে তে বৈ সুকৃতিভিঃ সমাঃ॥৪০

পঞ্চভির্বিষয়ৈরিষ্টৈরুপেতৈর্হর্ষণৈঃ প্রিয়ৈঃ ।
দেশে কালে পিবেন্মদ্যং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৪১
স্থিরসত্ত্বশরীরা যে পুরাণা মদ্যপায়িনঃ ।
বহুমদ্যোচিতা যে চ মাদ্যন্তি সহসা ন তে ॥৪২
প্রাক্ মদ্যাৎ ক্ষুৎপিপাসার্ত্তা দুর্ব্বলা
বাতপৈত্তিকাঃ ।
রুক্ষাল্পপ্রমিতাহারা বিবদ্ধাঃ সত্ত্বদুর্ব্বলাঃ ॥
ক্রোধিনোহনুচিতাঃ ক্ষীণাঃ পরিশ্রান্তা মদক্ষতাঃ
স্বল্পেনাপি মদং শীঘ্রং যান্তি মদ্যেন মানবাঃ ॥ ৪৩
উক্তং মদাত্যয়স্যাতঃ সম্ভবং স্বস্বলক্ষণম্ ।
অগ্নিবেশ চিকিৎসাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যথাক্রমম্ ॥৪৪
স্ত্রীশোকভয়ভারাধ্বকর্ম্মভির্যোহতিকর্ষিতঃ ।
রুক্ষাল্পপ্রমিতাশী বা যঃ পিবত্যতিমাত্রয়া ॥
রুক্ষং পরিণতং মদ্যং নিশি নিদ্রাং বিহত্য চ ।
করোতি তস্য তচ্ছীঘ্রং বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥৪৫

না ।৩৫। রাজস ব্যক্তি মদ্য পান করিলে কখন শান্ত কখন অশান্ত ভাবে কথা কহিয়া থাকে। কখন বিশদভাব কখন বা অবিশদভাব প্রাপ্ত হয়। উহার স্বভাবের বৈচিত্র হইয়া থাকে। পরিণামে প্রায়ই অশুভ ও আকুলতা হয়। উহার স্মৃতির আধিক্য ও বাচালতা হইয়া থাকে এবং পান-ভোজনে রুচি হয় না। ৩৬। তামস ব্যক্তি মদ্য পান করিলে সম্মোহ, ক্রোধ ও নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে। ৩৭। মদ্য-পানস্থানে সাত্বিক,রাজস ও তামস সঙ্গী বিবেচনা করিয়া, যাহাদের সহিত মদ্য পান করিলে দোষ ঘটিতে পারে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ৩৭। যে সকল সঙ্গী সুখশীল, সুসম্ভাব, সুমুখ, সাধুজনসম্মত, কলানিপুণ, বাক্‌পটু, বিষয়প্রবণ, পরস্পর আসক্ত, একতাসম্পন্ন ও সৌহৃদ্যবান্; যাহারা হর্ষ প্রীতি ও মাধুরী দ্বারা পানস্থানের উৎসব সম্পাদন করে; যাহারা পরস্পরকে দর্শন করিলে উৎসবের অপেক্ষাও উৎসব অনুভব করে, তাহারাই মদ্যপানের উপযুক্ত সঙ্গী। এইরূপ সঙ্গীকে লইয়াই মদ্য পান করিতে হয়। ৩৯। মনোরম রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ অনুভব করিতে করিতে যাহারা অনুকূল সঙ্গীদিগের সহিত মদ্যপান করে, তাহারা পুণ্যবানদিগের তুল্য। ৪০। প্রকৃষ্টদেশে প্রকৃষ্টকালে প্রহৃষ্টচিত্তে মনোরম পঞ্চবিষয়ের সহিত সমবেত হইয়া মদ্য পান করিবে। ৪১। দৃঢ়সত্ত্ব, দৃঢ়শরীর, পুরাতন-মদ্যপায়ি-বংশোদ্ভব এবং বহুমদ্যপরায়ণ ব্যক্তিরা মদ্যপান করিয়া সহসা মত্ত হয় না। ৪২। যাহারা শূন্যোদরে মদ্য পান করে, যাহারা ক্ষুৎপিপাসাকাতর, দুর্ব্বল, বাতপৈত্তিক, রুক্ষভোজী, অল্পাহারী, প্রমিতভোজী, নিবদ্ধ, দুর্ব্বলান্তঃকরণ, ক্রোধী, অনভ্যস্তমদ্য, ক্ষীণ, পরিশ্রান্ত এবং মদক্ষত, তাহারা অল্পমাত্র মদ্যপানেই শীঘ্র মত্ত হয়। ৪৩। হে অগ্নিবেশ! এক্ষণে আমরা যথাক্রমে মদাত্যয়রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা বলিব। ৪৪। যে ব্যক্তি স্ত্রীপ্রসঙ্গ, শোক, ভয়, ভারবহন, পথশ্রম ও অন্যান্য কর্ম্মদ্বারা অতিশয় কর্ষিত হইয়াছে এবং সর্ব্বদা রুক্ষ অল্প ও একরস ভোজন করে, সে ব্যক্তি অতিমাত্রায় সর্ব্বদা মদ্যপান করিলে, মদ্য তাহার অতিশয় রুক্ষতা উৎপাদন করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রার ব্যাঘাত করে এবং শীঘ্র বাতিক মদাত্যয় রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

হিক্কাকাসশিরঃকম্পপার্শ্বশূলপ্রজাগরৈঃ।
বিদ্যাদ্বহুপ্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্ ॥ ৪৬
তীক্ষ্ণোষ্ণং মদ্যমম্লং বা যোঽতিমাত্রং নিষেবতে
অম্লোষ্ণতীক্ষ্ণভোজী চ ক্রোধনোঽগ্ন্যাতপপ্রিয়ঃ
তস্যোপজায়তে পিত্তাধিশেষেণ মদাত্যয়ঃ ॥ ৪৭
স তু বাতোল্বণস্যাশু প্রশমং যান্তি হন্তি বা ॥৪৮
তৃষ্ণাদাহজ্বরস্বেদমূর্চ্ছাতীসারবিভ্রমৈঃ।
বিদ্যাদ্ধরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ম্ ॥ ৪৯
তরুণং মধুরপ্রায়ং গৌড়ং পৈষ্টিকমেব বা।
মধুরস্নিগ্ধগুর্ব্বাশী যঃ পিবত্যতিমাত্রয়া ॥
অব্যায়ামদিবাস্বপ্নশয্যাসনসুখে রতঃ।
মদাত্যয়ং কফপ্রায়ং স শীঘ্রমধিগচ্ছতি ॥ ৫০
ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাসতন্দ্রাস্তৈমিত্যগৌরবৈঃ
বিদ্যাচ্ছীতপরীতস্য কফপ্রায়ং মদাত্যয়ম্ ॥ ৫১
বিষস্য যে গুণা দৃষ্টাঃ সন্নিপাতপ্রকোপণাঃ।
ত এব মদ্যে দৃশ্যন্তে বিষে তু বলবত্তরাঃ ॥
হন্যাত্ত হি বিষং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রোগায় কল্পতে।
যথা বিষং তথৈবান্ত্যো জ্ঞেয়ো মদ্যকৃতো মদঃ ॥
তস্মাৎ ত্রিদোষজং লিঙ্গং সর্ব্বত্রাপি মদাত্যয়ে
দৃশ্যতে রূপবৈশেষ্যাৎ পৃথক্‌ত্বঞ্চাস্য লক্ষ্যতে ॥৫২
শরীরদুঃখং বলবৎ সম্মোহো হৃদয়ব্যথা।
অরুচিঃ প্রততা তৃষ্ণা জ্বরঃ শীতোষ্ণলক্ষণঃ ॥
শিরঃপার্শ্বাস্থিসন্ধীনাং বিদ্যুত্তুল্যা চ বেদনা।
জায়তেঽতিবলা জৃম্ভা স্ফুরণং বেপনং শ্রমঃ ॥
উরোবিবন্ধঃ কাসশ্চ হিক্কা শ্বাসঃ প্রজাগরঃ।
শরীরকম্পঃ কর্ণাক্ষিমুখরোগস্ত্রিকগ্রহঃ ॥
ছর্দ্দ্যতীসারমুৎক্লেশো বাতপিত্তকফাত্মকঃ।
ভ্রমঃ প্রলাপো রূপাণামসতাঞ্চৈব দর্শনম্ ॥
তৃণভস্মলতাপর্ণপাংশুভিশ্চাবপূরণম্।
প্রধর্ষণং বিহঙ্গৈশ্চ ভ্রান্তচেতাঃ স মন্যতে ॥

৪৫। হিক্কা, কাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল, প্রজাগর [নিদ্রানাশ] এবং সর্ব্বদা প্রলাপ, এই সকল বাতজনিত মদাত্যয় রোগের লক্ষণ। [পাশ্চাত্যভাষায় বাতিক মদাত্যয়কে ডেলিরিয়ম্ ট্রিমেন্‌স কহে] ৪৬। যে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও অম্ল মদ্য অতিমাত্রায় সেবন করে, সর্ব্বদা অম্ল, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ ভোজন করে এবং যে ব্যক্তি ক্রোধনস্বভাব ও অগ্নি-রৌদ্রপ্রিয়, তাহার পিত্তাধিক্য বশতঃ মদাত্যয় রোগ উৎপন্ন হয়।৪৭। বাতোল্বণ ব্যক্তির পিত্তাধিক মদাত্যয় হইলে শীঘ্র শান্ত হয় অথবা প্রাণসংহার করে।৪৮। তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, স্বেদ, মূর্চ্ছা, অতিসার, বিভ্রম ও হরিতবর্ণতা এই সকল পিত্তবহুল মদাত্যয়ের লক্ষণ। ৪৯। যে ব্যক্তি নূতন মধুরপ্রায় গৌড় বা পৈষ্টিক মদ্য সর্ব্বদা অতিমাত্রায় পান করে এবং সর্ব্বদা মধুর, স্নিগ্ধ, ও গুরু ভোজন করিয়া থাকে অথবা ব্যায়াম করে না, দিবসে নিদ্রা যায় এবং শয়ন ও উপবেশনসুখে আসক্ত থাকে, সেই ব্যক্তি শীঘ্র কফবহুল মদাত্যয়রোগ প্রাপ্ত হয়। ৫০। বমি, অরুচি, হৃল্লাস, তন্দ্রা, স্তৈমিত্য, গুরুতা ও শীত এই সকল কফবহুল মদাত্যয়ের লক্ষণ। ৫১। বিষের যে সকল সন্নিপাতপ্রকোপক গুণ দৃষ্ট হয়, মদ্যেও সেই সকল গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে সেই সকল গুণ বিষে বলবত্তর হইয়া প্রকাশ পায়। কোন কোন বিষ শীঘ্রই প্রাণনাশ করে এবং কোন কোন বিষ রোগ জন্মাইয়া থাকে। মদ্যকৃত অন্ত্যমদও (১৮ প্রকরণ দেখ) বিষের তুল্যই জানিবে। এই জন্য মদাত্যয় রোগে সর্ব্বত্রই ত্রিদোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কেবল লক্ষণসমূহের ভিন্নতা বশতঃ বাতিকাদি-পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ৫২। অতিশয় শারীরিক দুঃখ, সম্মোহ, হৃদয়ব্যথা, অরুচি, সর্ব্বদা তৃষ্ণা, শীত বা উষ্ণ জ্বর, মস্তক পার্শ্ব ও অস্থিসন্ধিসমূহে বিদ্যুতের তুল্য বেদনা, বলবতী জৃম্ভা, স্ফুরণ, কম্প, শ্রম, উরোবিবন্ধ, কাস, হিক্কা, শ্বাস, প্রজাগর, শরীরকম্প, কর্ণ অক্ষি ও মুখের রোগ, ত্রিকদেশে বেদনা, বমি, অতিসার, ত্রিদোষাত্মক উৎক্লেশ, ভ্রম, প্রলাপ, অবিদ্যমান রূপসমূহের দর্শন, ভ্রমবশতঃ তৃণ ভস্ম লতা পত্র ও ধূলি দ্বারা আচ্ছাদনের ন্যায় বোধ ও বিহঙ্গদিগের কর্তৃক আক্রমণের

ব্যাকুলানামশস্তানাং স্বপ্নানাং দর্শনানি চ।
মদাত্যয়স্য রূপাণি সর্ব্বাণ্যেতানি লক্ষয়েৎ ॥ ৫৩
সর্ব্বং মদাত্যয়ং বিদ্যাৎ ত্রিদোষমধিকন্তু যৎ।
দোষং মদাত্যয়ে পশ্যেৎ তস্যাদৌ প্রতিকারয়েৎ
কফস্থানানুপূর্ব্ব্যা চ ক্রিয়া কার্য্যা মদাত্যয়ে।
পিত্তমারুতপর্য্যন্তঃ প্রায়েণ হি মদাত্যয়ঃ ॥ ৫৪
মিথ্যাতিহীনপীতেন যো ব্যাধিরুপজায়তে।
সমপীতেন তেনৈব স মদ্যেনোপশাম্যতি ॥ ৫৫
জীর্ণামমদ্যদোষায় মদ্যমেব প্রদাপয়েৎ।
প্রকাঙ্ক্ষালাঘবে জাতে যদ্‌যদস্মৈ হিতং
ভবেৎ ॥
সৌবর্চ্চলানুসংবিদ্ধং শীতং সবিড়সৈন্ধবম্।
মাতুলুঙ্গার্দ্রকোপেতং জলযুক্তং প্রদাপয়েৎ ॥ ৫৬

তীক্ষ্ণোষ্ণেনাতিমাত্রেণ পীতেনাম্লবিদাহিনা।
মদ্যেনাম্লরসক্লেদো বিদগ্ধঃ ক্ষারতাং গতঃ ॥
অন্তর্দ্দাহং জ্বরং তৃষ্ণাং প্রমোহং বিভ্রমং মদম্
জনয়ত্যাশু তচ্ছান্ত্যৈ মদ্যমেব প্রদাপয়েৎ
ক্ষারো হি যাতি মাধুর্য্যং শীঘ্রমম্লোপসংহিতঃ ॥ ৫৭
শ্রেষ্ঠমম্লেষু মদ্যঞ্চ যৈস্তৈ গুণৈস্তান্ শৃণু ॥ ৫৮
মদ্যস্যাম্লস্বভাবস্য চত্বারোঽনুরসাঃ স্মৃতাঃ।
মধুরশ্চ কষায়শ্চ তিক্তঃ কটুক এব চ ॥
গুণাশ্চ দশ পূর্ব্বোক্তাস্তৈশ্চতুর্দ্দশভির্গুণৈঃ।
সর্ব্বেষাং মদ্যমম্লানামুপর্য্যুপরি তিষ্ঠতি ॥ ৫৯
মদোৎক্লিষ্টেন দোষেণ রুদ্ধঃ স্রোতঃসু মারুতঃ
করোতি বেদনাং তীব্রাং শিরস্যস্থিষু
সন্ধিষু ॥ ৬০

আক্রান্ত মনে করা এবং ব্যাকুলতাজনক অপ্রশস্ত স্বপ্নসমুদায়ের দর্শন, এই সমস্তগুলিই মদাত্যয় রোগের লক্ষণ। ৫৩। সমস্ত মদাত্যয় রোগই ত্রিদোষজনিত। তবে যে দোষের আধিক্য থাকে, প্রথমতঃ সেই দোষেরই প্রতিকার করিতে হয়। মদাত্যয় রোগে কফস্থান (আমাশয়), পিত্তস্থান (গ্রহণী) ও বায়ুস্থান (পক্বাশয়) পরে পরে আক্রান্ত হয়। অতএব স্থানের আনুপূর্ব্বী অনুসারে প্রথমতঃ কফের ও পরে পিত্ত-বাতের চিকিৎসা করা উচিত। ৫৪। মদ্য অন্যায়রূপে কিংবা অতিমাত্রায় বা হীনমাত্রায় সেবিত হইলে যে রোগ উৎপন্ন হয়, মদ্য সমমাত্রায় পীত হইলেই তাহার শান্তি হইতে পারে। ৫৫। মদ্যাত্যয়রোগীর মদ্যজনিত আমদোষ জীর্ণ হইলে এবং লঘুতা বোধ হইলে, তাহাকে হিতকর মদ্যই প্রদান করিবে। কিন্তু তৎকালে [মদ্যের অম্লত্বনাশ করিবার জন্য] মদ্যের সহিত সৌবর্চ্চল, বিট্, সৈন্ধব, মাতুলুঙ্গরস, আর্দ্রকরস ও জল সংযোগ করিয়া দিবে। যেন উহার সহিত শীতবীর্য্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়; যেন উহা মাত্রাধিক না হয়। [মদাত্যয় রোগে প্রথমতঃ নিদানার্থ-কারিণী চিকিৎসা, পরে নিদান-বিপরীত চিকিৎসা (১০২ প্রকরণ দেখ) এবং পরে আবার নিদানার্থ-কারিণী চিকিৎসার (১০৩) প্রয়োজন। ৫৬। তীক্ষ্ণ উষ্ণ অম্ল বিদাহী মদ্য অতিমাত্রায় পীত হইলে অম্লরসের ক্লেদ [আমাশয়স্থ শ্লেষ্মার কৃত ক্লেদ] উহার যোগে বিদগ্ধ হইয়া ক্ষারত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহাতে অন্তর্দ্দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, প্রমোহ, বিভ্রম ও মত্ততা হইয়া থাকে। ঐ সকল উপদ্রব শান্তি করিবার জন্য মদ্যই প্রদান করিতে হয়। কারণ ক্ষার অম্লের সহিত মিশ্রিত হইলে শীঘ্রই মধুরতা প্রাপ্ত হয়। [তবেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, অম্লের সাহত আহাররস মিলিত হইলে ক্ষারত্ব প্রাপ্ত হয়, ক্ষারত্ব প্রাপ্তির পর সেই অম্লের সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইলে মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে] ৫৭। মদ্য যে সকল গুণে সমস্ত অম্লরসের শ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রবণ কর। ৫৮। মদ্য অম্ল। উহার চারিটী অনুরস আছে যথা;—মধুর, কষায়, তিক্ত ও কটু। আর পূর্ব্বে ইহার লঘুতা প্রভৃতি দশটী গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই চতুর্দ্দশ গুণে মদ্য অন্যান্য অম্ল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ অন্যান্য অম্লের এ চতুর্দ্দশটী গুণ নাই]। ৫৯। মদ্য দ্বারা উৎক্লিষ্ট দোষ স্রোতঃসমূহের মধ্যে বায়ুকে রুদ্ধ করে এবং সেই জন্য মস্তক

দোষবিষ্যন্দনার্থং হি তস্মৈ মদ্যং বিশেষতঃ।
ব্যবায়ি তীক্ষ্ণোষ্ণতয়া দেয়মম্লেষু সৎস্বপি ॥
স্রোতোবিবন্ধমুন্মথ্য মারুতস্যানুলোমনম্।
রোচনং দীপনঞ্চাগ্নেরভ্যাসাৎ সাত্ম্যমেব চ ॥৬১
রসস্রোতঃস্বরুদ্ধেষু মারুতে চানুলোমিতে।
নিবর্ত্তন্তে বিকারাশ্চ শাম্যন্ত্যস্য মদোদয়াঃ ॥ ৬২
বীজপূরকবৃক্ষাম্লকোলদাড়িমসংযুতম্।
যমানীহবুষাজাজীশৃঙ্গবেরাবচূর্ণিতম্ ॥
সস্নেহৈঃ শকুভির্যুক্তমবদংশৈশ্চিরোত্থিতম্।
দদ্যাৎ সলবণং মদ্যং পৈষ্টিকং বাতশান্তয়ে ॥ ৬৩

অস্থি ও সন্ধিসমূহে তীব্র বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে। ৬০। ওরূপ অবস্থায় দোষের বিষ্যন্দন জন্য [ক্ষরণ জন্য] মদাত্যয়রোগীকে মদ্যই বিশেষরূপে প্রদান করিতে হয়। কারণ মদ্য ব্যবায়ী, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বলিয়া স্রোতের বিবন্ধ উন্মথিত করিয়া বায়ুকে মুক্ত করিয়া দেয়। অন্যান্য অম্লদ্রব্য সেরূপ ব্যবায়ী তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ নহে বলিয়া সেরূপ পারে না। আর অন্যান্য অম্ল মদ্যপায়ীর এরূপ রোচন বা অগ্নিদীপন হইতে পারে না। বিশেষতঃ ইহা অভ্যস্ত বলিয়া অন্যান্য অম্ল অপেক্ষা মদ্যপায়ীর সাত্ম্য হইয়া থাকে। ৬১। রসবাহিস্রোতঃ সকল এইরূপে অবরুদ্ধ ও বায়ু অনুলোমিত হইলে বিকার সকল নিবৃত্ত হয় এবং মত্ততা জন্য রোগ সকল শান্ত হইয়া থাকে। ৬২। [পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মদ্য অম্ল, মধুর, কষায়, তিক্ত ও কটু। অতএব মদাত্যয় রোগে, দোষবিষ্যন্দনার্থ মদ্যের পরিবর্ত্তে অন্য কোন তীক্ষ্ণ অম্লদ্রব্য মধুর-কষায়-তিক্ত ও কটুযোগে, প্রদান করা যাইতে পারে। সম্প্রতি সেইরূপ একটী যোগ কল্পনা করা হইতেছে। যথা—মাতুলুঙ্গ [গোঁড়া লেবুর রস], থৈকুল, কুল ও দাড়িম, যমানী, হবুষা, কৃষ্ণজীরা এবং শুঁঠ এই সকল রস ও চূর্ণ একত্র করিয়া মদাত্যয় রোগীর বাতশান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে। অথবা স্নেহযুক্ত শক্তুর সহিত লবণযুক্ত পুরাতন পৈষ্টিকমদ্য

দৃষ্ট্বা বাতোল্বণং লিঙ্গং রসৈশ্চৈনমুপাচরেৎ।
লাবতিত্তিরিদক্ষাণাং স্নিগ্ধাম্লৈঃ শিখিনামপি ॥
পক্ষিণাং মৃগমৎস্যানামানূপানাঞ্চ সংস্কৃতৈঃ।
ভূশয়প্রসহানাঞ্চ রসৈঃ শাল্যোদনেন চ ॥
স্নিগ্ধোষ্ণলবণাম্লৈশ্চ বেশবারৈর্মুখপ্রিয়ৈঃ।
চিত্রৈর্গোধূমিকৈশ্চাম্লৈর্বারুণীমণ্ডসংযুতৈঃ ॥
পিশিতার্দ্রকগর্ভাভিঃ স্নিগ্ধাভির্ধূপবর্ত্তিভিঃ।
মাষপূপলিকাভিশ্চ বাতিকং সমুপাচরেৎ ॥ ৬৪
নাতিস্নিগ্ধং ন চাম্লেন যুক্তং সমরিচার্দ্রকম্।
মধ্যে প্রাগুক্তিতং মাংসং দাড়িমস্বরসেন বা ॥
পৃথক্ত্রিজাতকোপেতসধান্যমরিচার্দ্রকম্।
রসপ্রলেপিসম্পৃক্তৈঃ সুখোষ্ণৈঃ
সম্প্রদাপয়েৎ ॥ ৬৫
তক্রেণ বারুণীমণ্ডং দদ্যাৎ পাতুং পিপাসবে।

প্রদান করিবে। ৬৩। মদাত্যয় রোগে বাতোল্বণ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, রোগীকে মাংস রসযোগে উপচার করিবে। লাব, তিত্তির, কুক্কুট, ময়ূর এই সকল পক্ষীর এবং আনূপ, ভূশয় ও প্রসহ মৃগ ও মৎস্যসমূহের সংস্কৃত রসের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন প্রদান করিবে। স্নিগ্ধ উষ্ণ লবণ অম্ল ও মুখপ্রিয় বেশবার, বারুণীমণ্ড সংযুক্ত নানাবিধ গোধূমান্ন, মাংস ও আর্দ্রককল্কপূর্ণ স্নিগ্ধধূমবর্ত্তি এবং মাষকলায়কৃত পিষ্টকসমূহ দ্বারা বাতিকমদাত্যয়ীকে উপাচরণ করিবে। ৬৪। বাতোল্বণ মদাত্যয়ে পূর্ব্বোক্ত মাংস সকল অনতিস্নিগ্ধ অম্লরসের সহিত মরিচ আর্দ্রক যুক্ত করিয়া অথবা দাড়িমরসের সহিত যুক্ত করিয়া প্রদান করিবে। অথবা ত্রিজাতকের সহিত [তেজপাতা, ছোটএলাচ ও দারুচিনি ইহাদিগকে ত্রিজাতক বলে] কিংবা ধনে মরিচ, ও আর্দ্রকের সহিত পৃথক্ সংযুক্ত করিয়া প্রদান করিবে। অথবা ঈষৎ উষ্ণ মাংসরসযুক্ত গোধূমপিষ্টক প্রদান করিবে। [কিন্তু সর্ব্বত্রই অতি স্নিগ্ধ অম্লরসের সংযোগ হওয়া উচিত]। ৬৫। মদাত্যয়রোগী পিপাসিত হইলে তক্রের সহিত বারুণীমণ্ড পান

দাড়িমস্য রসং বাথ জলং বা পাঞ্চমূলিকম্ ॥
ধান্যনাগরতোয়ঞ্চ দধিমণ্ডমথাপি বা।
অম্লকাঞ্জিকমণ্ডং বা শুক্তোদকমথাপি বা ॥
কর্ম্মণানেন সিদ্ধেন বিকার উপশাম্যতি।
মাত্রাকালপ্রযুক্তেন বলং বর্ণশ্চ বর্দ্ধতে ॥ ৬৬
রাগষাড়বসংযোগৈর্বিবিধৈর্ভক্তরোচনৈঃ।
পিশিতৈর্বহুপিষ্টান্নৈর্যবগোধূমশালিভিঃ ॥
অভ্যঙ্গোৎসাদনৈঃ স্নানৈরুষ্ণৈঃ প্রাবরণৈর্ঘনৈঃ
ঘনৈরগুরুপঙ্কৈশ্চ ধূপৈশ্চাগুরুজৈর্ঘনৈঃ ॥
নারীণাং যৌবনোষ্ণানাং নির্দ্দয়ৈরবগূহনৈঃ।
শ্রোণ্যূরুকুচভারৈশ্চ সংরোধোষ্ণসুখাবহৈঃ ॥
শয়নাচ্ছাদনৈরুষ্ণৈ রুষ্ণৈশ্চান্তর্গৃহৈঃ সুখৈঃ।
মারুতঃ প্রবলঃ শীঘ্রং প্রশাম্যতি মদাত্যয়ঃ ॥৬৭
ভব্যখর্জ্জুরমৃদ্বীকাপরূষকরসৈর্যুতম্।
সদাড়িমরসং শীতং শক্তুভিঃ স্ববচূর্ণিতম্ ॥
সশর্করং শার্করং বা মাধ্বীকমথবাপরম্।
দদ্যাৎ বহূদকং কালে পাতুং পিত্তমদাত্যয়ে ॥৬৮
শশান্ কপিঞ্জলানেণান্ লাবানসিতপুচ্ছকান্।
মধুরাম্লান্ প্রযুঞ্জীত ভোজনে শালিষষ্টিকান্ ॥
পটোলমুদ্গমিশ্রং বা ছাগলং কল্পয়েদ্রসম্।
সতীনমুদ্গমিশ্রং বা দাড়িমামলকান্বিতম্ ॥
দ্রাক্ষামলকখর্জ্জুরপরূষকরসেন বা।
কল্পয়েৎ তর্পণান্ যূষান্ রসাংশ্চ বিবিধাত্মকান্ ॥ ৬৯
আমাশয়স্থমুৎক্লিষ্টং কফপিত্তমদাত্যয়ে।
বিজ্ঞায় বহুদোষস্য দহ্যমানস্য তৃষ্যতঃ ॥
মদ্যং দ্রাক্ষারসং তোয়ং দত্ত্বা তর্পণমেব বা।
নিঃশেষং বাময়েচ্ছীঘ্রমেবং রোগাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৭০
কালে পুনস্তর্পণাদ্যং ক্রমং কুর্য্যাৎ প্রকাঙ্ক্ষিতে
তেনাগ্নির্দীপ্যতে তস্য দোষশেষান্নপাচনঃ ॥ ৭১
কাসে সরক্তনিষ্ঠীবে পার্শ্বস্তনরুজোস্তথা।

করিতে দিবে। অথবা দাড়িমরস বা লঘুপঞ্চমূলের জল প্রদান করিবে। অথবা ধনে ও শুঁঠের শীতকষায় বা দধিমণ্ড বা অম্লকাঞ্জিক বা শুক্তজল প্রদান করিবে। এই সকল দৃষ্টফল কর্ম্ম দ্বারা বিকার প্রশমিত হয় এবং মাত্রানুযায়ী যথাকালে প্রদত্ত হইলে মদাত্যয়রোগীর বল ও বর্ণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৬৬। বাতোল্বণ মদাত্যয় রোগে নানা প্রকার ভক্তরোচন, রাগ, ষাড়ব, বহুপ্রকার পিশিত, বহুপ্রকার পিষ্টান্ন, বহুপ্রকার যব গোধূম ও শালি, অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, উষ্ণ ও ঘন প্রাবরণবস্ত্র, ঘন অগুরুপ্রলেপ, ঘন অগুরুধূপ, যৌবনোষ্ণা নারীদিগের নির্দ্দয় আলিঙ্গন ও নিতম্ব উরু ও কুচভারের সংরোধজনিত উষ্ণতা-সুখ, উষ্ণশয্যা ও উষ্ণ আচ্ছাদন এবং উষ্ণ ও সুখকর অন্তর্গৃহ আবশ্যক। এই সকল দ্বারা মদাত্যয়ের প্রবল বায়ু শীঘ্রই প্রশমিত হয়। ৬৭। শক্তুর সহিত ভব্য (চালতা) খর্জ্জুর কিস্‌মিস্ ও ফলসা ফলের শীতল ক্বাথ দাড়িমের রস মাখিয়া শর্করামদ্য কিংবা মাধ্বীকমদ্য বা বহুজলমিশ্রিত অপর কোন মদ্যের সহিত পিত্তমদাত্যয়ে পান করিতে দিবে। ৬৮। শশক, শ্বেতক্তিত্তিরি এণ হরিণ বা তালপুচ্ছক হরিণের মাংস মধুরাম্ল করিয়া তাহার সহিত শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাইবে। অথবা পটোলের সহিত ছাগমাংসের রস রন্ধন করিয়া তাহার সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাইবে। অথবা বর্ত্তুলকলায় বা মুদ্গযূষ দাড়িম-ও আমলকীর সহিত সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাইবে। কিস্‌মিস্, আমলকী, খর্জ্জুর, ও ফলসা ফলের ক্বাথের সহিত বিবিধ প্রকার তর্পণ, যূষ ও মাংসরস প্রস্তুত করিয়া দিবে। ৬৯। বহুদোষাশ্রিত কফ-পিত্তাধিক মদাত্যয়রোগীর আমাশয়স্থ আমদোষ উৎক্লিষ্ট (নির্গমনোন্মুখ) বলিয়া বুঝিলে এবং ঐরূপ রোগীর দাহ ও তৃষ্ণা হইতে থাকিলে দ্রাক্ষারস ও জলের সহিত মদ্য অথবা কেবল তর্পণ প্রয়োগ করিয়া নিঃশেষরূপে বমন করাইবে। তাহাতে রোগী শীঘ্র রোগমুক্ত হইবে। ৭০। আর রোগীর ভোজনে ইচ্ছা হইলে সময়ে তর্পণবহুল পেয়াদি পান করিতে দিবে। তাহাতে রোগীর অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া দোষের শেষ ও অন্নের

তৃষ্যত্তে সবিদাহে চ সোৎক্লেশে হৃদয়োরসি ।
গুড়ূচীভদ্রমুস্তানাং পটোলস্যাথবা ভিষক্ ।
রসং সনাগরং দদ্যাৎ তিত্তিরিপ্রভৃতিভোজনম্ ॥ ৭২
তৃষ্যতে চাতিবলবদ্বাতপিত্তে সমুদ্ধতে ।
দদ্যাদ্ দ্রাক্ষারসং পাতুং শীতং দোষানু-
লোমনম্ ॥
জীর্ণে সমধুরাম্লেন চ্ছাগমাংসরসেন তম্ ।
ভোজনং ভোজয়েন্মদ্যস্যানুতর্ষঞ্চ পায়য়েৎ ॥
অনুতর্ষস্য মাত্রা সা যয়া নো হন্যতে মনঃ ।
তৃষ্যতে মদ্যমল্পাল্পং প্রদেয়ং স্যাদ্ বহূদকম্ ॥
তৃষ্ণা যেন চ সংশাম্যেন্মদং যেন চ নাপ্নুয়াৎ ।
পরূষকাণাং পীলূনাং রসং শীতমথাপি বা ॥
পর্ণিনীনাং চতসৃণাং পিবেদ্বা শিশিরং জলম্ ।
মুস্তদাড়িমলাজানাং তৃষ্ণাঘ্নং বা পিবেদ্রসম্ ॥ ৭৩
কোলদাড়িমবৃক্ষাম্লচুক্রীকাচুক্রিকারসঃ ।
পঞ্চাম্লকো মুখালেপঃ সদ্যস্তৃষ্ণাং নিযচ্ছতি ॥ ৭৪
শীতলান্নপানানি শীতশয্যাসনানি চ ।
শীতবাতজলস্পর্শাঃ শীতান্যুপবনানি চ ॥
ক্ষৌমপদ্মোৎপলানাঞ্চ মণীনাং মৌক্তিকস্য চ ॥
চন্দনোদকশীতানাং স্পর্শাশ্চন্দ্রাংশুশীতলাঃ ॥
হেমরাজতকাংস্যানাং পাত্রাণাং শীতবারিভিঃ ।
পূর্ণানাং হিমপূর্ণানাং দৃতীনাং পবনাহৃতাঃ ॥
সংস্পর্শাশ্চন্দনার্দ্রাণাং নারীণাঞ্চ সমাহৃতাঃ ।
চন্দনানাঞ্চ মুখ্যানাং শস্তাঃ পিত্তমদাত্যয়ে ॥ ৭৫
কুমুদোৎপলপত্রাণাং সিক্তানাং চন্দনাম্বুনা ।
হৃতাঃ স্পর্শা মনোজ্ঞানাং দাহে মদ্যসমুত্থিতে ॥
কথাশ্চ বিবিধাঃ শস্তাঃ শব্দাশ্চ শিখিনাং শিবাঃ
তোয়দানাঞ্চ শব্দা হি শময়ন্তি মদাত্যয়ম্ ॥
জলযন্ত্রাভিবর্ষীণি বাতযন্ত্রবহানি চ ।
কল্পনীয়ানি ভিষজা দাহে ধারাগৃহাণি চ ॥ ৭৬
ফলিনীসেব্যলোধ্রাম্বুহেমপত্রং কুটন্নটম্ ।
কালীয়করসোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্ ॥ ৭৭

পরিপাক করিয়া থাকে। ৭১। কাসের সহিত রক্ত নিষ্ঠীবন হইলে এবং পার্শ্ব ও স্তনদেশে বেদনা থাকিলে এবং বিদাহের সহিত তৃষ্ণা এবং হৃদয় ও বক্ষে উৎক্লেশ বর্ত্তমান থাকিলে গুড়ূচী ও ভদ্রমুস্তকের কাথ অথবা পলতার কাথ শীতল করিয়া শুঁঠচুর্ণের সহিত প্রদান করিবে এবং তিত্তিরিমাংসের রস বা সেই রসের সহিত অন্ন প্রদান করিবে। ৭২। অতি-প্রবল বাতপিত্তের তৃষ্ণায় শীতল দ্রাক্ষাকাথ পান করিতে দিলে দোষের অনুলোম হয়। দ্রাক্ষারস জীর্ণ হইলে পর মধুরাম্ল মাংসরসের সহিত অন্নভোজন ও মদ্য অনুপান করাইবে। অনুপানের মাত্রা এরূপ হওয়া উচিত, যেন মত্ততা উপস্থিত না হয়। তৃষ্ণাকালে অল্প অল্প মদ্য বহুজলসহকারে প্রদান করিবে; যেন তৃষ্ণানিবৃত্তি হয়, অথচ যেন মত্ততা না হয়। তৃষ্ণায় পরূষক কিংবা পীলুফলের কাথ কিংবা চতুষ্পর্ণীর কাথ (মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, শালপর্ণী ও পৃশ্নিপর্ণীর কাথ) শীতল করিয়া দিবে কিংবা শীতল জল পান করিতে দিবে। অথবা মুস্ত, দাড়িম এবং লাজের কাথ পান করাইলেও তৃষ্ণা-শান্তি হয়। ৭৩। কুল, দাড়িম, বৈথফল, চুকোপালঙ ও আমরুলী এই পঞ্চাম্ল মুখে লেপন করিলেও তৃষ্ণানাশ হয় ৭৪। শীতল অন্নপান, শীতল শয্যা ও আসন, শীতল বায়ু ও জলের স্পর্শ, শীতল উপবন-সমূহ, ক্ষৌমবসন, পদ্ম নীলোৎপল ও চন্দন-জল, শীতলমণি-মুক্তার স্পর্শ, সুশীতল চন্দ্রাংশু-সংযোগ, শীতলবারিপূর্ণ সুবর্ণ রৌপ্য বা কাংস্য পাত্রসমূহের সংস্পর্শ, পবনাহত হিমজলপূর্ণ দৃতি (ভিস্তি) সমূহের সংস্পর্শ এবং প্রবাতস্থানে চন্দনার্দ্রা রমণীয়া রমণীদিগের সংস্পর্শ পিত্তমদা-ত্যয়ে প্রশস্ত। ৭৫। মদাত্যয়-রোগের দাহে চন্দনজলসিক্ত মনোজ্ঞ কুমুদ ও নীলোৎপল-পত্রের সংস্পর্শ, বিবিধ প্রকার কথা এবং ময়ূর-গণের মধুর কেকারব [চিত্তাকর্ষণপূর্ব্বক] উপ-শমকারক হয়। আর জলদনাদ মদাত্যয়ের উপশম করে; মদাত্যয়ের দাহে চিকিৎসক রোগীর জন্য জলযন্ত্র-যোগে বর্ষণযুক্ত ও বাত-যন্ত্র-যোগে প্রবাতযুক্ত ধারাগৃহ সকল রচনা করাইবেন। ৭৬। মদাত্যয়ের দাহে প্রিয়ঙ্গু, বেণার মূল, লোধ, বালা, হেমপত্র ও কুটন্নট

বদরীপল্লবোত্থশ্চ তথৈবারিষ্টকোদ্ভবাঃ।
ফেনিলায়াশ্চ যঃ ফেনস্তেন্দাহে লেপনং শুভম্॥ ৭৮

সুরা সমণ্ডা দধ্যম্লং মাতুলুঙ্গরসো মধু।
সেকপ্রদেহে শস্যন্তে দাহঘ্নাঃ সাম্লকাঞ্জিকাঃ॥৭৯
পরিষেকাবগাহেষু ব্যজনানাঞ্চ সেবনে।
শস্যতে শিশিরং তোয়ং দাহতৃষ্ণাপ্রশান্তয়ে॥ ৮০
মাত্রাকালপ্রযুক্তেন কর্ম্মণানেন শাম্যতি।
ধীমতো বৈদ্যবশ্যস্য শীঘ্রং পিত্তমদাত্যয়ম্॥ ৮১
উল্লেখনোপবাসাভ্যাং জয়েৎ কফমদাত্যয়ম্॥৮২
তৃষ্যতে সলিলঞ্চাস্মৈ দদ্যাদ্ধ্রীবেরসাধিতম্।
বলয়া পৃশ্নিপর্ণ্যা বা কণ্টকার্য্যাথবা শৃতম্।
সনাগরাভিঃ সর্ব্বাভির্জলং বা শৃতশীতলম্॥ ৮৩
দুঃস্পর্শিতেন মুস্তেন মুস্তপর্পটকেন বা।
জলং মুস্তৈঃ শৃতং বাপি দদ্যাদ্দোষবিপাচনম্॥
এতদেব চ পানীয়ং সর্ব্বত্রাপি মদাত্যয়ে
নিরত্যয়ং পীয়মানং পিপাসাজ্বরনাশনম্॥ ৮৪
নিরামং কাঙ্ক্ষিতং কালে সক্ষৌদ্রং পায়য়েন্মৃতম্
শার্করং মধু বা জীর্ণমরিষ্টং শীধুমেব বা॥ ৮৫
রুক্ষতর্পণসংযুক্তং যমানীনাগরান্বিতম্।
যবগোধূমিকক্ষান্নং রুক্ষযূষেণ ভোজয়েৎ॥
কুলত্থানাং শুষ্কাণাং মূলকানাং রসেন বা।
তনুনাম্লেন মধুনা কটুম্লেনাল্পসর্পিষা॥ ৮৬
ব্যোষযূষময়াম্লং বা যূষং বা সাম্লবেতসম্।
ছাগমাংসরসং রুক্ষমম্লং বা জাঙ্গলং রসম্॥৮৭

(মুস্তক বা কেশুর), কালীয়ক-জলের সহিত পিষিয়া প্রলেপ দিবে। [হেমপত্রের অর্থ— ধুতুরার পাতা। কিন্তু ধুতুরার পাতা দাহযুক্ত বেদনার উপশমকারক হইলেও কেবল দাহে অপ্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়]। ৭৭। মদাত্যয়ের দাহে কুলপাতার ফেন বা নিমপাতার ফেন বা ফেনিলার ফেন (রীটার ফেন) লেপন করিবে। [জলে বাটিয়া ফেন তোলা যাইতে পারে।] ৭৮। সুরামণ্ড, দধি, অম্ল (তক্র), মাতুলুঙ্গরস, মধু ও অম্লকাঞ্জী (আমানী) সেবন বা লেপন করিলে দাহ নিবারণ হয়। [সুরা গাত্রে লেপন করিলে যখন উড়িয়া যায়, তখন গাত্র শীতল বোধ হয়]। ৭৯। দাহ ও তৃষ্ণাশান্তির জন্য শীতল জলের পরিষেক, শীতলজলে অবগাহন এবং ব্যজন সেবনের পর শীতল জল পান করা প্রশস্ত। ৮০। মাত্রা ও কালানুসারে প্রযুক্ত হইলে এই সমস্ত কর্ম্ম দ্বারাই বৈদ্যবশ্য বুদ্ধিমান্ রোগীর পিত্তমদাত্যয় শান্ত হয়। [মদাত্যয়-রোগী প্রায়ই বৈদ্যের বশ হয় না] ৮১। কফমদাত্যয় বমন ও উপবাস দ্বারা জয় করিবে। ৮২। কফজনিত মদাত্যয়ের তৃষ্ণায় বালাসিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা বেড়েলা বা চাকুলে ... ক সিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করাইবে। অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্য ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করাইবে। ৮৩। দুরালভা ও মুতা অথবা মুতা ও ক্ষেতপাপড়া অথবা কেবল মুতার সহিত সিদ্ধ জল পান করিলে কফজনিত মদাত্যয়ে দোষের পাক হয়। আর সর্ব্বপ্রকার মদাত্যয়েই এই সকল পানীয় প্রশস্ত। ইহা পান করিলে কোন অনিষ্ট নাই। আর ইহাতে পিপাসা ও জ্বরনাশ হয়। [বাগ্‌ভট বলেন যে, মদ্যের অভাবে মুতার সহিত সিদ্ধ জল পান করিলে চলে]। ৮৪। কফজ মদাত্যয়ে আমের ক্ষয় ও ক্ষুধাবোধ হইলে রোগীকে মধুর সহিত মদাদি পান করাইবে। অথবা মধুর পরিবর্ত্তে শর্করামদ্য বা পুরাতন মধু বা অরিষ্ট বা কেবল শীধু পান করিতে দিবে। ৮৫। কফজমদাত্যয়ে রুক্ষতর্পণ [অস্নিগ্ধ শক্তু প্রভৃতি] যমানী ও শুঁঠের সহিত প্রয়োগ করিবে এবং রুক্ষ যূষের সহিত যব ও গোধূমের অন্ন ভোজন করাইবে। অথবা কুলত্থের যূষ বা অতিশুষ্ক মূলকের পাতলা যূষ অল্প পরিমাণে মধু, কটু, অম্ল, ও সর্পির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবে। ৮৬। অথবা ত্রিকটুযুক্ত অম্ল (তক্র) বা অম্লবেতসযুক্ত যূষ বা রুক্ষ অম্ল ছাগমাংস-রস বা জাঙ্গলমাংস-রস প্রদান

স্থাল্যাং বাথ কপালে বা ভৃষ্টং নিরবমার্জ্জিতম্
কট্বম্ললবণং মাংসং ভক্ষয়ন্ প্রপিবেন্মধু ॥ ৮৮
ব্যক্তমারিচিকং মাংসং মাতুলুঙ্গরসান্বিতম্।
ভৃষ্টং দাড়িমসারাম্লমুষ্ণযূষোপবেষ্টিতম্ ॥
যথাগ্নি ভক্ষয়েৎ কালে প্রভূতার্দ্রকপেষিতম্ ॥৮৯
পিবেচ্চ নিগদং মদ্যং কফপ্রায়ে মদাত্যয়ে ॥৯০
সৌবর্চ্চলমজাজী চ বৃক্ষাম্লং সাম্লবেতসম্।
ত্বগেলামরিচার্দ্ধাংশং শর্করাভাগযোজিতম্ ॥
এতল্লবণমষ্টাঙ্গমগ্নিসন্দীপনং পরম্।
মদাত্যয়ে কফপ্রায়ে দদ্যাৎ স্রোতোবিশো-
ধনম্ ॥ ৯১
এতদেব পুনর্যুক্ত্যা মধুরাম্লৈর্দ্রবীকৃতম্।
গোধূমান্নযবান্নানাং মাংসানাঞ্চাতিরোচনম্ ॥৯২
পেষয়েৎ কটুকৈর্যুক্তাং শ্বেতাং বীজবিবর্জ্জিতাম্
মৃদ্বীকাং মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা ॥ ৯৩
সৌবর্চ্চলৈলামরিচৈরজাজীভৃঙ্গদীপ্যকৈঃ
সরাগঃ ক্ষৌদ্রসংযুক্তঃ শ্রেষ্ঠো রোচনদীপনঃ ॥ ৯৪
মৃদ্বীকানাং বিধানেন কারয়েৎ কারবীমপি।
যুক্তমৎস্যণ্ডিকোপেতং রাগং দীপনপাচনম্ ॥৯৫
আম্রামলকপেশীনাং রাগান্ কুর্য্যাৎ পৃথক্ পৃথক্
ধান্যসৌবর্চ্চলাজাজীকারবীমরিচান্বিতান্ ॥
গুড়েন মধুযুক্তেন ব্যক্তাম্ললবণীকৃতান্।
তৈরন্নং রোচতে দিগ্ধং সম্যক্ ভুক্তং
বিজীর্য্যতি ॥৯৬
রুক্ষোষ্ণেনান্নপানেন স্নানেনাশিশিরেণ চ।
ব্যায়ামলঙ্ঘনাভ্যাঞ্চ যুক্তাভ্যাং জাগরেণ তু ॥
কালযুক্তেন রুক্ষেণ স্নানেনোদ্বর্ত্তনেন চ।
স্নানবর্ণকবাসানাং প্রহর্ষাণাঞ্চ সেবয়া ॥
সেবয়া বসনানাঞ্চ গুরূণামগুরোরপি।

করিবে। ৮৭। হাঁড়ীতে বা খোলাতে কটু অম্ল বা লবণের সহিত মাংস নাড়িতে নাড়িতে ভাজিয়া লইবে; কোন দ্রবদ্রব্য [তক্রস্নেহাদি] সংযোগ করিবে না। সেই মাংস ভোজন করিয়া মধু পান করিবে। ৮৮। ক্ষুধা হইলে মাংস মরিচের সহিত অত্যন্ত ঝাল করিয়া মাতুলুঙ্গরস ও দাড়িম রসের সহিত ভাজিয়া ও অম্ল করিয়া উষ্ণ যূষের সহিত সেবন করিবে। প্রভূত পরিমাণে আদার বাটনা যোগ করিয়াও মাংস পাক করা যাইতে পারে। ৮৯। কফোল্বণ মদাত্যয়ে পুরাতন মাধ্বীক মদ্য [নিগদ মদ্য] পান করিবে। ৯০। সৌবর্চ্চল, সূক্ষ্মকৃষ্ণজীরা, থৈকল ও অম্লবেতস সমানসমান; দারুচিনি, ছোট এলাচ ও মরিচ সৌবর্চ্চলের অর্দ্ধাংশ এবং শর্করা পূর্ণ এক ভাগ (অর্থাৎ সৌবর্চ্চলের সমান) চূর্ণ করিয়া কফজ-মদাত্যয়ে সেবন করিবে। ইহার নাম অষ্টাঙ্গলবণ। ইহা অত্যন্ত অগ্নি-সন্দীপন ও স্রোতোবিশোধন। ৯১। অষ্টাঙ্গ-লবণ মধুরাম্লযোগে দ্রবীকৃত করিয়া গোধূমান্ন, যবান্ন ও মাংসের সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত রোচন হয়। ৯২। [মরিচ প্রভৃতি] কটুদ্রব্যের সহিত শ্বেতদ্রাক্ষা (খেজুর) বা বীজ-রহিত কিস্‌মিস্ মাতুলুঙ্গ বা দাড়িমের রসের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে কফজ মদাত্যয় নষ্ট হয়। ৯৩। সৌবর্চ্চল, ছোট এলাচ, মরিচ, সূক্ষ্মকৃষ্ণজীরা, ভৃঙ্গ [দারুচিনি] ও যমানী-চূর্ণের সহিত রাগ-ষাড়ব মধুযুক্ত করিয়া সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রোচন ও দীপন হয়। ৯৪। বিধিপূর্ব্বক মৌরী ও মিছরীর সহিত কিস্‌মিসের রাগ প্রস্তুত করিয়া দিলে দীপন ও পাচন হইয়া থাকে। [সচরাচর দাড়িম, কিস্‌মিস্ ও মুনক্কা মিশ্রিত করিয়া রাগ-ষাড়ব প্রস্তুত করা হয়]। ৯৫। পৃথক্ পৃথক্ আম্রপেশী ও আমলকীপেশীর সহিত ধনে, সৌবর্চ্চল, কৃষ্ণজীরা, মৌরী ও মরিচ দিয়া গুড় ও মধুর সহিত রাগ সকল প্রস্তুত করিয়া দিবে। যেন রাগ সকল প্রচুর পরিমাণে অম্ল ও লবণযুক্ত হয়। ঐ সকল রাগের সহিত নিষিক্ত অন্ন সেবন করিলে সম্যক্‌রূপে জীর্ণ হইয়া থাকে। ৯৬। রুক্ষোষ্ণ অন্নপান ও উষ্ণজলে স্নান, শারীরিক পরিশ্রম ও লঙ্ঘন, জাগরণ, স্নানের সহিত রুক্ষ উদ্বর্ত্তন, সুগন্ধ অঙ্গরাগ ও রুক্ষ বসন, হর্ষজনক দ্রব্যের সেবন, গুরুবসন সেবন, অগুরু সেবন [লেপন

সকামোৎকুসুখাঙ্গীনামঙ্গনানাঞ্চ সেবয়া ॥
সুখশিক্ষিতহস্তানাং স্ত্রীণাং সংবাহনেন চ।
মদাত্যয়ঃ কফপ্রায়ঃ শীঘ্রমেবোপশাম্যতি ॥৯৭
যদিদং কর্ম্ম নির্দ্দিষ্টং পৃথগ্দোষবলং প্রতি।
সন্নিপাতে দশবিধে তদ্বিকল্প্যং ভিষগ্বিদা ॥ ৯৮
যস্তু দোষবিকল্পজ্ঞো যশ্চৌষধিবিকল্পবিৎ।
স সাধ্যান্ সাধয়েদ্ব্যাধীন্ সাধ্যাসাধ্য-
বিভাগবিৎ ॥ ৯৯

বনানি রমণীয়ানি সপদ্মাঃ সলিলাশয়াঃ।
বিশদান্নপানানি সহায়াশ্চ প্রহর্ষণাঃ ॥
মাল্যানি গন্ধযোগাশ্চ বাসাংসি বিমলানি চ।
গান্ধর্ব্বশব্দাঃ কান্তাশ্চ গোষ্ঠ্যশ্চ হৃদয়প্রিয়াঃ ॥
সংকথাহাস্যগীতানাং বিশদাশ্চৈব যোজনাঃ।
প্রিয়াশ্চানুগতা নার্য্যো নাশয়ন্তি মদাত্যয়ম্ ॥১০০
নাক্ষোভ্যং হি মনো মদ্যং শরীরমবহৃত্য চ।
কুর্য্যান্মদাত্যয়ং যস্মাদেষ্টব্যা হর্ষণী ক্রিয়া ॥ ১০১

ও ধূপন], সকামা উৎকাঙ্গী সুখাঙ্গী অঙ্গনাদিগের সেবা, সুখ শিক্ষিত-হস্তা স্ত্রীদিগের দ্বারা সংবাহন (গা-টেপান) এই সকল উপায়ে শীঘ্রই কফজ মদাত্যয়ের শান্তি হয়। ৯৭। পৃথক্ পৃথক্ দোষের শান্তির জন্য যে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল, মদাত্যয়ের দশবিধ সন্নিপাতে অংশাংশ কল্পনাপূর্ব্বক সেই সকল কর্ম্ম যুগপৎ প্রয়োগ করিবে। ৯৮। যিনি দোষ ও ঔষধের বিকল্প এবং ব্যাধিসমূহের সাধ্যাসাধ্যত্ব অবগত আছেন, তিনি অনায়াসে সাধ্য ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা করিতে পারেন। ৯৯। রমণীয় বন, সপদ্ম জলাশয়, পরিষ্কৃত অন্নপান, প্রিয়-সহচর, মাল্য, সুগন্ধযোগ, বিমল-বসন, গীতবাদ্যশব্দ হৃদয়প্রিয়া সুশিক্ষিতা কান্তা, সৎকথা, হাস্য-পরিহাস, গীত এবং অনুগতা প্রিয়া নারী মদাত্যয় রোগের শান্তিকর। ১০০। যেহেতু মদ্য মন ও শরীরকে অভিভূত করিয়া মদাত্যয় উৎপাদন করে, সেই হেতু এই রোগে হর্ষণী ক্রিয়া

আভিঃ ক্রিয়াভিঃ সিদ্ধাভিঃ শমং যাতি মদাত্যয়ঃ
ন চেন্মদ্যবিধিং হিত্বা ক্ষীরমস্য প্রযোজয়েৎ ॥
লঙ্ঘনৈঃ পাচনৈশ্চৈব দোষসংশোধনৈরপি।
বিমদ্যস্য কফে ক্ষীণে জাতে দৌর্ব্বল্যলাঘবে ॥
তস্য মদ্যবিদগ্ধস্য বাতপিত্তাধিকস্য বা।
গ্রীষ্মোপতপ্তস্য তরোর্যথা বর্ষং তথা পয়ঃ ॥১০২
পয়সাভিহতে রোগে বলে জাতে নিবর্ত্তয়েৎ।
ক্ষীরপ্রয়োগং মদ্যঞ্চ ক্রমেণাল্পাল্পমাচরেৎ ॥ ১০৩
বিচ্ছিন্নমদ্যঃ সহসা যোঽতিমদ্যং নিষেবতে।
ধ্বংসকো বিক্ষয়শ্চৈব রোগস্তস্যোপজায়তে।
ব্যাধ্যুপক্ষীণদেহস্য দুশ্চিকিৎস্যতমৌ মতৌ ॥১০৪
তয়োর্লিঙ্গং চিকিৎসাঞ্চ যথাবদুপদেক্ষ্যতে ॥১০৫
শ্লেষ্মপ্রকোপঃ কণ্ঠস্য শোষঃ শব্দাসহিষ্ণুতা।
তন্দ্রা নিদ্রাতিযোগশ্চ জ্ঞেয়ং ধ্বংসকলক্ষণম্ ॥১০৬

বিহিত। ১০১। এই সকল দৃষ্টফল ক্রিয়ার দ্বারা মদাত্যয় রোগের শান্তি না হইলে মদ্য চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধচিকিৎসা করিতে হইবে। প্রথমতঃ লঙ্ঘন, পাচন ও সংশোধন দ্বারা শরীর হইতে সম্যক্‌রূপে মদ্যের অপগম ও কফের ক্ষীণতা সাধন করিবে। তাহাতে রোগীর দৌর্ব্বল্য ও লঘুতা বোধ হইলে, সে মদ্য-বিদগ্ধ হউক, আর বাত-পিত্তাধিকই বা হউক, দুগ্ধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। বৃষ্টি যেমন গ্রীষ্মোপতপ্ত তরুর সন্তাপ নাশ করে, দুগ্ধও সেইরূপ মদাত্যয়সন্তপ্ত রোগীর সন্তাপ নাশ করিয়া থাকে। ১০২। দুগ্ধের দ্বারা রোগের নিবৃত্তি হইয়া বলের উদ্রেক হইলে দুগ্ধ প্রয়োগ নিবৃত্ত করিয়া ক্রমশঃ আবার অল্পে অল্পে মদ্য প্রয়োগ করিবে। ১০৩। মদ্য একবার ছাড়িয়া হঠাৎ আবার বহু পরিমাণে পান করিতে আরম্ভ করিলে ধ্বংসক ও বিক্ষয় রোগ জন্মিয়া থাকে। ব্যাধিক্ষীণ মদাত্যয় রোগীর এই দুই রোগ অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য। ১০৪। ঐ দুই রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা বলিতেছি। ১০৫। শ্লেষ্মপ্রকোপ, কণ্ঠশোষ, শব্দের অসহিষ্ণুতা, তন্দ্রা ও নিদ্রার আধিক্য

হৃৎকণ্ঠরোগঃ সম্মোহশ্ছর্দ্দিঃ
তৃষ্ণা কাসঃ শিরঃশূলমেতদ্বিট্‌ক্ষয়লক্ষণম্ ॥১০৭
তয়োঃ কর্ম্ম তদেবেষ্টং বাতিকে যন্মদাত্যয়ে।
তৌ হি প্রক্ষীণদেহস্য জায়েতে দুর্ব্বলস্য বা॥১০৮
বস্তয়ঃ সর্পিষঃ পানং প্রয়োগঃ ক্ষীরসর্পিষোঃ।
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনস্নানান্যন্নপানঞ্চ বাতনুৎ।
ধ্বংসকো বিট্‌ক্ষয়শ্চৈব কর্ম্মণানেন শাম্যতি॥১০৯
যুক্তমদ্যস্য মদ্যোত্থো ন ব্যাধিরুপজায়তে।
নিবৃত্তঃ সর্ব্বমদ্যেভ্যো নরো যঃ স্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ
শরীরমানসৈর্ধীমান্ বিকারৈর্ন স যুজ্যতে ॥১১০
ভবতি চাত্র।
যৎপ্রভাবা ভগবতী সুরা পেয়া যথা চ সা।
যদ্দ্রব্যা যস্য যা চেষ্টা যোগক্ষাপেক্ষতে যথা ॥

যথা যথা মদয়তে যৈশ্চ যুক্তা মহাগুণৈঃ।
যো মদো মদভেদাশ্চ যে ত্রয়ঃ স্বস্বলক্ষণাঃ ॥
যে চ মদ্যকৃতা দোষা গুণা যে চ মদাত্মকাঃ।
যচ্চ ত্রিবিধমাপানং যথাসত্ত্বঞ্চ লক্ষণম্ ॥
যে সহায়াঃ সুখা যে চ চিরক্ষিপ্রমদা নরাঃ।
মদাত্যয়স্য যো হেতুর্লক্ষণং যদ্ যথা চ যৎ ॥
মদ্যং মদোত্থিতান্ রোগান্ হন্তি যশ্চ
ক্রিয়াক্রমঃ।
সর্ব্বং তদুক্তমখিলং মদাত্যয়চিকিৎসিতে ॥১১১
ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে মদাত্যয়চিকিৎসিতং
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

এই সকল ধ্বংসক রোগের লক্ষণ। ১০৬। হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, সম্মোহ, বমি, অঙ্গবেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস ও শিরঃশূল এই সকল বিট্‌ক্ষয় রোগের লক্ষণ। ১০৭। এই দুই রোগের চিকিৎসা বাতোল্বণ মদাত্যয়ের চিকিৎসার ন্যায়। কারণ এই দুই রোগ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহেই জন্মিয়া থাকে। [যদি বল যে, যখন ধ্বংসক রোগে শ্লেষ্মপ্রকোপ দেখা যাইতেছে, তখন বায়ুর চিকিৎসা কিরূপে হইবে? তাহার উত্তর এই যে, যখন ক্ষীণতা ও দৌর্ব্বল্য উভয় রোগের কারণ অথচ ক্ষীণতা ও দৌর্ব্বল্য বায়ুরই প্রধান লক্ষণ, তখন বায়ুরই চিকিৎসা করা উচিত]। ১০৮। বস্তিকর্ম্ম, ঘৃতপান, দুগ্ধঘৃতের মিলিত প্রয়োগ, অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান এবং বায়ুনাশক অন্নপান ধ্বংসক ও বিট্‌ক্ষয় রোগের শান্তিকর। ১০৯। যুক্তিপূর্ব্বক মদ্যপান করিলে মদ্যজ রোগ হয় না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার মদ্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি কখন শারীর বা মানসিক রোগগ্রস্ত হন না [এই স্থানে মদ্যপান একবারে নিষেধ করা হইল]। ১১০। এই অধ্যায়ের সূচী—এই মদাত্যয়চিকিৎসিত অধ্যায়ে ভগবতী সুরার মহিমা, যেরূপ সুরা পান করা উচিত, সুরার দ্রব্য, যে সুরা যাহার ইষ্ট, যে সুরা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হয়, সুরা যেরূপ যেরূপ মত্ততা উপস্থিত করে, সুরার যে যে মহাগুণ আছে, মত্ততার নিরুক্তি, তিন প্রকার মত্ততা ও তিন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ, মদ্যের দোষ ও গুণ, তিন প্রকার পানভূমি, ত্রিবিধ সত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ, মদ্যপানের উপযুক্ত সঙ্গী, যাহারা মদ্য পান করিয়া বিলম্বে ও যাহারা শীঘ্র মত্ত হয়, মদাত্যয়ের হেতু ও লক্ষণ, যে মদ্য যেরূপে মদ্যজ রোগ নিবৃত্তি করে এবং মদাত্যয়ের চিকিৎসা-প্রণালী; এই সকল বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। ১১১

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বিব্রণীয়চিকিৎসিতম্।

অথাতো দ্বিব্রণীয়চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[ভগন্দর চিকিৎসা স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। উহা এই দ্বিব্রণীয় চিকিৎসার অন্তর্গত।]

অনন্তর আমরা দ্বিব্রণীয়-চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

পরাবরজ্ঞমাত্রেয়ং গতমানমদব্যথম্ ।
অগ্নিবেশো গুরুং কালে বিনয়াদিদমুক্তবান্ ॥
ভগবন্ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টৌ যৌ ব্রণৌ রোগসংগ্রহে ।
তয়োর্লিঙ্গং চিকিৎসাঞ্চ বক্তুমর্হসি শর্ম্মদ ॥ ২
ইত্যগ্নিবেশস্য বচো নিশম্য গুরুরব্রবীৎ ।
যৌ ব্রণৌ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টৌ নিজশ্চাগন্তুরেব চ ।
শ্রূয়তাং বিবিধং সৌম্য তয়োর্লিঙ্গঞ্চ ভেষজম্ ॥ ৩
নিজঃ শরীরদোষোত্থ আগন্তুর্বাহ্যহেতুজঃ ॥ ৪
বধবন্ধপ্রপতনাদ্দংষ্ট্রাদন্তনখক্ষতাৎ ।
আগন্তবো ব্রণাস্তদ্বদ্বিষস্পর্শাগ্নিশস্ত্রজাঃ ॥
মন্ত্রাগদপ্রলেপাদ্যৈর্ভেষজৈর্হেতুভিশ্চ তে ।
লিঙ্গৈকদেশৈর্নির্দ্দিষ্টা বিপরীতা নিজৈর্ব্রণাঃ ॥ ৫

১। ভূত-ভবিষ্যদ্‌বেত্তা নিরভিমান নিরহঙ্কার নিঃসন্তাপ আত্রেয় মহর্ষিকে যথাকালে বিনয়পূর্ব্বক অগ্নিবেশ কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে রোগ-সংগ্রহে [সূত্রস্থানের অষ্টোদরীয় নামক ১৯শ অধ্যায়ে] নিজ ও আগন্তুভেদে দুই প্রকার ব্রণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ঐ দুই জাতীয় ব্রণের লক্ষণ ও চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হউক। ২। অগ্নিবেশের এই কথা শুনিয়া গুরুদেব আত্রেয় কহিলেন, পূর্ব্বে নিজ ও আগন্তু এই দুই প্রকার ব্রণ উল্লিখিত হইয়াছিল; হে সৌম্য! এক্ষণে তাহাদের বিবিধ লক্ষণ ও ঔষধ শ্রবণ কর। ৩। শারীরিক দোষ হইতে উৎপন্ন ব্রণকে নিজব্রণ বলে। আর বাহ্য হেতু [অর্থাৎ আঘাত প্রভৃতি হেতু] হইতে উৎপন্ন ব্রণকে আগন্তু-ব্রণ বলে। ৪। আঘাত, বন্ধন, পতন, দংষ্ট্রাক্ষত, দন্তক্ষত এবং নখক্ষত হইতে আগন্তু-ব্রণের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ বিষসংস্পর্শ, অগ্নি ও শস্ত্র হইতে আগন্তুব্রণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মন্ত্র ও অগদ-সংজ্ঞক প্রলেপ প্রভৃতি ভেষজ দ্বারা এবং হেতুবিশেষ ও লক্ষণবিশেষ দ্বারা উহাদের নির্দ্দেশ হয়। বাতাদি দোষ দ্বারা জাত ব্রণ সকল ইহার বিপরীত হয়। নিজ ব্রণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বাতাদি দোষ কারণ হইয়া থাকে; আগন্তুব্রণ

ব্রণানাং নিজহেতূনামাগন্তূনামসাধ্যতাম্ ।
কুর্য্যাদ্দোষবলাপেক্ষী নিজানামৌষধং যথা ॥ ৬
যথাস্বৈর্হেতুভির্দুষ্টা বাতপিত্তকফা নৃণাম্ ।
বহির্মার্গং সমাশ্রিত্য জনয়ন্তি নিজান্ ব্রণান্ ॥ ৭
স্তব্ধঃ কঠিনসংস্পর্শো মন্দস্রাবোঽতিতীব্ররুক্ ।
তুদ্যতে স্ফুরতি শ্যাবো ব্রণো মারুতসম্ভবঃ ॥ ৮
সম্পূরণৈঃ স্নেহপানৈঃ স্নিগ্ধৈঃ স্বেদোপনাহনৈঃ ।
প্রদেহৈঃ পরিষেকৈশ্চ বাতব্রণমুপাচরেৎ ॥ ৯
তৃষ্ণামোহজ্বরস্বেদদাহদুষ্ট্যবদারণৈঃ ।
ব্রণং পিত্তকৃতং বিদ্যাৎ গন্ধস্রাবৈঃ সপূতিকৈঃ ॥ ১০
শীতলৈর্মধুরৈস্তিক্তৈঃ প্রদেহপরিষেচনৈঃ ॥
সর্পিঃপানৈর্বিরেকৈশ্চ পৈত্তিকং শময়েদ্ ব্রণম্ ॥ ১১
বহুপিচ্ছো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ স্তিমিতো মন্দবেদনঃ ।
পাণ্ডুবর্ণোঽল্পসংক্লেদশ্চিরকারী কফব্রণঃ ॥ ১২

অগ্রে উৎপন্ন হয়, পরে উহাতে বাতাদি দোষের অনুবন্ধ হইয়া থাকে। ৫। নিজ ও আগন্তু ব্রণ সকল স্বয়ং প্রশমিত না হইলে তাহাদের দোষ ও বল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। সম্প্রতি নিজব্রণের চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ৬। বাত-পিত্ত-কফ স্ব স্ব কারণে কুপিত হইয়া মানব-শরীরের বহির্মার্গে (ত্বকে) আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক নিজব্রণ-সমুদায় উৎপন্ন করে। ৭। বাতপ্রধান ব্রণ স্তব্ধ, কঠিনস্পর্শ, মন্দস্রাব, অতিশয় তীব্র বেদনাযুক্ত, তোদযুক্ত ও স্ফুরণযুক্ত হয় এবং শ্যাববর্ণ হইয়া থাকে। ৮। ব্রণপূরণ ঔষধ, "সম্পূরণ" স্নেহপান, স্নিগ্ধস্বেদ, স্নিগ্ধ-উপনাহ, স্নিগ্ধপ্রলেপ ও স্নিগ্ধপ্রসেক দ্বারা বাতব্রণের চিকিৎসা করিবে [কেহ বলেন সম্পূরণ শব্দে বাতঘ্ন দ্রব্য]। ৯। তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর, স্বেদ, দাহ, দুষ্ট-অবদারণ (ফাটা) এবং পূয-যুক্ত দুর্গন্ধ ও স্রাব পিত্তব্রণের লক্ষণ। ১০। শীতল, মধুর ও তিক্ত প্রলেপ ও পরিসেচন এবং ঘৃতপান ও বিরেচন দ্বারা পৈত্তিক ব্রণের উপশম হয়। ১১। শ্লেষ্মব্রণ অতিশয় পিচ্ছাযুক্ত গুরু, স্নিগ্ধ, স্তিমিত, অল্পবেদনাযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ,

কষায়কটুরুক্ষোষ্ণৈঃ প্রদেহপরিষেচনৈঃ।
কফব্রণং প্রশময়েৎ তথা লঙ্ঘনপাচনৈঃ ॥ ১৩
তৌ দ্বৌ নানাত্মভেদেন নিরুক্তা বিংশতির্ব্রণাঃ
তেষাং পরীক্ষা ত্রিবিধা প্রদুষ্টা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥
স্থানান্যষ্টৌ তথা গন্ধাঃ পরিস্রাবাশ্চতুর্দ্দশ।
ষোড়শোপদ্রবা দোষাশ্চত্বারো বিংশতিস্তথা ॥
তথা চোপক্রমাঃ সিদ্ধাঃ ষট্‌ত্রিংশৎ সমুদাহৃতাঃ।
বিভাব্যমানাঃ শৃণু তান্ সর্ব্বানেব যথেরিতান্ ॥ ১৪
কৃত্যোৎকৃত্যস্তথা দুষ্টস্তথা মর্ম্মস্থিতো নব।
সংবৃতো দারুণঃ স্রাবী সবিষো বিষমস্থিতঃ ॥
ত্বক্‌সঙ্গ্যুৎসন্ন এবাঞ্চ ব্রণান্ বিদ্যাদ্বিপর্য্যয়াৎ।
ইতি নানাত্মভেদেন নিরুক্তা বিংশতির্ব্রণাঃ ॥১৫
দর্শনপ্রশ্নসংস্পর্শৈঃ পরীক্ষা ত্রিবিধা স্মৃতা।
বয়োবর্ণশরীরাণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ দর্শনাৎ ॥
হেত্বর্ত্তিসাত্ম্যাগ্নিবলং পরীক্ষ্যং বচনাদ্‌বুধৈঃ।
স্পর্শান্ মার্দ্দবশৈত্যে চ পরীক্ষ্যে সবিপর্য্যয়ে ॥১৬
শ্বেতোপসন্নবর্ত্মাতিস্থূলবর্ত্মাতিপিঞ্জরঃ।
নীলঃশ্যাবোঽতিপিড়কো রক্তকৃষ্ণোঽতিপূতিকঃ
রৌপ্যঃ কুম্ভীমুখশ্চেতি প্রদুষ্টা দ্বাদশ ব্রণাঃ ॥১৭
কল্পেনানেন দোষাণাং চতুর্ব্বিংশতিরুচ্যতে ॥ ১৮
ত্বক্‌শিরামাংসমেদোঽস্থিস্নায়ুমর্ম্মান্তরাশ্রয়াঃ।
ব্রণস্থানানি নির্দ্দিষ্টান্যষ্টাবেতানি সংগ্রহে ॥ ১৯
সর্পিস্তৈলবসাপূয়রক্তশাবাম্লপূতিকাঃ।
ব্রণানাং ব্রণগন্ধজ্ঞৈরষ্টৌ গন্ধাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২০

অল্পক্লেদ ও চিরকারী হয়। [চিরকারী অর্থাৎ ইহার সমস্ত কার্য্যই আস্তে আস্তে হয়]। ১২। কষায় কটু রুক্ষ উষ্ণ প্রলেপ ও পরিষেক এবং লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা কফব্রণের প্রশম হয়। ১৩। নিজ ও আগন্তু উভয় ব্রণই বিংশতি প্রকার হইয়া থাকে। উহাদের পরীক্ষা তিন প্রকারে হয়। আবার প্রত্যেক প্রকার ব্রণই প্রদুষ্ট দ্বাদশ প্রকার হয়। ব্রণের আটটী স্থান, গন্ধ আট প্রকার, স্রাব চতুর্দ্দশ প্রকার, উপদ্রব ষোড়শ প্রকার, দোষ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার এবং চিকিৎসা ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার। বিস্তারিত রূপে ঐ সমুদায় বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর। ১৪। কৃত্যোৎকৃত্য (ছেঁতাথোঁতা), দুষ্ট, মর্ম্মস্থিত, নূতন, সংবৃত (হাঁকরা), অতিশয় স্রাবযুক্ত, বিষযুক্ত, বিষমস্থিত, ত্বক্‌সঙ্গী (ত্বকের সহিত লিপ্ত) ও উৎসন্ন (উচ্চ) এই দশ প্রকার এবং ইহাদের বিপরীত দশ প্রকার যথা অকৃত্যোৎকৃত্য ইত্যাদি। এইরূপে ব্রণ বিংশতি প্রকার হইতেছে। [কেহ কেহ বলেন,—কৃত্যোৎকৃত্য নহে। কৃত্যাৎকৃত্য অর্থাৎ সাধ্যাসাধ্য]। ১৫। দর্শন, প্রশ্ন ও স্পর্শন এই তিন প্রকারে ব্রণের পরীক্ষা হইয়া থাকে। দর্শন দ্বারা বয়স, বর্ণ, শরীর ও ইন্দ্রিয়দিগের অবস্থা জানা যায়। প্রশ্ন দ্বারা হেতু, যাতনা, সাত্ম্যাসাত্ম্য ও অগ্নিবল জানা যায়। আর স্পর্শ দ্বারা মৃদুতা ও শৈত্য বা তদ্বিপরীত কাঠিন্য ও উষ্ণতা জানা যায়। ১৬। ব্রণ প্রদুষ্ট হইলে দ্বাদশ প্রকার হইয়া থাকে। যথা,—শ্বেতবর্ত্মা, উপসন্নবর্ত্মা, স্থূলবর্ত্মা, অতিশয় পিঞ্জর, অতিশয় নীল, অতিশয় শ্যাব, অতিশয় পীড়কাযুক্ত, অতিশয় রক্তবর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, অতিশয় পূতিযুক্ত, রৌপ্য ও কুম্ভীমুখ। [বর্ত্ম শব্দের অর্থ গতি বা মার্গ। শ্বেতবর্ত্মা শব্দের অর্থ শ্বেতগতিযুক্ত অর্থাৎ ব্রণ কাটিয়া ভিতর দিকে দেখিলে শ্বেতই দেখা যায়, এইরূপে দুষ্ট ব্রণের গতি উপসন্ন অর্থাৎ অন্তর্ভূত ও স্থূল অর্থাৎ মোটা হইয়া থাকে। কেহ বলেন যে, শ্বেতবর্ত্মা না হইয়া 'শ্বেত' হইবে, উপসন্নবর্ত্মা না হইয়া অবসন্নবর্ত্মা হইবে। এরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত]। ১৭। উক্ত প্রকার নিয়মেই ব্রণের চতুর্ব্বিংশতি প্রকার দোষ নির্ণীত হইয়া থাকে। [ধন্বন্তরি সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ণীত হয়]। ১৮। ত্বক্, শিরা, মাংস, মেদ, অস্থি, স্নায়ু, মর্ম্ম এবং অন্তর এই আটটী ব্রণের স্থান। ১৯। ব্রণজ্ঞেরা কহেন যে, ব্রণের আট প্রকার গন্ধ যথা ;—ঘৃতের ন্যায়, তৈলের ন্যায়, বসার ন্যায়, পূযের ন্যায়, রক্তের ন্যায়, শবের ন্যায় এবং অম্লের ন্যায় গন্ধ আর

লসীকাজলপূযাসৃক্‌হরিতারুণপিঞ্জরাঃ।
[illegible]সিতাসিতাঃ॥
ইতি রূপৈঃ সমুদ্দিষ্টৈর্ব্রণস্রাবাশ্চতুর্দ্দশ॥ ২১
বীসর্পঃ পক্ষঘাতশ্চ শিরাস্তম্ভোপতানকাঃ।
মোহোন্মাদব্রণরুজো জ্বরস্তৃষ্ণা হনুগ্রহঃ॥
কাসশ্ছর্দ্দিরতীসারো হিক্কা শ্বাসঃ সবেপথুঃ।
ষোড়শোপদ্রবাঃ প্রোক্তা ব্রণানাং ব্রণ-
চিন্তকৈঃ॥ ২২

স্নায়ুক্লেদাচ্ছিরাক্লেদাদ্গাম্ভীর্য্যাৎ ক্রিমিভক্ষণাৎ।
অস্থিভেদাৎ সশল্যত্বাৎ সবিষত্বাচ্চ সর্পণাৎ॥
নখকাষ্ঠপ্রভেদাচ্চ চর্ম্মলোমাতিঘট্টনাৎ।
মিথ্যাবন্ধাদতিস্নেহাদতিভৈষজ্যকর্ষণাৎ॥
অজীর্ণাদতিভুক্তাচ্চ বিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনাৎ।
শোকাৎ ক্রোধাৎ দিবাস্বপ্নাদ্ব্যায়ামান্মৈথুনাৎ
তথা॥
ব্রণা ন প্রশমং যান্তি নিষ্ক্রিয়ত্বাচ্চ দেহিনাম্।
পরিস্রাবাচ্চ গন্ধাচ্চ দোষাশ্চোপদ্রবৈঃ সহ॥২৩
ব্রণানাং বহুদোষাণাং কৃচ্ছ্রত্বমুপজায়তে॥২৪
ত্বঙ্মাংসজঃ সুখে দেশে তরুণস্ত্বনুপদ্রবঃ।
ধীমতোঽভিনবঃ কালে সুখসাধ্যঃ স্মৃতো ব্রণঃ
গুণৈরন্যতমৈর্হীনস্ততঃ কৃচ্ছ্রতমঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্বৈর্বিহীনো বিজ্ঞেয়স্ত্বসাধ্যো নিরুপক্রমঃ॥২৬

পচাগন্ধ। [সকল গ্রন্থেই "শবের ন্যায়" পাঠ না হইয়া শ্যাবের ন্যায় পাঠ আছে। গঙ্গাধর বলেন যে, শ্যাব শব্দে ধূম। কিন্তু অভিধানে সে অর্থ নাই। অতএব শ্যাব না বলিয়া শাব অর্থাৎ শবগন্ধি পাঠ নির্দ্দেশ করা হইল] ২০। ব্রণের চতুর্দ্দশ প্রকার স্রাব যথা ;—লসীকা, জল, পূয, রক্ত, হরিদ্রাবর্ণ, অরুণবর্ণ, পিঞ্জরবর্ণ, কষায়বর্ণ, নীলবর্ণ, হরিতবর্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, শ্বেত ও কৃষ্ণ। ২১। ব্রণের ষোড়শ প্রকার উপদ্রব হয়। যথা ;—বিসর্প, [১৭অঃ পরন্তু ৬৭ প্রঃ] পক্ষাঘাত, শিরঃস্তম্ভ, অপতানক, মোহ, উন্মাদ, ব্রণশূল, জ্বর, তৃষ্ণা, হনুগ্রহ, কাস, বমি, অতিসার, হিক্কা, শ্বাস ও কম্প। [পূর্ব্বে শারীরস্থানের ৮ম অধ্যায়ের ৯৬ প্রকরণে বলা হইয়াছে যে, ভূমিষ্ঠ বালকের নাড়ী উত্তমরূপে ছেদিত না হইলে উর্দ্ধ্বস্তিতা প্রভৃতি ধনুষ্টঙ্কারজাতীয় বায়ুরোগ হয়, পাশ্চাত্য ভাষায় ঐ সকল রোগকে টেটানস্ জাতীয় কহে। নাড়ীচ্ছেদ হইতে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহা ব্রণের অন্তর্গত। অতএব নাড়ীচ্ছেদ উত্তমরূপে না হইলে বা নাড়ীতে ক্ষত হইলে ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি হইতে পারে। ক্ষত দ্বারা বায়ুবাহিনী শিরা সকল আহত হইলে পক্ষাঘাত, শিরঃস্তম্ভ, উন্মাদ, হনুগ্রহ, অপতানক প্রভৃতি বায়ুরোগ জন্মে। কপাল প্রভৃতি স্থানে ঘোটকাদির পদাঘাত এবং অস্ত্রক্রিয়া প্রভৃতি কারণেও ঐ সকল রোগ উৎপন্ন হয়। কখন কখন হস্ত ও পদের অঙ্গুলিতে সামান্য ক্ষত হওয়াতেই ধনুষ্টঙ্কার হইতে দেখা গিয়াছে। কখন কখন সামান্য সূচ ফুটিয়াই ধনুষ্টঙ্কার হইতে দেখা গিয়াছে। শৃঙ্গী মৎস্যের কাঁটা লাগিয়াও কখন কখন ধনুষ্টঙ্কার হইতে দেখা গিয়াছে। ২৮ অঃ ধনুষ্টঙ্কারমূল দেখ] । ২২। স্নায়ুক্লেদ, শিরাক্লেদ, গম্ভীরতা, ক্রিমি, অস্থিভেদ, শল্যবিশিষ্টত্ব, সবিষত্ব, সর্পণ (সড়সড়ানি), নখ বা কাষ্ঠ লাগিয়া ছিঁড়িয়া যাওয়া, চর্ম্ম ও লোমের অতিঘর্ষণ (জড়াইয়া যাওয়া), বন্ধনের মিথ্যা যোগ, অতিস্নেহযুক্ততা, অত্যন্ত ঔষধ প্রয়োগবশতঃ কর্ষণ, অজীর্ণ, অতিভোজন, বিরুদ্ধ ও অসাত্ম্য-ভোজন, শোক, ক্রোধ, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, মৈথুন, নিষ্ক্রিয়ত্ব (চিকিৎসার অভাব), পরিস্রাব ও গন্ধ এই সকল দোষ ও উপদ্রব বশতঃ দেহীদিগের ব্রণ প্রশমিত হয় না। ২৩। ব্রণ বহুদোষ হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। ২৪। যে ব্রণ ত্বক্ ও মাংসে আশ্রিত, মর্ম্মাদি ভিন্ন স্থানসমূহে উৎপন্ন, তরুণ, উপদ্রবরহিত এবং অভিনব, তাহা বুদ্ধিমান্ রোগীর শরীরে উৎপন্ন হইলে সুখসাধ্য হইয়া থাকে। ২৫। এই সমস্ত গুণের কোন একটীর অভাব হইলে, ব্রণ কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। আর • সর্ব্বগুণ-বিহীন হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। ২৬। চিকিৎ-

ব্রণানামাদিতঃ কার্য্যং যথাসন্নং বিশোধনম্।
ঊর্দ্ধভাগৈরধোভাগৈঃ শস্ত্রৈর্বস্তিভিরেব চ।
সদ্যঃ শুদ্ধশরীরাণাং প্রশমং যান্তি হি ব্রণাঃ ॥২৭
যথাক্রমমতশ্চোর্দ্ধং শৃণু সর্ব্বানুপক্রমান্ ॥ ২৮
শোফঘ্নং ষড়্বিধঞ্চৈব শস্ত্রকর্ম্মাবপীড়নম্।
নির্ব্বাপণং সসন্ধানং স্বেদঃ শমনমেষণা ॥
শোধনৌ রোপণীয়ৌ চ কষায়ৌ সপ্রলেপনৌ।
যৌ স্নেহৌ তদ্গুণৌ পত্রচ্ছদনে দ্বে চ বন্ধনে
ভোজ্যমুৎসাদনং দাহো দ্বিবিধঃ সাবসাদনঃ।
কাঠিন্যমার্দ্দবকরে ধূপনে মর্দ্দনে শুভে ॥
ব্রণাবচূর্ণনং ব্রণ্যং লেপনং লোমরোপণম্।
ইতি ষট্‌ত্রিংশদুদ্দিষ্টা ব্রণানাং সমুপক্রমাঃ ॥ ২৯
পূর্ব্বরূপং ভিষক্ বুদ্ধা ব্রণানাং শোফমাদিতঃ।
রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদজাতব্রণশান্তয়ে।
শোধয়েদ্বহুদোষাংস্তু স্বল্পদোষান্ বিলঙ্ঘয়েৎ॥৩০
পূর্ব্বং কষায়ৈঃ সর্পির্ভির্জয়েদ্বা মারুতোত্তরম্॥৩১
ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষবেতসবল্কলাঃ।
সসর্পিষ্কঃ প্রলেপঃ স্যাচ্ছোফনির্ব্বাপণং পরম্ ॥৩২
বিজয়া মধুকং বীরা বিসগ্রন্থিঃ শতাবরী।
নীলোৎপলং নাগপুষ্পং প্রদেহঃ স্যাৎ
সচন্দনঃ ॥ ৩৩
শক্তবো মধুকং সর্পিঃ প্রদেহঃ স্যাৎ সশর্করঃ ॥৩৪
অবিদাহীনি চান্নানি শোফে ভেষজমুত্তমম্ ॥৩৫
স চেদেবমুপক্রান্তঃ শোফো ন প্রশমং ব্রজেৎ
তস্যোপনাহৈঃ পক্বস্য পাটনং হিতমুচ্যতে ॥ ৩৬
তৈলেন বা সর্পিষা বা তাভ্যাং বা শক্তুপিণ্ডিকা

সার প্রথম উপক্রমেই ব্রণের সংশোধন আবশ্যক। সংশোধন আসন্ন হওয়া উচিত। যথা,—শ্লেষব্রণের ঊর্দ্ধ দিক্ দিয়া (অর্থাৎ বমন দ্বারা] পিত্তব্রণের অধোদিক্ দিয়া [অর্থাৎ বিরেচন দ্বারা] দুষ্টরক্ত ব্রণের শস্ত্র দ্বারা এবং বাতব্রণের বস্তি দ্বারা সংশোধন করিলে যথাসন্ন-সংশোধন করা হয়। এইরূপ সংশোধন দ্বারা শরীর শুদ্ধ হইলে ব্রণের সদ্যোনিবৃত্তি হয়। ২৭। অতঃপর বিস্তারিত ক্রমে সর্ব্ব প্রকার ব্রণচিকিৎসা বলা হইতেছে, শ্রবণ কর। ২৮। শোফনাশক ষড়্বিধ শস্ত্রকর্ম্ম (৪৩ দেখ) ও অবপীড়ন (৫১।৫২ দেখ), নির্ব্বাপণ (৩২ দেখ), সন্ধান (৫৫ দেখ). স্বেদ, শমন, এষণা [শলাকা দ্বারা ক্ষতের গতি অন্বেষণ], দ্বিবিধ শোধন কষায়; দ্বিবিধ রোপণ (৫৬ দেখ) কষায়, শোধন প্রলেপন, রোপণ প্রলেপন, শোধন স্নেহ, রোপণ স্নেহ, দ্বিবিধ পত্রচ্ছদ (৭৯ দেখ), দ্বিবিধ বন্ধন, ভোজ্যবিধি, উৎসাদন, দ্বিবিধ দাহ, অবসাদন [উগ্রতানিবারণ], [illegible] ও মৃদুতাকারক ধূপন, কাঠিন্যকারক আলেপন, মৃদুতাকারক আলেপন, ব্রণাবচূর্ণন, ব্রণোপযোগী লেপন এবং লোমরোপণ, ব্রণদিগের এই ছত্রিশ প্রকার চিকি- [illegible] সর্ব্বাকে [illegible] লাগিলে এবং যে যে

দুই দুই অঙ্ক ধরিলে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬ অঙ্কের পূরণ হইবে]। ২৯। চিকিৎসক ব্রণের পূর্ব্বরূপ দর্শন মাত্রেই ব্রণ না হইতে পারে, এই জন্য শোফস্থানে রক্তমোক্ষণ করিবেন। ব্রণ বহুদোষ হইলে শোধন ও অল্পদোষ হইলে লঙ্ঘন প্রয়োগ করিবেন। ৩০। প্রথমে কষায় বা ঘৃত প্রয়োগ করিয়া বাতব্রণের দমন করিবে ৩১। বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতসের বল্কল বাটিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে শোথের নির্ব্বাপণ হয় [নির্ব্বাপণ শব্দে দাহ ও বেদনার নিবৃত্তি এবং শোথ বসিয়া যাওয়া বুঝায়]। ৩২। হরীতকী, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, মৃণালের মূল, শতমূলী, নীলোৎপল, নাগকেশর ও রক্তচন্দন বাটিয়া প্রলেপ দিলে. শোথের নির্ব্বাপণ হয়। ৩৩। শক্তু, যষ্টিমধু, ঘৃত ও শর্করার প্রলেপে শোথের নির্ব্বাপণ হয়। ৩৪। ব্রণের শোফে অবিদাহী অন্ন উত্তম ঔষধ [শোফের পথ্য বলা হইল]। ৩৫। এইরূপে চিকিৎসা করিলে যদি শোফ প্রশান্ত না হয়, তবে পুল্টিস দ্বারা পাকাইয়া কাটাইয়া দেওয়াই ভাল। ৩৬। বাতে তৈলের সহিত, পিত্তে ঘৃতের সহিত

সুখোষ্ণা শোকপাকার্থমুপনাহঃ প্রশস্যতে ॥৩৭
সতিলা সাতসীবীজদধ্যম্লা শক্তুপিণ্ডিকা।
সকিণ্বকুষ্ঠলবণা শস্তা স্যাদুপনাহনে॥ ৩৮
রুগ্দাহরাগতোদেশ্চ বিদগ্ধং শোকমাদিশেৎ ॥৩৯
জলবস্তিসমস্পর্শং সপক্বং পিণ্ডিতোন্নতম্॥ ৪০
উমাখো গুগ্গুলুঃ সৌধংপয়ো দক্ষকপোতয়োঃ
বিট্‌ পলাশভবঃ ক্ষারো হেমক্ষীরী মকুলকঃ॥
ইত্যুক্তো ভেষজগণঃ পক্বশোথপ্রভেদনঃ॥৪১
সুকুমারস্য কৃচ্ছ্রস্য শস্ত্রন্তু পরমুচ্যতে॥ ৪২
পাটনং ব্যধনঞ্চৈব চ্ছেদনং লেপনং তথা।
প্রোচ্ছনং সীবনঞ্চৈব ষড়্‌বিধং শস্ত্রকর্ম্ম তৎ ॥৪৩
নাড়ীব্রণাঃ পক্বশোথাস্তথা ক্ষতগুদোদরম্।
অন্তঃশল্যাশ্চ যে দেশাঃ পাট্যাস্তে
তদ্বিধাশ্চ যে॥ ৪৪
দকোদরাণি সম্পক্বা গুল্মা যে যে চ রক্তজাঃ।
ব্যধ্যাঃ শোণিতরোগাশ্চ বিসর্পপিড়কাদয়ঃ॥৪৫

উদ্বৃত্তান্ স্থূলপর্য্যন্তানুৎসন্নান্ কঠিনান্ ব্রণান্।
অর্শপ্রভৃত্যধীমাংসং ছেদনেনোপপাদয়েৎ ॥৪৬
কিলাসানি সকুষ্ঠানি লিখেল্লেখ্যানি বুদ্ধিমান্॥৪৭
বাতাসৃগ্‌গ্রন্থিপিড়কাঃ সকোঠা রক্তমণ্ডলাঃ।
কুষ্ঠান্যভিহতঞ্চাঙ্গং শোথাংশ্চ প্রচ্ছয়েদ্ভিষক্॥৪৮
সীব্যং কুক্ষ্যুদরাদ্যন্তু গম্ভীরং যদ্বিপাটিতম্॥৪৯
ইতি ষড়্‌বিধমুদ্দিষ্টং শস্ত্রকর্ম্ম মনীষিভিঃ॥ ৫০
সূক্ষ্মাননাঃ কোষবন্তো যে ব্রণাস্তান্ প্রপীড়য়েৎ
কলায়াশ্চ মসূরাশ্চ গোধূমাঃ সহরেণবঃ।
কল্কীকৃতাঃ প্রশস্যন্তে নিঃস্নেহা ব্রণপীড়নে॥৫২
শাল্মলী ত্বগ্বলামূলং তথা ন্যগ্রোধপল্লবাঃ।
ন্যগ্রোধাদিকমুদ্দিষ্টং বলাদিকমথাপি বা।

মিশ্রিত করিয়া সুখোষ্ণ প্রলেপ দিলে শোফ পাকিয়া যাইতে পারে [শিবদাস এইরূপ অর্থ করিয়াছেন]। ৩৭। শোফে তিল, মসিনা, দধি, আমানী, শক্তুপিণ্ড, সুরাবীজ, কুড় ও লবণের প্রলেপ দিলে পাকিয়া যাইতে পারে। ৩৮। শোফে শূল, দাহ, রক্তিমা ও তোদ হইতে থাকিলে শোফকে বিদগ্ধ বলে। [বিদাহ স্থলে ভাষায় সচরাচর প্রদাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়]। ৩৯। শোফ পক্ব হইলে জলপূর্ণ বস্তির ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট, পিণ্ডিত ও উন্নত হয়। ৪০। শোফ পক্ব হইলে তাহা ভেদ করিবার জন্য গুগ্গুল, চূণ, দুগ্ধ, কুক্কুটবিষ্ঠা, কপোতের বিষ্ঠা, বিট্‌লবণ, পলাশক্ষার, স্বর্ণক্ষীরী ও মুকুলক (দন্তী) এই গণ ব্যবহৃত হয়। ৪১। ব্রণ কোমল অথচ কৃচ্ছ্র (পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াসমূহ দ্বারা অভেদনীয়) হইলে শস্ত্র প্রয়োগই প্রশস্ত। ৪২। পাটন, ব্যধন, ছেদন, লেখন, প্রচ্ছন ও সীবন এই ষড়্‌বিধ শস্ত্রকর্ম্ম। ৪৩। নাড়ীব্রণ (নালী ঘা), পক্বশোথ, ক্ষত, গুহ্যোদর এবং অন্তঃশল্য স্থান পাটনীয়

গুল্ম, বিসর্প ও পীড়কা প্রভৃতি ব্যধনযোগ্য [বিঁধিয়া দিতে হয়]। ৪৫। উদ্বৃত্ত (যেমন আব), স্থূলপর্য্যন্ত (যাহার প্রান্ত সকল স্থূল), উন্নত ও কঠিন (যেমন 'কড়া') ব্রণ সকল এবং অর্শঃ প্রভৃতি অধিমাংস ছেদন দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। [এ স্থলে ব্রণ শব্দে সর্ব্ব প্রকার শোফ বুঝাইতেছে]। ৪৬। কিলাস ও কোন কোন কুষ্ঠ লেখন [আচড়ান] দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৪৭। বাতরক্ত, গ্রন্থি, পীড়কা, কোঠ, রক্তমণ্ডল, কুষ্ঠ, আহত এবং শোথ প্রচ্ছন (পেঁচান) দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৪৮। কুক্ষ্যাদর প্রভৃতি যে সকল রোগ গম্ভীরভাবে বিদারিত হয়, সে সকল রোগে সীবন (সেলাই) আবশ্যক। ৪৯। এইরূপে পণ্ডিতেরা ষড়্‌বিধ শস্ত্রকর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। ৫০। সূক্ষ্মমুখ ও কোষবিশিষ্ট ব্রণের অবপীড়ন (অভ্যন্তরে মাংসাদি শূন্য যথা—নালী ঘা) দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয় [প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়]। ৫১। কলায়, মসূর, গোধূম এবং রেণুকার কল্ক ব্রণের অবপীড়নে প্রশস্ত। [যে সকল প্রলেপ ব্রণে চাপ দিয়া পূয বাহির করে, তাহাদিগকে অবপীড়ন কহে। এরূপ প্রলেপ শুষ্ক হইলেও তুলিয়া লইতে নাই। চক্রপাণি]। ৫২। শিমুলের ছাল,

আলেপনং নির্ব্বাপণং তদ্বিধাশ্চৈব সেচনম্ ॥ ৫৩
সর্পির্বা শতধৌতেন পয়সা মধুকাম্বুনা।
নির্ব্বাপয়েৎ সুশীতেন রক্তপিত্তোত্তরান্ ব্রণান্ ॥ ৫৪
লম্বানি ব্রণমাংসানি প্রলিপ্য মধুসর্পিষা
সন্দধীত সমং বৈদ্যো বন্ধনৈশ্চোপপাদয়েৎ ॥৫৫
তান্ সমান্ সুস্থিতান্ জ্ঞাত্বা ফলিনীলোধ্র-

সমঙ্গাধাতকীযুক্তৈশ্চূর্ণৈরবচূর্ণয়েৎ ॥
পঞ্চবল্কলচূর্ণৈর্বা শুক্তিচূর্ণসমাযুতৈঃ।
ধাতকীলোধ্রচূর্ণৈর্বা তথা রোহন্তি তে ব্রণাঃ ॥৫৬
অস্থি ভগ্নং চ্যুতং সন্ধিং সন্দধীত সমং পুনঃ।
সমেন সমমঙ্গেন কৃত্বাঙ্গেন বিচক্ষণঃ ॥
স্থিরৈঃ কবলিকাবন্ধৈঃ কুশিকাভিশ্চ সংস্থিতম্।
পট্টৈঃ প্রভূতসর্পিষ্কৈর্বধ্নীয়াদবলং সুখম্ ॥ ৫৭
অবিদাহিভিরন্নৈশ্চ পৈষ্টিকৈস্তমুপাচরেৎ।
গ্রানির্হি ন হিতা তস্য সন্ধিবিশ্লেষকারিকা ॥ ৫৮
বিচ্যুতাভিহতাঙ্গানাং বিসর্পাদীনুপদ্রবান্।
উপাচরেদ্যথাকালং কালজ্ঞঃ স্বচিকিৎসিতান্ ॥৫৯
শুষ্কা মন্দা রুজঃ স্তব্ধা যে ব্রণা মারুতোত্তরাঃ।
স্বেদ্যাঃ শঙ্করকল্পেন তে স্যুঃ কৃশরপায়সৈঃ ॥৬০
গ্রাম্যা বৈলাম্বুজানূপৈর্বেশবারৈশ্চ সংস্কৃতৈঃ।
উৎকারিকাভিরুষ্ণাভিঃ সুখী স্যাদ্‌ব্রণিতস্তদা ॥ ৬০
সদাহবেদনাবন্তো যে ব্রণা মারুতোত্তরাঃ।
তেষাং তিলামুমাশ্চৈব ভৃষ্টান্ পয়সি নির্ব্বৃতান্
তেনৈব পয়সা পিষ্ট্বা কুর্য্যাদালেপনং ভিষক্ ॥৬১
বলা গুড়ূচী মধুকং পৃশ্নিপর্ণী শতাবরী।
জীবন্তী শর্করা ক্ষীরং তৈলমৎস্যবসাঘৃতম্।
সা সিদ্ধা সমধূচ্ছিষ্টা শূলঘ্নী স্নেহশর্করা ॥ ৬২
দ্বিপঞ্চমূলক্বথিতেনাম্ভসা পয়সাথবা
সর্পিষা বা সতৈলেন কোষ্ণেন পরিষেচয়েৎ ॥৬৩

বগাদিগণ অথবা তাদৃশ অন্যান্যগণ [যাহা দাহনাশক ও বেদনাস্থাপন] আলেপন বা সেচন করিলে ব্রণের নির্ব্বাপণ হয়। ৫৩। শত-ধৌত ঘৃত, শীতল দুগ্ধ ও শীতল যষ্টিমধুর ক্বাথ দ্বারা রক্তপিত্তোল্বণ ব্রণসমুদায়ের চিকিৎসা করিবে। ৫৪। ব্রণমাংস ঝুলিয়া পড়িলে মধু ও ঘৃতের প্রলেপ দিয়া এক সমান সন্ধান করিয়া বাঁধিয়া দিবে। [সন্ধান অর্থাৎ সংহিত করা। এক অংশের সহিত অপর অংশ মিলাইয়া দেওয়া]। ৫৫। ব্রণ সমান ও সুস্থিত হইলে প্রিয়ঙ্গু, লোধ, কট্‌ফল, বরাহক্রান্তা এবং ধাইফুল চূর্ণ করিয়া ব্রণে অবচূর্ণন করিবে। অথবা শুক্তিচূর্ণ-সংযুক্ত পঞ্চবল্কল চূর্ণের সহিত অথবা ধাইফুল ও লোধচূর্ণের সহিত অবচূর্ণন করিবে। এইরূপ অবচূর্ণন করিলে ব্রণ শুষ্ক হয়। [ব্রণ রোহণ বা ব্রণ-রোপণ হয়]।৫৬। অস্থি ভগ্ন ও সন্ধিচ্যুত হইলে সমান অঙ্গের সহিত সমান অঙ্গ সংহিত করিবে। পরে দৃঢ় কবলিকা নামক বন্ধন দ্বারা কিংবা কুশ- দিবে। ৫৭। ভগ্নরোগীকে অবিদাহী অন্ন ও অবিদাহী পিষ্টান্ন সকল ভক্ষণ করিতে দিবে। বিদাহ হইলে সন্ধিবিশ্লেষ হয়, অতএব ভগ্ন-রোগীকে বিদাহী সেবন করাইতে নাই। ৫৮। অঙ্গ বিচ্যুত হইলে যদি বিসর্প প্রভৃতি (২২ দেখ) উপদ্রব হয়, তবে যথাকালে সেই সেই উপদ্রবের চিকিৎসা করিবে। ৫৯। শুষ্ক, বেদনাযুক্ত ও শুষ্ক বাতোল্বণ ব্রণে শঙ্কর স্বেদের নিয়মে কৃশরা, পায়স, সংস্কারযুক্ত গ্রাম্য মাংস, বিলেশয় মাংস ও আনূপ মাংস এবং উৎ-কারিকা উষ্ণ করিয়া স্বেদ দিলে রোগীর আরাম বোধ হয়। ৬০। বাতোল্বণ ব্রণ দাহযুক্ত ও বেদনাযুক্ত হইলে তিল ও মসিনা ভাজিয়া দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিবে এবং ঐ তিল ও মসিনা ঐ দুগ্ধেই পেষণ করিয়া ব্রণে লেপন করিবে। ৬১। বেড়েলা, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, চাকুলে, শতমূলী, শর্করা, দুগ্ধ, তৈল, মৎস্য-বসা ও ঘৃত, একত্র করিয়া মোমের সহিত প্রলেপ দিলে ব্রণের বেদনা নষ্ট হয়। ইহার

যবচূর্ণং সমধুকং সতৈলং সহ সর্পিষা।
দদ্যাদালেপনং কোষ্ণং দাহশূলোপশান্তয়ে ॥৬৪
উপনাহশ্চ কর্ত্তব্যঃ সতিলো মুদ্গপায়সঃ।
রুগ্দাহয়োঃ প্রশমনো ব্রণেষেষু বিধিহিতঃ ॥৬৫
সূক্ষ্মাননা বহুস্রাবাঃ কোষবন্তশ্চ যে ব্রণাঃ।
ন চ মর্ম্মাশ্রিতাস্তেষামেষণং হিতমুচ্যতে ॥ ৬৬
দ্বিবিধামেষণাং বিদ্যান্মৃদ্বীঞ্চ কঠিনামপি।
উদ্ভিদৈর্মৃদুভির্নালৈর্লোহানাং বা শলাকয়া ॥
গম্ভীরমাংসগে দেশে পার্শ্বে লৌহশলাকয়া।
এষ্যং বিদ্যাদ্‌ ব্রণং নালৈর্বিপরীতমতো ভিষক্‌ ॥ ৬৭
পূতিগন্ধান বিবর্ণাংশ্চ বহুস্রাবান্‌ মহারুজঃ।
ব্রণানশুদ্ধান্‌ বিজ্ঞায় শোধনৈঃ সমুপাচরেৎ ॥ ৬৮
ত্রিফলা খদিরো দার্ব্বী ন্যগ্রোধাদির্বলা কুশঃ।
নিম্বকোলকপত্রাণি কষায়াঃ শোধনা মতাঃ ॥ ৬৯
তিলকল্কঃ সলবণো দ্বে হারিদ্রে ত্রিবৃদ্‌ঘৃতম্‌।
মধুকং নিম্বপত্রাণি প্রলেপো ব্রণশোধনঃ ॥ ৭০
নাতিরক্তো নাতিপাণ্ডুর্নাতিশ্যাবো ন চাতিরুক্‌
ন চোৎসন্নো ন চোৎসঙ্গী শুদ্ধো রোপ্যঃ পরং ব্রণঃ ॥ ৭১
ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থকদম্বপ্লক্ষবেতসাঃ।
করবীরার্ককুটজাঃ কষায়া রোপণাঃ স্মৃতাঃ ॥৭২
চন্দনং পদ্মকিঞ্জল্কং দার্ব্বীত্বঙ্‌ নীলমুৎপলম্‌।
মেদাং মূর্ব্বাং সমঙ্গাঞ্চ যষ্ট্যাহ্বাং ব্রণরোপণম্‌ ॥৭৩
প্রপুণ্ডরীকং জীবন্তীং গোজিহ্বাং ধাতকীং বলাম্‌।
রোপণং সতিলং দদ্যাৎ প্রলেপং সঘৃতং ব্রণে ॥ ৭৪
কম্পিল্লকং বিড়ঙ্গানি বৎসকং ত্রিফলাং বলাম্‌।
পটোলং পিচুমর্দ্দঞ্চ লোধ্রং মুস্তং প্রিয়ঙ্গুকম্‌ ॥
খদিরং ধাতকীং সর্জ্জমেলামগুরুচন্দনে।
পিষ্ট্বা সাধ্যং ভবেৎ তৈলং তৎ পরং ব্রণশোধনম্‌ ॥ ৭৫

যেচন বা লেপন করিলে ব্রণের দাহ ও বেদনার উপশম হয়। ৬৩। যষ্টিমধু, তৈল ও ঘৃতের সহিত যবচূর্ণ ঈষৎউষ্ণ করিয়া আলেপন করিলে ব্রণের দাহ ও বেদনার উপশম হয়। ৬৪। দুগ্ধের সহিত তিল ও মুগ বাঁটিয়া ঈষৎউষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে শূল ও দাহের নিবৃত্তি হয়। ৬৫। সূক্ষ্মমুখ, নানাবর্ণ বহু স্রাবযুক্ত, কোষবিশিষ্ট (কোসকা বিশিষ্ট), অথচ মর্ম্মাশ্রিত নহে এরূপ ব্রণে এষণা (শলাকা দ্বারা গতির অন্বেষণ) হিতকর। ৬৬। এষণা দুই প্রকার; মৃদু ও কঠিন। তন্মধ্যে মৃদু উদ্ভিদ বা নাল দ্বারা এষণাকে মৃদু বলা যায় আর লৌহশলাকা দ্বারা এষণাকে কঠিন বলা যায়। গভীর মাংসময় প্রদেশে ও পার্শ্বদেশে লৌহশলাকা দ্বারা এষণা করা যায়। অগভীর প্রদেশে নাল দ্বারাই এষণা করিতে হয়। ৬৭। পূতিগন্ধ, বিবর্ণ, বহুস্রাব, ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ব্রণ সকল অশুদ্ধ বলিয়া জ্ঞাত হইলে প্রথমে শোধন দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৬৮। ত্রিফলা, খদিরকাষ্ঠ, দারুহরিদ্রা, ন্যগ্রোধাদি, বেড়েলা, কুশ, নিমপাতা ও কুলপাতা এই সকলের কাথ ব্রণশোধন। (বাপ্‌ভট মতে কুলপাতা। দীপিকামতে কোমল নিম্বপত্র। অন্যেরা বলেন যে, কুলকপত্র অর্থাৎ পলতা)। ৬৯। তিলকল্ক, সৈন্ধব, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নিমপাতার প্রলেপ ব্রণশোধন। ৭০। অনাতিরক্ত, অনতিপাণ্ডু, অনতিশ্যাব, অনতিবেদনাযুক্ত, অনতি উন্নত ও অনতিলিপ্ত শুদ্ধ ব্রণ রোপণের যোগ্য [শুষ্ক করিতে হয়]। ৭১। বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, কদম্ব, পাকুড়, বেতস, করবীর, আকন্দ ও কুড়চীর কাথ ব্রণ-রোপণ। ৭২। রক্তচন্দন, পদ্মকেশর, দারুহরিদ্রার ত্বক্‌, নীলোৎপল, মেদা, মূর্ব্বা (মুগ্‌রো), বরাহক্রান্তা এবং যষ্টিমধু ব্রণরোপণ। ৭৩। পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, জীবন্তী, গোজিহ্বা, ধাইফুল, বেড়েলা ও তিল-ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলে ব্রণ-রোপণ হয়। ৭৪। কমলাগুড়ি, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ত্রিফলা, বেড়েলা, পল্‌তা, নিমপাতা, লোধ, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, খদিরকাষ্ঠ, ধাইফুল, ধুনা, এলাচ, অগুরু ও রক্তচন্দন এই সকলের কল্কের সহিত সিদ্ধ তৈল অত্যন্ত ব্রণশোধক। ৭৫।

প্রপুণ্ডরীকং মধুকং কাকোল্যৌ দ্বে সচন্দনে।
সিদ্ধমেতৈঃ সমৈস্তৈলং তর্পণং ব্রণরোপণম্ ॥ ৭৬
দূর্ব্বাস্বরসসিদ্ধং বা তৈলং কম্পিল্লকেন বা।
দার্ব্বীত্বচশ্চ কল্কেন প্রধানং ব্রণরোপণম্ ॥ ৭৭
যেনৈব বিধিনা তৈলং ঘৃতং তেনৈব সাধয়েৎ।
রক্তপিত্তোত্তরং দৃষ্ট্বা রোপণীয়ং ঘৃতং তথা ॥৭৮
কদম্বার্জ্জুননিম্বানাং পাটল্যাঃ পিপ্পলস্য চ।
ব্রণপ্রচ্ছাদনে বিদ্বান্ পত্রাণ্যর্কস্য চাদিশেৎ ॥৭৯
রাঙ্কোহথ বাদরশ্চৈব পট্টো ব্রণহিতঃ স্মৃতঃ ॥ ৮০
বন্ধশ্চ দ্বিবিধঃ শস্তো ব্রণানাং সব্যদক্ষিণঃ ॥৮১
লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীনি গুরূণি চ।
বর্জ্জয়েদন্নপানানি ব্রণী মৈথুনমেব চ ॥ ৮২
নাতিশীতগুরুস্নিগ্ধমবিদাহি যথাক্রমম্।
অন্নপানং ব্রণহিতং হিতঞ্চাস্বাপনং দিবা ॥ ৮৩
তন্ত্যানি জীবনীয়ানি বৃংহণীয়ানি যানি চ।
উৎসাদনার্থং নিম্নানাং ব্রণানাং তানি কল্পয়েৎ ॥ ৮৪
ভূর্জ্জগ্রন্থ্যশ্মকাসীসমধোভাগানি গুগ্গুলুঃ।
ব্রণাবসাদনং তদ্বৎ কলবিঙ্ককপোতবিট্ ॥ ৮৫
রুধিরেঽতিপ্রবৃদ্ধে তু ছিন্নে ছেদ্যেঽধিমাংসকে
কফগ্রন্থিষু গণ্ডেষু বাতস্তম্ভানিলার্ত্তিষু।
গূঢ়পূয়লসীকেষু গম্ভীরেষু স্থিরেষু চ।
ক্লিন্নেষু চাঙ্গদেশেষু কর্ম্মাগ্নেঃ সম্প্রশস্যতে ॥৮৬
মধূচ্ছিষ্টেন তৈলেন মজ্জক্ষৌদ্রবসাঘৃতৈঃ
তপ্তৈর্ব্বা বিবিধৈর্লৌহৈর্দহেদ্দাহবিশেষবিৎ ॥ ৮৭
স্নায়ুগাং সুকুমারাণাং গম্ভীরান্ মারুতোত্তরান্
দহেৎ স্নেহৈর্মধূচ্ছিষ্টৈর্লৌহৈঃ ক্ষৌদ্রেস্ততোহন্যথা ॥ ৮৮
বালদুর্ব্বলবৃদ্ধানাং গর্ভিণ্যা রক্তপিত্তিনাম্।

পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী এবং রক্তচন্দন কল্কের সহিত সিদ্ধ তৈল ব্রণরোপণ ও তর্পণ [৯৫ দেখ]। ৭৬। দূর্ব্বার স্বরসের সহিত কিংবা কমলাগুড়ির কল্কের সহিত কিম্বা দারুহরিদ্রার কল্কের সহিত সিদ্ধ তৈল প্রধান ব্রণ-রোপণ। ৭৭। তৈলের ন্যায় ঘৃতও ঐ সকল দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া ব্রণে প্রয়োগ করা যায়। রক্তপিত্তোল্বণ ব্রণের রোপণে ঘৃতই প্রয়োগ করিতে হয়। ৭৮। কদম্ব, অর্জ্জুন, নিম্ব, পাটলী, পিপুল ও আকন্দের পাতা ব্রণের আচ্ছাদনে হিতকর। ৭৯। রাঙ্কব (মৃগরোমজ বস্ত্র), কার্পাস ও পট্টবস্ত্র ব্রণে হিতকর। ৮০। ব্রণের বাম ও দক্ষিণ এই উভয় দিকে বন্ধন প্রশস্ত [অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ও অধোদিক্ দিয়া না বাঁধিয়া বাম ও দক্ষিণ দিক্ দিয়া বাঁধিতে হয়]। ৮১। ব্রণরোগী লবণ, অম্ল, কটু, উষ্ণ, বিদাহী ও গুরু অন্নপান এবং স্ত্রীপ্রসঙ্গ পরিহার করিবেন। ৮২। ব্রণরোগে অনতিশীতল, অনতিগুরু, অনতি-স্নিগ্ধ ও অবিদাহি অন্নপান এবং দিবসে নিদ্রা না যাওয়া হিতকর। ৮৩। নিম্ন (নিম্নয়) ব্রণে বিরেচনপূর্ব্বক স্তন্যবর্দ্ধক, জীবনীয় ও বৃংহণীয় ঔষধ সকল উহার উৎসাদনার্থ প্রয়োগ করিবে। ৮৪। সমান সমান ভাগ ভূর্জ্জগ্রন্থি, অশ্ম, কাসীস (হিরাকস) ও গুগ্গুলুর প্রলেপ ব্রণের উগ্রতানিবারক। সেইরূপ চড়ুই ও পায়রার বিষ্ঠাও ব্রণাব-সাদক। [অশ্ম শব্দের অর্থ প্রস্তর। অন্য অর্থ দেখা যায় না। লৌহ অর্থ ঘটাইতে পারা যায়, কিন্তু লৌহ ব্রণের উগ্রতা বৃদ্ধি করিতে পারে]। ৮৫। ছেদনযোগ্য অধি-মাংস ছিন্ন হইলে যদি রক্তের অতিশয় নির্গম হইতে থাকে, তবে সেস্থলে অগ্নিকর্ম্ম প্রশস্ত। আর কফগ্রন্থি, গলগণ্ড, বাতস্তম্ভ, বাত জন্য যাতনা, গূঢ় পূয ও গূঢ় লসীকাযুক্ত ব্রণ; এবং গভীর, দৃঢ় ও ক্লিন্ন অঙ্গপ্রদেশ-সমূহ অগ্নিকর্ম্মে প্রশস্ত। ৮৬। মোম, তৈল, মজ্জা, মধু, বসা এবং লৌহাদি নানা প্রকার ধাতু দগ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণে অগ্নিকর্ম্ম করিতে হয়। ৮৭। রুক্ষ, কোমল, গভীর ও বাতপ্রধান ব্রণ স্নেহ ও মোমের দ্বারা দগ্ধ করিতে হয়। পিত্তব্রণ লৌহ দ্বারা এবং কফ-ব্রণ মধু দ্বারা দগ্ধ করিতে হয়। ৮৮।

তৃষ্ণাজ্বরপরীতানাং প্রবলানাং বিষাদিনাম্ ॥
নাগ্নিকর্ম্মোপদেষ্টব্যং স্নায়ুমর্ম্মব্রণেষু চ।
সবিষেষু চ শল্যেষু নেত্রকুষ্ঠব্রণেষু চ ॥ ৮৯
রোগদোষবলাপেক্ষী মাত্রাকালাগ্নিকোবিদঃ।
শস্ত্রকর্ম্মাগ্নিকৃত্যেষু ক্ষারমপ্যবচারয়েৎ ॥ ৯০
কঠিনত্বং ব্রণা যান্তি গন্ধৈঃ সারৈশ্চ ধূপিতাঃ।
সর্পির্ম্মজ্জবসাধূপৈঃ শৈথিল্যং যান্তি হি ব্রণাঃ ॥৯১
রুজঃ স্রাবাশ্চ গন্ধাশ্চ ক্রিময়শ্চ ব্রণাশ্রিতাঃ।
শৈথিল্যং মার্দ্দবং বাপি ধূপনেনোপশাম্যন্তি ॥৯২
লোধ্রন্যগ্রোধশুঙ্গানি খদিরস্ত্রিফলাঘৃতম্।
প্রলেপো ব্রণশৈথিল্য-সৌকুমার্য্যপ্রবোধনঃ ॥ ৯৩
সরুজঃ কঠিনাঃ স্তব্ধা নিরাস্রাবাশ্চ যে ব্রণাঃ।
যবচূর্ণৈঃ সসর্পিষ্কৈর্বহুশস্তান্ প্রলেপয়েৎ ॥ ৯৪
মুদ্গষষ্টিকশালীনাং পায়সৈর্বা যথাক্রমম্।
সম্বৈর্জীবনীয়ৈর্বা তর্পয়েৎ তানভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৯৫

বালক, দুর্ব্বল, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, রক্তপিত্তী, তৃষ্ণাতুর রোগী, জ্বররোগী, ক্ষীণ ও বিষাদগ্রস্তদিগের পক্ষে অগ্নিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। ব্রণ স্নায়ুগত, মর্ম্মগত, সবিষ, সশল্য, নেত্রগত বা কোষ্ঠগত হইলেও অগ্নিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। ৮৯। রোগ, দোষ, বল, মাত্রা, কাল ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া শস্ত্রকর্ম্মসাধ্য ও অগ্নিকর্ম্মসাধ্য ব্রণে ক্ষার প্রয়োগ করিতে পারা যায়। ৯০। অগুরু প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য ও ধুনা প্রভৃতি বৃক্ষসার দ্বারা ধূপিত হইলে ব্রণ সকল কঠিন হয়। আর ঘৃত, মজ্জা ও বসা দ্বারা ধূপ দিলে শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯১। ব্রণে ধূপ দিলে ব্রণের শূল, স্রাব, গন্ধ, ক্রিমি, শৈথিল্য ও কঠিনতার উপশম হয়। ৯২। লোধ, বটের শুঙ্গ, খদির, ত্রিফলা এবং ঘৃতের প্রলেপ ব্রণের শৈথিল্য এবং সৌকুমার্য্য সাধন করে। ৯৩। বেদনাযুক্ত, কঠিন, স্তব্ধ ও স্রাবহীন ব্রণ সকল ঘৃত ও যবচূর্ণের প্রলেপ দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয়। ৯৪। মুদ্গ, ষষ্টিক বা শালিতণ্ডুল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া অথবা ঘৃতের সহিত জীবনীয়গণ বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণে তর্পণ হয়। [কঠিন ও স্রাবহীন ব্রণে তর্পণ আবশ্যক]। ৯৫।

ককুভোদুম্বরাশ্বত্থলোধ্রজাম্ববকট্‌ফলৈঃ।
ত্বচমাশ্বেবগৃহ্ণন্তি ত্বক্‌চূর্ণৈশ্চূর্ণিতা ব্রণাঃ ॥ ৯৬
মনঃশিলৈলা মঞ্জিষ্ঠা লাক্ষা চ রজনীদ্বয়ম্।
প্রলেপঃ সঘৃতক্ষৌদ্রস্ত্বগ্বিশুদ্ধিকরঃ পরঃ ॥ ৯৭
অয়োরজঃ সকাসীসং ত্রিফলাকুসুমানি চ।
করোতি লেপঃ কৃষ্ণত্বং সদ্য এব নবত্বচি ॥ ৯৮
কালীয়কনতাআস্থিহেমকালা রসোত্তমাঃ।
লেপঃ সগোময়রসঃ সবর্ণীকরণঃ পরঃ ॥ ৯৯
ধ্যামকাশ্বত্থনিচুলমূলং লাক্ষা সগৈরিকা।
সহেমশ্চামৃতাসঙ্গা কাসীসঞ্চেতি বর্ণকৃৎ ॥ ১০০
চতুষ্পদাং হি ত্বগ্লোমখুরশৃঙ্গাস্থিভস্মনা।
তৈলাক্তা চূর্ণিতা ভূমির্ভবেল্লোমবতী পুনঃ ॥১০১
ষোড়শোপদ্রবা যে চ ব্রণানাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং চিকিৎসা নির্দ্দিষ্টা যথা স্বে স্বে
চিকিৎসিতে ॥ ১০২

অর্জ্জুন, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, লোধ, জাম ও কট্‌ফলছালের চূর্ণ ব্রণে প্রদান করিলে শীঘ্রই ব্রণের ত্বক্ উৎপন্ন হয়। ৯৬। মনঃশিলা, ছোট এলাচ, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ঘৃত ও মধুর প্রলেপ দিলে ত্বকের বিশুদ্ধি হয়।৯৭। লৌহচূর্ণ, হিরাকস ও ত্রিফলা কুসুমের প্রলেপ দিলে নূতন চর্ম্ম শীঘ্রই কৃষ্ণবর্ণ হয়। ৯৮। গোময়রসের সহিত কালীয়ক, নত (তগর), আস্রাস্থি, হেম (নাগকেশর), কাললৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্যের লেপ দিলে ব্রণের বর্ণ পার্শ্ববর্ত্তি-ত্বকের সহিত সমান হয়। গোবরের রসের সহিত প্রলেপ দিলে ব্রণস্থানের বর্ণ অন্য স্থানের সমান হইয়া থাকে। ৯৯। গন্ধতৃণ, অশ্বত্থক্ষীর, হিজ্জলের মূল, লাক্ষা, গৈরিক, নাগকেশর (হেম), অমৃতাসঙ্গনামক তুতে ও হিরাকসের প্রলেপ দিলে ব্রণের বর্ণ স্বাভাবিক হইয়া থাকে। ১০০। ব্রণস্থান তৈলাক্ত করিয়া তাহাতে চতুষ্পাদ জন্তুর ত্বক্, লোম, খুর, শৃঙ্গ ও অস্থি এই সমুদায়ের ভস্ম আরোপিত করিলে, লোম উৎপন্ন হয়। ১০১। ব্রণদিগের যে ষোড়শ প্রকার উপদ্রব কথিত

তত্র শ্লোকৌ।

দ্বৌ ব্রণৌ ব্রণভেদাশ্চ পরীক্ষা দুষ্টিরেব চ।
স্থানানি গন্ধাঃ স্রাবাশ্চ সোপসর্গাঃ ক্রিয়াশ্চ যাঃ
ব্রণাধিকারে সপ্রশ্নমেতন্নবকমুক্তবান্।
মুনির্ব্যাসসমাসাভ্যামগ্নিবেশায় ধীমতে॥ ১০৩

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে দ্বিব্রণীয়-চিকিৎসিতং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

উন্মাদচিকিৎসিতম্।

অথাত উন্মাদচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ-স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

বুদ্ধিস্মৃতিজ্ঞানতপোনিবাসঃ
পুনর্ব্বসুঃ প্রাণভৃতাং শরণ্যঃ
উন্মাদহেত্বাকৃতিভেষজানি
কালেঽগ্নিবেশায় শশংস পৃষ্টঃ॥ ২

বিরুদ্ধদুষ্টাশুচিভোজনানি
প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাম্।
উন্মাদহেতুর্ভয়হর্ষপূর্ব্বো
মনোঽভিঘাতো বিষমাশ্চ চেষ্টাঃ॥
তৈরল্পসত্ত্বস্য মলাঃ প্রদুষ্টা
বুদ্ধের্নিবাসং হৃদয়ং প্রদূষ্য।
স্রোতাংস্যধিষ্ঠায় মনোবহানি
প্রমোহয়ন্ত্যাশু নরস্য চেতঃ॥ ৩
ধীবিভ্রমঃ সত্ত্বপরিপ্লবশ্চ
পর্য্যাকুলা দৃষ্টিরধীরতা চ।
অবদ্ধবাক্ত্বং হৃদয়ঞ্চ শূন্যং
সামান্যমুন্মাদগদস্য লিঙ্গম্॥ ৪
সমূঢ়চেতা ন সুখং ন দুঃখং
নাচারধর্ম্মৌ কুত এব শান্তিম্।
বিন্দত্যপাস্তস্মৃতিবুদ্ধিসংজ্ঞো
ভ্রমত্যয়ং চেত ইতস্ততশ্চ॥ ৫
সমুদ্ভ্রমং বুদ্ধিমনঃস্মৃতীনা-
মুন্মাদমাগন্তুনিজোত্থমাহুঃ॥ ৬

হইয়াছিল, তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইল। ১০২। এই অধ্যায়ের সূচী।—ভগবান্ আত্রেয় এই দ্বিব্রণীয়চিকিৎসিত অধ্যায়ে ধীমান্ অগ্নিবেশকে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে দুই প্রকার ব্রণ, ব্রণদিগের প্রভেদ, পরীক্ষা, দুষ্টতা, স্থানসমূহ, গন্ধ, স্রাব, উপসর্গ ও চিকিৎসা তদীয় প্রশ্নানুসারে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১০৩

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা উন্মাদচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। বুদ্ধি, স্মৃতি, জ্ঞান ও তপস্যার নিবাস স্বরূপ, প্রাণীদিগের শরণীয় ভগবান্ পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক যথাকালে পৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে উন্মাদের হেতু, লক্ষণ ও ঔষধ সকল বর্ণনা করিয়াছিলেন। ২। বিরুদ্ধ, দুষ্ট ও অশুচি ভোজন; দেব, গুরু ও দ্বিজদিগের প্রধর্ষণ; ভয় ও হর্ষ দ্বারা মনের অভিনব এবং অসম চেষ্টা সকল (যথা বলবানের সহিত দ্বন্দ্ব ইত্যাদি) উন্মাদের হেতু। ঐ সকল কারণে অল্পসত্ত্ব ব্যক্তির দোষ সকল প্রদুষ্ট হইয়া বুদ্ধির নিবাস হৃদয়কে দূষিত করে এবং মনোবহ-স্রোতঃসমূহে অধিষ্ঠিত হইয়া মানুষের চিত্তকে প্রমোহিত করিয়া থাকে। ৩। বুদ্ধি-বিভ্রম, চিত্তচাঞ্চল্য, পর্য্যাকুলদৃষ্টি, অধীরতা, অসম্বদ্ধ বচন এবং শূন্যহৃদয়, এই সকল উন্মাদের সামান্য লক্ষণ। ৪। মানুষ এইরূপে মূঢ়চিত্ত হইলে না সুখ, না দুঃখ, না ধর্ম্ম, না আচার, না কোথাও শান্তি প্রাপ্ত হয়। তাহার স্মৃতি, বুদ্ধি ও সংজ্ঞা অপগত হয়। এবং সে ইতস্ততঃ ভ্রান্ত হইতে থাকে। ৫। বুদ্ধি মন ও স্মৃতির সমুদ্ভ্রমকেই উন্মাদ কহে। উহা নিজ ও আগন্তু ভেদে দুইপ্রকার। ৬। সেই উন্মাদ

অথোন্মাদচিকিৎসিতাধ্যায়ঃ (cont.)

তস্যোদ্ভবং পঞ্চবিধস্য ভূয়ো
বক্ষ্যামি লিঙ্গানি চিকিৎসিতঞ্চ ॥ ৭
রূক্ষাল্পশীতান্নবিরেকধাতু-
ক্ষয়োপবাসৈরনিলোঽতিবৃদ্ধঃ।
চিন্তাদিদুষ্টং হৃদয়ং প্রদূষ্য
॥ ৮
অস্থানহাসস্মিতনৃত্যগীত-
বাগঙ্গবিক্ষেপণরোদনানি।
পারুষ্যকার্শ্যারুণবর্ণতা চ
জীর্ণে বলঞ্চানিলজস্য রূপম্ ॥ ৯
অজীর্ণকট্বম্লবিদাহ্যশীতৈ-
র্ভোজ্যৈশ্চিতং পিত্তমুদীর্ণবেগম্।
উন্মাদমত্যুগ্রমনাত্মকস্য
হৃদি শ্রিতং পূর্ব্ববদেব কুর্য্যাৎ ॥ ১০
অমর্ষসংরম্ভবিনগ্নভাবাঃ
সন্তর্জ্জনাভিদ্রবণৌষ্ণ্যরোষাঃ।
প্রচ্ছায়শীতান্নজলাভিলাষঃ
পীতা চ ভাঃ পিত্তকৃতস্য লিঙ্গম্ ॥ ১১
সম্পূরণৈর্মন্দবিচেষ্টনৈশ্চ
সোষ্মা কফো মর্ম্মণি সম্প্রবৃদ্ধঃ।
বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহত্য চিত্তং
প্রমোহয়ন্ সঞ্জনয়েদ্বিকারম্ ॥ ১২
বাক্‌চেষ্টিতং মন্দমরোচকশ্চ
নারীবিবিক্তপ্রিয়তাতিনিদ্রা।
ছর্দ্দিশ্চ লালা চ বলঞ্চ ভুক্তে
নখাদিশৌক্ল্যঞ্চ কফাত্মকে স্যাৎ ॥ ১৩
যঃ সন্নিপাতপ্রভবোঽতিঘোরঃ
সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ স তু হেতুভিঃ স্যাৎ।
সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি তাদৃগ্
বিরুদ্ধভৈষজ্যবিধির্বিবর্জ্জ্যঃ ॥ ১৪
দেবর্ষিগন্ধর্ব্বপিশাচযক্ষ-
রক্ষঃপিতৄণামভিধর্ষণানি।
আগন্তুহেতুর্নিয়মব্রতাদি
মিথ্যা কৃতং কর্ম্ম চ পূর্ব্বদেহে ॥ ১৫

পাঁচপ্রকার উন্মাদের পৃথক্ পৃথক্ হেতু; লক্ষণ ও চিকিৎসা বলিতেছি। ৭ [রূক্ষ, অল্প ও শীতল অন্ন, অতিবিরেক, ধাতুক্ষয় ও উপবাস দ্বারা বায়ু অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চিন্তাদূষিত হৃদয়কে দূষিত করিয়া শীঘ্র বুদ্ধি ও স্মৃতি উপহত করে। ৮। অস্থানে হাস্য, স্মিত, নৃত্য, গীত, বাক্যপ্রয়োগ, অঙ্গবিক্ষেপণ ও রোদন; মলকাঠিন্য, কৃশতা ও অরুণবর্ণতা এবং অন্ন জীর্ণ হইবার পর রোগের বলবৃদ্ধি এই সকল বাতজ (১) উন্মাদের লক্ষণ। ৯। অজীর্ণকর ভোজন এবং কটু, অম্ল, বিদাহি ও উষ্ণ ভোজনহেতু সঞ্চিত পিত্ত কুপিত হইয়া হীনসত্ত্ব ব্যক্তির হৃদয়ে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অত্যুগ্র উন্মাদ উৎপাদন করে। ১০। অমর্ষ (ক্রোধ), সংরম্ভ (-জিঘাংসাযুক্ত ক্রোধ), নগ্নতা, সন্তর্জ্জন (উদ্বেগ), পলায়ন, উষ্ণতা, রোষ, ছায়া ও শীতল অন্নজলে অভিলাষ এবং পীতবর্ণতা এই সকল পিত্তজ (২) উন্মাদের লক্ষণ। ১১। অতিভোজন ও আলস্যহেতু উষ্মার সহিত কফ হৃদয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি ও স্মৃতিকে উপহত করিয়া চিত্তকে প্রমোহিত করে। তাহাতেই কফজ-উন্মাদের উৎপত্তি হয় [হৃদয় উষ্মার স্থান, অতএব হৃদয়স্থ শ্লেষ্মা উষ্মহীন হইতে পারে না] ।১২। কফাত্মক (৩) উন্মাদে বাক্য ও চেষ্টার জড়তা হয়; অরুচি হয়; নারীপ্রিয়তা, ও নির্জ্জন-প্রিয়তা হয়; অনিদ্রা হয়; বমি ও লালাপ্রসেক হয়; ভোজনমাত্র রোগের বলবৃদ্ধি হয় এবং নখ, মূত্র, পুরীষ প্রভৃতির শুক্লতা হয়। ১৩। সান্নিপাতিক (৪) উন্মাদ অতি ভয়ঙ্কর। উপরিউক্ত উন্মাদত্রয়ের সমস্ত নিদান হইতে উহার উৎপত্তি হয় এবং উহা উক্ত উন্মাদত্রয়ের সমস্তরূপই ধারণ করিয়া থাকে। ইহা বিরুদ্ধ চিকিৎসনীয় অর্থাৎ ইহাতে একদোষের নিবারণ করিতে গেলে অন্যদোষের বৃদ্ধি হয়; এই হেতু ইহা প্রত্যাখ্যেয়। ১৪। দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস ও পিতৃগণের অবমাননা; নিয়ম ব্রতাদির মিথ্যাচরণ, এবং পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম আগন্তু উন্মাদের হেতু। ১৫।

অমর্ত্ত্যবাগ্বিক্রমবীর্য্যচেষ্টা-
জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদিভির্যঃ।
উন্মাদকালোঽনিয়তশ্চ যস্য
ভূতোত্থমুন্মাদমুদাহরেৎ তম্॥ ১৬
অদূষয়ন্তঃ পুরুষস্য দেহং
দেবাদয়ঃ স্বৈশ্চ গুণপ্রভাবৈঃ।
বিশন্ত্যদৃশ্যাস্তরসা যথৈব
ছায়াতপৌ দর্পণসূর্য্যকান্তৌ॥ ১৭
আয়াতকালো হি সপূর্ব্বরূপঃ
প্রোক্তো নিদানেঽস্য পরং সুরাদ্যৈঃ
উন্মাদরূপাণি পৃথঙ্নিবোধ
কালঞ্চ গম্যান্ পুরুষাংশ্চ তেষামিতি॥ ১৮
তদ্যথা—

সৌম্যদৃষ্টিং গম্ভীরমপ্রধৃষ্যমকোপনমস্বপ্নং ভোজনাভিলাষিণমল্পস্বেদমূত্রপুরীষবাচং শুভগন্ধং ফুল্লপদ্মবদনমিতি দেবোন্মত্তং বিদ্যাৎ॥১৯

গুরুবৃদ্ধসিদ্ধর্ষীণামভিচারাভিধ্যানানুরূপাহারচেষ্টাব্যাহারং তৈরুন্মত্তং বিদ্যাৎ॥ ২০

অপ্রসন্নদৃষ্টিমপশ্যন্তং নিদ্রালুং প্রতিহতবাচমনন্নাভিলাষারোচকাবিপাকপরীতং পিতৃভিরুন্মত্তং বিদ্যাৎ॥ ২১

চণ্ডং সাহসিকং তীক্ষ্ণং গম্ভীরমপ্রধৃষ্যং মুখবাদ্যনৃত্য-গীতান্নপান-স্নানপানমাল্যধূপগন্ধ-রক্তবস্ত্রবলিকর্ম্মহাস্যকথাযোগপ্রিয়ং শুভগন্ধমিতি গন্ধর্ব্বোন্মত্তং বিদ্যাৎ॥ ২২

অসকৃৎস্বপ্নরোদনহাস্যং নৃত্যগীতবাদ্যকথান্নপানস্নানমাল্যধূপগন্ধরতিং রক্তবিপ্লুতাক্ষং দ্বিজাতি-বৈদ্য-পরিবাদিনং রহস্যভাষিণমিতি যক্ষোন্মত্তং বিদ্যাৎ॥ ২৩

নষ্টনিদ্রমন্নপানদ্বেষিণমনাহারমপ্রতিবলিনং শস্ত্রশোণিতমাংসরক্তমাল্যাভিলাষিণং তর্জ্জনমিতি রাক্ষসোন্মত্তং বিদ্যাৎ॥ ২৪

অমানুষিক বাক্য বিক্রম বীর্য্য চেষ্টা জ্ঞান বিজ্ঞান ও বল দ্বারা যে উন্মাদের পরিচয় হয়, আর যে উন্মাদের হ্রাসবৃদ্ধির সময় স্থির নাই, তাহাকেই ভূতোন্মাদ কহিয়া থাকে। ১৬। যেমন ছায়া ও সূর্য্যরশ্মি গুণপ্রভাবে অলক্ষিতে দর্পণ ও সূর্য্যকান্তমণিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ দেবতাদি, শারীরিক দোষদিগকে দূষিত না করিয়াই গুণপ্রভাবে পুরুষের দেহে অলক্ষিতে আবিষ্ট হয়। ১৭। নিদানস্থানে দেবতাদির আবেশকাল ও দেবতাদিজনিত উন্মাদের পূর্ব্বরূপ সামান্যতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ঐ সকল উন্মাদের রূপ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে শ্রবণ কর। ১৮। দেবোন্মাদ যথা—দেবোন্মত্ত পুরুষ সৌম্যদৃষ্টি, গম্ভীর, অপ্রধৃষ্য, অকোপন, নিদ্রাহীন, ভোজনে অনভিলাষী, অল্পস্বেদ, অল্পমূত্র, অল্পপুরীষ, অল্পবাক্, সুগন্ধশরীর এবং প্রফুল্লপদ্মবদন হইয়া থাকে। ১৯। গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ঋষিদিগের অবমাননাহেতু যে উন্মাদ হয়, তাহাতে গুরু প্রভৃতির অভিচার ও অভিধ্যানের অনুরূপ [অর্থাৎ অভিশাপাদির অনুরূপ] আহার, চেষ্টা ও ব্যবহার হইয়া থাকে। ২০। পিতৃগণকৃত উন্মাদে রোগী কলুষিতদৃষ্টি, দর্শনে অসমর্থ [চাহিয়া দেখিতে পারে না], নিদ্রালু, প্রতিহতবাক্য [যাহার কথা সরে না], অন্নে অনভিলাষী, অরুচিগ্রস্ত ও অবিপাকগ্রস্ত হইয়া থাকে। ২১। গন্ধর্ব্বোন্মাদে রোগী চণ্ডস্বভাব, সাহসিক, তীক্ষ্ণস্বভাব, গম্ভীর, অপ্রধৃষ্য, মুখবাদ্যপ্রিয়, নৃত্যগীতপ্রিয়, অন্নপান-স্নানপ্রিয়, মাল্য-ধূপ-গন্ধপ্রিয়, রক্তবস্ত্রপ্রিয়, বলিকর্ম্মপ্রিয়, হাস্য কথাপ্রিয় ও সুগন্ধদেহ হইয়া থাকে। ২২। যক্ষোন্মাদে রোগী পুনঃপুন নিদ্রাপ্রাপ্ত এবং রোদন ও হাস্য করিয়া থাকে। নৃত্য, গীত, বাদ্য, কথা, অন্নপান, স্নান, মাল্য, ধূপ ও গন্ধে আসক্ত হয়। অতিশয় রক্তলোচন হয়। দ্বিজাতি ও বৈদ্যদিগের নিন্দা করিয়া থাকে এবং গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে। ২৩। রাক্ষসোন্মাদে রোগী নিদ্রাহীন, অন্নপানদ্বেষী, অনাহার, অত্যন্ত বলবান্, শস্ত্র শোণিত মাংস ও রক্তমাল্যে অভিলাষী এবং তর্জ্জন-

প্রহাসনৃত্যপ্রধানং দেবাবপ্রবেদ্যদ্বেষাব-জ্ঞাভিষ্টুতি-বেদ-মন্ত্র-শাস্ত্রোদাহরণৈঃ কাষ্ঠাদিভি-রাত্মপীড়নেন চ ব্রহ্মরাক্ষসোন্মত্তং বিদ্যাৎ ॥ ২৫

অস্বস্থচিত্তং স্থানমলভমানং নৃত্যগীত-হাসিনং বদ্ধাবদ্ধপ্রভাষিণং সঙ্কটকূটমলিনরথ্যা-চেলতৃণেষ্বারোহণরতিং সক্তিন্নবর্ণরুক্ষস্বরং নগ্নং বিধাবন্তং নৈকত্র তিষ্ঠন্তং দুঃখান্যাবেদয়ন্তং নষ্টস্মৃতিং পিশাচোন্মত্তং বিদ্যাৎ ॥ ২৬

তত্র শৌচাচারতপঃস্বাধ্যায়কোবিদং নরং প্রায়ঃ শুক্লপ্রতিপদি ত্রয়োদশ্যাঞ্চ দেবাঃ ॥ ২৭

স্নানশুচিবিবিক্তসেবিনং ধর্ম্মশাস্ত্রশ্রুতিকাব্য-কুশলং প্রায়ঃ ষষ্ঠীনবম্যোর্ঋষয়ঃ ॥ ২৮

কারী হইয়া থাকে। ২৪। ব্রহ্মরাক্ষস-উন্মাদে রোগী সর্ব্বদা হাস্য ও নৃত্য করে; দেব, বিপ্র ও বৈদ্যদিগের বিদ্বেষ করিয়া থাকে; অবজ্ঞা-পূর্ব্বক স্তুতিপাঠ করে এবং বেদমন্ত্র ও শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়া থাকে। আর কাষ্ঠাদি দ্বারা আপনাকে পীড়ন করিয়া থাকে। ২৫। পিশাচোন্মাদে রোগী অসুস্থচিত্ত ও অস্থির হইয়া থাকে, নৃত্য, গীত ও হাস্য করিতে থাকে, সম্বদ্ধ ও অসম্বদ্ধ আলাপ করিয়া থাকে; সঙ্কটস্থান, গিরি প্রভৃতির শৃঙ্গ, মলিন রথ্যা (উচ্চ পথ বা রথশ্রেণী), বস্ত্ররাশি ও তৃণ-রাশির (খড়ের গাদা প্রভৃতির) উপর আরোহণ করিতে ভালবাসে; বিকৃতবর্ণ, রুক্ষস্বর ও নগ্ন হইয়া থাকে, দৌড়াদৌড়ি করে, এক-স্থানে বসিয়া থাকিতে পারে না, দুঃখ বিজ্ঞাপন করে এবং স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। (এস্থলে গঙ্গাধরের পাঠ "সাক্ষিকূটমলিনং সলিলরথ্যা" ইত্যাদি। সাক্ষিকূটমলিনং "যাহার অক্ষি-গোলক পর্য্যন্ত মলিন"। ২৬। তন্মধ্যে শৌচা-চার-পরায়ণ, তপোনিরত, স্বাধ্যায়তৎপর মনু-ষ্যকেই প্রায় শুক্লপ্রতিপদ বা ত্রয়োদশী তিথিতে, দেবতারা ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে অভি-ভূত করিয়া থাকেন। ২৭। স্নান-পরায়ণ, শুচি, নির্জ্জনসেবী ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র শ্রুতি-কাব্য-বিশারদ মনুষ্যকেই প্রায় ষষ্ঠী ও নবমী

মাতৃপিতৃগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যোপসেবিনং প্রায়ো দশম্যামমাবস্যায়াঞ্চ পিতরঃ ॥ ২৯

গন্ধর্ব্বাস্তু স্তুতিগীতবাদিত্ররতিং পরদারগন্ধ-মাল্যপ্রিয়ং শৌচাচারং দ্বাদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ ॥ ৩০

সত্ত্ববলরূপগর্ব্বশৌর্য্যযুক্তং মাল্যানুলেপনং হাস্যপ্রিয়মতিবাক্করণং প্রায়ঃ শুক্লৈকাদশ্যাং সপ্তম্যাঞ্চ যক্ষাঃ ॥ ৩১

স্বাধ্যায়তপোনিয়মোপবাসব্রতচর্য্যাদেবযতি-গুরুপূজারতিং ভ্রষ্টশৌচং ব্রাহ্মণমব্রাহ্মণং বা ব্রহ্মবাদিনং শূরমানিনং দেবতাগারসলিল-ক্রীড়নরতিং প্রায়ঃ শুক্লপঞ্চম্যাং পূর্ণচন্দ্রদর্শনে চ ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৩২

রক্ষঃপিশাচাস্তু হীনসত্ত্বপিশুনস্ত্রৈণলুব্ধং প্রায়ো দ্বিতীয়াতৃতীয়াষ্টমীষু পুরুষং ছিদ্রমবে-ক্ষ্যাভিধর্ষয়ন্তীতি ॥ ৩৩

তিথিতে ঋষিরা ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে অভিভূত করিয়া থাকেন। ২৮। মাতৃ, পিতৃ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্যদিগের সেবাকারী মনু-ষ্যকেই প্রায় দশমী ও অমাবস্যাতে পিতৃগণ ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে অভিভূত করিয়া থাকেন। ২৯। গন্ধর্ব্বেরা ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে স্তুতি-গীত-বাদ্য-পরায়ণ, পরদারগামী, গন্ধমাল্য-প্রিয়, শৌচাচারপরায়ণ (গঙ্গাধরের পাঠ চৌক্ষাচার। চৌক্ষাচারের অর্থ করা হয় নাই) মনুষ্যকে দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশীতে অভিভূত করিয়া থাকে। ৩০। সত্ত্ববান্, বলবান্, রূপ-বান্, গর্ব্বিত, শৌর্য্যযুক্ত, মাল্যানুলেপনপ্রিয়, হাস্যপ্রিয়, অতিবাচাল ও করণশীল পুরুষকেই প্রায়, শুক্লা একাদশীতে ও সপ্তমীতে যক্ষেরা ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে অভিভূত করিয়া থাকে। ৩১। স্বাধ্যায় তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য দেবপূজা যতি-পূজা ও গুরুপূজায় বিরত, অশুচি, ব্রাহ্মণ-নিন্দুক, শূরাভিমানী এবং দেবালয়ের মধ্যে ও জলে ক্রীড়াকারী পুরুষকেই প্রায় শুক্লপঞ্চমী ও পূর্ণিমা তিথিতে ব্রহ্মরাক্ষসগণ ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে অভিভূত করিয়া থাকে। ৩২। রাক্ষস ও পিশাচেরা ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে লঘুচিত্ত, খল,

অপরিসংখ্যেয়ানাং গ্রহাণামাবিষ্কৃততমা হ্যষ্টাবেতে ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৩৪

সর্ব্বেষপি তু খল্বেষু যো হস্তাবুদ্যম্য রোষ-সংরম্ভান্নিঃসঙ্গমন্যেষ্বাত্মনি বা পাতয়েৎ সহ-সাধ্যো জ্ঞেয়স্তথা সাশ্রুনেত্রো মেঢ্রপ্রবৃত্তরক্তঃ ক্ষতজিহ্বঃ প্রস্রুতনাসিকশ্ছিদ্যমানমর্ম্মা প্রতি-হন্যমানবাণিকঃ সততং বিকূজন্ দুর্ব্বর্ণস্তৃষার্ত্তঃ পূতিগন্ধিশ্চ হিংসার্থী উন্মত্তো জ্ঞেয়স্তং পরি-হরেৎ ॥ ৩৫

রত্যর্চ্চনাকামোন্মাদিনৌ তু ভিষগভি-প্রায়াচারাভ্যাং বুদ্ধা তদঙ্গোপহারবলিমিশ্রেণ মন্ত্রভৈষজ্যবিধিনোপক্রমেৎ ॥ ৩৬

তত্র দ্বয়োরপি নিজাগন্তুনিমিত্তয়োরুন্মা-দয়োঃ সমাসবিস্তারাভ্যাং ভেষজবিধিং ব্যাখ্যা-স্যামঃ ॥ ৩৭

উন্মাদে বাতজে পূর্ব্বং স্নেহপানং বিশেষবিৎ।
কুর্য্যাদাবৃতমার্গে তু সস্নেহং মৃদু শোধনম্ ॥৩৮
কফপিত্তভবেঽপ্যাদৌ বমনং সবিরেচনম্।
স্নিগ্ধস্বিন্নস্য কর্ত্তব্যং শুদ্ধে সংসর্জ্জনক্রমঃ ॥
নিরূহণস্নেহবস্তী শিরসশ্চ বিরেচনম্।
ততঃ কুর্য্যাদ্ যথাদোষং তেষাং
ভূয়স্তমাচরেৎ ॥ ৩৯
হৃদিন্দ্রিয়শিরঃকোষ্ঠে সংশুদ্ধে বমনাদিভিঃ।
মনঃ প্রসাদমাপ্নোতি স্মৃতিং সংজ্ঞাঞ্চ
বিন্দতি ॥ ৪০
শুদ্ধস্যাচারবিভ্রংশে তীক্ষ্ণং নাবনমঞ্জনম্
তাড়নঞ্চ মনোবুদ্ধিদেহসন্তর্জ্জনং হিতম্ ॥
যঃ শক্তো বিজয়েৎ পট্টৈঃসংযম্যসুদৃঢ়ৈঃসুখৈঃ

স্ত্রৈণ ও লুব্ধস্বভাব ব্যক্তিকেই প্রায়, দ্বিতীয়া, ও তৃতীয়া তিথিতে অভিভূত করিয়া থাকে। ৩৩। অসংখ্য গ্রহের মধ্যে এই অষ্টগ্রহ অত্যন্ত আবিষ্কৃত বলিয়াই এস্থলে ব্যাখ্যাত হইল। ৩৪। এই সকল উন্মাদের মধ্যে যে উন্মাদে রোগী হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক, ক্রোধ ও সংরম্ভ (ভ্রূকুটীভঙ্গ্যাদি) প্রকাশ করিতে করিতে, হঠাৎ নিঃসংজ্ঞ হইয়া আপনার বা অন্যের শরীরে ফেলিয়া দেয়, (আঘাত করে) সেই উন্মাদ অসাধ্য জানিবে আর উন্মাদ-রোগীর চক্ষু হইতে অশ্রুপাত, মেঢ্র হইতে রক্তপাত, জিহ্বাতে ক্ষত, নাসিকাতে স্রাব, মর্ম্মস্থান ছিদ্যমান, বাক্য প্রতিহত, কণ্ঠ সতত কূজনশীল, দৌর্ব্বল্য, তৃষ্ণাবেগ অতিরিক্ত, শরীর পূয়গন্ধি এবং মন হিংসার্থি হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ৩৫। রতিপ্রিয় উন্মাদী, কোন রুষ্টা প্রেয়সীর অভিচার বশতঃ উন্মত্ত হইয়া থাকিবে এবং পূজাপ্রিয় উন্মাদী কোন ইষ্ট দেবতার পূজা-ব্যতিক্রম বশতঃ অভিশাপ-ক্রমে উন্মত্ত হইয়া থাকিবে, এইরূপ মনে করিয়াই সেই সেই উন্মাদীর চিকিৎসা করিতে হয়। এই দুই উন্মাদের চিকিৎসায় পূজোপ-হার মিশ্রিত মন্ত্র ও ভৈষজ্যযোগে চিকিৎসা [illegible] ব্যাখ্যা কোথাও পরিস্ফুট নাই]। ৩৬। সম্প্রতি নিজ ও আগন্তু উভয় প্রকার উন্মাদেরই সংক্ষেপে ও বিস্তার সহকারে ভেষজবিধি ব্যাখ্যা করি-তেছি। ৩৭। বাতজ উন্মাদে প্রথমতঃ স্নেহ পান করাইবে। স্রোতঃসকল আবৃত থাকিলে স্নেহযুক্ত মৃদুশোধন [বস্তি ও বিরেচন] দিবে ৩৮। কফজ উন্মাদে স্নেহ-স্বেদ প্রয়োগের পর বমন এবং পিত্তজ উন্মাদে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। পরে পেয়াদি ক্রম পালন করাইবে। তৎপরে নিরূহ, স্নেহবস্তি ও শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। অনন্তর দোষানুসারে বমনাদি পুনঃপুন প্রয়োগ করিবে। [কাহার কাহারও মতে কফজ ও পিত্তজ উভয়বিধ উন্মাদেই বমন ও বিরেচন আবশ্যক]। ৩৯। হৃদয়, ইন্দ্রিয়, মস্তক, ও কোষ্ঠ বমনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ হইলে পর মন প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় এবং স্মৃতি ও সংজ্ঞা জাগ-রূক হয়। ৪০। বমনাদি দ্বারা শুদ্ধ হইলে পর যদি রোগী আচার বিভ্রংশ করে,তবে তাহাকে তীক্ষ্ণ নস্য, অঞ্জন ও তাড়ন; প্রয়োগ করিবে। এরূপস্থলে মন, বুদ্ধি ও দেহের

অপেতলোষ্টকাষ্ঠাদ্যৈঃ সংরোধ্যশ্চ তমোগৃহে ॥ ৪১
তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং সান্ত্বনং হর্ষণং ভয়ম্।
বিস্ময়ো বিস্মৃতের্হেতোর্নয়ন্তি প্রকৃতিং মনঃ ॥৪২
প্রদেহোৎসাদনাভ্যঙ্গা ধূমপানঞ্চ সর্পিষঃ।
প্রযোক্তব্যং মনোবুদ্ধিস্মৃতিসংজ্ঞাপ্রবোধনম্ ॥৪৩
সর্পিঃপানাদিরাগন্তোর্মন্ত্রাদিশ্চেষ্যতে বিধিঃ।
অতঃ সিদ্ধতমান্ যোগান্ শৃণূন্মাদবিনাশনান্ ॥৪৪
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাব্যোষৈর্দ্বিপলাংশৈর্ঘৃতাঢ়কম্।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে সিদ্ধমুন্মাদনাশনম্ ॥ ৪৫
বিশালা ত্রিফলা কৌন্তী দেবদার্বেলবালুকম্।
স্থিরানন্তা রজন্যৌ দ্বে শারিবে দ্বে প্রিয়ঙ্গুকম্ ॥
নীলোৎপলৈলা মঞ্জিষ্ঠা দন্তীদাড়িমকেশরম্।

উত্তেজন হিতকর। আর রোগী শক্ত হইলে তাহাকে সুদৃঢ় বস্ত্র দ্বারা, না লাগে এরূপ করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক, লোষ্ট্র কাষ্ঠাদি-রচিত অন্ধকার গৃহে সংরুদ্ধ করিবে। ৪১। তর্জ্জন, ত্রাসন, দান, সান্ত্বন, হর্ষণ, ভয়প্রদর্শন এবং বিস্মাপন এই সকল উপায়ে উন্মাদ রোগীর স্মৃতিস্থাপন এবং মনকে প্রকৃতিস্থ করা যায়। ৪২। প্রলেপ, উৎসাদন, অভ্যঙ্গ, ধূমপান ও ঘৃত প্রয়োগ করিলে মন, বুদ্ধি, স্মৃতি ও সংজ্ঞা জাগরিত হয়। আগন্তু উন্মাদে ঘৃতপান ও মন্ত্রাদিবিধি অভিমত। [উন্মাদ ও অপস্মার রোগে পানে বা অভ্যঙ্গে পুরাতন ঘৃত ব্যবহার্য্য। ৫২। দেখ] ৪৩। অতঃপর কতিপয় দৃষ্টফল যোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৪। হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ পৃথক্ পৃথক্ দুই পল কল্ক করিয়া এক আঢ়ক (দ্বৈগুণ্যহেতু ষোলসের) ঘৃত ও চতুর্গুণ গোমূত্রে পাক করিবে। ইহা সিদ্ধ (দৃষ্টফল) উন্মাদনাশক। ৪৫। বিশালা (রাখালশসা), ত্রিফলা, কৌন্তী (রেণুকা), দেবদারু, এলবালুকা, স্থিরা (শালপাণি), অনন্তমূল (অনন্তা), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল [পুনরুল্লেখ হেতু দুই ভাগ] ও শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, ছোট এলাচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী, দাড়িম,

তালীশপত্রং বৃহতী মালত্যাঃ কুসুমং নবম্ ॥
বিড়ঙ্গং পৃশ্নিপর্ণী চ কুষ্ঠং চন্দনপদ্মকম্।
কল্কৈঃ কর্ষসমৈরেতৈর্বিংশত্যাষ্টাভিরেব চ ॥
চতুর্গুণে জলে পক্বা ঘৃতপ্রস্থং প্রযোজয়েৎ।
অপস্মারে জ্বরে কাসে শ্বাসে মন্দেঽনলক্ষয়ে।
বাতরোগে প্রতিশ্যায়ে তৃতীয়কচতুর্থকে।
ছর্দ্দ্যর্শোমূত্রকৃচ্ছ্রে চ বিসর্পোপহতেষু চ ॥
কণ্ডুপাণ্ডাময়োন্মাদবিষমেহগরেষু চ।
ভূতোপহতচিত্তানাং গদ্গদানামরেতসাম্ ॥
শস্তং স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যানাং ধন্যমায়ুর্বলপ্রদম্ ॥
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং সর্ব্বগ্রহবিনাশনম্।
কল্যাণকমিদং সর্পিঃ শ্রেষ্ঠং পুংসবনেষু চ ॥ ৪৬
ইতি কল্যাণকং ঘৃতম্।

এভ্য এব স্থিরাদীনি জলে পক্ত্বৈকবিংশতিম্।
রসে তস্মিন্ পচেৎ সর্পির্গৃষ্টিক্ষীরচতুর্গুণে।
বীরাদ্বিমাষকাকোলীস্বগুপ্তর্ষভকর্দ্ধিভিঃ ॥

নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীর নবকুসুম, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, এই আটাশটী দ্রব্যের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ ২ তোলা চারিসের পুরাতন ঘৃত এবং ষোলসের জল একত্র পাক করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, জ্বর, কাস, শ্বাস, বহ্নিমান্দ্য, বাতরোগ, প্রতিশ্যায়, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর, বমি, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিসর্প, কণ্ডূ, পাণ্ডুরোগ, উন্মাদ, বিষ, মেহ, গরদোষ, ভূতোন্মাদ, গদ্গদভাষণ, শুক্রহীনতা এবং স্ত্রীদিগের বন্ধ্যত্ব দোষ নষ্ট হয়। ইহা ধন্য, আয়ুঃপ্রদ, বলপ্রদ, অলক্ষ্মীনাশক, পাপনাশক, রক্ষোনাশক, সর্ব্বগ্রহবিনাশন। ইহার নাম কল্যাণ ঘৃত। ইহা পুংসবনে উৎকৃষ্ট। ৪৬

ইতি কল্যাণক ঘৃত।

ঐ সমুদায় ঔষধের মধ্যে শালপাণি প্রভৃতি একুশটী ওষধি পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া ক্বাথ করিবে। সেই ক্বাথের সহিত চারিগুণ গৃষ্টিদুগ্ধ [একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ], এবং ক্ষীরকাকোলী, মাষ ও

মেদয়া চ সমৈঃ কল্কৈস্তৎ স্যাৎ কল্যাণকং মহৎ।
বৃংহণীয়ং বিশেষেণ সন্নিপাতহরং পরম্॥ ৪৭
ইতি মহাকল্যাণকং ঘৃতম্।

জটিলাং পূতনাং কেশীং চারটীং মর্কটীং বচাম্।
ত্রায়মাণাং জয়াং বীরাং চোরকং কটুরোহিণীম্
কায়স্থাং শূকরীং ছত্রামতিচ্ছত্রাং পলঙ্কষাম্।
মহাপুরুষদন্তাঞ্চ বয়ঃস্থাং নাকুলীদ্বয়ম্॥
কটম্ভরাং বৃশ্চিকালীং স্থিরাঞ্চাহৃত্য তৈর্ঘৃতম্।
সিদ্ধং চতুর্থকোন্মাদগ্রহাপস্মারনাশনম্॥
মহাপৈশাচিকং নাম ঘৃতমেতদ্‌যথামৃতম্।
বুদ্ধিস্মৃতিকরঞ্চৈব বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনম্॥ ৪৮
ইতি মহাপৈশাচিকং ঘৃতম্।

রাজমাষ, কাকোলী, আলকুশী, ঋষভক, ঋদ্ধি ও মেদার কল্ক সমান সমান পরিমাণে দিয়া তদ্দ্বারা পুরাতন ঘৃত পাক করিবে। ইহার নাম মহাকল্যাণক ঘৃত। ইহা বৃংহণীয় এবং সান্নিপাতিক রোগ সকল [উন্মাদাদি] নাশ করে। ৪৭

ইতি মহাকল্যাণক ঘৃত।

জটামাংসী, হরীতকী, কেশী (কেশিনী-শতপুষ্টি), চারটী (কুম্ভাডু), মর্কটী (আলকুশী), বচ, ত্রায়মাণা (বলালতা), জয়া (জয়ন্তী), বীরা (ক্ষীরকাকোলী কিংবা চাকুলে), চোরক (স্থলজ চোরপুষ্পী), কটুকী কায়স্থা (আমলকী বা বামনহাটী), শূকরী (বারাহীকন্দ) ছত্রা (মৌরী), অতিচ্ছত্রা (শলুকা), পলঙ্কষা (গুগ্‌গুল), মহাপুরুষদন্তা (শতমূলী), বয়ঃস্থা (বিভীতকী), নাকুলীদ্বয় (রাস্না ও গন্ধরাস্না), কটম্ভরা (কটভী—"শিরীষভেদ"), বৃশ্চিকালী (বিচুতী), স্থিরা (শালপাণী) এই সকল কল্কের সহিত পুরাতন ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত দৃষ্টফল। ইহাতে চাতুর্থক জ্বর, উন্মাদ, গ্রহ ও অপস্মার নষ্ট হইয়া থাকে। ইহার নাম মহাপৈশাচিক ঘৃত। ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। বুদ্ধি-বর্দ্ধক ও বালকের অঙ্গবর্দ্ধক। [গঙ্গাধর পলঙ্কষাশব্দে গোক্ষুর অর্থ করেন। কিন্তু অপস্মার অধ্যায়ের ১৮ প্রকরণে গুগ্‌গুল্ অর্থ করিয়াছেন]। ৪৮

ইতি মহাপৈশাচিক ঘৃত।

লশুনানাং শতং ত্রিংশদভয়া ত্র্যূষণাৎ পলম্।
গবাং চর্ম্ম মসীপ্রস্থো দ্ব্যাঢ়কং ক্ষীরমূত্রয়োঃ॥
পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থমেভিঃ সিদ্ধং প্রযোজয়েৎ।
হিঙ্গুচূর্ণপলং শীতে দদ্যা চ মধুমাণিকাম্॥
তদ্দোষাগন্তুসম্ভূতানুন্মাদান্ বিষমজ্বরান্।
অপস্মারাংশ্চ হন্ত্যাশু পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ॥ ৪৯
ইতি লশুনাদ্যং ঘৃতম্।

লশুনস্যাবিনষ্টস্য তুলার্দ্ধং নিস্তুষীকৃতম্।
তদর্দ্ধং দশমূলস্য দ্ব্যাঢ়কেঽপাং বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে ঘৃতপ্রস্থং লশুনস্য রসং তথা।
কোলমূলকবৃক্ষাম্লমাতুলুঙ্গার্দ্রকৈ রসৈঃ॥
দাড়িমাম্বুসুরামস্তকাঞ্জিকাম্লৈস্তদর্দ্ধিকৈঃ।
সাধয়েৎ ত্রিফলাদারুলবণব্যোষদীপ্যকৈঃ॥
যমানীচব্যহিঙ্গ্বম্লবেতসৈশ্চ পলার্দ্ধিকৈঃ।

রসুন একশত, অস্থিহীন হরীতকী ত্রিশ; মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ সমুদায়ে একপল, গোচর্ম্মমসী (গোচর্ম্মভস্ম) একপ্রস্থ, দুগ্ধ যোলসের; গোমূত্র যোলসের ও পুরাতন ঘৃত চারিসের একত্র পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে তাহাতে আটতোলা হিঙ্গুচূর্ণ ও এক সের মধু প্রদান করিবে। এই ঘৃত পান, অভ্যঙ্গ ও নস্য করিতে হয়। ইহাতে নিজ ও আগন্তু উন্মাদ, বিষমজ্বর ও অপস্মার নষ্ট হয়। ৪৯

ইতি লশুনাদ্য ঘৃত।

তুষরহিত ভাল রসুন পঞ্চাশপল ও দশমূল-পঁচিশপল, বত্রিশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া চারিভাগের এক ভাগ শেষ থাকিতে নামাইবে। ঐ কাথের সহিত ঘৃত চারিসের, রসুনের রস চারিসের; কুল, মূলক, থৈকল, গোঁড়ালেবু, আদা ও দাড়িমের রস পৃথক্ পৃথক্ দুই সের; সুরা, মস্ত ও কাঁজী পৃথক্ পৃথক্ দুইসের এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা,

সিদ্ধমেতৎ পিবেচ্ছূলগুল্মার্শোজঠরাপহম্॥
ব্রধ্নপাণ্ড্বাময়প্লীহযোনিদোষজ্বরক্রিমীন্।
বাতশ্লেষ্মাময়ান্ সর্ব্বানুন্মাদঞ্চাপকর্ষতি॥ ৫০

ইতি দ্বিতীয়লশুনাদ্যং ঘৃতম্।

হিঙ্গুনা হিঙ্গুপর্ণ্যা চ সকায়স্থা বয়ঃস্থয়া।
সিদ্ধং সর্পির্হিতং তদ্বদ্বয়ঃস্থাহিঙ্গুরোচকৈঃ॥
কেবলং সিদ্ধমেভির্বা পুরাণং পায়য়েদ্ঘৃতম্।
পায়য়িত্বোত্তমাং মাত্রাং শ্বভ্রে রুন্ধ্যাদ্-গৃহেঽপি বা॥ ৫১

বিশেষতঃ পুরাণঞ্চ ঘৃতং তং পায়য়েদ্ভিষক্।
ত্রিদোষঘ্নং পবিত্রত্বাৎ বিশেষাদ্গ্রহমোক্ষণম্॥
গুণকর্ম্মাধিকং স্থানাদাস্বাদাৎ কটুতিক্তকম্।
উগ্রগন্ধং পুরাণং স্যাদ্দশবর্ষস্থিতং ঘৃতম্॥
লাক্ষারসনিভং শীতং তদ্ধি সর্ব্বগ্রহাপহম্।
মেধ্যং বিরেচনেষগ্র্যং প্রপুরাণমতঃ পরম্॥

নাসাধ্যং নাম তস্যাস্তি যৎ স্যাদ্বর্ষশতস্থিতম্।
দৃষ্টং স্পৃষ্টমথাঘ্রাতং তদ্ধি সর্ব্বগ্রহাপহম্।
অপস্মারগ্রহোন্মাদবতাং শস্তং বিশেষতঃ॥ ৫২
এতৈরৌষধবর্গৈর্বা বিধেয়ন্তং স গচ্ছতি।
অঞ্জনোন্মাদনালেপান্ নাবনাদীংশ্চ যোজয়েৎ॥
শিরীষো মধুকং হিঙ্গু লশুনং তগরং বচাম্।
কুষ্ঠঞ্চ বস্তমূত্রেণ পিষ্টং স্যান্নাবনাঞ্জনম্॥ ৫৩

ইতি নস্যাঞ্জনম্।

তদ্বদ্ব্যোষং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠাহিঙ্গুসর্ষপাঃ।
শিরীষবীজঞ্চোন্মাদগ্রহাপস্মারনাশনম্॥ ৫৪
পিষ্ট্বা তুল্যমপামার্গং হিঙ্গুলং হিঙ্গুপত্রিকাম্।
বর্ত্তিঃ স্যান্মরিচার্দ্ধাংশা পিত্তাভ্যাং গোশৃগালয়োঃ॥
তয়াঞ্জয়েদপস্মারভূতোন্মাদজ্বরার্দ্দিতান্।
ভূতার্ত্তানমরাংশ্চ নরার্ত্তাংশ্চৈব গোময়ে॥ ৫৫

সৈন্ধব, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, খোরাসানী যমানী, চৈ, হিঙ্গু ও অম্লবেতসের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ চারিতোলা দিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত দৃষ্টফল। ইহা দ্বারা শূল, গুল্ম, অর্শ, উদর, ব্রধ্ন, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, যোনিদোষ, জ্বর, ক্রিমি, বাতশ্লৈষ্মিক রোগ ও উন্মাদ নষ্ট হয়। ৫০

ইতি দ্বিতীয় লশুনাদ্য ঘৃত।

হিঙ্গু, হিঙ্গুপর্ণী (বেণুপাতী বা বাঁশপাতী), কায়স্থা (আমলকী বা বামনহাটী), বয়স্থা (বিভাতকী বা ছোট এলাচ) এই সকল কল্কের সহিত পুরাতন ঘৃত পাক করিবে অথবা বয়স্থা, হিঙ্গু ও চোরক (গেঁঠেলা-বিশেষ—কেহ বলেন "চোরক" অর্থাৎ রাজপলাণ্ডু) এই সকল কল্কের সহিত পুরাতন ঘৃত পাক করিবে। উভয় ঘৃতই দৃষ্টফল। এই দুই ঘৃত উন্মাদ-রোগে পান করাইতে হয়। ৫১। বিশেষতঃ উন্মাদরোগে পুরাতন ঘৃতপান করাইতে হয়। ইহা ত্রিদোষঘ্ন ও পবিত্র, বিশেষতঃ গ্রহনাশক। যে ঘৃত কটু, তিক্ত, উগ্রগন্ধ, দশ বৎসরের পুরাতন, লাক্ষারসের ন্যায় রক্তবর্ণ ও শীতল, তাহাই এস্থলে পুরাতন ঘৃত বলিয়া উল্লিখিত হইল। ইহা সর্ব্বপ্রকার গ্রহনাশক পবিত্র ও উৎকৃষ্ট বিরেচন। দশ বৎসরের অধিক পুরাতন ঘৃতকে প্রপুরাতন ঘৃত কহে। একশত বৎসরের ঘৃতে সাধ্য না হয়, এরূপ রোগ নাই। ইহার দর্শন, স্পর্শন ও ঘ্রাণে সর্ব্বগ্রহ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ অপস্মার ও গ্রহোন্মাদের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট। ৫২। এই সকল ঔষধ দ্বারা উন্মাদ রোগের প্রতিবিধান হয়। আর এই সকল ঔষধের সহিত অঞ্জন, উৎসাদন, আলেপন ও নস্য যোজনা করিতে হয়। শিরীষবীজ, যষ্টিমধু, হিঙ্গু, লশুনের রস, তগর, বচ ও কুড় চূর্ণ করিয়া ছাগমূত্রের সহিত নস্য ও অঞ্জন দিবে। ৫৩

ইতি নস্য ও অঞ্জন।

এইরূপ শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, হিঙ্গু, সর্ষপ ও শিরীষ বীজ চূর্ণ করিয়া ছাগমূত্রের সহিত নস্য ও অঞ্জন দিলে উন্মাদ, গ্রহ ও অপস্মার নষ্ট হয়। ৫৪। অপা-মার্গবীজ, হিঙ্গুল (গঙ্গাধরের পাঠ হিঙ্গুলী) ও হিঙ্গুপত্রিকার মূল সমভাগ এবং মরিচ সমুদায়ের অর্দ্ধেক। এই সকল একত্র গোপিত্ত ও শৃগাল-পিত্তের সহিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা

মরিচঞ্চাতপে মাসং সপিত্তং স্থিতমঞ্জনম্।
বৈকৃতং পশ্যতঃ কার্য্যং দোষভূতহতস্মৃতেঃ ॥৫৬
ইতি অঞ্জনম্।
সিদ্ধার্থকো বচা হিঙ্গুকরঞ্জে দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা কটভীত্বক্ কটুত্রিকম্॥
সমাংশানি প্রিয়ঙ্গুশ্চ শিরীষো রজনীদ্বয়ম্।
বস্তমূত্রেণ পিষ্টোহয়মগদঃ পানমঞ্জনম্॥
নস্তমালেপনঞ্চৈব স্নানমুদ্বর্ত্তনং তথা।
অপস্মারবিষোন্মাদকৃত্যালক্ষ্মীজ্বরাপহঃ।
ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজদ্বারে চ শস্যতে ॥৫৭
সর্পিরেতেন সিদ্ধং বা সগোমূত্রং তদর্থকৃৎ ॥৫৮
প্রসেকে পীনসে গন্ধৈর্ধূমবর্ত্তিং কৃতাং পিবেৎ।
বৈরেচনিকধূমোক্তৈঃ শ্বেতাদ্যৈর্বা সহিঙ্গুভিঃ ॥৫৯

শল্লকোলূকমার্জ্জারজম্বুকবৃকবস্তকৈঃ।
মূত্রপিত্তশকৃল্লোম-নখৈ-[illegible] চ।
সেকাঞ্জনং প্রধমনং নস্তং ধূমঞ্চ কারয়েৎ ॥৬০
বাতশ্লেষ্মাত্মকে প্রায়ঃ পৈত্তিকে চ প্রশস্যতে।
তিক্তকং জীবনীয়ঞ্চ সর্পিঃ স্নেহশ্চ মিশ্রকঃ।
শীতানি চান্নপানানি মধুরাণি মৃদূনি চ ॥৬১
শঙ্খকেশান্তসন্ধৌ বা তক্ষয়েজ্জ্ঞো ভিষক্ শিরাম্।
উন্মাদে বিষমে চৈব জ্বরেঽপস্মার এব চ ॥৬২
ঘৃতমাংসবিতৃপ্তং বা নিবাতে স্থাপয়েৎ সুখম্।
ত্যক্তা মতিস্মৃতিভ্রংশং সংজ্ঞাং লব্ধা প্রবুধ্যতে ॥৬৩
আশ্বাসয়েৎ সুহৃদ্বা তং বাক্যৈর্ধর্ম্মার্থসংহিতৈঃ।
ব্রূয়াদিষ্টবিনাশং বা দর্শয়েদদ্ভুতানি বা॥
বদ্ধা সর্ষপতৈলাক্তং ক্ষসেদ্বোত্তানমাতপে।

অপস্মার, ভূতোন্মাদ, বিষমজ্বর, ভূতাবেশ, দেবাবেশ ও নেত্ররোগে অঞ্জন দিবে। ৫৫। গোপিত্ত ও শৃগালপিত্তের সহিত মরিচ চূর্ণ একমাস রৌদ্রে ভাবনা দিবে। ইহা দ্বারা অঞ্জন দিলে [কুটিল দৃষ্টি প্রভৃতি] দৃষ্টিবিকৃতি এবং নিজ ও ভৌতিক উন্মাদের স্মৃতিভ্রংশ দোষ নিবৃত্ত হয়। ৫৬

ইতি অঞ্জন।

সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ), হিঙ্গু, করঞ্জফল, (গাকরঞ্জফল), দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেতা (শ্বেতাপরাজিতা), কটভীর ছাল (ক্ষুদ্র বৃক্ষ, শিরীষবিশেষ), ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষত্বক্, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত পিষ্ট হইলে অগদ নাম হয়। ইহা পান, অঞ্জন, নস্য, আলেপন, স্নান ও উদ্বর্ত্তনে ব্যবহার করিলে অপস্মার, বিষ, উন্মাদ, অলক্ষ্মী ও জ্বর নষ্ট হয়; ভূতের ভয় দূর হয় এবং ইহার অঞ্জন পরিয়া রাজসমীপে গমন করিলে জয় লাভ হয়। ৫৭। আর সিদ্ধার্থ প্রভৃতির কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলেও ঐরূপ হয়। ৫৮। উন্মাদে লালাপ্রসেক ও পীনস থাকিলে বৈরেচনিকধূমোক্ত গন্ধদ্রব্যসমূহ দ্বারা অথবা শ্বেতা-[illegible]জিতা, কটভীত্বক্, ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করাইবে। ৫৯। সজারু, পেচক, বিড়াল, শৃগাল, বৃক ও ছাগের মূত্র, পিত্ত, বিষ্ঠা, লোম, নখ ও চর্ম্ম এই সকল দ্বারা সেক, অঞ্জন, প্রধমন, নস্য ও ধূম প্রয়োগ করিবে। ৬০। উন্মাদরোগী বাতশ্লেষ্মাধিক হইলেই প্রায় এইরূপ কর্ত্তব্য। পৈত্তিক উন্মাদে তিক্তকঘৃত, জীবনীয় ঘৃত, মিশ্রক স্নেহ এবং শীতল মধুর ও মৃদু অন্নপান প্রশস্ত। ৬১। অস্ত্রপ্রয়োগ-বিশারদ চিকিৎসক উন্মাদ, বিষমজ্বর ও অপস্মারে শঙ্খদেশ ও কেশান্ত এই উভয়ের সন্ধিস্থলের শিরা তক্ষণ (বেধন) করিবেন।৬২। অথবা উন্মাদরোগীকে তৃপ্তি-পূর্ব্বক পুরাতন ঘৃত ও মাংস ভক্ষণ করাইয়া বায়ুহীন স্থানে, কষ্টকর না হয় এরূপ ভাবে, স্থাপন করিবে। তাহাতে উন্মাদরোগীর মতি-ভ্রংশ ও স্মৃতিভ্রংশ দূর হইয়া সংজ্ঞালাভ হয়। ৬৩। অথবা সুহৃজ্জনেরা উন্মাদরোগীকে ধর্ম্মার্থসংহিত বাক্য দ্বারা আশ্বাস দিবেন। ইষ্টবস্তুর বিনাশের কথা বলিবেন এবং অদ্ভুত ব্যাপার সকল দর্শন করাইবেন। কখন বা সর্ষপতৈলে অভ্যক্ত করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক রৌদ্রে

কপিকচ্ছ্বাথবা তপ্তলৌহতৈলজলৈঃ স্পৃশেৎ ॥
কশাভিস্তাড়য়িত্বা বা সুবদ্ধং বিজনে গৃহে।
রুদ্ধ্যাচ্চেতো হি বিভ্রান্তং ব্রজত্যস্ত যথা

শমম্ ॥ ৬৪

সর্পেণোদ্ধৃতদংষ্ট্রেণ দান্তৈঃ সিংহৈর্গজৈশ্চ তম্।
ত্রাসয়েচ্ছস্ত্রহস্তৈর্বা তস্করৈঃ শত্রুভিস্তথা ॥
অথবা রাজপুরুষা বহির্নীত্বা সুসংযতম্।
ত্রাসয়েয়ুর্বধেনৈনং তর্জ্জয়ন্তো নৃপাজ্ঞয়া ॥
দেহদুঃখভয়েভ্যো হি পরং প্রাণভয়ং মহৎ।
তেন যাতি শমং তস্য সর্ব্বতো বিপ্লুতং মনঃ ॥৬৫
ইষ্টদ্রব্যবিনাশাৎ তু মনো যস্যোপহন্যতে।
তস্য তৎসদৃশপ্রাপ্তিশান্ত্যাশ্বাসৈঃ শমং

নয়েৎ ॥ ৬৬

কামশোকভয়ক্রোধহর্ষের্ষ্যালোভসম্ভবান্।
পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বৈরেভিরেব শমং নয়েৎ ॥ ৬৭

বুদ্ধা দেশং বয়ঃ সাত্ম্যং দোষং কালং বলাবলম্
চিকিৎসিতমিদং কুর্য্যাদুন্মাদে ভূতদোষজে ॥৬৮
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্বৈরুন্মত্তস্য তু বুদ্ধিমান্।
বর্জ্জয়েদঞ্জনাদীনি তীক্ষ্ণানি ক্রূরকর্ম্ম চ ॥
সর্পিষ্পানাদি তস্যেহ মৃদুভৈষজ্যমাচরেৎ।
পূজাং বল্যুপহারাংশ্চ মন্ত্রাঞ্জনবিধীংস্তথা ॥
শান্তিকর্ম্মেষ্টিহোমাংশ্চ জপ্যস্বস্ত্যয়নানি চ।
বেদোক্তান্ নিয়মাংশ্চাপি প্রায়শ্চিত্তানি

চাচরেৎ ॥ ৬৯

ভূতানামধিপং দেবমীশ্বরং জগতঃ প্রভুম্
পূজয়ন্ প্রযতো নিত্যং জয়ত্যুন্মাদজং ভয়ম্ ॥৭০
রুদ্রস্য প্রমথা নাম গণা লোকে চরন্তি যে।
তেষাং পূজাঞ্চ কুর্ব্বাণ উন্মাদেভ্যো

বিমুচ্যতে ॥ ৭১

বলিভির্মঙ্গলৈর্হোমৈরোষধ্যগদধারণৈঃ।
সত্যাচারতপোজ্ঞানপ্রদাননিয়মব্রতৈঃ ॥
দেবগুহ্যকবিপ্রাণাং গুরূণাং পূজনেন চ।
আগন্তুঃ প্রশমং যাতি সিদ্ধৈর্মন্ত্রৌষধৈস্তথা ॥৭২

চিৎ করিয়া ফেলিয়া রাখিবেন। নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইলে আলকুশী, তপ্তলৌহ, তপ্ততৈল বা তপ্তজল স্পর্শ করাইবেন। অথবা বিজন গৃহে বন্ধনপূর্ব্বক কশা দ্বারা তাড়না করিবেন। ৬৪। অথবা সর্পের দন্ত উৎপাটন করিয়া সেই সর্প দ্বারা উন্মাদরোগীকে ত্রাসিত করিবে। অথবা বশীভূত সিংহ বা হস্তী দ্বারা ত্রাসিত করিবে। অথবা অস্ত্র-প্রদর্শন, তস্কর-ভয়প্রদর্শন ও শত্রুভয়প্রদর্শন করিয়া ত্রাসিত করিবে। অথবা রাজপুরুষেরা রাজার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে উত্তম করিয়া বন্ধন করিবে এবং বাহিরে লইয়া গিয়া প্রহার ও তর্জ্জনসহকারে ত্রাসিত করিবে। কারণ দেহভয় ও দুঃখভয় হইতে প্রাণভয় মহৎ। সেই প্রাণভয়ে উন্মাদীর বিশৃঙ্খল মন শান্ততা প্রাপ্ত হইতে পারে। ৬৫। ইষ্টবস্তুর বিনাশ হেতু উন্মাদ হইয়া থাকিলে উন্মাদীকে তৎসদৃশ বস্তু দান করিয়া কিংবা সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়া শান্ত করিবে। ৬৬। যে সকল উন্মাদ কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষা ও লোভ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে তত্তৎ-প্রবৃত্তি দ্বারা শান্ত করিবে। [অর্থাৎ শোক, ভয়, ক্রোধ বা ঈর্ষা হইতে উৎপন্ন উন্মাদকে কাম, হর্ষ ও লোভ দ্বারা শান্ত করিবে]। ৬৭। নিজ ও আগন্তু উন্মাদে দেশ, বয়স, সাত্ম্য, দোষ, কাল ও বলাবল পরীক্ষা করিয়া এই প্রকার চিকিৎসা করিবে। ৬৮। দেব, ঋষি, পিতৃগণ ও গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক কৃত উন্মাদে তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদি ও তাড়নাদি ক্রূরকর্ম্ম পরিহার করিবে। সে স্থলে ঘৃতপানাদি মৃদু-ভৈষজ্য প্রয়োগ করিবে। আর পূজা, বলি, উপহার, মন্ত্র, শুভ অঞ্জন, বেদোক্ত নিয়ম ও প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। ৬৯। ভূতনাথ জগৎপ্রভু মহেশ্বরকে প্রযতভাবে নিত্য পূজা করিলে ভূতোন্মাদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ৭০। রুদ্রদেবের প্রমথ নামক যে সকল গণ লোকে বিচরণ করে তাহাদের পূজা করিলে ভূতো-ন্মাদসমূহ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৭১। বলি, মঙ্গল, হোম, ভূতহারক ওষধিধারণ, সত্য, আচার, তপস্যা, জ্ঞান, দান, নিয়ম, ব্রত, দেব, গুহ্যক, বিপ্র ও গুরুদিগের পূজা এবং সিদ্ধমন্ত্র

যক্ষোপদেক্ষ্যতে কিঞ্চিদপস্মারে চিকিৎসিতে।
উন্মাদে তচ্চ কর্ত্তব্যং সামান্যাদ্ধেতুদুষ্যয়োঃ॥৭৩
নিবৃত্তামিষমদ্যো যো হিতাশী প্রযতঃ শুচিঃ।
নিজাগন্তুভিরুন্মাদৈঃ সত্ত্ববান্ ন স যুজ্যতে॥৭৪
প্রসাদশ্চেন্দ্রিয়ার্থানাং বুদ্ধ্যাত্মমনসাং তথা।
ধাতূনাং প্রকৃতিস্থত্বং বিগতোন্মাদলক্ষণম্॥ ৭৫

তত্র শ্লোকঃ।

উন্মাদানাং সমুত্থানং লক্ষণং সচিকিৎসিতম্।
নিজাগন্তুনিমিত্তানামুক্তবান্ ভিষগুত্তমঃ॥ ৭৬

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে উন্মাদচিকিৎসিতং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অপস্মারচিকিৎসিতম্।

অথাতোঽপস্মারচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

ও ঔষধ দ্বারা আগন্তু উন্মাদের উপশম হয়। ৭২। অতঃপর অপস্মার রোগে যাহা উপদেশ দেওয়া যাইবে, উন্মাদেও তাহা তাহা আচরণীয় জানিবে। কারণ উন্মাদ ও অপস্মারের হেতু ও দূষ্য একই প্রকার। ৭৩। যিনি মাংস ও মদ্য হইতে বিরত, হিতাশী, প্রযত ও শুচি, তাঁহার কখন নিজ বা আগন্তু উন্মাদ হয় না। ৭৪। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা ও মনের প্রসন্নতা এবং ধাতুসমূহের প্রকৃতিস্থতা উন্মাদমুক্তির লক্ষণ। ৭৫। এই অধ্যায়ের সূচী ;—চিকিৎসকপ্রবর ভগবান্ আত্রেয় এই উন্মাদচিকিৎসিত অধ্যায়ে উন্মাদসমূহের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা বলিয়াছেন। ৭৬

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অপস্মারচিকিৎসিত ব্যাখ্যা এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।

স্মৃতেরপগমং প্রাহুরপস্মারং ভিষগ্বিদঃ।
তমঃপ্রবেশবীভৎসচেষ্টং ধীসত্ত্বসংপ্লবাৎ॥ ২
বিভ্রান্তবহুদোষাণামহিতাশুচিভোজিনাম্।
রজস্তমোভ্যাং বিহতে সত্ত্বে দোষাবৃতে হৃদি॥
চিন্তাকামভয়ক্রোধশোকোদ্বেগাদিভিস্তথা।
মনস্যভ্যাহতে নৃণামপস্মারঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৩
ধমনীভিঃ শ্রিতা দোষা হৃদয়ং পীড়য়ন্তি হি।
স পীড্যমানো ব্যথতে মূঢ়ো ভ্রান্তেন চেতসা॥
পশ্যত্যসন্তি রূপাণি পততি প্রস্ফুরত্যপি।
জিহ্মাক্ষিভ্রূর্বলালো হস্তৌ পাদৌ চ বিক্ষিপন্।
দোষবেগে চ বিগতে সুপ্তবৎ প্রতিবুধ্যতে॥৪

১। চিকিৎসাশাস্ত্রবেত্তারা স্মৃতির অপগমকে অপস্মার কহেন। এই স্মৃতিভ্রংশে ধী ও সত্ত্বের লোপহেতু সহসা অন্ধকারে প্রবেশবৎ জ্ঞানের অবরোধ ও বীভৎসচেষ্টা সকল উৎপন্ন হয়। ২। অপস্মারের নিদান যথা ;—বিভ্রান্তচিত্ত, বহুদোষদূষিত, অহিত ও অশুচিভোজী ব্যক্তিগণের, রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা সত্ত্বগুণ অভিভূত ও হৃদয় ত্রিদোষ কর্ত্তৃক আবৃত এবং মন চিন্তা, কাম, ভয়, ক্রোধ, শোক ও উদ্বেগ প্রভৃতি কর্ত্তৃক আহত হইলে অপস্মার হয়। ৩। বায়ু পিত্ত কফ হৃদয়মূলা ধমনী দ্বারা হৃদয়ে আশ্রিত হইয়া হৃদয়কে পীড়ন করে। মানব এইরূপে পীড্যমান হইয়া ব্যথিত হয় এবং তৎকালে চিত্ত ভ্রান্ত হওয়াতে মূঢ় হইয়া থাকে। তখন সে অলীক রূপ সকল দর্শন করে, ভূতলে পতিত হয় এবং প্রস্ফুরণ করিতে থাকে (অর্থাৎ নিস্পন্দবৎ হয় না)। তাহার অক্ষি ও ভ্রূ কুটিল হইয়া থাকে। লালাস্রাব হয়। হস্ত ও পদ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। অনন্তর দোষের বেগ তিরোহিত হইলে পুনর্ব্বার সুপ্তের ন্যায় জাগরিত হয়। [পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা বলেন যে রোগী চীৎকার সহকারে হঠাৎ পতিত হয়। অন্য কোন মূর্চ্ছায় এরূপ চীৎকার-সহকারে পতন হয় না এবং মুখে ফেনও হয় না। পাশ্চাত্য ভাষায় এই রোগের নাম এপিলেপ্সী বা ফলিং ফিট]।৪।

পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ বক্ষ্যতে স চতুর্ব্বিধঃ ॥৫
কম্পতে দশতে দন্তান্ ফেনোদ্বামী শ্বসিত্যপি।
পরুষাণি চ কৃষ্ণানি পশ্যেদ্রূপাণি চানিলাৎ ॥ ৬
পীতফেনাঙ্গবক্ত্রাক্ষঃ পীতাসৃগ্রূপদর্শনঃ।
সতৃষ্ণোষ্ণানলব্যাপ্তলোকদর্শী চ পৈত্তিকঃ ॥ ৭
*শুক্লফেনাঙ্গবক্ত্রাক্ষঃ শীতহৃষ্টাঙ্গজো গুরুঃ।
পশ্যন্ শুক্লানি রূপাণি শ্লৈষ্মিকো মুচ্যতে
চিরাৎ ॥ ৮
সর্ব্বৈরেতৈঃ সমস্তৈস্তু লিঙ্গৈর্জ্ঞেয়স্ত্রিদোষজঃ ॥ ৯
অপস্মারঃ স চাসাধ্যো যঃ ক্ষীণস্যানবশ্চ যঃ ॥১০
পক্ষাদ্বা দ্বাদশাহাদ্বা মাসাদ্বা কুপিতা মলাঃ।
অপস্মারায় কুর্ব্বন্তি বেগং কিঞ্চিদথান্তরম্ ॥ ১১

অপস্মার বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং সন্নিপাতিক ভেদে চারি প্রকার। [সুশ্রুত কহেন যে, সকল প্রকার মূর্চ্ছাতেই পিত্তের অতিশয় সংস্রব থাকে]। ৫। বাতিক অপস্মারে রোগী কম্পিত হয়, দন্ত দংশন করে ফেন বমন করে, দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে এবং পুরুষ অরুণ ও কৃষ্ণবর্ণ রূপ সকল দর্শন করে। ৬। পৈত্তিক অপস্মারে রোগীর ফেন, অঙ্গ, মুখ ও অক্ষি পীতবর্ণ হয়। রোগী মোহকালে পীত ও রক্ত রূপ সকল দর্শন করে; তৃষ্ণা ও উষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সমস্ত জগৎ অনলব্যাপ্তের ন্যায় দর্শন করে। ৭। শ্লৈষ্মিক অপস্মারে রোগীর ফেন, অঙ্গ, মুখ ও অক্ষি শুক্লবর্ণ হয়। শীত, রোমাঞ্চ ও গুরুতা হয় এবং সে শুক্ল রূপ সকল দর্শন করিয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক অপস্মারে মূর্চ্ছা বিলম্বে অপগত হয়। ৮। সান্নিপাতিক অপস্মারে পৃথক্ পৃথক্ দোষের লক্ষণ সকল মিলিত হইয়া প্রকাশ পায়। ৯। সান্নিপাতিক অপস্মার অসাধ্য। আর ক্ষীণ ব্যক্তির একদোষজ অপস্মার অসাধ্য এবং বহুদিনের অপস্মারও অসাধ্য। ১০। একপক্ষ অন্তর বা দ্বাদশ দিবস অন্তর বা একমাস অন্তর দোষ সকল কুপিত হইয়া অপস্মার উৎপাদন করে। অথবা এই নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। [নূতন

তৈরাবৃতানাং হৃৎস্রোতোমনসাং সম্প্রবোধনম্
তীক্ষ্ণৈরাদৌ ভিষক্ কুর্য্যাৎ কর্ম্মভির্বমনাদিভিঃ॥
বাতিকং বস্তিভূয়িষ্ঠৈঃ পৈত্তং প্রায়ো বিরেচনৈঃ
শ্লৈষ্মিকং বমনপ্রায়ৈরপস্মারং সমাচরেৎ ॥ ১২
সর্ব্বতঃ সুবিশুদ্ধস্য সম্যগাশ্বাসিতস্য চ।
অপস্মারবিমোক্ষার্থং যোগান্ সংশমনান্ শৃণু ॥১৩
গোশকৃদ্রসদধ্যম্লক্ষীরমূত্রৈঃ সমৈর্ঘৃতম্।
সিদ্ধং পিবেদপস্মারকামলাজ্বরনাশনম্ ॥ ১৪
ইতি পঞ্চগব্যং ঘৃতম্।
দ্বে পঞ্চমূলে ত্রিফলা রজন্যৌ কুটজত্বচম্।
সপ্তপর্ণমপামার্গং নীলিনীং কটুরোহিণীম্॥
সম্পাকং ফল্গুমূলঞ্চ পৌষ্করং সদুরালভম্।
দ্বিপলানি জলদ্রোণে পক্ত্বা পাদাবশেষিতে॥
ভার্গীং পাঠাং ত্রিকটুকাং ত্রিবৃতাং নিচুলানি চ

বা পুরাতন অপস্মার কাহার কাহারও প্রত্যহ দেখা গিয়াছে]। ১১। হৃদয়, মনোবহ স্রোতঃসমূহ ও মন, সেই সকল অপস্মারকারক দোষ দ্বারা আবৃত হইলে তাহাদের প্রবোধন জন্য প্রথম তীক্ষ্ণ বমনাদি শোধনকর্ম্ম দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। বাতিক অপস্মারে বস্তিপ্রধান, পৈত্তিক অপস্মারে বিরেচনপ্রধান এবং শ্লৈষ্মিক অপস্মারে বমনপ্রধান চিকিৎসা করিবে। ১২। রোগী সর্ব্বপ্রকারে সংশুদ্ধ হইলে তাহাকে সম্যকরূপে আশ্বাসিত করিয়া অপস্মার মোচনার্থ যে সকল সংশমনযোগ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। ১৩। পুরাণ গব্যঘৃত ও ঘৃতের সমান গোময়রস, দধি, কাঁজী, দুগ্ধ ও মূত্র একত্র পাক করিবে। এই দৃষ্টফল ঘৃত পান করিলে, অপস্মার কামলা ও জ্বর নষ্ট হয়। ১৪

ইতি পঞ্চগব্য ঘৃত।

দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ছাতিমছাল, অপামার্গ, নীলবুহ্না, কটুকী, সোঁদালের আঠা, কুড় এবং দুরালভা পৃথক্ পৃথক্ দুইপল এক দ্রোণ (৬৪ সের) জলে পাক করিয়া চারিভাগের একভাগ থাকিতে কাথ নামাইবে। সেই কাথের সহিত বামন-

শ্রেয়সীমাঢ়কীং মূর্ব্বাং দন্তীং ভূনিম্বচিত্রকৌ ॥
দ্বে শারিবে রোহিষঞ্চ ভূতীকং মদয়ন্তিকাম্।
ক্ষিপেৎ পিষ্ট্বাক্ষমাত্রাণি তেন প্রস্থং ঘৃতাৎ পচেৎ॥
গোশকৃদ্রসদধ্যম্লক্ষীরমূত্রৈশ্চ তৎসমৈঃ
পঞ্চগব্যমিতি খ্যাতং মহৎ তদমৃতোপমম্ ॥
অপস্মারে তথোন্মাদে শ্বয়থাবুদরেষু চ।
গুল্মার্শঃপাণ্ডুরোগেষু কামলাসু ভগন্দরে।
অলক্ষ্মীগ্রহরোগঘ্নং চাতুর্থিকবিনাশনম্ ॥ ১৫
ইতি মহাপঞ্চগব্যং ঘৃতম্
ব্রাহ্মীরসবচাকুষ্ঠশঙ্খপুষ্পীভিরেব চ।
পুরাণং ঘৃতমুন্মাদালক্ষ্ম্যপস্মারপাপজিৎ ॥ ১৬
ঘৃতং সৈন্ধবহিঙ্গুভ্যাং বার্ষে বাস্তে চতুর্গুণে।
মূত্রে সিদ্ধমপস্মারহৃদ্গ্রহাময়নাশনম্ ॥ ১৭
বচাসম্পাককৈটর্য্যবয়ঃস্থাহিঙ্গুচোরকৈঃ।
সিদ্ধং পলঙ্কষাযুক্তৈর্বাতশ্লেষ্মাত্মকে ঘৃতম্ ॥ ১৮
তৈলপ্রস্থং ঘৃতপ্রস্থং জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ।
ক্ষীরদ্রোণে পচেৎ সিদ্ধমপস্মারবিনাশনম্ ॥ ১৯
কংসে ক্ষীরেক্ষুরসয়োঃ কাশ্মর্য্যেঽষ্টগুণে রসে।
কার্ষিকৈর্জীবনীয়ৈশ্চ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
বাতপিত্তোদ্ভবং ক্ষিপ্রমপস্মারং নিযচ্ছতি ॥ ২০
তদ্বৎ কাশবিদারীক্ষুকুশকাথশৃতং ঘৃতম্ ॥ ২১
মধুকদ্বিপলে কল্কে দ্রোণে চামলকীরসাৎ।
তদ্বৎ সিদ্ধো ঘৃতপ্রস্থঃ পিত্তাপস্মারভেষজম্ ॥২২

হাটী, আকনাদি, ত্রিকটু, ত্রিবৃৎ, হিজ্জল, শ্রেয়সী (গজপিপ্পলী) অড়হর, মূর্ব্বা (মুগ্‌রা), দন্তী, চিরতা, চিতা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, গন্ধতৃণ (রোহিষ), ভূতীক (যমানী) ও মদয়ন্তিকার (মল্লিকার) কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা এবং ঘৃতের সমান গোময়রস, দধি, কাঁজী, দুগ্ধ ও গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া তৎসমুদায়ের সহিত পুরাতন ঘৃত চারি সের পাক করিবে। ইহার নাম মহাপঞ্চগব্য ঘৃত। ইহা অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, উদর, গুল্ম, অর্শ, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও ভগন্দরে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। ইহা অলক্ষ্মী, গ্রহদোষ ও চাতুর্থক জ্বর নাশ করে। ১৫

ইতি মহাপঞ্চগব্যঘৃত।

ব্রাহ্মীরস, বচ, কুড় ও শঙ্খপুষ্পীর সহিত পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে উন্মাদ, অলক্ষ্মী, অপস্মার ও পাপ নষ্ট হয়। ১৬। [illegible] ও হিঙ্গুর কল্ক ও সর্ব্বসমেত ঘৃতের চতুর্গুণ বৃষমূত্র ও ছাগমূত্র ঘৃতের চতুর্গুণ এবং পুরাতন ঘৃত চারি সের পাক করিয়া পান করিলে অপস্মার, হৃদ্রোগ ও গ্রহরোগের [illegible] হয়। এই ঘৃত দৃষ্টফল। ১৭। বচ, সোঁদালের আঠা, কৈটর্য্য (কটুফল), বয়ঃস্থা (বিভীতকী), হিঙ্গু, চোরক (গেঁঠেলাভেদ —কেহ বলেন "রোচক" অর্থাৎ রাজপলাণ্ডু) এবং পলঙ্কষা (গুগ্‌গুল) এই সকলের সহিত ঘৃতপাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বাতশ্লৈষ্মিক অপস্মার নষ্ট হয়। ১৮। তৈল চারি সের, পুরাতন ঘৃত চারি সের এবং জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্য সমুদায়ের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ এক এক পল চোষট্টি সের (এক দ্রোণ) দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। এই ঘৃত অপস্মারনাশক; দৃষ্টফল। ১৯। দুগ্ধ ও ইক্ষুরস পৃথক্ পৃথক্ এক কংস (ষোল সের), গাম্ভারীমূলের কাথ ঘৃতের আটগুণ, জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্যের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা এবং পুরাতন ঘৃত চারি সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাতপিত্তজনিত অপস্মার শীঘ্র নষ্ট হয়। ২০। সেইরূপ কাশমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল, ও কুশের মূলের কাথ করিয়া তাহার সহিত পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতপিত্তজ অপস্মার শীঘ্র নষ্ট হয় [কেহ বলেন যে এ স্থলে কাথ ঘৃতের চারিগুণ হইবে এবং কল্ক থাকিবে না। অন্যেরা বলেন যে, পূর্ব্ববৎ জীবনীয়গণের কল্ক দিয়া পাক করিতে হইবে]। ২১। যষ্টিমধুর কল্ক দুই পল, আমলকীর স্বরস এক-দ্রোণ (চোষট্টি সের) এবং পুরাতন ঘৃত এক প্রস্থ (চারি সের) একত্র পাক করিবে। ইহা পিত্তাপস্মারনাশক; দৃষ্টফল। ২২।

অভ্যঙ্গঃ সার্ষপং তৈলং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে।
সিদ্ধং স্যাদ্গোশকৃন্মূত্রৈ স্নানোৎসাদনমেব চ॥২৩
কটভীনিম্বকট্বঙ্গমধুশিগ্রুবচাং রসে
সিদ্ধং মূত্রসমং তৈলমভ্যঙ্গার্থে প্রশস্যতে। ২৪
পলঙ্কষাবচাপথ্যাবৃশ্চিকাল্যর্কসর্ষপৈঃ।
জটিলাপূতনাকেশীনাকুলীহিঙ্গুচোরকৈঃ॥
লশুনাতিরসাচিত্রাকুষ্ঠৈর্বিড়ুভিশ্চ পক্ষিণাম্।
মাংসাশিনাং যথালাভং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে॥
সিদ্ধমভ্যঞ্জনং তৈলমপস্মারবিনাশনম্।
এতৈশ্চৈবৌষধৈঃ কার্য্যং ধূপনং
সম্প্রলেপনম্॥ ২৫

পিপ্পলীং লবণং শিগ্রুং হিঙ্গু হিঙ্গুশিবাটিকাম্।
কাকোলীং সর্ষপান্ কাকনাসাং কৈটর্য্যচন্দনে॥
শুনঃস্কন্ধাস্থিনখরান্ পণ্ডকাংশ্চেতি পেষয়েৎ।
বস্তমূত্রেণ পুষ্যর্কে প্রদেহঃ স্যাৎ সধূপনঃ॥ ২৬
অপেতরাক্ষসীকুষ্ঠপূতনাকেশিচোরকৈঃ।
উৎসাদনং মূত্রপিষ্টৈর্মূত্রৈরেবাবসেচনম্॥ ২৭
জতুকাশকৃতা তদ্বদ্দগ্ধৈর্বা বস্তলোমভিঃ।
খরাস্থিভির্হস্তিনখৈস্তথা গোপুচ্ছলোমভিঃ॥ ২৮
কপিলানাং গবাং মূত্রং নাবনং পরমং হিতম্।
শ্বশৃগালবিড়ালানাং সিংহাদীনাঞ্চ শস্যতে॥ ২৯
ভার্গী বচা নাগদন্তী শ্বেতা শ্বেতা বিষাণিকা।
জ্যোতিষ্মতী নাগদন্তী পাদোখা মূত্রপেষিতাঃ।

সর্ষপতৈল একগুণ ও ছাগমূত্র চতুর্গুণ একত্র পাক করিয়া সেই তৈলে অভ্যঙ্গ করিবে। তৎপরে গোময় দ্বারা উৎসাদন করিয়া গোমূত্রে স্নান করিবে। ২৩। কটভী [কেহ বলেন লতাকটকী—কেহ বলেন ক্ষুদ্র শিরীষবিশেষ] নিম্ব, কট্বঙ্গ (শোনাছাল), মধুশিগ্রু [কেহ বলেন রক্তসজিনা—কেহ বলেন মধুশব্দে যষ্টিমধু ও শিগ্রুশব্দে সজিনা] এবং বচ এই সমুদায়ের কাথ করিয়া, তাহার সহিত সর্ষপ তৈল ও তৈলের সমান গোমূত্র একত্র করিয়া পাক করিবে। অপস্মার রোগে এই তৈলের অভ্যঙ্গ প্রশস্ত। ২৪। পলঙ্কষা (গুগ্গুল্) বচ, পথ্যা (হরীতকী), বৃশ্চিকালী (বিচুতি), অর্ক (আকন্দ), শ্বেতসর্ষপ, পূতনা (স্বল্পত্বক্ বৃহদস্থি হরীতকী), কেশিনী, [গঙ্গাধর এ স্থলে কেশিনী শব্দে শঙ্খিনী ২৭ প্রকরণে শঙ্খপুষ্পী অর্থ করিয়াছেন। চোরক শব্দে পিড়ঙ্গ ইতি ভাষা বলিয়াছেন। চোরক—গেঁঠেলা-ভেদ ইতি চক্রদত্ত।] চোরক, নাকুলী (রাস্না), হিঙ্গু, লশুন, অতিরসা (জলজ যষ্টিমধু), চিতা ও কুড় এই সমুদায়ের কল্ক এবং মাংসভোজী পক্ষীদিগের বিষ্ঠা, যতদূর পাওয়া যায়, একত্র করিয়া তৎসমুদায়ের সহিত সর্ষপতৈল ও তৈলের চারিগুণ ছাগমূত্র পাক করবে; তৈলশেষে নামাইয়া সেই তৈল অভ্যঙ্গে ব্যবহার করিবে। এই তৈল অপস্মারনাশক। পূর্ব্বোক্ত কল্কদ্রব্য দ্বারা অপস্মার রোগে ধূপ ও প্রলেপ দিতে হয়। ২৫। পিপুল, সৈন্ধব, হিঙ্গু, সজিনা, হিঙ্গুশিবাটিকা (হিঙ্গুপত্রী—কেহ বলেন হিঙ্গু দুই ভাগ ও শিবাটিকা শব্দে রাঁধুনী), কাকোলী, শ্বেতসর্ষপ, কাকনাসা (কেওঠুঁটী), কৈটর্য্য (কট্‌ফল), রক্তচন্দন এবং কুকুরের স্কন্ধাস্থি, নখর ও পঞ্জর এই সকল পুষ্যানক্ষত্রে ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিবে। ইহার প্রলেপ ও ধূপন অপস্মারনাশক। ২৬। অপেতরাক্ষসী (কৃষ্ণতুলসী), কুড়, হরীতকী, কেশী (শঙ্খপুষ্পী) ও চোরক, গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া উৎসাদন ও গোমূত্রে গুলিয়া সেচন করিবে। ২৭। চামচিকার বিষ্ঠার প্রলেপ দিবে অথবা দগ্ধ ছাগলোম বা দগ্ধ গর্দ্দভাস্থি বা দগ্ধ হস্তিনখ বা দগ্ধ গোপুচ্ছ-লোম গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ২৮। কপিলাগাভীর মূত্রের নস্য পরম হিতকর। আর শৃগাল, বিড়াল ও সিংহ প্রভৃতির মূত্রের নস্যও প্রশস্ত। ২৯। বামনহাটী, বচ ও হস্তিদন্তী; শ্বেতাপরাজিতাফল, শ্বেতা ও বিষাণিকা [গঙ্গাধরের পাঠ শতবিষাণিকা; কিন্তু তিনি কোন অর্থ করেন নাই। শ্বেতা শব্দে দূর্ব্বা ও বিষাণিকা শব্দে কট্‌ফল অর্থ করিলেও চলে। অপস্মারে দূর্ব্বার আরও

যোগাস্ত্রয়োহতঃ ষড়্‌বিন্দূন্ পঞ্চ বা
নাবয়েদ্ভিষক্ ॥ ৩০
ত্রিফলাব্যোষপীতদ্রুযবক্ষারফণিজ্ঝকৈঃ।
শ্যামাপামার্গকারঞ্জকলৈর্ম্মূত্রেহথ বস্তজে।
সাধিতং নাবনং তৈলমপস্মারবিনাশনম্ ॥ ৩১
পিপ্পলীবৃশ্চিকালী চ কুষ্ঠঞ্চ লবণানি চ।
ভার্গী চ চূর্ণিতং নস্তঃ কার্য্যং প্রধমনং পরম্ ॥৩২
কায়স্থান্ শারদান্ মুদ্গান্ মুস্তোশীরযবাংস্তথা।
সব্যোষান্ বস্তমূত্রেণ পিষ্ট্বা বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ ॥
অপস্মারে তথোন্মাদে সর্পদষ্টে তথার্দ্দিতে।
বিষপীতে জলমৃতে চৈতাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ ॥৩৩
মুস্তং বয়ঃস্থাং ত্রিফলাং কায়স্থাং হিঙ্গুশাদ্বলম্।
ব্যোষং মাষান্ যবান্ মূত্রৈর্বস্তিমেষর্ষভৈস্ত্রিভিঃ।
পিষ্ট্বা কৃত্বা চ তাং বর্ত্তিমপস্মারে প্রযোজয়েৎ
কিলাসেষু তথোন্মাদে জ্বরেষু বিষমেষু চ ॥ ৩৪
পুষ্যোদ্ধৃতং শুনঃ পিত্তমপস্মারঘ্নমঞ্জনম্।
তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমং মতম্ ॥ ৩৫
নকুলোলূকমার্জ্জারগৃধ্রকীটাহিকাকজৈঃ।
তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ভিষক্ ॥৩৬
আভিঃ ক্রিয়াভিঃ সিদ্ধাভির্হৃদয়ং সম্প্রবুধ্যতে।
স্রোতাংসি চাপি শুধ্যন্তি ততঃ সংজ্ঞাং স
বিন্দতি ॥ ৩৭
যস্ত্বানুবন্ধস্ত্বাগন্তুর্দোষলিঙ্গাধিকাকৃতিম্।
পশ্যেত্তস্য ভিষক্ কুর্য্যাদাগন্তূন্মাদভেষজম্ ॥ ৩৮

প্রয়োগ আছে যথা ৩৪ প্রকরণে]; জ্যোতিষ্মতী (লতাকটূকী) ও হস্তিদন্তী এই তিনটী যোগ শ্লোকের এক এক পাদে লিখিত হইয়াছে। এই তিনটী যোগ পৃথক্ পৃথক্ গোমূত্রে পেষণ করিয়া ছয় বিন্দু বা পাঁচ বিন্দু অপস্মার রোগীকে নস্য প্রয়োগ করিবে। ৩০। ত্রিফলা, ত্রিকটু, পীতদ্রু (দারুহরিদ্রা), ফণিজ্ঝক (তুলসীবিশেষ—কেহ বলেন গোঁড়ানেবু), শ্যামাত্রিবৃৎ, অপামার্গবীজ, করঞ্জ (ডহরকরঞ্জা ফল) এই সমুদায়ের কল্ক ও ছাগমূত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া তদ্বারা নস্য প্রদান করিলে অপস্মার নষ্ট হয়। [এ স্থলে যে সকল কল্কদ্রব্য বলা হইল, কাহার কাহার মতে তাহাদের ফলই গ্রাহ্য]। ৩১। অপস্মারের মূর্চ্ছায় পিপুল, বিছুতী, কুড়, পঞ্চ লবণ ও বামনহাটীর চূর্ণ উৎকৃষ্ট প্রধমন নস্য হয়। ৩২। কায়স্থ (ছোট এলাচ), শারদীয় মুগ, মুস্তা, বেণার মূল, যব ও ত্রিকটু ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি অপস্মার, উন্মাদ, সর্পদষ্ট, অর্দ্দিত, বিষপীত অবস্থা ও জলমৃত অবস্থায় (জলমগ্ন ব্যক্তির মৃতপ্রায় অবস্থায়) অমৃতের ন্যায় উপকার করিবে। [illegible] অবস্থায় এই বর্ত্তি ঘসিয়া নেত্রে অঞ্জন [illegible] হয়]। ৩৩। মুস্তা, বয়ঃস্থা (বিভীতকী), ত্রিফলা, কায়স্থা (ছোট এলাচ), হিঙ্গু, শাদ্বল (নবদূর্ব্বা) ত্রিকটু, মাষ ও যব, ছাগ মেষ ও বৃষের মূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি অপস্মারনাশক। ইহা কিলাস, উন্মাদ ও বিষম জ্বরেও প্রয়োগ করা যায়। [কিলাসে লেপন করিতে হয়] ৩৪। পুষ্যানক্ষত্রে কুকুরের পিত্ত উদ্ধার করিয়া রাখিবে। ইহার অঞ্জন অপস্মারঘ্ন। তাহাই আবার ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিলে অপস্মার-নাশক উৎকৃষ্ট ধূপন হয়। ৩৫। নকুল, পেচক, বিড়াল, গৃধ্র, কীটাহি (পশ্চিম দেশজ বৃশ্চিকবিশেষ) এবং কাকের তুণ্ড, পক্ষ ও পুরীষ দ্বারা অপস্মার রোগে ধূপ দিতে হয়। ৩৬। এই সকল দৃষ্টফল ক্রিয়া দ্বারা অপস্মাররোগীর হৃদয় প্রবুদ্ধ (জাগরিত) হয় এবং স্রোতঃ সকল শুদ্ধ হইয়া থাকে। তখন সে সংজ্ঞালাভ করিয়া থাকে। ৩৭। যে অপস্মারে দেবাদিগ্রহের অনুবন্ধ থাকে এবং তজ্জন্য দোষের লক্ষণ সকল অধিক হইয়া প্রকাশ পায়, বৈদ্য তাহাতে আগন্তু উন্মাদের ভেষজ সকল প্রয়োগ করিবেন। ৩৮

সৎ বিষয়ে অমনোযোগের চিকিৎসা।

[সূত্র স্থান—১৯ অধ্যায় ৩০ প্রকরণ। "অতত্ত্বাভিনিবেশ মহারোগ"]

অনন্তরমুবাচেদমগ্নিবেশঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
ভগবন্ প্রাক্ সমুদ্দিষ্টঃ শ্লোকস্থানে মহাগদঃ।
অতত্ত্বাভিনিবেশশ্চ তস্য ব্যক্তিরিহোচ্যতাম্॥
শুশ্রূষবে বচঃ শ্রুত্বা শিষ্যায়াহ পুনর্বসুঃ।
মহাগদং সৌম্য শৃণু সহেত্বাকৃতিভেষজম্॥ ৩৯
মলিনাহারশীলস্য বেগান্ প্রাপ্তান্ নিগৃহ্নতঃ।
শীতোষ্ণস্নিগ্ধরূক্ষাদ্যৈর্হেতুভিশ্চাতিসেবিতৈঃ॥
হৃদয়ং সমুপাশ্রিত্য মনোবুদ্ধিবহাঃ শিরাঃ।
দোষাঃ সন্দূষ্য তিষ্ঠন্তি রজোমোহাবৃতাত্মনঃ॥
রজস্তমোভ্যাং বৃদ্ধাভ্যাং বুদ্ধৌ মনসি চাবৃতে।
হৃদয়ে ব্যাকুলে দোষৈরথ মূঢ়োঽল্পচেতনঃ॥
করোতি বিষমাং বুদ্ধিং নিত্যানিত্যে হিতাহিতে
অতত্ত্বাভিনিবেশং তমাহুরাপ্তা মহাগদম্॥ ৪০
স্নেহস্বেদোপপন্নং তং সংশোধ্য বমনাদিভিঃ।

অনন্তর অগ্নিবেশ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, ভগবন! পূর্ব্বে সূত্রস্থানে "মহাগদের" উল্লেখ করিয়াছিলেন। সৎবিষয়ে মনোযোগের অভাবকে মহাগদ বলে। সম্প্রতি তাহা ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হউক। ভগবান্ পুনর্বসু শিষ্যের সেই শ্রবণেচ্ছা দেখিয়া কহিলেন, হে সৌম্য! মনোযোগপূর্ব্বক সেই মহাগদের হেতু, লক্ষণ ও ঔষধ শ্রবণ কর। ৩৯। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মলকারী আহার করে, আগত বেগকে নিগ্রহ করে এবং শীত উষ্ণ স্নিগ্ধ রূক্ষাদির অতিসেবন করে, তাহার দোষ সকল হৃদয়স্থ হইয়া মনোবহা ও বুদ্ধিবহা শিরা সকল দূষিত করিয়া থাকে। তখন তাহার আত্মা রজোমোহে আচ্ছন্ন হয়। রজোগুণ ও তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সত্ত্ব ও মন আচ্ছন্ন হয় এবং দোষদিগের দ্বারা হৃদয় ব্যাকুল হয়। তখন দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তি মূঢ় হইয়া নিত্যানিত্য ও হিতাহিত বিষয়ে বিপরীত বুদ্ধি করিয়া থাকে। ইহাকেই অতত্ত্বাভিনিবেশ নামক মহাগদ বলে। ৪০। মহাগদাবপীড়িত ব্যক্তিকে স্নেহ ও স্বেদযোগে উপপন্ন করিয়া বমনাদি দ্বারা সংশোধন করিবে এবং

কৃতসংসর্জ্জনং মেধ্যৈরন্নপানৈরুপাচরেৎ॥ ৪১
ব্রাহ্মীস্বরসসংযুক্তং পঞ্চগব্যমুদাহৃতম্।
তৎ সেব্যং শঙ্খপুষ্পী চ যচ্চ সেব্যং রসায়নম্॥ ৪২
সুহৃদশ্চানুকূলাস্তং স্বাপ্তধর্ম্মার্থবাদিনঃ।
সংযোজয়েয়ুর্বিজ্ঞানধৈর্য্যস্মৃতিসমাধিভিঃ॥ ৪৩
প্রযুঞ্জ্যাৎ তৈললশুনং পয়সা বা শতাবরীম্।
ব্রাহ্মীরসং কুষ্ঠরসং বচাং বা মধুসংযুতাম্॥ ৪৪
দুশ্চিকিৎস্যো হ্যপস্মারশ্চিরকারী কৃতাস্পদঃ।
তস্মাদ্রসায়নৈরেনং প্রায়শঃ সমুপাচরেৎ॥ ৪৫
জলাগ্নিদ্রুমশৈলেভ্যো বিষমেভ্যশ্চ তং সদা।
রক্ষেদুন্মাদিনঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণহরা হি তে॥ ৪৬
তত্র শ্লোকৌ।
হেতুং কুর্ব্বন্ত্যপস্মারং দোষাঃ প্রকুপিতা যথা।
সামান্যতঃ পৃথক্ত্বাচ্চ লিঙ্গং তেষাঞ্চ ভেষজম্

সংশোধনের পর পেয়াদিক্রম পালন করাইয়া ক্রমশঃ পবিত্র অন্ন পান সেবন করিতে অভ্যাস করাইবে। ৪১। মহাগদপীড়িত ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মীরসসংযুক্ত ঘৃত, মহাপঞ্চগব্য ঘৃত, শঙ্খপুষ্পীস্বরস ও রসায়ন সেবন করাইবে। ৪২। আর সুহৃজ্জনেরা দয়াপরবশ হইয়া আপ্ত ও ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্যপ্রয়োগসহকারে তাহার জ্ঞান ধৈর্য্য স্মৃতি ও সমাধির বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন। ৪৩। আর ইহাকে তৈলের সহিত লশুন বা দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস বা মধুর সহিত ব্রাহ্মীরস বা কুড়ের স্বরস পান করিতে দিবে। ৪৪। অপস্মার মাত্রেই দুশ্চিকিৎস্য, দীর্ঘকালস্থায়ী ও বদ্ধমূল হইয়া থাকে; অতএব অপস্মাররোগীকে প্রায়ই রসায়নযোগে চিকিৎসা করিতে হয়। ৪৫। অপস্মাররোগী ও উন্মাদরোগীকে জল, অগ্নি, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও বিষমস্থানসমূহ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। কারণ ঐ সকল উহাদের প্রাণনাশক হইয়া থাকে। ৪৬। এই অধ্যায়ের সূচী;—ভগবান্ আত্রেয় এই অপস্মারচিকিৎসিত অধ্যায়ে অপস্মারের হেতু, দোষ সকল কুপিত হইয়া

মহাগদসমুত্থানং লিঙ্গঞ্চোবাচ সৌষধম্।
মুনির্ব্যাসসমাসাভ্যামপস্মারচিকিৎসিতে॥ ৪৭

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানেঽপস্মারচিকিৎসিতং
নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ক্ষতক্ষীণচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
উদারকীর্ত্তির্মহর্ষিরাত্রেয়ঃ পরমার্থবিৎ।
ক্ষতক্ষীণচিকিৎসার্থমিদমাহ চিকিৎসিতম্॥ ২
ধনুষায়স্যতোঽত্যর্থং ভারমুদ্বহতো গুরুম্
পততো বিষমোচ্চেভ্যো যুধ্যমানস্য চাধিকৈঃ
বৃষং হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং বান্যং নিগৃহ্নতঃ।
শিলাকাষ্ঠাশ্মনির্ঘাতান্ ক্ষিপতো নিঘ্নতঃ পরান্
অধীয়ানস্যাত্যুচ্চৈর্দূরং বা ব্রজতো দ্রুতম্।
মহানদীং বা তরতো গজৈর্বা সহ ধাবতঃ॥
সহসোৎপততো দূরং তূর্ণঞ্চাতি প্রনৃত্যতঃ।
তথান্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্রূরৈর্ভৃশমত্যাহতস্য বা।
বিক্ষতে বক্ষসি ব্যাধির্বলবান্ সমুদীর্য্যতে॥ ৩
ইতি ক্ষতনিদানম্
স্ত্রীষু চাতিপ্রসক্তস্য রুক্ষান্নপ্রমিতাশিনঃ।
উরো নিরুজ্যতে তস্য ভিদ্যতেঽথ বিদহ্যতে॥৪
ইতি ক্ষীণরোগনিদানম্।
প্রপীড্যতে ততঃ পার্শ্বে শুষ্যত্যঙ্গং প্রবেপতে।
ক্রমাদ্বীর্য্যং বলং বর্ণো রুচিরগ্নিশ্চ হীয়তে
জ্বরো ব্যথা মনোদৈন্যং বিড়্‌ভেদোঽগ্নিবধস্তথা
দুষ্টঃ শ্যাবঃ সুদুর্গন্ধঃ পীতো বিগ্রথিতো বহুঃ।

যেরূপে অপস্মার উৎপাদন করে, ভিন্ন ভিন্ন অপস্মারের সামান্য ও পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ ও ঔষধ, মহাগদের নিদান, লক্ষণ ও ঔষধ এই সকল সংক্ষেপে ও সবিস্তরে বলিয়াছেন। ৪৭

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ক্ষত ও ক্ষীণরোগের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ।১। [ক্ষত ও ক্ষীণ রোগের পরিণামে যক্ষ্মা হইয়া থাকে। ৪৮ প্রকরণ দেখ। অতএব ক্ষত ও ক্ষীণরোগকে যক্ষ্মা বলা যায় না। পাশ্চাত্য ভাষায় ক্ষতকে Galloping pthisis কহে। উদারকীর্ত্তি পরমার্থবিৎ ব্রহ্মপরায়ণ আত্রেয় ক্ষত ও ক্ষীণ-রোগের নিবারণার্থ এইরূপ চিকিৎসা নির্দেশ করিলেন। ২। ধনুকের সহিত অতি পরি-শ্রম, অতিশয় গুরু ভার বহন বা উত্তোলন, বিষম ও উচ্চ স্থান হইতে পতন, বলবান্-ধাবমান বৃষ বা ঘোটক বা অন্য কোন জন্তুকে দমন করিবার জন্য নিগ্র-হণ, শিলা কাষ্ঠ প্রস্তর গদা প্রভৃতির ক্ষেপণ বা ক্ষেপণপূর্ব্বক শত্রুকে প্রহরণ, উচ্চৈস্বরে অধ্যয়ন, দ্রুতবেগে দূরগমন, মহানদীসন্তরণ, ঘোটকদিগের সহিত ধাবন, সহসা লম্ফন এবং অত্যন্ত বা শীঘ্র শীঘ্র নৃত্য বা অন্যান্য ক্রূর কর্ম্ম দ্বারা আহত হইলে বক্ষের অভ্যন্তরে ক্ষত হইয়া থাকে। তাহাতে বলবান্ ব্যাধি উৎপন্ন হয়।৩।

ইতি ক্ষতনিদান।

আর স্ত্রীসমূহে অত্যাসক্তি এবং রুক্ষ অন্ন ও প্রমিত ভোজন হইতে বলবান্ ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ৪

ইতি ক্ষীণরোগনিদান।

অনন্তর ক্ষত ও ক্ষীণরোগের সাধারণ লক্ষণ সমস্ত বলা হইতেছে। উভয় রোগেই বক্ষঃস্থল ভঙ্গবৎ বেদনাগ্রস্ত, ভিদ্যমান [যেন দ্বিধা বিভক্ত] ও বিদাহযুক্ত (দাহ বেদনা-বিশিষ্ট) হইতে থাকে। ক্রমে পার্শ্বে বেদনা হয়, অঙ্গ শুষ্ক হয় ও কাঁপিতে থাকে। ক্রমে বীর্য্য, বল, বর্ণ, রুচি ও অগ্নি হীন হয়। জ্বর, ব্যথা, মনোদৈন্য, বিষ্ঠাভেদ ও অগ্নিনাশ হয়

কাসমানশ্চ ষ্ঠীবেচ্ছ্লেষ্মা সরক্তং সম্প্রবর্ত্ততে।
সক্ষতঃ ক্ষীয়তেঽত্যর্থং তথা শুক্রৌজসোঃ ক্ষয়াৎ ॥ ৫
অব্যক্তং লক্ষণং তস্য পূর্ব্বরূপমিতি স্মৃতম্।
উরোরুক্‌শোণিতচ্ছর্দ্দিঃ কাসো বৈশেষিকঃ ক্ষতে।
ক্ষীণে সরক্তমূত্রত্বং পার্শ্বপৃষ্ঠকটিগ্রহঃ ॥ ৬
অল্পলিঙ্গস্য দীপ্তাগ্নেঃ সাধ্যো বলবতো নবঃ।
গতে সংবৎসরে যাপ্যঃ সর্ব্বলিঙ্গন্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭
উরো মত্বা ক্ষতং লাক্ষাং পয়সা মধুসংযুতাম্।
সদ্য এব পিবেজ্জীর্ণে পয়সাদ্যাৎ সশর্করম্ ॥ ৮

এবং কাসিতে কাসিতে রক্তের সহিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এইরূপ হওয়াতে ক্ষতযুক্ত ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়। আবার স্ত্রীপ্রসঙ্গাদি বশতঃ শুক্র ও ওজোধাতুর ক্ষয় হইলেও এইরূপ ক্ষীণ হইয়া থাকে। ৫। ক্ষত ও ক্ষীণরোগের সাধারণ পূর্ব্বরূপ যথা ;—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল যতক্ষণ অস্পষ্ট থাকে, ততক্ষণই তাহাদিগকে ঐ দুই রোগের পূর্ব্বরূপ বলা যায়। ক্ষত ও ক্ষীণরোগের বৈশেষিক লক্ষণ যথা ;—প্রথম হইতেই বক্ষে বেদনা, শোণিতবমন ও কাস এই তিনটী ক্ষতরোগের বৈশেষিক লক্ষণ। ক্ষীণরোগের বৈশেষিক লক্ষণ এই যে, ইহাতে মূত্রের বর্ণ ঈষৎরক্ত হয় এবং পার্শ্ব পৃষ্ঠ ও কটির গ্রহ হয় [গ্রহশব্দের অর্থ গ্রহণ বা আটকাইয়া রাখা, যেমন মলগ্রহ, মূত্রগ্রহ। পার্শ্ব প্রভৃতি আটকাইয়া রাখে রোগীকে উঠিতে দেয় না]। ৬। লক্ষণের অল্পতা, অগ্নির দীপ্তি এবং শরীরে বল থাকিলে [অর্থাৎ রোগী বসিতে দাঁড়াইতে পারিলে নূতন ক্ষত ও ক্ষীণরোগ সাধ্য। সংবৎসর অতীত হইলে ক্ষত ও ক্ষীণরোগ যাপ্য হইয়া থাকে এবং সর্ব্বলিঙ্গ হইলে পরিত্যাজ্য হয় ; [সর্ব্বলিঙ্গ অর্থাৎ লক্ষণের আধিক্য, অগ্নিমান্দ্য, উত্থানশক্তিহীনতা ও সংবৎসর পার হওয়া]। ৭। বক্ষঃস্থল ক্ষত হইয়াছে বুঝিলে তৎক্ষণাৎ লাক্ষাচূর্ণ মধু ও

পার্শ্ববস্তিরুজশ্চাল্পপিত্তাগ্নিস্তাং সুরাযুতাম্ ॥ ৯
ভিন্নবিট্‌কঃ সমুস্তাতিবিষাং পাঠাং সবৎসকাম্
লাক্ষাং সর্পির্মধূচ্ছিষ্টং জীবনীয়গণং সিতাম্।
ত্বক্‌ক্ষীরীসম্মিতং ক্ষীরে পক্কা দীপ্তানলঃ পিবেৎ ॥ ১০
ইক্ষ্বালিকবিসগ্রন্থিপদ্মকেশরচন্দনৈঃ।
শৃতং পয়ো মধুযুতং সন্ধানার্থং পিবেৎ ক্ষতী ॥ ১১
যবানাং চূর্ণমাদায় ক্ষীরসিদ্ধং ঘৃতপ্লুতম্।
জ্বরদাহে সিতাক্ষৌদ্রশক্তূন্ বা পয়সা পিবেৎ ॥ ১২
কাসী পর্ব্বাস্থিশূলী চ লিহ্যাৎ সঘৃতমাক্ষিকাঃ।
মধূকমধুকদ্রাক্ষা ত্বক্‌ক্ষীরীপিপ্পলীবলাঃ ॥ ১৩
এলাপত্রত্বচোঽর্দ্ধাক্ষাঃ পিপ্পল্যর্দ্ধপলং তথা।

দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও চিনির সহিত অন্নভোজন করিবে। ৮। যদি তখন পার্শ্বে বেদনা হয় এবং রোগীর পিত্ত ও অগ্নির অল্পতা থাকে, তবে লাক্ষাচূর্ণ সুরার সহিত পান করিবে। [এ স্থলে পিত্ত শব্দে রক্তপিত্তের বেগ বুঝিতে হইবে]। যদি রোগীর মলভেদ হইতে থাকে, তবে মুতা, আতইচ, আকনাদি ও কুড়চীর কাথ পান করিবে। ৯। যদি ক্ষতরোগীর অগ্নির দীপ্তি থাকে, তবে লাক্ষাচূর্ণ, ঘৃত, মোম, জীবনীয় গণ, মিছরী ও ত্বক্‌ক্ষীরী (বংশলোচন) সমান সমান ভাগে চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া পান করিবে। ১০। কুলেখাড়া, মৃণাল (বেণা), গ্রন্থি (পিপুলমূল) পদ্মকেশর ও রক্তচন্দন এই সমুদায় অষ্টমভাগ, দুগ্ধ একভাগ এবং জল চতুর্গুণ সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধশেষে ছাঁকিয়া শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া খাইবে। ১১। উরঃক্ষতে জ্বর ও দাহ হইলে যবচূর্ণ চতুর্গুণ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া যথাসাধ্য ঘৃত সহযোগে পান করিবে। অথবা যবশক্তু চিনি, মধু ও দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ১২। উরঃক্ষতে কাস, পর্ব্বশূল ও অস্থিশূল হইলে মৌলপুষ্প, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, দারুচিনি, ক্ষীরী পিপ্পলী ও বেড়েলার চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন

সিতামধুকখর্জ্জুরমৃদ্বীকাশ্চ পলোন্মিতাঃ॥
সঞ্চূর্ণ্য মধুনা যুক্তা গুলিকাং সম্প্রকল্পয়েৎ।
অক্ষমূল্যাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েন্না দিনে দিনে॥
কাসং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং মদং ভ্রমম্।
রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণাং পার্শ্বশূলমরোচক॥
শোষপ্লীহাঢ্যবাতাংশ্চ স্বরভেদং ক্ষতং ক্ষয়ম্।
গুলিকা তর্পণী বৃষ্যা রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ॥ ১৪
ইতি এলাদিগুড়িকা।
রক্তেঽতিবৃত্তে দক্ষাণ্ডং যূষেস্তোয়েন বা পিবেৎ
চটকাণ্ডরসং বাপি রক্তং বা চ্ছাগজাঙ্গলম্॥ ১৫
চূর্ণং পৌনর্নবং রক্তশালিতণ্ডুলশার্করম্।
রক্তষ্ঠীবী পিবেৎ সিদ্ধং দ্রাক্ষারসপয়োঘৃতৈঃ॥১৬
মধুকমধুকক্ষীরসিদ্ধং বা তণ্ডুলীয়কম্।
মূঢ়বাতস্তজামেদঃ সুরাভৃষ্টং সসৈন্ধবম্॥ ১৭
ক্ষামঃ ক্ষীণঃ ক্ষতোরস্কস্তুন্নিদ্রঃ সবলেঽনলে।
শৃতক্ষীররসেনাদ্যাৎ সক্ষৌদ্রঘৃতশর্করম্॥ ১৮
শর্করাঞ্চ যবক্ষৌদ্রজীবকর্ষভকৌ মধু।
শৃতক্ষীরানুপানং বা লিহ্যাৎ ক্ষীণঃ ক্ষতঃ কৃশঃ॥ ১৯
ক্রব্যাদমাংসনির্য্যূহং ঘৃতভৃষ্টং পিবেচ্চ সঃ।
পিপ্পলীক্ষৌদ্রসংযুক্তং মাংসশোণিতবর্দ্ধনম্॥ ২০
ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষশালপ্রিয়ঙ্গুভিঃ।
তালমস্তকজম্বুত্বক্‌পিয়ালৈশ্চ সপদ্মকৈঃ॥
সাশ্বকর্ণৈঃ শৃতাৎ ক্ষীরাদদ্যাজ্জাতেন সর্পিষা।
শাল্যোদনং ক্ষতোরস্কঃ ক্ষীণশুক্রশ্চ মানবঃ॥ ২১
যষ্ট্যাহ্বনাগবলয়োঃ ক্বাথে ক্ষীরসমং ঘৃতম্।

করিবে। ১৩। ছোট-এলাচ, তেজপাতা ও দারুচিনি পৃথক্ পৃথক্ এক তোলা; পিপুল চারি তোলা এবং চিনি, যষ্টিমধু, খর্জ্জুর ও কিস্‌মিস্ আট তোলা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত দুইতোলা পরিমাণে গুড়িকা করিবে এবং প্রতিদিন এক এক বটী সেবন করিবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, মত্ততা, ভ্রম, রক্তনিষ্ঠীবন, তৃষ্ণা, পার্শ্বশূল, অরুচি, শোষ, প্লীহা, আঢ্যবাত, (বাতরক্ত), স্বরভেদ, ক্ষত, ক্ষয় ও রক্তপিত্তের উপশম হয়। আর ইহা তর্পণ ও বৃষ্য। ১৪

ইতি এলাদিগুড়িকা।

রক্তের অতিশয় নির্গম হইতে থাকিলে, কুক্কুটের অণ্ড বা চটকের অণ্ড বা ছাগরক্ত বা জাঙ্গল জন্তুর রক্ত যূষ বা জলের সহিত পান করিবে। [অণ্ড শব্দে অণ্ডের রসভাগ বুঝিতে হইবে]। ১৫। পুনর্নবাচূর্ণ, রক্তশালিতণ্ডুল, শর্করা, দ্রাক্ষার ক্বাথ, দুগ্ধ ও ঘৃত একত্র পাক করিয়া পান করিলে রক্তোদ্গম নিবৃত্ত হয়। ১৬। মৌলফুল ও যষ্টিমধুর ক্বাথ ও ক্বাথের সমান দুগ্ধ একত্র করিয়া তাহার সহিত তণ্ডুলীয়ক (কাঁটানটের মূল) হয়; আর মূঢ়বাত (যাহার বায়ু-নিঃসরণ হয় না) ক্ষত ক্ষীণরোগী ছাগলের মেদ সৈন্ধবের সহিত তপ্তসুরা প্রক্ষিপ্ত করিয়া সেবন করিবে। ১৭। ক্ষতক্ষীণ রোগী বায়ুর দুর্ব্বলতাবশতঃ ক্ষাম ও নিদ্রাহীন হইয়া পড়িলে পক্ক দুগ্ধ, মাংসরস, ঘৃত, মধু শর্করার সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ১৮। ক্ষত-ক্ষীণরোগী কৃশ হইয়া পড়িলে যব ও গোধূম, সমভাগ জীবক ও ঋষভক-চূর্ণ এবং শর্করার সহিত মধুসংযোগে লেহন করিয়া পক্কদুগ্ধ অনুপান করিবে। ১৯। মাংসাশী পশু-পক্ষিমাংসের রস ঘৃতে সন্তলন করিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে মাংস ও রক্ত বৃদ্ধি হয়। ২০। বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, শাল, প্রিয়ঙ্গু, তালের মাথী, জামছাল, পিয়াল, পদ্মকাষ্ঠ ও অশ্বকর্ণ শাল (অসন-পীতশাল), এই সমুদায়ের কল্ক অষ্টমাংশ, দুগ্ধ একভাগ ও জল চতুর্গুণ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধশেষে নামাইবে। সেই দুগ্ধ মন্থনপূর্ব্বক ঘৃত তুলিয়া সেই ঘৃতের সহিত শাল্যন্ন সেবন করিলে ক্ষতোরস্ক ও ক্ষীণশুক্র মানব স্বাস্থ্য লাভ করে।

পয়সা পিপ্পলীংবাংশীং কল্কসিদ্ধং ক্ষতে শুভম্ ॥২২
কোললাক্ষারসে তদ্বৎ ক্ষীরাষ্টগুণসাধিতম্।
কল্কৈঃ কট্ফলদার্ব্বীত্বগ্বৎসকত্বক্‌কলৈর্ঘৃতম্ ॥ ২৩
জীবকর্ষভকৌ বীরাং জীবন্তীং নাগরং শটীম্।
চতস্রঃ পর্ণিনীর্ম্মেদে কাকোলৌ দ্বে নিদিগ্ধিকে ॥
পুনর্নবে দ্বে মধুকে সাত্মগুপ্তাং শতাবরীম্।
ঋদ্ধিং পরূষকং ভার্গীং মৃদ্বীকাং বৃহতীং তথা ॥
শৃঙ্গাটকীং তামলকীং পয়স্যাং পিপ্পলীং বলাম্।
বদরাক্ষোটখর্জ্জুরবাতাদাভিষুকাণ্যপি ॥
ফলানি চৈবমাদীনি কল্কান্ কুর্ব্বীত কার্ষিকান্।
ধাত্রীরসবিদারীক্ষুচ্ছাগমাংসরসং পয়ঃ ॥

ক্বাথ তিনভাগ, দুগ্ধ একভাগ, ঘৃত একভাগ, এবং ক্ষীরকাকোলী, পিপুল ও বংশলোচনের কল্ক চতুর্থভাগ একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত ক্ষতে হিতকর। ২২। কুলশুঁঠ ও লাক্ষার ক্বাথ তিনভাগ, দুগ্ধ একভাগ, ঘৃত একভাগ এবং ক্ষীরকাকোলী প্রভৃতির কল্ক চতুর্থাংশ একত্র করিয়া ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত ক্ষতে হিতকর আর কট্‌ফল (শোণাক), দারুহরিদ্রার ছাল, কুড়চীর ছাল ও ইন্দ্র-যবের কল্ক এবং ঘৃতের আটগুণ দুগ্ধ ও ঘৃত একত্র পাক করিলেও সেই ঘৃত ক্ষতে হিতকর হয়। ২৩। জীবক, ঋষভক, বীরা (ক্ষীরকাকোলী। গঙ্গাধর-মতে চাকুলে), জীবন্তী, শুঁঠ, শটী, চারিপ্রকার পর্ণিনী (অর্থাৎ শালপর্ণী, চাকুলে, মুগানী ও মাষাণী), কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী (পুনরুক্তত্বহেতু দ্বিভাগ), বৃহতী, কণ্টকারী, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, যষ্টিমধু, আলকুশী, শতমূলী, ঋদ্ধি, পরূষক (ফলসা-ফল), বামনহাটী, কিসমিস্, বৃহতী (পুনরুক্তত্বহেতু দ্বিভাগ), পাণিফল, ভূম্যামলকী, পয়স্যা (ক্ষীরবিদারী), পিপুল, বেড়েলা, কুলশুঁঠ, আক্ষোট (আকরোট) খর্জ্জুর, বাতাদ (বাদাম), অভিষুক (হিমালয়জাত ফলবিশেষ), এবং অন্যান্য বাতপিত্তহর ফলসমূহ, ইহাদিগকে, পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা

কুর্য্যাৎ প্রস্থোন্মিতং তেন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ
প্রস্থার্দ্ধং মধুনঃ শীতে শর্করার্দ্ধতুলাং তথা ॥
দ্বিকার্ষিকাণি পত্রৈলাহেমত্বঙ্‌মরিচানি চ।
চূর্ণিতানি বিনীয়াস্মাল্লিহ্যান্মাত্রাং সদা নরঃ ॥
অমৃতপ্রাশমিত্যেতন্নরাণামমৃতং ঘৃতম্।
সুধামৃতরসং প্রাশ্য ক্ষীরমাংসরসাশিনা ॥
নষ্টশুক্রক্ষতক্ষীণদুর্ব্বলব্যাধিকর্ষিতান্।
স্ত্রীপ্রসক্তান্ কৃশান্ বর্ণস্বরহীনাংশ্চ বৃংহয়েৎ ॥
কাসহিক্কাজ্বরশ্বাসদাহতৃষ্ণাস্রপিত্তনুৎ।
পুত্রদং বমিমূর্চ্ছাহৃদ্‌যোনিমূত্রাময়াপহম্ ॥ ২৪
ইতি অমৃতপ্রাশঘৃতম্।
শ্বদংষ্ট্রোশীরমঞ্জিষ্ঠাবলাকাশ্মর্য্যকত্তৃণম্।
দর্ভমূলং পৃথক্‌পর্ণী পলাশর্ষভকৌ স্থিরাম্ ॥

গ্রহণ করিয়া কল্ক করিবে। আর আমলকীরস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, ইক্ষুরস, ছাগমাংস-রস ও গব্যদুগ্ধ পৃথক্ পৃথক্ প্রস্থ (চারি সের) পরিমাণে গ্রহণ করিবে। পূর্ব্বোক্ত কল্ক ও উল্লিখিত রসের সহিত চারি সের ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহার সহিত মধু প্রস্থার্দ্ধ (দুই সের), শর্করা অর্দ্ধতুলা (সওয়া দুয় সের) এবং মরিচ, দারুচিনি, ছোট এলাচ, তেজপাতা ও নাগকেশর এই সমুদায়ের চূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধপল (চারি তোলা) মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই অমৃতপ্রাশ ঘৃত মানব মাত্রানুযায়ী সেবন করিলে তাহার পক্ষে অমৃত-স্বরূপ হয়। এই অমৃতপ্রাশ ঘৃত পান কালে দুগ্ধ ও মাংসরস সেবন করিতে হয়। নষ্টশুক্র, ক্ষতক্ষীণ, দুর্ব্বল, ব্যাধিপীড়িত, স্ত্রীরত, নষ্টবর্ণ ও স্বরহীন ব্যক্তিরা এই ঘৃত পান করিলে বৃংহিত হয়। ইহাতে কাস, হিক্কা, জ্বর, শ্বাস, দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, বমি, মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ ও মূত্ররোগ নষ্ট হয় এবং পুত্রোৎপাদনশক্তি হইয়া থাকে। ২৪

ইতি অমৃতপ্রাশ ঘৃত।

গোক্ষুর, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারীফল, কত্তৃণ (গন্ধতৃণ), দর্ভমূল

পালিকং সাধয়েৎ তেষাং রসে ক্ষীরচতুর্গুণে।
কল্কৈঃ স্বগুপ্তাজীবন্তীমেদর্ষভজীবকৈঃ ॥
শতাবর্য্যৃদ্ধিমৃদ্বীকাশর্করাশ্রাবণীবিসৈঃ।
প্রস্থঃ সিদ্ধো ঘৃতাদ্বাতপিত্তহৃদ্রবশূলনুৎ ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রমেহার্শঃকাসশোষক্ষয়াপহঃ।
ধনুঃস্ত্রীমদ্যভারাধ্বখিন্নানাং বলমাংসদঃ ॥ ২৫

ইতি শ্বদংষ্ট্রাদিঘৃতম্।

মধুকাষ্টপলং দ্রাক্ষাপ্রস্থক্বাথে ঘৃতং পচেৎ।
পিপ্পল্যষ্টপলে কল্কে প্রস্থং সিদ্ধে চ শীতলে ॥
পৃথগষ্টপলং ক্ষৌদ্রং শর্করাভ্যাং বিমিশ্রয়েৎ।
সমং শক্তু ক্ষতক্ষীণে রক্তগুল্মেষু তদ্ধিতম্ ॥২৬

ইতি শক্তুপ্রয়োগঃ।

ধাত্রীফলবিদারীক্ষুজীবনীয়রসাদ্ঘৃতাৎ।
ছাগগোপয়সোশ্চৈব সপ্ত প্রস্থান্ পচেদ্ভিষক্ ॥
সিদ্ধশীতে সিতাক্ষৌদ্রদ্বিপ্রস্থং বিনয়েৎ ততঃ।
যক্ষ্মাপস্মারপিত্তাসৃক্কাসমোহক্ষয়াপহম্।
বয়ঃস্থাপনমায়ুষ্যং মাংসশুক্রবলপ্রদম্ ॥ ২৭
ঘৃতন্তু পিত্তেঽভ্যধিকে লিহ্যাদ্বাতেঽধিকে পিবেৎ।
লীঢ়ং নির্ব্বাপয়েৎ পিত্তমল্পত্বাদ্ধন্তি নানিলম্
আক্রামত্যনিলং পীতমুষ্মাণং নিরুণদ্ধি চ ॥ ২৮
ক্ষামক্ষীণকৃশাঙ্গানামেতান্যেব ঘৃতানি চ।
ত্বক্ক্ষীরীশর্করালাজচূর্ণৈঃ পানানি যোজয়েৎ ॥
সর্পিগুড়ান্ সমধ্বংশান্ জগ্ধা দদ্যাৎ পয়োঽনু চ
রেতো বীর্য্যং বলং পুষ্টিং তৈরাশুতরমাপ্নুয়াৎ ॥২৯

(উলুমুল), পৃথক্‌পর্ণী (চাকুলে), পলাশ, ঋষভক ও স্থিরা (শালপাণি) এই সকল পৃথক্ পৃথক্ একপল (আট তোলা) অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্ভাগাবশেষে নামাইবে। অনন্তর ঐ ক্বাথের সহিত ঘৃত চারি সের, ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ এবং কল্কার্থ আলকুশী, জীবন্তী, মেদ, ঋষভক, জীবক, শতমূলী, ঋদ্ধি, কিসমিস্, চিনি, শ্রাবণী (থুলকুড়ী) ও মৃণাল সমুদায়ে ঘৃতের চতুর্থভাগ একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত বাতপিত্ত, হৃচ্ছূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শ, কাস, শোষ ও ক্ষয় নাশ করে। এবং ধনুঃ, স্ত্রী, মদ্য, ভার ও পথশ্রম দ্বারা ক্ষীণ ব্যক্তির বল ও মাংস বৃদ্ধি করিয়া থাকে।২৫। ইতি শ্বদংষ্ট্রাদিঘৃত।

মধুক (পাঠান্তর মধুক—অতএব যষ্টিমধু বা মৌলফুল) আট পল (এক সের) ও দ্রাক্ষা দুই সের চব্বিশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ছয় সের থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর ঐ ক্বাথের সহিত চারি সের ঘৃত ও পিপুলের কল্ক আট পল পাক করিবে। শীতল হইলে তাহার সহিত মধু আট পল ও শর্করা আট পল এবং ঘৃতের সমান (অর্থাৎ চারি সের) যবশক্তু মিশ্রিত করিবে। এই শক্তু ক্ষতক্ষীণ ও রক্তগুল্মে হিতকর।২৬

আমলকীরস একপ্রস্থ (চারি সের), ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস একপ্রস্থ (চারি সের), ইক্ষুরস একপ্রস্থ, জীবনীয়গণের ক্বাথ একপ্রস্থ, ঘৃত একপ্রস্থ, ছাগদুগ্ধ একপ্রস্থ ও গোদুগ্ধ একপ্রস্থ বিনা কল্কে সিদ্ধ করিবে। পাকশেষে ছাঁকিয়া লইয়া শীতল হইলে চিনি একপ্রস্থ ও মধু একপ্রস্থ প্রক্ষেপ দিয়া মিলাইয়া লইবে। ইহার নাম ধাত্রীঘৃত। ইহা যক্ষ্মা, অপস্মার, রক্তপিত্ত, কাস, মেহ ও ক্ষয় নাশ করে। ইহা বয়ঃস্থাপন, আয়ুষ্য এবং মাংস শুক্র ও বল বৃদ্ধি করে।২৭

ইতি ধাত্রীঘৃত।

ক্ষতক্ষীণরোগী পিত্তাধিক হইলে ঘৃত লেহন করিবে। কারণ লীঢ় ঘৃত অল্পত্ববশতঃ কেবল পিত্তকে নির্ব্বাপিত করে অথচ অগ্নিকে নষ্ট করে না। আবার পীত ঘৃত বায়ুকে শান্ত করে অথচ উষ্মাকে রোধ করে না।২৮। ক্ষাম, ক্ষীণ ও কৃশাঙ্গদিগকে এই সকল ঘৃত বংশলোচন, পিপুলচূর্ণ ও লাজচূর্ণের সহিত গাঢ় করিয়া প্রয়োগ করিবে। আর যদি বক্ষ্যমাণ "সর্পিগুড়" সমূহের মধ্যে কোনটীতে মধুর উল্লেখ না থাকে, তবে তাহা চতুর্থাংশ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে এবং

বলাং বিদারীং হ্রস্বাঞ্চ পঞ্চমূলীং পুনর্নবাম্।
পঞ্চানাং ক্ষীরিবৃক্ষাণাং শুঙ্গাং মুষ্ট্যংশকামপি ॥
এষাং কষায়ে দ্বিক্ষীরে বিদার্য্যাজরসাংশিকে।
জীবনীয়ৈঃ পচেৎ কল্কৈরক্ষমাত্রৈর্ঘৃতাঢ়কম্ ॥
সিতাপলানি পূতেঽস্মিন্ শীতে দ্বাত্রিংশতং
ক্ষিপেৎ।
গোধূমপিপ্পলীবাংশীচূর্ণং শৃঙ্গাটকস্য চ ॥
সক্ষৌদ্রং কুড়বাংশেন তৎ সর্ব্বং খজমূর্চ্ছিতম্।
স্ত্যানং সর্পিগুড়ান্ কৃত্বা ভূর্জ্জপত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥
তান্ জগ্ধা পলিকান্ ক্ষীরং মদ্যং বানু-
পিবেৎ কফে।
শোষে কাসে ক্ষতে ক্ষীণে শ্রমস্ত্রীভারকর্ষিতে
রক্তনিষ্ঠীবনে তাপে পীনসে চোরসি স্থিতে।

অতি শীঘ্র শুক্র, বীর্য্য, বল ও পুষ্টি লাভ করে। ২৯। বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, স্বল্পপঞ্চমূল ও পুনর্নবা পৃথক্ পৃথক্ একপল এবং বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাঁকুড় ও বেতস এই পঞ্চক্ষীরিবৃক্ষের শুঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ একপল, সমুদায়ে ত্রয়োদশ পল গ্রহণ করিয়া অষ্টগুণ অর্থাৎ তের সের জলে পাক করিবে। এবং চতুর্থাংশ (সওয়া তিন সের) থাকিতে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ ক্বাথ, ক্বাথের দ্বিগুণ দুগ্ধ, ঘৃত এক আঢ়ক (ষোল সের), ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস এক আঢ়ক, ছাগমাংসরস এক আঢ়ক এবং জীবনীয়গণের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা একত্র করিয়া পাক করিবে। ঘৃতশেষে ছাঁকিয়া লইয়া শীতল হইলে মিছরী বত্রিশপল এবং গোধূম, পিপুল, বংশলোচন, পাণিফল ও মধু পৃথক্ পৃথক্ এককুড়ব (অর্দ্ধসের) প্রক্ষেপ দিয়া পাত্রের মধ্যে দর্ব্বী দ্বারা আলোড়নপূর্ব্বক গুড়ক প্রস্তুত করিবে। এইরূপে সর্পিগুড় ভূর্জ্জপত্রে বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এই সর্পিগুড়ক যথাবল সেবন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। কফাধিক্যে মদ্য অনুপান করিবে। ইহা শোষ, ক্ষত, ক্ষীণ [illegible] ও [illegible] কৃশতা, রক্ত-

শস্তাঃ পার্শ্বশিরঃশূলে বিভেদে স্বরবর্ণয়োঃ ॥ ৩০
ইতি সর্পিগুড়কঃ।
ত্বক্‌ক্ষীরীশ্রাবণীদ্রাক্ষামূর্ব্বর্ষভজীবকৈঃ।
বীরর্দ্ধিক্ষীরকাকোলীবৃহতীকপিকচ্ছুভিঃ ॥
খর্জ্জুরকলমেদাভিঃ ক্ষীরপিষ্টৈঃ পলোন্মিতৈঃ।
ধাত্রীবিদারীক্ষুরসপ্রস্থৈঃ প্রস্থং ঘৃতাৎ পচেৎ ॥
শর্করার্দ্ধতুলাং শীতে ক্ষৌদ্রার্দ্ধপ্রস্থমেব চ।
ক্ষিপ্ত্বা সর্পিগুড়ান্ কুর্য্যাৎ কাসহিক্কাজ্বরাপহান্
যক্ষ্মাণং তমকং শ্বাসং রক্তপিত্তং হলীমকম্।
শুক্রনিদ্রাক্ষয়ং তৃষ্ণাং হন্যুঃ কার্শ্যং
সকামলম্ ॥ ৩১
ইতি সর্পিগুড়কঃ।
দ্রাক্ষাং নবামামলকীমাত্মগুপ্তাং পুনর্নবাম্।
শতাবরীং বিদারীঞ্চ সমাংশাং পিপ্পলীং তথা ॥
পৃথগ্‌দশপলান্ ভাগান পলাষ্টৌ চ নাগরাৎ।

নিষ্ঠীবন, তাপ, পীনস, বক্ষঃশূল, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, স্বরভেদ ও বিবর্ণতায় প্রশস্ত। [গুড় শব্দের অর্থ, মোদক বা বড় বড় বটিকা] ।৩০
ইতি দ্বিতীয় সর্পিগুড়।

বংশলোচন, শ্রাবণী (থুলকুড়ী), দ্রাক্ষা, মূর্ব্বা (মুগরো), ঋষভক, জীবক, বীরা (পৃশ্নিপর্ণী), ঋদ্ধি, ক্ষীরকাকোলী, বৃহতী, আলকুশী, খর্জ্জুর ও মেদা দুগ্ধের সহিত পৃথক্ পৃথক্ কল্কিত করিবে। এই ত্রয়োদশ কল্ক পৃথক্ পৃথক একপল, আমলকীরস একপ্রস্থ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস একপ্রস্থ, ইক্ষুরস একপ্রস্থ এবং ঘৃত একপ্রস্থ একত্র পাক করিয়া ঘৃতশেষে ছাঁকিয়া শীতল করিবে। পরে তাহাতে চিনি অর্দ্ধতুলা (সওয়া ছয় সের) ও মধু দুই সের প্রক্ষেপ করিয়া আলোড়নপূর্ব্বক সর্পিগুড়ক প্রস্তুত করিবে। এই সমস্ত গুড়ক কাস, হিক্কা, জ্বর, যক্ষ্মা, তমক শ্বাস, রক্তপিত্ত, হলীমক, শুক্রক্ষয়, নিদ্রাক্ষয়, কৃশতা, তৃষ্ণা, ও কামলা দূর করে। ৩১
ইতি সর্পিগুড়ক।

নূতন আমলকী, দ্রাক্ষা, আলকুশী, শতমূলী, পুনর্নবা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এবং পিপ্পলীর চূর্ণ

যষ্ট্যাহ্বসৌবর্চ্চলয়োর্দ্বিপলং মরিচস্য চ ॥
ক্ষীরতৈলঘৃতানাঞ্চ ত্র্যাঢ়কে শর্করাশতে।
কথিতে তানি চূর্ণানি দত্ত্বা বিল্বসমান্ গুড়ান্ ॥
কুর্য্যাৎ তান্ ভক্ষয়েৎ ক্ষীণঃ ক্ষতঃ শুক্রশ্চ মানবঃ।
তেন সদ্যো রসাদীনাং বৃদ্ধ্যা পুষ্টিং স বিন্দতি ॥ ৩২
ইতি তৃতীয়সর্পির্গুড়কঃ।
গোক্ষীরাৎ দ্ব্যাঢ়কং সর্পিঃপ্রস্থমিক্ষুরসাঢ়কম্।

পৃথক্ পৃথক্ দশপল [মতান্তরে সমুদায়ে দশ-পল], শুঁঠচূর্ণ, আটপল, যষ্টিমধুচূর্ণ দুই পল, সৌবর্চ্চল দুই পল এবং মরিচচূর্ণ দুই পল মিশ্রিত করিবে। পরে গব্যদুগ্ধ ষোল সের, তিলতৈল ষোল সের ও গব্যঘৃত ষোল সের [গঙ্গাধর বলেন পুরাতন গব্যঘৃত এবং শর্করা একশত পল একত্র পাক করিবে] দুগ্ধ মরিয়া গেলে মিলিত দ্রব্যের পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন তাহা ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত আমলকী প্রভৃতির চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া দর্ব্বী দ্বারা ঘনীভূত করিবে এবং শীতল হইলে আট সের মধুর সহিত একপল পরিমাণে গুড়ক সকল প্রস্তুত করিবে। এক্ একটী গুড়ক চতুর্থাংশ মধু সহিত সেবন করিতে হয় [২৯ প্রঃ], পরে দুগ্ধ অনুপান করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে ক্ষীণ ক্ষত ও শুক্ররোগী রসাদি ধাতুর বৃদ্ধি হওয়াতে পুষ্টিলাভ করে। [কিন্তু ভাবমিশ্র প্রভৃতির মতে উন্মাদ, কয়েক প্রকার শোথ, (১৭ অঃ-৬৪ প্রঃ) ভিন্ন অন্য রোগে পানার্থ নূতন ঘৃত ব্যবহার্য্য। চরকমতে নূতন ও পুরাতন উভয় ঘৃতই শোষনাশক। দুগ্ধপানের অনুপান-বিধি অধ্যায় দেখ। গঙ্গাধর নূতন আমলকী অর্থে অশুষ্ক আমলকী অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু অশুষ্ক আমলকীর চূর্ণ সম্ভব হয় না, নূতন শব্দে টাটকা বোধ হইতেছে] ৩২।
ইতি তৃতীয় সর্পির্গুড়ক।
গোদুগ্ধ বত্রিশ সের, ইক্ষুরস ষোল সের,

বিদার্য্যাঃ স্বরসাৎ প্রস্থং রসাৎ প্রস্থঞ্চ তৈত্তিরাৎ ॥
দদ্যাৎ সিধ্যতি তস্মিংস্তু পিষ্টানিক্ষুরসৈরিমান্।
মধুকপুষ্পং কুড়বং পিয়ালকুড়বং তথা ॥
তুগাক্ষীর্য্যর্দ্ধকুড়বাং খর্জ্জুরাণি চ বিংশতিম্।
পৃথগ্বিভীতকানষ্টঃ পিপ্পল্যাশ্চ চতুর্থিকাম্ ॥
ত্রিংশৎপলানি খণ্ডাচ্চ মধুকাৎ কর্ষমেব চ।
তথার্দ্ধপলিকাস্তত্র জীবনীয়ানি চাবপেৎ ॥
সিদ্ধেঽস্মিন্ কুড়বং ক্ষৌদ্রং শীতে কিঞ্চ্ াথ মোদকান্।
কারয়েন্মরিচাজাজীপলচূর্ণবিচূর্ণিতান্ ॥
বাতাসৃকৃপিত্তরোগেষু ক্ষতকাসক্ষয়েষু চ।
শুষ্যতাং ক্ষীণশুক্রাণাং রক্তে চোরসি সংস্থিতে ॥
কৃশদুর্ব্বলবৃদ্ধানাং পুষ্টিবর্ণবলার্থিনাম্।
যোনিদোষক্ষতস্রাবহতানাঞ্চাপি যোষিতাম্ ॥
গর্ভার্থিনীনাং গর্ভশ্চ স্রবেদ্ যাসাং ম্রিয়েত বা।
ধন্যা বল্যা হিতাস্তাভ্যঃ শুক্রশোণিতবর্দ্ধনাঃ ॥৩৩
চতুর্থসর্পির্মোদকঃ।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস চারি সের, তিত্তিরিমাংসের রস চারি সের এবং গব্যঘৃত চারি সের একত্র পাক করিবে। কিঞ্চিৎ জলশেষ থাকিতে সেই ঘৃতে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকল দিবে; যথা,—মৌলফুল এককুড়ব (এক পুয়া), পিয়াল এককুড়ব, বংশলোচন অর্দ্ধকুড়ব, খর্জ্জুর কুড়িটী, বিভীতক কুড়িটী, পিপুলচূর্ণ একপল, খাঁড়গুড় ত্রিশপল, যষ্টিমধু দুই তোলা এবং জীবনীয়গণ পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধপল চূর্ণ করিয়া দিবে। শীতল হইলে এককুড়ব মধু, একপল মরিচচূর্ণ এবং একপল কৃষ্ণজীরার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক নিয়মিত মাত্রায় সেবন করিলে বাতরক্ত, পিত্তরোগ, ক্ষত, কাস, ক্ষয়, শোষ, ক্ষীণ-শুক্রতা, বক্ষঃস্থলে বদ্ধরক্ত, এই সকল ব্যাধির উপশম হয়। আর কৃশ, দুর্ব্বল ও বৃদ্ধদিগের পুষ্টি ও বলবর্ণের উপচয় হয়। আর স্ত্রীদিগের যোনিদোষ, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভস্রাব, মৃতবৎসত্বদোষ

বস্তিদেশে বিকুর্ব্বাণে স্ত্রীপ্রসক্তস্য মারুতে।
বাতঘ্নান্ বৃংহনান্ বৃষ্যান্ যোগাংস্তস্য
প্রযোজয়েৎ। ৩৪
[illegible] চূর্ণৈঃ সর্পিষা মাক্ষিকেণ বা।
সংযুক্তং বা শৃতং ক্ষীরং পিবেৎ কাস-
জ্বরাপহম্। ৩৫
কলায়ং সর্পিষা ভৃষ্টং বিদারীক্ষুরসে শৃতম্।
স্ত্রীষু ক্ষীণঃ পিবেদ্যূষং জীবনং বৃংহণং পরম্।
শক্তূনাং বস্ত্রপূতানাং মন্থং ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতম্।
যবাম্লসাত্ম্যো দীপ্তাগ্নিঃ ক্ষতক্ষীণঃ
পিবেন্নরঃ। ৩৭
জীবনীয়োপসিদ্ধং বা ঘৃতভৃষ্টন্তু জাঙ্গলম্।
রসংপ্রযোজয়েৎ ক্ষীণো ব্যঞ্জনার্থে সশর্করম্। ৩৮

গোমহিষাশ্বনাগাজৈঃ ক্ষীরৈর্মাংসরসৈস্তথা।
যথাগ্নি ভোজয়েদ্যূষৈঃ কলায়ৈর্ঘৃতসংস্কৃতৈঃ।
দীপ্তেঽগ্নৌ বিধিরেষ স্যান্মন্দে দীপনপাচনঃ। ৩৯
যক্ষ্মিণাং বিহিতো গ্রাহী ভিন্নে শকৃতি
চেষ্যতে। ৪০
পলিকং সৈন্ধবং শুণ্ঠী দ্বে চ সৌবর্চ্চলাৎ পলে।
কুড়বাংশানি বৃক্ষাম্লং দাড়িমং পত্রমার্জ্জকাৎ।
একৈকং মরিচাজাজ্যোর্ধান্যকাদ্দ্বে চতুর্থিকে।
শর্করায়াঃ পলান্যত্র দশ দ্বে চ প্রদাপয়েৎ।
কৃত্বা চূর্ণমতো মাত্রামন্নপানে প্রযোজয়েৎ।
রোচনং দীপনং বল্যং পার্শ্বার্ত্তিশ্বাসকাসনুৎ। ৪১
ইতি সৈন্ধবাদিচূর্ণম্।

দূর হয়; আর ইহা শুক্র ও শোণিতের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ৩৩

ইতি চতুর্থ সর্পির্মোদক।

অনন্তর স্ত্রীপ্রসক্ত ক্ষীণরোগীর চিকিৎসা বলা হইতেছে। স্ত্রীপ্রসক্ত ব্যক্তির শুক্রক্ষয় হেতু বস্তিদেশে বায়ু-বিকৃতি (কনকনানি ইত্যাদি হইলে) তাহাকে বাতঘ্ন,বৃংহণ ও বৃষ্য যোগসমূহ প্রদান করিবে। ৩৪। নির্জ্জল দুগ্ধ অর্দ্ধ আবর্ত্তিত-করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ ও শর্করা-যোগে পান করিবে। অথবা ঘৃতযুক্ত বা মধুযুক্ত করিয়া পান করিবে। এই দুগ্ধ পান করিলে স্ত্রীক্ষীণ ব্যক্তির কাস ও জ্বর নষ্ট হয়। ৩৫। মুদ্গাদির যূষ সমান পরিমাণ ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রস ও ইক্ষুরসের সহিত পাক করিয়া দাড়িমাদি ফলের রসে অম্লীকৃত করিবে। স্ত্রীক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে এই যূষ পরম বৃংহণ ও জীবন। ৩৬। বস্ত্রপূত যবশক্তু জলে আলোড়িত করিয়া মন্থ প্রস্তুত করিবে যবাম্লসাত্ম্য দীপ্তাগ্নি ক্ষীণরোগী এই মন্থ মধু ও ঘৃত সংযোগে পান করিবে। [ক্ষীণ-রোগী যবাম্লসাত্ম্য ও দীপ্তাগ্নি না হইলে মধু-যুক্ত শক্তুসেবনে তাহার বায়ু দূষিত হইতে পারে]। ৩৭। অথবা জীবনীয়গণের কাথে জাঙ্গল মাংস পাক করিয়া ঘৃতে সন্তলনপূর্ব্বক শর্করার সহিত ক্ষীণ রোগীকে ব্যঞ্জনার্থ প্রদান করিবে। [অর্থাৎ ক্ষীণরোগী এই রস অন্নের সহিত সেবন করিবে] ৩৮। ক্ষীণরোগী গো, মহিষ, অশ্ব, হস্তী বা ছাগীর দুগ্ধ বা মাংস বা মাংসের রস অথবা দাড়িমাদি ফলের রসে অম্লীকৃত ঘৃতসংস্কৃত মুদ্গাদি যূষ ক্ষুধানুরূপ সেবন করিবে। ক্ষুধার তেজ থাকিলেই ঐরূপ আহার ব্যবস্থা। কিন্তু ক্ষুধামান্দ্য থাকিলে দীপন ও পাচন ঔষধ বিধেয়। ৩৯। আর যক্ষ্মরোগীর মলভেদ হইলে যে সকল সংগ্রাহী ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, ক্ষীণ-রোগীর মলভেদেও সেই সকল ঔষধ প্রযোজ্য। ৪০। এক্ষণে দীপন ও পাচন যোগ সকল বলা হইতেছে। সৈন্ধব একপল, শুণ্ঠী একপল, সৌবর্চ্চল দুই পল; বৃক্ষাম্ল (পাকা-তেঁতুল, কেহ বলেন থৈকল), দাড়িম-ছাল ও তুলসীপাতা (আর্জ্জক) পৃথক্ পৃথক্ একপল (কুড়বাংশ), মরীচ ও কৃষ্ণজীরা এক এক-পল, ধনে দুইপল এবং শর্করা দ্বাদশপল চূর্ণ করিয়া একত্র করিবে। এই সৈন্ধবাদি চূর্ণ মাত্রানুযায়ী অন্নপানের সহিত ব্যবহার করিলে রুচি ও অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহা বল-কারক, পার্শ্বশূল-নাশক ও শ্বাসনাশক। ৪১

ইতি সৈন্ধবাদি চূর্ণ।

একা ষোড়শিকা ধান্যাদ্ধে স্তেহজাজ্য-
অজমোদয়োঃ।
তাত্ত্যাঃ দাড়িমবৃক্ষাম্লয়োঃ সৌবর্চ্চলাৎ পলম্।
শুণ্ঠ্যাঃ কর্ষং দধিখস্ত মধ্যাৎ পঞ্চ পলানি চ।
তচ্চূর্ণং ষোড়শপলে শর্করায়া বিমিশ্রয়েৎ।
ষাড়বোঽয়ং প্রদেয়ঃ স্যাদন্নপানেষু পূর্ব্ববৎ ॥৪২
ইতি ষাড়বঃ।
পিবেন্নাগবলামূলস্যার্দ্ধকর্ষবিবর্দ্ধনম্।
পলং ক্ষীরযুতং মাসং ক্ষীরবৃত্তিরনন্নভুক্।
এষ প্রয়োগঃ পুষ্ট্যায়ুর্বলারোগ্যকরঃ পরঃ॥ ৪৩
মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ কল্কোঽথ শুণ্ঠীমধুকয়োস্তথা॥ ৪৪
যদৃষৎ সন্তর্পণং শীতমবিদাহি হিতং লঘু।
অন্নপানং নিষেব্যং তৎ ক্ষতক্ষীণৈঃ
সুখার্থিভিঃ॥ ৪৫
যচ্চোক্তং যক্ষ্মিণাং পথ্যং কাসিনাং
রক্তপিত্তিনাম্।
তচ্চ কুর্য্যাদপেক্ষ্যাগ্নিং ব্যাধিং সাত্ম্য-
বলাংস্তথা॥ ৪৬
উপেক্ষিতো ভবেৎ তস্মিন্নমুবন্ধো হি যক্ষ্মণঃ।
প্রাগেবাগমনাৎ তস্য তস্মাৎ তং ত্বরয়া জয়েৎ
তত্র শ্লোকৌ।
ক্ষতক্ষয়সমুত্থানং সামান্যপৃথগাকৃতিম্।
অসাধ্যযাপ্যসাধ্যত্বং সাধ্যানাং সিদ্ধিরেব চ॥
উক্তবান্ জ্যেষ্ঠশিষ্যায় ক্ষতক্ষীণচিকিৎসিতে।
তত্ত্বার্থবিদ্‌বীতরজস্তমোদোষঃ পুনর্ব্বসুঃ॥ ৪৮

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে ক্ষতক্ষীণচিকিৎসিতং
নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

ধনে একপল, কৃষ্ণজীরা ও যমানী দুই দুই পল, দাড়িমত্বকচূর্ণ চারি পল, বৃক্ষাম্ল (তিন্তিড়ী) চারি পল, সৌবর্চ্চল একপল, পাকা কদ্‌বেলের শাস পাঁচ পল এবং শর্করা ষোল পল একত্র মিশ্রিত করিবে। পূর্ব্বোক্ত সৈন্ধবাদি চূর্ণের ন্যায় এই ষাড়বও অন্নপানে প্রশস্ত। ৪২

ইতি ষাড়ব।

নাগবলার মূল (গোরক্ষচাকুলে—বড় চাকুলে) অর্দ্ধকর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন অর্দ্ধকর্ষ ক্রমে বৃদ্ধিপূর্ব্বক একপল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে এবং দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া একমাস পান করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধবৃত্তি হইবে এবং অন্ন পরিত্যাগ করিবে। এই যোগ পুষ্টি, আয়ু, বল ও আরোগ্যের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ৪৩। ঐ নিয়মে মণ্ডূকপর্ণী সেবন করিলেও ঐরূপ ফল হয়। আর ঐ নিয়মে শুঁঠা বা যষ্টিমধু প্রয়োগ করিলেও ঐরূপ ফল হয়। [গঙ্গাধর মতে মণ্ডূকপর্ণী মঞ্জিষ্ঠা বা ব্রাহ্মীর নাম। অন্যদিগের মতে মণ্ডূকপর্ণী থুলকুড়ী। পাশ্চাত্যমতে থুলকুড়ীর রসায়নত্ব আছে। পাশ্চাত্যভাষায় ইহার নাম এসিয়াটিক পেনিওয়ার্ট। উহার বিবরণ ইংরেজী মেটেরিয়া মেডিকায় আছে] ৪৪। যে অন্নপান সন্তর্পণ, শীতল, অবিদাহী, হিতকর ও লঘু, আরোগ্যার্থী ক্ষতক্ষীণরোগী সেই সকল অন্নপান সেবন করিবেন। ৪৫। আর যক্ষ্মারোগী কাসরোগী ও রক্তপিত্তরোগীর যে সকল পথ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অগ্নি, ব্যাধি, সাত্ম্য ও বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষত ও ক্ষীণ-রোগে তৎসমুদায় প্রয়োগ করিবে। ৪৬। ক্ষত-ক্ষীণরোগ উপেক্ষিত হইলে যক্ষ্মারূপে পরিণত হয়। অতএব যক্ষ্মা হইবার পূর্ব্বেই ত্বরাপূর্ব্বক ক্ষত ও ক্ষীণরোগের প্রতিকার করা উচিত। ৪৭। এই অধ্যায়ের সূচী;—তত্ত্বার্থবিৎ রজস্তমোবর্জ্জিত মহর্ষি পুনর্ব্বসু এই ক্ষতক্ষীণচিকিৎসিত অধ্যায়ে জ্যেষ্ঠশিষ্য অগ্নিবেশকে ক্ষত ও ক্ষীণরোগের নিদান, সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ, সাধ্যতা, যাপ্যতা ও অসাধ্যতা এবং উপশমোপায় উপদেশ দিয়াছেন।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্বয়থুচিকিৎসিতম্।

অথাতঃ শ্বয়থুচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

ভিষগ্বরিষ্ঠং সুরসিদ্ধজুষ্টং
মুনীন্দ্রমত্র্যাত্মজমগ্নিবেশঃ।
মহাগদস্য শ্বয়থোর্যথাবৎ
প্রকোপরূপপ্রশমানপৃচ্ছৎ॥ ২

তস্মৈ জগাদাগদবেদসিন্ধু-
প্রবর্ত্তনাদ্রিপ্রবরোঽত্রিজস্তান্।
বাতাদিভেদাস্ত্রিবিধস্য সম্যঙ্-
নিজাগন্তৈকাঙ্গজসর্ব্বজস্য॥ ৩

শুদ্ধ্যাময়াভক্তকৃশাবলানাং
ক্ষারাম্লতীক্ষ্ণোষ্ণগুরূপসেবা।
দধ্যামমৃচ্ছাকবিরোধিদুষ্ট-
গরোপসৃষ্টান্ননিষেবণঞ্চ॥

অর্শাংস্যচেষ্টা ন চ দেহশুদ্ধি-
র্মর্ম্মোপঘাতো বিষমা প্রসূতিঃ।
মিথ্যোপচারঃ প্রতিকর্ম্মণাঞ্চ
নিজস্য হেতুঃ শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টঃ।
বাহ্যাস্বচো দূষয়িতাভিঘাতঃ
কাষ্ঠাশ্মশস্ত্রাগ্ন্যশনীবিষাদ্যৈঃ॥ ৪

আগন্তুহেতুস্ত্রিবিধো নিজশ্চ
সর্ব্বার্দ্ধগাত্রাবয়বাশ্রিতত্বাৎ॥ ৫

বাহ্যাঃ শিরাঃ প্রাপ্য যদা কফাসৃক্-
পিত্তানি সন্দূষয়তীহ বায়ুঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

[শোথ চিকিৎসার উপসংহারে অন্ত্রবৃদ্ধি, কোষবৃদ্ধি, ভগন্দর, শ্লীপদ, কুচকী প্রভৃতির চিকিৎসা আছে।]

অনন্তর আমরা শ্বয়থুচিকিৎসিত [শোথের চিকিৎসা] ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। দেবতা ও সিদ্ধগণ-সেবিত হিমালয়পার্শ্বে অগ্নিবেশ ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ মুনীন্দ্র আত্রেয়কে মহারোগ শোথের নিদান, লক্ষণ ও প্রশমোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ২। চিকিৎসাজ্ঞানসাগর বিপ্রবর অত্রিনন্দন, অগ্নিবেশের এইরূপ জিজ্ঞাসায় তাঁহাকে নিজ, আগন্তু, একাঙ্গজ ও সর্ব্বাঙ্গজ অথচ বাতাদি-ভেদে ত্রিবিধ শোথ বর্ণনা করিলেন। ৩। সংশোধন রোগ ও উপবাস বশতঃ কৃশীভূত ও দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও গুরুদ্রব্যের সেবা-হেতু; সর্ব্বদা দধি-ভোজন, আমদ্রব্য ভোজন, শাকভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন, দুষ্টভোজন ও গরদূষিত-ভোজনহেতু; অর্শঃ প্লীহা প্রভৃতি রোগহেতু; আলস্য ও দেহশুদ্ধির অভাব হেতু; মর্ম্ম-স্থানের উপঘাতহেতু; অকালে প্রসবহেতু বা গর্ভকালে গর্ভকর্ত্তৃক পীড়ন হেতু এবং বমনাদি কর্ম্মের অযথাবৎ প্রয়োগ হেতু নিজ-শোথের উৎপত্তি হয়। [হৃদয় মর্ম্মস্থান। হৃদ্রোগের পরিণামে শোথ হয়, এই শোথ প্রথমেই পায়ে দেখা যায়। মূত্রাশয় মর্ম্মস্থান; মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতির দোষ হইলে শোথ হয় অথবা শোথের সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ্রাদি দোষ হয়, এই শোথ সর্ব্বাঙ্গে হয়। এই দুই মর্ম্মস্থানের উপঘাতহেতু উৎপন্ন শোথ অতিশয় কঠিন হইয়া থাকে। শোথ হইলে শরীরের কোন স্থানে রক্তসঞ্চালন অধিক হয়, যেমন কোঁকার শোথ। জ্বরে উষ্মার বৃদ্ধি হওয়াতে হস্ত-পদে রক্তসঞ্চালন অধিক হয়, সুতরাং জ্বর অধিক দিন থাকিলে শোথ হয়, ইত্যাদি পাশ্চাত্যমত। উদরের সঙ্গে সঙ্গে শোথ হয় ১৮ অঃ উদর ৬ প্রঃ]। ৪। কাষ্ঠ, অগ্নি, শল্য, প্রস্তর, বিষ ও লৌহাদির আঘাত বাহ্য ত্বক্‌কে দূষিত করিয়া আগন্তু শোথের হেতু হইয়া থাকে। আর বাত-পিত্ত-কফ এই তিন শারীরিক দোষ নিজশোথের হেতু। দুই প্রকার শোথই সর্ব্বশরীর বা অর্দ্ধ শরীর বা অঙ্গবিশেষকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। ৫। বায়ু বাহ্য-শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া যখন কফ, রক্ত ও

তৈর্বদ্ধমার্গঃ স তদা বিসর্প-
ন্নুৎসেধলিঙ্গং শ্বয়থুং করোতি ॥ ৬
উরঃস্থিতৈরূর্দ্ধমধস্তু বায়োঃ
স্থানস্থিতৈর্মধ্যগতৈস্তু মধ্যে।
সর্ব্বাঙ্গগৈঃ সর্ব্বগতৈঃ ক্বচিৎস্থৈ-
র্দোষৈঃ ক্বচিৎস্যাচ্ছ্বয়থুস্তদাখ্যঃ ॥ ৭
উষ্মা তথা স্যাদ্দবথুঃ শিরাণা-
মায়াস ইত্যেব চ পূর্ব্বরূপম্।
সর্ব্বস্ত্রিদোষোঽধিকদোষলিঙ্গৈ-
স্তৎসংজ্ঞমভ্যেতি ভিষগ্‌জিতঞ্চ ॥ ৮
সগৌরবং স্যাদনবস্থিতত্বং
সোৎসেধমুষ্মাথ শিরাতনুত্বম্।

পিত্তকে দূষিত করে, তখন তাহাদিগের কর্তৃক বদ্ধমার্গ হইয়া সর্ব্বগাত্রে বিচরণপূর্ব্বক শোথ উৎপাদন করে। [শোথ শব্দের অর্থ স্ফীতি।] ৬। শোথকারক দোষ সকল ঊর্দ্ধকায়ে স্থিত হইলে ঊর্দ্ধাঙ্গে শোথ হয়, দোষ সকল পক্বাশয় প্রভৃতি অধঃ-অঙ্গে স্থিত হইলে শরীরের অধোভাগে শোথ হয়। দোষ সকল শরীরের মধ্যভাগে স্থিত হইলে শরীরের মধ্যদেশে শোথ হয়। দোষ সকল সর্ব্বাঙ্গগত হইলে সর্ব্বাঙ্গে শোথ হয় এবং দোষ সকল কোন বিশেষ অঙ্গে স্থিত হইলে সেই অঙ্গেই সেই নামের শোথ হইয়া থাকে। শোথ হইবার পূর্ব্বে শরীরে উষ্মা [উষ্মা রক্তগত উত্তাপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই উষ্মা তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করেন] হয়, দবথু [অসহ্য তাপ] হয় এবং শিরাদিগের দীর্ঘীভাব হয়। ইহাই শোথের পূর্ব্বরূপ। সমস্ত শোথই ত্রিদোষাশ্রিত; তবে যে দোষের আধিক্য হয়, সেই দোষের নামানুসারেই শোথের নাম হয় এবং সেই দোষকেই লক্ষ্য করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।।৮। যে স্থানে শোথ হয়, সে স্থানের গুরুতা হয়; শোথ সর্ব্বদা এক সমান থাকে না; শোথ-স্থানের উচ্চতা হয়;

সলোমহর্ষাঙ্গবিবর্ণতা চ
সামান্যলিঙ্গং শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টম্ ॥ ৯
চলস্তনুত্বক্‌পরুষোঽরুণোঽসিতঃ
সুষুপ্তিহর্ষার্ত্তিযুতোঽনিমিত্ততঃ।
প্রশাম্যতি প্রোন্নমতি প্রপীড়িতো
দিবা বলী চ শ্বয়থুঃ সমীরণাৎ ॥ ১০
মৃদুঃ সগন্ধোঽসিতপীতরাগবান্
ভ্রমজ্বরস্বেদতৃষামদান্বিতঃ।
য উষ্যতে স্পর্শসহোঽক্ষিরাগকৃৎ
স পিত্তশোথো ভৃশদাহপাকবান্ ॥ ১১
গুরুঃ স্থিরঃ পাণ্ডুররোচকান্বিতঃ
প্রসেকনিদ্রাবমিবহ্নিমান্দ্যকৃৎ।
সুকৃচ্ছ্রজন্মপ্রশমো নিপীড়িতো
নচোন্নমেদ্রাত্রিবলী কফান্বিতঃ ॥ ১২
কৃশস্য রোগৈরবলস্য যো ভবে-
দুপদ্রবৈর্বা বমিপূর্ব্বকৈর্যুতঃ।

তনুতা হয়; লোমহর্ষ হয়; অঙ্গের বিবর্ণতা হয়। এই সকল শোথের সামান্য লক্ষণ। ৯। বাতাধিক শোথ স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিত হয়; ইহাতে ত্বকের বর্ণ পরুষ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ হয়; শোথস্থানের সুপ্তি (অসাড়তা বা জড়তা), হর্ষ (ঝিন্ ঝিন্ বা লোমহর্ষ) ও যাতনা হয় এবং অনিমিত্ত হেতু অর্থাৎ নিদানোক্ত দ্রব্যের অভাবে উহার প্রশম হয়। শোথস্থান চাপিয়া ছাড়িয়া দিলে পুনরায় উচু হয়। বাতজ শোথ দিবাভাগে বলবান্ হয়। ১০। পিত্তাধিক শোথ কোমলস্পর্শ, সগন্ধ এবং কৃষ্ণ পীত বা রক্তবর্ণ হয়; ইহাতে ভ্রম, জ্বর, স্বেদ, তৃষ্ণা ও মত্ততা হইয়া থাকে। ইহাতে শোথস্থান উষ্ণ হয় এবং স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়; অক্ষিদ্বয়ের রক্তিমা হয় এবং অত্যন্ত দাহ ও পাক হইয়া থাকে। ১১। কফাধিক শোথ গুরু, স্থির ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহাতে অরুচি, লালাপ্রসেক, নিদ্রা, বমি ও অগ্নিমান্দ্য হয়। ইহার উৎপত্তি ও প্রশম অতিকষ্টে হয়। [illegible]

মহার্ত্তিমর্ম্মাম্বুগতোহথ রাজিমান্
পরিস্রবন্ হীনবলশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১৩
অহীনমাংসস্য য একদেশজো
নবোহবলস্তস্য সুখঃ সসাধনে।
নিদানদোষর্ত্তুবিপর্য্যয়ক্রমৈ-
রুপাচরেৎ তং বলদোষকালবিৎ ॥ ১৪
অথামজং লঙ্ঘনপাচনক্রমৈ-
র্বিশোধনৈরুল্বণদোষমাদিতঃ।
শিরোগতং শীর্ষবিরেচনৈরধো-
বিরেচনৈরূর্দ্ধহরৈস্তথোর্দ্ধজম্ ॥ ১৫
উপাচরেৎ স্নেহগতং বিরূক্ষণৈঃ
প্রকল্পয়েৎ স্নেহবিধিঞ্চ রূক্ষজে।
বিবন্ধবিট্কেহনিলজে নিরূহণং
ঘৃতন্তু পিত্তানিলজে সতিক্তকম্ ॥ ১৬

পয়শ্চ মূর্চ্ছারতিদাহতর্ষিতে
বিশোধনীয়ে তু সমূত্রমিষ্যতে।
কফোত্থিতং ক্ষারকটূষ্ণসংযুতৈঃ
সমূত্রতক্রাসবযুক্তিভির্জয়েৎ ॥ ১৭
গ্রাম্যানূপং পিশিতলবণং শুষ্কশাকং নবান্নং
গৌড়ং পিষ্টং দধিতিলকৃতং পিচ্ছিলং মদ্যমম্লম্
ধানা বল্লূরমশনমথো গুর্ব্বসাত্ম্যং বিদাহি,
স্বপ্নং রাত্রৌ শয়থুগদবান্ বর্জ্জয়েন্মৈথুনঞ্চ ॥ ১৮
ব্যোষং ত্রিবৃত্তিক্তকরোহিণী চ
সায়োরজস্কং ত্রিফলারসেন।
পীতং কফোত্থং শময়েত্তু শোফং
মূত্রেণ গব্যেন হরীতকী বা ॥ ১৯
হরীতকীনাগরদেবদারু-
সুখাম্বুযুক্তং সপুনর্নবং বা।

ইহা রাত্রিকালে বলবান্ হয়। ১২। কৃশ ও রোগ-দুর্ব্বল ব্যক্তির শোথ বমি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত হইলে এবং হৃদয়াদি মর্ম্মস্থানের অন্তুক্তভাবশতঃ উৎপন্ন হইলে রোগী বাঁচে না। আর হীনবল ব্যক্তির রাজিমান্ (রেখাবিশিষ্ট) ও পরিস্রাবযুক্ত শোথ হইলেও বাঁচে না। ১৩। শোথরোগী কৃশ না হইয়া পড়িলে এবং বলবান্ হইলে তাহার একদেশজ অচিরজাত শোথ সুখসাধ্য হয়। চিকিৎসক বল, দোষ ও কাল বিবেচনা করিয়া এরূপ শোথকে নিদান, দোষ ও ঋতুর বিপর্য্যয় ক্রমে চিকিৎসা করিবেন। ১৪। আমজ শোথকে লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা, উল্বণদোষ শোথকে সংশোধন দ্বারা, শিরোগত শোথকে শিরোবিরেচন দ্বারা; অধোগত শোথকে বিরেচন দ্বারা এবং ঊর্দ্ধগত শোথকে বমন দ্বারা চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবে। [গঙ্গাধর এইরূপ অর্থ করেন, "ঊর্দ্ধগ শোথকে অধোবিরেচন দ্বারা এবং অধোগত শোথকে ঊর্দ্ধ-বিরেচন অর্থাৎ বমন দ্বারা চিকিৎসা করিবে। পাশ্চাত্য মতে সর্ব্বপ্রকার শোথই বিরেচন-যোগ্য] স্নেহ-গত শোথকে রূক্ষণ

দ্বারা, রূক্ষজ শোথকে স্নেহবিধি দ্বারা, বিষ্ঠাবিবন্ধ-সহকৃত বাতজ শোথকে নিরূহণ দ্বারা এবং বাতপিত্তজ শোথকে তিক্তক ঘৃত দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ১৬। শোথে মূর্চ্ছা, অস্থিরতা, দাহ ও তৃষ্ণা থাকিলে দুগ্ধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কিন্তু এরূপ শোথ সংশোধন-যোগ্য বোধ হইলে দুগ্ধ গোমূত্রের সহিত প্রয়োগ করাই বিধি। কফাধিক শোথকে ক্ষার কটু ও উষ্ণ দ্রব্যযুক্ত সমূত্র তক্র বা সমূত্র আসব সহকারে চিকিৎসা করিবে। ১৭। শোথরোগী গ্রাম্য জলজ ও আনূপ মাংস, সর্ব্বপ্রকার লবণ, শুষ্ক শাক, নবান্ন, গুড়কৃত দ্রব্য, পিষ্টান্ন, দধি, কৃশরা, পিচ্ছিল-দ্রব্য, মদ্য, অম্ল, ধানা (ভাজা যব) শুষ্কমাংস, সমশন (পথ্যাপথ্যমিশ্রিত অন্ন), গুরু, অসাত্ম্য, বিদাহী, দিবানিদ্রা ও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। ১৮। ত্রিকটু, তেউড়ী, কট্কী ও লৌহচূর্ণ ত্রিফলার কাথের সহিত অথবা হরীতকীচূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিলে কফাধিক শোথ নষ্ট হয়। ১৯। হরীতকী, শুঁঠ ও দেবদারু চূর্ণ অথবা ঐ সকল চূর্ণ ও পুনর্নবার চূর্ণ একত্র করিয়া সুখোষ্ণ অম্বুযোগে পান করিলে কফোত্থিত শোথ নষ্ট হয়। আর ঐ সকল

সর্ব্বং পিবেৎ ত্রিস্বপি মূত্রযুক্তং
স্নাতশ্চ জীর্ণে পয়সান্নমদ্যাৎ ॥ ২০
পুনর্নবানাগরমুস্তকল্কান্
প্রস্থেন ধীরঃ পয়সোঽক্ষমাত্রান্।
ময়ূরকং মাগধিকাং সমূলাং
সনাগরাং বা প্রপিবেৎ সবাতে ॥ ২১
দন্তীত্রিবৃদ্ব্যোষণচিত্রকৈর্বা
পয়ঃ শৃতং দোষহরং পিবেদ্বা।
দ্বিপ্রস্থমাত্রঞ্চ পলার্দ্ধিকৈস্তৈ-
রর্দ্ধাবশিষ্টং পবনে সপিত্তে ॥ ২২
সশুণ্ঠি পীতক্রুরসং প্রযোজ্যং
শ্যামোরুবুকোষণসাধিতং বা।
স্বগ্দারুবর্ষাভূমহৌষধৈর্বা
গুড়ূচিকানাগরদন্তিভির্বা ॥ ২৩

স॰াহমৌষ্ট্রং যদি বাপি মাসং
পয়ঃ পিবেদ্ভোজনবারিবর্জ্জী।
গব্যং সমূত্রং মহিষীপয়ো বা
ক্ষীরাশনং মূত্রমথো গবাং বা ॥ ২৪
তক্রং পিবেদ্বা গুরুভিন্নবর্চ্চাঃ
সব্যোষসৌবর্চ্চলমাক্ষিকং বা।
গুড়াভয়াং বা গুড়নাগরাং বা
সদোষভিন্নামবিবদ্ধবর্চ্চাঃ ॥ ২৫
বিড়্বাতসঙ্গে পয়সা রসৈর্বা
প্রাগ্ভুক্তমদ্যাদুরুবুকতৈলম্।
স্রোতোবিবন্ধেঽগ্নিরুচিপ্রণাশে
মদ্যান্যরিষ্টাংশ্চ পিবেৎ সুজাতান্ ॥ ২৬
কণ্ডীরভল্লাতকচিত্রকাংশ্চ
ব্যোষং বিড়ঙ্গং বৃহতীদ্বয়ঞ্চ।
দ্বিপ্রাস্থিকং গোময়পাবকেন
দ্রোণে পচেৎ কুর্চ্চিকমস্তুনস্তু

চূর্ণ মূত্রের সহিত পান করিলে ত্রিবিধ শোথই নষ্ট হয়। ঔষধ জীর্ণ হইলে স্নান করিয়া দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিবে।২০। বাতশোথে পুনর্নবা, শুঁঠ ও মুথার কল্ক, পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা ও দুগ্ধ চারি সের একত্র পাক করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া পান করিবে অথবা অপামার্গমূল, পিপুল, পিপুলমূল ও শুঁঠ ঐরূপে দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ২১। দন্তী, তেউড়ী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও চিতা সর্ব্বসমেত এক ভাগ, দুগ্ধ আট ভাগ ও দুগ্ধের চতুর্গুণ জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধশেষে পান করিলে শোথের দোষ সকল বিরেচিত হয়। আর দন্তী প্রভৃতি প্রত্যেকে অর্দ্ধপল, দুগ্ধ আট সের, একত্র পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষে পান করিলে বাতিক ও পৈত্তিক শোথ নষ্ট হয়।২২। শুঁঠ ও দারুহরিদ্রার কাথ সমপরিমাণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে বাতপিত্তজ শোথ নষ্ট হয়। শ্যামাত্রিবৃৎ, এরণ্ডমূল ও মরিচ সর্ব্বসমেত এক ভাগ, দুগ্ধ আট ভাগ ও দুগ্ধের চতুর্গুণ জল একত্র পাক [illegible] পান করিলেও ঐরূপ সহিত ঐরূপে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলেও ঐরূপ ফল হয়। ২৩। বাতপিত্তশোথে জল ও অন্ন বর্জ্জন করিয়া সপ্তাহ কিংবা এক মাস উষ্ট্রীদুগ্ধ পান করিবে। অথবা অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া গোমূত্রের সহিত ঐ নিয়মে মহিষীদুগ্ধ পান করিবে। অথবা গো-দুগ্ধভোজী হইয়া একমাস পর্য্যন্ত গোমূত্র পান করিবে। ২৪। শোথরোগে গুরুতররূপে মলভেদ হইতে থাকিলে [একবারে ধারক ঔষধ না দিয়া] ত্রিকটু, সৌবর্চ্চল মধুর সহিত তক্র পান করিবে। আম ও বিবদ্ধ মল দোষের সহিত ভিন্ন হইতে থাকিলে গুড়ের সহিত হরীতকীকল্ক বা গুড়ের সহিত শুঁঠের কল্ক পান করিবে। [শোথরোগে নূতন অতিসার বা জ্বরাতিসার হইলে কখন কখন শোথ চুপসিয়া যায়। এরূপস্থলে অতিসারনিবারণার্থ হঠাৎ ধারক ঔষধ দিতে নাই]। ২৫। শোথে মল ও অধোবায়ুর বিবদ্ধ হইলে ভোজনের পূর্ব্বে এরণ্ড তৈল দুগ্ধ বা

ত্রিভাগশেষঞ্চ সুপূতশীতং
দ্রোণেন তৎ প্রাকৃতমস্তুনা চ।
সিতোপলায়াশ্চ শতেন যুক্তং
লিপ্তে ঘটে চিত্রকপিপ্পলীনাম্॥
বৈহায়সে স্থাপিতয়া দশাহাৎ
প্রযোজয়ংস্তদ্বিনিহন্তি শোফান্।
ভগন্দরার্শঃক্রিমিকুষ্ঠমেহান্
বৈবর্ণ্যকার্শ্যানিলহিক্কনঞ্চ॥ ২৭
ইতি গণ্ডীরাদ্যরিষ্টঃ।

কাশ্মর্য্যধাত্রীমরিচাভয়ানাং
দ্রাক্ষাফলানাঞ্চ সপিপ্পলীনাম্।
শতং শতং জীর্ণগুড়াৎ তুলাঞ্চ
সংক্ষুদ্য কুম্ভে মধুনা প্রলিপ্তে।

বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, বৃহতী সর্ব্বসমেত দুই প্রস্থ (চারসের) কুট্টিত করিয়া চৌষট্টি সের কুর্চ্চিকমস্তুর সহিত ঘুঁটের আগুনে পাক করিবে। তিন ভাগের একভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া শীতল করিবে। অনন্তর উহার সহিত চৌষট্টি সের দধিমস্তু ও শত পল মিছরী মিশ্রিত করিয়া সমস্ত দ্রব্য চিতা ও পিপুলের কল্ক দ্বারা পরিলিপ্ত ঘৃতভাবিত কুম্ভে স্থাপন করিবে এবং ঐ কুম্ভ দশ দিবস শূন্যে রাখিয়া দিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে, শোথ, ভগন্দর, অর্শ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, বৈবর্ণ্য, কার্শ্য, বায়ু ও হিক্কা নষ্ট হয়। [কুর্চ্চিকা দুই প্রকার; তপ্তদুগ্ধে তক্র প্রক্ষেপ করিয়া এক প্রকার কুর্চ্চিকা প্রস্তুত করা যায়। দ্বিতীয় প্রকার দধি ও অম্লের প্রক্ষেপ দ্বারা প্রস্তুত করা যায়। দধির জলকে দধিমস্তু এবং কুর্চ্চিকার জলকে কুর্চ্চিকামস্তু বলে]। ২৭।

ইতি গণ্ডীরাদি অরিষ্ট।

গাম্ভারীফল, আমলকী, মরিচ, হরীতকী, অক্ষ (বহেড়া), ক্ষুদ্রাফল (কণ্টকারীফল—মতান্তরে দ্রাক্ষাফল ইতি পাঠ) ও পিপুল পৃথক্ পৃথক্ এক শত; পুরাতন মধু ও গুড় এক তুলা, (সাড়ে বার সের) এবং জল এক দ্রোণ একত্র গুলিয়া মধুলিপ্ত কুম্ভের মধ্যে

সপ্তাহমুষ্ণে দ্বিগুণঞ্চ শীতে
স্থিতং জলদ্রোণযুতং পিবেদ্বা।
শোফান্ বিবন্ধান্ কফবাতজাংশ্চ
স হন্ত্যরিষ্টোঽষ্টশতোঽগ্নিকৃচ্চ॥ ২৮
ইতি অরিষ্টঃ।

পুনর্নবে দ্বে চ বলে সপাঠে
দন্তীং গুড়ূচীমথ চিত্রকঞ্চ।
নিদিগ্ধিকাঞ্চ ত্রিপলানি পক্ত্বা
দ্রোণার্দ্ধশেষে সলিলে ততস্তম্॥
পূত্বা রসং দ্বে চ গুড়াৎ পুরাণাৎ
তুলে মধুপ্রস্থযুতং সুশীতম্।
মাসং নিদধ্যাদ্ ঘৃতভাজনস্থং
পলে যবানাং পরিতস্তু মাসান্॥
চূর্ণীকৃতৈরর্দ্ধপলাংশিকৈস্তং
পত্রত্বগেলামরিচাম্বুলোহৈঃ।
গন্ধান্বিতং ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রদিগ্ধে-
জীর্ণে পিবেদ্ব্যাধিবলং সমীক্ষ্য॥

গ্রীষ্মকালে সপ্তাহ এবং শীতকালে দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত রাখিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে শোথ, কফবাতজ বিবন্ধ ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। ২৮। ইতি অষ্টাশত অরিষ্ট বা গাম্ভার্য্যাদি অরিষ্ট।

শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, বেড়েলা, নাগবলা, আকনাদি, বাসক, গুলঞ্চ, চিতা ও কণ্টকারী পৃথক্ পৃথক্ তিন পল চারি দ্রোণ জলে পাক করিয়া একদ্রোণ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে পুরাতন গুড় দুই তুলা (পঁচিশ সের) ও মধু চারি সের মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাবিত পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক এক মাস যবের খড়ে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এক মাস পরে নাগকেশর, দারুচিনি, ছোট-এলাচ, মরিচ, বালা, ও তেজপাতার চূর্ণ সমান সমান ভাগে সর্ব্বসমেত তিন পল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সুগন্ধ করিবে। এই অরিষ্ট এক প্রস্থ মধু ও এক প্রস্থ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া বলানুসারে

হৃৎপাণ্ডুরোগং শ্বয়থুং প্রবৃদ্ধং
প্লীহভ্রমারোচকমেহগুল্মান্।
ভগন্দরং ষড়ুজঠরাণি কাসং
শ্বাসং গ্রহণ্যাময়কুষ্ঠকণ্ডূঃ॥
শাখানিলং বদ্ধপুরীষতাঞ্চ
হিক্কাং কিলাসঞ্চ হলীমকঞ্চ।
ক্ষিপ্রং জয়েদ্বর্ণবলায়ুরোজ-
স্তেজোহন্বিতো মাংসরসান্নভোক্তা॥ ২৯
ইতি পুনর্নবাদ্যরিষ্টঃ।

ফলত্রিকং দীপ্যকচিত্রকৌ চ
সপিপ্পলীলোহরজোবিড়ঙ্গম্।
চূর্ণীকৃতং কৌড়বিকং দ্বিবংশং
ক্ষৌদ্রং পুরাণস্য তুলাং গুড়স্য
মাসং নিদধ্যাদ্ ঘৃতভাজনস্থং
যবেষু তানেব নিহন্তি রোগান্॥ ৩০
ইতি ত্রিফলাদ্যরিষ্টঃ।

যে চার্শসাং পাণ্ডুবিকারিণাঞ্চ
প্রোক্তাঃ শুভাঃ শোফিষু তেঽপ্যরিষ্টাঃ॥৩১

কৃষ্ণা সপাঠা গজপিপ্পলী চ
নিদিগ্ধিকা চিত্রকনাগরে চ।
সপিপ্পলীমূলরজন্যজাজী-
মুস্তঞ্চ চূর্ণং সুখতোয়পীতম্।
হন্যাৎ ত্রিদোষং চিরজঞ্চ শোফং
কল্কশ্চ ভূনিম্বমহৌষধস্য॥ ৩২
অয়োরজস্ত্র্যূষণযাবশূকং
চূর্ণঞ্চ পীতং ত্রিফলারসেন।
ক্ষারদ্বয়ং স্যাল্লবণানি চত্বা-
র্য্যয়োরজো ব্যোষফলত্রিকঞ্চ॥
সপিপ্পলীমূলবিড়ঙ্গসারং
মুস্তাজমোদামরদারুবিল্বম্।
কলিঙ্গকাশ্চিত্রকমূলপাঠং
সযষ্টিকঞ্চাতিবিষং পলাংশম্॥
সহিঙ্গু কর্ষদ্বয়সূক্ষ্মচূর্ণং
দ্রোণং যথা মূলকশুণ্ঠিকানাম্।
স্যাচ্ছম্মনস্তৎ সলিলেন সাধ্য-
মালোড্য যাবদ্ঘনমপ্রদগ্ধম্।

সেবন করিলে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, প্রবৃদ্ধ শোথ, প্লীহা, অরুচি, মেহ, গুল্ম, ভগন্দর, ছয় প্রকার উদর, কাস, শ্বাস, গ্রহণীরোগ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, শাখাগত বাত, বদ্ধপুরীষতা, হিক্কা, কিলাস এবং হলীমক শীঘ্র নাশ করে। ইহাতে বর্ণ, বল, আয়ু, ওজঃ ও তেজ বৃদ্ধি পায়। এই অরিষ্ট সেবন করিয়া মাংস ও অন্ন ভোজন করিবে। ২৯।

ইতিপুনর্নবাদ্যরিষ্ট।

ত্রিফলা, যমানী, চিতামূল, পিপুল, লৌহচূর্ণ ও বিড়ঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধ সের; মধু এক সের ও পুরাতন গুড় এক তুলা (সাড়ে বার সের) ঘৃতভাবিত পাত্রে এক-মাস পর্য্যন্ত যবরাশির মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে পূর্ব্বোক্ত রোগসমুদায় নষ্ট হয়। ৩০

ইতি ত্রিফলাদ্যরিষ্ট

অর্শঃ ও পাণ্ডুরোগে যে সমুদায় অরিষ্ট উক্ত হইয়াছে, তাহা শোথ-রোগেও হিতকর। ৩১। পিপুল, আকনাদি, গজপিপ্পলী, কাণ্টকারী, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুলের মূল, হরিদ্রা, কৃষ্ণজীরা ও মুতা এই সমুদায়ের চূর্ণ সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিলে ত্রিদোষজন্য দীর্ঘকালের শোথ নষ্ট হয়। সেইরূপ চিরেতা ও শুঁঠের কল্ক সুখোষ্ণ জলের সহিত অথবা লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও যবক্ষার ত্রিফলা-কাথের সহিত পান করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল হয়। যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্, উদ্ভিদ লবণ, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পিপ্পলীমূল, তুষরহিত বিড়ঙ্গ, মুতা, কৌকান্দী যমানী, দেবদারু, বেলছাল [বা বেলপাতা], ইন্দ্রযব, চিতামূল, আকনাদি ও যষ্টিমধু ও আতইচের চূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ পলাংশ [কেহ বলেন এক পল, কেহ বলেন সিকি পল] এবং ঘৃতভৃষ্ট হিঙ্গুচূর্ণ দুই তোলা গ্রহণ করিবে। শুষ্ক মূলকের ও শুঁঠের কাথ বত্রিশ সের অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ

ত্ব্যানং ততঃ কোলসমান্ত মাত্রাং
কৃত্বা গুড়কাং বিধিনা ভজেত।
প্লীহোদরশ্বিত্রহলীমকার্শঃ
পাণ্ড্বময়ারোচকশোষশোফান্।
বিসূচিকাগুল্মগরাশ্মরীশ্চ
সশ্বাসকাসাঃ প্রণুদেৎ সকুষ্ঠাঃ। ৩৩
ইতি ক্ষারগুড়িকা

প্রযোজয়েদার্দ্রকনাগরং বা
তুল্যাং গুড়েনার্দ্ধপলাভিবৃদ্ধ্যা।
মাত্রাপলং পঞ্চপলানি মাসং
জীর্ণে পয়োযূষরসান্নভোক্তা। ৩৪
গুল্মোদরার্শঃশ্বয়থুপ্রমেহান্
শ্বাসপ্রতিশ্যালসকাবিপাকান্।
সকামলান্ শোষমনোবিকারান্
কাসং কফঞ্চৈব জয়েৎ প্রয়োগঃ। ৩৫
ইতি গুড়ার্দ্রকপ্রয়োগঃ।

সেই জলে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ সকল আলোড়িত করিয়া পুড়িয়া না যায়, এরূপ করিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে কুলের মত বটিকা করিয়া শুষ্ক করিবে। এই ক্ষারগুড়িকা সেবন করিলে প্লীহা, উদর, শ্বিত্র, হলীমক, অর্শ, পাণ্ডু, অরুচি, শোষ, শোথ, বিসূচিকা, গুল্ম, গরদোষ, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, ও কুষ্ঠ নষ্ট হইয়া থাকে। ৩৩।

ইতি ক্ষারগুড়িকা।

আদার কল্ক ও এক বৎসরের পুরাতন ইক্ষুগুড় সমান সমান ভাগে সেবন করিবে। প্রথম দিন অর্দ্ধপল সেবন করিবে। পরে অর্দ্ধপল করিয়া প্রতিদিন মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। চতুর্থদিনে পাঁচপল মাত্রা হইবে। পরে সেই মাত্রাই একমাস পর্য্যন্ত চলিবে। ৩৪। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ, যূষ বা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্ম, উদর, অর্শঃ, শোথ, প্রমেহ, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, অলসক, অবিপাক, কামলা, শোষ, উন্মাদ, কাস ও কফ নষ্ট হয়। ৩৫।

রসস্তথৈবার্দ্রকনাগরস্য
পয়োঽথ জীর্ণে পয়সান্নমদ্যাৎ।
জতূত্তমস্য ত্রিফলারসেন
হন্যাৎ ত্রিদোষং শ্বয়থুং প্রসহ্য। ৩৬
ইতি শিলাজতুপ্রয়োগঃ।

দ্বিপঞ্চমূলস্য পচেৎ কষায়ে
কংসেঽভয়ানাঞ্চ শতং গুড়স্য।
লেহে সুসিদ্ধে চ বিনীয় চূর্ণং
ব্যোষং ত্রিসৌগন্ধ্যমুষাং হিতে চ।
প্রস্থার্দ্ধমাত্রং মধুনঃ সুশীতে
কিঞ্চিচ্চ চূর্ণাদপি যাবশূকাৎ।
একাভয়াং প্রাশ্য ততশ্চ লেহা-
চ্ছুক্তিং নিহন্তি শ্বয়থুং প্রবৃদ্ধম্।
শ্বাসজ্বরারোচকমেহহিকা-
প্লীহত্রিদোষোদরপাণ্ডুরোগান্।

এইরূপ আদার রস অর্দ্ধপল হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থদিনে পাঁচপল এবং পরে সেই পরিমাণে প্রত্যহ একমাস পর্য্যন্ত সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করিবে। দোষবল বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রা স্থির করিয়া শিলাজতু ত্রিফলা-কাথের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত শোথ নিবৃত্ত হয়। ৩৬।

ইতি শিলাজতুপ্রয়োগ।

আট সের দশমূল শ্লথ পোটলীবদ্ধ এক শত হরীতকীর সহিত চৌষট্টি সের জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশাবশেষে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। আর হরীতকীগুলি আস্তে আস্তে চিরিয়া আঁটিগুলি ফেলিয়া দিবে। অনন্তর উক্ত কাথ ও হরীতকী ও শতপল বৎসরাতীত ইক্ষুগুড় একত্র করিয়া মন্দাগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এবং লেহের ন্যায় হইলে শীতল করিয়া তাহাতে মধু দুই সের এবং মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুচিনি, ছোটএলাচ ও তেজ পাতার চূর্ণ সর্ব্বসমেত এক সের (অর্থাৎ প্রত্যেক চূর্ণ একপল দশ মাষা) নিক্ষেপ

কার্শ্যামবাতানসৃগম্লপিত্তং
বৈবর্ণ্যমূত্রানিলশুক্রদোষান্ ॥ ৩৭
ইতি কংসহরীতকী

পটোলমূলাম্বুরদারুদন্তী-
ত্রায়ন্তিপিপ্পল্যভয়াবিশালাঃ।
যষ্ট্যাহ্বিকাতিক্তকরোহিণী চ
সচন্দনা ত্বাগ্নিচূলানি দার্ব্বী ॥
কর্ষোত্থিতৈস্তৈঃ ক্বথিতঃ কষায়ো
ঘৃতস্য পেয়ঃ কুড়বেন যুক্তঃ।
বিসর্পদাহজ্বরসন্নিপাতাং-
স্তৃষ্ণাং বিষাণি শ্বয়থুং নিহন্তি ॥ ৩৮
ইতি পটোলমূলাদ্যঘৃতম্

সচিত্রকং ধান্যযমান্যজাজী-
সৌবর্চ্চলং ত্র্যূষণবেতসাম্লম্।
বিল্বাৎ ফলং দাড়িমযাবশূকৌ
সপিপ্পলীমূলমথোঽপি চব্যম্ ॥

পল পরিমাণে লেহ ও একটী করিয়া হরীতকী সেবন করিলে একশত দিনের মধ্যে প্রবৃদ্ধ শোথ, শ্বাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, গুল্ম, প্লীহা, ত্রিদোষজ, উদর, পাণ্ডুরোগ, কৃশতা, আমবাত, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, বিবর্ণতা, মূত্রদোষ, বায়ুদোষ, ও শুক্রদোষ নষ্ট হয়। ৩৭।

ইতি কংসহরীতকী।

পলতার মূল, দেবদারু, দন্তী, বলাডুমুর লতা, পিপুল, হরীতকী, রাখালশসার মূল, যষ্টিমধু, কটুকী, রক্তচন্দন, হিজ্জল ও দারুহরিদ্রা পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা লইয়া চব্বিশ পল জলের সহিত পাক করিবে। চতুর্থাংশ অর্থাৎ ছয় পল থাকিতে এক সের ঘৃতের সহিত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে, বিসর্প, দাহ, জ্বর, সন্নিপাত তৃষ্ণা, বিষদোষ ও শোথ নষ্ট হয়।

ইতি পটোলমূলাদ্য ঘৃত।

যমানী, চিতার মূল, ধনে, আকনাদি [মতান্তরে সৌবর্চ্চল], বনযোয়ান, ত্রিকটু, অম্লবেতস, বাঁচা বেল, দাড়িমফলের ছাল,

পিষ্টাক্ষমাত্রাণি জলাঢ়কেন
পক্বা ঘৃতপ্রস্থমথো প্রযুঞ্জ্যাৎ।
অর্শাংসি গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ কৃচ্ছ্রং
তদ্ধন্তি বহ্নিঞ্চ করোতি দীপ্তম্ ॥ ৩৯
ইতি চিত্রকাদ্যঘৃতম্।

পিবেদ্ঘৃতং বাষ্টগুণাম্বুসিদ্ধং
সচিত্রকক্ষারমুদারবীর্য্যম্ ॥
কল্যাণকং বাপি সপঞ্চগব্যং
তিক্তং মহদ্বাপ্যথ তিক্তকং বা ॥ ৪০
ইতি চিত্রকক্ষারঘৃতম্।

ক্ষীরং ঘটে চিত্রককল্কলিপ্তে
দধ্যাগতং সাধু বিমথ্যতে চ।
তজ্জং ঘৃতং চিত্রকমূলগর্ভং
তক্রেণ সিদ্ধং শ্বয়থুঘ্নমগ্র্যম্ ॥
অর্শোঽতিসারানিলগুল্মমেহাং-
শ্চৈতন্নিহন্ত্যগ্নিবলপ্রদঞ্চ।
তক্রেণ বাদ্যাৎ সঘৃতেন তেন
ভোজ্যানি সিদ্ধামথবা যবাগূম্ ॥ ৪১
ইতি চিত্রকঘৃতম্।

কল্কীকৃত করিয়া এক আঢ়ক জল ও চারি সের ঘৃতের সহিত পাক করিয়া ঘৃতশেষে ছাকিয়া লইবে এই ঘৃত সেবন করিলে, অর্শঃ, গুল্ম, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অগ্নিমান্দ্য নিবৃত্ত হয়। ৩৯

ইতি [যমানিকাদিঘৃত মতান্তরে] চিত্রকাদ্যঘৃত]

চিতার মূল ও যবক্ষার কল্কীকৃত করিয়া অষ্টগুণ জল ও ঘৃতের সহিত পাক করিবে। এই ঘৃত মহাবীর্য্য। শোথনিবারণের জন্য কল্যাণকঘৃত বা পঞ্চগব্যঘৃত, বা মহাতিক্তক ঘৃত বা তিক্তকঘৃত পান করা যায়। ৪০

ইতি চিত্রকক্ষার ঘৃত।

চিতার ছাল পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ঘটের অভ্যন্তর লিপ্ত করিয়া তন্মধ্যে দুগ্ধ রাখিবে। ঐ দুগ্ধ দধি হইলে মন্থন দ্বারা তাহা হইতে ঘৃত উদ্ধার করিবে। পরে সেই ঘৃত উপযুক্তপরিমাণ চিতার কল্ক ও তক্রের সহিত পাক করিয়া সেবন করিবে। এই ঘৃত উৎকৃষ্ট

জীবন্ত্যজাজীশটিপুষ্করাহ্বৈঃ
সকারবীচিত্রকবিশ্বমধ্যৈঃ।
সযাবশূকৈর্বদরপ্রমাণৈ-
র্বৃক্ষাম্লযুক্তা ঘৃততৈলভৃষ্টাঃ॥
অর্শোঽতিসারানিলগুল্মশোক-
হৃদ্রোগমন্দাগ্নিহিতা যবাগূঃ॥
যা পঞ্চকোলৈর্বিধিনৈব তেন
সিদ্ধা ভবেৎ সা চ সমা তয়ৈব॥ ৪২
কুলত্থযূষশ্চ সপিপ্পলীকো
মৌদ্গশ্চ সক্ষারযবাবশূকঃ॥ ৪৩
রসস্তথা বিষ্কিরজাঙ্গলানাং
সকূর্ম্মগোধাশিখিশল্লকানাম্॥ ৪৪
সুবর্চ্চিকা গৃঞ্জনকং পটোলং
সবায়সীমূলকনেত্রনিম্বম্।

গুল্ম ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। এই ঘৃতসেবনের নিয়ম যথা;—এই ঘৃতযুক্ত তক্রের সহিত ভোজ্যভোজন করিতে হয়। অথবা ইহার সহিত যবাগূ পাক করিয়া সেবন করিতে হয়। ৪১

ইতি চিত্রকঘৃত।

জীবন্তী, অজাজী (কৃষ্ণজীরা,) শটী, কুড়, সূক্ষ্ম কৃষ্ণজীরা, চিতার মূল, কচিবেলের শাঁস এবং যবক্ষারের কল্ক বা অর্দ্ধশৃত কষায় এক তোলা পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত যবাগূ সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে সন্তলনপূর্ব্বক মুখরোচনার্থ তিন্তিড়ীর সহিত অম্লীকৃত করিয়া সেবন করিবে। এই যবাগূ অর্শঃ, অতিসার, বায়ুগুল্ম, শোথ, হৃদ্রোগ ও মন্দাগ্নিতে হিতকর। উক্ত নিয়মে পঞ্চকোলের সহিত যবাগূ সিদ্ধ করিয়া পান করিলেও ঐরূপ উপকার হয়। ৪২। পিপ্পলীর কল্ক বা কষায়ের সহিত সিদ্ধ কুলত্থযূষ অথবা ত্রিকটু ও যবক্ষারের সহিত সিদ্ধ মুদ্গযূষ শোথনাশক। ৪৩। বিষ্কিরমাংসের রস, জাঙ্গলমাংসের রস এবং কূর্ম্ম, গোধা, ময়ূর ও সজারুমাংসের রস শোথরোগীর পথ্য। ৪৪। সুবর্চ্চলা (সূর্য্যমুখী), পলাণ্ডু, পলতা, কাকমাচী, কাঁচ মুলো,

শাকার্থিনা শাকমাত্রপ্রশস্তং
ভোজ্যং পুরাণশ্চ যবঃ সশালিঃ॥ ৪৫
আভ্যন্তরং ভেষজমুক্তমেতদ্-
বহির্হিতং যচ্চ শৃণু তদ্‌যথাবৎ॥ ৪৬
স্নেহান্ প্রদেহান্ পরিষেচনানি
স্বেদাংশ্চ বাতপ্রবলাংশ্চ কুর্য্যাৎ॥ ৪৭
শৈলেয়কুষ্ঠাগুরুদারুকৌন্তী-
ত্বক্‌পদ্মকৈলাম্বুপলাশমুস্তৈঃ।
প্রিয়ঙ্গুথৌণেয়কহেমমাংসী-
তালীশপত্রপ্লবপত্রধাত্যৈঃ॥
শ্রীবেষ্টকধ্যামকপিপ্পলীভিঃ
স্পৃক্কানখৈশ্চৈব যথোপলাভম্।
বাতান্বিতেঽভ্যঙ্গমুষন্তি তৈলং
সিদ্ধং সুপিষ্টৈরপি চ প্রদেহম্॥ ৪৮
ইতি শৈলেয়াদ্যং তৈলম্।
জলৈশ্চ বাসার্ককরঞ্জশিগ্রু-
কাশ্মর্য্যপত্রার্জ্জকজৈশ্চ সিদ্ধৈঃ।

বেত, নিম এই সকলের শাক এবং যব ও শালিতণ্ডুলের অন্ন শোথরোগীর পথ্য। ৪৫। শোথরোগীর আভ্যন্তর ঔষধ সকল বর্ণিত হইল; এক্ষণে বহিঃপ্রযোজ্য ঔষধ সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৬। বাতপ্রবল শোথে স্নেহ, প্রলেপ, পরিষেক ও স্বেদ হিতকর, [যে শোথে জল হইয়াছে তাহাতে অগ্নিস্বেদ হিতকর নহে]। ৪৭। শৈলজ, কুড়, অগুরু, রেণুকা, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, ছোট এলাচ, পলাশ, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, গেঁঠেলা, নাগকেশর, জটামাংসী, তালীশপত্র, কৈবর্ত্তমুস্তক, তেজপাতা, ধনে, শ্রীবেষ্টক (কুন্দুরুখোটী), গন্ধতৃণ, পিপুল, স্পৃক্কা (পিড়িংশাক) এবং নখ (গন্ধদ্রব্যবিশেষ) এই সকলের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায় তাহাদের কাথ ও কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া বাতশোথে অভ্যঙ্গ করিবে। আর ঐ সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপার্থ ব্যবহার করিবে। ৪৮

ইতি শৈলেয়াদি তৈল।

বাতশোথে এরণ্ড, বাসক, আকন্দ, সজিনা,

খিন্নো মৃদুকো রবিতপ্ততোয়-
স্নাতশ্চ গন্ধৈরনুলেপনীয়ঃ ॥ ৪৯
সবেতসাঃ ক্ষীরবতাং ক্রমাণাং
ত্বচঃ সমঞ্জিষ্ঠলতামৃণালাঃ।
সচন্দনাঃ পদ্মকবালকৌ চ
শৈত্যে প্রদেহস্তু সতৈলপাকঃ ॥ ৫০
আক্তস্তু তেনাম্বু রবিপ্রতপ্তং
সচন্দনং সাত্ত্বপদ্মকঞ্চ।
স্নানে মতং ক্ষীরবতাং কষায়ঃ
ক্ষীরোদকং চন্দনলেপনঞ্চ ॥ ৫১
কফে তু কৃষ্ণাসিকতাপুরাণ-
পিণ্যাকশিগ্রুত্বগুমাপ্রলেপঃ ॥
কুলত্থশুণ্ঠীজলমূত্রসেক-
শ্চণ্ডাগুরুভ্যামনুলেপনঞ্চ ॥ ৫২

বিভীতকানাং কলমধ্যলেপঃ
সর্ব্বেষু দাহার্ত্তিহরঃ প্রলেপঃ ॥
যষ্ট্যাহ্বমুক্তৈঃ সকপিত্থপত্রৈঃ
সচন্দনৈস্তৎ পিড়কাসু লেপঃ ॥ ৫৩
রাস্নাবৃষার্কত্রিফলাবিড়ঙ্গাঃ
শিগ্রুত্বচো মূষিককর্ণিকা চ।
নিম্বার্জ্জকৌ ব্যাঘ্রনখঃ সদূর্ব্বা
সুবর্চ্চলা তিক্তকরোহিণী চ ॥
সকাকমাচী বৃহতী সকুষ্ঠা
পুনর্নবাচিত্রকনাগরে চ।
উদ্বর্ত্তনং শোফিষু মূত্রপিষ্টৈঃ
শস্তস্তথা মূলকতোয়সেকঃ ॥ ৫৪
শোফাস্তু গাত্রাবয়বাশ্রিতা যে
তে স্থানদূষ্যাকৃতিনামভেদাৎ।
অনেকসংখ্যাঃ কতিচিচ্চ তেষাং
নিদর্শনার্থং শৃণু চোচ্যমানান্ ॥ ৫৫
দোষাস্ত্রয়ঃ স্বৈঃ কুপিতা নিদানৈঃ
কুর্ব্বন্তি শোফান্ শিরসঃ সুঘোরান্ ॥ ৫৬

গান্ডারী ও তুলসী এই সকলের পত্র দ্বারা সিদ্ধ সুখোষ্ণ জলে, ঘর্ম্ম না হওয়া পর্য্যন্ত, অবগাহন করিবে। আর রৌদ্রতপ্ত জলে স্নানপূর্ব্বক স্থির হইয়া উশীরাদি গন্ধদ্রব্য-সহকারে অনুলিপ্ত হইবে। ৪৯। পৈত্তিক শোথে বেতস ও বটাদি ক্ষীরী বৃক্ষ-দিগের ছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মৃণাল (বেণার মূল), রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ ও বালার প্রলেপ হিত-কর। আর ঐ সকল দ্রব্যেরই ক্বাথ ও কল্কের সহিত বিধিপূর্ব্বক তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করাইবে। ৫০। পৈত্তিক শোথে রোগী উক্ত তৈলে অভ্যক্ত হইয়া স্নানপূর্ব্বক, রক্তচন্দনজলের সহিত পেষিত হরীতকী ও পদ্মকাষ্ঠের কল্ক রৌদ্রে তপ্ত করিয়া শরীরে অনুলেপন করিবে। সেইরূপ বটাদি ক্ষীরি-বৃক্ষগণের কষায় বা দুগ্ধ মিশ্রিত জলে স্নান করিয়া শরীরে চন্দন লেপন করিবে। ৫১। কফজ শোথে পিপুলচূর্ণ, বৎসরাতীত সর্ষপ-পিণ্যাক (খইল), সজিনার ছাল ও মসিনার প্রলেপ হিতকর। কুলত্থ ও শুঁঠীর ক্বাথ এবং গোমূত্র একত্র করিয়া সেবন করিলে হিতকর হয়। সেকের পর চণ্ড ("পিড়ঙ্গ") ও অগুরুর প্রলেপ হিতকর। ৫২। বহেড়ার শাঁসের প্রলেপ সর্ব্বপ্রকার শোথেরই বিদাহ নাশ করে। শোথের পীড়কায় যষ্টিমধু, মুতা ও কদ্‌বেলের পাতা, রক্তচন্দন-জলের সহিত বাটিয়া লেপন করিতে হয়। ৫৩। রাস্না, বাসক, আকন্দ, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, সজিনাছাল, মূষিকপর্ণী, (দন্তীবিশেষ), নিম, তুলসী, ব্যাঘ্রনখ, মূর্ব্বা (মুগুরো), সুবর্চ্চলা (সূর্য্যমুখী), কটুকী, কাকমাচী, বৃহতী, কুড়, পুনর্নবা, শুঁঠ ও চিতার মূল, গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া শোথে মালিস করিতে হয়। শুষ্ক মূলোর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল সেবন করিতে হয়। ৫৪। যে সকল শোথ শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে উৎপন্ন হয়, তাহারা স্থান, দূষ্য, আকৃতি ও নামভেদে অনেক প্রকার হয়। তন্মধ্যে উদাহরণার্থ কতিপয় শোথের বিবরণ করিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৫। ত্রিদোষ স্ব স্ব কারণে কুপিত হইয়া শিরোদেশে [প্রায়ই ব্রহ্মতালুর উপর]

অন্তর্গলে ঘুর্ঘুরিকান্বিতশ্চ
শালুকমুচ্ছ্বাসনিরোধকারি ॥ ৫৭
গলস্য সন্ধৌ চিবুকে গলে চ
সদাহরাগশ্বসনঃ সুচোগ্রঃ ॥ ৫৮
শোকো ভৃশার্ত্তিশ্চ বিড়ালিকাখ্যা-
স্বত্তাদগলে চেদ্বলয়ীকৃতা স্যাৎ।
স্যাত্তালুবিদ্রধ্যপি দাহরোগৈ-
র্যুতা ভবেত্তালুনি সা ত্রিদোষাৎ ॥ ৫৯
জিহ্বোপরিষ্টাদুপজিহ্বিকা স্যাৎ
কফাদধস্তাদধিজিহ্বিকা চ ॥ ৬০
যো দন্তমাংসেষু তু রক্তপিত্তাৎ
পাকো ভবেৎ সোপকুশঃ প্রদিষ্টঃ ॥ ৬১
স্যাদ্দন্তবিদ্রধ্যপি দন্তমাংসে
শোকঃ কফাচ্ছোণিতসঙ্কযোত্থঃ ॥ ৬২

গলস্য পার্শ্বে গলগণ্ড একঃ
স্যাদ্গণ্ডমালা বহুভিশ্চ গণ্ডৈঃ।
সাধ্যাঃ স্মৃতাঃ পীনসপার্শ্বশূল-
কাসজ্বরচ্ছর্দিযুতাস্ত্বসাধ্যাঃ ॥ ৬৩
তেষাং শিরাকায়শিরোবিরেকো
ধূমঃ পুরাণস্য ঘৃতস্য পানম্।
সলঙ্ঘনং বক্ত্রভবেষু চাপি
প্রঘর্ষণং স্যাৎ কবলগ্রহশ্চ ॥ ৬৪
অনেকদেশেষ্বনিলাদিভিঃ স্যাৎ
স্বরূপধারী স্ফুরণঃ শিরাভিঃ।
গ্রন্থির্দ্বিতীয়ো মাংসভবস্তনর্ত্তি-
র্মেদোভবঃ স্নিগ্ধতমশ্চলশ্চ ॥ ৬৫

ভয়ঙ্কর শোথ উৎপাদন করে। [এই শোথ কখন কখন সান্নিপাতিক জ্বরের পরিণামে দেখা যায়]। ৫৬। ত্রিদোষ স্ব স্ব কারণে কুপিত হইয়া গলের ভিতর ঘুর্ঘুর শব্দযুক্ত উচ্ছ্বাস-রোধকারী শালুক নামক শোথ উৎপাদন করে। ৫৭। গলসন্ধি, চিবুক বা গলে দাহযুক্ত রক্তবর্ণ ও শ্বাসবিশিষ্ট সুচোগ্র নামক শোথ জন্মে [সুচোগ্রস্থানে গঙ্গাধরের পাঠ "উচ্ছ্বাসোগ্র" অর্থাৎ উগ্র-উচ্ছ্বাস-বিশিষ্ট]। সেই গলদেশে গোলাকার হইয়া অতিশয় যাতনার সহিত উৎপন্ন হইলে প্রাণ নাশ করে এবং তাহার নাম বিড়ালিকা হয় [গঙ্গাধরের পাঠ বিতালিকা]। ৫৮। তালুতে দাহযুক্ত রক্তবর্ণ যে বিদ্রধি হয়, তাহা ত্রিদোষজ জানিবে। [গঙ্গাধরের পাঠ যথা,—তালুতে মাংসবিদাহকারী রক্তবর্ণ পাকান্বিত বিদ্রধি ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয়]। ৫৯। জিহ্বার উপর দিকে উপজিহ্বিকা নামক শোথ হয়, আর নীচের দিকে কফজন্য যে শোথ হয়, তাহাকে অধিজিহ্বিকা কহে। [কেহ বলেন অধোজিহ্বিকা]। ৬০। দন্তমাংসে রক্তপিত্ত হইতে যে পাক হয়,তাহাকে উপকুশ কহে।৬১। আর দন্তমাংসে রক্তসংযোগবশতঃ কফ হইতে যে শোথ হয়, তাহাকে দন্তবিদ্রধি কহে। ৬২। গলপার্শ্বে এক গণ্ড জন্মিলে তাহাকে গলগণ্ড ও অনেক গণ্ড জন্মিলে তাহাদিগকে গণ্ডমালা কহে। গলগণ্ড ও গণ্ডমালা সাধ্য; কিন্তু পীনস, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর ও বমি উপদ্রব থাকিলে অসাধ্য হয়। ৬৩। ঐ সকল শোথের নিবৃত্তির জন্য শিরোব্যধন, বিরেচন, শিরোবিরেচন, ধূমপান ও পুরাতন ঘৃতপান প্রশস্ত। আর মুখের ভিতর যে সকল শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাতে লঙ্ঘন এবং তত্তৎ-শোথনাশক-দ্রব্যচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ ও তত্তৎ-শোথনাশক-দ্রব্য-কাথের কবল গ্রহণ প্রশস্ত। ৬৪। বাত পিত্ত কফ ও সন্নিপাত হইলে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তত্তদ্দোষের লক্ষণধারী গ্রন্থি সকল উৎপন্ন হয়, এক প্রকার গ্রন্থি শিরার মধ্যে উৎপন্ন হয়, উহাকে শিরাগত গ্রন্থি কহে, উহার স্ফুরণ (জিলিক্) হইয়া থাকে [এইরূপ গ্রন্থি রক্তবাহিনী শিরার মধ্যে বা উপরে উৎপন্ন হইলে রক্তবহন হঠাৎ বন্ধ হইয়া সন্ন্যাস প্রভৃতি রোগ হইতে পারে, যদি ঐ গ্রন্থি কাটিয়া যায় বা বিদীর্ণ করা যায়, তাহা হইলেও রক্তোৎপাত হইয়া মৃত্যু হইতে পারে]। আর এক প্রকার গ্রন্থি মাংসের

তং শোধিতং স্বেদিতমশ্মকাষ্ঠৈঃ
সাঙ্গুষ্ঠদণ্ডৈর্ব্বিনয়েদপক্কম্।
বিপাট্য চোদ্ধৃত্য ভিষক্সকোষং
শস্ত্রেণ দগ্ধ্বা ব্রণবচ্চিকিৎসেৎ॥
অদগ্ধ ঈষৎ পরিশেষিতশ্চ
প্রয়াতি ভূয়োঽপি শনৈর্ব্বিবৃদ্ধিম্॥ ৬৬
তস্মাদশেষঃ কুশলৈঃ সমস্তা-
চ্ছেদ্যো ভবেদ্বীক্ষ্য শরীরদেশান্।
শেষে কৃতে পাকবশেন শীর্ণো-
ত্তৃতঃ ক্ষতোত্থঃ প্রসরেদ্বিসর্পঃ॥ ৬৭
উপদ্রবং তং প্রতিবার্য্য তজ্জ্ঞঃ
স্বৈর্ভেষজৈঃ পূর্ব্বকৃতৈর্যথোক্তৈঃ
ততঃ ক্রমেণাস্য যথাবিধানং
ব্রণং ব্রণজ্ঞস্ত্বরয়া চিকিৎসেৎ॥ ৬৮
বিসর্জ্জয়েৎ কুক্ষ্যুদরাশ্রিতঞ্চ
তথা গলে মর্ম্মণি সংশ্রিতঞ্চ।

স্থূলঃ খরশ্চাপি ভবেদ্বিবর্জ্জ্যো
যশ্চাপি বালস্থবিরাবলানাম্॥ ৬৯
গ্রন্থ্যর্ব্বুদানাঞ্চ যতোঽবিশেষঃ
প্রদেশহেত্বাকৃতিদোষদূষ্যৈঃ।
ততশ্চিকিৎসেদ্ভিষগর্ব্বুদানি
বিধানবিদ্গ্রন্থিচিকিৎসিতেন॥ ৭০
তাম্রা সশূলা পিড়কা ভবেদ্যা
সা ত্বালজী নাম পরিস্রুতাগ্রা॥ ৭১
শোফঃ কৃতশ্চর্ম্মনখান্তরে স্যা-
ন্মাংসাস্রদূষী ভৃশশীঘ্রপাকঃ॥ ৭২
জ্বরান্বিতা বঙ্ক্ষণকক্ষজা যা
বর্ত্তির্নিরর্ত্তিঃ কঠিনায়তা চ।
বিদারিকা সা কফমারুতাভ্যাং
তেষাং যথাদোষমুপক্রমঃ স্যাৎ॥ ৭৩

ভিতর উৎপন্ন হয়, উহা বড় হইয়া থাকে; কিন্তু উহার যাতনা হয় না। আর এক প্রকার গ্রন্থি মেদে উৎপন্ন হয়, উহা স্নিগ্ধ এবং টিপিলে সরিয়া যায়। ৬৫। গ্রন্থিরোগের অপক্ক অবস্থায় শোধন দিবে এবং স্বেদ প্রদান করিবে। প্রস্তর, কাষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ ও দণ্ড দ্বারা টিপিয়া টিপিয়া নরম করিবে। গ্রন্থি পাকিলে অস্ত্র দ্বারা বিপাটিত করিবে এবং গ্রন্থির কোষের সহিত গ্রন্থি তুলিয়া ফেলিবে আর দগ্ধ করিয়া ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। যদি দগ্ধ না করা যায়, তবে অল্পমাত্র শোধিত হইয়াই পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৬৬। অতএব গ্রন্থি রক্তবাহিশিরা প্রভৃতি মর্ম্মস্থানে জাত না হইলে অস্ত্রবিদ্যা-কুশল চিকিৎসক উহা সমূলে ছেদন করিবেন। যদি ছেদনের পর গ্রন্থির শেষ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে উহা পাক বশতঃ স্ফুটিত হয় এবং বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষতজ বিসর্প উৎপাদন করে। ৬৭। ঐ উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য চিকিৎসক বিসর্পনাশক চিকিৎসা করিবেন এবং আবশ্যকমত ব্রণ-নাশক ক্রিয়া সকল আচরণ করিবেন। ৬৮।

কুক্ষি, উদর, গল ও মর্ম্মস্থানে সংশ্রিত গ্রন্থি সকল প্রত্যাখ্যান করিবে। স্থূল ও দৃঢ় [যাহা স্বেদাদি দ্বারা নমিত করা যায় না] গ্রন্থি সকলও পরিত্যাগ করিবে। আর বালক বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলদিগের [যাহারা অস্ত্র-চিকিৎসা সহ্য করিতে না পারে, তাহাদিগের] গ্রন্থিও বর্জ্জন করিবে। ৬৯। স্থান, হেতু, লক্ষণ, দোষ ও দূষ্য সম্বন্ধে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদের বিশেষ নাই [বিশেষের মধ্যে গ্রন্থি ত্বকের নিম্নে ও অর্ব্বুদ উপরে উৎপন্ন হয়, গ্রন্থি ত্বক্কে ঠেলিয়া উঠে; অর্ব্বুদ ত্বকের উপরে থাকিয়া উন্নত হয়] অতএব চিকিৎসক গ্রন্থি-চিকিৎসার নিয়মে অর্ব্বুদের চিকিৎসা করিবেন। ৭০। শরীরে তাম্রবর্ণ শূলযুক্ত যে পীড়কা হয়, তাহাকে অলজী কহে; ইহার অগ্রভাগে অল্প অল্প স্রাব নির্গত হয়। ৭১। নখচর্ম্মের অভ্যন্তরে মাংস-রক্ত-দূষণকারী অতিশয় শীঘ্র-পাকী শোথ উৎপন্ন হয়। [ইহাকে চিপ্নরোগ কহে] ৭২। বংক্ষণ ও কক্ষে 'বর্ত্তিসদৃশ যাতনাশূন্য' কঠিন ও আয়ত এক প্রকার শোথ বাতকফ হইতে উৎপন্ন হয়, উহাতে জ্বর হইয়া থাকে। উহার নাম বিদারিকা। দোষানুসারে উহার চিকিৎসা

বিস্রাবণং পিণ্ডিকয়োপনাহঃ
পক্বেষু চৈব ব্রণবচ্চিকিৎসা ॥ ৭৪
বিস্ফোটকাঃ সর্ব্বশরীরজাঃ স্যুঃ
স্ফোটাস্ত রাগজ্বরতর্ষযুক্তাঃ ॥ ৭৫
যজ্ঞোপবীতপ্রতিমাঃ প্রভূতাঃ
পিত্তানিলাস্রাজনিতাস্ত কক্ষাঃ ॥ ৭৬
যাশ্চাপরাঃ স্যুঃ পিড়কাঃ প্রকীর্ণাঃ
স্থূলাণুমধ্যা অপি পিত্তজাস্তাঃ ॥ ৭৭
সর্ব্বত্র গাত্রেষু মসূরমাত্র্যো
মসূরিকাঃ পিত্তকফাৎ প্রদিষ্টাঃ ॥ ৭৮

বীসর্পশাস্ত্যৈ বিহিতা ক্রিয়া যা
তাং তাসু কুষ্ঠেষু হিতাং বিদধ্যাৎ ॥ ৭৯
ব্রধ্নানিলাদ্যোর্ব্বৃষণে স্খলিত্বৈ-
রন্ত্রাননিরেতি প্রবিশেন্মুহুশ্চ ॥ ৮০
মূত্রেণ পূর্ণং মৃদু মেদসা তু
স্নিগ্ধঞ্চ বিদ্যাৎ কঠিনঞ্চ শোথম্ ॥ ৮১
বিরেচনাভ্যঞ্জনিরূহলেপাঃ
পক্বেষু চৈব ব্রণবচ্চিকিৎসা ॥ ৮২
স্থান্মূত্রসেকঃ কফজং বিপাট্য
বিশোধ্য সীব্যং ব্রণবচ্চ পক্বম্ ॥ ৮৩

করিবে (অর্থাৎ বাতশ্লৈষ্মিক চিকিৎসা করিবে)। [এ স্থলে 'বর্ত্তিসদৃশ যাতনাযুক্ত' পদসমূহের অর্থ বোধ হয় না; কারণ কঁচুকী ও কাক-বিড়ালী নামক শোথদ্বয়ের যাতনা প্রসিদ্ধ আছে। আর যখন জ্বর হয়, তখন অবশ্য বিদাহও হইয়া থাকে। অতএব পাঠ ভুল আছে। "বর্ত্তির্নিরর্ত্তিঃ" পাঠ না হইয়া "বর্ত্তি-র্জ্বলন্তী" পাঠ হইলে সার্থক হইত]। ৭৩। এই সকল শোথে শোণিতস্রাবণ আবশ্যক। অথবা যবাদি পিণ্ডের উপনাহ দ্বারা প্রথম প্রথম চিকিৎসা করিবে। অনন্তর পক্ব হইলে ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। ৭৪। বিস্ফোট নামক রক্তবর্ণ শোথ সর্ব্বশরীরেই উৎপন্ন হয়। তাহাতে জ্বর ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে। ৭৫। বাতপিত্ত হইতে যজ্ঞোপবীত সদৃশ শোথশ্রেণী উৎপন্ন হইলে তাহাকে কক্ষা বলিয়া থাকে। ৭৬। সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত আরও এক প্রকার পীড়কা হয়। তাহাদের কতক-গুলি স্থূল, কতকগুলি বা সূক্ষ্ম হয়। এই সকল পীড়কা পিত্তজ। ৭৭। সর্ব্বশরীরে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উৎপন্ন হয়। তাহাতে জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে। ঐ সকল পীড়কা কণ্ডুয়ন-যুক্ত হয় এবং তাহাতে অরুচি ও মুখস্রাব হইয়া থাকে। ঐ সকল পীড়কার নাম রোমান্তিকা (হাম)। উহারা পিত্তকফ হইতে উৎপন্ন হয়। ৭৮। পিত্তকফ হইতে সর্ব্বগাত্রে মসূরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার পীড়কা হয়। উহার নাম মসূরিকা (অর্থাৎ বসন্ত)। ইহার চিকিৎসা বিসর্প ও কুষ্ঠের ন্যায়। [হাম, বসন্ত, কুষ্ঠ ও বিসর্পের চিকিৎসা তুল্য; এই সকল পীড়কা বিষপ্রকৃতি। বিস্ফোটক প্রভৃতি শোথ বিষপ্রকৃতি নহে]। ৭৯। বংক্ষণ প্রদেশস্থ বাতাদি দোষ কুপিত হইলে সেই দোষের লক্ষণযুক্ত হইয়া উদরস্থ ক্ষুদ্রান্ত্র মুহুর্মুহুঃ বৃষণে প্রবেশ করে আবার বৃষণ হইতে প্রত্যাগত হইয়া উদরে প্রবেশ করিয়া থাকে। (ইহাকেই অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ বলে)। [অন্ত্র বাস্তবিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু উহার নিম্নস্থ অংশ উদরস্থ মাংসকে ঠেলিয়া লইয়া বৃষণে প্রবিষ্ট হয়, আর যদি বেগবশে সেই মাংস ছিঁড়িয়া যায়, তবে অন্ত্র উহার মধ্য দিয়া গলিয়া বৃষণে প্রবেশ করে; তখন উহার উদরে প্রত্যাগমন করা কঠিন হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাকে পাশ্চাত্য ভাষায় ষ্ট্রাংগুলেশন কহিয়া থাকে, উহার প্রতীকার অস্ত্র-চিকিৎসা-সাপেক্ষ]। ৮০। বৃষণ বা বৃষণদ্বয় মূত্রপূর্ণ হইলে সেই অবস্থাকে মূত্রশোথ [জল-দোষ] কহিয়া থাকে [ইহাতে বৃষণ জলপূর্ণ ভিস্তীর ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে]। যদি বৃষণের শোথ মেদোজনিত হয়, তবে উহা কোমল হইয়া থাকে। মুষ্কবৃদ্ধি রোগের অপক্ব অবস্থায় [এরণ্ডতৈল দ্বারা] বিরেচন, অভ্যঙ্গ, নিরূহ ও প্রলেপ প্রয়োগ করা আবশ্যক। পক্ব হইলে ব্রণবৎ চিকিৎসা

প্রবাহনাদ্যুৎকুটকাশ্বপৃষ্ঠৈঃ।
গুদস্য পার্শ্বে পিড়কার্তিশার্ত্তিঃ
পক্বপ্রভিন্না তু ভগন্দরঃ স্যাৎ।
বিরেচনৈকৈষণপাটনঞ্চ
বিশুদ্ধমার্গস্য চ তৈলদাহঃ।
স্যাৎ ক্ষারসূত্রেণ সুপাচিতেন
ছিন্নস্য চাস্য ব্রণবচ্চিকিৎসা॥ ৮৪
জঙ্ঘাসু পিণ্ডীপ্রপদোপরিষ্টাৎ
স্যাৎ শ্লীপদং মাংসকফাস্রদোষাৎ
শিরাকফঘ্নশ্চ বিধিঃ সমগ্র-
স্তত্রেষ্যতে সর্ষপলেপনঞ্চ॥ ৮৫
মন্দাস্ত পিত্তপ্রবলাঃ প্রদিষ্টা
দোষাঃ সুতীব্রং তনুরক্তপাকম্।

বিসর্পণং জালকগর্দ্দভাখ্যম্॥ ৮৬
বিলঙ্ঘনং রক্তবিমোক্ষণঞ্চ
বিরূক্ষণং কায়বিরেচনঞ্চ।
ধাত্রীপ্রয়োগান্ শিশিরান্ প্রদেহান্
কুর্য্যাৎ সদাজালকগর্দ্দভস্য॥ ৮৭
এবংবিধাংশ্চাপ্যপরান্ নিশম্য
শোথপ্রকারাননিলাদিলিঙ্গৈঃ
শান্তিং নয়েদ্দোষহরৈর্যথাস্ব-
মালেপনচ্ছেদনভেদদাহৈঃ॥ ৮৮
প্রায়োঽভিঘাতাদনিলঃ সরক্তঃ
শোথং সরাগং প্রকরোতি তত্র।
বিসর্পনুন্মারুতরক্তনুচ্চ
কার্য্যং বিষঘ্নং বিষজে চ কর্ম্ম॥ ৮৯
ভবতি চাত্র,—
ত্রিবিধস্য দোষভেদাৎ
সর্ব্বার্দ্ধাবয়বগাত্রভেদাচ্চ।
শ্বয়থোর্ব্বিবিধস্য তথা
লিঙ্গানি চিকিৎসিতঞ্চোক্তম্॥ ৯০

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে শ্বয়থুচিকিৎসিতং নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

করিবে। ৮২। মূত্র জন্য বৃদ্ধিতে অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া মূত্র নিঃসারিত করিবে। আর মেদঃকফজ বৃদ্ধি বিপাটন ও বিশোধন করিয়া [মেদ প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া] সীবন করিয়া দিবে। বৃদ্ধি পক্ব হইলে ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে।৮৩। ক্রিমি কর্ত্তৃক বা তৃণাদি দ্বারা খনন প্রযুক্ত বা ব্যায়ামহেতু বা প্রবাহন তৃণাদি (কুন্থন) হেতু বা উৎকুটকভাবে বসিয়া থাকা হেতু বা অশ্বপৃষ্ঠ দ্বারা ঘর্ষণহেতু মলদ্বারের পার্শ্বে অতিশয় যাতনাযুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হয়। ঐ পীড়কা পাকিয়া ফাটিয়া গেলে ভগন্দর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগন্দরে বিরেচক, শলাকাপ্রবেশন ও পাটন করিতে হয়। তাহাতে ভগন্দরের মার্গ শুদ্ধ হইলে তৈল দ্বারা দাহ এবং ভগন্দর সুপাচিত হইলে ক্ষারসূত্র দ্বারা ভেদ করিয়া ব্রণবৎ চিকিৎসা করিতে হয়। ৮৪। জঙ্ঘাতে ও জঙ্ঘার পশ্চাদ্দেশে এবং পদের উপরি মাংস কফ ও রক্তদোষ হেতু শ্লীপদ নামক শোথ (গোদ) উৎপন্ন হয়। উহাতে সমগ্র শিরা-ব্যধ বিধি ও কফঘ্ন বিধি এবং সর্ষপলেপন আবশ্যক হয়। ৮৫। জালগর্দ্দভনামক বিসর্পণশীল শোথ পিত্তপ্রবল; ইহাতে বায়ু ও কফ অবরভাবে থাকে। ইহা তীব্র, তনু, রক্তবর্ণ ও পাকযুক্ত এবং ইহাতে জ্বর ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে। ৮৬। বিলেপন, রক্তমোক্ষণ, রুক্ষক্রিয়া, কায়বিশোধন, আমলকীপ্রয়োগ ও শীতল প্রলেপ জালগর্দ্দভ রোগে হিতকর। ৮৭। এই প্রকার অন্যান্য শোথও হইতে পারে। তন্মধ্যে যে শোথে যে দোষের আধিক্য দেখিবে, সেই শোথে সেই দোষের নিবারক আলেপন, ছেদন, ভেদন ও দাহ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৮৮। শরীরে আঘাত হেতু বাত-রক্ত দূষিত হইয়া রক্তবর্ণ শোথ জন্মায়। এই শোথে বিসর্পনাশক ও বাতরক্তনাশক চিকিৎসা করিবে। বিষজনিত শোথে বিষঘ্ন ক্রিয়া আবশ্যক। ৮৯। এই

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

উদরচিকিৎসিতম্ ।

অথাত উদরচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
সিদ্ধবিদ্যাধরাকীর্ণে কৈলাসে নন্দনোপমে ।
তপ্যমানং তপস্তীব্রং সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিব স্থিতম্ ॥
আয়ুর্ব্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠং ভিষগ্বিদ্যাপ্রবর্ত্তকম্ ।
পুনর্ব্বসুং জিতাত্মানমগ্নিবেশোঽব্রবীদ্বচঃ ॥
ভগবন্ দৃশ্যন্তে মর্ত্ত্যা উদরৈর্দুঃখিতা নরাঃ ।
শুষ্কবক্ত্রাঃ কৃশৈর্গাত্রৈরাধ্মাতোদরকুক্ষয়ঃ ॥
প্রনষ্টাগ্নিবলাহারাঃ সর্ব্বচেষ্টাস্বনীশ্বরাঃ ।
দীনাঃ প্রতিক্রিয়াভাবাজ্জহত্যোঽসূননাথবৎ ॥
তেষাম্ নিদানং সংখ্যাং প্রাগ্রূপাকৃতিভেষজান্

অধ্যায়ের সূচী ; ত্রিবিধ দোষভেদে এবং সর্ব্বাঙ্গ অর্দ্ধাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গভেদে নিজ ও আগন্তু ত্রিবিধ শোথের লক্ষণ ও চিকিৎসা বর্ণিত হইল । ৯০ ।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

সিদ্ধবিদ্যাধরাকীর্ণ নন্দনোপম কৈলাস পর্ব্বতে তীব্রতপস্যানিরত সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থিত বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তক জিতাত্মা পুনর্ব্বসুকে অগ্নিবেশ কহিলেন, ভগবন্ ! সর্ব্বদাই দেখা যায়, মনুষ্যেরা উদর-রোগে আক্রান্ত হইয়া শুষ্কমুখ, কৃশগাত্র, উদর ও কুক্ষির আধ্মান বশতঃ কাতর, মন্দাগ্নি, মন্দবল, মন্দাহার এবং সমস্ত চেষ্টাতে অশক্ত হইয়া পড়ে এবং পরে চিকিৎসাভাবে প্রাণ-ত্যাগ করে । হে গুরো ! অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই সকল উদর রোগের হেতু, সংখ্যা, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ ও ঔষধ ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হউক, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ১ । মহর্ষি পুনর্ব্বসু শিষ্যকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সর্ব্ব-

যথাবজ্জ্ঞাতুমিচ্ছামি গুরুণা সম্যগীরিতম্ ॥ ২
সর্ব্বভূতহিতার্ষিঃ শিষ্যেণৈবং প্রচোদিতঃ ।
সর্ব্বভূতহিতং বাক্যং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ৩
অগ্নিদোষান্মনুষ্যাণাং রোগসঙ্ঘাঃ পৃথগ্বিধাঃ ।
মলবৃদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে বিশেষেণোদরাণি তু ॥
মন্দেঽগ্নৌ মলিনৈর্ভুক্তৈরপাকাদ্দোষসঞ্চয়ঃ ।
প্রাণাগ্ন্যপানান্ সন্দূষ্য মার্গান্ রুদ্ধোত্তরাধরান্
ত্বঙ্মাংসান্তরমাগম্য কুক্ষিমাধ্মাপয়ন্ ভৃশম্ ।
জনয়ত্যুদরং তস্য হেতুং শৃণু সলক্ষণম্ ॥ ৪
অত্যুষ্ণলবণক্ষারবিদাহ্যম্লরসাশনাৎ ।
মিথ্যাসংসর্জ্জনাদ্রুক্ষবিরুদ্ধাশুচিভোজনাৎ ॥
প্লীহার্শোগ্রহণীদোষকর্ষণাৎ কর্ম্মবিভ্রমাৎ ।

ভূতের হিতার্থ সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর উদরচিকিৎসা ব্যাখ্যা করিলেন । ২ । অগ্নিদোষ হইতে মনুষ্যদিগের পৃথগ্বিধ রোগ সকল জন্মিয়া থাকে । বিশেষতঃ ঐ হেতু মলবৃদ্ধি হইলে উদর সকল উৎপন্ন হয় । ৩ । মন্দাগ্নিতে শাকাদি মলকারী ভোজন করিলে অপাক-বশতঃ দোষসঞ্চয় হয় । তাহাতে প্রাণবায়ু, অগ্নি ও অপানবায়ু দূষিত হয় ; তখন ঊর্দ্ধ ও অধোদেশস্থ মার্গ সকল রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং সঞ্চিত দোষসকল ত্বক্ ও মাংসের মধ্যস্থলে আশ্রিত হইয়া কুক্ষিকে (তলপেটকে) অত্যন্ত আধ্মাত করিয়া উদর উৎপন্ন করে । সেই উদরের হেতু ও লক্ষণ শ্রবণ কর । [প্রাণ-বায়ু দূষিত হইলে শ্বাসাদি রোগ উৎপন্ন হয় । অপান বায়ু দূষিত হইলে মলমূত্রাদির ব্যাঘাত হইয়া থাকে । আর অগ্নি দূষিত হইলে সকল রোগেরই সম্ভব হয় । অতএব উদররোগ সর্ব্বরোগের নিদান । ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্রোগ, বস্তিদোষ, বৃক্কদোষ ও মলাগারের দোষ ঘটিয়া থাকে এবং প্রাণ আহত হয় । সঙ্গে সঙ্গেই হস্তপদে শোথ হইয়া থাকে । উদরকে ভাষায় উদরী কহে] । ৪ । অতি-শয় উষ্ণ লবণ ক্ষার বিদাহী ও অম্ল সর্ব্বদা সেবন করিলে ; গরবিষ ভোজন করিলে ; শোধনে পর পেয়াদি ক্রম পালন না করিলে ;

ক্লিষ্টানামপ্রতীকারাদ্রৌক্ষ্যাদ্বেগবিধারণাৎ॥
স্রোতসাং দূষণাদামাৎ সংক্ষোভাদতিপূরণাৎ।
অর্শোবাতসকৃদ্রোধাদন্ত্রস্ফুটনভেদনাৎ।
অতিসঞ্চিতদোষাণাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাম্।
উদরাণ্যুপজায়ন্তে মন্দাগ্নীনাং বিশেষতঃ॥ ৫
ক্ষুন্নাশঃ স্বাদুস্নিগ্ধগুর্ব্বন্নং পচ্যতে চিরাৎ।
ভুক্তং বিদাহবত্তে সর্ব্বং জীর্ণাজীর্ণং ন বেত্তি চ॥
সহতে নাতিসৌহিত্যমীষচ্ছোফশ্চ পাদয়োঃ।
শশ্বদ্বলক্ষয়োঽল্পেঽপি ব্যায়ামে শ্বাসমৃচ্ছতি॥
পুরীষনিচয়ো বৃদ্ধিরুদাবর্ত্তকৃতা চ রুক্।
বস্তিসন্ধৌ রুগাধ্মানং বর্দ্ধতে পাট্যতেঽপি চ॥
আতন্যতে চ জঠরাদপি লঘ্বল্পভোজনাৎ।
রাজীজন্ম বলীনাশ ইতি লিঙ্গং ভবিষ্যতাম্॥৬

রুক্ষ বিরুদ্ধ ও অশুচি ভোজন করিলে; প্লীহা, অর্শঃ, ও গ্রহণীদোষ বশতঃ শরীরের অতিশয় কর্ষণ হইলে; বিরেচনাদি কর্ম্মের অযথা প্রয়োগ হইলে; প্লীহাজনিত ক্লেশের প্রতিকার না করিলে; রুক্ষতা হইলে, বেগধারণ করিলে; স্রোত সকল দূষিত হইলে; আমদোষ হইলে, সংক্ষোভ (শোকাদি বশতঃ মনের এবং রোগাদি বশতঃ দেহের পরাভব) হইলে; অতিপূরণ (অতিভোজনাদি) হইলে; অর্শের বলিকর্ত্তৃক মলদ্বারের রোধহেতু বাত ও বিষ্ঠার রোধ হইলে এবং মৎস্যাস্থি প্রভৃতি দ্বারা অন্ত্রের স্ফুটন বা ভেদ হইলে বহুদোষাশ্রিত অন্যায়কারী ব্যক্তিদিগের উদরসমূহ হয়। বিশেষতঃ মন্দাগ্নিদিগের উদর হইয়া থাকে। ৫। ক্ষুধানাশ, স্বাদু স্নিগ্ধ ও গুরু অন্নের বিলম্বে পাক; ভুক্ত অন্নের বিদাহপাক; জীর্ণ হইল কি অজীর্ণ হইল তাহা বুঝিতে না পারা; উদর পুরিয়া ভোজনে অসামর্থ্য; পাদদ্বয়ে ঈষৎ শোথ; বলের একবারে ক্ষয়; অল্পপরিশ্রমেই শ্বাসের উদয়; উদরে মলসঞ্চয়; উদাবর্ত্তজনিত শূল; বস্তিসন্ধিতে শূল; আধ্মানের দিন দিন বৃদ্ধি; লঘু ও অল্প ভোজনেও উদরের পাটন (ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় পীড়া বোধ) ও প্রসার এবং উদরে রেখাদিগের উৎপত্তি ও

রুদ্ধাঃ স্বেদাম্বুবাহানি দোষাঃ স্রোতাংসি সঞ্চিতাঃ।
প্রাণাপানান্ হি সন্দূষ্য জনয়ন্ত্যুদরং নৃণাম্॥ ৭
কুক্ষেরাধ্মানমাটোপঃ শোফঃ পাদকরস্য চ।
মন্দোঽগ্নিঃ শ্লক্ষ্ণগণ্ডত্বং কার্শ্যঞ্চোদরলক্ষণম্॥ ৮
পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ প্লীহবদ্ধক্ষতোদকৈঃ।
সম্ভবন্ত্যুদরাণ্যষ্টৌ তেষাং লিঙ্গং পৃথক্ শৃণু॥ ৯
রুক্ষাল্পভোজনায়াসবেগোদাবর্ত্তকর্শনৈঃ।
বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কুক্ষিহৃদ্বস্তিগুদমার্গগঃ॥
হত্বাগ্নিং কফমুদ্ধূয় তেন রুদ্ধগতিস্তথা।
আচিনোত্যুদরং জন্তোস্ত্বঙ্মাংসান্তরমাশ্রিতঃ॥ ১০
তস্য রূপাণি—কুক্ষিপাণিপাদবৃষণশ্বয়থূদরবিপাটনমনিয়তৌ চ বৃদ্ধিহ্রাসৌ কুক্ষিপার্শ্বশূলোদাবর্ত্তাঙ্গ-মর্দ্দ-পর্ব্বভেদ-শুষ্ক-কাস-কার্শ্যদৌর্ব্বল্যারোচকাবিপাকা অধোগুরুত্বং বাত-

বলিসমূহের অদৃশ্যতা হয়। উদরসমূহের এই সকল পূর্ব্বরূপ। ৬। সঞ্চিতদোষ সকল স্বেদবহ ও জলবহ স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুকে দূষিত করে। তাহাতেই মানবদিগের উদররোগের উৎপত্তি হয়। ৭। কুক্ষির আধ্মান, আটোপ, পাদ ও করদ্বয়ে শোথ, অগ্নিমান্দ্য, গণ্ডস্থলের মসৃণতা ও কৃশতা উদর রোগের সাধারণ লক্ষণ। ৮। পৃথক্ পৃথক্ দোষ ও ত্রিদোষ হেতু এবং প্লীহা, বদ্ধ, ক্ষত ও জলহেতু আট প্রকার উদর হয়। তাহাদের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৯। রুক্ষান্ন ভোজন, আয়াস, বেগধারণজন্য উদাবর্ত্ত ও কর্ষণ এই সকল কারণে কুক্ষি-হৃদয় বস্তি-গুদস্রোতোগত বায়ু কুপিত হইয়া অগ্নিকে হনন পূর্ব্বক কফকে উর্দ্ধাধোদিকে আকর্ষণ করে এবং সেই কফদ্বারাই রুদ্ধগতি হইয়া ত্বক্মাংসের মধ্যস্থলে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক জন্তুদিগের উদর বৃদ্ধি করে। ১০। ঐ উদরের লক্ষণ যথা;—কুক্ষি পাণি পাদ ও বৃষণে শোথ; উদরে বিপাটনবৎ পীড়া; উদরের কখন বৃদ্ধি, কখন হ্রাস; কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল; উদাবর্ত্ত, অঙ্গমর্দ্দ, পর্ব্বভেদ,

মূর্চ্ছামূত্রসঙ্গঃ শ্যাবারুণত্বং নখনয়নবদনত্বঙ্মূত্র-বর্চ্চসামপি চোদরং তন্বসিতরাজীশিরাসন্তত-মুদ্ধ্মাতদৃতিশব্দবচ্চ ভবতি। বায়ুশ্চোর্দ্ধমধ-স্তির্য্যক্ চ সশূলশব্দশ্চরত্যেতদ্বাতোদরং বিদ্যাৎ ॥ ১১

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণাগ্ন্যাতপসেবনৈঃ।
বিদাহ্যধ্যশনাজীর্ণৈশ্চাশু পিত্তং সমাচিতম্ ॥
প্রাপ্যানিলকফৌ রুদ্ধা মার্গমুন্মার্গমাস্থিতম্।
নিহন্ত্যামাশয়ে বহ্নিং জনয়ত্যুদরং ততঃ ॥ ১২

তস্য রূপাণি—দাহজ্বরতৃষ্ণামূর্চ্ছাতীসার-ভ্রমাঃ কটুকাস্যত্বং হরিতহারিদ্রত্বং নখনয়ন-বদনত্বঙ্মূত্রবর্চ্চসামপি চোদরং নীলপীত-হারিদ্রহরিততাম্ররাজীশিরাবনদ্ধঃ দহ্যতে দূষ-য়তে ধূপ্যতে উষ্মায়তে স্বিদ্যতে ক্লিদ্যতে মৃদু-স্পর্শং ক্ষিপ্রপাকঞ্চ ভবত্যেতৎ পিত্তোদরং বিদ্যাৎ ॥ ১৩

অব্যায়ামদিবাস্বপ্নস্বাদ্বতিস্নিগ্ধপিচ্ছিলৈঃ।
দধিদুগ্ধোদকানূপমাংসৈশ্চাপ্যুপসেবিতৈঃ ॥
রুদ্ধেন শ্লেষ্মণা স্রোতঃস্বাহতেষ্বাবৃতোঽনিলঃ।
তমেব পীড়য়ন্ কুর্য্যাদুদরং বহিরন্তগঃ ॥ ১৪

তস্য রূপাণি—গৌরবারোচকাবিপাকাঙ্গ-মর্দ্দসুপ্তিপাণিপাদমুষ্কোরুশোফোৎক্লেশনিদ্রা-কাসশ্বাসা শুক্লত্বঞ্চ নখনয়ন-বদনত্বঙ্মূত্রবর্চ্চসা-মপিচোদরং শুক্লরাজীশিরাসন্ততং গুরুস্তিমিত-স্থিরং কঠিনঞ্চ ভবত্যেতৎ শ্লেষ্মোদরং বিদ্যাৎ॥১৫

দুর্ব্বলাগ্নেরপথ্যামবিরোধিগুর্ব্বভোজনাৎ।
স্ত্রীদত্তৈশ্চ রজোরোমবিণ্মূত্রাস্থিনখাদিভিঃ ॥
বিষৈশ্চ মন্দৈর্বাতাদ্যাঃ কুপিতাঃ সঞ্চিতাস্ত্রয়ঃ।
শনৈঃ কোষ্ঠে প্রকুর্ব্বন্তো জনয়ন্ত্যুদরং নৃণাম্ ॥১৬

শুষ্ককাস, কৃশতা, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অবিপাক, অধোদেশের গুরুতা; বাত বিষ্ঠা ও মূত্রের বিবন্ধ; নখ নয়ন বদন ত্বক্ মূত্র ও পুরীষের শ্যাব ও অরুণবর্ণতা; তনু কৃষ্ণবর্ণরেখা ও শিরাজালে উদরের ব্যাপ্ততা; উদরে আঘাত করিলে আধ্মাত দৃতির ন্যায় (ফাঁপা ভিস্তীর ন্যায়) শব্দ; এই সকল বাতজ উদরের লক্ষণ। বাতজ উদরে বায়ু ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ সকল দিকেই শূল ও শব্দ সহকারে বিচরণ করিতে থাকে ॥ ১১। কটু অম্ল ও লবণ অত্যুষ্ণ ও তীক্ষ্ণ দ্রব্যের সর্ব্বদা সেবন; অগ্নি, আতপ ও বিদাহী দ্রব্যের সর্ব্বদা সেবন এবং অধ্যশন ও অজীর্ণকর ভোজনহেতু পিত্ত সঞ্চিত হইয়া কফ ও বায়ুর সহিত মিলিত হয়। তাহাতে পিত্তের মার্গরোধ হওয়াতে পিত্ত উন্মার্গে আশ্রিত হয়; তখন আমাশয়ের বহ্নি হত হইয়া থাকে। এই কারণে পিত্তজ উদরের উৎপত্তি হয়। ১২। পিত্তজ উদরের লক্ষণ যথা;—দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অতিসার, ভ্রম, মুখের কটুতা, নখ নয়ন বদন ত্বক্ মূত্র ও বিষ্ঠার হরিত ও হরিদ্রাবৎ বর্ণতা; নীল পীত হারিদ্র হরিত তাম্র রেখা ও শিরাজালে উদরের ব্যাপ্ততা আর উদরের দাহ, ক্লেশ, ধূমনির্গমবৎ সন্তাপ, উষ্মা, স্বেদ, ক্লেদ, মৃদুস্পর্শ ও শীঘ্র পাক হয়। এই সকল পিত্তজ উদরের লক্ষণ। ১৩ ॥ শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, দিবানিদ্রা; স্বাদু অতিস্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল দ্রব্যের সেবন; দধি-দুগ্ধের অতিসেবন এবং আনূপমাংসের অতি-সেবন হেতু শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া স্রোতঃসমূহকে আহত করিয়া বায়ু রুদ্ধ হইয়া সেই শ্লেষ্মাকে বাহিরে ও অন্তরে পীড়ন করে। ইহাতেই শ্লেষ্মজ উদরের উৎপত্তি হয়।১৪। শ্লেষ্মজ উদ-রের লক্ষণ যথা;—গুরুতা, অরুচি, অবিপাক, অঙ্গমর্দ্দ, সুপ্তি; পাণি পাদ মুষ্ক ও উরুদেশে শোথ; উৎক্লেশ নিদ্রা, কাস, শ্বাস; নখ নয়ন বদন ত্বক্ মূত্র ও পুরীষের শুক্লত্ব; শুক্লবর্ণ রেখা ও শিরাজালে উদরের ব্যাপ্ততা এবং উদরের গুরুতা স্তৈমিত্য স্থিরতা ও কাঠিন্য এই সকল শ্লেষ্মজ উদরের লক্ষণ। ১৫। দুর্ব্বলাগ্নি ব্যক্তি অপথ্য আমবিরুদ্ধ ও গুরু-ভোজন করিলে; কিংবা সহজ অবস্থায় স্ত্রী-দত্ত রজঃ রোম বিষ্ঠা মূত্র অস্থি ও নখাদি সেবন করিলে কিংবা চিরকারী বিষ সেবন করিলে, বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া

তস্য রূপাণি—সর্ব্বেষামেব দোষাণাং সমস্তানি লিঙ্গান্যুপলভ্যন্তে বর্ণাশ্চ নখাদিষুদরমপি নানাবর্ণরাজীশিরাসন্ততং ভবত্যেতৎ সন্নিপাতোদরং বিদ্যাৎ॥ ১৭

অশিতস্যাতিসঙ্ক্ষোভাদ্‌যানযানাতিচেষ্টিতৈঃ।
অতিব্যবায়ভারাধ্ববমনব্যাধিকর্শনৈঃ॥
বামপার্শ্বাশ্রিতঃ প্লীহা চ্যুতঃ স্থানাৎ প্রবর্দ্ধতে।
শোণিতং বা রসাদিভ্যো বিবৃদ্ধং তং
বিবর্দ্ধয়েৎ॥১৮

ইতি তস্য প্লীহা কঠিনোঽষ্ঠীলেবাদৌ বর্দ্ধমানঃ কচ্ছপসংস্থান উপলভ্যতে স চোপেক্ষিতঃ ক্রমেণ কুক্ষিং জঠরমগ্ন্যধিষ্ঠানঞ্চ পরিক্ষিপন্নুদরমভিনির্বর্ত্তয়তি॥ ১৯

তস্য রূপাণি—দৌর্ব্বল্যারোচকাবিপাকবর্চ্চোমূত্র-গ্রহ-তমঃ-পিপাসাঙ্গমর্দ্দ-চ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাঙ্গসাদকাসশ্বাসমৃদুজ্বরানাহাগ্নিনাশকার্শ্যাস্যবৈরস্যপর্ব্বভেদকোষ্ঠবাতশূলান্যপি চোদরমরুণবর্ণং বিবর্ণং বা নীলহরিতহারিদ্ররাজিমদ্ভবত্যেবমেব যকৃদপি দক্ষিণপার্শ্বস্থং কুর্য্যাৎ তুল্যহেতুলিঙ্গৌষধত্বাৎ তস্য প্লীহজঠর এবাবরোধ ইত্যেতদ্‌যকৃৎ-প্লীহোদরং বিদ্যাৎ॥ ২০

পক্ষবালৈঃ সহান্নেন ভুক্তৈর্বদ্ধায়নে গুদে।
উদাবর্ত্তৈস্তথার্শোভিরন্ত্রসম্মূর্চ্ছনেন বা॥
অপানো মার্গসংরোধাদ্ধত্বাগ্নিং কুপিতোঽনিলঃ।
বর্চ্চঃপিত্তকফান্ রুদ্ধা জনয়ত্যুদরং ততঃ॥ ২১

তস্য রূপাণি—তৃষ্ণাদাহজ্বরমুখতালুশোষোরুসাদকাসশ্বাসদৌর্ব্বল্যারোচকাবিপাকবর্চ্চোমূত্রসঙ্গাধ্মান-ছর্দ্দিক্ষবথু-শিরোহৃন্নাভি-গুদশূলান্যপি

কোষ্ঠে শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চিত হয়। ইহাতেই সান্নিপাতিক উদর-রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১৬। সান্নিপাতিক উদরের লক্ষণ যথা;—সান্নিপাতিক উদরে সমস্ত দোষের সমস্ত লক্ষণ অনুভূত হয়। নখাদির বর্ণও নানাপ্রকার হয়। উদরেও নানাবর্ণের রেখা ও শিরাজাল উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহাই সান্নিপাতিক উদরের লক্ষণ। ১৭। অতি ভোজনের পর যান ও কর্ম্ম দ্বারা অতিশয় শরীর-সঞ্চালন হেতু; অতিব্যবায়, ভারবহন, পথভ্রমণ ও ব্যাধি দ্বারা শরীরের কর্ষণ হেতু বামপার্শ্বস্থিত প্লীহা স্বীয় সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক বর্দ্ধিত হয়। অথবা রক্তবর্দ্ধন রসাদিযোগে রক্ত বর্দ্ধিত হইয়া প্লীহাকে বৃদ্ধি করে। ১৮। এইরূপে প্লীহা প্রথমে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অনুভূত হয়। এই প্লীহা উপেক্ষিত হইলে ক্রমে কুক্ষি, উদর ও অগ্নির অধিষ্ঠানকে পরিক্ষিপ্ত করিয়া (ঠেলিয়া) উদরকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ১৯। প্লীহোদরের লক্ষণ যথা;—দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অবিপাক, মলগ্রহ, মূত্রগ্রহ, তমঃপ্রবেশন, পিপাসা, অঙ্গমর্দ্দ, বমি, মূর্চ্ছা, অঙ্গসাদ, কাস, শ্বাস, মৃদুজ্বর, আনাহ, অগ্নিনাশ, কৃশতা, মুখবৈরস্য, পর্ব্বভেদ, কোষ্ঠে বাতবেদনা এবং উদর অরুণবর্ণ বা গাত্রাসমানবর্ণ এবং নীল হরিত বা হরিদ্রাবর্ণরেখাযুক্ত হয়। এইরূপে দক্ষিণপার্শ্বস্থ যকৃৎও প্লীহার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া উদর উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু প্লীহা ও যকৃতের হেতুতুল্যতা, লক্ষণতুল্যতা ও ঔষধতুল্যতা হেতু যকৃদুদরের স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হইল না। ২০। বদ্ধোদরের উৎপত্তি যথা;—পক্ষ বা কেশের সহিত অন্নভক্ষণ হেতু বা উদাবর্ত্ত হেতু বা অর্শোহেতু বা অন্ত্রসংমূর্চ্ছন হেতু মলদ্বারের মার্গরোধ হইলে অপানবায়ু মার্গসংরোধ বশতঃ কুপিত হইয়া অগ্নি, বিষ্ঠা, পিত্ত ও কফকে রুদ্ধ করিয়া বদ্ধগুদোদর উৎপন্ন করে। [পাশ্চাত্য ভাষায় অন্ত্রসম্মূর্চ্ছনকে ইন্টসসাসেপসন অব ইন্টেসটাইন বলে। যদি অন্ত্রের কোন অংশ অন্য অংশের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে বিষ্ঠা ও বায়ুর অবরোধ হয়। এইরূপ অবস্থাকেই বোধ হয়, অন্ত্রসংমূর্চ্ছন কহে। নতুবা উহার আর কোন অর্থ বোধ হয় না। ১২২ প্রকরণ দেখ]। ২১। বদ্ধগুদোদরের লক্ষণ যথা;—তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, মুখশোষ, তালুশোষ, উরুসাদ, কাস, শ্বাস, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অবিপাক, মল-

চোদরং মূঢ়বাতং স্থিরমরুণং নীলরাজিশিরাবন-
দ্ধমরাজিকং বা প্রায়ো নাভ্যুপরি গোপুচ্ছ-
বদভিনিবর্ত্তত ইত্যেতদ্বদ্ধগুদোদরং বিদ্যাৎ ॥২২
শর্করাতৃণকাষ্ঠাস্থিকণ্টকৈরন্নসংযুতৈঃ ।
ভিদ্যেতান্ত্রং যদা ভুক্তৈর্জৃম্ভয়াত্যশনেন বা ॥
ইয়াৎ পাকরসস্তেভ্যশ্ছিদ্রেভ্যঃ প্রস্রবদ্ বহিঃ ।
পূরয়ন্ গুদমন্ত্রঞ্চ জনয়ত্যুদরং ততঃ ॥ ২৩

ইতি তদধো নাভ্যাঃ প্রায়োঽভিনিবর্ত্তমান-
মুদকোদরস্য চ যথাবলঞ্চ দোষাণাং রূপাণি
দর্শয়ত্যপি চাতুরঃ স লোহিতনীলপীতপিচ্ছিল-
কুণপগন্ধামবর্চ্চ উপবেশতে হিক্কাশ্বাসকাসতৃষ্ণা-
প্রমেহারোচকাবিপাকদৌর্ব্বল্যপরীতশ্চ ভব-
ত্যেতচ্ছিদ্রোদরং বিদ্যাৎ ॥ ২৪

মূত্রের বিবন্ধ, আধ্মান, বমি, হাঁচী, শিরঃ-
শূল, হৃচ্ছূল, নাভিশূল, গুদশূল এবং অধো-
বায়ুর নিঃসরণ বন্ধ হয়। উদর স্থির এবং
অরুণ নীল রেখা ও শিরাজালে ব্যাপ্ত হয়।
অথবা রেখা থাকে না ; কেবল অরুণ ও নীল
শিরা সকল দেখা যায়। প্রায় নাভির উপরি-
ভাগে [অন্যত্রও হইতে পারে] উদর গো-
পুচ্ছবৎ হয়। ইহাকে বদ্ধগুদোদর কহে।
২২। অন্নের সহিত কাঁকর, তৃণ, কাষ্ঠ, অস্থি
বা কণ্টক ভুক্ত হইলে যদি অন্ত্র ভিন্ন (অর্থাৎ
ছিদ্রিত) হয় অথবা যদি অন্ত্র জৃম্ভা বশতঃ
(বাতাধিক্যহেতু আধ্মানবশতঃ) বা অতি
ভোজন হেতু ভিন্ন হয়, তবে পাকরস ছিদ্র
দিয়া বাহিরে চুয়াইয়া পড়ে এবং সেই রস
দ্বারা অন্ত্র ও গুদ পূর্ণ হওয়াতে উদর উৎপন্ন
হয়। ইহাকেই ক্ষতোদর বা ছিদ্রোদর
বলে। ২৩। সেই ক্ষতোদর নাভির অধো-
দিকে বর্দ্ধমান হয়। ইহার কতক লক্ষণ
জলোদরের ন্যায় এবং কতক লক্ষণ উল্বণ
দোষের অনুরূপ হইয়া থাকে। ক্ষতোদরে
রোগীর লোহিত নীল পীত পিচ্ছিল দুর্গন্ধ ও
অপক্ব মল নির্গত হয় এবং হিক্কা শ্বাস কাস
তৃষ্ণা প্রমেহ অরুচি অবিপাক ও দৌর্ব্বল্যের
আতিশয্য হয়। ইহাকে ছিদ্রোদরও বলে।

স্নেহপীতস্য মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণস্যাতিকৃশস্য বা ।
অত্যম্বুপানান্নষ্টেঽগ্নৌ মারুতঃ ক্লোম্নি সংস্থিতঃ ।
স্রোতঃসু রুদ্ধমার্গেষু কফশ্চোদকমূর্চ্ছিতঃ ।
বর্দ্ধয়েতাং তদেবাম্বু স্বস্থানাদুদরায় তৌ ॥ ২৫

তস্য রূপাণি—অনন্নকাঙ্ক্ষাপিপাসাগুদস্রাব-
শূলশ্বাসকাসদৌর্ব্বল্যান্যপি চোদরং নানাবর্ণ-
রাজিশিরাসন্ততমুদকপূর্ণদৃতিক্ষোভসংস্পর্শং ভব-
ত্যেতদুদকোদরং বিদ্যাৎ ॥ ২৬

তত্রাচিরোৎপন্নমনুপদ্রবমনুদকমপ্রাপ্তমুদরং
ত্বরমাণশ্চিকিৎসেদুপেক্ষিতানাং হ্যেষাং দোষাঃ

২৪। জলোদরের উৎপত্তি যথা ;—পীতস্নেহ,
মন্দাগ্নি, ক্ষীণ বা অতি কৃশ ব্যক্তির অতিশয়
জলপান হেতু অগ্নি নষ্ট হইলে বায়ু ক্লোম
আশ্রয় করে এবং স্রোতঃ সকল অবরুদ্ধ হও-
য়াতে আমাশয়স্থ কফ পীতজল দ্বারা অভিভূত
হয়। [পাশ্চাত্য ভাষায় ক্লোমকে গলব্লাডার
কহে (কোলব্রুক) আয়ুর্ব্বেদ মতে ক্লোম
পিপাসাস্থান। বায়ু এই স্থল অধিকার করিলে
পিপাসা না থাকিলেও জলের জন্য আকিঞ্চন
হয়। গঙ্গাধর বলেন, ক্লোম কণ্ঠ ও বক্ষের
সন্ধিস্থানে আছে]। এইরূপে বায়ু ও কফ
পীত জলের বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। সেই
জল স্বস্থান হইতে গমন করিয়া ত্বক্ ও মাংসের
মধ্যে সঞ্চিত হইলেই জলোদর হয়। [তবেই
স্থির হইতেছে যে কারণেই জলোদর হউক
না কেন, জলপান বন্ধ করিলেই জলোদরের
শীঘ্র বৃদ্ধি হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার উদ-
রের পরিণামেই জল হইতে পারে]। ২৫
জলোদরের লক্ষণ যথা ;—অন্নে অনভিলাষ,
পিপাসা, মলদ্বার হইতে জলস্রাব, শূল, শ্বাস,
কাস, দৌর্ব্বল্য, উদরে নানাবর্ণ রেখা ও শিরা-
জালের উদয় এবং জলপূর্ণ দৃতির ন্যায় উদরের
সংক্ষোভ (কাঁপ) ও স্পর্শ হইয়া থাকে।
[রোগী যখন যে পার্শ্বে শয়ন করে, তখন সেই
পার্শ্ব উন্নত হইয়া থাকে] ইহাকেই জলোদর
কহে। ২৬। অষ্টপ্রকার উদরের মধ্যে অচি-
রোৎপন্ন উপদ্রব রহিত উদর, জল না হইবার

ধবানাদনাবৃত্তা অপরিপাকাদ্‌দ্রবীভূতাঃ সন্ধীন্ স্রোতাংসি চোপক্লেদয়ন্তি স্বেদশ্চ বাহেষু স্রোতঃসু প্রতিহতগতিস্তির্য্যগবতিষ্ঠমানস্ত- দেবোদকমাপ্যায়য়তি ॥ ২৭

তত্র পিচ্ছোৎপত্তৌ মণ্ডলমুদরং গুরুস্তি- মিতমাকোঠিতমশব্দং মৃদুস্পর্শমপগতরাজীক- মাক্রান্তং নাভ্যাং সর্পতীতি। ততোহনন্তরম্ উদকপ্রাদুর্ভাবঃ।—তস্য রূপাণি কুক্ষেরতি- মাত্রবৃদ্ধিঃ শিরান্তর্দ্ধানগমনমুদকপূর্ণদৃতিসং- ক্ষোভস্পর্শত্বঞ্চ ॥ ২৮

তদাতুরমুপদ্রবাঃ স্পৃশন্তি চ্ছর্দ্দ্যতীসার- তমকতৃষ্ণাশ্বাসকাসহিক্কাদৌর্ব্বল্য-পার্শ্বশূলারুচি- স্বরভেদমূত্রসঙ্গাদয়স্তথাবিধমচিকিৎস্যং বিদ্যা- দিতি ॥ ২৯

ভবতি চাত্র।

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ প্লীহ্নঃ সন্নিপাতাৎ তথোদকাৎ।

পরম্পরং কৃচ্ছ্রতরমুদরং ভিষগাদিশেৎ ॥ ৩০

পক্ষাদ্বদ্ধগুদন্তূর্দ্ধং সর্ব্বং জাতোদকং তথা।

প্রায়ো ভবত্যভাবায় ছিদ্রান্ত্রঞ্চোদরং নৃণাম্ ॥

শূনাক্ষং কুটিলোপস্থমুপক্লিন্নতনুত্বচম্।

বলশোণিতমাংসাগ্নিপরিক্ষীণঞ্চ সন্ত্যজেৎ ॥ ৩২

শ্বয়থুঃ সর্ব্বমর্ম্মোত্থঃ শ্বাসো হিক্কারুচিঃ সতৃট্।

মূর্চ্ছা চ্ছর্দ্দ্যতিসারশ্চ নিহন্ত্যদরিণং নরম্ ॥ ৩৩

জন্মনৈবোদরং সর্ব্বং প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমং মতম্।

বলিনস্তদজাতাম্বু যত্নসাধ্যং নবোত্থিতম্ ॥ ৩৪

অজাতজললক্ষণমাহ।

অশোথমরুণাভাসং সশব্দং নাতিভারিকম্।

সদা গুড়গুড়ায়ন্তং শিরাজালগবাক্ষিতম্ ॥

নাভিং বিষ্টভ্য পায়ৌ তু বেগং কৃত্বা প্রণশ্যতি

পূর্ব্বেই, ত্বরাপর হইয়া চিকিৎসা করাইবে। কারণ উদর সকল উপেক্ষিত হইলে বাতাদি দোষ স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া আহারের অপরিপাক বশতঃ দ্রবীভূত হইয়া সন্ধিসমূহ ও স্রোতঃসমূহকে উপক্লেদিত করে এবং বাহ্য- স্রোতঃ অবরুদ্ধ থাকাতে স্বেদও বহির্গত হইতে পারে না, পরন্তু তির্য্যক্ ভাবে স্থিত হইয়া সেই জলকেই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ২৭। উদরে জলোৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ পিচ্ছার (ক্লেদ বা পিচ্ছিল শ্লেষ্মা) উৎপত্তি হয়। পিচ্ছার উৎপত্তি হইলে উদর মণ্ডলাকার, গুরু, স্তিমিত, কোঠবিশিষ্ট, অশব্দ, মৃদুস্পর্শ ও রেখা- রহিত হয় এবং নাভির উপর টিপিলে সরিয়া যায়। অনন্তর জলের আবির্ভাব হয়; তাহার লক্ষণ যথা;—কুক্ষির অতিমাত্র বৃদ্ধি, শিরা- সমূহের অদর্শন, জলপূর্ণ দৃতির ন্যায় স্বকের সংক্ষোভ ও স্পর্শ। ২৮। তখন রোগীর এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়;—বমি, অতি- সার, তমক, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দৌর্ব্বল্য, পার্শ্বশূল, অরুচি, স্বরভেদ, মূত্রবন্ধ ইত্যাদি। এইরূপ হইলে রোগ অচিকিৎস্য হয় জানিবে। ২৯। অনন্তর কতকগুলি কথা পদ্যে বলা হইতেছে। বাতজনিত হইতে পিত্তজনিত, পিত্তজনিত হইতে কফজনিত, কফজনিত হইতে প্লীহজনিত, প্লীহজনিত হইতে সান্নি- পাতিক এবং সান্নিপাতিক উদর হইতে জলো- দর কৃচ্ছ্রতর। ৩০। প্রায় এক পক্ষের পরই বদ্ধগুদোদর, জলোদর ও ছিদ্রোদর মানব- দিগের বিনাশ করিয়া থাকে। ৩১। উদর- রোগীর অক্ষিদ্বয় শোথযুক্ত, উপস্থ বক্র, চর্ম্ম ক্লেদযুক্ত ও তনু এবং বল রক্ত মাংস ও অগ্নি পরিক্ষীণ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ৩২। সমস্ত মর্ম্মস্থানে শোথ, শ্বাস, হিক্কা, অরুচি, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমি ও অতিসার হইলে উদররোগীর বিনাশ হইয়া থাকে। ৩৩। জন্ম- মাত্রেই সর্ব্বপ্রকার উদর প্রায় কৃচ্ছ্রতম হইয়া থাকে। বলবান্ ব্যক্তির নূতন উদর অজাতো- দক হইলে বহুযত্নে সাধ্য হইয়া থাকে। ৩৪। অনন্তর অজাতজল উদরের লক্ষণ বলা হই- তেছে;—যদি উদররোগীর উদর শোথহীন অরুণবর্ণ, সশব্দ, কিঞ্চিৎ ভারি, সদা গুড়গুড় শব্দকারী ও গবাক্ষাকার শিরাজালে ব্যাপ্ত থাকে; যদি বায়ু নাভীকে স্ফীত করিয়া বেগ ধারণ করে এবং পায়ুতে গিয়া নিবৃত্ত

হৃন্নাভিবঙ্ক্ষণকটীগুদপ্রত্যেকশূলিনঃ ॥
কর্কশং সৃজতো বাতং নাতিমন্দে চ পাবকে।
মূত্রেঽল্পে সংহতবিষি লালয়া বিরসে মুখে ॥
অজাতোদকমিত্যেতৈর্লিঙ্গৈর্বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ।
উপক্রামেৎ ভিষগ্দোষবলকালবিশেষবিৎ ॥ ৩৫
বাতোদরে বলবতঃ পূর্ব্বং স্নেহৈরুপাচরেৎ।
স্নিগ্ধায় স্বেদিতাঙ্গায় দদ্যাৎ স্নেহবিরেচনম্ ॥ ৩৬
হৃতে দোষে পরিম্লানং বেষ্টয়েদ্বাসসোদরম্।
তথাস্যানবকাশত্বাদ্বায়ুর্নাধ্মাপয়েৎ পুনঃ ॥ ৩৭
দোষাতিমাত্রোপচয়াৎ স্রোতসাং সন্নিরোধনাৎ
সম্ভবত্যুদরাণ্যেবমতো নিত্যং বিশোধয়েৎ ॥
শুদ্ধং সংসৃজ্য চ ক্ষীরং বলার্থং পায়য়েৎ তু তম্
প্রাগুৎক্লেশান্নিবর্ত্ত্যঞ্চ বলে লব্ধে
ক্রমাৎ পয়ঃ ॥ ৩৮
যূষৈ রসৈর্বা মন্দাম্ললবণৈ রেধিতানলম্।
সোদাবর্ত্তং পুনঃ স্নিগ্ধং স্বিন্নমাস্থাপয়েন্নরম্ ॥ ৩৯
স্ফুরণাক্ষেপসন্ধ্যস্থিপার্শ্বপৃষ্ঠত্রিকার্ত্তিষু।
দীপ্তাগ্নিং বদ্ধবিড়্বাতং রুক্ষমপ্যনুবাসয়েৎ ॥ ৪০
তীক্ষ্ণাধোভাগযুক্তঃ স্যান্নিরূহো দাশমূলিকঃ।
বাতঘ্নাম্লশৃতৈস্তৈলৈরনুবাসনঃ ॥ ৪১
অবিরেচ্যস্তু যং বিদ্যাদ্দুর্ব্বলং স্থবিরং শিশুম্।

হয়; যদি উদররোগীর হৃদয়, বংক্ষণ, কটি, নাভি ও গুদ প্রত্যেক স্থানেই শূল (বেদনা) থাকে; যদি কর্কশ শব্দের সহিত বায়ুনিঃসরণ হয়; যদি অগ্নি নিতান্ত মন্দ না হয়; যদি মুখ লালাযুক্ত ও বিরস হয়; মূত্র অল্প ও বিষ্ঠা সংহত হয়, তবে সে উদরে জল হয় নাই জানিবে এবং জানিয়া দোষ বল ও কালানুসারে চিকিৎসা করিবে। এই শব্দ উদরে কাণ দিলে শুনিতে পাওয়া যাইবে। ["নাভীকে স্ফীত করিয়া বেগ ধারণ করে এবং পায়ুতে গিয়া নিবৃত্ত হয়" এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, নাভী বা নাভীর সমীপস্থ উদর স্ফীত হইবার পর পায়ুর অভিমুখে অধোবায়ুর বেগ হয়; মনে হয়, অধোবায়ু নিঃসরণ হইবে, কিন্তু তাহা হয় না। অথচ তখন নাভির স্ফীতিও নিবৃত্ত হয়। "যদি রোগীর হৃদয় প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানে শূল থাকে" ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় এ সকল স্থানে শূল থাকিলেও জলোদরের আশঙ্কা করা যায় না। জলোদরে এ সকল স্থানে শূল থাকে এ কথাও বলা হইল]।৩৫। বলবান্ ব্যক্তির বাতোদরে প্রথমতঃ স্নেহ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। রোগী স্নিগ্ধ ও স্বেদিত হইলে পর স্নেহবিরেচন প্রদান করিবে। অনন্তর উদর হইতে দোষ অপহৃত হইলে ম্লানভূত উদর বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। তাহা হইলে অবকাশাভাবে বায়ু আর উদরে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারে না। ৩৬। দোষের অতিমাত্র উপচয় ও স্রোতঃসমূহের নিরোধ হওয়াতেই উদর সকল উৎপন্ন হয়। অতএব উদররোগে নিত্য বিরেচন দিবে। ৩৭। উদররোগী শুদ্ধ হইলে পর তাহাকে পেয়াদি ক্রম পালন করাইয়া বলার্থ দুগ্ধ পান করাইবে। কিন্তু উৎক্লেশ (দোষের উর্দ্ধগমন বা বমি) না হয়, এজন্য বল হইলেই দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিবে। ৩৮। রোগীর অগ্নিরোধ ও উদাবর্ত্ত থাকিলে তাহাকে পুনর্ব্বার স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া অল্প লবণসংযুক্ত যূষ বা মাংসরস দ্বারা আস্থাপন দিবে। ৩৯। স্ফুরণ (ঝিলিক মারা), আক্ষেপ (মোহ) এবং সন্ধি অস্থি পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে যাতনা প্রভৃতি থাকিলে অথচ রোগীর অগ্নি দীপ্ত অথচ বিষ্ঠা বায়ু বদ্ধ ও রুক্ষতা থাকিলে তাহাকে অনুবাসন দিবে [মন্দাগ্নি ব্যক্তিকে অনুবাসন দিতে নাই]। ৪০। নিরূহ দিতে হইলে "তীক্ষ্ণাধোভাগযুক্ত" দশমূলক্কাথের নিরূহ দিবে। আর অনুবাসন দিতে হইলে বাতঘ্ন অম্ল (যথা কাঁজী) দ্রব্যের সহিত পক্ব এরণ্ডতৈলের অনুবাসন দিবে। [তীক্ষ্ণাধোভাগযুক্ত' অর্থাৎ চৈ ও কমলাগুড়ির কল্কযুক্ত ইতি কেচিৎ। গঙ্গাধর বলেন যে, অধোভাগহর দ্রব্যযুক্ত, কিন্তু তাহাতে অর্থবোধ হয় না]। ৪১। অবিরেচ্য ব্যক্তি এবং দুর্ব্বল, স্থবির,

সুকুমারং প্রকৃত্যাল্পদোষং বাতোল্বণানিলম্ ॥
তং ভিষক্ শমনৈঃ সর্পির্যূষমাংসরসৌদনৈঃ।
বস্ত্যভ্যঙ্গানুবাসৈশ্চ ক্ষীরৈশ্চোপাচরেদ্‌বুধঃ ॥ ৪২
পিত্তোদরে তু বলিনং পূর্ব্বমেব বিরেচয়েৎ
দুর্ব্বলন্ত্বনুবাস্যাদৌ শোধয়েৎ ক্ষীরবস্তিনা ॥
সঞ্জাতবলকায়াগ্নিং পুনঃ স্নিগ্ধং বিরেচয়েৎ।
পয়সা সত্রিবৃৎকল্কেনোরুবূকশৃতেন বা ॥
সাতলাত্রায়মাণাভ্যাং শৃতেনারগ্বধেন বা।
সকফে বা সমূত্রেণ সবাতে তিক্তসর্পিষা ॥ ৪৩
পুনঃ ক্ষীরপ্রয়োগঞ্চ বস্তিকর্ম্ম বিরেচনম্।
ক্রমেণ ধ্রুবমাতিষ্ঠন্ যুক্তঃ পিত্তোদরং জয়েৎ ॥ ৪৪
স্নিগ্ধং স্বিন্নং বিশুদ্ধন্তু কফোদরিণমাতুরম্।
সংসর্জ্জয়েৎ কটুক্ষারযুক্তৈরন্নৈঃ কফাপহৈঃ ॥ ৪৫
গোমূত্রারিষ্টপানৈশ্চ চূর্ণায়স্কৃতিভিস্তথা।
সক্ষারৈস্তৈলপানৈশ্চ শময়েৎ তু কফোদরম্ ॥ ৪৬
সন্নিপাতোদরে সর্ব্বা যথোক্তাঃ কারয়েৎ ক্রিয়াঃ
সোপদ্রবন্তু নির্বৃত্তং প্রত্যাখ্যেয়ং বিজানতা ॥ ৪৭
উদাবর্ত্তরুগানাহৈর্দাহমোহতৃষাজ্বরৈঃ।
গৌরবারুচিকাঠিন্যৈশ্চানিলাদীন্ যথাক্রমম্ ॥
লিঙ্গৈঃ প্লীহোদরান্ দৃষ্ট্বা রক্তং বাপি স্বলক্ষণৈঃ
চিকিৎসাং সম্প্রকুর্ব্বীত যথাদোষং যথাবলম্ ॥ ৪৮
স্নেহং স্বেদং বিরেকঞ্চ নিরূহমনুবাসনম্।
সমীক্ষ্য কারয়েদ্বাহৌ বামে বা ব্যধয়েচ্ছিরাম্ ॥
ষট্‌পলং বা পিবেৎ সর্পিঃ পিপ্পলীর্বা প্রযোজয়েৎ
সগুড়ামভয়াং বাপি ক্ষারারিষ্টগণাংস্তথা ॥ ৪৯

শিশু, সুকুমার, স্বভাবতঃ অল্পদোষ ও বাতোল্বণ ব্যক্তিকে বিরেচন না দিয়া ঘৃত যূষ ও মাংসরস-যোগে শমন চিকিৎসা করিবে আর বস্তি, অভ্যঙ্গ, অনুবাসন ও দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে। ৪২। পিত্তোদরে বলবান্ ব্যক্তিকে প্রথমতঃ বিরেচিত করিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে প্রথমতঃ অনুবাসন দিয়া দুগ্ধবস্তি প্রয়োগপূর্ব্বক শোধন করাইবে। অনন্তর বল ও অগ্নিবৃদ্ধি হইলে পুনর্ব্বার স্নিগ্ধ করিয়া এই সকল দ্রব্য দ্বারা বিরেচন দিবে; যথা, —তেউড়ীর কল্কযুক্ত দুগ্ধ বা এরণ্ডবীজের সহিত পক্ব দুগ্ধ, অথবা সাঁতলা (চামরকষা) ও বলাডুমুর লতার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ বা সোঁদাল ফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে। কফের অনুবন্ধ থাকিলে দুগ্ধের সহিত গোমূত্র যোগ করিবে। আর বায়ুর অনুবন্ধ থাকিলে কুষ্ঠাধিকারোক্ত তিক্তক ঘৃত দ্বারা বিরেচন দিবে। ৪৩। পিত্তোদরে এই-রূপ পুনঃপুনঃ ক্ষীর প্রয়োগ এবং ক্ষীরপ্রয়োগের পর রোগী জাতবল হইলে নিরূহ ও অনুবাসন এবং পরে বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ৪৪। কফোদররোগীকে স্নেহস্বেদ [illegible] কফনাশক কটু ক্ষারযুক্ত পেয়াদি [illegible] অন্ন সেবন করাইবে। ৪৫। কফোদররোগীকে গোমূত্র, অরিষ্ট, লৌহচূর্ণ এবং ক্ষারযুক্ত তৈল পান দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৪৬। সান্নিপাতিক উদরে পূর্ব্বোক্ত সকল ক্রিয়াই করা কর্ত্তব্য। উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিক উদর প্রত্যাখ্যান করাই কর্ত্তব্য। ৪৭। প্লীহোদরে উদাবর্ত্ত, শূল ও আনাহ থাকিলে দোষ ও বলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রধানতঃ বায়ুর চিকিৎসা করিবে। দাহ মোহ তৃষ্ণা ও জ্বর থাকিলে পিত্তের চিকিৎসা করিবে। আর গুরুতা, অরুচি ও কাঠিন্য থাকিলে কফের চিকিৎসা করিবে। আর রক্তের লক্ষণ থাকিলে রক্তের চিকিৎসা করিবে। [কেহ কেহ বলেন, জ্বরাদিসংসৃষ্ট প্লীহাই রক্তজ প্লীহা; কারণ উহাতে রক্তাধিক্য বশতই বিদাহ হয়। আর জ্বরাদি রোগ ভিন্ন যে প্লীহা বর্দ্ধিত হয়, তাহাই বাতিক; তদ্রূপ প্লীহাও দেখা গিয়াছে। জ্বরসংসৃষ্ট প্লীহায় কফপিত্তেরও সংস্রব থাকে]। ৪৮। উদররোগে যুক্তিপূর্ব্বক স্নেহ, স্বেদ, বিরেচন, নিরূহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। আর বাম বাহুতে শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে। অথবা ষট্‌পল ঘৃত পান করাইবে বা পিপ্পলীরসায়ন প্রয়োগ করিবে। অথবা গুড়ের সহিত হরীতকী এবং ক্ষারগণ ও অরিষ্টগণ প্রয়োগ

পিপ্পলী নাগরং দন্তী চিত্রকং দ্বিগুণাভয়ম্।
বিড়ঙ্গাংশযুক্তং চূর্ণমেতদুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ॥ ৫০
বিড়ঙ্গং চিত্রকং শুণ্ঠীং সঘৃতাং সৈন্ধবং বচাম্।
দগ্ধ্বা কপালে পয়সা গুল্মপ্লীহাপহং ভবেৎ॥ ৫১
রোহীতকলতানান্তু কাণ্ডকাঃ সাভয়া জলে।
মূত্রে বা শুতমেতচ্চ সপ্তরাত্রস্থিতং পিবেৎ॥৫২
কামলাগুল্মমেহার্শঃপ্লীহসর্ব্বোদরক্রিমীন্।

করিবে। ৪৯। উদররোগে পিপুল, শুঁঠ, দন্তী ও চিতা এই সকল এক এক ভাগ হরীতকী, দুই ভাগ ও বিড়ঙ্গ চতুর্থাংশ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। [গঙ্গাধরের পাঠানুসারে পিপুল, শুঁঠ, দন্তী, চিতু, ও হরীতকী সমান সমান অংশ এবং বিট্‌-লবণ অর্দ্ধাংশ]। ৫০। বিড়ঙ্গ, চিতা, শুঁঠ, সৈন্ধব ও বচ ঘৃতের সহিত খোলাতে দগ্ধ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে গুল্ম ও প্লীহা নষ্ট হয় [গঙ্গাধরমতে ঐ সকল দ্রব্য কুটিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে; কিন্তু গঙ্গাধরের পাঠেও 'খোলায়' পদের উল্লেখ আছে, অন্তর্ধূমের উল্লেখ নাই]। ৫১। রোহীতকশাখাদিগের কাণ্ড সকল ছেদন করিয়া হরীতকীকাথে বা গোমূত্রে সপ্তরাত্র স্থাপন করিয়া সেবন করিবে। [গঙ্গাধরের মতে হরীতকীর কাথে বা গোমূত্রে সপ্তরাত্র স্থাপন করিলে যে সন্ধান প্রস্তুত হইবে, তাহাই সেবন করিবে। গঙ্গাধরমতে রোহীতকের শাখা লতার ন্যায় বলিয়া রোহীতক লতা বলা হইয়াছে। কিন্তু রাজনির্ঘণ্ট অভিধানে "লতাস্তু শাখাঃ" অর্থাৎ লতা শব্দের অর্থ শাখা এইরূপ বচন আছে। যাহা হউক, উভয় অর্থই সঙ্গত। রোহীতককে ভাষায় কেহ "রয়না" কেহ "রক্তা" কেহ বা 'পিতরাজ' কেহ বা 'পিত্তরাজ' কহিয়া থাকে]। ৫২। ঐরূপ রোহীতকযুক্ত হরীতকীর কাথ বা গোমূত্রে সেবন করিলে কামলা, গুল্ম, মেহ, অর্শঃ, প্লীহা, সর্ব্বপ্রকার উদর ও ক্রিমি নষ্ট

তজ্জীর্ণে জাঙ্গলরসৈর্জীর্ণে স্বাচ্ছাত্র ভোজনম্॥৫৩
রোহীতকত্বচঃ কৃত্বা পলানাং পঞ্চবিংশতিম্।
কোলদ্বিপ্রস্থসংযুক্তং কষায়মুপকল্পয়েৎ॥
পালিকৈঃ পঞ্চকোলৈস্ত তৈঃ সর্ব্বৈশ্চাপি তুল্যয়া
রোহীতকত্বচা পিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
প্লীহাভিবৃদ্ধিং শময়ত্যেতদাশু প্রযোজিতম্।
তথা গুল্মোদরশ্বাসক্রিমিপাণ্ডুত্বকামলাঃ॥ ৫৪
অগ্নিকর্ম্ম চ কুর্ব্বীত ভিষগ্বাতকফোল্বণে।
পৈত্তিকে জীবনীয়ানি সর্পীংষি ক্ষীরবস্তয়ঃ॥
রক্তাবসেকঃ সংশুদ্ধিঃ ক্ষীরপানঞ্চ শস্যতে॥৫৫
যূষৈর্মাংসরসৈশ্চাপি দীপনীয়সমাযুতৈঃ।
লঘূন্যন্নানি সংসৃজ্য ভজেৎ প্লীহোদরী নরঃ॥৫৬
স্বিন্নায় বদ্ধোদরিণে মূত্রতীক্ষ্ণৌষধান্বিতম্।

হয়। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে জাঙ্গল মাংসরসের সহিত ভোজন করিতে হয়। [এই ঔষধ দৃষ্টফল। এইরূপে প্রস্তুত করিলেও হয়; যথা—রোহিতকছাল এক সের, হরীতকী এক সের ও গোমূত্র ষোল সের একত্র পাক করিবে এবং চারি সের থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবে। বোতলে পুরিয়া রাখিলে ঔষধ দুই সপ্তাহেও নষ্ট হইবে না। দুর্গন্ধ হইলেও অব্যবহার্য্য হইবে না।]৫৩। রোহীতকের বল্কল পঁচিশ পল ও কুলশুঁঠ দুই প্রস্থ (চারি সের) অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া চারি ভাগ থাকিতে নামাইবে। ঐ কাথের সহিত পঞ্চকোলোক্ত দ্রব্যগণের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ একপল ও রোহীতকের কল্ক পাঁচ পল এবং ঘৃত চারি সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত অতিবৃদ্ধ প্লীহাকেও সত্বর নাশ করে এবং গুল্ম, উদর, শ্বাস, ক্রিমি, পাণ্ডুরোগ ও কামলা নাশ করিয়া থাকে। ৫৪। চিকিৎসক বাতকফোল্বণ উদরে অগ্নিকর্ম্ম করিবেন। আর পৈত্তিক উদরে জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্য, ভিক্তক ঘৃতসমূহ, দুগ্ধবস্তি, রক্তাবসেচক, সংশোধন ও দুগ্ধপান প্রশস্ত। ৫৫। প্লীহোদরী লঘুপাকী অন্ন দীপনীয়-ভেষজ-সিদ্ধ যূষ ও মাংসরসের সহিত সংসৃষ্ট করিয়া ভোজন

তৈললবণং দদ্যান্নিরূহং সানুবাসনম্ ॥
...নীনি চাম্লানি তীক্ষ্ণঞ্চৈব বিরেচনম্ ।
...র্ত্তহরং কর্ম্ম কার্য্যং বাতঘ্নমেব চ ॥ ৫৭
ছিদ্রোদরমৃতে স্বেদাৎ শ্লেষ্মোদরবদাচরেৎ ।
জাতং জাতং জলং স্রাব্যমেবং তৎ
পাতয়েদ্ভিষক্ ॥ ৫৮
তৃষ্ণাকাসজ্বরার্ত্তন্তু ক্ষীণমাংসাগ্নিভোজনম্ ।
বর্জ্জয়েচ্ছ্বাসিনং তদ্বচ্ছূলিনং দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫৯
অপাং দোষে গ্রহণ্যাদৌ বিদধ্যাদুদকোদরে ।
মূত্রযুক্তানি তীক্ষ্ণানি বিবিধক্ষারবস্তি চ ।
দীপনীয়ৈঃ কফঘ্নৈশ্চ তমাহারৈরুপাচরেৎ ॥ ৬০
দ্রবেভ্যশ্চোদকাদিভ্যো নিষচ্ছেদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৬১

করিবে। ৫৬। বদ্ধোদররোগীকে স্বিন্ন করিয়া গোমূত্রসংস্কৃত সুহীক্ষীর প্রভৃতি তীক্ষ্ণৌষধ-সংযুক্ত নিরূহ তৈল ও সৈন্ধবের সহিত মিলিত করিয়া দিবে। পরে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। আর ইহাকে বিরেচক অম্ল, তীক্ষ্ণ বিরেচন এবং উদাবর্ত্তহর বাতঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। ৫৭। ছিদ্রোদরে স্বেদ ভিন্ন শ্লেষ্মোদরোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই করিবে। আর জল যেমন যেমন জন্মিবে, তেমনই তেমনই নিঃসারিত করিয়া দিবে। যাপ্য ছিদ্রোদরে এইরূপ করিয়াই কাল কাটাইতে হয়। ৫৮। ছিদ্রোদর রোগীর তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, মাংস, অগ্নি ও ভোজনের ক্ষীণতা এবং শ্বাস, শূল ও ইন্দ্রিয়গণের দুর্ব্বলতা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ৫৯। জলোদরে গ্রহণী প্রভৃতিতে জলের দোষ হইলে মূত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ ... ও বিবিধ ক্ষারবস্তি প্রয়োগ করিবে এবং দীপনীয় কফঘ্ন আহার সকল প্রয়োগ করিবে। [গঙ্গাধর-পাঠানুসারে 'গ্রহণী প্রভৃতিতে জলের দোষ হইলে' এই বাক্যের পরিবর্ত্তে 'জলদোষ-হারক' এইরূপ পদ হইবে। এই পাঠই সুবোধ্য]। ৬০। জলোদরে ক্রমেই জল ... সমস্ত দ্রব দ্রব্য পরিহার করিবে ...নই এইরূপ বিহিত ২৫

সর্ব্বমেবোদরং প্রায়ো দোষসঙ্ঘাতজং মতম্ ।
তস্মাৎ ত্রিদোষশমনীং ক্রিয়াং সর্ব্বেষু কারয়েৎ
দোষৈঃ কুক্ষৌ হি সম্পূর্ণে বহ্নির্মন্দত্বমৃচ্ছতি ।
তস্মাদ্ভোজ্যানিযোজ্যানি দীপনানি লঘূনি চ ।৬৩
রক্তশালীন্ যবান্ মুদ্গান্ জাঙ্গলাংশ্চ মৃগদ্বিজান্
পয়োমূত্রাসবারিষ্টান্ মধু শীধুংস্তথা সুরাম্ ॥ ৬৪
যবাগূমোদনং বাপি যূষৈরদ্যাদ্রসৈরপি ।
মন্দাম্লস্নেহকটুভির্যচ্চ মূলোপসাধিতৈঃ ॥ ৬৫
ঔদকানূপজং মাংসং শাকং পিষ্টকৃতং তিলান্ ।
ব্যায়ামাধ্বদিবাস্বপ্নং যানযানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
তথোষ্ণলবণাম্লানি বিদাহীনি গুরূণি চ ।
নাদ্যাদন্নানি জঠরী তোয়পানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৬
নাতিসান্দ্রং মতং পানে স্বাদু তক্রমপেলবম্ ।
ত্র্যূষণক্ষারলবণৈর্যুক্তন্তু নিচয়োদরী ॥ ৬৭
বাতোদরী পিবেৎ তক্রং পিপ্পলীলবণান্বিতম্ ।

প্রঃ]। ৬১। সর্ব্বপ্রকার উদরই প্রায় ত্রিদোষজ। অতএব সর্ব্বপ্রকার উদরেই বাতাদিশমনী ক্রিয়া করিবে। ৬২। দোষসমূহ কর্ত্তৃক কুক্ষি পূর্ণ হইলেই অগ্নিমান্দ্য হয়। অতএব সর্ব্বপ্রকার উদরেই দীপন ও লঘু ভোজ্যসমূহ প্রয়োগ করা উচিত। ৬৩। সর্ব্ব-প্রকার উদরেই সাধারণতঃ রক্তশালি, যব, মুদ্গ, জাঙ্গল মৃগ, পক্ষী, দুগ্ধ, গোমূত্র, আসব, অরিষ্ট, মধু, শীধু ও সুরা প্রয়োগ করিবে [গঙ্গাধর-পাঠে সুরার উল্লেখ নাই]। ৬৪। অগ্নির বল বুঝিয়া যবাগূ বা অন্ন, যূষ বা মাংস-রসের সহিত প্রদান করিবে। আর ঐ সকল যূষ বা রসের সহিত অল্প অম্ল স্নেহ ও কটু মিশ্রিত করিয়া দিবে। আর ঐ সকল যূষ বা রস স্বল্পপঞ্চমূল-ক্বাথের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে। ৬৫। সর্ব্বপ্রকার উদররোগেই সাধা-রণতঃ জলজ ও আনূপমাংস, তিলযুক্ত পিষ্টক, পরিশ্রম, পথভ্রমণ, দিবানিদ্রা, যান দ্বারা যান, উষ্ণ লবণ, অম্ল বিদাহী ও গুরু অন্ন এবং জলপান বর্জ্জন করিবে। ৬৬। সর্ব্বপ্রকার উদরেই অল্পঘন স্বাদু (অনম্ল) ও স্নিগ্ধ তক্র ত্রিকটু ও ক্ষারলবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া

শর্করামধুকোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ॥
যমানীসৈন্ধবাজাজীব্যোষযুক্তং কফোদরী।
পিবেন্মধুযুতং তক্রং ব্যক্তাম্লং নাতিপেলবম্॥
মধুতৈলবচাশুণ্ঠী শতাহ্বাকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ।
যুক্তং প্লীহোদরী জাতং সব্যোষন্তূদকোদরী॥৬৯
বদ্ধোদরী তু হবুষাযমানীজাজীসৈন্ধবৈঃ॥ ৭
পিবেচ্ছিদ্রোদরী তক্রং পিপ্পলীক্ষৌদ্রসংযুতম্॥৭
গৌরবারোচকার্ত্তানাং সমন্দাগ্ন্যতিসারিণাম্।
তক্রং বাতকফার্ত্তানামমৃতত্বায় কল্পতে॥ ৭২
শোফানাহার্ত্তিতৃণ্মূর্চ্ছাপীড়িতে কারভং পয়ঃ।

পান করিবে। ৬৭। বাতোদরী পিপুলচূর্ণ ও লবণের সহিত এবং পিত্তোদরী শর্করা ও যষ্টিমধুচূর্ণের সহিত তক্র পান করিবে। আর কফোদরী যমানী সৈন্ধব কৃষ্ণজীরা ও ত্রিকটুর সহিত তক্র পান করিবে। কিন্তু তক্র ব্যক্তাম্ল ও অল্প পাতলা হইলে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ-সমুদায় ও মধুর সহিত যুক্ত করিয়া পান করিবে। [অন্যান্য মতে ব্যক্তাম্ল অথচ অল্প পাতলা তক্রই মধু ও কৃষ্ণজীরাদিসহকারে কফোদরীর পান করা উচিত]। ৬৮। প্লীহো-দরী মধু তৈল বচ শুঁঠ মৌরী কুড় ও সৈন্ধবের সহিত তক্র পান করিবে। [জলোদরী 'জাত' তক্র ত্রিকটুর সহিত পান করিবে। 'জাত'-শব্দের অর্থ "দুগ্ধ পাদজলসহকারে দধিরূপে জাত হইলে তাহার সার-পরিত্যাগপূর্ব্বক যে তক্র প্রস্তুত করা যায়" ইতি গঙ্গাধর। কিন্তু জাতশব্দ এ স্থলে অনর্থক বলিয়াই বোধ হয়; "চৈব" বা অন্য কোন ছন্দঃপূরণার্থক পদের পরিবর্ত্তে লিপিকর-প্রমাদক্রমে বসিয়া থাকিবে]। ৬৯। বদ্ধোদরী হবুষা, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবের সহিত তক্র পান করিবে। ৭০। ছিদ্রোদরী পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত তক্র পান করিবে। ৭১। গুরুতা, অরুচি, মন্দাগ্নি, অতিসার ও বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে সকল রোগেই তক্র অমৃ-তের ন্যায় উপাদেয়। ৭২। উদররোগে শোথ, আনাহ, যাতনা, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা এবং দেহের

শুদ্ধানাং ক্ষামদেহানাং গব্যং ছাগং সমাহিষম্॥ ৭৩
দেবদারুপলাশার্কহস্তিপিপ্পলিশিগ্রুকৈঃ।
সাশ্বগন্ধৈঃ সগোমূত্রৈঃ প্রদিহ্যাদুদরং সমৈঃ॥৭৪
বৃশ্চিকালীং বচাং কুষ্ঠং পঞ্চমূলীং পুনর্নবাম্।
ভূতীকাং নাগরং ধান্যং জলে পক্বাবসেচয়েৎ॥ ৭৫
পলাশং কতৃণং রাস্না তদ্বদ্ পক্বাবসেচয়েৎ।
মূত্রাণ্যষ্টাবুদরিণাং সেকে পানে চ যোজয়েৎ॥ ৭৬
রূক্ষাণাং বহুবাতানাং তথা সংশোধনার্থিনাম্।
দীপনীয়ানি সর্পীংষি জঠরঘ্নানি বক্ষ্যতে॥ ৭৭
পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
সক্ষারৈরর্দ্ধপলিকৈর্দ্বিপ্রস্থং সর্পিষঃ পচেৎ॥
কল্কৈর্দ্বিপঞ্চমূলস্য তুলার্দ্ধস্য রসেন চ।
দধিমণ্ডাতকোপেতং তৎ সর্পির্জঠরাপহম্।
শ্বয়থুং বাতবিষ্টম্ভং গুল্মার্শাংসি চ নাশয়েৎ॥ ৭৮
ইতি পঞ্চকোলঘৃতম্।

ক্ষীণতা থাকিলে সংশোধনান্তে হস্তিনীদুগ্ধ, গব্যদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ বা মহিষদুগ্ধ প্রয়োগ করিবে। ৭৩। দেবদারু, পলাশ, আকন্দ, গজপিপ্পলী, সজিনা ও অশ্বগন্ধা গোমূত্রের সহিত বাটিয়া উদররোগে প্রলেপ দিবে। ৭৪। বৃশ্চিকালী (বিচুতীর শিকড়), বচ, কুড়, বিল্বাদি পঞ্চমূল, পুনর্নবা, যমানী, শুঁঠ ও ধনিয়ার সহিত সিদ্ধ জল উদর রোগে সেচন করিবে। ৭৫। সেইরূপ পলাশ, গন্ধতৃণ ও রাস্নার সহিত সিদ্ধ জল পরিষেচন করিবে। অষ্টপ্রকার মূত্রই উদরীদিগের পরি-ষেকে ও পানে প্রয়োগ করিতে হয়। ৭৬। রুক্ষ, বাতোল্বণ তথা সংশোধন-যোগ্য উদরী-দিগের জন্য দীপনীয় উদরঘ্ন ঘৃত সকল বলা হইতেছে। ৭৭। ঘৃত আট সের; পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, চিতা, চই ও যবাক্ষের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধপল, তুলার্দ্ধ দশমূলের কাথ অর্থাৎ আট সের কাথ এবং দধিমস্ত ষোল সের একত্র পাক করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে উদর, শোথ, বাতবি-

নাগরত্রিফলাপ্রস্থং ঘৃততৈলাৎ তথাঢ়কম্।
মস্তুনঃ সাধয়িত্বৈতৎ পিবেৎ সর্ব্বোদরাপহম্।
কফমারুতসম্ভূতে গুল্মে চৈতৎ প্রশস্যতে॥ ৭৯

ইতি নাগরঘৃতম্।

চতুর্গুণে জলে মূত্রে দ্বিগুণে চিত্রকাৎ পলে।
কল্কে সিদ্ধং ঘৃতপ্রস্থং সক্ষারং জঠরী পিবেৎ॥৮০

ইতি চিত্রকঘৃতম্।

যবকোলকুলত্থানাং পঞ্চমূলরসেন চ।
সুরাসৌবীরকাভ্যাঞ্চ সিদ্ধং বাপি পিবেদ্ঘৃতম্॥৮১

ইতি যবাদ্যঘৃতম্।

এভিঃ স্নিগ্ধায় সঞ্জাতে বলে শান্তে চ মারুতে।
স্রস্তে দোষাশয়ে দদ্যাৎ কল্পদৃষ্টং বিরেচনম্॥৮২

গুল্ম ও অর্শ সকল নষ্ট হয়। [এ স্থলে দশমূল সওয়া ছয় সের ও জল বত্রিশ সের একত্র সিদ্ধ করিয়া আট সের থাকিতে কাথ গ্রহণ করিবে]। ৭৮

ইতি পঞ্চকোল ঘৃত।

ঘৃত ও তৈল মিলিত চারি সের; শুঁঠ ও ত্রিফলার কল্ক মিলিত আট পল এবং দধিমস্ত ষোল সের একত্র পাক করিবে। এই স্নেহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উদর নষ্ট হয়। আর কফবাত-জনিত গুল্মেও এই স্নেহ প্রশস্ত।৭৯

ইতি নাগরাদ্য ঘৃত।

ঘৃত চারিসের; চিতামূলের কল্ক এক পল; যবক্ষার এক পল; জল ষোল সের এবং গোমূত্র আট সের একত্র পাক করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। এই ঘৃত উদরনাশক। ৮০

ইতি চিত্রকাদ্য ঘৃত।

যব, কুলশুঁঠ ও কুলথের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ এক পল; বৃহৎ পঞ্চমূলের কাথ এবং সুরা ও সৌবীরক মিলিত ষোল সের এবং ঘৃত চারি সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত উদরনাশক। ৮১

ইতি যবাদ্য ঘৃত।

রোগী এই সকল স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ হইবার পর বলাধান হইলে ও বায়ুর শান্তি হইলে

পটোলমূলরজনীবিড়ঙ্গত্রিফলাত্বচম্।
কাম্পিল্যকো নীলিনী চ ত্রিবৃতা চেতি চূর্ণয়েৎ॥
ষড়াদ্যান্ কার্ষিকানন্ত্যাংস্ত্রীংশ্চ দ্বিত্রিচতুষ্পলান্
কৃত্বা চূর্ণমতো মুষ্টিং গবাং মূত্রেণ বা পিবেৎ॥
বিরিক্তো মৃদু ভুঞ্জীত ভোজনং জাঙ্গলৈ রসৈঃ।
মণ্ডপেয়াঞ্চ পীত্বা চ সব্যোষং ষড়হং পয়ঃ॥
শৃতং পিবেৎ ততশ্চূর্ণং পিবেদেব পুনঃপুনঃ।
হন্তি সর্ব্বোদরাণ্যেতচ্চূর্ণং জাতোদকান্যপি।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চাপকর্ষতি॥ ৮৩

ইতি পটোলাদ্যং চূর্ণম্।

গবাক্ষীং শঙ্খিনীং দন্তীং তিল্বকস্য ত্বচং বচাম্
পিবেদ্দ্রাক্ষাম্বুগোমূত্রকোলকর্কন্ধুসীধুভিঃ॥ ৮৪
যমানী হবুষা ধান্যং ত্রিফলা চোপকুঞ্চিকা।
কারবী পিপ্পলীমূলমজগন্ধা শটী বচা॥ ;

প্রয়োগ করিবে। ৮২। পলতার মূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ ও ত্রিফলার ত্বক্ পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা; কমলাগুঁড়ি চারি তোলা; নীলের মূল ছয় তোলা এবং তেউড়ীর মূল আট তোলা চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ এক পল পরিমাণে লইয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে। [মাত্রা অধিক বোধ হইলে স্বল্প মাত্রায় ব্যবহার করিবে]। বিরেচন হইলে জাঙ্গলমাংসের সহিত মৃদু অন্ন অর্থাৎ মণ্ড ও পেয়া সেবন করিবে এবং ত্রিকটুচূর্ণের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ ছয় দিন পান করিবে। তাহার পর ঐ নিয়মেই পুনঃপুনঃ ঐ চূর্ণ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার উদর এমন কি জলোদর পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। আর ইহাতে কামলা, পাণ্ডু ও শোথের শান্তি হইয়া থাকে। ৮৩

ইতি পটোলাদ্য চূর্ণ।

রাখালশসার মূল, শঙ্খপুষ্পীর মূল, দন্তী, লোধ ও বচ এই সকলের চূর্ণ দ্রাক্ষার কাথ, গোমূত্র, কুলশুঁঠের কাথ, ছোট কুলের কাথ বা সীধুর সহিত পান করিবে। ৮৪। যমানি, হবুষা ("আউচ"), ধনে, ত্রিফলা, উপকুঞ্চিকা

শতাহ্বা জীরকং ব্যোষং স্বর্ণক্ষীরী সচিত্রকা।
দ্বৌ ক্ষারৌ পৌষ্করং মূলং কুষ্ঠং লবণপঞ্চকম্॥
বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশানি দন্ত্যা ভাগাস্ত্রয়স্তথা।
ত্রিবৃদ্বিশালয়োর্দ্বৌ দ্বৌ সাতলা স্যাচ্চতুর্গুণা॥
এতন্নারায়ণং নাম চূর্ণং রোগগণাপহম্।
নৈতৎ প্রাপ্যাভিবর্ত্তন্তে রোগা বিষ্ণুমিবাসুরাঃ
তক্রেণোদরিভিঃ পেয়ং গুল্মিভির্বদরাম্বুনা।
আনদ্ধবাতে সুরয়া বাতরোগে প্রসন্নয়া॥
দধিমণ্ডেন বিট্সঙ্গে দাড়িমাম্বুভিরর্শসৈঃ।
পরিকর্ত্তে সবৃক্ষাম্লমুষ্ণাম্বুভিরজীর্ণকে॥
ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে শ্বাসে কাসে গলগ্রহে।
হৃদ্রোগে গ্রহণীদোষে কুষ্ঠে মন্দেঽনলে জ্বরে॥
দংষ্ট্রাবিষে মূলবিষে সগরে কৃত্রিমে বিষে।
যথার্হং স্নিগ্ধকোষ্ঠেন পেয়মেতদ্বিরেচনম্॥ ৮৫

ইতি নারায়ণচূর্ণম্।

হবুষা কাঞ্চনা ক্ষীরী ত্রিফলা কটুরোহিণী।
নীলিনী ত্রায়মাণা চ সাতলা ত্রিবৃতা বচা॥
সৈন্ধবং কাললবণং পিপ্পলী চেতি চূর্ণয়েৎ।
দাড়িমত্রিফলামাংসরসমূত্রাম্বুখোদকৈঃ॥
পেয়োঽয়ং সর্ব্বগুল্মেষু প্লীহ্নি সর্ব্বোদরেষু চ।
কুষ্ঠে শ্বিত্রে সরুজকে সবাতে বিষমাগ্নিষু॥
শোথার্শঃপাণ্ডুরোগেষু কামলাসু হলীমকে।
বাতং পিত্তং কফঞ্চাশু বিরেকাৎ সম্প্রসাধয়েৎ৮৬

ইতি হবুষাদ্যং চূর্ণম্।

নীলিনীং নিচুলং ব্যোষং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ
চিত্রকঞ্চ পিবেচ্চূর্ণং সর্পিষোদরগুল্মনুৎ॥ ৮৭

ইতি নিলীন্যাদ্যং চূর্ণম্।

পিপুলের মূল, অজগন্ধা (কোকান্দী যমানী), শঠী, বচ, শতাহ্বা (শুল্‌ফা), জীরা, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরী (তদভাবে সোনামুখী। "ব্রাহ্মী-শাকবিশেষ ইতি কশ্চিৎ" ইতি গঙ্গাধর), চিতার মূল, যবক্ষার ও সাচীক্ষার, পুষ্করমূল ও কুড় (অথবা দ্বিভাগ কুড়), পঞ্চলবণ ও বিড়ঙ্গ এই উনত্রিশ দ্রব্য এক এক ভাগ, দন্তী তিন ভাগ, তেউড়ী দুই ভাগ, রাখালশসার মূল দুই ভাগ এবং চর্ম্মকষা (নীলিনী) চারিভাগ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম নারায়ণচূর্ণ। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ নষ্ট হয়। অসুরেরা যেমন বিষ্ণুকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ রোগ সকল এই চূর্ণকে অতিক্রম করিতে পারে না। উদররোগী এই চূর্ণ তক্রের সহিত পান করিবে। গুল্মরোগী কুলের কাথের সহিত, আনাহরোগী সুরার সহিত, বাতরোগী প্রসন্নার সহিত, বিষ্টম্ভমলরোগী দধিমণ্ডের সহিত, অর্শোরোগী দাড়িমকাথের সহিত, পরিকর্ত্তিকায় (পেটকামড়ানীতে) তিন্তিড়ীজলের সহিত এবং অজীর্ণরোগী উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। তদ্ভিন্ন ইহা বিরেচন দ্বারা ভগন্দর, পাণ্ডুরোগ, কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, হৃদ্রোগ, গ্রহণীরোগ, কুষ্ঠ, মন্দাগ্নি, জ্বর, দংষ্ট্রাবিষ (কুক্কুরাদির দংশন), মূলবিষ (কেটোবিষ প্রভৃতি) ও কৃত্রিমবিষ (অহিফেন প্রভৃতি) নষ্ট করে। এই সকল রোগে রোগীকে স্নিগ্ধ-কোষ্ঠ করিয়া এই ঔষধ পান করাইবে [তবেই এরণ্ড তৈলের সহিত পান করান যাইতে পারে]। ৮৫

ইতি নারায়ণচূর্ণ।

হবুষা ("আউচ"), স্বর্ণক্ষীরী (তদভাবে সোনামুখী গঙ্গাধরমতে ব্রাহ্মীশাক) ত্রিফলা কটুকী, বক্তনিমের মূল, ত্রায়মাণা (বলালতা) সাতলা (নীলিনী), ত্রিবৃৎ, বচ, সৈন্ধব, কাল-লবণ ও পিপ্পলীচূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ দাড়িমকাথ, ত্রিফলাকাথ, মাংসরস, গোমূত্র বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম, প্লীহা, সর্ব্বপ্রকার উদর, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, শূল, বাতব্যাধি, বিষমাগ্নি, শোথ, অর্শ, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও হলীমক নষ্ট হয়। আর ইহা বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিবিধ দোষেই বিরেচনরূপে প্রয়োগ করা যায়। ৮৬

ইতি হবুষাদ্যচূর্ণ।

নীলিনী (বক্তনীলের মূল), নিচুল (হিজ্জল) ত্রিকটু, যব[illegible], সাচীক্ষার, পঞ্চলবণ ও

ক্ষীরদ্রোণং সুধাক্ষীরপ্রস্থার্দ্ধসহিতং দধি।
জাতং বিমথ্য তদ্গুড্ড্যা ত্রিবৃৎসিদ্ধং পিবেদ্ঘৃতম্
তথা সিদ্ধং ঘৃতপ্রস্থং পয়স্তষ্টগুণে পিবেৎ।
স্নুক্‌ক্ষীরপলকল্কেন ত্রিবৃতাষট্‌পলেন চ॥
গুল্মানাং গরদোষাণামুদরাণাঞ্চ শান্তয়ে॥ ৮৮
ইতি স্নুহীক্ষীরঘৃতম্।

দধিমণ্ডাঢকে সিদ্ধাৎ স্নুক্‌ক্ষীরপলকল্কিতাৎ।
ঘৃতপ্রস্থাৎ পিবেন্মাত্রাং তজ্জঠরশান্তয়ে॥ ৮৯
এষাঙ্কানুপিবেৎ পেয়াং পয়ো বা স্বাদু বা রসম্
ঘৃতে জীর্ণে বিরিক্তস্ত কোষ্ণনাগরকৈঃ শৃতম্॥
শুণ্ঠ্যাঃ পিবেৎ ততঃ পেয়াং যূষং কৌলখকং
ততঃ।

চিতার মূল চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে উদর ও গুল্ম নষ্ট হয়। ["নীলিনীং নিচুলং" এ স্থলে গঙ্গাধরের পাঠ "নীলিনী-চ্ছদকং" অর্থাৎ নীলিনীর ছাল এইরূপ আছে]। ৮৭

ইতি নীলিন্যাদ্য চূর্ণ।

দুগ্ধ একদ্রোণ (চৌষট্টি সের) ও মনসার ক্ষীর দুই সের একত্র রাখিয়া দধি হইলে সেই দধি হইতে ঘৃত উদ্ধার করিবে। সেই ঘৃত এক ভাগ, তেউড়ীর কল্ক সিকি ভাগ এবং জল চারিভাগ একত্র পাক করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। এইরূপে চারি সের ঘৃত, বত্রিশ সের দুগ্ধ [গঙ্গাধরমতে বত্রিশ সের জল] মনসার ক্ষীর ষোল তোলা এবং তেউড়ির কল্ক আটচল্লিশ তোলা একত্র পাক করিবে। উভয় ঘৃতই উদরনাশক, গুল্মনাশক ও গরদোষনাশক। ৮৮

ইতি স্নুহীক্ষীরঘৃত।

এইরূপ, উদররোগের শান্তির জন্য ঘৃত চারি সের, দধিমণ্ড ষোল সের, মনসার ক্ষীর ষোল তোলা একত্র পাক করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ৮৯। এই সকল ঘৃত পান করিয়া পেয়া, দুগ্ধ অথবা মধুর মাংসরস অনুপান করিবে এবং ঘৃত জীর্ণ হইবার পর বিরেচন

পিবেদ্রুক্ষস্ত্র্যহস্থেবং পয়ো বা প্রতিভোজিতঃ
পুনঃপুনঃ পিবেৎ সর্পিরিত্থপূর্ব্বা তথৈব চ।
ঘৃতান্যেতানি সিদ্ধানি বিদধ্যাৎ কুশলো
ভিষক্॥৯০
গুল্মানাং গরদোষণামুদরাণাঞ্চ শান্তয়ে।
পীলুকল্কোপসিদ্ধং বা ঘৃতমানাহভেদনম্।
গুল্মঘ্নীনীলিনীসর্পিঃস্নেহং বা মিশ্রকং পিবেৎ॥৯১
ক্রমান্নির্হৃতদোষাণাং জাঙ্গলপ্রতিভোজিনাম্।
দোষশেষনিবৃত্ত্যর্থং যোগান্ বক্ষ্যাম্যতঃপরম্॥৯২
চিত্রকামরদারুভ্যাং কল্কং ক্ষীরেণ না
পিবেৎ॥ ৯৩
মাসং যুক্তং তথা হস্তিপিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
বিড়ঙ্গং চিত্রকং দন্তী চব্যং ব্যোষঞ্চ তৈঃ সমৈঃ
কল্কৈঃ কোলসমৈঃ পীত্বা প্রবৃদ্ধমুদরং জয়েৎ॥৯৪

তাহার পর পেয়া ও কুলত্থের কাথ পান করিবে। রুক্ষতাযুক্ত উদররোগী তিন দিন পর্য্যন্ত এইরূপে দুগ্ধান্ন ভোজন করিবে। পুনঃ-পুনঃ ঐরূপ ঘৃত পান করিয়া বিরেচনপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ ঐরূপ নিয়মে চলিবে। এই সকল ঘৃতে গুল্ম, গরদোষ ও উদর নষ্ট হয়। [যে সকল বিরেচন অন্ত্রের উদ্বেজন করে, তাহাতে শুঁঠচূর্ণ বা শুঁঠের কাথ সেবন করিবার ব্যবস্থা আছে]। ৯০। পীলুকল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত উদররোগীর আনাহ নাশ করে। গুল্ম রোগোক্ত নীলিনীঘৃত ও মিশ্রকস্নেহ উদর নষ্ট করিয়া থাকে। ৯১। উদররোগীর দোষ নিঃসারিত হইলে জাঙ্গল মাংসের সহিত লঘু অন্ন ভোজন করিবে। তাহার পর দোষের অবশেষ থাকিলে তাহা নিবৃত্ত করিবার জন্য যে সকল সংশমন যোগ আবশ্যক হয়, সম্প্রতি সেই সকল যোগ বলিতেছি। ৯২। চিতা ও দেবদারুর কল্ক ক্ষীরের সহিত পান করিবে। ৯৩। এক মাস গজপিপুল শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চিতা, দন্তী, চই, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ সমান সমান ভাগে কল্কিত করিয়া এক তোলা পরিমাণে

পিবেৎ কষায়ং ত্রিফলাদন্তীরোহীতকৈঃ শৃতম্।
ব্যোষক্ষারযুতং জীর্ণে রসৈরদ্যাৎ সজাঙ্গলৈঃ॥
মাংসং বা ভোজনং ভোজ্যং স্নুধাক্ষীর-
ঘৃতান্বিতম্॥ ৯৫
ক্ষীরানুপানং গোমূত্রেণাভয়াং বা
প্রযোজয়েৎ॥ ৯৬
সপ্তাহং মাহিষং মূত্রং ক্ষীরঞ্চানন্নভুক্ পিবেৎ॥৯৭
মাসমৌষ্ট্রং পয়শ্ছাগং ত্রীন্ মাসান্ ব্যোষ-
সংযুতম্॥ ৯৮
হরীতকীসহস্রং বা ক্ষীরাশী বা শিলাজতু।
শিলাজতুবিধানেন গুগ্গুলুং বা প্রযোজয়েৎ॥৯৯

ত্রিফলা, দন্তী, ও রোহিতকের (রড়ার ছাল) কাথ ত্রিকটুচূর্ণ ও যবক্ষারের সহিত পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে জাঙ্গল মাংসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। অথবা 'স্নুহী-ক্ষীরঘৃতের' (৯২ প্রকরণ) সহিত মাংস পাক করিয়া ভোজন করিবে। [অন্যান্য মতে স্নুহীক্ষীর এক ভাগ ও ঘৃত এক ভাগের সহিত মাংস পাক করিয়া ভোজন করিবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব বোধ হয়]। ৯৫। গো-মূত্রের সহিত হরিতকী সেবন করিয়া দুগ্ধ অনু-পান করিবে। ৯৬। অথবা অন্ন পরিত্যাগ করিয়া মাহিষমূত্র সপ্তাহ পান করিবে এবং অন্নকালে কেবল মাহিষদুগ্ধ পান করিবে। ৯৭। ত্রিকটুচূর্ণের সহিত উষ্ট্রের দুগ্ধ এক মাস পান করিবে; অথবা ত্রিকটুর সহিত ছাগদুগ্ধ তিন মাস সেবন করিবে। ৯৮। দুগ্ধাশী হইয়া সহস্র হরীতকী সেবন করিবে। প্রথম দিন একটী হরীতকী এবং পরে প্রত্যহ একটী করিয়া বৃদ্ধি করিবে। দশটী সংখ্যা পূর্ণ হইলে আর বৃদ্ধি না করিয়া প্রতিদিন দশটী করিয়াই সেবন করিতে থাকিবে; পরে আবার একটী করিয়া কমাইয়া আনিবে এবং পরিশেষে একটীতে আনিয়া ছাড়িয়া দিবে। এইরূপে সহস্র হরীতকী সেবন করিতে হয়। অথবা এক মাস দুগ্ধভোজী হইয়া শিলাজতু সেবন করিবে। অথবা শিলাজতু বিধানানুসারে

শৃঙ্গবেরার্দ্রকরসঃ পানে ক্ষীরসমো মতঃ।
তৈলং রসেন তেনৈব সিদ্ধং দশগুণেন বা॥১০০
দন্তীদ্রবন্তীফলজং তৈলং দূষ্যোদরে হিতম্।
শূলানাহবিবন্ধেষু শক্তুযূষরসাদিভিঃ॥ ১০১
সরলামরশিগ্রূণাং বীজেভ্যো মূলকস্য চ।
তৈলাভ্যঙ্গপানার্থে শূলঘ্নং অনিলোদরে॥১০২
স্তৈমিত্যারুচিহৃল্লাসেষন্দাগ্নির্মদাপস্তথা।
অরিষ্টান্ বা পিবেৎ ক্ষারান্ কফস্ত্যান-
স্থিরোদরঃ॥ ১০৩
পিপ্পলীং তিম্বকং হিঙ্গু নাগরং হস্তিপিপ্পলীম্।
ভল্লাতকং শিগ্রুফলং ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্॥
দেবদারুহরিদ্রে দ্বে সরলাতিবিষে বচাম্।
কুষ্ঠং মুস্তং তথা পঞ্চ লবণানি প্রকল্প্য চ॥
দধিসর্পির্বসাতৈলমজ্জযুক্তানি দাহয়েৎ।
অন্তর্দূর্ধমতঃ ক্ষারাৎ বিড়ালকপদং পিবেৎ॥

গুগ্গুলু প্রয়োগ করিবে। ৯৯। সমভাগে দুগ্ধ ও আদার রস পান করিবে। অথবা দশগুণ আদার রসের সহিত মন্দাগ্নিতে তৈল পাক করিয়া সেবন ও অভ্যঙ্গ করিবে। ১০০। দন্তী ও দ্রবন্তীফলের তৈল ছিদ্রোদর প্রভৃতি দূষ্য উদরে হিতকর। শূল, আনাহ ও বিবন্ধ থাকিলে ঐ তৈল শক্তু, যূষ ও মাংসরসাদির সহিত সেবন করিবে। ১০১। বাতোদরে শূলশান্তির জন্য সরলাবীজের তৈল ও রক্ত সজিনা বীজের তৈল অভ্যঙ্গ ও পানার্থে প্রয়োগ করিবে। ১০২। কফোদরীর উদর স্ত্যান ও স্থির হইলে এবং স্তৈমিত্য অরুচি হৃল্লাস ও মন্দাগ্নি বর্ত্তমান থাকিলে এবং রোগীর মদ্যপান করা অভ্যাস থাকিলে, শ্লেষ্মার বিনাশার্থ অরিষ্ট ও ক্ষার প্রয়োগ করিবে। ১০৩। পিপুল, লোধ, হিঙ্গু, শুঁঠ, গজপিপুল, ভেলা, সজিনা ফল, ত্রিফলা, কটুকী, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সরল-কাষ্ঠ, আতইচ, বচ (গঙ্গাধর মতে 'স্থিরা') কুড়, মুতা ও পঞ্চলবণ চূর্ণিত করিয়া দধি, ঘৃত, বসা, তৈল ও মজ্জার সহিত প্রক্ষিপ্ত করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। ঐ ক্ষার দুই

মদিরাদধিমণ্ডোক্ষজলারিষ্টসুরাসবৈঃ।
হৃদ্রোগং শ্বয়থুং গুল্মং প্লীহার্শো জঠরাণি চ।
বিসূচিকামুদাবর্ত্তং বাতাষ্ঠীলাঞ্চ নাশয়েৎ॥ ১০৪
ক্ষারঞ্চাজকরীষাণাং স্রুতং মূত্রৈর্বিপাচয়েৎ।
কার্ষিকং পিপ্পলীমূলং পঞ্চৈব লবণানি চ॥
পিপ্পলীং চিত্রকং শুণ্ঠীং ত্রিফলাং ত্রিবৃতাং বচাম্
দ্বৌ ক্ষারৌ শাতলীং দন্তীং স্বর্ণক্ষীরীং বিষাণিকাম্
কোলপ্রমাণাং বটিকাং পিবেৎ সৌবীরসংযুতাম্
শ্বয়থাববিপাকে চ প্রবৃদ্ধে চোদকোদরে॥ ১০৫
ভাবিতানাং গবাং মূত্রে ষষ্টিকানাঞ্চ তণ্ডুলৈঃ।
যবাগূং পয়সা সিদ্ধং প্রকামং ভোজয়েন্নরম্॥
পিবেদিক্ষুরসঞ্চানু জঠরাণাং নিবৃত্তয়ে।
স্বং স্বং স্থানং ব্রজন্ত্যেষাং তথা পিত্ত-
কফানিলাঃ॥ ১০৬
শঙ্খিনীসুকৃত্রিবৃদ্দন্তীচিরিবিল্লাদিপল্লবৈঃ।
শাকং গাঢ়পুরীষায় প্রাগ্‌ভক্তং দাপয়েদ্ভিষক্॥
ততোঽস্মৈ শিথিলীভূতবর্চ্চোদোষায় শাস্ত্রবিৎ
দদ্যান্মূত্রযুতং ক্ষীরং দোষশেষহরং শিবম্॥ ১০৭
পার্শ্বশূলমুপস্তম্ভং হৃদ্‌গ্রহঞ্চাপি মারুতম্।
জনয়েদ্‌ যস্য তৈলং স বিল্বক্ষারেণ না
পিবেৎ॥ ১০৯
তথাগ্নিমন্থশ্যোণাকপলাশতিলনালজৈঃ।
বলাকদল্যপামার্গক্ষারৈঃ প্রত্যেকশঃ স্রুতৈঃ॥
তৈলং পক্বা ভিষগ্‌ দদ্যাদুদরাণাং প্রশান্তয়ে।
নিবর্ত্ততে চোদরিণাং হৃদ্‌গ্রহশ্চানিলোদ্ভবঃ॥১১০
কফে বাতে সপিত্তেন তাভ্যাং বাপ্যাবৃতে-
ঽনিলে।
বলিনঃ স্বৌষধযুতং তৈলমৈরণ্ডজং হিতম্॥১১১
সুবিরিক্তো নরো যস্তু পুনরাধমতীহ তম্।

তোলা, পরিমাণে প্রত্যহ [অন্নের পর গঙ্গাধরপাঠ] মদিরা, দধিমণ্ড, উষ্ণজল, অরিষ্ট, সুরা বা আসবের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ, শোথ, গুল্ম, প্লীহা, অর্শঃ, উদরসমূহ, বিসূচিকা, উদাবর্ত্ত ও বাতাষ্ঠীলা নষ্ট হয়। ১০৪। ছাগবিষ্ঠায় ঘুঁটের ক্ষার ছয়গুণ বা আটগুণ জলে পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষে গালিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে; লেহবৎ হইলে নামাইবে। ঐ ক্ষার বিংশতি কর্ষ এবং পিপুলমূল, পঞ্চলবণ, পিপুল, চিতার মূল, শুঁঠ, ত্রিফলা, তেউড়ী, বচ, যবক্ষার ও সাচীক্ষার (গঙ্গাধর মতে ব্রাহ্মীশাক) ও বিষাণিকা (মেষশৃঙ্গী) এই বিংশতি দ্রব্যের চূর্ণ এক এক কর্ষ মিশ্রিত করিয়া এক তোলা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ঐ গুড়িকা প্রতিদিন একটী করিয়া সৌবীরাম্লের সহিত সেবন করিলে শোথ, অবিপাক ও প্রবৃদ্ধ উদর নষ্ট হয়। ১০৫। ষষ্টিক তণ্ডুল গোমূত্রে সাতবার ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা দুগ্ধের সহিত মণ্ড পেয়া বা বিলেপী পাক করিয়া সেবন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহাতে উন্মার্গস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ, স্ব স্ব স্থানে মনসা, তেউড়ী, দন্তী ও ডহরকরঞ্জ প্রভৃতির পল্লব উদররোগীকে শাকার্থ প্রদান করিবে। ১০৭। অনন্তর বিষ্ঠা ও দোষ শিথিলীভূত হইলে শাস্ত্রবিৎ চিকিৎসক দোষাবশেষ-হরণের জন্য গোমূত্রযুক্ত দুগ্ধ প্রয়োগ করিবেন। ইহা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। ১০৮। বায়ুর উদ্বণতা বশতঃ উদররোগীর পার্শ্বশূল, উরুস্তম্ভ ও হৃদ্‌গ্রহ হইলে ত্রিবৃতাদি বীজের তৈল বিল্বক্ষারের সহিত পান করাইবে। ১০৯। উদরসমূহের নিবৃত্তির জন্য গণিয়ারী, শোণাক, পলাশ, তিলনাল, বেড়েলা, কদলী ও অপামার্গের ক্ষার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাদের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে বায়ুজনিত হৃদ্‌গ্রহের শান্তি হয়। [ক্ষার প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা;—ক্ষার ছয়গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে; পরে জাল দিয়া ঘন করিয়া লইবে। ক্ষার তৈলের চতুর্গুণ হইবে]। ১১০। বায়ু বা পিত্ত বা বাতপিত্ত উভয় দ্বারা কফ আবৃত হইলে বলবান্ উদররোগীকে তত্তৎ-উদরনাশক ঔষধের সহিত এরণ্ডতৈল প্রয়োগ করিবে। ১১১। পূর্ব্বোক্ত ঔষধসমূহ দ্বারা সুবিরিক্ত

সুস্নিগ্ধৈরম্ললবণৈর্নিরূহৈঃ সমুপাচরেৎ ॥ ১১২
সোপস্তম্ভোঽপি বা বায়ুরাধ্মাপয়তি যং নরম্।
তীক্ষ্ণৈঃ সক্ষারগোমূত্রৈর্বস্তিভিস্তমুপাচরেৎ ॥ ১১৩
ক্রিয়াতীতে ত্রিদোষে চ জঠরে চাপ্রশাম্যতি।
জ্ঞাতীন্ সুহৃদো দারান্ ব্রাহ্মণান্ নৃপতীন্ গুরূন্ ॥
অনুজ্ঞাপ্য ভিষক্ কর্ম্ম বিদধ্যাৎ সংশয়ং ব্রুবন্
অক্রিয়ায়াং ধ্রুবো মৃত্যুঃ ক্রিয়ায়াং সংশয়ো ভবেৎ
এবমাখ্যায় তস্যেদমনুজ্ঞাতঃ প্রযোজয়েৎ ॥ ১১৪
পানভোজনসংযুক্তং বিষমস্মৈ প্রদাপয়েৎ।
যস্মিন্ বা কুপিতঃ সর্পো বিসৃজেদ্ধি ফলে বিষম্
তেনাস্য দোষসঙ্ঘাতঃ স্থিরো লীনো বিমার্গগঃ
বিষেণাশু প্রমাথিত্বাদাশু ভিন্নঃ প্রবর্ত্ততে ॥
বিষেণ হৃতদোষং তং শীতাম্বুপরিষেচিতম্।
পায়য়েত ভিষগ্দুগ্ধং যবাগূং বা যথাবলম্ ॥
ত্রিবৃন্মণ্ডুকপর্ণ্যাশ্চ শাকং সযববাস্তুকম্।
ভক্ষয়েৎ কালশাকং বা স্বরসোদকসাধিতম্ ॥
নিরম্ললবণমস্নেহং স্বিন্নাস্বিন্নমনন্নভুক্।
মাসমেকং ততশ্চৈব তৃষিতঃ স্বরসং পিবেৎ ॥ ১১৫
এবং বিনির্হৃতে দোষে শাকৈর্মাসাৎ পরং ততঃ
দুর্ব্বলায় প্রযুঞ্জীত প্রাণভৃৎ কারভং পয়ঃ ॥ ১১৬
ইদন্তু শল্যহর্ত্তৄণাং কর্ম্ম স্যাদ্ দৃষ্টকর্ম্মণাম্।
বামং কুক্ষিং মাপয়িত্বা নাভ্যধশ্চতুরঙ্গুলম্ ॥
মাত্রাযুক্তেন শস্ত্রেণ পাটয়েন্মতিমান্ ভিষক্।

হয়, তবে তাহাকে অম্ল লবণযুক্ত সুস্নিগ্ধ নিরূহযোগে চিকিৎসা করিবে। ১১২। বায়ু উপস্তম্ভ সহকারে উদররোগীর আধ্মান উৎপাদন করিলে তীক্ষ্ণ ক্ষারযুক্ত ও গোমূত্রসহকৃত বস্তি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ১১৩। ত্রিদোষ উদর ঐ সকল ক্রিয়া অতিক্রম করিলে অর্থাৎ শান্ত না হইলে চিকিৎসক রোগীর জ্ঞাতি, সুহৃৎ, স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, রাজা ও গুরুদিগকে কহিবেন যে, আমি যথাবিধি সমস্ত ক্রিয়া করিয়াছি, তথাপি রোগের নিবৃত্তি হইল না। এক্ষণে যে ক্রিয়া অবশিষ্ট আছে, তাহা না করিলে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু। কিন্তু তাহা করিলে হয়তো রোগী বাঁচিতেও পারে, আবার এমন কি, মরিতেও পারে। চিকিৎসক এরূপ কহিয়া জ্ঞাতি প্রভৃতির অনুমতি প্রাপ্ত হইলে রোগীকে পান-ভোজন সংযুক্ত সর্পবিষ প্রয়োগ করিবেন। ১১৪। সর্প কুপিত হইয়া যে ফলে বিষ ত্যাগ করে, সেই ফল ইহাকে প্রদান করিবেন। এইরূপে বিষপ্রয়োগ করিলে রোগীর স্থির, লীন ও বিপথগামী দোষসঙ্ঘাত শীঘ্র মথিত ও ভিন্ন হইয়া নির্গত হয়। বিষ দ্বারা দোষ নির্গত হইলে রোগীকে শীতল জল দ্বারা পরিসেচন করিবে। তাহার পর বলানুসারে দুগ্ধ বা যবাগূ পান করাইবে। পরদিন হইতে রোগীকে তেউড়ী শাক, মণ্ডুকপর্ণীর (দন্তীর—কেহ বলেন থুলকুড়ীর) শাক, যবশাক, বাস্তুক শাক, কালশাক স্বরস বা জলে সিদ্ধ করিয়া প্রদান করিবে। [গঙ্গাধর পাঠে—স্বরসস্থলে 'সুরস' আছে। তবেই তাঁহার মতে তুলসীর কাথের সহিত ঐ সকল শাক সিদ্ধ করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু সঙ্গত বোধ হয় না]। একমাস এইরূপ শাক অল্প সিদ্ধ বা সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া অনম্ল অলবণ ও অস্নেহ সেবন করিতে হইবে, রোগী অন্ন ভোজন করিতে পাইবে না। তৃষ্ণা হইলে ঐ সকল শাকেরই স্বরস পান করিবে। [গঙ্গাধর বলেন যে, রোগী শাক ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাক দিবে। কিন্তু মূলে এ কথা নাই, আর একথা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত সংলগ্ন হয় না]। ১১৫। এইরূপে শাক সকল সেবন করিলে দোষ নির্গত হইবে এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। তখন হস্তিনীদুগ্ধ পান করাইলে রোগীর প্রাণ উজ্জীবিত হইবে। ১১৬। শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ চিকিৎসক রোগীর নাভির নিম্নে রোগীর অঙ্গুলের চারি অঙ্গুল মাপিয়া তথা হইতে বাম কুক্ষিতে চারাঙ্গুল শস্ত্র দ্বারা বিপা-

বিপাট্যান্ত্রং ততঃ পশ্চাদ্বীক্ষ্য বদ্ধক্ষতান্ত্রয়োঃ।
সর্পিষাভ্যজ্য কেশাদীনবমৃজ্য বিমোক্ষয়েৎ॥১১৭

মূর্চ্ছনাৎ যচ্চ সম্মূঢ়মন্ত্রং যচ্চ বিমোক্ষয়েৎ॥১১৮
ছিদ্রাণ্যন্ত্রস্ত তু স্থূলৈর্দংশয়িত্বা পিপীলিকৈঃ।
বহুশঃ সংগৃহীতানি মত্বা ছিত্বা পিপীলিকান্।
প্রতিযোগৈঃ প্রবেশ্যান্ত্রং বহিঃ সীব্যেদ্‌ব্রণং
ততঃ॥১১৯

তথা জাতোদকং সর্ব্বমুদরং ব্যধয়েদ্ভিষক্।
বামপার্শ্বে স্বধো নাভের্নাড়ীং দত্বা চ গালয়েৎ॥
নিঃস্রাব্য চ বিমৃজ্যোতদ্বেষ্টয়েদ্বাসসোদরম্।

টিত করিবেন। বিপাটিত করিবার পর বদ্ধ বা ক্ষত অন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া পরীক্ষা করিবেন। অনন্তর অন্ত্রকে ঘৃত দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া কেশাদি শল্য মোচন করিয়া দিবেন। [চরক শস্ত্রপ্রয়োগ ধন্বন্তরিসম্প্রদায়ের অধিকৃত বলিয়াছেন। বর্ত্তমানকালের ডাক্তার মহাশয়েরাই ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের অধিভুক্ত। অতএব একজন, সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ডাক্তার ১২১ ও ১২৪ প্রকরণের মর্ম্ম যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, আমরা এ স্থলে অবিকল তাহাই উদ্ধার করিলাম। পাঠক সেই অনুবাদেই নির্ভর করিবেন।

"The operation is to be performed in the following manner; below and on the left side of the umbilicus, and four fingers breadth from the line a alba, an incision is to be made four fingers breadth in length and four fingers breadth of the gut are to be drawn out, with the substance, whether stone or hair, or unhealthy secretion, the cause of the disease, which is to be removed glue and honey is to be rubbed over the wound in the intestine, and it is then to be returned into the abdomen. Apply sutures, and treat the external wound as recommended in such cases."

In ascites the abdomen is to be anointed with oil, prepared with medicines to cure diseased wind and a friend is to hold the patient in a reclining posture by the armpits. The practitioner then introduces a trocar an inch (four fingers breadth) below, and on the left side of the umbilicus. The trocar is removed and a tube is put in its place. A light bandage is to be placed round the waist after the operation, so that the wind may not swell the abdomen; this bandage must be continued for a considerable time. For six months after this operation milk is to be freely used with rice. [T. A. Wise. M. D.]। ১১৭

অন্ত্রমূর্চ্ছন [২১ প্রকরণ] বশতঃ সংমূঢ় [ক্রিয়ারহিত] হইলেও তাহা তুলিয়া দিবে। ১১৮। অন্ত্রের ছিদ্র সকল স্থূল হইলে ঐ সকল ছিদ্রে পিপীলিকা ধরাইবে। পিপীলিকার দংশন দ্বারা ঐ সকল ছিদ্র সংগৃহীত হইবে [অর্থাৎ সঙ্কুচিত হইবে বা ফুলিয়া উঠিয়া মিলিত হইবে] তখন পিপীলিকা ছাড়াইয়া দিবে এবং অন্ত্রকে স্বস্থানে প্রবেশিত করিয়া বহির্ভাগের ব্রণ সীবন করিয়া দিবে। ১১৯। অস্ত্র-বিদ্যাবিশারদ চিকিৎসক জলোদরও এইরূপে বিদ্ধ করিবেন। নাভির নিম্নে বাম পার্শ্বে নাড়ী (নল) বসাইয়া জল

তথা বস্তিবিরেকাদ্যৈর্ম্লানং সর্ব্বঞ্চ বেষ্টয়েৎ।
নিঃসৃতে লঙ্ঘিতঃ পেয়ামস্নেহলবণাং পিবেৎ।
অতঃ পরঞ্চ ষণ্মাসান্ ক্ষীরবৃত্তির্ভবেন্নরঃ॥
ত্রীন্ মাসান্ পয়সা পেয়াং পিবেৎ ত্রীংশ্চাপি
ভোজয়েৎ।
শ্যামাকং কোরদূষ্যং বা ক্ষীরেণ লঘুভোজনঃ।
নরঃ সংবৎসরেণৈবং জয়েৎ প্রাপ্তং
জলোদরম্॥ ১২০
প্রয়োগাণাঞ্চ সর্ব্বেষামনুক্ষীরং প্রযোজয়েৎ।
দোষানুবন্ধরক্ষার্থং বলস্থৈর্য্যার্থমেব চ॥
প্রয়োগাপচিতাঙ্গানাং হিতং হ্যুদরিণাং পয়ঃ।
সর্ব্বধাতুক্ষয়ার্ত্তানাং দেবানামমৃতং যথা॥ ১২১

বাহির করিবে। জলস্রাব হইলে পর ঘৃত দ্বারা ক্ষতস্থান অভ্যক্ত করিবে এবং উদর বস্ত্র দ্বারা চাপিয়া বাঁধিয়া দিবে। বস্তি ও বিরেকাদি [আদি শব্দে প্রসব প্রভৃতি] দ্বারা উদর ঐরূপ শূন্য হইলেও, সর্ব্ব স্থলেই, বস্ত্র দ্বারা ঐরূপে বাঁধিয়া দিবে। জল নিঃসৃত হইয়া গেলে রোগীকে লঙ্ঘন করাইয়া অস্নেহ ও অলবণ পেয়া সেবন করাইবে। ইহার পর রোগী ক্রমাগত ছয় মাস দুগ্ধভোজী হইয়া থাকিবে। পরে তিন মাস দুগ্ধের সহিত পেয়া পান করিবে। পরে তিন মাস দুগ্ধের সহিত শ্যামা বা কোরদূষ ধান্যের অন্ন লঘু পরিমাণে ভোজন করিবে। এক বৎসর এইরূপ নিয়মে চলিলে জাতোদক উদরের নিবৃত্তি হয়। ১২০। উদর রোগে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োগের পরই দুগ্ধ অনুপান করাইবে। ইহাতে বাতাদি দোষের অনুবন্ধ রক্ষিত হয় এবং রোগীর বল ও স্থৈর্য্য রক্ষিত হয়। বারবার ঔষধ প্রয়োগ করাতে উদররোগীর শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখন সর্ব্ব ধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাকে দুগ্ধ দিতে হয়। যেমন দেবতাদিগের পক্ষে অমৃত উপযোগী, সেইরূপ উদররোগীদিগের পক্ষে দুগ্ধ উপযোগী। [দুগ্ধ বাতপিত্তে উপযোগী। কেবল নূতন কফে উপযোগী নয়। কফোদরে কফঘ্ন ক্রিয়া দ্বারা কফ নষ্ট হইলে বাতপিত্তের অনুবন্ধ থাকিয়া যায়; সুতরাং কফোদরেও কফঘ্ন ক্রিয়ার পর দুগ্ধ উপযোগী]। ১২১। এই অধ্যায়ের সূচী—

তত্র শ্লোকৌ।
হেতুং প্রাগ্রূপমষ্টানাং লিঙ্গং ব্যাসসমাসতঃ।
উপদ্রবান্ গরীয়স্ত্বং সাধ্যাসাধ্যত্বমেব চ॥
জাতাজাতাম্বুলিঙ্গানি চিকিৎসাঞ্চোক্তবানৃষিঃ।
সমাসব্যাসনির্দ্দেশৈরুদরাণাং চিকিৎসিতম্॥১২২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে উদরচিকিৎসিতং
নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

ভগবান্ আত্রেয় এই উদর চিকিৎসিত অধ্যায়ে সংক্ষেপে ও সবিস্তরে আট প্রকার উদরের নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপদ্রব, গুরুতরত্ব, সাধ্যাসাধ্যত্ব, জাত ও অজাত জলের লক্ষণ ও চিকিৎসা কহিয়াছেন। ১২২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গ্রহণীচিকিৎসিতম্।

অথাতো গ্রহণীরোগচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
আয়ুর্ব্বর্ণো বলং স্বাস্থ্যমুৎসাহোপচয়ৌ প্রভা।
ওজস্তেজোঽগ্নয়ঃ প্রাণাশ্চোক্তা দেহাগ্নি-
হেতুকাঃ॥ ২

ঊনবিংশ অধ্যায়।

[অম্লপিত্তের চিকিৎসা গ্রহণীদোষের চিকিৎসার অন্তর্গত। ২৮ প্রকরণ দেখ]।

অনন্তর আমরা গ্রহণীরোগের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। আয়ুঃ, বর্ণ, বল, স্বাস্থ্য, উৎসাহ পুষ্টি, প্রভা, ওজঃ, তেজঃ, ক্ষুধা, ও প্রাণ

শান্তেঽগ্নৌ ম্রিয়তে যুক্তে চিরং জীবত্যনাময়ঃ।
রোগী স্যাদ্বিকৃতে মূলমগ্নিস্তস্মান্নিরুচ্যতে॥ ৩
যদন্নং দেহধাত্বোজোবলবর্ণাদিপোষকম্।
তত্রাগ্নির্হেতুরাহারান্ন হ্যপকাদ্রসাদয়ঃ॥ ৪
অন্নমাদানকর্ম্মা তু প্রাণঃ কোষ্ঠং প্রকর্ষতি।
তদ্দ্রবৈর্ভিন্নসঙ্ঘাতং স্নেহেন মৃদুতাং গতম্॥ ৫
সমানেনাবধূতোঽগ্নিরুদর্য্যঃ পবনেন তু।
কালে ভুক্তং সমং সম্যক্ পচত্যায়ুর্বিবৃদ্ধয়ে॥
এবং রসমলায়ান্নমাশয়স্থমধঃ স্থিতঃ।
পচত্যগ্নির্যথা স্থাল্যামোদনায়াম্বু তণ্ডুলম্॥ ৬
অন্নস্য ভুক্তমাত্রস্য ষড়্রসস্য প্রপাকতঃ।
মধুরাৎ প্রাক্ কফোভাবাৎ ফেনভূত উদীর্য্যতে
পরন্তু পচ্যমানস্য বিদগ্ধস্যাম্লভাবতঃ।
আশয়াচ্চ্যবমানস্য পিত্তমচ্ছমুদীর্য্যতে॥
পক্বাশয়ন্তু প্রাপ্তস্য শোষ্যমাণস্য বহ্নিনা।
পরিপিণ্ডিতপক্কস্য বায়ুঃ স্যাৎ কটুভাবতঃ॥ ৭
অন্নমিষ্টং হ্যুপহৃতমিষ্টৈর্গন্ধাদিভিঃ পৃথক্।
দেহে প্রীণাতি গন্ধাদীন্ ঘ্রাণাদীনিন্দ্রিয়াণি চ॥৮
ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ।
পঞ্চাহারগুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন্ পচন্তি হি
যথাস্বং স্বঞ্চ পুষ্যন্তি দেহদ্রব্যগুণাঃ পৃথক্।
পার্থিবাঃ পার্থিবানেব শেষাঃ শেষাংশ্চ
কৃৎস্নশঃ॥ ৯
সপ্তভির্দেহধাতারো দ্বিবিধাশ্চ পুনঃপুনঃ।
যথাস্বমগ্নিভিঃ পাকং যান্তি কিট্টপ্রসাদবৎ॥ ১০

ইহারা সকলেই অগ্নিমূলক। ২। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে মৃত্যু হয় ও অগ্নি অক্ষুণ্ণ থাকিলে মানুষ নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবী হয়। অগ্নি বিকৃত হইলে মানুষ রোগী হয়। এই জন্য অগ্নিকেই মূল কহিয়া থাকে। ৩। যে অন্ন দেহ, ধাতু, ওজঃ ও বল বর্ণাদির পোষক, অগ্নিই তাহার সেইরূপ হইবার হেতু। কেননা অগ্নি দ্বারা আহারের পাক না হইলে আর রসাদি ধাতুর উৎপত্তি হয় না। ৪। প্রাণবায়ুর প্রধান কর্ম্ম অন্ন গ্রহণ করা, প্রাণবায়ুই অন্নকে আমাশয়ে প্রবেশিত করে। অন্ন আমাশয়ে উপস্থিত হইলে ক্লেদন শ্লেষ্মা দ্বারা দ্রবীভূত ও ক্লেদন শ্লেষ্মার স্নেহাংশ দ্বারা মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। ৫। অনন্তর সমানবায়ু দ্বারা পাচকাগ্নি কম্পিত ও জ্বালিত হইয়া সেই অন্নকে সময়ে পরিপাক করে। তাহাতেই আয়ুর বৃদ্ধি হয়। যেমন অধস্থিত অগ্নিস্থালীস্থ জল বা তণ্ডুলকে অন্নরূপে পাক করে, সেইরূপ পাচকাগ্নি আমাশয়স্থ অন্নকে রস ও মলরূপে পরিণত করে। ৬। ভোজনমাত্র ছয় রস বিশিষ্ট অন্নের প্রথম পরিপাকেই মধুররস হইতে ফেনভূত কফ উৎপন্ন হয়। পরে পচ্যমান অন্ন অম্লভাবে বিদগ্ধ হইয়া আমাশয় হইতে ক্ষরিত হইলে তাহা হইতে স্বচ্ছ পিত্ত উৎপন্ন হয়। [পাশ্চাত্য মতে আহারের পরিপাক কালে পিত্ত পিত্তবাহিনী প্রণালী দ্বারা গ্রহণীর মধ্যে ক্ষরিত হয়] তাহার পর অন্ন অগ্নি দ্বারা শুষ্ক হইয়া পক্বাশয়ে উপস্থিত এবং পরিপিণ্ডিত ও বিষ্ঠারূপে পরিণত হইলে তাহার কটুরস হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। ৭। মনঃপ্রিয় গন্ধাদির সহিত সুসম্পন্ন উৎকৃষ্ট অন্ন দেহে গন্ধাদির উৎকর্ষ সাধন ও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি সাধন করে। ৮। পাঞ্চভৌতিক অন্নের পঞ্চপ্রকার উপাদান হইতে ভৌম্য, জলীয়, আগ্নেয়, বায়ব্য ও নাভস এই পাঁচ প্রকার পাচক উষ্মা উত্থিত হইয়া আহারের পঞ্চপ্রকার পার্থিবাদি গুণ পাক করিয়া থাকে অর্থাৎ আহারের ভৌম্য উষ্মা আহারের ভৌম্য অংশ পরিপাক করে। জলীয় উষ্মা জলীয়াংশের পরিপাক করে, ইত্যাদি। আবার আহারের ঐ সকল গুণ পরিপক্ব হইয়া পঞ্চভূতাত্মক শরীরের ঐ সকল গুণকে পরিপুষ্ট করে। অর্থাৎ আহারের পার্থিব গুণ—গুরু খর কঠিন মন্দ স্থির বিশদ সান্দ্র স্থির—শরীরের ঐ ঐ পার্থিব গুণের বৃদ্ধি করে। এইরূপ আহারের জলীয় গুণ শরীরস্থ জলীয় গুণদিগকে পরিপুষ্ট করে ইত্যাদি। ৯। রসাদি সাত প্রকার ধাতুও স্ব স্ব অগ্নি দ্বারা পাক প্রাপ্ত হইয়া মল ও প্রসাদ ধাতুরূপে পরিণত হয়। [শরীরের

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদস্ততোহস্থি চ
অস্থ্নো মজ্জা ততঃ শুক্রং শুক্রাদ্গর্ভঃ
প্রজায়তে ॥১১
রসাৎ স্তন্যং ততো রক্তমসৃজঃ কণ্ডরাঃ শিরাঃ
মাংসাদ্বসাত্বচঃ ষট্ চ মেদসঃ স্নায়ুসম্ভবঃ ॥ ১২
ইত্যুক্তবন্তমাচার্য্যং শিষ্যস্ত্বিদমচোদয়ৎ।
রসাদ্রক্তং বিসদৃশাৎ কথং দেহেহভিজায়তে ॥
রসস্য চ ন রাগোহস্তি স কথং যাতি রক্ততাম্।
রসাদ্রক্তাৎ স্থিরং মাংসং কথং তজ্জায়তে নৃণাম্
রসাদ্রক্তাৎ তথা মাংসান্মেদসঃ শ্বেততা কথম্।
শ্লক্ষ্ণাভ্যাং মাংসমেদোভ্যাং খরত্বং কথমস্থিষু ॥
খরেষস্থিষু মজ্জা চ কেন স্নিগ্ধো মৃদুস্তথা।
মজ্জ্ঞশ্চ পরিণামেন যদি শুক্রং প্রবর্ত্ততে।
সর্ব্বে সর্ব্বগতং শুক্রং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥
অথাপি মধ্যে মজ্জ্ঞশ্চ শুক্রং ভবতি দেহিনাম্
ছিদ্রং ন দৃশ্যতেহস্থ্নাঞ্চ তস্মিংসরতি স্থং
কথম্ ॥ ১৩
এবমুক্তস্ত শিষ্যেণ গুরুঃ প্রাহেদমুত্তরম্।
তেজোরসানাং সর্ব্বেষামনুজানাং যদুচ্যতে।
পিত্তোষ্মণঃ স রাগেণ রসো রক্তত্বমৃচ্ছতি ॥ ১৪
বায়ুগ্নিতেজসা রক্তমুষ্মণা চাভিসংযুতম্।
স্থিরতাং প্রাপ্য শৌক্র্যঞ্চ মেদো দেহেহভি-
জায়তে ॥ ১৫
পৃথিব্যগ্ন্যনিলাদীনাং সঙ্ঘাতঃ শ্লেষ্মণাবৃতঃ।
খরত্বং প্রকরোত্যস্য জায়তেহস্থি ততো
নৃণাম্ ॥ ১৬
করোতি তত্র সৌষির্য্যমস্থ্নাং মধ্যে সমীরণঃ।

মধ্যে এইরূপ দহনক্রিয়া সর্ব্বদাই চলিতেছে; এইমত প্রকারান্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন]। ১০। রস„ হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদঃ, মেদঃ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়। ১১। আবার রস হইতে স্তন্য, স্তন্য হইতে রক্ত, রক্ত হইতে কণ্ডরা ও শিরা, মাংস হইতে বসা ও সাত প্রকার ত্বক্ ও মেদ হইতে স্নায়ু সকল উৎপন্ন হয়। ১২। আচার্য্য আত্রেয় এইরূপ কহিলে শিষ্য অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, বিসদৃশ রস হইতে রক্ত দেহে কিরূপে উৎপন্ন হয়? রসের রক্তিমা নাই, উহা কিরূপে রক্তবর্ণতা প্রাপ্ত হয়? তরল রস বা রক্ত হইতে স্থির মাংসের কিরূপে উৎপত্তি হয়? রস, রক্ত ও মাংস হইতে উৎপন্ন মেদঃ কিরূপে শ্বেতবর্ণ হয়? মাংস ও মেদঃ হইতে উৎপন্ন অস্থি কিরূপে খরত্ব প্রাপ্ত হয়? খরগুণযুক্ত অস্থি হইতে কিরূপে স্নিগ্ধ ও মৃদু মজ্জা উৎপন্ন হয়? আর মজ্জারই পরিণামে শুক্রের উৎপত্তি হয়, অথচ সেই শুক্র পণ্ডিতদিগের মতে সর্ব্ব ব্যাপ্ত হয়, অথচ উহা মজ্জারই মধ্যে উৎপন্ন হয়, তবে অস্থি হইতে শুক্র বাহির হইয়া আসিবার ছিদ্র কই? ১৩। শিষ্য অগ্নিবেশ এইরূপ জিজ্ঞাসিলে, গুরু আত্রেয় কহিলেন, মনুষ্যদিগের আহারজ রসে যে তেজঃপদার্থ আছে, সেই তেজই রসের রক্তিমার কারণ। ঐ রক্তিমা এবং পিত্তের উষ্মা ও রস মিলিত হইলেই রক্ত উৎপন্ন হয়। [এই সকল দুরূহ স্থানে কাহারও পাঠের সহিত কাহারও পাঠের মিল নাই এবং কেহই কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। রক্ত মাংসাদি যে যে উপকরণে নির্ম্মিত, তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে বিবৃত আছে। পাঠকের কৌতুহল থাকিলে পাশ্চাত্য মতের সহিত মিলাইয়া এই সকল পাঠের সামঞ্জস্য স্থাপনে চেষ্টা করিতে পারেন]। ১৪। সেই রক্ত বায়ু, অগ্নিতেজ [গঙ্গাধর পাঠ—অম্বু ও তেজ] ও উষ্মার সহিত মিলিত হইলে স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া মাংসরূপে পরিণত হয়। আবার সেই মাংস নিজ উষ্মা দ্বারা পাক প্রাপ্ত হইলে নিজের তেজ ও অম্বুগুণে মেদরূপে পরিণত হয়। ১৫। মেদ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হইলে উহার পার্থিব, আগ্নেয় ও বায়ব অংশ-সংহত হইয়া খরত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই মনুষ্যদিগের অস্থি উৎপন্ন হয়। ১৬। তখন আবার বায়ু অস্থির মধ্যে ছিদ্র উৎপাদন করে, তাহাতে

মেদসত্তানি পূর্য্যন্তে স্নেহো মজ্জা ততস্ততঃ
স্মৃতঃ ॥ ১৭
তস্মান্মজ্জ মজ্জস্ত যঃ স্নেহঃ শুক্রং সঞ্জায়তে ততঃ
বায়্বাকাশাদিভির্ভাবৈঃ সৌষির্য্যং জায়তেঽস্থিষু
তেন স্রবতি তচ্ছুক্রং নবাৎ কুম্ভাদিবোদকম্ ॥১৮
স্রোতোভিস্তিষ্যন্দতে দেহাৎ সমন্তাচ্ছুক্র-
বাহিভিঃ।
হর্ষেণোদীরিতং রাগাৎ সঙ্কল্পাচ্চ মনোভবাৎ ॥
বিলীনং ঘৃতবদ্ ব্যায়ামোষ্মণা স্থানবিচ্যুতম্।
বস্তৌ সম্ভৃত্য নির্যাতি স্থলান্নিম্নাদিবোদকম্ ॥১৯
কিট্টমন্নস্য বিণ্মূত্রং রসস্য চ কফোঽসৃজঃ।
পিত্তং মাংসস্য চ মলো মলঃ স্বেদস্তু মেদসঃ ॥
স্যাৎকিট্টঃ কেশলোমাস্থ্নো মজ্জ্ঞঃ স্নেহোঽক্ষি-
বিট্ত্বচাম্।
প্রসাদকিট্টে ধাতূনাং পাকাদেবংবিধঃ স্মৃতঃ॥২০

পরস্পরোপসংস্তব্ধা ধাতুস্নেহপরম্পরা।
বৃষ্যাদীনাং প্রভাবস্তু পুষ্ণাতি বলমাশু হি ॥ ২১
ষড়্ভিঃ কেচিদহোরাত্রৈরিচ্ছন্তি পরিবর্ত্তনম্।
সন্তত্যাভোজ্যধাতূনাং পরিবৃত্তিস্তু চক্রবৎ ॥২২
ব্যানেন রসধাতুর্হি বিক্ষেপোচিতকর্ম্মণা।
যুগপৎ সর্ব্বতোঽজস্রং দেহে বিক্ষিপ্যতে সদা ॥
ক্ষিপ্যমাণস্তু বৈগুণ্যাদ্রসঃ সজ্জতি যত্র সঃ।
করোতি বিকৃতিস্তত্র খে বর্ষামিব তোয়দঃ ॥
দোষাণামপি চৈবং স্যাদেকদেশপ্রকোপনম্ ॥২৩
ইতি ভৌতিকধাত্বন্নপক্তৄণাং কর্ম্ম ভাবিতম্।
অন্নস্য পক্তা সর্ব্বেষাং পক্তৄণামধিকো মতঃ ॥
তন্মূলাস্তে হি তদ্বৃদ্ধিক্ষয়বৃদ্ধিক্ষয়াত্মকাঃ।
তস্মাৎ তং বিধিবদ্যুক্তৈরন্নপানেন্ধনৈর্হিতৈঃ ॥
পালয়েৎ প্রযতস্তস্য স্থিতৌ হ্যায়ুর্ব্বলস্থিতেঃ ॥২৪

অস্থি মেদ দ্বারা পূর্ণ হওয়াতে অস্থির মধ্যে মজ্জার উৎপত্তি হয় [গঙ্গাধর বলেন যে, অস্থি নিজের উষ্মা দ্বারা পচ্যমান হইলে বায়ু তাহাকে সচ্ছিদ্র করে]। ১৭। সেই মজ্জার স্নেহাংশ হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। বায়ুব ও আকাশ গুণে অস্থির সর্ব্বাবয়বেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেমন নূতন কুম্ভে জল রাখিলে জল চুয়াইয়া পড়ে, সেইরূপ অস্থির সেই সকল ছিদ্র দিয়া শুক্র স্রাবিত হইতে থাকে। ১৮। সেই শুক্র শুক্র-বাহী স্রোতঃসমূহ দ্বারা দেহ হইতে মনোভব হর্ষ, রাগ ও সঙ্কল্প বশতঃ ক্ষরিত হয় এবং মৈথুনাদি ব্যায়ামজ উষ্মা দ্বারা ঘৃতবৎ দ্রবীভূত ও স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া বস্তিতে সঞ্চিত হয় এবং জল যেমন উচ্চস্থল হইতে নিম্নস্থলে গমন করে, সেইরূপে নিঃসৃত হইয়া থাকে।১৯। অন্নের কিট্ট বিষ্ঠা ও মূত্র; রসের কিট্ট কফ; রক্ত-মাংসের কিট্ট পিত্ত; মেদের কিট্ট ঘর্ম্ম; অস্থির কিট্ট কেশ ও লোম; মজ্জার কিট্ট নেত্রস্থ স্নেহ এবং ত্বকের কিট্ট অক্ষিবিট্ (অক্ষিমল ?)। ধাতুদিগের পাক হইতে এইরূপে প্রসাদ ও কিট্ট নামক দুই প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। ২০। ধাতু সকল পরস্পরকে পোষণ করে। কিন্তু বাজীকরণ প্রভৃতি ঔষধ যে ধাতুরূপে পরিণত না হইয়াই সহসা বলের পোষণ করিয়া থাকে, সে তাহাদের প্রভাব। ২১। কেহ কেহ কহেন যে, এক ধাতু অন্য ধাতুরূপে পরিণত হইতে সম্ভবতঃ ছয় দিন লাগে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধাতুদিগের এইরূপ পরিবর্ত্তন চক্রের ন্যায় সর্ব্বদাই আছে। ২২। সর্ব্বদেহচারী ব্যানবায়ুর কর্ম্মই বিক্ষেপ। তৎকর্তৃক রসধাতু যুগপৎ সর্ব্ব শরীরে অজস্র বিক্ষিপ্ত হইতেছে। রস এইরূপে বিক্ষিপ্ত হইতে হইতে বৈগুণ্যবশতঃ যে স্থানে বদ্ধ হয়, সেই স্থানে বিকৃতি উৎপাদন করে। তখন সেই স্থানে বাতাদি দোষ সকলও কুপিত হইয়া থাকে। [২৩ হইতে ২৫ প্রকরণ গঙ্গাধরের পুস্তকে দেখা যায় নাই]। ২৩। এইরূপে ভৌতিক ধাতুসমূহের ও অন্নের পাচক অগ্নিসমূহের কর্ম্ম সকল উক্ত হইল। সমস্ত অগ্নির মধ্যে অন্নপাচক অগ্নিই প্রধান। কারণ পাকাগ্নিই অন্যান্য অগ্নির মূল। পাকাগ্নির ক্ষয় বৃদ্ধি হইলে তাহাদেরও ক্ষয় বৃদ্ধি হয়। অতএব পাচকাগ্নিকে যথাবিধি ভুক্ত অন্নপান সহযোগে পালন করা উচিত। পাচকাগ্নি

যো হি ভুঙ্‌ক্তে বিধিং মুক্ত্বা গ্রহণীদোষজান্ গদান্।
স লৌল্যাল্লভতে শীঘ্রং বক্ষ্যন্তেঽতঃ পরন্তু যে॥ ২৫
অভোজনাদজীর্ণাতিভোজনাদ্বিষমাশনাৎ।
অসাত্ম্যগুরুশীতাতিরুক্ষসন্দুষ্টভোজনাৎ॥
বিরেকবমনস্নেহবিভ্রমাদ্ব্যাধিকর্ষণাৎ।
দেশকালর্ত্তুবৈষম্যাদ্বেগানাঞ্চ বিধারণাৎ॥
দুষ্যত্যগ্নিঃ স দুষ্টোঽন্নং ন তৎ পচতি লঘ্বপি।
অপচ্যমানং শুক্তত্বং যাত্যন্নং বিষতাঞ্চ তৎ॥২৬
তস্য লিঙ্গমজীর্ণস্য বিষ্টম্ভোঽঙ্গস্য সীদতি।
শিরসো রুক্ চ মূর্চ্ছা চ ভ্রমঃ পৃষ্ঠকটিগ্রহঃ॥
জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দস্তৃষ্ণা চ জ্বরশ্ছর্দ্দিঃ প্রবাহণম্।
অরোচকোঽবিপাকশ্চ ঘোরমন্নবিষঞ্চ তৎ॥ ২৭
সংসৃজ্যমানং পিত্তেন দাহং তৃষ্ণাং মুখাময়ান্।
জনয়ত্যম্লপিত্তঞ্চ পিত্তজাংশ্চাপরান্ গদান্॥ ২৮
যক্ষ্মপীনসমেহাদীন্ কফজান্ কফসঙ্গতঃ॥ ২৯
করোতি বাতসংসৃষ্টং বাতজাংশ্চ গদান্ বহূন্॥ ৩০
মূত্ররোগাংশ্চ মূত্রস্থং কুক্ষিরোগান্ শকৃদ্গতম্।
রসাদিভিশ্চ সংসৃষ্টং কুর্য্যাদ্রোগান্ রসাদিজান্॥ ৩১
বিষমো ধাতুবৈষম্যং করোতি বিষমং পচন্।
তীক্ষ্ণো মন্দেন্ধনো ধাতূন্ বিশোষয়তি পাবকঃ॥
যুক্তং ভুক্তবতো যুক্তো ধাতুসাম্যং সমং পচন্।
দুর্ব্বলো বিদহত্যন্নং তদ্‌যাত্যূর্দ্ধমধোঽপি বা॥৩২
অধশ্চ পক্বমামং বা প্রবৃত্তং গ্রহণীগদঃ।

থাকিলে আয়ু ও বল থাকে। ২৪। যে ব্যক্তি নিয়ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোজন করে, সে লোভ বশতঃ গ্রহণীদোষজ রোগ সকল শীঘ্র উৎপাদন করিয়া থাকে। সে সকল রোগ সম্প্রতি বলা যাইতেছে। ২৫। অভোজন, অজীর্ণ, অতিভোজন, বিষমাশন, অসাত্ম্যভোজন, গুরু শীত ও অতি রুক্ষ ভোজন, দূষিত বস্তু ভোজন, বিরেচন বমন ও স্নেহ প্রয়োগের ব্যতিক্রম; বহুদিন রোগভোগহেতু কর্ষন; দেশ কাল ও ঋতুর বৈষম্য ও বেগধারণ হেতু অগ্নি দূষিত হয় এবং দূষিত হইয়া লঘু অন্নও আর পরিপাক করে না। অপচ্যমান অন্ন শুক্ততা (অম্লতা) ও বিষগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৬। অন্ন এইরূপে অজীর্ণ হইলে তাহার এই সকল লক্ষণ হয়;—বিষ্টম্ভ, অঙ্গসাদ, শিরঃশূল, মূর্চ্ছা, পৃষ্ঠশূল, কটিশূল, জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, প্রবাহণ (কুনকুনুনী), অরোচক ও অবিপাক। এইরূপ অজীর্ণ অন্ন ভয়ঙ্কর বিষ। ২৭। সেই অন্নবিষ পিত্তের সহিত সংসৃষ্ট হইলে দাহ, তৃষ্ণা, মুখরোগ, অম্লপিত্ত ও পিত্তজনিত অন্যান্য রোগ উৎপন্ন করে। [চরকসংহিতায় অম্লপিত্তের চিকিৎসা স্বতন্ত্র নাই, উহা গ্রহণীদোষজ বলিয়া রোগের মধ্যে ধর্ত্তব্য না হইয়া উপদ্রবের মধ্যে ধর্ত্তব্য হইয়াছে]। ২৮। সেই অন্নবিষ কফের সহিত সংসৃষ্ট হইলে কফজ যক্ষ্মা, পীনস ও মেহাদি উৎপাদন করে। ২৯। সেই অন্নবিষ বাতসংসৃষ্ট হইলে বাতজনিত বহুরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। [চরকসংহিতায় শূল রোগের স্বতন্ত্র চিকিৎসা নাই। শূলকে কতক গ্রহণীদোষ ও কতক বাতব্যাধির অন্তর্গত করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে]। ৩০। সেই অন্নবিষ মূত্রস্থ হইলে মূত্ররোগ এবং মলগত হইলে কুক্ষিরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। আর রসাদির সহিত সংসৃষ্ট হইলে রসাদিজ রোগ উৎপাদন করে। ৩১। জঠরাগ্নি বিষমীভূত হইলে অন্নকে বিষমরূপে পাক করিয়া ধাতুবৈষম্য উৎপাদন করে। আবার তীক্ষ্ণ জঠরাগ্নি আহাররূপ ইন্ধন অল্প পাইলে সেই আহাররূপ ইন্ধন দগ্ধ করিয়া ধাতুদিগকে শোষণ করে। সমান (যাহা তীক্ষ্ণও নয়, মন্দও নয়) পাচকাগ্নি উপযুক্ত মাত্রায় আহার প্রাপ্ত হইলে মাত্রাভোজী ব্যক্তির সেই আহার সমভাবে পাক করিয়া ধাতুসাম্য সম্পাদন করে। দুর্ব্বল পাচকাগ্নি অন্ন অন্ন বিদগ্ধ পাক করিয়া থাকে। সেই বিদগ্ধ অন্ন হয় বমি দ্বারা ঊর্দ্ধগত, না হয় অধোভাগে মলদ্বার দিয়া নিঃসৃত হয়। ৩২।

...শ্চাম্লং আজীর্ণ হেতু বিদহ্যতে ॥৩৩
...তদ্বিদগ্ধং বিবদ্ধং বা দ্রবং তদুপবেক্ষ্যতে ॥ ৩৪
...তৃষ্ণারোচকবৈরস্যপ্রসেকতমকান্বিতঃ।
শূনপাদকরঃ সাস্থিপর্ব্বরুক্ ছর্দ্দনং জ্বরঃ।
লোহামগন্ধিস্তিক্তাম্ল উদ্গারশ্চাস্য জায়তে ॥ ৩৫
পূর্ব্বরূপন্তু তস্যেদং তৃষ্ণালস্যং বলক্ষয়ঃ।
বিদাহোঽন্নস্য পাকশ্চ চিরাৎ কায়স্য গৌরবম্॥৩৬
অগ্ন্যধিষ্ঠানমন্নস্য গ্রহণাদ্ গ্রহণী মতা।
নাভেরুপরি সা হ্যগ্নিবলোপস্তম্ভবৃংহিতা॥
অপক্বং ধারয়ত্যন্নং পক্বং সৃজতি পার্শ্বতঃ
দুর্ব্বলাগ্নিবলাদ্দুষ্টাদামমেব বিমুঞ্চতি ॥ ৩৭
বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ সর্ব্বাদ্গ্রহণীদোষ
উচ্যতে ॥ ৩৮

তন্মধ্যে পক্ব বা অপক্ব অন্ন মলদ্বার দিয়া নিঃসৃত হইলে সেই অবস্থাকে গ্রহণীরোগ বলিয়া থাকে। গ্রহণী রোগে সর্ব্বপ্রকার গুরু লঘু স্নিগ্ধ ও রুক্ষ অন্ন প্রায়ই বিদগ্ধ (অম্লবিপাক) হইয়া থাকে।৩৩। সেই বিদগ্ধ অন্ন বিবদ্ধ বা দ্রবভাবে অতিশয় নির্গত হইয়া থাকে।৩৪। গ্রহণী রোগে তৃষ্ণা, অরুচি, মুখবৈরস্য, মুখস্রাব, তমক, কর ও পাদে শোথ, অস্থিশূল, পর্ব্বশূল, বমি, জ্বর এবং লোহগন্ধি ও আমগন্ধি তিক্ত ও অম্ল উদ্গার হইয়া থাকে।৩৫। তৃষ্ণা, আলস্য, বলক্ষয়, অন্নের বিদাহ ও বিলম্বে পাক এবং শরীরের গৌরব এই সকল গ্রহণী রোগের পূর্ব্বরূপ। ৩৬। গ্রহণী অগ্নির অধিষ্ঠান ; উহা অন্নকে গ্রহণ করে বলিয়া উহার নাম গ্রহণী ; উহা নাভির উপরেই আছে। অগ্নিবলই ইহার উপস্তম্ভন ও বৃংহণ। ইহা অপক্ব অন্নকে ধারণ করে এবং অন্ন পক্ব হইলে তাহাকে পার্শ্ব দিয়া পরিত্যাগ করে। অগ্নি দুর্ব্বল হইলে উহা দুর্ব্বল হয়, তখন অপক্ব অন্নই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। [গ্রহণীনাম্নী কলাকে পাশ্চাত্য ভাষায় ডিওডিনম কহে]।৩৭। গ্রহণীদোষ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক এই চতুর্ব্বিধ হইয়া থাকে।৩৮।

হেতুং লিঙ্গং চিকিৎসাঞ্চ শৃণু তস্য পৃথক্
পৃথক্ ॥ ৩৯
কটুতিক্তকষায়াতিরূক্ষশীতলভোজনৈঃ।
প্রমিতানশনাত্যধ্ববেগনিগ্রহমৈথুনৈঃ।
করোতি কুপিতো মন্দমগ্নিং সঞ্ছাদ্য মারুতঃ॥ ৪০
তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং শুক্তপাকং খরাঙ্গতা।
কণ্ঠাস্যশোষঃ ক্ষুৎ তৃষ্ণা তিমিরং কর্ণয়োঃ স্বনঃ
পার্শ্বোরোবঙ্ক্ষণগ্রীবারুজোঽভীক্ষ্ণং বিসূচিকা।
হৃৎপীড়া কার্শ্যদৌর্ব্বল্যং বৈরস্যং পরিকর্ত্তিকা॥
গৃদ্ধিঃ সর্ব্বরসানাঞ্চ মনসঃ সদনং তথা।
জীর্ণে জীর্য্যতি চাধ্মানং ভুক্তে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ
স বাতগুল্মহৃদ্রোগপ্লীহাশঙ্কী চ মানবঃ।
চিরাদ্দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তন্বামং শব্দফেনবৎ
পুনঃপুনঃ সৃজেদ্বর্চ্চঃকাসশ্বাসান্বিতোঽনিলাৎ॥৪১
কট্বজীর্ণবিদাহ্যম্লক্ষারাদ্যৈঃ পিত্তমুল্বণম্।

সম্প্রতি পৃথক্ পৃথকরূপে সেই সকল গ্রহণীদোষের হেতু, রূপ ও চিকিৎসা শ্রবণ কর। ৩৯। কটু, তিক্ত, কষায়, অতি রুক্ষ ও শীতল দ্রব্য ভোজন করিলে; এক রস নিত্য সেবন করিলে এবং বেগধারণ ও অতি মৈথুন আচরণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া অগ্নিকে আচ্ছাদন করিয়া গ্রহণী রোগ উৎপন্ন করে। ৪০। বাতজন্য গ্রহণীরোগে অন্নকষ্টে পরিপাক করে এবং অম্লবিপাক হইয়া থাকে। অঙ্গের পরুষতা হয়। বাতিক তৃষ্ণা ও বাতিক ক্ষুধা হয়। তিমির (চক্ষুর ঝাপ্সা), কর্ণনাদ, সর্ব্বদা পার্শ্বশূল, বক্ষঃশূল, বংক্ষণশূল, বিসূচিকা হৃৎপীড়া, কৃশতা, দৌর্ব্বল্য, মুখবৈরস্য, পরিকর্ত্তিকা (পেট কামড়ানী) সর্ব্ব প্রকার রসেই গৃধ্নুতা ও মনের অবসাদ হয়। অন্ন জীর্ণ হইবার সময়ে বা জীর্ণ হইলে আধ্মান হয় এবং ভুক্ত মাত্রে স্বাস্থ্য বোধ হয়। বাতিক গ্রহণীরোগে রোগী মনে করে যে, হয় তো আমার বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ বা প্লীহা হইয়াছে। এই রোগে বিলম্বে ও কষ্টের সহিত দ্রব বা শুষ্ক বা আম বা শব্দ ও ফেনের সহিত পুনঃপুনঃ বিষ্ঠা ত্যাগ হয় এবং বাতাধিক্য হেতু কাস ও

অগ্নিমাপ্লাবয়ন্তি জলং তপ্তমিবানলম্ ॥
সোঽজীর্ণং নীলপীতাভং পীতাভঃ সার্য্যতে দ্রবম্।
পৃষ্ট্যম্লোদ্গারহৃৎকণ্ঠদাহারুচিতৃষার্দ্দিতঃ ॥ ৪২
গুর্ব্বতিস্নিগ্ধশীতান্নভোজনাদতিভোজনাৎ।
ভুক্তমাত্রস্য চ স্বপ্নাদ্ধন্ত্যগ্নিং কুপিতঃ কফঃ ॥
তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং হৃল্লাসচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ।
আস্যোপদেহমাধুর্য্যকাসষ্ঠীবনপীনসাঃ ॥
হৃদয়ং মন্যতে স্ত্যানমুদরং স্তিমিতং গুরু।
দুষ্টো মধুর উদ্গারঃ সদনং স্ত্রীষ্বহর্ষণম্ ॥
ভিন্নামশ্লেষ্মসংসৃষ্টগুরুবর্চ্চঃপ্রবর্ত্তনম্।
অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্যমালস্যঞ্চ কফাত্মকে ॥ ৪৩
যশ্চাগ্নিঃ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টো রোগানীকে চতুর্ব্বিধঃ।
তস্যাপি গ্রহণীদোষং সমবর্জ্জং প্রচক্ষ্মহে ॥ ৪৪

পৃথগ্বাতাদিনির্দ্দিষ্টহেতুলিঙ্গসমাগমে।
ত্রিদোষং নির্দ্দিশেৎ তেষাং ভেষজং শৃণুতঃ পরম্ ॥ ৪৫
গ্রহণীমাশ্রিতং দোষং বিদগ্ধাহারমূর্চ্ছিতম্।
সবিষ্টম্ভপ্রসেকার্ত্তিবিদাহারুচিগৌরবম্ ॥
আমলিঙ্গান্বিতং দৃষ্ট্বা সুখোষ্ণেনাম্বুনোদ্ধরেৎ।
ফলানাং বা কষায়েণ পিপ্পলীসর্ষপৈস্তথা।
লীনং পক্বাশয়স্থং বাপ্যামং স্রাব্যং সদীপনৈঃ ॥ ৪৬
শরীরানুগতে সামে রসে লঙ্ঘনপাচনম্।
বিশুদ্ধামাশয়ায়াস্মৈ পঞ্চকোলাদিভির্যুতম্।
দদ্যাৎ পেয়াদি লঘ্বন্নং পুনর্যোগাংশ্চ দীপনান্ ॥ ৪৭
জ্ঞাত্বা তু পরিপক্বামং মারুতগ্রহণীগদম্।
দীপনীয়যুতং সর্পিঃ পায়য়েতাল্পশো ভিষক্ ॥৪৮

শ্বাস হইয়া থাকে। ৪১। কটু অজীর্ণজনক বিদাহী অম্ল ক্ষারাদি সেবন করিলে পিত্ত উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তপ্তজল যেমন অগ্নিকে আপ্লাবিত করিয়া ধ্বংস করে, সেইরূপ পাচকাগ্নিকে ধ্বংস করিয়া থাকে। রোগী অজীর্ণ, নীল, পীতবর্ণ বা পীতবর্ণ দ্রব মল, নিঃসারণ করে এবং দুর্গন্ধ অম্ল উদ্গার, কণ্ঠ-দাহ, অরুচি ও পিপাসায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। ৪২। গুরু অতিস্নিগ্ধ ও শীতল অন্ন নিত্য ভোজন করিলে; অতি ভোজন করিলে এবং ভোজনের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা যাইলে কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করে। তাহাতে অন্ন অতি কষ্টে পাক প্রাপ্ত হয়; রোগীর হৃল্লাস, বমি ও অরুচি, মুখের লিপ্ততা ও মাধুরী; কাস, কফ-নিষ্ঠীবন ও পিপাসা; হৃদয়ের স্ত্যানভাব, উদর স্তিমিত ও গুরু, দূষিত, মধুর উদ্গার এবং স্ত্রীবিদ্বেষ হয়। আম কফযুক্ত গুরু মলের ভেদ হইয়া থাকে। রোগী কৃশ হয় না অথচ দুর্ব্বল ও অলস হইয়া থাকে। ৪৩। পূর্ব্বে বিমানস্থানে যে রোগানীক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সমাগ্নি ভিন্ন আর তিন প্রকার অগ্নি (বিষম, তীক্ষ্ণ ও মন্দ) গ্রহণী দোষ বলিয়া অভিহিত হইতেছে। ৪৪। বাতাদি গ্রহণী রোগের যে সকল নিদান ও রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সম্মিলন হইলে সান্নিপাতিক গ্রহণী বলা যায়। এক্ষণে ঐ সকল গ্রহণীদোষের ঔষধ বলা হইতেছে। ৪৫। গ্রহণীদোষ বশতঃ আহার বিদগ্ধ হইলে বিষ্টম্ভ, মুখস্রাব, যাতনা, বিদাহ, অরুচি, গৌরব এবং অন্যান্য আমলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে তখন সুখোষ্ণ জল বা মদনফলাদির কষায় বা পিপুল ও সর্ষপের কল্ক পান করিয়া অজীর্ণ অন্ন বমন করিয়া ফেলিবে। আর যদি দোষ দ্রবী-ভূত হইয়া পক্বাশয়স্থ হইয়া থাকে এবং ঐরূপ উদ্বেগ উৎপাদন করে, তবে দীপন বিরেচন দ্বারা নিঃসারিত করিবে। [অরগ্বধাদি পাচন ও বিরেচন। এইরূপ এরণ্ড তৈল পঞ্চ-কোলাদি দীপন পাচনের সহিত ব্যবহার করা যায়]। ৪৬। গ্রহণী রোগে আমরস শরীরে চারিত হইলে লঙ্ঘন ও পাচন প্রয়োগ করিবে। তাহাতে আমাশয় বিশুদ্ধ হইলে পঞ্চকোলাদি সংযুক্ত পেয়াদি বা লঘু অন্ন এবং অন্যান্য দীপন যোগ সকল প্রদান করিবে। ৪৭। বাতজনিত গ্রহণীরোগে আমদোষের

কিঞ্চিৎসন্ধুক্ষিতে ত্বগ্নৌ সক্তবিণ্মূত্রমারুতম্।
দ্বিত্রীণ্যহানি সন্নেহং স্নেহাভ্যক্তং নিরূহয়েৎ ॥৪৯
ততঃ এরণ্ডতৈলেন সর্পিষা তৈলকেন বা।
সক্ষারেণানিলে শান্তে স্রস্তদোষং
বিরেচয়েৎ ॥ ৫০
শুদ্ধরূক্ষাশয়ং বদ্ধবর্চ্চসঞ্চানুবাসয়েৎ।
দীপনীয়াম্লবাতঘ্নসিদ্ধতৈলেন মাত্রয়া ॥ ৫১
নিরূঢ়ঞ্চ বিরিক্তঞ্চ সম্যক্ চৈবানুবাসিতঃ।
লঘ্বন্নপ্রতিসম্ভুক্তঃ সর্পিরভ্যাসয়েৎ পুনঃ ॥ ৫২
যে পঞ্চমূলে সরলং দেবদারু সনাগরম্।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকং হস্তিপিপ্পলীম্।
শণবীজং যবান্ কোলান্ কুলত্থান্ সুরভীংস্তথা
পাচয়েদারনালেন দধ্না সৌবীরকেণ বা ॥
চতুর্ভাগাবশেষেণ পচেৎ তেন ঘৃতাঢ়কম্।
স্বর্জ্জিকাযাবশূকাখ্যৌ ক্ষারৌ দত্বা চ যুক্তিতঃ ॥
সৈন্ধবৌদ্ভিদসামুদ্রবিড়ানাং রোমকস্য চ।
সসৌবর্চ্চলপাক্যানাং ভাগান্ দ্বিপলিকান্
পৃথক্ ॥
বিনীয় চূর্ণিতান্ সিদ্ধাৎ ততো দ্বে দ্বে
পলে পিবেৎ।
করোত্যগ্নিং বলং বর্ণং বাতঘ্নং ভুক্তপাচনম্ ॥
ইতি দশমূলাদ্যং ঘৃতম্।
ত্র্যূষণত্রিফলাকল্কে বিল্বমাত্রে গুড়াৎ পলে।
সর্পিষোঽষ্টপলং পক্বা মাত্রাং মন্দানিলঃ
পিবেৎ ৫৪
ইতি ত্র্যূষণাদ্যং ঘৃতম্।
পঞ্চমূলাভয়াব্যোষবিড়ঙ্গশটিভির্ঘৃতম্।
শুক্তেন মাতুলুঙ্গস্য স্বরসেনার্দ্রকস্য চ ॥
শুষ্কমূলককোলাম্লচুক্রিকাদাড়িমস্য চ।

পরিপাক হইয়াছে বুঝিলে দীপনীয় ঔষধের সহিত সিদ্ধ ঘৃত অল্প অল্প প্রদান করিবে। ৪৮। তাহাতে অগ্নির কিঞ্চিৎ দীপ্তি হইলে যদি দেখা যায় যে, রোগীর মল মূত্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা আছে, তাহা হইলে তাহাকে অভ্যক্ত বা স্বিন্ন ও অভ্যক্ত করিয়া দুই বা তিন দিন অন্তর নিরূহ প্রয়োগ করিবে ॥ ৪৯। নিরূহ দ্বারা দোষ স্থানচ্যুত হইলে ক্ষারযুক্ত এরণ্ড তৈল বা বিরেচক ঘৃত বা বিরেচন দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ তৈল দ্বারা বিরেচন দিবে। ৫০। শোধন দ্বারা পক্বাশয় রুক্ষ হইলে ও বিষ্ঠাবদ্ধ হইলে দীপনীয় দ্রব্যের কাথ ও বাতঘ্ন দ্রব্যের কল্কযোগে তৈল সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা মাত্রানুযায়ী অনুবাসন দিবে। ৫১। রোগী নিরূঢ়, বিরিক্ত ও সম্যক্ অনুবাসিত হইলে লঘু অন্ন ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃত অভ্যাস করিবে ৫২। ঘৃত যথা,—দশমূল, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু শুঁঠ, পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপুল, শণবীজ, যব, কুল, কুলত্থ ও সুরভী (কৃষ্ণজীরা কেহ বলেন, সুরভী মুরামাংসী) এই বাইশটী দ্রব্য সমান সমান ভাগে সর্ব্বশুদ্ধ বত্রিশ সের লইয়া চারি দ্রোণ পরিমিত কাঁজী বা দধি বা সৌবীরক সহিত পাক করিবে। চারি ভাগের একভাগ অর্থাৎ চৌষট্টি সের থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত যবক্ষার ও সাচিক্ষার সর্ব্বসমেত দুই পল; সৈন্ধব, উদ্ভিদ লবণ, সামুদ্র লবণ, বিট্লবণ, রোমকলবণ, সৌবর্চ্চল ও পাক্য লবণ (পাংশু লবণ) পৃথক্ পৃথক্ দুই পল এবং ঘৃত এক আঢ়ক (ষোল সের) পাক করিবে। এই ঘৃত প্রতিদিন দুই পল পরিমাণে সেবন করিলে অগ্নিবল ও বর্ণের বৃদ্ধি, বায়ুনাশ ও ভুক্ত অন্নের সুপরিপাক হয়। ৫৩

ইতি দশমূলাদ্য ঘৃত।

ত্রিকটু ও ত্রিফলার কল্ক সর্ব্ব সমেত এক পল গুড় এক পল; ঘৃত আট পল ও জল বত্রিশ পল একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত যথাপরিমাণে পান করিলে অগ্নিমান্দ্য নিবৃত্ত হয়। ৫৪

ইতি ত্র্যূষণাদ্য ঘৃত

বৃহৎ পঞ্চমূল, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুলমূল, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, শটী, রাস্না, যবক্ষার ও সাচীক্ষার এই সকলের কল্ক সর্ব্বসমেত ঘৃতের চতুর্থাংশ; শুক্ত ও গোঁড়ালেবুর রস এবং আদার রস অথবা পৃথক্ ঘৃতের

তক্রমস্তসুরামণ্ডসৌবীরকতুষোদকৈঃ ॥
কাঞ্জিকেন চ তৎ পক্কমগ্নিদীপ্তিকরং পরম্।
শূলগুল্মোদরশ্বাসকাসানিলকফাপহম্ ॥ ৫৫
সবীজপূরকরসং সিদ্ধং বা পায়য়েদ্‌ঘৃতম্ ॥ ৫৬
সিদ্ধমভ্যঞ্জনার্থঞ্চ তৈলমেতৈঃ প্রযোজয়েৎ ॥৫৭
এতেষামৌষধানাং বা পিবেচ্চূর্ণং সুখাম্বুনা।
বাতে শ্লেষ্মাবৃতে সামে কফে বা বায়ুনোদ্ধতে ॥
ইতি পঞ্চমূলাদ্যং ঘৃতং চূর্ণঞ্চ।
মজ্জত্যামাদ্ গুরুত্বাদ্বিট্ পক্কা তূৎপ্লবতে জলে।
বিনাতিদ্রবসঙ্ঘাতশৈত্যশ্লেষ্মপ্রদূষণাৎ ॥

সমান; শুষ্ক মূলক, কুল, বালা, আমরুল ও দাড়িম ছালের কাথ সর্ব্বসমেত ঘৃতের সমান; মস্ত, সুরামণ্ড, সৌবীরক, তুষোদক (সতুষ যবকৃত কাঁজী) সর্ব্বসমেত ঘৃতের সমান এবং নূতন গব্যঘৃত এই সকল একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে অগ্নির পরম দীপ্তি, এবং শূল, গুল্ম, উদর, শ্বাস, কাস ও বাত শ্লেষ্মা নষ্ট হয়। [এই পাঠ গঙ্গাধর হইতে উদ্ধৃত। পুস্তকান্তরধৃত পাঠ যথা—পঞ্চমূল, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শটী এই সকল কল্ক ইত্যাদি। বোধ হয় এই পাঠ শ্লোকার্দ্ধে ছাড়া হইয়াছে]। ৫৫। অথবা ঐ সমস্ত কল্কের সহিত কেবল ছোলঙ্গ নেবুর রস দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পান করিলেও ঐরূপ ফল হয়। ৫৬। উক্ত দুই প্রকার পঞ্চমূলাদি ঘৃতের পরিবর্ত্তে, ঐ ঐ প্রণালীতে দুই প্রকার পঞ্চমূলাদি তৈল প্রস্তুত করিয়া অভ্যঙ্গ করিলেও ঐরূপ ফল হয়।৫৭। অথবা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমূলাদি ও ক্ষার পর্য্যন্ত ঔষধ সমূহের চূর্ণ উষ্ণাম্বু সহকারে পান করিবে। এই চূর্ণ পান করিলে বাতশ্লেষ্মাবৃত বা আঁমযুক্ত কফ বা বাতোদ্ধত কফ নষ্ট হয়। ইহা পাচন ও অত্যন্ত অগ্নিসন্দীপন। ৫৮

ইতি পঞ্চমূলাদি ঘৃত, তৈল ও চূর্ণ।

বিষ্ঠা আমযুক্ত হইলে গুরুত্ব বশতঃ জলে মগ্ন হয়। বিষ্ঠা সুপক্ক হইলে জলে ভাসিয়া থাকে। কিন্তু আবার পক্ক মলও অতিদ্রব বা অতি সংহত বা অতি শৈত্য ও শ্লেষ্মযুক্ত হইলে মগ্ন হইয়া থাকে। এইরূপ মলের সামত্ব ও নিরামত্ব পরীক্ষা করিতে হয়। আর রোগীদিগকে বিধিপূর্ব্বক পাচন দ্বারা চিকিৎসা করিবে। নিরাম স্থলে অন্য প্রকার ব্যবস্থা। ৫৯।

পরীক্ষ্যৈবং পুরা সামং নিরামং বা সদোষিণাম্
বিধিনোপাচরেৎ সম্যক্ পাচনেনেতরেণ বা ॥
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ।
ব্যোষং হিঙ্গ্বজমোদঞ্চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
গুড়িকা মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা।
কৃতা বিপাচয়ত্যামং দীপয়ত্যাশু চানলম্ ॥ ৬০
ইতি চিত্রকাদ্যগুড়িকা।
নাগরাতিবিষামুস্তক্বাথঃ স্যাদামপাচনঃ।
মুস্তান্তকল্কঃ পথ্যা বা নাগরঞ্চোষ্ণবারিণা ॥ ৬১
দেবদারুবচামুস্তনাগরাতিবিষাভয়াঃ
বারুণ্যামাসুতাস্তোয়ে কোষ্ণে বা লবণং
পিবেৎ ॥ ৬২

চিতার মূল, পিপুলমূল সাচীক্ষার, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, কৌকান্দী যমানী ও চৈ একত্র চূর্ণ করিবে এবং গোড়ানেবু বা দাড়িমের রস দিয়া গুড়িকা (গুলি) প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা সেবন করিলে আমপাচন হইয়া শীঘ্র অগ্নিদীপ্তি হয়। ৬০

ইতি চিত্রকাদ্য গুড়িকা।

শুঁঠ, আতইচ ও মুতার ক্বাথ আমপাচন। অথবা ঐ সকলের কল্ক উষ্ণবারিযোগে পান করিলে আমপাচন হয়। অথবা পথ্যাচূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলেও আমপাচন হয়। আর শুঁঠচূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলেও আমপাচন হয়। ৬১। দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী বারুণীমদ্যে অভিষিক্ত করিবে। তাহাতে উহাদের সার মদ্যগত হইবে; ঐ মদ্য পান করিলে আম নষ্ট ও অগ্নি দীপ্ত হয়। [ডাক্তারেরা এইরূপে স্পিরিটে ভিজাইয়া টিংচার প্রস্তুত করেন।] অথবা ঐ সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত ঈষৎ সৈন্ধবযুক্ত করিয়া

পিবেৎ সপরিকর্ত্তামে মন্দে বা দাড়িমাম্বুনা।
বিড়েন লবণং পিষ্টং বিল্বং চিত্রকনাগরম্ ॥
বর্চ্চস্যামে সশূলে চ পিবেদ্বা দাড়িমাম্বুনা।
বিড়েন লবণং পিষ্টং বিল্বং চিত্রকনাগরম্ ॥ ৬৩
সামে বা সকফে বাতে কোষ্ঠশূলকরে পিবেৎ
কলিঙ্গহিঙ্গ্বতিবিষাবচাসৌবর্চ্চলাভয়াঃ ॥ ৬৪
ছর্দ্দ্যর্শোগ্রন্থিশূলেষু পিবেদুষ্ণেন বারিণা
পথ্যাসৌবর্চ্চলাজাজীচূর্ণং মরিচসংযুতম্ ॥৬৫
অভয়াং পিপ্পলীমূলং বচাং কটুকরোহিণীম্।
পাঠাং বৎসকবীজানি চিত্রকং বিশ্বভেষজম্ ॥
পিবেন্নিষ্ক্বাথ্য চূর্ণানি কৃত্বা কোষ্ণেন বারিণা।
পিত্তশ্লেষ্মাভিভূতায়াং গ্রহণ্যাং শূলনুদ্ধিতম্ ॥৬৬
সামে সাতিবিষাব্যোষলবণক্ষারহিঙ্গুবৎ।
নিঃক্বাথ্য পায়য়েচ্চূর্ণং কৃত্বা বা কোষ্ণবারিণা ॥
পিপ্পলীং নাগরং পাঠাং শারিবাং বৃহতীদ্বয়ম্।
চিত্রকং কোটজং বীজং লবণান্যথ পঞ্চ চ ॥
তচ্চূর্ণং সযবক্ষারং দধ্যুষ্ণাম্বুসুরাদিভিঃ।

পিবেদগ্নিবিবৃদ্ধ্যর্থং কোষ্ঠবাতহরং নরঃ ॥ ৬৮
মরিচঃ কুঞ্চিকাদ্বষ্ঠারুষ্কাম্লাঃ কুড়বাঃ পৃথক্।
পলানি দশ চ ম্লস্য বেতসস্য পলাদ্ধিকম্ ॥
সৌবর্চ্চলং বিড়ং পাক্যং যবক্ষারঃ সসৈন্ধবঃ।
শটীপুষ্করমূলানি হিঙ্গু হিঙ্গুশিরাটিকা ॥
তৎ সর্ব্বমেকতঃ সূক্ষ্মং চূর্ণং কৃত্বা প্রযোজয়েৎ।
হিতং বাতাভিভূতায়াং গ্রহণ্যামরুচৌ তথা ॥ ৬৯
ইতি মরিচাদ্যং চূর্ণম্।
চতুর্ণাং প্রস্থমম্লানাং ত্র্যূষণাচ্চ পলত্রয়ম্।
লবণানাঞ্চ চত্বারি শর্করায়াঃ পলাষ্টকম্ ॥
সঞ্চূর্ণ্য শাকসূপান্নরাগাদিষবচারয়েৎ।
কাসাজীর্ণারুচিশ্বাসহৃৎপাণ্ড্বাময়শূলনুৎ ॥ ৭০
চব্যত্বক্পিপ্পলীমূলধাতকীব্যোষচিত্রকম্।
কপিত্থং বিল্বমধ্যষ্ঠাং শাল্মলং হস্তিপিপ্পলীম্ ॥

পান করিলেও হয়। ৬২। বিষ্ঠা আমযুক্ত ও শূলযুক্ত (পাঠান্তরে পরিকর্ত্তিকাযুক্ত) হইলে দাড়িমছালের ক্বাথের সহিত কচি বেলের শাঁস, চিতার মূল ও শুঁঠ পেষণ করিয়া বিট্‌লবণের সহিত লবণাক্ত করিয়া পান করিবে। ৬৩। আম, কফ বা বায়ুতে কোষ্ঠে শূল হইলে ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, আতইচ, বচ, সৌবর্চ্চল ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ৬৪। বমি, অর্শ ও গ্রন্থিরোগের শূলে উষ্ণ বারির সহিত হরীতকী, সৌবর্চ্চল, অজাজী (কৃষ্ণজীরা) ও মরিচের চূর্ণ পান করিবে। ৬৫। পিপ্পলীমূল, হরীতকী, বচ, কট্‌কী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিতার মূল, শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ বা চূর্ণ উষ্ণবারির সহিত পান করিলে পিত্ত-শ্লেষ্মাভিভূত গ্রহণীরোগে শূলনাশ করে। ৬৬। আমযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মায় আতইচ ও ত্রিকটুর ক্বাথ সৈন্ধব যবক্ষার ও হিঙ্গুর সহিত পান করিবে। অথবা ঐ সকলের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ৬৭। পিপুল, শুঁঠ, আকনাদি, অনন্তমূল, কট্‌কী, বৃহতী, চিতার মূল, ইন্দ্রযব,

পঞ্চলবণ ও যবক্ষার চূর্ণ করিয়া দধি উষ্ণাম্বু বা সুরাদির সহিত পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি ও কোষ্ঠের বায়ুদোষ নষ্ট হয়। ৬৮। মরিচ, কৃষ্ণজীরা, আকনাদি ও তেঁতুল পৃথক্ পৃথক্ এক কুড়ব (আধ সের), অম্লবেতস দশ পল; সৌবর্চ্চল, বিট্, পাক্য (পাংশু লবণ), যবক্ষার, সৈন্ধব, শটী কুড়, ও হিঙ্গুশিরাটিকা (বেণুপত্রী বা হিঙ্গুপত্রী) পৃথক্ পৃথক্ সিকি পল (কেহ বলেন অর্দ্ধপল) একত্র চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে বাতাভিভূত গ্রহণী ও অরুচিতে হিতকর হয়। ৬৯

ইতি মরিচাদ্য ঘৃত

চারি প্রকার অম্লের (অম্লবেতস, তিন্তিড়ী, কুল ও দাড়িমের) রস সর্ব্বসমেত এক প্রস্থ (দুই সের), ত্রিকটু মিলিত তিন পল; সৈন্ধব, বিট্, সৌবর্চ্চল ও উদ্ভিদ লবণ পৃথক্ পৃথক্ এক পল অথবা মিলিত চারি পল এবং শর্করা আট পল একত্র করিবে। এই পানীয় শাক, সূপ, অন্ন ও রাগাদির সহিত সংযোগপূর্ব্বক সেবন করিলে কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও শূল নষ্ট হয়। ৭০। চৈ, দারুচিনি, পিপুলমূল, ধাইফুল, ত্রিকটু, চিতার মূল, কদ্‌বেল, আকনাদি, গজপিপুল, বেলশুঁঠ,

শিলোদ্ভেদং তথাজাজীং পিষ্ট্বা বদরভাগিকম্।
পরিভর্জ্জ্য ঘৃতে দধ্না যবাগূং সাধয়েদ্ভিষক্॥
রসৈঃ কপিত্থচুক্রীকা বৃক্ষাম্লৈর্দাড়িমস্য চ।
সর্ব্বাতিসারমন্দাগ্নিগুল্মার্শঃপ্লীহনাশিনী॥ ৭১
ইতি পঞ্চপ্রকারযবাগূঃ।
পঞ্চকোলকযূষশ্চ মূলকানাঞ্চ সোষণঃ।
স্নিগ্ধো দাড়িমতক্রাম্লো জাঙ্গলঃ সংস্কৃতো রসঃ।
ক্রব্যাদশ্বরসঃ শস্তো ভোজনার্থে সদীপনঃ।
তক্রারনালমদ্যানি পানার্থেঽরিষ্ট এব চ॥ ৭২
তক্রন্তু গ্রহণীদোষে দীপনগ্রাহি লাঘবাৎ।
শ্রেষ্ঠং মধুরপাকিত্বান্ন চ পিত্তং প্রকোপয়েৎ॥
কষায়োষ্ণবিকাসিত্বাদ্রৌক্ষ্যাচ্চৈব কফে মতম্।
বাতে স্বাদ্বম্লসান্দ্রত্বাৎ সদ্যস্কমবিদাহি তৎ॥৭৩

মোচরস, শিলোদ্ভেদ (সালিক) ও কৃষ্ণজীরা পেষণ করিয়া এক তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিবে। ঐ কল্কের সহিত দধি-সংযোগে বা কপিত্থরস-সংযোগে, বা চুক্রিকারস সংযোগে [চুক্রিকা আমরুল] বা বৃক্ষাম্লরস-সংযোগে বা দাড়িমরস-সংযোগে যাবগূ পাক করিয়া ঘৃতে সন্তলনপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, গ্রহণীরোগ, অর্শ ও প্লীহা নষ্ট হয়। ৭

ইতি পঞ্চপ্রকার যবাগূ।

পঞ্চকোলের সহিত সিদ্ধ মুদ্গাদি যূষ, মরিচচূর্ণ সংযুক্ত শুষ্ক মূলকের যূষ [গঙ্গাধর বলেন, শুষ্ক মূলকের সহিত সিদ্ধ মুদ্গাদির যূষ]; দাড়িমরস ও তক্রের সহিত অম্লীকৃত জাঙ্গলমাংসরস, মাংসাশি-জন্তুর মাংসরস, ভোজনার্থ প্রশস্ত। আর পানার্থ তক্র, কাঁজী, মদ্য বা অরিষ্ট প্রশস্ত। ৭২। তক্র দীপন, গ্রাহী ও লঘু বলিয়া গ্রহণীদোষে প্রশস্ত। আবার মধুরপাকী বলিয়া পিত্ত-প্রকোপন হয় না। ইহা কষায়, উষ্ণ, বিকাশী ও রুক্ষ বলিয়া কফে হিতকর। আবার স্বাদু অম্ল ও সান্দ্র বলিয়া বাতে হিতকর। যে তক্র সদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই অবিদাহী। ৭৩।

তস্মাৎ তক্রপ্রয়োগা যে জঠরাণাং তথার্শসাম্
বিহিতা গ্রহণীদোষে সর্ব্বশস্তান্ প্রযোজয়েৎ॥৭৪
যমান্যামলকে পথ্যা মরিচং ত্রিকলাংশিকম্।
লবণানি পলাংশানি পঞ্চ চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥
তক্রকংসাযুতং জাতং তক্রারিষ্টং পিবেন্নরঃ।
দীপনং শোথগুল্মার্শঃক্রিমিমেহোদরাপহম্॥ ৭৫
ইতি তক্রারিষ্টঃ।
স্বস্থানগতমুৎক্লিষ্টমগ্নিনির্ব্বাপকং ভিষক্।
পিত্তং জ্ঞাত্বা বিরেকেণ নির্হরেদ্বমনেন বা॥৭৬
অবিদাহিভিরন্নৈশ্চ লঘুভিস্তিক্তসংযুতৈঃ।
জাঙ্গলানাং রসৈর্যূষৈর্মুদ্গাদীনাং খড়ৈরপি॥
দাড়িমাম্লৈঃ সসর্পিষ্কৈর্দীপনগ্রাহিসংযুতৈঃ
তস্যাগ্নিং দীপয়েচ্চূর্ণৈঃ সর্পির্ভির্বা সতিক্তকৈঃ॥৭৭
চন্দনং পদ্মকোশীরং পাঠাং মূর্ব্বাং কুটন্নটম্।
ষড়্গ্রন্থাশারিবাস্ফোতাসপ্তপর্ণাটরূষকান্॥

অতএব উদর ও অর্শোরোগের ন্যায় তক্র গ্রহণীতেও সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। ৭৪। যমানী, আমলকী, হরীতকী ও মরিচের চূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ তিন পল এবং পঞ্চ লবণ পৃথক্ পৃথক্ এক পল, ষোল সের তক্রে নিক্ষেপ করিয়া অরিষ্ট প্রস্তুত করিবে। [গ্রীষ্মকালে তিন দিন, শীতকালে ছয় দিন এবং অন্যান্যকালে চারি দিন পাত্রের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিলেই অরিষ্ট প্রস্তুত হয়]। ৭৫।

ইতি তক্রারিষ্ট।

অগ্নিনির্ব্বাপক দূষিত পিত্ত স্বস্থানে (অর্থাৎ গ্রহণীতে) আছে জানিলে চিকিৎসক তাহাকে বিরেচন দ্বারা অপসারিত করিবেন। আর উৎকৃষ্ট হইয়াছে জানিলে বমন দ্বারা নির্গত করিবেন। ৭৬। পিত্তাধিক গ্রহণী রোগে অবিদাহী, লঘু, তিক্তসংযুক্ত অন্ন; জাঙ্গল মাংসের রস; মুদ্গাদির যূষ, দাড়িমের রস দ্বারা অম্লীকৃত ঘৃতযুক্ত দীপন গ্রাহী খড়যূষ, এবং চূর্ণ ঔষধ ও তিক্তক ঘৃত অগ্নিদীপ্ত করিয়া থাকে। ৭৭। রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, আকনাদি, মূর্ব্বা, কুটন্নট (কৈবর্ত্ত-মুস্তক), বচ, অনন্তমূল, আস্ফোতা (হাপর-

পটোলোডুম্বরাশ্বত্থবটপ্লক্ষকপীতনান্।
কটুকারোহিণীং মুস্তং নিম্বঞ্চ দ্বিপলাংশিকম্।
দ্রোণেঽপাং সাধয়েৎ পাদ-শেষে প্রস্থং
ঘৃতাৎ পচেৎ।
কিরাততিক্তেন্দ্রযববীরামাগধিকোৎপলৈঃ॥
কল্কৈরক্ষসমৈঃ পেয়ং তৎ পিত্তগ্রহণীগদে।
তিক্তকং যদ্‌ঘৃতঞ্চোক্তং কৌষ্ঠিকে তচ্চ
দাপয়েৎ॥ ৭৮
ইতি চন্দনাদ্যং ঘৃতম্।

নাগরাতিবিষে মুস্তং ধাতকীং সরসাঞ্জনম্।
বৎসকত্বক্‌ফলং বিল্বং পাঠাং কটুকরোহিণীম্॥
পিবেৎ সমাংশং তচ্চূর্ণং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা।
পৈত্তিকে গ্রহণীদোষে রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে॥
অর্শাংসি চ গুদে শূলং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্।
নাগরাদ্যমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতম্॥৭৯
ইতি নাগরাদ্যং চূর্ণম্।

ভূনিম্বং কটুকং ব্যোষং মুস্তমিন্দ্রযবান্ সমান্।
দ্বৌ চিত্রকাদ্বৎসকত্বগ্‌ভাগান্ ষোড়শ চূর্ণয়েৎ॥
গুড়শীতাম্বুনা পীতং গ্রহণীদোষগুল্মনুৎ।
কামলাজ্বরপাণ্ডুত্বমেহারুচ্যতিসারনুৎ॥ ৮০
ইতি ভূনিম্বাদ্যং চূর্ণম্।

বচামতিবিষাং পাঠাং সপ্তপর্ণরসাঞ্জনম্।
শ্যোণাকোদীচ্যকট্‌ফলবৎসকত্বগ্‌গুড়ূচ্যালতাঃ॥
দার্ব্বীং পর্পটকং মূর্ব্বাং যমানীং মধুশিগ্রুকম্।
পটোলপত্রং সিদ্ধার্থান্ যূথিকাং জাতিপল্লবান্॥
জম্ব্বাম্রবিল্বমধ্যানি নিম্বশাকফলানি চ।
তদ্রোগশমমন্বিচ্ছন্ ভূনিম্বাদ্যেন যোজয়েৎ॥৮১
কিরাততিক্তং ষড়্‌গ্রন্থা ত্রায়মাণা কটুত্রিকম্।
চন্দনং পদ্মকোশীরং দার্ব্বী ত্বক্ কটুরোহিণী॥
কুটজত্বক্‌ফলং মুস্তং যমানী দেবদারু চ।
পটোলনিম্বপত্রৈলাসৌরাষ্ট্র্যাতিবিষাত্বচঃ॥

মালী), ছাতিম, বাসক, পল্‌তা, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, কপীতন (আমড়া), মুতা ও নিম্ব পৃথক্ পৃথক্ দুই পল চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোল সের থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ কাথের সহিত চিরতা, ইন্দ্রযব, শালপাণি (বীরা), পিপুল ও নীলোৎপলের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই পল এবং গব্যঘৃত চারি সের দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে পিত্তাধিক গ্রহণীদোষের শান্তি হয়। আর কুষ্ঠাধিকারে যে তিক্তক ঘৃত বলা হইয়াছে, তাহাও গ্রহণী-দোষে প্রয়োগ করিবে। ৭৮

ইতি চন্দনাদ্য ঘৃত।

শুঁঠ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও কটকী সমান সমান অংশে চূর্ণ করিয়া তণ্ডু-লাম্বু ও মধুর সহিত গুলিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা অর্শঃ, গুদশূল ও প্রবাহিকা (কুন্‌-কুননী) নষ্ট হয়। ৭৯

ইতি নাগরাদ্য চূর্ণ।

চিরতা, কটকী, ত্রিকটু, মুতা ও ইন্দ্রযব সমান সমান, চিতামূল দুইভাগ এবং কুড়চীর ছাল ষোলভাগ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ জলযুক্ত গুড়ের সহিত পান করিলে পিত্তজ গ্রহণীদোষ, গুল্ম, কামলা, জ্বর, পাণ্ডু-রোগ, মেহ, অরুচি ও অতিসার নষ্ট হয়। ৮০

ইতি ভূনিম্বাদ্য চূর্ণ।

বচ, আতইচ, আকনাদি, ছাতিম, রসা-ঞ্জন, শোণাছাল, উদীচ্য (বালা), কট্‌ফল (শোণাছাল। পুনরুক্তত্ব হেতু দুই গুণ), কুড়চী-ছাল, গুলঞ্চলতা, দারুহরিদ্রা, ক্ষেত-পাবড়া, মুগুরো (মূর্ব্বা), যম নী, রক্তসজিনার বীজ, পলতা, শ্বেত সর্ষপ, যুথিকা, জাতিপল্লব, জামের আঁঠির শাঁস, আমের আঠির শাঁস, কচি বেলের শাঁস, নিমপাতা ও নিমফল এই সকলের চূর্ণ ভূনিম্বাদ্য চূর্ণের সহিত যোগ করিয়া সেবন করিলে সেই চূর্ণের ন্যায় ফল-দায়ক হয়। ৮১। চিরতা, বচ, ত্রায়মাণা (বলালতা), ত্রিকটু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, দারুহরিদ্রার ছাল, কটকী, কুড়চীর ছাল, ইন্দ্রযব, মুতা যমানী, দেবদারু, পলতা, নিমপাতা, ছোট এলাচ, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, আত-

মধুশিগ্রোশ্চ বীজানি মূর্ব্বা পর্পটিকাংস্তথা ।
তচ্চূর্ণং মধুনা লেহ্যং পেয়ং মদ্যেজলেন বা ।
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগগুল্মশূলারুচিজ্বরান্ ।
কামলাং সন্নিপাতঞ্চ মুখরোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥৮২
ইতি কিরাতাদ্যং চূর্ণম্ ।

গ্রহণ্যাং শ্লেষ্মদুষ্টায়াং বমিতস্য যথাবিধি ।
কট্বম্ললবণক্ষারৈস্তিক্তৈশ্চাগ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ৮৩
পলাশং চিত্রকং চব্যং মাতুলুঙ্গং হরীতকীম্
পিপ্পলীং পিপ্পলীমূলং পাঠাং নাগরধান্তকম্ ॥
কার্ষিকাণ্যুদকপ্রস্থে পক্বা পানাবশেষিতম্ ।
পানীয়ার্থং প্রযুঞ্জীত যবাগূং তৈশ্চ সাধিতাম্ ॥৮৪
শুষ্কমূলকযূষেণ কৌলত্থেনাথবা পুনঃ ।
কট্বম্লক্ষারপটুনা লঘুন্যন্নানি ভোজয়েৎ ॥ ৮৫
অম্লকাঞ্জিপিবেৎ তক্রং তক্রারিষ্টমথাপি বা ।
মদিরাং মধ্বরিষ্টান্ বা নিগদং শীধুমেব বা ॥

দ্রোণং মধুকপুষ্পাণাং বিড়ঙ্গানাং ততোঽর্দ্ধতঃ
চিত্রকস্য ততোঽর্দ্ধং স্যাৎ তথা ভল্লাতকাঢ়কম্
মঞ্জিষ্ঠাত্রিপলঞ্চৈব ত্রিদ্রোণেঽপাং বিপাচয়েৎ ।
দ্রোণশেষে তু তচ্ছীতং মধ্বর্দ্ধাঢ়কসংযুতম্ ॥
এলামৃণালাগুরুভিশ্চন্দনেন চ রূষিতে ।
কুম্ভে মাসাস্থিতং জাতমাসবং তং প্রযোজয়েৎ
গ্রহণীং দীপয়ত্যেব বৃংহণঃ কফপিত্তজিৎ ।
শোথং কুষ্ঠং কিলাসঞ্চ প্রমেহাংশ্চ
প্রণাশয়েৎ ॥ ৮৬
ইতি মধ্বাসবঃ ।

মধুকপুষ্পস্বরসং শৃতমর্দ্ধক্ষয়ীকৃতম্ ।
ক্ষৌদ্রপাদযুতং শীতং পূর্ব্ববৎ সন্নিধাপয়েৎ ।
তং পিবন্ গ্রহণীদোষান্ জয়েৎ সর্ব্বান্
হিতাশনঃ ॥ ৮৭
ইতি মধকাসবঃ ।

ইচ, দারুচিনি, রক্তসজিনার বীজ, মুগরো (মূর্ব্বা) ও ক্ষেতপাবড়া এই সকলের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন অথবা মদ্য বা জলের সহিত পান করিবে। ইহাতে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, পিত্তজ গ্রহণী রোগ, গুল্ম, শূল, অরুচি, জ্বর, কামলা, পাণ্ডুরোগ ও মুখরোগ নষ্ট হয়। ৮২

ইতি কিরাতাদ্য চূর্ণ।

গ্রহণী শ্লেষ্মা দ্বারা দূষিত হইলে রোগীকে যথাবিধি বমন করাইবে এবং কটু, অম্ল, লবণ, ক্ষার ও তিক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া অগ্নিবৃদ্ধি করিবে। ৮৩। পলাশ (গঙ্গাধর মতে পলাশ শব্দে শটীমূল), চিতার মূল, চৈ, গোঁড়ানেবু, হরীতকী, পিপুল, পিপুলমূল, আকনাদি, শুঁঠ, ধনে এই সকল মিলিত দুই তোলা চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক সের থাকিতে নামাইবে। এই কাথ শ্লেষ্মগ্রহণীতে পানার্থ প্রয়োগ করিবে। আর এ সকল দ্রব্যের সহিত যবাগূ পাক করিয়াও প্রয়োগ করা যায়।৮৪। মরিচাদি কটু দ্রব্য, কপিত্থাদি অম্লদ্রব্য, যবক্ষার এবং সৈন্ধবের সহিত শুষ্কমূলকের যূষ, সিদ্ধ করিয়া, তাহার সহিত লঘু অন্ন ভোজন করিবে। অনন্তর অম্লকাঞ্জী বা তক্র বা তক্রারিষ্ট অনুপান করিবে। অথবা মদিরা, বা মধ্বরিষ্ট বা নিগদ বা শীধু অনুপান করিবে। ৮৫। কাঁচা মৌলফুল চৌষট্টি সের (শুষ্ক হইলে বত্রিশ সের), বিড়ঙ্গ ষোল সের, চিতার মূল আট সের (কাঁচা হইলে ষোল সের), ভেলার কল আট সের এবং মঞ্জিষ্ঠা তিন পল, তিন দ্রোণ জলে (১৯২ সের জলে) পাক করিবে। চৌষট্টি সের থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইয়া শীতল হইলে তাহাতে আট সের মধু দিয়া ছোট-এলাচ, বেণার মূল, অগুরু ও রক্তচন্দনের কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত ঘৃতভাবিত কুম্ভে একমাস স্থাপন করিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে গ্রহণীর দীপ্তি হয়। ইহা বৃংহণ ও বায়ুরোগ-নাশক। আর ইহাতে শোথ, কুষ্ঠ, কিলাস ও প্রমেহ নষ্ট হয়। ৮৬।

ইতি মধ্বাসব।

মৌলফুলের স্বরস সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে চতুর্থাংশ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্ববৎ সন্ধান করিবে (গাঁজাইবে)। এই অরিষ্ট পান করিয়া হিতভোজী হইলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী-দোষ জয় করা যায়। ৮৭। ইতি মধুকাসব।

তদ্বদ্দ্রাক্ষেক্ষুখর্জ্জুরস্বরসানাসুতান্ পিবেৎ ॥ ৮৮

ইতি দ্রাক্ষাদ্যাসবঃ।

প্রস্থৌ দুরালভায়া দ্বৌ ... চ।
পথ্যা চিত্রকদন্ত্যোর্দ্ধে প্রত্যগ্রঞ্চাভয়াশতম্ ॥
চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্কা শীতং দ্রোণাবশেষিতম্
সগুড়দ্বিশতং পূতং মধুনঃ কুড়বান্বিতম্ ॥
তদ্বৎ প্রিয়ঙ্গোঃ পিপ্পল্যা বিড়ঙ্গানাঞ্চ চূর্ণিতৈঃ।
কুড়বৈর্ঘৃতকুম্ভস্থং পক্ষাজ্জাতং ততঃ পিবেৎ।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগার্শঃকুষ্ঠবীসর্পমেহনুৎ।
স্বরবর্ণকরশ্চৈব রক্তপিত্তকফাপহঃ ॥ ৮৯

ইতি দুরালভাসবঃ।

হরিদ্রা পঞ্চমূলে দ্বে বীরকর্ষভজীবকম্।
এষাং পঞ্চ পলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ ॥

দ্রোণশেষে রসে পূতে গুড়স্য দ্বিশতং ভিষক্।
চূর্ণিতান্ কুড়বাংশান্ প্রক্ষিপেচ্চ সমাক্ষিকান্
প্রিয়ঙ্গুমুস্তমঞ্জিষ্ঠা-বিড়ঙ্গমধুকপ্লবান্।
লোধ্রং শাবরকঞ্চৈব মাসার্দ্ধং স্থাপয়েৎ ততঃ ॥
এষ মূলাসবঃ সিদ্ধো দীপনো রক্তপিত্তজিৎ।
আনাহকফহৃদ্রোগপাণ্ডুরোগাঙ্গসাদনুৎ ॥ ৯০

ইতি মূলাসবঃ।

প্রাস্থিকং পিপ্পলীং পিষ্টা গুড়ং মধ্যং বিভীতকাৎ
উদকপ্রস্থসংযুক্তং যবপল্লে নিধাপয়েৎ ॥
তস্মাৎ পলং সুজাতাৎ তু সলিলাঞ্জলিসংযুতম্
পিবেৎ পিপ্পল্যাসবো হ্যেষ রোগানীকবিনাশনঃ ॥
স্বস্থোঽপ্যেনং পিবেন্মাসং নরঃ সিদ্ধং রসায়নম্
ইচ্ছংস্তেষামনুৎপত্তিং রোগানাং যে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯১

ইতি পিপ্পল্যাসবঃ।

এইরূপ কিস্‌মিস্, ইক্ষু ও খর্জ্জুরের স্বরস [গঙ্গাধরের পাঠ খর্জ্জুরের স্থলে গাম্ভীর ফল] আসুত (চোঁয়াইয়া) করিয়া পান করিবে [স্বরসের অভাবে ক্বাথ গ্রহণ করিতে হয়]। ৮৮।

ইতি দ্রাক্ষাদ্যাসব।

দুরালভা দুই প্রস্থ (চারি সের), আমলকী দুই প্রস্থ, চিতা ও দন্তী পৃথক্ পৃথক্ দুই পল এবং পরিপূর্ণবীর্য্য হরীতকী (আঁটী রহিত) এক শত চারি দ্রোণ (ছয় মণ ষোল সের) জলে পাক করিয়া চৌষট্টি সের থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে গুড় দুই শত পল ও মধু এক কুড়ব (আধ সের) এবং প্রিয়ঙ্গু, পিপুল ও বিড়ঙ্গচূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ এক কুড়ব উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাবিত কুম্ভে একপক্ষ স্থাপন করিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে গ্রহণীদোষ, পাণ্ডু, অর্শ, কুষ্ঠ, বিসর্প, মেহ, রক্তপিত্ত ও কফ নষ্ট হয় এবং স্বর ও বর্ণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৮৯

ইতি দুরালভাসব।

দশমূল, হরিদ্রা, বীরা (ক্ষীরকাকোলী গঙ্গাধর মতে শালপাণি), ঋষভ ও জীবক এই চতুর্দ্দশ দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ পাঁচ পল, চারি দ্রোণ (ছয় মণ ষোল সের) জলে সিদ্ধ ক রিয়া চৌষট্টি সের থাকিতে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে উহার সহিত দুই শত পল (পাঁচশ সের) পুরাতন গুড়; বত্রিশ তোলা মধু ও প্রিয়ঙ্গু, মুতা, মঞ্জিষ্ঠা, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, কৈবর্ত্তমুস্তক, লোধ, শাবর লোধ পৃথক্ পৃথক্ ষোল তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাবিত পাত্রে এক মাস রাখিবে। এই আসব দৃষ্টফল। ইহা দীপন, রক্তপিত্তনাশক এবং আনাহ, কফ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও অঙ্গাবসাদ দূর করে। [গ্রহণী প্রবল হইলে বিদাহ বশতঃ রক্তপিত্ত হইতে পারে। তাহাতে হঠাৎ মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইয়া থাকে]। ৯০

ইতি মূলাসব।

দুই সের পিপুল, দুই সের গুড় ও দুই সের বহেড়ার বীজ (গঙ্গাধরের মতে দুই সের মধ্যাকৃতি বহেড়া) পেষণপূর্ব্বক চারি সের জলের সহিত ঘৃতভাবিত কুম্ভে স্থাপন করিয়া সেই কুম্ভ যবের খড়ে আচ্ছাদিত করিবে। একমাস পরে ঐ অরিষ্ট প্রত্যহ এক পল পরিমাণে অর্দ্ধ সের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রোগ সকল দূর হয়। এই

নবে পিপ্পলিমধ্বাক্তে কলসেঽগুরুধূপিতে।
মধ্বাঢ়কং জলসমং চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ॥
কুড়বার্দ্ধং বিড়ঙ্গানাং পিপ্পল্যাঃ কুড়বং তথা
চতুর্থকাংশান্ ত্বক্ক্ষীর্য্যাঃ কেশরং মরিচানি চ॥
ত্বগেলাপত্রকশটীক্রমুকাতিবিষামুলম্।
হরেণ্বেলুকতেজোহ্বাপিপ্পলীমূলচিত্রকান্॥
কার্ষিকাংস্তান্ স্থিতং মাসমত ঊর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ
মন্দং সন্দীপয়ত্যগ্নিং করোতি বিষমং সমম্॥
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগকুষ্ঠার্শঃশ্বয়থুজ্বরান্।
বাতশ্লেষ্মাময়াংশ্চান্যান্ মধ্বরিষ্টো ব্যপো-
হতি॥ ৯২

ইতি মধ্বরিষ্টঃ।

সমূলাং পিপ্পলীং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চলবণানি চ।
মাতুলুঙ্গাভয়ারাস্নাশটীমরিচনাগরম্॥
কৃত্বা সমাংশং তচ্চূর্ণং পিবেৎ প্রাতঃ সুখাম্বুনা
শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীদোষে বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
এতৈরেবৌষধৈঃ সিদ্ধং সর্পিঃ পেয়ং সমারুতে
গৌল্মিকে ষট্পলং প্রোক্তং ভল্লাতক-
ঘৃতঞ্চ যৎ॥ ৯৩
বিড়ং কালোত্থলবণং সর্জ্জিক্ষারযবশূকজম্।
সপ্তলা কণ্টকারী চ চিত্রকশ্চেতি দাহয়েৎ॥ ৯৪
সপ্তকৃত্বঃ স্রুতস্যাস্য ক্ষারস্য দ্ব্যাঢ়কেন তু।
আঢ়কং সর্পিষঃ পক্বা পিবেদগ্নিবিবর্দ্ধনম্॥ ৯৫

ইতি ক্ষারঘৃতম্।

সমূলাং পিপ্পলীং পাঠাং চব্যেন্দ্রযবনাগরম্।
চিত্রকাতিবিষে হিঙ্গু শ্বদংষ্ট্রাং কটুরোহিণীম্॥
বচাঞ্চ কার্ষিকং পঞ্চলবণানাং পলানি চ।
দধ্নঃ প্রস্থদ্বয়ে তৈলসর্পিষোঃ কুড়বদ্বয়ে॥
চূর্ণীকৃতানি নিক্ষিপ্য শনৈরন্তর্গতে রসে।
অন্তর্ধূমং ততো দগ্ধা চূর্ণং কৃত্বা ঘৃতাপ্লুতম্॥

রসায়ন অরিষ্ট সুস্থ অবস্থায় পান করিলে রোগ হইতে পায় না। ৯১

ইতি পিণ্ডাসব

একটী নূতন মৃন্ময় কলসীর অভ্যন্তর পিপুলের কল্ক ও মধু দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া অগুরুধূমে ধূপিত করিবে। অনন্তর তন্মধ্যে এক আঢ়ক (ষোল সের) মধু, এক আঢ়ক জল, বিড়ঙ্গ অর্দ্ধ কুড়ব (এক পুয়া), পিপুল এক কুড়ব (আধসের), বংশলোচন এক পল এবং নাগকেশর, মরিচ, দারুচিনি, ছোট এলাচ তেজপাতা, শটী, সুপারী, আতইচ, হরেণু, এলবালুকা, তেজোহ্বা (চই) পিপুলের মূল ও চিতার মূল, এই সকল চূর্ণ এক এক কর্ষ (দুই তোলা) স্থাপন করিয়া এক মাস অপেক্ষা করিবে। এই অরিষ্ট মন্দাগ্নিকে সন্দীপিত করে, বিষমাগ্নিকে সমান করে এবং হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীরোগ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, জ্বরভঙ্গ, বাতশ্লেষ্মরোগ ও অন্যান্য রোগ নাশ করে। ৯২

ইতি মধ্বরিষ্ট।

পিপুল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পঞ্চলবণ, গোঁড়ানেবুর শিকড়, হরীতকী, রাস্না শটী, মরিচ, ও শুঁঠ সকল সমান ভাগে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সহিত পান করিলে কফজ গ্রহণী নষ্ট হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৯৩। আর ঐ সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া বাতযুক্ত কফজ গ্রহণীতে প্রাতঃকালে পান করিবে। গুল্মাধ্যায়োক্ত ষট্পল ঘৃত ও ভল্লাতক ঘৃত বাতযুক্ত কফজ গ্রহণীতে উপযোগী। ৯৪। বিট্‌লবণ, কাললবণ, সাচীক্ষার, যবক্ষার, কণ্টকারীভস্ম, চামরকষাভস্ম, ও চিতাভস্ম সমান সমান ভাগে গ্রহণ করিবে এবং সমস্ত দ্রব্য বত্রিশ সের (গঙ্গাধরপাঠ— আট সের] জলের সহিত গুলিয়া সাতবার ছাঁকিয়া লইবে। ঐ সমস্ত জলের সহিত ষোল সের ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ৯৫

ইতি ক্ষারঘৃত।

পিপুল, পিপুলমূল, আকনাদি, চৈ, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, চিতার মূল, আতইচ, হিঙ্গু, গোক্ষুর, কটুকী ও বচ এই সকলের চূর্ণ দুই দুই তোলা; পঞ্চলবণ সর্ব্বসমেত পাঁচ পল, দধি আট সের এবং তৈল ও ঘৃত এক এক সের একত্র পাক

পিবেৎ পাণিতলং তস্মিন্ জীর্ণে স্যান্মধুরাশনঃ
বাতশ্লেষ্মাময়ান্ সর্ব্বান্ হন্যাদ্বিষগরাংশ্চ সঃ॥
ভল্লাতকং ত্রিকটুকং ত্রিফলাং লবণত্রিকম্।
অন্তর্ধূমং দ্বিপলিকং গোপুরীষাগ্নিনা দহেৎ॥
স ক্ষারঃ সর্পিষা পীতো ভোজ্যো বাপ্যবচূর্ণিতঃ
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীদোষগুল্মোদাবর্ত্তশূলনুৎ॥ ৯৬
দুরালভাং করঞ্জৌ দ্বৌ সপ্তপর্ণং সবৎসকম্।
যড়গ্রন্থাং মদনং মূর্ব্বাং পাঠামারগ্বধং তথা॥
গোমূত্রেণ সমাংশানি কৃত্বা চূর্ণানি দাহয়েৎ।
দগ্ধ্বা চ তং পিবেৎ ক্ষারং গ্রহণীবলবর্দ্ধনম্॥৯৭

ইতি ক্ষারঃ।

ভূনিম্বং রোহিণীং তিক্তাং পটোলং নিম্বপর্পটম্
দহেন্মাহিষমূত্রেণ ক্ষার এষোঽগ্নিবর্দ্ধনঃ॥ ৯৮

ইতি দ্বিতীয়ক্ষারঃ।

দ্বে হরিদ্রে বচা কুষ্ঠং চিত্রকঃ কটুরোহিণী।
মুস্তঞ্চ বস্তমূত্রেণ সিদ্ধঃ ক্ষারোঽগ্নিবর্দ্ধনঃ॥ ৯৯

ইতি তৃতীয়ক্ষারঃ।

চতুষ্পলং সুধাকাণ্ডং ত্রিপলং লবণত্রয়াৎ।
বার্ত্তাকীকুড়বঞ্চার্কাদষ্টৌ দ্বে চিত্রকাৎ পলে॥
দগ্ধানি বার্ত্তাকুরসে গুলিকা ভোজনোত্তরাঃ।
ভুক্তং ভুক্তং পচন্ত্যাশু কাসশ্বাসার্শসাং হিতাঃ॥
বিসূচিকাপ্রতিশ্যায়হৃদ্রোগশমনাশ্চ তাঃ॥ ১০০
বৎসকাতিবিষে পাঠাং দুঃস্পর্শং হিঙ্গু চিত্রকম্।
চূর্ণীকৃত্য পলাশানাং ক্ষারে মূত্রস্রুতে পচেৎ॥

করিয়া শুষ্কপ্রায় হইলে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে (অর্থাৎ একটী হাঁড়ীর মধ্যে পুরিয়া সরা ঢাকা দিবে এবং সংযোগস্থান কাদা দিয়া উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে; পরে জ্বাল দিলেই সমস্ত দ্রব্য অন্তর্ধূমে দগ্ধ হইবে)। এই ভস্ম দুই তোলা পরিমাণে ঘৃতের সহিত পান করিতে হয়। ঔষধ জীর্ণ হইলে মধুর দ্রব্য আহার করিতে হয়। এই ঘৃত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতশ্লেষ্মরোগ, বিষ ও গরদোষের শান্তি হয়। ৯৬। ভল্লাতক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, লবণত্রয় [সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, ও বিট্] এই দশটী দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ দুই পল লইয়া গো-বিষ্ঠার অগ্নিতে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। এই ক্ষার ঘৃত বা ভোজ্যের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীরোগ, গুল্মরোগ, উদাবর্ত্ত ও শূল নষ্ট হয়। ৯৬। দুরালভা, ডহরকরঞ্জ (গঙ্গাধর বলেন—গোকরঞ্জ), ছাতিম ছাল, কুড়চী ছাল, বচ, মদনফল, মুগারো (মূর্ব্বা) আকনাদি এবং সোঁদাল ছাল সমান সমান ভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। এই ক্ষার গোমূত্রের সহিত পান করিলে গ্রহণীর নাশ ও বল বৃদ্ধি হয়। ৯৭

ইতি ক্ষার।

চিরতা, কট্কী, পলতা, নিম্ব, ও ক্ষেত-পাবড়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষার মাহিষ মূত্রের সহিত পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ৯৮

ইতি দ্বিতীয় ক্ষার।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড়, চিতা, কট্কি ও মুতা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষার ছাগমূত্রের সহিত পান করিলে অগ্নির বৃদ্ধি হয়। ৯৯

ইতি তৃতীয় ক্ষার।

মনসাকাণ্ড চারি পল [গঙ্গাধরমতে শুষ্ক ও চূর্ণীকৃত মনসার কাণ্ড। কিন্তু শিবদাস এ কথা বলেন না] সৌবর্চ্চল এক পল, সৈন্ধব এক পল, বিট্ এক পল, শুষ্ক বার্ত্তাকু এক কুড়ব (আধ সের), আকন্দের মূল আট পল ও চিতা দুই পল অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া বার্ত্তাকু-রসের সহিত গুড়িকা (গুলি) প্রস্তুত করিবে। ভোজনের পর এই গুড়িকা [উষ্ণ জলের সহিত] সেবন করিলে ভুক্ত দ্রব্যের শীঘ্র পরিপাক হয় এবং কাস, শ্বাস, অর্শ, বিসূচিকা, প্রতিশ্যায় ও হৃদ্রোগের শান্তি হয়। ১০০।

ইতি ক্ষারগুড়িকা।

কুড়চী ছাল, আতইচ, আকনাদি, দুরালভা, হিঙ্গু ও চিতা চূর্ণীকৃত করিয়া গোমূত্র-স্রুত পলাশক্ষারের সহিত সেই পাত্রে পাক

আয়সে ভাজনে সাদ্রাং তস্মাৎ কোলং
সুখাম্বুনা।
মদ্যৈর্বা গ্রহণীদোষৈঃ শোথার্শঃপাণ্ডুমান্
পিবেৎ ॥ ১০১

ইতি চতুর্থক্ষারঃ।

ত্রিফলাং কটভীং চব্যং বিশ্বমধ্যামযোরজঃ।
রোহিণীং কটুকা মুস্তং কুষ্ঠং পাঠাঞ্চ হিঙ্গু চ॥
মধুকং মুষ্ককযবক্ষারৌ ত্রিকটুকং বচাম্।
বিড়ঙ্গং পিপ্পলীমূলং স্বর্জ্জিকাং নিম্বচিত্রকৌ॥
মূর্ব্বাজমোদেন্দ্রযবান্ গুড়ূচীং দেবদারু চ।
কার্ষিকং লবণানাঞ্চ পঞ্চানাং পলিকান্ পৃথক্॥
ভাগান্ দধ্নি ত্রিকুড়বে ঘৃততৈলেন মূর্চ্ছিতান্।
অন্তর্ধূমং শনৈর্দগ্ধা তস্মাৎ পাণিতলং পিবেৎ॥
সর্পিষা কফবাতার্শোগ্রহণীপাণ্ডুরোগবান॥
প্লীহমূত্রগ্রহশ্বাসহিক্কাকাসক্রিমিজ্বরান্।
শোষাতিসারো শ্বয়থুং প্রমেহানাহহৃদ্‌গ্রহান্॥
হন্যাৎ সর্ব্ববিষঞ্চৈব ক্ষারোঽগ্নিজননো বরঃ।
জীর্ণে রসৈর্বা মধুরৈরন্নং স্যাৎ পয়সাপি বা ॥১০২

ইতি পঞ্চমক্ষারঃ।

ত্রিদোষবিবিধৈর্বৈদ্যঃ পঞ্চ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
ঘৃতক্ষারাসবারিষ্টান্ দদ্যাচ্চাগ্নিবিবর্দ্ধনান্॥ ১
ক্রিয়া যা চানিলাদীনাং নির্দিষ্টা গ্রহণীং প্রতি
ব্যত্যাসাৎ তাং সমস্তাঞ্চ কুর্য্যাদ্দোষবিশেষ-
বিৎ॥ ১০৪
স্নেহনং স্বেদনং শুদ্ধির্লঙ্ঘনং দীপনঞ্চ যৎ।
চূর্ণানি লবণক্ষারমধ্বরিষ্টসুরাসবাঃ॥
বিবিধাস্তক্রযোগাশ্চ দীপনানাঞ্চ সর্পিষাম্॥১০৫
গ্রহণীরোগিভিঃ সেব্যাঃ ক্রিয়াশ্চাবস্থিকীঃ
শৃণু॥ ১০৬

করিয়া স্নন হইলে নামাইবে। এই ক্ষার এক তোলা পরিমাণে সুখোষ্ণ জলের সহিত কিংবা মদ্যের সহিত পান করিলে গ্রহণীদোষ, শোথ, অর্শ ও পাণ্ডুরোগের উপশম হয়। [গোমূত্রকৃত পলাশক্ষারের প্রক্রিয়া যথা— এক ভাগ পলাশক্ষার ছয় ভাগ গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষে ছাঁকিয়া লইতে হয়]। ১০১

ইতি চতুর্থ ক্ষার।

ত্রিফলা, কটভী ("কাঁটাশিরীষ"), চই, বেলশুঁঠ, লৌহচূর্ণ, কটুকী, মুতা, কুড়, আকনাদি, হিঙ্গু, মধুক, (যষ্টিমধু), মুষ্কক (ঘণ্টাপারুল), যবক্ষার, ত্রিকটু, বচ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, সাচীক্ষার, নিমছাল, মুগরো (মূর্ব্বা), অজমোদা (কোকান্দী যমানী), ইন্দ্রযব, গুলঞ্চ ও দেবদারু, এক এক কর্ষ (দুই তোলা) এবং পঞ্চ লবণ পৃথক্ পৃথক্ একপল একত্র চূর্ণীকৃত করিয়া দেড় সের দধি ও কিঞ্চিৎ ঘৃত তৈলের সহিত মাখিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। এই ক্ষার দুই তোলা পরিমাণে প্রত্যহ ঘৃতের সহিত পান করিলে কফবাত, অর্শ, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, মূত্রগ্রহ, শ্বাস, হিক্কা, ক্রিমি, জ্বর, শোষ, অতিসার, শোথ, প্রমেহ, হৃদ্রোগ ও সর্ব্বপ্রকার বিষদোষের শান্তি ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়। ঔষধ জীর্ণ হইবার পর সুস্বাদু মাংসরস বা দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিতে হয়। এই মহাবীর্য্য ক্ষার কৃষ্ণাত্রেয়কথিত।১০২

ইতি পঞ্চম ক্ষার।

ত্রিদোষজনিত গ্রহণীরোগে বৈদ্য যথাবিধি পঞ্চকর্ম্ম করাইবেন এবং অগ্নিবর্দ্ধক ঘৃত, ক্ষার, আসব ও অরিষ্ট প্রয়োগ করিবেন। ১০৩। আর বাতাদি গ্রহণী রোগের যে সকল পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দোষবিশেষে সেই সকল ক্রিয়া ব্যত্যাসক্রমে করিবেন। অর্থাৎ বায়ুর প্রবলতা দেখিলে বায়ুনাশক, কফের প্রবলতা দেখিলে কফনাশক এবং পিত্তের প্রবলতা দেখিলে পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবেন। ১০৪। গ্রহণীরোগে স্বেদন, স্নেহন, শুদ্ধি, লঙ্ঘন, দীপন, চূর্ণ ঔষধ, লবণ, ক্ষার, মধ্বরিষ্ট, সুরা, আসব, বিবিধ প্রকার তক্রপ্রয়োগ ও দীপন ঘৃতসমূহের প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। ১০৫। গ্রহণীরোগীর অবস্থাবিশেষে ক্রিয়াবিশেষ আবশ্যক হয়, সম্প্রতি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১০৬।

ষ্ঠীবনং শ্লৈষ্মিকে রূক্ষং দীপনং তিক্তসংযুতম্।
সরূক্ষং সকৃৎস্নিগ্ধং কৃশে বহুকফে হিতম্॥
পরীক্ষ্যামং শরীরস্থ দীপনং স্নেহসংযুতম্॥১০৭
দীপনং বহুপিত্তস্থ তিক্তং মধুরসংযুতম্॥ ১০৮
বহবাতস্থ তু স্নেহলবণাম্লযুতং হিতম্।
সন্ধুক্ষতি যদা বহ্নিঃ পরেষাং বিধিনেন্ধনৈঃ১০৯
স্নেহমেব পরং বিদ্যাৎ দুর্ব্বলানলদীপনম্।
নালং স্নেহসমিদ্ধস্থ শমায়ান্নং সুগুর্ব্বপি॥ ১১০
মন্দাগ্নিরপি পকস্তু পুরীষং যোঽতিসার্য্যতে।
দীপনীয়ৌষধৈর্যুক্তাং ঘৃতমাত্রাং পিবেৎ তু সঃ
তয়া সমানঃ পবনঃ প্রসন্নো মার্গমাশ্রিতঃ।
অগ্নেঃ সমীপচারিত্বাদাশু প্রকুরুতে বলম্॥১১১
কাঠিন্যাদ্যঃ পুরীষস্তু কৃচ্ছ্রান্মুঞ্চতি মানবঃ।
স ঘৃতং লবণৈর্যুক্তং নরোঽন্নাবগ্রহং পিবেৎ॥ ১১২
রৌক্ষ্যান্ মন্দে পিবেৎ সর্পিস্তৈলং বা দীপনৈর্যুতম্।
অতিস্নেহাৎ তু মন্দেঽগ্নৌ চূর্ণারিষ্টাসবা হিতাঃ॥ ১১৩
ভিন্নে শুদেঽবলেহাস্তু বিড়তৈলসুরাসবাঃ॥১১৪
উদাবর্ত্তাৎ তু মন্দেঽগ্নৌ নিরূহা স্নেহবস্তয়ঃ॥১১৫
দোষবৃদ্ধ্যা তু মন্দেঽগ্নৌ শুদ্ধো দোষবিধিং চরেৎ
ব্যাধিযুক্তস্থ মন্দে তু সর্পিরেবাগ্নিদীপনম্॥১১৬
উপবাসাচ্চ মন্দেঽগ্নৌ যবাগূভিঃ পিবেদ্ঘৃতম্।
অন্নাবপীড়িতে চালং দীপনং বৃংহণঞ্চ তৎ॥১১৭
দীর্ঘকালপ্রসাদাৎ তু কামক্ষীণকৃশান্ নরান্।

শ্লেষ্মাধিক ত্রিদোষ গ্রহণীতে তিক্ত রূক্ষ অথচ দীপন দ্রব্যের কাথ কবল করিয়া অল্প অল্প শ্লেষ্মা উদ্গিরণ করান উচিত। আবার রোগী শ্লেষ্মাধিক হইলেও যদি বিশেষ কৃশ হয়, তবে একবার রূক্ষ একবার স্নিগ্ধ ক্রিয়া বিধেয়। কফ ক্ষীণ হইয়াছে বুঝিলে স্নেহযুক্ত দীপন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ১০৭। পিত্তাধিক ত্রিদোষজ গ্রহণীতে তিক্ত-মধুরসংযুক্ত দীপন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ১০৮। বাতাধিক ত্রিদোষজ গ্রহণীতে স্নেহলবণাম্লসংযুক্ত দীপন ঔষধ হিতকর। যেমন বিধিবৎ ইন্ধন প্রয়োগ করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়, সেইরূপ গ্রহণীরোগে বিধিবৎ দীপন ঔষধ প্রয়োগ করিলে অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। ১০৯। ত্রিদোষজ গ্রহণীতে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে স্নেহই উৎকৃষ্ট দীপন হইয়া থাকে। স্নেহ দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিকে গুরু অন্নও নির্ব্বাণ করিতে পারে না। ১১০। রোগী মন্দাগ্নি অথচ অবিপক্ব পুরীষ নিঃসারণ করিতে থাকিলে তাহাকে দীপনীয়-গণ-সিদ্ধ ঘৃত মাত্রানুযায়ী পান করিতে দিবে। তাহা হইলে সমান বায়ু প্রসন্ন হইয়া স্বমার্গেই অর্থাৎ অগ্নির নিকটেই অবস্থান করিবে এবং অগ্নির নিকটবর্ত্তী থাকাতে অগ্নির বল উৎপাদন করিবে। ১১১।

ত্রিদোষজ গ্রহণীতে পুরীষের কাঠিন্য হইলে রোগী কষ্টে মল বিসর্জ্জন করে। তাহাকে লবণযুক্ত অন্নের সহিত ঘৃত গ্রহণ করাইবে। ১১২। গ্রহণীরোগীর অগ্নি রূক্ষতা বশতঃ মন্দ হইলে দীপনীয়গণযুক্ত সর্পিঃ বা তৈল পান করিবে। কিন্তু অতি স্নিগ্ধতা বশতঃ অগ্নি মন্দ হইলে চূর্ণ, অরিষ্ট ও আসব হিতকর . ১১৩। মলভেদ বশতঃ মলদ্বার ভিন্ন হইলে অবলেহ, বিট্‌লবণ, তৈল, সুরা ও আসব হিতকর। [গঙ্গাধরের পাঠ যথা ; মলভেদ বশতঃ মলদ্বারের স্রাব হইলে সুরা ও আসব হিতকব। এই পাঠই সহজ বোধ হয়। ১১৪। উদাবর্ত্ত বশতঃ অগ্নি মন্দ হইলে নিরূহ ও স্নেহবস্তি হিতকর। ১১৫। কফবৃদ্ধি বশতঃ অগ্নি মন্দ হইলে বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষ হরণ করিবে। অতিসারজ্বরাদি ব্যাধিযুক্ত গ্রহণীরোগীর অগ্নি মন্দ হইলে অগ্নিদীপন ঔষধের সহিত ঘৃত হিতকর। ১১৬। উপবাস বশতঃ অগ্নি মন্দ হইলে যবাগূর সহিত ঘৃত পান করিবে। আবার অন্নের পীড়ন বশতঃ অগ্নি মন্দ হইলে ঘৃতাক্ত যবাগূই দীপন ও বৃংহণ হইয়া থাকে [অর্থাৎ শেষোক্ত স্থলে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া ঘৃতসংযুক্ত যবাগূ পান করিতে হয়।

প্রসহানাং রসৈঃ সাম্লৈর্ভোজয়েৎ পিশিতা-
শিনাম্।
লঘুতীক্ষ্ণোষ্ণশোধিত্বাদ্দীপয়ন্ত্যাশু তেঽনলম্।
মাংসোপচিতমাংসত্বাৎ তথাশুতররংহণাঃ ॥১১৮
নাভোজনেন কায়াগ্নির্দীপ্যতে নাতিভোজনাৎ
যথা নিরিন্ধনো বহ্নিরল্পো বাতীন্ধনাবৃতঃ ॥১১৯
স্নেহান্নবিধিভিশ্চিত্রৈশ্চূর্ণারিষ্টসুরাসবৈঃ।
প্রযুক্তৈর্ভিষজা সম্যগ্বলমগ্নেঃ প্রবর্দ্ধতে ॥ ১২০
যথা হি সারদার্ব্বগ্নিঃ স্থিরঃ সন্তিষ্ঠতে চিরম্।
স্নেহান্নবিধিভিস্তদ্বদন্তরগ্নির্ভবেৎ স্থিরঃ ॥ ১২১
হিতং জীর্ণে মিতঞ্চান্নংশ্চিরমারোগ্যমশ্নুতে।
অবৈষম্যেণ ধাতুনামগ্নিবৃদ্ধৌ যতেত বা ॥
সমৈর্দোষৈঃ সমো মধ্যে দেহস্থোষ্মাগ্নিসংস্থিতঃ
পচত্যন্নং তদারোগ্যপুষ্ট্যায়ুর্বলবৃদ্ধয়ে ॥ ১২২
দোষৈর্মন্দোঽতিবৃদ্ধো বা বিষমৈর্জনয়েদ্গদান্।
পাচ্যং মন্দস্য তত্রোক্তমতিবৃদ্ধস্য বক্ষ্যতে ॥ ১২৩

ভস্মকচিকিৎসামাহ।

নরে ক্ষীণকফে পিত্তং কুপিতং মারুতানুগম্।
স্বোষ্মণা পাবকস্থানে বলমগ্নেঃ প্রযচ্ছতি ॥
তথা লব্ধবলো দেহে বিরুক্ষে সানিলোঽনলঃ।
পরিভূয় পচত্যন্নং তৈক্ষ্ণ্যাদাশু মুহুর্মুহুঃ ॥
পক্কান্নং সততং ধাতূন্ শোণিতাদীন পচত্যপি
ততো দৌর্ব্বল্যমাতঙ্কান্ মৃত্যুঞ্চোপনয়েন্নরম্ ॥
ভুক্তেঽন্নে লভতে শান্তিং জীর্ণমাত্রে প্রতাম্যতি
তৃট্শ্বাসদাহমূর্চ্ছাদ্যা ব্যাধয়োঽত্যগ্নিসম্ভবাঃ ॥২৪
তমত্যগ্নিং গুরুস্নিগ্ধশীতৈর্মধুরবিজ্জলৈঃ।

১১৭। বহুকাল রোগভোগ করাতে রোগী কৃশ হইয়া পড়িলে অথচ রোগী মাংসাশী হইলে তাহাকে ব্যাঘ্রাদি প্রসহ জন্তুর মাংস প্রদান করিবে। কেননা ঐ সকল মাংসরস লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও দোষশোধক বলিয়া শীঘ্র অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে। আবার মাংসাশী জন্তুর মাংস মাংসভোজন দ্বারা উপচিত বলিয়া শীঘ্রই মাংস বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ১১৮। ইন্ধনের অভাব হইলে বা ইন্ধন অধিক হইলে অল্পবল অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না। সেইরূপ ভোজনের অভাব হইলে বা অতি ভোজন হইলে অন্তরাগ্নি প্রজ্বলিত হয় না। ১১৯। বিবিধ প্রকার স্নেহ, অন্ন, পান, চূর্ণ, অরিষ্ট ও আসব, সম্যক্ প্রয়োগ করিলেই অগ্নির বল বৃদ্ধি পায়। যেমন সারবান্ কাষ্ঠের অগ্নি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ জ্বলে, সেইরূপ স্নিগ্ধ ভোজনাদি দ্বারা অন্তরাগ্নি স্থিরভাবে থাকে। ১২০। লোকে পূর্ব্ব আহার জীর্ণ হইবার পর হিত ও পরিমিত ভোজন করিলেই আরোগ্য ভোগ করিয়া থাকে। অতএব ধাতুদিগের বিষমতা না ঘটে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অগ্নিবৃদ্ধির প্রতি যত্নবান্ হইবে। ১২১। দেহের মধ্যে যদি বাতাদি দোষদিগের সমতা থাকে আর যদি পাচকাগ্নির উষ্মা সমভাবে থাকে, তবে তাহা অন্নের পরিপাক সাধন করিয়া আরোগ্য, পুষ্টি, আয়ু ও বল বৃদ্ধি করে। ১২২। আর দোষদিগের অসমতা বশতঃ অগ্নি মন্দ বা অতি বৃদ্ধ হইলে নানাপ্রকার রোগ জন্মাইয়া থাকে। তন্মধ্যে মন্দাগ্নির পাচন ঔষধ বলা হইয়াছে। সম্প্রতি অত্যগ্নির লক্ষণ ও ঔষধাদি বলা হইতেছে। ১২৩

ভস্মক-চিকিৎসা।

মানুষ ক্ষীণকফ হইলে, পিত্ত বায়ুর অনুগত হইয়া কুপিত হয় এবং অত্যন্ত উষ্মার সহিত অগ্নিস্থানে (গ্রহণীতে) গমন করিয়া অগ্নিকে বলবান্ করে। অগ্নি এইরূপে লব্ধবল হইয়া বায়ুসহকারে রুক্ষদেহে অন্নকে অভিভূত করিয়া তীক্ষ্ণতা হেতু মুহুর্মুহুঃ পাক করিয়া থাকে এবং অন্নকে পাক করিয়া সতত শোণিতাদি ধাতুসমূহকে পরিপাক করিতে থাকে। অনন্তর রোগীর দৌর্ব্বল্য, রোগ এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত উপনীত করে। অন্ন ভুক্ত হইবামাত্র রোগী শান্তি লাভ করে এবং জীর্ণ হইবামাত্র ক্লেশ পাইতে থাকে। এই অত্যগ্নি হইতে তৃষ্ণা, শ্বাস, মোহ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি ব্যাধিসমূহ উৎপন্ন হয়। ১২৪। যেমন জল দ্বারা অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে হয়, সেইরূপ সেই অত্যগ্নিকে গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, মধুর ও পিচ্ছিল

অন্নপানৈর্নয়েচ্ছান্তিং দীপ্তমগ্নিমিবাম্বুভিঃ॥
মুহুর্মুহুরজীর্ণেঽপি ভোজ্যান্যস্যোপহারয়েৎ।
নিরিন্ধনোঽন্তরং লব্ধ্বা যথৈনং ন বিপাদয়েৎ॥১২৫
পায়সং কৃশরং স্নিগ্ধং পৈষ্টিকং গুড়বৈকৃতম্।
অদ্যাৎ তথৌদকানূপপিশিতানি ঘৃতানি চ॥
মৎস্যান্ বিশেষতঃ শ্লক্ষান্ স্থিরতোয়চরাংস্তথা।
আবিকং সুভৃতং মাংসমদ্যাদত্যগ্নিনাশনম্॥১২৬
যবাগূং সমধূচ্ছিষ্টাং ঘৃতং বা ক্ষুধিতঃ পিবেৎ।
গোধূমচূর্ণমন্থং বা ব্যধয়িত্বা শিরাং পিবেৎ॥১২৭
পয়ো বা শর্করাসর্পির্জীবনীয়ৌষধৈঃ শৃতম্।
ফলানাং তৈলযোনীনামুৎকৃষ্টাশ্চ সশর্করাঃ॥১২৮
মার্দ্দবং জনয়ন্ত্যগ্নেঃ স্নিগ্ধান্ মাংসরসাংস্তথা।
পিবেচ্ছীতাম্বুনা সর্পির্মধূচ্ছিষ্টেন বা যুতম্॥১২৯
গোধূমচূর্ণং পয়সা সসর্পিষ্কং পিবেন্নরঃ।
আনূপরসসিদ্ধান্ বা ত্রীন্ স্নেহাংস্তৈলবর্জ্জিতান্॥১৩০
গোধূমচূর্ণমন্থং বা ব্যধয়িত্বা শিরাং পিবেৎ।
পয়সা সাশ্বত্থাকাপি ঘনং ত্রিস্নেহসংযুতম্॥১৩১
নারীস্তন্যেন সংযুক্তং পিবেদৌডুম্বরীত্বচম্।
আভ্যাং বা পায়সং সিদ্ধমদ্যাদত্যগ্নিশান্তয়ে॥১৩২
শ্যামাত্রিবৃদ্বিপক্বং বা পয়ো দদ্যাদ্বিরেচনম্॥১৩৩
অসকৃৎ পিত্তশান্ত্যর্থং পায়সপ্রভৃতিভোজনম্।
প্রসমীক্ষ্য ভিষক্ প্রাজ্ঞস্তস্মৈ দদ্যাদ্বিধানবিৎ॥১৩৪
যৎ কিঞ্চিন্মধুরং মেধ্যং শ্লেষ্মলং গুরুভোজনম্।
তদত্যগ্নিহিতং সর্ব্বং ভুক্ত্বা প্রস্বপনং দিবা॥১৩৫
মেধ্যান্যন্নান যোঽত্যগ্নাবপ্রশান্তঃ সমশ্নুতে।
ন তন্নিমিত্তমাপ্নোতি ব্যসনং পুষ্টিমেতি সঃ॥১৩৬
কফে বৃদ্ধে জিতে পিত্তে মারুতে চানলঃ সমঃ।

অন্নপান দ্বারা শান্ত করিতে হয়। গুরু অন্ন সেবন করাতে অজীর্ণ হইলেও রোগীকে পুনঃপুন গুরু অন্ন প্রদান করিতে হয়। যেন ইন্ধনাভাবে অগ্নি ইহার অন্তরে লব্ধাবকাশ হইয়া ইহাকে বধ না করে।১২৫। রোগী বল না পাওয়া পর্য্যন্ত কৃশরা, স্নিগ্ধ পায়স, পৈষ্টিক, গুড়বৈকৃত (গুড়ের দ্রব্য), জলজ ও আনূপমাংস, গুরুদ্রব্যসাধিত ঘৃতসমূহ, কোমল মৎস্যসমূহ, মেষঘৃত ও মেষমাংস ভোজন করিবে।১২৬। অত্যন্ত ক্ষুধাবেগ হইলে মোমযুক্ত যবাগূ ভক্ষণ করিবে। কিংবা অচ্ছ ঘৃত পান করিবে। অথবা রোগী শিরাব্যধ স্বীকার করিয়া গোধূমচূর্ণ জলে গুলিয়া খাইবে।১২৭। অথবা সর্ব্বদা দুগ্ধ পান করিবে বা শর্করা পান করিবে। অথবা জীবনীয়গণসিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। অথবা তৈলোৎপাদক উৎকৃষ্ট ফলসমূহ শর্করার সহিত সেবন করিবে।১২৮। স্নিগ্ধ মাংসরসসমূহ অগ্নির মৃদুতা সম্পাদন করে। দ্রবীভূত মধুচ্ছিষ্টের সহিত ঘৃত পান করিয়া শীতল জল পান করিবে।১২৯। অত্যগ্নি ব্যক্তি গোধূমচূর্ণ ... ভাজিয়া ঘৃতের সহিত পান করিবে। আনূপমাংসরসের সহিত চতুর্গুণ বসা বা ঘৃত বা মজ্জা পাক করিয়া পান করিবে। কিন্তু তৈল পান করিবে না।১৩০। দুগ্ধ ও ত্রিস্নেহের সহিত [ত্রিস্নেহ—ঘৃত, বসা ও মজ্জা] ঘনীভূত গোধূমচূর্ণ বা নারী-দুগ্ধের সহিত যজ্ঞডুমুরের ছাল সেবন করিবে।১৩১। অথবা অত্যগ্নিশান্তির জন্য নারীদুগ্ধ ও যজ্ঞডুমুর ছালের সহিত পায়স সিদ্ধ করিয়া পান করিবে।১৩২। অথবা শ্যামা ত্রিবৃতের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তদ্দ্বারা বিরেচন দিবে।১৩৩। রোগীকে পিত্তহর পায়স বারবার ভোজন করাইবে। বিরেচন-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপযুক্ত বোধ হইলেই বিরেচনেরপর এরূপ পায়স সকল প্রয়োগ করিবেন।১৩৪। যে কিছু ভোজন গুরু, মেদঃকারক [সর্ব্বত্রই মেধ্য পাঠ আছে] বা শ্লেষ্মল হইতে পারে, অত্যগ্নি ব্যক্তি তাহাই ভোজন করিয়া দিবানিদ্রা সেবা করিবে।১৩৫। অত্যগ্নি হইলে যে ব্যক্তি অপ্রশস্ত ভাবে নিরন্তর মেদঃকারক [মতান্তরে পবিত্র] অন্ন সেবন করে, সে কখন বিপন্ন প্রাপ্ত হয় না; বরং পুষ্টিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সমধাতোঃ পচত্যন্নং পুষ্ট্যায়ুর্বলবৃদ্ধয়ে ॥
ইতি ॥ ১৩৭

ভবতি চাত্র।

পথ্যাপথ্যমিহৈকত্র ভুক্তং সমশনং মতম্ ॥১৩৮
বিষমং বহু বাল্পং বাপ্যাপ্রাপ্তাতীতকালয়োঃ॥১৩৯
ভুক্তং পূর্ব্বান্নশেষে তু পুনরধ্যশনং মতম্ ॥ ১৪০
ত্রীণ্যপ্যেতানি মৃত্যুং বা ঘোরান্ ব্যাধীন্
সৃজন্তি বা ॥ ১৪১

প্রাতরাশে ত্বজীর্ণেঽপি সায়মাশো ন দুষ্যতি।
দিবা প্রবুধ্যতেঽর্কেণ হৃদয়ং পুণ্ডরীকবৎ ॥
তস্মিন্ বিবুদ্ধে স্রোতাংসি স্ফুটত্বং যান্তি সর্ব্বশঃ
ব্যায়ামাচ্চ বিচারাচ্চ বিক্ষিপ্তত্বাচ্চ চেতসঃ ॥
উৎক্লেদমপগচ্ছন্তি দিবা তেনাস্য ধাতবঃ।
অক্লিন্নেষন্নমাসিক্তমন্তৎ তেষু ন দূষ্যতি।
অবিদগ্ধ ইব ক্ষীরে ক্ষীরমন্যদ্বিমিশ্রিতম্ ॥ ১৪২

রাত্রৌ তু হৃদয়ে ম্লানে সংবৃতেষ্বয়নেষু চ।
যান্তি কোষ্ঠে চ বিক্লেদং সংবৃতে দেহধাতবঃ।
ক্লিন্নেষন্নমপক্বেষু তেষ্বাসিক্তং প্রদুষ্যতি।
বিদগ্ধেষু পয়ঃস্বন্যৎ পয়স্তপ্তেষ্বিবার্পিতম্ ॥ ১৪৩
নৈশেষ্বাহারজাতেষু নাবিপক্বেষু বুদ্ধিমান্।
তস্মাদন্যৎ সমশ্নীয়াৎ পালয়িষ্যন্ বলায়ুষী ॥
ইতি ॥ ১৪৪

তত্র শ্লোকাঃ।

অন্তরগ্নিগুণা দেহং যথা ধারয়তে চ সঃ।
যথান্নং পচ্যতে যাংশ্চ যথাহারঃ করোত্যপি ॥
যেঽগ্নয়ো যাংশ্চ পুষ্যন্তি যাবন্তো যে পচন্তি যান্
রসাদীনাং ক্রমোৎপত্তির্মলানাং তেভ্য এব চ ॥
শুক্রানামাশুকৃদ্ধেতুর্ধাতুকালোদ্ভবক্রমঃ।
রোগৈকদেশকৃদ্ধেতুরন্তরগ্নির্যথাধিকঃ ॥
সন্দূষ্যতি যথা দুষ্টো যান্ রোগান্ জনয়ত্যপি।
গ্রহণীয়া যথাবচ্চ গ্রহণীদোষলক্ষণম্ ॥

১৩৬। অত্যগ্নি রোগে কফকে বৃদ্ধি করিতে পারিলে, বাতপিত্তের অভিভব হইয়া অগ্নির সমতা হইয়া থাকে। তখন ধাতুর সমতা, অন্নের পাক এবং পুষ্টি, আয়ুঃ ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৩৭। উপসংহার ;—পথ্য ও অপথ্য মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে সেই ভোজনকে সমশন কহে। ১৩৮। বহু বা অল্প ভোজন বা অপ্রাপ্ত কালে ভোজন বা কালাতিক্রম করিয়া ভোজন করাকে বিষম ভোজন কহে। ১৩৯। পূর্ব্বভোজন জীর্ণ না হইতে হইতে পুনর্ভোজন করাকে অধ্যশন কহে। ১৪০। এই তিন প্রকার ভোজনই হয় মৃত্যু না হয় ঘোরতর ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। ১৪১। প্রাতঃকালের আহার জীর্ণ না হইলেও রাত্রে আহার করা দোষাবহ হয় না। কারণ দিবাভাগে মানুষের হৃদয় সূর্য্য-কর্ত্তৃক পদ্মের ন্যায় প্রবোধিত হয়। আবার হৃদয় বিকসিত হইলে স্রোতঃসমূহও সর্ব্বপ্রকারে বিযুক্ত হয়। আরও দিবসে পরিশ্রম, বিচরণ ও ইতস্ততঃ চিত্তসঞ্চালন হেতু ধাতু সকল ক্লেদ পরিহার করে। ধাতু সকল অক্লিন্ন হইলে আহারজ রস, অবিদগ্ধ দুগ্ধের মধ্যে নিক্ষিপ্ত দুগ্ধের ন্যায়, অবিকৃত থাকে। ১৪২। রাত্রিতে হৃদয় সূর্য্যাভাবে পদ্মের ন্যায় সংবৃত হওয়াতে স্রোতঃসকলও সংবৃত হইয়া থাকে। তখন কোষ্ঠও সংবৃত হয় এবং ধাতু সকল ক্লেদ প্রাপ্ত হয়। যেমন বিদগ্ধ দুগ্ধে দুগ্ধ নিক্ষিপ্ত হইলে দূষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্লিন্ন ধাতুর সহিত আহারজ রস মিশ্রিত হইলেও দূষিত হইয়া থাকে। ১৪৩। অতএব রাত্রির আহার জীর্ণ না হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কোন প্রকার আহার করিবেন না। এই নিয়ম পালন করিলে বল ও আয়ুর পালন করা হয়। ১৪৪। এই অধ্যায়ের সূচী,—ভগবান্ আত্রেয় এই গ্রহণী চিকিৎসিত অধ্যায়ে অন্তরগ্নির গুণ, যেরূপে অন্তরগ্নি দেহ ধারণ করে, যেরূপে অন্নপাক হয়, আহারের ক্রিয়া, অগ্নি যত প্রকার, অগ্নি যাহাদিগকে পোষণ করে, অগ্নি যাহাদিগকে পাক করে, রসাদি ধাতুর ক্রমোৎপত্তি, ধাতু হইতে মলের উৎপত্তি, শুক্রের আশুকারী হেতু, ধাতু সমূহের উৎপত্তিকালের ক্রম, অন্তরগ্নি যেরূপ হইলে কতকগুলি রোগের হেতু হয়, সেই সকল রোগের বিবরণ ; গ্রহণী শব্দের অর্থ ;

পূর্ব্বরূপং পৃথক্ চৈব ব্যঞ্জনং সচিকিৎসিতম্।
চতুর্ব্বিধস্য নির্দ্দিষ্টং তথা চাবস্থিকী ক্রিয়া॥
জায়তে চ যথাত্যগ্নির্যচ্চ তস্য চিকিৎসিতম্।
উক্তবানিহ তৎ সর্ব্বং গ্রহণীদোষকে মুনিঃ॥ ১৪৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে গ্রহণীচিকিৎসিতং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পাণ্ডুরোগচিকিৎসিতম্।

অথাতঃ পাণ্ডুরোগচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
পাণ্ডুরোগাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ বাতপিত্তকফৈস্ত্রয়ঃ।
চতুর্থঃ সন্নিপাতেন পঞ্চমো ভক্ষণাম্মৃদঃ॥ ২
দোষাঃ পিত্তপ্রধানাস্ত যস্য কুপ্যন্তি ধাতুষু।
শৈথিল্যং তস্য ধাতূনাং গৌরবঞ্চোপজায়তে॥
ততো বর্ণবলস্নেহা যে চান্যেঽপ্যোজসো গুণাঃ
ব্রজন্তি ক্ষয়মত্যর্থং দোষদূষ্যপ্রদূষণাৎ॥
সোঽল্পরক্তোঽল্পমেদস্কো নিঃসারঃ শিথিলেন্দ্রিয়ঃ
বৈবর্ণ্যং ভজতে তস্য হেতুং শৃণু সলক্ষণম্॥ ৩
ক্ষারাম্ললবণাত্যুষ্ণবিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনাৎ।
নিষ্পাবমাষপিণ্যাকতিলতৈলনিষেবণাৎ॥
বিদগ্ধেঽন্নে দিবাস্বপ্নাদ্ব্যায়ামান্মৈথুনাৎ তথা।
প্রতিকর্ম্মবৈষম্যাৎ তু বেগানাঞ্চ বিধারণাৎ॥
কামচিন্তাভয়ক্রোধশোকোপহতচেতসঃ।
সমুদীর্ণং যথা পিত্তং হৃদয়ে সমবস্থিতম্॥
বায়ুনা বলিনা ক্ষিপ্তং স্রোতোভির্দশভিঃ সৃতম্
প্রপন্নং কেবলং দেহং ত্বঙ্মাংসান্তরমাশ্রিতম্॥
প্রদূষ্য কফবাতাসৃক্ত্বঙ্মাংসানি করোতি তৎ।

গ্রহণীদোষের চারি প্রকার ভেদ, পূর্ব্বরূপ, পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ ও চিকিৎসা, আবস্থিক চিকিৎসা এবং ভস্মকের উৎপত্তি ও চিকিৎসা বর্ণনা করিয়াছেন। ১৪৫

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

[ডাক্তার উদয়চাঁদ বলেন, মৃত্তিকাজনিত পাণ্ডুরোগের লক্ষণ ক্লোরোসিসের ন্যায়। শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুর লক্ষণ য়্যানিমিয়ার ন্যায় এবং বাতপিত্তজ পাণ্ডুরোগ জণ্ডিস্ বলিয়া মনে হয়।] অনন্তর আমরা পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার। বাত-পিত্ত-কফজ ভেদে তিন প্রকার। চতুর্থ প্রকার সান্নিপাতজ এবং পঞ্চম প্রকার মৃত্তিকা-ভক্ষণ জনিত। [যদিও মৃত্তিকা ভক্ষণ হেতু বাত পিত্ত কফ কুপিত হওয়াতেই রোগের উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু মৃত্তিকা-ভক্ষণহেতু বাত পিত্ত কফ কুপিত হইলে অন্য রোগের উৎপত্তি না হইয়া প্রধানতঃ পাণ্ডুরোগের উৎপত্তি হয়। এই জন্য মৃত্তিকার উল্লেখ হইল]।২। মানবের ধাতুতে পিত্তপ্রধান দোষ সকল কুপিত হইলে, ধাতুদিগের শৈথিল্য ও গুরুতা হয়। তখন দোষকর্ত্তৃক দূষ্যদিগের দূষণহেতু দেহের বর্ণ, বল ও স্নেহ এবং ওজোধাতুর অন্যান্য গুণের অত্যন্ত ক্ষয় হইয়া থাকে। তাহাতে রোগী অল্পরক্ত, অল্পমেদস্ক, নিঃসার ও শিথিলেন্দ্রিয় হইয়া পড়ে। তাহার দেহ বিবর্ণ হইয়া যায়। ঐ রোগের হেতু ও লক্ষণ শ্রবণ কর। ৩। ক্ষার, অম্ল, লবণ, অত্যুষ্ণ, বিরুদ্ধ ও অসাত্ম্য ভোজন; শিম্বী, মাষকলায়, তিলকল্ক, তিল ও তৈলের নিত্যসেবন; গ্রহণীদোষ প্রভৃতি কারণে অন্নের বিদগ্ধপাক, দিবা-নিদ্রা, অপরিশ্রম, অতিশয় স্ত্রীপ্রসঙ্গ, পঞ্চকর্ম্মের বৈষম্য, বেগধারণ এবং কাম চিন্তা ভয় ক্রোধ ও শোক দ্বারা চিত্তের উপঘাত, এই সকল কারণে হৃদয়স্থ পিত্ত কুপিত ও বলবান্ বায়ুকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া হৃদয়াশ্রিত দশ ধমনী দ্বারা সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয় এবং ত্বক্ ও মাংসের অভ্যন্তরে কফ বাত ও রক্তকে দূষিত করে এবং ত্বক্ ও মাংস-

বর্ণান্ হরিতহারিদ্রান্ পাণ্ডুন্ বহুবিধাংস্ত্বচি।
স পাণ্ডুরোগ ইত্যুক্তঃ——————॥ ৪
——————তস্য লিঙ্গং ভবিষ্যতঃ।
হৃদয়স্পন্দনং রৌক্ষ্যং স্বেদাভাবঃ শ্রমস্তথা॥ ৫
সম্ভূতেঽস্মিন্ ভবেৎ সর্ব্বঃ কর্ণক্ষ্বেড়ো হতানলঃ
দুর্ব্বলঃ সদনোন্নিদ্রশ্রমভ্রমনিপীড়িতঃ॥
গাত্রশূলজ্বরশ্বাসগৌরবারুচিমান্ নরঃ।
মৃদিতৈরিব গাত্রৈশ্চ পীড়িতোন্মথিতৈরিব॥
শূনাক্ষিকূটো হরিতঃ শীর্ণলোমা হতপ্রভঃ।
কোপনঃ শিশিরদ্বেষী নিদ্রালুঃ ষ্ঠীবনোঽল্পবাক্॥
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টকট্যূরুপাদরুক্সদনানি চ।
ভবন্ত্যারোহণায়াসৈর্বিশেষশ্চাত্র বক্ষ্যতে॥ ৬
আহারৈরুপচারৈশ্চ বাতলৈঃ কুপিতোঽনিলঃ।
জনয়েৎ কৃষ্ণপাণ্ডুত্বং তথা রুক্ষারুণাঙ্গতাম্॥
অঙ্গমর্দ্দং রুজং তোদং কম্পং পার্শ্বশিরোরুজম্
শকৃচ্ছোষাস্যবৈরস্যশোফানাহবলক্ষয়ান্॥ ৭
পিত্তলস্যাচিতং পিত্তং যথোক্তৈঃ স্বৈঃ প্রকোপনৈঃ।
দূষয়িত্বা তু রক্তাদীন্ পাণ্ডুরোগায় কল্পতে।
স পীতো হরিতাভো বা জ্বরদাহসমন্বিতঃ।
তৃষ্ণামূর্চ্ছাপরীতশ্চ পীতমূত্রশকৃন্নরঃ॥
স্বেদনঃ শীতকামশ্চ ন চান্নমভিনন্দতি।
কটুকাস্যো ন চাস্যোষ্ণমুপশেতেঽম্লমেব বা॥
উদ্গারোঽম্লো বিদাহশ্চ বিদগ্ধেঽন্নেঽস্য জায়তে
দৌর্গন্ধ্যং ভিন্নবর্চ্চস্ত্বং দৌর্ব্বল্যং তম এব চ॥ ৮

কেও দূষিত করিয়া থাকে। তাহাতেই ত্বকের বর্ণ পাণ্ডু, হারিদ্র, হরিত ও বিবিধ প্রকার মিশ্রিত হইয়া থাকে। ইহাকেই পাণ্ডু-রোগ বলে। [পাশ্চাত্যমতে পিত্তকোষ হইতেই পিত্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া পাণ্ডু-রোগ উৎপন্ন করে]। ৪। হৃদয়ের স্পন্দন, রুক্ষতা, ঘর্ম্মের অভাব এবং বিনা পরিশ্রমে পরিশ্রমবোধ, এই সকল পাণ্ডু রোগের পূর্ব্বরূপ। ৫। পাণ্ডুরোগের সাধারণ লক্ষণ যথা;—পাণ্ডুরোগের উৎপত্তি হইলে কর্ণনাদ, অগ্নিমান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, অবসাদ, অনিদ্রা, শ্রম, ভ্রম, গাত্রশূল, জ্বর, শ্বাস, গুরুতা ও অরুচি হইয়া থাকে। যেন সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দিত পীড়িত ও মথিত হইয়া থাকে। অক্ষিগোলক শোথযুক্ত হয়। বর্ণ হরিত, লোম সকল শীর্ণ ও প্রভা নষ্ট হইয়া থাকে। রোগী ক্রুদ্ধ-স্বভাব, শীত-বিদ্বেষী, নিদ্রালু, ষ্ঠীবনকারী (সর্ব্বদা থুথু ফেলে) ও অল্পবাক্ হইয়া থাকে। রোগীর পিণ্ডিকার (পায়ের ডিমির) উদ্বেষ্টন (মোচড়ান—একপ্রকার খল্লী) হয় এবং চলিলে ও পরিশ্রম করিলে কটি ঊরু ও পাদে শূল ও অবসাদ হইয়া থাকে। সম্প্রতি বাতিক পৈত্তিকাদি ভেদে পাণ্ডুরোগের বিশেষ লক্ষণ সকল বলা হইতেছে। ৬। বাতল আহার ও বাতল উপচার হেতু ["উপবাস হেতু"] বায়ু কুপিত হইয়া কষ্টসাধ্য পাণ্ডু-রোগ উৎপাদন করে। উহাতে শরীরের বর্ণ রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, তোদ (সূচীভেদবৎ পীড়া), কম্প, পার্শ্বশূল ও শিরঃশূল উপস্থিত হয়। আর মলের শুষ্কতা মুখবৈরস্য, শোথ, আনাহ ও বলক্ষয় হইয়া থাকে। [সুশ্রুত বলেন যে, পাণ্ডুরোগে পাণ্ডুতা অধিক হয় বলিয়াই ইহার নাম পাণ্ডুরোগ হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে পাণ্ডুমিশ্রিত অন্যান্য বর্ণও আছে। গঙ্গাধরের পাঠে কৃষ্ণ শব্দের উল্লেখ নাই; ভাবপ্রকাশে আছে]। ৭। পিত্তল আহার ও উপচার দ্বারা পিত্ত কুপিত হয় [অবিকল অনুবাদ করিলে পিত্তল ব্যক্তির পিত্তপ্রকোপক আহারাদি দ্বারা এইরূপ হয়, কিন্তু মূলে আবার পিত্তল "ব্যক্তির", নাই "পিত্তলের" আছে] এবং রক্তাদি ধাতুকে দূষিত করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। পিত্তপ্রধান পাণ্ডুরোগে রোগীর বর্ণ পীত বা হরিত হইয়া থাকে; জ্বর, দাহ, বমি মূর্চ্ছা ও পিপাসা হয়, এবং মূত্র ও বিষ্ঠা পীতবর্ণ হয়। রোগী স্বেদন ও শীতল[illegible] অন্নে বিদ্বেষ করিয়া থাকে। উহার মুখ কটু হইয়া থাকে, উষ্ণ ও অম্ল সহ্য হয় না, উদ্গার ও অম্ল হয়, অন্ন বিদগ্ধ হওয়াতে শরীরের

বিবৃদ্ধৈঃ শ্লৈষ্মলৈঃ শ্লেষ্মা পাণ্ডুরোগং স পূর্ব্ববৎ।
করোতি গৌরবং তন্দ্রাং ছর্দ্দিং শ্বেতবিভাসতাম্
প্রসেকং লোমহর্ষঞ্চ সাদং মূর্চ্ছাং ভ্রমং ক্লমম্
শ্বাসকাসৌ তথালস্যমরুচিং বাক্স্বরগ্রহম্॥
শুক্লমূত্রাক্ষিবর্চ্চস্ত্বং কটুরূক্ষোষ্ণকামতা।
শ্বয়থুর্ম্মধুরাস্যত্বমিতি পাণ্ড্বাময়ঃ কফাৎ॥ ৯
সর্ব্বান্নসেবিনঃ সর্ব্বে দুষ্টা দোষাস্ত্রিদোষজম্।
ত্রিদোষলিঙ্গং কুর্ব্বন্তি পাণ্ডুরোগং সুদুঃসহম্॥১
মৃত্তিকাদনশীলস্য কুপ্যত্যন্যতমো মলঃ

বিদাহ হইয়া থাকে। শরীরে দুর্গন্ধ হয়, মলের তরলতা হয় এবং দৌর্ব্বল্য ও অন্ধকার বোধ হইয়া থাকে। [সর্ব্বত্রই স্বেদন পাঠ দেখা যায়। গঙ্গাধর স্বেদন শব্দের অর্থ করেন নাই। 'স্বেদন' শব্দে ঘর্ম্ম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু ৫ম প্রকরণে 'ঘর্ম্মরোধের' উল্লেখ আছে। আবার ষষ্ঠ প্রকরণে পাণ্ডু-রোগী শীতলবিদ্বেষী হয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে। বাগ্‌ভট ঘর্ম্ম ও শীতলবিদ্বেষ উভয়ই উল্লেখ করেন; মাধবকর ও ভাবমিশ্র ঘর্ম্ম বা শীতেচ্ছা উল্লেখ করেন নাই। পাশ্চাত্য মতে ঘর্ম্মাদির অবরোধই পাণ্ডুরোগের প্রধান কারণ। যাহা হউক স্বেদ ও শীতল-প্রিয়তাকে এ স্থলে পিত্তের সাধারণ লক্ষণ বলিয়াই মনে করিতে হইবে]। ৮। এইরূপ শ্লেষ্মল দ্রব্য দ্বারা শ্লেষ্মা কুপিত হয় এবং পূর্ব্ববৎ রক্তাদিকে দূষিত করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন করে। শ্লেষ্মাধিক পাণ্ডুরোগে গুরুতা, তন্দ্রা, বমি, শ্বেতবর্ণতা, মুখস্রাব, লোমহর্ষ, অবসাদ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ক্লম, শ্বাস, কাস আলস্য, অরুচি, বাগ্‌রোধ, স্বরভেদ, মূত্র চক্ষু ও বিষ্ঠার শুক্লতা; কটুপ্রিয়তা, রূক্ষপ্রিয়তা ও অন্নপ্রিয়তা, শ্বয়থু (শোথ) ও মুখের লবণ আস্বাদ হইয়া থাকে। ৯। বাতাদি ত্রিদোষপ্রকোপক অন্নাদি সেবন করিলে ত্রিদোষ দূষিত হইয়া ত্রিদোষ লক্ষণ ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন করে। ইহা অতিশয় দুঃসহ। ১০। মৃত্তিকাভক্ষণশীল ব্যক্তির অন্যতম দোষ কুপিত হইয়া থাকে।

কষায়া মারুতং পিত্তমূষরা মধুরা কফম্॥ ১১
কোপয়েন্মৃত্রসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যাদ্ভুক্তং বিরূক্ষয়েৎ
পূরয়ত্যবিপক্কৈব স্রোতাংসি নিরুণদ্ধি চ॥
ইন্দ্রিয়াণাং বলং তেজ ওজো বীর্য্যং নিহত্য চ
পাণ্ডুরোগং করোত্যাশু বলবর্ণাগ্নিনাশনম্।
শূনগণ্ডাক্ষিকূটভ্রূনাভিপাদাপ্রমেহনঃ॥ ১২
ক্রিমিকোষ্ঠোঽতিসার্য্যেত মলং সাসৃক্‌ কফান্বিতম্।

পাণ্ডুরোগশ্চিরোৎপন্নঃ খরীভূতো ন সিধ্যতি॥
কালপ্রকর্ষাচ্ছূনানাং যশ্চ পীতানি পশ্যতি॥ ১৩
বদ্ধাল্পবিট্‌কং সকফং হরিতং যোঽতিসার্য্যতে।
দীনঃ শ্বেতাতিদিগ্ধাঙ্গশ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতৃষার্দ্দিতঃ॥
স নাস্ত্যসৃক্‌ক্ষয়াদ্‌যশ্চ পাণ্ডুঃ শ্বেতত্বমাপ্নুয়াৎ।
ইতি পঞ্চবিধস্যোক্তং পাণ্ডুরোগস্য লক্ষণম্॥১৪

কসায়রস মৃত্তিকা বায়ুকে ঊষর মৃত্তিকা পিত্তকে এবং মধুর মৃত্তিকা কফকে কুপিত করে। ১১। মৃত্তিকা রূক্ষতা বশতঃ রসাদি ধাতু ও ভুক্ত অন্নকে রূক্ষ করিয়া থাকে এবং পরিপাকপ্রাপ্ত না হওয়াতে স্রোতঃসমূহকে পরিপূর্ণ ও অবরুদ্ধ করে। তাহাতেই ইন্দ্রিয়বল, তেজ, বীর্য্য, ওজোধাতুর ধ্বংস হয় এবং বল-বর্ণাগ্নিনাশক পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৃদ্ভক্ষণ জন্য পাণ্ডুরোগে অক্ষিকূট, গণ্ড, ভ্রূ, পদ, নাভি ও মেহন শোথযুক্ত হয়। রোগীর কোষ্ঠে ক্রিমি হইয়া থাকে, অতিসার হয় এবং অতিসারে রক্ত ও কফের অনুবন্ধ থাকে। ১২। পাণ্ডুরোগ বহুদিনের হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর গাত্র কর্কশ ভাব প্রাপ্ত হইলে সাধ্য হয় না। আর যদি পাণ্ডুরোগ অনেক দিনের হয় অথচ শোথ থাকে এবং রোগী সমস্ত রূপ পীতবর্ণ নিরীক্ষণ করে, তাহা হইলেও সাধ্য হয় না। ১৩। যে পাণ্ডুরোগে বিষ্ঠা বদ্ধ অথচ অল্প অল্প, হরিতবর্ণ ও কফযুক্ত হয়; রোগী দীন হইয়া পড়ে, শরীরের বর্ণ একবারে শ্বেত হইয়া যায়; বমি, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা হইতে থাকে, সে রোগী নাই মনে করিতে হইবে। আর যে পাণ্ডুরোগী রক্তক্ষয়

পাণ্ডুরোগী তু যোহত্যর্থং পিত্তলানি নিষেবতে।
তস্য পিত্তমসৃক্ মাংসং দগ্ধা রোগায় কল্পতে॥
হারিদ্রনেত্রঃ স ভৃশং হারিদ্রত্বঙ্ নখাননঃ॥
রক্তপীতশকৃন্মূত্রো ভেকবর্ণো হতেন্দ্রিয়ঃ।
দাহাবিপাকদৌর্ব্বল্যসদনারুচিকর্ষিতঃ।
কামলা বহুপিত্তৈষা কোষ্ঠশাখাশ্রয়া মতা॥ ১৫
কালান্তরাৎ খরীভূতাৎ কৃচ্ছ্রা স্যাৎ কুম্ভকামলা
কৃষ্ণপীতশকৃন্মূত্রো ভৃশং শূনশ্চ মানবঃ॥
সংরক্তাক্ষমুখচ্ছর্দ্দিবিণ্মূত্রো যশ্চ তাম্যতি।
দাহারুচিতৃষানাহতন্দ্রামোহসমন্বিতঃ।
প্রনষ্টাগ্নিবিসংজ্ঞশ্চ নির্ধাত্যাশু স কামলী॥ ১৬
সাধ্যানামিতরেষান্তু ভেষজং সম্প্রবক্ষ্যতে॥১৭
তত্র পাণ্ড্বাময়ী স্নিগ্ধস্তীক্ষ্ণৈরূর্দ্ধানুলোমিকৈঃ।
সংশোধ্যো মৃদুভিস্তিক্তৈঃ কামলী তু বিরেচনৈঃ
তাভ্যাং সংশুদ্ধকোষ্ঠাভ্যাং পথ্যান্যন্নানি
দাপয়েৎ।
শালয়ো যবগোধূমপুরাণা যূষসংস্কৃতাঃ॥
মুদ্গাঢ়কমসূরৈশ্চ জাঙ্গলৈশ্চ রসৈর্হিতাঃ।
যথাদোষং বিশিষ্টঞ্চ তয়োর্ভৈষজ্যমাচরেৎ॥১৮
পঞ্চগব্যং মহাতিক্তং কল্যাণকমথাপি বা।
স্নেহনার্থং ঘৃতং দদ্যাৎ কামলাপাণ্ডুরোগিণে॥১৯
দাড়িমাৎ কুড়বো ধান্যাৎ কুড়বার্দ্ধং পলং পলম্
চিত্রকাচ্ছৃঙ্গবেরাচ্চ পিপ্পল্যষ্টমিকা তথা॥
তৈঃ কল্কৈর্বিংশতিপলং ঘৃতস্য সলিলাঢ়কে।

বশতঃ শ্বেতবর্ণ হইয়া পড়ে, সেও নাই মনে করিতে হইবে। এইরূপে পঞ্চবিধ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ বলা হইল। ১৪। যে পাণ্ডুরোগী অত্যন্ত পিত্তল দ্রব্য সকল সেবন করে, তাহার পিত্ত রক্ত ও মাংসকে দগ্ধ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। তখন রোগীর নেত্র অতিশয় হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে এবং ত্বক্, নখ ও মুখ তদ্রূপ হরিদ্রাবর্ণ হয়। তাহার মল, মূত্র ও রক্ত পীতবর্ণ হইয়া থাকে; সে বর্ষাকালীন ভেকের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ হয়; তাহার ইন্দ্রিয় সকল একবারে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। দাহ, বিপাক, দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ তাহাকে কর্ষিত করিয়া থাকে। ইহাকেই কামলারোগ কহে। ইহা অতিশয় পিত্তোল্বণ। ইহার আশ্রয় কোষ্ঠ ও রক্তাদি ধাতু। ১৫। কামলা কালান্তরে খরীভূত হইয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িলে, তাহাকে কুম্ভকামলা বলে। ইহাতে রোগীর মূত্র, বিষ্ঠা ও নেত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং অতিশয় শোথ হইয়া থাকে। অক্ষি, মুখ, বমি, বিষ্ঠা ও মূত্র রক্তবর্ণ এবং যাতনা হয়। দাহ, অরুচি, তৃষ্ণা, আনাহ, তন্দ্রা ও মোহ হইয়া থাকে এবং অগ্নি ও সংজ্ঞা নষ্ট হয়। এইরূপ কামলাবান্ রোগী শীঘ্রই বিপন্ন হইয়া থাকে। ১৬। যে সকল পাণ্ডুরোগ সাধ্য, সম্প্রতি তাহাদের চিকিৎসা বলিতেছি। ১৭। পাণ্ডুরোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া (২৬ প্রকরণ দেখ) বমন ও বিরেচন দ্বারা শোধন করিবে। কামলা-রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া (২৬ প্রঃ) মৃদু ও তিক্ত বিরেচন দ্বারা শোধন করিবে। পাণ্ডু ও কামলা-রোগীর কোষ্ঠ শুদ্ধ হইলে তাহাদিগকে পথ্য অন্ন সকল প্রদান করিবে। পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, পুরাতন যব ও গম, মুদ্গ অড়হর ও মসূরাদির যূষ এবং হিতকর জাঙ্গল মাংসরস এই সকল পাণ্ডু ও কামলা রোগীর পথ্য। আর যে পাণ্ডু বা কামলায় যে দোষের আধিক্য থাকে, তাহা বিবেচনা করিয়া বিশেষ বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। [ঊর্দ্ধানুলোমিক পদের অর্থ গঙ্গাধর মতে বমন ও বিরেচন। কিন্তু ইহার অভিধেয়ার্থ ঊর্দ্ধগদোষের অনুলোমন। তাহার অর্থ বিরেচন ভিন্ন বমন হওয়া সম্ভব নহে। ২৭ প্রকরণের সহিত এই প্রকরণের সম্বন্ধ আছে। সেখানে বমনের প্রসঙ্গ নাই]। ১৮। কামলা ও পাণ্ডুরোগীকে স্নেহনার্থ কল্যাণক ঘৃত, পঞ্চগব্য ঘৃত বা মহাতিক্তক ঘৃত প্রদান করিবে। ১৯। দাড়িম ফলের ত্বক্ এক কুড়ব (বত্রিশ তোলা) ধনে অর্দ্ধকুড়ব (ষোল তোলা), চিতার মূল একপল, শুঁঠ একপল এবং পিপুল অষ্টমিকা ("দুই তোলা") এই সকল ও এক আঢ়ক (ষোল সের) জলের সহিত বত্রিশ পল (পাঠান্তরে

সিদ্ধং হৃৎপাণ্ডুরোগার্শঃপ্লীহবাতকফার্ত্তিনুৎ॥
দীপনং শ্বাসকাসঘ্নং মূঢ়বাতে চ শস্যতে।
দুঃখপ্রসবিনীনাঞ্চ বন্ধ্যানাঞ্চৈব গর্ভদম্॥ ২০
ইতি ঘৃতম্।
কটুকা রোহিণী মুস্তং হরিদ্রে বৎসকাৎ ফলম্।
পটোলং চন্দনং মূর্ব্বাং ত্রায়মাণা দুরালভা॥
কৃষ্ণা পর্পটকো নিম্বো ভূনিম্বো দেবদারু চ।
তৈঃ কার্ষিকৈর্ঘৃতপ্রস্থঃ সিদ্ধঃ ক্ষীরচতুর্গুণঃ॥
রক্তপিত্তং জ্বরং দাহং শ্বয়থুং সভগন্দরম্।
অর্শাংস্যসৃগ্দরঞ্চৈব হন্তি বিস্ফোটকাংস্তথা॥২১
ইতি দ্বিতীয়ঘৃতম্।
পথ্যাশতরসে পথ্যাবৃন্তার্দ্ধশতকল্কবান্।
প্রস্থঃ সিদ্ধো ঘৃতাৎ পেয়ঃ সপাণ্ড্বাময়গুল্মনুৎ॥২২
ইতি তৃতীয়ঘৃতম্।

বিংশতি পল) ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা ও বাত-কফ রোগ নষ্ট হয়। ইহা দীপন ও শ্বাস-কাস-নাশক। ইহা দ্বারা মূঢ় বাত নষ্ট হয়। প্রসবের সময় যে সকল নারীর কষ্ট হয়, তাহা-দের পক্ষে এই ঘৃত উপকারক (অর্থাৎ এই ঘৃত প্রসবকালে পান করিলে প্রসবযন্ত্রণা নিবারণ হয়), ইহা বন্ধ্যাদিগের গর্ভোৎপাদক। ইহা দৃষ্টফল। ২০

ইতি ঘৃত।

কটুকী, মুতা, হরিদ্রা, ইন্দ্রযব, পলতা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা (মুগরো), ত্রায়মাণা (বলা-লতা), দুরালভা, পিপুল, ক্ষেতপাবড়া, চিরতা, দেবদারু এই সকলের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা; দুগ্ধ ষোল সের ও ঘৃত চারি সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, শোথ, ভগন্দর, অর্শ, রক্তপ্রদর এবং বিস্ফোটক নষ্ট হয়। ২১

ইতি দ্বিতীয় ঘৃত।

হরীতকী "একশত পল" চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোল সের থাকিতে নামা-ইবে। অনন্তর তাহার সহিত হরীতকীবৃন্তের

দন্ত্যাশ্চতুষ্পলরসে পিষ্টৈর্দন্তীশলাটুভিঃ।
তদ্বৎ প্রস্থো ঘৃতাৎ সিদ্ধঃ প্লীহপাণ্ড্বার্ত্তি-
শোফজিৎ॥ ২৩
ইতি চতুর্থঘৃতম্।
পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থো দ্রাক্ষার্দ্ধপ্রস্থসাধিতঃ।
কামলাগুল্মপাণ্ড্বার্ত্তিজ্বরমেহোদরাপহঃ॥ ২৪
ইতি পঞ্চমঘৃতম্।
হরিদ্রাত্রিফলানিম্ববলামধুকসাধিতম্।

করিবে। এই ঘৃত পান করিলে পাণ্ডুরোগ ও "শোথ" (পাঠান্তরে গুল্ম) নষ্ট হয়। ২২

ইতি তৃতীয় ঘৃত।

দন্তীমূল "একশত পল" (পাঠান্তরে চারি পল) একদ্রোণ জলে পাক করিয়া ষোল সের থাকিতে নামাইবে। অনন্তর তাহার সহিত "কাঁচা দন্তীফলের পিষ্ট" এক সের ও ঘৃত চারি সের পাক করিবে। এই ঘৃত দৃষ্টফল। ইহা পান করিলে প্লীহা, পাণ্ডুরোগ ও শোথ নষ্ট হয়। ২৩

ইতি চতুর্থ ঘৃত।

দশ বৎসরের পুরাতন ঘৃত একপ্রস্থ (দ্বৈ-গুণ্য হেতু চারি সের), দ্রাক্ষার কল্ক অর্দ্ধপ্রস্থ (এক সের) এবং জল চারি সের একত্র পাক করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে কামলা, গুল্ম, পাণ্ডু, জ্বর, প্রমেহ ও উদররোগের উপশম হয়। [গঙ্গাধর বলেন যে, এ স্থলে "পুরাতন ঘৃত" বলাতে সর্ব্বত্রই পুরাতন ঘৃত বুঝিতে হইবে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যখন এ স্থলে "পুরাতন" পদ যোজনা করা হইয়াছে; তখন যেখানে "পুরাতন" পদ নাই সেখানে নূতন ঘৃতই বুঝিতে হইবে। ভাবমিশ্রের মত এই যে, বিশেষ করিয়া পুরাতন ঘৃতের উল্লেখ না থাকিলে পানীয় ঘৃত মাত্রেই নূতন ঘৃত আব-শ্যক, তাহা এই সংহিতার সূত্রস্থানে আছে] ২৪।

ইতি পঞ্চম ঘৃত।

সক্ষীরং মাহিষং সর্পিঃ কামলাহরমুত্তমম্ ॥ ২৫
ইতি ষষ্ঠঘৃতম্।
গোমূত্রে দ্বিগুণে দার্ব্ব্যাঃ কল্কাক্ষদ্বয়সাধিতঃ।
দার্ব্ব্যাঃ পঞ্চপলক্বাথে কল্কে কালীয়কে পরঃ ॥
মাহিষাৎ সর্পিষঃ প্রস্থঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বে পরে
পরঃ ॥ ২৬
স্নেহৈরেভিরুপক্রাম্য স্নিগ্ধং মত্বা বিরেচয়েৎ।
পয়সা মূত্রযুক্তেন বহুশঃ কেবলেন বা ॥ ২৮
দন্তীফলরসে কোষ্ণে কাশ্মর্য্যাঞ্জলিমাশৃতম্
দ্রাক্ষাঞ্জলিং বিদিত্বা বা দদ্যাৎ পাণ্ড্বাময়াপহম্
দ্বিশর্করং ত্রিবৃচ্চূর্ণং পলার্দ্ধং পৈত্তিকঃ পিবেৎ ॥ ২৯

কফপাণ্ডুস্তু গোমূত্রক্লিন্নযুক্তাং হরীতকীম্।
আরগ্বধং রসেনেক্ষোর্বিদার্য্যামলকস্য চ ॥ ৩
সত্র্যূষণং বিল্বমাত্রং পিবেন্না কামলাপহম্।
দন্ত্যর্দ্ধপলকল্কং বা দ্বিগুড়ং শীতবারিণা ॥
কামলী ত্রিবৃতাং বাপি ত্রিফলায়া রসৈঃ
পিবেৎ ॥ ৩১
বিশালাত্রিফলামুস্তকুষ্ঠদারুকলিঙ্গকান্।
কার্ষিকানর্দ্ধকর্ষাংশাৎ কুর্য্যাদতিবিষাং তথা ॥
কর্ষৌ মধুরসায়া দ্বৌ সর্ব্বমেতৎ সুখাম্বুনা।
মৃদিতং তং রসং পূতং পীত্বা লিহ্যাচ্চ মধ্বনু ॥

সকলের কল্ক এক সের, মাহিষ ঘৃত চারি সের ও দুগ্ধ ষোল সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত উৎকৃষ্ট কামলানাশক। ২৫

ইতি ষষ্ঠ ঘৃত।

গোমূত্র আধ সের; দারুহরিদ্রার কল্ক চারি তোলা (দুই কর্ষ) ও মাহিষ ঘৃত চারি সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পান করাইয়া পাণ্ডুরোগীকে স্নিগ্ধ করিবে (১৮ প্রঃ)। আর দারুহরিদ্রা পাঁচ পল (চল্লিশ তোলা) চল্লিশ পল জলে সিদ্ধ করিয়া দশ পল থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে এবং ঐ ক্বাথের সহিত কালীয়ক-চন্দনের কল্ক চারি তোলা ও মাহিষ ঘৃত চারি সের দিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত পান করাইয়া কামলা-রোগীকে স্নিগ্ধ করিতে হয় (১৮ প্রকরণ)। ২৬। পাণ্ডু ও কামলা-রোগীকে ঐরূপে স্নিগ্ধ করিয়া বিরেচন দিবে [১৮ প্রঃ]। ২৭। গোমূত্রযুক্ত দুগ্ধ পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। ২৮। চারি সের দন্তীফল দ্বত্রিশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আট সের থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। ঐ ক্বাথ উষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত বত্রিশ তোলা গাম্ভারী ফল বা দ্রাক্ষা গুলিয়া লইবে। পাণ্ডুরোগীর বলানুসারে এই ক্বাথের মাত্রা স্থির করিয়া পান করাইলে বিরেচন দ্বারা রোগ নষ্ট হয়। পৈত্তিক পাণ্ডুরোগী অর্দ্ধপল (চারি তোলা) তেউড়ীর চূর্ণ আট তোলা শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া শীতল জলের সহিত পান করিবে। [দন্তীফল শব্দের অর্থ জয়পালবীজ, কিন্তু তাহা অতিশয় উগ্রবীর্য্য বলিয়া দন্তীর ফল অনুমান করা হইল]। ২৯। হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া বা সিদ্ধ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে বিরেচন হইয়া কফ-পাণ্ডুরোগের উপশম হয়। অথবা সোঁদালের আঠা ইক্ষুরস বা ভুমি-কুষ্মাণ্ডের রস বা আমলকীরসের সহিত পান করিলে ঐরূপ ফল হয়। [গঙ্গাধর মতে হরীতকী সোঁদালের আঠার সহিত বা ইক্ষু-রসের সহিত বা ভূমিকুষ্মাণ্ড-রসের সহিত বা আমলকী-রসের সহিত পান করিতে হয়। এই পাঠ সঙ্গত বোধ হয় না]। ৩০। ত্রিকটু চূর্ণের সহিত "বিল্বপত্রের কল্ক" পান করিলে কামলা নাশ হয়। [পাঠান্তর ত্রিকটু-চূর্ণের সহিত বিল্বমাত্র (আধ পোয়া) সোঁদালের গুড় পান করিবে। ইহা অসঙ্গত]। আর দন্তীমূলের কল্ক অর্দ্ধপল পরিমাণে দ্বিগুণ গুড় ও শীতল বারির সহিত পান করিলেও কামলা নষ্ট হয়। অথবা কামলা রোগী ত্রিফলারসের সহিত তেউড়ীর কল্ক পান করিবে। ৩১। রাখালশসার মূল, ত্রিফলা, মুতা, কুড়, দেব-দারু ও ইন্দ্রযব পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা, আতইচ এক তোলা এবং মধুরসা ["মূর্ব্বামূল" —মতান্তরে দ্রাক্ষা] চারি তোলা উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া সুখোষ্ণ জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া

কাসং শ্বাসং জ্বরং দাহং পাণ্ডুরোগমরোচকম্।
গুল্মানাহামবাতাংশ্চ রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ ॥৩২
ত্রিফলায়া গুড়ূচ্যা বা দার্ব্ব্যা নিম্বস্য বা রসম্।
শীতং মধুযুতং প্রাতঃ কামলার্ত্তঃ পিবেন্নরঃ ॥ ৩৩
ক্ষীরমূত্রং পিবেৎ পক্ষং গব্যং মাহিষমেব বা।
পাণ্ডুর্গোমূত্রসিদ্ধং বা সপ্তাহং ত্রিফলারসম্ ॥ ৩৪
তরুজান্ জ্বলিতান্ মূত্রে নির্ব্বাপ্যামৃদ্য চাঙ্কুরান্
মাতুলুঙ্গস্য তৎ পূতং পাণ্ডুশোথহরঃ পিবেৎ॥৩৫
স্বর্ণক্ষীরীং ত্রিবৃচ্ছ্যামে ভদ্রদারু সনাগরম্।

লইবে। এই কাথ পান করিয়া মধু লেহন করিবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, জ্বর, দাহ, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, গুল্ম, আনাহ, বাত ও রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।৩২। ত্রিফলা বা গোলঞ্চ বা দারুহরিদ্রা বা নিমছাল রাত্রে জলে ভিজাইয়া রাখিবে। এই শীতকষায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে কামলা নষ্ট হয়। ৩৩। পাণ্ডুরোগী একপক্ষ পর্য্যন্ত গোমূত্র বা মহিষের মূত্র ও দুগ্ধ [২৮ প্রঃ] একত্র করিয়া পান করিবে। অথবা ঔষধ কালে গোমূত্র পান করিয়া আহারকালে কেবল দুগ্ধ পান করিবে অথবা সপ্তাহ গোমূত্রসিদ্ধ হরীতকীর রস পান করিবে। ৩৪। মাতুলুঙ্গ বৃক্ষজাত অঙ্কুর সকল দগ্ধ করিয়া, গোমূত্রে নির্ব্বাপণ ও মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ মূত্র পান করিলে পাণ্ডু ও শোথ নষ্ট হয়। [মাতুলুঙ্গ বৃক্ষ গোঁড়ানেবুর গাছ। অঙ্কুর বীজ হতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এখানে বৃক্ষজ অঙ্কুর বলাতে নবোৎপন্ন শাখা বুঝিতে হইবে]। ৩৫। স্বর্ণক্ষীরী, শ্যামমূলা ত্রিবৃৎ, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের কল্ক চারি পল গোমূত্রের সহিত পান করিবে। অথবা এই সকলের দুই তোলা কল্ক, অষ্টগুণ গোমূত্রের সহিত পাক করত চতুর্থভাগাবশেষে নামাইয়া পান করিবে। অথবা এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলেও দোষের অনুলোমন হয়। [গঙ্গাধর অন্যান্য স্থানে স্বর্ণক্ষীরী শব্দের অর্থ "ব্রাহ্মীশাক" কহিয়াছেন। এস্থলে কহিয়াছেন যে "স্বর্ণবর্ণ-নির্য্যাস

গোমূত্রেণাঞ্জলিনা পিষ্টং মূত্রে বা কথিতং পিবেৎ ॥
ক্ষীরমেভিঃ শৃতং বাপি পিবেদ্দোষানু-
লোমনম্ ॥ ৩৬
হরীতকীং প্রয়োগেণ গোমূত্রেণাথবা পিবেৎ।
জীর্ণে ক্ষীরেণ ভুঞ্জীত রসেন মধুরেণ বা ॥ ৩৭
সপ্তরাত্রং গবাং মূত্রে ভাবিতং বাপ্যয়োরজঃ।
পাণ্ডুরোগপ্রশান্ত্যর্থং পয়সা পায়য়েৎ ভিষক্ ॥
ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকং সমা।
নবায়োরজসো ভাগাস্তচ্চূর্ণং ক্ষৌদ্রসর্পিষা ॥
ভক্ষয়েৎ পাণ্ডুহৃদ্রোগকুষ্ঠার্শঃকামলাপহম্।
নবায়সমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাবিতম্ ॥ ৩৯
ইতি নবায়সচূর্ণম্।
গুড়নাগরমণ্ডুরতিলাংশান্ মানতঃ সমান্।
পিপ্পলীদ্বিগুণাং কুর্য্যাৎ গুটিকাং পাণ্ডুরোগিণে ॥

বিশিষ্ট বৃক্ষবিশেষ।" কিন্তু আধুনিক অনেকেরই মত যে; স্বর্ণক্ষীরী শব্দে সোনামুখী; আমরা এই স্থলে সেই অর্থই গ্রহণ করিলাম] ৩৬। অথবা গোমূত্রভাবিত হরীতকী গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে, দুগ্ধের সহিত বা মধুর মাংসরসের সহিত ভোজন করিবে। ৩৭। অথবা গোমূত্রে সপ্তরাত্র ভাবিত লৌহচূর্ণ মাত্রানুসারে দুগ্ধের সহিত ভোজন করিবে। [সাতদিন ও সাত রাত্রি লৌহচূর্ণ গোমূত্রে ভিজাইয়া, দিবসে রৌদ্রে ও রাত্রে বায়ুতে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপ সপ্তাহ ভাবনা দিবে]। ৩৮। ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ ও চিতার মূল এই নয়টী দ্রব্যের চূর্ণ সমান সমান এবং সর্ব্বসমান লৌহচূর্ণ একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত পান করিলে পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও কমলা নষ্ট হয়। এই নবায়সচূর্ণ কৃষ্ণাত্রেয়ের কথিত [এই নবায়স লৌহ সুশ্রুতের প্রমেহচিকিৎসায় আছে]। ৩৯।

ইতি নবায়সচূর্ণ।

গুড়, শুঁঠ, মণ্ডুর ও তিল [গঙ্গাধরপাঠ তিল স্থলে ত্রিনিশ] সমান সমান ভাগ এবং পিপুল সর্ব্বচূর্ণের দ্বিগুণ মিশ্রিত করিয়া পাণ্ডু-

ত্রিফলা ত্র্যূষণং মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ।
দার্ব্বী ত্বঙ্মাক্ষিকো ধাতুর্গ্রন্থিকো দেবদারু চ॥
এতান্ দ্বিপলিকান্ ভাগাংশ্চূর্ণান্ কুর্য্যাৎ পৃথক্ তথা।
মণ্ডূরং দ্বিগুণং চূর্ণাচ্ছুদ্ধমঞ্জনসন্নিভম্॥ ৪০
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্কা তস্মিংস্তৎ প্রক্ষিপেৎ ততঃ।
উদুম্বরসমান্ কৃত্বা বটকাংস্তান্ যথাগ্নিনা।
উপযুঞ্জীত তক্রেণ সাত্ম্যং জীর্ণে চ ভোজনম্॥
মণ্ডূরবটকা হেতে প্রাণদাঃ পাণ্ডুরোগিণাম্।
কুষ্ঠান্যজীর্ণকং শোথমূরুস্তম্ভং কফাময়ান্॥
অর্শাংসি কামলাং মেহং প্লীহানং শময়ন্তি চ॥ ৪১

তাপ্যাদ্রিজতুরূপ্যানাং মলাঃ পঞ্চ পলাঃ পৃথক্।
চিত্রকত্রিফলাব্যোষবিড়ঙ্গৈঃ পালিকৈঃ সহ॥
শর্করাষ্টপলোন্মিশ্রাশ্চূর্ণিতা মধুনাপ্লুতাঃ।
অভ্যস্যাক্ষকমাত্রা হি জীর্ণে নিয়মিতাশিনা॥
কুলত্থকাকমাচ্যাদিকপোতপরিহারিণা॥ ৪২
ত্রিফলায়াস্ত্রয়ো ভাগাস্ত্রয়স্ত্রিকটুকস্য চ।
ভাগশ্চিত্রকমূলস্য বিড়ঙ্গানাং তথৈব চ॥
পঞ্চাশ্মজতুনো ভাগাস্তথা রূপ্যমলস্য চ।
মাক্ষিকস্য চ শুদ্ধস্য লোহস্য রজসস্তথা॥
অষ্টৌ ভাগাঃ সিতায়াশ্চ তৎ সর্ব্বং সূক্ষ্মচূর্ণিতম্
মাক্ষিকেণাপ্লুতং স্থাপ্যমায়সে ভাজনে শুভে॥
উদুম্বরসমাং মাত্রাং ততঃ খাদেদ্ যথাগ্নিনা।
দিনে দিনে প্রযুঞ্জীত জীর্ণে ভোজ্যং যদীপ্সিতম্॥
বর্জ্জয়িত্বা কুলত্থানি কাকমাচী কপোতকম্।

রোগীকে দিবে। ৪০। ত্রিফলা, ত্রিকটু, মূতা, বিড়ঙ্গ, চৈ, চিতা, দারুহরিদ্রার ছাল, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলমূল ও দেবদারু এই চতুর্দ্দশ দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ দুই পল অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ আটাইশ পল; বিশুদ্ধ অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডূর (লৌহমল) ছাপান্ন পল এবং মণ্ডূরের আটগুণ গোমূত্র গ্রহণ করিবে। প্রথমতঃ গোমূত্রের সহিত মণ্ডূরচূর্ণ পাক করিবে এবং আসন্নপাকে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ দ্রব থাকিতে ত্রিফলাদি চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে অনন্তর সমস্ত দ্রব্য একীভূত হইলে কুলের পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই সকল বটিকা প্রতিদিন এক একটী করিয়া তক্রের সহিত গুলিয়া পান করিতে হয়। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে তক্রের সহিত সাত্ম্যভোজন করিবে। এই মণ্ডূরবটক পাণ্ডুরোগীদের প্রাণপ্রদ। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ, অজীর্ণ, শোথ, ঊরুস্তম্ভ, কফরোগ, অর্শ, কামলা, প্রমেহ ও প্লীহার শান্তি হয়। [স্বর্ণমাক্ষিক কিঞ্চিৎ সৈন্ধবযুক্ত করিয়া জম্বীররসে পেষণ করিয়া লৌহ কটোরিকায় অগ্নিতে পাক করিতে হয়। প্রথমতঃ নীল পীত নানাবর্ণের শিখা বাহির হইতে থাকে। পাক করিতে করিতে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তখন উহা গ্রহণ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিতে হয়। মণ্ডূরকে বারবার দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিতে হয়; অনন্তর চূর্ণ করিয়া লইলেই অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে]। ৪১। স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, রৌপ্যমাক্ষিক ও মণ্ডূর পৃথক্ পৃথক্ পাঁচ পল; চিতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ একপল এবং চিনি আট পল মধুর সহিত আপ্লুত করিয়া প্রত্যহ দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিবে; ঔষধ জীর্ণ হইবার পর পথ্য সেবন করিবে। এবং কুলত্থ, কাকমাচী, কপোত প্রভৃতি পরিহার করিবে। ৪২। ত্রিফলা তিনভাগ, ত্রিকটু তিনভাগ, চিতার মূল একভাগ, বিড়ঙ্গ একভাগ, শিলাজতু পাঁচভাগ, রূপার মল পাঁচভাগ [কেহ কেহ বলেন যে, রূপ্যমল শব্দে রৌপ্যজাত শিলাজতু বুঝায়], বিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক পাঁচভাগ, বিশুদ্ধ লৌহচূর্ণ (লৌহরজঃ বলাতে লৌহভস্মও বুঝায়—কিন্তু ভস্মের উল্লেখ নাই) পাঁচভাগ এবং চিনি আটভাগ এই সকলের চূর্ণ মধুর সহিত মাড়িয়া পবিত্র লৌহপাত্রে রাখিবে। পরে অগ্নিবলানুসারে কুলপরিমাণে প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইবার পর যথেপ্সিত ভোজন করিবে।

যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বরোগহরং শিবম্।
পাণ্ডুরোগং বিষং কাসং যক্ষ্মাণং বিষমজ্বরম্॥
কুষ্ঠান্যজীর্ণকং মেহং শোষং শ্বাসমরোচকম্।
বিশেষাদ্ধন্ত্যপস্মারং কামলাং গুদজানি চ॥৪৩
ইতি যোগরাজঃ।

কৌটজত্রিফলানিম্বপটোলঘননাগরৈঃ।
ভাবিতানি দশাহানি রসৈর্দ্বিত্রিগুণানি বা॥
শিলাজতুপলান্যষ্টৌ তাবতীং শিতশর্করাম্।
ত্বক্ ক্ষীরী পিপ্পলী ধাত্রী কর্কটাখ্যা পলোন্মিতা
নিদিগ্ধ্যাঃ ফলমূলাভ্যাং পলং যুক্ত্যা ত্রিগন্ধিকম্।
চূর্ণিতং মধুরং কুর্য্যাৎ ত্রিপলেনাক্ষিকান্ গুড়ান্
দাড়িমাম্বুপয়ঃপক্ষিরসতোয়সুরাসবান্।
পিবেন্না ভক্ষয়িত্বা তান্ নিরন্নো ভুক্ত এব বা॥
পাণ্ডুকুষ্ঠজ্বরপ্লীহতমকার্শোভগন্দরম্।
পুতিহৃদ্শুক্রমূত্রাগ্নিদোষশেষগরোদরম্॥
কাসাসৃগ্দরপিত্তাসৃক্শোথগুল্মগলামযান্।
তে সর্ব্বে বিভ্রমান্ হন্যুঃ সর্ব্বরোগহরাঃ শিবাঃ॥৪৪
ইতি শিলাজতুবটকাঃ।

পুনর্নবা ত্রিবৃদ্ব্যোষবিড়ঙ্গং দারু চিত্রকম্।
কুষ্ঠং হরিদ্রে ত্রিফলা দন্তী চব্যং কলিঙ্গকাঃ॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মুস্তঞ্চেতি পলোন্মিতম্।
মণ্ডুরং দ্বিগুণং চূর্ণাৎ গোমূত্রে হ্যাঢ়কে পচেৎ॥
কোলবদ্ গুড়িকাঃ কৃত্বা তক্রেণালোড্য না পিবেৎ।
তাঃ পাণ্ডুরোগান্ প্লীহানমর্শাংসি বিষমজ্বরম্।
শ্বয়থুং গ্রহণীদোষং হন্যুঃ কুষ্ঠং ক্রিমীংস্তথা॥৪৫
ইতি পুনর্নবামণ্ডুরম্।

কেবল কুলত্থ, কাকমাচী ও কপোতমাংস পরিত্যাগ করিবে। এই যোগটীর নাম যোগরাজ। ইহা অমৃতোপম। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন; সর্ব্বরোগহারক ও পবিত্র। ইহা পাণ্ডুরোগ, বিষ, কাস, যক্ষ্মা ও বিষমজ্বর এবং কুষ্ঠ, অজীর্ণ, মেহ, শ্বাস, হিক্কা ও অরুচি নাশ করিয়া থাকে; বিশেষত ইহা অপস্মার কামলা ও গুদজ রোগ সকল হরণ করে। ৪৪।

ইতি যোগরাজ।

ইন্দ্রযব, ত্রিফলা, নিমছাল, মুতা ও শুঁঠ এই সকলের কাথে দশ বা বিংশতি বা ত্রিশ দিন আট পল শিলাজতু ভাবনা দিবে। অনন্তর ঐ আট পল শিলাজতু, মিছরি আট-পল, বংশলোচন, পিপুল আমলকী ও "কর্টকী" (পাঠান্তরে—কর্কট কাঁকড়াশৃঙ্গী) প্রত্যেক এক এক পল; কণ্টকারীর ফল ও মূল উভয় এক পল; দারুচিনি, এলাচী ও তেজ-পাতা পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা; এবং মধু তিন পল একত্র করিয়া এক অক্ষ (তোলা) পরি-মাণে গুড়িকা করিবে। ভুক্ত বা অভুক্ত অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দাড়িমরস বা দুগ্ধ বা পক্ষিমাংসরস বা জল বা আসব অনুপান করিবে। ইহাতে পাণ্ডু, কুষ্ঠ, জ্বর, প্লীহা, তমক, অর্শঃ, ভগন্দর, পুতিদোষ, হৃদ্-দোষ, শুক্রদোষ, মূত্রদোষ; অগ্নিদোষ, শোথ, গরদোষ, উদর, কাস, রক্তপ্রদর, রক্তপিত্ত, গুল্ম ও জ্বর নষ্ট হয়। এই শিলাজতুবটক সর্ব্বব্রণহারক ও সর্ব্ব রোগনাশক।' ইহা পবিত্র। ৪৪

ইতি শিলাজতুবটক।

পুনর্নবা, ত্রিবৃৎ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতার মূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, দন্তী, চৈ, ইন্দ্রযব, "কটুকী" (পাঠান্তরে পিপ্পলী), পিপুলমূল ও মুতা এই কুড়িটী দ্রব্য এক এক পল ও মণ্ডুর চল্লিশ পল এই সকল চূর্ণ বত্রিশ সের গোমূত্রে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে ঘন হইলে কুলপরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা তক্রে গুলিয়া পান করিতে হয়। ইহাতে পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, অর্শ, বিষমজ্বর, শোথ, গ্রহণীদোষ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নষ্ট হয়। এই পুনর্নবামণ্ডুর কৃষ্ণাত্রেয়ের কথিত। ৪৫

ইতি পুনর্নবামণ্ডুর।

দার্ব্বীত্বক্‌ত্রিফলাব্যোষং বিড়ঙ্গমযসো রজঃ।
মধুসর্পির্যুতং লিহ্যাৎ কামলাপাণ্ডুরোগবান্॥ ৪৬
তুল্যা আয়োরজঃপথ্যাহরিদ্রাঃ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
চূর্ণিতাঃ কামলী লিহ্যাৎ গুড়ক্ষৌদ্রেণ বাভয়াং॥৪৭
ত্রিফলা দ্বে হরিদ্রে চ কটুরোহিণ্যয়োরজঃ।
চূর্ণিতং ক্ষৌদ্রসর্পির্ভ্যাং স লেহঃ কামলাপহঃ॥৪৮
দ্বিপলাংশাং তুগাক্ষীরীং নাগরং মধুযষ্টিকাম্।
প্রাস্থিকীং পিপ্পলীং দ্রাক্ষাং শর্করার্দ্ধতুলাংশুভাম্
ধাত্রীফলরসদ্রোণে সুপিষ্টং লেহবৎ পচেৎ।
শীতাং মধুপ্রস্থযুতাং লিহ্যাৎ পাণিতলং ততঃ॥
হন্ত্যেষ কামলাং পিত্তং পাণ্ডুং কাসং
হলীমকম্॥ ৪৯
ইতি ধাত্র্যবলেহঃ।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা চব্যং চিত্রকো দেবদারু চ।
বিড়ঙ্গানি সমাংশানি চিত্রকঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥
মণ্ডুরতুল্যং তচ্চূর্ণং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ
শনৈঃ সিদ্ধাৎ তথা শীতাঃ কার্য্যাঃ কর্ষসমা
গুড়াঃ॥
যথাগ্নি তক্রপীযাস্তে প্লীহপাণ্ড্বাময়াপহাঃ।
গ্রহণ্যর্শোঽমুদশ্চৈব তক্রবাট্যাশিনঃ স্মৃতাঃ॥ ৫০
ইতি মণ্ডুরবটকাঃ।

মঞ্জিষ্ঠা রজনী দ্রাক্ষা বলা মূলাস্তয়োরজঃ।
লোধ্রঞ্চৈতেষু গৌড়ঃ স্যাদরিষ্টঃ পাণ্ডু-
রোগিণাম্॥
ইত্যরিষ্টঃ।

বীজকাৎ ষোড়শপলং ত্রিফলায়াশ্চ বিংশতিঃ।
দ্রাক্ষায়াঃ পঞ্চ লাক্ষায়াঃ সপ্ত দ্রোণে জলস্য তৎ
সাধ্যং পাদাবশেষে তু পূতশেষে সমাবপেৎ।
শর্করায়াস্তুলাং প্রস্থং মাক্ষিকস্য চ কার্ষিকম্॥

দারুহরিদ্রার ত্বক্, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গচূর্ণ এই আটটী দ্রব্য সমান সমান এবং সর্ব্বসমান লৌহচূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগের উপশম হয়। ৪৬। হরীতকী, হরিদ্রা ও লৌহচূর্ণ সমান সমানভাগে ঘৃত ও মধুর সহিত অথবা কেবল হরীতকী গুড় ও মধুর সহিত লেহন করিলে কামলা রোগের উপশম হয়। ৪৭। ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটুকী ও লৌহচূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে কামলা নষ্ট হয়।৮। বংশলোচন দুই পল, শুঁঠ, যষ্টিমধু পিপুল ও দ্রাক্ষা এক এক প্রস্থ; শর্করা অর্দ্ধ তুলা (সওয়া ছয় সের) এবং আমলকীর রস চৌষট্টি সের, এই সকল একত্র লেহবৎ পাক করিবে। শীতল হইলে উহার সহিত একপ্রস্থ (চারি সের) মধু মিশ্রিত করিবে। পাণিতল (দুই তোলা) পরিমাণে এই লেহ পান করিলে [illegible], পাণ্ডুরোগ ও কামলা নষ্ট হয়। [illegible]কথিত এই ধাত্রীলেহ অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। ৪৯

ইতি ধাত্রী অবলেহ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ, চিতার মূল, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, মুতা ও ইন্দ্রযব এই বারটী দ্রব্যের চূর্ণ সমান সমান, সর্ব্বসমান মণ্ডুর চূর্ণের অষ্টগুণ গোমূত্র গ্রহণ করিবে। প্রথমতঃ গোমূত্রের সহিত মণ্ডুরচূর্ণ পাক করিবে। আসন্নপাকে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। অনন্তর দুই তোলা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া যথাগ্নি সেবন করিলে প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণী ও অর্শ নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন কালে তক্র ও যবমণ্ড সেবন করিবে। ৫০

ইতি মণ্ডুরবটক।

মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দ্রাক্ষা, বেলেড়ামূল, লৌহ-চূর্ণ ও লোধ সমান সমান এবং গুড় সর্ব্বচূর্ণের চতুর্গুণ একত্র করিয়া চতুর্গুণ জলের সহিত গুলিয়া সপ্তাহ বা ততোধিক কাল ঘৃতভাবিত পাত্রে স্থাপন করিবে। এই অরিষ্ট পাণ্ডু-রোগনাশক। ৫১

ইতি গৌড় অরিষ্ট।

"বীজক" ষোল পল, ত্রিফলা সর্ব্বসমেত বিংশতি পল দ্রাক্ষা পাঁচ পল এবং লাক্ষা সাত পল একদ্রোণ (চৌষট্টি সের) জলে পাক করিয়া ষোল সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া শীতল হইলে শর্করা এক তুলা (সাড়ে বার

ব্যোষং ব্যাঘ্রনখোশীরং ক্রমুকং শৈলবালুকম্।
মধুকং কুষ্ঠমিত্যেতচ্চূর্ণিতং ঘৃতভাজনে॥
যবেষু দশরাত্রং তদ্গ্রীষ্মে দ্বি শিশিরে স্থিতম্
পিবেৎ তদ্গ্রহণীপাণ্ডুরোগার্শঃকামলারুচীঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকুষ্ঠসন্নিপাতাংশ্চ নাশয়েৎ॥ ৫২
ইত্যরিষ্টো দ্বিতীয়ঃ।

ধাত্র্যাঃ ফলসহস্রে দ্বে পীড়য়িত্বা রসন্তু তম্।
ক্ষৌদ্রাষ্টাংশেন সংযুক্তং কৃষ্ণার্দ্ধকুড়বেন চ॥
শর্করার্দ্ধতুলোন্মিশ্রং পক্ষং স্নিগ্ধে ঘটে স্থিতম্।
প্রপিবেন্মাত্রয়া প্রাতর্জীর্ণে মিতহিতাশনঃ॥
কামলাপাণ্ডুহৃদ্রোগবাতাসৃগ্বিষমজ্বরান্।
কাসহিক্কারুচিশ্বাসাংশ্চৈষোঽরিষ্টঃ প্রণাশয়েৎ॥৫৩
ইতি ধাত্র্যরিষ্টঃ।

স্থিরাদিভিঃ শৃতং তোয়ং পানাহারে প্রশস্যতে
পাণ্ডূনাং কামলার্ত্তানাং মৃদ্বীকামলকীরসঃ॥ ৫৪
পাণ্ডুরোগপ্রশান্ত্যর্থমিতি প্রোক্তং মহর্ষিণা।
বিকল্প্যমেতদ্ভিষজা পৃথগ্দোষবলং প্রতি॥
বাতিকে স্নেহভূয়িষ্ঠং পৈত্তিকে তিক্তশীতলম্।
শ্লৈষ্মিকে কটুতিক্তোষ্ণং বিমিশ্রং সান্নিপাতিকে॥ ৫৫
নিপাতয়েচ্ছরীরাৎ তু মৃত্তিকাং ভক্ষিতাং ভিষক্
যুক্তিজ্ঞঃ শোধনৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রসমীক্ষ্য বলাবলম্।
শুদ্ধকায়স্য সর্পীংষি বলাধানানি যোজয়েৎ॥৫৬
ব্যোষং বিল্বং হরিদ্রে দ্বে ত্রিফলা দ্বে পুনর্নবে।
মুস্তান্ময়োরজঃ পাঠা বিড়ঙ্গং দেবদারু চ॥
বৃশ্চিকালী চ ভার্গী চ সক্ষীরৈস্তৈঃ সমৈর্ঘৃতম্।

সের) ও মধু চারি সের এবং ত্রিকটু, ব্যাঘ্রনখী, বেণার মূল, সুপারি, এলবালুকা ও মৌলফুল এই অষ্ট দ্রব্যের চূর্ণ দুই দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাবিত পাত্রে যবরাশির মধ্যে গ্রীষ্মকালে দশরাত্র অথবা শীতকালে বিংশতিরাত্র স্থাপন করিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ অর্শঃ, শোথ, গুল্ম (মতান্তরে শোথগুল্ম স্থলে কামলা ও অরুচি), মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মেহ, কামলা ও সন্নিপাত নষ্ট হয়। এই বীজকারিষ্ট মহর্ষি আত্রেয়ের কথিত। [পাঠান্তর জীরক। বীজক শব্দের অর্থ—কাঁজীর অধঃস্থিত ক্লিন্ন পদার্থ বা মাড়]। ৫২

ইতি দ্বিতীয় অরিষ্ট।

বীজরহিত সহস্র ধাত্রীফল কুট্টিত ও পীড়িত করিয়া যে রস পাওয়া যাইবে, তাহার অষ্টমভাগ মধু, পিপুলচূর্ণ দুই পল এবং শর্করা অর্দ্ধ তুলা (সওয়া ছয় সের) একত্র করিয়া এক পক্ষ কাল ঘৃতভাবিত পাত্রে স্থাপন করিবে। পরে প্রতিদিন প্রাতঃকালে মাত্রানুসারে পান করিবে ঔষধ জীর্ণ হইলে হিত ও পরিমিত ভোজন করিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে, কামলা, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত, বিষম জ্বর, কাস, হিক্কা, অরুচি ও শ্বাস নষ্ট হইয়া থাকে। ৫৩

ইতি ধাত্র্যরিষ্ট।

পাণ্ডুরোগীর পক্ষে স্বল্পপঞ্চমূলসিদ্ধ জল পান ও আহার প্রশস্ত। কামলা রোগীদিগের পক্ষে কিসমিস্ ও আমলকীর কাথ প্রশস্ত। ৫৪। পাণ্ডুরোগীর চিকিৎসার্থ এইরূপে ঔষধ সকল কথিত হইল। চিকিৎসক পৃথক্ পৃথক্ দোষে এই সকল ঔষধ বিকল্পপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবেন। অর্থাৎ বাতাধিক স্থলে এই সকল ঔষধ স্নেহভূয়িষ্ঠ করিয়া পিত্তাধিক্য স্থলে তিক্ত-শীতল করিয়া শ্লেষ্মাধিক স্থলে কটু তিক্ত ও উষ্ণ [গঙ্গাধর-মতে কটুরুক্ষ ও উষ্ণ] করিয়া এবং সান্নিপাতিক স্থলে বিমিশ্র করিয়া প্রয়োগ করিবেন। ৫৫। মৃত্তিকা-ভোজনজনিত পাণ্ডুরোগে চিকিৎসক রোগীর বলাবল বুঝিয়া তীক্ষ্ণ শোধন দ্বারা শরীর হইতে মৃত্তিকা নিঃসারিত করিবেন। রোগী শুদ্ধকায় হইলে বলাধানের জন্য নিম্নলিখিত ঘৃত সকল পান করিবে। ৫৬। ত্রিকটু, কাঁচা বেল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, শ্বেত পুনর্নবা, অরুণ পুনর্নবা, মুতা, লৌহচূর্ণ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাতী ও

সাধয়িত্বা পিবেদ্যুক্ত্যা নরো মৃদ্দোষপীড়িতঃ ॥৫৭
তদ্বৎ কেশরযষ্ট্যাহ্বপিপ্পলীমূলশাদ্বলৈঃ ॥ ৫৮
মৃদ্ভক্ষণাদাতুরস্য লোভাদতিনিবর্ত্তিনঃ।
দ্বেষ্যার্থং ভাবিতাং কামং দদ্যাৎ
তদ্দোষনাশনৈঃ ॥
বিড়ঙ্গেনাতিবিষয়া নিম্বপত্রেণ পাঠয়া।
বার্ত্তাকৈঃ কটুরোহিণ্যো কৌটজৈর্মূর্ব্বয়াপি বা॥৫৯
যথাদোষঞ্চ কুর্ব্বীত ভৈষজ্যং পাণ্ডুরোগিণাম্।
ক্রিয়াবিশেষ এষোঽস্য মতো হেতুর্বিশেষতঃ ॥৬০
তিলপিষ্টনিভং যস্তু বর্চ্চঃ সৃজতি কামলী।
শ্লেষ্মণা রুদ্ধমার্গং তৎ পিত্তং কফহরৈর্জয়েৎ ॥ ৬১

বামনহাটী এই আঠার দ্রব্যের কল্ক সমান সমান পরিমাণে সর্ব্বশুদ্ধ ঘৃতের চতুর্থাংশ; ঘৃত চারি সের এবং জল ১৬ সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত মৃদ্ভক্ষণ জনিত পাণ্ডুরোগে প্রয়োগ করিতে হয়। ৫৭। সেইরূপ নাগকেশর, যষ্টিমধু, পিপুলমূল ও শাদ্বল এই সকলের কল্ক দ্বারা উক্তরূপে ঘৃত পাক করিয়া মৃদ্ভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগে প্রয়োগ করিবে। [শাদ্বল শব্দে হরিতবর্ণ নবতৃণ। গঙ্গাধর বলেন যে, যে স্থানে সেই তৃণ জন্মে, সেই স্থানের মাটীর নাম শাদ্বল]।৫৮। মৃদ্ভক্ষণ-লোলুপ পাণ্ডুরোগীর মৃত্তিকাতে দ্বেষ জন্মাইবার জন্য তাহাকে মৃদ্দোষনাশক দ্রব্যের রসে মৃত্তিকা ভাবনা দিয়া, সেই মৃত্তিকা যথেষ্ট সেবন করাইবে। নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল মৃদ্দোষ-নাশক যথা;—বিড়ঙ্গ, ছোট এলাচ, আতইচ, নিম্বপত্র, আকনাদি, বার্ত্তাকু, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও মূর্ব্বা (মুগ্‌রো)। ৫৯। দোষানুসারে পাণ্ডুরোগীদিগকে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পাণ্ডুরোগে হেতুভেদে চিকিৎসাভেদ হয়। [অর্থাৎ মৃদ্ভক্ষণ-হেতুক পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা এক এবং অন্যান্যহেতুক পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা অন্য প্রকার। ৬০। যে কামলারোগী তিল-পিষ্টকবর্ণ মল ত্যাগ করে, সেই কামলায় কফ দ্বারা পিত্তস্রোতঃ বদ্ধ হইয়া থাকে। কফহর ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ঐ কামলার নিবৃত্তি

রুক্ষশীতগুরুস্বাদ্বব্যায়ামৈর্বেগনিগ্রহৈঃ।
কফসম্মূর্চ্ছিতো বায়ুঃস্থানাৎ পিত্তং ক্ষিপেদ্বহিঃ
হারিদ্রনেত্রমূত্রত্বক্‌শ্বেতবর্চ্চাস্তদা নরঃ।
ভবেৎ সাটোপবিষ্টম্ভো গুরুণা হৃদয়েন চ ॥
দৌর্ব্বল্যাল্পাগ্নিপার্শ্বার্ত্তিহিক্কাশ্বাসারুচিজ্বরৈঃ।
ক্রমেণাল্পেঽনুষজ্যেত পিত্তে শাখাসমাশ্রিতে॥৬২
বর্হিতিত্তিরিদক্ষাণাং রুক্ষাম্লৈঃ কটুকৈ রসৈঃ।
শুষ্কমূলককৌলত্থৈর্যূষৈশ্চান্নানি ভোজয়েৎ ॥ ৬৩
মাতুলুঙ্গরসং ক্ষৌদ্রং পিপ্পলীমরিচান্বিতম্।
সনাগরং পিবেৎ পিত্তং তথাস্যৈতি স্বমাশয়ম্ ॥৬৪
তৃষাম্লৈঃ কটুরুক্ষোষ্ণৈর্লবণৈশ্চাপ্যুপক্রমঃ।
আ পিত্তরোগাচ্ছ কুতো বায়োশ্চা
প্রশমাদ্ভবেৎ ॥ ৬৫

করিতে হয়। ৬১। রুক্ষ, শীত, গুরু, স্বাদু দ্রব্যের অধিক সেবন এবং পরিশ্রম ও বেগধারণ হেতু বলবান্ বায়ু কফসংশ্রিত হইয়া পিত্তকে পিত্তাশয় হইতে বহির্নিক্ষেপ করে। ইহাতে রোগীর নেত্র, মূত্র ও ত্বক্ হরিদ্রাবর্ণ, মল শ্বেতবর্ণ, আটোপ, বিষ্টম্ভ, হৃদয়ের গুরুতা এবং ক্রমশঃ দৌর্ব্বল্য, অগ্নি-মান্দ্য, পার্শ্বশূল, হিক্কা, শ্বাস, অরুচি ও জ্বর হইয়া থাকে। এই সকল শাখাশ্রিত কামলার লক্ষণ। ইহাতে পিত্ত রক্তাদিশাখাকে আক্রমণ করে। ৬২। এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে রোগীকে ময়ূর, তিত্তির ও কুক্কুটের মাংসরস রুক্ষ, কটু ও অম্লীকৃত করিয়া, প্রদান করিবে। অথবা শুষ্ক মূলক ও কুলত্থ কলায়ের যূষের সহিত অন্ন প্রদান করিবে। ৬৩। গোঁড়ানেবুর রস, মধু, পিপুলচূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ পান করিলে পিত্ত স্বীয় আশয়ে পুনর্গমন করে। ৬৪। হরিতনেত্রতা প্রভৃতি পিত্ত-লক্ষণ সকল যত দিন শান্ত না হইবে, তত দিনই অম্ল, কটু, রুক্ষ, উষ্ণ ও লবণবহুল ঔষধ সকল প্রয়োগ করিতে থাকিবে। এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিলে পিত্ত-সংসৃষ্ট বায়ুরও শান্তি হইবে। [অম্ল প্রভৃতি রস পিত্ত-প্রকোপক, অথচ পিত্তশান্তির জন্য এ স্থলে

স্বস্থানমাগতে পিত্তে পুরীষে পিত্তরঞ্জিতে।
নিবৃত্তোপদ্রবস্যান্ত পূর্ব্বকামলিকো বিধিঃ ॥ ৬৬
যদা তু পাণ্ডোর্বর্ণঃ স্যাদ্ধরিতশ্যাবপীতকঃ।
বলোৎসাহক্ষয়স্তন্দ্রামন্দাগ্নিত্বং মৃদুজ্বরঃ ॥
স্ত্রীষহর্ষোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ শ্বাসস্তৃষ্ণারুচির্ভ্রমঃ।
হলীমকং তদা তস্য বিদ্যাদনিলপিত্ততঃ ॥ ৬৭
গুড়ূচীস্বরসক্ষীরসাধিতং মাহিষং ঘৃতম্।
স পিবেৎ ত্রিবৃতাং স্নিগ্ধো রসেনামলকস্য তু ॥
বিরিক্তো মধুরপ্রায়ং সেবিতোঽনিলপিত্তহৃৎ ॥৬৮
দ্রাক্ষালেহং স পূর্ব্বোক্তং সর্পীংষি মধুরাণি চ।
যাপনান্ ক্ষীরবস্তীংশ্চ শীলয়েৎ সানুবাসনান্॥৬৯
মার্দ্বীকারিষ্টযোগাংশ্চ পিবেদ্যুক্ত্যাগ্নিবৃদ্ধয়ে ॥৭০

প্রয়োজনীয় বলা হইতেছে। পাণ্ডুরোগে পিত্ত সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত হওয়াতে, কোষস্থ পিত্তের ক্ষীণতা হয় এবং বহির্নিঃসরণ হয় না; সেই ক্ষীণতা ও বিলোমতা দূর করিবার জন্যই ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়]। ৬৫। পিত্ত স্বস্থানে আগমন করিলে পুরীষ পিত্তরঞ্জিত হইয়া থাকে। তখন ইহার উপদ্রব সকল নিবৃত্ত হয়। তখন কামলারোগোক্ত বিধিই অবলম্বনীয়। ৬৬। যখন পাণ্ডুরোগীর শরীর হরিত, শ্যাব বা পীতবর্ণ হয়, বল ও উৎসাহের ক্ষয় হয়; তন্দ্রা, মন্দাগ্নিতা ও মৃদু মৃদু জ্বর হয়, স্ত্রীবিদ্বেষ, অঙ্গমর্দ্দ, শ্বাস, তৃষ্ণা, অরুচি ও ভ্রম হয়, তখন তাহার হলীমক হইয়াছে জানিবে। হলীমক বাতপিত্ত-সমুদ্ভব। ৬৭। গোলঞ্চের স্বরস এক ভাগ, দুগ্ধ তিন ভাগ, মাহিষ ঘৃত তিন ভাগ একত্র পাক করিবে। হলীমকরোগী এই ঘৃত পান করিয়া স্নিগ্ধ হইলে বিরেচনার্থ আমলকী-রসের সহিত তেউড়ীর চূর্ণ পান করিবে। বিরিক্ত হইবার পর বাতপিত্ত-নাশক মধুরপ্রায় ঔষধ ও আহার সেবন করিবে। ৬৮। পূর্ব্বোক্ত দ্রাক্ষালেহ ও মধুর ঘৃত সকল এবং সিদ্ধি স্থানে বক্ষ্যমাণ যাপন বস্তি সকল ও অনুবাসনসমূহ গ্রহণ করিবে। ৬৯। অগ্নি-বৃদ্ধির জন্য যুক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত (গ্রহণী-

কাসিকস্যাভয়ালেহং পিপ্পলীং মধুকং বলাম্।
পয়সা বা প্রযুঞ্জীত যথাদোষং যথাবলম্ ॥ ৭১

তত্র শ্লোকৌ।

পাণ্ডোঃ পঞ্চবিধস্যোক্তং হেতুলক্ষণভেষজম্।
কামলা দ্বিবিধা চৈব সাধ্যাসাধ্যত্বমেব চ ॥
ভেষাং বিকল্পো যশ্চান্যো মহাব্যাধির্হলীমকঃ।
তস্য চোক্তং সমাসেন ব্যঞ্জনং সচিকিৎসিতম্॥৭২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে পাণ্ডুরোগচিকিৎসিতং
নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

হিক্কাশ্বাসচিকিৎসিতম্।

অথাতো হিক্কাশ্বাসচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
বেদলোকার্থতত্ত্বজ্ঞমাত্রেয়মৃষিমুত্তমম্।
অপৃচ্ছৎ সংশয়ং ধীমানগ্নিবেশঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥

রোগোক্ত) মৃদ্বীকারিষ্ট (কিস্‌মিসের অরিষ্ট) প্রভৃতিও পান করিবে। ৭০। হলীমকরোগে কাসধিকারোক্ত অভয়ালেহ এবং পিপুল, যষ্টিমধু ও বেড়েলা যথাদোষ ও যথাবল দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিবে। ৭১। এই অধ্যায়ের সূচী;—এই পাণ্ডুচিকিৎসিত অধ্যায়ে পঞ্চবিধ পাণ্ডুরোগের হেতু, লক্ষণ ও ঔষধ; দ্বিবিধ কামলা; এই সকল রোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব ও বিকল্পপূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ; হলীমকনামক মহারোগ এবং সংক্ষেপে তাহার লক্ষণ ও চিকিৎসা উক্ত হইল। ৭২

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা হিক্কাশ্বাস-চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। ধীমান্ অগ্নিবেশ কৃতাঞ্জলি হইয়া বেদ-লোকার্থ

য ইমে দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাস্ত্রিদোষাস্ত্রিপ্রকোপনাঃ
রোগা নানাত্মকাস্তেষাং কঃকো ভবতি দুর্জ্জয়ঃ ॥২
অগ্নিবেশস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা মতিমতাং বরঃ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ পরমার্থ-বিনিশ্চয়ঃ ॥
কামং প্রাণহরা রোগা বহবো ন তু তে তথা।
যথা শ্বাসশ্চ হিক্কা চ প্রাণানাশু নিকৃন্ততঃ ॥
অন্যৈরপ্যুপসৃষ্টস্য রোগৈর্জন্তোঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
অন্তে সঞ্জায়তে হিক্কা শ্বাসো বা তীব্রবেদনঃ ॥
কফবাতাত্মকাবেতৌ পিত্তস্থানসমুদ্ভবৌ।
হৃদয়স্য রসাদীনাং ধাতূনাঞ্চোপশোষণৌ ॥
তস্মাৎ সাধারণাবেতৌ মতৌ মম সুদুর্জ্জয়ৌ ॥৩
মিথ্যাপচরিতৌ ক্রুদ্ধৌ হতাবাশীবিষাবিব।
পৃথক্ পঞ্চবিধাবেতৌ নির্দ্দিষ্টৌ রোগসংগ্রহে।

তদ্বত্তু মহর্ষি আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দারুণ ও মৃদুভেদে, শারীর ও মানসভেদে, সাধ্য ও অসাধ্যভেদে এবং নিজ ও আগন্তুভেদে রোগ সকল দুই দুই প্রকার উক্ত হইয়াছে এবং তিন দোষ ও সেই তিন দোষের প্রকোপক তিন প্রকার নিদানও উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপে নানাবিধ রোগ বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি যে, কোন্ রোগ দুর্জ্জয় হইয়া থাকে? ২। অগ্নিবেশের জিজ্ঞাসা শুনিয়া পরমার্থ-পরায়ণ মহামতি আত্রেয় পরম প্রীত হইয়া কহিলেন যে, যদিও অনেক প্রকার প্রাণহর রোগ আছে বটে, কিন্তু শ্বাস ও হিক্কা যেরূপ হঠাৎ প্রাণনাশ করে, অন্য কোন রোগ সেরূপ করে না। আবার জীব অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হইলেও, পরিণামে তীব্রবেদন হিক্কা ও শ্বাসেই প্রাণত্যাগ করে। হিক্কা শ্বাস বাতকফাত্মক রোগ, কিন্তু পিত্তস্থান (আমাশয়) হইতে উৎপন্ন হয়। হিক্কা শ্বাস হৃদয়স্থ রসাদি ধাতুর শোষণ করিয়া থাকে; এই জন্য এই দুই রোগ সমান সুদুর্জ্জয় বলিয়া কথিত হয়। হিক্কা ও শ্বাসের নিদান ও চিকিৎসা তুল্য। [শ্বাসের উৎপত্তিস্থান আমাশয় ইতি বাগ্ভট]। ৩। এই দুই রোগ মিথ্যা আহার বিহার হেতু ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায়

তয়োঃ শৃণু সমুত্থানং লিঙ্গঞ্চ সভিষগ্পূজিতম্ ॥৪
রজসা ধূমবাতাভ্যাং শীতস্থানাম্বুসেবনাৎ।
ব্যায়ামাদ্‌গ্রাম্যধর্ম্মাধ্বরুক্ষান্নবিষমাশনাৎ।
আমপ্রদোষাদানাহাদ্রৌক্ষ্যাদত্যপতর্পণাৎ।
দৌর্ব্বল্যান্মর্ম্মণো ঘাতাদ্বন্দ্বাৎ শুদ্ধ্যতিযোগতঃ ॥
অতীসারজ্বরচ্ছর্দ্দিপ্রতিশ্যায়ক্ষয়ক্ষতাৎ।
রক্তপিত্তাদুদাবর্ত্তাদ্বিসূচ্যলসকাদপি ॥
পাণ্ডুরোগাদ্বিষাচ্চৈব প্রবর্ত্তেতে গদাবিমৌ।
নিষ্পাবমাষপিণ্যাকতিলতৈলনিষেবণাৎ ॥ ৫
পিষ্টশালুকবিষ্টম্ভিবিদাহিগুরুভোজনাৎ।
জলজানূপপিশিতদধ্যামক্ষীরসেবনাৎ।
অভিষ্যন্দ্যুপচারাচ্চ শ্লেষ্মলানাঞ্চ সেবনাৎ ॥
কণ্ঠোরসঃ প্রতীঘাতাদ্বিবন্ধৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ।
মারুতঃ প্রাণবাহানি স্রোতাংস্যাবিশ্য কুপ্যতি ॥
উরঃস্থঃ কফমুদ্ধূয় হিক্কাশ্বাসান্ করোতি সঃ।

প্রাণনাশ করে। সূত্রস্থানে অষ্টাদশীয় অধ্যায়ে হিক্কা ও শ্বাস প্রত্যেকে পঞ্চবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের নিদান, লক্ষণ ও ঔষধ শ্রবণ কর। ৪। ধূলিঘ্রাণ, ধূমঘ্রাণ, দূষিত বায়ুঘ্রাণ, শীতল স্থানসেবন, শীতল জলসেবন, পরিশ্রম, গ্রাম্যধর্ম্ম, পথভ্রমণ, রুক্ষান্নসেবন, বিষমাশন, আমদোষ, আনাহ, রুক্ষতা, অতিশয় লঙ্ঘন, মর্ম্মস্থানে আঘাত, দৌর্ব্বল্য, বন্ধন, সংশোধনের অতিযোগ, অতিসার, জ্বর, বমি, প্রতিশ্যায়, ক্ষত, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, উদাবর্ত্ত, বিসূচী, অলসক, পাণ্ডুরোগ ও বিষ সেবন হেতু হিক্কা ও শ্বাস রোগের উৎপত্তি হয়। আবার নিষ্পাব (শিম্বী), মাষ (রাজমাষ), পিণ্যাক, তিল ও তৈলের সর্ব্বদা উপযোগ হেতু; পিষ্টক, শালুক, বিষ্টম্ভী, বিদাহী ও গুরুদ্রব্যের সর্ব্বদা ভোজন হেতু ॥৫। জলজ ও আনূপমাংস, দধি ও অপক্ব দুগ্ধের অতি সেবন হেতু; অভিষ্যন্দী আহার বিহার হেতু; শ্লেষ্মল দ্রব্যের অতি সেবন হেতু এবং কণ্ঠ ও বক্ষের প্রতিঘাত এবং বিবিধ প্রকার বিবন্ধ হেতু; বায়ু প্রাণবাহী স্রোতঃসমূহে আবেশ করিয়া কুপিত হয় এবং বক্ষ হইতে

ঘোরান্ প্রাণোপরোধায় প্রাণিনাং পঞ্চ পঞ্চ চ॥৬
কণ্ঠোরসোর্গুরুত্বঞ্চ বদনস্য কষায়তা।
হিক্কানাং পূর্ব্বরূপাণি কুক্ষেরাটোপ এব চ॥
আনাহঃ পার্শ্বশূলঞ্চ পীড়নং হৃদয়স্য চ।
প্রাণস্য চ বিলোমত্বং শ্বাসানাং পূর্ব্বলক্ষণম্॥ ৭
প্রাণোদকান্নবাহানি স্রোতাংসি সকফোহনিলঃ
হিক্কাঃ করোতি সংরুধ্য তাসাং লিঙ্গং পৃথক্
শৃণু॥ ৮
ক্ষীণমাংসবলপ্রাণতেজসঃ সকফোহনিলঃ
গৃহীত্বা সহসা কণ্ঠমুচ্চৈর্ঘোষবতীং ভৃশম্॥

কফকে উদ্ধৃত করিয়া হিক্কা ও শ্বাস উৎপাদন করে। তাহাতেই প্রাণীদিগের পাঁচ পাঁচ প্রকার ঘোরতর প্রাণোপরোধক হিক্কা ও শ্বাস হইয়া থাকে ['বন্ধ' শব্দের অর্থ বন্ধন। গঙ্গাধর পাঠ 'দ্বন্দ্ব'; অর্থাৎ গুরুলঘু, শীতউষ্ণ, মন্দতীক্ষ্ণ, মৃদুকঠিন, খরমসৃণ, সুখদুঃখ প্রভৃতি বিপরীত গুণযুগ্ম। অর্থাৎ শীতের পর উষ্ণ, উষ্ণের পর শীত ইত্যাদি ক্রমে সেবন করিলে শ্বাস উপস্থিত হয়। কিন্তু বন্ধ-পাঠই সহজ]। ৬। কণ্ঠ ও বক্ষের গুরুতা; মুখের কষায়তা এবং কুক্ষির আটোপ এই সকল হিক্কার পূর্ব্বরূপ। আর আনাহ, পার্শ্বশূল, বক্ষের পীড়ন ও প্রাণবায়ুর বিলোমত্ব এই সকল শ্বাসের পূর্ব্বরূপ। ৭। কফসংযুক্ত বায়ু প্রাণবাহী, উদকবাহী ও অন্নবাহী স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া হিক্কা উৎপাদন করে। সেই সকল হিক্কার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ শ্রবণ কর। [প্রাণবাহিস্রোতঃ অর্থাৎ যে সকল পথ দিয়া শ্বাসাদি কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। উদকবাহিস্রোতঃ অর্থাৎ যে সকল প্রণালী দিয়া আহাররস ও শরীরের জলীয় পদার্থ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত হয়। অন্নবাহিস্রোতঃ অর্থাৎ আমাশয়] ৮। রোগবশতঃ যাহার মাংস, বল, প্রাণ ও তেজ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে; বায়ু ও কফ মিলিত হইয়া সহসা তাহার কণ্ঠগ্রহণপূর্ব্বক বেগের

করোতি সততং হিক্কামেকদ্বিত্রিগুণাং তথা।
প্রাণঃ স্রোতাংসি মর্ম্মাণি সংরুধ্যোষ্মাণমেব চ
সংজ্ঞামুষ্ণানি গাত্রাণি স্তম্ভং সঞ্জনয়ত্যপি।
মার্গঞ্চৈবান্নপানানাং ক্ষুণত্ত্যপহতস্মৃতেঃ॥
সাস্রবিপ্লুতনেত্রস্য স্তব্ধশঙ্খচ্যুতভ্রুবঃ।
সক্তজল্পপ্রলাপস্য নির্বৃতিং নাধিগচ্ছতঃ।
মহাতেজা মহাবেগা মহাশব্দা মহাবলা।
মহাহিক্কেতি সা নৃণাং সদ্যঃ প্রাণহরা মতা॥ ৯
ইতি মহাহিক্কা।
হিক্কতে যঃ প্রবৃদ্ধস্তু কৃশো দীনমনা নরঃ।
জর্জ্জরেণোরসা কৃচ্ছ্রং গম্ভীরমনুনাদয়ন্॥
সংজৃম্ভন্ সংক্ষিপংশ্চৈব তথাঙ্গানি প্রসারয়ন্।

বতী হিক্কা উৎপাদন করে। তখন রোগীর প্রাণবহ স্রোতঃসমূহ, মর্ম্মসমূহ, উষ্মা ও সংজ্ঞার অবরোধ হইয়া থাকে, গাত্র সকল উষ্ণ হইয়া উঠে ও স্তব্ধ হয়, অন্নপানের পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে, স্মৃতি হত হইয়া থাকে, নেত্রদ্বয় অশ্রুযোগে প্লাবিত হইয়া থাকে, শঙ্খদেশ স্তব্ধ ও ভ্রূদ্বয় বিচ্যুত হইয়া থাকে, বাক্যালাপ নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং রোগী কিছুতেই সুখ পাইতে পারে না। এই হিক্কা মহাতেজা, মহাবেগা, মহাশব্দা ও মহাবলা হইয়া থাকে। ইহার নাম মহাহিক্কা। ইহা মানবদিগের সদ্যঃ প্রাণ হরণ করে। [মাধবকর বলেন, যে হিক্কা মর্ম্ম সকল পীড়নপূর্ব্বক সর্ব্বগাত্র কাঁপাইয়া নিরন্তর উত্থিত হয়, তাহার নাম মহাহিক্কা। এ স্থলে গঙ্গাধর বলেন যে, হিক্কা বেগের সহিত বা বেগ ও তেজের সহিত বা বেগ, তেজ ও বলের সহিত এই ত্রিবিধ প্রকারে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি]। ৯

ইতি মহাহিক্কা।

অত্যন্ত হিক্কা হওয়াতে যদি রোগী কৃশ ও দীন হইয়া পড়ে, যদি হিক্কাবেগে বক্ষের মধ্যে জর্জ্জরতা অনুভব করে, যদি হিক্কার শব্দ গম্ভীর হয় (অর্থাৎ মনে হয় যেন গম্ভীর প্রদেশ হইতে হিক্কা বহির্গত হইতেছে) এবং

পার্শ্বে চোভে সমা যস্ত কূজন্ স্তম্ভরুগর্দ্দিতঃ॥
নাভেঃ পক্বাশয়াদ্বাপি হিক্কা চাস্যোপজায়তে।
ক্ষোভয়ন্তী ভৃশং দেহং নাময়ন্তীব তাম্যতঃ॥
রুণদ্ধ্যুচ্ছ্বাসমার্গঞ্চ প্রনষ্টবলচেতসঃ।
গম্ভীরা নাম সা তস্য হিক্কা প্রাণান্তিকী মতা॥১০
ইতি গম্ভীরা হিক্কা।

ব্যপেতে জায়তে হিক্কা যান্নপানে চতুর্ব্বিধে।
আহারপরিণামান্তে ভূয়শ্চ লভতে বলম্॥
প্রলাপবম্যতীসারতৃষ্ণার্ত্তস্য বিচেতসঃ।
সজৃম্ভস্য প্লুতাক্ষস্য শুষ্কাস্যস্য বিমানিনঃ॥
পর্য্যাধ্মাতস্য হিক্কা যা জত্রুমূলাদসন্ততা।
সা ব্যপেতেতি বিজ্ঞেয়া হিক্কা প্রাণোপরোধিনী॥ ১১
ইতি ব্যপেতা বা যমিকা হিক্কা।

ক্ষুদ্রবাতো যদা কোষ্ঠাদ্ব্যায়ামপরিঘট্টিতঃ।
কণ্ঠে প্রপদ্যতে হিক্কাং তদা ক্ষুদ্রাং করোতি সঃ
অতিভৃশা ন সা চোরঃশিরোমর্ম্মপ্রবাধিনী।
ন চোচ্ছ্বাসান্নপানানাং মার্গমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
বৃদ্ধিমায়াস্যতো যাতি ভুক্তমাত্রে চ মার্দ্দবম্।
যতঃ প্রবর্ত্ততে পূর্ব্বং তত এব নিবর্ত্ততে॥
হৃদয়ং ক্লোম কণ্ঠঞ্চ তালুকঞ্চ সমাশ্রিতা।
মৃদ্বী সা ক্ষুদ্রহিক্কেতি নৃণাং সাধ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥১২
ইতি ক্ষুদ্রহিক্কা।

সহসাত্যভ্যবহৃতৈঃ পানান্নৈঃ পীড়িতোঽনিলঃ।

রণ করিয়া ভূমিতে বিক্ষেপ করিতে থাকে; যদি একবার এ পার্শ্ব একবার ও পার্শ্ব দীর্ঘীকৃত করিতে থাকে; যদি কণ্ঠে কূজন এবং শরীরে স্তম্ভ ও শূল হইতে থাকে; যদি হিক্কা নাভি হইতে বা পক্বাশয় হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়; যদি দেহ অত্যন্ত ক্ষুভিত, নমিত ও কদর্থিত হয়; উচ্ছ্বাসপথের অবরোধ হয় এবং বল ও চেতনার লোপ হয়, তবে সেই প্রাণনাশিনী হিক্কাকে গম্ভীরা হিক্কা কহিয়া থাকে। [বাগ্‌ভট বলেন, গম্ভীরা হিক্কার বেগ মহাহিক্কার ন্যায়; কেবল ইহার বেগ নাভি বা আমাশয় হইতে উত্থিত হয়]। ১০।

ইতি গম্ভীরা হিক্কা।

যে হিক্কা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য বা পেয়, আহার হইতে উৎপন্ন হইয়া আহারের পরিপাকান্তে অত্যন্ত বল ধারণ করে; যাহাতে প্রলাপ, বমি, অতিসার, তৃষ্ণা ও চেতনা-লোপ হয়; যাহাতে জৃম্ভা, অক্ষ, মুখশোষ ও শরীরের বিনমন এবং উদরে অত্যন্ত আধ্মান উপস্থিত হয়, যে হিক্কা জত্রুমূল হইতে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয় এবং মধ্যে মধ্যে থামিয়া যায়, তাহাকে ব্যপেতা হিক্কা কহে। এই হিক্কা প্রাণবাহি-স্রোতঃসমূহের অবরোধ করে। [বাগ্‌ভট, মাধবকর ও ভাবমিশ্র যমলা হিক্কার উল্লেখ করিয়াছেন, ব্যপেতা হিক্কার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহাদের মতে "যে হিক্কা বেগে অর্থাৎ উপর্য্যুপরি দুই বা ততোধিক সংখ্যায় বিলম্বে উঠে এবং মস্তক ও গলা কাঁপায়, তাহাকে যমলা বা যমিকা হিক্কা কহে।" ১৫ প্রকরণে যমিকা শব্দের উল্লেখ আছে]। ১১

ইতি ব্যপেতা বা যমিকা হিক্কা।

ক্ষুদ্র বায়ু অতি পরিশ্রম বশতঃ উৎক্ষিপ্ত হইয়া আমাশয় হইতে কণ্ঠে উপনীত হইয়া ক্ষুদ্র হিক্কা উৎপাদন করে। সেই হিক্কা অধিক কষ্টকর হয় না এবং বক্ষঃ, মস্তক ও মর্ম্মে বিশেষ পীড়া উৎপাদন করে না। আর শ্বাসবাহী স্রোতঃ বা অন্নপানবাহী স্রোতঃসমূহকে অবরোধ করে না। ব্যায়াম বশতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ভোজন মাত্র মৃদুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা "যে কারণে প্রথম উৎপন্ন হয়, সেই কারণেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।" ইহা হৃদয় ক্লোম কণ্ঠ ও তালুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাকে ক্ষুদ্রহিক্কা কহে। ইহা মৃদু (অর্থাৎ দারুণ হয় না) এবং সাধ্য। [ক্ষুদ্রহিক্কার লক্ষণ সমস্ত মহাহিক্কার বিপরীত। ভাবমিশ্র শ্বাসপরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র শ্বাসের পরিভাষায় ক্ষুদ্র বায়ুর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ক্ষুদ্র অর্থাৎ অন্ননিদানজ"]। ১২

ইতি ক্ষুদ্রহিক্কা।

ঊর্দ্ধং প্রপদ্যতে কোষ্ঠান্মদ্যৈর্বাতিমদপ্রদৈঃ ॥
তথাতিরোষভাষ্যাধ্বভারাতিপরিবর্ত্তনৈঃ।
বায়ুঃ কোষ্ঠগতো ধাবন্ পানভোজ্যপ্রপীড়িতঃ ॥
ঊর্দ্ধঃস্রোতঃ সমাবিশ্য কুর্য্যাদ্ধিক্কাং ততোঽন্নজাম্।
তথা শনৈরসম্বদ্ধং ক্ষুবংশ্চাপি স হিক্কতে ॥
ন মর্ম্মবাধাজননী নেন্দ্রিয়াণাং প্রবাধিনী।
হিক্কা পীতে তথা ভুক্তে শমং যাতি চ ;

সান্নজা ॥ ১৩

ইতি অন্নজা হিক্কা।

অতিসঞ্চিতদোষস্য ভক্তচ্ছেদকৃশস্য চ।
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যাতিব্যবায়িনঃ।
আসাং যা সা সমুৎপন্না হিক্কা হন্ত্যাশু

জীবিতম্ ॥ ১৪

যমিকা চ প্রলাপার্ত্তিতৃষ্ণামোহসমন্বিতা।

অন্নপানের অতি ভোজন বশতঃ বা অতি মত্ততাজনক মদ্যপান হেতু বায়ু সহসা আমাশয় হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উর্দ্ধে গমন করে। আবার কোষ্ঠগত বায়ু পান-ভোজন দ্বারা, অতিশয় প্রপীড়িত হইবার পর অতিশয় ক্রোধ বা ভাষণ বা হাস্য বা ভারবহন বশতঃ বক্ষঃ স্রোতঃ সকল আশ্রয় করিয়া অন্নজা হিক্কা উৎপাদন করে। আবার এই হিক্কার কখন কখন ভোজনের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, পরন্তু রোগী প্রথমে হাঁচিতে থাকে, পরে হিক্কা উপস্থিত হয় এবং পান ভোজন করিলে নিবৃত্ত হয়। ইহা মর্ম্মসমূহের পীড়া উৎপাদন করে না এবং ইন্দ্রিয়গণকেও পীড়িত করে না। ইহাকেই অন্নজা হিক্কা কহে। [তবেই যে হিক্কা অন্নপান হইতে উৎপন্ন হয় এবং অন্নপান করিলে নিবৃত্ত হয়, তাহাই অন্নজা হিক্কা]। ১৩

ইতি অন্নজা হিক্কা।

যে রোগীর দোষ সকল অতি সঞ্চিত হইয়াছে এবং অরুচি বশতঃ ভোজনের অভাব হেতু কৃশতা হইয়াছে, যে রোগী বৃদ্ধ ও অতিশয় স্ত্রীপ্রসক্ত, তাহার এই সকল হিক্কার মধ্যে যে হিক্কা উৎপন্ন হউক না কেন, তাহাতে

অক্ষীণশ্চাপ্যদীনশ্চ স্থিরধাত্বিন্দ্রিয়শ্চ যঃ।
তস্য সাধয়িতুং শক্যা যমিকা হন্ত্যতোঽন্যথা ॥ ১৫
যদা স্রোতাংসি সংরুধ্য মারুতঃ কফপূর্ব্বকঃ।
বিষগ্‌ব্রজতি সংরুদ্ধস্তদা শ্বাসান্ করোতি সঃ ॥
উদ্ধূয়মানবাতো যঃ শব্দবদ্দুঃখিতো নরঃ
উচ্চৈঃ শ্বসিতি সংরুদ্ধো মত্তর্ষভ ইবানিশম্ ॥ ১৬
প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানস্তথা বিভ্রান্তলোচনঃ।
বিকৃতাক্ষাননো বদ্ধমূত্রবর্চ্চা বিশীর্ণবাক্ ॥
দীনঃ প্রশ্বসিতঞ্চাস্য দূরাদ্বিজ্ঞায়তে ভৃশম্।
মহাশ্বাসোপসৃষ্টঃ স ক্ষিপ্রমেব প্রপদ্যতে ॥ ১৭

ইতি মহাশ্বাসঃ

দীর্ঘং শ্বসিতি যস্তূর্দ্ধং ন চ প্রত্যাহরত্যধঃ।
শ্লেষ্মাবৃতমুখস্রোতাঃ ক্রুদ্ধগন্ধবহার্দ্দিতঃ ॥

আশু প্রাণনাশ হয়। ১৪। আর যমিকা বা ব্যপেতা হিক্কায় প্রলাপ যাতনা মোহ ও তৃষ্ণা থাকিলে তাহাও অসাধ্য হয়। কিন্তু যদি রোগী অক্ষীণ, ধীর, স্থিরধাতু ও স্থিরেন্দ্রিয় হয়, তবে তাহার যমিকা হিক্কা সাধ্য; নতুবা অসাধ্য। ১৫।

কফসংযুক্ত বায়ু বায়ুবাহী স্রোতঃসমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া স্বয়ং সংরুদ্ধ হওয়াতে সর্ব্বশরীরে গমন করিয়া থাকে, তাহাতেই শ্বাস সকল উৎপন্ন হয়। ১৬। বায়ু উর্দ্ধগামী হওয়াতে যে ব্যক্তি কষ্টের সহিত শব্দসহকারে সম্বদ্ধ মত্ত বৃষের ন্যায় সর্ব্বদা উচ্চৈঃ শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে এবং নষ্টজ্ঞান, নষ্ট-বিজ্ঞান, বিভ্রান্তলোচন, বিকৃতাক্ষ, বিকৃতানন, বদ্ধমূত্র, বদ্ধমল, বিশীর্ণবাক্য এবং দীনভাব হইয়া পড়ে, তাহার সেই শ্বাস দূর হইতে বিলক্ষণ জানিতে পারা যায়। ইহাকেই মহাশ্বাস কহে। এই শ্বাস উপস্থিত হইলে রোগী শীঘ্র বিপন্ন হয়। ১৭

ইতি মহাশ্বাস।

যে রোগী মুখ উর্দ্ধে করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু শ্বাস আর প্রত্যাহরণ করিতে পারে না, যাহার মুখস্রোতঃ শ্লেষ্মাবৃত এবং মুখ হইতে ক্রুদ্ধ দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসৃত হয়,

ঊর্দ্ধদৃষ্টির্বিপশ্যংশ্চ বিভ্রান্তাক্ষ ইতস্ততঃ।
প্রমুহ্যন্ বেদনার্ত্তশ্চ শুষ্কাস্যোঽরতিনিপীড়িতঃ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রবৃত্তে চ হ্যধঃশ্বাসরোধভাক্।
মুহ্যতস্তাম্যতশ্চোর্দ্ধং শ্বাসস্তস্যৈব হন্ত্যসূন্॥ ১৮
ইতি ঊর্দ্ধশ্বাসঃ।

যস্তু শ্বসিতি বিচ্ছিন্নং সর্ব্বপ্রাণেন পীড়িতঃ।
ন বা শ্বসিতি দুঃখার্ত্তো মর্ম্মচ্ছেদরুগর্দ্দিতঃ॥
আনাহস্বেদমূর্চ্ছার্ত্তো দহ্যমানেন বস্তিনা।
বিপ্লুতাক্ষঃ পরিক্ষীণঃ শ্বসন্ রক্তৈকলোচনঃ॥
বিচেতাঃ পরিশুষ্কাস্যো বিবর্ণঃ প্রলপন্ নরঃ।
ছিন্নশ্বাসেন সচ্ছিন্নঃ স শীঘ্রং প্রজহাত্যসূন্॥ ১৯
ইতি ছিন্নশ্বাসঃ।

যে রোগী ঊর্দ্ধদৃষ্টে বিভ্রান্তনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে থাকে; যাতনা বশতঃ মোহ প্রাপ্ত হয় এবং শুষ্কমুখ ও অস্থির হইয়া থাকে, যাহার ঊর্দ্ধশ্বাস প্রকুপিত হওয়াতে অধঃশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া থাকে এবং ক্লেশের পরিসীমা থাকে না, তাহার সেই শ্বাসকে ঊর্দ্ধশ্বাস কহে। এই ঊর্দ্ধশ্বাস প্রাণনাশক। ১৮
ইতি ঊর্দ্ধশ্বাস।

যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন শ্বাস পরিত্যাগ করে এবং সর্ব্বপ্রাণের সহিত যন্ত্রণা বোধ করিয়া থাকে; যে ব্যক্তি শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে যন্ত্রণায় আর শ্বাস ফেলিতে পারে না এবং দারুণ মর্ম্মচ্ছেদ ও বেদনা অনুভব করে, যন্ত্রণা বশতঃ যাহার আনাহ, স্বেদ ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে এবং বস্তি দহ্যমান হইতে থাকে; যে ব্যক্তি অশ্রুপূর্ণলোচন পরিক্ষীণ শ্বসমান রক্তাক্তলোচন বিচেতন পরিশুষ্কবদন ও বিবর্ণ হইয়া মধ্যে মধ্যে কাতরোক্তি করে, তাহার সেই শ্বাসকে ছিন্ন শ্বাস কহে। রোগী ছিন্নশ্বাসে বিচ্ছিন্ন হইয়া শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিতে পারে। [ভাবমিশ্র সর্ব্বপ্রাণের সহিত এ স্থলে সর্ব্ববলের সহিত এইরূপ অর্থ করেন। মর্ম্মচ্ছেদ অর্থাৎ হৃদয় ও মর্ম্ম যেন ছিন্ন হইতে থাকে। গদাধর প্রভৃতি রক্তৈক-লোচন শব্দের এইরূপ অর্থ করেন, যথা—

প্রতিলোমং যদা বায়ুঃ স্রোতাংসি প্রতিপদ্যতে
গ্রীবাং শিরশ্চ সংগৃহ্য শ্লেষ্মাণং সমুদীর্য্য চ॥
করোতি পীনসং তেন রুদ্ধো ঘুর্ঘুরকং তথা।
অতীব তীব্রবেগঞ্চ শ্বাসং প্রাণপ্রপীড়কম্॥
প্রতাম্যত্যতিবেগাচ্চ কাসতে সন্নিরুধ্যতে।
প্রমোহং কাসমানশ্চ স গচ্ছতি মুহুর্ম্মুহুঃ॥
শ্লেষ্মণ্যমুচ্যমানে চ ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।
তস্যৈব চ বিমোক্ষান্তে মুহূর্ত্তং বিন্দতে সুখম্॥
অথাস্যোদ্ধ্বংসতে কণ্ঠঃ কৃচ্ছ্রাচ্ছক্নোতি বাধিতুম্
ন চাপি নিদ্রাং লভতে শয়ানঃ শ্বাসপীড়িতঃ॥
পার্শ্বে তস্যাবগৃহ্নাতি শয়ানস্য সমীরণঃ।

"যাহার একটী লোচন রক্তবর্ণ।" শ্বাসরোগে একটী লোচন রক্তবর্ণ হয়, ইহা শোনা যায় নাই। অতএব এ স্থলে রক্তৈকলোচনের ভাবার্থ মাত্র গৃহীত হইল। এ স্থলে 'এক' শব্দের অর্থ 'মাত্র' বোধ করিতে হইবে। ছিন্নশ্বাস ও তমকশ্বাসে রোগী অনবরত মাথায় বাতাস করিতে বলে]। ১৯
ইতি ছিন্নশ্বাস।

তমকশ্বাসে বায়ু প্রতিলোমতা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণবহ স্রোতঃসমূহ অধিকার করে। তাহাতে রোগীর গ্রীবা ও মস্তক যন্ত্রিত, শ্লেষ্মা উর্দ্ধোগত ও পীনস উৎপন্ন হয় এবং গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকে। তখন তীব্রবেগে প্রাণকে পীড়ন করিয়া শ্বাস উৎপন্ন হয়। যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। রোগী বেগের সহিত কাসিতে থাকে, কিন্তু কাস উঠে না। রোগী কাসিতে কাসিতে মুহুর্মুহুঃ মোহ প্রাপ্ত হয়। শ্লেষ্মা (গয়ের) যতক্ষণ মুক্ত না হয়, ততক্ষণ অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে। শ্লেষ্মা [illegible] গেলে রোগী মুহূর্ত্তকাল স্বাস্থ্য বোধ করে। কফে গলা জড়াইয়া থাকে এবং কাসবেগের অবসর না থাকাতে রোগী কষ্টে কথা কহিতে থাকে। শয়ন করিলে শ্বাস উপস্থিত হয়, সুতরাং রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না। রোগী পার্শ্ব শয়ন করিতে পারে না, কারণ বায়ু পার্শ্বদ্বয়কে পীড়ন

আসীনো লভতে সৌখ্যমুষ্ণঞ্চৈবাভিনন্দতি ॥
উচ্ছ্রিতাক্ষো ললাটেন স্বিদ্যতা ভৃশমর্ত্তিমান্।
বিশুষ্কাস্যো মুহুঃশ্বাসো মুহুশ্চৈবাবধম্যতে ॥
মেঘাম্বুশীতপ্রাগ্বাতৈঃ শ্লেষ্মলৈশ্চাভিবর্দ্ধতে।
স যাপ্যস্তমকঃ শ্বাসঃ সাধ্যো বা

স্যান্নবোত্থিতঃ ॥ ২০

ইতি তমকশ্বাসঃ।

জ্বরমূর্চ্ছাপরীতস্য বিদ্যাৎ প্রতমকস্তু তম্ ॥ ২১
উদাবর্ত্তরজোঽজীর্ণক্লিন্নকায়নিরোধজঃ।
তমসা বর্দ্ধতেঽত্যর্থং শীতৈশ্চাশু প্রশাম্যতি ॥

করাতে শ্বাস উপস্থিত হয়। শয়ন করিতে না পারাতে রোগী উঠিয়া বসে, তখন স্বাস্থ্য বোধ হয়। উষ্ণ দ্রব্যে অভিলাষ প্রকাশ করে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় উচ্ছ্রিত হয়, সে স্বিন্ন হইতে থাকে। অত্যন্ত যাতনা হয়। মুখ শুষ্ক হইয়া যায়। মুহুর্মুহুঃ শ্বাস হইতে থাকে আবার মুহুর্মুহুঃ গজারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় শরীর আন্দোলিত বোধ হয়। (অর্থাৎ গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকে) মেঘ শীত পূর্ব্ববায়ু ও শ্লেষ্মল দ্রব্যের সংযোগ হইলে রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই তমকশ্বাস যাপ্য। নূতন হইলে সাধ্যও হইতে পারে। [তমকশ্বাস গ্রহণীদোষ হইতে উৎপন্ন হয়, গ্রহণীরোগ ৩৮ প্রকরণ। তমকশ্বাস পিত্তসংসৃষ্ট কাস হইতেও উৎপন্ন হয়, কাসচিকিৎসা ৭৩ প্রকরণ। তমকশ্বাসকেই পাশ্চাত্য ভাষায় ক্রোনিক ব্রঙ্কাইটিস্ কহে। তমকশ্বাস ও পিত্তকাসের চিকিৎসা অবস্থা ভেদে এক হইয়া থাকে। কাসচিকিৎসা ৭৩ প্রঃ। সর্ব্বপ্রকার শ্বাসই আমাশয়ের দোষে উৎপন্ন হয়—বাগ্‌ভট]। ২০

ইতি তমকশ্বাস।

তমকশ্বাসে রোগীর জ্বর ও মূর্চ্ছা হইলে তাহাকে প্রতমকশ্বাস বলে। ২১। তমকশ্বাস, উদাবর্ত্ত, ধূলি, অজীর্ণ জন্য ক্লেদ বা কায়াগ্নিনিরোধ হইতে উৎপন্ন হয়। যদি অন্ধকারে রোগের বৃদ্ধি ও শীতল ক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্তি হয়,

মজ্জতস্তমসো বাস্য বিদ্যাৎ সন্তমকস্তু তৎ ॥ ২২

ইতি প্রতমকসন্তমকশ্বাসৌ।

রূক্ষায়াসোদ্ভবঃ কোষ্ঠে ক্ষুদ্রবাত উদীরয়ন্।
ক্ষুদ্রশ্বাসো ন সোঽত্যর্থং দুঃখেনাঙ্গপ্রবাধকঃ ॥
হিনস্তি ন স গাত্রাণি ন চ দুঃখী যথেতরে।
ন চ ভোজনপানানাং নিরুণদ্ধ্যুচিতাং গতিম্।
নেন্দ্রিয়াণাং ব্যথাং নাপি কাঞ্চিদুৎপাদয়ে-

ক্রুজম্ ॥ ২৩

স সাধ্য উক্তো বলিনঃ সর্ব্বে চাব্যক্তলক্ষণাঃ॥২৪
ইতি শ্বাসাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ হিক্কাশ্চৈব স্বলক্ষণৈঃ।
এষাং প্রাণহরা বর্জ্জ্যা ঘোরাস্তে হ্যাশুকারিণঃ ॥
ভেষজৈঃ সাধ্যযাপ্যাংস্তু ক্ষিপ্রং ভিষগুপাচরেৎ
উপেক্ষিতা দহেয়ুর্হি শুষ্কং কক্ষমিবানলাঃ ॥ ২৫
কারণস্থানমূলৈক্যাদেকমেব চিকিৎসিতম্

যদি রোগী শ্বাসে আপনাকে অন্ধকারে মগ্নের ন্যায় মনে করে, তবে তাহাকে সন্তমক শ্বাস বলে। ২২

ইতি প্রতমক ও সন্তমক শ্বাস।

রুক্ষ অন্নপান ও আয়াস হেতু আমাশয়ে অগ্নিনিদান ও অগ্নলক্ষণ বায়ু উত্থিত হইয়া ক্ষুদ্র শ্বাস উৎপাদন করে। ক্ষুদ্র শ্বাস অধিক দুঃখকর বা অঙ্গপীড়ক হয় না। ইহা অন্যান্য শ্বাসের ন্যায় প্রাণনাশক হয় না। কিংবা পান-ভোজনের উচিত গতিকে রুদ্ধ করে না। ইহা ইন্দ্রিয়দিগের ব্যথা বা রোগান্তর উৎপাদন করে না। ২৩। বলবান্ ব্যক্তির ক্ষুদ্রশ্বাস সাধ্য আর মহাশ্বাস প্রভৃতিও সর্ব্বলক্ষণযুক্ত না হইলে সাধ্য হইয়া থাকে। ২৪। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন হিক্কা ও শ্বাসের লক্ষণ সমস্ত বলা হইল। ইহাদিগের মধ্যে প্রাণনাশক শ্বাস সকল বর্জ্জনীয়। যেহেতু উহারা ভয়ঙ্কর ও আশুকারী। সাধ্য ও যাপ্য শ্বাস সকল ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবৃত্ত করা উচিত। কারণ অনল যেমন শুষ্ক কক্ষকে দহন করে, ঐ সকল শ্বাস উপেক্ষিত হইলেও সেইরূপ দেহকে দহন করিয়া থাকে। ২৫। শ্বাস এবং হিক্কারোগের

দ্বয়োরপি যথাদৃষ্টমৃষিভিস্তন্নিবোধত ॥ ২৬
হিক্কাশ্বাসার্দ্দিতং স্নিগ্ধৈরাদৌ স্বেদৈরুপাচরেৎ।
আক্তং লবণতৈলেন নাড়ীপ্রস্তরসঙ্করৈঃ ॥
তৈরস্য গ্রথিতঃ শ্লেষ্মা স্রোতঃস্বভিবিলীয়তে।
খানি মার্দ্দবমায়ান্তি ততো বাতানুলোমতা ॥
যথাদ্রিকুঞ্জেম্বর্কাংশুতপ্তং বিষ্যন্দতে হিমম্।
স্থিরঃ শ্লেষ্মা শরীরস্থঃ স্বেদৈর্বিষ্যন্দতে তথা ॥ ২৭
স্বিন্নং জ্ঞাত্বা ততস্তূর্ণং ভোজয়েৎ স্নিগ্ধমোদনম্
মৎস্যানাং শূকরাণাং বা রসৈর্দধ্যুত্তরেণ বা ॥
ততঃ শ্লেষ্মণি সংবৃদ্ধে বমনং পায়য়েৎ তু তম্।
পিপ্পলীসৈন্ধবক্ষৌদ্রৈর্যুক্তং বাতাবিরোধি যৎ ॥
নির্হৃতে সুখমাপ্নোতি সকফে দুষ্টবিগ্রহে।
স্রোতঃসু চ বিশুদ্ধেষু চরত্যনিহতোঽনিলঃ ॥২৮

কারণ স্থান ও মূল এক। এই জন্য ঋষিরা উভয়েরই এক প্রকার চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সেই চিকিৎসা শ্রবণ কর [হিক্কা ও শ্বাস উভয়েরই কারণ কফযুক্ত বায়ু এবং উভয়েরই স্থান আমাশয়]। ২৬। হিক্কা বা শ্বাস রোগীকে প্রথমে স্নিগ্ধ ক্রিয়া দ্বারা স্নিগ্ধ ও লবণ মিশ্রিত তৈলে অভ্যক্ত করিয়া নাড়ী প্রস্তর বা সঙ্কর স্বেদ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এই সকল স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা রোগীর স্রোতঃসমূহে গ্রথিত শ্লেষ্মা গলিত হইয়া থাকে। স্রোতঃ সকল মৃদুতা প্রাপ্ত হয় এবং বায়ু অনুলোম হয়। যেমন গিরিকুঞ্জের হিম সূর্য্যাংশুতপ্ত হইয়া গলিত হয়, সেইরূপ দেহস্থ স্থিরীভূত শ্লেষ্মা স্বেদসমূহ দ্বারা গলিত হইয়া থাকে। ২৭। রোগী স্বিন্ন হইলে তাহাকে শীঘ্র স্নিগ্ধ ভোজন প্রদান করিবে। ভোজনের সহিত প্রচুর পরিমাণে মৎস্য বা শূকরমাংস বা দধি থাকা আবশ্যক। এইরূপ ভোজন করিলে রোগীর শ্লেষ্মা বৃদ্ধি পাইবে। তখন তাহাকে বমন ঔষধ পান করাইবে। সেই বমনকারক ঔষধ পিপুল, সৈন্ধব ও মধুযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং যেন বায়ুর অবিরোধী হয়। বমন দ্বারা দুষ্ট কফ নিঃসৃত হইলে রোগীর স্বাস্থ্য বোধ হয়।

লীনশ্চেদ্দোষশেষঃ স্যাৎ ধূমৈস্তং নির্হরেদ্বুধঃ ॥
হরিদ্রাপত্রমেরণ্ডমূলং লাক্ষাং মনঃশিলাম্।
মাংসীং সদেবদার্বেলাং পিষ্ট্বা বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ
তাং ঘৃতাক্তাং পিবেদ্ধূমং যবৈর্বা ঘৃতসংযুতৈঃ ॥৩০
মধূচ্ছিষ্টং সর্জ্জরসং ঘৃতং মল্লকসম্পুটে।
কৃত্বা ধূমং পিবেচ্ছৃঙ্গং বালং বা স্নায়ু বা গবাম্
শ্যোণাকবর্দ্ধমানানাং নাড়ীং শুষ্কাং কুশস্য বা।
পদ্মকং গুগ্‌গুলুং লোধ্রং শল্লকীং বা
ঘৃতাপ্লুতাম্ ॥ ৩২

কারণ স্রোতঃ সকল বিশুদ্ধ হওয়াতে বায়ু অবিহত হইয়া বিচরণ করিতে থাকে। ২৮। কফ নির্হৃত হইলেও যদি কিছু দোষ স্রোতঃসমূহের মধ্যে লীন হইয়া থাকে, তবে তাহা ধূমপ্রয়োগ করিয়া নিঃসৃত করিবে। ২৯। এ স্থলে ধূমপানের জন্য হরিদ্রা, যব, এরণ্ড, মদনফল, লাক্ষা, মনঃশিলা, দেবদারু, হরিতাল ও জটামাংসী পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হয়। সেই বর্ত্তি ঘৃতাক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ধূমপান করিবে। অথবা যবপেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ধূমপান করিবে। ৩০। মোম, ধূনা ও ঘৃত একত্র মর্দ্দিত করিয়া মল্লক সম্পুটে স্থাপনপূর্ব্বক ধূমপান করিবে। এইরূপে গোশৃঙ্গ বা গোপুচ্ছলোম বা গোস্নায়ুচূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা ধূমপান করিবে। [ধূমপানের দ্রব্য শরাবের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহা অন্য শরাব দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হয় এবং শেষোক্ত শরাবে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে নল বসা য়া তদ্দ্বারা ধূমপান করিতে হয়; এইরূপ যন্ত্রকে মল্লকসম্পুট কহে। ইহার পরিবর্ত্তে আধুনিক হুঁকা কলিকাই ভাল]। ৩১। অথবা শোণা ডালের নল অথবা এরণ্ডের নল অথবা কুশের শুষ্ক নল ঘৃতে মাখিয়া ধূমপান করিবে। অথবা পদ্মকাষ্ঠ, গুগ্‌গুলু, লোধ বা শল্লকীবৃক্ষের কাষ্ঠ পেষণপূর্ব্বক ঘৃতযোগে বর্ত্তি করিয়া ধূমপান করিবে। [শোণা ডাবের নল বা অন্যান্য নল চূর্ণ করিয়া ঘৃত মাখিয়া কলিকায় সাজিয়া ধূমপান করিলেও ঐরূপ ফল হইতে পারে]।

স্বরক্ষীণাতিসারাসৃক্‌পিত্তদাহানুবন্ধজান্।
মধুরস্নিগ্ধশীতাদ্যৈর্হিক্কাশ্বাসানুপাচরেৎ ॥ ৩৩
ন স্বেদ্যাঃ পিত্তদাহার্ত্তা রক্তস্বেদাতিবর্ত্তিনঃ।
ক্ষীণধাতুবলা রুক্ষা গর্ভিণ্যশ্চাপি পিত্তলাঃ ॥ ৩৪
কোষ্ণৈঃ কামম্বুরঃকণ্ঠং স্নেহসেকৈঃ সশর্করৈঃ।
উৎকারিকোপনাহৈশ্চ স্বেদয়েন্মৃদুভিঃ ক্ষণম্ ॥৩৫
তিলোমামাষগোধূমচূর্ণৈর্বাতহরৈঃ সহ।
স্নেহৈশ্চোৎকারিকা সাম্লৈঃ সক্ষারৈর্বা কৃতা হিতা ॥ ৩৬
নবজ্বরামদোষেষু রুক্ষস্বেদং বিলঙ্ঘনম্।
সমীক্ষ্যোল্লেখনং বাপি কারয়েল্লবণাম্বুনা ॥
অতিযোগোদ্ধতং বাতং দৃষ্ট্বা বাতহরৈর্ভিষক্
রসাদ্যৈর্নাতিশীতোষ্ণৈরভ্যঙ্গৈশ্চ শমং নয়েৎ॥৩৮
উদাবর্ত্তে তথাধ্মানে মাতুলুঙ্গাম্লবেতসৈঃ
হিঙ্গুপীলুবিড়ৈশ্চান্নং যুক্তং স্যাদনুলোমনম্ ॥ ৩৯
হিক্কাশ্বাসাময়ী হ্যেকো বলবান্ দুর্ব্বলোঽপরঃ
কফাধিকস্তথৈবৈকো রুক্ষবহুনিলোঽপরঃ ॥৪০
কফাধিকে বলস্থে চ বমনং সবিরেচনম্।
কুর্য্যাৎ পথ্যাশিনে ধূমলেহাদিশমনং ততঃ ॥ ৪১
বাতিকান্ দুর্ব্বলান্ বালান্ বৃদ্ধাংশ্চানিলসূদনৈঃ
তর্পয়েদেব শমনৈঃ স্নেহযূষরসাদিভিঃ ॥ ৪২
অনুৎক্লিষ্টকফাস্বিন্নদুর্ব্বলানাং বিশোধনাৎ।
বায়ুর্লব্ধাস্পদো মর্ম্ম সংশোষ্যাশু হরেদসূন্ ॥৪৩
দৃঢ়ান্ বহুকফাংস্তস্মাদ্রসৈরানূপবারিজৈঃ।
তৃপ্তান্ বিশোধয়েৎ স্বিন্নান্ বৃংহণাদিতরান্ ভিষক্ ॥ ৪৪
বর্হিতিত্তিরিদক্ষাক্ষ-জাঙ্গলাশ্চ মৃগদ্বিজাঃ।
দশমূলরসে সিদ্ধাঃ কৌলত্থে বা রসে হিতাঃ॥৪৫
নিদিগ্ধিকাং বিশ্বমধ্যং কর্কটাখ্যাং দুরালভাম্।

৩২। শ্বাস বা হিক্কায় স্বরক্ষীণতা, অতিসার, রক্তপিত্ত ও দাহের অনুবন্ধ থাকিলে মধুর স্নিগ্ধ শীতল প্রভৃতি দ্রব্যযোগে চিকিৎসা করিবে। ৩৩। পিত্তরোগী, দাহরোগী, রক্তরোগী, ঘর্ম্মাক্ত, ক্ষীণধাতু, ক্ষীণবল, রুক্ষ, গর্ভিণী ও পিত্তলধাতুদিগকে স্বেদ দিতে নাই। ৩৪। পিত্তাদি রোগীদিগের শ্বাস বা হিক্কা হইলে এবং স্বেদ দেওয়া আবশ্যক বোধ হইলে ঈষদুষ্ণ শর্করাযুক্ত স্নেহসেচন দ্বারা অথবা মৃদু উৎকারিকা বা উপনাহ দ্বারা বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠে ক্ষণকাল স্বেদ দিবে। ৩৫। তিল, তিসী, মাষকলায় ও গোধূমচূর্ণ বায়ুনাশক স্নেহসমূহের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে অথবা কাঁজী বা দুগ্ধের সহিত ঐ সকল দ্রব্যের উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। ৩৬। নবজ্বরে দোষের আমাবস্থায় রোগীকে রুক্ষ স্বেদ ও লঙ্ঘন দিতে হয়। অথবা বিবেচনাপূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে লবণাম্বু-সহকারে বমন করাইতে হয়। ৩৭। বমনের অতিবেগ বশতঃ বায়ু উদ্ধত হইলে নাতিশীতোষ্ণ বায়ুনাশক মাংসরস ও অভ্যঙ্গ দ্বারা তাহার উপশম করিতে হয়। ৩৮। শ্বাস ও হিক্কা রোগে উদাবর্ত্ত ও আধ্মান থাকিলে গোঁড়ানেবু, অম্লবেতস, হিঙ্গু, পীলুফল ও বিট্‌লবণ সহকারে অন্ন ভোজন করাইলে বায়ুর অনুলোমতা হয়। ৩৯। হিক্কা ও শ্বাস রোগী কেহ বলবান্, কেহ দুর্ব্বল, কেহ কফাধিক এবং কেহ বা রুক্ষ ও বাতাধিক হইয়া থাকে। ৪০। রোগী কফাধিক ও বলবান্ হইলে বমন ও বিরেচনের পর পথ্যভোজী হইয়া ধূমলেহাদি শমন ঔষধ সেবন করিবে। ৪১। বাতাধিক, দুর্ব্বল, বালক ও বৃদ্ধদিগকে বায়ুনাশক সংশমন স্নেহ যূষ ও রসাদি সহকারে তর্পিত করিবে। ৪২। কফের উৎক্লেশ না থাকিলে বমন দিতে নাই, আর দুর্ব্বল হইলেও বমন দিতে নাই। ওরূপ স্থলে বমন দিলে বায়ু কুপিত হইয়া মর্ম্ম শোষণপূর্ব্বক প্রাণনাশ করিতে পারে। ৪৩। অতএব দৃঢ় ও বহুকফ ব্যক্তিদিগকেই স্নেহস্বেদ প্রয়োগের পর আনূপ ও জলজ মাংসের রস দ্বারা তর্পিত করিয়া বমন করাইতে হয়। দুর্ব্বল, বাতাধিক, বৃদ্ধ ও বালকদিগকে বৃংহণ দ্বারাই চিকিৎসা করিবে। ৪৪। হিক্কা ও শ্বাসরোগে দশমূল বা কুলত্থের কাথে ময়ূর, তিত্তির, কুক্কুট ও অন্যান্য জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংস সিদ্ধ করিয়া রোগীকে উহার রস প্রদান

ত্রিকণ্টকাং শুণ্ঠীঞ্চ কুলত্থাংশ্চ সচিত্রকান্॥
জলে পক্বা রসঃ পূতো পিপ্পলীঘৃতভর্জ্জিতঃ।
সনাগরঃ সলবণশ্চেষ্টঃ স্যাদ্যূষভোজনে॥ ৪৬
রাস্নাং বলাং পঞ্চমূলং হ্রস্বং মুদ্গান্ সচিত্রকান্।
পক্বাম্ভসি রসে তস্মিন্ যূষঃ সাধ্যশ্চ পূর্ব্ববৎ॥৪৭
পল্লবান্ মাতুলুঙ্গস্য নিম্বস্য কুলকস্য চ।
পক্বা মুদ্গাংশ্চ সব্যোষান্ ক্ষারযূষান্ বিপাচয়েৎ
দত্ত্বা সলবণং ক্ষারং শিগ্রূণি মরিচানি চ।
যুক্ত্যা সংসাধিতো যূষো হিক্কাশ্বাসবিকারনুৎ॥৪৮
কাসমর্দ্দকপত্রাণাং যূষঃ শোভাঞ্জনস্য চ।
শুষ্কমূলকযূষশ্চ হিক্কাশ্বাসনিবারণঃ॥ ৪৯
সদধিব্যোষসর্পিষ্কো যূষো বার্ত্তাকজো হিতঃ॥৫০
শালিষষ্টিকগোধূমযবান্নাস্তনবানি চ॥ ৫১
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাজাজীবিড়পৌষ্করচিত্রকৈঃ।
সকর্কটাহ্বয়ৈঃ সিদ্ধা যবাগূঃ শ্বাসহিক্কিনাম্॥ ৫২
দশমূলশটীরাস্নাপিপ্পলীমূলপৌষ্করৈঃ।
শৃঙ্গীতামলকীভার্গীগুড়ূচীনাগরাম্বুভিঃ॥
যবাগূং বিধিনা সিদ্ধাং কষায়ং বা পিবেন্নরঃ।
কাসহৃদ্গ্রহপার্শ্বার্ত্তিহিক্কাশ্বাসপ্রশান্তয়ে॥ ৫৩
পুষ্করাহ্বশটীব্যোষমাতুলুঙ্গাম্লবেতসৈঃ।
যোজয়েদন্নপানানি সসর্পির্বিড়হিঙ্গুভিঃ॥ ৫৪
দশমূলস্য বা ক্বাথমথবা দেবদারুণঃ।
তৃষিতো মদিরাং বাপি হিক্কাশ্বাসী পিবেন্নরঃ॥৫৫

করিবে। ৪৫। কণ্টকারী, বেলশাঁস, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গোক্ষুর, গোলঞ্চ, কুলত্থ ও চিতার মূল এই আটটী দ্রব্যের মধ্যে কুলত্থ ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য দুই তোলা পরিমাণে লইয়া চারি সের জলে পাক করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর সেই ক্বাথ আঠার ভাগের এক ভাগ কুলত্থ কলায় পাক করিয়া যূষ প্রস্তুত হইলে ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে পিপুলচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ ও লবণ প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতে সাঁতলাইয়া লইবে। এই যূষ হিক্কাশ্বাসীর ভোজনে হিতকর। [কেহ কেহ কহেন যে, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ তিনই দিবে]। ৪৬। রাস্না, বেড়েলা, স্বল্পপঞ্চমূল ও চিতার মূল পূর্ব্ববৎ পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ ক্বাথ গ্রহণ করিবে এবং সেই ক্বাথে পূর্ব্ববৎ মুদ্গ পাক করিয়া তাহাতে পিপুলচূর্ণ ও লবণ প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতে সাঁতলাইয়া হিক্কারোগীকে পান করিতে দিবে। ৪৭। গোঁড়ানেবুর পল্লব, নিম্বপল্লব ও পলতা ভিন্ন ভিন্ন বা সমস্ত একবারে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ গ্রহণপূর্ব্বক সেই ক্বাথের সহিত অনুরূপ ত্রিকটুচূর্ণ, যবক্ষার, লবণ, সজিনাফল ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ক্ষারযূষ প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষারযূষ হিক্কা ও শ্বাস নাশ করে। ৪৮। কালকাসুন্দার পত্রের ক্বাথে বা সজিনা পত্রের ক্বাথে বা শুষ্কমূলকের ক্বাথের সহিত পক্ব যূষ হিক্কাশ্বাস-নাশক। [এইরূপ অর্থও হয়; ঐ সকল পত্রের যূষ ও শুষ্কমূলকের যূষ হিক্কাশ্বাসনাশক]। ৪৯। দধি, ত্রিকটু ও ঘৃতের সহিত বেগুনের যূষ হিক্কাশ্বাসীর পথ্য। ৫০। হিক্কা ও শ্বাসরোগীর পক্ষে পুরাতন শালি-যষ্টিক, গোধূম ও যবের অন্ন পথ্য। ৫১। হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, কৃষ্ণজীরা, বিট্লবণ, কুড়, চিতার মূল ও কাঁকড়াশৃঙ্গীর সহিত সিদ্ধ যবাগূ হিক্কাশ্বাসে হিতকর। [গঙ্গাধর বলেন যে, কেবল কাঁকড়াশৃঙ্গীর সহিত সিদ্ধ যবাগূও হিতকর]। ৫২। দশমূলী, শটী, রাস্না, পিপুলমূল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূম্যামলকী, বামনহাটী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও ঋদ্ধি এই সকলের সহিত বিধিপূর্ব্বক সিদ্ধ যবাগূ বা এই সকলের ক্বাথ কাস, হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, হিক্কা ও শ্বাস নাশ করে। ৫৩। হিক্কা ও শ্বাস রোগে পুষ্কর (অভাবে কুড়) শটী, ত্রিকটু, গোঁড়ানেবু ও অম্লবেতসের ক্বাথের সহিত সিদ্ধ অন্নপান ঘৃত, বিট্ ও হিঙ্গুর প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে হিক্কা শ্বাস নষ্ট হয়। ৫৪। যে কোন রোগের যে কোন অবস্থায় হিক্কা বা শ্বাসের সংস্রব থাকিলে রোগী দশমূলের ক্বাথ বা দেবদারুর ক্বাথ পান করিবে। আর হিক্কা বা শ্বাসের সহিত তৃষ্ণার উপদ্রব থাকিলে মদিরা পান করিবে। [মদিরা জলের সহিত বা দশমূলের ক্বাথের সহিত বা

পাঠাং মধুরসাং রাস্নাং সরলং দেবদারু চ।
প্রক্ষাল্য জর্জ্জরীকৃত্য সুরামণ্ডেন বাসয়েৎ॥
তং মন্দলবণং কৃত্বা ভিষক্ প্রসৃতিসম্মিতম্।
পায়য়েৎ তু ততো হিক্কা শ্বাসশ্চৈবোপশাম্যতি॥৫৬
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং কোলং সমঙ্গাং পিপ্পলীং বলাম্
মাতুলুঙ্গরসে পিষ্টমারনালেন বা পিবেৎ॥৫৭
সৌবর্চ্চলং নাগরঞ্চ ভার্গী দ্বিঃ শর্করাযুতম্।
উষ্ণাম্বুনা পিবেদেতদ্ধিক্কাশ্বাসবিকারমুৎ॥৫৮
ভার্গীনাগরয়োঃ কল্কং মরিচক্ষারয়োস্তথা।
পীতক্রচিত্রকাস্ফোতামুর্ব্বাণাঞ্চাম্বুনা পিবেৎ॥৫৯
মধুলিকা তুগাক্ষীরী নাগরং পিপ্পলী তথা।
উৎকারিকা ঘৃতে সিদ্ধা শ্বাসে পিত্তানুবন্ধজে॥৬০

শ্বাবিধঃ শশমাংসঞ্চ শল্লকস্য চ শোণিতম্।
পিপ্পলীঘৃতসিদ্ধানি শ্বাসে বাতানুবন্ধজে॥৬১
সুবর্চ্চলারসো দুগ্ধং ঘৃতং ত্রিকটুকাযুতম্।
শাল্যোদনস্যানুপানং বাতপিত্তানুগে পরম্॥৬২
শিরীষপুষ্পস্বরসঃ সপ্তপর্ণস্য বা পুনঃ।
পিপ্পলীমধুসংযুক্তঃ কফপিত্তানুগে মতঃ॥৬৩
মধুকং পিপ্পলীমূলং গুড়ো গোহশ্বশকৃদ্রসঃ।
ঘৃতং ক্ষৌদ্রং হিক্কাকাসশ্বাসাভিষ্যন্দিনাং শুভম্॥৬৪
খরাশ্বোষ্ট্রবরাহাণাং মেষস্য চ গজস্য চ।
শকৃদ্রসং বহুকফে চৈকৈকং মধুনা পিবেৎ।
ক্ষারঞ্চাপ্যশ্বগন্ধায়া লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা॥৬৫
ময়ূরপাদং নালং বা শকলং শল্লকস্য বা।
শ্বাবিজ্জাশুকচাষাণাং রোমাণি কুররস্য বা॥

দেবদারুর কাথের সহিত পান করিতে হয়। সান্নিপাতিক বিকারে শ্বাসের ব্যক্ত বা অব্যক্ত লক্ষণ সর্ব্বদাই থাকে এবং রোগীর জিহ্বা প্রায়ই শুষ্ক থাকে; এরূপ স্থলে দশমূলের সহিত পুনঃপুনঃ মদ্য প্রয়োগ অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়] ৫৫। পাঠা, মধুরসা (মুগ্রো), রাস্না, সরল কাষ্ঠ ও দেবদারু প্রক্ষালনপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া চতুর্গুণ বা ষড়্গুণ সুরামণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। যথাকালে ঐ সুরা ছাকিয়া লইয়া অল্প লবণ সংযোগে পলদ্বয়পরিমাণে পান করিলে হিক্কা ও শ্বাসের উপশম হয়। ৫৬। হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, কুলশুঁঠ, মুঙ্গা, পিপুল ও বেলেড়া গোঁড়ানেবুর রসে পেষণ করিয়া কাঁজীর সহিত পান করিবে। ৫৭। সৌবর্চ্চল, শুঁঠ ও বামনহাটী এক এক ভাগ এবং শর্করা দুই ভাগ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা ও শ্বাসের উপশম হয়। [গঙ্গাধর এই পাঠ ছাড়িয়াছেন]। ৫৮। বামনহাটী ও শুঁঠের কল্ক অথবা মরিচ ও যবক্ষারের কল্ক অথবা সরলকাষ্ঠ, হাপরমালী ও মুগ্রোর কল্ক হিক্কা শ্বাস নিবারণ করে। ৫৯। হিক্কা শ্বাসে পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে গোধূমের খুদ তিনভাগ এবং বংশলোচন, শুঁঠ ও পিপুলচূর্ণ মিলিত একভাগ গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ ঘৃতের ... উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া দিবে। ৬০।

হিক্কা ও শ্বাসে বায়ুর অনুবন্ধ থাকিলে "বড়" সজারুর মাংস বা শশকের মাংস বা "ছোট" সজারুর রক্ত পিপুলচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে। ৬১। হিক্কা বা শ্বাসে বাতপিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে ব্রাহ্মীশাকের রস [গঙ্গাধরের মতে সূর্য্যমুখীর রস] কিংবা দুগ্ধ বা ঘৃত ত্রিকটুচূর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবে। ৬২। হিক্কা বা শ্বাসে কফপিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে শিরীষ পুষ্পের স্বরস বা ছাতিমের স্বরস পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। ৬৩। যষ্টিমধু পিপুলমূল গুড় ও গোবরের রস [পাঠান্তরে গোবরের রস ও অশ্ববিষ্ঠার রস] একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে কাস, শ্বাস, হিক্কা ও অভিষ্যন্দ রোগের উপশম হয়। ৬৪। হিক্কা বা শ্বাসে কফের আধিক্য থাকিলে গর্দ্দভ অশ্ব উষ্ট্র বরাহ মেষ বা হস্তীর বিষ্ঠার রস মধুর সহিত পান করিবে। অথবা অশ্বগন্ধার ক্ষার মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। [অশ্বগন্ধার ভস্ম জলে প্লাবিত করিয়া রাখিলে তলায় যে গাদ বসিবে, তাহাই সেবনীয়]। ৬৫। ময়ূরের পা বা নল (পক্ষবৃন্ত) বা ছোট সজারুর কণ্টক দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম ও মধু

শৃঙ্গ্যেকদ্বিশফানাং বা চর্ম্মাস্থীনি ক্ষুরাংস্তথা।
সর্ব্বাণ্যেকৈকশো বাপি দগ্ধা ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতম্।
চূর্ণং লীঢ়্বা জয়েৎ কাসং হিক্কাং শ্বাসঞ্চ দারুণম্
এতে হি কফসংরুদ্ধগতিপ্রাণপ্রকোপজাঃ।
তস্মাৎ তন্মার্গশুদ্ধ্যর্থং সেব্যা লেহা ন নিষ্কফে ৬৬
কাসিনে ছর্দ্দনং দদ্যাৎ স্বরভঙ্গে চ বুদ্ধিমান্।
বাতশ্লেষ্মহরৈর্যুক্তং তমকে তু বিরেচনম্॥
উদীর্য্যতে ভৃশতরং মার্গরোধাদ্বহজ্জলম্।
যথা তথানিলস্তস্য মার্গং নিত্যং বিশোধয়েৎ॥৬৭
শটীচোরকজীবন্তীত্বঙ্মুস্তং পুষ্করাহ্বয়ম্।
সুরসং তামলক্যেলা পিপ্পল্যগুরু নাগরম্॥
বালকঞ্চ সমং চূর্ণং কৃত্বাষ্টগুণশর্করম্।
সর্ব্বথা তমকে শ্বাসে হিক্কায়াঞ্চ প্রযোজয়েৎ॥৬৮

মুক্তাপ্রবালবৈদূর্য্যশঙ্খস্ফটিকমঞ্জনম্।
সসারগন্ধকাচার্কস্বৈলা লবণত্রয়ম্॥
তাম্রায়োরজসী রূপ্যং সসৌগন্ধিকমেব বা।
জাতীফলং শণাবীজমপামার্গস্য তণ্ডুলাঃ।
এষাং পাণিতলং চূর্ণাৎ তুল্যানাং ক্ষৌদ্রসর্পিষা
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ লীঢ়মাশু নিযচ্ছতি।
অঞ্জনাৎ তিমিরং কাচং নীলিকং পুষ্পকং তমঃ
পৈল্লং কণ্ডুমভিষ্যন্দং মন্দঞ্চ তৎ প্রণাশয়েৎ॥৬৯

ইতি মুক্তাদ্যচূর্ণম্।

শটীপুষ্করমূলানাং চূর্ণমামলকস্য চ।
মধুনা সংযুক্তং লেহ্যং চূর্ণং বা কাললোহজম্॥ ৭০
সশর্করাং তামলকীং দ্রাক্ষাং গোঽশ্বশকৃদ্রসম্।
তুল্যং গুড়ং নাগরঞ্চ প্রাশয়েৎ নাবয়েৎ তথা॥৭১
লশুনস্য পলাণ্ডোর্ব্বা মূলং গৃঞ্জনকস্য বা।

ঘৃতের সহিত লেহন করিতে দিবে। এইরূপ বড় সজারু,জাগুক (গঙ্গাধর পাঠ 'রোহক'), নীলকণ্ঠ পক্ষী ও কুরর পক্ষীর লোম এবং শৃঙ্গধারী একশফ বা দ্বিশফ জন্তুর চর্ম্ম অস্থি ও ক্ষুর দগ্ধ করিয়া সমস্ত একত্র বা পৃথক্ ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিলে কাস, হিক্কা ও দারুণ শ্বাস নষ্ট হয়। কফ দ্বারা প্রাণবায়ুর গতিরোধ বশতঃ প্রকোপ হইলে এই সকল লেহ তাহার উপশম করে। কিন্তু কফ না থাকিলে এ সকল চূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত নহে। ৬৬। হিক্কা-শ্বাসে কাস ও স্বরভঙ্গ থাকিলে বুদ্ধিমান্ বৈদ্য বাতশ্লেষ্মহর দ্রব্যযুক্ত বমন প্রদান করিবেন। কিন্তু তমকশ্বাসে স্বরভঙ্গ থাকিলে বাতশ্লেষ্মহর দ্রব্যযুক্ত বিরেচন দিবে। যেমন নদী-নদাদি মার্গরোধ হইলে অত্যন্ত উদীর্ণ হইয়া উঠে; সেইরূপ হিক্কাশ্বাসীর বায়ু রুদ্ধমার্গ হইলে উদীর্ণ হইয়া থাকে। অতএব বায়ুমার্গ সর্ব্বদা শুদ্ধ রাখিবে। ৬৭। শটী, চোরক (গেঁঠেলা বিশেষ) জীবন্তী, দারুচিনি, মুতা, পুষ্কর বা কুড়,তুলসী, ভূম্যামলকী, ছোট এলাচ, পিপুল, অগুরু, শুঁঠ ও বালা এই ত্রয়োদশ দ্রব্য সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া আট গুণ চিনির সহিত তমকশ্বাস ও হিক্কা-রোগে প্রয়োগ করিবে।

৬৮। মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য, শঙ্খ, স্ফটিক, রসাঞ্জন, সসার (কাচমণি), শোধিত-গন্ধক, আকন্দমূলের ছাল, ছোট এলাচ, সৈন্ধব ও সৌবর্চ্চল এই সকলের চূর্ণ; তাম্র "ভস্ম", লৌহ "ভস্ম", ও রৌপ্য "ভস্ম" এবং কহ্লার পুষ্প, "কশেরুক" (কেশুর—অন্যান্য পুস্তকে কেশুরের উল্লেখ নাই), "জাতীফল" (কেহ বলেন, জাতীরস অর্থাৎ গন্ধবোল), শণের বীজ ও অপামার্গের বীজ এই সকলের চূর্ণ সমান সমান পরিমাণে একত্র করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত দুই তোলা পরিমাণে লেহন করিলে হিক্কা, শ্বাস ও কাস শীঘ্র নষ্ট হয়। আর এই সকল দ্রব্যের অঞ্জন দিলে তিমির, কাচ, নীলিকা, পুষ্পক, পৈল্ল, কণ্ডু, অভিষ্যন্দ ও মদ এই সকল নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।৬৯

• ইতি মুক্তাদ্য চূর্ণ।

শটী, পুষ্করমূল বা কুড়, আমলকীচূর্ণ অথবা কৃষ্ণলৌহের ভস্ম মধুর সহিত লেহন করিবে। ৭০। চিনির সহিত ভূম্যামলকী দ্রাক্ষা, গো বা অশ্বের বিষ্ঠার রস, গুড় ও শুঁঠ তুল্যপরিমাণে মিলিত করিয়া সেবন ও নস্য করিবে। [নস্য হিক্কায় প্রয়োগ করিবে]। ৭১। রসুন বা পলাণ্ডু অথবা গৃঞ্জনের (গাজ-

নাবয়েচ্চন্দনং বাপি নারীক্ষীরেণ সংযুতম্ ॥৭২
সুখোষ্ণং ঘৃতমণ্ডং বা সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতম্।
নাবয়েন্মক্ষিকাবিষ্ঠামলক্তকরসেন বা ॥
স্ত্রিয়াঃ স্তন্যেন সিদ্ধং বা সর্পির্মধুরকৈরপি।
পীতং নস্যো নিষিক্তং বা সদ্যো হিক্কাং
নিয়চ্ছতি ॥ ৭৩
সকৃদুষ্ণং সকৃচ্ছীতং ব্যত্যাসাদ্ধিক্কিনাং পয়ঃ।
পানে নস্যক্রিয়ায়াং বা শর্করামধুসংযুতম্ ॥ ৭৪
অধোভাগে ঘৃতং সিদ্ধং সদ্যো হিক্কাং
নিযচ্ছতি ॥ ৭৫
পিপ্পলীমধুযুক্তৌ বা রসৌ ধাত্রীকপিত্থয়োঃ।
লাজালাক্ষামধুদ্রাক্ষাপিপ্পলাশ্বশকৃদ্রসান্ ॥
লিহ্যাৎ কোলং মধুদ্রাক্ষাপিপ্পলীনাগরাণি বা ॥৭৬
শীতাম্বুসেকঃ সহসা ত্রাসো বিস্মাপনং ভয়ম্।
ক্রোধহর্ষপ্রিয়োদ্বেগা হিক্কাপ্রচ্যবনা মতাঃ ॥ ৭৭
হিক্কাশ্বাসবিকারাণাং নিদানং যৎ প্রকীর্ত্তিতম্
বর্জ্জ্যমারোগ্যকামৈস্তদ্ধিক্কাশ্বাসবিকারিভিঃ ॥ ৭৮
হিক্কাশ্বাসানুবন্ধা যে শুষ্কোরঃকণ্ঠতালুকাঃ।
প্রকৃত্যা রুক্ষদেহাশ্চ সর্পি স্তিস্তানুপাচরেৎ ॥৭৯
দশমূলরসে সর্পির্দধিমণ্ডে চ সাধয়েৎ।
কৃষ্ণাসৌবর্চ্চলক্ষারবয়ঃস্থাহিঙ্গুচোরকৈঃ ॥
কায়স্থয়া চ সংসিদ্ধং হিক্কাশ্বাসৌ প্রণাশয়েৎ ॥৮০
ইতি দশমূলাদ্যঘৃতম্।
তেজোবত্যভয়া কুষ্ঠং পিপ্পলী কটুরোহিণী।
ভূতীকং পৌষ্করং মূলং পলাশশ্চিত্রকং শটী ॥
সৌবর্চ্চলং তামলকী সৈন্ধবং বিল্বপেশিকা।
তালীশপত্রং জীবন্তী বচা তৈরক্ষসম্মিতৈঃ ॥৮১
ইতি দ্বিতীয়দশমূলাদিঘৃতম্।
হিঙ্গুপাদৈর্ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তোয়ে চতুর্গুণে।
এতদ্‌যথাবলং পীত্বা হিক্কাশ্বাসৌ জয়েন্নরঃ ॥

রের) মূল বা রক্তচন্দন নারীদুগ্ধের সহিত নস্য করিবে। ৭২। সুখোষ্ণ ঘৃতমণ্ড সৈন্ধবের সহিত নস্য করিবে। অথবা মক্ষিকার বিষ্ঠা অলক্তকরসের সহিত বা নারীদুগ্ধের সহিত নস্য করিবে অথবা জীবনীয় গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত বা নস্য পান করিবে। ইহাতে শীঘ্র হিক্কা নষ্ট হয়। ৭৩। হিক্কা-রোগী একবার উষ্ণ দুগ্ধ ও একবার শীতল দুগ্ধ ব্যত্যাস ক্রমে পান করিবে। নস্য ক্রিয়াতে শীতল দুগ্ধ শর্করা ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে। ৭৪। বৈরেচনিক দ্রব্যের কাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিলে সদ্য হিক্কা নষ্ট হয়। ৭৫। হিক্কারোগে পিপুল ও মধুর সহিত আমলকীর রস বা কদ্‌বেলের শাসের রস পান করিবে। লাক্ষা, খই ও দ্রাক্ষা, মধু ও অশ্ববিষ্ঠারসের সহিত অথবা কুল দ্রাক্ষা পিপুল ও শুঁঠ মধুর সহিত পেষণ করিয়া লেহন করিবে। ৭৬। সহসা শীতল জলের অভিষেক, ত্রাস, বিস্মাপন, ভয়, ক্রোধ হর্ষ ও প্রিয়োদ্বেগ (প্রিয়জনের জন্য চিন্তা) এই সকল উপায় হিক্কানাশক। ৭৭। হিক্কা ও শ্বাসরোগী আরোগ্য ইচ্ছা করিলে হিক্কা ও শ্বাসের নিদান সমস্ত পরিহার করিবে। ৭৮। হিক্কা বা শ্বাসের অনুবন্ধে বক্ষঃ কণ্ঠ ও তালুর শোষ হইলে এবং রোগী রুক্ষপ্রকৃতি হইলে ঘৃত দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৭৯। দশ-মূলের কাথ ঘৃতের দ্বিগুণ, দধিমণ্ড দ্বিগুণ এবং পিপুল, সৌবর্চ্চল, হরীতকী, হিঙ্গু ও চোরক এই ছয় দ্রব্যের কাথ ঘৃতের চতুর্থাংশ এই সকলের সহিত চারি সের ঘৃত পাক করিবে। ৮০

ইতি দশমূলাদ্য ঘৃত।

ছোট এলাচের কল্ক, দশমূলের রস ও দধিমণ্ডের সহিত উক্ত নিয়মে চারি সের ঘৃত পাক করিবে।

ইতি দ্বিতীয় দশমূলাদি ঘৃত।

তেজোবতী (চৈ), হরীতকী, কুড়, পিপুল, কট্‌কী, যমানী, পুষ্করমূল বা কুড়, পলাশ, চিতার মূল, শটী, সৌবর্চ্চল, ভূম্যামলকী, সৈন্ধব, বেলশুঁঠ, তালীশপত্র, জীবন্তী, বচ এই সকলের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা এবং হিঙ্গু অর্দ্ধ তোলার সহিত চারি সের ঘৃত পাক করিবে। এই তিন প্রকার ঘৃত যথাপরিমাণে

শাখানিলার্শোগ্রহণীহৃৎপার্শ্বরুজ এব বা ॥ ৮২
ইতি তেজোবত্যাদিঘৃতম্।
মনঃশিলাসর্জ্জরসলাক্ষারজনিপদ্মকৈঃ।
মঞ্জিষ্ঠৈলৈশ্চ কর্ষাংশৈঃ প্রস্থঃ সিদ্ধো
ঘৃতাদ্বিতঃ ॥ ৮৩
জীবনীয়োপসিদ্ধং বা সক্ষৌদ্রং লেহয়েদ্-
ঘৃতম্ ॥ ৮৪
জ্যূষণং দাধিকং বাপি পিবেদ্বৃষঘৃতং তথা।
যৎ কিঞ্চিৎ কফবাতঘ্নমুষ্ণং বাতানুলোমনম্ ॥
ভেষজং পানমন্নং বা তদ্ধিতং শ্বাসহিক্কিনে ॥ ৮
বাতকৃদ্বা কফহরং কফকৃদ্বানিলাপহম্।
কার্য্যং নৈকান্তিকং তাভ্যাং প্রায়ঃ শ্রেয়ো-
হনিলাপহম্ ॥ ৮৬
সর্ব্বেষাং বৃংহণো হল্পঃ শক্যশ্চ প্রায়শো ভবেৎ
নাত্যর্থং শমনোপায়ো ভৃশঃ শক্যশ্চ কর্ষনে ॥

তস্মাচ্ছুদ্ধানশুদ্ধাংশ্চ শমনৈর্বৃংহণৈরপি
হিক্কাশ্বাসার্দ্দিতান্ জন্তূন্ প্রায়শঃ
সমুপাচরেদিতি ॥ ৮৭
তত্র শ্লোকঃ।
দুর্জ্জয়ত্বে সমুৎপত্তৌ ক্রিয়ৈকত্বে চ কারণম্।
লিঙ্গং পথ্যঞ্চ হিক্কানাং শ্বাসানাঞ্চেহ দর্শিতম্॥৮৮
ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে হিক্কাশ্বাসচিকিৎসিতং
নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

কাসচিকিৎসিতম্।

অথাতঃ কাসচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
তপসা যশসা ধৃত্যা ধিয়া চ পরয়াম্বিতঃ।
আত্রেয়ঃ কাসশান্ত্যর্থং সিদ্ধং প্রাহ
চিকিৎসিতম্ ॥ ২
বাতাদিভ্যস্ত্রয়ো যে চ ক্ষতজঃ ক্ষয়জস্তথা।

পান করিলে হিক্কা, শ্বাস, শোথ, বাতার্শ, গ্রহণীদোষ, হৃদ্রোগ ও পার্শ্বশূল নিরাকৃত হয়। ৮২

ইতি তেজোবত্যাদি ঘৃত।

মনঃশিলা, ধুনা, লাক্ষা, হরিদ্রা, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও ছোট এলাচ পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা (গঙ্গাধর মতে সর্ব্বসমেত একপল) কল্ক করিয়া চারিগুণ জলের সহিত চারি সের ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস নষ্ট হয়, ইহা দৃষ্টফল। ৮৩। অথবা জীবনীয়গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিবে। ৮৪। বাসাঘৃত, দাধিক ঘৃত এবং জ্যূষণ ঘৃত পান করিবে। যাহা কিছু কফবাতঘ্ন, উষ্ণ ও বাতানুলোমন, সেই ঔষধ ও অন্নপান শ্বাস ও হিক্কার হিতকর। ৮৫। যে সকল দ্রব্য কেবল বাতহর বা কফহর অথবা কফকর ও বাতহর, সে সকল দ্রব্য হিক্কা ও শ্বাস-রোগে ঐকান্তিক পান করিবে না। তবে বায়ুনাশক দ্রব্য হিক্কাশ্বাসে প্রায়ই উপযোগী। ৮৬। সর্ব্বপ্রকার হিক্কাশ্বাসেরই বৃংহণ অন্ন-পান দ্বারা অল্প উপকার সম্ভাবনা। আবার সর্ব্বপ্রকার হিক্কাশ্বাসেরই শমন (না বৃংহণ না কর্ষণ) অন্নপান দ্বারা অপকার সম্ভাবনা এবং কর্ষণ অন্নপান দ্বারা অতিশয় অপকারের সম্ভাবনা। অতএব হিক্কাশ্বাসে রোগী শুদ্ধ বা অশুদ্ধই হউক, শমন ও বৃংহণ ঔষধ দ্বারাই প্রায় চিকিৎসা করিবে। ৮৭। এই অধ্যায়ের সূচী ;—এই হিক্কাশ্বাসচিকিৎসিত অধ্যায়ে হিক্কা ও শ্বাসের দুর্জ্জয়তা চিকিৎসাতুল্যতা এবং নিদান লক্ষণ ও ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইল। ৮৮।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা কাসচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। যিনি তপস্যা, যশঃ, ধৃতি ও ধীমত্তার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মহর্ষি আত্রেয় কাসশান্তির জন্য দৃষ্টফল চিকিৎসা

পঞ্চৈতে স্যুর্নৃণাং কাসা বর্দ্ধমানাঃ ক্ষয়প্রদাঃ ॥ ৩
পূর্ব্বরূপং ভবেৎ তেষাং শূকপূর্ণগলাস্যতা।
কণ্ঠে কণ্ডূশ্চ ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে ॥ ৪
অধঃপ্রতিহতো বায়ুরূর্দ্ধস্রোতঃসমাশ্রিতঃ।
উদানভাবমাপন্নঃ কণ্ঠে সক্তস্তথোরসি ॥
আবিশ্য শিরসঃ খানি সর্ব্বাণি প্রতিপূরয়ন্।
আভঞ্জন্নাক্ষিপন্ দেহং হনুমন্যে তথাক্ষিণী ॥
নেত্রে পৃষ্ঠমুরঃপার্শ্বে নির্ভুজ্য স্তম্ভয়ংস্ততঃ।
শুষ্কো বা সকফো বাপি কসনাৎ কাস উচ্যতে
প্রতিঘাতবিশেষেণ তস্য বায়োঃ সরংহসঃ।
বেদনা শব্দবৈষম্যং কাসানামুপজায়তে ॥
রূক্ষশীতকষায়াল্পপ্রমিতানশনং স্ত্রিয়ঃ।
বেগধারণমায়াসো বাতকাসপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ৭

হৃৎপার্শ্বোরঃশিরঃশূলস্বরভেদকরো ভৃশম্
শুষ্কোরঃকণ্ঠবক্ত্রস্য হৃষ্টলোম্নঃ প্রতাম্যতঃ।
নির্ঘোষদৈন্যকামস্য দৌর্ব্বল্যক্ষয়মোহকৃৎ।
শুষ্ককাসং কফং শুষ্কং কৃচ্ছ্রান্মুক্তাল্পতাং ব্রজেৎ
স্নিগ্ধাম্ললবণোষ্ণৈশ্চ ভুক্তমাত্রে প্রশাম্যতি।
ঊর্দ্ধবাতস্য জীর্ণেঽন্নে বেগবান্ মারুতো
ভবেৎ ॥ ৮
কটূষ্ণবিদাহ্যম্লক্ষারাণামতিসেবনম্।
পিত্তকাসকরং ক্রোধঃ সন্তাপশ্চাগ্নিসূর্য্যজঃ ॥ ৯
পীতনিষ্ঠীবনাক্ষত্বং তিক্তাস্যত্বং স্বরাময়ঃ।
উরোধূমায়নং তৃষ্ণা দাহো মোহোঽরুচির্ভ্রমঃ ॥
প্রতভং কাসমানশ্চ জ্যোতীংষীব চ পশ্যতি।
শ্লেষ্মাণং পিত্তসংসৃষ্টং নিষ্ঠীবতি চ পৈত্তিকে ॥ ১০
গুর্ব্বভিষ্যন্দিমধুরস্নিগ্ধস্বপ্নাবিচেষ্টনৈঃ।
বৃদ্ধঃ শ্লেষ্মানিলং রুদ্ধা কফকাসং করোতি হি ॥ ১১

ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ২। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ ভেদে মানুষের পাঁচ প্রকার কাস জন্মে। এই পাঁচ প্রকার কাস উত্তরোত্তর বলবান্ এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শরীরের ক্ষয় সম্পাদন করে। ৩। কাসের পূর্ব্বরূপ যথা;—গলদেশ ও মুখ শূকপূর্ণের ন্যায় বোধ হয়। কণ্ঠে কণ্ডুয়ন হয় এবং কণ্ঠশোষ হেতু ভুক্তান্নের অবরোধ হইয়া থাকে। ৪। সমান ও অপান বায়ু অধোদেশ হইতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধস্রোতঃসমূহকে আশ্রয় করে এবং উদান বায়ুর অনুগত হইয়া কণ্ঠে ও বক্ষে সংসক্ত হইয়া থাকে। অনন্তর সমস্ত শিরঃস্রোত প্রতিপূর্ণ করিয়া দেহকে আভগ্ন ও আক্ষিপ্ত এবং হনু মন্যা ও অক্ষিদ্বয়কে আক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। তখন সেই বায়ু নেত্র, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ ও পার্শ্বদ্বয়কে নির্ভুগ্ন ও স্তব্ধ করিতে করিতে শুষ্ক বা কফযুক্ত কাসরূপে উদ্গত হয়। কসনহেতু (খনখন শব্দ করে বলিয়া) ইহার নাম কাস হইয়াছে। ৫। উক্ত প্রতিঘাত বশতই বায়ুর ঊর্দ্ধবেগ হয় এবং বেদনাযুক্ত শব্দ হইয়া থাকে। উহাই কাসের শব্দ। ৬। রুক্ষ, শীতল ও কষায় সেবন, অল্প ভোজন ও একদসাভ্যাস; স্ত্রীপ্রসঙ্গ, বেগ-ধারণ এবং আয়াস, এই সকল বাতজ কাসের নিদান। ৭। হৃদয় পার্শ্ব বক্ষঃ ও মস্তকে শূল, অত্যন্ত স্বরভেদ, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ ও মুখের শোষ; লোমহর্ষ; গ্লানি; প্রবল কাসশব্দ, দৈন্য ও ক্ষীণমুখতা; সংক্ষোভ ও মোহ; শুষ্ক কাস ও শুষ্ক কফ; কাস ও কফ কষ্টে তুলিয়া ফেলিবার পর কাসের অল্পতা হয়; স্নিগ্ধ অম্ল লবণ ও উষ্ণ ভোজন দ্বারা এবং ভোজনমাত্র, কাসের উপশম হয় এবং অন্ন জীর্ণ হইলে বায়ু বলবান্ হয়; এই সকল বাতজ কাসের লক্ষণ। ৮। কটু, উষ্ণ, বিদাহী, অম্ল ও ক্ষারের অতিসেবন, ক্রোধ অগ্নি-সন্তাপ এবং সূর্য্যসন্তাপ পিত্তজ কাসের নিদান। ৯। পীত-নিষ্ঠীবন, পীতনয়ন, তিক্তাস্যতা, স্বরভেদ (স্বরাময়। বোধ হয় অরাময় হইবে), বুকের মধ্যে ধূমোদ্গমের ন্যায় বোধ, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, অরুচি ও ভ্রম; অত্যন্ত কাসের সময় জ্যোতিঃপদার্থ দর্শনের ন্যায় বোধ এবং পিত্তসংসৃষ্ট শ্লেষ্মার উদ্গম এই সকল পিত্তজ কাসের লক্ষণ। ১০। গুরু, অভিষ্যন্দী ও মধুর দ্রব্য সেবন, নিদ্রা ও চেষ্টার অভাব; এই সকল কারণে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া বায়ুকে

মন্দাগ্নিত্বারুচিচ্ছর্দিপীনসোৎক্লেশগৌরবৈঃ।
লোমহর্ষাস্যমাধুর্য্যক্লেদসংসদনৈর্যুতম্॥
বহুলং মধুরং স্নিগ্ধং নিষ্ঠীবতি ঘনং কফম্।
কাসমানোহত্যিরুগ্বক্ষঃ সম্পূর্ণমিব মন্যতে॥ ১২
অতিব্যবায়ভারাধ্বযুদ্ধাশ্বগজবিগ্রহৈঃ।
রুক্ষস্যোরঃ ক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাবহেৎ॥১৩
স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ
সশোণিতম্।
রুজমানেন কণ্ঠেন বিরুগ্নেনৈব চোরসা॥
সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা।
দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা॥
পর্ব্বভেদং জ্বরশ্বাসতৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ।
পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ
ক্ষতোদ্ভবাৎ॥ ১৪
বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবয়াদ্বেগনিগ্রহাৎ।
ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেহগ্নৌ ত্রয়ো
মলাঃ॥
কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দেহক্ষয়প্রদম্।
দুর্গন্ধং হরিতং রক্তং ষ্ঠীবেৎ পূয়োপমং কফম্।
স্থানাদুৎকাসমানশ্চ হৃদয়ং মন্যতে চ্যুতম্॥
অকস্মাদুষ্ণশীতার্ত্তো বহ্বাশী দুর্ব্বলঃ কৃশঃ।
স্নিগ্ধাচ্ছমুখবর্ণত্বক্ শ্রীমদ্দর্শনলোচনৈঃ॥
পাণিপাদতলৌ শ্লক্ষ্ণৌ সততাসূয়কো ঘৃণী।
জ্বরো মিশ্রাকৃতিস্তস্য পার্শ্বরুক্ পীনসোহরুচিঃ॥
ভিন্নসঙ্ঘাতবর্চ্চস্ত্বং স্বরভেদোহনিমিত্ততঃ।
ইত্যেষ ক্ষয়জঃ কাসঃ ক্ষীণানাং দেহনাশনঃ॥ ১৫
যাপ্যো বলবতাং বা স্যাদ্‌যাপ্যাস্ত্বেব
ক্ষতোত্থিতঃ।
কদাচিদপি সিধ্যেতামেতৌ পাদগুণান্বিতৌ।
স্থবিরাণাং জরাকাসঃ সর্ব্বো যাপ্যঃ
প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৬

রোধ করিয়া কফকাস উদীর্ণ করে। ১১। মন্দাগ্নিত্ব, অরুচি, বমি, পীনস, উৎক্লেশ, গুরুতা, লোমহর্ষ, মুখমাধুর্য্য, ক্লেদ, অবসাদ, বহুল মধুর স্নিগ্ধ ও ঘন কফের নিষ্ঠীবন এবং কাসিবার সময়ে বক্ষঃ কফে পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। এই সকল কফজ কাসের লক্ষণ। ১২। অতিশয় স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ভারবহন, ভ্রমণ, যুদ্ধ, অশ্বগজাদির সহিত নিগ্রহণ, এই সকল কারণে রুক্ষ ব্যক্তির উরঃক্ষত হইলে বায়ু বক্ষকে পীড়ন করিয়া কাস উৎপাদন করে। ইহাকেই ক্ষতজ কাস কহে। ক্ষতজ কাসে প্রথমে শুষ্ক কাস অনন্তর শোণিতের সহিত কাস উঠিতে থাকে। কণ্ঠে অত্যন্ত বেদনা হয়। বক্ষের ভিতর বেদনা হয় এবং তীক্ষ্ণ-সূচীর ন্যায় তোদ হইতে থাকে। বক্ষঃ স্পর্শ করিলে সহ্য হয় না; উহাতে শূলভেদবৎ পীড়া, পীড়নের ন্যায় অনুভব ও অভিতাপ (বেদনা) হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও বৈস্বর্য্য হইয়া থাকে। এই ক্ষতজ কাসে পারাবতের ন্যায় কণ্ঠকূজন হইতে থাকে। ১৪। বিষম ভোজন, অসাত্ম্য-ভোজন, অতিব্যবায়, বেগ-নিগ্রহ এবং ঘৃণা বা শোক বশতঃ মানবদিগের অগ্নি ব্যাপন্ন হইলে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া রসাদি ধাতুর ক্ষয় করিয়া ক্ষয়জ কাস উৎপাদন করে। তখন দুর্গন্ধরহিত রক্তবর্ণ ও পূয়ের ন্যায় কফ উঠিতে থাকে। রোগী কাসিতে কাসিতে মনে করে যেন হৃদয় স্বস্থান হইতে চ্যুত হইতেছে। রোগী অকস্মাৎ উষ্ণে ও শীতে অভিভূত হয় এবং বহু আহার করিলেও দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া থাকে। উহার বদন প্রসন্ন ও স্নিগ্ধ বোধ হয়। দশনে (গঙ্গাধর পাঠ দর্শন) ও লোচনে শ্রীবোধ হয়। পাণিতল ও পদতল মসৃণ হইয়া থাকে। সর্ব্বদা জুগুপ্সা ও অসূয়া হইয়া থাকে। মিশ্রাকৃতি জ্বর, পার্শ্বশূল, পীনস ও অরুচি হইয়া থাকে। মলের সঙ্ঘাত ভিন্ন হয় অর্থাৎ মলের তরলতা হয়। অকারণ স্বরভেদ হইয়া থাকে। ইহাকেই ক্ষয়জ কাস বলে। ইহা ক্ষীণদিগের দেহ নাশ করে। ১৫। বলবান্‌দিগের ক্ষয়জ ও ক্ষতজ কাস যাপ্য হইয়া থাকে এবং চিকিৎসা চতুষ্পাদ সম্পূর্ণ হইলে সাধ্যও বা হইতে পারে। বৃদ্ধ-

ত্রীন্ সাধ্যান্ সাধয়েৎ পূর্ব্বান্ পথ্যৈর্যাপ্যাংশ্চ যাপয়েৎ ॥ ১৭
চিকিৎসামত ঊর্দ্ধন্তু শৃণু কাসনিবর্হিণীম্ ॥ ১৮
রূক্ষস্যানিলজং কাসমাদৌ স্নেহৈরুপাচরেৎ।
সর্পির্ভির্বস্তিভিঃ পেয়া-যূষক্ষীররসাদিভিঃ ॥
বাতঘ্নসিদ্ধৈঃ স্নেহাদ্যৈর্ধূমৈর্লেহৈশ্চ যুক্তিতঃ।
অভ্যঙ্গৈঃ পরিষেকৈশ্চ স্নিগ্ধৈঃ স্বেদৈশ্চ বুদ্ধিমান্ ॥ ১৯
বস্তিভির্বদ্ধবিড়্বাতং শুষ্কোর্দ্ধঞ্চোর্দ্ধভক্তিকৈঃ।
ঘৃতৈঃ সপিত্তং সকফং জয়েৎ স্নেহবিরেচনৈঃ ॥ ২০
কণ্টকারীগুড়ূচীভ্যাং পৃথক্ ত্রিংশৎপলাদ্রসে।
প্রস্থঃ সিদ্ধো ঘৃতাদ্বাতকাসনুদ্বহ্নিদীপনঃ ॥ ২১
ইতিকণ্টকারীঘৃতম্।
পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
ধান্যপাঠাবচারাস্নাযষ্ট্যাহ্বক্ষারহিঙ্গুভিঃ ॥
কোলমাত্রৈর্ঘৃতপ্রস্থাদ্দশমূলীরসাঢ়কে।
সিদ্ধাং চতুর্থিকাং পীত্বা পেয়ামণ্ডং পিবেদনু।
তচ্ছ্বাসকাসহৃৎপার্শ্বগ্রহণীদোষশূলনুৎ।
পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতঞ্চৈতদাত্রেয়েণ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২২
ইতিপিপ্পল্যাদ্যঘৃতম্।
ত্র্যূষণং ত্রিফলাং দ্রাক্ষাং কাশ্মর্য্যাণি পরূষকম্
দ্বে পাঠে দেবদার্ব্বৃদ্ধিং স্বগুপ্তাং চিত্রকং শটীম্
ব্রাহ্মীং তামলকীং মেদাং কাকনাসাং শতাবরীম্
ত্রিকণ্টকাং বিদারীঞ্চ পিষ্ট্বা কর্ষসমং ঘৃতাৎ ॥
প্রস্থং চতুর্গুণক্ষীরং সিদ্ধং কাসহরং পিবেৎ।
জ্বরগুল্মারুচিপ্লীহশিরোহৃৎপার্শ্বশূলনুৎ।
কামলার্শোঽনিলাষ্ঠীলাক্ষতশোষক্ষয়াপহম্।
ত্র্যূষণং নাম বিখ্যাতমেতদ্ঘৃতমনুত্তমম্ ॥ ২৩
ইতি ত্র্যূষণাদ্যং ঘৃতম্।

দিগের জরাকালীন সমস্ত কাসই যাপ্য হইয়া থাকে। ১৬। বাতজ, পিত্তজ ও কফজ কাস সাধ্য হইলে চিকিৎসা করিবে এবং যাপ্য হইলে যাপন করাইবে। ১৭। অনন্তর কাসনাশক চিকিৎসা শ্রবণ কর। ১৮। রূক্ষ ব্যক্তির বাতকাস প্রথমতঃ স্নেহ দ্বারা চিকিৎসা করিবে এবং ঘৃত, বস্তি, পেয়া, ক্ষীর, যূষ ও রসাদি প্রয়োগ করিবে। যুক্তিপূর্ব্বক বাতঘ্ন দ্রব্যসিদ্ধ স্নেহাদি, অভ্যঙ্গ, পরিষেক ও স্নিগ্ধস্বেদ প্রয়োগ করিবে। ১৯। বায়ু ও বিষ্ঠা বদ্ধ থাকিলেই বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। রোগীর ঊর্দ্ধ (কণ্ঠ ও বক্ষঃ) শুষ্ক থাকিলে ঔত্তরভক্তিক ঘৃত পান করাইবে। বাতজ কাসে পিত্ত বা কফের অনুবন্ধ থাকিলে স্নিগ্ধবিরেচন দ্বারা তাহার শান্তি করিবে। ২০। কণ্টকারী ত্রিশ পল ও গোলঞ্চ ত্রিশ পল, অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া চারি ভাগের এক ভাগ থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। ঐ কাথের সহিত চারি সের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত দৃষ্টফল। ইহা বাতনাশক ও অগ্নিদীপক। ২১

ইতি কণ্টকারী ঘৃত।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, ধনে, আকনাদি, বচ, রাস্না, যষ্টিমধু, যবক্ষার ও হিঙ্গু পৃথক্ পৃথক্ একতোলা এবং ষোল সের দশমূলকাথের সহিত চারিসের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত প্রত্যহ চতুর্থিকা ("একপল") পরিমাণে পান করিয়া পেয়া বা মণ্ড অনুপান করিলে শ্বাস, কাস, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, ও গ্রহণীদোষ নষ্ট হয়। এই পিপ্পল্যাদ্য ঘৃত আত্রেয় ঋষির কথিত। ২২

ইতি পিপ্পল্যাদি ঘৃত।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, পরূষক, ছোট ও বড় আকনাদি, সরল কাষ্ঠ ও কণ্টকারী (গঙ্গাধরপাঠ—দেবদারু ও ঋদ্ধি); আলকুশীবীজ, চিতার মূল, শটী, ব্রাহ্মী, ভূম্যামলকী, মেদা, কাকনাসা (কেওয়াঁটী), শতমূলী, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড এই ত্রয়োবিংশতি দ্রব্যের কল্ক এক কর্ষ (দুই তোলা) এবং চারিগুণ দুগ্ধের সহিত চারি সের ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে কাস নাশ হয়, ইহা প্রত্যক্ষফল। আর ইহাতে জ্বর, গুল্ম, অরুচি, প্লীহা, শিরঃশূল, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, কামলা অর্শ, বাতাষ্ঠীলা, ক্ষত, শোষ ও ক্ষয় নষ্ট হয়।

দ্রোণেহম্ভসাং সাধয়েদ্রাস্নাং দশমূলীং শতাবরীম্
পলিকাংমানিকাংশাংস্তু কুলত্থান্ বদরান্ যবান্
তুলার্দ্ধঞ্চাজমাংসস্থ পাদশেষেণ তেন চ।
ঘৃতাঢ়কং সমক্ষীরং জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ॥
সিদ্ধং তদ্দশভিঃ কর্ষৈর্নস্তপানান্নুবাসনৈঃ।
সমীক্ষ্য বাতরোগেষু যথাবস্থং প্রযোজয়েৎ॥
পঞ্চ কাসান্ শিরঃকম্পং শূলং বঙ্ক্ষণযোনিজম্
সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগাংশ্চ সপ্লীহোর্দ্ধানিলান্
জয়েৎ॥ ২৪

ইতি রাস্নাঘৃতম্।

বিড়ঙ্গং নাগরং রাস্নাং পিপ্পলীহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ।
ভার্গীক্ষারশ্চ তচ্চূর্ণং পিবেদ্বা ঘৃতমাত্রয়া।
সকফেহনিলজে কাসে শ্বাসহিক্কাহতাগ্নিষু॥ ২৫
দ্বৌ ক্ষারৌ পঞ্চ কোলানি পঞ্চৈব লবণানি চ।
শটীনাগরকোদীচ্যকল্কং বা বস্ত্রগালিতম্।
পায়য়েত ঘৃতোন্মিশ্রং বাতকাসনিবর্হণম্॥ ২৬
দুরালভাং শটীং দ্রাক্ষাং শৃঙ্গবেরং সিতোপলাম্
লিহ্যাৎ কর্কটশৃঙ্গীঞ্চ কাসে তৈলেন বাতজে॥
দুঃস্পর্শাং পিপ্পলীং মুস্তং ভার্গীং কর্কটকীং শটীম্
পুরাণগুড়তৈলাভ্যাং চূর্ণিতং বাপি লেহয়েৎ॥২৭
বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং কুষ্ঠং ব্যোষং হিঙ্গু মনঃশিলাম্
মধুসর্পির্যুতং কাসহিক্কাশ্বাসং জয়েল্লিহন্॥ ২৮
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং ব্যোষং হিঙ্গু দুরালভাম্।
শটীং পুষ্করমূলঞ্চ শ্রেয়সীং সুরসাং বচাম্॥
ভার্গীং ছিন্নরুহাং রাস্নাং শৃঙ্গীং দ্রাক্ষাঞ্চ
কার্ষিকান্।
কণ্টকার্য্যাস্তুলাকাথে নিদিগ্ধ্যাঃ পঞ্চবিংশতিম্॥
দত্ত্বা মৎস্যাণ্ডিকায়াশ্চ ঘৃতাচ্চ কুড়বং পচেৎ।
সিদ্ধং শীতং পৃথক্ ক্ষৌদ্রপিপ্পলীকুড়বান্বিতম্॥

এই উৎকৃষ্ট ঘৃত ত্র্যষণাদ্য নামে বিখ্যাত।২৩

ইতি ত্র্যষণাদ্য ঘৃত।

রাস্না, দশমূল ও শতমূলী এই বারটী দ্রব্য এক এক পল; কুলত্থ, কুলশুঁঠ ও যব এক এক মানিকা ("ষট্ পল") এবং অজমাংস তুলার্দ্ধ (সওয়া ছয় সের) এক দ্রোণ (চৌষট্টি সের) জলে সিদ্ধ করিয়া চারি ভাগের এক-ভাগ থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ কাথের সহিত ঘৃত ষোল সের, দুগ্ধ ষোল সের এবং জীবনীয় দশের কল্ক এক এক পল মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। বাতজ রোগের অবস্থা বুঝিয়া এই ঘৃত নস্য পান ও অনু-বাসনে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে পাঁচ প্রকার কাস, শিরঃকম্প, বঙ্ক্ষণশূল, যোনিশূল, সর্ব্বাঙ্গরোগ, একাঙ্গরোগ, প্লীহা ও ঊর্দ্ধ-বাতের উপশম হয়। ২৪

ইতি রাস্নাঘৃত।

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, রাস্না, পিপুল, হিঙ্গু, সৈন্ধব, বামনহাটী ও যবক্ষার এই সকলের চূর্ণ ঘৃতের সহিত ("ঘৃতের মাত্রা চতুর্গুণ") পান করিলে কফসংসৃষ্ট বাতজ কাস, শ্বাস, হিক্কা ও মন্দা-গ্নির উপশম হয়। ২৫। যবক্ষার ও সাচীক্ষার পঞ্চকোল, পঞ্চলবণ, শটী, শুঁঠ (শুঁঠ দ্বিরুক্ত হেতু সর্ব্ব সমেত দুই ভাগ) ও বালা এই পনরটী দ্রব্যের কল্ক বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে বাতজ কাসের নিবৃত্তি হয়। ২৬। দুরালভা, শটী, দ্রাক্ষা, শুঁঠ ও কর্কটশৃঙ্গীর চূর্ণ সমান সমান ও সর্ব্বচূর্ণের সমান মিছরী একত্র করিয়া তৈলের সহিত বাতজ কাসে লেহন করিবে। অথবা দুরা-লভা, পিপুল, মুতা, বামনহাটী, কাঁকড়া-শৃঙ্গী ও শটী পুরাতন গুড় ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। ২৭। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, কুড়, ত্রিকটু, হিঙ্গু, মনঃ-শিলা এই সকল চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত হিক্কা, শ্বাস ও কাসে লেহন করিবে ২৮। চিতা, পিপুলমূল, ত্রিকটু, মুতা, দুরা-লভা, শটী, পুষ্করমূল, শ্রেয়সী (গজ পিপুল), তুলসী, বচ, বামনহাটী, গোলঞ্চ, রাস্না, কাঁকড়া-শৃঙ্গী (মতান্তরে কাঁকড়াশৃঙ্গী ও দ্রাক্ষা) এই সকলের কল্ক (গঙ্গাধর মতে চূর্ণ) এক এক কর্ষ (দুই তোলা); কণ্টকারীর কাথ বত্রিশ সের, মিছরী বা খাঁড় গুড় পঁচিশ পল (গঙ্গাধরের পাঠ—কুড়ি পল) এবং ঘৃত এক কুড়ব পাক করিবে। পাকের পর

চতুষ্পলং তুগাক্ষীর্য্যাশ্চূর্ণিতং তত্র দাপয়েৎ।
লেহয়েৎ কাসহৃদ্রোগশ্বাসগুল্মনিবারণম্ ॥ ২৯

দশমূলীং স্বয়ংগুপ্তাং শঙ্খপুষ্পীং শটীং বলাম্।
হস্তিপিপ্পল্যপামার্গপিপ্পলীমূলচিত্রকান্ ॥
ভার্গীং পুষ্করমূলঞ্চ দ্বিপলাংশং যবাঢ়কম্।
হরীতকীশতঞ্চৈকং জলপঞ্চাঢ়কে পচেৎ ॥
যবে স্বিন্নে কষায়ং তং পূতং তচ্চাভয়াশতম্।
পচেৎ গুড়তুলাং দত্ত্বা কুড়বঞ্চ পৃথক্ ঘৃতাৎ ॥
তৈলাৎ সপিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধশীতে চ মাক্ষিকাৎ
লিহ্যাদ্দ্বে চাভয়ে নিত্যমতঃ খাদেদ্রসায়নাৎ ॥
তদ্বলীপলিতং হন্তি বর্ণায়ুর্বলবর্দ্ধনম্।
পঞ্চ কাসান্ ক্ষয়ং কাসং হিক্কাং সবিষমজ্বরাম্ ॥
হন্যাৎ তথার্শোগ্রহণীহৃদ্রোগারুচিপীনসান্।
অগস্ত্যবিহিতং শ্রেষ্ঠং রসায়নমিদং শুভম্ ॥ ৩০

ইত্যগস্ত্যহরীতকী।

সৈন্ধবং পিপ্পলীং ভার্গীং শৃঙ্গবেরং দুরালভাম্।
দাড়িমাম্লেন কোষ্ণেন ভাগীনাগরমম্বুনা ॥
পিবেৎ খদিরসারং বা মদিরাদধিমস্তুভিঃ।
অথবা পিপ্পলীকল্কং ঘৃতভৃষ্টং সসৈন্ধবম্ ॥ ৩১

শিরসঃ সদনে স্রাবে নাসায়া হৃদি তাম্যতি।
কাসপ্রতিশ্যায়রসে ধূমং বৈদ্যঃ প্রযোজয়েৎ ॥
দশাঙ্গুলোন্মিতাং নাড়ীমথবাষ্টাঙ্গুলোন্মিতাম্।
শরাবসম্পুটচ্ছিদ্রে কৃত্বা জিহ্মাং বিচক্ষণঃ ॥
বৈরেচনং মুখেনৈব কাসবান্ ধূমমাপিবেৎ।
তমুরঃ কেবলং প্রাপ্তং মুখেনৈবোদ্বমেৎ পুনঃ ॥
স হন্তি তৈক্ষ্ণ্যাদ্বিক্ষিপ্য শ্লেষ্মাণমুরসি স্থিতম্।
নিষ্কষ্য শময়েৎ কাসং বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্ ॥ ৩২

ঘৃত শীতল হইলে তাহার সহিত মধু এক কুড়ব ও পিপুলচুর্ণ এক কুড়ব মিশ্রিত করিয়া মাত্রানুসারে পান করিবে। এই ঘৃত পান করিলে কাস হৃদ্রোগ শ্বাস ও গুল্ম নিরাকৃত হয়। ২৯।

দশমূল, আলকুশী বীজ, শঙ্খপুষ্পী, শটী, বেড়েলা, গজপিপুল, অপামার্গ পিপুলমূল, চিতার মূল, বামনহাটী, ও কুড় দুই দুই পল; যব আট সের ও স্রবপুট্টলীবদ্ধ পূর্ণবীর্য্য হরীতকী একশত, আশী সের জলে পাক করিবে। যব সকল উত্তমরূপে স্বিন্ন হইলে এবং জল পাদাবশেষ হইলে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর সেই কাথে এক তুলা গুড়, এক কুড়ব (আট পল) ঘৃত ও এক কুড়ব তৈল মিশ্রিত করিবে। আর হরীতকীগুলির আঁটী ফেলিয়া দিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে [গঙ্গাধর মতে হরীতকীর আঁটী ফেলিয়া প্রথমতঃ তৈল ও ঘৃতে কিঞ্চিৎ ভাজিয়া লইতে হয়]। অনন্তর গুড়পাকের বিধি অনুসারে পাক করিতে থাকিবে। আসন্নপাকে পিপুলচূর্ণ চারি পল প্রক্ষেপ করিবে। পরে শীতল হইলে মধু এক সের মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই রসায়ন লেহ, যথাশক্তি, দুইটি হরীতকীর সহিত প্রতিদিন পান করিলে বলীপলিত নাশ হয় এবং বর্ণ আয়ু ও বলের বৃদ্ধি, পঞ্চকাস, ক্ষয়, শ্বাস, হিক্কা, বিষমজ্বর, অর্শঃ, গ্রহণী, হৃদ্রোগ, অরুচি ও পীনস নষ্ট হয়। এই রসায়ন অগস্ত্য ঋষির কল্পিত। ইহা ধন্য ও শ্রেষ্ঠ রসায়ন। ৩০

ইতি অগস্ত্যহরীতকী।

সৈন্ধব, পিপুল, বামনহাটী, শুঁঠ ও দুরালভা চূর্ণীকৃত করিয়া দাড়িম্বরসের সহিত পান করিবে। অথবা বামনহাটি ও শুঁঠ চূর্ণিত করিয়া সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। অথবা "খদিরসার" মদিরা বা দধিমস্তুর সহিত পান করিবে। অথবা পিপুলের কল্ক ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধবের সহিত পান করিবে। ৩১।

কাস ও প্রতিশ্যায়ে (সর্দ্দিতে) শিরঃপীড়া, নাসাস্রাব ও হৃৎপীড়া থাকিলে বৈদ্য ধূম প্রয়োগ করিবেন। ধূম পানের নল দশাঙ্গুল বা অষ্টাঙ্গুল হওয়া আবশ্যক। ধূমপানের নল সরল না হইয়া বক্র অথচ ত্রিপর্ব্ব হওয়া আবশ্যক। (ত্রিপর্ব্ব যথা মাত্রাহীন "দ")। অনন্তর কাসহর ঔষধ শরাব সম্পুটে স্থাপনপূর্ব্বক শরাবের ছিদ্রে নল স্থাপন করিয়া মুখ দ্বারা বৈরেচনিক ধূম পান করিবে। সেই ধূম সম্পূর্ণরূপে বক্ষের অভ্যন্তরে গমন করিলে পুনর্ব্বার মুখ দ্বারাই পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু ধূম তীক্ষ্ণতা বশতঃ উরঃস্থ শ্লেষ্মাকে

মনঃশিলালমধুকমাংসীমুস্তেঙ্গুদৈঃ পিবেৎ।
ধূমং তস্যানু চ ক্ষীরং সুখোষ্ণং সগুড়ং পিবেৎ
এব কাসান্‌ পৃথগ্‌দোষসন্নিপাতোদ্ভবান্‌ জয়েৎ।
প্রসহ্য পর্য্যসংসিদ্ধানন্যৈর্যোগশতৈরপি॥ ৩৩
প্রপুণ্ডরীকং মধুকং শার্ঙ্গ ষ্টাং সমনঃশিলাম্‌।
মরিচং পিপ্পলীং দ্রাক্ষামেলাং সুরসমঞ্জরীম্‌॥
কৃত্বা বর্ত্তিং পিবেদ্ধূমং ক্ষৌমচেলানুবর্ত্তিতাম্‌।
ঘৃতাক্তামনু চ ক্ষীরং গুড়োদকমথাপি বা॥ ৩৪
মনঃশিলৈলামরিচক্ষারাঞ্জনকুটন্নটৈঃ।
বংশলোচনশৈবালক্ষৌমালক্তকরোহিষৈঃ॥
পূর্ব্বকল্পেন ধূমোহয়ং সানুপানো বিধীয়তে॥৩৫
তালং মনঃশিলা তদ্বৎ পিপ্পলীনাগরৈঃ সহ।
ত্বগেঙ্গুদী বৃহত্যৌ দ্বে তালমূলং মনঃশিলা॥
কার্পাসাস্থ্যশ্বগন্ধা চ ধূমঃ কাসবিনাশনঃ॥ ৩৬
গ্রাম্যানূপৌদকৈঃ শালিযবগোধূমষষ্টিকান্‌।
রসৈর্মাষাত্মগুপ্তানাং যূষৈর্বা দাপয়েৎক্ষিতান্‌॥ ৩৭
যমানীপিপ্পলীবিল্বমধ্যনাগরচিত্রকৈঃ।
রাস্নাজাজীপৃথক্‌পর্ণীপলাশশটীপোষ্করৈঃ॥
সিদ্ধাম্ললবণাং সিদ্ধাং পেয়ামনিলজে পিবেৎ।
কটীহৃৎপার্শ্বকোষ্ঠার্ত্তিশ্বাসহিক্কাপ্রণাশনীম্‌॥ ৩৮
দশমূলরসে তদ্বৎ পঞ্চকোলগুড়ান্বিতাম্‌।
সিদ্ধাং সমতিলাং দদ্যাৎ ক্ষীরে বাপি
সসৈন্ধবাম্‌॥ ৩৯

বিচ্ছিন্ন করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভব কাসকে নষ্ট করিয়া থাকে। ৩২। মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মুতা ও ইঙ্গুদীফলের ধূম এইরূপে শরাবসম্পুটে স্থাপন করিয়া ঐরূপে পান করিবে। ধূমপানের পর "ওজোরক্কার্থ গুড়ের সহিত" ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে। পৃথক্‌ দোষ বা ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন যে সকল কাস অন্য শত শত যোগ দ্বারাও নিবারিত না হয়, সেই সকল দোষকে এই ধূম বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিয়া থাকে। ৩৩। পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, শার্ঙ্গ ষ্টা ("ঘণ্টারবা" মতান্তরের হরিতাল), মনঃশিলা, মরিচ, পিপুল, দ্রাক্ষা, ছোট এলাচ ও তুলসীমঞ্জরী এই সকল ক্ষৌম বস্ত্রখণ্ডে লেপন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং ঐ বর্ত্তি ঘৃতাক্ত করিয়া ধূমপান করিবে। ধূমপানের পর দুগ্ধ বা গুড়োদক অনুপান করিবে। ৩৪। মনঃশিলা, এলা ("বড় এলাচ") মরিচ, যবক্ষার, কুটন্নট (কৈবর্ত্ত মুস্তক)"বংশলোচন" ("বংশনীলী" মতান্তরে বংশলোচন), সেব্য (বেণার মূল), হরিতাল, "ক্ষৌম (আতস বীজ"), "অলক্তক (লাক্ষা)" ও গন্ধতৃণ পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে ক্ষৌমবস্ত্রে লেপনপূর্ব্বব বর্ত্তি করিয়া ধূম পান করিবে এবং ধূমপানের পর পূর্ব্বোক্ত অনুপান করিবে। ৩৫। এইরূপ মনঃশিলা, হরিতাল, পিপুলচূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ ক্ষৌমবস্ত্রখণ্ডে লেপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ধূম পান করিবে। এইরূপ ইঙ্গুদীত্বক্‌, বৃহতী, কণ্টকারী, তালমূলী, মনঃশিলা, কার্পাসাস্থি ও অশ্বগন্ধার ধূম কাসনাশক। ৩৬। কাসরোগীকে গ্রাম্যমাংস, আনূপমাংস ও জলজমাংস-রসের সহিত শালি, যব, গোধূম ও ষষ্টিকান্ন প্রদান করিবে। অথবা আলকুশীযূষের সহিত ঐ সকল অন্ন ভোজন করাইবে। ৩৭। যমানী, পিপুল, বেলশাঁস, শুঁঠ ও চিতার মূল, রাস্না, কৃষ্ণজীরা, পৃশ্নিপর্ণী, পলাশ, শটী ও কুড় এই সমুদায় মিলিত দুই তোলা এক প্রস্থ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইবে। সেই কাথের সহিত পেয়া সিদ্ধ করিয়া ঘৃতযোগে স্নিগ্ধ, দাড়িম যোগে অম্ল ও সৈন্ধব যোগে লবণীকৃত করিয়া বাতজ কাসে পান করিলে কটী হৃৎপার্শ্ব ও কোষ্ঠের পীড়া এবং শ্বাস ও হিক্কা নষ্ট হইয়া থাকে। [এ স্থলে পেয়াদ্রব্যের পরিমাণ কাথের ষষ্ঠাংশ হইবে]। ৩৮। সেইরূপ দশমূলী দুই তোলা একপ্রস্থ জলে পাক করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে সেই কাথের সহিত কাথের ষষ্ঠাংশ ক্ষুদ্র তণ্ডুল, পঞ্চকোলচূর্ণ ও গুড়ের সহিত পাক করিয়া পেয়া প্রস্তুত করিবে। সেই পেয়া অথবা দুগ্ধে সিদ্ধ পেয়া সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাতজ কাসে প্রয়োগ করিবে। ৩৯।

মৎস্যকৌক্কুটবারাহৈর্মাংসৈর্বা ঘৃতান্বিতৈঃ।
সিদ্ধাং সসৈন্ধবাং পেয়াং বাতকাসী পিবেন্নরঃ ॥ ৪০
বাস্তুকং বায়সীশাকং মূলকং সুনিষণ্ণকম্।
স্নেহাস্তৈলাদয়ো ভক্ষ্যাঃ ক্ষীরেক্ষুরসগৌড়িকাঃ
দধ্যারনালাম্লফলপ্রসন্নাপানমেব চ।
শস্যতে বাতকাসে তু স্বাদ্বম্ললবণানি চ ॥ ৪১
ইতি বাতকাসচিকিৎসা।
পৈত্তিকে সকফে কাসে বমনং সর্পিষা হিতম্।
তথা মদনকাশ্মর্য্যমধুককথিতৈর্জলৈঃ।
যষ্ট্যাহ্বফলকল্কৈর্বা বিদারীক্ষুরসাযুতৈঃ।
হৃতদোষস্ততঃ শীতং মধুরঞ্চ ক্রমং ভজেৎ ॥ ৪২
পৈত্তে তনুকফে কাসে ত্রিবৃতাং মধুরৈর্যুতাম্।
দদ্যাদ্ঘনকফে তিক্তৈর্বিরেকার্থে যুতাং ॥৪৩

অথবা বাতকাসে মৎস্য, কুক্কুট ও বরাহ মাংসের সহিত সিদ্ধ পেয়া (গঙ্গাধরপাঠ যবাগূ) ঘৃতযুক্ত করিয়া সৈন্ধবের সহিত প্রয়োগ করিবে। ৪০। বাতকাসে বাস্তুক শাক, কাকমাচী শাক, মূলক, শুষণী শাক, তৈলাদি স্নেহ, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও গুড়ের দ্রব্য, দধি, কাঁজী, অম্লফল, প্রসন্না নামক মদ্য এবং স্বাদু অম্ল ও লবণ দ্রব্য হিতকর। ৪১

ইতি বাতকাসচিকিৎসা।

পিত্তকাসে প্রবল কফের অনুবন্ধ থাকিলে ঘৃতযোগে বমন করান উচিত অথবা মদনফল, গাম্ভারীফল ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ জল দ্বারা বমন করান উচিত। অথবা যষ্টিমধুমূলের কল্ক ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ও ইক্ষুরসের সহিত সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা বমন করান উচিত। বমন দ্বারা রোগীর দোষ হৃত হইলে শীতল ও মধুর পেয়াদি ক্রম পালন করান উচিত। ৪২। পিত্তকাসে কফ পাতলা থাকিলে মধুর দ্রব্যের সহিত তেউড়ীর চূর্ণ বা ক্বাথ পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। আর কফ ঘন থাকিলে তিক্ত দ্রব্যের সহিত চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ৪৩। কফ

স্নিগ্ধশীতস্তনুকফে রুক্ষশীতঃ কফে ঘনে।
ক্রমঃ কার্য্যঃ পরং ভোজ্যাঃ স্নেহৈর্লেহৈশ্চ শস্যতে ॥ ৪৪
শৃঙ্গাটকং পদ্মবীজং নীলী সারাণি পিপ্পলী।
পিপ্পলীমুস্তযষ্ট্যাহ্বদ্রাক্ষামূর্ব্বা মহৌষধম্ ॥
লাজামৃতফলা দ্রাক্ষা ত্বক্ ক্ষীরী পিপ্পলী সিতা
পিপ্পলী পদ্মকো দ্রাক্ষা বৃহত্যাশ্চ ফলাদ্রসঃ ॥
খর্জ্জূরং পিপ্পলী বাংশী শ্বদংষ্ট্রা চেতি পঞ্চ তে।
ঘৃতক্ষৌদ্রযুতা লেহাঃ শ্লোকার্দ্ধৈঃ পিত্তকাসিনাম্ ॥ ৪৫
শর্করাচন্দনদ্রাক্ষামধুধাত্রীফলোৎপলৈঃ।
পৈত্তে সমুস্তমরিচঃ সকফে সঘৃতোঽনিলে ॥ ৪৬
মৃদ্বীকার্দ্ধশতং ত্রিংশৎপিপ্পলী শর্করাপলম্।

পাতলা থাকিলে স্নিগ্ধ শীতল ক্রিয়া এবং ঘন থাকিলে রুক্ষ-শীতল ক্রিয়া করিবে। আর ভোজন স্নেহ ও লেহের সহিত আরম্ভ করা উচিত। [নিম্নে লেহ বর্ণিত হইতেছে ৪৪। পানিফল, পদ্মবীজ, "নীলী সারানি" ও পিপুল। পিপুল, মুতা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগরো, ও শুঁঠ। লাজা (খই), অমৃতাফল (আমলকী), দ্রাক্ষা, বংশলোচন, পিপুল ও চিনি। বৃহতীফলের রসের সহিত পিষ্ট পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ ও দ্রাক্ষা এবং খর্জ্জুর, পিপুল, বংশলোচন ও গোক্ষুর। এই পাঁচটী যোগ শ্লোকের পাঁচটী চরণে পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সকল যোগ পিত্তকাসে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিতে হয়। ৪৫। শুদ্ধ পিত্তকাসে শর্করা, রক্তচন্দন, দ্রাক্ষা, আমলকী ও নীলোৎপলের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে হয়। [এ স্থলে রক্তচন্দন দ্রাক্ষা, আমলকী ও নীলোৎপল সমান সমান এবং শর্করা সর্ব্বসমান] কফ সংযুক্ত পিত্তকাসে মুতা ও মরিচের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে হয়। আর বাতযুক্ত পিত্তকাসে শর্করা, রক্তচন্দন, দ্রাক্ষা, আমলকী ও নীলোৎপল ঘৃতের সহিত লেহন করিতে হয়। ৪৬। কিস্‌মিস্ পঞ্চাশটী, পিপুল ত্রিশটি এবং চিনি

লেহয়েন্মধুনা গোর্ব্বা ক্ষীরপক্ক শকৃদ্রসম্ ॥ ৪৭
ত্বগেলাব্যোষমৃদ্বীকাপিপ্পলীমূলপৌষ্করৈঃ।
লাজামুস্তশটীরাস্নাধাত্রীফলবিভীতকৈঃ॥
শর্করাক্ষৌদ্রসর্পির্ভির্লেহঃ কাসবিনাশনঃ।
শ্বাসং হিক্কাং ক্ষয়ঞ্চৈব হৃদ্রোগঞ্চ প্রণাশয়েৎ॥৪৮
পিপ্পল্যামলকং দ্রাক্ষাং লাক্ষাং লাজান্ সিতোপলাম্।
পিবেদ্বা মধুসংযুক্তং পিত্তকাসহরং পরম ॥ ৪৯
বিদারীক্ষুমৃণালানাং রসান্ ক্ষীরং সিতোপলম্।
পিবেদ্ বা মধুসংযুক্তং পিত্তকাসহরং পরম্ ॥ ৫০
মধুরৈর্জাঙ্গলরসৈঃ শ্যামাকযবকোদ্রবাঃ।
মুদ্গাদিযূষৈঃ শাকৈশ্চ তিক্তকৈর্মাত্রয়া হিতাঃ ॥৫১
ঘনশ্লেষ্মণি লেহাস্তু তিক্তকা মধুসংযুতাঃ।
শালয়ঃ স্যুস্তনুকফে ষষ্টিকশ্চ রসাদিভিঃ ॥
শর্করাম্ভোঽনুপানার্থে দ্রাক্ষেক্ষুণাং রসান্ পয়ঃ।

এক পল একত্র করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা গোবরের রস চতুর্গুণ গোদুগ্ধে পাক করিয়া লেহন করিবে। ৪৭। দারুচিনি, এলাচ, ত্রিকটু, কিসমিস, পিপুলমুল কুড়, লাজা, মুতা, শটী, রাস্না, আমলকী ও বিভীতকী চুর্ণ শর্করা, মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, হিক্কা, ক্ষয় ও হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। ৪৮। পিপুল, আমলকী, লাজা লাক্ষা, দ্রাক্ষা ও চিনি দুগ্ধে পাক করিয়া ঘনীভূত ও শীতল হইলে অষ্টমভাগ মধুর সহিত লেহন করিবে। ৪৯। ভূমিকুষ্মাণ্ড ইক্ষুরস, বেণার কাথ এই সকলের সহিত সর্ব্বসমান দুগ্ধ ও মিছরি মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত পান করিবে। ৫০। মধুর জাঙ্গল রস, শ্যামাতণ্ডুল, যব ও কেদোধানের তণ্ডুল এই সকলের অন্ন মুদ্গাদির যুষ বা তিক্ত শাকের সহিত মাত্রানুযায়ী সেবন করিলে হিতকর হয়। ৫১। পিত্তকাসে শ্লেষ্মা ঘন থাকিলে তিক্ত-মধুরসংযুক্ত লেহ সকল প্রয়োগ করিবে এবং শালিতণ্ডুলের অন্ন দিবে। কফ পাতলা থাকিলে "মধুর জাঙ্গল মাংসরস বা মুদ্গাদিযুষ ও তিক্ত শাকের সহিত ষষ্টিকান্ন হিতকর।"

সর্ব্বঞ্চ মধুরং শীতমবিদাহি প্রশস্যতে ॥ ৫২
কাকোলী বৃহতী মেদা দ্বাভ্যাং সবৃষনাগরৈঃ।
পিত্তকাসে রসান্ ক্ষীরং যূষাংশ্চাপ্যুপকল্পয়েৎ॥৫৩
শরাদিপঞ্চমূলস্য পিপ্পলীদ্রাক্ষয়োস্তথা।
কষায়েণ শৃতং ক্ষীরং পিবেৎ সমধুশর্করম্ ॥ ৫৪
তামুগৈঃ।
জীবকর্ষভকাকোলীতামলক্যর্দ্ধিজীবকৈঃ ॥
শৃতং পয়ঃ পিবেৎ কাসী জ্বরী দাহী ক্ষতক্ষয়ী।
তজ্জং বা সাধয়েৎ সর্পিঃ সক্ষীরেক্ষুরসং ভিষক্ ॥ ৫৫
জীবকাদ্যৈর্মধুরকৈঃ ফলৈশ্চাভিষুকাদিভিঃ।
কর্ষৈস্ত্রিকার্ষিকৈঃ সিদ্ধে পূতশীতে প্রদাপয়েৎ ॥
শর্করা পিপ্পলীচূর্ণত্বক্ক্ষীর্য্যা মরিচস্য চ।

অনুপান মিছরির পানা দিতে হয়। অথবা দ্রাক্ষারস ইক্ষুরস বা দুগ্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার মধুর শীতল অবিদাহী অনুপান প্রশস্ত। ৫২। কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বৃহতী, কণ্টকারী, মেদা, মহামেদা, বাসকছাল ও শুঁঠের সহিত মাংসরস, দুগ্ধ বা যুষ পাক করিয়া দিবে। ৫৩। শরাদি পঞ্চমুল, পিপুল ও কিস্‌মিসের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে মধু ও চিনির সহিত পান করিবে। ৫৪। শালপাণী, চিনি, চাকুলে, ছোট ও বড় শ্রাবণী ("মুণ্ডেরী"। সাধারণ মতে থুলকুড়ী), বৃহতী, কণ্টকারী, "বীরা" (ক্ষীর কাকোলী পাঠান্তরে ঋষভক), কাকোলী, ভূম্যামলকী, "বড় জীরা ও ছোট জীরা" (পাঠান্তরে ঋদ্ধি ও জীরা) এই সকলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কাস, জ্বর, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগের উপশম হয়। অথবা সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত তুলিয়া তাহার সমান দুগ্ধ ও তিনগুণ ইক্ষুরস দিয়া একত্র পাক করিয়া প্রয়োগ করিলেও হয়। ৫৫। জীবকাদি মধুর দশক, দ্রাক্ষাদি মধুর ফল এবং অভিষুক প্রভৃতি স্নিগ্ধ ফলের সহিত কষ তিন তিন পল গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে। পরে সেই ঘৃতের সহিত শর্করা, পিপুলচূর্ণ,

শৃঙ্গাটকস্য চাবাপ্য ক্ষৌদ্রগর্ভান্ পলোন্মিতান্
গুড়ান্ গোধূমচূর্ণেন কৃত্বা খাদেদ্দীপ্তাশনঃ
শুক্রাসৃগ্‌দোষশোষেষু কাসে ক্ষীণক্ষতেষু চ৫৬
শর্করানাগরোদীচ্যং কণ্টকারীং শটীং সমাম্।
পিষ্ট্বা রসং পিবেৎ পূতং বস্ত্রেণ ঘৃতমূর্চ্ছিতম্ ॥৫৭
মহিষ্যজাবিগোক্ষীরধাত্রীফলরসৈঃ সমৈঃ।
সর্পিঃ সিদ্ধং পিবেদ্‌যুক্ত্যা পিত্তকাসনিবর্হণম্ ॥৫৮

ইতি পিত্তকাসচিকিৎসা।

বলিনং বমনৈরাদৌ শোধয়েৎ কফকাসিনম্।
যবান্নৈঃ কটুরূক্ষোষ্ণৈঃ কফঘ্নৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ॥৫৯
পিপ্পলীক্ষারিকৈর্যূষৈঃ কৌলত্থং মূলকস্য চ।
লঘূন্যন্নানি ভুঞ্জীত রসৈর্বা কটুকান্বিতৈঃ॥

বংশলোচন, মরিচ ও পাণিফল, সর্ব্বসমেত ঘৃতের চতুর্থাংশ পরিমাণে চূর্ণীকৃত করিয়া মিশ্রিত করিবে। অনন্তর সমস্ত দ্রব্য উষ্ণ থাকিতে থাকিতে গোধূমচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুলিকা প্রস্তুত করিবে এবং শীতল হইলে গুলিকার মধ্যে মধু পুরিয়া সেই গুলিকা একপল পরিমাণে প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। দীপ্তাগ্নি হইয়া এই ঔষধ সেবন করিলে শুক্র-দোষ, রক্তদোষ, শোষ, কাস, ক্ষীণ ও ক্ষত রোগের শান্তি হয়। ৫৬। শুঁঠ, বালা কণ্ট-কারী ও শটী সমান সমান ভাগে পেষণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা রস ছাঁকিয়া লইবে। পরে সমান শর্করা ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ৫৭। মহিষী, অজা, মেষী ও গো এই সকলের দুগ্ধ ও আমলকীর রস সর্ব্বসমেত ঘৃতের সমান এবং ঘৃত একত্র পাক করিয়া যুক্তিপূর্ব্বক সেবন করিলে পিত্তকাসের নিবৃত্তি হয়। ৫৮

ইতি পিত্তকাসচিকিৎসা।

কফকাসে রোগী বলবান্ হইলে প্রথমতঃ তাহাকে বমন দ্বারা শোধন করিবে এবং আহারার্থ কটু রূক্ষোষ্ণ কফঘ্ন অন্ন ও যবান্ন প্রদান করিবে। ৫৯। পিপুল ও যবক্ষারের সহিত সংস্কৃত কুলত্থ ও শুষ্কমূলক-যূষের সহিত লঘু অন্ন ভোজন করিবে। আর কটু রসের

ধান্ববৈল্বরসৈঃ স্নেহৈস্তিলসর্ষপবিল্বজৈঃ।
মধ্বম্লোষ্ণাম্বুতক্রং বা মদ্যং বা নিগদং পিবেৎ
পৌষ্করারগ্বধং মূলং পটোলাস্তং নিশাস্থিতম্।
জলং মধুযুতং পেয়ং কালেষ্বন্নস্য বা ত্রিষু ॥ ৬১
কট্‌ফলং কত্তৃণং ভার্গী মুস্তং ধান্যং বচাভয়া
শুণ্ঠী পর্পটকঃ শৃঙ্গী সুরাহ্বঞ্চ শৃতং জলে॥
মধুহিঙ্গুযুতং পেয়ং কাসে বাতকফাত্মকে।
কণ্ঠরোগে মুখে শূলে শ্বাসহিক্কাজ্বরেষু চ॥ ৬২
পাঠাং শুণ্ঠীং শটীং মূর্ব্বাং গবাক্ষীং মুস্তপিপ্পলীম্
[illegible]
নাগরাতিবিষামুস্তশৃঙ্গীকর্কটকস্য চ।
হরীতকীং শটীঞ্চৈব তেনৈব বিধিনা পিবেৎ॥৬৪
তৈলভৃষ্টঞ্চ পিপ্পল্যাঃ কল্কাক্ষং সসিতোপলম্।
পিবেদ্বা শ্লেষ্মকাসঘ্নং কুলত্থরসসংযুতম্ ॥ ৬৫

সহিত ধন্বদেশজ মাংস বা বিলেশয় মাংস পাক করিয়া তাহার রসের সহিত লঘু অন্ন সেবন করাইবে। অথবা তিল, সর্ষপ বা বিল্ববীজের তৈল গ্রহণ করিয়া উহার সহিত স্নিগ্ধ অন্ন সেবন করিবে। অনুপান দধি, কাঁজী, উষ্ণ-জল বা মদ্য বা নিগদ [নিম্নে নিগদ উল্লিখিত হইল]। ৬০। পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়), সোঁদাল গাছের মূল ও পলতা সমান সমান লইয়া রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। সেই জল মধুর সহিত পরদিন অন্নকালে বা রাত্রিতে সেবন করিবে। ৬১। কায়ফল, গন্ধতৃণ, বামনহাটী, মুতা, ধনে, বচ, হরীতকী, শুঁঠ, ক্ষেতপাবড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও দেবদারুর ক্বাথ শীতল করিয়া মধু ও হিঙ্গুর সহিত পান করিবে। ইহাতে বাতকফাত্মক কাস, কণ্ঠ-রোগ, শোথ, শ্বাস, হিক্কা ও জ্বর নষ্ট হয়। ৬২। আকনাদি, শুণ্ঠী, শটী, মুগ্‌রো (মূর্ব্বা), রাখাল শসার কন্দ, মুতা এবং পিপুলের চূর্ণ, হিঙ্গু ও সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ৬৩। শুঁঠ, আত-ইচ, মুতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, হরীতকী ও শটীচূর্ণ উক্ত প্রণালীতে সেবন করিবে। ৬৪। পিপু-লের কল্ক এক তোলা তৈলে ভাজিয়া এক

কাসমর্দ্দার্শ্ববিট্‌ভৃঙ্গরাজো বার্ত্তাকজা রসাঃ।
সক্ষৌদ্রাঃ কফকাসঘ্নাঃ স্বরসস্তাসিতস্ত চ॥ ৬৬
দেবদারু শটী রাস্না কর্কটাখ্যা দুরালভা।
পিপ্পলী নাগরং মুস্তং পথ্যাধাত্রীসিতোপলাঃ॥
মধুতৈলযুতাবেতৌ লেহৌ বাতানুগে কফে॥৬৭
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
পথ্যা তামলকী ধাত্রী ভদ্রমুস্তানি পিপ্পলী॥
দেবদার্ব্বভয়া মুস্তং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
বিশালা পিপ্পলী মুস্তং ত্রিবৃতা চেতি লেহয়েৎ।
চতুরো মধুনা লেহান্ কফকাসহরান্ ভিষক্॥৬৮
সৌবর্চ্চলাভয়াধাত্রীপিপ্পলীক্ষারনাগরম্।
চূর্ণিতং সর্পিষা বাতকফকাসহরং পিবেৎ॥ ৬৯
দশমূলাঢ়কে প্রস্থং ঘৃতস্যাক্ষসমৈঃ পচেৎ।
পুষ্করাহ্বশটীবিল্বসুরসৈর্ব্যোষহিঙ্গুভিঃ॥
পেয়ং পেয়ানুপানং তৎ কাসে বাতকফাত্মকে।
শ্বাসরোগেষু সর্ব্বেষু কফবাতাত্মকেষু চ॥ ৭০
ইতি দশমূলাদিঘৃতম্।
সমূলফলপত্রায়াঃ কণ্টকার্য্যা রসাঢ়কে।
ঘৃতপ্রস্থং বলাব্যোষবিড়ঙ্গশটীচিত্রকৈঃ॥
সৌবর্চ্চলযবক্ষারপিপ্পলীমূলপৌষ্করৈঃ।
বৃশ্চীকবৃহতীপথ্যাযমানীদাড়িমর্দ্ধিভিঃ॥
দ্রাক্ষাপুনর্নবাচব্যদুরালাভাম্লবেতসৈঃ।
শৃঙ্গীতামলকীভার্গীরাস্নাগোক্ষুরকৈঃ পচেৎ॥
কল্কৈস্তৎ সর্ব্বকাসেষু হিক্কাশ্বাসেষু শস্যতে।
কণ্টকারীঘৃতং হ্যেতৎ কফব্যাধিনিসূদনম্॥ ৭১
ইতি কণ্টকারীঘৃতম্।
কুলত্থরসযুক্তং বা পঞ্চকোলশৃতং ঘৃতম্।
পায়য়েৎ কফজে কাসে হিক্কাশ্বাসে চ
শস্যতে॥ ৭২
ইতি কুলত্থাদিঘৃতম্।

তোলা চিনির সহিত কুলত্থরস যোগে পান করিলে কাস নষ্ট হয়। ৬৫। কালকাসুন্দ পাতার রস, অশ্ববিষ্ঠার রস, ভৃঙ্গরাজের রস ও বেগুণের রস মধুর সহিত পান করিলে কফ-কাস নষ্ট হয়। কৃষ্ণতুলসী পাতার রস মধুর সহিত পান করিলেও ঐ ফল হয়। ৬৬। দেবদারু, শটী, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও দুরালভা। পিপুল, শুঁঠ, মুতা, হরীতকী, আমলকী ও মিছরী। এই দুইটী যোগ মধু ও তৈলের সহিত লেহন করিলে বাতসংসৃষ্ট কফ নষ্ট হয়। ৬৭। পিপুল, পিপুলমূল, চিতার মূল ও গজপিপুল। হরীতকী, ভূম্যামলকী, আমলকী, ভদ্রমুস্তক ও পিপুল। দেবদারু, হরীতকী, মুতা, পিপুল ও শুঁঠ। রাখালশশার কন্দ, পিপুল, মুতা ও তেউড়ী। এই চারিটী যোগ মধুর সহিত লেহন করিলে কফকাস নষ্ট হয়। ৬৮। সৌবর্চ্চল, হরীতকী, আমলকী, পিপুল, যবক্ষার ও শুঁঠের চূর্ণ সর্পির সহিত পান করিলে বাতকফ জন্য কাস নষ্ট হয়। ৬৯। দশমূলের রস এক আঢ়ক; পুষ্কর (অভাবে কুড়), শটী, বেলছাল, তুলসী, ত্রিকটু ও হিঙ্গু এই আট দ্রব্যের কল্ক এক এক তোলা এবং ঘৃত চারি সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিয়া পেয়া অনুপান করিবে। তাহাতে বাতকফাত্মক কাস ও বাতকাত্মক শ্বাস নষ্ট হয়। ৭০। ইতি দশমূলাদি ঘৃত।

মূল, পত্র ও শাখার সহিত কণ্টকারীর ক্বাথ এক আঢ়ক; ঘৃত চারি সের এবং বেড়েলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শটী, চিতার মূল, সৌবর্চ্চল, যবক্ষার, "বেলছাল, আমলকী, কুড়" (পাঠান্তরে পিপুলমূল ও কুড়), বিচুতীর মূল, হরীতকী, যমানী, দাড়িম, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, পুনর্নবা, চৈ, দুরালভা, অম্লবেতস, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, ভূম্যামলকী, বামনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর এই সাতাইশ দ্রব্যের কল্ক সর্ব্বসমেত এক সের একত্র পাক করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। এই কণ্টকারী ঘৃত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস, হিক্কা, শ্বাস ও কফরোগ নিরাকৃত হয়। ৭১
ইতি কণ্টকারী ঘৃত।

কুলত্থের ক্বাথ ষোল সের, পঞ্চকোলের কল্ক এক সের এবং ঘৃত চারি সের একত্র পাক করিবে। এই কুলত্থাদি ঘৃত কফজ কাস, হিক্কা ও শ্বাস নষ্ট করিয়া থাকে। ৭২
ইতি কুলত্থাদি ঘৃত।

ধূমাংস্তানেব দদ্যাচ্চ যে প্রোক্তা বাতকাসিনাম্
কোশাতকীফলান্মধ্বং পিবেদ্বা সমনঃশিলম্ ॥ ৭৩
তমকঃ কফকাসে তু স্যাচ্চেৎ পিত্তানুবন্ধজঃ।
পিত্তকাসক্রিয়াং তত্র যথাবস্থং প্রযোজয়েৎ ॥
বাতে কফানুবন্ধে তু কুর্য্যাৎ কফহরাং ক্রিয়াম্
পিত্তানুবন্ধয়োর্বাতকফয়োঃ পিত্তনাশনীম্ ॥ ৭৪
আর্দ্রে বিরূক্ষণং শুষ্কে স্নিগ্ধং বাতকফাত্মকে।
কাসেঽন্নপানং কফজে সপিত্তে তিক্তসংযুতম্॥৭৫
ইতি কফজকাসচিকিৎসা।
কাসমাত্যয়িকং মত্বা ক্ষতজং ত্বরয়া জয়েৎ।
মধুরৈর্জীবনীয়ৈশ্চ বলমাংসবিবর্দ্ধনৈঃ ॥ ৭৬
পিপ্পলীমধুকং পিষ্টং কার্ষিকং সসিতোপলম্।
প্রাস্থিকং গব্যমাজঞ্চ ক্ষীরমিক্ষুরসস্তথা ॥
যবগোধূমমৃদ্বীকাচূর্ণমামলকীরসঃ।
তৈলঞ্চ প্রসৃতাংশানি তৎ সর্ব্বং মৃদুনাগ্নিনা ॥
পচেল্লেহং ঘৃতক্ষৌদ্রযুক্তঃ স ক্ষতকাসনুৎ।

কফকাসে তমক শ্বাস হইলে এবং পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে তখন অবস্থানুসারে পিত্তকাসোক্ত ক্রিয়া সকল আচরণ করিতে হয়। ৭৩। বাতকাসে কফের অনুবন্ধ থাকিলে কফহরী ক্রিয়া আবশ্যক। বাতকাস ও কফকাসে পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে পিত্তনাশিনী ক্রিয়া আবশ্যক। ৭৪। বাতকফাত্মক কাসে কফ আর্দ্র থাকিলে রূক্ষ অন্নপান এবং কফ শুষ্ক থাকিলে স্নিগ্ধ অন্নপান প্রশস্ত। কফজ কাস পিত্তের সহিত বর্ত্তমান হইলে তিক্তসংযুক্ত অন্নপান প্রশস্ত। ৭৫

ইতি কফজকাসচিকিৎসা।

ক্ষতজ কাসকে সংঘাতিক মনে করিয়া সত্বর নিবৃত্ত করিবে। দ্রাক্ষা, খর্জ্জুরাদি মধুর গণ, জীবনীয় গণ এবং বৃংহণীয় গণ দ্বারা ক্ষতজ কাসের চিকিৎসা করিতে হয়। ৭৬। পিপুল দুই তোলা, যষ্টিমধু দুই তোলা, মিছরি দুই তোলা, গব্যদুগ্ধ চারি সের, অজাদুগ্ধ চারি সের, ইক্ষুরস চারি সের, যবচূর্ণ গোধূমচূর্ণ ও কিস্‌মিসের চূর্ণ এক এক দুই দুই পল; আমলকীরস ও তৈল চারি চারি পলা [illegible]

শ্বাসহৃদ্রোগকাসেষু হিতো বৃদ্ধাল্পরেতসে ॥ ৭৭
ক্ষতকাসাভিভূতানাং বৃত্তিঃ স্যাৎ পিত্তকাসিকী
ক্ষীরসর্পির্মধুপ্রায়া সংসর্গে তু বিশেষণম্ ॥ ৭৮
বাতপিত্তার্দ্দিতেঽভ্যঙ্গো গাত্রভেদে ঘৃতৈর্হিতঃ
তৈলৈর্মারুতরোগঘ্নৈঃ পীড্যমানে চ বায়ুনা ॥
হৃৎপার্শ্বার্ত্তিষু পানং স্যাজ্জীবনীয়স্য সর্পিষঃ।
সদাহং কাসিনো রক্তং ষ্ঠীবতঃ সবলেঽনিলে।
মাংসোচিতেভ্যঃ কাসিভ্যো লাবাদীনাং রসা হিতাঃ ॥ ৭৯
তৃষার্ত্তানাং পয়শ্ছাগং শরমূলাদিভিঃ শৃতম্ ॥ ৮০
রক্তে স্রোতোভ্য আস্যাদ্বাপ্যাগতে ক্ষীরজং ঘৃতম্।
নস্যং পানং যবাগূর্বা শ্রান্তে ক্ষামে হতানলে ॥ ৮১
কুস্তম্ভায়ামেষু মহতীং মাত্রাং বা সর্পিষঃ পিবেৎ।
কুর্য্যাদ্বা বাতরোগঘ্নং পিত্তরক্তাবিরোধি যৎ ॥ ৮২

আরোপিত করিয়া লেহ পাক করিবে। এই লেহ ঘৃত ও মধুযোগে সেবন করিলে ক্ষতজ কাস, অন্তাঙ্গকাস, হৃদ্রোগ, কৃশতা ও অল্পশুক্রতার প্রতিকার হয়। ৭৭। ক্ষতকাসার্ত্ত ব্যক্তিদিগের পিত্তকাসোক্ত পথ্য সকল সেবনীয়। আর দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুই বহুল পরিমাণে সেবনীয় হইয়া থাকে। ৭৮। দ্বন্দ্বজ কাসে পথ্যাদির বিশেষ আছে, যথা; বাতপিত্তকাসে অঙ্গমর্দ্দ থাকিলে ঘৃতাভ্যঙ্গ হিতকর। আর বায়ুর উল্বণতা থাকিলে বায়ুনাশক তৈল সকল হিতকর। হৃদয় ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে জীবনীয় ঘৃত পান হিতকর। ক্ষতজ কাসে রক্তষ্ঠীবন ও দাহ থাকিলে অথচ অগ্নির বল থাকিলে মাংসসাত্ম্য ক্ষীণ রোগীদিগকে লাব প্রভৃতির মাংস দেওয়া হিতকর। ৭৯। ক্ষতজ কাসে তৃষ্ণা থাকিলে শরমূলাদি পঞ্চমূলের সহিত সিদ্ধ ছাগদুগ্ধ হিতকর। ৮০। নাসাদি পথ বা মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে দুগ্ধজাত ঘৃত পান ও সেই ঘৃতের নস্য হিতকর। রোগী ক্লান্ত কৃশ ও মন্দাগ্নি হইয়া পড়িলে যবাগূ হিতকর হয়। ৮১। [illegible]

নিবৃত্তে ক্ষতদোষে তু কফে বৃদ্ধ উরঃশিরঃ।
দীপ্যতে কাসিনো যস্য সধূমান্ না
পিবেদিমান্ ॥ ৮৩
দ্বে মেদে মধুকং দ্বে চ বলে তৈঃ ক্ষৌমলক্তকৈঃ
বর্ত্তিতৈর্ধূমমাপীয় জীবনীয়ঘৃতং পিবেৎ ॥ ৮৪
মনঃশিলাপলাশাজগন্ধাত্বক্‌ক্ষীরিনাগরৈঃ।
ভাবয়িত্বা পিবেৎ ধূমং শর্করেক্ষুগুড়োদকম্ ॥৮৫
পিষ্ট্বা মনঃশিলাং তুল্যামার্দ্রয়া বটশুঙ্গয়া।
সসর্পিষ্কং পিবেদ্ধূমং তিত্তিরিপ্রতিভোজনম্ ॥৮৬
ভাবিতং জীবনীয়ৈর্বা কুলিঙ্গাগুরসাধুভিঃ
ক্ষৌমং ধূমং পিবেৎ ক্ষীরং শৃতক্বাথো-
গুড়ৈরনু ॥ ৮৭
ইতি ক্ষতজকাসচিকিৎসা।

সম্পূর্ণরূপং ক্ষয়জং দুর্ব্বলস্য বিবর্জয়েৎ ॥ ৮৮
নবোত্থিতং বলবতঃ প্রত্যাখ্যায়াচরেৎ ক্রিয়াম্
তস্মৈ বৃংহণমেবাদৌ কুর্য্যাদগ্নেশ্চ বর্দ্ধনম্।
বহুদোষায় সস্নেহং মৃদু দদ্যাৎ বিরেচনম্ ॥ ৯০
শম্যাকেন ত্রিবৃতয়া মৃদ্বীকারসযুক্তয়া।
তিল্বকস্য কষায়েণ বিদারীস্বরসেন চ ॥
সর্পিঃ সিদ্ধং পিবেদ্‌যুক্ত্যা ক্ষীণদেহো
বিশোধনম্।
হিতং তদ্দেহবলয়োরস্য সংবরণং মতম্ ॥ ৯১
পিত্তে কফে চ সংক্ষীণে পরিক্ষীণেষু ধাতুষু।
ঘৃতং কর্কটকীক্ষীরদ্বিবলাসাধিতং পিবেৎ ॥ ৯২
বিদারীভিঃ কদম্বৈর্বা তালশস্যৈস্তথা শৃতম্।

উপস্থিত হইলে ঘৃতের উত্তম মাত্রা পান করিবে। অথবা রক্তপিত্তের অবিরোধী বাতরোগঘ্ন ক্রিয়া করিবে। ৮২। উরঃক্ষতে ক্ষতনিবৃত্তি ও তদনুবদ্ধ বাতপিত্ত দোষের নিবৃত্তি হইলে যদি কফের বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় এবং ক্ষতস্থান দলিত হইতে থাকে, তবে কাস-রোগীকে বক্ষ্যমাণ ধূম সকল প্রয়োগ করিবে। ৮৩। মেদা, মহামেদা, যষ্টিমধু, বেড়েলা ও নাগবলার কল্ক ক্ষৌমবস্ত্র ও অলক্তক যোগে বর্ত্তিত করিয়া ধূমপানের বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ধূমপানের পর শুজোরক্বাথ জীব-নীয় ঘৃত পান করিবে। ৮৪। মনঃশিলা, পলাশবীজ, যমানী, বংশলোচন ও শুঁঠ পেষণ করিয়া ক্ষৌমবস্ত্রে লেপনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ধূম পান করিবে। ধূমপানের পর চিনির পানা বা গুড়ের পানা অনুপান করিবে। ৮৫। কাঁচা বটের শুঙ্গার সহিত তুল্য-পরিমাণ মনঃশিলা পেষণ করিয়া ক্ষৌমবস্ত্রে লেপন করিতে হয়। অনন্তর তাহাকে বর্ত্তিকা-কৃতি ও ঘৃতযুক্ত করিয়া ধূম পান করিতে হয়। ধূমপানের পর তিত্তির-মাংসরসের সহিত ভোজন করিতে হয়। ৮৬। অথবা জীবনীয় গণের ক্বাথ চড়াই পক্ষীর মাংসের সহিত সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষৌমবস্ত্র লেপিত করিবে। শুষ্ক হইলে পূর্ব্বরূপে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ধূম পান করিবে। ধূমপানের পর পক্বদুগ্ধ অথবা অগ্নিতপ্ত লৌহগুড়ক (লোহার গুলি) দুগ্ধে প্রক্ষেপ করিয়া সেই দুগ্ধ অনুপান করিবে। ৮৭

ইতি ক্ষতজকাস চিকিৎসা।

দুর্ব্বল ব্যক্তির সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন ক্ষয়জ কাস পরিত্যাগ করিবে। ৮৮। যদি রোগীর বল ও মাংসের বিশেষ ক্ষয় না হইয়া থাকে, তবে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। ৮৯। ক্ষয়জ কাসের চিকিৎসায় প্রথমতঃ বৃংহণ ও অগ্নিদীপন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগী বহুদোষ হইলে প্রথমতঃ তাহাকে স্নেহের সহিত মৃদু বিরেচন দিবে। ৯০। সোঁদালের আঠা ও তেউড়ীর কল্ক ঘৃতের চতুর্থাংশ; কিস্‌মিসের ক্বাথ, লোধের ক্বাথ ও ভূমিকুষ্মা-ণ্ডের স্বরস ঘৃতের চতুর্গুণ এবং ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া একত্র পাক করিয়া সেবন করিবে। এই ঘৃত ক্ষীণদেহ ব্যক্তির পক্ষে উত্তম বিরেচক। রোগীর দেহ ও বল রক্ষা করিয়া বিরেচন প্রভৃতি প্রয়োগ করা উচিত। ৯১। পিত্ত ও কফ ক্ষীণ এবং ধাতু সকল পরিক্ষীণ হইলে কাঁকড়াশৃঙ্গী, বেড়েলা ও নাগবলার কল্কের সহিত দুগ্ধসহযোগে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। [এ স্থলে কল্ক

ঘৃতং পয়শ্চ মূত্রস্য বৈবর্ণ্যে কৃচ্ছ্র এব চ ॥ ৯৩
শূনে সবেদনে মেঢ্রে পায়ৌ সশ্রোণিবংক্ষণে।
ঘৃতমণ্ডেন মধুনাহ্নবাস্য মিশ্রকেণ বা ॥ ৯৪
জাঙ্গলৈঃ প্রতিভুক্তস্য বর্ত্তকাদ্যা বিলেশয়াঃ।
ক্রমশঃ প্রসহাশ্চৈব প্রযোজ্যাঃ পিশিতাশিনঃ।
ঔষ্ণ্যাৎ প্রমাথিভাবাচ্চ স্রোতোভ্যশ্চ্যাবয়ন্তি তে।
কফৈঃ শুদ্ধৈশ্চ তৈঃ পুষ্টিং কুর্য্যাৎ সম্যগ্-
বহন্ রসঃ ॥ ৯৫
চবিকা ত্রিফলা ভার্গী দশমূলৈঃ সচিত্রকৈঃ।
কুলথপিপ্পলীমূলপাঠাকোলযবৈর্জলে ॥
শৃতৈর্নাগরদুঃস্পর্শাপিপ্পলীশটিপৌষ্করৈঃ।
কল্কৈঃ কর্কটশৃঙ্গ্যা চ সমৈঃ সর্পির্বিপাচয়েৎ ॥
সিদ্ধেঽস্মিংশ্চূর্ণিতৌ ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ
দত্ত্বা যুক্ত্যা পিবেন্মাত্রাং ক্ষয়কাসনিপীড়িতঃ ॥৯৬
ইতিদ্বিপঞ্চমূলাদিঘৃতম্।
গুড়ূচীং পিপ্পলীং মূর্ব্বাং হরিদ্রাং শ্রেয়সীং বচাম্।
নিদিগ্ধিকাং কাসমর্দ্দং পাঠাং চিত্রকনাগরম্ ॥
জলে চতুর্গুণে পক্কা পাদশেষেণ তৎ সমম্।
সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেদ্গুল্মশ্বাসার্ত্তিক্ষয়কাসনুৎ ॥৯৭
ইতি গুড়ূচ্যাদিঘৃতম্।
কাসমর্দ্দাভয়ামুস্তপাঠাকট্ফলনাগরৈঃ
পিপ্পল্যা কটুকাদ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যোঃ সুরসেন চ ॥
অক্ষমাত্রৈর্ঘৃতপ্রস্থং ক্ষীরদ্রাক্ষারসাঢ়কে।
পচেচ্ছোষজ্বরপ্লীহসর্ব্বকাসহরং শিবম্ ॥ ৯৮

ঘৃতের চতুর্থাংশ ও দুগ্ধ চতুর্গুণ হইবে] ৯২। মূত্রের বিবর্ণতা ও কৃচ্ছ্রনির্গম (অল্প অল্প মূত্র বার বার হইলে তাহাকে কৃচ্ছ্রনির্গম বলা যায়) হইলে ভূমিকুম্মাণ্ডের কল্ক ও চতুর্গুণ জলের সহিত ঘৃত পান করিয়া প্রয়োগ করিবে [ভূমি-কুম্মাণ্ডের চূর্ণ মূত্রের "কস্কেট" ও আলবুমেন দূর করে]। অথবা কদম্বের কল্ক বা তালা-ঙ্কুরের কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা দুগ্ধপাকের নিয়মে প্রত্যক কল্কের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৯৩। ক্ষয়রোগীর মেঢ্র, পায়ু, শ্রোণি ও বংক্ষণে শোথ ও শূল থাকিলে তাহাকে মধু-যুক্ত ঘৃতমণ্ডের সহিত অনুবাসন দিতে হইবে। অথবা ঘৃত ও তৈল মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত অনুবাসন দিতে হইবে। ৯৪। অনুবাসনানন্তর জাঙ্গল মাংসরসের সহিত ভোজন করাইতে হইবে। ক্ষয়কাস-রোগীর ভোজনে বর্ত্তক প্রভৃতি বিলেশয় ও মাংসাশী প্রসহ জন্তুর মাংসরস ক্রমশঃ প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ বর্ত্তকাদির মাংসরস উষ্ণতা ও প্রমাথিগুণে স্রোতঃসমূহ হইতে কফ ক্ষরণ করিয়া থাকে। রোগীর কফ হৃত হইলে স্রোতঃ-সমূহের উন্মুক্তি বশতঃ রসধাতু সম্যক্রূপে বাহিত হইয়া রক্তাদির পোষণ করে। ৯৫। চই, ত্রিফলা, বামনহাটী, দশমূল, চিতার মূল,

এই সকলের কাথ ষোল সের ; শুঁঠ, দুরালভা, শটী, পিপুল, পুষ্করমূল ও কাঁকড়াশৃঙ্গীর কল্ক-সমান সমান পরিমাণে সর্ব্বসমেত এক সের এবং ঘৃত চারি সের একত্র পাক করিবে। পাকশেষে ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত সাচী-ক্ষার ও যবক্ষার এবং পঞ্চ লবণ মিশ্রিত করিয়া ক্ষয়কাস নিপীড়িত ব্যক্তি যুক্তিপূর্ব্বক সেবন করিবে। ৯৬

ইতি দ্বিপঞ্চমূলাদি ঘৃত।

গুড়ূচী, ত্রিফলা, মূর্ব্বা, (মুগ্গুরো), হরিদ্রা, শ্রেয়সী (গজপিপুল), বচ, কণ্টকারী, কালকাসুন্দা, আকনাদি, চিতার মূল ও শুঁঠ চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া পাদশেষে (ঘৃতের চতুর্গুণ থাকিতে) তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে [এ স্থলে লিখিত আছে যে, কাথের "সম" ঘৃত পাক করিবে। সমশব্দের অর্থ একত্র বা যুগপৎ]। ৯৭

ইতি গুড়ূচ্যাদি ঘৃত।

কালকাসুন্দার মূল, হরীতকী, মুতা, আক-নাদি, কট্‌ফল, শুঁঠ, পিপুল, কটুকী, দ্রাক্ষা [পাঠান্তরে দ্রাক্ষা নাই], গাম্ভারী ও তুল-সীর কল্ক এক এক তোলা ; দুগ্ধ ও দ্রাক্ষার রস সর্ব্বসমেত এক আঢ়ক এবং ঘৃত চারি

ধাত্রীফলৈঃ ক্ষীরসিদ্ধৈঃ সর্পির্বাপ্যবচূর্ণিতম্ ।
দ্বিগুণে দাড়িমরসে বিপক্বং ব্যোষসংযুতম্ ॥
পিবেদুপরি ভক্তস্য যবক্ষারঘৃতং নরঃ ।
পিপ্পলীগুড়সিদ্ধং বা চ্ছাগক্ষীরযুতং ঘৃতম্ ॥
এতান্যগ্নিবিবৃদ্ধ্যর্থং সর্পীংষি ক্ষয়কাসিনাম্ ।
স্যুর্দোষবদ্ধকোষ্ঠোরঃস্রোতসাঞ্চ বিশুদ্ধয়ে ॥ ৯৯
হরীতকীযবকাথদ্ব্যাঢকে বিংশতিং পচেৎ ।
স্বিন্না মৃদিত্বা তাস্তস্মিন্ পুরাণং গুড়ষট্পলম্ ॥
দদ্যান্মনঃশিলাকর্ষং কর্ষার্দ্ধঞ্চ রসাঞ্জনাৎ ।
কুড়বার্দ্ধঞ্চ পিপ্পল্যাঃ স লেহঃ শ্বাসকাসনুৎ ॥ ১০০
ইতি হরীতকীলেহঃ ।

শাবিধঃ শূচয়ো দগ্ধাঃ সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করাঃ ।
শ্বাসকাসহরা বর্হিপাদো বা ক্ষৌদ্রসর্পিষা ॥
এরণ্ডপত্রক্ষারং বা ব্যোষতৈলগুড়ান্বিতম্ ।
লিহ্যাদেতেন বিধিনা সুরসৈরণ্ডপত্রজম্ ॥ ১০১
দ্রাক্ষাপদ্মকবার্ত্তাকপিপ্পলীঃ ক্ষৌদ্রসর্পিষা ।
লিহ্যাৎ ত্র্যূষণচূর্ণং বা পুরাণং গুড়সর্পিষা ॥ ১০২
চিত্রকং ত্রিফলাজাজী কর্কটাখ্যং কটুত্রিকম্ ।
দ্রাক্ষাঞ্চ ক্ষৌদ্রসর্পির্ভ্যাং লিহ্যাদদ্যাদ্-
গুড়েন বা ॥ ১০৩
পদ্মকং ত্রিফলাং ব্যোষং বিড়ঙ্গং সুরদারু চ ।
বালাং রাস্নাঞ্চ তুল্যানি সূক্ষ্মং চূর্ণানি কারয়েৎ
সর্বৈরেভিঃ সমং চূর্ণং পৃথক্‌ক্ষৌদ্রঘৃতং সিতাম্
বিমথ্য লেহয়েল্লেহং সর্ব্বকাসহরং শিবম্ ॥ ১০৪
ইতি পদ্মকাদিলেহঃ ।

পান করিলে শোষ, জ্বর, প্লীহা ও সর্ব্ব প্রকার কাস নষ্ট হয়। [এ স্থলে দুগ্ধ চারি সের ও দাড়িমরস বার সের দিতে হইবে]। ৯৮। যথাযোগ্য পরিমাণ দুগ্ধে আমলকী সকল পাক করিয়া আঁটী ফেলিয়া পেষণপূর্ব্বক চতুর্গুণ ঘৃতের সহিত গুলিয়া পান করিবে। অথবা ঘৃতের সহিত ঘৃতের চতুর্থভাগ ত্রিকটুকল্ক এবং দ্বিগুণ দাড়িম রসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। ক্ষয়কাসী ভাতের উপর যবক্ষার-ঘৃত পান করিবে [এ স্থলে যবক্ষার ঘৃতের অষ্টমাংশ ও জল ঘৃতের চতুর্গুণ হইবে]। অথবা ক্ষয়কাসরোগী পিপুল ও গুড়ের কল্ক চতুর্থাংশ এবং চতুর্গুণ ছাগদুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। এই সকল ঘৃত ক্ষয় কাসরোগীদিগের অগ্নি বৃদ্ধি করে এবং দোষ-বদ্ধ কোষ্ঠ ও বক্ষঃস্রোতের বিশুদ্ধি সম্পাদন করে। ৯৯। ষোল সের যব কুড়িটী হরীতকীর সহিত একশত আটাইশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া বত্রিশ সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে হরীতকীর আঁটী ফেলিয়া দিয়া পেষণ করিয়া লইবে। সেই পেষিত হরীতকী ছয় পল পুরাতন গুড়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত যব-কাথে প্রক্ষেপ করিয়া লেহ পাক করিবে। পাকাবশেষে নামাইবার সময় মনঃশিলা দুই তোলা, রসাঞ্জন এক তোলা এবং পিপুলচূর্ণ [illegible]

লইবে। এই লেহ শ্বাসসংযুক্ত কাস নষ্ট করে। ১০০

ইতি হরীতকীলেহ।

সজারুর কাঁটা দগ্ধ করিয়া সমান পরিমাণে শর্করা ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাসযুক্ত কাস নষ্ট হয়। এইরূপে ময়ূরের জঙ্ঘাদ্বয় দগ্ধ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলেও শ্বাসসংযুক্ত কাস নষ্ট হয়। এইরূপ এরণ্ডপত্রের ক্ষার সমাংস ত্রিকটুচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া তৈল ও গুড়ের সহিত লেহন করিবে। এইরূপে তুলসী ও এরণ্ডপত্রের ক্ষার একত্র করিয়া সমভাগ ত্রিকটুচূর্ণ ও তৈল-গুড়ের সহিত লেহন করিবে। ১০১। বেগুণ, পিপুল, দ্রাক্ষা ও পদ্মকাষ্ঠ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে. অথবা ত্রিকটুচূর্ণ পুরাণ গুড় ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। ১০২। চিতার মূল, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু ও কিস্‌মিস্ মধু ও ঘৃতের সহিত বা গুড়ের সহিত লেহন করিবে। ১০৩। পদ্মকাষ্ঠ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বেড়েলা ও রাস্না সমান সমান লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। [illegible] ঘৃত ও চিনি প্রত্যেকে

জীবন্তীং মধুকং পাঠাং ত্বক্‌ক্ষীরীং
ত্রিফলাং শটীম্।
মুস্তৈলে পদ্মকং দ্রাক্ষা দ্বে বৃহত্যৌ বিতুন্নকম্।
শারিবাং পৌষ্করং মূলং কর্কটাখ্যং রসাঞ্জন ।
পুনর্নবাং স্বর্জৌ লৌহং ত্রায়মাণাং যমানিকাম্ ॥
ভার্গীং তামলকীমৃদ্ধিং বিড়ঙ্গং ধন্বয়াসকম্।
ক্ষারচিত্রকচব্যাম্লবেতসব্যোষদারু চ ॥
চূর্ণীকৃত্য সমাংশানি লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
চূর্ণাৎ পাণিতলং পঞ্চ কাসানেষ ব্যপোহতি॥১০৫
লিহ্যান্মরিচচূর্ণং বা সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্।
সর্ব্বকাসহরং শ্রেষ্ঠং লেহং কাসার্দ্দিতো নরঃ॥
বদরীপত্রকল্কং বা ঘৃতভৃষ্টং সসৈন্ধবম্।
স্বরভেদে চ কাসে চ লেহমেতং প্রযোজয়েৎ॥
পত্রকল্কং ঘৃতৈর্ভৃষ্টং তিল্বকস্য সশর্করম্।
পেয়া চোৎকারিকা ছর্দ্দিতৃট্‌কাসামাতি-
সারনুৎ॥১০৮

গৌরসর্ষপগণ্ডীরবিড়ঙ্গব্যোষচিত্রকান্।
সাভয়ান্ সাধয়েৎ তোয়ে যবাগূং তেন চাম্ভসা॥
সসর্পির্লবণাং কাসে হিক্কাশ্বাসে সপীনসে।
পাণ্ড্বাময়ে ক্ষয়ে শোথে কর্ণশূলে চ শস্যতে॥
কণ্টকারীরসে সিদ্ধো মুদ্গযূষঃ সুসংস্কৃতঃ।
সগৌরামলকঃ সাম্লঃ সর্ব্বকাসভিষগ্‌জিতম্॥১১০
বাতঘ্নৌষধনিক্বাথং ক্ষীরং যূষান্ রসানপি।
বৈষ্কিরান্ প্রাতুদান্ বৈলান্ দাপয়েৎ
ক্ষয়কাসিনে॥১১১
ক্ষতকাসে চ যে ধূমাঃ সানুপানা নিদর্শিতাঃ।
ক্ষয়কাসেঽপি তানেব যথাবস্থং
প্রযোজয়েৎ॥১১২
দীপনং বৃংহণঞ্চৈব স্রোতসাঞ্চ বিশোধনম্।

সর্ব্বচূর্ণের সমান লইয়া মিশ্রিত করিবে। এই লেহ সর্ব্বকাসহর। ১০৪।

ইতি পদ্মকাদি লেহ।

জীবন্তী, যষ্টিমধু, আকনাদি, বংশলোচন, ত্রিফলা, শটী, মুতা, এলাচ, পিপুল, দ্রাক্ষা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিতুন্নক (ধনে), অনন্তমূল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রসাঞ্জন, পুনর্নবা, লৌহচূর্ণ, ত্রায়মাণা (বলালতা), যমানী, বামনহাটী, ভুম্যামলকী, ঋদ্ধি, বিড়ঙ্গ, দুরালভা, যবক্ষার, চিতার মূল, চৈ, অম্লবেতস, ত্রিকটু ও দেবদারুর চূর্ণ এক এক পল গ্রহণপূর্ব্বক মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। এই চূর্ণ দুইতোলা পরিমাণে প্রত্যহ লেহন করিলে পঞ্চকাস নিবৃত্ত হয়। ১০৫। কাসার্দ্দিত ব্যক্তি মরিচচূর্ণ ঘৃত, মধু ও শর্করার সহিত লেহন করিবে। ইহা সর্ব্বকাসহর শ্রেষ্ঠ লেহ। ১০৬। কুলপাতা বাটিয়া ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধবের সহিত লেহন করিবে। এই লেহ স্বরভঙ্গ ও কাসের পক্ষে উত্তম। ১০৭। লোধ্রপত্রের কল্ক ঘৃতে ভাজিয়া শর্করাসহ লেহন করিবে। অথবা পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। ইহা বমি, তৃষ্ণা, কাস ও আমাতিসার নষ্ট করিয়া থাকে। ১০৮

শ্বেতসর্ষপ, গণ্ডীর (শমঠ শাক), বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, চিতার মূল, হরীতকী দুই তোলা পরিমাণে একপ্রস্থ জলে পাক করিবে। অর্দ্ধেক শেষ থাকিলে সেই ক্বাথের সহিত যবাগূ পাক করিয়া ঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত পান করিলে কাস, হিক্কা, শ্বাস, পীনস, পাণ্ডুরোগ, ক্ষয়, শোষ ও কর্ণশূলের প্রতিকার হয়। ১০৯। কণ্টকারী দুই তোলা ও জল এক প্রস্থ পাক করিয়া অর্দ্ধশেষে সেই ক্বাথের সহিত ঘৃত মরিচাদি যোগে মুদ্গযূষ প্রস্তুত করিবে। এই যূষ গৌর (কর্পূর) ও আমলকীর অম্ল রসের সহিত পান করিলে সর্ব্ব কাসের ঔষধ হয়। ['গৌর' গঙ্গাধরমতে হরিদ্রা ও অন্যান্য মতে কুঙ্কুম। কিন্তু কর্পূর সহজ অর্থ] ১১০। ক্ষয়কাসীকে বাতঘ্ন ঔষধের ক্বাথ, দুগ্ধ, যূষ এবং বিষ্কির, প্রতুদ ও বিলেশয় জন্তুদিগের মাংসরস পান করিতে দিবে। ১১১। আর ক্ষতকাসে যে সকল ধূম ও অনুপান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ক্ষয়কাসেও সেই সকল অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিতে

ব্যত্যাসাৎ ক্ষয়কাসিভ্যো বল্যং সর্ব্বং মিতং হিতম্ ॥ ১১৩
সন্নিপাতভবোঽপ্যেষ ক্ষয়কাসঃ সুদারুণঃ।
সন্নিপাতহিতং তস্মাৎ সদা কার্য্যং ভিষগ্‌জিতম্
দোষানুবলযোগাচ্চ হরেদ্রোগবলাবলম্ ॥
কাসেষেষু গরীয়াংসং জানীয়াদুত্তরোত্তরম্ ॥ ১১৪

তত্র শ্লোকৌ।

ভোজ্যং পানানি সর্পীংষি লেহাঃ পাচনকানি চ।
ক্ষীরং সর্পিগুড়া ধূমাঃ কাসভৈষজ্যসংগ্রহঃ ॥
সংখ্যা নিমিত্তং রূপাণি সাধ্যাসাধ্যত্বমেব চ।
কাসানাং ভেষজং প্রোক্তং গরীয়স্ত্বঞ্চ কাসিনঃ ॥ ১১৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে কাসচিকিৎসিত নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

দীপন, বৃংহণ, স্রোতঃশোধক ও বল্য ঔষধ সকল হিতকর। ১১৩। এই নিদারুণ ক্ষয়কাস সন্নিপাতসমুদ্ভূত। অতএব ইহাতে সন্নিপাতনাশক ঔষধ হিতকর। ক্ষয়কাসে দোষের অনুবন্ধক্রমে রোগের বলাবল হয়। ১১৪। এই অধ্যায়ের সূচী ;—এই কাসচিকিৎসিত অধ্যায়ে বিবিধ প্রকার ভোজ্য, পান, ঘৃত, অবলেহ, পানক, দুগ্ধ, সর্পিগুড়, ধূম এবং রোগের সংখ্যা, নিমিত্ত, রূপ, সাধ্যাসাধ্যত্ব, কাসসমূহের ঔষধ এবং গুরুত্ব বর্ণিত হইল। ১১৫

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ছর্দ্দিচিকিৎসিতম্।

অথাতশ্ছর্দ্দিচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

যশস্বিনং ব্রহ্মতপোদ্যুতিভ্যাং
জ্বলন্তমগ্ন্যর্কসমপ্রভাবম্।
পুনর্ব্বসুং ভূতহিতে নিবিষ্টং
পপ্রচ্ছ শিষ্যোঽত্রিজমগ্নিবেশঃ ॥ ২
ছর্দ্দীংষি মে যানি পুরোদিতানি
রোগাধিকারে ভিষজাং বরিষ্ঠ।
তেষাং চিকিৎসাং সনিদানলিঙ্গাং
যথাবদাচক্ষ নৃণাং হিতার্থম্ ॥ ৩
তদগ্নিবেশস্য বচো নিশম্য
প্রীতো ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ ইদং জগাদ।
ছর্দ্দীংষি তে যানি পুরোদিতানি
বিস্তারতস্তানি নিবোধ সম্যক্ ॥ ৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বমিচিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান, তপস্যা ও দ্যুতিগুণে জ্বলন্ত অগ্নি ও সূর্য্যের সমান প্রভাবিশিষ্ট, যিনি সর্ব্বভূতহিতে নিবিষ্ট, সেই যশস্বী অত্রিপুত্র পুনর্ব্বসুকে শিষ্য অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন ; হে ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ! সূত্রস্থানের অষ্টোদরীয় অধ্যায়ে যে পঞ্চ প্রকার বমির বিষয় আমাকে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার চিকিৎসা, নিদান ও লিঙ্গ মানবদিগের হিতার্থ যথাবৎ বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হউক। ২। অগ্নিবেশের সেই কথা শুনিয়া ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বসু প্রীত হইয়া কহিলেন, পূর্ব্বে তোমাকে যে সকল বমির বিষয় বলিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই সকল সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩। বাত পিত্ত কফ ও সন্নিপাত এই চারি প্রকার দোষ হইতে চারি প্রকার বমি উৎপন্ন হয়।

বিদ্যাৎ পৃথক্ছর্দ্দিপ্রভবাণি দোষৈ-
র্দ্বিষ্টার্থযোগেন চ পঞ্চ তানি।
তেষাং হৃদুৎক্লেশকফপ্রসেকো
দ্বেষোঽশনে চৈব হি পূর্ব্বরূপম্ ॥ ৫
ব্যায়ামতীক্ষ্ণৌষধশোকরোগ-
ভয়োপবাসাদ্যতিকর্ষিতস্য।
ক্রুদ্ধো মহাস্রোতসি মাতরিশ্বা
দোষান্ সমুৎক্লিশ্য তদূর্দ্ধমস্তন্ ॥
আমাশয়োদ্রেককৃতশ্চ মর্ম্ম
প্রপীড়য়েচ্ছর্দ্দিমুদীরয়েচ্চ ॥ ৬
হৃৎপার্শ্বপীড়ামুখশোষমূর্দ্ধ-
নাভ্যর্ত্তিকাসস্বরভেদতোদৈঃ।
উদ্গারশব্দপ্রবলং সফেনং
বিচ্ছিন্নকৃষ্ণং তনুকং কষায়ম্ ॥
কৃচ্ছ্রেণ চাল্পং মহতা চ বেগে-
নার্ত্তোঽনিলাচ্ছর্দ্দয়তীহ দুঃখম্ ॥ ৭
অজীর্ণকট্বম্লবিদাহ্যশীতৈ-
রামাশয়ে পিত্তমুদীর্ণবেগম্।
রসায়নীভির্বিসৃতং প্রপীড্য
মর্ম্মোর্দ্ধমাগম্য বমিং করোতি ॥ ৮
মূর্চ্ছাপিপাসামথ মূর্দ্ধকণ্ঠ-
তাম্বক্ষিসন্তাপতমোভ্রমার্ত্তঃ।
পিত্তং ভৃশোষ্ণং হরিতং সতিক্তং
ধূম্রঞ্চ পিত্তেন বমেৎ সদাহম্ ॥ ৯
স্নিগ্ধাতিগুর্ব্বামবিদাহিভোজ্যৈঃ
স্বপ্নাদিভিশ্চৈব কফোঽতিবৃদ্ধঃ ॥
উরঃ শিরো মর্ম্ম রসায়নীশ্চ
সর্ব্বাঃ সমাবৃত্য বমিং করোতি ॥ ১০
তন্দ্রাস্যমাধুর্য্যকফপ্রসেক-
সন্তোষনিদ্রারুচিগৌরবার্ত্তঃ।
স্নিগ্ধং ঘনং স্বাদু কফং বিশুদ্ধং
সলোমহর্ষোঽল্পরুজং বমেৎ তু ॥ ১১
সমশ্নতঃ সর্ব্বরসান্ প্রসক্ত-
মামপ্রদোষর্ত্তুবিপর্য্যয়ৈশ্চ।

হয়। [দ্বিষ্টার্থযোগ অর্থাৎ দুর্গন্ধ আণাদি]। ৪। হৃদয়ের উৎক্লেশ, কফপ্রসেক (মুখে জল ওঠা) এবং অন্নে দ্বেষ এই তিনটী বমির পূর্ব্বরূপ। ৫। বাতজ বমির নিদান যথা ;— ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ ঔষধ, শোক, রোগ, ভয় ও উপবাস প্রভৃতি কারণে মানুষ অতিশয় কর্ষিত হইলে বায়ু মহাস্রোতের (যে স্রোত মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া গুহ্যদ্বারে শেষ হইয়াছে) মধ্যে কুপিত হইয়া দোষদিগকে উৎক্লিষ্ট করিয়া উর্দ্ধে বিক্ষেপ করে এবং হৃদয়াদি মর্ম্মসকলকে পীড়ন করিয়া বমি উদ্গিরণ করে। এই বমি বায়ুজন্য আমাশয়ের উৎক্লেশ হইতে উৎপন্ন হয়। ৬। বাতজনিত বমিতে হৃদয় ও পার্শ্বের পীড়া, নাভির উর্দ্ধে যাতনা, কাস, স্বরভেদ ও সূচীভেদবৎ ক্লেশ অনুভূত হয়। প্রবল উদ্গারশব্দ, ফেনযুক্ত বিচ্ছিন্ন, কষ্ট (কর্ষণ সংকৃত। গঙ্গাধরের [illegible]

ও কষ্ট হইয়া থাকে। ৭। অজীর্ণ কটু অম্ল বিদাহী ও উষ্ণসেবন হেতু আমাশয়ে পিত্ত উদীর্ণবেগ ও রসবাহী স্রোতঃসমূহ দ্বারা বিসৃত হইয়া হৃদয় প্রভৃতি মর্ম্মপীড়নপূর্ব্বক উর্দ্ধে আগমন করিয়া বমি উৎপাদন করে [তবেই বান্তদ্রব্যের সহিত পিত্তও থাকে]। ৮। পিত্তজ বমিতে মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, তালু ও অক্ষিদ্বয়ে সন্তাপ ; অন্ধকার দর্শন, ভ্রম ; এবং বমি পীতবর্ণ, অতিশয় উষ্ণ, হরিতবর্ণ, ঈষৎ তিক্ত, ধূম্রবর্ণ ও দাহযুক্ত হয়। ৯। স্নিগ্ধ, অতি গুরু ও বিদাহী ভোজ্য ও অতি নিদ্রাদি কারণে কফ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বক্ষঃ, মস্তক, হৃদয়াদি মর্ম্ম ও রসবাহী স্রোতঃসকল আবৃত করিয়া বমি উৎপাদন করে। ১০। কফজ বমিতে তন্দ্রা, মুখমাধুর্য্য, কফপ্রসেক [মুখ দিয়া জল উঠা), তৃপ্তি (আহার না করিয়াও আহার করার ন্যায় বোধ), নিদ্রা ও অরুচি হয়। বান্তদ্রব্য স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদু, কফযুক্ত ও নির্ম্মল হয়। বমি- [illegible] এবং অল্পই বমি হইয়া

সর্ব্বে প্রকোপং যুগপৎপ্রপন্না-
শ্ছর্দ্দিস্ত্রিদোষং জনয়ন্তি দোষাঃ॥ ১২
শূলাবিপাকারুচিদাহতৃষ্ণা-
শ্বাসপ্রমোহপ্রবলং প্রসক্তম্।
ছর্দ্দিস্ত্রিদোষং লবণাম্লনীল-
সান্দ্রোষ্ণরক্তং বমতাং নৃণাং স্যাৎ॥ ১৩
বিট্স্বেদমূত্রাম্বুবহানি বায়ুঃ
স্রোতাংসি সংরুধ্য যদোর্দ্ধমেতি।
উৎসন্নদোষস্য তদাচিতং তং
দোষং সমুদ্ধূয় নরস্য কোষ্ঠাৎ।
বিণ্মূত্রয়োস্তৎসমবর্ণগন্ধং
তৃট্শ্বাসহিক্কার্ত্তিযুতং প্রসক্তম্।
প্রচ্ছর্দ্দয়েদ্দুষ্টমিহাতিবেগাৎ
তয়ার্দ্দিতশ্চাশু বিনাশমেতি॥ ১৪
দ্বিষ্টপ্রতীপাশুচিপূত্যমেধ্য-
বীভৎসগন্ধাশনদর্শনৈশ্চ।
যশ্ছর্দ্দয়েৎ তপ্তমনা মনোঘ্নৈ-
র্দ্বিষ্টস্বসংযোগভবং মতং তৎ॥ ১৫

ক্ষীণস্য যচ্ছর্দ্দিরতিপ্রবৃদ্ধা
সোপদ্রবং শোণিতপূয়যুক্তম্।
সচন্দ্রকং তৎ প্রবদন্ত্যসাধ্যং
সাধ্যং চিকিৎসেদনুপদ্রবঞ্চ॥ ১৬
আমাশয়োৎক্লেশভবং হি সর্ব্বং
ছর্দির্মতং লঙ্ঘনমেব তস্মাৎ।
প্রাক্কারয়েন্মারুতজাং বিমুচ্য
সংসাধনং বা কফপিত্তহারি॥ ১৭
চূর্ণানি লিহ্যান্মধুনাভয়ানাং
দ্রব্যাণি বা যানি বিরেচনানি।
মদ্যৈঃ পয়োভিশ্চ যুতানি যুক্ত্যা
নয়ত্যধো দোষমুদীর্ণমূর্দ্ধম্॥ ১৮
বল্লীফলাদ্যৈর্বমনং পিবেদ্বা
যো দুর্ব্বলস্তং শমনৈশ্চিকিৎসেৎ॥ ১৯
রসৈর্মনোজ্ঞৈর্লঘুভির্বিশুদ্ধৈ-
র্ভক্ষ্যৈঃ সভোজ্যৈর্বিবিধৈঃ সপানৈঃ॥ ২০

(পথ্য ও অপথ্য একত্র ভোজনের নাম সমশন) করিলে বা আমদোষ থাকিলে বা ঋতু-বিপর্য্যয় ঘটিলে ত্রিদোষ যুগপৎ প্রকোপ প্রাপ্ত হইয়া বমি উৎপাদন করে। ১২। ত্রিদোষজ বমিতে শূল, অবিপাক, অরুচি, দাহ, তৃষ্ণা, শ্বাস, প্রমেহ, বমির নিরন্তর প্রবলতা এবং বান্তদ্রব্য লবণাক্ত, অম্লনীল, সান্দ্র ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। ১৩। ত্রিদোষ এইরূপে ঊর্দ্ধ-বেগ প্রাপ্ত হইলে বায়ু, পুরীষবহ স্বেদবহ মূত্র-বহ ও অম্বুবহ স্রোতঃসকলকে অবরুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধগতি হয় এবং সঞ্চিত দোষসমুদায়কে কোষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত করে। তখন বান্ত-দ্রব্যের গন্ধ ও বর্ণ বিষ্ঠা ও মূত্রের সমান হইয়া থাকে এবং রোগীর অনবরত তৃষ্ণা শ্বাস ও হিক্কা হইয়া থাকে। এইরূপে দূষিত বমির অতিযোগ হওয়াতে রোগী কাতর হইয়া শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৪। বিদ্বিষ্ট, ইচ্ছাবিরুদ্ধ, অশুচি, পূতি, অমেধ্য ও বীভৎস গন্ধদ্রব্যের ভোজন বা দর্শনহেতু মনের উদ্বেগ জন্মিলে যে বমি হয়, তাহাকে দ্বিষ্টার্থসংযোগোৎপন্ন বমি কহিয়া থাকে। ১৫। ক্ষীণ ব্যক্তির যে বমি অতি প্রসক্ত, উপদ্রব যুক্ত, রক্ত-পূযযুক্ত ও চন্দ্রকযুক্ত, তাহা অসাধ্য জানিবে। উপদ্রবহীন সাধ্য বমির চিকিৎসা করিবে। ১৬। সকল প্রকার বমিই আমা-শয়ের উৎক্লেশ হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব সকল প্রকার বমিতেই প্রথমে লঙ্ঘন করাইয়া পরে কফপিত্ত-নাশক বমন বিরেচনাদি প্রয়োগ করা উচিত। কেবল বাতজ বমিতে লঙ্ঘন বা সংশোধন প্রয়োগ করিতে নাই। [গঙ্গাধর কহেন যে বাতজ বমিতে লঙ্ঘন আবশ্যক কিন্তু সংশোধন দিতে নাই]। ১৭। কফ-পিত্তহারী বিরেচন যথা;—হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। আর অন্যান্য যে সকল দ্রব্য বিরেচন আছে, তাহাও অবস্থা-ভেদে মদ্য ও দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিবে। তাহা হইলে দোষ অধোগত হইবে। ১৮। কফপিত্তহারী বমন যথা;—তিক্ত লাউ প্রভৃতি বল্লীফলাদি পান করিয়া বমন করিবে। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বমন বিরেচন না দিয়া শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ১৯। মনোজ্ঞ লঘু

সুসংস্কৃতাস্তিত্তিরিবর্হিলাব-
রসা ব্যপোহন্ত্যনিলপ্রবৃত্তম্।
ছর্দিং তথা কোলকুলত্থধান্য-
বিল্বাদিমূলাম্বুযবৈশ্চ যূষাঃ ॥ ২১
বাতাত্মকে হৃদ্গদকাসযুক্তো
নরঃ পিবেৎ সৈন্ধববদ্ঘৃতন্তু।
সিদ্ধং তথা ধান্যকনাগরাভ্যাং
দধ্না চ তোয়েন চ দাড়িমস্য ॥
ব্যোষেণ যুক্তাং লবণৈস্ত্রিভিশ্চ
ঘৃতস্য মাত্রামথবা বিদধ্যাৎ।
স্নিগ্ধানি হৃদ্যানি চ ভোজনানি
রসৈঃ সযূষৈর্দধিদাড়িমাঢ্যৈঃ ॥ ২২
পিত্তাত্মকায়ামনুলোমনার্থং
দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈস্ত্রিবৃৎ স্যাৎ।
কফাশয়স্থন্তুতিমাত্রবৃদ্ধং
পিত্তং হরেৎ স্বাদুভিরূর্দ্ধমেব ॥ ২৩

শুদ্ধায় কালে মধুশর্করাভ্যাং
লাজৈশ্চ মন্থং যদি বাপি পেয়াম্।
প্রদাপয়েন্মুদ্গরসেন বাপি
শাল্যোদনং জাঙ্গলজৈ রসৈর্বা ॥ ২৪
সিতোপলামাক্ষিকপিপ্পলীভিঃ
কুল্মাষলাজাযবশক্তুগৃঞ্জান্।
খর্জুরমাংসান্যথ নারিকেলং
দ্রাক্ষামথো বা বদরাণি লিহ্যাৎ ॥ ২৫
স্রোতোজলাজোৎপলকোলমজ্জ-
চূর্ণানি লিহ্যান্মধুনাভয়াক্ত।
কোলাস্থিমজ্জাঞ্জনমক্ষিকাবিড়্-
লাজাসিতামাগধিকাঃ কণাং বা ॥ ২৬
দ্রাক্ষারসং বাপি পিবেৎ সুশীতং
মৃদ্ভৃষ্টলোষ্ট্রপ্রভবং জলং বা।
জম্ব্বাম্রয়োঃ পল্লবজং কষায়ং
পিবেৎ সুশীতং মধুসংযুতং বা ॥ ২৭

মাংসরস, শুষ্ক ভোজ্য সামগ্রী এবং বিবিধ প্রকার পেয়াদি ও পানীয় দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। ২০। গন্ধদ্রব্যাদি যোগে সুসংস্কৃত তিত্তিরি, ময়ূর ও লাবপক্ষীর মাংস-রস বায়ুকৃত বমি নষ্ট করিয়া থাকে। এইরূপ কুল, কুলত্থ, ধনে, বিল্বাদি পঞ্চমূল, কাঁজী (গঙ্গাধর বলেন যূলাম্ল অর্থাৎ কাঁজীর অধঃ-স্থিত কিট্ট) যবের যূষ বাতজ বমি নাশ করে। ২১। বাতাত্মক বমিতে হৃৎস্পন্দ ও কাস থাকিলে (গঙ্গাধর পাঠ হৃৎস্পন্দ আছে, 'কাস' নাই) সৈন্ধব-মিশ্রিত ঘৃত পান করিবে। অথবা শুঁঠ ও ধনিয়ার কল্ক এবং দধির সহিত ঘৃত পান করিবে। অথবা দাড়িম রসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। অথবা দাড়িম রসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত ত্রিকটু-চূর্ণ এবং সৈন্ধব সৌবর্চ্চল ও বিট্‌লবণের সহিত পান করিবে এবং স্নিগ্ধ হৃদ্য অন্নপান সমস্ত, মাংসরস, যূষ, দধি ও দাড়িম রসের সহিত সেবন করিবে। ২২। পিত্তাত্মক বমিতে অনুলোমনার্থ দ্রাক্ষারস, কুমিকুম্মাণ্ডের রস ও ইক্ষুরসের সহিত ত্রিবৃৎ প্রয়োগ করিবে। আর কফাশয়স্থ প্রবৃদ্ধ পিত্তকে স্বাদু বমন দ্বারা নিঃসারিত করিবে। ২৩। রোগী এইরূপে শুদ্ধ হইবার পর তাহাকে যথা-কালে লাজচূর্ণ জলে গুলিয়া মধু ও শর্করার সহিত পান করাইবে। অথবা মধু ও শর্করার সহিত পেয়া পান করাইবে। অথবা মুদ্গ-যূষের সহিত বা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন প্রদান করিবে। ২৪। অথবা কুল্মাষ, লাজ বা যবের ছাতুর সহিত গৃঞ্জনচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা খেজুরের মাথী পিপুলচূর্ণের সহিত পেষণ করিয়া চিনি মধুর সহিত লেহন করিবে। ২৫। রসাঞ্জন, লাজ, নীলোৎপল, কুলের আঁটীর শাঁস এই সকলের চূর্ণ মধুর সহিত অভয়া লেহন করিবে। অথবা কুলের আঁটীর শাঁস রসা-ঞ্জন, মক্ষিকার বিষ্ঠা, লাজা, চিনি ও পিপুলের দানা একত্র করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। ২৬। অথবা দ্রাক্ষার কাথ শীতল করিয়া পান করিবে। অগ্নি-দগ্ধ মৃত্তিকাখণ্ড জলে

নিশিস্থিতং বারি সমুদ্গকৃষ্ণং
সোশীরধান্যং চণকোদকং বা।
গবেধুকামূলজলং গুড়ুচ্যা
জলং পিবেদিক্ষুরসং পয়ো বা॥ ২৮
সেব্যং পিবেৎ কাঞ্চনগৈরিকং বা
সবালকং তণ্ডুলধাবনেন।
ধাত্রীরসেনোত্তমচন্দনং বা
তৃষ্ণাবমিঘ্নানি সমাক্ষিকাণি॥ ২৯
কল্কং তথা চন্দনচব্যমাংসী-
দ্রাক্ষোত্তমাবালকগৈরিকাণাম্।
শীতাম্বুনা গৈরিকশালিচূর্ণং
মূর্ব্বা তথা তণ্ডুলধাবনেন॥ ৩০
কফাম্লিকায়াং বমনং প্রশস্তং
সপিপ্পলীসর্ষপনিম্বতোয়ৈঃ

করিবে। অথবা জাম পাতা বা আম পাতার কষায় শীতল হইলে মধুর সহিত পান করিবে। ২৭। অথবা রাত্রিতে মুগ ও পিপুল জলে ভিজাইয়া রাখিবে এবং প্রাতঃকালে সেই জল পান করিবে। অথবা রাত্রিতে ছোলার জলে বেণার মূল ও ধনে ভিজাইয়া রাখিবে এবং সেই জল প্রাতঃকালে পান করিবে। অথবা ঐরূপ গবেধুকামূল (গবেধুকা "ক্ষুদ্র গোধুম") বা গোলঞ্চ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল পান করিবে। অথবা ইক্ষুরস বা দুগ্ধ পান করিবে। ২৮। অথবা বেণার মূল বা স্বর্ণ গৈরিক বা বালা চূর্ণ করিয়া চাউল ধোয়ানী জলের সহিত পান করিবে। অথবা আমলকী-রসের সহিত শ্বেতচন্দন ঘসিয়া পান করিবে। অথবা তৃষ্ণানাশক ও বমিনাশক ঔষধ সকল মধুর সহিত পান করিবে। ২৯। অথবা রক্তচন্দন, বেণার মূল, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, প্রিয়ঙ্গু, বালা ও গৈরিক চূর্ণ একত্র করিয়া শীতল জলের সহিত পান করিবে। অথবা গৈরিক ও শালির চূর্ণ একত্র করিয়া শীতল জলের সহিত পান করিবে অথবা মুর্ব্বাচূর্ণ (মুগারোর চূর্ণ) বা মুর্ব্বারস চাউল-ধোয়ানী জলের সহিত পান করিবে। ৩০। কফাম্লিক

পিণ্ডীতকৈঃ সৈন্ধবসম্প্রযুক্তৈ-
র্বম্যাং কফামাশয়শোধনার্থম্॥ ৩১
গোধুমশালীন্ সযবান্ পুরাণান্
যূষৈঃ পটোলামৃতচিত্রকাণাম্।
ব্যোষস্য নিম্বস্য চ তক্রসিদ্ধৈ-
র্যূষৈঃ ফলাম্লৈঃ কটুতিক্তবাদ্যাৎ॥ ৩২
রসাংশ্চ শূল্যানি চ জাঙ্গলানাং
মাংসানি জীর্ণামধুশীধ্বরিষ্টান্।
রাগাংস্তথা ষাড়বপানকানি
দ্রাক্ষাকপিত্থৈঃ ফলপূরকৈশ্চ॥ ৩৩
মুদ্গান্ মসূরাংশ্চণকান্ কলায়ান্
ভৃষ্টান্ ঘৃতাম্লাগরমাক্ষিকাভ্যাম্।
লিহ্যাৎ তথৈব ত্রিফলাবিড়ঙ্গ-
চূর্ণং বিড়ঙ্গপ্লবয়োরথো বা॥ ৩৪
সজাম্বরং বা বদরস্য চূর্ণং
মুস্তাবৃতাং কর্কটকস্য শৃঙ্গীম্।

বমিতে কফাশয় ও আমাশয়ের শোধনার্থ পিপুল সর্ষপ ও নিম্বের কাথ মদনফলের কল্ক ও যথাযোগ্য সৈন্ধবের সহিত যুক্ত করিয়া বমনার্থ প্রদান করিবে। ৩১। পুরাতন গোধুম শালি ও যবান্ন, পলতা গোলঞ্চ ও চিতার যুষের সহিত সেবন করিবে। অথবা ত্রিকটু-যুক্ত তক্রের সহিত সেবন করিবে অথবা তক্র-সিদ্ধ নিম্বযুষের সহিত সেবন করিবে। অথবা দাড়িমরসাদি দ্বারা অম্লীকৃত ও মরিচাদি-সংস্কৃত যুষের সহিত সেবন করিবে। ৩২। জাঙ্গল-মাংসরস ও শূল্য জাঙ্গল-মাংস, পুরাতন মধু শীধু ও অরিষ্ট এবং দ্রাক্ষা কপিত্থ বা গোঁড়ানেবু প্রভৃতির রসের সহিত রাগষাড়ব ও পানক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ৩৩। শুঁঠচূর্ণ ও মধুর সহিত ঘৃতে সন্তলিত মুগ, মসুর, ছোলা বা মটরের যুষ পান করিবে। এইরূপ ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা বিড়ঙ্গ ও কৈবর্তমুস্তকের কাথ পান করিবে। ৩৪। অথবা জামের আঁঠীর শাস বা কুলের আঁঠীর শাস [illegible]

দুরালভাং বা মধুসম্প্রযুক্তাং
লিহ্যাৎ কফচ্ছর্দ্দিবিনিগ্রহার্থম্‌ ॥ ৩৫
মনঃশিলায়াঃ ফলপূরকস্য
রসৈঃ কপিত্থস্য চ পিপ্পলীনাম্‌।
ক্ষৌদ্রেণ চূর্ণং মরিচৈশ্চ যুক্তং
লিহন্‌ জয়েচ্ছর্দ্দিমুদীর্ণবেগাম্‌ ॥ ৩৬
যৈর্যা পৃথক্তেন ময়া ক্রিয়োক্তা
তাং সান্নিপাতেঽপি সমীক্ষ্য বুদ্ধ্যা।
দোষর্ত্তুরোগাগ্নিবলান্যবেক্ষ্য
প্রযোজয়েচ্ছাস্ত্রবিদপ্রমত্তঃ ॥ ৩৭
মনোঽভিঘাতে তু মনোঽনুকূলা
বাচঃ সমাশ্বাসনহর্ষণানি।
লোকপ্রসিদ্ধাঃ শ্রুতয়ো বয়স্যাঃ
শৃঙ্গারিকাশ্চৈব হিতা বিহারাঃ ॥ ৩৮
গন্ধা বিচিত্রা মনসোঽনুকূলা
মৃৎপুষ্পশুক্তাম্রফলাদিকানাম্‌।
শাকানি ভোজ্যান্যথ পানকানি
সুসংস্কৃতাঃ ষাড়বরাগলেহাঃ ॥ ৩৯

অথবা মধুর সহিত মুতা ও কাঁকড়াশৃঙ্গীর চূর্ণ লেহন করিবে। দুরালভার চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলেও কফজ বমির নিবারণ হয়। ৩৫। গোঁড়ানেবুর রস ও কপিত্থরসের সহিত মনঃশিলা চূর্ণ (গুঞ্জা পরিমাণে) লেহন করিবে। অথবা পিপুলচূর্ণ ও মরিচূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলেও দুরন্ত কফজ বমির নিবারণ হয়। ৩৬। আমি পৃথক্‌ পৃথক্‌ দোষ হইতে উৎপন্ন পৃথক্‌ পৃথক্‌ বমির যে সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই সকল ক্রিয়াই দোষ, ঋতু, রোগ ও অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া সান্নিপাতিক বমিতে প্রয়োগ করিবে। ৩৭। মনের ঘৃণাদি বশতঃ বমি হইতে থাকিলে মনের অনুকূল বাক্য, আশ্বাস, হর্ষণ, লোকপ্রসিদ্ধ কৌতুকজনক ইতিহাসাদি, বয়স্যসহবাস ও আদিরসোচিত হিতকর বিহার সকল বমি নিবারণ করিয়া থাকে। ৩৮। মনের অনুকূল বিচিত্র গন্ধ, মৃদগন্ধ, পুষ্পগন্ধ, আম্রফলাদির গন্ধ,

যূষা রসাঃ কাম্বলিকাঃ খড়াশ্চ
মাংসানি ধানা বিবিধাশ্চ ভক্ষ্যাঃ।
ফলানি মূলানি চ গন্ধবর্ণৈ-
রসৈরুপেতানি বমিং জয়ন্তি ॥ ৪০
গন্ধং রসং স্পর্শমথাপি শব্দং
রূপঞ্চ যদ্‌যৎ প্রিয়মপ্যসাত্ম্যম্‌।
তদেব কুর্য্যাৎ প্রশমায় তস্যা-
স্তজ্জো হি রোগঃ সুখমেব জেতুম্‌ ॥ ৪১
ছর্দ্দ্যুত্থিতানাঞ্চ চিকিৎসিতং স্যা-
চ্চিকিৎসিতং কার্য্যমুপদ্রবাণাম্‌।
অতিপ্রবৃত্তাসু বিরেচনস্য
কর্ম্মাতিযোগে বিহিতং বিধেয়ম্‌ ॥ ৪২

মনের অনুকূল শাকসমূহ মনের অনুকূল ভোজ্যসমূহ, পানকসমূহ এবং সুসংস্কৃত রাগষাড়ব ও লেহ সকল হিতকর। ৩৯। নানাবিধ যূষ, রস, কাম্বলিক যূষ, খড়যূষ, মাংস, ধানা, বিবিধপ্রকার ভক্ষ্য ও বিবিধপ্রকার গন্ধবর্ণযুক্ত ফলমূল বমিনিবারণ করে। ৪০। যে সকল গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দ বা রূপ বমিরোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রিয় বলিয়া জানা যাইবে, তাহা তাহার অসাত্ম্য হইলেও তাহাকে প্রদান করিবে। কারণ ঘৃণাদিজনিত রোগের নিবারণার্থ মনোজ্ঞ গন্ধ প্রভৃতিই প্রশস্ত। ৪১। বমির যে চিকিৎসা, বমিজাত জ্বরাদি উপদ্রবসমূহেরও সেই চিকিৎসা। আর বিরেচনের অতিযোগ হইলে যে সকল ক্রিয়া বিধেয়, বমির অতিশয় প্রবৃত্তি হইলেও সেই সকল ক্রিয়া বিধেয় [তবেই অতিশয় বমি ও অতিশয় ভেদের চিকিৎসা এক। গঙ্গাধর বলেন যে, ঐইরূপ স্থলে বিরেচনের অতিযোগ দ্বারা চিকিৎসা করা বিধেয়। কিন্তু সিদ্ধিস্থানের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, অতি বমন হইলে মৃদু বিরেচন ও অতি বিরেচন হইলে মৃদু বমন দিবে। এ স্থলে অতিযোগের কথা নাই। পরে আবার লিখিত আছে যে, বিরেচনের অতিযোগেও শীতল জলাদি দ্বারা পরিষেক এবং [illegible]

বমিপ্রসঙ্গাৎ পবনোঽপ্যবশ্যং
ধাতুক্ষয়াদ্বৃদ্ধিমুপৈতি তস্মাৎ।
চিরপ্রবৃত্তাস্বনিলাপহানি
কার্য্যাণ্যুপস্তম্ভনবৃংহণানি ॥ ৪৩
সর্পির্গুড়াঃ ক্ষীরবিধিশ্চ তানি
কল্যাণকত্র্যুষণজীবনানি।
বৃষ্যাস্তথা মাংসরসাঃ সলেহী-
শ্চিরপ্রসক্তাশ্চ বমিং জয়ন্তি ইতি ॥ ৪৪
তত্র শ্লোকঃ।
সংখ্যাং হেতুং লক্ষণ-
মুপদ্রবান্ সাধ্যতাঞ্চ যোগাংশ্চ।
ছর্দ্দীনাং প্রশমার্থং
প্রাহ চিকিৎসিতং মুনিবর্য্যঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে ছর্দ্দিশ্চিকিৎসিতং নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

জলাদি দ্বারা পরিষেক করিতে হয়। অতএব অতিযোগ স্থলে উভয়ের তুল্য চিকিৎসা আবশ্যক। সিদ্ধিস্থান ৬ অধ্যায় ৩৭ ও ৪১ প্রকরণ]। ৪২। বমি হেতু ধাতুক্ষয় হওয়াতে বায়ু অবশ্যই কুপিত হইয়া থাকে। অতএব পুরাতন বমি রোগে (যেমন অম্লপিত্তের বমি) বাতঘ্ন ক্রিয়া আবশ্যক; আর এরূপ স্থলে স্তম্ভন ও বৃংহণ ক্রিয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। ৪৩। ক্ষত-ক্ষীণ-চিকিৎসোক্ত সর্পির্গুড়, দুগ্ধ-বিধি, কল্যাণকঘৃত, ত্র্যুষণাদ্য ঘৃত, জবনীয় ঘৃত, বৃষ্যযোগ, মাংসরস এবং লেহ সকল পুরাতন বমি নিবারণ করিয়া থাকে। ৪৪। এই অধ্যায়ের সূচী—এই ছর্দ্দিশ্চিকিৎসিত অধ্যায়ে মহর্ষি পুনর্ব্বসু বমিরোগের সংখ্যা, হেতু, লক্ষণ, উপদ্রব, সাধ্যতা, অসাধ্যতা এবং চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৪৫

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

তৃষ্ণাচিকিৎসিতম্।

অথাতস্তৃষ্ণাচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
জ্ঞানপ্রশমতপোভিঃ
খ্যাতোঽত্রিসুতো জগদ্ধিতেঽভিরতঃ।
তৃষ্ণানাং প্রশমার্থং
চিকিৎসিতং প্রাহ পঞ্চানাম্ ॥ ২
ক্ষোভাদ্ভয়াচ্ছ্রমাদপি
শোকাৎ ক্রোধাদ্বিলঙ্ঘনান্মদ্যাৎ।
ক্ষারাম্ললবণকটুকোষ্ণরূক্ষশুষ্কান্নসেবাভিঃ ॥
ধাতুক্ষয়গদকর্ষণবমনাদ্যতিযোগসূর্য্যসন্তাপৈঃ।
পিত্তানিলৌ প্রবৃদ্ধৌ
সৌম্যান্ ধাতূংশ্চ শোষয়তঃ ॥
রসবাহিনীশ্চ নাড়ীর্জিহ্বামূলগলতালুক্লোমঃ।
সংশোষ্য নৃণাং দেহে কুরুতস্তৃষ্ণাং
মহাবলাবেতৌ ॥
পীতং পীতং হি জলং শোষয়তস্তাবতো ন
যাতি শমম্।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা তৃষ্ণাচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। যিনি জ্ঞান, শান্তি ও তপোগুণে জগতের সুপ্রসিদ্ধ, সেই সর্ব্বভূতহিতার্থী ভগবান্ অত্রিনন্দন পাঁচ প্রকার তৃষ্ণার চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিলেন। ২। ক্ষোভ, ভয়, শ্রম, শোক, ক্রোধ, লঙ্ঘন, মদ্যপান; ক্ষার, অম্ল, লবণ, কটু, উষ্ণ, রুক্ষ ও শুষ্ক অন্নের অতিসেবন এবং ধাতুক্ষয়, রোগ দ্বারা কর্ষণ, বমনাদির অতিযোগ ও সূর্য্যসন্তাপ হেতু বাতপিত্ত কুপিত হইয়া মহাবল সহকারে রসাদি সৌম্য-ধাতু এবং রসবাহিনী নাড়ী, জিহ্বামূল, গল, তালু ও ক্লোমকে শোষণ করিয়া থাকে; তজ্জন্য জল পুনঃপুনঃ পীত হইলেও শোষিত হয়। কিছুতেই তৃষ্ণার শান্তি হয় না। যাহারা

ঘোরব্যাধিকৃশানাং প্রভবত্যুপসর্গভূতা সা ॥ ৩
প্রাগ্‌রূপং মুখশোষং স্বলক্ষণং সর্ব্বদাম্বুকামিত্বম্
তৃষ্ণানাং সর্ব্বাসাং লিঙ্গানাং লাঘবমপায়ঃ ॥ ৫
মুখশোষস্বরভেদভ্রমসন্তাপপ্রলাপসংস্তম্ভান্।
তাল্বোষ্ঠকণ্ঠজিহ্বাকর্কশতাং চিত্তনাশঞ্চ ॥
জিহ্বানির্গমমরুচিং বাধির্য্যং মর্ম্মণাং দবং সাদম্
তৃষ্ণোদ্ভূতা কুরুতে পঞ্চবিধা লিঙ্গতঃ শৃণু তাম্ ॥ ৬
অব্ধাতুং দেহস্থং কুপিতঃ পবনো যদা বিশোষয়তি।
তস্মিন্ শুষ্কে শুষ্যত্যবলস্তৃষ্যত্যথ বিশুষ্যন্ ॥ ৭
নিদ্রানাশঃ শিরসো ভ্রমস্তথা শুষ্কবিরসমুখতা।
স্রোতোপরোধ ইতি চ স্যাল্লিঙ্গং বাততৃষ্ণায়াঃ ॥৮
পিত্তং মতং কুপিতমাগ্নেয়ং কুপিতং তাপয়ত্যপাং ধাতুম্।
সন্তপ্তঃ স হি জনয়েৎ তৃষ্ণাং দাহোল্বণাং বিদ্যাৎ ॥ ৯
তিক্তাস্যত্বং শিরসো দাহঃ শীতাভিনন্দিত্বং মূর্চ্ছা।
পীতাক্ষিমূত্রবর্চ্চস্ত্বমাকৃতিঃ পিত্ততৃষ্ণায়াঃ ॥ ১০
তৃষ্ণা যামপ্রভবা সাপ্যাগ্নেয়্যামপিত্তজনিতত্বাৎ
লিঙ্গং তস্যাশ্চারুচিরাধ্মানকফপ্রসেকৌ চ ॥ ১১
দেহো রসজোঽম্বুভবা রসাশ্চ তস্য ক্ষয়াচ্চ তৃষ্যেৎ তু।
দীনস্বরঃ প্রতাম্যন্ সংশুষ্কহৃদয়গলতালুঃ ॥ ১২
ভবতি খলু সোপসর্গাৎ তৃষ্ণা সশোষিণী কষ্টা।
জ্বরমেহক্ষয়শোষশ্বাসাদ্যুপসৃষ্টদেহানাম্ ॥ ১৩
সর্ব্বাস্বতিপ্রসক্তা রোগকৃশানাং বমিপ্রসক্তানাম্
ঘোরোপদ্রবযুক্তাস্তৃষ্ণা মরণায় বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ১৪
নাগ্নিং বিনা হি তর্ষঃ পবনাদ্বা তৌ হি শোষণে হেতুঃ।

ঘোর ব্যাধিবশতঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের তৃষ্ণা উপসর্গসহকারে প্রাদুর্ভূত হয়। ৩। মুখশোষ তৃষ্ণার পূর্ব্বরূপ এবং সর্ব্বদা জলকামিতা উহার রূপ। ৪। সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণারই স্ব স্ব লক্ষণের লাঘবকে অপায় বলা যায়। [গঙ্গাধর বলেন যে স্বাভাবিক তৃষ্ণার লাঘবই অপায়]। ৫। মুখশোষ, স্বরভঙ্গ, ভ্রম, সন্তাপ, প্রলাপ, সংস্তম্ভ ; তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ ও জিহ্বার কর্কশতা, অরুচি, চেতনানাশ, জিহ্বানির্গম, বধিরতা, মর্ম্মতাপ ও অবসাদ প্রবল তৃষ্ণার সাধারণ লক্ষণ। সম্প্রতি পাঁচ প্রকার তৃষ্ণার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ শ্রবণ কর। ৬। বায়ু কুপিত হইয়া দেহস্থ জলধাতুকে শোষণ করিলে মানুষ দুর্ব্বল ও শুষ্ক হইয়া তৃষ্ণা প্রাপ্ত হয়। ৭। নিদ্রানাশ, শিরোঘূর্ণন, ভ্রম, মুখের শোষ ও বিরসতা এবং শ্রোত্রোপরোধ [কাণে তালাধরা। গঙ্গাধরপাঠ "স্রোতোঽবরোধঃ"] এই সকল বাততৃষ্ণার লক্ষণ। ৮। পিত্ত অগ্নিবহুল পদার্থ বলিয়া কথিত আছে। উহা কুপিত হইয়া জলধাতুকে তাপিত করিলে, মানুষের দাহোল্বণ তৃষ্ণা হইয়া থাকে। ৯। তিক্তাস্যতা, শিরোদাহ, শীতপ্রিয়তা, মূর্চ্ছা, অক্ষি মূত্র ও বিষ্ঠার পীতবর্ণতা, এই সকল পিত্ততৃষ্ণার লক্ষণ। ১০। যে তৃষ্ণা আম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা আগ্নেয়ী। কারণ তাহা আমাশ্রিত পিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। অরুচি, আধ্মান ও কফপ্রসেক আমতৃষ্ণার লক্ষণ। ১১। গর্ভিণীর আহারজ রস হইতেই সন্তানের দেহ উৎপন্ন হয়। আহাররস জলীয় পদার্থ। অতএব রসধাতুর ক্ষয় হইলে মানুষের তৃষ্ণা হইয়া থাকে। তখন উহার স্বরের ক্ষীণতা গ্লানি এবং হৃদয় গল ও তালুর শোষ উপস্থিত হয়। ১২। জ্বর মোহ ক্ষয় কাস ও শ্বাস রোগে শরীর অবসন্ন হইবার পর মানুষের উপদ্রবযুক্ত যে শোষিণী তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা কষ্টসাধ্য। ১৩। অতিপ্রবল সর্ব্ব প্রকার তৃষ্ণাই কষ্টসাধ্য। আর রোগকৃশ ব্যক্তিদিগের তৃষ্ণাও কষ্টসাধ্য। আর বমিপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের তৃষ্ণাও কষ্টসাধ্য। আর ঘোরতর উপদ্রবযুক্ত তৃষ্ণা মরণেরই জন্য হইয়া থাকে। ১৪। অগ্নি বা বায়ু বিনা তৃষ্ণা হয় না। কারণ অগ্নি ও বায়ুই জলধাতু

অত্যাতোয়ঽতিবৃদ্ধাবপাং ক্ষয়ে তৃষ্যতি নরো হি ॥ ১৫
গুর্ব্বন্নপয়ঃস্নেহৈঃ সম্মূর্চ্ছিতৈর্বিদাহকালে চ।
যস্তৃষ্যেদ্ধতমার্গে তত্রাপ্যনিলানলৌ হেতুঃ ॥১৬
তীক্ষ্ণোষ্ণরুক্ষভাবান্মদ্যং পিত্তানিলৌ প্রকোপয়তি।
শোষয়তোঽপাং ধাতুং তাবেব মদ্যশীলানাম্।
তপ্তাস্বিব সিকতাসু হি তাবেব মদ্য-তোয়মাশুষ্যতি ॥ ১৭
ক্ষিপ্তং তেষাং সন্তপ্তানাং হিমজলপানাদ্ভবতি মর্ম্ম ॥ ১৮
শিশিরস্নাতস্যোষ্মা রুদ্ধঃ কোষ্ঠং প্রপদ্য তর্ষয়তি
তস্মান্নোষ্ণঃ ক্লান্তো ভজেত সহসা জলং শীতম্ ॥ ১৯
লিঙ্গং সর্ব্বাস্বেতাস্বনিলক্ষয়াৎ পিত্তজং ভবত্যথ তু।
পৃথগাগমাচ্চিকিৎসিতমতঃ প্রবক্ষ্যামি তৃষ্ণানাম্ ॥ ২০

অপাং ক্ষয়াদ্ধি তৃষ্ণা সংশোষ্য নরংপ্রণাশয়েদাশু
তস্মাদৈন্দ্রং তোয়ং সমধু পিবেত্তদ্গুণং বান্যৎ
কিঞ্চিৎ কষায়ানুরসং তত্র লঘুশীতলং সুগন্ধি-সুরসম্।
অনভিষ্যন্দি চ যত্তৎ ক্ষিতিগতমপ্যৈন্দ্র-বজ্জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২
শৃতং শীতং সসিতোপলমথবা শরপূর্ব্বপঞ্চমূলেন
লাজা শক্তূন্ সিতাক্তান্ মধুযুতমৈন্দ্রেণবা মন্থম্
বাট্যং বাযবানাং শীতং মধুশর্করাযুতং দদ্যাৎ
পেয়াং বা শালীনাং দদ্যাদ্বা কোরদূষাণাম্ ॥ ২৫
পয়সা শৃতেন ভোজনমথবা মধুশর্করাযুতং ভোজ্যম্।
পারাবতাদিকরসৈর্ঘৃতভৃষ্টৈর্ব্বাপ্যলবণাম্লৈঃ ॥ ২৬
তৃণপঞ্চমূলমুঞ্জাতকৈঃ পিয়ালৈশ্চ জাঙ্গলাঃসুকৃতাঃ
শস্তা রসাঃ পয়ো বা তৈঃ সিদ্ধং শর্করা মধুমৎ ॥২৭

শোষণের হেতু। জলধাতুর ক্ষয় অধিক হইলেই মানুষের তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। ১৫। গুরু অন্ন দুগ্ধ ঘৃতাদির পরিপাক কালে উহারা পরস্পর মিলিত হইলে বায়ু ও অগ্নির গতিরোধ বশতঃ তৃষ্ণা হইয়া থাকে। ১৬। মদ্য তীক্ষ্ণ, উষ্ণ রুক্ষ বলিয়া পিত্ত ও বায়ুকে কুপিত করে। সেই কুপিত পিত্ত ও বায়ুই মদ্যশীলদিগের জলধাতু শোষণ করিয়া থাকে। ১৭। যেমন তপ্ত বালুকাতে জল নিক্ষিপ্ত হইলে সত্বর শুষ্ক হয়, মদ্যপায়ীদিগের হিম জলও সেইরূপ হইয়া থাকে। ১৮। শীতল জলে হঠাৎ স্নান করিলে উষ্মা রুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক তৃষ্ণা উৎপাদন করে। অতএব উষ্ণ ও ক্লান্ত ব্যক্তির সহসা শীতল জলে স্নান করা উচিত নহে। ১৯। গুরু অন্ন সেবন, মদ্য পান ও শীতল জলে স্নান এই সকল কারণে যে তৃষ্ণা হয়, তাহাতে বায়ুর ক্ষয় হওয়াতে পিত্তের লক্ষণই ব্যক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে পৃথক্ রূপে তৃষ্ণার চিকিৎসা বলিতেছি। ২০। তৃষ্ণা রোগে জলধাতুর ক্ষয়-বশতই মানুষ সংশুষ্ক হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অতএব তৃষ্ণারোগে জল পান করিবে। বৃষ্টির জল ও তদ্গুণসম্পন্ন জল তৃষ্ণারোগে পান করিতে হয়। ২১। ভূমিস্থ যে জল কিঞ্চিৎ কষায়ানুরস, লঘু, শীতল, সুগন্ধি ও সুরস এবং অনভিষ্যন্দী তাহা বৃষ্টির জলের সমানগুণ হয়। ২২। অর্দ্ধাবশিষ্ট অগ্নিপক্ক জল বা শরাদি পঞ্চমূল সিদ্ধ জল শীতল হইবার পর মিশ্রির সহিত মিশ্রিত হইলে বৃষ্টির জলের সমান গুণ হয়। ২৩। তৃষ্ণাতে চিনির সহিত লাজা শক্তু বা মধুর সহিত মন্থ বৃষ্টির জলে গুলিয়া প্রদান করিবে অথবা যবের বাট্য শীতল ও মধু শর্করা সংযুক্ত করিয়া প্রদান করিবে। ২৪। অথবা শালি তণ্ডুল বা কোরদূষের পেয়া প্রদান করিবে।২৫। অথবা পক্কদুগ্ধের সহিত মধুশর্করাযুক্ত ভোজ্য ভোজন করিবে। অথবা পারাবতাদির মাংসরস ঘৃতে সন্তলন করিয়া তাহার সহিত অলবণ ও অনম্ল ভোজ্য ভোজন করিবে। ২৬। তৃণপঞ্চমূল, মুঞ্জাতক (মুঞ্জ) ও পিয়াল ফলের সহিত, জাঙ্গল মাংসরস উত্তমরূপে পাক করিয়া সেবন করিবে। অথবা

শতধৌতঘৃতেনাক্তঃ পয়ঃ পিবেৎ
শীততোয়মবগাহ্য ॥ ২৮
মুদ্গমসূরচণকজা রসাস্ত ভৃষ্টা ঘৃতে দেয়া ॥ ২৯
মধুরৈঃ সজীবনীয়ৈঃ শীতৈশ্চ সতিক্তকৈঃ
শৃতং ক্ষীরম্।
পানাদ্যঞ্জনসেকেম্বিষ্টং মধুশর্করাযুক্তম্।
তজ্জং বা ঘৃতমিষ্টং পানাভ্যঙ্গেষু নস্তমপি
চ স্যাৎ ॥ ৩০
নারীপয়ঃ সশর্করমুষ্ট্র্যা অপি নস্তমিক্ষুরসঃ ॥ ৩১
ক্ষীরেক্ষুরসগুড়োদকসিতোপলাদ্যৈঃ
ক্ষৌদ্রশীধুমাধ্বীকৈঃ।
বৃক্ষাম্লমাতুলুঙ্গৈর্গণ্ডূষাস্তালুশোষঘ্নাঃ ॥ ৩২
জম্ব্বাম্রাতকবদরীবেতসপঞ্চপল্লবৈশ্চাম্লাঃ।
হৃন্মুখশিরঃপ্রলেপাঃ সঘৃতা মূর্চ্ছাভ্রমতৃষ্ণাঘ্নাঃ ॥৩৩
দাড়িমদধিত্থলোধ্রৈঃ সবিদারীবীজপূরকৈঃ
শিরসঃ।
প্রলেপো গৌরামলকৈর্ঘৃতারনালাযুতৈশ্চ
হিতঃ ॥ ৩৪
শৈবালপঙ্কজজলৈঃ সাম্লৈঃ সঘৃতৈশ্চ
শক্তুভির্লেপঃ ॥ ৩৫
মস্ত্বারনালার্দ্রবসনকমলমণিহারসংস্পর্শাঃ।
শিশিরাম্বুচন্দনার্দ্রস্তনতটপাণিতলসংস্পর্শাঃ ॥
ক্ষৌমার্দ্রবসনানাং বরাঙ্গনানাং প্রিয়াণাঞ্চ ॥
হিমবদ্দরীবনসরিৎসরোহম্বুজপবনেন্দুপাদ-
শিশিরাণাম্।
রম্যশিশিরোদকানাং স্মরণঞ্চ কথাশ্চ
তৃষ্ণাঘ্নাঃ ॥ ৩৬
বাতঘ্নমন্নপানং মৃদু লঘু শীতঞ্চ বাততৃষ্ণাঘ্নাঃ ॥৩৭
ক্ষতকাসঘ্নং ঘৃতক্ষীরমূর্দ্ধং বাততৃষ্ণাঘ্নম্ ॥ ৩৮

তৃণপঞ্চমূলাদির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ শর্করা ও মধুর সহিত পান করিবে। ২৭। শতধৌত ঘৃত মাখিয়া শীতল জলে অবগাহনপূর্ব্বক দুগ্ধ পান করিবে।২৮। মুগ মসুর বা ছোলার যূষ ঘৃতে সন্তলন করিয়া প্রদান করিবে। ২৯। মধুর গণ ও জীবনীয় গণ বা শীতল তিক্তকগণের সহিত সিদ্ধ মধু ও শর্করার সহিত যুক্ত করিয়া তৃষ্ণারোগী পান অভ্যঞ্জন ও পরিষেকে প্রয়োগ করিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত গণসিদ্ধ দুগ্ধের ঘৃত পান অভ্যঙ্গ ও নস্য করিবে। ৩০। শর্করার সহিত নারীদুগ্ধ ও উষ্ট্রদুগ্ধ বা ইক্ষুরস -নস্য করিবে। ৩১। দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়োদক, মিছরীর পানা, মধু, শীধু, মাধ্বীক, তিন্তিড়ী ও গোঁড়ানেবুর রস তালুশোষ নাশ করে। ৩২। জাম, আমড়া, কুল, বেল ও পঞ্চপল্লবের অম্লরসযুক্ত প্রলেপ ঘৃতের সহিত (ঘৃতের সহিত পাঠ গঙ্গাধরের ন্যায়—'সঘৃতা' স্থানে 'সংশ্রিতা' পাঠ আছে) হৃদয় মুখ ও মস্তকে প্রয়োগ করিলে মূর্চ্ছা, ভ্রম ও তৃষ্ণা নাশ হয়। ৩৩। [illegible]রোগে দাড়িম, প্রলেপ মস্তকে প্রয়োগ করিলে মূর্চ্ছাদির উপশম হয়। গৌর ও আমলকীর প্রলেপ ঘৃত ও কাঁজীর সহিত মস্তকে প্রয়োগ করিলেও মূর্চ্ছাদির উপশম হয়। [কেবল আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজীর সহিত প্রলেপ দিলেও মস্তক সুশীতল হইয়া থাকে। গৌর শব্দের অর্থ কর্পূর। গঙ্গাধর মতে গৌর শব্দের অর্থ হরিদ্রা, কিন্তু তাহা অসঙ্গত। অমরকোষে গৌর শব্দের অর্থ 'হরিদ্রাবর্ণ' আছে। কিন্তু হরিদ্রাবর্ণ ও হরিদ্রা এক বস্তু নহে]। ৩৪। শৈবালের প্রলেপ, পঙ্কের প্রলেপ, পদ্মের প্রলেপ, দাড়িমাদি অম্লরসের প্রলেপ, ঘৃতের প্রলেপ ও শক্তুর প্রলেপ তৃষ্ণারোগে মূর্চ্ছাদি নাশ করে। ৩৫। দধিমস্তু, কাঁজী, আর্দ্রবস্ত্র (জলপটী), কমল ও মণিহারের স্পর্শ তৃষ্ণানাশক। শীতল জলার্দ্র বা চন্দনার্দ্র রমণীদিগের স্তনতট ও পাণিতলের সংস্পর্শ তৃষ্ণানাশক। ক্ষৌমার্দ্রবসনা প্রিয়তমা বরাঙ্গনাদিগের সংস্পর্শ তৃষ্ণানাশক। হিমালয়ের শীতল কন্দর, বন, নদী ও সরোবর এবং পদ্ম, পবন, চন্দ্রকিরণ, শিশির ও রমণীয় শীতল জলের স্মরণ ও কথা তৃষ্ণানাশক। ৩৬। বাতঘ্ন, মৃদু, লঘু, শীতল আপান বাততৃষ্ণা

তাজ্জীবনীয়সিদ্ধং ক্ষীরঘৃতং বাতপিত্তজে তর্ষে
পৈত্তে দ্রাক্ষাচন্দনখর্জ্জুরোশীরমধুযুতং তোয়ম্ ৪০
লোহিতকশালিখর্জ্জুরপরূষকোৎপলদ্রাক্ষাঃ।
মধুপকলোষ্টমেব চ জলে শৃতং শীতলং পেয়ম্॥৪১
লোহিতশালিতণ্ডুলপ্রস্থঃ সলোধ্রমধুকা-
ঞ্জনোৎপলঃ।
পক্বামলোষ্টমধুজলসমাযুক্তো মৃন্ময়ে পেয়ঃ ॥ ৪২
বটমাতুলুঙ্গবেতসপল্লবকুশকাশমূলযষ্ট্যাহ্বৈঃ।
সিদ্ধেহম্ভস্যগ্নিনিভাঃ কৃষ্ণমৃদঃ কৃষ্ণসিকতা বা।
তপ্তানি নবকপালান্যথবা নির্ব্বাপ্য
পায়য়েতাচ্ছম্ ॥ ৪৩

অল্পপক্বশর্করামৃতবন্মুদকং বা তৃষং হান্ত ॥ ৪৪
ক্ষীরবতাং মধুরাণাং শীতানাং শর্করা
মধু বিমিশ্রাঃ।
শীতকষায়া মৃদ্ভৃষ্টসংযুতাঃ পিত্ততৃষ্ণায়াঃ ॥ ৪৫
ব্যোষবচাভল্লাতকতিক্ত-কষায়াস্তথামতৃষ্ণায়াম্
যচ্চোক্তং কফজায়াং বম্যাং তচ্চৈব
কার্য্যং স্যাৎ। ৪৬
স্তম্ভারুচ্যবিপাকালস্যচ্ছর্দিষু কফানুগাং তৃষ্ণাম্
জ্ঞাত্বা দধিমধুতর্পণলবণোষ্ণজলৈর্বমনমিষ্টম্ ॥৪৭
দাড়িমমদনফলং বাপ্যন্যতমকষায়মথ লেহম্।
পেয়মথবা হরিদ্রাম্বুশর্করাক্ষৌদ্রসংযুক্তম্ ॥ ৪৮
ক্ষয়কাসেন তু তুল্যা ক্ষয়তৃষ্ণা গরীয়সী
বা নৃণাম্।

তাহার পর দুগ্ধ পান করিলে বাততৃষ্ণা শান্ত হয়। ৩৮। জীবনীয়সিদ্ধ দুগ্ধ-ঘৃত বাতপিত্তজ তৃষ্ণায় হিতকর। ৩৯। পিত্ততৃষ্ণায় দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, খর্জ্জুর ও বেণার কাথ বা শীতকষায়, মধুযোগে পান করিলে হিতকর হয়।৪০। রক্ত-শালির তণ্ডুল, খর্জ্জুর, পরূষকফল, নীলোৎপল ও দ্রাক্ষা কুট্টিত করিয়া মৃন্ময় পাত্রে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধাবশেষে জল ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপ করিবে। জল শীতল হইয়া 'থিতাইলে' পর উপরিস্থ জল আস্তে আস্তে লইয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্ততৃষ্ণার উপশম হয়। ৪১। রক্তশালির তণ্ডুল দুই সের, কিঞ্চিৎ লোধ; যষ্টিমধু, রসাঞ্জন ও নীলোৎপলের সহিত মৃন্ময় পাত্রে জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে জল নামাইয়া লইবে। পরে সেই জল শীতল হইলে তাহাতে মধু ও এক-খণ্ড মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর জল স্থির হইলে পর উপরিস্থ স্বচ্ছজল গ্রহণ করিয়া পিত্ততৃষ্ণায় পান করিবে। [কোন কোন পাঠে অঞ্জন স্থলে কাঞ্চন আছে। গঙ্গাধরের মূলে 'অঞ্জনের' উল্লেখ আছে, টীকায় উল্লেখ নাই। এরূপ সন্দিগ্ধস্থলে রসাঞ্জন পরিত্যাগ করাই ভাল]। ৪২। বট, গোঁড়ানেবু ও বেতসের পল্লব, কুশমূল ও কাশমূল এবং যষ্টি-[illegible] সহিত সিদ্ধ জলে কৃষ্ণমৃত্তিকা বা কৃষ্ণবর্ণ সিকতা (কাঁকোর বা বালি) বা নূতন ঘটের কপাল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অগ্নিবর্ণ হইলে নিক্ষেপপূর্ব্বক নির্ব্বাণ করিবে এবং সেই জল নির্ম্মল হইলে পান করিবে। ৪৩। অথবা অল্পপরিমাণ শর্করা ও গোলঞ্চ কল্কীকৃত করিয়া অপক্ব জলে গুলিয়া লইবে। সেই জল পান করিলে পিত্ততৃষ্ণার শান্তি হয়। ৪৪। বটাদি ও মধুর গণের শীতকষায় দগ্ধমৃত্তিকাসংযুক্ত ও নির্ব্বাপিত করিয়া শর্করা ও মধু যোগে পান করিলে পিত্ততৃষ্ণার উপশম হয়। ৪৫। আমজ তৃষ্ণায় ত্রিকটু, বচ, ভেলা ও তিক্তক গণের কষায় হিতকর। আর কফজ বমিনাশক যোগ-সমূহও আমজ তৃষ্ণায় হিতকর। ৪৬। তৃষ্ণার সহিত স্তম্ভ, অরুচি, অবিপাক, আলস্য ও বমন থাকিলে সেই তৃষ্ণাকে কফানুগত মনে করিয়া দধি, মধু, তর্পণ, লবণ ও উষ্ণজল দ্বারা বমি করান উচিত। [অর্থাৎ দধি মধু সংযুক্ত বমন ও দাড়িম দ্রাক্ষাদি তর্পণ দ্রব্য সংযুক্ত বমন প্রভৃতি হিতকর]। ৪৭। কফানুগত তৃষ্ণায় বমনার্থ দাড়িম ও মদনফলের কাথ উপযোগী। অথবা অন্য কোন বমনকারক কষায় বা বমনকল্পোক্ত লেহ, হরিদ্রার কাথ, মধু ও শর্করার সহিত একত্র করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ৪৮। ক্ষয়কাসের তৃষ্ণাও

ক্ষীণক্ষতশোষহিতৈস্তস্যাং তাং ভেষজৈঃ
শময়েৎ ॥ ৪৯

পানতৃষ্ণার্ত্তঃ পানস্যার্দ্ধোদকমম্লবণগন্ধাঢ্যম্।
শিশিরস্নাতঃ পানং মদ্যাম্বু গুড়াম্বু বা তৃষিতঃ ৫০
ভক্তোপরোধতৃষিতঃ স্নেহতৃষার্ত্তোঽথবা
তন্বযবাগূম্।
প্রপিবেদ্ গুরুণা তৃষিতো ভুক্তেনোদ্ধরেদ্ভুক্তম্
মদ্যাম্বুবাম্বুচোষ্ণং বলবাংস্তৃষিতঃ সমুল্লিখেৎপীত্বা
মাগধিকাবিষদমুখঃ সশর্করং বা পিবেন্মদ্যম্ ॥ ৫২
বলবাংস্তু তালুশোষে পিবেদ্ঘৃতং বৃষ্যমনুমদ্যম্
সর্পির্ভৃষ্টং ক্ষীরং মাংসরসাংশ্চাবলঃ স্নিগ্ধান্ ॥৫৩
অতিরূক্ষদুর্ব্বলানাং তর্ষং শময়েন্নৃণামিহাশু পয়ঃ
ছাগো বা ঘৃতভৃষ্টঃ শীতো মধুরো রসো হৃদ্যঃ ॥৫৪
স্নিগ্ধেঽন্নে ভুক্তে যা তৃষ্ণা স্যাৎ তাং
গুড়াম্বুনা শময়েৎ।
তর্ষং মূর্চ্ছাভিহতস্য রক্তপিত্তাপহৈর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৫
শীতমুষ্ণঞ্চ জলং কুত্র দেয়ং বর্জ্জ্যং বা
কুত্রেত্যাহ।
ছর্দ্দ্যম্লদাহমূর্চ্ছাতমঃক্লমমদাত্যয়াস্রবিষপিত্তে।
শস্তং স্বভাবশীতং শৃতশীতং সন্নিপাতেঽম্বু ॥৫৬
হিক্কাশ্বাসনবজ্বরপীনসঘৃতপীতপার্শ্বগলরোগে।
কফবাতকৃতে স্যানে সদ্যঃ শুদ্ধে হিতমুষ্ণম্ ॥৫৭
পাণ্ডূদরপীনসমেহগুল্মমন্দানিলাতিসারেষু।
প্লীহ্নি চ তোয়ং হিতং কামমশক্তো
পিবেদল্পম্ ॥ ৫৮

ক্ষয়কাসের ন্যায় গরীয়সী ও উভয়ের চিকিৎসা তুল্য। অতএব ক্ষীণরোগী, ক্ষতরোগী ও শোষরোগীর তৃষ্ণা সেই সেই রোগীর উপযোগী ভেষজ দ্বারা নিবারণ করিবে। ৪৯ মদ্যপান-জনিত তৃষ্ণা মদ্য পান করিয়াই শান্ত করিতে হয়। তৃষ্ণানাশার্থ মদ্যের সহিত অর্দ্ধেক জল এবং অম্ল লবণ ও গন্ধবহুল দ্রব্য সংযুক্ত করিতে হয়। পানজনিত তৃষ্ণায় শীতল জলে স্নান করিয়া মদ্যমিশ্রিত জল বা গুড়ের পানা পান করিতে হয়। ৫০। ক্ষুধার সময় ভোজন না করিলে যে তৃষ্ণা হয় অথবা স্নেহ পান করিলে যে তৃষ্ণা হয়, তাহা পাতলা যবাগূ পান করিলে শান্ত হইয়া থাকে। গুরুভোজন করিয়া তৃষিত হ লে সেই ভোজন বমন করিয়া ফেলিবে। ৫১। গুরুভোজন জন্য পিপাসিত পুরুষ বলবান্ হইলে মদ্যযুক্ত জল বা উষ্ণজল পান করিয়া বমন করিবে। বমনের পর পিপুল চর্ব্বণ করিয়া মুখের বিশদতা সম্পাদন করিবে, পরে শর্করার সহিত মদ্য পান করিবে।৫২। পিপাসায় যাহার তালুশোষ হয়, সে বলবান্ হইলে বৃষ্যঘৃত (বাজীকরণোক্ত) পান করিয়া মদ্য অনুপান করিবে। আর সে ব্যক্তি দুর্ব্বল হইলে ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ বা স্নিগ্ধ মাংসরস পান করিবে। ৫৩। অতিরুক্ষ দুর্ব্বলদিগের তৃষ্ণা দুগ্ধ দ্বারা আশু প্রশমিত হয়। অথবা ছাগমাংসরস অথবা অন্য কোন হৃদ্য মধুর শীতল মাংসরস ঘৃতে সন্তলনপূর্ব্বক পান করিলেও উহাদিগের তৃষ্ণার উপশম হয়। ৫৪। স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন করিলে যে তৃষ্ণা হয়, তাহা গুড়াম্বুযোগে শান্ত করিবে। মূর্চ্ছারোগীর তৃষ্ণা রক্তপিত্তনাশক যোগ দ্বারা শান্ত করিবে। ৫৫।

শীত ও উষ্ণজল কোথায় দেওয়া উচিত ও না দেওয়া উচিত, সম্প্রতি তাহা বলা হইতেছে। বমি, অম্লপিত্ত দাহ, মূর্চ্ছা ভ্রম, ক্লম, মদাত্যয়, রক্তপিত্ত ও বিষরোগে স্বভাবশীতল জল হিতকর। সন্নিপাতে শৃতশীতল জল হিতকর [শৃত শব্দে দশমূলের সহিত বা মুস্তাদি গণের সহিত বা অন্য কোন সন্নিপাতনাশক যোগের সহিত ষড়ঙ্গ নিয়মে সিদ্ধ জল বুঝিতে হইবে]। ৫৬। হিক্কা, শ্বাস, নবজ্বর, পীনস, ঘৃতপানজ তৃষ্ণা, পার্শ্বশূল, গলরোগ, কফবাতকৃত রোগ, ঘনকফ ও সংশোধনের পরক্ষণে উষ্ণজল হিতকর। ৫৭। পাণ্ডুরোগ, উদররোগ, পীনস, মেহ, গুল্ম, মন্দাগ্নি, অতিসার ও প্লীহায় জলপান হিতকর নহে। নিতান্ত না থাকিতে পারিলেই অল্প জল পান করিবে। ৫৮।

পূর্ব্বাময়াতুরঃসন্ দীনস্তৃষ্ণার্দ্দিতো জলং কাঙ্ক্ষন্
ন লভেত স চেন্মরণমাশ্বেবাপ্নুয়াদ্দীর্ঘরোগং বা
তস্মাদ্ধন্যাম্বু পিবেৎ তৃষ্যন্ রোগী
সশর্করাক্ষৌদ্রম্।
যদ্বা তস্মাজ্জ্যৎ স্যাৎ সাত্ম্যং রোগস্য তচ্চেষ্টম্ ৫৯
তস্যাং বিনিবৃত্তায়াং তজ্জস্যোপদ্রবঃ সুখং
জেতুম্।
তস্মাৎ তৃষ্ণাং পূর্ব্বং জয়েদ্বহুভ্যোঽপি
রোগেভ্য ইতি ॥ ৬০

তত্র শ্লোকঃ।

হেতুর্যথাগ্নিপবনৌ কুরুতঃ সোপদ্রবাঞ্চ পঞ্চানাম্
তৃষ্ণানাং পৃথগাকৃতিরসাধ্যতা (সাধ্যতা)
সাধনঞ্চোক্তম্ ॥ ৬১

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে তৃষ্ণাচিকিৎসিতং নাম
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

রোগী রোগে কাতর হইয়া জল চাহিলে যদি না পায়, তবে শীঘ্র মরিতে পারে অথবা দীর্ঘকালব্যাপী রোগে আক্রান্ত হয়। অতএব রোগীকে ধনিয়ার জল মধু ও শর্করার সহিত পান করিতে দিবে। অথবা রোগানুসারে তৃষ্ণানাশক যোগ দেওয়া যাইতে পারে।৫৯। তৃষ্ণা বিনিবৃত্ত হইলে অন্যান্য উপদ্রব নিবারণ করিবার সময় পাওয়া যায়। অতএব বহুরোগ থাকিলেও সর্ব্বাগ্রে তৃষ্ণা নিবারণ করা উচিত।৬০। এই অধ্যায়ের সূচী ;—এই তৃষ্ণাচিকিৎসিত অধ্যায়ে পঞ্চবিধ তৃষ্ণার হেতু, অগ্নি ও বায়ু যেরূপে তৃষ্ণা উৎপাদন করে তাহা এবং পঞ্চবিধ তৃষ্ণার পৃথক্ পৃথক্‌রূপ, অসাধ্যতা ও চিকিৎসা নির্দিষ্ট হইল।৬১।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিষচিকিৎসিতম্।

অথাতো বিষচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
প্রাগুৎপত্তিং গুণান্ যোনিং বেগান্
লিঙ্গান্যুপক্রমান্।
বিষস্য ব্রুবতঃ সম্যগগ্নিবেশ নিবোধ মে ॥ ২
অমৃতার্থং সমুদ্রে তু মথ্যমানে সুরাসুরৈঃ।
জজ্ঞে প্রাগমৃতোৎপত্তেঃ পুরুষো ঘোরদর্শনঃ ॥
দীপ্ততেজাশ্চতুর্দংষ্ট্রো হরিৎকেশোঽনলেক্ষণঃ।
জগৎ বিষণ্ণং তং দৃষ্ট্বা তেনাসৌ বিষসংজ্ঞিতঃ
জঙ্গমস্থাবরায়াং তদ্‌যোনৌ ব্রহ্মা ন্যযোজয়ৎ।
তদম্বুসম্ভবং তস্মাদ্দ্বিবিধং পাবকোপমম্ ॥ ৪
অষ্টবেগং দশগুণং চতুর্ব্বিংশত্যুপক্রমম্ ॥ ৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[সর্পবিষে যে যে স্থলে ঘৃতপানের ব্যবস্থা আছে; সে সে স্থলে ঘৃতের প্রধান মাত্রা গ্রহণ করিতে হইবে। সূত্রস্থান—১৩অঃ ১৫প্রঃ এবং অপস্মার চিকিৎসা ৩৩প্রঃ দেখ]।

অনন্তর আমরা বিষচিকিৎসিত অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব. এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।১। আমি বিষের প্রথমোৎপত্তির ইতিহাস, ভিন্ন ভিন্ন গুণ, ভিন্ন ভিন্ন যোনি, বিবিধ প্রকার বেগ এবং নানা প্রকার চিকিৎসা বলিতেছি, অগ্নিবেশ! শ্রবণ কর।২। সুরাসুরগণ অমৃতের জন্য সমুদ্র মন্থন করিতে থাকিলে অমৃতোৎপত্তির পূর্ব্বে এক ঘোরদর্শন দীপ্ততেজা চতুর্দংষ্ট্রাবিশিষ্ট হরিতকেশ অগ্নিচক্ষু পুরুষ আবির্ভূত হইল। তাহাকে দেখিয়া জগৎ বিষণ্ণ হইয়াছিল। এইজন্য উহার নাম বিষ হইয়াছে।৩। ব্রহ্মা সেই বিষকে জঙ্গম ও স্থাবর উভয়বিধ আকারেই স্থাপন করিলেন। সেইজন্য সেই অম্বুসম্ভব অগ্নিবত্তীক্ষ্ণ বিষ দুই প্রকার হইয়াছে।৪। বিষের আট বেগ, দশ

তদ্বর্ষাস্বম্বুযোনিত্বাৎ সক্লেদং গুড়বৎ গতম্।
বিসর্পত্যম্বুধরাপায়ে তদগস্ত্যো হিনস্তি চ॥
প্রয়াতি মন্দবীর্য্যত্বং বিষং তস্মাদ্ঘনাত্যয়ে॥ ৬
সর্পাঃ কীটোন্দুরা লূতা বৃশ্চিকা গৃহগোধিকাঃ।
জলৌকা মৎস্যমণ্ডূকাঃ শলভাঃ সকৃকণ্টকাঃ॥
শ্বসিংহব্যাঘ্রগোমায়ুতরক্ষুনকুলাদয়ঃ।
দংষ্ট্রিণোঽষ্মী বিষং তেষাং দংষ্ট্রোত্থং জঙ্গমং মতম্॥ ৭
মুস্তকং পৌষ্করং ক্রৌঞ্চং বৎসনাভং বলাহকম্
কর্কটং কালকূটেন্দ্রকরবীরকসংজ্ঞকম্॥
গালবেন্দ্রায়ুধং তৈলং মেষকং কুশপুষ্পকম্।
রোহিষং পুণ্ডরীকাক্ষং লাঙ্গলব্যঞ্জনাভকম্॥
সঙ্কোচং মর্কটং শৃঙ্গিবিষং হালাহলং তথা।
এবমাদীনি চান্যানি মূলজানি স্থিরাণি চ॥ ৮
গরং সংযোগজঞ্চান্যদ্ গরসংজ্ঞং গদপ্রদম্।
কালান্তরবিপাকিত্বান্ন তদাশু হরত্যসূন্॥ ৯
নিদ্রাং তন্দ্রাং ক্লমং দাহং সপাকং লোমহর্ষণম্
শোথং চৈবাতিসারঞ্চ জনয়েজ্জঙ্গমং বিষম্॥ ১০
স্থাবরং তু জ্বরং হিক্কাং দন্তহর্ষং গলগ্রহম্।
ফেনবম্যরুচিশ্বাসমূর্চ্ছাশ্চ জনয়েদ্বিষম্॥ ১১
জঙ্গমং স্যাদধোভাগমূর্দ্ধভাগং তু মূলজম্।
তস্মাদ্দংষ্ট্রিবিষং মৌলং হন্তি মৌলঞ্চ দংষ্ট্রিজম্॥ ১২
তৃণ্মোহদন্তহর্ষপ্রসেকবমথুক্লমা ভবন্ত্যাদৌ।
বেগে রসপ্রদোষাদসৃক্প্রদোষাৎ দ্বিতীয়ে চ
বৈবর্ণ্যং ভ্রমবেপথুমূর্চ্ছাজৃম্ভাঙ্গচিমিচিমাতমকাঃ
দুষ্টপিশিতাত্তৃতীয়ে মণ্ডলকণ্ডূশ্বয়থুকোঠাঃ॥
বাতাদিজাশ্চতুর্থে ছর্দির্দাহাঙ্গশূলমূর্চ্ছাদ্যাঃ।
নীলাদীনাং তমসশ্চ দর্শনং পঞ্চমবেগেন॥
ষষ্ঠে হিক্কা ভঙ্গঃ স্কন্ধস্যাত্তু সপ্তমেঽষ্টমে মরণং নৃণাম্॥ ১৩

গুণ ও বিংশতি প্রকার চিকিৎসা। ৫। বিষ অম্বুযোনি বলিয়া, বর্ষাতে উহার ক্লেদ বৃদ্ধি পায়। তখন উহা গুড়ের ন্যায় ঘন হইয়া বিসর্পিত হইতে থাকে। বর্ষাশেষে অগস্ত্য সেই বিষকে নষ্ট করিয়া থাকেন। এই জন্যই বিষ বর্ষার পর হীনবীর্য্য হয়। ৬। সর্প, কীট, ইন্দুর, লূতা, বৃশ্চিক, গৃহগোধিকা (টিকটিকী) জলৌকা, মৎস্য, মণ্ডূ, কলভ, (ভ্রমর বিশেষ) কৃকন্তক (কৃকলাস, গঙ্গাধর—পাঠ সর্পকণ্টক), কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, তরক্ষু, ও নকুলাদি ইহারা দংষ্ট্রী। ইহাদের দংষ্ট্রোদ্ভব বিষকে জঙ্গম বিষ কহে। ৭। মুস্তক, পৌষ্কর, ক্রৌঞ্চ, বৎসনাভ, বলাহক, কর্কট, কালকূট, করবীরক, গালব (গঙ্গাধর পাঠ—পালক), ইন্দ্রায়ুধ, তৈল, মেষক, কুশপুষ্পক, রোহিষ, পুণ্ডরীকাক্ষ, লাঙ্গলকী, অঞ্জনাভ, সঙ্কোচ, মর্কট, শৃঙ্গিবিষ, হালাহল ও এইরূপ অন্যান্য মূলজ বিষ ও স্থির বিষ (ধাতব বিষ) আছে। ["ধাতুবিষ দুইটি হরিতাল ও ফেনাশ্মভস্ম" ইতি সুশ্রুত]। উহার ক্রিয়া আপাততঃ না হইয়া কালান্তরে হয়। এইজন্য উহা আশু প্রাণহরণ করে না। ৯। নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লম, দাহ, পাক, লোমহর্ষণ, শোথ ও অতিসার জঙ্গম বিষের কার্য্য। ১০। জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ, গলগ্রহ, ফেনবমি, অরুচি, শ্বাস, ও মূর্চ্ছা স্থাবর বিষের কার্য্য। ১১। জঙ্গম বিষের গতি অধোদিকে। মূলজ বিষের গতি ঊর্দ্ধদিকে। এইজন্য দংষ্ট্রিবিষ মূলজ বিষকে এবং মূলজ বিষ দংষ্ট্রিবিষকে নষ্ট করে। ১২। বিষের প্রথম বেগে মনুষ্যের রসধাতু দুষ্ট হয়। তখন তৃষ্ণা, মোহ, দন্তহর্ষ, লালাপ্রসেক, বমি ও ক্লম হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বেগে রক্ত দূষিত হয়। তখন বৈবর্ণ্য, ভ্রম, বেপথু, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, অঙ্গচিমিচিমা ও তমক হইয়া থাকে। তৃতীয় বেগে মাংস দূষিত হয়। তখন শরীরে মণ্ডল, কণ্ডু, শ্বয়থু ও কোঠ হইয়া থাকে। চতুর্থ বেগে বিষ পক্বাশয়গত হয়। তখন বায়ু প্রভৃতি দূষিত হওয়াতে বমি, দাহ, অঙ্গশূল ও মূর্চ্ছাদি হইয়া থাকে। পঞ্চম বেগে নীলাদি

চতুষ্পদাদীনাং স্যাচ্চতুর্ব্বিধঃ পক্ষিণাং
ত্রিবিধঃ ॥ ১৪

সীদত্যাদৌ ভ্রমতি চ চতুষ্পাদো বেপতে
ততঃ শূনঃ ।

মন্দাহারশ্চ ততো ম্রিয়তে শ্বাসেন হি চতুর্থে ॥১৫

ধ্যায়তি বিহগঃ প্রথমে বেগে প্রভ্রাম্যতি
দ্বিতীয়ে তু ।

স্রস্তাঙ্গশ্চ তৃতীয়ে বিষবেগে যাতি পঞ্চত্বম্ ॥১৬

লঘুরূক্ষমাশুবিশদং ব্যবায়ি তীক্ষ্ণং বিকাসি
সূক্ষ্মঞ্চ ।

উষ্ণমনির্দ্দেশ্যরসং দশগুণমুক্তং বিষংতজ্‌জ্ঞৈঃ॥১৭

রৌক্ষ্যাদ্বাতমশৈত্যাৎ পিত্তং সৌক্ষ্ম্যাদসৃক্
প্রকোপয়তি ।

কফমব্যক্তরসত্বাদন্নরসাংশ্চানুবর্ত্ততে শীঘ্রম্ ॥

শীঘ্রং ব্যবায়িভাবাদাশু ব্যাপ্নোতি কেবলং
দেহম্ ।

তীক্ষ্ণত্বাৎ মর্ম্মঘ্নং প্রাণঘ্নং তদ্বিকাসিত্বাৎ ।

দুরুপক্রমং লঘুত্বাদ্বৈশদ্যাৎ স্যাদসক্তগতি-
র্দোষম্ ॥ ১৮

দোষস্থানপ্রকৃতীঃ প্রাপ্যান্যতমং হ্যুদীরয়তি ।

স্যাদ্বাতিকস্য বাতস্থানে কফপিত্তলিঙ্গমীষত্তু ।

তৃষ্মূর্চ্ছারুচিমোহগলগ্রহচ্ছর্দ্দিফেনাদি ।

পিত্তাশয়স্থিতং পৈত্তিকস্য কফবাতয়োর্ব্বিষংতদ্বৎ

তৃট্‌কাসজ্বরবমথুক্লমদাহতমোঽতিসারাদি ।

কফদেশগতঞ্চ কফস্য দর্শয়েদ্বাত-
পিত্তয়োশ্চৈতৎ ॥ ১৯

লিঙ্গং শ্বাসগলগ্রহকণ্ডূলালাবমথ্বাদি ।

দূষীবিষং তু শোণিতদুষ্টিকিটিমকোঠাদি-
রক্তলিঙ্গঞ্চ ॥ ২০

বিষমেকৈকং দোষং সন্দূষ্য হরত্যসূনেবম্ ॥২১

স্রবতি বিষতেজসাসৃক্ তৎ খানি নিরুধ্য
মারয়তি ।

পীতং মৃতস্য হৃদি তিষ্ঠতি দষ্টবিদ্ধয়োর্দংশ-
দেশে স্যাৎ ॥ ২২

হইয়া থাকে। ১৩। চতুষ্পদাদির চতুর্থ বেগে মৃত্যু ও পক্ষীদিগের তৃতীয় বেগে মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৪। প্রথম বেগে চতুষ্পদাদির অবসাদ, দ্বিতীয় বেগে ভ্রম ও কম্প, তৃতীয় বেগে শোথ ও মন্দাহার এবং চতুর্থ বেগে শ্বাস দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৫। বিষের প্রথম বেগে পক্ষীর ধ্যান, দ্বিতীয় বেগে ও শিথিলাঙ্গতা এবং তৃতীয় বেগে পঞ্চত্ব হয়। ১৬। বিষ দশগুণ-বিশিষ্ট যথা—লঘু, রুক্ষ, আশুকারী, বিশদ ব্যবায়ী, তীক্ষ্ণ, বিকাসী, সূক্ষ্ম, উষ্ণ এবং অনির্দ্দেশ্যরস (যাহার রস স্থির করা অসাধ্য)। ১৭। বিষ রুক্ষতা হেতু বায়ু, উষ্ণতা হেতু পিত্ত এবং সূক্ষ্মতা হেতু রক্তকে প্রকুপিত করে। অব্যক্তরস বলিয়া কফকে কুপিত করে এবং অন্নরসের অনুগামী হয়। শীঘ্রত্ব ও ব্যবায়িত্ব হেতু সর্ব্বশরীরে শীঘ্র ব্যাপ্ত হয়। তীক্ষ্ণত্ব হেতু মর্ম্ম নষ্ট করে। বিকাসী বলিয়া প্রাণঘ্ন হয় এবং লঘু ও বিশদ বলিয়া অসক্তগতি (অনিবারিতগতি) হইয়া থাকে। ১৮। ত্রিদোষের মধ্যে যে দোষের আধিক্য থাকে, বিষ সেই দোষের স্থান ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সেই দোষকে উদীর্ণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ বাতিক ব্যক্তির বাতস্থানে গত হইয়া বাতজ তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অরুচি, মোহ, গলগ্রহ, বমি উৎপন্ন করে এবং তৎকালে কফপিত্তের লক্ষণ অল্প প্রকাশ পায়। এইরূপ পিত্তস্থানে গত হইয়া তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, বমি, ক্লম, দাহ, তম ও অতিসারাদি উৎপন্ন করে এবং তৎকালে কফবাতের লক্ষণ অল্পই প্রকাশ পায়। এইরূপ কফস্থলে গত হইয়া শ্বাস, গলগ্রহ, কণ্ডূ, লালা ও বমি প্রভৃতি উৎপন্ন করে এবং তৎকালে কফপিত্তের লক্ষণ অল্পই প্রকাশ পায়। ১৯। দূষী বিষ শোণিতের দুষ্টি সাধন করিয়া কিটিম ও কোঠ প্রভৃতি রক্তদোষজন্য রোগ প্রকাশ করিয়া থাকে। ২০। এইরূপে বিষএক একটি দোষকে দূষিত করিয়া জীবনকে নষ্ট করিয়া থাকে।২১। বিষের তেজে রক্ত ক্ষরিত হইয়া থাকে। বিষ স্রোত সকল

নীলোষ্ঠদন্তশৈথিল্যকেশপতনাঙ্গবিক্ষেপাঃ।
শিশিরৈর্ন লোমহর্ষো নাভিহতে দণ্ডরাজী চ।
ক্ষতজং ক্ষতাচ্চ নায়াত্যুক্তান্যেতানি
মরণলিঙ্গানি ॥ ২৩
এভ্যোঽন্যথা চিকিৎস্যাস্তেষাঞ্চোপক্রমান্
শৃণু মে ॥ ২৪
মন্ত্রারিষ্টোৎকর্ত্তননিষ্পীড়নচূষণাগ্নিপরিষেকঃ।
অবগাহনরক্তমোক্ষণবমনবিরেকোপধানানি ॥
হৃদয়াবরণাঞ্জননস্তধূমলেহৌষধপ্রশমনানি।
প্রতিসারণং প্রতিবিষং সংজ্ঞাসংস্থাপনং লেপঃ।
মৃতসঞ্জীবনমেব চ বিংশতিরেতে
চতুর্ভিরভ্যধিকাঃ ॥ ২৫
স্যুরুপক্রমা যথা যত্র যোজ্যাঃ শৃণু তথা তান্‌২৬
দংশাৎ তু বিষং দষ্টস্য বিসৃতং বেণিকাং
ভিষক্‌ বদ্ধা।
নিষ্পীড়য়েদ্ভৃশং দংশমুদ্ধরেন্মর্ম্মবর্জ্জিতম্‌।
দংশং বা চুষেন্মুখেন যবচূর্ণপাংশুপূর্ণেন।
প্রচ্ছন্ন্‌ বেধশৃঙ্গজলৌকঃশৃঙ্গৈঃ স্রাব্যং ততো
রক্তম্‌ ॥ ২৭
রক্তে বিষপ্রদুষ্টে দুষ্যেৎ প্রকৃতিঃ ততস্ত্যজেৎ
প্রাণান্‌।
তস্মাৎ প্রধর্ষণৈরসৃগবর্ত্তমানংপ্রবর্ত্ত্যং স্যাৎ ২৮
ত্রিকটুগৃহধূমরজনীপঞ্চলবণাঃ সবার্ত্তাকাঃ।
ঘর্ষণমতিপ্রবৃত্তে বটাদিভিঃ শীতলৈর্লেপঃ ॥ ২৯
রক্তং হি বিষাধানং বায়ুরিবাগ্নেঃ
প্রদেহসেকৈস্তৎ
শীতৈঃ স্কন্দতি তস্মিন্‌ স্কন্নে ব্যয়ং যাতি
বিষবেগঃ ॥ ৩০

পীত বিষ মৃতের হৃদয়ে অবস্থান করে। দষ্ট ব্যক্তির দংশিত স্থানে বা বিষদিগ্ধ শরাদি দ্বারা বিদ্ধ ব্যক্তির বিষ আঘাত স্থানে অবস্থান করে। ২২। ওষ্ঠের নীলিমা, দন্তের শৈথিল্য, কেশের পতন, অঙ্গভঙ্গ, অঙ্গবিক্ষেপ, শীতল বস্তু দ্বারা লোমাঞ্চ না হওয়া, আঘাত করিলে গাত্রে বাড়ীর দাগ না বসা এবং ক্ষতস্থান হইতে রক্তের নিঃসরণ না হওয়া মৃত্যুর লক্ষণ। ২৩। এই সকল লক্ষণ না হইলে, দষ্ট ব্যক্তি চিকিৎসার যোগ্য। সম্প্রতি সেই চিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৪। মন্ত্র, (বন্ধন প্রয়োগ) দষ্ট (অরিষ্ট), স্থানের উৎকর্ত্তন, নিষ্পীড়ন, চূষণ, অগ্নিকর্ম্ম, পরিষেক, অবগাহন, রক্তমোক্ষণ, বমন, বিরেচন, উপধান, হৃদয়াবরণ (৩৪) অঞ্জন, নস্য, ধূম, লেহ, ঔষধ, প্রশমন, প্রতিসারণ, প্রতিবিষ, সংজ্ঞাস্থাপন, লেপ এবং মৃতসঞ্জীবন এই চতুর্বিংশতি উপায়ে বিষের চিকিৎসা করিতে হয়। ২৫। যেস্থানে যেরূপ চিকিৎসা আবশ্যক, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১২৭—[illegible]) । ২৬। হস্ত বা পায়ে দংশন সেই স্থানের উর্দ্ধে ও নিম্নে বেণিকা দ্বারা বন্ধন দিয়া নিপীড়নপূর্ব্বক ছুরিকা দ্বারা উৎকর্ত্তন করিয়া বিষকে তুলিয়া ফেলিবে। হস্ত পদ ভিন্ন অন্য স্থানে দংশন হইলে, যদি সে স্থান মর্ম্ম স্থান না হয়, তবে উৎকর্ত্তন করিয়া বিষ আহরণ করিবে। এরূপভাবে বিষকে আহরণ করা অসম্ভব হইলে মুখ যবচূর্ণ বা পাংশু দ্বারা পূর্ণ করিয়া দষ্টস্থানের বিষ চুষিয়া তুলিবে। অনন্তর দংশনস্থানকে চিরিয়া শৃঙ্গ, জলৌকা বা ব্যধন দ্বারা রক্ত স্রাবিত করিবে। ২৭। বিষ দ্বারা রক্ত দূষিত হইলে প্রকৃতি দুষ্ট হয় এবং প্রকৃতি দুষ্ট হইলে জীব প্রাণত্যাগ করে। যদি রক্ত সহজে নির্গত না হয় তবে (নিম্নলিখিত) প্রঘর্ষণ দ্বারা নিঃসৃত করিবে। ২৮। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গৃহধূম (ঝুল), হরিদ্রা, সৈন্ধবাদি পঞ্চলবণ এবং গোষ্ঠবার্ত্তাকু (এই বার্ত্তাকু ছোট ছোট এবং বন্য) সমভাবে চূর্ণ করিয়া দষ্টস্থানে ঘর্ষণ করিবে, তাহা হইলে বদ্ধ রক্ত নিঃসৃত হইবে। কিন্তু তাহাতে রক্ত অতিশয় প্রবৃত্ত হইলে বটাদির শীতল বল্কল বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ২৯। যেমন বায়ু না থাকিলে অগ্নি জ্বলে না, সেইরূপ রক্ত না থাকিলে বি[illegible]

বিষবেগান্মদমূর্চ্ছাবিষাদহৃদয়দ্রবাঃ প্রবর্ত্তন্তে।
শীতৈর্নিবর্ত্তয়েৎ তান্ ন বীজ্যেচ্চ
লোমহর্ষঃ স্যাৎ ॥ ৩১
তরুরিব মূলচ্ছেদাদ্দংশচ্ছেদান্ন বৃদ্ধিমুপযাতি
বিষম্॥
আচূষণমানয়নং জলস্য সেতুর্যথা তথারিষ্টা।
ত্বঙ্মাংসগতো দাহো দহতি বিষং স্রাবণং
হরতি রক্তাৎ ॥
পীতং বমনৈঃ সদ্যো হরেদ্বিরেকৈর্দ্বিতীয়ে তু।
আদৌ হৃদয়ং রক্ষ্যং তস্যাবরণং পিবেদ্যথা
লাভম্ ॥
মজ্জানং মধুঘৃতগৈরিকমথ গোময়রসং বা।
ইক্ষু সুপক্কমথবা কাকাণ্ডং নিষ্পীড্য তদ্রসং সবলম্
ছাগাদীনাং বাসৃক্ ভস্মমৃদং বা পিবেদাশু ॥৩৪
ক্ষারাগদস্তৃতীয়ে শোফহরৈর্লেখনং সমধ্বম্বু ॥৩৫
গোময়রসশ্চতুর্থে বেগে সকপিত্থমধুসর্পিঃ ॥৩৬
কাকাণ্ডশিরীষাভ্যাং স্বরসেনাশ্চ্যোতনমঞ্জনে
নস্যম্।
স্যাৎ পঞ্চমেঽথ ষষ্ঠে সংজ্ঞায়াঃ স্থাপনং
কার্য্যম্ ॥ ৩৭
গোপিত্তযুতা রজনী মঞ্জিষ্ঠা মরিচপিপ্পলী-
পানম্ ॥ ৩৮
বিষপানং দষ্টানাং বিষপীতে দংশনঞ্চান্তে ॥ ৩৯

আধান। শীতল প্রলেপ বা পরিষেক দ্বারা রক্ত জমিয়া গেলেও দোষ হইতে পারে না। তাহাতে রক্ত গতিহীন হয়; সুতরাং বিষও গতিহীন হইয়া থাকে। [ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, দষ্টস্থানের চারিধারে বরফ ধরিলে বিষ গতিহীন হইয়া থাকে]। ৩০। বিষবেগে মত্ততা, মুর্চ্ছা, অবসাদ এবং ধক্ ধক্ করিয়া হৃৎকম্পন হইতে থাকে। শীতল ক্রিয়া দ্বারা এই সকল উপদ্রবের নিবারণ হয়। কিন্তু ব্যজন করিলে লোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। [এরূপস্থলে, ক্ষতস্থলে, নাভিতে, হৃদয়ে ও নয়নের উপর শীতল বস্ত্র স্থাপন করা যায়] ৩১। যেমন মূলোচ্ছেদ হইলে তরু আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ দষ্ট স্থানের ছেদ হইলে বিষ আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। আর আচূষণ দ্বারা বিষ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। আর সেতু (বাঁধ) যেরূপ জলের বেগ নিবৃত্ত করিয়া থাকে, অরিষ্টাও [মন্ত্রের সহিত বন্ধন] এইরূপ বিষবেগ নিবৃত্ত করিয়া থাকে। [বন্ধনের পর রক্তমোক্ষণই বিষনাশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়]। ৩২। দাহ দ্বারা ত্বগ্‌গত ও মাংসগত বিষ দগ্ধ হইয়া থাকে। আর রক্তমোক্ষণ ক্রিয়া দ্বারা রক্তগত বিষ নিঃসারিত হয়। ৩৩। পীত বিষ বমন দ্বারা সদ্যই নির্গত হয়। দ্বিতীয় বেগে [অর্থাৎ কতক সামান্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে, কতক বা ব্যাপ্ত হয় নাই এরূপ অবস্থায়] বিরেচন দ্বারা বিষকে নির্গত করিতে হয়। পীতবিষ ব্যক্তির হৃদয় সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিতে হয়। বিষ হইতে হৃদয়কে আবরণ করিতে হইলে মাংস, ঘৃত, মজ্জা, গৈরিক, গোময়রস, ইক্ষু "সুপক্ক কাকাণ্ড" নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার রস, ছাগাদির রক্ত, ভস্ম ও মৃত্তিকা এই সকল বস্তুর মধ্যে যাহা তৎক্ষণাৎ মিলিয়া উঠে, তাহাই ভক্ষণ করিতে হয়। (৩৭ প্রকরণে কাকাণ্ডের উল্লেখ আছে। কাকাণ্ড—কৃষ্ণশিম্বী) ৩৪। বিষের তৃতীয় বেগে ক্ষারাগদ এবং শোথহর ঔষধ ও মধু-জলের সহিত বমন হিতকর। ৩৫। বিষের চতুর্থ বেগে কপিত্থ, মধু ও ঘৃতের সহিত গোময়রস পান করাইবে। ৩৬। বিষের পঞ্চম বেগে কাকাণ্ড (কৃষ্ণশিম্বী) ও শিরীষের স্বরস উদ্ধৃত করিয়া চক্ষুতে আশ্চ্যোতন ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। আর সেই স্বরসের নস্য প্রয়োগ করিবে। বিষের ষষ্ঠ বেগে সংজ্ঞা-স্থাপন ঔষধ সকল পানাদি করাইবে। ৩৭। গোপিত্তযুক্ত হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, মরিচ ও পিপুলের চূর্ণ বা কষায় পান অঞ্জন ও নস্য প্রয়োগ করিলে সংজ্ঞাস্থাপন হয়। [অপস্মার চিকিৎসা ৩৩প্রঃ দেখ]।৩৮ [অন্যান্য ঔষধ অকৃতকার্য্য হইলে, শেষ অবস্থায় দষ্ট রোগীকে স্থাবর বিষ পান করাইবে এবং পীতবিষ ব্যক্তিকে [সর্প

শিখিপিত্তার্দ্ধযুতং স্যাৎ পলাশবীজমগদো
মৃতেষু মতঃ।
বার্ত্তাকুকাণিতাগারধূমগোপিত্তনিম্বং বা॥ ৪০
গোপিত্তযুতৈর্গুলিকাঃ সুরসাগ্রহরিদ্রিরজনী-
মধুককুষ্ঠৈঃ।
শস্তা ঘৃতেন তু শিরীষপুষ্পকাকাণ্ডকরসৈর্বা॥৪১
কাকাণ্ডসুরসগবাক্ষ্যা পুনর্নবাবায়সী-
শিরীষফলৈঃ।
উদ্বন্ধবিষজলমৃতে লেপৌষধনস্তপানানি॥ ৪২
স্পৃক্কাপ্লবচোচেয়ককাকোলীশৈলেয়রোচনাতগরম্
ধ্যামককুঙ্কুমমাংসীসুরসাগ্রৈলালকুষ্ঠঘ্নঃ॥
বৃহতী শিরীষপুষ্পং শ্রীবেষ্টকপদ্মচারটিবিশালা।
সুরদারুপদ্মকেশরশাবরকমনঃশিলাকৌন্ত্যঃ॥
জাত্যর্কপুষ্পরসরজনীদ্বয়হিঙ্গুপিপ্পলীলাক্ষাঃ।
জলমুদ্গপর্ণিচন্দনমধুকমদনসিন্ধুবারাশ্চ॥
শম্পাকলোধ্রমায়ূরকগন্ধফলীনাকুলীবিড়ঙ্গাশ্চ।
পুষ্যে সম্ভৃত্য সমং পিষ্টা গুলিকা বিধেয়াঃ স্যুঃ
সর্ব্ববিষঘ্নো জয়কৃদ্বিষমৃতসঞ্জীবনো জ্বরনিহন্তা।
পেয়বিলেপনধারণধূমশ্রবণৈর্গৃহস্থশ্চ॥
ভূতবিষজন্ত্বলক্ষ্মীকার্ম্মণমন্ত্রাগ্ন্যশন্যরীন্‌দোষান্
দুঃস্বপ্নস্ত্রীদোষানকালমরণাম্বুচৌরভয়ম্॥
ধনধান্যকার্য্যসিদ্ধিঃ শ্রীপুষ্ট্যায়ুর্ব্বিবর্দ্ধনো ধন্যঃ।
মৃতসঞ্জীবন এষ প্রাগমৃতাদ্‌ব্রহ্মণা বিহিতঃ॥৪৩
ইতি মৃতসঞ্জীবনী।

দ্বারা] দংশন করাইবে। সর্পবিষ শিরার মধ্যে পিচকারী দ্বারা প্রবেশিত করাই এস্থলে সুবিধা। ৩৯। বিষরোগী মৃতের ন্যায় লক্ষিত হইলে ময়ূরপিত্ত এক ভাগ এবং পলাশবীজ দুই ভাগ পান লেপন প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিলে উত্তম অগদ হয়। এইরূপ 'গোষ্ঠবার্ত্তাকু' কাণিত (মাতগুড়), গৃহধূম, গোপিত্ত ও নিমছাল মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলেও অগদ হইয়া থাকে। ৪০। তুলসী, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু ও কুড় গোপিত্তের সহিত গুলিকা করিয়া প্রয়োগ করিলেও অগদ হইয়া থাকে অথবা শিরীষপুষ্প ও কাকাণ্ডের রস গোপিত্তের সহিত প্রয়োগ করিলে অগদ হইয়া থাকে [গঙ্গাধর বলেন যে শিরীষপুষ্প ও কাকাণ্ডের রসের সহিত তুলসী প্রভৃতি ছয় দ্রব্যের গুলি করিতে হয়। ৪১। উদ্বন্ধন, বিষ ও জল দ্বারা মৃতপ্রায় ব্যক্তিদিগের কাকাণ্ড, তুলসী, গবাক্ষী (রাখাল শসার কন্দ), পুনর্নবা, বায়সী (কাকমাচী) ও শিরীষ ফল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা লেপন, পান, অঞ্জন, ও নস্য প্রয়োগ করিতে হয়। [চরক মতে বিষনাশকের মধ্যে শিরীষ উৎকৃষ্ট। মহাভারতে শিরীষ ফলকে বিষনাশকদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে]। ৪২। স্পৃক্কা (পিড়ঙশাক), প্লব (কৈবর্ত্তমুস্তক), তগরপাদিকা, ধ্যামক (গন্ধতৃণ), কুঙ্কুম, জটামাংসী, সুরসাগ্র (তুলসীমঞ্জরী), এলা (বড় এলাচ), আল (হরিতাল), কুষ্ঠঘ্ন (চাকুন্দে), বৃহতী, শিরীষপুষ্প, শ্রীবেষ্টক (নবনীত খোটি), পদ্মচারটি (কুষ্মাণ্ডলতা); বিশালা (রাখালশসা), দেবদারু, পদ্মকেশর, শাবর (সাদা লোধ), মনঃশিলা, কৌন্তী (রেণুকা), জাতিফুলের রস, আকন্দ ফুলের রস, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, পিপুল, লাক্ষা, জল (বালা), মুদ্গপর্ণী, চন্দন (রক্তচন্দন), মদন (ময়না ফল), মধুক (যষ্টিমধু), সিন্ধুবার (নিশিন্দা), সম্পাক (সোঁদাল), রক্ত লোধ, ময়ূরক (অপামার্গ), গন্ধফলী, (প্রিয়ঙ্গু), নাকুলী (রাস্না) এবং বিড়ঙ্গ পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া সমান সমান ভাগে পেষণপূর্ব্বক গুলিকা প্রস্তুত করিবে। এই যোগ পান, বিলেপন, ধারণ ও ধূমপানে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষনাশ ও জয়বর্দ্ধন হয়। ইহা বিষমৃত ব্যক্তির সঞ্জীবন। ইহা গৃহে থাকিলে ভূত, বিষধর জন্তু, অলক্ষ্মী, কার্ম্মণ (অভিচার), মন্ত্র, অগ্নি, বজ্র, শত্রু, দুঃস্বপ্ন, স্ত্রীদোষ, অকাল-

মন্ত্রৈর্ধমনীবন্ধোহপামার্জনং কার্য্যমাত্মরক্ষা। ৪৪
দোষস্য বিষং যস্য স্থানে স্যাৎ তং জয়েৎ পূর্ব্বম্‌
বা তস্থানে স্বেদো দধ্না নতকুষ্ঠকল্কপানঞ্চ। ৪৬
ঘৃতমধুপয়োহম্বুপানাবগাহসেকাশ্চ পিত্তস্থে।৪৭
ক্ষারাগদঃ কফস্থানগতে স্বেদস্তথা শিরাবাধঃ।৪৮
দূষীবিষেহথ রক্তস্থিতে শিরাকর্ম্ম পঞ্চবিধম্‌। ৪৯
ভেষজমেবং কল্প্যং ভিষগ্বিদা সর্ব্বদা লক্ষ্যং
সর্ব্বম্‌।

স্থানজয়েন চ পূর্ব্বং স্থানস্থতাবিরুদ্ধঞ্চ। ৫০
বিষদূষিতকফমার্গঃ স্রোতঃসংরোধরুদ্ধবায়ুশ্চ।
মৃত ইব শ্বসেন্মর্ত্ত্যঃ স্যাদসাধ্যলিঙ্গৈর্বিহীনশ্চ।

চর্ম্মকষায়ঃ ... ...
কৃত্বা মূর্দ্ধ্যাং কটভীং কটুফলৈঃ ...
ছাগগব্যমাহিষাবিককৌক্কুটাজমাংসম্‌। ...
দদ্যাৎ কাকপদোপরি যত্তে ব্রিয়েৎ সহসা ...
ঘ্রাণাক্ষিকর্ণজিহ্বাকণ্ঠনিরোধেষু কর্ম্ম নস্তঃ স্যাৎ
বার্ত্তাকুবীজপূরকজ্যোতিষ্মত্যাদিভিঃ পিষ্টৈঃ ।৫৩
অঞ্জনমক্ষ্যুপরোধে কর্ত্তব্যং বস্তমূত্রপিষ্টৈস্ত
দারুব্যোষহরিদ্রাকরবীরকরঞ্জসুরসৈস্ত। ৫৪
শ্বেতা বচাশ্বগন্ধা হিঙ্গ্বমৃতা কুষ্ঠসৈন্ধবে লশুনম্‌।
সর্ষপক'পিত্থমধ্যং টুণ্টুককরঞ্জবীজানি।
ব্যোষং শিরীষপুষ্পং দ্বিরজনী বংশলোচ-
নঞ্চ সমম্‌।
পিষ্ট্বা ছাজস্য মূত্রেণ গোঽশ্বপিত্তেন সপ্তকৃত্বঃ।
ব্যস্তাসভাবিতোহয়ং নিহন্তি শিরসি
স্থিতং বিষং ক্ষিপ্রম্‌

রুদ্ধ করিয়া থাকে। ইহা ধন্য। ব্রহ্মা অমৃতের পূর্ব্বে এই ঔষধ বলিয়াছিলেন। ৫৩

ইতি মৃতসঞ্জীবনী।

বিষবেগ নিবৃত্তির জন্য, ধমনীর বন্ধন করিতে হয়। দংশদেশের চারি অঙ্গুল উর্দ্ধে বন্ধন করিতে হয়। বন্ধন করিবার সময় মন্ত্র বলিতে হয়। মন্ত্রপ্রয়োগ কালে জল দ্বারা মার্জ্জনা ও আত্মরক্ষা করিতে হয়। ৪৪। বিষ যে দোষের স্থানে যখন থাকিবে, তখন সেই দোষের চিকিৎসা করিবে। ৪৫। অর্থাৎ বিষ বাতস্থানে [পক্বাশয়ে] গত হইলে স্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং দধির সহিত কুড় ও তগরপাদিকার কল্ক সেবন করাইবে। ৪৬। বিষ পিত্তস্থানে [হৃদয়ে বা গ্রহণীতে গত হইলে] ঘৃতপান, মধুপান, জলপান ও অবগাহন করাইবে। ৪৭। দোষ কফস্থানে [যথা বক্ষে] গত হইলে ক্ষারাগদ ও স্বেদ প্রয়োগ এবং শিরাব্যধন করিবে। ৪৮। দূষীবিষ রক্তগত হইলে "পঞ্চবিধ শিরাব্যধ" করিবে। ৪৯। ভিষক্‌ এইরূপে অবস্থা সমস্ত অবগত হইয়া ভেষজ কল্পনা করিবেন। প্রথমতঃ বিষের স্থানকে জয় করিতে হইবে। আবার যেন স্থানকে জয় করিতে গিয়া বিষচিকিৎসার বিরুদ্ধ কর্ম্ম না করা হয়। ৫০। বিষ কর্ত্তৃক কফের মার্গ দূষিত এবং স্রোতোরোধ-

শ্বাস ফেলিতে থাকে অথচ অসাধ্য লক্ষণবর্জ্জিত হয়। এরূপ স্থলে উহার মস্তকে কাকপদাকার (অর্থাৎ ত্রিরেখাকার) ছেদন করিয়া চর্ম্মকষায় কল্ক লেপন করিবে। আর নাসান্তে কটভী (হাপরমালী), কটকী ও কট্‌ফলের চূর্ণ প্রধমন করিবে। ৫১। বিষ দ্বারা সহসা মত্ত হইলে ছাগ, গো, মহিষ, মেষ, কুক্কুট ও জলজ জন্তুর মাংস পেষণ করিয়া কাকপাদের উপরি স্থাপন করিবে। ৫২। নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও কণ্ঠের অপরাজিতার (জ্যোতিষ্মতীর) রস নস্য দিবে। ৫৩। চক্ষু নিমীলিত হইলে দারুহরিদ্রা, ত্রিকটু, হরিদ্রা, করবীর, করঞ্জ, নিম্ব ও তুলসী ছাগমূত্রের সহিত বাটিয়া অঞ্জন দিবে। ৫৪। শ্বেতা (শ্বেত অপরাজিতা), বচ, অশ্বগন্ধা, হিঙ্গু, অমৃতা (গোলঞ্চ) কুড়, সৈন্ধব, রসুন, শ্বেতসর্ষপ, কদবেলের শাঁস, টুণ্টুক (শোণাক), করঞ্জবীজ, ত্রিকটু, শিরীষপুষ্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও বংশলোচন সমান সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক অজমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া একবার গোপিত্তে একবার অশ্বপিত্তে এইরূপ সাত সাতবার ভাবনা

সর্ব্বজ্বরভূতগ্রহবিষূচিকাজীর্ণমূর্চ্ছার্ত্তী ।
উন্মাদাপস্মারৌ কাচপটলনীলিকাশিরোদোষাঃ ।
শুষ্কাক্ষিপাকপিল্লার্ব্বুদার্শ্মকণ্ডুতমোদোষান্ ॥
ক্ষয়দৌর্ব্বল্যমদাত্যয়পাণ্ডুগদাংশ্চাঞ্জনাৎ তথা মোহান্ ।
লেপাদ্দিগ্ধক্ষতলীঢ়দষ্টবিষপীতবিষঘাতী ॥
অর্শঃস্বাঙ্কদ্ধেষু চ গুদলেপো যোনিলেপনং স্ত্রীণাম্ ।
মূঢ়ে গর্ভে দুষ্টে ললাটলেপঃ প্রতিশ্যায়ে ॥
দদ্রুকণ্ডুকিটিমে কুষ্ঠে শ্বিত্রেষু চ বিচর্চ্চিকাদিষু লেপঃ ।
গজ ইব তরূন্ নিগদান্ নিহন্ত্যগদগন্ধহস্ত্যেষঃ ॥ ৫৫

ইতি গন্ধনামা অগদহস্তী ।

পত্রাগুরুমুস্তৈলানির্য্যাসঃ পঞ্চচন্দনং পৃক্কা ।
ত্বঙ্নলদোৎপলবালকহরেণুকোশীরব্যাঘ্রনখাঃ

দিয়া মস্তকে স্থাপন করিলে সর্ব্ব জ্বর, ভূত, গ্রহ, বিসূচিকা, অজীর্ণ, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, অপস্মার, কাচ, পটল, নীলিকা, শিরোদোষ, অক্ষির শুষ্কতা ও পাক, পিল্ল, অর্ব্বুদ, অর্ম্ম, কণ্ডু, তমোদোষ, ক্ষয়, দৌর্ব্বল্য, মদাত্যয় ও পাণ্ডুরোগ এবং ইহার অঞ্জন দ্বারা মোহ ও লেপ দ্বারা দগ্ধ, ক্ষত, লীঢ়, দষ্ট, বিষ ও পীত বিষ নষ্ট হয়। এই ঔষধ অর্শ রোগে মলদ্বারে, যোনিদোষে ও মূঢ় গর্ভে যোনিতে, দুষ্ট প্রতিশ্যায়ে ললাটে এবং দদ্রু কণ্ডু, কিটিম কুষ্ঠ শ্বিত্র ও বিচর্চ্চিকারোগে রোগস্থানে লেপন করিতে হয়। হস্তী যেরূপ বৃক্ষ উন্মূলিত করে, সেইরূপ এই অগদ বিষকে উন্মূলিত করিয়া থাকে। এই জন্য ইহার নাম অগদহস্তী হইয়াছে। ৫৫

ইতি গন্ধনামা অগদহস্তী।

তেজপাতা, অগুরু, মুতা, বড় এলাচ, পঞ্চপ্রকার নির্য্যাস (ধুনা, গুগ্গুলু, আফিমেন, ও লোবান); পিড়িঙশাক (পৃক্কা), ত্বক্ (দারুচিনি), নলদ ("জটামাংসী"),

সুরদারুকনককুঙ্কুমধ্যামককুষ্ঠপ্রিয়ঙ্গুতগরম্ ।
পঞ্চাঙ্গানি শিরীষাদ্ব্যোষৈলামনঃশিলাজাজ্যঃ
শ্বেতকটভীকরঞ্জৌ রকোষ্ঠী সিন্ধুবারিকা রজনী
সুরসরসাঞ্জনগৈরিকমঞ্জিষ্ঠা নিম্বনির্য্যাসাঃ ।
বংশত্বগশ্বগন্ধা হিঙ্গুদধিত্থ অম্লবেতসাং লাক্ষা ।
মধুমধুকসোমরাজীবচারুহারোচনাতগরান্ ॥
অগদোঽয়ং বৈশ্রবণায়াখ্যাতস্ত্র্যম্বকেণ ষষ্ট্যঙ্গঃ ।
অপ্রতিহতপ্রভাবঃ খ্যাতো মহাগন্ধহস্তীতি ॥
পিত্তেন গবাং গোষ্য গুলিকাঃ কার্য্যাস্তু পুষ্যযোগেণ ।
পানাঞ্জনপ্রলেপৈঃ প্রসাধয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি ॥
পৈল্ল্যং কণ্ডুং তিমিরং রাত্র্যন্ধ্যং কাচমর্ব্বুদং পটলম্ ।
হন্তি সততং প্রয়োগাদ্ধিতমিতপথ্যাশিনাং পুংসাম্ ॥
বিষমজ্বরানজীর্ণং দদ্রু সবিসূচিকাকোপহন্তি নৃণাম্

ব্যাঘ্রনখ ("কালা কড়"), দেবদারু, কনক, (নাগকেশর), কুঙ্কুম, গন্ধতৃণ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, তগরপাদিকা, শিরীষের পঞ্চাঙ্গ (মূল, ছাল, পাতা, ফুল, ফল,) শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতাল, মনঃশিলা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতা (অপরাজিতা), কটভী ("ক্ষুদ্রশিরীষ"), করঞ্জ ("গোকরঞ্জ") রক্ষোঘ্ন (সর্ষপ), নিসিন্দা, হরিদ্রা, তুলসী, রসাঞ্জন, গৈরিক, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপত্র, নিম্বনির্য্যাস, বংশের ছাল, অশ্বগন্ধা, হিঙ্গু, কপিত্থ, অম্লবেতস, বৃক্ষ (সোঁদাল), যষ্টিমধু, মৌলফুল, সোমরাজী, বচ, রুহা (দূর্ব্বা) রোচনা (গোরোচনা) এবং তগর এই ষষ্ট্যঙ্গ ঔষধ ত্রিলোচন বৈশ্রবণের নিকট বলিয়াছিলেন। ইহার শক্তি কোথাও প্রতিহত হয় না। ইহার নাম মহাগন্ধহস্তী। এই ষষ্টিদ্রব্য চূর্ণ করিয়া গোপিত্তের সহিত গুলিকা প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধ পান অঞ্জন ও লেপন করিলে সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হয়। হিতাহারী মিতাহারী ও পথ্যাহারী হইয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিলে

বিষং মূষিকলূতানাং সর্ব্বেষাং পন্নগানাঞ্চ।
আশু বিষং নাশয়তি মূলমথ কন্দজং সর্ব্বম্ ॥
এতেন লিপ্তগাত্রঃ সর্পান্ গৃহীত্বা ভক্ষয়েচ্চ বিষম্।
কালাতীতোঽপি নরো জীবতি কিঞ্চিন্নিরাতঙ্কঃ
আক্রান্তে গুদলেপো যোনিলেপশ্চ মূঢ়গর্ভাণাম্
মূর্চ্ছাৰ্ত্তিষু চ ললাটে প্রলেপমাহুঃ প্রধানতমম্ ॥
ভেরীমৃদঙ্গপটহাশ্ছত্রাণ্যমুনা তথাধ্বজপতাকাঃ।
লিপ্তানি বিষনিরস্ত্যৈ প্রধ্বনয়েদ্দর্শয়েন্মতিমান্ ॥
যত্র চ সন্নিহিতোঽয়ং ন তত্র বালগ্রহা নথা-র্থোটাঃ।
ন চ কার্ম্মণবেতালা বহন্তি নাথর্ব্বণা মন্ত্রাঃ ॥
সর্ব্বগ্রহা ন তত্র প্রভবন্তি নচাগ্নিশস্ত্রনৃপচৌরাঃ।
লক্ষ্মীশ্চ তত্র ভজতে যত্র মহাগন্ধহস্ত্যাস্তি ॥
পিষ্যমাণ ইমঞ্চাত্র সিদ্ধং মন্ত্রমুদীরয়েৎ।
মম মাতা জয়া নাম বিজয়ো নাম মে পিতা ॥

সোঽহং জয়ো জয়াপুত্রো বিজয়
নমঃ পুরুষসিংহায় বিষ্ণবে বিশ্বকর্ম্মণে।
তেজো বৃষাকপেঃ সাক্ষাৎ তেজো ব্রহ্মেন্দ্রয়োশ্চ মে।
যথাহং নাভিজানামি বাসুদেবপরাক্রমম্।
মাতুশ্চ পাণিগ্রহণং সমুদ্রস্য চ শোষণম্ ॥
অনেন সত্যবাক্যেন সিধ্যতামগদো হ্যয়ম্।
হিলিমিলিসংস্পৃষ্টে রক্ষ সর্ব্বভেষজে তু মে ॥৫৬
ইতি মহাগন্ধহস্তী নামাগদঃ।
ঋষভকজীবকভার্গীমধুকোৎপলধান্যকেশ-রাজাজ্যঃ।
সসিতগিরিকোলমধ্যাঃ পেয়াঃ শ্বাসজ্বরাদিহরাঃ ॥৫৭
হিঙ্গু চ কৃষ্ণাযুক্তং কপিত্থরসমগ্রালবণঞ্চ।
সমধুসিতে পাতব্যো জ্বরহিক্কাশ্বাসকাসঘ্নৈঃ ॥
লেহঃ কোলাস্থ্যঞ্জনলাজোৎপলমধুঘৃতৈর্বম্যাম্।
বৃহতীদ্বয়াঢ়কীপত্রধূমবর্ত্তিশ্চ হিক্কাঘ্নী ॥ ৫৮

পটল, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, দদ্রুকণ্ডু, বিসূচিকা, পামা, কুষ্ঠ, কিটিম, শ্বিত্র, বিচর্চ্চিকা এবং মূষিক, লূতা ও সর্ব্বপ্রকার সর্পের বিষ এবং মূলজ ও কন্দজ সর্ব্বপ্রকার বিষ নষ্ট হয়। এই ঔষধে গাত্র লিপ্ত করিয়া সর্প ধরা যায় ও বিষ ভক্ষণ করা যায়। মানুষ কাল প্রাপ্ত হইলেও, এই ঔষধ ধারণ করিয়া, নিত্য নিরাতঙ্ক হইতে পারে। এই ঔষধ আনাহরোগে মলদ্বারে, মূঢ়গর্ভার যোনিতে এবং মূর্চ্ছায় ললাটে লেপন করিতে হয়। বিষরোগী মূর্চ্ছিত হইলে এই ঔষধ দ্বারা ভেরী মৃদঙ্গ ও পটহ লিপ্ত করিয়া তাহার কর্ণের নিকট ধ্বনি করিতে হয়। ছত্র ও ধ্বজ পতাকা লেপন করিয়া রোগীকে প্রদর্শন করিতে হয়। এই ঔষধ নিকটে থাকিলে বালগ্রহ, রক্ষোভয়, কার্ম্মণ মন্ত্র বা অথর্ব্বোক্ত মন্ত্র কিছুই অপকার করিতে পারে না। কি গ্রহ, কি অগ্নি, কি শস্ত্র, কি নৃপ, কি চোর, কেহই অপকার করিতে পারে না। এই ঔষধ যে স্থানে থাকে, সে স্থানে লক্ষ্মী অচলা হইয়া বাস

"মম মাতা" ইত্যাদি মন্ত্র (যাহা মূলস্থ শ্লোকের নয়টী চরণে আছে) পাঠ করিতে হয়। [গঙ্গাধর বলেন যে 'রোচনা তগর' এক শব্দ। উহার অর্থ পীততগরপাদিকা। কিন্তু উহা এক শব্দ হইলে সর্ব্বশুদ্ধ উনষাটটী দ্রব্য হয়। অথচ "ষষ্টি" পদের উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব তগর শব্দে তগরপাদিকা গ্রহণ করিলেই হইবে]। ৫৬

ইতি মহাগন্ধহস্তী নাম অগদ।

ঋষভ, জীবক, বামনহাটী (গঙ্গাধর পাঠে বামনহাটী নাই), যষ্টিমধু, নীলোৎপল, ধনে, নাগকেশর এবং কৃষ্ণজীরা, চিনি গৈরিক ও কুলের আঁটির শাসের সহিত পান করিলে, বিষরোগীর শ্বাস, জ্বর প্রভৃতি দূর হয়। ৫৭।

হিঙ্গু ও পিপুলচূর্ণ মধু ও চিনির সহিত কিংবা কপিত্থ রসযুক্ত সৌবর্চ্চল লবণ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে বিষরোগীর জ্বর, হিক্কা ও শ্বাস নষ্ট হয়। কুলবিচির শাঁস রসাঞ্জন লাজ ও নীলোৎপল ঘৃতের সহিত লেহ করিয়া সেবন করাইলে বমি নষ্ট হয়। কণ্টকারী,

কণ্ড্বার্ত্তিলোমহর্ষাঃকোঠপিড়কচিমিচিমাশোথাঃ
এর্ত্তে করচরণদাহতোদক্রমাঙ্গবিপাকাশ্চ ॥ ৭৭
ভূপাদুকাশ্বগজচর্ম্মকেতুশয়নাসনৈষ্টু ষ্টৈঃ ॥ ৭৮
মাল্যমগন্ধং ম্লায়তি শিরসো রুজা
লোমহর্ষকরম্ ॥৭৯
স্তম্ভয়তি খানি দর্শনমুপহন্তি চ নাসিকাং ধূমঃ॥৮০
কূপতড়াগাদিজলং দুর্গন্ধং সকলুষং বিবর্ণঞ্চ।
পীতং শ্বয়থুং কোঠান্ পিড়কাংশ্চ করোতি
মরণঞ্চ ॥ ৮১
আদাবামাশয়গে বমনং ত্বক্‌স্থে প্রদেহসেকাদি।
কুর্য্যাদ্ভিষক্ চিকিৎসাং দোষবলঞ্চৈব হি
সমীক্ষ্য ॥ ৮২
ইতি মূলবিষবিশেষাঃ প্রোক্তাঃ শৃণু
জঙ্গমস্যাতঃ ॥ ৮৩
ইহ দর্ব্বীকরঃ সর্পো মণ্ডলী রাজিমানিতি
ত্রয়ো যথাক্রমং বাতপিত্তশ্লেষ্মপ্রকোপণাঃ।
দর্ব্বীকরঃ ফণী জ্ঞেয়ো মণ্ডলী মণ্ডলা ফণাঃ।
বিন্দুলেখো বিচিত্রাঙ্গঃ পন্নগঃ স্যাৎ তু
রাজিমান্ ॥ ৮৫
বিশেষাদ্রূক্ষকটুকমম্লোষ্ণং স্বাদু শীতলম্।
বিষং যথাক্রমং তেষাং তস্মাদ্বাতাদিকোপনম্ ॥
দর্ব্বীকরকৃতো দংশঃ সূক্ষ্মদংষ্ট্রাপদোষিতঃ।
নিরুদ্ধরক্তঃ কূর্ম্মাভো বাতব্যাধিকরো মতঃ ॥৮৭
পৃথ্বর্পিতঃ সশোথশ্চ দংশো মণ্ডলিভিঃ কৃতঃ।
পীতাভঃ পীতরক্তশ্চ সর্ব্বপিত্তবিকারকৃৎ ॥ ৮৮
কৃতো রাজিমতা দংশঃ পিচ্ছিলঃ স্থিরশোফকৃৎ

হইলে কণ্ডূয়ন, যাতনা,কোঠ, পিড়কা, রোমাঞ্চ, চিমচিমা ও শোথ হইয়া থাকে। ৭৭। রাজার বিচরণ-ভূমি, পাদুকা, অশ্ব, গজ, শয্যা ও আসন বিষ দ্বারা দূষিত হইলে কর-চরণে সূচী-ভেদবৎ পীড়া, দাহ, ক্লম ও অবিপাক হয়। মাল্য বিষাক্ত হইলে গন্ধহীন, ম্লান, শিরঃ-পীড়াকারক ও রোমহর্ষকারক হইয়া থাকে। ৭৯। বিষদুষ্ট ধূম নাসিকা দ্বারা নীত হইলে নাসা-বিবরকে স্তব্ধ করে এবং নাসা ও চক্ষুর উপঘাত উপস্থিত করে। ৮০। কূপ-তড়াগাদি বিষাক্ত হইলে, উহাদের জল দুর্গন্ধ, কলুষ ও বিবর্ণ হয় এবং সেই জল পান করিলে শোথ, কোঠ, পিড়কা এবং মরণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ৮১। বিষ আমাশয়স্থ হইলে প্রথমেই বমন করাইবে। বিষ ত্বকস্থ হইলে প্রথমেই প্রলেপ ও পরিষেকাদি করিবে। আর চিকিৎসক দোষ ও বল বিশেষ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিবেন। ৮২। এইরূপে মূলবিষের প্রকারভেদ উক্ত হইল। এক্ষণে জঙ্গমবিষের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ...সর্পদিগের প্রকারভেদ ও চিকিৎসা রাজিমান্ এই তিন প্রকার সর্প যথাক্রমে বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-প্রকোপণ। অর্থাৎ দর্ব্বীকরদংশনে বাতপ্রকোপ, মণ্ডলী সর্পের দংশনে পিত্ত-প্রকোপ এবং রাজিমান্ সর্পের দংশনে শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়। ৮৪। ফণাবিশিষ্ট গোক্ষুরাদি সর্পের নাম দর্ব্বীকর (হাতার মত মুখবিশিষ্ট)। যে সকল সর্পের ফণা গোল, তাহাদিগকে ... বলে (যেমন বোড়া-সাপ)। যে সকল সর্পের গাত্রে বিন্দুযুক্ত রেখা সকল আছে এবং যাহাদের গাত্র বিচিত্র, তাহা-দিগকে রাজিমান্ কহে (যেমন চিতিবোড়া)। ৮৫। দর্ব্বীকর স...র বিষ প্রধানতঃ কটু ও রুক্ষ। মণ্ডলীর বিষ প্রধানতঃ অম্ল ও উষ্ণ এবং রাজিমান্ সর্পের বিষ প্রধানতঃ স্বাদু ও শীতল। এই এই কারণে ঐ ঐ সর্পের বিষ যথাক্রমে বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ করিয়া থাকে। ৮৬। দর্ব্বীকর সর্প দংশন করিলে দংশের গর্ত্ত সূক্ষ্ম, কৃষ্ণবর্ণ ও নিরুদ্ধরক্ত অথচ দেখিতে কূর্ম্মাকৃতি হয়; আর দষ্ট ব্যক্তির বাত-ব্যাধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকে। ৮৭। মণ্ডলী সর্পে দংশন করিলে দংশের গর্ত্ত স্থূল, শোথযুক্ত ও পীতরক্তবর্ণ হয় এবং রক্ত পিত্তের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকে। [তবেই দংশস্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে

স্নিগ্ধঃ পাণ্ডুশ্চ সান্দ্রাসৃক্শ্লেষ্মব্যাধিসমীরণঃ ॥ ৮৯
বৃত্তভোগো মহাকায়ঃ ফণ ঊর্দ্ধেক্ষণঃ পুমান্।
স্থূলমূর্দ্ধা সমাঙ্গশ্চ——————————॥ ৯০
——————————স্ত্রীত্বতঃ স্যাদ্বিপর্য্যয়াৎ ॥ ৯১
ক্লীবঃ স্রস্তস্বধোদৃষ্টিঃ স্বরহীনঃ প্রকম্পতে ॥ ৯২
স্ত্রিয়া দষ্টো বিপর্য্যস্তৈরেতৈঃ পুংসো নরো মতঃ
ব্যামিশ্রলিঙ্গৈরেতৈস্তু ক্লীবদষ্টং নরং বদেৎ।
ইত্যেতদুক্তং সর্পাণাং স্ত্রীপুংক্লীবনিদর্শনম্ ॥
পাণ্ডুবক্ত্রস্তু গর্ভিণ্যা শূনোষ্ঠোহপ্যসিতেক্ষণঃ।
জৃম্ভাক্রোধোপজিহ্বার্ত্তঃ——————— ॥ ৯৩
-সূতয়া রক্তমূত্রবান্ ॥ ৯৪
সর্পো গোধেরকো নাম গোধাখ্যঃ স্যাচ্চতুষ্পদঃ
কৃষ্ণসর্পেণ তুল্যঃ স্যান্নানা স্যুর্মিশ্রজাতয়ঃ ॥ ৯৫
গূঢ়সম্পাদিতং বৃত্তং পীড়িতং লম্বিতার্পিতম্।
সর্পিতঞ্চ ভৃশাবাধং দংশা যেঽন্যে ন তে ভৃশাঃ
তরুণাঃ কৃষ্ণসর্পাস্তু গোমসাঃ স্থবিরাস্তথা।
রাজিমন্তো বয়ো মধ্যে ভবন্ত্যাশীবিষোপমাঃ ৯৭
সর্পদংষ্ট্রাশ্চতস্রস্তু তাসাং বামাধরা সিতাঃ।
পীতা বামোত্তরা দংষ্ট্রা রক্তশ্যাবে ত্বধোত্তরে ॥ ৯৮
যন্মাত্রঃ পততে বিন্দুর্গোবালাৎ সলিলোদ্ধৃতাৎ

দংশ পিচ্ছিল, স্থির, শোথযুক্ত, স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। দংষ্টস্থানের রক্ত জমিয়া যায় এবং অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। অথচ বায়ুর লক্ষণও প্রকাশ পায়। ৮৯। যে সর্পের ফণা বৃত্ত ও সুদৃশ্য, যে সর্প মহাকায়, যে সর্প ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া শ্বাস পরিত্যাগ করে, যাহার অঙ্গ সমান (সুডৌল) এবং মস্তক স্থূল, সেই সর্পকে পুংসর্প বলিয়া জানিবে। ৯০। যে সর্পের ফণা তাদৃশ বৃত্ত ও সুদৃশ্য নহে, যে সর্প তাদৃশ মহাকায় নহে, যে সর্প অধোনেত্র হইয়া শ্বাস ত্যাগ করে, যাহার অঙ্গ তাদৃশ সমান নহে এবং মস্তক তাদৃশ স্থূল নহে, তাহাকে স্ত্রীসর্প বলিয়া জানিবে। ৯১। উভয় লক্ষণের বিপরীত হইলে ক্লীবসর্প বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ যে সর্প না বৃত্তফণাযুক্ত না অবৃত্তফণাযুক্ত, না মহাকায় না স্বল্পকায় না ঊর্দ্ধ-নয়ন না অধোনয়ন, না সমানাঙ্গ না অসমানাঙ্গ, না স্থূলমস্তক না অস্থূলমস্তক সেই সর্প ক্লীব। ৯২। স্ত্রীসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে দষ্ট ব্যক্তি স্রস্তাঙ্গ, অধোদৃষ্টি, স্বরহীন ও কম্পিত-কলেবর হয়। ইহার বিপরীত লক্ষণ হইলে পুরুষ সর্পে দংশন করিয়াছে বলিয়া স্থির করা যায়। অর্থাৎ দষ্ট ব্যক্তি কঠিনাঙ্গ, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, অক্ষীণস্বর ও নিষ্কম্প হইলেই পুংসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াছে বলা যায়। উভয় লক্ষণ পরস্পর মিশ্রিত হইলে ক্লীবসর্পে দংশন করিয়াছে বলা যায়। এইরূপে সর্পদিগের স্ত্রী পুং ক্লীব ভেদ নির্ণয় করা হইল গর্ভিণী সর্পী কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তি পাণ্ডুবর্ণ, শূনোষ্ঠ (যাহার ওষ্ঠ শোথযুক্ত হইয়াছে), কৃষ্ণনেত্র, জৃম্ভাক্রান্ত ও উপজিহ্বিকারোগে আক্রান্ত হয়। ৯৩। প্রসূতা সর্পী-কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে দষ্ট ব্যক্তি রক্ত প্রস্রাব করে। ৯৪। গোসাপ নামক সর্প চতুষ্পদ। ইহাকে গোধা বলে। এই সর্প কৃষ্ণসর্পের সমানবিষ। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার মিশ্রজাতি সর্প আছে। ৯৫। যে দংশন গূঢ় সম্পাদিত অর্থাৎ উপরে অস্পষ্ট হইলেও গভীর, যাহা বৃত্ত অর্থাৎ গোলাকার, যাহা লম্বিতার্পিত (অর্থাৎ যে দংশন লম্বভাবে দেওয়া হইয়াছে) যাহা পীড়িত (যাহাতে দংশস্থান বসিয়া গিয়াছে), অথবা যে দংশন সর্পিত (এক স্থানে ফুটিয়া আবার আর এক স্থানে ফুটিয়াছে), সেই দংশ ভয়ানক সাজ্ঘাতিক। অন্য প্রকার দংশ তত সাজ্ঘাতিক নহে। ৯৬। যুবা কৃষ্ণসর্প আশীবিষসদৃশ। বৃদ্ধ মণ্ডলী সর্প আশীবিষসদৃশ। আর প্রৌঢ়বয়স্ক রাজিমান্ সর্প আশীবিষসদৃশ। সর্পের চারিটী বৃহৎ দন্ত আছে। তন্মধ্যে বামদিগের নিম্নকার দন্ত কৃষ্ণবর্ণ। বামদিগের উপরকার দন্ত পীতবর্ণ। ডানদিকের নিম্নকার দন্ত রক্তবর্ণ এবং ডানদিকের উপরকার দন্ত শ্যামবর্ণ। ৯৮। গোপুচ্ছকেশের অগ্রভাগে যে জলবিন্দু ধরে, সর্পের বামদিকের নিম্নকার দন্তে তৎপরিমাণ বিষ থাকে। [illegible]

বামাধরাস্যাং দংষ্ট্রায়াং তস্মাচ্চ স্যাদংশৈর্বিষম্।
একদ্বিত্রিচতুর্বৃদ্ধিবিষভাগোত্তরোত্তরাঃ॥ ৯৯
সবর্ণাস্তৎকৃতা দংশা বহূত্তরবিষা ভৃশাঃ॥ ১০০
সর্পাণামেব বিণ্মূত্রাঃ কীটাঃ স্যুঃ কীটসংযতাঃ।
দূষীবিষাঃ প্রাণহরা ইতি সঙ্ক্ষেপতো
মতাঃ॥ ১০১
গাত্রং রক্তং সিতং কৃষ্ণং শ্যাবং বা পিড়কান্বিতম্
সকণ্ডূদাহবীসর্পপাকি স্যাৎ কোথনং তথা॥
কীটৈর্দূষীবিষৈর্দষ্টং লিঙ্গং প্রাণহরং শৃণু।
সর্পদষ্টে তথা শোফে বর্দ্ধতে সোহগ্র-
গন্ধ্যসৃক্॥ ১০২
দংশোহক্ষিগৌরবং মূর্চ্ছা সরুগার্ত্তঃ শ্বসিত্যপি
তৃষ্ণারুচিপরীতশ্চ ভবেদ্দূষীবিষার্দ্দিতঃ॥ ১০৩
দংশস্ত মধ্যে যৎকৃষ্ণং শ্যাবং বা জালকাবৃতম্।
দগ্ধাকৃতি ভৃশং পাকি ক্লেদশোথজ্বরান্বিতম্।
দূষীবিষান্বিতম্লূতাভিস্তং দষ্টমিতি নির্দ্দিশেৎ॥১০৪
সর্ব্বাসামেব তাসাঞ্চ দংশে লক্ষণমুচ্যতে।
শোফাঃ শ্বেতাঃ সিতা রক্তাঃ পীতা বা
পিড়কা জ্বরঃ।
প্রাণান্তিকো ভবেচ্ছ্বাসো দাহহিক্কা-
শিরোগ্রহাঃ॥১০৫
আদংশাচ্ছোণিতং পাণ্ডু মণ্ডলানি জ্বরোহরুচিঃ
লোমহর্ষশ্চ দাহশ্চাপ্যাখুদূষীবিষার্দ্দিতে॥ ১০৬
মূর্চ্ছাঙ্গশোফবৈবর্ণ্যক্লেদশব্দাশ্রুতিজ্বরাঃ।
শিরোগুরুত্বং লালাসৃকছর্দিশ্চাসাধ্যমূষিকৈঃ॥ ৭
শ্যাবত্বমথ কার্ষ্ণ্যং বা নানাবর্ণত্বমেব বা।
মোহঃ পুরীষভেদো বা দষ্টস্যাপকৃকলাসকৈঃ॥১০৮
দহত্যগ্নিরিবাদৌ তু ভিনত্তীবোর্দ্ধমাশু চ।
বৃশ্চিকস্য বিষং যাতি দংশে পশ্চাৎ তু তিষ্ঠতি।
দষ্টোহসাধ্যস্তু হৃদ্ঘ্রাণরসনোপহতো নরঃ।

উপরকার দন্তে উহার দুই গুণ, ডানদিকের নিম্নকার দন্তে উহার তিনগুণ এবং ডানদিকের উপরকার দন্তে উহার চারিগুণ বিষ থাকে। ৯৯। সর্প যে দন্ত দ্বারা দংশন করে; দংশনের বর্ণ সেই দন্তের বর্ণের তুল্য হয়। চারিপ্রকার দন্তের মধ্যে প্রথমোক্তের অপেক্ষা দ্বিতীয়োক্তের, দ্বিতীয়োক্তের অপেক্ষা তৃতীয়োক্তের এবং তৃতীয়োক্তের অপেক্ষা চতুর্থোক্তের দংশন ভয়ানক।১০০। সর্পদিগের বিষ্ঠা ও মূত্র হইতে যে সকল কীট উৎপন্ন হয়,তাহাদিগকে বিষকীট বলিয়া থাকে। ঐ সকল কীট দূষীবিষও প্রাণহর; এই দুই প্রকার।১০১। দূষীবিষ কীট দংশন করিলে গাত্ররক্ত, শ্বেত, কৃষ্ণ, শ্যাব বা পীড়কাযুক্ত হয় এবং কণ্ডু, রাগ,বিসর্প পাক ও শোথ হইয়া থাকে। প্রাণহর কীটে দংশন করিলে সর্পদষ্টের ন্যায় দংশস্থানে শোথ হইয়া থাকে এবংসেই শোথের রক্ত উগ্রগন্ধ হয়। ১০২। দূষীবিষ কীটে দংশন করিলে অক্ষিগৌরব ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে এবং দষ্ট ব্যক্তি বেদনার্ত্ত হইয়াশ্বাস ফেলিতে থাকে এবং তৃষ্ণা অরুচি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১০৩। যে দদ্রুর আকারের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, পাকযুক্ত, ক্লেদান্বিত, কোথজ্বরান্বিত, উপদ্রব সকল উৎপন্ন হয়, তাহাকে দূষীবিষ লূতায় দংশন করিয়াছে জানিবে। ১০৪। লূতা বহুপ্রকার। সর্ব্বপ্রকার লূতারই দংশের লক্ষণ বলা যাইতেছে।দংশ মধ্যে শোথ এবং শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত বা পীতবর্ণ পিড়কা সকল এবং জ্বর হইয়া থাকে। আর প্রাণান্তকর দাহ, শ্বাস, হিক্কা ও শিরোগ্রহ হইয়া থাকে। ১০৫। বিষাক্ত ইন্দুরে দংশন করিলে দংশনের সর্ব্বত্র পাণ্ডুবর্ণ-শোণিত, মণ্ডলসমূহ এবং জ্বর, অরুচি, লোমহর্ষ ও দাহ হইয়া থাকে। ১০৬। ইন্দুরে দংশন করিলে যদি মূর্চ্ছা, অঙ্গশোথ, বিবর্ণতা, ক্লেদ, শব্দের অশ্রবণ, জ্বর, শিরোগৌরব, লালা ও রক্ত বমন হয়, তবে অসাধ্য হইয়া থাকে। ৭। কৃকলাসের (গিরগিটীর) দংশনে কৃষ্ণতা, শ্যাবতা, অথবা নানা বর্ণ হইয়া থাকে এবং মোহ ও মলভেদও হয়। ১০৮। বৃশ্চিকের বিষ দংশন মাত্রেই প্রথমতঃ অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। যেন শীঘ্র শীঘ্র উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে, কিন্তু পরিশেষে দংশস্থানেই

মাংসৈঃ পতদ্ভিরত্যর্থং বেদনার্ত্তো জহাত্যসূন্ ॥
বিসর্পঃ শ্বয়থুঃ শূলং জ্বরশ্ছর্দ্দিরথাপি বা।
লক্ষণং কণভৈর্দষ্টে দংশশ্চৈব বিশীর্য্যতে ॥১১০
হৃষ্টরোমোচ্চিটিঙ্গেন স্তব্ধলিঙ্গো ভৃশার্ত্তিমান্।
দষ্টঃ শীতোদকেনেব সিক্তান্যঙ্গানি মন্যতে ॥১১১
একদংষ্ট্রার্দ্দিতঃ শূনঃ সরুক্ স্যাৎ পীতকঃ সতৃট্
ছর্দ্দির্নিদ্রা চ মণ্ডুকৈঃ সবিষৈর্দষ্টলক্ষণম্ ॥ ১১২
মৎস্যাস্তু সবিষাঃ কুর্য্যুর্দাহং শোফরুজং তথা ॥১৩
কণ্ডুং শোফং জ্বরং মূর্চ্ছাং সবিষাস্তু
জলৌকসঃ ॥ ১১৪
দাহতোদস্বেদশোফকরী তু গৃহগোধিকা ॥ ১১৫
দংশে স্বেদং রুজং দাহং করোতি চ
শতাপদী ॥ ১১৬
কণ্ডুমান্ মশকৈরেতচ্ছোফঃ স্যান্মন্দবেদনঃ।
অসাধ্যকীটসদৃশমসাধ্যমশকার্দ্দিতম্ ॥ ১১৭
সদ্যঃপ্রস্রাবিণী শ্যাবা দাহমূর্চ্ছাজ্বরান্বিতা।
পীড়কা মক্ষিকাদংশে তাসান্তু স্থগিকাসুহৃৎ॥১১৮
শ্মশানচৈত্যবল্মীকযজ্ঞাশ্রয়সুরালয়ে।
পক্ষসন্ধিষু মধ্যাহ্নেষর্দ্ধরাত্রাষ্টমীষু চ ॥
ন সিধ্যন্তি নরা দষ্টাঃ পাষণ্ডায়তনেষু চ।
দৃষ্টিশ্বাসমলস্পর্শাবিষৈরাশীবিষৈস্তথা।
বিনশ্যন্ত্যাশু সম্প্রাপ্তা দষ্টাঃ সর্ব্বেষু মর্ম্মসু ॥
ভীতমত্তাবলোষ্ণক্ষুৎতৃষার্ত্তে বর্দ্ধতে বিষম্।
বিষং প্রকৃতিকালৌ চ তুল্যৌ প্রাপ্যাল্প-
মন্যথা ॥ ১১৯

মানুষের দৃষ্টি, ঘ্রাণ ও জিহ্বা উপহত হয় এবং দষ্টস্থান হইতে মাংস খসিয়া পড়ে, অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়, তবে সে মানুষ বাঁচে না। ১০৯। কণভে (ভ্রমর বিশেষ। গঙ্গাধর পাঠ কলভ) দংশন করিলে বিসর্প, শোথ, শূল, জ্বর ও বমি হইতে থাকে এবং দষ্টস্থান বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ১১০। উচ্চিড়িঙ্গে দংশন করিলে মানুষ হৃষ্টরোম, স্তব্ধলিঙ্গ, অতিশয় যাতনাগ্রস্ত এবং সর্ব্বশরীর শীতলজলে অভিষিক্তের ন্যায় মনে করে। ১১১। বিষাক্ত মণ্ডুকে এক দংষ্ট্রা দ্বারাই দংশন করিয়া থাকে। তাহাতে যাতনা হয়। দষ্টস্থান শোথযুক্ত, ঈষৎ পীতবর্ণ ও শূলযুক্ত হয় এবং বমি ও নিদ্রা হইয়া থাকে। ১১২। বিষাক্ত মৎস্যে দংশন করিলে দাহ, শোথ ও শূল হইয়া থাকে। [শিঙ্গী প্রভৃতি মাছের কাঁটা লাগাও দংশন মধ্যে ধর্ত্তব্য]। ১১৩। বিষাক্ত জলৌকায় দংশন করিলে কণ্ডু, শোথ, জ্বর ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। ১১৪। গৃহগোধিকায় দংশন করিলে বিদাহ, শোথ, তোদ ও স্বেদ হইয়া থাকে। ১১৫। শতপদীর বিষে স্বেদ, শূল ও দাহ হইয়া থাকে। ১১৬। মশকে দংশন করিলে কণ্ডুমান, ঈষৎ শোথ ও মন্দ বেদনা হইয়া থাকে। অসাধ্য কীটক্ষতের ন্যায় মশকক্ষতও কখন কখন অসাধ্য হইয়া থাকে। [মশক পাঁচ প্রকার; সামুদ্র মশক, পরিমণ্ডল মশক, হস্তিমশক, কৃষ্ণমশক ও পার্ব্বতীয় মশক। তন্মধ্যে পার্ব্বতীয় অসাধ্য]। ১১৭। মক্ষিকা ষড়্‌বিধ যথা; কান্তারিকা, কৃষ্ণা, পিঙ্গলিকা, মধুলিকা, কাষায়ী ও স্থগিকা। তন্মধ্যে স্থগিকা ভিন্ন আর পাঁচপ্রকার মক্ষিকার দংশনে সদ্যঃস্রাবযুক্ত, শ্যামবর্ণ, দাহযুক্ত, মূর্চ্ছাসমন্বিত ও জ্বরযুক্ত পিড়কা হইয়া থাকে। স্থগিকা নাম্নী মক্ষিকা প্রাণহারিণী। ১১৮। শ্মশান, চৈত্য, বল্মীক, যজ্ঞাশ্রম ও দেবালয়ে এবং শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষের সন্ধিকালে, মধ্যাহ্ন সময়ে ও পাষণ্ডগৃহে (পাষণ্ড সন্ন্যাসিবেশধারী) সর্প দংশন হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। আর দৃষ্টিবিষ, শ্বাসবিষ, মলবিষ, স্পর্শবিষ ও আশীবিষের দংশনও অসাধ্য হইয়া থাকে। আর মর্ম্মস্থানে দংশন হইলেও সাধ্য হয় না। ভীত, মত্ত, দুর্ব্বল, উষ্ণ, ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির শরীরে বিষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর বিষের সহিত কাল ও প্রকৃতির তুল্যতা থাকিলেও বিষের বেগ বৃদ্ধি পায়। নতুবা বিষ অল্পতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দর্ব্বীকরের বিষ বাতপ্রকোপক; অতএব বাতলপ্রকৃতি ব্যক্তিকে দর্ব্বীকরে দংশন করিলে প্রকৃতিতুল্যতা ঘটিয়া থাকে। বর্ষাকাল বায়ুপ্রকো-

বারিবিপ্রহতাঃ ক্ষীণা ভীতা নকুলনির্জ্জিতাঃ ।
বৃদ্ধা বালাস্ত্বচো মুক্তাঃ সর্পা মন্দবিষাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২০
সর্ব্বদেহাশ্রিতং ক্রোধাদ্বিষং সর্পো বিমুঞ্চতি ।
তদেবাহারহেতোর্ব্বা ভয়াদ্বা ন প্রমুঞ্চতি ॥ ১২১
বাতোল্বণবিষাঃ প্রায় উচ্চিটিঙ্গাঃ সবৃশ্চিকাঃ ।
বাতপিত্তোল্বণাঃ কীটাঃ শ্লৈষ্মিকাঃ কণভাদয়ঃ ॥ ১২২
যস্য যস্য হি দোষস্য লিঙ্গাধিক্যানি লক্ষয়েৎ ।
তস্য তস্যৌষধৈঃ কুর্য্যাদ্বিপরীতগুণৈঃ ক্রিয়াম্ ॥১২৩
হৃৎপীড়োর্দ্ধানিলস্তম্ভ-শিরায়াসোঽস্থিপর্ব্বরুক্
ঘূর্ণনোদ্বেষ্টনং গাত্রশ্যাবতা বাতিকে বিষে ॥১২৪
সংজ্ঞানাশোষ্ণনিশ্বাসৌ হৃদ্দাহঃ কটুকাস্যতা ।
দংশাবদারণং শোফো রক্তপীতশ্চ পৈত্তিকে ॥ ১২৫
বম্যরোচকহৃল্লাস প্রসেকোৎক্লেশগৌরবৈঃ ।
সশৈত্যমুখমাধুর্য্যৈর্বিদ্যাৎ শ্লেষ্মাধিকং বিষম্ ॥
খণ্ডেন চ ব্রণালেপস্তৈলাভ্যঙ্গশ্চ বাতিকে ।
স্বেদো নাড়ীপুলাকাদ্যৈর্ব্বৃংহণশ্চ বিধির্হিতঃ ॥১২৭
সুশীতৈঃ স্তম্ভনং সেকৈঃ প্রদেহৈশ্চাপি পৈত্তিকম্ ॥ ১২৮
লেখনচ্ছেদনস্বেদবমনৈঃ শ্লৈষ্মিকং জয়েৎ ॥ ১২৯
বিষেষ্বপি চ সর্ব্বেষু সর্ব্বস্থানগতেষু চ ।
অবৃশ্চিকোচ্চিটিঙ্গেষু প্রায়ঃ শীতো বিধির্হিতঃ ॥১৩০
বৃশ্চিকে স্বেদমভ্যঙ্গং ঘৃতেন লবণেন চ ।
সেকাংশ্চোষ্ণান্ প্রযুঞ্জীত ভোজ্যং পানঞ্চ সর্পিষঃ ॥১৩১
এতদেবোচ্চিটিঙ্গেঽপি প্রতিলোমঞ্চ পাংশুভিঃ
উদ্বর্ত্তনং সুখাম্বুক্লিন্নৈস্তথাবচ্ছাদনং ঘনৈঃ ॥ ১৩২
স্যাৎ ত্রিদোষপ্রকোপাৎ তু তথা ধাতুবিপর্য্যয়াৎ
শিরোঽভিতাপী লালাস্রাব্যধোবক্ত্রস্তথা ভবেৎ ॥ ১৩৩

পক ; অতএব বর্ষাকালে দর্ব্বীকরের বিষ বেগধারণ করে । ১১৯ । বন্যাদি হেতু বারি দ্বারা আহত, ক্ষীণ, ভীত, নকুলনির্জ্জিত, বৃদ্ধ, বাল এবং নির্ম্মোকমুক্ত (নূতন খোলস ছাড়িয়াছে) সর্প সকল মন্দবিষ । ১২০ । "শুক্রবৎ" সর্ব্বদেহগত বিষকে সর্প ক্রোধবশতঃ ত্যাগ করিয়া থাকে। আহার জন্য বা ভয়বশতঃ বিষ ত্যাগ করে না । ১২১ । উচ্চিড়িঙ্গ ও বৃশ্চিকের বিষ প্রায়ই বাতোল্বণ হয় । কীটের বিষ (১০১ প্রঃ) বাতপিত্তোল্বণ এবং কণভাদির বিষ শ্লেষ্মোল্বণ । ১২২ । যে যে দোষের লক্ষণাধিক্য দেখিবে, সেই সেই দোষের বিপরীতগুণ ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে । ১২৩ । বাতিক বিষে হৃৎপীড়া, উর্দ্ধবাত, স্তম্ভ, শিরায়াম (শির খেঁচে ধরা), অস্থিশূল, পর্ব্বশূল, ঘূর্ণন, উদ্বেষ্টন ও গাত্রের শ্যাবতা হইয়া থাকে । ১২৪ । পৈত্তিকবিষে সংজ্ঞানাশ, উষ্ণনিশ্বাস, হৃদয়ের দাহ, কটুকাস্যতা, দষ্ট- মুখপ্রসেক, উৎক্লেশ, গৌরব, শৈত্য ও মুখের স্বাদ মধুর হইয়া থাকে । ১২৬ । বাতিকবিষে খণ্ড (খাড় গুড়ের) দ্বারা ব্রণলেপ, তৈলাভ্যঙ্গ, নাড়ীস্বেদ ও পুলক প্রভৃতি যোগে স্বেদ (পুলক—তুচ্ছ ধান্য) এবং বৃংহণ বিধি হিতকর । ১২৭ । পৈত্তিকবিষে সুশীতল সেবন ও প্রলেপ দ্বারা স্তম্ভন করিতে হয় । ১২৮ । শ্লৈষ্মিকবিষে লেখন, ছেদন, স্বেদ ও বমন হিতকর । ১২৯ । বৃশ্চিক ও উচ্চিড়িঙ্গ ব্যতিরেকে সর্ব্বপ্রকার ও সর্ব্বস্থানগত বিষেই প্রায় শীত বিধি হিতকর । ১৩০ । বৃশ্চিকবিষে ঘৃত ও লবণ দ্বারা স্বেদ ও অভ্যঙ্গ প্রশস্ত । ইহাতে উষ্ণস্বেদ, ঘৃতের সহিত অন্ন ভোজন ও ঘৃতপান প্রশস্ত । [এ স্থলে ঘৃতের মাত্রা অধিক হওয়া আবশ্যক] । ১৩১ । উচ্চিড়িঙ্গে দংশন করিলেও বৃশ্চিকবিষের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয় । দষ্টস্থানে পাংশু দ্বারা প্রতিলোমদিকে উদ্বর্ত্তন করিতে হয় এবং সুখোষ্ণ জলে বস্ত্রাদি সিক্ত করিয়া দষ্টস্থানে ঘন করিয়া আচ্ছাদন দিতে হয়।

অন্যেহপ্যেবংবিধা ব্যালাঃ কফবাতপ্রকোপণাঃ।
হৃচ্ছিরোরুগ্‌জ্বরস্তম্ভতৃষমূর্চ্ছাকরা মতাঃ॥ ১৩৪
কণ্ডূনিস্তোদবৈবর্ণ্যসুপ্তিক্লেদোপশোষণম্।
বিদাহরাগরুক্‌পাকাঃ শোফো গ্রন্থিনিকুঞ্চনম্॥
দংশাবদারণং স্ফোটাঃ কর্ণিকা মণ্ডলানি চ।
জ্বরশ্চ সবিষে লিঙ্গং বিপরীতন্তু নির্ব্বিষে॥১৩৫
তত্র সর্ব্বে যথাবস্থং প্রযোজ্যাঃ স্যুরুপক্রমাঃ।
পূর্ব্বোক্তং বিধিমস্তঞ্চ যথাবদ্ ব্রুবতঃ শৃণু॥১৩৬
হৃদ্বিদাহে প্রসেকে বা বিরেকবমনং ভৃশম্।
যথাবস্থং প্রযোক্তব্যং শুদ্ধে সংসর্জ্জনক্রমঃ॥১৩৭
শিরোগতে বিষে নস্তঃ কুর্য্যান্মূলানি বুদ্ধিমান্।
বন্ধুজীবস্য ভার্গ্যাশ্চ সুরসস্যাসিতস্য চ॥ ১৩৮
দক্ষকাকময়ূরাণাং মাংসাসৃক্ মস্তকে ক্ষতে।
মূর্দ্ধ্নি দেয়মথো দষ্টেহপ্যেতদ্দষ্টয়োঃ পাদয়োঃ॥ ১৩৯
পিপ্পলীমরিচক্ষারবচাসৈন্ধবশিগ্রুকাঃ
পিষ্টা রোহিতপিত্তেন স্যুরক্ষিগতমঞ্জনাৎ॥১৪০
কপিত্থমামং সসিতং ক্ষৌদ্রং কণ্ঠগতে বিষে১৪১
লিহ্যাদামাশয়গতে তাভ্যাং চূর্ণপলং নতাৎ॥১৪২
মঞ্জিষ্ঠা চ সমং পিষ্টা গোপিত্তেন নরঃ
পিবেৎ॥ ১৪৩
মাসং রক্তঞ্চ গোধায়াঃ শুষ্কং চূর্ণীকৃতং হিতম্।
বিষে রসগতে পানং কাপিত্থরসসংযুতম্॥ ১৪৪
শেলুমূলত্বগগ্রাণি বাদরোতুম্বরাণি চ।
কটভ্যাশ্চ পিবেদ্রক্তগতে——॥ ১৪৫
-মাংসগতে পিবেৎ।
সক্ষৌদ্রং খদিরারিষ্টং কোটজং মূলমম্ভসা॥১৪৬

সমূহের বিপর্য্যয় হওয়াতেই, দষ্ট ব্যক্তির শিরঃশূল, লালাস্রাব ও সে অধোবদন হইয়া থাকে। ১৩৩। আবার অন্যান্য ব্যালও আছে। তাহাদের দংশনে কেবল কফবাতের প্রকোপ হয় এবং হৃচ্ছূল, শিরঃশূল, জ্বর, স্তম্ভ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে [গঙ্গাধর মতে এ স্থলে ব্যাল শব্দে উচ্চিড়িঙ্গ]। ১৩৪। কণ্ডু, নিস্তোদ, বৈবর্ণ্য, সুপ্তি, ক্লেদ উপশোষণ, বিদাহ, রক্তিমা, শূল, পাক, শোথ, গ্রন্থি, কুঞ্চন, দংশস্থানের অবদারণ, স্ফোট, কর্ণিকা ও মণ্ডল এবং জ্বর, এই সকল সবিষ শরীরের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ না থাকিলেই নির্ব্বিষ শরীর বলা যায়। ১৩৫। সবিষ শরীরের চিকিৎসা অবস্থানুসারে করিতে হয়। তাহা পূর্ব্বে কতক বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর কতকগুলি যোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৩৬। বিষে হৃদয়ের বিদাহ (বেদনার সহিত দাহ) ও মুখপ্রসেক হইতে থাকিলে অবস্থানুসারে তীব্র বমন বা বিরেচন প্রয়োগ করিবে। শোধনের পর পেয়াদি ক্রম পালন করিবে। ১৩৭। বিষ শিরোগত হইলে বন্ধুজীব (বাঁধুলী ফুলের গাছ), বামনহাটী ও কৃষ্ণ-তুলসীর মূলের নস্য দিবে। ১৩৮। মস্তকে দংশন হইলে দংশস্থানে কুক্কুট, কাক ও ময়ূরের রক্তমাংস দিবে। পায়ের তলায় দংশন হইলেও ঐ প্রলেপ মাথায় দিতে হয়। ১৩৯। পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, বচ, সৈন্ধব, সজিনা বীজ, রোহিতপিত্তের সহিত অঞ্জন দিলে অক্ষিগত বিষ নষ্ট হয়। ১৪০। বিষ কণ্ঠগত হইলে কাঁচা কদ্‌বেলের শাঁস চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিবে। ১৪১। বিষ আমাশয়গত হইলে তগরপাদিকার এক পল চূর্ণ চিনি ও মধুর সহিত পান করিবে। ১৪২। বিষ পক্বাশয়গত হইলে পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা সমান সমান ভাগে গোপিত্তের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। ১৪৩। বিষ রসগত হইলে গোসাপের রক্তমাংস শুষ্ক ও চূর্ণীকৃত করিয়া কাঁচা কদ্‌বেলরসের সহিত পান করিবে। ১৪৪। বিষ রক্তগত হইলে চালিদা গাছের মূলের ছাল এবং কুল, যজ্ঞডুমুর ও অপরাজিতার শাখার অগ্রভাগ জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। ১৪৫। বিষ মাংসগত হইলে মধুর সহিত খদিরারিষ্ট পান করিবে। অথবা জলের সহিত কুড়চীর মূল পান করিবে।

সর্ব্বেষু চ বদে দ্বে তু মধুকং মধুকং মতম্॥১৪৭
পিপ্পলীং নাগরং ক্ষারং নবনীতেন মূর্চ্ছিতম্।
কফে ভিষগুদীর্ণে তু বিদধ্যাৎ প্রতিসারণম্॥১৪৮
মাংসীকুঙ্কুমপত্রত্বক্‌রজনীনতচন্দনৈঃ।
মনঃশিলাব্যাঘ্রনখসুরসৈরম্বুপেষিতৈঃ।
পাননস্যাঞ্জনালেপাঃ সর্ব্বশোথবিষাপহাঃ॥ ১৪৯
চন্দনং তগরং কুষ্ঠং হরিদ্রে দ্বে ত্বগেব চ।
মনঃশিলা তমালশ্চ রসঃ কেশর এব চ।
শার্দ্দূলস্য নখশ্চৈব সুপিষ্টং তণ্ডুলাম্বুনা।
হন্তি সর্ব্ববিষাণ্যেব বজ্রিবজ্রমিবাসুরান্॥ ১৫০
রসে শিরীষপুষ্পস্য সপ্তাহং মরিচং সিতম্।
ভাবিতং সর্পদষ্টানাং নস্যপানাঞ্জনে হিতম্ ১৫১
দ্বিপলং নতকুষ্ঠাভ্যাং ঘৃতক্ষৌদ্রচতুষ্পলম্।
অপি তক্ষকদষ্টানাং পানমেতৎ সুখপ্রদম্॥১৫২
সিন্ধুবারস্য মূলঞ্চ শ্বেতা চ গিরিকর্ণিকা।
পানং দর্ব্বীকরৈর্দষ্টে নস্যং মধু সপাকলম্॥১৫৩
মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্ট্যাহ্বা জীবকর্ষভকৌ সিতা।
কাশ্মর্য্যং বটশুঙ্গানি পানং মণ্ডলিনাং বিষে॥১৫৪
ব্যোষং প্রতিবিষাং কুষ্ঠং গৃহধূমো হরেণুকা।
তগরং কটুকা ক্ষৌদ্রং হন্তি রাজিমতাং
বিষম্॥ ১৫৫
গৃহধূমং হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্।
অপি বাসুকিনা দষ্টঃ পিবেদ্দধিঘৃতাযুতম্॥ ১৫৬
ক্ষীরিবৃক্ষত্বগালেপঃ শুদ্ধে কীটবিষাপহঃ।

১৪৬। বিষ সর্ব্বধাতুগত হইলে বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মৌলফুল, যষ্টিমধু ও তগরপাদিকা জলে পিষিয়া পান করিবে। ১৪৭। বিষে শ্লেষ্মার প্রকোপ হইলে পিপুল, শুঁঠ (গঙ্গাধরপাঠ মরিচ) ও যবক্ষার নবনীতের সহিত মিলিত করিয়া প্রতিসারণ করিবে। ১৪৮। জটামাংসী, কুঙ্কুম, তেজপাতা, দারুচিনি, হরিদ্রা, তগরপাদিকা, রক্তচন্দন, মনঃশিলা, ব্যাঘ্রনখ ও তুলসী জলের সহিত পেষণ করিয়া পান, নস্য, অঞ্জন ও লেপনে প্রয়োগ করিলে সর্ব্ব শোথ ও বিষ নষ্ট হয়। ১৪৯। রক্তচন্দন, তগরপাদিকা, কুড়, হরিদ্রা, দারুচিনি, মনঃশিলা, তমাল, রস (বোল), নাগকেশর ও ব্যাঘ্রনখ তণ্ডুলজলের সহিত সুপিষ্ট করিয়া পান করিলে, ইন্দ্রের বজ্র যেরূপ অসুরদিগকে নাশ করে, সেইরূপ, সর্ব্বপ্রকার বিষ নাশ করিয়া থাকে [গঙ্গাধরে এই দুই শ্লোক নাই] ১৫০। শ্বেতমরিচ (সজিনা বীজ) শিরীষপুষ্পের রসে সপ্তাহ ভাবিত করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিদিগের নস্য, পান ও অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। ১৫১। তগরপাদিকা দুই পল এবং ঘৃত ও করিলে তক্ষকদষ্ট ব্যক্তিদিগেরও স্বাস্থ্য লাভ হয়। ১৫২। দর্ব্বীকর সর্প দংশন করিলে নিসিন্দার মূল, শ্বেতাপরাজিতার মূল এবং হাপরমালীর মূল কথিত করিয়া পান করিতে হয়। আর মধুর সহিত কুড়চূর্ণের নস্য দিতে হয়। ১৫৩। মণ্ডলী সর্পে দংশন করিলে মঞ্জিষ্ঠা, মধু, যষ্টিমধু, জীবক, ঋষভক, চিনি, গাম্ভারী ও বটশুঙ্গ [গঙ্গাধর মতে গাম্ভারী ও বট উভয়েরই শুঙ্গ অর্থাৎ কুঁড়ি] সমান সমান ভাগে জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। ১৫৪। ত্রিকটু, আতইচ, কুড়, ঝুল, হরেণু, কট্‌কী ও তগরপাদিকা মধুর-সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে রাজিমান সর্পের বিষ নষ্ট হয়। ১৫৫। ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মূলসমেত কাঁটানটে (অথবা কাঁটানটের মূল) একত্র পেষণ করিয়া দধি-ঘৃতে আপ্লুত করিয়া পান করিলে বাসুকির বিষও নষ্ট হয়। [এ স্থলে ঘৃতের মাত্রা 'প্রধান' হওয়া আবশ্যক। সূত্রস্থান ১৩ অঃ ৫ প্রঃ। আর দধি-ঘৃত শব্দে দধি ও ঘৃত না বুঝিয়া দধিজাত ঘৃত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ দুধের রস হইতে যে ঘৃত তোলা যায়, সে ঘৃত নহে। সর্পবিষাধ্যায়ে কুত্রাপি দধির উল্লেখ নাই; আর ঘৃত-দধি একত্র করিয়া সেবন করিবার ব্যবস্থাও কুত্রাপি নাই; বিশেষতঃ মণ্ডলী সর্পের বিষ পিত্তপ্রকোপক, সে স্থলে দধিপান উপযুক্ত

মৃক্তালেপো বরঃ শোফদাহতোদজ্বরাপহঃ ॥১৫৭
চন্দনং পদ্মকোশীরং পাটলাঃ নির্গুণ্ডীসারিবা।
ক্ষীরশুক্লা নতং কুষ্ঠং শিরীষোদীচ্যশারিবাঃ।
শেলুস্বরসপিষ্টোহয়ং লূতানাং সর্ব্বকার্ম্মিকঃ ॥১৫৮
মধুকং মধুকং কুষ্ঠং শারিবোদীচ্যপাটলৈঃ।
সনিম্বশারিবাক্ষৌদ্রপানং লূতাবিষাহম্ ॥ ১৫৯
কুসুম্ভপুষ্পং গোদন্তাঃ স্বর্ণক্ষীরীকপোতবিট্।
দন্তী ত্রিবৃৎ সৈন্ধবৈলা কর্ণিকাপাতনং তয়োঃ ॥৬০
কটভ্যর্জ্জুনকুষ্ঠানি শেলুক্ষীরিবৃক্ষত্বচম্।
কষায়কল্কচূর্ণাঃ স্যুঃ কটিলূতাপ্রলাপহাঃ ॥ ১৬১
ত্বচঞ্চ নাগরঞ্চৈব সমাংশং শ্লক্ষ্ণপেষিতম্।
পেয়মুষ্ণাম্বুনা সর্ব্বং মূষিকাণাং বিষাপহম্ ॥১৬২
কুটজস্য ফলং পিষ্টং তগরং জালমালিনী
তিক্তেক্ষ্বাকুকযোগোহয়ং পানপ্রধমনাদিভিঃ ॥
বৃশ্চিকেন্দুরলূতানাং সর্পাণাঞ্চ বিষাপহম্।
সমানমমৃতেনেদং গরাজীর্ণঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ১৬৩
সর্ব্বাগদা যথাদোষং প্রযোজ্যাঃ স্যুঃ
কৃকণ্টকে ॥ ১৬৪
কপোতবিট্ মাতুলুঙ্গং শিরীষকুসুমাদ্রসঃ।
শঙ্খিন্যর্কং পয়ঃ শুণ্ঠী করঞ্জমধুবৃশ্চিকে ॥ ১৬৫
শিরীষস্য ফলং পিষ্টং স্নুহীক্ষীরেণ দার্দ্দুরে ॥ ১৬৬
মূলানি শ্বেতভাণ্ডানাং ব্যোষসর্পিশ্চ মৎস্যজে॥৬৭
কীটদষ্টক্রিয়া সর্ব্বা সমানা স্যাজ্জলোকসাম্ ॥১৬৮
বাতপিত্তহরীপ্রায়ঃ ক্রিয়া প্রায়ঃ প্রশস্যতে।
বার্শ্চিকস্যোচ্চিটিঙ্গস্য কণভস্যেন্দুরোহগদঃ॥১৬৯

নাদি দ্বারা শুদ্ধ হইলে বট প্রভৃতি ক্ষীরী বৃক্ষের ত্বক্ পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে। আর কীটবিষে জলপিষ্ট মুক্তার প্রলেপ শোথ, দাহ, তোদ ও জ্বর নষ্ট করে। ১৫৭। রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণা, শিরীষ মূলের ছাল, নিসিন্দামূল, ক্ষীরশুক্লা (ভুমি কুমাণ্ড। "ক্ষীর বিদারীর শুক্লনির্যাস"), তগরপাদিকা, কুড়, অনন্তমূল, বালা ও পারুল-মূলের ছাল চালিদার স্বরসে পেষণ করিয়া পান, লেপন ও উদ্বর্ত্তনে প্রয়োগ করিলে লূতার বিষ নষ্ট হয়। ১৫৮। মৌলফুল, যষ্টি ধু, কুড়, অনন্তমূল, বালা, পারুল, নিম ও অনন্তমূল, পেষণ করিয়া জলে গুলিয়া মধুর সহিত পান করিলে লূতার বিষ নষ্ট হয়। ১৫৯। কুসুমফুল, গোদন্ত (হরিতাল), স্বর্ণক্ষীরী (কেহ বলেন ক্ষুদ্রব্রাহ্মী, কেহ বলেন সোনামুখী), কপোতের বিষ্ঠা, দন্তী, তেউড়ী, সৈন্ধব ও বড় এলাচ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে লূতা ও কীটের কর্ণিকা (গরল) নষ্ট হয়। ১৬০। কটভী (অপরাজিতা), অর্জ্জুন, শিরীষ, চালিদা ও বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষ— ইহাদের ছালের কষায়, কল্ক বা চূর্ণ, পান ও উদ্বর্ত্তনে প্রয়োগ করিলে কীট ও লূতার ব্রণ (গরল) নষ্ট হয়। ১৬১। দারুচিনি ও শুঁঠ সমান সমান ভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া উষ্ণাম্বু-যোগে পান করিলে মূষিকের বিষ নষ্ট হয়। ১৬২। ইন্দ্রযব, তগরপাদিকা, জালিনী (ঘোষকবিশেষ) ও তিক্ত লাউ পেষণ করিয়া পান ও প্রধমনাদি কার্য্যে প্রয়োগ করিলে বৃশ্চিক ইন্দুর, লূতা ও সর্পের বিষও নষ্ট হয়। এই যোগ অমৃতোপম। ইহা গরল ও অজীর্ণ নাশ করিয়া থাকে। ১৬৩। কৃকলাসে দংশন করিলে রোগীর অবস্থা বুঝিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ১৬৪। কপোতবিষ্ঠা, গোঁড়ানেবুর রস, শিরীষপুষ্পের রস, শঙ্খিনী (শঙ্খপুষ্পী), আকন্দের ক্ষীর, শুঁঠ, করঞ্জ ও মধু সমান সমান ভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বৃশ্চিকের বিষ নষ্ট হয়। ১৬৫। ভেকের বিষে মনসার ক্ষীরের সহিত শিরীষের ফল লেপন করিয়া প্রলেপ দিবে। ১৬৬। মৎস্যের বিষে শ্বেত-ভাণ্ডার (শ্বেতাপরাজিতার) মূল ও ত্রিকটু ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া লেপন ও পান করিবে। [গঙ্গাধর পাঠ একস্থলে "সর্পকণ্টক" এবং এই স্থানে ত্রিকণ্টক। শিঙ্গিমাছের কাঁটাও বিষাক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে]। ১৬৭। জলোকার বিষে কীটদংশনোক্ত ক্রিয়া প্রশস্ত। ১৬৮। বৃশ্চিক, উচ্চিটিঙ্গ, কণভ ও ইন্দুরের বিষে প্রধানতঃ বাতপিত্তনাশক

বচাং বংশত্বচং পাঠাং নতং সুরসমঞ্জরীম্।
দ্বে বলে নাকুলী কুষ্ঠং শিরীষং রজনীদ্বয়ম্॥
গুহামতিগুহাং শ্বেতামজগন্ধাং শিলাজতু।
কত্তৃণং কটভীং ক্ষারং গৃহধূমং মনঃশিলাম্॥
রোহীতকস্য পিত্তেন পিষ্টা তু পরমোঽগদঃ।
নস্যাঞ্জনাদ্যালেপেষু হিতো বিশ্বম্ভরাদিষু॥ ১৭০
স্বর্জ্জিকাজশকৃৎক্ষারঃ সুরসোঽথাক্ষিপীড়কঃ।
মদিরামণ্ডসংযুক্তো হিতঃ শতপদীবিষে॥ ১৭১
কপিত্থমক্ষিপীড়োঽর্কবীজং ত্রিকটুকং তথা।
করঞ্জো দ্বে হরিদ্রে চ গৃহগোধ্যা বিষং
জয়েৎ॥ ১৭২
কাকাণ্ডরসসংযুক্তো বিষাণাং তণ্ডুলীয়কঃ।
সর্ব্বেষাং বর্হিপিত্তেন তদ্বদায়সপীলুকাঃ॥ ১৭৩

শিরীষফলমূলত্বক্পুষ্পপত্রৈঃ সমৈস্তু তৈঃ।
শ্রেষ্ঠঃ পঞ্চশিরীষোঽয়ং বিষাণাং প্রবরো
বধে॥ ১৭৪
চতুষ্পাদ্ভির্দ্বিপাদ্ভির্বা নখদন্তক্ষতন্তু যৎ।
শূয়তে পচ্যতে বাপি স্রবতি জ্বরয়ত্যপি॥ ১৭৫
সোমবল্কোঽশ্বকর্ণী চ গোজিহ্বা হংসপাদ্যপি।
রজন্যৌ গৈরিকং লেপো নখদন্তবিষাপহঃ॥ ১৭৬
দুর্গান্ধকারে বিদ্ধস্য কেনচিদ্ দষ্টশঙ্কয়া।
বিষোদ্বেগাজ্জ্বরচ্ছর্দ্দির্মূর্চ্ছা দাহোঽপি বা ভবেৎ
গ্লানির্মোহোঽতিসারো বাপ্যেতচ্ছঙ্কাবিষং মতম্
চিকিৎসিতমিদং তস্য কুর্য্যাদাশ্বাসয়ন্ বুধঃ॥
সিতাং বিগন্ধিকাং দ্রাক্ষাং পয়স্যাং মধুকং মধু
পানং সমন্ত্রপূতাম্বু প্রোক্ষণং সান্ত্বহর্ষণম্॥ ১৭৭

ক্রিয়াই প্রায় প্রশস্ত।১৬৯। বচ, বাঁশের ছাল, আকনাদি, নত (তগরপাদিকা), তুলসীমঞ্জরী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, রাস্না, কুড়, শিরীষ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুহ (শালপাণী), অতিগুহা (পৃশ্নিপর্ণী), অপরাজিতা, যমানী, শিলাজতু, গন্ধতৃণ, কটভী ("ক্ষুদ্রশিরীষ"); যবক্ষার ঝুল, ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য রোহিতপিত্তের সহিত পেষণ করিলে উৎকৃষ্ট অগদ প্রস্তুত হয়। এই অগদ নস্য, অঞ্জন ও লেপনের সহিত প্রয়োগ করিলে "বিশ্বম্ভর" প্রভৃতি কীটের বিষ নষ্ট হয়। ১৭০। সর্জ্জিকাক্ষার, ছাগবিষ্ঠার ক্ষার ও তুলসীপাতা পেষণ করিয়া উহার রস চক্ষুতে পীড়ন করিলে শতপদীর বিষ নষ্ট হয়। আর ঐ সকল দ্রব্য ক্ষতস্থানে সুরামণ্ডের সহিত প্রলেপ দিতে হয়। ১৭১। কপিত্থরস, অর্কবীজ ও ত্রিকটু একত্র করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই রস অক্ষিতে পীড়ন করিলে গৃহগোধার বিষ নষ্ট হয়। এইরূপ করঞ্জরস, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা পেষণ করিয়া সেই রস অক্ষিতে পীড়ন করিলে গৃহগোধার বিষ নষ্ট হয়। ১৭২। কৃষ্ণশিম্বী ও [illegible]

১৭৩। শিরীষের ফল, মূল, ত্বক্, পুষ্প ও পল্লব উৎকৃষ্ট মাত্রায় পেষণ করিয়া প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষের শ্রেষ্ঠ ঔষধ হয়। এই ঔষধকে পঞ্চশিরীষ কহে। ১৭৪। চতুষ্পদ ও দ্বিপদ জন্তুর নখ ও দন্তের বিষে শোথ, পাক, স্রাব ও জ্বর হইয়া থাকে। ১৭৫। সোমবল্ক (শ্বেতখদির), অশ্বকর্ণ, (ঘোঁড়াকাণী) শাল, গোজিহ্বা, হংসপাদী (গোয়ালে পাতা), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গৈরিকের লেপ নখ ও দন্তের বিষ নষ্ট করিয়া থাকে। [গঙ্গাধর বলেন যে, পঞ্চশিরীষও নখ ও দন্তবিষের উৎকৃষ্ট ঔষধ]। ১৭৬। দুর্গম অন্ধকারে পিপীলিকাদি দংশন করিলেও সর্পদংশনের আশঙ্কা হইয়া থাকে। সেই আশঙ্কায় জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, দাহ, গ্লানি, মোহ ও অতিসার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। চিকিৎসক এরূপ স্থলে আশ্বাসবাক্য প্রয়োগ করিয়া রোগীকে শান্ত করিবেন। আর চিনি, বিগন্ধিকা (ইঙ্গুদী), দ্রাক্ষা, পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী), যষ্টিমধু, ও মধুর পানীয় প্রয়োগ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রপূর্ব্বক জলপ্রোক্ষণ এবং সান্ত্বনা ও হর্ষণবাক্য প্রয়োগ করিবেন

শালয়ঃ ষষ্টিকাশ্চৈব কোরদূষাঃ প্রিয়ঙ্গবঃ।
ভোজনার্থে প্রশস্যন্তে লবণার্থে চ সৈন্ধবম্॥
তণ্ডুলীয়কজীবন্তীবার্ত্তাকুশুনিষণ্ণকাঃ।
চুচ্চুর্মণ্ডুকপর্ণী চ শাকঞ্চ কুলকং হিতম্॥
ধাত্রী দাড়িমমম্লার্থে যূষা মুদ্গহরেণুভিঃ।
রসাশ্চৈণশিখিশ্চাবিলাবতৈত্তিরিপার্ষতাঃ।
বিষঘ্নৌষধসংযুক্তা রসা যূষাশ্চ সংস্কৃতাঃ।
অবিদাহীনি চান্নানি বিষার্ত্তানাং ভিষগ্‌জিতম্॥১৭
বিরুদ্ধাদ্যশনক্রোধক্ষুদ্ভয়ায়াসমৈথুনম্।
বর্জ্জয়েদ্বিষমুক্তোঽপি দিবাস্বপ্নং বিশেষতঃ॥১৭৯
মুহুর্ম্মুহুঃ শিরোৎক্ষেপঃ শোষঃ স্রস্তোষ্ঠকর্ণতা।
জ্বরস্তব্ধাক্ষিগাত্রত্বং হনুকম্পোঽঙ্গমর্দ্দনম্॥
রোমাপগমনং গ্লানিররতির্বেপথুর্ভ্রমঃ।
চতুষ্পদাং ভবত্যেতদ্দষ্টানামিহ লক্ষণম্॥ ১৮০
দেবাদারু হরিদ্রে দ্বে সরলং চন্দনাগুরু।
রাস্না গোরোচনাজাজী গুগ্‌গুলুস্তগরসৌনতান্॥
চূর্ণং সসৈন্ধবানন্তগোপিত্তমধুসংযুতম্॥
চতুষ্পদাং হি দষ্টানামগদঃ সার্ব্বকার্ম্মিকঃ॥ ১৮১
সৌভাগ্যার্থং স্ত্রিয়ঃ স্বেদরজো নানাঙ্গজান্ মলান্।
শত্রুপ্রযুক্তাংশ্চ গরান্ প্রযচ্ছন্ত্যন্নমিশ্রি-
তান্॥ ১৮২
তৈঃ স্যাৎ পাণ্ডুঃ কৃশোঽল্পাগ্নির্জ্বরশ্চাস্যোপ-
জায়তে।
মর্ম্মপ্রধমনাধ্মানহস্তপাদেষু শোথকাঃ॥
জঠরং গ্রহণীদোষং যক্ষ্মাণং শ্বয়থুং ক্ষয়ম্।
এবংবিধস্য চান্যস্য ব্যাধের্লিঙ্গানি দর্শয়েৎ॥১৮৩
স্বপ্নে মার্জ্জারগোমায়ুব্যালান্ সনকুলান্ কপীন্।
প্রায়ঃ পশ্যতি নদ্যাদীন্ শুষ্কাংশ্চ সবনস্প-
তীন্॥ ১৮৪
কালশ্চ গৌরমাত্মানং স্বপ্নে গৌরশ্চ কালকম্।
বিকর্ণনাসিকং বাপি পশ্যেৎ তদ্বিহতেন্দ্রিয়ঃ॥১৮৫
তমবেক্ষ্য ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ পৃচ্ছেৎ কিং কৈঃ
কদা সহ।

অসঙ্গত বোধ হয়]। ১৭৭। সর্ব্ব প্রকার বিষেই ভোজনার্থে শালি, যষ্টিমধু, কোরদূষ ও পিয়ঙ্গু, লবণার্থে সৈন্ধব, শাকার্থে কাঁটানটে (কেহ বলেন চাঁপানটে), জীবন্তী, বার্ত্তাকু, শুষনী, মণ্ডুকপর্ণী, পলতা ও চুঞ্চা ("পঞ্চাঙ্গুল বৃক্ষের পত্র"), যূষার্থে হরেণু ও মুগ, অম্লার্থে আমলকী ও দাড়িম এবং এণ-হরিণ, লাব, তিত্তিরি ও পৃষত হরিণের মাংসরস পথ্য। আর অবিদাহী অন্ন পথ্য। ১৭৮। বিষার্ত্ত বা বিষমুক্ত ব্যক্তি বিরুদ্ধভোজন, অধ্যশন, ক্রোধ, ক্ষুদ্বেগ, ভয়, আয়াস, মৈথুন ও দিবা-স্বপ্ন পরিহার করিবেন। ১৭৯। চতুষ্পদ জন্তু দষ্ট হইলে মুহুর্মুহু শিরোৎক্ষেপ (শিরোবিক্ষেপ), শোষ, ওষ্ঠশোষ, কণ্ঠশোষ, জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, স্তব্ধনেত্রতা, স্তব্ধগাত্রতা, হনুকম্প, লোমাপগম (লোম টানিলে উঠিয়া আসা), গ্লানি, অস্থিরতা, কম্প ও ভ্রম দর্শন করিয়া থাকে। ১৮০। চতুষ্পদ জন্তু দষ্ট হইলে দেবদারু,

তগরপাদিকা, সৈন্ধব, অনন্তমূল, গো-পিত্ত ও মধু এই যোগটী তাহাদের পানলেপনাদি সর্ব্ব কর্ম্মেই উপযোগী হয়। ১৮১। স্ত্রীগণ বশী-করণাদি উদ্দেশে স্বেদ, রজঃ ও নানা অঙ্গের মল পানীয়াদির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। এইরূপে শত্রুরাও ভোজ্যাদির সহিত গরবিষ মিশ্রিত করিয়া প্রদান করে। ১৮২। গরবিষে আক্রান্ত হইলে পাণ্ডুতা, কৃশতা মন্দাগ্নিতা জ্বর, মর্ম্মস্থান-সমূহের প্রধমন, আধ্মান, হস্তপদে শোথ, উদর, গ্রহণীদোষ, যক্ষ্মা, শোথ (গঙ্গা-ধর পাঠ 'গুল্ম'), ক্ষয় এবং এইরূপ অন্যান্য রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। ১৮৩। গরবিষে আক্রান্ত হইলে রোগী স্বপ্নে বিড়াল, শৃগাল, ব্যাল, নকুল, বানর, শুষ্কনদী প্রভৃতি ও শুষ্ক বনস্পতি দর্শন করে। ১৮৪। গর-দোষে আক্রান্ত হইলে রোগী আপনার কাল শরীরকে স্বপ্নে গৌর ও গৌর শরীরকে কাল দেখিয়া থাকে। উহার ইন্দ্রিয়বৈকল্য হয় এবং আপনাকে কর্ণহীন ও নাসাহীন দেখিয়া থাকে।

জম্বমিত্যবগম্যাশু প্রদদ্যাত্মনঃ ভিষক্।
সূক্ষ্মং তাম্ররজস্তস্মৈ সঃক্ষৌদ্রং হৃদ্বিশোধনম্ ॥১৮৬
শুদ্ধে হৃদি ততঃ শাণং হেম চূর্ণস্য দাপয়েৎ।
হেম সর্ব্ববিষাণ্যাশু গরাংশ্চ বিনিযচ্ছতি।
হেমপস্য সজ্জত্যঙ্গে ন হি পদ্মেহম্বুবদ্বিষম্ ॥১৮৭
নাগদন্তীত্রিবৃদ্দন্তীদ্রবন্তীক্ষকপয়ঃফলৈঃ।
সাধিতং মাহিষং সর্পিঃ সগোমূত্রাঢ়কং হিতম্।
সর্পকীটবিষার্ত্তানাং গরার্ত্তানাঞ্চ শান্তয়ে ॥১৮৮
শিরীষত্বক্ত্রিকটুকং ত্রিফলা চন্দনোৎপলে।
যে বলে শারিবাস্ফোতা সুরভীনিম্বপাটলাঃ ॥
বন্ধুজীবাঢ়কীমূর্ব্বাবাশাসুরসবৎসকান্।
পাঠাক্ষোঠাশ্বগন্ধার্কমূলযষ্ট্যাহ্বপদ্মকান্ ॥
বিশালাং বৃহতীং লাক্ষাং কোবিদারং শতাবরীম
কটভীদন্ত্যপামার্গ[illegible]রসাঞ্জনম্ ॥
শ্বেতভণ্ডাশ্বখুরকৌ কুষ্ঠদারুপ্রিয়ঙ্গুকাম্।
বিদারীং মধুকং সারং করঞ্জস্য ফলং বচাম্।
রজন্যৌ লোধ্রমক্ষাংশং পিষ্ট্বা সাধ্যং ঘৃতাঢ়কম্
তুল্যাম্বুচ্ছাগগোমূত্রাঢ়কে তৎ তু বিষাপহম্ ॥
অপস্মারক্ষয়োন্মাদভূতগ্রহগরোদরম্।
পাণ্ডুরোগান্ ক্রিমীন্ গুল্মান্ প্লীহোরুস্তম্ভ-
কামলাঃ ॥

হনুস্কন্ধগ্রহাদীংশ্চ পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ।
হন্যাৎ সঞ্জীবয়েচ্চাপি বিষোদ্বেগমৃতান্ নরান্।
নাম্নেদমমৃতং সর্ব্ববিষাণাং স্যাদ্ঘৃতোত্তম-
মিতি ॥ ১৭৯

ইতি অমৃতঘৃতম্।

তত্র শ্লোকাঃ।

ছত্রী ঝর্ঝরপাণিশ্চ চরেৎ রাত্রৌ তথা দিবা।

জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি কোন্ সময়ে কাহার সহিত কি ভক্ষণ করিয়াছিলে? এরূপ জিজ্ঞাসামাত্রে জানিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ উহাকে মধুর সহিত তাম্রভস্ম (সূক্ষ্ম তাম্রচূর্ণ) প্রদান করিয়া বমন করাইবেন। এইরূপ বমনে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়।১৮৬। হৃদয় শুদ্ধ হইলে পর উহাকে অর্দ্ধ তোলা বিশুদ্ধ স্বর্ণচূর্ণ প্রদান করিবেন। স্বর্ণ সর্ব্বপ্রকার বিষ ও গরবিষেরই ঔষধ। যেমন পদ্মপত্রে জল দাঁড়াইতে পারে না সেইরূপ স্বর্ণপায়ীর শরীরে বিষ দাঁড়াইতে পারে না।১৮৭। হস্তিদন্তী (দীর্ঘমূলাদন্তী) তেউড়ী, দন্তী (হ্রস্বমূলা দন্তী), দ্রবন্তী, মনসার ক্ষীর ও মদনফলের কল্ক সর্ব্বসমেত এক সের গোমূত্র এক আঢ়ক (ষোল সের) এবং মাহিষ ঘৃত একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত সর্পবিষ ও কীট-বিষের ঔষধ।১৮৮। শিরীষের ছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, অনন্তমূল, আস্ফোতা (হাপরমালী গঙ্গাধরপাঠ—শ্বেতা অর্থাৎ শ্বেতাপরাজিতা), সুরভী (গন্ধরাস্না) নিম্ব-মূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, বন্ধুজীব

যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বিশালা (রাখালশসার কন্দ), বৃহতী, "দ্রাক্ষা" (পাঠান্তর লাক্ষা), রক্ত-কাঞ্চন, শতমূলী, কটভী (কাঁটাশিরীষ বা অপরাজিতা), দন্তী, অপামার্গ, চাকুলে, রসা-ঞ্জন, শ্বেতাপরাজিতা, অশ্বখুরক, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মধুকসার (মৌলগাছের সারভূত কাষ্ঠ), করঞ্জের ফল ও বচ (গঙ্গা-ধরপাঠ—করঞ্জের ফল ও ত্বক্) এবং হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকলের কল্ক দুই দুই তোলা; ঘৃত ষোল সের; জল ষোল সের; ছাগমূত্র চব্বিশ সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পান অভ্যঙ্গ ও নস্য করিলে বিষ-দোষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ভূত ও গ্রহ, গরবিষ, উদর, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, গুল্ম, প্লীহা, উরুস্তম্ভ, কামলা এবং হনুস্তম্ভ ও গ্রহাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিষোদ্বেগে মৃতপ্রায় ব্যক্তিও এই ঘৃতে জীবিত হয়। ইহার নাম অমৃত ঘৃত। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ নাশ করিয়া থাকে।১৮৯

ইতি অমৃত ঘৃত।

দষ্টমাত্রং দশেদ্বাতু তং সর্পং লোষ্ট্রমেব বা।
উপর্য্যরিষ্টাং বধ্নীয়াদংশং ছিত্ত্বাথ দহেৎ
তথা॥ ১৯১
বজ্রং মরকতং সারং পিচুকী বিষমুষ্টিকা।
কর্কোটকমণিঃ সর্পা বৈদূর্য্যগজমৌক্তিকম্॥
ধার্য্যং গরমণির্যাশ্চ বরৌষধ্যো বিষাপহাঃ।
খগাশ্চ শারিকাক্রৌঞ্চশিখিহংসশুকাদয়ঃ॥ ১৯২
ইতীদমুক্তং দ্বিবিধঞ্চ বিস্তরৈ-
র্বহুপ্রকারং বিষরোগভেষজম্।
অধীত্য বিজ্ঞায় তথা প্রয়োজয়েৎ
ব্রজেদ্বিষাণামবিষহ্যতাং বুধঃ॥ ১৯৩
ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে বিষচিকিৎসিতং নাম
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

ঝর্ঝর কহে") হইয়া বিচরণ করিবে। কারণ সর্পেরা ছত্রের ছায়া দেখিলে ও ঝর্ঝর শব্দ শুনিলে ভয় পায় ও পলাইয়া যায়। ১৯০। সর্প দংশন করিবামাত্র সেই সর্পকে দংশন করিবে। সর্পাভাবে লোষ্ট্রদংশন করিবে। তৎক্ষণাৎ দষ্টদেশের চারি অঙ্গুল উপরি বন্ধন দিবে, দষ্টস্থান ছেদন করিবে ও দগ্ধ করিবে [কাহারও মতে বিষধর জন্তুর রক্ত পান করিলে সেই জন্তুর বিষ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়] ১৯১। বজ্র (হীরা), মরকত (নীল কান্ত মণি), সার, পিচুকী, বিষমুষ্টিকা, কর্কোটক, সর্পমণি, বৈদূর্য্য, গজমুক্তা এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট ও বিষনাশক ঔষধি সকল ধারণ করিলে বিষনাশ হয়। আর সারিকা, ক্রৌঞ্চ, ময়ূর, হংস ও শুকাদি পক্ষী সকল বিষনাশার্থ গৃহে রাখিতে হয়। ১৯২। এইরূপে বিস্তারপূর্ব্বক বহুবিধ বিষরোগ ও ঔষধ বর্ণিত হইল। যে বৈদ্য এই সকল উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া সম্যক্ রূপ প্রয়োগ করিতে পারিবেন, বিষ তাঁহাকে সাহ[illegible] সমর্থ হইবে না। ১৯৩

ত্রিমর্ম্মীয়চিকিৎসিতম্।
অথাতস্ত্রিমর্ম্মীয়চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং যদুক্তং
শরীরসংখ্যামধিকৃত্য তেভ্যঃ।
মর্ম্মাণি বস্তিং হৃদয়ং শিরশ্চ
প্রধানভূতানি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥ ২
প্রাণাশ্রয়ান্ তান্ পরিপীড়য়ন্তি
বাতাদয়োঽসূনপি পীড়য়ন্তি।
তৎসংশ্রিতানামনুপালনার্থং
মহাগদানাং শৃণু সৌম্য রক্ষাম্॥ ৩
কষায়তিক্তোষণরূক্ষভোজ্যৈঃ
সন্ধারণাভোজনমৈথুনৈশ্চ।
পক্বাশয়ে কুপ্যতি চেদপানঃ
স্রোতাংস্যধোগানি বলী স রুদ্ধা।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

[এই "ত্রিমর্ম্মীয় চিকিৎসা অধ্যায়ের মধ্যে উদাবর্ত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, পীনস, শিরোরোগ, মুখরোগ, অরোচক, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, পীনসরোগ, স্বরভেদ ও খালিত্য রোগের চিকিৎসা আছে]।

অনন্তর আমরা ত্রিমর্ম্মীয় চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [সিদ্ধিস্থান ৯ অঃ ১ হইতে ১২ দেখ]। ১। শারীরস্থানে একশত সাতটী মর্ম্ম স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বস্তি, হৃদয় ও মস্তক এই তিনটীকে প্রধান মর্ম্ম কহিয়া থাকে। ২। এই তিনটী প্রাণাশ্রয়কে পীড়ন করিয়া বাত দিদোষ প্রাণপর্য্যন্ত সংহার করিয়া থাকে। হে সৌম্য! যে সকল মহারোগ উহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে সম্প্রতি তাহাদের নিদানাদিপূর্ব্বক চিকিৎসা বলিব। ৩।

করোতি বিণ্মূত্রসঙ্গং
ক্রমাদুদাবর্ত্তমতঃ সুঘোরম্ ॥ ৪
কটিং রুজত্যুদরে বস্তৌ কুক্ষৌ
স পৃষ্ঠপা[illegible] স্যাৎ।
আধ্মা[illegible]পরিকর্ত্তিকা
স্তোভোঽবিপাকশ্চ সবস্তিশোথঃ ॥
বর্চ্চোঽপ্রবৃত্তির্জঠরে চ গণ্ডা-
ন্যূর্দ্ধং বায়ুর্বিহতো গুদে স্যাৎ।
কৃচ্ছ্রেণ শুক্রস্য চিরাৎ প্রবৃত্তিঃ
স্যাদ্বা তনুঃ স্যাৎ খররুক্ষশীতা ॥
ততশ্চ রোগা জ্বরমূত্রকৃচ্ছ-
প্রবাহিকাহৃদ্‌গ্রহণীপ্রদোষাঃ।
বম্যাঙ্গ্যবাধির্য্যশিরোঽভিতাপ-
বাতোদরাষ্ঠীলমনোবিকারাঃ ॥
তৃষ্ণাস্রপিত্তারুচিগুল্মকাস-
শ্বাসপ্রতিশ্যায়ার্দ্দিতপার্শ্বরোগাঃ।
অন্যে চ রোগা বহবোঽনিলোত্থা
ভবন্ত্যুদাবর্ত্তকৃতাঃ সুঘোরাঃ ॥ ৫

তং তৈলশীতজ্বরনাশনোক্তং
স্বেদৈর্যথোক্তৈঃ প্রবিলীনদোষম্।
উপাচরেদ্বর্ত্তিনিরূহবস্তি-
স্নেহৈর্বিরেকৈরনুলোমনার্থৈঃ ॥ ৬
শ্যামাত্রিবৃন্মাগধিকাগ্নিচূর্ণং
গোমূত্রপিষ্টং দশভাগমাষম্।
সনীলিকাং দ্বির্লবণাং গুড়েন
বর্ত্তিং করাঙ্গুষ্ঠনিভাং বিদধ্যাৎ ॥ ৭
পিণ্যাকসৌবর্চ্চলহিঙ্গুভির্বা
সসর্ষপত্র্যূষণযাবশূকৈঃ ॥ ৮
ক্রিমিঘ্নকম্পিল্লকশঙ্খিনীভিঃ
সুধার্কজক্ষীরগুড়ৈর্যুতাভিঃ ॥ ৯
স্যাৎ পিপ্পলী সর্ষপরাঠবেশ্ম-
ধূমৈঃ সগোমূত্রগুড়ৈশ্চ বর্ত্তিঃ ॥ ১০

উপবাস ও অতিশয় মৈথুনবশতঃ অপানবায়ু পক্বাশয়ে কুপিত হইলে বলবান্ হইয়া অধোগামী স্রোতঃসমূহকে রোধ করে। তাহাতে বিষ্ঠা, বাত ও মূত্রের ক্রমশঃ অবরোধ করিয়া ঘোর উদাবর্ত্তরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ৪। উদাবর্ত্ত উপস্থিত হইলে বস্তি, হৃদয়, কুক্ষি ও উদরে অনবরত শূল উপস্থিত হয়। পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদ্বয়ে দারুণ শূল হইতে থাকে। তখন আধ্মান, হৃল্লাস, পরিকর্ত্তিকা (পেটকামড়ানি), স্তোদ, অবিপাক, বস্তিশোথ, বিষ্ঠাবদ্ধ ও অধোবায়ুর বিবদ্ধ হয়। হয়তো অল্প অল্প পাতলা, খর, রুক্ষ ও শীতল শুক্র, বিলম্বে বিলম্বে নিঃসৃত হইতে থাকে। সেই উদাবর্ত্ত হইতে জ্বর, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা (পেটের কুনানী), হৃদ্রোগ, গ্রহণীরোগ, বমিরোগ, [illegible] শিরঃশূল, বাতোদর, বাত- জন্মিতে পারে। ৫। উদাবর্ত্ত-রোগীকে প্রথমতঃ শীতজ্বরনাশক তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ ও যথাযোগ্য স্বেদ প্রদান করিয়া দোষদিগকে দ্রবীকৃত করিতে হয় এবং পরে বর্ত্তি, নিরূহ, অনুবাসন ও আনুলোমিক বিরেচন প্রদান করিতে হয়। [এ স্থলে যে সকল ক্রিয়া বলা হইল, সে সকল ক্রিয়া পরে পরে করিবে]। ৬। শ্যামমূলা, তেউড়ী, মাগধিকা (পিপুল), চিতাচূর্ণ ও নীলিকা (বক্তনীল) দশ দশ মাষা, অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ত্রিশ মাষা, সৈন্ধব দুই ভাগ বা কুড়ি মাষা, গো-মূত্রের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গুড়ের সহিত বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি রোগীর হস্তের বুড়ো আঙ্গুলের মত মোটা ও লম্বা হইবে। এই বর্ত্তিকা ঘৃতাক্ত করিয়া রোগীর মলদ্বারে প্রবেশিত করিয়া কিয়ৎকাল পর খুলিয়া লইতে হয়। তাহাতে উদাবর্ত্তের নিবৃত্তি হইতে পারে। ৭। তিলের কল্ক, সৌবর্চ্চল, হিঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, ত্রিকটু ও যবক্ষার একত্র করিয়া গুড়ের সহিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ঐরূপে প্রয়োগ করিলে ঐরূপ ফল হয়। ৮।

শ্যামাফলেক্ষ্বাকুসপিপ্পলীকং
নাড্যাথবা তৎ প্রধমেৎ তু চূর্ণম্॥ ১১
রক্ষোঘতুম্বীকরহাটকৃষ্ণা-
চূর্ণং সজীমূতকসৈন্ধবং বা॥ ১২
স্নিগ্ধে গুদে তান্তনুলোময়ন্তি
নরস্য বর্চ্চোঽনিলমূত্রসঙ্গম্॥ ১৩
তেষাং বিঘাতে তু ভিষগ্বিদধ্যাৎ
স্বভ্যক্তসুস্বিন্নতনোর্নিরূহম্।
ঊর্দ্ধানুলোমৌষধমূত্রতৈল-
ক্ষারাম্লবাতঘ্নযুতং সুতীক্ষ্ণম্॥ ১৪
বাতেঽধিকেঽম্লং লবণং সতৈলং
ক্ষীরেণ পিত্তে তু কফে সমূত্রম্।
সমূত্রবর্চ্চোঽনিলসঙ্গমাশু
গুদং শিরাশ্চ প্রগুণীকরোতি॥ ১৫

ত্রিবৃৎসুধাপত্রতিলাদি শাকং
গ্রাম্যৌদকানূপরসৈর্যবান্নম্।
অন্যৈশ্চ সৃষ্টানিলমূত্রবিড়্ভি-
রদ্যাৎ প্রসন্নাং গুড়শীধুপায়ী॥ ১৬
ভূয়োঽনুবন্ধে তু ভবেদ্বিরেচ্যো
মূত্রপ্রসন্নাদধিমণ্ডশুক্তৈঃ॥ ১৭
গুল্মোদরব্রধ্নার্শঃপ্লীহোদাবর্ত্তযোনিশুক্রগদে।
মেদঃকফসংসৃষ্টে মারুতরক্তেঽথবাগাঢ়ে চ॥
গৃধ্রসিপক্ষবধাদিষু বিরেচনার্হেষু বাতরোগেষু
বাতে বিবদ্ধমার্গে মেদঃকফপিত্তরক্তেন॥
পয়সা মাংসরসৈর্বা ত্রিফলারসযূষমূত্রমদিরাভিঃ।
দোষানুবন্ধযোগাৎ প্রশস্তমেরণ্ডজং তৈলম্॥
তদ্ধাতমৃৎ স্বভাবাৎ সংযোগবশাদ্বিরেচনাচ্চ
জয়েৎ।

প্রয়োগ করিতে হয়। ৯। পিপুল, শ্বেতসর্ষপ, রাঠ ("মদনফল") ধূম (ঝুল), গোমূত্র ও গুড়ের সহিত বর্ত্তিকা করিয়া ঐরূপে প্রয়োগ করিলে ঐরূপ ফল হয়। ১০। শ্যামা (শ্যামমূলা, ত্রিবৃৎ) ফল (মদনফল), ইক্ষ্বাকু (তিতলাউ) ও পিপুলের চূর্ণ নলের মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক সেই নল গুহ্যদ্বারে প্রবেশিত করিয়া প্রধমন করিবে [বলের সহিত ফুৎকার দিবে]। ১১। সর্ষপ তুম্বী (তিতলাউ), মদনফল ও পিপুল-চূর্ণ, জীমূতক (ঘোষাফল) ও সৈন্ধব এই সকলের চূর্ণ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রধমন করিতে হয়। ১২। মলদ্বার অগ্রে ঘৃতাদি যোগে স্নিগ্ধ করিতে হয়। পরে বর্ত্তি ও চূর্ণ প্রবেশিত করিতে হয়। তাহা হইলেই বিষ্ঠা বাত ও মূত্রের অনুলোমন হইতে পারে। ১৩। বর্ত্তি ও চূর্ণ অকৃতকার্য্য হইলে বৈদ্য রোগীকে উত্তমরূপে অভ্যক্ত ও স্বিন্ন করিয়া নিরূহ প্রয়োগ করিবেন। এই নিরূহ ঊর্দ্ধানুলোমন ঔষধ, গোমূত্র, তৈল, যবক্ষার, অম্ল ও বাতঘ্ন দ্রব্য সহযোগে প্রস্তুত ও সুতীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক। ১৪। উদাবর্ত্ত বাতোল্বণ হইলে নিরূহ অধিক পরিমাণে অম্ল, লবণ ও তৈলযুক্ত হওয়া আবশ্যক। পিত্তোল্বণ হইলে দুগ্ধযুক্ত ও কফোল্বণ হইলে গোমূত্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। নিরূহ দ্বারা অতি শীঘ্র মূত্র, মল ও বাতবন্ধের নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং শিরা ও মলদ্বারের বৈগুণ্য দূর হয়। ১৫। উদাবর্ত্তরোগী তেউ-ড়ীর পাতা, মনসার পাতা ও তিলাদির শাক; গ্রাম্য, জলজ ও আনূপ মাংসরস এবং বাত-মূত্রপুরীষ-নিঃসারক অন্যান্য দ্রব্যের সহিত যবান্ন পান করিবে। আর প্রসন্না ও গৌড়শীধু অনুপান করিবে। ১৬। এই সকল উপায়ে বিবন্ধ দূর হইবার পর পুনর্ব্বার বিবন্ধ হইলে গোমূত্র প্রসন্না ও দধিমণ্ড যোগে বিরেচন দিবে। ১৭। গুল্ম, উদর, ব্রধ্ন, অর্শ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, যোনিরোগ, শুক্ররোগ, মেদঃসংসৃষ্ট বা কফ-সংসৃষ্ট গভীরবাতরক্ত, গৃধ্রসী, বিরেচনযোগ্য পক্ষাঘাতাদি বাত রোগ; মেদ কফ বা পিত্ত রক্ত দ্বারা বিবদ্ধমার্গ বায়ু এই সকল রোগে দোষের অনুবন্ধ বুঝিয়া ত্রিফলার ক্বাথ, মাংস-রস, যূষ মূত্র ও মদিরা প্রভৃতির [প্রভৃতি শব্দে বলমূল প্রভৃতি বুঝিতে হইবে] সহিত এরণ্ড তৈলের বিরেচন উৎকৃষ্ট। [যে রোগে যে সকল পাচন ব্যবস্থা, সেই রোগে সেই পাচনের সহিত এরণ্ডতৈল প্রয়োগ করিতে হয়; যেমন

মেদোঽসৃক্‌পিত্তকফাম্মিশ্রানিলরোগজিৎ স্যাৎ
বলকোষ্ঠব্যাধিবশাদাপঞ্চপলা ভবেন্মাত্রা।
মৃদুকোষ্ঠবলানাং সহ ভোজ্যং তৎ প্রযোজ্যং
স্যাৎ ॥ ১৮

অন্বস্তু পশ্চাদনুবাসয়েত্তং
রৌক্ষ্যাদ্‌বিসঙ্গোঽনিলবর্চ্চসোশ্চেৎ ॥ ১৯
ত্রিকত্রয়ং হিঙ্গু বচাগ্নিকুষ্ঠং
সুবর্চ্চিকা চৈব বিড়ঙ্গচূর্ণম্।
সুখাম্বুনানাহবিসূচিকার্ত্তি-
হৃদ্রোগগুল্মোর্দ্ধসমীরণঘ্নম্ ॥ ২০
বচাভয়াচিত্রকযাবশূকান্
সপিপ্পলীকাতিবিষান্ সকুষ্ঠান্।
উষ্ণাম্বুনানাহবিমূঢ়বাতান্
পীত্বা জয়েদাশু রসৌদনাশী ॥ ২১

হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড়শুণ্ঠ্যজাজী
হরীতকীপুষ্করমূলকুষ্ঠম্।
যথোত্তরং ভাগবিবৃদ্ধমেতৎ
প্লীহোদরাজীর্ণবিসূচিকাসু ॥ ২২
স্থিরাদিবর্গস্য পুনর্নবায়াঃ
শ্যামাকপূতীককরঞ্জয়োশ্চ।
সিদ্ধঃ কষায়ে দ্বিপলাংশিকানাং
প্রস্থো ঘৃতাৎ স্যাৎ প্রতিরুদ্ধবাতে ॥
ফলঞ্চ মূলঞ্চ বিরেচনোক্তং
হিঙ্গ্বর্কমূলং দশমূলমগ্র্যম্।
স্নুক্‌চিত্রকৌ চৈব পুনর্নবা চ
তুল্যানি সর্ব্বৈর্লবণানি পঞ্চ ॥ ২৩
স্নেহৈঃ সমূত্রৈঃ সহ জর্জ্জরাণি
শরাবসন্ধৌ বিপচেৎ সুলিপ্তে।

আমবাতে দশমূল পাচনের সহিত, প্লীহারোগে গোমূত্র বা পঞ্চকোলের সহিত এরণ্ড তৈল প্রয়োগ করিতে হয়। পাচন উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহার সহিত এরণ্ড তৈল প্রয়োগ করিবে। এই কয়টী শ্লোক গঙ্গাধরে নাই] ।১৮। এরণ্ড তৈল স্বভাবতঃ বায়ুনাশক ও বিরেচক। আবার ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে ইহা বায়ুযুক্ত মেদ রক্তপিত্ত ও কফকেও নষ্ট করিয়া থাকে। বল, কোষ্ঠ ও ব্যাধি অনুসারে ইহার মাত্রা পঞ্চপল পর্য্যন্ত হইতে পারে। [বর্ত্তমান কালে এক ছটাক মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে]। যাহাদের কোষ্ঠ মৃদু ও যাহারা দুর্ব্বল তাহাদিগকে ভোজনের সহিত এরণ্ডতৈল প্রয়োগ করিতে হয়। উদাবর্ত্তে এরণ্ডতৈল প্রয়োগ দ্বারা রোগী সুস্থ হইবার পর রুক্ষতাবশতঃ বাহ্যবিষ্ঠার বিবন্ধ হইলে তাহাকে অনুবাসন দিতে হয়। ১৯। হিঙ্গু, বচ, চিতার মূল ও কুড় [গঙ্গাধরপাঠ —কৃষ্ণা] সৌবর্চ্চল ও বিড়ঙ্গ এই সকলের চূর্ণ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ একত্র করিয়া সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বিসূচিকার যাতনা, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও ঊর্দ্ধবাতের শান্তি হয়। ২০। বচ, হরীতকী, চিতার মূল, যবক্ষার, পিপুল, আতইচ ও কুড় সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আনাহ ও বিবন্ধ বাত নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনকালে রোগী মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ২১। হিং, বচ, বিট্, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী, পুষ্করমূল ও কুড় যথোত্তর এক এক ভাগ বৃদ্ধি করিয়া একত্র করিবে। এই চূর্ণ সেবন করিলে প্লীহা, উদর, অজীর্ণ ও বিসূচিকা নষ্ট হয়। [পুষ্করমূলের অভাবে আট ভাগ কুড় গ্রহণ করিবে]। ২২। শালপর্ণ্যাদি প্রঞ্চমূল, পুনর্নবা, শ্যামাক ও পূতিকরঞ্জ (নাটাকরঞ্জ) এই আটটী দ্রব্য দুই দুই পল ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া চারি সের থাকিতে নামাইবে এবং সেই কাথের সহিত চারি সের ঘৃত পাক করিয়া উদাবর্ত্তে প্রয়োগ করিবে। [এই ঘৃতে কল্কের উল্লেখ নাই। কেহ বলেন, শ্যামা ও অর্ক, কেহ বলেন, শমী ও অর্ক। কিন্তু তাহা অসঙ্গত। কারণ এস্থলে "শ্যামাকপূতীককরঞ্জয়োশ্চ" এই চরণের শেষপাদে দ্বিবচন আছে। শ্যামাক শব্দে অনন্তমূল বা শ্যামালতা] । ২৩। বিরেচন-বর্গোক্ত ফল ও মূল সকল, হিঙ্গু আকন্দের মূল, দশমূল, মনসা (গুড়), চিতা ও পুনর্নবা সমান সমান

পক্বং সুপিষ্টং লবণং তদর্দ্রৈঃ
পানৈস্তথানাহরুজাম্বমদ্যাৎ ॥ ২৪
হৃৎস্তম্ভমূর্দ্ধাময়গৌরবার্ত্তে
চোদ্গারসঙ্গেন সপীনসেন।
আনাহমামপ্রভবং জয়েৎ তু
প্রচ্ছর্দ্দনৈর্লঙ্ঘনপাচনৈশ্চ ॥ ২৫
ইত্যুদাবর্ত্তচিকিৎসা।

(অথ মূত্রকৃচ্ছ্রনিদানম্।)

ব্যায়ামতীক্ষৌষধরূক্ষমদ্য-
প্রসঙ্গনিত্যদ্রুতপৃষ্ঠযানাৎ।
আনূপমৎস্যাধ্যশনাদজীর্ণাৎ
স্যুর্মূত্রকৃচ্ছ্রাণি নৃণামিহাষ্টৌ ॥ ২৬
পৃথঙ্মলাঃ স্বৈঃ কুপিতা নিদানৈঃ
সর্ব্বেঽথবা কোপমুপেত্য বস্তৌ।

ভাগ এবং সর্ব্বসমান, পঞ্চলবণ উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া চতুর্ব্বিধ (বা যত পাওয়া যায়) স্নেহ ও অষ্টপ্রকার [বা যত প্রকার পাওয়া যায়] মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া সুলিপ্ত শরাবসম্পুটে পাক করিবে। পক্ব হইলে সেই লবণ পেষণ করিয়া অন্নপানের সহিত সেবন করিলে অনাহ রোগের শান্তি হয়। ২৪। হৃৎ-স্তম্ভ, শিরঃপীড়া, শিরোগৌরব, উদ্গারয়োধ ও পীনস এই সকল উপদ্রবের সহিত বর্ত্তমান আমজন্য আনাহ, বমন, লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা শান্ত করিবে। ২৫

ইতি উদাবর্ত্তচিকিৎসা।

(মূত্রকৃচ্ছ্রনিদান।)

[মূত্রাঘাত ১৩ প্রকার সিদ্ধিস্থান ৯ অঃ ৩১ প্রঃ]

ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ ঔষধ, রূক্ষমদ্য, অতিশয় স্ত্রীপ্রসঙ্গ, দ্রুতগামী অশ্বাদির পৃষ্ঠে গমন, আনূপ ও মৎস্যমাংসের অতি সেবন, অধ্যশন ও অজীর্ণ হেতু মনুষ্যের আটপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র হইয়া থাকে। [আট প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজ, পুরীষজ, অশ্মরীজ ও শর্করা-জনিত] ২৬। স্ব স্ব নিদান দ্বারা বাতাদি-দোষ পৃথক্ পৃথক্ অথবা সমস্ত একবারে

মূত্রস্য মার্গং পরিপীড়য়ন্তি
যদা তদা মূত্রয়তীহ কৃচ্ছ্রাৎ ॥ ২৭
তীব্রা হি রুক্‌বংক্ষণবস্তিমেঢ়ে
অল্পং মুহুর্মূত্রয়তীহ বাতাৎ ॥ ২৮
পীতাম্রকৃষ্ণং হি সরুক্‌ সদাহং
কৃচ্ছ্রান্মুহুর্মূত্রয়তীহ পিত্তাৎ ॥ ২৯
বস্তেঃ সলিঙ্গস্য গুরুত্বশোথৌ
মূত্রং সপিচ্ছং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ৩০
সর্ব্বাণি রূপাণি তু সন্নিপাতাৎ
ভবন্তি তৎকৃচ্ছ্রতমস্তু কৃচ্ছ্রম্ ॥ ৩১
ইতি মূত্রকৃচ্ছ্রনিদানম্।

(অথ অশ্মরীনিদানম্।)

বিশোষয়েদ্বস্তিগতন্তু শুক্রং
মূত্রং সপিত্তং পবনঃ কফং বা।
যদা তদাশ্মর্য্যুপজায়তে তু
ক্রমেণ পিত্তেষ্বিব রোচনা গোঃ ॥ ৩২

কুপিত হইয়া বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক মূত্রপথ পরিপীড়িত করিলে অল্পে অল্পে ও কষ্টে মূত্র হইয়া থাকে। ২৭। বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বংক্ষণ, বস্তি ও মেঢ়ে তীব্রবেদনার সহিত অল্প অল্প মূত্র পুনঃপুনঃ হইয়া থাকে। ২৮। পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে পীত রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ মূত্র [কৃষ্ণবর্ণ পাঠ গঙ্গাধরে নাই] শূল ও দাহের সহিত পুনঃপুন অল্প অল্প নির্গত হয়। ২৯। কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বস্তি ও লিঙ্গের গুরুতা ও শোথ এবং পিচ্ছিল মূত্রের নির্গম হয়। ৩০। সান্নি-পাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতাদি ত্রিদোষের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়। ইহা অতিশয় কৃচ্ছ্র-সাধ্য। ৩১

ইতি মূত্রকৃচ্ছ্রনিদান।

(অশ্মরীনিদান।)

শুক্র কোন কারণে বস্তিগত হইলে যদি বায়ু তাহাকে মূত্রের সহিত শুষ্ক করে, তবে অশ্মরী উৎপন্ন হয়। আর বায়ু বস্তিগত সপিত্ত কফকে শুষ্ক করিলেও অশ্মরী উৎপন্ন হয়, যেমন গোপিত্তে রোচনার উৎপত্তি হয়। অশ্মরী ক্রমে বর্দ্ধমান হইতে থাকে। [ইতি

কদম্বপুষ্পাকৃতিরশ্মতুল্যা
শ্লক্ষ্ণা ত্রিপুট্যাপ্যথবাপি মৃদ্বী।
মূত্রস্য চেন্মার্গমুপৈতি রুদ্ধা
মূত্রং রুজাং তস্য করোতি বস্তৌ।
সসীবনীমেহনবস্তিশূলং
বিশীর্ণধারঞ্চ করোতি মূত্রম্।
মৃদ্নাতি মেঢ্রং স তু বেদনার্ত্তো
মুহুঃ শকৃন্মুঞ্চতি মেহতে চ।
ক্ষোভাৎক্ষতে মূত্রয়তীহ সাসৃক্
তস্যাঃ সুখং মেহতি চ ব্যপায়াৎ॥ ৩৩
এষাশ্মরী মারুতভিন্নমূর্ত্তিঃ
স্যাচ্ছর্করা মূত্রপথাৎ ক্ষরন্তী॥ ৩৪
রেতোঽভিঘাতোঽভিহতস্য পুংসঃ
প্রবর্ত্তয়েত্তস্য তু মূত্রকৃচ্ছ্রম্।
স্যাদ্ বেদনা বংক্ষণবস্তিমেঢ্রে
তস্যাতিশূলে বৃষণাতিবৃদ্ধে॥
শুক্রেণ সংরুদ্ধগতিপ্রবাহো
মূত্রং স কৃচ্ছ্রেণ বিমুঞ্চতীহ।
তমগুয়োঃ স্তব্ধমিতি ব্রুবন্তি
রেতোঽভিঘাতে প্রবদন্তি কৃচ্ছ্রম্॥ ৩৫
শুক্রং মলাশ্চৈব পৃথক্ পৃথগ্বা
মূত্রাশয়স্থাঃ প্রতিবারয়ন্তি।
তদ্ব্যাহতং মেহনবস্তিশূলং
মূত্রং সশুক্রং হি করোতি বদ্ধম্॥
স্তব্ধশ্চ শূনো ভৃশবেদনশ্চ
তুদ্যেত বস্তির্বৃষণৌ চ তস্য॥ ৩৬
ক্ষতাভিঘাতাৎ ক্ষতজং ক্ষয়াদ্বা
প্রকোপিতং বস্তিগতং বিবদ্ধম্।
তীব্রার্ত্তিমূত্রেণ সহাশ্মরীত্ব-
মায়াতি তস্মিন্নতিসঞ্চিতে চ।
আধ্মাততাং বিন্দতি গৌরবঞ্চ
বস্তের্লঘুত্বঞ্চ বিনিঃসৃতেঽস্মিন্॥ ৩৭
ইত্যশ্মরীনিদানম্।

ভাবপ্রকাশকৃত ব্যাখ্যা)। ৩২। অশ্মরী কখন কদম্বপুষ্পাকৃতি, কখন প্রস্তরতুল্য, কখন মসৃণ, কখন ত্রিকোণ, কখন মৃদু কখন বা অন্তাকৃতি হইয়া থাকে। ইহা যখন মূত্রপথে উপস্থিত হয়, তখন মূত্রকে রুদ্ধ করিয়া বস্তিতে যাতনা উপস্থিত করে। সঙ্গে সঙ্গে সীবনী [গুহ্যদেশের উপর হইতে মুষ্ক পর্য্যন্ত যে একটী সেলাইয়ের মত দেখা যায়], মেঢ্র ও বস্তিতে শূল উপস্থিত হয়। তখন মূত্রের ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। তখন রোগী যন্ত্রণায় মেঢ্র মর্দ্দিয়া পীড়ন করিতে থাকে এবং পুনঃপুন বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করে। আর তখন মূত্রের পীড়ন বশতঃ শিশ্নের-মধ্যে ক্ষত হইলে রক্তের সহিত মূত্র নির্গত হয়। আর অশ্মরী সরিয়া গেলে বিনাক্লেশে মূত্র নির্গত হইতে থাকে। ৩৩। এই অশ্মরী বায়ু কর্ত্তৃক বিভিন্ন হইয়া বালুকার ন্যায় মূত্রপথ দিয়া ক্ষরিত হইলে শর্করা বলিয়া অভিহিত হয়। ৩৪। শুক্রাভিঘাত বশতঃ যে অশ্মরী হয়, তাহা পুরুষেরই হইয়া থাকে [তাহা বালক বা স্ত্রীলোকের হয় না]। বৃষণে অতিশয় শূল ও বেদনা হইয়া থাকে। শুক্রাঘাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রকে "অণ্ডস্তব্ধ" মূত্রকৃচ্ছ্র কহিয়া থাকে। [এই প্রকরণ গঙ্গাধরে নাই]। ৩৫। বাতাদি দোষ পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত হইয়া মূত্রাশয়স্থ হইলে যদি শুক্র নিঃসৃত হইতে না পারে, তবে শুক্রের সহিত মূত্র আবদ্ধ হয়; তাহাতে মেঢ্র ও বস্তিতে শূল হইতে থাকে। তখন বস্তি ও মেঢ্র স্তব্ধ ও শোথযুক্ত এবং সাতিশয় বেদনাগ্রস্ত হইয়া সূচীবিদ্ধের ন্যায় ক্লেশিত হইতে থাকে। ৩৬। উপদংশাদির ক্ষতহেতু অথবা দণ্ডাদি দ্বারা অভিঘাত হেতু অথবা রসাদি ধাতুর ক্ষয়হেতু ক্ষতজ [রক্তাদি দ্রব্য] কুপিত হইয়া বস্তিগত ও বিবদ্ধ হইলে তীব্র বেদনা সহকারে মূত্রের সহিত "অশ্মরীত্ব" (অশ্মর ধর্ম্ম) প্রাপ্ত হয়। ঐ দ্রব্য অতি সঞ্চিত হইলে বস্তিতে আধ্মান ও গৌরব হইয়া থাকে এবং নিঃসৃত হইয়া গেলে লঘুতা হয়। [অতি সঞ্চিত হইলে অর্থাৎ ক্ষত পূর্ণ হইয়া স্ফীত

(অথ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীচিকিৎসা।)

অভ্যঞ্জনস্নেহনিরূহবস্তি-
স্নেহোপনাহোত্তরবস্তিসেকান্।
স্থিরাদিভির্বাতহরৈশ্চ সিদ্ধান্
দদ্যাদ্রসাংশ্চানিলমূত্রকৃচ্ছ্রে। ৩৮
পুনর্নবৈরণ্ডশতাবরীভিঃ।
পত্তূরবৃশ্চীরবলাশ্মভিদ্ভিঃ।
দ্বিপঞ্চমূলেন কুলত্থকোলং
যবৈশ্চ তোয়োৎকথিতে কষায়ে।
তৈলং বরাহর্ক্ষবসাঘৃতঞ্চ
তৈরেব কল্কৈর্লবণৈশ্চ সাধ্যম্।
তন্মাত্রয়াশু প্রতিহন্তি পীতং
শূলান্বিতং মারুতমূত্রকৃচ্ছ্রম্। ৩৯

এতানি চান্যানি বরৌষধানি
সর্ব্বাণি শস্তান্যপি চোপনাহে।
স্যুর্লাভতস্তৈলফলানি চৈব
স্নেহাম্লযুক্তানি সুখোষ্ণবন্তি। ৪০
সেকাবগাহাঃ শিশিরাঃ প্রদেহা
গ্রৈষ্মো বিধির্বস্তিপয়ো বিরেকাঃ।
দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈর্ঘৃতৈশ্চ
কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু কার্য্যাঃ। ৪১
শতাবরী কাশকুশাশ্বদংষ্ট্রা-
বিদারিশালীক্ষুকশেরুকাণাম্।
কাথং সুশীতং মধুশর্করাভ্যাং
যুক্তং পিবেৎ পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রী। ৪২

পীড়নে বা শলাকা দ্বারা ক্ষত ভিন্ন হইয়া রক্ত নিঃসৃত হইলে মূত্র সহজে নির্গত হয়। এই পীড়ায় ক্ষত হইলেও দোষ, আবার বিদীর্ণ হইলেও রক্তপাতের আশঙ্কা। পাশ্চাত্য ভাষায় যাহাকে "ষ্ট্রীক্চর" কহে, ইহাও অবিকল সেইরূপ। গঙ্গাধরের পাঠ "মূত্রের সহিত অশ্মরীত্ব প্রাপ্ত হয়।" কিন্তু অন্যান্য পাঠ "মূত্রের সহিত অল্প অল্প নির্গত হয়।" হয় তো গঙ্গাধর প্রসঙ্গের অনুরোধে 'অশ্মরীত্ব" পাঠ অনুমান করিয়া থাকিবেন। অশ্মরী সচল, ইহা সচল নহে। কারণ ইহা ক্ষতস্থানে উৎপন্ন। যাহা হউক ইহার চিকিৎসা অশ্মরীর চিকিৎসার ন্যায়]। ৩৭

ইতি অশ্মরীনিদান।

(মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীর চিকিৎসা।)

বাতোল্বণ মূত্রকৃচ্ছ্রে, অভ্যঞ্জন, স্নেহবস্তি, নিরূহবস্তি, স্নেহযুক্ত উপনাহ, উত্তরবস্তি, বাতনাশক কাথের পরিষেক এবং শালপর্ণ্যাদি বাতঘ্ন গণের সহিত সিদ্ধ মাংসরস প্রয়োগ করিবে। ৩৮। পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, শতমূলী, পত্তুর, (শালিঞ্চ শাক), বৃশ্চীর (শ্বেত পুনর্নবা), বেড়েলা, অশ্মভিৎ (পাষাণভেদী) দশমূল, কুলত্থ, কুল ও যব এই সকলের কাথ দ্বারা এবং পঞ্চলবণের সহিত তৈল, বরাহ-বসা, ঋক্ষবসা ("হরিণের বসা") বা ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে শূলযুক্ত বাতজ-মূত্রকৃচ্ছ্র আশু প্রশমিত হয়। [গঙ্গাধর বলেন যে, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল ও শতমূলী এই তিনটীর কাথ ও কল্ক ও পঞ্চ লবণের সহিত ঐ সকল তৈল বা বসা বা ঘৃত পাক করিবে। আবার পত্তুর, বৃশ্চীর, বেড়েলা ও অশ্মভিৎ এই চারিটীর কাথ ও কল্ক ও পঞ্চ লবণের সহিত তৈল, বসা বা ঘৃত স্বতন্ত্র পাক করিবে। এইরূপ দশমূলের সহিত তৃতীয় তৈল বা বসা ঘৃত পাক করিবে। আবার কুলত্থ ও যবের সহিত চতুর্থ তৈল, বসা বা ঘৃত পাক করিবে] ৩৯। আবার ঐ সকল ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট ঔষধ যত পাওয়া যায়, সেই সকলের অনাহ. তিল প্রভৃতি তৈল, ফল, স্নেহ ও অম্লের সহিত পেষিত ও অল্প উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৪০। পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে সেচন, অবগাহন, শীতল প্রলেপ, গ্রীষ্মকালোচিত বিধি এবং দ্রাক্ষা ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুরসের সহিত এবং ঘৃতের সহিত বস্তি, দুগ্ধ ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে। ৪১। শতমূলী, কুশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল ও কশেরুকার (কেশুরের) কাথ শীতল করিয়া মধু ও শর্করার সহিত পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে পান করিবে। ৪২

পিবেৎ কষায়ং কমলোৎপলানাং
শৃঙ্গাটকানামথবা বিদার্য্যাঃ।
দণ্ডোৎপলানামথবাপি মূলং
পূর্ব্বেণ কল্পেন তথা সুশীতম্ ॥ ৪৩
এর্ব্বারুবীজং ত্রপুষাৎ কুসুম্ভাৎ
সকুঙ্কুমং স্যাদ্বৃষকশ্চ পেয়ঃ।
দ্রাক্ষারসেনাশ্মরিশর্করাসু
সর্ব্বেষু কৃচ্ছ্রেষু প্রশস্ত এষঃ ॥ ৪৪
এর্ব্বারুবীজং মধুকং সদার্ব্বি
পৈত্তে পিবেৎ তণ্ডুলধাবনেন ॥ ৪৫
দার্ব্বীং তথৈবামলকীরসেন
সমাক্ষিকাং পিত্তকৃতে তু কৃচ্ছ্রে ॥ ৪৬
ক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণৌষধমন্নপানং
স্বেদো যবান্নং বমনং নিরূহাঃ।
তক্রং সতিক্তৌষধসিদ্ধতৈল-
মভ্যঙ্গপানং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ৪৭
ব্যোষং শ্বদংষ্ট্রা ত্রুটিসারসাস্থি
কোলপ্রমাণং মধু মূত্রযুক্তম্।
পিবেৎ ত্রুটিং ক্ষৌদ্রযুতাং কদল্যা-
রসেন কৈবর্ত্যরসেন বাপি ॥
তক্রেণ যুক্তং শিতিমারকস্য
বীজং পিবেৎ কৃচ্ছ্রবিনাশহেতোঃ ॥ ৪৮
পিবেৎ তথা তণ্ডুলধাবনেন
প্রবালচূর্ণং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ৪৯
সপ্তচ্ছদারগ্বধকেবুকৈলা
ধবং করঞ্জং কুটজং গুডূচীম্।
পক্ত্বা জলে তেন পিবেদ্যবাগূং
সিদ্ধং কষায়ং মধুসংযুতং বা ॥ ৫০
সর্ব্বং ত্রিদোষপ্রভবে তু বায়োঃ
স্থানানুপূর্ব্ব্যা প্রসমীক্ষ্য কার্য্যম্।
ত্রিভ্যোঽধিকে প্রাগ্বমনং কফে তু
পিত্তে বিরেকঃ পবনে তু বস্তিঃ ॥ ৫১

ইতি মূত্রকৃচ্ছ্রচিকিৎসা।

কমল ও নীলোৎপল বা শৃঙ্গাটক (পানিফল) বা ভূমিকুষ্মাণ্ড বা দণ্ডোৎপলের মূল কথিত করিয়া সেই কষায় শীতল হইলে মধু ও চিনির সহিত পান করিবে। [গঙ্গাধর পাঠ "অথবা শীতল জল মধু ও চিনির সহিত পান করিবে"] ৪৩। কাঁকুড় বীজ, শসার বীজ, কুসুম বীজ, কুঙ্কুম ও বাসক কল্ক করিয়া দ্রাক্ষারসের সহিত পান করিলে সর্ব্ব প্রকার অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। ৪৪। পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে কাঁকুড় বীজ যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা কল্ক করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে। ৪৫। পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে দারুহরিদ্রার কল্ক আমলকীর রস ও মধুর সহিত পান করিবে। ৪৬। শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে ক্ষার উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ ঔষধ, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ অন্নপান, স্বেদ, যবান্ন, বমন, নিরূহ, তক্র ও তিক্ত ঔষধের সহিত সিদ্ধ তৈল [illegible] পান হিতকর। ৪৭। প্রমাণে মধুর সহিত পান করিবে। অথবা মধুযুক্ত ছোট এলাচ কদলীমূলের রস বা কৈবর্ত্তমুস্তার রসের সহিত পান করিবে। অথবা তক্রের সহিত সিতিমারকবীজ (শালিঞ্চ বীজ) পান করিবে। [গঙ্গাধর "ত্রুটিসার-সাস্থি" স্থলে "ক্রিমিমারসাস্থি কোলপ্রমাণং" অর্থাৎ বিড়ঙ্গ ও আঁটীর সহিত কুল, মধুর সহিত মাড়িয়া খাইতে লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত অসংলগ্ন বোধ হইল]। ৪৮। আর কফমূত্রকৃচ্ছ্রে তণ্ডুলধাবন জলের সহিত প্রবালচূর্ণ সেবন করিবে। ৪৯। ছাতিম সোঁদালের আঠা, কেবুক, ছোট এলাচ, ধব-খদির করঞ্জ, কুড়চী ও গোলঞ্চ এই সকলের কাথের সহিত পক্ক যবাগূ বা এই সকলের কাথ মধুর সহিত পান করিবে। ৫০। সান্নি-পাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে ত্রিদোষের সমতা থাকিলে বায়ুর পূর্ব্বতা মনে করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। কফের আধিক্য থাকিলে প্রথমত বমন, পিত্তের আধিক্য থাকিলে বিরেচন এবং বায়ুর

(অথাশ্মরীচিকিৎসা।)

ক্রিয়া হিতা স্বশ্মরিশর্করাভ্যাং
কৃচ্ছ্রে যথৈবেহ কফানিলাভ্যাম্ ॥ ৫২
কার্য্যাশ্মরীভেদনপাতনায়
বিশেষযুক্তং শৃণু কর্ম্ম সিদ্ধম্ ॥ ৫৩
পাষাণভেদং বৃষকং শ্বদংষ্ট্রা
পাঠাভয়াব্যোষশটীনিকুম্ভাঃ।
হিংস্রাখরাশ্বাশিতিমারকাভ্যা-
মের্ব্বারুকাণাং ত্রপুষস্য বীজম্ ॥
উৎকুঞ্চিকা হিঙ্গু সবেতসাম্লং
স্যাদ্‌দ্বে বৃহত্যৌ হপুষা বচা চ।
চূর্ণং পিবেদশ্মরিভেদি পক্বং
সর্পিশ্চ গোমূত্রচতুর্গুণৈস্তৈঃ ॥ ৫৪
মূলং শ্বদংষ্ট্রেক্ষুরকোরুবুকাৎ
ক্ষীরেণ পিষ্টং বৃহতীদ্বয়াচ্চ।
আলোড্য দধ্না মধুরেণ পেয়ং
দিনানি সপ্তাশ্মরিভেদনায় ॥ ৫৫

পুনর্নবায়োরজনীশ্বদংষ্ট্রা
ফল্গু প্রবালাশ্চ সদর্ভপুষ্পাঃ।
ক্ষীরাম্বুমদ্যেক্ষুরসৈঃ সুপিষ্টং
পেয়ং ভবেদশ্মরিশর্করাসু ॥ ৫৬
ত্রুটিং সুরাহ্বং লবণানি পঞ্চ
যবাগ্রজং কুন্দুরুকাশ্মভেদৌ।
কম্পিল্লকং গোক্ষুরকস্য বীজ-
মের্ব্বারুবীজং ত্রপুষস্য বীজম্ ॥
চূর্ণীকৃতং চিত্রকহিঙ্গুমাংসী-
যমানিতুল্যং ত্রিফলাদ্বিভাগম্।
অম্লৈঃ সশুক্তৈ রসমদ্যযূষৈঃ
পেয়ং হি গুল্মাশ্মরিভেদনার্থম্ ॥ ৫৭
শিগ্রোস্তু যূষে মূলকল্কা-
দ্বিত্বপ্রমাণো ঘৃততৈলভৃষ্টঃ।
শীতোঽশ্মভিৎ স্যাদ্দধিমণ্ডযুক্তঃ
পেয়ঃ প্রকামং লবণেন যুক্তঃ ॥ ৫৮
জলেন শোভাঞ্জনমূলকল্কঃ
শৃতো হিতশ্চাশ্মরিশর্করাভ্যাম্ ॥ ৫৯

(অশ্মরীচিকিৎসা।)

কফবাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে যে সকল ক্রিয়া হিতকর, অশ্মরী ও শর্করাতেও সেই সকল ক্রিয়া হিতকর হইয়া থাকে। ৫২। অশ্মরীর ভেদ ও পাতনের নিমিত্ত যে সকল বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম আবশ্যক, তাহা শ্রবণ কর। ৫৩। পাষাণভেদী ("কেহ উহাকে পাথর চুর বলেন"), বাসক, গোক্ষুর, আকনাদি, হরীতকী, শটী, নিকুম্ভ (দন্তী), হিংস্রাবীজ, খরাহ্বা (পারসীক যমানী), সিতিমারক (শালিঞ্চবীজ), কাঁকুড়বীজ ও শশাবীজ, উৎকুঞ্চিকা, (কৃষ্ণজীরা), হিঙ্গু, অম্লবেতস, বৃহতী, কণ্টকারী, হপুষা ("আউচ") ও বচ এই সকলের চূর্ণ পান করিলে অশ্মরীভেদ হয়। আর এই সকল দ্রব্যের কল্ক ও চতুর্গুণ গোমূত্রের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলেও অশ্মরীর ভেদ হয়। ৫৪। গোক্ষুর, ইক্ষুরক (কুলেখাড়া) ও এরণ্ডমূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে অথবা কণ্টকারী ও বৃহতীর মূল অম্ল দধির সহিত আলোড়ন করিয়া পান করিলে সাত দিনে অশ্মরীভেদ হয়। ৫৫। পুনর্নবা, লৌহভস্ম, হরিদ্রা, গোক্ষুর, ফল্গু (যজ্ঞডুমুরের ফল), প্রবাল ও উলুর ফুল (দর্ভপুষ্প), দুগ্ধ, জল, মদ্য ও ইক্ষুরসের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে অশ্মরী ও শর্করা নষ্ট হয়। ৫৬। ছোট এলাচ, দেবদারু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, কুন্দুরু, পাষাণভেদী, কমলাগুড়ি, গোক্ষুরবীজ, কাঁকুড়বীজ ও শশাবীজ এই সকলের মিলিত চূর্ণ সর্ব্বশুদ্ধ একভাগ; আর চিতার মূল, হিঙ্গু, জটামাংসী ও যমানী এই সকলের মিলিত চূর্ণ একভাগ এবং ত্রিফলাচূর্ণ দুই ভাগ একত্র করিয়া অম্ল, শুক্ত, রস, মদ্য ও যূষের সহিত পান করিলে গুল্ম ও অশ্মরীর ভেদ হয়। ৫৭। সজিনামূলের কল্ক দুই তোলা, জল দুই সের এবং যূষার্থ কুলত্থাদি ডাল জলের চতুর্দ্দশ ভাগ একত্র পাক করিয়া চারি ভাগের এক ভাগ থাকিতে ঘৃত ও তৈলে সাতলাইয়া শীতল করিবে। এই যূষ দধিমণ্ড ও সৈন্ধবের সহিত পলমাত্রায়

সিতোপলা বা সমধাবশূকা
কৃচ্ছ্রেষু সর্ব্বেষপি ভেষজং স্যাৎ ॥ ৬০
পীত্বা চ মদ্যং নিগদং রথেন
হয়েন বা শীঘ্রজবেন যায়াৎ ॥ ৬১
তৈঃ শর্করা প্রচ্যবতেঽশ্মরী তু
শাম্যেন্ন চেচ্ছল্যবিদুদ্ধরেত্তাম্ ॥ ৬২
রেতোবিঘাতপ্রভবে তু কৃচ্ছ্রে
সমীক্ষ্য দোষং প্রতিকর্ম্ম কুর্য্যাৎ ॥ ৬৩
কার্পাসমূলং বৃষকাশ্মভেদৌ
বলাস্থিরাদীনি গবেধুকা চ।
বৃশ্চীর ঐন্দ্রী চ পুনর্নবা চ
শতাবরী মধ্বশনাখুপর্ণ্যৌ ॥
তৎ ক্বাথসিদ্ধং পবনে নরস্য
পিত্তেঽধিকে ক্ষীরমথাপি সর্পিঃ।
কফে চ যূষাদিকমন্নপানং
সংসর্গজে সর্ব্বহিতঃ ক্রমঃ স্যাৎ ॥ ৬৪

এবং ন চেচ্ছাম্যতি তস্য যুঞ্জ্যাৎ
সুরাং পুরাণাং মধুকাসবং বা।
বিহঙ্গমাংসানি চ বৃংহণায়
বস্তীংশ্চ শুক্রাশয়শোধনার্থম্ ॥ ৬৫
শুদ্ধস্য তৃপ্তস্য চ বৃষ্যযোগৈঃ
প্রিয়ানুকূলাঃ প্রমদা বিধেয়াঃ ॥ ৬৬
রক্তোদ্ভবে তুৎপলনালতাল-
কাশেক্ষুবালেক্ষুকশেরুকাণি।
পিবেৎ সিতাক্ষৌদ্রযুতানি খাদে-
দিক্ষুং বিদারীং ত্রপুষাণি চৈব ॥ ৬৭
ঘৃতং শ্বদংষ্ট্রাস্বরসেন সিদ্ধং
ক্ষীরেণ চৈবাষ্টগুণেন পেয়ম্ ॥ ৬৮
স্থিরাদিকানাং কতকাদিকানা-
মেকৈকশো বা বিধিনৈব তেন ॥ ৬৯
ক্ষীরেণ বস্তির্মধুরৌষধৈঃ স্যাৎ
তৈলেন বা স্বাদুফলোত্থিতেন।

পান করিলে অশ্মরীর ভেদ হয়। ৫৮। জলের সহিত সজিনামূলের কল্ক সিদ্ধ করিয়া পান করিলে অশ্মরী ও শর্করার উপশম হয়। ৫৯। সমস্ত মূত্রকৃচ্ছ্রেই তুল্য পরিমাণ মিছরী ও যবক্ষার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৬০। নিগদ নামক মদ্য পান করিয়া দ্রুতবেগে রথ বা অশ্বে ভ্রমণ করিলে অশ্মরীর ভেদ হয়। ৬১। যদি এ সমস্ত উপায় দ্বারা শর্করা বিচ্যুত বা অশ্মরী নষ্ট না হয়, তবে শল্যশাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক শস্ত্র দ্বারা অশ্মরী উৎপাটন করিবেন। ৬২। শুক্রাঘাত জন্য মূত্রকৃচ্ছ্রে দোষানুসারে চিকিৎসা করিবে। ৬৩। কার্পাসমূল, বাসক (গঙ্গাধর পাঠ—বস্তুক), পাষাণভেদ, বেড়েলা, শালপর্ণ্যাদি গণ, গবেধুকা "ক্ষুদ্র গোধূমবিশেষ" বৃশ্চীর (শ্বেতপুনর্নবা), রাখালশসার মূল, রক্তপুনর্নবা, শতমূলী, মধু (যষ্টিমধু), অশন (পীতশাল) ও মুষিকপর্ণী এই সমুদয়ের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ বাতাধিক মূত্রকৃচ্ছ্রে সেবন করিবে। পিত্তাধিক মূত্রকৃচ্ছ্রে ঐ সমুদায়ের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে; কফাধিক মূত্রকৃচ্ছ্রে ঐ সকলের সহিত সিদ্ধ যবাগূ ও অন্নপান সেবন করিবে। আর মিলিতদোষে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াই হিতকর। ৬৪। ঐ সমুদায় ক্রিয়া দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্রের উপশম না হইলে পুরাণসুরা বা মধু বা আসব (গঙ্গাধরপাঠ মাধ্বীক) সেবন করিবে। আর বৃংহণার্থ পক্ষিমাংস ও শুক্রাশয়-শোধনার্থ বস্তি প্রয়োগ করিবে। ৬৫। রোগী এইরূপে শুদ্ধ ও তর্পিত হইলে বাজীকরণযোগ প্রিয়ানুকূল-প্রমদাসহবাস হিতকর। ৬৬। উপদংশাদিকৃত রক্তোদ্ভব মূত্রকৃচ্ছ্রে নীলোৎপলনাল, তালমূল, কাশমূল, ইক্ষুমূল, কুলেখাড়া ও কেশুরের (কশেরুকার) ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিবে। অথবা ইক্ষুমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শসার বীজের ক্বাথ চিনি মধুর সহিত পান করিবে। ৬৭। অথবা গোক্ষুরের রস আটভাগ, দুগ্ধ আট ভাগ ও ঘৃত একভাগ পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিবে। ৬৮। অথবা শালপর্ণ্যাদি-পঞ্চমূলের রস বা নির্ম্মলীফলের রস দিয়া উক্ত নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। ৬৯। রক্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে দুগ্ধ দ্বারা বা জীবনীয়াদি মধুর গণের ক্বাথ দ্বারা বা মধুর ফলোৎপন্ন তৈল দ্বারা (যেমন

যন্মূত্রকৃচ্ছ্রে বিহিতন্তু পৈত্তে
কার্য্যন্তু তচ্ছোণিতমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ৭০
ব্যায়ামসন্ধারণশুষ্কভক্ষ্য-
পিষ্টান্নবাতার্ককরব্যবায়ান্।
খর্জ্জুরশালূককপিত্থজম্বু
বিষং কষায়ঞ্চ রসং ভজেন্না ॥ ৭১

ইতি অশ্মরীচিকিৎসা

(অথ হৃদ্রোগচিকিৎসা।)

ব্যায়ামতীক্ষ্ণাতিবিরেকবস্তি-
চিন্তাভয়ত্রাসমদাভিচারাঃ।
ছর্দ্দ্যামসন্ধারণকর্ষণানি
হৃদ্রোগকর্তৄণি তথাভিঘাতঃ ॥ ৭২
বৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাজ্বরকাসহিক্কা
শ্বাসাস্যবৈরস্যতৃষাঃ প্রমোহাঃ।
ছর্দ্দিঃ কফোৎক্লেশরুজারুচিশ্চ
হৃদ্রোগজাঃ স্যুর্বিবিধাস্তথান্যে ॥ ৭৩
হৃচ্ছূন্যভাবদ্রবশোষভেদ-
স্তম্ভাঃ সমোহাঃ পবনাদ্বিশেষঃ ॥ ৭৪
পিত্তাত্তমোদূয়নদাহমোহাঃ
সন্ত্রাসতাপজ্বরপীতভাবাঃ ॥ ৭৫
স্তব্ধং গুরু স্যাৎ স্তিমিতঞ্চ মর্ম্ম
কফাৎ প্রসেকজ্বরকাসতন্দ্রাঃ ॥ ৭৬
বিদ্যাৎ ত্রিদোষন্ত্বপি সর্ব্বলিঙ্গং
তীব্রার্ত্তিতোদং কৃমিজং সকণ্ডুম্ ॥ ৭৭
তৈলং সসৌবীরকমস্তু তক্রং
বাতে প্রপেয়ং লবণং সুখোষ্ণম্।
মূত্রাম্বুসিদ্ধং লবণৈশ্চ তৈল-
মানাহগুল্মার্ত্তিহৃদামযঘ্নম্ ॥ ৭৮
পুনর্নবাং দারু সপঞ্চমূলে
রাস্নাং যবান্ বিল্বকুলত্থকোলম্।
পক্বা জলে তেন বিপাচ্য তৈল-
মভ্যঙ্গপানেঽনিলহৃদ্গদঘ্নম্ ॥ ৭৯

বাদামতৈল, যেমন আকরোটতৈল ইত্যাদি) বস্তি প্রদান করিবে। আর পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রোক্তযোগ সমস্তও রক্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রয়োগ করিবে। ৭০। মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে শারীরিক পরিশ্রম, মলমূত্রাদির বেগধারণ, শুষ্কভক্ষ্য, পিষ্টান্ন, বায়ু, সূর্য্যকর, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, খর্জ্জুর, শালুক, কদবেল, জাম, বিষ এবং কষায়রস ভজনা করিবে না। ৭১।

ইতি অশ্মরীচিকিৎসা।

(হৃদ্রোগচিকিৎসা।)

অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ ও অতিশয় বিরেচন,তীক্ষ্ণবস্তি, চিন্তা, ভয়, ত্রাস, মত্ততা (গঙ্গাধরপাঠ "গদ"), অভিচার, বমি, বেগধারণ (আমবেগ ধারণ মলবেগ ধারণ), উপবাস প্রভৃতি কর্ষণ হইলে বিশেষতঃ হৃদয়ে আঘাত লাগিলে হৃদ্রোগ হইয়া থাকে ৭২। বৈবর্ণ্য, মূর্চ্ছা, জ্বর, কাস, হিক্কা, শ্বাস, মুখবৈরস্য, তৃষ্ণা, প্রমেহ, বমি, কফ, উৎক্লেশ, বেদনা, অরুচি ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার উপদ্রব হৃদ্রোগের লক্ষণ ৭৩। হৃদয়ের শূন্যভাব, দ্রব (ধক্ ধক্ করণ), শুষ্কতা, ভেদ ও স্তম্ভ এবং রোগীর মোহ এই সকল বাতজনিত হৃদ্রোগের বিশেষ লক্ষণ। ৭৪। অন্ধকার দর্শন, দূয়ন (অতিশয় গ্লানি), দাহ, মোহ, ত্রাস, সন্তাপ, জ্বর ও পীতবর্ণতা পিত্তজ হৃদ্রোগের বিশেষ লক্ষণ। ৭৫। হৃদয়ের স্তব্ধভাব, গুরুতা ও স্তৈমিত্য এবং মুখস্রাব, জ্বর, কাস ও তন্দ্রা শ্লেষ্মজ হৃদ্রোগের বিশেষ লক্ষণ। ৭৬। ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে ত্রিদোষের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে তীব্র যাতনা, তোদ ও কণ্ডুয়ন হইয়া থাকে। ৭৭। বাতজনিত হৃদ্রোগে সৌবীরক, দধিমস্তু ও তক্রের সহিত তৈল পান করিবে। আর সৈন্ধব লবণ গোমূত্র ও জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে পান করিবে। পঞ্চ লবণের সহিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলেও বাতজনিত হৃদ্রোগ, অনাহ ও গুল্মের উপশম হয়। ৭৮। পুনর্নবা, দেবদারু, স্বল্প পঞ্চমূল, রাস্না, যব, বেলছাল, কুলত্থ ও কুল অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া চারিভাগ থাকিতে সেই ক্বাথের সহিত ক্বাথের চতুর্থাংশ পাক করিবে। এই তৈল পান ও

হরীতকীনাগরপুষ্করাহ্বৈ-
র্বয়ঃকয়স্থালবণৈশ্চ কল্কৈঃ।
সহিঙ্গুভিঃ সাধিতমগ্র্যসর্পি-
র্গুল্মে সহৃৎপার্শ্বগদেঽনিলোত্থে॥ ৮০
সপুষ্করাহ্বং ফলপূরমূলং
মহৌষধং শট্যভয়া চ কল্কাঃ।
ক্ষারাম্বুসর্পির্লবণৈর্বিমিশ্রাঃ
স্যুর্বাতহৃদ্রোগবিকর্ত্তিকাঘ্নাঃ॥ ৮১
ক্বাথঃ কৃতঃ পৌষ্করমাতুলুঙ্গ-
পলাশভূতীকশটীসুরাহ্বৈঃ।
সশুণ্ঠ্যজাজী ত্রিবচা যমানিঃ
সক্ষার উষ্ণো লবণশ্চ পেয়ঃ॥ ৮২
পথ্যাশটীপুষ্করপঞ্চকোলান্
সমাতুলুঙ্গান্ যমকেন কল্কঃ।
গুড়প্রসন্নালবণৈশ্চ ভৃষ্টো
হৃৎপার্শ্বগুল্মোদরযোনিশূলে॥ ৮৩

অভ্যঙ্গ করিলে বাতজনিত হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। ৭৯। হরীতকী, শুঁঠ, পুষ্করমূল (কুড়), কাকোলী (গঙ্গাধর মতে আমলকী), ছোট এলাচ, সৈন্ধব ও হিঙ্গু কল্কের সহিত চতুর্গুণ জল দিয়া ঘৃত পান করিলে গুল্ম ও বাতজনিত হৃৎ-পার্শ্ব-রোগের শান্তি হয়। ৮০। কুড়, গোঁড়ানেবু গাছের মূল, শুঁঠ, শটী, হরীতকী এই সমুদয়ের কল্ক; যবক্ষারের জল, সৈন্ধব ও ঘৃত একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাতজনিত হৃদ্রোগের (কামড়ানী) নষ্ট হয়। ৮১। কুড়, গোঁড়ানেবুর মূল, পলাশ, যমানী, শটী ও দেবদারুর ক্বাথ, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, বচ, শ্বেতবচ, যমানী, যবক্ষার ও লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতজ হৃদ্রোগের উপশম হয়। ৮২। হরীতকী, শটী, কুড়, পঞ্চকোল ও গোঁড়ানেবুর মূলের কল্ক, গুড়, প্রসন্না [illegible] মিশ্রিত করিয়া তৈল ও [illegible] সেবন করিলে হৃদ্রোগ, [illegible], উদর ও যোনিশূল নষ্ট হয়।

স্যাত্র্যূষণং দ্বে ত্রিফলে সপাঠে
নিদিগ্ধিকা গোক্ষুরকৌ বলে দ্বে।
ঋদ্ধিস্ত্রুটিস্তামলকী স্বগুপ্তা-
মেদে মধূকং মধুকং স্থিরা চ॥
শতাবরী জীবকপৃশ্নিপর্ণ্যৌ
দ্রব্যৈরিমৈরক্ষসমৈঃ সুপিষ্টৈঃ।
প্রস্থং ঘৃতস্যেহ পচেদ্বিধিজ্ঞঃ
প্রস্থেন দধ্নস্তথ মাহিষস্য॥
মাত্রাং পলঞ্চার্দ্ধপলং পিচুং বা
প্রযোজয়েন্মাক্ষিকসম্প্রযুক্তম্।
শ্বাসে সকাসে ত্বথ পাণ্ডুরোগে
হলীমকে হৃদ্গ্রহণীপ্রদোষে॥ ৮৪
ইতি ত্র্যূষণাদ্যঘৃতম্।
শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনঞ্চ
তথা বিরেকো হৃদি পিত্তদুষ্টে।
দ্রাক্ষাসিতাক্ষৌদ্রপরূষকৈঃ স্যা-
চ্ছুদ্ধে তু পিত্তাপহমন্নপানম্॥ ৮৫
যষ্ট্যাহ্বিকাতিক্তকরোহিণীভ্যাং
কল্কং পিবেচ্চাপি সিতাজলেন॥ ৮৬

৮৩। ত্রিকটু, ত্রিফলাদ্বয় (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এবং দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল ও পরূষক ফল), কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, ঋদ্ধি, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, ভূম্যামলকী, আলকুশীবীজ, মেদা, মহামেদা, মৌলফুল, যষ্টিমধু, শালপাণি, শতমূলী, জীবক ও চাকুলে এই ছাব্বিশটী দ্রব্যের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা; মাহিষ দুগ্ধের দধি চারি সের ও ঘৃত চারি সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত মধুর সহিত বলানুসারে এক পল, অর্দ্ধপল বা দুই তোলা পরিমাণে পান করিলে শ্বাস, কাস, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, হৃদ্রোগ ও গ্রহণীদোষের উপশম হয়। ৮৪

ইতি ত্র্যূষণাদ্যঘৃত।

পিত্তজনিত হৃদ্রোগে শীতল প্রলেপ, পরিষেক ও বিরেচন হিতকর এবং শুদ্ধ হইলে পর দ্রাক্ষা, চিনি, মধু ও পরূষকফলের সহিত অন্নপান হিতকর। ৮৫। যষ্টিমধু ও কটুকী

ক্ষতেষু সর্পীংষি হিতানি সর্পিঃ
গুড়াশ্চ যে তান্ প্রসমীক্ষ্য সম্যক্।
দদ্যাৎ ভিষক্ ধন্বরসাংশ্চ সর্ব্বা-
ক্ষীরাশিনাং পিত্তহৃদাময়েষু ॥ ৮৭
দ্রাক্ষাবলাশ্রেয়সিশর্করাভিঃ
খর্জ্জুরবীরর্ষভকোৎপলৈশ্চ।
কাকোলিমেদোযুগজীবকৈশ্চ
ক্ষীরে চ সিদ্ধং মহিষীঘৃতং স্যাৎ
কশেরুকাশৈবলশৃঙ্গবের
প্রপুণ্ডরীকং মধুকং বিসঞ্চ।
গ্রন্থিশ্চ সর্পিঃ পয়সা পচেৎ তৈঃ
ক্ষৌদ্রান্বিতং পিত্তহৃদাময়ঘ্নম্ ॥ ৮৯
স্থিরাদিকল্কৈঃ পয়সা চ সিদ্ধং
দ্রাক্ষারসেনেক্ষুরসেন বাপি।
সর্পির্হিতং স্বাদুফলেক্ষুজাশ্চ
রসাঃ সুশীতা হৃদি পিত্তদুষ্টে ॥ ৯০

স্বিন্নস্য বান্তস্য বিলঙ্ঘিতস্য
ক্রিয়া কফঘ্নী কফমর্ম্মরোগে।
কৌলত্থধান্যৈশ্চ যবৈর্যবাগ্বৈঃ
পানানি তীক্ষ্ণানি সশর্করাণি ॥ ৯১
মূত্রে শৃতাঃ কটুফলশৃঙ্গবের-
পীতদ্রুপথ্যাতিবিষাঃ প্রদেয়াঃ। ৯২
কৃষ্ণাশটীপুষ্করমূলরাস্না-
বচাভয়ানাগরচূর্ণকঞ্চ ॥ ৯৩
উদুম্বরাশ্বত্থবটার্জ্জুনাখ্যে
পলাশরোহীতকখাদিরে চ।
কাথে ত্রিবৃত্ত্র্যূষণচূর্ণসিদ্ধো
লেহঃ কফঘ্নোহশিশিরাম্বুযুক্তঃ ॥ ৯৪
শিলাহ্বয়ং বা ভিষগপ্রমত্তঃ
প্রযোজয়েৎ কল্পবিধানদৃষ্টম্।
প্রাশ্নং তথাগস্ত্যহরীতকী চ
রসায়নং ব্রাহ্ম্যমথামলক্যাঃ ॥ ৯৫

চিনির জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে পিত্তজ হৃদ্রোগের শান্তি হয়। ৮৬। উরঃক্ষত রোগে যে সকল সর্পিঃ ও সর্পিগুড় উক্ত হইয়াছে, বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সকল পিত্তজ হৃদ্রোগে প্রয়োগ করিবে। আর রোগী সর্ব্বদা ধন্বজ মাংসরস ও গব্য দুগ্ধ পান করিবে। ৮৭। দ্রাক্ষা, বেড়েলা, গজপিপুল ও শর্করা কিংবা খর্জ্জুর, ক্ষীরকাকোলী, ঋষভক ও নীলোৎপল কিংবা কাকোলী মেদ, মহামেদ ও জীবক এই সকল কল্কের সহিত গব্যদুগ্ধ সহকারে মহিষ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে পিত্তজ হৃদ্রোগের শান্তি হয়। ৮৮। কশেরুক (কেশুর) শৈবাল, শুঁঠ, পুণ্ডরীয়া কাঠ, যষ্টিমধু ও মৃণাল প্রভৃতির কল্ক ও চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে ঘৃতের চতুর্থাংশ মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত পান করিলে পিত্তজ হৃদ্রোগের শান্তি হয়। ৮৯। শালপর্ণ্যাদি কল্কের সহিত চতুর্গুণ দুগ্ধ কিংবা চতুর্গুণ দ্রাক্ষারস কিংবা চতুর্গুণ ইক্ষুরস সহকারে ঘৃত পাক করিয়া পিত্তজ হৃদ্রোগে প্রয়োগ করিবে। দ্রাক্ষাদি স্বাদু ফলকরসমূহের সুশীতল কাথ ও ইক্ষুরস পিত্তজ হৃদ্রোগে অতিশয় হিতকর। ৯০। কফজনিত হৃদ্রোগে স্বেদ, বমন, লঙ্ঘন ও অন্যান্য কফঘ্নী ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। রোগীকে কুলত্থ ও ধনিয়া কাথের সহিত যবান্ন পাক করিয়া সেবন করাইবে; এবং তীক্ষ্ণ অন্ন পান শর্করার সহিত পান করাইবে। ৯১। কটুফল, শুঁঠ, পীতদ্রু (সরল কাষ্ঠ), হরীতকী ও আতইচ এই সকলের সহিত গোমূত্র সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কফজ হৃদ্রোগের শান্তি হয়। ৯২। কফজ হৃদ্রোগে পিপুল, শটী, পুষ্করমূল, রাস্না, বচ, হরীতকী ও শুঁঠ এই সকলের চূর্ণ হিতকর। ৯৩। যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, বট, অর্জ্জুন, পলাশ, রোহিতক ও খদির কাষ্ঠ এই সমুদায়ের কাথে তেউড়ীচূর্ণ ও ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহের ন্যায় পাক করিবে। এই লেহ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে কফজহৃদ্রোগের শান্তি হয়। ৯৪। চিকিৎসক কফজ হৃদ্রোগে শিলাজতু রসায়ন বা অগস্ত্য হরীতকী বা ব্রাহ্ম

ত্রিদোষজে লঙ্ঘনমাদিতঃ স্যা-
দন্নঞ্চ সর্ব্বত্র হিতং বিধেয়ম্।
হীনাতিমধ্যত্বমবেক্ষ্য চৈব
কার্য্যং ত্রয়াণামপি কর্ম্ম শস্তম্ ॥ ৯৬
ভুক্তেঽধিকং জীর্য্যতি শূলমল্পং
জীর্ণে স্থিতং চেৎ সুরদারুকুষ্ঠম্।
সতিল্বকং দ্বে লবণে বিড়ঙ্গ-
মুষ্ণাম্বুনা সাতিবিষং পিবেৎ সঃ ॥ ৯৭
জীর্ণেঽধিকে স্নেহবিরেচনং স্যাৎ
ফলৈর্বিরেচ্যো যদি জীর্য্যমাণে ॥
ত্রিধৈব কালেষ্বধিকে তু শূলে
তীক্ষ্ণং হিতং মূলবিরেচনং স্যাৎ ॥ ৯৮
প্রায়োঽনিলো রুদ্ধগতিঃ প্রকুপ্য-
ত্যামাশয়ে শোধনমেব তস্মাৎ।
কার্য্যং তথা লঙ্ঘনপাচনঞ্চ
সর্ব্বং ক্রিমিঘ্নং কৃমিহৃদ্গদে চ ॥ ৯৯
ইতি হৃদ্রোগচিকিৎসা।

(অথ পীনস নাসারোগনিদানম্।)
সন্ধারণাজীর্ণরজোঽতিভাষ্য-
ক্রোধর্ত্তুবৈষম্যশিরোঽভিতাপৈঃ।
প্রজাগরাতিস্বপনাম্বুশীতৈ-
রবশ্যয়া মৈথুনবাষ্পধূমৈঃ।
সংস্ত্যানদোষে শিরসি প্রবৃদ্ধো
বায়ুঃ প্রতিশ্যায়মুদীরয়েৎ তু ॥ ১০০
ঘ্রাণার্ত্তিতোদৌ ক্ষবথুর্জলাভঃ
স্রাবোঽনিলাৎ সস্বরমূর্দ্ধরোগঃ ॥ ১০১
নাসাগ্রপাকজ্বরবক্ত্রশোষ-
তৃষ্ণোষ্ণপীতস্রবণানি পিত্তাৎ ॥ ১০২
কাসারুচিস্রাবনস্রপ্রসেকাঃ
কফাদ্গুরুঃ স্রোতসি চাপি কণ্ডূঃ ॥ ১০৩
সর্ব্বাণি রূপাণি তু সন্নিপাতাৎ
স্যুঃ পীনসে তীব্ররুজেঽতিদুঃখে ॥ ১০৪

রসায়ন প্রয়োগ করিবেন। ৯৫। ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘন এবং পরে বাতজাদি হৃদ্রোগোক্ত অন্নপান প্রশস্ত। আর দোষের হীনতা, আতিশয্য ও মধ্যতা বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ চিকিৎসা করিতে হয়। ৯৬। যদি ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে ভোজনমাত্র হৃদয়ে শূলের আধিক্য, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার সময় শূলের অল্পতা ও ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার পর শূলের স্থিতি হয়, তবে দেবদারু, কুড়, লোধ, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিড়ঙ্গ ও আতইচের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ৯৭। যদি ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার পর শূলের আধিক্য হয়, তবে স্নেহবিরেচন (এরণ্ড তৈলাদি) দিবে। যদি ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হই-বার সময় শূলের আধিক্য হয়, তবে ফলবিরে-চন (সোঁদালের আঠা প্রভৃতি) দিবে। আর যদি তিন সময়েই শূলের আধিক্য থাকে, তবে মূলবিরেচন (তেউড়ী প্রভৃতি) দিবে। ৯৮। ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে প্রায়ই বায়ু রুদ্ধ-[illegible] কুপিত হয়। এই জন্য প্রথমতঃ শোধন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। অন-ন্তর লঙ্ঘন ও সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিঘ্ন পাচন ব্যবস্থা করিতে হয়। ৯৯

ইতি হৃদ্রোগচিকিৎসা।

(পীনস-নাসারোগনিদান।)

বেগধারণ, অজীর্ণ, ধূলি, অতিভাষণ, ক্রোধ, ঋতুবৈষম্য, শিরঃশূল, জাগরণ, অতি-নিদ্রা, জল ও শৈত্যের অতিসেবন, অবশ্যায় (শিশির বা কুজ্ঝটিকা), মৈথুন, বাষ্প ও ধূম এই সকল কারণে মস্তকে দোষ সকল ঘনীভূত হইলে, বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রতি-শ্যায় (সর্দ্দি) উৎপন্ন করে। [এ স্থলে পীনস ও প্রতিশ্যায় একার্থক।] ১০০। বাতজ প্রতিশ্যায়ে নাসিকাতে বেদনা, তোদ, শোথ, জলবৎস্রাব, স্বররোগ ও শিরঃপীড়া হয়। ১০১। পিত্তজ প্রতিশ্যায়ে নাসাগ্রে পাক, জ্বরভাব, মুখশোষ তৃষ্ণা এবং উষ্ণ ও পীতবর্ণ স্রাব হইয়া থাকে। ১০২। কফজ প্রতিশ্যায়ে কাস, অরুচি, নাসাস্রাব, নয়নস্রাব, গুরুতা ও নাসাপথে কণ্ডূয়ন (নাকের মধ্যে সড়্ সড়্) হয়। ১০৩। সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায় বাতাদি ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিত হইয়া প্রকাশ পায়।

সর্ব্বোহভিবৃদ্ধোহহিতভোজনাদ্দু-
দুষ্টপ্রতিশ্যায় উপেক্ষিতঃ স্যাৎ ॥ ১০৫

ততশ্চ রোগাঃ ক্ষবথুঃ সনাসা-
শোষঃ প্রতীনাহপরিস্রবৌ চ।
ঘ্রাণাস্যপূতিত্বমপীনসশ্চ
সপাকশোথার্ব্বুদপূয়রক্তাঃ ॥
অরুংষি মূত্রশ্রবণাক্ষিরোগ-
খালিত্যহর্ষ্যর্জ্জুনলোমভাবাঃ।
তৃট্‌শ্বাসকাসজ্বররক্তপিত্ত-
বৈস্বর্য্যশোষাশ্চ ততো ভবন্তি ॥ ১০৬

রোধাভিঘাতস্রবশোষপাকৈ-
র্ঘ্রাণং যুতং যশ্চ ন বেত্তি গন্ধম্।
দুর্গন্ধি চাস্যং বহুশঃ প্রকোপি
দুষ্টপ্রতিশ্যায়মুদাহরেৎ তম্ ॥ ১০৭

সংস্পৃশ্য মর্ম্মাণ্যনিলস্তু মূর্দ্ধ্নি
বিষক্তশৃঙ্গাটকঃ ক্ষবথুং করোতি ॥ ১০৮

ক্রুদ্ধঃ স সংশোষ্য কফন্তু নাসা-
শৃঙ্গাটকাঘ্রাণবিশোষণঞ্চ ॥ ১০৯

উচ্ছ্বাসমার্গন্তু কফঃ সবাতো
রুন্ধ্যাৎ প্রতীনাহমুদাহরেৎ তম্ ॥ ১১০

ঘ্রাণাদ্ঘনঃ পীতসিতস্তনুর্বা
দোষঃ স্রবেৎ স্রাবমুদাহরেৎ তম্ ॥ ১১১

যো মস্তলুঙ্গাদ্ঘনপীতপক্বঃ
কফঃ স্রবেৎ সাঢ়মপীনসংজ্ঞঃ ॥ ১১২

বৈবর্ণ্যদৌর্গন্ধ্যমুপেক্ষয়া তু
স্যাৎ পূতিনাসঃ শ্বয়থুর্ভ্রমশ্চ ॥ ১১৩

সদাহরাগঃ শ্বয়থুঃ সপাকঃ
স্যাৎ ঘ্রাণপাকোঽপি চ রক্তপিত্তাৎ ॥ ১১৪

ঘ্রাণাশ্রিতাসৃক্‌প্রভৃতীন্ প্রদূষ্য
কুর্ব্বন্তি নাসাশ্বয়থুং মলাশ্চ ॥ ১১৫

ঘ্রাণে তথোচ্ছ্বাসগতিং নিরুধ্য
মাংসাস্রদোষাদপি চার্ব্বুদানি।
ঘ্রাণাৎ স্রবেদ্বা শ্রবণান্মুখাদ্বা
পিত্তাক্তমস্রত্বপি পূয়রক্তম্ ॥ ১১৬

ইহাতে অত্যন্ত যাতনা এবং কষ্ট হইয়া থাকে। ১০৪। সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায়ই অতি-ভোজন হেতু বা উপেক্ষিত হইলে দুষ্ট প্রতি-শ্যায়রূপে পরিণত হয়। ১০৫। দুষ্ট প্রতিশ্যায় হইতে ক্ষবথু, নাসাশোষ, প্রতীনাহ (নাক-বন্ধ) পরিস্রাব, নাসা ও মুখের পূতিত্ব, অপী-নস (১১২ দেখ), পাক, শোথ, অর্ব্বুদ, পূয়, রক্ত, অরুষ (বহুপূযবিশিষ্ট ব্রণ ১১৭), মূত্র-স্রাব, অক্ষিরোগ, খালিত্য, লোমের কপিলতা বা শ্বেতত্ব, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, জ্বর, রক্তপিত্ত, বিস্বরতা ও যক্ষ্মা হয়। ১০৬। যে প্রতিশ্যায়ে নাসার রোধ, অভিঘাত, স্রাব, শোষ, পাক, গন্ধঘ্রাণের অভাব ও মুখ দুর্গন্ধ হয়, তাহাকে দুষ্ট প্রতিশ্যায় বলিয়া জানিবে। এই প্রতি-শ্যায় পুনঃপুনঃ কুপিত হয়। ১০৭। নাসার সহিত যে সকল মর্ম্মের সাক্ষাৎসম্বন্ধ আছে (যেমন হৃদয় ও মস্তক), সেই সকল মর্ম্মকে সংস্পর্শ করিয়া, মস্তকস্থ সমস্ত পথে অবস্থিত বায়ু ক্ষবথুনামক উপদ্রব উৎপন্ন করে। ১০৮। সেই বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া, কফকে শোষণ করিয়া নাসাপুটে ও ঘ্রাণমার্গে শোষ উৎপাদন করে। ১০৯। কফ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া, উচ্ছ্বাসপথের অবরোধ করিলে প্রতীনাহ হইয়া থাকে। [তখন নাক দিয়া নিশ্বাস চলে না, মুখ দিয়া ফেলিতে হয়]। ১১০। নাসাপথ হইতে ঘন পীত বা শ্বেত স্রাব নির্গত হইলে, তাহাকে পরিস্রাব কহে। ১১১। মস্তিষ্কপথ (মস্তলুঙ্গ) হইতে যে ঘন পীত পক্ব ও গাঢ় কফ নির্গত হয়, তাহাকে অপীনস কহে। ১১২। প্রতিশ্যায় উপেক্ষিত হইলে, নাসি-কার বৈবর্ণ্য, দুর্গন্ধ, শোথ ও আনুসঙ্গিক ভ্রম (শিরোঘূর্ণন) উপস্থিত হয়। ইহাকেই পূতি-নাসা কহে। ১১৩। নাসিকাতে দাহ, রক্তিমা, শোথ ও পাক হইলে, ঘ্রাণপাক বলা যায়। ঘ্রাণপাক রক্তপিত্তজনিত। ১১৪। দোষ সকল নাসাস্থ রক্তপ্রভৃতিকে দূষিত করিয়া, নাসাশোথ উৎপাদন করে এবং মাংস ও রক্তকে দূষিত করিয়া, নাসার্ব্বুদ উৎপন্ন করিয়া থাকে; তাহাতে উচ্ছ্বাসের অবরোধ হয়। ১১৫। প্রতিশ্যায় হেতু নাসা কর্ণ বা মুখ

কুর্য্যাৎ সপিত্তঃ পবনস্বগাদীন্
সন্দূষ্য চারুংষি সপাকবস্তি। ১১৭

ইতি পীনস-নাসারোগনিদানম্।

(অথ পীনস-নাসারোগচিকিৎসা)।

বাতাৎ সকাসবৈস্বর্য্যে সক্ষারং পীনসে ঘৃতম্।
পিবেদ্রসং পয়শ্চোষ্ণং স্নৈহিকং ধূমমেব বা॥ ১১৮
শতাহ্বাত্বগ্বলামূলং শ্যোণাকৈরণ্ডবিল্বজম্।
সারগ্বধাং পিবেদ্বর্ত্তিং মধুচ্ছিষ্টবসাঘৃতৈঃ॥ ১১৯
অথবা সঘৃতান্ শক্তূন্ কৃত্বা মল্লকসম্পুটে।
নবপ্রতিশ্যায়বতাং ধূমং বৈদ্যঃ প্রকল্পয়েৎ॥ ১২০
শঙ্খমূর্দ্ধললাটার্ত্তৌ পাণিস্বেদোপনাহনম্।
অভ্যক্তে ক্ষবথুস্রাবরোধাদৌ সঙ্করাদয়ঃ॥ ১২১

শ্রেয়াশ্চ গন্ধতৃণজাজীবচাতর্কারিচোরকাঃ।
ত্বক্পত্রমরিচৈলানাং চূর্ণৈর্বা সোপকুঞ্চিকৈঃ॥ ১২২
স্রোতঃশৃঙ্গাটনাসাক্ষিশোষে তৈলং নসাবনম্।
প্রভাবাচ্ছাগে তিলান্ ক্ষীরে তেন
পিষ্টাংস্তদূষ্মণা।
মন্দস্বিন্নান্ সযষ্ট্যাহ্বচূর্ণাংস্তেনৈব পীড়য়েৎ।
দশমূলস্য নিক্বাথে রাস্নামধুককল্কবৎ।
সিদ্ধং সসৈন্ধবং তৈলং দশকৃত্বোঽহিতং স্মৃতম্
স্নিগ্ধস্যাস্থাপনৈর্দোষং নির্হরেদ্বাতপীনসে॥ ১২৪
স্নিগ্ধাম্লোষ্ণৈশ্চ লঘু সং গ্রাম্যাদীনাং
রসৈর্হিতম্॥ ১২৫

হইতে পিত্তযুক্ত রক্ত নির্গত হইলে তাহাকে পূযরক্ত কহে। ১১৬। পিত্ত-সহায় বায়ু ত্বক্ প্রভৃতি দূষিত করিয়া যে পাকযুক্ত ব্রণ উৎপাদন করে, তাহাকে অরুঃ কহিয়া থাকে। ১১৭

ইতি পীনস নাসারোগনিদান।

(পীনস নাসারোগচিকিৎসা)

বাতজ পীনসে অর্থাৎ নূতন সর্দ্দিতে কাস ও স্বরদোষ থাকিলে, যবক্ষারযুক্ত ঘৃত, মাংসরস, উষ্ণদুগ্ধ ও স্নৈহিক ধূম হিতকর। ১১৮। শুলফা, দারুচিনি ও বেড়েলার মূল, অথবা শ্যোণাছাল, এরণ্ডমূল ও বেলছাল অথবা কেবল সোঁদালের মূল মোম, বসা ও ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই সকল বর্ত্তির ধূমপান করিলে বাতজ সর্দ্দির উপশম হয়। [বর্ত্তি না করিয়া আধুনিক প্রথানুসারে কলিকায় সাজিয়া ধূমপান করিলেও চলে]। ১১৯। অথবা ঘৃত যুক্ত ছাতু শরাবপুটে স্থাপনপূর্ব্বক (অথবা কলিকায় সাজিয়া) ধূমপান করিলে নূতন প্রতিশ্যায় নষ্ট হয়। ১২০। শঙ্খদেশ, মস্তক ও ললাটে যাতনা হইতে থাকিলে হস্ত অগ্নিতে তপ্ত করিয়া স্বেদ দিবে এবং উষ্ণ পুল্টিস প্রয়োগ করিবে। হাঁচী ও স্রাবের অবরোধ হইলে রোগীকে অভ্যক্ত করিয়া [illegible] প্রভৃতি স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ১২১।

অথবা গন্ধতৃণ, কৃষ্ণজীরা, বচ, তর্কারি (জয়ন্তী) ও চোরক (গেঠেলাবিশেষ। ইতি চক্রদত্ত) এই সকলের চূর্ণ আঘ্রাণ করিবে। ১২২। স্রোতঃ, নাসাপুটক, নাসা ও অক্ষির শোষে বক্ষ্যমাণ তৈলের নস্য লইবে। ১২৩। তৈল যথা ;—ছাগদুগ্ধে কৃষ্ণতিল ভাবনা দিয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারাই পেষণ করিবে। অনন্তর হাঁড়ীর ভিতরে ছাগদুগ্ধ রাখিয়া হাঁড়ীর মুখ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক বস্ত্রের উপর পূর্ব্বোক্ত পেষিত তিল স্থাপন করিবে এবং হাঁড়ীর নিম্নে জ্বাল দিতে থাকিবে। তাহাতে তিল ছাগদুগ্ধের উষ্মা দ্বারা আস্তে আস্তে স্বিন্ন হইলে তিলের সহিত যষ্টিমধুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মিশ্রিত দ্রব্যকে উক্ত ছাগদুগ্ধ দ্বারাই পীড়ন করিলে যে তৈল উৎপন্ন হইবে, সেই তৈল চতুর্গুণ দশমূল-কাথের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং তাহাতে তৈলের চতুর্থাংশ পরিমাণে রাস্না যষ্টিমধু ও সৈন্ধবের কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিতে হইবে। পাকশেষে আবার কাথ ও কল্ক দিয়া আবার পাক করিবে। এইরূপে দশবার পাক করিবে। এই তৈলকে অণু-তৈল কহে। এই তৈল দ্বারা বাতপীনসে নস্য দিতে হয়। নস্য দিবার পূর্ব্বে রোগীকে আস্থাপন দ্বারা নির্দ্দোষ করিয়া স্নিগ্ধ করিতে হয়। ১২৪। বাতপীনসে গ্রাম্য প্রভৃতি জন্তুর মাংসরস স্নিগ্ধ, অম্ল ও উষ্ণ করিয়া যথাসম্ভব প্রয়োগ

উষ্ণাম্বুনা স্নানপানে নিবাতোষ্ণপ্রতিশ্রয়ঃ।
চিন্তাব্যায়ামবাক্‌চেষ্টাব্যবায়বিরতো ভবেৎ॥
বাতজে পীনসে ধীমানিচ্ছন্নেবাত্মনো হিতম্॥১২৬
পৈত্তে সর্পিঃ পিবেৎ সিদ্ধং শৃঙ্গবেরশৃতং
পয়ঃ॥ ১২৭
পাচনার্থং পিবেৎ পক্বে কার্য্যমূর্দ্ধবিরেচনম্॥১২৮
পাঠাদ্বিরজনীমূর্ব্বাপিপ্পলীজাতিপল্লবৈঃ।
দন্ত্যা চ সাধিতং তৈলং নস্যং সম্পক্বপীনসে॥১২৯
পূয়াস্রে রক্তপিত্তঘ্নাঃ কষায়া নাবনানি চ॥ ১৩০
পাকদাহাদ্যরূপেষু শীতা লেপাঃ সসেচনাঃ।
স্নেহনস্যোপচারশ্চ কষায়াঃ স্বাদুশীতলাঃ॥ ১৩১
মন্দপিত্তে প্রতিশ্যায়ে স্নিগ্ধৈঃ
কুর্য্যাদ্বিরেচনম্॥ ১৩২
ঘৃতং ক্ষীরং যবাঃ শালির্গোধূমা জাঙ্গলা রসাঃ।
শীতাম্লতিক্তশাকানি যূষা মুদ্গাদিভির্হিতাঃ॥১৩৩
গৌরবারোচকেষাদৌ লঙ্ঘনং কফপীনসে॥ ১৩৪

স্বেদাঃ সেকাশ্চ পাকার্থং লিপ্তে শিরসি
সর্পিষা॥ ১৩৫
লশুনং মুদ্গচূর্ণেন ব্যোষক্ষারঘৃতৈর্যুতম্।
দেয়ং কফঘ্নং বমনমুৎক্লিষ্টশ্লেষ্মণে হিতম্॥ ১৩৬
অপীনসে পূতিনস্যে ঘ্রাণস্রাবসকণ্ডুকে।
ধূমঃ শস্তোঽবপীড়শ্চ কটুভিঃ কফপীনসে॥ ১৩৭
মনঃশিলা বচা ব্যোষং বিড়ঙ্গং হিঙ্গু গুগ্‌গুলুঃ।
চূর্ণো জ্ঞেয়ঃ প্রধমনঃ কটুভিশ্চ ফলৈস্তথা॥ ১৩৮
ভার্গীমদনতর্কারীসুরসাদিবিপাচিতম্।
তৈলং সর্ষপজং বল্যং কফপীনসশান্তয়ে॥ ১৩৯
আর্ত্তকালবচা লম্বা বিড়ঙ্গং কুষ্ঠপিপ্পলী॥
কৃত্বা কল্কং করঞ্জঞ্চ তৈলং তৈঃ সার্ষপং পচেৎ।
পাকানুখে ঘনে নস্যমেতন্মেদোঽন্বিতে কফে॥
স্নিগ্ধস্য ব্যাহতে বেগে চ্ছর্দ্দনং কফপীনসে।

অন্ন সেবন করিবে। ১২৫। স্নান ও পানে উষ্ণাম্বু প্রয়োগ করিবে। নির্ব্বাত ও উষ্ণ স্থানে বাস করিবে। চিন্তা, ব্যায়াম, বহুবাক্য, বহুচেষ্টা ও স্ত্রীপ্রসঙ্গে পরিহার করিবে। ১২৬। পৈত্তিক পীনসে তিক্তক-প্রভৃতি সিদ্ধ ঘৃত ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। ১২৭। পীনস পক্ব হইলে দোষপাচনার্থ মূর্দ্ধবিরেচন প্রয়োগ করিবে। ১২৮। পক্ব পীনসে আকনাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বা (মুগ্‌রো), পিপুল, জাতিপল্লব এবং দন্তীর কল্ক ও কাথের সহিত সাধিত তৈল নস্য করিবে। ১২৯ পূযরক্তে রক্তপিত্তঘ্ন কষায় ও নস্য সকল হিতকর। ১৩০। পীনসরোগে নাসাপাক ও দাহাদিযুক্ত রুক্ষতা থাকিলে শীতল প্রলেপ ও সেচন সকল হিতকর। এরূপ স্থলে স্নেহ ও নস্যের উপচার এবং স্বাদু ও শীতল কষায় সকল প্রয়োগ করিবে। ১৩১। প্রতিশ্যায়ে পিত্তের অল্পতা থাকিলে স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে। ১৩২। পিত্তজ প্রতিশ্যায়ে ঘৃত, দুগ্ধ, যব, শালি, গোধূম, জাঙ্গলমাংসরস, শীতল, অম্ল ও তিক্তশাক এবং মুদ্গাদির যূষ হিতকর। ১৩৩।

কফপীনসে গৌরব ও অরুচি থাকিলে প্রথমতঃ লঙ্ঘন আবশ্যক। ১৩৪। অনন্তর কফপাকার্থ মস্তকে ঘৃত প্রলেপ করিয়া স্বেদ ও সেক প্রয়োগ করিবে। ১৩৫। কফপীনসে কফের উৎক্লেশ থাকিলে মুদ্গচূর্ণ, ত্রিকটুচূর্ণ, যবক্ষার ও ঘৃতের সহিত রসুন সংযুক্ত করিয়া কফঘ্ন বমন প্রয়োগ করিবে। ১৩৬। কফপীনসে অপীনস, পূতিনস্য, ঘ্রাণস্রাব ও কণ্ডুয়ন থাকিলে ধূমপান ও কটুদ্রব্যের নস্য গ্রহণ করিতে হয়। ১৩৭। নস্য যথা;—মনঃশিলা, বচ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু ও গুগ্‌গুলু চূর্ণের প্রধমন করিতে হয়। অথবা ত্রিকটুচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ একত্র করিয়া প্রধমন করিলেও হয় [নস্য দ্রব্য নলে পুরিয়া নাসিকার মধ্যে ফুৎকার দ্বারা প্রবেশিত করাকে প্রধমন কহে]। ১৩৮। বামনহাটী, মদনফল, জয়ন্তী এবং সুরসাদি গণের সহিত বিপাচিত সর্ষপতৈল কফপীনসশান্তির পক্ষে প্রশস্ত। ১৩৯। এইরূপ আর্ত্ত (কুড়) কাল (কালাগুরু), বচ, আল (হরিতাল), বিড়ঙ্গ, কুড়, পিপুল ও করঞ্জ এই সমুদায়ের কল্কের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। এই তৈল বারিপক, ঘন ও মেদঃসংযুক্ত কফে নস্য

বমনীয়শৃতক্ষীরতিলমাষযবাগুভিঃ ॥ ১৪০
বার্ত্তাকপটোলকব্যোষকুলথাঢ়কিমুদ্গজাঃ।
যূষাঃ কফঘ্নমন্নঞ্চ শস্তমুষ্ণাম্বুসেচনম্ ॥ ১৪১
সর্ব্বজিৎ পীনসে দুষ্টে কার্য্যং শোষে চ
শোষজিৎ।
নাসার্শোহর্ব্বুদাধিমাংসেষু ক্রিয়া সর্ব্বেষবেক্ষ্য চ ॥
ইতি পীনস-নাসারোগচিকিৎসা।

(অথ শিরোরোগনিদানম্।)

ভৃশার্ত্তিশূলং স্ফুরতীহ বাতাৎ
পিত্তাৎ সদাহার্ত্তি কফাদ্গুরু স্যাৎ।
সর্ব্বৈস্ত্রিদোষং ক্রিমিভিস্তু কণ্ডু-
দৌর্গন্ধ্যতোদার্ত্তিযুতং শিরঃ স্যাৎ ॥ ১৪৩
ইতি শিরোরোগনিদানম্।

(অথ শিরোরোগচিকিৎসা)

বাতিকে শিরসো রোগে স্নেহান্ স্বেদান্
সনাবনান্।
পানান্নমুপনাহাংশ্চ কুর্য্যাদ্বাতাময়াপহান্ ॥ ১৪৪
তৈলভৃষ্টৈরগুর্ব্বাদ্যৈঃ সুখোষ্ণৈশ্চোপনাহনম্।
জীবনীয়ৈঃ সুমনসা মৎস্যৈর্ব্বাংসৈশ্চ শস্যতে ॥
রাস্নাস্থিরাদিভিঃ সিদ্ধং সক্ষীরং নস্যমর্ত্তিহৃৎ।
তৈলং রাস্নাদ্বিকাকোলীশর্করাভিরথাপি
বা ॥ ১৪৬
বলামধুকযষ্ট্যাহ্ববিদারীচন্দনোৎপলৈঃ।
জীবকর্ষভকদ্রাক্ষাশর্করাভিশ্চ সাধিতঃ ॥
প্রস্থস্তৈলস্য সক্ষীরো জাঙ্গলার্দ্ধতুলা রসে।
নস্যং সর্ব্বোর্দ্ধজত্রুত্থবাতপিত্তাময়াপহম্ ॥ ১৪৭

করিতে হয়। কফপীনসে কফ অবরুদ্ধ হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া বমন দিতে হয়। বমনীয় গণের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ তিল মাষ ও যবের ক্বাথ অথবা মদনফল দুগ্ধ তিল ও মাষ কলায়ের সহিত সিদ্ধ যবাগূ দ্বারা বমন দেওয়া। ১৪০। কফজ প্রতিশ্যায়ে বার্ত্তাকু, পলতা, ত্রিকটু, কুলথ, অড়হর ও মুদ্গের যূষ, কফঘ্ন অন্ন ও উষ্ণাম্বু সেচন হিতকর।১৪১। দুষ্ট পীনসে সর্ব্ব দোষঘ্ন ক্রিয়া, শোষে শোষনাশক ক্রিয়া এবং নাসার্ব্বুদ ও নাসাস্থ অধি মাংসে দোষদিগের ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ চিকিৎসা করিবে। ১৪২

ইতি পীনসনাসারোগ-চিকিৎসা।

(শিরোরোগনিদান।)

[শঙ্খক, অর্দ্ধাবভেদক, সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত ও শিরঃকম্প এই পাঁচ রোগের বিবরণ সিদ্ধিস্থান-৯-অ-৬৫-৭৫—প্রকরণ দেখ]

বাত জন্য শিরোরোগে অত্যন্ত যাতনা শূল স্ফুরণ হইয়া থাকে। পিত্তজনিত শিরোরোগে দাহ ও যাতনা হয়। কফজনিত শিরোরোগে মস্তকে গুরুতা হয়। ত্রিদোষজনিত শিরোরোগে ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিত হইয়া প্রকাশ পায়। আর ক্রিমি জন্য শিরোরোগে মস্তকে কণ্ডুয়ন, দুর্গন্ধ, তোদ ও যাতনা হইয়া থাকে। ১৪৩।

ইতি শিরোরোগনিদান।

(শিরোরোগ চিকিৎসা।)

বাতিক শিরোরোগে স্নেহ, স্বেদ, নস্য এবং বাতঘ্ন অন্নপান ও উপনাহ প্রয়োগ করিবে। ১৪৪। অন্নচিকিৎসায় যে অগুর্ব্বাদি তৈলের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই তৈলের ঔষধি সকল কল্ক করিয়া তৈলের সহিত কিয়ৎকাল পাক করিবে, পরে উষ্ণ থাকিতে থাকিতেই তদ্দ্বারা মস্তকে উপনাহ প্রয়োগ করিবে। এইরূপ জীবনীয়গণের উপনাহ, মালত্যাদি পুষ্পের উপনাহ এবং মৎস্যমাংসের উপনাহ বাতিক শিরোরোগে প্রশস্ত। ১৪৫। রাস্না ও স্বল্প পঞ্চমূলের কল্ক এবং দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ তৈলের নস্য বাতিক শিরোরোগে হিতকর। আর রাস্না, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ও শর্করা এই সমস্তের কল্ক এবং দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ তৈলের নস্য শিরোরোগে হিতকর। ১৪৬। বেড়েলা, যৌলফুল, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, দ্রাক্ষা ও শর্করার কল্ক এক সের; তৈল চারি সের; দুগ্ধ চারি সের এবং জাঙ্গলমাংসরস অর্দ্ধতুলা (সাড়ে বার সের) একত্র পাক করিতে হইবে। এই

দশমূলবলারাস্নাত্রিফলামধুকৈঃ সহ ।
ময়ূরং পক্ষপিত্তান্ত্রযকৃৎতুণ্ডাঙ্ঘ্রিবর্জ্জিতম্ ॥
জলে পক্কা ঘৃতপ্রস্থং তস্মিন্ ক্ষীরসমং পচেৎ
মধুরৈঃ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ শিরোরোগার্দ্দিতাপহম্,
কর্ণাক্ষিনাসিকাজিহ্বাতাল্বাস্যগলরোগনুৎ ।
মায়ূরমিতি বিখ্যাতমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্ ॥ ১৪৮
ইতি মায়ূরঘৃতম্ ।
এতেনৈব কষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
চতুর্গুণেন দুগ্ধেন কল্কৈরেভিশ্চ কার্ষিকৈঃ ।
জীবন্তীত্রিফলামেদামধুকর্দ্ধিপরূষকৈঃ ।
সমঙ্গাচবিকাভার্গীকাশ্মরীসুরদারুভিঃ ॥

তৈলের নস্য ঊর্দ্ধজত্রুগত সর্ব্বপ্রকার বাত-পিত্ত রোগ নষ্ট করে। ১৪৭। দশমূল বেড়েলা, রাস্না, ত্রিফলা ও যষ্টিমধু এই ষোলটি দ্রব্য দেড় পল (অর্থাৎ সর্ব্ব সমেত চব্বিশ পল) ময়ূরের মাংস ও অস্থি চব্বিশ পল, আটচল্লিশ সের জলে পাক করিয়া বার সের থাকিতে কাথ গ্রহণ করিবে। ঐ কাথের সহিত ঘৃত চারি সের, দুগ্ধ চারি সের ও জীবনীয় দশটি ওষধির কল্ক দুই দুই তোলা (অর্থাৎ সর্ব্বসমেত কুড়ি তোলা) একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত শিরোরোগনাশক। আর ইহাতে কর্ণ, অক্ষি, নাসিকা, জিহ্বা তালু ও গলরোগ এবং সর্ব্ব প্রকার ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ নষ্ট হয়। ইহার নাম মায়ূর ঘৃত। ইহার কাথার্থ ময়ূরের পক্ষ, পিত্ত, অন্ত্র, যকৃৎ, মুখ ও পদ ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিতে হয়। [কোন কোন মতে জীবনীয় গণের কল্ক লইলেই হয়। গঙ্গাধর এই মতের অনুসারী]। ১৪৮

ইতি মায়ূরঘৃত।

পূর্ব্বোক্ত ও পূর্ব্বপরিমাণে কষায় ও কল্কের সহিত চারি সের ঘৃত ও ষোল সের দুগ্ধ এবং এবং বক্ষ্যমাণ দ্রব্যসমূহের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা পরিমাণে পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা ;—জীবন্তী, ত্রিফলা, মেদা (গঙ্গাধরপাঠ —রাস্না), যষ্টিমধু, ঋদ্ধি, পরূষক, সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা), চৈ, বামনহাটি, গাম্ভারী, দেব-

আত্মগুপ্তামহামেদাতালখর্জ্জুরমস্তকৈঃ ।
মৃণালবিসশালূকশৃঙ্গাটীজীবকপদ্মকৈঃ ॥
শতাবরীবিদারীক্ষুবৃহতীশারিবাযুগৈঃ ।
মূর্ব্বাশ্বদংষ্ট্রর্ষভকশৃঙ্গাটককশেরুকৈঃ ॥
রাস্নাস্থিরাতামলকীসূক্ষ্মৈলাশটিপুষ্করৈঃ ।
পুনর্নবাতুগাক্ষীরীকাকোলীধন্বযাসকৈঃ ॥
মধুকাক্ষোটবাতামমুঞ্জাতাভিষুকৈরপি ।
দ্রব্যৈরেভির্যথালাভং পূর্ব্বকল্পেন সাধিতম্ ॥
তৎ পক্কং নাবনেঽভ্যঙ্গে পানে বস্তৌ
প্রযোজয়েৎ ।
শিরোরোগেষু সর্ব্বেষু কাসে শ্বাসে চ দারুণে
মন্যাপৃষ্ঠগ্রহে শোষে স্বরভেদে তথার্দ্দিতে ।
যোন্যসৃক্শুক্রদোষেষু শস্তং বন্ধ্যাসুতপ্রদম্ ।
ঋতুস্নাতা তথা নারী পীত্বা পুত্রং প্রসূয়তে ।
মহামায়ূরমিত্যেতদ্ঘৃতমাত্রেয়পূজিতম্ ॥ ১৪৯
ইতি মহামায়ূরঘৃতম্ ।

দারু (গঙ্গাধর পাঠ—কর্কটশৃঙ্গী), আলকুশী-বীজ, মহামেদা, তালের মাথী, খেজুরের মাথী, মৃণাল, মৃণালগ্রন্থি, শালুক, (গঙ্গাধরপাঠ—খর্জ্জুর), কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীবক, পদ্মকাষ্ঠ, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল, বৃহতী, অনন্তমূল, শ্যামালতার মূল, দূর্ব্বা, গোক্ষুর, ঋষভক, পাণিফল, কেশুর রাস্না, শালপাণি, ভূম্যামলকী, ছোট এলাচ, শটী, কুড়, পুনর্নবা, বংশলোচন, কাকোলী, দুরালভা, যষ্টিমধু, আক্ষোট (আকরোট), বাদাম ফল, মুঞ্জাত (মুঞ্জ) ও অভিষুক ফল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে সমস্ত পাওয়া না গেলেও যতগুলি পাওয়া যায়, তাহাই প্রয়োগ করিবে। এই ঘৃত নস্য, অভ্যঙ্গ, পান ও বস্তিতে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ কাস, দারুণ শ্বাস, মন্যাস্তম্ভ, পৃষ্ঠগ্রহ, শোষ, স্বরভেদ, অর্দ্দিত, যোনিদোষ, রক্তদোষ ও শুক্রদোষ নষ্ট হয়। ইহা সেবন করিলে বন্ধ্যাত্ব নষ্ট হয়। ঋতুস্নাতা নারী ইহা পান করিলে গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করে। মহর্ষি আত্রেয় এই মহামায়ূর ঘৃতের অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। ১৪৯

ইতি মহামায়ূর ঘৃত

আধৃতিঃ কুক্কুটৈর্হংসৈঃ শশৈশ্চাপি হি বুদ্ধিমান্
কল্পেনানেন বিপচেৎ সর্পিরূর্দ্ধগদাপহম্ ॥ ১৫০
পৈত্তে ঘৃতে পয়ঃসেকাঃ শীতা লেপাঃ সনাবনাঃ
জীবনীয়ানি সর্পীংষি পানান্নঞ্চাপি পিত্তনুৎ ॥১৫১
চন্দনোশীরযষ্ট্যাহ্বরবলাব্যাঘ্রনখোৎপলৈঃ।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রদেহঃ স্যাৎ শৃতৈর্বা
পরিষেচনম্ ॥ ১৫২
ত্বক্‌পত্রশর্করাকল্কঃ সুপিষ্টস্তণ্ডুলাম্বুনা।
কার্য্যোঽবপীড়ঃ সর্পিশ্চ নস্যং তৎ স্যাৎ তু
পৈত্তিকে ॥ ১৫৩
যষ্ট্যাহ্বচন্দনানন্তাক্ষীরসিদ্ধং ঘৃতং শুভম্।
নাবনং শর্করাদ্রাক্ষামধুকৈর্বাপি পিত্তজে ॥ ১৫৪
কফজে স্বেদিতং ধূমনস্যপ্রধমনাদিভিঃ।
শুদ্ধং প্রলেপপানাদ্যৈঃ কফঘ্নৈঃ সমুপাচরেৎ॥১৫৫
পুরাণসর্পিষঃ পানৈস্তীক্ষ্ণৈর্বস্তিভিরেব চ।
কফানিলোত্থিতে দাহঃ শেষয়ো রক্ত-
মোক্ষণম্ ॥ ১৫৬
এরণ্ডনলদক্ষৌমগুগ্গুল্বগুরুচন্দনৈঃ।
ধূমবর্ত্তিঃ পিবেদ্গন্ধৈঃ সকুষ্ঠতগরৈস্তথা ॥ ১৫৭
সন্নিপাতভবে কার্য্যা সন্নিপাতহিতা ক্রিয়া।
ক্রিমিজে চৈব কর্ত্তব্যং তীক্ষ্ণং মূর্দ্ধবিরে-
চনম্ ॥ ১৫৮
ত্বগ্দন্তী ব্যাঘ্রকরজবিড়ঙ্গং নবমালিকা।
অপামার্গফলং বীজং নক্তমালশিরীষয়োঃ।
স্তবকোঽশ্মন্তকো বিল্বং হরিদ্রা হিঙ্গু যূথিকা ॥
ফণিজ্ঝকশ্চ তৈলৈস্তৈরজামূত্রে চতুর্গুণে।
সিদ্ধং স্যান্নাবনং চূর্ণ তৈষাং প্রধমনং হিতম্॥১৫৯
ফলং শিগ্রুকরঞ্জাভ্যাং সব্যোষঞ্চাবপীড়কম্।

ময়ূরমাংসের স্থলে ইন্দুর, কুক্কুট, হংস, বা শশকের মাংস প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঘৃত পাক করিলেও ঊর্দ্ধজক্রগত রোগ সকল নষ্ট হয়। ১৫০। পৈত্তিক শিরোরোগে ঘৃত, দুগ্ধ, শীতল সেক, শীতল লেপ, নস্য, জীবনীয় ঘৃত এবং পিত্তনাশক অন্নপান প্রয়োগ করিবে। ১৫১। রক্তচন্দন, বেণার মূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ব্যাঘ্রনখী ও নীলোৎপল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। আর ঐ সকল দ্রব্যের ক্বাথ মস্তকে সেচন করিবে। ১৫২। দারুচিনি, তেজপাতা ও চিনি তণ্ডুলজলের সহিত পেষিয়া ও পুট্‌লী-বদ্ধ করিয়া পীড়নপূর্ব্বক উহার রস নাসিকার মধ্যে প্রবেশিত করিবে। পশ্চাৎ ঘৃতের নস্য প্রয়োগ করিবে। ১৫৩। যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও অনন্তমূলের কল্ক এক সের, দুগ্ধ ষোল সের এবং ঘৃত চারিসের পাক করিবে। এই ঘৃতের নস্য লইলে পিত্তজ শিরোরোগের উপশম হয়। এইরূপ শর্করা, কিসমিস্ ও যষ্টিমধুর নস্যও প্রয়োগ করিবে। ১৫৪। কফজ শিরোরোগে প্রথমে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া পরে ধূম নস্য ও প্রধমনাদি দ্বারা রোগীকে শুদ্ধ [illegible] কফঘ্ন দ্রব্য প্রলেপন ও অন্ন-সংযোগে চিকিৎসা করিবে। ১৫৫। কফ-বাতজ শিরোরোগে পুরাতন ঘৃত পান ও তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ প্রশস্ত। অথবা দাহ প্রশস্ত। সান্নিপাতিক ও ক্রিমিজ শিরোরোগে রক্তমোক্ষণ করিবে। ১৫৬। এরণ্ডমূল, বেণার মূল, গুগ্‌গুলু, অগুরু ও রক্তচন্দন পেষণ করিয়া ক্ষৌমবস্ত্রে লেপন করিবে। এবং ধূমবর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ধূম পান করিবে। অথবা গন্ধ (কৃষ্ণাগুরু) কুড় ও তগরপাদিকা-যোগে ধূমবর্ত্তি রচনা করিয়া ধূম পান করিবে। ১৫৭। সান্নিপাতিক শিরোরোগে সন্নিপাত-হরী ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ক্রিমিজ শিরোরোগে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন কর্ত্তব্য। ১৫৮। দারুচিনি, দন্তীমূল, ব্যাঘ্রনখী, বিড়ঙ্গ, নবমালিকা, অপামার্গবীজ, করঞ্জ ও শিরীষের বীজ, স্তবক (হাচুতীফল), অশ্মন্তক ("অম্ললোটক"), বেলছাল, হরিদ্রা, হিঙ্গু, যূথিকা ও ফণিজ্ঝকের কল্ক এক সের, মেষমূত্র ষোল সের ও তৈল চারি সের পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য গ্রহণ করিবে। আর ঐ সকল ঔষধির চূর্ণ দ্বিমুখ নলের মধ্যে পুরিয়া নাসাপুটমধ্যে প্রধমন করিবে। ১৫৯। সজিনাবীজ ও করঞ্জের বীজ চূর্ণিত করিয়া ত্রিকটুচূর্ণের সহিত নাসা-

রুজায়ঃ কষায়ঃ ক্ষারশ্চূর্ণো কল্কোহব-
পীড়কঃ ॥ ১৬০
ইতি শিরোরোগচিকিৎসা।

(অথ মুখরোগনিদানম্।)

মুখাময়ে মারুতজে তু শোষ-
কার্কশ্যরৌক্ষ্যাণি চলা রুজশ্চ।
কৃষ্ণারুণং নিষ্পতনং সশীতং
প্রস্রংসনস্পন্দনতোদভেদাঃ ॥ ১৬১
তৃষ্ণাজ্বরস্ফোটকতালুদাহা
ধূমায়নঞ্চাপ্যবদীর্ণতা চ।
পিত্তাৎ সমূর্চ্ছা বিবিধা রুজশ্চ
বর্ণশ্চ শুক্লারুণবর্ণবর্জ্জ্যাঃ ॥ ১৬২
কণ্ডূর্গুরুত্বং সিতবিজ্জলত্বং
স্নেহো হরুচির্জাড্যককপ্রসেকৌ।
উৎক্লেশমন্দানলতা চ তন্দ্রা
রুজশ্চ মন্দাঃ কফবক্ত্ররোগে ॥ ১৬৩
সর্ব্বাণি রূপাণি তু বক্ত্ররোগে
ভবন্তি যস্মিন্ স তু সর্ব্বজঃ স্যাৎ ॥ ১৬৪

পুটে পীড়ন করিবে। আর এই সকল দ্রব্যের কষায়, স্বরস, ক্ষারচূর্ণ এবং কল্ক ও অবপীড়নে প্রয়োগ করা যায়। ১৬০

ইতি শিরোরোগচিকিৎসা।

(মুখরোগনিদান।)

বাতজ মুখরোগে মুখে শোষ, কর্কশতা, রুক্ষতা, চঞ্চল বেদনা (গঙ্গাধরপাঠ—বলবান্ বেদনা), কৃষ্ণ, অরুণ ও ঈষৎ শীতল স্রাব, প্রস্রংসন, (বিস্রংশ), স্পন্দন, তোদ ও ভেদ হয়। ১৬১। পৈত্তিক মুখরোগে তৃষ্ণা, জ্বর, স্ফোটক, তালুদাহ (গঙ্গাধর পাঠ—পাক ও দাহ), ধূমায়ন, (ধূমোত্থানবৎ প্রতীতি), অবদারণ, মূর্চ্ছা, পিত্তলক্ষণযুক্ত নানাপ্রকার বেদনা এবং শুক্ল ও অরুণ ভিন্ন বর্ণ হইয়া থাকে। ১৬২। শ্লৈষ্মিক মুখরোগে কণ্ডূগম, গুরুতা, শ্বেতবর্ণ, পিচ্ছিলতা, স্নিগ্ধতা, অরুচি, জাড্য, কফপ্রসেক, উৎক্লেশ, মন্দাগ্নিতা, তন্দ্রা ও মন্দ বেদনা হয়। ১৬৩। সান্নিপাতিক মুখরোগে বাতাদি ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিত হইয়া প্রকাশ পায়। ১৬৪।

সংস্থানদূষ্যাকৃতিনামভেদা-
...
শালাক্যতন্ত্রে বিহিতানি জ্ঞেয়াঃ
নিমিত্তরূপাকৃতিভেষজানি।
যথাপ্রদেশন্তু চতুর্ব্বিধস্য
ক্রিয়াং প্রবক্ষ্যামি মুখাময়স্য ॥ ১৬৫
ইতি মুখরোগনিদানম্।

(অথ মুখরোগচিকিৎসা।)

শুক্তিতিক্তকটুক্ষৌদ্রকষায়ৈঃ কবলগ্রহঃ।
ধূমঃ প্রধমনং শুদ্ধিরধশ্ছর্দ্দনলঙ্ঘনম্।
ভোজ্যঞ্চ মুখরোগেষু যথাস্বং দোষমুদ্দিশ্য ॥ ১৬৬
পিপ্পল্যগুরু দার্ব্বী ত্বগ্ যবক্ষারো রসাঞ্জনম্।
পাঠাং তেজোবতীং পথ্যাং সমভাগং
সুচূর্ণিতম্ ॥
মুখরোগেষু সর্ব্বেষু সক্ষৌদ্রং তদ্বিধারয়েৎ।
শীধুমাধবমাধ্বীকৈঃ শ্রেষ্ঠোহয়ং কবলগ্রহঃ ॥ ১৬৭
তেজোহ্বামভয়ামেলাং সমঙ্গাং কটুকাঘনম্ ॥

সংস্থান, দূষ্য, আকৃতি ও নামভেদে মুখরোগ চৌষট্টি প্রকার। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন নিদান, লক্ষণ, আকৃতি ও ঔষধ শালাক্য তন্ত্রে (ইহা অস্ত্রবিদ্যার অন্তর্গত) সবিশেষ বর্ণিত আছে। আমরা কেবল বাতজাদি চারি প্রকার মুখরোগের চিকিৎসা বলিব। [শালাক্য তন্ত্র সম্বন্ধে সুশ্রুত বা বাগ্‌ভটের গ্রন্থ দেখ]। ১৬৫

ইতি মুখরোগনিদান।

(মুখরোগচিকিৎসা।)

মুখরোগে শুক্ত, তিক্ত ও কষায় রস এবং মধুর কবল করিবে। আর ইহাতে ধূম, প্রধমন, অধঃশুদ্ধি (বিরেচন), বমন, লঙ্ঘন এবং দোষানুসারে অন্নপান প্রযোজ্য। ১৬৬। পিপুল, অগুরু, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, যবক্ষার, রসাঞ্জন, আকনাদি, চৈ ও হরীতকী এই সমুদয়ের চূর্ণ মধু, শীধু, মাধব বা মাধ্বীকের সহিত কবল করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার মুখরোগে উৎকৃষ্ট কবল। ১৬৭। চৈ, হরীতকী, ছোট এলাচ, বরাহক্রান্তা, কটুকী,

পাঠাং জ্যোতিষ্মতীং লোধ্রং দার্ব্বীং কুষ্ঠঞ্চ
চূর্ণয়েৎ।
দন্তানাং ঘর্ষণাদ্রক্তস্রাবকণ্ডূরুজাপহম্॥ ১৬৮
পঞ্চকোলকতালীশপত্রৈলামরিচত্বচঃ।
পলাশমুষ্ককক্ষারযবক্ষারাশ্চ চূর্ণিতাঃ।
গুড়ে পুরাণে দ্বিগুণে ক্বথিতে গুড়িকাঃ কৃতাঃ॥
কর্কন্ধুমাত্রাঃ সপ্তাহং স্থিতা মুষ্ককভস্মনি।
কণ্ঠরোগেষু সর্ব্বেষু ধার্য্যাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ॥১৬৯
গৃহধূমো যবক্ষারপাঠাব্যোষং রসাঞ্জনম্।
তেজোহ্বা ত্রিফলা লোধ্রং চিত্রকশ্চেতি চূর্ণিতম্
সক্ষৌদ্রং ধারয়েদেতৎ গলরোগবিনাশনম্।
কালকং নাম তচ্চূর্ণং দন্তাস্যগলরোগনুৎ॥ ১৭০
ইতি কালকচূর্ণম্।
মনঃশিলা যবক্ষারো হরিতালং সসৈন্ধবম্।
দার্ব্বী ত্বক্ চেতি তচ্চূর্ণং মাক্ষিকেণ সমাযুতম্

মূর্চ্ছিতং ঘৃতমণ্ডেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ।
মুখরোগেষু চ শ্রেষ্ঠং পীতকং নাম কীর্ত্তিতম্॥১৭১
ইতি পীতকচূর্ণম্।
মৃদ্বীকা কটুকা ব্যোষং দার্ব্বীত্বক্ ত্রিফলাঘনম্।
মূর্চ্ছিতং ঘৃতমণ্ডেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ॥ ১৭২
ইতি মৃদ্বীকাদিচূর্ণম্।
পাঠাং রসাঞ্জনং মূর্ব্বা তেজোহ্বেতি চ চূর্ণিতম্।
ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্যং গলরোগভিষগ্জিতম্।
যোগাস্ত্বেতে ত্রয়ঃ প্রোক্তা বাতপিত্ত-
কফাপহাঃ॥ ১৭৩
কটুকাতিবিষাপাঠাদার্ব্বীমুস্তকলিঙ্গকাঃ।
গোমূত্রক্বথিতাঃ পেয়াঃ কণ্ঠরোগবিনাশনাঃ॥১৭৪
স্বরসঃ ক্বথিতো দার্ব্ব্যা ঘনীভূতো রসক্রিয়া।
সক্ষৌদ্রমুখরোগাসৃগ্দোষনাড়ীব্রণাপহা॥ ১৭৫
তালুশোষে সতৃষ্ণাস্কসর্পিষোত্তরভক্তিকম্

মুতা, আকনাদি, লতাকটকী (গঙ্গাধর পাঠ—রসাঞ্জন), লোধ, দারুহরিদ্রা ও কুড় সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া দন্তে ঘর্ষণ করিলে রক্তস্রাব, কণ্ডু ও বেদনা নষ্ট হয়। ১৬৮। পঞ্চকোল, তালীশপত্র, ছোট এলাচ, মরিচ, দারুচিনি এই সকলের চূর্ণ এবং পলাশ-ক্ষার ঘণ্টাপারুলীর ক্ষার ও যবক্ষার একত্র করিয়া উহাদের দ্বিগুণ পরিমাণ গুড়ের সহিত পাক করিয়া কুলের মত (কেহ বলেন এক তোলা পরিমাণে) গুলিকা সকল প্রস্তুত করিবে। ঐ সকল গুলিকা ঘণ্টাপারুলীর ক্ষারের মধ্যে একসপ্তাহ স্থাপন করিবে। এই গুলিকা মুখে ধারণ করিলে সকল প্রকার কণ্ঠরোগেই অমৃতের ন্যায় ক্রিয়া করিয়া থাকে। ১৬৯। ঝুল, যবক্ষার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, চৈ, ত্রিফলা, লোধ ও চিতার মূল সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত আলোড়নপূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে দন্ত, আস্য ও গলরোগের শান্তি হয়। ইহার নাম কালকচূর্ণ। ১৭০

ইতি কালকচূর্ণ।

মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব, দারু-[illegible] ও দারুচিনি সমান সমান ভাগে [illegible]র্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত আলোড়নপূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকার কণ্ঠরোগে ধারণ করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার মুখরোগেই উৎকৃষ্ট। ইহার নাম পীতকচূর্ণ। ১৭১

ইতি পীতকচূর্ণ।

কিস্‌মিস, কট্‌কী, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, ত্রিফলা ও মুতা এবং আকনাদি, রসাঞ্জন, মুর্গা ও চৈ সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত আলোড়নপূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকার কণ্ঠরোগেই মুখে ধারণ করিবে। ১৭২

ইতি মৃদ্বীকাদিচূর্ণ।

উল্লিখিত তিনটী যোগ (কালকচূর্ণ, পীতকচূর্ণ ও মৃদ্বীকাদিচূর্ণ) যথাক্রমে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ মুখরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ১৭৩। কট্‌কী, আতইচ, আকনাদি, দারুহরিদ্রা, মুতা ও ইন্দ্রযব গোমূত্রের সহিত ক্বথিত করিয়া পান করিলে কণ্ঠরোগ নষ্ট হয়। ১৭৪। দারুহরিদ্রার কাথ জ্বাল দিতে দিতে ঘন হইয়া আসিলে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিবে। ইহাতে মুখরোগ, রক্তদোষ ও নাড়ীব্রণ নষ্ট হয়। ১৭৫। তালুশোষে তৃষ্ণা থা[illegible] [illegible]কালিক ঘৃত পান করিবে আর

নাবনং মধুরাঃ স্নিগ্ধাঃ শীতাশ্চৈব রসা হিতাঃ ॥১৭৬
মুখপাকে শিরাকর্ম্ম শিরঃকায়বিরেচনম্।
মূত্রতৈলঘৃতক্ষৌদ্রক্ষীরৈশ্চ কবলগ্রহঃ ॥ ১৭৭
সক্ষৌদ্রাস্ত্রিফলাপাঠামৃদ্বীকাজাতিপল্লবাঃ।
কষায়তিক্তকাঃ শীতাঃ ক্বাথাশ্চ মুখধাবনাঃ ॥১৭৮
তুলাং খদিরসারস্য দ্বিতুলামরিমেদসঃ।
প্রক্ষাল্য জর্জ্জরীকৃত্য চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ ॥
দ্রোণশেষং কষায়ং তং পক্ত্বা ভূয়ঃ পচেচ্ছনৈঃ।
ততস্তস্মিন্ ঘনীভূতে চূর্ণীকৃত্যাক্ষভাগিকম্ ॥
চন্দনং পদ্মকোশীরং মঞ্জিষ্ঠা ধাতকী ঘনম্।
প্রপুণ্ডরীকং যষ্ট্যাহ্বত্বগেলাপত্রকেশরম্ ॥
লাক্ষা রসাঞ্জনং মাংসীং ত্রিফলাং লোধ্রবালকম্
রজন্যৌ ফলিনীমেলাং সমঙ্গাং কট্‌ফলং বচাম্
যবাসাগুরুপত্তঙ্গগৈরিকাঞ্জনমাবপেৎ।
লবঙ্গনখকক্কোলজাতিকোশান্ পলোন্মিতান্ ॥
কর্পূরকুড়বঞ্চাপি পুনঃ শীতেঽবতারিতে।
ততশ্চ গুলিকাঃ কার্য্যাঃ শুষ্কাশ্চাস্যেন ধারয়েৎ।
তৈলঞ্চানেন কল্কেন কষায়েণ চ সাধয়েৎ।
দন্তানাং চলনং ভ্রংশং শৌষির্য্যক্রিমিরোগহৃৎ ॥
মুখপাকাস্যদৌর্গন্ধ্যজাড্যারোচকনাশনম্।
স্রাবোপলেপপৈচ্ছিল্যবৈস্বর্য্যগলরোগহৃৎ ॥
দন্তাস্যগলরোগেষু সর্ব্বেষাং তৎ পরায়ণম্ ॥১৭৯

ইতি খদিরাদিগুটিকা তৈলঞ্চ।

(অথ অরোচকনিদানম্।)

বাতাদিভিঃ শোকভয়াতিলোভ-
ক্রোধৈর্মনোঘ্নাশনগন্ধরূপৈঃ।
অরোচকাঃ স্যুঃ পরিহৃষ্টদন্ত-
কষায়বক্ত্রশ্চ মতোঽনিলেন ॥ ১৮১

ইহাতে নস্য এবং মধুর স্নিগ্ধ ও শীতল মাংস-রস হিতকর। ১৭৬। মুখপাকে শিরাব্যধন, শিরোবিরেচন, কায়বিরেচন এবং গোমূত্র তৈল ঘৃত মধু ও দুগ্ধের কবল হিতকর। ১৭৭। মুখপাকে ত্রিফলা, আকনাদি, কিস্‌মিস্ ও জাতিপল্লবের ক্বাথ এবং কষায় তিক্ত ও শীতল ক্বাথ সকল মুখধাবনে প্রশস্ত। ১৭৮। শ্বেত-খদির সাড়ে বার সের ও বিট্‌ খদির (অরিমেদ) পঁচিশ সের উত্তমরূপে ধৌত ও চূর্ণ করিয়া চারি দ্রোণ জলে (দ্বৈগুণ্য হেতু আট দ্রোণ) পাক করিয়া চারি ভাগের এক ভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার আস্তে আস্তে পাক করিতে থাকিবে। ক্বাথ ঘনীভূত হইয়া আসিলে বক্ষ্যমাণ দ্রব্যসমূহের চূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। কল্কদ্রব্য যথা;—রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, ধাইফুল, মুতা, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, দারুচিনি, ছোট এলাচ, তেজপাতা ও নাগ-কেশর (গঙ্গাধর পাঠ—পদ্মকেশর), লাক্ষা, রসাঞ্জন, জটামাংসী, ত্রিফলা, লোধ, বালা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, বড় এলাচ, বরাহ-ক্রান্তা, কট্‌ফল, বচ, দুরালভা, অগুরু, পত্তঙ্গ (বকম) ও গৈরিক। অনন্তর উক্ত সমস্ত দ্রব্য অবতারিত করিয়া শীতল হইলে তাহাতে লবঙ্গ, নখী, কক্কোল (কাকলা) ও জৈত্রীর চূর্ণ এক এক পল এবং কর্পূর আধ সের প্রক্ষেপ করিবে। অনন্তর গুলিকা প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিয়া মুখে ধারণ করিবে। আর ঐ সকল দ্রব্যের কল্ক ও কষায়ের সহিত তৈল পাক করিয়াও মুখে ধারণ করা যাইতে পারে [তৈল শীতল হইলে পরে উহাতে কর্পূর প্রক্ষেপ করিবে]। উক্ত গুলিকা বা তৈল মুখে ধারণ করিলে দন্তসমূহের চলন, ভ্রংশ, সচ্ছিদ্রতা, ক্রিমি, মুখপাক, মুখদৌর্গন্ধ্য, মুখের জাড্য, অরুচি, স্রাব, উপলেপ, পিচ্ছিলতা, বিস্বরতা ও গলশোষ নবারিত হয়। এই গুলিকা ও তৈল সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ, মুখরোগ ও গল-রোগে হিতকর।

ইতি মুখরোগচিকিৎসা।

(অরুচিনিদান)

অরুচি পাঁচ প্রকার; বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সান্নিপাতিক। এই চারি প্রকার এবং পঞ্চম প্রকার শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ, মনোঘ্ন ভোজন, মনোঘ্ন গন্ধ সেবন ও মনোঘ্ন রূপদর্শন হেতু উৎপন্ন হয়। ১৮০। বাতজ অরুচিতে দন্তহর্ষ ও মুখের আস্বাদ

কট্বম্লমুষ্ণং বিরসঞ্চ পূতি ।
পিত্তেন বিদ্যাল্লবণঞ্চ বক্ত্রম্ ॥ ১৮২
মাধুর্য্যপৈচ্ছিল্যগুরুত্বশৈত্য-
বিবদ্ধসম্বদ্ধযুতং কফেন ॥ ১৮৩
অরোচকে শোকভয়াতিলোভ-
ক্রোধাদ্যহৃদ্যাশনগন্ধজে স্যাৎ।
স্বাভাবিকশ্চাস্যরসোঽরুচিশ্চ
ত্রিদোষজং নৈকরসং ভবেৎ তু ॥ ১৮৪।১৮৫

ইত্যরোচকনিদানম্।

(অথ অরোচকচিকিৎসা।)

অরুচৌ কবলগ্রাহা ধূমাঃ সমুখধাবনাঃ।
মনোজ্ঞমন্নপানঞ্চ হর্ষণাশ্বাসনানি চ ॥ ১৮৬
কুষ্ঠসৌবর্চ্চলাজাজীশর্করা মরিচং বিড়ম্।
ধাত্র্যেলাপদ্মকোশীরপিপ্পল্যুৎপলচন্দনম্ ॥
লোধ্রং তেজোবতী পথ্যা ত্র্যূষণং সযবাগ্রজম্।
আর্দ্রাদাড়িমনির্য্যাসশ্চাজাজীশর্করাযুতাঃ ॥
সতৈলমাক্ষিকাস্ত্বেতে চত্বারঃ কবলগ্রহাঃ।

চতুরোঽহরোচকান্ হন্যুর্বাতাদ্যেকজ-
সর্ব্বজান্ ॥ ১৮৭
কারবীমরিচাজাজী দ্রাক্ষাবৃক্ষাম্লদাড়িমম্।
সৌবর্চ্চলং গুড়ং ক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচক-
নাশনম্ ॥ ১৮৮
বস্তিঃ সমীরণে পিত্তে বিরেকং বমনং কফে।
কুর্য্যাদ্ধৃদ্যানুকুলানি হর্ষণঞ্চ মনোঘ্নজে ॥ ১৮৯

ইত্যরোচকচিকিৎসা।

(অথ কর্ণরোগনিদানম্।)

নাদোঽতিরুক্কর্ণমলস্য শোষঃ
স্রাবস্তনুশ্চাশ্রবণঞ্চ বাতাৎ ॥ ১৯০
শোফঃ সরাগো দরণং বিদাহঃ
সপীতপূতিস্রবণশ্চ পিত্তাৎ ॥ ১৯১
বৈশ্রুত্যকণ্ডূস্থিরশোফশুক্ল-
স্নিগ্ধাস্রুতিঃ শ্লেষ্মভবেঽল্পরুক্ চ ॥ ১৯২

কষায় হয়। ১৮১। পিত্তজ অরুচিতে মুখ কটু, অম্ল। উষ্ণ, বিরস ও পূতি হয়। ১৮২। কফজ অরুচিতে মুখের মাধুর্য্য, পিচ্ছিলতা, গুরুতা ও শৈত্য হয়। আর ইহার সহিত মলবিবন্ধের সম্বন্ধ থাকে। ১৮৩। শোক, ভয়, অতিলোভ ও ক্রোধাদি এবং মনোঘ্ন ভোজন, মনোঘ্ন ঘ্রাণ ও মনোঘ্ন রূপ দর্শন হেতু যে অরুচি উৎপন্ন হয়, তাহাতে মুখের রস স্বাভাবিক থাকে। ১৮৪। সান্নিপাতিক অরুচিতে মুখের এক রস থাকে না। ১৮৫।

ইতি অরুচিনিদান।

(অরুচিচিকিৎসা)

অরুচিতে কবলগ্রহণ, ধূমপান, মুখধাবন, মনোজ্ঞ অন্নপান, হর্ষণ ও আশ্বাসন আবশ্যক। ১৮৬। কুড়, সৌবর্চ্চল লবণ, কৃষ্ণজীরা, শর্করা, মরিচ ও বিটলবণ। আমলকী, ছোট এলাচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, পিপুল, নীলোৎপল ও রক্তচন্দন। লোধ, চৈ, হরীতকী, ত্রিকটু ও যবক্ষার এবং আদা, দাড়িমের রস, কৃষ্ণজীরা ও শর্করা। এই চারিটী ভিন্ন ভিন্ন যোগ তৈল ও মধুর সহিত গুলিয়া কবল করিলে যথাক্রমে বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ অরুচি নষ্ট হয়। ১৮৭। কারবী (কৃষ্ণজীরা), মরিচ, অজাজী (জীরা), দ্রাক্ষা, বৃক্ষাম্ল (মহার্দ্রক), দাড়িম, সৌবর্চ্চল, গুড় ও মধু সমান সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া কবল করিলে সর্ব্ব প্রকার অরুচি নষ্ট হয়। ১৮৮। বাতিক অরুচিতে বস্তি, পৈত্তিকে বিরেচন, শ্লৈষ্মিকে বমন এবং মনোঘ্নজ অরুচিতে সর্ব্ব প্রকার মনোনুকূল আচরণ ও আশ্বাস প্রয়োগ করিবে। ১৮৯

ইতি অরুচিচিকিৎসা।

(কর্ণরোগনিদান।)

বাতজ কর্ণরোগে কর্ণনাদ, কর্ণে তীব্র-বেদনা, কর্ণমলের শোষ এবং পাতলা স্রাব বা অস্রাব (গঙ্গাধর পাঠ অশ্রবণ) হয়। ১৯০। পৈত্তিক কর্ণরোগে রক্তবর্ণ শোফ-দরণ, বিদাহ (দাহযুক্ত বেদনা) এবং পীতবর্ণ পূতিস্রাব নিঃসৃত হয়। ১৯১। শ্লৈষ্মিক কর্ণরোগে বৈশ্রুত্য (শ্রবণাভাব বা অন্যথা শ্রবণ), কণ্ডূয়ন, স্থিরশোথ, শুক্ল ও স্নিগ্ধ স্রাব

সর্ব্বাণি রূপাণি তু সন্নিপাতাৎ
স্রাবশ্চ তত্রাধিকদোষবর্ণঃ ॥ ১৯৩

ইতি কর্ণরোগনিদানম্।

(অথ কর্ণরোগচিকিৎসা।)

কর্ণশূলে তু বাতঘ্নী হিতা পীনসবৎ ক্রিয়া।
প্রদেহাঃ পূরণং নস্তং পাকস্রাবে ব্রণক্রিয়াঃ।
ভোজ্যানি চ যথাদোষং কুর্য্যাৎ স্নেহাংশ্চ পূরণান্ ॥ ১৯৪

হিঙ্গুতুম্বুরুশুণ্ঠীভিস্তৈলং সার্ষপং পচেৎ।
এতদ্ধি পূরণং শ্রেষ্ঠং কর্ণশূলনিবারণম্ ॥ ১৯৫

দেবদারুবচাশুণ্ঠীশতাহ্বাকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ।
তৈলং সিদ্ধং বস্তমূত্রে কর্ণশূলনিবারণম্ ॥ ১৯৬

বরাটকান্ সমাহৃত্য দহেন্মৃদ্ভাজনে নবে।
তদ্ভস্ম শ্চ্যোতয়েৎ তেন গন্ধতৈলং বিপাচয়েৎ
রসাঞ্জনস্য শুণ্ঠ্যাশ্চ কল্কাভ্যাং কর্ণশূলনুৎ ॥ ১৯৭

শুষ্কমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গু মহৌষধম্।
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারু শিগ্রু রসাঞ্জনম্ ॥
সৌবর্চ্চলযবক্ষারস্বর্জ্জিকোদ্ভিদসৈন্ধবম্।
ভূর্জ্জগ্রন্থি বিড়ং মুস্তং মধুশুক্তং চতুর্গুণম্ ॥
মাতুলুঙ্গরসশ্চৈব কদল্যা রস এব চ।
সর্ব্বৈরেতৈর্যথোদ্দিষ্টৈঃ ক্ষারতৈলং বিপাচয়েৎ ॥
বাধির্য্যং কর্ণনাদশ্চ পূযস্রাবশ্চ দারুণঃ।
ক্রিময়ঃ কর্ণশূলঞ্চ পূরণাদস্য নশ্যতি ॥
মুখকর্ণাক্ষিরোগেষু যথোক্তং পীনসে বিধিম্।
কুর্য্যাদ্ভিষক্ সমীক্ষ্যাদৌ দোষকালবলাবলম্ ॥ ১৯৮

ইতি কর্ণরোগচিকিৎসা।

ও অল্প বেদনা হয়। ১৯২। সান্নিপাতিক কর্ণরোগে ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিত হইয়া প্রকাশ পায় এবং স্রাবে দোষ ও বর্ণের আধিক্য হয়। ১৯৩

ইতি কর্ণরোগনিদান।

(কর্ণরোগচিকিৎসা।)

কর্ণশূলে পীনসরোগের ন্যায় বাতঘ্নী ক্রিয়া, প্রলেপপূরণ ও নস্য হিতকর। কর্ণের পাক ও স্রাব হইলে ব্রণবিহিত ক্রিয়া আবশ্যক। কর্ণরোগে দোষানুসারে ভোজ্য ও কর্ণপূরণ স্নেহ সকল প্রয়োগ করিতে হয়। ১৯৪। কর্ণপূরণ স্নেহ যথা—হিঙ্গু, তুম্বুরু ধনে ও শুঁঠের কল্কের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিবে। এই তৈলে কর্ণপূরণ করিলে বিশেষরূপে কর্ণশূল নিবারিত হয়। ১৯৫। দেবদারু, বচ, শুঁঠ, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধবের কল্ক এবং ছাগমূত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবৃত্ত হয়। ১৯৬। বরাটক (ঘেঁচুকড়ি) আহরণ করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে দগ্ধ করিবে। অনন্তর সেই ভস্ম চতুর্গুণ বা ষড়্গুণ জলে একুশবার স্রাবিত করিয়া সেই জলের সহিত সুবাসিত তৈল (জলের চতুর্থাংশ তৈল) রসাঞ্জন ও শুঠীর কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে। এই তৈলে কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবৃত্ত হয়। ১৯৭। শুষ্কমূলক (গঙ্গাধরপাঠ—কচি মূলো) দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। সেই ক্ষার হিঙ্গু, শুঁঠ, শুলফা, বচ, কুড়, দারুহরিদ্রা, সজিনামূলের ছাল, রসাঞ্জন, সৌবর্চ্চল, যবক্ষার, সর্জ্জিক্ষার, উদ্ভিদলবণ, সৈন্ধব, ভূর্জ্জগ্রন্থি, বিট্‌লবণ ও মুতার কল্ক সর্ব্বসমেত এক সের; মধুশুক্ত ষোল সের, গোঁড়ানেবুর রস ষোল সের, কদলীমূলের রস ষোল সের এবং তৈল চারি সের পাক করিবে। ইহাকে ক্ষারতৈল বলে। ইহাতে কর্ণপূরণ করিলে বাধির্য্য, কর্ণনাদ, নিদারুণ পূয়স্রাব, কর্ণক্রিমি ও কর্ণশূল নষ্ট হয়। চিকিৎসক দোষ কাল ও বলাবল বিবেচনা করিয়া এই তৈল মুখরোগ, কর্ণরোগ ও অক্ষিরোগসমূহে প্রয়োগ করিবেন। [মধুশুক্ত প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা,—গোঁড়ানেবুর রস একপ্রস্থ, মধু এককুড়ব, পিপুলচূর্ণ একপল, এই সকল একত্র করিয়া মধুপাত্রে রাখিবে এবং ঐ পাত্র ধান্যরাশির মধ্যে একমাস স্থাপন করিবে। ইহাকেই মধুশুক্ত কহে]। ১৯৮।

ইতি ক্ষারতৈল।

(অথ নেত্ররোগনিদানম্।)

অল্পাশ্রুরাগাল্পশদেহতা চ
প্রস্পন্দতোদাত্তিরুজশ্চ বাতাৎ॥ ১৯৯
পিত্তাত্তু দাহার্ত্তিরুজোষ্ণতিরাগাঃ
পীতোপদেহঃ সুভৃশোষ্ণমশ্রু॥ ২০০
শুক্লোপদেহো বহুপিচ্ছিলাশ্রু
নেত্রং কফাৎ স্যাৎ গুরুতাসকণ্ডু॥ ২০১
সর্ব্বাণি রূপাণি তু সন্নিপাতাৎ
নেত্রাময়া ষণ্ণবতিস্তু ভেদাৎ॥ ২০২
তেষামভিব্যক্তিরভিপ্রদিষ্টা
শালাক্যতন্ত্রেষু চিকিৎসিতঞ্চ।
পরাধিকারে তু ন বিস্তরোক্তিঃ
শস্তেতি তেনাত্র ন নঃ প্রয়াসঃ॥ ২০৩

ইতি নেত্ররোগনিদানম্।

(নেত্ররোগনিদান।)

বাতিক নেত্ররোগে চক্ষুতে অল্প অশ্রু (অল্প অশ্রু গঙ্গাধরে নাই), অল্পরাগ, অল্পশুক্ষতা, স্পন্দন, তোদ ও বেদনা (গঙ্গাধর-পাঠ—ভেদ) হয়। ১৯৯। পৈত্তিক নেত্ররোগে দাহ, যাতনা, বেদনা, অতিরক্তিমা, লিপ্ততা, লিপ্তস্থানের পীতবর্ণতা এবং অত্যন্ত উষ্ণ অশ্রু নিঃসৃত হয়। ২০০। শ্লৈষ্মিক নেত্ররোগে চক্ষুর লিপ্ততা, লিপ্তস্থানের শুক্লতা, বহুপিচ্ছিলতা, গুরুতা ও কণ্ডু হইয়া থাকে। ২০১। সান্নিপাতিক নেত্ররোগে ত্রিদোষের সমস্ত লক্ষণ মিলিত হইয়া প্রকাশ পায়। ২০২। নেত্ররোগ ছিয়ানব্বই প্রকার। ইহাদের বিশেষ বর্ণনা শালাক্যতন্ত্রে উপদিষ্ট আছে। পরাধিকারে বিস্তরোক্তি অন্যায় বলিয়া আমরা এ স্থলে ইহাদের বর্ণনা করিলাম না। [শালাক্যতন্ত্র বাগ্ভটে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত আছে। বাগ্ভটের উত্তরস্থানের বর্ত্মরোগ, সন্ধিসিতাসিতারোগ ও

(অথ নেত্ররোগচিকিৎসা।)

নেত্ররোগে সদ্যুৎপন্নে ত্বরুণে তু বিড়ালকঃ।
কার্য্যো দাহোপদেহাশ্রুশোফরাগনিবারণঃ॥২০৪
নাগরং সৈন্ধবং সর্পির্ম্মণ্ডেন চ রসক্রিয়া।
নিম্বষ্টং বাতিকে তদ্বন্মুস্তসৈন্ধবগৈরিকম্।
তথা শাবরকং লোধ্রং ঘৃতভৃষ্টং বিড়ালকঃ।
কার্য্যা হরীতকী তদ্বৎ ঘৃতভৃষ্টা রুজাপহা॥ ২০৫
পৈত্তিকে চন্দনানন্তামঞ্জিষ্ঠাভির্বিড়ালকঃ॥ ২০৬
কার্য্যঃ পদ্মকযষ্ট্যাহ্বমাংসীকালীয়কৈস্তথা॥ ২০৭
গৈরিকং সৈন্ধবং মুস্তং রোচনা চ রসক্রিয়া॥২০৮

(নেত্ররোগচিকিৎসা।)

নেত্ররোগ উৎপন্ন হইবামাত্র নেত্রের বহির্দ্দেশে শালাক্যতন্ত্রোক্ত বিড়ালক নামক প্রলেপ দিবে। তাহাতে দাহ, লিপ্ততা, অশ্রু, শোথ ও রক্তিমা নিবৃত্ত হয়। ২০৪। শুঁঠচূর্ণ যত, সৈন্ধবচূর্ণ তত একত্র করিয়া ঘৃতের সহিত পিণ্ডিত করিবে। এইরূপে মধু, সৈন্ধব ও গৈরিক ঘৃতের সহিত পিণ্ডিত করিবে। এই দুই রসক্রিয়া বাতিক নেত্ররোগে উত্তম বিড়ালক হয়। এইরূপ শ্বেত লোধের কল্ক তপ্ত ঘৃতের সহিত সিদ্ধ করিয়া বিড়ালক দিবে। আর সেইরূপ হরীতকীর কল্ক ঘৃতে তপ্ত করিয়া বিড়ালক দিবে। [রসক্রিয়া শব্দে গঙ্গাধর এইরূপ অর্থ করেন। দ্রবদ্রব্যের সহিত ঘুঁটিয়া পাক করিয়া ঘন করিয়া লইলে তাহাকে রসক্রিয়া বলে। কিন্তু যে স্থানে মধুর সহিত ঘুঁটিয়া লইয়া রসক্রিয়া করিতে হয়, সে স্থলে 'পাক' সম্ভব হয় না। বোধ হয় রসক্রিয়ার অর্থ রাসায়নিক যোগ। আমরা সর্ব্বত্র তাহাই লিখিয়াছি]। ২০৫। পৈত্তিক নেত্ররোগে রক্তচন্দন, অনন্তমূল ও মঞ্জিষ্ঠার সহিত বিড়ালক দিবে। সেইরূপ পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, জটামাংসী ও কালীয়কের সহিত বিড়ালক প্রয়োগ করিবে। ২০৬। পৈত্তিক নেত্ররোগে গৈরিক, সৈন্ধব, মুস্তক ও গোরোচনার

কফে কার্য্যস্তথা কৌন্ত্রপ্রিয়ঙ্গু সমনঃশিলম্‌ ॥২০৯
সন্নিপাতে তু সর্ব্বৈঃ স্যাদ্বহিরক্ষোঃ প্রলেপনম্‌।
পক্ষ্মণ্যস্পৃষ্ঠতো কার্য্যং সম্যক্‌ নেত্রাঞ্জনং ত্র্যহাৎ ॥ ২১০
আশ্চ্যোতনং মারুতজে কাথো বিল্বাদিভিঃ শুভম্‌।
কোষ্ণঃ সৈরগুতর্কারীবৃহতীমধুশিগ্রুভিঃ ॥ ২১১
দ্রাক্ষা দার্ব্বী সমঞ্জিষ্ঠা লাক্ষাজিমধুকোৎপলৈঃ।
কাথঃ সশর্করঃ শীতঃ পূরণং রক্তপিত্তনুৎ ॥ ২১২
নাগরং ত্রিফলামুস্তনিম্ববাসারসঃ কফে।
কোষ্ণমাশ্চ্যোতনং মিশ্রৈরৌষধৈঃ সান্নিপাতিকে ॥ ২১৩
বৃহত্যেরগুমূলত্বক্‌ শিগ্রোঃ পুষ্পং সসৈন্ধবম্‌।
অজাক্ষীরেণ পিষ্টং স্যাদ্বর্ত্তির্বাতাক্ষিরোগনুৎ ॥১৪
অয়সঃ ক্ষারকাঃ শঙ্খাস্ত্রিফলা মধুকং বলা।
পিত্তরক্তাপহা বর্ত্তিঃ পিষ্টা দিব্যেন বারিণা ॥ ২১৫
সৈন্ধবং ত্রিফলা ব্যোষং শঙ্খনাভিঃ সমুদ্রজঃ।
ফেনঃ শৈলেয়কং সর্জ্জো বর্ত্তিঃ শ্লেষ্মাক্ষিরোগনুৎ ॥ ২১৬
প্রপৌণ্ডরীকং যষ্ট্যাহ্বং দার্ব্বীকাষ্ঠপলাংশিকাম্‌।
জলে পক্ত্বা রসে পূতে পুনঃ পক্কে রসে ঘনে ॥
কর্ষশ্চ শ্বেতমরিচা দ্রোণীপুষ্পা নবোৎপলম্‌।
চূর্ণং ক্ষিপ্ত্বা কৃতা বর্ত্তিঃ সর্ব্বঘ্নী দৃক্‌প্রসাদনী ॥১৭
অমৃতা মধুকং নিম্বপটোলং ছাগলং শকৃৎ।
বাসা প্রপুণ্ডরীকঞ্চ দার্ব্বী কালানুসারিণী ॥
এষামষ্টপলান্‌ ভাগান্‌ সুধৌতান্‌ জর্জ্জরীকৃতান্‌
তোয়ে পক্ত্বা রসে পূতে ভূয়ঃ পক্কে ঘনে রসে ॥

দিবে। ২০৮। সান্নিপাতিক নেত্ররোগে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি ত্রিদোষের ঔষধ একত্র করিয়া নেত্রের বাহিরে প্রলেপ দিবে। ২০৯। নেত্ররোগে প্রথম তিন দিন অঞ্জন দিতে নাই। তিন দিনের পর অক্ষি প্রক্ষালন করিয়া অঞ্জন দিবে। অঞ্জন চক্ষুর মধ্যে দিবে। চক্ষুর পক্ষ্মে দিবে না। ২১০। বাতিক নেত্ররোগে বিল্বাদি পঞ্চমূল, এরণ্ডমূল, জয়ন্তী, বৃহতী ও মধুশিগ্রু (রক্ত সজিনা) জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে সেচন করিবে। ২১১। দ্রাক্ষা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, যৌলফুল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপলের কাথ শর্করা যুক্ত ও শীতল করিয়া চক্ষুতে পূরণ করিলে চক্ষুর রক্তিমাদি রক্তপিত্তলক্ষণ সকল দূরীভূত হয়। ২১২। শ্লৈষ্মিক নেত্ররোগে শুঁঠ, ত্রিফলা, মুতা, নিমছাল ও বাসকছালের রস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া আশ্চ্যোতন করিবে। সান্নিপাতিক নেত্ররোগে ত্রিদোষোক্ত কাথ আশ্চ্যোতন করিবে। ২১৩। বৃহতী ও এরণ্ডমূলের ছাল, সজিনার মূল (গঙ্গাধরপাঠ-সজিনার মূল) ও সৈন্ধব অজা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি অজাক্ষীর বা উষ্ণ

বাতজ নেত্ররোগ শান্ত হয়। ২১৪। মালতীর ক্ষার, শঙ্খ-ভস্ম, ত্রিফলা, যষ্টিমধু ও বেলেড়া বৃষ্টির জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে রক্তপিত্ত-জনিত অক্ষিরোগ শান্ত হয়। ২১৫। সৈন্ধব, ত্রিফলা, ত্রিকটু, শঙ্খভস্ম, সমুদ্রফেন, শৈলজ ও ধুনার বর্ত্তি শ্লৈষ্মিক অক্ষিরোগ নাশ করে। ২১৬। পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা পৃথক্‌ পৃথক্‌ আট পল অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর উহা পুনর্ব্বার পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে উহাতে সজিনাবীজের চূর্ণ দুই তোলা, দ্রোণপুষ্পীর (মলঘসের) চূর্ণ দুই তোলা ও কাঁচা নীলোৎপলের কল্ক দুই তোলা প্রক্ষেপ দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি সর্ব্বদোষনাশিনী ও দৃষ্টিপ্রসাদনী. [এই যোগ গঙ্গাধরে নাই] ॥ ২১৭। গোলঞ্চ যষ্টিমধু ও নিম (গঙ্গাধরপাঠ—মৃণাল ও বিম্ব) পলতা, ছাগবিষ্ঠা, বাসক (গঙ্গাধরপাঠ—যষ্টিমধু), দারুহরিদ্রা ও অনন্তমূল সুধৌত করিয়া চূর্ণীকৃত করিবে। সর্ব্বশুদ্ধ আট পল (গঙ্গাধরপাঠ—প্রত্যেকে অর্দ্ধপল) গ্রহণ করিবে এবং অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ কাথ পুনর্ব্বার

সিতামরিচয়োঃ কর্ষং জাতিপুষ্পাৎ নবোৎপলম্
চূর্ণং কৃত্বা কৃতা বর্ত্তিঃ সর্ব্বঘ্নী দৃক্‌প্রসাদনী ॥২১৮
শঙ্খপ্রবালবৈদূর্য্যলোহতাম্রপ্লবাস্থিভিঃ।
স্রোতোজশ্বেতমরিচৈর্বর্ত্তিঃ সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ॥
শাণার্দ্ধং মরিচাদ্দ্বৌ চ পিপ্পল্যর্ণবফেনয়োঃ।
শাণার্দ্ধং সৈন্ধবাচ্ছাণং নবসৌবীরকাঞ্জনাৎ॥
পিষ্টং সুসূক্ষ্মং চিত্রায়াং চূর্ণাঞ্জনমিদং শুভম্।
কণ্ডূকা চ কফার্ত্তানাং মলানাঞ্চ বিশোধনম্ ২২০
বস্তমূত্রে ত্র্যহং স্থাপ্যমেলাচূর্ণং সুভাবিতম্।
চূর্ণাঞ্জনঞ্চ তৈমির্য্যক্রিমিপৈল্যমলাপহম্ ॥ ২২১

সৌবীরমঞ্জনং তুত্থং তাপ্যো ধাতুর্মনঃশিলা।
চক্ষুষ্যং মধুকং লোহমণয়ঃ পেং যমঞ্জনম্ ॥ ২২২
সৈন্ধবং শৌকরী দংষ্ট্রা কতকস্যাঞ্জনং শুভম্।
তিমিরাদিষু চূর্ণং বা বর্ত্তির্বৈষমনুত্তমা ॥ ২২৩
কতকস্য ফলং শঙ্খঃ সৈন্ধবং ত্র্যূষণং সিতা।
ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা॥
কুক্কুটাণ্ডকপালঞ্চ বর্ত্তিরেষা ব্যপোহতি।
তিমিরং পটলং কাচং মলঞ্চাশু সুখাবতী ॥ ২২৪
ত্রিফলা কুক্কুটাণ্ডত্বক্ কাসীসময়সো রজঃ।
নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি ফেনঞ্চ সরিতাং পতেঃ
আজেন পয়সা পিষ্ট্বা ভাবয়েৎ তাম্রভাজনে।
সপ্তরাত্রং স্থিতং ভূয়ঃ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ বর্ত্তয়েৎ।
এষা দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিরজস্যাভিন্নচক্ষুষঃ ॥ ২২৫

ইতি দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তি।

ও মরিচ চূর্ণ দুই তোলা, জাতিপুষ্পচূর্ণ দুই তোলা ও কাঁচা নীলোৎপলচূর্ণ দুই তোলা প্রক্ষেপ দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি সর্ব্বদোষঘ্নী ও দৃষ্টিপ্রসাদিনী। [এই চিহ্নের অন্তর্গত পাঠ গঙ্গাধরে নাই]। ২১৮। শঙ্খভস্ম, প্রবালচূর্ণ, বৈদূর্য্যচূর্ণ, লৌহ ও তাম্র ভস্ম "ভেকের অস্থি"; স্রোতোজ (সৌবীরাঞ্জন) এবং শ্বেতমরিচ (সজিনার বীজ) একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। ইহা সর্ব্ব প্রকার অক্ষিরোগবিনাশ করে। [গঙ্গাধর প্লব শব্দে ভেক লিখিয়াছেন। প্লব শব্দে পানকৌড়িও হয়; এই সংহিতার অন্নপানীয় অধ্যায়ে প্লব শব্দ পানকৌড়ী অর্থেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। "লৌহ ও তাম্রভস্ম" পাঠ গঙ্গাধরের। ইহার পাঠান্তর "লোহিতাক্ষ" রক্তবর্ণাক্ষ নামে এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহাই অবশ্য লোহিতাক্ষ]। ২১৯। মরিচ অর্দ্ধশাণ (।০ আনা); পিপুল এক শাণ, সমুদ্র-ফেন এক শাণ, সৈন্ধব অর্দ্ধ শাণ ও সৌবীরাঞ্জন (সুবীরা—যমুনা। যমুনাজাত অঞ্জন) এক শাণ চিত্রানক্ষত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। এই অঞ্জনে কাচ কণ্ডু কফ ও নেত্রের মলিনতা নষ্ট হয়। ২২০। ছাগ-মূত্রে এলাচূর্ণ (গঙ্গাধরপাঠ—বিট্‌লবণচূর্ণ) তিন দিন উক্তরূপে ভাবনা দিবে। ইহার মল দূর হয়। ২২১। সৌবীর অঞ্জন তুত্থ (তুঁতে) তাপ্য (স্বর্ণমাক্ষিক); মনঃশিলা; মধুক (যষ্টিমধু); লৌহমণি (আতসী পাথর) ও পুষ্প কাসীশ একত্র করিয়া অঞ্জন দিলে চক্ষুর হিতকর হয়। ২২২। সৈন্ধব, শূকরদন্ত ও ও নির্ম্মলীর কাঁটা এই তিনটি পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিলে উত্তম অঞ্জন হয়। ইহা তিমিরাদি রোগের উৎকৃষ্ট বর্ত্তি। ২২৩। নির্ম্মলীফল, শঙ্খনাভিচূর্ণ, সৈন্ধব, ত্রিকটু, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা, কুক্কুটাণ্ডের খোসা এই সমুদায় দ্বারা অঞ্জন ও বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে তিমির, পটল, কাচ ও নেত্রের মল দূর হয়। ইহার নাম সুখাবতী বর্ত্তি। ২২৪। ত্রিফলা, কুক্কুটাণ্ডের খোসা,—হিরাকস," লৌহভস্ম, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেন ছাগলের দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাম্র-পাত্রে ছাগদুগ্ধের সহিত সপ্তাহ ভাবনা দিবে। অনন্তর ছাগলের দুগ্ধে পুনর্ব্বার পেষণ, করিয়া অঞ্জনবর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। যেরূপ অন্ধ হউক যদি তাহার চক্ষু ভিন্ন না হইয়া থাকে, তবে এই বর্ত্তি তাহাকে দৃষ্টি প্রদান করে। ২২৫

বদনে কৃষ্ণসর্পস্য নিহিতং মাসমঞ্জনম্।
ততস্তস্মাৎ সমুদ্ধৃত্য সশুষ্কং চূর্ণয়েদ্ বুধঃ॥
সুমনঃক্ষারকৈঃ শুষ্কৈরর্দ্ধাংশৈঃ সৈন্ধবেন চ।
একত্রিত্যাঞ্জনং কার্য্যং তিমিরঘ্নমনুত্তমম্॥ ২২৬
পিপ্পল্যঃ কিংশুকরসো বসা সর্পস্য সৈন্ধবম্।
জীর্ণং ঘৃতঞ্চ সর্ব্বাক্ষিরোগঘ্নী স্যাত্তুপক্রিয়া॥২২৭
কৃষ্ণসর্পবসা ক্ষৌদ্রং রসো ধাত্র্যা রসক্রিয়া।
শস্তা সর্ব্বাক্ষিরোগেষু কাচার্ব্বুদমলেষু চ॥ ২২৮
ধাত্রীরসাঞ্জনক্ষৌদ্রসর্পির্ভিস্ত রসক্রিয়া।
পিত্তরক্তাক্ষিরোগঘ্নী তৈমির্য্যপটলাপহা॥ ২২৯
ধাত্রীসৈন্ধবপিপ্পল্যঃ স্যুরম্লমরিচাঃ সমাঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তা নিহন্ত্যাক্ষ্যং পটলঞ্চ রসক্রিয়া॥২৩০
ইতি নেত্ররোগচিকিৎসা।

কৃষ্ণসর্পের মুখ কাটিয়া লইয়া সেই মুখের মধ্যে একমাস পর্য্যন্ত রসাঞ্জন পুরিয়া রাখিবে। একমাস পরে রসাঞ্জন উদ্ধার করিয়া শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। সেই রসাঞ্জন অর্দ্ধাংশ আর মালতীপুষ্পের ক্ষার ও সৈন্ধব উভয়ে অর্দ্ধাংশ মিশ্রিত করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে উৎকৃষ্ট তিমিরনাশক হয়। ২২৬। পলাশের মূল ছেদন করিলে যে রস নির্গত হয়, সেই রস, পিপুলচূর্ণ, কৃষ্ণসর্পের বসা, সৈন্ধব ও পুরাতন ঘৃত একত্র করিয়া ঘুঁটিয়া লইলে উত্তম রাসায়নিক অঞ্জন হয়। ২২৭। কৃষ্ণসর্পের বসা, মধু, ও আমলকীর রস একত্র ঘুঁটিয়া লইলে উত্তম রাসায়নিক অঞ্জন হয়। ইহা সর্ব্বপ্রকার অক্ষিরোগ, কাচ, অর্ব্বুদ ও মল নষ্ট করে। [গঙ্গাধরে নাই]। ২২৮। আমলকীরস, রসাঞ্জন, মধু ও ঘৃত আলোড়ন করিয়া লইলে উত্তম রাসায়নিক অঞ্জন হয়। ইহাতে পিত্তরক্তজ অক্ষিরোগ তিমির ও পটল নষ্ট করিয়া থাকে। ২২৯। আমলকী, সৈন্ধব ও পিপুল সমভাগ এবং অম্ল মরিচ একত্র করিয়া ক্ষৌদ্রের সহিত আলোড়ন করিয়া লইলে যে রাসায়নিক অঞ্জন হয়, তাহা অন্ধতা ও পটল নষ্ট করিয়া থাকে। [গঙ্গাধরে নাই]। ২৩০

ইতি নেত্ররোগচিকিৎসা।

(অথ খালিত্যরোগনিদানম্।)
তেজঃ সবাতং খলু কেশভূমিং
দগ্ধাশু কুর্য্যাৎ খলিতং নরস্য।
কিঞ্চিৎ তু দগ্ধা পলিতানি কুর্য্যা-
দ্ধরিৎপ্রভত্বঞ্চ শিরোরুহাণাম্॥ ২৩১
ইতি খালিত্যনিদানম্।
(অথ খালিত্যচিকিৎসা।)
ইত্যূর্দ্ধজত্রুগদৈকদেশঃ
প্রোক্তশ্চিকিৎসান্তু পরাং নিবোধ।
বিস্তারতঃ সংগ্রহতশ্চ সম্যগ্-
যথাক্রমং সৌম্য ময়োচ্যমানাম্॥ ২৩২
খালিত্যে পলিতে বল্যাং হরিলোম্নি চ
শোধিতম্।
নস্যৈস্তৈলৈঃ শিরোবক্ত্রপ্রলেপৈশ্চাপ্যু-
পাচরেৎ॥ ২৩৩

(খালিত্যনিদান)

তেজ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া কেশভূমিকে দগ্ধ করিয়া খালিত্য (টাক) উৎপাদন করে। কেশভূমি সম্পূর্ণ দগ্ধ না হইয়া কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইলে কেশ সকল শুভ্রবর্ণ বা হরিত বর্ণ হইয়া থাকে। [তবেই খালিত্যরোগ বাতপিত্তের আধিক্য হেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে]। ২৩১

ইতি খালিত্যনিদান।

(খালিত্যচিকিৎসা।)

হে সৌম্য (অগ্নিবেশ!)। এইরূপে নাসারোগ, শিরোরোগ, মুখরোগ, অরুচিরোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ ও খালিত্য রোগের আংশিক বর্ণনা করা হইল। এক্ষণে সংক্ষেপে ও সবিস্তার উহাদের চিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর, (এই সংহিতায় ঐ সকল রোগের নিদানাদি একস্থানে ও চিকিৎসা ভিন্ন স্থানে লিখিত হইয়াছে। আমরা পাঠকের সুবিধার্থ প্রত্যেক রোগের নিদান ও চিকিৎসা এক স্থানেই ব্যাখ্যা করিয়াছি, সম্প্রতি খালিত্যচিকিৎসা বর্ণিত হইতেছে)। ২৩২। খালিত্য, পলিত, বলী ও হরিত রোগে, রোগীকে শোধন

সিদ্ধং বিদারীগন্ধাদ্যৈর্জীবনীয়ৈস্তথাপি চ।
নস্তং স্যাদণুতৈলং বা খালিত্য-
পলিতাপহম্ ॥ ২৩৪

নস্তং স্যাৎ ভিষজা সম্যক্ যোজিতং পলিতাপহম্
ক্ষীরাৎ সহচরাৎ ভৃঙ্গরাজাচ্চ সুরসাৎ রসাৎ ॥
প্রস্থৈস্ত কুড়বৈস্তৈলাদ্‌যষ্ট্যাহ্বপলকল্কিতঃ।
সিদ্ধঃ শৈলাসনে ভাণ্ডে মেষশৃঙ্গে চ
সংস্থিতঃ ॥ ২৩৫

ভিষজাৎ ক্ষীরপিষ্টৌ বা চুর্ণিকাকরবীরকৌ।
উৎপাট্য পলিতে দেয়ৌ তাবুভৌ পলিতাপহৌ॥
মার্কবস্বরসাৎ ক্ষীরাদ্বিপ্রস্থং মধুকাৎ পলম্।
তৈঃ পচেৎ কুড়বং তৈলাৎ তন্নস্তং
পলিতাপহম্ ॥ ২৩৭

আদিত্যবল্ল্যা মূলানি কৃষ্ণশৈরেয়কস্ত চ।
সুরসস্ত চ পত্রাণি পত্রং কৃষ্ণশণস্ত চ॥
মার্কবং কাকমাচী চ মধুকং দেবদারু চ।
পৃথগ্দশপলাংশানি পিপ্পল্যস্ত্রিফলাঞ্জনম্॥
প্রপৌণ্ডরীকং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রং কৃষ্ণাগুরুৎপলম্।
আম্রাস্থি কর্দ্দমঃ কৃষ্ণো মৃণালী রক্তচন্দনম্॥
নীলীভল্লাতকাস্থীনি কাসীসমদয়ন্তিকাঃ।
সোমরাজ্যসনঃ শাস্ত্রং কৃষ্ণাং পিণ্ডীতচিত্রকৌ॥
পুষ্করার্জ্জুনকাশ্মর্য্যাণ্যাম্রজম্বুকলানি চ।
পৃথক্ পঞ্চ পলাংশানি তৈঃ পিষ্টৈরাঢ়কং পচেৎ
বৈভীতকস্ত তৈলস্ত ধাত্রীরসচতুর্গুণম্।
কুর্য্যাদাদিত্যপাকং বা যাবচ্ছুষ্কো ভবেদ্রসঃ॥
লৌহপাত্রে ততঃ পূতং সংশুদ্ধমুপযোজয়েৎ।
পানে নস্তক্রিয়ায়াঞ্চ শিরোহভ্যঙ্গে তথৈব চ॥
এতচ্চক্ষুষ্যমায়ুষ্যং শিরসঃ সর্ব্বরোগহৃৎ।
মহানীলমিতি খ্যাতং পলিতঘ্নমনুত্তমম্॥ ২৩৮
ইতি মহানীলতৈলম্।

করিয়া নস্ত,তৈল শিরঃপ্রলেপ ও মুখপ্রলেপ সহকারে চিকিৎসা করিবে। ২৩৩। শালপর্ণ্যাদি গণ বা জীবনীয় গণের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে এবং পূর্ব্বোক্ত অণুতৈলের নস্ত প্রয়োগ করিলে খালিত্য ও পলিতরোগের শান্তি হয়। ২৩৫। দুগ্ধ, ঝিণ্টীরস, ভৃঙ্গরাজের রস ও তুলসীর রস পৃথক্ পৃথক্ চারি সের, যষ্টিমধুর কল্ক এক পল এবং তৈল এক কুড়ব (অর্দ্ধ সের) একত্র পাক করিবে। এই তৈল প্রস্তরবৎ কঠিনপাত্র কিম্বা মেষশৃঙ্গে রাখিবে। ইহার নস্তে পলিত নষ্ট হয়। ২৩৫। পলিতকেশ উৎপাটন করিয়া সেই স্থানে দুগ্ধপিষ্ট চুর্ণিকা (বোধ হয় কেতর্ক্কে) বা দুগ্ধপিষ্ট করবীরত্বক্ লেপন করিলে কাল চুল উঠিয়া থাকে। ২৩৬। ভৃঙ্গরাজের রস চারি সের, দুগ্ধ চারি সের, যষ্টিমধুর কল্ক এক পল এবং তৈল অর্দ্ধ সের (এককুড়ব) পাক করিবে। এই তৈলের নস্ত পলিতনাশক। ২৩৭। [illegible] মূল, নীল ঝিণ্টীর মূল, কৃষ্ণতুলসীর পাতা, [illegible] পাত (কাহারও কাহারও পাঠ

—ফল) ভৃঙ্গরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু ও দেবদারু পৃথক্ পৃথক্ দশ পল; পিপুল, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ ও কৃষ্ণাগুরু, নীলোৎপল, আম্রাস্থি, কৃষ্ণ কর্দ্দম (পঙ্ক), মৃণাল, রক্তচন্দন, নীলী (নীলের পাতা), ভেলার আঁটি, হিরাকস, মদয়ন্তিকা (মল্লিকা), সোমরাজী, অশন (পীতসাল), কৃষ্ণা (পিপুল), পিণ্ডীত (মদনফল), চিতার মূল, পুষ্কর (অভাবে কুড়), অর্জ্জুন, গাম্ভারীফল, আম্র (কচি-আম) ও জম্বুফল এই সকলের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ পাঁচ পল; বিভীতকীর তৈল এক আঢ়ক (যোল সের) এবং তৈলের চারি গুণ আমলকীর রস বা কাথ একত্র করিয়া অগ্নিতে বা রৌদ্রে পাক করিবে। রস শুষ্ক হইলে পর তৈল ছাঁকিয়া লইয়া লৌহপাত্রে স্থাপন করিবে। অনন্তর রোগীকে শুদ্ধ করিয়া এই তৈল উহার পান, নস্ত ও শিরোহভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। এই তৈল চক্ষুষ্য, আয়ুষ্য এবং সর্ব্ব প্রকার শিরোরোগনাশক। পলিতনাশের পক্ষে ইহা অনুত্তম (ইহার অপেক্ষা উত্তম আর নাই)। ২৩৮।

ইতি মহানীলতৈল।

প্রপুণ্ডরীকমধুকপিপ্পলীচন্দনোৎপলৈঃ।
কার্ষিকৈস্তৈলকুড়বো দ্বিগুণামলকীরসঃ।
সিদ্ধঃ সপ্রতিমর্শঃ স্যাৎ সর্ব্বমূর্দ্ধগদাপহঃ। ২৩৯
ক্ষীরং পিয়ালমষ্ট্যাহ্বে জীবকাদ্যো গণস্তিলাঃ।
কৃষ্ণা যষ্ট্রে প্রলেপঃ স্যাদ্ধরিলোমনিবারণঃ ॥২৪
যষ্ট্যাহ্বতিলকিঞ্জল্কক্ষৌদ্রমামলকানি চ।
বৃংহয়েদ্রঞ্জয়েচ্চৈতৎ কেশান্ মূর্দ্ধপ্রলেপনম্ ॥২৪
পচেৎ সৈন্ধ[illegible]চূর্ণং সতণ্ডুলম্।
তেনালিপ্তং শিরঃ শুক্তমস্নিগ্ধমুষিতং নিশি।
তৎ প্রাতস্ত্রিফলাধৌতং স্যাৎ [illegible] ॥৪২
অয়শ্চূর্ণোহস্নপিষ্টশ্চ রাগঃ সত্রিফলো বরঃ। ২৪৩
ইতি খালিত্যচিকিৎসা।

(অথ স্বরভেদচিকিৎসা।)

সর্পীংষ্যপরিভক্তানি স্বরভেদেঽনিলাত্মকে।
তৈলৈশ্চতুষ্প্রয়োগৈশ্চ বলারাস্নামৃতাহ্বয়ৈঃ ॥২৪৪
বর্হিতিত্তিরিদক্ষাণাং পঞ্চমূলশৃতান্ রসান্।
মায়ূরং ক্ষীরসর্পির্বা পিবেৎ ত্র্যুষণমেব বা ॥২৪৫
পৈত্তিকে তু বিরেকঃ স্যাৎ পয়শ্চ মধুরৈঃ শৃতম্
সর্পির্গুড়া জীবনীয়ং বাসাসিদ্ধং ঘৃতং তথা ॥২৪৬
কফজে স্বরভেদে তু তীক্ষ্ণং মূর্দ্ধবিরেচনম্।
বিরেকো বমনং ধূমো যবান্নকটুসেবনম্। ২৪৭
চব্যভার্গ্যভয়াব্যোষক্ষারমাক্ষিকচিত্রকান্।
লিহ্যাদ্বা পিপ্পলীপথ্যে তীক্ষ্ণং মদ্যং পিবেচ্চ সঃ ৪৮
রক্তজে স্বরভেদে তু সঘৃতা জাঙ্গলা রসাঃ।
দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসাঃ সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করাঃ।
যচ্চোক্তং ক্ষয়কাসঘ্নং তচ্চ সর্ব্বং চিকিৎসিতম্
পিত্তজস্বরভেদঘ্নং শিরাবেধশ্চ রক্তজে। ২৪৯

পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল এই সকলের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ এক কর্ষ (দুই তোলা); তৈল এক কুড়ব (দ্বৈগুণ্য হেতু এক সের) এবং আমলকীরস দুই সের একত্র পাক করিবে। এই তৈলের প্রতিমর্ষ সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগনাশ করে ২৩৯। দুগ্ধ, পিয়াল ফল, যষ্টিমধু, জীবনীয়দশক এবং কৃষ্ণতিল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে হরিতলোম নিবারিত হয়। ২৪০। যষ্টিমধু, তিল, পদ্মকিঞ্জল্ক, মধু, ও আমলকী পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে কেশসমূহকে বৃংহিত ও রঞ্জিত করে। ২৪১। সৈন্ধব, শুক্ত, কাঞ্জী, লৌহচূর্ণ ও তণ্ডুল একত্র পাক করিবে। রোগী পূর্ব্ব দিবস অস্নিগ্ধ ও শুদ্ধ থাকিয়া ইহা দ্বারা মস্তক লিপ্ত করিবে এবং পর দিবস প্রাতঃকালে ত্রিফলার কাথ দ্বারা উত্তমরূপে মস্তক ধৌত করিবে। তাহা হইলে উহার মাথার চুল দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। ২৪২। লৌহচূর্ণ ত্রিফলা কাঞ্জীর সহিত পেষণ করিয়া মাখাইলে উত্তম কেশরঞ্জন হয়। ২৪৩। ইতি খালিত্যচিকিৎসা।

([illegible]চিকিৎসা।)

পান করিবে। আর বলাতৈল, রাস্নাতৈল ও গুড়ূচ্যাদি তৈল এবং বলা রাস্না ও গোলঞ্চের কাথ, চূর্ণ, লেহ ও কবল এই চতুর্ব্বিধ প্রয়োগ করিবে। ২৪৪। ময়ূর, তিত্তির বা কুক্কুট মাংস স্বল্প পঞ্চমূলের সহিত পাক করিয়া উহার রস পান করিবে। অথবা মায়ূর ঘৃত বা ক্ষীরঘৃত বা ত্রিকটুচূর্ণ পান করিবে। ২৪৫। পৈত্তিক স্বরভেদে বিরেচন দিবে। জীবনীয়গণের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। সর্পিগুড়, জীবনীয় ঘৃত ও বাসাঘৃত পান করিতে দিবে। ২৪৬। শ্লৈষ্মিক স্বরভেদে তীক্ষ্ণ মূর্দ্ধবিরেচন প্রয়োগ করিবে। আর ইহাতে বিরেচন, বমন, ধূম, যবান্ন ও কটু দ্রব্যের সেবন আবশ্যক। ২৪৭। চৈ, বামনহাটী, হরীতকী, ত্রিকটু, যবক্ষার ও চিতাচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা পিপুল ও হরীতকী মধুর সহিত লেহন করিবে এবং তীক্ষ্ণ মদ্যপান করিবে। [গঙ্গাধর পাঠে চৈ ও হরীতকী নাই। তৎপরিবর্ত্তে বচ আছে]। ২৪৮। রক্তপিত্ত-জনিত স্বরভেদে ঘৃতের সহিত জাঙ্গল মাংসরস পান করিবে। দ্রাক্ষারস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস বা ইক্ষুরস বা ঘৃত মধু ও চিনির সহিত পান করিবে। আর

সন্নিপাতে হিতাঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া ন তু শিরাবিধিঃ ॥ ২৫০
কূর্য্যাচ্ছেষেষু রোগেষু ক্রিয়াং স্বাং স্বাং চিকিৎসিতাৎ।
শেষেষ্বাদৌ চ নির্দ্দিষ্টা সিদ্ধৌ চান্যা প্রবক্ষ্যতে ॥ ২৫১

ইতি স্বরভেদচিকিৎসা।

ভবতি চাত্র।

বাতপিত্তকফা নৃণাং বস্তিহৃন্মূর্দ্ধসংশ্রয়াঃ।
তস্মাৎ তু স্থানসামীপ্যাৎ কর্ত্তব্যা বমনাদিভিঃ ॥ ২৫২
অধ্যাত্মলোকে বাতাদ্যৈর্লোকে বাতরবীন্দুভিঃ
পীড্যতে ধার্য্যতে চৈব বিকৃতাবিকৃতৈস্তথা ॥ ২৫৩
বিকৃতৈরপি ন যেতে গুণৈর্ঘ্নন্তি পরস্পরম্।
দোষাঃ সহজসাত্ম্যত্বাদ্বিষং ঘোরমহীনিব ॥ ২৫৪

স্বরভেদগ্ন চিকিৎসা করিবে এবং শিরাবেধ করিবে ২৪৯। সান্নিপাতিক স্বরভেদে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াই হিতকর। কেবল শিরাব্যধ করিবে না। ২৫০। অন্যান্য উর্দ্ধজত্রুগত রোগে সেই সেই রোগের চিকিৎসা করিবে। তন্মধ্যে কতকগুলি চিকিৎসা [যেমন গলগণ্ডের চিকিৎসা] পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর কোন কোন চিকিৎসা সিদ্ধি স্থানে বলা হইবে। ২৫১

ইতি স্বরভেদচিকিৎসা।

উপসংহার,—বাত, পিত্ত ও কফের প্রধান আশ্রয় মানুষের বস্তি, হৃদয় ও মূর্দ্ধা। অতএব স্থান সম্বন্ধ বুঝিয়া উহাদের চিকিৎসায় বমনাদি সংশোধন প্রয়োগ করিবে। ২৫২। যেমন ইহ জগতে বায়ু সূর্য্য ও চন্দ্র বিকৃত হইলে জগৎ পীড়ন ও অবিকৃত থাকিলে জগৎ ধারণ করে, সেইরূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত [illegible] অবিকৃত থাকিলে

ত্রিমর্ম্মজানাং রোগাণাং নিদানাকৃতিভেষজম্।
বিস্তরেণ পৃথঙ্‌নির্দিষ্টং ত্রিমর্ম্মীয়ে চিকিৎসিতে ॥ ২৫৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে চিকিৎসিতস্থানে ত্রিমর্ম্মীয়চিকিৎসিতং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

উরুস্তম্ভচিকিৎসিতম্।

অথাত উরুস্তম্ভচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
শ্রিয়া পরময়া ব্রাহ্ম্যা পরয়া চ তপঃশ্রিয়া।
অহীনং চন্দ্রসূর্য্যাভ্যাং সুমেরুমিব পর্ব্বতম্ ॥
ধীধৃতিস্মৃতিবিজ্ঞানজ্ঞানকীর্ত্তিক্ষমালয়ম্।
অগ্নিবেশো গুরুং কালে সংশয়ং পরিপৃষ্টবান্ ॥
ভগবন্ পঞ্চ কর্ম্মাণি সমস্তানি পৃথক্ তথা।
নির্দ্দিষ্টা সাময়ানাস্তু সর্ব্বেষামেব ভেষজম্ ॥

২৫৪। এই ত্রিমর্ম্মীয়চিকিৎসিত নামক অধ্যায়ে বস্তি, হৃদয় ও মস্তকজাত রোগসমূহের নিদান, লক্ষণ ও ঔষধ বিস্তারপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইল। ২৫৫

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা উরুস্তম্ভচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।১। যেমন সুমেরু পর্ব্বতে চন্দ্র ও সূর্য্য বিরাজিত, সেইরূপ যাঁহাতে পরমা ব্রাহ্মী শ্রী ও পরমা তপঃশ্রী অক্ষীণভাবে বিরাজিত; যিনি ধী, ধৃতি, স্মৃতি, বিজ্ঞান, জ্ঞান, কীর্ত্তি ও ক্ষমার আলয় [illegible] মহর্ষি [illegible]

দোষজোঽস্ত্যাময়ঃ কশ্চিদ্‌যস্মৈতানি ভিষগ্বর।
ন স্যুঃ শক্যানি শমনে সাধ্যস্য ক্রিয়য়া ততঃ॥ ২
ঊরুস্তম্ভ ইত্যুক্তে গুরুণা তস্য কারণম্।
সলিঙ্গভেষজং ভূয়ঃ পৃষ্টস্তেনাব্রবীদ্‌গুরুঃ॥ ৩
স্নিগ্ধোষ্ণলঘুশীতানি জীর্ণাজীর্ণে সমশ্নতঃ।
দ্রবশুষ্কদধিক্ষীরগ্রাম্যানূপোদকামিষৈঃ॥ ৪
পিষ্টব্যাপন্নমদ্যাতিদিবাস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ।
লঙ্ঘনাধ্যশনায়াসভয়বেগবিধারণৈঃ॥
স্নেহাচ্চামং চিতং কোষ্ঠে বাতাদীন্ মেদসা সহ
রুদ্ধাশু গৌরবাদূরূ যাত্যধোগৈঃ শিরাদিভিঃ॥
পূরয়েৎ সক্থিজঙ্ঘোরু দোষো মেদো বলোৎকটঃ।
অবিধেয়ং পরিস্পন্দং জনয়ত্যল্পবিক্রমম্॥

মহাসরসি গম্ভীরে পূর্ণেঽম্বু স্তিমিতং যথা।
তিষ্ঠতি স্থিরমক্ষোভ্যং তদ্বদূরুগতঃ কফঃ॥ ৫
গৌরবায়াসসঙ্কোচদাহরুক্‌সুপ্তিকম্পনৈঃ।
ভেদস্ফুরণতোদৈশ্চ যুক্তো দেহং নিহন্ত্যসূন্॥৬
উরু শ্লেষ্মা সমেদস্কো দোষৌ দ্বাবভিভূয় তু।
স্তম্ভয়েৎ স্থৈর্য্যশৈত্যাভ্যামূরুস্তম্ভস্ততস্তু সঃ॥ ৭
প্রাগ্‌রূপং ধ্যাননিদ্রাতিস্তৈমিত্যারোচকজ্বরাঃ।
লোমহর্ষশ্চ ছর্দ্দিশ্চ জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সদনং তথা॥ ৮
বাতশঙ্কিভিরজ্ঞানাৎ তস্য স্যাৎ স্নেহনাৎ পুনঃ
পাদয়োঃ সদনং সুপ্তিঃ কৃচ্ছ্রাদুদ্ধরণং তথা॥ ৯
জঙ্ঘোরুগ্লানিরত্যর্থং শশ্বচ্চাদাহবেদনা।
পদঞ্চ ব্যথতে ন্যস্তং শীতস্পর্শং ন বেত্তি চ॥

ভিষগ্বর! এমন কোন দোষজ রোগ আছে কি না, যাহা সাধ্য হইলেও ঐ সকল ক্রিয়া দ্বারা সাধ্য হয় না? ২। তখন গুরুদেব কহিলেন যে, ঊরুস্তম্ভ ঐরূপ রোগ [অর্থাৎ উহাতে বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের সফলতা হয় না।] তিনি এই কথা বলিয়া, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিত হইবার পর, ঊরুস্তম্ভের নিদান, লক্ষণ ও ঔষধ ব্যাখ্যা করিলেন। ৩। স্নিগ্ধ উষ্ণ গুরু শীতল দ্রব্যের অতি সেবন হেতু; বিষমাশন অধ্যশন ও সমশন হেতু; দ্রব শুষ্ক দধি ক্ষীর ও গ্রাম্য আনূপ বা ঔদক মাংসের অতি সেবন হেতু; পিষ্টকাদির অতি সেবন হেতু; দূষিত মদ্যপান, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ হেতু; লঙ্ঘনের পর অতি ভোজন হেতু; আয়াস, ভয় ও বেগধারণ হেতু এবং অতিশয় স্নেহ সেবন হেতু কোষ্ঠে আম সঞ্চিত হইয়া মেদের সহিত বাতপিত্তকফকে রুদ্ধ করিয়া গুরুতা-বশতঃ অধোগা শিরাসমূহ দ্বারা আশু ঊরুতে গমন করে। তখন দোষ মেদঃপ্রকোপ সহকারে উৎকট হইয়া সক্থি, জঙ্ঘা ও ঊরু পূর্ণ করে। তাহাতে সক্থি, জঙ্ঘা ও ঊরু পরিস্পন্দহীন ও অল্পবিক্রম হয় [অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি দুর্ব্বল হইয়া থাকে। রোগী পা নড়াইতে পারে না; তাহার এই লক্ষণটী হঠাৎ উপস্থিত হইলে ঊরুস্তম্ভ বলিয়া সন্দেহ করা উচিত]। ৪। যেমন গভীর মহাসরোবর পূর্ণ থাকিলে তাহার অম্বু স্তিমিতভাবে থাকে, সেইরূপ ঊরুগত কফ স্থির ও অক্ষুব্ধভাবে অবস্থিতি করে। [তবেই ঊরুস্তম্ভ শ্লেষ্মোল্বণ রোগ]। ৫। ঊরুস্তম্ভে শরীরের গুরুতা আয়াস, জঙ্ঘার, সঙ্কোচ, দাহ, ঊরুতে তীব্র বেদনা অথচ সুপ্তি (অসাড়), কম্পন, ভেদনবৎ পীড়া, স্ফুরণ ও তোদ (সূচী-ভেদনবৎ পীড়া) হইয়া থাকে। ইহা অতি সাঙ্ঘাতিক রোগ। ৬। ঊরুস্তম্ভে শ্লেষ্মা ও মেদের প্রাবল্য থাকে এবং বায়ু ও পিত্তের অভিভব হয়। কফ ও মেদের স্থিরতা ও শৈত্যহেতু ইহাতে ঊরু স্তব্ধ হয় বলিয়া ইহার নাম ঊরুস্তম্ভ রোগ। ৭ ধ্যান, নিদ্রা, অতিশয় স্তৈমিত্য, অরুচি, জ্বর, লোমহর্ষ, বমি এবং জঙ্ঘা ও ঊরুর অবসাদ ঊরুস্তম্ভের পূর্ব্বরূপ। [জ্বরের রূপ বাতশ্লৈষ্মিক হয়]। ৮। এইরূপে ঊরু স্তব্ধ হইলে লোকে হঠাৎ 'বাত' (আমবাত) হইয়াছে মনে করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ ঊরুতে বাতনাশক তৈল মর্দ্দন করে। তাহাতে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হওয়াতে ঊরু ও পদের অবসাদ ও সুপ্তি বৃদ্ধি পায় এবং রোগী অতি কষ্টে পা তুলিয়া থাকে। ৯। ঊরুস্তম্ভের লক্ষণ যথা;—ঊরু ও জঙ্ঘার অতিশয় গ্লানি (দপ-

সংস্থানে পীড়নে গত্যাং চলনে চাপ্যনীশ্বরঃ।
অন্যনেয়ৌ হি সংভগ্নাবূরুপাদৌ চ মন্যতে ॥ ১০
যদা দাহার্ত্তিতোদার্ত্তো বেপনঃ পুরুষো ভবেৎ
উরুস্তম্ভস্তদা হন্যাৎ সাধয়েদন্যথা নবম্ ॥ ১১
তস্য ন স্নেহনং কার্য্যং ন বস্তির্ন বিরেচনম্।
ন চৈব বমনং যস্মাৎ তন্নিবোধত কারণম্ ॥১২
বৃদ্ধয়ে শ্লেষ্মণো নিত্যং স্নেহনং বস্তিকর্ম্ম চ।
তৎস্থস্যোদ্ধরণে চৈব ন সমর্থং বিশোধনম্ ॥১৩
কফং কফস্থানগতং পিত্তঞ্চ বমনাৎ সুখম্।

দপানি), সর্ব্বদা দাহ ও বেদনা, পদবিন্যাসে ব্যথা-বোধ ও শীতস্পর্শের অনুভব হয়; রোগী পদ স্থির রাখিতে পারে না, পদ পীড়ন করিতে পারে না, পদের গতি স্থির রাখিতে পারে না এবং চলিতে পারে না। ১০। উরুস্তম্ভ অধিক দিনের হইলে এবং রোগীর দাহ, যাতনা, তোদ ও কম্পন হইতে থাকিলে [অর্থাৎ রক্ত-পূয়াদি জমিয়া গেলে] মৃত্যু হইতে পারে। উপদ্রব-বিহীন নূতন উরুস্তম্ভ ঔষধ দ্বারা সাধ্য ১১। উরুস্তম্ভরোগীকে স্নেহক্রিয়া, বস্তি, বিরেচন বা বমন প্রয়োগ করিতে নাই। যে জন্য করিতে নাই, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১২। স্নেহন ও বস্তি-কর্ম্ম শ্লেষ্মার বৃদ্ধিই করিয়া থাকে। আর বমন ও বিরেচন উরুস্থ শ্লেষ্মার উদ্ধারে সমর্থ হয় না [অর্থাৎ উরুস্থ শ্লেষ্মার উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বমন বিরেচনের ক্রিয়া হয় না। নিরূহ বস্তিতে সচরাচর তৈল ও লবণ সংযুক্ত থাকে এবং নিরূহের পরই অনুবাসন দিবার প্রথা আছে। এই জন্য বস্তি মাত্রেই শ্লেষ্মার অনুকূল। তথাপি নিরূহ বস্তির একান্ত নিষেধ করা হইল না। বমন বিরেচন উরু-স্তম্ভে অপকার করে না বরং অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপকার করে। রোগী বেদনা বশতঃ বেগ দিতে না পারাতে মলবদ্ধ হয়, তখন বিরেচন দেওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। তবে সে বিরেচনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রোগের উপকার নাই]। ১৩। কফস্থানগত কফ ও পিত্তস্থান-

হর্ত্তুমামাশয়স্থৌ চ স্রংসনাৎ তাবুভাবপি ॥
পক্বাশয়স্থাঃ সর্ব্বে চ বস্তিভির্মুরনির্জ্জয়াৎ
শক্যা ন ত্বামমেদোভ্যাং স্তব্ধা জঙ্ঘোরু-
সংস্থিতাঃ ॥ ১৪
বাতস্থানে হিতে শৈত্যাদ্দ্বয়োঃ স্তব্ধাশ্চ
তদ্গতাঃ।
ন শক্যাঃ সুখমুদ্ধর্ত্তুং জলং নিম্নাদিব স্থলাৎ ॥ ১৫
তস্য সংশমনং নিত্যং ক্ষপণং শোষণং তথা।
যুক্ত্যপেক্ষী ভিষক্ কুর্য্যাদধিকত্বাৎ
কফাময়োঃ ॥ ১৬
সদারূক্ষোপচারায় যবশ্যামাককোদ্রবান্।

গত পিত্ত বমন দ্বারা অনায়াসে নির্গত হয়। আবার আমাশয়স্থ পিত্ত কফ স্রংসন দ্বারা [যে বিরেচন আম ও পক্ব উভয়বিধ মলকেই নিঃসারিত করে, তাহাকে স্রংসন কহে] অনা-য়াসে নিষ্ক্রান্ত হয়। আর পক্বাশয়স্থ বায়ু, পিত্ত, কফ তিনই বস্তি দ্বারা সুখে নিঃসারিত হইতে পারে। কিন্তু উরুস্তম্ভরোগীর জঙ্ঘা ও উরু আম ও মেদ দ্বারা স্তব্ধ থাকাতে তত্রস্থ বায়ু পিত্ত কফ ঐ সকল উপায়ে নিঃসা-রিত হইতে পারে না। ১৪। উরু ও জঙ্ঘা বায়ুর স্থান এবং বায়ুর শৈত্য বশতই উরু ও জঙ্ঘার স্তম্ভ হয়। যেমন নিম্নস্থান হইতে অনায়াসে জল উদ্ধার করা যায় না, সেইরূপ উরু ও জঙ্ঘা শরীরের নিম্নদেশে অবস্থিত বলিয়া, তত্রস্থ দোষ সকল সহজে উদ্ধার করা যায় না। [বস্তি, বিরেচন ও বমনের ক্রিয়া ঊর্দ্ধ শরীরেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশ পায়]। ১৫। উরুস্তম্ভে সংশমন চিকিৎসা হিতকর আর যাহাতে উরুস্থ দোষের ক্ষয় ও শোষণ হয়, সেইরূপ চিকিৎসাই অবলম্বনীয়। চিকিৎ-সক আম ও কফের আধিক্য বিবেচনা করিয়া যুক্তিপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবেন। উরুস্থ দোষ-শোধন করিবার জন্য উপনাহ আবশ্যক হইয়া থাকে [৩২ প্রকরণ]। ১৬। উরুস্তম্ভ-রোগীকে সর্ব্বদা রূক্ষ উপচারে রাখিতে হইবে। তজ্জন্য উহাকে যবশক্তু, শ্যামা

শাকৈরলবণৈরদ্যাজ্জলতৈলোপসাধিতৈঃ ॥ ১৭
সুনিষণ্ণ কনিম্বার্কবেত্রারগ্বধপল্লবৈঃ
বায়সীবাস্তুকৈশ্চৈব তিক্তৈশ্চ কুলকাদিভিঃ ॥
ক্ষারারিষ্টপ্রয়োগাচ্চ হরীতক্যাস্তথৈব চ।
মধুদকস্য পিপ্পল্যা উরুস্তম্ভবিনাশনাঃ ॥ ১৮
সমঙ্গাং শাল্মলীবিল্বমধুনা সহ বা পিবেৎ।
তথা শ্রীবেষ্টকে দীচ্যদেবদারুনতান্যপি ॥
চন্দনং ধাতকী কুষ্ঠং তালীশং নলদং তথা॥ ১৯
মুস্তং হরীতকীং লোধ্রং পদ্মকং তিক্তরোহিণীম্
দেবদারু হরিদ্রে দ্বে বচাং কটুকরোহিণীম্।
পিপ্পলীং পিপ্পলীমূলং সরলং দেবদারু চ।
চব্যচিত্রকমূলানি দেবদারু হরীতকীম্ ॥
ভল্লাতকং সমূলাঞ্চ পিপ্পলীং পঞ্চ তান্ পিবেৎ
সক্ষৌদ্রানর্দ্ধশ্লোকোক্তান্ কল্কানূরুগ্রহাপহান্॥২০

শাঙ্গেষ্টাং মদনং দন্তীং বৎসকস্য ফলং বচাম্।
মুর্ব্বামারগ্বধাং পাঠাং করঞ্জং কুলকং তথা ॥
পিবেন্মধুযুতং তুল্যং চূর্ণং বা বারিণাপ্লুতম্।
সক্ষৌদ্রং দধিমণ্ডৈর্বা উরুস্তম্ভবিনাশনম্ ॥ ২১
মূর্ব্বামতিবিষাং কুষ্ঠং চিত্রকং কটুরোহিণীম্।
পূর্ব্ববদ্বা পিবেৎ তোয়ে রাত্রিস্থিতমথাপি বা ॥ ২২
স্বর্ণক্ষীরীমতিবিষাং মুস্তং তেজোবতীং বচাম্।
সুরাহ্বং চিত্রকং কুষ্ঠং পাঠাং কটুকরোহিণীম্।
লেহয়েন্মধুনা চূর্ণং সক্ষৌদ্রং বা জলান্বিতম্ ॥২৩
ফলীং ব্যাঘ্রনখং হেম পিবেদ্বা মধুসংযুতম্ ॥ ২৪
ত্রিফলাং পিপ্পলীং মুস্তং চব্যং কটুকরোহিণীম্।
লিহ্যাদ্বা মধুনা চূর্ণমূরুস্তম্ভার্দ্দিতো নরঃ ॥ ২৫
অপতর্পণজশ্চেৎ স্যাদ্দোষঃ সন্তর্পয়েদ্ধিতম্।
যুক্ত্যা জাঙ্গলজৈর্মাংসৈঃ পুরাণৈশ্চৈব
শালিভিঃ ॥ ২৬
রুক্ষণাৎ বাতকোপশ্চেন্নিদ্রানাশার্ত্তিপূর্ব্বকঃ।

তণ্ডুলের অন্ন ও কোদ্রবের অন্ন সেবন করাইবে এবং ব্যঞ্জনার্থ অলবণ শাক সকল তৈলাক্ত জলে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে [তৈলাক্ত জলে সিদ্ধ অলবণ শাক রুক্ষ, ইহাই অভিপ্রায়]। ১৭। শুষুণীশাক, নিম্ব, আকন্দ, বেত ও সোঁদালের পাতা, কাকমাচী, বাস্তুক এবং পলতা প্রভৃতি তিক্তশাক; ক্ষার, অরিষ্ট, হরীতকী, মধুদক ও পিপুল উরুস্তম্ভনাশক। ১৮। উরুস্তম্ভরোগে বরাহক্রান্তা, শিমুলছাল ও বেলছালের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিবে। শ্রীবেষ্টক (নবনীত খোটী) বালা, দেবদারু ও তগরপাদিকার ক্বাথ মধুর সহিত পান করিবে এবং রক্তচন্দন, ধাইফুল, কুড়, তালীশপত্র ও বেণার মূলের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিবে। ১৯। মুতা, হরীতকী, লোধ, পদ্মকাষ্ঠ ও কট্‌কী। দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা বচ ও কট্‌কী। পিপুল, পিপুলমূল, সরলকাষ্ঠ ও দেবদারু। চৈ, চিতার মূল, দেবদারু ও হরীতকী। ভেলা, পিপুলমূল ও পিপুল। এই পাঁচটী যোগ শ্লোকের অর্দ্ধ অর্দ্ধ চরণে এক একটী করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন যোগের কল্ক মধুর সহিত

শাঙ্গেষ্টা (ডহর করঞ্জ), মদনফল, দন্তী, ইন্দ্রযব ও বচ, মুর্ব্বামূল, সোঁদালমূলের ছাল, আকনাদি, নাটাকরঞ্জ ও পলতার ক্বাথ মধুর সহিত পান করিবে। অথবা ইহাদের চূর্ণ জলের সহিত গুলিয়া মধু বা দধিমণ্ডের সহিত পান করিবে। ২১। মুর্ব্বা, আতইচ, কুড়,চিতার মূল ও কট্‌কীর ক্বাথ বা চূর্ণ পূর্ব্ববৎ পান করিবে। অথবা এই সমুদায় রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে সেই জল পান করিবে। [গঙ্গাধরপাঠে গুগ্‌গুলু রাত্রিতে মূত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে সেই মূত্র পান করিবে]। ২২। উরুস্তম্ভরোগে স্বর্ণক্ষীরী, আতইচ, মুতা, চৈ, বচ, দেবদারু, চিতার মূল, কুড়, আকনাদি ও কট্‌কীর চূর্ণ মধুর সহিত বা মধুদকের সহিত পান করিবে। ২৩। প্রিয়ঙ্গু, ব্যাঘ্রনখ ও নাগকেশরের চূর্ণ মধুর সহিত পান করিবে। ২৪। ত্রিফলা, পিপুল, মুতা, চই ও কট্‌কীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। ২৫। উরুস্তম্ভে অপতর্পণবশতঃ রুক্ষতা হইলে রোগীকে সন্তর্পণ দিবে। জাঙ্গল

স্নেহস্বেদক্রমস্তত্র কার্য্যো বাতাময়াপহঃ ॥ ২৭
পীলুপর্ণী পয়স্যা চ রাস্না গোক্ষুরকো বচা।
সরলাগুরুপাঠাশ্চ তৈলমেভির্বিপাচয়েৎ।
সক্ষৌদ্রাৎ প্রসৃতং তস্মাদগুলিং বাপি না
পিবেৎ ॥ ২৮
কুষ্ঠং শ্রীবেষ্টকোদীচ্যসরলং দারু কেশরম্।
অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ তৈলং তৈঃ সার্ষপং পচেৎ ॥
সক্ষৌদ্রং মাত্রয়া তচ্চাপ্যুরুস্তম্ভার্দ্দিতঃ পিবেৎ।
রৌক্ষ্যান্মুক্ত উরুস্তম্ভাৎ ততশ্চ স বিমুচ্যতে ॥২৯
দ্বে পলে সৈন্ধবাৎ পঞ্চ শুণ্ঠ্যা গ্রন্থিকচিত্রকাৎ।
দ্বে দ্বে ভল্লাতকাস্থীনি বিংশতির্দ্বে তথাঢ়কে ॥
আরনালাৎ পচেৎ প্রস্থং তৈলস্তৈরপত্যদম্
গৃধ্রস্যূরুগ্রহার্শোহর্ত্তিসর্ববাতবিকারনুৎ ॥ ৩০
পলাভ্যাং পিপ্পলীমূলনাগরাদষ্টকট্বরঃ।
তৈলপ্রস্থঃ সমো দধ্না গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহঃ ॥ ৩১
ইত্যষ্টকট্বরতৈলম্।

ইত্যাভ্যন্তরমুদ্দিষ্টমূরুস্তম্ভস্য ভেষজম্।
শ্লেষ্মণঃ ক্ষপণং ত্বস্মাদ্বাহ্যং শৃণু চিকিৎসিতম্ ॥৩২
বল্মীকমৃত্তিকা মূলং করঞ্জস্য ফলং ত্বচম্।
ইষ্টকানাং তত*শ্চূর্ণৈঃ কুর্য্যাদুৎসাদনং ভৃশম্ ॥ ৩৩
মূলৈর্বাপ্যশ্বগন্ধায়া মূলৈরর্কস্য বা ভিষক্।
পিচুমর্দ্দস্য বা মূলৈরথবা দেবদারুণঃ ॥
ক্ষৌদ্রসর্ষপবল্মীকমৃত্তিকাসংযুতৈর্ভিষক্।
গাঢ়মুৎসাদনং কুর্য্যাদূরুস্তম্ভে প্রলেপনম্ ॥ ৩৪
দ্রবন্ত্যা সুরসৈর্দন্ত্যা সর্ষপৈশ্চাপি বুদ্ধিমান্।
তর্কারীবিশ্বশিগ্রুসুরসবৎসকনিম্বজৈঃ ॥

ক্ষরিবে। ২৬। উরুস্তম্ভে রুক্ষক্রিয়া বশতঃ নিদ্রানাশ ও যাতনার সহিত বায়ুর প্রকোপ হইলে স্নেহ ও স্বেদযোগে বায়ুনাশক ক্রিয়া করিবে। ২৭। পীলুপর্ণী (মূর্ব্বা), পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী), রাস্না, গোক্ষুর, বচ, সরলকাষ্ঠ, অগুরু ও আকনাদির কল্কের সহিত তৈল পাক করিবে। সেই তৈল দুই পল পরিমাণে মধুর সহিত পান করিলে উরুস্তম্ভ রোগীর রুক্ষতা দূর হয়। ২৮। কুড়, নবনীতখোটী, বালা, সরলকাষ্ঠ, দারু (দেবদারু), নাগকেশর, যমানী ও অশ্বগন্ধার কল্কের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিবে। উরুস্তম্ভরোগী এই তৈল মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে রুক্ষতা, ও উরুস্তম্ভ হইতে মুক্ত হয়। ২৯। সৈন্ধব দুই পল, শুঁঠ পাঁচ পল, বচ দুই পল, চিতার মূল দুই পল; ভেলা কুড়িটী; কাঁজী দুই আঢ়ক (বত্রিশ সের) এবং তৈল চারিসের একত্র পাক করিবে। এই তৈল অপত্যজনক। ইহা পান করিলে গৃধ্রসী, উরুস্তম্ভ, অর্শের যাতনা ও সর্ব্বপ্রকার বাতবিকারের

এক পল, কট্বর বত্রিশ সের ও তৈল চারি সের পাক করিবে। এই তৈল পান করিলে গৃধ্রসী ও উরুস্তম্ভ নষ্ট হয়। [সরযুক্ত দধির ঘোলকে কট্বর কহে]। ৩১

ইতি অষ্টকট্বর তৈল।

এইরূপে উরুস্তম্ভের আভ্যন্তর ঔষধ নির্দিষ্ট হইল। এক্ষণে উহার শ্লেষ্মক্ষপণ বাহ্য ঔষধ শ্রবণ কর। ৩২। বল্মীকমৃত্তিকা, ডহরকরঞ্জের মূল, ফল ও ছাল ও ইষ্টক চূর্ণ একত্র করিয়া উরুস্তম্ভে গাঢ় উৎসাদন করিবে; [রোগীর আপনার হাত দিয়া আপনি উৎসাদন করিলে ব্যথা পাইবার আশঙ্কা থাকে না। প্রথম আস্তে আস্তে মালিস করিতে করিতে ক্রমশঃ সহ্য হইয়া আসিলে জোরে মালিস করিবে। ইহাতে উরুস্তম্ভ বিলীন হইতে পারে]। ৩৩। অথবা অশ্বগন্ধামূলের চূর্ণ বা আকন্দমূলের চূর্ণ বা নিম্বমূলের চূর্ণ বা দেবদারু মূলের চূর্ণ মধু শ্বেতসর্ষপ ও বল্মীক মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত করিয়া উরুস্তম্ভে গাঢ় উৎসাদন করিবে এবং প্রলেপ দিবে। [প্রলেপ শুষ্ক না হইতেই হইতে পুনঃপুনঃ উঠাইয়া পুনঃপুনঃ দিতে হয়। শুষ্ক হইয়া গেলে উষ্ণ জলে বা নিমপাতা সিদ্ধ জলে ভিজাইয়া আস্তে আস্তে তুলিতে হয়]। ৩৪। অথবা উরুস্তম্ভে দন্তী, দ্রবন্তী, কৃষ্ণতুলসী ও শ্বেত সর্ষপের প্রলেপ মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবে।

পত্রমূলফলৈস্তোয়ং শৃতমুষ্ণঞ্চ সেচনম্।
পিষ্টা সর্ষপং মূত্রেণধ্যুষিতং স্যাৎ প্রলেপনম্॥৩৫
বৎসকং সুরসং কুষ্ঠং গন্ধাশ্বমূকশিগ্রুকৌ।
হিংস্রার্কমূলবল্মীকমৃত্তিকাঃ সকঠেরুকাঃ।
দধিসৈন্ধবসংযুক্তং কার্য্যমেতৈঃ প্রলেপনম্॥৩৬
শ্যোণাকং খদিরং বিল্বং বৃহত্যৌ সরলাসনৌ।
শোভাঞ্জনকতর্কারীশ্বদংষ্ট্রাসুরসার্জ্জকান্॥
অগ্নিমন্থকরঞ্জৌ চ জলেনোৎক্বাথ্য সেচয়েৎ।
প্রলেপো মূত্রপিষ্টৈর্ব্বাপ্যূরুস্তম্ভনিবারণঃ॥ ৩৭
কফক্ষয়ার্থং সহেষু ব্যায়ামেষ্বনুযোজয়েৎ।
স্থলাস্যাক্রাময়েৎ কালং শর্করাঃ সিকতাস্তথা।
প্রতারয়েৎ প্রতিস্রোতাং নদীং শীতজলাং শিবাম্
সরশ্চ বিমলং শীতং স্থিরতোয়ং পুনঃপুনঃ।
তথা বিশুদ্ধেৎস্য কফে শান্তিমূরুগ্রহো
ব্রজেৎ॥ ৩৮
শ্লেষ্মণঃ ক্ষপণং যৎ স্যান্ন চ মারুতমাবহেৎ।
তৎ সর্ব্বং সর্ব্বদা কার্য্যমূরুস্তম্ভস্য ভেষজম্।
শরীরং বলমগ্নিঞ্চ কার্য্যোযা রক্ষতা ক্রিয়া॥ ৩৯

তত্র শ্লোকঃ।

হেতুঃ প্রাগ্রূপলিঙ্গানি কর্ম্মাযোগ্যত্বমেব চ।
দ্বিবিধং ভেষজঞ্চোক্তমূরুস্তম্ভচিকিৎসিতে॥ ৪০

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে ঊরুস্তম্ভচিকিৎসিতং
নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

ইন্দ্রযব ও নিমপাতার প্রলেপ দিবে এবং ঐ সকল ওষধির পত্র মূল ও ফল সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ উষ্ণ উষ্ণ সেচন করিবে। রাত্রিতে গোমূত্রে শ্বেতসর্ষপ ভিজাইয়া রাখিবে এবং প্রাতঃকালে উহার প্রলেপ দিবে। ৩৫। ইন্দ্রযব, কৃষ্ণতুলসী, কুড়, অশ্বগন্ধা, তুম্বুরু-ধনে, সজিনা, হিংস্রা মূল (হিংস্রা—কালাকড়া ইতি শিবদাস। বোধ হয় কাল ও কড়া।), আকন্দের মূল, বল্মীক-মৃত্তিকা ও কুঠেরক (বাবুই তুলসী) দধির সহিত পেষণ করিয়া সৈন্ধবযুক্ত প্রলেপ দিবে। ৩৬। শ্যোণাছাল, খদিরকাষ্ঠ (বা খয়ের), বেলছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, সরলকাষ্ঠ, অশন (পীতসাল), সজিনা ছাল, তর্কারী (জয়ন্তী), গোক্ষুর, কৃষ্ণতুলসী, শ্বেত-তুলসী, গণিয়ারী এবং ডহরকরঞ্জ জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ ঊরুস্তম্ভে সেচন করিবে। অথবা ঐ সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে ঊরুস্তম্ভের নিবারণ হয়। ৩৭। সহ্য হইলে রোগীকে কফ-ক্ষয়ার্থ শারীরিক পরিশ্রম করাইবে। রোগীকে উচ্চস্থান বা শর্করারাশি (কাঁকর বা বালুকা-রাশির উপর) আরোহণ করাইবে এবং শীত-জলা নিরুপদ্রবা নদীতে স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ করাইবে। অথবা বিমল শীতল স্থির-জল সরোবরে সন্তরণ করাইবে। তাহাতে কফ বিশুষ্ক হইলে ঊরুস্তম্ভের শান্তি হইবে। ৩৮। যাহা শ্লেষ্মার ক্ষয়কারক অথচ যাহা বায়ুর প্রকোপক নহে, তাহাই, ঊরুস্তম্ভের ঔষধ। [অর্থাৎ ঊরুস্তম্ভে বাতশ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা করিতে হয়]। কিন্তু সেই বাত-শ্লেষ্ম-নাশক চিকিৎসা, বল ও অগ্নিরক্ষা করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। [বাতশ্লেষ্ম-নাশক ঔষধ সকল প্রায়ই অপতর্পণ হয় বলিয়া বল ও অগ্নির ব্যাঘাত করে, এই জন্য সাবধানে চিকিৎসা করিতে হয়]। ৩৯। এই অধ্যায়ের সূচী;—এই ঊরুস্তম্ভ-চিকিৎসিত অধ্যায়ে ঊরুস্তম্ভের হেতু, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ, পঞ্চ-কর্ম্মের অযোগ্যত্ব এবং দ্বিবিধ ভেষজ উক্ত হইল। ৪০।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাতব্যাধিচিকিৎসিতম্।

অথাতো বাতব্যাধিচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

বায়ুরায়ুর্ব্বলং বায়ুর্ব্বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্।
বায়ুর্বিশ্বমিদং সর্ব্বং প্রভুর্বায়ুশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥ ২

অব্যাহতগতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতৌ স্থিতঃ।
বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্বীতরোগঃ সমাঃ শতম্॥ ৩

প্রাণোদানসমানাখ্যব্যানাপানৈঃ স পঞ্চধা।
দেহং তন্ত্রয়তে সম্যক্ স্থানেষ্বব্যাহতশ্চরন্॥ ৪

স্থানং প্রাণস্য শীর্ষোরঃকর্ণজিহ্বাস্যনাসিকাঃ।
ষ্ঠীবনক্ষবথূদ্গারশ্বাসাহারাদি কর্ম্ম চ॥ ৫

উদানস্য পুনঃ স্থানং নাভ্যুরঃ কণ্ঠ এব চ।
বাক্প্রবৃত্তিঃ প্রযত্নোর্জ্জোবলবর্ণাদি কর্ম্ম চ॥ ৬

স্বেদদোষাম্বুবাহানি স্রোতাংসি সমধিষ্ঠিতঃ।
অন্তরগ্নেশ্চ পার্শ্বস্থঃ সমানোঽগ্নিবলপ্রদঃ॥ ৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা যে সকল পীড়াকে 'নর্ভস' সিষ্টেমের বিকার' বলিয়া উল্লেখ করেন, সেই সকল বিকারকে বাতব্যাধির মধ্যে গণনা করা যায়। নর্ভের ক্রিয়া শরীরে কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহা জিজ্ঞাসিলে প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, তাড়িত দ্বারা নর্ভের ক্রিয়া সাধন হয়। অন্যেরা বলেন যে, নর্ভের ক্রিয়া স্বতন্ত্র। আর্য্যমত-পরিচালনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, বায়ু দ্বারা নর্ভের ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুশ্রুতে বায়ুবাহিনী শিরাসমূহের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে।] [অপতন্ত্রক, অপতানক ও তন্দ্রা-রোগের চিকিৎসা সিদ্ধি স্থান ৯ অঃ ২০—২৮ প্রঃ দেখ] অনন্তর আমরা বাতব্যাধি চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। এই কথা ভগবান আত্রেয় কহিলেন।১। বায়ুই শরীরীদিগের আয়ু, বায়ুই বল এবং বায়ুই উহাদিগের বিধাতা। বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব এবং বায়ুই প্রভু বলিয়া কীর্ত্তিত।২। যে ব্যক্তির শরীরে বায়ু অব্যাহতগতি যথাস্থানে স্থিত ও প্রকৃতিস্থ থাকিয়া ক্রিয়া করে, সে বীতরোগ হইয়া সবল শরীরে শত বৎসর জীবিত থাকে।৩। প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপানভেদে বায়ু পঞ্চবিধ; সেই পঞ্চাত্মক বায়ু নির্দ্দিষ্ট স্থান-

[illegible]

ভাবে দেহকে নিয়মিত করে। [আয়ুর্ব্বেদের "প্রাণবায়ু" ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের "নর্ভ সেণ্টস্‌ইন্-দি মেডুলা" তুল্য। এইরূপ "উদান বায়ু"ও "স্পীচরেণ্টর্" তুল্য। "সমান বায়ু ও "এপিগ্যাষ্ট্রিক্ প্লেকসস" তুল্য। "ব্যান বায়ু" ও "মোটর সেনসরী নর্ভস্" তুল্য এবং "অপান বায়ু" ও "হায়প্‌গ্যাষ্ট্রিক্ প্লেক্‌সস"তুল্য অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদে প্রাণবায়ু প্রভৃতির যে সকল ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন "নর্ভ-সেণ্টর" দিগের সেই সকল ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, আবার প্রাণবায়ু প্রভৃতির যে সকল ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সুশ্রুতে ধমনীদিগেরও সেই সকল ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা "শুক্র মূত্র বিষ্ঠা আর্ত্তব ও গর্ভত্যাগ করা অপান বায়ুর কার্য্য" ইতি চরক। "বাত মূত্র পুরীষ শুক্র ও আর্ত্তব প্রভৃতি অধোভাগে নীত করা অধোগত ধমনীদিগের কার্য্য" ইতি সুশ্রুত। অতএব প্রাণ বায়ু প্রভৃতির সহিত ডাক্তারী নর্ভ ও সুশ্রুতোক্ত ধমনীদিগের ক্রিয়ার তুল্যতা আছে। অতএব উহারা বস্তুতঃ এক]।৪। প্রাণ বায়ুর নির্দ্দিষ্ট স্থান শীর্ষ, বক্ষঃ, কণ্ঠ, জিহ্বা,মুখ ও নাসিকা। উহার কর্ম্ম ষ্ঠীবন, ক্ষবথু (হাঁচী), উদ্গার, শ্বাস ও আহার গ্রহণ প্রভৃতি।৫। উদান বায়ুর নির্দ্দিষ্ট স্থান নাভি, বক্ষঃ ও কণ্ঠ। উহার কর্ম্ম বাক্যনিসারণ, প্রযত্ন (শারীরিক চেষ্টা) এবং উর্জ্জঃ বল ও বর্ণাদির রক্ষা। [উর্জ্জঃ শব্দে তেজঃ। গঙ্গাধরপাঠ—ওজঃ]।৬। সমান বায়ু স্বেদবাহী দোষবাহী ও অম্বুবাহী স্রোতঃসমূহের অধিষ্ঠাতা। ইহা পাচকাগ্নির

[illegible]

দেহং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বস্তু ব্যানঃ শীঘ্রগতির্নৃণাম্।
গতিপ্রসরণাক্ষেপনিমেষাদি ক্রিয়া সদা॥ ৮
বৃষণৌ বস্তি মেঢ্রঞ্চ নাভ্যূরু বঙ্ক্ষণৌ গুদম্।
অপানস্থানমন্ত্রস্থঃ শুক্রমূত্রশকৃন্তি সঃ
সৃজত্যার্ত্তবগর্ভৌ চ——————॥ ৯
——————যুক্তাঃ স্থানস্থিতাশ্চ তে।
স্বকর্ম্ম কুর্ব্বতে দেহো ধার্য্যতে তৈরনাময়ঃ॥ ১০
বিমার্গস্থা হ্যযুক্তা বা রোগৈঃ স্বস্থানকর্ম্মজৈঃ।
শরীরং পীড়য়ন্ত্যেতে প্রাণানাশু হরন্তি বা॥ ১১
সঙ্খ্যামপ্রতিবৃত্তানাং তজ্জানাং হি প্রধানতঃ।
অশীতির্নখভেদাদ্যা রোগাঃ সূত্রে নিদর্শিতাঃ॥
তাল্পচ্যমানান্ পর্য্যায়ৈঃ সহেতুপক্রমান্ শৃণু।
কেবলং বায়ুমুদ্দিশ্য স্থানভেদাৎ তথাবৃতম্॥ ১২

রুক্ষশীতাল্পলঘন্নব্যবায়াতিপ্রজাগরৈঃ।
বিষমাদপচারাচ্চ দোষাসৃক্স্রবণাদতি॥
লঙ্ঘনাপ্লবনাদত্যধ্বব্যায়ামাতিচেষ্টিতৈঃ।
ধাতূনাং সঙ্ক্ষয়াচ্চিন্তাশোকরোগাতিকর্ষণাৎ॥
বেগসন্ধারণাদামাদভীঘাতাদভোজনাৎ।
মর্ম্মাঘাতাদ্গজোষ্ট্রাশ্বশীঘ্রযানাবতংসনাৎ॥
দেহে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বানিলো বলী
করোতি বিবিধান্ ব্যাধীন্ সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গ-
সংশ্রিতান্॥ ১৩
অব্যক্তং লক্ষণং তেষাং পূর্ব্বরূপমিতি স্মৃতম্।
আত্মরূপন্তু তদ্ব্যক্তমপায়ো লঘুতা পুনঃ॥ ১৪
সঙ্কোচঃ পর্ব্বণাং স্তম্ভো ভেদোঽস্থ্নাং পর্ব্বণামপি
লোমহর্ষঃ প্রলাপশ্চ পাণিপৃষ্ঠশিরোগ্রহঃ॥
খাঞ্জ্যপাঙ্গুল্যকুব্জত্বং শোষোঽঙ্গানামনিদ্রতা।

ব্যান বায়ু সর্ব্বদেহ ব্যাপিয়া আছে। ইহা শীঘ্রগতি,ইহা দ্বারা মানবদিগের গতি, প্রসরণ, আক্ষেপ ও নিমেষাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। ৮। বৃষণদ্বয়, বস্তি, মেঢ্র, নাভি, উরু, বংক্ষণ ও মলদ্বার অপান বায়ুর স্থান। ইহার প্রধান স্থান অন্ত্র। ইহা শুক্র, মূত্র ও বিষ্ঠা এবং আর্ত্তব ও গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। [মানবদেহের মধ্যে অন্ত্রের ন্যায় বৃহৎ যন্ত্র আর নাই। ইহার দৈর্ঘ্য আর্য্যমতে চৌদ্দ হাত। অন্ত্রস্থ বায়ুর বেগে মল অতি জটিল চৌদ্দ হাত নলের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে, এইজন্য এ স্থলে বিশেষ করিয়া অন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে] ৯। ঐ সকল প্রাণাদি বায়ু স্ব স্ব স্থানে স্থিত ও নিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্বকর্ম্ম নির্ব্বাহ করে এবং প্রকৃতিস্থ থাকিয়া দেহ ধারণ করে। ১০। আর উহারা বিপথগামী বা অন্যায়রূপে নিযুক্ত হইলে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা রোগ উৎপন্ন করিয়া শরীরকে পীড়ন এবং প্রাণকে আশু সংহার করে। ১১। সূত্রস্থানে অসংখ্য বায়ুরোগের মধ্যে নখভেদাদি ৮০ আশীপ্রকার বায়ুরোগের প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের হেতু ও চিকিৎসা শ্রবণ কর। স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন বায়ুরোগের নির্দ্দেশ করিতেছি, আর আবৃত বায়ুর বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১২। রুক্ষ, শীতল, অল্প, লঘু অন্নের সেবন; ব্যবায়; অতিশয় রাত্রিজাগরণ; বমনাদি উপচারের অন্যায় প্রয়োগ; অতিশয় মল ও রক্তস্রাব; লঙ্ঘন, অতিশয় সন্তরণ; অতি ভ্রমণ; অতি ব্যায়াম; অতিশয় চেষ্টা; ধাতুক্ষয়; চিন্তা, শোক ও রোগ দ্বারা অতিশয় কর্ষণ; বেগধারণ; অজীর্ণ; অভিঘাত; অভোজন; মর্ম্মাঘাত, গজ, উষ্ট্র ও অশ্ব দ্বারা দ্রুত ভ্রমণ বা ঐ সকল যান হইতে পতন, এই সকল কারণে দেহের স্রোতঃ সকল শূন্য হইলে বায়ু বলবান, হইয়া উহাদিগকে পূর্ণ করে। তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ-সংশ্রিত ও একাঙ্গ-সংশ্রিত বহুবিধ ব্যাধি হইয়া থাকে। ১৩। বাতব্যাধিসমূহের অব্যক্ত লক্ষণকে তাহাদের পূর্ব্বরূপ; ব্যক্ত লক্ষণকে রূপ এবং লঘুতা হইলেই অপায় (নাশ) বলা যায়। [বায়ুর ধ্বংস হইতে পারে না। তবে প্রকুপিত বায়ুর লাঘব হইলেই রোগের ধ্বংস স্বীকার করা যায়]। ১৪। বায়ু কুপিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয় যথা;—সন্ধিসঙ্কোচ, স্তম্ভ, অস্থিভেদ, পর্ব্বভেদ, লোমহর্ষ, অজ্ঞানে প্রলাপ, পাণিগ্রহ, পৃষ্ঠগ্রহ, শিরোগ্রহ, খঞ্জতা,

গর্ভশুক্ররজোনাশঃ স্পন্দনং গাত্রসুপ্ততা ॥
শিরোনাসাক্ষিজত্রুণাং গ্রীবায়াশ্চাপি হুণ্ডনম্।
ভেদস্তোদার্ত্তিরাক্ষেপমোহশ্চায়াস এব চ॥
এবংবিধানি রূপাণি করোতি কুপিতোঽনিলঃ।
হেতুস্থানবিশেষাচ্চ ভবেদ্রোগবিশেষকৃৎ ॥ ১৫
তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুষ্টে নিগ্রহো মূত্রবর্চ্চসোঃ।
ব্রধ্নহৃদ্রোগগুল্মার্শঃ পার্শ্বশূলঞ্চ মারুতে ॥ ১৬
সর্ব্বাঙ্গকুপিতে বাতে গাত্রস্ফুরণভঞ্জনম্।
বেদনাভিঃ পরীতশ্চ স্ফুটন্তীবাস্য সন্ধয়ঃ ॥ ১৭
গ্রহো বিণ্মূত্রবাতানাং শূলাধ্মানাশ্মশর্করাঃ।
জঙ্ঘোরুত্রিকপাৎপৃষ্ঠরোগশোষা গুদে
স্থিতে ॥ ১৮
হৃন্নাভিপার্শ্বোদররুক্তৃষ্ণোদ্গারবিসূচিকাঃ।
কাসঃ কণ্ঠাস্যশোষশ্চ শ্বাসশ্চামাশয়স্থিতে ॥ ১৯

পক্বাশয়স্থোঽন্ত্রকূজং শূলাটোপৌ করোতি চ।
কৃচ্ছ্রমূত্রপুরীষত্বমানাহং ত্রিকবেদনম্ ॥
শ্রোত্রাদিষ্বিন্দ্রিয়বধং কুর্য্যাদ্দুষ্টসমীরণঃ ॥ ২০
ত্বগ্রূক্ষা স্ফুটিতা সুপ্তা কৃশা কৃষ্ণা চ তুদ্যতে।
আতন্যতে সরাগা চ পর্ব্বরুক্ ত্বক্-
স্থিতেঽনিলে ॥ ২১
রুজস্তীব্রাঃ সসন্তাপা বৈবর্ণ্যং কৃশতারুচিঃ।
গাত্রে চারুংষি ভুক্তস্য স্তম্ভশ্চাসৃক্গতে-
ঽনিলে ॥ ২২
গুর্ব্বঙ্গং তুদ্যতেঽত্যর্থং দণ্ডমুষ্টিহতং যথা।
সরুক্শ্রমিতমত্যর্থং মাংসমেদোগতেঽনিলে ॥২৩
ভেদোঽস্থিপর্ব্বণাং সন্ধিশূলং মাংসবলক্ষয়ঃ।
অস্বপ্নঃ সন্ততা রুক্ চ মজ্জাস্থিকুপিতে-
ঽনিলে ॥ ২৪

পাঙ্গুল্য, কুব্জতা, অঙ্গশোষ, অনিদ্রা, গর্ভনাশ, শুক্রনাশ রজোনাশ, স্পন্দন, গাত্রসুপ্ততা; মস্তক নাসা অক্ষি জত্রু ও গ্রীবার বিকৃতি, ভেদ, তোদ, শূল, আক্ষেপ, মোহ, আয়াস (ক্লান্তিবোধ) এবং এইরূপ অন্যান্য লক্ষণ হয়। হেতুভেদে ও স্থানভেদে রোগের ভিন্নতা হইয়া থাকে। ১৫। কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু কুপিত হইলে মূত্র বিষ্ঠার বিবন্ধ, ব্রধ্ন, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শ ও পার্শ্বশূল হইয়া থাকে। [আমাশয়, গ্রহণী, অন্ত্র, মূত্রাশয় রক্তাশয়, হৃদয়, উন্দুক ও ফুপফুস্ ইহাদিগের নাম কোষ্ঠ। কৌশলে সর্ব্বপ্রকার রোগকেই বাতব্যাধির মধ্যে ধরা হইতেছে। কারণ বায়ুবিকার ভিন্ন কোন ব্যাধিই উৎপন্ন হয় না]। ১৬। সর্ব্বাঙ্গস্থিত বায়ু কুপিত হইলে গাত্রের স্ফুরণ, গাত্রের ভঙ্গবৎ পীড়া, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এবং সন্ধি সকল যেন স্ফুটিত হইতে থাকে। ১৭। গুদস্থ বায়ু কুপিত হইলে বিষ্ঠা মূত্র ও অধোবায়ুর বিবন্ধ; শূল, আধ্মান, অশ্মরী, শর্করা, এবং জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক, পাদ ও পৃষ্ঠের বেদনা ও শোষ (গঙ্গাধর—পাঠ শোথ) উপস্থিত হয়। ১৮। আমাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে উদ্গার, বিসূচিকা, কাস, কণ্ঠশোষ, মুখশোষ ও শ্বাস উপস্থিত হয়। [চরকে বিসূচিকার স্বতন্ত্র অধ্যায় নাই, কিন্তু উহা যে বাতোল্বণ রোগ ও উহার স্থান আমাশয়, তাহা এই স্থানে বলা হইল]। ১৯। পক্বাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে অন্ত্রকূজন, শূল, আটোপ (গুড়্গুড় শব্দ), মূত্রকৃচ্ছ্র, পুরীষকৃচ্ছ্র, আনাহ, ত্রিক বেদনা এবং "কর্ণ প্রভৃতির শক্তিলোপ" করিয়া থাকে। ["এই চিহ্নের অন্তর্গত পাঠ গঙ্গাধরে নাই]। ২০। ত্বক্স্থ বায়ু কুপিত হইলে ত্বক্ রুক্ষ, স্ফুটিত, সুপ্ত, কৃশ, কৃষ্ণ ও তোদযুক্ত এবং আতত (টানটান) ও রক্তবর্ণ হয়। আর পর্ব্বশূল হইয়া থাকে। ২১। বায়ু রক্তগত হইলে তীব্রবেদনা, সন্তাপ, বৈবর্ণ্য কৃশতা, অরুচি, গাত্রে অরুংষি নামক ব্রণসমূহের উদয় এবং ভোজনের পর শরীরের স্তব্ধতা হইয়া থাকে। ২২। মাংসমেদোগত বায়ু কুপিত হইলে অঙ্গসমূহের গুরুতা এবং দণ্ডাঘাত বা মুষ্ট্যাঘাতের বেদনার ন্যায় বেদনা উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত শূল ও শ্রমবোধ হইয়া থাকে। ২৩। মজ্জাগত ও অস্থিগত বায়ু কুপিত হইলে অস্থি ও পর্ব্বসমূহের ভেদ, সন্ধিশূল; মাংস ও

ক্ষিপ্রং মুঞ্চতি বধ্নাতি শুক্রং গর্ভমথাপি বা।
বিকৃতিং জনয়েচ্চাপি শুক্রস্থঃ কুপিতোঽনিলঃ॥ ২৫
সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগাংশ্চ কুর্য্যাৎ স্নায়ুগতোঽনিলঃ
বাহ্যাভ্যন্তরমায়ামং খল্লিং কুব্জত্বমেব চ॥ ২৬
শরীরং মন্দরুক্ শোথং শুষ্যতি স্পন্দতেঽপি বা।
সুপ্তাস্তন্বো মহত্যো বা শিরা বাতে শিরোগতে॥ ২৭
বাতপূর্ণদৃতিস্পর্শঃ শোথঃ সন্ধিগতেঽনিলে।
প্রসারণাকুঞ্চনয়োরপ্রবৃত্তিঃ সবেদনা॥ ২৮
অভিবৃদ্ধঃ শরীরার্দ্ধমেকং বায়ুঃ প্রপদ্যতে।
যথা তদোপশোষ্যাসৃক্ বাহুং পাদঞ্চ জানু চ॥
তস্মিন্ সঙ্কোচয়ত্যর্দ্ধে মুখং জিহ্মং করোতি চ।
বক্রীকরোতি নাসাভ্রূললাটাক্ষিহনূং তথা॥
ততো বক্রং ব্রজত্যাস্যে ভোজনং বক্রনাসিকম্
স্তব্ধং নেত্রং কথয়তঃ ক্ষবথুশ্চ নিগৃহ্যতে॥
দীনা জিহ্বা সমুৎক্ষিপ্তা কলা সজ্জতি চাস্য বাক্।
দন্তাশ্চলন্তি বধ্যেতে শ্রবণৌ ভিদ্যতে স্বরঃ॥
পাদহস্তাক্ষিজঙ্ঘোরুশঙ্খশ্রবণগণ্ডরুক্।
অর্দ্ধে তস্মিন্ মুখার্দ্ধে বা কেবলে স্যাৎ তদর্দ্দিতম্॥ ২৯
মন্যে সংশ্রিত্য বাতোঽন্তর্যদা নাড়ীঃ প্রপদ্যতে
মন্যাস্তম্ভং তদা কুর্য্যাদন্তরায়ামসংজ্ঞিতম্॥ ৩০
অন্তরায়ম্যতে গ্রীবা মন্যা চ স্তভ্যতে ভৃশম্।
দন্তানাং দশনং লালা পৃষ্ঠাক্ষেপঃ শিরোগ্রহঃ॥
জৃম্ভা বদনসঙ্গশ্চাপ্যন্তরায়ামলক্ষণম্॥ ৩১
পৃষ্ঠমন্যাশ্রিতা বাহ্যাঃ শোষয়িত্বা শিরাবলীঃ।

২৪। শুক্রস্থ বায়ু কুপিত হইলে শুক্র ও গর্ভ শীঘ্র শীঘ্র মুক্ত হয় বা বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা শুক্র ও গর্ভ উভয়েরই বিকার উপস্থিত করে। ২৫। স্নায়ুগত বায়ু কুপিত হইলে সর্ব্বাঙ্গগত (যথা সর্ব্বাঙ্গের পক্ষাঘাত ও একাঙ্গগত (যথা একপক্ষাঘাত) রোগ উপস্থিত করে। বাহ্যায়াম ও অন্তরায়াম (দুই প্রকার ধনুষ্টঙ্কার) এবং খল্লী ও কুব্জত্ব উপস্থিত করিয়া থাকে। ২৬। শিরাগত বায়ু কুপিত হইলে শরীরে অল্প বেদনাযুক্ত শোথ, শরীর শুষ্ক ও স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং শিরা সকল সুপ্ত ও তনু বা স্থূল হইয়া থাকে। ২৭। সন্ধিগত বায়ু কুপিত হইলে সন্ধিস্থলে বাতপূর্ণদৃতির ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট শোথ হয়। সন্ধিসমূহের প্রসারণ বা আকুঞ্চন হয় না এবং বেদনা হয়, [চরকে আমবাতের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। কিন্তু সন্ধিগত বায়ুকোপের লক্ষণ আমবাতের ন্যায়]। ২৮। যখন বায়ু শরীরের বাম বা দক্ষিণাঙ্গকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হয়, তখন সেই দিকের রক্ত, বাহু, পাদ ও জানু শুষ্ক ও সঙ্কুচিত করে, ও সেই দিকের মুখার্দ্ধ বক্র করিয়া থাকে। নাসাভ্রূ সেই মুখার্দ্ধের নাসা, ভ্রূ, ললাট, অক্ষি ও হনু বক্র হইয়া যায়। ভোজন বক্র হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করে ও ভোজনকালে নাসিকার বক্রভাব অধিকতর লক্ষিত হইয়া থাকে। কথা কহিবার সময় নেত্র স্তব্ধ হয়, হাঁচি আসিলে হাঁচি বাহির হয় না। জিহ্বা দীন, সমুৎক্ষিপ্ত (বহিঃক্ষিপ্ত) ও দুর্ব্বল হয়। বাক্য জড়াইয়া যায়। দন্ত সকল চালিত, কর্ণ বদ্ধ, স্বর ভিন্ন এবং পাদ হস্ত অক্ষি জঙ্ঘা উরু শঙ্খ কর্ণ ও গণ্ডে বেদনা হয়। এই রোগ অর্দ্ধাঙ্গেই হউক্ বা কেবল মুখার্দ্ধেই হউক, ইহাকে অর্দ্দিত কহিয়া থাকে। ২৯। গলের পার্শ্বদ্বয়কে মন্যা কহে। মন্যাসংশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া মন্যার অভ্যন্তরস্থ নাড়ী সকল আক্রমণ করিলে মন্যার অন্তরায়াম* হয় [অর্থাৎ গলার শির ভিতরের দিকে খেঁচিয়া ধরে, ঘাড় সোজা করা যায় না]। ৩০। অন্তরায়াম মন্যাস্তম্ভে গ্রীবাকে ভিতরের দিকে টানে। মন্যা অত্যন্ত স্তব্ধ হয়। দন্তে দন্তে দংশন হয় (দাঁতকপাটী লাগে); লালাস্রাব হইতে থাকে। পৃষ্ঠের আক্ষেপ (আভ্যন্তরিক কম্পন যাহাকে ঝিম্ ঝিম্ বলে), মস্তকের স্তম্ভ, জৃম্ভা ও বদন শক্ত হয় (মুখে হাঁ-করা যায় না)।

শ্রিতঃ কুর্য্যাদ্বহুস্তম্ভং বহিরায়ামসংজ্ঞকম্ ॥
চাপবন্নাম্যমানস্য পৃষ্ঠতো ম্রিয়তে শিরঃ।
উর উৎক্ষিপ্যতে মন্যা স্তব্ধা গ্রীবা চ মৃদ্যতে ॥
দন্তানাং দশনং জৃম্ভা লালাস্রাবশ্চ বাগ্গ্রহঃ।
জাতবেগো নিহন্ত্যেষ বৈকল্যং বা প্রযচ্ছতি ॥ ৩২
হনুমূলে স্থিতে বন্ধাৎ স্রংসয়ত্যনিলো হনুম্।
বিবৃতাস্যত্বমথবা কুর্য্যাৎ সংবৃতমাননম্ ॥ ৩৩
হনুগ্রহঞ্চ সংস্তভ্য হনুসংবৃতবক্রতাম্।
হনুমূলে স্থিতো বায়ুঃ করোতি বহুকষ্টদম্ ॥ ৩৪
মুহুরাক্ষিপতি ক্রুদ্ধো গাত্রাণ্যাক্ষেপকোঽনিলঃ।
পাণিপাদঞ্চ সংশোষ্য শিরাঃ সস্নায়ুকণ্ডরাঃ ॥ ৩৫
পাণিপাদশিরঃপৃষ্ঠশ্রোণীঃ স্তভ্নাতি মারুতঃ।
দণ্ডবৎ স্তব্ধগাত্রস্য দণ্ডকঃ সোঽনুপক্রমঃ ॥ ৩৬
অঙ্গঃ স্যাদর্দ্দিতাদ্যানাং মুহুর্ব্বেগে গতে গতে।
পীড্যতে পীড়নৈস্তৈস্তৈর্ভিষগেতান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৭
হত্বৈকং মারুতঃ পক্ষং দক্ষিণং বামমেব বা।
কুর্য্যাচ্চেষ্টানিবৃত্তিং হি রুজং বাক্স্তম্ভমেব চ ॥
গৃহীত্বা বা শরীরার্দ্ধং শিরাঃ স্নায়ুঃ বিশোষ্য চ।
পাদং সঙ্কোচয়ত্যেকং হস্তং বা তোদশূলকৃৎ ॥

ইহাই অন্তরায়ামের লক্ষণ। ৩১। বায়ু পৃষ্ঠাশ্রিত ও মস্তাশ্রিত বাহ্য শিরাবলিকে শুষ্ক করিয়া বহিরায়াম নামক ধনুষ্টম্ভ (ধনুষ্টঙ্কার) উৎপাদন করে। তাহাতে শরীর পৃষ্ঠের দিকে নত হইয়া যায়, মস্তক পৃষ্ঠের দিকে বক্র হয়, বক্ষঃস্থল উঁচু হইয়া উঠে, মন্যাদ্বয় স্তব্ধ হয়, গ্রীবা মর্দ্দিত হয়, দন্তে দন্ত লাগিয়া যায়। জৃম্ভা লালাস্রাব ও বাক্স্তম্ভ হয়। এই রোগ বিশেষ বেগবান্ হইলে রোগীকে বধ করে, অন্ততঃ অঙ্গের বিকলতাসাধন করিয়া থাকে। [১৩শ অধ্যায় ২৩ প্রকরণ দেখ]। ৩২। হনুমূলস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া হনুবন্ধ শিথিল করিয়া থাকে। তাহাতে মুখ হয় বিবৃত না হয় সংবৃত হইয়া যায়। ইহাকেই হনুগ্রহ বলে। [হঠাৎ হাই তুলিতে গিয়া কখন কখন এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটে]। ৩৩। দ্বিতীয় প্রকার হনুগ্রহ ধনুষ্টঙ্কারের পূর্ব্বরূপ। ইহাতে হনু স্তব্ধ হয়, মুখ সংবৃত হইয়া যায়] এবং গলার শির টানিয়া ধরে, ১৩শ অধ্যায় ২৩ প্রকরণ]। ৩৪। বায়ু কুপিত হইয়া সর্ব্ব শরীরকে আক্ষিপ্ত করে [হঠাৎ অনিষ্ট সংবাদ শুনিলে যে সর্ব্ব শরীরব্যাপী আভ্যন্তর কম্পন হইতে থাকে, এ স্থলে সেইরূপ কম্পনকেই আক্ষেপ বলা হইয়াছে। আক্ষেপ শব্দের অর্থ খেঁচুনী নহে]। ইহাতে হস্ত ও পাদ শুষ্ক হইয়া থাকে [অর্থাৎ রক্তহীন হয়], সেইরূপ শিরা স্নায়ু ও কণ্ডরার শুষ্কতা হয়। ইহাকেই আক্ষেপক বলে। [সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকে; হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে; ক্রমে মূর্চ্ছাও হইয়া থাকে। অশ্বাদি হইতে পতন বা দণ্ডাদি দ্বারা আঘাতহেতুও শরীরের এইরূপ ভাব হয়]। ৩৫। কুপিত বায়ু পাণি, পাদ, মস্তক, পৃষ্ঠ ও নিতম্ব স্তব্ধ করিয়া থাকে [রোগী স্পন্দহীন হইয়া দণ্ডের ন্যায় লম্বভাবে শয়ান থাকে] দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধগাত্র ব্যক্তির এই ব্যাধিকে দণ্ডক বা দণ্ডাপতানক কহে; ইহা অচিকিৎস্য। [মদ্যপান ও বিষাদি সেবন হেতুও মৃত্যুকালে এইরূপ রোগ হয়; ১২শ অধ্যায়,মদাত্যয় ২৫প্রকরণ]। ৩৬। অর্দ্দিত হইতে দণ্ডক পর্য্যন্ত বায়ুরোগেরই নিয়ম এই যে, রোগের বেগ পুনঃপুন আগত ও অপগত হয়। বেগ অপগত হইলে রোগী আপাততঃ সুস্থ হয় [মনে করে যেন, তাহার কোন রোগই ছিল না]। পরে আবার রোগের বেগ উপস্থিত হইলে পীড্যমান হইয়া থাকে। ৩৭। বায়ু কুপিত হইয়া শরীরের বাম বা দক্ষিণ পক্ষ আহত করিয়া সেই পক্ষকে নিষ্ক্রিয় করে; তাহাতে সেই পক্ষে বেদনাও হয় আবার বাক্স্তম্ভও হইয়া থাকে। অথবা বায়ু শরীরের ঊর্দ্ধভাগ বা অধোভাগকে আক্রমণ করিয়া সেই ভাগের শিরা ও স্নায়ু শুষ্ক করে। ঊর্দ্ধাঙ্গ আক্রমণ

একাঙ্গরোগং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্ব-
দেহজম্ ॥ ৩৮
স্ফিক্ পূর্ব্বা কটিপৃষ্ঠোরুজানুজঙ্ঘাপদং ক্রমাৎ
গৃধ্রসীঃ স্তম্ভরুক্তোদৈর্গৃহ্লাতি স্পন্দতে মুহুঃ ॥
বাতাদ্বাতকফাৎ তন্দ্রা গৌরবারোচকান্বিতা ॥৩৯
খল্লী তু পাদজঙ্ঘোরুকরমূলাবমোটনী ॥ ৪০
স্থানানামনুরূপৈশ্চ লিঙ্গৈঃ শেষান্
বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৪১
সর্ব্বেষ্বেতেষু সংসর্গং পিত্তাদ্যৈরুপলক্ষয়েৎ ॥৪২
বায়োর্ধাতুক্ষয়াৎ কোপো মার্গস্যাবরণেন চ ॥ ৪৩
বাতপিত্তকফা দেহে সর্ব্বস্রোতোঽনুসারিণঃ।
বায়ুরেব হি সূক্ষ্মত্বাদ্বয়োস্তত্রাপ্যুদীরণঃ ॥
কুপিতস্তৌ সমুদ্ধূয় তত্র তত্রাক্ষিপন্ গদান্।
করোত্যাবৃতমার্গত্বাৎ রসাদীংশ্চোপশোষয়ন্ ॥৪৪
লিঙ্গং পিত্তাবৃতে দাহস্তৃষ্ণা শূলং ভ্রমঃ ক্লমঃ।
কট্বম্ললবণোষ্ণৈশ্চ বিদাহঃ শীতকামিতা ॥ ৪৫
শীতগৌরবশূলানি কট্বাদ্যুপশয়োঽধিকম্।
লঙ্ঘনায়াসরুক্ষোষ্ণকামিতা চ কফাবৃতে ॥ ৪৬
রক্তাবৃতে সদাহার্ত্তিস্ত্বঙ্মাংসান্তরজো ভৃশম্।
ভবেৎ সরাগঃ শ্বয়থুর্জায়ন্তে মণ্ডলানি চ ॥ ৪৭
কঠিনাশ্চ বিবর্ণাশ্চ পিড়কাঃ শ্বয়থুস্তথা।
হর্ষঃ পিপীলিকানাঞ্চ সঞ্চার ইব মাংসগে ॥ ৪৮
চলঃ স্নিগ্ধো মৃদুঃ শীতঃ শোফোঽঙ্গেষ্বরুচিস্তথা

করিলে একটী হস্ত এবং অধোভাগ আক্রমণ করিলে একটী পদ সঙ্কুচিত হয়। ইহাকেই একাঙ্গ রোগ বা পক্ষাঘাত কহে। এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ আহত হইলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ রোগ বলা যায়। ৩৮। গৃধ্রসী রোগে বায়ু প্রথমে নিতম্বদ্বয়ে স্তম্ভ, শূল ও তোদ উৎপাদন করে। ক্রমশঃ কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জানু, জঙ্ঘা ও পদ আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত অঙ্গসমূহে মুহুর্ম্মুহুঃ স্পন্দন অনুভূত হয়। গৃধ্রসী কেবল বায়ু বা বাতশ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হয়। বাত-শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হইলে রোগীর তন্দ্রা, গৌরব ও অরুচি হইয়া থাকে। [পাশ্চাত্য ভাষায় এই রোগকে সায়াটিকা কহে]। ৩৯। পাদ, জঙ্ঘা, উরু, করমূল প্রভৃতি স্থানের [পেশীদিগের] অবমোটনকে খল্লী [খালধরা] কহে। ৪০। অন্যান্য বায়ু রোগের নাম স্থান ও লক্ষণানুসারে নির্দ্দেশ করিবে। [যথা কটীদেশে শূল হইলে, তাহাকে কটীশূল কহিবে। তন্মধ্যে কটী-শূলকে পাশ্চাত্যভাষায় 'লম্বেগো' কহে]। ৪১। বায়ুরোগে বায়ুর বলবত্তা ও কফপিত্তের সংসর্গ থাকে। [গৃধ্রসী রোগে পিত্তের সংস্রব থাকে না]। ৪২। ধাতুক্ষয় হেতু বা মার্গ-রোধ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। ৪৩। বাত পিত্ত ও কফ দেহের সর্ব্বস্রোতেই অনু-সরণ করিয়া থাকে। [কিন্তু বায়ু সূক্ষ্ম অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বলিয়া স্রোতের মধ্যে স্বয়ং লক্ষিত হয় না], উহা কফ ও পিত্তকে উদীর্ণ করিয়া থাকে। উহা কুপিত হইয়া কফ ও পিত্তকে বহন করিয়া স্রোতঃসমূহের মধ্যে আক্ষিপ্ত করে। তৎকালে বায়ুর সঞ্চরণ-পথ পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক আবৃত হওয়াতে রসাদি ধাতু সকল শুষ্ক হইয়া রোগ সকল উৎপন্ন হয়। ৪৪। বায়ুর পথ পিত্তস্রোতের মধ্যে পিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে বাতব্যাধির সঙ্গে দাহ, শূল, ভ্রম ও ক্লান্তি হইয়া থাকে। তৎকালে, কটু, অম্ল, লবণ ও উষ্ণ সেবন করিলে বিদাহ উপস্থিত হয় এবং শীতেচ্ছা হইয়া থাকে। [আবরণ শব্দের অর্থ ১৪১ প্রকরণে দেখ]। ৪৫। বায়ু কফবাহী স্রোতের মধ্যে কফ-কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইলে শীত, গুরুতা, শূল, কটু প্রভৃতি কফনাশক দ্রব্য দ্বারা অতিশয় উপশম বোধ এবং লঙ্ঘন, পরিশ্রম ও রুক্ষোষ্ণ দ্রব্যে অভিলাষ হইয়া থাকে। ৪৬। বায়ু রক্তবাহী স্রোতের মধ্যে রক্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে দাহ, যাতনা, ত্বক্ ও মাংসের অভ্যন্তরে দারুণ রক্তবর্ণ শোথ ও মণ্ডল সকল উৎপন্ন হয়। ৪৭। বায়ু মাংসবাহী স্রোতের মধ্যে মাংস কর্ত্তৃক আবৃত হইলে কঠিন ও বিবর্ণ পিড়কাসমূহ, শোথ, হর্ষ (সিড়সিড়) এবং শরীরের মধ্যে পিপীলিকাসঞ্চারের ন্যায় বোধ হয়। ৪৮।

আঢ্যবাত ইতি জ্ঞেয়ঃ স কৃচ্ছ্রো মেদসা
বৃতঃ ॥ ৪৯
স্পর্শমস্থ্যাবৃতে তুষ্ণং পীড়নঞ্চাভিনন্দতি।
সম্ভজ্যতে সীদ্যতি চ সূচীভিরিব তুদ্যতে ॥ ৫০
মজ্জাবৃতে বিনামঃ স্যাজ্জৃম্ভণং পরিবেষ্টনম্।
শূলস্তু পীড্যমানে চ পাণিভ্যাং লভতে সুখম্ ॥৫১
শুক্রাবেগোঽতিবেগো বা নিষ্ফলত্বঞ্চ
শুক্রগে ॥ ৫২
ভুক্তে কুক্ষৌ চ রুগ্‌জীর্ণে শাম্যত্যন্নাবৃতে-
ঽনিলে ॥৫৩
মূত্রাপ্রবৃত্তিরাধ্মানং বস্তৌ মূত্রাবৃতেঽনিলে ॥ ৫৪

বায়ু মেদোবাহী স্রোতের মধ্যে মেদঃ কর্ত্তৃক আবৃত হইলে অঙ্গসমূহ চঞ্চল, স্নিগ্ধ, মৃদু ও শীতল শোথ; অরুচি ও বাতরক্ত হইয়া থাকে। ৪৯। বায়ু অস্থিধাতু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে উষ্ণস্পর্শে সুখবোধ হয়, কেহ গাত্র-পীড়ন করিতে থাকিলে আরাম বোধ হয়। সর্ব্বশরীরে ভঙ্গের ন্যায় পীড়া, অবসাদ ও সূচীভেদবৎ কষ্ট অনুভব হয়। [গ্রহণী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, আহাররসই অস্থি প্রভৃতি ধাতুরূপে পরিণত হয়। অস্থির উপ-করণীভূত সামগ্রী যে সকল স্রোত দিয়া বাহিত হয়, যদি সেই সকল পথে বায়ুর সঞ্চরণ না হয়, তবেই অস্থিধাতু কর্ত্তৃক বায়ু আবৃত হইয়াছে বলা যাইতে পারে]। ৫০। বায়ু মজ্জাবাহী স্রোতের মধ্যে মজ্জা কর্ত্তৃক আবৃত হইলে বিনাম (নুয়ে পড়া), জৃম্ভণ (হাই উঠা), পরিবেষ্টন (রজ্জু দ্বারা বন্ধনের ন্যায় অনুভব) এবং শূল উপস্থিত হয়। আর হস্ত দ্বারা পীড়ন করিলে সুখবোধ হয়। ৫১। বায়ু শুক্রবাহী স্রোতের মধ্যে শুক্র কর্ত্তৃক আবৃত হইলে শুক্রের বেগরোধ বা অতিবেগ হয় এবং শুক্র নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৫২। বায়ু অন্নবাহী স্রোতের মধ্যে অন্ন কর্ত্তৃক আবৃত হইলে, ভোজন করিবার পর কুক্ষিতে শূল হয় এবং অন্ন জীর্ণ হইয়া গেলে শূলের নিবৃত্তি

বর্চ্চোবৃতে বিবন্ধোঽধঃ স্বে স্থানে পরিকৃন্ততি।
ব্রজত্যাশু জরাং স্নেহো ভুক্তে চানহ্যতে নরঃ ॥
চিরাৎ পীড়িতমন্নেন দুঃখং শুষ্কং শকৃৎ সৃজেৎ
শ্রোণীবঙ্‌ক্ষণপৃষ্ঠেষু রুখিলোমশ্চ মারুতঃ ॥
অস্বস্থং হৃদয়ঞ্চৈব স চ বর্চ্চোবৃতেঽনিলঃ ॥ ৫৫
সন্ধিচ্যুতির্হনুস্তম্ভঃ কুঞ্চনং কুব্জতার্দ্দিতম্।
পক্ষাঘাতোঽঙ্গসংশোষঃ পঙ্গুত্বং খুড়বাততা ॥
স্তম্ভনঞ্চাঢ্যবাতশ্চ রোগা মজ্জাস্থিগাশ্চ যে।
এতে স্থানস্য গাম্ভীর্য্যাদ্‌যত্নাৎ সিধ্যন্তি বা নবা
নবান্ বলবতাং ত্বেতান্ সাধয়েন্নিরুপদ্রবান্ ॥ ৫৬
ক্রিয়ামতঃ সিদ্ধতমাং বাতরোগাপহাং শৃণু ॥৫৭
কেবলং নিরুপস্তম্ভমাদৌ স্নেহৈরুপাচরেৎ।
বায়ুং সর্পির্বসাতৈলমজ্জপানৈর্নরং ততঃ ॥ ৫৮

আবৃত হইলে মূত্রের অনিঃসরণ ও বস্তিতে আধ্মান হইয়া থাকে। ৫৪। বায়ু পক্বাশয়ে বিষ্ঠাকর্ত্তৃক আবৃত হইলে মলের বিবন্ধ; পক্বা-শয়ে পরিকর্ত্তন (কামড়ানী). স্নেহ দ্রব্য আশু-জীর্ণ; ভোজন করিলে আনাহ; অন্ন কেহ উদর চাপিয়া ধরিলে কষ্টে শুষ্ক বিষ্ঠাত্যাগ; নিতম্ব, বংক্ষণ ও পৃষ্ঠে শূল; বায়ুর বিমার্গগতি এবং হৃদয়ের অস্বাস্থ্য হইয়া থাকে। ৫৫। সন্ধিভ্রংশ, হনুস্তম্ভ, আকুঞ্চন, কুব্জতা, অর্দ্দিত পক্ষাঘাত, অঙ্গশোষ, পঙ্গুত্ব, খুড়বাত (বাত-রক্ত), স্তম্ভন, আঢ্যবাত (বাতরক্ত), মজ্জা-গত ও অস্থিগত বাত এই সকল রোগ ইহা-দের আশ্রয়-স্থানের গভীরতাহেতু হয়তো সাধ্য হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে। বলবান্ ব্যক্তিদিগের এই সকল রোগ নবোৎ-পন্ন ও উপসর্গহীন হইলে সাধ্য। ৫৬। এক্ষণে বাতরোগনাশক দৃষ্টফল চিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৭। বাতরোগে বায়ু পিত্তাদি কর্ত্তৃক আবৃত না থাকিলে প্রথমতঃ স্নেহ দ্বারা চিকিৎসা করিবে [যেমন পক্ষাঘাত রোগে যদি মেরুদণ্ডাদি স্থানে বেদনা ও দাহাদি না থাকে তবে পক্ষাঘাতে প্রথমেই স্নেহচিকিৎসা করা যাইতে পারে]। রোগীকে ঘৃত বসা

স্নেহে ক্লান্তং সমাশ্বাস্য পয়োভিঃ স্নেহয়েৎ পুনঃ
যূষৈর্গ্রাম্যাম্বুজানূপৈ রসৈর্বা স্নেহসংযুতৈঃ ॥
পায়সৈঃ কৃশরৈরম্ললবণৈঃ সানুবাসনৈঃ।
নাবনৈস্তর্পণৈশ্চান্যৈঃ সুস্নিগ্ধং স্বেদয়েৎ ততঃ ॥
স্বভ্যক্তং স্নেহসংযুক্তৈর্নাড়ীপ্রস্তরসঙ্করৈঃ।
তথান্যৈর্বিবিধৈঃ স্বেদৈর্যথাযোগমুপাচরেৎ ॥ ৫৯
স্নেহার্দ্রং স্বিন্নমঙ্গন্তু বক্রং স্তব্ধমথাপি বা।
যথেষ্টং নাময়িতুং শক্যতে শুষ্কদারুবৎ ॥ ৬০
হর্ষতোদরুগায়াসশোথস্তম্ভগ্রহাদয়ঃ।
স্বিন্নস্যাশু প্রশাম্যন্তি মার্দ্দবঞ্চোপজায়তে ॥ ৬১
স্নেহশ্চ ধাতূন্ সংশুষ্কান্ পুষ্ণাত্যাশু প্রযোজিতঃ
বলমগ্নিবলং পুষ্টিং প্রাণাংশ্চাপ্যভিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ৬২
অসকৃৎ তং পুনঃ স্নেহৈঃ স্বেদৈশ্চাপ্যুপপাদয়েৎ
তথা স্নেহমৃদৌ কোষ্ঠে ন তিষ্ঠন্ত্যনিলাময়াঃ ॥ ৬৩

যদ্যনেন সদোষত্বাৎ কর্ম্মণা ন প্রশাম্যতি।
মৃদুভিঃ স্নেহসংযুক্তৈরৌষধৈস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৬৪
ঘৃতং তিল্বকসিদ্ধং বা সাতলাসিদ্ধমেব বা।
পায়সৈরণ্ডতৈলং বা পিবেদ্দোষহরং শিবম্ ॥ ৬৫
স্নিগ্ধাম্ললবণোষ্ণাদ্যৈরাহারৈর্হি মলশ্চিতঃ।
স্রোতো বদ্ধানিলং রুদ্ধ্যাৎ তস্মাৎ
তমনুলোময়েৎ ॥ ৬৬
দুর্ব্বলো যো বিরেচ্যঃ স্যাৎ তং নিরূহৈরুপাচরেৎ
পাচনৈর্দীপনীয়ৈর্বা ভোজ্যৈর্বা তদ্যুতং নরম্।
শুদ্ধস্য চোত্থিতে চাগ্নৌ স্নেহস্বেদৌ
পুনর্হিতৌ ॥ ৬৭
স্বাদ্বম্ললবণস্নিগ্ধৈরাহারৈঃ সততং পুনঃ।
নাবনৈর্ধূমপানৈশ্চ সর্ব্বানেবোপপাদয়েৎ ॥ ৬৮
বিশেষতস্তু কোষ্ঠস্থে বাতে ক্ষারং পিবেন্নরঃ।
পাচনৈর্দীপনীয়ৈস্তৈরন্নৈর্বা পাচয়েন্মলান্ ॥ ৬৯

স্নেহ বহু সেবন করিয়া রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে বুঝাইয়া পুনর্ব্বার দুগ্ধযোগে স্নিগ্ধ করিবে। অথবা স্নেহযুক্ত যূষ বা গ্রাম্য জলজ ও আনূপ মাংসের রস বা পায়স বা অম্ল লবণ রস কৃশরা নস্য ও অন্ন প্রয়োগ করিয়া তর্পিত করিবে। অনন্তর রোগীকে উত্তমরূপে অভ্যক্ত করিয়া স্নেহযুক্ত নাড়ীস্বেদ বা প্রস্তরস্বেদ বা সঙ্করস্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে এবং রোগের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া অন্যান্য বিবিধ স্বেদও প্রয়োগ করিবে। ৫৯। যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে স্নেহার্দ্র ও স্বিন্ন করিয়া যথেচ্ছ অবনমিত করিতে পারা যায়, সেইরূপ অঙ্গ বক্র বা স্তব্ধ হইলেও উহাকে স্নেহার্দ্র ও স্বিন্ন করিয়া নমিত করা যাইতে পারে। ৬০। বাতরোগী স্বিন্ন হইলে তাহার হর্ষ (সিড় সিড়), তোদ, শূল, আয়াস, শোথ, স্তম্ভ ও গ্রহাদি (কটিগ্রহাদি) শীঘ্র প্রশমিত হয় এবং দেহের মৃদুতা হইয়া থাকে। ৬১। স্নেহ সংশুষ্ক ধাতুদিগকে আশু পোষণ করে এবং বল, অগ্নিবল, পুষ্টি ও প্রাণ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। ৬২। এইজন্য বাতরোগীকে পুনঃপুন স্নেহস্বেদযোগে সম্পন্ন করিবে। স্নেহপ্রয়োগ দ্বারা কোষ্ঠের কাঠিন্য দূর হইয়া মৃদুতা হইলে বায়ুরোগ সকল তিষ্ঠিতে পারে না। ৬৩। যদি দোষাধিক্যবশতঃ এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা বায়ুরোগের শান্তি না হয়, তবে স্নেহ-সংযুক্ত মৃদু ঔষধ দ্বারা রোগীকে শোধন করিবে। ৬৪। লোধ বা নীলিনীর সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিয়া বিরেচন দিবে, অথবা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহা দোষহর শুভকর। ৬৫। বায়ুশান্তির জন্য স্নিগ্ধ অম্ল লবণ উষ্ণাদি আহার বহু পরিমাণে প্রয়োগ করাতে পিত্ত ও কফ সঞ্চিত হইয়া স্রোতরোধপূর্ব্বক বায়ুকে রুদ্ধ করিতে পারে; অতএব বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদন করা উচিত। ৬৬। দুর্ব্বল ব্যক্তির মলনিঃসারণ করা কর্ত্তব্য বোধ হইলে তাহাকে নিরূহযোগে চিকিৎসা করিবে। অথবা পাচন ও দীপন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। সংশোধনের পর অগ্নি উত্থিত হইলে পুনর্ব্বার স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিবে। ৬৭। সর্ব্বপ্রকার বাতরোগেই স্বাদু অম্ল লবণ আহার এবং নস্য ও ধূম সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে; এইরূপে বায়ু রোগের সাধারণ চিকিৎসা বলা হইল। ৬৮। বিশেষতঃ কোষ্ঠস্থ বায়ুতে ক্ষার প্রয়োগ করিবে এবং

গুদপক্বাশয়স্থে তু কর্ম্মোদাবর্ত্তহৃদ্ধিতম্ ॥ ৭০
আমাশয়স্থে শুদ্ধস্য যথা দোষহরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৭১
সর্ব্বাঙ্গকুপিতেঽভ্যঙ্গো বস্তয়ঃ সানুবাসনাঃ ॥৭২
স্বেদাভ্যঙ্গা নিবাতানি হৃদ্যঞ্চান্নং ত্বগাশ্রিতে ॥৭৩
শীতাঃ প্রদেহা রক্তস্থে বিরেকো রক্ত-
মোক্ষণম্ ॥ ৭৪
বিরেকো মাংসমেদঃস্থে নিরূহাঃ শমনানি চ ॥ ৭৫
বাহ্যাভ্যন্তরতঃ স্নেহৈরস্থিমজ্জগতং জয়েৎ ॥ ৭৬
হর্ষোঽন্নপানং শুক্রস্থে বলশুক্রকরং হিতম্ ।
বিবদ্ধমার্গং দৃষ্ট্বা বা শুক্রং দদ্যাদ্বিরেচনম্ ।
বিরিক্তপ্রতিভুক্তস্য পূর্ব্বোক্তাং কারয়েৎ
ক্রিয়াম্ ॥ ৭৭
গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্
সিতাকাশ্মর্য্যমধুকৈর্হিতমুত্থাপনে পয়ঃ ॥ ৭৮
হৃদি প্রকুপিতে সিদ্ধমংশুমত্যা পয়ো হিতম্ ॥ ৭৯
মৎস্যান্ নাভিপ্রদেশস্থে সিদ্ধান্ বিল্ব-
শলাটুভিঃ ॥ ৮০
বায়ুনা বেষ্ট্যমানে তু গাত্রে স্যাদুপনাহনম্ ॥৮১
তৈলং সঙ্কুচিতেঽভ্যঙ্গো মাষসৈন্ধবসাধিতম্ ॥৮২
বাহুশীর্ষগতে নস্যং পানঞ্চৌত্তরভক্তিকম্ ॥ ৮৩
বস্তিকর্ম্ম ত্বধো নাভেঃ শস্যতে চাবপীড়কঃ ॥৮৪
অর্দ্দিতে নাবনং মূর্দ্ধ্নি তৈলং তর্পণমেব চ ।
নাড়ীস্বেদোপনাহাশ্চ আনূপপিশিতৈর্হিতাঃ ॥৮৫
স্বেদনং স্নেহসংযুক্তং পক্ষাঘাতে বিরেচনম্ ।
অন্তরা কণ্ডরাঙ্গুল্যোঃ শিরাবস্ত্যগ্নিকর্ম্ম চ ॥ ৮৬
গৃধ্রসীষু প্রযুঞ্জীত খল্ল্যাস্তূকোপনাহনম্ ।
পায়সৈঃ কৃশরৈশ্চৈব শস্তং তৈলঘৃতান্বিতৈঃ ॥৮৭
ব্যাত্তাননে হনুং স্বিন্নামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং প্রপীড্য চ ।

পাচক ও দীপন অন্ন প্রয়োগ করিয়া মলপাচন করিবে। ৬৯। গুদস্থ ও পক্বাশয়স্থ বাতে উদাবর্ত্তনাশক চিকিৎসা হিতকর। ৭০। আমাশয়স্থ বাতে রোগীকে প্রথমতঃ বমন ও বিরেচন দিয়া পরে দোষানুরূপ চিকিৎসা করিবে। ৭১। সর্ব্বাঙ্গস্থিত বায়ু কুপিত হইলে অভ্যঙ্গ, নিরূহ ও অনুবাসন হিতকর। ৭২। ত্বগাশ্রিত বাতে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, নিবাত স্থান ও হৃদ্য অন্ন প্রশস্ত। ৭৩। রক্তস্থ বাতে শীতল প্রলেপ, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত। ৭৪। মাংসস্থ ও মেদঃস্থ বাতে বিরেচন নিরূহ ও শমন ঔষধ প্রশস্ত। ৭৫। অস্থিগত ও মজ্জাগত বাতে বাহ্য ও আভ্যন্তর স্নেহ প্রয়োগ প্রশস্ত। ৭৬। শুক্রস্থ বাতে হর্ষণ এবং বল ও শুক্রকর অন্ন পান প্রশস্ত। শুক্রের মার্গ রুদ্ধ থাকিলে প্রথমে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। বিরিক্ত হইবার পর পুনর্ভোজন কালে বল-শুক্র-কারক অন্ন পান দিবে। বায়ু কর্ত্তৃক গর্ভ শুষ্ক হইলে অথবা বায়ু বশতঃ বালকদিগের দেহ শুষ্ক হইলে উহাদের পোষণার্থ চিনি, গাম্ভারীফল ও যষ্টিমধু সহযোগে সিদ্ধ দুগ্ধ হিতকর হইয়া থাকে। ৭৮। হৃদয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে শালপর্ণীসিদ্ধ দুগ্ধ হিতকর। ৭৯। নাভি-প্রদেশস্থ (গ্রহণীস্থ) বায়ু কুপিত হইলে বেল-শুঁঠের সহিত সিদ্ধ মৎস্য হিতকর। ৮০। বায়ু দ্বারা শরীর বেষ্ট্যমান হইলে (সমস্ত শরীর রজ্জুবদ্ধের ন্যায় যাতনা হইলে) উপনাহ হিতকর। ৮১। বায়ু কর্ত্তৃক অঙ্গ সঙ্কুচিত হইলে মাষকলায় ও সৈন্ধবের সহিত অভ্যঙ্গ করিবে। ৮২। বাহুগত ও শীর্ষগত বাতে নস্য ও ঔত্তরভক্তিক ঘৃত পান প্রশস্ত। ৮৩। নাভির অধোগত বায়ু কুপিত হইলে বস্তিকর্ম্ম ও অবপীড়ক দ্রব্যের রস দ্বারা নস্য করা আবশ্যক। ৮৪। অর্দ্দিত রোগে নস্য, মস্তকে তৈল, তর্পণ এবং আনূপ মাংসের সহিত সিদ্ধ দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা নাড়ীস্বেদ ও উপ-নাহ হিতকর। ৮৫। পক্ষাঘাতে স্নেহস্বেদ, স্নেহযুক্ত বিরেচন; "কণ্ডরা ও অঙ্গুলির মধ্য-স্থানে শিরাবস্তি ও অগ্নিকর্ম্ম" (পাঠান্তর —অন্তরা কণ্ডরাগুল্‌ফে) প্রয়োগ করিবে। ৮৬। গৃধ্রসী রোগেও কণ্ডরা ও অঙ্গুলির মধ্যস্থানে শিরাবস্তি ও দাহ করিবে। খল্লী উপস্থিত হইলে তৈলঘৃতান্বিত পায়স ও কৃশরা যোগে উষ্ণ উপানাহ প্রয়োগ করিবে। ৮৭। হনুস্তম্ভে মুখ হাঁ হইয়া থাকিলে হনুতে আনূপ মাংসাদি-যোগে স্বেদ দিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পীড়ন

প্রদেশিনীভ্যাঙ্গোর্ন্নাম্য চিবুকোন্নামনং হিতম্ ॥
স্রস্তাং সঙ্কময়েৎ স্থানং স্তব্ধাং স্বিন্নাং বিনাময়েৎ
প্রত্যেকং স্থানদূষ্যাদিক্রিয়াবৈশেষ্যমাচরেৎ ॥৮৮
সর্পিস্তৈলবসামজ্জসেকাভ্যঙ্গনবস্তয়ঃ।
স্নিগ্ধাঃ স্বেদা নিবাতঞ্চ স্থানং প্রাবরণানি চ ॥
রসাঃ পয়াংসি ভোজ্যানি স্বাদ্বম্ললবণানি চ।
বৃংহণং যচ্চ তৎ সর্ব্বং প্রশস্তং বাত-
রোগিণাম্ ॥ ৮৯
বলায়াঃ পঞ্চমূলস্য দশমূলস্য বা রসে।
অজশীর্ষাম্বুজানূপমাংসাদপিশিতৈঃ পৃথক্ ॥
সাধয়িত্বা রসান্ স্নিগ্ধান্ দধ্যম্লব্যোষসংস্কৃতান্।
ভোজয়েদ্বাতরোগার্ত্তং তৈর্ব্যক্তলবণৈর্নরম্ ॥৯০
এতৈরেবোপনাহাংশ্চ পিশিতৈঃ সম্প্রকল্পয়েৎ।
ঘৃততৈলযুতৈঃ সাম্লৈঃ ক্ষুণ্ণস্বিন্নৈরনস্থিভিঃ ॥ ৯১
পত্রোৎকাথময়াস্তৈলদ্রোণ্যঃ স্যুরবগাহনে।
স্বভ্যক্তানাং প্রশস্যন্তে সেকাশ্চানিল-
রোগিণাম্ ॥ ৯২

করিয়া তর্জ্জনী দ্বারা চিবুক উন্নমিত করিবে। হনু স্রস্ত হইয়া পড়িলে উহাকে স্বস্থানে আনীত করিবে। আর স্তব্ধ হইয়া পড়িলে স্বেদ দিয়া নামাইবে। ৮৮। বাতরোগে ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, সেক, অভ্যঙ্গ, বস্তি, স্নিগ্ধস্বেদ, নিবাত-স্থান, পুরু বস্ত্র দ্বারা গাত্রাবরণ, মাংসরস, দুগ্ধ এবং স্বাদু অম্ল ও লবণ ভোজ্য প্রয়োগ করিবে। তদ্ভিন্ন বাতরোগীর পক্ষে সর্ব্বপ্রকার বৃংহণ ক্রিয়া প্রশস্ত। ৮৯। বাতরোগীর বৃংহণার্থ বেড়েলা কিংবা শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল কিংবা দশমূলের কাথ ছাগমস্তক বা জলজমাংস বা আনূপমাংস বা মাংসাশী জন্তুর মাংস সিদ্ধ করিয়া রস সমস্ত গ্রহণ করিবে। সেই সকল রস ঘৃতযোগে স্নিগ্ধ এবং দধি অম্ল ও ত্রিকটু যোগে সুসংস্কৃত ও ব্যক্তরূপে লবণাক্ত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। ৯০। আর ঐ সমস্ত মাংসই অস্থিরহিত, কুট্টিত, স্বিন্ন, ঘৃত-তৈলযুক্ত ও অম্লীকৃত করিয়া উপনাহসকল রচনা করিবে। ৯১। বাতরোগীদিগকে তৈলা-ভ্যক্ত করিয়া বাতনাশক পত্রের কাথে কিংবা

আনূপৌদকমাংসানি দশমূলং শতাবরীম্।
কুলত্থান্ বদরান্ মাষাংস্তিলান্ রাস্নাং যবান্
বলান্।
বসাদধ্যারনালাম্লৈঃ সহ কুম্ভ্যাং বিপাচয়েৎ ॥
নাড়ীস্বেদং প্রযুঞ্জীত পিষ্টৈশ্চৈবোপনাহনম্।
তৈশ্চ সিদ্ধং ঘৃতং তৈলমভ্যঙ্গঃ পানমেব চ ॥ ৯৩
মুস্তং কিণ্বং তিলাঃ কুষ্ঠং সুরাহ্বং লবণং নতম্।
দধি ক্ষীরচতুঃস্নেহৈঃ সিদ্ধং স্যাদুপনাহনম্ ॥ ৯৪
উৎকারিকাবেশবারক্ষীরমাষতিলৌদনৈঃ।
এর
সস্নেহৈঃ সক্তুকং গাত্রমালিপ্য বহুলং ভিষক্।
এরণ্ডপত্রৈঃ প্রচ্ছাদ্য রাত্রৌ কল্যং বিমোক্ষয়েৎ
ক্ষীরাম্বুনা ততঃ সিক্তং পুনশ্চৈবোপনাহিতম্।
মুঞ্চেদ্রাত্রৌ দিবাবদ্ধং চর্ম্মভিশ্চ সুলোমভিঃ ॥ ৯৪

দোষ বুঝিয়া দুগ্ধদ্রোণী বা তৈলদ্রোণীতে অবগাহন করাইবে। আর ঐ সকল কাথ, দুগ্ধ ও তৈল দ্বারা পরিষেচন করিবে। ৯২। আনূপ ও ঔদকমাংস, দশমূল, শতমূলী, কুলত্থ, কুল, মাষকলায়, তিল, রাস্না, বলা ও যব এই সকল দ্রব্য বসা, দধি, কাঁজী ও আমানীর সহিত কুম্ভীতে পাক করিবে। অনন্তর তদ্দ্বারা বাতরোগীকে নাড়ীস্বেদ দিবে। আর ঐ সকল দ্রব্যই পেষণ করিয়া উপনাহ প্রয়োগ করিবে। আবার ঐ সকল দ্রব্য দ্বারাই ঘৃত ও তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ ও পান করিবে। ৯৩। মুতা, কিণ্ব (সুরাবীজ), তিল, কুড়, দেবদারু, সৈন্ধব, তগরপাদিকা, দধি, দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত, বসা ও মজ্জা একত্র সিদ্ধ করিয়া উপনাহ দিবে। ৯৪। উৎকারিকা, বেশবার, দুগ্ধ, মাষকলায়, তিল, "ওদন" (তণ্ডুল), এরণ্ডবীজ, গোধূম, যব, কুল ও শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল এই সকল স্নেহসংযোগে পেষণ করিয়া বহুল পরিমাণে গাত্রে লেপন করিবে। প্রলেপ রাত্রিতে এরণ্ডপত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে এবং প্রাতঃকালে খুলিয়া ফেলিবে। অনন্তর দুগ্ধ ও জলের সহিত প্রলেপ ধৌত করিয়া নূতন প্রলেপ দিবে ও লোমযুক্ত চর্ম্ম

কলানাং তৈলযোনীনামম্লপিষ্টানলীতলান্।
প্রদেহানুপনাহাংশ্চ গন্ধৈর্বাতহরৈরপি ॥
পায়সৈঃ কৃশরৈশ্চৈব কারয়েৎ স্নেহসংযুতৈঃ ॥ ৯৫
রুক্ষশুদ্ধানিলার্ত্তানামতঃ স্নেহান্ প্রবক্ষ্যতে।
বিবিধান্ বিবিধব্যাধিপ্রশমায়ামৃতোপমান্ ॥ ৯৬
দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেদ্ভাগান্ দশমূলাচ্চতুষ্পলান্।
যবকোলকুলত্থানাং ভাগৈঃ প্রস্থোন্মিতৈঃ সহ
পাদশেষে রসে পিষ্টৈর্জীবনীয়ৈঃ সশর্করৈঃ।
তথা খর্জ্জুরকাশ্মর্য্যদ্রাক্ষাবদরফল্গুভিঃ ॥
সক্ষীরৈঃ সর্পিষঃ প্রস্থঃ সিদ্ধঃ কেবলবাতনুৎ
নিরত্যয়ঃ প্রয়োক্তব্যঃ পানাভ্যঞ্জনবস্তিষু ॥ ৯৭
চিত্রকং নাগরং রাস্নাং পৌষ্করং পিপ্পলীং শটীম্
পিষ্টা বিপাচয়েৎ সর্পির্বাতরোগহরং পরম্ ॥ ৯৮
বলাবিল্বশৃতে ক্ষীরে ঘৃতমণ্ডং বিপাচয়েৎ।
তস্য শুক্তেঃ প্রকুঞ্চোর্দ্ধা নস্যং মূর্দ্ধগতে-
ঽনিলে ॥ ৯৯
গ্রাম্যানূপৌদকনাস্ত ভিত্বাস্থীনি পচেজ্জলে।
তং স্নেহং দশমূলস্য কষায়েণ পুনঃ পচেৎ ॥
জীবকর্ষভকাস্ফোতাবিদারীকপিকচ্ছুভিঃ।
বাতঘ্নৈর্জীবনীয়ৈশ্চ কল্কৈর্দ্বিক্ষীরভাগিকম্ ॥
তৎ সিদ্ধং নাবনাভ্যঙ্গাৎ তথাপানানুবাসনাৎ।
শিরাপর্ব্বাস্থিকোষ্ঠস্থং প্রণুদত্যাশু মারুতম্ ॥
যে স্যুঃ প্রক্ষীণমজ্জানঃ ক্ষীণশুক্রৌজসশ্চ যে।
বল্যং তেষামেতৎ স্যাদমৃতোপমম্ ॥ ১০০
তদ্বৎ সিদ্ধা বসানক্রমৎস্যকূর্ম্মচুলুকজাঃ।
প্রত্যগ্রা বিধিনানেন নস্যপানেষু শস্যতে ॥১০১
প্রস্থঃ স্যাৎ ত্রিফলায়াস্ত কুলত্থকুড়বদ্বয়ম্।

দ্বারা প্রলেপ আচ্ছাদিত করিবে। দিনের প্রলেপ রাত্রিতে তুলিয়া ফেলিবে। ৯৪। বাতরোগে সর্ষপাদি তৈলগর্ভ ফলসমূহের প্রলেপ ও উপনাহ সকল উষ্ণ ও অম্লীকৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এইরূপে বাতহর গন্ধদ্রব্যসমূহ বা পায়স বা কৃশরা স্নেহসংযুক্ত বা উষ্ণ করিয়া প্রলেপ ও উপনাহ দিবে। ৯৫ অনন্তর রুক্ষ ও শুদ্ধ [পিত্তাদি দ্বারা অনাবৃত] বায়ুর চিকিৎসার্থ বিবিধ প্রকার অমৃতোপম স্নেহ বর্ণনা করিতেছি। ৯৬। দশমূলের প্রত্যেক মূল চারি পল এবং যব, কুল ও কুলত্থ পৃথক্ পৃথক্ এক প্রস্থ (দুই সের) এক দ্রোণ (চৌষট্টি সের) জলে পাক করিয়া ষোল সের থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর জীবনীয় দশ, শর্করা, খর্জ্জুর, গাম্ভারী-ফল, দ্রাক্ষা, কুল ও যজ্ঞডুমুর এই সকলের কল্ক এক সের, দুগ্ধ চারি সের ও ঘৃত চারি সের এই ক্বাথের সহিত একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিতে প্রয়োগ করিতে হয়। ৯৭। চিতার মূল, শুঁঠ, রাস্না, কুড়, পিপুল ও শটী এই সকল কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সর্ব্ববিধ বাত-রোগ হিতকর। ৯৮। বেড়েলা ও বেলছাল আটগুণ দুগ্ধ ও চারিগুণ জলের সহিত পাক করিবে। দুগ্ধশেষে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। এই দুগ্ধ চারি গুণ ও ঘৃতমণ্ড এক ভাগ লইয়া পাক করিবে। এই ঘৃত চারি তোলা বা আটতোলা পরিমাণে লইয়া শিরোগত বাতে নস্য দিবে। ৯৯। গ্রাম্য আনূপ ও ঔদক জন্তুর অস্থি সকল কুট্টিত করিয়া জলে পাক করিবে। অনন্তর জলের উপর মজ্জ-স্নেহ ভাসমান হইলে গ্রহণ করিয়া দুইগুণ দুগ্ধ চারিগুণ দশমূলের কাথ ও স্নেহের চতু-র্থাংশ জীবকাদির কল্ক একত্র পাক করিবে। জীবকাদি যথা ;—জীবক, ঋষভক, আস্ফোতা (অনন্তমূল), বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), আল-কুশী বীজ। জীবকাদির পরিবর্ত্তে জীবনীয় গণের কল্ক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেহেতু জীবনীয়গণও বাতঘ্ন। উক্ত স্নেহ দৃষ্টফল। উহা নস্য, অভ্যঙ্গ, পান ও অনু-বাসনে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে শিরা পর্ব্ব অস্থি ও কোষ্ঠস্থ বায়ুর আশু শান্তি হয়। ইহা ক্ষীণমজ্জা, ক্ষীণশুক্র ও ক্ষীণৌজাঃ পুরুষ-দিগের পক্ষে বলপুষ্টিকারক ও অমৃতোপম। ১০০। সেইরূপ নক্র, মৎস্য, কূর্ম্ম ও চুলুকের (শুশুকের) নবোদ্ধৃত বসা উক্ত নিয়মে সিদ্ধ করিয়া নস্য ও পানে [illegible]

কৃষ্ণগন্ধাশ্বগাঢ়কোঃ পৃথক্ পঞ্চপলং ভবেৎ ॥
রাস্নাচিত্রকয়োর্দ্ধে দ্বে দশমূলং পলোন্মিতম্।
জলদ্রোণে পচেৎ পাদশেষে প্রস্থোন্মিতং পৃথক্।
সুরারনালদধ্যম্লসৌবীরকতুষোদকম্।
কোলদাড়িমবৃক্ষাম্লরসং তৈলং বসাং ঘৃতম্ ॥
মজ্জানঞ্চ পয়শ্চৈব জীবনীয়গণানি ষট্।
কল্কং দত্বা মহাস্নেহং সম্যগেনং বিপাচয়েৎ ॥
শিরামজ্জাস্থিগে বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগিষু।
বেপনাক্ষেপশূলেষু তদভ্যঙ্গে প্রযোজয়েৎ ॥১০
নির্গুণ্ড্যা মূলপত্রাভ্যাং গৃহীত্বা স্বরসং ততঃ।
তেন সিদ্ধং সমং তৈলং নাড়ীকুষ্ঠানিলার্ত্তিষু ॥
হিতং পামাপচীনাঞ্চ পানাভ্যঞ্জনপূরণম্। ১০৩
কার্পাসাস্থিকুলত্থানাং রসে সিদ্ধঞ্চ বাতনুৎ ॥১০৪
মূলকস্বরসে ক্ষীরসমে স্থাপ্যং ত্র্যহং দধি।
তস্যাম্লস্য ত্রিভিঃ প্রস্থৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
যষ্ট্যাহ্বশর্করারাস্নালবণার্দ্রকনাগরৈঃ।
সুপিষ্টৈঃ পলিকৈঃ পানাৎ তদভ্যঙ্গাচ্চ
বাতনুৎ ॥ ১০৫
পঞ্চমূলকষায়েণ পিণ্যাকং বহুবার্ষিকম্।
পক্বা তস্য রসং পূত্বা তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
পয়সাষ্টগুণেনৈতৎ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
সংসৃষ্টে শ্লেষ্মণা চৈতদ্বাতে শস্তং
বিশেষতঃ ॥ ১০৬
যবকোলকুলত্থানাং শ্রেয়স্যাঃ শুষ্কমূলকাৎ।
বিল্বাচ্চাম্ললিমেকৈকং দ্রবৈরম্লৈর্বিপাচয়েৎ ॥
তেন তৈলং কষায়েণ কলাম্লৈঃ কটুভিস্তথা।

ধরে নাই]। ১০১। ত্রিফলা এক প্রস্থ (দুই সের), কুলত্থ দুই কুড়ব (এক সের), সজিনার ছাল ও অড়হরমূলের ত্বক্ পাঁচ পাঁচ পল; রাস্না ও চিতা দুই দুই পল এবং দশমূলের প্রত্যেক মূল এক এক পল কুট্টিত করিয়া চৌষট্টি সের জলে পাক করিয়া ষোল সের থাকিতে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্বাথের সহিত সুরা, কাঁজী, দধি, আমানী, সৌবীরক, তুষোদক, কুলের রস, দাড়িমের রস, তেঁতুলের রস, তৈল, বসা, ঘৃত, মজ্জা ও দুগ্ধ পৃথক্ পৃথক্ চারি সের এবং জীবনীয় গণের কল্ক ছয় পল মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। এই মহাস্নেহ অভ্যঙ্গ করিলে শিরাগত, মজ্জগত, অস্থিগত, সর্ব্বাঙ্গগত ও একাঙ্গগত বাত এবং বেপন আক্ষেপ ও শূল নষ্ট হয়। ১০২। নিসিন্দার মূল ও পত্রের স্বরস গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত তাহার সমান তৈল পাক করিবে। এই তৈল অভ্যঙ্গ ও পান করিলে নালী, কুষ্ঠ, বায়ুরোগ, নাসা ও অপচী নষ্ট হয়। ১০৩। উক্ত নিয়মে কার্পাসবীজ ও কুলত্থের ক্বাথের সহিত তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ ও পান করিলে বাতনাশক হয়।

১০৪। মূলকের স্বরস ও দুগ্ধ সমান সমান ভাগে একত্র করিবে। অনন্তর তাহাতে কিঞ্চিৎ দধি যোগ করিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত রাখিবে। তাহাতে সমস্ত দ্রব্য দধিরূপে পরিণত হইয়া অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে ঐ দধি বার সের; তৈল চারি সের এবং যষ্টিমধু, শর্করা, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, আদা ও শুঁঠ এই সমুদায়ের সুপিষ্ট কল্ক পৃথক পৃথক্ এক পল একত্র করিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল পান ও অভ্যঙ্গ করিলে বাতরোগ নষ্ট হয়। ১০৫। পঞ্চমূলের ক্বাথ ও বহু বৎসরের পুরাতন পিণ্যাক (তৈলের খইল) সমান সমান ভাগ এবং জল চারি গুণ একত্র পাক করিয়া চারি সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর উহার সহিত চারি সের তৈল ও আট গুণ দুগ্ধ পাক করিবে। এই তৈল সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ নষ্ট করে। বিশেষতঃ ইহা শ্লেষ্মসংসৃষ্ট বাতে উপকারী। ১০৬। যব, কুল, কুলত্থ, শ্রেয়সী (রাস্না) ও বেলছাল পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধসের লইয়া [illegible] আমানীর সহিত পাক করিয়া চারি [illegible] এক ভাগ থাকিতে নামাইবে। অনন্তর ঐ ক্বাথ ষোল সের, তৈল চারি সের এবং কাঞ্জিক প্রভৃতি অম্ল দ্রব্য ও ত্রিকটুর কল্ক

পিষ্টৈঃ সিদ্ধং মহাবাতৈরার্ত্তঃ শীতৈঃ
প্রযোজয়েৎ॥ ১০৭
সর্ব্ববাতবিকারাণাং তৈলান্যন্যান্যতঃ শৃণু।
চতুষ্প্রয়োগাণ্যায়ুষ্যবলবর্ণকরাণি চ॥
রজঃশুক্রপ্রদোষঘ্নান্যপত্যজননানি চ।
নিরত্যয়ানি সিদ্ধানি সর্ব্বদোষহরাণি চ॥ ১০৮
সহাচরতুলায়াশ্চ রসে তৈলাঢকং পচেৎ।
মূলকল্কাদ্দশপলং পক্ত্বা ক্ষীরে চতুগুর্ণম্॥
সিদ্ধেঽস্মিন্ শর্করাচূর্ণাদষ্টাদশপলং ভিষক্।
বিনীয় দারুণেষ্বেতদ্বাতব্যাধিষু যোজয়েৎ॥ ১০৯
শ্বদংষ্ট্রাস্বরসপ্রস্থৌ দ্বৌ সমৌ পয়সা সহ।
ষট্পলং শৃঙ্গবেরস্য গুড়স্যাষ্টপলং তথা॥
তৈলপ্রস্থং বিপক্বং তৈর্দদ্যাৎ সর্ব্বানিলার্ত্তিষু।
জীর্ণে তৈলে চ দুগ্ধেন পেয়াকল্পঃ
প্রশস্যতে॥ ১১০

সর্ব্বসমেত এক সের পাক করিবে। মহাবাতে দেহ শীতল হইলেও এই তৈলে উপকার হয়। ১০৭। অনন্তর বাতরোগে যে সকল তৈলের চতুর্ব্বিধ প্রয়োগ (পান, নস্য, অভ্যঙ্গ ও বস্তিতে প্রয়োগ) হইয়া থাকে, সে সকল তৈল আয়ুঃ বল ও ওজঃ বৃদ্ধি করে; রজোদোষ ও শুক্রদোষ নাশ করে এবং সে সকল তৈল অপত্যজনক, নির্দ্দোষ দৃষ্টফল ও সর্ব্বদোষনাশক সেই সমস্ত তৈল বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০৮। ঝাঁটীর মূল সাড়ে বার সের চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোল সের থাকিতে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ষোল সের তৈল, চৌষট্টি সের দুগ্ধ ও [illegible] ঝাঁটিমূলের কল্ক পাক করিবে। পাকশেষে তৈলের সহিত অষ্টাদশ পল শর্করা [illegible] করিবে। এই তৈল পান, নস্য, অভ্যঙ্গ ও বস্তিতে প্রয়োগ করিলে দারুণ [illegible] হয়। ১০৯। গোক্ষুরের [illegible] আট সের, দুগ্ধ আট সের, শুঁঠের কল্ক [illegible] গুড়ের কল্ক আট পল এবং তৈল [illegible] একত্র পাক করিবে। এই তৈল [illegible] বাতরোগেই প্রয়োগ করা যায়।

বলা শতং গুড়ূচ্যাশ্চ পাদং রাস্নাষ্টভাগিকম্
জলাঢকশতে পক্ত্বা দশভাগস্থিতে রসে॥
দধিমস্ত্বিক্ষুনির্য্যাসশুক্তৈস্তৈলাঢকং সমৈঃ।
পচেৎ সাজপয়োঽর্দ্ধাংশৈঃ কল্কৈরেভিঃ
পলোন্মিতৈঃ।
শটীসরলদার্ব্বেলামঞ্জিষ্ঠাগুরুচন্দনৈঃ।
পদ্মকাতিবিষামুস্তসূর্প্যপর্ণীহরেণুভিঃ।
যষ্ট্যাহ্বসুরসব্যাঘ্রনখর্ষভকজীবকৈঃ॥
পলাশরসকস্তূরীনলিকাজাতিকোষকৈঃ।
স্পৃক্কাকুঙ্কুমশৈলেয়জাতীকটুফলাম্বুভিঃ॥
ত্বক্‌কুন্দুরুককর্পূরতুরুষ্কশ্রীনিবাসকৈঃ।
লবঙ্গনখকক্কোলকুষ্ঠমাংসীপ্রিয়ঙ্গুভিঃ॥
স্থৌণেয়তগরধ্যামবচামদনকপ্লবৈঃ
সনাগকেশরৈঃ সিদ্ধে ক্ষিপেচ্চাত্রাবতারিতে।

এই তৈল জীর্ণ হইলে দুগ্ধের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে হয়। ১১০। বেড়েলা একশত পল, গোলঞ্চ পঁচিশ পল ও রাস্না সাড়ে বার পল ষোল শত সের জলে পাক করিয়া একশত ষাটি সের থাকিতে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ ক্বাথের সহিত দধির মাত ষোল সের, ইক্ষুরস ষোল সের, শুক্ত ষোল সের, তৈল ষোল সের, ছাগদুগ্ধ আট সের এবং বক্ষ্যমাণ দ্রব্যসমূহের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ এক পল পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা,—শটী, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, ছোট এলাচ, মঞ্জিষ্ঠা অগুরু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, আতইচ, মুস্ত, সূর্প্যপর্ণী (মুদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী), রেণুকা, যষ্টিমধু, তুলসী, ব্যাঘ্রনখ, ঋষভক, জীবক, পলাশবৃক্ষ-নির্য্যাস, মৃগনাভি, নলিকা (নালুকা), জাতিকোষ (জৈত্রী), স্পৃক্কা (পিড়িং শাক), কুঙ্কুম, শৈলজ, জায়ফল, কট্‌ফল (লতাকস্তূরী) দারুচিনি, কুন্দুরুক (গঙ্গাধরপাঠ—এলা ও চন্দন), কর্পূর, তুরুষ্ক (শিহলকবৃক্ষ-নির্য্যাস) শ্রীনিবাস (সরলবৃক্ষ-নির্য্যাস), লবঙ্গ, নখী, কক্কোল (কাঁকলা), কুড়, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, গাঁঠিয়ালা, তগরপাদিকা, ধ্যাম, (গন্ধতৃণ), বচ, মদনফল, [illegible] এবং নাগকেশর।

পত্রকল্কং ততঃ পূতং বিধিনা তৎ

প্রযোজয়েৎ ॥ ১১০

শ্বাসং কাসং জ্বরং হিক্কাং ছর্দ্দিং গুল্মান্

ক্ষতং ক্ষয়ম্।

প্লীহশোষাবপস্মারমলক্ষ্মীঞ্চ প্রণাশয়েৎ।

বলাতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং বাতব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ১১১

তুলাঃ পঞ্চগুড়ূচ্যাস্ত দ্রোণেঽষ্টগুণেঽপাং পচেৎ।

পাদশেষে সমং ক্ষীরং তৈলস্য দ্ব্যাঢকং পচেৎ ॥

এলামাংসীনতোশীরশারিবাকুষ্ঠচন্দনৈঃ।

বলাতামলকীমেদাশতপুষ্পর্দ্ধিজীবকৈঃ ॥

কাকোলীক্ষীরকাকোলীশ্রাবণ্যতিবলানখৈঃ।

মহাশ্রাবণিজীবন্তীবিদারীকপিকচ্ছুভিঃ ॥

শতাবরীমহামেদাকর্কটাখ্যাহরেণুভিঃ।

পাকশেষে নামাইয়া গন্ধবৃদ্ধির জন্য পত্র কল্ক (গন্ধদ্রব্যের কল্ক) প্রদান করিবে। [কল্ক দ্রব্যের মধ্যে জাতিকোষ, কুঙ্কুম, জায়ফল, কর্পূর, লবঙ্গ ও মৃগনাভির উল্লেখ আছে। এ সকল দ্রব্যেও পাক শেষে প্রক্ষেপ দিতে হয়]। ১১০। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ, নস্য ও বস্তিতে প্রয়োগ করা যায়। ইহাতে শ্বাস, কাস, জ্বর, হিক্কা, বমি, গুল্ম, ক্ষত, ক্ষয়, প্লীহা, যক্ষ্মা, অপস্মার ও অলক্ষ্মী নষ্ট হয়। ইহার নাম বলাতৈল, ইহা শ্রেষ্ঠ বাতব্যাধিনাশক। ১১১। সাড়ে বাষট্টি সের গোলঞ্চ পাঁচশত বার সের জলে সিদ্ধ করিয়া একশত আটাইশ সের থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ ক্বাথের সহিত আট সের তৈল, আট সের দুগ্ধ, এলাদি দ্রব্যসমূহের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা, মঞ্জিষ্ঠা ছয় তোলা এবং যষ্টিমধু আট পল পাক করিবে। এলাদি দ্রব্য যথা,—এলা (ছোট এলাচ), জটামাংসী, তগরপাদিকা, বেণার মূল, অনন্তমূল, কুড়, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ভূম্যামলকী, মেদা, শুলফা, ঋদ্ধি, জীবক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্রাবণী, (থুলকুড়ি "মুণ্ডেরী"), অতিবলা (গোরক্ষচাকুলে), নখী, মহাশ্রাবণী ("কালাঘুশারিবা"), জীবন্তী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, আলকুশীবীজ, শতমূলী, মহামেদা,

বচাগোক্ষুরকৈরণ্ডরাস্নাকালাসহাচরৈঃ ॥

বীরাশল্লকিমুস্তত্বক্‌পত্রর্ষভকবালকৈঃ।

স্থৈলাকুঙ্কুমস্পৃক্কাত্রিদশাহ্বৈশ্চ কার্ষিকৈঃ ॥

মঞ্জিষ্ঠায়াস্ত্রিকর্ষেণ মধুকাষ্টপলেন চ।

কল্কৈস্তৎ ক্ষীণবীর্য্যাগ্নিবলসম্মূঢচেতসঃ ॥

উন্মাদারত্যপস্মারৈরার্ত্তাংশ্চ প্রকৃতিং নয়েৎ।

বাতব্যাধিহরং শ্রেষ্ঠং তৈলাগ্র্যমমৃতাহ্বয়ম্ ॥ ১১২

ইতি অমৃতাদ্যং তৈলম্।

রাস্নাসহস্রনির্য্যূহে তৈলদ্রোণং বিপাচয়েৎ।

গন্ধৈর্হৈমবতৈঃ পিষ্টৈরেলাদ্যৈস্তচ্চানিলার্ত্তিনুৎ ॥ ১১৩

ইতি রাস্নাতৈলম্।

এষ কল্পস্তু বলয়োঃ প্রসারণ্যশ্বগন্ধয়োঃ।

কল্কোঽয়মশ্বগন্ধায়াং প্রসারণ্যাং বলাদ্বয়ে।

ক্বাথকল্কপয়োভির্বা বলাদীনাং পচেৎ পৃথক্ ॥ ১১৪

ইতি বলা-নাগবলা-প্রসারিণ্যশ্বগন্ধা-তৈলানি।

কর্কটশৃঙ্গী, রেণুকা, বচ, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, রাস্না, অশ্বগন্ধা, ঝিন্টী, চাকুলে, শিলারস, মুস্ত, দারুচিনি, তেজপাতা, ঋষভক, বালা, বড় এলাচ, কুঙ্কুম, পিড়িংশাক ও দেবদারু। ১১২

ইতি অমৃতাদ্য ঘৃত।

সহস্র পল রাস্না, আট গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থভাগাবশেষ থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথের সহিত পূর্ব্বোক্ত এলাদি-কল্ক ও একদ্রোণ (চৌষট্টি সের) তৈল পাক করিবে এবং পাকশেষ হইয়া থাকিলে গন্ধার্থে শ্বেত বচের কল্ক প্রক্ষেপ করিবে। এই তৈল বায়ুনাশক। ১১৩

ইতি রাস্নাতৈল।

রাস্নাতৈলের ন্যায় বেড়েলা বা গোক্ষুর, চাকুলে বা গন্ধভাদাল বা অশ্বগন্ধার তৈল প্রস্তুত করিয়া বাতরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এস্থলে বেড়েলা প্রভৃতির পরিমাণ রাস্নার ন্যায় হইবে, আর কল্ক দ্রব্য এলাদি গন্ধ দ্রব্য শ্বেত বচ হইবে। কিম্বা বেড়েলা প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথ ও কল্ক ও দুগ্ধের

মূলকস্বরসং ক্ষীরং তৈলং দধ্যম্লকাঞ্জিকম্।
তুল্যং বিপাচয়েৎ কল্কৈর্বলাচিত্রকসৈন্ধবৈঃ॥
পিপ্পল্যতিবিষারাস্নাচবিকাগুরুশিগ্রুকৈঃ।
ভল্লাতকবচাকুষ্ঠ-শ্বদংষ্ট্রাবিশ্বভেষজৈঃ॥
পুষ্করাহ্বশটীবিল্বশতাহ্বানতদারুভিঃ।
তৎ সিদ্ধং পীতমত্যুগ্রান্ হন্তি বাতাত্মকান্ গদান্॥ ১১৫

ইতি মূলকাদ্যতৈলম্।

বৃষমূলগুড়ূচ্যোশ্চ দ্বিশতস্ত শতস্ত চ।
অশ্বগন্ধাচিত্রকয়োঃ ক্বাথে তৈলাঢকং পচেৎ॥
সক্ষীরং বায়ুনা ভগ্নে দদ্যাজ্জর্জ্জরিতে তথা।
প্রাক্ তৈলাচ্চাপসিদ্ধঞ্চ স্যাদেতদ্দ্বিগুণোত্তরম্॥ ১১৬

ইতি বৃষমূলাদি সকল্কবৃষমূলাদি চ তৈলম্।

রাস্নাশিরীষযষ্ট্যাহ্বশুণ্ঠীসহচরামৃতাঃ।
শ্যোণাকদারুসম্পাকা হয়গন্ধাত্রিকণ্টকাঃ॥
এবং দশ পলান্ ভাগান্ কষায়মুপকল্পয়েৎ।
ততস্তেন কষায়েণ সর্ব্বগন্ধৈশ্চ কার্ষিকৈঃ॥
দধ্যারনালমাষাম্বুমূলকেক্ষুরসৈঃ শুভৈঃ।
পৃথক্ প্রস্থোন্মিতৈঃ সার্দ্ধং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
প্লীহমূত্রগ্রহশ্বাসকাসমারুতরোগনুৎ।
এতন্মূলকতৈলাগ্র্যং বর্ণায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্॥ ১১৭

ইতি রাস্নাতৈলম্।

যবকোলকুলত্থানাং মৎস্যানাং শিগ্রুবিল্বয়োঃ।
রসেন মূলকানাঞ্চ তৈলঞ্চ দধি পয়োঽন্বিতম্।
সাধয়িত্বা ভিষগ্ দদ্যাৎ সর্ব্ববাতাময়াপহম্॥ ১১৮

সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলেও পূর্ব্ববৎ গুণদায়ক হয়। ১১৪

ইতি বলাতৈল, নাগবলাতৈল, প্রসারণী-তৈল ও অশ্বগন্ধাতৈল।

মূলকের স্বরস, দুগ্ধ, তৈল, দধি ও আমানী সমান সমান এবং বলাদি কল্ক তৈলের চতুর্থাংশ একত্র পাক করিবে। এই তৈলে প্রবল বাতব্যাধি নষ্ট হয়। এলাদি কল্ক যথা ;—বেড়েলা মূল, চিতার মূল, সৈন্ধব, পিপুল, আতইচ, রাস্না চৈ, অগুরু, সজিনা (গঙ্গাধরপাঠ—চিতার মূল) ভেলা, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঁঠ, পুষ্কর (অভাবে কুড়), শটি, বেলছাল, শুলফা, তগরপাদিকা ও দেবদারু। ১১৫

ইতি মূলকাদ্যতৈল।

বাসকের মূল একশত পল, গোলঞ্চ এক-[illegible] পল, অশ্বগন্ধা একশত পল এবং চিতা [illegible] পল এক এক দ্রোণ জলে স্বতন্ত্র [illegible] পাক করিয়া ষোল সের জল থাকিতে [illegible] সকল ছাঁকিয়া লইবে। সমুদায় কাথের [illegible] তৈল ষোল সের ও দুগ্ধ ষোল সের পাক [illegible]। এই তৈলে কল্ক দিতে হয় না। [illegible] ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বলাদিকল্ক যোগ [illegible] করা যায়, তবে আরও গুণ হয়।

বাতে শরীরের কোন স্থান ভগ্ন বা জর্জ্জরিত হইলে এই তৈল প্রয়োগ করিতে হয়। ১১৬

ইতি বৃষমূলাদিতৈল ও সকল্ক বৃষমূলাদি তৈল।

রাস্না, শিরীষ, ষষ্টিমধু, শুঁঠ, ঝিণ্টী, গোলঞ্চ, শোণাছাল, দেবদারু, সোঁদালমূল, অশ্বগন্ধা, ও গোক্ষুর দশ দশ পল অর্থাৎ সর্ব্বসমেত একশত দশ পল, আট গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর এই কাথের সহিত দধি, কাঞ্জী, মাষকলায়ের কাথ, মূলকের কাথ, ইক্ষুরস ও তৈল পৃথক্ পৃথক্ চারি সের এবং সর্ব্ব গন্ধের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা পাক করিবে। সর্ব্বগন্ধ যথা ;—দারুচিনি, এলাচী, তেজপাতা, নাগেশ্বর, কাঁকলা, লবঙ্গ, অগুরু, এবং শিলারস। এই তৈলে প্লীহা, মূত্রাঘাত, শ্বাস, কাস ও সর্ব্ব প্রকার বায়ুরোগ নষ্ট হয়। ইহা মূলক তৈলের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং বর্ণ আয়ু ও বলবৃদ্ধি করিয়া থাকে। ১১৭

ইতি রাস্নাতৈল।

যবের কাথ, কুলের কাথ, কুলত্থের কাথ, মৎস্যের কাথ, সজিনার কাথ, বেলছালের কাথ ও মূলকের কাথ এবং দধি ও দুগ্ধ প্রত্যেক তৈলের সমান, এই সমুদায়ের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্ব প্রকার বায়ু-

লশুনস্বরসে সিদ্ধং তৈলমেভিশ্চ বাতনুৎ ॥ ১১৯
তৈলান্যেতান্যৃতুস্নাতামঙ্গনাং পায়য়েত চ।
পীত্বাত্তমমেষাং হি বন্ধ্যাপি জনয়েৎ
সুতম্ ॥ ১২০
যচ্চ শীতজ্বরে তৈলমগুর্বাদ্যমুদাহৃতম্।
অনেকশতশস্তঞ্চ সিদ্ধং স্থাবাতরোগনুৎ ॥ ১২১
বক্ষ্যন্তে যানি তৈলানি বাতশোণিতকেঽপি চ
তানি চানিলশান্ত্যর্থং সিদ্ধিকামঃ
প্রযোজয়েৎ ॥ ১২২
নাস্তি তৈলাৎ পরং কিঞ্চিদৌষধং মারুতাপহম্
ব্যবায্যুষ্ণগুরুস্নেহাৎ সংস্কারাদ্বলবত্তরম্ ॥
গণৈর্বাতহরৈস্তস্মাচ্ছতশোঽথ সহস্রশঃ
সিদ্ধং ক্ষিপ্রতরং হন্তি সূক্ষ্মমার্গস্থিতান্
গদান্ ॥ ১২৩
ক্রিয়া সাধারণী সর্ব্বা সংসৃষ্টে চাপি শস্যতে
বাতপিত্তাদিভিঃ স্রোতঃস্বাবৃতেষু বিশেষতঃ ॥
পিত্তাবৃতে বিশেষেণ শীতামুষ্ণাং তথা ক্রিয়াম্।
ব্যত্যাসাৎ কারয়েৎ সর্পির্জীবনীয়ঞ্চ শস্যতে ॥ ১২৪
ধন্বমাংসং যবাঃ শালির্যাপনাঃ ক্ষীরবস্তয়ঃ।
বিরেকঃ ক্ষীরপানঞ্চ পঞ্চমূলীবলাশ্রিতম্ ॥ ১২৫
মধু যষ্টির্বলাতৈলঘৃতক্ষীরৈশ্চ সেচনম্।
পঞ্চমূলকষায়েণ কুর্য্যাদ্বা শীতবারিণা ॥ ১২৬
কফাবৃতে যবান্নানি জাঙ্গলা মৃগপক্ষিণঃ।
স্বেদাস্তীক্ষ্ণা নিরূহাশ্চ বমনং সবিরেচনম্ ॥
জীর্ণং সর্পিস্তথা তৈলং তিলসর্ষপজং শুভম্ ॥ ১২৭
সংসৃষ্টে কফপিত্তাভ্যাং পিত্তমাদৌ বিনির্জ্জয়েৎ
আমাশয়গতং মত্বা কফং বমনমাচরেৎ ॥

রোগের শান্তি হয়। ১১৮। উক্ত দ্রব্যসমূহের সহিত রশুনের কাথ যোগ করিয়াও তৈল পাক করা যাইতে পারে। ১১৯। পূর্ব্বোক্ত বলা প্রভৃতি তৈল ঋতুস্নাতা নারীকে পান করাইবে; এই সকল তৈলের কোন একটি পান করিলে বন্ধ্যারও সন্তান হয়।১২০। জ্বরচিকিৎসাতে শীতজ্বরনাশক যে অগুর্ব্বাদি তৈলের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা বহুশতবার পরীক্ষায় [গঙ্গাধর মতে বহুশতবার পাক করিলে] বাতব্যাধি-নাশক বলিয়া স্থির হইয়াছে। আর ইহার পর বাতরক্তাধিকারে যে সকল তৈল উল্লেখ করা হইবে, তাহাও আরোগ্যার্থী বাতরোগী ব্যবহার করিবেন। ১২১। তৈলের অপেক্ষা বায়ু-নাশক ঔষধ নাই। ইহা ব্যবায়ী (সূক্ষ্মস্রোতোগামী), উষ্ণ, গুরু ও স্নিগ্ধ বলিয়া বায়ুগুণের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এবং দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগে সেই দ্রব্যের গুণ গ্রহণ করাতে আরও বলবৎ হইয়া থাকে। ইহা বাতহর দ্রব্যগণের সহিত শত সহস্র প্রকারে পক্ব হইয়া থাকে এবং ব্যবায়ী বলিয়া সূক্ষ্মমার্গগত রোগদিগকে সত্বর বিনাশ করে। ১২২। বিশুদ্ধ বায়ুতে যেরূপ বায়ুনাশক সাধারণ ক্রিয়ার উপযোগিতা হয়, সংসৃষ্ট বায়ুতেও সেইরূপ উপযোগিতা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্মা বা বাতপিত্তকফ কর্ত্তৃক স্রোতঃ সকল আবৃত হইলে সে স্থলে বায়ু-নাশক ক্রিয়ার উপযোগিতা হইয়া থাকে। [ইহাতে স্থির হইতেছে যে, সর্ব্ববিধ রোগেই তৈলের উপযোগিতা আছে। কারণ বায়ুর উল্বণতা দূর হইলে সর্ব্বরোগেরই পরাক্রম খর্ব্ব হয়]। ১২৩। বায়ুর পথ পিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে ব্যত্যাসক্রমে শীত ও উষ্ণ ক্রিয়া করিবে। এরূপ স্থলে জীবনীয় ঘৃত বিশেষ উপযোগী। ১২৪। পিত্তাবৃত বাতে ধন্ব-জন্তুর মাংস, যব, শালি, যাপনবস্তি (ক্ষীরবস্তি), বিরেচন এবং পঞ্চমূলী সিদ্ধ দুগ্ধ বা বেড়েলা-মূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ প্রশস্ত। ১২৫। পিত্তাবৃত বাতে [যেমন মূর্চ্ছায়] যষ্টিমধুর কাথ, বলা-তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, পঞ্চমূলীয় কষায় অথবা শীতল বারি দ্বারা পরিষেচণ কর্ত্তব্য।১২৬। বায়ুর পথ কফ কর্ত্তৃক আবৃত হইলে [যেমন শ্বাসে] যবান্ন জাঙ্গলমৃগ পক্ষীর মাংস, স্বেদ, তীক্ষ্ণনিরূহ, বমন ও বিরেচন কর্ত্তব্য। আর ইহাতে পুরাতন ঘৃত তিলতৈল ও সর্ষপতৈল হিতকর। ১২৭। বায়ু কফপিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে [যেমন সন্নিপাতের আনাহে] প্রথমে পিত্তকে জয় করা উচিত। কিন্তু যদি সে স্থলে কফ আমা-

পক্বাশয়ে বিরেকস্তু পিত্তে সর্ব্বত্রগে তথা ॥১২৮
স্বেদৈর্বিষ্যন্দিতঃ শ্লেষ্মা যদা পক্বাশয়াচ্চ্যুতঃ।
পিত্তং বা দর্শয়েল্লিঙ্গং বস্তিভিস্তৌ বিনির্হরেৎ ॥ ১২৯
শ্লেষ্মণানুগতং বাতমুষ্ণৈর্গোমূত্রসংযুতৈঃ।
নিরূহৈঃ পিত্তসংসৃষ্টং নির্হরেৎ ক্ষীরসংযুতৈঃ ॥
মধুরৌষধসিদ্ধৈশ্চ তৈলৈস্তমনুবাসয়েৎ ॥ ১৩০
শিরোগতে তু সকফে ধূমনস্যাদি কারয়েৎ ॥১৩১
হৃতে পিত্তে কফে যঃ স্যাদুরঃস্রোতোঽনুগোঽনিলঃ
স শেষঃ স্যাৎ ক্রিয়া তত্র কার্য্যা কেবলবাতিকী ॥ ১৩২
শোণিতেনাবৃতে কুর্য্যাদ্বাতশোণিতকী ক্রিয়াম্ ॥ ১৩৩
প্রমেহবাতমেদোঘ্নমামবাতে প্রযোজয়েৎ ॥১৩৪
স্বেদাভ্যঙ্গা রসাঃ ক্ষীরং স্নেহা মাংসাবৃতে মতাঃ ॥১৩৫
মহাস্নেহোঽস্থিমজ্জস্থে পূর্ব্ববদ্রেতসাবৃতে ॥১৩৬
অন্নাবৃতে তু বমনং পাচনং দীপনং লঘু ॥ ১৩৭
মূত্রলানি তু মূত্রস্থে স্বেদাঃ সোত্তরবস্তয়ঃ ॥ ১৩৮
এরণ্ডতৈলং বর্চ্চঃস্থে স্নিগ্ধোদাবর্ত্তবৎ ক্রিয়া ॥১৩৯
স্বস্থানস্থো বলী দোষঃ প্রাক্ তং স্বৈরৌষধৈর্জয়েৎ
বমনৈর্বা বিরেকৈর্বা বস্তিভিঃ শমনেন বা ॥ ১৪০

আছে এরূপ স্থির হয়, তবে বমন প্রয়োগ করিবে। [যদি আমাশয়ে ভুক্ত বস্তু অজীর্ণ অবস্থায় থাকে, তবে কফ আমাশয়েই আছে স্থির করিতে হয় এবং সেই অজীর্ণতাই বায়ুরোগের প্রধান কারণ বলিয়া স্থির হয়]। আর কফ পক্বাশয়গত হইয়াছে স্থির হইলে বিরেচন দেওয়া আবশ্যক। সর্ব্বত্রগত পিত্তে [যেমন সর্ব্বশরীরের দাহে] বিরেচন দিতে হয়। ১২৮। সঙ্করাদি স্বেদযোগে শ্লেষ্মা দ্রবীভূত ও স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া যদি পক্বাশয়স্থ হয় এবং যদি পিত্তের লক্ষণও পক্বাশয়ে প্রকাশ পায়, তবে বস্তি দ্বারা উহাদিগকে নিঃসারিত করিবে। [কফপিত্ত পক্বাশয়স্থ হইলে পথাশয়ে স্তৈমিত্য দাহ প্রভৃতি সংসৃষ্ট লক্ষণ হয়] ।১২৯ ।বায়ু শ্লেষ্মাসংসৃষ্ট হইলে উষ্ণ গোমূত্র সংযুক্ত নিরূহ ও পিত্তসংসৃষ্ট হইলে দুগ্ধযুক্ত নিরূহ দ্বারা দোষ নিঃসারণ করিবে। নিরূহের পর জীবনীয়াদি মধুর গণের সহিত সিদ্ধ তৈলের অনুবাসন দিবে। ১৩০। কফসংসৃষ্ট বাত শিরোগত হইলে ধূম-নস্যাদি প্রয়োগ করিবে। ১৩১। কফপিত্ত নিঃসারিত হইবার পরেও যদি উরঃস্রোতে বায়ুর অনুবন্ধ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সে স্থলে কেবল বায়ুনাশক ক্রিয়াই করিবে। [রোগীকে বমন ও বিরেচন দেওয়া হইল, কফপিত্তের চিহ্ন সকল অপগত হইল, অথচ রোগীর শ্বাস সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইল না ; এরূপ স্থলে কেবল অভ্যঙ্গাদি বায়ুনাশক ক্রিয়াই করিবে]। ১৩২। রক্তসংসৃষ্ট বাতে বাতরক্তনাশক ক্রিয়া আবশ্যক ১৩৩। আমসংসৃষ্ট বাতে প্রমেহ, বায়ু ও মেদের প্রতিকারক চিকিৎসা করিবে। [ইহাই সঙ্কেতে বলা হইল যে, আমবাতে প্রস্রাবের দোষই অধিক থাকে, কারণ প্রমেহ ও মেদ উভয়ই প্রস্রাবব্যঞ্জক। চরকে আমবাতের স্বতন্ত্র চিকিৎসা নাই]। ১৩৪। বায়ু মাংসকর্ত্তৃক আবৃত হইলে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, মাংসরস, দুগ্ধ ও স্নেহ হিতকর। ১৩৫। অস্থিমজ্জাগত বাতে মহাস্নেহের উপযোগিতা পূর্ব্বেই স্বীকার করা হইয়াছে। আর শুক্রস্থ বায়ুর যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাই শুক্রাবৃত বাতে হিতকর। ১৩৬। অন্নাবৃত বাতে অন্নের বমন এবং পাচন দীপন ও লঘু অন্ন হিতকর। ১৩৭। মূত্রস্থ বাতে মূত্রকারক ঔষধ, স্বেদ, ও উত্তর বস্তি হিতকর। ১৩৮। বায়ু পুরীষস্থ হইলে এরণ্ড তৈল প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং উদাবর্ত্তবৎ স্নিগ্ধ ক্রিয়া প্রশস্ত [অর্থাৎ স্নিগ্ধ বস্তি প্রভৃতি আবশ্যক]। ১৩৯। দোষ যদি স্বস্থানে থাকিয়াই কুপিত হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে সেই দোষের প্রতিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ স্বস্থানস্থ কফকে বমন, পিত্তকে বিরেচন এবং বায়ুকে বস্তি দ্বারা

মারুতানাং হি পঞ্চানামন্যোন্যাবরণে শৃণু।
লিঙ্গং ব্যাসসমাসাভ্যামুচ্যমানং ময়ানঘ ॥ ১৪১
প্রাণো বৃণোত্যপানাদীন্ প্রাণং বৃণ্বন্তি তেঽপি চ
উদানাদ্যাস্তথান্যোন্যং সর্ব্ব এব যথাক্রমম্ ॥
বিংশতির্ব্বরণান্যেতান্যুদ্দিষ্টানাং পরস্পরম্।
মারুতানাং হি পঞ্চানাং তানি সম্যক্ প্রতর্কয়েৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং শূন্যত্বং জ্ঞাত্বা স্মৃতিবলক্ষয়ম্।
ব্যানে প্রাণাবৃতে লিঙ্গং কর্ম্ম তত্রোর্দ্ধজত্রুকম্ ॥ ১৪২
স্বেদোঽত্যর্থং লোমহর্ষস্ত্বগ্‌দোষঃ সুপ্তগাত্রতা।
প্রাণে ব্যানাবৃতে তত্র স্নেহযুক্তং বিরেচনম্ ॥ ১৪৩
প্রাণাবৃতে সমানে স্যাজ্জড়গদ্‌গদমূকতাঃ।
চতুষ্প্রয়োগাঃ শস্যন্তে স্নেহাস্তত্র সযাপনাঃ ॥১৪৪
সমানেনাবৃতেঽপানে গ্রহণী পার্শ্ববেদনা।
শূলে চামাশয়ে তত্র দীপনং সর্পিরিষ্যতে ॥১৪৫
শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ো নিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংগ্রহঃ।
হৃদ্রোগো মুখশোষশ্চাপ্যুদানে প্রাণসংবৃতে ॥
তত্রোর্দ্ধভাগিকং কর্ম্ম কার্য্যমাশ্বাসনং তথা ॥১৪৬
কর্ম্মৌজোবলবর্ণানাং নাশো মৃত্যুরথাপি বা।
উদানেনাবৃতে প্রাণে তং শনৈঃ শীতবারিণা।
সিঞ্চেদাশ্বাসয়েচ্চৈব সুখৈশ্চৈবোপপাদয়েৎ ॥ ১৪৭
ঊর্দ্ধগেনাবৃতে প্রাণে ছর্দ্দিশ্বাসাদয়ো গদাঃ।
স্যুর্বাতে তত্র বস্ত্যাদি ভোজ্যঞ্চৈবানুলোমনম্ ॥ ১৪৮
মোহোঽল্পোঽগ্নিরতীসার ঊর্দ্ধগেঽপানসংবৃতে।
বাতে স্যুর্বমনং তত্র দীপনং গ্রাহি চাশনম্ ॥১৪৯
বম্যাধ্মানমুদাবর্ত্তগুল্মার্ত্তিপরিকর্ত্তিকাঃ।

চিকিৎসা করিবে অথবা সেই সেই দোষকে সেই সেই দোষের শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ১৪০। পঞ্চবায়ু পরস্পরের পথ আবরণ করিলে যে সকল লক্ষণ হয়, সম্প্রতি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে তাহা বলিতেছি, হে অনঘ! শ্রবণ কর। ১৪১। প্রাণবায়ু উদান প্রভৃতি চারি বায়ুকে অবরোধ করে, আবার ঐ চারি বায়ুও প্রাণবায়ুকে অবরোধ করে। এইরূপ উদানাদি বায়ু সকল পরস্পর পরস্পরকে অবরোধ করিয়া থাকে। এইরূপ পঞ্চ বায়ু উল্বণ হইয়া পরস্পরকে আবরণ করে। অতএব আবরণের সমষ্টি বিংশতি [১৫৪ প্রকরণ দেখ]। সর্ব্বদেহচারী ব্যান বায়ু বলবান্ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় শূন্য বোধ হয় এবং স্মৃতি ও বলের ক্ষয় হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ঊর্দ্ধজত্রুক চিকিৎসা প্রশস্ত। ১৪২। প্রাণবায়ু বলবান্ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইতে অত্যন্ত স্বেদ, লোমহর্ষ, ত্বগ্‌দোষ ও সুপ্তগাত্রতা হয়। এরূপ স্থলে স্নেহযুক্ত বিরেচন প্রশস্ত। ১৪৩। সমান বায়ু বলবান্ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে, কথা জড় ও গদ্‌গদ হয় এবং মুকতা হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে স্নেহের চতুষ্প্রয়োগ (পান, অভ্যঙ্গ, অনুবাসন ও নস্য) ও যাপন বস্তি (ক্ষীরবস্তি) হিতকর। ১৪৪। প্রাণবায়ু বলবান্ সমান বায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে গ্রহণী ও পার্শ্বের পীড়া হইয়া থাকে। তখন আমাশয় স্ফীত হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে দীপন ঘৃত হিতকর। ১৪৫। উদানবায়ু বলবান্ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে শিরোগ্রহ, প্রতিশ্যায়, নিশ্বাস ও উচ্ছ্বাসের ব্যাঘাত, হৃদ্রোগ ও মুখশোষ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ঊর্দ্ধদেহিক চিকিৎসা ও আশ্বাসন হিতকর। ১৪৬। উদানবায়ু বলবান্ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে কর্ম্ম, ঊর্জ্জা, বল ও বর্ণের নাশ, এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। এরূপ স্থলে আস্তে আস্তে মুখ প্রভৃতি স্থানে শীতল বারির সেচন, আশ্বাসন ও সুখকর উপায় সকল প্রশস্ত। ১৪৭। অপানবায়ু বলবান্ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে বমি ও শ্বাসাদি রোগ হয়। এরূপ স্থলে বস্তি প্রভৃতি ও অনুলোমন ভোজ্য হিতকর। ১৪৮। প্রাণবায়ু বলবান্ অপানবায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে মোহ, অল্পাগ্নি ও অতিসার হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে বমন, দীপন ও গ্রাহি ভোজ্য হিতকর ১৪৯। অপানবায়ু বলবান্ বমি

সঙ্গং ব্যানাবৃতেহপানে তং স্নিগ্ধৈরনু-
লোময়েৎ ॥ ১৫০
অপানেনাবৃতে ব্যানে ভবেদ্বিণ্মূত্ররেতসাম্।
অতিপ্রবৃত্তিস্তত্রাপি সর্ব্বং সংগ্রহণং মতম্ ॥ ১৫১
মূর্চ্ছাতন্দ্রা প্রলাপোহঙ্গসাদোহগ্ন্যোজোবলক্ষয়ঃ
সমানেনাবৃতে ব্যানে ব্যায়ামো লঘু-
ভোজনম্ ॥ ১৫২
স্তব্ধতাল্পাগ্নিতাস্বেদশ্চেষ্টাহানির্নিমীলনম্।
উদানেনাবৃতে ব্যানে তত্র পথ্যং মিতংলঘু॥১৫৩
পঞ্চান্যোন্যাবৃতানেবং বাতান্ বুধ্যেত লক্ষণৈঃ।
এষাং স্বকর্ম্মণাং হানির্বৃদ্ধির্বাবরণং মতম্ ॥ ১৫৪
যথাস্থূলং সমুদ্দিষ্টমেতদাবরণাষ্টকম্।
সলিঙ্গভেষজং সম্যগ্বুধানাং বুদ্ধিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৫৫
স্থানান্যবেক্ষ্য বাতানাং বৃদ্ধিং হানিঞ্চ কর্ম্মণাম্
দ্বাদশাবরণান্যন্যান্যভিলক্ষ্য ভিষগ্জিতম্ ॥
কুর্য্যাদভ্যঞ্জনস্নেহং পানবস্ত্যাদি সর্ব্বশঃ।
ক্রমমুক্তমযুক্তং বা ব্যত্যাসাদবচারয়েৎ ॥ ১৫৬
উদানে যোজয়েদূর্দ্ধমপানঞ্চানুলোময়েৎ।
সমানং শময়েচ্চৈব ত্রিধা ব্যানন্তু যোজয়েৎ ॥১৫৭
প্রাণো রক্ষ্যশ্চতুর্ভ্যোহপি স্থানে হ্যস্য
স্থিতির্ধ্রুবা।
স্বং স্থানং গময়েদেবং বৃতানেতান্
বিমার্গগান্ ॥ ১৫৮
মূর্চ্ছা দাহো ভ্রমঃ শূলং বিদাহঃ শীতকামিতা।
ছর্দ্দনঞ্চ বিদগ্ধস্য প্রাণে পিত্তসমাবৃতে ॥ ১৫৯
ষ্ঠীবনং ক্ষবথূদ্গারনিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংগ্রহঃ।
প্রাণে কফাবৃতে রূপাণ্যরুচিশ্ছর্দ্দিরেব চ ॥ ১৬০
মূর্চ্ছাদ্যানি চ রূপাণি দাহো নাভ্যুরসোর্ভ্রমঃ।

বায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে বমি, আধ্মান, উদাবর্ত্ত, গুল্ম ও পরিকর্ত্তিকা (পেটকামড়ানী) উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে স্নিগ্ধ অনুলোমন হিতকর। ১৫০। ব্যানবায়ু বলবান্ অপানবায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে মূত্র ও শুক্রের অতিশয় প্রবৃত্তি হয়। এরূপ স্থলে সর্ব্ব প্রকার সংগ্রাহী ঔষধ হিতকর। ১৫১। অপানবায়ু বলবান্ সমান বায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, প্রলাপ, অঙ্গসাদ এবং অগ্নি, ওজঃ ও বলের ক্ষয় হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ব্যায়াম ও লঘুভোজন কর্ত্তব্য। ১৫২। ব্যানবায়ু বলবান্ উদান বায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইলে শরীরের স্তব্ধতা, অগ্নির অল্পতা, স্বেদাভাব, চেষ্টাহানি ও নিমীলন হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে পরি-[illegible] লঘু-ভোজন হিতকর ১৫৩। পঞ্চবায়ু [illegible] আবৃত হইলে তাহাদের এইরূপ লক্ষণ [illegible]। আবরণ দ্বারা ইহাদের স্ব স্ব কর্ম্মের [illegible] বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৫৪। স্থূল ভাবে [illegible] প্রকার আবরণ ব্যাখ্যা করা হইল। [illegible] চালনা করিয়া ইহাদের [illegible] ও ঔষধ বুঝিয়া লইবেন। ১৫৫। নিয়ে [illegible] প্রকার আবরণ ব্যাখ্যা করা [illegible] [illegible] বায়ুদিগের স্থান ও স্ব স্ব কর্ম্মের বৃদ্ধি ও হানি পর্য্যালোচনা করিলে ঐ দ্বাদশ প্রকার আবরণের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। উহাদের ঔষধ অভ্যঞ্জন, স্নেহন, নস্য ও পানাদি সর্ব্ব প্রকারই কর্ত্তব্য। আর উহাদের প্রতিকারার্থ ব্যত্যাসক্রমে উষ্ণ ও শীতল উপচার করিবে। ১৫৬। উদান বায়ু আবৃত হইলে বমন নস্যাদি ঊর্দ্ধ ক্রিয়া করিবে। অপানবায়ু আবৃত হইলে বস্তি বিরেচন প্রভৃতি অনুলোমন ক্রিয়া আবশ্যক। সমানবায়ু আবৃত হইলে শমন চিকিৎসা ও ব্যানবায়ু আবৃত হইলে তিন প্রকার চিকিৎসা করিবে। ১৫৭। প্রাণবায়ুকে অন্য চারি প্রকার বায়ু হইতে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিবে। নিজ স্থানে ইহার ধ্রুব স্থিতি আবশ্যক। এইরূপে প্রাণবায়ুর স্থিতি স্থির রাখিয়া আবৃত ও বিমার্গগ ব্যানাদি বায়ুচতুষ্টয়কে স্ব স্ব স্থানে গমন করাইবে। ১৫৮। প্রাণবায়ু পিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে মূর্চ্ছা, দাহ, ভ্রম, শূল, বিদাহ, শীতেচ্ছা এবং বিদগ্ধ দ্রব্যের বমন হইয়া থাকে। ১৫৯। প্রাণবায়ু কফ কর্ত্তৃক আবৃত হইলে ষ্ঠীবন, ক্ষবথু, উদ্গার, নিশ্বাস ও উচ্ছ্বাসের ব্যাঘাত, অরুচি ও বমি [illegible]

ওজোভ্রংশশ্চ সাদশ্চাপ্যুদানে পিত্তসংবৃতে ॥১৬১
আবৃতে শ্লেষ্মণোদানে বৈবর্ণ্যং বাক্স্বরগ্রহঃ।
দৌর্ব্বল্যং গুরুগাত্রত্বমরুচিশ্চোপজায়তে ॥ ১৬২
অতিস্বেদস্তৃষা দাহো মূর্চ্ছা চারুচিরেব চ।
পিত্তাবৃতে সমানে স্যুরুপঘাতস্তথোষ্মণঃ ॥১৬৩
অস্বেদো বহ্নিমান্দ্যঞ্চ লোমহর্ষস্তথৈব চ।
কফাবৃতে সমানে স্যুর্গাত্রাণাঞ্চাতিশীততা ॥১৬৪
ব্যানে পিত্তাবৃতে তু স্যাদ্দাহঃ সর্ব্বাঙ্গগঃ ক্লমঃ।
গাত্রবিক্ষেপসঙ্গঞ্চ সসন্তাপঃ সবেদনঃ ॥ ১৬৫
গুরুতা সর্ব্বগাত্রাণাং সর্ব্বসন্ধ্যস্থিজা রুজা।
ব্যানে কফাবৃতে লিঙ্গং গতিসঙ্গস্তথাধিকঃ ॥
হারিদ্রমূত্রবর্চ্চস্ত্বক্ তাপশ্চ গুদমেঢ্রয়োঃ।
লিঙ্গং পিত্তাবৃতেঽপানে রজসঃ সম্প্রবর্ত্তনম্॥১৬৭
ভিন্নামশ্লেষ্মসংসৃষ্টগুরুবর্চ্চঃ প্রবর্ত্তনম্।
শ্লেষ্মণা সংবৃতেঽপানে কফমেহস্য চাগমঃ ॥১৬৮
লক্ষণানান্তু মিশ্রত্বং পিত্তস্য চ কফস্য চ।
উপলক্ষ্য ভিষগ্বিদ্বান্ মিশ্রমাবরণং বদেৎ ॥১৬৯
যদ্যস্য বায়োর্নির্দ্দিষ্টং স্থানং তত্রেতরৌ স্মৃতৌ।
দোষৌ বহুবিধান্ ব্যাধীন্ দর্শয়েতাং যথা নিজান্ ॥ ১৭০
আবৃতং শ্লেষ্মপিত্তাভ্যাং প্রাণঞ্চোদানমেব চ।
গরীয়স্ত্বেন পশ্যন্তি ভিষজঃ শাস্ত্রচক্ষুষঃ ॥
বিশেষাজ্জীবিতং প্রাণে উদানে সংশ্রিতং বলম্
স্যাৎ তয়োঃ পীড়নাদ্ধানিরায়ুষশ্চ বলস্য চ ॥ ১৭১
সর্ব্বেঽপ্যেতে পরিজ্ঞেয়াঃ পরিসংবৎসরাস্তথা।
উপেক্ষণাদসাধ্যাঃ স্যুরথবা দুরুপক্রমাঃ ॥ ১৭২
হৃদ্রোগো বিদ্রধিঃ প্লীহা গুল্মাতীসার এব চ।
ভবন্ত্যপদ্রবাস্তেষামাবৃতানামুপেক্ষণাৎ ॥ ১৭৩
তস্মাদাবরণং বৈদ্যঃ পবনস্যোপলক্ষয়েৎ।
পঞ্চাত্মকস্য বাতেন পিত্তেন শ্লেষ্মণাপি বা ॥
ভিষগ্ভিস্তৈরতঃ সম্যগুপলক্ষ্য সমাচরেৎ।
অনভিষ্যন্দিভিঃ স্নিগ্ধৈঃ স্রোতসাং শুদ্ধিকারিভিঃ ॥ ১৭৪

বায়ু পিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ, নাভি ও বক্ষের দাহ, ক্লান্তি ও ওজোভ্রংশ হইয়া থাকে। ১৬১। উদানবায়ু কফ কর্ত্তৃক আবৃত হইলে বৈবর্ণ্য, বাগ্‌গ্রহ, স্বরগ্রহ, দুর্ব্বলতা, গুরুগাত্রতা ও অরুচি হইয়া থাকে। ১৬২। সমান বায়ু পিত্তাবৃত হইলে অতিশয় ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, অরুচি ও অগ্নির উপঘাত হয়। ১৬৩। সমান বায়ু কফাবৃত হইলে ঘর্ম্মের অনিঃসরণ, অগ্নিমান্দ্য, লোমহর্ষ ও গাত্রসমূহের অতিশয় শীতলতা হয়। ১৬৪। ব্যানবায়ু পিত্তাবৃত হইলে সর্ব্বাঙ্গগত দাহ, ক্লান্তি, গাত্রবিক্ষেপ, 'সঙ্গ' (ঘর্ম্মাদি রোধ), সন্তাপ ও বেদনা হইয়া থাকে। ১৬৫। ব্যান বায়ু কফাবৃত হইলে সর্ব্বগাত্রের গুরুতা, পার্শ্বশূল, সন্ধিশূল, অস্থিশূল ও গতিরোধ হইয়া থাকে। ১৬৬। অপানবায়ু পিত্তাবৃত হইলে মূত্র, বিষ্ঠা ও ত্বকের হরিদ্রা বর্ণ; মলদ্বার ও মেঢ্রে সন্তাপ এবং অতিশয় রজঃস্রাব হইয়া থাকে। ১৬৭। অপান বায়ু কফাবৃত হইলে ভিন্ন ও আমকফযুক্ত গুরু বিষ্ঠার নিঃসরণ ও কফমেহের আগম হইয়া থাকে। ১৬৮। বায়ু পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক আবৃত হইলে উভয় আবরণের মিশ্র লক্ষণ হইয়া থাকে। ১৬৯। বায়ু পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক আবৃত হইলে বায়ুর যে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, কফপিত্ত সেই সেই স্থানে স্বলক্ষণ ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। ১৭০। শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকেরা কফপিত্তাবৃত প্রাণ ও উদান বায়ুকে বিশেষ গুরুতর বলিয়া থাকেন। কারণ জীবন প্রাণবায়ুতে ও বল উদানবায়ুতে সংশ্রিত। সুতরাং উহাদের পীড়ন হইতে আয়ু ও বলের হানি হইয়া থাকে। ১৭১। বায়ু সকল আবৃত হইলে সাবধান হওয়া উচিত। কারণ উপেক্ষিত হইলে সংবৎসরের পর হয় অসাধ্য না হয় দুশ্চিকিৎস্য হয়। ১৭২। আবৃত বায়ু সকল উপেক্ষিত হইলে হৃদ্রোগ, বিদ্রধি, প্লীহা, গুল্ম ও অতিসার হইতে পারে। ১৭৩। অতএব বৈদ্য পঞ্চ প্রকার বায়ুর বাত পিত্ত বা কফকর্ত্তৃক আবরণ লক্ষ্য করিবেন এবং লক্ষ্য করিয়া অনভিষ্যন্দী, স্নিগ্ধ ও স্রোতঃশোধক

কফপিত্তাবিরুদ্ধং যদ্‌যচ্চ বাতানুলোমনম্।
সর্বস্থানাবৃতেঽপ্যাশু তৎ কার্য্যং মারুতে শুভম্
যাপনা বস্তয়ঃ প্রায়ো মধুরাঃ সানুবাসনাঃ।
প্রসমীক্ষ্য বলাধিক্যং মৃদু বা স্রংসনং হিতম্ ॥১৭৫
রসায়নানাং সর্ব্বেষামুপযোগঃ প্রশস্যতে
শৈলস্য জতুনোঽত্যর্থং পয়সা গুগ্‌গুলোস্তথা॥
লেহং বা ভার্গবপ্রোক্তমভ্যস্যেৎ ক্ষীরভুগ্‌ধ্রুবম্
অভয়ামলকীয়োক্তমেকাদশসিতাশতম্ ॥ ১৭৬
অপানেনাবৃতে সর্ব্বং দীপনং গ্রাহি ভেষজম্।
বাতানুলোমনং যচ্চ পক্বাশয়বিশোধনম্ ॥ ১৭৭
ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তমাবৃতানাং চিকিৎসিতম্
প্রাণাদীনাং ভিষক্ কুর্য্যাদ্বিতর্ক্য স্বয়মেব তৎ ॥
পিত্তাবৃতে তু পিত্তস্য মারুতস্যাবিরোধিভিঃ।
কফাবৃতে কফস্যৈব মারুতস্যানুলোমনৈঃ ॥ ১৭৮
লোকে বায়্বর্কসোমানাং দুর্বিজ্ঞেয়া যথা গতিঃ
তথা শরীরে বাতস্য পিত্তস্য চ কফস্য চ ॥ ১৭৯
ক্ষয়ং বৃদ্ধিং সমত্বঞ্চ তথৈবাবরণং ভিষক্।
বিজ্ঞায় পবনাদীনাং ন প্রমুহ্যতি কর্ম্মসু ॥ ১৮০

তত্র শ্লোকৌ।

পঞ্চাত্মনঃ স্থানবশাচ্ছরীরে
স্থানানি কর্ম্মাণি চ দেহধাতোঃ।
প্রকোপহেতুঃ কুপিতশ্চ রোগান্
স্থানেষু চান্যেষু বৃতোঽবৃতশ্চ ॥
প্রাণেশ্বরঃ প্রাণভৃতাং করোতি
ক্রিয়া চ তেষামখিলা নিরুক্তা।
তান্ দেশসাত্ম্যর্ত্তুবলান্যবেক্ষ্য
প্রযোজয়েচ্ছাস্ত্রমতানুসারি ॥ ১৮১

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে বাতব্যাধিচিকিৎসিতং
নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ঔষধ দ্বারা আবরণের চিকিৎসা করিবেন। ১৭৪। বায়ু সর্ব্বস্থানে আবৃত হইলে ত্বরাপর হইয়া কফপিত্তের অবিরোধী বাতানুলোমন চিকিৎসা করিবেন। এরূপ স্থলে ক্ষীরবস্তি, মধুপ্রায় বস্তি, অনুবাসন এবং রোগের বলাবল বুঝিয়া মৃদুবিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। ১৭৫। আর এরূপ স্থলে রসায়নসমূহের প্রয়োগ প্রশস্ত। অধিক পরিমাণ দুগ্ধের সহিত শিলাজতুর প্রয়োগ ও গুগ্‌গুলুর প্রয়োগ হিতকর। রোগী দুগ্ধাশী হইয়া চ্যবনপ্রাশ সেবন করিবে এবং পরিমিতভোজী হইয়া অভয়ামলকীয়োক্ত একাদশ রসায়ন সেবন করিবে। ১৭৬। প্রাণাদি বায়ু অপানকর্ত্তৃক আবৃত হইলে সর্ব্বপ্রকার দীপন ও গ্রাহী এবং বাতানুলোমন ও পক্বাশয়বিশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ১৭৭। এইরূপে সংক্ষেপে আবৃত প্রাণাদি বায়ুদিগের চিকিৎসা বলা হইল। চিকিৎসক নিজেও ঔষধ সকল কল্পনা করিবেন। পিত্তাবৃত বাতে পিত্তের ও বায়ুর অবিরোধী ঔষধ এবং কফাবৃত বাতে কফের ও বাতানুলোমন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ১৭৮। যেমন পৃথিবীতে বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সেইরূপ শরীরে বাত, পিত্ত ও কফের গতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়। ১৭৯। বাতাদি দোষের ক্ষয়, বৃদ্ধি, সমতা ও আবরণ বুঝিতে পারিলে চিকিৎসাকালে চিকিৎসককে মুগ্ধ হইতে হয় না। ১৮০। এই অধ্যায়ের সূচী ;—এই বাতব্যাধি-চিকিৎসিত অধ্যায়ে পঞ্চাত্মক বায়ুর পৃথক্ পৃথক্ স্থান, দেহধাতুর কর্ম্ম, প্রকোপের হেতু, বায়ু কুপিত হইয়া যেরূপে স্বস্থানে ও অন্যান্য স্থানে রোগ সকল উৎপন্ন করে, যেরূপে বায়ু আবৃত হয় এবং আবৃত হইয়া যে সকল ক্রিয়া করে, তাহা বর্ণিত হইল। চিকিৎসক সেই সকল ক্রিয়া এবং দেশ সাত্ম্য, ঋতু ও বল অপেক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিবেন। ১৮১

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাতশোণিতচিকিৎসিতম্।

অথাতো বাতশোণিতচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
হুতাগ্নিহোত্রমাসীনমৃষিমধ্যে পুনর্ব্বসুম্।
পৃষ্টবান্ গুরুমেকাগ্রমগ্নিবেশোঽগ্নিবর্চ্চসম্॥
অগ্নিমারুততুল্যস্য সংসর্গস্যানিলাসৃজোঃ।
হেতুলক্ষণভৈষজ্যান্যথাস্মৈ গুরুরব্রবীৎ॥ ২
লবণাম্লকটুক্ষারস্নিগ্ধোষ্ণাজীর্ণভোজনৈঃ।
ক্লিন্নশুষ্কাম্বুজানূপমাংসপিণ্যাকমূলকৈঃ॥
কুলত্থমাষনিষ্পাবশাকাদিপললেক্ষুভিঃ।
দধ্যারনালসৌবীরশুক্ততক্রসুরাসবৈঃ॥
বিরুদ্ধাধ্যশনক্রোধদিবাস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ।
প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাম্॥
অচঙ্ক্রমণশীলানাং কুপ্যতে বাতশোণিতম্।
অভিঘাতাদশুদ্ধ্যা চ প্রদুষ্টে শোণিতে নৃণাম্॥
কষায়কটুতিক্তাল্পরূক্ষাহারাদভোজনাৎ।
হয়োষ্ট্রযানযানাচ্চাপ্সুক্রীড়াপ্লবলঙ্ঘনাৎ॥
উষ্ণে চাত্যধ্বগমনাদ্ব্যবায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ।
বায়ুর্বিবৃদ্ধো বৃদ্ধেন রক্তেনাবারিতঃ পথি॥
ক্রুদ্ধস্তদ্দূষয়েদ্রক্তং তজ্জ্ঞেয়ং বাতশোণিতম্
খুড়ং বাতবলাসাখ্যমাঢ্যং বাতঞ্চ নামভিঃ॥ ৩
তস্য স্থানং করৌ পাদাবঙ্গুল্যঃ পর্ব্বসন্ধয়ঃ।
কৃত্বাদৌ হস্তপাদে তু মূলং দেহে বিধাবতি॥ ৪
সৌক্ষ্ম্যাৎ সর্ব্বসরত্বাচ্চ দেহংগচ্ছন্ শিরায়নৈঃ
পর্ব্বস্বভিহতং ক্ষুব্ধং বক্রত্বাদভিতিষ্ঠতে॥
স্থিতং পিত্তাদিসংসৃষ্টং তাস্তাঃ সৃজতি বেদনাঃ

উনত্রিংশ অধ্যায়।

[বাতব্যাধি—৪৯ প্রঃ ও ১২২ প্রঃ দেখ]

অনন্তর আমরা বাতরক্তচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১ অগ্নিহোত্রে হোম সমাধা করিয়া গুরুদেব পুনর্ব্বসু একাগ্রচিত্তে ঋষিগণ মধ্যে জলন্ত অগ্নির ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অগ্নিবেশ তাঁহাকে সংযুক্ত অগ্নিবায়ুর ন্যায় তীব্র স্বভাবসংযুক্ত বাতরক্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন গুরুদেব তাঁহাকে বাতরক্তের হেতু লক্ষণ ও ভৈষজ্য বর্ণনা করিয়া কহিলেন।২। লবণ অম্ল কটু ক্ষার স্নিগ্ধ উষ্ণ ও অজীর্ণ দ্রব্যের অতিসেবন; ক্লিন্ন শুষ্ক জলজ ও আনূপমাংস এবং পিণ্যাক ও মূলকের অতি সেবন; কুলত্থ মাষ শিম্বী, শাকাদি, গোমাংসদি ও ইক্ষুর অতিসেবন; দধি কাঁজী সৌবীর শুক্ত তক্র সুরা ও আসবের অতিসেবন; বিরুদ্ধভোজন; ভোজনের উপরি ভোজন, ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল কারণে সুকুমার মিথ্যাহারবিহারকারী নিষ্কর্ম্মাদিগের বায়ু ও রক্ত কুপিত হইয়া থাকে। [ভাবমিশ্রমতে যে কোন মাংস। মূলের পাঠ অচঙ্ক্রমণশীলানাং অর্থাৎ যাহারা ভ্রমণাদি না করে। ভাবমিশ্রের পাঠ "স্থূলানাং সুখিনাঞ্চাপি"] আবার আঘাত বা সঞ্চিত মলের অসংশোধন বশতঃ মানবদিগের রক্ত দূষিত হইলে তৎকালে কষায় কটু তিক্ত অল্প ও রুক্ষ আহার বা অনাহার বশতঃ কিংবা দ্রুতগতি ঘোটক বা উষ্ট্রে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ বশতঃ, জলক্রীড়া সন্তরণ বা লঙ্ঘন বশতঃ কিংবা উষ্ণের সময় অত্যন্ত পথ-ভ্রমণ বশতঃ কিংবা অতিরিক্ত স্ত্রীপ্রসঙ্গ বশতঃ কিংবা বেগধারণ বশতঃ বায়ু বিবৃদ্ধ হইয়া বিবৃদ্ধ রক্ত কর্তৃক রুদ্ধমার্গ হইয়া রক্তকে দূষিত করে। ইহাকেই বাতরক্ত কহে। ইহাকে খুড়বাত, বাতবলাস বা আঢ্যবাতও কহিয়া থাকে। ৩। বাতরক্তের স্থান কর ও এবং পাদ অঙ্গুলি ও পর্ব্বসন্ধি। প্রথমে হস্তপাদেই ইহার মূলপত্তন হয়; কিন্তু ইহা ক্রমশঃ সর্ব্বদেহে ধাবিত হইয়া থাকে। ৪। বায়ুর সূক্ষ্মতা ও রক্তের সর্ব্বগামিত্ব হেতু ক্রুদ্ধ বাতরক্ত শিরাপথে দেহের সর্ব্বত্র গমন করে। কিন্তু পর্ব্বসমূহে উপস্থিত হইলে পর্ব্বসমূহের বক্রতা বশতঃ আহত ও পর্য্যাভূত হইয়া তথায় অবস্থিত হয়। এইরূপে অবস্থিত হইলে

করোতি দুঃখং তেষেব তস্মাৎ প্রায়েণ সন্ধিষু॥৫
স্বেদোঽত্যর্থং ন বা কার্ষ্ণ্যং স্পর্শাজ্ঞত্বং ক্ষতে-
ঽতিরুক্।
সন্ধিশৈথিল্যমালস্যং সদনং পীড়কোদ্গমঃ॥
জানুজঙ্ঘোরুকট্যংস-হস্তপাদাঙ্গসন্ধিষু।
নিস্তোদঃ স্ফুরণং ভেদো গুরুত্বং সুপ্তিরেব চ॥
কণ্ডুঃ সন্ধিষু রুগ্ ভূত্বা ভূত্বা নশ্যতি চাসকৃৎ।
বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তির্বাতাসৃক্ পূর্ব্বলক্ষণম্॥৬
উত্তানমথ গম্ভীরং দ্বিবিধং তৎ প্রচক্ষতে।
ত্বঙ্মাংসাশ্রয়মুত্তানং গম্ভীরন্ত্বন্তরাশ্রয়ম্॥ ৭
কণ্ডুদাহরুগায়াসতোদস্ফুরণকুঞ্চনৈঃ।
অন্বিতা শ্যাবরক্তা ত্বগ্বাহ্যে তাম্রা তথেষ্যতে॥৮
গম্ভীরে শ্বয়থুঃ স্তব্ধঃ কঠিনোঽন্তর্ভৃশার্ত্তিমান্।
শ্যাবস্তাম্রোঽথবা দাহতোদস্ফুরণপাকবান্॥ ৯
রুগ্বিদাহান্বিতোঽভীক্ষ্ণং বায়ুঃ সন্ধ্যস্থিমজ্জসু।
ছিন্দন্নিব চরত্যন্তর্বক্রীকুর্ব্বংশ্চ বেগবান্।
করোতি খঞ্জং পঙ্গুং বা শরীরে সর্ব্বতশ্চরন্॥১০
সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈশ্চ বিজ্ঞেয়ং বাতাসৃগুভয়াশ্রয়ম্॥ ১১
তত্র বাতেঽধিকে বা স্যাদ্রক্তে পিত্তে
কফেঽপি বা।
সংসৃষ্টেষু সমস্তেষু যচ্চ তচ্চৃণু লক্ষণম্॥ ১২
বিশেষতঃ শিরায়ামশূলস্ফুরণতোদনম্।
শোথস্য কার্ষ্ণ্যং রুক্ষত্বশ্যাবতাবৃদ্ধিহানয়ঃ।
ধমন্যঙ্গুলিসন্ধীনাং সঙ্কোচোঽঙ্গগ্রহোঽতিরুক্।
কুঞ্চনস্তম্ভনে শীতপ্রদ্বেষশ্চানিলেঽধিকে॥ ১৩
শ্বয়থুর্ভৃশরুক্ তোদস্তাম্রশ্চিমিচিমায়তে।

পিত্তাদির সহিত সংসৃষ্ট হয় এবং পিত্তাদি-সংসৃষ্ট বেদনা সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে। যাতনা প্রায় সেই সকল সন্ধিস্থানেই অনুভূত হইয়া থাকে। ৫। বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ যথা, অত্যন্ত ঘর্ম্ম কিম্বা ঘর্ম্মাভাব, কৃষ্ণবর্ণতা; স্পর্শ-বোধ না থাকা; ক্ষত হইলে ক্ষতে অত্যন্ত বেদনা; সন্ধিশৈথিল্য; আলস্য; অবসাদ; পিড়কাসমূহের উদ্গম; জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত পদ ও সন্ধিসমূহের নিস্তোদ (সূচী-ভেদবৎ পীড়া); স্ফুরণ (জিলিক); ভেদ, গুরুতা ও সুপ্তি (অসাড়তা); সন্ধিসমূহে কণ্ডুয়ন; সন্ধিসমূহে পুনঃপুন বেদনার উদয় ও নিবৃত্তি; বৈবর্ণ্য ও মণ্ডলসমূহের উৎপত্তি এই সকল বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ। [বাতরক্তের অনেকটা কুষ্ঠরোগের ন্যায়, ইহা অনেক বিষয়েই কুষ্ঠের সহিত সমানধর্ম্ম]। ৬। বাতরক্ত উত্তান ও গভীরভেদে দুই প্রকার। যাহা ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, সেই বাতরক্ত উত্তান এবং যাহা অভ্যন্তর আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা গভীর। ৭। উত্তান বাতরক্তে কণ্ডুয়ন, দাহ, বেদনা, আয়াস, তোদ (সূচীভেদবৎ পীড়া), স্ফুরণ (জিলিক) এবং কুঞ্চন হয়। আর ইহাতে চর্ম্ম শ্যাবযুক্ত বা তাম্র হইয়া থাকে। ৮। গভীর বাতরক্তে শ্বয়থু, স্তব্ধ, কঠিন, অন্তরে অতিশয় যাতনা-বিশিষ্ট শ্যাব বা তাম্রবর্ণ শোথ হয় এবং তাহাতে দাহ, তোদ, স্ফুরণ ও পাক হইয়া থাকে। ৯। বাতরক্তে রক্তসংসৃষ্ট বায়ু শূল-যুক্ত ও বিদাহযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা সন্ধি ও অস্থি-মজ্জাতে যেন ছেদন করিতে করিতে বিচরণ করে এবং বেগবান্ হইয়া অঙ্গুলি প্রভৃতি অত্যন্ত বক্র করিয়া থাকে। ইহা শরীরের সর্ব্বত্র বিচরণ করে এবং খঞ্জতা বা পঙ্গুতা উৎপাদন করিয়া থাকে। ১০। পূর্ব্বোক্ত কণ্ডুয়ন প্রভৃতি সকল প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বাতরক্তকে উভয়াশ্রয় অর্থাৎ উত্তানাশ্রয় ও গভীরাশ্রয় বলিয়া জানিবে। ১১। উভয় প্রকার বাতরক্তই বাতাধিক, রক্তাধিক, পিত্তাধিক বা কফাধিক হইয়া থাকে। অথবা দ্বিদোষাশ্রিত বা সর্ব্বদোষাশ্রিত হইতে পারে। এই সমুদায়ের লক্ষণ শ্রবণ কর। ১২। বাতোল্বণ বাতরক্তে বিশেষরূপে শিরাকুঞ্চন (গঙ্গাধর মতে শিরাসমূহের দীর্ঘতা), তোদ, স্ফুরণ, ভেদন, শোথের কৃষ্ণতা, রুক্ষতা বা শ্যাবতা, কখন বৃদ্ধি, কখন হ্রাস, ধমনী ও অঙ্গুলিসন্ধিসমূহের সঙ্কোচ, অঙ্গগ্রহ, অতিশয় শূল, কুঞ্চন ও স্তম্ভন এবং অতিশয় শীতদ্বেষ হইয়া থাকে। ১৩। বাতরক্ত

স্নিগ্ধরূক্ষৈঃ শমং নৈতি কণ্ডূক্লেদান্বিতোঽসৃজি ॥
বিদাহো বেদনা মূর্চ্ছা স্বেদস্তৃষ্ণা মদো ভ্রমঃ।
রাগঃ পাকশ্চ ভেদশ্চ শোকে চোক্তানি
পৈত্তিকে ॥ ১৫
স্তৈমিত্যং গৌরবং স্নেহঃ সুপ্তির্মন্দা চ
রুক্ কফে ॥ ১৬
হেতুলক্ষণসংসর্গাদ্বিদ্যাদ্দ্বন্দ্বং ত্রিদোষজম্ ॥ ১৭
একদোষানুগং সাধ্যং নবং যাপ্যং দ্বিদোষজম্
ত্রিদোষজমসাধ্যং স্যাদ্ যস্য চ স্যুরুপদ্রবঃ ॥ ১৮
অস্বপ্নারোচকশ্বাসমাংসকোথশিরোগ্রহাঃ।
মূর্চ্ছা চ মদরুক্ তৃষ্ণা জ্বরমোহপ্রবেপনম্ ॥
হিক্কাপাঙ্গুল্যবীসর্পপাকতোদভ্রমক্লমাঃ ॥
অঙ্গুলীবক্রতাস্ফোটা দাহমর্ম্মগ্রহার্ব্বুদাঃ ॥
এতৈরুপদ্রবৈর্বর্জ্জ্যং মোহেনৈকেন বাপি যৎ।

রক্তাধিক হইলে শোথে অতিশয় শূল ও তোদ হয়; শোথ তাম্রবর্ণ হয় এবং চিমচিম করিতে থাকে। স্নিগ্ধ বা রূক্ষ ক্রিয়া কিছুতেই যাতনার উপশম হয় না এবং শোথে কণ্ডূয়ন ও স্বেদ অতিশয় অধিক হইয়া থাকে। ১৪। বাতরক্ত পিত্তাধিক হইলে বিদাহ, মূর্চ্ছা, স্বেদ, তৃষ্ণা, মদ, ভ্রম এবং শোথে রক্তিমা, পাক ও ভেদ হইয়া থাকে। ১৫। বাতরক্ত কফাধিক হইলে স্তৈমিত্য, গুরুতা, স্নেহ, সুপ্তি ও অরুচি হয়। ১৬। উল্লিখিত হেতু ও লক্ষণসমূহের সংসর্গ হইলে বাতরক্তকে দ্বন্দ্বজ ও সমস্ত লক্ষণ মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইলে বাতরক্তকে সর্ব্বদোষজ বলা যায়। ১৭। বাতরক্ত একদোষানুগ ও নূতন হইলে সাধ্য হয়। দ্বি-দোষজ হইলে যাপ্য হয় এবং সর্ব্বদোষজ হইলে অসাধ্য হয়। আর অত্যন্ত উপদ্রবযুক্ত বাতরক্তও অসাধ্য। ১৮। অনিদ্রা, অরুচি, শ্বাস, মাংসকোথ, শিরোগ্রহ, মূর্চ্ছা, মত্ততা, তৃষ্ণা, জ্বর, মোহ; কম্প, হিক্কা, পাঙ্গুল্য বীসর্প, পাক, তোদ, ভ্রম, ক্লম, অঙ্গুলিবক্রতা, স্ফোট, দাহ, হৃদয় প্রভৃতি মর্ম্মে পীড়া, অর্ব্বুদ এই সকল উপদ্রব থাকিলে বাতরক্ত বর্জ্জনীয়। অথবা বাতরক্ত-রোগীর অন্য উপদ্রব

সপ্রস্রাববিবর্ণঞ্চ স্তব্ধমর্ব্বুদকৃচ্চ যৎ।
বর্জ্জয়েদ্‌যৎ সসঙ্কোচকমিন্দ্রিয়তাপনম্ ॥ ১৯
অকৃৎস্নোপদ্রবং যাপ্যং সাধ্যং স্যান্নিরুপদ্রবম্ ॥ ২
রক্তমার্গং নিহন্ত্যাশু শাখাসন্ধিষু মারুতঃ।
নিবেশ্যান্যোন্যমাবার্য্যবেদনাভির্হরেদসূন্ ॥ ২১
তত্র মুক্তেদসৃক্ শৃঙ্গজলৌকঃসূচ্যলাবুভিঃ।
প্রচ্ছনৈর্বা শিরাভির্বা যথাদোষং বলাবলম্ ॥ ২২
রুগ্দাহশূলতোদার্ত্তাদসৃক্ স্রাব্যং জলৌকসা।
শৃঙ্গৈস্তত্বৈ হরেৎ সুপ্তি-কণ্ডূচিমি-চায়ন্নাৎ।
দেশাদ্দেশং ব্রজৎ স্রাব্যং শিরাভিঃ
প্রচ্ছনেন বা ॥ ২৩
অঙ্গে গ্লানে নতু স্রাব্যং রূক্ষে বাতোত্তরঞ্চ
যৎ ॥ ২৪

না থাকিয়া কেবল মোহ থাকিলেই বর্জ্জনীয় হইয়া থাকে। যে বাতরক্ত স্রাবযুক্ত, বিবর্ণ, স্তব্ধ এবং যাহাতে শরীরে অর্ব্বুদসমূহের উৎপত্তি হয়, তাহাও বর্জ্জনীয়। ১৯। যদি উল্লিখিত উপদ্রব সকল যুগপৎ উপস্থিত না হয়; তবে বাতরক্ত যাপ্য হইয়া থাকে। আর উল্লিখিত উপদ্রব সকল না থাকিলে সাধ্য হইয়া থাকে। ২০। বাতরক্তে বায়ু হস্তপদের সন্ধিসমূহে প্রবেশ করিলে রক্তের গতি আশু নষ্ট করিয়া দেয়। তখন বায়ু ও রক্ত পরস্পরের বাধা উৎপন্ন করিয়া প্রাণ নষ্ট করে। ২১। এরূপ স্থলে যথাদোষ ও যথাবল শৃঙ্গ, জলৌকা, সূচী, অলাবু প্রচ্ছন (পেঁচান) বা শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা উচিত। ২২। বাতরক্তে বেদনা, দাহ, শূল ও তোদ থাকিলে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। সুপ্তি, কণ্ডূয়ন ও চিমচিম বেদনা থাকিলে শৃঙ্গ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। আর যদি বাতরক্ত একস্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া যায়, তবে শিরাব্যধ বা প্রচ্ছন দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। ২৩। বাতরক্তে অঙ্গের গ্লানি (অবসাদ ও ক্লেশ) থাকিলে কিংবা রূক্ষ ব্যক্তির বাতোল্বণ বাতরক্ত হইলে রক্ত-

গম্ভীরং শ্বয়থুং স্তম্ভং কম্পং স্নায়ুশিরাময়ান্।
গ্লানিঞ্চাপি সসঙ্কোচং কুর্য্যাদ্বায়ুরসৃক্‌ক্ষয়াৎ।
খঞ্জাদীন্ বাতরোগাংশ্চ মৃত্যুং বাত্যপ-
সেচিতম্ ॥ ২৫
কুর্য্যাৎ তস্মাৎ প্রমাণেন স্নিগ্ধাদ্রক্তং
বিনির্হরেৎ ॥ ২৬
বিরেচ্যঃ স্নেহয়িত্বাদৌ স্নেহযুক্তৈর্বিরেচনৈঃ।
রূক্ষৈর্ব্বা মৃদুভিঃ শস্তমসকৃদ্বস্তিকর্ম্ম চ ॥ ২৭
সেকাভ্যঙ্গপ্রদেহান্নস্নেহাঃ প্রায়োঽবিদাহিনঃ।
বাতরক্তে প্রশস্যন্তে বিশেষন্তু নিবোধ মে ॥ ২৮
বাহ্যমালেপনাভ্যঙ্গপরিষেকোপনাহনৈঃ।
বিরেকাস্থাপনস্নেহপানৈর্গম্ভীরমাচরেৎ ॥ ২৯
সর্পিস্তৈলবসামজ্জাপানাভ্যঞ্জনবস্তিভিঃ।
সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চ বাতোত্তরমুপাচরেৎ ॥ ৩০
বিরেচনৈর্ঘৃতক্ষীরপানৈঃ সেকৈঃ সবস্তিভিঃ।
শীতৈর্নির্ব্বাপণৈশ্চাপি রক্তপিত্তোত্তরং জয়েৎ ॥ ৩১
বমনং মৃদুনাত্যর্থং স্নেহসেকাদি লঙ্ঘনম্।
কোষ্ণলেপাশ্চ শস্যন্তে বাতরক্তে
কফোত্তরে ॥ ৩২
কফবাতোত্তরে শীতৈঃ প্রলিপ্তে বাতশোণিতে
বিদাহঃ শোথরুক্ কণ্ডুর্বিবৃদ্ধিঃ স্তম্ভনাদ্ভবেৎ ॥ ৩৩
পিত্তরক্তোত্তরে দাহঃ ক্লেদোঽবদরণং ভবেৎ।
উষ্ণৈস্তস্মাদ্ভিষগ্দোষবলং বুদ্ধ্যাচরেৎ
ক্রিয়াম্ ॥ ৩৪
দিবাস্বপ্নং সসন্তাপং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা।
কটূষ্ণং গুর্ব্বভিষ্যন্দি লবণাম্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৫
পুরাণযবগোধূমনীবারাঃ শালিষষ্টিকাঃ।
ভোজনার্থে রসার্থে বা বিষ্কিরপ্রতুদা হিতাঃ ॥
আঢক্যশ্চণকা মুদ্গা মসূরাঃ সমকুষ্ঠকাঃ।
যূষার্থে বহুসর্পিষ্কাঃ প্রশস্তা বাতশোণিতে ॥ ৩৬
সুনিষণ্ণকবেত্রাগ্রকাকমাচীশতাবরীঃ।
বাস্তুকোপোদিকাশাকং শাকং সৌবর্চ্চলং তথা

মোক্ষণ করিবে না। ২৪। ওরূপ স্থলে রক্ত-মোক্ষণ করিলে বায়ু রক্তক্ষয় হেতু গভীর শোথ, স্তম্ভ, কম্প, স্নায়ুরোগ, শিরারোগ, গ্লানি ও সঙ্কোচ উৎপাদন করে এবং খঞ্জ প্রভৃতি বাতরোগ জন্মাইয়া থাকে। আর রক্তমোক্ষণ অধিক হইলে হয় তো মৃত্যুও হইয়া থাকে। ২৫। সেই হেতু বাতরক্তরোগীকে অগ্রে স্নিগ্ধ করিয়া পরে রক্তমোক্ষণ করিতে হয় [স্নিগ্ধ করিলে রুক্ষতা দূর ও বায়ুর লাঘব হইয়া থাকে]। ২৬। বাতরক্ত-রোগীকে অগ্রে স্নেহযুক্ত করিয়া স্নিগ্ধ বা রুক্ষ মৃদু বিরেচন যোগে বিরিক্ত করা উচিত। আর পুনঃ-পুনঃ বস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। ২৭। বাতরক্তে অবিদাহী সেক, অভ্যঙ্গ, প্রলেপ, অন্ন ও স্নেহ প্রায়ই প্রয়োগ করিতে হয়। ঐ সকল বিশেষরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৮। বাহ্য বাতরক্তে আলেপন, অভ্যঙ্গ, পরিষেক ও উপনাহ; গম্ভীর বাতরক্তে বিরেচন, আস্থাপন ও পানার্থ স্নেহ প্রয়োগ করিবে। ২৯। বাতোল্বণ বাতরক্তে ঘৃত তৈল বসা মজ্জা অভ্যঙ্গ বস্তি ও সুখোষ্ণ উপনাহ প্রয়োগ

বিরেচন, ঘৃত, দুগ্ধ সেক, বস্তি ও শীতল নির্ব্বাপণ সকল (দাহনাশক দ্রব্য সকল) প্রয়োগ করিবে। ৩১। কফাধিক বাতরক্তে অত্যন্ত মৃদু বমন, স্নেহসেক, লঙ্ঘন ও ঈষৎ উষ্ণ প্রলেপ সকল প্রশস্ত। ৩২। কফবাতোল্বণ বাতরক্তে শীতল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে স্তম্ভন হেতু বিদাহ, শোথ শূল ও কণ্ডুয়নের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৩৩। রক্তপিত্তোল্বণ বাতরক্তে উষ্ণ ক্রিয়া করিলে দাহ ক্লেদ ও অবদরণ হয়। অতএব চিকিৎসক বিশেষরূপে দোষের বল বুঝিয়া চিকিৎসা করিবেন। ৩৪। বাতরক্ত-রোগী দিবানিদ্রা, সন্তাপ, ব্যায়াম, মৈথুন, কটু, উষ্ণ, গুরু, অভিষ্যন্দী, লবণ ও অম্ল পরিহার করিবে। ৩৫। বাতরক্তে ভোজনার্থে পুরাণ যব, গোধূম, নীবার, শালি ও ষষ্টিক এবং রসার্থে বিষ্কির ও প্রতুদের মাংস হিতকর। যূষার্থে অড়হর, ছোলা, মুগ, মসূর ও বনমুগ হিতকর। এই সকলের যূষ বহুঘৃতযোগে প্রয়োগ করিতে হয়। ৩৬। বাতরক্ত-রোগী

ঘৃতমাংসরসৈর্ভৃষ্টং শাকসাত্ম্যায় দাপয়েৎ।
ব্যঞ্জনার্থং তথা গব্যং মাহিষাজং পয়ো
হিতম্ ॥ ৩৭
ইতি সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং বাতরক্তচিকিৎসিতম্
এতদেব পুনঃ সর্ব্বং ব্যাসতঃ সম্প্রবক্ষ্যতে ॥
শ্রাবণীক্ষীরকাকোলীজীবকর্ষভকৈঃ সমৈঃ।
সিদ্ধং সমধুকৈঃ সর্পিঃ সক্ষীরং বাতরক্তনুৎ ॥ ৩৯
বলামতিবলাং মেদামাত্মগুপ্তাং শতাবরীম্।
কাকোলীং ক্ষীরকাকোলীং রাস্নামৃদ্ধিঞ্চ
পেষয়েৎ ॥
ঘৃতং চতুর্গুণং ক্ষীরং তৈঃ সিদ্ধং বাতরক্তনুৎ।
হৃৎপাণ্ডুরোগবীসর্পকামলাদাহনাশনম্ ॥ ৪০
তামলক্যা দ্বিকাকোল্যাঃ পিপ্পলীত্রায়মাণয়োঃ।
কশেরুকাকষায়েণ কল্কৈরেভিঃ পচেদ্ঘৃতম্ ॥ ৪১
দত্ত্বা পরূষকদ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যেক্ষুরসান্ সমান।
পৃথগ্বিদার্য্যাশ্চ রসং তথা ক্ষীরং চতুর্গুণম্ ॥
এতৎ প্রায়োগিকং সর্পিঃ পারূষকমিতি স্মৃতম্।
বাতরক্তে ক্ষতে ক্ষীণে বীসর্পে পৈত্তিকে
জ্বরে ॥ ৪২
ইতি পারূষকং ঘৃতম্।
দ্বে পঞ্চমূলে বর্ষাভূমৈরণ্ডং সপুনর্নবম্।
মুদ্গপর্ণীং মহামেদাং মাষপর্ণীং শতাবরীম্ ॥
শঙ্খপুষ্পীমবাকৃপুষ্পীং রাস্নামতিবলাং বলাম্।
পৃথগ্দ্বিপলিকং কৃত্বা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
পাদশেষে সমং ক্ষীরং ধাত্রীক্ষুচ্ছাগলান্ রসান
ঘৃতাঢ়কেন সংযোজ্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥
কল্কমাবাপ্য মেদে দ্বে কাশ্মর্য্যং কমলমুৎপলম্।
ত্বক্ক্ষীরীং পিপ্পলীং দ্রাক্ষাং পদ্মবীজং পুনর্নবম্
নাগরং ক্ষীরকাকোলীং সমঙ্গাং বৃহতীদ্বয়ম্।

কাকমাচী, শতমূলী, বাস্তুক, উপোদিকা (পুঁই) এবং সুবর্চ্চলা শাক (গঙ্গাধর মতে সৌবর্চ্চল লবণ) ঘৃত ও মাংসরসের সহিত ভাজিয়া প্রদান করিবে। বাতরক্তে গব্য মাহিষ ও ছাগ দুগ্ধ হিতকর। ৩৭। এইরূপে বাতরক্তের চিকিৎসা [সূক্ষ্মবুদ্ধিদিগের জন্য] সংক্ষেপে কথিত হইল। ইহাই আবার [স্থূলবুদ্ধিদিগের জন্য] বিস্তৃত করিয়া বলিতেছি। ৩৮। শ্রাবণী (থুলকুড়ি), ক্ষীরকাকোলী, জীবক ও ঋষভক এবং যষ্টিমধু এই সমুদায়ের কল্ক সমান সমান ভাগে সমুদায়ে এক সের, দুগ্ধ যোল সের এবং ঘৃত চারি সের পাক করিবে। এই ঘৃত বাতরক্তনাশক। ৩৯। বেড়েলার মূল, গোরক্ষ-চাকুলে,মেদা, আলকুশীবীজ, শতমূলী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রাস্না ও ঋদ্ধির কল্ক এক সের, দুগ্ধ যোল সের এবং ঘৃত চারি সের পাক করিবে। এই ঘৃত বাতরক্তনাশক। আর ইহাতে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, বীসর্প, কামলা ও দাহ নষ্ট হয়। ৪০। ভূম্যামলকী, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, পিপুল, ত্রায়মাণা (বলাডুমুর) ও কশেরুক (কেশুর) এই সমুদায়ের কাথ ও কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতরক্ত নষ্ট হয়। ৪১। পরূষক-ফলের কাথ চারি সের, কিসমিসের কাথ চারি সের, গাম্ভারীফলের কাথ চারি সের, ইক্ষুরস চারি সের, ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস যোল সের, দুগ্ধ যোল সের এবং ঘৃত চারি সের পাক করিবে। এই ঘৃত নিত্য সেবন করিতে হয়। ইহার নাম পারূষক ঘৃত। ইহা বাতরক্ত, ক্ষত, ক্ষীণ, বীসর্প ও পৈত্তিক জ্বরে প্রশস্ত। ৪২

ইতি পারূষক ঘৃত।

দশমূল, শ্বেত পুনর্নবা, এরণ্ডমূল,রক্ত পুনর্নবা, মুদ্গপর্ণী,মহামেদা,মাষপর্ণী, শতমূলী, শঙ্খপুষ্পী, অবাকৃপুষ্পী ("শুলফা"), রাস্না, গোরক্ষচাকুলে ও বেড়েলামূল পৃথক্ পৃথক্ দুই পল একত্র কুট্টিত করিয়া চৌষট্টি সের জলে পাক করিয়া যোল সের থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ কাথের সহিত ঘৃত যোল সের, দুগ্ধ যোল সের, আমলকীরস যোল সের, ইক্ষুরস যোল সের, ছাগলমাংসের কাথ যোল সের এবং মেদাদিগণের কল্ক চারি সের পাক করিবে। মেদাদি গণ যথা;—মেদা, মহামেদা, গাম্ভারীফল, নীলোৎপল, বংশলোচন, পিপুল, দ্রাক্ষা, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, শুঁঠ, ক্ষীর-

বীরাং শৃঙ্গাটকং ভব্যমুরুমাণং নিকোচকম্ ॥
বদরাক্ষোটবাতামমুঞ্জাতাভিষুকাংস্তথা।
এতৈস্ত্রিভাড়কে সিদ্ধে ক্ষৌদ্রং শীতে প্রদাপয়েৎ
সম্যক্ সিদ্ধঞ্চ বিজ্ঞায় সুগুপ্তং সন্নিধাপয়েৎ।
কৃতরক্ষাবিধিং তচ্চ সেবেতাক্ষমিতাং সদা॥
পার্শ্বশূলং ক্ষয়ং কাসং প্লীহানং বাতশোণিতম্।
ক্ষতশোষমপস্মারমশ্মরীং শর্করাস্তথা।
সর্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগাংশ্চ মূত্রসঙ্গঞ্চ নাশয়েৎ।
বলবর্ণকরং ধন্যং বলীপলিতনাশনম্।
জীবনীয়মিদং সর্পির্বৃষ্যং বন্ধ্যাসুতপ্রদম্ ॥ ৪৩
ইতি দ্বিপঞ্চমূলাদিঘৃতম্।
দ্রাক্ষামধুকতোয়াভ্যাং সিদ্ধং বা সসিতো-
পলম্ ॥ ৪৪
ইতি দ্রাক্ষাদিঘৃতম্।
পিবেদ্‌ঘৃতং তথা ক্ষীরং গুড়ূচীস্বরসে শৃতম্ ॥৪৫
ইতি গুড়ূচ্যাদিঘৃতম্।

কাকোলী, বরাহক্রান্তা, বৃহতী, কণ্টকারী, বীরা (কাকোলী), পাণিফল,ভব্য (চালিদা), উরুমাণ (মাইফল), নিকোচক (ধলআঁকড়া), কুল, আক্রোট, বাদাম, মুঞ্জাত ও অভিষুক ফল। পাকশেষে ঘৃত শীতল হইলে তাহাতে চারিসের মধু প্রক্ষেপ করিয়া নির্জ্জনে স্থাপন করিবে। এই ঘৃত প্রত্যহ দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে পার্শ্বশূল, ক্ষয়, কাস, প্লীহা, বাতরক্ত, ক্ষত, শোষ, অপস্মার, অশ্মরী, শর্করা, সর্বাঙ্গবাত, একাঙ্গবাত ও মূত্রাঘাত নষ্ট হয়। বল ও বর্ণ হয়। বলী ও পলিত নষ্ট হয়। এই ঘৃত জীবনীয় ও বৃষ্য। ইহা সেবন করিলে বন্ধ্যারও পুত্র হয়। ৪৩

ইতি দ্বিপঞ্চমূলাদি ঘৃত।

দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধুর কাথ ষোল সের এবং ঘৃত চারি সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃতে এক সের চিনি প্রক্ষেপ দিয়া প্রত্যহ নিয়মিত মাত্রায় সেবন করিলে বাতরক্ত নষ্ট হয়। ৪৪

ইতি দ্রাক্ষাদি ঘৃত।

এইরূপে ষোল সের গোলঞ্চের রস ও

জীবকর্ষভকৌ মেদামৃষ্যপ্রোক্তাং শতাবরীম্।
মধুকং মধুপর্ণীঞ্চ কাকোলীদ্বয়মেব চ।
মুদ্গমাষাখ্যপর্ণিন্যৌ দশমূলং পুনর্নবম্ ॥
বলামৃতাবিদার্য্যশ্চ সাশ্বগন্ধাশ্মভেদকাঃ।
এষাং কষায়কল্কাভ্যাং সর্পিস্তৈলঞ্চ সাধয়েৎ ॥৪৬
লাভতশ্চ বসামজ্জধাম্বপ্রাতুদবৈষ্কিরান্।
চতুর্গুণেন পয়সা তৎ সিদ্ধং বাতশোণিতম্।
সর্বদেহাশ্রিতং হন্তি ব্যাধীন্ ঘোরাংশ্চ
বাতজান্ ॥ ৪৭
স্থিরা শ্বদংষ্ট্রা বৃহতী শারিবা সশতাবরী।
কাশ্মর্য্যাণ্যাত্মগুপ্তা চ বৃশ্চীরং দ্বে বলে তথা॥
এষাং কাথে চতুঃক্ষীরে পৃথক্ তৈলং পৃথগ্-
ঘৃতম্।
মেদাশতাবরীযষ্টিজীবন্তীজীবকর্ষভৈঃ।

চারি সের দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে এক সের চিনি প্রক্ষেপ দিবে। ৪৫

ইতি গুড়ূচ্যাদি ঘৃত।

এইরূপ জীবক, ঋষভক, মেদা, ঋষ্যপ্রোক্তা (আলকুশীবীজ), শতমূলী, যষ্টিমধু, মধুপর্ণী (গোলঞ্চ), কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, আখুপর্ণী (দন্তীভেদ), দশমূল, পুনর্নবা, বেড়েলামূল, অমৃতা (গোলঞ্চ—দ্বিরুক্ত হেতু দুইভাগ), ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা ও পাথরচুর (অশ্মভেদক) এই সকলের কষায় ও কল্কের সহিত তৈল ও ঘৃত পাক করিবে। (কষায় স্নেহের চতুর্গুণ ও কল্ক চতুর্থাংশ)। ৪৬। ধন্বদেশজ প্রতুদ ও বিষ্কির জন্তুর বসা ও মজ্জা, যতদূর পাওয়া যাইতে পারে, চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া স্নেহাবশেষে পান করিলে বাতরক্ত ও সর্বদেহাশ্রিত বায়ুজনিত ঘোর ব্যাধিসমূহ নষ্ট হয়। ৪৭। শালপাণী, গোক্ষুর, বৃহতী, অনন্তমূল, শতাবরী, গাম্ভারী ফল, আলকুশীবীজ, শ্বেত পুনর্নবা, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে এই দশটী দ্রব্যের কাথ; মেদা, শতমূলী, যষ্টিমধু, জীবন্তী, জীবক ও ঋষভক এই ছয়টি দ্রব্যের কল্ক; তৈল বা ঘৃত

পক্কা মাত্রা ততঃ ক্ষীরত্রিগুণা হ্যর্দ্ধশর্করা।
খজেন মথিত্বা পেয়া বাতরক্তে ত্রিদোষজে ॥৪৮
তৈলং পয়ঃ শর্করাঞ্চ পায়য়েদ্বা সুমূর্চ্ছিতম্।
সর্পিস্তৈলসিতাক্ষৌদ্রৈর্মিশ্রং বাপি পিবেৎ
পয়ঃ॥ ৪৯
অংশুমত্যা শৃতঃ প্রস্থং পয়সঃ সসিতোপলঃ।
পানে প্রশস্যতে তদ্বৎ পিপ্পলীনাগরৈঃ শৃতম্॥৫০
বলাশতাবরীরাস্নাদশমূলৈঃ সপীলুভিঃ।
শ্যামৈরণ্ডস্থিরাভিশ্চ বাতার্ত্তিঘ্নং শৃতং পয়ঃ ॥৫১
ধারোষ্ণং মূত্রযুক্তং বা ক্ষীরং দোষানুলোমনম্।
পিবেদ্বা সত্রিবৃচ্চূর্ণং পিত্তরক্তাবৃতানিলঃ ॥ ৫২
ক্ষীরেণৈরণ্ডতৈলং বা প্রয়োগেণ পিবেন্নরঃ।
বহুদোষো বিরেকার্থং জীর্ণে ক্ষীরোদনা-
শনম্ ॥ ৫৩

কষায়মভয়ানাং বা ঘৃতভৃষ্টং পিবেন্নরঃ।
ক্ষীরানুপানং ত্রিবৃতা চূর্ণং দ্রাক্ষারসেন বা ॥৫৪
কাশ্মর্য্যং ত্রিবৃতাং দ্রাক্ষাং চূর্ণং দ্রাক্ষা-
রসেন বা ॥ ৫৫
কাশ্মর্য্যং ত্রিবৃতাং দ্রাক্ষাং ত্রিফলাং সপরূষকাম্
শৃতাং পিবেদ্বিরেকায় লবণক্ষৌদ্রসংযুতাম্।
ত্রিফলায়াঃ কষায়ং বা পিবেৎ ক্ষৌদ্রেণ
সংযুতম্ ॥ ৫৬
ধাত্রীহরিদ্রামুস্তানাং কষায়ং বা কফাধিকে ॥ ৫৭
যোগৈশ্চ কল্পবিহিতৈরসকৃৎ তং বিরেচয়েৎ।
মৃদুভিঃ স্নেহসংযুক্তৈর্জ্ঞাত্বা বাতং মলাবৃতম্।
নির্হরেদ্বা মলং তস্য সঘৃতৈঃ ক্ষীরবস্তিভিঃ।
ন হি বস্তিসমং কিঞ্চিদ্বাতরক্তচিকিৎসিতম্ ॥ ৫৮
বস্তিবঙ্ক্ষণপার্শ্বোরুপর্ব্বাস্থিজঠরার্ত্তিষু।
উদাবর্ত্তে চ শস্যন্তে নিরূহাঃ সানুবাসনাঃ ॥ ৫৯

এবং তৈল বা ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া স্নেহশেষে নামাইবে। অনন্তর সেই স্নেহ তিন গুণ দুগ্ধ ও অর্দ্ধভাগ চিনির সহিত খজে মন্থন করিয়া সর্ব্বদোষজ বাতরক্তে পান করিবে। ৪৮। সর্ব্বদোষজ বাতরক্তে তৈল, দুগ্ধ ও চিনি আলোড়ন করিয়া সেবন করিবে অথবা ঘৃত, তৈল, চিনি মধু ও দুগ্ধ একত্র করিয়া পান করিবে। ৪৯। শালপাণীর সহিত একপ্রস্থ দুগ্ধ চারি প্রস্থ জলের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধশেষে নামাইয়া মিছরির সহিত পান করিবে। এইরূপ পিপুল ও শুঁঠের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। ৫০। বেড়েলা-মূল, শতমূলী, রাস্না, দশমূল, পীলুফল, শ্যামা-লতার মূল, এরণ্ডমূল ও শালপাণীর সহিত উক্ত নিয়মে দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিলে বাতের যাতনা নিবৃত্তি হয়। ৫১। ধারোষ্ণ দুগ্ধ গোমূত্রের সহিত পান করিলে বাতরক্তে দোষের অনুলোমন হয়। বায়ু—পিত্ত ও রক্ত কর্ত্তৃক আহৃত হইলেও ধারোষ্ণ দুগ্ধ তেউড়ী-চূর্ণের সহিত পান করিতে হয়। ৫২। বাত-রক্তে বহুদোষ থাকিলে, বিরেচনার্থ এরণ্ড-তৈলের সহিত দুগ্ধ পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন সেবন করিবে। [প্রতি-দিনই এইরূপ নিয়মে এরণ্ডতৈল পান করা উচিত]। ৫৩। বিরেচনার্থ হরীতকীর কাথ ঘৃতে সাঁতলাইয়া পান করিবে। পরে দুগ্ধ অনুপান করিবে। অথবা দ্রাক্ষারসের সহিত তেউড়ীচূর্ণ পান করিবে। ৫৪। অথবা বিরেচ-নার্থ গাম্ভারীফল, তেউড়ীচূর্ণ ও কিসমিসের চূর্ণ কিস্‌মিসের কাথের সহিত পান করিবে। ৫৫। বাতরক্তে বিরেচনের জন্য গাম্ভারী-ফল, তেউড়ী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা ও পরূষক-ফলের কাথ সৈন্ধব ও মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। অথবা ত্রিফলার কাথ মধুর সহিত পান করিবে। ৫৬। কফাধিক বাতরক্তে আমলকী হরিদ্রা ও মুতার কাথ পান করিবে। ৫৭। মলাবৃত বাতে বক্ষ্যমাণ কল্প-স্থানোক্ত বাতরক্তনাশক মৃদু বিরেচন যোগ সকল স্নেহযোগে প্রয়োগ করিয়া মল নির্হরণ করিবে। অথবা ঘৃতযুক্ত দুগ্ধবস্তি দ্বারা মল-নিঃসারণ করিবে। বাতরক্তে বস্তির তুল্য চিকিৎসা নাই। ৫৮। রোগীর বস্তি, বংক্ষণ, পার্শ্ব, উরু, পর্ব্ব, অস্থি ও উদরের যাতনায় ও উদাবর্ত্তে প্রথমে নিরূহ প্রয়োগ করিয়া পরে অনুবাসন দিতে হয়। ৫৯। চিকিৎসক বাত-

দদ্যাৎ তৈলানি চৈতানি বস্তিকর্ম্মণি বুদ্ধিমান্।
নস্তাভ্যঞ্জনসেকে চ দাহশূলোপশান্তয়ে॥ ৬০
মধুযষ্ট্যাস্তুলায়াস্তু কষায়ে পাদশেষিতে।
তৈলাঢ়কং সমক্ষীরং পচেৎ কল্কৈঃ পলোন্মিতৈঃ
শতপুষ্পাবরীমূর্ব্বাপয়স্যাগুরুচন্দনৈঃ।
স্থিরাহংসপদীমাংসীদ্বিমেদামধুপর্ণিভিঃ॥
কাকোলীক্ষীরকাকোলীতামলক্যৃদ্ধিপদ্মকৈঃ।
জীবকর্ষভজীবন্তীত্বক্‌পত্রনখবালকৈঃ॥
প্রপুণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠাশারিবৈন্দ্রীবিতুন্নকৈঃ।
চতুঃপ্রয়োগাৎ তদ্ধন্তি তৈলং মারুতশোণিতম্
সোপদ্রবং সাঙ্গশূলং সর্ব্বগাত্রানুগং তথা।
বাতাসৃক্‌পিত্তদাহার্ত্তিজ্বরঘ্নং বলবর্দ্ধনম্॥ ৬১
মধুকস্য শতং দ্রাক্ষা খর্জ্জুরাণি পরূষকম্।

মধুকৌদনপাক্যৌ চ প্রস্থং মুঞ্জাতকস্য চ॥
কাশ্মর্য্যাঢ়কমিত্যেতচ্চতুর্দ্রোণৈঃ পচেদপাম্।
শেষেঽষ্টভাগে পূতে চ তস্মিন্ তৈলাঢ়কং পচেৎ॥
তথামলককাশ্মর্য্যবিদারীক্ষুরসৈঃ সমৈঃ।
চতুর্দ্রোণেন পয়সা কল্কং দত্ত্বা পলোন্মিতম্॥
কদম্বামলকাক্ষোটপদ্মবীজকশেরুকম্।
শৃঙ্গাটকং শৃঙ্গবেরং লবণং পিপ্পলীং সিতাম্॥
জীবনীয়ৈশ্চ সংসিদ্ধং ক্ষৌদ্রপ্রস্থেন সংসৃজেৎ।
নস্যাভ্যঞ্জনপানেষু বস্তৌ চাপি নিযোজয়েৎ॥
বাতব্যাধিষু সর্ব্বেষু মন্যাস্তম্ভে হনুগ্রহে।
সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গবাতে চ ক্ষতক্ষীণে ক্ষতজ্বরে॥
সুকুমারকমিত্যেতৎ বাতাসৃগাময়নাশনম্।
স্থিরবর্ণকরং তৈলমারোগ্যবলপুষ্টিদম্॥ ৬২
ইতি সুকুমারকতৈলম্।

রক্ত রোগীর দাহশূল শান্তির জন্য নিম্নলিখিত তৈলসমূহ বস্তি, নস্য, অভ্যঙ্গ ও পরিষেকে প্রয়োগ করিবেন। ৬০। এক তুলা (সাড়ে বার সের) যষ্টিমধু [গঙ্গাধরপাঠ মধুপর্ণী বা গোলঞ্চ অসঙ্গত বোধ হয়। কারণ এই তৈলে মধুপর্ণী বা গোলঞ্চের উল্লেখ স্বতন্ত্র আছে]। এক দ্রোণ (চৌষট্টি সের) জলে সিদ্ধ করিয়া ষোলসের থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথের সহিত ষোল সের তৈল, ষোলসের দুগ্ধ এবং শতপুষ্পাদি গণের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ আট তোলা পাক করিবে। শতপুষ্পাদি-গণ যথা;—শুলফা, শতমূলী, মূর্ব্বা (মুগ্‌রোমূল), পয়স্যা (ক্ষীরবিদারী—কৃষ্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড), অগুরু, রক্ত চন্দন, শালপাণী, হংসপদী (গোয়ালে লতা), জটামাংসী, মেদা, মহামেদা, মধুপর্ণী (গোলঞ্চ) কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, ভূম্য মলকী, ঋদ্ধি, পদ্মকাষ্ঠ, জীবন্তী, জীবক, ঋষভক, দারুচিনি, তেজপাতা, নখী, বালা, পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, রাখালশসার মূল ও বিতুন্নক (ধনে)। এই তৈল নস্য, অভ্যঙ্গ বস্তি ও পানে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা সর্ব্বদেহব্যাপ্ত উপদ্রবযুক্ত বাতরক্ত অঙ্গশূল, পিত্ত,দাহ ও জ্বর নষ্ট করে। ইহা বলবর্দ্ধক। ৬১। যষ্টিমধু একশত পল, দ্রাক্ষা দুই সের, খর্জ্জুর দুই সের, ফলসাফল দুই সের, মৌলফুল দুই সের, ওদনপাকী (বেড়েলা। গঙ্গাধর মতে নীলঝিণ্টী) দুই সের, মুঞ্জাতক (মুজ) দুই সের এবং গাম্ভারী-ছাল এক আঢ়ক (আট সের) চারিদ্রোণ (ছয় মণ ষোল সের) জলে পাক করিয়া বত্রিশ সের থাকিতে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া সেই ক্বাথের সহিত ষোল সের তৈল, ষোল সের আমলকী-রস, ষোল সের গাম্ভারীফলের রস, ষোল সের ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, ষোলসের ইক্ষুরস, চারিদ্রোণ (ছয় মণ ষোল সের) দুগ্ধ এবং জীবনীয় ও কদম্বাদি গণের কল্ক এক এক পল দিয়া পাক করিবে। কদম্বাদি যথা;—কদম্ব (ফল বা ছাল), আমলকী, আখরোট, পদ্মবীজ, কেশুর, পানিফল, শুঁঠ, সৈন্ধব, পিপুল ও চিনি। পাক সমাপ্ত হইয়া তৈল শীতল হইলে উহার সহিত মধু চারি সের মিশ্রিত করিবে। এই তৈল নস্য, অভ্যঙ্গ, পান ও বস্তিতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত, মন্যাস্তম্ভ, হনুগ্রহ, সর্ব্বাঙ্গবাত, একাঙ্গবাত, ক্ষতক্ষীণ, ক্ষতজ্বর ও বাতরক্ত নাশ করে। ইহার নাম

গুড়ূচীং মধুকং হ্রস্বং পঞ্চমূলং পুনর্নবাম্।
রাস্নামৈরণ্ডমূলঞ্চ জীবনীয়ানি লাভতঃ।
পলানাং শতিকৈর্ভাগৈর্বলাপঞ্চশতং তথা॥
কৌলবিল্বং যবান্ মাষান্ কুলত্থাংশ্চাড়কোন্মিতান্
কাশ্মর্য্যাণাং সুশুষ্কাণাং দ্রোণং দ্রোণশতেঽম্ভসঃ
সাধয়েজ্জর্জ্জরং ধৌতং চতুর্দ্রোণঞ্চ শোষয়েৎ॥
তৈলদ্রোণং পচেৎ তেন দত্বা পঞ্চগুণং পয়ঃ।
পিষ্ট্বা ত্রিপলিকঞ্চৈবং চন্দনোশীরকেশরম্॥
পত্রৈলাগুরুকুষ্ঠানি তগরং মধুযষ্টিকাম্।
মঞ্জিষ্ঠাষ্টপলঞ্চৈব তৎসিদ্ধং সার্ব্বযৌগিকম্॥
বাতরক্তে ক্ষতে ক্ষীণে ভারার্ত্তে ক্ষীণরেতসি
বেপনাক্ষিপ্তভগ্নানাং সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগিণাম্॥
যোনিদোষমপস্মারমুন্মাদং খঞ্জপঙ্গুতাম্।
হন্যাৎ পুংসবনঞ্চৈতৎ তৈলাগ্র্যমমৃতাহ্বয়ম্॥ ৬৩
ইতি অমৃতাদ্যং তৈলম্।

পদ্মবেতসযষ্ট্যাহ্বকেনিলাপদ্মকোৎপলৈঃ।
পৃথক্পঞ্চপলৈর্দর্ভবলাচন্দনকিংশুকৈঃ॥
জলে শৃতৈঃ পচেৎ তৈলপ্রস্থং সৌবীরসম্মিতম্
লোধ্রকালীয়কোশীরজীবকর্ষভকৈঃ সমৈঃ॥
মদয়ন্তীলতাপত্রপদ্মকেশরপদ্মকৈঃ
প্রপুণ্ডরীককাশ্মর্য্যমাংসীমেদাপ্রিয়ঙ্গুভিঃ॥
কুঙ্কুমস্য পলার্দ্ধেন মঞ্জিষ্ঠায়াঃ পলেন চ।
মহাপদ্মমিদং তৈলং বাতাসৃগ্জ্বরনাশনম্॥ ৬৪
ইতি মহাপদ্মং তৈলম্।

পদ্মকোশীরযষ্ট্যাহ্বরজনীক্বাথসাধিতম্।
স্যাৎ পিষ্টৈঃ সর্জ্জমঞ্জিষ্ঠাবীরাকাকোলিচন্দনৈঃ॥
খুড্ডাকপদ্মকমিদং তৈলং বাতাস্রদাহনুৎ॥
শতেন যষ্টীমধুকাৎ সাধ্যং দশগুণং পয়ঃ।
তৈলে চতুর্দ্রোণে তস্মিন্ মধুকস্য পলেন তু।
সিদ্ধং মধুককাশ্মর্য্যরসৈর্বা বাতরক্তনুৎ॥ ৬৫

সুকুমারক তৈল। ইহা দার্ঢ্য, বর্ণ, আরোগ্য, বল ও পুষ্টি প্রদান করে। ৬২

ইতি সুকুমারক তৈল।

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, স্বল্পপঞ্চমূল, পুনর্নবা, রাস্না, এরণ্ডমূল ও জীবনীয়গণের মধ্যে যে ঔষধি পাওয়া যায়, তৎসমুদায় পৃথক্ পৃথক্ একশত পল, বেড়েলা পাঁচশত পল, শুষ্ককুল আট সের, কাঁচাবেল আট সের, যব আট সের, মাষকলায় আট সের, কুলত্থ আট সের এবং শুষ্ক গাম্ভারীফল বত্রিশ সের উত্তমরূপে ধৌত ও কুট্টিত করিয়া শতদ্রোণ (চৌষট্টিশত সের) জলে সিদ্ধ করিয়া চারিদ্রোণ (ছয় মণ ষোল সের) থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে এবং সেই কাথের সহিত চন্দনাদিগণের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ তিন পল, মঞ্জিষ্ঠা আট পল, তৈল বত্রিশ সের এবং দুগ্ধ তৈলের পাঁচগুণ একত্র পাক করিবে। চন্দনাদিগণ যথা;—রক্তচন্দন, বেণা, নাগকেশর, তেজপত্র, ছোট এলাচ, অগুরু, কুড়, তগরপাদিকা ও যষ্টিমধু। এই তৈল প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত, ক্ষতক্ষীণ, অতি ভারাদি বহন জন্য রোগ, ক্ষীণশুক্র, কম্প, আক্ষেপ, ভগ্নজন্য রোগ, সর্ব্বাঙ্গবাত, একাঙ্গবাত, যোনিদোষ, অপস্মার, উন্মাদ, খঞ্জতা ও পঙ্গুতা দূর হয়। ইহা পুংসবন, উৎকৃষ্ট ও অমৃতোপম। ৬৩

ইতি অমৃতাদ্য তৈল।

পদ্মপুষ্প, বেতস ("অশোক"), যষ্টিমধু, কেনিল ("কুল"), পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, দর্ভ (উলু), বেড়েলা, রক্তচন্দন ও কিংশুক (পলাশ) পৃথক্ পৃথক্ পাঁচ পল আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চারি ভাগের এক ভাগ থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ কাথের সহিত চারি সের তৈল, চারি সের সৌবীরাম্ল এবং লোধ্রাদির কল্ক পৃথক্ পৃথক্ চারি তোলা একত্র করিয়া পাক করিবে। লোধ্রাদি যথা;—লোধ, কালীয়ক (কালিয়াকাষ্ঠ), বেণা, জীবক, ঋষভক, মল্লিকা ও মাধবীর পত্র, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, জটামাংসী, মেদা, প্রিয়ঙ্গু এবং কুঙ্কুম। ৬৪

ইতি মহাপদ্ম তৈল।

পদ্মকাষ্ঠ, বেণা, যষ্টিমধু ও হরিদ্রার কাথ; ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী ও রক্তচন্দনের কল্ক এবং তৈল একত্র পাক করিবে

মধুপর্ণ্যাঃ পলং পিষ্ট্বা তৈলপ্রস্থং চতুর্গুণে।
ক্ষীরে সাধ্যং শতকৃত্বস্তদেব মধুকাম্বুভিঃ॥
সিদ্ধং দেয়ং ত্রিদোষে স্যাৎ বাতাস্রশ্বাসকাসনুৎ
হৃৎপাণ্ডুরোগবীসর্পকামলাদাহনাশনম্॥ ৬৬
ইতি শতপাকমধুপর্ণীতৈলম্।

বলাকষায়কল্কাভ্যাং তৈলং ক্ষীরসমং তথা॥৬৭
সহস্রশতপাকং বা বাতাসৃগ্বাতরোগনুৎ॥
রসায়নং শ্রেষ্ঠতমমিন্দ্রিয়াণাং প্রসাদনম্।
জীবনং বৃংহণং স্বর্য্যং শুক্রাসৃগ্দোষনাশনম্॥ ৬৮
ইতি সহস্রপাকং বা শতপাকং তৈলম্।

শুন্ডীরসহস্রাভ্যাং তৈলং দ্রাক্ষারসেন বা।
সিদ্ধং মধুককাশ্মর্য্যরসৈর্বা বাতরক্তনুৎ॥ ৬৯

আরনালাঢ়কে তৈলং পাদসর্জ্জরসাশৃতম্।
প্রভূতে মথিতং তোয়ে জ্বরদাহার্ত্তিনুৎ পরম্॥
সমধূচ্ছিষ্টমঞ্জিষ্ঠং সসর্জ্জরসশারিবম্।
পিণ্ডতৈলং তদভ্যঙ্গাদ্বাতরক্তরুজাপহম্॥ ৭১
ইতি পিণ্ডতৈলম্।

দশমূলশৃতং ক্ষীরং সদ্যঃ শূলনিবারণম্।
পরিষেকোঽনিলপ্রায়ে তদ্বৎ কোষ্ণেন সর্পিষা॥ ৭২
স্নেহৈর্মধুরসিদ্ধৈর্বা চতুর্ভিঃ পরিষেচয়েৎ।
স্তম্ভাক্ষেপকশূলার্ত্তে কোষ্ণৈর্দাহে তু শীতলৈঃ॥৭৩
তদ্বদ্গব্যাবিকাচ্ছাগৈঃ ক্ষীরৈস্তৈলবিমিশ্রিতৈঃ।
নিঃক্বাথৈর্জীবনীয়ানাং পঞ্চমূলস্য বা ভিষক্॥ ৭৪

ইহার নাম খুড্ডাকপদ্ম তৈল। ইহা বাত-রক্তনাশক ও দাহনাশক। [ক্কাথ তৈলের চতুর্গুণ ও কল্ক চতুর্থাংশ]। ৬৫। এক পল মধুপর্ণী (গোলঞ্চ), চারি সের তৈল ও ষোল সের দুগ্ধ পাক করিবে। পাকশেষে তৈল ছাঁকিয়া লইয়া সেই তৈলের সহিত পুনর্ব্বার গোলঞ্চ এক পল ও দুগ্ধ ষোল সের পাক করিবে। এইরূপে শতবার পাক করিতে হইবে। "অনন্তর শত পল যষ্টিমধু অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া ঐ তৈলের সহিত পাক করিবে।" এই শতপাক মধুপর্ণী তৈল দৃষ্টফল। ইহা বিষ, উন্মাদ, বাতরক্ত, শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, বিসর্প, বমন ও দাহ নিবারণ করে। ৬৬

ইতি শতপাক মধুপর্ণী তৈল।

বেড়েলার ক্বাথ ষোল সের, বেড়েলার কল্ক এক সের, দুগ্ধ চারি সের ও তৈল চারি সের পাক করিবে। ৬৭। এইরূপে ঐ তৈল শত-বার ও সহস্রবার পাক করিবে। ইহা বাত ও বাতরক্ত নাশ করে। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন ও ইন্দ্রিয়প্রসাদন। ইহা জীবন, বৃংহণ, স্বর্য্য, শুক্রদোষনাশক ও রক্তদোষনাশক। ৬৮

ইতি সহস্রপাক ও শতপাক তৈল।

গোলঞ্চের ক্বাথ ও দুগ্ধ, কিংবা দ্রাক্ষার ক্বাথ কিংবা যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফলের ক্বাথ দ্বারা সিদ্ধ তৈল বাতরক্তনাশক। ৬৯। কাঁজী এক আঢ়ক; তৈল কাঁজীর চতুর্থাংশ এবং ধুনা তৈলের চতুর্থাংশ একত্র পাক করিবে। এই তৈল প্রভূত পরিমাণ জলের সহিত খলে মন্থন করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে জ্বর, দাহ ও যাতনার শান্তি হয়। ৭০। মোম, মঞ্জিষ্ঠা, ধুনা ও অনন্তমূলের কল্ক এক সের; তৈল চারি সের এবং জল ষোল সের একত্র পাক করিবে। এই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বাত-রক্তের বেদনা নষ্ট হয়। ৭১

ইতি পিণ্ডতৈল।

দুগ্ধ, দুগ্ধের অষ্টমাংশ দশমূল এবং দুগ্ধের চারিগুণ জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধশেষে নামাইবে। এই ইহা বাতাধিক বাতরক্তে সেচন করিলে শূল নিবারিত হয়। এইরূপ ঈষদুষ্ণ ঘৃত দ্বারাও পরিষেক করা যাইতে পারে। ৭২। ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা মধুর-গণের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে সেচন করিলে বাতরক্তের স্তম্ভ, আক্ষেপ, শূল ও যাতনা নিবৃত্ত হয়। আর দাহ থাকিলে শীতল করিয়া সেচন করিতে হয়। ৭৩। সেইরূপ গো, মেষ বা ছাগদুগ্ধের সহিত সিদ্ধ তৈল কিংবা জীবনীয় গণের ক্বাথ কিংবা স্বল্পপঞ্চ-মূলের ক্বাথ সেচন করিবে। ৭৪। বাতরক্তে

দ্রাক্ষেক্ষুরসমদ্যানি দধিমস্ত্বম্লকাঞ্জিকম্।
সেকার্থে তণ্ডুলক্ষৌদ্রশর্করাম্বু চ শস্যতে॥
কুমুদোৎপলপদ্মাদ্যৈর্মণিহারৈঃ সচন্দনৈঃ।
শীততোয়াপ্লুতৈর্দাহে প্রোক্ষণং স্পর্শনং হিতম্॥ ৭৬

চন্দ্রপাদাম্বুসংসিক্তে ক্ষৌমপদ্মদলচ্ছদে।
শয়নে পুলিনস্পর্শে শীতমারুতবীজিতে॥
চন্দনার্দ্রকরার্দ্রাঙ্গ্যঃ প্রিয়া নার্য্যঃ প্রিয়ংবদাঃ।
স্পর্শাৎ শীতসুখস্পর্শা ঘ্নন্তি দাহং রুজং ক্লমম্॥৭৭
সরাগে সরুজে দাহে রক্তং মুক্ত্বা প্রলেপয়েৎ
মধুকাশ্বত্থত্বঙ্মাংসী-বীরোদুম্বর
জলজৈর্যবচূর্ণৈর্বা সযষ্ট্যাহ্বপয়োঘৃতৈঃ॥ ৭৮
সর্পিষা জীবনীয়ৈর্বা পিষ্টৈর্লেপোঽর্ত্তিদাহনুৎ॥৭৯
তিলাঃ পিয়ালং মধুকং বিসং মূলঞ্চ বেতসম্।
সাজেন পয়সা পিষ্ট্বা প্রদেহো দাহরাগনুৎ॥৮০
প্রপুণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠাদার্ব্বীমধুকচন্দনৈঃ।
সিতোৎপলৈরকাশক্তুমসূরৈর্বীরপদ্মকৈঃ।
লেপো রুগ্দাহবীসর্পরাগশোকনিবর্হণম্॥ ৮১
পিত্তরক্তোত্তরে হ্যেতে লেপা বাতোত্তরে শৃণু
বাতঘ্নৈঃ সাধিতঃ স্নিগ্ধঃ কৃশরো মুদ্গপায়সঃ।
তিলসর্ষপপিষ্টাশ্চাপ্যুপনাহরুজাপহাঃ॥ ৮২
ঔদকপ্রসহানূপবেশবারাঃ সুসংস্কৃতাঃ।
জীবনীয়ৌষধস্নেহযুক্তাঃ স্যুরুপনাহনে॥
স্তম্ভতোদরুগায়াসশোথাঙ্গগ্রহনাশনাঃ।
জীবনীয়ৌষধৈঃ সিদ্ধাঃ সপয়স্কা বসাপি বা॥৮৩
ঘৃতং সহচরামূলং জীবন্তী চ্ছাগলং পয়ঃ।
লেপাঃ পিষ্টাস্তিলাস্তদ্বদ্ভৃষ্টাঃ পয়সি নির্ব্বৃতাঃ॥৮৪
ক্ষীরপিষ্টমুমালেপমেরণ্ডস্য ফলানি চ।
কুর্য্যাচ্ছূলনিবৃত্ত্যর্থং শতাহ্বং বানিলেঽধিকে॥৮৫

পরিষেকের জন্য দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, মদ্য, দধি-মস্তু, অম্লকাঞ্জিক, তণ্ডুলজল, মধুজল, ও চিনির জল প্রশস্ত। ৭৫। দাহ শান্তির জন্য কুমুদ, নীলোৎপল, পদ্মাদি ও সচন্দন মণিহার শীতল জলে সিক্ত করিয়া দাহ-স্থানে প্রক্ষেপ করিবে বা স্পর্শ করাইবে। ৭৬। চন্দ্রকিরণ-সুশীতল ও জলহিল্লোল-শীতল নদীতীরে ক্ষৌমচ্ছদ-সংযুক্ত পদ্মপলাশ-সমাচ্ছাদিত শীতমারুত-বীজিত শয্যাতলে চন্দনচর্চ্চিত-করা শীতলাঙ্গী প্রিয়ংবদা প্রিয়াদিগের শীতসুখ স্পর্শ বাত-রক্তের দাহ শূল ও ক্লান্তি হরণ করে। ৭৭। বাতরক্তে রক্তিমা, শূল ও দাহ থাকিলে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া যষ্টিমধু, অশ্বত্থছাল, জটামাংসী, বীরা ("কাকোলী"), যজ্ঞডুমুর ও শাদ্বল (নবতৃণ) কিংবা পদ্ম কিংবা যবচূর্ণ অথবা যষ্টিমধু, দুগ্ধ ও ঘৃতের প্রলেপ দিবে। ৭৮। ঘৃতপিষ্ট জীবনীয় গণের প্রলেপ যাতনা ও দাহ নাশ করে। ৭৯। তিল (গঙ্গাধরপাঠ এলাচ), পিয়াল, যষ্টিমধু, মৃণাল ও "বেতের মূল (অশোকের মূল"), ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাহ ও রক্তিমার নাশ হয়। ৮০। পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, দারু-হরিদ্রা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, চিনি, নীলোৎপল, এরকা (শরমূল), শক্তু, মসূর, বেণা ও পদ্ম-কাষ্ঠের প্রলেপ শূল, দাহ, বিসর্প, রক্তিমা ও শোথ নষ্ট করে। ৮১। অনন্তর রক্তপিত্তোল্বণ বাতরক্তে হিতকর প্রলেপ সকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত সাধিত স্নিগ্ধ উপনাহ কিংবা কৃশরা মুদ্গ ও পায়সের উপনাহ কিংবা তিল ও সর্ষপপিণ্ডের উপনাহ দাহ ও শূল নষ্ট করে। ৮২। জলজ প্রসহ ও আনূপ মাংসের উপনাহ, বেশবার হরিদ্রা হিঙ্গু প্রভৃতি যোগে সুসংস্কৃত এবং জীবনীয় ঔষধ ও স্নেহ-সমূহের সহিত সংযুক্ত করিবে। এই উপনাহ স্তম্ভ, তোদ, শূল, আয়াস, শোথ ও অঙ্গগ্রহ নাশ করে। জীবনীয়সিদ্ধ দুগ্ধ ও বসা প্রশস্ত। [গঙ্গাধরপাঠ জীবনীয়সিদ্ধ স্নেহ এবং দুগ্ধের সহিত মাংসরসের উপনাহ প্রশস্ত]। ৮৩। ঘৃত, ঝিণ্টীর মূল, জীবন্তী ও ছাগদুগ্ধের প্রলেপ হিতকর। এইরূপ ঘৃত-ভৃষ্ট তিল দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে হিতকর হয়। ৮৪। বাতাধিক বাতরক্তে শূলশান্তির জন্য দুগ্ধপিষ্ট তিসি বা দুগ্ধপিষ্ট এরণ্ডফলের প্রলেপ হিতকর। এইরূপ দুগ্ধপিষ্ট শুলফার

সমূলাগ্রচ্ছদৈরণ্ডক্বাথে দ্বিপ্রস্থিকং পৃথক্।
ঘৃতং তৈলং বসা মজ্জা সানূপমৃগপক্ষিণাম্॥
কল্কার্থে জীবনীয়ানি গব্যং ক্ষীরমথাজকম্
হরিদ্রোৎপলকুষ্ঠৈলাশতাহ্বাবরুণচ্ছদান্॥
বিল্বমাত্রং পৃথক্পুষ্পং কাকুভঞ্চাপি সাধয়েৎ।
মধুচ্ছিষ্টপল... দদ্যাৎ সিদ্ধেঽবতারিতে॥
শূলৈর্মৈঘোঽর্দ্দিতাঙ্গানাং লেপঃ
সন্ধিগতেঽনিলে।
বাতরক্তে স্রুতে ভগ্নে খঞ্জে কুব্জে চ শস্যতে॥৮৬
শোকগৌরবকণ্ডূদৈর্যুক্তে ত্বস্মিন্ কফোত্তরে।
মূত্রক্ষারসুরাপক্বঘৃতমভ্যঞ্জনে হিতম্॥ ৮৭
পদ্মকং ত্বক্ সমধুকং শারিবা চেতি তৈর্ঘৃতম্।
সিদ্ধং সমধুশুক্তং স্যাৎ সেকাভ্যঙ্গঃ
কফোত্তরে॥ ৮৮
ক্ষীরং তৈলং গবাং মূত্রং জলঞ্চ কটুকৈঃ শৃতাঃ
পরিষেকাঃ প্রশস্যন্তে বাতরক্তে কফোত্তরে॥৮৯
লেপঃ সর্ষপনিম্বার্কহিংস্রাক্ষীরতিলৈর্হিতঃ।
শ্রেষ্ঠঃ সিদ্ধঃ কপিত্থত্বগ্ঘৃতক্ষীরৈঃ সশক্তুভিঃ॥৯০
দ্বে হরিদ্রে বচাগৌর-ধূমকুষ্ঠশতাহ্বিকাঃ।
প্রলেপঃ শূলনুদ্বাতরক্তে বাতকফোত্তরে॥ ৯১
তগরং ত্বক্ শতাহ্বৈলা কুষ্ঠং মুস্তং হরেণুকা।
দারু ব্যাঘ্রনখশ্চাম্লপিষ্টং বাতকফার্ত্তিনুৎ॥ ৯২
মধুশিগ্রোর্হিতং তদ্বদ্বীজং ধান্যাম্লসংযুতম্।
মুহূর্ত্তং লিপ্তমম্লৈশ্চ সিঞ্চেদ্বাতকফোত্তরে॥ ৯৩
ত্রিফলাব্যোষপত্রৈলাত্বক্ক্ষীরং চিত্রকং বচাম্।
বিড়ঙ্গং পিপ্পলীমূলং লোমশং বৃষকত্বচম্॥
ঋদ্ধিং তামলকীং চব্যং সমভাগানি পেষয়েৎ।
কল্কং লিপ্তময়স্পাত্রে মধ্যাহ্নে ভক্ষয়েৎ ততঃ॥৯৪
বর্জ্জয়েদ্দধিশুক্তানি ক্ষারং বৈরোধকানি চ।

প্রলেপ হিতকর।৮৫। এরণ্ডের মূল, শাখা ও পত্রের ক্বাথ ষোল সের; ঘৃত বা তৈল বা আনূপ মৃগপক্ষীদিগের বসা বা মজ্জা চারিসের; গোদুগ্ধ চারি সের এবং কল্কার্থ জীবনীয় ও হরিদ্রাদি গণ পৃথক্ পৃথক্ একপল একত্র পাক করিবে। পাক সম্পন্ন হইলে স্নেহের সহিত আটপল মোম মিশ্রিত করিয়া শীতল করিয়া লইবে। শূলার্দ্দিত অঙ্গে সন্ধিগত বায়ুতে, স্রাবযুক্ত বাতরক্তে, ভগ্নে, খঞ্জে ও কুব্জে এই স্নেহের প্রলেপ অত্যন্ত হিতকর। হরিদ্রাদি যথা;—হরিদ্রা, নীলোৎপল, কুড় ছোট এলাচ, শুলফা, বরুণপত্র (গঙ্গাধরপাঠ অশ্বহনচ্ছদ অর্থাৎ করবীরপত্র) এবং অর্জ্জুনছাল।৮৬। কফাধিক বাতরক্তে শোথ গৌরব, কণ্ডূয়ন প্রভৃতি থাকিলে "গোমূত্র ক্ষার ও সুরার সহিত পক্ব ঘৃতের অভ্যঙ্গ প্রশস্ত।" ("এই চিহ্নের অন্তর্গত পাঠ গঙ্গাধরে নাই)।৮৭। কফপ্রধান বাতরক্তে পদ্মকাষ্ঠ, দারুচিনি, যষ্টিমধু, অনন্ত-মূলের কল্ক এবং মধুশুক্তের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পরিষেক ও অভ্যঞ্জনে প্রশস্ত। [গঙ্গাধরে নাই]।৮৮। ক্ষীর (দুগ্ধ), তৈল, গোমূত্র, জল (গঙ্গাধর-পাঠ ঘৃত) ও ত্রিকটু একত্র পাক করিয়া কফপ্রধান বাতরক্তে পরিষেক করিবে।৮৯। শ্বেতসর্ষপ, নিমছাল, আকন্দ-মূলের ছাল হিংস্রা (কালাকড়া-ইতি শিবদাস), দুগ্ধ ও তিলের প্রলেপ হিতকর। যবের ছাতু, কপিত্থ, দারুচিনি, ঘৃত ও দুগ্ধের প্রলেপ হিতকর।৯০। বাতকফোল্বণ বাতরক্তে হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, ঝুনা, কুড়, ও শুলফার প্রলেপ হিতকর।৯১। তগরপাদিকা, দারু-হরিদ্রা, শুলফা, ছোট এলাচ, কুড়, মুতা, রেণুকা, দেবদারু ও ব্যাঘ্রনখ আমানীর সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতকফোল্বণ বাতরক্তের যাতনা দূর হয়।৯২। রক্ত সজি-নার বীজ, ধান্যাম্লের সহিত পেষণ করিয়া বাতকফাধিক বাতরক্তে প্রলেপ দিবে। এই-রূপে প্রলেপ দিবার পর অল্পকাল কাঁজী দ্বারা পরিষেক করিবে।৯৩। ত্রিফলা, ত্রিকটু, তেজ-পাতা, এলাচ, বংশলোচন, চিতার মূল, বচ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, লোমশা (জটামাংসী), বাসকছাল, ঋদ্ধি, ভূম্যামলকী ও চৈ সমভাগে জলের সহিত কল্ক করিয়া সেই কল্ক প্রাতঃ-কালে লৌহপাত্রে লেপন করিবে এবং মধ্যাহ্নে সেই পাত্র হইতে ঔষধ তুলিয়া মাত্রানুযায়ী ভক্ষণ করিবে।৯৪। সকল প্রকার বাত-

বাতাস্রে সর্ব্বদোষেষ্বপি হিতং শূলার্দ্দিতে পরম্
বুদ্ধা স্থানবিশেষাংশ্চ দোষাণাঞ্চ বলাবলম্।
চিকিৎসিতমিদং কুর্য্যাদূহাপোহবিকল্পবিৎ ॥ ৯৫
কুপিতে মার্গসংরোধান্মেদসো বা কফস্য বা।
অতিবৃদ্ধ্যানিলেনাদৌ শস্তং স্নেহনবৃংহণম্ ॥ ৯৬
ব্যায়ামশোধনারিষ্টমূত্রপানৈর্ব্বিরেচনৈঃ।
তক্রাভয়াপ্রয়োগৈশ্চ ক্ষপয়েৎ কফমেদসী ॥৯৭
বোধিবৃক্ষকষায়ন্তু পিবেৎ তং মধুনা সহ।
বাতবক্তং জয়ত্যাশু ত্রিদোষমপি দারুণম্ ॥ ৯৮
পুরাণযবগোধূমশীধ্বরিষ্টাসবৈস্তথা
শিলাজতুপ্রয়োগৈশ্চ গুগ্‌গুলোর্মাক্ষিকস্য চ ॥
পশ্চাদ্বাতে ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ বাতরক্ত-
প্রসাধনীম্ ॥ ৯৯
গম্ভীরে রক্তমাক্রান্তং স্যাচ্চেদ্ধাতুং
বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০০
স্তপিত্তাতিবৃদ্ধ্যা তু পাকমাশু নিযচ্ছতি।
ং স্রবতি বা রক্তং বিদগ্ধং পূযমেব বা ॥১০১
তয়োঃ ক্রিয়া বিধাতব্যা ব্যধশোধনরোপণে।
কুর্য্যাদুপদ্রবাণাঞ্চ ক্রিয়াং স্বাং স্বাচ্চিকিৎ-
সিতাৎ ॥ ১০২

তত্র শ্লোকাঃ।

হেতুস্থানানি মূলঞ্চ যস্মাৎ প্রায়শ্চ সন্ধিষু।
কুপ্যতি প্রাক্ চ তদ্রূপং দ্বিবিধস্য চ লক্ষণম্ ॥
পৃথগ্‌ভিন্নস্য লিঙ্গঞ্চ দোষাধিক্যমুপদ্রবাঃ।
সাধ্যং যাপ্যমসাধ্যঞ্চ ক্রিয়া সাধ্যস্য চাখিলা ॥
বাতরক্তস্য নির্দ্দিষ্টাঃ সমাসব্যাসতস্তথা।
মহর্ষিণাগ্নিবেশায় তথৈবাবস্থিকী ক্রিয়া ॥ ১০৩

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে বাতরক্তচিকিৎসিতং
নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

রক্তেই দধি, শুক্ত, ক্ষার ও বিরুদ্ধদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। বিশেষতঃ শূলার্দ্দিত বাতরক্তে চিকিৎসক স্থান ও দোষের বলাবল পরীক্ষা করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঔষধসমূহের মধ্যে কোন ঔষধ বা পরিত্যাগ আর কোন ঔষধ বা নূতন সংযোগে চিকিৎসা করিবেন। ৯৫। মেদ বা কফের মার্গরোধ হেতু বায়ু কুপিত ও অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে প্রথমতঃ স্নেহন বা বৃংহণ ক্রিয়া প্রশস্ত নহে। সে স্থলে কফ ও মেদ প্রথমতঃ ক্ষীণ করা উচিত। ৯৬। ব্যায়াম, শোধন, অরিষ্ট, মূত্রপান ও বিরেচন এবং তক্র ও হরীতকী প্রয়োগ করিয়া কফ ও মেদের ক্ষয় করিতে হয়। ৯৭। বোধিবৃক্ষের (অশ্বত্থের) কষায় মধুর সহিত পান করিলে অতি দারুণ ত্রিদোষ বাতরক্তও প্রশমিত হয়। ৯৮। পুরাণ যব, গোধূম, শীধু, অরিষ্ট ও আসব প্রয়োগ করিলে, কিংবা শিলাজতু, গুগ্‌গুলু বা মাক্ষিক [মধু বা ধাতুমাক্ষিক] প্রয়োগ করিলে কফ ও মেদের শান্তি হয়। কফ ও মেদের শান্তি হইয়া বাতমাত্রাবশেষে বাতরক্ত-প্রসাদনী চিকিৎসা করিবে। ৯৯। গম্ভীর বাতরক্তে রক্তধাতু আক্রান্ত হইলে তাহা পরিত্যাজ্য। ১০০। রক্তপিত্তের অতিশয় বৃদ্ধি হেতু বাতরক্তে সত্বর পাক উপস্থিত হয়। তখন হয় ত বাতরক্ত ভিন্ন হইয়া বিদগ্ধ রক্ত পূয নির্গত হইতে থাকে। ১০১। বাতরক্তে পাক বা স্রাব হইলে ব্যধন, শোধন ও রোপণ ক্রিয়া আবশ্যক। আর যখন যে উপসর্গ উপস্থিত হয়, তখন তাহার স্বতন্ত্র চিকিৎসা আবশ্যক হইয়া থাকে। ১০২। এই অধ্যায়ের সূচী ;—এই বাতরক্তচিকিৎসিত অধ্যায়ে বাতরক্তের হেতু, স্থান, মূল, সন্ধিসমূহে প্রায়ই উৎপত্তির কারণ, পূর্ব্বরূপ, রূপ, গম্ভীর ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ স্বরূপ, বাতরক্তের লক্ষণ, বাতরক্ত ভিন্ন হইলে তাহার লক্ষণ, দোষের আধিক্য, উপদ্রব, সাধ্যতা, যাপ্যতা, অসাধ্যতা, সাধ্যতা স্থলে চিকিৎসার প্রণালী এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসার বিষয় মহর্ষি আত্রেয় অগ্নিবেশকে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ১০৩

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যোনিব্যাপচ্চিকিৎসিতম্।

অথাতো যোনিব্যাপচ্চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

দিব্যৌষধিজলস্বাদুধাতুচিত্রশিলাবতি।
পুণ্যে হিমবতঃ পার্শ্বে সুরসিদ্ধর্ষিসেবিতে ॥
বিহরন্তং তপোযোগাৎ তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শিনম্।
কৃষ্ণাত্রেয়ং জিতাত্মানমগ্নিবেশোঽনুপৃষ্টবান্ ॥
ভগবান্ রত্যপত্যানাং মূলং নার্য্যঃ পরং নৃণাম্
তদ্বিঘাতো গদৈশ্চাসাং ক্রিয়তে যোনিমাশ্রিতৈঃ
তাসাং তেষাং সমুৎপত্তিমুৎপন্নানাঞ্চ লক্ষণম্।
ঔষধং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রজানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ২
ইতি শিষ্যেণ পৃষ্টস্তু প্রোবাচর্ষিবরোঽত্রিজঃ ॥ ৩
বিংশতির্ব্যাপদো যোনের্নির্দ্দিষ্টা রোগসংগ্রহে।
মিথ্যাচারেণ তাঃ স্ত্রীণাং প্রদুষ্টেনার্ত্তবেন চ।
জায়ন্তে বীজদোষাচ্চ দৈবাচ্চ শৃণু তাঃ পৃথক্
বাতলাহারচেষ্টায়া বাতলায়াঃ সমীরণঃ।
বিবৃদ্ধো যোনিমাশ্রিত্য যোনেস্তোদং সবেদনম্
স্তম্ভং পিপীলিকাসৃপ্তিমেব কর্কশতাং তথা।
করোতি সুপ্তিমায়াসং বাতজাংশ্চাপরান্ গদান
সা স্যাৎ সশব্দরুক্ফেনতনুরূক্ষার্ত্তবানিলাৎ ॥ ৫
ব্যাপৎ তথাম্ললবণক্ষারাদ্যৈঃ পিত্তজা ভবেৎ।
দাহপাকজ্বরোষ্ণার্ত্তা নীলপীতসিতার্ত্তবা।
ভৃশোষ্ণকুণপস্রাবা যোনিঃ স্যাৎ পিত্তদূষিতা॥৬
কফোঽভিষ্যন্দিভির্বৃদ্ধো যোনিঞ্চেৎ দূষয়েৎ স্ত্রিয়াঃ।
সশীতাং পিচ্ছিলাং কুর্য্যাৎ কণ্ডুগ্রস্তাল্পবেদনাম্।
পাণ্ডুবর্ণাং তথা পাণ্ডুপিচ্ছিলার্ত্তববাহিনীম্ ॥ ৭
সমশ্নত্যা রসান্ সর্ব্বান্ দূষয়িত্বা ত্রয়ো মলাঃ।
যোনিগর্ভাশয়স্থাঃ স্বৈর্যোনিং যুঞ্জন্তি লক্ষণৈঃ

ত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা যোনিব্যাপৎ-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। যে পর্ব্বতে দিব্য ওষধি ও স্বাদু জলের সদা সম্ভাব আছে, যে পর্ব্বতের শিলা সকল বিচিত্র ধাতুজালে সুশোভিত, যে পর্ব্বত সুর-সিদ্ধমহর্ষিগণের নিষেবিত, সেই হিমবান্ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে বিহরণশীল তপোযোগসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শী জিতাত্মা কৃষ্ণাত্রেয়কে অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! নারীগণ মানবদিগের রতি ও অপত্যের পরম মূলস্বরূপ। কিন্তু নারীগণের যোনিরোগ উপস্থিত হইলে উহার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। আমি প্রজাদিগের হিতকামনায় নারীদিগের সেই সকল যোনিরোগের উৎপত্তি, লক্ষণ ও ঔষধের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ২। শিষ্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি আত্রেয় কহিলেন। ৩। সূত্রস্থানের অষ্টোদশীয় অধ্যায়ে বিংশতি প্রকার যোনিরোগ উল্লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীদিগের অপচার বশতঃ বা দুষ্ট আর্ত্তব বশতঃ বা বীজদোষ বশতঃ বা দৈববশতঃ ঐ সকল রোগের উৎপত্তি হয়। ঐ সকল রোগের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ কর। ৪। বাতল প্রকৃতি স্ত্রীর বাতল আহার ও চেষ্টাদি হেতু বায়ু বিবৃদ্ধ হইয়া যোনিকে আশ্রয় করিয়া যোনিতে বেদনাযুক্ত তোদ (সূচীভেদবৎ পীড়া), স্তম্ভ, পিপীলিকা-সঞ্চরণবৎ অনুভব, কর্কশতা, সুপ্তি, আয়াস এবং বাতসম্ভব অন্যান্য রোগ উৎপাদন করে। বায়ুহেতু সেই স্ত্রীর তনু রুক্ষ আর্ত্তব শব্দ শূল ও ফেনসহকারে নিঃসৃত হয়। ৫। সেইরূপ অম্ল লবণ ও ক্ষারাদি আহার হেতু পিত্তজনিত যোনিরোগ উপস্থিত হয়। সেই পিত্তদূষিত যোনি দাহ-পাক জ্বরান্বিত ও উষ্ণতায় অভিভূত হয় এবং নীল পীত ও অসিত আর্ত্তব বিসর্জ্জন করে। আর স্রাবসমূহ অত্যন্ত উষ্ণ ও দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। ৬। অভিষ্যন্দী আহারসমূহ দ্বারা কফ অতিবৃদ্ধ হইয়া যোনি দূষিত করে, তাহা হইলে যোনি ঈষৎ শীতল, পিচ্ছিল, কণ্ডূঘনযুক্ত, মন্দবেদনা ও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং পাণ্ডু পিচ্ছিল আর্ত্তব বাহিত করে। স্ত্রী ত্রিদোষজনক আহার সেবন করিলে তাহার

সা ভবেদ্দাহশূলার্ত্তা শ্বেতপিচ্ছিলবাহিনী ॥ ৮
রক্তপিত্তকরৈর্নার্য্যা রক্তং পিত্তেন দূষিতম্।
অতি প্রবর্ত্ততে যোন্যা লব্ধে বীজেঽপি সাপ্রজা ॥ ৯
যোনিগর্ভাশয়স্থং চেৎ পিত্তং সন্দূষয়েদসৃক্।
সারজস্কা মতা কার্শ্যবৈবর্ণ্যজননী ভৃশম্ ॥ ১০
যোন্যামধাবনাৎ কণ্ডুং জাতাঃ কুর্ব্বন্তি জন্তবঃ।
সা স্যাদচরণা কণ্ড্বা তয়াতিনরকাঙ্ক্ষিণী ॥ ১১
পবনোঽতিব্যবায়েন শোফসুপ্তিরুজঃ স্ত্রিয়াঃ।
করোতি কুপিতো যোনৌ সা চাতিচরণা মতা॥১২
মৈথুনাদতি বালায়াঃ পৃষ্ঠজঙ্ঘোরুবঙ্ক্ষণম্।
রুজয়ন্ দূষয়েদ্‌যোনিং বায়ুঃ প্রাক্‌চারণা হি সা॥১৩
গর্ভিণ্যাঃ শ্লেষ্মলাভ্যাসাচ্ছর্দ্দিশ্বাসবিনিগ্রহাৎ।
বায়ুঃ ক্রুদ্ধঃ কফং যোনিমুপনীয় প্রদূষয়েৎ ॥
পাণ্ডুং সতোদমাস্রাবং শ্বেতং স্রবতি বা কফম্
কফবাতাময়ব্যাপ্তা সা স্যাদ্‌যোনিরুপপ্লুতা ॥ ১৪
পিত্তলায়া নৃসংবাসে ক্ষবথূদ্গারধারণাৎ।
পিত্তসমূর্চ্ছিতো বায়ুর্যোনিং দূষয়তি স্ত্রিয়াঃ ॥
শূনা স্পর্শাক্ষমা সার্ত্তিনীলপীতমসৃক্ স্রবেৎ।
শ্রোণীবঙ্ক্ষণপৃষ্ঠার্ত্তিজ্বরার্ত্তায়াঃ পরিপ্লুতা ॥ ১৫
বেগোদাবর্ত্তনাদ্‌যোনিমুদাবর্ত্তয়তেঽনিলঃ।
সা রুগার্ত্তা রজঃ কৃচ্ছ্রেণোদাবৃত্তং বিমুঞ্চতি ॥
আর্ত্তবে সা বিমুক্তে তু তৎক্ষণং লভতে সুখম্
রজসো গমনাদূর্দ্ধং জ্ঞেয়োদাবর্ত্তিনী বুধৈঃ ॥ ১৬
অকালে বাহমানায়া গর্ভেণ পিহিতোঽনিলঃ।
কর্ণিকাং জনয়েদ্‌যোনৌ শ্লেষ্মরক্তেন মূর্চ্ছিতঃ।

যোনি ও গর্ভাশয়ে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া স্ব স্ব লক্ষণের সহিত যোনিকে সংযুক্ত করে। তাহাতে যোনি দাহ-শূলে অভিভূত ও শ্বেত-পিঙ্গল স্রাব নিঃসারণ করে। ৮। রক্তপিত্ত-কর আহারাদি হেতু নারীর রক্ত পিত্তকর্তৃক দূষিত হয় এবং যোনি দিয়া অতিশয় নিঃসৃত হয়। সে স্ত্রী বীজ গ্রহণ করিলেও অপ্রজা হইয়া থাকে। [গঙ্গাধরপাঠ "সে স্ত্রীর গর্ভ হইলেও আর্ত্তব হইয়া থাকে"]। ৯। যোনিস্থ ও গর্ভাশয়স্থ পিত্ত যদি আর্ত্তবকে দূষিত (পাঠান্তরে—শুষ্ক) করে, তবে সেই যোনিকে অরজস্কা যোনি কহিয়া থাকে। তাহাতে নারীর অতিশয় কৃশতা ও বৈবর্ণ্য হইয়া থাকে। ১০। যোনি ধৌত না হইলে কীট সকল যোনিতে উৎপন্ন হইয়া কণ্ডুয়ন উপস্থিত করে। সেই যোনিকে অচরণা যোনি কহে। কণ্ডু বশতঃ সেই যোনি অতিশয় পুরুষকাঙ্ক্ষিণী হয়। ১১। অতিশয় ব্যবায় হেতু বায়ু কুপিত হইয়া যোনিতে শোথ, সুপ্তি ও শূল উৎপাদন করে। ঐ যোনিকে অতিচরণা যোনি কহে। ১২। মৈথুন হেতু অতিবালা স্ত্রীর বায়ু কুপিত হইয়া পৃষ্ঠ, কটি, উরু ও বংক্ষণে বেদনা উপস্থিত করিয়া যোনিকে দূষিত করে। এই-রূপ দূষিত যোনিকে প্রাক্‌চরণা যোনি কহে। ১৩। গর্ভিণী স্ত্রীর শ্লেষ্মল আহারাদির অভ্যাস হেতু এবং বমি ও নিশ্বাসের বেগধারণ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া কফকে যোনিতে আনয়ন-পূর্ব্বক যোনি দূষিত হইয়া থাকে। তাহাতে গর্ভাবস্থায় পাণ্ডুবর্ণ তোদযুক্ত বা শ্বেত স্রাব নির্গত হয়। অথবা কেবল কফ নির্গত হয়। যোনি এইরূপ বাতশ্লেষ্মপীড়ায় আক্রান্ত হইলে তাহাকে উপপ্লুতা যোনি কহে। ১৪। পিত্তল-প্রকৃতি স্ত্রীর পুরুষসহবাস কালে হাঁচি ও উদ্গারের বেগধারণ হেতু পিত্তসংসৃষ্ট বায়ু কুপিত হইয়া যোনিকে দূষিত করে। তাহাতে যোনি শোথযুক্ত, স্পর্শাসহিষ্ণু ও যাতনাযুক্ত হয়। আর নীল পীত রক্ত স্রাব করিতে থাকে। তৎকালে নারীর নিতম্ব, বংক্ষণ ও পৃষ্ঠে বেদনা ও জ্বর হইয়া থাকে। এইরূপ যোনিকে পরিপ্লুতা যোনি বলে। ১৫। অধো-বেগধারণ হেতু বায়ু কর্তৃক যোনির বেগ ঊর্দ্ধ-গত হয়। তাহাতে যোনি শূলার্ত্তা হইয়া কষ্টে রজঃ বিসর্জ্জন করে ইহাকেই উদাবৃত্তা যোনি কহে। উদাবৃত্তা যোনি আর্ত্তব নিঃসৃত হইলে তৎক্ষণাৎ স্বাস্থ্য লাভ করে। আর্ত্তব এইরূপে ঊর্দ্ধগত হয় বলিয়াই পণ্ডিতেরা এই যোনিকে উদাবর্ত্তিনী কহিয়া থাকেন। ১৬। অকালে (অল্পবয়সে) গর্ভবহন করিলে বায়ু

রক্তমার্গাবরোধিন্যা সা তয়া কর্ণিনী মতা॥ ১৭
রৌক্ষ্যাদ্বায়ুর্যদা গর্ভং জাতং জাতং বিনাশয়েৎ
দুষ্টশোণিতজং নার্য্যাঃ পুত্রঘ্নী নাম সা মতা॥ ১৮
ব্যবায়মতিভুক্তায়া ভজন্ত্যাস্তত্র পীড়িতঃ।
বায়ুর্মিথ্যা(স্থিতাঙ্গায়া) যোনিস্রোতসি সংস্থিতঃ॥
বক্রয়ত্যাননং যোন্যাঃ সাস্থিমাংসানিলার্ত্তিভিঃ।
ভৃশার্ত্তির্মৈথুনাসক্তা যোনিরন্তর্মুখী মতা॥ ১৯
গর্ভস্থায়াঃ স্ত্রিয়া রৌক্ষ্যাদ্বায়ুর্যোনিং প্রদূষয়ন্।
মাতৃদোষাদণুদ্বারাং কুর্য্যাৎ সূচীমুখী তু সা॥ ২০
ব্যবায়কালে রুন্ধন্ত্যা বেগান্ প্রকুপিতোঽনিলঃ
কুর্য্যাদ্বিণ্মূত্রসঙ্গার্ত্তিং শোষং যোনিমুখস্য তু॥ ২১
ষড়হাৎ সপ্তরাত্রাদ্বা শুক্রং গর্ভাশয়ং গতম্।
সরুজং নীরুজং বাপি যা স্রবেৎ সা চ বামিনী॥ ২২

গর্ভকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া যোনিতে কর্ণিকা ["পদ্মকর্ণিকার ন্যায় চক্রিকা"] উৎপাদন করে। এই কর্ণিকা শ্লেষ্মরক্ত-সংসৃষ্টা। কর্ণিকা উৎপন্ন হইলে রক্তমার্গের ব্যাঘাত হয়। এই যোনিকে কর্ণিনী যোনি কহে। ১৭। নারীর গর্ভ দূষিত আর্ত্তব হইতে উৎপন্ন হইলে, যত বার গর্ভ উৎপন্ন হয়, বায়ু তত বারই উহাকে নষ্ট করিয়া থাকে। এই যোনিকে পুত্রঘ্নী যোনি কহে। ১৮। অতিভোজনের পর স্ত্রী অন্যায়ভাবে শয়ন করিয়া ব্যবায় ভজনা করিলে যোনি-স্রোতঃস্থ বায়ু যোনির মুখ বক্র করিয়া দেয়। তখন যোনির অস্থিমাংসে বাত-বেদনা ও যোনিতেও অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে। তখন সেই স্ত্রী মৈথুনে অসমর্থা হয়। ইহাকে অন্তর্মুখী যোনি কহে। ১৯। মাতৃ-দোষে রুক্ষীভূত বায়ু গর্ভস্থ কন্যার যোনিকে দূষিত করিয়া যোনিদ্বার সূক্ষ্ম করিয়া থাকে। এইরূপ সূক্ষ্মদ্বারা যোনিকে সূচীমুখী যোনি কহে। ২০। মৈথুনকালে স্ত্রী মলমূত্রের বেগ রোধ করিলে, তাহার বায়ু কুপিত হইয়া বিষ্ঠা-মূত্রের বিবন্ধ ও যোনিমুখের শুষ্কতা করে। ইহার নাম শুষ্কা যোনি। ২১। যে স্ত্রীর গর্ভা-শয়গত শুক্র ছয় দিন বা সাত দিনের ভিতর বেদনার সহিত বা বিনা বেদনায় স্রুত হয়, তাহার সেই যোনিকে বামিনী যোনি কহে। ২২। বীজদোষহেতু বায়ুকর্ত্তৃক গর্ভস্থা কন্যার গর্ভাশয় উপহত হইলে, সে পুরুষদ্বেষিণী অস্তনী হইয়া থাকে। সেই স্ত্রীকে ষণ্ডী কহে। ষণ্ডীর চিকিৎসা নাই। ২৩। কষ্ট-জনক শয্যায় শায়িত হইয়া বিষমভাবে মৈথুন করিলে বায়ু কুপিত হইয়া স্ত্রীর গর্ভাশয় ও যোনির মুখ বিষ্টব্ধ করিয়া থাকে। তাহাতে যোনি অসংবৃতমুখী, ফেন-যুক্তা, আর্ত্তববাহিনী ও উৎসন্নমাংসা হইয়া থাকে [অর্থাৎ যোনিমুখের মাংস উচ্চ হইয়া থাকে। যোনির মুখ বোজে না বলিয়া আর্ত্তব অনিবারিত হয়]। সেই স্ত্রীর সন্ধি ও বংক্ষণে শূল হইয়া থাকে। এইরূপ যোনিকে মহাযোনি কহে। ২৪। এইরূপে বিংশতি প্রকার যোনি-রোগের লক্ষণ বর্ণনা করা হইল [বিংশতি প্রকার যোনিরোগ যথা;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তপিত্তজ, অরজস্কা, অচরণা, অতিচরণা প্রাক্‌চরণা, উপপ্লুতা, পরি-প্লুতা, উদাবর্ত্তিনী, কর্ণিনী, পুত্রঘ্নী, অন্তর্মুখী, সূচীমুখী, শুষ্কা, বামিনী, ষণ্ডী ও মহাযোনি]। ২৫। ঐ সকল রোগ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে যোনি শুক্র গ্রহণ করে না; সুতরাং স্ত্রী গর্ভ ধারণ করে না এবং গুল্ম, অর্শঃ, প্রদর প্রভৃতি

বীজদোষাৎ তু গর্ভস্থা মারুতোপহতাশয়া।
নৃদ্বেষিণ্যস্তনী চৈব ষণ্ডী স্যাদনুপক্রমা॥ ২৩
বিষমাৎ দুঃখশয্যায়াং মৈথুনাৎ কুপিতোঽনিলঃ
গর্ভাশয়স্য যোন্যাশ্চ মুখং বিষ্টম্ভয়েৎ স্ত্রিয়াঃ॥
অসংবৃতমুখী সার্ত্তী রুক্ষফেনাস্রবাহিনী।
মাংসোৎসন্না মহাযোনিঃ পর্ব্ববঙ্‌ক্ষণশূলিনী॥২৪
ইত্যেতে লক্ষণৈঃ প্রোক্তা বিংশতির্যোনিজা গদাঃ॥ ২৫
ন শুক্রং ধারয়ত্যেভির্দোষৈর্যোনিরুপদ্রুতা।
তস্মাদ্গর্ভং ন গৃহ্ণন্তি স্ত্রী গচ্ছত্যাময়ান্ বহূন্।
গুল্মার্শঃপ্রদরাদীংশ্চ বাতাদ্যৈশ্চাতিপীড়নম্॥২৬

আসাং ষোড়শ যাস্তাসামাদ্যে দ্বে পিত্তদোষজে।
পরিপ্লুতা বামিনী চ বাতপিত্তাত্মিকে মতে॥
কর্ণিন্যুপপ্লুতে বাতকফাচ্ছেষাস্তু বাতজাঃ।
দেহং বাতাদয়স্তাসাং স্বৈর্লিঙ্গৈঃ পীড়য়ন্তি হি॥২৭
স্নেহনস্বেদবস্ত্যাদি বাতজাস্বনিলাপহম্॥ ২৮
কারয়েদ্রক্তপিত্তঘ্নং শীতং পিত্তকৃতাসু চ॥ ২৯
শ্লেষ্মলাসু চ রুক্ষোষ্ণং কর্ম্ম কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥৩০
সন্নিপাতে বিমিশ্রন্তু সংসৃষ্টাসু চ কারয়েৎ॥ ৩১
স্নিগ্ধস্বিন্নাং তথা যোনিং দুঃস্থিতাং স্থাপয়েৎ পুনঃ
পাণিনা নাময়েজ্জিহ্মাং সংবৃতাং বর্দ্ধয়েৎ পুনঃ॥
প্রবেশয়েন্নিঃসৃতাঞ্চ বিবৃতাং পরিবর্ত্তয়েৎ।
যোনিঃ স্থানাপবৃত্তা হি শল্যভূতা স্ত্রিয়া মতা॥ ৩২

বহু রোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর বাত প্রভৃতির দোষ সর্ব্বদাই উহাকে পীড়িত করে। ২৬। উক্ত বিংশতি প্রকার যোনিরোগের মধ্যে প্রথম চারিটী সাধারণ দোষজন্য। অপর ষোলটীর মধ্যে প্রথম দুইটী [রক্তপিত্তজ ও অরজস্কা] পিত্তজন্য। পরিপ্লুতা ও বামিনী বাতপিত্তাত্মক। কর্ণিনী ও উপপ্লুতা বাত-কফজা এবং তদ্ভিন্ন সমস্তই [অর্থাৎ অচরণা, অতিচরণা, প্রাক্‌চরণা, উদাবর্ত্তিনী, পুত্রঘ্নী, অন্তর্ম্মুখী, সূচীমুখী, শুষ্কা ষণ্ডী, ও মহাযোনি] বাতজ। বাতাদি দোষ সেই সকল রোগে স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ করিয়া পীড়াকর হয়। ২৭। বাতজনিত যোনিব্যাপৎ রোগসমূহের স্নেহন, স্বেদন ও বস্তি প্রভৃতি বায়ুনাশক উপায় সকল হিতকর। ২৮। পিত্তজনিত যোনিব্যাপৎরোগে রক্তাপত্তঘ্ন শীতল ক্রিয়া হিতকর। ২৯। বিচক্ষণ বৈদ্য শ্লেষ্মজনিত যোনিব্যাপৎ রোগে রুক্ষ ও উষ্ণ ক্রিয়া করিবেন।৩০। সান্নিপাতিক ও দ্বন্দ্বজ যোনিব্যাপৎরোগে বাতপিত্তাদির মিশ্র চিকিৎসা করিবে। ৩১। বায়ুজনিত যোনিরোগসমূহে যোনিকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া বিষমস্থ যোনিকে স্বস্থানে পুনঃ স্থাপন করিবে। বক্রীভূত যোনিকে হস্ত দ্বারা নমিত করিবে। সঙ্কীর্ণ যোনিকে যথোচিত বিবৃত করিবে। নিঃসৃত যোনিকে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। বিবৃত

সর্ব্বাং ব্যাপন্নযোনিন্তু কর্ম্মভির্বমনাদিভিঃ
মৃদুভিঃ পঞ্চভির্নারীং স্নিগ্ধস্বিন্নামুপাচরেৎ॥ ৩৩
সর্ব্বতঃ সুবিশুদ্ধায়াঃ শেষং কর্ম্ম বিধীয়তে।
বাতব্যাধিহরং কর্ম্ম বাতার্ত্তানাং সদা হিতম্॥
ঔদকানূপজৈর্মাংসৈঃ ক্ষীরৈঃ সতিলতণ্ডুলৈঃ।
সবাতঘ্নৌষধৈর্নাড়ীকুম্ভীস্বেদৈরুপাচরেৎ॥ ৩৫
যুক্তাং লবণতৈলেন সাশ্মপ্রস্তরসঙ্করৈঃ।
স্বিন্নাং কোষ্ণাম্বুসিক্তাঙ্গীং বাতঘ্নৈর্ভোজয়েদ্রসৈঃ॥ ৩৬
বলাদ্রোণদ্বয়ক্বাথে ঘৃততৈলাঢ়কং পচেৎ।
স্থিরাপয়স্যাজীবন্তীবীরর্ষভকজীবকৈঃ॥
শ্রাবণীপিপ্পলীমূলপীলুমাষাখ্যাপর্ণিভিঃ।
শর্করাক্ষীরকাকোলীকাকনাসাভিরেব চ॥

যোনিকে যথোচিত সংবৃত করিবে। যোনি স্থানচ্যুত হইলে স্ত্রীদিগের শল্য স্বরূপ হয়। ৩২। সর্ব্বপ্রকার ব্যাপন্ন যোনিতেই, নারীকে প্রথমতঃ স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করিয়া বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের মৃদু প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৩৩। নারী সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধ হইবার পর অবশিষ্ট কর্ম্ম করিতে হয়। যথা —বায়ুযোগে বাতঘ্ন ক্রিয়া করিতে হয়। ৩৪। বাতজ যোনি-রোগে ঔদক ও আনূপ মাংস, দুগ্ধ, তিল, তণ্ডুল ও বাতঘ্ন ঔষধ সকল একত্র সিদ্ধ করিয়া নাড়ীস্বেদ ও কুম্ভীস্বেদ প্রয়োগ করিবে। ৩৫। আর ঐ স্ত্রীকে লবণতৈল যোগে স্নিগ্ধ করিয়া অশ্মঘনস্বেদ, প্রস্তরস্বেদ ও সঙ্কর-স্বেদ যোগে স্নিগ্ধ করিবে এবং পরে উহার অঙ্গ উষ্ণাম্বু সহকারে সিক্ত করিয়া বাতঘ্ন মাংস রস আহার করাইবে। ৩৬। চৌষট্টি সের বেড়েলা আট দ্রোণ জলে পাক করিয়া দুই দ্রোণ থাকিতে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথের সহিত ষোল সের ঘৃত বা তৈল, স্থিরাদিগণের কল্ক চারি সের এবং দুগ্ধ চৌষট্টি সের পাক করিবে।• স্থিরাদিগণ যথা ;—স্থিরা (শালপর্ণী), পয়স্যা (ক্ষীর বিদারী), জীবন্তী, বীরা ("কাকোলী"), ঋষভক, জীবকী, শ্রাবণী (থুলকুড়ি), পিপুলমূল

পিষ্টৈশ্চতুর্গুণক্ষীরসিদ্ধং পেয়ং যথাবলম্।
বাতপিত্তকৃতান্ রোগান্ হত্বা গর্ভং দধাতি তৎ ॥ ৩৭
কাশ্মর্য্যত্রিফলাদ্রাক্ষাকাসমর্দ্দপরূষকৈঃ
পুনর্নবাহরিদ্রাভ্যাং কাকনাসাসহাচরৈঃ ॥
শতাবর্য্যা গুড়ুচ্যাশ্চ প্রস্থমক্ষসমৈর্ঘৃতাৎ
সাধিতং যোনিবাতঘ্নং গর্ভদং পরমং পিবেৎ ॥৩৮
পিপ্পল্যঃ কুঞ্চিকাজাজী বৃষকং সৈন্ধবং বচাম্।
যবক্ষারাজমোদে চ শর্করাং চিত্রকং তথা ॥
পিষ্ট্বা সর্পিষি ভৃষ্টানি পায়য়েত প্রসন্নয়া।
যোনিপার্শ্বার্ত্তিহৃদ্রোগ গুল্মার্শোবিনিবৃত্তয়ে ॥ ৩৯
বৃষকং মাতুলুঙ্গস্য মূলানি মদয়ন্তিকাম্।
পিবেৎ সলবণৈর্মদ্যৈঃ পিপ্পলীকুঞ্চিকে তথা ॥ ৪০
ষ্ট্রা বৃষকং রাস্নাং পিবেচ্ছূলে পয়ঃ শৃতম্॥৪১
গুড়ুচীত্রিফলাদন্তীক্বাথৈশ্চ পরিষেচয়েৎ ॥ ৪২
সৈন্ধবং তগরং কুষ্ঠং বৃহতী দেবদারুণঃ
সমাংশৈঃ সাধিতং কল্কৈস্তৈলং ধার্য্যং রুজাপহম্ ॥ ৪৩
গুড়ুচীমালতীরাস্না বলামধুকচিত্রকৈঃ।
নিদিগ্ধিকাদেবদারুযূথিকাভিশ্চ কার্ষিকৈঃ।
তৈলপ্রস্থং গব্যং মূত্রে ক্ষীরে চ দ্বিগুণে পচেৎ
বাতার্ত্তায়াঃ পিচুং দদ্যাদ্‌যোনৌ চ প্রণয়েৎ সদা ॥ ৪৪
হিংস্রাকল্কন্তু বাতার্ত্তা কোষ্ণমভ্যজ্য ধারয়েৎ॥৪৫
পঞ্চবল্কস্য পিত্তার্ত্তা শ্যামাদীনাং কফাতুরা ॥ ৪৬
পিত্তলানান্তু যোনীনাং সেকাভ্যঙ্গপিচুক্রিয়াঃ।
শীতাঃ পিত্তহরাঃ কার্য্যাঃ স্নেহনার্থং ঘৃতানি চ ॥ ৪৭

পীলু, মাষপর্ণী, শর্করা, ক্ষীরকাকোলী ও কাকনাসা (কেওঠুঁটী)। এই ঘৃত বা তৈল যথাবল পান করিলে বাতপিত্তকৃত যোনিরোগ সকল নষ্ট হইয়া স্ত্রী গর্ভিণী হইয়া থাকে। ৩৭। গাম্ভারীফল, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কালকাসুন্দা, ফলসাফল, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কাকনাসা (কেওঠুঁটী), ঝিণ্টী, শতমূলী ও গুলঞ্চের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা; ঘৃত চারি সের ও জল ষোল সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত সর্ব্বপ্রকার যোনিবাতনাশক এবং পরম গর্ভপ্রদ। ৩৮। পিপুল, কুঞ্চিকা (কৃষ্ণজীরা। গঙ্গাধরপাঠ কিংশুক), জীরা, বাসক, সৈন্ধব, বচ, যবক্ষার, অজমোদা (যমানী), শর্করা ও চিতার কল্ক ঘৃতে ভাজিয়া প্রসন্নার সহিত পান করিলে যোনিশূল, পার্শ্বশূল, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শ নষ্ট হয়। ৩৯। বাসকের মূল, গোঁড়ানেবুর মূল ও মল্লিকার মূল পেষণ করিয়া সৈন্ধব ও মদ্যের সহিত পান করিবে। এইরূপ পিপ্পলী ও জীরা পেষণ করিয়া সৈন্ধব ও মদ্যের সহিত পান করিবে। ৪০। বাতজ যোনিরোগে শূল থাকিলে গোক্ষুর, বাসক ও রাস্না পেষণ করিয়া অষ্টগুণ দুগ্ধ ও বত্রিশগুণ জলের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধশেষে ছাঁকিয়া পান করিবে। ৪১। গোলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তীর ক্বাথ যোনিতে পরিষেচন করিবে। ৪২। সৈন্ধব, তগরপাদিকা, কুড়, বৃহতী ও দেবদারু তুল্য-পরিমাণে কল্ক করিয়া তাহার সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈলের পিচু যোনিতে ধারণ করিলে বাতজনিত যোনিশূল নষ্ট হয়। ৪৩। গোলঞ্চ, মালতীমূল, রাস্না, বেড়েলা, যষ্টিমধু, চিতার মূল, কণ্টকারী, দেবদারু, ও যূথিকামূলের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা, তৈল চারি সের, গোমূত্র আট সের একত্র পাক করিবে। এই তৈলের পিচু বাতার্ত্তা নারীর যোনিতে সর্ব্বদা প্রণিহিত করিবে। ৪৪। বাতার্ত্তা নারীর হিংস্রাকল্ক (কাকাদনী বা কালওকড় মূলের কল্ক) ঘৃতযোগে পেষণ ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া যোনিতে ধারণ করিবে। ৪৫। পিত্তজনিত যোনিরোগে বট প্রভৃতি পঞ্চবল্কলের কল্ক এবং কফজনিত যোনিরোগে অনন্তমূল প্রভৃতির কল্ক যোনিতে ধারণ করিবে। ৪৬। পিত্তলা নারীদের যোনিরোগে সেক, অভ্যঙ্গ, পিচুক্রিয়া, পিত্তহর শীতলক্রিয়া এবং স্নেহনার্থ ঘৃত বসা ও মজ্জা প্রয়োগ করিবে। ৪৭

শতাবরীমূলতুলাশ্চতস্রঃ সম্প্রপীড়য়েৎ।
রসেন ক্ষীরতুল্যেন পচেৎ তেন ঘৃতাঢ়কম্॥
জীবনীয়ৈঃ শতাবর্য্যা মৃদ্বীকাভিঃ পরুষকৈঃ।
পিয়ালৈশ্চাক্ষকৈঃ পিষ্টৈর্দ্বিযষ্টিমধুকৈঃ পচেৎ॥
সিদ্ধে শীতে চ মধুনঃ পিপ্পল্যাশ্চ পলাষ্টকম্।
সিতাদশপলোন্মিশ্রাল্লিহ্যাৎ পাণিতলং ততঃ॥
যোন্যসৃক্‌শুক্রদোষঘ্নং বৃষ্যং পুংসবনঞ্চ তৎ
ক্ষতং ক্ষয়ং রক্তপিত্তং কাসং শ্বাসং হলীমকম্
কামলাং বাতরক্তঞ্চ বীসর্পং হৃচ্ছিরোগ্রহম্।
উন্মাদায়াসসন্ন্যাসং বাতপিত্তাত্মকং জয়েৎ॥ ৪৮
ইতি বৃহচ্ছতাবরীঘৃতম্।
এবমেব ক্ষীরসর্পির্জীবনীয়োপসাধিতম্।
গর্ভদং পিত্তলানাঞ্চ যোনীনাং
স্যাচ্চিষগ্‌জিতম্॥ ৪৯
যোন্যাঃ শ্লেষ্মপ্রদুষ্টায়া বর্ত্তিঃ সংশোধনী হিতা।
বারাহে বহুশঃ পিত্তে ভাবিতৈর্নক্তকৈঃ কৃতা॥৫০

ভাবিতং পয়সার্কস্য মাষচূর্ণং সসৈন্ধবম্।
বর্ত্তিঃ কৃতা মুহুর্ত্তং ধার্য্যা ততঃ সেব্যা সুখাম্বুনা॥
পিপ্পল্যা মরিচৈর্মাষৈঃ শতাহ্বাকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ।
বর্ত্তিস্তুল্যা প্রদেশিন্যা ধার্য্যা যোনিবিশোধনী॥৫১
উদুম্বরশলাটুনাং দ্রোণমবদ্রোণসংযুতম্।
সপঞ্চবল্কলকুলক-নিম্বমালতিপল্লবম্॥
নিশাং স্থাপ্যং জলে তস্মিংস্তৈলপ্রস্থং
বিপাচয়েৎ।
লাক্ষাধবপলাশত্বঙ্‌নির্য্যাসৈঃ শাল্মলেন চ॥
পিষ্টৈঃ সিদ্ধঞ্চ তৎ তৈলং পিচু যোনৌ
নিধাপয়েৎ॥ ৫২
সশর্করৈঃ কষায়ৈশ্চ শীতৈঃ কুর্ব্বীত সেচনম্।

শতাবরীর মূল পঞ্চাশ সের কুট্টিত করিয়া পেষণপূর্ব্বক রস গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই রস; সেই রসের দ্বিগুণ দুগ্ধ; ঘৃত ষোল সের; জীবনীয় দশের কল্ক দুই দুই তোলা এবং শতমূলী, কিসমিস, ফলসাফল, পিয়াল, জলজ যষ্টিমধু ও স্থলজ যষ্টিমধুর কল্ক দুই দুই তোলা একত্র পাক করিবে। পাকশেষে ঘৃত শীতল হইলে উহাতে আট পল মধু, আট পল পিপুল চূর্ণ ও দশ পল চিনি প্রক্ষেপ দিবে। এই ঘৃত প্রত্যহ দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে যোনিদোষ, রক্তদোষ, শুক্রদোষ, ক্ষত, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, হলীমক, কামলা, বাতরক্ত, বীসর্প, হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, উন্মাদ, আয়াস, সন্ন্যাস ও অন্যান্য বাতপিত্তাত্মক রোগ নষ্ট হয়। অধিকন্তু এই ঘৃত বৃষ্য ও পুংসবন। ৪৮।

ইতি বৃহৎ-শতাবরীঘৃত।

দুগ্ধোত্থ ঘৃত জীবনীয় গণের সহিত সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিলেও উক্তরূপ গুণপ্রদ হয়। ৪৯। শ্লেষ্মদূষিত যোনিতে সংশোধনী বর্ত্তি ধারণ করা হিতকর। বরাহপিত্তে পুনঃপুন ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি যোনিশোধনে হিতকর। [গঙ্গাধরের পাঠ—"লক্তক" গ্রন্থান্তরের পাঠ "নক্তক" অর্থাৎ ডহরকরঞ্জ। অলক্তক ও লক্তক যে এক দ্রব্য তাহা অভিধানে দেখা যায় না। নক্তক শব্দে বস্ত্রখণ্ড (৮২প্রঃ)]। ৫০। সমান সমান পরিমাণে মাষচূর্ণ ও সৈন্ধবচূর্ণ লইয়া আকন্দের দুগ্ধে ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি যোনিতে অল্পক্ষণ ধারণ করিয়া সুখোষ্ণ বারিযোগে যোনি সেচন করিবে। ৫১ পিপুল, মরিচ, মাষ, শুল্‌ফা, কুড় ও সৈন্ধব সমান সমান ভাগে জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রদেশিনী অঙ্গুলির সমান বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি যোনিতে ধারণ করিলে যোনির শোধন হয়। ৫২। কাঁচা যজ্ঞডুম্বর ফলের শুষ্ক খণ্ড সকল বত্রিশ সের; পঞ্চবল্কল, কুলক (পলতা) নিম্বপল্লব ও মালতীপল্লব মিলিত বত্রিশ সের উত্তমরূপে কুটিয়া রাত্রিতে চৌষট্টি সের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে নিষ্পীড়নপূর্ব্বক রস গালিয়া লইবে। অনন্তর সেই রসের সহিত ধব খদিরের নির্য্যাস, পলাশত্বকের নির্য্যাস এবং শাল্মলীর নির্য্যাস পেষণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। এই মিশ্র দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের পিচু

পিচ্ছিলা বিবৃতা কালদুষ্টা যোনিশ্চ দারুণা।
সপ্তাহাচ্ছুধ্যতি ক্ষিপ্রমপত্যঞ্চাপি বিন্দতি ॥৫৩,
উডুম্বরস্য দুগ্ধেন ষট্‌কৃত্বো ভাবিতাংস্তিলান্।
তৈলং কাথে চ তস্যৈব সিদ্ধং ধার্য্যঞ্চ পূর্ব্ববৎ॥৫৪
ধাতক্যামলকীপত্রস্রোতোজমধুকোৎপলৈঃ।
জম্ব্বাম্রমধ্যকাসীসলোধ্রকট্‌ফলতিন্দুকৈঃ ॥
সৌরাষ্ট্রিকদাড়িমত্বগুডুম্বরশলাটুভিঃ।
অক্ষমাত্রৈরজামূত্রে ক্ষীরে চ দ্বিগুণে পচেৎ ॥
তৈলপ্রস্থং পিচুং তস্মাদ্‌যোনৌ চ প্রণয়েৎ ততঃ
কটীপৃষ্ঠত্রিকাভ্যঙ্গং স্নেহং বস্তিঞ্চ দাপয়েৎ ॥
পিচ্ছিলস্রাবিণী যোনির্বিপ্লুতোপপ্লুতা তথা।
উত্তানা চোন্নতা শূনা সিধ্যেৎ সস্ফোটশূলিনী॥৫৫

কষীরধবনিম্বার্কবেণুকোশাম্রজাম্ববৈঃ।
জিঙ্গিনীবৃষমূলানাং ক্বাথমাৰ্দ্বীকসীধুভিঃ ॥
সশুক্তৈর্ধাবনং মিশ্রৈর্যোন্যাস্রাববিনাশনম্।
কুর্য্যাৎ সতক্রগোমূত্রশুক্তৈর্বা ত্রিফলারসৈঃ ॥ ৫৬
পিপ্পল্যয়োরজঃপথ্যাপ্রয়োগা মধুনা হিতাঃ ॥ ৫৭
শ্লেষ্মলায়াং কটুপ্রায়াঃ সমূত্রা বস্তয়ো হিতাঃ।
পিত্তে সমধুরক্ষীরা বাতে তৈলাম্লসংযুতাঃ। ৫৮
সন্নিপাতসমুত্থায়াঃ কর্ম্ম সাধারণং মতম্ ॥ ৫৯
রক্তযোন্যামসৃগ্‌বর্ণৈরনুবন্ধং সমীক্ষ্য চ।
ততঃ কুর্য্যাদ্‌যথাদোষং রক্তস্থাপনমৌষধম্ ॥৬০
তিলচূর্ণং দধি ঘৃতং ফাণিতং শৌকরী বসা।
ক্ষৌদ্রেণ সংযুতং পেয়ং বাতাসৃগ্দরনাশনম্ ॥ ৬১
বরাহস্য রসো মেধ্যঃ সকৌলত্থোঽনিলাধিকে।

যোনিতে ধারণ করিবে। আর যজ্ঞডুম্বুর প্রভৃতি নয়টী দ্রব্যের ক্বাথ শর্করার সহিত মিশ্রিত ও শীতল করিয়া যোনিতে সেচন করিবে। তাহা হইলে পিচ্ছিলা বিবৃতা দুষ্টা দারুণা যোনি সপ্তাহকালের মধ্যে শুদ্ধ হয় এবং শীঘ্রই অপত্য জন্মিয়া থাকে। ৫৩। যজ্ঞডুম্বুরের ক্ষীরে তিল ছয় বার ভাবনা দিয়া তাহা হইতে তৈল নিষ্কাসিত করিবে। সেই তৈলের সহিত যজ্ঞডুম্বুরের ছালের ক্বাথ চারি গুণ মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। সেই তৈলের পিচু পূর্ব্বোক্ত পিচ্ছিলাদি যোনিতে ধারণ করিতে ।। ৫৪। ধাইফুলের পাতা, আমলকীপাতা, স্রোতোজ (শঙ্খনাভি), জামের আঁটী, হিরাকস, লোধ, কায়ফল, তিন্দুক (গাব), সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, দাড়িমফলের খোসা ও যজ্ঞডুম্বুরের শলাটু (কাঁচাফল খণ্ড খণ্ড করিয়া শুষ্ক করিলে তাহাকে শলাটু কহে) এই সকল দুই দুই তোলা পরিমাণে লইয়া কল্ক করিবে। এই সকল কল্ক তৈলের চতুর্থাংশ, অজামূত্র তৈলের দ্বিগুণ, দুগ্ধ তৈলের দ্বিগুণ এবং তৈল চারি সের একত্র পাক করিবে। এই তৈলের পিচু যোনিতে প্রবেশিত করিতে হয়। আর কটি পৃষ্ঠ ও ত্রিকস্থানে এই তৈলের অভ্যঙ্গ করা-ইতে হয় এবং এই তৈলের বস্তি দিতে হয়। তাহাতে পিচ্ছিলা, স্রাবিণী, পরিপ্লুতা, উপপ্লুতা, উত্তানা, উন্নতা, শোথযুক্তা, স্ফোটযুক্তা ও শূলযুক্তা যোনির শান্তি হইয়া থাকে। ৫৫। বাঁশের কোঁড়, ধব-খদির, নিমছাল, আকন্দের মূল, রেণু (গঙ্গাধরপাঠ—রেণু), কোশাম্র ("ওভিয়াম"), জামের আঁটী, মঞ্জিষ্ঠা ও বাসক মূলের ক্বাথ, কিস্‌মিসের মদ এবং শুক্ত একত্র করিয়া যোনি ধাবন করিলে যোনির আস্রাব দূর হয়। এইরূপে তক্র, গোমূত্র ও শুক্ত মিশ্রিত করিয়া কিংবা কেবল ত্রিফলার ক্বাথ দিয়া ধৌত করিলেও হয়। ৫৬। যোনিস্রাবে পিপুল, লৌহচূর্ণ ও হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত লেপন করিবে। ৫৭। শ্লেষ্মলা যোনির স্রাবে কটু-বহুল গোমূত্রের বস্তি হিতকর। পিত্তলা যোনির স্রাবে মধুর ক্ষীরযুক্তা বস্তি ও বাতজার স্রাবে তৈল ও অম্লযুক্তা বস্তি হিতকর। ৫৮। সান্নি-পাতিক যোনিব্যাপৎরোগে ত্রিদোষের মিলিত চিকিৎসা হিতকর। ৫৯। রক্তস্রাবিণী যোনিতে রক্তের বর্ণ দেখিয়া দোষের অনুবন্ধ স্থির করিবে। পরে যথাদোষ রক্তস্থাপন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। [বাতজ প্রদরে রক্ত পাতলা রুক্ষ, ফেনিল ও অরুণ হয়। ৫।৬।৭ প্রকরণ দেখ]। ৬০। তিলচূর্ণ, দধি, ঘৃত, ফাণিত (মাতগুড়) ও শূকরবসা মধুর সহিত পান করিলে বাতপ্রদরের উপশম হয়। ৬১। কুল-

শর্করাতৈলযষ্ট্যাহ্বনাগরৈর্বা যুতং দধি ॥ ৬২
পয়স্যোৎপলশালুকবিসকালীয়কাম্বুজান্।
সপয়ঃশর্করং ক্ষৌদ্রং পৈত্তিকেঽসৃগ্দরে
পিবেৎ ॥ ৬৩
পাঠাজম্বাম্রয়োর্মধ্যং শিলাভেদং রসাঞ্জনম্।
অম্বষ্ঠকীং মোচরসং সমঙ্গাং পদ্মকেশরম্ ॥
বাহ্লীকাতিবিষে বিল্বং মুস্তং লোধ্রং সগৈরিকম্
কট্‌ফলং মরিচং শুণ্ঠীং মৃদ্বীকাং রক্তচন্দনম্ ॥
কট্বঙ্গবৎসকানন্তাং ধাতকীং মধুকার্জ্জুনম্।
পুষ্যেণোদ্ধৃত্য তুল্যানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ॥
তানি ক্ষৌদ্রেণ সংযোজ্য পিবেন্না তণ্ডুলাম্বুনা।
অর্শঃসু চাতিসারেষু রক্তং যশ্চোপবেশ্যতে ॥
দোষাগন্তুকৃতা যে চ বালানাং তাংশ্চ নাশয়েৎ।
যোনিদোষং রজোদোষং শ্বেতং নীলং সপীতকম্
স্ত্রীণাং শ্যাবারুণং যচ্চ প্রসহ্য বিনিবর্ত্তয়েৎ।
চূর্ণং পুষ্যানুগং নাম হিতমাত্রেয়পূজিতম্ ॥ ৬৪
ইতি পুষ্যানুগচূর্ণম্।

তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা।
রসাঞ্জনঞ্চ লাক্ষাঞ্চ চ্ছাগেন পয়সা পিবেৎ ॥ ৬৫
পত্রকল্কৌ ঘৃতে ভৃষ্টৌ রাজাদনকপিত্থয়োঃ।
পিত্তানিলহরৌ পৈত্তে সর্ব্বশ্চৈবাস্রপিত্তজিৎ ॥ ৬৬
মধুকং ত্রিফলাং লোধ্রং মুস্তং সৌরাষ্ট্রিকাং মধু
মদ্যৈর্নিম্বগুড়ুচ্যৌ তু কফজেঽসৃগ্দরে পিবেৎ॥৬৭
বিরেচনং মহাতিক্তং পিত্তজেঽসৃগ্দরে পিবেৎ।
হিতং গর্ভপরিস্রাবে চোক্তং সর্ব্বেষু কারয়েৎ ॥৬৮
কাশ্মর্য্যকুটজক্বাথে সিদ্ধমুত্তরবস্তিনা।
রক্তযোন্যরজস্কানাং পুত্রঘ্ন্যাশ্চ হিতং ঘৃতম্ ॥৬৯
মৃগাজাবিবরাহাসৃগ্দধ্যম্লফলসর্পিষা।
অরজস্কা পিবেৎ সিদ্ধং জীবনীয়ৈঃ পয়োঽপি
বা ॥ ৭০

খের সহিত সিদ্ধ উৎকৃষ্ট বরাহমাংসের রস এবং শর্করা, মধু, যষ্টিমধু ও শুঁঠের সহিত একত্রীকৃত দধি বাতজ প্রদরে উপকারী। ৬২। পৈত্তিক প্রদরে পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী। গঙ্গাধর মতে ক্ষীরবিদারী) বা নীলোৎপল বা শালুক বা মৃণাল বা কালিয়াকাষ্ঠ বা পদ্মের কল্ক দুগ্ধ চিনি ও মধুর সহিত পান করিবে। ৬৩। আকনাদি জামের আঁটী, আমের আঁটী, পাষাণভেদ, রসাঞ্জন, অম্বষ্ঠকী (আকনাদি—দ্বিরুক্ত হেতু দুই ভাগ গ্রাহ্য), মোচরস, বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, বাহ্লীক ("হিঙ্গু"), আতইচ, বেলশুঁঠ, মুতা, লোধ, গৈরিক, কট্‌ফল, মরিচ, শুঁঠ, কিস্‌মিস, রক্তচন্দন, কট্বঙ্গ (শ্যোণাক), ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধার করিয়া সমান সমান ভাগে সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত বা তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে অর্শ, অতিসার, রক্তভেদ, বালাদিগের দোষ ও আগন্তু রোগ সকল যোনিদোষ, রজোদোষ এবং শ্বেত নীল পীত শ্যাব ও অরুণ প্রদর নষ্ট করে। মহর্ষি আত্রেয় এই চূর্ণের সর্বদা প্রশংসা করিতেন। ৬৪

ইতি পুষ্যানুগ চূর্ণ।

কাঁটানটের মূল (কেহ বলেন, ছোটনটের মূল) মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে কিংবা রসাঞ্জন বা লাক্ষা ছাগদুগ্ধের সহিত পান করলে পৈত্তিক প্রদরের শান্তি হয়। ৬৫। সোঁদালের পাতা ও কদ্‌বেলের পাতা বাঁটিয়া ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে বাতপিত্ত ও সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। ৬৬। কফজ প্রদরে যষ্টিমধু, ত্রিফলা, লোধ, মুতা, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও গোলঞ্চের চূর্ণ বা ক্বাথ করিয়া মধুর সহিত পান করিবে। অথবা নিমছাল ও গোলঞ্চ মদ্যের সহিত পান করিবে। ৬৭। পিত্তজ প্রদরে কুষ্ঠাধিকারোক্ত মহাতিক্তক ঘৃতের বিরেচন দিবে। আর জাতিসূত্রীয় অধ্যায়ে গর্ভস্রাবের যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে, তাহাও পৈত্তিক প্রদরে বিধেয়। ৬৮। গাম্ভারীফল ও কুড়চীর ক্বাথ চতুর্গুণ ও ঘৃত একগুণ পাক করিয়া অথবা জীবনীয় কল্কের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া রক্তযোনি, অরজস্কা ও পুত্রঘ্নী-যোনিতে উত্তরবস্তি দিবে। ৬৯। হরিণ, ছাগ, মেষ বা বরাহের রক্ত মধু অম্ল দধি বা ঘৃতের সহিত অর-

কর্ণিন্যচরণাশুষ্কযোনিপ্রাক্চরণাসু তু।
কফবাতে চ দাতব্যং তৈলমুত্তরবস্তিনা॥ ৭১
গোপিত্তমৎস্যপিত্তে বা ক্ষৌমং ত্রিঃসপ্তভাবিতম্
মধুনা কিণ্বচূর্ণং বা দদ্যাদচরণাপহম্।
স্রোতসাং শোধনং কণ্ডূক্লেদশোফহরঞ্চ তৎ॥৭২
বাতঘ্নৈঃ শতপাকৈশ্চ তৈলৈঃ প্রাগতিচারণে।
আস্থাপ্যা চানুবাস্যা চ স্বেদ্যোশ্চানিলসূদনৈঃ।
স্নেহদ্রব্যৈস্তথাহারৈরুপনাহৈশ্চ যুক্তিতঃ॥ ৭৩
শতাহ্বাযবগোধূমকিণ্বকুষ্ঠপ্রিয়ঙ্গুভিঃ।
বলাখুপর্ণিকাশ্বাহ্বৈঃ সংযাবো ধারণঃ স্মৃতঃ॥ ৭৪
বামিন্যাপ্লুতযোন্যোশ্চ কর্ত্তব্যঃ স্বেদনোহপি বা
ক্রমঃ কার্য্যস্ততঃ স্নেহঃ পিচুভিস্তর্পণং ভবেৎ॥৭৫
শল্লকীজিঙ্গিনীজম্বুধবত্বক্পঞ্চবল্কলৈঃ।
কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহঃ পিচুঃ স্যাদ্বিপ্লুতাপহঃ॥৭৬
কর্ণিন্যাং বর্ত্তিকা কুষ্ঠপিপ্পল্যর্কাগ্রসৈন্ধবৈঃ।
বস্তমূত্রকৃতা ধার্য্যা সর্ব্বঞ্চ শ্লেষ্মনুদ্ধিতম্॥ ৭৭
ত্রৈবৃতং স্নেহনং স্বেদো গ্রাম্যানূপৌদকা রসাঃ।
দশমূলপয়ো বস্তিশ্চোদাবর্ত্তানিলার্ত্তিষু॥
ত্রৈবৃতেনানুবাস্যা চ বস্তিশ্চোত্তরসংজ্ঞিতঃ।
তদেব চ মহাযোন্যাং প্রস্তায়াঞ্চ বিধীয়তে॥
বসা ঋক্ষবরাহাণাং ঘৃতঞ্চ মধুরৈঃ শৃতম্।
পূরয়িত্বা মহাযোনিং বধ্নীয়াৎ ক্ষৌমনক্তকৈঃ॥ ৭৮
প্রসৃতাং সর্পিষাভ্যজ্য ক্ষীরস্বিন্নাং প্রবেশ্য চ।
বধ্নীয়াদ্বেশবারস্য পিণ্ডেনামূত্রকালতঃ॥ ৭৯
যচ্চ বাতবিকারার্ণাং কর্ম্মোক্তং তচ্চ কারয়েৎ।
সর্ব্বব্যাপৎসু মতিমান্ মহাযোন্যাং
বিশেষতঃ॥ ৮০

জন্যা নারী পান করিবে। অথবা জীবনীয়-সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। ৭০। কর্ণিনী, অচরণা শুষ্কা ও প্রাক্চরণা যোনিতে এবং কফ-বাতজ যোনিরোগে বাতঘ্ন তৈলের উত্তরবস্তি দিবে। ৭১। ক্ষৌমবস্ত্রখণ্ড একুশবার, গোপিত্তে বা মৎস্যপিত্তে ভাবনা দিয়া যোনিতে স্থাপন করিলে কিংবা মদ্যকিট্ট চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত যোনিতে স্থাপন করিলে অচরণা, স্রোতোবন্ধ এবং কণ্ডূয়ন ক্লেদ ও শোথের প্রশমন হয়। ৭২। প্রাক্চরণা ও অচরণা, যোনিতে নিরূহ প্রদান করিয়া বাতঘ্ন শতপাক তৈলের অনুবাসন দিবে। বায়ু-নাশক স্নেহদ্রব্যের স্বেদ প্রয়োগ করিবে। বায়ুনাশক আহার প্রদান করিবে এবং যুক্তি-পূর্ব্বক বায়ুনাশক দ্রব্যের উপনাহ প্রদান করিবে। ৭৩। শুলফা, যব, গোধুম, মদ্য-কিট্ট, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, বেলেড়া, আখুপর্ণী, (দন্তী-ভেদ) ও অশ্বগন্ধার কল্কে অলক্তক লেপন করিয়া যোনিতে ধারণ করিবে। ৭৪। বামিনী ও আপ্লুতা (উপপ্লুতা) যোনিতে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া পরে স্নেহ-যুক্ত পিচু স্থাপন করিলে যোনির সন্তর্পণ হয়। ৭৫। শল্লকী, মঞ্জিষ্ঠা, জম্বুত্বক্, খদিরের ত্বক্ ও পঞ্চবল্কলের কষায়ে তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের পিচু যোনিতে স্থাপন করিলে বিবৃতা যোনির উপশম হয়। ৭৬। কর্ণিনী যোনিতে কুড়, পিপুল, আকন্দের শাখা ও সৈন্ধব ছাগমূত্রের সহিত কল্ক করিয়া সেই কল্কের বর্ত্তি যোনিতে ধারণ করিবে এবং সর্ব্বপ্রকার শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়া করিবে। ৭৭। উদাবৃত্তা যোনির বাতজনিত বেদনায় তেউড়ীর বিরেচন, স্নেহন, স্বেদ, গ্রাম্য আনূপ ও জলজমাংসের রস এবং দশ-মূলসিদ্ধ দুগ্ধের বস্তি হিতকর। আরও ইহাতে ত্রিবৃৎসিদ্ধ স্নেহের বস্তি ও উত্তরবস্তি হিত-কর। শিথিলীভূতা মহাযোনিতেও এইরূপ ক্রিয়া বিধেয়। জীবনীয়াদি মধুর গণের সহিত সিদ্ধ হরিণ [গঙ্গাধর মতে কুক্কুট] ও বরাহের বসা মহাযোনিতে পূরণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ করিবে। ৭৮। নিষ্ক্রান্ত শিথিল যোনিকে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া দুগ্ধস্বেদ প্রদানপূর্ব্বক প্রবেশিত করিয়া দিবে এবং পুনর্ব্বার নিষ্ক্রান্ত না হয়, এই জন্য বেশবারের পিণ্ড দ্বারা আবদ্ধ করিবে। মূত্রের বেগ আসিলে বেশবারপিণ্ড খুলিয়া লইবে। ৭৯। বাতব্যাধির যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার যোনি-ব্যাপৎ রোগেই সেই সকল চিকিৎসা হিতকর।

ন হি বাতাদৃতে যোনির্নারীণাং সম্প্রদুষ্যতি।
শময়িত্বা তমন্তস্য কুর্য্যাদ্দোষস্য ভেষজম্ ॥ ৮১।
মূলকল্কন্তু রোহীতাৎ পাণ্ডুরে প্রদরে পিবেৎ।
জলেনামলকাদ্বীজকল্কং বা সসিতামধু।
মধুনামলকাচ্চূর্ণং রসং বা লেহয়েৎ সিতে ॥ ৮২
ন্যগ্রোধত্বক্‌কষায়েণ লোধ্রকল্কং তথা পিবেৎ।
আস্রাবে ক্ষৌমপট্টং বা ভাবিতং তেহম্বুধারয়েৎ
প্লক্ষত্বক্‌চূর্ণপিণ্ডং বা ধারয়েন্মধুনা কৃতম্ ॥ ৮৩
যোন্যা স্নেহাক্তয়া লোধ্রপিয়ঙ্গুমধুকস্য চ
ধার্য্যা মধুযুতা বর্ত্তিঃ কষায়াণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৮৪
স্রাবচ্ছেদার্থমভ্যক্তাং ধূপয়েদ্বা ঘৃতাপ্লুতৈঃ।
সরলাগুগ্‌গুলুযবৈঃ সতৈলকটুমৎস্যকৈঃ ॥ ৮৫
কাসীসত্রিফলাকাঙ্ক্ষী সাম্রজম্ব্বস্থিধাতকী।
পৈচ্ছিল্যে ক্ষৌদ্রসংযুক্তশ্চূর্ণো বৈশদ্য-
কারকঃ ॥ ৮৬
পলাশসর্জ্জজম্বুত্বক্‌সমঙ্গামোচধাতকীঃ।
সপিচ্ছিলপরিক্লিন্নাস্তম্ভনঃ কল্ক ইষ্যতে ॥ ৮৭
স্তব্ধানাং কর্কশানাঞ্চ পিণ্ডো মার্দ্দবকারকঃ।
ধারয়েদ্বেশবারং বা পায়সং কৃশরং তথা ॥ ৮৮
দুর্গন্ধানাং কষায়ঃ স্যাৎ তৈলং বা কল্ক এব বা
চূর্ণং বা সর্ব্বগন্ধানাং পূতিগন্ধাপকর্ষণম্ ॥ ৮৯
এবং যোনিষু শুদ্ধাসু গর্ভং বিন্দতি যোষিতঃ।
অদুষ্টে প্রাকৃতে বীজে জীবোপক্রমণে সতি ॥৯০
পঞ্চকর্ম্মবিশুদ্ধস্য পুরুষস্যাপি চেন্দ্রিয়ম্।
পরীক্ষ্য বর্ণৈর্দোষাণাং দুষ্টং তদ্‌ঘ্নৈরুপাচরেৎ॥৯১
ভবতি চাত্র।
সলিঙ্গা ব্যাপদো যোনেঃ সনিদানচিকিৎসিতাঃ

বিশেষতঃ সেই সকল ক্রিয়া মহাযোনিতে হিতকর। ৮০। বায়ু ব্যতিরেকে নারীদিগের যোনি দূষিত হয় না। সেই জন্য প্রথমে বায়ুর শান্তি করিয়া অন্যদোষের ঔষধ দিবে। ৮১। পাণ্ডুবর্ণ প্রদরে রোহীতকের মূল পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিবে। অথবা আমলকীর বীজ পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত পান করিবে। কিংবা আমলকীর চূর্ণ বা রস মধুর সহিত পান করিবে। অথবা বটছালের কষায়ের সহিত লোধ্রকল্ক পান করিবে। ৮২। যোনিস্রাবে বটছাল বা লোধছালের কষায়ে ক্ষৌমবস্ত্র ভাবনা দিয়া যোনিতে ধারণ করিবে। অথবা পাকুড়ছালের চূর্ণ মধুর সহিত পিণ্ডিত করিয়া ধারণ করিবে। ৮৩। যোনিস্রাবে যোনিকে স্নেহাক্ত করিবে। পরে লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু পেষণপূর্ব্বক মধুর সহিত বর্ত্তি করিয়া যোনিতে ধারণ করিবে। আর এরূপ স্থলে সর্ব্বপ্রকার কষায়রস দ্রব্যের বর্ত্তিই ধারণ করা যায়। ৮৪। স্রাবনিবৃত্তির জন্য যোনিকে স্নেহাক্ত করিয়া সরলকাষ্ঠ, গুগ্‌গুলু, যবতৈল ও শাল্কী মৎস্যের কল্ক ঘৃতপ্লুত করিয়া তদ্দ্বারা যোনিতে ধূপ দিবে। ৮৫। যোনিতে পিচ্ছিলতা থাকিলে কসীস, ত্রিফলা, কাঙ্ক্ষী (আড়হরমূল), আমের আঁটী, জামের আঁটী ও ধাই-ফুলের চূর্ণ মধুর সহিত ধারণ করিবে। তাহাতে যোনির বৈশদ্য (অপিচ্ছিলতা) হয়। ৮৬। যোনি পিচ্ছিল ও পরিক্লিন্ন হইলে পলাশছাল ধুনা, জামের ছাল, বরাহক্রান্তা, মোচ ("মোচা") ও ধাইফুল পেষণ করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে স্রাব বন্ধ হয়। ৮৭। যোনির স্তব্ধতা ও কর্কশতা দূর করিয়া মৃদুতা সাধন করিতে হইলে যোনিতে বেশবার বা কৃশরা বা পায়স ধারণ করা উচিত। ৮৮। যোনিতে দুর্গন্ধ হইলে দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য সুগন্ধি দ্রব্যের ক্বাথ বা তৈল বা কল্ক অথবা সর্ব্ব গন্ধের চূর্ণ যোনিতে ধারণ করিতে হয়। [সর্ব্ব গন্ধ যথা ;—দারুচিনি, ছোট এলাচী, তেজপাতা, নাগকেশর, কাঁকলা, লবঙ্গ, অগুরু ও শিলারস। কোন কোন মতে শিলারসের পরিবর্ত্তে কর্পূর ও কুঙ্কুম]। ৮৯। ক্রিয়াসমূহ দ্বারা যোনির ক্লেদ শুদ্ধ হইলে প্রাকৃত কর্ম্ম ও বীজ অদুষ্ট থাকিলে এবং গর্ভে জীবের সঞ্চার হইলে স্ত্রীজনের গর্ভ হইয়া থাকে। ৯০। পুরুষেরও শুক্র দূষিত হইলে, তাহাকে বমনাদি পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া দূষিত শুক্রের বর্ণ দৃষ্টে তদনুসারে চিকিৎসা করিবে। ৯১। উপসংহার।—তত্ত্বদর্শী ঋষি

উক্তা বিস্তরশঃ সম্যক্ মুনিনা তত্ত্বদর্শিনা ॥ ৯২
পুনরেবাগ্নিবেশস্ত পপ্রচ্ছ ভিষজাং বরম্।
আত্রেয়মুপসঙ্গম্য শুক্রদোষাস্ত্বয়ানঘ ॥
রোগাধ্যায়ে সমুদ্দিষ্টা হ্যষ্টৌ পুংসামশেষতঃ।
তেষাং হেতুং ভিষকৃশ্রেষ্ঠ দুষ্টাদুষ্টস্য চাকৃতিম্ ॥
চিকিৎসিতঞ্চ কার্ৎস্ন্যেন ক্লৈব্যং যচ্চ চতুর্ব্বিধম্
উপদ্রবেষু যোনীনাং প্রদরো যশ্চ কীর্ত্তিতঃ ॥
তেষাং নিদানং লিঙ্গঞ্চ চিকিৎসাঞ্চৈব তত্ত্বতঃ।
সমাসব্যাসভেদেন প্রব্রূহি ভিষজাংবর ॥ ৯৩
তস্মৈ শুশ্রূষমাণায় প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৯৪
বীজং যস্মাদ্ব্যবায়েষু হর্ষযোনিসমুত্থিতম্।
শুক্রং পৌরুষমিত্যুক্তং তস্মাদ্বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥৯৫
যথা বীজমকালাম্বুকৃমিকীটাগ্নিদূষিতম্।
ন বিরোহতি সন্দুষ্টং তথা শুক্রং শরীরিণাম্ ॥৯৬
অতিব্যবায়াদ্ব্যায়ামাদসাত্ম্যানাঞ্চ সেবনাৎ।
অকালে বাপ্যযোনৌ বা মৈথুনং ন চ গচ্ছতঃ ॥
রূক্ষতিক্তকষায়াতিলবণাম্লোষ্ণসেবনাৎ।
নারীণামরসজ্ঞানাং সরণাজ্জরয়া তথা ॥
চিন্তাশোকাদবিস্রম্ভাচ্ছস্ত্রক্ষারাগ্নিবিভ্রমাৎ।
ভয়াৎ ক্রোধাদভীচারাৎ ব্যাধিভিঃ কর্ষিতস্য চ
বেগাঘাতাৎ ক্ষয়াচ্চাপি ধাতুনাং সম্প্রদূষণাৎ।
দোষাঃ পৃথক্ সমস্তা বা প্রাপ্য রেতোবহাঃ শিরাঃ।
শুক্রং সন্দূষয়ন্ত্যাশু তদ্বক্ষ্যামি বিভাগশঃ ॥ ৯৭
ফেনিলং তনু রূক্ষঞ্চ বিবর্ণং পূতি পিচ্ছিলম্।
অন্যধাতূপসংসৃষ্টমবসাদি তথাষ্টমম্ ॥ ৯৮
ফেনিলং তনু রূক্ষঞ্চ কৃচ্ছ্রেণাল্পঞ্চ মারুতাৎ।
ভবত্যুপহতং শুক্রং ন তদ্গর্ভায় কল্পতে ॥ ৯৯
সনীলমথবা পীতমত্যুষ্ণং পূতিগন্ধি চ।
দহল্লিঙ্গং বিনির্যাতি শুক্রং পিত্তেন দূষিতম্ ॥১০০

কর্ত্তৃক যোনির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপৎ, লক্ষণ, নিদান ও চিকিৎসা সবিস্তরে ও সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইল। ৯২। অনন্তর অগ্নিবেশ চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ মহর্ষি আত্রেয়কে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, হে অনঘ! আপনি অষ্টোদরীয় নামক রোগাধ্যায়ে পুরুষদিগের আট প্রকার শুক্রদোষ উল্লেখ করিয়াছেন। হে ভিষকৃশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি সেই সকল রোগের হেতু, দুষ্ট ও অদুষ্ট শুক্রের লক্ষণ, দুষ্টশুক্রের সর্ব্ববিধ চিকিৎসা, রোগাধ্যায়োক্ত চতুর্ব্বিধ ক্লৈব্যরোগ এবং যোনিব্যাপৎ রোগসমূহের মধ্যে যে প্রদররোগ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সবিশেষ নিদান, লিঙ্গ ও চিকিৎসা সংক্ষেপে ও সবিস্তরে বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হউক। ৯৩॥ অগ্নিবেশ এইরূপ শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিলে মুনিপুঙ্গব কহিলেন। ৯৪। হর্ষ ও যোনিস্পর্শ বশতঃ পুরুষের বীজ বা শুক্র উত্থিত হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে উহার দোষাদি বর্ণনা করিতেছি। ৯৫। যেমন অকালবৃষ্টি, কৃমি, কীট বা অগ্নিকর্ত্তৃক দূষিত বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ শরীরীদিগের শুক্র দূষিত হইলেও অপত্য উৎপাদন করে না। ৯৬। অতিব্যবায় ব্যায়াম, অসাত্ম্যসেবন, অকালে বা অযোনিতে মৈথুন, রুক্ষ তিক্ত ও কষায়রসের অতিসেবন, অতিশয় লবণ অম্ল ও উষ্ণ দ্রব্যের সেবন, অরসজ্ঞা নারীতে গমন, জরা চিন্তা শোক, অবিস্রম্ভ (অবিশ্বাসের সহিত গমন, গঙ্গাধর মতে প্রকাশ্য স্থান?), শস্ত্রক্রিয়ার অযথাপ্রয়োগ, ক্ষারকর্ম্ম ও অগ্নি কর্ম্মের অযথাপ্রয়োগ, ভয়, ক্রোধ, অতিসার, রোগাদির দ্বারা কর্ষণ, বেগধারণ, ধাতুক্ষয় ও শুক্রপথাদির দূষণহেতু দোষ সকল পৃথক্ পৃথক্ বা সমস্ত শুক্রবাহিনী শিরাদিগকে অধিকার করিয়া শুক্রকে আশু দূষিত করে। এক্ষণে তাহা বিভাগক্রমে বর্ণনা করিতেছি। ৯৭। দূষিত শুক্র আট প্রকার হয় যথা;—ফেনিল, তনু, রুক্ষ, বিবর্ণ, পূতি পিচ্ছিল, অন্য ধাতুপসংসৃষ্ট অবসাদী [১০২]। ৯৮। বায়ুবশতঃ শুক্র ফেনিল, তনু, রুক্ষ এবং অতি কষ্টে অল্প অল্প বাহির হয়। এই শুক্র আহত প্রাপ্ত গর্ভ উৎপাদন করে না। ৯৯। শুক্র ঈষৎ নীল বা পীত, অত্যুষ্ণ কালে লিঙ্গের মধ্যে দাহ [পিত্ত]দোষে [দুর্গন্ধ] নিঃসরণ করে। ১০০।

শ্লেষ্মণা বদ্ধমার্গন্তু ভবত্যত্যর্থপিচ্ছিলম্।
স্ত্রীণামত্যর্থগমনাদভীঘাতাৎ ক্ষয়াদপি।
শুক্রং প্রবর্ত্ততে জন্তোঃ প্রায়েণ রুধিরান্বয়ম্॥১০১
বেগসন্ধারণাচ্ছুক্রং বায়ুনা বিহতং পথি।
কৃচ্ছ্রেণ যাতি গ্রথিতমবসাদি তথাষ্টমম্ ॥ ১০২
ইতি দোষাঃ সমাখ্যাতাঃ শুক্রস্যাষ্টৌ সলক্ষণাঃ॥ ১০৩
স্নিগ্ধং ঘনং পিচ্ছিলঞ্চ মধুরঞ্চাবিদাহি চ।
রেতঃ শুদ্ধং বিজানীয়াচ্ছ্বেতং স্ফটিকসন্নিভম্ ॥১০৪
বাজীকরণযোগোক্তৈরুপযোগৈঃ সুখেহিতৈঃ
রক্তপিত্তহরৈর্যোগৈর্যোনিব্যাপাদিকৈস্তথা।
দুষ্টং যথা ভবেদ্রেতস্তস্তৎ সমুপাচরেৎ ॥ ১০৫
ঘৃতঞ্চ জীবনীয়ং যচ্চ্যবনপ্রাশ এব চ।
গিরিজস্য প্রয়োগশ্চ রেতোদোষানপোহতি॥১০৭
বাতান্বিতে হিতাঃ শুক্রে নিরূহাঃ সানুবাসনাঃ।
অভয়ামলকীয়ঞ্চ পৈত্তে শস্তং রসায়নম্ ॥ ১০৮
মাগধ্যমৃতলেহানাং ত্রিফলায়া রসায়নম্।

কফোত্থিতং শুক্রদোষং হন্যাদ্ভল্লাতকস্য চ॥১০৯
অন্যধাতুপসংসৃষ্টং শুক্রং বীক্ষ্য ভিষক্‌তমৈঃ।
যথাদোষং প্রযোজ্যং স্যাদ্দোষধাতুভিষগ্-জিতম্ ॥ ১১০
সর্পিঃ পয়ো রসাঃ শালির্যবগোধূমষষ্টিকম্।
প্রশস্তং শুক্রদোষেষু বস্তিকর্ম্ম বিশেষতঃ ॥ ১১১
রেতোদোষোদ্ভবং ক্লৈব্যং যস্মাচ্ছুদ্ধ্যৈব সিধ্যতি
অতো বক্ষ্যামি তে সম্যগগ্নিবেশ যথাযথম্॥১১২
বীজধ্বজোপঘাতাভ্যাং জরয়া শুক্রসংক্ষয়াৎ।
ক্লৈব্যসম্ভবস্তস্য শৃণু সামান্যলক্ষণম্ ॥ ১১৩
সঙ্কল্পপ্রবণো নিত্যং প্রিয়াং বশ্যামপি স্ত্রিয়ম্।
ন যাতি লিঙ্গশৈথিল্যাৎ কদাচিদ্‌যাতি বা পুমান্
শ্বাসার্ত্তঃ স্বিন্নগাত্রশ্চ মোঘসঙ্কল্পচেষ্টিতঃ।
ম্লানশিশ্নশ্চ নির্ব্বীজঃ স্যাদেতৎক্লৈব্যলক্ষণম্ ॥

শ্লেষ্মসংসৃষ্ট শুক্র অত্যন্ত পিচ্ছিল হয়। অতিশয় স্ত্রীগমন, অভিঘাত ও ক্ষয়হেতু শুক্র প্রায়ই রক্তের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। [এইরূপ শুক্রকে অন্য ধাতুপসংসৃষ্ট বলা যায়]। ১০১। শুক্র বেগধারণহেতু শুক্রপথে বায়ু কর্ত্তৃক বিহত ও গ্রথিত হইয়া কষ্টে নির্গত হয়,ইহাকে অবসাদী শুক্র কহে। ১০২। এইরূপে শুক্রের অষ্ট দোষের লক্ষণ বলা হইল। ১০৩। স্নিগ্ধ, ঘন, পিচ্ছিল ও অবিদাহী এবং স্ফটিকসন্নিভ, শ্বেতবর্ণ শুক্র শুদ্ধ শুক্র জানিবে। ১০৪। বাজীকরণযোগোক্ত সুখকর উপযোগসমূহ; রক্তপিত্তহর যোগসমূহ এবং যোনিব্যাপন্নাশক যোগসমূহ দ্বারা দুষ্টশুক্রের চিকিৎসা করিবে। ১০৫। জীবনীয় ঘৃত, চ্যবনপ্রাশ ও শিলাজতু-প্রয়োগ শুক্রদোষ নাশ করে। ১০৬। বাত-সংসৃষ্ট শুক্রে নিরূহ ও অনুবাসন হিতকর। ১০৭। পিত্তসংসৃষ্ট শুক্রে অভয়ামলকীয় রসায়ন হিতকর। [গঙ্গাধর ব্রাহ্ম্য ও আমলক রসায়ন]। ১০৮। পিপ্পলীরসায়ন, অমৃতলৌহ [গুড়ুচীলৌহ] ও ত্রিফলারসায়ন এবং ভল্লাতকরসায়ন কফোদ্ভব শুক্রদোষ নাশ করে। ১০৯। চিকিৎসক শুক্রকে অন্যধাতুসংসৃষ্ট দেখিলে দোষানুসারে সেই ধাতুর চিকিৎসা করিবেন [অর্থাৎ যদি শুক্রের সহিত রক্তের সংসৃষ্টতা থাকে, তবে রক্তপিত্তনাশক ও শুক্র-কারক জীবনীয়গণ দ্বারা চিকিৎসা করিবেন]। ১১০। সর্ব্বপ্রকার শুক্রদোষেই ঘৃত, দুগ্ধ মাংসরস, শালি, যব, গোধূম ও ষষ্টিকান্ন প্রশস্ত। বিশেষতঃ শুক্ররোগে বস্তিকর্ম্ম হিত-কর। ১১১। শুক্রদোষ জন্য ক্লৈব্যরোগ শুক্র-শুদ্ধি হইলেই শুদ্ধ হয়। হে অগ্নিবেশ! এক্ষণে তোমাকে ক্লৈব্যরোগের বিবরণ কহিতেছি। ১১২। শুক্রদোষ, পুরুষাঙ্গের উপঘাত (ধ্বজ-ভঙ্গ), জরা এবং শুক্রক্ষয় এই চারি কারণে ক্লৈব্যরোগ জন্মিয়া থাকে। ক্লৈব্যরোগের সাধারণ লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১৩। যদি পুরুষ প্রিয়া ও বশ্যা স্ত্রীতে ইচ্ছাসত্বেও লিঙ্গশৈথিল্যবশতঃ গমন করিতে না পারে বা কদাচিৎ গমন করিতে পারে; যদি গমনো-দ্যোগে শ্বাসার্ত্ত স্বিন্নগাত্র নিষ্ফলসঙ্কল্প নিষ্ফল-চেষ্টিত ম্লানশিশ্ন ও নির্বীজ হয়,তবে সেই সকল

সামান্যলক্ষণং হেতুবিস্তরেণ প্রবক্ষ্যতে ॥ ১১৪
শীতরূক্ষাল্পসংক্লিষ্টবিরুদ্ধাজীর্ণভোজনাৎ।
শোকচিন্তাভয়ত্রাসাৎ স্ত্রীণাঞ্চাত্যর্থসেবনাৎ ॥
অভীচারাদবিস্রম্ভাদ্রসাদীনাঞ্চ সংক্ষয়াৎ।
বাতাদীনাঞ্চ বৈষম্যাৎ তথৈবানশনাচ্ছ্রমাৎ ॥
নারীণামরসজ্ঞত্বাৎ পঞ্চকর্ম্মাপচারতঃ।
বীজোপঘাতো ভবতি পাণ্ডুবর্ণঃ সুদুর্ব্বলঃ ॥
অল্পপ্রাণোহল্পহর্ষশ্চ প্রমদাসু ভবেন্নরঃ।
হৃৎপাণ্ডুরোগতমককামলাশ্রমপীড়িতঃ ॥
ছর্দ্দ্যতীসারশূলার্ত্তঃ কাসজ্বরনিপীড়িতঃ।
বীজোপঘাতজং ক্লৈব্যং ধ্বজভঙ্গকৃতং শৃণু ॥ ১১৫
অত্যম্ললবণক্ষারবিরুদ্ধাজীর্ণভোজনাৎ।
অত্যম্বুপানাদ্বিষমপিষ্টান্নগুরুভোজনাৎ ॥
দধিক্ষীরানূপমাংসসেবনাদ্ব্যাধিকর্ষণাৎ ॥
কন্যানাঞ্চৈব গমনাদযোনিগমনাদপি ॥
দীর্ঘরোগাং চিরোৎসৃষ্টাং তথৈব চ রজস্বলাম্।
দুর্গন্ধাং দুষ্টযোনিঞ্চ তথৈব চ পরিস্রুতাম্ ॥
ঈদৃশীং প্রমদাং মোহাৎ যো গচ্ছেৎ কামহর্ষিতঃ।
চতুষ্পদাভিগমনাচ্ছেফসশ্চাভিঘাততঃ।
অধাবনাদ্বা মেঢ্রস্য শস্ত্রদন্তনখক্ষতাৎ ॥
কাষ্ঠপ্রহারনিষ্পেষাৎ শূকানাঞ্চাতিসেচনাৎ।
রেতসশ্চ প্রতীঘাতাদ্ধ্বজভঙ্গঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১১৬
শ্বয়থুর্বেদনা মেঢ্রে রাগশ্চৈবোপলক্ষ্যতে।
স্ফোটাশ্চ তীব্রা জায়ন্তে লিঙ্গপাকো ভবত্যপি ॥
মাংসবৃদ্ধির্ভবেচ্চাস্য ব্রণাঃ ক্ষিপ্রং ভবন্ত্যপি।
পুলাকোদকসঙ্কাশঃ স্রাবঃ শ্যাবারুণপ্রভঃ ॥
বলয়ীকুরুতে চাপি কঠিনঞ্চ পরিগ্রহম্।
জ্বরস্তৃষ্ণা ভ্রমো মূর্চ্ছা চ্ছর্দ্দিশ্চাস্যোপজায়তে ॥
রক্তকৃষ্ণং স্রবেচ্চাপি নীলমাবিললোহিতম্।
অগ্নিনেব চ দগ্ধস্য তীব্রো দাহঃ সবেদনঃ ॥

লক্ষণকেই ক্লৈব্যরোগের সাধারণ লক্ষণ কহিয়া থাকে। এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলিতেছি। ১১৪। শীত রুক্ষ অল্প সংক্লিষ্ট বিরুদ্ধ ও অজীর্ণ দ্রব্যের সেবন; শোক চিন্তা ভয় ও ত্রাস; অতিশয় স্ত্রীগমন; অভিচার; অবিস্রম্ভ (বিস্রব্ধভাবের অভাব); রসাদি ধাতুর ক্ষয়; বাতাদি ধাতুর বৈষম্য; অনশন; শ্রম; অরসজ্ঞা নারীতে গমন এবং বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের অপচার এই সকল কারণে শুক্রের উপঘাত হয়। তাহাতে পুরুষ পাণ্ডুবর্ণ ও অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া থাকে; সে অল্পপ্রাণ ও স্ত্রীসঙ্গমে অল্পহর্ষ হয়। তাহার হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, তমক, কামলা ও শ্রান্তিবোধ হইয়া থাকে; সে বমি, অতিসার ও শূলে অভিভূত হয়। এবং কাসজ্বরে নিপীড়িত হইয়া থাকে। ইহাকেই বীজোপঘাতজ ক্লৈব্য কহে। অনন্তর ধ্বজভঙ্গজ ক্লৈব্য শ্রবণ কর। ১১৫। অতিশয় অম্ল লবণ ক্ষার বিরুদ্ধ ও অজীর্ণ দ্রব্যের ভোজন; অতিশয় জলপান; বিষম ভোজন; পিষ্টান্ন, গুরু ভোজন; দধি দুগ্ধ ও আনূপমাংসের অতিসেবন; ব্যাধি দ্বারা কর্ষণ; বালিকা স্ত্রীতে গমন (কন্যাশব্দের অর্থ দশমবর্ষীয়া বালিকা); অযোনিতে গমন এবং দীর্ঘরোগা (চিররোগা। গঙ্গাধরপাঠ—দীর্ঘরোমী), চিরত্যক্তমৈথুনা, রজস্বলা, দুর্গন্ধযোনি, দুষ্টযোনি, পরিস্রুতযোনি ও ঈদৃশ দোষবিশিষ্টা প্রমদাতে, কাম হর্ষ ও মোহবশতঃ গমনহেতু, চতুষ্পদ জন্তুতে গমনহেতু; লিঙ্গে কোন প্রকার আঘাত হেতু; মেঢ্রের প্রক্ষালন না করা হেতু; শস্ত্র দন্ত ও নখ দ্বারা ক্ষতহেতু; কাষ্ঠ দ্বারা লিঙ্গে প্রহার ও নিষ্পেষণহেতু; অতিশয় শূকসেবন হেতু (বিলাসীরা লিঙ্গে শুয়াপোকা ধরাইয়া লিঙ্গকে স্থূল করিত) এবং শুক্রবেগধারণ হেতু ধ্বজভঙ্গ হইয়া থাকে। ১১৬। এই প্রকার ধ্বজভঙ্গে মেঢ্রে শোথ, বেদনা, ও রক্তিমা হয়; তীব্র স্ফোটক হইয়া থাকে এবং লিঙ্গের পাক উপস্থিত হয়। লিঙ্গে মাংসবৃদ্ধি হয়; লিঙ্গে শীঘ্র শীঘ্র ব্রণ সকল (ঘা) উৎপন্ন হয়; স্রাবের বর্ণ পুলকধান্যের জলের ন্যায় শ্যাবারুণবর্ণ হয়; লিঙ্গে বলয়ভাব (চেপ্টা) কঠিনতা ও স্ফীততা হয়। রোগীর জ্বর তৃষ্ণা ভ্রম মূর্চ্ছা ও বমি হইয়া থাকে। [পিত্তাধিক্য স্থলে] রক্ত কৃষ্ণ, নীল, আবিল

বস্তৌ বৃষণয়োর্বাপি সীবন্যাং বঙ্ক্ষণেষু চ।
কদাচিৎ পিচ্ছিলো বাপি পাণ্ডুঃ স্রাবশ্চ জায়তে
শ্বয়থুশ্চ ভবেন্মন্দস্তিমিতোঽল্পপরিস্রবঃ।
চিরাৎ স পাকং ব্রজতি শীঘ্রং বাথ প্রমুচ্যতে॥
জায়ন্তে ক্রিময়শ্চাপি ক্লিদ্যতে পূতিগন্ধি চ।
প্রশীর্য্যতে মণিশ্চাস্য মেঢ্রং মুষ্কাবথাপি চ॥
ধ্বজভঙ্গকৃতং ক্লৈব্যমিত্যেতৎ সমুদাহৃতম্।
এবং পঞ্চবিধং কেচিৎ ধ্বজভঙ্গং বদন্ত্যপি॥১১৭

ইতি ধ্বজভঙ্গকৃতক্লৈব্যম্।

ক্লৈব্যং জরাসম্ভবং হি প্রবক্ষ্যাম্যথ তচ্ছৃণু।
জঘন্যমধ্যপ্রবরং বয়স্ত্রিবিধমুচ্যতে॥
অথ প্রবয়সাং শুক্রং প্রায়শঃ ক্ষীয়তে নৃণাম্।
রসাদীনাং সংক্ষয়াচ্চ তথৈবাবৃষ্যসেবনাৎ॥
বলবীর্য্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রমেণৈব পরিক্ষয়াৎ।
পরিক্ষয়াদায়ুষশ্চাপ্যনাহারাচ্ছ্রমাৎ ক্লমাৎ॥
জরাসম্ভবজং ক্লৈব্যমিত্যেতৈর্হেতুভির্নৃণাম্।
জায়তে তেন সোঽত্যর্থং ক্ষীণধাতুঃ সুদুর্ব্বলঃ
বিবর্ণো বিহ্বলো দীনঃ ক্ষিপ্রং ব্যাধিমথাশ্নুতে
এতজ্জরাসম্ভবং হি চতুর্থং ক্ষয়জং শৃণু॥ ১১৮

ইতি জরাসম্ভবক্লৈব্যম্।

অতিপ্রচিন্তনাচ্চৈব শোকাৎ ক্রোধাদ্ভয়াদপি।
ঈর্ষ্যোৎকণ্ঠাদথোদ্বেগাৎ সদা বিশতি যো নরঃ
কৃশো বা সেবতে রূক্ষমন্নপানমথৌষধম্।
দুর্ব্বলপ্রকৃতিশ্চৈব নিরাহারো ভবেদযদি॥
অসাত্ম্যভোজনাচ্চাপি হৃদয়ে যো ব্যবস্থিতঃ।
রসঃ প্রধানধাতুর্হি ক্ষীয়েতাশু নরস্যতঃ॥
রক্তাদয়শ্চ ক্ষীয়ন্তে ধাতবস্তস্য দেহিনঃ।
শুক্রাবসানাস্তেভ্যো হি শুক্রং ধাম পরং মতম্
চেতসো বাতিহর্ষেণ ব্যবায়ং সেবতে তু যঃ।
শুক্রন্তু ক্ষীয়তে তস্য ততঃ প্রাপ্নোতি স ক্ষয়ম্।
ঘোরং ব্যাধিমবাপ্নোতি মরণং বা স গচ্ছতি১১৯

ও লোহিত স্রাব হইয়া থাকে; বস্তি বৃষণদ্বয়, সীবনী (গুহ্যের উপর ও লিঙ্গে সেলাইয়ের মত যে দাগ আছে) ও বংক্ষণসমূহে অগ্নি দগ্ধের ন্যায় তীব্র বেদনাযুক্ত দাহ হইয়া থাকে। [কফাধিক্য স্থলে] কখন কখন পিচ্ছিল পাণ্ডুবর্ণ স্রাব হইয়া থাকে; তথায় শোথ মন্দ স্তিমিত ও অল্পস্রাবযুক্ত হয়, বিলম্বে পাক প্রাপ্ত হয়। কখন বা চিকিৎসা দ্বারা শীঘ্র আরোগ্য লাভ হয়। উপেক্ষা করিলে ক্রিমি সকল উৎপন্ন হয়, ক্লেদ হইয়া থাকে এবং পূতি গন্ধ নির্গত হয়। মেঢ্রের মণি বা মেঢ্র ও মুষ্ক বিশীর্ণ হইয়া থাকে। এরূপ হইলে ধ্বজের ভঙ্গ হয়, সুতরাং ক্লীবতা ঘটিয়া থাকে। এইরূপ ধ্বজভঙ্গ বা উপদংশকে কেহ কেহ পঞ্চপ্রকার কহেন। ১১৭।

ইতি ধ্বজভঙ্গকৃত ক্লৈব্য।

সম্প্রতি জরাজনিত ক্লৈব্যের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। মানুষের বয়স তিন প্রকার; জঘন্য (বাল্য), মধ্য (যৌবন) ও প্রবর (বার্দ্ধক্য)। বৃষ্যসেবন না করিলে রসাদি ধাতুর ক্ষয়, বল বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রমশঃ ক্ষয়, আয়ুর ক্ষয়, আহারে অশক্তি, শ্রম ও ক্লমহেতু প্রায়ই বৃদ্ধ বয়সে মানুষের শুক্রক্ষয় হয়। ইহাকেই জরাজনিত ক্লৈব্য কহে। ইহাতে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণধাতু ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। সে বিবর্ণ, বিহ্বল, দীন এবং শীঘ্র ব্যাধিযুক্ত হয়। ইহাই জরাজনিত ক্লৈব্য। এক্ষণে চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ ক্ষয়জ ক্লৈব্য শ্রবণ কর। ১১৮

ইতি জরাসম্ভব ক্লৈব্য।

অত্যন্ত চিন্তা, শোক, ক্রোধ, ভয়, ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ বশতঃ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধ্যানপর থাকে; যে ব্যক্তি কৃশশরীরে সর্ব্বদা রূক্ষ অন্ন পান ও ঔষধ সেবন করে; যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, অথচ নিরাহার থাকে বা অসাত্ম্য ভোজন করে; তাহার হৃদয়স্থ [আহাররস প্রথমে হৃদয়ে গমন করে বলিয়া তাহাকে হৃদয়স্থ বলা যায়] প্রধান ধাতুরস শীঘ্র ক্ষীণ হয়। তখন তাহার রক্ত হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতু সকলও ক্ষীণ হইয়া থাকে; শুক্রই ধাতুদিগের পরম ধাম (তেজ)। অতিশয় চিত্তহর্ষ সহকারে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ব্যবায়সেবা করে, তাহার শুক্র ক্ষীণ হওয়াতে

শুক্রং তস্মাদ্বিশেষেণ রক্ষ্যমারোগ্যমিচ্ছতা॥১২০
এতন্নিদানলিঙ্গাভ্যামুক্তং ক্লৈব্যং চতুর্ব্বিধম্॥১২১
কেচিৎ ক্লৈব্যে ত্বসাধ্যে দ্বে ধ্বজভঙ্গক্ষয়াদ্ভবেৎ
বদন্তি শেফসচ্ছেদাদ্বৃষণোৎপাটনেন বা॥১২২
মাতাপিত্রোর্বীজদোষাদশুভৈশ্চারতাত্মনঃ।
গর্ভস্থস্য যদা দোষাঃ প্রাপ্য রেতোবহাঃ শিরাঃ।
শোষয়ন্ত্যাশু তন্নাশাদ্রেতশ্চাপ্যুপহন্যতে॥
তত্র সম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গঃ স ভবত্যপুমান্ পুমান্।
এতে ত্বসাধ্যা ব্যাখ্যাতাঃ সন্নিপাতসমু-
চ্ছ্রয়াৎ॥১২৩
চিকিৎসিতমতস্তূর্দ্ধং সমাসব্যাসতঃ শৃণু॥১২৪
শুক্রদোষেষু নির্দ্দিষ্টং ভেষজং যন্ময়ানঘ।
ক্লৈব্যোপশান্তয়ে কুর্য্যাৎ ক্ষীণক্ষতহিতঞ্চ
যৎ॥১২৫

বস্তয়ঃ ক্ষীরসর্পীংষি বৃষ্যযোগাশ্চ যে মতাঃ।
রসায়নপ্রয়োগাশ্চ সর্ব্বানেতান্ প্রযোজয়েৎ।
সমীক্ষ্য দেহদোষাগ্নীন্ বলভেষজকালবিৎ॥১২৬
ব্যবায়হেতুজং ক্লৈব্যং যৎ স্যাদ্ধেতুবিপর্য্যয়াৎ।
দৈবব্যপাশ্রয়ৈশ্চৈব ভেষজৈশ্চাভিচারজম্॥১২৭
সমাসেনৈতদুদ্দিষ্টং ভেষজং ক্লৈব্যশান্তয়ে।
বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যামি ক্লৈব্যানাং ভেষজং
পুনঃ॥১২৮
সুস্বিন্নস্নিগ্ধগাত্রস্য স্নেহযুক্তং বিরেচনম্।
প্রদদ্যান্মতিমান্ বৈদ্যস্ততস্তমনুবাসয়েৎ।
পলাশৈরণ্ডমুস্তাদ্যৈঃ পশ্চাদাস্থাপয়েৎ ততঃ॥
বাজীকরণযোগাশ্চ পূর্ব্বং যে সমুদাহৃতাঃ।
ভিষজা তে প্রযোজ্যাঃ স্যুঃ ক্লৈব্যে
বীজোপঘাতজে॥১২৯
ধ্বজভঙ্গকৃতং ক্লৈব্যং জ্ঞাত্বা তস্যাচরেৎ ক্রিয়াম্

ক্ষয়রোগ উপস্থিত, অথবা ঘোর ব্যাধি বা মরণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ১১৯। অতএব স্বাস্থ্যরক্ষার্থী ব্যক্তি বিশেষরূপে শুক্ররক্ষা করিবে। ১২০। এইরূপে চতুর্ব্বিধ ক্লৈব্যের নিদান ও লিঙ্গ কথিত হইল। ১২১। কেহ কেহ ধ্বজভঙ্গজ ও ক্ষয়জ ক্লৈব্যকে অসাধ্য কহিয়া থাকেন। আর লিঙ্গচ্ছেদ বা বৃষণোৎপাটন হেতু যে ক্লৈব্য হইয়া থাকে, তাহাও অসাধ্য। ১২২। মাতাপিতার বীজদোষ হেতু, পূর্ব্বজন্মকৃত অশুভকর্ম্ম হেতু, গর্ভস্থ প্রাণীর দোষ সকল রেতোবহা শিরা সকলকে অধিকার করিয়া শীঘ্র শোষিত করে। শিরা সকলের শোষহেতু শুক্রও উপহত হয়। এরূপ স্থলে পুরুষ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও নপুংসক হইয়া থাকে। এই সকল [অর্থাৎ লিঙ্গচ্ছেদজ, বৃষণদৃচ্ছেদজ ও পিতৃমাতৃজ] ক্লৈব্য সন্নিপাতসমুচ্ছ্রিত বলিয়া অসাধ্য হয় [এ স্থলে সান্নিপাতিক শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ দুরূপায় বুঝিতে হইবে] ১২৩। সম্প্রতি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে চিকিৎসা শ্রবণ কর। ১২৪। হে অনঘ! আমি শুক্রদোষশান্তির জন্য যে যে ঔষধ বলিয়াছি, ক্লৈব্যশান্তির জন্য সেই সেই ঔষধ প্রয়োজনীয়। আর ক্লৈব্যশান্তির জন্য ক্ষীণক্ষতোক্ত ঔষধ সকলও উপযোগী। ১২৫। চিকিৎসক দেহ, অগ্নিবল, ঔষধ ও কাল পরীক্ষা করিয়া শুক্রদোষনাশক বস্তি সকল, দুগ্ধোত্থ ঘৃতসমূহ, বৃষ্যযোগসমূহ এবং রসায়নসমূহ ক্লৈব্যরোগে সমস্তই প্রয়োগ করিবেন। ১২৬। ব্যবায় হেতুজ ক্লৈব্য, হেতু-বিপর্য্যয় দ্বারা শান্ত করিবে [অর্থাৎ এরূপ স্থলে ব্যবায় না করাই ঔষধ।] অভিচারজ (শাপজ) ক্লৈব্য দৈবব্যপাশ্রয় ঔষধ দ্বারা শান্ত করিবে। ১২৭। ক্লৈব্যশান্তির জন্য এইরূপে সংক্ষেপে ভেষজ নির্দ্দিষ্ট হইল। সম্প্রতি আবার বিস্তারপূর্ব্বক ক্লৈব্যের ঔষধ বলিতেছি। ১২৮। ক্লৈব্যরোগে রোগীকে সুস্বিন্ন ও স্নিগ্ধগাত্র করিয়া স্নেহযুক্ত বিরেচন দিবে। অনন্তর বুদ্ধিমান বৈদ্য তাহাকে অনুবাসন প্রদান করিবেন। অনন্তর তাহাকে পলাশছাল, এরণ্ডমূল ও মুতার ক্বাথ দ্বারা আস্থাপন দিবে। আর পূর্ব্বে যে সমস্ত বাজীকরণ যোগ বলা হইয়াছে, বৈদ্য সেই সকল যোগ শুক্রদোষ জন্য ক্লৈব্যে প্রয়োগ করিবেন। ১২৯। ধ্বজভঙ্গকৃত ক্লৈব্যরোগে প্রলেপ

প্রদেহান্ পরিষেকাংশ্চ কুর্য্যাদ্বা রক্তমোক্ষণম্। স্নেহপানঞ্চ কুর্ব্বীত সস্নেহং বা বিরেচনম্॥ অনুবাসং ততঃ কুর্য্যাদথবাস্থাপনং পুনঃ। ব্রণবচ্চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাস্তত্র কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ১৩০ জরাসম্ভবজে ক্লৈব্যে ক্ষয়জে চৈব কারয়েৎ স্নেহস্বেদোপপন্নস্য সস্নেহং শোধনং হিতম্॥১৩১ ক্ষীরসর্পির্বৃষ্যযোগা বস্তয়শ্চৈব যাপনাঃ। রসায়নপ্রয়োগাশ্চ তয়োর্ভেষজমুচ্যতে॥ ১৩২ বিস্তরেণৈতদুদ্দিষ্টং ক্লৈব্যানাং ভেষজং ময়া ১৩৩

ইতি ক্লৈব্যচিকিৎসা।

যঃ পূর্ব্বমুক্তঃ প্রদরঃ শৃণু হেত্বাদিভিস্তু তম্॥ ১৩৪ যাত্যর্থং সেবতে নারী লবণাম্লগুরূণি চ। কটূন্যথ বিদাহীনি স্নিগ্ধানি পিশিতানি চ। গ্রাম্যৌদকানি মেধ্যানি কৃশরং পায়সং দধি। শুক্তমস্তুসুরাদীনি ভজন্ত্যাঃ কুপিতোঽনিলঃ॥ রক্তং প্রমাণমুৎক্রম্য গর্ভাশয়গতাঃ শিরাঃ। রজোবহাঃ সমাশ্রিত্য রক্তমাদায় তদ্রজঃ যস্মাদ্বিবর্দ্ধয়ত্যাশু রক্তপিত্তং সমাকৃতম্॥ তস্মাদসৃক্দরং প্রাহুরেতৎ তন্ত্রবিশারদাঃ। রজঃ প্রদীর্য্যতে যস্মাৎ প্রদরস্তেন স স্মৃতঃ॥১৩৫ সামান্যতঃ সমুদ্দিষ্টং কারণং লিঙ্গমেব চ। চতুর্ব্বিধং ব্যাসতস্তু বাতাদ্যৈঃ সন্নিপাততঃ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি হেত্বাকৃতিভিষগ্জিতম্১৩৬ রূক্ষাদিভির্মারুতস্তু রক্তমাদায় পূর্ব্ববৎ। কুপিতঃ প্রদরং কুর্য্যাল্লিঙ্গং তস্যাবধারয়॥ ১৩৭ ফেনিলং তনু রূক্ষঞ্চ শ্যাবঞ্চারুণমেব চ। কিংশুকোদকসঙ্কাশং সরুজং বাথ নীরুজম্

পরিষেক ও রক্তমোক্ষণ আবশ্যক। ইহাতে স্নেহপান বা সস্নেহ-বিরেচন, পরে অনুবাসন ও তৎপরে পুনশ্চ আস্থাপন বিধেয়। আর ধ্বজ-ভঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ব্রণবিহিত ক্রিয়া আবশ্যক। [অন্যান্য রোগে আস্থাপনের পর অনুবাসন দেওয়া রীতি। কিন্তু ধ্বজভঙ্গে তাহার ব্যতি-ক্রম হইতেছে]। ১৩০। জরাজনিত ও ক্ষয়-জনিত ক্লৈব্যে রোগীকে স্নেহস্বেদযুক্ত করিয়া স্নিগ্ধ শোধন প্রয়োগ করিবে। ১৩১। এই দুই প্রকার ক্লৈব্যে দুগ্ধোত্থঘৃত [অর্থাৎ দুগ্ধের সহিত পক্ব ঘৃত], বৃষ্যযোগসমূহ, ক্ষীরবস্তিসমূহ ও রসায়নপ্রয়োগসমূহ হিতকর। ১৩২। এই-রূপে সবিস্তরে ক্লৈব্যরোগের চিকিৎসা কথিত হইল। ১৩৩

ইতি ক্লৈব্যচিকিৎসা।

পূর্ব্বে প্রদররোগ এক প্রকার বর্ণিত হই-য়াছে। এক্ষণে উহার হেতু প্রভৃতি পুনর্ব্বার বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৩৪। যে নারী অত্যন্ত লবণ, অম্ল, কটু, বিদাহী ও স্নিগ্ধ দ্রব্য; মেধ্য (অভিষ্যন্দী) গ্রাম্য ও ঔদকমাংস; কৃশরা পায়স দধি এবং শুক্ত মস্তু ও সুরাদি সর্ব্বদা আহার করে, তাহার বায়ু কুপিত হয়; আর রক্ত স্বপ্রমাণ অতিক্রম করে। তখন বায়ু সেই রক্তকে গ্রহণপূর্ব্বক গর্ভাশয়স্থ রজোবহা শিরাদিগকে আশ্রয়পূর্ব্বক তত্রস্থ আর্ত্তবকে বৃদ্ধি করে। চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা সেই প্রবৃদ্ধ বায়ুসংসৃষ্ট রক্তপিত্তকে অসৃক্দর (রক্তপ্রদর) কহিয় থাকেন। আর্ত্তবের অর্থাৎ রক্তের অত্যন্তভেদ হয় বলিয়া ইহাকে প্রদর কহে। [প্রদরের নিদান অনেকটা বাতরক্তের ন্যায়—বাতরক্ত ও প্রকরণ দেখ। লবণ, অম্ল, গুরু, স্নিগ্ধ, গ্রাম্যাদিমাংস ও অন্যান্য দ্রব্য বায়ুকোপের কারণ না হইলেও রক্তসংসৃষ্ট-বাতপ্রকোপের কারণ বটে। আর পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার যোনিরোগেই বায়ুর বিশেষ সংস্রব থাকে, এইজন্য এ স্থলে বায়ুর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে]। ১৩৫। এইরূপে সামান্যতঃ সর্ব্বপ্রকার প্রদরের কারণ ও লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর বিস্তারপূর্ব্বক বাতজ পিত্তজ কফজ ও সান্নিপাতিক চারি প্রকার প্রদরের হেতু লক্ষণ ও ঔষধ বলি-তেছি। ১৩৬। রূক্ষাদি সেবন হেতু বায়ু কুপিত হইয়া পূর্ব্ববৎ রক্তকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রদর উৎপাদন করে। তাহার লক্ষণ শ্রবণ কর। ১৩৭। বায়ু-জনিত প্রদরের রক্ত ফেনিল, তনু, রুক্ষ, শ্যাব বা কেবল অরুণ হইয়া থাকে। উহা দেখিতে পলাশসিদ্ধ জলের ন্যায় হয় আর শূলযুক্ত-

কটীবঙ্ক্ষণহৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠশ্রোণিষু মারুতঃ।
করোতি বেদনাং তীব্রামেতদ্বাতাত্মকং
বিদুঃ ॥ ১৩৮
অম্লোষ্ণলবণক্ষারৈঃ পিত্তং প্রকুপিতং যদা।
পূর্ব্ববৎ প্রদরং কুর্য্যাল্লক্ষণং তৎক্রুং শৃণু ॥১৩৯
সনীলমথবা পীতমত্যুষ্ণমসিতং তথা।
নিতান্তরক্তং স্রবতি মুহুর্মুহুরথার্ত্তিমৎ ॥
বিদাহরাগতৃণ্মোহজ্বরভ্রমসমাযুতম্।
অসৃগ্দরং পৈত্তিকন্তু শ্লৈষ্মিকন্তু প্রবক্ষ্যতে ॥১৪০
গুর্ব্বাদিভির্হেতুভিশ্চ পূর্ব্ববৎ কুপিতঃ কফঃ।
প্রদরং কুরুতে তস্য লক্ষণং তত্ত্বতঃ শৃণু ॥ ১৪১
পিচ্ছিলং পাণ্ডুবর্ণঞ্চ গুরু স্নিগ্ধঞ্চ শীতলম্।
স্রবত্যসৃক্ শ্লেষ্মলঞ্চ তথা মন্দরুজাকরম্।
ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাস-শ্বাসকাসসমন্বিতম্ ॥ ১৪২
বক্ষ্যতে ক্ষীরদোষাণাং সামান্যমিহ কারণম্।
যৎ তদেব ত্রিদোষস্য কারণং প্রদরস্য তু ॥ ১৪৩

ত্রিলিঙ্গসংযুতং বিদ্যান্নৈকাবস্থমসৃগ্দরম্ ॥ ১৪৪
নারী ত্বতিপরিক্লিষ্টা যদা প্রক্ষীণলোহিতা
সর্ব্বহেতুসমাচারাদতিবৃদ্ধস্তদানিলঃ ॥
রক্তমার্গেণ সৃজতি প্রত্যনীকবলং কফম্।
দুর্গন্ধং পিচ্ছিলং পীতং বিদগ্ধং পিত্ততেজসা ॥
বসাং মেদশ্চ যাবদ্ধি সমুপাদায় বেগবান্।
সৃজত্যপত্যমার্গেণ সর্পির্মজ্জবসোপমম্ ॥
শশ্বৎ স্রবত্যথাস্রাবং তৃষ্ণাদাহজ্বরান্বিতাম্।
ক্ষীণরক্তাং দুর্ব্বলাঞ্চ তামসাধ্যাং
বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৪৫
মাসান্নিষ্পিচ্ছদাহার্ত্তি পঞ্চরাত্রানুবন্ধি চ।
নৈবাতিবহুলাত্যল্পমার্ত্তবং শুদ্ধমাদিশেৎ ॥ ১৪৬
গুঞ্জাফলসবর্ণঞ্চ পদ্মালক্তকসন্নিভম্।
ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশমার্ত্তবং শুদ্ধমেব তৎ ॥ ১৪৭

শূলরহিত হইতে পারে। কিন্তু উহাতে বায়ু কটী বংক্ষণ হৃদয় পার্শ্ব পৃষ্ঠ ও নিতম্বে তীব্র বেদনা উৎপাদন করে। ইহাকেই বাতাত্মক প্রদর কহে। ১৩৮। অম্ল উষ্ণ লবণ ও ক্ষারের অতিসেবন হেতু পিত্ত কুপিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রদর উৎপন্ন করে। তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৩৯। পিত্তপ্রদরের রক্ত ঈষৎ নীল, ও পীত কৃষ্ণবর্ণ বা অত্যুষ্ণ হইয়া থাকে। মুহুর্মুহুঃ যাতনার সহিত নিরন্তর রক্তস্রাব হয়। ইহাতে বিদাহ রক্তিমা তৃষ্ণা মোহ জ্বর ও ভ্রম হইয়া থাকে। ইহাকেই পৈত্তিক অসৃক্দর বলে। সম্প্রতি শ্লৈষ্মিক প্রদর বলিতেছি। ১৪০। গুরু প্রভৃতি দ্রব্য সেবন হেতু কফ পূর্ব্ববৎ কুপিত হইয়া প্রদর উৎপন্ন করে। তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৪১। শ্লেষ্ম-প্রদরের রক্ত পিচ্ছিল পাণ্ডুবর্ণ গুরু স্নিগ্ধ ও শীতল। ইহাতে শ্লেষ্মযুক্ত রক্তের স্রাব ... বেদনার অল্পতা হয় এবং বমি অরুচি ... শ্বাস ও কাস হইয়া থাকে। ১৪২। ... দুগ্ধদোষের সামান্য যে কারণ বলা হইবে, তাহাই ত্রৈদোষিক প্রদরের কারণ বলিয়া জানিবে। [গঙ্গাধরে নাই]। ১৪৩। ত্রিলিঙ্গ সংযুক্ত প্রদর একাবস্থ হয় না। অর্থাৎ উহাতে ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিত হয়। ১৪৪। রক্তস্রাব বশতঃ নারী ক্রমশঃ অতিশয় পরিক্লিষ্টা ও ক্ষীণরক্তা হইয়া পড়িলে সমস্ত হেতুর মিলন হেতু তাহার বায়ু পিত্ত কফ তিনই কুপিত হয়; তন্মধ্যে বায়ু অতিশয় কুপিত হইয়া রক্তমার্গ দ্বারা অসাধ্য কফ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। তৎকালে প্রদরের রক্ত পিত্ততেজে দুর্গন্ধ, পিচ্ছিল, পীত ও বিদগ্ধ হইয়া থাকে। বেগবান্ বায়ু শরীরের যাবৎ বসা ও মেদ গ্রহণ করিয়া যোনিদ্বার দিয়া ঘৃত, মজ্জা ও বসার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট স্রাব নিরন্তর নির্গত করে। তাহাতে সেই স্ত্রীর তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে। সেই ক্ষীণরক্তা দুর্ব্বলা স্ত্রীকে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। ১৪৫। যদি স্ত্রীর মাসান্তরে ঋতু হইয়া পঞ্চরাত্রের অধিক না থাকে আর যদি সেই ঋতু পিচ্ছিল দাহযুক্ত যাতনাযুক্ত এবং অধিক বা নিতান্ত অল্প না হয়, তবে সেই ঋতুকে বিশুদ্ধ বলা যায়। ১৪৬। যে ঋতু গুঞ্জাফলবর্ণ, রক্তপদ্মবর্ণ, অলক্তক-

যোনীনাং বাতলাদ্যানাং যদুক্তমিহ ভেষজম্।
চতুর্ণাং প্রদরাণাঞ্চ তৎ সর্ব্বং কারয়েদ্ভিষক্॥
রক্তাতিসারিণাঞ্চৈব তথা লোহিতপিত্তিনাম্।
রক্তার্শসাঞ্চ যৎ প্রোক্তং ভেষজং তচ্চ কারয়েৎ॥ ১৪৮

ইতি প্রদরচিকিৎসা।

ধাত্রীস্তনস্তন্যসম্পদুক্তা বিস্তরশঃ পুরা।
স্তন্যসঞ্জননঞ্চৈব স্তন্যস্য চ বিশোধনম্॥
বাতাদিদুষ্টে লিঙ্গঞ্চ ক্ষীণস্য চ চিকিৎসিতম্।
তৎসর্ব্বমুক্তং যে ত্বষ্টৌ ক্ষীরদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
বাতাদিষেব তান্ বিদ্যাচ্ছাস্ত্রচক্ষুর্ভিষক্তমঃ।
ত্রিবিধাস্তু যতঃ শিষ্যাস্ততো বক্ষ্যামি বিস্তরম্॥ ১৪৯

অজীর্ণাসাত্ম্যবিষমবিরুদ্ধাত্যর্থভোজনাৎ।
লবণাম্লকটুক্ষারপ্রক্লিন্নানাঞ্চ সেবনাৎ॥
মনঃশরীরসন্তাপাদস্বপ্নান্নিশি চিন্তনাৎ।
প্রাপ্তবেগপ্রতিঘাতাদপ্রাপ্তোদীরণেন চ॥
পরমান্নং গুড়কৃতং কৃশরং দধি মৎস্যকম্।
অভিষ্যন্দীনি মাংসানি গ্রাম্যানূপৌদকানি চ॥
ভুক্ত্বা ভুক্ত্বা দিবাস্বপ্নান্মদ্যস্যাতিনিষেবণাৎ।
অনায়াসাদভীঘাতাৎ ক্রোধাচ্চাতঙ্ককর্শনৈঃ॥
দোষাঃ ক্ষীরবহাঃ প্রাপ্য শিরাস্তন্যং প্রদূষ্যতৎ
কুর্য্যুরষ্টবিধং ভূয়ো দোষাস্তান্ মে নিবোধত॥ ১৫০

বৈরস্যং ফেনসঙ্ঘাতং রৌক্ষ্যঞ্চেত্যনিলাত্মকে।
পিত্তাদ্বৈবর্ণ্যদৌর্গন্ধ্যে স্নেহপৈচ্ছিল্য-গৌরবম্॥ ১৫১

কফাদ্ভবতি রুক্ষাদ্যৈরনিলঃ স্বৈঃ প্রকোপণৈঃ।
ক্রুদ্ধঃ ক্ষীরাশয়ং প্রাপ্য রসং স্তন্যস্য দূষয়েৎ।
বিরসং বাতসংসৃষ্টং কৃশীভবতি তৎ পিবন্।

বর্ণ বা ইন্দ্রগোপ কীটের ন্যায় (শুবুরে পোকার ন্যায়) বর্ণযুক্ত, সেই ঋতু বিশুদ্ধ। ১৪৭। বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সান্নিপাতিক যোনিরোগের যে চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, চিকিৎসক চারিপ্রকার প্রদরেও সেই চিকিৎসা করিবেন। আর রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত ও রক্তার্শের যে চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও প্রদরে বিধেয়। ১৪৮

ইতি প্রদররোগচিকিৎসা।

পূর্ব্বে জাতিসূত্রীয় অধ্যায়ে ধাত্রীস্তন্যের গুণ বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। আর সেই অধ্যায়ে স্তন্যবর্দ্ধক ও স্তন্যশোধক উপায় সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর বাতাদি কর্ত্তৃক দূষিত স্তন্যের লক্ষণ ও ক্ষীণস্তন্যের চিকিৎসাও সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আর অষ্টৌদরীয় অধ্যায়ে অষ্টপ্রকার ক্ষীরদোষ বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্ত্রচক্ষুঃ চিকিৎসক বাতাদিদোষের লক্ষণদৃষ্টে উক্ত স্তন্যদোষাদির চিকিৎসা করিতে পারিবেন; কিন্তু মধ্যমবুদ্ধি ও নিকৃষ্টবুদ্ধি চিকিৎসক সেরূপ পারিবেন না বলিয়া তাঁহাদের জন্য বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইতেছে। এই তন্ত্র উত্তম মধ্যম ও নিকৃষ্ট তিনপ্রকার শিষ্যেরই উপযোগী। ১৪৯। * অজীর্ণ ভোজন, অসাত্ম্য-ভোজন, বিষম-ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন বা গুরুভোজন; লবণ অম্ল কটু ক্ষার ও ক্লিন্ন দ্রব্যের সেবন; মানসিক সন্তাপ, শারীরিক সন্তাপ, রাত্রিজাগরণ, চিন্তা, বেগধারণ, বেগ না আসিলেও বেগ প্রদান; গুড়কৃত পরমান্ন, কৃশরা, দধি, মৎস্য এবং অভিষ্যন্দী গ্রাম্য আনূপ ও ঔদক মাংসের অতি সেবন; প্রত্যহ ভোজনের পরই দিবানিদ্রা; অতিশয় মদ্যপান; পরিশ্রমহীনতা; আঘাত; ক্রোধ এবং ব্যাধি দ্বারা কর্ষণ হেতু দোষ সকল দুগ্ধবহা শিরা সকলকে অধিকার করিয়া স্তন্যকে দূষিত করে। স্তন্যদোষ আট প্রকার। ১৫০। বাতাধিক স্তন্যদোষে দুগ্ধের বৈরস্য, ফেনিলতা ও রুক্ষতা হয়; পিত্তাধিক স্তন্যদোষে স্তন্যের বৈবর্ণ্য ও দৌর্গন্ধ্য এবং কফাধিক স্তন্যদোষে স্তন্যের স্নিগ্ধতা, পিচ্ছিলতা ও গুরুতা হয়। ১৫১। বায়ু রুক্ষাদি স্বপ্রকোপ-করণে ক্রুদ্ধ হইয়া দুগ্ধাশয়কে অধিকার করে এবং স্তন্যকে দূষিত করিয়া থাকে। সেই বাতসংসৃষ্ট বিরস দুগ্ধ

ন চাস্য স্বদতে ক্ষীরং কৃচ্ছ্রেণ স বিবর্দ্ধতে ॥১৫২
তথৈব বায়ুঃ কুপিতঃ স্তন্যমন্তর্বিলোড়য়ন্।
করোতি ফেনসঙ্ঘাতং তৎ তু কৃচ্ছ্রাৎ প্রবর্ত্ততে
তেন ক্ষামস্বরো বালো বদ্ধবিণ্মূত্রমারুতঃ।
বাতিকং শীর্ষরোগং বা পীনসং বাধিগচ্ছতি ॥১৫৩
পূর্ব্ববৎ কুপিতঃ স্তন্যে স্নেহং শোষয়তেঽনিলঃ।
রুক্ষং তৎ পিবতো রৌক্ষ্যাদ্বলহ্রাসশ্চ
জায়তে ॥ ১৫৪
পিত্তমুষ্ণাদিভিঃ ক্রুদ্ধং স্তন্যাশয়মভিপ্লুতম্।
করোতি স্তন্যবৈবর্ণ্যং নীলপীতাসিতাদিকম্ ॥১৫৫
বিবর্ণগাত্রঃ স্বিন্নঃ স্যাৎ তৃষ্ণালুর্ভিন্নবিট্ শিশুঃ।
নিত্যমুষ্ণশরীরশ্চ নাভিনন্দতি তৎস্তনম্ ॥ ১৫৬
পূর্ব্ববৎ কুপিতে পিত্তে দৌর্গন্ধ্যং ক্ষীরমৃচ্ছতি।
পাণ্ডুাময়স্তৎ পিবতঃ কামলা চ ভবে-
চ্ছিশোঃ ॥ ১৫৭

পান করিলে শিশু কৃশ হয়; দুগ্ধে উহার রুচি থাকে না এবং ঐ বালকের বৃদ্ধি অল্পে অল্পে হয়। ১৫২। আরও বায়ু কুপিত হইয়া স্তন্যকে অন্তরে বিলোড়ন করে; তাহাতে দুগ্ধের ফেনিলতা হয় এবং অল্পে অল্পে নিঃসরণ হইয়া থাকে। তাহাতে বালক ক্ষামস্বর হয়; উহার বিষ্ঠামূত্রের বিবন্ধ হইয়া থাকে, এবং বাতিক রোগ ও শিরোরোগ বা পীনস (সর্দ্দি) হইয়া থাকে। ১৫৩। সেই কুপিত বায়ু স্তন্যের স্নেহভাগ শোষণ করে। তাহাতে স্তন্য রুক্ষ হয় এবং সেই রুক্ষ স্তন্য পান করিয়া রুক্ষতা বশতঃ শিশুর বল হ্রাস হইয়া থাকে। ১৫৪। পিত্ত উষ্ণতাদি দ্বারা ক্রুদ্ধ হইয়া স্তন্যাশ্রয়বর্গের বিপ্লব সাধন করিয়া স্তন্যের বৈবর্ণ্য উৎপাদন করে। তাহাতে স্তন্য নীল পীত কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণ ধারণ করে। ১৫৫। শিশু সেই স্তন্য পান করিলে উহার গাত্র বিবর্ণ ও স্বিন্ন হয়; তৃষ্ণা হয়; মলভেদ হয়; শরীর নিত্য উষ্ণ হয় এবং স্তন্য ভাল লাগে না। ১৫৬। পিত্ত সেইরূপে কুপিত হইলে দুগ্ধ দুর্গন্ধতা প্রাপ্ত হয়। তাহা পান করিলে শিশুর পাণ্ডুরোগ ও কামলা হইয়া থাকে। ১৫৭।

ক্রুদ্ধো গুর্ব্বাদিভিঃ শ্লেষ্মা ক্ষীরাশয়গতঃ স্ত্রিয়াঃ
স্নেহান্বিতত্বাৎ তৎ ক্ষীরমতিস্নিগ্ধং করোতি তু ॥
ছর্দ্দনঃ কুন্থনস্তেন লালালুর্জায়তে শিশুঃ।
নিত্যোপদিগ্ধৈঃ স্রোতোভির্নিদ্রালস্যসমন্বিতঃ।
শ্বাসকাসপরীতশ্চ প্রসেকতমকান্বিতঃ ॥ ১৫৮
অভিভূয় কফঃ স্তন্যং পিচ্ছিলং কুরুতে যদা।
লালালুঃ শূনবক্ত্রাক্ষির্জড়ঃ স্যাৎ তু পিবন্
শিশুঃ ॥ ১৫৯
কফঃ ক্ষীরাশয়গতো গুরুত্বাৎ ক্ষীরগৌরবম্।
অতিস্নেহান্বিতং পীত্বা বালো হৃদ্রোগমৃচ্ছতি ॥
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ কুর্য্যাৎ ক্ষীর-
সমাশ্রিতান্ ॥ ১৬০
ক্ষীরে বাতাদিভির্দুষ্টে সম্ভবন্তি তদাত্মকাঃ ॥১৬১
তত্রাদৌ স্তন্যশুদ্ধ্যর্থং ধাত্রীং স্নেহোপপাদিতাম্
সংস্বেদ্য বিধিবদ্বৈদ্যো বমনেনোপপাদয়েৎ ॥১৬২
বচাপ্রিয়ঙ্গুযষ্ট্যাহ্বফলবৎসকসর্ষপৈঃ।
কল্কৈর্নিম্বপটোলানাং ক্বাথৈর্বা লবণৈর্বমেৎ ॥ ১৬৩

শ্লেষ্মা গুরু প্রভৃতি কারণে কুপিত হইয়া ধাত্রীর দুগ্ধাশয় অধিকার করে। তাহাতে দুগ্ধ স্নেহান্বিত বা অতিশয় স্নেহান্বিত হয়। তাহাতে শিশুর বমি, কুন্থন (কুঁথুনী) ও লালাস্রাব হয়। আর শিশুর স্রোত সকল শ্লেষ্মলিপ্ত হওয়াতে অতিশয় নিদ্রা ও আলস্য, শ্বাস ও কাস, লালাপ্রসেক ও তমক হইয়া থাকে। ১৫৮। কফ স্তন্যকে অভিভূত করিয়া পিচ্ছিল করিলে শিশুর লালাস্রাব, মুখ ও অক্ষি শোথযুক্ত ও জড়তা হইয়া থাকে। ১৫৯। কফ দুগ্ধাশয়স্থ হইলে গুরুত্বহেতু দুগ্ধের গুরুতা সাধন করে। সেই অতিস্নিগ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া বালক হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয় এবং দুগ্ধসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ১৬০। দুগ্ধ বাতাদি কর্ত্তৃক দুষ্ট হইলে বাতাদিজনিত নানাপ্রকার ব্যাধি হয়। ১৬১। এইরূপ স্থলে স্তন্যশুদ্ধির জন্য ধাত্রীকে স্নেহোপপন্ন করিয়া বিধিমত স্বেদ প্রদান করিবে। অনন্তর উহাকে বমন দিবে। ১৬২। বচ, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, মদনফল, ইন্দ্রযব ও শ্বেতসর্ষপের কল্ক

সম্যগ্বান্তাং যথাম্নায়ং কৃতসংসর্জ্জনাং পুনঃ।
দোষকালবলাপেক্ষী স্নেহয়িত্বা বিরেচয়েৎ ॥১৬৪
ত্রিবৃতামভয়াং বাপি ত্রিফলারসসংযুতাম্।
পায়য়েৎ মধুসংযুক্তামভয়াঞ্চাপি কেবলাম্।
পায়য়েন্মূত্রসংযুক্তং বিরেকঞ্চাপি শাস্ত্রবিৎ ॥১৬৫
অথ সম্যগ্বিরিক্তাঞ্চ কৃতসংসর্জ্জনাং ততঃ।
ততো দোষাবশেষঘ্নৈরন্নপানৈরুপাচরেৎ ॥১৬৬
শালয়ঃ ষষ্টিকা বা স্যুঃ শ্যামাকা ভোজনে হিতাঃ
প্রিয়ঙ্গবঃ কোরদূষা যবা বেণুযবাস্তথা।
বংশবেত্রকড়ায়াশ্চ সস্নেহা যুষসংস্কৃতাঃ।
মুদ্গান্ মসূরান্ যুষার্থে কুলত্থাংশ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥
নিম্ববেত্রাগ্রকুলকবার্ত্তাকামলকৈঃ শৃতান্
সব্যোষসৈন্ধবান্ যুষান্ কারয়েৎ স্তন্য-
শোধনান্ ॥ ১৬৮

অথবা নিমছাল ও পলতার কাথ বা লবণ ও উষ্ণ জল পান করিয়া বমন করিবে। ১৬৩। সম্যক্‌রূপে বমন হইয়া গেলে ধাত্রীকে বিধিমত পেয়াদি ক্রম পালন করাইবে। অনন্তর দেশ, কাল ও বলের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্নেহ-প্রয়োগপূর্ব্বক বিরেচন দিবে। ১৬৪। তেউড়ী কিংবা হরীতকীর কল্ক ত্রিফলাকাথের সহিত সংযুক্ত করিয়া অথবা কেবল ত্রিফলার কাথ মধু-সংযুক্ত করিয়া [গঙ্গাধরে নাই] বিরেচনার্থ পান করাইবে। ১৬৫। ধাত্রী সম্যক্‌রূপে বিরিক্ত হইলে তাহাকে পেয়াদি ক্রম পালন করাইবে। অনন্তর দোষের অবশিষ্ট অংশ দোষনাশক অন্ন-পান দ্বারাই নিবারণ করিবে। [অর্থাৎ নিরূহ বা অনুবাসন প্রয়োগ করিতে হইবে না]। ১৬৬। শালি, ষষ্টিক, শ্যামা-তণ্ডুল, প্রিয়ঙ্গুধান্য, কোরদূষ (কোদো), যব, বেণুযব (বাঁশের চাঁউল), বংশ (বাঁশের কোড়)-বেতের ডগি, কলায় (মটর), স্নেহ-সংস্কৃত শাক এবং মুগ মসূর ও কুলত্থের যুষ প্রদান করিবে। ১৬৭। নিমপাতা, বেতের ডগা, পলতা, বার্ত্তাকু ও আমলকীর সহিত সিদ্ধ যুষ সকল ত্রিকটুচূর্ণ ও সৈন্ধবের সহিত পান করিলে স্তন্যশোধন হয়। ১৬৮। শশ

শশান্ কপিঞ্জলানেণান্ সংস্কৃতাংশ্চ
প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৬৯
শাঙ্গ'ষ্টাসপ্তপর্ণত্বগশ্বগন্ধাশৃতং জলম্ ॥ ১৭০
পায়য়েত্তাথবা স্তন্যশুদ্ধয়ে কটুরোহিণীম্।
অমৃতাসপ্তপর্ণত্বক্‌কাথঞ্চৈব সনাগরম্ ॥
কিরাততিক্তককাথং শ্লোকপাদেরিতান্ পিবেৎ।
ত্রীনেতান্ স্তন্যশুদ্ধ্যর্থমিতি সামান্যভেষজম্।
কীর্ত্তিতং স্তন্যদোষাণাং পৃথগন্যং
নিবোধত ॥ ১৭১
প্রপিবেদ্বিরসক্ষীরা দ্রাক্ষামধুকশারিবাম্।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টাং পয়স্যাঞ্চ সমালোড্য সুখাম্বুনা ॥ ১৭২
পঞ্চকোলকুলত্থৈশ্চ পিষ্টৈরালেপয়েৎ স্তনৌ।
শুষ্কৌ প্রক্ষাল্য নির্দুহ্যাৎ তথা স্তন্যং
বিশুধ্যতি ॥ ১৭৩
ফেনসঙ্ঘাতবৎ ক্ষীরং যস্যাস্তাং পায়য়েত চ।
পাঠানাগরশাঙ্গ'ষ্টামূর্ব্বাঃ পিষ্টাঃ সুখাম্বুনা ॥১৭৪

(খরগোষ), কপিঞ্জল (সাদা তিত্তির) ও এণহরিণের মাংসরস সুসংস্কৃত করিয়া পান করাইবে। ১৬৯। শাঙ্গ'ষ্টা (কাকজঙ্ঘা), ছাতিমছাল ও অশ্বগন্ধার সহিত সিদ্ধ জল পানার্থে দিবে। ১৭০। অথবা স্তন্যশুদ্ধির জন্য কট্‌কীর কাথ পান করাইবে। অথবা গোলঞ্চ ও দাড়িম ছালের কাথ শুঁঠচূর্ণের সহিত পান করাইবে। অথবা চিরেতার কাথ পান করাইবে। এই তিনটি যোগ এক একটী করিয়া শ্লোকের এক একটী পাদে লিখিত হইল। স্তন্য শোধনার্থ সামান্যতঃ এই সকল যোগ কথিত হইল। অন্যান্য বিশেষ যোগ সকল বলা হইতেছে। ১৭১। ধাত্রীর স্তন্য-দুগ্ধ বিরস হইলে দ্রাক্ষা,যষ্টিমধু ও অনন্তমূল বা ক্ষীরকাকোলী শ্লক্ষ্ণরূপে পেষণ করিয়া সুখোষ্ণ জলে আলোড়নপূর্ব্বক পান করাইবে। ১৭২। পঞ্চকোল ও কুলত্থ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা স্তন-দ্বয় লেপন করিবে। প্রলেপ শুষ্ক হইলে পুনঃ-পুনঃ প্রক্ষালন করিয়া নিঃশেষরূপে গালিত করিবে। এইরূপ করিলে স্তন্যশুদ্ধি হয়। ১৭৩। যে ধাত্রীর দুগ্ধ অত্যন্ত ফেনিল,

অঞ্জনং তগরং দারু বিল্বমূলং প্রিয়ঙ্গবঃ।
স্তনয়োঃ পূর্ব্ববৎ কার্য্যং লেপনং ক্ষীর-
শোধনম্ ॥ ১৭৫
কিরাততিক্তকং শুণ্ঠী সামৃতা কাথয়েত্তিষক্।
তং কাথং পায়য়েদ্ধাত্রীং স্তন্যদোষনিবর্হণম্।
স্তনৌ চালেপয়েৎ পিষ্টৈর্যবগোধূমসর্ষপৈঃ॥১৭৬
যড়ুবিরেকাশ্রিতীয়োক্তৈরৌষধৈঃ স্তন্যশোধনৈঃ।
রূক্ষক্ষীরা পিবেৎ ক্ষীরং তৈর্বা সিদ্ধং ঘৃতম্
পিবেৎ ॥ ১৭৭
পূর্ব্ববজ্জীবকাদ্যঞ্চ পঞ্চমূলং প্রলেপনম্।
স্তনয়োঃ সংবিধাতব্যং সুখোষ্ণং
স্তন্যশোধনম্ ॥১৭৮
যষ্টীমধুকমৃদ্বীকাপয়স্যাঃ সিন্ধুবারিকা।
শীতাম্বুনা পিবেৎ কল্কং ক্ষীরবৈবর্ণ্যনাশনম্ ॥
দ্রাক্ষামধুককল্কেন স্তনৌ বাস্যাঃ প্রলেপয়েৎ
প্রক্ষাল্য বারিণা চৈব নির্দ্দিহ্যাৎ তৌ
পুনঃপুনঃ ॥ ১৭৯
বিষাণিকাজশৃঙ্গ্যৌ চ ত্রিফলাং রজনীং বচাম্।
পিবেৎ ক্ষীরাম্বুনা পিষ্ট্বা ক্ষীরদৌর্গন্ধ্য-
নাশনম্ ॥ ১৮০
লিহ্যাদ্বাপ্যভয়াচূর্ণং সব্যোষং মাক্ষিকাপ্লুতম্।
ক্ষীরদৌর্গন্ধ্যনাশার্থং ধাত্রী পথ্যাশিনী তথা॥১৮১
শারিবোশীরমঞ্জিষ্ঠাশ্লেষ্মাতকসচন্দনৈঃ।
পত্রাম্বুচন্দনোশীরৈঃ স্তনৌ চাস্যাঃ প্রলেপয়েৎ॥১৮২
স্নিগ্ধক্ষীরা দারুমুস্তপাঠাঃ পিষ্ট্বা সুখাম্বুনা।
পীত্বা সসৈন্ধবাঃ ক্ষিপ্রং ক্ষীরশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥১৮৩
প্রপিবেৎ পিচ্ছিলক্ষীরা শার্ঙ্গষ্টামভয়াং বচাম্।
মুস্তনাগরপাঠাশ্চ পীতাঃ স্তন্যবিশোধনাঃ ॥ ১৮৪
তক্রারিষ্টমপি পিবেদর্শসাং যা নির্দর্শিতাঃ
হংদারুবিল্বমধুকৈঃ স্তনৌ চাস্যাঃ
প্রলেপয়েৎ ॥ ১৮৫

তাহাকে আকনাদি, শুঁঠ, শার্ঙ্গষ্টা,(কাকজঙ্ঘা) ও মূর্ব্বার (মুগরোর) কল্ক সুখোষ্ণ জলে আলোড়নপূর্ব্বক পান করাইবে। ১৭৪। রসাঞ্জন, তগরপাদিকা, দেবদারু, বিল্বমূল ও প্রিয়ঙ্গুর কল্ক পূর্ব্ববৎ স্তনে লেপন করিবে। তাহাতে দুগ্ধশোধন হইবে। ১৭৫। চিরতা, শুঁঠ (পাঠান্তরে শুঁঠ নাই) ও গুলঞ্চের কাথ পান করিলে স্তন্যশোধন হয়। স্তন্য শোধনার্থ যব গোধূম ও শ্বেত সর্ষপের কল্ক পূর্ব্ববৎ স্তনে লেপন করিতে হয়। ১৭৬। সূত্র স্থানের যড়ুবিরেকাশ্রিতীয় অধ্যায়ে যে সকল স্তন্যশোধন ঔষধ উল্লেখ করা গিয়াছে। রুক্ষ-ক্ষীরা ধাত্রী সেই সকল ঔষধের সহিত দুগ্ধ কিংবা ঘৃত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। ১৭৭। আর পূর্ব্ববৎ জীবকাদি গণ বা স্বল্প পঞ্চমূল পেষণ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে স্তনদ্বয়ে প্রলেপ দিলে স্তন্যের রুক্ষতা দূর হয়। ১৭৮। যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, ক্ষীরকাকোলী ও নিসিন্দা-মূলের কল্ক শীতল জলের সহিত পান করিলে দুগ্ধের বৈবর্ণ্য নষ্ট হয়। অথবা এরূপ স্থলে দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধুর কল্ক স্তনে লেপন করিতে হয়। প্রলেপ শুষ্ক হইলে বারি দ্বারা ধৌত করিয়া পুনঃপুন স্তন্য গালিয়া ফেলিতে হয়। ১৭৯। বিষাণিকা (মেষশৃঙ্গী), অজ-শৃঙ্গী (বিষাণিকাভেদ), ত্রিফলা, হরিদ্রা ও বচ দুগ্ধজলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে দুগ্ধের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। ১৮০। অথবা ধাত্রী পথ্যাশিনী হইয়া হরীতকী ও ত্রিকটুর চূর্ণ মধুর সহিত আলোড়ন করিয়া পান করিবে। ১৮১। অনন্তমূল, বেণা, মঞ্জিষ্ঠা, শ্লেষ্মাতকমূল (চালিদার মূল) ও রক্তচন্দনের কল্ক কিংবা তেজপাতা বালা রক্ত-চন্দন ও বেণার কল্ক স্তনে লেপন করিবে। ১৮২। স্তনদুগ্ধ স্নিগ্ধতাদোষে দূষিত হইলে দেবদারু, মুতা, আকনাদি ও সৈন্ধব সুখোষ্ণ জলে পেষণপূর্ব্বক সৈন্ধবের সহিত পান করিলে শীঘ্র স্তন্যদোষের শান্তি হয়। ১৮৩। স্তনদুগ্ধ পিচ্ছিল হইলে শার্ঙ্গষ্টা (কাকজঙ্ঘা) বা হরীতকী বা বচ কিংবা মুতা শুঁঠ ও আক-নাদির কাথ শীতল করিয়া পান করিবে। আর অর্শোহধ্যায়ে যে তক্রারিষ্টের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও পান করিবে। আর ভূমি-কুষ্মাণ্ড ও বিল্বমূল ও যষ্টিমধু পেষণ করিয়া

ত্রায়মাণামৃতানিম্বপটোলত্রিফলাশৃতম্।
শুক্রক্ষীরা পিবেদেতৎ স্তন্তদোষবিশুদ্ধয়ে॥ ১৮৬
পিবেদ্বা পিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরম্।
বলানাগরশাঙ্গষ্টামুর্ব্বাভির্লেপয়েৎ স্তনৌ।
পৃশ্নিপর্ণীপয়স্তাভ্যাং স্তনৌ চাস্যাঃ
প্রলেপয়েৎ॥ ১৮৭
অষ্টাবেতে ক্ষীরদোষা হেতুলক্ষণভেষজৈঃ
নির্দ্দিষ্টাঃ ক্ষীরদোষোত্থাস্তথোক্তাঃ
কেচিদাময়াঃ॥ ১৮৮
দোষদূষ্যমলাশ্চৈব মহতাং ব্যাধয়শ্চ যে।
ত এব সর্ব্বে বালানাং মাত্রা স্বল্পতরা মতা॥১৮৯
নিবৃত্তির্বমনাদীনাং মৃদুতাং পরতন্ত্রতাম্।
বাক্‌চেষ্টয়োরসামর্থ্যং বীক্ষ্য বালেষু শাস্ত্রবিৎ।
ভেষজঞ্চাল্পমাত্রন্তু যথাব্যাধি প্রযোজয়েৎ।
মধুরাণি কষায়াণি ক্ষীরবন্তি মৃদূনি চ
প্রযোজয়েদ্ভিষগ্ বালে মতিমান-
প্রমাদতঃ॥ ১৯০
অত্যর্থস্নিগ্ধরূক্ষোষ্ণমম্লং কটু বিপাকি চ।
গুরু চৌষধপানান্নমেতদ্বালেষু গর্হিতম্॥ ১৯১
সমাসতঃ সর্ব্বরোগাণামেতদ্বালেষু ভেষজম্।
নির্দ্দিষ্টং শাস্ত্রবুদ্ধ্যা তৎ প্রবিভজ্য
প্রযোজয়েৎ॥ ১৯২
ইতি স্তন্তদোষদবালরোগৌ।
সলিঙ্গব্যাপদো যোনেঃ সনিদানচিকিৎসিতা।
উক্তা বিস্তরশঃ সম্যক্ মুনিনা তত্ত্বদর্শিনা॥১৯৩
ইতি সর্ব্ববিকারাণামুক্তমেতচ্চিকিৎসিতম্
স্থানমেতদ্ধি তন্ত্রস্য রহস্যং সারমুত্তমম্॥ ১৯৪
অস্মিন্ সপ্তদশাধ্যায়াঃ কল্পাঃ সিদ্ধয় এব চ।
নাসাদ্যন্তেঽগ্নিবেশস্য তন্ত্রে চরকসংস্কৃতে।
তানেতান্ কাপিলবলঃ শেষান্দৃঢ়বলোঽকরোৎ

স্তনে প্রলেপ দিবে। ১৮৫। স্তনদুগ্ধ শুক্র হইলে ধাত্রী ত্রায়মাণা (বলাডুমুর), গোলঞ্চ, নিমছাল ও ত্রিফলার কাথ পান করিবে।১৮৬। শুক্রদুগ্ধা ধাত্রী পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠের কাথ পান করিবে। বেড়েলামূল, শুঁঠ, কাকজঙ্ঘা ও মূর্ব্বার কল্ক স্তনে লেপন করিবে। আর ইহার স্তনদ্বয় চাকুলে ও ক্ষীরকাকোলীর কল্ক দ্বারা লেপন করিবে। ১৮৭। এই আট প্রকার ক্ষীরদোষের হেতু, লক্ষণ ও ঔষধ উক্ত হইল। আর ক্ষীরদোষ হইতে বালকের যে সকল রোগ হয়, তাহাও কথিত হইল। ১৮৮। দোষ, দূষ্য, মল ও ব্যাধি সকল যুবা ও বৃদ্ধদিগের ন্যায় বালকদিগেরও আছে। কিন্তু বালকদিগের ঔষধের মাত্রা অল্প হওয়া আবশ্যক। ১৮৯। শিশুদিগের পক্ষে বমনাদি ঔষধ ব্যবস্থা করা যায় না; কারণ শিশুরা একে কোমল, তাহাতে পরতন্ত্র; উহারা কথা কহিয়া বেদনাদি প্রকাশ করিতে পারে না এবং সর্ব্ব প্রকার চেষ্টায় অসমর্থ। এই সকল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক উহাদিগকে ঔষধ অল্পমাত্রায় যথাব্যাধি প্রয়োগ করিবেন। চিকিৎসক শিশুদিগকে মধুর কষায় মৃদু ঔষধ সকল দুগ্ধ সহকারে সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিবেন। ১৯০। অত্যন্ত স্নিগ্ধ বা অত্যন্ত রুক্ষ বা উষ্ণ অম্ল কটু বিপাকী গুরু ঔষধ ও অন্ন-পান বালকদিগের পক্ষে গর্হিত। ১৯১। এইরূপে সংক্ষেপে বালকদিগের সর্ব্ব রোগের ঔষধ বলা হইল। চিকিৎসক শাস্ত্র ও যুক্তির অনুসরণপূর্ব্বক সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। ১৯২

ইতি স্তন্তদোষ ও বালরোগ চিকিৎসা।

তত্ত্বদর্শী মহর্ষি আত্রেয় যোনিব্যাপৎ রোগের লক্ষণ, নিদান ও চিকিৎসা সম্যক্‌রূপে বিস্তার-পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছেন। ১৯৩। এইরূপে সমস্ত রোগেরই চিকিৎসা সম্যক্‌রূপে উক্ত হইল। এই চিকিৎসাস্থানই এই তন্ত্রের পরম রহস্যস্বরূপ। ইহাই ইহার সার। [১৯১ প্রভৃতি প্রকরণের বক্তা কে তাহা জানা যায় না]। ১৯৪। "চরক-সম্পাদিত অগ্নিবেশ-তন্ত্রের চিকিৎসাস্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায় এবং কল্প ও সিদ্ধিস্থান পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ অধ্যায় পাওয়া যায় না; কিন্তু অগ্নিবেশের মূল গ্রন্থে পাওয়া যায়; দৃঢ়বল অগ্নিবেশের মূল

তন্ত্রস্থাস্য মহার্থস্য পূরণার্থং যথাক্রমম্ ॥ ১৯৫
রোগা যেহপ্যত্র নোদ্দিষ্টা বহুত্বান্নামরূপতঃ।
তেষামপ্যেতদেব স্যাদ্দোষাদীন্ বীক্ষ্য
ভেষজম্ ॥ ১৯৬
দোষদূষ্যনিদানানাং বিপরীতং হিতং ধ্রুবম্।
উক্তানুক্তান্ গদান্ সর্ব্বান্ সম্যক্‌যুক্তং
নিযচ্ছতি ॥ ১৯৭
দেশকালপ্রমাণানাং সাত্ম্যাসাত্ম্যস্য চৈব হি।
সম্যগ্‌যোগোহন্যথাত্বেষাং পথ্যমপথ্যথা
ভবেৎ ॥ ১৯৮
আস্যাদামাশয়স্থান্ হি রোগান্ নস্তঃ
শিরোগতান্।
গুদাৎপক্বাশয়স্থাংশ্চ হন্ত্যাশু দ্রবমৌষধম্ ॥১৯৯
শরীরাবয়বোত্থেষু বীসর্পপিড়কাদিষু।
যথাদেশং প্রদেহাদি শমনং স্যাদ্বিশেষতঃ ॥ ২০০
দিনাতুরৌষধব্যাধিজীর্ণলিঙ্গর্ত্ত্বপেক্ষণম্।
কালং বিদ্যাদ্দিনাপেক্ষঃ পূর্ব্বাহ্ণে বমনং যথা॥
রোগ্যপেক্ষো যথা প্রাতর্নিরন্নো বলবান্ পিবেৎ
ভেষজং লঘুপথ্যান্নৈর্যুক্তমদ্যাৎ তু দুর্ব্বলঃ ॥২০১
ভৈষজ্যকালা ভুক্তাদৌ মধ্যে পশ্চান্মুহূর্ম্মুহুঃ।
সামুদ্গং ভুক্তসংযুক্তং গ্রাসগ্রাসান্তরে দশ ॥২০২
অপানে বিগুণে পূর্ব্বং সমানে মধ্যভোজনম্।
ব্যানে তু প্রাতরশিতমুদানে ভোজনোত্তরম্ ॥
বায়ৌ প্রাণে প্রদুষ্টে তু গ্রাসে গ্রাসান্তরিষ্যতে
শ্বাসকাসপিপাসাসু ত্ববচার্য্য মুহুর্ম্মুহুঃ ॥
সামুদ্গং হিক্কিনে দেয়ং লঘুনান্নেন সংযুতম্।
সম্ভোজ্যমৌষধং ভোজ্যৈর্বিচিত্রৈররুচৌ
হিতম্ ॥ ২০৩

গ্রন্থ হইতে সেই সকল অধ্যায় সঙ্কলন করিয়া চরক-সম্পাদিত তন্ত্রে যোজনা করিয়াছেন"। ১৯৫। রোগের নাম ও লক্ষণ অনেক বলিয়া সকল রোগের বিশেষ বিবরণ এ শাস্ত্রে করা হয় নাই। চিকিৎসক সেই সকল রোগে বায়ু পিত্ত কফের লক্ষণ দেখিয়া যুক্তিপূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই হইবে (উপসংহার দেখ)। ১৯৬। এই সকল উক্ত ও অনুক্ত রোগের দোষ দূষ্য ও নিদানের বিপরীত চিকিৎসাই সচরাচর অবলম্বনীয়। ১৯৭। দেশ, কাল, প্রমাণ, সাত্ম্য ও অসাত্ম্য বিবেচনা করিয়া অন্ন-পান সেবন করিলে সেই অন্নপানকে পথ্য বলা যায়। অন্যথা অপথ্য বলিয়া থাকে। ১৯৮। মুখ হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত, নাসিকা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং মলদ্বার হইতে পক্বাশয়ের ঊর্দ্ধসীমা পর্য্যন্ত যে সকল রোগ আশ্রয় করে, সেই সকল আভ্যন্তর রোগকে ঔষধের আভ্যন্তর প্রয়োগ দ্বারা শীঘ্র অথচ উত্তমরূপে হরণ করা যায় [বাত-রক্ত পরিচ্ছেদ—১৪ ও ১৫ প্রকরণে ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা আছে]। ১৯৯। শরীরের বাহ্য প্রদেশে যে সকল বীসর্প ও পিড়কাদি হয়, স্থান বুঝিয়া প্রলেপাদি প্রয়োগ করিলে তাহাদের বিশেষরূপে প্রশমন হইয়া থাকে। ২০০। দিন, রোগী, ঔষধ, ব্যাধি, জীর্ণলক্ষণ ও ঋতু বিচার করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। তন্মধ্যে দিনবিচার কথা;—বমন ঔষধ পূর্ব্বাহ্ণে দিতে হয়। রোগি-বিচার যথা;—বলবান্ রোগী প্রাতঃকালে শূন্যোদরে ঔষধ পান করিবে; আর দুর্ব্বল রোগী লঘু পথ্যাদির সহিত ঔষধ সেবন করিবে। ২০১। ঔষধ-বিচার যথা;—ঔষধসেবনের দশটী কাল যথা;—ভোজনের পূর্ব্বে, ভোজনের মধ্যে, ভোজনের অন্তে, পুনঃপুনঃ সামুদ্গ (ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে); ভক্তসংযুক্ত (আহারের সহিত মিলিত করিয়া); গ্রাসে গ্রাসে, গ্রাসান্তরে (এক গ্রাসের পর আর এক গ্রাসে); শূন্যোদরে এবং পথ্যাদিযোগে। ২০২। অপানবায়ু দূষিত হইলে ভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করিবে। সমানবায়ু দূষিত হইলে ভোজনের মধ্যে; ব্যানবায়ু দূষিত হইলে প্রাতঃকালে; উদানবায়ু দূষিত হইলে ভোজনের পরে এবং প্রাণবায়ু দূষিত হইলে গ্রাসে গ্রাসে বা গ্রাসান্তরে ঔষধ সেবন করিবে। শ্বাস, কাস ও পিপাসায় পুনঃপুন ঔষধ সেবন করিবে। হিক্কারোগে লঘু

জ্বরে পেয়াঃ কষায়াশ্চ ক্ষীরসর্পীর্বিরেচনম্।
ষড়হে ষড়হে দেয়ং কালং বীক্ষ্যাময়স্য তু॥ ২০৪
ক্ষুদ্বেগমোক্ষো লঘুতা বিশুদ্ধির্জীর্ণলক্ষণম্।
তদা ভেষজমাদেয়ং স্যাদ্ধি দোষবদন্যথা॥২০৫
চয়াদয়শ্চ দোষাণাং বর্জ্জ্যং সেব্যঞ্চ যত্র যৎ।
ঋতাবপেক্ষ্যং যৎ কর্ম্ম পূর্ব্বং সর্ব্বমুদাহৃতম্॥২০৬
উপক্রমাণাং করণং প্রতিষেধে চ কারণম্।
ব্যাখ্যাতমবলানাং স বিকল্পানামবেক্ষণে।
মুহুর্ম্মুহুশ্চ রোগাণামবস্থামাতুরস্য চ।
অবেক্ষমাণস্তু ভিষক্ চিকিৎসায়াং ন মুহ্যতি॥ ২০৭

ইত্যেব ষড়্‌বিধং কালমনপেক্ষ্য ভিষগ্জিতম্।
প্রযুক্তমহিতায় স্যাচ্ছস্যস্যাকালবর্ষবৎ॥ ২০৮
ব্যাধীনামৃত্বহোরাত্রবয়সাং ভোজনস্য তু।
বিশেষো ভিদ্যতে যস্তু কালাপেক্ষঃ স উচ্যতে॥ ২০৯
বসন্তে শ্লেষ্মজা রোগাঃ শরৎকালে তু পিত্তজাঃ
বর্ষাসু বাতজাশ্চৈব প্রায়ঃ প্রাদুর্ভবন্তি হি।
নিশাদৌ দিবসান্তে চ বয়োঽন্তে বাতজা গদাঃ॥ ২১০
প্রায়ঃ ক্ষপান্তে কফজাস্তয়োর্ম্মধ্যে তু পিত্তজাঃ।
জীর্ণান্তে বাতজা রোগা জীর্য্যমাণে তু পিত্তজাঃ
শ্লেষ্মজা ভুক্তমাত্রে তু লভন্তে প্রায়শো বলম্॥ ২১১
নাল্পং হন্ত্যৌষধং ব্যাধিং যথাপোঽল্পা মহানলম্

অন্নের সহিত সামুদ্গ ঔষধ পান করিবে এবং অরুচিতে ভোজ্য দ্রব্যের সহিত ঔষধ মিলিত করিয়া পান করিবে। ২০৩। ব্যাধিবিচার যথা;—জ্বরে সচরাচর ছয় ছয় দিন অন্তর যথাক্রমে পেয়া, কষায়, দুগ্ধ, ঘৃত ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ প্রথম দিন লঙ্ঘন করিয়া তৎপর দিন হইতে ছয় দিন পেয়া, অষ্ট-দিন হইতে চতুর্দ্দশ দিন পর্য্যন্ত ছয় দিন দুগ্ধ, তৎপরে বিংশদিন পর্য্যন্ত ঘৃত এবং পরে ষড়্‌-বিংশ দিন পর্য্যন্ত বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপে ব্যাধির কাল বিচার করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ২০৪। জীর্ণ-লক্ষণ বিচার যথা;—ক্ষুধার উদ্রেক, মলমূত্রত্যাগ, দেহের লঘুতা ও উদ্গারাদির বিশুদ্ধি হইলে দোষ জীর্ণ হইয়াছে বলা যায়। এই সময়েই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ২০৫। ঋতু-বিচার যথা;—পূর্ব্বে সূত্রস্থানে ঋতুভেদে দোষের চয়, প্রকোপ ও প্রশম হয় বলা হই-য়াছে। আর যে ঋতুতে যাহা বর্জ্জনীয় ও সেবনীয়, তাহাও তস্যাশিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ২০৬। কোন কোন স্থলে চিকিৎসা না করার পক্ষে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। রোগী দুর্ব্বল হইলে নানাপ্রকার বিকল্পপূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে হয়, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপে মুহুর্ম্মুহুঃ রোগ ও রোগীর অবস্থা বিচারপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে চিকিৎসা-কালে মুগ্ধ হইতে হয় না। ২০৭। এইরূপে রোগাদি সম্বন্ধে ষট্‌কাল বিবেচনা না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে শস্যের অকালবর্ষার ন্যায় অনিষ্টজনক হয়। ২০৮। বাতজাদি ব্যাধি সকল ঋতু, দিবস, রাত্রি, বয়স ও ভোজনকাল অপেক্ষা করিয়া ভিন্ন প্রকার হয়। সেই সকল ভেদের বিচারকে কালবিচার কহে। ২০৯। শ্লেষ্মজ রোগ সকল বসন্তে; পিত্তজ রোগ সকল শরৎকালে এবং বাতিক রোগ সকল বর্ষাকালেই প্রায় প্রাদুর্ভূত হয়। ২১০। রাত্রির প্রথম ভাগে, দিবা-শেষে (বৈকালে) এবং বয়সের অন্তে (বার্দ্ধক্যে) বাতজ রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হয়। প্রাতঃ-কালে ও রাত্রির প্রথমে কফজ রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হয় এবং পিত্তজ রোগ সকল মধ্য রাত্রিতে ও মধ্যাহ্নে প্রাদুর্ভূত হয়। [এই-রূপ কফজ রোগ সকল প্রথম বয়সে ও পিত্তজ রোগ সকল মধ্যবয়সে এবং বাতজ রোগ সকল বৃদ্ধবয়সে প্রাদুর্ভূত হয়]। ভুক্তান্ন জীর্ণ হইবার পর বায়ু; ভুক্তান্ন জীর্ণ হইবার সময়ে পিত্ত এবং অন্ন ভুক্ত হইবামাত্র শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়। ২১১। যেমন অল্প জল মহান্ অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না,

দোষবচ্চাতিমাত্রং স্যাচ্ছস্যস্যাতূদকং যথা॥
সম্প্রধার্য্য বলং তস্মাদাময়স্যৌষধস্য চ॥
নৈবাতি বহ্বল্পাত্যল্পং ভৈষজ্যমবচারয়েৎ॥২১২
ঔচিত্যাদ্‌যস্য যৎ সাত্ম্যং দেশস্য পুরুষস্য চ।
অপথ্যমপি নৈকান্তাৎ তৎ ত্যজন্নভতে
সুখম্॥ ২১৩
বাহ্লীকাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ শূলীকা যবনাঃ শকাঃ।
মাংসগোধূমমাধ্বীকশস্ত্রবৈশ্বানরোচিতাঃ॥
ক্ষীরসাত্ম্যাস্তথা প্রাচ্যা মৎস্যসাত্ম্যাশ্চ সৈন্ধবাঃ।
অশ্মকাবন্তিকানান্তু তৈলাজ্যং সাত্ম্যমুচ্যতে॥
কন্দমূলফলং সাত্ম্যং বিদ্যান্মলয়বাসিনাম্।
সাত্ম্যং দক্ষিণতঃ পেয়া মন্থশ্চোত্তরপশ্চিমে॥
মধ্যদেশে ভবেৎ সাত্ম্যং যবগোধূমগোরসাঃ॥
তেষাং তৎ সাত্ম্যযুক্তানি ভৈষজ্যান্যবচারয়েৎ
সাত্ম্যং হ্যাশুবলং ধত্তে নাতিদোষঞ্চ বহ্বপি।
যোগৈরেবং চিকিৎসন্ হি দেশাদ্যজ্ঞোঽপ-
রাধ্যতি॥ ২১৪
বয়োবলশরীরাদিভেদা হি বহবো মতাঃ।
তথান্তঃ সন্ধিমার্গাণাং দোষাণাং গূঢ়-
চারিণাম্॥ ২১৫
ভবেৎ কদাচিৎ কার্য্যাপি বিরুদ্ধাভিমতা ক্রিয়া
অন্তর্গতং গূঢ়পিত্তং স্বেদসেকোপনাহনৈঃ॥
নয়ন্তো বহিরুষ্ণৈর্হি তথোষ্মং শময়ন্তি তম্।
বাহ্যেশ্চ শীতৈঃ সেকাদ্যৈরুষ্মান্তর্গতিপীড়িতঃ

সেইরূপ ঔষধের মাত্রা অল্প হইলেও রোগাকে নিবারণ করিতে পারে না। আবার যেমন অধিক জল শস্যের হানি করে, সেইরূপ ঔষধের মাত্রা অধিক হইলে রোগীর অপকার হয়। অতএব রোগ ও ঔষধের বল বিবেচনা করিয়া না অধিক না অত্যল্প ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ২১২। যে দেশে যে দ্রব্য চলিত বলিয়া সেই দেশের লোকের সাত্ম্য অথবা যে দ্রব্য যে পুরুষের প্রকৃতির উপযোগী বলিয়া তাহার সাত্ম্য, তাহা শাস্ত্রানুসারে অপথ্য হইলেও হঠাৎ একেবারে পরিত্যাগ করিলে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়। বাহ্লীক, পহ্লব (গঙ্গাধর পাঠ—শাড়বল), চীন, শূলীক (গঙ্গাধরপাঠ শুলীক), যবন ও শকদেশীয় লোকদিগের মাংস, গোধূম, মাধ্বীক শস্ত্র ও অগ্নি সাত্ম্য। পূর্ব্বদেশবাসীরা দুগ্ধসাত্ম্য (গঙ্গাধরপাঠ—মৎস্য-সাত্ম্য), সিন্ধুদেশের লোকেরা মৎস্য-সাত্ম্য (গঙ্গাধরপাঠ—দুগ্ধসাত্ম্য); অশ্মকদেশীয় ও "অবন্তিদেশীয়" লোকদিগের তৈল ও ঘৃত সাত্ম্য (গঙ্গাধরপাঠ—তৈল ও অম্ল সাত্ম্য); মলয়বাসীদিগের কন্দ মূল ও ফল সাত্ম্য; দাক্ষিণাত্যেরা পেয়াসাত্ম্য; উত্তর পশ্চিমের লোকেরা মণ্ডসাত্ম্য; মধ্যদেশের সাত্ম্য যব গোধূম ও গোদুগ্ধ। এই সকল দেশের লোকদিগকে তাহাদের সেই সেই সাত্ম্য বিবেচনা করিয়া ভৈষজ্য প্রয়োগ করিতে হয়। যেহেতু সাত্ম্য দ্রব্য শীঘ্রই বলকারক হয় এবং সাত্ম্য দ্রব্যের মাত্রা অধিক হইলেও বিশেষ দোষজনক হয় না। চিকিৎসক দেশাদি না বুঝিয়া কেবল নির্দ্দিষ্ট যোগসমূহ দ্বারা চিকিৎসা করিলে অপরাধী হইয়া থাকেন। ২১৪। রোগীদিগের বয়স, বল ও শরীরাদির ভেদ নানাপ্রকার হয়। সেইরূপ অভ্যন্তরচারী, সন্ধিগত, স্রোতোগত ও গূঢ়চারী দোষদিগেরও নানাপ্রকার ভেদ হয়। ২১৫। কখন শাস্ত্রবিরুদ্ধ ক্রিয়াও অভিমত হইয়া থাকে। [কারণ শাস্ত্রে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল বিধি সাধারণতঃ উপযোগী। ভিন্ন ভিন্ন রোগীর ভিন্ন ভিন্ন সাত্ম্যাদি বিচার করিয়া নূতন বিধির প্রয়োগ করা চিকিৎসকের পক্ষেই সম্ভব হয়। মনে কর, শাস্ত্রে আছে যে,] পিত্তে উষ্ণ ক্রিয়া অবৈধ। অথচ দাহাদি পিত্ত-লক্ষণযুক্ত স্ফোটকাদিতে স্বেদ, উষ্ণ সেক ও উষ্ণ উপনাহ প্রয়োগ করিলে অন্তর্গত গূঢ় পিত্ত বহির্দ্দেশে আনীত হইয়া দাহাদির শান্তি হয়। এ স্থলে উষ্ণ দ্বারাই উষ্মার শান্তি হইতেছে। যদি এ স্থলে বহির্দ্দেশে শীতল সেকাদি প্রয়োগ করা যায়, তবে উষ্মা শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পীড়ার বৃদ্ধি করে। আবার

সোঽন্তর্গূঢ়ং কফং হন্তি শীতং শীতৈস্তথা জয়েৎ
সূক্ষ্মঃ পিষ্টঘনো লেপশ্চন্দনস্যাপি দাহকৃৎ ॥
ত্বগ্‌গতস্যোষ্মণো রোধাচ্ছীতকৃচ্চান্যথাগুরোঃ।
ছর্দ্দিঘ্না মক্ষিকাবিষ্ঠা মক্ষিকৈব তু বাময়েৎ ॥
দ্রব্যেষু স্নিগ্ধদগ্ধেষু চৈব তেষ্বেব বিক্রিয়া।
তস্মাদ্দোষৌষধাদীনি পরীক্ষ্য দশ তত্ত্বতঃ।
কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতং প্রাজ্ঞো ন যোগৈরেব কেবলৈঃ ॥ ২১৬
নিবৃত্তোঽপি পুনর্ব্যাধিঃ স্বল্পেনায়াতি হেতুনা।
ক্ষীণে মার্গীকৃতে দেহে শেষঃ সূক্ষ্ম ইবানলঃ ॥
তস্মাৎ তমনুবর্ত্তীয়াৎ প্রয়োগেণানপায়িনা ॥ ২১৭

দেখ, যখন ব্রণে পূযাদি লক্ষণযুক্ত কফ অন্তর্গূঢ় থাকে, তখন ঘৃতাদি শীতল প্রলেপ দ্বারা উষ্মা অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে শুষ্ক করিয়া থাকে। এ স্থলে শীত দ্বারা শীতের শান্তি হইতেছে। দেখ, রক্তচন্দন শীতল অথচ যদি তাহা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঘন প্রলেপ দেওয়া যায়, তবে দাহ হইতে থাকে, কারণ তাহাতে ত্বগ্‌গত উষ্মার রোধ হয়। আবার দেখ, অগুরু উষ্ণ হইলেও যদি উহা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পাতলা প্রলেপ দেওয়া যায়, তবে দাহশান্তি হয়। [পাশ্চাত্য মতে যে দ্রব্য উৎপতনশীল অর্থাৎ শরীরে লাগাইলেই অল্পক্ষণ পরেই উড়িয়া যায়, তাহাতে শৈত্য হইয়া থাকে। অগুরুও সেইরূপ উৎপতনশীল বলিয়াই বোধ হয় এ স্থলে শৈত্যকারক হয়]। দেখ, মক্ষিকার বিষ্ঠা, বমিনাশক কিন্তু মক্ষিকা বমিকারক। এইরূপ দ্রব্য সকল স্নিগ্ধ বা দগ্ধ হইলে গুণান্তর হয়। অতএব চিকিৎসক কেবল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যোগসমূহ দ্বারাই চিকিৎসা না করিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষৌষধাদি দশবিধ পরীক্ষণীয় বিষয় বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবেন। ২১৬। ব্যাধি একবার নিবৃত্ত হইলেও স্বল্প কারণেই পুনরাবৃত্ত হয়। দোষ স্বমার্গে আনীত ও ক্ষীণ হইলেও সূক্ষ্ম অগ্নির ন্যায় উহার শেষ থাকিয়া যায়। অতএব রোগ নিবৃত্ত হইলেও অনপায়ী ঔষধ দ্বারা উহার কিছুকাল চিকিৎসা করা উচিত। ২১৭।

সিদ্ধার্থং প্রাক্ প্রযুক্তস্য সিদ্ধস্যাপ্যৌষধস্য তু।
কাঠিন্যাদনুভাবাদ্বা দোষোঽন্তঃ কুপিতো মহান্
পথ্যৈর্মৃদুত্বতাং নীতো মৃদুদোষকরো ভবেৎ।
পথ্যমপ্যশ্নতস্তস্মাদ্‌যো ব্যাধিরুপজায়তে।
জাত্যৈবং বৃদ্ধিমভ্যাসমথবাপ্যন্য কারয়েৎ ॥ ২১৮
সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাদ্বা পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতম্।
কল্পনাবিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনঃ ॥
মনসোঽর্থানুকূল্যাদ্ধি তুষ্টিরূর্জ্জা রুচির্বলম্।
সুখোপভোগতা চ স্যাদ্ব্যাধেশ্চাতো বলক্ষয়ঃ ॥ ২১৯
লৌল্যাদ্দোষক্ষয়াদ্ব্যাধের্বৈধর্ম্যাচ্চাপি যারুচিঃ।
তাসু পথ্যোপচারঃ স্যাদ্‌যোগেনাদ্যং বিকল্পয়েৎ ॥ ২২০
তত্র শ্লোকাঃ।
বিংশতির্ব্যাপদো যোনের্নিদানং লিঙ্গমেব চ।

যদি আভ্যন্তরিক দোষ অত্যন্ত কুপিত হয় তবে তাহার প্রতীকারার্থে ইতিপূর্ব্বে ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকিলে হয়তো সেই ঔষধ সিদ্ধ হইলেও তাহার কঠিনতা বা স্বল্পতা বশতঃ রোগের অনুবন্ধ থাকিয়া যায়, কিন্তু রোগী তৎকালে পথ্যসেবী হইলে রোগ স্বল্পীকৃত হইয়া অল্পই দোষকর হয়। অতএব যদি রোগী পথ্যাশী হইলেও ব্যাধির বৃদ্ধি হয়, তবে অন্যপ্রকার পথ্যের অভ্যাস করাইবে। ২১৮। সতত একপ্রকার দ্রব্য সেবন বা স্বাদু দ্রব্যের অভাব বশতঃ পথ্যে দ্বেষ হইলে পথ্যের কল্পনান্তর দ্বারা রোগীর প্রিয়ত্ব সম্পাদন করিবে। বিষয়সমূহে মনের রুচি থাকিলেই তুষ্টি, উর্জ্জা, মুখের রুচি, বল, সুখোপভোগ হয় এবং তাহা হইলেই ব্যাধির বলক্ষয় হয়। ২১৯। লোভবশতঃ বা বাতাদিদোষের ক্ষীণতা বশতঃ বা ব্যাধির বৈগুণ্য বশতঃ যে অরুচি হয়, সেই অরুচি পথ্যাচার দ্বারা শান্ত করিবে। আর এরূপ স্থলে প্রথম সেবিত খাদ্যের কল্পনান্তর করিবে। [লোভ বশতঃ অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ভোজন করিতে গিয়া কুৎ-

চিকিৎসা চাপি নির্দ্দিষ্টা শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া
শুক্রদোষাস্তথা চাষ্টৌ নিদানাকৃতিভেষজৈঃ।
ক্লৈব্যান্যুক্তানি চত্বারি চত্বারঃ প্রদরাস্তথা॥
তেষাং নিদানলিঙ্গঞ্চ ভৈষজ্যঞ্চৈব কীর্ত্তিতম্।
ক্ষীরদোষাস্তথা চাষ্টৌ হেতুলিঙ্গভিষগ্-
জিতৈঃ॥
তেষাং চিকিৎসা নির্দ্দিষ্টা সমাসব্যাসতো ময়া।
রেতসো রজসশ্চৈব কীর্ত্তিতং শুদ্ধলক্ষণম্॥
উক্তানুক্তচিকিৎসা চ সম্যগ্‌যোগস্তথৈব চ।
দেশাদিগুণশংসা চ কালঃ ষড়্‌বিধ এব চ॥

দেশে দেশে চ যৎ সাত্ম্যং যথা বৈদ্যো-
হপরাধ্যতি।
চিকিৎসা চাপি নির্দ্দিষ্টা দোষাণাং গূঢ়-
চারিণাম্॥ ২২১
যো হি সম্যক্ ন জানাতি শাস্ত্রং শাস্ত্রার্থমেব চ।
ন কুর্য্যাৎ স ক্রিয়াংচিত্রমচক্ষুরিব চিত্রকৃৎ॥ ২২২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
চিকিৎসিতস্থানে যোনিব্যাপচ্চিকিৎসিতং
নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে।
চিকিৎসিতমিদং স্থানং ষষ্ঠং পরিসমাপিতম্

সিত দ্রব্য ভোজন করিয়া ফেলিলে অরুচি হয়]। ২২০। এই অধ্যায়ের সূচী;—এই যোনিব্যাপচ্চিকিৎসিত অধ্যায়ে বিংশতি প্রকার যোনিব্যাপৎ, উহাদের নিদান লক্ষণ ও ভেষজ এবং চিকিৎসা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অষ্ট প্রকার শুক্রদোষ এবং উহার নিদান, লক্ষণ ও ভেষজ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চারি প্রকার ক্লৈব্যরোগ এবং প্রদর ও উহাদের নিদান, লক্ষণ ও ঔষধ বর্ণনা করা হইয়াছে। অষ্ট-প্রকার স্তন্যদোষ এবং উহাদের নিদান, লক্ষণ ঔষধ ও চিকিৎসা সংক্ষেপে ও সবিস্তরে বর্ণনা করা হইয়াছে। শুক্র ও আর্ত্তবের শুদ্ধিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ও অনুক্ত রোগের চিকিৎসা, সম্যক্‌যোগ, দেশাদির গুণ, ষড়্‌বিধ কাল, যে দেশের যেরূপ সাত্ম্য, যেরূপ কার্য্য করিলে বৈদ্যকে অপরাধী হইতে হয় এবং গূঢ়চারী দোষদিগের চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২২১। যে চিকিৎসক শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ অবগত নহেন, তিনি অন্ধ চিত্রকরের ন্যায় সকল কার্য্যেই অক্ষম। ২২২

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

ক্রিমিরোগ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা রোগের নিদান ও ঔষধ বিমানস্থানের অষ্টমাধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগন্দর গণ্ডমালা ও স্ফোটক প্রভৃতি শোথাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। অম্লপিত্ত, গ্রহণীরোগের অন্তর্গত। শূলরোগ কতক গ্রহণী রোগাধ্যায়ে এবং কতক বাতব্যাধির পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। গর্ভিণী, বালক, প্রসূতি ও ধাত্রীর চিকিৎসা শারীরস্থানের অষ্টমাধ্যায়ে আছে; হৃদ্রোগ, মূত্রাঘাত, কয়েক প্রকার শিরোরোগ ও বায়ুরোগ সিদ্ধিস্থানের নবম অধ্যায়ে উপদিষ্ট আছে। রোগী অবস্থাভেদে ও উপদ্রবভেদে অসংখ্য। সকল রোগের চিকিৎসা চিকিৎসাস্থানে নাই; কেবল উদাহরণার্থ কতকগুলিমাত্র রোগের চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১৯৬পৃঃ দেখ)। আবার বাতিক, পৈত্তিক ও শৈষ্মিক ভেদে সকল রোগের চিকিৎসাই তিন প্রকার। অতএব চিকিৎসাস্থানে কোন রোগের চিকিৎসা বিবৃত না থাকিলেও লক্ষণদৃষ্টে তাঁহার চিকিৎসা হইতে পারে। মনে কর, বক্ষে বেদনা ধরিয়াছে; এবং মর্দ্দন করিলে উপশম বা আরাম বোধ হইতেছে। এস্থলে বাতবেদনা বুঝিতে হইবে এবং বায়ুনাশক প্রলেপাদি প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি বেদনাস্থানে স্পর্শ অসহ্য হয়, তবে পিত্তের প্রবলতা শঙ্কা করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। মনে কর, যেন চরকে বিসূচিকার (এসিয়াটিক কলেরার) বিস্তৃত বিবরণ নাই, যেন ডাক্তারীতে উহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এইরূপ স্থলে লক্ষণ পাঠ করিয়া চরকমতে চিকিৎসা কল্পনা করা যাইতে পারে। অথবা ডাক্তারীমতে বিসূচিকার লক্ষণ যথা;—

১। বিষ্ঠার বর্ণ আমানীর ন্যায় সাদা। ইহা শ্লেষ্মার লক্ষণ।

২। হঠাৎ বলক্ষয়। ইহা বায়ুপ্রকোপের লক্ষণ।

৩। সর্ব্বাঙ্গ শীতল। ইহা বাত-শ্লেষ্মা ও পিত্তের লক্ষণ।

৪। অতিঘর্ম্ম। ইহা বাতশ্লেষ্ম-প্রকোপের লক্ষণ।

৫। খল্লী। ইহা বায়ুপ্রকোপের লক্ষণ।

৬। নাড়ী দমিয়া যায়। বায়ুপ্রকোপের লক্ষণ।

৭। অনিবার্য্য তৃষ্ণা। বায়ুপ্রকোপের লক্ষণ।

৮। অপতন্ত্র ও অঙ্গবিক্ষেপ। বাতশ্লেষ্ম-প্রকোপের লক্ষণ।

৯। শ্যামবর্ণ। বায়ুপ্রকোপের লক্ষণ।

১০। সর্ব্বশরীরে সূচীভেদবৎ অনুভব। বায়ুপ্রকোপের লক্ষণ।

১১। শিরঃশূল। বায়ু বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপের লক্ষণ।

১২। চক্ষু মগ্ন। বায়ুপ্রকোপের লক্ষণ।

১৩। স্বরভঙ্গ, বায়ু বা বাতশ্লেষ্ম-প্রকোপের লক্ষণ

১৪। শ্বাস। বায়ু বা বাতশ্লেষ্ম-প্রকোপের লক্ষণ।

১৫। মূত্রাঘাত। বায়ুপ্রকোপের লক্ষণ।

১৬। আধ্মান। বায়ু বা বাতশ্লেষ্ম-প্রকোপের লক্ষণ।

১৭। তন্দ্রা। বায়ু বা বাতশ্লেষ্ম-প্রকোপের লক্ষণ।

তবেই স্থির হইতেছে যে, বিসূচিকা বাতশ্লেষ্মোল্বণ ও ক্ষীণপিত্ত সন্নিপাত। অতএব ইহার ঔষধ দশমূল প্রভৃতি এবং তাপ স্বেদ প্রভৃতি। এইরূপে লক্ষণ শ্রবণ মাত্রেই যে কোন রোগের আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা স্থির করা যাইতে পারে।

চিকিৎসিতস্থান সমাপ্ত

কল্পস্থানম্।

—০—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মদন-কল্পঃ

অথাতো মদনকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ১

অথ খলু বমনবিরেচনার্থং মদনফলাদি-ত্রিবৃতাদীনাং বমনবিরেচনদ্রব্যাণাং সুখোপ-ভোজ্যতমৈঃ সহান্যৈর্দ্রব্যৈঃ বিবিধৈস্তদ্যোগা-নাঞ্চ ক্রিয়াবিধেঃ সুখোপায়স্য সম্যগুপকল্পনার্থং কল্পস্থানমুপদেক্ষ্যামোঽগ্নিবেশ ॥ ২

তত্র দোষহরণমূর্দ্ধভাগং বমনসংজ্ঞমধো-ভাগং বিরেচনসংজ্ঞম্, উভয়ং বা শরীরমল-রেচনাদ্বিরেচনশব্দং লভতে ॥ ৩

তত্রোক্ততীক্ষ্ণসূক্ষ্মব্যবায়িবিকাশীন্যৌষধানি স্ববীর্য্যেণ হৃদয়মুপেত্য ধমনীরনুসৃত্য স্থূলাণু-স্রোতোভ্যঃ কেবলং শরীরগতং দোষসঙ্ঘাত-মাগ্নেয়ত্বাদ্বিষ্যন্দয়তি তৈক্ষ্ণ্যাদ্বিচ্ছিন্দতি ॥ ৪

স বিচ্ছিন্নঃ পরিপ্লবঃ স্নেহভাবিতে কায়ে স্নেহাক্তভাজনস্থমিব ক্ষৌদ্রমসজ্জনপ্রবণভাবা-দামাশয়মাগত্যোদানপ্রণুন্নোঽগ্নিবায়্বাত্মকত্বাদূর্দ্ধ-ভাগপ্রভাবাদৌষধস্যোর্দ্ধমুৎক্ষিপ্যতে। সলিল-পৃথিব্যাত্মকত্বাদধোভাগ-প্রভাবাচ্চৌষধস্যাধঃ-প্রবর্ত্ততে। উভয়তশ্চোভয়গুণত্বাদিতি লক্ষণো-দেশঃ ॥ ৫

তত্র ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবকুটজকৃত-

প্রথম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা মদনকল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। সূত্রস্থানে মদনফলাদি বমনদ্রব্য ও তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচনদ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ সকল দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া বহুসংখ্যক বমন ও বিরেচন যোগ রচনা করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে যে সকল দ্রব্য অতিশয় সুখোপভোগ্য, সম্প্রতি সেই সকল দ্রব্যের সহিত ইহাদের মিশ্রণ করিয়া যেরূপে সুখকর চিকিৎসাবিধির কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাই এই কল্পস্থানে বলিতেছি। ২। তন্মধ্যে যাহা দোষকে মুখ দিয়া হরণ করে, তাহার নাম বমন এবং যাহা দোষকে অধো-দিক্ দিয়া হরণ করে, তাহাকে বিরেচন কহে। অথবা শরীরের মলকে নিঃসারণ করে বলিয়া বমন ও বিরেচন উভয়কেই বিরে-চন বলা যায়। ৩। ঐ সকল বিরেচন দ্রব্যের মধ্যে উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, ব্যবায়ী ও বিকাশী ঔষধসমূহ সেবন মাত্র স্ববীর্য্যপ্রভাবে প্রথমে হৃদয়ে উপস্থিত হয়, পরে তথা হইতে ধমনীসমূহযোগে অনুসরণপূর্ব্বক আগ্নেয়ত্ব হেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহ হইতে কেবল দোষ-পদার্থ-দিগকেই বিষ্যন্দিত ও দ্রবীভূত করে এবং তীক্ষ্ণতা হেতু উহাদিগকে স্ব স্ব স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন করে। [তবেই বলা হইল যে, তীক্ষ্ণ-বমন ও বিরেচন দ্রব্যের ক্রিয়া প্রথমতঃ হৃদয়ে হয়, পরে হৃদয় দ্বারা অন্যত্র হয়]। ৪। যদি বমন বা বিরেচন দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বে শরীরকে স্নেহান্বিত করা যায়, তবে সেই দোষসঙ্ঘাত বমন বা বিরেচন দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও দ্রবীভূত হইবার পর, মধু যেমন স্নেহাক্ত পাত্রে সংলগ্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ স্নেহাক্ত শরীরে সংলগ্ন থাকিতে পারে না। তখন প্রবণত্ব (গড়ানে) হেতু আমাশয়ে আগমন করে। পরে, বমনদ্রব্য অগ্নিবায়্বাত্মক সুতরাং ঊর্দ্ধভাগে প্রভাবশালী বলিয়া, সেই আমাশয়স্থ দোষ উদানবায়ু-যোগে ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়। আর, বিরেচন-দ্রব্য ক্ষিতিজলাত্মক, সুতরাং অধোগমনশীল বলিয়া, অধোদিকে নিক্ষিপ্ত হয়। আবার বমন-বিরেচন উভয়ের যোগ হইলে অধঃ ঊর্দ্ধ উভয় দিকেই নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ৫। তন্মধ্যে মদনফল, জীমূতক (সূত্রস্থান ১ম অধ্যায় ৪৪।৪ প্রকরণে দেখ) তিতলাউ, ধামা-

বেধনানাং, শ্যামাত্রিবৃচ্চতুরঙ্গুলতিল্বকমহাবৃক্ষ-সপ্তলাশঙ্খিনী-দন্তীদ্রবন্তীনাঞ্চ, নানাবিধদেশ-কালসম্ভব-স্বাতুরসবীর্য্য-বিপাক-প্রভাবগ্রহণানাং দেহদোষপ্রকৃতিবয়োবলাগ্নিভুক্তি-সাত্ম্যরোগা-বস্থাদীনাং নানাত্মকত্বাচ্চ, বিচিত্রগন্ধবর্ণরস-স্পর্শানামুপযোগসুখার্থমসঙ্খ্যেয়সংযোগানামপি চ সতাং দ্রব্যাণাম্, বিকল্পমার্গদর্শনার্থং ষড়্-বিরেচনযোগশতানি ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ৬

তানি তু দ্রব্যাণি দেশকালগুণভাজনসম্প-দ্বীর্য্যবলাধানাৎ ক্রিয়াসমর্থতমানি ভবন্তি॥ ৭

ত্রিবিধঃ খলু দেশো জাঙ্গলোঽনূপঃ সাধা-রণশ্চেতি। তত্র জাঙ্গলঃ পর্য্যাকাশভূয়িষ্ঠঃ। তরুভিরপি কদর-খদিরাশনাশ্বকর্ণধব-তিনিশ-শল্লকীসালসোমবল্কবদরীতিন্দুকাশ্বত্থবটামলকীবন-গহনঃ। অনেকশমীককুভশিংশপাপ্রায়ঃ স্থির-শুষ্ক-পবনবলবিধূয়মান-প্রনৃত্যত্তরুণ-বিটপঃ। প্রততমৃগতৃষ্ণাকূপোপগূঢ়তনুখরপরুষ-সিকতা-শর্করাবহুলঃ। লাবতিত্তিরিচকোরানুপ্রচিত-ভূমিভাগো বাতপিত্তবহুলস্থিরকঠিনমনুষ্যপ্রায়ো জাঙ্গলো জ্ঞেয়ঃ॥ ৮

অথানূপো হিন্তাল-তমালনারিকেলকদলী বনগহনঃ সরিৎসমুদ্রপর্য্যন্তপ্রায়ঃ শিশির-পবনবহুলো বঞ্জুলবানীরোপশোভিততীরাভিঃ সরিদ্ভিরুপগতভূমিভাগঃ। অক্ষিতিধরো ন-কুঞ্জোপশোভিতো মন্দপবনানুবীজিতঃ ক্ষিতি-রুহ-গহনোঽনেক-বন-রাজী-পুষ্পিত-বন-গহনো ভূমিভাগঃ। স্নিগ্ধতরুপ্রতানোপগূঢ়হংসচক্র-বাকবলাকানন্দীমুখ-পুণ্ডরীক-কাদম্বরীককাদম্ব-মদ্গু-ভৃঙ্গরাজ-শতপত্রমত্তকোকিলমুদিত-তরুণ-

র্গব, কুটজ ও কৃতবেধন এই ছয়টী বমনদ্রব্য এবং শ্যামমূলা ত্রিবৃৎ, রক্তমূলা ত্রিবৃৎ, সোঁদাল, লোধ, মনসা, সপ্তলা, শঙ্খিনী, দন্তী, ও দ্রবন্তী এই নয়টী বমনদ্রব্য দেশের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। ইহারা স্বাতুরস দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলেও বীর্য্য বিপাক ও প্রভাবের ব্যত্যয় হয় না। ইহাদের অসংখ্য যোগ হইতে পারে, তন্মধ্যে ছয়শত ভিন্ন ভিন্ন যোগ ব্যাখ্যা করিব। এত অধিক যোগ ব্যাখ্যা করিবার কারণ এই যে, মানবদেহের দোষ, প্রকৃতি, বয়স, বল, অগ্নি, ভোজনসাত্ম্য, রোগ ও অবস্থা প্রভৃতি বহু প্রকার। আর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সুখসেব্য হইতে পারে, এই অভি-প্রায়ে বমন ও বিরেচন যোগসমূহের গন্ধ বর্ণ রস ও স্পর্শ নানা প্রকার করা হইবে। ৬। ঐ সকল দ্রব্যের দেশ, কাল, গুণ ও আধারের উৎকর্ষ ও বীর্য্যবল যথোচিত থাকিলে অতি-শয় ক্রিয়াসামর্থ্য হয়। ৭। দেশ তিন প্রকার; —জাঙ্গল, অনূপ ও সাধারণ। জাঙ্গল দেশের উত্তরভাগে সুবিস্তৃত আকাশ বিরাজমান এবং নিম্নে কদর, খদির, অশন, অশ্বকর্ণ, ধব, তিনিশ, শল্লকী, সাল, সোমবল্ক, বদরী, তিন্দুক, অশ্বত্থ, বট ও আমলকীর গহনবনসমূহ। স্থানে স্থানে শমী, ককুভ ও শিংশপা বৃক্ষই অধিক। তরুশাখাগণ স্থির, শুষ্ক পবনবলে বিধূয়মান হইয়া যেন নৃত্য করিতেছে। আবার কোন কোন স্থান বা বিস্তৃত মরুভূমি। তথায় সতত মরীচিকা বর্ত্তমান, স্থানে স্থানে গূঢ় কূপ, প্রায় সর্ব্বত্রই তনু খর পরুষ সিকতা ও শর্করার বহু-লতা। ভূমি সকল লাব তিত্তিরি ও চকোর পক্ষীতে আচ্ছন্ন। জাঙ্গল দেশ বাতপিত্ত-বহুল। এখানকার মনুষ্যগণ প্রায়ই দৃঢ় ও কঠিন। [তবেই জাঙ্গল শব্দের অর্থ—জঙ্গল ও মরুদেশ]। ৮। অনূপদেশ হিন্তাল, তমাল, নারিকেল ও কদলী বনের প্রাচুর্য্য থাকে। ইহার পর্য্যন্ত ভাগে প্রায়ই সরিৎ বা সমুদ্র; সর্ব্বত্র শীতল বায়ুর বহুলতা এবং ভূমিগণ বঞ্জুল বানীর বনে উপশোভিত নদীসমূহে আকীর্ণ দৃষ্ট হয়। এখানে পর্ব্বত নাই, গিরি-কুঞ্জের শোভা নাই; কিন্তু মন্দপবনবীজিত তরুগণের প্রাচুর্য্য, অনেক বনরাজী এবং পুষ্পিতবন-গহন ভূমি সকল দৃষ্ট হয়। এখানে হংস, চক্রবাক, বলাকা, নন্দীমুখ, পুণ্ডরীক, কাদম্ব, মদ্গু, ভৃঙ্গরাজ ও শতপত্র পক্ষিগণ স্নিগ্ধ তরুলতা-জালের অন্তরালে গূঢ় থাকিয়া

বিটপঃ। সুকুমারপুরুষঃ পবনকফপ্রায়ো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৯

অনয়োরেব দ্বয়োর্দেশয়োর্বীরুদ্বনস্পতিবানস্পত্যশকুনি-মৃগগণযুতঃ স্থিরসুকুমারবর্ণসংহননোপপন্নসাধারণগুণযুক্তপুরুষঃ সাধারণো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১০

তত্র দেশে জাঙ্গলে সাধারণে বা যথাকালং শিশিরাতপপবনসলিলসেবিতে সমে শুচৌ প্রদক্ষিণে শ্মশানচৈত্যদেবযজনাগারশ্বভ্রারামবল্মীকোষরবিরহিতে কুশরোহিষাস্তীর্ণে স্নিগ্ধকৃষ্ণসুবর্ণবর্ণমধুরমৃত্তিকে মৃদাবফালকৃষ্টেঽনুপহতেঽন্যৈর্বলবত্তরৈর্দ্রুমৈরৌষধানি জাতানি তানি প্রশস্তন্তে ॥ ১১

তত্র জানি কালজাতান্যুপগতসম্পূর্ণপ্রমাণরসবীর্য্যগন্ধাদিকালাতপাগ্নিসলিলপবন- জন্তুভিরনুপহতগন্ধবর্ণরসস্পর্শপ্রভাবাণি প্রত্যগ্রাণি উদীচ্যাং দিশি স্থিতানি তেষাং শাখাপলাশমচিরপ্ররূঢ়ং বর্ষাবসন্তয়োর্গ্রাহ্যং গ্রীষ্মে মূলানি শিশিরে বা শীর্ণপ্ররূঢ়পর্ণানাং শরদি ত্বক্কন্দক্ষীরাণি হেমন্তে সারাণি পুষ্পফলমিতি মঙ্গলাচারঃ কল্যাণবৃত্তঃ শুচিঃ শুক্লবাসাঃ সম্পূজ্য দেবতামশ্বিনৌ গোব্রাহ্মণাংশ্চ কৃতোপবাসঃ প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা গৃহ্নীয়াৎ ॥ ১২

গৃহীত্বা চানুরূপগুণবদ্ভাজনে সংস্থাপ্যাগারেষু প্রাগুদগ্দ্বারেষু নিবাতপ্রবাতৈক-

---

স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে; মত্তকোকিলগণ তরুণতরুশাখাসমূহে উপবিষ্ট হইয়া প্রফুল্লচিত্তে গান করে; এখানকার পুরুষেরা কোমলশরীর এবং প্রায়ই বাতশ্লেষ্ম-প্রকৃতি। [বঙ্গদেশ বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ অনূপলক্ষণযুক্ত]। ৯। জাঙ্গল ও অনূপ দেশের মিশ্র লক্ষণযুক্ত হইলে সেই স্থানকে সাধারণ দেশ বা মধ্যদেশ কহে। এই দেশে বনস্পতি ও বানস্পত্য বৃক্ষের (বটাদি বৃক্ষের) প্রাচুর্য্য দেখা যায়। জাঙ্গল ও অনূপ উভয় দেশেরই কতকগুলি মৃগপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার পুরুষদিগের দেহ দৃঢ় অথচ সুকুমার এবং বলযুক্ত ও সংহননযুক্ত। [যথা বাঙ্গালার পশ্চিম দেশ]। ১০। তন্মধ্যে জাঙ্গল ও সাধারণ দেশের ঔষধই প্রশস্ত। ঐ সকল স্থান হইতে যথাকালে ঔষধ গ্রহণ করিতে হয়। এমন স্থান হইতে ঔষধ তুলিতে হইবে, যে স্থান— শীত, রৌদ্র, বায়ু ও জল পাইয়া থাকে। সেই স্থানের ভূমি সমতল, শুচি ও অনুকূল হওয়া আবশ্যক। যেন তথায় শ্মশান, চৈত্য, দেবালয়, যজনালয়, শ্বভ্র (মহাগর্ত্ত), আরাম (উপবন), বল্মীক ও উষর মৃত্তিকার সম্বন্ধ না থাকে। যেন সেই স্থানের ভূমি কুশ ও রোহিষতৃণে আচ্ছন্ন থাকে। যেন সেই স্থানের মৃত্তিকা স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ বা সুবর্ণবর্ণ মধুর ও মৃদু হয়। যেন সেই স্থানের ভূমি লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত না হইয়া থাকে। যেন সেই স্থান কীটাদিদ্বারা উপহত না হয়। সেই স্থান হইতে যে ঔষধ তুলিতে হইবে, যেন তাহা পার্শ্ববর্ত্তী বলবত্তর বৃক্ষসমূহ দ্বারা আক্রান্ত না হয়। এইরূপ স্থানের এইরূপ ঔষধই প্রশস্ত। ১১। সেই সমস্ত ঔষধের মধ্যে যেগুলি যথাসময়ে জাত; সম্পূর্ণপ্রমাণ সম্পূর্ণরস-বীর্য্য ও সম্পূর্ণগন্ধাদিযুক্ত; কাল, আতপ, অগ্নি, সলিল, বায়ু ও কীট কর্ত্তৃক যে সকল ঔষধের গন্ধ বর্ণ রস স্পর্শ ও প্রভাব দূষিত না হইয়াছে এবং যে সকল ঔষধ উৎকৃষ্ট ও উত্তর ভাগে স্থিত, সেই সকল ঔষধই গ্রাহ্য। মঙ্গলাচারপূর্ব্বক সুচরিত্র, শুচি ও শুক্লবসনধারী হইয়া দেবতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও গো-ব্রাহ্মণের পূজা সমাধানান্তে পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখে সেই সকল ঔষধ গ্রহণ করিবে। ঔষধের শাখা পল্লব বর্ষা ও বসন্তকালে গ্রহণ করিতে হয়, যেন ঐ সকল শাখাপল্লব অচিরজাত হয়। গ্রীষ্ম বা শীতকালে বৃক্ষের প্ররূঢ় পত্র সকল পতিত হইবার পর মূল গ্রহণ করিতে হয়। শরৎকালে ত্বক্ কন্দ ও ক্ষীর গ্রহণ করিতে হয় এবং হেমন্তে সার, পুষ্প ও ফল গ্রহণ করিতে হয়। ১২। ঔষধ গ্রহণ করিয়া অনু-

দেশেষু নিত্যপুষ্পোপহারবলিকর্ম্মবৎস্বগ্নি-সলিলোপস্বেদধূম-রজোমূষিক-চতুষ্পদামনভি-গমনীয়ানি স্ববচ্ছন্নানি শিক্যে চাসজ্য স্থাপয়েৎ তত্তানি চ যথাদোষং প্রযুঞ্জীত ॥ ১৩

সুরাসৌবীরকতুষোদকমৈরেয়মেদকধান্যাম্বু-ফলাম্বুদধ্যম্লাদিভির্বাতে ॥ ১৪

মৃদ্বীকামলক-মধুমধুক-পরূষক-ফাণিত ক্ষীরা-দিভিঃ পিত্তে ॥ ১৫

শ্লেষ্মণি তু মধুমূত্রকষায়াদিভির্ভাবিতাস্থা-লোড়িতানি চেত্যুদ্দেশঃ ॥ ১৬

তৎ বিস্তরেণ দ্রব্যদেহদোষসাত্ম্যাদীনি প্রবিভজ্য ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১৭

বমনদ্রব্যাণাং মদনফলানি শ্রেষ্ঠানি আচ-ক্ষতেঽনপায়িত্বাৎ তানি বসন্তগ্রীষ্ময়োরন্তরে পুষ্যাশ্বযুগ্‌ভ্যাং মৃগশিরসা বা গৃহ্ণীয়াৎ মৈত্রে মুহূর্ত্তে। যানি পক্কানি প্রহরিতানি পাণ্ডুন্য-ক্রিমীণ্যকৃশান্যক্ষয়াণি অজর্জ্জানি তানি প্রগৃহ্য কুশপুটে বদ্ধা গোময়েনালিপ্য যবতুষমাষ-শালিকুলত্থমুদ্গপর্ণীনামন্ততমে নিদধ্যাদষ্ট-রাত্রম্। অত ঊর্দ্ধং মৃদুভূতানি তানি মধিরষ্ট-গন্ধান্যুদ্ধৃত্য শোষয়েৎ। সুশুষ্কাণাং ফলানাং পিপ্পলীরুদ্ধরেৎ তাসাং ঘৃতদধিমধুপললবিমৃদি-তানাং পুনঃ শুষ্কাণাং তাসাং নবকলসং সুপ্রমৃষ্টবালুকমরজস্কমাকণ্ঠং পূরয়িত্বা স্ববচ্ছন্নং স্বনুগুপ্তং শিক্যেঽবসজ্য স্থাপয়েৎ ॥ ১৮

অথ চ্ছর্দ্দনীয়মাতুরং দ্ব্যহং ত্র্যহং বা স্নেহ-স্বেদোপপন্নঞ্চ চ্ছর্দ্দয়েদিতি ॥

গ্রাম্যানূপৌদকমাংসরসক্ষীরদধিমাষতিলশাকা-দিভিঃ সমুৎক্লেশিতশ্লেষ্মাণং ব্যুষিতং জীর্ণা-

---

রূপ পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক নিত্য-পুষ্পোপহার-বলিকর্ম্মসম্পন্ন পূর্ব্বদ্বার বা উত্তরদ্বার গৃহে বায়ুশূন্য বা বহুবায়ু না হয়, এরূপ স্থানে শিকের উপর তুলিয়া আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। যেন সেই গৃহ অগ্নি, সলিল, তাপ, ধূম, ধূলি, মূষিক ও চতুষ্পদ জন্তুর গমনীয় না হয়। এইরূপ ঔষধ যথাকালে যথাদোষ প্রয়োগ করিতে হয়। ১৩। বায়ুরোগে সেই সকল ঔষধ সুরা, সৌবীরক, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, ধান্যাম্বু, ফলাম্বু, দধি ও অম্লের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। ১৪। পিত্তে কিসমিস, আমলক, মধু, যষ্টিমধু, ফালসাফল, ফাণিত ও দুগ্ধাদি পিত্ত-নাশক দ্রব্যের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। ১৫। শ্লেষ্মাতে মধু, গোমূত্র, কষায় তিক্ত ও কটুরসযুক্ত কফনাশক ক্বাথে আলোড়িত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ১৬। এইরূপে প্রয়োগ নির্দ্দেশ করা হইল। পুনর্ব্বার সেই প্রয়োগ দ্রব্য দেহ দোষ সাত্ম্যাদি ভেদে বিভাগ করিয়া ব্যাখ্যা করি-তেছি। ১৭। বমন দ্রব্যের মধ্যে মদনফল শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহা অনপায়ী (অনপকারী)। মদনফল বসন্ত ও গ্রীষ্মের সন্ধিকালে পুষ্যা বা অশ্বিনী বা মৃগশিরা নক্ষত্রে মৈত্রমুহূর্ত্তে গ্রহণ করিতে হয়। পক্ক, হরিত, পাণ্ডুবর্ণ, অক্রিমি, অকৃশ, অক্ষত ও অভক্ষিত মদনফল

সকল গ্রহণ করিয়া কুশপুটে আচ্ছাদিত ও গোময় দ্বারা লিপ্ত করিয়া যব তুষ মাষকলায় শালি কুলত্থ বা মুদ্গপর্ণী রাশির মধ্যে অষ্ট-রাত্র রাখিয়া দিবে। পরে মৃদু ও মধুর স্বাদ ইষ্টগন্ধযুক্ত হইলে উদ্ধৃত করিয়া শুষ্ক করিবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পর ফলের দানা (পিপ্পলী) সকল বাহির করিয়া ঘৃত দধি মধু ও তিলচূর্ণের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক করিবে। অনন্তর একটী নূতন কলসী বালুকা ও ধূলি হইতে উত্তমরূপে প্রমার্জ্জিত করিয়া উহা ঐ সকল শুষ্ক বীজে কণ্ঠ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিবে এবং পরে আচ্ছাদনপূর্ব্বক শিকের উপর সাবধানে তুলিয়া রাখিবে। ১৮। অনন্তর যে রোগীকে বমন দিতে হইবে, তাহাকে দুই তিন দিন স্নেহস্বেদ প্রদানপূর্ব্বক বমনের পূর্ব্বদিন এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করাইবে। যথা;—গ্রাম্য আনূপ ঔদক মাংসরস, দুগ্ধ, দধি, মাষ, তিল এবং শাকাদি শ্লেষ্মকারক দ্রব্য। এই সকল দ্রব্য উদর পূরিয়া ভক্ষণ করিলে উহার কফ উৎক্লেশিত

হারং পূর্ব্বাহ্ণে কৃতবলিহোমমঙ্গলপ্রায়শ্চিত্তং নিরন্নমনতিস্নিগ্ধং যবাগ্বা ঘৃতমাত্রং পীতবন্তম্, তাসাং ফলপিপ্পলীনামন্তর্নখমুষ্টিং যাবদ্বা সাধু মন্যতে জর্জ্জরীকৃত্য যষ্টিমধুকষায়েণ কোবিদারকর্ব্বুদারনীপবিদুলীবিম্বীশণপুষ্পীসদাপুষ্পী-প্রত্যক্পুষ্পীকষায়াণামন্যতমেন বা রাত্রিমুষিতং বিমৃদ্য পূতং মধুসৈন্ধবযুক্তং সুখোষ্ণং কৃত্বা পূর্ণং শরাবং মন্ত্রেণানেনাভিমন্ত্রয়েৎ।

ব্রহ্মদক্ষাশ্বিরুদ্রেন্দ্রভূচন্দ্রার্কানিলানলাঃ।
ঋষয়ঃ সৌষধিগ্রামা ভূতসঙ্ঘাশ্চ পান্তু তে॥
রসায়নমিবর্ষীণাং দেবানামমৃতং যথা।
সুধেবোত্তমনাগানাং ভৈষজ্যমিদমস্তু তে॥ ১৯

ইত্যেবমভিমন্ত্র্যোদঙ্মুখমাতুরং পায়য়েত। শ্লেষ্মজ্বর-গুল্ম-প্রতিশ্যায়বন্তং বিশেষেণ পুনরাপিত্তাগমনাৎ তেন সাধু বমতি॥ ২০

হীনবেগস্তু পিপ্পল্যামলকসর্ষপকল্কলবণোষ্ণোদকৈঃ পুনঃপুনঃ প্রবর্ত্তয়েদিত্যয়ং সর্ব্বচ্ছর্দ্দন-যোগবিধিঃ॥ ২১

সর্ব্বেষু তু মধুসৈন্ধবং কফবিলায়নচ্ছেদার্থং বমনেষু বিদধ্যাৎ। ন চোষ্ণবিরোধো মধুনশ্ছর্দ্দনযোগযুক্তস্যাবিপক্ক--প্রত্যাগমনাদ্দোষহরণাচ্চ॥ ২২

ফলপিপ্পলীনাং দ্বৌ ভাগৌ কোবিদারাদি-কষায়েণ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো ভাবয়েৎ। তেন রসেন তৃতীয়ং ভাগং পিষ্ট্বা হরীতকীভির্বিভীতকৈরামলকৈর্বা তুল্যাং বর্ত্তয়েৎ তাসামেকা দ্বে বা পূর্ব্বোক্তানাং কষায়াণামন্যতমস্যাঞ্জলিমাত্রেণ

হইবে। অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে উহার আহার জীর্ণ হইলে উহাকে বলি হোম মঙ্গল-আচরণ ও প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া অন্ন আহার না দিয়া পূর্ণমাত্রায় যবাগূর সহিত ঘৃত পান করাইবে। বমনের পূর্ব্বরাত্রে মদনফলের এক অন্তর্নখমুষ্টি (অর্থাৎ এক মুটো, এক পল নহে) গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ ভাল মনে করিবে, সেই পরিমাণেই গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই সকল দানা সেই রাত্রিতে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া এক সের পরিমাণ যষ্টিমধুর কষায়ের সহিত কিংবা কোবিদার (রক্তকাঞ্চন), কর্ব্বুদার (শ্বেত-কাঞ্চন), নীপ (কেলিকদম্ব), বিদুল (কাল-বেতস), বিম্বী (তেলাকুচা), শণপুষ্পী (ঘণ্টা-রবা), সদাপুষ্পী (আকন্দ) বা প্রত্যক্পুষ্পীর (অপামার্গের) কষায়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। বমনের দিন প্রাতঃকালে দানা সকল কষায়ের সহিত উত্তমরূপে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে; পরে তাহা মধু-সৈন্ধব সংযোগে সুখোষ্ণ করিয়া পূর্ণ এক সের মাত্রায় "ব্রহ্মদক্ষেত্যাদি" মন্ত্র সহকারে পূত করিবে। ১৯। এইরূপে ঔষধ মন্ত্রপূত করিয়া রোগীকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া পান করাইবে [গঙ্গাধর-

[illegible]

পূর্ব্বমুখে বসাইবে]। বিশেষতঃ শ্লেষ্মজ্বর, গুল্ম ও প্রতিশ্যায়ে এই বমন প্রয়োগ করিতে হয়। পিত্তোদ্গম হইলেই জানিবে যে বমন সম্যক্ হইয়াছে'। [ইতি নয় প্রকার বমন-যোগ]। ২০। বমনের বেগ হীন হইলে মদনফল প্রয়োগের পর পিপুল, আমলকী ও সর্ষপের কল্ক, সৈন্ধব লবণ ও উষ্ণোদকের সহিত পুনঃপুনঃ পান করাইয়া বেগ প্রবর্ত্তন করাইবে। ইহাই সর্ব্বপ্রকার বমনযোগের নিয়ম। ২১। কফের বিষ্যন্দন ও ছেদনহেতু (৪ প্রঃ দেখ) বমনমাত্রেরই সহিত মধু ও সৈন্ধব প্রয়োগ করিতে হয়। এ স্থলে উষ্ণের সহিত মধুপ্রয়োগ নিষিদ্ধ নহে। কারণ মধু পরিপাক না পাইতেই দোষ হরণপূর্ব্বক নির্গত হয়। ২২। মদনফলের দানা দুই ভাগ (দুই মুষ্টি) পেষণ করিয়া কোবিদারাদি অষ্ট দ্রব্যের কোন একটির কাথে একুশবার ভাবনা দিবে। পরে আর এক ভাগ (এক মুষ্টি) দানা গ্রহণ করিয়া সেই দ্রব্যের কষায়ের সহিত পেষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দুই ভাগের সহিত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর মিশ্রিত দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া হরীতকী বা বিভীতকী অথবা আমলকীর

[illegible]

প্রমৃদ্য বলবৎশ্লেষ্মপ্রসেকগ্রন্থিজ্বরোদরারুচিষু পায়য়েতেতি সমানং পূর্ব্বেণ॥ ২৩

ফলপিপ্পলীক্ষীরং তেন বা ক্ষীরযবাগূমধোভাগে রক্তপিত্তে হৃদ্দাহে চ তজ্জস্য বা দধ্ন উত্তরকং কফচ্ছর্দ্দিতমকপ্রসেকেষু তস্তৈ পয়সঃ শীতস্য সন্তানিকাঞ্জলিং পিত্তে প্রকুপিতে উরঃকণ্ঠহৃদয়ে চ তনুকফোপদিগ্ধে ইতি সমানং পূর্ব্বেণ॥ ২৪॥

ফলপিপ্পলীক্ষীরান্নবনীতমুৎপন্নং ফলাদিকল্ককষায়সিদ্ধং কফাভিভূতাগ্নিং বিশুদ্ধদেহঞ্চ মাত্রয়া পায়য়েতেতি সমানং পূর্ব্বেণ॥ ২৫

ফলপিপ্পলীনাং ফলাদিকষায়েণ ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পরিভাবিতেন পুষ্পরজঃপ্রকাশেন চূর্ণেন সরসি বৃহৎসরোরুহং সায়াহ্নেঽবচূর্ণয়েৎ তদ্রাত্রিব্যুষিতং প্রভাতে পুনরবচূর্ণিতমুদ্ধৃত্য হরিদ্রাকৃশরক্ষীরযবাগূনামর্ন্যতমং সৈন্ধবগুড়ফাণিতযুক্তমাকণ্ঠং পীতবন্তমাঘ্রাপয়েৎ সুকুমারমুৎক্লিষ্টপিত্তকফমৌষধদ্বিষমিতি সমানং পূর্ব্বেণ॥ ২৬

ফলপিপ্পলীনাং ভল্লাতকবিধিপরিস্রুতং স্বরসং পক্কা ফাণিতেনাতস্তলীভাবাল্লেহয়েত॥ ২৭

আতপশুষ্কং বা চূর্ণীকৃতং জীমূতাদিকষায়েণ পিত্তে কফস্থানগতে পায়য়েতেতি সমানং পূর্ব্বেণ॥ ২৮

বটিকা একটী বা দুইটী লইয়া কোবিদারাদি দ্রব্যের কোন একটীর অর্দ্ধ সের পরিমিত ক্বাথের সহিত সেবন করিয়া বমন করিলে গ্রন্থি, জ্বর, উদর ও অরুচির উপশম হয়। অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্বের ন্যায়। [ইতি আট প্রকার বমনযোগ]। ২৩। মদনফলের দানার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ অধোগত রক্তপিত্তে বমন প্রয়োগ করিবে। আর সেই ক্ষীরের সহিত যবাগূ সিদ্ধ করিয়া হৃদ্দাহে বমন প্রয়োগ করিবে। আর সেই দুগ্ধের দধি হইতে সর উদ্ধার করিয়া কফজ বমি তমক ও কফপ্রসেকে বমন প্রয়োগ করিবে। আর সেই দুগ্ধ শীতল হইলে তাহার অর্দ্ধ সের সন্তানিকা প্রকুপিত পিত্তে পান করাইয়া বমন করাইবে। আর বক্ষঃ, কণ্ঠ ও হৃদয় তনু (পাতলা) কফ দ্বারা লিপ্ত হইলেও উক্ত সন্তানিকা পান করাইয়া বমন করাইতে হয়। অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্বের ন্যায়। ২৪।

[ইতি চারি প্রকার বমনযোগ।]

মদনফলের দানার সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ হইতে নবনীত উদ্ধার করিবে। অনন্তর সেই নবনীত একভাগ, মদনফল যষ্টিমধু কোবিদার প্রভৃতির কল্ক সিকিভাগ এবং উহাদের কষায় চারিভাগ পাক করিয়া নবনীত শেষ থাকিতে মাত্রানুসারে পান করিয়া বমন করিলে কফাভিভূত অগ্নি ও বিশুদ্ধ দেহ শোধিত হয়। অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্বের ন্যায়।২৫

[ইতি এক প্রকার বমনযোগ]।

মদনফল যষ্টিমধু কোবিদার প্রভৃতির কষায়ে মদনফলের দানা একুশবার ভাবনা দিয়া পুষ্পরজোবৎ সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। অনন্তর ঐ চূর্ণ একটী সরোবরস্থ বৃহৎ পদ্মে রাত্রিতে মাখাইয়া আসিবে। প্রভাতে ঐ পদ্মে পুনর্ব্বার চূর্ণ মাখাইয়া তুলিয়া আনিবে। অনন্তর রোগীকে হরিদ্রা কৃশরা দুগ্ধ বা যবাগূ, সৈন্ধব ও ফাণিত যোগে, আকণ্ঠ পান করাইয়া ঐ পদ্ম আঘ্রাণ করাইবে। সুকুমার উৎক্লিষ্টপিত্তকফ ও ঔষধবিদ্বেষী (ঔষধ পানে অনিচ্ছুক) ব্যক্তিদিগের পক্ষে এইরূপ আঘ্রাণ দ্বারা বমন প্রশস্ত। অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ। ২৬

[ইতি এক প্রকার বমনযোগ]।

ভল্লাতকের ন্যায় মদনফলের দানার স্বরস পরিস্রুত করা যায়। সেই পরিস্রুত স্বরস পাক করিয়া ফাণিতের ন্যায় ঘন হইয়া আসিলে বমনার্থ কফস্থানগত পিত্তে পান করাইবে। অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ। ২৭

[ইতি একপ্রকার বমনযোগ]।

অথবা ঐ স্বরস আতপে শুষ্ক ও চূর্ণীকৃত করিয়া জীমূতাদি কষায়ের সহিত কফস্থানগত পিত্তে পান করাইবে। অন্যান্য ক্রিয়াপূর্ব্ববৎ।

[ইতি একপ্রকার চূর্ণ বমনযোগ]। ২৮।

ফলপিপ্পলীচূর্ণানি পূর্ব্ববৎ কোবিদারাদীনাং ষণ্ণামন্তমকষায়কৃতানি বর্ত্তিক্রিয়াঃ কোবিদারাদিকষায়োপসর্জ্জনাঃ পেয়া ইতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ২৯

ফলপিপ্পলীম্বারগ্বধকুটজস্বাদুকণ্টকপাঠা-পাটলী-শার্ঙ্গষ্টা-মূর্ব্বা-সপ্তপর্ণ-নক্তমালপিচুমর্দ্দ-পটোলসুষবীগুডূচীসোমবল্কদীপিকানাং পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-হস্তিপিপ্পলী-চিত্রক-শৃঙ্গবেরাণাঞ্চান্তমকষায়েণ সিদ্ধো লেহ ইতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ৩০

ফলপিপ্পলীম্বেলাহরেণুকাশতপুষ্পাকুস্তুম্বুরু-তগর-কুষ্ঠ-ত্বক্-চোরক-মরুবক-গুগ্‌গুলু-বালক-শ্রীবেষ্টক-পরিপেলক-মাংসীশৈলেয়কস্থৌণেয়ক-সরলপারাবতপদ্যশোকরোহিণীনাং বিংশতে-রন্তমন্থ কষায়েণ সাধিতোৎকারিকাকল্পেন যথা মোদকো বা মোদককল্পেন যথাদোষরোগ-বিভক্তি প্রযোজ্য ইতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ৩১

ফলপিপ্পলীস্বরসকষায়পরিভাবিতানি তিল-শালিতণ্ডুলপিষ্টানি তৎকষায়োপসর্জ্জনানি শষ্কুলীকল্পেন বা পূপা ইতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ৩২

এতেনৈব চ কল্পেন সুমুখ-সুরসকুঠেরক-গণ্ডীরকালমালকপর্ণাসবক্ষবক-ফণিজ্ঝকশৃঙ্গ-বেরগৃঞ্জনভূস্তৃণক-কাসমর্দ্দভৃঙ্গরাজানামিক্ষুবালি-কেক্ষুকাণ্ডেক্ষুণাঞ্চান্তমন্থ কষায়েণ কারয়েৎ॥৩৩

মদনফলের দানার চূর্ণ পূর্ব্ববৎ কোবিদার, কর্ব্বুদার, নীপ, বিদুল, বিম্বী ও শণপুষ্পী এই ছয় দ্রব্যের কোন একটীর ক্বাথের সহিত ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা কোবিদারাদি কোন এক কষায়ের সহিত বমনার্থ পান করিতে হয়। অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ। [ইতি ছয় প্রকার বমনযোগ]। ২৯

সোঁদাল (আরগ্বধ), কুড়চী, স্বাদুকণ্টক (বঁইচ), আকনাদি, পারুল, শার্ঙ্গষ্টা ("কাকজঙ্ঘা বা গুঞ্জামূল), মূর্ব্বা (মুগরো), ছাতিম, নক্তমাল (করঞ্জ), নিম্ব, পলতা, সুষবী (করলা), গোলঞ্চ, সোমবল্ক (শ্বেতখদির), দীপিকা (যমানীমূল), পিপুল, পিপুলমূল, গজপিপুল, চিতা ও শুঁঠ এই বিংশতি দ্রব্যের কোন একটীর ক্বাথের সহিত মদনফলের দানা সিদ্ধ করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ। [ইতি বিংশতি যোগ]।৩০

ছোট এলাচ (গঙ্গাধর পাঠ—সাতলা), রেণুকা,শুলফা, ধনে, তগরপাদিকা, কুড়, দারুচিনি, চোরক (পিড়ঙশাক) মরুবক (নাগদানা), গুগ্‌গুলু, বালা, শ্রীবেষ্টক (নবনীত খোটী), পরিপেলা (মুতা), জটামাংসী, শৈলজ, গেঁঠেলা, সরলকাষ্ঠ, পারাবতপদী ("লতাকটুকী"), অশোক, কটুকী এই বিংশতি দ্রব্যের মধ্যে কোন একটীর ক্বাথের সহিত মদনফলের দানার উৎকারিকা বা মোদক পাক করিবে। অনন্তর সেই উৎকারিকা বা মোদক রোগানুসারে বমনার্থ প্রয়োগ করিবে। অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ। [ইতি বিংশতি যোগ মোদক এবং বিংশতি যোগ উৎকারিকা]। ৩১

মদনফলের স্বরস ও মদনফলের দানার কষায়ে তিল ও শালিতণ্ডুলের চূর্ণ ভাবনা দিয়া মদনফলেরই কষায়ের সহিত (গঙ্গাধরপাঠ—দারুচিনির কষায়ের সহিত) শষ্কুলী বা পূপ প্রস্তুত করিবে। [শষ্কুলী করিতে হইলে ঐ দ্রব্য তণ্ডুলপিষ্টকের মধ্যে পুরিয়া পাক করিতে হইবে। পূপ পাক করিতে হইলে মুগ মাষকলায় প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া বটক করিতে হইবে] অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ। [ইতি একটী শষ্কুলী ও একটী পূপযোগ]। ৩২

এইরূপ সুমুখ-তুলসী, সুরস তুলসী, কুঠেরক তুলসী, গণ্ডীর তুলসী, কালমালক তুলসী, পর্ণাস তুলসী, ফণিজঝক-তুলসী, শুঁঠ, গৃঞ্জন (গাঁজর বা রসুন), কালকাসুন্দা, ভৃঙ্গরাজ, ইক্ষুবালিকা, ইক্ষু ও কাণ্ডেক্ষু এই সপ্তদশ দ্রব্যের কোন একটীর কষায়ের সহিত মদন ফলের দানার শষ্কুলী ও পূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। [ইতি পঞ্চদশ শষ্কুলী ও পঞ্চদশ পূপ বমনযোগ]। ৩৩

যথাবদেব ষাড়বরাগলেহমোদকোৎকারিকা-তর্পণপানক-মাংসরস-যূষ-মদ্যানি মদনফলা-পাচিতানি তেনোপসৃজ্য যথাদোষরোগদোষ-বিভক্তি দদ্যাৎ তৈঃ সাধু বমতীতি॥ ৩৪

তত্র শ্লোকাঃ।

মদনঃ করহাটশ্চ রাটঃ পিণ্ডীতকঃ ফলম্।
শ্বসনশ্চেতি পর্য্যায়ৈরুচ্যতে তস্য কল্পনা॥ ৩৫
নব যোগাঃ কষায়েষু বর্ত্তিষষ্ঠৌ পয়ো মুখে।
পঞ্চ ফাণিতচূর্ণে দ্বৌ ত্রেয়ে বর্ত্তিক্রিয়াসু ষট্॥
বিংশতির্বিংশতির্লেহমোদকোৎকারিকাসু চ।
শষ্কুলীপূপয়োশ্চোক্তা যোগাঃ ষোড়শ ষোড়শ॥
দশান্যে ষাড়বাদ্যেষু ত্রয়স্ত্রিংশদিমং শতম্।
যোগানাং বিধিবদ্দৃষ্টং ফলকল্পে মহর্ষিণা॥ ৩৬

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে ফলকল্পো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো জীমূতকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

কল্পং জীমূতকস্যেমং ফলপুষ্পাশ্রয়ং শৃণু।
গরাগরী চ বেণী চ তথা স্যাদ্দেবতাড়কঃ॥ ২
জীমূতকং ত্রিদোষঘ্নং যথাস্বৌষধকল্পিতম্।
প্রযোক্তব্যং জ্বরশ্বাসহিক্কাদ্যেষাময়েষু চ।
যথোক্তগুণযুক্তানাং দেশজানাং যথাবিধি॥ ৩
পয়ঃ পুষ্পেঽস্য নির্ব্বৃত্তে ফলে পেয়া শৃতং পয়ঃ।
লোমশে ক্ষীরসন্তানং দধ্যুত্তরম লোমশে।
শৃতে পয়সি দধ্যম্লং জাতং হরিতপাণ্ডুকে॥ ৪

এইরূপে ষাড়ব, রাগ, লেহ, মোদক, উৎকারিকা, তর্পণ, পানক, মাংসরস, যুষ ও মদ্য মদনফলের সহিত পাক করিয়া মদনফল কষায়ের সহিত যথাদোষ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহাতে উত্তম বমন হয়। [মদ্য মদনফলের সহিত পাক না করিয়া শুষ্ক মদনফলের চূর্ণ উহাতে নিক্ষেপ করিতে হয়। পরে আসুত হইলে মদ ছাঁকিয়া লইয়া পান করিতে হয়। ইহাকেই পাশ্চাত্য ভাষায় টিংচর কহে]। [ইতি দশ বমনযোগ]। ৩৪

উপসংহার ;—মদন, করহাট, রাট, পিণ্ডীতক ফল এবং শ্বসন এই কয়টী মদনফলের পর্য্যায়। ৩৫। এই অধ্যায়ের স্থচী ;—কষায়ে নয়টী, বর্ত্তিতে আটটী, দুগ্ধ নবনীত প্রভৃতিতে পাঁচটী, ফাণিতে একটী, চূর্ণে একটী, ত্রেয়ে একটী, বর্ত্তিক্রিয়াতে ছয়টী, লেহে বিংশতিটী, মোদকে বিংশতিটী, উৎকারিকায় বিংশতিটী, শষ্কুলীতে ষোড়শ, পূপে ষোড়শ এবং ষাড়বাদিরূপে দশটী যোগ কথিত হইল। এইরূপে মহর্ষিকর্ত্তৃক মদনফলের ১৩৩টী বিকল্প নির্দিষ্ট হইল। ৩৬

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা জীমূত কল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। জীমূতের [ঘোষার] ফল ও পুষ্প উভয়ই বমনে ব্যবহৃত হয়। ইহার পর্য্যায়—জীমূত, গরা, গরী, বেণী ও দেবতারক। ২। জীমূত যথানুরূপ ঔষধসমূহের সহিত কল্পিত হইলে ত্রিদোষ-নাশক হয়। ইহা জ্বর, শ্বাস ও হিক্কা-রোগে প্রয়োজনীয়। ৩। যথোক্ত গুণযুক্ত দেশজাত জীমূতের পুষ্পে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে [ইতি প্রথম যোগ] এবং উহার ফলেও দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। [ইতি দ্বিতীয় যোগ] দোষসমূহের অনুলোম থাকিলে জীমূতকসিদ্ধ দুগ্ধের ক্ষীর পান করিবে [ইতি তৃতীয় যোগ]। আর দোষদিগের প্রতি লোম ভাব থাকিলে ঐ ক্ষীর হইতে দধি প্রস্তুত করিয়া সেই দধি পান করিবে। [ইতি চতুর্থযোগ] কিন্তু হরিত-পাণ্ডুরোগে জীমূত-সিদ্ধ দুগ্ধের অম্ল দধি পান করিবে। [ইতি

জীর্ণানাঞ্চ সুশুষ্কাণাং ন্যস্তানাং ভাজনে শুচৌ।
চূর্ণস্য পয়সা শুক্তিং বাতপিত্তার্দ্দিতঃ পিবেৎ॥ ৫
আসুত্য চ সুরামণ্ডে মৃদিত্বা প্রস্রুতং পিবেৎ।
কফজেঽরোচকে কাসে পাণ্ডুরোগে সযক্ষ্মণি॥৬
দ্বে বাপোহ্যাথবা ত্রীণি গুডুচ্যামলকস্য বা
কোবিদারাদিকানাং বা নিম্বস্য কুটজস্য বা।
কষায়েষ্বাসুতং পূত্বা তেনৈব বিধিনা পিবেৎ॥
অথবারগ্বধাদীনাং সপ্তানাং পূর্ব্ববৎ পিবেৎ।
একৈকশঃ কষায়েণ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরার্দ্দিতঃ॥ ৮
বর্ত্তয়ঃ ফলবত্যোঽষ্টৌ কোলমাত্রাস্তু তা
মতাঃ॥ ৯

পঞ্চম যোগ]। ৪। জীমূতফল সুপক্ক ও শুষ্ক হইলে পর পবিত্র পাত্রে রাখিয়া দিবে। বাতপিত্ত রোগী বমনার্থ উহা চূর্ণ করিয়া এক-শুক্তি (অর্দ্ধপল) পরিমাণে দুগ্ধের সহিত পান করিবে। [ইতি দুগ্ধের সহিত ষষ্ঠ যোগ]। ৫। জীমূতের ফল সুরামণ্ডে আসুত করিবে। [সন্ধান না হওয়া পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে] পরে সুরার সহিত ফল মর্দ্দনপূর্ব্বক সেই সুরা ছাঁকিয়া লইয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা বমন করাইলে কফজ অরুচি, কাস, পাণ্ডুরোগ ও যক্ষ্মার উপশম হয়। [ইতি মদিরামণ্ডের সহিত একটী যোগ]। [পাশ্চাত্য ভাষায় ইহাকে টিংচার কহে]। ৬। জীমূতের দুইটী বা তিনটী ফল কুট্টিত করিয়া গোলঞ্চ, আমলকী, কোবি-দারাদি অষ্টগণ, নিম্ব ও কুটজ এই দ্বাদশ দ্রব্যের কোন একটীর কষায়ে আসুত করিবে। পরে সেই কষায় ছাঁকিয়া লইয়া পূর্ব্বমত পান করিবে। [ইতি দ্বাদশ যোগ]। ৭। অথবা আরগ্বধাদি সপ্তদ্রব্যের (সোঁদাল ছাল, কুড়চী, বঁইচ, আকনাদি, পারুল, শার্ঙ্গষ্টা ও মূর্ব্বা এই সপ্ত দ্রব্যের (১ অঃ ৪০ প্রঃ) কোন এক-টী। ক্বাথে পূর্ব্ববৎ আসুত করিবে। পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরার্দ্দিত ব্যক্তি এই কষায় ছাঁকিয়া লইয়া পান করিবে। [ইতি সপ্তযোগ]। ৮। আরগ্বধের ন্যায় কোবিদারাদির ক্বাথের সহিত

জীমূতকস্য বা কল্কং চূর্ণং বা শিশিরাম্বুনা
জ্বরে পিত্তভবে বাতমুষ্টে শ্লেষ্মণি চাম্বুগে॥ ১০
জীবকর্ষভকেক্ষূণাং শতাবর্য্যা রসেন বা।
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে দদ্যাদ্বাতপিত্তজ্বরেঽথবা॥ ১১
তথা জীমূতকক্ষীরাৎ সমুৎপন্নং পচেদ্ঘৃতম্।
ফলাদীনাং কষায়েণ শ্রেষ্ঠং তদ্বমনং মতম্॥ ১২

তত্র শ্লোকৌ।

ষট্ ক্ষীরে মদিরামণ্ডে একং দ্বাদশ চাপরে।
সপ্ত চারগ্বধাদীনাং কষায়েঽষ্টৌ চ বর্ত্তিষু॥
জীবকাদিষু চত্বারো ঘৃতঞ্চৈকং প্রকীর্ত্তিতম্।
কল্পে জীমূতকানাঞ্চ যোগাস্ত্রিংশন্নবাধিকাঃ॥ ১৩

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে জীমূতকল্পো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২

প্রয়োগ করিবে (১অঃ ২৩প্রঃ)। [ইতি আট প্রকার বর্ত্তিকাযোগ]। ৯। জীমূত-কের কল্ক বা চূর্ণ শীতল জলের সহিত পিত্তো-ল্বণ বাতমধ্যম ও কফাবর জ্বরে পান করা-ইবে। [ইতি একটী যোগ। গঙ্গাধরে নাই। ১০ প্রকরণোক্ত যোগ সূচীর মধ্যে ধরা হয় নাই]। ১০। জীমূতের কল্ক জীবক, ঋষ-ভক, ইক্ষু বা শতাবরীর রসের সহিত পিত্ত-শ্লেষ্ম-জ্বরে পান করিবে। [ইতি চারিটী যোগ]। ১১। জীমূতের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ হইতে ঘৃত উদ্ধার করিবে। ঐ ঘৃত চতুর্গুণ মদনফলাদির কষায়ের সহিত পান করিলে উৎকৃষ্ট বমন হয়। [ইতি একটী যোগ]। ১২। এই অধ্যায়ের সূচী;—দুগ্ধে ছয়, মদিরামণ্ডে এক, আসুতে বারো, আরগ্বধা-দির কষায়ে সাত, বর্ত্তিতে আট, জীবকা-দিতে চারি এবং ঘৃতে এক; সর্ব্বশুদ্ধ উন-চল্লিশটী যোগ ব্যাখ্যা করা হইল। ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইক্ষ্বাকুকল্পঃ।

অথাত ইক্ষ্বাকুকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
সিদ্ধং বক্ষ্যাম্যথেক্ষ্বাকুকল্পং যেষাং প্রশস্যতে॥ ২
পঞ্চচত্বারিংশদুক্তা যোগা অস্মিন্ মহর্ষিণা॥ ৩
লম্বাথ কটুকালাবূ তুম্বী পিণ্ডফলা তথা।
ইক্ষ্বাকুঃ ফলিনী চৈব প্রোচ্যতে তস্য কল্পনা॥ ৪
কাসশ্বাসবিষচ্ছর্দ্দিজ্বরার্ত্তে কফকর্শিতে।
প্রতাম্যতি নরে চৈব বমনার্থং তদিষ্যতে॥ ৫
অপুষ্পস্য প্রবালানাং মুষ্টিং প্রাদেশসম্মিতাম্।
ক্ষীরপ্রস্থে শৃতং দদ্যাৎ পিত্তোদ্রিক্তে কফ-
জ্বরে॥ ৬
পুষ্পাদিষু চ চত্বারঃ ক্ষীরে জীমূতকে যথা।
যোগা হরিতপাণ্ডূনাং সুরামণ্ডেন পঞ্চমঃ॥ ৭

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ইক্ষ্বাকুকল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। এই ইক্ষ্বাকুকল্প দৃষ্টফল। যাহাদের পক্ষে ইহা প্রশস্ত, তাহা বলিতেছি। ২। মহর্ষি কর্ত্তৃক পঁয়তাল্লিশটী ইক্ষ্বাকুযোগ বর্ণিত হইয়াছে। ৩। ইক্ষ্বাকু বা তিতলাউর পর্য্যায় যথা;—লম্বা, কটুকা, অলাবু, তুম্বী, পিণ্ডফলা (গঙ্গাধর পাঠ বিম্বফলা, কিন্তু তাহা অভিধানে নাই), ইক্ষ্বাকু ও ফলিনী। ৪। কাস, শ্বাস, বিষ, বমি, জ্বর ও কফে এবং প্রতাম অবস্থায় (পিত্তোল্বণ মূর্চ্ছায়) ইক্ষ্বাকুর বমন প্রশস্ত। ৫। অপুষ্প ইক্ষ্বাকুলতার বিতস্তি পরিমাণ নূতন শাখাঙ্কুর সকল একমুষ্টি (একপল) গ্রহণ করিয়া চারি সের দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করিতে হয়। তাহাতে পিত্তোল্বণ কফজ্বর পিত্তোল্বণ পিত্ত-শ্লেষজ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। ৬। যেমন জীমূতের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধে চারিটী বমনযোগ হয়, সেইরূপ ইক্ষ্বাকুর পুষ্প ও ফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধে চারিটী যোগ হয়। এই চারিটী যোগ

ফলস্বরসভাগঞ্চ ত্রিগুণক্ষীরসাধিতম্।
উরঃস্থিতে কফে দদ্যাৎ স্বরভেদে সপীনসে॥ ৮
দ্রুতমধ্যে ফলে জীর্ণে স্থিতং ক্ষীরং যদা দধি।
জাতং স্যাৎ কফজে কাসে শ্বাসে বম্যাঞ্চ তৎ
পিবেৎ॥ ৯
মস্তুনা বা ফলান্মধ্যং পাণ্ডুকুষ্ঠবিষার্দ্দিতঃ।
তেন তক্রং বিপক্কং বা সক্ষৌদ্রলবণং পিবেৎ ১০
অজাক্ষীরেণ বীজানি ভাবয়েৎ পায়য়েত চ।
বিষগুল্মোদরগ্রন্থিগণ্ডেষু শ্লীপদেষু চ॥ ১১
তুম্ব্যাঃ ফলরসৈঃ শুষ্কৈঃ সপুষ্পৈরবচূর্ণিতম্।
ছর্দ্দয়েন্মাল্যমাঘ্রায় গন্ধসম্পৎসুখোচিতঃ॥ ১২

হরিতপাণ্ডুরোগে প্রয়োগ করিতে হয়। আবার জীমূতফল যেরূপ সুরামণ্ডে আপ্লুত করিয়া পান করিতে হয়, ইক্ষ্বাকুফলও সেইরূপ করিতে হয়, তাহাতে কফজ অরুচি প্রভৃতি শান্ত হইয়া থাকে। ইহাই জীমূতফলের ন্যায় ইক্ষ্বাকুর পঞ্চম যোগ। [ইতি সর্ব্বশুদ্ধ ষট্ যোগ]। ৭। ইক্ষ্বাকুফলের স্বরস একভাগ তিন ভাগ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া বক্ষঃস্থ কফ, স্বরভঙ্গ ও পীনস রোগে বমন করাইবে। [ইতি একটী যোগ]। ৮। একটী সুপক্ব তিতলাউয়ের কতকটা শাঁস ফেলিয়া দিয়া তন্মধ্যে দুগ্ধ রাখিলে যখন দধি উৎপন্ন হইবে, তখন সেই দধি কফজ কাস, কফজশ্বাস ও কফজ বমিতে প্রয়োগ করিয়া বমন করাইবে। [ইতি একটী যোগ। সর্ব্বশুদ্ধ আট]। ৯। অথবা ইক্ষ্বাকুর শাঁসপাণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিষরোগে মস্তুর সহিত পাক করিয়া পান করিবে। অথবা ইক্ষ্বাকুর শাঁসের সহিত তক্র সিদ্ধ করিয়া মধু সৈন্ধবের সহিত পান করিবে। ১০। ইক্ষ্বাকুবীজ চূর্ণ করিয়া ছাগদুগ্ধে ভাবনা দিবে। সেই ভাবিত চূর্ণ বিষ, গুল্ম, উদর, গ্রন্থি, গণ্ডমালা ও শ্লীপদ রোগে পান করিতে হয়। ১১। তিতলাউয়ের পুষ্প চূর্ণ করিয়া তিতলাউ ফলের স্বরসে ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে সেই চূর্ণে গন্ধাঢ্য পুষ্পমাল্য লিপ্ত করিয়া

ভক্ষয়েৎ ফলমধ্যং বা গুড়েন পললেন চ।
ইক্ষ্বাকুফলতৈলং বা সিদ্ধং বা পূর্ব্ববদ্ঘৃতম্ ॥ ১৩
পঞ্চাশদ্দশবৃদ্ধানি ফলাদীনাং যথোত্তরম্।
পিবেদ্বিমৃজ্য বীজানি কষায়েষ্বাপ্লুতং পৃথক্ ॥ ১৪
যষ্ট্যাহ্বকোবিদারাদ্যৈর্মুষ্টিমন্তর্নখং পিবেৎ।
কষায়ৈঃ কোবিদারাদ্যৈর্মাত্রাশ্চ ফলবৎস্মৃতাঃ॥ ১৫
বিল্বমূলকষায়েণ তুম্বীবীজাঞ্জলিং পিবেৎ।
পূতস্যাস্য ত্রয়ো ভাগাশ্চতুর্থঃ ফাণিতস্য তু ॥
সঘৃতং বীজভাগঞ্চ পিষ্টমর্দ্ধাংশিকাংস্তথা।
মহাজালিনিজীমূতকৃতবেধনবৎসকান্ ॥

তং লেহং সাধয়েদ্দর্ব্ব্যা ঘট্টয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
যাবৎ স্যাৎ তন্তুমৎ তোয়ে পতিতঞ্চ ন শীর্য্যতে
তং লিহ্যান্মাত্রয়া লেহং মস্তুঞ্চাপি পিবেদনু ॥ ১৬
কল্প এষোঽগ্নিমন্থাদৌ চতুষ্কে পৃথগুচ্যতে ॥ ১৭
শক্তুভির্বা পিবেন্মন্থং তুম্বীস্বরসভাবিতৈঃ।
কফজেঽথ জ্বরে কাসে কণ্ঠরোগেষ্বরোচকে ॥ ১৮
গুল্মে মেহে প্রসেকে চ কল্কং মাংসরসৈঃ
পিবেৎ।
নরঃ সাধু বমত্যেবং ন চ দৌর্ব্বল্যমশ্নুতে ॥ ১৯

তত্র শ্লোকাঃ।

পয়স্যষ্টৌ সুরামণ্ডমস্তুতক্রেষু চ ত্রয়ঃ।
ঘ্রেয়ং সপললং তৈলং বর্দ্ধমানাসবেষু ষট্

আঘ্রাণ করিলে সুখী ব্যক্তির সুখে বমন হয় ১২। তিতলাউয়ের শাঁস গুড়ের সহিত বা তিলকল্কের সহিত (গঙ্গাধরমতে—মাংসের সহিত) পান করিলে বা তিতলাউয়ের কল্কের সহিত পক্ক তৈল (গঙ্গাধরমতে—তিতলাউ-য়ের বীজের তৈল) পান করিলে অথবা জীমূতঘৃতের ন্যায় তিতলাউয়ের ঘৃত প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বমন হয় (জীমূতকল্প ১২ প্রঃ দেখ)। ১৩। ইক্ষ্বাকুর দশটী বীজ বমনোপগ ছয়টী দ্রব্যে পৃথক্ পৃথক্ আপ্লুত করিয়া পেষণপূর্ব্বক পান করিবে। ক্রমে দশটী করিয়া বৃদ্ধি করিয়া পঞ্চাশটীতে শেষ করিবে। [অর্থাৎ দ্বিতীয় বারে বিংশতি, তৃতীয় বারে ত্রিশটী, চতুর্থবারে চল্লিশটী ও পঞ্চম বারে পঞ্চাশটী বীজ পান করিবে। যদিও এ স্থলে প্রথম বমনের সময় নির্দ্দেশ নাই, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, বমন ঔষধ পাক পাইবার পূর্ব্বে বমন হওয়া উচিত] ১৪। এক অন্তর্নখমুষ্টি (মুষ্টি শব্দের অর্থ এক পল। অন্তর্নখ মুষ্টি হাতের মুটোর এক মুটো) তিতলাউয়ের বীজ যষ্টিমধু কোবিদার প্রভৃতি নয়টী দ্রব্যের (১ অঃ ১৯প্রঃ) কষায় সেবন করিয়া মদনফলের ন্যায় বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে (১অঃ ২৩প্রঃ) [ইতি নয়টী যোগ]। ১৫। বিল্বমূলের কষায়ের সহিত এক অঞ্জলি (আট তোলা) ইক্ষ্বাকু বীজের চূর্ণ, তিন অঞ্জলি

জীমূত, কৃতবেধন ও ইন্দ্রযব পৃথক্ পৃথক্ এক পুয়া মৃদু অগ্নিতে হাতা দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে লেহবৎ পাক করিবে। পাকের শেষ হইয়া আসিলেই ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে হয়। এ স্থলে ধামার্গব জীমূত ও কৃতবেধন তিন প্রকার ঘোষাফল। এই লেহ যতক্ষণ না তন্তু-যুক্ত হয় এবং জলে দিলে গলিয়া না যায় এরূপ হয়, ততক্ষণ পাক করিতে হয়। লেহ প্রস্তুত হইলে মাত্রানুযায়ী পান করিবে এবং মস্তু অনুপান করিবে। [ইতি আটটী বর্ত্তি-যোগ]। ১৬

এইরূপে গণিয়ারী, শোণা, গাম্ভারী ও পারুল মূলের কষায়ের সহিত পৃথক্ পৃথক্ লেহ প্রস্তুত করা যায়। [ইতি চারিটি লেহ]। ১৭

অথবা তিতলাউয়ের রসে ভাবিত যব-শক্তুর মন্থ পান করিবে। এই বমন কফজ জ্বর, শ্বাস, কাস, কণ্ঠরোগ ও অরুচিতে উপ-যোগী। [ইতি একটী যোগ]। ১৮। গুল্ম, মেহ ও কফপ্রসেকে তিতলাউয়ের সহিত মাংসরস সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। তাহাতেই উত্তম বমন হয়; অথচ দৌর্ব্বল্য হয় না। ১৯। এই অধ্যায়ের সূচী;—দুগ্ধে আট, অজাদুগ্ধে এক, মস্তুতে এক, তক্রে এক, ঘ্রাণে এক, গুড়

ঘৃতমেকং কষায়েষু নবাস্তে মধুকাদিষু।
অষ্টৌ বর্ত্তিক্রিয়া লেহাঃ পঞ্চ মন্থো রসস্তথা ॥
যোগা ইক্ষ্বাকুকল্পে তে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
উক্তা মহর্ষিণা সম্যক্ প্রজানাং হিতকাম্যয়া॥২০

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
কল্পস্থানে ইক্ষ্বাকুকল্পো নাম তৃতীয়ো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ধামার্গবকল্পঃ।

অথাতো ধামার্গবকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম, ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
কর্কোটকী কটুকলা মহাজালিনিরেব চ।
ধামার্গবস্য পর্য্যায়া রাজকোশাতকী তথা॥ ২
গরে গুল্মোদরে কাসে বাতশ্লেষ্মাময়ে স্থিতে।
কফে চ কণ্ঠবক্ত্রস্থে কফসঞ্চয়জেষু চ।
রোগেষ্বেষু প্রযোজ্যাঃ স্যুঃ স্থিরাশ্চ
গুরবশ্চ যে ॥ ৩

প্রণালীতে আস্থত বীজের যোগ ছয়, যষ্টিমধু প্রভৃতির কষায় নয়টী, বর্ত্তিতে আট, লেহ পাঁচ, মন্থানুপানে এক এবং মাংসরসের সহিত এক; সর্ব্ব সমেত পঁয়তাল্লিশটী বমনযোগ (কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমষ্টি ৪৬ হয়) মহর্ষি কর্ত্তৃক এই অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২০

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ধামার্গবকল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। ধামার্গবের পর্য্যায় যথা;—কর্কোটকী, কটুকলা (গঙ্গাধর পাঠ—কোটকলা), মহাজালিনি, ধামার্গব ও রাজকোশাতকী। ২। গরদোষ, গুল্ম, উদর, কাস, বদ্ধমূল বাতশ্লেষ্মাময়, কণ্ঠস্থ ও মুখস্থ শ্লেষ্মা এবং সর্ব্বপ্রকার কফ-

ফলং পুষ্পং প্রবালঞ্চ বিধিনা তস্য সংহরেৎ ॥৪
প্রবালস্বরসং শুষ্কং কৃত্বাশ্চ গুলিকাঃ পৃথক্।
কোবিদারাদিভিঃ পেয়াঃ কষায়ৈর্ম্মধুকস্য চ ॥ ৫
পুষ্পাদিষু পয়োযোগাশ্চত্বারঃ পঞ্চমী সুরা ॥ ৬
পূর্ব্ববজ্জীর্ণশুষ্কাণামতঃ কল্পঃ প্রবক্ষ্যতে।
মধুকস্য কষায়েণ বীজকণ্টোদ্ধৃতং কণম্।
সগুড়ং ব্যুষিতং রাত্রিং কোবিদারাদিভিস্তথা ॥
দদ্যাদ্গুল্মোদরার্ত্তেভ্যো যে চাপ্যন্যে কফাময়াঃ

সঞ্চয়রোগে ধামার্গবের বমন প্রযোজ্য। আর যে সকল রোগ বদ্ধমূল ও গুরু, সে সকল রোগেও ধামার্গব প্রয়োজনীয়। ৩। যথাবিধি যথাকালে ধামার্গবের ফল, পুষ্প ও পল্লব (প্রবাল) সংগ্রহ করিতে হয়। ৪। পল্লবের স্বরস শুষ্ক করিয়া ("কর্ষ পরিমাণে") যষ্টিমধু ও কোবিদারাদি অষ্ট দ্রব্যের অন্যতমের কাথের সহিত বমনার্থ পান করিতে হয়। [ইতি পল্লবে নয়টী যোগ]। ৫। ধামার্গবের পুষ্প, ফল ও পল্লবের সহিত পৃথক্ পৃথক্ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তিনটি যোগ প্রস্তুত করা যায়। আর ধামার্গব-বৃন্তের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া ক্ষীর করিলে সেই ক্ষীরও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাতে চারিপ্রকার বমনযোগ কল্পিত হয়। আর ধামার্গবের সুপক্ক ফল সুরাতে আস্থত করিয়া বমনার্থ প্রয়োগ করা যায়। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি যোগ হইল। অথবা ধামার্গবের পুষ্প ফল, ও পল্লব শুষ্ক ও চুর্ণিত করিয়া সুরাতে আস্থত করিয়া সেই সুরা পান করিতে হয় [ইহাকেই পাশ্চাত্য ভাষায় টিংচর্ কহে। টিংচরে দ্রব্য ও সুরার যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ আবশ্যক হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ পাশ্চাত্য শাস্ত্রে আছে]। এই প্রকরণে ছয় প্রকার যোগ নির্দ্দেশ করা হইল। ৬। ধামার্গবফলের বীজ খোসা ফেলিয়া দিয়া রাত্রিতে যষ্টিমধুর কাথে কিংবা কোবিদারাদি অষ্টকের মধ্যে কোন একটির কাথে নিষিক্ত করিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে উহা গুড়ের সহিত কফজন্য,

দদ্যাদম্লেন বা যুক্তশ্ছর্দ্দিহৃদ্রোগশান্তয়ে ॥ ৭
চূর্ণৈর্বাপ্যুৎপলাদীনি ভাবিতানি প্রভূতশঃ
রসক্ষীরযবাগ্বাদিভুক্তো ঘ্রাত্বা বমেৎ সুখম্ ॥ ৮
চূর্ণীকৃতস্য বর্ত্তিং বা কৃত্বা বদরসম্মিতাম্।
বিনীয়াঞ্জলিমাত্রে তু পিবেদ্গোশকৃতো রসে ॥ ৯
পৃষতর্ক্ষকুরঙ্গাশ্বগজোষ্ট্রাশ্বতরস্য চ।
শ্বদংষ্ট্রখরখড়্গানাঞ্চৈব পেয়াং শকৃদ্রসে ॥ ১০
জীবকর্ষভকৌ বীরামাত্মগুপ্তাং শতাবরীম্।
কাকোলীং শ্রাবণীং মেদাং মহামেদাং মধূলিকাম্
একৈকশোঽভিসঞ্চূর্ণ্য সহ ধামার্গবেণ তু।
শর্করামধুসংযুক্তা লেহা হৃদ্দাহকাসিনাম্ ॥ ১১
সুখোদকাম্বুপানাঃ স্যুঃ পিত্তোষ্মসহিতে কফে।
ধান্যতুম্বুরুযূষেণ কল্কস্তস্য বিষাপহঃ ১৩

জাত্যা সৌমনসায়িন্যা রজন্যাশ্চোরকস্য বা।
বৃশ্চিকস্য মহাক্ষুদ্রসহাহৈমবতস্য চ।
বিম্ব্যাঃ পুনর্নবায়া বা কাসমর্দ্দস্য বা পৃথক্ ॥
একং ধামার্গবং দ্বে বা কষায়ে পরিমৃদ্য তু।
পূতং মনোবিকারেষু পিবেদ্ বমনমুত্তমম্ ॥
তচ্ছৃতং ক্ষীরজং সর্পিঃ সাধিতং বা ফলাদিভিঃ
পূতং মনোবিকারেষু পিবেদ্ বমনমুত্তমম্ ॥ ১৪

তত্র শ্লোকৌ

পল্লবেন চ চত্বারঃ ক্ষীর একঃ সুরাসবে।
কষায়ৈর্বিংশতিঃ কল্কৈর্দশ দ্বৌ চ শকৃদ্রসে ॥
অম্ল একস্তথা শ্রেয়ে দশ লেহাস্তথা ঘৃতে।
কল্পে ধামার্গবস্যোক্তাঃ ষষ্টির্যোগা মহর্ষিণা ॥ ১৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
কল্পস্থানে ধামার্গবকল্পো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

কফোদর এবং অন্যান্য কফ রোগে প্রয়োগ করিতে হয়। বমি ও হৃদ্রোগে অম্লের সহিত প্রযোগ করিতে হয়। [ইতি দশবিধ যোগ]। ৭। ধামার্গবফলের চূর্ণে উৎপল প্রভৃতি প্রভূতরূপে বাসিত করিতে হয়। মাংসরস দুগ্ধ যবাগূ প্রভৃতি উদরপূর্ণ করিয়া ভোজন করিয়া ঐ সকল উৎপলাদির আঘ্রাণ করিলে সুখে বমি হইয়া থাকে। ৮। একতোলা পরিমাণে ধামার্গব চূর্ণ অর্দ্ধ সের গোময়রস বা অশ্ববিষ্ঠার রসের সহিত পান করিবে। ৯। [ইতি যোগদ্বয়।] সেইরূপ পৃষত (হরিণভেদ), ঋক্ষ (ভল্লূক) অশ্ব, কুরঙ্গ, গজ, উষ্ট্র, অশ্বতর, শ্বদংষ্ট্র (ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র), গর্দ্দভ ও গণ্ডারের বিষ্ঠার রসের সহিত ধামার্গবচূর্ণ পূর্ব্ববৎ পান করা যাইতে পারে। [ইতি দশযোগ] ১০। জীবক, ঋষভক, ক্ষীরকাকোলী, আলকুশীবীজ, শতমূলী, কাকোলী, শ্রাবণী (থুলকুড়ি) মেদা; মহামেদা ও মধুলিকা (যষ্টিমধু) এই দশটি দ্রব্যের এক একটীর চূর্ণের সহিত ধামার্গবফলের চূর্ণ, শর্করা ও মধু মিলিত করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ হৃদ্দাহ ও কাসের পক্ষে উপকারী। [ইতি দশ যোগ]। ১১। পিত্তশ্লেষ্মযুক্ত কফে ধামার্গবফলের চূর্ণ সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিতে হয়।

১২। ধনের ক্বাথ ও মুদ্গাদি-যূষের সহিত ধামার্গব-কল্ক পান করিতে হয়। [ইতি ত্রিবিধ কল্ক]। ১৩। সৌমনসায়িনী জাতি ("অর্থাৎ মালতী ফুল") হরিদ্রা, চোরক, বৃশ্চিক (বিচুতী), মহাসহা, ক্ষুদ্রসহা, হৈমবত (বচ), পুনর্নবা অথবা কালকাসুন্দার ক্বাথে একটী বা দুইটী ধামার্গব গুলিয়া লইয়া সেই ক্বাথের সহিত দুগ্ধ পাক করিবে। অনন্তর সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত উদ্ধার করিয়া অপমার্গ-তণ্ডুলীয়োক্ত মদনফলাদি-কল্কের সহিত পান করিবে। ১৪। এই অধ্যায়ের সূচী—মহর্ষিকর্ত্তৃক এই ধামার্গবকল্প নামক অধ্যায়ে পল্লবে চারিটী, দুগ্ধে একটি, সুরাসবে একটী, কষায়ে ও কল্কে কুড়িটী, বিষ্ঠারসে দশটী, অম্লে একটী, শ্রেয়ে একটী, লেহে দশটী ও ঘৃতে দশটী যোগ কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং ধামার্গবযোগ সর্ব্বশুদ্ধ ষষ্টি প্রকার। ১৫।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বৎসককল্পঃ।

অথাতো বৎসককল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
অথ বৎসকনামানি ভেদং স্ত্রীপুংসয়োস্তথা।
কল্পকাংশ্চ প্রবক্ষ্যামি বিস্তরেণ যথাতথম্॥ ২
বৎসকঃ কুটজঃ শক্রো বৃক্ষকো গিরিমল্লিকা।
বীজানীন্দ্রযবাস্তস্য তথোচ্যন্তে কলিঙ্গকাঃ॥ ৩
বৃহৎফলঃ শ্বেতপুষ্পঃ স্নিগ্ধপত্রঃ পুমান্ ভবেৎ।
শ্যামা চারুণপুষ্পী স্ত্রী ফলবৃন্তৈস্তথাণুভিঃ॥ ৪
রক্তপিত্তকফঘ্নস্তু সুকুমারেষ্বনত্যয়ঃ।
হৃদ্রোগজ্বরবাতাসৃগ্বীসর্পাদিষু শস্যতে॥ ৫
কালে ফলানি সংগৃহ্য তযোঃ শুষ্কাণি সংক্ষিপেৎ
তেষামন্তর্নখং মুষ্টিং জর্জ্জরীকৃত্য তাপয়েৎ।
মধুকস্য কষায়েণ কোবিদারাদিভিস্তথা।
নিশিস্থিতং বিমৃদ্যৈতল্লবণক্ষৌদ্রসংযুতম্।
পিত্তে তদ্বমনং শ্রেষ্ঠং পিত্তশ্লেষ্মনিবর্হণম্॥ ৬
অষ্টাহং পয়সার্কস্য তেষাং চূর্ণানি ভাবয়েৎ।
জীবকস্য কষায়েণ ততঃ পাণিতলং পিবেৎ॥ ৭
ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুজীবন্তীনাং পৃথক্ তথা॥ ৮
সর্ষপাণাং মধুকানাং লবণস্যাথবাম্বুনা।
কৃশরেণাথবা যুক্তং বিদধ্যাদ্বমনং ভিষক্॥ ৯

তত্র শ্লোকঃ।

কষায়ৈর্নব চূর্ণৈশ্চ পঞ্চোক্তাঃ সলিলৈস্ত্রয়ঃ।
একশ্চ কৃশরায়াং স্যাদ্যোগাস্তেঽষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥ ১০

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে বৎসককল্পো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বৎসককল্প ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। বৎসকের (কুড়চীর) পর্য্যায়, বৎসকের স্ত্রী-পুংভেদ ও বৎসকের কল্প ব্যাখ্যা করিতেছি। ২। বৎসকের পর্য্যায় যথা;—বৎসক কুটজ, শক্র, বৃক্ষক ও গিরিমল্লিকা। ইহার বীজের নাম ইন্দ্রযব এবং কলিঙ্গও বহিয়া থাকে। ৩। যে বৎসকবৃক্ষ বৃহৎফল শ্বেতপুষ্প ও স্নিগ্ধপত্র, তাহাকে পুরুষ বলা যায়। আর যে বৎসক শ্যাম, অরুণপুষ্প এবং যাহার ফল ও বৃন্ত ক্ষুদ্র তাহাকে স্ত্রীবৎসক বলা যায়। ৪। কুড়চী রক্তপিত্তনাশক ও কফনাশক; সুকুমার ব্যক্তি-দিগের পক্ষে অনপকারী এবং হৃদ্রোগ, জ্বর, বাতরক্ত ও বীসর্প প্রভৃতিতে হিতকর। ৫। যথাকালে উভয় প্রকার বৃক্ষের ফল সকল সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে। অনন্তর সেই ফল হাতের মুটোর একমুটো লইয়া চূর্ণ করিবে এবং যষ্টিমধুর কষায় বা কোবিদারাদির অন্যতমের কষায়ের সহিত রাত্রিতে নিষিক্ত করিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে গুলিয়া লইয়া সেই জল সৈন্ধব ও মধুযোগে পান করিবে। ইহা পিত্ত-রোগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বমন এবং পিত্তশ্লেষ্মনাশক। ৬। কুড়চীর চূর্ণ আকন্দের ক্ষীরে অষ্টাহ ভাবনা দিবে। অনন্তর জীবকের কাথের সহিত দুই তোলা পরিমাণে পান করিবে। ৭। অথবা উক্ত অর্কক্ষীর-ভাবিত চূর্ণ মদনফল বা জীমূত ইক্ষাকু কিংবা জীবন্তীর কষায়ের সহিত পান করিবে। ৮। অথবা সর্ষপের কাথ কিংবা মধুকের (যষ্টিমধুর বা মৌলফুলও বুঝায়, কিন্তু বমনবর্গে, মৌলফুলের প্রয়োগ দেখা যায় না।) কাথ কিংবা লবণাম্বু কিংবা কৃশরার সহিত ইন্দ্রযবকল্ক পান করিলে বমন হয়। ৯। এই অধ্যায়ের সূচি যথা;—এই বৎসককল্প অধ্যায়ে মহর্ষি কর্ত্তৃক কষায়ে নয়টী, চূর্ণে পাঁচটী, জলে তিনটী এবং কৃশরায় একটি সর্ব্ব-শুদ্ধ অষ্টাদশ যোগে বর্ণিত হইয়াছে। ১০

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

কৃতবেধনকল্পঃ।

অথাতঃ কৃতবেধনকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

কৃতবেধননামানি কল্পঞ্চাস্য নিবোধত।
ক্ষেড়ঃ কোশাতকী চোক্তং মৃদঙ্গফলমেব চ॥ ২
অত্যন্তকটুতীক্ষ্ণোষ্ণং গাঢ়েষ্বিষ্টং গদেষু চ।
কুষ্ঠপাণ্ড্বাময়প্লীহশোফগুল্মগরাদিষু॥ ৩
ক্ষীরাদি-কুসুমাদীনাং সুরা চৈতেষু পূর্ব্ববৎ
সুশুষ্কাণান্তু বীজানামেকং দ্বৌ বা যথাবলম্।
কষায়ৈর্মধুকাদীনাং নবভিঃ ফলবৎ পিবেৎ॥ ৪
কাথয়িত্বা ফলং তস্য পূত্বা লেহং নিধাপয়েৎ॥৫
কৃতবেধনকল্কাক্ষং ফলাদ্যর্দ্ধাংশসংযুতম্॥ ৬
পৃথক্ চারগ্বধাদীনাং ত্রয়োদশভিরাপ্লুতম্॥ ৭
শাল্মলীমূলবৃন্তানাং পিচ্ছাভির্দশভিস্তথা।
বর্ত্তয়ঃ ফলবৎ ষট্সু ফলাদীনাং ঘৃতং তথা॥৮
কোশাতকানি পঞ্চাশৎ কোবিদাররসৈঃ পচেৎ
তং কষায়ং ফলাদীনাং কল্কৈর্লেহং পুনঃ পচেৎ
ক্ষেড়স্য তত্র ভাগঃ স্যাচ্ছেষাণ্যর্দ্ধাংশিকানি চ
কষায়ৈঃ কোবিদারাদ্যৈরেবং পক্বা পচেৎ
পৃথক্॥ ৯
কষায়েষু ফলাদীনামানূপং পিশিতং পৃথক্।
কোশাতক্যাঃ সমং পক্বা তদ্রসং লবণংপিবেৎ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা কৃতবেধনকল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। কৃতবেধনের পর্য্যায় ও কল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই পর্য্যায় যথা;—ক্ষেড়, কোশাতকী ও মৃদঙ্গফল। ২। কৃতবেধন অতিশয় কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ। ইহা গভীর রোগ সমূহে প্রয়োজনীয় এবং কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, শোথ, গুল্ম, ও গর প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়। ৩। কৃতবেধনের পুষ্পাদির সহিত (পুষ্প, ফল, পল্লব ও বৃন্তের সহিত) দুগ্ধ পাক করিয়া বমনার্থ প্রয়োগ করা যায় (ধামার্গবকল্প ৬ প্রঃ)। আর ইহার পুষ্প ফল ও পল্লব সুরাতে আপ্লুত করিলে সেই সুরা বমন-কারক হইয়া থাকে। ধামার্গবের সুশুষ্ক বীজ একটী বা দুইটী লইয়া পেষণপূর্ব্বক মদনফলের ন্যায় যষ্টিমধু কোবিদারাদির কষায়ের সহিত প্রয়োগ করা যায়। ৪। কৃতবেধন ফলের কাথ ছাঁকিয়া লইয়া লেহের ন্যায় পাক করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। [গঙ্গাধরে নাই]। ৫। কৃত-বেধন-ফলের কল্ক দুই তোলা এবং মদনফল যষ্টিমধু কোবিদার প্রভৃতি অন্যতমের কল্ক এক তোলা সংযুক্ত করিয়া বমনার্থ প্রয়োগ করা যায়। [গঙ্গাধরে নাই]। ৬। এইরূপ আরগ্বধাদি ত্রয়োদশ দ্রব্যের (মদনকল্প ৩০ প্রঃ) ভিন্ন ভিন্ন কাথে কৃতবেধনের কল্ক আপ্লুত করিয়া বমনার্থ প্রয়োগ করা যায়। [গঙ্গাধরে নাই] ৭। শাল্মলীর মূল ও বৃন্তের পিচ্ছা মদনফলাদি দশটি দ্রব্যের সহিত পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধ করিলে দশটী বমনযোগ হয়। ইহাদিগকে পিচ্ছাযোগ কহে। এইরূপ কোবিদারাদি ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের (মদন-কল্প ২৯ প্রঃ) সহিত কৃতবেধনের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ত্তি হইতে পারে। এইরূপ ঘৃত চারি সের; (অপমার্গ তণ্ডুলীয়োক্ত সূত্র ২ অঃ ৩ প্রঃ) মদন মধুকাদি গণের কষায় ষোল সের ও কৃতবেধন ফলের কল্ক এক সের একত্র পাক করিয় ঘৃত প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ৮। কোবিদার-রসের সহিত পঞ্চাশটী কৃতবেধনফল পাক করিবে। সেই কষায়ের সহিত অপমার্গ তণ্ডুলীয়োক্ত মদনাদি দ্রব্যসমূহের কল্ক পাক করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে, মদনাদি দ্রব্যের মধ্যে কৃতবেধনের উল্লেখ আছে। এ স্থলে কল্কার্থ কৃতবেধন পঞ্চাশটি এবং মদনাদি অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেকে উহার অর্দ্ধেক হইবে। লেহ প্রস্তুত হইলে সেই লেহ কোবিদারাদি অষ্ট গণের অন্যতমের কাথের সহিত পান করিতে হয়। [ইতি লেহা-ষ্টক]। ৯। অপামার্গতণ্ডুলীয়োক্ত মদনাদি ভিন্ন ভিন্ন কষায় একত্র করিয়া তাহাতে

কলাদিপিপ্পলীতুল্যং তদ্বৎ ক্ষেড়রসং পিবেৎ।
ক্ষেড়ং কাথে পিবেৎ সিদ্ধং মিশ্রমিক্ষুরসেন চ ॥১১

তত্র শ্লোকৌ।

ক্ষীরে দ্বৌ দ্বৌ সুরা চৈকা কাথা দ্বাবিংশতিস্তথা।
দশ পিচ্ছা ঘৃতশ্চৈকং ষট্‌চ বর্ত্তিক্রিয়াঃ শুভাঃ
লেহেহষ্টৌ সপ্ত মাংসে চ যোগ ইক্ষুরসেহপরঃ
কৃতবেধনকল্পেহস্মিন্ ষষ্টির্যোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে কৃতবেধনকল্পো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

শ্যামাত্রিবৃৎকল্পঃ।

অথাতঃ শ্যামাত্রিবৃৎকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

আনূপমাংস ও কোশাতকী সমান সমান পরিমাণে পাক করিয়া সেইরস সৈন্ধবের সহিত পান করিবে। ১০। আনূপমাংস ও কোশাতকী একত্র পাক করিয়া সেই রস তুল্যপরিমাণ মদনফল, যষ্টিমধু, নিম্ব, জীমূত, কৃতবেধন বা পিপুলের কষায়ের সহিত পান করিবে সেইরূপ মদনফলাদি ষট্‌কষায়ের সহিত সিদ্ধ কোষাতকী ইক্ষুরসের সহিত পান করিবে। ১১ এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—এই কৃতবেধন-কল্পাধ্যায়ে মহর্ষি কর্তৃক দুগ্ধে চারিটী, সুরায় একটী, কাথে বাইশটী, পিচ্ছায় দশটী, ঘৃতে একটী, বর্ত্তিতে ছয়টী, লেহে আটটী, মাংসে সাতটী এবং ইক্ষুরসে একটী, সর্ব্বশুদ্ধ ষষ্টি যোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১২

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা শ্যামাত্রিবৃৎকল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন।১।

বিরেচনে ত্রিবৃন্মূলং শ্রেষ্ঠমাহুর্মনীষিণঃ।
তস্যাঃ সংজ্ঞা গুণঃ কর্ম্ম ভেদঃ কল্পশ্চ বক্ষ্যতে ॥২
ত্রিভণ্ডী ত্রিবৃতা চৈব শ্যামা কুটরুণা তথা
সর্ব্বানুভূতিঃ সুবহা শব্দৈঃ পর্য্যায়বাচকৈঃ ॥ ৩
কষায়া মধুরা রূক্ষা বিপাকে কটুকা চ সা।
কফপিত্তপ্রশমনী রৌক্ষ্যাচ্চানিলকোপনী ॥
সেদানীমৌষধৈর্যুক্তা বাতপিত্তকফাপহৈঃ।
কল্পে বৈশিষ্ট্যমাসাদ্য সর্ব্বরোগহরা ভবেৎ ॥ ৪
মূলন্তু দ্বিবিধং তস্যাঃ শ্যামঞ্চারুণমেব চ।
তয়োর্মুখ্যতরং বিদ্ধি মূলং যদরুণপ্রভম্।
সুকুমারে শিশৌ বৃদ্ধে মৃদুকোষ্ঠে চ তচ্ছুভম্ ॥৫
মোহয়েদাশুকারিত্বাচ্ছ্যামা কণ্ঠং ক্ষিণোত্যপি
তৈক্ষ্ণ্যাৎ কর্ষতি হৃৎ কণ্ঠমাশু দোষং হরত্যপি।
শস্যতে বহুদোষাণাং ক্রূরকোষ্ঠাশ্চ যে নরাঃ ॥৬
গুণবত্যাং তয়োর্ভূমৌ জাতং মূলং সমুদ্ধরেৎ
উপোষ্য প্রযতঃ শুক্লে শুক্লবাসাঃ সমাহিতঃ ॥ ৭

বিরেচনের পক্ষে তেউড়ীর মূল শ্রেষ্ঠ, ইহাই পণ্ডিতদিগের মত। সম্প্রতি সেই তেউড়ীর সংজ্ঞা, গুণ, ক্রিয়াভেদ ও কল্প বলিতেছি। ২। ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃতা, শ্যামা, কুটরুণা, সর্ব্বানুভূতি ও সুবহা এই কয়েকটী তেউড়ীর পর্য্যায়। ৩। তেউড়ী কষায়, মধুর, রূক্ষ, বিপাকে কটু, কফপিত্ত নাশক এবং রূক্ষতা বশতঃ বায়ুপ্রকোপক। কিন্তু বাতপিত্ত-কফ-নাশক ঔষধসমূহের সহিত যুক্ত হইলে ইহা বিশেষ বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব রোগ হরণ করিয়া থাকে। ৪। তেউড়ীর মূল দ্বিবিধ; শ্যাম ও অরুণ। তন্মধ্যে অরুণ তেউড়ীই শ্রেষ্ঠ। ইহা সুকুমার, শিশু, বৃদ্ধ ও মৃদু কোষ্ঠের পক্ষে উত্তম। ৫। শ্যামমূল তেউড়ী আশুকারী বলিয়া মোহ ও কণ্ঠের ক্ষীণতা উৎপাদন করে। তীক্ষ্ণতা হেতু হৃদয় ও কণ্ঠকে কর্ষিত করে এবং সত্বর দোষ হরণ করে। বহুদোষ ও ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিদিগের পক্ষে শ্যামমূল তেউড়ীই উৎকৃষ্ট। ৬। উৎকৃষ্ট ভূমিতে জাত সেই দুই প্রকার তেউড়ীর মূল শুক্ল পক্ষে শুচি, উপবাসী, প্রযত, শুক্লবাস-

গম্ভীরানুগতং শ্লক্ষ্ণং অতির্য্যগ্বিসৃতঞ্চ যৎ।
গৃহীত্বা বিসৃজেৎ কাষ্ঠং ত্বচং শুষ্কাং
নিধাপয়েৎ ॥ ৮
স্নিগ্ধস্বিন্নো বিরেচ্যস্তু পেয়ামাত্রাশিতঃ সুখম্।
অক্ষমাত্রং তয়োঃ পিণ্ডং বিনীয়াম্লেন না
পিবেৎ ॥ ৯
গোহব্যজামহিষামূত্রসৌবীরকতুষোদকৈঃ।
প্রসন্নয়া ত্রিফলয়া শৃতয়া চ পৃথক্ পিবেৎ ॥ ১০
একৈকং সৈন্ধবাদীনাং দ্বাদশানাং সনাগরম্।
ত্রিবৃত্ত্রিগুণসংযুক্তং চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ ॥ ১১
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং গজপিপ্পলী।
সরলঃ কিলিমং হিঙ্গু ভার্গী তেজোবতী তথা
মুস্তং হৈমবতী পথ্যা চিত্রকো রজনী বচা।
স্বর্ণক্ষীর্য্যজমোদা চ শৃঙ্গবেরঞ্চ তৈঃ পৃথক্।
একৈকার্দ্ধাংশসংযুক্তং পিবেদ্ গোমূত্রসংযুতম্॥১২
মধুকার্দ্ধাংশসংযুক্তং শর্করাম্বুযুতং পিবেৎ ॥১৩
জীবকর্ষভকৌ মেদাং শ্রাবণীং কর্কটাহ্বয়ম্।
মুদ্গমাষাখ্যপর্ণ্যৌ চ মহতীং শ্রাবণীং তথা ॥
কাকোলীং ক্ষীরকাকোলীং ক্ষুদ্রাং ছিন্নরুহাং
।
ক্ষীরশুক্লাং পয়স্যাঞ্চ যষ্ট্যাহ্বং বিধিনা পিবেৎ॥১৪
বাতপিত্তহিতাস্তেতাস্তান্ তু কফানিলে ॥ ১৫
ক্ষীরমাংসেক্ষুকাশ্মর্য্যাদ্রাক্ষাপীলুরসৈঃ পৃথক্।
সর্পিষা বা তয়োশ্চূর্ণমভয়ার্দ্ধাংশিকং পিবেৎ ॥ ১৬
লিহ্যাদ্বা মধুসর্পির্ভ্যাং সংযুক্তং সসিতোপলম্।
ভুজঙ্গগন্ধা তুগাক্ষীরী বিদারী শর্করা ত্রিবৃৎ।
চূর্ণিতং ক্ষৌদ্রসর্পির্ভ্যাং লীঢ়ং সাধু বিরিচ্যতে॥১৭
সন্নিপাতজ্বরস্তম্ভদাহতৃষ্ণার্দ্দিতো নরঃ ॥ ১৮
শ্যামাত্রিবৃৎকষায়েণ কল্কেন চ সশর্করম্।

ধারী ও সমাহিত হইয়া উদ্ধার করিবে। ৭। তেউড়ী-লতার যে মূল গভীরপ্রবিষ্ট, কোমল ও সরলভাবে প্রবিষ্ট, সেই মূল গ্রহণ করিয়া কাষ্ঠভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ত্বক্ গ্রহণ করিবে এবং শুষ্ক করিয়া উপযুক্ত পাত্রে স্থাপন করিবে। ৮। বিরেচ্য ব্যক্তি স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন হইয়া দুই প্রকার তেউড়ীর মধ্যে কোন একটীর কল্ক দুই তোলা পরিমাণ কাঁজীর সহিত গুলিয়া পান করিবে এবং বিরেচনের পর পেয়াক্রম পালন করিবে। ৯। সেইরূপ দুই তোলা তেউড়ীর মূল গো মেষ ছাগ বা মহিষের মূত্র বা সৌবীরক বা তুষোদক বা প্রসন্না বা ত্রিফলাক্বাথের সহিত পান করিবে। ১০। অথবা দীর্ঘঞ্জীবিতীয়োক্ত সৈন্ধবাদি লবণচতুষ্টয় ও মূত্রাষ্টকের মধ্যে কোন একটীর সহিত উহার ত্রিগুণ পরিমাণ তেউড়ীর কল্ক শুণ্ঠিচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। লবণচতুষ্টয়ের কোনটীর সহিত তেউড়ীর কল্ক পান করিবার সময় উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ১১। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপুল, সরল, দেবদারু, হিঙ্গু, ভার্গী, চৈ, মুতা, [illegible], হরীতকী, চিতা, হরিদ্রা, বচ, স্বর্ণক্ষীরী, যমানী এবং শুঁঠ এই অষ্টাদশ দ্রব্যের কল্ক ও উহার দ্বিগুণ পরিমাণ তেউড়ীর কল্ক গোমূত্রে গুলিয়া পান করা যাইতে পারে। ১২। অর্দ্ধভাগ যষ্টিমধুচূর্ণ ও এক ভাগ তেউড়ীর চূর্ণ শর্করাম্বুর সহিত পান করিবে। ১৩। জীবক, ঋষভক, মেদ, শ্রাবণী ("রক্তমুণ্ডেরী") কর্কটশৃঙ্গী, মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, মহতী-শ্রাবণী (শ্বেতমুণ্ডেরী), কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, কণ্টকারী, গোলঞ্চ, ক্ষীরশুক্লা, (কৃষ্ণ-ভূমিকুষ্মাণ্ড), পয়স্যা (ভূমিকুষ্মাণ্ড) বা যষ্টিমধুর সহিত সমান-পরিমাণ ত্রিবৃচ্চূর্ণ পান করা যাইতে পারে। ১৪। এই সকল যোগ বাতপিত্তে হিতকর। অন্যান্য যোগ বায়ু ও কফে হিতকর। ১৫। শ্যামমূল বা অরুণমূল তেউড়ীর চূর্ণ, দুগ্ধ, মাংসরস, ইক্ষুরস, গাম্ভারী ফলের রস বা পীলুরসের সহিত বা ঘৃতের সহিত, অর্দ্ধাংশ হরীতকীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। [এই যোগটী বাতপিত্তে প্রয়োজনীয়]। অথবা তেউড়ীর চূর্ণ মিছরীর সহিত মধু ও ঘৃতে গুলিয়া পান করিবে। ১৬। যমানী, বংশলোচন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শর্করা ও তেউড়ীর চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে উত্তম বিরেচন হয়। ১৭। সন্নিপাত জ্বরে স্তম্ভ, দাহ, [illegible]

সাধয়েদ্বিধিবল্লেহং লিহ্যাৎ পাণিতলং ততঃ ॥ ১৯
সক্ষৌদ্রাং শর্করাং পক্ত্বা কুর্য্যান্মৃদ্ভাজনে নবে
ক্ষিপেচ্ছীতে ত্রিবৃচ্চূর্ণং ত্বক্‌পত্রমরিচৈঃ সহ।
মাত্রয়া লেহয়েদেতদীশ্বরাণাং বিরেচনম্ ॥ ২০
কুড়বাংশান্ রসানিক্ষুদ্রাক্ষাপীলুপরূষকাৎ।
সিতোপলাৎ পলং ক্ষৌদ্রাৎ কুড়বার্দ্ধঞ্চ সাধয়েৎ
তং লেহং যোজয়েচ্ছীতং ত্রিবৃচ্চূর্ণেন শাস্ত্রবিৎ
এতদ্ধৎসন্নপিত্তানামীশ্বরণাং বিরেচনম্ ॥ ২১
শর্করামোদকান্ বর্ত্তিগুলিকামাংসপূপকান্।
অনেন বিধিনা কুর্য্যাৎ পৈত্তিকানাং বিরেচনম্ ॥
পিপ্পলীং নাগরং ক্ষারং শ্যামাত্রিবৃতয়া সহ।
লেহয়েন্মধুনা সার্দ্ধং শ্লেষ্মলানাং বিরেচনম্ ॥ ২৩
মাতুলুঙ্গাভয়াধাত্রী শ্রীপর্ণীকোলদাড়িমাৎ।
সুমৃষ্টান্ স্বরসাংস্তৈলে সাধয়েৎ তত্র চাবপেৎ
সহকারান্ কপিত্থাংশ্চ সাধ্যমম্লঞ্চ যৎ ফলম্।
পূর্ব্ববল্লেহলীভূতে ত্রিবৃচ্চূর্ণঞ্চ সাধয়েৎ ॥
ত্বক্‌পত্রকেশরৈলানাং চূর্ণঞ্চ মধুমাত্রয়া।
লেহোঽয়ং কফমূলানামীশ্বরাণাং বিরেচনম্ ॥ ২৪
পানকানি রসান্ যূষান্ মোদকান্ রাগষাড়বান্।
অনেন বিধিনা কুর্য্যাদ্বিরেকার্থে কফাধিকে ॥ ২৫
ত্বগেলাভ্যাং সমং নীতং তৈস্ত্রিবৃৎ তৈশ্চ শর্করা
চূর্ণং ফলরসক্ষৌদ্রশক্তুভিস্তর্পণং পিবেৎ ॥
বাতপিত্তকফোত্থেষু রোগেষল্পানলেষু চ।
নরেষু সুকুমারেষু নিরপায়ং বিরেচনম্ ॥ ২৬
শর্করা ত্রিফলা শ্যামা ত্রিবৃন্মাগধিকা মধু।

তৃষ্ণায় এই বিরেচন উপকারী। ১৮। শ্যামমূল তেউড়ীর কষায় ও কল্ক এবং শর্করা একত্র পাক করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ দুই তোলা পরিমাণে লেহন করিতে হয়। ১৯। শর্করা পাক করিয়া লেহবৎ ও শীতল হইলে উহাতে দারুচিনি, তেজপাতা ও মরিচচূর্ণ এক এক ভাগ, তেউড়ীর চূর্ণ তিন ভাগ ও মধু তিন ভাগ প্রক্ষেপ দিবে। এই লেহ মাত্রানুসারে পান করিলে বিরেচন হয়। রাজা বা তত্তুল্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বিরেচন উপযোগী। ২০। ইক্ষু, দ্রাক্ষা, পীলুফল ও পরূষকফলের রস এক এক কুড়ব (আধ সের) ও চিনি এক পল পাক করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। শীতল হইলে অর্দ্ধকুড়ব মধু মিশ্রিত করিবে। এই লেহের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে ত্রিবৃচ্চূর্ণ সেবন করিলে কুপিতপিত্ত ব্যক্তিদিগের উত্তম বিরেচন হয়। ২১। এইরূপে তেউড়ীর শর্করামোদক, বর্ত্তি, গুলিকা ও মাংসপূপক প্রভৃতি কল্পনা করিয়া পিত্তাধিক ব্যক্তিদিগকে বিরেচন দিতে হয়। ২২। পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার ও শ্যামারুণ উভয়বিধ ত্রিবৃৎ মধুর সহিত লেহন করিলে শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিদিগের উত্তম বিরেচন হয়। ২৩। গোঁড়ালেবু, হরীতকী, আমলকী, শ্রীপর্ণী (গাম্ভারী ফল) কুল, দাড়িমের রস সমান সমান ও সর্ব্বসমান শর্করা একত্র পাক করিবে। অনন্তর ঐ লেহ তৈলে ভর্জ্জিত করিয়া তাহাতে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। এই লেহ শ্লৈষ্মিকদিগের উপযোগী। আর সহকার ফলের শাঁস, কপিত্থফলের শাঁস এবং কুল তেঁতুল প্রভৃতি অম্লফলের শাঁস সমান সমান ও সর্ব্বসমান শর্করা একত্র পাক করিয়া লেহ হইলে তৈলে ভর্জ্জিত করিয়া তাহাতে তেউড়ী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। পরে উহাতে তেউড়ীচূর্ণের সমান দারুচিনি, তেজপাতা, নাগকেশর ও ছোট এলাচের মিলিত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। অনন্তর মোদকাদি প্রস্তুত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিবে। কফপ্রধান রোগে এই লেহ দ্বারা রাজা বা তত্তুল্য লোকদিগকে বিরেচন দিতে হয়। ২৪। এইরূপ বিধিক্রমে পানক, মাংসরস, যূষ, মোদক, রাগ ও যাড়ব প্রস্তুত করিয়া কফাধিক রোগে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। ২৫। দারুচিনি ও বড় এলাচের চূর্ণ সমান সমান, তেউড়ীর চূর্ণ উভয়ের সমান এবং শর্করা সর্ব্বসমান গ্রহণ করিয়া অম্লফলের রস, মধু ও যবাদি শক্তুর সহিত আলোড়ন করিয়া তর্পণ পান করিবে। এই তর্পণ বাত-পিত্ত-কফজ রোগসমূহে মন্দাগ্নি সুকুমার ব্যক্তিদিগের পক্ষে অনপকারী বিরে-

মোদকঃ সন্নিপাতোর্দ্ধরক্তপিত্তজ্বরাপহঃ ॥ ২৭
ত্রিবৃচ্ছাণামৃতাস্তিস্রস্তিস্রশ্চ ত্রিফলাত্বচঃ।
বিড়ঙ্গপিপ্পলীক্ষারং শাণাস্তিস্রশ্চ চূর্ণিতাঃ ॥
লিহ্যাৎ সর্পির্মধুভ্যাঞ্চ মোদকং বা গুড়েন চ।
ভক্ষয়েন্নিষ্পরীহারমেতচ্ছোধনমুত্তমম্ ॥
গুল্মং প্লীহোদরং শ্বাসং হলীমকমরোচকম্।
কফবাতকৃতাংশ্চান্যান্ ব্যাধীনেতদ্ব্যপোহতি ॥ ২৮
বিড়ঙ্গপিপ্পলীমূলত্রিফলাধান্যচিত্রকম্।
মরিচেন্দ্রযবাজাজীপিপ্পলীহস্তিপিপ্পলীঃ ॥
লবণান্যজমোদা চ চূর্ণিতং কার্ষিকং পৃথক্।
তিলতৈলত্রিবৃচ্চূর্ণভাগৌ চাষ্টপলোন্মিতৌ ॥
ধাত্রীফলরসপ্রস্থাংস্ত্রীন্ গুড়ার্দ্ধ তুলাংতথা।
পক্ত্বা মৃদ্বগ্নিনা খাদেদ্বদরোদুম্বরোপমান্ ॥
গুড়ান্ কৃত্বা ন চাস্য স্যাদ্বিহারাহারযন্ত্রণা।
কুষ্ঠার্শঃকামলামেহগুল্মোদরভগন্দরম্ ॥
গ্রহণীপাণ্ডুরোগাংশ্চ হন্যুঃ পুংসবনাশ্চ তে ॥
কল্যাণকা ইতি খ্যাতাঃ সর্ব্বেষ্বৃতুষু যৌগিকাঃ॥২৯
ইতি কল্যাণকগুড়ঃ।
ব্যোষত্বক্‌পত্রমুস্তৈলাবিড়ঙ্গামলকাভয়াঃ।
সমভাগা ভিষগ্দদ্যাদ্ দ্বিগুণঞ্চ মুকূলকম্ ॥
ত্রিবৃতোঽষ্টগুণং ভাগং শর্করায়াশ্চ ষড়্‌গুণম্।
চূর্ণিতং গুলিকান্ কৃত্বা ক্ষৌদ্রেণ পলসম্মিতান্ ॥
ভক্ষয়েৎ কল্যমুত্থায় শীতঞ্চানুপিবেজ্জলম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রে জ্বরে বম্যাং কাসে শ্বাসে ভ্রমে ক্ষয়ে ॥
তাপে পাণ্ডাময়েঽল্পেঽগ্নৌ শস্তা নির্যন্ত্রিতাশিনঃ
যোগঃ সর্ব্ববিষাণাঞ্চ মতঃ শ্রেষ্ঠং বিরেচনম্ ॥
ত্রিবৃৎপলং দ্বিপ্রস্থজং পথ্যা ধান্যোরুবুকয়োঃ।

চন হয়। ২৬। ত্রিফলা, শ্যামমূল ও অরুণমূল ত্রিবৃৎ ও পিপুলচূর্ণ সমান সমান এবং শর্করা সর্ব্বচূর্ণের দ্বিগুণ একত্র করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক সন্নিপাত ও উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত এবং জ্বর নষ্ট করে। ২৭। তেউড়ী লতা তিন শাণ (দেড় তোলা) ত্রিফলা ফলের ত্বক্ সর্ব্বসমেত তিন শাণ এবং বিড়ঙ্গ, পিপুল ও যবক্ষার মিলিত তিন শাণ চূর্ণ করিয়া ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা গুড়ের সহিত মোদক করিয়া সেবন করিবে। এই বিরেচন সেবনকালে আহারাদির কোন পরিহার আবশ্যক করে না। ইহা উত্তম শোধন এবং গুল্ম, প্লীহোদর, শ্বাস, হলীমক, অরুচি ও অন্যান্য কফবাতজ রোগ হরণ করিয়া থাকে। ২৮। বিড়ঙ্গ, পিপ্পলীমূল ত্রিফলা, ধনে, চিতা, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, পিপুল, গজ-পিপুল, সৈন্ধবলবণ ও বনযমানী [গঙ্গাধরপাঠ—বনযমানীর মূল] চূর্ণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা; তৈল আট পল, ত্রিবৃচ্চূর্ণ আট পল, ধাত্রী ফলের রস বার সের এবং পুরাণ গুড় অর্দ্ধ তুলা (সওয়া ছয় সের) গ্রহণ করিবে। প্রথমে গুড় ধাত্রীফলের রসে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর সেই রসে পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে বিড়ঙ্গাদির চূর্ণ ও অগ্নিপক্বফেনরহিত তৈল প্রক্ষেপ দিয়া কুল বা যজ্ঞডুম্বুরের ন্যায় গুলিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুলিকা সেবন কালে আহার বিহারের কোনরূপ কঠিন নিয়ম আবশ্যক করে না। ইহাতে কুষ্ঠ, অর্শ, কামলা, মেহ, গুল্ম, উদর, ভগন্দর, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়। ইহা পুংসবন। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। ইহার নাম কল্যাণ-গুড়। [ইতি কল্যাণগুড়]। ২৯। ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপাতা, মুতা, ছোট এলাচ, বিড়ঙ্গ, আমলকী ও হরীতকী এই দশটী দ্রব্যের চূর্ণ সমান সমান এক এক ভাগ; দন্তীচূর্ণ দুই ভাগ; তেউড়ীর চূর্ণ আট ভাগ এবং শর্করা ছয় ভাগ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া এক পল পরিমাণে বটিকা করিবে। এই গুড়িকা প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিয়া শীতল জল অনুপান করিবে। এই গুড়িকা মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর, বমি, কাস, শ্বাস, ভ্রম, ক্ষয়, তাপ, পাণ্ডুরোগ ও সর্ব্বপ্রকার বিষ রোগে প্রশস্ত। ৩০। তেউড়ীচূর্ণ এক পল এবং হরীতকী ধনে ও এরণ্ডমূল (গঙ্গাধর মতে এরণ্ডবীজ দুই পল) সর্ব্বশুদ্ধ দুই প্রস্থত (চারি পল) একত্র চূর্ণিত করিয়া মধু বা গুড়ের

দশৈতান্ মোদকান্ কুর্য্যাদীশ্বরাণাং
বিরেচনম্ ॥ ৩১
ত্রিবৃদ্ধৈমবতী শ্যামা নীলিনী হস্তিপিপ্পলী।
সমূলা পিপ্পলী মুস্তমজমোদা দুরালভা ॥
কার্ষিকং নাগরপলং গুড়স্য পলবিংশতিম্।
চূর্ণিতং মোদকান্ কুর্য্যাত্তুম্বরফলোপমান্ ॥
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলব্যোষযমানীবিড়ঙ্গজীরকৈঃ।
বচাজগন্ধাত্রিফলাচব্যচিত্রকধান্যকৈঃ ॥
মোদকান্ বেষ্টয়েচ্চূর্ণৈস্তান্ সতুম্বুরুদাড়িমৈঃ।
ত্রিকবংক্ষণহৃদ্বস্তিকোষ্ঠার্শঃপ্লীহশূলিনাম্।
হিক্কাকাসরুচিশ্বাসকফোদাবর্ত্তিনাং শুভাঃ ॥ ৩২
ত্রিবৃতাং কৌটজং বীজং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
ক্ষৌদ্রদ্রাক্ষারসোপেতং বর্ষাস্বেতদ্বিরেচনম্ ॥ ৩৩
ত্রিবৃদ্দুরালভা মুস্তা শর্করোদীচ্যচন্দনম্।
দ্রাক্ষাম্বুনা সযষ্ট্যাহ্বশীতলং জলদাত্যয়ে ॥ ৩৪
ত্রিবৃতাং চিত্রকং পাঠামজাজীং সরলং বচাম্।
স্বর্ণক্ষীরীঞ্চ হেমন্তে পিষ্ট্বা তুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ ॥ ৩৫
শর্করা ত্রিবৃতা তুল্যা গ্রীষ্মকালে বিরেচনম্ ॥ ৩৬
ত্রিবৃৎত্রায়ন্তিহপুষাং সাতলাং কটুরোহিণীম্।
স্বর্ণক্ষীরীঞ্চ সঞ্চূর্ণ্য গোমূত্রে ভাবয়েৎ ত্র্যহম্।
এষ সর্ব্বর্ত্তুকো যোগঃ স্নিগ্ধানাং মলদোষহৃৎ ॥৩৭
দুরালভা ত্রিবৃচ্ছ্যামা বৎসকং হস্তিপিপ্পলী।
নীলিনী ত্রিফলা মুস্তং কটুকা চ সুচূর্ণিতম্ ॥
সর্পির্মাংসরসোষ্ণাম্বুযুক্তং পাণিতলং ততঃ।
পিবেৎ সুখতমং হ্যেতদ্রূক্ষাণামপি শস্যতে ॥ ৩৮
ত্র্যূষণত্রিফলাহিঙ্গুকার্ষিকং ত্রিবৃতাপলম্।
সৌবর্চ্চলার্দ্ধকর্ষঞ্চ পলার্দ্ধঞ্চাম্লবেতসাৎ ॥

সহিত দশটী মোদক প্রস্তুত করিবে। রাজা বা তত্তুল্য লোকদিগের পক্ষে এই বিরেচন প্রশস্ত। ৩১। অরুণমূল, পিপুল, মুতা, ত্রিবৃৎ শ্বেতবচ, শ্যামমূল, ত্রিবৃৎ, নীলিনী (বুনো নীল) গজপিপুল, পিপুলমূল, পিপুল, মুতা, অজমোদা (বনযমানী) ও দুরালভা পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা; শুঁঠচূর্ণ এক পল এবং গুড় বিংশতি পল একত্র করিয়া যজ্ঞডুম্বুরফলের ন্যায় মোদক প্রস্তুত করিবে। অনন্তর হিঙ্গু, সৌর্ব্বচল, ত্রিকটু, যমানী, বিড়ঙ্গ, জীরক, বচ, ত্রিফলা, অজগন্ধা ("ক্ষেত্রযমানীমুল"), ত্রিফলা, চৈ, চিতা ও ধনে এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা মোদক সকল বেষ্টন করিয়া রাখিবে। অথবা কেবল তুম্বুরু ও দাড়িমফলের খোসার চূর্ণে বেষ্টন করিয়া রাখিবে। (ঐ সকল চূর্ণের উপর গুলিকা সকল এরূপ ভাবে পাকাইয়া লইতে হইবে, যেন চূর্ণ সকল গুলিকার গায়ে লাগিয়া যায়)। ত্রিক, বংক্ষণ, হৃদয়, বস্তি, কোষ্ঠ অর্শ ও প্লীহাতে শূল থাকিলে এই গুলিকার উপযোগিতা হয়। আর ইহা হিক্কা, কাস, অরুচি, শ্বাস এবং কফ ও উদাবর্ত্তে প্রয়োজনীয়। ৩২। বর্ষাকালে বিরেচনের জন্য তেউড়ী, ইন্দ্রযব, পিপুল ও শুঁঠ মধু ও দ্রাক্ষা রসের সহিত প্রয়োগ করিবে। ৩৩। শরৎকালে তেউড়ী, দুরালভা, মুতা, শর্করা বালা, রক্ত-চন্দন ও যষ্টিমধু দ্রাক্ষার শীত কষায় বা শীতল ক্বাথের সহিত পান করিবে। হেমন্তে তেউড়ী, চিতার মূল, আকনাদি, জীরা, সরলকাষ্ঠ, বচ ও স্বর্ণক্ষীরী (কাহার কাহার মতে স্বর্ণক্ষীরীই সোনামুখী) উষ্ণাম্বুসহকারে পেষণ করিয়া পান করিবে। ৩৫। গ্রীষ্মকালে বিরেচন দিতে হইলে শর্করা ও তেউড়ী সমান সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৩৬। তেউড়ী, দুরালভা, হপুষা, সাতলা, কট্‌কী ও স্বর্ণক্ষীরী চূর্ণ করিয়া গোমূত্রে তিন দিন ভাবনা দিবে। এই যোগ সকল ঋতুতেই প্রয়োগ করা যায়। ইহা রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিলে তাহার মলদোষ নিঃসারিত হইয়া থাকে। ৩৭। দুরালভা, তেউড়ী, শ্যামমূল-তেউড়ী, ইন্দ্রযব, গজপিপুল, নীলিনী (বন্যনীল), ত্রিফলা, মুস্ত ও কট্‌কী উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া ঘৃত, মাংসরস বা উষ্ণাম্বুযোগে দুই তোলা পরিমাণে পান করিবে। ইহা রুক্ষ-শরীরেও সুখতম বিরেচক হয়। ৩৮। ত্রিকটু, ত্রিফলা ও হিঙ্গু এক এক কর্ষ; তেউড়ী এক পল, সৌবর্চ্চল অর্দ্ধকর্ষ, অম্ল-

তচ্চূর্ণং শর্করাতুল্যং মদ্যেনাম্লেন বা পিবেৎ।
গুল্মপার্শ্বার্ত্তিনুৎ সিদ্ধং জীর্ণে চাদ্যাদ্রসৌদনম্॥৩৯
সপ্তলাং ত্রিফলাং দন্তীং ত্রিবৃতাং ব্যোষসৈন্ধবম্
কৃত্বা চূর্ণন্তু সপ্তাহং ভাবয়ামামলকীরসে।
তদ্‌যোজ্যং তর্পণে যূষে পিশিতে রাগ-
যুক্তিষু॥ ৪০
তুল্যাম্লং ত্রিবৃতাকল্কসিদ্ধং গুল্মহরং ঘৃতম্॥ ৪১
মূলং শ্যামাত্রিবৃতয়োঃ পচেদামলকৈঃ সহ।
জলে তেন কষায়েণ পক্বা সর্পিঃ পিবেন্নরঃ॥৪২
নির্য্যূহেণ তয়োর্যুক্ত্যা সিদ্ধসর্পিঃ পিবেৎ তথা।
সাধিতং বা পয়স্তাভ্যাং সুখং তেন
বিরিচ্যতে॥ ৪৩
ত্রিবৃন্মুষ্টীংস্তু সনখানষ্টৌ দ্রোণে জলে পচেৎ।
পাদশেষং কষায়ং তং শীতং গুড়তুলাযুতম্॥
স্নিগ্ধে স্থাপ্যং ঘটে ক্ষৌদ্রপিপ্পলীফলচিত্রকৈঃ।
প্রলিপ্তে বিধিনা মাসং জাতং তন্মাত্রয়া পিবেৎ
৪৪
সুরাং বা ত্রিবৃতাপাদকল্কাং তৎক্বাথসংযুতাম্॥৪৫
যবৈঃ শ্যামাত্রিবৃৎক্বাথস্বিন্নৈঃ কুল্মাষমম্ভসা।
আসুতং ষড়হং পর্ণে জাতং সৌবীরকং
পিবেৎ॥ ৪৬
ভৃষ্টান্ মাসতুষান্ শুদ্ধান্ যবাংস্তচ্চূর্ণসংযুতান্।
আসুতানম্ভসা তদ্বৎ পিবেজ্জাতং তুষোদকম্॥৪৭
তথা মদনকল্পোক্তান্ ষাড়বাদীন্ পৃথগ্দশ।

বেতস (থৈকল) অর্দ্ধপল এবং সর্ব্বচূর্ণের সমান শর্করাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মদ্য বা অম্লের সহিত পান করিবে। ইহা দৃষ্টফল। ইহাতে গুল্ম ও পার্শ্বশূল নষ্ট হয়। ঔষধ জীর্ণ হইলে মাংসরসের সহিত অন্ন সেবন করিবে। ৩৯। চামরকষা, ত্রিফলা, দন্তী, তেউড়ী, সৈন্ধব এই দশটী দ্রব্যের চূর্ণ সমান সমান ভাগে গ্রহণ করিয়া আমলকীর রসে সাত দিন ভাবনা দিবে। ইহা যুক্তিপূর্ব্বক তর্পণ, যূষ, মাংসরস ও রাগসমূহের সহিত প্রয়োগ করিবে। ৪০। কাঁজী চারি সের, তেউড়ীর কল্ক এক সের ও ঘৃত চারি সের পাক করিবে। এই ঘৃত গুল্ম-হর। ৪১। অরুণ ও শ্যাম দুই প্রকার তেউড়ীমূল সমান ভাগ আমলকীর সহিত অষ্ট-গুণ জলে পাক করিয়া ষোল সের থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর ঐ ক্বাথের সহিত চারি সের ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। ৪২। শ্যাম ও অরুণ উভয় প্রকার তেউড়ী মূলের ক্বাথ করিয়া তদ্দ্বারা ঘৃত কিম্বা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে সুখে বিরেচন হয়। ৪৩। হাতের মুটোর আট মুটো (সনখ মুষ্টি) তেউড়ী মূল এক দ্রোণ (চৌষট্টি সের) জলে পাক করিয়া চতুর্থ ভাগশেষে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। শীতল হইলে তাহাতে এক তুলা (সাড়ে বার সের) গুড় মিশ্রিত করিবে। অনন্তর একটী স্নেহভাবিত ঘটের অভ্যন্তর মধু পিপুল মদনফল ও চিতার কল্কে লিপ্ত করিয়া তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গুড়মিশ্রিত ক্বাথ একমাস স্থাপন করিবে। এই অরিষ্ট মাত্রানুযায়ী পান করিলে গ্রহণী পাণ্ডু, গুল্ম ও শোথ নষ্ট হয়। ৪৪। ত্রিবৃতের ক্বাথ ও সুরা সমান সমান এবং ত্রিবৃৎকল্ক সুরার চতুর্থভাগ একত্র করিয়া একমাস পর্য্যন্ত দৃঢ় পাত্রে আবদ্ধ রাখিবে। পরে সেই সুরা মাত্রানুসারে পান করিবে। ৪৫। শ্যামা ও অরুণ তেউড়ীমূল সমান সমান ভাগে একত্র করিয়া ক্বাথ করিবে পরে সেই ক্বাথে যব সিদ্ধ করিবে। যব উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্বাথের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ কুল্মাষ ("কাঁজী") মিশ্রিত করিয়া দৃঢ় পাত্রে আবদ্ধ করিবে এবং সেই পাত্র যবপর্ণের মধ্যে ছয় দিবস আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। ইহাতে যে সৌবীরক প্রস্তুত হইবে, তাহা বিরেচনার্থ প্রশস্ত। ৪৬। সতুষ কিংবা শুদ্ধ যব ভাজিয়া সমান পরিমাণে ত্রিবৃচ্চূর্ণের সহিত জলে গুলিয়া যবপর্ণ দ্বারা আচ্ছন্ন ভাণ্ডে ছয় দিবস স্থাপন করিবে। এইরূপে সেই সকল দ্রব্য আসুত হইলে তুষোদক প্রস্তুত হইবে। ইহা বিরেচনার্থ প্রশস্ত। ৪৭। এইরূপ মদন-

ত্রিবৃচ্চূর্ণেন সংযোজ্য বিরেকার্থং
প্রযোজয়েৎ ॥ ৪৮

স্বক্কেশরাম্রাতকদাড়িমৈলা-
সিতোপলামাক্ষিকমাতুলুঙ্গৈঃ।
মদ্যৈস্তথাণ্যৈশ্চ মনোহনুকূলৈ-
র্যুক্তানি দেয়ানি বিরেচনানি ॥
শীতাম্বুনা পীতবতশ্চ তস্য
সিঞ্চেন্মুখচ্ছর্দ্দিবিঘাতহেতোঃ।
হৃদ্যাংশ্চ মৃৎপুষ্পফলপ্রবালা-
দম্লঞ্চ দদ্যাদুপজিঘ্রণার্থম্ ॥ ৪৯

তত্র শ্লোকাঃ।

একোহম্লাদিভিরষ্টৌ চ দশ দ্বৌ সৈন্ধবাদিষু।
মূত্রেহষ্টাদশ যষ্ট্যৌ দ্বৌ জীবকাদৌ চতুর্দ্দশ ॥
ক্ষীরাদৌ সপ্ত লেহেহষ্টৌ চত্বারঃ সিতয়াপি চ
পানকাদিষু পঞ্চৈব ষড়ুতৌ পঞ্চ মোদকাঃ।
চত্বারশ্চ ঘৃতক্ষীরে দ্বৌ চূর্ণে তর্পণে তথা।
দ্বৌ মদ্যে কাঞ্জিকে দ্বৌ চ দশান্তে ষাড়বাদিষু ॥

কল্পোক্ত দশ প্রকার ষাড়বাদি ত্রিবৃচ্চূর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া বিরেকার্থ প্রয়োগ করিবে। ষাড়বাদি যথা;—ষাড়ব, রাগ, লেহ, মোদক, উৎকারিকা, তর্পণ, পানক, মাংসরস, যূষ ও মদ্য। ৪৮। দারুচিনি, নাগকেশর, আমড়া, দাড়িম এলাচ, চিনি, মধু, গোঁড়া-নেবু ও মদ্য এবং অন্যান্য মনোনুকূল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। বিরেচক সেবন করার পর বমন না হইতে পারে এই জন্য বিরেচন পানের পর শীতল জলে মুখ সিক্ত করিতে হয় এবং হৃদ্য পুষ্প, ফল ও প্রবাল আঘ্রাণ করিতে হয়। ৪৯। এই অধ্যায়ের সূচী;—এই অধ্যায়ে মহর্ষি কর্ত্তৃক একশত দশটী দৃষ্টফল বিরেচন-যোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা;—অম্লাদিতে নয়টী, সৈন্ধবাদিতে বারটী, মূত্রে আঠারটী, যষ্টিমধুর সহিত দুইটী, জীবকাদিতে চৌদ্দটী, ক্ষীরাদিতে সাতটী, লেহে আটটী, শর্করাতে চারিটী, পানকাদিতে পাঁচটী, সর্ব্বর্তুযোগ ছয়টী, মোদকে পাঁচটী, ঘৃত ও ক্ষীরে চারিটী, চূর্ণ ও তর্পণে দুইটী মদ্যে দুইটী, কাঞ্জিকে দুইটী এবং ষাড়ব প্রভৃতিতে দশটী। ৫০

শ্যামাত্রিবৃতাদ্যাশ্চ কল্পেহস্মিন্ সমুদাহৃতম্।
শতং দশোত্তরং সিদ্ধং যোগানাং পরমর্ষিণা ॥ ৫০

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
কল্পস্থানে শ্যামাত্রিবৃৎকল্পো নাম
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ

চতুরঙ্গুলকল্পঃ।

অথাতশ্চতুরঙ্গুলকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
আরগ্বধো রাজবৃক্ষঃ সম্পাকশ্চতুরঙ্গুলঃ।
প্রগ্রহঃ কৃতমালশ্চ কর্ণিকারোহবঘাতকঃ ॥ ২
জ্বরহৃদ্রোগবাতাসৃগুদাবর্ত্তাদিরোগিষু।
রাজবৃক্ষোহধিকং পথ্যো মৃদুর্মধুরশীতলঃ ॥ ৩
বালে বৃদ্ধে ক্ষতে ক্ষীণে সুকুমারে চ মানবে।
যোজ্যো মৃদ্বনপায়িত্বাদ্বিশেষাচ্চতুরঙ্গুলঃ ॥ ৪
ফলকালে ফলং তস্য গ্রাহ্যং পরিণতঞ্চ যৎ
তেষাং গুণবতাং ভারং সিকতাসু নিধাপয়েৎ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা চতুরঙ্গুলকল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, সম্পাক, চতুরঙ্গুল, প্রগ্রহ, কৃতমাল, কর্ণিকার ও অবঘাতক এই কয়েকটী চতুরঙ্গুল-পর্য্যায়। [চতুরঙ্গুলসোঁদাল]। ২। জ্বর, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত প্রভৃতি রোগে সোঁদালের বিরেচন অতিশয় পথ্য। ইহা মৃদু, মধুর ও শীতল। ৩। মৃদু ও অন-পায়ী বলিয়া সোঁদালের বিরেচন বাল, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ ও সুকুমার ব্যক্তির পক্ষে উপ-যোগী। ৪। ফলকালে সোঁদালের পরিণত

সপ্তরাত্রাৎ সমুদ্ধৃত্য শোষয়েদাতপে ভিষক্।
ততো মজ্জানমুদ্ধৃত্য শুচৌ ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
দ্রাক্ষারসযুতো দেয়ো দাহোদাবর্ত্তপীড়িতে।
চতুর্ব্বর্ষসুখং বালে যাবদ্ দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ৬
চতুরঙ্গুলমজ্জ্ঞস্ত প্রসৃতং বাথবাঞ্জলিম্।
সুরামণ্ডেন সংযুক্তমথবা কোলশীধুনা ॥
দধিমণ্ডেন বা যুক্তং রসেনামলকস্য বা।
কৃত্বা শীতকষায়ং তং পিবেৎ সৌবীরকেণ বা ॥৭
ত্রিবৃতো বা কষায়েণ মজ্জকল্কং তথা পিবেৎ ॥৮
তথা বিল্বকষায়েণ লবণক্ষৌদ্রসংযুতম্ ॥ ৯

ফল গ্রহণ করিয়া সপ্তরাত্র বালুকার মধ্যে স্থাপন করিবে। অনন্তর বালুকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর মজ্জা উদ্ধার করিয়া পবিত্র ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ৫। রোগীর দাহ ও উদাবর্ত্ত থাকিলে সোঁদালের মজ্জা দ্রাক্ষার সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিবে। চতুর্বর্ষ হইতে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বালকের পক্ষে সোঁদাল সুখ-বিরেচক। ৬। চতুরঙ্গুলের মজ্জা দুই পল অথবা আধ সের সুরামণ্ড কিম্বা কোন শীধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া বাটিবে এবং তাহা হইতে মাত্রানুসারে পান করিবে। এইরূপে চতুরঙ্গুলের মজ্জা দধিমণ্ড বা আমলকী রসের সহিত পান করা যায়। অথবা চতুরঙ্গুলের মজ্জা শীতল জলে গুলিয়া সৌবীরকের সহিত পান করা যায়। [ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, তেউড়ী ও সোঁদাল সুরা যোগে পান করিলে দোষাবহ হয় না ; অতএব ইহাদের "টিংচর" ব্যবহার করান যাইতে পারে]। ৭। অথবা তেউড়ীর কষায়ের সহিত সোঁদালের মজ্জা পান করা যায়। [পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তেউড়ীর কাথ অর্দ্ধেক ও সুরা অর্দ্ধেক একত্র করিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। যদি তেউড়ীর কাথ অর্দ্ধেক, সুরা তৎপরিমাণ ও তুল্য পরিমাণ সোঁদালের মজ্জা একত্র করা যায়, তবে নষ্ট হইতে পারে না, অথচ অবসর মত ঔষধে যোজনা করা যাইতে পারে। ৮।]

কষায়েণাথবা তস্য ত্রিবৃচ্চূর্ণং গুড়ান্বিতম্
সাধয়িত্বা শনৈর্লেহং লেহয়েন্মাত্রয়া নরম্ ॥ ১০

মজ্জঃ কল্কেন ধাত্রীণাং রসে তৎসাধিতং পিবেৎ ॥ ১১
তদেব দশমূলস্য কুলত্থানাং যবস্য চ।
কষায়ে সাধিতং কল্কৈঃ সর্পিঃ শ্যামাদিভিঃ পিবেৎ ॥ ১২
দন্তীকাথেঽঞ্জলিং মজ্জঃ শম্পাকস্য গুড়স্য চ।
দত্ত্বা মাসার্দ্ধমাসস্থমরিষ্টং পায়য়েত চ ॥ ১৩
যস্য যৎ পানমন্নং বা হৃদ্যং স্বাদ্বপি বা কটু।
লবণং বা ভবেৎ তেন যুক্তং দদ্যাদ্বিরেচনম্ ॥১৪

তত্র শ্লোকাঃ।

দ্রাক্ষারসে সুরাশীধ্বোর্দধি চামলকীরসে।

বিল্বত্বকের কষায়ের সহিত মধু সৈন্ধব সংযোগে সোঁদালের মজ্জা পান করা যায়। ৯। অথবা সোঁদাল ছালের কষায়, ত্রিবৃৎ চূর্ণ ও গুড় মৃদু অগ্নিতে শনৈঃ পাক করিয়া লেহ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই লেহ মাত্রানুসারে পান করিতে হয়। ১০। সোঁদালের মজ্জা এক ভাগ, দুগ্ধ অষ্টভাগ ও জল দুগ্ধের চারিগুণ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধশেষে দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। সেই দুগ্ধের ঘৃত চারি সের, সোঁদালের মজ্জা এক সের এবং আমলকীরস ষোল সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিতে হয়। ১১। আবার সেই ঘৃত এক ভাগ, দশমূল কুলত্থ ও যবের কষায় মিলিত চারি গুণ এবং অপমার্গ তণ্ডুলীয়োক্ত ত্রিবৃতাদির (ত্রিবৃৎ ত্রিফলা দন্তী ইত্যাদি) কল্ক ঘৃতের চতুর্থাংশ একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত উত্তম বিরেচক। ১২। চতুর্গুণ দন্তীমূলের কাথে আধ সের সোঁদালমজ্জা ও আধ সের গুড় মিশ্রিত করিয়া পনর দিন দৃঢ় ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। এই অরিষ্ট বিরেচনার্থ প্রয়োগ করা যায়। ১৩। যে ব্যক্তির যে পানীয় বা অন্ন বা স্বাদু বা কটু বা লবণ রস হৃদ্য, তাহাকে সেই পানীয় বা রসের সহিতই

সৌবীরককষায়াভ্যাং বিল্বশম্পাকয়োস্তথা ॥
লেহেঽরিষ্টে ঘৃতে দ্বে চ যোগা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ।
চতুরঙ্গুলকল্পেঽস্মিন্ সুকুমারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥১৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে চতুরঙ্গুলকল্পো নামাষ্টমো-ঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

তিল্বককল্পঃ।

অথাতস্তিল্বককল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
তিল্বকস্ত মতো লোধ্রো বৃহৎপত্রস্তিরীটকঃ॥ ২
তস্য মূলত্বচং শুষ্কামন্তর্বল্কলবর্জ্জিতাম্।
চূর্ণয়েৎ তু ত্রিধা কৃত্বা দ্বৌ ভাগৌ শ্চ্যোতয়েৎ ততঃ॥
লোধ্রস্যৈব কষায়েণ তৃতীয়ং তেন ভাবয়েৎ।
ভাগং তং দশমূলস্য পুনঃ ক্বাথেন ভাবয়েৎ॥
শুষ্কং চূর্ণং পুনঃ কৃত্বা তত ঊর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ।
দধিতক্রসুরামণ্ডমূত্রৈর্বদরশীধুনা॥
রসেনামলকানাং বা ততঃ পাণিতলং পিবেৎ॥৩
সুরাং লোধ্রকষায়েণ জাতাং পক্ষস্থিতাং পিবেৎ॥ ৪
মেষশৃঙ্গ্যভয়াকৃষ্ণাচিত্রকৈঃ সলিলে শৃতে।
তণ্ডুলাং সুনুয়াৎ তচ্চ জাতং সৌবীরকং যদা।
ভবেদঞ্জলিনা তস্য লোধ্রকল্কং পিবেৎ তদা॥ ৫
দন্তীচিত্রকয়োর্দ্রোণে সলিলস্যাঢকং পৃথক্।
সংক্বাথ্য চ গুড়স্যৈকাং তুলাং লোধ্রস্য চাঞ্জলিম্

সংযুক্ত করিয়া বিরেচন দিতে হয়। ১৪। এই অধ্যায়ের সূচী ;—এই চতুরঙ্গুলকল্পে দ্রাক্ষা-রস, সুরা, কোল শীধু, দধিমণ্ড,* আমলকীরস, সৌবীরক, ত্রিবৃৎ, বিল্ব ও সোঁদালের ক্বাথে এক একটী, লেহে একটী, অরিষ্টে একটী এবং ঘৃতে দুইটী অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ১২টী যোগ বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ১৩টী হয়। গঙ্গাধর এই জন্য ১০ম প্রকরণে "সোঁদালমজ্জার কষায়" না বলিয়া "বিল্বের কষায়" বলিয়াছেন ; ৯ম প্রক-রণেও বিল্বের কষায় আছে, এই জন্য উভয় কষায়কে একটী যোগ বলিয়া ধরা হই-য়াছে]। ১৫

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা তিল্বককল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। তিল্বক, লোধ্র, বৃহৎপত্র ও তিরীটক এই কয়ে-কটী তিল্বকের পর্য্যায়। [তিল্বক অর্থাৎ লোধ]। ২। তিল্বকমূলের কাষ্ঠভাগ পরি-ত্যাগ করিয়া কেবল ছাল গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই ছাল তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে এবং অপর দুই ভাগের ক্বাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই কষায়ে সেই চূর্ণ ভাবনা দিবে। অনন্তর তাহা দশ-মূলের ক্বাথে ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া দধি, তক্র, সুরামণ্ড, গোমূত্র, কোল, সীধু বা আমলকীর রসের সহিত দুই তোলা পরিমাণে পান করিবে। ৩। লোধ্রকষায় ও সুরা সমান সমান ভাগ একত্র করিয়া এক পক্ষকাল রাখিবে। পরে পান করিবে। ৪। মেষশৃঙ্গী (মেড়ার শিঙ্গে—ছাগলবাটী) হরীতকী, পিপুল ও চিতার মূল অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশাবশেষে ক্বাথ লইবে। সেই ক্বাথের একতুলা যবের সহিত সিদ্ধ করিয়া কাঁজীর সহিত আপ্লুত করিলে সৌবীরক (ত্রিবৃৎকল্প—৪৬ পৃঃ) উৎপন্ন হইবে। সেই সৌবীর আধ সের ও উপযুক্ত পরিমাণ তিল্বককল্ক একত্র করিয়া পান করিতে হয়। ৫। চৌষট্টি সের জলে আট সের দন্তী ও চৌষট্টি সের জলে আট সের চিতার ক্বাথ পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তুত করিবে। ঐ দুই ক্বাথ এবং একতুলা (সাড়ে বার সের) গুড় ও

আবপেৎ তৎ পরং পক্কাম্মদ্যপানাদ্বিরেচনম্ ॥৬
তিল্বকস্ত কষায়েণ দশকৃত্বঃ সুভাবিতাম্।
মাত্রাং কম্পিল্লকস্যৈব কষায়েণ পুনঃ পিবেৎ ॥ ৭
চতুরঙ্গুলকল্পেন লেহোহস্তঃ কার্য্য এব চ ॥ ৮
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ সসর্পির্ম্মধুফাণিতঃ।
লোধ্রচূর্ণপূতঃ সিদ্ধো লেহঃ শ্রেষ্ঠং বিরেচনম্ ॥ ৯
তিল্বকস্ত কষায়েণ কল্কেন চ সশর্করঃ।
সঘৃতঃ সাধিতো লেহঃ স চ শ্রেষ্ঠং বিরেচনম্ ॥১০
অষ্টাষ্টৌ ত্রিবৃতাদীনাং মুষ্টীংশ্চ সনখান্ পৃথক্
দ্রোণেহপাং সাধয়েৎ পাদশেষে প্রস্থং
ঘৃতাৎ পচেৎ ॥
পিষ্টৈস্তৈরেব বিল্বাংশৈঃ সমূত্রলবণৈরথ।
ততো মাত্রাং পিবেৎ কালে শ্রেষ্ঠমেতদ্-
বিরেচনম্ ॥ ১১
লোধ্রকল্কেন মূত্রাম্লবণৈশ্চ পচেদ্ঘৃতম্।
চতুরঙ্গুলকল্পেন সর্পিষী দ্বে চ সাধয়েদিতি ॥ ১২

তত্র শ্লোকৌ

পঞ্চ দধ্যাদিভিস্ত্বেকঃ সুরাসৌবীরকেণ চ।
একোহরিষ্টস্তথা যোগ একঃ কম্পিল্লকেন চ ॥
লেহাস্ত্রয়ো ঘৃতেনাপি চত্বারঃ সম্প্রদর্শিতাঃ।
যোগাস্তে লোধ্রমূলানাং কল্পে ষোড়শ
সম্মতাঃ ॥ ১৩

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে লোধ্রকল্পো নাম নবমো-হধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

আধ সের লোধ্রমূলের ত্বক্ এক পক্ষ পর্য্যন্ত সন্ধান করিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে বিরেচন হয়। ৬। তিল্বকমূলের ক্বাথে তিল্বক-মূলের চূর্ণ দশবার ভাবনা দিবে। পুনর্ব্বার সেই চূর্ণ কমলাগুড়ির ক্বাথে দশবার ভাবনা দিবে। অনন্তর সেই চূর্ণ পান করিবে। ৭। চতুরঙ্গুল-কল্পের ন্যায় (চতুরঙ্গুল—১০ প্রঃ) তিল্বকমূলের কষায়, ত্রিবৃচ্চূর্ণ ও গুড় পাক করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। ৮। ত্রিফলা-ক্বাথের সহিত ঘৃত ও মাত গুড় পাক করিয়া লেহের মত হইয়া আসিলে তাহাতে লোধ্র-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে। এই লেহ উৎকৃষ্ট বিরেচন। ৯। তিল্বকের কল্ক ও কষায়, শর্করা ও ঘৃত একত্র পাক করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ উৎকৃষ্ট বিরেচন। ১০। অপামার্গ-তণ্ডুলীয়োক্ত ত্রিবৃতাদির (ত্রিবৃৎ, ত্রিফলা, দন্তী, নীলিনী ও চামর-কষা) পৃথক্ পৃথক্ আট সনখমুষ্টি (হাতের মুটের আট মুটো) গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ চৌষট্টি সের জলে পাক করিবে। চতুর্থাংশা-বশেষে ক্বাথ সকল গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত ঐ সকল ত্রিবৃতাদির কল্ক বিল্বপরিমাণে এবং গোমূত্র ও সৈন্ধব লবণ পৃথক্ পৃথক্ বিল্ব-পরিমাণে [এক পল) মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারা চারি সের ঘৃত পাক করিবে। ইহা মাত্রানুসারে পান করিলে উৎকৃষ্ট বিরে-চন হয়। ১১। চতুরঙ্গুল-কল্কের ন্যায় (চতু-রঙ্গুল ১১—১২) তিল্বকযোগে দুই প্রকার ঘৃত প্রস্তুত করিবে। অর্থাৎ প্রথমতঃ তিল্বক-মূলের কষায়ে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত উদ্ধার করিবে এবং সেই ঘৃত চারি সের, তিল্বকমূলের কল্ক এক সের ও আম-লকীর রস ষোল সের একত্র পাক করিবে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত দুগ্ধের ঘৃত চারি সের; অপা-মার্গ তণ্ডুলীয়োক্ত ত্রিবৃতাদির কল্ক এক সের এবং দশমূল, কুলত্থ ও যব এই ত্রিবিধ দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন কষায় মিলিত ষোল সের একত্র পাক করিবে। ১২। এই অধ্যায়ের সূচী;— এই তিল্বককল্প অধ্যায়ে দধি প্রভৃতির সহিত পঞ্চ যোগ, সুরাতে একটী যোগ, সৌবীরে একটী যোগ, অরিষ্টে একটী যোগ, কম্পিল্লকে একটী যোগ, লেহে তিনটী যোগ ও ঘৃতে চারিটী যোগ; সর্ব্বসমেত ষোড়শ যোগ নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৩

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

মহাবৃক্ষকল্পঃ।

অথাতো মহাবৃক্ষকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
বিরেচনানাং সর্ব্বেষাং সুধা তীক্ষ্ণতমা মতা।
সঙ্ঘাতন্তু ভিনত্ত্যাশু দোষাণাং কষ্টবিভ্রমা ॥
তস্মান্নৈষা মৃদৌ কোষ্ঠে প্রয়োক্তব্যা কদাচন।
ন দোষনিচয়ে চাল্পে সতি বান্যপরিক্রমে ॥ ২
পাণ্ডুরোগোদরে গুল্মে কুষ্ঠে দূষীবিষার্দ্দিতে।
শ্বয়থৌ মধুমেহে চ দোষবিভ্রান্তচেতসি ॥
রোগৈরেবং বিধৈগ্রস্তং জ্ঞাত্বা সপ্রাণমাতুরম্
প্রযোজয়েন্মহাবৃক্ষং সম্যক্ স হ্যবচারিতঃ।
সদ্যো হরতি দোষাণাং মহান্তমপি সঞ্চয়ম্ ॥ ৩
দ্বিবিধঃ স মতো যৈশ্চ বহুভিশ্চৈব কণ্টকৈঃ।
সুতীক্ষ্ণৈঃ কণ্টকৈরল্পৈঃ প্রবরো বহুকণ্টকঃ ॥ ৪
স নাম্না স্নুগ্ গুড়া নন্দা সুধা নিস্ত্রিংশপত্রকঃ ॥ ৫
তং বিপাট্যাহরেৎ ক্ষীরং শস্ত্রেণ মতিমান্ ভিষক্
দ্বিবর্ষাং বা ত্রিবর্ষাং বা শিশিরান্তে বিশেষতঃ ॥
বিল্বাদীনাং বৃহত্যা বা কণ্টকার্য্যাপি চৈকশঃ।
কষায়ং তং সমাংশেন কৃত্বাঙ্গারেষু শোষয়েৎ ॥
ততঃ কোলসমাং মাত্রাং পিবেৎ সৌবীরকেণ বা
তুষোদকেন কোলানাং রসেনামলকস্য বা।
সুরয়া দধিমণ্ডেন মাতুলুঙ্গরসেন বা ॥ ৬
সাতলাং কাঞ্চনক্ষীরীং শ্যামাদীনি কটুত্রিকম্।
যথোপপত্তিং সপ্তাহং সুধাক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
কোলমাত্রং ঘৃতেনাতঃ পিবেন্মাংসরসেন বা ॥ ৭
ত্র্যূষণং ত্রিফলাং দন্তীং চিত্রকং ত্রিবৃতাং তথা।
স্নুক্ক্ষীরভাবিতং সম্যগ্বিধ্যাদ্ গুড় পানকে ॥ ৮
ত্রিবৃতারগ্বধং দন্তীং শঙ্খিনীং সপ্তলাং সমাম্।

দশম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা মহাবৃক্ষকল্প ব্যাখ্যা করিব, এ কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। সর্ব্বপ্রকার বিরেচনের মধ্যে মনসা তীক্ষ্ণ। ইহা দোষের সঙ্ঘাত (জমাট) ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহা কষ্টকর বিভ্রম উৎপাদন করে। অতএব ইহা মৃদুকোষ্ঠে কখন প্রয়োগ করিবে না। ইহা অল্পদোষেও প্রয়োগ করিতে নাই। আর দোষ অন্য বিরেচনসাধ্য হইলে মনসা প্রয়োগ করিতে নাই। ২। পাণ্ডুরোগ, উদর, গুল্ম, কুষ্ঠ, দূষীবিষ, শোথ, মধুমেহ, উন্মাদ এবং এইরূপ অন্যান্য রোগে রোগীকে বলবান্ দেখিলে মনসা প্রয়োগ করিবে। মনসা সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করিলে দোষদিগের মহান্ সঞ্চয়ও হরণ করিয়া থাকে। ৩। মনসা দুই প্রকার। এক প্রকার বহুকণ্টক দ্বিতীয় প্রকার অল্প অথচ সুতীক্ষ্ণ কণ্টকে আবৃত। বহুকণ্টক মনসাই শ্রেষ্ঠ। ৪। স্নুক্, গুড়া, নন্দা, সুধা ও নিস্ত্রিংশপত্র এই কয়েকটী মহাবৃক্ষের পর্য্যায়। ৫। দুই অথবা তিন বৎসরের মনসাগাছ হইতে অস্ত্র দ্বারা বিপাটনপূর্ব্বক ক্ষীর গ্রহণ করিতে হয়। শীতকালের শেষে ক্ষীর গ্রহণ করাই ভাল। ক্ষীর উদ্ধার করিয়া প্রথমে বিল্বাদি পঞ্চমূলের কষায়ে, পরে বৃহতীর কষায়ে এবং তৎপরে কণ্টকারীর কষায়ে অঙ্গারের অগ্নিতে শোষণ করিতে হয়। তাহাতে ইহার শোধন হইয়া থাকে। অনন্তর কুলের ন্যায় (বা তদপেক্ষা অল্প) বটী করিয়া সৌবীরকের সহিত বা তুষোদকের সহিত বা কুলের রসের সহিত বা আমলকী রসের সহিত বা সুরার সহিত বা দধিমস্তুর সহিত বা গোঁড়ানেবুরসের সহিত পান করিতে হয়। ৬। চামরকষা, স্বর্ণক্ষীরী, (কেহ বলেন সোনামুখী) শ্যামাদি অপামার্গ-তণ্ডুলীয়োক্ত ত্রিবৃতাদি। গঙ্গাধরপাঠ—শ্যামাদন্তী) বা ত্রিকটু (গঙ্গাধরপাঠ—ত্রিফলা) যথারীতি মনসার ক্ষীরে এক সপ্তাহ ভাবনা দিবে। পরে কুলের আকারে বটিকা করিয়া ঘৃত বা মাংসরসের সহিত পান করিবে। (কোলমাত্রা শব্দে এক তোলা বুঝায়, কিন্তু এ স্থলে আকৃতিমান গ্রহণ করাই ভাল)। ৭। ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, চিতার মূল ও তেউড়ী মনসার ক্ষীরে ভাবনা দিয়া গুড়ের পানার সহিত সেবন করা যায়। ৮। তেউড়ী, সোঁদাল,

নিশিস্থিতং গবাং মূত্রে শোষয়েদাতপে ততঃ ॥
সপ্তাহং ভাবয়িত্বৈবং সুকৃক্ষীরেণাপরং পুনঃ
সপ্তাহং ভাবয়েচ্ছুষ্কং ততস্তেনাপি ভাবিতম্ ॥
গন্ধমাল্যং তদাঘ্রায় প্রাবৃত্য পটমেব চ।
সুখমাশু বিরিচ্যন্তে মৃদুকোষ্ঠা নরাধিপাঃ ॥ ৯
শ্যামাত্রিবৃৎকষায়েণ সুকৃক্ষীরঘৃতফাণিতৈঃ।
লেহং পক্ত্বা বিরেকার্থং লেহয়েন্মাত্রয়া নরম্ ॥ ১০
পায়য়েত সুধাক্ষীরং যূষৈর্মাংসরসৈস্তথা ঘৃতৈঃ।
ভাবিতান্ শুষ্কমৎস্যান্ বা মাংসং বা ভক্ষয়েন্নরঃ ॥ ১১
ক্ষীরেণামলকৈঃ সর্পিশ্চতুরঙ্গুলবৎ পচেৎ ॥ ১২
সুরাং বা কারয়েৎ ক্ষীরং ঘৃতং বা পূর্ব্ববৎ পচেদিতি ॥ ১৩

তত্র শ্লোকৌ
সৌবীরকাদিভিঃ সপ্ত সর্পিষা চ রসেন চ।
পানকং ঘ্রেয়লেহৌ চ যোগা যূষাদিভিস্ত্রয়ঃ ॥
দ্বৌ শুষ্কমৎস্যমাংসাভ্যাং সুরৈকা দ্বে চ সর্পিষী
মহাবৃক্ষস্য যোগাস্তে বিংশতিঃ সমুদাহৃতাঃ ॥১৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
কল্পস্থানে মহাবৃক্ষকল্পো নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তলাশঙ্খিনীকল্পঃ

অথাতঃ সপ্তলাশঙ্খিনীকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

দন্তী, শঙ্খিনী ও নীলিনী সমান সমান পরিমাণে লইয়া রাত্রিতে গোমূত্রে স্থাপন করিবে। পরে আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপে সপ্তাহ ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার মনসার ক্ষীরে আর এক সপ্তাহ ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ গন্ধমাল্যে মাখাইয়া সেই মাল্যের আঘ্রাণ লইবে এবং আঘ্রাণকালে শুক্লবসনে শরীর আবৃত রাখিবে। এইরূপ আঘ্রাণ দ্বারা মৃদুকোষ্ঠ বিলাসীরা সুখে বিরিক্ত হয়। ৯। শ্যামমূল ও অরুণমূল ত্রিবৃতের কষায়ের সহিত মনসার ক্ষীর, ঘৃত ও মাতগুড় পাক করিয়া লেহ করিবে। এই লেহ বিরেকার্থ লেহন করিতে হয়। ১০। মনসার ক্ষীর যূষ, মাংস রস বা ঘৃতের সহিত পান করা যায়। আবার মনসার ক্ষীরে শুষ্ক মৎস্য বা মাংস ভাবনা দিয়া সেবন করা যায়। ১১। চতুরঙ্গুলকল্পের ন্যায় (চতুরঙ্গুলকল্প ১১—১২) মনসার ক্ষীরে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত উদ্ধার করিতে হয়। সেই ঘৃত চারি সের, মনসার ক্ষীর এক সের ও আমলকীর রস ষোল সের লইয়া ঘৃত পাক করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ সেই দুগ্ধের ঘৃত চারি সের ; অপামার্গ-তণ্ডুলীয়োক্ত ত্রিবৃতাদিকল্ক এক সের ; এবং দশমূল কুলত্থ ও যব এই তিন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন কষায় মিলিত ষোল সের, একত্র পাক করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করা যায়। ১২। মনসার ক্ষীর ও সুরা সমান সমান ভাগে একত্র স্থাপন করিবে এবং ক্ষীর সুরার সহিত উত্তমরূপে মিলিয়া গেলে যথামাত্র পান করিবে। ১৩। এই অধ্যায়ের সূচী ;—এই মহাবৃক্ষকল্পে সৌবীরকাদির সহিত সাতটী ঘৃতের সহিত একটী, মাংসরসের সহিত একটী, পানকে একটী, আঘ্রাণে একটী, লেহে একটী, যূষাদির সহিত তিনটী, শুষ্ক মৎস্য ও মাংসে দুইটী, সুরায় একটী এবং ঘৃতে একটী। সর্ব্বসমেত কুড়িটী যোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৪

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

অনন্তর আমরা সপ্তলাশঙ্খিনীকল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। [ষড়্বিরেচন-শতাশ্রিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, সপ্তলাশঙ্খিনীযোগ একোনচত্বারিংশৎ। সম্প্রতি তাহাই ব্যাখ্যা করা হইতেছে। সপ্তলা ও শঙ্খিনীর মীমাংসা নাই। আমাদের মতে সপ্তলা নীলিনী ও শঙ্খিনী

সপ্তলা চর্ম্মসাহ্বা চ বহুফেনরসা চ সা।
শঙ্খিনী তিক্তলা চৈব যবতিক্তাক্ষিপীড়কঃ ॥ ২
তে গুল্মগরহৃদ্রোগকুষ্ঠশোফোদরাদিষু।
বিকাশিতীক্ষ্ণরুক্ষত্বাদ্‌যোজ্যে শ্লেষ্মাধিকেষু তু ॥
নাতিশুষ্কং ফলং গ্রাহ্যং শঙ্খিন্যা নিস্তুষীকৃতম্।
সপ্তলায়াশ্চ মূলানি গৃহীত্বা ভাজনে ক্ষিপেৎ ॥
অক্ষমাত্রং তয়োঃ পিণ্ডং প্রসন্নালবণাযুতম্।
হৃদ্রোগে কফবাতার্ত্তে গুল্মে চৈব প্রযোজয়েৎ

কালমেঘ। চক্রদত্ত প্রণীত উদাবর্ত্ত চিকিৎ- "সায় সপ্তলা শঙ্খিনী শ্বেত্ত্ররাজবৃক্ষঃ সতিল্বকঃ" এই শ্লোকটীর টীকায় শিবদাস কহেন যে, "সপ্তলা নীলবুহ্নেত্যেকে" অর্থাৎ কাহার কাহারও মতে সপ্তলাই নীলবুহ্না। কিন্তু নীলবুহ্না শব্দের অর্থ নীলিনী। আবার এই অধ্যায়ে দেখ, সপ্তলা ও শঙ্খিনী সর্ব্বত্রই যুক্তপ্রয়োগে আছে, অথচ ৬ষ্ঠ প্রকরণে "শঙ্খিনীচূর্ণ দুইভাগ ও নীলিনীচূর্ণ একভাগ" এইরূপ উল্লেখ আছে। এ স্থলে স্পষ্টই ছন্দোরক্ষার্থে সপ্তলার পরিবর্ত্তে 'নীলী' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর শঙ্খিনী যে কালমেঘ, তাহা পূর্ব্বেই মীমাংসা করা হইয়াছে]। ১। সপ্তলা, চর্ম্মসাহ্বা ও বহুফেনরসা এই কয়েকটী সাঁতলার পর্য্যায়। আর শঙ্খিনী, তিক্তলা, যবতিক্তা ও অক্ষিপীড়ক এই কয়েকটী শঙ্খিনীর পর্য্যায়। [শঙ্খিনীর লক্ষণ যথা,—সতিক্তাম্ল, দীপন, রোচক, ক্রিমকুষ্ঠ বিবর্ণাস্র দোষনাশক ও রেচন)। ২। এই দুই বিরেচন বিকাশী, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ বলিয়া গুল্ম, গর, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, শোথ ও উদরাদি রোগে এবং শ্লেষ্মাধিক পীড়াসমূহে প্রয়োজনীয়। [সপ্তলা ও শঙ্খিনীর মিলিত প্রয়োগ হয়। ষড়্‌বিরেচনশতাশ্রিতীয় অধ্যায় —৩প্রঃ]। ৩। শঙ্খিনীর অনতিশুষ্ক ফল নিস্তুষ করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আর সপ্তলার মূল গ্রহণ করিতে হয়। উভয় দ্রব্যই পাত্রে তুলিয়া রাখিবে। অনন্তর শঙ্খিনীর ফল ও সপ্তলার মূল দুই তোলা মাত্রায় পিণ্ডিত

পিয়ালপীলুকর্কন্ধুকোলাম্রাতকদাড়িমৈঃ।
দ্রাক্ষাপনসখর্জ্জুরবদরাম্লপরুষকৈঃ।
মৈরেয়দধিমণ্ডেহম্লে সৌবীরকতুষোদকে।
শীধৌ চাপ্যেষ কল্পঃ স্যাৎ সুখং শীঘ্রবিরেচনঃ ॥
তৈলং বিদারিগন্ধাদ্যৈঃ পয়সি ক্বথিতে পিবেৎ
সপ্তলাশঙ্খিনীকল্কে ত্রিবৃচ্ছ্যামার্দ্ধভাগিকে।
দধিমণ্ডেন সন্ধায় সিদ্ধং তৎ পায়য়েত চ ॥ ৫
শঙ্খিনীচূর্ণভাগৌ দ্বৌ নীলীচূর্ণস্য চাপরঃ।
হরীতকীকষায়েণ তৈলং তৎপীড়িতং পিবেৎ।
অতসীসর্ষপৈরণ্ডকরঞ্জেষ্বেষ সংবিধিঃ ॥ ৬
শঙ্খিনীসপ্তলাসিদ্ধাৎ ক্ষীরাদ্ যদুদিয়াদ্ঘৃতম্।
কল্কভাগং তয়োরেব ত্রিবৃচ্ছ্যামার্দ্ধসংযুতম্ ॥

করিয়া প্রসন্ন ও সৈন্ধবের সহিত অথবা পিয়াল, পীলু, কুলের রস, আম্রাতক (আমড়ার রস), অম্লদাড়িম, দ্রাক্ষা, পনস (কাঁঠাল), খর্জ্জুর, বদরাম্ল, (কুলের কাথ), ফল্‌সাফল, মৈরেয়, দধিমণ্ড, কাঁজী, সৌবীরক, তুষোদক বা শীধুর সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা হৃদ্রোগ ও বাতকফজ গুল্মে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা সুখ-বিরেচক অথচ শীঘ্র বিরেচক। ৪। তৈল চারি সের; শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ ষোল সের এবং সপ্তলা-শঙ্খিনীর কল্ক ও শ্যামাকণ উভয়বিধ তেউড়ীর কল্ক অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ এক সের একত্র পাক করিয়া তৈল প্রস্তুত করিবে। এই তৈল দধিমণ্ডের সহিত মিলিত করিয়া পান করিবে। ৫। শঙ্খিনীচূর্ণ দুই ভাগ এবং নীলিনীচূর্ণ এক ভাগ মিলিত করিয়া ঘানি দ্বারা পীড়নপূর্ব্বক তৈল বাহির করিবে। এই তৈল হরীতকীকষায়ের সহিত পান করিবে। তিলচূর্ণের পরিবর্ত্তে মসিনা বা সর্ষপ বা এরণ্ডবীজ করঞ্জবীজের চূর্ণ মিলিত করিয়া ঘানি দ্বারা পীড়নপূর্ব্বক ঐরূপে তৈল বাহির করিয়া হরীতকীকষায়ের সহিত প্রয়োগ করা যায়। ৬। সপ্তলা-শঙ্খিনীর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে ঘৃত উদ্ধার করিবে। অনন্তর সপ্তলা শঙ্খিনীর কল্ক মিলিত দুই ভাগ এবং শ্যামাকণ

ক্ষীরেণালোড্য সম্পক্বং পিবেৎ তচ্চ বিরেচনম্ ॥ ৭০

তথা দন্তীদ্রবন্ত্যোঃ স্যাদজশৃঙ্গ্যজগন্ধয়োঃ।
ক্ষীরিণ্যা নীলিকায়াশ্চ তথৈব চ করঞ্জয়োঃ ॥ ৮০
মসূরবিদলায়াশ্চ প্রত্যক্‌শ্রেণ্যাস্তথৈব চ।
বিড়ঙ্গার্দ্ধাংশকল্কেন তদ্বৎ সাধ্যং ঘৃতং পুনঃ ॥৯
শঙ্খিনীসপ্তলাধাত্রীকষায়ে সাধয়েদ্ঘৃতম্ ॥ ১০
ত্রিবৃৎকল্কেন সর্পিশ্চ ত্রয়ো লেহাশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥১১

উভয়বিধ তেউড়ীর কল্ক মিলিত এক ভাগ গ্রহণ করিবে। পরে এই কল্ক এক সের, পূর্ব্বোক্ত ঘৃত চারি সের এবং দুগ্ধ ষোল সের একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত বিরেচক। ৭। এইরূপে বক্ষ্যমাণ দ্বাদশাধ্যায়োক্ত দন্তীদ্রবন্তীর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া এইরূপে ঘৃতোদ্ধারপূর্ব্বক ঐরূপে দন্তীদ্রবন্তী ও শ্যামারুণ তেউড়ীর কল্ক ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করা যাইতে পারে। আবার ঐরূপে শঙ্খিনী-সপ্তলার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধের ঘৃত; সপ্তলা শঙ্খিনীর কল্ক মিলিত দুইভাগ এবং অজশৃঙ্গী ও অজগন্ধা মূলের কল্ক মিশ্রিত এক ভাগ ও উক্ত পরিমাণ দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আর ঐরূপে শঙ্খিনী-সপ্তলার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধের ঘৃত; সপ্তলা-শঙ্খিনীর মিলিত কল্ক দুই ভাগ ও ক্ষীরিণী-নীলিনীর মিলিত কল্ক এক ভাগ উক্ত পরিমাণ দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অথবা ক্ষীরিণী-নিলিনীর কল্কের পরিবর্ত্তে ডহরকরঞ্জ ও নাটাকরঞ্জের কল্ক অথবা অনন্তমূলের কল্ক অথবা দ্রবন্তীর কল্ক দিয়া ঘৃত পাক করা যাইতে পারে। সর্ব্বস্থলেই সপ্তলা শঙ্খিনীর কল্ক দুই ভাগ ও অপর কল্ক এক ভাগ হইবে অথচ কল্কসমষ্টি ঘৃতের চতুর্থাংশ হইবে। ৯। আবার সপ্তলা শঙ্খিনী ও আমলকীর কষায় চারি ভাগ এবং ঘৃত এক ভাগ একত্র পাক করিলে সপ্তম প্রকার ঘৃত প্রস্তুত হয়। ১০। ত্রিবৃৎকল্পের ন্যায় (ত্রিবিৎকল্প ৪১, ৪২, ৪৩ প্রঃ দেখ)

সুরাকম্পিল্লয়োর্যোগঃ কার্য্যো লোধ্রবদেব চ।
দন্তীদ্রবন্ত্যোঃ কল্কেন সৌবীরকতুষোদকে।
অজগন্ধাজশৃঙ্গ্যোশ্চ তদ্বৎ স্যাতাং বিরেচনে ॥১২

তত্র শ্লোকৌ।

কষায়া দশ ষট্ চৈব ষট্ তৈলেঽষ্টৌ চ সর্পিষি
পঞ্চ মদ্যে ত্রয়ো লেহা যোগঃ কম্পিল্লকে তথা ॥
সপ্তলাশঙ্খিনীভ্যাং তে ত্রিংশত্তা নবাধিকাঃ।
যোগাঃ সিদ্ধাঃ সমস্তাভ্যামেকশোঽপি চ তে হিতাঃ ॥ ১৩

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে কল্পস্থানে সপ্তলাশঙ্খিনীকল্পো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সপ্তলা-শঙ্খিনীযোগে ঘৃত পাক করা যাইতে পারে এবং ত্রিবৃৎকল্পের ন্যায় (ত্রিবৃৎকল্প ১৯, ২০, ২১ প্রঃ) সপ্তলা-শঙ্খিনীর তিনটী লেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করা যাইতে পারে। লোধ্রকল্পের ন্যায় সুরা ও কম্পিল্লিকযোগে সপ্তলা শঙ্খিনীর দুইটী যোগ রচনা করা যাই[তে] পারে (তিল্বককল্প—৪ ও ৭ প্রকরণ) ১২। বক্ষ্যমাণ দন্তীদ্রবন্তীর কল্পের ন্যায় অজগন্ধা ও অজশৃঙ্গীর সৌবীরক ও তুষোদক প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যথা;—নিস্তুষ যব একভাগ এবং শঙ্খিনী সপ্তলার কল্ক একভাগ চতুর্গুণ অজগন্ধা ক্বাথের সহিত মিলিত করিয়া আসুত করিলে সৌবীরক প্রস্তুত হয়। আর নিস্তুষ যবের পরিবর্ত্তে সতুষ যব প্রক্ষেপ দিলে তুষোদক প্রস্তুত হয়, এইরূপে অজশৃঙ্গীরও সৌবীর ও তুষোদক প্রস্তুত হইতে পারে। ১৩। এই অধ্যায়ের সূচী;—এই সপ্তলা শঙ্খিনী কল্পাধ্যায়ে কষায়ে ষোলটী, তৈলে ছয়টী, ঘৃতে আটটী, মদ্যে পাঁচটী, লেহে তিনটী এবং কম্পিল্লকে একটী সমুদায়ে ঊনচল্লিশটী দৃষ্টফল যোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [সপ্তলা ৩৯টী ও শঙ্খিনী ৩৯টী সর্ব্বশুদ্ধ ৭৮টী বুঝিতে হইবে। ষড়্‌বিরেচন-শতাশ্রিতীয় অধ্যায় ২৩ প্রঃ]। ১৪

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

দন্তীদ্রবন্তীকল্পঃ ।

অথাতো দন্তীদ্রবন্তীকল্পং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

দন্ত্যুদুম্বরপর্ণী স্যান্নিকুম্ভোঽথ মুকুলকঃ ।
দ্রবন্তীনামতশ্চিত্রা ন্যগ্রোধী মূষিকাহ্বয়া ॥ ২
তয়োর্মূলানি সংগৃহ্য স্থিরাণি বহলানি চ ।
হস্তিদন্তপ্রকারাণি শ্যাবতাম্রাণি বুদ্ধিমান্ ॥
পিপ্পলীমধুলিপ্তানি স্বেদয়েন্মৃৎকুশান্তরে ।
শোষয়েদাতপেঽগ্ন্যর্কৌ হতো হ্যেষাং বিকাশিতাম্ ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণাশ্বাশুকারীণি বিকাশিনী গুরূণি চ ।
বিলাপয়ন্তি দোষৌ দ্বৌ মারুতং কোপয়ন্তি চ ॥ ৩

দধিতক্রসুরামণ্ডৈঃ পিণ্ডমক্ষসমং তয়োঃ ।
পিয়ালকোলবদরপীলুশীধুভিরেব চ ॥
পিবেদ্গুল্মোদরী দোষৈরভিষিন্নশ্চ যো নরঃ ।
গোমৃগাজরসঃ পাণ্ডুঃ ক্রিমিকুষ্ঠী ভগন্দরী ॥ ৪
তয়োঃ কল্কে কষায়ে চ দশমূলরসাযুতে ।
কক্ষ্যালজীবিসর্পেষু দাহে চ বিপচেদ্ঘৃতম্ ॥ ৫
তৈলং মেহে চ গুল্মে চ সোদাবর্ত্তে কফানিলে ॥ ৬
চতুঃস্নেহং শকৃচ্ছুক্রবাতসঙ্গানিলার্ত্তিষু ॥ ৭
রসো দন্ত্যজশৃঙ্গ্যোশ্চ গুড়ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতঃ ।
লেহঃ সিদ্ধো বিরেকার্থে দাহসন্তাপমেহনুৎ ॥ ৮
বাততর্ষে জ্বরে পৈত্তে স্যাৎ স এবাজগন্ধয়া ॥
মূলং দন্তীদ্রবন্ত্যোশ্চ পচেদামলকীরসে ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

অনন্তর আমরা দন্তী-দ্রবন্তীকল্প ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। দন্তীর পর্য্যায় যথা,—দন্তী, উডুম্বরপর্ণী, নিকুম্ভ ও মুকুলক। দ্রবন্তীর পর্য্যায় যথা,—দ্রবন্তী, চিত্রা, ন্যগ্রোধী ও মূষিকাহ্বয়া [দন্তী ও দ্রবন্তী মিলিত করিয়া ব্যবহার করা যায়। ষড়্‌বিরেচনশতাশ্রিতীয় অধ্যায় ৩ দ্রঃ]। ২। দন্তী ও দ্রবন্তীর পরিপুষ্ট দৃঢ় মূল সকল দেখিতে হস্তিদন্তের ন্যায় ["এই জন্য নাগদন্তী কহে"]। মূল সকল দেখিতে শ্যামমিশ্রিত তাম্রবর্ণ। মূল সকল যথাকালে উদ্ধৃত করিয়া পিপুলমধু দ্বারা লেপন, কুশদ্বারা বেষ্টন ও তদুপরি মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিতে হয়। অনন্তর বহ্নিযোগে স্বিন্ন ও জলে ধৌত করিয়া আতপে শুষ্ক করিতে হয়। এইরূপ করিলে উহাদের তীব্রতা দূর হইয়া থাকে। ২। দন্তী ও দ্রবন্তী তীক্ষ্ণ উষ্ণ, আশুকারী, বিকাশী ও গুরু। ইহারা শ্লেষ্মা ও পিত্তের বিলয় সাধন করে এবং বায়ুর প্রকোপ করিয়া থাকে। [বায়ুপ্রকোপক বলিয়া বিরেচনকালে পাছে পেটকামড়ানী প্রভৃতি উপস্থিত হয়, এই জন্য নিম্নলিখিত দধি প্রভৃতি বায়ুনাশক দ্রব্যের সহিত যোগ করা যায়]। ৩। গুল্ম, উদর ও অভিষ্যন্দরোগে দন্তী ও দ্রবন্তীর দুই তোলা মিলিত বা স্বতন্ত্র পিণ্ড দধি, তক্র, সুরামণ্ড, কুলের ক্বাথ, পীলুর ক্বাথ বা শীধুর সহিত পান করিবে। আর পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ভগন্দররোগে মৃগমাংসের রস বা ছাগরসের সহিত পান করিবে। গোমূত্র বা ছাগমূত্রের সহিত পান করাই সঙ্গত। কারণ দুগ্ধ ও মাংসরস ক্রিমিবর্দ্ধক। ৪। দন্তী ও দ্রবন্তীর কল্ক এক সের ও কষায় আট সের; দশমূলের কষায় আট সের এবং ঘৃত চারি সের পাক করিবে। এই ঘৃত কক্ষ্যালজী (কাঁকবিড়ালী, বীসর্প ও দাহে হিতকর। ৫। ঘৃতের পরিবর্ত্তে তৈল চারি সের পাক করিয়া পান করিলে মেহ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও বাতশ্লেষ্মায় হিতকর হয়। ৬। ঘৃত বা তৈলের পরিবর্ত্তে চতুঃস্নেহ পাক করিয়া পান করিলে বিষ্ঠাবিবন্ধ, শুক্রবিবন্ধ, বায়ুবিবন্ধ ও বায়ুরোগ নষ্ট নয়। ৭। দন্তীমূল ও মেষশৃঙ্গীমূল সমান সমান পরিমাণ লইয়া অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া পাদাবশেষে উহার সহিত উহার পাদাংশ গুড় ও ঘৃত একত্র পাক করিয়া লেহ হইলে তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে বিরেচন হইয়া সন্তাপ ও দাহ নষ্ট হয়। ৮। অজগন্ধামূল (যমানী-

ত্রীংস্তু তস্য কষায়স্য ভাগো দ্বৌ ফাণিতস্য চ।
ততস্তে সর্পিষি তৈলে বা ভর্জ্জয়েৎ তত্র চাপবেৎ।
কল্কং দন্তীদ্রবন্ত্যোশ্চ শ্যামাদীনাঞ্চ ভাগশঃ।
তৎসিদ্ধং প্রাশয়েল্লেহং সুখং তেন বিরিচ্যতে॥১০
রসে চ দশমূলস্য তথা বৈভীতকে রসে।
হরীতকীরসে চৈব লেহানেব পচেৎ পৃথক্॥১১
তয়োর্বিল্বসমং চূর্ণং তদ্রসেনৈব ভাবিতম্।
অসৃষ্টবিধিবাতোত্থে শুল্মে চাম্লযুতং শুভম্॥১২
পাটয়িত্বেক্ষুকাণ্ডং বা কল্কেনালিপ্য চাস্তরা।
স্বেদয়িত্বা ততঃ খাদেৎ সুখং তেন বিরিচ্যতে॥১৩
মূলং দন্তীদ্রবন্ত্যোশ্চ সহ মুদ্গৈর্বিপাচয়েৎ।
লাবতিত্তিরকাণাঞ্চ তে রসাঃ স্যুর্বিরেচনম্॥১৪
তয়োর্বাপি কষায়েণ যবাগূং জাঙ্গলং রসম্।
মাষযূষাংশ্চ সংস্কৃত্য দদ্যাৎ তেন বিরিচ্যতে॥১৫
তৎকষায়াৎ ত্রয়ো ভাগা দ্বৌ সিতায়াস্তথৈব চ।
একো গোধূমচূর্ণানাং কার্য্যা চোৎকারিকা শুভা।
মোদকো বাস্য কল্পেন কার্য্যস্তত্র বিরেচনম্॥১৬
তয়োর্বাপি কষায়েণ মদ্যাস্তস্যাপি কল্পয়েৎ॥১৭
দন্তীক্কাথেন চালোড্য দন্তীতৈলেন সাধিতম্।
গুড়লাবণিকান্ ভক্ষ্যান্ বিবিধান্ ভক্ষয়েন্নরঃ॥১৮
দ্রবন্তীং মরিচং দন্তীং যমানীমুপকুঞ্চিকাম্।
নাগরং হেমদুগ্ধীঞ্চ চিত্রকঞ্চেতি চূর্ণিতম্॥

মূল) ও দন্তীমূল সমান সমান লইয়া অষ্টগুণ জলে পাক করিবে। পাদাবশেষে উহার সহিত উহার পাদাংশ গুড় ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। পরে মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহা দ্বারা বিরেচন হইয়া পিত্তজ্বর ও অতি তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়। ৯। অষ্টগুণ আমলকীরসের সহিত দন্তীদ্রবন্তীমূলের কল্ক পাক করিবে। পাদাবশেষে সেই কষায় তিনভাগ ও ফাণিত দুইভাগ একত্র করিয়া তপ্ত ঘৃত বা তৈলে সন্তলন করিতে থাকিবে। পরে যথাকালে উহাতে দন্তী দ্রবন্তী ও অপামার্গ তণ্ডুলীয়োক্ত ত্রিবৃতাদি পঞ্চদশ দ্রব্যের কল্ক সমান সমান ভাগে গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বসমেত পূর্ব্বোক্ত কষায় ও ফাণিতের চতুর্থাংশ পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। এই লেহ পান করিলে সুখে বিরেচন হয়। ১০। আমলকীরসের পরিবর্ত্তে দশমূলকষায় কিংবা বিভীতকীর কষায় কিংবা হরীতকীর কষায়ে দন্তীদ্রবন্তীমূল পাক করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহযোগে লেহ প্রস্তুত করা যায়। ১১। দন্তীদ্রবন্তীমূলের এক পল চূর্ণ, দন্তীদ্রবন্তীমূলের ক্কাথে ভাবনা দিয়া বদ্ধপুরীষ বাতজ শুল্মে কাঁজীর সহিত পান করিতে হয়। ১২। একখণ্ড ইক্ষুকে মাঝামাঝি" চিরিয়া তন্মধ্যে দন্তীদ্রবন্তীর কল্ক লেপন করিবে। অনন্তর ইক্ষু পূর্ব্ববৎ যোজিত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিবে। পরে সেই ইক্ষু অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া পান করিলে সুখে বিরেচন হয়। [প্রকারান্তরে ইহাও বলা হইল যে, দন্তীদ্রবন্তীর কল্ক ঈষদুষ্ণ ইক্ষুরসের সহিত পান করা যায়।]। ১৩ দন্তী ও দ্রবন্তীর মূল তুল্যপরিমাণ মুদ্গের সহিত বা লাবমাংসরস বা তিত্তিরিমাংসরসের সহিত পাক করিয়া পান করিলে বিরেচন হয়। [ইতি যোগত্রয়] ১৪ দন্তী-দ্রবন্তীর মূলের কষায়ের সহিত যবাগূ বা জাঙ্গল মাংসরস বা মাষকলায়ের যূষ পাক করিয়া পান করিলে বিরেচন হয়।

[ইতি যোগত্রয়] ১৫

দন্তীদ্রবন্তীমূলের ক্কাথ তিন ভাগ, চিনি দুই ভাগ ও গোধূমচূর্ণ এক ভাগ একত্র করিয়া উৎকারিকা (মোহনভোগ) কিংবা মোদক প্রস্তুত করিবে। ১৬। দন্তীদ্রবন্তীর মূল কুট্টিত করিয়া সুরাতে আসুত করিবে। ১৭। গুড়-সৈন্ধবযুক্ত পূপপিষ্টকাদি ভক্ষ্য দ্রব্য সকল "দন্তী-তৈলে ভাজিয়া দন্তীক্কাথে আলোড়নপূর্ব্বক পান করা যায়। [যেরূপে শঙ্খিনীতৈল প্রস্তুত করা যায়, সেইরূপে দন্তী-তৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। শঙ্খিনী-কল্প—৩প্র]। ১৮। দ্রবন্তী, মরিচ, দন্তী, "যমানীমূল", উপকুঞ্চিকা (কৃষ্ণজীরা), শুঁঠ স্বর্ণক্ষীরী (কেহ কেহ বলেন সোণামুখী। গঙ্গাধর মতে যজ্ঞডুম্বর।) ও চিতার মূল চূর্ণ

সপ্তাহং ভাবয়েন্মূত্রে গবাং পাণিতলং ততঃ।
পিবেদ্‌ঘৃতেন চূর্ণস্তু বিরিক্তশ্চাপি তর্পণম্॥
সর্ব্বরোগহরং মুখ্যং সর্ব্বেষ্বৃতুষু শোভনম্।
চূর্ণং তদনপায়িত্বাদ্বালবৃদ্ধেষু পূজিতম্॥
দুর্ভক্তাজীর্ণপার্শ্বার্ত্তিগুল্মপ্লীহোদরেষু চ।
গণ্ডমালাসু বাতে চ পাণ্ডুরোগে চ শস্যতে ১৯
পলং চিত্রকদন্ত্যোশ্চ হরীতক্যাশ্চ বিংশতিঃ।
পিপ্পলীত্রিবৃতাক্ষৌদ্রগুড়স্যাষ্টপলেন তৎ॥
বিনীয় মোদকান্ কুর্য্যাদ্দশৈকং ভক্ষয়েৎ ততঃ।
উষ্ণাম্বু চ পিবেচ্চানু দশমে দশমেঽহনি চ॥
এতে নিষ্পরিহারাঃ স্যুঃ সর্ব্বরোগনিবর্হণাঃ।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগার্শঃকণ্ডুকোঠানিলাপহাঃ॥২০
দন্তীদ্বিপলনির্য্যূহো দ্রাক্ষার্দ্ধপ্রস্থসর্দ্ধিতঃ।
শোধনং পিত্তকাসে চ পাণ্ডুরোগে চ শস্যতে॥২১
দন্তীকল্কং সমগুড়ং শীতবারিযুতং পিবেৎ।
বিরেচনং মুখ্যতমং কামলাহরমুত্তমম্॥ ২২
শুণ্ঠীমরিচপিপ্পল্যাঃ কার্ষিকাঃ স্যুঃ পৃথক্ পৃথক্।
দ্বিগুণে শর্করৈলে চ শঙ্খিনী স্যাচ্চতুর্গুণা॥
নীলিনীমষ্টগুণিতাং দ্বিরষ্টগুণিতাং তথা।
দন্তীং দ্রবন্তীং ত্বক্‌শাণমেকশ্চাত্র প্রদাপয়েৎ॥
অস্মাদর্দ্ধপলং চূর্ণাৎ লিহ্যান্মাধ্বীকসংযুতম্।
শীতোদকানুপানন্তু নিরপায়ং বিরেচনম্॥ ২৩
শ্যামাদন্তীরসে গৌড়ঃ পিপ্পলীফলচিত্রকৈঃ।
লিপ্তেঽরিষ্টোঽনিলকফপ্লীহপাণ্ডুদরাপহঃ॥ ২৪
তথা দন্তীদ্রবন্ত্যোশ্চ কষায়েণাজগন্ধয়া।

করিয়া সপ্তাহকাল গোমূত্রে ভাবনা দিবে। অনন্তর উহা চূর্ণ করিয়া দুই তোলা পরিমাণে ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। বিরেচন হইলে তর্পণ সেবন করিবে। এই যোগ সর্ব্বরোগহর, শ্রেষ্ঠ এবং সকল ঋতুর উপযোগী। এই চূর্ণ অনপায়ী বলিয়া বালক ও বৃদ্ধদিগেরও উপযোগী। আর ইহাতে অন্যায় ভোজনজনিত অজীর্ণ, পার্শ্বশূল, গুল্ম, প্লীহা, উদর, গণ্ডমালা, বায়ু ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। ১৯। চিতা এক পল, দন্তী এক পল, হরীতকী কুড়িটী, পিপুল দুই তোলা, ত্রিবৃৎ দুই তোলা ও গুড় আট পল একত্র পাক করিয়া দশটী মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক উষ্ণজলানুপানে দশ দিন অন্তর এক একটী করিয়া সেবন করিতে হয়। এই মোদক সেবনকালে আহার বিহার সম্বন্ধে কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। ইহা সর্ব্বরোগনাশক। ইহাতে গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, অর্শ, কণ্ডু, কোঠ ও বায়ুরোগ নষ্ট হয়। ২০। দন্তীমূল দুই পল অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া পাদাবশেষে এবং দ্রাক্ষা এক সের উপযুক্ত পরিমাণ জলে পাক করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। এই মিশ্রিত দ্রব্য লেহবৎ পাক করিয়া সেবন করিলে পিত্তকাস ও পাণ্ডুরোগে উত্তম শোধন হয় (শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ গঙ্গাধরে নাই)। ২১। দন্তীকল্ক সমভাগ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে উত্তম বিরেচন হয়। ইহা উত্তম কামলানাশক। ২২। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা; শর্করা ও ছোট এলাচ পৃথক্ পৃথক্ চারি তোলা, শঙ্খিনী আট তোলা, নীলিনী ষোল তোলা; দন্তী বত্রিশ তোলা এবং দ্রবন্তী ও দারুচিনি পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধ তোলা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ অর্দ্ধ পল পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিয়া শীতল জল অনুপান করিলে সহজেই বিরেচন হয় [এই শ্লোকত্রয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। ইহা কোন কোন গ্রন্থের "শ্যামাত্রিবৃৎকল্পে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার মধ্যে ত্রিবৃতের উল্লেখ না থাকাতে ত্রিবৃৎকল্পে, ইহার সার্থকতা নাই। এই জন্য দন্তীকল্পের মধ্যে নিবিষ্ট করা হইল]। ২৩। একটী ভাণ্ডের অভ্যন্তর পিপুল মদনফল ও চিতার কল্কে প্রলিপ্ত করিয়া তন্মধ্যে শ্যামামূল তেউড়ী ও দন্তীর কাথ এবং গুড় (গঙ্গাধর মতে মাতগুড়) স্থাপন করিবে। একমাস পরে অরিষ্ট প্রস্তুত হইলে তাহা পান করিবে। ইহাতে বাতশ্লেষ্মা, প্লীহা, পাণ্ডু ও উদররোগের

গৌড়ঃ কার্য্যোঽজশৃঙ্গ্যা বা রসৈঃ সুখ-
বিরেচনঃ ॥ ২৫
তচ্চূর্ণকাথমাষাম্বুকিণ্বতোয়সমুদ্ভবা।
মদিরা কফগুল্মাল্পবহ্নিপার্শ্বকটিগ্রহে ॥ ২৬
অজগন্ধাকষায়েণ সৌবীরকতুষোদকে।
সুরাকম্পিল্লকে যোগা লোধ্রবচ্চ তয়োঃ
স্মৃতাঃ ॥ ২৭
ভবন্তি চাত্র।
দধ্যাদিষু ত্রয়ঃ পঞ্চ পিয়ালাদ্যেস্ত্রয়ো রসে
স্নেহেষু বৈ ত্রয়ো লেহাঃ ষট্ চূর্ণে ত্বেক এব চ॥
ইক্ষাবেকস্তথা মুদ্গমাংসানাঞ্চ রসাস্ত্রয়ঃ।
যবাগ্বাদৌ ত্রয়শ্চৈব উক্ত উৎকারিকাবিধৌ ॥
একশ্চ মোদকে মদ্যে চৈকং তৎকাথতৈলকে।
চূর্ণমেকং পুনশ্চৈকো মোদকঃ পঞ্চ চাসবে ॥
একঃ সৌবীরকেঽথৈকযোগঃ স্যাৎ তু তুষোদকে
একা সুরা কম্পিল্লকে চৈকঃ পঞ্চ ঘৃতে স্মৃতা ॥
দন্তীদ্রবন্তীকল্পেঽস্মিন্ প্রোক্তাঃ ষোড়শকাস্ত্রয়ঃ
নানাবিধানাং যোগানাং ভুক্তিদোষাময়ান্
প্রতি ॥ ২৮
ত্রিশতং পঞ্চপঞ্চাশৎ যোগানাং বমনে স্মৃতম্।
দ্বে শতে নবকাঃ পঞ্চ যোগানান্তু বিরেচনে ॥ ২৯
ঊর্দ্ধানুলোমভাগানামিত্যুক্তানি শতানি ষট্।
প্রাধান্যতঃ সমাশ্রিত্য দ্রব্যাণি দশ পঞ্চ চ ॥ ৩০
যদ্ধি যেন প্রধানেন দ্রব্যং সমুপসৃজ্যতে।
তৎসংজ্ঞকঃ স সংযোগো ভবতীতি
বিনিশ্চিতম্ ॥ ৩১

নিবৃত্তি হয়। ২৪। অজগন্ধা (যমানীমূল), দন্তীমূল ও দ্রবন্তীমূল ইহাদের কষায়ের সহিত মাতগুড় মিশ্রিত করিয়া অরিষ্ট প্রস্তুত করিবে। এইরূপ মেষশৃঙ্গীমূল ও দ্রবন্তীমূলের সহিত মাতগুড় মিশ্রিত করিয়া অরিষ্ট প্রস্তুত করিবে। উভয় অরিষ্টই সুবিরেচক। ২৫। দন্তী-দ্রবন্তী-মূলের চূর্ণ ও কাথ, মাষকলায়ের কাথ, মদ্য-কিট্ট ও জল একত্র করিয়া ভাণ্ডে স্থাপন করিলে মদিরা প্রস্তুত হইবে। এই মদিরায় কফগুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, পার্শ্বগ্রহ ও কটিগ্রহের উপশম হয়। ২৬। অজগন্ধা-কষায়ের (যমানী মূলের কষায়) সহিত দন্তী-দ্রবন্তীর সৌবী-রক, তুষোদক এবং লোধ্রকল্পের ন্যায় সুরা ও কম্পিল্লযোগ প্রস্তুত করা যায়। যথা;— অজগন্ধার কষায়, নিস্তুষ যব ও তৎপরিমাণ দন্তী-দ্রবন্তীর কল্ক ও কাঁজী (ত্রিবৃৎকল্প ৪৬ ৪৭) ভাণ্ডে স্থাপন করিলে ছয় দিবস পরে সৌবীরক প্রস্তুত হয়। এইরূপ নিস্তুষ যবের পরিবর্ত্তে সতুষ কুট্টিত যব বা ভৃষ্ট যব মিশ্রিত করিলে তুষোদক প্রস্তুত হয়। দন্তী-দ্রবন্তীর কষায় ও সুরা সমান সমান ভাগ এক পক্ষকাল রাখিবে। তাহাতে সুরা প্রস্তুত হইবে। (লোধ্র-কল্প ৪ প্রঃ)। দন্তীদ্রবন্তীর কাথে দন্তী দ্রবন্তীর চূর্ণ দশবার ভাবনা দিবে, পরে সেই চূর্ণ কমলা-গুড়ির কাথে দশবার ভাবনা দিলে, কাম্পিল্লক যোগ প্রস্তুত হইবে। ২৭। এই অধ্যায়ের সূচী;—এই দন্তী দ্রবন্তীকল্পাধ্যায়ে দধি প্রভৃতিতে তিন, পিয়াল প্রভৃতি যোগে পাঁচ, কাথে তিন, স্নেহে তিন, লেহে ষট্, চূর্ণে এক, ইক্ষুযোগে এক, মুদ্গমাংসরস যোগে তিন, যবাগূ প্রভৃতি যোগে তিন, উৎকারিকা বিধি অনুসারে এক, মোদকে এক, মদ্যে এক, কাথ ও তৈলে এক, চূর্ণে এক, পুনর্ব্বার মোদকে এক, আসবে পাঁচ, সৌবীরকে এক, তুষোদকে এক, সুরায় এক, কম্পিল্লকে এক এবং ঘৃতে পাঁচ (সপ্তলাশাঙ্খিনী কল্পে এই পাঁচ যোগের উল্লেখ আছে।) সর্ব্বশুদ্ধ আট-চল্লিশটী যোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদ্দ্বারা নানাপ্রকার ভুক্তিদোষ (ভোজন জন্য অজী-র্ণাদি) ও রোগের প্রশমন হয়। ২৮। এই কল্পস্থানে ৩৫৫টী বমনযোগ ও ২৪৫টী বিরে-চনযোগ উল্লিখিত হইল। ২৯। এইরূপে ত্রিবৃৎ প্রভৃতি পঞ্চদশটী প্রধান দ্রব্য অবলম্বন করিয়া ছয় শত ঊর্দ্ধ (বমন) এবং অনুলোমন (বিরেচন) যোগ উক্ত হইল। ৩০। ঐ পঞ্চদশ দ্রব্যের প্রাধান্যহেতু সুরা প্রভৃতি উহাদেরই গুণ প্রধানতঃ গ্রহণ করে। সেই-জন্য ঐ সকল দ্রব্যের নামেই সংযোগের নাম

কলাদীনাং প্রধানানাং গুণভূতাঃ সুরাদয়ঃ।
তে হি তাস্তনুবর্ত্তন্তে মনুজেন্দ্রমিবেতরে॥ ৩২
বিরুদ্ধবীর্য্যমপ্যেষাং প্রধানানামবাধকম্।
সমানবীর্য্যন্ত্বধিকং ক্রিয়াসামান্তমিষ্যতে॥ ৩৩
ইষ্টবর্ণরসস্পর্শগন্ধার্থং প্রতি চাময়ম্।
অতো বিরুদ্ধবীর্য্যাণাং প্রয়োগ ইতি
নিশ্চিতম্॥ ৩৪
ভূয়শ্চৈষাং বলাধানং কার্য্যং স্বরসভাবনৈঃ।
সুভাবিতং হ্যল্পমপি দ্রব্যং স্যাদ্বহুকর্ম্মকৃৎ।
স্বরসৈস্তুল্যবীর্য্যৈর্বা তস্মাদ্দ্রব্যাণি ভাবয়েৎ॥৩৫
অল্পস্যাপি মহার্থত্বং প্রভূতস্যাল্পকর্ম্মতাম্।
কুর্য্যাৎ সংশ্লেষবিশ্লেষকালসংস্কারযুক্তিভিঃ॥ ৩৬
প্রদেশমাত্রমেতাবদ্দ্রষ্টব্যমিহ যট্‌শতম্।
স্ববুদ্ধ্যৈবং সহস্রাণি কোটীর্বাপি প্রকল্পয়েৎ।
বহুদ্রব্যবিকল্পত্বাদ্যোগসংখ্যা ন বিদ্যতে॥৩৭
তীক্ষ্ণমধ্যমৃদূনান্তু তেষাং শৃণুত লক্ষণম্॥ ৩৮
সুখং ক্ষিপ্তং মহাবেগমসক্তং যৎ প্রবর্ত্ততে।
নাতিগ্লানিকরং পায়ৌ হৃদয়ে ন চ রুক্করম্॥
অন্তরাশয়মক্লিশ্নন্ কৃৎস্নং দোষং নিরস্যতি।
বিরেচনং নিরূহো বা তৎ তীক্ষ্ণমিতি
নির্দ্দিশেৎ॥ ৩৯
জলাগ্নিকীটৈরস্পৃষ্টং দেশকালগুণান্বিতম্।
ঈষন্মাত্রাধিকৈর্যুক্তং তুল্যবীর্য্যৈঃ সুভাবিতম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নস্য তীক্ষ্ণত্বং যাতি ভেষজম্॥৪০
কিঞ্চিদেভিগুণৈর্হীনং পূর্ব্বোক্তৈর্মাত্রয়া তথা।
স্নিগ্ধস্বিন্নস্য বা সম্যঙ্মধ্যং ভবতি ভেষজম্॥৪১
মন্দবীর্য্যং বিরূক্ষস্য হীনমাত্রন্তু ভেষজম্।

হয়।৩১। মদন কলাদির প্রাধান্যহেতু গুণীভূত (অপ্রধানভূত সুরা প্রভৃতি মদনফলাদির অনুবর্ত্তী হয়। যেমন প্রজারা রাজার অনুবর্ত্তী হয়। ৩২। অপ্রধান দ্রব্য বিরুদ্ধবীর্য্য হইলেও প্রধানদিগের বাধক হয় না। আর সমানবীর্য্য অপ্রধান দ্রব্য প্রধানদিগেব বল বৃদ্ধি করিয়া থাকে, কারণ উহাদের তুল্যক্রিয়তা আছে। ৩৩। মনোজ্ঞ বর্ণ, রস, স্পর্শ ও গন্ধের জন্যই বিরুদ্ধবীর্য্য দ্রব্যের সংযোগ করা হয়। আবার স্থলবিশেষে রোগের প্রতি লক্ষ্য করিয়াও বিরুদ্ধবীর্য্য দ্রব্যের সংযোগ করা যায়। যেমন দন্তী-দ্রবন্তী বায়ুপ্রকোপক বলিয়া তদ্দোষ-নিবারণার্থ উহাদের সহিত বায়ুনাশক দ্রব্যের সংযোগ করিতে হয় [৩ প্রকরণ দেখুন]। ৩৪। সেই দ্রব্যকে সেই দ্রব্যের রসেই ভাবনা দিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাতে সেই দ্রব্যের বলাধিক্য হয়। অল্প দ্রব্যও উত্তমরূপে ভাবিত হইলে বহুকর্ম্ম সাধন করে। অতএব স্বরস বা তুল্যদ্রব্যের রসে দ্রব্যের ভাবনা করিবে। ৩৫। সংযোগ, বিয়োগ, কাল ও সংস্কার দ্বারা অল্প দ্রব্যের মহতী ক্রিয়া ও প্রভূত দ্রব্যের অল্প ক্রিয়া হইয়া থাকে। ৩৬। এইরূপে ছয় শত বমন-বিরেচনের প্রদেশমাত্র (আংশিক) উপদেশ দেওয়া হইল। চিকিৎসক স্ববুদ্ধি দ্বারা ইহাদের সহস্র বা কোটি কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিতে পারেন। বহু দ্রব্যের সহিত বিকল্প হয় বলিয়া যোগের সংখ্যা হয় না। ৩৭। সম্প্রতি তীক্ষ্ণ মধ্যম ও মৃদুভেদে এই সকল বমন বিরেচনের লক্ষণ শ্রবণ কর। ৩৮। যাহা প্রয়োগ করিলে বেগদান ব্যতিরেকে মল অসক্ত হইয়া মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হয়, নিঃসরণকালে বেগবশতঃ পায়ুতে অল্প ক্লেশ উৎপাদন করে, হৃদয়ে অল্প ব্যথা উৎপাদন করে, আমাশয় প্রভৃতিকে ক্ষীণ করিয়া কৃৎস্ন দোষ নিঃসারিত করে; সেই বিরেচন বা নিরূহকে তীক্ষ্ণ বলা যায়। ৩৯। ঔষধ জল অগ্নি বা কীট কর্ত্তৃক দূষিত না হইলে, দেশ কাল গুণযুক্ত হইলে, তুল্যবীর্য্য ঔষধ সুভাবিত হইলে, কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে এবং স্নেহ স্বেদপ্রয়োগের পর প্রযুক্ত হইলে তীক্ষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪০। উক্ত গুণসমূহে কিঞ্চিৎ হীন হইলে, মাত্রায় অপেক্ষাকৃত ন্যূন হইলে অথচ স্নেহস্বেদ সহকারে প্রযুক্ত হইলে ঔষধ মধ্যম বীর্য্য প্রাপ্ত হয় ৪১। রোগীর রূক্ষাবস্থায় মন্দবীর্য্য অথচ

অতুল্যবীর্য্যৈঃ সংযুক্তং মৃদু স্যান্মন্দবেগবৎ।
অকৃৎস্নদোষহরণাদশুদ্ধং তদ্‌বলীয়সাম্।
মধ্যাবরবলানান্তু প্রযোজ্যো সিদ্ধিমিচ্ছতা॥৪২
তীক্ষ্ণো মধ্যো মৃদুর্ব্যাধিঃ সর্ব্বমধ্যাল্পলক্ষণঃ।
তীক্ষ্ণাদীনি বলাপেক্ষী ভেষজান্যেষু
যোজয়েৎ॥ ৪৩
দেয়ন্ত্বনির্হৃতে পূর্ব্বং পীতে পশ্চাৎ পুনঃপুনঃ।
ভেষজং বমনার্থায় প্রায় আপিত্তদর্শনাৎ॥ ৪৪
বলং ত্রৈবিধ্যমালক্ষ্য দোষাণামাতুরস্য চ।
পুনঃ প্রদদ্যাদ্ভেষজ্যং সর্ব্বশো বা বিবর্জ্জয়েৎ॥
নির্হৃতে বাপি জীর্ণে বা দোষনির্হরণে বুধঃ।
ভৈষজেঽন্যৎ প্রযুঞ্জীত প্রার্থয়ন্ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥৪৬
অপক্বং বমনং দোষং পচ্যমানং বিরেচনম্।
নির্হরেদ্বমনস্তাতঃ পাকং ন প্রাতপালয়েৎ॥ ৪৭
পীতে প্রস্রংসনে দোষান্ ন নির্হৃত্য জরাং গতে
বমিতে চৌষধে ধীরঃ পায়য়েদাতুরং পুনঃ॥ ৪৮
দীপ্তাগ্নিং বহুদোষঞ্চ দৃঢ়স্নেহগুণং নরম্।
দুঃশোধ্যং তদহর্ভুক্তং শ্বো ভূয়ঃ পায়য়েৎ
পুনঃ॥ ৪৯
দুর্ব্বলো বহুদোষশ্চ দোষপাকেন যো নরঃ।
বিরিচ্যতে সর্ব্বৈর্ভৌজ্যৈর্ভূয়স্তমনুসারয়েৎ॥ ৫০
বমনৈশ্চ বিরেকৈশ্চ বিশুদ্ধস্যাপ্রমাণতঃ।
ভোজনান্তরপানাভ্যাং দোষশেষং শমং
নয়েৎ॥ ৫১

হীনমাত্রায় অথচ বিরুদ্ধবীর্য্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহা মৃদু ও মন্দবেগ হইয়া থাকে। এইরূপ ঔষধ সম্যক্ দোষ হরণ করিতে পারে না বলিয়া বলবান্‌দিগের অশুদ্ধতা সম্পাদন করে। অতএব যিনি এরূপ ঔষধের সিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তিনি ইহা মধ্যবল ও নিকৃষ্টবল ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ করিবেন। ৪২। সর্ব্বলক্ষণ ব্যাধি তীক্ষ্ণ, মধ্যলক্ষণ ব্যাধি মধ্যম এবং অল্পলক্ষণ ব্যাধিকে মৃদু বলা যায়। বৈদ্য রোগী ও রোগের বল অপেক্ষা করিয়া তীক্ষ্ণাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। ৪৩। বমন ঔষধ পানের পর দোষ নিঃসৃত না হইলে পুনর্ব্বার বমন প্রয়োগ করিবে। প্রায় পিত্ত দর্শন না হওয়া পর্য্যন্তই বমন ঔষধ পুনঃপুনঃ পান করাইতে হয়। ৪৪। রোগ ও রোগীর ত্রিবিধ বল অপেক্ষা করিয়া পুনঃপুনঃ ঔষধ দিবে। আবার কাল বুঝিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধ পরিহার করিবে। ৪৫। বমন ঔষধ নির্গত হইয়া আসিলে বা জীর্ণ হইয়া গেলে বা দোষ নির্গত না করিতে পারিলে সিদ্ধিলিপ্সু চিকিৎসক পুনর্ব্বার দোষনিঃসারক ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। ৪৬। বমন ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে দোষ নিঃসারণ করে। আর বিরেচন ঔষধ পচ্যমান হইতে হইতে দোষনিঃসারণ করে। অতএব বমন ঔষধের পরিপাক অপেক্ষা করিবে না। ৪৭। বিরেচন ঔষধ, পানের পর, দোষনিঃসারণ না করিয়া জীর্ণ কিংবা বমিত হইয়া গেলে পুনর্ব্বার বিরেচন দিবে। ৪৮। দীপ্তাগ্নি অথচ বহুদোষ অথচ অতিশয় স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কষ্টে শোধন করা যায়। কেননা দীপ্তাগ্নি ব্যক্তি সহজেই ঔষধ জীর্ণ করিয়া থাকে, আবার বহুদোষ বলিয়া অল্প ঔষধে ক্রিয়া হয় না। আবার বমন দ্রব্য প্রায়ই রুক্ষ হয়, সুতরাং অতিশয় স্নিগ্ধের প্রতি উহার ক্রিয়া হয় না। এরূপ ব্যক্তিকে শোধনের দিন বমনাদি ঔষধে ক্রিয়া না হইলে, সে দিন অন্ন পান করাইয়া পর দিবস পুনর্ব্বার বমনাদি দিবে। ৪৯। দুর্ব্বল অথচ বহুদোষ ব্যক্তির সহজে মলনিঃসারণ হয় না। কিন্তু দোষের পরিপাক হইবার পর মলনিঃসারণ হয়। এরূপ ব্যক্তিকে বিরেচন দিবার পর বিরেচন না হইলে পুনর্ব্বার বিরেচন না দিয়া সারক আহার প্রয়োগ করিয়া মলনিঃসারণ করাইবে। ৫০। রোগী বমন ও বিরেচন দ্বারা যথা প্রমাণ বিশুদ্ধ না হইলে উহাকে আর বমন বা বিরেচন না দিয়া পান ভোজনের কোন প্রকার অবান্তর করিয়া অবশিষ্ট দোষ নিবারণ করিবে। ৫১।

দুর্ব্বলং শোধিতং পূর্ব্বমল্পদোষঞ্চ মানবম্।
অপরিজ্ঞাতকোষ্ঠঞ্চ পায়য়েদৌষধং মৃদু ॥
শ্রেয়ো মৃদুসকৃৎপীতমল্পবাধং নিরত্যয়ম্।
ন চাতিতীক্ষ্ণং যৎ ক্ষিপ্রং জনয়েৎ প্রাণ-
সংশয়ম্ ॥ ৫২
দুর্ব্বলোঽপি মহাদোষো বিরেচ্যো বহুশোঽল্পশঃ
মৃদুভির্ভেষজৈর্দোষান্ হন্যুর্হ্যেনমনির্হৃতাঃ ॥৫৩
যস্যোর্দ্ধং কফসংসৃষ্টং পীতং যাত্যনুলোমিকম্।
বমিতং কবলৈঃ শুদ্ধং লঙ্ঘিতং পায়য়েত তম্ ॥
বিবদ্ধেঽল্পে চিরাদ্দোষে প্রবৃত্তেঽঞ্চ পিবেজ্জলম্
তেনাধ্মানং সতৃট্ছর্দ্দির্বিবদ্ধশ্চৈব শাম্যতি ॥৫৫
ভেষজং দোষরুদ্ধঞ্চেন্নোর্দ্ধং নাধঃ প্রবর্ত্ততে।
সোদ্গারং সাঙ্গশূলং বা স্বেদং তত্রাবচারয়েৎ ॥
সুবিরিক্তস্য সোদ্গারমাশ্বেবৌষধমুল্লিখেৎ।
অতিপ্রবর্ত্তনং জীর্ণে সুশীতৈঃ স্তম্ভয়েদ্ভিষক্ ॥ ৫৭
কদাচিৎ শ্লেষ্মণা রুদ্ধং তিষ্ঠত্যুরসি ভেষজম্।
ক্ষীণে শ্লেষ্মণি সায়াহ্নে রাত্রৌ বা তৎ প্রবর্ত্ততে
রুক্ষানাহারয়োজীর্ণে বিষ্টভ্যোর্দ্ধং গতেঽপি বা।
বায়ুনা ভেষজে স্বস্থৎ সস্নেহলবণং পিবেৎ ॥ ৫৯
তৃণ্মোহভ্রমমূর্চ্ছাদ্যাঃ স্যুশ্চেজ্জীর্য্যতি ভেষজে।
পিত্তঘ্নং স্বাদু শীতঞ্চ ভেষজং তত্র শস্যতে ॥৬০
লালাহৃল্লাসবিষ্টম্ভলোমহর্ষাঃ কফাবৃতে।
ভেষজং তত্র তীক্ষ্ণোষ্ণং কট্বাদি কফঘ্নিতম্ ৬১
সুস্নিগ্ধং ক্রূরকোষ্ঠঞ্চ লঙ্ঘয়েদবিরেচিতম্।
তেনাস্য স্নেহজঃ শ্লেষ্মা সঙ্গশ্চৈবোপশাম্যতি ॥৬২
রুক্ষবহ্বনিলক্রূরকোষ্ঠব্যায়ামশূলিনাম্।

যে ব্যক্তি দুর্ব্বল কিংবা যাহাকে ইতিপূর্ব্বে শোধন দেওয়া হইয়াছে কিংবা যাহার দোষ অল্প, কিংবা যাহার কোষ্ঠ অজ্ঞাত, তাহাকে মৃদু ঔষধ দিবে। অল্প অল্প ঔষধ বার বার পান করা ভাল, তাহাতে বাধা (পীড়া) বা অপকার হয় না। আবার এরূপ অতি তীক্ষ্ণ ঔষধও প্রয়োগ করিতে নাই, যাহা প্রয়োগ করিবামাত্র প্রাণ সংশয় হয়। ৫২। দুর্ব্বল ব্যক্তি মহাদোষ হইলে তাহাকে বিরেচন দিবার সময়, অল্প অল্প বিরেচন বহুবারে দিতে হয়। কারণ ঔষধের মৃদুতা বশতঃ দোষ নিঃসৃত না হইলে প্রাণহানি হইতে পারে। ৫৩। যাহার বমন ঔষধ ঊর্দ্ধমার্গে কফাবৃত হওয়াতে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত না হইয়া অনুলোম-গতি প্রাপ্ত হয়, কবল দ্বারা তাহার বিবমিষা দূর করিয়া প্রথমে লঙ্ঘন করাইবে। পরে কফ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলে বমন প্রয়োগ করিবে। ৫৪। বমন বা বিরেচন প্রয়োগের পর বিবদ্ধ দোষ অল্পে অল্পে ও বিলম্বে স্রাবিত হইলে উষ্ণজল পান করিবে। তাহাতে আধ্মান, তৃষ্ণা, বমি ও বিবন্ধ দূর হইবে। ৫৫। দোষ-কর্তৃক আবৃতমার্গ হওয়াতে যদি শোধন ঔষধ না ঊর্দ্ধ না অধঃ প্রবৃত্ত হয় অথচ উদ্গার বা অঙ্গশূল হইতে থাকে, তবে সে স্থলে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ৫৬। যদি সম্যক্ বিরেকের পর বিরেচন ঔষধের গন্ধ উদ্গারের সহিত নির্গত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমাশয়স্থ ঔষধ বমন করিয়া ফেলিবে। নতুবা অতিশয় বিরে-চন হইবে। আর যদিই অতিশয় বিরেচন হয়, তবে সে স্থলে শীতল ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া স্তম্ভন করিবে। ৫৭। কখন কখন শ্লেষ্মা দ্বারা পথ রুদ্ধ হওয়াতে ঔষধ বক্ষের মধ্যে থাকিয়া যায় এবং সায়াহ্নে বা রাত্রিতে কফ ক্ষীণ হইবার পর নির্গত হয়। ৫৮। রুক্ষতা বশতঃ বা অনাহারবশতঃ ঔষধ জীর্ণ হইলে বা ঔষধ জীর্ণ না হওয়াতে বিষ্টব্ধ হইয়া বায়ু কর্তৃক ঊর্দ্ধগত হইলে পুনর্ব্বার সেই ঔষধ স্নেহ ও লবণযোগে প্রয়োগ করিবে। ৫৯। শোধন ঔষধ জীর্ণ হইলে পর যদি তৃষ্ণা, মোহ ভ্রম, মূর্চ্ছাদি হয়, তবে স্বাদু শীতল পিত্তঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ৬০ বমন বা বিরেচন ঔষধ কফাবৃত হইলে লালা হৃল্লাস, বিষ্টম্ভ ও লোমহর্ষ হইতে পারে। তৎকালে তীক্ষ্ণ উষ্ণ কটু প্রভৃতি কফনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ৬১। সুস্নিগ্ধ ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে বিরেচন না দিয়া লঙ্ঘন দিবে। তাহা হইলে উহার স্নেহজনিত শ্লেষ্মা ও সঙ্গের (বিবন্ধের) নিবৃত্তি হয়। ৬২। রুক্ষ বহুবায়ু ক্রূরকোষ্ঠ

দীপ্তাগ্নীনাঞ্চ ভৈষজ্যমবিরেচ্যৈব জীর্য্যতি॥
তেভ্যো বস্তিং পুরা দত্ত্বা পশ্চাদ্দদ্যাদ্বিরেচনম্।
বস্তিপ্রবর্ত্তিতং দোষং হরেচ্ছীঘ্রং বিরেচনম্॥ ৬৩
রূক্ষাশনাঃ কর্ম্মনিত্যা যে নরা দীপ্তপাবকাঃ।
তেষাং দোষাঃ ক্ষয়ং যান্তি কর্ম্মবাতাতপাগ্নিভিঃ
বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণান্ দোষানপি সহন্তি তে।
স্নেহাস্তে মারুতা রুক্ষ্যা নাব্যাধৌ তান্
বিশোধয়েৎ॥ ৬৪
নাতিস্নিগ্ধশরীরায় দদ্যাৎ স্নেহবিরেচনম্।
স্নেহোৎক্লিষ্টশরীরায় রূক্ষং দদ্যাৎ বিরেচনম্॥
এবং জ্ঞাত্বা বিধিং ধীরো দেশকালপ্রমাণবিৎ।
বিরেচনং বিরেচ্যেভ্যঃ প্রযচ্ছন্ নাপরাধ্যতি॥৬৫
বিভ্রংশো বিষবদ্যস্ত সম্যগ্যোগো যথামৃতম্।
কালেঘবশুং পেয়ঞ্চ তস্মাদ্যত্নাৎ প্রযো-
জয়েৎ॥ ৬৬

ব্যায়ামশীল দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের বিরেচন ঔষধ বিরেচন না করিয়াই জীর্ণ হয়। এরূপ স্থলে প্রথমে বস্তি দিয়া পরে বিরেচন দিতে হয়। দোষ বস্তি দ্বারা প্রবৃত্ত হইলে বিরেচন উহাকে শীঘ্রই নিঃসৃত করে। ৬৩। রুক্ষ-ভোজী পরিশ্রমশীল দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের দোষ পরিশ্রম বায়ু আতপ ও অগ্নি সেবন দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এমন কি এরূপ ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধ-ভোজন বা অধ্য-শন বা অজীর্ণ ভোজন জন্ম পীড়া হইলেও ঐ সকল উপায়ে প্রশমিত হয়। এরূপ ব্যক্তি দিগকে স্নেহ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য; কারণ উহাদিগকে বায়ু হইতে রক্ষা করা উচিত। এই কারণে বিশেষ রোগ না হইলে আর উহা-দিগকে বিরেচন দিতে নাই। ৬৪। অতি স্নিগ্ধশরীরে স্নেহ বিরেচন দিবে না। স্নেহোৎ-ক্লিষ্ট শরীরে রুক্ষ বিরেচন দিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকল অবগত হইয়া দেশ কাল ও পরিমাণ অনুসারে বিরেচনযোগ্য ব্যক্তিদিগকে বিরেচন দিলে অপরাধী হন না। ৬৫। যে ঔষধের অন্যায় প্রয়োগ হইলে বিষবৎ ও সুপ্রয়োগ হইলে অমৃতবৎ কার্য্য হয়, তাহা

ভবতি চাত্র।
দ্রব্যপ্রমাণন্তু যদুক্তমস্মিন্
মধ্যেষু তৎ কোষ্ঠবয়োবলেষু।
তন্মূলমালম্ব্য ভবেদ্বিকল্পং
তেষাং বিকল্পোহভ্যধিকো ন ভাবঃ॥ ৬৭
ষড়্বংশ্যস্তু মরীচিঃ স্যাৎ ষণ্মরীচ্যস্তু সর্ষপঃ।
অষ্টৌ তে সর্ষপা রক্তিস্তণ্ডুলশ্চাপি তদ্দ্বয়ম্॥
ধান্যমাষো ভবেদেকো ধান্যমাষদ্বয়ং যবঃ।
অণ্ডুকাস্তে তু চত্বারস্তাশ্চতস্রস্তু মাষকঃ॥
হেমশ্চ ধানকশ্চোক্তো ভবেচ্ছাণস্তু তে ত্রয়ঃ।
শাণৌ দ্বৌ দ্রঙ্ক্ষণং বিদ্যাৎ কোলং বদরমেব চ
বিদ্যাদ্দ্বৌ দ্রঙ্ক্ষণৌ কর্ষং সুবর্ণঞ্চাক্ষমেব চ।
বিড়ালপদকং তচ্চ পিচুং পাণিতলং তথা॥
তিন্দুকঞ্চ বিজানীয়াৎ কবড়গ্রহমেব চ।
দ্বে সুবর্ণে পলার্দ্ধং স্যাচ্ছুক্তিরষ্টমিকা তথা॥
দ্বে পলার্দ্ধে পলং মুষ্টিঃ প্রকুঞ্চোহথ চতুর্থিকা।
বিল্বং ষোড়শিকঞ্চাম্রং দ্বে পলে প্রসৃতং বিদুঃ॥
অষ্টমানন্তু বিজ্ঞেয়ং কুড়বৌ দ্বৌ তু মানিকা।

যথাসময়ে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেই পান করা উচিত। ৬৬। উপসংহার,—এই সংহিতার মধ্যে যে দ্রব্যের যেরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কোষ্ঠ বয়স ও বলানুসারে তাহার [illegible] করিতে হয়। এইজন্য মাত্রার ন্যূনা-ধিক ঘটিয়া থাকে। ৬৭। অথ মান পরি-ভাষা। ছয় বংশীতে এক মরীচি, ছয় মরী-চিতে এক সর্ষপ; আট সর্ষপে এক রক্তি বা তণ্ডুল, দুই তণ্ডুলে এক ধান্যমাষক বা মাষ-কলায়, দুই ধান্যমাষে এক যব, চারি যবে এক অণ্ডুকা, চারি অণ্ডুকাতে এক মাষক বা হেম বা ধানক, তিন ধানকে এক শাণক, দুই শাণকে এক দ্রংক্ষণ বা কোল বা বদর, দুই দ্রংক্ষণে এক কর্ষ বা সুবর্ণ বা অক্ষ বিড়ালপদক বা পিচু বা পাণিতল বা তিন্দুক বা কবড়গ্রহ, দুই সুবর্ণে এক পলার্দ্ধ বা শুক্তি বা অষ্টমিকা, দুই পলার্দ্ধে এক পল বা মুষ্টি বা প্রকুঞ্চ বা চতুর্থিকা বা বিল্ব বা ষোড়শিকা বা আম্র, দুই পলে এক প্রসৃত, দুই প্রসৃতে এক অষ্টমান

পলং চতুর্গুণং বিদ্যাদঞ্জলিং কুড়বং তথা ॥
চত্বারঃ কুড়বাঃ প্রস্থশ্চতুঃপ্রস্থমথাঢ়কম্ ।
পাত্রং তদেব বিজ্ঞেয়ং কংসঃ প্রস্থাষ্টকঃ তথা ॥
কংসশ্চতুর্গুণো দ্রোণশ্চার্ম্মণং লম্বনঞ্চ তৎ ।
স এব কলসঃ খ্যাতো ঘটমুন্মানমেব চ ॥
ঘটস্তু দ্বিগুণঃ স্থর্পো বিজ্ঞেয়ঃ কুম্ভ এব চ ।
গোণী শূর্পদ্বয়ং বিদ্যাৎ খারীং ভারীং তথৈব চ
দ্বাত্রিংশচ্চৈব জানীয়াদ্বাহং শূর্পাণি বুদ্ধিমান্ ।
তুলাং শতপলং বিদ্যাৎ পরিমাণবিশারদঃ ॥ ৬৮
শুষ্কদ্রব্যেষিদং মানমেবমাদি প্রকীর্ত্তিতম্ ।
দ্বিগুণং তদ্দ্রবেষিষ্টং তথা সদ্যোদ্ধৃতেষু চ ॥
যদ্দি মানং তুলা প্রোক্তা পলং বা তৎ
প্রযোজয়েৎ ।
অনুক্তে পরিমাণে তু তুল্যং মানং
প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৯

বা কুড়ব, দুই কুড়বে এক মানিকা, চারিপলে এক অঞ্জলি বা কুড়ব, চারি কুড়বে এক প্রস্থ, চারি প্রস্থে এক আঢ়ক বা পাত্র বা কংস ("বা ঘট বা অষ্টশরাব"), চারি কংসে এক দ্রোণ বা অর্ম্মণ বা লম্বন বা কলস বা ঘট বা উন্মান, দুই ঘটে এক স্থর্প বা কুম্ভ, দুই স্থর্পে এক গোণী বা খারী বা ভারী (গঙ্গাধরপাঠ ভার), বাত্রিশ স্থর্পে এক বাহ এবং শতপলে এক তুলা হয়। [গবাক্ষের মধ্যগত সূর্য্য-কিরণে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণুবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম ত্রসরেণু। সেইরূপ ছয়টী ত্রসরেণুতে এক বংশী হয়]। ৬৮। শুষ্ক দ্রব্য সম্বন্ধে উক্ত মান নির্দ্দিষ্ট হইল; দ্রব সম্বন্ধে বা সদ্য উদ্ধৃত দ্রব্য সম্বন্ধে উক্ত মানের দ্বিগুণ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তুলা বা পল বলিলে কোন স্থলেই দ্বিগুণ লইবে না। কোন দ্রব্যের পরিমাণ অনুক্ত থাকিলে তত্তুল্য দ্রব্যের পরিমাণ গ্রহণ করিবে। [এক কুড়ব অর্থাৎ অর্দ্ধ সের পর্য্যন্ত আর্দ্র দ্রব্যের দুইগুণ গ্রহণ করিবে না। কুড়বের পর হইতেই আর্দ্র দ্রব্যের দুইগুণ গ্রহণ করিতে হয়। ঘৃত, খণ্ডগুড়, মধু, দুগ্ধ, তৈল,

দ্রবকার্য্যেঽপি চানুক্তে সর্ব্বত্র সলিলং স্মৃতম্ ।
যতশ্চ পাদনির্দ্দেশশ্চতুর্ভাগস্ততশ্চ সঃ ॥ ৭০
জলস্নেহৌষধানান্তু প্রমাণং যত্র নেরিতম্ ।
তত্র স্যাদৌষধাৎ স্নেহঃ স্নেহাৎ তোয়ং
চতুর্গুণম্ ॥ ৭১

মদ্য প্রভৃতি স্থলে কুড়ব শব্দে অষ্টপল বুঝিতে হইবে, নারিকেল সম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্রব্য ও আর্দ্রের দুই গুণ গ্রহণ করিতে হয়। বাসক, নিম্ব, পলতা, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, ইন্দীবরী, পুনর্নবা, কুড়চী, অশ্বগন্ধা, প্রসারণী, গোলঞ্চ, মাংস, নাগবলা, ঝিণ্টী ও আদা টাট্‌কা গ্রহণ করিতে হয় অথচ দ্বিগুণ লইতে হয় না; কিন্তু পল্‌তা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সকল কাঁচা লইতে নাই। কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। নতুবা ক্বাথের ন্যায় গুণকারক না হইয়া ঝোলের ন্যায় গুণকারক হয়। আর সারগুড়ও একগুণ লইতে হয়]। ৬৯। পাচন প্রভৃতি স্থলে দ্রব দ্রব্য অনুক্ত থাকিলে জল গ্রহণ করিবে। পাদশব্দে চতুর্থাংশ বুঝিতে হইবে। [অমুক রোগে অমুক পাচন বা ক্বাথ পান কর বলিলে সে স্থলে দুই ভরি পরিমাণ ক্বাথ্য দ্রব্য আধসের অর্থাৎ একত্রিশ ভরি জল দিয়া পাক করিয়া পাদাবশেষে দুই বেলা দুইবারে বা রোগ ও রোগীর অবস্থানুসারে অল্প অল্প করিয়া বহুবারে পান করিতে দিবে। যে স্থানে রোগীকে স্বেদ দেওয়া হইতেছে বা স্বেদ দেওয়া উচিত, এরূপ পীড়ায় কোন ঔষধের সহিত মধু অনুপান করিবে না। আর ক্বাথ্য দ্রব্যের সহিত মধুযোগ করা আবশ্যক বোধ হইলে ক্বাথ্য দ্রব্য শীতল হইলে মধুযোগ করিবে। উষ্ণ ক্বাথ বা উষ্ণজলে বাতাস দিয়া কিংবা ঢালাঢালি করিয়া শীতল করিবে না]। ৭০। যে স্থানে জল, স্নেহ ও কল্ক দ্রব্যের পরিমাণ না বলা হইয়াছে, সে স্থানে কল্কদ্রব্য এক ভাগ স্নেহ চারি ভাগ ও জল ষোল ভাগ গ্রহণ করিবে।

স্নেহপাকস্ত্রিধা জ্ঞেয়ো মৃদুর্মধ্যঃ খরস্তথা।
তুল্যে কল্কেন নির্য্যাসে ভেষজানাং মৃদুঃ স্মৃতঃ॥
সম্পাক ইষ্ট নির্য্যাসে মধ্যো দর্ব্বীং বিমুঞ্চতি
শীর্য্যমাণে তু নির্য্যাসে বর্ত্তমানে খরস্তথা॥ ৭২
খরোহভ্যঙ্গে স্মৃতঃ পাকো মৃদুর্নস্তঃক্রিয়াসু চ।
মধ্যপাকস্তু পানার্থে বস্তৌ চ বিনিযোজয়েৎ॥৭৩
মানঞ্চ দ্বিবিধং প্রাহুঃ কালিঙ্গং মাগধং তথা।
কালিঙ্গান্মাগধং শ্রেষ্ঠমেবং মানবিদো বিদুঃ॥৭৪
তত্র শ্লোকৌ।
কল্পার্থঃ শোধনং সংজ্ঞা পৃথগ্ঘেতুঃ প্রবর্ত্তনে।
দেশাদীনাং ফলাদীনাং গুণা যোগশতানি ষট্॥
বিকল্পহেতুর্নামানি তীক্ষ্ণমধ্যাল্পলক্ষণম্।
বিধিশ্চাবস্থিকো মানং স্নেহপাকশ্চ দর্শিতম্॥ ৭৫

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
দন্তীদ্রবন্তীকল্পো নাম দ্বাদশো-
হধ্যায়ঃ॥ ১২॥

কল্পস্থানং সম্পূর্ণম্।

৭১। স্নেহপাক তিন প্রকারে হয়; যথা;—মৃদু, মধ্য ও খর। যে স্থানে স্নেহের গাদ কল্কের ন্যায় পাতলা ও পিচ্ছিল হয়, সে স্থানে মৃদু পাক; যে স্থানে স্নেহের গাদ সোঁদাল-ফলের আঁটার ন্যায় হয় এবং হাতা দিয়া তুলিয়া হাতা হইতে কষ্টে পৃথক্ করা যায়, সে স্থানে মধ্যপাক এবং যে স্থানে স্নেহের গাদে আঁটা না থাকে এবং গাদ হাতা দিয়া তুলিতে গেলে হাতা হইতে সরিয়া পড়ে সে স্থলে খরপাক বলা যায়। [স্নেহের গাদ অগ্নিতে ফেলিয়া দিলে যদি ফোঁস ফোঁস না করিয়া ধপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তবেই স্নেহের পাক সম্পূর্ণ হইয়াছে বলা যায়। চরক মতে স্নেহের মূর্চ্ছাপাক ও গন্ধপাক নাই। অতএব বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে কোন স্নেহের মূর্চ্ছাপাক বা গন্ধপাক করিবে না। আর স্নেহের পাক আরম্ভ হইতে পাক শেষ হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে কল্ক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয়]। ৭২। খরপাক স্নেহ অভ্যঙ্গে, মৃদুপাক স্নেহ নস্তক্রিয়ায় এবং মধ্যপাক স্নেহ পান ও বস্তিতে প্রয়োগ করিতে হয়। ৭৩। মান দুই প্রকার, কালিঙ্গমান ও মাগধমান। কালিঙ্গমান অপেক্ষা মাগধমান অধিক প্রচলিত। [এ স্থলে মাগধমানই উক্ত হইয়াছে]। ৭৪। কল্পস্থানের সূচী,—এই কল্পস্থানে কল্পের বিষয়, শোধনের সংজ্ঞা, শোধনের হীনাতিরিক্ত প্রবৃত্তির পৃথক্ পৃথক্ হেতু, দেশাদি ও মদনফলাদির গুণ, ছয় শত বিরেচন যোগ, বিকল্প হেতু পাক ও নাম, তীক্ষ্ণ মধ্য ও অল্পের লক্ষণ আবস্থিক বিধি, মান ও স্নেহপাক বিবৃত হইল। ৭৫

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

কল্পস্থান সমাপ্ত

সিদ্ধিস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

কল্পনাসিদ্ধিম্।

অথাতো কল্পনাসিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

কা কল্পনা পঞ্চসু কর্ম্মসূক্তা
ক্রমশ্চ কঃ কিঞ্চ কৃতাকৃতেষু।
লিঙ্গং তথৈবাতিকৃতেষু সংখ্যা
কা কিং গুণাঃ কেষু চ কা চ বস্তিঃ॥
কিং বর্জনীয়ং প্রতিকর্ম্মকালে
কৃতে কিয়ান্ বাপরিহারকালঃ।
প্রণীয়মানশ্চ ন যাতি বস্তিঃ
কেনৈতি শীঘ্রং সুচিরাচ্চ কেন॥
সাধ্যাগদাঃ স্বৈঃ শমনৈশ্চ কেচিৎ
কস্মাৎ প্রযুক্তৈর্ন শমং ব্রজন্তি।
প্রচোদিতঃ শিষ্যবরেণ সম্য-
গিত্যগ্নিবেশেন ভিষগ্বরিষ্ঠঃ।
পুনর্ব্বসুস্তত্ত্ববিদাহ তস্মৈ
সর্ব্বপ্রজানাং হিতকাম্যয়েদম্॥ ২
ত্র্যহাবরং সপ্তদিনং পরন্তু
স্নিগ্ধো নরঃ স্বেদয়িতব্য ইষ্টঃ।
নাতঃপরং স্নেহনমাদিশন্তি
সাত্ম্যীভবেৎ সপ্তদিনাৎ পরন্তু॥ ৩
স্নেহোঽনিলং হন্তি মৃদুং করোতি
দেহং মলানাং বিনিহন্তি সঙ্গম্।
স্নিগ্ধস্য সূক্ষ্মেষ্বয়নেষু লীনং
স্বেদস্তু দোষং নয়তি দ্রবত্বম্॥ ৪
গ্রাম্যোদকানূপরসৈঃ সমাংসৈ-
রুৎক্লেশনীয়ঃ পয়সা চ বম্যঃ।

প্রথম অধ্যায়।

[চরক সংহিতার পাঠক প্রথমে চরকের সিদ্ধিস্থান ও পরে কল্পস্থান পাঠ করিবেন। পরে সূত্রস্থান পাঠ করিয়া চিকিৎসাস্থান পাঠ করিবেন। অনন্তর অন্যান্য স্থান পাঠ করিবেন। তাহা হইলেই চরক সংহিতা সহজে বোধগম্য হইবে।]

অনন্তর আমরা কল্পনাসিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। অগ্নিবেশ মহর্ষি আত্রেয়কে এই দ্বাদশটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, যথা;—১ম, বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের (স্বেদ, বমন, বিরেচন, নস্য ও বস্তি এই পঞ্চকর্ম্ম) প্রক্রিয়া কি? ২য়, এই সকল কর্ম্মে আহারাদির নিয়ম কি? ৩য়, সম্যক্‌প্রযুক্ত, অসম্যক্ প্রযুক্ত ও অতিপ্রযুক্ত পঞ্চকর্ম্মের লক্ষণ কি? ৪র্থ, সংখ্যা কি? ৫ম, কাহার কি গুণ? ৬ষ্ঠ, বস্তি কি? ৭ম, অতিযোগাদির চিকিৎসাকালে বর্জ্জনীয় কি? ৮ম, বমন বিরেচন সম্যক্‌কৃত হইতে স্বাভাবিক আহার বিহার কত দিন পরিহার করিতে হয়? ৯ম, বস্তি কি জন্য প্রবেশ না করে? ১০ম, কি জন্য শীঘ্র প্রত্যাগমন করে? ১১শ, কি জন্য বিলম্বে প্রত্যাগমন করে, ১২শ, কি জন্য কোন্ কোন্ সাধ্যরোগ, স্ব স্ব প্রশমন ঔষধ দ্বারাও প্রশমিত না হয়? অগ্নিবেশ এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তত্ত্ববিৎ আত্রেয় প্রজাগণের হিতার্থ এইরূপ উত্তর করিলেন। ২। পূর্ব্বে স্নেহাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তি অল্পস্নেহ তিন দিবস সেবন করিলে স্নিগ্ধ হয় আর ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি সপ্তরাত্রে স্নিগ্ধ হয়। তিন দিবস স্নেহপ্রয়োগ; স্নেহপ্রয়োগের অধম মাত্রা এবং সাত দিবস স্নেহ প্রয়োগ স্নেহপ্রয়োগের উৎকৃষ্ট মাত্রা। সাত দিবস স্নেহপ্রয়োগের পর রোগীকে স্বেদ দিতে হয়। তৎপরে আর স্নেহপ্রয়োগের ব্যবস্থা নাই। কারণ সাত দিন পরে স্নেহ সাত্ম্য হইয়া যায়। ৩। স্নেহ বায়ু নাশ করে, দেহের মৃদুতা সম্পাদন করে এবং মলের বিবন্ধ নাশ করে। আর স্নেহপ্রয়োগের পর স্বেদ প্রদান করিলে সেই স্বেদ সূক্ষ্ম স্রোতঃ-

রসৈস্তথা জাঙ্গলজৈঃ সযূষৈঃ
স্নিগ্ধঃ কফাবৃদ্ধিকরৈর্বিরেচ্যঃ ॥ ৫
শ্লেষ্মোত্তরশ্ছর্দয়তি হ্যদুঃখং
বিরিচ্যতে মন্দকফস্তু সম্যক্।
অধঃ কফেঽল্পে ব্রমনং বিষচ্ছে-
দ্বিরেচনং বৃদ্ধকফে তথোর্দ্ধম্ ॥ ৬
স্নিগ্ধায় দেয়ং বমনং যথোক্তং
বান্তস্য পেয়াদিরনুক্রমশ্চ।
স্নিগ্ধস্য সুস্বিন্নতনোর্যথাবৎ
বিরেচনং যোগ্যতমং প্রযোজ্যম্ ॥ ৭
পেয়াং বিলেপীমকৃতং কৃতঞ্চ
যূষং রসং ত্রির্দ্বিরথৈকশশ্চ।
ক্রমেণ সেবেত বিশুদ্ধকায়ঃ
প্রধানমধ্যাবরশুদ্ধিশুদ্ধঃ ॥ ৮

য
সন্ধুক্ষ্যমাণো ভবতি ক্রমেণ।
মহান্ স্থিরঃ সর্ব্বসহস্তথৈব
শুদ্ধস্য পেয়াদিভিরন্তরাগ্নিঃ ॥ ৯
জঘন্যমধ্যপ্রবরেষু বেগা-
শ্চত্বার ইষ্টা বমনে ষড়ষ্টৌ।
দশৈব তে দ্বিত্রিগুণা বিরেকে
প্রস্থস্তথা দ্বিত্রিচতুর্গুণশ্চ ॥ ১০
পিত্তান্তমিষ্টং বমনং তথোর্দ্ধ-
মধঃকফান্তঞ্চ বিরেকমাহুঃ ॥ ১১
দ্বিত্রীন্ সবিট্‌কানপনীয় বেগান্
মেয়ং বিরেকে বমনে তু পীতম।
ক্রমাৎ কফঃ পিত্তমথানিলশ্চ
যস্যৈতি সম্যগ্বমিতঃ স ইষ্টঃ ॥ ১২

সমূহে লীন দোষকে দ্রবীভূত করে। ৪। যাহাকে বমন দিতে হইবে, অগ্রে তাহাকে গ্রাম্য ঔদক ও আনূপ মাংস ও মাংসরস এবং দুগ্ধ পান করাইয়া তাহার কফকে উৎক্লেশিত করিতে হয় (যাহাতে আপনা হইতে বমন আসে এরূপ করিতে হয়)। এইরূপে বিরেচ্য ব্যক্তিকে কফের অবৃদ্ধিকর জাঙ্গলমাংসরস ও যুষ দ্বারা স্নিগ্ধ করিতে হয়। ৫। গ্রাম্য মাংসাদি সেবন দ্বারা কফের আধিক্য হইলে সহজেই বমন হয়। আর মন্দকফ ব্যক্তির সহজেই বিরেচন হয়। কফ অল্প হইলে বমন ঔষধ অধোদিকে এবং কফ অধিক হইলে বিরেচন ঔষধ ঊর্দ্ধদিকে গমন করে। ৬। রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া যথোক্ত প্রকারে বমন দিবে। বমনের পর পেয়াদি ক্রম পালন করাইবে আর বিরেচন দিতে হইলে অগ্রে যথাবৎ স্নিগ্ধ ও পরে স্বিন্ন করিয়া তৎপরে যোগ্যতম বিরেচন প্রয়োগ করিবে। ৭। প্রধান, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার শোধন আছে (১০ম প্রঃ)। এই তিন প্রকার শোধন দ্বারা বিশুদ্ধকায় ব্যক্তি ক্রমে পেয়া, বিলেপী, সংস্কৃত বা অসংস্কৃত যুষ ও মাংসরস তিন বার, দুই বার বা এক বার করিয়া সেবন করিবে। ৮। যেমন অণুমাত্র অগ্নি প্রথমে তৃণ পরে গোময় (ঘুঁটে) পরে কাষ্ঠ দ্বারা ক্রমশঃ সন্ধুক্ষ্যমাণ হইয়া মহান্ স্থির ও সর্ব্বসহ হয়, সেইরূপ শুদ্ধ ব্যক্তির অন্তরাগ্নি ক্রমশঃ পেয়াদি দ্বারা সন্ধুক্ষ্যমাণ হইয়া পরে মহান্ স্থির ও সর্ব্বসহ হইয়া থাকে। ৯। বমনের নিকৃষ্ট বেগ চারি, মধ্যম বেগ ছয় ও প্রকৃষ্ট বেগ আট অর্থাৎ আটবার বমন হইলেই উৎকৃষ্ট বমন হইল বলা যায়। বিরেকের নিকৃষ্ট বেগ দশ, মধ্যম বেগ কুড়ি এবং প্রকৃষ্ট বেগ ত্রিশ। বান্ত দ্রব্য পরিমাণে এক প্রস্থ (প্রস্থ শব্দে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ পল—ইতি শিবদাস। চক্রদত্তের দন্তীহরীতকী দেখ।) হইলে প্রকৃষ্ট মাত্রা, পৌনে এক প্রস্থ হইলে মধ্যম ও অর্দ্ধ প্রস্থ হইলে নিকৃষ্ট-মাত্রা বলা যায়। আর বিরেচন দ্বারা নিঃসারিত মলের পরিমাণ যথাক্রমে দুই, তিন ও চারি প্রস্থ হইলে নিকৃষ্ট, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট বিরেচন বলা যায়। ১০। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বমনে পিত্ত দর্শন না হয়, ততক্ষণ বমন করান উচিত; আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত মলে কফ দর্শন না হয়, ততক্ষণ বিরেচন করান উচিত। ১১। বিরেচনের বেগ দশ, কুড়ি ও ত্রিশ বলা হইয়াছে; কিন্তু প্রথম দুই তিনবার যে

হৃৎপার্শ্বমূর্দ্ধেন্দ্রিয়মার্গশুদ্ধৌ
তথা লঘুত্বেঽপি চ লক্ষ্যমাণে॥ ১৩
তুস্ছর্দিতে স্ফোটককোঠকণ্ডু-
হৃৎখাবিশুদ্ধির্গুরুগাত্রতা চ॥ ১৪
তৃণ্মোহমূর্চ্ছানিলকোপনিদ্রা-
বলাদিহানির্বমনেঽতি চ স্যাৎ॥ ১৫
স্রোতোবিশুদ্ধীন্দ্রিয়সম্প্রসাদৌ
লঘুত্বমূর্জ্জোঽগ্নিরনাময়ত্বম্।
প্রাপ্তিশ্চ বিট্পিত্তকফানিলানাং
সম্যগ্বিরিক্তস্য ভবেৎ ক্রমেণ॥ ১৬
স্যাৎ শ্লেষ্মপিত্তানিলসম্প্রকোপঃ
সাদস্তথাগ্নের্গুরুতা প্রতিশ্যা।
তন্দ্রা তথা ছর্দিররোচকশ্চ
বাতানুলোম্যং ন চ দুর্বিরিক্তে॥ ১৭
কফাস্রপিত্তক্ষয়জানিলোত্থাঃ
সুপ্ত্যঙ্গমর্দ্দক্লমবেপনাদ্যাঃ।
নিদ্রাবলাভাবতমঃপ্রবেশঃ
সোন্মাদহিক্কাশ্চ বিরেচিতেঽতি॥ ১৮
সংসৃষ্টভক্তং নবমেঽহ্নি সর্পি-
স্তৎপায়য়েতাপ্যনুবাসয়েদ্বা।
দদ্যাত্ত্র্যহাম্নাতিবুভুক্ষিতায়
তৈলাক্তগাত্রায় ততো নিরূহম্।
প্রত্যাগতে মাংসরসেন ভোজ্যঃ
সমীক্ষ্য বা দোষবলং যথার্হম্।
নরস্ততো নিশ্যনুবাসনার্হো
নাত্যাশিতঃ স্যাদনুবাসনীয়ঃ॥ ১৯
শীতে বসন্তে চ দিবানুবাস্যো
রাত্রৌ শরদ্গ্রীষ্মঘনাগমেষু।
তানেব দোষান্ পরিরক্ষতা যে
স্নেহস্য পানে পরিকীর্ত্তিতাঃ প্রাক্॥ ২০
প্রত্যাগতে চাপ্যনুবাসনীয়ে
দিবা প্রদেয়ং ব্যুষিতায় ভোজ্যম্।

মল নির্গত হয়, তাহা উক্ত বেগের মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে। আর বমনের যে বেগে পীত ঔষধ নির্গত হয়, তাহাও ধর্ত্তব্য নহে। ১২। ক্রমে কফ, পিত্ত ও বায়ু (বাহ্য বায়ু—উদ্গারাদি) নির্গত হইয়া গেলে বমন সম্যক্ হইয়াছে, বলা যায়। আর সম্যক্ বমন হইলে হৃদয়, পার্শ্ব, মূর্দ্ধা, ইন্দ্রিয় ও স্রোতঃসমূহের বিশুদ্ধি ও শরীরের লঘুতা হয়। ১৩। বমন ঔষধ পান করিয়া সম্যক্ বমন না হইলে শরীরে স্ফোটক, কোঠ, কণ্ডু, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়গণের অবিশুদ্ধি এবং শরীরের গুরুতা হয়। ১৪। আবার অতিশয় বেমন হইলে তৃষ্ণা, মোহ, মূর্চ্ছা, বায়ুপ্রকোপ, নিদ্রাহানি ও বলহানি হইয়া থাকে। ১৫। বিরেচন সম্যক্ হইলে স্রোতো-বিশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়প্রসাদ, শরীরের লঘুত্ব, বলোদয়, অগ্নির উদ্রেক, অনাময়ত্ব এবং বিষ্ঠা, পিত্ত কফ ও বায়ুর যথানিঃসরণ হইয়া থাকে।১৬। বিরেচন ঔষধ পান করিয়া সম্যক্ বিরেচন না হইলে শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে। অগ্নির অবসাদ, শরীরের গুরুতা, প্রতিশ্যায়, তন্দ্রা, বমি, অরুচি এবং বায়ুর বিলোমন হয়। ১৭। অতিশয় বিরেচন হইলে কফ, রক্ত-পিত্ত, ক্ষয়জ রোগ, সুপ্ততা, অঙ্গমর্দ্দ, ক্লান্তি, কম্পনাদি, [নিদ্রাহানি, বলহানি, তমঃপ্রবেশ (অন্ধকারে প্রবেশবৎ), উন্মাদ ও হিক্কা হইতে পারে। [প্রসবাদির পর অতিশয় রক্তস্রাব হইলেও এই সকল লক্ষণ হইতে পারে]। ১৮। সম্যক্ বমন ও বিরেচনের পর পেয়াদি ক্রম পালন করিয়া নবম দিনে ভক্ত (ভাত) সেবন করিবার পর ঘৃত পান করিবে, অথবা অনুবাসন গ্রহণ করিবে। অনন্তর তিন দিন পরে শরীর উত্তমরূপে তৈলাভ্যক্ত করিয়া অনতিক্ষুধিত অবস্থায় নিরূহ গ্রহণ করিবে। নিরূহ প্রত্যাগত হইলে দোষ বল পরীক্ষা করিয়া মাংসরসের সহিত ভোজন করিবে। আর অনুবাসন যোগ্য হইলে সেই দিন রাত্রিকালে অল্প ভোজনান্তে অনুবাসন গ্রহণ করিবে। ১৯। শীত ও বসন্তে দিবসে, এবং শরৎ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে রাত্রিতে অনু-বাসন দিবে। স্নেহাধ্যায়ে স্নেহপানের যে সকল দোষ বলা হইয়াছে, অনুবাসন কালে সেই সকল দোষ পরিহার করিবে। ২০। অনু-

সায়ঞ্চ ভোজ্যং পরতস্ত্র্যহে বা
ত্র্যহেহনুবাস্যোহহনি পঞ্চমে বা ॥ ২১
ত্র্যহে ত্র্যহে বাপ্যথ পঞ্চমে বা
দদ্যান্নিরূহাদনুবাসনঞ্চ ॥ ২২
একং তথা ত্রীন্ কফজে বিকারে
পিত্তাত্মকে পঞ্চ তু সপ্ত বাপি।
বাতেন চৈকাদশ বা পুনর্বা
বস্তীনযুগ্মান্ কুশলো বিদধ্যাৎ ॥ ২৩
নরো বিরিক্তস্তু নিরূহদানং
বিবর্জ্জয়েৎ সপ্তদিনান্যবশ্যম্।
শুদ্ধো বিরেকেণ নিরূহদানং
তদ্ধ্যাস্য শূন্যং বিরুষেচ্ছরীরম্ ॥ ২৪
বস্তির্বয়ঃস্থাপয়িতা সুখায়ু-
র্বলাগ্নিমেধাস্বরবর্ণকৃচ্চ।
সর্ব্বার্থকারী শিশুবৃদ্ধযূনাং
নিরত্যয়ঃ সর্ব্বগদাপহশ্চ ॥
বিট্‌শ্লেষ্মমূত্রানিলপিত্তকর্ষী
স্থিরত্বকৃচ্ছুক্রবলপ্রদশ্চ ॥ ২৫
বিশ্বকৃস্থিতং দোষচয়ং নিরস্য
সর্ব্বান্ বিকারান্ শময়েন্নিরূহঃ।
দেহে নিরূহেণ বিশুদ্ধমার্গে
সংস্নেহনং বর্ণবলপ্রদশ্চ ॥ ২৬
ন তৈলদানাৎ পরমস্তি কিঞ্চিৎ
দ্রব্যং বিশেষেণ সমীরণার্ত্তে
স্নেহাদ্ধি রৌক্ষ্যং লঘুতাং গুরুত্বা-
দৌষ্ণ্যাচ্চ শৈত্যং পবনস্য হৃত্বা।
তৈলং দদাত্যাশু মনঃপ্রসাদং
বীর্য্যং বলং বর্ণমথাগ্নিপুষ্টিম্ ॥ ২৭
মূলে নিষিক্তে হি যথা দ্রুমঃ স্যা-
ন্নীলচ্ছদঃ কোমলপল্লবাগ্রঃ।
কালে মহান্ পুষ্পফলপ্রদশ্চ
তথা নরঃ স্যাদনুবাসনেন ॥ ২৮
স্তব্ধাশ্চ যে সঙ্কুচিতাশ্চ যেহপি
যে পঙ্গবো যেহপি চ ভগ্নরুগ্নাঃ।

বাসনীয় তৈল প্রত্যাগত হইলে রাত্রিতে উপবাস করাইয়া প্রভাতে ভোজন দিবে। আর অনুবাসনীয় তৈল দিবসে প্রত্যাগত হইলে রাত্রিতে ভোজন দিবে। অনন্তর তিন দিন পরে অনুবাসন দিবে। অথবা পঞ্চম দিনে অনুবাসন দিবে। ২১। এইরূপে দোষানুসারে তিন দিন অন্তর নিরূহ দিয়া অনুবাসন দিবে। ২২। এইরূপে কফজ ব্যাধিতে এক বা তিন বস্তি, পিত্তাত্মক ব্যাধিতে পাঁচ বা সাত বস্তি এবং বাতজ বিকারে নয় বা একাদশ বস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপ অযুগ্ম বস্তি প্রয়োগ করাই রীতি। ২৩। বিরিক্ত ব্যক্তি সপ্তদিন নিরূহ বর্জ্জন করিবে। কারণ বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ ব্যক্তিতে নিরূহ [illegible] করিলে সেই নিরূহ শূন্য শরীরকে [illegible] করিয়া থাকে। [বিরেচনের পরি-[illegible] বায়ুপ্রকোপের সম্ভাবনা, অথচ নিরূ-[illegible] বায়ুপ্রকোপক শক্তি আছে ; এই জন্য [illegible] পর নিরূহ বিধেয় নহে]। ২৪। [illegible] (পিচকারী) বয়ঃস্থাপক ; সুখ, আয়ু, অগ্নি, মেধা, স্বর ও বর্ণের বৃদ্ধি কারক ; শিশু, বৃদ্ধ ও যুবকের সামর্থ্যসাধক ; অনপায়ী ; সর্ব্বরোগনাশক ; বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, মূত্র, বায়ু ও পিত্তের নিষ্কাশক ; দার্ঢ্যকর, শুক্রপ্রদ ও বলপ্রদ। ২৫। নিরূহ বস্তি সর্ব্বশরীরস্থ দোষসমূহকে নিষ্কাসিত করিয়া সকল রোগের শান্তি করে। দেহ নিরূহ দ্বারা বিশুদ্ধমার্গ হইলে যদি স্নেহক্রিয়া করা যায়, তবে বর্ণ ও বল হইয়া থাকে। ২৬। বায়ুনাশের পক্ষে তৈলপ্রয়োগের ন্যায় আর চিকিৎসা নাই। তৈলের স্নেহনত্ব হেতু বায়ুর রুক্ষতা, গুরুত্ব হেতু লঘুতা ও উষ্ণতা হেতু শৈত্য দূর হয়। তৈল আশু মনের প্রসন্নতা করে এবং বীর্য্য, বল, বর্ণ, অগ্নি ও পুষ্টি সাধন করে। ২৭। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে উহার পত্র সকল হরিত শোভাসম্পন্ন ও পল্লবাগ্রসকল কোমল হয় এবং সেই বৃক্ষ কালে মহান্ ও পুষ্পফলসম্পন্ন হইয়া থাকে ; মনুষ্যশরীরে অনুবাসনের ক্রিয়াও সেইরূপ হয়। ২৮। যে সকল ব্যক্তি বায়ু দ্বারা স্তব্ধ, সঙ্কুচিত, পঙ্গু ও

যেষাঞ্চ শাখাসু চরন্তি বাতাঃ
শস্তো বিশেষেণ হি তেষু বস্তিঃ ॥ ২৯
আধ্মাপনে বিগ্রথিতে পুরীষে
শূলে চ ভক্তানভিনন্দনে চ।
এবংপ্রকারাশ্চ ভবন্তি কুক্ষৌ
যে চাময়াস্তেষু চ বস্তিরিষ্টঃ ॥ ৩০
যাশ্চ স্ত্রিয়ো বাতকৃতোপসর্গাদ্-
গর্ভং ন গৃহ্নন্তি নৃভিঃ সমেতাঃ।
ক্ষীণেন্দ্রিয়া যে চ নরাঃ কৃশাশ্চ
বস্তিঃ প্রশস্তঃ পরমঞ্চ তেষু ॥ ৩১
উষ্ণাভিভূতেষু বদন্তি শীতান্
শীতাভিভূতেষু তথা সুখোষ্ণান্।
তৎপ্রত্যনীকৌষধসংপ্রযুক্তান্
সর্ব্বত্র বস্তীন্ প্রবিভজ্য যুঞ্জ্যাৎ ॥ ৩২
ন বৃংহণীয়ান্ বিদধীত বস্তীন্
বিশোধনীয়েষু গদেষু বৈদ্যঃ
কুষ্ঠপ্রমেহাদিষু মেদুরেষু
নরেষু যে চাপি বিশোধনীয়াঃ ॥ ৩৩
ক্ষীণক্ষতানাং ন বিশোধনীয়ান
ন শোষিণাং নো ভৃশদুর্ব্বলানাম্।
ন মূর্চ্ছিতানাঞ্চ ন শোধিতানাং
যেষাঞ্চ দোষেষু নিবদ্ধবায়ুঃ ॥ ৩৪
শাখাগতাঃ কোষ্ঠগতাশ্চ রোগা
মর্ম্মোর্দ্ধসর্ব্বাবয়বান্ গতাশ্চ।
যে সন্তি তেষাং ন তু কশ্চিদন্যো
বায়োঃ পরং জন্মনি হেতুরস্তি ॥ ৩৫
বিণ্মূত্রপিত্তাদিমলাচয়ানাং
বিক্ষেপসংহারকরঃ স যস্মাৎ।
তস্যাতিবৃদ্ধস্য শমায় নান্যদ্-
বস্তের্বিনা ভেষজমস্তি কিঞ্চিৎ।
তস্মাচ্চিকিৎসার্দ্ধমিতি ব্রুবন্তি
সর্ব্বাং চিকিৎসামপি বস্তিমেকে ॥ ৩৬
নাভিপ্রদেশঞ্চ কটীঞ্চ গত্বা
কুক্ষিং সমালোড্য পুনশ্চ পার্শ্বম্

কৃশ হইয়াছে, যাহাদের রক্তাদি শাখাসমূহে বায়ু আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বস্তি বিশেষরূপে হিতকর। ২৯। আধ্মান হইলে, পুরীষ গ্রথিত (গুটলে) হইলে, শূল হইলে, ভক্তে (ভাতে) বায়ু জন্য অরুচি হইলে এবং মানুষের কুক্ষিতে এইরূপ অন্যান্য রোগ উপস্থিত হইলে বস্তি প্রয়োগই বাঞ্ছনীয়। ৩০। যে সকল স্ত্রী বায়ুজনিত উপসর্গ বশতঃ পুরুষ-সহবাসে গর্ভধারণ না করে এবং যে সকল পুরুষ ক্ষীণেন্দ্রিয় ও কৃশ, তাহাদের পক্ষে বস্তিই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত। ৩১। বিভাগ ক্রমে উষ্ণপ্রধান রোগসমূহে শীতবীর্য্য ঔষধ এবং শীতপ্রধান রোগসমূহে সুখোষ্ণবীর্য্য ঔষধযোগে অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাধি বিপরীত ঔষধযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। ৩২। সংশোধনযোগ্য রোগে বৈদ্য কখনই বৃংহণ-বস্তি প্রয়োগ করিবেন না অর্থাৎ কুষ্ঠ প্রমেহ প্রভৃতি রোগ ও মেদসংসৃষ্ট রোগসমূহ ও নব-জ্বর প্রভৃতি অন্যান্য সংশোধনযোগ্য রোগ-সমূহে বৃংহণবস্তি প্রয়োগ করিবে না। ৩৩। ক্ষীণ ক্ষতরোগে, শোষরোগে, অত্যন্ত দুর্ব্বল-দিগের রোগে, মূর্চ্ছিতদিগকে ও শোধিত-দিগকে সংশোধনবস্তি দিবে না। আর যাহা-দের দোষের মূলে বায়ু আছে, তাহাদিগকেও সংশোধনবস্তি দিবে না। কেননা সংশোধন বায়ু প্রকোপক। ৩৪। রোগ শাখাগত হউক আর কোষ্ঠগতই হউক, মর্ম্মগতই হউক আর উর্দ্ধগতই হউক আর সর্ব্বাবয়বগতই বা হউক, তাহাদের জন্মপক্ষে বায়ুর ন্যায় হেতু আর নাই। [অর্থাৎ বায়ুই তাহাদের জন্মের প্রধান হেতু]। ৩৫। বায়ুই বিষ্ঠা মূত্র পিত্তাদি মলদিগের নিক্ষেপকারক ও ধারক। সেই বায়ু বৃদ্ধি পাইলে তাহার প্রশমনের পক্ষে বস্তি বিনা অন্য ভেষজ নাই। সেই জন্যই বস্তিকে চিকিৎসার অর্দ্ধেক কহিয়া থাকে। আর কাহার কাহার মতে বস্তিই এক মাত্র চিকিৎসা। [বাগ্‌ভট এ স্থলে এরূপ অর্থ করেন, বস্তি বায়ুচিকিৎসার অর্দ্ধেক উপায় অথবা ইহাই বায়ুচিকিৎসার একমাত্র উপায়]। ৩৬। নাভিপ্রদেশ ও কটীতে গমন করিয়া

সংস্নেহ্য কায়ং শিথিলাংশ্চ কৃত্বা
দোষান্ পুরীষং গ্রথিতং বিমথ্য।
স্বসক্তবেগঃ সপুরীষদোষঃ
প্রত্যাগতো বস্তিরিতি প্রশস্তঃ॥ ৩৭
প্রসৃষ্টবিণ্মূত্রসমীরণত্বং
রুচ্যগ্নিবৃদ্ধ্যাশয়লাঘবানি।
রোগোপশান্তিঃ প্রকৃতিস্থতা চ
বলঞ্চ তৎ স্যাৎ সুনিরূঢ়লিঙ্গম্॥ ৩৮
স্যাদ্রুক্‌শিরোহৃদ্‌গুদবস্তিলিঙ্গে-
শোফঃ প্রতিশ্যায়বিকর্ত্তিকা চ।
হৃল্লাসিকা মারুতমূত্রসঙ্গঃ
শ্বাসো ন সম্যক্ চ নিরূহিতস্য॥ ৩৯
লিঙ্গং যদেবাতিবিরেচিতস্য
ভবেৎ তদেবাতিনিরূহিতস্য॥ ৪০

প্রত্যেত্যসক্তং সশকৃচ্চ তৈলং
রক্তাদিবুদ্ধীন্দ্রিয়সম্প্রসাদঃ।
স্বপ্নানুবৃত্তির্লঘুতা বলঞ্চ
সৃষ্টাশ্চ বেগাঃ স্বনুবাসিতে স্যুঃ॥ ৪১
অধঃশরীরোদরবাহুপৃষ্ঠ-
পার্শ্বেষু রুগ্‌রূক্ষখরঞ্চ গাত্রম্।
গ্রহশ্চ বিণ্মূত্রসমীরণানাং
অসম্যগেতান্যনুবাসিতে স্যুঃ॥ ৪২
হৃল্লাসমোহক্লমসাদমূর্চ্ছা
বিকর্ত্তিকা চাত্যনুবাসিতে স্যুঃ॥ ৪৩
যস্যেহ যামাননুবর্ত্ততে ত্রীন্
স্নেহান্নরঃ স্যাৎ স বিশুদ্ধদেহঃ।
আশ্বাগতেঽন্যস্তু পুনর্বিধেয়ঃ
স্নেহো ন সংস্নেহয়তি হ্যতিষ্ঠন্॥ ৪৪

কুক্ষি ও পার্শ্ব (অন্যান্য পাঠ কুক্ষি ও পৃষ্ঠ) আলোড়ন করিয়া, শরীরকে স্নিগ্ধ করিয়া, দোষদিগকে শিথিল করিয়া ও গ্রথিত পুরীষকে মথিত করিয়া অব্যাহতবেগে পুরীষ ও দোষের সহিত বস্তি প্রত্যাগত হইলে উহার প্রয়োগ সম্যক্ হইয়াছে বলা যায়। [মানুষের অন্ত্র নাভি বটী কুক্ষি ও পার্শ্বদ্বয়কে ব্যাপিয়া আছে। উহা নাভিতে আরম্ভ হইয়া ডানদিকের কুচকীর উপর পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া পরে ঊর্দ্ধমুখে যকৃৎ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, পরে যকৃতের নিম্ন দেশ বেষ্টন করিয়া বক্ষের নিম্ন দিয়া গিয়া বাম পার্শ্বে প্লীহার নিকট দিয়া অবতরণ পূর্ব্বক মলদ্বারের মুখে মিলিয়াছে। বস্তি এই মলযন্ত্রের সমস্ত প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া পিত্ত বিষ্ঠাদি সহকারে প্রত্যাগত হইলেই বস্তির সম্যক্ প্রয়োগ হইয়াছে বলা যায়]। ৩৭। নিরূহের সম্যক্ প্রয়োগ হইলে বিষ্ঠা মূত্র ও বায়ুর বিসর্জ্জন, রুচি ও অগ্নির বৃদ্ধি, আমাশয় গ্রহণী, মলাশয় ও বস্তির লাঘব; রোগের উপশম, প্রকৃতিস্থতা ও বল হয়। ৩৮। নিরূহের প্রয়োগ অসম্যক্ হইলে মস্তক হৃদয় গুদ বস্তি ও লিঙ্গে শূল হয় এবং শোথ, প্রতিশ্যায় ও বিকর্ত্তিকা (পেটকামড়ানী) হয়। আর হৃল্লাস, বাতবন্ধ, মূত্রবন্ধ ও শ্বাস হইয়া থাকে। ৩৯। আর অতিবিরিক্তের যে লক্ষণ, অতি নিরূঢ়েরও সেই সকল লক্ষণ (১৮ প্রকরণ) ৪০। অনুবাসনের সম্যক্ প্রয়োগ হইলে তৈল অব্যাহতবেগে বিষ্ঠার সহিত আগমন করে। রক্তাদি ধাতু ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা হয়, সুনিদ্রা হয়, শরীরের লঘুতা ও বল হয় এবং মল-মূত্রাদির সুপ্রবৃত্তি হয়। ৪১। অনুবাসনের অসম্যক্ প্রয়োগ হইলে শরীরের নিম্নভাগ, উদর, বাহু পৃষ্ঠ ও পার্শ্বে শূল হয়। গাত্র (গঙ্গাধর পাঠ—বর্চ্চঃ) রুক্ষ পরুষ হয়। আর বিষ্ঠা মূত্র ও বায়ুর বিবন্ধ হয়। ৪২। অনুবাসনের অতিশয় প্রয়োগ হইলে হৃল্লাস, মোহ, ক্লান্তি, অবসাদ, মূর্চ্ছা ও বিকর্ত্তিকা (কামড়ানী) হয়। ৪৩। অনুবাসনের স্নেহ তিন প্রহর (৯ ঘণ্টা অথবা প্রায় সারারাত্রি) শরীরের মধ্যে অবস্থিতি করিলে দেহের বিশুদ্ধি হয়। তৈল শীঘ্র প্রত্যাগত হইলে পুনর্ব্বার অনুবাসন দেওয়া কর্ত্তব্য। তৈল শরীরে তিষ্ঠিতে না পারিলে শরীরকে স্নিগ্ধ করিতে পারে না। (বস্তিদ্রব্য অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর বস্তিযন্ত্রের মুখ খুলিয়া লইতে হয়, কিন্তু তখন বেগ আসিয়া থাকে।

ত্রিংশৎ স্মৃতাঃ কর্ম্মসু বস্তয়ো হি
কালস্ততোঽর্দ্ধেন ততশ্চ যোগঃ।
সাস্বাসনা দ্বাদশ বৈ নিরূহাঃ
প্রাক্‌স্নেহ একঃ পরতশ্চ পঞ্চ ॥ ৪৫

ঐ বেগ সংবরণ করিতে হয়। যদি পাছার নিম্নে একটী বালিশ দিয়া পাছাকে কিছু উচু করিয়া রাখা যায়, তবে বেগ বাহির হইতে পারে না; তৈলবস্তির এমনই গুণ যে, ঐ ভাবে শয়ন করিয়া থাকিলেই সুনিদ্রা হইয়া থাকে]। ৪৪। স্বেদ বমন বিরেচন ও নস্য কর্ম্মের অন্তরা অন্তরা বস্তি প্রদান করিতে হয়। যথা;—স্নেহ ও স্বেদের পর একটী স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিয়া বমন প্রয়োগ করিতে হয়। বমনের পর আবার একটী স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। পরে বিরেচন দিতে হয়। অনন্তর আবার একটী স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়, পরে একবার নিরূহবস্তি ও একবার স্নেহবস্তি এইরূপ করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটী নিরূহ ও দ্বাদশটী স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিয়া পরে নস্য কর্ম্ম করিতে হয়। পরে আর পাঁচটী স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিয়া উপসংহার করিতে হয়। আবার একটী স্নেহবস্তি প্রথমে করা হইয়া থাকে। এইরূপে ত্রিশটী প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাদিগকে কর্ম্মবস্তি বলে। উপর্য্যুপরি বস্তি দিলে হইবে না, এক এক বস্তির পর নিয়মিত পেয়াদি ক্রম পালন করিতে হইবে। এইরূপ ত্রিশ বস্তিকে কর্ম্মবস্তি কহে। কালবস্তি কর্ম্মবস্তির অর্দ্ধেক অর্থাৎ পনরটী। কালবস্তি বর্ষাদিকালে বায়ু প্রকৃতি শান্তির জন্য প্রয়োগ করিতে হয়। কালবস্তি এইরূপে প্রয়োগ করিতে হয়, যথা; —প্রথমে একটী স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। পরে নিরূহ পরে স্নেহ ইত্যাদিরূপে পর্য্যায়ক্রমে দ্বাদশটী বস্তি প্রদান করিয়া শেষে তিনটী স্নেহবস্তি উপর্য্যুপরি প্রয়োগ করিতে হয়। যোগবস্তি আটটী। বাজীকরণার্থ ইহাদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহাদের

কালে

স্নেহা নিরূহান্তরিতাশ্চ ষট্‌স্যু।
যোগে নিরূহাস্ত্রয় এব দেয়াঃ
স্নেহাশ্চ পঞ্চৈব পরাদিমধ্যাঃ ॥
ত্রীন্ পঞ্চ বাহশ্চতুরোঽথ ষড়্‌বা
বাতাধিকেভ্যস্ত্বনুবাসনীয়ান্ ॥ ৪৬
স্নেহান্ প্রদায়াশু ভিষগ্বিদধ্যাৎ
স্রোতোবিশুদ্ধ্যর্থমতোনিরূহান্ ॥
বিশুদ্ধকায়স্য ততঃ ক্রমেণ
স্নিগ্ধস্য তৈঃ স্বেদিতমুত্তমাঙ্গম্ ॥ ৪৭
বিরেচয়েৎত্রির্দ্বিরথৈকশো বা
বলং সমীক্ষ্য ত্রিবিধং মলানাম্।
উরঃশিরোলাঘববমিন্দ্রিয়াণাং
স্রোতোবিশুদ্ধিশ্চ ভবেদ্বিশুদ্ধে ॥ ৪৮
গলোপলেপঃ শিরসো গুরুত্বং
নিষ্ঠীবনঞ্চাপ্যথ দুর্ব্বিরিক্তে ॥ ৪৯

প্রথম ও শেষবস্তি অনুবাসন। আর মধ্যের তিনটী নিরূহ ও তিনটী অনুবাসন। [চক্রদত্ত মতে এই সকল বস্তি বর্ত্তমানে প্রয়োগ করা হয় না আর যে কয়েকটী বস্তি বর্ত্তমানকালে প্রয়োগ করা হয়, তাহাও চক্রদত্তে আছে। কিন্তু বস্তি সম্বন্ধে চরকই প্রামাণ্য। বস্তির বহুল প্রচার না হইলে বৈদিক চিকিৎসার গৌরব নাই। ৩৫ প্রঃ দেখ]। ৪৫। বাতাধিক ব্যক্তিদিগকে তিন, পাঁচ, চারি বা ছয়বার অনুবাসন দিয়া পরে স্রোতঃশুদ্ধির জন্য নিরূহসমূহ প্রদান করিবে। ৪৬। এইরূপে বমন বিরেচন ও নিরূহ যোগে শরীর শুদ্ধ হইলে শিরোবিরেচনার্থ মস্তক পূর্ব্বোক্ত তৈলসমূহে স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিতে হইবে এবং রোগী ও ত্রিবিধ দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া তিন দুই বা এক বার শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। ইহাই শিরোবিরেচনের উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট মাত্রা। ৪৭ শিরোবিরেচক ঔষধ সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে বক্ষঃস্থল, মস্তক ও ইন্দ্রিয়গণের লঘুতা এবং স্রোতঃসমূহের বিশুদ্ধি হয়। ৪৮। শিরো-

শিরোঽক্ষিশঙ্খশ্রবণার্ত্তিতোদ-
শ্চাত্যর্থশুদ্ধেস্তিমিরঞ্চ পশ্যেৎ ॥ ৫০
স্যাৎ তর্পণং তত্র মৃদু দ্রবঞ্চ
স্নিগ্ধস্য তীক্ষ্ণস্তু পুনর্ন যোগে ॥ ৫১
ইত্যাতুরস্বস্থবিধিঃ প্রয়োগে
বলায়ুষোর্বৃদ্ধিকৃদাময়ঘ্নঃ ॥ ৫২
কালস্তু বস্ত্যাদিষু যাতি যাবাং-
স্তাবান্ ভবেদ্বিঃপরিহারকালঃ ॥ ৫৩
অত্যাশনস্থানবচাংসি যানং
স্বপ্নং দিবা মৈথুনবেগরোধান্।
শীতোপচারাতপশোকরোষাং-
স্ত্যজেদকালাহিতভোজনঞ্চ ॥ ৫৪
বদ্ধে প্রণীতে বিষমে চ নেত্রে
মার্গে তথার্শঃকফবিড়্বিবদ্ধে।

ন যাতি বস্তিং ন সুখং নিরেতি-
দোষাবৃতোঽল্পো যদি বাল্পবীর্য্যঃ ॥ ৫৫
প্রাপ্তে তু বর্চ্চোঽনিলমূত্রবেগে
বাতে বিবৃদ্ধেঽল্পবলে গুদে বা।
অত্যল্পতীক্ষ্ণশ্চ মৃদৌ প্রকোষ্ঠে
প্রণীতমাত্রঃ পুনরেতি বস্তিঃ ॥ ৫৬
মেদঃকফাভ্যামনিলো নিরুদ্ধঃ
শূলাঙ্গসুপ্তিশ্বয়থূন্ করোতি।
স্নেহস্তু যুঞ্জন্নবুধস্তু তস্মৈ
সংবর্দ্ধয়ত্যেব হি তান্ বিকারান্ ॥ ৫৭
রোগাস্তথান্যেঽপ্যবিতর্ক্যমাণাঃ
পরস্পরেণাবগৃহীতমার্গাঃ।
সন্দূষিতা ধাতুভিরেব চান্যৈঃ
স্বৈর্ভেষজৈর্নোপশমং ব্রজন্তি ॥ ৫৮

বিরেচক অসম্যকরূপে প্রযুক্ত হইলে গল-দেশের লিপ্ততা, মস্তকের গুরুতা ও নিষ্ঠীবন হয় (থুথু উঠে)। ৪৯। শিরোবিরেচনের অতিপ্রয়োগ হইলে মস্তক, অক্ষি, শঙ্খ ও কর্ণের যাতনা ও তোদ (সূচীভেদবৎ পীড়া) হয় এবং বিরিক্ত ব্যক্তি অন্ধকার বা ঝাপসা দেখিয়া থাকে। ৫০। এরূপ স্থলে তর্পণ-প্রয়োগ আবশ্যক। রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া মৃদু ও দ্রব তর্পণ দিতে হয় এবং তর্পণের সহিত কটু প্রভৃতি কোন প্রকার তীক্ষ্ণ দ্রব্যের সংযোগ করিতে নাই। ৫১। রোগী ও সুস্থের প্রতি এইরূপ নিয়মে পঞ্চকর্ম্মের প্রয়োগ হইলে বল ও আয়ুর বৃদ্ধি ও রোগের নাশ হইয়া থাকে। ৫২। পঞ্চকর্ম্মের প্রয়োগে যত সময় লাগে পঞ্চ কর্ম্মের পর তাহার দ্বিগুণ সময় রোগী নির্দ্দিষ্ট পেয়াদি ক্রম পালন করিবে। ৫৩। পঞ্চকর্ম্মের পর অতিভোজন, অতিশয় উপ-বেশন, অতিশয় বাক্‌প্রয়োগ, অতিশয় গমন, দিবাস্বপ্ন, মৈথুন, বেগরোধ, শীতক্রিয়া, আতপ, শোক, রোষ, অকালভোজন ও অহিতভোজন পরিহার করিবে। ৫৪। বস্তিনলের মুখ বদ্ধ থাকিলে বা বিষমভাবে প্রণীত হইলে, অথবা অন্ত্র অর্শের বলি কফ বা বিষ্ঠা দ্বারা বিবদ্ধ থাকিলে বস্তি অনায়াসে প্রবেশ করে না এবং অনায়াসে প্রত্যাগত হইতে পারে না। দোষ দ্বারা বস্তির পথ আবৃত হইলে বা বস্তিদ্রব্য অল্প বা নির্বীর্য্য তৈলাদিযোগে প্রস্তুত হইলেও বস্তির ঐরূপ ব্যাঘাত হয়। ৫৫। বিষ্ঠা বায়ু বা মূত্রের বেগ আসিলে, বায়ুবৃদ্ধি হইলে (যেমন ধনুষ্টঙ্কারে বায়ুর বৃদ্ধি হয়, পক্ষাঘাতে বায়ুর ক্ষীণতা হয়), মলদ্বার শিথিল হইলে, কোষ্ঠ মৃদু হইলে এবং বস্তিদ্রব্য অত্যল্প তীক্ষ্ণ উপকরণসমূহে প্রস্তুত হইলে, বস্তি প্রবেশ মাত্র প্রত্যাগমন করে। ৫৬। বায়ু মেদ ও কফে আবৃত হইলে শূল, অঙ্গসুপ্তি (অঙ্গের অসাড়তা) ও শোথ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে নির্ব্বোধ চিকিৎসক বায়ুবিকার মনে করিয়া অনুবাসনাদি স্নেহ প্রয়োগ করিলে ঐ সকল রোগের বৃদ্ধিই হয়। ৫৭। এইরূপে এক দোষের পথ অন্য দোষ দ্বারা আবৃত হইলে অজ্ঞাত রোগও হইয়া থাকে; সেই সকল রোগ স্থির করা কঠিন হয় (বাতব্যাধি—১১০ হইতে ১৬৮ প্রকরণ)। দোষ সকল ধাতুদিগের দ্বারা রুদ্ধমার্গ হইলে স্ব স্ব ঔষধে উপশম প্রাপ্ত

সর্ব্বঞ্চ রোগপ্রশমায় কর্ম্ম
হীনাতিমাত্রং বিপরীতকালম্।
মিথ্যোপচারাচ্চ ন তৎ বিকারং
শান্তিং নয়েৎ পথ্যমপি প্রযুক্তম্॥ ৫৯

তত্র শ্লোকঃ।

প্রশ্নানিমান্ দ্বাদশ পঞ্চকর্ম্মা-
শ্রয়ান্দিশ্য সিদ্ধাবিহ কল্পনায়াম্।
প্রজাহিতার্থং ভগবান্ মহার্থান্
সম্যক্‌জগাদর্ষিবরোঽত্রিপুত্রঃ॥ ৬০

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে কল্পনাসিদ্ধির্নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

পঞ্চকর্ম্মীয়সিদ্ধিঃ।

অথাতঃ পঞ্চকর্ম্মীয়াং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

যেষাং যস্মাৎ পঞ্চকর্ম্মাণ্যগ্নিবেশ ন কারয়েৎ।
যেষাঞ্চ কারয়েদ্‌যানি তৎ সর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যতে॥২

হয় না। ৫৮। রোগী পথ্যসেবী হইলেও যদি রোগের ঔষধ সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত না হইয়া হীন বা অতিমাত্র বা মিথ্যাপ্রযুক্ত হয় বা বিপরীতকালে প্রযুক্ত হয়, তবে রোগের শান্তি হয় না। ৫৯। এই অধ্যায়ের সূচী;—ভগবান্ মহর্ষি অত্রিপুত্র এই কল্পনাসিদ্ধি নামক অধ্যায়ে প্রজাহিতার্থ এই দ্বাদশ প্রশ্নের উত্তর করিলেন। ৬০।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা পঞ্চকর্ম্মীয়সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। যাহাদের সম্বন্ধে পঞ্চকর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে এবং যাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য, সম্প্রতি তাহা

চণ্ডঃ সাহসিকো ভীরুঃ কৃতঘ্নো ব্যগ্র এব চ।
সদ্বৈদ্যনৃপতিদ্বেষ্টা তদ্দ্বিষ্টঃ শোকপীড়িতঃ॥
যাদৃচ্ছিকো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ।
বৈরী বিদ্যাভিমানী চ শ্রদ্ধাহীনঃ সশঙ্কিতঃ॥
ভিষজামবিধেয়শ্চ নোপক্রম্যা ভিষগ্বিদা।
এতানুপচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ॥৩
এভ্যোঽন্যে সমুপক্রম্যা নরাঃ সর্ব্বৈরুপক্রমৈঃ।
অবস্থাং প্রবিভজ্যৈষাং বর্জ্জ্যং কার্য্যঞ্চ
বক্ষ্যতে॥ ৪

অচ্ছর্দ্দনীয়াস্তাবৎ ক্ষতক্ষীণাতিস্থূলকৃশবাল-বৃদ্ধদুর্ব্বলশ্রান্ত--পিপাসিতক্ষুধিত--কর্ম্মভারাধ্ব--হতোপবাসমৈথুনাধ্যয়ন--ব্যায়ামচিন্তাপ্রসক্তক্ষাম-গর্ভিণী-সুকুমার--সংবৃতকোষ্ঠদুশ্ছর্দ্দনোর্দ্ধ--রক্ত-পিত্ত- প্রসক্তচ্ছর্দ্দিরূর্দ্ধ-বাতাস্থাপিতানুবাসিত--হৃদ্রোগোদাবর্ত্তমূত্রাঘাতপ্লীহ--গুল্মোদরাষ্ঠীলা--

বলা হইতেছে। ২। ক্রোধী, দুশ্চেষ্টাকারী, ভীরু, কৃতঘ্ন, ব্যগ্র, সদ্বৈদ্য ও নৃপতির বিদ্বেষ্টা ও বিদ্বিষ্ট, শোকপীড়িত, যথেচ্ছাচারী, মুমূর্ষু, করুণাবিহীন, বৈরী, বৈদ্যাভিমানী, শ্রদ্ধাহীন, সশঙ্কিত ও বৈদ্যবিধির অপালনকারী ব্যক্তি চিকিৎসার যোগ্য নহে। এরূপ সকল লোককে চিকিৎসা করিলে বৈদ্যের বহু দোষ ঘটিয়া থাকে। ৩। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগণ সর্ব্ববিধ উপক্রমের সহিত উপক্রমণীয় (চিকিৎসনীয়)। সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে অবস্থাভেদে যাহার যাহা বর্জ্জনীয় ও করণীয়, তাহা বলা হইতেছে। ৪। এই সকল ব্যক্তি বমনের অযোগ্য;—ক্ষতক্ষীণ, অতিস্থূল, কৃশ, বাল, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, শ্রান্ত, পিপাসিত, ক্ষুধিত, শ্রমক্লান্ত, উপবাসরত, মৈথুনাসক্ত, অধ্যয়নাসক্ত, ব্যায়ামাসক্ত, চিন্তাসক্ত, ক্ষাম, গর্ভিণী, সুকুমার, সংবৃতকোষ্ঠ (যাহাদের আমাশয় বমনার্থ সহজে উত্তেজিত হয় না), দুর্বম্য ঊর্দ্ধরক্ত, পিত্তরোগগ্রস্ত, প্রসক্তবমি (যাহাদের বমিরোগ আছে) ঊর্দ্ধবাতগ্রস্ত, আস্থাপিত, অনুবাসিত, হৃদ্রোগগ্রস্ত, উদাবর্ত্তগ্রস্ত, মূত্রাঘাতগ্রস্ত, প্লীহরোগী, গুল্মরোগী,

স্বরোপঘাত--তিমির-শিরঃ-শঙ্খকর্ণাক্ষি--পার্শ্ব--
ঃ॥ ৫

তত্র ক্ষতস্য চ ভূয়ঃ ক্ষণনাৎ রক্তাতি-প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। ক্ষীণাতিস্থূলকৃশবালবৃদ্ধদুর্ব্বলানামৌষধবেগাসহত্বাৎ প্রাণোপরোধঃ। শ্রান্ত-পিপাসিতক্ষুধিতানাঞ্চ তদ্বৎ। কর্ম্মভারাধ্বহতোপবাসমৈথুনাধ্যয়ন-ব্যায়াম -চিন্তাপ্রসক্ত--ক্ষামাণাং রৌক্ষ্যাদ্বাতরক্তচ্ছেদক্ষতভয়ং স্যাৎ। গর্ভিণ্যা গর্ভব্যাপদামগর্ভভ্রংশাচ্চ দারুণা রোগপ্রাপ্তিঃ। সুকুমারস্য হৃদয়স্য বিকর্ষণাদূর্দ্ধমধো বা রুধিরাতিপ্রবৃত্তিঃ। সংবৃতকোষ্ঠ-দুশ্ছর্দ্দনয়োরতিমাত্রপ্রবাহনাদ্দোষাঃ সমুৎক্লিষ্টা হ্যন্তঃকোষ্ঠে জনয়ন্ত্যন্তর্বীসর্পং স্তম্ভং জাড্যং বৈচিত্ত্যং মরণং বা। ঊর্দ্ধরক্তপিত্তস্যোদানউৎক্ষিপ্য প্রাণান্ হরেদ্রক্তঞ্চাতিপ্রবর্ত্তয়েৎ। প্রসক্তচ্ছর্দ্দেশ্চ তদ্বদূর্দ্ধবাতাস্থাপিতানুবাসিতানামূর্দ্ধং বাতাতিপ্রবৃত্তিঃ। হৃদ্রোগিণো হৃদয়োপরোধঃ। উদাবর্ত্তিনো ঘোরতর উদাবর্ত্তঃ স্যাচ্ছীঘ্র হন্তা। মূত্রঘাতাদিভিরার্ত্তানাং তীব্রতরঃ শূলপ্রাদুর্ভাবঃ। তিমিরাণাং তিমিরাতিবৃদ্ধিঃ। শিরঃশূলাদিষু শূলাতিবৃদ্ধিঃ। তস্মাদেতে ন বম্যাঃ॥ ৬

সর্ব্বেষ্বপি খল্বেতেষ্বপি বিষগরবিরুদ্ধাভ্যবহারামকৃতেষ্বপ্রতিসিদ্ধং শীঘ্রকারিত্বাৎ দোষাণামিতি॥ ৭

শেষাস্তু বম্যাঃ। পীনসকুষ্ঠনবজ্বররাজযক্ষকাস-শ্বাসগলগ্রহগলগণ্ডশ্লীপদমেহ-মন্দাগ্নি-বিরুদ্ধাজীর্ণান্ন--বিসূচিকালসকবিষগরপীতদষ্ট--

উদররোগী, অষ্ঠীলারোগী, স্বরভঙ্গরোগী, তিমির-রোগী, শিরোরোগী, শঙ্খরোগী, কর্ণরোগী, অক্ষিরোগী, পার্শ্বরোগী ও শূলরোগী।৫। উরঃ-ক্ষতরোগীকে বমন করাইলে উরঃক্ষত আরও ক্ষত হইতে পারে। তাহাতে রক্তের অতি-শয় উদগম হয়। ক্ষীণ, অতিস্থূল, কৃশ, বাল, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বমনবেগ সহ্য করিতে পারে না বলিয়া সহসা তাহাদের প্রাণের ব্যাঘাত হইতে পারে। এই কারণে শ্রান্ত, পিপাসিত ও ক্ষুধিতদিগেরও বমন নিষিদ্ধ। শ্রমক্লান্ত, ভারক্লান্ত, ভ্রমণক্লান্ত, উপবাসরত, মৈথুনাসক্ত, অধ্যয়নরত, ব্যায়ামরত ও চিন্তা-রত এবং ক্ষাম ব্যক্তিদিগের রুক্ষতা বশতঃ বাত ও রক্তের প্রকোপ, কণ্ঠনালী প্রভৃতি স্থানের ছেদ ও উরঃক্ষত হইতে পারে। গর্ভিণীর গর্ভব্যাপৎ ও গর্ভস্রাব এবং তজ্জন্য অন্যান্য দারুণ রোগ হইতে পারে। সুকুমার ব্যক্তির হৃদয়ের বিকর্ষণ হেতু ঊর্দ্ধ বা অধো-মার্গে রক্তের অতিপ্রবৃত্তি হইতে পারে। সংবৃতকোষ্ঠ ও দুর্ব্বম্য ব্যক্তিদিগের আমাশয়ের প্রবাহন ("খুস্থনা") বশতঃ দোষ সকল আমা-শয়ে সমুৎক্লিষ্ট হওয়াতে বীসর্প, স্তম্ভ, জাড্য, চিত্তবিকার বা মরণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে বমন দিলে উদান বায়ুর উৎ-ক্ষেপ বশতঃ প্রাণনাশ ও রক্তের অতিপ্রবৃত্তি হয়। প্রসক্তবমি ব্যক্তিকে বমন দিলেও উদান বায়ুর এইরূপ প্রকোপ হইতে পারে। ঊর্দ্ধবাতগ্রস্ত, আস্থাপিত ও অনুবাসিতদিগের ঊর্দ্ধবায়ুর অতিপ্রবৃত্তি হইতে পারে। হৃদ্রোগীর হৃদয়ের ক্রিয়া বদ্ধ হইতে পারে। উদাবর্ত্ত-রোগীর ঘোরতর উদাবর্ত্ত হয় এবং শীঘ্র প্রাণ-নাশ করে। মূত্রাঘাত, প্লীহা, গুল্ম, উদর, অষ্ঠীলা, ও স্বরভঙ্গে বমন দিলে তীব্রতর শূলের প্রাদুর্ভাব হয়। তিমিররোগীদিগের তিমির বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শিরঃশূল, শঙ্খশূল, কর্ণশূল, অক্ষিশূল, ও পার্শ্বশূলে বমন দিলে শূলের অতিশয় বৃদ্ধি হয়। এইজন্য এই সব রোগে বমন দিবে না। ৬। যে সকল ব্যক্তির পক্ষে বমন নিষেধ করা হইল, তাহাদের বিষজনিত, গরজনিত, বিরুদ্ধভোজনজনিত বা আমজনিত রোগ উপস্থিত হইলে বমন নিষিদ্ধ নহে। কারণ এই রোগ আশু-কারী। ৭। অন্যান্য ব্যক্তিগণ বমনের যোগ্য। পীনস, কুষ্ঠ, নবজ্বর, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, গলগণ্ড, শ্লীপদ, মেহ, মন্দাগ্নি, বিরুদ্ধ-ভোজন, অজীর্ণান্ন, বিসূচিকা, অলসক,

দিগ্ধবিদ্ধাধঃশোণিতপিত্ত-প্রসেকদুর্নামহৃল্লাস-- রোচকা--বিপাকাপচ্যপস্মারোন্মাদাতি--সার-- শোকপাণ্ডুরোগমুখপাকদুষ্টস্তন্যাদয়ঃ শ্লেষ্মব্যাধয়ো বিশেষেণ রোগাধ্যায়োক্তাশ্চ তেষু হি বমনং প্রধানতমমিত্যুক্তং কেদারীসেতুভেদে শাল্যাদিশোষদোষবিনাশবৎ ॥ ৮

অবিরেচ্যাস্তু সুভগক্ষতগুদমুক্তনালাধোভাগরক্তপিত্তবিলঙ্ঘিত-দুর্ব্বলেন্দ্রিয়াল্পাগ্নিনিরূঢ়-কামাদি-ব্যগ্রাজীর্ণ-নব-জ্বর--মদাত্যয়িতাধ্মাত-শল্যাদ্দিতাভিহতাতিস্নিগ্ধ---রুক্ষদারুণ--কোষ্ঠাঃ ক্ষতাদয়শ্চ গর্ভিণ্যন্তাঃ ॥ ৯

তত্র সুভগস্য সুকুমারোক্তো দোষঃ স্যাৎ ক্ষতগুদস্য ক্ষতে গুদে বায়ুঃ প্রাণোপরোধকরীং বরাং রুজাং জনয়েৎ। মুক্তনালমতিপ্রবৃত্ত্যা হন্যাৎ। অধোভাগরক্তপিত্তিনাঞ্চ তদ্বদেবাবলঙ্ঘিতদুর্ব্বলেন্দ্রিয়াল্পাগ্নিনিরূঢ়া ঔষধবেগং ন তে সহেরন্। কামাদিব্যগ্রমনসো ন প্রবর্ত্ততে কৃচ্ছ্রেণ বা প্রবর্ত্তমানমধোগদোষান্ কুর্য্যাৎ। অজীর্ণিন আমদোষঃ স্যাৎ ॥ নবজ্বরস্যাবিপক্কান্ দোষান্ ন নির্হরেৎ বাতমেব চ কোপয়েৎ। মদাত্যয়িতস্য মদ্যক্ষীণে দেহে বায়ুঃ প্রাণোপরোধং কুর্য্যাৎ। আধ্মাতস্যাধ্মায়মানস্য বা পুরীষকোষ্ঠনিচিতো বায়ুর্বিসর্পন্।

বিষপান, গরপান, দষ্টবিষ, দিগ্ধশরাদিবাধ, অধোগত রক্তপিত্ত, কফপ্রসেক, অর্শ, হৃল্লাস, অরুচি, অবিপাক, অপচী, অপস্মার, উন্মাদ, অতিসার, শোথ, পাণ্ডুরোগ, মুখপাক, দুষ্টস্তন্যাদি, ধাত্রীরোগ, বিশেষতঃ মহারোগাধ্যায়োক্ত বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মরোগ বমনের যোগ্য। যেমন ক্ষেত্রের আলি ভাঙ্গিয়া গেলে শস্য শুষ্ক ও নষ্ট হয়, সেইরূপ বমন দ্বারা দোষসমূহের নাশ হইলে ঐ সকল রোগের নাশ হইয়া থাকে। ৮। এই সকল ব্যক্তি বিরেচনের অযোগ্য। যথা ;—সুকুমার, ক্ষতপায়ু (যাহাদের পায়ুর ভিতরে ক্ষত), মুক্তনাল (যাহাদের মলদ্বার শ্লথ হইয়াছে,) অধোগরক্তপিত্ত, উপবাসদুর্ব্বল, দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, অল্পাগ্নি (যাহারা অতি অল্প আহার করে), নিরূঢ়, কামাদিহেতু অন্যমনস্ক, অজীর্ণগ্রস্ত, নবজ্বরী, মদাত্যয়রোগী, আধ্মাত, শল্যার্দ্দিত, আহত, অতিস্নিগ্ধ, অতিরুক্ষ, দারুণকোষ্ঠ এবং বমন-প্রকরণোক্ত ক্ষত হইতে গর্ভিণী পর্য্যন্ত (ক্ষত, ক্ষীণ, অতিস্থূল, অতিকৃশ, বাল, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, শ্রান্ত, পিপাসিত, ক্ষুধিত, কর্ম্মক্লান্ত, ভারক্লান্ত, ভ্রমণক্লান্ত, উপবাসদুর্ব্বল, মৈথুনাসক্ত, অধ্যয়নাসক্ত, ব্যায়ামাসক্ত, চিন্তাসক্ত, ক্ষাম ও গর্ভিণী)। [এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, কল্পস্থানে বিরেচকশ্রেণীর মধ্যে এরণ্ডতৈল ধর্ত্তব্য হয় নাই আর এরণ্ডতৈল বলকারক ; অতএব এরণ্ডতৈল সম্বন্ধে এ নিষেধ নহে]। ৯। সুকুমার ব্যক্তিকে বিরেচন দিলে উহার হৃদয় কর্ষিত হয়। ক্ষতপায়ু ব্যক্তির ক্ষত পায়ুতে প্রাণরোধকর উৎকট শূল উৎপাদন করে। মুক্তনাল ব্যক্তির অতিশয় মলপ্রবৃত্তি হইলে প্রাণহানি হয়। অধোগতরক্তপিত্তীর রক্তের অতিশয় প্রবৃত্তি হয় [কিন্তু এরণ্ডতৈল বায়ুসংসৃষ্ট-রক্তনাশক, সুতরাং উহার বিরেচকত্ব থাকিলেও অধোগত রক্তপিত্তে উপযোগী]। উপবাসদুর্ব্বল, দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, অল্পাগ্নি ও নিরূঢ় ব্যক্তিগণ ঔষধবেগ সহ্য করিতে পারে না। কামাদি হেতু অন্যমনস্ক ব্যক্তিগণের অধোবেগের প্রবৃত্তি হয় না, আর যদিই কষ্টে প্রবৃত্তি হয়, তবে অধোমার্গে দোষ সকল কুপিত হইয়া থাকে। অজীর্ণীদিগের আমদোষ হয় (অর্থাৎ আমাশয়স্থ দ্রব্য জীর্ণ না হইলে বিরেচন দিতে নাই)। বিরেচন নবজ্বরের আমদোষ নিঃসরণ করিতে পারে না অথচ বায়ুকে কুপিত করে [কিন্তু কম্পজ্বর বাতোল্বণ এবং এরণ্ডতৈল বায়ুনাশক বলিয়া কম্পজ্বরে এরণ্ডতৈল প্রযোজ্য। আর গ্বধাদি পাচন আমপাচক বলিয়া বিরেচন হইলেও তাহাতে নিষিদ্ধ নয়]। মদাত্যয় রোগীর মদ্যক্ষীণ দেহে বায়ুর প্রকোপবশতঃ প্রাণরোধ

সহসানাহং তীব্রতরং মরণং বা জনয়েৎ। শল্যার্দ্দিতাভিহতয়োঃ ক্ষতে বায়ুরাশ্রিতো জীবিতং হিংস্যাৎ। অতিস্নিগ্ধস্যাতিযোগভয়ং ভবেৎ। রুক্ষস্য বায়ুরঙ্গগ্রহং কুর্য্যাৎ। দারুণ-কোষ্ঠস্য বিরেচনোদ্ধতা দোষা হৃচ্ছূলপর্ব্ব-ভেদানাহাঙ্গমর্দ্দচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছক্লমান্ জনয়িত্বা প্রাণান্ হন্যুঃ। ক্ষতাদীনাং গর্ভিণ্যন্তানাং ছর্দ্দনোক্তো দোষঃ স্যাৎ। তস্মাদেতে ন বিরেচ্যাঃ॥ ১০

শেষাস্ত বিরেচ্যাঃ। কুষ্ঠজ্বরমেহোর্দ্ধরক্ত-পিত্তভগন্দরোদরার্শোব্রধ্নপ্লীহগুল্মার্ব্বুদ-গলগণ্ড-গ্রন্থি-বিসূচিকালসকমূত্রাঘাত-ক্রিমিকোষ্ঠবীসর্প-পাণ্ডুরোগশিরঃপার্শ্বশূলোদাবর্ত্তনেত্রাস্য দাহ-হৃদ্রোগব্যঙ্গনীলীকনেত্র-নাসিকাস্য-শ্রবণরোগ-হলীমকশ্বাস-কাস-কামলাপস্মারোন্মাদ-বাতরক্ত-যোনিরেতোদোষতৈমির্য্যা-রোচকাবিপাকচ্ছর্দ্দি-শ্বয়থূদরবিস্ফোটকাদয়ঃ পিত্তব্যাধয়ো বিশে-ষেণ রোগাধ্যায়োক্তাশ্চ। এতেষু হি বিরেচনং প্রধানতমমিত্যুক্তমগ্ন্যুপশমেঽগ্নিগৃহবৎ॥ ১১

অনাস্থাপ্যাস্ত অজীর্ণাতিস্নিগ্ধপীতস্নেহোৎ-ক্লিষ্ট-দোষাল্পাগ্নি-যানক্লান্তাতি-দুর্ব্বলক্ষুত্তৃষ্ণাশ্রমা-র্ত্তাতিকৃশভুক্তভক্তপীতোদকবমিতবিরিক্তক্ষত-কৃতনস্তঃকর্ম্মক্রুদ্ধভীতমত্ত-মূর্চ্ছিত প্রসক্তচ্ছর্দ্দি-নিষ্ঠীবিকা-শ্বাস-কাস-হিক্কাবদ্ধচ্ছিদ্রোদকোদরা-ধ্মাতালসক-বিসূচিকামি--প্রজাতিসার--মধুমেহ-কুষ্ঠার্ত্তাঃ॥ ১২

হইতে পারে। আধ্মাত বা আধ্মায়মান ব্যক্তির মলাশয়ে সঞ্চিত বায়ু বিসর্পিত হইয়া সহসা তীব্রতর আনাহ বা মরণ পর্য্যন্ত উপস্থিত করে (কিন্তু এরণ্ডতৈল বায়ুনাশক বলিয়া সেরূপ করে না) শল্যার্দ্দিত ও আহত ব্যক্তির ক্ষতে বায়ু আশ্রিত থাকে, সেই বায়ু বিরেচন দ্বারা কুপিত হইলে প্রাণহানি হয়। অতি স্নিগ্ধের অতিবিরেচন হইতে পারে [পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া শোধন করিলে শোধনের ফল শীঘ্র হয় এবং স্থানান্তরে ইহাও বলা হইবে যে, বিরেচনে মলভেদের বিলম্ব দেখিলে উদরে তৈল অভ্যঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফল হয়; ইহাতে স্পষ্টই বলা হইতেছে যে, অতি-স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে বিরেচন দিলে অতিসার হইতে পারে]। বিরেচনে রুক্ষতা বৃদ্ধি হয়, সুতরাং রুক্ষ ব্যক্তিকে বিরেচন দিলে বায়ু তাহার অঙ্গবেদনা উপস্থিত করে। ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন দ্বারা দোষ সকল ঊর্দ্ধগত হইয়া হৃচ্ছূল, পর্ব্বভেদ, আনাহ, অঙ্গমর্দ্দ, বমি, মূর্চ্ছা ও ক্লান্তি জন্মাইয়া প্রাণ সংহার করে। 'ক্ষত হইতে গর্ভিণী পর্য্যন্ত' ব্যক্তিগণের বিরেচন দ্বারা বমনপ্রকরণোক্ত দোষ সকল ঘটিয়া থাকে (গঙ্গাঃ)। ১০। অন্যান্য ব্যক্তি বিরে-চনের যোগ্য। আর কুষ্ঠ, জ্বর, মেহ, ঊর্দ্ধরক্ত-পিত্ত, ভগন্দর, উদর, অর্শ, ব্রধ্ন (বাগী),

প্লীহা, গুল্ম, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, গ্রন্থি, বিসূচিকা, অলসক, মূত্রাঘাত, ক্রিমিকোষ্ঠ, বীসর্প, পাণ্ডু-রোগ, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল উদাবর্ত্ত, নেত্রদাহ, আস্যদাহ, হৃদ্রোগ, ব্যঙ্গ, নীলী, নেত্ররোগ, নাসিকারোগ, আস্যরোগ, শ্রবণরোগ, হলীমক, শ্বাস, কাস, কামলা, অপস্মার, উন্মাদ, বাতরক্ত, যোনিদোষ, রেতোদোষ, তিমির অরুচি, অবিপাক, বমি, শোথ, উদর, বিস্ফোটকাদি, বিশেষতঃ মহা-রোগাধ্যায়োক্ত চল্লিশ প্রকার পিত্তব্যাধি বিরেচনের যোগ্য। এই সকল রোগে বিরেচনই প্রধান। যেমন অগ্নির উপশমে অগ্নিগৃহ শান্ত হয়, সেইরূপ বিরেচন দ্বারা শরীর এই সকল রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্ত হয়। ১১। এই সকল ব্যক্তি সচরাচর নিরূহের (রুক্ষ বস্তির) যোগ্য নহে। যথা; অজীর্ণরোগী অতিস্নিগ্ধ, পীতস্নেহ, উৎক্লিষ্ট-দোষ (যেমন যাহাদের বমনেচ্ছা হইয়াছে), অল্পাগ্নি, যানক্লান্ত, অতিদুর্ব্বল, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, শ্রমার্ত্ত, অতিকৃশ, ভুক্তভক্ত, পীতোদক, বমিত, বিরিক্ত, ক্ষত, কৃতনস্তকর্ম্মা, ক্রুদ্ধ, ভীত, মত্ত, মূর্চ্ছিত, প্রসক্তবমি, নিষ্ঠীবন-কারী, শ্বাসরোগী, কাসরোগী, হিক্কারোগী

তত্রাজীর্ণ্যতিস্নিগ্ধ-পীতস্নেহানাং দূষ্যোদরং মূর্চ্ছা শ্বয়থুর্ব্বা স্যাৎ। উৎক্লিষ্টদোষমন্দাগ্ন্যোর-রোচকস্তীব্রঃ যানক্লান্তস্য ক্ষোভব্যাপন্নো বস্তিরাশু দেহং শোষয়েৎ। অতিদুর্ব্বলক্ষুত্তৃষ্ণা-শ্রমার্ত্তানাং পূর্ব্বোক্তো দোষঃ স্যাৎ। অতি-কৃশস্য কার্শ্যং পুনর্জ্জনয়েৎ। পীতোদকভুক্ত-ভক্তয়োরুৎক্লিষ্টোর্দ্ধমধো বা বায়ুর্বস্তিমুৎক্ষিপ্য ক্ষিপ্রং বস্তৌ ঘোরান্ বিকারান্ জনয়েৎ। বমিতবিরিক্তয়োস্তু রূক্ষশরীরং নিরূহং ক্ষতং ক্ষার ইব দহেৎ। কৃতনস্তঃকর্ম্মণো বিভ্রংশং ভৃশসংরুদ্ধস্রোতসঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধভীতয়োর্বস্তি-রূর্দ্ধমুপপ্লবেৎ। মত্তমূর্চ্ছিতয়োর্ভ্রংশং বিচলিতায়াং সংজ্ঞায়াং চিত্তোপঘাতব্যাপৎ স্যাৎ। প্রসক্ত-চ্ছর্দ্দি-নিষ্ঠীবিকাশ্বাস--কাস-হিক্কার্ত্তানামূর্দ্ধীভূতো বায়ুরূর্দ্ধং বস্তিং নয়েৎ। বদ্ধচ্ছিদ্রোদকোদরা-ধ্মাতানাং ভৃশতরমাধ্মাপ্য বস্তিঃ প্রাণান্ হিংস্যাৎ। অলসকবিসূচিকামপ্রজাতামাতি-সারিণামামকৃতো দোষঃ স্যাৎ। মধুমেহকুষ্ঠিনো-র্ব্যাধেঃ পুনর্ব্বৃদ্ধিস্তস্মাদেতে নাস্থাপ্যাঃ॥ ১৩

শেষাস্ত্বাস্থাপ্যাঃ। সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গকুক্ষিরোগ-বাতব র্চ্চামুত্রশুক্রসঙ্গ-বলবর্ণ -মাংসরেতঃক্ষয়--দোষাধ্মানাঙ্গসুপ্তি-কৃমিকোষ্ঠোদাবর্ত্তাতি--সার-পর্ব্বাভিতাপপ্লীহগুল্ম-হৃদ্রোগ--ভগন্দরোন্মাদ--জ্বরব্রধ্নশিরঃকর্ণশূলহৃদয়পার্শ্ব -পৃষ্ঠকটীগ্রহবেপনা-

বদ্ধোদরী, ছিদ্রোদরী, জলোদরী, অলসক-রোগী, বিসূচিকারোগী, আমগর্ভা (সাত মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী), মধুমেহরোগী ও কুষ্ঠরোগী। ১২। তন্মধ্যে অজীর্ণরোগী, অতিস্নিগ্ধ ও পীতস্নেহ ব্যক্তিদিগকে আস্থাপন দিলে তাহা-দের উদর-রোগ মূর্চ্ছা বা শোথ হইতে পারে। উৎক্লিষ্টদোষ ও মন্দাগ্নিদিগের তীব্র অরুচি হয়। যানক্লান্ত ব্যক্তির শরীরে ক্ষোভবশতঃ বস্তি ব্যাপন্ন হইয়া অচিরাৎ শরীরের ধ্বংস উপস্থিত করে [শরীরের আন্দোলনবশতঃ বস্তির পরাভব হয়, তখন বস্তিব্যাপৎ ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ হয় ত বস্তি প্রত্যাগত হয় না ইত্যাদি]। অতি দুর্ব্বল, ক্ষুৎতৃষ্ণার্ত্ত ও শ্রমার্ত্তদিগেরও বস্তিব্যাপৎ ঘটিয়া থাকে। নিরূহপ্রয়োগে অতিকৃশের আরও কৃশতা হয়। পীতজল বা কৃতভোজন ব্যক্তিকে আস্থাপন দিলে তাহার বায়ু উর্দ্ধ বা অধোভাগে উৎ-ক্লিষ্ট হইয়া (উত্তেজিত হইয়া) বস্তিকে উৎ-ক্ষিপ্ত করিয়া বস্তিদেশে ঘোরতর বিকার সকল উৎপন্ন করে। বমিত বিরিক্ত ব্যক্তির শরীর একেই রূক্ষ, তাহার উপর নিরূহ প্রয়োগ করিলে ক্ষতে ক্ষারের ন্যায় শরীরকে দাহন করে। যে ব্যক্তি নস্যকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে আস্থাপন দিলে তাহার স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইয়া নস্যকর্ম্মের ফল নষ্ট করে। ক্রুদ্ধ ও ভীত ব্যক্তির বস্তি উর্দ্ধগত হয়। মত্ত ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত বিচলিত সংজ্ঞার অবস্থায় আস্থাপন দিলে চিত্তোপঘাত (অপস্মারাদি) হইতে পারে। প্রসক্তবমি, নিষ্ঠীবিকা, শ্বাস, কাস ও হিক্কায় আস্থাপন দিলে বায়ু বস্তিকে উর্দ্ধে নীত করে। বদ্ধো-দর, ছিদ্রোদর ও জলোদরের আধ্মানে আস্থা-পন প্রয়োগ করিলে সেই আস্থাপন উদরকে ভৃশতর আধ্মাপিত করিয়া প্রাণহিংসা করে। অলসকরোগী, বিসূচিকারোগী, আমগর্ভা ("সপ্তমাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী" ইতি বাগ্‌ভট) ও অতিসাররোগীকে আস্থাপন দিলে আমকৃত দোষ হয়, (আমগর্ভার আমকৃত দোষ হয় অর্থাৎ আমগর্ভ নষ্ট হয়। বিসূচিকাদি স্থলে আমপ্রকোপ বশতঃ মূর্চ্ছা, শোথ প্রভৃতি হইতে পারে।) মধুমেহরোগী ও কুষ্ঠরোগীকে আস্থাপন দিলে রোগের বৃদ্ধি হয়। অতএব এই সকল রোগে আস্থাপন দিবে না। ১৩। অন্যান্য রোগে আস্থাপন দিবে। আর সর্ব্বাঙ্গবাত, একাঙ্গবাত, কুক্ষিরোগ (বাতোদর প্রভৃতি। বদ্ধক্ষত ও জলোদরে নিষেধ), বাত বিষ্ঠা মূত্র ও শুক্রের বিবন্ধ, বলক্ষয়, বর্ণক্ষয়, মাংস-ক্ষয়, শুক্রক্ষয়, আধ্মান, অঙ্গসুপ্তি, কৃমিকোষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, অতিসার, পর্ব্বশূল, প্লীহা, গুল্ম, হৃদ্রোগ, ভগন্দর, জ্বর, ব্রধ্ন, শিরঃশূল, কর্ণশূল,

ক্ষেপকগৌরবাতিলাঘবরজঃক্ষয়ানার্ত্তববিষমাগ্নি-স্ফিগ্‌জানুজঙ্ঘোরুগুল্ফ-পার্ষ্ণি-প্রপদ-যোনি-বাহ্বঙ্গুলিস্তনান্তর্দন্তনখপর্ব্বাস্থিশূলশোষস্তম্ভান্ত্র-কূজনপরিকর্ত্তিকাদয়ঃ বাতব্যাধয়ো বিশেষেণ রোগাধ্যায়োক্তাশ্চ এতেষ্বাস্থাপনং প্রধানতমমিত্যুক্তং বনস্পতিমূলচ্ছেদনবৎ ॥ ১৪

য এবানাস্থাপ্যাস্ত এবানন্নুবাস্যাঃ স্যুঃ। বিশেষতস্ত্বভুক্তভক্তনবজ্বর--পাণ্ডুরোগকামলা-প্রমেহার্শঃ-প্রতিশ্যায়ারোচকমন্দাগ্নি-দুর্ব্বল-প্লীহ-কফোদরোরুস্তম্ভবর্চ্চোভেদবিষগর-পীতকফা-ভিষ্যন্দগুরু--কোষ্ঠশ্লীপদ--গল--গণ্ডাপচীক্রিমি--কোষ্ঠিনঃ ॥ ১৫

স্নেহঃ। নবজ্বরপাণ্ডুরোগকামলাপ্রমেহিণাং দোষানুৎক্লেশ্যোদরং জনয়েদর্শসামর্শাংস্যভিষ্য-ন্দ্যাধ্মানং কুর্য্যাৎ। অরোচকার্ত্তস্যান্নগৃদ্ধিং পুনর্হন্যাৎ। মন্দাগ্নিদুর্ব্বলয়োর্মন্দমতরমগ্নিং কুর্য্যাৎ প্রতিশ্যায়প্লীহাদিমতাং ভৃশক্লোৎক্লিষ্টদোষাণাং ভূয় এব দোষং বর্দ্ধয়েৎ তস্মাদেতে নানুবাস্যাঃ ॥ ১৬

য এবাস্থাপ্যাস্ত এবানুবাস্যা। বিশেষতস্তু রুক্ষতীক্ষ্ণাগ্নয়ঃ কেবলবাতরোগার্ত্তাশ্চ। এতেষু হ্যনুবাসনং প্রধানতমমিত্যুক্তং বনস্পতিমূলচ্ছেদনবৎ ক্রমসেকবচ্চ ॥ ১৭

অশিরোবিরেচনার্হা অজীর্ণিভুক্তভক্ত-

হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল, পৃষ্ঠশূল, কটিশূল, কম্প, আক্ষেপ, অঙ্গগৌরব, অঙ্গের অতি লাঘব, রজঃক্ষয়, রজোবন্ধ, বিষমাগ্নি, নিতম্বশূল, জানুশূল, জঙ্ঘাশূল, উরুশূল, গুল্ফশূল, (বাতকণ্টক), পার্ষ্ণিশূল, পাদাগ্রশূল, যোনিশূল, বাহুশূল, অঙ্গুলিশূল, স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে শূল, দন্তশূল, নখশূল, পর্ব্বশূল, অস্থিশূল, শোষ, স্তম্ভ, অন্ত্রকূজন ও পরিকর্ত্তিকা (পেটকামড়ানী) প্রভৃতি, বিশেষতঃ মহারোগাধ্যায়োক্ত অশীতি প্রকার বায়ুরোগ আস্থাপনের যোগ্য। আস্থাপনই এই সকল রোগের প্রধানতম ঔষধ। মূলচ্ছেদ করিলে যেমন বনস্পতি একেবারে নষ্ট হয়, আস্থাপন দ্বারাও সেইরূপ এই সকল রোগের মূলচ্ছেদ হয়। [এই সকল রোগের আস্থাপন বায়ুনাশক দ্রব্যযোগে প্রস্তুত করিতে হয় ; আর আস্থাপনের রুক্ষতানিবারণার্থ উহার সহিত সৈন্ধব ও তৈল যুক্ত করিতে হয়]। ১৪। যাহারাই আস্থাপনের অযোগ্য, তাহারাই সচরাচর অনুবাসনের অযোগ্য। বিশেষতঃ অভুক্তঅবস্থা, নবজ্বর, পাণ্ডুরোগ, কামলা, প্রমেহ, অর্শ, প্রতিশ্যায়, অরুচি, মন্দাগ্নি, দুর্ব্বল, প্লীহরোগী, [illegible], ঊরুস্তম্ভরোগী, উদরাময়রোগী, বিষপীত, গরপীত, কফাভিষ্যন্দ, গুরুকোষ্ঠ, [illegible], গলগণ্ডরোগী, অপচী রোগী ও ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তি। ১৫। তন্মধ্যে অভুক্ত অবস্থায় অনুবাসন (তৈলবস্তি) প্রয়োগ করিলে, বস্তির পথ মুক্ত থাকাতে স্নেহ ঊর্দ্ধগত হয়। নবজ্বর, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও প্রমেহ রোগে অনুবাসন প্রয়োগ করিলে দোষ সকল উৎক্লেশিত হওয়াতে উদর উৎপন্ন হইতে পারে। অর্শোরোগে অনুবাসন দিলে স্নেহ অর্শকে অভিষ্যন্দিত করিয়া আধ্মান উৎপাদন করে। অরুচিতে অনুবাসন দিলে অন্নেচ্ছা নষ্ট হইয়া থাকে। মন্দাগ্নি ও দুর্ব্বলকে অনুবাসন দিলে অগ্নি আরও মন্দ হয়। প্রতিশ্যায় প্লীহাদিতে অনুবাসন দিলে দোষ সকল আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব এই সকল রোগে অনুবাসন দিতে নাই। ১৬। আবার যাহারাই আস্থাপনের যোগ্য, তাহারাই অনুবাসনের যোগ্য। বিশেষতঃ রুক্ষ, তীক্ষ্ণাগ্নি, ও কেবল বাতরোগগ্রস্ত (যে সকল বায়ুরোগীর বায়ু, পিত্ত, কফ বা রক্তাদি ধাতু দ্বারা আবৃত নহে) ব্যক্তি অতিশয় অনুবাসনযোগ্য। এই সকল রোগে অনুবাসনই প্রধানতম ঔষধ। অনুবাসন বনস্পতি-মূলচ্ছেদের ন্যায় রোগদিগের মূলচ্ছেদ করে এবং বৃক্ষমূলে জলসেকের ন্যায় ধাতুদিগের পুষ্টি সাধন করে। ১৭। নিম্নলিখিত ব্যক্তি

শীতস্নেহমদ্যতোয়পাতুকামাঃ স্নাতশিরাঃ স্নাতুকামঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাশ্রমার্ত্তমত্তমূর্চ্ছিতশস্ত্রদণ্ডাহতব্যাবায়ব্যায়ামপানক্লান্তক্লান্তনব--জ্বরশোকাভিতপ্তবিরিক্তানু-বাসিত-গর্ভিণী-নব-প্রতিশ্যায়ার্ত্তা অনৃতুদুর্দ্দিনে চেতি ॥ ১৮ ॥

তত্রাজীর্ণিভুক্তভক্তয়োর্দোষ ঊর্দ্ধবহানি স্রোতাংস্যাবৃত্য কাসশ্বাসচ্ছর্দ্দিপ্রতিশ্যায়ান্ জনয়েৎ। শীতস্নেহমদ্যতোয়পাতুকামানাং কৃতে চ পিবতাং মুখনাসাস্রাবাক্ষ্যুপদেহতিমিরশিরোরোগান্ জনয়েৎ। স্নাতশিরসঃ কৃতে চ স্নানে শিরসঃ প্রতিশ্যায়ং ক্ষুধার্ত্তস্য বাতপ্রকোপং তৃষ্ণার্ত্তস্য পুনস্তৃষ্ণাভিবৃদ্ধিং মুখশোষঞ্চ। শ্রমার্ত্তমত্তমূর্চ্ছিতানামাস্থাপনোক্তো দোষঃ স্যাৎ। শস্ত্রদণ্ডহতয়োস্তীব্রতরাং রুজং জনয়েৎ। ব্যবায়ব্যায়ামক্লান্তানাং শিরঃস্কন্ধনেত্রোরঃপীড়নম্। নবজ্বরশোকাভিতপ্তয়োরুষ্মা নেত্রনাড়ীভিরনুসৃত্য তিমিরং জ্বরবৃদ্ধিঞ্চ কুর্য্যাৎ। বিরিক্তস্য বায়ুরিন্দ্রিয়োপঘাতং কুর্য্যাৎ। অনুবাসিতস্য কফঃ শিরোগুরুত্বকণ্ডুক্রিমিদোষান্ জনয়েৎ। অন্তর্ব্বত্ন্যা গর্ভং স্তম্ভয়েৎ স কাণঃ কুণিঃ পক্ষহতঃ পীঠসর্পী বা স্যাৎ। নবপ্রতিশ্যায়স্য স্রোতাংসি ব্যাপাদয়েৎ অনৃতুদুর্দ্দিনে শীতং পূতিনাসিকাশিরোরোগশ্চ স্যাৎ। তস্মাদেতে ন শিরোবিরেচনার্হাঃ ॥ ১৯

শেষা অর্হাঃ শিরোদন্তমন্যাহনুগ্রহপীনসগলশুণ্ডিকা-শালুক-শুক্রতিমিরবর্ত্মরোগ-ব্যঙ্গোপজিহ্বিকার্দ্ধাবভেদক--গ্রীবা-স্কন্ধাস্য--নাসিকা--কর্ণাক্ষিমূর্দ্ধ--কপালশিরোরোগার্দ্দিতাপ--তন্ত্রকাপতানকগলদণ্ড-দন্তশূলহর্ষচালাক্ষিরাগার্ব্বুদস্বর-

---

শিরোবিরেচনের অযোগ্য।—অজীর্ণ গ্রস্ত, ভুক্তভক্ত (যাহারা ভাত খাইয়াছে), শীতস্নেহ, যাহারা জল বা মদ্যপান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, যাহারা মাথায় জল দিয়াছে বা স্নান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে (অর্থাৎ এখনই স্নান করিবে), ক্ষুধিত, তৃষ্ণার্ত্ত, পরিশ্রান্ত, মত্ত, মূর্চ্ছিত, শস্ত্রাহত, দণ্ডাহত, ব্যবায়ক্লান্ত, ব্যায়ামক্লান্ত, মদ্যপানক্লান্ত, নবজ্বরী, শোকাভিতপ্ত, বিরিক্ত, অনুবাসিত, গর্ভিণী ও নবপ্রতিশ্যায়ার্ত্ত। এতদ্ভিন্ন অকালে ও দুর্দ্দিনে অনুবাসন প্রয়োগ করিতে নাই। ১৮। তন্মধ্যে অজীর্ণী ও ভুক্তভক্ত ব্যক্তিকে শিরোবিরেচন দিলে দোষ ঊর্দ্ধবহ স্রোতঃসমূহকে আবৃত করিয়া কাস শ্বাস বমি ও প্রতিশ্যায় উৎপন্ন করে। শীতস্নেহ, জলপানেচ্ছু, মদ্যপানেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে শিরোবিরেচন দিলে, পানের পর উহাদের মুখনাসিকাস্রাব, আঁক্ষির লিপ্ততা, তিমির ও শিরোরোগ হইয়া থাকে। শিরস্নাত ব্যক্তিকে নস্য দিলে উহাদের প্রতিশ্যায় হয়। এইরূপে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির বায়ুপ্রকোপ, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির তৃষ্ণাবৃদ্ধি ও মুখশোষ এবং পরিশ্রান্ত মত্ত ও মূর্চ্ছিতদিগের আস্থাপনোক্ত দোষ (অপস্মারাদি) সকল হয়। শস্ত্রাহত ও দণ্ডাহত ব্যক্তিদিগের বেদনা তীব্রতর হয়। ব্যায়ামক্লান্ত ও ব্যবায়ক্লান্তদিগের শিরঃ স্কন্ধ নেত্র ও বক্ষের পীড়ন হয়। নবজ্বরীর জ্বরবৃদ্ধি হয়। শোকসন্তপ্ত ব্যক্তির শিরোবিরেচন নেত্রনালীর অনুসরণ করিয়া তিমির রোগ উৎপাদন করে। বিরিক্ত ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়া ইন্দ্রিয়দিগের ব্যাঘাত সাধন করে। অনুবাসিত ব্যক্তির কফ শিরোগুরুত্ব, কণ্ডু ও ক্রিমিদোষ উৎপাদন করে। গর্ভিণীর গর্ভ স্তব্ধ করে এবং গর্ভ কাণ (কাণা), কুণি, (কুনখ), পক্ষাঘাতযুক্ত (গঙ্গাধর পাঠ প্রেক্ষণহত) বা পঙ্গু হয়। নবপ্রতিশ্যায় রোগীর স্রোতঃসমূহ ব্যাপন্ন হয়। অকালে বা দুর্দ্দিনে শিরোবিরেচন দিলে শীত, পূতিনাসিকা ও শিরোরোগ হয়। অতএব এই সকল রোগে শিরোবিরেচন দিতে নাই। ১৯। অন্যান্য রোগে শিরোবিরেচন দিবে। আর শিরোরোগ, দন্তরোগ, মন্যাস্তম্ভ, পীনস, হনুস্তম্ভ, গলশুণ্ডিকা, শালুক, শুক্র, তিমির, বর্ত্মরোগ, ব্যঙ্গ, উপজিহ্বিকা, [illegible], গ্রীবা, স্কন্ধ, আস্য, নাসিকা, কর্ণ, অক্ষি, মূর্দ্ধা, কপাল ও মস্তকের রোগ, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপ-

ভেদবাগ্‌গ্রহগদ্গদকথনাধয় ঊর্দ্ধজত্রুগতা বাতাদিবিকারপরিণক্কাশ্চৈতেষু শিরোবিরেচনং প্রধানতমমিত্যুক্তম্। তদ্ধ্যুত্তমাঙ্গমনুপ্রবিশ্য মজ্জপেশীকাসক্তং দোষং বিকারকরমপকর্ষতি ॥ ২০

প্রাবৃট্‌শরদ্বসন্তেম্বিতরেষু আত্যয়িকেষু রোগেষু নাবনং কুর্য্যাদ্ গ্রীষ্মে পূর্ব্বাহ্ণে শীতে মধ্যাহ্নে বর্ষাস্বদুর্দ্দিনে চেতি ॥ ২১

তত্র শ্লোকাঃ।

ইতি পঞ্চবিধং কর্ম্ম বিস্তরেণ নিদর্শিতম্।
যেভ্যো যৎ যদ্ধিতং যস্মাৎ কর্ম্ম যেভ্যশ্চ যন্নিতম্ ॥ ২২
ন চৈকান্তেন নির্দ্দিষ্টে তত্রাভিনিবিশেদ্‌বুধঃ।
স্বয়মপ্যত্র বৈদ্যেন তর্কং বুদ্ধিমতা ভবেৎ ॥ ২৩
উৎপদ্যেত হি সাবস্থা দেশকালবলং প্রতি।
যস্যাং কার্য্যমকার্য্যং স্যাৎ কর্ম্ম কার্য্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
ছর্দ্দিহৃদ্রোগগুল্মার্ত্তে বমনং স্বে চিকিৎসিতে।
অবস্থাং প্রাপ্য নির্দ্দিষ্টাং কুষ্ঠিনাং বস্তিকর্ম্ম চ ॥
তস্মাৎ সত্যপি নির্দ্দিষ্টে কুর্য্যাদূহ্যং স্বয়ং ধিয়া।
বিনা তর্কেণ যা সিদ্ধির্যদৃচ্ছাসিদ্ধিরেব সা ॥ ২৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে পঞ্চকর্ম্মীয়সিদ্ধির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বস্তিসূত্রীয়সিদ্ধিঃ।

অথাতো বস্তিসূত্রীয়াং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

কৃতক্ষণং শৈলবরস্য রম্যে
স্থিতং ধনেশায়তনস্য পার্শ্বে।

তানক, গলগণ্ড, দন্তশূল, দন্তহর্ষ, দন্তচল, অক্ষিরাগ, অর্ব্বুদ, স্বরভেদ, বাগ্‌গ্রহ, গদ্গদকথন প্রভৃতি রোগ, ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ এবং বাতাদি রোগের পরিণামে শিরোবিরেচন উৎকৃষ্ট; যেহেতু শিরোবিরেচন উত্তমাঙ্গে প্রবেশপূর্ব্বক মজ্জাপেশীসংসক্ত বিকারকারক দোষদিগকে অপকর্ষণ করে। ২০। বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালে নস্য প্রদান করিবে। আর আত্যয়িক ব্যাধি উপস্থিত হইলে অন্য কালেও নস্য প্রয়োগ করিবে। গ্রীষ্মকালে নস্য দিতে হইলে পূর্ব্বাহ্ণে শীতকালে মধ্যাহ্নে এবং বর্ষাকালে দুর্দ্দিন ভিন্ন অন্য দিনে নস্য দিতে হয়। [অন্যান্য গ্রন্থের পাঠ—বর্ষাকালে দুর্দ্দিনে নস্য দিতে হয়]। ২১। উপসংহার; —এইরূপে বিস্তারপূর্ব্বক পঞ্চবিধ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল। যে কারণে যাহাদের পক্ষে যাহা অহিতকর বা হিতকর, তাহাও সম্যক্ নির্দ্দিষ্ট হইল। ২২। যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, চিকিৎসক সেই সমস্ত নিয়মের প্রতি একান্ত নির্ভর না করিয়া নিজের বুদ্ধিও চালনা করিবেন এবং কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তনসহ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রতিবিধান করিবেন। ২৩। দেশ, কাল ও বল সম্বন্ধে কখন কখন এরূপ অবস্থা উৎপন্ন হয় যে অবস্থায় অকর্ত্তব্যও কর্ত্তব্য হয় এবং কর্ত্তব্যও অকর্ত্তব্য হইয়া থাকে। বমিরোগ হৃদ্রোগ ও গুল্মরোগে বমন নিষিদ্ধ হইলেও উহাদের চিকিৎসায় অবস্থানুসারে বমন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কুষ্ঠরোগে বস্তিকর্ম্ম নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থাবিশেষে তাহাও বিধেয় বলা হইয়াছে। অতএব নিয়ম সকল নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও নিজের বুদ্ধির চালনা করিয়া নূতন উদ্ভাবন করিতে হয়। নিজের বুদ্ধির চালনা না করিয়া যে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়, তাহা যদৃচ্ছালব্ধ কৃতকার্য্যতা। ২৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বস্তিসূত্রীয়সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। শৈলরাজ রমণীয় কৈলাসের এক দেশে

মহর্ষিসংঘৈর্বৃতমগ্নিবেশঃ
পুনর্ব্বসুং প্রাঞ্জলিরম্বপৃচ্ছৎ॥
বস্তির্নরেভ্যঃ কিমপেক্ষ্য দত্তঃ
স্যাৎ সিদ্ধিমান্ কিঞ্চয়মস্তনেত্রম্।
কীদৃক্ প্রমাণাকৃতি কিংগুণঞ্চ
কেষাঞ্চ কিং যোনিগুণশ্চ বস্তি॥
নিরূহকল্পঃ প্রণিধানমাত্রাঃ
স্নেহস্য বা কাঃ শমনে বিধিঃ কঃ॥
কে বস্তয়ঃ কেষু মতা ইতীদং
শ্রুত্বোত্তরং প্রাহ বচো মহর্ষিঃ॥ ২
সমীক্ষ্য দোষৌষধদেশকাল-
সাত্ম্যাগ্নিসত্ত্বাদিবয়োবলানি।
বস্তিঃ প্রযুক্তো নিয়তং গুণায়
স্যুঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি চ সিদ্ধিমন্তি॥ ৩
সুবর্ণরূপ্যত্রপুতাম্ররীতি-
কাংস্যাস্থিশস্ত্রদ্রুমবেণুদন্তৈঃ।
নলৈর্বিষাণৈর্মণিভিশ্চ তৈস্তৈঃ
কার্য্যাণি নেত্রাণি সুকর্ণিকানি॥ ৪
ষড়্দ্বাদশাষ্টাঙ্গুলসম্মিতানি
ষড়্বিংশতিদ্বাদশবর্ষজানাম্।
স্যুর্মুদ্গকর্কন্ধুসতীনবা হি
চ্ছিদ্রাণি বর্ত্ত্যা পিহিতানি চাপি॥ ৫
যথাবয়োঽঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠিকাভ্যাং
মূলাগ্রয়োঃ স্যুঃ পরিণাহবন্তি।
ঋজূনি গোপুচ্ছসমাকৃতীনি
শ্লক্ষ্ণাণি চ স্যুর্গুলিকামুখানি॥ ৬
স্যাৎ কর্ণিকৈকাগ্রচতুর্থভাগে
মূলাশ্রিতে বস্তিনিবন্ধনে দ্বে॥ ৭
জরদ্গবো মাহিষহারিণো বা
স্যাচ্ছৌকরো বস্তিরজস্য বাপি।

কুবেরের বাটীর পার্শ্বে ভগবান্ পুনর্ব্বসু মহর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবসর সময়ে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অগ্নিবেশ কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! কোন্ অবস্থায় কিরূপ নিয়মে মনুষ্যদিগকে বস্তিপ্রয়োগ করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়? বস্তিনল কোন্ দ্রব্যে নির্ম্মিত? উহার প্রমাণ, আকৃতি ও গুণ কি? কাহাকে কোন্ দ্রব্যের বস্তিপ্রয়োগ করিলে কি গুণ হয়? নিরূহের ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা কিরূপ? অনুবাসনের মাত্রা কি? বেদনাদি প্রশমনের নিমিত্ত, বস্তিপ্রয়োগকালে, কিরূপ বিধি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? কাহাদের পক্ষে কিরূপ বস্তি প্রশস্ত? ভগবান্ আত্রেয় অগ্নিবেশের এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া কহিলেন। ২। দোষ, ঔষধ, দেশ, কাল, সাত্ম্য, অগ্নি, সত্ত্বাদি, বয়স ও বল বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বস্তিপ্রয়োগ করিলে সর্ব্বদাই ফলদায়ক হয় এবং সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩। বস্তির নল, সুবর্ণ, রৌপ্য, সীসক, তাম্র, পিত্তল, কাংস্য, অস্থি, লৌহ, কাষ্ঠ, বেণু, দন্ত, নল, শৃঙ্গ ও মণি এই সকল উপকরণে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। নলের মুখে কর্ণিকা থাকা উচিত (নলের মুখে কর্ণিকা থাকাতে নলের মুখ বায়ুর ভিতর যতটুকু প্রবেশ করা উচিত, তাহার অধিক প্রবেশ করিতে পারে না। পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা যে বস্তিনল ব্যবহার করেন, তাহার কর্ণিকা চক্রাকার)। ৪। ছয়, কুড়ি ও বার বৎসর, বয়সের পক্ষে নলের পরিমাণ দীর্ঘতায় যথাক্রমে ছয়, বার ও আট অঙ্গুল হওয়া উচিত। আর নলের ভিতরকার ছিদ্র যথাক্রমে মুদ্গ, মটর ও ক্ষুদ্র কুলের ন্যায় হওয়া উচিত। ছিদ্রের ভিতর অন্য কোন দ্রব্য প্রবেশ না করে, এই জন্য ছিদ্রের মুখ বর্ত্তি দ্বারা আবৃত থাকা উচিত। ৫। রোগীকে যে বয়সে বস্তি দিতে হইবে, সেই বয়সে উহার অঙ্গুষ্ঠমূলের যে পরিধি থাকে, বস্তিনলের মূলের পরিধি তৎপরিমাণ হওয়া উচিত এবং মুখের পরিধি কনিষ্ঠাঙ্গুলির পরিধির ন্যায় হওয়া উচিত। বস্তিনল ঋজু, গোপুচ্ছ সমাকৃতি, মসৃণ ও গোলমুখ হওয়া আবশ্যক। ৬। সেই নলের চতুর্থভাগে মুখের দিকে একটী কর্ণিকা এবং মূলে বস্তিবন্ধনের জন্য দুইটী কর্ণিকা করিবে। ৭।

দৃঢ়স্তনুর্নষ্টশিরো বিগন্ধঃ
কষায়রক্তঃ সুমৃদুঃ সুশুদ্ধঃ।
নৃণাং বয়োবীক্ষ্য যথানুরূপং
নেত্রেষু যোজ্যস্তু সুবদ্ধসূত্রঃ॥ ৮
বস্তেরভাবে প্লবজো গলো বা
স্যাদঙ্কপাদঃ সুঘনঃ পটো বা॥ ৯
আস্থাপনার্হং পুরুষং বিধিজ্ঞঃ
সমীক্ষ্য পুণ্যেঽহনি শুক্লপক্ষে।
প্রশস্তনক্ষত্রমুহূর্ত্তযোগে
জীর্ণান্নমেকাগ্রমুপক্রমেত॥ ১০
বলাং গুডূচীং ত্রিফলাং সরাস্নাং
দ্বে পঞ্চমূলে চ পলোন্মিতানি।
অষ্টৌ পলান্যর্দ্ধতুলাঞ্চ মাংসা-
চ্ছাগাৎ পচেদপ্‌সু চতুর্থশেষম্।

বৃদ্ধ বৃষ, মহিষ বা হরিণ কিংবা সুবিধা বোধ হইলে, ছাগলের বস্তি (মুত্রস্থালী) গ্রহণ করিয়া বস্তির পুটক প্রস্তুত করিবে। এই পুটক দৃঢ়, শিরাবিহীন, বিগতদুর্গন্ধ, হরীতকী প্রভৃতির কষায় দ্বারা রঞ্জিত, মৃদু ও সুশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। রোগীর বয়স বিবেচনা করিয়া বস্তিপুটকের আয়তন স্বল্প বা অধিক করা উচিত। আর পুটক নলের সহিত সূত্র দ্বারা উত্তমরূপে বদ্ধ হওয়া আবশ্যক।৮। বৃষাদির বস্তির অভাবে ভেক প্রভৃতির চর্ম্ম দ্বারা বস্তিপুটক প্রস্তুত করিতে হয়। অথবা চতুষ্পাদ জন্তুর অঙ্কপাদ (তলপেটের ভিতরকার চর্ম্ম) ব্যবহার করিতে হয় অথবা অতিশয় ঘনবস্ত্র ব্যবহার করিলেও চলে।৯। বৈদ্য আস্থাপনযোগ্য রোগীকে উহার অন্ন জীর্ণ হইবার পর শুভদিনে শুক্লপক্ষে শুভক্ষেত্রে শুভমুহূর্ত্তে সাবধানতা সহকারে আস্থাপন দিবেন। [১০ প্রকরণ হইতে ১৯ প্রকরণ পর্য্যন্ত নিরূহ বস্তির বিবরণ আছে]।১০। বেলেড়া, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, রাস্না ও দশমূল এই ষোড়শ দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ এক পল, ছাগমাংস আট পল ও অর্দ্ধতুলা (অর্থাৎ সওয়া সাত সের) [illegible] জলে সিদ্ধ করিয়া পাদশেষে কাথ

পূতং যবানীফলবিল্বকুষ্ঠ-
বচাশতাহ্বাঘনপিপ্পলীনাম্॥
কল্কৈর্গুড়ক্ষৌদ্রঘৃতৈঃ সতৈলৈ-
র্যুতং সুখোষ্ণস্তু পিচুপ্রমাণৈঃ।
গুড়াৎ পলং দ্বিপ্রসৃতাস্তু মাত্রাঃ
স্নেহস্য যুক্ত্যা মধুসৈন্ধবাদি॥
বস্তিং ততঃ সব্যকরে নিধায়
সুবদ্ধমুচ্ছাস্য চ নির্ব্বালীকম্।
অঙ্গুষ্ঠমধ্যেন মুখং পিধায়
নেত্রাগ্রসংস্থামপনীয় বর্ত্তিম্॥
তৈলাক্তগাত্রং কৃতমূত্রবিট্কং
নাতিক্ষুধার্ত্তং শয়নে মনুষ্যম্।
সমেঽথ বেষন্নতশৈরসে বা
নাত্যুচ্ছ্রিতে স্বাস্তরণোপপন্নে॥
সব্যেন পার্শ্বেন সুখং শয়ানং
কৃত্বর্জ্জুদেহং স্বভুজোপধানম্।

গ্রহণ করিবে। এই কাথের সহিত যমানী মদনফল, বেল, কুড়, বচ, শুল্‌ফা, মুতা ও পিপুলের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা, গুড় এক পল, তৈল দুই পল, ঘৃত দুই পল এবং যুক্তিপূর্ব্বক মধু ও সৈন্ধব (২২ প্রঃ) একত্র করিয়া উত্তমরূপে খল করিবে। এরূপে খল করিতে হইবে যেন কল্ক সকল দ্রব্যের সহিত মিলিয়া যায়। অনন্তর বস্তি বামহস্তে ধরিয়া আস্তে আস্তে উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক তন্মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য স্থাপন করিয়া সুবদ্ধ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে বস্তিনলের মুখ রাখিয়া তাহা হইতে বর্ত্তি মুক্ত করিবে। তাহার পর রোগীকে তৈল মাখাইবে ও বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করাইবে এবং সে অল্প ক্ষুধার্ত্ত থাকে এরূপ অবস্থায় তাহাকে সমতল ভূমিতে বা মস্তকের দিকে ঈষৎ নত করিয়া শয়ন করাইয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। রোগীর শয্যা যেন অধিক উচ্চ না হয় অথচ পরিষ্কৃত ও কোমল হয়। রোগীকে যেন বামপার্শ্বে সুখে শয়ান করান হয়। উহার দেহ ঋজুভাবে থাকিবে এবং উহার বাম ভুজ উহার

নিকুঞ্চ্য সব্যেতরমস্য সক্থি
বামং প্রসার্য্য প্রণয়েৎ ততস্তম্।
স্নিগ্ধে গুদে নেত্রচতুর্থভাগং
স্নিগ্ধং শনৈর্ঋজু পৃষ্ঠবংশম্॥
অকম্পনাবেপনলাঘবাদীন্
পাণ্যোগুর্ণাংশ্চাপি বিদর্শয়ন্ হি।
প্রপীড্য চৈকগ্রহণেন দক্ষঃ
নেত্রং শনৈরেব ততোহপকর্ষেৎ॥ ১১
তির্য্যক্প্রণীতে তু ন যাতি ধারা
গুদে ব্রণঃ স্যাচ্চলিতে চ নেত্রে।

উপাধান হইবে। উহার দক্ষিণ সক্থি ক্রোড়ের দিকে আকুঞ্চিত ও বামসক্থি প্রসারিত থাকিবে। এই অবস্থায় উহার পায়ু স্নিগ্ধ ও বস্তিমুখের চতুর্থভাগ স্নিগ্ধ করিয়া সেই ভাগ পায়ুর মধ্যে আস্তে আস্তে মৃদুভাবে প্রকাশিত করিতে হইবে। পায়ুর মধ্যে নলের মুখ পৃষ্ঠবংশের অভিমুখে থাকিবে। বস্তিসঞ্চালনকালে যেন হস্তদ্বয় না কাঁপিয়া স্থির থাকে এবং লঘুহস্ততাদি বিলক্ষণ আবশ্যক করে। বস্তিনল এইরূপ পায়ুর মধ্যে প্রবেশিত হইলে বামহস্তে নল ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বস্তিতে একবারে চাপ দিবে, তাহাতেই বস্তিস্থ দ্রব্য একবারে পায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিবে। বস্তিদ্রব্য পায়ুর মধ্যে সমস্ত প্রেরণ না করিয়া কিঞ্চিৎ অবশেষ রাখিবে। নতুবা বস্তিস্থ বায়ু পায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিবে। আর বস্তিতে এরূপ ভাবে চাপ দিবে যেন বস্তিদ্রব্য পায়ুর মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত বা অত্যন্ত বিলম্বে প্রবেশ না করে। অনন্তর বস্তির নল আস্তে আস্তে খুলিয়া লইবে। ১১। যদি বস্তিনলের মুখ পায়ুর মধ্যে তির্য্যক্ ভাবে প্রেরণ করা হয়, তবে ঔষধের ধারা অন্ত্রের মধ্যে প্রবাহিত হইতে পারে না। আর যদি বস্তির নল পায়ুর মধ্যে বিচলিত হয়, তবে পায়ুতে ক্ষত হইতে পারে। বস্তি যদি অতিশয় আস্তে আস্তে দেওয়া হয়, তবে তাহা পক্বাশয়ের

দত্তঃ শনৈর্নাশয়মেতি বস্তিঃ
কণ্ঠং প্রধাবত্যতিপীড়িতশ্চ॥ ১২
শীতস্ত্বতিস্তম্ভকরো বিদাহং
মূর্চ্ছাঞ্চ কুর্য্যাদতিমাত্রমুষ্ণঃ।
স্নিগ্ধোঽতিজাড্যং পবনন্তু রূক্ষ-
স্তত্বল্পমাত্রা লবণস্ত্বযোগম্॥ ১৩
করোতি মাত্রাভ্যধিকোঽতিযোগং
ক্ষামস্তু সান্দ্রঃ সুচিরেণ চেতি।
দাহাতিসারৌ লবণোঽতিকুর্য্যা-
ত্তস্মাৎ প্রযুক্তং সমমেব দদ্যাৎ॥ ১৪
পূর্ব্বং হি যোজ্যং মধুসৈন্ধবস্তু
স্নেহং বিনির্ম্মথ্য ততোঽনুকল্কম্।
বিমথ্য সংযোজ্য পুনর্দ্রবৈস্তদ্-
বস্তৌ নিদধ্যান্মথিতং খজেন॥ ১৫
আমাশয়োঽগ্নিগ্রহণীগুদঞ্চ
তৎপার্শ্বসংস্থস্য সুখোপলব্ধিঃ।

যথাস্থানে উপস্থিত হইতে পারে না, আবার বস্তিতে অতিশয় বলের সহিত চাপ দিলে বস্তিদ্রব্য কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। ১২। শীতল বস্তি শরীরের স্তব্ধতা উপস্থিত করে। আবার অতিশয় উষ্ণ বস্তি বিদাহ ও মূর্চ্ছা উৎপাদন করিয়া থাকে। অতিশয় স্নিগ্ধ বস্তি অতিশয় জাড্য উপস্থিত করে আবার অতিশয় রুক্ষবস্তি বায়ুপ্রকোপ করে। বস্তিতে লবণের মাত্রা নিতান্ত অল্প হইলে বস্তির অযোগ হইয়া থাকে, বস্তির মাত্রা অধিক হইলে বস্তির অতিযোগ হয়। অল্পমাত্র বা অতিশয় ঘন বস্তি বিলম্বে প্রত্যাগত হয়। ১৩। অতিশয় লবণবস্তি দাহ ও অতিসার উৎপাদন করে। অতএব যুক্তিপূর্ব্বক বস্তিতে লবণযোগ করিবে। ১৫। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নিরূহবস্তিতে স্নেহ, লবণ ও মধু সংযুক্ত করিতে হয়। প্রথমতঃ স্নেহ, লবণ ও মধু একত্র খলে মন্থন করিতে হয়। তাহার পর উহার সহিত কল্ক মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিতে হয়। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত

লীয়ন্ত এবং বলয়শ্চ তস্মাৎ
সব্যং শয়ানোঽর্হতি বস্তিদানম্ ॥ ১৬
বিড়্বাতবেগো যদিচার্দ্ধদত্তে
নিষ্কৃষ্যমুক্তে প্রণয়েদশেষম্ ॥ ১৭
উত্তানদেহশ্চ কৃতোপধানঃ
স্যাদ্বীর্য্যমাপ্নোতি তথাস্য দেহম্ ॥ ১৮
একোপকর্ষত্যনিলং স্বমার্গৎ
পিত্তং দ্বিতীয়স্তু কফং তৃতীয়ঃ।
প্রত্যাগতে কোষ্ণজলাবসিক্তঃ
শাল্যন্নমদ্যাত্তনুনা রসেন।
জীর্ণে তু সায়ং লঘু চান্নমাত্রং
ভুক্তেঽনুবাস্যঃ পরিবৃংহণার্থম্ ॥ ১৯
নিরূহপাদাংশসমেন তৈলে
নাম্লানি লঘ্বৌষধসাধিতেন।

দত্বা স্ফিচৌ পাণিতলেন হন্যাৎ
স্নেহস্য শীঘ্রাগমরক্ষণার্থম্ ॥ ২০
ঈষৎপদাঙ্গুষ্ঠযুগঞ্চ কর্ষে-
দুত্তানদেহস্য তনৌ প্রমৃজ্যাৎ ॥
স্নেহেন পার্ষ্ণ্যঙ্গুলিপিণ্ডিকাশ্চ
য়ে চাস্য গাত্রাবয়বা রুগার্ত্তাঃ।
তাংশ্চাবমৃজ্যাৎ সসুখং ততশ্চ
নিদ্রামুপাসীতকৃতোপধানঃ ॥ ২১
ভাগাঃ কষায়স্য তু পঞ্চ পিত্তে
স্নেহস্য ষষ্ঠঃ প্রকৃতৌ স্থিতে চ।
বাতে বিবৃদ্ধে তু চতুর্থভাগো
মাত্রানিরূহেষু কফেঽষ্টভাগঃ ॥ ২২
নিরূহমাত্রা প্রসৃতার্দ্ধমাদ্যে
বর্ষে ততোঽর্দ্ধপ্রসৃতাভিবৃদ্ধিঃ।

হইলে পরে দ্রবপদার্থ মিশ্রিত করিয়া খলে মর্দ্দনপূর্ব্বক বস্তিতে নিহিত করিতে হয়। ১৫। আমাশয়, অগ্নি, গ্রহণী ও স্থূলান্ত্রের শেষভাগ মানুষের বামপার্শে আছে; আর গুদস্থ বলিত্রয় বামদিকে লীন হইয়া আছে (অর্থাৎ উচু হইয়া নাই), এই জন্য বামপার্শে শয়ন করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে বস্তি অব্যাহতবেগে গমন করে। এই জন্য বামপার্শে শয়ন করিয়াই বস্তি গ্রহণ করা বিধি। ১৬। বস্তির অর্দ্ধেক অংশ অন্ত্রে প্রবেশ করিলে পর যদি বিষ্ঠা ও বাতের বেগ হয়, তবে বস্তির নল খুলিয়া লইয়া বিষ্ঠা বায়ুবিমুক্ত হইবার পর পুনর্ব্বার অবশিষ্ট বস্তি প্রবেশিত করিবে। ১৭। বস্তিপ্রয়োগের পর রোগী বালিশে মস্তক দিয়া উত্তানভাবে শয়ন করিলে ঔষধের বীর্য্য রোগীর শরীরে ব্যাপ্ত হয়। ১৮। প্রথম বস্তিতে বায়ু, দ্বিতীয় বস্তিতে পিত্ত এবং তৃতীয় বস্তিতে কফ স্বমার্গ হইতে নিঃসারিত হয়। বস্তি প্রত্যাগত হইলে ঈষৎউষ্ণ জলে শরীর সিক্ত করিয়া পাতলা মাংসরসের সহিত শাল্যন্ন সেবন করিবে। ঐ আহার জীর্ণ হইলে সায়ংকালে অল্প মাত্রায় লঘুপাকী অন্ন সেবন করিবে। অনন্তর বৃংহণার্থ অনুবাসন গ্রহণ করিবে। ১৯। অনুবাসনের তৈল নিরূহমাত্রার চতুর্থাংশ হইবে। ঐ তৈল লঘু ভেষজ ও কাঁজী সংযোগে সাধিত হওয়া উচিত। [সচরাচর মহানারায়ণ প্রভৃতি বাতঘ্ন তৈল যোগেই অনুবাসন প্রয়োগ করা হয়]। তৈল শীঘ্র নির্গত না হইতে পারে, এইজন্য পাণিতল দ্বারা অনুবাসিত ব্যক্তির নিতম্বদ্বয়ে আঘাত করিতে হয়। ২০। উহার দুই পদের দুই অঙ্গুষ্ঠ ঈষৎ আকর্ষণ করিতে হয়। উহাকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া উহার শরীর মর্দ্দন করিতে হয়। তৈল দ্বারা উহার পার্ষ্ণি (পার্শ্ব), অঙ্গুলি ও পিণ্ডিকাদ্বয় এবং শূলার্ত্ত অঙ্গ সকল আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিতে হয়, তাহাতে উহার সুখবোধ হয় এবং তখন বালিশে মাথা দিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে শীঘ্রই সুনিদ্রা হইয়া থাকে। ২১। নিরূহে দ্রব্যের পরিমাণ যথা;—পৈত্তিকরোগে বায়ু প্রকৃতিস্থ থাকিলে কষায়ের ভাগ পাঁচ ও তৈলের ভাগ ষষ্ঠ অর্থাৎ ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ কষায় ও ছয়ভাগের এক ভাগ তৈল আর বায়ু বিবৃদ্ধ থাকিলে কষায়ের চতুর্থ ভাগ তৈল দেওয়া আবশ্যক। কফে নিরূহ দিতে হইলে তৈল কষায়ের অষ্টম ভাগ

আদ্বাদশাৎ স্যাৎ প্রসৃতাভিবৃদ্ধি-
রষ্টাদশাদ্দ্বাদশতঃ পরং স্যুঃ ॥
আ সপ্ততেরুক্তমিদং প্রমাণ-
মতঃপরং ষোড়শবদ্বিধেয়ম্ ॥ ২৩
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাপ্যতিনীচপাদং
সপাদপীঠং শয়নং প্রশস্তম্ ॥
প্রধানমৃদ্বাস্তরণোপপন্নং
প্রাক্‌শীর্ষকং শুক্লপটোত্তরীয়ম্ ॥ ২৪
ভোজ্যং পুনর্ব্যাধিমবেক্ষ্য সম্যক্
প্রকল্পয়েদ্যুষপয়োরসাদ্যৈঃ।
সর্ব্বেষু বিদ্যাদ্বিধিমেতমাদ্যং
বক্ষ্যামি বস্তীনত উত্তরীয়ান্ ॥ ২৫
দ্বিপঞ্চমূলস্য রসোম্লযুক্তঃ
সচ্ছাগমাংসস্য সপূর্ব্বশেষঃ।
ত্রিস্নেহযুক্তঃ প্রবরো নিরূহঃ
সর্ব্বানিলব্যাধিহরঃ প্রদিষ্টঃ ॥ ২৬
স্থিরাদিবর্গস্য বলাপটোল-
ত্রায়ন্তিকৈরণ্ডযবৈর্যুতস্য।
প্রস্থোরসশ্ছাগরসার্দ্ধযুক্তঃ
সাধ্যঃ পরঃ প্রস্থরসশ্চ যাবৎ ॥ ২৭
প্রিয়ঙ্গুকৃষ্ণো ঘনকল্কযুক্তঃ
সতৈলসর্পির্ম্মধুসৈন্ধবশ্চ।
স্যাদ্দীপনো মাংসবলপ্রদশ্চ
চক্ষুর্বলঞ্চাপি দদাতি সদ্যঃ ॥
এরণ্ডমূলাত্ত্রিপলং পলানি
হ্রস্বানি মূলানি চ যানি পঞ্চ।
রাস্নাশ্বগন্ধাতিবলাগুড়ূচী
পুনর্নবারগ্বধদেবদারু।
ভাগাঃ পলাংশা মদনাষ্টযুক্তা
জলাঢ়কং সে কথিতেঽষ্টশেষে।

হইবে। ২২। এক বৎসর বয়স্কের পক্ষে নিরূহের মাত্রা এক পল। তাহার পর প্রতি বৎসর এক এক পল মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দ্বাদশ পল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। দ্বাদশ বৎসর হইতে অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর দুই পল করিয়া বৃদ্ধি করিবে। অষ্টাদশ বৎসর হইতে সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত এই মাত্রা থাকিবে। সপ্ততি বৎসরের পর ষোড়শ বর্ষের মাত্রা (অর্থাৎ বিশ পল মাত্রা) ব্যবহার করিবে। ২৩। দত্তবস্তি ব্যক্তির শয্যা অত্যন্ত উচুঁ হওয়া উচিত নহে, আবার শয্যার পাদ সকল (পায়া সকল) নিতান্ত নীচ হওয়াও উচিত নহে। আর পা রাখিবার জন্য পায়ের তলে বালিশ (বা অন্য প্রকার পাদপীঠ) থাকা আবশ্যক। শয্যার আস্তরণ পরিসর বিশিষ্ট ও মৃদু হওয়া আবশ্যক। দত্তবস্তি ব্যক্তি পূর্ব্বশিরা হইয়া শয়ন করিবে। উহার বসন ও উত্তরীয় শুভ্র হওয়া উচিত। ২৪। বস্তিদানের পর ব্যাধিভেদে রোগীকে যূষ, দুগ্ধ বা মাংসরসাদি (আদি শব্দে পেয়া প্রভৃতি) কল্পনা করিয়া ভোজন করিতে দিবে। সর্ব্বপ্রকার বস্তিতেই প্রথম প্রথম ভোজন সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম। অনন্তর অন্যান্য বিস্তর বিষয় বলিতেছি। ২৫। ছাগমাংস ও দশমূল অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ("পূর্ব্বশেষ অর্থাৎ অষ্টম ভাগ থাকিতে") কাথ ছাঁকিয়া লইবে। ঐ কাথ ত্রি-চতুর্থ ভাগ ও তৈল চতুর্থ ভাগ (২২ প্রঃ) ও কিঞ্চিৎ কাঁজী একত্র মিশ্রিত করিবে। এই নিরূহ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি নষ্ট হয়। ২৬। শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল, বেড়েলা, পলতা, বলালতা, এরণ্ডমূল ও যব অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদশেষে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ চারি সের ও ছাগমাংসের রস দুই সের একত্র পাক করিয়া দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে প্রিয়ঙ্গু, পিপুল ও মুতার কল্ক এবং তৈল, ঘৃত, মধু ও সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে খল করিবে। এই নিরূহ দীপন, মাংসবর্দ্ধক, বলকারক এবং চক্ষুর বল উৎপাদন করে। ২৭। এরণ্ডমূল তিন পল; হ্রস্ব পঞ্চমূল এক এক পল; রাস্না, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষ-চাকুলে, গোলঞ্চ, পুনর্নবা, সোঁদালমূলের ছাল ও দেবদারু এক এক পল এবং মদনফল আটপল দুই কংস জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ থাকিতে

পেষ্যাঃ শতাহ্বাহবুষাপ্রিয়ঙ্গু
সপিপ্পলীকং মধুকং বচা চ।
রসাঞ্জনং বৎসকবীজমুস্তং
ভাগাক্ষমাত্রং লবণাংশযুক্তম্।
সমাক্ষিকস্তৈলমূত্রঃ সমূত্রো
বস্তির্নৃণাং দীপনলেখনীয়ঃ ॥ ২৮
জঙ্ঘোরুপাদত্রিকপৃষ্ঠশূলং
কফাবৃতং মারুতনিগ্রহঞ্চ।
বিণ্মূত্রবাতগ্রহণং সশূল-
মাধ্মানতামশ্মরিশর্করঞ্চ।
আনাহমর্শোগ্রহণী প্রদোষা-
নেরণ্ডবস্তিঃ শময়েৎ প্রযুক্তঃ ॥ ২৯
চতুষ্পলে তৈলঘৃতস্য ভৃষ্ট-
শ্ছাগাচ্ছতার্দ্ধাৎ দধিদাড়িমাম্লঃ।

সেই ক্বাথের সহিত শতাহ্বাদি গণের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা; সৈন্ধব দুই তোলা ও উপযুক্ত পরিমাণ মধু, তৈল ও গোমূত্র মিশ্রিত ও মথিত করিয়া বস্তি দিবে। এই বস্তি দীপনীয় ও লেখনীয় (স্থৌল্য নাশক)। শতাহ্বাদি গণ যথা;—শুল্‌ফা, হবুষা, প্রিয়ঙ্গু, পিপুল, যষ্টিমধু, বচ, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব ও মুতা। ২৮। এরণ্ডতৈলের বস্তির গুণ যথা;—এরণ্ড-তৈলের বস্তি জঙ্ঘা, উরু, পাদ, ত্রিকস্থান ও পৃষ্ঠের শূল নাশ করে [অতএব গৃধ্রসী বাতে বিশেষ উপযোগী]। ইহা কফাবৃত বায়ু নাশ করিয়া থাকে (বাতব্যাধি—৪১ ও ১১৩ দেখ)। বিষ্ঠা, মূত্র ও বাতের শূল-যুক্ত বিবন্ধ দূর করিয়া থাকে। আধ্মান, অশ্মরী ও শর্করা নিবারণ করিয়া থাকে [সুতরাং মূত্রাঘাতে বিশেষ উপযোগী] এবং আনাহ, অর্শ ও গ্রহণীদোষ দূর করিয়া থাকে। ২৯। ছাগমাংস পঞ্চাশ পল অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া পাদশেষে রস গ্রহণ করিবে। ঐ রস দধি ও দাড়িমরস-যোগে অম্লীকৃত করিয়া দুই পল তৈল ও দুই পল ঘৃতের সহিত একত্র সন্তলন করিবে। পরে উহার সহিত সৈন্ধব ও মদনফলের কল্ক

রসঃ সপেষ্যো বলবর্ণমাংস-
রেতোগ্নিদশ্চাক্ষ্যশিরোরুজাঘ্নঃ ॥ ৩০
জলদ্বিকংসেঽষ্টপলং পলাশাৎ
পক্ত্বা রসোঽর্দ্ধাঢ়কমাত্রশেষঃ।
কল্কৈর্বলামাগধিকাপলাভ্যাং
যুক্তঃ শতাহ্বাদ্বিপলেন চাপি॥
সসৈন্ধবক্ষৌদ্রযুতঃ সতৈলো
দেয়ো নিরূহো বলবর্ণকারী।
আনাহপার্শ্বাময়যোনিদোষান্
গুল্মানুদাবর্ত্তরুজঞ্চ হন্যাৎ ॥ ৩১
যষ্ট্যাহ্বমূলাষ্টপলেন সিদ্ধং
পয়ঃ শতাহ্বাফলপিপ্পলীভিঃ।
যুক্তং সসর্পির্মধু বাতরক্ত-
বৈবর্ণ্যবীসর্পহিতো নিরূহঃ ॥ ৩২
যষ্ট্যাহ্বলোধ্রাভয়চন্দনৈশ্চ
শৃতং পয়োগ্রং কমলোৎপলৈশ্চ।

মিশ্রিত করিয়া নিরূহ প্রয়োগ করিবে। এই নিরূহ বল, বর্ণ ও মাংস বৃদ্ধি করিয়া থাকে। শুক্র ও অগ্নি বৃদ্ধি করে এবং শিরঃপীড়া নিবারণ করিয়া থাকে। ৩০। আটপল পলাশ-ছাল দুই কংস জলে পাক করিয়া অর্দ্ধাঢ়কশেষে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর বেড়েলা মূল এক পল, পিপুল এক পল ও শুল্‌ফা দুই পল কল্কিত করিয়া সেই কল্ক এবং উপযুক্ত-পরিমাণ সৈন্ধব মধু ও তৈল সেই ক্বাথের সহিত খলে মর্দ্দনপূর্ব্বক নিরূহ দিবে। এই নিরূহ বলবর্ণকারী এবং আনাহ, পার্শ্বশূল, যোনিদোষ, গুল্ম ও উদাবর্ত্তের যাতনা নিবৃত্ত করে। ৩১। আট পল যষ্টিমধু চৌষট্টি পল দুগ্ধ ও দুগ্ধের চারি গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ-শেষে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর উহার সহিত উপযুক্ত-পরিমাণ শুল্‌ফা, মদনফল ও পিপুলের কল্ক এবং ঘৃত ও মধু যোগ করিয়া নিরূহ দিবে। এই নিরূহ বাতরক্ত বিবর্ণতা ও বীসর্পে হিতকর হয়। ৩২। যষ্টিমধু, লোধ, হরীতকী, রক্তচন্দন, কমল ও নীলোৎপলের

সশর্করং ক্ষৌদ্রযুতং সুশীতং
পিত্তাময়ান্ হন্তি সজীবনীয়ম্ ॥ ৩৩
দ্বিকার্ষিকাংশচন্দনপদ্মকর্দ্ধি-
যষ্ট্যাহ্বরাস্নাবৃষশারিবাশ্চ।
সলোধ্রমঞ্জিষ্ঠমথাপ্যনন্তা-
বলাস্থিরাদ্যং তৃণপঞ্চমূলম্ ॥
নিঃকাথ্য তোয়েন রসেন তেন
শৃতং পয়োর্দ্ধাঢ়কমম্বুহীনম্।
জীবন্তি মেদর্দ্ধিশতাবরীভি-
বীরাদ্বিকাকোলিকশেরুকাভিঃ।
সিতোপলাজীবকপদ্মরেণু-
প্রপুণ্ডরীকৈঃ কমলোৎপলৈশ্চ ॥
লোধ্রাত্মগুপ্তামধুকৈর্বিদারী-
মুঞ্জাতকৈঃ কেশরচন্দনৈশ্চ।
পিষ্টৈর্ঘৃতক্ষৌদ্রযুতৈর্নিরূহং
সসৈন্ধবং শীতলমেব দদ্যাৎ ॥
প্রত্যাগতে ধন্বরসেন শালীন্
ক্ষীরেণ বাদ্যাৎ পরিষিক্তগাত্রঃ।

দাহাতিসারৌ প্রদরাস্রপিত্ত-
হৃৎপাণ্ডুরোগান্ বিষমজ্বরঞ্চ ॥
সগুল্মমূত্রগ্রহকামলাদীন
সর্ব্বাময়ান্ পিত্তকৃতান্নিহন্তি ॥ ৩৪
দ্রাক্ষাদিকার্শ্মর্য্যমধুকসেব্যৈঃ
সশারিবাচন্দনশীতপাকৈ্যঃ।
পয়ঃ শৃতং শ্রাবণিমুদ্গপর্ণী-
তুগাত্মগুপ্তামধুযষ্টিকৈশ্চ ॥
গোধূমচূর্ণৈশ্চ তথাক্ষমাত্রৈঃ
সক্ষৌদ্রসর্পির্ম্মধুযষ্টিতৈলৈঃ।
পথ্যাবিদারীক্ষুরসৈর্গুড়েন
বস্তিং যুতং পিত্তহরং বিদধ্যাৎ ॥
হৃন্নাভিপার্শ্বোদরদেহদাহে
দাহেঽন্তরস্থে চ সকৃচ্ছ মূত্রে।

সহিত পূর্ব্ববৎ দুগ্ধ পাক করিয়া শীতল অবস্থায় জীবনীয়গণের কল্ক এবং শর্করা মধু ও ঘৃতের সহিত নিরূহ দিলে সর্ব্বপ্রকার পিত্তব্যাধি নষ্ট হয়। ৩৩। রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, যষ্টিমধু, রাস্না, বাসক, অনন্তমূল (বা শ্যামালতার মূল), লোধ্র, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, বেড়েলামূল, শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল ও তৃণপঞ্চমূল, এই একুশটি দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ চারি তোলা একত্র করিয়া অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া পাদাবশেষে কাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই কাথের সহিত অর্দ্ধ আঢ়ক দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধশেষে জীবন্ত্যাদি গণের কল্ক, ঘৃত মধু ও সৈন্ধবযুক্ত করিয়া শীতলাবস্থায় নিরূহ দিবে। জীবন্ত্যাদি গণ যথা ;—জীবন্তী, মেদা, ঋদ্ধি, শতাবরী, বীরা (বৃহৎ শতাবরী), কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কেশুর, মিছরী, জীবক, পদ্মরেণু, পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, কমল, নীলোৎপল, লোধ, আলকুশীবীজ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মুঞ্জাতক (মুঞ্জ), নাগকেশর ও রক্তচন্দন। বস্তি প্রত্যাগত হইলে ঈষৎ উষ্ণ জলে গাত্র সিক্ত করিয়া ধন্বমাংস-রস বা দুগ্ধের সহিত শালি-অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এই বস্তি দাহ, অতিসার, প্রদর, রক্তপিত্ত, পিত্তজ-হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, বিষমজ্বর, পিত্তজ গুল্ম, মূত্রাঘাত ও কামলাদি সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ ব্যাধি নিবারণ করে। ৩৪। দ্রাক্ষা গাম্ভারী-ফল প্রভৃতি দশটী বিরেচনোপগ (সূত্র-স্থান—৪অ ২৩ প্রকরণ) দ্রব্য এবং গাম্ভারীফল (দ্বিরুক্ত হেতু দুইভাগ), মৌলফুল, বেণা, অনন্তমূল, রক্তচন্দন ও বেড়েলা এই সমুদায়ের কল্ক ও চতুর্গুণ জলের সহিত অষ্টগুণ দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধশেষে সেই দুগ্ধের সহিত শ্রাবণী (থুলকুড়ি। গঙ্গাধরমতে মুণ্ডেরী), মুদ্গপর্ণী, বংশলোচন, আলকুশীবীজ ও যষ্টিমধুর কল্ক মিশ্রিত করিবে। পুনর্ব্বার উহার সহিত দুই তোলা গোধূমচূর্ণ, উপযুক্ত-পরিমাণ মধু, ঘৃত, যষ্টিমধুর তৈল, হরিতকী, ভূমিকুষ্মাণ্ডরস, ইক্ষুরস ও গুড় মিশ্রিত করিবে। এই নিরূহ অতিশয় পিত্তনাশক। ইহা হৃদয়, নাভি, পার্শ্ব ও উদরের দাহ,

ক্ষীণে ক্ষতে রেতসি চাপি নষ্টে
পৈত্তেঽতিসারে চ নৃণাং প্রশস্তঃ ॥ ৩৫
কোশাতকারগ্বধদেবদারু-
মূর্ব্বাশ্বদংষ্ট্রাকুটজার্কপাঠাঃ।
পক্ত্বা কুলত্থান্ বৃহতীঞ্চ তোয়ে
রসস্য তস্য প্রসৃতা দশ স্যুঃ ॥
তাং সর্ষপৈলামদনৈঃ সকুষ্ঠৈ-
রক্ষপ্রমাণৈঃ প্রসৃতৈশ্চ যুক্তান্।
ফলাহ্বতৈলস্য সমাক্ষিকস্য
ক্ষারস্য তৈলস্য চ সার্ষপস্য ॥
দদ্যান্নিরূহং কফরোগিণে জ্ঞো
মন্দাগ্নয়ে চাপ্যশনদ্বিষে চ ॥ ৩৬
পটোলপথ্যামরদারুভির্বা
সপিপ্পলীকৈঃ ক্বথিতৈর্জলাঢ্যৈঃ ॥ ৩৭
দ্বিপঞ্চমূলে ত্রিফলাং সবিল্বাং
ফলানি গোমূত্রযুতঃ কষায়ঃ।
কলিঙ্গপাঠাফলমুস্তকল্কঃ
সসৈন্ধবঃ ক্ষারমধুঃ সতৈলঃ ॥
নিরূহমুখ্যঃ কফজান্ বিকারান্
সপাণ্ডুরোগালসকামদোষান্ ॥ ৩৮
রাস্নামৃতৈরণ্ডবিড়ঙ্গদারু-
সপ্তচ্ছদোশীরসুরাহ্বনিম্বৈঃ।
শ্যামাকভূনিম্বপটোলপাঠা-
তিক্তাখুপর্ণীদশমূলমুস্তৈঃ ॥
ত্রায়ন্তিকাশিগ্রুফলত্রিকৈশ্চ
ক্কাথং সপিণ্ডীতকতোয়মূত্রঃ।
যষ্ট্যাহ্বকৃষ্ণাফলিনীশতাহ্বা-
রসাঞ্জনশ্বেতবচাবিড়ঙ্গৈঃ ॥
কলিঙ্গপাঠামুর্দসৈন্ধবৈশ্চ
কল্কৈঃ সসর্পির্মধুতৈলমিশ্রঃ।
অয়ং নিরূহঃ কৃমিকুষ্ঠমেহ-
ব্রধ্নোদরাজীর্ণকফাতুরেভ্যঃ।
রুক্ষৌষধৈরত্যপতর্পিতেভ্য
এতেষু রোগেষপি সৎসু দত্তঃ।
নিহত্য বাতং জ্বলনং প্রদীপ্য
বিজিত্য রোগাংশ্চ বলং করোতি

দেহের দাহ, অন্তরস্থ দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্রের দাহ, ক্ষীণ ক্ষত রোগ, নষ্টশুক্ররোগ এবং পৈত্তিক অতিসারে অতিশয় প্রশস্ত। ৩৫। কোশাতকী, সোঁদালমূলের ছাল, দেবদারু, মূর্ব্বা (মুগ্‌মো), গোক্ষুর, কুড়চী, আকন্দমূল, আকনাদি, কুলথ ও বৃহতী অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া কুড়িপল থাকিতে কাথ গ্রহণ করিবে। পরে উহার সহিত সর্ষপ, এলাচ, মদনফল ও কুড় এই সকল দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ দুই তোলা কল্ক দুই পল মদনফলের তৈল, দুই পল মধু, দুই পল যবক্ষার ও সর্ষপ-তৈল দুই পল মিশ্রিত করিবে। এই নিরূহ কফরোগী মন্দাগ্নি ও অন্নদ্বেষীর পক্ষে প্রশস্ত। ৩৬। অথবা ঐ সকল রোগীকে [illegible], দেবদারু ও পিপুলের কাথ দ্বারা নিরূহ দিবে। ৩৭। দশমূল, ত্রিফলা, বেল-শুঁঠ বা মদনফল অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া যব আকনাদি মদনফল ও মুতার কল্ক আর সৈন্ধব, যবক্ষার, মধু ও তৈল মিশ্রিত করিয়া নিরূহ দিবে। কফবিকার, পাণ্ডুরোগ, অলসক ও আমদোষ নিবারণের পক্ষে এই নিরূহ শ্রেষ্ঠ। ৩৮। রাস্না, গোলঞ্চ, এরণ্ড মূল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, ছাতিমছাল, বেণা, দেবদারু (বিরুক্তহেতু দুই ভাগ) নিমছাল, শ্যামাক-ধান্যতৃণ, চিরেতা, পলতা, আকনাদি, কটকী, দন্তী, দশমূল, মুস্ত, ত্রায়ন্তী, সজিনা ও ত্রিফলা অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া পাদশেষে কাথ গ্রহণ করিবে। পরে সেই কাথের সহিত মদনফলের কাথ, গোমূত্র এবং যষ্টিমধু, পিপুল, প্রিয়ঙ্গু, শুল্ফা, রসাঞ্জন, শ্বেতবচ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, আকানাদি, মুতা ও সৈন্ধবের কল্ক আর ঘৃত, মধু ও তৈল মিশ্রিত করিবে। এই নিরূহ কৃমিকুষ্ঠ মেহ ব্রধ্ন উদর অজীর্ণ ও কফ নাশ করে। যাহারা রুক্ষ ঔষধ

হন্ত্যাৎ তথা মারুতমূত্রসঙ্গং
বস্তেস্তথাটোপমথাপি ঘোরম্ ॥ ৩৯
পুনর্নবৈরণ্ডবৃষাশ্মভেদ-
বৃশ্চীরভূতীকবলাপলাশাঃ।
দ্বিপঞ্চমূলানি পলাংশিকানি
ক্ষুণ্ণানি ধৌতানি ফলানি চাষ্টৌ।
বিল্বং যবান্ কোলকুলত্থধান্য-
ফলানি চৈকপ্রসৃতোন্মিতানি।
পয়োজলার্দ্ধাঢ়কয়োঃ শৃতং তৎ
ক্ষীরাবশেষং সিতবস্ত্রপূতম্ ॥
বচাশতাহ্বামরদারুকুষ্ঠ-
যষ্ট্যাহ্বসিদ্ধার্থকপিপ্পলীনাম্।
কল্কৈর্যমাভ্যাং মদনৈশ্চ যুক্তং
নাত্যুষ্ণশীতং গুড়সৈন্ধবাক্তম্ ॥
ক্ষৌদ্রস্য তৈলস্য চ সর্পিষশ্চ
তথৈব যুক্তং প্রসৃতং ত্রিভিশ্চ।
দদ্যান্নিরূহং বিধিনা বিধিজ্ঞঃ
স সর্ব্বসংসর্গকৃতাময়য়ঃ ॥ ৪০
স্নিগ্ধোষ্ণ একঃ পবনে নিরূহো
দ্বৌ স্বাদুশীতৌ পয়সা চ পিত্তে।
ত্রয়ঃ সমূত্রাঃ কটুকোষ্ণতীক্ষ্ণাঃ
কফে নিরূহানপরং বিধেয়াঃ ॥ ৪১
রসেন বাতে প্রতিভোজনং স্যাৎ
ক্ষীরেণ পিত্তে তু কফে চ যূষৈঃ।
তথানুবাস্যেষু চ বিল্বতৈলং
স্যাজ্জীবনীয়ং ফলসাধিতঞ্চ ॥ ৪২

তত্র শ্লোকঃ।

ইতীদমুক্তং নিখিলং যথাবদ্-
বস্তিপ্রদানস্য বিধানমগ্র্যম্।
যোঽধীত্য বিদ্বানিহ বস্তিকর্ম্ম
করোতি লোকে লভতে স সিদ্ধিম্ ॥ ৪৩

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সিদ্ধিস্থানে বস্তিসূত্রীয়সিদ্ধির্নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

নাশ করে, অগ্নি দীপ্ত করে, রোগনাশ করে, বলাধান করে, বায়ু ও মূত্রের বিবন্ধ নাশ করে এবং বস্তির ঘোরতর আটোপ নাশ করিয়া থাকে। ৩৯। পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বাসক, পাষাণভেদ, শ্বেতপুনর্নবা, যমানী, বেড়েলা, পলাশ ও দশমূল পৃথক্ পৃথক্ এক পল, বেলশুঁঠ আট পল এবং যব, কুল, কুলত্থ, ধনে ও মদনফল পৃথক্ পৃথক্ দুই পল উত্তমরূপে কুট্টিত ও ধৌত করিয়া অর্দ্ধ আঢ়ক জল ও অর্দ্ধ আঢ়ক দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষে বস্ত্রপূত করিবে। অনন্তর সেই দুগ্ধের সহিত বচাদির কল্ক, গুড়, সৈন্ধব এবং দুই পল মধু, দুই পল তৈল ও দুই পল ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নাত্যুষ্ণশীতল অবস্থায় নিরূহ দিবে। এই নিরূহ সর্ব্বপ্রকার ত্রিদোষজ ব্যাধি নষ্ট করে। বচাদিগণ যথা,—বচ, শুল্‌ফা, দেবদারু, কুড়, যষ্টিমধু, সর্ষপ, পিপুল, যমানী, ও মদনফল। ৪০। বাতব্যাধিতে এক সময়ে একটী স্নিগ্ধোষ্ণ নিরূহবস্তি দিতে হয়। পিত্তজ ব্যাধিতে মধুরশীতল ও দুগ্ধসহকৃত দুইটী নিরূহ এককালে দিতে হয় এবং কফজ ব্যাধিতে কটু উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ এবং গোমূত্রসহকৃত তিনটী নিরূহ এককালে দিতে হয়। ৪১। বায়ুরোগে নিরূহদানের পর রোগীকে মাংসরস, পিত্তরোগে দুগ্ধ এবং কফরোগে যূষ পথ্য দিতে হয়। এই সকল রোগে অনুবাসন দিতে হইলে যথাক্রমে বিল্বাদি (দশমূল) সিদ্ধ তৈল, জীবনীয়সিদ্ধ তৈল এবং মদনফলাদিগণের সহিত সিদ্ধ তৈল প্রশস্ত। ৪২। এই অধ্যায়ের সূচী যথা;—এইরূপে বস্তিপ্রদানের সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠ বিধান যথাবৎ উক্ত হইল। যে বিদ্বান ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া বস্তিকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনি লোকে সিদ্ধি লাভ করেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

স্নেহব্যাপাদিকা সিদ্ধিঃ।

অথাতঃ স্নেহব্যাপাদিকাং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

স্নেহবস্তীন্ নিবোধেমান্ বাতপিত্তকফাপহান্।
মিথ্যাপ্রণিহিতানাঞ্চ ব্যাপদঃ সচিকিৎসিতাঃ॥২
দশমূলং বলাং রাস্নামশ্বগন্ধাং পুনর্নবাম্।
গুড়ুচ্যেরণ্ডভূতীকভার্গীবৃষকরোহিষাম্॥
শতাবরীং সহচরং কাকনাসাং পলাংশিকম্।
যবমাষাতসীকোলকুলত্থান্ প্রসৃতোন্মিতান্॥
চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা দ্রোণশেষেণ তেন চ
তৈলাঢ়কং সমক্ষীরং জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ
অনুবাসনমেতদ্ধি সর্ববাতবিকারনুৎ॥ ৩
আনূপানাং বসা তদ্বজ্জীবনীয়োপসাধিতা॥ ৪
শতাহ্বা যববিল্বাম্লৈঃ সিদ্ধং তৈলং সমীরণে॥৫
সৈন্ধবেনাগ্নিবর্ণেন তপ্তঞ্চানিলনুদ্ঘৃতম্॥ ৬
জীবন্তীং মদনং মেদাং শ্রাবণীং মধুকং বলাম্।
শতাহ্বর্ষভকৌ কৃষ্ণাং কাকনাসাং শতাবরীম্॥
স্বগুপ্তাং ক্ষীরকাকোলীং কর্কটাখ্যং শটীং বচাম্
পিষ্ট্বা তৈলং ঘৃতং ক্ষীরে সাধয়েৎ তচ্চতুর্গুণে
বৃংহণং বাতপিত্তঘ্নং বলশুক্রাগ্নিবর্দ্ধনম্।
মূত্ররেতোরজোদোষান্ হরেৎ তদনুবাসনম্॥৭
লাভতশ্চন্দনাদ্যৈশ্চ পিষ্টৈঃ ক্ষীরচতুর্গুণম্।
তৈলপাদং ঘৃতং সিদ্ধং পিত্তঘ্নমনুবাসনম্॥ ৮
সৈন্ধবং মদনং কুষ্ঠং শতাহ্বাং নিচুলং বলাম্।
হ্রীবেরং মধুকং ভার্গীং দেবদারু সকট্ফলম্

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা স্নেহব্যাপাদিকা সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। সম্প্রতি বাত-পিত্ত-কফ নাশক স্নেহবস্তিসমূহ এবং উহাদের অযথা প্রয়োগ হইলে যে সমস্ত বিপদ্ ঘটিতে পারে, সেই, সমুদয় বিপদের বিষয় ও চিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর।২। দশমূল, বেড়েলা,রাস্না, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, গোলঞ্চ, এরণ্ডমূল, যমানী, বাসক, রোহিষতৃণ, শতাবরী, ঝিণ্টী ও কাকনাসা (কেওঠুঁটী) এই বাইশটী দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ এক পল এবং যব মাষকলায়, মসিনা, কুল ও কুলথকলায় পৃথক্ পৃথক্ দুই পল চারি দ্রোণ জলে পাক করিয়া দ্রোণাবশেষে কাথের সহিত এক আঢ়ক তিলতৈল, এক আঢ়ক দুগ্ধ এবং জীবনীয় দেশের কল্ক পৃথক্ পৃথক্ এক পল মিশ্রিত করিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈলের অনুবাসন দিলে সর্ব্বপ্রকার দিলে সর্ব্বপ্রকার [illegible] নষ্ট হয়। ৩। উল্লিখিত দশমূলাদি [illegible] দুগ্ধ ও জীবনীয় কল্কের সহিত এক [illegible] পাক করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বরাহ মহিষ প্রভৃতি আনূপ জন্তুর বসা এক আঢ়ক পরিমাণে করিয়া অনুবাসন দিলে উক্তরূপ ফল হয়। ৪। শুল্‌ফা, যব ও বেলশুঁঠের কল্ক এবং কাঁজীর সহিত সিদ্ধ তৈলের অনুবাসন বায়ুরোগে হিতকর। ৫। সৈন্ধব দগ্ধ করিয়া অগ্নিবর্ণ হইলে ঘৃতে প্রক্ষেপ করিবে. সেই তপ্ত ঘৃত ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে তদ্দ্বারা অনুবাসন দিলে বায়ুরোগের শান্তি হয়। ৬। জীবন্তী, মদনফল, মেদা, শ্রাবণী (থুলকুড়ি—গঙ্গাধর মতে মুণ্ডেরীরী), যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, শুল্‌ফা, ঋষভক, পিপুল, কাকনাসা, শতমূলী আলকুশীবীজ, ক্ষীরকাকোলী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী ও বচের কল্ক মিলিত এক সের, তৈল ঘৃত মিলিত চারিসের এবং দুগ্ধ ষোল সের একত্র পাক করিবে। এই স্নেহের অনুবাসন বৃংহণ, বাতপিত্ত-নাশক. বলবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং মূত্রদোষ, শুক্রদোষ ও রজোদোষ নাশ করে। ৭। জ্বরচিকিৎসায় চন্দনাদি তৈলোক্তদ্রব্যগণের মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায়, সেই সমস্ত কল্কিত করিয়া এক সের গ্রহণ করিবে এবং তাহার সহিত এক সের তৈল, চারি সের ঘৃত ও ষোল সের দুগ্ধ পাক করিবে। এই তৈলের অনুবাসন পিত্তনাশক। ৮। সৈন্ধব, মদনফল, কুড়, শুল্‌ফা, হিজল "বীজ", বেলেড়ামূল, বলা, যষ্টিমধু, বামনহাটী,

নাগরং পুষ্করং মেদাং চবিকাং চিত্রকং শটীম্।
বিড়ঙ্গাতিবিষে শ্যামাং হরেণুং নীলিনীং স্থিরাম্
বিল্বাজমোদৌ কৃষ্ণাঞ্চ দন্তীং রাস্নাঞ্চ পেষয়েৎ
সাধ্যমেরণ্ডতৈলং বা তৈলং বা কফরোগনুৎ॥
ব্রধ্নোদাবর্ত্তগুল্মার্শঃপ্লীহমেহাঢ্যমারুতান্।
আনাহমশ্মরীঞ্চৈব হন্যাৎ তদনুবাসনাৎ॥ ৯
মদনৈর্বাম্লসংযুক্তৈর্বিল্বাদ্যেন গণেন বা।
তৈলং কফহরৈর্বাপি কফঘ্নং কল্পয়েদ্ভিষক্॥ ১০
বিড়ঙ্গৈরণ্ডরজনীপটোলত্রিফলামৃতাঃ।
জাতিপ্রবালনির্গুণ্ডীদশমূলাখুপর্ণিকাঃ॥
নিম্বপাঠাসহচরসম্পাককরবীরকম্।
এষাং ক্বাথেন বিপচেৎ তৈলমেভিশ্চ
কল্কিতৈঃ॥ ১১
ফলবিল্বত্রিবৃৎকৃষ্ণারাস্নাভূনিম্বদারুভিঃ।
সপ্তপর্ণবচোশীরদার্ব্বীকুষ্ঠকলিঙ্গকৈঃ॥

দেবদারু, কট্‌ফল, শুঁঠ, পুষ্কর (অভাবে কুড়), মেদ, চৈ, চিতা, শটী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, শ্যাম তেউড়ীর মূল, রেণুকা, নীলিনী (বুনো নীল), শালপাণী, বেলশুঁঠ, বনযমানী, পিপুল, দন্তী ও রাস্না সমভাগে পেষণ করিয়া কল্ক করিবে, সেই কল্কের সহিত যথাবিধি এরণ্ড-তৈল বা তিলতৈল পাক করিয়া অনুবাসন দিলে কফরোগ নষ্ট হয় এবং ব্রধ্ন, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, মেহ, বাতরক্ত, আনাহ ও অশ্মরী আশু নষ্ট হইয়া থাকে। ৯। মদন-ফলের কল্ক ও কাঁজীর সহিত অথবা বিল্বাদি পঞ্চমূলের কাথ ও কল্কের সহিত অথবা পিপ্পল্যাদি কফহরগণের কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া অনুবাসন দিলে কফ নষ্ট হইয়া থাকে। ১০। বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, হরিদ্রা, পল্‌তা, ত্রিফলা, গোলঞ্চ, জাতি পল্লব, নির্গুণ্ডী, দশ-মূল, আখুপর্ণী (দন্তী), নিমছাল, আকনাদি, ঝিণ্টী, সোঁদালমূলের ছাল ও করবীরমূলের ছাল এই সকলের কাথ ও কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া কফরোগে অনুবাসন দিবে। ১১। মদনফল, বেলশুঁঠ, তেউড়ী, পিপুল, রাস্না, চিরেতা, দেবদারু, ছাতিমছাল, বচ, বেণা,

লতাযষ্টিশতাহ্বাগ্নিশটীচোরকপৌষ্করৈঃ।
তৎ কুষ্ঠানি ক্রিমীন্ মেহানর্শাংসি গ্রহণীগদম্॥
ক্লীবতাং বিষমাগ্নিত্বং মলং দোষত্রয়ং তথা।
প্রযুক্তং প্রণুদত্যাশু পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ॥ ১২
ব্যাধিব্যায়ামকর্ম্মাধ্বক্ষীণাবলনিরোজসাম্।
ক্ষীণশুক্রস্য চাতীব স্নেহবস্তির্বলপ্রদঃ॥
পাদজঙ্ঘোরুপৃষ্ঠস্য কট্যাশ্চ স্থিরতাং পরাম্।
জনয়েদপ্রজানাঞ্চ প্রজাং স্ত্রীণাং তথা নৃণাম্॥১৩
বাতপিত্তকফান্নপুরীষৈরাবৃতস্য চ।
অভুক্তে চ প্রণীতস্য স্নেহবস্তেঃ ষড়াপদঃ॥ ১৪
শীতোহল্পো বাধিকে বাতে পিত্তেহত্যুষ্ণঃ
কফে মৃদুঃ
অতিভুক্তে গুরুর্বর্চ্চঃ সঞ্চয়েহল্পবলস্তথা।

দারুহরিদ্রা, কুড়, ইন্দ্রযব, লতা (প্রিয়ঙ্গু), যষ্টিমধু, শুল্‌ফা, চিতা, শটী, চোরকনামক গন্ধ-দ্রব্য ও কুড় এই সমুদায় কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া পান, অভ্যঙ্গ ও অনুবাসনে প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠ, ক্রিমি, প্রমেহ, অর্শ, গ্রহণী, ক্লীবতা, বিষমাগ্নিত্ব ও ত্রিদোষ নষ্ট হয়। ১২। যে সকল ব্যক্তি ব্যাধি, ব্যায়াম, কর্ম্ম বা পথভ্রমণ বশতঃ ক্ষীণ হইয়াছে বা অন্য কারণে দুর্ব্বল হইয়াছে বা যাহাদের হৃদয়স্থ ওজোধাতু ক্ষীণ হইয়াছে বা যাহাদের শুক্র ক্ষীণ হইয়াছে, স্নেহবস্তি তাহাদিগের বলাধান করিয়া থাকে। স্নেহবস্তি গ্রহণ করিলে পাদ, জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ ও কটীর অতিশয় দৃঢ়তা হয়। আর স্ত্রী বা পুরুষ বন্ধ্যত্ব-দোষগ্রস্ত হইলে তাহাদের সন্তান হইয়া থাকে। ১৩। স্নেহ-বস্তির ছয় প্রকার বিঘ্ন আছে। ইহা বায়ু দ্বারা আবদ্ধ হইতে পারে, পিত্ত দ্বারা আবদ্ধ হইতে পারে, কফ দ্বারা আবদ্ধ হইতে পারে, অন্ন দ্বারা আবদ্ধ হইতে পারে, পুরীষ দ্বারা আবদ্ধ হইতে পারে এবং অভুক্ত অবস্থায় গ্রহণ করিলেও বিঘ্ন হইতে পারে। ১৪। যদি বায়ুর প্রকোপ অধিক হয় অথচ স্নেহবস্তি শীতল বা অল্প হয়, তবে উহা প্রত্যাগমন করে না। এইরূপ

দত্তৈস্তৈরাবৃতঃ স্নেহো ন যাত্যতিভবাদপি॥
অভুক্তেনাবৃতত্বাচ্চ যাত্যূর্দ্ধং তস্য লক্ষণম্॥ ১৫
অঙ্গমর্দ্দজ্বরাধ্মানশীতস্তম্ভোরুপীড়নৈঃ।
পার্শ্বরুগ্বেষ্টনৈর্বিদ্যাৎ স্নেহং বাতাবৃতং ভিষক্॥১৬
স্নিগ্ধাম্ললবণোষ্ণৈস্তং রাস্নাপীতদ্রুতৈলিকৈঃ।
সৌবীরকসুরাকোলকুলত্থযবসাধিতৈঃ॥
নিরূহৈর্নির্হরেৎ সম্যক্ সমূত্রৈঃ পঞ্চমূলিকৈঃ॥১৭
তাভ্যামেব চ তৈলাভ্যাং সায়ং ভুক্তেঽনু বাসয়েৎ॥ ১৮
দাহরাগতৃষামোহতমকজ্বরদূষণৈঃ।
বিদ্যাৎ পিত্তাবৃতং স্বাদুতিক্তৈস্তং বস্তিভির্হরেৎ॥ ১৯
তন্দ্রাশীতজ্বরালস্যপ্রসেকারুচিগৌরবৈঃ
সম্মূর্চ্ছাগ্লানিভির্বিদ্যাৎ শ্লেষ্মণা স্নেহমাবৃতম্॥ ২০
কষায়কটুতীক্ষ্ণোষ্ণৈঃ সুরামূত্রোপসাধিতৈঃ।
ফলতৈলযুতৈঃ সাম্লৈর্বস্তিভিস্তং বিনির্হরেৎ॥২১
ছর্দ্দিমূর্চ্ছারুচিগ্লানিজ্বরশূলাঙ্গমর্দ্দনৈঃ।
আমলিঙ্গৈঃ সদাহৈস্তং বিদ্যাদত্যশনাবৃতম্॥২২
কটূনাং লবণানাঞ্চ ক্বাথৈশ্চূর্ণৈশ্চ পাচনম্।
বিরেকো মৃদুরত্রামবিহিতা চ ক্রিয়া হিতা॥ ২৩
বিণ্মূত্রানিলসঙ্গার্ত্তিগুরুত্বাধ্মানহৃদ্গ্রহৈঃ।
স্নেহং বিড়াবৃতং জ্ঞাত্বা স্নেহস্বেদৈঃ সবর্ত্তিভিঃ॥
শ্যামাবিল্বাদিসিদ্ধৈশ্চ নিরূহৈঃ সানুবাসনৈঃ।
নির্হরেদ্বিধিনা সম্যগুদাবর্ত্তহরেণ চ॥ ২৪

পিত্তাধিক্যে অত্যুষ্ণ বস্তি, কফাধিকে মৃদু (তীক্ষ্ণতাহীন) বস্তি, অতিভুক্ত অবস্থায় গুরু বস্তি এবং বিষ্ঠাধিক্যে অল্পবল বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহা প্রত্যাবৃত্ত হয় না। আর অভুক্ত অবস্থায় বস্তি গ্রহণ করিলে উহা ঊর্দ্ধগত হয়। ১৫। যদি স্নেহবস্তি গ্রহণের পর অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, আধ্মান, শীত, স্তম্ভ, উরুর অবসন্নতা এবং পার্শ্বদেশে শূল ও বেষ্টন (বন্ধনবৎ পীড়া), হয়, তবে চিকিৎসক বুঝিবেন যে, স্নেহবস্তি বায়ু দ্বারা আবৃত হইয়াছে। ১৬। বাতাবৃত স্নেহের নিঃসারণার্থ রাস্না সরলকাষ্ঠ ও লোধ্রের কল্ক; সৌবীরক ও সুরা এবং কুল কুলত্থ ও যব এই তিন দ্রব্যের ক্বাথের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ স্নেহ, কাঁজী ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ নিরূহ প্রয়োগ করিবে। অথবা গোমূত্র ও বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথের সহিত নিরূহ প্রয়োগ করিবে। ১৭। অথবা উল্লিখিত দ্বিবিধ দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সন্ধ্যাকালে ভোজনের পর অনুবাসন দিবে। ১৮। স্নেহবস্তি গ্রহণের পর শরীরে দাহ, রক্তিমা, তৃষ্ণা, মোহ, তমক ও জ্বর হইলে বুঝিতে হইবে যে, স্নেহ পিত্তাবৃত হইয়াছে। এরূপ স্থলে স্বাদু তিক্ত নিরূহযোগে স্নেহ নিঃসারিত করিতে হইবে। ১৯। স্নেহবস্তি গ্রহণের পর তন্দ্রা, শীত, জ্বর, আলস্য, প্রসেক, অরুচি, গুরুতা, মূর্চ্ছা ও গ্লানি উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, স্নেহ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হইয়াছে। ২০। এরূপ স্থলে কষায় কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ-দ্রব্য এবং সুরা ও গোমূত্রের সহিত সাধিত নিরূহ মদনফলের কল্ক ও তৈলের সহিত (অথবা মদনফলজাত তৈলের সহিত) মিশ্রিত ও কাঞ্জীক যোগে অম্লীকৃত করিয়া প্রয়োগপূর্ব্বক স্নেহ নিঃসারিত করিবে। ২১। স্নেহবস্তি গ্রহণের পর বমি, মূর্চ্ছা, অরুচি, গ্লানি, জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, আমলিঙ্গ ও দাহ দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, স্নেহ অতিভোজন দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। ২২। এরূপ স্থলে কটু ও লবণ দ্রব্যের ক্বাথ ও চূর্ণ দ্বারা আমদোষের পাক কর্ত্তব্য এবং মৃদু-বিরেচন ও আমনাশক অন্যান্য ক্রিয়া হিতকর। ২৩। স্নেহবস্তি গ্রহণের পর বিষ্ঠা, মূত্র ও বায়ুর বিবন্ধ, বেদনা, গুরুত্ব, আধ্মান ও হৃচ্ছূল উপস্থিত হইলে স্নেহ বিষ্ঠাবৃত হইয়াছে স্থির করিয়া তাহা নিঃসারণ করিবার জন্য স্নেহ স্বেদ ও বর্ত্তি প্রয়োগ করিতে হইবে এবং শ্যামাত্রেউড়ীর মূল ও বিল্বাদি পঞ্চমূলের সহিত সাধিত নিরূহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিতে হইবে। আর উদাবর্ত্তনাশক ক্রিয়া সকলও হিতকর। ২৪

অভুক্তে শূন্যপায়ৌ বা বেগাৎ স্নেহোঽন্তি-
পীড়িতঃ।
ধাবত্যূর্দ্ধং ততঃ কণ্ঠাদূর্দ্ধেভ্যঃ খেভ্য
এত্যপি ॥ ২৫
মূত্রশ্যামাত্রিবৃৎসিদ্ধো যবকোলকুলত্থবান্।
তৎসিদ্ধতৈল ইষ্টোঽত্র নিরূহঃ সানুবাসনঃ ॥ ২৬
কণ্ঠাদাগচ্ছতঃ স্তম্ভকণ্ঠগ্রহবিরেচনৈঃ।
ছর্দ্দিঘ্নীভিঃ ক্রিয়াভিশ্চ তস্য কার্য্যং নিবর্ত্তনম্ ॥২৭
যস্য নোপদ্রবং কুর্য্যাৎ স্নেহবস্তিরনিঃসৃতঃ।
সর্ব্বোঽল্পো বাবৃতো রৌক্ষ্যাদুপেক্ষ্যঃ স
বিজানতা ॥ ২৮
মুক্তস্নেহং দ্রবোষ্ণঞ্চ লঘুপথ্যোপসেবনম্।
ভুক্তবান্মাত্রয়া যোজ্যমনুবাস্য ত্র্যহাৎ ত্র্যহাৎ॥২৯
ধান্যনাগরসিদ্ধং হি তোয়ং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
ব্যুষিতায় নিশাং কল্যমুষ্ণং বা কেবলং জলম্॥৩০
স্নেহাজীর্ণং জরয়তি শ্লেষ্মাণং তদ্ভিনত্তি চ।
মারুতস্যানুলোমঞ্চ কুর্য্যাদুষ্ণোদকং নৃণাম্ ॥
বমনে বা বিরেকে চ নিরূহে সানুবাসনে।
তস্মাদুষ্ণোদকং দেয়ং বাতশ্লেষ্মপ্রশান্তয়ে ॥ ৩১
রুক্ষনিত্যস্য দীপ্তাগ্নের্ব্যায়ামী মারুতাশয়ী।
বঙ্ক্ষণশ্রোণ্যুদাবর্ত্তবাতার্ত্তাশ্চ দিনে দিনে।
এবাঞ্চাশু জরাং স্নেহো যাত্যম্বু সিকতাস্বিব ॥ ৩২
অতোঽন্যেষাং ত্র্যহাৎ প্রায়ঃ স্নেহং পচতি
পাবকঃ ॥ ৩৩
নস্বামং প্রণয়েৎ স্নেহং স হ্যভিষ্যন্দয়েদ্-
গুদম্ ॥ ৩৪
সাবশেষঞ্চ কুর্ব্বীত বায়ুঃ শেষে হি তিষ্ঠতি ॥ ৩৫
ন চৈব গুদকণ্ঠাভ্যাং দদ্যাৎ স্নেহমনন্তরম্।

অভুক্ত অবস্থায় বা শূন্য পায়ুতে স্নেহবস্তি বেগে প্রেরণ করিলে ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত হয় এবং কণ্ঠ হইতে মুখ ও নাসিকা দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। ২৫। এরূপ স্থলে গোমূত্র শ্যামামূল ও অরুণমূল তেউড়ী এবং যব, কুল ও কুলত্থের সহিত সাধিত নিরূহ ও ঐ সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ তৈলের অনুবাসন হিতকর। ২৬। কণ্ঠ হইতে স্নেহ নির্গত হইলে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া স্নেহকে স্তব্ধ করিবে। পরে বিরেচন ও বমিনাশক চিকিৎসা করিয়া উহার নিবর্ত্তন করিবে। ২৭। যাহার স্নেহ রুক্ষতা-বশতঃ নিঃসৃত না হওয়াতে উপদ্রব না হয়, তাহার সেই স্নেহ সমস্ত বা আংশিক হইলে উপেক্ষা করিবে। ২৮। আবৃত স্নেহ মুক্ত হইবার পর রোগীকে মাত্রানুসারে দ্রবোষ্ণ লঘু পথ্য সেবন করাইয়া তিন তিন দিন অন্তর অনুবাসন দিবে। ২৯। সেই ব্যক্তির দানার্দ্র ধনে ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ জল দিবে। অথবা রাত্রে রাত্রে ধনে ও শুঁঠ ভিজাইয়া রাখিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। অথবা কেবল উষ্ণজল পান করিলেও চলিবে। ৩০। উষ্ণজল অজীর্ণ স্নেহ জীর্ণ করে, শ্লেষ্মাকে ভেদ করে, বায়ুর অনুলোমতা সাধন করে। এই জন্য বমন বা বিরেক বা নিরূহ বা অনুবাসনে বাতশ্লেষ্মশান্তির জন্য উষ্ণ জল দিবে। [কিন্তু বমন নিবারণ করিতে হইলে শীতল জল দিতে হয়। আর যে স্থলে বমন-ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বমন করান হয়, সেই স্থলেই উষ্ণ জল দিতে হয়]। ৩১। যেমন বালুকাতে জল পড়িলে শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ সর্ব্বদা রুক্ষসেবী, দীপ্তাগ্নি, ব্যায়ামরত বাতকোষ্ঠ, বঙ্ক্ষণবাতগ্রস্ত, শ্রোণীবাতগ্রস্ত ও উদাবর্ত্তগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের শরীরে স্নেহ দিন দিন প্রয়োগ করিলেও জীর্ণ হইয়া থাকে। ৩২। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তির অগ্নি স্নেহ পাক করিতে প্রায় তিন দিন সময় লইয়া থাকে। ৩৩। বস্তিযোগে অপক্ব স্নেহ কদাপি প্রয়োগ করিতে নাই, কারণ তাহাতে মলদ্বার অভিষ্যন্দিত (কফদোষগ্রস্ত) হয়। এরণ্ড-তৈল প্রয়োগ করিতে হইলেও উহা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া ফেন মারিয়া লইতে হইবে]। ৩৪। আর বস্তিস্থ সমস্ত স্নেহ প্রেরণ করিতে নাই, স্নেহের কিঞ্চিৎ অবশেষ রাখিতে হয়, কারণ শেষ স্নেহের সহিত বায়ু (বাতাস) থাকে। উহা উদরের মধ্যে প্রবেশিত করিলে দোষ হয়। ৩৫। এক সময়েই মল-

উভয়স্মাৎ সমং গচ্ছন্ বায়ুগ্নীন্ দূষয়েৎ সমম্ ॥ ৩৬

স্নেহবস্তিং নিরূহং বা নৈকমেবাতিশীলয়েৎ।
উৎক্লেশাগ্নিবিধৌ স্নেহান্নিরূহাৎ পবনাদ্ভয়ম্ ॥
তস্মান্নিরূঢ়ঃ স্নেহঃ স্যান্নিরূঢ়শ্চানুবাসিতঃ।
স্নেহশোধনযুক্ত্যৈব বস্তিকর্ম্ম ত্রিদোষনুৎ ॥৩৭
কর্ম্মব্যায়ামভারাধ্বযানস্ত্রীকর্ষিতেষু চ।
দুর্ব্বলে বাতভগ্নে চ মাত্রাবস্তিঃ সদা মতঃ ॥ ৩৮
যথেষ্টাহারচেষ্টস্য সর্ব্বকালং নিরত্যয়ঃ ॥ ৩৯
বল্যং সুখোপচর্য্যঞ্চ সুখং সৃষ্টপুরীষকৃৎ।
স্নেহমাত্রাবিধানং হি বৃংহণং বাতরোগনুৎ ॥৪০

তত্র শ্লোকৌ

বাতাদীনাং শমায়োক্তাঃ প্রবরাঃ স্নেহবস্তয়ঃ।
তেষাঞ্চাস্তপ্রযুক্তানাং ব্যাপদঃ সচিকিৎসিতাঃ ॥
প্রাগ্‌ভোজ্যং স্নেহবস্তের্যদ্‌যেষাং যেষাং হিতাশ্চ যে
স্নেহবস্তিবিধিশ্চোক্তো মাত্রাবস্তিবিধিস্তথা ॥৪১

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সিদ্ধিস্থানে স্নেহব্যাপাদিকা সিদ্ধির্নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নেত্রবস্তিব্যাপাদিকা সিদ্ধিঃ।

অথাতো নেত্রবস্তিব্যাপাদিকাং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
অথ নেত্রাণি বস্তীংশ্চ শৃণু বর্জ্জ্যানি কর্ম্মসু

...র ও মুখ দিয়া স্নেহ প্রয়োগ করা উচিত ...হে। কারণ উভয় পথ দিয়া স্নেহ একদা ...মন করিলে বায়ু ও অগ্নিকে দূষিত করে। ...৬। কেবল স্নেহবস্তি বা কেবল নিরূহ একান্ত অভ্যাস করিবে না। কেননা স্নেহ ...উৎক্লেশ ও অগ্নি নাশ হয় এবং নিরূহে ...য়ুর ভয় আছে। এই জন্য যাহাকে নিরূহ ...তে হইবে, তাহাকে প্রথমে স্নিগ্ধ করিতে ...য় এবং নিরূঢ় হইবার পর অনুবাসন দিতে ...। [গঙ্গাধর এইরূপ অর্থ করেন; যাহাকে নিরূহ দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে অনুবাসন-...যোগে স্নিগ্ধ করিতে হয়]। আর এই জন্যই স্নেহবস্তি ও শোধনবস্তির (নিরূহ-বস্তির) ...দা প্রয়োগ করিতে হয়। ৩৭। কর্ম্ম ব্যায়ামভার পথশ্রম যান ও স্ত্রীগমনহেতু ...র্ষিত ব্যক্তিদিগকে এবং দুর্ব্বল ও বাতরুগ্ন ...দিগকে বক্ষ্যমাণ মাত্রাবস্তি দিতে হয়। ...। মাত্রাবস্তি স্নেহের হ্রস্বমাত্রার সমান সূত্রস্থান—১অ—১৩অ—১৪।১৭ প্রকরণ। ...স্নেহ অর্দ্ধ দিবসে জীর্ণ হয় এবং যাহা ...প্রকৃতির প্রতি প্রয়োগ করা যায়, ...স্নেহের হ্রস্বমাত্রা। ইহা রক্তাদি ধাতু-...বলজনক)। মাত্রাবস্তি গ্রহণ ...আহার বিহার করা যায়, তাহাতে ...হয় না। ৩৯। মাত্রানুসারে স্নেহ প্রয়োগ করিলে সেই স্নেহ বল্য, সুখোপচর্য্য ও বাতরোগনাশক হয় এবং তাহাতে পুরীষ সুখে বিসৃষ্ট হইয়া থাকে। ৪০। এই অধ্যায়ের সূচী ;—এই স্নেহব্যাপাদিকা অধ্যায়ে বাতাদি দোষের শান্তির জন্য উৎকৃষ্ট স্নেহ-বস্তি সকল বিবৃত হইয়াছে। আর ইহাতে অযথা-প্রযুক্ত স্নেহবস্তির বিপদ্ ও চিকিৎসা, বস্তিপ্রয়োগের পূর্ব্বে যেরূপ আহার করিতে হয়, যাহারা স্নেহ প্রয়োগের যোগ্য, যাহা-দিগকে তিন দিনের মধ্যে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা উচিত, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহাতে স্নেহবস্তিবিধি ও মাত্রাবস্তিবিধিও উল্লিখিত হইয়াছে। ৪১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা নেত্র-বস্তিব্যাপাদিকা সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিয়াছেন। ১। বস্তির নল বা বস্তির অবস্থা যেরূপ হইলে তাহা পরিত্যাগ করা উচিত

নেত্রস্যাজ্ঞপ্রণীতস্য ব্যাপদঃ সচিকিৎসিতান্ ॥ ২
হ্রস্বং দীর্ঘং তনু স্থূলং জীর্ণং শিথিলবন্ধনম্।
পার্শ্বচ্ছিদ্রং তথা বক্রমষ্টৌ নেত্রাণি বর্জ্জয়েৎ ॥৩
অপ্রাপ্ত্যতিগতিক্ষোভকর্ষণক্ষণনস্রবাঃ।
গুদপীড়া গতির্জিহ্মা তেষাং দোষা যথাক্রমম্ ॥ ৪
মা সলচ্ছিদ্রবিষমস্থূলজালকবাতলাঃ।
ছিন্নঃ ক্লিন্নশ্চ তানষ্টৌ বস্তীন্ কর্ম্মসু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৫
গতিবৈষম্যবিস্রত্বস্রাব্যদৌগ্রাহ্যনিস্রবাঃ।
ফেনিলচ্যুতধার্য্যত্বং বস্তেঃ স্যাদ্ বস্তিদোষতঃ ॥৬

এবং বস্তিনল অজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রণীত হইলে যে সকল বিপদ্ হয় ও সে সকল বিপদের যেরূপ চিকিৎসা করা উচিত, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২। এই অষ্ট প্রকার নল পরিত্যাজ্য। যথা ;—হ্রস্ব, দীর্ঘ, তনু, স্থূল, জীর্ণ, শিথিল-বন্ধন, পার্শ্বচ্ছিদ্র ও বক্র। ৩। বস্তিনল হ্রস্ব হইলে বস্তি যথাস্থানে উপস্থিত হয় না, দীর্ঘ হইলে বস্তি অতিশয় গতি প্রাপ্ত হয়, সূক্ষ্ম হইলে বস্তি পরাভূত হয়, স্থূল হইলে বস্তি মলমার্গের কর্ষণকারক হয়, নল জীর্ণ হইলে মলদ্বারের মধ্যে ভগ্ন বা চূর্ণ হইয়া মলদ্বারে ক্ষত করিতে পারে, শিথিলবন্ধন হইলে বস্তির স্রাব হইতে পারে পার্শ্বচ্ছিদ্র হইলে মলদ্বারের পীড়ন হইতে পারে, এবং বক্র হইলে বস্তির গতি বক্র হইয়া থাকে। ৪। এই অষ্ট প্রকার বস্তিকর্ম্ম পরিত্যাজ্য। যথা ;—মাংসল (কেবল চামড়া না হইয়া তাহার সহিত মাংস থাকিয়া গেলে তাহাকে মাংসল বলা যায়), সচ্ছিদ্র, বিষম (কোন স্থানে উচু ও কোন স্থানে নীচু), স্থূল, জালক (জালিযুক্ত), বাতল (ফাঁপা), ছিন্ন ও ক্লিন্ন। ৫। বস্তিপুটক বিষম হইলে বস্তির গতিবৈষম্য, মাংসল হইলে বিস্রত্ব (দৌর্গন্ধ্য), সচ্ছিদ্র হইলে স্রাব, স্থূল হইলে দুর্গ্রাহ্যত্ব (কষ্টে ধরা যায়) জালযুক্ত হইলে স্রাব, বাতল হইলে বস্তি দ্রব্য ফেনিল, ছিন্ন হইলে চ্যুত এবং ক্লিন্ন হইলে ধার্য্য হয় (অর্থাৎ বস্তি সরে না)। ৬। বস্তি

সবাতাতিক্রুতোৎক্ষিপ্ত-তির্য্যগুৎক্ষিপ্তকম্পিতঃ
অতিমন্দগমন্দাতিবেগদোষাঃ প্রণেতৃতঃ ॥ ৭
অনুচ্ছ্বাস্যানুবদ্ধে বা দত্তে নিঃশেষ এব বা।
প্রবিশ্য কুপিতো বায়ুঃ শূলতোদকরো ভবেৎ।
তত্রাভ্যঙ্গো গুদে স্বেদো বাতঘ্নান্যশনানি চ ॥৮
দ্রুতং প্রণীতে নিষ্কৃষ্টে সহসোৎক্ষিপ্ত এব বা।
স্যাৎ কটীগুদজঙ্ঘার্ত্তিবস্তিস্তম্ভোরুবেদনম্ ॥
ভোজনং তত্র বাতঘ্নং স্নেহঃ স্বেদাঃ সবস্তয়ঃ ॥৯
তির্য্যগ্বদ্ধারবৃতদ্বারে বদ্ধে বাপি ন গচ্ছতি।
নেত্রং তদূর্দ্ধং নিষ্কৃষ্য সংশোধ্য চ পুনর্নয়েৎ ॥১০
পীড্যমানেঽন্তরা মুক্তে গুদে প্রতিহতোঽনিলঃ

প্রযোক্তার দোষে বস্তির এই সকল বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, যথা ;—বস্তি বায়ুর সহিত প্রেরিত হয়, (৪ অঃ ৩৫ শ্লোঃ), অতিক্রুত ও উৎক্ষিপ্ত হয়, তির্য্যক্ভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়, কম্পিত হয়, অতিশয় মন্দগতি, মন্দবেগ ও অতিবেগ হইয়া থাকে। ৭। বস্তি প্রয়োগের পূর্ব্বে বস্তিতে চাপ দিয়া বস্তিস্থ বায়ুর উচ্ছ্বাস (নিঃসরণ) করিতে হয়। তাহা না করিলে অথবা বস্তিশেষে বস্তির মধ্যে বায়ুর অনুবন্ধ থাকিতে সেই অবশিষ্ট বস্তি প্রয়োগ করিলে বায়ু উদরে প্রবিষ্ট হইয়া কুপিত হয় এবং শূল ও তোদ উৎপাদন করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে তৈলাভ্যঙ্গ, মলদ্বারে স্বেদ ও বাতঘ্ন অন্নপান বিধেয়। ৮। বস্তি দ্রুত-প্রণীত বা দ্রুত নিঃসৃত বা সহসা উৎক্ষিপ্ত হইলে কটী, পায়ু ও জঙ্ঘাদেশে বেদনা, বস্তির স্তব্ধতা ও উৎপীড়া, উৎপাদন করে। এরূপ স্থলে বাতঘ্ন ভোজন স্নেহস্বেদ ও অনুবাসনযুক্ত নিরূহ প্রয়োগ করা উচিত। ৯। তির্য্যক্ বন্ধন বশতঃ বস্তিদ্বার আবদ্ধ হইলে বা বস্তিদ্বার অন্য কোন কারণে বদ্ধ হইলে বস্তি গমন করিতে পারে না। তখন পায়ু হইতে বস্তিনল মুক্ত করিয়া সংশোধনপূর্ব্বক পুনঃ প্রয়োগ করিবে। ১০। বস্তি পীড়নপূর্ব্বক বস্তিক্রিয়া সমাপ্ত না হইতেই যদি অন্তরা বস্তি মুক্ত করা যায়, তবে বায়ু পায়ুতে

উরঃশিরোরুজং সাদমূর্ব্বোশ্চ জনয়েদ্বলী ॥ ১১
বস্তিঃ স্যাৎ তত্র বিল্বাদিফলশ্যামাদি
মূত্রবান্ ॥ ১২
স্যাদ্দাহো দবথুঃ শোফঃ কম্পনাভিহতে গুদে॥১৩
কষায়মধুরাঃ শীতাঃ সেকাস্তত্র সবস্তয়ঃ ॥ ১৪
অতিমাত্রপ্রণীতেন নেত্রেণ ক্ষণনাদ্বলেঃ।
স্যাৎ সার্ত্তিদাহনিস্তোদগুদবর্চ্চঃপ্রবর্ত্তনম্ ॥ ১৫
তত্র সর্পিঃ পিচুঃ ক্ষীরং পিচ্ছাবস্তিশ্চ
শস্যতে ॥ ১৬
ন বা বহতি মন্দস্তু বাহস্বাশু নিবর্ত্ততে।
স্নেহস্তত্র পুনঃ সম্যক্ প্রণেয়ঃ সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ১৭
অতিপ্রপীড়িতঃ কোষ্ঠে তিষ্ঠত্যায়াতি বা গলম্।
তত্র বস্তিবিরেকশ্চ গলপীড়াদিকর্ম্ম চ ॥ ১৮

প্রতিহত ও কুপিত হইয়া বক্ষঃশূল শিরঃশূল ও উরুদ্বয়ের অবসাদ উৎপাদন করে। ১১। এরূপ স্থলে বিল্বাদি পঞ্চমূল, মদনফল ও অপামার্গ তণ্ডুলীয়োক্ত ত্রিবৃতাদিগণ এবং গোমূত্রের সহিত নিরূহ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। ১২। বস্তিপ্রয়োগকালে কম্পনবশতঃ পায়ুতে আঘাত লাগিলে দাহ, দবথু, ও শোথ হইয়া থাকে। ১৩। এরূপ স্থলে কষায়, মধুর, শীতল, পরিষেক ও সানুবাসন নিরূহবস্তি হিতকর। ১৪। বস্তিনেত্র অতিমাত্র (অর্থাৎ অতি জোরে) প্রবিষ্ট হইলে গুদবলি ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। তাহাতে অর্ত্তি (বেদনা। গঙ্গাধরপাঠ—ছর্দ্দি), দাহ, নিস্তোদ ও গুদস্থ বিষ্ঠার নিঃসরণ হয়। ১৫। এরূপ স্থলে ঘৃত, পিচু (স্নেহযুক্ত বর্ত্তি), দুগ্ধ ও অতিসারোক্ত পিচ্ছাবস্তি হিতকর। ১৬। বস্তি মন্দবেগে প্রদত্ত হইলে গমন করিতে পারে না, পরন্তু শীঘ্র নিবৃত্ত হয়। এরূপ স্থলে কৃতকার্য্যতা লাভ [illegible] পুনর্ব্বার সম্যক্‌রূপে স্নেহবস্তি [illegible] করিবে। ১৭। বস্তি অতিশয় প্রপী- [illegible] আমাশয়ে গিয়া আটকাইয়া যায়,

তত্র শ্লোকঃ।
নেত্রবস্তিপ্রণেতৄণাং দোষানেতান্ সভেষজান্।
বিদ্বাংস্তত্ত্বেন মতিমান্ বস্তিকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥১৯

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সিদ্ধিস্থানে নেত্রব্যাপাদ্দিকা সিদ্ধির্নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

বমনবিরেচনব্যাপৎসিদ্ধিঃ।

অথাতো বমনবিরেচনব্যাপৎসিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
অথ শোধনয়োঃ সম্যগ্বিধির্মূর্দ্ধানুলোময়োঃ।
অসম্যক্‌কৃতয়োশ্চৈব দোষান্ বক্ষ্যামি
সৌষধান্ ॥ ২
অত্যুষ্ণবর্ষশীতা হি গ্রীষ্মবর্ষাহিমাগমাঃ।
তদন্তরে প্রাবৃড়াদ্যাস্তেষাং সাধারণাস্ত্রয়ঃ ॥ ৩

আবশ্যক। ১৮। এই অধ্যায়ের সূচী;— এই অধ্যায়ে নেত্র ও বস্তির দোষ, বস্তিপ্রযোক্তাদিগের দোষ, বস্তিব্যাপদের চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইল। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক এই সকল বিষয় তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া বস্তিপ্রয়োগ করিবেন। ১৯

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বমন-বিরেচন ব্যাপৎসিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। সম্প্রতি বমন ও বিরেচনের সম্যক্‌বিধি এবং অসম্যক্‌কৃত বমন-বিরেচনের দোষ ও চিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকাল যথাক্রমে অতিশয় উষ্ণ,

প্রাবৃট্ শুচিনভৌ জ্ঞেয়ৌ শরদূর্জ্জসহৌ পুনঃ।
তপস্যশ্চ মধুশ্চৈব বসন্তঃ শোধনং প্রতি।
এতানৃতূন্ বিচিন্ত্যৈব দদ্যাৎ সংশোধনং নৃণাম্॥ ৪
স্বস্থবৃত্তিমভিপ্রেত্য ব্যাধৌ ব্যাধিবশেন তু।
কর্ম্মণাং বমনাদীনামন্তরেষন্তরেষু চ
স্নেহস্বেদৌ প্রযুঞ্জীত স্নেহাদ্যন্তে প্রযোজয়েৎ॥ ৫
বীসর্পপীড়কাশোফকামলাপাণ্ডুরোগিণঃ।
অভিঘাতবিষার্ত্তাংশ্চ নাতিস্নিগ্ধান্ বিরেচয়েৎ॥ ৬
নাতিস্নিগ্ধশরীরায় দদ্যাৎ স্নেহবিরেচনম্।
স্নেহোৎক্লিষ্টশরীরায় রূক্ষং দদ্যাদ্বিরেচনম্॥ ৭
স্নেহস্বেদোপপন্নেন জীর্ণে মাত্রাবদৌষধম্।
একাগ্রমনসা পীতং সম্যগ্যোগায় কল্পতে॥ ৮
স্নিগ্ধাৎ পাত্রাদ্যথা তোয়মযত্নেন প্রণুদ্যতে।
কফাদয়ঃ প্রণুদ্যন্তে স্নিগ্ধাদ্দেহাৎ তথৌষধৈঃ॥ ৯
আর্দ্রং কাষ্ঠং যথা বহ্নির্বিষ্যন্দয়তি সর্ব্বতঃ।
তথা স্নিগ্ধস্য বৈ দোষান্ স্বেদো বিষ্যন্দয়েৎ স্থিরান্॥ ১০
ক্লিষ্টং বাসো যথোৎক্লেশ্য ক্ষারৈঃ সংশোধ্যতেঽম্ভসা
স্নেহস্বেদৈস্তথোৎক্লেশ্য শোধ্যতে ...॥ ১১
অজীর্ণে বর্দ্ধতে গ্লানির্বিবন্ধশ্চৈব জায়তে।
পীতং সংশোধনঞ্চৈব বিপরীতং প্রবর্ত্ততে॥ ১২
অল্পমাত্রং মহাবেগং বহুদোষহরং সুখম্।
লঘুপাকং সুখাস্বাদং প্রীণনং ব্যাধিনাশনম্॥
অবিকারাবিপন্নঞ্চ নাতিগ্লানিকরঞ্চ তৎ।
গন্ধবর্ণরসোপেতং বিদ্যান্মাত্রাবদৌষধম্॥ ১৩
বিধূয় মানসান্ দোষান্ কামক্রোধভয়াদিকান্।
একাগ্রমনসা পীতং সম্যগ্যোগায় কল্পতে॥ ১৪

ও বসন্ত সমশীতোষ্ণবর্ষ। ও। শুচি ও নভ (আষাঢ় ও শ্রাবণ) এই দুই মাস প্রাবৃট্, উর্জ্জা ও সহা (কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ) এই দুই মাস শরৎ এবং তপস্য ও মধু (ফাল্গুন চৈত্র) এই দুইমাস বসন্ত। এই সকল মাসই শোধন-প্রয়োগের সময়। ৪। সুস্থদিগকে এই সকল মাসেই, বিবেচনাপূর্ব্বক, সংশোধন প্রয়োগ করিবে। কিন্তু রোগীদিগকে এই সকল মাসের অন্তরেও (অর্থাৎ গ্রীষ্মাদি-কালেও) সংশোধন দিতে হয়। বমনাদি কর্ম্মের পূর্ব্বে স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিতে হয়; আর স্নেহস্বেদের পর বমনাদি প্রয়োগ করিতে হয়। ৫। বিসর্প, পীড়কা শোথ, কামলা পাণ্ডুরোগ, আঘাত ও বিষরোগে রোগীকে অল্প স্নিগ্ধ করিয়াই বিরেচন (বমন ও বিরেচন) করাইবে। ৬। অতিস্নিগ্ধ ব্যক্তিকে স্নেহ-বিরেচন দিতে নাই। পরন্তু স্নেহোৎক্লিষ্ট ব্যক্তিকে রূক্ষ বিরেচন দেওয়াই উচিত। ৭। পূর্ব্বদিনের আহার জীর্ণ হইলে রোগী স্নেহস্বেদ-সম্পন্ন হইয়া একাগ্রমনে বমন বা বিরেচন ঔষধ পান করিলে বমন বা বিরেচনের সম্যক্ যোগ হয়। ৮। যেমন স্নিগ্ধ পাত্র হইতে অনায়াসেই জল নিষ্ক্রান্ত হয়, সেইরূপ ঔষধ দ্বারা স্নিগ্ধদেহ হইতে কফাদি শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হয়। ৯। যেমন অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠকে সর্ব্বদা বিষ্যন্দিত করে (আর্দ্র কাষ্ঠের জল গালিত করে), সেইরূপ স্বেদ স্নিগ্ধ শরীরের স্থিরীভূত দোষ সকল গালিত করিয়া থাকে। ১০। যেমন বসনের মল ক্ষারাদি মলিন দ্রব্য দ্বারাই উৎক্লিষ্ট করিয়া জল দ্বারা শোধন করিতে হয়, সেইরূপ স্নেহস্বেদ-যোগে শরীরের মল উৎক্লিষ্ট করিয়া বমনাদি শোধন দ্বারা শুদ্ধ করিতে হয়। ১১। পূর্ব্ব আহার জীর্ণ না হইতে বমন বা বিরেচন ঔষধ পান করিলে গ্লানি বর্দ্ধিত হয় এবং বিবন্ধ হইয়া থাকে। আর বমন-বিরেচনের বিপরীত গতি হইতে পারে (২৭ প্রকরণ)। ১২। যে ঔষধ অল্পমাত্র হইলেও মহাবেগ, বহুদোষহর হইলেও সুখকর, লঘুপাকী অথচ সুখাস্বাদ, প্রীতিকর অথচ ব্যাধিনাশক, অবিকার ও অব্যাপন্ন, অনতিগ্লানিকর এবং গন্ধ-বর্ণ-রসযুক্ত, সেই ঔষধকে মাত্রাবৎ ঔষধ বলে। ১৩। ঔষধ গ্রহণের সময় কাম ক্রোধ ভয় প্রভৃতি মানস-

নরঃ শ্বো বমনং পাতা ভুঞ্জীত কফবর্দ্ধনম্।
সুজরং দ্রবভূয়িষ্ঠং লঘুশীতং বিরেচনম্॥
উৎক্লিষ্টাল্পকফত্বেন ক্ষিপ্রং দোষাঃ স্রবন্তি হি॥১৫
পীতৌষধস্য তু ভিষক্ শুদ্ধিলিঙ্গানি লক্ষয়েৎ
ঊর্দ্ধং কফানুগে পিত্তে বিট্‌পিত্তেঽনুকফে
ত্বধঃ॥ ১৬
হৃতদোষং বদেৎ কার্শ্যদৌর্ব্বল্যং চেৎ
সলাঘবম্।
বাময়েৎ [illegible]ততঃ শেষমৌষধং ন ত্বলাঘবে॥
স্তৈমিত্যে[illegible]নিলসঙ্গে চ নিরুদ্গারেঽপি
বাময়েৎ।
আ লাঘবাদপুত্থাচ্চ কফস্থাপৎ পরং ভবেৎ॥

বমিতে বর্দ্ধতে বহ্নিঃ শমং দোষা ব্রজন্তি হি
বমিতং লঙ্ঘয়েৎ সম্যগ্ জীর্ণলিঙ্গান্যলক্ষয়ন্॥
তানি দৃষ্ট্বা তু পেয়াদিক্রমং কুর্য্যান্ন লঙ্ঘনম্॥১৭
সংশোধনাভ্যাং শুদ্ধস্য হৃতদোষস্য দেহিনঃ।
যাত্যগ্নির্মন্দতাং তস্মাৎ ক্রমং পেয়াদিমাচরেৎ॥১৮
কফপিত্তে বিশুদ্ধেঽল্পং মদ্যপে বাতপৈত্তিকে।
তর্পণাদিক্রমং কুর্য্যাৎ পেয়াভিষ্যন্দয়েদ্ধিতান্॥১৯
অনুলোমোঽনিলঃ স্বাস্থ্যং ক্ষুত্তৃড়ূর্জ্জোমনস্বিতা
লঘুত্বমিন্দ্রিয়োদ্গারশুদ্ধির্জীর্ণে ৎষধাকৃতিঃ॥ ২০
ক্লমো দাহোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ ভ্রমমূর্চ্ছাশিরোরুজা।
অরতির্বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ॥ ২১
অকালেঽল্পাতিমাত্রঞ্চ পুরাণং ন চ ভাবিতম্।
অসম্যক্ সংস্কৃতঞ্চৈব ব্যাপদ্যেতৌষধং ধ্রুবম্

দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রমনে ঔষধ পান করিলে ঔষধের সম্যক্ যোগ হয়। ১৪। কল্য যাহাকে বমন দিতে হইবে, অদ্য তাহাকে কফবর্দ্ধন আহার দিবে। আর কল্য যাহাকে বিরেচন দিবে, অদ্য তাহাকে সুজর দ্রববহুল ও লঘু শীতল আহার দিবে। এইরূপে আহার দিলে যথাক্রমে কফের উৎ-ক্লেশ ও অল্পতা হওয়াতে শীঘ্র দোষ সকল নির্গত হয়। ১৫। ঔষধ পানের পর বৈদ্য রোগীর শুদ্ধিলক্ষণ এইরূপে পরীক্ষা করিবেন। বমন দিবার পর যদি প্রথমে কফ উদ্গীর্ণ হইয়া পরে পিত্ত উদ্গীর্ণ হয়, তবে বমন দ্বারা শুদ্ধি হইয়াছে জানিবেন। আর বিরেচন দিবার পর যদি প্রথমে বিষ্ঠা ও পিত্ত নিঃসৃত হইয়া পরে কফ নিঃসৃত হয়,তবে বিরেচন দ্বারা বিশুদ্ধি হইয়াছে জানিবেন। ১৬। যদি বমন দ্বারা রোগীর কার্শ্য, দৌর্ব্বল্য অথচ লঘুতা হয়, তবে আর বমন করাইবার প্রয়োজন নাই, তখন আমাশয়স্থ অবশিষ্ট বমনঔষধ বমন দ্বারা নিষ্ক্রান্ত করাইয়া দিবে। কিন্তু যতক্ষণ রোগীর শরীরের লঘুতা না হয়, ততক্ষণ বমন-ঔষধ নির্গত করিবে না। যতক্ষণ স্তৈমিত্য থাকে এবং বায়ু বদ্ধ থাকে ও উদ্গার না উঠে, ততক্ষণ বমন করাইবে। যতক্ষণ [illegible] না হয় এবং [illegible]

ততক্ষণ আপদ্ ঘটিতে পারে। বমিত হই-বার পর অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তখন দোষ সকল উপশম প্রাপ্ত হয়। যদি বমিত ব্যক্তির কফের জীর্ণ-লক্ষণ না দেখা যায়, তবে তাহার অবশিষ্ট দোষ বিপাকার্থ উপবাস করাইবে। কফের পরিপাক-লক্ষণ দৃষ্ট হইলে পর উপ-বাস না করাইয়া পেয়াদি ক্রম পালন করা-ইবে। ১৭। বমন ও বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ ও হৃতদোষ হইলে মানুষের অগ্নি মন্দতা প্রাপ্ত হয়, এই জন্য তৎকালে পেয়াদি ক্রম পালন করিতে হয়। ১৮। মদ্যপায়ী ও বাতপৈত্তিক ব্যক্তিদিগের বমন ও বিরেচন দ্বারা কফ ও পিত্ত বিশুদ্ধ হইলে উহাদিগকে পেয়াদি ক্রম ব্যবস্থা না করিয়া অল্প মাত্রায় তর্পণাদি ক্রম ব্যবস্থা করিবে। কারণ পেয়া উহাদিগকে অভিষ্যন্দিত করে। ১৯। বায়ুর অনুলোমতা স্বাস্থ্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উর্জ্জা, মনস্বিতা, ইন্দ্রিয়-দিগের লঘুতা ও উদ্গারশুদ্ধি এইগুলি জীর্ণ ঔষধের লক্ষণ। ২০। ক্লান্তি, দাহ, অঙ্গমর্দ্দ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরঃশূল, অস্থিরতা ও বলহানি এই গুলি জীর্ণাবশেষ ঔষধের লক্ষণ। ২১। ঔষধ অকালে পান করিলে কিংবা অল্পমাত্রায় বা [illegible]

আধ্মানং পরিকর্ত্তিশ্চ স্রাবো হৃদ্গাত্রয়োর্গ্রহঃ।
জীবাদানং সবিভ্রংশঃ স্তম্ভঃ সোপদ্রবঃ ক্লমঃ।
অযোগাদতিযোগাচ্চ দশৈতা ব্যাপদো
মতাঃ॥ ২৩
প্রেষ্যভৈষজ্যবৈদ্যানাং বৈগুণ্যাদাতুরস্য চ।
শ্লেষ্মোৎক্লিষ্টেন দুর্গন্ধামহৃদ্যামতিবাধ্যতে॥ ২৪
যোগঃ সম্যক্প্রবৃত্তিঃ স্যাদতিযোগোহতি-
বর্ত্তনম্।
অযোগঃ প্রাতিলোম্যেন ন চাল্পং বা
প্রবর্ত্তনম্॥ ২৫
শ্লেষ্মোৎক্লিষ্টেন দুর্গন্ধমহৃদ্যং নাতি বা বহু।
বিরেচনমজীর্ণে চ পীতমূর্দ্ধং প্রবর্ত্ততে॥ ২৬
ক্ষুধার্ত্তমৃদুকোষ্ঠাভ্যাং স্বল্পোৎক্লিষ্টকফেন বা।
তীক্ষ্ণং পীতং স্থিতং ক্ষুব্ধং বমনং স্যাদ্বিরেচনম্ ২৭

প্রাতিলোম্যেন দোষাণাং হরণাৎ তে
হৃত্কৃৎস্নশঃ।
অযোগসংজ্ঞে কৃচ্ছ্রেণ যদাগচ্ছতি চাল্পশঃ॥ ২৮
পীতৌষধো ন শুদ্ধশ্চেজ্জীর্ণে তস্মিন্ পুনঃ
পিবেৎ।
ঔষধং ন তু জীর্ণেহস্মিন্ ভয়ং স্যাদতিযোগতঃ॥ ২৯
কোষ্ঠস্য গুরুতাং জ্ঞাত্বা লঘুত্বং বলমেব চ।
অযোগে মৃদু বা দদ্যাদৌষধং তীক্ষ্ণমেব বা॥ ৩০
বমনং ন তু দুশ্ছর্দ্দিং দুষ্কোষ্ঠং ন বিরেচনম্।
পায়য়েত্তৌষধং ভূয়ো হন্যাৎ পীতং পুনর্হি তৌ॥ ৩১
অস্নিগ্ধাস্বিন্নদেহস্য রূক্ষস্যানবমৌষধম্।
দোষানুৎক্লিশ্য নির্হর্তুমশক্তং জনয়েদ্গদান্॥
বিভ্রংশং শ্বয়থুং হিক্কাং তমসো দর্শনং ভৃশম্।

পুরাণ বা অভাবিত (অসম্যক্রূপে শুষ্ক) বা অসম্যক্রূপে সংস্কৃত হইলে তাহাতে নিশ্চয়ই বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ২২। ঔষধের অযোগ বা অতিযোগ হইলে আধ্মান, পরিকর্ত্তিকা (পেটকামড়ানী), লালাবিস্রাব, হৃচ্ছূল, অঙ্গ-বেদনা, জীবাদান (জীবনীশক্তির ক্ষয়), বিভ্রংশ, স্তম্ভ, উপদ্রব ও ক্লান্তি এই দশটী ব্যাপৎ ঘটিয়া থাকে। ২৩। পরিচারক ঔষধ বৈদ্য ও রোগীর বৈগুণ্য বশতঃ শুদ্ধ দোষও উৎক্লিষ্ট হইয়া দৌর্গন্ধ্য ও অহৃদ্যতা ঘটায় এবং কষ্টদায়ক হয়। ২৪। ঔষধের যোগ হইলে দোষের সম্যক্ নিঃসরণ হয়, অতিযোগ হইলে অতিশয় নিঃসরণ হয়। অযোগ হইলে দোষের প্রতিলোমতা বশতঃ একবারেই দোষের নিঃসরণ হয় না, না হয় অল্পই নিঃসরণ হয়। ২৫। অজীর্ণে বিরেচন পান করিলে উহা ঊর্দ্ধদিক্ দিয়া নিঃসৃত হয়। আর শ্লেষ্মার উৎক্লেশ হওয়াতে অল্প বা বহু পরিমাণে দৌর্গন্ধ্য ও অহৃদ্যতা ঘটে। ২৬। যাহারা ক্ষুধার্ত্ত ও মৃদু-কোষ্ঠ অথবা যাহাদের কফ যথেষ্টরূপ উৎক্লিষ্ট হয় নাই, তাহারা তীক্ষ্ণ বমন-ঔষধ পান

বিরেচনরূপে পরিণত হয়। ২৭। ঐরূপে বমন-ঔষধ দ্বারা প্রতিলোম ভাবে দোষদিগের হরণ হওয়াতে যদিও রোগীর কষ্টবোধ না হউক, তথাপি সে স্থলে বমনের অযোগ্য সংজ্ঞাই ঘটিয়া থাকে। কেননা সে স্থলে দোষ কষ্টে নির্গত বা অল্পই নির্গত হয়। ২৮। শোধন-ঔষধ পান করিয়া রোগী শুদ্ধ না হইলে তাহার সেই ঔষধ জীর্ণ হইবার পর পুনর্ব্বার তাহা পান করা উচিত। কিন্তু যদি সে ঔষধ জীর্ণ না হইলে তাহা পুনর্ব্বার পান করা যায়, তবে অপর ভয় এই যে, ঔষধের অতিযোগ হইতে পারে। ২৯। শোধন-ঔষধের অযোগ হইলে কোষ্ঠের গুরুতা, লঘুতা বা বল বিবে-চনা করিয়া পুনর্ব্বার মৃদু বা তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ৩০। যাহার কষ্টে বমি হয়, তাহাকে বমন দিবে না; আর যে ব্যক্তি কঠিন কোষ্ঠ তাহাকে বিরেচন দিবে না। কারণ উহাদিগকে বমন বা বিরেচন দিলে উহাদের প্রাণহানি হইতে পারে। ৩১। অস্নিগ্ধ অস্বিন্ন ও স্বভাবতঃ রূক্ষ ব্যক্তিকে নির্বীর্য পুরাণ ঔষধ প্রয়োগ করিলে সেই ঔষধ তাহার দোষ সকল উৎক্লিষ্ট করে, কিন্তু

পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং কণ্ডূরূর্ব্বোঃ সাদং বিবর্ণতাম্॥৩২
স্নিগ্ধস্বিন্নস্য চাত্যল্পং দীপ্তাগ্নের্জীর্ণমৌষধম্
শীতৈর্বা স্তম্ভমামৈর্বা দোষানুৎক্লিশ্য নাহরেৎ।
তানেব জনয়েদ্রোগান্ ন যোগঃ সর্ব্ব এব সঃ॥৩৩
বিজ্ঞায় মতিমাংস্তত্র যথোক্তাং কারয়েৎ
ক্রিয়াম্। ৩৪
তং তৈললবণাভ্যক্তং স্বিন্নং প্রস্তরসঙ্করৈঃ।
পায়য়েত পুনর্জীর্ণে সমূত্রৈর্বা নিরূহয়েৎ॥
নিরূঢ়ঞ্চ রসৈর্ধ ন্বৈর্ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ।
ফলমাগধিকাদারুসিদ্ধতৈলেন মাত্রয়া॥
স্নিগ্ধং বাতহরৈঃ স্নেহৈঃ পুনস্তীক্ষ্ণেন
শোধয়েৎ॥ ৩৫

অতিতীক্ষ্ণং ক্ষুধার্ত্তস্য মৃদুকোষ্ঠস্য ভেষজম্।
হৃত্বাশু বিট্‌পিত্তকফান্ ধাতূন্ বিস্রাবয়েদ্দ্রবান্
বলস্বরক্ষয়ং দাহং কণ্ঠশোষং ক্লমং তৃষাম্।
কুর্য্যাচ্চ মধুরৈস্তত্র শেষমৌষধমুল্লিখেৎ॥ ৩৬
বমনে তু বিরেকঃ স্যাদ্বিরেকে বমনং মৃদু।
পরিষেকাবগাহাদ্যৈঃ সুশীতৈঃ স্তম্ভয়েচ্চ তম্॥
কষায়মধুরৈঃ শীতৈরন্নপানৌষধৈস্তথা।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নৈর্দাহজ্বরহরৈরপি॥ ৩৭
অঞ্জনং চন্দনোশীরমজ্জাসৃক্‌শর্করোদকম্
লাজচূর্ণৈঃ পিবেন্মন্থমতিযোগহরং পরম্॥ ৩৮
শুঙ্গাভির্বা বটাদীনাং সিদ্ধাং পেয়াং সমাক্ষিকাম্
বর্চ্চঃসাংগ্রাহিকৈঃ সিদ্ধং ক্ষীরং ভোজ্যঞ্চ
দাপয়েৎ॥ ৩৯

করিয়া থাকে, যথা;—বিভ্রংশ, শোথ, হিক্কা অতিশয় অন্ধকার-দর্শন, পিণ্ডিকাদ্বয়ের উদ্বেষ্টন, কণ্ডু, উরুদ্বয়ের অবসাদ ও বিবর্ণতা। ৩২। রোগী স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন হইলেও যদি তাহার ঔষধের মাত্রা অল্প হয়, কিংবা দীপ্তাগ্নিতা বশতঃ যদি ঔষধ জীর্ণ হয় অথবা যদি শীতোপচার বা আম দ্বারা ঔষধ স্তব্ধ হয়, তবে সেই ঔষধ দোষদিগকে উৎক্লিষ্ট করে অথচ নিঃসারিত করিতে পারে না এবং উপরিলিখিত রোগ সকল উৎপাদন করে। ইহাকেও ঔষধের সর্ব্বথা অযোগ বলা যায়। ৩৩। ঔষধের ঐরূপ অযোগ হইলে বুদ্ধিমান্ ভিষক্ নিম্নলিখিত চিকিৎসা করিবেন। ৩৪। ঐরূপ ব্যক্তিকে লবণ-মিশ্রিত তৈল যোগে অভ্যক্ত এবং প্রস্তরস্বেদ ও সঙ্করস্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া, পূর্ব্ব ঔষধ বা আহার জীর্ণ হইবার পর, গোমূত্রযুক্ত নিরূহ প্রদান করিবে। নিরূহের পর উহাকে ধন্বমাংসরসের সহিত আহার করাইয়া অনুবাসন দিবে। অনুবাসনের তৈল মাত্রানুযায়ী মদনফল, পিপুল ও কন্দ ও কাথের সহিত পাক করা ...ই তৈল স্নেহনাশক ও আম-

প্রদান করিবে। ৩৫। ক্ষুধার্ত্ত মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে অতি তীক্ষ্ণ শোধন প্রয়োগ করিবে, সেই ঔষধ প্রথমে তাহার বিষ্ঠা শ্লেষ্মা ও কফ হরণ করে, পরে ধাতুদিগকে দ্রবীভূত করিয়া স্রাবিত করিতে থাকে। তাহাতে উহার বল ও স্বরের ক্ষয়, দাহ, কণ্ঠশোষ, ক্লান্তি ও তৃষ্ণা হয়। এরূপস্থলে জীবনীয়াদি মধুরৌষধ-মিশ্রিত বমন দ্বারা উহার জীর্ণাবশিষ্ট ঔষধ বমন করাইয়া ফেলিবে। ৩৬। বমনের অতিযোগ হইলে বিরেচন ও বিরেচনের অতিযোগ হইলে মৃদু বমন দিবে। পরে শীতল পরিষেক ও অবগাহনাদি দ্বারা স্তম্ভন করিবে। যে সকল অন্নপান কষায়, মধুর ও শীতল এবং যে সকল ঔষধ রক্তপিত্ত, পিত্তাতিসার ও দাহজ্বর নিবারণ করে, সেই সকল অন্নপান ও ঔষধ এরূপ স্থলে স্তম্ভন হয়। ৩৭। রসাঞ্জন, রক্তচন্দন ও বেণার মূল পেষণ করিয়া ছাগলের রক্ত ও চিনির জলের সহিত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ লাজচূর্ণের সহিত গুলিয়া পান করিলে বিরেচনের অতিযোগ নষ্ট হয়। ৩৮। বটাদি বৃক্ষের শুঙ্গা (মুকুল) পেষণ ... [illegible]

জাঙ্গলৈর্বা রসৈর্ভোজ্যং পিচ্ছাবস্তিশ্চ শস্যতে।
মধুরৈরনুবাস্যশ্চ সিদ্ধেন ক্ষীরসর্পিষা ॥ ৪০
বমনস্যাতিযোগে তু শীতাম্বুপরিষেচিতম্।
পিবেৎ ফলরসৈর্লেহং সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্ ॥ ৪১
সোদ্গারায়াং ভৃশং বম্যাং মূর্চ্ছায়াং ধাত্রী-
মুস্তয়োঃ।
সমধুকাঞ্জনং চূর্ণং লেহয়েন্মধুসংযুতম্ ॥ ৪২
বমতোঽন্তঃপ্রবিষ্টায়াং জিহ্বায়াং কবলগ্রহাঃ।
স্নিগ্ধাম্ললবণৈর্হৃদ্যৈর্যূষক্ষীররসৈর্হিতাঃ ॥
ফলান্যম্লানি খাদেয়ুস্তস্য চান্যেঽগ্রতো নরাঃ ॥৪৩
নিঃসৃতান্তু তিলদ্রাক্ষাকল্কলিপ্তাং প্রবেশয়েৎ॥৪৪
বাগ্গ্রহানিলরোগেষু ঘৃতমাংসোপসাধিতাম্
যবাগূং তনুকাং দদ্যাৎ স্নেহস্বেদৌ চ
বুদ্ধিমান্ ॥ ৪৫
বমিতশ্চ বিরিক্তশ্চ মন্দাগ্নিশ্চ বিলঙ্ঘিতঃ।
অগ্নিপ্রাণবিবৃদ্ধ্যর্থং ক্রমং পেয়াদিকং ভজেৎ ॥৪৬
বহুদোষস্য রূক্ষস্য হীনাগ্নেরল্পমৌষধম্।
সোদাবর্ত্তস্য চোৎক্লিশ্য দোষান্মার্গান্ নিরুধ্য চ ।
ভৃশমাধ্মাপয়েন্নাভিং পৃষ্ঠপার্শ্বশিরোরুজাম্।
শ্বাসবিণ্মূত্রবাতানাং সঙ্গং কুর্য্যাচ্চ দারুণম্ ॥৪৭
অভ্যঙ্গং স্বেদবর্ত্ত্যাদি সনিরূহানুবাসনম্।
উদাবর্ত্তহরং সর্ব্বং কর্ম্মাধ্মাতস্য শস্যতে ॥ ৪৮
স্নিগ্ধেন গুরুকোষ্ঠেন সামে বলবদৌষধম্।
ক্ষামেণ মৃদুকোষ্ঠেন শ্রান্তেনাল্পবলেন বা ॥
পীতং গত্বা গুদং সামমাশু দোষং নিরস্য চ।
তীব্রশূলাং সপিচ্ছাস্রাং করোতি পরিকর্ত্তিকাম্॥৪৯

সিদ্ধ করিয়া পান করিলে বিরেচনের অতিযোগ দূর হয়। ৩৯। বিরেচনের অতিযোগ হইলে জাঙ্গল রসের সহিত ভোজন ও অতিসারোক্ত (অতিসার ৫৪) পিচ্ছাবস্তি প্রদান করিবে। আর জীবনীয়াদি মধুরৌষধ সিদ্ধ দুগ্ধোত্থ ঘৃত দ্বারা অনুবাসন দিবে। ৪০। বমনের অতি-যোগ হইলে রোগীর মুখে ও আমাশয়ের উপর শীতল জল দিবে এবং নিম্বুক প্রভৃতি ফলরসের সহিত লাজশক্তু প্রভৃতি গুলিয়া ঘৃত মধু ও শর্করা যোগে পান করিতে দিবে। ৪১। উদ্গারের সহিত অতিশয় বমি ও মূর্চ্ছার ভাব থাকিলে ধনে, মুতা, যষ্টিমধু এবং রসাঞ্জনের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। [এ স্থলে উদ্গার—বায়ুর, বমি—কফের এবং মূর্চ্ছা—পিত্তের লক্ষণ। অতএব এই যোগটী ত্রিদোষ-জন্য বমিনাশক]। ৪২। বমন করিতে করিতে জিহ্বা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে স্নিগ্ধ অম্ল লবণ ও হৃদ্য যূষ বা দুগ্ধ বা মাংসরসের কবল গ্রহণ করা আবশ্যক। আর এরূপ স্থলে অম্লদাড়িম ও নিম্বুক প্রভৃতির রস পান করা উচিত। অথবা রোগীর সম্মুখে অপর লোকের ঐরূপ ফল ভক্ষণ করা উচিত। ৪৩। বমন করিতে করিতে জিহ্বা নিঃসৃত হইলে রোগীর জিহ্বায় তিল ও দ্রাক্ষার কল্ক লেপন করিবে। ৪৪।

বমন করিতে করিতে বাগ্রোধ ও বায়ু-প্রকোপ হইলে ঘৃত ও মাংসরসের সহিত সিদ্ধ পাতলা যবাগূ ও স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিবে। ৪৫। বমিত, বিরিক্ত মন্দাগ্নি ও উপবাসীদিগের অগ্নির বল বৃদ্ধি করিবার জন্য উহাদিগকে পেয়াদি ক্রম পালন করাইবে। ৪৬। বহুদোষ, রূক্ষ ও হীনাগ্নি ব্যক্তিকে অথবা উদাবর্ত্তরোগীকে অল্প মাত্রায় বিরেচন ঔষধ দিলে উহা দোষদিগকে উৎক্লিষ্ট করে এবং সেই সকল উৎক্লিষ্ট দোষ দ্বারা উহার মার্গরোধ হওয়াতে নাভি দেশে অত্যন্ত আধ্মান উপস্থিত করে। আর পৃষ্ঠ পার্শ্ব ও মস্তকের শূল এবং বিষ্ঠা মূত্র ও বায়ুর দারুণ বিবন্ধ উৎপাদন করিয়া থাকে। ৪৭। এইরূপ আধ্মান উপস্থিত হইলে অভ্যঙ্গ, স্বেদ, বর্ত্তি প্রভৃতি নিরূহ ও অনুবাসন এবং উদাবর্ত্তো-চিত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম প্রয়োগ করিতে হয়। ৪৮। স্নিগ্ধ ব্যক্তি কিংবা গুরুকোষ্ঠ ব্যক্তি কিংবা আমদোষে বলবৎ শোধন ঔষধ সেবন করিলে অথবা ক্ষীণ, মৃদুকোষ্ঠ, শ্রান্ত ও অল্প-বল ব্যক্তি ঐরূপ ঔষধ পান করিলে উহা আমদোষ আশু নিষ্কৃত করিয়া গুদস্থানে গমন করে এবং তীব্র শূলযুক্ত, পিচ্ছাযুক্ত ও রক্ত-

লঙ্ঘনং পাচনং সামে রুক্ষোষ্ণং লঘুভোজনম্।
বৃংহণীয়ো বিধিঃ সর্ব্বঃ ক্ষামস্য মধুরস্তথা॥ ৫০
আমাজীর্ণে তু বদ্ধশ্চেৎ ক্ষারান্নং লবণসাত্তে।
পুষ্পকাসীসমিশ্রং বা ক্ষারেণ লবণেন চ॥
সদাড়িমরসং সর্পিঃ পিবেদ্বাতেঽধিকে সতি॥৫১
দধ্যন্নং ভোজনে পানে সংযুক্তং দাড়িমত্বচা।
দেবদারুতিলানাং বা কল্কমুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ॥
অশ্বত্থোদুম্বরপ্লক্ষ-কদম্বৈর্বা শৃতং পয়ঃ॥ ৫২
কষায়মধুরং বস্তিং পিচ্ছাবস্তিমথাপি বা।
যষ্টীমধুকসিদ্ধং বা স্নেহবস্তিং প্রদাপয়েৎ॥ ৫৩
অল্পন্তু বহুদোষস্য দোষমুৎক্লিশ্য ভেষজম্।
অল্পাল্পং স্রাবয়েৎ কণ্ডুং শোফকুষ্ঠানি গৌরবম্
কুর্য্যাচ্চাগ্নিবধোৎক্লেশস্তৈমিত্যারুচিপাণ্ডুতা।
পরিস্রাবঞ্চ তং দোষং শময়েদ্বাময়েদপি॥ ৫৪
স্নেহিতং বা পুনস্তীক্ষ্ণং পায়য়েচ্চ বিরেচনম্।
শুদ্ধে চূর্ণাসবারিষ্টান্ সংস্কৃতাংশ্চ প্রদাপয়েৎ॥ ৫৫
পীতৌষধস্য বেগানাং নিগ্রহাদ্মারুতাদয়ঃ।
কুপিতা হৃদয়ং গত্বা ঘোরং কুর্ব্বন্তি হৃদ্গ্রহম্॥
সহিক্কাশ্বাসপার্শ্বার্ত্তিদৈন্যলালাক্ষিবিভ্রমৈঃ।
জিহ্বাং খাদতি নিঃসংজ্ঞো দন্তান্ কিটি-কিটাপয়ন্॥
ন গচ্ছেদ্বিভ্রমং তত্র বাময়েদাশু তং ভিষক্।
মধুরৈঃ পিত্তমূর্চ্ছার্ত্তং কটুভিঃ কফমূর্চ্ছিতম্॥
পাচনীয়ৈস্ততশ্চাস্য দোষশেষং বিপাচয়েৎ।
কায়াগ্নিঞ্চ বলঞ্চাস্য ক্রমেণাভিবিবর্দ্ধয়েৎ॥ ৫৬
পবনেনাতিবমতো হৃদয়ং যস্য পীড্যতে।

যুক্ত পরিকর্ত্তিকা (পেটকামড়ানী) উপস্থিত করিয়া থাকে। ৪৯। এইরূপ আমদোষে লঙ্ঘন, পাচন ও তৎপরে রুক্ষোষ্ণ লঘু ভোজন হিতকর। আর ক্ষীণ ব্যক্তির ঐরূপ ব্যাপদে সর্ব্বপ্রকার বৃংহণীয় বিধি ও জীবনীয় ঔষধ প্রশস্ত। ৫০। আমাজীর্ণ বশতঃ বিবন্ধ হইলে ক্ষার অন্ন ও লঘু ভোজন প্রশস্ত। আর বায়ুর আধিক্য হইলে পুষ্পকাসীস-মিশ্রিত, ক্ষারলবণযুক্ত ও দাড়িমরস-সমন্বিত ঘৃত পান করা আবশ্যক। ৫১। ঐরূপ বায়ুর আধিক্য থাকিলে ভোজন ও পানে দাড়িম-ফলের ত্বকের সহিত অম্লদধি ব্যবহার করিবে। অথবা দেবদারু ও তিলের কল্ক উষ্ণাম্বু সহকারে পান করিবে। অথবা অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও কদম্ব ত্বকের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। ৫২। অথবা কষায়মধুর দ্রব্যের বস্তি অথবা অতি-সারোক্ত পিচ্ছাবস্তি অথবা যষ্টিমধু-সিদ্ধ স্নেহ-বস্তি প্রয়োগ করিবে। ৫৩। বহুদোষ ব্যক্তিকে অল্প বিরেচন দিলে সেই ঔষধ উহার দোষকে উৎক্লিষ্ট করিয়া অল্প অল্প স্রাব করাইয়া থাকে। তাহাতে কণ্ডু, শোথ, কুষ্ঠ ও গুরুতা হয়। আর অগ্নিনাশ, উৎক্লেশ, স্তৈমিত্য, অরুচি, পাণ্ডুতা ও পরিণামে পরিস্রাব (৭ম অধ্যায় ৩৭প্রঃ) পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে শমন-ঔষধ দ্বারা দোষ প্রশমিত করিবে। তাহাতেও দোষের শান্তি না হইলে বমন দেওয়া আবশ্যক। ৫৪। তাহাতেও দোষের শান্তি না হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া পূনর্ব্বার তীক্ষ্ণ বিরেচন দিবে। পরে রোগী শুদ্ধ হইলে পর তাহাকে চূর্ণ, আসব ও অরিষ্ট এবং সংস্কৃত যূষাদি দিবে। ৫৫। যদি রোগী শোধন-ঔষধ সেবন করিয়া বেগধারণ করে, তবে তাহার বাত পিত্ত কফ কুপিত হইয়া হৃদয়ে গমনপূর্ব্বক ঘোরতর হৃদ্গ্রহ উপস্থিত করিয়া থাকে। তখন সে ব্যক্তির হিক্কা, শ্বাস, পার্শ্বশূল, দৈন্য, লালা, দৃষ্টিবিভ্রম, জিহ্বাদংশন এবং দন্ত-কিড়িমিড়ি হইতে থাকে। এরূপ স্থলে ভিষক্ বিচলিত না হইয়া উহাকে আশু বমন করাইবে। যদি উহার মূর্চ্ছায় পিত্তের আধিক্য থাকে, তবে জীবনীয়াদি মধুর ঔষধ এবং যদি কফের আধিক্য থাকে, তবে একটু ঔষধের সহিত বমন প্রয়োগ করিবে। তাহাতেও উহার দোষ নিঃশেষ না হইলে অবশিষ্ট দোষ পাচনীয় ঔষধ যোগে নিবৃত্ত করিবে। আর উহার ক্ষুধা ও বল ক্রমশঃ

তস্মৈ স্নিগ্ধাম্ললবণং দদ্যাৎ পিত্তকফেঽন্যথা॥ ৫৭
পীতৌষধস্য বেগানাং নিগ্রহেণ কফেন বা।
রুদ্ধোঽতি চাবিশুদ্ধস্য গুহ্বাত্যঙ্গানি মারুতঃ॥
স্তম্ভবেপথুনিস্তোদসাদোদ্বেষ্টার্তিমূর্চ্ছিতৈঃ।
তত্র বাতহরং সর্ব্বং স্নেহস্বেদাদি কারয়েৎ॥ ৫৮
অতিতীক্ষ্নং মৃদৌ কোষ্ঠে লঘুদোষস্য ভেষজম্
দোষান্ হৃত্বা বিনির্ম্মথ্য জীবং হরতি
শোণিতম্॥ ৫৯
তেনান্নং মিশ্রিতং দদ্যাদ্বায়সায় শুনেঽপি বা।
ভুঙ্‌ক্তে তচ্চেদ্বদেজ্জীবং ন ভুঙ্‌ক্তে
পিত্তমাদিশেৎ॥ ৬০
শুক্লং বা ভাবিতং বস্ত্রং সাধানং কোঞ্চবারিণা।
প্রক্ষালিতং বিবর্ণং চেৎ পিত্তং শুদ্ধস্তু
শোণিতে॥ ৬১
তৃষ্ণামূর্চ্ছামদার্ত্তস্য কুর্য্যাদামরণং ক্রিয়াম্।
তস্য পিত্তহরাং সর্ব্বামতিযোগে চ যা মতা॥ ৬২
মৃগগোমহিষাজানাং সদ্যস্কং জীবতামসৃক্।
পিবেজ্জীবাতি সন্ধানং জীবং তদ্ধ্যাশু গচ্ছতি॥
তদেব দর্ভমৃদিতং রক্তং বস্তিং প্রদাপয়েৎ॥ ৬৩
শ্যামাকাশ্মর্য্যবদরীদূর্ব্বাবীরৈঃ শৃতং জলম্।
ঘৃতমণ্ডাঞ্জনযুতং বস্তিং শীতং প্রদাপয়েৎ॥ ৬৪
পিচ্ছাবস্তিং সুশীতং বা ঘৃতমণ্ডানুবাসনম্॥ ৬৫
গুদভ্রংশং কষায়ৈশ্চ স্তম্ভয়িত্বা প্রবেশয়েৎ॥ ৬৬
সামগান্ধর্ব্বশব্দাংশ্চ সংজ্ঞানাশেঽস্য কারয়েৎ॥ ৬৭

বৃদ্ধি করিবে। ৫৬। অতিশয় বমন হওয়াতে বায়ু যাহার হৃদয় পীড়ন করে; তাহাকে স্নিগ্ধ অম্ল ও লবণ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বায়ুশান্তি করিবে। কিন্তু পিত্ত কফের আধিক্য থাকিলে স্নিগ্ধ অম্ল ও লবণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। ৫৭। পীতৌষধ ব্যক্তি বমনবেগ নিগৃহীত করিলে তাহার কফ কুপিত হয় এবং সেই কফে বায়ু রুদ্ধ হইয়া অঙ্গগ্রহ, স্তম্ভ, বেপথু, নিস্তোদ, উদ্বেষ্টন ও অতি মূর্চ্ছা উপস্থিত করে। এরূপ স্থলে সর্ব্বপ্রকার বাতহর ক্রিয়া ও স্নেহ-স্বেদাদি আবশ্যক। ৫৮। লঘুদোষ ব্যক্তির মৃদুকোষ্ঠে অতি তীক্ষ্ন বিরেচন প্রয়োগ করিলে, সেই ঔষধ তাহার দোষ সকল অপহরণ ও মন্থন করিয়া অবশেষে জীব শোণিত (বিশুদ্ধ শোণিত) হরণ করে। ৫৯। এই শোণিত বিশুদ্ধশোণিত, কি রক্তপিত্তের শোণিত তাহা স্থির করিবার জন্য উহা অন্নের সহিত মিশ্রিত করিয়া কাক বা কুক্কুরকে খাইতে দিবে। যদি কাক-কুক্কুর ঐ শোণিত ভক্ষণ করে, তবে তাহা বিশুদ্ধ শোণিত জানিবে। আর যদি না ভক্ষণ করে, তবে উহা পিত্তরক্ত বলিয়া স্থির করিবে। ৬০। অথবা ঐ রক্ত শুক্লবস্ত্রে মাখিয়া শুষ্ক করিবে। পরে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলে যদি রক্ত না উঠে, তবে উহা পিত্তরক্ত, আর যদি উঠে, তবে বিশুদ্ধ বলিয়া রক্ত স্থির করিবে। ৬১। বিরেচনের অতিযোগ বশতঃ তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও মত্ততা হইলে রোগীর মরণপর্য্যন্ত কেবল পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে। [অর্থাৎ উহাকে কখনই তাপাদি প্রয়োগ করিবে না]। আর আনুষঙ্গিক অতি-যোগোক্ত ক্রিয়া সকলও অনুষ্ঠান করিবে। ৬২। অতিশয় রক্তক্ষয় হইলে জীবিত মৃগ, গো, মহিষ বা ছাগলের সদ্যোনিঃসৃত রক্ত পান করিবে। তাহা হইলে জীবরক্তের সর্ব্বতোভাবে সংশ্লেষ হইবে এবং রোগী আশু জীবন প্রাপ্ত হইবে। আর ঐ সকল জন্তুর রক্ত কুশমূল-কল্কের সহিত মর্দ্দিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ৬৩। শ্যামা (অনন্তমূল), গম্ভারীফল, কুল, দূর্ব্বা ও বীরা (ক্ষীরকাকোলী) এই সকলের কল্ক চতুর্গুণ জলযুক্ত দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেই দুগ্ধ ঘৃতমণ্ড (তরলঘৃত) ও রসাঞ্জনের সহিত মিশ্রিত করিয়া শীতল অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করিবে। ৬৪। অথবা সুশীতল পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ করিয়া ঘৃতমণ্ডের অনুবাসন দিবে। ৬৫। অতিবিরেচন বশতঃ গুদভ্রংশ হইলে তাহা বটাদি-বল্কলের কষায় যোগে স্তব্ধ করিয়া প্রবেশিত করিবে। ৬৬। বিরেচনের অতিযোগ বশতঃ সংজ্ঞানাশ হইলে

যদা বিরেচনং পীতং বিড়ন্তমবতিষ্ঠতে।
বমনং ভেষজান্তং বা দোষানুৎক্লেশ্য নাবহেৎ॥
তদা কুর্ব্বন্তি কণ্ড্বাদীন্ দোষাঃ প্রকুপিতা গদান্।
স বিভ্রংশো মতস্তত্র স্যাদ্‌যথাব্যাধি ভেষজম্॥ ৬৮
পীতং স্নিগ্ধেন সস্নেহং তদ্দোষৈর্ব্বার্দ্দিবাদ্ধতম্।
ন বাহয়তি দোষাংস্তু স্বস্থানাৎ স্রুতয়েচ্ছ্যা তান্
বাতসঙ্গগুদস্তম্ভশূলৈঃ ক্ষরতি চাল্পশঃ।
তীক্ষ্ণং বস্তিং বিরেকং বা দদ্যাল্লঙ্ঘনপাচনম্॥৬৯
রূক্ষং বিরেচনং পীতং রূক্ষেণাল্পবলেন বা।
মারুতং কোপয়িত্বাশু কুর্য্যাদ্ঘোরানুপদ্রবান্॥

স্তম্ভশূলানি ঘোরাণি সর্ব্বগাত্রেষু মারুতঃ।
স্নেহস্বেদাদিকস্তত্র কার্য্যো বাতহরো বিধিঃ॥৭০
স্নিগ্ধস্য গুরুকোষ্ঠস্য মৃদুৎক্লেশ্যৌষধং কফম্।
পিত্তং বাতঞ্চ সংরুধ্য সতন্দ্রাগৌরবং ক্লমম্॥
দৌর্ব্বল্যঞ্চাঙ্গসাদঞ্চ কুর্য্যাদাশু তদুল্লিখেৎ।
লঙ্ঘনং পাচনঞ্চাত্র স্নিগ্ধে তীক্ষ্ণঞ্চ শোধনম্॥ ৭১

তত্র শ্লোকৌ

ইত্যেতা ব্যাপদঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বা হি সচিকিৎসিতাঃ।
বমনস্য বিরেকস্য কৃতস্যাকুশলৈর্নৃণম্॥
এতান্ বিজ্ঞায় মতিমানবস্থাশ্চৈব তত্ত্বতঃ।
কুর্য্যাৎ সংশোধনং সম্যগারোগ্যার্থী নৃণাং সদা॥ ৭২

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সিদ্ধিস্থানে বমনবিরেচনব্যাপৎসিদ্ধির্নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

রোগীর কর্ণে সামগান করিবে। [গন্ধর্ব্ব-শব্দের অর্থ গান, আর সাম শব্দে বেদ। অন্য গান না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সামগান করিবে, এই অর্থই বোধ হয়]। ৬৭। যদি কেবল বিষ্ঠা নির্গত হইয়াই বিরেচনের ক্রিয়া শেষ হয় এবং পিত্তাদি নির্গত না হয় এবং যদি পীত ঔষধ নির্গত হইয়াই বমনের ক্রিয়া শেষ হয় এবং কফাদি দোষ নির্গত না হয়, তাহা হইলে দোষ সকল উৎক্লিষ্ট হয় মাত্র, পরন্তু বমনের যথেষ্ট ক্রিয়া হয় না। এরূপ স্থলে কণ্ডু প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। ইহাকেই বমন ও বিরেচনের বিভ্রংশ বলা যায়। ৬৮। অতিস্নিগ্ধ ব্যক্তি সস্নেহ বিরেচন পান করিলে সেই বিরেচন মৃদুতা হেতু দোষদিগের কর্ত্তৃক আবদ্ধ হয়। এবং দোষ সকল স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু নিঃসারিত হয় না। ইহাতে বাতবিবন্ধ, গুদ-স্তম্ভ ও গুদশূল হইয়া থাকে এবং একটু একটু করিয়া মলও নির্গত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে তীক্ষ্ণ বস্তি বা বিরেচন এবং লঙ্ঘন ও পাচন প্রশস্ত। ৬৯। রূক্ষ বা অল্পবল ব্যক্তি রূক্ষ বিরেচন পান করিলে, সেই বিরেচন বায়ুকে কুপিত করিয়া ঘোরতর [illegible] করে। তখন বায়ু

সর্ব্বশরীরে ঘোরতর স্তম্ভ ও শূল উৎপাদন করে। এরূপ স্থলে স্নেহস্বেদাদি বাতহর বিধি অনুষ্ঠেয়। ৭০। স্নিগ্ধ ও গুরুকোষ্ঠ ব্যক্তি মৃদু ঔষধ পান করিলে সেই ঔষধ উহার কফকে উৎক্লিষ্ট এবং পিত্তবাতকে রুদ্ধ করিয়া তন্দ্রা, গৌরব, ক্লান্তি, দৌর্ব্বল্য ও অঙ্গসাদ উপস্থিত করে। এরূপ স্থলে পীত ঔষধ শীঘ্রই বমন করাইয়া ফেলিবে। পরে লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা স্নিগ্ধতা ও গুরুকোষ্ঠতা দূর করিয়া কালে স্নেহপ্রয়োগপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ বিরেচন দিবে। ৭১। এই অধ্যায়ের সূচী; —অনিপুণ বৈদ্যদিগের কর্ত্তৃক বমন ও বিরেচন প্রযুক্ত হইতে যে সকল ব্যাপৎ উপস্থিত হয়, এই অধ্যায়ে তাহাদের বিবরণ ও চিকিৎসা কথিত হইল। আরোগ্যার্থী বুদ্ধিমান্ বৈদ্য এই সকল বিষয় তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া রোগীদিগের সংশোধন করিবেন। ৭২

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বস্তিব্যাপাদিকা সিদ্ধিঃ।

অথাতো বস্তিব্যাপাদিকাং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
ধীধৈর্য্যৌদার্য্যগাম্ভীর্য্যক্ষমাদমতপোনিধিম্।
পুনর্ব্বসুং শিষ্যগণঃ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ॥
কাঃ কতি ব্যাপদো বস্তেঃ কিং সমুত্থানলক্ষণাঃ
কাশ্চিকিৎসা ইতি প্রশ্নান্ শ্রুত্বা তানব্রবীদ্‌গুরুঃ॥ ২
নাতিযোগৌ ক্লমাধ্মাতৌ হিক্কা হৃৎপ্রাপ্তিরূর্দ্ধতা
প্রবাহিকা শিরোঽঙ্গার্ত্তিঃ পরিকর্ত্তঃ পরিস্রবঃ॥
দ্বাদশ ব্যাপদো বস্তেরসম্যগ্‌যোগসম্ভবাঃ।
আসামেকৈকশো রূপং চিকিৎসাঞ্চ নিবোধত॥৩
গুরুকোষ্ঠেঽনিলপ্রায়ে রূক্ষে বাতোল্বণেঽপি বা
শীতোঽল্পলবণস্নেহদ্রবমাত্রো ঘনোঽপি বা॥
বস্তি সঙ্কোচ্য তং দোষং দুর্ব্বলত্বাদনির্হরন্।
করোতি গুরুকোষ্ঠত্ববাতমূত্রশকৃদ্‌গ্রহম্॥
নাভিবস্তিরুজং দাহং হৃল্লেপং শ্বয়থুং গুদে।
কণ্ডুগণ্ডানি বৈবর্ণ্যমরুচিং বহ্নিমার্দ্দবম্॥ ৪
তত্রোষ্ণাম্বাঃ প্রমথ্যায়াঃ পানং স্বেদাঃ পৃথগ্বিধাঃ
ফলবর্ত্ত্যোঽথবা কালং জ্ঞাত্বা শস্তং বিরেচনম্॥৫
বিল্বমূলত্রিবৃদ্দারুযবকোলকুলত্থবান্।
সুরাদিমূত্রবান্ বস্তিঃ স প্রাক্ প্রেষ্যস্তমানয়েৎ॥৬
ইত্যযোগব্যাপচ্চিকিৎসা।
স্নিগ্ধস্বিন্নেঽতিতীক্ষ্ণোষ্ণো মৃদুকোষ্ঠেঽতিযুজ্যতে
তস্য লিঙ্গং চিকিৎসাঞ্চ শোধনাভ্যাং সমাচরেৎ॥৭

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বস্তিব্যাপাদিকা-সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। ধী, ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, গাম্ভীর্য্য, ক্ষমা, দম ও তপস্যার নিধিস্বরূপ মহর্ষি পুনর্ব্বসুকে শিষ্যগণ বিনয়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! বস্তির ব্যাপৎ কিরূপ ও কত এবং নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসাই বা কি? শিষ্যদিগের এই প্রশ্ন শুনিয়া গুরু তাঁহাদিগকে কহিলেন। ২। সমুচিতরূপে বস্তিপ্রয়োগ না করিতে পারিলে অযোগ, অতিযোগ, ক্লান্তি, আধ্মান, হিক্কা, হৃদ্‌ঘট্ট (হৃদয়ে ঢুপ্ ঢুপ্ শব্দ হওয়া), ঊর্দ্ধতা, প্রবাহিকা, শিরঃশূল, অঙ্গশূল, পরিকর্ত্তিকা ও পরিস্রাব এই দ্বাদশ প্রকার ব্যাপৎ ঘটিয়া থাকে। একে একে এই সকল দোষের লক্ষণ এবং চিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩। অযোগ যথা; এবং কেবল দ্রব বা কেবল ঘন বস্তি প্রদান করিলে সেই বস্তি দোষকে সংকোচিত করে, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ নিঃসারিত করিতে পারে না। তাহাতে কোষ্ঠের গুরুত্ব, বাত, মূত্র ও বিষ্ঠার বিবন্ধ, নাভি ও বস্তির শূল, দাহ, হৃদয়ের লিপ্ততা, গুদশোথ, কণ্ডু, গণ্ডমালা, বৈবর্ণ্য, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। ৪। এরূপ স্থলে উষ্ণ প্রমথ্যা (দুই পল তণ্ডুল কুট্টিত করিয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ গ্রহণ করিলে তাহাকে প্রমথ্যা বলে) পান করিতে দিবে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বেদ, ফলবর্ত্তি অথবা কাল বুঝিয়া বিরেচন প্রয়োগ করিবে। ৫। অথবা বিল্বমূল, তেউড়ী, দেবদারু, যব, কুল ও কুলত্থের কল্ক এবং সুরাদি ও মূত্রের সহিত নিরূহ প্রয়োগ করিয়া প্রথম প্রেরিত বস্তিকে নিষ্কাশিত করিবে। ৬

ইতি অযোগব্যাপৎ-চিকিৎসা।

অতিযোগ যথা;—অতিশয়—স্নেহ স্বেদ প্রয়োগের পর মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে তীক্ষ্ণ বস্তি প্রয়োগ করিলে অতিযোগ অতিযোগযুক্ত বমন ও বিরেচনের যে লক্ষণ হয়, বস্তির অতিযোগে

পৃশ্নিপর্ণীং স্থিরাং পদ্মং কাশ্মর্য্যং মধুকং বলাম্।
পিষ্ট্বা দ্রাক্ষাং মধুকঞ্চ ক্ষীরে তণ্ডুলধাবনে।
দ্রাক্ষায়াঃ পক্বলোষ্ট্রস্য প্রসাদো মধুকস্য চ।
বিনীয় সঘৃতং বস্তিং দদ্যাদ্দাহেঽতিযোগিনে॥ ৮

ইত্যতিযোগব্যাপচ্চিকিৎসা।

আমদোষে নিরূহেণ মৃদুনা দোষ ঈরিতঃ।
রুণদ্ধি মার্গং বাতস্য হন্ত্যগ্নিং মূর্চ্ছয়ত্যপি॥
ক্লমং বিদাহং হৃচ্ছূলং মোহবেষ্টনগৌরবম্।
কুর্য্যাৎ স্বেদৈর্বিরূক্ষৈস্তং পাচনৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ॥ ৯
পিপ্পলীকত্তৃণোশীর-দারুমূর্ব্বাশৃতং জলম্।
পিবেৎ সৌবর্চ্চলোন্মিশ্রং দীপনং হৃদ্বিশোধনম্॥ ১০
বচানাগরসর্জ্জোলা দধিমণ্ডেন মূর্চ্ছিতাঃ।
পেয়াঃ প্রসন্নয়া বা স্যুররিষ্টেনাসবেন বা॥ ১১

দারু ত্রিকটুকং পথ্যাং পলাশং চিত্রকং শটীম্।
পিষ্ট্বা কুষ্ঠঞ্চ মূত্রেণ পিবেৎ ক্ষারাংশ্চ দীপনান্॥ ১২
বস্তিমস্য বিদধ্যাচ্চ সমূত্রং দাশমূলিকম্।
সমূত্রমথবা ব্যক্তলবণং মধুতৈলিকম্॥ ১৩

ইতি ক্লমব্যাপচ্চিকিৎসা।

অল্পবীর্য্যো মহাদোষে রূক্ষে ক্রূরাশয়ে কৃতঃ।
বস্তির্দোষাবৃতো রুদ্ধ-মার্গো রুদ্ধ্যাৎ সমীরণম্॥
স বিমার্গোঽনিলঃ কুর্য্যাদাধ্মানং মর্ম্মপীড়নম্।
বিদাহং গুরুকোষ্ঠস্য মুষ্কবঙ্ক্ষণবেদনাম্॥
রুণদ্ধি হৃদয়ং শূলৈরিতশ্চেতশ্চ ধাবতি॥ ১৪
ফলশ্যামাদিভিঃ কুষ্ঠকৃষ্ণালবণসর্ষপৈঃ।
ধূমমাষবচাকিণ্বক্ষারচূর্ণগুড়ৈঃ কৃতাম্॥
করাঙ্গুষ্ঠনিভাং বর্ত্তিং যবমধ্যাং নিধাপয়েৎ।

দুগ্ধে তণ্ডুল ধৌত করিয়া তাহাতে মৌলফলের কল্ক বা দ্রাক্ষা কল্ক বা দগ্ধ লোষ্ট্র বা যষ্টিমধুর কল্ক নিক্ষেপ করিলে যে প্রসাদ (স্বচ্ছ পদার্থ) উৎপন্ন হইবে, তাহার সহিত শাকুলে কিংবা শালপর্ণী কিংবা পদ্মকাষ্ঠ কিংবা গাম্ভারী-ফলের কল্ক কিংবা যষ্টিমধু ও উৎপল এই উভয়ের কল্ক কিংবা সমস্ত দ্রব্যের মিলিত কল্ক উত্তমরূপে মিলিত করিয়া ঘৃতের সহিত বস্তি প্রদান করিলে অতিযোগের দাহ নষ্ট হয়। ৮

ইতি অতিযোগ ব্যাপৎ চিকিৎসা।

ক্লম যথা ;—আমদোষে মৃদু নিরূহ প্রদান করিলে দোষ উত্তেজিত হইয়া বায়ুর মার্গরোধ করে এবং অগ্নিকে নষ্ট বা আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। তাহাতে ক্লান্তি, বিদাহ, হৃচ্ছূল, মোহ, বেষ্টন (বন্ধনবৎ পীড়া) ও গুরুতা উপস্থিত করে। এরূপ রোগীকে রুক্ষ স্বেদ ও পাচন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৯। পিপুল, রোহিষতৃণ, বেণার মূল, দেবদারু ও মূর্ব্বার কাথে সৌবর্চ্চল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দীপন ও হৃদয়ের বিশুদ্ধিকর হয়। ১০। বচ, শুঁঠ, সর্জ্জক্ষার ও এলাচ চূর্ণ কিংবা সুরার সহিত কিংবা অরিষ্টের সহিত কিংবা আসবের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে। ১১। অথবা দেবদারু, ত্রিকটু, হরীতকী, পলাশ, চিতা, শটী ও কুড় গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে এবং দীপন ক্ষার সকল পান করিবে। ১২। অথবা ক্লম-ব্যাপন্ন রোগীকে দশমূলকাথ-কৃত গোমূত্রযুক্ত বস্তি প্রদান করিবে। অথবা গোমূত্রযুক্ত অল্প লবণযুক্ত মধু-তৈল-সহকৃত বস্তি প্রয়োগ করিবে। ১৩

ইতি ক্লমব্যাপৎ-চিকিৎসা।

আধ্মানব্যাপৎ যথা ;—ক্রূরকোষ্ঠ মহাদোষ ব্যক্তিকে অল্পবীর্য্য রুক্ষবস্তি প্রয়োগ করিলে বায়ু সেই মহাদোষকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া ঊর্দ্ধ ও অধঃস্রোত সকল রুদ্ধ করিয়া থাকে এবং বিমার্গস্থ হইয়া মর্ম্মপীড়ক আধ্মান, বিদাহ, গুরুকোষ্ঠতা, মুষ্কাদি-বেদনা ও হৃদয় রোধ করে আর শূলসহকারে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। ১৪। এইরূপ স্থলে অপামার্গ-তণ্ডুলীয়োক্ত মদনফলাদি ও ত্রিবৃতাদি, কুড়, পিপুল, সৈন্ধব, সর্ষপ, গৃহধূম, মাষ, বচ, কিণ্ব (মদ্য-কিট্ট) ও যবক্ষারের চূর্ণ এবং গুড় এই

স্বভ্যক্তস্বিন্নগাত্রস্য তৈলাক্তাং স্নেহিতে
গুদে ॥ ১৫
অথবা লবণাগারধূমসিদ্ধার্থকৈঃ কৃতাম্ ॥ ১৬
বিল্বাদিশ্চ নিরূহঃ স্যাৎ পীলুসর্ষপমূত্রবান্।
সরলামরদারুভ্যাং সিদ্ধশ্চৈবানুবাসনম্ ॥ ১৭
ইত্যাধ্মানব্যাপচ্চিকিৎসা।
মৃদুকোষ্ঠেঽবলে বস্তিরতিতীক্ষ্ণোঽতিনির্হরন্।
কুর্য্যাদ্ধিক্কাং হিতং তস্মৈ হিক্কাঘ্নং বৃংহণঞ্চ
যৎ ॥ ১৮
বলাস্থিরাদিকাশ্মর্য্যত্রিফলাগুড়সৈন্ধবৈঃ
সপ্রসন্নারনালাম্লৈস্তৈলং পক্বানুবাসয়েৎ ॥ ১৯
কৃষ্ণালবণয়োরক্ষং পিবেদুষ্ণাম্বুনা যুতম্।
ধূমলেহরসক্ষীরস্বেদাশ্চান্নঞ্চ বাতনুৎ ॥ ২০
ইতি হিক্কাব্যাপচ্চিকিৎসা

অতিতীক্ষ্ণঃ সবাতো বা ন বা সম্যক্প্রপীড়িতঃ
ঘট্টয়েদ্ধৃদয়ং বস্তিস্তত্র কাশকুশোৎকটৈঃ ॥
স্যাৎ সাম্ললবণস্কন্ধকরীরবদরীফলৈঃ।
শৃতৈর্বস্তির্হিতঃ সিদ্ধং বাতঘ্নৈশ্চানুবাসনম্ ॥ ২১
ইতি হৃদ্ঘট্টব্যাপচ্চিকিৎসা।
বাতমূত্রপুরীষাণাং দত্তবেগান্ নিগৃহ্নতঃ।
অতি বা পীড়িতো বস্তির্মুখেনায়াতি বেগবান্।
মূর্চ্ছাবিকারং তস্যাদৌ দৃষ্ট্বা শীতাম্বুনা মুখম্।
সিঞ্চেৎ পার্শ্বোদরঞ্চাধঃ প্রমৃজ্যাদ্বীজয়েচ্চ তম্ ॥
কেশেষ্বালম্ব্য চাকাশে ধনুষা ত্রাসয়েচ্চ তম্।

তন্মধ্যে যবচূর্ণ স্থাপন করিবে। এই বর্ত্তি তৈলাক্ত করিয়া রোগীর পায়ুতে নিহিত করিবে। বর্ত্তিপ্রয়োগের পূর্ব্বে রোগীকে উত্তমরূপে অভ্যক্ত ও স্বিন্ন করিয়া উহার পায়ু স্নিগ্ধ করিবে। ১৫। অথবা সৈন্ধব, লবণ, গৃহধূম ও শ্বেতসর্ষপ দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্ববিধানে প্রয়োগ করিবে। ১৬। অথবা বিল্বাদি পঞ্চমূলের ক্বাথের সহিত পীলু ও শ্বেতসর্ষপের কল্ক ও গোমূত্র যুক্ত করিয়া নিরূহ প্রয়োগ করিবে। ১৭

ইতি আধ্মানব্যাপৎ চিকিৎসা।

হিক্কাব্যাপৎ যথা;—মৃদুকোষ্ঠ দুর্ব্বল ব্যক্তিকে অতিতীক্ষ্ণ বস্তি প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি উহার দোষ সকল নির্হৃত করিয়া হিক্কা উৎপাদন করে। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে হিক্কাঘ্ন বৃংহণ-চিকিৎসা আবশ্যক। ১৮। হিক্কা-শান্তির জন্য বেড়েলামূল, শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল, গাম্ভারীমূল ও ত্রিফলা, গুড়, সৈন্ধব এই সকলের কল্ক এক সের, তৈল চারি সের, প্রসন্না ও অম্লকাঁজী মিলিত ষোল সের (তন্মধ্যে প্রসন্না একভাগ ও কাঁজী দুই ভাগ) একত্র পাক করিয়া তদ্দ্বারা অনুবাসন দিবে। ১৯। দুই তোলা উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। আর ইহাতে ধূম, লেহ, মাংসরস, দুগ্ধ, স্বেদ ও বাতঘ্ন অন্ন হিতকর। ২০

ইতি হিক্কাব্যাপৎ-চিকিৎসা।

হৃদ্ঘট্টব্যাপৎ যথা;—বস্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ হইলে বা বায়ুযুক্ত (৫ অ ৮প্র-৪৩৪প্র) হইলে বা অসম্যক্রূপে পীড়িত (৫অ ১১প্র) হইলে উহা হৃদয়কে ঘট্টিত করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে কাশ, কুশ ও ইক্ষুমূলের ক্বাথ, বিমানস্থানোক্ত অম্লবর্গ ও লবণবর্গের সহিত মিশ্রিত এবং বংশাঙ্কুর ও কুলফলের কল্কের সহিত সংযুক্ত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। আর বাতঘ্ন তৈলের অনুবাসন দিবে। ২১।

ইতি হৃদ্ঘট্টব্যাপৎ চিকিৎসা।

ঊর্দ্ধতা-ব্যাপৎ যথা;—বাত মূত্র পুরীষের বেগ আসিলে যদি সেই বেগ নিগৃহীত করিয়া বস্তি গ্রহণ করা যায় অথবা যদি বস্তি অতি-বেগে প্রপীড়িত হয়, তবে তাহা মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকে। ইহাতে রোগীর মূর্চ্ছা বা তদ্রূপ বিকার উপস্থিত হইলে [illegible] মুখে শীতল জলের পরিষেক করিবে। [illegible] উহার পার্শ্ব, উদর ও অধোভাগ হস্ত [illegible] মার্জ্জনা করিতে করিতে উহাকে [illegible] করিতে থাকিবে। উহার কেশ [illegible] মস্তক শূন্যে স্থাপন করিবে। [illegible]

গোখরাশ্বগজৈঃ সিংহৈ রাজপ্রেষ্যৈস্তথোরগৈঃ।
উল্কাভিরেবমন্যৈশ্চ বস্তিমস্য ত্রাসয়েদধঃ॥ ২২
বস্ত্রপাণিগ্রহৈঃ কণ্ঠে কণ্ঠ্যান্ন ম্রিয়তে যথা।
প্রাণোদাননিরোধাদ্ধি প্রসিদ্ধতরমার্গগঃ।
অপানঃ পবনো বস্তিং তমাশ্বেবাপকর্ষতি॥ ২৩
ততঃ ক্রমুককল্কাক্ষং পায়য়েত্তাম্লসংযুতম্।
ঔষ্ণ্যাৎ তৈক্ষ্ণ্যাৎ সরত্বাচ্চ বস্তিস্তস্যানু-
লোময়েৎ॥ ২৪
পক্বাশয়স্থিতে স্বিন্নে নিরূহো দাশমূলিকঃ।
যবকোলকুলত্থৈশ্চ বিধেয়ো মূত্রসাধিতঃ॥ ২৫
বিল্বাদিপঞ্চমূলেন সিদ্ধো বস্তিরুরঃস্থিতে॥ ২৬
শিরঃস্থে নাবনং ধূমঃ প্রচ্ছাদ্যং সর্ষপৈঃ
শিরঃ॥ ২৭
ইত্যূর্দ্ধব্যাপচ্চিকিৎসা।

স্নিগ্ধস্বিন্নে মহাদোষে বস্তির্মৃদ্বল্পভেষজঃ।
উৎক্লেশ্যাল্পং হরেদ্দোষং জনয়েচ্চ প্রবাহিকাম্
স বস্তিঃ পায়ুশোথায় জঙ্ঘোরুসদনায় চ।
নিরুদ্ধমারুতো জন্তুরভীক্ষ্ণং সম্প্রবাহতে॥ ২৮
স্বেদাভ্যঙ্গান্ নিরূহাংশ্চ শোধনীয়ানুলোমিকান্
বিদধ্যাল্লঙ্ঘয়িত্বা তু বৃত্তিং কুর্য্যাদ্বিরিক্তবৎ॥ ২৯
ইতি প্রবাহিকাব্যাপচ্চিকিৎসা।
দুর্ব্বলে তীব্রদোষে চ মৃদুকোষ্ঠে চ তনুর্মৃদুঃ।
শীতোঽল্পশ্চাবৃতো দোষৈর্বস্তিস্তৈর্বিহতোঽনিলঃ
মার্গৈর্গাত্রাণি সন্ধাবন্নূর্দ্ধং মূর্দ্ধন্যপাহিতম্।
গ্রীবাং মন্যে চ গৃহ্লাতি শিরঃ কণ্ঠং ভিনত্তি চ।
বাধির্য্যং কর্ণনাদঞ্চ পীনসং নেত্রবিভ্রমম্॥ ৩০

আকর্ষণ করিয়া ভয় দেখাইবে। অথবা গো, গর্দ্দভ, ঘোটক, হস্তী, সিংহ, রাজপুরুষ, সর্প, উল্কা ও তদ্বৎ অন্যান্য দ্রব্য প্রদর্শন করিয়া ভীত করিবে। তাহা হইলে বস্তি অধোগত হইবে। [কণ্ঠদেশে ও আমাশয়ের ঠিক মধ্যস্থানে হঠাৎ বরফ স্থাপন করিলেও বস্তি অধোগত হইতে পারে]। ২২। আর রোগী মরিয়া না যায় এরূপ ভাবে উহার কণ্ঠ বস্ত্র ও পাণি দ্বারা চাপিয়া ধরিতে হয়। রোগীর কণ্ঠ এইরূপে চাপিয়া ধরিলে প্রাণ ও উদান বায়ুর নিরোধ বশতঃ অপান বায়ুর বেগ অধিকতর হয় এবং উহা বস্তিকে শীঘ্রই অধোগত করে। ২৩। অনন্তর রোগীকে দুই তোলা ক্রমুকের (সুপারীর) কল্ক কাঁজির সহিত পান করাইতে হয়। এই কল্কের উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা ও সরত্ব হেতু বস্তি শীঘ্রই নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। ২৪। বস্তি মলাশয়ে স্থিত হইলে উহাকে বাহির করিবার নিমিত্ত দশমূলকাথের সহিত যব, কুল ও কুলত্থের কল্ক এবং গোমূত্র মিলিত করিয়া নিরূহ প্রদান করিবে। ২৫। বস্তি বক্ষঃস্থলে আটকাইলে বিল্বাদি পঞ্চমূল

প্রয়োগ করিবে। আর শিরোদেশ, সর্ষপ, দ্বারা আচ্ছন্ন করিবে।

ইতি ঊর্দ্ধব্যাপৎ-চিকিৎসা।

প্রবাহিকা-ব্যাপৎ যথা ;—মহাদোষ ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া মৃদুবীর্য্য ও অল্প বস্তি প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি উহার সমস্ত দোষকে উৎক্লিষ্ট করে অথচ অল্পই দোষ হরণ করিয়া থাকে। তাহাতে রোগীর প্রবাহিকা (অল্প অল্প মলত্যাগের সহিত পেটের কুন্থনী ও কুন্থন) হয়। সে বস্তি পায়ুতে শোথ এবং জঙ্ঘা ও উরুর অবসাদ উপস্থিত করে। রোগীর বায়ুরোগ হয় এবং সে নিরন্তর কুন্থন করিতে থাকে। ২৮। এরূপ স্থলে স্বেদ অভ্যঙ্গ এবং শোধনীয় ও অনুলোমনীয় নিরূহ সকল প্রয়োগ করিবে এবং রোগীকে লঙ্ঘন করাইয়া বিরিক্তবৎ পেয়াদি ক্রম পালন করাইবে। ২৯

ইতি প্রবাহিকাব্যাপৎ-চিকিৎসা।

শিরঃশূলব্যাপৎ যথা ;—দুর্ব্বল, তীব্র দোষ ও মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে পাতলা, মৃদু, শীতল ও অল্প নিরূহ প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি দোষসমূহ দ্বারা আবৃত হয় বস্তি এইরূপ

...ভ্যঙ্গং তৈললবণেন যথাবিধি।
...প্রধমনৈর্নস্যৈশ্চ মৈরাক্ষং বিরেচয়েৎ।
বিরেচনৈর্নিরূহৈশ্চ বস্তিভিশ্চানুলোমিকৈঃ॥ ৩১

ইতি শিরঃশূলব্যাপচ্চিকিৎসা।

...বস্নিগ্ধদেহস্য যস্য ব
অতি তীক্ষ্ণো গুরুশ্চৈব সোঽতিমাত্রং প্রবর্ত্তয়েৎ
স্রুতেষু তস্য দোষেষু নিরূঢ়স্যাতিমাত্রশঃ।
স্তব্ধোদাবৃত্তকোষ্ঠস্য বায়ুঃ সম্প্রতিহন্যতে॥
বিলোমমসমুত্থতো রুজত্যঙ্গানি দেহিনঃ
গাত্রবেষ্টননিস্তোদভেদস্ফুরণজৃম্ভণৈঃ॥ ৩২
তং তৈললবণাভ্যক্তং সেচয়েদুষ্ণবারিণা।
এরণ্ডপত্রনিক্কাথৈঃ প্রস্তরৈশ্চোপপাদয়েৎ॥ ৩৩
যবান্ কুলত্থান্ কোলানি পঞ্চমূলে তথোভয়ে
জলাঢ়কদ্বয়ে পক্ত্বা পাদশেষেণ তেন চ।
কুর্য্যাৎ সবিল্বতৈলোষ্ণলবণেন নিরূহণম্॥ ৩৪
নিরূহণে সমাশ্বস্তং দ্রোণ্যাং সমবগাহয়েৎ।
ততো ভুক্তবতস্তস্য ক্যারয়েদনুবাসনম্।
যষ্টীমধুকতৈলেন বিল্বতৈলেন বা ভিষক্॥ ৩৫

ইত্যঙ্গশূলব্যাপচ্চিকিৎসা।

মৃদুকোষ্ঠাল্পদোষস্য রুক্ষতীক্ষ্ণোঽতিমাত্রবান্।
বস্তির্দোষান্ নিরস্যাশু জনয়েৎ পরিকর্ত্তিকাম্
ত্রিকবঙ্‌ক্ষণবস্তীনাং তোদং নাভেরধো রুজম্
বিবন্ধাল্পাল্পমুত্থানং গুদনির্লেখনং ভবেৎ॥
স্বাদুশীতৌষধৈস্তত্র পয় ইক্ষ্বাদিভিঃ শৃতম্।

করিয়া মস্তক ও কণ্ঠে ভেদবৎ পীড়া, বধিরতা, কর্ণনাদ, পীনস ও দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে। ৩০। এরূপ স্থলে তৈললবণ-যোগে যথাবিধি অভ্যঙ্গ করিবে। আর প্রধমন, ধূম ও অন্যান্য নস্য যোগে ইহার শিরোবিরেচন করিবে। আর বিরেচন নিরূহ ও আনু-লোমিক বস্তি (অনুবাসন) দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিবে। ৩১

ইতি শিরঃশূল-ব্যাপৎ-চিকিৎসা।

অঙ্গশূল-ব্যাপৎ যথা;—রোগীর দেহ উত্তমরূপে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া অতি তীক্ষ্ণ ও গুরু বস্তি প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি অতি-শয় দোষ-নিঃসারিত করে। দোষ সকল এই-রূপে স্রাবিত হইলে পর নিরূহের অতিমাত্রা বশতঃ বায়ু প্রতিহত হইয়া রোগীর কোষ্ঠে উদাবর্ত্ত ও স্তম্ভ উৎপাদন করে। তখন বায়ুর বিলোমন বশতঃ উহার অঙ্গশূল উপ-স্থিত হয় এবং গাত্রবেষ্টন (গাত্রে বন্ধনবৎ পীড়া), নিস্তোদ, ভেদ, স্ফুরণ ও জৃম্ভণ হইয়া থাকে। ৩২। এইরূপ রোগীকে তৈল-লবণ-যোগে অভ্যক্ত করিয়া উষ্ণবারি দ্বারা সিক্ত করিবে। উহার দেহে এরণ্ড-পত্রের কাথ সিঞ্চন করিবে এবং উহাকে প্রস্তরস্বেদ দিবে। ৩৩। যব, কুলত্থ, কুল ও দশমূল এই তেরটী দ্রব্য চারি সের পরিমাণে বত্রিশ সের জলে পাক করিয়া আট সের কাথ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। যথা পরিমাণ ঐ কাথের সহিত বিল্বতৈল ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ থাকিতে নিরূহ দিবে। ৩৪। নিরূহণের পর রোগীকে আশ্বস্ত করিয়া সুখোষ্ণ জলপূর্ণ দ্রোণীতে অবগাহন করাইবে। অনন্তর ভোজন করাইয়া ভোজন কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইলে অনুবাসন দিবে; হয় যষ্টিমধুর তৈল না হয় বিল্বতৈলের অনুবাসন দেওয়া উচিত। [যষ্টি-মধু বা বিল্বফলের তৈল বাহির করিতে হইলে যষ্টিমধু চূর্ণ বা বিল্বচূর্ণের সহিত তিল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘানি দ্বারা তৈল বাহির করা যায়]। ৩৫

ইতি অঙ্গশূল-ব্যাপৎ-চিকিৎসা।

পরিকর্ত্তিকা ব্যাপৎ যথা;—মৃদুকোষ্ঠ অল্প দোষ ব্যক্তিকে রুক্ষ তীক্ষ্ণ ও অতিমাত্রাযুক্ত বস্তি প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি দোষদিগকে আশু নিষ্কাসিত করিয়া পরিকর্ত্তিকা (পেট-কামড়ানী) উপস্থিত করে। আর ত্রিক, বঙ্‌ক্ষণ ও বস্তির তোদ (সূচীভেদবৎ পীড়া) নাভির নিম্নে শূল এবং বিবন্ধ বা অল্প অল্প মল নিঃসা-রণ করিয়া থাকে। আর অতিমাত্র বস্তি পীড়ন করিলে পায়ুর নির্লেখন (বিদারণ) হইতে পারে। এরূপ স্থলে ইক্ষুরস প্রভৃতি

যষ্ট্যাহ্বতিলকল্কাভ্যাং বস্তিঃ স্যাৎ ক্ষীর
ভোজিনঃ ॥ ৩৬
ইতি পরিকর্ত্তিব্যাপচ্চিকিৎসা।
পিত্তরক্তেঽম্ল উষ্ণো বা তীক্ষ্ণো বা লবণোঽথবা
বস্তির্লিখতি পায়ুন্তু তীক্ষ্ণোঽতি বিদহত্যপি ॥
সবিদগ্ধঃ স্রবত্যস্রং পিত্তঞ্চানেকবর্ণবৎ।
সার্য্যতে বহুবেগেন মোহং গচ্ছতি চাসকৃৎ ॥ ৩৭
আর্দ্রশাল্মলিবৃন্তৈস্তু ক্ষুণ্ণৈরাজং পয়ঃ শৃতম্।
সর্পিষা যোজিতং শীতং বস্তিমস্মৈ প্রদাপয়েৎ ॥
বটাদিপল্লবেষ্বেষ কল্পো যবতিলেষু চ।
সুবর্চ্চলোপোদকয়োঃ কর্ব্বুদারে চ শস্যতে ॥
গুদে সেকাঃ প্রদেহাশ্চ শীতাঃ স্যুর্মধুরাশ্চ যে।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নী ক্রিয়া চাত্র প্রশস্যতে ॥ ৪০
ইতি পরিস্রবব্যাপচ্চিকিৎসা।

তত্র শ্লোকাঃ।
ইত্যেতা ব্যাপদঃ প্রোক্তা বস্তেঃ সাকৃতি-
ভেষজাঃ
বুদ্ধ্যা কার্ৎস্ন্যেন তান্ বস্তীন্ নিযুঞ্জন্
নাপরাধ্যতি ॥ ৪১
তীক্ষ্ণত্বং মূত্রবিল্বাদিলবণক্ষারসর্ষপৈঃ।
প্রাপ্তকালং বিধাতব্যং ক্ষীরাদ্যৈর্মার্দ্দবং তথা।
আপাদতলমূর্দ্ধস্থান্ দোষান্ পক্বাশয়ে স্থিতঃ ॥ ৪২
বীর্য্যেণ বস্তিরাদত্তে খস্থোঽর্কো ভূরসানিব ॥ ৪৪
যদ্বৎ কুসুম্ভসম্মিশ্রাৎ তোয়াদ্রাগং হরেৎ পটঃ।
তদ্বদ্দ্রবীকৃতাৎ কায়ান্নিরূহো নির্হরেন্মলান্ ॥ ৪৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সিদ্ধিস্থানে বস্তিব্যাপাদিকা সিদ্ধির্নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

স্বাদু শীতল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ যষ্টিমধু ও তিলের কল্ক মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে এবং রোগী অন্নাহার না করিয়া দুগ্ধ পান করিবে। ৩৬

ইতি পরিকর্ত্তিকা-ব্যাপৎ-চিকিৎসা।

পরিস্রাবব্যাপৎ যথা ;—রক্তপিত্ত স্থলে (যথা রক্তার্শে) অম্ল উষ্ণ বা তীক্ষ্ণ অথবা লবণ বস্তি প্রয়োগ করিলে বস্তি পায়ু বিদীর্ণ করে। অতিশয় তীক্ষ্ণ হইলে বিদাহও উৎপাদন করে। পায়ু এইরূপে বিদীর্ণ বিদগ্ধ হইলে নানাবর্ণ পিত্তস্রাব হয়। আর অতিরিক্ত স্রাব হইলে রোগী মোহ প্রাপ্ত হয়। ৩৭। এইরূপ স্থলে শিমুলের কাঁচা বোঁটা সকল পেষণ করিয়া তাহার সহিত ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ করিবে। অনন্তর উক্ত দুগ্ধের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া শীতল অবস্থায় বস্তি দিবে। ৩৮। এইরূপ বটাদির পল্লব কিংবা যব ও তিল কিংবা সুর্য্যভক্তা ও পুঁই-ডাঁটা কিংবা রক্তকাঞ্চনের কল্কের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে ঘৃতসংযোগে বস্তি দিবে। ৩৯। পায়ুতে শীতল সেক ও মধুর-রস শীতল প্রলেপ এবং রোগীকে রক্তপিত্ত-নাশক ও অতিসারনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। ৪০।

ইতি পরিস্রাব-ব্যাপৎ চিকিৎসা।

উপসংহার ;—এইরূপে বস্তিব্যাপাদিকার লক্ষণ ও চিকিৎসা বলা হয়। সেই সকল লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে চিকিসককে অপরাধী হইতে হয় না। ৪১। সময় বুঝিয়া বস্তিকে তীক্ষ্ণ করিতে বা মৃদু করিতে হয়। বস্তিকে তীক্ষ্ণ করিতে হইলে উহার সহিত গোমূত্র, বিল্ব, মদনফলাদি, লবণ, ক্ষার ও সর্ষপ যোগ করিতে হয়। আর বস্তিকে মৃদু করিতে হইলে উহার সহিত দুগ্ধ ঘৃতাদি যোগ করিতে হয়। ৪২। যেমন আকাশস্থ সূর্য্য রস আকর্ষণ করে, সেইরূপ বস্তি মলাশয়স্থ হইয়া প্রভাব দ্বারা পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত দোষ আকর্ষণ করিয়া থাকে। ৪৩। যেমন কুসুম-ফুলের রঙ্গ জলের সহিত মিশ্রিত থাকিলেও বস্ত্র তাহাকে হরণ করে, সেইরূপ মল সকল শরীরের সহিত মিশ্রিত থাকিলেও বস্তি তাহাদিগকে দ্রবীভূত করিয়া হরণ করে। ৪৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

প্রাসৃতযোগিকা সিদ্ধিঃ।

অথাতঃ প্রাসৃতযোগিকাং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
অথেমান্ সুকুমারাণাং নিরূহান্ স্নেহমান্ মৃদূন্।
কর্ম্মণা বিপ্লুতানাঞ্চ বক্ষ্যামি প্রসৃতৈঃ পৃথক্॥২
ক্ষীরাদ্দ্বৌ প্রসৃতৌ কার্য্যৌ মধুতৈলঘৃতাৎ ত্রয়ঃ
খজেন মথিতো বস্তির্বাতঘ্নো বলবর্ণকৃৎ॥ ৩
একৈকঃ প্রসৃতস্তৈলপ্রসন্নাক্ষৌদ্রসর্পিষঃ।
বিল্বাদিমূলক্কাথাদ্ দ্বৌ কৌলত্থাদ্ দ্বৌ স বাতহৃৎ॥ ৪
পঞ্চমূলরসাৎ পঞ্চ দ্বৌ তৈলাৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষোঃ
একৈকঃ প্রসৃতো বস্তিঃ স্নেহনীয়োঽনিলাপহঃ॥৫
সৈন্ধবার্দ্ধাক্ষ কঃ ক্ষৌদ্রতৈলপয়োঘৃতাৎ।
প্রসৃতো হপুষাখ্যাচ্চ নিরূহঃ শুক্রকৃৎ পরম্॥ ৬
পটোলনিম্বভূনিম্বরাস্নাসপ্তচ্ছদাম্ভসঃ
চত্বারঃ প্রসৃতা একো ঘৃতাৎ সর্ষপকল্কিতঃ॥
নিরূহঃ পঞ্চতিক্তোঽয়ং মেহাভিষ্যন্দকুষ্ঠনুৎ॥ ৭
বিড়ঙ্গত্রিফলাশিগ্রুফলমুস্তাখুপর্ণিকাৎ।
কষায়াৎ প্রসৃতাঃ পঞ্চ তৈলাদেকো বিমথ্য তান্
বিড়ঙ্গপিপ্পলীকল্কান্নিরূহঃ ক্রিমিনাশনঃ
পয়স্যেক্ষুস্থিরা রাস্না বিদারীক্ষৌদ্রসর্পিষঃ
একৈকঃ প্রসৃতো বস্তিঃ কৃষ্ণাকল্কো বৃষত্বকৃৎ॥৯
চত্বারস্তৈলগোমূত্রদধিমণ্ডাম্লকাঞ্জিকাৎ।
প্রসৃতাঃ সর্ষপৈঃ কল্কৈর্বিট্‌সঙ্গানাহভেদনঃ॥ ১০
শ্বদংষ্ট্রাশ্মভিদেরণ্ডরসাৎ তৈলাৎ সুরা তথা।
প্রসৃতাঃ পঞ্চ যষ্ট্যাহ্বঃ কৌন্তী মাগধিকা সিতা।

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা প্রাসৃতযোগিকা সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। সুকুমার ও কর্ম্মক্লান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি যেরূপ মৃদু নিরূহ ও স্নেহের প্রয়োগ করা উচিত, সম্প্রতি সেই সকল নিরূহ ও স্নেহের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ প্রসৃত দ্বারা বলিতেছি [প্রসৃত শব্দের অর্থ-দুই পল বা কাঁচা এক পোয়া]। ২। দুগ্ধ দুই প্রসৃত এবং মধু তৈল ও ঘৃত মিলিত তিন প্রসৃত খলে মাড়িয়া বস্তি প্রদান করিবে। এই বস্তি বাতঘ্ন ও বলবর্ণকারক। [ইতি পাঞ্চপ্রসৃতিক বস্তি।] ৩

তৈল, প্রসন্না, মধু ও ঘৃত এক এক প্রসৃত, বিল্বাদি পঞ্চমূলের ক্বাথ দুই প্রসৃত এবং কুলত্থের ক্বাথ দুই প্রসৃত পূর্ব্ববৎ মিলিত করিয়া বস্তি দিতে হয়। এই বস্তি বাতঘ্ন। [ইতি অষ্টপ্রাসৃতিক বস্তি।] ৪

পঞ্চমূলের ক্বাথ পাঁচ প্রসৃত, তৈল দুই প্রসৃত, মধু ও ঘৃত এক এক প্রসৃত; এই সমুদায়ের বস্তি স্নেহনীয় ও বায়ুনাশক। ৫। সৈন্ধব এক তোলা, মধু এক প্রসৃত, তৈল এক প্রসৃত, দুগ্ধ এক প্রসৃত, ঘৃত এক প্রসৃত এবং হপুষার ক্বাথ এক প্রসৃত; এই সমুদায়ের বস্তি অত্যন্ত শুক্রকর। ৬। পলতা, নিমছাল, চিরেতা, রাস্না ও ছাতিমছালের ক্বাথ চারি প্রসৃত, ঘৃত এক প্রসৃত এবং উপযুক্ত-পরিমাণ সর্ষপকল্ক; এই সমুদায়ের বস্তি মেহ, অভিষ্যন্দ ও কুষ্ঠ নাশ করে। ইহার নাম পঞ্চতিক্তবস্তি। ৭। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, সজিনা-বীজ, মুতা ও আখুপর্ণী (দন্তী) এই সাত দ্রব্যের কষায় পাঁচ প্রসৃত, তৈল এক প্রসৃত এবং উপযুক্ত-পরিমাণ পিপুল ও বিড়ঙ্গের কল্ক এই সমুদায়ের বস্তি ক্রিমিনাশক। ৮। ক্ষীর-কাকোলী, শালপাণী ও রাস্নার ক্বাথ এক এক প্রসৃত; ইক্ষুরস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, মধু ও ঘৃত এক এক প্রসৃ এবং উপযুক্ত পিপুলের কল্ক এই সমুদায়ের বস্তি অতিশয় বৃষ্য। ৯ তৈল, গোমূত্র, দধিমণ্ড ও অম্ল কাঞ্জিক সমুদায়ে চারি প্রসৃত এবং উপযুক্ত পরিমাণ সর্ষপকল্ক এই সমুদায়ের বস্তি মলমূত্রের বিবন্ধনাশক ১০। গোক্ষুর, পাষাণভেদ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ সমুদায়ে তিন প্রসৃত, তৈল এক প্রসৃত

কল্কো বস্তিস্ত সানাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে পরো মতঃ ॥ ১১
এতে সলবণাঃ কোষ্ণা নিরূহাঃ প্রস্থতা নব ॥ ১২
মৃদুবস্তৌ জড়ীভূতে তীক্ষ্ণোহন্যো বস্তিরিষ্যতে
তীক্ষ্ণৈর্বিকবিতেঃ স্বাদুপ্রত্যাস্থাপনমেব চ ॥ ১৩
বাতোপসৃষ্টেস্তোষ্ণৈঃ স্যুর্গুদদাহাদয়ো যদি।
দ্রাক্ষাম্বুনা ত্রিবৃৎকল্কং দদ্যাদ্দোষানুলোমনম্।
তদ্ধি পিত্তশকৃদ্বাতান্ হৃত্বা দাহাদিকান্ জয়েৎ॥১৪
শুদ্ধশ্চাপি পিবেৎ শীতাং যবাগূং শর্করাযুতাম্॥১৫
অথবাতিবিরিক্তঃ স্যাৎ ক্ষীণবিট্কঃ স ভক্ষয়েৎ
মাষযূষেণ কুল্মাষান্ পিবেদ্দধ্যথবা সুরাম্ ॥ ১৬
সামং চেদতিসার্য্যেত শূলারোচকবান্ নরঃ।
স,তদা হপুষাকুষ্ঠনতদারুবচাঃ পিবেৎ ॥ ১৭
শকৃদ্বাতমসৃক্ পিত্তং কফং বা যোহতিসার্য্যতে
পক্বস্তত্র স্ববর্গীয়ৈর্বস্তিঃ শ্রেষ্ঠং ভিষগ্জিতম্ ॥১৮
যথামেষাং দ্বিসংসর্গাৎ ত্রিংশদ্ভেদা ভবন্তি তু।
কেবলৈঃ সহ চেৎ ত্রিংশদ্বিদ্যাৎ সোপ-
দ্রবানপি ॥ ১৯
শূলপ্রবাহিকাধ্মানপরিকর্ত্তারুচিজ্বরান্।
সতৃষ্ণাদাহমূর্চ্ছাস্তাংশ্চৈষাং বিদ্যাদুপদ্রবান্ ॥ ২০
তত্রামে বমনং কার্য্যং ব্যোষাম্ললবণৈর্যুতম্।
পাচনং শস্যতে বস্তিরামে হি প্রতিষিধ্যতে ॥ ২১

উপযুক্ত-পরিমাণ রেণুকা পিপুল ও চিনির কল্ক এই সমুদায়ের বস্তি আনাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রে উৎকৃষ্ট। ১১। উপরে যে নয়টী প্রস্থতযোগ নির্দ্দিষ্ট হইল, বস্তিপ্রয়োগ কালে তাহাদের সহিত সৈন্ধবলবণ যোগ করিতে হয়। এবং ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয়। ১২। মৃদু বস্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলে অন্য তীক্ষ্ণ বস্তি প্রয়োগ করিবে। আর তীক্ষ্ণ বস্তি দ্বারা রোগী বিকষিত হইলে উহাকে মধুর দ্রব্যের প্রতিনিরূহ প্রদান করিবে। ১৩। বাতপীড়িত ব্যক্তিকে উষ্ণ বস্তি প্রয়োগ করাতে যদি গুহদাহাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়, তবে দ্রাক্ষার কাথের সহিত তেউড়ীকল্ক পান করাইলে তাহার দোষের অনুলোমন হইবে এবং পিত্ত, বিষ্ঠা ও বায়ু হৃত হইয়া দাহাদি উপদ্রব নিবারিত হইবে। রোগী এইরূপে শুদ্ধ হইবার পর শর্করাযুক্ত শীতল যবাগূ পান করিবে। ১৫। অতিশয় বিরিক্ত ব্যক্তির বিষ্ঠা ক্ষীণ হইলে তাহাকে মাষযূষের সহিত ভোজন করাইবে এবং কাঁজী দধি ও সুরা পান করিতে দিবে। ১৬। বস্তি-প্রয়োগের পর রোগীর শূল ও অরুচি এবং [illegible] হইলে হপুষা (গঙ্গাধর পাঠ— [illegible] রক্তপিত্ত, [illegible] ও বচের চূর্ণ পান করিবে। ১৭। বস্তিপ্রয়োগের পর বিষ্ঠা বায়ু রক্তপিত্ত বা কফের অতিসার হইতে থাকিলে তাহার পক্ষে তত্তন্নাশক অতিসারঘ্ন দ্রব্যের সহিত পকবস্তি (যাহা ২০ প্রকরণের পর বর্ণিত হইবে) শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ১৮। আম, বিষ্ঠা, বায়ু, পিত্ত কফ এই ষড়্বিধ মলের দ্বিসংসর্গ হেতু ত্রিংশৎ ভেদ হইয়া থাকে। সেই ত্রিংশৎ ভেদের মধ্যে উক্ত ষড়্বিধ মল ও বক্ষ্যমাণ নয় প্রকার উপদ্রবও ধর্ত্তব্য। অর্থাৎ দ্বিসংসর্গ হেতু পনর প্রকার ভেদ হয় এবং ইহাদের সহিত ছয় ভিন্ন ভিন্ন মল ও নয় ভিন্ন ভিন্ন উপদ্রব সমষ্টি করিলেই ত্রিংশৎ সংখ্যা হয়। দ্বিসংসর্গ হেতু পনর প্রকার ভেদ যথা ;—১ আমবিষ্ঠা, ২ আমবায়ু, ৩ আমরক্ত, ৪ আমপিত্ত, ৫ আমকফ, ৬ বিষ্ঠাবায়ু, ৭ বিষ্ঠারক্ত, ৮ বিষ্ঠাপিত্ত, ৯ বিষ্ঠাকফ, ১০ বায়ুরক্ত, ১১ বায়ুপিত্ত, ১২ বায়ুকফ ১৩ রক্তপিত্ত, [১৪ রক্তকফ এবং ১৫ পিত্তকফ ৩৪ প্র দেখ] নয় প্রকার উপদ্রব যথা ;—শূল, প্রবাহিকা আধ্মান, পরিকর্ত্তিকা, অরুচি, জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ ও মূর্চ্ছা এই নয়টী পূর্ব্বোক্ত অতিসারের উপদ্রব জানিবে। ২০। আম প্রভৃতি অতিসারের চিকিৎসা যথা ;—আমাতিসারের ত্রিকটুচূর্ণ, কাঁজী ও লবণের সহিত বমন দেওয়া কর্ত্তব্য [গঙ্গাধরপাঠ পাচন দেওয়া কর্ত্তব্য]। অথবা ঐ সকল দ্রব্যের সহিত পাচন দেওয়া কর্ত্তব্য। আমে বস্তি নিষিদ্ধ।

বাতঘ্নগ্রাহিবর্গীয়ৈর্বস্তিঃ শকৃতি শস্যতে ॥ ২২
স্বাদ্বম্ললবণঃ শস্তঃ স্নেহবস্তিঃ সমীরণে ॥ ২৩
রক্তে রক্তেন পিত্তন্তু কষায়স্বাদুতিক্তকৈঃ ॥ ২৪
সার্দ্ধ্যমাণে কফে বস্তিঃ কষায়কটুতিক্তকৈঃ ॥ ২৫
শকৃতা বায়ুনা চামে তেন বর্চ্চস্যথানিলে।
সংসৃষ্টেঽন্তরপানং স্যাদ্ব্যোষাম্ললবণৈর্যুতম্ ॥ ২৬
পিত্তেনামেঽসৃজা বাপি তয়োরামেন বা পুনঃ।
সংসৃষ্টয়োর্ভবেৎ পানং সব্যোষস্বাদুতিক্তকম্ ॥ ২৭
তথামে কফসংসৃষ্টে কষায়ব্যোষতিক্তকম্।
আমে তন্বকফে ব্যোষকষায়লবণৈর্যুতম্ ॥ ২৮
বাতেন বিষি পিত্তে বা বিট্পিত্তে চ তথানিলে
মধুরাম্লকষায়ঃ স্যাৎ সংসৃষ্টে বস্তিকত্তমঃ ॥ ২৯
শকৃচ্ছোণিতয়োঃ পিত্তশকৃতো রক্তপিত্তয়োঃ।
বস্তিরন্যোন্যসংসর্গে কষায়স্বাদুতিক্তকঃ ॥ ৩০
কফেন বিষি পিত্তে বা কফে বিট্পিত্ত-
শোণিতৈঃ।
ব্যোষতিক্তকষায়ঃ স্যাৎ সংসৃষ্টে বস্তিরুত্তমঃ ॥ ৩১
স্যাদ্বস্তির্ব্যোষতিক্তাম্লঃ সংসৃষ্টে বায়ুনা কফে।
মধুরব্যোষতিক্তস্তু রক্তে কফবিমিশ্রিতে ॥ ৩২
মারুতে কফসংসৃষ্টে ব্যোষাম্ললবণো ভবেৎ।
বস্তির্বাতেন রক্তে তু কার্য্যঃ স্বাদ্বম্লতিক্তকঃ। ৩৩
ত্রিচতুঃপঞ্চষড়্যোগানেবমেব বিকল্পয়েৎ।
যুক্তিশ্চৈষাতিসারোক্তা সর্ব্বরোগেষ্বপি স্মৃতা ॥ ৩

২১। বিষ্ঠাতিসারে বাতঘ্ন ও সংগ্রাহিবর্গের বস্তি প্রয়োগ করা উচিত। [বাতঘ্ন দ্রব্য যথা ;—বেড়েলা প্রভৃতি। সংগ্রাহিবর্গ অর্থাৎ যড়্বিরেচনশতাশ্রিতীয় অধ্যায়োক্ত পুরীষ-সংগ্রহণীয় বর্গ]। ২২। বাতাতিসারে স্বাদু অম্ল ও লবণ দ্রব্যের অনুবাসন প্রশস্ত। ২৩। রক্তাতিসারে ছাগাদিরক্তের বস্তি প্রশস্ত ২৪। পিত্তাতিসারে স্বাদু তিক্ত ও কষায় রসের বস্তি প্রশস্ত। ২৫। আমবিষ্ঠার সংসর্গযুক্ত অতিসারে অথবা আমবায়ুর সংসর্গযুক্ত অতি-সারে অথবা আমবিষ্ঠা ও বায়ুর সন্নিপাতযুক্ত অতিসারে বস্তিক্রিয়ার অন্তরে ত্রিকটুচূর্ণ, কাঁজী ও সৈন্ধব পান করিবে। ২৬। পিত্ত ও আমের সংসর্গযুক্ত অতিসারে অথবা পিত্তরক্ত ও আমের সংসর্গযুক্ত অতিসারে অথবা পিত্ত রক্ত ও আমের সন্নিপাতযুক্ত অতিসারে ত্রিকটু স্বাদু ও তিক্তক দ্রব্য পান করা উচিত। ২৭। আম ও কফের সংসর্গযুক্ত অতিসারে কষায় ত্রিকটু ও তিক্তক দ্রব্য সেবন করিবে আর আমের সহিত কফের ভাগ অল্প থাকিলে ত্রিকটু, কষায় ও লবণ সেবন করিবে, ২৮। বায়ু ও বিষ্ঠার সংসর্গযুক্ত অতিসারে কিংবা বায়ু ও পিত্তের সংসর্গযুক্ত অতি-সারে কিম্বা বায়ু বিষ্ঠা ও পিত্তের সন্নি-পাতযুক্ত অতিসারে মধুর অম্ল ও কষায় প্রয়োগ করা উচিত। বিশেষতঃ সংসর্গ স্থলে মধুর অম্ল ও কষায় দ্রব্যের বস্তিই উত্তম। ২৯। বিষ্ঠা ও রক্ত, বিষ্ঠা ও পিত্ত অথবা পিত্ত ও রক্তের সংসর্গযুক্ত অতিসারে অথবা বিষ্ঠা, রক্ত ও পিত্তের সন্নিপাতযুক্ত অতিসারে কষায় স্বাদু ও তিক্তক দ্রব্যের বস্তি প্রশস্ত। ৩০। কফ ও বিষ্ঠার সংসর্গযুক্ত অতিসার কিংবা কফ ও পিত্তের সংসর্গযুক্ত অতিসারে কিংবা কফ বিষ্ঠা পিত্ত ও রক্তের সন্নিপাতযুক্ত অতিসারে ত্রিকটু তিক্ত ও কষায় ঔষধ প্রশস্ত। আর সংসর্গস্থলে ত্রিকটু তিক্ত ও কষায় দ্রব্যের বস্তিই প্রশস্ত। ৩১। বায়ু ও কফের সংসর্গ-যুক্ত অতিসারে ত্রিকটু তিক্ত ও অম্ল দ্রব্যের বস্তি প্রশস্ত। কফ ও রক্তের সংসর্গযুক্ত অতিসারে মধুর ত্রিকটু ও তিক্তক বস্তি প্রশস্ত। ৩২। কফ ও বায়ুর সংসর্গযুক্ত অতিসারে অম্ল ও লবণের বস্তি প্রশস্ত। আর বায়ু ও রক্তের সংসর্গযুক্ত, অতিসারে স্বাদু অম্ল ও তিক্তক দ্রব্যের বস্তি প্রশস্ত। ৩৩। এইরূপে আম, বিষ্ঠা, বায়ু, পিত্ত, রক্ত ও কফ এই ষড়্-বিধ মলের তিন, চারি, পাঁচ বা ছয়টী যোগ কল্পনা করা যায়। আর অতিসারোক্ত এই সমস্ত যুক্তি জরাদি সর্ব্ববিধ রোগেরই অব-লম্বন করা উচিত। [ছয়মলের ত্রিবিধ সংসর্গ দশটী যথা ;—১ আমবিষ্ঠাবাত, ২ আমবিষ্ঠা-

যুগপৎ ষড়ুরসং মল্লাং সংসর্গে পাচনং ভবেৎ।
নিরামাণাঞ্চ পক্কানাং বস্তিঃ ষাড়ুরসিকো মতঃ
উড়ুম্বরশলাটুনি জম্বাম্রোড়ুম্বরত্বচঃ।
শঙ্খং সর্জ্জরসং লাক্ষাং কর্দ্দমঞ্চ পলাশিকম্॥
পিষ্ট্বা তৈঃ সর্পিষঃ প্রস্থং ক্ষীরদ্বিগুণিতং পচেৎ।
অতীসারেষু সর্ব্বেষু পেয়মেতদ্যথাবলম্॥ ৩৬
কচ্ছুরাধাতকীবিম্বসমঙ্গারক্তশালিভিঃ।
মস্থরাশ্বত্থশুঙ্গৈশ্চ যবাগূঃ স্যাজ্জলে শৃতৈঃ॥ ৩৭
বালোড়ুম্বরকট্বঙ্গসমঙ্গাপ্লক্ষপল্লবৈঃ।
মসুরধাতকীপুষ্পবলাভিশ্চ তথা ভবেৎ॥ ৩৮
স্থিরাদীনাং বলাদীনামিক্ষ্বাদীনামথাপি বা।
ক্বাথেষু সমসুরাণাং যবাগ্বঃ স্যুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ৩৯
কচ্ছুরামূলশাল্যাদিতণ্ডুলৈর্ব্বাপি সাধিতাঃ।
দধিতক্রারনালাম্লক্ষারেষ্বিক্ষুরসেঽপি বা॥
শীতাঃ সশর্করাঃ ক্ষৌদ্রাঃ সর্ব্বাতীসারনাশনাঃ।
সসর্পির্ম্মরিচাজাজীমধুরা লবণাঃ শিবাঃ॥ ৪০
ভবন্তি চাত্র।
স্নিগ্ধাম্ললবণমধুরং পানং বস্তিশ্চ মারুতে কোষ্ণঃ
শীতং তিক্তকষায়ং মধুরং পিত্তে চ রক্তে চ॥ ৪১
তিক্তোষ্ণকষায়কটুশ্লেষ্মণি সংগ্রাহি বাতনুচ্ছকৃতি॥ ৪২

পিত্ত, ৩ আমবিষ্ঠারক্ত, ৪ আমবিষ্ঠাকফ, ৫ বিষ্ঠাবায়ুরক্ত, ৬ বিষ্ঠাবায়ুপিত্ত, ৭ বিষ্ঠাবায়ুকফ, ৮ বাতরক্তপিত্ত, ৯ বাতরক্তকফ, এবং ১০ রক্তপিত্ত ও কফ। চতুষ্ক সংসর্গ ছয়টী যথা;—১ আমবিষ্ঠাবাতপিত্ত, ২ আমবিষ্ঠাবাতকফ, ৩ বিষ্ঠাবাতরক্তপিত্ত, ৪ বিষ্ঠাবাতরক্তকফ, ৫ বাতরক্তপিত্তকফ এবং ৬ আমবিষ্ঠাবাতরক্ত। পঞ্চক সংসর্গ তিনটী যথা,—১ আমবিষ্ঠাবাতরক্তপিত্ত, ২ আমবিষ্ঠাবাত রক্তকফ এবং ৩ বিষ্ঠাবাতরক্তপিত্তকফ। আর ষট্‌ক সংসর্গ একটী যথা;—আমবিষ্ঠাবতরক্তপিত্তকফ। সর্ব্বশুদ্ধ কুড়িটী হইতেছে। [১৯ প্রকরণ দেখ]। ৩৪। আমাদি ছয় মলের সংসর্গ স্থলে স্বাদু অম্ল লবণ কষায় তিক্ত ও কটু এই ছয় রস একদা প্রয়োগ করিলে মলপাচন হয়। আর ভিন্ন পঞ্চমলের পক্ষে ছয় রসের বস্তিই প্রশস্ত [কিন্তু আম থাকিলে বস্তি প্রয়োগ করিবে না]। ৩৫। যজ্ঞডুম্বরের কাঁচা ফল শুষ্ক করিয়া লইবে। সেই শুষ্কফল, আর জামছাল, আমছাল, যজ্ঞডুম্বরের ছাল, শঙ্খনাভিচূর্ণ, ধুনো, লাক্ষা ও কর্দ্দম পৃথক্ পৃথক্ এক পল লইয়া কল্ক করিবে। এই সমস্ত কল্কের সহিত চারি সের ঘৃত ও ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ (গঙ্গাধরমতে দুগ্ধের দ্বিগুণ জল) একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত সর্ব্বপ্রকার অতিসারেই বলানুসারে পান করা উচিত। ৩৬। আলকুশীবীজ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বরাহক্রান্তা, রক্তশালি, মসুর ও অশ্বত্থ-বৃক্ষের কাথের সহিত যবাগূ পাক করিয়া পান করিলে অতিসার নাশ হয়। ৩৭। বালা, যজ্ঞডুম্বর, শ্যোণাক, বরাহক্রান্তা, পাকুড়ের পল্লব, মসুর, ধাইফুল এবং বেড়েলার কাথের সহিত যবাগূ পাক করিয়া পান করিলে অতিসারনাশ হয়। ৩৮। শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল কিংবা বলাদি গণ কিংবা ইক্ষ্বাদি গণের কাথ কিংবা মসুরের যূষের সহিত যবাগূ পাক করিয়া অতিসারে পান করিবে। ৩৯। আলকুশী মূলের কাথের সহিত সিদ্ধ শালি প্রভৃতি তণ্ডুলের যবাগূ অথবা দধি তক্র কাঁজী আমানী যবক্ষার ও ইক্ষুরসের সহিত সিদ্ধ যবাগূ শীতল হইলে পর শর্করা ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার নষ্ট হয়। আর যবাগূ সকল দোষানুসারে ঘৃত মরিচ ও জীরা সংযুক্ত কিংবা মধুর বা লবণযুক্ত হওয়া উচিত। ৪০। উপসংহার;—বাতে স্নিগ্ধ অম্ল লবণ ও মধুর ঔষধ পান ও ঈষৎ উষ্ণ বস্তি গ্রহণ করা উচিত। পিত্ত ও রক্তে শীতল, তিক্ত, কষায় ও মধুর ঔষধ সেবন করা উচিত। ৪১। শ্লেষ্মাতে তিক্ত উষ্ণ কষায় ও কটু সেবন করা উচিত। মলভেদে সংগ্রাহী অথচ বায়ুনাশক ঔষধ সেবন করা উচিত। ৪২।

প চনমামে পানং পিচ্ছাস্থবস্তয়ো রক্তে ॥ ৪৩
অতিসারং প্রত্যুক্তং মিশ্রং দ্বন্দ্বামযোগজেষপি চ
তত্রোদ্রেকবিশেষাদ্দোষেষুপক্রমঃ কার্য্যঃ ॥ ৪৪
তত্র শ্লোকাঃ।
প্রস্থতিকাঃ সব্যাপৎ ক্রিয়া নিরূহাস্তথাতি-
সারহিতাঃ।
রসকল্পঘৃতযবাগ্বশ্চোক্তা গুরুণা প্রসৃত-
সিদ্ধৌ ॥ ৪৫
ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সিদ্ধিস্থানে প্রসৃতযোগিকা সিদ্ধি-
র্নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।
ত্রিমর্ম্মীয়া সিদ্ধিঃ।
অথাতস্ত্রিমর্ম্মীয়াং সিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১
সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতম্ অস্মিন্ শরীরে স্কন্ধশাখাশ্রিতমগ্নিবেশ। তেষামন্যতমপীড়ায়াং সমধিকপীড়া ভবতি চেতনানিবন্ধবৈশেষ্যাৎ ॥২
তত্র শাখাশ্রিতেভ্যো মর্ম্মভ্যঃ স্কন্ধাশ্রিতানি গরীয়াংসি শাখানাং তদাশ্রিতত্বাৎ। স্কন্ধাশ্রিতেভ্যোঽপি হৃদ্বস্তিশিরাংসি তন্মূলত্বাচ্ছরীরস্য ॥ ৩
তত্র হৃদি দশ চ ধমন্যঃ প্রাণোদানমনোবুদ্ধিচেতনামহাভূতানি চ নাভ্যামরা ইব প্রতিষ্ঠিতানি ॥ ৪
শিরসীন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়প্রাণবহানি চ স্রোতাংসি সূর্য্যমিব গভস্তয়ঃ সংশ্রিতানি ॥ ৫
বস্তিস্তু স্থূলগুদমুষ্কসেবনীশুক্রমূত্রবাহিনীনাং মধ্যে মূত্রাধারোঽম্বুবহানাং সর্ব্বস্রোতসা-

---

আমে পাচন ঔষধ পান করিবে। রক্তে পিচ্ছাবস্তি ও রক্তবস্তি গ্রহণ করিবে। ৪৩। এইরূপে সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ ও আমজ অতিসারের নির্দ্দেশ করা হইল। যে দোষের উদ্বণতা দৃষ্ট হইবে, চিকিৎসা সেই দোষের অনুরূপ হওয়া অবশ্যক। ৪৪। এই অধ্যায়ের সূচী;—এই প্রসৃতসিদ্ধি অধ্যায়ে প্রাসৃতিক যোগ সকল, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপৎ ও ব্যাপদের চিকিৎসা, অতিসারনাশক নানা প্রকার নিরূহ, রসকল্পনা, ঘৃত ও যবাগূ গুরুদেব আত্রেয় কর্ত্তৃক উক্ত হইল। ৪৫

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ত্রিমর্ম্মীয়সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। এই শরীরের স্কন্ধ ও শাখায় সর্ব্বশুদ্ধ এক শত সাতটী মর্ম্মস্থান আছে। হে অগ্নিবেশ! ঐ সকল মর্ম্মের মধ্যে কোন একটীর পীড়া হইলে, শরীরের অত্যন্ত পীড়া উপস্থিত হয়,। কারণ মর্ম্মস্থান মাত্রেই চেতনা (সুখাসুখ অনুভব করিবার শক্তি) বিশেষরূপে নিবদ্ধ আছে। [স্কন্ধ শব্দের অর্থ মস্তক, গ্রীবা ও মধ্যশরীর। শাখা শব্দের অর্থ এ স্থলে হস্ত পদ]। ২। শাখাশ্রিত মর্ম্ম সকল অপেক্ষা স্কন্ধাশ্রিত মর্ম্ম সকল গুরুতর, কেননা শাখা সকল স্কন্ধের আশ্রিত। আবার স্কন্ধাশ্রিত মর্ম্মদিগের মধ্যে হৃদয়, বস্তি ও মস্তক সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, কারণ উহারাই শরীরের মূল। ৩। যেমন নাভিতে অমরা নাড়ী প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ হৃদয়ে দশ ধমনী প্রতিষ্ঠিত। আর প্রাণ, উদান, মন, বুদ্ধি ও চেতনা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। আর হৃদয় শরীরের অন্যান্য অঙ্গের অপেক্ষা পঞ্চভূতের প্রধান স্থান। ৪। যেমন সূর্য্যে কিরণ সকল সংশ্রিত, সেইরূপ মস্তকে ইন্দ্রিয় সকল ও ইন্দ্রিয়দিগের প্রাণবহ স্রোতঃ সকল অধিষ্ঠিত আছে। ৫। বস্তি স্থূলান্ত্র, মুষ্ক, সেবনী (লিঙ্গাদিতে সেলাইয়ের মত দ্রব্য), শুক্রবাহিনী নাড়ী ও মূত্রবাহিনী নাড়ীদিগের মধ্যে অবস্থিত। যেমন সমুদ্র নদীদিগের কেন্দ্র স্বরূপ,

সামুদমিবাপগানাং প্রতিষ্ঠিতো ভবতি বহুভিশ্চ তন্মূলৈর্মর্ম্মসংজ্ঞকৈঃ স্রোতোভির্গগনমিব দিনকরকরৈর্ব্যাপ্তমিদং শরীরম্ ॥ ৬

তেষাং ত্রয়াণামন্যতমস্যাপি ভেদাদাশ্বেব শরীরভেদঃ স্যাদাশ্রয়নাশাদাশ্রিতস্য নাশঃ তদুপঘাতাৎ তু ঘোরব্যাধিপ্রাদুর্ভাবস্তস্মাদেতানি বিশেষেণ রক্ষ্যাণি। বাহ্যাভিঘাতাদ্বাতাদিদোষেভ্যশ্চেতি ॥ ৭

তত্র হৃদয়াভিহতে কাসশ্বাসবলক্ষয়কণ্ঠশোষক্লোমাকর্ষণ-জিহ্বানির্গমমুখতালুশোষাপস্মারোন্মাদপ্রলাপচিত্তনাশাদয়ঃ স্যুঃ ॥ ৮

শিরস্যভিহতে মন্যাস্তম্ভার্দ্দিতচক্ষুর্বিভ্রমমোহবেষ্টনচেষ্টানাশকাসশ্বাসহনুগ্রহমূকগদ্গদত্বাক্ষিনিমীলনগণ্ডস্পন্দনজৃম্ভণ—লালাস্রাবস্বরহানিবদনজিহ্মত্বাদীনি ॥ ৯

বস্তৌ তু বাতমূত্রবর্চ্চোনিগ্রহবঙ্ক্ষণমেহনবস্তিশূল-কুণ্ডলোদাবর্ত্ত--গুল্মানিলাষ্ঠীলোপস্তম্ভনাভিকুক্ষিগুদশ্রোণিগ্রহাদয়ঃ ॥ ১০

বাতাদ্যুপসৃষ্টানাং তেষাং লিঙ্গানি চিকিৎসিতে সক্রিয়াদিবিধীন্যুক্তানি। কিন্ত্বেতানি বিশেষতোঽনিলাদ্রক্ষ্যাণ্যনিলো হি পিত্তকফসমুদীরণে হেতুঃ, প্রাণমূলঞ্চ। স চ বস্তিসাধ্যতমঃ। তস্মান্ন বস্তিসমং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম মর্ম্মপরিপালনম্ ॥ ১১

তত্র ষড়াস্থাপনস্কন্ধান্ বিমানে দ্বৌ চানুবাসনস্কন্ধাবিহ চ বিহিতান্ বস্তীন্ বুদ্ধ্যা বিচার্য্য মহামর্ম্মপরিপালনার্থঞ্চ প্রযোজয়েদ্বাতব্যাধিচিকিৎসাঞ্চ ॥ ১২

ভূয়শ্চ হৃদ্যুপসৃষ্টে বাতেন হিঙ্গুচূর্ণলবণান্যতমচূর্ণযুক্তং মাতুলুঙ্গস্য রসেন বাস্তেন

সেইরূপ এই মূত্রাধার সমস্ত অম্বুবাহী স্রোতের কেন্দ্রস্বরূপ। যেমন গগন দিনকর-করজালে ব্যাপ্ত, সেইরূপ এই শরীর ত্রিমর্ম্ম-মূলক অন্যান্য মর্ম্ম নামক স্রোতোজালে আচ্ছন্ন।৬। উল্লিখিত মর্ম্মত্রয়ের মধ্যে কোন মর্ম্মের ভেদ হইলে শীঘ্রই শরীরে ভেদ হয়, কারণ আশ্রয়ের নাশ হইলে আশ্রিতেরও নাশ হয়। উক্ত মর্ম্মত্রয়ের নাশ হইলে ঘোর ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়, সেইজন্য এই তিন মর্ম্ম বাহ্য আঘাত ও আভ্যন্তরিক বাতাদি দোষ হইতে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিবে। ৭। হৃদয় আহত হইলে কাস, শ্বাস, বলক্ষয়, কণ্ঠশোষ, ক্লোমশোষ, জিহ্বা নির্গমন, মুখশোষ, তালুশোষ, অপস্মার, উন্মাদ, প্রলাপ ও চিত্তনাশাদি হয়। ৮। মস্তক আহত হইলে মন্যাস্তম্ভ, অর্দ্দিত, দৃষ্টিবিভ্রম, মোহ, বেষ্টন (বন্ধনবৎ পীড়া), চেষ্টানাশ, কাস, শ্বাস, বস্তিশূল, বাতকুণ্ডল, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, বাতাষ্ঠীলা, উপস্তম্ভ এবং নাভি কুক্ষি গুদ ও শ্রোণিদেশের বেদনা ও অন্যান্য রোগ হয়। ১০। চিকিৎসিত স্থানে ত্রিমর্ম্মীয় চিকিৎসায় উক্ত মর্ম্মত্রয়ের বাতাদিজনিত রোগ-সমুদায় ও সেই সকল রোগের চিকিৎসা বলিয়াছি। কিন্তু এই তিন মর্ম্ম বায়ু হইতেই বিশেষরূপে রক্ষণীয়। কারণ বায়ুই পিত্তকফের উত্তেজনার হেতু। আর ইহাই প্রাণের মূল। আর ইহাই প্রাণের মূল। আবার এই বায়ু অন্যান্য উপায় অপেক্ষা বস্তিকর্ম্মদ্বারাই সাধ্যতম। অতএব বস্তিকর্ম্ম যেরূপ মর্ম্ম সকলের পালন করে, এমন আর কিছুই নাই। ১১। তন্মধ্যে বিমানস্থানে ছয়টী আস্থাপন-স্কন্ধ ও সিদ্ধিস্থানে দুইটী অনুবাসনস্কন্ধ বিবৃত হইয়াছে। এই সকল বস্তিযোগ বিশেষরূপে অবগত হইয়া মহামর্ম্মত্রয়ের পরিপালনার্থ প্রয়োগ করিবে, আর মহামর্ম্মের পীড়া উপস্থিত হইলে বাতব্যাধির চিকিৎসা করিবে। ১২। পুনশ্চ বলা যাই-

বাম্লেন হৃদ্যেন বা পায়য়েৎ স্থিরাদিপঞ্চমূলী-রসঃ সশর্করঃ পানার্থং বিল্বাদিপঞ্চমূলরসসিদ্ধা চ যবাগূঃ হৃদ্রোগবিহিতঞ্চ কর্ম্ম ॥ ১৩

মূর্দ্ধ্নি তু বাতোপসৃষ্টেঽভ্যঙ্গস্বেদনোপ-নাহনস্নেহপানমস্তঃকর্ম্মাবপীড়ধূমাদীনি ॥ ১৪

বস্তৌ তু কুম্ভীস্বেদো বর্ত্তয়শ্চ। শ্যামা-দিভির্গোমূত্রসিদ্ধো নিরূহঃ। বিল্বাদিস্বরস-সিদ্ধঃ শরকাশেক্ষুদর্ভগোক্ষুরকমূলশৃতক্ষীরৈশ্চ। ত্রপুষৈর্ব্বারুকখরাশ্বাবীজযবান্ ঋষভককল্কিতো নিরূহঃ। পীতদারুকল্কসিদ্ধতৈলানুবাসনম্। ত্রৈবৃতকঞ্চ সর্পির্বিরেকার্থম্ ॥ ১৫

শতাবরী গোক্ষুরকবৃহতীকণ্টকারিকাগুড়ূচী-পুনর্নবোশীরমধুকদ্বিশারিবালোধ্রশ্রেয়সী কুশ-কাশমূলকষায়ক্ষীরচতুর্গুণং বলার্ষভকখরা-শ্বোপকুঞ্চিকাবৃৎসকত্রপুষৈর্ব্বারু-বীজশিতিমারক মধুকবচাশতপুষ্পাশ্মভেদবর্ষাভূমদনফলকল্কসিদ্ধং তৈলমুত্তরবস্তিনিরূহশুদ্ধস্নিগ্ধস্বিন্নস্য বস্তিশূল-মূত্রবিকারহর ইতি ॥ ১৬

ভবন্তি চাত্র।

হৃদি মূর্দ্ধ্নি চ বস্তৌ চ নৃণাং প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তস্মাৎ তেষাং সদা যত্নাৎ কুর্ব্বীত পরিপালনম্ ॥ ১৭

আঘাতবর্জ্জনং নিত্যং স্বস্থবৃত্তানুবর্ত্তনম্।
উৎপন্নার্ত্তিবিঘাতশ্চ মর্ম্মণাং পরিপালনম্ ॥ ১৮

অত ঊর্দ্ধং বিকারা যে ত্রিমর্ম্মীয়ে চিকিৎসিতে।
ন প্রোক্তা মর্ম্মজাস্তেষাং কাংশ্চিদ্বক্ষ্যামি সৌষধান্ ॥ ১৯

ক্রুদ্ধঃ স্বৈঃ কোপনৈর্বায়ুং স্থানাদূর্দ্ধং প্রপদ্যতে।
পীড়য়ন্ হৃদয়ং গত্বা শিরঃশঙ্খৌ চ পীড়য়ন্ ॥

অম্লরস যুক্ত করিয়া পান করিবে। শাল-পর্ণ্যাদি পঞ্চমূলের ক্বাথ শর্করার সহিত পান করিবে। আর বিল্বাদি পঞ্চমূল-সিদ্ধ পেয়া পান ও হৃদ্রোগবিহিত চিকিৎসা করিবে। ১৩। মস্তক বায়ুকর্ত্তৃক আহত হইলে অভ্যঙ্গ, স্বেদন, উপনাহন, স্নেহপান, নস্তকর্ম্ম, অবপীড়ন ও ধূমাদি প্রশস্ত। ১৪। বস্তি বায়ু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কুম্ভীস্বেদ ও বর্ত্তি প্রভৃতি প্রশস্ত। আর যষ্ঠ বিরেচনশতাশ্রিতীয়োক্ত ত্রিবৃতাদি দশটী আস্থাপন দ্রব্য কথিত করিয়া গোমূত্রের সহিত নিরূহ বা বিল্বাদি পঞ্চমূলের ক্বাথের সহিত বা শরমূল, কাশমূল, ইক্ষুমূল ও গোক্ষুরমূলসিদ্ধ দুগ্ধের সহিত বস্তিপ্রয়োগ প্রশস্ত। অথবা শসাবীজ কাঁকুড় বীজ ও বনযমানীর ক্বাথ এবং ঋষভকের সহিত নিরূহ প্রশস্ত। আর সরলকাষ্ঠের সহিত সিদ্ধ তৈলের অনুবাসন প্রশস্ত এবং ত্রিবৃৎ-সিদ্ধ ঘৃতের বিরেচন প্রশস্ত। ১৫। শতমূলী, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারিকা, গোলঞ্চ, পুনর্নবা, ... সকল দ্রব্যের ক্বাথ, ক্বাথের চতুর্গুণ দুগ্ধ, বলা-দির কল্ক ও তৈল একত্র পাক করিবে। বলাদি যথা;—বেড়েলা, বাসক, ঋষভক, বনযমানী, কৃষ্ণজীরা, ইন্দ্রযব, শসাবীজ, কাঁকুড়বীজ, সিতিমারক (শালিঞ্চশাক), যষ্টিমধু, বচ, শুলফা, পাষাণভেদ, পুনর্নবা ও মদনফল। রোগীকে নিরূঢ়, শুদ্ধ, স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া এই তৈলের উত্তরবস্তি দিতে হয়। ইহা বস্তি-শূল ও মূত্রবিকার নাশ করে। ১৬। উপসংহার;—হৃদয় মূর্দ্ধা ও বস্তিতে মানুষের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছে, এই জন্য এই তিনটী মর্ম্মের সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক পরিপালন করিবে। ১৭। আঘাত সকল নিত্য যত্নের সহিত পরিহার করিবে। স্বস্থ বৃত্তির অনুসরণ করিবে। উৎপন্ন ব্যাধির বিনাশ করিবে এবং মর্ম্মসমূহের পরিপালন করিবে। ১৮। ইতিপূর্ব্বে ত্রিমর্ম্মীয়চিকিৎসিতে যে সকল মর্ম্মজ ব্যাধির উল্লেখ করা হয় নাই, সম্প্রতি তাহাদের বিবরণ ও ঔষধ বলি-

ধনুর্ব্বন্নময়েদ্‌গাত্রাণ্যাক্ষিপেন্মোহয়েৎ তদা।
কৃচ্ছ্রেণ চাপ্যুচ্ছ্বসিতি স্তব্ধাক্ষোঽথ নিমীলকঃ।
কপোত ইব কূজেচ্চ নিঃসংজ্ঞঃ সোঽপতন্ত্রকঃ॥২০
দৃষ্টিং সংস্তভ্য সংজ্ঞাঞ্চ হত্বা কণ্ঠেন কূজতি।
হৃদি মুক্তে নরঃ স্বাস্থ্যং যাতি মোহং বৃতে পুনঃ
বায়ুনা দারুণং প্রাহুরেকে তদপতানকম্‌॥ ২১
শ্বসনং কফবাতাভ্যাং রুদ্ধং তস্য বিমোচয়েৎ।
তীক্ষ্ণৈঃ প্রধমনৈঃ সংজ্ঞাস্তাসু মুক্তাসু
বিন্দতি॥ ২২
মরিচং শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গঞ্চ ফণিজ্ঝকম্‌।
এতানি সূক্ষ্মচূর্ণানি দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনম্‌॥ ২৩
হিঙ্গু তুম্বুরু পথ্যা চ পৌষ্করং লবণত্রয়ম্‌।
যবক্বাথাম্বুনা পেয়ং হৃৎপার্শ্বাদ্যপতন্ত্রকে॥ ২৪
হিঙ্গ্বম্লবেতসং শুণ্ঠীং সসৌবর্চ্চলদাড়িমম্‌।
পিবেদ্বাতকফঘ্নঞ্চ কর্ম্ম হৃদ্রোগনুদ্ধিতম্‌॥ ২৫
শোধনা বস্তয়স্তীক্ষ্ণা হিতাস্তস্য চ কৃৎস্নশঃ॥ ২৬
সৌবর্চ্চলাভয়াব্যোষৈঃ সিদ্ধন্তু স্যাদ্‌ঘৃতং
হিতম্‌॥ ২৭
মধুরস্নিগ্ধগুর্ব্বম্লসেবনাচ্চিন্তনাদ্‌ ভয়াৎ।
শোকাদ্ব্যাধ্যনুষঙ্গাচ্চ বায়ুনোদীরিতঃ কফঃ॥
যদাসৌ সমবস্কন্দ্য হৃদয়ং হৃদয়াশ্রয়ান্‌।
সমাবৃণোতি জ্ঞানাদীংস্তদা তন্দ্রোপজায়তে॥ ২৮
হৃদয়ে ব্যাকুলীভাবো বাক্‌চেষ্টেন্দ্রিয়গৌরবম্‌।
মনোবুদ্ধ্যপ্রসাদশ্চ তন্দ্রায়া লক্ষণং মতম্‌॥ ২৯
কফঘ্নং তত্র কর্ত্তব্যং শোধনং শমনানি চ।
ব্যায়ামো রক্তমোক্ষশ্চ ভোজ্যঞ্চ কটুতিক্তকম্‌॥৩০

মস্তক ও শঙ্খদেশে গমন করিয়া মস্তক ও শঙ্খদেশ পীড়ন করে। তখন উহা সমস্ত গাত্রকে ধনুকের ন্যায় নত করে ও আক্ষিপ্ত করে এবং মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে। রোগী কষ্টে উচ্ছ্বাস ত্যাগ করে। সে স্তব্ধাক্ষ বা নিমীলিতনেত্র হয় এবং নিঃসংজ্ঞ হইয়া কপোতের ন্যায় কণ্ঠকূজন করিতে থাকে। এই রোগকে অপতন্ত্রক কহে। ২০। নয়নকে স্তব্ধ করিয়া সংজ্ঞাকে হত করিয়া বায়ু কণ্ঠে কূজন করিতে থাকে। হৃদয় বায়ু-মুক্ত হইলে রোগী স্বাস্থ্য লাভ করে আর হৃদয় বায়ু দ্বারা আবৃত হইলে পুনর্ব্বার মোহ প্রাপ্ত হয়। এই দারুণ রোগকে কেহ কেহ অপতানকও বলে। ২১। এই ব্যক্তির নিশ্বাস কফবাত দ্বারা রুদ্ধ হয়। সেই নিশ্বাস তীক্ষ্ণ প্রধমন দ্বারা মুক্ত করিয়া দিবে। যখন প্রধমন দ্বারা সংজ্ঞাবহ স্রোত সকল মুক্ত হয়, তখন সংজ্ঞাও মুক্ত হইয়া থাকে। ২২। মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ফণিজ্ঝক তুলসীর বীজ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া নস্য দিবে। ২৩। হিঙ্গু, তুম্বুরু, হরীতকী, পুষ্করমূল, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল ও বিটলবণ যবক্বাথ বা জলের সহিত পান করিলে হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল ও অপতন্ত্রকের শান্তি হয়। ২৪। অপতন্ত্রক ও অপতানক রোগে হিঙ্গু, অম্লবেতস, শুঁঠ, সৌবর্চ্চল ও দাড়িমের খোসা চূর্ণ করিয়া পান করিবে, আর ইহাতে কফবাতঘ্ন ক্রিয়া এবং হৃদ্রোগনাশক ক্রিয়া করিবে। ২৫। আর ইহাতে শোধন তীক্ষ্ণবস্তি সম্যক্‌ প্রকারে আচরণীয়। ২৬। আর ইহাতে সৌবর্চ্চল, হরীতকী ও ত্রিকটুচূর্ণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত হিতকর। ২৭। মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু ও অম্ল সেবন এবং চিন্তা, ভয়, শোক ও জ্বরাদি রোগভোগ হেতু বায়ু কর্ত্তৃক কফ উদীরিত হইয়া যখন রোগীর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া হৃদয়াশ্রিত সংজ্ঞা প্রভৃতিকে আবৃত করে, তখন তন্দ্রা নামক রোগ হইয়া থাকে। [অতএব রোগীর তন্দ্রা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উহার হৃদয় আক্রান্ত হইয়াছে]। ২৮। হৃদয়ের ব্যাকুলীভাব, বাক্‌চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়দিগের গুরুতা, মন ও বুদ্ধির অপ্রসাদ এই সকল তন্দ্রার লক্ষণ। ২৯। তন্দ্রারোগে কফঘ্ন ক্রিয়া, শোধন ও রোগী বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া থাকিলে শমনক্রিয়া আবশ্যক হয়। যদি তন্দ্রা অন্নাদিরোগ জন্য না হয়, তবে ব্যায়াম ও স্থলবিশেষে রক্তমোক্ষণ এবং কটু তিক্ত-

মূত্রৌকসাদং জঠরং কৃচ্ছ্রং সোৎসঙ্গসঙ্ক্ষয়ৌ।
মূত্রাতীতোঽনিলাষ্ঠীলা বাতবস্ত্যুষ্ণমারুতৌ॥
বাতকুণ্ডলিকাগ্রন্থিবিড়্ঘাতো বস্তিকুণ্ডলম্।
ত্রয়োদশৈতে মূত্রস্য দোষাস্তাঁল্লিঙ্গতঃ শৃণু॥ ৩১
পিত্তং কফো দ্বয়ং বাপি বস্তৌ সংহন্যতে যদা।
মারুতেন তদা মূত্রং রক্তপীতং ঘনং সৃজেৎ॥
সদাহং শ্বেতসান্দ্রং বা সর্ব্বৈর্ব্বা লক্ষণৈর্যুতম্।
মূত্রৌকসাদং তং বিদ্যাৎ পিত্তশ্লেষ্মহরৈর্জ্জয়েৎ॥ ৩২
বিধারণাৎ প্রতিহতং বাতোদাবর্ত্তিতা যদা।
পূরয়ত্যুদরং মূত্রং তদা তদনিমিত্তরুক্॥
অপক্তিমূত্রবিট্সঙ্গৈস্তন্মূত্রজঠরং বদেৎ।
মূত্রবৈরেচনীং তত্র চিকিৎসাং সম্প্রয়োজয়েৎ॥
হিঙ্গুদ্বিরুত্তরং চূর্ণং ক্রিমঘ্নীয়ে প্রকীর্ত্তিতম্।
হন্যান্মূত্রাদিসঙ্ঘাতং ব্যাধিঞ্চ গুদমেঢ্রয়োঃ॥ ৩৩
মুক্তিতস্য ব্যবায়াৎ তু রেতো বাতোদ্ধতং চ্যুতম্।
পূর্ব্বং মূত্রস্য পশ্চাদ্বা স্রবেৎ তৎকৃচ্ছ্রমুচ্যতে॥ ৩৪
খবৈগুণ্যানিলাক্ষেপৈঃ কিঞ্চিন্মূত্রস্য তিষ্ঠতি।
মণিসন্ধৌ স্রবেৎ পশ্চাৎ তদরুগ্বাথবাতিরুক্।
মূত্রোৎসঙ্গঃ স বিচ্ছিন্নস্তচ্ছেষো গুরুশেফসঃ॥ ৩৫
বাতাকুণ্ডির্ব্বেদঘাতান্মূত্রে শুষ্যতি সঙ্ক্ষয়ঃ।
চিরং ধারয়তো মূত্রং ত্বরয়া ন প্রবর্ত্ততে।
মেহমানস্য মন্দং বা মূত্রাতীতঃ স উচ্যতে॥ ৩৭
আধ্মাপয়ন্ বস্তিগুদং রুদ্ধ্বা বায়ুশ্চলোন্নতাম্।
কুর্য্যাৎ তীব্রার্ত্তিমষ্ঠীলাং মূত্রবিণ্মার্গরোধিনীম্॥৩৮
মূত্রং ধারয়তো বস্তৌ বায়ুঃ ক্রুদ্ধো বিধারণাৎ।
মূত্ররোধার্ত্তিকণ্ডূভির্বাতবস্তিঃ স উচ্যতে॥ ৩৯

ভোজন প্রশস্ত। ৩০। বস্তিরোগ বা মূত্রাঘাত ত্রয়োদশ প্রকার যথা;—মূত্রসাদ, মূত্রজঠর, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রসংক্ষয়, মূত্রাতীত, বাতাষ্ঠীলা, বাতবস্তি, উষ্ণবায়ু, বাতকুণ্ডলিকা, মূত্রগ্রন্থি, বিড়্বিঘাত এবং বস্তিকুণ্ডল। ৩১। পিত্ত বা কফ অথবা পিত্ত কফ উভয়ে যখন বায়ু কর্ত্তৃক বস্তিতে সংহিত হয়, তখন রক্ত পীত ও ঘন প্রস্রাব হয়। অথবা দাহযুক্ত শ্বেত ও সান্দ্র প্রস্রাব হয়। অথবা সমস্ত লক্ষণযুক্ত প্রস্রাব হইয়া থাকে। ইহাকেই মূত্রৌকসাদ বলে। ইহাতে পিত্তশ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা করা আবশ্যক। ৩২। মূত্রবেগ ধারণ করিলে মূত্র প্রতিহত হইয়া যখন বায়ুকর্ত্তৃক উদাবর্ত্তিত হয়, তখন উহা উদরকে পূর্ণ করিয়া অবস্থান করে, এবং বিনাকারণে উদরে বেদনা হয়। ক্রমে অপাক ও মূত্রবিষ্ঠার বিবন্ধ হয়। এই রোগকে মূত্রজঠর কহে। এরূপ স্থলে মূত্রবিরেচন ক্রিয়া (বস্তি-রেচন-শতাশ্রিতীয় অধ্যায় দেখ) আবশ্যক। আর ক্রিমঘ্নীয় চিকিৎসতস্থানে যে হিঙ্গুত্তর হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ উল্লিখিত হইয়াছে (২৬অ-২০প্র), তাহা মূত্রজঠরে প্রয়োগ করিলে মূত্রাদি-সঙ্ঘাত নষ্ট হয়, এমন কি গুহ্যমেঢ্রগত অন্যান্য ব্যাধিও হরণ করে। ৩৩। মূত্রবেগ জন্মিবার পর স্ত্রীপ্রসঙ্গ করিলে শুক্র বায়ুকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া মূত্রমার্গে চ্যুত হয়। তাহাতে শুক্র বাহির হইয়া গেলে প্রস্রাব হয়, না হয় প্রস্রাব হইবার পর শুক্র বাহির হয়। ৩৪। মূত্র পথের বৈগুণ্যহেতু ও বায়ুর আক্ষেপ বশতঃ প্রস্রাব করিবার সময় লিঙ্গের মণিসন্ধিতে কিঞ্চিৎমূত্র আটকাইয়া যায় এবং পশ্চাৎ বিনা বেদনায় বা অতিশয় বেদনার সহিত নিষ্ক্রান্ত হয়। সেই বিচ্ছিন্ন মূত্ররোধকে মূত্রোৎসঙ্গ বলা যায়। ইহাতে লিঙ্গের গুরুতা হইয়া থাকে। ৩৫। বাতপ্রকোপ হেতু মূত্র শুষ্ক হইলে তাহাকে মূত্রসংক্ষয় কহে। ইহাতে বায়ু প্রকোপের লক্ষণ সকল থাকে। ৩৬। প্রস্রাবের বেগ আসিবার পর অনেকক্ষণ প্রস্রাব না করিলে শীঘ্র প্রস্রাব নির্গত হয় না এবং পরে আস্তে আস্তে প্রস্রাব হয়। ইহাকেই মূত্রাতীত কহে। ৩৭। কুপিত বায়ু বস্তি ও পায়ুকে আধ্মাপিত ও রুদ্ধ করিয়া তীব্রবেদনাযুক্ত চলোন্নত অষ্ঠীলা উৎপন্ন করে। ইহাতে মূত্র ও বিষ্ঠার মার্গরোধ হয়। ৩৮। মূত্রবেগ ধারণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া বস্তিতে মূত্ররোধ, বেদনা ও কণ্ডূয়ন উপস্থিত করে ইহা-

উষ্মণা সোষ্মকং মূত্রং শোষয়ন রক্তপীতকম্।
উষ্ণবাতঃ সৃজেৎ কৃচ্ছ্রাদ্বস্ত্যপস্থার্ত্তিদাহবান্।
গতিসঙ্গাদুদাবৃত্তঃ স মূত্রস্থানমার্গয়োঃ ॥ ৪০
মূত্রস্য বিগুণো বায়ুর্ভগ্নব্যাবিদ্ধকুণ্ডলী।
মূত্রং বিহন্তি সংস্তম্ভভঙ্গগৌরববেষ্টনৈঃ।
তীব্ররুক্ মূত্রবিট্‌সঙ্গৈর্বাতকুণ্ডলিকেতি সা ॥ ৪১
রক্তং বাতকফাদ্দুষ্টং বস্তিদ্বারে সুদারুণম্।
গ্রন্থিং কুর্য্যাৎ স কৃচ্ছ্রেণ সৃজেন্মূত্রং তদাবৃতম্।
অশ্মরীসমশূলং তং মূত্রগ্রন্থিং প্রচক্ষতে ॥ ৪২
রুক্ষদুর্ব্বলয়োর্বাতেনোদাবৃত্তং শকৃদ্‌যদা।
মূত্রস্রোতঃ প্রপদ্যেত বিট্‌সংসৃষ্টং তদা নরঃ।
বিড়্‌গন্ধং মূত্রয়েৎ কৃচ্ছ্রাদ্বিড়্‌বিঘাতং
বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৪৩

দ্রুতাধ্বলঙ্ঘনায়াসৈরভীঘাতাৎ প্রপীড়নাৎ।
স্বস্থানাদ্বস্তিরুদ্‌বৃত্তঃ স্থূলস্তিষ্ঠতি গর্ভবৎ॥
শূলস্পন্দনদাহার্ত্তো বিন্দুং বিন্দুং স্রবত্যপি।
পীড়িতস্তু স্রবেদ্ধারাং স্তম্ভনোদ্বেষ্টনার্ত্তিমান্॥
বস্তিকুণ্ডলমাহুস্তং ঘোরশস্ত্রবিষোপমম্।
পবনপ্রবলং প্রায়ো দুর্নিবারমবুদ্ধিভিঃ ॥ ৪৪
তস্মিন্ পিত্তাম্বিতে দাহঃ শূলমূত্রবিবর্ণতা।
শ্লেষ্মণা গৌরবং শোথঃ স্নিগ্ধং মূত্রং ঘনং
সিতম্ ॥ ৪৫
শ্লেষ্মরুদ্ধবিলো বস্তিঃ পিত্তোদীর্ণো ন সিধ্যতি।
অবিভ্রান্তবিলঃ সাধ্যো ন তু যঃ কুণ্ডলীকৃতঃ ॥ ৪৬

কেই বাতবস্তি কহে। ৩৯। পিত্তের উষ্মা মূত্রকে শুষ্ক করিয়া উষ্ণতাযুক্ত রক্ত বা পীত বর্ণ মূত্র কষ্টের সহিত বিসর্জ্জন করে। ইহাকে উষ্ণবাত বলে। ইহা বস্তি ও উপস্থে বেদনা ও দাহ উৎপাদন করে। ৪০। বায়ু বিগুণ হইয়া মূত্রাশয় ও মূত্রের অধোগতি রোধ করে এবং উদাবৃত্ত (উর্দ্ধদিকে আবর্ত্তশীল) হয়॥ আর ভগ্ন ব্যাহত ও কুণ্ডলীভূত হইয়া মূত্রাঘাত উপস্থিত করে। ইহাতে মূত্রাশয়ের সংস্তম্ভ, ভঙ্গবৎ পীড়া, গুরুতা ও বন্ধনবৎ পীড়া উপস্থিত হয়। তখন মূত্রাশয়ে তীব্রশূল, মূত্রবন্ধ ও মলবন্ধ হইয়া থাকে। ইহাকে বাতকুণ্ডলিকা বলে। ৪১। বাতকফের প্রকোপহেতু বস্তি-দ্বারে রক্ত দুষ্ট হইয়া সুদারুণ গ্রন্থি উৎপন্ন করে। সেই গ্রন্থি দ্বারা আবৃত হওয়াতে প্রস্রাব কষ্টে হয়। আর বস্তিদ্বারে অশ্মরীর ন্যায় শূল হইয়া থাকে। ইহাকেই মূত্রগ্রন্থি বলে। ৪২। রুক্ষ বা দুর্ব্বল ব্যক্তির বায়ু-কর্ত্তৃক বিষ্ঠা উদাবৃত্ত হইয়া মূত্রবহ স্রোত আক্রমণ করিলে বিষ্ঠাসংসৃষ্ট বিষ্ঠাগন্ধি মূত্র নিঃসৃত হয়। ইহাকে বিড়্‌বিঘাত কহে। [শরীরের মধ্যে স্রোত সকল পরস্পর সন্নিকৃষ্ট থাকাতে বিকারস্থলে এক স্রোতের দ্রব্য অপর দ্রব্যের স্রোতে গমন করিতে পারে]। ৪৩। দ্রুত-ভ্রমণ, লঙ্ঘন, সর্ব্বদা পরিশ্রম, আঘাত বা প্রপীড়ন বশতঃ বস্তি স্বস্থান হইতে উদ্‌বৃত্ত হইয়া গর্ভের ন্যায় স্থূলস্পর্শ হইয়া অব-স্থান করে। তাহাতে বস্তিতে শূল স্পন্দন ও দাহ হয় এবং বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব নির্গত হয়। বস্তিতে চাপ দিলে প্রস্রাবের ধারা বহির্গত হয় এবং স্তম্ভ, উদ্বেষ্টন (মোচড়ান) ও যাতনা হইয়া থাকে। ইহাকেই বস্তিকুণ্ডল কহে। ইহা শস্ত্র বা বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর। ইহাতে বায়ুরই প্রায় প্রাবল্য থাকে। অল্পবুদ্ধি চিকিৎ-সককের পক্ষে এ রোগ নিবারণ করা কঠিন। ৪৪। বস্তিরোগে বায়ু পিত্তকর্ত্তৃক আবৃত হইলে দাহ শূল ও মূত্রের বিবর্ণতা হয়। শ্লেষ্ম-কর্ত্তৃক আবৃত হইলে বস্তির গুরুতা ও শোথ এবং মূত্র স্নিগ্ধ ঘন ও শ্বেতবর্ণ হয়। ৪৫। যদি বস্তি শ্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধমুখ ও পিত্তপ্রকোপযুক্ত হয়, তবে অসাধ্য। কিন্তু যে বস্তি কুণ্ডলীকৃত হইয়াছে, তাহার মুখ শ্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধ না থাকি-লেও তাহা অসাধ্য। [তবেই বলা হইতেছে যে, ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাতের মধ্যে মূত্রৌক-সাদ (ইহা আধুনিক ষ্ট্রীকচর নামক রোগের সহিত কতকটা তুল্য) নামক রোগ বদ্ধমূল হইলে অসাধ্য হয়। আর কোন কারণে বস্তির গঠন যদি কুণ্ডলীকৃত হইয়া পড়ে, তবে তাহাও

স্যাদ্বস্তৌ কুণ্ডলীভূতে তৃণ্মোহোচ্ছ্বাস এব চ ॥ ৪৬
দোষাধিক্যমবেক্ষ্যৈতান্ মূত্রকৃচ্ছ্রহরৈর্জয়েৎ।
বস্তিমুত্তরবস্তিঞ্চ সর্ব্বেষামেব যোজয়েৎ ॥ ৪৮
পুষ্পনেত্রঞ্চ হৈমং স্যাৎ সূক্ষ্মমোত্তরবস্তিকম্।
জাতীপুষ্পস্য বৃন্তেন সমং গোপুচ্ছসংস্থিতম্।
রৌপ্যং বা সর্ষপচ্ছিদ্রং দ্বিকর্ণং দ্বাদশাঙ্গুলম্ ॥ ৪৯
তেনাজবস্তিযুক্তেন স্নেহস্যার্দ্ধপলং নয়েৎ।
যথা বয়োবিশেষেণ স্নেহমাত্রাং বিকল্প্য বা ॥ ৫০
স্নাতস্য ভুক্তভক্তস্য রসেন পয়সাপি বা।
সৃষ্টবিণ্মূত্রবেগস্য পীঠে জানুসমে মৃদৌ ॥
ঋজোঃ সুখোপবিষ্টস্য হৃষ্টে মেঢ্রে ঘৃতান্বিতে।
শলাকয়ান্বিষ্য গতিং যগুপ্রতিহতা ব্রজেৎ ॥
ততঃ শেফঃপ্রমাণেন পুষ্পনেত্রং প্রবেশয়েৎ।
গুদবন্মূত্রমার্গেণ প্রণয়েদনু সেবনীম্ ॥ ৫১
হিংস্যাদ্ব্যতিগতং বস্তিমূলে স্নেহো ন
গচ্ছতি ॥ ৫২
সুখং প্রপীড্য নিষ্কম্পং নিষ্কর্ষেন্নেত্রমেব চ
প্রত্যাগতে দ্বিতীয়ন্তু তৃতীয়ঞ্চ প্রদাপয়েৎ ॥
অনাগচ্ছন্নুপেক্ষ্যস্তু রজনীব্যুষিতস্য চ ॥ ৫৩
পিপ্পলীলবণাগারধূমাপামার্গসর্ষপৈঃ।
বার্ত্তাকুরসনির্গুণ্ডীশম্পাকৈঃ সসহাচরৈঃ ॥
মূত্রাম্লপিষ্টৈঃ সগুড়ৈর্বর্ত্তিং কৃত্বা প্রবেশয়েৎ ॥ ৫৪
অগ্রে তু সর্ষপাকারং পশ্চাদ্দ্বৌ মাষসম্মিতাম্।

অসাধ্য]। ৪৬। কুণ্ডলীভূত বস্তির লক্ষণ যথা;—বস্তি কুণ্ডলীভূত হইলে তৃষ্ণা, মোহ ও শ্বাস হইয়া থাকে। ৪৭। এই সকল মূত্রাঘাত রোগে দোষাধিক্য বিবেচনা করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক চিকিৎসা করিবে। [২৬ অঃ] আর সমস্ত মূত্রাঘাতেই উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে। ৪৮। উত্তরবস্তির নল স্বর্ণনির্ম্মিত ও জাতি পুষ্পের বৃন্তের ন্যায় সূক্ষ্ম হওয়া উচিত। উহার আকার গোপুচ্ছবৎ মধ্যস্থূল হওয়া উচিত। উহা রৌপ্যময় হইলেও চলে। উহার ছিদ্র সর্ষপের ন্যায় হওয়া আবশ্যক। উহার দুইটী কর্ণিকা থাকা আবশ্যক। উহার দৈর্ঘ্য দ্বাদশাঙ্গুল হওয়া উচিত। উত্তরবস্তির বস্তি ছাগলের বস্তি দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। [উত্তরবস্তিতে এষণী ও নল উভয়ই ব্যবহৃত হয়। নলকে পুষ্পনেত্র কহে]। ৪৯। উত্তরবস্তি দ্বারা চারি তোলা স্নেহ প্রেরণ করা উচিত। অথবা স্নেহমাত্রা বয়োবিশেষে ভিন্ন প্রকার করিতে হয়। ৫০। রোগীকে স্নাত করাইয়া মাংসরস বা দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করাইতে হয়। অনন্তর উহাকে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করাইয়া জানুসম উচ্চ কোমল আসনে উপবেশন করাইতে হয়। রোগী যেন ঋজু হইয়া অক্লেশে উপবিষ্ট থাকে। অনন্তর চিকিৎসক উহার মেঢ্র হৃষ্ট ও ঘৃতান্বিত করিয়া শলাকা দ্বারা লিঙ্গচ্ছিদ্রের গতি অন্বেষণ করিবেন; তাহাতে যদি শলাকা কোন স্থলে প্রতিহত না হয় (না বাধে), তবে তাহা খুলিয়া লইয়া লিঙ্গের পরিমাণানুরূপ পুষ্পনেত্র প্রবেশিত করিবেন। যেমন পায়ুতে নল প্রবেশিত করিবার সময়ে সাবধানে হস্তাদি সঞ্চালন করিতে হয়, লিঙ্গে নল চালনা করিবার সময়েও সেইরূপ সাবধান হইতে হইবে। আর যেমন পায়ুবস্তির নল পৃষ্ঠবংশের দিকে অভিমুখীন করিয়া প্রবেশিত করিতে হয়। ৫১। উত্তরবস্তি অতিশয় বেগে চালিত হইলে অনিষ্ট হইয়া থাকে, আর অতিশয় মন্দবেগে চালিত হইলে যথাস্থানে গমন করিতে পারে না। ৫২। বস্তি যেরূপ নিষ্কম্পভাবে পীড়ন করিতে হয়, বস্তিকর্ম্ম সমাধা হইলে সেইরূপ নিষ্কম্পভাবে বস্তিনল নিষ্ক্রান্ত করিতে হয়। বস্তি প্রত্যাগত হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। যদি বস্তি প্রত্যাগত না হয়, তবে একরাত্রি উপেক্ষা করিবে। ৫৩। বস্তি প্রত্যাগত করিবার জন্য পিপুল, সৈন্ধব, গৃহধূম, অপামার্গবীজ, সর্ষপ, বার্ত্তাকুরস, নিসিন্দা, সোঁদালমজ্জা ও ঝিণ্টীমূল এই সকল দ্রব্য মূত্র, কাঁজী ও গুড়ের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং সেই বর্ত্তি লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশিত করিবে। ৫৪। বর্ত্তি মূলের দিকে সর্ষপাকার হইবে এবং মুখের দিকে দুইটী মাষকলায়ের

নেত্রদীর্ঘং ঘৃত ভাক্তাং সুকুমারমভঙ্গুরম্ ॥
নেত্রবন্মূত্রনাড্যান্তু পায়ৌ বাঙ্গুষ্ঠসম্মিতান্ ॥ ৫৬
স্নেহে প্রত্যাগতে তাভ্যাং সানুবাসনিকো বিধিঃ।
পরিহারশ্চ সব্যাপৎ সম্যক্ দত্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৫৭
স্ত্রীণামার্ত্তবকালে তু প্রতিকর্ম্ম তদাচরেৎ।
গর্ভাসনা সুখং স্নেহং তদাদত্তে হ্যপাবৃতা ॥
গর্ভং যোনিস্তদা শীঘ্রং জিতে গৃহ্ণাতি মারুতে ॥ ৫৮
বস্তিজেষু বিকারেষু যোনিবিভ্রংশজেষু চ।
যোনিশূলেষু তীব্রেষু যোনিব্যাপৎস্বসৃগ্দরে।
অপ্রস্রবতি মূত্রে চ বিন্দুং বিন্দুং স্রবত্যপি।
বিদধ্যাদুত্তরং বস্তিং কথাস্বৈষধসংস্কৃতম্ ॥ ৫৯
পুষ্পনেত্রপ্রমাণন্তু প্রমদানাং দশাঙ্গুলম্।
মূত্রস্রোতঃপরীণাহং মূত্রস্রোতোহনুবাহি চ ॥
গর্ভমার্গে তু নারীণাং বিধেয়ং চতুরঙ্গুলম্।
দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রমার্গে তু বালায়াস্ত্বেকমঙ্গুলম্ ॥ ৬০
উত্তানায়াঃ শয়ানায়াঃ সম্যক্ সঙ্কোচ্য সক্থিনী
অথাস্যাঃ প্রণয়েন্নেত্রমনুবংশগতং সুখম্ ॥ ৬১
দ্বিস্ত্রিশ্চতুর্বা তাং স্নেহানহোরাত্রেণ যোজয়েৎ।
বস্তিং——————————————————॥ ৬২
—বস্তৌ প্রণীতে চ বস্তিশ্চানন্তরো ভবেৎ ॥৬৩
ত্রিরাত্রং কর্ম্ম কুর্ব্বীত স্নেহমাত্রাং বিবর্দ্ধয়ন্।
অনেনৈব বিধানেন কর্ম্ম কুর্য্যাৎ পুনস্ত্র্যহাৎ ॥ ৬৪
অতঃ শিরোবিকারাণাং কশ্চিদ্ভেদঃ প্রবক্ষ্যতে ॥ ৬৫

ন্যায় স্থূল হইবে। উহা পুষ্পনেত্রের ন্যায় দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ হইবে, ঘৃতাভাক্ত ও সুকুমার হইবে অথচ অভঙ্গুর হইবে। ৫৫। যে বর্ত্তি মূত্রনালীতে প্রবেশিত করিতে হইবে, তাহার আকার পুষ্পনেত্রের ন্যায় হইবে। আর যে বর্ত্তি পায়ুতে প্রবেশিত করিতে হইবে, তাহার আকার করাঙ্গুষ্ঠের সমান হওয়া আবশ্যক। ৫৬। উত্তরবস্তির স্নেহ প্রত্যাগত হইলে আহার বিহার সম্বন্ধে অনুবাসনের ন্যায় পথ্য পালন করিতে হইবে। উত্তরবস্তির ব্যাপৎ হইলেও অনুবাসন ব্যাপদের ন্যায় অপথ্য-পরিহার বিধেয়। আর উত্তরবস্তি সম্যক্‌রূপ প্রদত্ত হইলে উহার লক্ষণ সম্যক্‌প্রদত্ত অনুবাসনের ন্যায় হইবে। ৫৭। স্ত্রীদিগকে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে ঋতুর সময়েই প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ সেই সময়ে যোনি গর্ভাসনা (গর্ভাশ্রয়োপযোগিনী) হওয়াতে মুক্তদ্বার থাকে, সুতরাং অনায়াসে স্নেহ গ্রহণ করে। আর সেই সময়ে উত্তরবস্তি প্রদত্ত হইলে বায়ু পরাজিত হওয়াতে শীঘ্রই গর্ভ হয়। ৫৮। সর্ব্বপ্রকার বস্তিবিকার, যোনিবিভ্রংশজ বিকার, তীব্র যোনিশূল, সর্ব্বপ্রকার যোনিব্যাপৎ, রক্তপ্রদর, প্রস্রাবের বিবন্ধ এবং প্রস্রাবের বিন্দু বিন্দু স্রাব এই সকল রোগে স্ত্রীদিগকে উত্তরবস্তি, রোগানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের সহিত সংস্কৃত করিয়া দিতে হয়। ৫৯। প্রমদাদিগের পুষ্পনেত্রের পরিমাণ দশাঙ্গুল। উহার স্থূলতা মূত্র-স্রোতের স্থূলতার ন্যায়। উহার গতি মূত্র স্রোতের অনুরূপ। আর নারীদিগের গর্ভমার্গে উত্তরবস্তি প্রদান করিতে হইলে নলের পরিমাণ চতুরঙ্গুল ও মূত্রমার্গে উত্তরবস্তি প্রদান করিতে হইলে দুই অঙ্গুল হওয়া উচিত। বালিকার পক্ষে এক অঙ্গুল হওয়া আবশ্যক। ৬০। স্ত্রীজনকে উত্তরবস্তি দিতে হইলে উহাকে উত্তান করিয়া শয়ন করাইবে। উরুদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া ধরিবে। অনন্তর বস্তিনেত্র প্রবেশিত করিবে। বস্তিনেত্র প্রবেশ করিবার সময় যেন উহার মুখ পৃষ্ঠবংশের অভিমুখে থাকে। বস্তিনেত্র আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইবে। ৬১। অহোরাত্রের মধ্যে দুই তিন বা চারি বার স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। ৬২। বস্তি প্রণীত ও প্রত্যাগত হইলে পুনর্ব্বার বস্তি দিবে (৫৩ প্র)। ৬৩। এইরূপে তিন দিবস বস্তিক্রিয়া করিবে এবং প্রথম দিন অপেক্ষা দ্বিতীয় দিন এবং দ্বিতীয় দিন অপেক্ষা তৃতীয় দিন বস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। অনন্তর তিন দিন আর বস্তি দিবে না। তিন দিন পরে পুনর্ব্বার দেওয়া যাইতে

রক্তপিত্তানিলা দুষ্টাঃ শঙ্খদেশে বিমূর্চ্ছিতাঃ।
তীব্ররুগ্দাহরাগং হি শোফং কুর্ব্বন্তি দারুণম্ ॥
স শিরো বিষবদ্বেগী নিরুধ্যাশু গলং তথা।
ত্রিরাত্রাজ্জীবিতং হন্তি শঙ্খকো নাম নামতঃ ॥
জীবেৎ ত্র্যহং চেদ্ভৈষজ্যং প্রত্যাখ্যায়াস্য
কারয়েৎ।
শিরোবিরেকসেকাদি সর্ব্বং বিসর্পনুচ্চ যৎ ॥৬৬
রুক্ষাত্যধ্যশনাৎ পূর্ব্ববাতাবশ্যায়মৈথুনৈঃ।
বেগসন্ধারণায়াসব্যায়ামৈঃ কুপিতোঽনিলঃ ॥
কেবলঃ স কফো বার্দ্ধং গৃহীত্বা শিরসোঽনিলঃ
মন্যাভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষিললাটার্দ্ধে চ বেদনাম্।
শস্ত্রাশনিনিভাং কুর্য্যাৎ তীব্রাং
সোঽর্দ্ধাবভেদকঃ ॥ ৬৭
নয়নং বাথবা শ্রোত্রমতিবৃদ্ধো বিনাশয়েৎ ॥ ৬৮
চতুঃস্নেহোত্তমাং মাত্রাং শিরঃকায়বিরেচনম্।
নাড়ীস্বেদঘৃতং জীর্ণং বস্তিকর্ম্মানুবাসনম্
উপনাহঃ শিরোবস্তির্দহনং বাত্র শস্যতে
প্রতিশ্যায়ে শিরোরোগে যচ্চোদ্দিষ্টং
চিকিৎসিতম্ ॥ ৬৯
সন্ধারণাদ্যজীর্ণাদ্যৈর্মস্তিষ্কং রক্তমারুতৌ।
দুষ্টৌ দূষয়তস্তচ্চ দুষ্টং তাভ্যাং বিমূর্চ্ছিতম্ ॥
সূর্য্যোদয়াংশুসন্তাপাদ্দুঃখং বিষ্যন্দতে শনৈঃ।
ততো দিনে শিরঃশূলং দিনবৃদ্ধ্যা চ বর্দ্ধতে ॥
দিনক্ষয়ে ততঃ স্ত্যানে মস্তিষ্কে সম্প্রশাম্যতি।
সূর্য্যাবর্ত্তঃ স তত্র স্যাৎ সর্পিরৌত্তরভক্তিকম্ ॥
শিরঃকায়বিরেকৌ চ মূর্দ্ধ্নি চ স্নেহধারণম্।
জাঙ্গলৈরুপনাহশ্চ ঘৃতক্ষীরৈশ্চ সেচনম্ ॥
বহির্ভিত্তিরিলাবাদিশৃতক্ষীরোত্থিতং ঘৃতম্

পারে। ৬৪। অনন্তর শিরোরোগের কয়েকটী ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। ৬৫। শঙ্খদেশে দূষিত রক্ত পিত্ত ও বায়ু কুপিত হইলে সেই স্থানে তীব্র শূল, দাহ, রক্তিমা ও দারুণ শোথ হইয়া থাকে। এই শঙ্খক নামক রোগ বিষের ন্যায় বেগবান্। ইহা কণ্ঠ রোধ করিয়া থাকে এবং ত্রিরাত্রের মধ্যে জীবন নাশ করে। যদি রোগী তিন দিন জীবিত থাকে, তবে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চতুর্থ দিন চিকিৎসা করিবে। এই রোগে শিরোবিরেচন ও বাতরক্তোপযোগী সেক প্রভৃতি এবং বীসর্পনাশক ক্রিয়া সকল আবশ্যক। ৬৬। রুক্ষ ভোজন, অতিভোজন, অধ্যশন, পূর্ব্ববায়ু, শিশির, মৈথুন, বেগধারণ, আয়াস ও ব্যায়াম দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া স্বয়ং বা কফের সহিত মিলিত হইয়া মস্তকের এক পার্শ্ব আক্রমণ করে। তাহাতে সেই দিকের মন্যা, ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, অক্ষি ও ললাটে বেদনা হয়। এই বেদনা শস্ত্র বা বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। ইহাকে অর্দ্ধাবভেদক বলে। ৬৭। অর্দ্ধাবভেদক রোগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দৃষ্টি বা শ্রবণ নষ্ট করে। ৬৮। এই রোগে চতুঃস্নেহের উৎকৃষ্ট মাত্রা পান করাইতে হয়। আর শিরোবিরেচন, কায়বিরেচন, নাড়ীস্বেদ, জীর্ণঘৃতের প্রদেহ, বস্তিকর্ম্ম, অনুবাসন, উপনাহ, শিরোবস্তি এবং দাহ পর্য্যন্ত আবশ্যক হইয়া থাকে। আর প্রতিশ্যায়-বিহিত ও শিরোরোগ-বিহিত অন্যান্য ক্রিয়াও আবশ্যক। ৬৯। বেগধারণাদি ও অজীর্ণাদি কারণ বশতঃ রক্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া মস্তিষ্ক দূষিত করে। মস্তিষ্ক এইরূপে দূষিত ও রক্ত-বাত কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হইলে সংহত রক্ত দিনের বেলা রৌদ্রতাপ বশতঃ অত্যন্ত কষ্টকর হয় এবং সন্ধ্যার প্রারম্ভে অল্পে অল্পে অপসৃত হইতে থাকে। এইজন্য দিনের বেলা শিরঃশূল হয়, আর দিনবৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দিনক্ষয়ের পর মস্তিষ্ক শীতল হইলে বেদনাও উপশম হয়। এই রোগকে সূর্য্যাবর্ত্ত কহে। ইহাতে ঔত্তরভক্তিক (ভাতের পর) ঘৃত পান করিতে হয়। শিরোবিরেচন, মস্তকে তৈলধারণ [অর্থাৎ "শিরোবস্তি গ্রহণ"] জাঙ্গল মাংসের উপনাহ [জাঙ্গল মাংস বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ করিয়া তাহার উপনাহ] এবং যবক্ষারযুক্ত ঘৃত সেবন প্রশস্ত। আর ইহাতে ময়ূরাদি-ঘৃতের নস্য প্রশস্ত। ময়ূরাদি-

নাবনং জীবনীয়াষ্টগুণক্ষীরোপসাধিতম্ ॥ ৭০
উপবাসাতিশোকাতিরূক্ষশীতাল্পভোজনৈঃ।
দুষ্টা দোষাস্ত্রয়ো মস্তাং পশ্চাদ্ঘাটে তু বেদনাম্
তীব্রাং কুর্ব্বন্তি সা চাক্ষিভ্রূমা খ্যেবতিষ্ঠতে।
স্পন্দনং গণ্ডপার্শ্বস্ত নেত্ররোগং হনুগ্রহম্ ॥
সোঽনন্তবাতস্তং হন্যাচ্ছিরোঽর্কাবর্ত্তনাশনৈঃ॥৭১
বাতো রূক্ষাদিভিঃ ক্রুদ্ধঃ শিরঃকম্পমুদীরয়েৎ।
তত্রামৃতাবলারাস্নামহাশ্বেতাশ্বগন্ধকৈঃ।
স্নেহস্বেদাদিবাতঘ্নং শস্তং নস্তঞ্চ তর্পণম্ ॥ ৭২
নস্তঃকর্ম্ম চ কুর্ব্বীত শিরোরোগেষু শাস্ত্রবিৎ।
দ্বারং হি শিরসো নাসা তেন তদ্ব্যাপ্য
হন্তি তাম্ ॥ ৭৩
নাবনঞ্চাবপীড়শ্চ ধ্মাপনং ধূম এব চ।
প্রতিমর্ষশ্চ বিজ্ঞেয়ো নস্তঃকর্ম্ম তু পঞ্চধা ॥ ৭৪
স্নেহনঃ শোধনশ্চৈব দ্বিবিধং নাবনং স্মৃতম্।
শোধনঃ স্তম্ভনশ্চ স্যাদবপীড়ো দ্বিধা মতম্।
চূর্ণং স্যাদ্ধ্মাপনং নাম দেহস্রোতো-
বিশোধনম্ ॥ ৭৫
বিজ্ঞেয়স্ত্রিবিধো ধূমঃ প্রাগুক্তঃ শমনাদিকঃ।
প্রতিমর্ষো ভবেৎ স্নেহো নির্দ্দোষ
॥ ৭৬
এবং তদ্রেচনং কর্ম্ম তর্পণং শমনং ত্রিধা ॥ ৭৭
স্তম্ভসুপ্তিগুরুত্বাদ্যাঃ শ্লৈষ্মিকা যে শিরোগদাঃ।
শিরসো রেচনং তেষু নস্তঃকর্ম্ম প্রশস্যতে ॥ ৭৮
যে চ বাতাত্মকা রোগাঃ শিরঃকম্পার্দ্দিতাদয়ঃ।
শিরসস্তর্পণং তেষু নস্তঃকর্ম্ম প্রশস্যতে ॥ ৭৯
রক্তপিত্তাদিরোগেষু শমনং নস্তমিষ্যতে ॥ ৮০
ধ্মাপনং ধূমপানঞ্চ যথাযোগ্যেষু শস্যতে।
দোষাদিকং সমীক্ষ্যৈব ভিষক্ সম্যক্ চ
কারয়েৎ ॥ ৮১

ঘৃত যথা;—ময়ূর বা তিত্তিরি বা লাবাদি জাঙ্গল পক্ষীর মাংসের অথবা উহাদের মিলিত মাংসের রস ষোল সের, জীবনীয় গণের কল্ক এক সের, দুগ্ধ বত্রিশ সের ও দুগ্ধোত্থ ঘৃত চারি সের একত্র পাক করিলে ময়ূরাদি-ঘৃত হয়। [একজন বৃদ্ধ বৈদ্য এই রোগে আদার কল্ক ঘৃতের সহিত শিরে ধারণ করিতে ব্যবস্থা করিতেন]। ৭০। উপবাস, অতিশয় শোক এবং অতিরূক্ষ শীতল ও অল্প ভোজন বশতঃ ত্রিদোষ দূষিত হইয়া মস্তার পশ্চাৎ ঘাড়ে তীব্র বেদনা উৎপাদন করে এবং সেই বেদনা অক্ষি ভ্রূ ও শঙ্খদেশে স্থায়ী হয়। ইহাতে গণ্ড ও পার্শ্বের স্পন্দন হইতে থাকে। নেত্ররোগেও হনুগ্রহ উপস্থিত হয়। ইহাকে অনন্তবাত কহে। ইহার চিকিৎসা উদাবর্ত্ত-রোগের চিকিৎসার ন্যায়। ৭১। রুক্ষাদি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া শিরঃকম্প উৎপাদন করে। শিরঃকম্প রোগে অমৃতাদি কল্কে স্নিগ্ধ স্বেদাদি ও অন্যান্য বাতঘ্ন ক্রিয়া প্রশস্ত। আর ইহাতে নস্ত ও সন্তর্পণ আবশ্যক। ৭২। শিরোরোগ মাত্রেই নস্তকর্ম্ম করিবে। কারণ নাসা মস্তকের দ্বার, সেই দ্বার দিয়া নস্ত মস্তকে গিয়া মস্তকের রোগ সকল নাশ করে।

৭৩। নস্তকর্ম্ম পাঁচ প্রকার যথা;—নাবন, অবপীড়, ধ্মাপন, ধূম ও প্রতিমর্ষ। ৭৪। স্নেহন ও শোধনভেদে নাবন দ্বিবিধ। শোধন ও স্তম্ভন-ভেদে অবপীড় দ্বিবিধ। নাসার মধ্যে পীড়ন-পূর্ব্বক দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকে অবপীড় কহে। চূর্ণ নস্ত দ্বিমুখ নল দ্বারা ফুৎকার সহকারে নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিলে তাহাকে ধ্মাপন নস্ত কহে। এই নস্ত সমস্ত দেহের স্রোত শোধন করে। ৭৫। ধূম শমনাদিভেদে ত্রিবিধ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রতিমর্ষ নস্তের উপকরণ স্নেহদ্রব্য। ইহা শোধনও বটে, শমনও বটে; অথচ নির্দ্দোষ। ৭৬। এইরূপে নস্তের ক্রিয়া ত্রিবিধ স্থির হইয়াছে যথা;—রেচন, তর্পণ ও শমন।৭৭। তন্মধ্যে রেচন নস্ত মস্তকের স্তম্ভ সুপ্তি গুরুতা প্রভৃতি রোগে প্রশস্ত।৭৮। আর শিরস্তর্পণ নস্ত শিরঃকম্প ও অর্দ্দিত প্রভৃতি বাতরোগে প্রশস্ত। ৭৯। আর মস্তকের রক্তপিত্তাদিজনিত রোগে শমন নস্ত প্রশস্ত। ৮০। ধ্মাপন ও ধূমপান (নাসা দ্বারা শিরোবিরেচন দ্রব্যের ধূমগ্রহণ) চিকিৎ-

কলাদি ভেষজং প্রোক্তং শিরসো যদ্বিরেচনম্
তচ্চূর্ণং কল্পয়েৎ তেন পচেৎ স্নেহং
বিরেচনম্ ॥ ৮২
যদুক্তং মধুরস্কন্ধে ভেষজং তেন তর্পণম্।
সাধয়িত্বা ভিষক্ স্নেহং নস্তঃ কুর্য্যাদ্বিধান-
বিৎ ॥ ৮৩
প্রাক্‌সূর্য্যে মধ্যসূর্য্যে বা কুর্য্যাৎ তর্পণমেব চ।
উত্তানস্য শয়ানস্য শয়নে স্বাস্তৃতে সুখম্ ॥
প্রলম্বশিরসঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাদোন্নতস্য চ।
দদ্যান্নাসাপুটে স্নেহং তর্পণং বুদ্ধিমান্
ভিষক্ ॥ ৮৪
অনবাক্‌শিরসো নস্যং ন শিরঃ প্রতিপদ্যতে।
অত্যবাক্‌শিরসো নস্যং মস্তুলুঙ্গে চ তিষ্ঠতে ॥৮৫
অত এব শয়ানস্য শুদ্ধ্যর্থং স্বেদয়েচ্ছিরঃ।
সংস্বেদ্য নাসামুন্নাম্য বামেনাঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণা ॥
হস্তেন দক্ষিণেনাথ দদ্যাদুভয়তঃ সমম্।
প্রণাড্যা পিচুনা বাপি নস্তঃস্নেহং যথাবিধি ॥
কৃতে চ স্বেদয়েদ্ভূয় আকর্ষেচ্চ পুনঃপুনঃ।
তৎ স্নেহং শ্লেষ্মণা সার্দ্ধং তথা স্নেহো ন
তিষ্ঠতি ॥ ৮৬
স্বেদেনোৎক্লেশিতঃ শ্লেষ্মা নস্তঃকর্ম্মণ্যুপস্থিতঃ।
ভূয়ঃ স্নেহস্য শৈত্যেন শিরসি স্ত্যায়তে ততঃ।
শ্রোত্রমন্যাগলাদ্যেষু বিকারায় স কল্পতে ॥ ৮৭
ততো নস্তঃকৃতে ধূমং পিবেৎ কফবিনাশনম্।
হিতান্নভুঙ্‌নিবাতোষ্ণসেবী স্যান্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৮৮
বিধিরেষোঽবপীড়স্য কার্য্যঃ প্রধমনস্য তু।
ষড়ঙ্গুল্যাথবা নাড্যা ধমেচ্চূর্ণং মুখেন তু ॥ ৮৯
বিরিক্তশিরসন্ত্বুষ্ণং পায়য়িত্বাম্বু ভোজয়েৎ।
লঘুত্রিদোষবিরুদ্ধঞ্চ নিবাতস্থমতন্দ্রিতম্ ॥ ৯০

সকদোষভেদে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবেন। ৮১। পূর্ব্বে বিরেচনার্থ যে সকল ফল-মূলাদি দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইসকল দ্রব্যের সহিত স্নেহ পাক করিয়া শিরোবিরেচনে প্রয়োগ করা যায়। ৮২। আর বিমান-স্থানে মধুরস্কন্ধে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্যের সহিত স্নেহ পাক করিয়া শিরস্তর্পণে প্রয়োগ করিবে। ৮৩। প্রাতঃকালে বা মধ্যাহ্নে তর্পণ প্রয়োগ করিবে। রোগীকে প্রশস্ত শয্যায় উত্তানভাবে সুখে শয়ন করাইবে। উহার মস্তক কিঞ্চিৎ ঝুলিয়া থাকিবে। আর পাদদ্বয় কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া থাকিবে। এই অবস্থায় উহার নাসাপুটে তর্পণ-স্নেহ প্রয়োগ করিবে। ৮৪ অবাক্‌শিরে নস্য না দিলে নস্য শিরোদেশে গমন করে না। আবার অত্যন্ত অবাক্‌শিরে (মাথা নীচ করিয়া) নস্য দিলে তাহা মস্তুলিঙ্গে (মস্তিষ্কে) থাকিয়া যায়। ৮৫। অত-এব মস্তিষ্কশুদ্ধির জন্য রোগীকে শয়ন করাইয়া তাহার মস্তকে স্বেদ দিবে। স্বেদের পর বামাঙ্গুষ্ঠের পর্ব্ব দ্বারা নাসা উন্নমিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উভয় রন্ধ্রে সমান ভাবে নল কিংবা পিচু দ্বারা যথাবিধি নস্যকর্ম্ম করিবে এইরূপে নস্যকর্ম্ম করা হইলে পর পুনর্ব্বার স্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং রোগী নাক ঝাড়িতে থাকিবে। তাহা হইলে স্নেহ শ্লেষ্মার সহিত বহির্গত হইয়া আসিবে এবং মস্তিষ্কে থাকিতে পারিবে না। ৮৬। মস্তকের শ্লেষ্মা স্বেদ দ্বারা প্রথমে উৎক্লিষ্ট হয় বটে, কিন্তু অবমর্ষস্নেহের শীতলতা দ্বারা পুনর্ব্বার ঘনীভূত হয়। তাহাতে কর্ণ মন্যা ও গলদেশ প্রভৃতি স্থানে বিকার উপস্থিত হয়। এই জন্য নস্যকর্ম্মের পর পুনর্ব্বার স্বেদ দেওয়া আবশ্যক হয়। ৮৭। নস্যকর্ম্মের পর কফবিনাশক ধূমপান করিবে। হিতান্ন ভোজন করিবে। নিবাতস্থানে বাস করিবে। উষ্ণসেবী হইবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইবে। ৮৮। অবপীড় নস্যেরও এইরূপ বিধি। প্রধমন নস্য-কর্ম্মে ষড়ঙ্গুল নলের মুখ দ্বারা ফুৎকারযোগে নস্য প্রেরণ করিবে। ৮৯। শিরোবিরেচনের পর রোগীকে উষ্ণাম্বু পান করাইয়া লঘু অথচ ত্রিদোষের অবিরুদ্ধ ভোজন করাইবে। উহাকে নির্ব্বাতস্থানে সাবধানে (অতন্দ্রিত) রাখিবে। [তন্দ্রাশব্দে এ স্থলে দিবানিদ্রাও বুঝাইতে পারে]। ৯০।

বিরেকশুদ্ধো দোষস্য কোপনং যস্তু সেবতে।
স দোষো বিচরং স্তত্র করোতি স্বান্ গদান্
বহূন্ ॥ ৯১
যথাস্বং বিহিতাং তেষু ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
অকালকৃতজাতানাং রোগাণামনুরূপতঃ ॥
অজীর্ণে ভোজনে ভুক্তে তোয়পীতেহথ দুর্দ্দিনে
প্রতিশ্যায়ে নবে স্নানে স্নেহপানেহনুবাসনে ॥
নাবনং স্নেহনং রোগান্ করোতি শ্লৈষ্মিকান্
বহূন্ ॥ ৯২
তত্র শ্লেষ্মহরঃ সর্ব্বস্তীক্ষ্ণোষ্ণাদিবিধির্হিতঃ ॥ ৯৩
ক্ষামে বিরেচিতে গর্ভে ব্যায়ামাভিহতেষপি।
বাতো রূক্ষেণ নস্যেন ক্রুদ্ধঃ স্বান্ জনয়েদ্-
গদান্ ॥ ৯৪
তত্র বাতহরঃ সর্ব্বো বিধিঃ স্নেহনবৃংহণম্।
স্বেদাদিঃ স্বাদুঘৃতং ক্ষীরং গর্ভিণ্যাস্তু
বিশেষতঃ ॥ ৯৫
জরশোকাভিতপ্তানাং তিমিরং মদ্যপস্য চ।
রূক্ষৈঃ সেকাঞ্জনৈর্লেপৈঃ পুটপাকৈশ্চ শোধয়েৎ
স্নেহনং শোধনঞ্চৈব দ্বিবিধং নস্যমুচ্যতে।
প্রতিমর্ষশ্চ তস্যার্থং করোতি ন চ দোষবান্ ॥৯৭
নস্তঃ স্নেহাঙ্গুলিং দদ্যাৎ প্রাতর্নিশি চ সর্ব্বদা
নচোৎসিংহেদরোগাণাং প্রতিমর্শঃ স
দার্ঢ্যকৃৎ ॥ ৯৮
তত্র শ্লোকৌ।
ত্রীণি যস্মাৎ প্রধানানি মর্ম্মাণ্যভিহতেষু চ।
তেষু লিঙ্গং চিকিৎসাঞ্চ রোগভেদাশ্চ সৌষধাঃ
বিধিরুত্তরবস্তেশ্চ নস্তঃকর্ম্মবিধিস্তথা।
ব্যাপত্তেষজং সিদ্ধৌ মর্ম্মাধ্যায়ে প্রকীর্ত্তি-
তম্ ॥ ৯৯
ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সিদ্ধিস্থানে ত্রিমর্ম্মীয়সিদ্ধির্নাম নবমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

বিরেচন দ্বারা শরীর শুদ্ধ হইলে যে ব্যক্তি বাতাদিকোপক আহারাদি করে, তাহার বাতাদি দোষ স্ব স্ব জাতীয় রোগ সকল উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ সকল রোগের চিকিৎসা ঐ সকল রোগের অনুরূপ হইবে। ৯১। অকালকৃত নস্য কর্ম্ম দ্বারা যে সকল রোগ হয়, তাহাদের চিকিৎসাও তাহাদের অনুরূপ হইবে। নস্যকর্ম্মের অকাল যথা;—অজীর্ণে, ভোজনের পর, জলপানের পর, দুর্দ্দিনে, প্রতিশ্যায়ে, স্নানের পরক্ষণে, স্নেহপানের পর এবং অনুবাসনের পর নস্য লইলে তাহাকে অকালকৃত নস্যকর্ম্ম কহে। এই সকল স্থলে স্নেহনস্য গ্রহণ করিলে বহুপ্রকার শ্লৈষ্মিক রোগ ঘটিয়া থাকে। ৯২। এরূপ স্থলে সর্ব্বপ্রকার শ্লেষ্মনাশক তীক্ষ্ণোষ্ণাদি বিধি হিতকর। ৯৩। ক্ষীণ, বিরিক্ত, গর্ভিণী এবং ব্যায়ামক্লান্ত ব্যক্তিদিগের রুক্ষ নস্য দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া স্বীয় রোগ সকল জন্মাইয়া থাকে। ৯৪। এরূপ স্থলে সর্ব্বপ্রকার বাতঘ্ন বিধি স্নেহন, বৃংহণ, স্বেদাদি, ঘৃত ও দুগ্ধ হিতকর। বিশেষতঃ এই সকল বিধি গর্ভিণী, জরকর্ষিত ও শোকাভিভূত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতিশয় হিতকর। ৯৫। মদ্যপায়ী ব্যক্তির তিমির হইলে (চোখে ঝাপসা দেখিলে) রুক্ষ, সেক, অঞ্জন ও লেপ এবং পুটপাক প্রক্রিয়া প্রশস্ত। ৯৬। নস্য স্নেহন ও শোধনভেদে দ্বিবিধ প্রতিমর্ষ উভয় প্রকার নস্যার্থই প্রতিপালন করে। অথচ ইহা নির্দ্দোষ। ৯৭। প্রতিমর্ষ নস্য শমনও হইয়া থাকে। সর্ব্বদিন প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে স্নেহে অঙ্গুলি মগ্ন করিয়া নাসারন্ধ্রে স্নেহ প্রয়োগ করিলে অথচ নিশ্বাস দ্বারা বলের সহিত আকর্ষণ না করিলে তাহাকে শমন-প্রতিমর্ষ বলা যায়। শমন-প্রতিমর্ষ অরোগীদিগেরও দৃঢ়তা সম্পাদন করে। ৯৮। এই অধ্যায়ের সূচী;—এই ত্রিমর্ম্মীয়সিদ্ধি অধ্যায়ে হৃদয় প্রভৃতি প্রধান মর্ম্মত্রয় আহত হইলে তাহাদের যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সকল লক্ষণ, চিকিৎসা, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রোগ ও সেই সকল রোগের চিকিৎসা, উত্তরবস্তির বিধি, নস্যকর্ম্মবিধি, দ্বিপ্রকার ব্যাপৎ ও তাহাদের চিকিৎসা প্রকীর্ত্তিত হইল। ৯৯

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

বস্তিসিদ্ধিঃ।

অথাতো বস্তিসিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১

সিদ্ধানাং বস্তীনাং তেষু তেষু রোগেষু।
পৃথগ্নিবেশ গদতঃ সিদ্ধিং সিদ্ধিপ্রদাং ভিষজাম্॥ ২

বলদোষকালরোগপ্রকৃতীঃ প্রবিভজ্য যোজিতঃ সম্যক্।
স্বৈ স্বৈরৌষধবর্গৈঃ স্বান্ স্বান্ রোগান্ নিযচ্ছতি॥ ৩

কর্ম্মান্যদ্বস্তিসমং ন বিদ্যতে শীঘ্রসুখবিশোধিত্বাৎ
আশ্বপতর্পণযোগাচ্চ নিরত্যয়ত্বাচ্চ॥ ৪

সত্যপি দোষহরত্বে কটুতীক্ষ্ণোষ্ণাদি ভেষজাদীনাম্।
সন্তঃখোদ্গারাহৃল্লাসকোষ্ঠাবাধা বিরেকে স্যুঃ॥৫

অবিরেচ্যৌ শিশুবৃদ্ধৌ তাবপ্রাপ্তপ্রহীণ ধাতুবলৌ॥ ৬

আস্থাপনমেব তয়োঃ সর্ব্বার্থকৃদুত্তমং কর্ম্ম
বলবর্ণহর্ষমার্দ্দবগাত্রস্নেহন্ নৃণাং দদাত্যাশু॥৭

অনুবাসনং নিরূহশ্চোত্তরবস্তিশ্চ স ত্রিবিধঃ।
শাখাবাতার্ত্তানাং সুকুঞ্চিতস্তব্ধভগ্নরুগ্নানাম্।
বিট্সঙ্গাধ্মানাকচিপরিকর্ত্তরুগাদিষু চ শস্তঃ।
উষ্ণার্ত্তানাং শীতান্ শীতার্ত্তানাং তথা সুখোষ্ণাংশ্চ
তদ্যোগৌষধযুক্তান্ বস্তীন সর্ব্বত্র বিনিযুঞ্জ্যাৎ॥ ৮

বস্তীন্ ন বৃংহণীয়ান্ দদ্যাদ্ব্যাধিষু বিশোধনীয়েষু
মেদস্বিনো বিশোধ্যা যে চ নরাঃ কুষ্ঠমেহার্ত্তাঃ॥৯

ন ক্ষীনক্ষতদুর্ব্বলমূর্চ্ছিতকৃশশুষ্কদেহানাম্।
যুঞ্জ্যাদ্বিশোধনীয়ান্ দোষনিবদ্ধায়ুষো যে চ॥১০

দশম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বস্তিসিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। অনন্তর ভিন্ন ভিন্ন রোগের উপযোগী দৃষ্টকল বস্তি সকল বলিতেছি। চিকিৎসকেরা সেই সকল বস্তিতে সিদ্ধি লাভ করিলে সিদ্ধ হইতে পারেন। অগ্নিবেশ! শ্রবণ কর। ২। রোগী ও ঔষধের বল এবং দোষ, কাল ও যোগ-প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া স্বদোপ-যোগী ঔষধের সহিত মিলিত করিয়া বস্তি সকল প্রয়োগ করিলে রোগ সকল নিবারিত হয়। ৩। আশুকারী, সুখকর, অথচ শোধক বলিয়া বস্তির ন্যায় চিকিৎসার উপায় আর নাই। ইহা আশু অপতর্পণ অথচ অনপ-কারী। ৪। কটু তীক্ষ্ণোষ্ণ প্রভৃতি নানা-প্রকার দোষহর ঔষধ আছে বটে, কিন্তু সেই সকল ঔষধ পান করিতে কষ্ট হয়, উদ্গার হয়, গ্লান বোধ হয় এবং বিরেচন কালে কোষ্ঠে বোধ হয়। ৫। আবার শিশু ও বৃদ্ধ বিরেচনের অযোগ্য। কেননা শিশু অপরি-ণত-ধাতু ও অপ্রাপ্তবল এবং বৃদ্ধ ক্ষীণধাতু ও হীনবল। আস্থাপনই উহাদের পক্ষে সর্ব্বার্থ-কারী ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। উহা বল বর্ণ হর্ষ এবং শরীরের মৃদুতা ও স্নিগ্ধতা আশু সম্পা-দন করে। ৬। বস্তি তিন প্রকার;—অনু-বাসন, নিরূহ ও উত্তরবস্তি। ইহা রক্তাদি শাখাগত বাত, অঙ্গসঙ্কোচ, স্তম্ভ, ভগ্নতা, রুগ্নতা, বিষ্ঠাবন্ধ, আধ্মান, অরুচি, পরিকর্ত্তিকা (পেটকামড়ানি) ও শূলে প্রশস্ত। ৭। উষ্ণার্ত্তদিগকে শীতল বস্তি ও শীতার্ত্তদিগকে সুখোষ্ণ বস্তি প্রদান করিতে হয়। উপযুক্ত ঔষধের সহিত সংযুক্ত করিয়া বস্তি সর্ব্বস্থলেই প্রয়োগ করা যায়। ৮। শোধনযোগ্য রোগ-সমূহে বৃংহণীয় বস্তি দিবে না। আর যাহারা মেদস্বী, যাহারা বমন ও বিরেচন দ্বারা বিশোধ্য, যাহারা কুষ্ঠরোগী বা মধুমেহরোগী (২অ-১২প্র) তাহাদিগকে আস্থাপন দিবে না। ৯। ক্ষীণ, ক্ষত, দুর্ব্বল, মূর্চ্ছিত, কৃশ, ও শুষ্কদেহ (বান্ত ও বিরিক্ত) ইহাদিগকে সংশোধনবস্তি দিবে না। আর যাহাদের দোষ আয়ুতে নিবদ্ধ (যেমন পারা দোষ) তাহাদিগকেও সংশো-

বাজীকরণেঽসৃক্‌পিত্তয়োশ্চ মধুঘৃতপয়োযুতাঃ সর্ব্বে।
শস্তাঃ সতৈলমূত্রারনাললবণশ্চ কফবাতে॥ ১১
যুঞ্জ্যাদ্দ্রব্যাণি বস্তিষম্লং মূত্রং পয়ঃসুরাক্কাথান্।
অবিরোধাদ্ধাতুনাং রসযোনিত্বাচ্চ জলমুষ্ণম্॥ ১২
সুরদারুশতাহ্বৈলাকুষ্ঠমধুকপিপ্পলীমধুস্নেহাঃ।
উর্দ্ধানুলোমভাগাঃ সর্ষপাঃ শর্করা লবণম্
আবাপো বস্তীনামতঃ প্রযোজ্যানি যেষু যানি স্যুঃ॥১৩
যুক্তানি সহ কষায়ৈস্তদ্ভুত্তরতঃ প্রবক্ষ্যামি॥ ১৪
চিরজাতকঠিনবলিষু ব্যাধিষু তীক্ষ্ণান্ বিপর্য্যয়ে চ মৃদূন্।
স প্রতিবাপকষায়ৈর্যুঞ্জ্যাদনুবাসননিরূহান্॥ ১৫

অর্দ্ধশ্লোকৈরতঃ সিদ্ধান্ নানাব্যাধিষু বর্গশঃ।
বস্তীন্ বীর্য্যসমৈর্ভাগৈর্যথার্হানিহ তান্ শৃণু॥১৬
বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোণাকাঃ কাশ্মর্য্যঃ পাটলিস্তথা।
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহত্যৌ বর্দ্ধমানকঃ॥
যবাঃ কুলত্থাঃ কোলাস্থি স্থিরা চেতি ত্রয়োঽনিলে।
শস্যন্তে সচতুঃস্নেহা পিশিতস্য রসান্বিতাঃ॥ ১৭
নলবঞ্জুলবানীর-শতপত্রাণি শৈবলম্
মঞ্জিষ্ঠাশারিবানন্তা পয়স্যা মধুযষ্টিকা॥
হরিদ্রা ত্রিফলা মুস্তং পীতদারু কুটন্নটম্॥
পিপ্পল্যশ্চিত্রকশ্চেতি ত্রয়স্তে শ্লেষ্মরোগিণাম্।
সক্ষারক্ষৌদ্রগোমূত্রনাতিস্নেহান্বিতা হিতাঃ॥১৯

ধন-বস্তি দিবে না। ১০। বাজীকরণার্হ রোগে (অর্থাৎ যক্ষ্মাদিতে) ও রক্তপিত্তে মধু ঘৃত ও দুগ্ধযুক্ত বস্তি সকল প্রয়োগ করিবে। আর কফবাতে তৈল গোমূত্র কাঁজী ও সৈন্ধবযুক্ত (গঙ্গাধরপাঠ—বচ ও লবণযুক্ত) বস্তি সকল প্রয়োগ করিবে। ১১। বস্তিতে কাঁজী, গোমূত্র, দুগ্ধ, সুরা ও কাথ এই সকল দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য রোগীর ধাতুর বিরোধী হইলে তাহা প্রয়োগ করিবে না আর জল সকল দ্রবের আকর বলিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তাহাও প্রয়োগ করিবে। ১২। দেবদারু, শুল্‌ফা, এলাচ, কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, মধু, স্নেহ, বমনদ্রব্য যথা—মদনফলাদি, বিরেচন দ্রব্য যথা—ত্রিবৃতাদি, সর্ষপ শর্করা ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য সচরাচর কল্করূপে বস্তিতে প্রক্ষেপ করা যায়। ইহাদের মধ্যে যে গুলি যখন প্রযোজ্য, তখন সেইগুলি প্রয়োগ করিতে হয়। ১৩। সম্প্রতি কষায়োপযোগী বস্তিদ্রব্য সমূহের নির্দ্দেশ করিতেছি। ১৪। চিরজাত কঠিন ও বলবান্ ব্যাধিসমূহে তীক্ষ্ণপ্রক্ষেপযুক্ত তীক্ষ্ণকষায়যুক্ত অনুবাসন ও নিরূহ প্রয়োগ করিবে। আর অচিরোৎপন্ন মৃদু ও দুর্ব্বল ব্যাধিতে মৃদু কল্কযুক্ত ও মৃদুকষায়যুক্ত অনুবাসন ও নিরূহ প্রয়োগ করিবে। ১৫। নিম্নে অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকে নানা ব্যাধির উপযোগী বস্তি সকল যথাবীর্য্য ভাগানুসারে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৬। বিল্ব, গণিয়ারী, শ্যোণাক, গাম্ভারী ও পারুল এই সকল বৃক্ষের মূলের ছাল। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও এরণ্ডমূল। যব, কুলত্থ, কোলাস্থি (কুলের আঁঠী) ও শালপাণী। এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বর্গের কষায় চতুঃস্নেহ ও মাংসরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া বায়ুরোগে বস্তি প্রয়োগ করা যায়। ১৭। নলমূল, বঞ্জুল [বেতসভেদ। গঙ্গাধরমতে তিনিসবৃক্ষ]। বানীর (বেতস) পদ্ম ও শৈবাল। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও যষ্টিমধু (জলজ যষ্টিমধু)। রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল। এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বর্গের কষায় শর্করা, ঘৃত, মধু ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিত্তজ রোগে বস্তি প্রয়োগ করা যায়। শ্বেত-আকন্দ, রক্ত-আকন্দ, বকবৃক্ষ ও পুনর্নবা। হরিদ্রা, ত্রিফলা, মুতা, পীতদারু (দারুহরিদ্রা বা দেবদারু) ও কৈবর্ত্তমুস্তক। পিপ্পলী ও চিতার মূল। এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বর্গের কষায় যবক্ষার, মধু, গোমূত্র ও অল্প স্নেহের সহিত মিশ্রিত করিয়া শ্লেষ্মারোগে বস্তি প্রয়োগ করা যায়। ১৯।

কলজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবকবৎসকাঃ।
শ্যামা চ ত্রিফলা চৈব স্থিরা দন্তী দ্রবন্ত্যপি॥
প্রকীর্য্যা চোদকীর্য্যা চ নীলিনী ক্ষীরিণী তথা।
সপ্তলা শঙ্খিনী লোধ্রং ফলং কাম্পিল্লকস্য চ।
চত্বারো মূত্রসিদ্ধাস্তে পক্বাশয়বিশোধনাঃ॥ ২০
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদ্গপর্ণী শতাবরী।
বিদারী মধুযষ্ট্যাহ্বা শৃঙ্গাটককশেরুকে॥
আত্মগুপ্তাফলং মাষাঃ সগোধূমযবাস্তথা।
চন্দনং পদ্মকোশীরং তুঙ্গঞ্চ পৈত্তিকে ত্রয়ঃ।
সশর্করাঘৃতক্ষৌদ্রাঃ সক্ষীরা বস্তয়ো হিতাঃ॥ ১৮
অর্কস্তথৈব চালার্ক একাষ্ঠীলা পুনর্নবা।
জাঙ্গলানূপজং মাংসমিত্যেতে শুক্রবর্দ্ধনাঃ॥২১
জীবন্তী চাগ্নিমন্থশ্চ ধাতকীপুষ্পবৎসকৌ।
প্রগ্রহঃ খরিদঃ কুষ্ঠং শমী পিণ্ডীতকো যবাঃ॥
প্রিয়ঙ্গু রক্তমূলী চ তরুণী স্বর্ণযূথিকা।
বটাদ্যাঃ কিংশুকং লোধ্রমিতি সাংগ্রাহিকা মতাঃ॥ ২২
পরিস্রবে শৃতং ক্ষীরং বৃশ্চীরপুনর্নবম্।
আখুপর্ণিকয়া বাপি তণ্ডুলীয়কযুক্তয়া॥ ২৩
কোলকতককাণ্ডেক্ষুদর্ভকাশেক্ষুশালিভিঃ।
দাহঘ্নঃ সঘৃতক্ষীরো দ্বিতীয়শ্চোৎপলাদিভিঃ॥ ২৪
কর্ব্বুদারাঢকীনীপবিদুলৈঃ ক্ষীরসাধিতৈঃ।
বস্তিঃ প্রদেয়ো ভিষজা শীতঃ সমধুশর্করঃ॥ ২৫
পরিকর্ত্তে তথা বৃন্তৈঃ শ্রীপর্ণীকোবিদারজৈঃ।
যুক্তিঃ শাল্মলিবৃন্তানাং ক্ষীরসিদ্ধো ঘৃতান্বিতাঃ॥২৬
হিতঃ প্রবহণে তদ্বদবৃন্তৈঃ শাল্মলিকস্য চ॥ ২৭।
অশ্বাবরোহিকাঃ কাকনাসারাজকশেরুকৈঃ।
সিদ্ধাঃ ক্ষীরেঽতিযোগে স্যুঃ ক্ষৌদ্রাঞ্জন-
ঘৃতৈর্যুতাঃ॥ ২৮
ন্যগ্রোধাদ্যৈশ্চতুর্ভিশ্চ তেনৈব বিধিনাপরঃ॥ ২৯

মদনফল, জীমূতক, ইক্ষ্বাকু, ধামার্গব ও কুড়চী। শ্যামাত্রিবৃৎ, ত্রিফলা, শালপাণী, দন্তী ও দ্রবন্তী। নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, নীলিনী (বুনো নীল) ও ক্ষীরিণী। সপ্তলা, শঙ্খিনী, লোধ্র, মদনফল ও কমলাগুড়ি। এই চারিটী ভিন্ন ভিন্ন বর্গ গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে মলাশয়ের শোধন হয়। ২০। কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুদ্গপর্ণী ও শতাবরী। ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, পানিফল ও কেশুর। আলকুশীবীজ, মাষকলায়, গোধুম ও যব। জাঙ্গল ও আনূপ মাংস। এই চারিটী বর্গ শুক্রকারক। ২১। জীবন্তী, গণিয়ারী, ধাইফুল, কুড়চী। প্রগ্রহ (সোঁদাল) খদির, কুড়, শমী, মদনফল ও যব। প্রিয়ঙ্গু, রক্তমূলী (লজ্জালু), তরুণী (ঘৃতকুমারী) ও স্বর্ণযূথিকা (স্বর্ণজুই—পীতযূথিকা)। বটাদিগণ, কিংশুক ও লোধ। এই কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন বর্গ সাংগ্রাহিক। ২২। পরিস্রবে (৭অ-৩প্র) শ্বেতপুনর্নবা ও রক্তপুনর্নবার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধের বস্তি কিংবা আখুপর্ণী ও কাঁটানটের মূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধের বস্তি প্রশস্ত। ২৩। কুলের আঁটী ও পাতা বা কুল শুঁঠ, কতক (নির্ম্মলফল), কাণ্ডেক্ষু (কুশেখাড়া), কাশমূল, ইক্ষুমূল ও শালিমূল এবং দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ঘৃত দাহনাশক। আর মূত্রবিরজনীয়োক্ত উৎপলাদি ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ঘৃতের বস্তিও দাহনাশক। ২৪। শ্বেতকাঞ্চন, আঢকি (অড়হরমূল), নীপ (কদম্ব) ও বিদুল (বেতস) এই সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধের বস্তি শীতল করিয়া মধু ও শর্করার সহিত প্রয়োগ করিলে দাহনাশক হয়। ২৫। পরিকর্ত্তিকায় (৭অ-৩প্র) গাম্ভারী ও রক্তকাঞ্চনের বৃন্ত ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ঘৃতের বস্তি হিতকর। অথবা একপল পরিমিত শাল্মলীবৃন্ত ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ঘৃতের বস্তি হিতকর। ২৬। এইরূপ প্রবাহিকাতেও (৭অ-৩প্র) শাল্মলীবৃন্ত ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ঘৃতের বস্তি হিতকর। ২৭। অশ্বগন্ধা, কাকনাসা ও ভদ্রমুস্তার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধের বস্তি মধু, অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিলে অতিযোগে (৭অ-৩প্র) হিতকর হয়। ২৮। সেইরূপ বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ ও পাকুড়ের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধের বস্তি

বৃহতী ক্ষীরকাকোলী পৃশ্নিপর্ণী শতাবরী।
কাশ্মর্য্যং বদরী দূর্ব্বা তথোশীরপ্রিয়ঙ্গবঃ॥
জীবনীয়ৈঃ শৃতৌ ক্ষীরৌ দ্বৌ ঘৃতাঞ্জনসংযুতৌ
বস্তী প্রদেয়ৌ ভিষজাশীতৌ সমধুশর্করৌ॥ ৩০
গোঽব্যজামাহিষীক্ষীরৈর্জীবনীয়যুতৈস্তথা।
তেনৈব বিধিনা বস্তির্দেয়ঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ॥ ৩১
ঃ।
সদ্যস্কৈর্ম্মৃগভির্বস্তির্জীবাদানে প্রশস্যতে॥ ৩২
মধুকমধুকদ্রাক্ষাদূর্ব্বাকাশ্মর্য্যচন্দনৈঃ।
শর্করাচন্দনদ্রাক্ষামধুধাত্রীপলোৎপলৈঃ॥ ৩৩
রক্তপিত্তপ্রমেহে তু কষায়ঃ সোমবল্কজ
ইতি॥ ৩৪

তত্র শ্লোকাঃ।
ত্রিকাস্ত্রয়োঽনিলাদীনাং চতুষ্কাশ্চাপরে ত্রয়ঃ।
পক্বাশয়বিশুদ্ধার্থং বৃষ্যাঃ সাংগ্রাহিকাস্তথা॥
পরিস্রাবে তথা দাহে পরিকর্ত্তে প্রবাহণে।
অতিযোগে মতাঃ পঞ্চ জীবাদানে তথা ত্রয়ঃ
রক্তপিত্তে দ্বয়ং মেহ একত্রিংশচ্চ পঞ্চ চ।
সুলভাল্পৌষধক্লেশা বস্তয়ো গুণবত্তমাঃ॥ ৩৫
গুল্মাতিসারোদাবর্ত্তস্তম্ভসঙ্কুচিতাদিষু।
সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগেষু রোগেষ্বেবংবিধেষু চ।
যথাস্বমৌষধৈঃ সিদ্ধান্ বস্তীন্ দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন কুর্য্যাদ্যোগান্ পৃথগ্-
বিধান্॥ ৩৬

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সিদ্ধিস্থানে বাস্তিসিদ্ধির্নাম দশমো-
ঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

অতিযোগে হিতকর। ২৯। বৃহতী, ক্ষীর-কাকোলী, চাকুলে ও শতমূলী। গাম্ভারীফল, কুলের আঁটী, দূর্ব্বা, বেণার মূল ও প্রিয়ঙ্গু। এই দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বর্গের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া জীবনীয় কল্ক এবং ঘৃত, অঞ্জন, মধু ও শর্করার সহিত বস্তি প্রয়োগ করিলে অতিযোগে হিতকর হয়। ৩০। সেইরূপ গো, মেষী, অজ ও মহিষীর দুগ্ধ জীবনীয় গণের কল্ক, ঘৃত, মধু ও শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্তি দিলে অতিযোগে হিতকর হয়। ৩১। অতিযোগ বশতঃ বিশুদ্ধরক্তের ক্ষয় হইলে খরগোস্ এণ হরিণ, কুক্কুট, বিড়াল, মহিষ, মেষ বা ছাগের সদ্যোরক্ত গ্রহণ করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ৩২। রক্তক্ষয়ে মৌল-ফুল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, দূর্ব্বা গাম্ভারীফল ও রক্ত-চন্দনের বস্তি অথবা শর্করা, রক্তচন্দন, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, আমলকী ও নীলোৎপলের বস্তি হিতকর। ৩৩। রক্তপিত্তে ও প্রমেহে সোমবল্ক কষায়ের (শ্বেতখদিরের কষায়ের) বস্তি হিতকর। ৩৪। এই অধ্যায়ের সূচী;—
[illegible]-থিত হইয়াছে, যথা;—বাতে তিনটী, পিত্তে তিনটী, কফে তিনটী, পক্বাশয়ের শোধনার্থ চারিটী, শুক্রকারক তিনটী, সংগ্রাহক তিনটী, পরিস্রাবে তিনটী, দাহে দুইটী, পরিকর্ত্তিকায় একটী, প্রবাহিকায় একটী, অতিযোগে পাঁচটী, রক্তক্ষয়ে তিনটী, রক্তপিত্তে একটী ও প্রমেহে একটী। ৩৫। গুল্ম, অতিসার, উদাবর্ত্ত, স্তম্ভ, সঙ্কোচ, সর্ব্বাঙ্গবাত, একাঙ্গবাত এবং এবং-বিধ অন্যান্য রোগে সেই সেই রোগের উপ-যোগী ঔষধের সহিত সিদ্ধবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত বিধানে বস্তি সকল প্রয়োগ করিলেও হয় অথবা অভিজ্ঞ চিকিৎসক স্বয়ং কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিলেই হইতে পারে। ৩৬

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ফলমাত্রাসিদ্ধিঃ।

অথাতঃ ফলমাত্রাসিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥ ১

ভগবন্তমুদারসত্ত্বধী-
শ্রুতিবিজ্ঞানসমৃদ্ধমত্রিজম্।
ফলবস্তিবরত্বনিশ্চয়ে
সবিবাদা মুনয়োঽভ্যুপাগমন্ ॥
ভৃগুকৌশিককাপ্যশৌনকাঃ
সপুলস্ত্যাসিতগৌতমাদয়ঃ।
কতমৎ প্রবরং ফলাদিষু
সুতমাস্থাপনযোজনাস্বিতি ॥ ২
কফপিত্তহরং পরং ফলৈ-
ষ্বথ জীমূতকমাহ শৌনকঃ।
মৃদুবীর্যতয়া ভিনত্তি ত-
দিতি চোবাচ নৃপোঽথ বামকঃ ॥
কটুতুম্বীফলমুত্তমং মত-
বমনে দোষসমীরণঞ্চ তৎ।
তদযোগ্যমশৈত্যতীক্ষ্ণতা-
কটুরৌক্ষ্যাদিতি গৌতমোঽব্রবীৎ ॥

কফপিত্তনিবর্হণং পরং
স চ ধামার্গবমেষ্বযুক্ত।
তদযুক্ত বাতলং পুন-
র্বড়িশো গ্লানিকরং বলাপহম্ ॥
কুটজং প্রশশংস চোত্তমং
ন বলঘ্নং কফপিত্তহারি চ।
অতিবিজ্জলমূর্দ্ধ্বভাগিকং
পবনক্ষোভি চ কাপ্য আহ তৎ ॥
কৃতবেধনমাহ বাতলং
কফপিত্তং প্রবলং হরেদিতি।
তদসাধ্বিতি ভদ্রশৌনকঃ
কটুকঞ্চাপি বলঘ্নমিত্যপি ॥ ৩
ইতি তদ্বচনানি হেতুভিঃ
সুবিচিত্রাণি নিশম্য বুদ্ধিমান্।
প্রশশংস ফলেষু নিশ্চয়ং
পরমকাত্রিসুতোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৪
ফলদোষগুণান্ সরস্বতী
প্রাহ সর্বেষ্বপি সমগীরিতা।
ন তু কিঞ্চিদদোষনির্গুণং
গুণভূয়স্ত্বমতো বিচিন্ত্যতে ॥ ৫

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ফলমাত্রা-সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। কোন্ ফল আস্থাপনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে ভৃগু-কৌশিক, কাপ্য, শৌনক, পুলস্ত্য, অসিত গৌতম (কাল-গৌতম) ও অন্যান্য ঋষিদিগের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইলে তাঁহারা উদারসত্ত্ব উদারধী শ্রুতিবিজ্ঞান-সম্পন্ন ভগবান্ আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ২। শৌনক কহিলেন, কফপিত্তনাশক বলিয়া ফলের মধ্যে জীমূতকফল শ্রেষ্ঠ। রাজর্ষি বামকও কহিলেন যে, জীমূতকফল মৃদুবীর্য্যও বটে, অথচ মলভেদকও বটে। আর কটুতুম্বী-ফল বমনের পক্ষে উৎকৃষ্ট, কেননা ইহা দোষদিগকে কটুতুম্বী উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, কটু ও রুক্ষ বলিয়া অযোগ্য। তিনি আরও কহিলেন যে, কফ-পিত্তনাশক বলিয়া এ বিষয়ে ধামার্গবই উৎকৃষ্ট। কিন্তু বড়িশ-ঋষি কহিলেন যে, ধামার্গব বাতল, গ্লানিকর ও বলনাশক। তিনি এ বিষয়ে কুটজের প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে, কুটজফল উত্তম, কেননা উহা বলঘ্ন নহে অথচ কফপিত্তহারী। কাপ্য মুনি কহিলেন যে, কুটজফল অতিশয় পিচ্ছিল, ঊর্দ্ধগতি এবং বায়ুক্ষোভকারী। কিন্তু কৃতবেধন বাতল হইলেও প্রবল কফপিত্তনাশক। ভদ্র শৌনক কহিলেন যে, কৃতবেধন গ্রাহ্য নহে, কেননা উহা কটু ও বলঘ্ন। ৩। এই সকল বচন ও হেতুবাদ শ্রবণ করিয়া আত্রেয় এই সকল ফল সম্বন্ধে নিজের মতবাদ প্রকাশ করিলেন। ৪। আপনারা সকলেই এই সকল

ইহ কুষ্ঠহিতা গরাগরী
হিতমিক্ষাকু তু মেষহিতে মতম্।
কুটজস্য ফলং হৃদাময়ে
প্রবরং কোটফলং পাণ্ডুষু।
উদরে কৃতবেধনং হিতং
মদনং সর্ব্বগদাবিরোধি তু॥ ৬
মধুকং সকষায়তিক্তকং
তদরূক্ষং কটুকঞ্চ বিজ্জলম্।
কফপিত্তহৃদাশুকারি চা-
প্যনপায়ং পবনানুলোমি চ।
ফলনামবিশেষতস্ত্বতো
লভতেহন্যেষু ফলেষু সৎস্বপি॥ ৭
গুরুণা চ বচস্যুদাহৃতে
মুনিসঙ্ঘৈরিতি পূজিতে ততঃ।
প্রণিপত্য মুদা সমন্বিতঃ
স হিতঃ শিষ্যগণোহনুপৃষ্টবান্॥ ৮
সর্ব্বকর্ম্মগুণকৃদ্গুরুণোক্তো
বস্তিরূর্দ্ধমতমর্থবেদিনা।
নাভ্যধোগুদগতশ্চ শরীরাৎ
সর্ব্বতঃ কথমপোহতি দোষান্।
তদ্গুরুরব্রবীদিদং শরীরং
তন্ত্রয়ত্যেহনিলং সঙ্ক্রিয়াত্মাৎ।
কেবল এব দোষসহিতঃ
স হি বায়ুঃ প্রকোপমুপযাতি॥
তং পবনং সপিত্তকফবিট্‌কং
শুদ্ধিকরোহনুলোময়তি বস্তিঃ।
সর্ব্বশরীরগশ্চ গদসংঘাত-
প্রকাশনাৎ প্রশান্তিমুপযাতি॥ ৯
অথাভিগম্যার্থমর্থগুপ্তং ধিযা
গজোষ্ট্রগোহশ্ববাজবস্তিকর্ম্ম।
অপৃচ্ছদেনং স চ বস্তিমব্রবীৎ
বিবিক্ত তস্যাঃ পুনঃ প্রচোদিতঃ॥ ১০
অজাবিকে সৌম্য গজোষ্ট্রয়োর্বা
গবাশ্বয়োর্বাস্তমুশন্তি মাহিষম্।

লেন বটে; কিন্তু কোন বস্তুই নির্দ্দোষ বা নির্গুণ নাই বলিয়া বিষয়বিশেষে উহার গুণের আধিক্যই বিচারের বিষয় হইয়া থাকে। ৫। জীমূতফল কুষ্ঠের পক্ষে আর ইক্ষাকু মেহের পক্ষে হিতকর। কুটজফল হৃদ্রোগে হিতকর আর কোঠফল (যজ্ঞডুমুর) পাণ্ডুরোগে শ্রেষ্ঠ। উদররোগে কৃতবেধন হিতকর এবং মদনফল সর্ব্ব-রোগেই অবিরোধী। ৬। মদনফল মধুর, ঈষৎ কষায়, তিক্ত, অরূক্ষ, কটু ও পিচ্ছিল, কফপিত্তহারী, আশুকারী, অনপকারী ও বায়ুর অনুলোমন। অতএব অন্যান্য বমনকারক ফল থাকিতেও মদনফলই উৎকৃষ্ট। ৭। গুরুদেবের এই কথা শুনিয়া মুনিগণ আহ্লাদে প্রণিপাতপূর্ব্বক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮। গুরুদেব! ইতিপূর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে, বস্তি সর্ব্বকর্ম্মকারী ও সর্ব্বগুণকৃৎ। কিন্তু বস্তি নাভির অধোভাগে পায়ুর মধ্যে গত হইয়া কিরূপে সর্ব্বশরীরের

কহিলেন যে, বায়ু শরীরের সমস্ত দ্রব্যকে একত্র সংহত করিয়া রাখে। ইহাই শরীরকে ধারণ করে। ইহা একাকীও কুপিত হয় আবার অন্য দোষ ও মলের সহিতও কুপিত হয়। বস্তি পক্বাশয়ে গমন করিয়া বায়ুকে পিত্ত কফ ও বিষ্ঠার সহিত অনুলোমিত করিয়া থাকে। পরে সেই বিশোধিত বায়ু সর্ব্বশরীরে গমন করিয়া রোগসমূহের সহিত প্রশান্তি প্রাপ্ত হয়। [ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বায়ু শরীরস্থ সর্ব্ব দ্রব্যের সহিত সম্বদ্ধ; বায়ু শুদ্ধ হইলে, তাহারা শুদ্ধ হয়। অথচ পক্বাশয় বায়ুর প্রধান স্থান আর বস্তি সেই পক্বাশয়স্থ বায়ুকে মলের সহিত শোধন করে। এইরূপে বায়ুর মূল শোধিত হইলে বায়ু শরীরের সর্ব্বত্রই শোধিত হয়, সুতরাং শরীরের রোগও নষ্ট হয়]। ৯। অনন্তর শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গজ, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, মেষ ও ছাগাদিগকে কিরূপে বস্তি দিতে হয়? তাহাতে গুরুদেব আত্রেয় ঐ সকল জন্তুর বস্তিকর্ম্ম এইরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। ১০।

অজাবিকাদেস্ত সুবস্তিমুত্তরং
বদন্তি বস্তিং বিপরীতরূপম্ ॥ ১১
সুবস্তিমষ্টাদশষোড়শাঙ্গুলং
তথৈব নেত্রর্দ্ধ দশাঙ্গুলং ক্রমাৎ।
গজোষ্ট্রগোঽশ্বাব্যজবস্তিবন্ধৌ
চতুর্থভাগে চ সকর্ণিকং বদেৎ ॥ ১২
প্রস্থস্বজাব্যোর্হি নিরূহমাত্রা
গবাদিষু দ্বিত্রিগুণো যথাবলম্।
নিরূহ উষ্ট্রস্য তথ চকম্বয়ং
গজস্য বৃদ্ধস্বম্বুবাসনেঽষ্টমঃ ॥ ১৩
কলিঙ্গকুষ্ঠে মধুকং সপিপ্পলী
বচা শতাহ্বা মদনং রসাঞ্জনম্।
হিতানি সর্ব্বেষু গুড়ঃ সসৈন্ধবো
দ্বিপঞ্চমূলং সবিকল্পনা ত্রিয়ম্ ॥ ১৪
গজেঽধিকোঽশ্বত্থবটাশ্বকর্ণজাঃ
সখাদিরাঃ প্রগ্রহসালতালজাঃ।
তথা চ উষ্ট্রে ধবশিগ্রুপাটলী-
মধূকসারাঃ সনিকুম্ভচিত্রকাঃ ॥ ১৫
পলাশভূতীকসুরাহ্বরোহিণী-
কষায় উক্তস্ত্বধিকো গবাং হিতঃ ॥ ১৬
পলাশদন্তীসুরদারুকতৃণ-
দ্রবন্ত্য উক্তাশ্বরগস্য চাধিকাঃ ১৭
খরোষ্ট্রয়োঃ পীলুকরীরখাদিরাঃ
শম্পাকবিল্বাগ্নিগণস্ত চ চ্ছদাঃ ॥ ১৮
অজাবিকানাং ত্রিফলাপরূষকং
কপিত্থকর্কন্ধুসবিল্বকোলজম্ ॥ ১৯
অথাগ্নিবেশঃ সততোঽস্বরাস্তরা
হিতঞ্চ পপ্রচ্ছ গুরুস্তদাহ চ ॥ ২০
সদাতুরাঃ শ্রোত্রিয়রাজসেবকা-
স্তথৈব বেশ্যাঃ সহপণ্যজীবিভিঃ।
দ্বিজো হি শিনাধ্যয়নব্রতাহ্নিক-
ক্রিয়াদাভিদেহহিতং ন চেষ্টতে।

মহিষের বস্তিপুটকে নির্ম্মিত হওয়া উচিত। ছাগ মেষ প্রভৃতির বস্তিকে সুবস্তি ও উত্তরবস্তিকে উত্তরসুবস্তি কহে [এই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের পাঠে অতিশয় গোলযোগ থাকাতে সাধ্যানুসারে পাঠ শুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা গেল]। ১১। সুবস্তির নল গজ ও উষ্ট্রের পক্ষে অষ্টাদশাঙ্গুল, গো ও অশ্বের পক্ষে ষোড়শাঙ্গুল এবং মেষ ও ছাগের পক্ষে দশাঙ্গুল হইবে। মানুষের বস্তির ন্যায় সুবস্তির সন্ধিতে ও চতুর্থভাগেও কর্ণিকা থাকিবে। ১২। ছাগ ও মেষের নিরূহমাত্রা এক প্রস্থ। গো ও অশ্বের নিরূহমাত্রা বলানুসারে দুই তিন প্রস্থ। উষ্ট্রের নিরূহমাত্রা দুই আঢ়ক। গজের নিরূহমাত্রা বলানুসারে তদপেক্ষা অধিক হইবে। আর এই সকল জন্তুর অনুবাসনের মাত্রা নিরূহের অষ্টম ভাগ। ১৩। ইন্দ্রযব, কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, বচ, শুলফা, ও মদনফল, এই সকল দ্রব্যের কাথে রসাঞ্জন, গুড় ও সৈন্ধব গুলিয়া সাধারণতঃ ঐ সকল জন্তুর নিরূহে প্রয়োগ করিবে। আর দশমূলের নিরূহও প্রয়োগ করা যায়। ১৪। বিশেষতঃ গজকে অশ্বত্থ, বট ও অশ্বকর্ণ-শালের নিরূহ এবং খদির, সোঁদাল, শাল ও তালের নিরূহ প্রয়োগ করিবে। উষ্ট্রকে ধব, খদির, সজিনা, পারুল, মৌলসার, দন্তী ও চিতার নিরূহ প্রয়োগ করিবে। ১৫। গোরুর পক্ষে পলাশ, যমানী, দেবদারু ও কটুরোহিণী কষায়ের নিরূহ হিতকর। ১৬। ঘোটকের পক্ষে পলাশ, দন্তী, দেবদারু, রোহিষতৃণ ও দ্রবন্তীর নিরূহ হিতকর। ১৭। গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের পক্ষে পীলু করীর (উষ্ট্রভক্ষ্য মরুভূমিজ কণ্টকবৃক্ষ) ও খদির অথবা সোঁদাল ও বিল্বাদি পঞ্চমূলের নিরূহ প্রশস্ত। ১৮। ছাগ ও মেষের পক্ষে ত্রিফলা ও পরূষক অথবা কপিত্থ, ক্ষুদ্রকুল, বিল্ব ও কুলের নিরূহ প্রশস্ত। ১৯। অনন্তর অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্রোত্রিয়, রাজসেবক, বেশ্যা ও পণ্যজীবিগণ কি জন্য সর্ব্বদা রোগগ্রস্ত হয়? তাহাতে গুরুদেব উত্তর করিলেন। ২০। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা শিষ্যাধ্যাপন, ব্রত ও আহ্নিকক্রিয়াদিতে ব্যস্ত বলিয়া শরীরের হিতচেষ্টা করেন না। রাজসেবী ব্যক্তি

নৃপোপসেবী নৃপচিত্তরক্ষণাৎ
পরানুরোধাদ্বহুচিন্তনাদ্ভয়াৎ॥
নৃচিত্তবর্ত্তিন্যুপচারতৎপরা
মৃজাবিভূষানিরতা পরাঙ্গনা।
সদাসনাদত্যনুবন্ধবিক্রয়-
ক্রয়াদিলোভাদপি পণ্যজীবনঃ॥ ২১
সদৈব তে হ্যাগতবেগনিগ্রহং
সমাচরন্তে ন চ কালভোজনম্।
অকালনির্হারবিহারসেবিনো
ভবন্তি যেঽন্যেঽপি সদাতুরাশ্চ তে॥ ২২
সমীরণং বেগবিধারণোদ্ধতং
বিরুদ্ধসর্ব্বাঙ্গরুজাকরং ভিষক্।
সমীক্ষ্য তেষাং ফলবর্ত্তিমাদিতঃ
সুকল্পিকাং স্নেহবতীং প্রযোজয়েৎ॥ ২৩
নিরূহিতং ধন্বরসেন ভোজিতং
নিকুম্ভতৈলেন ততোঽনুবাসয়েৎ॥ ২৪
বলাশ্বগন্ধাসহবিল্বচিত্রকান্
দ্বিপঞ্চমূলে কৃতমালকোৎপলে।
যবান্ কুলত্থাংশ্চ পচেজ্জলাঢ়কে
রসঃ সপেষ্যস্তু কলিঙ্গকাদিভিঃ।
সতৈলসর্পির্গুড়সৈন্ধবো হিতঃ
সদা নরাণাং বলবর্দ্ধনঃ পরঃ॥ ২৫
পুনর্নবৈরণ্ডনিকুম্ভচিত্রকান্
সদেবদারুত্রিবৃতানিদিগ্ধিকান্।
মহান্তি মূর্ব্বাণি চ পঞ্চ তন্ত্রবান্
বিপাচ্য মূত্রে দধিমস্তুসংযুতে।
সতৈলসর্পির্লবণৈশ্চ পঞ্চভি-
র্বিমূর্চ্ছিতং বস্তিমুথ প্রযোজয়েৎ॥ ২৬
তথৈব শস্তং মধুকেন সাধিতং
ফলেন বিল্বেন শতাহ্বয়াথবা॥ ২৭
সজীবনীয়স্তু রসেঽনুবাসনে
নিরূহণে চালবণে শিশোর্হিতঃ॥ ২৮
ন চাস্ত্যদাশঙ্গবলাভিবর্দ্ধনং
নিরূহবস্তেঃ শিশুবৃদ্ধয়োঃ পরম্॥ ২৯

রাজার মনোরক্ষা, পরানুবৃত্তি, বহুচিন্তা ও ভয়-বশতঃ স্বাস্থ্যপালন করিতে পারে না। বেশ্যা পরচিত্তানুবর্ত্তিনী, পরসেবা-তৎপরা এবং অঙ্গ-শোভা ভূষণাদিনিরতা বলিয়া স্বাস্থ্যপালনে অবসর পায় না। পণ্যজীবীরা সর্ব্বদা উপবেশন, ক্রয়-বিক্রয়কর্ম্মে সর্ব্বদা নিয়োগ ও লোভ-বশতঃ স্বাস্থ্য পালনে অবসর পায় না। ২১। ঐ সকল ব্যক্তি মল-মূত্রাদির আগত বেগ ধারণ করিয়া থাকে এবং যথাকালে ভোজন করে না। অকালে বিষ্ঠাত্যাগ ও ভ্রমণাদি করিয়া থাকে। আর অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি ঐরূপ করে, তাহারাও ঐরূপ পীড়িত হয়। ২২। এই শ্রেণীর লোকদিগের বেগধারণ বশতঃ বায়ুর প্রকোপ ও বিবন্ধ হয় এবং সর্ব্ব প্রকার বেদনা হইয়া থাকে। চিকিৎসক ইহা-দিগকে প্রথমেই সুকল্পিতা স্নেহবতী ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করিবেন। ২৩। পরে ইহাদিগকে নিরূহ প্রয়োগ করিয়া ধন্বমাংসরস ভোজন করাইবেন। অনন্তর দন্তীর সহিত সিদ্ধ তৈলের অনুবাসন দিবে। ২৪। বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, বেলশুঁঠ, চিতার মূল, দশমূল, সোঁদাল, নীলোৎ-পল, যব ও কুলথ উপযুক্ত-পরিমাণে লইয়া ষোল সের জলে পাক করিয়া দুইসের থাকিতে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথের সহিত কুটজ ফলাদি দশটী দ্রব্যের কল্ক, তৈল, ঘৃত, গুড় ও সৈন্ধব পাক করিবে। এই স্নেহের অনু-বাসন পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর রোগীদিগের বলবর্দ্ধন করে। ২৫। পুনর্নবা এরণ্ড, দন্তী, চিতার মূল, দেবদারু, ত্রিবৃৎ, কণ্টকারী ও বৃহৎ পঞ্চমূল দধিমস্তু-সংযুক্ত গোমূত্রে পাক করিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই ক্বাথের সহিত ঘৃত তৈল ও পঞ্চলবণ মিশ্রিত করিয়া খলে মর্দ্দনপূর্ব্বক বস্তি প্রয়োগ করিবে। ২৬। এই-রূপে যষ্টিমধু কিংবা বিল্বফল কিংবা শুলফার সহিত সাধিত তৈল অনুবাসনে প্রশস্ত। ২৭। শিশুদিগের অনুবাসনে জীবনীয়গণ ও মাংস-রসের সহিত সাধিত তৈলের অনুবাসন প্রশস্ত। আর শিশুদিগের নিরূহণে জীবনীয়-গণের সহিত মাংসরস প্রশস্ত। এই নিরূহে লবণ দিবে না [গঙ্গাধরপাঠ—লবণ দিবে]।

তত্র শ্লোকঃ।

ফলকর্ম্মবস্তিবরত্বনিশ্চয়ো বাজ্যাদীনাম্।
সততাতুরাশ্চ দৃষ্টাঃ ফলমাত্রায়াং
স্থিতৈকৈষাম্॥ ৩০

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে সিদ্ধিস্থানে ফলমাত্রাসিদ্ধির্নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

উত্তরবস্তিসিদ্ধিঃ।

অথাত উত্তরবস্তিসিদ্ধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ ১
অথ খল্বাতুরং বৈদ্যঃ সংশুদ্ধং বমনাদিভিঃ।
দুর্ব্বলং কৃশমল্পাগ্নিং মুক্তসন্ধানবন্ধনম্॥
নির্হৃতানিলবিণ্মূত্রকফপিত্তং কৃশাশয়ম্।
শূন্যদেহং প্রতীকারাসহিষ্ণুং পরিপালয়েৎ॥ ২

।২৮। শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে নিরূহের ন্যায় আশু বলকারক ও শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। ২৯। এই অধ্যায়ের সূচী;—এই ফলমাত্রাসিদ্ধি অধ্যায়ে বমনকারক ফলের মধ্যে জীমূতফলের শ্রেষ্ঠত্ব, ঘোটকাদির বস্তির বিবরণ এবং বেশ্যা প্রভৃতি যে সকল শ্রেণীর লোক সর্ব্বদা রোগগ্রস্ত হয়, তাহাদের বিবরণ ও চিকিৎসা উল্লিখিত হইয়াছে। ৩০

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা উত্তরবস্তি-সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব, এই কথা ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন। ১। বমনাদি দ্বারা রোগী সংশুদ্ধ হইবার পর দুর্ব্বল, কৃশ, অল্পাগ্নি ও মুক্তসন্ধিবন্ধন হইলে এবং বায়ু বিষ্ঠা মূত্র কফ ও পিত্ত নিঃসারিত হওয়াতে কৃশোদর হইয়া পড়িলে ঔষধ সেবন সহ্য করিতে না পারিলে বৈদ্য তাহাকে ঔষধ-

যথৈব তরুণং পূর্ণং তৈলপাত্রং তথৈব চ।
গোপাল ইব দণ্ডী গাঃ সর্ব্বস্মাদপচারতঃ॥ ৩
অগ্নিসন্ধুক্ষণার্থন্তু পূর্ব্বং পেয়াদিভির্ভিষক্।
রসোত্তরেণৈব চরেৎ ক্রমেণ ক্রমকোবিদঃ॥ ৪
স্নিগ্ধাম্লস্বাদুহৃদ্যানি ততোঽম্ললবণৌ রসৌ।
স্বাদুতিক্তৌ ততো ভূয়ঃ কষায়কটুকৌ ততঃ॥ ৫
অন্যোঽন্যপ্রত্যনীকানাং রসানাং স্নিগ্ধরূক্ষয়োঃ।
ব্যত্যাসাদুপযোগেন প্রকৃতিং গময়েদ্ভিষক্॥ ৬
সর্ব্বক্ষমো নিরাসঙ্গো রতিযুক্তঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ।
বলবান্ সত্ত্বসম্পন্নো বিজ্ঞেয়ঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৭
এতাং প্রকৃতিমপ্রাপ্তঃ সর্ব্ববর্জ্জ্যানি বর্জ্জয়েৎ।

প্রয়োগ না করিয়া কেবল পরিপালন করিবেন। ২। যেমন নূতন পূর্ণ তৈলপাত্রকে যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ উক্ত রোগীকে রক্ষা করিতে হয়। যেমন দণ্ডধারী গোপাল গো সকলকে সর্ব্বপ্রকার অপচার হইতে রক্ষা করে, বৈদ্যও সেইরূপ উক্ত রোগীকে শাসনে রাখিবেন। ৩। ঐ প্রকার রোগীর অগ্নিবৃদ্ধির জন্য প্রথমে পেয়াদি ও পরে মাংসরসাদি প্রয়োগ করিতে হয়। ৪। ঐ প্রকার রোগীকে প্রথম স্নিগ্ধ অম্ল স্বাদু ও হৃদ্যরস, অনন্তর অম্ল ও লবণরস, অনন্তর স্বাদু ও তিক্তরস এবং ক্রমশঃ কষায় ও কটুরস প্রয়োগ করিতে হয়। ৫। ঐরূপ রোগীকে পরস্পর বিপরীত রসসমূহ ব্যত্যাস ক্রমে প্রয়োগ করিতে হয়, কোন দিন বা স্নিগ্ধ সেবন করাইতে হয়, কোন দিন বা রূক্ষ সেবন করাইতে হয়। তাহা হইলে সে ব্যক্তি ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতে পারে। ৬। যখন রোগী সর্ব্বপ্রকার আহার বিহার সহ্য করিতে পারিবে, যখন উহার মলমূত্রের বিবন্ধ দূর হইবে, যখন উহার অস্থিরতা থাকিবে না ও ইন্দ্রিয় সকল দৃঢ় হইবে এবং শরীরে বল ও মনের শক্তি হইবে, তখন উহাকে প্রকৃতিস্থ বলিয়া জানিবে। ৭। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ প্রকৃতিস্থ না হয়, ততক্ষণ রোগী সমস্ত বর্জ্জনীয়

মহাদোষকরাণ্যষ্টাবিমানি তু বিশেষতঃ ॥ ৮
উচ্চৈর্ভাষ্যং রথক্ষোভমতিচংক্রমণাসনে।
অজীর্ণাহিতভোজ্যে চ দিবাস্বপ্নং সমৈথুনম্ ॥ ৯
তজ্জা দেহোর্দ্ধসর্ব্বাধোমধ্যপীড়ামদোষজাঃ।
শ্লেষ্মজাঃ ক্ষয়জাশ্চৈব ব্যাধয়ঃ স্যুর্যথাক্রমম্ ॥ ১০
তেষাং বিস্তরতো লিঙ্গমেকৈকস্য সভেষজম্।
যথাবৎ সম্প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধান্ বস্তীংশ্চ যাপ-
নান্ ॥ ১১

তত্রোচ্চৈর্ভাষ্যাতিভাষ্যাভ্যাং শিরস্তাপ-কর্ণ-শঙ্খনিস্তোদ-স্রোতোরোধ—মুখ-তালু-কণ্ঠ-শোষ-তৈমির্য্য-পিপাসাজ্বর-তমকহনু-মন্যাগ্রহ—নিষ্ঠীবনোরঃ-পার্শ্ব-শূল-স্বরভেদ-হিক্কা—শ্বাসাদয়ঃ স্যুঃ ॥ ১২ ॥

রথক্ষোভাৎ সন্ধিপর্ব্বশৈথিল্যহনুনাসাকর্ণ-শিরঃশূলতোদবস্তিবিক্ষোভাটোপান্ত্রকূজনাধ্মাপন-হৃদয়েন্দ্রিয়োপরোধ—স্ফিক্—পার্শ্ব-বঙ্ক্ষণ-বৃষণ-কটীপৃষ্ঠবেদনাসন্ধিস্কন্ধ—গ্রীবাদৌর্ব্বল্যাঙ্গাভি—তাপপাদশোফপ্রস্বাপহর্ষণাদয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অতিচংক্রমণাৎ পাদজঙ্ঘোরুজানুবঙ্ক্ষণ-শ্রোণীপৃষ্ঠ-শূলসক্থিসাদনিস্তোদপিণ্ডিকোদ্বেষ্ট-নাঙ্গমর্দ্দাংসাভিতাপ—শিরাধমনীহর্ষশ্বাসকাসাদয়ঃ স্যুঃ ॥ ১৪ ॥

অত্যাসনাদ্রথক্ষোভজাঃ স্ফিক্-পার্শ্ববঙ্ক্ষণ-বৃষণকটীপৃষ্ঠবেদনাদয়ঃ স্যুঃ ॥ ১৫

অজীর্ণাধ্যশনাভ্যান্তু মুখশোষাধ্মানশূল-নিস্তোদপিপাসা-গাত্রসাদচ্ছর্দ্দ্যতীসারমূর্চ্ছাজ্বর-প্রবাহণামবিষাদয়ঃ স্যুঃ ॥ ১৬

বিষমাহিতাশনাত্ত্বান্নানভিলাষদৌর্ব্বল্য-বৈবর্ণ্যকণ্ডুপামাগাত্রাবসাদবাতাদিপ্রকোপজাশ্চ গ্রহণ্যর্শোবিকারাদয়ঃ ॥ ১৭

দ্রব্য বর্জ্জন করিবে। বিশেষতঃ এই আট প্রকার মহাদোষকর ব্যাপার, পরিহার করিয়া চলিবে। ৮। যথা—উচ্চকথন, রথক্ষোভ (রথের ঝাকরাণি), অতি-ভ্রমণ, অতিশয় উপ-বেশন, অজীর্ণভোজন, অহিতভোজন, দিবা-নিদ্রা ও মৈথুন। ৯। উচ্চভাষণহেতু দেহের উর্দ্ধভাগে ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। রথক্ষোভহেতু সর্ব্বাঙ্গে, অতিভ্রমণহেতু নিম্ন অঙ্গে, অত্যুপবেশনহেতু মধ্য দেহে (আমা-শয়াদি স্থানে), অজীর্ণ ভোজনহেতু আমজ ব্যাধি সকল, অহিত ভোজনহেতু বাতাদি-দোষজ ব্যাধি সকল, দিবানিদ্রাহেতু শ্লেষ্মজ ব্যাধি সকল এবং মৈথুনহেতু ক্ষয়জ ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়। ১০। সবিস্তারে ঐ সকল ব্যাধির এক একটীর লক্ষণ ও চিকিৎসা যথা-বৎ বলিতেছি এবং আনুষঙ্গিক কতকগুলি দৃষ্টফল যাপন বস্তির উল্লেখ করিতেছি। ১১। উচ্চভাষণ ও অতিভাষণহেতু শিরস্তাপ, কর্ণ ও শঙ্খে নিস্তোদ, স্রোতোরোধ, মুখতালু-কণ্ঠশোষ, পিপাসা, জ্বর, তমক, হনুমন্যাগ্রহ, নিষ্ঠীবন, উরঃশূল, পার্শ্বশূল, স্বরভেদ, হিক্কা ও শ্বাসাদি হয়। ১২। রথক্ষোভহেতু সন্ধি ও পর্ব্বের শৈথিল্য, হনু নাসা কর্ণ ও মস্তকে বেদনা ও তোদ, অগ্নিমান্দ্য, আটোপ, অন্ত্র-কূজন, আধ্মান, হৃদয়োপরোধ, নিতম্ব পার্শ্ব বঙ্ক্ষণ বৃষণ কটী ও পার্শ্বে বেদনা, সন্ধি স্কন্ধ ও গ্রীবার দৌর্ব্বল্য, অঙ্গশূল এবং পাদে শোথ ও সুপ্ততা হর্ষণ হইয়া থাকে। অতিভ্রমহেতু পাদ, জঙ্ঘা, উরু, জানু, বঙ্ক্ষণ, শ্রোণী ও পৃষ্ঠে বেদনা (গঙ্গাধর পাঠ—বেদনা ও বমি), সন্ধিসমূহের অবসাদ, নিস্তোদ, পিণ্ডিকাদ্বয়ের উদ্বেষ্টন, অঙ্গমর্দ্দ, অংসদ্বয়ে বেদনা, শিরা ও ধমনীর হর্ষণ এবং শ্বাস কাসাদি হয়। ১৪। অতি উপবেশনহেতু রথক্ষোভের ন্যায় নিতম্ব পার্শ্ব বঙ্ক্ষণ বৃষণ কটী ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা প্রভৃতি হইয়া থাকে। ১৫। অজীর্ণ ও অধ্য-শনহেতু মুখশোষ, আধ্মান, শূল, নিস্তোদ, পিপাসা, গাত্রসাদ, বমি, অতিসার, মূর্চ্ছা, জ্বর, প্রবাহিকা এবং আমবিষ প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। ১৬। বিষমভোজনহেতু অন্নে অরুচি, দৌর্ব্বল্য, বৈবর্ণ্য, কণ্ডু, পামা, গাত্রাবসাদ, বাতাদি, দোষজ রোগ, গ্রহণীরোগ ও অর্শো-

দিবাস্বপ্নাদরোচকাবিপাকাগ্নিনাশস্তৈমিত্য-পাণ্ডু-কণ্ডু-পামা-দাহচ্ছর্দ্দ্যঙ্গ-মর্দ্দ-হৃৎস্তম্ভজাড্য-তন্দ্রানিদ্রাপ্রসঙ্গ-গ্রন্থিজন্ম-দৌর্ব্বল্য-রক্তমূত্রাক্ষি-তালুলেপাঃ পিপাসা চ॥ ১৮

ব্যবায়াদাশুবলসাদোরুসাদ-বস্তিশিরোগুদ-মেঢ্র-বঙ্ক্ষণোরুজানুজঙ্ঘাপাদ-শূলহৃদয়স্পন্দন-নেত্র-পীড়াঙ্গশৈথিল্য-শুক্রমার্গ -শোণিতাগমন-কাসশ্বাস-শোণিতষ্ঠীবিতস্বরাবসাদকটীদৌর্ব্বল্যৈকাঙ্গ—সর্ব্বাঙ্গরোগ-মুষ্কশ্বয়থু-বাতবর্চ্চোমূত্রসঙ্গ-শুক্রবিসর্গজাড্যবেপথুবাধির্য্য বিষাদাদয়ঃ স্যুঃ। উৎপাট্যতে ইব গুদস্তাড্যত ইব মেঢ্রমবসীদতীব মনো বেপতে হৃদয়ং পীড্যন্তে সন্ধয়স্তমঃ প্রবিশ্যত ইব চ॥ ১৯

ইত্যেবমেভিরষ্টভিরভিচারৈরেতে প্রাদুর্ভবন্ত্যুপদ্রবাঃ॥ ২০

তেষাং সিদ্ধিরুচ্চৈর্ভাষ্যাতিভাষ্যজানাম-ভ্যঙ্গ-স্বেদোপনাহ-ধূমনস্যোপরিভক্ত-স্নেহপান-রসক্ষীরাদিভির্বাতহরঃ সর্ব্বো বিধির্মৌনঞ্চ॥২১

রথক্ষোভাতিচঙ্ক্রমণাত্যাসনজানাং স্নেহ-স্বেদাদি বাতহরং কর্ম্ম সর্ব্বং নিদানবর্জ্জনং॥ ২২

অজীর্ণাধ্যশনজানাং নিঃশেষতশ্ছর্দনং রুক্ষস্বেদধূমপান-লঙ্ঘনীয়-পাচনীয়-দীপনীয়ৌষধাবচারণঞ্চ॥ ২৩

বিষমাহিতাশনজানাং যথাস্বং দোষক্রিয়াঃ॥ ২৪

দিবাস্বপ্নজানাং ধূমপানলঙ্ঘনবমনশিরো-বিরেচনব্যায়ামরুক্ষাশনাদিঃ, দীপনীয়ৌষধোপ-যোগঃ। প্রকর্ষণোন্মর্দ্দনপরিষেচনাদিশ্চ শ্লেষ্ম-হরঃ সর্ব্বো বিধিঃ॥ ২৫

মৈথুনজানাং জীবনীয়সিদ্ধয়োঃ ক্ষীরসর্পিষো-রুপযোগঃ। তথা বাতহরাঃ স্বেদাভ্যঙ্গোপনাহা

রোগ প্রভৃতি হয়। ১৭। দিবানিদ্রাহেতু অরোচক, অবিপাক, অগ্নিনাশ, স্তৈমিত্য, পাণ্ডুত্ব, কণ্ডু, পামা, দাহ, বমি, অঙ্গমর্দ্দ, হৃৎস্তম্ভ, জাড্য, তন্দ্রা, নিদ্রাপ্রসঙ্গ, গ্রন্থির উৎপত্তি, দৌর্ব্বল্য, রক্তমূত্রতা, রক্তাক্ষিতা তালুদেশের লিপ্ততা ও পিপাসা হয়। ১৮। মৈথুনহেতু আশু বলক্ষয় উরুসাদ, বস্তি মস্তক গুদ মেঢ্র বঙ্ক্ষণ উরু জানু জঙ্ঘা ও পাদদ্বয়ে শূল, হৃদয়ের স্পন্দন, নেত্রপীড়া, অঙ্গশৈথিল্য, শুক্রমার্গে শোণিতের আগম, কাস, শ্বাস, রক্তষ্ঠীবন, স্বরক্ষীণতা, কটীদৌর্ব্বল্য, একাঙ্গরোগ, সর্ব্বাঙ্গরোগ, মুষ্কশোথ, বাত বিষ্ঠা ও মূত্রের বিবন্ধ, অনিচ্ছায় শুক্রপতন, জড়তা, বেপথু, বধিরতা ও বিষাদাদি হয়। আর গুদদেশ যেন উৎপাটিত হয়, শিশ্ন যেন তাড়িত হয়, মন যেন অবসন্ন হইয়া পড়ে, হৃদয় কম্পিত হয়, সন্ধি সকল পীড়িত হয় এবং অন্ধকারে প্রবেশের ন্যায় বোধ হয়। ১৯। এইরূপে অষ্টবিধ অপচারহেতু উক্তবিধ উপদ্রব সকল ঘটিয়া থাকে। ২০। উচ্চভাষণ ও অতিভাষণ হেতু যে সকল উপদ্রব উৎপন্ন হয়, তাহাদের চিকিৎসা অভ্যঙ্গ, স্বেদ, উপনাহ, ধূম, নস্য, ঔত্তরভক্তিক ঘৃতাদি পান, মাংসরস, ক্ষীরাদি এবং সর্ব্বপ্রকার বায়ুনাশক বিধি ও মৌন (অধিক কথা না বলা)। ২১। রথক্ষোভ, অতিচঙ্ক্রমণ ও অত্যুপবেশন হেতু যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের চিকিৎসা স্নেহ-স্বেদাদি বাতহর কর্ম্ম ও তত্তৎকর্ম্মপরিবর্জ্জন। ২২। অজীর্ণ ও অধ্যশনহেতু যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের চিকিৎসা নিঃশেষে বমন, রুক্ষস্বেদ, ধূমপান, লঙ্ঘনীয় পাচনীয় ও দীপনীয় ঔষধের ব্যবহার। ২৩। বিষমভোজন ও অহিতভোজন হেতু যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের চিকিৎসা যথাস্ব দোষনাশক ঔষধ। ২৪। দিবানিদ্রা হেতু যে সকল রোগ হয়, তাহাদের চিকিৎসা ধূমপান, লঙ্ঘন, বমন, শিরোবিরেচন, ব্যায়াম, রুক্ষভোজন প্রভৃতি এবং দীপনীয় ঔষধের ব্যবহার। আর ইহাতে লেখন, উন্মর্দ্দন ও পরিষেচনাদি শ্লেষ্মহর ক্রিয়া আবশ্যক। ২৫। মৈথুনহেতু যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের চিকিৎসা

...শ্চাহারাঃ স্নেহাঃ স্নেহবিধয়ো যাপনাবস্তয়োঽনুবাসনঞ্চ। মূত্রবৈকৃতবস্তিশূলেষু চোত্তরবস্তিঃ। বিদারীগন্ধাদিগণজীবনীয়গণক্ষীরসিদ্ধং তৈলং যাপনাশ্চ বস্তয়ঃ সর্ব্বকালং তাংস্তানুপদেক্ষ্যামঃ ॥ ২৬

মুস্তোশীরবলারগ্বধরাস্নামঞ্জিষ্ঠাকটুরোহিণী-ত্রায়মাণা-পুনর্নবা-বিভীতক-গুড়ূচী-স্থিরাদিপঞ্চমূলানি পলিকানি খণ্ডশঃ ক্লিপ্তান্যষ্টৌ চ মদনফলানি প্রক্ষাল্য জলাঢকে পরিক্বাথ্য পাদশেষে রসঃ ক্ষীরদ্বিপ্রস্থসংযুক্তঃ পুনঃ শৃতঃ ক্ষীরাবশেষস্তুল্যো জাঙ্গলরসমধুঘৃতঃ শতকুসুমমধুককুটজফলরসাঞ্জনপ্রিয়ঙ্গুকল্কীকৃতঃ সসৈন্ধবঃ সুখোষ্ণবস্তিঃ শুক্রমাংসবলজননঃ ক্ষতক্ষীণকাসগুল্মশূলবিষমজ্বরব্রধ্নকুণ্ডলোদাবর্ত্তকুক্ষি-শূলমূত্রকৃচ্ছ্রাসৃগ্দরবিসর্পপ্রবাহিকাশিরোরুজাজানূরুজঙ্ঘাবস্তি-গ্রহাশ্মর্য্যুন্মাদার্শঃপ্রমেহাধ্মানরক্তপিত্তশ্লেষ্মব্যাধিহরঃ সদ্যো বলজননো রসায়নশ্চেতি ॥ ২৭

এরণ্ডমূলপলাশাৎ ষট্পলং শালপর্ণী-পৃশ্নিপর্ণী-বৃহতী-কণ্টকারিকা-গোক্ষুরক-রাস্নাশ্বগন্ধা-গুড়ূচী-বর্ষাভূরারগ্বধদেবদার্ব্বিতি পলিকানি খণ্ডশঃ ক্লিপ্তানি ফলানি চাষ্টৌ প্রক্ষাল্য জলাঢকে ক্ষীরপাদে পচেৎ। পাদশেষং কষায়ং পূত-শতকুসুমা-কুষ্ঠ-মুস্ত-পিপ্পলীহপুষা-বিল্ববচাবৎসকফলরসাঞ্জনপ্রিয়ঙ্গু-যমানীসংক্ষেপকল্কিতং মধুঘৃততৈলসৈন্ধবযুক্তং সুখোষ্ণং নিরূহমেকং দ্বৌ ত্রীন্ বা দদ্যাৎ। সর্ব্বেষাং প্রশস্তো বিশেষতো ললিতসুকুমারক্ষতক্ষীণস্থবিরচিরা-র্শসামপত্যকামানাঞ্চ ॥ ২৮

জীবনীয়সিদ্ধ দুগ্ধ-ঘৃতের উপযোগ আর বায়ুনাশক স্বেদ, অভ্যঙ্গ, উপনাহ, রুক্ষ্য আহার, স্নেহ, স্নেহবিধির পালন, যাপনবস্তি ও অনুবাসন। মৈথুনহেতু মূত্রবিকার ও বস্তিশূল হইলে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। বিদারীগন্ধাদিগণ জীবনীয়গণ ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ তৈল ও যাপনবস্তি সকল সর্ব্বকাল প্রয়োগ করিতে হয়। সেই সকল যাপনবস্তির বিবরণ কহিতেছি। ২৬। মুতা, বেণার মূল, সোঁদালমূলের ছাল, রাস্না, মঞ্জিষ্ঠা, কটকী, বলাডুমুর, পুনর্নবা, বহেড়া, গোলঞ্চ ও শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল এই সতরটী দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ এক পল ও মদনফল আট পল খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রক্ষালনপূর্ব্বক ষোল সের জলে পাক করিয়া চারি সের থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর এই কাথ আট সের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং দুগ্ধশেষে নামাইবে। অনন্তর উহার সহিত উহার সমান জাঙ্গলরস (কোন কোন পাঠে চতুর্থাংশ জাঙ্গলরস), উপযুক্ত পরিমাণ মধু এবং শতপুষ্পাদির কল্ক ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া ও প্রিয়ঙ্গু। এই বস্তি শুক্রমাংসবলজনক এবং ক্ষতক্ষীণ, কাস, গুল্ম, শূল, বিষমজ্বর, ব্রধ্ন, কুণ্ডল, উদাবর্ত্ত, কুক্ষিশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপ্রদর, বিসর্প, প্রবাহিকা, শিরঃশূল, জানুসাদ, উরুসাদ, জঙ্ঘাগ্রহ, বস্তিগ্রহ, অশ্মরী, উন্মাদ, অর্শ, প্রমেহ, আধ্মান, রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মব্যাধি নাশ করে। ইহা সদ্য বলজনক ও রসায়ন। ২৭। এরণ্ডমূল ও পলাশ পৃথক্ পৃথক্ ছয় পল; শালপর্ণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারিকা, গোক্ষুর, রাস্না, অশ্বগন্ধা, গোলঞ্চ, পুনর্নবা, সোঁদাল ও দেবদারু এক এক পল এবং মদনফল আট পল, খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রক্ষালনপূর্ব্বক ষোল সের জল ও চারি সের দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। পাঁচ সের শেষ থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর সেই কাথের সহিত শতকুসুমাদির কল্ক মধু ঘৃত তৈল ও সৈন্ধব যুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। শতকুসুমাদির গণ যথা;—শুলফা, কুড়, মুতা, পিপুল, হবুষা,

সহচরবলামূর্ব্বামূলশারিবাসিদ্ধেন পয়সা তথা বৃহতীকণ্টকারীশতাবরীচ্ছিন্নরুহাশৃতেন পয়সা মধুকমদনপিপ্পলীকল্কযুতেন পূর্ব্ববদ্ বস্তিঃ ॥ ২৯

তথা বলাতিবলাবিদারীশালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণী-বৃহতী-কণ্টকারিকা-দর্ভমূল-যবকাশ্মর্য্য-বিল্বফল-যবসসিদ্ধেন পয়সা মধুকমদনকল্কীকৃতেন মধু-ঘৃতসৌবর্চ্চলপ্রযুক্তেন কাসজ্বরগুল্মপ্লীহার্দ্দিত-স্ত্রীমদ্যক্লিষ্টানাং সদ্যোবলজননো রসায়নশ্চ ॥ ৩০

তথা বলাতিবলারাস্নারগ্বধমদনবিল্বগুড়ূচী-পুনর্ণবৈরণ্ডাশ্বগন্ধাসহচরপলাশদেবদারুবৃহৎপঞ্চ-মূলানি পলিকানি যবকোলকুলথদ্বিপ্রস্থতং শুষ্ক-মূলকানাঞ্চ জলদ্রোণসিদ্ধং নিরূহপ্রমাণং শেষং কষায়ং পূতং মধু মদনশতপুষ্পাকুষ্ঠপিপ্পলীবচা-বৎসককলরসাঞ্জন-প্রিয়ঙ্গুযমানীকল্কীকৃতং গুড়-ঘৃততৈলক্ষৌদ্র-ক্ষীর-মাংস-রসাম্লকাঞ্জিকসৈন্ধব-যুক্তং সুখোষ্ণং বস্তিং দদ্যাৎ। শুক্রমূত্রবর্চ্চঃ-সঙ্গেঽনিলজে গুল্মহৃদ্রোগাধ্মানব্রধ্নপার্শ্বপৃষ্ঠকটী-গ্রহসংজ্ঞানাশবলক্ষয়েষু চ ॥ ৩১

হপুষার্দ্ধকুড়বদ্বিগুণার্দ্ধকুঞ্চযবঃ ক্ষীরোদক-সিদ্ধঃ ক্ষীরশেষো মধুঘৃততৈললবণযুক্তঃ সর্ব্বাঙ্গ-বিসৃত-বাতরক্তসক্তবিণ্মূত্র-স্ত্রী-খেদিত-হিতো বাতহরো বুদ্ধিমেধাগ্নিবলজননশ্চ ॥ ৩২

হ্রস্বপঞ্চমূলকষায়ঃ ক্ষীরোদকসিদ্ধঃ পিপ্পলী-মধুকমদনকল্কীকৃতঃ সগুড়ঘৃততৈললবণঃ ক্ষীণ-বিষমজ্বরকার্শিতস্য বস্তিঃ ॥ ৩৩

বলাতিবলাপামার্গাত্মগুপ্তাষ্টপলার্দ্ধকুঞ্চ যবা-

প্রশস্ত। বিশেষতঃ ললিত, সুকুমার, ক্ষতক্ষীণ, স্থবির, পুরাতন অর্শরোগী ও সন্তানলিপ্সু ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর। ২৮। ঝিণ্টী, বেড়েলামূল, মূর্ব্বা (মুগ্‌রো) ও অনন্তমূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ অথবা শতমূলী ও গোলক্ষের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ যষ্টিমধু, মদনফল ও পিপুলের কল্কের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধু তৈল ঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত পূর্ব্ববৎ বস্তি দিবে। ২৯। এইরূপ বেলেড়ামূল, নাগবলা (গোরক্ষ-চাকুলে), ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপর্ণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, দর্ভমূল, যব, গাম্ভারীফল, বেলশুঁঠ ও মদনফলের কল্কের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধু ঘৃত ও সৌবর্চ্চলযোগে বস্তি প্রয়োগ করিলে নবজ্বর, গুল্ম, প্লীহা ও অর্দ্দিত রোগী এবং স্ত্রী-ক্ষীণ ও মদ্য-ক্ষীণ রোগী-দিগের সদ্য বল ও রসায়ন ক্রিয়া হয়। ৩০। সেইরূপ বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, রাস্না, সোঁদাল, মদনফল, বিল্বফল, গোলঞ্চ, পুনর্ণবা, ভেরেণ্ডামূল, অশ্বগন্ধা, ঝিণ্টী, পলাশ, দেবদারু ও দশমূল এই তেইশটী দ্রব্য এক এক পল, যব, কুলশুঁঠ ও কুলত্থ দুই দুই প্রস্থ এবং শুষ্ক মূলক দুই প্রস্থ "চৌষট্টি সের" জলে সিদ্ধ করিয়া, নিরূহক্রিয়ায় যতটুকু আবশ্যক ততটুকু শেষ থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর উহার সহিত মধুকাদিগণের কল্ক, গুড়, ঘৃত, তৈল, মধু, দুগ্ধ, মাংসরস, অম্লকাঞ্জী ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া বস্তি দিবে। মধুকাদি-গণ যথা;—যষ্টিমধু, মদনফল, শুল্‌ফা, কুড়, পিপুল, বচ, ইন্দ্রযব, রসাঞ্জন, প্রিয়ঙ্গু ও যমানী। এই বস্তি শুক্র মূত্র ও বিষ্ঠার বিবন্ধ, বায়ুজনিত গুল্ম, হৃদ্রোগ, আধ্মান, ব্রধ্ন, পার্শ্ব-গ্রহ, পৃষ্ঠগ্রহ, কটীগ্রহ, সংজ্ঞানাশ ও বলক্ষয়ে প্রশস্ত। ৩১। হপুষা অর্দ্ধকুড়ব ও অর্দ্ধকুঞ্চিত যব এক কুড়ব দুগ্ধ ও দুগ্ধের সমান জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধশেষে মধু ঘৃত তৈল ও লবণের সহিত যুক্ত করিয়া বস্তি দিলে সর্ব্বাঙ্গসঞ্চারিত বাতরক্ত, বিষ্ঠা ও মূত্রের বিবন্ধ ও স্ত্রীপ্রসঙ্গ জন্য ক্ষীণতা দূর হয়। আর ইহা বাতঘ্ন এবং বুদ্ধি মেধা অগ্নি ও বলকারক। ৩২। হ্রস্ব পঞ্চমূলের কষায় ও দুগ্ধ এবং দুগ্ধের সমান জল সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধশেষে পিপুল, যষ্টিমধু ও মদনফলের কল্কের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড় ঘৃত তৈল ও লবণযোগে বস্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষীণরোগ ও বিষমজ্বর প্রশমিত হয়। ৩৩। বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আপাং ও আলকুশী বীজ, সর্ব্বসমেত আট পল এবং অর্দ্ধকুঞ্চিত

ফলিকষায়ঃ পূর্ব্ববদ্বস্তিঃ স্থবিরদুর্ব্বলক্ষীণশুক্রাণাং পথ্যতমঃ ॥ ৩৪

বলামধুকবিদারীদর্ভমূলমৃদ্বীকাযবৈঃ কষায়ং মাজেন পয়সা পক্কা মধুকল্কিতং সমধুঘৃতসৈন্ধবং জ্বরার্ত্তেভ্যো বস্তিং দদ্যাৎ ॥ ৩৫

শালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণীগোক্ষুরকমূলকাশ্মর্য্যপরূষক-খর্জ্জুরফলমধুকপুষ্পৈরিজাক্ষীরজলপ্রস্থাভ্যাং সিদ্ধঃ কষায়ঃ পিপ্পলীমধুকোৎপলকল্কিতঃ সঘৃতসৈন্ধবঃ ক্ষীণেন্দ্রিয়বিষমজ্বরকর্ষিতস্য বস্তিঃ ॥ ৩৬

স্থিরাদিপঞ্চমূলীপঞ্চপলেন শালিষষ্টিকযবগোধূমমাষকষায়পঞ্চপ্রস্থতেন ছাগপয়ঃশৃতং পাদশেষং কুক্কুটাণ্ডরসসমধুঘৃতশর্করাসৈন্ধবসৌবর্চ্চলযুক্তো বস্তির্বৃষ্যতমো বলজননশ্চ যাপনাবস্ত্যো দ্বাদশ ॥ ৩৭

কল্পশ্চৈষাং শিখিগোনর্দ্দহংসাণ্ডরসে স্যাৎ ॥ ৩৮

সতিত্তিরিঃ সময়ূরঃ রাজহংসপঞ্চমূলীপয়ঃসিদ্ধঃ শতকুসুমমধুকরাস্নাকুটজফলপিপ্পলীকল্কঃ ঘৃততৈলগুড়সৈন্ধবযুক্তো বস্তির্বলবর্ণশুক্রজননো রসায়নশ্চ ॥ ৩৯

দ্বিপঞ্চমূলীকুক্কুটরসসিদ্ধং পয়ঃ পাদশেষং পিপ্পলীমধুকরাস্নামদনমধুককল্কং শর্করামধুঘৃতযুক্তং স্ত্রীধতিকামানাং বলজননো বস্তিঃ ॥ ৪০

ময়ূরমাপক্তপক্ষপাদাস্যান্ত্রং স্থিরাদিভিঃ পলিকৈঃ সহ জলে পয়সি পক্কা ক্ষীরশেষং মদনবিদারীশতকুসুমামধুক-কল্কীকৃতং মধুঘৃত-

---

যব এক অঞ্জলি একত্র, দুগ্ধ ও জলে কথিত করিয়া, সেই কাথের সহিত পূর্ব্বোক্ত পিপ্পল্যাদিগণের কল্ক এবং গুড় ঘৃত তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া বস্তি দিলে স্থবির দুর্ব্বল ও ক্ষীণশুক্রদিগের বিশেষ উপকার হয়। ৩৪। বেড়েলা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, উলুমূল, কিসমিস ও যবের কাথ ছাগদুগ্ধের সহিত পাক কল্ক এবং মধু ঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত বস্তি দিলে জ্বররোগীদিগের উপকার হয়। ৩৫। শালপাণী, চাকুলে, গোক্ষুরমূল, গাম্ভারীফল, ফলসাফল, খর্জ্জুর, মদনফল ও মৌলফুল চারি সের ছাগদুগ্ধ ও ২লের সহিত পাক করিবে। এই কষায় পিপুল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল-কল্কের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ঘৃত ও সৈন্ধবযোগে বস্তি দিলে ক্ষীণেন্দ্রিয় ও বিষমজ্বরে কৃশীভূত ব্যক্তিদিগের উপকার হয়। ৩৬। শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূলের কল্ক সর্ব্বসমেত পঞ্চ পল; শালি ষষ্টিক যব গোধূম ও মাষকলায়ের কাথ সর্ব্বসমেত পঞ্চ প্রস্থ এবং ছাগদুগ্ধ একত্র সিদ্ধ করিয়া চতুর্থভাগ শেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত কুক্কুটাণ্ডের রস মধু ঘৃত শর্করা সৈন্ধব ও সৌবর্চ্চল যুক্ত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহা বৃষ্যতম ও বলজনক হইয়া থাকে। ৩৭

ইতি দ্বাদশ যাপন বস্তি।

উক্ত শালপর্ণ্যাদি বস্তিতে কুক্কুটাণ্ডের পরিবর্ত্তে ময়ূর, সারস ও হংসের ডিম্ব প্রয়োগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যাপনবস্তি রচনা করা যাইতে পারে। ৩৮। শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল সমভাগ-মিশ্রিত দুগ্ধজলের সহিত পাক করিয়া গ্রহণ করিবে। সেই কাথের সহিত তিত্তিরি বা ময়ূর বা রাজহংসের মাংসরস এবং শুলফা যষ্টিমধু রাস্না ইন্দ্রযব ও পিপুলের কল্ক আর ঘৃত তৈল গুড় ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহা বল বর্ণ ও শুক্রজনক এবং রসায়ন হয়। ৩৯। দশমূল ও কুক্কুটরসের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, পাদশেষে গ্রহণ করিয়া পিপুল, যষ্টিমধু, রাস্না, মদনফল ও যষ্টিমধু কল্কের সহিত মিশ্রিত করিয়া শর্করামধু ঘৃতযোগে বস্তি প্রয়োগ করিলে স্ত্রীপরায়ণ ব্যক্তিদিগের বলজনক হইয়া থাকে। ৪০। একটী ময়ূরের পিত্ত পাদ পক্ষ মুখ ও অন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাংস অস্থি প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। ঐ মাংস এবং শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল পাঁচ পল, সমভাগ-মিশ্রিত দুগ্ধ-জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধশেষে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর সেই কাথের সহিত মদনফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড,

সৈন্ধবযুক্তং বস্তিং দদ্যাৎ স্ত্রীঘাতিপ্রসক্তক্ষীণেন্দ্রিয়েভ্যো হিতো বলবর্ণকরঃ ॥ ৪১

কল্পশ্চৈষ বিষ্কিরপ্রতুদপ্রসহাম্বুদরেষু স্যাদক্ষীরো রোহিতাদিষু চ মৎস্যেষু চ ॥ ৪২

গোধানকুলমার্জ্জারমূষিকশল্লকমাংসানাং দশপলান্ ভাগান্ সপঞ্চমূলান্ পয়সি পক্ত্বা তৎ পয়ঃ পিপ্পলীফলকল্কসৈন্ধবসৌবর্চ্চলশর্করামধুঘৃততৈলযুক্তো বস্তির্বল্যো রসায়নঃ ক্ষীণক্ষতস্য সন্ধানকরো মথিতোরস্করথগজহয়ভগ্নবাতবলাসকপ্রবৃত্ত্যুদাবর্ত্তবাতসক্তমূত্রবর্চ্চঃশুক্রাণাং হিতক্রমশ্চ ॥ ৪৩

কূর্ম্মাদীনামন্ততমপিশিতসিদ্ধং পয়ো গো-বৃষনাগহয়-নক্রহংস কুক্কুটাণ্ডরসমধু-ঘৃত-শর্করা-সৈন্ধবেক্ষুরকাত্মগুপ্তাকল্কসংসৃষ্টো বস্তির্বৃদ্ধানামপি বলজননঃ ॥ ৪৪

গোবৃষবস্তবরাহবৃষণকর্কটচটকসিদ্ধং ক্ষীরমুচ্চটকেক্ষুরকাত্মগুপ্তামধুঘৃতযুতং কিঞ্চিল্লবণিতং বস্তিঃ ॥ ৪৫

কর্কটকরসশ্চটকাণ্ডরসযুক্তঃ সমধুঘৃতশর্করো বস্তিরিত্যেতে বস্তয়ঃ পরমবৃষ্যাঃ ॥ ৪৬

উচ্চটকেক্ষুরকাত্মগুপ্তাশৃতক্ষীরপ্রতিভোজনানুপানাৎ স্ত্রীশতগামিনং নরং কুর্য্যুঃ ॥ ৪৭

দশমূলময়ূরহংসকুক্কুটক্কাথাৎ পঞ্চপ্রসৃতং তৈলঘৃতবসামজ্জচতুষ্প্রসৃতযুক্তং শতপুষ্পামুস্ত-

গুলফা, যষ্টিমধুর কল্ক এবং মধু ঘৃত ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে স্ত্রীপরায়ণ ক্ষীণেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের বল ও বর্ণ হইয়া থাকে। ৪১। ময়ূরমাংসের পরিবর্ত্তে বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও জলচর মাংসও প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু রোহিতাদি মৎস্য প্রয়োগ করিলে সে স্থলে দুগ্ধ প্রয়োগ করিতে নাই। ৪২। গোধা, নকুল, মার্জ্জার, মূষিক ও শল্লক এই সকল জন্তুর মিলিত মাংস পাঁচ পল ও স্বল্প পঞ্চমূল পাঁচ পল সমভাগ মিশ্রিত দুগ্ধজলের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধশেষে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর সেই ক্বাথের সহিত পিপুল ও মদনফলের কল্ক, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, শর্করা, মধু, ঘৃত ও তৈল মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে বল্য ও রসায়ন হইয়া থাকে। ইহা ক্ষীণ ও ক্ষত রোগীর উরঃসন্ধানকর। যক্ষ্মাদি রোগ বশতঃ যাহাদের বক্ষঃ মথিত হইয়াছে, রথ গজ ও ঘোটক দ্বারা যাহাদের শরীর ভগ্ন হইয়াছে, যাহাদের বাতবলাসক বা উদাবর্ত্ত রোগ আছে এবং যাহাদের মূত্র বিষ্ঠা ও শুক্র বায়ুবশতঃ বিবদ্ধ হইয়াছে, এই বস্তি তাহাদের পক্ষে হিতকর। ৪৩। কূর্ম্ম প্রভৃতি দশবিধ বারিজাত জন্তুর কোন একটীর মাংসের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক গো বৃষ হস্তী ও অশ্বের মাংসরস এবং নক্র হংস ও কুক্কুটের অণ্ডরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধু, ঘৃত, শর্করা সৈন্ধব, কোকিলাক্ষের কল্ক, আলকুশীবীজের কল্ক ও মদনফলকল্কের সহিত বস্তি প্রয়োগ করিলে বৃদ্ধদিগেরও বলজনক হয়। ৪৪। গো, বৃষ, ছাগ ও বরাহের অণ্ডকোষ এবং কর্কট ও চটক পক্ষীর মাংসরসের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ উচ্চটা ("নির্ব্বিষা ইতি ভাষা"), কোকিলাক্ষ ও আলকুশীবীজের কল্ক এবং মধু ও ঘৃতের সহিত কিঞ্চিৎ লবণযোগে বস্তি প্রদান করিলে বাজীকরণ হইয়া থাকে। ৪৫। কর্কটের (সমুদ্রকাঁকড়ার) রস ও চটকাণ্ডের রস মধু ঘৃত ও শর্করার সহিত যুক্ত করিয়া বস্তি দিলে অতিশয় বৃষ্য হইয়া থাকে। ৪৬। উচ্চটা কোকিলাক্ষ ও আলকুশীবীজের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ ভোজনে বা ভোজনের পর অনুপানে ব্যবহার করিলে পুরুষ শতস্ত্রী গমন করিতে পারে। ৪৭। দশমূল অর্দ্ধেক এবং ময়ূর বা হংস বা কুক্কুটের মাংস অথবা উহাদের মিলিত মাংস অর্দ্ধেক একত্র পাক করিয়া পাঁচ প্রসৃত ক্বাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর ঐ ক্বাথের সহিত তৈল ঘৃত বসা ও মজ্জা সর্ব্বসমেত চারি প্রসৃত এবং উপযুক্ত পরিমাণ

হপুষাকল্কীকৃতঃ সলবণো বস্তিঃ পাদগুল্ফোরু-জানুজঙ্ঘাত্রিকবঙ্ক্ষণবস্তিবৃষণানিলহরঃ ॥ ৪৮

মৃগবিষ্কিরানূপবিলেশয়মাংসৈস্তৈনৈব কল্পেন বস্তয়ো দেয়াঃ ॥ ৪৯

মধুঘৃতদ্বিপ্রসৃতং তুল্যোষ্ণোদকং শত-পুষ্পার্দ্ধপলং সৈন্ধবার্দ্ধাক্ষযুক্তো বস্তির্দীপনো বৃংহণো বলবর্ণকরো নিরুপদ্রবো বৃষ্যতমো রসায়নঃ। ক্রিমিকুষ্ঠোদাবর্ত্তগুল্মার্শোব্রধ্নপ্লীহ-মেহহরঃ ॥ ৫০

তদ্বৎ সমধুঘৃতাভ্যাং পয়স্তুল্যো বস্তিঃ পূর্ব্বকল্পেন বলবর্ণকরো বৃষ্যতমো নিরুপদ্রবো বস্তিমেঢ্রপাকপরিকর্ত্তিকামূত্রকৃচ্ছ্রপিত্তব্যাধিহরো রসায়নশ্চ ॥ ৫১

মধুঘৃতাভ্যাং মাংসরসতুল্যো মুস্তাক্ষযুক্তঃ পূর্ব্ববৎ বস্তির্বলাসপাদহর্ষগুল্মজানূরুনিকুঞ্চন-বস্তিবৃষণমেঢ্র-পৃষ্ঠশূলহরঃ ॥ ৫২

সুরাসৌবীরককুলত্থমাংসরস-মধুঘৃততৈল-সপ্তপ্রসৃতং মুস্তশতাহ্বাকল্কিতং সলবণো বস্তিঃ সর্ব্ববাতরোগহরঃ ॥ ৫৩

তথা দ্বিপঞ্চমূলত্রিফলাবিল্বমদনফলকষায়ো গোমূত্রসিদ্ধঃ কুটজমদনফলমুস্তপাঠাকল্কিতঃ সৈন্ধবযাবশূকক্ষৌদ্রতৈলযুক্তো বস্তিঃ শ্লেষ্ম-ব্যাধিবস্ত্যাটোপবাত-শুক্রসঙ্গ-পাণ্ডুরোগাজীর্ণ-বিসূচিকালসকেষু দেয় ইতি ॥ ৫৪

অত ঊর্দ্ধং বৃষ্যতমান্ স্নেহান্ বক্ষ্যামঃ ॥ ৫৫

শতাবরীগুড়ূচীক্ষুবিদার্য্যামলকদ্রাক্ষাখর্জ্জু-রাণাং যন্ত্রপীড়িতানাং রসপ্রস্থমেকৈকং তদ্বদ্-ঘৃততৈলগোমহিষ্যাজাক্ষীরাণাং দ্বৌ দ্বৌ দদ্যাৎ। জীবকর্ষভকমেদমহামেদত্বক্ক্ষীর—

শতপুষ্পা, মুতা ও হপুষার কল্ক ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে পাদ জঙ্ঘা উরু জানু ত্রিক বঙ্ক্ষণ বস্তি ও বৃষণের বায়ুজ রোগ নষ্ট করে। ৪৮। ময়ূরাদি মাংসের পরিবর্ত্তে মৃগ, বিষ্কির, আনূপ ও বিলেশয়দিগের মাংস প্রয়োগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বস্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। ৪৯। মধু ও ঘৃত মিলিত দুই প্রসৃত, উষ্ণ জল দুই প্রসৃত, শতপুষ্পের কল্ক অর্দ্ধপল, সৈন্ধব অর্দ্ধ অক্ষ (এক তোলা) মিশ্রিত করিয়া বস্তি দিবে। এই বস্তি দীপনীয়, বৃংহণ, বলবর্ণকর, নিরুপদ্রব, বৃষ্যতম ও রসায়ন। আর ক্রিমি কুষ্ঠ উদাবর্ত্ত গুল্ম অর্শ ব্রধ্ন প্লীহা ও মেহ নাশ করে। ৫০। সেইরূপ মধু ও ঘৃত এবং উভয়ের তুল্য দুগ্ধ মিলিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহা বলবর্ণকর, বৃষ্যতম ও নিরুপদ্রব। আর ইহা বস্তিদাহ, মেঢ্রপাক, পরিকর্ত্তিকা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও পিত্তব্যাধিনাশক এবং রসায়ন। ৫১। সেই-রূপ মধু ও ঘৃত এবং উভয়ের তুল্য মাংসরস ও দুই তোলা মুতার কল্ক মিলিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহা কফ, পাদহর্ষ, গুল্ম জানু ও উরুর আকুঞ্চন এবং বস্তি বৃষণ মেঢ্র পৃষ্ঠের শূল হরণ করে। ৫২। সুরা, সৌবীরক, কুলত্থরস, মাংসরস, মধু ঘৃত ও তৈল সর্ব্বসমেত সাত প্রসৃত গ্রহণ করিয়া মুতা ও শুল্ফার কল্ক ও সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্তি দিবে। এই বস্তি সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ নাশ করে। ৫৩। দশমূল, ত্রিফলা, বেলশুঁঠ ও মদনফল গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া কষায় প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ঐ কষায়ের সহিত ইন্দ্রযব, মদনফল, মুস্ত ও আকনাদির কল্ক এবং সৈন্ধব যবক্ষার মধু ও তিল মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তি শ্লেষ্মব্যাধি, বস্তির (তলপেটের) আটোপ, বাত, শুক্রের বিবন্ধ, পাণ্ডুরোগ, অজীর্ণ, বিসূচিকা ও অলসক রোগে প্রয়োগ করিতে হয়। ৫৪। অনন্তর বৃষ্যতম অনুবাসন সকল ব্যাখ্যা করিতেছি। ৫৫। শতমূলী, গোলঞ্চ, ইক্ষু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, আমলকী, দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যন্ত্র দ্বারা পীড়িত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ এক এক প্রস্থ (চারি সের) রস গ্রহণ করিবে। ঘৃত ও তৈল চারি চারি সের গ্রহণ করিবে। গোদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ আট আট সের গ্রহণ করিবে। জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ত্বক্ক্ষীরী (বংশলোচন),

শৃঙ্গাটকমধুলিকামধুকোচ্চটকপিপ্পলীপুষ্করবীজ-নীলোৎপল--কদম্বপুষ্প-পুণ্ডরীক-কেশর--কল্কান্ পৃষতভরক্ষুমাংসকুক্কুটচটকচকোরমত্তাক্ষ--বার্হি--জীবঞ্জীবককুলিঙ্গহংসানাং রসং বসামজ্জাদেশ্চ প্রস্থং দত্ত্বা সাধয়েৎ। ব্রহ্মঘোষশঙ্খপটহ-ভেরীনিনাদৈঃ সিদ্ধং সিতচ্ছত্রকৃতচ্ছায়ং গজ-স্কন্ধমারোপয়েত্তগবন্তং বৃষধ্বজমভিপূজ্য তং স্নেহং • ত্রিভাগমাক্ষিকমঙ্গলাশীঃস্তুতিদেবতা-র্চ্চনৈর্বস্তিং গময়েৎ। নৃণাং স্ত্রীবিহারাণাং নষ্টরেতসাং ক্ষতক্ষীণবিষমজ্বরার্ত্তানাং ব্যাপন্ন-যোনিনাং বন্ধ্যানাং রক্তগুল্মানাং মৃতাপত্যা-নামনার্ত্তবীনাঞ্চ স্ত্রীণাং ক্ষীণমাংসরুধিরাণাং পথ্যতমরসায়নমুত্তমং বলীপলিতনাশনং বিদ্যাৎ॥ ৫৬

পানিফল, মধুলিকা (ক্ষুদ্রগোধুম) যষ্টিমধু, উচ্চটা, বিপুল, পদ্মবীজ, নীলোৎপল, কদম্ব-পুষ্প, পুণ্ডরীককাষ্ঠ ও নাককেশরের কল্ক উপ-যুক্ত পরিমাণ গ্রহণ করিবে। পৃষত, তরক্ষু, কুক্কুট, চটক, চকোর, মত্তাক্ষ, ময়ূর, জীব-ঞ্জীবক, কুলিঙ্গ ও হংসের মাংসরস সর্ব্বশুদ্ধ চারি সের গ্রহণ করিবে। বসা ও মজ্জা চারি সের গ্রহণ করিবে। পরে এই সমুদয় দ্রব্য একত্র পাক করিবে। পাক করিয়া স্নেহ নামাইবার সময় বেদপাঠ, শঙ্খধ্বনি ও পটহ-ধ্বনি করিতে হয়। তৈল প্রস্তুত হইলে উহার উপর রাজোচিত শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করাইয়া উহাকে গজস্কন্ধে আরোহণ করাইবে। অন-ন্তর ভগবান্ বৃষধ্বজের পূজা করিয়া, ঐ স্নেহের তৃতীয়াংশ মধু উহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। পরে তদ্দ্বারা বস্তি দিতে হয়। এই স্নেহবস্তি স্ত্রীপরায়ণ, নষ্টরেতা, ক্ষতক্ষীণ, বিষমজ্বরার্ত্ত, যোনিব্যাপদ্গ্রস্তা স্ত্রী, বন্ধ্যা স্ত্রী, রক্তগুল্মা স্ত্রী, মৃতবৎসা স্ত্রী, অনার্ত্তবা স্ত্রী ক্ষীণমাংসরুধির ব্যক্তিদিগের পরম পথ্য। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন এবং বলীপলিতনাশক। পটহধ্বনি, শিবধ্বনি, শ্বেতচ্ছত্র ধারণ প্রভৃ-তির অভিপ্রায় এই যে, দেখ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মহামহিমায় নানাজাতীয় গ্রাম্যজ ও বনজ বৃক্ষের কষায়, নানা জাতীয় হিংস্র ও শান্ত মৃগপক্ষীর মাংস, নানাজাতীয় দুগ্ধ ঘৃত বসা ও মজ্জা, ইক্ষু, দ্রাক্ষা, শত-মূলী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের যন্ত্রপীড়িত, রস এবং তৈল ও মধু স্বচ্ছন্দে মিশ্রিত করিয়া মানব-মানবীর গুহ্যতম দ্বার দিয়া উদরের গূঢ়-তম প্রদেশসমূহে নির্ভয়ে প্রেরণ করা যাইতে পারে। সেই শাস্ত্রের উপসংহারকালে পটহ-ধ্বনি সহকারে জয়ঘোষণাপূর্ব্বক শিবধ্বনি বা হরিধ্বনি করা চিকিৎসার্থী ও চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্তই সঙ্গত]। ৫৬।

বলাগোক্ষুরক-রাস্নাশ্বগন্ধা--শতাবরী--সহ-চরাণাং--শতং শতমাষোজ্য জলদ্রোণশতে প্রসাধ্যং তস্মিন্ জলদ্রোণাবশেষে রসে বস্ত্র-পূতে বিদার্য্যামলকরসয়োর্বস্তমহিষবরাহ-বৃষ-কুক্কুটবর্হিহংসকারণ্ডবসারসানাং ঘৃততৈলয়ো-শ্চৈকং পৃথক্ প্রস্থমষ্টৌ প্রস্থান্ ক্ষীরস্য দত্ত্বা চন্দনমধুকমধুলিকাত্বক্ক্ষীরাবিস-মৃণালোৎপল-পটোলফলাশ্বগুপ্তাম্রপাকিতালমজ্জঞ্চ খর্জ্জুর-মৃদ্বিকাতামলকী-কণ্টকারী-জীবকর্ষভ-ক্ষুদ্রসহান্

বেলেড়ামূল গোক্ষুর, রাস্না, অশ্বগন্ধা, শতমূলী ও সহচর পৃথক্ পৃথক্ একশত পল গ্রহণপূর্ব্বক একশত দ্রোণ জলে পাক করিয়া দ্রোণশেষে কাথ ছাঁকিয়া লইবে। ভূমিকুষ্মাণ্ড ও আমলকীর স্বরস এক এক প্রস্থ গ্রহণ করিবে। ছাগ, মহিষ, বরাহ, বৃষ, কুক্কুট, ময়ূর, হংস, কারণ্ডব ও সারস মাংসের রস এক এক প্রস্থ গ্রহণ করিবে। ঘৃত ও তৈল এক এক প্রস্থ গ্রহণ করিবে। দুগ্ধ অষ্টপ্রস্থ গ্রহণ করিবে। চন্দ-নাদির কল্ক ঘৃত-তৈলের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে। পরে সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া স্নেহ পাক করিবে। চন্দনাদিগণ যথা;— রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মধুলিকা (ক্ষুদ্রগোধূম), ত্বক্-ক্ষীরা (বংশলোচন), বিস (কমলনাল), মৃণাল, নীলোৎপল, পলতা, মদনফল, আল-কুশীবীজ, অম্রপাকী ("নীলঝিণ্টী"), তালমজ্জা,

মহাসহাশতাবরী-মেদাপিপ্পলী-হ্রীবেরত্বক্-পত্র-কল্কাংশ্চ দত্ত্বা সাধয়েৎ। ব্রহ্মঘোষাদিনা বিধিস্তৎসিদ্ধং বস্তিমাদদ্যাৎ। তেন স্ত্রীশতং গচ্ছেৎ ন চাত্রাস্তেঁ বিহারাহারযন্ত্রণা ক্বচিৎ। এষ বৃষ্যো বর্ণ্যো বৃংহণ আয়ুষ্যো বলীপলিতঘ্নৎ। ক্ষতক্ষীণনষ্টশুক্রবিষমজ্বরার্ত্তানাং ব্যাপন্নযোনীনাঞ্চ পথ্যতমঃ॥ ৫৭

সহচরপলশতমুদকদ্রোণচতুষ্টয়ে পক্ত্বা দ্রোণশেষে রসে সুপূতে বিদারীক্ষুরসপ্রস্থাভ্যামষ্টগুণক্ষীরং ঘৃততৈলপ্রস্থং বলামধুকচন্দনমধুমধুলিকাশারিবামেদামহামেদা-কাকোলী-ক্ষীর-কাকোলী-পয়স্যাগুরু-মঞ্জিষ্ঠাব্যাঘ্রনখশটীসহচর-সহস্রবীর্য্যাবরাঙ্গলোধ্রাণামক্ষমাত্রৈর্দ্বিগুণশর্করৈঃ কল্কৈঃ সাধয়েৎ ব্রহ্মঘোষাদিনা বিধিনা। তৎসিদ্ধং বস্তিং দদ্যাদেষ সর্ব্বরোগহরো রসায়নো ললিতানাং শ্রেষ্ঠোহন্তঃপুরচারিণীনাং ক্ষতক্ষয়-বাতপিত্তবেদনাশ্বাস—কাস-হরস্ত্রিভাগমাক্ষিকো বলীপলিতঘ্নো বর্ণরূপবলমাংসশুক্রবর্দ্ধনঃ॥ ৫৮

ইত্যেতে রসায়নাঃ স্নেহবস্তয়ঃ সতি বিভবে শতপাকা সহস্রপাকা বা কার্য্যা বীর্য্যবলাধানার্থমিতি॥ ৫৯

ভবন্তি চাত্র।

ইত্যেতে বস্তয়ঃ স্নেহাশ্চোক্তা প্রাণিষু সক্কিতাঃ
সুস্থানামাতুরাণাঞ্চ বৃদ্ধানাঞ্চাবিরোধিনঃ॥
অতিব্যবায়শীলানাং শুক্রমাংসবলপ্রদাঃ।
সর্ব্বরোগপ্রশমনাঃ সর্ব্বেষ্বৃতুষু যৌগিকাঃ॥
নারীণামপ্রজাতানাং নরাণাঞ্চাপ্যপত্যদাঃ।
উভয়ার্থকরা দৃষ্টা স্নেহবস্তিনিরূহয়োঃ॥ ৬০

খর্জ্জুর, কিসমিস, ভূম্যামলকী, কণ্টকারী, জীবক, ঋষভক, ক্ষুদ্রসহা (মুদ্গপর্ণী), মহাসহা (মাষপর্ণী), শতমূলী, মেদা, পিপ্পলী, বালা, দারুচিনি ও তেজপাতা। এই স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবার সময়েও বেদধ্বনি প্রভৃতি আবশ্যক। এই বস্তি গ্রহণ করিলে মনুষ্য শতস্ত্রী গমন করিতে পারে। অথচ ইহাতে আহার বিহারের কোন কঠিন নিয়ম নাই। ইহা বৃষ্য, বর্ণ্য, বৃংহণ, আয়ুষ্য, বলীপলিতনাশক এবং ক্ষতক্ষীণ, নষ্টশুক্র, বিষমজ্বরার্ত্ত ও যোনিব্যাপদ্‌গ্রস্ত নারীদিগের পক্ষে প্রশস্ত। ৫৭। একশত পল ঝিণ্টী চারি দ্রোণ জলে পাক করিয়া দ্রোণবিশেষে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস এক প্রস্থ গ্রহণ করিবে। ইক্ষুরস এক প্রস্থ গ্রহণ করিবে। দুগ্ধ আট প্রস্থ, ঘৃত এক প্রস্থ ও তৈল এক প্রস্থ গ্রহণ করিবে। বলাদি উনিশটী দ্রব্যের প্রত্যেকের কল্ক দুই তোলা ও শর্করা আটত্রিশ তোলা গ্রহণ করিবে এবং সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া স্নেহ পাক করিবে। বলাদিগণ যথা;—বেড়েলা, যষ্টিমধু, মৌলফুল, রক্তচন্দন, মধুলিকা, (ক্ষুদ্রগোধুম), অনন্তমূল, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পয়স্যা (ভূমিকুষ্মাণ্ড), অগুরু, মঞ্জিষ্ঠা, ব্যাঘ্রনখ (বাঘনখা), শটী, ঝিণ্টী, সহস্রবীর্য্যা (দূর্ব্বা), বরাঙ্গ (দারুচিনি) ও লোধ। এই স্নেহ পাক করিবার সময় পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মঘোষণাদি অনুষ্ঠান সকল আচরণীয়। এই দৃষ্টফল বস্তি সর্ব্বরোগহর, রসায়ন, সুকুমার ও অন্তঃপুরচারিণীগণের উপযোগী। ক্ষতক্ষয় বাতপিত্ত বেদনা শ্বাস ও কাস নাশ করে। এই স্নেহের সহিত তৃতীয়াংশ মধু সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিলে অকাল বলীপলিত নষ্ট হয়। আর ইহাতে বর্ণ, রূপ, বল, মাংস ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ৫৮। এইরূপে রসায়ন স্নেহবস্তি সকল বিবৃত হইল। বিভব থাকিলে এই সকল স্নেহবস্তি শতপাক বা সহস্র-পাক করিয়া বীর্য্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ৫৯। এইরূপে প্রাণীদিগের উপকারী বস্তি সকল নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সকল বস্তি সুস্থ আতুর ও বৃদ্ধদিগকে প্রয়োগ করা যায়। ইহা সকলের পক্ষেই অবিরুদ্ধ। অতিশয় স্ত্রীরত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা শুক্রকারক, মাংসবর্দ্ধক ও বলকারক হয়। এই সকল বস্তি সর্ব্বরোগপ্রশমন এবং সকল ঋতুতেই প্রয়োগ করা যায় এবং প্রয়োগ করিলে অনপত্যা নারী ও অপত্যহীন পুরুষদিগের সন্তান হইয়া থাকে।

তত্র শ্লোকাঃ।
গ্রামো মৈথুনং মদ্যং মধূনি শিশিরাম্বু চ
ভোজনং রথক্ষোভো বস্তিষেতেষু গর্হিতম্॥৬১
বেগোনর্দ্দিহংসাণ্ডৈর্দক্ষবঙ্কস্তয়স্ত্রয়ঃ।
তিবিষ্কিরৈস্ত্রিংশৎ প্রতুদৈঃ প্রসহৈর্নব॥
তিশ্চ তথা সপ্তবিংশতিশ্চাম্বুচারিভিঃ।
মৎস্যাদিভিশ্চৈব শিথিকল্পেন বস্তয়ঃ॥
কর্কটকাদ্যৈশ্চ কূর্ম্মকল্পেন বস্তয়ঃ।
ঃ সপ্তদশৈকোনবিংশতির্বিষ্কিরৈর্দশ।
পৈর্দক্ষশিখিবভ্রুশয়ৈশ্চ চতুর্দ্দশ।
নবিংশদিত্যেতে সহ কল্পৈঃ সমাসতঃ॥
ক্তা বিস্তরশো ভিন্না দ্বে শতে
ষোড়শোত্তরে॥ ৬২
ত মাক্ষিকসংযুক্তাঃ কুর্ব্বন্ত্যতিবৃষং নরম্॥৬৩
তংযোগং ন বা যোগঃ স্তম্ভিতাস্তে চ
কুর্ব্বতে॥ ৬৪

মূঢ়তায় নিবর্ত্তেরন্ বস্তয়শ্চেন্নিরূহণে।
সমূত্রৈর্বস্তিভিস্তৈক্ষৈরাস্থাপ্যঃ ক্ষিপ্রমেব চ॥ ৬৫
শোফাগ্নিনাশপাণ্ডুত্বশূলার্শঃপরিকর্ত্তিকাঃ।
স্যুর্জ্জ্বরশ্চাতিসারশ্চ যাপনাত্যর্থসেবয়া॥ ৬৬
অরিষ্টক্ষীরশীধ্বাদ্যা তত্রেষ্টা দীপনী ক্রিয়া॥ ৬৭
যুক্ত্যা তস্মান্নিষেবেত যাপনান্ন প্রসঙ্গতঃ॥৬৮
ইত্যুচ্চৈর্ভাষ্যপূর্ব্বাণাং ব্যাপদঃ সচিকিৎসিতাঃ।
বিস্তরেণ পৃথক্ প্রোক্তাস্তেভ্যো রক্ষেন্নরং
সদা॥ ৬৯
কর্ম্মণাং বমনাদীনামসম্যক্করণাপদাম্।
যত্রোক্তং সাধনং স্থানে সিদ্ধিস্থানং তদুচ্যতে॥৭০
ইত্যধ্যায়শতং বিংশমাত্রেয়মুনিবাঙ্ময়ম্।
হিতার্থং প্রাণিনাং প্রোক্তমগ্নিবেশেন ধীমতা॥৭১

ন এই সকল বস্তি অনুবাসন ও নিরূহ য়ের ক্রিয়াই একদা সম্পাদন করে। ৬০। সংহার।—বস্তি সকল গ্রহণ করিবার পর নাম, মৈথুন, মদ্যপান, মধুপান, শীতলজল, ত ভোজন ও রথক্ষোভ পরিহার করিতে। নতুবা অনিষ্ট হইয়া থাকে। ৬১। সূচী।— টাণ্ডের সহিত একটী ময়ূর সারস ও হংসের ও তিনটী, বিষ্কিরবর্ত্তকাদি কুড়িপ্রকার জন্তুর শ কুড়িটী, ত্রিশপ্রকার প্রতুদ জন্তুর মাংসে টী, উনত্রিশ প্রকার প্রসহ জন্তুর মাংসে ত্রশটী, সাতাইশ প্রকার জলচরের মাংসে ইশটী, রোহিত প্রভৃতি নয় প্রকার মৎস্যে, কূর্ম্ম কর্কট প্রভৃতিতে দশটী, মৃগে টী, বিষ্কিরে উনিশটী, আনূপে দশটী ভূশয় মাংসে চতুর্দ্দশটী বস্তি কল্পনা হইল। আর সংক্ষেপে উনত্রিশটী বর্ণনা করা হইল। ইহাদের সমষ্টি দুই শত । [কিন্তু প্রকৃত সমষ্টি দুই শত আঠা- হইতেছে। পাঠে লিপিকর-প্রমাদ থাকা]। ৬২। এই সকল বস্তি মধুর সহিত করিলে পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত বৃষ্য হইয়া থাকে। ৬৩। আর এই সকল বস্তি বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে অতিযোগ বা অযোগ হয় না। আর এই সকল বস্তি স্তম্ভিত হয় না। ৬৪। নিরূহ ক্রিয়ার পর বস্তি সকল মূঢ়তা বশতঃ প্রত্যাগত হইতে না পারিলে গোমূত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ আস্থাপন সত্বর প্রয়োগ করিতে হয়। ৬৫। যাপনবস্তি সকল সর্ব্বদা প্রয়োগ করিলে শোথ, অগ্নিনাশ, পাণ্ডুত্ব, শূল, অর্শ, পরিকর্ত্তিকা, জ্বর ও অতিসার হয়। ৬৬। এরূপ স্থলে অরিষ্ট, ক্ষার (গঙ্গাধর প্রভৃতির পাঠ—ক্ষীর), শীধু প্রভৃতি ও অগ্নি- দীপন ক্রিয়া হিতকর। ৬৭। অতএব যাপন- বস্তি সকল যুক্তিপূর্ব্বক সেবন করিবে, নিরন্তর সেবন করিবে না। ৬৮। এইরূপে উচ্চভাষ্য প্রভৃতির ব্যাপৎ সমুদায় ও তাহাদের চিকিৎসা বিস্তারপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা করা হইল। এই সকল ব্যাপদ্ হইতে রোগীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। ৬৯। বমনাদি কর্ম্মের অসম্যক্ করণ বশতঃ যে সকল আপদ্ উপস্থিত হয়, এই স্থানে তাহাদের সাধন (চিকিৎসা) বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানকে সিদ্ধি- স্থান কহে। ৭০। এইরূপে মহর্ষি আত্রেয় প্রাণীদিগের হিতার্থ যে সকল বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন, অগ্নিবেশ সেই সকল বাক্য

দীর্ঘমায়ুর্যশঃ প্রজ্ঞামারোগ্যঞ্চাপি পুষ্কলম্।
সিদ্ধিঞ্চানুত্তমাং লোকে প্রাপ্নোতি বিধিনা
পঠন্॥ ৭২

বিস্তারয়তি লেশোক্তং সংক্ষিপত্যতিবিস্তরম্
সংস্কর্ত্তা কুরুতে তন্ত্রং পুরাণঞ্চ পুনর্নবম্॥ ৭৩
অতস্তন্ত্রোত্তমমিদং চরকেণাতিবুদ্ধিনা।
সংস্কৃতং তৎ তু সংসৃষ্টং বিভাগে-
নোপলক্ষ্যতে॥ ৭৪
ইদমন্যূনশব্দার্থং তন্ত্রং দোষবিবর্জ্জিতম্।
অখণ্ডার্থং দৃঢ়বলো জাতঃ পঞ্চনদে পুরে॥
কৃত্বা বহুভ্যস্তন্ত্রেভ্যো বিশেষাঞ্চ বলোচ্চয়ম্।
সপ্তদশৌষধাধ্যায়সিদ্ধিকল্পৈরপূরয়ৎ॥ ৭৫

এই তন্ত্রে একশত বিংশতি অধ্যায়ে বিভাগ পূর্ব্বক বিন্যস্ত করিয়াছেন। ৭১। যে ব্যক্তি এই তন্ত্র বিধিপূর্ব্বক পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে দীর্ঘ আয়ু, যশ, প্রজ্ঞা, প্রচুর আরোগ্য ও অনুত্তম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ৭২। তন্ত্রকর্ত্তা যাহা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, প্রতিসংস্কর্ত্তা (চরক) তাহা বিস্তারপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর তন্ত্রকর্ত্তা যাহা অতিশয় বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছেন, প্রতিসংস্কর্ত্তা তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এইরূপে চরক অগ্নিবেশের পুরাতন তন্ত্রকে একপ্রকার নূতন করিয়াছেন। ৭৩। এই তন্ত্র স্থানে স্থানে অতি সঙ্কীর্ণ ও অতি বিস্তৃত ছিল বলিয়া অতি বুদ্ধিমান্ চরক এই উৎকৃষ্ট তন্ত্রের সংস্কার করিয়াছেন। তাহাতেই এই সংসৃষ্ট তন্ত্রে অধ্যায়াদি বিভাগ ক্রমে উপলক্ষিত হয়। ৭৪। এই তন্ত্রে কোন শব্দার্থ ন্যূন (অসম্পূর্ণ) নাই। ইহা দোষবিবর্জ্জিত ও অখণ্ডার্থ; পূর্ব্বে ইহা খণ্ডিত ছিল, কেননা ইহার সপ্তদশ ঔষধাধ্যায় সিদ্ধিস্থান ও কল্পস্থান চরককর্ত্তৃক সংস্কৃত হয় নাই। পরে পঞ্চনদনগরের (গঙ্গাধরমতে পঞ্চনদ শব্দের অর্থ বারাণসী), অধিবাসী দৃঢ়বল বহুতন্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া এবং বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া ঐ সকল ভাগের সংস্কার

পঞ্চত্রিংশদ্বিচিত্রাভির্ভূষিতং তন্ত্রযুক্তিভিঃ।
তত্রাধিকরণং যোগো হেত্বর্থোঽর্থঃ পদস্য চ॥

করিয়াছেন। [এস্থলে বহুতন্ত্র শব্দে ভেল, জাতুকর্ণ, অগ্নিবেশ প্রভৃতি কর্ত্তৃক সংস্কৃত আত্রেয় তন্ত্র বুঝিতে হইবে। গঙ্গাধরপাঠ এই যে, দৃঢ়বল ভূতপতি শঙ্করের প্রসাদে অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সপ্তদশ ঔষধাধ্যায় শব্দের অর্থ— চিকিৎসাস্থানের সতরটী অধ্যায়। কিন্তু এই অধ্যায়ের উপসংহারে গঙ্গাধর যে শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, দৃঢ়বল সিদ্ধিস্থান নামক অষ্টম স্থান পূরণ করিয়াছেন।] ৭৫। এই তন্ত্র চতুস্ত্রিংশৎ তন্ত্রযুক্তি দ্বারা বিভূষিত। চতুস্ত্রিংশৎযুক্তি যথা;—অধিকরণ, যোগ, হেত্বর্থ, পদার্থ, প্রদেশ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ, বাক্যশেষ, প্রয়োজন, উপদেশ, অপদেশ, অতিদেশ, অর্থাপত্তি, নির্ণয়, প্রসঙ্গ, একান্ত, অনেকান্ত, অপবর্গ, বিপর্য্যয়, পূর্ব্বপক্ষ বিধান, অনুমত, ব্যাখ্যান, সংশয়, অতীতানাগতাপেক্ষা, স্বসংজ্ঞা, অসমুচ্চয়, নিদর্শন, নির্ব্বাচন, সংনিয়োগ, বিকল্পন, প্রত্যুচ্চার, উদ্ধার ও সম্ভব। অধিকরণ শব্দের অর্থ অধিকার বা অধ্যায়; যথা, দীর্ঘঞ্জীবিতীয় অধ্যায়। যোগ শব্দের অর্থ অন্বয়; যথা, বায়ু পিত্ত ও কফ যথাক্রমে শীতল, উষ্ণ ও সৌম্যগুণ বিশিষ্ট। এস্থলে বায়ু শীতল, পিত্ত উষ্ণ এবং কফ সৌমগুণ বিশিষ্ট। এইরূপ অন্বয় বুঝিতে হয়। এক অর্থ অন্য অর্থের সাধক হইলে তাহাকে হেত্বর্থ কহে; যথা, পিত্ত ও রক্তের চিকিৎসার তুল্যতা আছে, এই বাক্য দ্বারা ইহাও বুঝাইতেছে যে, পিত্তের প্রকোপ হইলে রক্তেরও প্রকোপ সম্ভাবনা করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। পদার্থ শব্দের অর্থ অভিধেয়ার্থ; লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ নহে। যথা, শ্বাসে ও অধোগত রক্তপিত্তে বিরেচন দিতে নাই। এস্থলে বিরেচন শব্দে ত্রিবৃৎ প্রভৃতি বিরেচনবর্গোক্ত যোগ বুঝিতে হইবে,

...শোদ্দেশনির্দ্দেশবাক্যশেষাঃ প্রয়োজনম্।
...দেশাপদেশাতিদেশার্থাপত্তিনির্ণয়াঃ ॥

প্রসঙ্গৈকান্তনৈকান্তঃ সাপবর্গো বিপর্য্যয়ঃ।
পূর্ব্বপক্ষবিধানানুমতব্যাখ্যানসংশয়াঃ ॥
অতীতানাগতাপেক্ষা স্বসংজ্ঞোহ্যসমুচ্চয়াঃ।
নিদর্শনং নির্ব্বচনং সন্নিয়োগো বিকল্পনম্ ॥

... এরণ্ডতৈল বুঝিতে হইবে না। কারণ ...তৈলবর্গে এরণ্ডতৈলের উল্লেখ নাই। যাহা ...ছে, তাহা হইবে' এইরূপ সম্ভাবনাকে ...ণ কহে। যথা, চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা চন্দ্র- ...বিধিতে প্রশমিত হইয়াছিল, অতএব ...ক্তবিধিতে অপরের রাজযক্ষ্মাও প্রশ- হইবে। সংক্ষেপে কথনকে উদ্দেশ ; যথা, স্বাদু, অম্ল ও লবণ বায়ুনাশ । উদাহরণ দিয়া বিস্তারপূর্ব্বক কথনকে ...শ কহে। বাক্যের মধ্যে কোন কথা ...থাকিলে তাহাকে বাক্যশেষ বলা বাহ্যবায়ুর সহিত আভ্যন্তর বায়ুর তুল্যতা ...ছ, এস্থলে বাহ্যবায়ু ও আভ্যন্তর বায়ু এক এই বাক্যটী অসমাপ্ত আছে। প্রয়ো- শব্দের অর্থ বিমানস্থানে স্পষ্টীকৃত আছে। ...শ শব্দের অর্থ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ। ...নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্য নির্দ্দেশ করাকে ...শ কহে। যথা, জল পান দ্বারা ...র জল-সঞ্চয় হওয়াতে জলোদরের হয়; অতএব জলপান না করিলে ...দরের বৃদ্ধি হইতে পারে না। প্রকৃত ...র অতিরিক্ত নির্দ্দেশকে অতিদেশ কহে। হিক্কাশ্বাসী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে দশমূল বা ...কম কাথ বা মদিরা পান করিবে। ...তু সন্নিপাত জ্বরে রোগীর শ্বাস ও তৃষ্ণার ...ক্য থাকে, অতএব সন্নিপাত জ্বরে দশ- ...মদিরা সংযুক্ত করিয়া সেবন করান ...ত পারে', এস্থলে ' ' চিহ্নের অন্তর্গত অতিরিক্ত নির্দ্দেশ। প্রকৃত অর্থের বিপরীত অর্থের বোধকে অর্থাপত্তি । যথা, প্রদরের চিকিৎসা ও শুক্র- ...ষের চিকিৎসা এক; অতএব যাহা অপথ্য, তাহা শুক্রশৈথিল্যেও অপথ্য। উত্তরকে নির্ণয় কহে। প্রসঙ্গ শব্দের ...নক্রমে অর্থান্তর নির্দ্দেশ। একান্ত

নির্দ্দেশ যথা, উষ্মা বিনা জ্বর নাই, এস্থলে যদি বলা হইত যে, কোন কোন জ্বরে উষ্মা থাকে না, তবে একান্ত নির্দ্দেশ হইত না। অনেকান্ত শব্দের অর্থ হইতেও পারে, আবার কখন বা নাও হইতে পারে। যাহা নিয়মের বহির্ভূত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম নির্দ্দেশ করাকে অপবর্গ কহে। যথা, দাড়িম ও আম- লকী ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার অম্লই পিত্তকর। বিপ- রীত অর্থের গ্রহণকে বিপর্য্যয় কহে; যথা, স্বাদু অম্ল ও লবণ বায়ু নাশ করে, অতএব কটু তিক্ত ও কষায় বায়ু প্রকোপ করে। পূর্ব্বপক্ষ শব্দের অর্থ প্রশ্ন। বিধান শব্দের অর্থ পর্য্যায়ক্রমে নির্দ্দেশ; যথা, উদররোগ অষ্ট প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া পরে পর্য্যায়ক্রমে অষ্ট প্রকারের চিকিৎসা নির্ণয় করা হইয়াছে। পরমতের প্রতিষেধ না করাকে অনুমত কহে; যথা, "কাহার কাহার মতে বস্তিই চিকিৎসার একমাত্র উপকরণ।" ব্যাখ্যান শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা। সংশয় শব্দের অর্থ "এই কিনা" এইরূপ সন্দেহ। পূর্ব্বোক্তের পুনরুল্লেখকে অতীতাবেক্ষণ কহে। যথা, সূত্রস্থানের বিধি- শোণিতীয় অধ্যায়ে রক্তপিত্ত রোগের কয়েকটী গূঢ়তত্ত্ব আছে। বক্ষ্যমাণের বর্ত্তমান উল্লেখকে অনাগতাবেক্ষণ কহে। যথা, জ্বরপরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, বমন বিরেচনের বিষয় কল্প- স্থানে দেখ। যে সংজ্ঞার অন্য কোন শাস্ত্রে ব্যবহার হয় না, তাহাকে স্বসংজ্ঞা কহে। যথা, চতুষ্পাদ শব্দের অর্থ আয়ুর্ব্বেদে বৈদ্য, রোগী, পরিচারক ও ঔষধ। যাহা বাক্যের মধ্যে না থাকিলেও বুঝিয়া লওয়া যায়, তাহাকে উহ্য কহে; যথা দোষ দোষান্তর দ্বারা আবৃত থাকিলে রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়, এস্থলে অবশ্য এ কথা উহ্য রহিল যে, কেবল বায়ুর

প্রত্যুচ্চারস্তথোদ্ধারঃ সম্ভবস্তন্ত্রযুক্তয়ঃ।
তন্ত্রে ব্যাসসমাসাভ্যাং ভবন্ত্যেতানি কৃৎস্নশঃ॥ ৭৬
তন্ত্রে সমাসব্যাসোক্তা ভবন্ত্যেতা হি কৃৎস্নশঃ।
একদেশেন দৃশ্যন্তে সমাসাভিহিতাস্তু তাঃ॥

যথাম্বুজবনস্যার্কঃ প্রদীপো বেশ্মনো যথা।
প্রবোধনপ্রকাশার্থাস্তথা তন্ত্রস্য যুক্তয়ঃ॥ ৭৭
একস্মিন্নপি যস্যেহ শাস্ত্রে লব্ধাস্পদা মতিঃ।
স শাস্ত্রমন্যদপ্যাশু যুক্তিজ্ঞত্বাৎ প্রবুধ্যতে॥ ৭৮
অধীয়ানোহপি শাস্ত্রাণি তন্ত্রযুক্ত্যাবিচক্ষণঃ।
নাধিগচ্ছতি শাস্ত্রার্থানর্থান্ ভাগ্যক্ষয়ে যথা॥ ৭৯
দুর্গৃহীতং ক্ষিণোত্যেব শাস্ত্রং শস্ত্রমিবাবুধম্।
সুগৃহীতং তদেবাজ্ঞং শাস্ত্রং শস্ত্রঞ্চ রক্ষতি॥ ৮০
তস্মাদেতাঃ প্রবক্ষ্যন্তে বিস্তরেণোত্তরে পুনঃ।
তত্ত্বজ্ঞানার্থমস্যৈব তন্ত্রস্য গুণদোষতঃ॥ ৮১
ইদমখিলমধীত্য সম্যগর্থান্
বিমৃশতি যো বিমলঃ প্রয়োগনিত্যঃ।

লক্ষণ দেখিয়া বায়ুর চিকিৎসা করিলে কখন কখন ভ্রান্তও হইতে হয়। সমুচ্চয় শব্দ 'ইত্যাদি' বোধক। যথা, দাড়িম প্রভৃতি অম্ল-ফল; এস্থলে আমলকী প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে। নিদর্শন শব্দের অর্থ উপমা; যথা, যেমন জল দ্বারা মৃত্তিকাপিণ্ড ক্লিন্ন হয়, সেই-রূপ মুদ্গ মাষকলায় প্রভৃতি দ্বারা ব্রণ ক্লিন্ন হয়। নিশ্চয় করিয়া বলাকে নির্ব্বচন কহে; যথা, কুষ্ঠনাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির প্রধান। সংনিয়োগ শব্দের অর্থ শাসনবাক্য (বা হুকুম); যথা, মাত্রাভোজী হইবে। বিকল্পন 'বা' এই অর্থবোধক; যথা, বহু বা অল্প বা অপ্রাপ্তকালে বা কালাতিক্রমে ভোজন করাকে বিষমাশন কহে। শিষ্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, মধ্যতা ও নিকৃষ্টতা ভেদে বা অন্যান্য কারণে একই অধ্যায়ে একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুই তিন বার বলাকে প্রত্যুচ্চার কহে। সুত্রের অনুবৃত্তিকে উদ্ধার কহে; যথা, কটু বলিলে মরিচাদি, তিক্ত বলিলে নিম্বাদি, মধুর বলিলে, জীবনীয়াদি বুঝিতে হয়॥ সম্ভব শব্দের অর্থ উৎপত্তির কারণ, যথা, দোষের প্রকোপ রোগের কারণ। [গঙ্গাধর পাঠ—তন্ত্রযুক্তি ছত্রিশ প্রকার। তিনি টীকাতে সংশয়কে দুই বার উল্লেখ করিয়া ছত্রিশ প্রকার গণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মূলে পঁয়ত্রিশ প্রকার আছে। গ্রন্থান্তরে ৩৪ প্রকার আছে; তাহাতে 'অপদেশ' ধর্ত্তব্য হয় নাই। এই অনুবাদের মূলে চতুস্ত্রিংশৎ বা ষট্ত্রিংশৎ স্থলে পঞ্চত্রিংশৎ লিখিত হইল]। ৭৬। এই সকল তন্ত্রযুক্তি সমস্ত ও ব্যস্তভাবে তন্ত্রের মধ্যেই প্রকাশিত আছে। তথাপি এস্থলে বোধসৌকর্য্যার্থে একত্র সংগ্রহ করিয়া দেখান হইল। পদ্মবনে পদ্ম সকল থাকিলেও সূর্য্য ভিন্ন তাহাদিগকে দেখা যায় না; গৃহের মধ্যে দ্রব্য সকল থাকিলেও প্রদীপ ভিন্ন দেখা যায় না; সেইরূপ এস্থলে তন্ত্রযুক্তির সূচী না থাকিলে উহাদিগকে তন্ত্রের মধ্যে দর্শন করা কঠিন হইত। ৭৭। এক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকিলে, তর্কশক্তির পরিমার্জ্জন হয় বলিয়া, অপর শাস্ত্রে আশু প্রবেশ করা যায়। ৭৮। যেমন লোকে ভাগ্যক্ষয়ে কিছু-তেই অর্থ প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ দুর্ভাগ্যবশতঃ অধীয়ান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিও তন্ত্রযুক্তির অনু-সারে শাস্ত্র সকল পাঠ করিয়াও কখন কখন অধিকার প্রাপ্ত হন না। ৭৯। অন্যায়রূপে শস্ত্র গ্রহণ করিলে যেরূপ অজ্ঞ ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অন্যায়রূপে শাস্ত্রার্থ গ্রহণ ক'র-লেও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুগৃহীত শাস্ত্র ও শস্ত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকে। ৮০। এইজন্য এই তন্ত্রের গুণ ও দোষের তত্ত্ব জ্ঞানার্থ ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার এই সকল যুক্তি ব্যাখ্যা করা হইবে [ব্যাকরণ অনুসারে এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ উপ-লব্ধ হয় না। অন্যেরা অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন]। ৮১। যিনি এই শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন ও সম্যক্‌রূপে অর্থবোধ করিয়া

স মনুজসুখজীবিতপ্রদানাদ-
ভবতি ধৃতিস্মৃতিবুদ্ধিধর্ম্মবৃদ্ধঃ ॥ ৮২
যস্য দ্বাদশসাহস্রী হৃদি তিষ্ঠতি সংহিতা।
সোঽর্থজ্ঞঃ স বিচারজ্ঞশ্চিকিৎসাকুশলশ্চ সঃ॥
রোগাংস্তেষাং চিকিৎসাঞ্চ স কিমর্থং ন
বুধ্যতে ॥ ৮৩

চিকিৎসা বহ্নিবেশস্য সুস্থাতুরহিতং প্রতি।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ ॥ ৮৪

ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে
সিদ্ধিস্থানে উত্তরবস্তিসিদ্ধির্নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে।
সিদ্ধিস্থানেঽষ্টমে প্রাপ্তে তস্মিন্ দৃঢ়বলেন তু
সিদ্ধিস্থানং স্বশিক্ষার্থং সমাসেন সমাপিতম্।

সমাপ্তমিদং চরকতন্ত্রম্।

প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনি লোককে সুখ ও জীবন প্রদান করিয়া ধৃতি স্মৃতি বুদ্ধি ও ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকেন। ৮২। এই দ্বাদশ-সাহস্রী (যাহাতে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক বা প্রকরণ আছে) সংহিতা যাহার হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, তিনি অর্থজ্ঞ বিচারজ্ঞ ও চিকিৎসাকুশল হইয়া থাকেন। তিনি রোগ ও রোগের চিকিৎসা কেনই না বুঝিতে পারিবেন!। ৮৩। সুস্থ ও রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে অগ্নিবেশ এই তন্ত্রে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্য কোন চিকিৎসাশাস্ত্রেও থাকিতে পারে। কিন্তু যাহা এই তন্ত্রে নাই, তাহা আর কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই। ৮৪

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২

এই তন্ত্র অগ্নিবেশ-কৃত ও চরককর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত।
ইহার সিদ্ধিস্থান অসমাপ্ত ছিল; তাহা সমাপ্ত করা হইল

চরকসংহিতা সমাপ্ত।

সুশ্রুত-সংহিতা।

আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্রচিকিৎসা ও কায়-চিকিৎসা।

আয়ুর্ব্বেদীয় মহাকবিরাজ ধন্বন্তরি উপদিষ্ট

ও তদীয় শিষ্য

মহর্ষি সুশ্রুত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

(উপরে মূল সংস্কৃত, নীচে তাহার

প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ)

স্বর্গীয় কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার

কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং অনুবাদিত।

স্বদেশীয় কোনও প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা কোনও কথা অধিক করিয়া বলিলে হয় ত পাঠক পক্ষপাত সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু ইংরেজ আমাদের রাজা এবং তাঁহারা ইংরেজী চিকিৎসাদি শাস্ত্রেই অনুরাগী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সেই ইংরেজ হিন্দুদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষতঃ "সুশ্রুত-সংহিতা" সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, দেখুন। ডাক্তার চার্লস একদিন মেডিকেল কলেজের Midwifry অর্থাৎ ধাত্রীবিদ্যার সম্বন্ধে বক্তৃতার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—

"What your Hindus had im-perfect state two thousand years before I am now going to teach you in so imperfect state."

অর্থ,—"হে হিন্দু ছাত্রগণ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে শাস্ত্র তোমাদের দেশে সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, তাহা আমি আজি তোমাদিগকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় শিক্ষা দিতে আসিয়াছি।" বলা বাহুল্য, ধাত্রীবিদ্যা চিকিৎসা-বিদ্যার অন্তর্গত।

ডাক্তার ম্যাকলাউড নামক একজন বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসাবিৎ কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, এই, হিন্দুদের অস্ত্র-চিকিৎসা বিষয়ে উৎকৃষ্ট।

"মূল সংস্কৃত সুশ্রুত-সংহিতা অতি দুরূহ শাস্ত্র; কারণ, অস্ত্রচিকিৎসাই ইহার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু আমাদের বঙ্গানুবাদ অতীব প্রাঞ্জল ও সুমধুর ভাষায় লিখিত হইয়াছে; দুরূহ স্থানসকল ডাক্তারী অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার সাহায্যে সরল ও সহজ ভাষায় বুঝান হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রায় নয় শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্যাদি।—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই "সুশ্রুত-সংহিতা" মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ঐ কাগজের মলাট "সুশ্রুত-সংহিতা" ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা।

চক্রদত্ত।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ চক্রপাণি প্রণীত।

(মূল ও বঙ্গানুবাদ একত্র)

স্বর্গীয় কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

চক্রদত্তের পরিচয় কবিরাজ সমাজের অবিদিত নহে। সাধারণ পাঠককে এস্থলে কেবল দুই একটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, গৃহস্থ এই পুস্তক পাঠ করিয়া নিজের গৃহে নিজের চিকিৎসা করিতে পারিবেন। ইহাতে সর্ব্বরোগের সহজ সহজ মুষ্টিযোগ, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পাচন, ভাল ভাল তেল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, ধাতু ও অরিষ্ট—কিছুরই অভাব নাই। গ্রহণী ও শোথরোগে যে রস-পর্পটী অব্যর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে, তাহা চক্রদত্তেরই আবিষ্কার। ইহাতে অস্ত্রচিকিৎসাও আছে।

মূল্যাদি—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজের বাঁধাই ১।০ দেড় টাকা ডাকমাশুল ।০ আট আনা।